"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, আষাঢ়]

[প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

—আচার্য্য পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

মনুসংহিতা

যুগ্ম সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ বেদব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক সীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

বৃন্দাবন
চটকপর্ব্বত
পুরীধাম

শুক্লা একাদশী
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯
বেলা—৩-৫০

অবতরণ

ওঁ

বিশালবিশ্বস্য বিধানবীজং
বরং বরেণ্যং বিধি-বিষ্ণু-সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা-বারি-বিমান-বহ্নি-
বায়ুস্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

কলিকাতার ঠাকুর (মহামহোপাধ্যায় ৺যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ) চ'লেছিলেন উত্তরবঙ্গে। তখন পদ্মার উপর সারাব্রিজ্ নতুন হ'য়েছে। সহযাত্রী এক ইঞ্জিনিয়ার্। পুল গাড়ী থেকে যতটা দেখা যায় লক্ষ্য ক'রে মনে এক প্রশ্ন জাগে—পুলের ওপর অত ভারী লোহার বোঝা কেন? ও টানাগুলার কি সার্থকতা? ওগুলোতো পুল্‌কে অযথা ভারাক্রান্ত ক'র্‌ছে। সঙ্গী ইঞ্জিনিয়ারকে প্রশ্ন করায় তিনি ব'ল্‌লেন—হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু ঐ টানাগুলির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এখন পুলের তলায় স্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভগুলি পুল্ রক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন ঐ স্তম্ভগুলি হয়তো বা ধ্বংসে যাবে। পদ্মা প্রমত্তা নদী, ভয়ঙ্করী, সর্ব্বনাশী। তার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা যায় না। যদি কোনদিন ঐ সঙ্কট ঘটে, তবে বিধ্বস্ত স্তম্ভ পুনর্গঠনের জন্য সময় লাগ্‌বে। ততদিন পুল্‌টিকে রক্ষা করা চাই। ঐ টানাগুলি সেই দুর্দ্দিনে পুল্‌কে রক্ষা ক'র্‌বে। আজ মনে হ'চ্ছে বোঝা সেদিন হবে ভরসা।

উত্তর শুনে মহামহোপাধ্যায়ের মনে হ'ল—"আমাদের সমাজের বিধি-নিষেধ, অনুশাসনের কঠোরতা, এসব হ'ল ঐ 'টানা'। ঋষি মহাপুরুষ এঁরা হ'লেন 'স্তম্ভ'। ঋষিগণ জানতেন—এমন দিন আস্‌বে যেদিন সমাজের স্তম্ভগুলি সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হবেন। তখন যাতে সমাজ রক্ষিত হয় তাই এত সব কড়া নিয়মের ঝামেলা। মহাপুরুষেরা এসে আবার স্তম্ভরূপে সমাজ সেতুটিকে তুলে ধরেন। সঙ্কট ভয়ঙ্কররূপ ধারণ ক'র্‌লে শ্রীভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং স্তম্ভ গঠন ক'রে যান। কিন্তু মহাপুরুষ বা অবতারের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনগুলি? তখন ঐ টানাই ভরসা।" (১)

কালবশে দুর্দ্দান্তপ্রতাপশালী, অতি ভয়ঙ্কর, বিশ্বধ্বংসকারী, যুগরাজ কলির ভীষণ তাণ্ডবে, অধর্ম্মের মহাপ্লাবনে, মোহের ভীম হুহুঙ্কারে সমাজ-শরীরের স্তম্ভগুলি বিলুপ্তপ্রায়। বিধি-নিষেধ রূপ টানাগুলিকেও কলি একবারে বিধ্বস্ত ক'রে ফেলেছে। গেলো, গেলো, ডুব্‌লো-ডুব্‌লো, ঐ সমাজসেতু। কোটি কোটি নরনারী মোহ পারাবারে নিমজ্জিত হ'য়ে হাবুডুবু খা'চ্ছে, হাহাকারে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত ক'চ্ছে, জনমণ্ডলী রোগে, শোকে, দুঃখে, জ্বালা-যন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাক ছাড়্‌ছে, আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভ'রে গেছে। গেলো-গেলো! সব গেলো!! সব গেলো!!!

(১) 'মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথের সীতারাম' ৬—৭ পৃষ্ঠা।

দুঃখের অনল উঠেছে জ্ব'লে সারাজগতের বুকে।
বেদনাহারী প্রাণের হরি তাই ডাকি তোমাকে॥
আকাশ বাতাস গেছে ভ'রে,
তাপিত জীবের হাহাকারে,
ভাস্‌ছে সবাই আঁখি নীরে—
রক্ষা কর এ বিপাকে।
তব সেবা পূজা মহাব্রত,
এ ভারতে অস্তমিত,
কেহ জ্ঞানগর্ব্বে হ'য়ে স্ফীত
সরা ভাবে ধরাকে॥
ওগো এসগো মোদের জ্ঞানে
এসগো মোদের ধ্যানে।
এসগো মোদের নয়নে
আর কি নীরবে থাকে॥

অগণিত আর্ত্তের আর্ত্তনাদে আর্ত্তিনাশনের আসন ট'ল্‌লো। তিনি তাঁর সংসার দাবদগ্ধ পথভ্রান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানগণকে রক্ষা করবার জন্য প্রথমে শ্রীভগবান্ মনুর বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিরূপে নবভাবে অবতরণ ক'র্‌লেন, নাম্‌লেন—'আর্য্যশাস্ত্র'।

মনুসংহিতা অবতরণ ক'র্‌লেন এ কথার অর্থ কি? মনুসংহিতাতো চিরদিন আছেন, বাজারে মনুসংহিতা গ্রন্থতো দুষ্প্রাপ্য নয়।

তদুত্তরে বলা যায়—শ্রীভগবানের নাম তো চিরদিন আছেন, তাতে জনগণের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়না। কলি নামকে আবরিত না ক'রেও যেন আবৃত করে রাখে। তাই ভগবান্ শ্রীনামকে প্রচার করবার জন্য শ্রীমন্ নিত্যানন্দ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপে, শ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দররূপে, শ্রীরাধারমণচরণদাস বাবাজী, শ্রীরামদাস বাবাজী প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে অবতীর্ণ হ'য়ে কলিকবলিত জীবগণকে সেই নাম সুধা পান করিয়ে সংসার পাশ হ'তে মুক্ত করেন।

মনুসংহিতা আছেন সত্য; কিন্তু তার পঠন পাঠন লুপ্তপ্রায় ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। প্রাচীন স্মৃতির পাঠ্যগ্রন্থরূপে মনুসংহিতা আজ ছাত্রগণের কাছে পরিচিত। তা ভিন্ন এই মহাগ্রন্থের আলোচনা বিশেষভাবে কেহ করেন কিনা আমাদের জানা নাই।

যঃ কশ্চিদ্ কস্যচিদ্ ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥৭॥ মনু—২অঃ

ভগবান্ মনু সর্ব্বজ্ঞানময় ছিলেন। অতএব তিনি যার যা কিছু ধর্ম্ম ব'লেছেন, বেদে সে সকল তদ্রূপই কথিত হ'য়েছে।

"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্‌ভেষজম্"

—তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২

"মনু যা কিছু ব'লেছেন তা ঔষধের ন্যায় উপকারী।" সংসাররোগের পরম ঔষধ একথা বেদের আরও তিন স্থানে আছে।

সংসার রোগ কি?

দেহাত্মাভিমান। আমি দেহ এই বোধ। এই অজ্ঞানই নরনারীর জীবনের চরম পরম লক্ষ্য ভুলিয়ে রেখেছে।

সে লক্ষ্যটি কি? না—'ভগবদ্দর্শন'। ভারতের নরনারীর একমাত্র কাম্য হ'ল ভগবৎ সাক্ষাৎকার। ঈশ্বরদর্শন যতদিন না হয়, ততদিন জীবকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করত ইহলোকে ও পরলোকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়।

সেই ভগবদ্দর্শনের প্রধান উপায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন; নিজেকে শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেলা। যতদিন মানুষ আপনাকে শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত ক'র্‌তে না পারে, ততদিন ইহলোকে ও পরলোকে শান্তির আশা সুদূরপরাহত। উচ্ছৃঙ্খল শাস্ত্রবাহ্য ব্যক্তিগণ কদিন বিষয় ভোগে সমর্থ হয়! কিছুদিন যথেচ্ছ ভোগ ক'র্‌লেই বিবিধ দুরারোগ্য রোগ তাকে গ্রাস করত একেবারে অকর্ম্মণ্য ক'রে ফেলে। সে ধর্ম্মহীন মানব বেঁচে মরেই থাকে, এবং দেহান্তে পশুজন্ম লাভ ক'রে।

বেদশাসিত ভারতবাসীর মনুসংহিতা একখানি অনুপম পরম রমণীয় গ্রন্থরত্ন। সমস্ত বর্ণের সকল আশ্রমস্থ নরনারীর জীবন গঠনের এমন দ্বিতীয় গ্রন্থ আর নাই। যদি কেহ মাত্র শ্রীভগবান্ মনুর উপদেশ মত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ফেল্‌তে পারেন, তবে তাঁকে আর দ্বিতীয় কোন উপায় অবলম্বন ক'র্‌তে হয়না।

কালবশে এখন আর ব্রহ্মচারিগণ গুরুগৃহে অবস্থান করত বেদপাঠ করেন না। কলির প্রভাবে যথাশাস্ত্র বেদপাঠ আর হয়না।

সে যুগে বেদ অধ্যয়ন করিয়ে আচার্য্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাতেন, 'সত্যং বদ'—'ধর্ম্মং চর', 'স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ'। (সত্য ব'ল্‌বে, ধর্ম্ম আচরণ ক'র্‌বে, স্বাধ্যায়ে অনবহিত হবেনা, অর্থাৎ নিত্য স্বাধ্যায় ক'র্‌বে। (আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া তাঁর আদেশে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখ্‌বে। (সত্য হ'তে বিচ্যুত হবে না। ধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হবেনা। কুশল (আত্ম রক্ষা) হ'তে অনবহিত হবে না, ঐশ্বর্য্যলাভার্থক মঙ্গলজনক কর্ম্মে বিমূঢ় হবেনা। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে অনবধান ক'র্‌বে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে প্রমাদগ্রস্ত হবে না। মাতৃদেব হও, পিতৃদেব হও, আচার্য্যদেব হও, অতিথিদেব হও। অনিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'র্‌বে। অন্য কর্ম সকল ক'র্‌বেনা। আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত আচরণসমূহ তুমি নিয়মিত আচরণ ক'র্‌বে।

—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ শীক্ষাধ্যায় একাদশ অনুবাক্ ১।১১।১।২।৩।

শীক্ষাধ্যায়ে নবম অনুবাকে কথিত হ'য়েছে—"ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ"। শাস্ত্র প্রদর্শিত (কর্ম্মবিধি জান্‌বে, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা) ক'র্‌বে অথবা (নিত্যপাঠরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ ক'র্‌বে। সত্য ব'ল্‌বে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক'র্‌বে। তপস্যা ক'র্‌বে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্‌বে। দম (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) ক'র্‌বে, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্‌বে। অন্তরিন্দ্রিয় সংযত ক'র্‌বে ও অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্‌বে। অগ্নিসকল আধান ক'র্‌বে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্‌বে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান ক'র্‌বে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক'র্‌বে। অতিথি সৎকার ক'র্‌বে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্‌বে। সন্তানোৎপাদন

ক'র্বে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক'র্বে। ঋতুকালে ভার্য্যাগমন ক'র্বে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক'র্বে। পৌত্রোৎপত্তির জন্য পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত ক'র্বে এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক'র্বে। রথীতর গোত্রীয় সত্যবচা ঋষির মতে সত্যই আচরণীয়। পুরুশিষ্টিপুত্র তপোনিত্য ঋষি মনে করেন তপস্যাই অনুষ্ঠেয়। মুদ্গলপুত্র নাকনামক ঋষি বলেন—কেবলমাত্র স্বাধ্যায়, প্রবচনই (অধ্যয়ন. অধ্যাপনই) কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহাই যথার্থ তপস্যা।

উপনিষদ্জননী সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সহ স্বাধ্যায়টি ক'র্তে পুনঃপুনঃ আদেশ ক'রেছেন। স্বাধ্যায় মানুষকে কর্ত্তব্যে স্থির নিবিষ্ট করেন, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেন।

অন্যত্র দেখা যায়—

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মাবসেৎ।
স্বাধ্যায়-যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে॥—বিষ্ণুপুরাণ ৬।৬২

স্বাধ্যায়ের পর যোগ ক'র্বে, যোগের পর স্বাধ্যায় ক'র্বে। স্বাধ্যায় ও যোগ সম্পত্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন।

তদীক্ষণায় স্বাধ্যায়শ্চক্ষুর্যোগস্তথা পরম্।
ন মাংসচক্ষুষা দ্রষ্টুং ব্রহ্মভূতস্য শক্যতে॥৩॥ —ঐ ৬।৬

ব্রহ্মভূত পরমাত্মাকে মাংসময় চক্ষুর দ্বারা দেখা যায়না। তাঁকে দেখবার জন্য স্বাধ্যায় এবং যোগই দুটি চক্ষু।

স্বাধ্যায়ের অসীম শক্তি; শাস্ত্র পঠনে শ্রবণে মানুষ দেবতা হ'য়ে যায়। কালবশে অধুনা অধিকাংশ মানুষ অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করত স্বাধ্যায় হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়েছেন। যথেচ্ছ ভোজনে, উপাসনা বর্জ্জনে, আচার ত্যাগে, ব্রহ্মচর্য্য পরিহারে, ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ বহির্মুখে ধাবিত হ'য়ে আপাত সুখকর ভোগানলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দগ্ধ হ'চ্ছেন। না আছে ইন্দ্রিয়দমনের সামর্থ্য, না আছে চিত্তের স্থিরতা, নিত্য নূতন ভোগের জন্য আজ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মাদের মত বিপথে ছুটেছেন। ধর্ম্মহীন শিক্ষা, নভেল, নাটক, সিনেমা প্রায় অধিকাংশলোককে প্রভাবিত ক'রেছে। এর কারণ—স্বাধ্যায় বর্জ্জন। যদি শাস্ত্র শ্রবণ পঠন থাক্তো, তা হ'লে মানুষের এত অধঃপাত হ'তোনা। জগতের যা কিছু সে সকলের মূল হ'ল প্রাণস্পন্দন। অভক্ষ্য ভক্ষণে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতায় কুগ্রন্থপাঠে প্রাণ বহির্মুখে স্পন্দিত হ'য়ে বাহ্যবিষয়ের সুখ ভিন্ন অন্য সুখ আছে একথা ভুলিয়ে দিয়েছে। যদি স্বাধ্যায় থাক্তো তা হ'লে প্রাণস্পন্দন ও চিত্তের গতি এরূপ হ'তো না। শাস্ত্র পঠনে শ্রবণে প্রাণস্পন্দন স্বতন্ত্র হ'তো, ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখতা ত্যাগ ক'রে অন্তর্মুখ হ'য়ে অলৌকিক শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ লাভ করতঃ কৃতার্থ হ'য়ে যেতো।

সে জন্য শান্তিকামী মানব মাত্রেরই স্বাধ্যায় অতি প্রয়োজনীয়। তাই শ্রুতিমাতা বারংবার স্বাধ্যায়ের কথা ব'লেছেন। এই মনুসংহিতা স্বাধ্যায়ের অনুত্তম গ্রন্থ।

তস্য কর্ম্ম বিবেকার্থং শেষানামনুপূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ॥১০২॥ —মনু ১ম-অঃ

ব্রাহ্মণের এবং অপরাপর বর্ণের আনুপূর্ব্বীক্রমে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ক'রবার জন্য ধীমান্ স্বয়ম্ভুব মনু এই ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনা ক'রেছেন॥১০২॥ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক এই ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন

ক'র্‌বেন এবং শিষ্যগণকে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাবেন। অন্য কোন বর্ণই ইহা অধ্যয়ন করাইতে অধিকারী নন। ॥১০৩॥ এই শাস্ত্রের অধ্যয়নশীল হ'লে অর্থাৎ সম্যক্ অর্থবোধ হ'লে ব্রাহ্মণ যম-নিয়মাদি ব্রতানুষ্ঠায়ী হন এবং তজ্জন্য তিনি মানসিক বাচিক বা কায়িক কর্ম্ম জনিত কোন পাপে লিপ্ত হন না ॥১০৪॥ তিনি পংক্তি পবিত্র করেন, তিনি পিত্রাদি ঊর্দ্ধ সপ্ত পুরুষ এবং পুত্রাদি অধস্তন সপ্ত পুরুষ পবিত্র করেন, এবং নিজে এরূপ পবিত্র হন যে এই সমগ্র পৃথিবী একমাত্র তাঁকেই দান ক'র্‌তে পারা যায় ॥১০৫॥ এই ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন ; ইহা বুদ্ধিবর্দ্ধনের উপায়, ইহা যশস্কর ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এবং ইহাই পরম শ্রেয়োলাভের কারণ ॥ ১০৬ ॥

তাই শ্রীভগবান্ সমস্ত নরনারীগণের কল্যাণকল্পে মনুসংহিতাকে অগ্রণী করত 'আর্য্যশাস্ত্র'রূপে অবতরণ ক'র্‌লেন।

এ অবতরণ আজ হচ্ছেনা ; ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৮ সালে শ্রীভগবান্ গুরুদেবকে অসুস্থ অবস্থায় মহাপুরুষগণের নিকট নিয়ে গিয়ে তারকব্রহ্ম নাম প্রচারের প্রেরণা দান করেন। তিনি সুস্থ হ'য়ে ব'ল্‌তেন—"লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নাম প্রচার ক'র্‌বো। আরব যাবো, তাতার যাবো, মুসলমান পর্য্যন্ত এ নাম গ্রহণ ক'র্‌বে।"

তিনিই এ জীর্ণ যন্ত্র নিয়ে ১৩৪৪ সাল হতে ২৫ বৎসর কাল শ্রীতারকব্রহ্মনাম বিশেষভাবে প্রচার করতঃ শাস্ত্র অবতরণের সুদৃঢ় ভূমি তৈরী ক'র্‌লেন।

তিনিই শ্রীমান্ শিশিরকুমারব্রহ্মচারীরূপে মহাষ্টমীর পুণ্যক্ষণে শাস্ত্ররক্ষার জন্য প্রার্থনা করালেন। তিনিই এই জীর্ণ যন্ত্রকে উপলক্ষ্য ক'রে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন শঙ্করমঠে প্রিয়জনগণের কাছে "আর্য্যশাস্ত্র" রক্ষার কথা উপস্থাপিত ক'র্‌লেন। তিনিই বহু প্রিয়জনরূপে সঙ্গে সঙ্গে ১২ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তিনিই আর্য্যশাস্ত্রের বিশেষ সভায় অগণ্য গণ্যমান্য বরেণ্য সংস্কৃতভাষার পারংগত পণ্ডিত-মণ্ডলী ও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত সনাতন শাস্ত্রে নিষ্ঠাবান্ অধ্যাপকরূপে সাদরে আর্য্যশাস্ত্র রক্ষার সমর্থন করত আপামর সকলের প্রাণে উৎসাহ বর্দ্ধন ক'র্‌লেন।

তিনিই আজ মনুসংহিতা রূপে আবির্ভূত হ'য়ে কলি কলুষনাশে সমুদ্যত হ'য়েছেন।

তিনিই শব্দব্রহ্ম, তিনিই বেদ, তিনিই নিখিল শাস্ত্র, তিনিই তারকব্রহ্মনাম। এগুলি তাঁর পরম আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি। এ ভিন্ন যা কিছু সবই তাঁর দুঃখপ্রদ বিগ্রহ, একথা আমরা কল্পনা ক'রে ব'ল্‌ছি না। মানুষ মাত্রেই তা অনুভব ক'চ্ছেন। শাস্ত্রাবমন্তা অধার্ম্মিকের রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, জ্বালা, যন্ত্রণা চিরসহচর। সত্য সত্য যিনি শান্তি চান, তাঁর সর্ব্বপ্রযত্নে শাস্ত্র আশ্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এস! এস! দীর্ঘ সংসার পথ ভ্রমণে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক! ছুটে এস ছুটে এস! শাস্ত্র কল্পতরুর পরম শান্তিদায়ক, নিরতিশয় মনোরম, সকল দুঃখনাশন, পরমপাবন, অতিস্নিগ্ধ ছায়াতলে ছুটে এস! তোমার ইহলোকের সর্ব্ব দুঃখ অখিল তাপ দূর হবেই হবে, পরলোকে পরমপদে স্থান পাবেই-পাবে।

হাঁ এক কথা, স্বাধ্যায় নিয়ে ত সর্ব্বক্ষণ থাকা যায়না, আর সকলেই ত শাস্ত্র স্বাধ্যায়ের অধিকারী নন। তাঁদের উপায় কি ?

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে কথিত হ'য়েছে—

স্বাধ্যায়-নাম-মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদি পাঠস্তু হরেঃ সংকীর্ত্তনং তথা॥
তত্ত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বাধ্যায়ের অর্থ, মন্ত্রের অর্থ চিন্তাপূর্ব্বক জপ, সূক্তস্তোত্রাদি পাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, তত্ত্বাদি শাস্ত্র অভ্যাস। জপ, স্তবপাঠ, তত্ত্বাদি শাস্ত্র অভ্যাসে সকল প্রকার অধিকারীর সামর্থ্য নাই একথা অতি সত্য। কিন্তু হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, কোল, ভীল, সাঁওতাল, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সকলের অধিকার আছে। তাই ডাক্‌ছি এস-এস প্রিয়! এস—এস দয়িত! এস—এস প্রিয়তম! নাম কর—নাম কর—নাম কর!

গাও—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই তারক ব্রহ্ম নামের ধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস ভরে যাক্, খেলা করুক্ নামের এই সুমধুর ধ্বনি। নেপালে, কাবুলে, আফ্রিকায়, আরবে, তাতারে, চীনে, জাপানে, রুশে, ইংলণ্ডে আমেরিকায়—আকাশ একটি মাত্র। এখানকার নামের কলরোল সমস্ত বিশ্বে স্পন্দন তুলবে। গাও গাও প্রিয়তমগণ! গাও গাও, নে'চে নে'চে গাও—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

জয় নাম জয় নাম জয় নাম
জয় সীতারাম।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাসওঙ্কারনাথ মহারাজ 'আর্য্যশাস্ত্রে'র অবতরণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয় সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণকে বিশেষভাবে জানাবার জন্য 'অবতরণ'-শীর্ষক স্ব-লিখিত এই প্রবন্ধটি পাঠিয়ে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ ক'রেছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁর চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। —সম্পাদক, 'আর্য্যশাস্ত্র'।

শ্রীগুরুঃ শরণম্

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রুতিবেদ্যতত্ত্ব মহামহিমশালী শ্রীভগবানের মহতী অনুকম্পায় আর্য্যশাস্ত্র রথযাত্রায় স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাদের নয়নগোচর হইলেন। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে—সংস্কৃতে নিবন্ধ অমূল্য গ্রন্থরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় সভ্যতার ধারক এবং বাহক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অত্যন্ত দুর্লভ। যদিও কয়েকখানি গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই, তাহাও প্রয়োজন পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহার মূল কারণ—কাগজের দুর্মূল্য ও প্রেসের ব্যয় বাহুল্য। সেজন্য গ্রন্থ প্রকাশকদের পক্ষে নিখিল সংস্কৃতগ্রন্থসমূহ প্রকাশ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সুতরাং অসম্ভব। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা রক্ষা কল্পে মহতী প্রচেষ্টার দ্বারা এই আর্য্যশাস্ত্রাভিধেয় বঙ্গভাষাময় মাসিকপত্রের প্রবর্তন করিয়া বঙ্গভাষা সংস্কৃতভাষা তথা হিন্দুধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। আজ এই মহাদুর্দিনে—যখন সম্প্রদায়বহ্নি দিকে দিকে প্রজ্বলিত, হিংসায় উন্মত্ততায় মানবকুল আকুল, অভাব অনটনে অত্যন্ত পীড়িত, তখনই এই আর্য্যশাস্ত্রের আবির্ভাব জাতির পক্ষে অতীব মঙ্গলকর। আজ আমরা আমাদের পথের সন্ধান পাইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা-হিংস্রতা-অকৃতজ্ঞতা-দুর্নীতি প্রভৃতি পরিহার করার মত সামর্থ লাভ করিব। কারণ, মার্জিতবুদ্ধিই হইল শুভাশুভ পথের নির্দেশকারিণী। উক্ত মার্জিতবুদ্ধি লাভ - নির্দ্বন্দ্ব-সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ চিত্তচমৎকারবিধায়ক শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই সম্ভব। আজ আমরা সেই অমূল্য শাস্ত্র-গ্রন্থসকল পাঠ করিবার ও শ্রবণ করিবার সুযোগ যাঁহার কৃপা হইতে পাইলাম—সেই পূজ্যতম ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথমহারাজের চরণকমলে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিয়া তৎপ্রবর্তিত পবিত্র আর্য্যশাস্ত্রপত্রিকা ধর্মপ্রিয় পাঠকগণের শ্রীকরে উপহার দিতেছি।

বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা অনূদিত, সম্পাদিত ও সমর্থিত এই আর্য্যশাস্ত্র একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহাকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার পক্ষে চেষ্টা করা হইয়াছে, পাঠান্তরসংগ্রহ এবং টীকাকারের ভাব অবলম্বন পূর্বক দুরূহ বিষয়ের যথাশক্তি সমাধান করা হইয়াছে। যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সহৃদয় পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করা যায়, তাহার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে কি বিরাট্ কার্য্যে, কি লঘু কার্য্যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সম্ভব। সেজন্য প্রণয়ভাজন পাঠক মহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা পূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান মহেশ্বর॥

ইতি
বিনীত—প্রকাশক

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি) শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মুল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা –১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মুল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা— সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মুল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাঙলামাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাঙলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা পরিবর্তন এক মাস পুর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা সুস্পস্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—

কর্ম্মকিঙ্কর—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকতা—৬।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

(ক) কভার ও বিশেষস্থানে বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

(খ) সাধারণ বিজ্ঞাপন—প্রতি মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা ৭৫'০০

সাধারণ বিজ্ঞাপন—প্রতি মাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫'০০
,,	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০'০০
,,	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২'০০
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০'০০
,,	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০০'০০
,,	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২০'০০

(গ) কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিজ্ঞাপন 'আর্য্যশাস্ত্র' পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য হইলে তাহা গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপনের মুল্য রীতিমত যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক ইত্যাদি যথেস্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা সত্ত্বেও নষ্ট হইয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

সম্পাদকীয়

শাস্ত্রে আছে 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনায় মর্তভূমিতে যুগে যুগে নেমে আসেন। আর্য্যশাস্ত্রও ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের (সম্পাদক—'সুদর্শন') প্রার্থনায় নেমে এলেন। ভক্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান; ব্রহ্মচারীজী প্রার্থনা জানালেন শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজজীর শ্রীচরণে। ভগবান্ আর্য্যশাস্ত্ররূপে অবতরণ ক'রলেন। আরম্ভ হ'ল তাঁর লীলা-বিলাস।

শ্রীশ্রীসীতারামদাসজীর যন্ত্রস্থতায় এ অবতরণ মূর্ত্তিপরিগ্রহ ক'রলেন অথবা ইহা তাঁরই অপর মূর্ত্তি। শ্রীভগবান্ শুধু আর্য্যশাস্ত্র মাসিকপত্ররূপে অবতরণ ক'রে তৃপ্ত হ'তে পারেননি তাই 'শাস্ত্র ভগবান' প্রেসরূপে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মের মূল হ'ল শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র এবং ইহাই আমাদের ঐতিহ্য। কোন জাতিকে বাঁচতে হ'লে স্ব-ঐতিহ্যে অধিষ্ঠিত হ'তে হবে—'স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ'।

দেশের ঐতিহ্য রক্ষা বা জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আজ শ্রীশ্রীসীতারামদাসজী এ বিষয়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন এবং সনাতনী অন্যান্য সম্প্রদায় ও সনাতনী পণ্ডিতসমাজ সহযোগিতা ক'রছেন। আশা করি আমাদের সরকারও সাগ্রহে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা ক'রবেন।

আর্য্যশাস্ত্রের আকৃতি গোরক্ষপুর গীতাপ্রেসের 'মহাভারত' নামক মাসিকপত্রের অনুরূপ হবে। এতে প্রথমে মনুসংহিতা, ঊনবিংশসংহিতা, 'স্মৃতি-সন্দর্ভ' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমহাভারত, মহাপুরাণসকল, উপ-পুরাণসকল, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি, তন্ত্রসারপ্রমুখ তন্ত্রসকল এবং বিভিন্নস্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথিসকল প্রকাশিত হবে।

'আর্য্যশাস্ত্র' স্বয়ং ভগবান্—তাঁর প্রিয় ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন—তাঁর সন্তানদের কৃপা করবার জন্য। আশা করি তাঁর সন্তানরা 'অহং' 'মম' রূপ ছত্র-ধারণে তাঁর কৃপা থেকে নিজেদের বঞ্চিত রাখবেন না। শাস্ত্রপ্রকাশনের কথা বা শাস্ত্ররক্ষার কথা চিন্তা ক'রতে প্রবৃত্ত হ'লেই স্মৃতিপথে উদিত হ'ন পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। এই গ্রন্থে তাঁর একটি আলেখ্য দেওয়া হইল।

আর্য্যশাস্ত্র-রূপী শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাই—কৃপা ক'রে সকল ক্ষুদ্রতা দূর করত আলোকে পুলোকে অন্তর ভরিত ক'রে লীলা করুন।

॥ আর্য্যশাস্ত্রের কার্য্যপরিচালকমণ্ডলী ॥

নিয়ন্তা—

শ্রীশ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণদাস মহারাজ
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ

সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য
শ্রীযুক্ত শ্রীজীবন্যায়তীর্থ, এম্. এ

সহ-সম্পূজক—

শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত নারায়ণ ন্যায়াচার্য্য, এম. এ
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ
শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বেদতীর্থ
শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

সঞ্চালক—

ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এফ. আর. সি. এস
ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ, পি এইচ.ডি
শ্রীযুক্ত রঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট
শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, আই. এ. এস্
শ্রীযুক্ত নীরজাকান্ত চৌধুরী, এম, এ
শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, এম্. এ
শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. পি. এস
শ্রীযুক্ত রাসগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র পাল

সংরক্ষক—

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ
ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম. ডি

প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
সীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়,
৭।৩, পি, ডবলিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
হইতে প্রকাশিত হইবে।

সত্বাধিকারী—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
জয়গুরুসম্প্রদায়

স্বর্গত আচার্য্য পঞ্চাননতর্করত্ন

আর্য্যশাস্ত্র

মনুসংহিতা

[শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা]

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্ ॥১॥
ভগবন্! সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমর্হসি ॥২॥
ত্বমেকো হ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো ॥৩॥

স তৈঃ পৃষ্টস্তথা সম্যগমিতৌজা মহাত্মভিঃ।
প্রত্যুবাচার্চ্চ্য তান্ সর্ব্বান্ মহর্ষীন্ শ্রূয়তামিতি ॥৪॥
আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥৫॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ॥৬॥

ভগবান্ মনু যখন একাগ্রচিত্তে (সুখে) উপবেশন করিয়া আছেন, তখন মহর্ষিগণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া পূজান্তে যথাবিধি প্রশ্ন করিলেন,—হে ভগবন্! সকল বর্ণের এবং অন্তরপ্রভব সঙ্করজাতিগণের ধর্মসমূহ যথাযথ আনুপূর্বিকভাবে আমাদিগকে বলুন্। হে প্রভো! (এই ধর্মসমূহের মূল—বেদ) এই নিত্য অপৌরুষেয় (স্বয়ম্ভু) অপরিমেয় (অনন্ত শাখায় বিভক্ত বলিয়া বেদের সীমা নিশ্চয় করা যায় না) (বেদোক্ত) বিধানসমূহের (প্রতিপাদ্য যজ্ঞাদি) কার্য্য, (প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) তত্ত্ব এবং (প্রতিপাদ্য) অর্থের (বিষয়ের) জ্ঞাতা একমাত্র তুমিই। এইরূপে সেই মহানুভব মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক বিধিমত জিজ্ঞাসিত হইলে, অসীম জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন ভগবান মনু 'শ্রবণ করুন্' -এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সম্মাননাপূর্বক (সাদরে) বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১-৪।

এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার (একসময়ে) তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা ছিল জ্ঞানের অতীত এবং তাহা কোনও লক্ষণ-দ্বারা অনুমেয় ছিল না বা অন্য কোনওরূপে জানিবার যোগ্যও ছিল না, যেন সর্বতোভাবে প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিল। তৎপরে (এই প্রলয়াবস্থার পর) স্বয়ম্ভু (স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী পরমাত্মা) অব্যক্ত (সূক্ষ্ম-রূপী) ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যশালী) (আকাশাদি) মহাভূত প্রভৃতিকে প্রকাশিত করিয়া অপ্রতিহততেজাঃ এবং প্রলয়াবস্থার বিনাশকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৫-৬।

যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥৭॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ
সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥৮॥
তদণ্ডমভবদ্বৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥৯॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১০॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে
ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে ॥১১॥

যিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর (মনোমাত্রগ্রাহ্য) সূক্ষ্ম, অব্যক্ত ও নিত্য, সেই সর্বভূতময় অচিন্তনীয় পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে (মহৎ প্রভৃতিরূপে) সশরীরে প্রকাশিত হইলেন। ৭।

তিনি নিজ শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ধ্যানযোগে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপনার বীজ (শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন। ৮।

সেই বীজ স্বুবর্ণবর্ণময় সূর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে পরিণত হইল। সেই অণ্ডে পরমাত্মা স্বয়ং সর্বলোকপিতামহ (সমস্তলোকের জনক) ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ৯।

'নারা' শব্দে অপ্ (জল) সমূহকে বলা হইয়া থাকে, কারণ, জলসমূহ নরের অর্থাৎ পরমাত্মার অপত্য। (পরমাত্মাই প্রথম জল সৃষ্টি করেন, নর শব্দের উত্তর অপত্যার্থে প্রত্যয় করিলে 'নারা' এই পদ সিদ্ধ হয়)। এই 'নারা'—জলসমূহ প্রথম অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় ছিল বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলা হয়। ১০।

যিনি আদি কারণ, অব্যক্ত (অতিসূক্ষ্ম) নিত্য এবং সৎ ও অসৎ (ভাব ও অভাব উভয়েরই) স্বরূপ

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা ॥১২॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ
শাশ্বতম্ ॥১৩॥
উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্ ॥১৪॥
মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়াণাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥১৫॥
তেষান্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে ॥১৬॥

তৎকর্ত্তৃক (সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক) প্রথম উৎপাদিত বলিয়া ঐ পুরুষকে লোকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে (ব্রহ্মপরিমাণে) সংবৎসরকাল বাস করিয়া নিজ ধ্যানবলে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। ১১-১২।

তিনি সেই (দুইভাগে) বিভক্ত অণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গলোক এবং নিম্নস্থখণ্ডে ভূলোক নির্মাণ করিলেন, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ এবং শাশ্বত জলস্থান (সমুদ্রাদি) সৃজন করিলেন। ১৩।

ব্রহ্মা তাঁহার আত্মা হইতে মনের উদ্ধার করিলেন, মনঃ সৎ ও অসৎ উভয়স্বরূপ। (শ্রুতিতে মনের উৎপত্তির কথা থাকায় এবং জ্ঞানের কারণ হওয়ায় ইহা সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থ এবং মনঃ অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ইহা অসৎ। সেই মন হইতে সবকার্য্যের প্রবর্ত্তক 'অহম্' এই অভিমানযুক্ত অহঙ্কারতত্ত্বকে প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা (ইহার পূর্বে) আত্মার সহিত অবস্থিত মহত্তত্ত্বের ও সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের উদ্ধার করিলেন, মহত্তত্ত্ব মন অহঙ্কার সমস্তই ত্রিগুণাত্মক, ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণসমর্থ ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিলেন।১৪-১৫।

(অনন্তকার্য্য সম্পাদনে সমর্থ বলিয়া) অমিতবীর্যশালী সেই অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি (তত্ত্বের)

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ ॥১৭॥
তদাবিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ।
মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ম্ ॥১৮॥
তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্।
সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ
সংভবত্যব্যয়াদ্ব্যয়ম্ ॥১৯॥

সূক্ষ্ম অবয়বগুলিকে আত্মমাত্রায় (প্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের বিকারে) যোজিত করিয়া তিনি সমস্ত জীবের (মনুষ্য তির্য্যক্ পশুপক্ষী প্রভৃতির ও বৃক্ষলতাদির) স্থাবর প্রভৃতি সর্বভূতের সৃষ্টি করিলেন। ১৬।

যেহেতু ঐ ছয়টি সূক্ষ্ম অবয়ব—বক্ষ্যমাণ পঞ্চভূতকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মের (প্রাকৃতিক অংশের) মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে—সেই হেতু, ইহাকে পণ্ডিতগণ তাঁহার শরীর বলিয়া থাকেন। (পাঁচটি মহাভূত—পঞ্চতন্মাত্র হইতে এবং ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, এই ছয়কে আশ্রয় করে বলিয়া ইহার নাম শরীর)। ১৭।

আকাশাদি মহাভূতসকল স্ব-স্ব-কার্য্যের সহিত পঞ্চতন্মাত্ররূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হ'ন। (আকাশের কার্য্য—অবকাশদান, বায়ুর কার্য্য—বিন্যাস (ব্যূহন), তেজের কার্য্য—পাক, জলের কার্য্য—মেলান, ও পৃথিবীর কার্য্য—ধারণ), আর সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু অবিনাশি মন (তাহার কার্য্য—শুভাশুভসঙ্কল্প ও সুখদুঃখাদিরূপ) সূক্ষ্ম অবয়বসহ-অহঙ্কাররূপে অবস্থিত ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হ'ন। ১৮।

মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি স্ব-স্ব-কার্য্যসম্পাদনে শক্তিশালী পুরুষ (ব্রহ্ম) স্বরূপ পদার্থের সূক্ষ্ম মাত্রা হইতে এই নশ্বর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। (পুরুষ অর্থে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন বলিয়া এই সকল পদার্থকেও পুরুষস্বরূপ বলা হইয়াছে) এই রূপে অবিনশ্বর কারণ হইতে নশ্বর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯।

আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং
স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ ॥২০॥
সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥২১॥
কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্ ॥২২॥

আকাশ প্রভৃতি ভূতসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রত্যেকে পূর্ব পূর্বের গুণ গ্রহণ করে। যে (ভূত ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এইরূপে) যত সংখ্যায় গণিত, তাহার তত গুণ। প্রথম ভূত আকাশের এক গুণ শব্দ, দ্বিতীয় ভূত বায়ুর দুই গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তৃতীয় ভূত তেজের তিন গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, চতুর্থ ভূত জলের চার গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং পঞ্চম ভূত পৃথিবীর পাঁচ গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।২০।

সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত সেই পরমাত্মা বেদশব্দ হইতে (পূর্ব পূর্ব কল্পে যাহার যেরূপ নামাদি ছিল তাহা) অবগত হইয়া সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম (যেমন গোজাতির গো, অশ্বজাতির অশ্ব ইত্যাদি) পৃথক্ পৃথক্ কর্ম (যেমন ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন ইত্যাদি) এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি (যেমন ব্রাহ্মণের যাজনাদি) নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। (প্রলয়কালেও পরমাত্মায় বেদরাশি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত)। ২১।

সেই প্রভু (ব্রহ্মা) (যজ্ঞ) কর্মের অঙ্গরূপে কথিত দেবগণ, প্রাণধারী ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং সাধ্যনামক সূক্ষ্ম দেববিশেষসমূহকে এবং জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্য যজ্ঞসকল সৃষ্টি করিলেন। (অপ্রাণী কর্মাত্মা গ্রাব-(পাষাণ) প্রভৃতি দেবগণকেও সৃষ্টি করিলেন) (কর্মাত্মা শব্দে মেধাতিথিমতে মনুষ্যগণ)। ২২।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণম্ ॥২৩॥

কালং কালবিভক্তীশ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা ।
সরিতঃ সাগরান্ শৈলান্ সমানি বিষমাণি চ ॥২৪॥

তপোবাচং রতিঞ্চৈব কামঞ্চ ক্রোধমেব চ ।
সৃষ্টিং সসর্জ্জ চৈবেমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥২৫॥

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ ।
দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখ-দুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ ॥২৬॥

অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ ॥২৭॥

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ ।
স তদেব স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৮॥

তিনি অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য হইতে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের জন্য যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামনামক সনাতন তিন বেদ দোহন করিলেন। ২৩।

তিনি প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে কাল, কালের বিশেষ বিশেষ ভাগ, (যেমন, মাস, ঋতু, অয়ন প্রভৃতি) নক্ষত্রসমূহ, গ্রহগণ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, সমভূমি ও বিষমভূমি, তপস্যা, বাক্য, চিত্তের পরিতোষ, কাম, ক্রোধ—এই সকল পদার্থ, বক্ষ্যমাণ দেবাদি উৎপাদন করিলেন। কর্মসমূহকে বিভক্ত করিবার জন্য তিনি ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ করিলেন এবং এই সকল প্রজাগণকে সুখ (ধর্মের ফল) ও দুঃখ (অধর্মের ফল) প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবে যুক্ত করিলেন। ২৪-২৬।

সূক্ষ্ম অথচ পরিণামী (পরিবর্তনশীল) পঞ্চ তন্মাত্র (অর্থাৎ স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশ) হইতে আনুপূর্বিক ভাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতরক্রমে এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইল। ২৭।

প্রভু প্রজাপতি সৃষ্টির আদিতে যাহাকে যে কর্মে (যেমন ব্যাঘ্রজাতিকে পশুহত্যায়) নিযুক্ত করিলেন, সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও স্বতঃই সেই কর্ম আচরণ করিতে লাগিল। ২৮।

হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে ।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ ॥২৯॥

যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে ।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ ॥৩০॥

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥৩১॥

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩২॥

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্ ।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৩॥

(সিংহাদির) হিংসা, (হরিণাদির) অহিংসা (ব্রাহ্মণাদির) মৃদুতা, (ক্ষত্রিয়াদির) ক্রূরতা, (ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যাদি) ধর্ম, (মাংস মৈথুনাদিসেবন) অধর্ম, (দেবতাগণের) সত্য, (মনুষ্যগণের) মিথ্যা—যাহার যে গুণ তিনি সৃষ্টিকালে বিধান করিলেন, সৃষ্টির পরেও সেই গুণ তাহাতে (অদৃষ্টবশে) স্বতঃই প্রবেশ করিল।২৯

(বসন্তাদি) ঋতু যেমন নিজ অধিকারকালে (আম্রমুকুল প্রভৃতি) ঋতুচিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ শরীরধারী পুরুষেরাও (প্রাক্তন কর্মবশে) নিজ নিজ কর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩০।

ভূলোক প্রভৃতির প্রজাবৃদ্ধির জন্য পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (এই চার বর্ণের) সৃষ্টি করিলেন। ৩১।

সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধার্দ্ধাংশে নারী ও পুরুষ হইলেন এবং সেই নারীতে বিরাট্ নামক পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ৩২।

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ ! সেই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন—আমি সেই মনু। আমাকে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিও।৩৩।

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ ॥৩৪॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥৩৫॥
এতে মনূংস্তু সপ্তান্যানসৃজন্ ভূরিতেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ
মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ ॥৩৬॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসোঽসুরান্।
নাগান্ সর্পান্ সুপর্ণাংশ্চ
পিতৄণাঞ্চ পৃথগ্‌গণান্ ॥৩৭॥
বিদ্যুতোঽশনি-মেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ জ্যোতীং—
ষ্যুচ্চাবচানি চ ॥৩৮॥

আমিও প্রজাসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমে প্রজাপতিরূপে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ —এই দশজন মহর্ষির সৃষ্টি করিলাম। ৩৪-৩৫।

ইঁহারা আবার মহাতেজস্বী অপর সাতজন মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই—সেইরূপ দেবতাদিগকে, তাঁহাদের বাসস্থান অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কতিপয় মহর্ষিকেও সৃষ্টি করিলেন। ৩৬।

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, (অজগরাদি) নাগ, সাধারণ সর্প, গরুড়াদি পক্ষী, পৃথক্ পৃথক্ পিতৃগণ (আজ্যপ প্রভৃতি), বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, নানাবর্ণের দণ্ডাকার জ্যোতিঃ, ইন্দ্রধনুঃ, উল্কা, নির্ঘাত (ভূমিও অন্তরীক্ষ হইতে উত্থিত ভীষণ ধ্বনি) ধূমকেতু, ধ্রুব ও অগস্ত্য প্রভৃতি নানাবিধ জ্যোতিঃ-পদার্থ, কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানাপ্রকার পক্ষী, পশু (গো প্রভৃতি) মৃগ (হরিণাদি), মনুষ্য, ও দুই পঙ্‌ক্তি দন্তবিশিষ্ট (অশ্বাদি) জন্তু এবং হিংস্র (ব্যাঘ্রাদি)

কিন্নরান্ বানরান্ মৎস্যান্ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্।
পশূন্ মৃগান্ মনুষ্যাংশ্চ
ব্যালাংশ্চোভয়তোদতঃ ॥৩৯॥
কৃমি-কীট-পতঙ্গাংশ্চ যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
সর্বঞ্চ দংশমশকং স্থাবরঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ॥৪০॥
এবমেতৈরিদং সর্বং মন্নিয়োগান্মহাত্মভিঃ।
যথাকর্ম্ম তপোযোগাৎ সৃষ্টং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥৪১॥
যেষান্তু যাদৃশং কর্ম্ম ভূতানামিহ কীর্ত্তিতম্।
তত্তথা বোঽভিধাস্যামি ক্রমযোগঞ্চ জন্মনি ॥৪২॥
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥৪৩॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ ॥৪৪॥

জন্তু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, যূকা (উকুন), মক্ষিকা, মৎকুণ (ছারপোকা), সর্বপ্রকার দংশ (ডাঁস) মশক এবং পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষলতাদি স্থাবর—এ সমস্তই ইঁহারা সৃষ্টি করিলেন। ৩৭-৪০।

সেই মহাত্মাগণ আমার আদেশক্রমে যাহার যেরূপ কর্ম তাহা তপোবলে জানিয়া: তদনুসারে (দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতাদি এই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম এইভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৪১।

(হে মহর্ষিগণ!) পূর্বাচার্যগণ জীবগণের মধ্যে যাহার যেরূপ কর্ম ও যে প্রকার জন্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ কর্ম ও জন্মক্রম আপনাদিগকে বলিতেছি। ৪২।

পশু, মৃগ, হিংস্র জন্তু দুই পঙ্‌ক্তি দন্ত বিশিষ্ট জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য, ইহারা জরায়ুজ (চর্মময় গর্ভকোষ হইতে ইহাদের জন্ম)। ৪৩।

পক্ষী, সর্প, কুমীর, মৎস্য, কচ্ছপ ও এই প্রকার স্থলজাত (কৃকলাস, নকুল প্রভৃতি) এবং জলজাত (শঙ্খ ভেকাদি) যাহারা, তাহারাও অণ্ডজ, (ডিম হইতে জন্মাইয়া থাকে)। ৪৪।

স্বেদজং দংশমশকং যূকা-মক্ষিক-মৎকুণম্।
উষ্মাণশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্ ॥৪৫॥
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ॥৪৬॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ ॥৪৭॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ ॥৪৮॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখসমন্বিতাঃ ॥৪৯॥

দংশ, মশক, যূকা (উকুন) মক্ষিকা ও মৎকুণ (ছারপোকা) ইহারা স্বেদজ এবং ইহাদের সদৃশ পিপীলিকাদি প্রাণিগণও উষ্মা হইতে জন্মায়। সকল উদ্‌ভিদই স্থাবর। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে, কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে অঙ্কুরিত হইয়া জন্মে। যাহারা বহু ফল ফুলযুক্ত হইয়া থাকে এবং ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে, যেমন ধান্য, যব প্রভৃতি। যাহাদের ফুল ধরে না, অথচ ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি বলে। ফুল হইতে ফল বা কেবল ফল যাহাই হউক না কেন,—এই দুই প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়। গুচ্ছ ও গুল্ম বহুবিধ, যাহার মূল হইতেই অনেক শাখা জন্মায়, অথচ কাণ্ড নাই—তাহার নাম গুচ্ছ, যেমন মল্লিকা প্রভৃতি। আর যাহার একটি মূল হইতে বহু অঙ্কুর গজায়—তাহার নাম গুল্ম, যেমন শর, ইক্ষু, বাঁশ প্রভৃতি। কতকগুলি আছে তৃণজাতীয়, যেমন উলুখড়। নানাপ্রকার প্রতান ও বল্লী আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে জন্মায়, কেহ বা কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। (যাহারা ভূমি হইতে বৃক্ষে আরোহণ করে—তাহাদের নাম বল্লী (লতা) যেমন গুড়ুচী প্রভৃতি, আর তন্তুযুক্ত লতার নাম প্রতান—যেমন লাউ, শশা প্রভৃতি)।৪৫-৪৮।

ইহারা বহুবিধ (অসৎ) কর্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে, এবং সুখদুঃখও অনুভব করিয়া থাকে।৪৯।

এতদন্তাস্তু গতয়ো ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ।
ঘোরেঽস্মিন্ ভূতসংসারে নিত্যং সততযায়িনি ॥৫০॥
এবং সর্ব্বং স সৃষ্ট্বেদং মাঞ্চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মন্যন্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্ ॥৫১॥
যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি ॥৫২॥
তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্ম্মভ্যো নিবর্ত্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি ॥৫৩॥
যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ ॥৫৪॥

এই বিনাশশীল নিয়ত জন্মমরণপ্রবাহযুক্ত ঘোর সংসারে ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় জীবের যেরূপে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইল। (হে মহর্ষিগণ!) সেই অচিন্ত্যশক্তিশালী প্রজাপতি এইরূপে (স্থাবর জঙ্গম) সমুদয় জগৎ ও আমাকে সৃষ্টি করিয়া প্রলয়কালদ্বারা সৃষ্টিকালের বিনাশ সাধন করতঃ—পুনরায় স্বয়ং আপনাতেই আপনি অন্তর্হিত হ'ন (অর্থাৎ নিজ দেহত্যাগ করেন)। যখন সেই পরমদেব জাগরিত হ'ন। (সৃষ্টির বা স্থিতির ইচ্ছা করেন) তখন এই জগৎ (শ্বাস-প্রশ্বাস ও আহারাদির) চেষ্টা করে, আর যখন তিনি শান্ত-আত্মা হইয়া নিদ্রিত হ'ন তখন এই জগৎও নিমীলিত হয় (প্রলয় প্রাপ্ত হয়)। ৫০-৫২।

প্রজাপতি যখন আপনাতে আপনি স্থিত হইয়া দেহ ও মনের ব্যাপাররহিত হ'ন (নিদ্রিত হন) তখন নিজ কর্মানুসারে দেহধারী জীবগণও স্ব স্ব কর্ম হইতে বিরত থাকে এবং মনও সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত বৃত্তি-রহিত হইয়া যায়। যখন সেই পরমাত্মাতে এককালে নিখিল সংসার লয় পাইয়া থাকে,তখন সেই সর্বভূতাত্মা নিশ্চিন্তভাবে যেন পরমসুখে নিদ্রা যান।৫৩-৫৪

তমোঽয়ন্তু সমাশ্রিত্য চিরন্তিষ্ঠতি সেন্দ্রিয়ঃ।
ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ ॥৫৫
যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্টস্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি ॥৫৬॥
এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্ব্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ ॥৫৭॥
ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্ ॥৫৮॥
এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষো-
ঽখিলং মুনিঃ ॥৫৯॥
ততস্তথা স তেনোক্তো মহর্ষির্মনুনা ভৃগুঃ।
তানব্রবীদৃষীন্ সর্ব্বান্ প্রীতাত্মা
শ্রূয়তামিতি ॥৬০॥

এই জীব যখন তমঃ (অজ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাস করে ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্মও করে না, তখন সে পূর্বশরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া অন্য দেহে যায়। ৫৫।

জীব যখন অণুপরিমিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, বায়ু, কর্ম ও অজ্ঞানময় লিঙ্গশরীর (পুর্য্যষ্টক) সহ সংযুক্ত হইয়া স্থাবরবীজে প্রবেশ করে, তখন বৃক্ষাদির রূপ ধারণ করে, আর যখন জঙ্গমবীজে প্রবিষ্ট হয়, তখন মনুষ্যাদির শরীর লাভ করে। এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা নিজ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন দশা দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার সতত করিতেছেন। ৫৬-৫৭।

ঐ (ভগবান্) হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পাঠ করাইয়াছিলাম। ভৃগু এই নিখিল শাস্ত্র আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই আপনাদিগকে ইহা আদ্যোপান্ত শুনাইবেন। ৫৮-৫৯।

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্বংশ্যা মনবোঽপরে।
সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃস্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ ॥৬১॥
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ ॥৬২॥
স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরম্ ॥৬৩॥
নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলা।
ত্রিংশৎ কলা মুহূর্ত্তঃ স্যাদহোরাত্রন্তু তাবতঃ ॥৬৪॥
অহোরাত্রে বিভজতে সূর্য্যো মানুষদৈবিকে।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় ভূতানাং চেষ্টায়ৈ কর্ম্মণামহঃ ॥৬৫॥
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ।
কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী ॥৬৬॥
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্ ॥৬৭॥

মনু কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলে, তৎপরে মহর্ষি ভৃগু 'আপনারা শ্রবণ করুন' এই বলিয়া সেই ঋষিগণকে প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার পৌত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অপর মহাতেজস্বী মহাত্মা ছয়জন মনু জন্মগ্রহণ করেন, ইঁহারা (নিজ নিজ অধিকার কালে) প্রজাসৃষ্টির দ্বারা বংশ বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, মহাতেজাঃ চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। ৬০-৬২।

মহাতেজস্বী স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি সাতজন মনু স্ব স্ব অধিকারকালে এই চরাচর বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করিয়া পালন করেন। ৬৩।

(এক্ষণে প্রতি মন্বন্তরে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কাল-জ্ঞানের বিবরণ দিতেছেন) অষ্টাদশ নিমেষে (চক্ষুর পলকে) এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং সেই পরিমাণের মুহূর্ত্তে অর্থাৎ ত্রিশ মুহূর্ত্তে, এক দিবা-রাত্রি হয়। সূর্য্য মনুষ্য ও দেবতা-দিগের অহোরাত্র বিভাগ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে রাত্রি- জীবসমূহের নিদ্রার জন্য এবং দিবা—কর্ম

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশো যুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥৬৮॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥৬৯॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥৭০॥
যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগম্।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥৭১॥
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥৭২॥
তদ্বৈ যুগসহস্রান্তং ব্রাহ্মং পুণ্যমহর্বিদুঃ।
রাত্রিঞ্চ তাবতীমেব
তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥৭৩॥

তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্ ॥৭৪॥
মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ॥৭৫॥
আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
বলবান্ জায়তে বায়ুঃ স বৈ
স্পর্শগুণো মতঃ ॥৭৬॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাদ্বিরোচিষ্ণু তমোনুদম্।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে ভাস্বত্তদ্রূপগুণমুচ্যতে ॥৭৭॥
জ্যোতিষশ্চ বিকুর্ব্বাণাদাপো রসগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অদ্ভ্যো গন্ধগুণা ভূমিরিত্যেষা সৃষ্টিরাদিতঃ ॥৭৮॥
যৎ প্রাগ্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগম্।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥৭৯॥

করিবার জন্য। মনুষ্যদিগের একমাস—পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি, ইহার মধ্যে দুই পক্ষের ভাগ এইরূপ —কৃষ্ণপক্ষ (পিতৃগণের) দিন এবং শুক্লপক্ষ তাঁদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্ম করিবার ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের নিদ্রা যাইবার সময়। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে হয় দেবতাদিগের এক দিনরাত্রি। তাহার মধ্যে তাঁহাদের আবার বিভাগ এইভাবে হয়। যথা— উত্তরায়ণ দেবতাগণের দিন ও দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি। ৬৪—৬৭।

ব্রহ্মার দিবারাত্রির যে পরিমাণ এবং সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি এক এক যুগের যে পরিমাণ তাহা ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপে আপনাদিগকে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ৬৮।

দৈবপরিমাণে চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়। সেই যুগের প্রথম চারশত বৎসর সন্ধ্যা ও ঐরূপ যুগের শেষ চারশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হইয়া থাকে। ৬৯।

অপর তিনযুগের পরিমাণ ক্রমে এক সহস্র বৎসর করিয়া কমিয়া যায় ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ এক শত বৎসর করিয়া ন্যূন হইয়া যায়। (তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর তাহার সন্ধ্যাংশ, দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর যুগ, দুইশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও দুইশত বৎসর তাহার সন্ধ্যাংশ। সহস্র বৎসর কলিযুগ, একশত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও একশত বৎসর তাহার সন্ধ্যাংশ।)। ৭০।

প্রথমেই (মনুষ্যদিগের) যে চারযুগের কথা নিরূপিত হইল, সেই যুগের (সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ সহ) দ্বাদশ সহস্র সংখ্যা পরিমাণে দেবগণের এক যুগ হয়। এই দৈব পরিমাণে গণিত সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয় ও ঐ পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। ঐ (দৈব পরিমাণের) সহস্র যুগের অন্তে ব্রহ্মার পুণ্যময় এক দিন ও সেই পরিমাণের এক রাত্রি—এই পরিমাণ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ অহোরাত্র-বেত্তা বলা হয়। ৭১-৭৩।

ব্রহ্মা পূর্ব্বকথিত অহোরাত্রের অবসানে প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হ'ন এবং জাগরিত হইয়াই সৎ ও অসৎ—উভয়াত্মক মনকে (ভূর্লোকাদি) সৃষ্টি করিবার জন্য নিয়োগ করেন। (ব্রহ্মার এইরূপ মনোনিয়োগকেই মনঃসৃষ্টি বলা হয়)

মন্বন্তরাণ্যসখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ ॥৮০॥
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।
নাধর্ম্মেণাগমঃ কশ্চিন্মনুষ্যান্ প্রতিবর্ত্ততে ॥৮১॥
ইতরেষ্বাগমাদ্ধর্ম্মঃ পাদশস্ত্ববরোপিতঃ।
চৌরিকানৃতমায়াভির্ধর্ম্মশ্চাপৈতি পাদশঃ ॥৮২॥
অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥৮৩॥
বেদোক্তমায়ুর্মর্ত্ত্যানামাশিষশ্চৈব কর্ম্মণাম্।
ফলন্ত্যনুযুগং লোকে প্রভাবশ্চ শরীরিণাম্ ॥৮৪॥

সেই মন পরমাত্মাকর্তৃক সৃষ্টিকামনায় প্রেরিত হইলে—সৃষ্টির কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। মন বা মহত্তত্ত্ব হইতে (পরম্পরাক্রমে) আকাশ উৎপন্ন হয়। আকাশের গুণ শব্দ—ইহা মনু প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন। আকাশের বিকার হইতে সর্ববিধ গন্ধের বাহক পবিত্র বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হইল। বায়ুর গুণ স্পর্শ—ইহা মনু প্রভৃতির মত। বায়ুর বিকার হইতে তমোনাশক, সকল বস্তুর প্রকাশক দীপ্তিমান্ তেজ সমুৎপন্ন হইল। ইহার গুণ রূপ ইহা কথিত হইয়া থাকে। তেজ বিকৃতভাবাপন্ন হইলে তাহা হইতে জলের উৎপত্তি হয়, জলের গুণ রস। সেই জল হইতে গন্ধগুণবিশিষ্ট পৃথিবীর উৎপত্তি। মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির প্রথমে এইরূপে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বে যে দৈবযুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর কথিত হইয়াছে—তাহার একাত্তর গুণ করিলে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণ কালকে (আটলক্ষ বাহান্নসহস্র দৈব বৎসরকে) এক এক মনুর অধিকারকাল বা মন্বন্তর বলা হয়। ৭৪-৭৯।

এইভাবে অসংখ্য অসংখ্য মন্বন্তর সংঘটিত হইতেছে, অনন্তবার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে, পরমেষ্ঠী পিতামহ যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই বারংবার এই সকল সম্পাদন করিতেছেন। ৮০।

সত্যযুগে সকল ধর্মই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে, এবং ঐ সময়ে শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে কাহারও ধন বা বিদ্যার উপার্জন নাই। ৮১।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥৮৫॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥৮৬॥
সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥৮৭॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥৮৮॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥৮৯॥

ত্রেতা প্রভৃতি অন্যান্যযুগে অধর্মদ্বারা ধন বা বিদ্যার অর্জ্জনে ধর্মের এক এক পাদ হীন হয়। চৌর্য, মিথ্যাবাদ ও কপটতার প্রভাবহেতু ধর্ম ক্রমশঃ একপাদ করিয়া হ্রাস পায়। সত্যযুগে মনুষ্য রোগহীন ও সিদ্ধকাম। তখন মনুষ্যের আয়ুঃ চারশত বৎসর। কিন্তু ত্রেতা প্রভৃতি যুগে একশত বৎসর করিয়া আয়ুঃ হ্রাস পায়। (যথা ত্রেতায় তিনশত বৎসর, দ্বাপরে দুইশত বৎসর ও কলিতে একশত বৎসর আয়ুঃ) বেদোক্ত কর্মানুরূপ পরমায়ু পাওয়া, কাম্যকর্ম্মের ফললাভ, এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতির শাপ বা অনুগ্রহের প্রভাব যুগানুসারেই ফলিয়া থাকে। ৮২-৮৪।

সত্যযুগে একপ্রকার ধর্ম, ত্রেতাযুগে আর একপ্রকার, দ্বাপরে অন্যবিধ এবং কলিতে উহা পৃথগ্ রূপ। যুগের হ্রাস যেমন যেমন ঘটে, সেইরূপ ধর্ম্মেরও হ্রাস ঘটে। সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান, ত্রেতায় জ্ঞানই প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম, কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম্ম। এই সমুদায় সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য সেই মহাতেজস্বী ব্রহ্মা স্বীয় মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে জাত চার বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণদিগের জন্য, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন প্রজাপালন, গীত-নৃত্য-বনিতাদি বিষয়ে একান্ত আসক্তি না রাখা, এই কয়টি কর্ম—ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৮৫-৮৯।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥৯০॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥৯১॥
ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা ॥৯২॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠাদ্‌ব্রাহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥৯৩॥
ত্বং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে ॥৯৪॥
যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥৯৫॥

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৬॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥৯৭॥
উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
স হি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৯৮॥
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥৯৯॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্‌।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং
বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥১০০॥

বৈশ্যদিগের জন্য পশুপালন দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন বাণিজ্য, ধনের বৃদ্ধির জন্য ঋণদান ও কৃষিকর্ম্ম এই কয়টির ব্যবস্থা করিলেন। ৯০।

এবং উপরোক্ত তিন বর্ণের অসূয়ারহিতভাবে পরিচর্য্যাই শূদ্রের পক্ষে প্রধান কর্ম্ম বলিয়া ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিলেন। পুরুষ পবিত্র, তাহার মধ্যে নাভির ঊর্দ্ধ অংশ পবিত্রতর এবং তাহা হইতে আবার মুখ পবিত্রতম, ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন। ৯১-৯২।

ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন, সকল বর্ণের অগ্রে তাঁহার জন্ম এবং তিনি বেদের ধারক (পঠন-পাঠনকারী) এই সকল কারণে ব্রাহ্মণই ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে এই সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রভু। ৯৩।

দেবলোক ও পিতৃলোকের (অন্ন) হব্য ও কব্য বহনের জন্য এবং তাহাতে নিখিল জগৎসংসার রক্ষা পাইবে এইজন্য স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে নিজ মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন। যাঁহার মুখে স্বর্গবাসী দেবগণ হব্য (হবনীয় দ্রব্য) সদা ভোজন করিয়া থাকেন, এবং (যাঁহার মুখে) পিতৃগণও কব্য (শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্ন) গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কে অধিক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? এই চরাচর জগতের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে—তাহারা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ৯৪-৯৬।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্‌—তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, বিদ্বজ্জনগণের মধ্যে যাঁহাদের শাস্ত্রকথিত অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে—তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ! কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্নব্যক্তিগণের মধ্যে আবার (বৈধ কর্ম্মের) অনুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ দেহের উৎপত্তি মাত্রেই ধর্ম্মের শাশ্বতী মূর্ত্তি। ধর্ম্মের জন্যই উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ মোক্ষের (ব্রহ্মত্ব লাভের) উপযুক্ত পাত্র হ'ন। ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবামাত্র পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কেননা—সর্ব-ভূতের ধর্ম্মসমূহ রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার উৎপত্তি। জগতে যাহা কিছু ধন আছে, তাহা ব্রাহ্মণের নিজস্ব, সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মার উত্তমস্থান হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ সমুদয় সম্পত্তি পাইবার যোগ্য। ৯৭-১০০।

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ ॥১০১॥

তস্য কর্ম্মবিবেকার্থং শেষাণামনুপূর্ব্বশঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥১০২॥

বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং
সম্যঙ্ নান্যেন কেনচিৎ ॥১০৩॥

ইদং শাস্ত্রমধীয়ানো ব্রাহ্মণঃ শংসিতব্রতঃ।
মনোবাগ্‌দেহজৈর্নিত্যং
কর্ম্মদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥১০৪॥

পুনাতি পঙ্‌ক্তিং বংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
পৃথিবীমপি চৈবেমাং কৃৎস্নামেকোঽপি
সোঽর্হতি ॥১০৫॥

ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥১০৬॥

অস্মিন্ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো
গুণদোষৌ চ কর্ম্মণাম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারশ্চৈব শাশ্বতঃ ॥১০৭॥

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং
স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥১০৮॥

আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ-
ফলভাগ্ ভবেৎ ॥১০৯॥

এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্ ॥১১০॥

ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব। কেননা ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহে অপরাপর সমস্ত লোক পান ভোজন করিয়া বাঁচিয়া আছে। ব্রাহ্মণের কর্ম্ম বিবেচনার জন্য এবং অবশিষ্ট অন্যান্য বর্ণেরও আনুপূর্ব্বিকভাবে কর্ত্তব্য বিবেচনার জন্য সর্ব-জ্ঞানবান্ স্বায়ম্ভুব (ব্রহ্মার পৌত্র) মনু এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ১০১-১০২।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ সম্যগ্ যত্ন সহকারে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণই এই শাস্ত্র শিষ্যগণকে সম্যগ্‌রূপে : অধ্যয়ন করাইবেন। অন্য কোনও বর্ণ ইহা অধ্যয়ন করাইবেন না। যিনি এই শাস্ত্র পাঠ করেন এবং ইহার অর্থবোধ করিয়া ব্রতানুষ্ঠায়ী হ'ন, তিনি প্রতিদিন মানসিক, বাচিক বা কায়িক কোনও পাপে লিপ্ত হ'ন না। তিনি পঙ্‌ক্তি পবিত্র করেন, তিনি ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে পবিত্র করেন এবং নিজে এরূপ পবিত্র পাত্র হ'ন যে, সমস্ত পৃথিবী এক তাঁহাকেই দান করিতে পারা যায়। ১০৩-১০৫।

মনুসংহিতার অধ্যয়ন—এক শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন, ইহা বুদ্ধিকে বর্দ্ধিত করে, ইহা যশস্কর, আয়ুষ্কর এবং পরম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষ লাভের কারণ। ১০৬।

এই শাস্ত্রে সমস্ত ধর্ম কথিত হইয়াছে, কর্মসমূহের গুণ-দোষ বিবেচিত হইয়াছে, এবং চার বর্ণেরই পরম্পরাগত সনাতন আচার বর্ণিত হইয়াছে। বেদ-বিহিত এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার প্রতিপালন পরম ধর্ম, অতএব আত্ম-হিতেচ্ছু ব্রাহ্মণ সদাই আচারা-নুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন। ১০৭-১০৮।

আচারভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ বেদের ফলভাগী হন না। পরন্তু আচারসম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন। ১০৯।

মুনিগণ এই প্রকারে আচার হইতে ধর্মের গতি অবগত হইয়া এবং আচারকেই সকল তপস্যার মূল কারণ জানিয়া ইহাকে পরম শ্রেয়োরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ১১০।

জগতশ্চ সমুৎপত্তিং সংস্কারবিধিমেব চ।
ব্রতচর্য্যোপচারঞ্চ স্নানস্য চ পরং বিধিম্ ॥১১১॥

দারাধিগমনঞ্চৈব বিবাহানাঞ্চ লক্ষণম্ ॥
মহাযজ্ঞবিধানঞ্চ শ্রাদ্ধকল্পঞ্চ শাশ্বতম্ ॥১১২॥

বৃত্তীনাং লক্ষণঞ্চৈব স্নাতকস্য ব্রতানি চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ শৌচঞ্চ
দ্রব্যাণাং শুদ্ধিমেব চ ॥১১৩॥

স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।
রাজ্ঞশ্চ ধর্ম্মমখিলং কার্য্যাণাঞ্চ বিনির্ণয়ম্ ॥১১৪॥

সাক্ষিপ্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্ম্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনম্ ॥১১৫॥

বৈশ্যশূদ্রোপচারঞ্চ সঙ্কীর্ণানাঞ্চ সম্ভবম্।
আপদ্ধর্ম্মঞ্চ বর্ণানাং প্রায়শ্চিত্তবিধিং তথা ॥১১৬॥

সংসারগমনঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্মসম্ভবম্।
নিঃশ্রেয়সং কর্ম্মণাঞ্চ গুণদোষপরীক্ষণম্ ॥১১৭॥

দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।
পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্মনুঃ ॥১১৮॥

যথেদমুক্তবান্ শাস্ত্রং পুরা পৃষ্টো মনুর্ময়া।
তথেদং যূয়মপ্যদ্য মৎসকাশান্নিবোধত ॥১১৯॥

ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

(এই বার গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়সূচী নির্দেশ করিতেছেন)—(প্রথম অধ্যায়ে) জগতের উৎপত্তি, (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) জাত কর্মাদি সংস্কার বিধি, ব্রহ্মচারীর ব্রতাচরণ, গুরু প্রভৃতির অভিবাদন বিধি, (তৃতীয় অধ্যায়ে) গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্নানের বিধান, দারাভিগমন বা বিবাহ, বিবাহের লক্ষণ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও নিত্য শ্রাদ্ধবিধি। (চতুর্থ অধ্যায়ে) জীবিকার উপায় শিল উঞ্ছ প্রভৃতি (বৃত্তি)র লক্ষণ, গৃহস্থের পালনীয় নিয়মসমূহ। (পঞ্চম অধ্যায়ে) ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিচার, (জন্মমরণাদিতে) শৌচ এবং দ্রব্যাদির বৃদ্ধি, (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) নারীদিগের ধর্মের উপায়, (সপ্তম অধ্যায়ে) বাণপ্রস্থ ধর্ম, যতিধর্ম, (অষ্টম অধ্যায়ে) ঋণদান প্রভৃতি কার্য্যের তত্ত্বনির্ণয়, সাক্ষীদিগের প্রশ্ন করিবার নিয়ম, (নবম অধ্যায়ে) স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, দায়বিভাগ, দ্যূতসম্বন্ধীয় বিধান, তস্করাদির শাসন-বিধান, বৈশ্য-শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম, (দশম অধ্যায়ে) সঙ্কর-জাতির উৎপত্তিবিবরণ, চার বর্ণের আপৎকালের ধর্ম-বিধান, (একাদশ অধ্যায়ে) প্রায়শ্চিত্তবিধি, (দ্বাদশ অধ্যায়ে) কর্মজনিত উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি নিরূপণ আত্মজ্ঞান বা মোক্ষের উপায়, কর্মসমূহের গুণ-দোষ-পরীক্ষা, দেশধর্ম, জাতিধর্ম, পরম্পরাগত কুলধর্ম, এবং বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণের ধর্ম—এ সমস্তই মনু এই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। (হে মহর্ষিগণ!) পূর্বকালে আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনু আমাকে এই শাস্ত্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে আপনারাও অবিকল সেইরূপ ইহা শ্রবণ করুন। ১১১-১১৯।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত ॥১॥
কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা
কামো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥২॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥৪॥
তেষু সম্যগ্বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথা সঙ্কল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥৫॥
বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥৬॥
যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ ॥৭॥
সর্ব্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ ॥৮॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥৯॥

(প্রথম অধ্যায়ে পরমাত্মা যে জগৎকারণ, তাহা বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই যে প্রকৃষ্ট ধর্ম, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে—এই প্রকৃষ্ট ধর্মলাভ করিতে হইলে ধর্মের অঙ্গ উপনয়নাদি সংস্কার আবশ্যক; সেই সংস্কার বিষয়ে বক্তব্য বলিবার পূর্বে—ধর্ম লক্ষণ বলিতেছেন। বস্তুতঃ বেদপ্রতিপাদিত স্বর্গাদি শ্রেয়-সাধনই ধর্ম;—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যাহাতে শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই জন্য ধর্মের স্বরূপ কথিত হইতেছে।) (হে মহর্ষিগণ!) যে ধর্ম রাগদ্বেষবিহীন সাধুচরিত্র বিদ্বান্‌গণ কর্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং যাহাকে হৃদয় অনুমোদন করে (যাহাতে চিত্তে কোনওরূপ ক্ষোভ আসে না) সেই ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করুন্। ১।

কামাত্মতা—(বৈধকর্ম করিয়া ফলাভিলাষ করা) প্রশস্ত নহে অর্থাৎ নিন্দিত, অথচ সংসারে একেবারে নিষ্কামভাবও দেখা যায় না। কেন না বেদের অধ্যয়ন আদি, অথবা বৈদিক কর্মকাণ্ড সবই কাম্য ফললাভের অভিলাষেই অনুষ্ঠিত হয়)। ২।

'এই কর্মে আমার এইরূপ ফল সিদ্ধ হইবে'—এই ভাবের বুদ্ধির নাম সঙ্কল্প, এই সঙ্কল্পই সকামভাবের মূল, সঙ্কল্প হইতেই যজ্ঞের উদ্ভব হয়, এবং ব্রত, নিয়ম, ধর্ম—সবই সঙ্কল্পজনিত। এ সংসারে নিষ্কাম পুরুষের কোনও কর্মই প্রায় দেখা যায় না। লোকে যা কিছু কর্ম করে, তাহা কামনার প্রেরণায়। ৩-৪।

যদি ফলাভিলাষ না করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ হয়; এমন কি ইহলোকেই সমুদয় সঙ্কল্পিত কাম্যবিষয়ও উপভোগ করিতে পারা যায়। ৫।

(এক্ষণে ধর্মের প্রমাণ বলিতেছেন)—সমগ্রবেদ, বেদজ্ঞগণের স্মৃতি, তাঁহাদের শীল (ব্রহ্মণ্যতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার), সাধুগণের আচার এবং আত্মতুষ্টি (অর্থাৎ যেখানে শাস্ত্রীয় দুই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিধি দেখা যায়; সেইখানে যে কোনও একটি বিধিতে আত্মসন্তোষ)—এই কয়টি ধর্মের মূল বা প্রমাণ। মনু যাহার যা কিছু ধর্ম-কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সমস্তই সেইভাবে বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যেহেতু মনু সমস্ত বেদার্থ—অবগত আছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ (পর্য্যালোচনা) করিয়া—শ্রুতির প্রামাণ্য বুঝিয়া নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যে মানব শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে পরমসুখ (স্বর্গাদি) লাভ হইয়া থাকে। ৬-৯।

শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং
ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ ॥১০॥

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥১১॥

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥১২॥

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥১৩॥

শ্রুতিদ্বৈধন্তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হি তৌ ধর্ম্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ॥১৪॥

বেদের নাম শ্রুতি, ধর্মশাস্ত্রের নাম স্মৃতি। সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসার বিষয় নহে, যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। ১০।

যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র (কুতর্ক) আশ্রয় করিয়া এই দুই মূল শাস্ত্রকে অবমাননা করে, সাধুগণ সেই বেদ-নিন্দক নাস্তিককে সকল কর্ত্তব্য কর্ম—অধ্যয়নাদি হইতে অর্থাৎ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। ১১।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি এই চারিটিকে ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ (প্রমাণ) বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (পূর্বে ষষ্ঠশ্লোকে বেদ, স্মৃতি, শীল, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই পাঁচটি প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, এখানে শীলকে আচার মধ্যেই গণনা করিয়া চারটি বলায় কোন অসঙ্গতি হয় নাই)। ১২।

ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান তাঁহাদেরই হয়, যাঁহারা অর্থকামে আসক্ত নহেন, আর ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য;—এইজন্য শ্রুতিকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলা হইয়াছে)। ১৩।

যে স্থলে দুইটি শ্রুতি পরস্পর বিরোধী হইবে, সেখানে উভয় শ্রুতিই সম্যগ্‌ভাবে ধর্মজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১৪।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥১৫॥

নিষেকাদি-শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ।
তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো
নান্যস্য কস্যচিৎ ॥১৬॥

সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥১৭॥

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥১৮॥

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥১৯॥

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥২০

বৈদিকী শ্রুতি এই যে,—'সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে', 'সূর্য্য অনুদিত থাকিতে হোম করিবে' এবং 'সূর্য্য-নক্ষত্ররহিত কালে হোম করিবে' এই সকল কালে হোমের বিধান পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও (অধিকারিভেদে) ইহার সকলকালেই হোমরূপ যজ্ঞ হয়। ১৫।

জন্মের পূর্বে গর্ভাধান হইতে শ্মশানকৃত্য (অন্ত্যেষ্টি) পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া যাঁহাদের মন্ত্রের দ্বারা নির্বাহিত হয়, তাঁহাদেরই অর্থাৎ দ্বিজাতিরই এই শাস্ত্রে অধিকার জানিবে; অন্য কাহারও নহে। ১৬।

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থিত যে দেবনির্মিত (প্রশস্ত) দেশ আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়া থাকেন। সেই দেশে চার বর্ণের এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের যে আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। ১৭-১৮।

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা—এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে। এই দেশগুলি ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু হীন। এই সমুদয় দেশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানব নিজ নিজ আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিবে। ১৯-২০।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২১॥

আ সমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদ্ আ সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥২২॥

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো
ম্লেচ্ছদেশস্ত্বতঃ পরঃ ॥২৩॥

এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্বৃত্তিকর্শিতঃ ॥২৪॥

এষা ধর্ম্মস্য বো যোনিঃ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতা।
সম্ভবশ্চাস্য সর্ব্বস্য বর্ণধর্ম্মান্ নিবোধত ॥২৫॥

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥২৬॥

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে ॥২৭॥

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥২৮॥

প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্ ॥২৯॥

নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা
গুণান্বিতে ॥৩০॥

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এই উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী অথচ সরস্বতীর অন্তর্ধানের (কুরুক্ষেত্রের) পূর্ব ও প্রয়াগের পশ্চিম যে দেশ, তাহাকে মধ্যদেশ বলে। ২১।

পূর্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রের এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। ২২।

যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশকে যজ্ঞিয়দেশ বলিয়া জানিবে এবং তদ্ভিন্ন স্থানকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে। ২৩।

দ্বিজাতি এই সকল দেশকে সযত্নে আশ্রয় করিবেন। শূদ্রগণ জীবিকা-পীড়িত হইলে যে কোন দেশে বাস করিতে পারেন। ২৪।

(মহর্ষিগণ!) ধর্মের কারণ এবং জগতের উৎপত্তির কথা আমি সংক্ষেপে আপনাদের কাছে বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে বর্ণধর্ম—(বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, গুণধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম প্রভৃতি) অবগত হউন। ২৫।

বেদবিহিত পুণ্যকার্য্যদ্বারা দ্বিজাতিগণের গর্ভাধান প্রভৃতি শারীরিক সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সংস্কার ইহকালে ও পরকালে মানবকে পবিত্র করে। (ইহকালে উপনয়নসংস্কার হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয়, বেদাধ্যয়ন দ্বারা পবিত্রতা আসে, আর পরলোকে যাগাদিফললাভ হয়।) ২৬।

গর্ভাধান, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, ও উপনয়নাদি সংস্কারদ্বারা দ্বিজাতির বীজগত ও গর্ভবাসজনিত পাপ মার্জিত হইয়া যায়। ২৭।

বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রত, সায়ং-প্রাতর্হোম, ব্রহ্মচর্য্যসময়ে দেব-ঋষি-পিতৃতর্পণ, গার্হস্থ্যকালে সন্তানোৎপাদন, (ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি) পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি অন্যান্য যজ্ঞ—এই মানবদেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া দেয়। ২৮।

বালক জন্মাইবামাত্র নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে তাহার জাতকর্মনামক সংস্কার করিবে। সেই সময়ে মন্ত্রপাঠ পূর্বক তাহাকে সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবে। ২৯।

(জন্ম হইতে) দশ দিনে একাদশ দিনে বা দ্বাদশ দিনে বালকের নামকরণ করিবে। নামকরণটি হইবে ঐ সময়ে, ঐ সময়ে না পারিলে (জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে) শুভ তিথি, শুভ মুহূর্ত্ত ও শুদ্ধ নক্ষত্রে নামকরণ করিবে। ৩০।

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥৩১॥
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্ ॥৩২॥
স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ ॥৩৩॥
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥৩৪॥
চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং
শ্রুতিচোদনাৎ ॥৩৫॥

ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক নাম হইবে, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দিত (হীনতাপ্রকাশক) নাম হইবে। ৩১।

ব্রাহ্মণের নামের সহিত শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের সহিত বর্ম্মা বা এইরূপ কোন রক্ষাবাচক উপাধি, বৈশ্যের ভূতি বা এইরূপ কোন পুষ্টিবোধক উপাধি এবং শূদ্রের দাস বা এইরূপ কোন সেবকবাচক উপাধি সংযুক্ত করিবে (যেমন, শুভশর্ম্মা, বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি) স্ত্রীলোকের পক্ষে—যে নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, ক্রূর অর্থের প্রকাশক না হয়, অনায়াসে যে নামের অর্থবোধ হয়—যাহা শুনিলে মন প্রীত হয়, যাহা মঙ্গল বাচক, যাহার শেষে দীর্ঘস্বর থাকে, অথচ যাহার উচ্চারণে আশীর্বাদ বুঝায়, এইরূপ নাম রাখা কর্ত্তব্য (যেমন যশোদা দেবী ইত্যাদি)। ৩২-৩৩।

(জাত শিশুর) চতুর্থ মাসে জন্ম-গৃহ হইতে (সূর্য্য দর্শন করাইবার জন্য) যে বাহিরে আসিতে হয়—তাহার নাম নিষ্ক্রমণনামক সংস্কার। ষষ্ঠমাসে শিশুর অন্নপ্রাশন নামক সংস্কার করিতে হয়। অথবা নিজ কুলের আচার অনুসারে নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি সংস্কার যে সময়ে হইয়া থাকে, সেই সময়ে করিতে হয়। ৩৪।

শ্রুতির বিধান অনুসারে সকল দ্বিজাতিরই প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে ধর্ম্মের জন্য চূড়াকরণ সংস্কার কর্ত্তব্য।৩৫।

গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥৩৬॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোহষ্টমে ॥৩৭॥
আ ষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতে-র্বিশঃ ॥৩৮॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥৩৯॥
নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ সহ ॥৪০॥

(গর্ভের আরম্ভ সময় হইতে বর্ষ গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষের নাম গর্ভাষ্টম, এইরূপ গর্ভৈকাদশ ও গর্ভদ্বাদশ বর্ষ হইয়া থাকে)—গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে ও বৈশ্যের গর্ভ-দ্বাদশে উপনয়ন সংস্কার বিধেয়। (গর্ভাষ্টম =প্রসবকালাবধি ছয় বৎসর তিনমাসের পর হইতে ৭ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত, গর্ভ-একাদশ=নয় বৎসর তিন মাসের পর হইতে ১০ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত। গর্ভ-দ্বাদশ=দশ বৎসর তিন মাসের পর হইতে এগার বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত।) ৩৬।

বিশেষভাবে ব্রহ্মতেজ কামনা করিলে ব্রাহ্মণের গর্ভপঞ্চম বর্ষে, বিশেষভাবে বল কামনা করিলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ভ-ষষ্ঠ এবং বিশেষভাবে ধনকামনা করিলে বৈশ্যের গর্ভাষ্টম বৎসরে উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য।৩৭।

ব্রাহ্মণ গর্ভ-ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে বাইশ বর্ষ এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে চব্বিশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হয় না। (ব্রাহ্মণের ১৫ বৎসর ৩ মাস, ক্ষত্রিয়ের ২১ বৎসর ৩ মাস এবং বৈশ্যের ২৩ বৎসর ৩ মাস পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল)। এই তিনবর্ণ যদি উক্তকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত না হন, তাহা হইলে ইঁহারা সাবিত্রীপতিত ও আর্য্যগণের নিন্দিত হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে ব্রাত্য বলা হয়।৩৮-৩৯।

এই সকল অপবিত্র (ব্রাত্য) ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্ত

কার্ষ্ণ-রৌরব-বাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্ব্যেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ ॥৪১॥
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী ॥৪২॥
মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যাঃ কুশাশ্মন্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা ॥৪৩॥
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকম্ ॥৪৪॥
ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌদুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্মতঃ ॥৪৫॥

কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥৪৬॥
ঋজবস্তে তু সর্ব্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্বচোঽনগ্নিদূষিতাঃ ॥৪৭॥
প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি ॥৪৮॥
ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্ ॥৪৯॥
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্ব্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং যা চৈনং নাবমানয়েৎ ॥৫০॥

না করিলে—ইহাদের সহিত আপৎকালেও ব্রাহ্মণগণ অধ্যাপনাদি বেদসম্বন্ধ অথবা কন্যাদানাদি যোনিসম্বন্ধ করিবেন না। ৪০।

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী শণবস্ত্র পরিধান করিবেন আর উত্তরীয় হইবে কৃষ্ণসারমৃগচর্ম, ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারীর ক্ষৌম বস্ত্র পরিধেয় আর উত্তরীয় হইবে রুরুমৃগের চর্ম, বৈশ্যব্রহ্মচারী মেষলোমের বস্ত্র ও ছাগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করিবেন। ৪১।

ব্রাহ্মণের মেখলা সমান তিনগাছি (গ্রন্থি) সুখস্পর্শ (কর্কশ না হয়) মুঞ্জতৃণের (রজ্জুবৎ) প্রস্তুত করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মুর্বাদ্বারা নির্মিত ধনুকের ছিলার মত এবং বৈশ্যের পক্ষে শণতন্তুদ্বারা রচিত তিনহারা মেখলা করিতে হয়। ৪২।

মুঞ্জতৃণাদি না পাওয়া গেলে—ব্রাহ্মণের মেখলা হইবে কুশের, ক্ষত্রিয়ের হইবে অশ্মান্তকতৃণের এবং বৈশ্যের মেখলা হইবে বল্বজ তৃণে নির্মিত। তিনহারা মেখলা কুলাচার অনুসারে কটিদেশে একপাক (গ্রন্থি), তিনপাক বা পাঁচপাকে বেষ্টন করিতে হইবে। ৪৩।

ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসসূত্রে, ক্ষত্রিয়ের উপবীত শনসূত্রে এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোমসূত্রে হইবে। উপবীত তিন গাছি সুতায়, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে লম্বিত। ৪৪।

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারী বট বা খদিরের দণ্ড, এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী পীলু অথবা যজ্ঞডুমুরের দণ্ড ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাণ (মস্তকের) কেশপর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাটপর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের দণ্ডপরিমাণ হইবে নাসাগ্র পর্য্যন্ত। ৪৫-৪৬।

ঐ দণ্ডগুলি হইবে সরল, অচ্ছিন্ন (ক্ষতচিহ্ন রহিত) অদগ্ধ, ত্বগ্‌যুক্ত, দেখিতে এমন শুভদর্শন হইবে যে, দর্শকের মনে কোনরূপ উদ্বেগের সঞ্চার না হয়—এরূপ করা কর্ত্তব্য। এরূপ মনোমত দণ্ড ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিগণ সূর্য্যের উপাসনান্তে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন।৪৭-৪৮

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী উপনীত হইয়া 'ভবৎ' শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন, ক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারী 'ভবৎ' শব্দ মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন এবং বৈশ্যব্রহ্মচারী বাক্যের শেষে 'ভবৎ' শব্দ দিয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিবেন। (মাতা বা ভগিনীর নিকটে ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী বলিবেন—ভবতি ভিক্ষাং দেহি, ক্ষত্রিয় বলিবেন—ভিক্ষাং ভবতি দেহি, বৈশ্য বলিবেন—ভিক্ষাং দেহি ভবতি। পুরুষ স্থলে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' ইত্যাদিরূপ বলিবেন)। ৪৯।

মাতা, ভগিনী বা মাতার নিজ সহোদরা অথবা যে নারী হইতে ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান হেতু

সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদন্নমমায়য়া।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদাচম্য প্রাঙ্‌মুখঃ শুচিঃ ॥৫১॥
আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং
ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ ॥৫২॥
উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যমন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যগদ্ভিঃ খানি চ
সংস্পৃশেৎ ॥৫৩॥
পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ ॥৫৪॥

অবমাননা করার সম্ভাবনা না থাকিবে, ব্রহ্মচারী তাহাদের নিকটে প্রথমে ভিক্ষা চাহিবেন। ৫০।

ব্রহ্মচারী এইভাবে যে পরিমাণ অন্নে তৃপ্তি সম্ভবপর—সেই পরিমাণ অন্ন সংগ্রহ করিয়া অকপটচিত্তে গুরুকে নিবেদন করিয়া (তাঁহার অনুমতিক্রমে) পূর্ব্বমুখে আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া তাহা ভোজন করিবেন।৫১।

যিনি আয়ুর্ব্বৃদ্ধি কামনা করেন, তিনি পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবেন। যশস্কামী দক্ষিণমুখ হইয়া এবং সম্পৎকামী ব্যক্তি পশ্চিমমুখ হইয়া এবং সত্যফল কামনা করিলে উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিবেন। ৫২।

দ্বিজগণ (ব্রহ্মচর্য্যকালে এবং তাহার পরেও) প্রতিদিন (হাত, পা ও মুখ ধুইয়া) আচমন করিয়া অনন্যমনে অন্নভোজন করিবেন, ভোজনান্তে পুনরায় আচমন করিবেন ও জলদ্বারা ইন্দ্রিয়স্থান (চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা) স্পর্শ করিবেন। ৫৩।

(ভোজনকালে) প্রতিদিন অন্নকে পূজা করিবে (অন্নই যে প্রাণধারণের কারণ—এই ধ্যান করিবে)। অন্নের নিন্দা না করিয়া (শ্রদ্ধার সহিত) ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়া হৃষ্ট হইবে—এবং (সে সময়ে অন্য কারণে) মনে কোনরূপ খেদ থাকিলেও তাহা ত্যাগ করিবে। আমাদের প্রতিদিন যেন এইরূপ অন্ন লাভ হয়, এইভাবে অন্নকে বন্দনা করিবে। (ইহার নাম প্রতিনন্দন)। ৫৪।

পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্ ॥৫৫॥
নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্‌ব্রজেৎ॥৫৬॥
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥৫৭॥
ব্রাহ্মেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকালমুপস্পৃশেৎ।
কায়ত্রৈদশিকাভ্যাং বা ন পিত্র্যেণ কদাচন ॥৫৮॥
অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমূলেঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ ॥৫৯॥

কারণ, পূজিত অন্ন (শ্রদ্ধার সহিত) ভোজন করিলে উহা প্রতিদিন বল ও বীর্য্য প্রদান করে, আর অপূজিত অন্ন ভোজন করিলে সেই উভয়ই বিনাশ করে। ৫৫।

কাহাকেও উচ্ছিস্ট অন্ন দিবে না, দিন ও রাত্রির ভোজনকালের মধ্যে আর অন্ন-ভোজন করিবে না, অতিভোজন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট মুখে কোথায়ও যাইবে না। ৫৬।

অতিভোজন—রোগ জন্মায়, আয়ুঃ হ্রাস করে, উহা স্বর্গসাধন (যোগাদি) ক্রিয়ার বিরোধী, পুণ্য- (ধর্ম্ম) কার্য্যের প্রতিবন্ধক এবং লোকে অতিভোজন করিলে (পেটুক বলিয়া) নিন্দা করে, সুতরাং অতিভোজন ত্যাগ করিবে।৫৭।

ব্রাহ্মণ সর্বসময়েই ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে (তিনবার জলবিন্দু পান করিবে) অথবা (অশক্ত হইলে) প্রজাপতিতীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করিতে পারে, কিন্তু পিতৃতীর্থদ্বারা কখনও আচমন করিবে না। ৫৮।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের (বুড়ো আঙুলের) মূলের তলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, কনিষ্ঠাঙ্গুলির (ক'ড়ে আঙুলের) মূলদেশের নাম কায়তীর্থ বা প্রজাপতিতীর্থ, সকল আঙুলের অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলে। ৫৯।

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্।
খানি চৈব স্পৃশেদদ্ভিরাত্মানং শির এব চ ॥৬০॥

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥৬১॥

হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোহদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥৬২॥

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন-আবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে ॥৬৩॥

মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্ণীতান্যানি মন্ত্রবৎ ॥৬৪॥

কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্ধাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ ॥৬৫॥

অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥৬৬॥

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া ॥৬৭॥

এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ কর্ম্মযোগং নিবোধত ॥৬৮॥

আচমনকালে (ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা) প্রথমে তিনবার জলপান করিবে, তৎপরে দুইবার মুখ (ওষ্ঠ ও অধর চাপিয়া) জলযুক্ত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মার্জনা করিবেন, অনন্তর জলদ্বারা মস্তকস্থ ইন্দ্রিয়ছিদ্রসকল (নাসিকা চক্ষুঃ ও কর্ণদ্বয়), বক্ষঃস্থল ও মস্তক স্পর্শ করিবে। ৬০।

শুদ্ধ হইতে অভিলাষী ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি—উষ্ণ বা ফেনাযুক্ত না হয়, এমন জলের দ্বারা নির্জনস্থানে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া আচমন করিবেন। ৬১।

আচমনের জল হৃদয় পর্য্যন্ত যাইলে (সেই পরিমাণ জল পান করিলে) ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়, কণ্ঠ পর্য্যন্ত যাইলে (ততটুকু জলপান করিলে) ক্ষত্রিয়, মুখমধ্য পর্য্যন্ত জল দিলেই বৈশ্য এবং জিহ্বাগ্র ও ওষ্ঠ প্রান্ত পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করিলেই শূদ্র পবিত্র হইবেন। ৬২।

দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া কণ্ঠে লম্বিত যজ্ঞসূত্রের বা উত্তরীয়বস্ত্রের স্থাপনা হইলে (যজ্ঞসূত্র বা ঐ বস্ত্র বাম স্কন্ধে স্থিত হইলে) সেই পুরুষকে উপবীতী বলে, আর বাম হস্ত উঠাইয়া (যজ্ঞসূত্র বা বস্ত্র দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিলে) প্রাচীনাবীতী বলা হয়, কণ্ঠে মালার ন্যায় লম্বিত যজ্ঞোপবীত বা বস্ত্র সরলভাবে থাকিলে নিবীতী বলা যায়। ৬৩।

মেখলা, চর্ম, দণ্ড, উপবীত (যজ্ঞসূত্র) ও কমণ্ডলু ছিন্ন বা ভগ্ন হইলে—এ সকলকে জলে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অপর নূতন মেখলাদি ধারণ করিবে। ৬৪।

গর্ভকাল হইতে ষোড়শ বর্ষে ব্রাহ্মণের কেশান্ত-নামক সংস্কার করিতে হয়, ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভকাল হইতে বাইশ বৎসরে এবং বৈশ্যের গর্ভকাল হইতে চব্বিশ বৎসরে এই সংস্কার করিবে। ৬৫।

স্ত্রীলোকগণের শরীরসংস্কারের জন্য এই জাত-কর্মাদি ক্রিয়া (উপনয়ন ব্যতীত) সমুদয় বিনা মন্ত্রে যথাকালে যথাক্রমে করিতে হয়। ৬৬।

বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার (স্বরূপ), উহাতে স্বামীর সেবাই গুরুগৃহে বাস এবং স্বামীর গৃহকর্মই (সায়ং প্রাতঃকালীন হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্য্যা। ৬৭।

(হে মহর্ষিগণ!) দ্বিজাতিগণের উপনয়নসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ এই বলা হইল। ইহা তাহাদিগের দ্বিতীয়জন্মের ব্যঞ্জক ও পুণ্যজনক। এক্ষণে (উপ-নীতদিগের) কর্ম-যোগ (কর্ত্তব্যকর্মসমূহ) অবগত হউন। ৬৮।

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥৬৯॥

অধ্যেষমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৭০॥

ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥৭১॥

ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ ॥৭২॥

অধ্যেষ্যমাণস্তু গুরুর্নিত্যকালমতন্দ্রিতঃ।
অধীষ্ব ভো ইতি ব্রূয়াদ্বিরামোঽস্ত্বিতি চারমেৎ॥৭৩॥

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি ॥৭৪॥

প্রাক্‌কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি ॥৭৫॥

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥৭৬॥

ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যূচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥৭৭॥

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥৭৮॥

গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে শৌচকার্য্য শিক্ষা দিবেন। আচার, অগ্নিতে হোমবিধি এবং সন্ধ্যাবন্দনা শিখাইবেন। ৬৯।

শিষ্য যখন অধ্যয়ন করিবে, তখন শাস্ত্রানুসারে আচমন এবং ইন্দ্রিয়সংযমী হইয়া উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্রবেশে উপবেশন করিবে। গুরু তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইবেন। ৭০।

বেদপাঠের আরম্ভসময়ে ও সমাপ্তির পর শিষ্য প্রতিদিন গুরুর চরণদ্বয় স্পর্শ করিবে এবং অধ্যয়ন-কালে হাতযোড় করিয়া অবস্থান করিবে। এই সময়ে এইরূপ হাতযোড় করার নামই ব্রহ্মাঞ্জলি।৭১।

শিষ্য হাত দুইটি আড়াআড়ি (ব্যত্যস্ত) রাখিয়া গুরুর পদস্পর্শ এমনভাবে করিবে, যাহাতে দক্ষিণ হাত চিৎ করিয়া গুরুর দক্ষিণপদ স্পর্শ করা যায় এবং বাম হাত চিৎ করিয়া গুরুর বামপদ স্পর্শ সম্ভব হয়, ঐ সময় দক্ষিণ হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকিবে। ৭২।

শিষ্য যখন অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে, তখন গুরু সর্বদা অবহিত থাকিয়া "ওহে অধ্যয়ন কর" এই কথা বলিবেন এবং পাঠের শেষে—"এখানে বিরাম হউক" এই বলিয়া অধ্যাপনা শেষ করিবেন। ৭৩।

বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে সতত ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ না করিলে ক্রমশঃ অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায়, আর পরে (অধ্যাপনার শেষে) প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমস্তই বিস্মৃত হইতে হয়। ৭৪।

পূর্বাগ্র কুশের আসনে বসিয়া, দুই হস্তে পবিত্র কুশ ধারণ করিয়া, (পনরটি হ্রস্বস্বর উচ্চারণে যতটুকু সময় লাগে—সেই সময়ের মধ্যে) তিনটি প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইলে—তবে ওঙ্কার- উচ্চারণের যোগ্য হওয়া যায়। ৭৫।

ব্রহ্মা—ঋগ্‌, যজুঃ সাম এই তিন বেদ হইতে ওঙ্কারের অবয়বস্বরূপ অকার, উকার, মকার ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি যথাক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন। ৭৬।

পরমেষ্ঠী (পরমস্থানে স্থিত) প্রজাপতি তিন-বেদ হইতে 'তৎ' ইত্যাদি গায়ত্রীমন্ত্রের এক এক পাদ করিয়া তিন পাদ একে একে উদ্ধার করিয়াছেন। ৭৭।

এই প্রণব ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ব্যাহৃতি-পূর্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যায় জপ করেন, তিনি তিন বেদ পাঠের পুণ্য লাভ করেন। ৭৮।

সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোহপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥৭৯॥

এতয়র্চা বিসংযুক্তঃ কালে চ প্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিড়্যোনির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥৮০॥

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্ ॥৮১॥

যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥৮২॥

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে ॥৮৩॥

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি-যজতি-ক্রিয়াঃ।
অক্ষরন্ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ॥৮৪॥

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥৮৫॥

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৮৬॥

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৮৭॥

যে দ্বিজ সন্ধ্যার সময় ভিন্ন অন্যকালে প্রণব (ওঙ্কার) ব্যাহৃতি (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ) ও ত্রিপদা গায়ত্রী—এই তিনটি নদীতীর বা অরণ্য প্রভৃতি নির্জন স্থানে প্রতিদিন সহস্রবার জপ করেন, সর্প যেমন কঞ্চুক (খোলস) হইতে মুক্ত হয়, সেইরূপ তিনিও একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। ৭৯।

হে দ্বিজ, যিনি সন্ধ্যাকালে বা অন্য সময়ে এই গায়ত্রীরূপ ঋক্ হইতে বিযুক্ত হন্, অথবা যথাকালে নিজ ক্রিয়া হইতে বিচ্যুত হন্, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ইহারা সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। ৮০।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকা এই তিন অব্যয় ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। (অথবা বেদের মুখ বা আরম্ভস্বরূপ বলিয়া জানিবে)। ৮১।

যিনি প্রতিদিন অনলস হইয়া তিন বৎসর এই প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরম ব্রহ্মের অভিমুখী হন্, বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন এবং (শরীরনাশের পর) আকাশের মত সর্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। ৮২।

একাক্ষর ওঙ্কারই পরব্রহ্ম, প্রাণায়াম তিনটিই পরম তপস্যা (চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি)। গায়ত্রী হইতে উৎকৃষ্ট আর মন্ত্র নাই। মৌনী থাকা অপেক্ষা সত্যকথা বলা বিশেষ ভাল। ৮৩।

বেদবিহিত হোম-যাগাদি সমস্ত ক্রিয়াই কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রণবাক্ষরই অক্ষয় থাকে (ইহার বিনাশ নাই), যেহেতু প্রণব প্রজাদিগের অধিপতি পরব্রহ্মস্বরূপ। (যাহা পরম ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু, তাহাই পরমব্রহ্মরূপে কথিত হইয়াছে)। ৮৪।

বেদবিধির বিষয় (দর্শ-পৌর্ণমাস প্রভৃতি) যজ্ঞ অপেক্ষা মন্ত্রজপরূপ যজ্ঞ দশগুণে অধিক, জপযজ্ঞের মধ্যে উপাংশুজপ (যে জপ-মন্ত্র উচ্চারিত হইলে নিকটের লোকও শুনিতে পায় না) শতগুণে ফলপ্রদ, আবার মানসজপ (যাহাতে ওষ্ঠ বা জিহবা না নড়ে) উপাংশুজপ হইতে সহস্রগুণ অধিক ফল দান করে। ৮৫।

যে চারটি পাকযজ্ঞ (দেব, ভূত, পিতৃ ও মনুষ্য, ইঁহাদের উদ্দেশ্যে বৈশ্বদেবের হোম, বলিকর্ম, নিত্য শ্রাদ্ধ ও অতিথিভোজন যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, এই কয়টি মহাযজ্ঞ পাকযজ্ঞ নামে কথিত) ইহার সহিত যদি দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি বিধিযজ্ঞসমুদয় যোগ করা যায় তথাপি উহা প্রণবাদি মন্ত্রজপরূপ যজ্ঞের ষোড়শাংশের একাংশ ফলেরও যোগ্য হয় না। ৮৬।

ব্রাহ্মণ অন্য কিছু যজ্ঞ করুন আর নাই করুন—শুধু জপের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতেই তাঁহাকে মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা যায়। (যজ্ঞে পশু বা জীব হিংসা থাকায় সর্বপ্রাণীর মিত্র বা প্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ হিংসা-শূন্য বলিয়া তিনি মৈত্র বা সর্বপ্রিয় হইয়া ব্রহ্মলাভের যোগ্য হন্। ৮৭।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েম্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্ ॥৮৮॥
একাদশেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥৮৯॥
শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা ॥৯০॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে ॥৯১॥
একাদশং মনো জ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥৯২
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিযম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥৯৩॥

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৯৪॥
যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥৯৫॥
ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥৯৬॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ ॥৯৭॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯৮॥

সারথি যেমন রথে নিযুক্ত অশ্বগণকে সংযত রাখে, বিদ্বান্ সেইরূপ আকর্ষণকারী বিষয়সমূহে ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে চেষ্টা করিবেন। ৮৮।

পূর্ব-পূর্ব পণ্ডিতগণ যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, সেই সমুদায় আমি এক্ষণে আনুপূর্বিকভাবে বলিতেছি। ৮৯।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটি এবং পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্—এই পাঁচটি, ঐ যথাক্রমে উভয়ে মিলিয়া দশটি ইন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কর্ণ প্রভৃতি প্রথম পাঁচটিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পায়ু প্রভৃতি পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। ৯০-৯১।

মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে, ইহা নিজগুণে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়—এই উভয়স্বরূপ, এ জন্য মনকে জয় করিতে পারিলেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উভয়কেই জয় করা যায়। ৯২।

ইন্দ্রিয়গণের (ভোগ্য) বিষয়ে একান্ত আসক্তি বশতঃ মনুষ্য (দৃষ্ট ও অদৃষ্ট) দোষে দূষিত হয়,—সন্দেহ নাই, অতএব ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিলেই নিশ্চিত সিদ্ধি (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) লাভ করিতে পারা যায়। ৯৩।

কাম্যবিষয়ের উপভোগের দ্বারা কখনই কামনার শান্তি হয় না, বরং কামনা ঘৃতদ্বারা যেমন অগ্নি আরও (জ্বলিয়া) বাড়িয়া উঠে, তেমনই বাড়িয়া উঠে। ৯৪।

যে ব্যক্তি সমস্ত কাম্যবিষয় লাভ করে, ও যে ব্যক্তি সমুদায় কামনার বিষয় ত্যাগ করে—ঐ দু'য়ের মধ্যে একের সমস্ত বিষয় পাওয়া অপেক্ষা অপরের ত্যাগেরই মহিমা অধিক। ৯৫।

নিত্য জ্ঞানালোচনা (বিষয়ের নশ্বরত্বজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা) দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে যেমন নিবৃত্ত করা যায়, উহাদিগকে কেবলমাত্র বিষয় সেবা করিতে না দিলে সেরূপভাবে সংযত করিতে পারা যায় না। ৯৬।

(বিষয় সেবার আসক্তিবশতঃ) যে ব্যক্তি দুষ্ট-স্বভাব হইয়াছে—তাহার পক্ষে বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম বা তপস্যা কোন কিছুরই সিদ্ধিলাভ হয় না। ৯৭।

স্তুতিগান বা নিন্দাবাদ শুনিয়া, কোমল বা কঠিনবস্তু স্পর্শ করিয়া, সুরূপ বা কুরূপ দেখিয়া, সুস্বাদু বিস্বাদ বস্তু ভোজন করিয়া, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ লইয়া যে ব্যক্তি হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করে না—তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে। ৯৮।

ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥৯৯॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥১০০॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমান্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ ॥১০১॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতম্ ॥১০২॥
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥১০৩॥

জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রের নিম্নভাগে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলে যেমন সমস্ত জল ক্ষরিত হইয়া যায়, তেমনই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়েরও যদি অসংযম থাকে, তাহা হইলে তাহার তত্ত্বজ্ঞান লোপ পায়। ৯৯।

ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া এবং মনকে সংযত করিয়া, উপায় দ্বারা শরীরকে পীড়া না দিয়া, সমস্ত পুরুষার্থ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সাধন করিবে। ১০০।

প্রাতঃসন্ধ্যার সময়ে (আসনে) দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রীজপ করিবে। ১০১।

প্রাতঃসন্ধ্যার সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিলে রাত্রিসঞ্চিত (অজ্ঞানকৃত) সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সায়ংসন্ধ্যার সময়ে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে দিবা-সঞ্চিত জ্ঞানকৃত সমগ্র পাপ ধৌত হইয়া যায়।১০২।

যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যায় (জপাদির) অনুষ্ঠান না করে বা সায়ংসন্ধ্যায় উপাসনা না করে, সে শূদ্রের ন্যায় দ্বিজাতির সমস্ত কর্ম হইতে বহিষ্কারের যোগ্য। ১০৩।

(যদি কেহ অধিক বেদাধ্যয়নে অসমর্থ হয় তাহা হইলে) দ্বিজগণ (গ্রামের বহির্দেশে) নির্জন অরণ্যে গমন করিয়া, নদী তড়াগ প্রভৃতির সমীপে স্বাধ্যায়রূপ নিত্যকর্মে আস্থা রাখিয়া, অনন্যমনে

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥১০৪॥
বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥১০৫॥
নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্‌কৃতম্ ॥১০৬॥
যঃ স্বাধ্যায়মধীতেঽব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়ো দধি ঘৃতং মধু ॥১০৭॥
অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষ্যচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আ সমাবর্ত্তনাৎ কুর্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥১০৮॥

সংযত হইয়া প্রণব-ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী পাঠ করিবে। ১০৪।

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই (ছয়টি) বেদাঙ্গে, নিত্যকর্মে (সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে), স্বাধ্যায়ে (ব্রহ্মযজ্ঞবিষয়ে) ও হোমমন্ত্রে অনধ্যায়দিনেও অধ্যয়নে বাধা নাই। ১০৫।

নিত্য কর্ত্তব্য জপযজ্ঞ প্রভৃতিতে অনধ্যায় নাই অর্থাৎ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ নহে, কেন না এই পাঠকে অবিচ্ছেদে চালাইয়া যাওয়াই ব্রহ্মসত্র বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদরূপ যে আহুতি হবনীয় দ্রব্য তাহার অধ্যয়নরূপ যে হোম—তাহা অনধ্যায়দিনে (যজ্ঞ সমাপক) 'বষট্' এই মন্ত্র পাঠস্থলেও পুণ্যজনক হয়। (ভাবার্থ এই যে—নিত্য স্বাধ্যায়ের বিচ্ছেদ হইলে তাহার নিত্যত্ব থাকে না)। ১০৬।

যে ব্যক্তি শুদ্ধ ও সংযত হইয়া যথাবিধি এক-বৎসর ব্যাপিয়া জপযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই জপযজ্ঞ, তাঁহার সম্বন্ধে নিত্যই দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু ক্ষরণ করে অর্থাৎ দেব-পিতৃগণ তদ্দারা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ১০৭।

উপনীত দ্বিজ (ব্রহ্মচারী) যতদিন না সমাবর্তন (গুরুগৃহ হইতে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন) করেন, সে পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও

আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ
স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ ॥১০৯॥

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রুয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক
আচরেৎ ॥১১০॥

অধর্ম্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি ॥১১১॥

ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥১১২॥

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥১১৩॥

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মা দাস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা ॥১১৪॥

যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে ॥১১৫॥

ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১১৬॥

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ ॥১১৭॥

য়াঙ্গে হোমকাষ্ঠের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন, ভিক্ষাচরণ, ট্বাদিতে শয়ন না করিয়া) অধঃশয্যায় শয়ন ও গুরুর তকর (জলাহরণ প্রভৃতি) কার্য্য করিবেন। ১০৮।

আচার্য্যপুত্র, সেবাশুশ্রূষাকারী, জ্ঞানান্তরদাতা, র্মিক, শুচি, আত্মীয়, বেদের গ্রহণ ও ধারণে সমর্থ, দাতা, হিতকামী ও জ্ঞাতি—এই দশজন ধর্মতঃ ধ্যাপনার যোগ্য শিষ্য। ১০৯।

জিজ্ঞাসিত না হইলে শিষ্য ব্যতীত অপর াহাকেও (অধ্যয়নে অক্ষর স্খলিত হইলেও বা বিস্বর ইলেও) কোন কথা বলিবে না। ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রদর্শন-র্বক-প্রশ্ন করিবার যে রীতি আছে, তাহা উল্লঙ্ঘন রিয়া অন্যায়ভাবে যদি কেহ প্রশ্ন করে,তাহারও উত্তর বে না। মেধাবীব্যক্তি এরূপ স্থলে জানিয়া শুনিয়াও াকসমাজে মূকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। ১১০।

যে ব্যক্তি অধর্মানুসারে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর য়, আর যে ব্যক্তি অধর্মানুসারে জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ের মধ্যে একজন না একজন মরিয়া যায়; না । উভয়ের মধ্যে একজন অপরের বিদ্বেষভাজন ।। ১১১।

ক্ষারভূমিতে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিতে ই, তেমনই যে শিষ্যের অধ্যাপনায় ধর্ম বা অর্থ নাই অথবা অনুরূপ সেবা-পরিচর্য্যার সম্ভাবনাও নাই, সেখানে বিদ্যাদান কর্ত্তব্য নহে। ১১২।

জীবিকার অত্যন্ত কষ্ট হইলেও ব্রহ্মবাদী অধ্যাপক বিদ্যার সহিত বরং মরিয়া যাইবেন, তথাপি অপাত্রে কখনও বিদ্যাবীজ বপন করিবেন না। ১১৩।

বিদ্যা (বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) কোন এক (অধ্যাপক) ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলেন যে, আমি তোমার নিধি, আমাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিও, অসূয়াদিদোষদূষিত অপাত্রে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমি অতিশয় বীর্য্যবত্তমা (বলশালিনী) থাকিব। ১১৪।

যাহাকে শুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধির প্রতিপালক সেই অপ্রমত্ত (সাবধান) বিপ্রের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিও।১১৫।

যে ব্যক্তি অভ্যাসের জন্য বেদ অধ্যয়ন করিতেছে—তাঁহার নিকট হইতে অথবা কোন অধ্যাপনাকারীর নিকট হইতে যদি কেহ অনুমতি ব্যতীত বেদবিদ্যা গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে বেদা-পহরণের পাতকী হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়।১১৬।

লৌকিক (অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির) জ্ঞান, বৈদিক (বেদের অর্থ) জ্ঞান অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) যাঁহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, অন্যান্য বহু

সাবিত্রীমাত্রসারোহপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদোহপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী ॥১১৮॥
শয্যাসনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।
শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ ॥১১৯॥
ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥১২০॥
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যা যশো বলম্ ॥১২১॥
অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।
অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥১২২

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোহহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ
সর্ব্বাস্তথৈব চ ॥১২৩॥

ভোঃ-শব্দং কীর্ত্তয়েদন্তে স্বস্য নাম্নোহভিবাদনে।
নাম্নাং স্বরূপভাবো হি ভোভাব ঋষিভিঃ স্মৃতঃ॥১২৪

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোহন্তে বাচ্যঃ
পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ ॥১২৫॥

মান্য ব্যক্তি থাকিলেও অগ্রে সেই শিক্ষককে অভিবাদন করিবে। যদি ইঁহারা তিনজনই একত্র থাকেন, তাহা হইলে প্রথমে আধ্যাত্মিকজ্ঞানের গুরু, পরে বৈদিকজ্ঞানের গুরু ও শেষে অর্থশাস্ত্রের গুরুকে অভিবাদন করিবে। ১১৭।

(বিধিনিষেধের বশীভূত) সদাচারী ব্রাহ্মণ (শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও) যদি কেবল গায়ত্রীমাত্রসার হ'ন, তথাপি তিনি মান্য, আর যিনি অনাচারী, নিষিদ্ধ-ভোজী বা নিষিদ্ধবিক্রয়ী ব্যক্তি, তিনি ত্রিবেদজ্ঞ হইলেও মান্য নহেন। ১১৮।

বিদ্যা ও বয়সে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যে শয্যা ও আসন ব্যবহার করেন, তাহাতে কখনই উপবেশন করিবে না। নিজে শয্যা বা আসনে স্থিত হইলে ঐরূপ গুরুজন যদি আগমন করেন, তাহা হইলে (তৎক্ষণাৎ) উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করা উচিত। ১১৯।

বয়স ও বিদ্যায় বৃদ্ধ ব্যক্তি আগমন করিলে যুবার প্রাণ ঊর্দ্ধদিকে বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সে আবার প্রাণ ফিরাইয়া পায়। ১২০।

যে যুবা উঠিয়া সর্বদা অভিবাদন করে ও বৃদ্ধের পরিচর্য্যায় রত হয়, তাহার পরমায়ু, বিদ্যা, যশঃ ও বল এই চারিটি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১২১।

ব্রাহ্মণ বৃদ্ধব্যক্তিকে অভিবাদন করিয়া অভিবাদনের পরই বলিবে—'অভিবাদয়ে অমুকনামাহমস্মি' —'আপনাকে অভিবাদন করিতেছি, আমি অমুক' এই বলিয়া আপনার নাম উচ্চারণ করিবে। ১২২।

যে ব্যক্তিকে অভিবাদন করা হইবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে সেই প্রাজ্ঞ (যুবা) ব্যক্তি অভিবাদনীয় ব্যক্তিকে অভিবাদনের পর 'আমি অভিবাদন করিতেছি' এই মাত্র বলিবে এবং সকল স্ত্রীগণকেও এইরূপে অভিবাদন করিবে। ১২৩।

অভিবাদন কালে আপনার নাম উচ্চারণের পর 'ভোঃ' শব্দ কীর্ত্তন করিবে,—'অভিবাদয়ে অমুকশর্ম্মা অহমস্মি ভোঃ' এই কথা বলিবে। নামে যেমন সম্বোধন বুঝায় 'ভোঃ' শব্দেও সেইরূপ—অর্থাৎ সম্বোধনস্থানীয়, ইহা ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। (অর্থাৎ নাম ধরিয়া যেমন অপরকে ডাকা যায়, তেমনই 'ভোঃ' বলিয়াও ডাকা সম্ভবপর হয়)। ১২৪।

অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাদনে—'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য অমুকশর্ম্মন্' এই কথা অভিবাদনকারী ব্রাহ্মণকে বলিবেন। (অর্থাৎ হে প্রিয়দর্শন ! অমুকশর্ম্মা তুমি দীর্ঘজীবী হও' এই কথা বলিবেন) এবং তাহার নামের অন্তে অকারের অভাবে তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী যে স্বরবর্ণ থাকিবে তাহার, প্লুত অর্থাৎ তিনমাত্রায় উচ্চারণ করিবেন। (ক্ষত্রিয় অভিবাদনকারীকে 'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বলবর্ম্মন্' এবং বৈশ্য অভিবাদককে 'আয়ুষ্মান্ ভব

যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য বিপ্রঃ প্রত্যভিবাদনম্।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥১২৬॥
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥১২৭॥
অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভো-ভবৎ-পূর্ব্বকন্ত্বেনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥১২৮॥
পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ ॥১২৯॥

সৌম্য বসুভূতে' এই কথা বলিবে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামের অন্ত্যস্বর বা তাহার পূর্বস্বর বিকল্পে প্লুত হইবে, শূদ্রের ও স্ত্রীলোকের নামে প্লুত হইবে না। কু-টী)। ১২৫।

যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের অনুরূপ প্রত্যভিবাদনের নিয়ম জানেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন না। শূদ্র যেমন তিনিও তেমনই অভিবাদনের অযোগ্য। (আমি অভিবাদন করিতেছি' এই মাত্র বলিয়া পাদস্পর্শ রহিত অভিবাদন করিবে—কু-টী)। ১২৬।

পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলে অভিবাদন করিবার পর অল্পবয়স্ক-ব্রাহ্মণকে বা অভিবাদন না করিলেও সমবয়স্ক-ব্রাহ্মণকে কুশলশব্দ উচ্চারণ করিয়া, ক্ষত্রিয়কে অনাময়-শব্দ, বৈশ্যকে ক্ষেম-শব্দ এবং শূদ্রকে আরোগ্য-শব্দ উচ্চারণ করিয়া মঙ্গল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ১২৭।

যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যভিবাদনকালে বা অন্য সময়ে উহার নাম করিয়া সম্বোধন করিবেন না, কিন্তু 'ভো' 'ভবৎ' শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাহাকে সম্বোধন করিবেন। (যেমন ভো দীক্ষিত এই কর্ম করুন, আপনি যজমান হইয়া এই কর্ম করুন,—এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিবেন)। ১২৮।

পরস্ত্রী অথবা যে নারীর সহিত কোনরূপ রক্ত সম্বন্ধ নাই, তাঁহাকে 'ভবতি' 'সুভগে' বা 'ভগিনি' বলিয়া সম্বোধন করিবে। (ভগিনী বা অনূঢ়া কন্যার পক্ষে 'আয়ুষ্মতি' প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিতে হয়—কু-টী)। ১২৯।

মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চশ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ॥১৩০॥
মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥১৩১॥
ভ্রাতুর্ভার্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ ॥১৩২॥
পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।
মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেন্ মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥১৩৩

মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর, পুরোহিত অথবা অপর কোন গুরুজন, ইঁহারা বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও ইঁহাদের আগমনে গাত্রোত্থান করিয়া 'আমি অমুক' এই কথা বলিবে, (কিন্তু পাদগ্রহণ করিবে না)। ১৩০।

মাসি, মাতুলানী, শাশুড়ী ও পিসি ইঁহারা গুরু-পত্নী অর্থাৎ মাতার ন্যায় পূজনীয়া, ইঁহাদের আগমনে উঠিয়া অভিবাদন করিতে হয়, ইঁহারা মাতা বা গুরুপত্নীর সমান। ১৩১।

সবর্ণা বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর পাদগ্রহণপূর্বক অভিবাদন করা প্রতিদিন কর্ত্তব্য। আর প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে পিতৃব্যপত্নী (জ্যেঠী-খুড়ী) ও শাশুড়ী প্রভৃতির পাদগ্রহণ করিতে হয় (প্রত্যহ করিবার নিয়ম নাই)। ১৩২।

পিসি, মাসি, বা নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবে, কিন্তু মাতা ইঁহাদের অপেক্ষা গুরুতরা। (মাতৃ-আজ্ঞা ও মাসি প্রভৃতির আজ্ঞায় বিরোধ হইলে মাতৃ-আজ্ঞাই পালনীয়)। ১৩৩।

দশাব্দাখ্যং পৌরসখ্যং পঞ্চাব্দাখ্যং কলাভৃতাম্।
ত্র্যব্দপূর্ব্বং শ্রোত্রিয়াণাং স্বল্পেনাপি স্বযোনিষু ॥১৩৪
ব্রাহ্মণং দশবর্ষন্তু শতবর্ষন্তু ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা॥১৩৫
বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো যদ্যদুত্তরম্ ॥১৩৬॥
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।
যত্র স্যুঃ সোঽত্র মানার্হঃ শূদ্রোঽপি-
দশমীং গতঃ ॥১৩৭॥

এক পুরবাসী বা এক গ্রামবাসীর লোকদিগের মধ্যে দশবৎসর বয়সের ছোট-বড় হইলে, নাচগান প্রভৃতি কলাবিদ্যাবিদের পাঁচবৎসর বয়সের এবং শ্রোত্রিয়ের তিনবৎসর বয়সের ছোটবড় হইলে পরস্পর সখা বলিয়া জানিবে অর্থাৎ মান্যতায় তারতম্য হইবে না, কিন্তু রক্তসম্বন্ধ থাকিলে অতি অল্প কালেরই পার্থক্যে সখা গণ্য করা হয়, (সকল ক্ষেত্রেই নির্দ্দিষ্ট বয়সের অধিক হইলেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে)। ১৩৪।

ব্রাহ্মণ দশবর্ষবয়স্ক এবং ক্ষত্রিয় শতবৎসরবয়স্ক হইলেও উভয়কে পিতা-পুত্রের মত জ্ঞান করিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই পিতৃস্থানীয়। ১৩৫।

(সজাতীয় লোকদের মধ্যে) ন্যায়ার্জিত ধন রক্ত সম্বন্ধ (পিতৃব্য প্রভৃতি), বয়স, শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) এই পাঁচটি মান্যতার কারণ। ইহার মধ্যে পর পরটী অধিকতর সম্মানের হেতু হইয়া থাকে। (ধনী অপেক্ষা আত্মীয় বন্ধু যাহার সহিত রক্তসম্বন্ধ আছে, বন্ধু অপেক্ষা অনুষ্ঠানকারী, অনুষ্ঠানকারী অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে অধিকতর মান্য বলিয়া জানিবে)। ১৩৬।

উক্ত পাঁচটি গুণের মধ্যে যাঁহার অধিকগুণ আছে, ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের মধ্যে তিনিই অধিক মাননীয়। আর নব্বুই বৎসরের শূদ্রও ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতির মাননীয়। (যেমন কেবলমাত্র বয়সে বড় হইতে ধনী ও রক্তসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি মান্য, আবার ধন, রক্তসম্বন্ধ, বয়স এই তিনটি একত্র থাকিলে—কেবলমাত্র কর্মী হইতে অধিকতর মান্য, কেবলমাত্র বিদ্বান্ হইতে অধিকতর মান্য হইবে সেই ব্যক্তি—যাহাতে ধন রক্তসম্বন্ধ, বয়স এবং কর্ম এই চারটি গুণ থাকিবে ইত্যাদি ; এইরূপ মান্যতা নির্ণয় করিতে হইবে—কু-টী) ১৩৭।

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ ॥১৩৮॥
তেষান্তু সমবেতানাং মান্যৌ স্নাতকপার্থিবৌ।
রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্ ॥১৩৯॥
উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥১৪০॥
একদেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥১৪১॥

চক্রযুক্তরথে আরূঢ় ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ, আতুর, ভারী (ভারবাহক), স্ত্রীলোক, গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত ব্রাহ্মণ, রাজা ও বিবাহার্থী বর ইহাদিগকে যাইবার জন্য অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে। ১৩৮।

ইহারা সকলে যদি পথে একসময়ে মিলিত হ'ন তাহা হইলে স্নাতক (যাহার গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন সংস্কার সমাপ্ত হইয়াছে) ও রাজা সর্বাপেক্ষা মান্য হইবেন (অর্থাৎ ইহাদিগকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে) আবার রাজা ও স্নাতক—এই দুইজনের মধ্যে স্নাতক ব্রাহ্মণ রাজার অপেক্ষাও মান্য। ১৩৯।

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে কল্প (যজ্ঞবিদ্যা) ও রহস্য (উপনিষদের) সহিত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, মুনিগণ তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলেন। ১৪০।

যিনি জীবিকার জন্য বেদের একাংশমাত্র কিংবা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে 'উপাধ্যায়' বলা হয়। ১৪১।

নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥১৪২॥
অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে ॥১৪৩
য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তং ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥১৪৪
উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥১৪৫॥
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥১৪৬॥

যিনি গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করেন, এবং অন্নদ্বারা প্রতিপালন করেন, সেই ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ পিতাকে 'গুরু' বলা হইয়া থাকে। ১৪২।

যিনি বৃত হইয়া যাহার (আহবনীয় প্রভৃতি) বহ্নিস্থাপন কর্ম, (অষ্টকাদি) পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তিনি তাহার 'ঋত্বিক্' বলিয়া কথিত হ'ন। ১৪৩।

যিনি সত্যরূপ বেদমন্ত্রদ্বারা (শিষ্যের) উভয়-কর্ণ ভরাইয়া দেন, তিনি মাতা, তিনিই পিতা, তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও দ্রোহ করিতে নাই। ১৪৪।

দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্য্যের গৌরব অধিক, (উপনয়নে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেষ্টা) একশত আচার্য্য অপেক্ষা (গর্ভাধানাদি সংস্কার কর্ত্তা) পিতার গৌরব অধিক, সহস্র পিতা (জনকমাত্র) অপেক্ষা মাতা মাননীয়া। ১৪৫।

যিনি সংস্কার করেন নাই এমন জন্মদাতা এবং যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করান—উভয়েই পিতা,—দুই জন্মের মধ্যে বেদপ্রদ পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, দ্বিজগণের সেই (দ্বিতীয়) জন্মই ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া ইহকাল পরকাল সর্বত্রই শাশ্বত বা নিত্য বলিয়া তাহা গণ্য। ১৪৬।

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্যোনাবভিজায়তে॥১৪৭
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাঽজরামরা॥১৪৮॥
অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাচ্ছ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া ॥১৪৯॥
ব্রাহ্মস্য জন্মনঃ কর্ত্তা স্বধর্ম্মস্য চ শাসিতা।
বালোঽপি বিপ্রো বৃদ্ধস্য পিতা ভবতি ধর্ম্মতঃ॥১৫০॥
অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতি হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্ ॥১৫১॥

পিতা মাতা পরস্পর কামপ্রেরিত হইয়া বালকের যে জন্মদান করেন—মাতৃগর্ভ হইতে বালক যে জন্মায়—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লাভ করে, তাহা পশুসাধারণ বলিলেই চলে। ১৪৭।

পরন্তু বেদশাস্ত্রের পারগামী আচার্য্য সাবিত্রী দ্বারা যথাবিধি যে জন্ম প্রদান করেন, সেই জন্মই সত্য, তাহা অজর ও অমর (সে জন্মের পর আর জরা-মরণ নাই)। ১৪৮।

অল্পই হউক বা অধিকই হউক, বেদজ্ঞান প্রদান দ্বারা যিনি উপকার করেন, বেদের উপকারক বলিয়া তাঁহাকেও জানিবে। ১৪৯।

যে ব্রাহ্মণ উপনয়নকালে বেদ পড়াইয়া বালকের ব্রহ্মজন্মের কারণ হ'ন, কিংবা যিনি বেদব্যাখ্যা দ্বারা স্বধর্মের উপদেশ করেন, সেই ব্রাহ্মণ বালক হইলেও ধর্মতঃ বৃদ্ধগণেরও পিতৃতুল্য মাননীয়। ১৫০।

অঙ্গিরার পুত্র বয়সে বালক হইলেও বিদ্বান্ বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা অধিকবয়স্ক পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ও তাহাদিগকে জ্ঞানবলে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রক—(বৎস শব্দে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া সেইবিষয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ একযোগে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচুর্ন্যায্যং বঃ
শিশুরুক্তবান্ ॥১৫২॥

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥১৫৩॥

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥১৫৪

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বীর্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥১৫৫॥

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥১৫৬॥

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥১৫৭॥

যে, বালক যাহা বলিয়াছে—তাহা ন্যায্যই বলিয়াছে। ১৫১-৫২।

যে অজ্ঞ সে-ই বালক, যিনি মন্ত্রদাতা (শাস্ত্রের উপদেশক) তিনি পিতা বা পিতৃস্থানীয়। যে অজ্ঞান (মূর্খ) তাহাকেই বালক বলা হয় এবং যিনি বেদের অধ্যাপক, তাঁহাকেই পিতা বলা হইয়া থাকে। (ইহা পূর্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে, -কু-টী) বয়সে, পক্ককেশে, ধনে কিংবা রক্তসম্বন্ধে (অর্থাৎ পিতৃব্যপ্রভৃতি সম্পর্কে) (এই সকল একত্র থাকিলেও) বড় হওয়া যায় না। ঋষিরা এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে, যিনি সাঙ্গবেদবিৎ আমাদের মধ্যে তিনিই মহান্। ১৫৩-৫৪।

জ্ঞানের আধিক্যহেতু ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব, বলবীর্য্যহেতু ক্ষত্রিয়দিগের, ধনধান্য হেতু বৈশ্যদিগের এবং জন্মহেতু শূদ্রদিগের জ্যেষ্ঠত্ব পরিগণিত হয়। ১৫৫।

মাথার কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, কিন্তু যুবা হইয়াও যে বিদ্বান্ তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলেন। কাষ্ঠনির্মিত হস্তী যেমন, চর্মনির্মিত মৃগ যেমন, বেদের অধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও তেমন, এই তিনটি কেবল সেই নামই ধারণ করে (কিন্তু কোনরূপ হস্তী প্রভৃতির কার্যে সক্ষম হয়না) । ১৫৬-৫৭।

যথা ষণ্ঢোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃ-
চোঽফলঃ ॥১৫৮॥

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥১৫৯॥

যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥১৬০॥

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥১৬১

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা ॥১৬২॥

ক্লীব যেমন স্ত্রীবিষয়ে নিষ্ফল, গাভী যেমন গাভীতে অফলা, মূর্খব্যক্তিকে দান যেমন ফলশূন্য সেইরূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও ফলহীন অর্থাৎ কোন বৈধকর্মের যোগ্য নহে। ১৫৮।

অতিকঠোরভাবে তাড়না ব্যতিরেকেই শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে, ধর্মবুদ্ধিকামনায় যিনি শিক্ষাদান করিবেন, তিনি শিষ্যের প্রতি মধুর ও নম্রবাক্য প্রয়োগ করিবেন। যাঁহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ, (অর্থাৎ মিথ্যাকথা বা কঠোরতা হইতে বাক্য বিমুক্ত এবং মন রাগদ্বেষাদি দ্বারা দূষিত নহে) যিনি বাক্য এবং মনকে নিষিদ্ধকর্ম হইতে সর্বদা সম্যগ্রূপে রক্ষা করেন, তিনি বেদান্তশাস্ত্রোক্ত সমস্ত ফলই লাভ করেন। ১৫৯-৬০।

নিজে একান্ত পীড়িত হইলেও পরের মর্মপীড়া দিতে নাই, যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এরূপ কোন কর্ম বা চিন্তা করিতে নাই। যে কথা বলিলে অন্যলোক মনে ব্যথা পায়, পরলোক-বিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ নিয়তই সম্মানকে বিষের ন্যায় ভয় করিবেন এবং অবমানকে সর্বদা অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন। ১৬১-৬২।

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি ॥১৬৩॥
অনেন ক্রমযোগেণ সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥১৬৪॥
তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥১৬৫॥
বেদমেব সদাভ্যস্যেত্তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরমিহোচ্যতে ॥১৬৬॥
আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং
শক্তিতোঽন্বহম্ ১৬৭॥

যেহেতু, অপমানকে যে সহ্য করিতে পারে,— সে সুখে নিদ্রা যায় এবং সুখে জাগরিত হয়; এই সংসারে সে সুখে বিচরণ করে, অথচ অবমানকারীর সেই অবমাননাজনিত পাপে ইহলোক ও পরলোক বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৬৩।

এইরূপ ক্রমানুসারে দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) আত্মা জাতকর্ম্ম হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে সেই দ্বিজ গুরুকুলে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে বেদগ্রহণের জন্য যাহা বলা হইল এবং বলা হইবে, সেইরূপ নিয়মপালনরূপ তপস্যাই সঞ্চয় করিবেন। ১৬৪।

দ্বিজাতি নানাপ্রকার তপস্যাবিশেষ ও বিধিবোধিত বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া উপনিষদের সহিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক সমুদায় বেদ অধ্যয়ন করিবেন।১৬৫।

যে উত্তম দ্বিজ তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন,— তিনি যাবজ্জীবন বেদ অভ্যাস করিবেন। ইহলোকে বেদাভ্যাস বিপ্রের পরম তপস্যা বলিয়া কথিত। ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়াও যে দ্বিজ প্রত্যহ যথাশক্তি বেদ অধ্যয়ন করেন, তাহার পদনখের অগ্র হইতে সর্ব্বাঙ্গব্যাপক পরম উৎকৃষ্ট তপস্যার আচরণ করা হয়। ১৬৬-৬৭।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥১৬৮॥
মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ ॥১৬৯॥
তত্র যদ্ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ॥১৭০
বেদপ্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম
কিঞ্চিদা মৌঞ্জিবন্ধনাৎ ॥১৭১॥
নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে ॥১৭২॥

যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে শ্রম করিয়া থাকেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশে অতিসত্বর শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'ন। (কিন্তু যদি বেদপাঠ না করিয়া স্মৃতি বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলে উক্তদোষ হইবে না। কু-টী)। ১৬৮।

শ্রুতির নির্দেশ এই যে, দ্বিজ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন,—পরে উপনয়ন হইলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, তৎপরে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাঁহার তৃতীয় জন্ম লাভ হয়। ১৬৯।

এই তিন জন্মের মধ্যে মেখলাবন্ধনচিহ্নিত উপনয়ন সংস্কার দ্বারা যে ব্রহ্মজন্ম হয়, তাহাতে গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা বলিয়া কথিত হ'ন। ১৭০।

উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মে বালকের অধিকার থাকে না, এই হেতু উপনয়ন ও বেদ প্রদান করেন বলিয়া এই মহোপকারক আচার্য্যকে ঋষিরা পিতা বলিয়াছেন। ১৭১।

উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজবালকের পক্ষে শ্রাদ্ধের মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই। যতদিন না ব্রহ্মজন্ম (উপনয়ন) হয়, ততদিন দ্বিজবালক শূদ্রের সমান থাকে। ১৭২।

কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭৩॥
যদ্‌যস্য বিহিতং চর্ম্ম যৎ সূত্রং যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেষ্বপি ॥১৭৪॥
সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ ॥১৭৫॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি-পিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ ॥১৭৬॥
বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্ ॥১৭৭॥

উপনয়ন দিবার পরই দ্বিজবালককে 'সমিধ্ আহরণ কর' 'দিবা নিদ্রা যাইও না' প্রভৃতি ব্রতের আদেশ করা হয় এবং বিধিপূর্বক বেদগ্রহণ ক্রমে ক্রমে উপদিষ্ট হয়, (এজন্য উপনয়নের পূর্বে বেদের উচ্চারণ করিবে না। কু-টী)। ১৭৩।

উপনয়নকালে যে ব্রহ্মচারীর প্রতি যেরূপ চর্ম, যেরূপ সূত্র, যেরূপ দণ্ড ও বসন বিহিত হইয়াছে, গোদান প্রভৃতি ব্রতগ্রহণকালেও সেইরূপ (নূতন করিয়া) করিতে হইবে। ১৭৪।

গুরুকুলে বাস করিবার সময়ে ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক আপনার তপস্যাজনিত অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য এই সকল (নিম্নলিখিত) নিয়মগুলি পালন করিবেন। ১৭৫।

প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেবতা ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবেন, দেবতাদিগের পূজা করিবেন এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ্‌দ্বারা হোম করিবেন। ১৭৬।

ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস বর্জ্জন করিবে, (চন্দনাদি) গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদিধারণ, গুড় প্রভৃতি রসগ্রহণ এবং স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণবশে অম্ল হয় (দধি প্রভৃতি) সেই সমুদয় শুক্তদ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রাণিহিংসা করিবে না। ১৭৭।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥১৭৮॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥১৭৯॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥১৮০॥
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥১৮১॥
উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষঞ্চাহরহশ্চরেৎ ॥১৮২॥

অভ্যঙ্গরূপ তৈল ব্যবহার করিবে না (মাথায় যেরূপ তৈল দিলে সর্বাঙ্গে মাখা যায়—তাহার নাম অভ্যঙ্গ) চক্ষুতে কজ্জল দিবে না, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবে এবং নৃত্য, গীত ও বাদ্য বর্জন করিবে। ১৭৮।

পাশা প্রভৃতি খেলা, লোকের সহিত বৃথা কলহ করা, পরের দোষকীর্ত্তন, মিথ্যাভাষণ, সকাম-ভাবে নারীদিগের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করা, পরের অনিষ্টাচরণ, ব্রহ্মচারী এ সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। ১৭৯।

ব্রহ্মচারী সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে। ইচ্ছা-পূর্বক কখনও রেতঃপাত করিবে না। স্বেচ্ছায় রেতঃস্খলন করিলে ব্রহ্মচারীর নিজ ব্রতভঙ্গ হইবে। (ব্রতভঙ্গ হইলে ব্রহ্মচারীকে অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কু-টী)। ১৮০।

ব্রহ্মচারী দ্বিজের যদি অনিচ্ছায় স্বপ্নাবস্থায় রেতঃপাত হইয়া যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং 'পুনর্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ম্' পুনরায় আমার বীর্য্য আমাতে ফিরিয়া আসুক—ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবে। ১৮১।

জলকলস, ফুল, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ যে পরিমাণ আচার্য্যের প্রয়োজন—সেইমত তাঁহার জন্য

বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষং গৃহেভ্যঃ প্রয়তোঽন্বহম্ ॥১৮৩

গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥১৮৪॥

সর্ব্বং বাপি চরেদ্ গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রয়তো বাচমভিশস্তাংস্তু বর্জয়েৎ ॥১৮৫॥

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সংনিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ম্প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নিমতন্দ্রিতঃ ॥১৮৬॥

আহরণ করিবেন এবং প্রত্যহ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। ১৮২।

যে সকল গৃহস্থ বেদোক্তযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সন্তোষের সহিত নিজ কর্ত্তব্যকর্মে রত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাঁহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। ১৮৩।

গুরুবংশে, আপনার সপিণ্ড জ্ঞাতিকুলে অথবা মাতুলাদি বন্ধুগৃহে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি ভিক্ষার উপযুক্ত অন্যগৃহস্থ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব পূর্ব কুল পরিত্যাগ করিয়া পর পর কুল হইতে ভিক্ষা করিবে। (অর্থাৎ অভাবস্থলে প্রথমে মাতুলাদিগৃহে, তাহার অভাবে জ্ঞাতিকুলে—তাহারও অভাবে অগত্যা গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে)। ১৮৪।

পূর্বোক্ত যোগ্য ভিক্ষার স্থান একেবারে অসম্ভব হইলে ব্রহ্মচারী মৌনী হইয়া শুদ্ধভাবে সমস্ত গ্রামে (অর্থাৎ চতুর্বর্ণের নিকট হইতে) ভিক্ষা করিবে, কিন্তু অভিশপ্ত ও মহাপতকাদিদোষযুক্ত গৃহস্থকে ত্যাগ করিবে। ১৮৫।

ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধ্ কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে স্থাপন করিবেন এবং অনলস হইয়া সেই সমিধ্ দ্বারা সায়ং ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে হোম করিবেন। ১৮৬।

অকৃত্বা ভৈক্ষচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ ॥১৮৭॥

ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ব্রতী ॥
ভৈক্ষেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা ॥১৮৮॥

ব্রতবদ্দেবদৈবত্যে পিত্র্যে কর্ম্মণ্যথর্ষিবৎ।
কামমভ্যর্থিতোঽশ্নীয়াদ্ব্রতমস্য ন লুপ্যতে ॥১৮৯॥

ব্রাহ্মণস্যৈব কর্ম্মৈতদুপদিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্যবৈশ্যয়োস্ত্বেবং নৈতৎ কর্ম্ম বিধীয়তে ॥১৯০॥

ব্রহ্মচারী যদি রোগে না পড়িয়াও ক্রমিক সাতরাত্রি ভিক্ষা আহরণ ও সায়ং প্রাতঃকালে সমিধ্ দ্বারা হোম না করে, তাহা হইলে (ব্রতভঙ্গ হেতু) তাহাকে অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ১৮৭।

প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রত্যহ একজন গৃহস্থের নিকট হইতেই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা উচিত নহে। যেহেতু ভিক্ষান্ন দ্বারা ব্রহ্মচারীর জীবিকানির্বাহকে ঋষিগণ উপবাসের সমান (পুণ্য-জনক) বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। ১৮৮।

দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রহ্মচারী ব্রততুল্য অন্নগ্রহণ করিবে অথবা পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্যে আমন্ত্রিত ব্রহ্মচারী মধুমাংস-প্রভৃতিবর্জিত অন্ন একজনের হইলেও ঋষিবৎ তাহা ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে তাহার ব্রতের হানি হইবে না। (অর্থাৎ একান্নভোজনের দোষ অথবা ভিক্ষাব্রতের হানি হইবে না। ১৮৯।

মনু প্রভৃতি ঋষিগণ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর প্রতি এরূপ শ্রাদ্ধাদি স্থলে ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যব্রহ্মচারীর পক্ষে ভিক্ষা করা বিহিত হইলেও একান্নভোজনের বিধি দেওয়া হয় নাই। (সুতরাং শ্রাদ্ধাদিস্থলে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ব্রহ্মচারীর ভোজনও বিহিত নহে। ১৯০।

চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্যস্য হিতেষু চ ॥১৯১॥

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥১৯২॥

নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥১৯৩॥

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ ॥১৯৪॥

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ ॥১৯৫॥

গুরু অনুমতি দিন বা না দিন—ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদপাঠে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবে। ১৯১।

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনের সংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে (বিনা অনুমতিতে উপবেশন করিবে না)। ১৯২।

উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহিরে রাখিয়া প্রতিদিন সদাচারী শিষ্য বস্ত্রের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শরীর আবৃত করিবে এবং গুরু 'উপবেশন কর' বলিয়া অনুমতি দিলে তাঁহার অভিমুখেই শিষ্য উপবেশন করিবেন। ১৯৩।

সর্বদা গুরু-সন্নিধানে শিষ্যের পক্ষে গুরু অপেক্ষা হীনভাবের অন্ন বস্ত্র ও বেশ হওয়া উচিত। গুরু যখন উঠিবেন, তাহার অগ্রে উঠা এবং গুরু যখন শয়ন করিবেন, তাহার পরে শয়ন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। ১৯৪।

শয়ন বা উপবেশন করিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিংবা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা অন্য-দিকে মুখ ফিরাইয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই। ১৯৫।

গুরু যদি আসনে বসিয়া আজ্ঞা করেন, শিষ্য

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ ॥১৯৬॥

পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ ॥১৯৭॥

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥১৯৮॥

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্ ॥১৯৯॥

আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার আজ্ঞাগ্রহণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। ঐরূপ আবার গুরু যদি উত্থিত অবস্থায় আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা দিলে, শিষ্য তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া এবং গুরু দ্রুতগমন করিতে করিতে আজ্ঞা দিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। ১৯৬।

গুরু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য নিকটস্থ হইয়া এবং গুরু শয়ন অথবা নিকটে অবস্থান করিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য অবনত মস্তক হইয়া তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ ও সম্ভাষণ করিবে। ১৯৭।

গুরুসমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্বদা গুরু অপেক্ষা অনুচ্চ হওয়া উচিত; আর গুরুর দৃষ্টিপথের মধ্যে শিষ্য যখন উপবেশন করিবে, তখন শিষ্যের পক্ষে যথেষ্টাসন অর্থাৎ যথেচ্ছভাবে হাত-পা ছড়াইয়া বসা উচিত নহে। ১৯৮।

শিষ্য গুরুর অসাক্ষাতেও উপাধ্যায় আচার্য্য প্রভৃতির উপপদ শূন্য কেবলমাত্র নাম উচ্চারণ করিবে না, কিংবা উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ভাষণ ও হস্তাদি সঞ্চালনের অনুকরণ করিবে না। ১৯৯।

গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা
ততোঽন্যতঃ ॥২০০॥
পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি
মৎসরী ॥২০১॥
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ ॥২০২॥
প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসীত গুরুণা সহ।
অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ ॥২০৩॥

যেখানে গুরুর পরীবাদ (বাস্তব দোষকথন) ও নিন্দা (মিথ্যা করিয়া দোষের উক্তি) করা হয়, সেখানে শিষ্য হস্তদ্বারা নিজকর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবে, অথবা সেখান হইতে অন্যত্র গমন করিবে। ২০০।

শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে (মৃত্যুর পর) গর্দভযোনিতে জন্মায়, নিন্দা করিলে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। অন্যায়রূপে গুরুদ্রব্য উপভোগ করিলে কৃমি হইতে হয় এবং যে শিষ্য গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে না পারে, সে কীটযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ২০১।

শিষ্য (নিজে অশক্ত না হইলে) স্বয়ং গমন না করিয়া অপর কাহারও দ্বারা মাল্যচন্দনাদি দিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুপূজা করিবে না বা স্ত্রীলোকের নিকটে অবস্থিত গুরু থাকিলে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবে না। শিষ্য যানে বা আসনে উপবিষ্ট থাকিলে তাহা হইতে অবতরণ করিয়া বা উঠিয়া গুরুকে অভিবাদন করিবে। ২০২।

যেভাবে বসিলে গুরুর দিক্ হইতে শিষ্যের দিকে বায়ু বহিয়া যায়, তাহার নাম প্রতিবাত, আর শিষ্যের দিক্ হইতে গুরুর দিকে বায়ু বহিলে তাহাকে অনুবাত বলা হয়, এইরূপ প্রতিবাত বা অনুবাত কোনভাবেই শিষ্য কখনও গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। অথবা গুরু শুনিতে না পান এমন কিছু গুরুবিষয়ক কথা বা অন্য কোনও কথা শিষ্য বলিবে না। ২০৩।

গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ ॥২০৪॥
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
ন চানিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ॥২০৫॥
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বপি॥২০৬॥
শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥২০৭॥
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি ॥২০৮॥

শিষ্য গোযানে, অশ্বযানে, উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরে বৃহৎ আসনে, প্রস্তর নির্মিত প্রাঙ্গণে, তৃণময় আসনে (মাদুর প্রভৃতিতে), শিলাতলে কাষ্ঠময় আসনে অথবা নৌকায় গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারে। ২০৪।

আচার্য্যের আচার্য্য উপস্থিত হইলে শিষ্য তাঁহার সহিত গুরুর ন্যায় আচরণ করিবে, আর শিষ্য গুরুগৃহে বাস করিবার সময়ে গুরু অনুমতি না করিলে মাতা, পিতা বা পিতৃব্য প্রভৃতি আপনার গুরুজনকে অভিবাদন করিবে না। ২০৫।

বিদ্যাদাতা গুরুগণ, রক্তসম্বন্ধে পিতৃব্য প্রভৃতি, অধর্ম হইতে নিষেধকারী ব্যক্তিগণ ও ধর্মতত্ত্ব—উপদেশকগণের সহিত নিত্য পূর্বোক্তরূপে গুরুবদ্ ব্যবহার করিবে। ২০৬।

বিদ্যা ও তপস্যায় যাঁহারা বড় এমন শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিগণের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুপুত্র এবং গুরুর পিতৃব্যপ্রভৃতি বন্ধুদিগের প্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবে। ২০৭।

বয়সে কনিষ্ঠ বা সমানই হউন অথবা যজ্ঞ বিদ্যা প্রভৃতিতে শিষ্যই হউন, গুরুপুত্র যদি বেদের অধ্যাপক হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতে হইবে। ২০৮।

উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্ ॥২০৯॥
গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥২১০॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥২১১॥
গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা ॥২১২॥
স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥২১৩॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥২১৪॥

কিন্তু গুরুর মত গুরুপুত্রের গাত্রে তৈলমর্দ্দন, স্নানকরান, তদীয় উচ্ছিষ্ট ভোজন অথবা তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিবে না। ২০৯।

গুরুর সবর্ণা পত্নীগণ গুরুর মতই পূজনীয়া, কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে কেবল প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মান দেখাইবে। ২১০।

গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলমর্দন, তাঁহাকে স্নান করান, গাত্রে চন্দনাদিলেপন বা তাঁহার কেশসংস্কার (মালাদি দ্বারা কেশের প্রসাধন) করিবে না। ২১১।

গুণদোষবিষয়ে অভিজ্ঞ পূর্ণ যুবা-শিষ্য তরুণী গুরু-পত্নীর কখনও পাদগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিবে না। ২১২।

ইহলোকে পুরুষদিগকে দূষিত করাই নারীদিগের স্বভাব,—এই কারণে পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনও অসাবধান হ'ন না। ২১৩।

সংসারে দেহধর্মবশতঃ সকলেই কাম-ক্রোধের বশীভূত, তাহাতে মূর্খই হউন বা বিদ্বানই হউন কামিনীরা অনায়াসে তাঁহাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ২১৪।

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥২১৫॥
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥২১৬॥
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥২১৭॥
যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি ॥২১৮॥
মুণ্ডো বা জটিলো বা স্যাদথবা স্যাচ্ছিখাজটঃ।
নৈনং গ্রামেঽভিনিম্লোচেৎ সূর্যো
নাভ্যুদিয়াৎ ক্বচিৎ ॥২১৯॥

মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সহিতও নির্জনগৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়সমূহ এতদূর বলবান্ যে তাহারা (শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত) বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিতে পারে। ২১৫।

ইচ্ছা করিলে যুবা-শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীগণের পাদস্পর্শ না করিয়া যথাবিধি "আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করি" বলিয়া ভূমিতে অভিবাদন করিতে পারে। ২১৬।

প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া যুবা-শিষ্য প্রথমদিন বর্ষীয়সী গুরুপত্নীর পাদ-গ্রহণপূর্বক বন্দনা করিবে, কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন তাঁহাকে ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। ২১৭।

খনিত্র (খোন্তা) দ্বারা খনন করিতে করিতে যেমন মানুষ জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শুশ্রূষা করিতে করিতে শিষ্য গুরুগত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকে। ২১৮।

মুণ্ডিত বা জটাযুক্তমস্তক অথবা জটিল শিখা-বিশিষ্টমস্তক যেরূপ ব্রহ্মচারীই হউক না কেন অস্ত-সময়ে উদয়কালে সূর্য্য যেন তাহাকে গ্রামে দেখিতে না পান, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় বা অস্তসময়ের পূর্বেই ব্রহ্মচারিগণ যেন গ্রামের বাহিরে গিয়া অরণ্যে বা নদীতটে সন্ধ্যার উপাসনা করেন। ২১৯।

তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্ ॥২২০॥
সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়ানোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা ॥২২১॥
আচম্য প্রয়তো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি ॥২২২॥
যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
তৎ সর্ব্বমাচরেদ্‌যুক্তো যত্র বাস্য রমেন্মনঃ॥২২৩॥
ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ ॥২২৪॥

ব্রহ্মচারীর স্বেচ্ছাচারবশতঃ শয়ন করিয়া থাকাকালে যদি সূর্য উদিত হ'ন, অথবা অজ্ঞানবশতঃ শুইয়া থাকার সময়ে যদি সূর্য অস্তগমন করেন,—তাহা হইলে ব্রহ্মচারীকে এই পাপের জন্য সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ২২০।

যে ব্রহ্মচারীর শয়ন করিয়া থাকার সময়ে সূর্য উদিত বা অস্তমিত হ'ন, সে যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচারী মহাপাপগ্রস্ত হইয়া থাকে। ২২১।

প্রতিদিন পবিত্র হইয়া শুচিপ্রদেশে উপবেশনপূর্বক আচমনান্তে অনন্যচিত্তে যথাবিধি সাবিত্রী-জপ করিয়া উভয় সন্ধ্যার উপাসনা কর্ত্তব্য। ২২২।

যদি স্ত্রী বা শূদ্র (আচার্যের কনিষ্ঠভ্রাতা) প্রভৃতি অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরাও) কোন শ্রেয়স্কর কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা দেখিয়া উদ্যমের সহিত তাহারও অনুষ্ঠান করিবে। আর সেইকার্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলে যাহাতে মনস্তুষ্টি হয়, সেইরূপভাবে করিবে। ২২৩।

কেহ কেহ ধর্ম ও অর্থ উভয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া থাকেন, কেহ অর্থও কামকে শ্রেয়ঃ বলেন, কেহ বা কেবলমাত্র ধর্মকেই কেহ বা কেবলমাত্র অর্থকেই শ্রেয়ঃস্বরূপে নির্দেশ করেন। পরন্তু পরস্পর অবিরুদ্ধ ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গই পুরুষার্থরূপে শ্রেয়ঃ, ইহাই সিদ্ধান্ত। ২২৪।

আচার্য্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥২২৫॥
আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥ ২২৬॥
যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥২২৭॥
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥২২৮॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমন্তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥২২৯॥

আচার্য্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এ কারণ, আচার্য পিতা, মাতা, বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইলেও ইঁহাদিগকে কাহারও, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কোন মতে অবমাননা করা উচিত নয়। ২২৫-২২৬।

সন্তানজন্মবিষয়ে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, সন্তান শত শত বর্ষেও তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। (মাতার গর্ভধারণ জনিত দুঃখ, প্রসব-বেদনা, জাতবালকের রক্ষণ ও পালনক্লেশ; পিতারও সন্তানের বাল্যকালে রক্ষণ ও বর্দ্ধনজনিত দুঃখভোগ এবং উপনয়নের পর সন্তানের বেদাদি শিক্ষাবিষয়ে যে কত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহার তুলনা নাই। সুতরাং ইঁহারা দেবতারূপী—ইঁহাদিগকে কোনরূপে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। কু-টী)। ২২৭।

প্রতিদিন পিতামাতার প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, আচার্য্যেরও সর্বদা প্রীতি উৎপাদন করিবে। এই তিনজন তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যার ফল পাওয়া যায়। ২২৮।

এই তিনজনের সেবা-শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতগণ পরম তপস্যা বলিয়াছেন। ইঁহাদের অনুমোদন না পাইলে অপর কোন ধর্মেরও আচরণ করিতে নাই। ২২৯।

ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥২৩০॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥২৩১॥
ত্রিষ্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে ॥২৩২॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥২৩৩॥
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৩৪॥

ইঁহারা তিনজনই তিনলোকস্বরূপ (অর্থাৎ এই তিনজনের কৃপায়ই সন্তান তিনলোক লাভ করিয়া থাকে।) এই তিনজনই তিন আশ্রম, (এই তিন হইতেই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম সিদ্ধ হয়), এই তিনজনই তিন বেদস্বরূপ (ইঁহারাই তিনবেদ অধ্যয়ন ও বেদ-মন্ত্র জপের ফল যাহাতে সম্ভবপর হয়, তাহার উপায় করিয়া দেন) এবং ইঁহারা তিনজনই তিন অগ্নি। ২৩০।

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্যই আহবনীয় অগ্নি। এই তিন অগ্নিই পৃথিবীর মধ্যে গরীয়ান্। এই তিনজনের প্রতি প্রমাদ প্রকাশ না করিয়া যে গৃহী ইঁহাদের জন্য সর্বদা অবহিত থাকেন, তিনি তাহার দ্বারা ত্রিলোক জয় করেন। তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন। ২৩১-২৩২।

মাতৃভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তিবলে মধ্যম অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক এবং গুরুভক্তিবলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। ২৩৩।

যিনি এই তিনজনকে আদর করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্মকে আদর করা হয়, আর যিনি এই তিনজনের সমাদর না করেন তাঁহার ধর্মকর্ম সবই নিষ্ফল। ২৩৪।

যতদিন ইঁহারা জীবিত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোন ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিতে

যাবৎ ত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ।
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ
প্রিয়হিতে রতঃ ॥২৩৫॥
তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্যদাচরেৎ।
তত্তন্নিবেদয়েত্তেভ্যো মনোবচনকর্ম্মভিঃ ॥২৩৬॥
ত্রিষ্বেতেষ্বিতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥২৩৭॥
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২৩৮॥

নাই। কিন্তু প্রতিদিন ইঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন ও সেবা শুশ্রূষা করিতেই হইবে। ২৩৫।

ইঁহাদের সেবার অবিরোধে (ইঁহাদের অনুমতি লইয়া) পারলৌকিক ফলকামনায় মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা যা কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে সে সমুদায়ই ইহাদিগকে নিবেদন করিবে। ২৩৬।

এই তিনজনকে উক্তরূপে শুশ্রূষাদি করিলে পুরুষের সমস্ত ইতিকর্ত্তব্যতা (শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম) সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম। অতঃপর ইহা হইতে ভিন্ন অপর অগ্নিহোত্রাদি ধর্মের কথা যাহা বলা হইতেছে, তাহাকে উপধর্ম বলা যায়। (গুরুজনের শুশ্রূষাকে প্রশংসা করিবার জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতিকে উপধর্ম বলা হইল, কু-টী)। ২৩৭।

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শূদ্রাদির নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা (গারুড় বিদ্যা—সর্পমন্ত্র প্রভৃতি) গ্রহণ করিবে। অন্ত্যজের নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে এবং আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্টকুল হইতেও উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে। (পূর্বজন্মে যোগাভ্যাস করিয়া কোনরূপ দুষ্কৃতিবশে ইহজন্মে অন্ত্যজকুলে জন্মাইলেও 'জাতিস্মর' হইয়া তত্ত্ব বিষয়ে যাহার স্মরণ থাকে, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করা যাইতে পারে) বিষ হইতেও অমৃতের উদ্ধার করিবে, বালকের নিকট হইতেও হিতবচন গ্রহণ করিবে। শত্রুরও

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্ ।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্ ॥২৩৯॥

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্ ।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥২৪০॥

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে ।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥২৪১॥

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্ গতিমনুত্তমাম্ ॥২৪২॥

যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে ।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমাশরীরবিমোক্ষণাৎ ॥২৪৩॥

আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুম্ ।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্ ॥২৪৪॥

যদি শুভানুষ্ঠান থাকে, তাহার অনুকরণ করিবে এবং অপবিত্রস্থান হইতেও সুবর্ণ (মূল্যবান্ দ্রব্য) সংগ্রহ করিবে। ২৩৮-২৩৯।

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধন, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতে সকলে শিক্ষা করিতে পারে। এখানে যে 'স্ত্রী' শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, অর্থাৎ যেমন নিম্নকুল হইতে স্ত্রী গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ রত্নাদিও সর্বস্থান হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কু-টী)। ২৪০।

ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণের (ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণের) নিকট অধ্যয়ন করিতে পারে এবং যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্টভোজনাদি ভিন্ন অনুগমনাদি দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে। ২৪১।

যে ব্রহ্মচারী পরমা গতি বা মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্রহ্মচারিদশায় অব্রাহ্মণ গুরুগৃহে অথবা অধ্যাপনাবর্জিত ব্রাহ্মণের গৃহে যাবজ্জীবন বাস করিবে না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর (যাবজ্জীবন গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছুক) গুরুকুলে বাস করিয়া দেহমুক্তি পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষাদি করা একান্ত কর্ত্তব্য। ২৪২-২৪৩।

ন পূর্ব্বং গুরবে কিঞ্চিদুপকুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ ।
স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্ব্বর্থমাহরেৎ ॥২৪৫॥

ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনম্ ।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥২৪৬॥

আচার্য্যে তু খলু প্রেতে গুরুপুত্রে গুণান্বিতে ।
গুরুদারে সপিণ্ডে বা গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ ॥২৪৭॥

এতেষ্ববিদ্যমানেষু স্থানাসনবিহারবান্ ।
প্রযুঞ্জানোঽগ্নিশুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহমাত্মনঃ ॥২৪৮॥

এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিপ্লুতঃ ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥২৪৯॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শরীরের সমাপ্তিপর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচারী এইরূপে গুরুশুশ্রূষা করেন, তিনি অনায়াসে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করেন (অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হন)। ২৪৪।

ধর্মজ্ঞ শিষ্য গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনের পূর্বে অল্পমাত্র ধনও গুরুদক্ষিণাস্বরূপে দিবে না। কিন্তু যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতসমাপ্তিস্নান করিবে, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তখন ক্ষেত্র, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র— যাহা কিছু হউক (অথবা সামর্থ্যানুসারে-সর্ববিধ) গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিবে।২৪৫-২৪৬।

আচার্য্য যদি মৃত হ'ন, তাহা হইলে গুণান্বিত গুরুপত্নীকে অথবা গুরুর সপিণ্ডজ্ঞাতিদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুশ্রূষা করিবেন এবং ইহাদের অভাব হইলে আচার্য্যের স্থান বা আসন ব্যবহারপূর্বক সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধ্ হোমদ্বারা অগ্নির শুশ্রূষা করিয়া (সেই অগ্নিতে) আপনার দেহক্ষেপ করিবে (অর্থাৎ জীবাত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করিবে)। ২৪৭-২৪৮।

এইরূপে যে বিপ্র অস্খলিতভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন, তিনি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ২৪৯।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥১॥

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥২॥

তং প্রতীতং স্বধর্ম্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ।
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা ॥৩॥

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥৪॥

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥৫॥

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬॥

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠি-কুলানি চ ॥৭॥

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং
ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্ ॥৮॥

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ছত্রিশবৎসর যাবৎ তিনটি বেদ পড়িবার মত ব্রতগ্রহণ করিবেন। (প্রত্যেক বেদশাখা বার বৎসর করিয়া পড়িবেন)। অথবা তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আঠার বৎসর যাবৎ তিনটি বেদ অভ্যাস করিবেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বেদশাখা ছয় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিবেন।) কিংবা তাহার এক চতুর্থাংশ কাল নয় বৎসর বেদ অভ্যাস করিবেন। (অর্থাৎ তিন তিন বৎসর ধরিয়া এক এক বেদশাখা অধ্যয়ন করিবেন।) অথবা যে পরিমাণ কালে তিনটি বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন,—ততকাল গুরুগৃহে অবস্থিতিপূর্বক ব্রতধারণ করিবেন। ১।

স্নাতক ব্রহ্মচারী নিজ বেদশাখার অধ্যয়নের পর বেদের তিন শাখা, দুই শাখা বা এক শাখা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। ২।

ধর্মাচরণদ্বারা সুবিখ্যাত পিতা বা আচার্য্যের নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া—কৃতবিদ্য উৎকৃষ্ট আসনে সুখে উপবিষ্ট মাল্যধারী পুরুষকে পিতা বা আচার্য্য বিবাহের পূর্বে গো-মধুপর্ক দ্বারা প্রথমে পূজা করিবেন। ৩।

গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ব্রতস্নান ও সমাবর্ত্তনের পর দ্বিজ ব্রহ্মচারী সুলক্ষণা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন। ৪।

যে নারী মাতার অসপিণ্ড (অর্থাৎ সাতপুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহ বংশজাত না হয় ও মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্র না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয়, পিতৃস্বসা প্রভৃতির সন্তানসম্বন্ধ না থাকে), এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের স্ত্রীপুরুষসাধ্য বিবাহকর্মে প্রশস্তা। গো, ছাগ, মেষ ও ধন-ধান্যদ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ বিষয়ে নিম্নলিখিত দশকুল পরিবর্জন করিবে। ৫-৬।

জাতকর্মাদি সংস্কারহীন, যে কুলে পুরুষ জন্মায় না (কেবল কন্যাই জন্মিয়া থাকে), বেদাধ্যয়নরহিত, লোমশ (সকলেই বহুলোমযুক্ত,) অর্শঃ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার (মূর্চ্ছারোগ), শ্বিত্র (শ্বেতকুষ্ঠ) এবং কুষ্ঠরোগ যুক্ত এই দশকুলে বিবাহ করিবে না। যে নারীর কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররুগ্না, যাহার গাত্রে লোম নাই বা অধিকলোম আছে, যে অতিশয় বাচাল অথবা যাহার চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ (কটা) এইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। ৭-৮।

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥৯॥

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥১০॥

যস্যাস্তু ন ভবেদ্‌ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাহধর্ম্ম-
শঙ্কয়া ॥১১॥

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো
বরাঃ ॥১২॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বা
চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩॥

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যো-
পদিশ্যতে ॥১৪॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥১৫॥

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ ॥১৬॥

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥১৭॥

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক দাস নামে যাহার নাম তাহাকে এবং যাহার নাম ভীষণ—(ভয়জনক) তাহাকেও বিবাহ করিবে না। ৯।

যাহার কোন অঙ্গ-বিকার নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাহার মনোহরগমন, যাহার লোম, কেশ ও দন্ত অধিক স্থূল নহে, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে। ১০।

যে কন্যার ভ্রাতা নাই, প্রাজ্ঞব্যক্তি সেই কন্যাকে পুত্রিকা হইবার আশঙ্কায় অর্থাৎ ঐ কন্যার প্রথম গর্ভজাত সন্তান দ্বারা তাহার পিতার সপিণ্ডনাদি হইবে পরিণেতার নহে—এই আশঙ্কায় অথবা যাহার পিতৃবৃত্তান্ত বিশেষভাবে জানা না আছে সেই কন্যাকে জারজ বা মত্তপজাত বোধে অধর্মাশঙ্কায় বিবাহ করিবেন না। (পুত্রহীনের যদি কন্যা থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যার প্রথম পুত্র নিজ পুত্রস্থানীয় হইয়া সপিণ্ডনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে—অপুত্রক পিতার এইরূপ অভিসন্ধি থাকিলে সেই কন্যাকে 'পুত্রিকা' বলা হয়)। ১১।

দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা। কিন্তু স্বেচ্ছাবশতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে এই সকল (পরবচনে বর্ণিত) স্ত্রী ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কেবল শূদ্রাই শূদ্রের ভার্য্যা হইবে, শূদ্রা ও বৈশ্যা,—বৈশ্যের বিবাহযোগ্যা। শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণের বিবাহযোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইবে। (কলিতে অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ)। ইতিহাসাদি কোনও বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিপৎকালেও শূদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণের উপদেশ নাই। (প্রতিলোম বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ, কু-টী)। ১২-১৪।

দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ যদি হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সন্তানের সহিত নিজবংশ আশু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৫।

অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রাকে বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন। শৌনকমতে শূদ্রা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলেই পতিত হইতে হয়। ভৃগুর মতে শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাতসন্তানের সন্তান হইলে পাতিত্য ঘটে। ১৬।

শূদ্রাকে গমন করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়, এবং তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইয়া যায়। ১৭।

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি ॥১৮॥
বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥১৯॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধত ॥২০॥
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥২১॥
যো যস্য ধর্ম্ম্যো বর্ণস্য গুণদোষৌ চ যস্য যৌ।
তদ্বঃ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণাগুণান্ ॥২২॥

যে দ্বিজের দৈব, পৈতৃক ও আতিথ্যকার্য্যে শূদ্রাই প্রধান, অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিণীস্বরূপা হইয়া এই সকল কার্য্য করে, তাঁহার সেই হব্য-কব্য দেব ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐরূপ আতিথ্যাদিদ্বারা স্বর্গলাভও করিতে পারে না। ১৮।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করেন, (এক শয্যায় শয়ন করিয়া) তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। ১৯।

চারবর্ণের ইহ ও পরলোকের হিত ও অহিত-জনক—স্ত্রীলাভের উপায়স্বরূপ আটপ্রকার বিবাহ এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২০।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্বাপেক্ষা অধম পৈশাচ—এই আটপ্রকার বিবাহ। ২১।

যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসঙ্গত, যে বিবাহে যে গুণদোষ উৎপন্ন হয় ও যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে গুণাগুণ আসে, আমি আপনাদিগকে সে সমুদয় বলিতেছি। প্রথম হইতে ক্রমে ক্রমে ছয়টি বিবাহ, অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব—এ ছয়টি, ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। শেষ হইতে চারিটি বিবাহ, অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ—এই চার প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবৈধ নহে।

ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যানরাক্ষসান্ ॥২৩॥
চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥২৪॥
পঞ্চানাস্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন ॥২৫॥
পৃথক্ পৃথগ্বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ ॥২৬॥

এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত এ কয়টি বিবাহ, অর্থাৎ আসুর গান্ধর্ব ও পৈশাচ অনিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে। ২২-২৩।

প্রথম চার প্রকার—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত বা প্রথম কল্প, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র রাক্ষসবিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে আসুরবিবাহ প্রশস্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন। ২৪।

কিন্তু এই শাস্ত্রমতে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই পাঁচপ্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস এই তিনপ্রকার বিবাহ ধর্মজনক। অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ অধর্মজনক। এই দুই বিবাহ কখনই কর্ত্তব্য নহে। ২৫।

পূর্বকথিত গান্ধর্ব ও রাক্ষস বিবাহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদিত হউক অথবা মিশ্রিতভাবেই হউক, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উভয়ই ধর্মজনক। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগ আছে, অথচ বিবাহ যুদ্ধলব্ধ হইলে, তাহাকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব-রাক্ষস বলে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কেবলমাত্র গান্ধর্ব, বিচিত্রবীর্য্য এবং অম্বিকার বিবাহ কেবলমাত্র রাক্ষস, এবং অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহকে মিশ্র বা গান্ধর্ব-রাক্ষস বিবাহ বলা যায়। ২৬।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্ ।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে ।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে ॥২৮॥

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥২৯॥

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥৩১॥

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ।
গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥৩২॥

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥৩৩॥

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥৩৪॥

অদ্ভিরেব দ্বিজাগ্র্যাণাং কন্যাদানং বিশিষ্যতে ।
ইতরেষান্তু বর্ণানামিতরেতরকাম্যয়া ॥৩৫॥

যো যস্যৈষাং বিবাহানাং মনুনা কীর্ত্তিতো গুণঃ ।
সর্ব্বং শৃণুত তং বিপ্রাঃ সম্যক্ কীর্ত্তয়তো মম ॥৩৬॥

কন্যাকে ও বরপাত্রকে সুচারু বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া, বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া (ঐ কন্যাকে) যে দান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। ২৭।

জ্যোতিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে চলিতে থাকিলে. সেই যজ্ঞে কর্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যাদান করিলে তাহার নাম দৈব বিবাহ। (দৈবকার্য্য সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহ সম্পাদন হয় বলিয়া ইহাকে দৈব বিবাহ বলে। ২৮।

যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য, ধর্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে এক গো ও একটি বৃষ (এক জোড়া) অথবা দুই জোড়া (বৃষ) গ্রহণ করিয়া যে বিধিপূর্বক কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে। ২৯।

'তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ করিবে' এই অনুরোধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্বক বরকে যে কন্যাদান—তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। ৩০।

(গার্হস্থ্য ধর্মনিয়মে আবদ্ধ করাতে এই বিবাহ দৈবাদি হইতে হীন)। শাস্ত্রমতে নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় কন্যার পিতাপ্রভৃতিকে এবং কন্যাকে ধনদান করিয়া যে কন্যাগ্রহণ—তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। ৩১।

কন্যা এবং বর—উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় ঘটিয়া থাকে। ৩২।

(পরন্তু হোমাদি দ্বারা পশ্চাৎ ইহার বিবাহ সংস্কার সিদ্ধ হয়)। কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হত্যা করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদের গৃহভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, তাহাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। ৩৩।

নিদ্রায় আচ্ছন্না, মদ্যপানে বিহ্বলা অথবা উন্মত্তা নারীকে লইয়া নির্জনে যে গমন করা, তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক ও নিকৃষ্ট। ৩৪।

ব্রাহ্মণের পক্ষে জলদ্বারা কন্যাদানই প্রশস্ত। পরন্তু ক্ষত্রিয়াদি অপরবর্ণের পক্ষে পরস্পরের ইচ্ছানুসারে কেবল কথাতেও কন্যাদান হইতে পারে। ৩৫।

এই সকল বিবাহের মধ্যে যাহার যেরূপ গুণ মনুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, বিপ্রগণ! আমি সেই সমুদয় সম্যগ্‌ভাবে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৬।

দশ পূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃতকৃন্মোচয়ত্যেনসঃ পিতৄন্ ॥৩৭॥
দৈবোঢ়াজঃ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরাবরান্।
আর্ষোঢ়াজঃ সুতস্ত্রীংস্ত্রীন্ ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ ॥৩৮॥
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ ॥৩৯॥
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতং সমাঃ ॥৪০॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥৪১॥

ব্রাহ্মবিবাহে যে সন্তান জন্মে, সুকৃতকারী হইলে, তাঁহার দ্বারা পরলোকগত পিতৃ-পিতামহাদি দশ পূর্বপুরুষ ও পুত্রপৌত্রাদি দশ পরপুরুষ এবং নিজে, এই একুশ পুরুষ পাপ হইতে মুক্ত হন্। ৩৭।

দৈববিবাহ হইতে জাত পুত্র, পূর্বপূর্ব পিতৃ-পিতামহাদি সাতপুরুষ, পর পর পুত্র-পৌত্রাদি সাতপুরুষ ও আপনাকে (এই পনর পুরুষকে), আর্ষ-বিবাহ হইতে যে সন্তান জন্মায়, তাহাতে পিতৃ-পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনপুরুষ, পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্র এই তিনপুরুষ ও আপনাকে (এই সাতপুরুষকে) এবং প্রাজাপত্য-বিবাহ হইতে উৎপন্ন পুত্র—পিতৃ-পিতামহপ্রভৃতি ছয় পুরুষ ও পুত্রাদি ছয় পুরুষ ও আপনাকে (এই তের পুরুষকে) পাপ হইতে উদ্ধার করেন। ৩৮।

পর পর চার প্রকার বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে-যে যে সন্তান জন্মে, তাঁহারা ব্রহ্মতেজোযুক্ত ও সাধুসম্মত হ'ন্। ৩৯।

তাঁহারা সুরূপ, সত্ত্বগুণপ্রধান, ধনবান্, যশস্বী, পর্য্যাপ্ত ভোগযুক্ত ও ধার্মিক হ'ন এবং শত বৎসর জীবিত থাকেন। ৪০।

অবশিষ্ট আর চারটি বিবাহে অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে—ক্রূরকর্মা,

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েৎ॥৪২॥
পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি ॥৪৩॥
শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্যঃ প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে ॥৪৪॥
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া ॥৪৫॥
ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ ॥৪৬॥

মিথ্যাবাদী, ধর্ম ও বেদবিদ্বেষী পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করে। অনিন্দিত স্ত্রীবিবাহে অনিন্দিত সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এবং নিন্দিতবিবাহে মনুষ্যদিগের নিন্দিত-সন্তান জন্মে, এই জন্য নিন্দিত বিবাহ ত্যাগ করিবে।৪১-৪২।

শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণসংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রীর বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে বক্ষ্যমাণ বিধি প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ৪৩।

যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, তখন ক্ষত্রিয়া—ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণ না করিয়া হস্তধৃত শর গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—বৈশ্যাকে বিবাহ করিলে, বৈশ্যা বরহস্তধৃত প্রতোদের (গো তাড়াইবার যষ্টির) একদেশ ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিলে শূদ্রা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পরিহিত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। ৪৪।

ঋতুকালে অবশ্য স্ত্রী গমন করিবে। কদাচ ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন করিবে না। আপনার ভার্য্যার প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থাকিবে। ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালেও ভার্য্যার তৃপ্তির জন্য রতিকামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে কি অন্য সময়ে অমাবস্যাদি পূর্বদিন বর্জন করিবে। ৪৫।

স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে, তাহার মধ্যে প্রথম চার অহোরাত্র শিষ্টগণের অতিশয় নিন্দিত। ৪৬।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ ॥৪৭॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্ ॥৪৮॥
পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ ॥৪৯॥
নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্ ॥৫০॥
ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥৫১॥

প্রথম চারি রাত্রি, একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি এই ছয়রাত্রি স্ত্রীগমনে নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দশরাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত। ৪৭।

এই দশরাত্রির মধ্যে আবার ছয়, আট, দশ প্রভৃতি যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে যদি গর্ভ হয়, তাহাতে পুত্র জন্মে, আর পাঁচ, সাত বা নয় প্রভৃতি অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমনে গর্ভ হইলে, তাহাতে কন্যা জন্মে। এ কারণ পুত্রার্থী ব্যক্তি ঋতুকালে যুগ্ম-রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিবে। ৪৮।

অযুগ্মরাত্রি হইলেও পুরুষের বীর্য্যাধিক্যে পুত্র সন্তান জন্মে, যুগ্মরাত্রি হইলেও স্ত্রীর বীর্য্যের (শোণিতের) আধিক্যে কন্যাসন্তান জন্মে এবং উভয়ের বীর্য্যসাম্য হইলে ক্লীব অথবা যমজ সন্তান হইয়া থাকে। আবার যদি উভয়েরই বীর্য্য অসার বা অল্প হয়, তাহা হইলে গর্ভ হয় না। ৪৯।

যিনি পূর্বোক্ত নিন্দিত ছয়রাত্রি ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্টরাত্রি—এই চৌদ্দরাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ববর্জিত দুই রাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমেই থাকুন না কেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। ৫০।

কন্যার পিতা—ধনগ্রহণের দোষ জানিয়া কন্যাদানের জন্য অল্পমাত্র শুল্কও গ্রহণ করিবেন না। কারণ, লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে অপত্যবিক্রয়ী হইতে হয়। (গোবধ ও অপত্যবিক্রয় সমান উপপাতক)। ৫১।

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারী যানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥৫২॥
আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্ম্মৃষৈব তৎ।
অল্পোঽপ্যেবং মহান্ বাপি বিক্রয়স্তাবদেব সঃ ॥৫৩॥
যাসাং নাদদতে শুল্কং জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ।
অর্হণং তৎ কুমারীণামানৃশংস্যঞ্চ কেবলম্ ॥৫৪॥
পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥৫৫॥

পতি কিংবা পিতা প্রভৃতি যে বান্ধবগণ মোহবশতঃ কন্যা বা ভগিনীর স্ত্রীধনদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, অথবা স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় দাসী, যান-বাহন বা বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ৫২।

আর্ষবিবাহে বরের নিকট হইতে গোমিথুন শুল্ক গ্রহণ করা যায়, ইহা কেহ কেহ বলেন—বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। কেননা অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, (কন্যার জন্য শুল্করূপে) যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই বিক্রয় সিদ্ধ হয়। ৫৩।

বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে প্রীতিপূর্বক যে ধন দান করেন, পিতা প্রভৃতি তাহা না লইয়া যদি কন্যাকে দেন, তাহা হইলে তাহাকে বিক্রয় বলে না। কেননা ঐরূপ ধন কুমারীগণের প্রতি দয়াপ্রযুক্ত পূজোপহার দান মাত্র। ৫৪।

নারীদিগকে বহুমানপূর্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদা ভূষিত করা বহুকল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। ৫৫।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৫৬॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বৰ্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥৫৭॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥৫৮॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ ॥৫৯॥
সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥৬০॥
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ॥৬১॥

যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা সেখানে প্রসন্ন হ'ন, আর যে পরিবারে নারীগণের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়া কর্ম সমুদায় বৃথা হইয়া যায়। ৫৬।

যে পরিবারমধ্যে নারীগণ সদাই দুঃখিত থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেখানে নারীদিগের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। নারীগণ (ভগিনী, বধূ, পুত্রবধূ প্রভৃতি) অপূজিতা হইয়া যে কুলে অভিসম্পাত করেন, সেই কুল অভিচার দ্বারা হতের মত সর্বতোভাবে (ধন ও পশু প্রভৃতির সহিত) বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৫৭-৫৮।

অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবকালে নিত্যই অশন-বসন-ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। ৫৯।

যে পরিবারমধ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে। ৬০।

বসনভূষণাদি দ্বারা সুশোভিতা না হইলে স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে পারেন না। আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সন্তানোৎপাদন হয় না। ৬১।

স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে ॥৬২॥
কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥৬৩॥
শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপসেবয়া ॥৬৪॥
অযাজ্যযাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ ॥৬৫॥
মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসংখ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্যশঃ ॥৬৬॥
বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী ॥৬৭॥

স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকেন, তবে সমুদায় কুলই শোভা পাইয়া থাকে, আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে সমুদায় কুলই শোভাহীন বোধ হয়। ৬২।

কুবিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ালোপ, বেদের অধ্যয়ন না থাকা এবং ব্রাহ্মণের অনাদর—এই সকল কারণে অতি শ্রেষ্ঠকুলও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। ৬৩।

চিত্রকর্ম প্রভৃতি শিল্পকার্য্য, বৃদ্ধিলোভে (সুদের লোভে) ধনের নিয়োগ, কেবল শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গো, অশ্ব, যান প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, কৃষি, রাজসেবা, অযাজ্যযাজন, শ্রৌতস্মার্ত্তকর্মের প্রতি নাস্তিক্যবুদ্ধি এবং মন্ত্র অর্থাৎ বেদহীন হওয়া—এই সকল কারণে সৎকুলও শীঘ্র অপকৃষ্ট হইয়া যায়। ৬৪-৬৫।

কিন্তু যে কুল বেদপাঠে সমৃদ্ধ, যে কুলে বেদার্থজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্মের নিত্যই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই কুল অল্পধনযুক্ত হইলেও কুলগণনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মহাসুখ্যাতি লাভ করে। ৬৬।

গৃহস্থব্যক্তি বিবাহের সময়ে স্থাপিত অগ্নিতে যথাবিধি অষ্টকাদি গৃহোক্ত কর্মকলাপ সম্পন্ন করিবেন, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং প্রতিদিন—কর্ত্তব্য পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। ৬৭।

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্ ॥৬৮॥
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ ।
পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্ ॥৬৯॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-
পূজনম্ ॥৭০॥
পঞ্চৈতান্ যো মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ ।
স গৃহেঽপি বসন্নিত্যং সূনাদোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৭১॥
দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥৭২॥

গৃহস্থের পাঁচটি সূনা অর্থাৎ প্রাণিদিগের বধস্থান আছে,—যথা চুল্লী (উনুন), পেষণী (জাঁতা বা শিল নোড়া), উপস্কর (ঝাঁটা), কণ্ডনী (উদূখল মুষল) এবং উদকুম্ভ (জলের কলস) এই পাঁচটিকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে প্রাণিহিংসা হয়। ৬৮।

সেই চুল্লীপ্রভৃতি বধস্থান দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপ সমুদায় হইতে যথাক্রমে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। ৬৯।

অধ্যয়ন—অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদকদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, পশুপক্ষী প্রভৃতিকে অন্নাদিদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ। ৭০।

সামর্থ্য থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য গার্হস্থ্যে বাস করিলেও পঞ্চসূনা-পাপে লিপ্ত হ'ন না। ৭১।

দেবতা, অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচজনকে যে ব্যক্তি (উক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞে দ্বারা) অন্ন না দেয়, সে নিশ্বাস-প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে, অর্থাৎ তাহার জীবন বৃথা। ৭২।

অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ ।
ব্রাহ্মং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে ॥৭৩॥
জপোঽহুতো হুতো হোমঃ প্রহুতো
ভৌতিকো বলিঃ ।
ব্রাহ্মং হুতং দ্বিজাগ্র্যার্চা প্রাশিতং
পিতৃতর্পণম্ ॥৭৪॥
স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্ম্মণি ।
দৈবকর্ম্মণি যুক্তো হি বিভর্ত্তীদং চরাচরম্ ॥৭৫॥
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥৭৬॥
যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥৭৭॥

কোন কোন ঋষি ঐ পঞ্চমহাযজ্ঞকে অহুত, হুত, প্রহুত, ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই পাঁচনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৭৩।

ব্রহ্মযজ্ঞ বা জপের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত, মনুষ্যযজ্ঞ বা অতিথি ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনার নাম ব্রাহ্মহুত এবং পিতৃতর্পণের (নিত্যশ্রাদ্ধের) নাম প্রাশিত বলা হয়। ৭৪।

যদি গৃহস্থ দারিদ্র্যদোষপ্রভৃতিহেতু অতিথি-সেবাপ্রভৃতিতে অশক্ত হ'ন, তাহা হইলেও বেদাধ্যয়নে ও হোমকার্য্যে সতত যত্নবান্ হইবেন। যিনি দৈবকর্ম্মে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই এই চরাচর ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৫।

অগ্নিতে আহুতি দিলে সূর্য্যদেবে তাহা উপস্থিত হয়, সূর্য্য হইতে সেই রস বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। ৭৬।

যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় প্রাণী জীবিত থাকে, সেইরূপ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৭।

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্ ।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥৭৮॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা ।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৭৯॥
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা ।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা ॥৮০॥
স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি ।
পিতৃঞ্ছ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥৮১॥
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা ।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥৮২॥

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই তিন আশ্রমীই যেহেতু প্রতিদিন গৃহস্থকর্ত্তৃক বেদজ্ঞানদ্বারা ও অন্নদ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন,—এজন্য গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭৮।

যিনি পরকালে অক্ষয় স্বর্গ কামনা ও ইহকালে সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অতি যত্নের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম প্রতিপালন করিবেন। দুর্বলেন্দ্রিয় হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত করিয়া রাখিতে না পারিলে, এই পবিত্র গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন করা যায় না। ৭৯।

ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ এবং অতিথি-ইঁহারা সকলেই গৃহস্থের উপর প্রত্যাশা রাখেন, অতএব ইঁহাদের উদ্দেশে (বক্ষ্যমাণ) কর্ত্তব্যসকল সম্পাদন করাই জ্ঞানবান্ গৃহস্থের উচিত। ৮০।

স্বাধ্যায়পাঠে ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবে, হোমের দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের, অন্নদ্বারা মনুষ্যগণের এবং বলিকর্মদ্বারা পশুপক্ষিপ্রভৃতি জীবগণের যথাবিধি পূজা করিবে (তৃপ্তিসাধন করিবে)। ৮১।

অন্নাদিদ্বারা, জলদ্বারা, অথবা দুগ্ধ ও ফলমূল-দ্বারা, পিতৃগণের প্রীতি উদ্দেশে প্রতিদিন যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে। ৮২।

একমপ্যাশয়েদ্বিপ্রং পিত্রর্থে পাঞ্চযজ্ঞিকে ।
ন চৈবাত্রাশয়েৎ কঞ্চিদ্বৈশ্বদেবং প্রতি দ্বিজম্ ॥৮৩॥
বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্ব্বকম্ ।
আভ্যঃ কুর্য্যাদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্ ॥৮৪॥
অগ্নেঃ সোমস্য চৈবাদৌ তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো ধন্বন্তরয় এব চ ॥৮৫॥
কুহ্বৈ চৈবানুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ ।
সহ দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেঽন্ততঃ ॥৮৬॥
এবং সম্যগ্ ঘবির্হুত্বা সর্ব্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্ ।
ইন্দ্রান্তকাপ্পতীন্দুভ্যঃ সানুগেভ্যো বলিং হরেৎ॥৮৭॥

পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত পিতৃযজ্ঞে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য একটি ব্রাহ্মণও ভোজন করাইবে। বৈশ্বদেব অর্থাৎ হোমাদি কর্মের জন্য ব্রাহ্মণভোজনের আবশ্যকতা নাই। ৮৩।

দ্বিজগণ প্রতিদিন মন্ত্র-সংস্কৃত গৃহ্যনামক অগ্নিতে বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে পক্ক অন্নদ্বারা বক্ষ্যমাণ দেবগণের হোম করিবেন। ৮৪।

(বৈশ্বদেব হোমের বিধি যথা) প্রথমতঃ অগ্নির ও সোমের, তারপর সম্মিলিত অগ্নীষোমের, তারপর বিশ্বদেবের ও ধন্বন্তরির, তৎপরে 'কুহূ'র, 'অনুমতি'র, 'প্রজাপতি'র, পরে একত্র দ্যাবাপৃথিবীর এবং সর্বশেষে স্বিষ্টিকৃৎ অগ্নিকে আহুতি প্রদান করিবে। যথা—অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা, ধন্বন্তরয়ে স্বাহা, কুহ্বৈ স্বাহা, অনুমত্যৈ স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। এবং শেষে 'অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে। ৮৫-৮৬।

এইরূপে অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদেবতাকে হবিঃ দ্বারা হোম করিয়া পূর্বাদি দিক্‌ক্রমে প্রদক্ষিণভাবে সকল দিকে ইন্দ্র, যম, বরুণ ও সোম ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদের অনুচর দেবতাদিগকে বলি প্রদান করিবে। যথা পূর্বদিকে—ইন্দ্রায় নমঃ, ইন্দ্রপুরুষেভ্যো নমঃ,

মরুদ্ভ্য ইতি তু দ্বারি ক্ষিপেদপ্‌স্বদ্ভ্য ইত্যপি।
বনস্পতিভ্য ইত্যেবং মুষলোলুখলে হরেৎ ॥৮৮॥
উচ্ছীর্ষকে শ্রিয়ৈ কুর্য্যাদ্ ভদ্রকাল্যৈ চ পাদতঃ।
ব্রহ্মবাস্তোম্পতিভ্যাস্তু বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ॥৮৯॥
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ।
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ ॥৯০॥
পৃষ্ঠবাস্তুনি কুর্ব্বীত বলিং সর্ব্বাত্মভূতয়ে।
পিতৃভ্যো বলিশেষন্তু সর্ব্বং দক্ষিণতো হরেৎ ॥ ৯১
শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাঞ্চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ভুবি ॥৯২॥

দক্ষিণে—যমায় নমঃ, যমপুরুষেভ্যো নমঃ, পশ্চিমে—বরুণায় নমঃ, বরুণপুরুষেভ্যো নমঃ, উত্তরে—সোমায় নমঃ, সোমপুরুষেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া বলিপ্রদান করিবে। পরে মণ্ডলের দ্বারদেশে মরুদ্ভ্যো নমঃ, জলমধ্যে 'অদ্‌ভ্যো নমঃ', এবং মুষল বা উদূখলে—'বনস্পতিভ্যো নমঃ' বলিয়া বলি দিবে। ৮৭-৮৮।

বাস্তুপুরুষের শিরঃপ্রদেশে উত্তর-পূর্বদিকে লক্ষ্মীকে 'শ্রিয়ৈ নমঃ' বলিয়া তাঁহার পাদদেশে, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে ভদ্রকালীকে 'ভদ্রকাল্যৈ নমঃ' বলিয়া এবং গৃহমধ্যে ব্রহ্মাকে 'ব্রহ্মণে নমঃ' বলিয়া ও বাস্তুদেবতাকে 'বাস্তোম্পতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। ৮৯।

'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ' 'দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ', "নক্তঞ্চরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ" এই বলিয়া সমুদয় দেবগণের দিবাচর ও রাত্রিচর ভূতগণের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে আকাশে বলি উৎক্ষেপ করিবে। ৯০।

শেষে আপনার পিছনদিকে মাটীতে 'সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ' বলিয়া সকলভূতকে বলিপ্রদান করিবে এবং বলিশেষ অর্থাৎ এই সকল বলি দিয়া যে অন্ন থাকিবে, তাহা দক্ষিণদিকে দক্ষিণমুখ প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত রাখিয়া) হইয়া "স্বধা পিতৃভ্যঃ" বলিয়া পিতৃদিগকে বলি প্রদান করিবে। ৯১।

পরে কুক্কুর, পতিত, শ্বপচ (কুক্কুরমাংসভোজী), পাপরোগী কাক ও কৃমিদিগের জন্য অপর অন্ন পাত্রে গ্রহণ করিয়া—ধূলি না লাগে এমন করিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে স্থাপন করিবে। ৯২।

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিপথর্জুনা ॥৯৩॥
কৃত্বৈতদ্বলিকর্ম্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্ বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে ॥৯৪॥
যৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি গাং দত্ত্বা বিধিবদ্ গুরোঃ।
তৎ পুণ্যফলমাপ্নোতি ভিক্ষাং দত্ত্বা দ্বিজো গৃহী॥৯৫॥
ভিক্ষামপ্যুদপাত্রং বা সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্।
বেদতত্ত্বার্থবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥৯৬॥
নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাম্।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ ॥৯৭॥

যে ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রতিদিন অন্নদানাদি দ্বারা সকল ভূতের পূজা করেন, তিনি তেজোময়শরীর ধারণ করিয়া সরলপথ ধরিয়া পরমস্থানে গমন করেন। ৯৩।

এই বলিকর্ম সম্পন্ন করিবার পর গৃহী সর্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক অথবা ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিবেন। ৯৪।

গুরুকে যথাবিধি গোদান করিয়া ব্রহ্মচারীর যে পুণ্যলাভ হয়, দ্বিজগৃহী ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করিয়া গৃহস্থাশ্রমে সেই পুণ্যলাভ করেন। ৯৫।

গৃহস্থ (প্রচুর অন্নের অভাবে গ্রাসপরিমিত) অন্নভিক্ষাই হউক, অথবা তাহার অভাবে জলপূর্ণ পাত্রই হউক বিধিপূর্বক (ফুলপুষ্পাদি দ্বারা) সজ্জিত করিয়া বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ৯৬।

যে গৃহস্থ মোহবশতঃ সৎপাত্র না জানিয়া পিতৃগণ ও দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য ও কব্য বেদাধ্যয়ন বা তাহার অর্থজ্ঞান ও অনুষ্ঠানশূন্য ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহার ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ ব্রাহ্মণে প্রদত্ত ঐ সমস্ত হব্য-কব্য নিষ্ফল হইয়া যায়। ৯৭।

বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ ॥৯৮॥
সম্প্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৯৯॥
শিলানপ্যুঞ্ছতো নিত্যং পঞ্চাগ্নীনপি জুহ্বতঃ।
সর্ব্বং সুকৃতমাদত্তে ব্রাহ্মণোঽনর্চ্চিতো বসন্ ॥১০০॥
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥১০১॥
একরাত্রস্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদ-
তিথিরুচ্যতে ॥১০২॥

নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥১০৩॥
উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ।
তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদি-
দায়িনাম্ ॥১০৪॥
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্
গৃহে বসেৎ ॥১০৫॥
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্ ॥১০৬॥

বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের মুখে যে হব্য কব্যের আহুতি দেওয়া যায়, তাহার দ্বারা বিবিধ সঙ্কট হইতে ও মহৎপাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। ৯৮।

স্বয়ং গৃহাগত অতিথিকে গৃহস্থ বিধিপূর্বক সৎকার করিয়া আসন, পদপ্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিবেন। ৯৯।

গৃহস্থ যদি উঞ্ছবৃত্তি হন্, (ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন) অথবা পঞ্চাগ্নিতে (দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়, আবসথ্য ও সভ্যনামক এই পাঁচটি অগ্নিতে) হোম করেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ যত কেন দরিদ্র অথবা পুণ্যশালী হউন না, যদি ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার গৃহে অনাদৃতভাবে বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় সুকৃতিই সেই অতিথি হরণ করিয়া থাকেন। ১০০।

অতিথির শয়নের জন্য তৃণ, বসিবার জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল ও চতুর্থতঃ স্নিগ্ধ মধুর বচন— এ সকলের অভাব অতিদরিদ্র হইলেও সজ্জনের গৃহে কখনই হয় না। ১০১।

যিনি একরাত্রিমাত্র পরগৃহে বাস করেন, সেই ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায়, অনিত্যস্থিতি অর্থাৎ একতিথি ভিন্ন অপর তিথিতে থাকেন না বলিয়া তাঁহার নাম অতিথি বলা হয়। ১০২।

ভার্য্যা ও অগ্নিযুক্ত থাকিলেও একগ্রামবাসী অথবা বিচিত্রপরিহাসাদিকথাজীবী (চাটুকারজাতীয়) গৃহাগত ব্রাহ্মণকে অতিথি বলা যায় না। ইহার দ্বারা ভার্য্যা ও অগ্নিরহিত প্রবাসীর পক্ষে আতিথ্য করা আবশ্যক নহে, বুঝা যায়। ১০৩।

পরান্নভোজনের দোষ না জানিয়া যে গৃহস্থ আতিথ্যলোভে গ্রামান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, সেই পাপে জন্মান্তরে সে অন্নদাতার পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১০৪।

সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক আনীত (অর্থাৎ সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে) সায়ংকালে অতিথিকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবে না। দ্বিতীয় বৈশ্বদেববলির সময়েই আসুন বা অকালেই আসুন, অতিথিকে গৃহে কখনই উপবাসী রাখিবে না। ১০৫।

যে দ্রব্য অতিথিকে ভোজন করাইতে পারিবে না, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও স্বয়ং ভোজন করিবে না। যেহেতু অতিথির পূজা করিলে গৃহস্থ ধন, যশঃ, আয়ু ও স্বর্গ লাভ করেন। ১০৬।

আসনাবসথৌ শয্যামনুব্রজ্যামুপাসনাম্ ।
উত্তমেষূত্তমং কুর্য্যাদ্ধীনে হীনং সমে সমম্ ॥১০৭॥

বৈশ্বদেবে তু নির্ব্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ ॥১০৮॥

ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ ।
ভোজনার্থং হি তে শংসন্
বান্তাশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥১০৯॥

ন ব্রাহ্মণস্য ত্বতিথির্গৃহে রাজন্য উচ্যতে ।
বৈশ্যশূদ্রৌ সখা চৈব জ্ঞাতয়ো গুরুরেব চ ॥১১০॥

যদি ত্বতিথিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাব্রজেৎ ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপি
ভোজয়েৎ ॥১১১॥

বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্ম্মিণৌ ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং
প্রযোজয়ন্ ॥১১২॥

ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্ ।
প্রকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ
ভার্য্যয়া ॥১১৩॥

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা ।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদ-
বিচারয়ন্ ॥১১৪॥

অদত্ত্বা তু যত্র তেভ্যঃ পূর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ ॥১১৫॥

আসন, গৃহ, শয্যা (খাট প্রভৃতি), প্রতিগমন কালে অনুগমন, সমীপে উপবেশন প্রভৃতি দ্বারা উপাসনা—এই সকলের তারতম্য অতিথিবিবেচনায় করিবে। উত্তম অতিথিকে উত্তমরূপে, হীন অতিথিকে হীনভাবে এবং সমান অতিথিকে সমভাবে করিবে। (অর্থাৎ বহু অতিথি এক সময়ে সমাগত হইলে সকলের প্রতি সমভাবে আচরণ সম্ভবপর নয় বলিয়াই অতিথি-বিবেচনায় সেবা কর্ত্তব্য)। ১০৭।

বৈশ্বদেব কর্ম হইতে অতিথিভোজন পর্য্যন্ত শেষ হইলে যদি অন্য কোন অতিথি গৃহে আগত হয়, তাঁহাকেও যথাশক্তি অন্নাদি পাক করিয়া দিবে, কিন্তু তাহার জন্য আবার বৈশ্বদেববলির আয়োজন করিতে হইবে না। ১০৮।

ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণ কখনও আপনার নামগোত্রের বিজ্ঞাপন করিবেন না। ভোজনের জন্য যাহাকে নিজ কুল বা গোত্রের প্রশংসা করিতে হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে বমনভোজী (বান্তাশী) বলিয়া ঘৃণা করেন। ১০৯।

ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র আসিলে ইহাদিগকে অতিথি বলা যায় না। গৃহাগত বন্ধু, জ্ঞাতি বা গুরু, ইহারাও অতিথিপদবাচ্য নহেন। ১১০।

কিন্তু যদি ক্ষত্রিয়ও অতিথিরূপে গৃহে সমাগত হ'ন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ অতিথিসকল ভোজন করিবার পর তাঁহাকেও যথেষ্ট ভোজন করাইবে। ১১১।

ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্য শূদ্রও যদি অতিথিধর্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে অনুকম্পাপ্রকাশে ভৃত্যবর্গের ভোজনকালে তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ১১২।

ক্ষত্রিয়াদিভিন্ন সখা ও সহাধ্যায়ী প্রভৃতি যদি প্রণয়বশতঃ গ্রামান্তর হইতে গৃহে সমাগত হ'ন, তাহা হইলে নিজ ভার্য্যার ভোজনসময়ে যথাশক্তি তাঁহাদিগকে অন্নাদিভোজন করাইবে। ১১৩।

নব বিবাহিতা স্ত্রী পুত্রবধূ বা দুহিতাপ্রভৃতিকে, বালকদিগকে, রোগীদিগকে এবং গর্ভবতীদিগকে কোন বিচার না করিয়া অতিথির অগ্রেই ভোজন করাইবে। ১১৪।

যে অবিবেচকব্যক্তি উক্ত সুবাসিনী (নব বিবাহিতা স্ত্রীপ্রভৃতি) এবং অতিথিপ্রভৃতিকে ভোজন না করাইয়া অগ্রে আপনি ভোজন করে, সে জানে না যে, মরণের পর তাহার দেহ কুক্কুর-শকুনির ভক্ষ্য হয়। ১১৫।

ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী ॥১১৬॥
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ
শেষভুগ্ ভবেৎ ॥১১৭॥
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥১১৮॥
রাজর্ত্বিক্-স্নাতক-গুরূন্ প্রিয়-শ্বশুর-মাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরি সংবৎসরাৎ পুনঃ ॥১১৯॥
রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব যজ্ঞকর্ম্মণ্যুপস্থিতৌ।
মধুপর্কেণ সংপূজ্যৌ ন ত্বযজ্ঞ ইতি স্থিতিঃ ॥১২০॥
সায়ন্ত্বন্নস্য সিদ্ধস্য পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতর্বিধীয়তে ॥১২১॥

ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতিবর্গকে, দাসদাসী প্রভৃতি ভরণীয় বর্গকে ভোজন করাইয়া পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ-দম্পতী তাহা ভোজন করিবেন।১১৬।

দেবলোক, ঋষিলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যসকল ও গৃহদেবাতসকলকে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। ১১৭।

যে গৃহস্থ নিজের জন্যই অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে।১১৮।

রাজা পুরোহিত, স্নাতক, গুরু, জামাতা, শ্বশুর ও মাতুল, ইহারা সংবৎসরের পর গৃহে সমাগত হইলে গৃহস্থ গৃহ্যোক্তমধুপর্কদ্বারা উহাদিগকে পূজা করিবেন। ১১৯।

রাজা ও স্নাতক ইঁহারা সংবৎসর পরে কেবল যজ্ঞকর্মে উপস্থিত হইলেই ইহাদিগকে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়, কিন্তু যজ্ঞভিন্ন অন্য সময়ে উপস্থিত হইলে মধুপর্ক দিতে হয় না, ইহাই সিদ্ধান্ত। ১২০।

পত্নী সায়ংকালে সিদ্ধ অন্নদ্বারা বিনা মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে বলিপ্রদান করিবে। যেহেতু এই বিশ্বদেব নামক যে বলি, তাহা অন্ন দ্বারা নির্বাহ করিতে হয়, ইহা সায়ং ও প্রাতঃকালে বিহিত। ১২১।

পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিপ্রশ্চন্দ্রক্ষয়েঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানু-
মাসিকম্ ॥১২২॥
পিতৄণাং মাসিকং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যং বিদুর্ব্বুধাঃ।
তচ্চামিষেণ কর্ত্তব্যং প্রশস্তেন প্রযত্নতঃ ॥১২৩॥
তত্র যে ভোজনীয়াঃ স্যুর্যে চ বর্জ্জ্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
যাবন্তশ্চৈব যৈশ্চান্নৈস্তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥১২৪॥
দ্বৌ দৈবে পিতৃকার্য্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে ॥১২৫॥
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত
বিস্তরম্ ॥১২৬॥

সাগ্নিক দ্বিজ অমাবস্যায় পিণ্ডপিতৃযজ্ঞনামক ক্রিয়া সমাপন করিয়া, পশ্চাৎ প্রতিমাসে পিণ্ডান্বাহার্য্যক-নামক শ্রাদ্ধ করিবেন। ১২২।

পিতৃলোকের মাসে মাসে যে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে অন্বাহার্য্য শ্রাদ্ধ বলেন, এই শ্রাদ্ধ প্রশস্ত আমিষদ্বারা যত্নসহকারে কর্ত্তব্য। ১২৩।

এই শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে, যে যে ব্রাহ্মণ বর্জনীয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়, এবং যেরূপ অন্নদ্বারা ভোজন করাইতে হয়, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি সেই সমুদয় তোমাদিগকে বলিতেছি। ১২৪।

দৈবশ্রাদ্ধে দুইজন ও পিতৃশ্রাদ্ধে (পিতৃপিতামহ প্রপিতামহদিগের শ্রাদ্ধে) তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদিপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না। ১২৫।

ব্রাহ্মণবাহুল্য হইলে তাঁহাদের আদর-যত্ন, উপযুক্ত

প্রথিতা প্রেতকৃত্যৈষা পিত্র্যং নাম বিধুক্ষয়ে।
তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী ॥১২৭॥
শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য-কব্যানি দাতৃভিঃ।
অর্হত্তমায় বিপ্রায় তস্মৈ দত্তং মহাফলম্ ॥১২৮॥
একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্র্যে চ ভোজয়েৎ।
পুষ্কলং ফলমাপ্নোতি নামন্ত্রজ্ঞান্ বহূনপি ॥১২৯॥
দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্য-কব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ ॥১৩০॥

সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ ॥১৩১॥
জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
ন হি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ ॥১৩২॥
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্ত-শূলর্ষ্ট্যয়োগুড়ান্ ॥১৩৩॥
জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথা পরে।
তপঃ-স্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে ॥১৩৪॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।
হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষ্বেব চতুর্ষ্বপি ॥১৩৫॥

দেশে উপবেশন করান, যথাকালে ভোজন করান, দ্রব্যের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি বিচার, এবং পাত্রাপাত্র বিচার,—এই পাঁচটি বিষয়ে কোন নিয়ম থাকে না। এ কারণে ব্রাহ্মণবাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। ১২৬।

প্রতি অমাবস্যায় এই পিত্র্যকার্য্য পিতৃলোকের উপকারক বলিয়া খ্যাত। যিনি এই পিত্র্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার নিত্যই গুণযুক্ত পুত্রপৌত্রাদি ও ধন-ধান্যাদি সম্পদ্ লাভ হয়। ১২৭।

পূজ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃ উদ্দেশ্যে নিবেদিত হব্য-কব্যাদি অন্নসকল প্রদান করা দাতাদিগের উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণে দান করিলে মহাফল জন্মায়। ১২৮।

দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্মে এক একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে বিশিষ্ট (পুষ্টতর) ফললাভ হয়, কিন্তু বেদে অনভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। ১২৯।

বেদপারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ তাহা নিরূপণ করিবে। এইরূপ বংশপরম্পরা-শুদ্ধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ হব্য-কব্যবিষয়ে তীর্থ সৎপাত্র-স্বরূপ, এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩০।

বেদে অনভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যেখানে ভোজন করেন, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হ'ন, তাহা হইলে ঐ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। ১৩১।

জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্য-কব্যপ্রদান করা উচিত। রক্তাক্তহস্ত রক্তদ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ মূর্খ পাপী লোক-দিগকে ভোজন করাইলে পাপ কখনও বিদূরিত হয় না। ১৩২।

অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য ও কব্যের যে কয়টি গ্রাস ভোজন করেন, মৃত হইলে পর শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়। ১৩৩।

দ্বিজগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপস্যাপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ আর কতকগুলি যাগাদি-কর্মনিষ্ঠ। ১৩৪।

ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যে কব্য, তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই যত্নপূর্বক প্রদান করিতে হয়, কিন্তু দেবসম্বন্ধীয় হব্যসকল ঐ চারপ্রকার ব্রাহ্মণকেই ন্যায়তঃ দেওয়া যাইতে পারে। ১৩৫।

অশ্রোত্রিয়ঃ পিতা যস্য পুত্রঃ স্যাদ্বেদপারগঃ।
অশ্রোত্রিয়ো বা পুত্রঃ স্যাৎ পিতা স্যাদ্বেদ-
পারগঃ ॥১৩৬॥

জ্যায়াংসমনয়োর্বিদ্যাৎ যস্য স্যাচ্ছ্রোত্রিয়ঃ পিতা।
মন্ত্রসংপূজনার্থস্তু সৎকারমিতরোঽর্হতি ॥১৩৭॥

ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্য্যোঽস্য সংগ্রহঃ।
নারিং ন মিত্রং যং বিদ্যাত্তং শ্রাদ্ধে
ভোজয়েদ্দ্বিজম্ ॥১৩৮॥

যস্য মিত্রপ্রধানানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ।
তস্য প্রেত্য ফলং নাস্তি শ্রাদ্ধেষু চ হবিঃষু চ॥১৩৯॥

যঃ সঙ্গতানি কুরুতে মোহাচ্ছ্রাদ্ধেন মানবঃ।
স স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাচ্ছ্রাদ্ধমিত্রো দ্বিজাধমঃ॥১৪০॥

যাঁহার পিতা মূর্খ, কিন্তু স্বয়ং বেদপারগ, অথবা যিনি নিজে মূর্খ, কিন্তু পিতা বেদপারগ—এই দুইজনের মধ্যে যাঁহার পিতা বেদপারগ, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে প্রকৃষ্টতর পাত্র বলিয়া জানিবে। কিন্তু বেদের প্রতি মর্য্যাদাবশতঃ অপর অর্থাৎ অশ্রোত্রিয় পিতার বেদজ্ঞ পুত্রও আদরণীয়। বেদপারগ পিতার পুত্র বিশিষ্ট সংস্কারভাগী হয়, এজন্য তাঁহারও পাত্রত্ব অধিক বলিয়া বলা হইয়াছে। ১৩৬-১৩৭।

শ্রাদ্ধকার্য্যে মিত্রকে ভোজন করাইবে না, (অন্যরূপে) ধনদানাদি দ্বারা তাহার সহিত মিত্রতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যিনি শত্রু নহেন, মিত্রও নহেন, এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে হয়। ১৩৮।

যাঁহার শ্রাদ্ধ অথবা দৈবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ মিত্রভোজন করাইয়া সম্পন্ন হয়, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই। ১৩৯।

যে মনুষ্য মোহবশতঃ শ্রাদ্ধকার্য্যদ্বারা মিত্রতা সম্পাদন করিতে চায়, শ্রাদ্ধমিত্র সেই দ্বিজাধম কখনও স্বর্গলোকের অধিকারী হয় না। ১৪০।

সম্ভোজনী সাঽভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে
গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি ॥১৪১॥

যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলম্।
তথানৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলম্ ॥১৪২॥

দাতৄন্ প্রতিগ্রহীতৄংশ্চ কুরুতে ফলভাগিনঃ।
বিদুষে দক্ষিণাং দত্ত্বা বিধিবৎ প্রেত্য চেহ চ ॥১৪৩॥

কামং শ্রাদ্ধেঽর্চ্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমপি ত্বরিম্।
দ্বিষতা হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্ ॥১৪৪॥

যত্নেন ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগম্।
শাখান্তগমথাধ্বর্য্যুং ছন্দোগন্তু সমাপ্তিকম্ ॥১৪৫॥

দ্বিজগণ মিত্রতাসাধনের উদ্দেশ্যে যে গোষ্ঠীভোজন করাইয়া থাকেন, তাহাকে ঋষিরা পিশাচধর্ম বলিয়াছেন, যেমন অন্ধ গাভী এক গৃহেই আবদ্ধ থাকে, গৃহান্তরে যাইতে পারে না, তেমনই ঐ দানক্রিয়াও ইহলোকেই থাকে (মিত্রাদি সংগ্রহরূপ উপকার করে,) কিন্তু পরলোকে যাইতে পারে না। ১৪১।

উষর (লবণাক্ত) ভূমিতে বীজবপন করিয়া বপনকারী যেমন কোন ফললাভ করে না, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে হবিঃ দান করিয়া দাতা কোন ফল পান না। ১৪২।

পরন্তু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দক্ষিণা দান করিলে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়ে ইহলোক ও পরলোকে ফলভাগী হন। ১৪৩।

শ্রাদ্ধে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ না পাইলে বরং গুণবান্ মিত্রকে ভোজন করাইতে পারা যায়, কিন্তু শত্রু যদি অতি বিদ্বান্ও হ'ন, তাঁহাকে ভোজন করান কোনরূপেই উচিত নহে। শত্রু শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভোজন করিলে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হয়। ১৪৪।

শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী

এষামন্যতমো যস্য ভুঞ্জীত শ্রাদ্ধমর্চ্চিতঃ।
পিতৄণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাচ্ছাশ্বতী সাপ্তপৌরুষী॥১৪৬
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্য-কব্যয়োঃ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ॥১৪৭॥
মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রীয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিট্‌পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্‌যাজ্যৌ চ
ভোজয়েৎ॥১৪৮॥
ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্ম্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ॥১৪৯॥
যে স্তেন-পতিত-ক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্ মনুরব্রবীৎ॥১৫০॥

ব্রাহ্মণকে, অথবা সমুদয় শাখাধ্যায়ী যজুর্বেদী ব্রাহ্মণকে, কিংবা অধ্যয়নসমাপনকারী সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে অতিশয় ফল হয়। ১৪৫।

এই তিন প্রকার ব্রাহ্মণের একজনও যাঁহার শ্রাদ্ধে অর্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্ত-পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তি হয়। ১৪৬।

হব্য-কব্যপ্রদানবিষয়ে পূর্বোক্ত শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণই মুখ্যকল্প জানিবে। তাহার অভাব হইলে সর্বদা সাধুজনগণ এই বক্ষ্যমাণ অনুকল্পের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ১৪৭।

অনুকল্প বিধি এই যে,—মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, (আচার্য্য প্রভৃতি) দৌহিত্র জামাতা, বন্ধু (পিস্‌তুতো ভাই, মাস্‌তুতো ভাই প্রভৃতি) পুরোহিত ও যজ্ঞকর্ত্তা (শিষ্য) ইহাদিগকে ভোজন করাইবে। ১৪৮।

ধার্মিকব্যক্তি দৈবকার্য্যে ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না, কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন। ১৪৯।

যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা পতিত, যাহারা ক্লীব, যাহারা পরলোকে বিশ্বাসহীন, তাহারা দৈব ও পৈত্র্য উভয় কার্য্যেই অগ্রাহ্য, একথা মনু বলিয়াছেন। ১৫০।

জটিলঞ্চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগাংস্তাংশ্চ শ্রাদ্ধে ন
ভোজয়েৎ॥১৫১॥
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্হব্য-কব্যয়োঃ॥১৫২॥
প্রেষ্যো গ্রামস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
প্রতিরোদ্ধা গুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নি-
র্বার্দ্ধুষিস্তথা॥১৫৩॥
যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।
ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ॥১৫৪॥

বেদাধ্যয়নহীন ব্রহ্মচারী, চর্মরোগী, দ্যূতক্রীড়া-পরায়ণ, এবং বহুযাজী ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। ১৫১।

চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, প্রতিমার পরিচর্য্যা-কারী দেবল ব্রাহ্মণ, মাংসবিক্রয়ী এবং যে সকল ব্রাহ্মণ বাণিজ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদিগকে হব্য-কব্যে (দৈব ও পিত্র্য কর্মে) পরিত্যাগ করিবে। ১৫২।

গ্রামের বা রাজার সরকারী ভৃত্য, কুনখী (কুৎসিত নখরোগবিশিষ্ট) কৃষ্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূল আচরণকারী, শ্রৌত-স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগকারী এবং কুসীদজীবী, এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে পরিত্যাগ করিবে। ১৫৩।

যক্ষ্মরোগী, জীবিকার জন্য ছাগমেষাদিপালক, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে তাহার নাম পরিবেত্তা আর ঐ স্থলে জ্যেষ্ঠ হয় পরিবিত্তি), পঞ্চমহাযজ্ঞ যে অনুষ্ঠান করে না, পরিবিত্তি, ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট মঠ বা ধন দ্বারা স্বয়ং জীবিকা নির্বাহ করে, এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না। ১৫৪।

কুশীলবোঽবকীর্ণী চ বৃষলীপতিরেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে ॥১৫৫॥

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥১৫৬॥

অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।
ব্রাহ্মৈর্যৌনৈশ্চ সম্বন্ধৈঃ সংযোগং পতিতৈর্গতঃ ॥১৫৭॥

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ ॥১৫৮॥

যে সকল ব্রাহ্মণ নৃত্যগীতাদি বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে ব্রহ্মচারী বা যতি স্ত্রীসম্পর্ক দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছেন, পুনর্ভূপুত্র, একচক্ষুহীন ও যাহার জায়ার উপপতি আছে—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। ১৫৫।

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন সেই অধ্যাপক, যে ঐরূপ গুরুর দ্বারা স্বীয় বেদাধ্যাপনা করান, যে সর্বদা কটুভাষী, যে কুণ্ড (স্বামী বর্ত্তমানে জারজ সন্তান), যে গোলক (স্বামীর মরণের পর জারজ) ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবেন না। ১৫৬।

যে ব্রাহ্মণ পিতা—মাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, যে পতিতলোকের সহিত অধ্যয়ন ও কন্যাদানাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিলিত হইয়াছে তাহারাও হব্যকব্যে বর্জনীয়। ১৫৭।

যে গৃহদাহ করে, যে লোকের প্রাণনাশের জন্য বিষপ্রদান করে, যে কুণ্ড-গোলকের অন্নগ্রহণ করে, যে সোমলতা বিক্রয় করে, যে সমুদ্রযাত্রা করে, যে স্তুতিবাদদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তৈলের জন্য তিলাদিবীজ যে পেষণ করে, এবং যে শিক্ষা দ্বারা মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করে বা লেখ্যপত্র প্রভৃতি জাল করে,—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। ১৫৮।

পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদ্যপস্তথা।
পাপরোগ্যভিশপ্তশ্চ দাম্ভিকো রসবিক্রয়ী ॥১৫৯॥

ধনুঃশরাণাং কর্ত্তা চ যশ্চাগ্রে দিধিষূপতিঃ
মিত্রধ্রুগ্‌দ্যূতবৃত্তিশ্চ পুত্রাচার্য্যস্তথৈব চ ॥১৬০॥

ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোঽন্ধশ্চ বর্জ্জ্যাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ ॥১৬১॥

হস্তি-গোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ ॥১৬২॥

যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে আপনি দ্যূতক্রীড়া জানে না, কিন্তু অর্থ দিয়া পরের দ্বারা খেলায়, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী, যে পাপরোগী, যে ছদ্মবেশে অধর্মকারী এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে, সে সকল ব্রাহ্মণ হব্যকব্য গ্রহণের যোগ্য নয়। ১৫৯।

যে ব্রাহ্মণ ধনুক ও শর নির্মাণ করে, যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ না হইতে যে কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয় তাহার পতি, যে মিত্রের অপকার করে, যে দ্যূত দ্বারা জীবিকা অর্জন করে এবং পুত্রের নিকট বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। ১৬০।

যাহার অপস্মার (মূর্চ্ছা) রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা ব্যাধি আছে, যাহার শ্বেতকুষ্ঠ আছে, যে ব্যক্তি দুর্জন, উন্মত্ত, অন্ধ বা বেদনিন্দক,—এরূপ ব্রাহ্মণদিগকে হব্যকব্যে ভোজন করাইবে না। ১৬১।

যে ব্রাহ্মণ হস্তী, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমন বা শিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, নক্ষত্রাদি গণনা যে ব্রাহ্মণের উপজীবিকা, যে ব্রাহ্মণ পক্ষীপালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য, ইহাদিগকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। ১৬২।

স্রোতসাং ভেদকো যশ্চ তেষাঞ্চাবরণে রতঃ।
গৃহসংবেশকো দূতো বৃক্ষারোপক এব চ ॥১৬৩॥

শ্বক্রীড়ী শ্যেনজীবী চ কন্যাদূষক এব চ।
হিংস্রো বৃষলবৃত্তিশ্চ গণানাঞ্চৈব যাজকঃ ॥১৬৪॥

আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ ॥১৬৫॥

ঔরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥১৬৬॥

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বানুভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৬৭॥

ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হূয়তে ॥১৬৮॥

অপাঙ্‌ক্তদানে যো দাতুর্ভবত্যূর্দ্ধং ফলোদয়ঃ।
দৈবে হবিষি পিত্র্যে বা তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥১৬৯॥

অব্রতৈর্যদ্দ্বিজৈর্ভুক্তং পরিবেত্ত্রাদিভিস্তথা।
অপাঙ্‌ক্তেয়ৈর্যদন্যৈশ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে॥১৭০॥

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥১৭১॥

যে ব্রাহ্মণ সেতুভঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা প্রবহমাণ স্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করে, অথবা সেই স্রোতের অবরোধ করে, যে বাস্তুবিদ্যাজীবী (জীবিকার জন্য বাটী নির্মাণ করে)। যে দৌত্যকর্ম করে, যে বেতন-ভোগী হইয়া বৃক্ষরোপণ করে, এই সকল ব্রাহ্মণও হব্যকব্যে বর্জনীয়। ১৬৩।

যে ব্রাহ্মণ ক্রীড়া দেখাইবার জন্য কুক্কুর পোষণ করে, যে শ্যেনপক্ষীর ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে কন্যকাগমন করে, যে হিংসাবৃত্তি করে, যে শূদ্রসেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, যে নানাজাতীয় লোকের যাজন (বা বিনায়কাদি গণের যাগ) করেন, এরূপ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। ১৬৪।

যে ব্রাহ্মণ আচারহীন (গুরু বা অতিথি গৃহাগত হইলে অভ্যর্থনাদি সদাচারবর্জিত), ধর্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, যে সর্বদা যাচ্‌ঞা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়, যে স্বয়ংকৃত কৃষিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যাহার পায়ে গোদ এবং যে সাধুদিগের নিন্দিত, এরূপ ব্রাহ্মণ হব্যকব্যে বর্জনীয়। ১৬৫।

যে ব্রাহ্মণ মেষ ও মহিষ দ্বারা জীবিকাসংস্থান করে, যে পরপূর্বাপতি (পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর পতি), যে ধন গ্রহণ করিয়া শবের নির্হার (বহন-দহনাদি) কার্য্য করে, এই সকল ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্বক হব্যকব্য হইতে বর্জন করিবে। ১৬৬।

এই সকল নিন্দিতাচারণকারী, পংক্তি-ভোজনের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ দৈব ও পিত্র্য উভয় কর্মেই পরিত্যাগ করিবেন। ১৬৭।

তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র নিভিয়া যায়, বেদাধ্যয়ন-শূন্য ব্রাহ্মণও সেইরূপ হীনতেজাঃ হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য দান করা উচিত নহে। বস্তুতঃ ভস্মে কেহই ঘৃতাহুতি প্রদান করে না। ১৬৮।

দৈব ও পিত্র্য কর্মে অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণকে হব্যকব্য প্রদান করিলে, দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি সবিশেষ বলিতেছি। ১৬৯।

বেদগ্রহণের জন্য যে ব্রাহ্মণ ব্রতগ্রহণ করে নাই, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠ বিবাহ না করিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে) এবং অন্যান্য অপাঙ্‌ক্তেয় ও চৌর্য্যাদি দোষযুক্ত দ্বিজগণ কর্ত্তৃক যে হব্যকব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করে।১৭০।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনগ্নিক বা অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ বা অগ্নি স্বীকার করে, সেই কনিষ্ঠভ্রাতাকে পরিবেত্তা সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে। ১৭১।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥১৭২॥

ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ॥১৭৩॥

পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥১৭৪॥

তৌ তু যাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাম্ ॥১৭৫॥

অপাঙ্‌ক্ত্যো যাবতঃ পাঙ্‌ক্ত্যান্ ভুঞ্জানাননুপশ্যতি।
তাবতাং ন ফলং তত্র দাতা প্রাপ্নোতি বালিশঃ ॥১৭৬॥

পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, ঐ পরিবেদনীয় কন্যা, কন্যাসম্প্রদানকর্ত্তা ও ঐ বিবাহের পুরোহিত এই পাঁচজন সকলেই নরকে গমন করে। ১৭২।

ভ্রাতার মৃত্যু হইলে নিয়োগধর্মানুসারে নিযুক্ত হইয়া ভ্রাতৃপত্নীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, এবং নিয়োগধর্মের নিয়ম অতিক্রম করিয়া কামবশতঃ আসক্ত হয়, তাহাকে দিধিষূপতি বলা হয়। (অন্যস্মৃতিতে পরপূর্বার পতিকে দিধিষূপতি বলা হয়)। ১৭৩।

পরস্ত্রী হইতে যে দুইপ্রকার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে কুণ্ড ও গোলক বলে। তাহার মধ্যে পতি জীবিত থাকিতে তাহার স্ত্রীতে অপর কর্তৃক যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহাকে কুণ্ড ও পতি মৃত হইলে তাহার স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে গোলক বলে। পরক্ষেত্রে উৎপন্ন কুণ্ড ও গোলক এই দুই প্রাণীকে যদি হব্যকব্য প্রদান করা যায়, তাহাতে দাতার ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই ফল বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৭৪-৭৫।

অপাঙ্‌ক্তেয় (পঙ্‌ক্তিভোজনের অযোগ্য) লোকেরা, পঙ্‌ক্তিভোজনের যোগ্য যতগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দেখে, অজ্ঞ (হব্যকব্য) দাতা ততগুলি ব্রাহ্মণভোজনের ফল পান না। ১৭৬।

বীক্ষ্যান্ধো নবতেঃ কাণঃ ষষ্টেঃ শ্বিত্রী শতস্য তু।
পাপরোগী সহস্রস্য দাতুর্নাশয়তে ফলম্ ॥১৭৭॥

যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ।
তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্তিকম্ ॥১৭৮॥

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্।
বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমামপাত্রমিবাম্ভসি ॥১৭৯॥

সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূযশোণিতম্।
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠন্তু বার্দ্ধুষৌ ॥১৮০॥

যৎ তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ভবেৎ।
ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে ॥১৮১॥

অন্ধব্যক্তি যদি পঙ্‌ক্তিভোজনদর্শনের যোগ্য স্থানে উপবেশন করে, তাহা হইলে কর্মকর্ত্তার নবতি সংখ্যক অর্থাৎ নব্বইটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল নষ্ট হয়, কাণা (একচক্ষু) যদি দর্শন করে, তাহা হইলে ষাটটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল, শ্বিত্ররোগী (শ্বেতকুষ্ঠী) দর্শন করিলে এক শত ব্রাহ্মণভোজনের ফল ও পাপরোগী এইরূপ (উপবেশন করিয়া দর্শন) করিলে সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল নষ্ট করে। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যতগুলি ব্রাহ্মণভোজনের পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করে, সেই সেই পঙ্‌ক্তিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত হ'ন। ১৭৭-৭৮।

ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হইলেও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজার নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে জলের মধ্যে রক্ষিত কাঁচা মাটীর পাত্রের ন্যায় তিনিও সত্বর নিজশরীরাদির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন। ১৭৯।

সোমলতাবিক্রেতাকে যাহা দান করা যায়, তাহা দাতার ভোজনার্থ বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, অর্থাৎ জন্মান্তরে সেই দাতা বিষ্ঠাভোজীর জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পূয ও শোণিত হয়, দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায়, তাহা নিষ্ফল এবং কুসীদজীবীকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা দেবাদিসমীপে স্থানলাভই করিতে

ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্তেয্যেষু যথোদ্দিষ্টেষ্বসাধুষু।
মেদোঽসৃঙ্মাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ ॥১৮২॥

অপাঙ্‌ক্ত্যোপহতা পঙ্‌ক্তিঃ পাব্যতে যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
তান্নিবোধত কার্ৎস্ন্যেন দ্বিজাগ্র্যান্ পঙ্‌ক্তি-
পাবনান্ ॥১৮৩॥

অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষু চ।
শ্রোত্রিয়ান্বয়জাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তি-
পাবনাঃ ॥১৮৪॥

ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
ব্রাহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ ॥১৮৫॥

পারে না। বাণিজ্যজীবী এবং পৌনর্ভব দ্বিজকে যে হব্যকব্য দান করা যায়, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন ফল হয় না। ভস্মে আহুতির ন্যায় উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। ১৮০-৮১।

অপরাপর অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণকে এবং পূর্ব পূর্ব কথিত অসাধু ব্রাহ্মণকে যে অন্নদান করা যায়, তাহা সেই দাতার জন্মান্তরে ভোজনের জন্য মেদ, মাংস রক্ত, মজ্জা ও অস্থি হয়,—ইহা পণ্ডিতগণ বলেন। অর্থাৎ দাতা সেই সেই বস্তুভোজীর জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২।

আবার যে সকল দ্বিজোত্তম অপাঙ্‌ক্তেয় তস্করাদি দ্বারা দূষিত পঙ্‌ক্তিকেও পবিত্র করেন, সেই পঙ্‌ক্তি-পাবন শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণের কথা সমগ্রভাবে কীর্ত্তন করিতেছি,—শ্রবণ কর। ১৮৩।

সমুদয় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমস্ত বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন, এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিরাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ১৮৪।

যজুর্বেদের বেদভাগ ও তাহাতে উল্লিখিত ব্রত—ইহার নাম ত্রিণাচিকেত। যিনি ঐ বেদ অধ্যয়ন করেন ও উক্ত ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাহাকেও 'ত্রিণাচিকেত' বলা হয়, যিনি পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট অগ্নিহোত্রী, ঋগ্বেদের বেদভাগাধ্যায়ী ও তদুক্ত ব্রতানুষ্ঠানকারী—তাহাকে

বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।
শতায়ুশ্চৈব বিজ্ঞেয়া ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥১৮৬॥

পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্ সম্যগ্বিপ্রান্
যথোদিতান্ ॥১৮৭॥

নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ পিত্র্যে নিয়তাত্মা ভবেৎ সদা।
ন চ ছন্দাংস্যধীয়ীত যস্য শ্রাদ্ধঞ্চ তদ্ভবেৎ ॥১৮৮॥

নিমন্ত্রিতান্ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্ দ্বিজান্।
বায়ুবচ্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥১৮৯॥

'ত্রিসুপর্ণ' বলে। উক্ত ত্রিণাচিকেত(১), অগ্নিহোত্রী(২), ত্রিসুপর্ণ(৩), শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের যিনি ব্যাখ্যাতা (৪), ব্রাহ্ম—বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান(৫), ও যিনি জ্যেষ্ঠ সাম অর্থাৎ যাহা আরণ্যকে গীত হয়, তাহার গায়ক(৬)—এই ছয়জন সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। ১৮৫।

বেদার্থের বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, গোসহস্রদাতা বা বহুদানশীল, শতবৎসরবয়স্ক ব্রাহ্মণ ইঁহারা শ্রাদ্ধে পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ১৮৬।

শ্রাদ্ধকর্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্বদিনে বা শ্রাদ্ধদিনে অন্যূন অন্ততঃ তিনটি পূর্বকথিত ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে। ১৮৭।

ব্রাহ্মণ—শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে, নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধের দিবারাত্রি পর্য্যন্ত সংযত থাকিবেন, যথানিয়মে নিত্য অনুষ্ঠান করিবেন। সন্ধ্যোপাসনা বা অবশ্য কর্ত্তব্য জপাদি ব্যতীত বেদ-অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা, তাঁহাকেও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে। ১৮৮।

সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণশরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন, তাঁহারা যেখানে গমন করেন, বায়ুবৎ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহারা আসীন হইলে, পিতৃগণ উপবিষ্ট হন। ১৮৯।

কেতিতস্তু যথান্যায়ং হব্যকব্যে দ্বিজোত্তমঃ।
কথঞ্চিদপ্যতিক্রামন্ পাপঃ শূকরতাং ব্রজেৎ॥১৯০॥
আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে বৃষল্যা সহ মোদতে।
দাতুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং
প্রতিপদ্যতে ॥১৯১॥
অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ ॥১৯২॥
যস্মাদুৎপত্তিরেতেষাং সর্ব্বেষামপ্যশেষতঃ।
যে চ যৈরুপচর্য্যাঃ স্যুর্নিয়মৈস্তান্ নিবোধত ॥১৯৩॥
মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষামৃষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ
স্মৃতাঃ ॥১৯৪॥

দৈব ও পিতৃকার্য্যে যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি কোনক্রমে তাহার অতিক্রম করেন, অর্থাৎ শ্রাদ্ধভোজন না করেন অথবা ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মবান্ না হ'ন, তাহা হইলে সেই পাপে তাঁহার জন্মান্তরে শূকরযোনিপ্রাপ্তি হয়। ১৯০।

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া মোহবশতঃ বৃষলী স্ত্রী সম্ভোগাদি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তার যাহা কিছু পাপ আছে, সে সমুদায় তাহাতে সংক্রামিত হয়। ১৯১।

পিতৃগণ—ক্রোধশূন্য, শৌচপরায়ণ (মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা বাহ্যশৌচ ও রাগদ্বেষাদি ত্যাগ দ্বারা অন্তঃশৌচবিশিষ্ট), সর্বদা ব্রহ্মচারিভাবে স্থিত, তাঁহারা যুদ্ধত্যাগী দয়াদিগুণযুক্ত, মহাত্মা এবং তাঁহারা অনাদি দেবতারূপী (দেবতাদিগেরও পূর্বতন), তাঁহাদের উপাসনা করিতে হইলে—শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা উভয়েরই তদ্ধর্মী হওয়া আবশ্যক। ১৯২।

যাঁহা হইতে এই সমুদায় পিতৃলোকের উৎপত্তি, যাঁহারা এই পিতৃলোক, এবং যে যে নিয়মে ইহাদিগকে পূজা করিতে হয়, সেই সকল কথা সম্যগ্‌ভাবে শ্রবণ কর। হিরণ্যগর্ভের পুত্র মনু—তাঁহার মরীচি প্রভৃতি যে সকল পুত্র আছেন, সেই মরীচি প্রভৃতি

বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা
লোকবিশ্রুতাঃ ॥১৯৫॥
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
সুপর্ণ-কিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ ॥১৯৬॥
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ ॥১৯৭॥
সোমপাস্তু কবেঃ পুত্রা হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বসিষ্ঠস্য সুকালিনঃ ॥১৯৮॥
অগ্নিদগ্ধানগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব
নির্দ্দিশেৎ ॥১৯৯॥

ঋষিগণের পুত্র সোমপ প্রভৃতি শাস্ত্রে পিতৃগণ বলিয়া কথিত। ১৯৩-৯৪।

ইহার মধ্যে সোমসদ নামে বিরাটের পুত্রগণ সাধ্যগণের পিতৃলোক এবং ত্রিলোকবিখ্যাত অগ্নিষ্বাত্তনামক মরীচিসন্তানেরা দেবতাগণের পিতৃলোক। ১৯৫।

বর্হিষদনামক অত্রিসন্তানেরা—দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, সুপর্ণ ও কিন্নরদিগের পিতৃলোক। ১৯৬।

ব্রাহ্মণগণের সোমপনামে পিতৃলোক, ক্ষত্রিয়গণের হবির্ভুজ নামে পিতৃলোক, বৈশ্যদিগের আজ্যপনামে পিতৃলোক এবং শূদ্রদিগের সুকালিন নামে প্রসিদ্ধ পিতৃলোক। ১৯৭।

ভৃগুপুত্রেরা পূর্বোক্ত সোমপনামে পিতৃলোক বলিয়া কথিত। অঙ্গিরার সন্তানেরা হবির্ভুজ বা হবিষ্মন্ত নামে বিখ্যাত। পুলস্ত্যের সন্তানেরা আজ্যপনামে এবং বশিষ্ঠের পুত্রেরা সুকালিন নামে কথিত। ১৯৭।

অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ্ অগ্নিষ্বাত্ত ও সৌম্য ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণের পিতৃলোক বলিয়া নির্দিষ্ট। ১৯৯।

য এতে তু গণা মুখ্যাঃ পিতৃণাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষামপীহ বিজ্ঞেয়ং পুত্রপৌত্রমনন্তকম্ ॥২০০॥
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাণ্বনুপূর্ব্বশঃ ॥২০১॥
রাজতৈর্ভাজনৈরেষামথবা রজতান্বিতৈঃ।
বার্য্যপি শ্রদ্ধয়া দত্তমক্ষয়ায়োপকল্পতে ॥২০২॥
দেবকার্য্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্য্যস্য পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্ ॥২০৩॥
তেষামারক্ষভূতন্তু পূর্ব্বং দৈবং নিযোজয়েৎ।
রক্ষাংসি হি বিলুম্পন্তি শ্রাদ্ধমারক্ষবর্জিতম্ ॥২০৪॥
দৈবাদ্যন্তং তদীহেত পিত্র্যাদ্যন্তং ন তদ্ভবেৎ।
পিত্র্যাদ্যন্তং ত্বীহমানঃ ক্ষিপ্রং নশ্যতি সান্বয়ঃ ॥২০৫॥

শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ ॥২০৬॥

অবকাশেষু চোক্ষেষু নদীতীরেষু চৈব হি।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরঃ সদা ॥২০৭॥

আসনেষূপক্লপ্তেষু বর্হিষ্মৎসু পৃথক্ পৃথক্।
উপস্পৃষ্টোদকান্ সম্যগ্ বিপ্রাংস্তানু-
পবেশয়েৎ ॥২০৮॥

উপবেশ্য তু তান্ বিপ্রানাসনেষ্বজুগুপ্সিতান্।
গন্ধমাল্যৈঃ সুরভিভিরর্চ্চয়েদ্দেবপূর্ব্বকম্ ॥২০৯॥

এই যে সকল প্রধান প্রধান পিতৃগণের কথা বলা হইল, এ জগতে তাঁহাদের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি অনন্ত বংশপরম্পরাকেও পিতৃলোক বলিয়া জানিবে। ২০০।

মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক উৎপন্ন হইয়াছেন, পিতৃলোক হইতে দেব, দানব এবং দেবতাগণ হইতেই এই চরাচর জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। ২০১।

পিতৃদিগকে রৌপ্যময় পাত্রে অথবা রৌপ্যযুক্ত তাম্রাদিপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্বক যদি জলও দান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের তাহা অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয়। দ্বিজাতিগণের দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য বিশেষরূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দেবকার্য্য পিতৃকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ পূর্বপোষকমাত্র বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। ২০২-৩।

পিতৃকার্য্যের রক্ষক হইল দেবকার্য্য অর্থাৎ বিশ্বদেব আবাহনাদি অগ্রে করিতে হয়। শ্রাদ্ধ যদি রক্ষাহীন হয়, তাহা হইলে রাক্ষসেরা উহা বিনষ্ট করে। ২০৪।

এই কারণে শ্রাদ্ধকার্য্যের আদিতে আবাহন ও অন্তে বিশ্বদেব-বিসর্জনাদি দেবকার্য্য করা উচিত। ইহা পিত্র্যাদ্যন্ত হওয়া (অর্থাৎ প্রথমেই পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের আবাহন ও শেষে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ বিসর্জন করা) উচিত নহে। যে ব্যক্তি দেবকার্য্য না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ ও শেষে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণবিসর্জনান্ত কর্ম করেন, তিনি শ্রাদ্ধবিঘ্নহেতু সত্বর সবংশে নিধন প্রাপ্ত হ'ন। ২০৫।

শ্রাদ্ধের জন্য অস্থি ও অঙ্গারাদিশূন্য পবিত্র ও নির্জনপ্রদেশ স্থির করিয়া, তাহা গোময় দ্বারা লেপিবে। সেই স্থানটি যদি স্বভাবতঃ দক্ষিণ দিকে ক্রমাবনত না হয়, তাহা হইলে যত্নের সহিত সেইরূপ করিবে।২০৬।

স্বভাবশুদ্ধ অরণ্যাদি দেশে, নির্জনপ্রদেশে ও নদী প্রভৃতির তীরে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকেন। ২০৭।

সেই স্থানে কুশযুক্ত আসন পৃথক্ পৃথক্ বিন্যস্ত হইলে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের উত্তমরূপে স্নান ও আচমন সমাপন করিলে তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে একে একে উপবেশন করাইবে। তন্মধ্যে দেবব্রাহ্মণের আসনে পূর্বাগ্র দুই কুশ ও পিতৃব্রাহ্মণের আসনে দক্ষিণাগ্র একটি কুশ প্রদান করিবে। ২০৮।

সেই অনিন্দিত ব্রাহ্মণগণকে আসনে উপবেশন করাইয়া সুগন্ধি কুঙ্কুম চন্দন মাল্য দ্বারা দেবপূর্বক্রমে তাঁহাদিগকে অর্চনা করিবে অর্থাৎ অগ্রে দেবব্রাহ্মণের পরে পিতৃব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ২০৯

তেষামুদকমানীয় সপবিত্রাংস্তিলানপি।
অগ্নৌ কুর্য্যাদনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥২১০॥
অগ্নেঃ সোমযমাভ্যাঞ্চ কৃত্বাপ্যায়নমাদিতঃ।
হবির্দ্দানেন বিধিবৎ পশ্চাৎ সন্তর্পয়েৎ
পিতৃন্ ॥২১১॥
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
যো হ্যগ্নিঃ স দ্বিজো বিপ্রৈর্মন্ত্রদর্শিভিরুচ্যতে ॥২১২॥
অক্রোধনান্ সপ্রসাদান্ বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।
লোকস্যাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রাদ্ধদেবান্
দ্বিজোত্তমান্ ॥২১৩॥
অপসব্যমগ্নৌ কৃত্বা সর্ব্বমাবৃৎপরিক্রমম্।
অপসব্যেন হস্তেন নির্ব্বপেদুদকং ভুবি ॥২১৪॥

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণকে কুশ ও তিলমিশ্রিত অর্ঘ্যজল দান করিয়া সকলের অনুজ্ঞা লইয়া বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে অগ্নিতে হোম করিবে। ২১০।

অগ্নি, সোম, যম—ইহাঁদিগকে অগ্রে বিধিবৎ হবির্দান দ্বারা প্রীত করিয়া পরে অন্নাদিদ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিবে। ২১১।

যদি অগ্নির অভাব হয় (মৃতপত্নীক বা অনুপনীত অবস্থায়) তাহা হইলে ব্রাহ্মণের হস্তেই উক্ত আহুতি তিনটি প্রদান করিবে। যেহেতু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, যিনি অগ্নি তিনিই ব্রাহ্মণ, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ২১২।

ঋষিগণ,—দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে, ক্রোধহীন সদা সুপ্রসন্ন, সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে পুরাতন, লোকসমূহের মঙ্গলবর্দ্ধনে সদা নিরত এবং শ্রাদ্ধকর্ম্মের পাত্রস্বরূপ দেবতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ২১৩।

অগ্নিতে পর্য্যুক্ষণ প্রভৃতি যা কিছু অঙ্গকার্য্য আছে, তাহা করিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া বা দক্ষিণভাগে অগ্নৌকরণ হোম করিবে, পরে দক্ষিণ হস্তে পিণ্ডের আধার ভূমিভাগে জলদান করিবে। ২১৪।

সেই অগ্নি প্রভৃতিকে আহুতি প্রদানের পর হবিঃ-

ত্রীংস্তু তস্মাদ্ধবিঃশেষাৎ পিণ্ডান্ কৃত্বা সমাহিতঃ
ঔদকেনৈব বিধিনা নির্ব্বপেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥২১৫॥
ন্যুপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তাংস্তু প্রয়তো বিধিপূর্ব্বকম্।
তেষু দর্ভেষু তং হস্তং নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্ ॥২১৬॥
আচম্যোদক্ পরাবৃত্য ত্রিরায়ম্য শনৈরসূন্।
ষড়্ঋতূংশ্চ নমস্কুর্য্যাৎ পিতৃনেব চ মন্ত্রবিৎ ॥২১৭॥
উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবজিঘ্রেচ্চ তান্ পিণ্ডান্ যথান্যুপ্তান্
সমাহিতঃ ॥২১৮॥
পিণ্ডেভ্যস্ত্বল্পিকাং মাত্রাং সমাদায়ানুপূর্ব্বশঃ।
তানেব বিপ্রানাসীনান্ বিধিবৎ
পূর্ব্বমাশয়েৎ ॥২১৯॥

শেষ দ্বারা (হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা) তিনটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অনন্যমনে দক্ষিণহস্তের পিতৃতীর্থ দ্বারা কুশের উপর প্রদান করিবে। ২১৫।

স্বগৃহোক্ত বিধানে যত্নপূর্বক দর্ভের উপর পিণ্ডদান করিয়া লেপভুক্ বৃদ্ধ প্রপিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ তিন পুরুষের (প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা এই তিন পুরুষের, কু-টী) তৃপ্তির জন্য সেই কুশের মূলদেশে হস্ত ঘর্ষণ করিবে। ২১৬।

অতঃপর আচমন করিয়া উত্তরমুখে ধীরে ধীরে তিনটি প্রাণায়াম করিয়া 'বসন্তায় নমস্তুভ্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ছয় ঋতুকে নমস্কার করিবে এবং 'নমো বঃ পিতরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণমুখে পিতৃগণকে নমস্কার করিবে। ২১৭।

(পিণ্ডদানের পূর্বে পিণ্ডের সমীপে রক্ষিত) উদকপাত্রস্থ শেষজল প্রত্যেক পিণ্ডের সমীপদেশে ক্রমে ক্রমে উৎসর্গ করিবে এবং যে ক্রমে পিণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, অনন্যমনে সেই ক্রমেই প্রত্যেক পিণ্ডের আঘ্রাণ লইবে। ২১৮।

পরে পিতৃপিণ্ডক্রমে প্রত্যেক পিণ্ড হইতে অল্প অল্প অংশ গ্রহণ করিয়া, আসীন সেই ব্রাহ্মণগণকে ক্রমে ক্রমে অগ্রে (অন্নদানের পূর্বে) ভোজন করাইবে। ২১৯।

ধ্রিয়মাণে তু পিতরি পূর্ব্বেষামেব নির্ব্বপেৎ।
বিপ্রবদ্বাপি তং শ্রাদ্ধে স্বকং পিতরমাশয়েৎ ॥২২০॥
পিতা যস্য নিবৃত্তঃ স্যাজ্জীবেদ্বাপি পিতামহঃ।
পিতুঃ স নাম সংকীর্ত্ত্য কীর্ত্তয়েৎ
প্রপিতামহম্ ॥২২১॥
পিতামহো বা তচ্ছ্রাদ্ধং ভুঞ্জীতেত্যব্রবীন্ মনুঃ।
কামং বা সমনুজ্ঞাতঃ স্বয়মেব সমাচরেৎ ॥২২২॥
তেষাং দত্ত্বা তু হস্তেষু সপবিত্রং তিলোদকম্।
তৎপিণ্ডাগ্রং প্রযচ্ছেত স্বধৈষামস্ত্বিতি ব্রুবন্॥২২৩॥
পাণিভ্যাস্তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতম্ ॥
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনি-
ক্ষিপেৎ ॥২২৪॥

পিতা জীবিত থাকিলে, পিতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে অথবা পিতৃব্রাহ্মণ স্থানে স্বীয় পিতাকেই ভোজন করাইবে। (পিতা জীবিত থাকিতে প্রায়শ্চিত্তের জন্য পার্বণ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে অধিকার আছে)। ২২০।

কিন্তু যাহার পিতা মরিয়াছেন ও পিতামহ জীবিত আছেন, তিনি পিতা ও প্রপিতামহের শ্রাদ্ধ করিবেন। ২২১।

(ঐ স্থলে) জীবিত পিতামহ—পিতামহের ব্রাহ্মণস্থানীয় হইয়া ভোজন করিবেন (যেমন পিতা জীবিত থাকিলে তাঁহাকে ভোজন করান হয়)। অথবা পৌত্র তাঁহার অনুমতি লইয়া ইচ্ছামত স্বয়ং শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিবেন, ইহা মনু বলিয়াছেন।২২২।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণের হস্তে দর্ভ ও তিলযুক্ত জল দিয়া পূর্বকথিত পিণ্ডের অগ্রভাগগুলি 'পিত্রে স্বধাস্তু' ইত্যাদি বলিয়া সমর্পণ করিবে। ২২৩।

ইহার পরই অন্নপূর্ণপাত্র স্বয়ং উভয় করে ধারণ করিয়া পরিবেষণের জন্য পিতৃলোকের ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। ২২৪ ।

উভয়োর্হস্তয়োর্মুক্তং যদন্নমুপনীয়তে।
তদ্বিপ্রলুম্পন্ত্যসুরাঃ সহসা দুষ্টচেতসঃ ॥২২৫॥
গুণাংশ্চ সূপশাকাদ্যান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু।
বিন্যসেৎ প্রয়তঃ সম্যগ্ ভূমাবেব সমাহিতঃ ॥২২৬॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ ॥২২৭॥
উপনীয় তু তৎ সর্বং শনকৈঃ সুসমাহিতঃ।
পরিবেষয়েৎ প্রয়তো গুণান্ সর্ব্বান্
প্রচোদয়ন্ ॥২২৮॥
নাস্রমাপাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ।
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ ॥২২৯॥
অস্রং গময়তি প্রেতান্ কোপোঽরীননৃতং শুনঃ।
পাদস্পর্শস্তু রক্ষাংসি দুষ্কৃতীনবধূননম্ ॥২৩০॥

দুই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন আনা হয় বা পরিবেষণ করা যায়, দুষ্টচিত্ত অসুরেরা তাহা হঠাৎ অপহরণ করে। ২২৫।

শাক সূপ প্রভৃতি ব্যঞ্জনসকল, পয়ো দধি ঘৃত, মধু—এ সকল পরিবেষণের পূর্বে অতি সাবধান হইয়া অনন্যমনে ভূমিতে স্থাপন করিবে। ২২৬।

বিবিধপ্রকার ভক্ষ্য (মোদকাদি), ভোজ্য (পায়সাদি), নানাবিধ ফলমূল, মনোমত মাংস, সুবাসিত জল এই সকল ক্রমে ক্রমে সমাহিতমনে ব্রাহ্মণগণসমীপে উপস্থিত করিয়া তৎপরে অতি সাবধানে এই সকল দ্রব্যের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে পরিবেষণ করিবে। ২২৭-২৮।

পরিবেষণকালে অশ্রুপাত করিবে না, অন্নহস্তে ক্রোধ করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, পাদ দ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না কিংবা পরিবেষণ পাত্র হইতে ছুঁড়িয়া বা ছড়াইয়া ভোজনপাত্রে দিবে না। ২২৯।

অন্নহস্তে অশ্রুপাত করিলে সেই অন্নদ্বারা প্রেতদিগের তৃপ্তিবর্দ্ধন, ক্রোধ করিলে সেই অন্নদ্বারা শত্রুদিগের, মিথ্যা কথা বলিলে তাহার দ্বারা কুক্কুর-দিগের, পাদস্পর্শ দ্বারা রাক্ষসদিগের এবং অন্ন প্রক্ষিপ্ত

যদ্ যদ্ রোচেত বিপ্রেভ্যস্তত্তদ্দদ্যাদমৎসরঃ।
ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণামেত-
দীপ্সিতম্ ॥২৩১॥

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ ॥২৩২॥
হর্ষয়েদ্ ব্রাহ্মণাংস্তুষ্টো ভোজয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
অন্নাদ্যেনাসকৃচ্চৈতান্ গুণৈশ্চ পরিচোদয়েৎ ॥২৩৩॥
ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।
কুতপঞ্চাসনে দদ্যাৎ তিলৈশ্চ বিকিরেন্মহীম্ ॥২৩৪॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥২৩৫॥

অত্যুষ্ণং সর্ব্বমন্নং স্যাদ্ ভুঞ্জীরংস্তে চ বাগ্‌যতাঃ।
ন চ দ্বিজাতয়ে ব্রূয়ুর্দাত্রা পৃষ্টা হবির্গুণান্ ॥২৩৬॥
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
পিতরস্তাবদশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥২৩৭॥
যদ্বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্ ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ভুঙ্‌ক্তে তদ্বৈ রক্ষাংসি
ভুঞ্জতে ॥২৩৮॥

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কুটঃ শ্বা তথৈব চ।
রজস্বলা চ ষণ্ঢশ্চ নেক্ষেরন্নশ্নতো দ্বিজান্ ॥২৩৯॥
হোমে প্রদানে ভোজ্যে চ যদেভিরভিবীক্ষ্যতে।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে বা তদ্গচ্ছত্যযথাতথম্ ॥২৪০॥

হইলে দুষ্কৃতকারিগণের তৃপ্তি হয়। এইরূপ অন্নে পিতৃ-লোকের কখনও তৃপ্তি হয় না। ২৩০।

যেরূপ ভোজ্যগ্রহণে ব্রাহ্মণগণের অভিরুচি হয়, অকপটভাবে সেইরূপ দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে পরিবেষণ করিবে। ব্রাহ্মণভোজনকালে পরমাত্মবিষয়ক আলাপ পিতৃগণের অভীপ্সিত। ২৩১।

শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ, এবং খিল অর্থাৎ শ্রীসূক্তাদি শুনাইতে হয়। ২৩২।

(শ্রাদ্ধকর্ত্তা) আপনি প্রসন্নচিত্তে প্রিয়বচনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রীতি-উৎপাদন করিবে, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবে। ২৩৩।

দৌহিত্র ব্রহ্মচারী হইলেও যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, ইহাকে বসিবার জন্য নেপাল—কম্বলের আসন প্রদান করিবে ও সেই ভূমিতে তিল ছড়াইবে। ২৩৪।

শ্রাদ্ধকার্য্যে দৌহিত্র, নেপালদেশীয় কম্বল ও তিল এই তিনটি পরম পবিত্র জানিবে। শৌচ, অক্রোধ ও অত্বরা (তাড়াতাড়ি কোন কর্ম না করিয়া শান্তভাবে করা) এই তিনটি অতি প্রশস্ত বলিয়া শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশংসিত হয়। ২৩৫।

সমুদয় অন্ন অত্যুষ্ণ হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ বাক্য সংযত করিয়া ভোজন করিবেন। দাতা ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা বাক্যদ্বারা কিছুই উত্তর দিবেন না। ২৩৬।

যতক্ষণ অন্ন উষ্ণ থাকে, যতক্ষণ ব্রাহ্মণগণ বাগ্‌যত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, এবং যতক্ষণ ভোজ্যের গুণাগুণ বলা না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণ ব্রাহ্মণ মুখে তাহা ভোজন করেন। ২৩৭।

মস্তক বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়, পাদুকাধারণ করিয়া যে অন্ন ভোজন করা যায়—তাহা রাক্ষসেরাই ভোজন করে। ২৩৮।

ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন—এমন সময়ে চণ্ডাল, শূকর, কুক্কুট, কুক্কুর, রজস্বলা নারী, এবং ক্লীব যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়, এমন উপায় করিবে। ২৩৯।

হোমে, দানকার্য্যে, ভোজনে, দৈব অথবা পিতৃকর্মে ইহাদের দ্বারা যাহা যাহা দৃষ্ট হয়, সেই কর্ম যথাযথ ফল উৎপাদন করে না। ২৪০।

ঘ্রাণেন শূকরো হন্তি পক্ষবাতেন কুক্কুটঃ।
শ্বা তু দৃষ্টিনিপাতেন স্পর্শেনাবরবর্ণজঃ ॥২৪১॥
খঞ্জো বা যদি বা কাণো দাতুঃ প্রেষ্যোঽপি বা ভবেৎ।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েৎ ততঃ ॥২৪২॥
ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥২৪৩॥
সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি ॥২৪৪॥
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥২৪৫॥
উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য চ।
দাসবর্গস্য তৎ পিত্র্যে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে ॥২৪৬॥
আসপিণ্ডক্রিয়াকর্ম্ম দ্বিজাতেঃ সংস্থিতস্য তু।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকন্তু নির্ব্বপেৎ॥২৪৭॥
সহপিণ্ডক্রিয়ায়ান্তু কৃতায়ামস্য ধর্ম্মতঃ।
অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপণং সুতৈঃ ॥২৪৮॥
শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রযচ্ছতি।
স মূঢ়ো নরকং যাতি কালসূত্রমবাক্‌শিরাঃ ॥২৪৯॥
শ্রাদ্ধভুগ্ বৃষলীতল্পং তদহর্যোঽধিগচ্ছতি।
তস্যাঃ পুরীষে তন্মাসং পিতরস্তস্য শেরতে ॥২৫০॥
পৃষ্ট্বা স্বদিতমিত্যেবং তৃপ্তানাচাময়েৎ ততঃ।
আচান্তাংশ্চানুজানীয়াদভি ভো রম্যতামিতি ॥২৫১॥

শূকর ঘ্রাণের দ্বারা, কুক্কুট পক্ষবায়ু দ্বারা, কুক্কুর দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা এবং শূদ্র স্পর্শ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম নষ্ট করে। ২৪১।

খঞ্জ, কাণ, হীনাঙ্গ অথবা অধিকাঙ্গ ব্যক্তি ইহারা যদি শ্রাদ্ধদাতার ভৃত্যও হয়, তথাপি ইহাদিগকে শ্রাদ্ধের স্থান হইতে অপসারণ করিবে। ২৪২।

অতিথিরূপে কোন ব্রাহ্মণ অথবা কোন ভিক্ষুক ভোজনের নিমিত্ত গৃহে সমাগত হইলে শ্রাদ্ধকর্তা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া উহাদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে। ২৪৩।

ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইবার পর সর্বপ্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি একত্রিত ও জলদ্বারা প্লাবিত করিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মুখস্থ-ভূমিতে কুশের উপরে প্রদান করিবে। ২৪৪।

অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য মৃত (দুইবৎসর ও তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক) বালক ও যাহারা নিরপরাধা কুলকামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত হইয়াছে— (অথবা যে সকল স্ত্রী স্বকীয় কুল ত্যাগ করিয়া মৃত হইয়াছে) কুশের উপরে প্রদত্ত ঐ বিপ্রপাত্রোচ্ছিষ্ট তাহাদের প্রাপ্য ভাগ জানিবে। ২৪৫।

শ্রাদ্ধকর্মে যে উচ্ছিষ্ট অন্ন ভূমিতে পড়িয়া যায়, তাহা সরলস্বভাব আলস্যশূন্য অকুটিলহৃদয় দাসবর্গের প্রাপ্য ভাগ বলিয়া ঋষিগণ বলিয়াছেন। ২৪৬।

সপিণ্ডীকরণের পূর্ব পর্য্যন্ত (যে সকল মাসিক) শ্রাদ্ধ মৃতব্রাহ্মণের জন্য করিতে হয়, তাহাতে দৈবপক্ষ নাই, একব্রাহ্মণ, একপিণ্ড, এক পবিত্র (আবাহন ও অগ্নৌকরণ নাই) আবশ্যক। ২৪৭।

মৃতব্যক্তির ধর্মানুসারে সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত হইলে পুত্রেরা মৃতাহপ্রভৃতি সকল তিথিতে পার্বণের রীতিক্রমে উহার পিণ্ডদান করিবেন। ২৪৮।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দেয়, সেই মুর্খ মৃত হইয়া কালসূত্র-নামক নরকে অধোমুখে পতিত হয়। ২৪৯।

শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেই দিবারাত্রির মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগ করে, তাহার পিতৃলোক সেই স্ত্রীর বিষ্ঠাতে একমাস শয়ন করিয়া থাকেন। ২৫০।

ব্রাহ্মণেরা (ভোজনে) পরিতৃপ্ত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে "স্বদিত" (উত্তম আহার হইয়াছে ত ?) এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আচমন করাইবে। আচমন করিলে তাঁহাদিগকে 'ভো অভিরম্যতাম্' (বিশ্রাম করুন) এই কথা বলিয়া বিশ্রামের জন্য নিবেদন করিবে। ২৫১।

স্বধাস্ত্বিত্যেব তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্।
স্বধাকারঃ পরা হ্যাশীঃ সর্ব্বেষু পিতৃকর্ম্মসু ॥২৫২॥
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষং নিবেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়ুস্তথা কুর্য্যাদনুজ্ঞাতস্ততো দ্বিজৈঃ ॥২৫৩॥
পিত্র্যে স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠে তু সুশ্রুতম্
সম্পন্নমিত্যভ্যুদয়ে দৈবে রুচিতমিত্যপি ॥২৫৪॥
অপরাহ্ণস্তথা দর্ভা বাস্তুসম্পাদনং তিলাঃ।
সৃষ্টির্মূষ্টির্দ্বিজাশ্চাগ্র্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু সম্পদঃ ॥২৫৫॥
দর্ভাঃ পবিত্রং পূর্ব্বাহ্ণো হবিষ্যাণি চ সর্ব্বশঃ।
পবিত্রং যচ্চ পূর্ব্বোক্তং বিজ্ঞেয়া হব্যসম্পদঃ ॥২৫৬॥

মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে ॥২৫৭॥
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তাংস্তু নিয়তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ।
দক্ষিণাংন্দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচেতেমান্
বরান্ পিতৄন্ ॥২৫৮॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥২৫৯॥
এবং নির্ব্বপণং কৃত্বা পিণ্ডাংস্তাংস্তদনন্তরম্।
গাং বিপ্রমজমগ্নিং বা প্রাশয়েদপ্সু বা
ক্ষিপেৎ ॥২৬০॥

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে 'স্বধাস্ত' (স্বধা হউক্) এই কথা বলিবেন, যেহেতু শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি সকল পিতৃকার্য্যে স্বধাশব্দের উচ্চারণ পরম আশীর্বাদ। ২৫২।

স্বধাশব্দে আশীর্বাদ করিলে পর 'অবশিষ্ট অন্ন কাহাকে দিব' এই কথা সেই ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিবে এবং তাহাতে তাঁহারা যাঁহাকে দিতে বলিবেন—তাঁহাদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেই অন্ন তাহাকেই দিবে। ২৫৩।

পিতামাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে 'স্বদিত' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিবে। গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে (দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধের মধ্যে শুদ্ধির জন্য অষ্টসংখ্যক গোষ্ঠীশ্রাদ্ধের বিধান আছে তাহাতে) 'সুশ্রুত' এই কথা বলিবে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে 'সম্পন্ন' এই কথা, এবং দেবোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধে 'রুচিত' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জিজ্ঞাসা করিবে। ২৫৪।

অপরাহ্ণকাল, কুশপ্রভৃতি দ্রব্য, উত্তমরূপে মার্জিত গৃহাদি প্রদেশ, তিল, অকাতরে অন্নাদিদান, অন্নসংস্কার, পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ,—শ্রাদ্ধকর্মে এই সকল প্রধান সম্পদ্ বা অঙ্গ। কুশ, মন্ত্র, পূর্বাহ্ণকাল, হবিষ্যান্নসমূহ এবং পূর্বে যে সকল পবিত্র গৃহাদির কথা বলা হইয়াছে, এ সমস্তই দৈবকার্য্যে সম্পদ্ বলিয়া জানিবে।২৫৫-৫৬।

মুনিজনসেব্য নীবার (আরণ্য বা তৃণধান্যজাত) অন্ন, দুগ্ধ, সোমরস, অবিকৃত সদ্যোমাংস, সৈন্ধব প্রভৃতি অকৃত্রিম লবণ, এই সকল দ্রব্যকে স্বভাবতঃ হবিঃ বলিয়া ঋষিগণ নির্দেশ করিয়াছেন। ২৫৭।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিয়া শুচিভাবে মৌনাবলম্বী হইয়া একাগ্রচিত্তে সতৃষ্ণনয়নে দক্ষিণদিক্ অবলোকন করিতে করিতে পিতৃলোকের নিকট এই সকল বর প্রার্থনা করিবে। ২৫৮।

হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, অধ্যয়ন অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়, আমাদের পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বর্দ্ধিত হয়। বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্য যেন দেয় দ্রব্য বহু হয়। ২৫৯।

এইরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার পর সেই পিণ্ডগুলি গাভী, ব্রাহ্মণ, বহ্নি অথবা ছাগের দ্বারা ভোজন করাইবে, কিংবা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ২৬০।

পিণ্ডনির্ব্বপণং কেচিৎ পুরস্তাদেব কুর্ব্বতে।
বয়োভিঃ খাদয়ন্ত্যন্যে প্রক্ষিপন্ত্যনলেঽপ্সু বা ॥২৬১॥
পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী পিতৃপূজনতৎপরা।
মধ্যমন্তু ততঃ পিণ্ডমদ্যাৎ সম্যক্ সুতার্থিনী ॥২৬২॥
আয়ুষ্মন্তং সুতং সূতে যশোমেধাসমন্বিতম্।
ধনবন্তং প্রজাবন্তং সাত্ত্বিকং ধার্ম্মিকং তথা ॥২৬৩॥
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিপ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।
জ্ঞাতিভ্যঃ সৎকৃতং দত্ত্বা বান্ধবানপি ভোজয়েৎ॥২৬৪
উচ্ছেষণন্তু তৎ তিষ্ঠেদ্ যাবদ্বিপ্রা বিসর্জ্জিতাঃ।
ততো গৃহবলিং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥২৬৫॥

কোন কোন আচার্য্য অগ্রে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা (উৎসৃষ্ট) পিণ্ডগুলি পক্ষিগণকে খাওয়াইয়া থাকেন, অপর আচার্য্যগণ পিণ্ডগুলিকে অগ্নিতে বা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ২৬১।

পতির পিতৃদিগের প্রতি ভক্তিমতী পতিব্রতা ধর্মপত্নী যদি বিশিষ্ট পুত্র প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তিনি (গৃহোক্তমন্ত্রদ্বারা) মধ্যম পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ড ভোজন করিবেন। ২৬২।

সেই পিণ্ড ভোজন করিলে সেই ধর্মপত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়,—সে আয়ুষ্মান্, যশস্বী, মেধাবী, ধনবান্, সন্ততিযুক্ত, সাত্ত্বিক ও ধার্মিক হইয়া থাকে। ২৬৩।

ইহার পর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া পরম সমাদরে জ্ঞাতিদিগকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতিদিগের সেবা শেষ হইলে মাতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে ভোজন করাইবে। ২৬৪।

যতক্ষণ না ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে প্রস্থান করেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্ট মার্জ্জনা করিবে না। শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন হইলে বৈশ্বদেবাদি নিত্যকর্ম সকল (হোম, নিত্যশ্রাদ্ধ ও অতিথি ভোজনাদি) করিবে ইহাই বিহিত ধর্ম বা ধর্মব্যবস্থা। ২৬৫।

হবির্যচ্চিররাত্রায় যচ্চানন্ত্যায় কল্পতে।
পিতৃভ্যো বিধিবদ্দত্তং তৎ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২৬৬॥
তিলৈর্ব্রীহি-যবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূল-ফলেন বা।
দত্তেন মাসং প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাং ॥২৬৭॥
দ্বৌ মাসৌ মৎস্য-মাংসেন ত্রীন্ মাসান্ হারিণেন চ।
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ ॥ ২৬৮ ॥
ষণ্মাংসাশ্ছাগমাংসেন পার্ষতেন চ সপ্ত বৈ।
অষ্টাবেণস্য মাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥ ২৬৯ ॥
দশ মাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহ-মহিষামিষৈঃ।
শশ-কূর্ম্ময়োস্তু মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু ॥২৭০॥

যে যে অন্ন পিতৃলোককে যথাবিধি প্রদান করিলে উহা তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী অক্ষয় তৃপ্তির কারণ হয়, তাহা আমি বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। ২৬৬।

তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণ মাষকলায়, জল, মূল ও ফল,—ইহার মধ্যে যে কোন বস্তু শ্রদ্ধাপূর্বক যথাবিধি প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন। ২৬৭।

পাঠীন (বোয়াল) প্রভৃতি মৎস্যের মাংস দ্বারা পিতৃলোক দুইমাস তৃপ্ত থাকেন, হরিণমাংস দ্বারা তিনমাস, মেষমাংস দ্বারা চারমাস এবং দ্বিজাতি-ভক্ষ্য পক্ষিমাংস দ্বারা পাঁচমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকেন। ২৬৮।

ছাগমাংসের দ্বারা তাঁহারা ছয়মাস তৃপ্ত থাকেন, চিত্রিত মৃগমাংস দ্বারা সাতমাস, এণজাতীয় মৃগমাংস দ্বারা আটমাস এবং রুরুজাতীয় মৃগমাংস দ্বারা নয়মাস কাল তৃপ্ত থাকেন। ২৬৯।

বন্যবরাহ ও মহিষমাংস দ্বারা পিতৃলোক দশমাস কাল তৃপ্ত থাকেন, এবং শশ ও কচ্ছপমাংস দ্বারা এগার মাস তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি থাকে। ২৭০।

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বার্ধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥২৭১॥
কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়্গলোহামিষং মধু।
আনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানি চ সর্ব্বশঃ ॥২৭২॥
যৎকিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাৎ তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥২৭৩॥
অপি নঃ স কুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধু-সর্পির্ভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ ॥২৭৪॥
যদ্‌যদ্দদাতি বিধিবৎ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
তৎ তৎ পিতৃণাং ভবতি পরত্রানন্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৭৫॥

গোদুগ্ধ এবং পায়স দ্বারা তাঁহাদিগের সংবৎসর তৃপ্তি থাকে, এবং বার্ধ্রীণসমাংসে তাঁহাদের দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী তৃপ্তি হয়। (যে বৃদ্ধ শুক্ল ছাগলের জলপানকালে দুই কর্ণ ও জিহ্বা এই তিনটি জলস্পর্শ করে, তাহাকে বার্ধ্রীণস বলে)। ২৭১।

কালশাকনামক শাক, যে সকল মৎস্যের বড় বড় শল্ক (আঁইস্) আছে,—সেই সমুদয় মৎস্য, গণ্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস, মধু এবং নীবারাদি মুনিজনভক্ষ্য অন্ন,—এই সকল দ্রব্য দ্বারা পিতৃলোকের অনন্তকালের জন্য তৃপ্তি সাধিত হয়। ২৭২।

বর্ষাকালে মঘানক্ষত্রে যদি ত্রয়োদশীর যোগ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে যে কোন মধুমিশ্রিত অন্ন পিতৃলোককে প্রদান করা উচিত, তাহাতেও তাঁহাদের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে। ২৭৩।

পিতৃলোকেরা প্রার্থনা করেন যে,—'এমন বংশধর যেন আমাদের কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যে মঘা-ত্রয়োদশীতে অথবা অন্য তিথিতেও যে সময়ে (প্রাক্-কুঞ্জরচ্ছায়' যোগ হয় (হস্তীর ছায়া পূর্বদিকে পড়ে), সেই সময়ে আমাদিগকে ঘৃত-মধুযুক্ত পায়স দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে।

(আশ্বিনমাসে সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে থাকিতে, মুখ্য-চান্দ্র ভাদ্রমাসের মঘাযুক্ত-কৃষ্ণত্রয়োদশী হইলে 'কুঞ্জরচ্ছায়' যোগ হয়। পিতৃগণ সেই যোগে শ্রাদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন। কেবল মঘাত্রয়োদশী অপেক্ষা 'কুঞ্জরচ্ছায়' যোগে ফলাধিক্য, এজন্য তাহার বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইল। ২৭৪।

সম্যক্ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃলোককে যাহা কিছু অন্নাদি দান করা যায়, পরকালে তাহা পিতৃলোকের অক্ষয় ও অনন্ত তৃপ্তির কারণ হয়। ২৭৫।

কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শ্রাদ্ধে প্রশস্তাস্তিথয়ো যথৈতা ন তথেতরাঃ ॥২৭৬॥
যুক্ষু কুর্ব্বন্ দিনর্ক্ষেষু সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে।
অযুক্ষু তু পিতৄন্ সর্ব্বান্ প্রজাং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্ ॥২৭৭॥
যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্ব্বপক্ষাদ্বিশিষ্যতে।
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্ব্বাহ্লাদপরাহ্লো বিশিষ্যতে ॥২৭৮॥
প্রাচীনাবীতিনা সম্যগপসব্যমতন্দ্রিণা।
পিত্র্যমা নিধনাৎ কার্য্যং বিধিবদ্দর্ভপাণিনা ॥২৭৯॥

চতুর্দ্দশী ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দশমী হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে পাঁচ তিথি, ইহারা শ্রাদ্ধকার্য্যে যেমন প্রশস্ত, অন্য প্রতিপদাদি তিথিগুলি সেরূপ নহে। ২৭৬।

দ্বিতীয়া চতুর্থীপ্রভৃতি যুগ্ম তিথিতে ও ভরণী, রোহিণী প্রভৃতি যুগ্ম নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। আর অযুগ্ম তিথিতে অর্থাৎ প্রতিপৎ তৃতীয়া প্রভৃতি তিথিতে, এবং অযুগ্ম নক্ষত্রে অর্থাৎ অশ্বিনী কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে ধনবিদ্যাদিসম্পন্ন সন্তান লাভ করা যায়। ২৭৭।

শ্রাদ্ধকার্য্যে অপরপক্ষ (কৃষ্ণপক্ষ) যেমন পূর্বপক্ষ (শুক্লপক্ষ) হইতে বিশেষ ফলদায়ী, তেমনি পূর্বাহ্ণ হইতে অপরাহ্ণও শ্রাদ্ধকার্য্যে বিশেষ ফল প্রদান করে। প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞসূত্রধারী) ও নিরলস হইয়া কুশহস্তে সম্যক্ পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত যথাবিধি সমুদায় পিতৃকার্য্য সমাপন করিবে। ২৭৮-৭৯।

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত রাক্ষসী কীর্ত্তিতা হি সা।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব সূর্য্যে চৈবাচিরোদিতে ॥২৮০॥

অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্দস্যেহ নির্ব্বপেৎ।
হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসু পাঞ্চযজ্ঞিকমন্বহম্ ॥ ২৮১ ॥

ন পৈতৃযজ্ঞিয়ো হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।
ন দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্নের্দ্বিজন্মনঃ ॥ ২৮২ ॥

যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব কৃৎস্নমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্ ॥২৮৩॥

বসূন্ বদন্তি তু পিতৃন্ রুদ্রাংশ্চৈব পিতামহান্।
প্রপিতামহাংস্ত্বাদিত্যান্ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥২৮৪॥

বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥ ২৮৫॥

এতদ্বোঽভিহিতং সর্ব্বং বিধানং পাঞ্চযজ্ঞিকম্।
দ্বিজাতিমুখ্যবৃত্তীনাং বিধানং শ্রূয়তামিতি ॥ ২৮৬ ॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করিবে না, রাত্রিকে মনু-প্রভৃতি ঋষিরা রাক্ষসী বলিয়াছেন: (রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধের ফল হয় না।) উভয় সন্ধ্যাকালেও শ্রাদ্ধ করিবে না, অথবা অচিরে সূর্য্য উদিত হইয়াছেন এমন কালেও (ত্রিমুহূর্ত্ত প্রাতঃকালেও) শ্রাদ্ধ করিবে না। ২৮০।

যদি মাসে মাসে পূর্ববিহিত শ্রাদ্ধ করিতে না পারে তবে, এই বিধানমতে বৎসরমধ্যে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত শ্রাদ্ধকার্য্য প্রতিদিন করিবে। ২৮১।

পিতৃযজ্ঞে যে হোম বিহিত হইয়াছে, তাহা লৌকিক অগ্নিতে (শ্রৌত স্মার্ত্ত ভিন্ন অপর অগ্নিতে) করিবে না। সাগ্নিক দ্বিজাতি অমাবস্যা ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষের দশমী প্রভৃতি তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। (কিন্তু মৃতাহ-শ্রাদ্ধ কৃষ্ণপক্ষে ও মৃততিথিতে করিতে পারিবে—কু-টী)। ২৮২।

(নিত্য শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ) দ্বিজগণ স্নানান্তে জল দ্বারা যে পিতৃলোকের তর্পণ করেন, তখন তিনি তাহার দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হ'ন। ২৮৩।

ঋষিরা পিতৃগণকে বসু বলিয়া থাকেন, পিতামহ-গণকে রুদ্র ও প্রপিতামহগণকে আদিত্য বলেন। পিতৃলোকের এইরূপ দেবভাব সনাতনী শ্রুতি-সম্মত। ২৮৪।

নিত্যই বিঘসভোজী হইবে বা নিত্যই অমৃত-ভোজন করিবে। ভুক্তশেষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে বিঘস বলে, এবং যজ্ঞের অবশিষ্ট পুরোডাশ প্রভৃতিকে অমৃত বলা হয়। ২৮৫।

আমি তোমাদিগকে পঞ্চযজ্ঞের ও তাহার আনুষঙ্গিক সমুদায় অনুষ্ঠানের বিধান এই বলিলাম। এবার ব্রাহ্মণগণের জীবিকা নির্বাহের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৮৬।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥১॥
অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥২॥
যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্ ॥৩॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥৪॥
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥৫॥

সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬॥
কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যহৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা ॥৭॥
চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
জ্যায়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেয়ো ধর্ম্মতোলোকজিত্তমঃ॥৮॥
ষট্‌কর্ম্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্বাভ্যামেকশ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি ॥৯॥

দ্বিজ, জীবনের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুগৃহে বাস করিয়া (সমাবৃত্ত হইলে) জীবনের দ্বিতীয়ভাগে দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ গৃহে অবস্থান করিবেন। ১।

যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র দ্রোহ (অনিষ্ট) না হয়, অথবা (অভাব পক্ষে যতটুকু না করিলে নয়) ততটুকু অল্পদ্রোহ (অনিষ্ট) হয়, (ব্রাহ্মণের পক্ষে) আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা সংগ্রহ করা উচিত। ২।

প্রাণযাত্রা মাত্র নির্বাহ হয়—এই লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া নিজ বর্ণবিহিত অনিন্দিত কর্মদ্বারা ধনোপার্জন করিবে। ৩।

ঋত এবং অমৃত-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে, অথবা মৃত বা প্রমৃতের দ্বারা কিংবা সত্যানৃতের দ্বারাও জীবিকানির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার জন্য কখনও শ্ববৃত্তি (দাসত্ব) অবলম্বন করিবে না। ৪।

ভূপতিত ধান্যাদিকণা এক একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া আনার নাম উঞ্ছবৃত্তি, আর ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত ধান্যাদির মঞ্জরী তুলিয়া আনার নাম শিলবৃত্তি। এই উঞ্ছ-শিলবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করাকে ঋতবৃত্তি বলা হয়, অযাচিত ভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহার নাম অমৃতবৃত্তি, ভিক্ষা জীবিকাকে মৃতবৃত্তি এবং কৃষি জীবিকাকে প্রমৃত বৃত্তি বলা হয়। ৫।

বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, তাহার দ্বারাও জীবন যাপন করিবে, কিন্তু সেবা বা দাসত্ব, যাহাকে শ্ববৃত্তি বলা হয়, তাহা সর্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবে। ৬।

কুশূলধান্যক (তিন বৎসর বা তাহার কিছু অধিক কাল যে পরিমাণ সঞ্চিত ধান্য দ্বারা সপরিজন যাহার চলে এরূপ) অথবা কুম্ভীধান্যক (যে পরিমাণ সঞ্চিত ধান্য দ্বারা একবৎসর বা তাহার কিছু অধিক কাল সপরিজন যাহার চলে, এরূপ) হইবে। কিংবা সপরিবারে তিনদিন চলে এমন সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে অথবা আগামীদিনের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করিবে না। ৭।

এই চার প্রকার জীবিকা অবলম্বনকারী (কুশূল-ধান্যক, কুম্ভীধান্যক, তিন দিন সঞ্চয়ী ও অসঞ্চয়ী) গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পর পর ক্রমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হ'ন। কারণ, বৃত্তিসংকোচরূপ (সংযম) ধর্মদ্বারা স্বর্গাদিলোক বিশেষভাবে জয় করা যায়। ৮।

বহু পোষ্যবর্গ যাহার, এরূপ গৃহস্থ ঋত, অযাচিত, ভিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ এই ছয় প্রকার বৃত্তি

বর্ত্তয়ংশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টীঃ পার্ব্বায়নান্তীয়াঃ কেবলা নির্ব্বপেৎ সদা ॥১০॥
ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥১১॥
সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥১২॥
অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ।
স্বর্গ্যায়ুষ্যযশস্যানি ব্রতানীমানি ধারয়েৎ ॥১৩॥

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১৪॥
নেহেতোর্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা।
ন বিদ্যমানেষ্বর্থেষু নার্ত্ত্যামপি যতস্ততঃ ॥১৫॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ ॥১৬॥
সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥ ১৭ ॥

দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে যাহার তাহার অপেক্ষা অল্প পরিবার এরূপ গৃহস্থ তিনটি জীবিকা গ্রহণ করিতে পারেন, অর্থাৎ যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে পারেন। তাহার অপেক্ষাও অল্প পোষ্য হইলে অধ্যাপনা ও যাজন দ্বারা এবং সর্বাপেক্ষা অল্প পরিবারযুক্ত হইলে কেবল অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন। ৯।

উঞ্ছ-শিলবৃত্তি দ্বারা যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহার পক্ষে ধনসাধ্য কোন পুণ্যকর্ম করিবার শক্তি না থাকায়, কেবলমাত্র অগ্নিহোত্র পরায়ণ হইবেন এবং পর্ব ও অয়নান্তে যে সকল যজ্ঞ করিতে হয় অর্থাৎ দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি সেই যজ্ঞ করিবেন। ১০।

জীবিকার জন্য কখনও লোকবৃত্তের অনুকরণ করিবে না, মিথ্যা-প্রিয়বাক্যকথন বা বিচিত্র পরিহাস-কথা দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করার নাম লোকবৃত্তের অনুকরণ। যাহা দম্ভ ছলাদিশূন্য সরল—যেরূপ জীবিকা-লাভে কোনরূপ শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা বিশুদ্ধ অর্থাৎ বৈশ্য প্রভৃতির বৃত্তির সহিত যাহার মিশ্রণ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ-জীবিকা (যজন-যাজনাদি) দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জীবনযাপন করিবেন। ১১।

সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধনাগমের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন, যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ। ১২।

স্নাতক (গৃহস্থ) দ্বিজ উপরি কথিত বৃত্তিসকলের মধ্যে কোন একটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বর্গসাধন, আয়ুষ্কর ও যশস্কর (বক্ষ্যমাণ) এই সকল নিয়ম পালন করিবেন। ১৩।

যাবজ্জীবন অনলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন। যথাশক্তি সেই সকল কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই দ্বিজ পরমা গতি লাভ করিয়া থাকেন। (নিত্যকর্ম সম্পাদন করিলে পাপক্ষয় হয়, পাপক্ষয়ের ফলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ও তাহার ফলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে)। যে বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের শীঘ্র আসক্তি হয়, এমন সব গীতবাদ্য প্রভৃতি কর্ম দ্বারা অর্থোপার্জনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়, অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্য-যাজনাদি দ্বারা, অথবা সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিতে, কিংবা জীবিকার অত্যন্ত কষ্ট হইলেও যেখান সেখান হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করিবে না। ১৪-১৫।

ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হইবে না। যদি কোন বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আসে, তাহা হইলে মনোবল দ্বারা (ভোগ্য বিষয়গুলি অস্থির, স্বর্গ ও মোক্ষের বিরোধী এরূপ ভাবনা দ্বারা) ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিবে। বেদাভ্যাসের বিরোধী যে কোনরূপ অর্থার্জন পরিত্যাগ করিবে। কোনরূপ (বেদা-ভ্যাসের অবিরোধে) জীবিকা অর্জন করিয়া (ও পরিবার প্রতিপালন করিয়া) প্রতিদিন স্বাধ্যায় দ্বারাই ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হ'ন। ১৬-১৭।

বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষ-বাগ্-বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥১৮॥
বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্॥১৯॥
যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে ॥২০॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥২১॥
এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি ॥২২॥

আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশভূষা বাক্য ও বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে। ১৮।

আশু বুদ্ধিবর্দ্ধক ব্যাকরণ মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র, অর্থকর অর্থশাস্ত্র এবং হিতকর বৈদ্য ও জ্যোতিষশাস্ত্র, বেদার্থের বোধক নিগমাদি শাস্ত্র প্রতিদিন পর্য্যালোচনা করা উচিত। ১৯।

পুরুষ যে যে শাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন, সেই সেই শাস্ত্রই উত্তমরূপে জানিতে পারেন, এবং তাহার দ্বারা অন্য শাস্ত্রবিষয়েও তাঁহার জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। ২০।

ঋষিযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন), দেবযজ্ঞ (হোম), ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি), মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসৎকার) ও পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ, তর্পণ) এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্বদা করিবে, শক্তি থাকিতে এ সমুদায়ের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে না। কোন কোন যজ্ঞীয় শাস্ত্রবেত্তা গৃহস্থ বাহ্যচেষ্টা (বাহ্যাড়ম্বর) সমুদয় হইতে বিরত হইয়া নিজ বুদ্ধীন্দ্রিয়ে পঞ্চ রূপাদি জ্ঞানের সংযম করিয়া পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন (অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভই পঞ্চ-মহাযজ্ঞসাধন ইহা মনে করেন)। ২১-২২।

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াম্ ॥ ২৩॥
জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা ॥২৪॥
অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন চার্দ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥২৫॥
শস্যান্তে নবশস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা চয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্মখৈঃ ॥ ২৬॥
নানিষ্ট্বা নবশস্যেষ্ট্যা পশুনা চাগ্নিমান্ দ্বিজঃ।
নবান্নমদ্যান্মাংসং বা দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥ ২৭ ॥

কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থ বাক্য এবং প্রাণবায়ুতে যজ্ঞ নিষ্পাদনের অক্ষয় ফল জানিয়া সর্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুতে বাক্য আহুতিপ্রদান করেন। (কথা কহিবার সময়ে 'বাচি প্রাণং জুহোমি'—আমার বাক্যে প্রাণকে আহুতি দিতেছি—এইরূপ চিন্তা করিবে, এবং মৌনী থাকার সময়ে 'প্রাণে বাচং জুহোমি' আমার প্রাণে বাক্যকে আহুতি দিতেছি—এই চিন্তা করিবে)। অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা উপনিষদ্রূপ চক্ষুঃ দ্বারা দেখেন যে,—জ্ঞানই সমুদয় যজ্ঞের মূল। ২৩-২৪।

উদিতহোমকারীরা দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে ও অনুদিতহোমকারীরা দিবা রাত্রির শেষভাগে অথবা উদিতহোমকারীরা দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে, এবং অনুদিতহোমকারীরা রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষভাগে সর্বদা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষ পূর্ণ হইলে দর্শনামক যাগ ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবেন। সঞ্চিত শস্য শেষ হইলে পর (অথবা শেষ না হইলেও) নূতন শস্য জন্মাইলে ব্রাহ্মণ আগ্রয়ণ যাগ করিবেন; ঋতু পূর্ণ হইলে চাতুর্মাস্য যাগ করিবেন, অয়নের প্রথমে পশুযাগ করিবেন এবং বৎসর সম্পূর্ণ হইলে সোমরসসাধ্য

নবেনানর্চ্চিতা হ্যস্য পশুহব্যেন চাগ্নয়ঃ।
প্রাণানেবাত্তু মিচ্ছন্তি নবান্নামিষগর্দ্ধিনঃ ॥ ২৮ ॥
আসনাশনশয্যাভিরদ্ভির্মূলফলেন বা।
নাস্য কশ্চিদ্বসেদ্ গেহে শক্তিতোঽনর্চ্চিতোঽ-
তিথিঃ ॥ ২৯ ॥
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥৩০॥
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩১ ॥
শক্তিতোঽপচমানেভ্যো দাতব্যং গৃহমেধিনা।
সংবিভাগশ্চ ভূতেভ্যঃ কর্ত্তব্যোঽনুপরোধতঃ ॥ ৩২॥

রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ সংসীদন্ স্নাতকঃ ক্ষুধা।
যাজ্যান্তেবাসিনোর্বাপি নত্বন্যত ইতি স্থিতিঃ ॥৩৩॥
ন সীদেৎ স্নাতকো বিপ্রঃ ক্ষুধা শক্তঃ কথঞ্চন।
ন জীর্ণমলবদ্বাসা ভবেচ্চ বিভবে সতি ॥ ৩৪ ॥
কৢপ্তকেশ-নখ-শ্মশ্রুর্দান্তঃ শুক্লাম্বরঃ শুচিঃ।
স্বাধ্যায়ে চৈব যুক্তঃ স্যান্নিত্যমাত্মহিতেষু চ ॥ ৩৫॥
বৈণবীং ধারয়েদ্ যষ্টিং সোদকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
যজ্ঞোপবীতং বেদঞ্চ শুভে রৌক্মে চ কুণ্ডলে ॥৩৬॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন।
নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্ ॥৩৭॥

অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ করিবেন। যে সাগ্নিক দ্বিজ দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নবান্নযাগ বা পশুযাগ না করিয়া নবান্ন বা মাংস ভোজন করিবেন না। ২৫-২৭।

সাগ্নিক দ্বিজ যদি নবান্ন ও পশুমাংস দ্বারা অগ্নির পূজা না করেন, তাহা হইলে অগ্নি সেই নবান্ন ও নব মাংসলোলুপ ব্রাহ্মণের প্রাণ ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন। আসন, ভোজন, শয়ন, পানীয় এবং ফলমূল দ্বারা যথাশক্তি অর্চিত না হইয়া যেন কোন অতিথি তাঁহার গৃহে বাস না করেন। ২৮-২৯।

বেদবহির্ভূত ব্রত বা চিহ্নধারী, নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, বেদবিরুদ্ধ তার্কিক ও বকবৃত্তিধারী, ইহাদিগকে (অতিথি যোগ্য কালে উপস্থিত হইলেও) বাক্য দ্বারাও অর্চনা করিবে না, তবে অন্নদানে বাধা নাই। ৩০।

বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, বিদ্যা ও ব্রত উভয়স্নাতক গৃহস্থ শ্রোত্রিয়দিগকে হব্য কব্য দ্বারা পূজা করিবে। যাহারা ইহার বিপরীত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ৩১।

যাঁহারা পাক না করেন। এমন ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে গৃহস্থ যথাশক্তি অন্নাদি প্রদান করিবেন এবং যাহাতে আত্মীয় স্বজনের পীড়া না জন্মে, এই রূপ তাহাদের জন্য পর্য্যাপ্ত রাখিয়া বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীদিগকে (অবশিষ্ট) খাদ্য ও জলাদির বিভাগ করিয়া দিবেন। ৩২।

বেদস্নাতক, বিদ্যা ও ব্রতস্নাতক গৃহস্থ ক্ষুধায় কাতর হইলে, ক্ষত্রিয় রাজার নিকটে ধনপ্রার্থনা করিবেন, অথবা যজমান বা শিষ্যের নিকট ধন যাচ্ঞা করিবেন, কিন্তু অন্যের নিকট প্রার্থনা করিবেন না। শক্তি থাকিতে স্নাতক বিপ্র কোনমতে ক্ষুধায় অবসন্ন হইবেন না কিংবা বিভব থাকিতে জীর্ণ বা মলিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। ৩৩-৩৪।

পরন্তু কেশ, নখ, শ্মশ্রু ছেদন করিবেন, তপঃক্লেশ-সহিষ্ণু হইবেন, শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবেন, অন্তর্বাহ্য শুচি হইবেন, প্রতিদিন বেদাভ্যাসে যত্নবান্ থাকিবেন এবং ঔষধাদি সেবন দ্বারা আত্মহিতে রত থাকিবেন। স্নাতক গৃহস্থ বেণুনির্মিত যষ্টি, জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লইবেন, সর্বদা যজ্ঞোপবীত, কুশমুষ্টি ও দেখিতে শোভন সুবর্ণময় কুণ্ডল ধারণ করিবেন। ৩৫-৩৬।

সূর্য্য যখন উদিত হইতেছেন বা অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে কখনও দর্শন করিবে না। রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে, জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে এবং

ন লঙ্ঘয়েদ্ বৎসতন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রূপমিতি ধারণা ॥ ৩৮ ॥
মৃদং গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্ব্বীত প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্ ॥৩৯॥
নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোঽপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ ॥ ৪০ ॥
রজসাভিপ্লুতাং নারীং নরস্য হ্যুপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥ ৪১ ॥
তাং বিবর্জ্জয়তস্তস্য রজসা সমভিপ্লুতাম্।
প্রজ্ঞা তেজো বলং চক্ষুরায়ুশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে ॥ ৪২ ॥
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্।
ক্ষুবতীং জৃম্ভমাণাং বা ন চাসীনাং যথাসুখম্ ॥ ৪৩

আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্য্যকেও দর্শন করিবেন না। ৩৭।

বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না, বৃষ্টির সময়ে দৌড়াইয়া যাইবে না এবং জলমধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না—ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৩৮।

মৃত্তিকাস্তূপ, গো, দেবতায়তন (পাষাণময় দেবতা), ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু, চতুষ্পথ (চৌমাথা) এবং পরিজ্ঞাত মহাপ্রমাণ বৃক্ষ, ইহাদিগকে দক্ষিণদিকে (ডানহাতে) রাখিয়া গমন করিবে। ৩৯।

কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে স্ত্রীগমন করিবে না, অথবা তাহার সহিত একশয্যায় শয়ন করিবে না। ৪০।

যে পুরুষ রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করে, তাহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষুঃ (দৃষ্টিশক্তি) ও আয়ুঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৪১।

আর রজস্বলা স্ত্রীকে যে পরিহার করে, তাহার বুদ্ধি, বীর্য্য, বল, চক্ষুঃ ও পরমায়ু বৃদ্ধি পায়। ৪২।

ভার্য্যার সহিত একত্র ভোজন করিবে না, ভোজনকালে, হাঁচিবার বা হাই তুলিবার সময়ে, অথবা যথাসুখে অসংবৃত ভাবে বসিয়া থাকার সময়ে ভার্য্যাকে দেখিবে না। ৪৩।

নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে ন চাভ্যক্তামনাবৃতাম্।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ ॥৪৪॥
নান্নমদ্যাদেকবাসা ন নগ্নঃ স্নানমাচরেৎ।
ন মূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে ॥৪৫॥
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে।
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন ॥ ৪৬ ॥
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ।
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্ব্বতমস্তকে ॥ ৪৭ ॥
বায়ুগ্নিবিপ্রমাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব গাঃ।
ন কদাচন কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জনম্ ॥ ৪৮ ॥
তিরস্কৃত্যোচ্চরেৎ কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পত্র-তৃণাদিনা।
নিয়ম্য প্রয়তো বাচং সংবীতাঙ্গোঽবগুণ্ঠিতঃ ॥ ৪৯ ॥

পত্নী যখন নিজ নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করেন, যখন তৈল মাখেন বা অনাবৃত দেহে থাকেন, অথবা যখন সন্তান প্রসব করেন, তেজস্কামী দ্বিজোত্তম সেই সেই সময়ে তাঁহাকে অবলোকন করিবেন না। ৪৪।

একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্নভোজন করিবে না। বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না, পথে ভস্মের উপরে, অথবা গোচারণস্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না।৪৫।

ফাল দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে, জলে, চিতাতে, পর্বতে, জীর্ণ দেবমন্দিরে অথবা বল্মীকে (উঁইমাটীর ঢিপিতে) কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। ৪৬।

প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে, গমন করিতে করিতে, কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায় বা নদীতীর প্রাপ্ত হইয়া অথবা পর্বতের মস্তকে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। ৪৭।

বায়ু অর্থাৎ বাত্যা দ্বারা চালিত তৃণকাষ্ঠ, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল ও গো, এই সকল সম্মুখে দেখিতে দেখিতে কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। ৪৮।

কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, পত্র বা তৃণাদি দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া, গাত্র আবৃত করিয়া অবগুণ্ঠিত মস্তকে অনুচ্ছিষ্টমুখে বাক্ সংযত হইয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে। ৪৯।

মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা ॥৫০॥
ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়েষু চ ॥ ৫১ ॥
প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যঞ্চ প্রতি সোমোদকদ্বিজান্(ক)।
প্রতি গাং প্রতি বাতঞ্চ (খ) প্রজ্ঞা
নশ্যতি মেহতঃ ॥৫২॥
নাগ্নিং মুখেনোপধমেন্নগ্নাং নেক্ষেত চ স্ত্রিয়ম্।
নামেধ্যং প্রক্ষিপেদগ্নৌ ন চ পাদৌ প্রতাপয়েৎ॥৫৩॥
অধস্তান্নোপদধ্যাচ্চ ন চৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যান্ন প্রাণবাধমাচরেৎ (গ)॥৫৪॥

দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া এবং উভয় সন্ধ্যার সময়ে দিবাভাগের ন্যায় উত্তরমুখ হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। ৫০।

রাত্রিকালে বৃক্ষাদির ছায়ায় বা অন্ধকারে এবং দিবসে জ্যোতিতে বা কুয়াশার অন্ধকারে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান না হইলে, (কিংবা পীড়িত হইলে) কিংবা প্রাণভয়ের কোন কারণ (চৌর বা ব্যাঘ্রাদি ভয়ে) উপস্থিত হইলে ইচ্ছামত যে কোন মুখে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিতে পারে। ৫১।

অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গো ও বায়ু, ইহাদিগকে সম্মুখে করিয়া বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। মুখের দ্বারা ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালাইবে না; পত্নীকে উলঙ্গ দেখিবে না, অগ্নিতে অপবিত্র দ্রব্য প্রক্ষেপ করিবে না এবং অগ্নিতে সাক্ষাদ্‌ভাবে পা উত্তাপিত করিবে না। ৫২-৫৩।

পালঙ্কাদি শয্যার অধোদেশে অগ্নিপাত্র রাখিবে না, অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন করিবে না। পাদদেশে অগ্নি রাখিবে না, এবং যাহাতে প্রাণবায়ুর বাধা হয়, এমন কোন কর্ম করিবে না। ৫৪।

নাশ্নীয়াৎ সন্ধিবেলায়াং ন গচ্ছেন্নাপি সংবিশেৎ।
ন চৈব প্রলিখেদ্ ভূমিং নাত্মনোপহরেৎ স্রজম্॥৫৫॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা ॥ ৫৬ ॥
নৈকঃ স্বপ্যাৎ শূন্যগেহে শ্রেয়াংসং
ন প্রবোধয়েৎ (ঘ)।
নোদক্যয়াভিভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্ন চাবৃতঃ ॥ ৫৭ ॥
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব দক্ষিণং পাণিমুদ্ধরেৎ ॥৫৮॥
ন বারয়েদ্ গাং ধয়ন্তীং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ।
ন দিবীন্দ্রায়ুধং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্দর্শয়েদ্ বুধঃ ॥ ৫৯ ॥

সন্ধিবেলায় (উভয় সন্ধ্যাকালে) ভোজন করিবে না, ঐ সময়ে (অপ্রয়োজনে) ভ্রমণ করিবে না বা শয়ন করিবে না। রেখাদি দ্বারা ভূমি অঙ্কিত করিবে না এবং পরিহিত মালা স্বয়ং খুলিবে না। ৫৫।

জলে মলমূত্র বা (থুথু) শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না, অমেধ্যলিপ্ত অর্থাৎ বিষ্ঠামূত্রাদিদূষিত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না, কিংবা রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ করিবে না। ৫৬।

শূন্য গৃহে একাকী শয়ন করিবে না। আপনা অপেক্ষা বিদ্যায় ও ধনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিদ্রা হইতে জাগাইবে না। রজস্বলার সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন করিবে না। ৫৭।

অগ্নিগৃহে, গোষ্ঠে, বহু ব্রাহ্মণ সমীপে, বেদাধ্যয়নকালে এবং ভোজনকালে উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া রাখিবে। ৫৮।

গাভী যখন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ করিবে না। কিংবা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা কাহাকেও বলিয়া দিবে না। আকাশে ইন্দ্রধনু দেখিয়া জ্ঞানবান্ জন তাহা কাহাকেও দেখাইবে না। ৫৯।

পাঠান্তরাণি:—(ক) 'দ্বিজম্' (খ) 'প্রতিগুপ্রতিসন্ধ্যঞ্চ' (গ) 'প্রাণাবাধ' (ঘ) 'নৈকঃ শূন্যগৃহে স্বপ্যান্ন শ্রেয়াংসম্'।

নাধার্ম্মিকে বসেদ্ গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভৃশম্।
নৈকঃ প্রপদ্যেতাধ্বানং ন চিরং পর্ব্বতে বসেৎ ॥৬০॥

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ ॥৬১॥

ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ ॥৬২॥

ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং ন বার্য্যঞ্জলিনা পিবেৎ।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ন জাতু স্যাৎ কুতূহলী ॥৬৩॥

ন নৃত্যেদথবা গায়েন্ন (ক) বাদিত্রাণি বাদয়েৎ।
নাস্ফোটয়েন্ন চ ক্ষ্বেড়েন্ন চ রক্তো বিরাবয়েৎ ॥৬৪॥

ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।
ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে ॥ ৬৫ ॥

উপানহৌ চ বাসশ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং স্রজং করকমেব চ ॥ ৬৬ ॥

নাবিনীতৈর্ব্রজেদ্ ধুর্য্যৈর্ন চ ক্ষুদ্ব্যাধিপীড়িতৈঃ।
ন ভিন্নশৃঙ্গাক্ষিখুরৈর্ন বালধিবিরূপিতৈঃ ॥ ৬৭ ॥

বিনীতৈস্তু ব্রজেন্নিত্যমাশুগৈর্লক্ষণান্বিতৈঃ।
বর্ণরূপোপসম্পন্নৈঃ প্রতোদেনাতুদন্ ভৃশম্ ॥৬৮॥

বালাতপঃ প্রেতধূমো বর্জ্জ্যং ভিন্নং তথাসনম্।
ন ছিন্দ্যান্নখলোমানি দন্তৈর্নোৎপাটয়েন্নখান্ ॥৬৯॥

যে গ্রামে অধিকসংখ্যক অধার্মিক লোকের বাস, সেখানে বাস করিবে না, ব্যাধিবহুল স্থানে বেশীদিন বাস করিবে না, দূরপথে একাকী গমন করিবে না এবং দীর্ঘকাল পর্বতে বাস করিবে না। ৬০।

শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে বাস করিবে না, অধার্মিক-বহুল দেশে, বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্তৃক অধিকৃত দেশে এবং চণ্ডালাদি জাতিকর্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না। ৬১।

যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবে না, এবং দিবসের ভোজনে অতি তৃপ্তিলাভ করিয়া রাত্রিকালে আর ভোজন করিবে না। অতি প্রভাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করিবে না। ৬২।

যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এমন বৃথা চেষ্টা করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না। উরুর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না এবং প্রয়োজন না থাকিলে বৃথা কোন বিষয়ে কৌতূহলী হইবে না। ৬৩।

অশাস্ত্রীয় নৃত্য-গীত অথবা বাদ্যবাদন করিবে না; বাহুতে হস্ততল দিয়া আস্ফোটধ্বনি (ফট্ ফট্ শব্দ) করিবে না; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ করিবে না কিংবা রাগভরে (খেয়ালের বশে গর্দ্দভাদির ন্যায়) চীৎকার করিবে না। ৬৪।

কাংস্যপাত্রে কখনও পদ-প্রক্ষালন করিবে না। ভগ্ন পাত্রে ভোজন করিবে না, অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনে উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না। ৬৫।

অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু—এ সকল ব্যবহার করিবে না। অবিনীত (যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই এমন), ক্ষুধার্ত, ব্যাধিপীড়িত, ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীর্ণখুর অথবা যাহার বালধি অর্থাৎ লাঙ্গুল ছিন্ন হইয়াছে—এমন অশ্ব গজ প্রভৃতি বাহনে গমন করিবে না। ৬৬-৬৭।

বিনীত, দ্রুতগামী, লক্ষণযুক্ত, বর্ণ ও রূপ-সম্পন্ন অশ্ব ও গজাদিতে গমন করিবে; কিন্তু তাহাদিগকে প্রতোদ (চাবুক) দ্বারা অতিশয় পীড়া দিবে না। ৬৮।

প্রথমোদিত সূর্য্যের তাপ, চিতার ধূম এবং ভগ্ন আসন,—এই সকল বর্জ্জন করিবে। বৃদ্ধি না পাইলে নখ ও লোম ছেদন করিবে না, কিংবা দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটিত করিবে না। ৬৯।

পাঠান্তরম্—(ক) 'ন নৃত্যেন্নৈব গায়েচ্চ'।

ন মৃল্লোষ্ট্রঞ্চ মৃদ্‌নীয়ান্ন চ্ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্ ।
ন কর্ম্ম নিষ্ফলং কুর্য্যান্নায়ত্যামসুখোদয়ম্ ॥ ৭০ ॥
লোষ্ট্রমর্দ্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু সূচকোঽশুচিরেব চ ॥ ৭১ ॥
ন বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাদ্বহির্ম্মাল্যং ন ধারয়েৎ ।
গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্ব্বথৈব বিগর্হিতম্ ॥ ৭২ ॥
অদ্বারেণ চ নাতীয়াদ্ গ্রামং বা বেশ্ম বাবৃতম্ ।
রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলানি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েৎ (ক) কদাচিত্তু স্বয়ং
নোপানহৌ হরেৎ ।
শয়নস্থো ন ভুঞ্জীত ন পাণিস্থং ন চাসনে ॥ ৭৪ ॥

মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অকারণ মর্দ্দন করিবে না ; নখ দ্বারা তৃণচ্ছেদন করিবে না ; নিস্ফলকর্ম্ম করিবে না এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মে অসুখোদয় হইবে তাহা করিবে না । ৭০ ।

লোষ্ট্রমর্দ্দী, তৃণচ্ছেদী, নখখাদী ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি সূচক অর্থাৎ খল বা পরনিন্দাকারী কিংবা শৌচরহিত—ইহারা শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । ৭১ ।

কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় বিষয়ে নির্ব্বন্ধ-সহকারে পণ রাখিয়া কোন কথাই কহিবে না ; কণ্ঠস্থ মালা উত্তরীয়ের বহির্দ্দেশে ধারণ করিবে না ; পরন্তু তদ্দ্বারা আবৃত রাখিবে । (কেশের বহির্ভাগে মাল্য ধারণ করিবে না-- কু-টী) গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ (গোযানে আরোহণ করা যাইতে পারে—কু-টী) । ৭২ ।

প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে, দ্বার ভিন্ন অন্যস্থান দিয়া প্রবেশ করিবে না ; রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনাগমন করিবে না । ৭৩ ।

কখনও অক্ষক্রীড়া (পাশাখেলা) করিবে না, ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা কখনও হস্তে লইয়া যাইবে না ; শয্যাস্থ হইয়া ভোজন করিবে না ; হস্ততলে প্রভৃত অন্ন লইয়া ক্রমে ভোজন করিবে না এবং আসনে ভোজ্য রাখিয়া আহার করিবে না । ৭৪ ।

সর্ব্বঞ্চ তিলসম্বন্ধং নাদ্যাদস্তমিতে রবৌ ।
ন চ নগ্নঃ শয়ীতেহ ন চোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ ব্রজেৎ ॥৭৫॥
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ ।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥৭৬॥
অচক্ষুর্বিষয়ং দুর্গং ন প্রপদ্যেত কর্হিচিৎ ।
ন বিণ্মূত্রমুদীক্ষেত ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ ॥৭৭॥
অধিতিষ্ঠেন্ন কেশাংস্তু ন ভস্মাস্থিকপালিকাঃ ।
ন কার্প্যাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ ॥ ৭৮॥
ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ ॥৭৯॥

সূর্য্য অস্ত গেলে পর, তিল-সম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না ; উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না এবং উচ্ছিষ্টমুখে কোথাও যাইবে না । ৭৫ ।

আর্দ্রপদ হইয়া ভোজন করিবে, কিন্তু আর্দ্রপদে শয়ন করিবে না । আর্দ্রপদে ভোজন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় । যে স্থান চক্ষুর বিষয়ীভূত নয় অথচ দুর্গম, এমন স্থানে গমন করিবে না ; মলমূত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না এবং দুই বাহুদ্বারা সাঁতার দিয়া নদী পার হইবে না । ৭৬-৭৭ ।

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কেশ, ভস্ম, অস্থি, মৃন্ময় পাত্রের ভগ্নখণ্ড (খাবরা), কার্পাস তুলার বীজ ও তুষ—এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না । ৭৮ ।

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত ব্যক্তি, রজকাদি নীচ জাতি এবং অন্ত্যাবসায়ী—ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য এক ছায়াতেও বাস করিবে না (ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ । নিষাদ হইতে শূদ্রাতে জাত যে পুত্র, তাহাকে পুক্কশ বলে এবং নিষাদপত্নীতে চণ্ডালজাত পুত্রের নাম অন্ত্যাবসায়ী) । ৭৯ ।

পাঠান্তরম্—(ক) 'নাক্ষৈর্দীব্যেৎ' ।

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥৮০॥
যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি ॥৮১॥
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ।
ন স্পৃশেচ্চৈতদুচ্ছিষ্টো ন চ স্নায়াদ্বিনা ততঃ ॥৮২॥
কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতান্ বিবর্জ্জয়েৎ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ॥৮৩॥
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্ ॥ ৮৪ ॥

শূদ্রকে লৌকিকবিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না,—দাস ভিন্ন উচ্ছিষ্ট দিবে না,—হুতশেষ দিবে না—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না কিংবা ব্রাহ্মণ ব্যবধান ব্যতিরেকে ব্রত করিতে আদেশ দিবে না। ৮০।

যে ব্রাহ্মণ ইহাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন অথবা ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হন। ৮১।

উভয়হস্ত দ্বারা আপনার মস্তককে কণ্ডূয়ন করিবে না; উচ্ছিষ্টমুখে মস্তক স্পর্শ করিবে না এবং নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্মে মস্তকমজ্জন ব্যতিরেকে স্নান করিবে না। ৮২।

ক্রোধবশতঃ কাহারও কেশগ্রহণ বা মস্তকে প্রহার করিবে না; তৈলাক্ত মস্তকে স্নান করিয়া অপর কোন অঙ্গে তৈল স্পর্শ করিবে না। ৮৩।

ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না; পশু বিনাশ করিয়া মাংসবিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা তিলাদি বীজ হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বিক্রয় করে, যাহারা মদ্য-বিক্রয় করে, বেশ্যার আয় দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে—ইহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। ৮৪।

দশসূনাসমং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ।
দশধ্বজসমো বেশো দশবেশসমো নৃপঃ ॥ ৮৫ ॥
দশসূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ
তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ ॥৮৬॥
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ।
স পর্য্যায়েণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ৮৭॥
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ।
নরকং কালসূত্রঞ্চ মহানরকমেব চ ॥ ৮৮ ॥
সঞ্জীবনং মহাবীচিং তপনং সম্প্রতাপনম্।
সংঘাতঞ্চ সকাকোলং কুড্মলং পূতিমৃত্তিকম্ ॥৮৯॥

দশজন সূনাব্যবসায়ী (মাংসবিক্রয়ী) যে দোষ, একজন (চক্রবান্) তৈলিকের সে সমুদায় দোষ আছে; দশজন তৈলিকের যে দোষ, একজন ধ্বজবান্ শৌণ্ডিকের সে দোষ আছে; দশজন শৌণ্ডিকের যে দোষ, বেশ্যার আয়ের অংশভোজী একজনের সেই দোষ এবং বেশ্যাভৃতিভোজী দশজনের যে দোষ আছে, ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর রাজাতে সে সমুদয় দোষ আছে। (কসাইয়ের পশুবধ-স্থানকে সূনা বলে; কলুর ঘানিকে চক্র বলে; ধ্বজা উড়াইয়া ব্যবসা করে বলিয়া শুঁড়িকে ধ্বজবান্ বলে।)। ৮৫।

যে সৌনিক (পশুবধ ব্যবসায়ী) আপনার জীবিকার জন্য দশসহস্র সূনা চালায়; অক্ষত্রিয় নৃপতিকে তাহার সমান জানিবে। অতএব তাহার নিকট প্রতিগ্রহ করা ঘোর পাপকার্য্য। ৮৬।

লুব্ধ শাস্ত্রমার্গ-পরিত্যাগী রাজার নিকট যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, সে ক্রমান্বয়ে একবিংশতি নরক ভোগ করে। ৮৭।

একবিংশতি নরকের নাম তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সংঘাত, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিকা, লোহশঙ্কু, ঋজীষ, পন্থান, শাল্মলী, বৈতরণী-

লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্ ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদারকমেব চ ॥৯০॥

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি প্রেত্য শ্রেয়োহভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥৯১

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥৯২॥

উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে
চাপরাঞ্চিরম্ ॥৯৩॥

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ ॥৯৪॥

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি ।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোহর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৯৫

পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্নে
প্রথমেঽহনি ॥৯৬॥

যথাশাস্ত্রন্তু কৃত্বৈবমুৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং
তদেবৈকমহর্নিশম্ ॥৯৭॥

অত ঊর্দ্ধন্তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সম্পঠেৎ ॥ ৯৮ ॥

নাবিস্পষ্টমধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ ।
ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য
পুনঃ স্বপেৎ ॥৯৯॥

নদী, অসিপত্রবন এবং লোহদারক—এই একবিংশতি নরক প্রাপ্ত হয়। ৮৮-৯০।

ব্রহ্মবাদী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা—যাঁহারা পরকালের হিতকামনা করেন ও যাঁহারা এই নরকব্যাপার অবগত আছেন,—তাঁহারা কখনও ঐরূপ রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না। ৯১।

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইবে। জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য ইহা চিন্তা করিবে ও বেদতত্ত্বার্থ নিরূপণ করিবে। ৯২।

তদনন্তর শয্যা হইতে উঠিয়া আবশ্যক মলমূত্রত্যাগ করিয়া, শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাতঃসন্ধ্যা-গায়ত্রী জপ করিবে। ৯৩।

ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়া দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা যশঃ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। ৯৪।

শ্রাবণমাসের পৌর্ণমাসীতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যশাস্ত্রানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপন করিয়া সম্যক্ উদ্যোগী হইয়া সার্দ্ধ চারিমাস বেদ অধ্যয়ন করিবে। (আচার্য্যের উপাসনার্থ যে হোমাদি করা যায়, তাহাকে উপাকর্ম্ম বলে)। ৯৫।

অনন্তর ঐ বেদাধ্যয়নকাল সার্দ্ধ চারি মাসের পর পৌষমাসের পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদের উৎসর্গনামক ক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জ্জন-হোমাদি করিবে; অথবা মাঘমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্নে ঐ উৎসর্গ-কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘীয় শুক্লপ্রতিপদে উৎসর্গনামক কর্ম করিবেন।৯৬।

গ্রামের বহির্ভাগে এইরূপে যথাশাস্ত্র বেদের উৎসর্গ করিয়া পক্ষিণী রাত্রি বেদাধ্যয়নে বিরত থাকিবেন অথবা ঐ উৎসর্গের দিবারাত্রি বেদাধ্যয়ন করিবেন না। (দুটী পক্ষের ন্যায় দুটী দিন যাহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই রাত্রিকে পক্ষিণী রাত্রি বলে,—অর্থাৎ ঐ উৎসর্গের অহোরাত্র এবং তৎপর দিন মাত্র পক্ষিণী-পদবাচ্য)। ৯৭।

এই উৎসর্গক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে সংযতভাবে বেদপাঠ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণাদি পাঠ করিবে।৯৮।

অস্পষ্টভাবে বেদ অধ্যয়ন করিবে না; শূদ্র

যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃতঞ্চৈব দ্বিজো যুক্তো হ্যনাপদি ॥১০০॥
ইমান্ নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিবর্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥১০১॥
কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥১০২॥
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ॥১০৩॥
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাৎ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥১০৪॥

সমীপে বেদ পড়িবে না। রাত্রির শেষপ্রহরে উঠিয়া বেদপাঠে পরিশ্রান্ত হইলে পুনর্বার আর শয়ন করিবে না। ৯৯।

উপরোক্ত বিধানানুসারে সম্যক্ সংযত হইয়া দ্বিজ গায়ত্রী উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রজাত (বেদ) নিত্যই অধ্যয়ন করিবেন ; কিন্তু আপৎকাল না হইলে সামর্থ্য থাকিতে মন্ত্রাত্মক এবং ব্রাহ্মণাত্মক উভয়বিধ বেদই যথোক্ত বিধানে পাঠ করিবেন। ১০০।

অধ্যয়নশীল শিষ্য এবং বেদাধ্যাপক গুরু বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়দিন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। ১০১।

বর্ষাঋতুতে, রাত্রিকালে বায়ুর অতি প্রবহং-শব্দ হইলে কিম্বা দিবাভাগে বায়ু দ্বারা ধূলিসমূহ উত্থিত হইলে, অধ্যয়ন-বিধিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনধ্যায় বলেন। ১০২।

বিদ্যুদ্-গর্জ্জন-সমেত বর্ষা হইলে বা ইতস্তত উল্কাপাত হইলে, তখন হইতে পর দিন সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায় জানিবে। ১০৩।

বর্ষাকালে সন্ধ্যাতে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় ঐরূপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগপৎ উপস্থিত হইলেই

নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥১০৫॥
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎ-স্তনিতনিস্বনে।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ শেষে রাত্রৌ যথা দিবা ॥১০৬॥
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা (ক) ॥১০৭॥
অন্তর্গতশবে গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥১০৮॥
উদকে মধ্যরাত্রে চ বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥১০৯॥

অনধ্যায় জানিবে। আর বর্ষাভিন্ন কালে হোমাদির সময় মেঘ হইলেও অনধ্যায় জানিবে। ১০৪।

বর্ষাভিন্ন কালে নির্ঘাত (আকাশ হইতে ভীষণ বজ্রধ্বনি বা অস্বাভাবিক ধ্বনি) ভূমিকম্প কিম্বা চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর উপসর্গ (পীড়া পরিবেষাদি) হইলে আকালিক অনধ্যায় জানিবে।১০৫।

সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি জ্বলনের সময় যদি বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনধ্বনি হয়, তাহা হইলে সজ্যোতিঃ (প্রাতে হইলে যাবৎ সূর্য্যজ্যোতিঃ থাকিবে তাবৎকাল এবং রাত্রে হইলে যাবৎ নক্ষত্রজ্যোতিঃ থাকিবে তাবৎকাল) অনধ্যায় জানিবে। শেষে—অর্থাৎ ইহার সহিত শেষ- ঘটনা বৃষ্টি হইলে, দিবারাত্রি অনধ্যায় জানিবে। ১০৬।

ধর্মনৈপুণ্যকামী জনের পক্ষে বহুজনাকীর্ণ গ্রামে ও নগরে এবং যথায় সর্বদা দুর্গন্ধ পাওয়া যায় এরূপ স্থানে, নিত্য অনধ্যায় জানিবে। ১০৭।

শবযুক্ত গ্রামে, অধার্মিকের নিকটে বা ক্রন্দনধ্বনি হইলে, কিংবা বহুলোকের সম্মিলন হইলে তথায় অনধ্যায় জানিবে। ১০৮।

পাঠান্তরম্—(ক) 'সর্ব্বশঃ'।

প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো
রাহোশ্চ সূতকে ॥১১০॥
যাবদেকানুদিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ ব্রহ্ম ন
কীর্ত্তয়েৎ ॥১১১॥
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্‌থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব চ ॥১১২॥
নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবাস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ ॥১১৩॥
অমাবাস্যা গুরুং হন্তি শিষ্যং হন্তি চতুর্দ্দশী।
ব্রহ্মাষ্টকাপৌর্ণমাস্যৌ তস্মাত্তাঃ
পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১১৪॥

জলমধ্যে, মধ্যরাত্রে অর্থাৎ রাত্রির মধ্যম মুহূর্ত্ত-চতুষ্টয়কাল যাহাকে মহানিশা বলে—তখন, বিষ্ঠা-মূত্র-পরিত্যাগের সময়, উচ্ছিষ্টমুখে, অথবা শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া, মনেতেও বেদ চিন্তা করিবে না। ১০৯।

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, প্রেতশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সেই দিনাবধি তিন দিন বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। রাজার পুত্র জন্মিলে, অথবা রাহুকর্ত্তৃক চন্দ্র-সূর্য্য গ্রস্ত হইলেও তিন দিবস অনধ্যায় জানিবে। ১১০।

যে পর্য্যন্ত একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের দেহে কুঙ্কুম-চন্দনাদির গন্ধ ও লেপ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই বেদ অধ্যয়ন করিবে না। ১১১।

শয়ান হইয়া, প্রৌঢ়পাদ (উবু) হইয়া, অবসক্‌থিকা (জানুদ্বয়ে বস্ত্রাদি বন্ধন) করিয়া, মাংস ভোজন করিয়া বা জন্ম-মরণাশৌচের অন্ন খাইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে না। ১১২।

কুজ্ঝটিকা হইলে, শরক্ষেপের শব্দ হইলে, অমাবস্যা চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা ও অষ্টমী, এবং প্রাতঃ ও সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে অনধ্যায় জানিবে। ১১৩।

অমাবস্যা গুরুকে নষ্ট করে, চতুর্দ্দশী শিষ্যকে নষ্ট করে, অষ্টমী ও পৌর্ণমাসী বেদ বিস্মৃত করাইয়া দেয়,

পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্ব-খরোষ্ট্রে চ রুবতি পঙ্‌ক্তৌ চ ন পঠেদ্দ্বিজঃ॥১১৫॥
নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥১১৬॥
প্রাণি বা যদি বা প্রাণি যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ
স্মৃতঃ ॥১১৭॥
চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বাদ্ভুতেষু চ ॥১১৮॥
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রমৃত্বন্তাসু চ রাত্রিষু ॥১১৯॥

—এ কারণ এই সকল তিথি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনকার্য্যে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ১১৪।

ধূলিবর্ষণ হইলে, দিগ্‌দাহ হইলে, শৃগাল কুক্কুর গর্দ্দভ উষ্ট্র—ইহারা চীৎকাল করিলে, অথবা শৃগালাদির সহ একপঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করিবে না। ১১৫।

শ্মশান-সমীপে, গ্রামসমীপে বা গ্রামান্তে (যথায় বিষ্ঠাদি অশুচি-ত্যাগ হয়), গোষ্ঠে এবং মৈথুন-কালীন-বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না। ১১৬।

শ্রাদ্ধে কেবল যে ব্রীহি-তণ্ডুলাদি প্রতিগ্রহই অনধ্যায়-হেতু তাহা নহে, পরন্তু গবাদি প্রাণী অথবা বস্ত্রাদি অপ্রাণি দ্রব্যই হউক, যাহা কিছু শ্রাদ্ধীয় দান, তাহা গ্রহণ করিলেই অনধ্যায় জানিবে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে পাণ্যাস্য বলিয়াছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হস্তই তাঁহার মুখস্বরূপ—হস্তে গ্রহণ করিলেই ভোজন করা হয়। চৌরের দৌরাত্ম্যে গ্রাম উপদ্রুত হইলে, গৃহদাহাদি জন্য ভয়ে ব্যাকুলিত হইলে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা সকল ঘটিতে থাকিলে, আকালিক অনধ্যায় জানিবে। ১১৭-১৮।

উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গনামক কর্ম্ম-সমাপনের পর

নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো ন বৃক্ষং ন চ হস্তিনম্।
ন নাবং ন খরং নোষ্ট্রং নেরিণস্থো ন যানগঃ॥১২০॥
ন বিবাদে ন কলহে ন সেনায়াং ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে নাজীর্ণে ন বমিত্বা ন শুক্তকে॥১২১॥
অতিথিঞ্চানন্যুজ্ঞাপ্য মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাচ্ছস্ত্রেণ চ পরিক্ষতে॥১২২॥
সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥১২৩॥
ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যাশুচিধ্বনিঃ॥১২৪

ত্রিরাত্র অনধ্যায় জানিবে; আর অগ্রহায়ণের পৌর্ণমাসীর পর হইতে যে তিন কৃষ্ণাষ্টমী, তাহাকে অষ্টকা বলে, উহাতে অহোরাত্র অনধ্যায় হয়; আর ঋতুর অবসানদিনেও অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ১১৯।

ঘোটক, বৃক্ষ, হস্তী, নৌকা, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও শকট, —এ সকলে আরোহণ করিয়া এবং জল-তৃণবর্জ্জিত উষরদেশে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে না। ১২০।

বাক্‌কলহে, দণ্ডাদণ্ডি যুদ্ধে, সেনাগণের নিকটে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ভোজনের অব্যবহিত পরে, ভুক্তান্ন জীর্ণ না হইলে, বমন করিলে বা অম্ল উদ্গার উঠিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না। ১২১।

অধ্যয়নের জন্য অতিথির অনুমতি না লইয়া বা অতিবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, কিম্বা শরীর হইতে রক্তস্রাব হইলে অথবা শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে বেদাধ্যয়ন করিবে না। ১২২।

সামবেদের অধ্যয়ন-ধ্বনি বর্ত্তমান থাকিতে কখনও ঋক্ বা যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে না; কিংবা এক বেদ সমাপনান্তে আরণ্যক বা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া সেই দিবারাত্রি মধ্যে অন্য বেদ অধ্যয়ন করিবে না। ১২৩।

ঋগ্বেদ দেবদৈবত্য, অর্থাৎ ঋগ্বেদে দেবতার স্তুতিই প্রধানভাবে আছে; মনুষ্যগণ যজুর্ব্বেদের দেবতা, অর্থাৎ মনুষ্যগণের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের মুখ্য বিষয়;

এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংসস্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহম্।
ক্রমশঃ(ক) পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাদ্বেদমধীয়তে॥১২৫॥
পশু-মণ্ডূক-মার্জ্জার-শ্ব-সর্প-নকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশম্॥১২৬॥
দ্বাবেব বর্জয়েন্নিত্যমনধ্যায়ৌ প্রযত্নতঃ।
স্বাধ্যায়ভূমিঞ্চাশুদ্ধামাত্মানঞ্চাশুচিং দ্বিজঃ॥১২৭॥
অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ॥১২৮॥
ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥১২৯॥

সামবেদ পিতৃদৈবত্য, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্য সামবেদের মুখ্য বিষয়; এ কারণ সামবেদের ধ্বনি,—যজুঃ বা ঋগ্বেদ পাঠের পক্ষে অশুচির ন্যায় প্রতিভাত হয়। ১২৪।

বিদ্বান্‌গণ তিনবেদের এইরূপ তিন অধিষ্ঠাতা জানিয়া সকল বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ক্রমশঃ বেদ অধ্যয়ন করিবেন। ১২৫।

গবাদি পশু, ভেক, বিড়াল, কুকুর, সর্প, নকুল, অথবা মূষিক যদি বেদাধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্য—উভয়ের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ১২৬।

স্বাধ্যায়ভূমি অশুদ্ধ থাকা এবং আপনি স্বয়ং অশুচি হওয়া,—এই দুইটী অনধ্যায়ের নিত্য কারণ; এই দুইটী অনধ্যায় কারণ দ্বিজ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবেন। ১২৭।

অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা এবং চতুর্দ্দশী এই কয় তিথিতে, স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলেও স্নাতকদ্বিজ ব্রহ্মচারিভাবে সদা অবস্থান করিবেন,—উপগত হইবেন না। ১২৮।

ভোজন করিয়া স্নান করা উচিত নয়; পীড়িত অবস্থায় বা মধ্যরাত্রেও স্নান করিতে নাই; অনেকবস্ত্রা-

পাঠান্তরম্—(ক) 'ক্রমতঃ'।

দেবতানাং গুরো রাজ্ঞঃ স্নাতকাচার্যয়োস্তথা।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং বভ্রুণো দীক্ষিতস্য চ॥১৩০॥
মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষম্।
সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্ ॥১৩১॥
উদ্বর্ত্তনমপস্নানং বিণ্মূত্রে রক্তমেব চ।
শ্লেষ্ম-নিষ্ঠ্যূত-বান্তানি নাধিতিষ্ঠেৎ তু কামতঃ॥১৩২॥
বৈরিণং নোপসেবেত সহায়ঞ্চৈব বৈরিণঃ।
অধার্ম্মিকং তস্করঞ্চ পরস্যৈব চ যোষিতম্ ॥১৩৩॥
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥১৩৪॥
ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥১৩৫॥

এতৎত্রয়ং হি পুরুষং নির্দ্দহেদবমানিতম্।
তস্মাদেতৎত্রয়ং নিত্যং নাবমন্যেত বুদ্ধিমান্ ॥১৩৬॥
নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাম্ ॥১৩৭॥
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৩৮॥
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ ॥১৩৯॥
নাতিকল্যং নাতিসায়ং নাতিমধ্যন্দিনে স্থিতে।
নাজ্ঞাতেন সমং গচ্ছেন্নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ ॥১৪০॥

বৃত হইয়া স্নান করা উচিত নয় এবং যে জলাশয় সম্যক্ জানা নাই, তাহাতেও স্নান করা বিধেয় নয়। ১২৯।

দেব-প্রতিমা, পিত্রাদি গুরুজন, রাজা, স্নাতক-গৃহস্থ, উপনেতা, কপিলা গাভী এবং যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি,—ইঁহাদের ছায়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও অতিক্রম করিবে না। ১৩০।

রাত্রি বা দিবার মধ্যকালে, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন করিয়া এবং প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাকালে অধিকক্ষণ চতুষ্পথে বিলম্ব করিতে নাই। ১৩১।

উদ্বর্ত্তন (অর্থাৎ গাত্রে হরিদ্রা ও তৈলাদি মর্দ্দন) করিলে যে সকল ময়লা ভূমিতে পড়ে, স্নানের জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ চর্ব্বিত-পরিত্যক্ত তাম্বূলাদি এবং বমি—এই সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক মাড়াইবে না। ১৩২।

শত্রু অথবা শত্রুর সহায়, অধার্ম্মিক, চোর ও পরস্ত্রী—ইহাদিগকে সেবা করিবে না। ১৩৩।

পরস্ত্রীগমনে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহসংসারে অন্য কোন ব্যাপারে পুরুষের তেমন আয়ুঃক্ষয় হয় না। ১৩৪।

অতিশয় ধনমানে সমৃদ্ধ হইলেও কদাপি ক্ষত্রিয়, সর্প অথবা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অশক্ত বিবেচনায় অবমাননা করিবে না। দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও কখনও অবমান করিতে নাই। ১৩৫।

এই তিনটি অবমানিত হইলে অবমানকারীর বিনাশ সাধন করে। এ কারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ইহাঁদের কখনও অবমাননা করিবেন না। ১৩৬।

পূর্বসম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জ্জনচেষ্টা ফলবতী হইতেছে না দেখিয়া, আপনাকে কখন হতাদর করিবে না; পরন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে, ইহা কখনও দুর্লভ মনে করিবে না। ১৩৭।

সত্য কথা বলিবে, অথচ তাহা প্রিয় হওয়াই চাই; লোকের মর্ম্মভেদী অপ্রিয় সত্য কদাচ বলিতে নাই, অথবা লোকের প্রীতিকর (তোষামোদাদির ন্যায়) মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়; ইহাই বেদোদিত সনাতন ধর্ম্ম। ১৩৮।

অভদ্র-স্থলেও ভদ্র এই বাক্য প্রয়োগ করিবে, অথবা সকলের প্রতিই সদা ভদ্র, পুণ্য, প্রশস্ত, ভাল ইত্যাদি মাঙ্গলিক বাক্য সকল প্রয়োগ করিবে। কাহারও সহিত নিষ্প্রয়োজনে শত্রুতা বা বিবাদ করিবে না। ১৩৯।

অতি প্রত্যুষে, সন্ধ্যাকালে ও পূর্ণ দুই প্রহরে বা অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত কোথায়ও যাইবে না, অথবা

হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্।
রূপদ্রব্যবিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ
নাক্ষিপেৎ ॥১৪১॥

ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রো গো-
ব্রাহ্মণানলান্।
ন চাপি পশ্যেদশুচিঃ সুস্থো জ্যোতি-
র্গণান্ দিবি ॥১৪২॥

স্পৃষ্ট্বৈতানশুচির্নিত্যমদ্ভিঃ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্ব্বাণি নাভিং পাণিতলেন তু ॥১৪৩॥

অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৪৪॥

মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ ॥১৪৫॥

একাকী কিম্বা নীচ-শূদ্রাদি অজ্ঞ লোকের সহিত কোথায়ও যাইবে না। ১৪০।

অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, অধিকবয়স্ক রূপহীন, ধনবিহীন অথবা হীনজাতীয় ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব হীনতার উল্লেখ অর্থাৎ কাণা-বৃদ্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিন্দা করিবে না। ১৪১।

উচ্ছিষ্টশরীরে বা অশুচি-অবস্থায় হস্ত দ্বারা গো ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না। অসুস্থ শরীরে বা অশুচি অবস্থায় আকাশস্থ জ্যোতিষ্কগণকেও দেখিতে নাই। ১৪২।

অশুচি হইয়া গবাদি স্পর্শ করিলে আচমন করিবে অর্থাৎ হস্ততল দ্বারা জল লইয়া ঐ জলে ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল, সমুদয় গাত্র এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিবে। ১৪৩।

অনাতুর অবস্থায় অর্থাৎ পীড়িত না হইলে অকারণ কখনও ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে না এবং গোপনীয় লোমস্পর্শও পরিবর্জ্জন করিবে। ১৪৪।

সদাই মঙ্গলাচারযুক্ত হইবে; বাহিরে ও অন্তরে সদা শুচি থাকিবে; জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং আলস্যশূন্য হইয়া সর্ব্বদা গায়ত্র্যাদি জপ করিবে ও অগ্নিতে বিহিত হোম করিবে। ১৪৫।

মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রয়তাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাঞ্চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে ॥১৪৬॥

বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥১৪৭॥

বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি
পৌর্ব্বিকীম্ ॥১৪৮॥

পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে ॥১৪৯॥

সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ
পিতৄংশ্চৈবাষ্টকাস্বর্চ্চেন্নিত্যমন্বষ্টকাসু চ ॥১৫০॥

মঙ্গলাচারযুক্ত, নিত্যসংযতাত্মা, জপহোমকারী জনের বিনিপাত (অর্থাৎ প্রাকৃত অশুভ, দৈবোপদ্রব অশুভ, দৈবোপদ্রব ব্যাধি, ধননাশ বা ইষ্টবিয়োগাদি কোন বিপৎপাত) হয় না। ১৪৬।

অবসর পাইলেই নিরলস হইয়া সদা প্রণব-গায়ত্র্যাদি বেদাভ্যাস করিবে। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাই পরম ধর্ম্ম। অপর যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা হয়। ১৪৭।

সতত বেদাভ্যাস, বাহ্যান্তর-শৌচ, তপস্যাএবং সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব—এই সকল অনুষ্ঠানে দ্বিজ জাতিস্মর হন অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞান লাভ করেন। ১৪৮।

জাতিস্মরত্ব লাভ হইলে, দ্বিজের বৈরাগ্যের উদয়ে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়; তিনি তখন মোক্ষের একমাত্র হেতু ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করেন এবং বেদাভ্যাস-বলে ব্রহ্মলাভ করিয়া অজস্র অনন্ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। ১৪৯।

পূর্ণিমা অমাবস্যাদি প্রতি পর্বদিনে সাবিত্র-হোম ও শান্তিহোম করিবে এবং অগ্রহায়ণের পৌর্ণমাসীর

দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ ॥১৫১॥
মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ॥১৫২॥
দৈবতান্যভিগচ্ছেৎ তু ধার্ম্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্ব্বসু ॥১৫৩॥
অভিবাদয়েদ্ বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বকম্।
কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছতঃ পৃষ্ঠতোঽন্বিয়াৎ ॥১৫৪॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ ॥১৫৫॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥১৫৬॥

পরবর্ত্তী তিন কৃষ্ণাষ্টমীতে অষ্টকাশ্রাদ্ধ দ্বারা এবং তাহার পরদিন কৃষ্ণনবমীতে অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিবে। ১৫০।

অগ্নিগৃহ হইতে দূরে বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিবে—দূরে পাদাদি প্রক্ষালন করিবে; উচ্ছিষ্টান্নত্যাগ এবং রেতঃপাতও অগ্নিগৃহ হইতে দূরে আচরণ করিবে।১৫১।

পুরীষোৎসর্গ, দেহের বেশ-ভূষা-সম্পাদন, স্নান, দন্তধাবন, অঞ্জনলেপন এবং দেবতাদিগের পূজা—এসকল কর্ম্ম পূর্বাহ্ণকালে অর্থাৎ রাত্রিশেষ ও দিনপূর্ব্ব-ভাগের মধ্যে করা উচিত। ১৫২।

অমাবস্যাদি পর্বদিনে দেবপ্রতিমা, ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ, রক্ষাকারী রাজা এবং পিতা-মাতাদি গুরুজনগণকে দর্শন ও নমস্কারাদি করিবার জন্য যাত্রা করিবে।১৫৩।

গৃহাগত বৃদ্ধ-গুরুজনগণকে অভিবাদন করিবে—বসিবার জন্য তাঁহাদিগকে আপন আসন প্রদান করিবে; তাঁহাদিগের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিবে, এবং তাঁহারা গমন করিলে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিবে। ১৫৪।

বেদ ও স্মৃতিতে সম্যগ্ উল্লিখিত স্ব স্ব বর্ণ এবং আশ্রমের বিহিত কর্ম অধ্যয়নাদির অঙ্গরূপে সম্বন্ধযুক্ত, সর্বধর্ম্মের মূলস্বরূপ সাধুজনাচরিত আচারসকল

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥১৫৭॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥১৫৮॥
যদ্ যৎ পরবশং কর্ম্ম তৎ তদ্‌যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশন্তু স্যাৎ তৎ তৎ সেবেত যত্নতঃ ॥১৫৯॥
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥১৬০॥
যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥১৬১॥

নিরলস হইয়া যত্নের সহিত পালন করিবে। সদাচারবান্ হইলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, মনোমত সন্তানসন্ততি ও অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং সহজাত কোন অলক্ষণ থাকিলে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ১৫৫-১৫৬।

দুরাচার পুরুষ—জনসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। ১৫৭।

সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণহীন হইলেও যে জন সদাচারবান্, শ্রদ্ধাবান্ ও পরের দোষ প্রকাশ করেন না, তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন। ১৫৮।

যাহা কিছু অপরের অধীন কর্ম্ম, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা কিছু আত্মবশ (আত্মব্যাপার সাধ্য), তাহা যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে। ১৫৯।

পরাধীনতাই দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ;—সুখ-দুঃখের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ জানিবে। ১৬০।

যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে, সযত্নে সেই কর্ম্ম করাই উচিত এবং যে কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ১৬১।

আচার্য্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুম্।
ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈব
তপস্বিনঃ ॥১৬২॥
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥১৬৩
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈব নিপাতয়েৎ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাদ্বা শিষ্ট্যর্থং তাড়য়েৎ
তু তৌ ॥১৬৪॥
ব্রাহ্মণায়াবগূর্য্যৈব দ্বিজাতির্বধকাম্যয়া।
শতং বর্ষাণি তামিস্রে নরকে পরিবর্ত্ততে ॥১৬৫॥
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভান্মতিপূর্ব্বকম্।
একবিংশতিমাজাতীঃ পাপযোনিষু জায়তে ॥১৬৬॥

উপনয়ন দিয়া যিনি বেদাধ্যাপন করেন, যিনি বেদের ব্যাখ্যা করেন, এবং পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী—ইহাঁদিগকে কোনমতে হিংসা করিবে না। ১৬২।

নাস্তিকতা, পরলোক নাই—এইরূপ বুদ্ধি, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ, অভিমান, ক্রোধ, এবং ক্রূরতা এই সকল একেবারে বর্জ্জন করিবে। ১৬৩।

পুত্র এবং শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও মারিবার জন্য দণ্ড উদ্যত করিবে না; কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়া কাহারও উপর দণ্ড নিক্ষেপ করিবে না। পুত্র এবং শিষ্যকে শাসন করিবার জন্য তাড়না করিতে পারা যায়। ১৬৪।

বধকামনায় দ্বিজাতি যদি ব্রাহ্মণের উপর দণ্ড উত্তোলনও করেন, তবে তজ্জন্য তাঁহাকে শতবর্ষ তামিস্র নরকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। ১৬৫।

ক্রোধ-পরবশ হইয়া, জানিয়া শুনিয়া তৃণদ্বারাও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে তাড়না করেন, সেই পাপে একবিংশতি জন্ম তাঁহাকে পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ১৬৬।

অযুধ্যমানস্যোৎপাদ্যাব্রাহ্মণস্য সৃগঙ্গতঃ।
দুঃখং সুমহদাপ্নোতি প্রেত্যাপ্রাজ্ঞতয়া নরঃ ॥১৬৭॥
শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্লাতি মহীতলাৎ।
তাবতোঽব্দানমুত্রান্যৈঃ শোণিতোৎ-
পাদকোঽদ্যতে ॥১৬৮॥
ন কদাচিদ্দ্বিজে তস্মাদ্ বিদ্বানবগুরেদপি।
ন তাড়য়েৎ তৃণেনাপি ন গাত্রাৎ
স্রাবয়েদসৃক্ ॥১৬৯॥
অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ (ক) যো নিত্যং নেহাসৌ
সুখমেধতে ॥১৭০॥
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্ ॥১৭১॥

অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে যে ব্যক্তি অকারণ শোণিতপাত করে, তাহার (শাস্ত্রে) অজ্ঞতা-নিবন্ধন সে পরকালে সুমহদ্ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ১৬৭।

ভূমিপতিত ব্রহ্মরক্তে যতগুলি ধূলিকণা পিণ্ডীকৃত হয়, শোণিতোৎপাদক ব্রহ্মঘাতীকে তত সংখ্যক বৎসর পরলোকে শৃগাল-কুক্কুরাদি ভক্ষণ করিতে থাকে।১৬৮।

একারণ বিদ্বান্ ব্যক্তি আপৎকালেও ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডোদ্যম অথবা তাঁহাকে তৃণ দ্বারাও তাড়না কিংবা তাঁহার গাত্র হইতে রক্তপাত করিবেন না।১৬৯।

যে জন অধার্ম্মিক, অসত্যপথে যাহার ধনোপায় হয় এবং যে সতত পরহিংসায় রত থাকে, সে জন এই সংসারে কখনও সুখলাভে অধিকারী হয় না। ১৭০।

পাপী অধার্মিকদিগের আশু বিপর্য্যয় ঘটে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাবে অবসন্ন হইলেও কখনও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না।১৭১।

পাঠান্তরম্—(ক) রতিশ্চ।

নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্ম্মূলানি কৃন্ততি ॥১৭২॥
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু।
ন ত্বেব তু কৃতোঽধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ ॥১৭৩॥
অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥১৭৪॥
সত্যধর্ম্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্ম্মেণ বাগ্বাহূদরসংযতঃ ॥১৭৫॥
পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জিতৌ।
ধর্ম্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ (ক)॥১৭৬॥

কিন্তু গোপালন করিলে যেমন সদ্যঃ ফল পাওয়া যায়—অধর্ম্মের ফল সেরূপ নহে! কিন্তু, ভূমিতে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করিতে পারে না, তদ্রূপ ইহ সংসারে অধর্ম্মাচরণের ফলও সদ্যঃ পাওয়া যায় না; পরন্তু অধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে কালক্রমে এরূপ ঘটে যে, অধর্ম্মকর্ত্তা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ১৭২।

অধর্ম্ম যদি অধর্ম্মকারীতে না ফলে, তবে তাহার পুত্র, না হয় তাহার পৌত্রও নিশ্চয়ই সেই অধর্ম্মের ফল ভোগ করিবে; পরন্তু আচরিত অধর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হইবার নহে। ১৭৩।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নানারূপে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু শেষে অধর্ম্মকর্ত্তা একেবারেই উন্মূলিত হয়। ১৭৪।

সত্যধর্ম্মে, সদাচারে এবং শৌচে সতত রত থাকিবে, ধর্ম্মানুসারে শিষ্যজনকে শাসন করিবে এবং বাক্য বাহু ও উদর বিষয়ে সতত সংযত থাকিবে।১৭৫।

ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম ত্যাগ করিবে; যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিণামে দুঃখ হয়, অথবা যে প্রকার ধর্ম্মাচরণে লোকের আক্রোশ-ভাজন হইতে হয়, এমন ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। ১৭৬।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ ॥১৭৭॥
যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥১৭৮॥
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যৈর্ম্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥১৭৯॥
মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥১৮০॥
এতৈর্বিবাদান্ সন্ত্যজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
এভির্জিতৈশ্চ (খ) জয়তি সর্ব্বান্
লোকানিমান্ গৃহী ॥১৮১॥

হস্ত, পদ এবং নেত্রের চাঞ্চল্য ও বাক্চপলতা পরিহার করিবে (অর্থাৎ যে বস্তু গ্রহণে, যেরূপ ভ্রমণে, যেরূপ দর্শনে এবং যে রূপ বাক্যকথনে বৃথা চপলতামাত্র প্রকাশ পায়, তাহা করিবে না।) সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে এবং পরের অনিষ্টসাধনে বুদ্ধিকে নিয়োগ করিবে না। ১৭৭।

পরস্পর বিরুদ্ধ উভয়ধর্ম্মেই সন্দেহ উপস্থিত হইলে এইরূপ মীমাংসা করিবে যে, যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া পিতৃলোকেরা গমন করিয়াছেন,—পিতামহগণ যে পথাবলম্বী, সেই পথেই বিচরণ করিবে, সেই সাধু পথই অনুসরণ করিবে, সেই পথে গমন করিলে কাহারও আক্রোশ-ভাজন অথবা অধর্ম্মের দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। ১৭৮।

যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোতা, ঋত্বিক্, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি-কর্ত্তা, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও কুটুম্ব,—ইহাদের সহিত এবং পিতা, মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও ভ্রাতৃবর্গ—ইহাদের সহিত কখনও বিবাদ করিবে না ১৭৯-১৮০।

গৃহী ইহাদের সহিত বিবাদ না করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ করিলে অথবা ইহাদের প্রসন্নতা লাভ

পাঠান্তরম্—(ক) সংক্রুষ্টমেব চ। (খ) এতৈর্জিতৈশ্চ।

আচার্য্যো ব্রহ্মলোকেশঃ প্রাজাপত্যে পিতা প্রভুঃ।
অতিথিস্ত্বিন্দ্রলোকেশো দেবলোকস্য চর্ত্বিজঃ ॥১৮২॥
যাময়োঽপ্সরসাং লোকে বৈশ্বদেবস্য বান্ধবাঃ।
সম্বন্ধিনো হ্যপাং লোকে পৃথিব্যাং মাতৃমাতুলৌ ॥১৮৩॥
আকাশেশাস্তু বিজ্ঞেয়া বালবৃদ্ধকৃশাতুরাঃ।
ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ ॥১৮৪॥
ছায়া স্বা দাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥১৮৫॥

—

করিতে পারিলে, তিনি বক্ষ্যমাণ সকল লোকেই জয়যুক্ত হন। ১৮১।

বেদদাতা আচার্য্য প্রসন্ন থাকিলে, ব্রহ্মলোক লাভ হয়; পিতা প্রসন্ন থাকিলে প্রজাপতিলোক লাভ, অতিথির প্রসন্নতায় ইন্দ্রলোক লাভ এবং যজ্ঞহোতা ঋত্বিকের প্রসন্নতায় দেবলোক লাভ হইয়া থাকে। ১৮২।

ভগিনী এবং পুত্রবধূগণের প্রভাব অপ্সরোলোকে আছে; বান্ধবগণের প্রভাব বৈশ্বদেব-লোকে, সম্বন্ধিগণের প্রভাব বরুণলোকে এবং মাতা ও মাতুলের প্রভাব পৃথিবীলোকে বিস্তারিত দেখা যায়। ইঁহাদের সহিত বিবাদ না করিলে সেই সেই লোক জয় করা যায়। ১৮৩।

বালক বৃদ্ধ দরিদ্র ও আতুর লোক ইহাদিগের প্রসন্নতায় অন্তরীক্ষ-লোক লাভ হয়। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতার সমান ও আপনার স্ত্রী-পুত্রকে স্বীয় দেহের সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করিবে। ১৮৪।

দাসবর্গকে আপনার ছায়ার স্থায় বিবেচনা করিবে এবং দুহিতাকে পরমস্নেহের পাত্র বলিয়া জানিবে। এ কারণ ইহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও অক্ষুব্ধমনে সদা তাহা সহ্য করিবে,—কোনক্রমে ইহাদের সহিত বিবাদ করিবে না। ১৮৫।

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি ॥১৮৬॥
ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা ॥১৮৭॥
হিরণ্যং ভূমিমশ্বং গামন্নং বাসস্তিলান্ ঘৃতম্।
প্রতিগৃহ্ণন্নবিদ্বাংস্তু ভস্মীভবতি দারুবৎ ॥১৮৮॥
হিরণ্যমায়ুরন্নঞ্চ ভূর্গৌশ্চাপ্যোষতস্তনুম্।
অশ্বশ্চক্ষুস্ত্বচং বাসো ঘৃতং তেজস্তিলাঃ প্রজাঃ॥১৮৯॥
অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥১৯০॥

প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিগ্রহ বিষয়ে প্রসক্তি (পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি) ত্যাগ করিবে; কারণ, প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৬।

দ্রব্যাদি-প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানসকল বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাজ্ঞ জন ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও কখনও প্রতিগ্রহ করিবেন না। ১৮৭।

অগ্নিসংযোগে কাষ্ঠ যেমন ভস্ম হইয়া যায়, তদ্রূপ মূর্খব্যক্তি—সুবর্ণ, ভূমি, অশ্ব, গো, অন্ন, বস্ত্র, তিল, ঘৃত —এই সমুদায় প্রতিগ্রহ করিলে ভস্মীভূত (নিস্তেজ) হইয়া যায়। ১৮৮।

অবিদ্বান্ ব্যক্তি সুবর্ণ এবং অন্ন প্রতিগ্রহ করিলে তাহার আয়ু নষ্ট হয়; ভূমি ও গাভী গ্রহণ করিলে তাহার শরীর, অশ্ব প্রতিগ্রহ করিলে চক্ষু, বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে ত্বক্, ঘৃত প্রতিগ্রহ করিলে তেজ ও তিল প্রতিগ্রহ করিলে সন্ততি দগ্ধ হইয়া যায়। ১৮৯।

যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নাই, যাঁহার বেদাধ্যয়ন নাই, অথচ প্রতিগ্রহে যাঁহার বিলক্ষণ রুচি আছে; পাষাণময় ভেলাদ্বারা জল পার হইতে গেলে, যেমন সেই ভেলার সহিত জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ তিনিও দাতার সহিত নরকে নিমগ্ন হন। ১৯০।

তস্মাদবিদ্বান্ বিভিয়াদ্ যস্মাৎ তস্মাৎ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বল্পকেনাপ্যবিদ্বান্ হি পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥১৯১॥
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেৎ তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥১৯২॥
ত্রিষপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥১৯৩॥
যথা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥১৯৪॥
ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ ॥১৯৫॥

এই কারণ যে কোন স্থান হইতে প্রতিগ্রহ করিতে অবিদ্বান্‌জনের ভয় পাওয়া উচিত। গাভী যেমন পঙ্কে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ অবিদ্বান্‌ব্যক্তি অল্পমাত্র দ্রব্যও প্রতিগ্রহ করিলে নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ১৯১।

যে দ্বিজ বিড়ালতপস্বী বা বকব্রতী অথবা বেদানভিজ্ঞ, তাহাকে জলমাত্র প্রদান করাও ধর্ম্মজ্ঞ লোকের উচিত নয়। ১৯২।

যথাবিধি উপার্জ্জিত ধনও ঐ ত্রিবিধ লোককে দান করিলে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা—উভয়েরই পরকালে অনর্থ জন্মিয়া থাকে। ১৯৩।

পাষাণময় ভেলাদ্বারা জল পার হইতে গেলে যেমন সেই ভেলার সহিত জলে নিমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ অজ্ঞ দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ১৯৪।

যে ব্যক্তি সদা লুব্ধ অর্থাৎ যাহার অন্তরে ধনলোভ নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, অথচ যে ব্যক্তি ধর্ম্মের ধ্বজা বা চিহ্ন ধারণ করিয়া জনসমাজে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়,—যে ব্যক্তি ছদ্মবেশধারী অথচ লোকবঞ্চক, পরহিংসা-পরায়ণ এবং সর্ব্বাভিসন্ধক অর্থাৎ পরগুণসহনে অসমর্থ হইয়া সকলকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাহাকে বৈড়ালব্রতিক বলা যায়। বিড়াল যেমন মূষিকাদি হিংসা করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠ হয় ও বিনীতভাবে অবস্থান করে, তাহারও ধর্ম্মভাব সেইরূপ। ১৯৫।

অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥১৯৬॥
যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥১৯৭॥
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনম্ ॥১৯৮॥
প্রেত্যেহ চেদৃশা বিপ্রা গর্হ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনা চরিতং যচ্চ ব্রতং রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥১৯৯॥
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেষেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে ॥২০০॥

আপনার বিনীতস্বভাব খ্যাপন করিবার জন্য যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি ও শান্তভাবে থাকে, অথচ যাহার অন্তর স্বার্থসাধনে ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ, সেই শঠ ও মিথ্যাবিনীত দ্বিজকে বকব্রতধারী বলে। ১৯৬।

যে ব্রাহ্মণেরা বকব্রতী ও বিড়ালতপস্বী, তাহারা সেই পাপে অন্ধতামিস্রনামক নরকে পতিত হয়। ১৯৭।

পাপ করিয়া যখন প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তখন পাপ গোপন করিয়া স্ত্রীশূদ্রাদিকে ভুলাইবার জন্য এমন কথাও বলিবে না যে, আমি ধর্ম্মলাভের জন্য এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি,—ইহা প্রায়শ্চিত্তার্থ অনুষ্ঠিত নয়। ১৯৮।

কপটভাবে যে ব্রতের আচরণ করা যায়, তাহা রাক্ষসগণের অধিকৃত হয়। বিড়ালব্রতী ও বকব্রতী ব্রাহ্মণেরা পরলোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদিগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া থাকে। ১৯৯।

যাহার যাহা লিঙ্গ নয়—অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহিত চিহ্নাদি নয়, সে যদি সেই সকল চিহ্নাদি ধারণ করিয়া তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে তদ্দারা বর্ণাশ্রমিগণের পাপ গ্রহণ করে এবং সেই পাপে

পরকীয়-নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ (ক) কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে ॥২০১॥
যান-শয্যাসনান্যস্য কূপোদ্যানগৃহাণি চ।
অদত্তান্যুপযুঞ্জান(খ)এনসঃ স্যাৎ তুরীয়ভাক্॥২০২॥
নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্ত্তপ্রস্রবণেষু চ ॥২০৩॥
যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥২০৪॥
নাশ্রোত্রিয়ততে যজ্ঞে গ্রামযাজিকৃতে তথা।
স্ত্রিয়া ক্লীবেন চ হুতে ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ ॥২০৫॥
অশ্লীকমেতৎ(গ) সাধূনাং যত্র জুহ্বত্যমী হবিঃ।
প্রতীপমেতদ্দেবানাং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২০৬॥
মত্তক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥২০৭॥
ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতঞ্চৈব সংস্পৃষ্টঞ্চাপ্যুদক্যয়া।
পতত্রিণাবলীঢ়ঞ্চ শুনা সংস্পৃষ্টমেব চ ॥২০৮॥
গবা চান্নমুপঘ্রাতং ঘুষ্টান্নঞ্চ বিশেষতঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ বিদুষা চ জুগুপ্সিতম্ ॥২০৯॥
স্তেনগায়নয়োশ্চান্নং তক্ষ্ণো বার্দ্ধুষিকস্য চ।
দীক্ষিতস্য কদর্য্যস্য বদ্ধস্য নিগড়স্য চ ॥২১০॥

তাহার তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্তি হয়। (যেমন যে ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মচারী না হইয়াও ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলা দণ্ডাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষা করে,—তাহার ঐ ক্রিয়া পাপজনক)। সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট হয় নাই, এমন যে পরকীয় জলাশয় তাহাতে কখনও স্নান করিবে না; তথায় স্নান করিলে, পুষ্করিণীস্বামীর পাপের অংশভাগী হইতে হয়; (পরকীয় জলাশয়ে অগত্যা স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে পাঁচটী মৃৎপিণ্ড তুলিয়া তীরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নান করিবে)। অন্যের যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান, গৃহ—অনুমতি না দিলে এ সমুদায় উপভোগ করিবে না। উপভোগ করিলে দ্রব্যস্বামীর পাপের চতুর্থাংশভাগী হইতে হয়। ২০০-২০২।

প্রতিদিন নদীতে, দেবখাত (যাহা দেবতার নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, এরূপ প্রসিদ্ধ) তড়াগে ও সরোবরে এবং গর্ত্তে (যাহা চারি ক্রোশের ন্যূন পথ ব্যাপিয়া আছে) বা প্রস্রবণে স্নান করিবে। ২০৩।

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য-কথন, অকল্কতা (অন্তঃকরণকে নিষ্পাপ রাখা) অহিংসা ও চুরি না করা এবং মধুর ভাব,—ইহাদিগকে যম বলা যায়। স্নান, মৌনাবলম্বন, উপবাস, যজ্ঞকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন, গুরুসেবা, শৌচ, ক্রোধবর্জ্জন ও সাবধানতা, —এইগুলিকে নিয়ম বলা যায়। সর্ব্বদা যমের সেবা করিবে, কেবল নিয়ম লইয়া থাকিবে না। যমাচরণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মাচরণ করিলে পতিত হইতে হয়। (অতএব যম নিয়ম—উভয়েরই সেবা করা কর্ত্তব্য। যম,—প্রতিষেধরূপ; নিয়ম—অনুষ্ঠেয়রূপ)। ২০৪।

বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞের আরম্ভ করেন; যে যজ্ঞে বহুযাজক ব্রাহ্মণ হোম করেন, যে যজ্ঞে স্ত্রীলোক বা ক্লীব হোতা হন, তথায় ব্রাহ্মণ কখনও ভোজন করিবেন না। যে যজ্ঞে ঐরূপ ব্রাহ্মণেরা হোম করেন, সেই যজ্ঞ সাধুগণের শ্রীহানিকর এবং তাহা দেবগণেরও প্রতিকূল; অতএব এইরূপ যজ্ঞ পরিবর্জ্জন করা উচিত। মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না, কেশ-কীটাদিযুক্ত অন্ন বা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদস্পৃষ্ট অন্ন কখনও আহার করিবে না। ভ্রূণঘাতিকর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারীকর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষিগণকর্ত্তৃক অবলীঢ় (ঠোকরান) অন্ন, এবং কুক্কুর-কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। ২০৫-৮।

গাভী যে অন্নের আঘ্রাণ লইয়াছে, বিশেষতঃ যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ "কে ক্ষুধিত আছ, আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে" ডিণ্ডিমাদি দ্বারা এইরূপে

পাঠান্তরাণি—(ক) 'স্নায়াদ্ধি' (খ) 'ভুঞ্জান' (গ) অশ্লীল'

অভিশস্তস্য ষণ্ঢস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ ॥২১১॥
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্তমনির্দ্দশম্ ॥২১২॥
অনর্চ্চিতং বৃথামাংসমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ।
দ্বিষদন্নং নগর্য্যন্নং পতিতান্নমবক্ষুতম্ ॥২১৩॥
পিশুনানৃতিনোশ্চান্নং ক্রতুবিক্রয়িণস্তথা(ক)।
শৈলুষ-তুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেব চ ॥২১৪॥

কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ
সুবর্ণকর্ত্তুর্বেণস্য শস্ত্রবিক্রয়িণস্তথা ॥২১৫॥
শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চৈলনির্ণেজকস্য চ।
রঞ্জকস্য(খ) নৃশংসস্য যস্য চোপপতির্গৃহে ॥২১৬॥
মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ ॥২১৭॥
রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চর্ম্মাবকর্ত্তিনঃ ॥২১৮॥

সাধারণ আগন্তুকের জন্য যে অন্নরাশির ঘোষণা করা হইয়াছে; মিলিত মঠবাসীব্রাহ্মণদিগের অন্ন, বেশ্যার অন্ন এবং পণ্ডিতগণ যাদৃশ অন্নের নিন্দা করিয়া থাকেন,—এই সমুদায় অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। চৌর, গীতবাদ্যোপজীবী, তক্ষণ (কাষ্ঠকর্ত্তনাদি) বৃত্তি দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে,বৃদ্ধি (সুদ) উপজীবী, অগ্নিষোমীয় যাগ না করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত, কৃপণ এবং নিগড়বদ্ধ,—ইহাদের অন্ন কখনও গ্রহণ করিবে না। ২০৯-১০।

মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী এবং কপট-ধর্ম্মচারী, ইহাদিগের অন্ন গ্রহণ করিবে না। শুক্ত (স্বাভাবিক মিষ্টদ্রব্য দধ্যাদিযোগে বিকৃত হইয়া অম্লভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শুক্ত-বলে) পর্য্যুষিত অর্থাৎ রাত্রিবাসিত দ্রব্য, শূদ্রের অন্ন এবং (গুরুর উচ্ছিষ্ট ভিন্ন) কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইবে না।২১১।

চিকিৎসকের, মৃগাদি-পশুহন্তা ব্যাধের, ক্রুর-ব্যক্তির, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর এবং নিষ্ঠুর কর্ম্মকারীর অন্ন ভোজন করিবে না। সূতিকার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত করা হয়, পর্য্যাচান্ত অন্ন (এক পঙ্‌ক্তিস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে ভোজন-সমাপ্তি করিয়া আচমন করিলে পর অন্যান্য ব্রাহ্মণের অন্নকে পর্য্যাচান্ত বলে) এবং দশদিন গত না হইলে সূতকান্ন ভোজন করিবে না। ২১২।

অবজ্ঞার সহিত যে অন্ন দেওয়া হয়, বৃথামাংস অর্থাৎ যে মাংস দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হয় নাই, অবীরার অর্থাৎ পতি-পুত্রবিহীনা রমণীর অন্ন (অবীরা—অজাতপুত্রা বিধবা ইহা অধিকাংশ স্মৃতির মত) দ্বেষকারী শত্রুর অন্ন, নগরের অন্ন, পতিতদিগের অন্ন ও যে অন্নের উপরে হাঁচিয়াছে—এ সকল অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, (তাহাকে পিশুন বলে) যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধনলোভে যজ্ঞফল বিক্রয় করে, যে নটবৃত্তি করে, যে বস্ত্রাদি—সীবন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে (অর্থাৎ কৃতঘ্ন,) ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। কর্ম্মকার, নিষাদ, (ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন), নট ও গায়ক ব্যতীত যে রঙ্গমঞ্চাবতরণ দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, স্বর্ণকার, বেণুবিদারক ও লৌহবিক্রয়ী,—ইহাদের অন্নগ্রহণ করিবে না। মৃগয়ার জন্য কুক্কুরপোষণকারী, মদ্যবিক্রয়ী বস্ত্রধাবক (রজক) বস্ত্রাদির রঞ্জক, নিষ্ঠুর ও যাহার অজ্ঞাতভাবে গৃহে স্ত্রীর উপপতি আছে—ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। ২১৩-২১৬।

যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্য করে বা যে সর্ব্বপ্রকারেই স্ত্রীজিত অর্থাৎ স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলে, তাহাদিগের অন্ন, মরণাশৌচের অন্ন এবং যে অন্ন খাইতে তুষ্টি না হয়, এমন অন্ন খাইবে না। ২১৭।

রাজার অন্ন ভোজন করিলে তেজ নষ্ট হয়, শূদ্রের অন্নভোজনে ব্রহ্মতেজ থাকে না, সুবর্ণকারের

(ক) ক্রতুবিক্রয়কস্য চ—পাঠান্তরম্।

(খ) রজকস্য—পাঠান্তরম্।

কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি ॥২১৯॥
পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥২২০॥
য এতেঽন্যে ত্বভোজ্যান্নাঃ ক্রমশঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং ত্বগস্থিরোমাণি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ ॥২২১॥
ভুক্ত্বাঽতোঽন্যতমস্যান্নমমত্যা ক্ষপণং ত্র্যহম্।
মত্যা ভুক্ত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং রেতোবিণ্মূত্রমেব চ॥২২২
নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পক্বান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ।
আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্ ॥২২৩॥

শ্রোত্রিয়স্য কদর্য্যস্য বদান্যস্য চ বার্দ্ধুষেঃ।
মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ সমমন্নমকল্পয়ন্ ॥২২৪॥
তান্ প্রজাপতিরাহৈত্য মা কৃঢ্বং বিষমং সমম্।
শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য হতমশ্রদ্ধয়েতরৎ ॥২২৫॥
শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্ত্তঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
শ্রদ্ধাকৃতে হ্যক্ষয়ে তে ভবতঃ স্বাগতৈর্দ্ধনৈঃ॥২২৬॥*
দানধর্ম্মং নিষেবেত নিত্যমৈষ্টিকপৌর্ত্তিকম্।
পরিতুষ্টেন ভাবেন পাত্রমাসাদ্য শক্তিতঃ ॥২২৭॥
যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।
উৎপৎস্যতে হি তৎপাত্রং যৎ তারয়তি সর্ব্বতঃ॥২২৮

অন্নভোজনে আয়ু নষ্ট হয় এবং চর্মকারের অন্নভোজনে খ্যাতিলোপ হয় ।২১৮।

শিল্পকারের অন্ন ভোজন করিলে সন্তান নষ্ট হয়, বস্ত্রধাবকের (রজকের) অন্নভোজনে বলহানি ঘটে ; মিলিত জনসমূহের (হোটেলাদির) অন্ন এবং বেশ্যার অন্ন ভোজন করিলে কর্মান্তরার্জ্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয় ।২১৯।

চিকিৎসকের অন্নভোজন পূযের ভোজনের সমান, অসতী স্ত্রীর অন্নভোজন শুক্রভোজন-তুল্য ; বৃদ্ধি-উপজীবীর অন্নভোজন বিষ্ঠাভোজনের সমান ও লৌহবিক্রয়ীর অন্নভোজন শ্লেষ্মভোজনতুল্য ঘৃণিত জানিবে। যাহাদিগের অন্ন অভোজ্য বলিয়া এই প্রকরণে ক্রমশঃ বর্ণিত হইল, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের অন্নকে তাহাদিগের চর্ম্ম অস্থি ও লোম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাদিগের মধ্যে যে কাহারও অন্ন অজ্ঞান-বশতঃ ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করা বিধি সম্মত; জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিতে হয়। রেত, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।২২০-২২।

শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞ-হীন শূদ্রের পকান্ন খাইবেন না। কিন্তু অন্য অন্নের অভাবে একরাত্র-নির্ব্বাহোচিত অপক্ব অন্ন শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারেন। একজন বেদবিৎ অথচ কৃপণ, অপর জন দাতা অথচ বৃদ্ধিজীবী—এই উভয়ের গুণ ও দোষ মীমাংসা করিয়া দেবতারা স্থির করিলেন যে, এই উভয়ের অন্নই সমান ।২২৩-২৪।

কিন্তু ব্রহ্মা দেবগণের সন্নিধানে আসিয়া বলিলেন যে, তোমরা পরস্পর বৈষম্য অবস্থাপ্রাপ্ত অন্নকে সমান জ্ঞান করিও না, কারণ দাতা বৃদ্ধিজীবীর অন্ন শ্রদ্ধাপূত ; কিন্তু বেদজ্ঞ কৃপণের অন্ন অশ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং হত অর্থাৎ দূষিত ও অগ্রাহ্য। ২২৫।

নিত্য নিরলস হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম করা উচিত, ন্যায়ার্জ্জিত ধন দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই উভয়বিধ কর্ম্ম করিলে তাহা অক্ষয় ফলের কারণ হইয়া থাকে। (বেদীতে কর্ত্তব্য যজ্ঞকর্ম্মকে ইষ্ট ও কূপ-পুষ্করিণী-খননাদিকে পূর্ত্তকর্ম বলা যায়)। বিদ্যা ও তপস্যা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে, পরিতুষ্টভাবে যথা-শক্তি ইষ্টাপূর্ত্তাদির ও দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

পাঠান্তরম্—শ্রুত-শৌর্য্য-তপঃ-কন্যা-যাজ্য-শিষ্যান্বয়াগতম্।
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধমুভয়োঽপ্যস্য তদ্বিধঃ ।(ক)
কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প-সেবানুবৃত্তিতঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম ।(খ)
পার্শ্বিকদ্যূতচৌর্য্যার্তি-প্রাতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্ ।(গ)

*২২৬ শ্লোকের পর কোনও পুস্তকে এই তিনটী শ্লোক অতিরিক্ত দেখা যায়।

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্ ॥২২৯॥
ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রূপ্যদো(ক)রূপমুত্তমম্॥২৩০॥
বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুদ্দঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য পিষ্টপম্॥২৩১
যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদং শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্॥২৩২
সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্ন-গো-মহী-বাস-স্তিল-কাঞ্চন-সর্পিষাম্॥২৩৩॥
যেন যেন তু ভাবেন যদ্যদ্দানংপ্র যচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ॥২৩৪॥

অসূয়াপরবশ না হইয়া যে কোন যাচ্ঞাকারীকে যথাশক্তি দান করিবে। এইরূপ করিতে করিতে সেই পুণ্যবলে এমন দানপাত্র উপস্থিত হয়, যিনি দাতাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। ২২৬-২৮।

জলদাতা তৃপ্তি লাভ করেন; অন্নদাতা অক্ষয় সুখ, তিলদাতা মনোমত সন্তান-সন্ততি এবং দীপদাতা উত্তম চক্ষু লাভ করিয়া থাকেন। ২২৯।

ভূমিদাতা ভূমি লাভ করেন, সুবর্ণদাতা দীর্ঘ পরমায়ু, গৃহদাতা শ্রেষ্ঠ গৃহসকল এবং রৌপ্যদাতা উত্তম রূপ লাভ করিয়া থাকেন। ২৩০।

বস্ত্রদাতা চন্দ্রলোকবাসীর সহিত একত্র বাস করিতে সমর্থ হন; ঘোটকদাতা অশ্বিলোকে গমন করেন; বলীবর্দ্দদাতা অতুল সম্পত্তি লাভ করেন এবং গাভীদাতা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৩১।

রথাদি যান বা শয্যাদাতা মনোমত ভার্য্যা লাভ করেন; অভয়দাতা অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করেন; ধান্যদাতা চিরস্থায়ী সুখ এবং বেদদাতা (বেদের অধ্যাপক) ব্রহ্মের সমান গতি (ব্রহ্মতুল্যতা) লাভ করিয়া থাকেন। জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল স্বর্ণ এবং ঘৃত —এ সকল দান অপেক্ষা বেদশিক্ষাদানই সর্বোৎকৃষ্ট।

(ক) রূপদো—পাঠান্তরম্।

যোঽর্চ্চিতং প্রতিগৃহ্ণাতি দদাত্যর্চ্চিতমেব চ।
তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকস্তু বিপর্য্যয়ে ॥২৩৫॥
ন বিস্ময়েত তপসা বদেদিষ্ট্বা চ নানৃতম্।
নার্ত্তোঽপ্যপবদেদ্ বিপ্রান্ ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥২৩৬॥
যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্ত্তনাৎ ॥২৩৭॥
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥২৩৮॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥২৩৯॥

যে যে ভাবে যে যে দান করা যায়, সেই সেই ভাবে সেই সেই দান জন্মান্তরে সম্মানের সহিত পাওয়া যায়। ২৩২-৩৪।

যিনি সম্মানিত হইয়া প্রতিগ্রহ করেন এবং যিনি সম্মানিত হইয়া দান করেন, তাঁহারা উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে নরকে যাইতে হয়। তপস্যা করিয়া কখনও বিস্মিত হইবে না, অথবা গর্ব্বিত হইবে না; যাগ করিয়া কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও তাঁহার নিন্দা করিবে না এবং দান করিয়া কখনও পরের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিবে না।২৩৫-৩৬।

স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে মিথ্যা বলিলে যজ্ঞ-ফল নষ্ট হইয়া যায়, স্বীয় তপস্যা সম্বন্ধে বিস্ময়াপন্ন হইলে তপস্যা-ক্ষয় হয়, ব্রাহ্মণ-নিন্দায় আয়ুঃক্ষয় হয় এবং দান করিয়া তাহার কীর্ত্তন করিলে দানের ফল নষ্ট হইয়া যায়। পুত্তিকারা উঁই কীটরা যেরূপ ক্রমে ক্রমে আপনাদের বল্মীক প্রস্তুত করে, সেইরূপ পরলোকে সহায়তা-জন্য কাহাকেও পীড়া না দিয়া অল্পে অল্পে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। ২৩৭-২৩৮।

পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি—কেহই বর্ত্তমান থাকে না, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই সেই স্থানের সহায়। ২৩৯।

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥২৪০॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥২৪১॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥২৪২॥
ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকং নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্ ॥২৪৩॥
উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাংস্ত্যজেৎ ॥২৪৪॥
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্ ॥২৪৫॥

জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই লয় প্রাপ্ত হয় এবং একাকীই আপন সুকৃতের ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। ২৪০।

কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় মৃত শরীরকে ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধবগণ যখন বিমুখ হইয়া গৃহে গমন করেন, তখন কেবল ধর্ম্মই সেই জীবের অনুগমন করিয়া থাকে; অতএব পরলোকের সহায়ার্থ প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে; ধর্মের সাহায্যে দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ২৪১-২৪২।

যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ, তিনি যদি দৈবাৎ কোন পাপাচরণ করিয়া ফেলেন তবে তাঁহার পাপ সকল তপোবলে অর্থাৎ প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত বলে নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীপ্তিমান্ আকাশশরীর বা ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করিয়া মৃত্যুর পর অবিলম্বেই পরলোকে ধর্মকর্ত্তৃক নীত হইয়া থাকেন। ২৪৩।

আপন কুলের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বিদ্যা ও আচারাদিসম্পন্ন উত্তমকুলের সহিত সর্বদা কন্যাদানাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং অধমাধম কুল-সকলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে।২৪৪।

হীনকুলসকল পরিত্যাগ করিয়া উত্তমোত্তম কুলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইহার বিপরীতাচরণ করিলে ক্রমে ক্রমে হীনতা প্রাপ্ত হইয়া শূদ্রতুল্য নিকৃষ্ট হইয়া পড়েন। যিনি সৎকর্মে দৃঢ়, যিনি মৃদু ও দান্ত, যিনি ক্রূরাচারগণের সহিত সংসর্গ রাখেন না; যিনি পরহিংসা করেন না,—এইরূপ ব্রতশীল সাধুই দম ও দান দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন। ২৪৫-৪৬।

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রোদমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥২৪৬॥
এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যুদ্যতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্মধ্বথাভয়দক্ষিণাম্ ॥২৪৭॥
আহৃতাভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্।
মেনে প্রজাপতির্গ্রাহ্যামপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥২৪৮॥
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে ॥২৪৯॥
শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মণীন্ দধি।
ধানা মৎস্যান্ পয়ো মাংসং শাকঞ্চৈব ন নির্ণুদেৎ ॥২৫০॥

কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল ও খাদ্য —যাহা অযাচিত-ভাবে আপনা-আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয়দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায়। যাহা স্বেচ্ছায় আনীত ও অযাচিতভাবে সম্মুখে প্রদত্ত হয়, পূর্বে যাহার কোন কথাই ছিল না—এরূপ ভিক্ষা যাহাই কেন হউক না দুষ্কৃতকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, ইহা ব্রহ্মা অনুমোদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকার ভিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে, পিতৃলোকেরা পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত তাহার দানীয় ভোজন করেন না, অথবা অগ্নি তৎপ্রদত্ত হব্য দেবলোকের জন্য বহন করেন না। শয্যা, গৃহ, কুশ, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, ধানা, (ভাজা যব ও তণ্ডুল) মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস শাক—এ সমুদায়ও অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না। ২৪৭-২৫০।

গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষন্নর্চ্চিষ্যন্ দৈবতাতিথীন্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্লীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥২৫১॥
গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনো বৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্লীয়াৎ সাধুতঃ সদা ॥২৫২॥
আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥২৫৩॥
যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা যাদৃশঞ্চ চিকীর্ষিতম্।
যথা চোপচরেদেনং তথাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২৫৪॥
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥২৫৫॥

বাচ্যর্থা নিয়তাঃ সর্ব্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাংস্তু যঃ স্তেনয়েদ্বাচং স সর্ব্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥২৫৬॥
মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ ॥২৫৭॥
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ(ক)।
একাকী চিন্তয়ানো হি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥২৫৮॥
এষোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ ॥২৫৯॥
অনেন বিপ্রো বৃত্তেন বর্ত্তয়ন্ বেদশাস্ত্রবিৎ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥২৬০॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

পিতামাতাদি গুরুগণের ও ভার্য্যা-পুত্রাদি পোষ্যগণের ভরণ-পোষণ জন্য, কিংবা দেবতা-অতিথিগণের অর্চ্চনা করিবার জন্য, সকল স্থান হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু আপনার উদরাদি তৃপ্তির জন্য পারে না। ২৫১।

পিতা মাতাদি মৃত হইলে অথবা জীবিত অবস্থায় যদি তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে বাস করেন, তাহা হইলে আপনার জীবিকার জন্য সদাই সাধুলোকের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত। ২৫২।

যে যাহার কৃষি-কর্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম করে,—শূদ্রের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায় (কলিতে এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইয়াছে)। যাহার যেমন স্বরূপ, যেরূপ কর্ম করিতে ইচ্ছা,— যে পরিমাণ সেবাদি করিতে সমর্থ, সে সেইরূপে মান্যজনের নিকট আত্মনিবেদন করিবে। (তাহাকেই আত্মনিবেদন বলা হইয়াছে) ।২৫৩-২৫৪।

যে ব্যক্তি আপনি একপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হইয়া সাধুগণের নিকট অন্য প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, ইহলোকে সেই ব্যক্তি পাপকারীর অগ্রগণ্য; সেই ব্যক্তি যথার্থ চৌর। যেহেতু সে আত্মাকে গোপন বা চুরি করে। সমুদায় পদার্থই বাক্যের সহিত সম্বন্ধ আছে,—সমুদায় পদার্থ বাক্যমূলক, বাক্য হইতে সমুদয় পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে; যে ব্যক্তি মিথ্যা দ্বারা সেই বাক্যের অপলাপ করে, সে সর্বস্ব চুরি করিয়া থাকে। ২৫৫-২৫৬।

স্বাধ্যায় দ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া পরিবারাদি-প্রতিপালনের সমুদয় ভার যোগ্য-পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া, পুত্র-দারধনাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া মধ্যস্থভাবে গৃহেই অবস্থান করিবে ।২৫৭।

নির্জ্জন প্রদেশে একাকী অবস্থান করত সর্বদা আপনার হিতচিন্তা করিবে। এইরূপে একাকী চিন্তা বা ধ্যানপরায়ণ হইলে মোক্ষরূপ পরম-শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের শাশ্বত বৃত্তি বিধানের কথা এই বলা হইল এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকারক স্নাতক-ব্রতেরও শুভ বিধান সকল কথিত হইল। ২৫৮-২৫৯।

যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ এই প্রকার শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি সর্বদা ক্ষীণপাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে আদৃত হন। ২৬০।

(ক) হিতমাত্মনি—পাঠান্তরম্।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্ম্মান্ স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমূচুর্মহাত্মানমনলপ্রভবং ভৃগুম্ ॥১॥
এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো ॥২॥
স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
শ্রূয়তাং যেন দোষেণ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥৩॥
অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥৪॥
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ ॥৫॥

ঋষিগণ স্নাতক গৃহস্থদিগের (যথোক্ত ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পর সমাবর্ত্তন সময়ে কৃতস্নান ব্যক্তিকে স্নাতক বলা হয়, পূর্বাধ্যায়ে বহুবার স্নাতক শব্দ উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকার পূর্বকথিত ধর্ম সকল শ্রবণ করিয়া মহাত্মা (জন্মান্তরে) অগ্নি হইতে উৎপন্ন ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—(ভৃগু কল্পভেদে অগ্নি হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শান্তিপর্ব ও অন্যান্য পুরাণে আছে।) প্রভো! যথোক্ত স্বধর্মপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের উপর তবে কি কারণে মৃত্যু স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে? তাঁহারা কি কারণে বেদবিহিত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির পূর্বে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন? ধর্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু তখন মহর্ষিগণকে বলিতে লাগিলেন,—যে দোষে মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করে, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। বেদ অভ্যাস না করিলে, সদাচার পরিত্যাগ করিলে, কর্ত্তব্যকর্মে অলস হইলে এবং দূষিত অন্ন ভোজন করিলে—মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করিয়া থাকে। ১-৪।

লশুন (রসোন), গৃঞ্জন (রক্ত-মূলক শাক-বিশেষ গাঁজোর যাহার নাম), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ছত্রাক কোঁড়ক বা বেঙের ছাতা) ও বিষ্ঠাদিতে সম্ভূত

লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং(ক) প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬॥
বৃথাকৃসরসংযাবং পায়সাপূপমেব চ।
অনুপাকৃতমাংসানি দেবান্নানি হবীংষি চ ॥৭॥
অনির্দ্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ ॥৮॥
আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি ॥৯॥
দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধিসম্ভবম্।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ ॥১০॥

শাকাদি,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে। বৃক্ষের রক্তবর্ণ নির্য্যাস—যাহা কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে; বৃক্ষচ্ছেদন করিলেই যে নির্য্যাস নির্গত হয়; শেলু অর্থাৎ চালতা ও গব্যপেয়ূষ অর্থাৎ নবপ্রসূতা (প্রসবের পর যাহার দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই) গাভীর ক্ষীর—এ সকল যত্নপূর্বক পরিত্যাজ্য। কৃসর (তিল ও চাউল সিদ্ধ অন্ন), সংযাব (ঘৃত-ক্ষীর-গুড়-সংযুক্ত গোধূমচূর্ণ), অপূপ (পিঠা)—এ সকল বস্তু দেবতা-উদ্দেশ ব্যতীত আত্মার্থে প্রস্তুত হইলে ভোজন করিবে না; এবং যে পশুমাংস মন্ত্র-দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই, নিবেদনের পূর্বে নৈবেদ্যাদি দেবান্ন, কিংবা হোমের পূর্বে ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য—এ সকল ভোজন করিবে না। ৫-৭।

গবাদি যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করা যায়—প্রসবের পর দশদিন গত না হইলে তাহাদের দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, একশফ অর্থাৎ অশ্ব প্রভৃতি এক খুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ, সন্ধিনী অর্থাৎ রজস্বলা গাভীর দুগ্ধ, অথবা যে গাভীর বৎস স্থানান্তরে বা মরিয়া গিয়াছে, তাহার দুগ্ধ পান করিবে না। মহিষ ব্যতীত যাবতীয় আরণ্য জন্তুর দুগ্ধ, স্ত্রীর স্তন্য এবং

(ক) পীযূষং—পাঠান্তরম্।

ক্রব্যাদান্(ক) শকুনীন্ সর্ব্বাংস্তথা গ্রামনিবাসিনঃ।
অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১১॥
কলবিঙ্কং প্লবং হংসং চক্রাহ্বং গ্রাম্যকুক্কুটম্।
সারসং রজ্জুবালঞ্চ দাত্যুহং শুকসারিকে ॥১২॥
প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।
নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ ॥১৩॥
বকঞ্চৈব বলাকাঞ্চ কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যাদান্ বিড্বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্ব্বশঃ॥১৪॥
যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫॥
পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥১৬॥
ন ভক্ষয়েদেকচরানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্ সর্ব্বান্ পঞ্চনখাংস্তথা ॥১৭॥
শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো-দতঃ ॥১৮॥
ছত্রাকং বিড্বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ ॥১৯॥
অমত্যৈতানি ষড়্জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যতিচান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষ্ৱপবসেদহঃ ॥২০॥

শুক্ত অর্থাৎ (যে স্বাভাবিক মিষ্ট কালবশত অম্ল হয়, তাহাকে শুক্ত বলা যায়।)—এ সকল ভোজন করিবে না। শুক্তের মধ্যে দধি, দধিসম্ভব তক্র ও নবনীতাদি এবং উৎকৃষ্ট পুষ্প, মূল ও ফল জলের সহিত মিলিত হইয়া যে শুক্ত হয়, তাহা খাওয়া যায়। গৃধ্র প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কাঁচা মাংস খায়, পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষী, গর্দ্দভাদি এক-খুরবিশিষ্ট পশু,—যাহারা যজ্ঞের অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই এবং টিট্টিভ,—এ সকল ভক্ষণ করিবে না। ৮-১১।

চড়ুই, জলকাক, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্য কুক্কুট, সারস, রজ্জুবাল (জলচর পক্ষিবিশেষ) ডাক এবং শুক সারিকা অর্থাৎ টিঁয়া ও শালিক,—এ সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে না। যাহারা চঞ্চু দ্বারা মারিয়া খায়—দার্বাঘাটাদি পক্ষী; যাহারা নখদ্বারা ছড়াইয়া খায়—শ্যেনাদি ;যাহারা জলে ডুবিয়া মৎস্য খায়—পানকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষী; ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিবে না। পশুমারণস্থলে যে সকল মাংস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে তাহা এবং শুষ্ক মাংস আহার করিবে না। ১২-১৩।

বক, বলাকা (ক্ষুদ্রবক), কাকোল (দাঁড়কাক), খঞ্জন, মৎস্যভক্ষক জন্তু কুম্ভীরাদি, বিষ্ঠাভক্ষক শূকরাদি এবং সর্বপ্রকার মৎস্যই ভোজন করিবে না। ১৪।

যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ (তাহার মাংসভোজী) বলে, যেমন নকুলকে সর্পাদ এবং বিড়ালকে মূষিকাদ বলে; পরন্তু মৎস্যভোজী সর্বমাংসাদ, এ কারণ মৎস্যভোজন পরিত্যাগ করিবে। পাঠীন, (বোয়াল) রোহিত (রুই) রাজীব, সিংহতুণ্ড (যাহার সিংহের ন্যায় মুখের গঠন এমন) মৎস্য এবং আঁইসবিশিষ্ট যাবতীয় মৎস্য ভক্ষণ করিতে পারা যায়, কিন্তু সমস্ত ভক্ষ্য মৎস্যই দেবপিতৃ উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তবে ভোজন করিতে হইবে। ১৫-১৬।

সর্পাদি যাহারা একাকী চরিয়া বেড়ায়; যে সকল পশুপক্ষী অভক্ষ্য বলিয়া বিশেষরূপে নির্দিষ্ট নহে—যাহাদের নাম বা জাতি বিশেষরূপে জানা যায় না এবং বানরাদি সমুদয় পঞ্চনখ অভক্ষ্য। পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার কচ্ছপ ও খরগোস—এই ছয়টি ভোজন করা যায় এবং একপাটী-দন্তবিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্রমাংস যজ্ঞে ভোজন করা যায়। ১৭-১৮।

ছত্রাক (কোঁড়ক বা বেঙের ছাতা), গ্রাম্যশূকর, লশুন, গ্রাম্যকুক্কুট, পলাণ্ডু এবং গৃঞ্জন অর্থাৎ গাঁজোর—এ সকল বুদ্ধিপূর্বক (ইচ্ছা করিয়া) খাইলে দ্বিজাতিরা পতিত হন। ১৯।

উল্লিখিত ছত্রাকাদি কয়টী অজ্ঞানতঃ ভোজন করিলে সপ্তাহসাধ্য সান্তপন ব্রতের বা যতি-চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত লোহিত

(ক) ক্রব্যাদঃ—পাঠান্তরম্।

সংবৎসরস্যৈকমপি চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ।
অজ্ঞাতভুক্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞাতস্য তু বিশেষতঃ ॥২১॥
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণৈর্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ।
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থমগস্ত্যো হ্যাচরেৎ পুরা ॥২২॥
বভূবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাম্।
পুরাণেষ্বপি(ক) যজ্ঞেষু ব্রহ্মক্ষত্রসবেষু চ ॥২৩॥
যৎ কিঞ্চিৎ স্নেহসংযুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যমগর্হিতম্।
তৎ পর্য্যুষিতমপ্যাদ্যং হবিঃশেষঞ্চ যদ্ভবেৎ ॥২৪॥
চিরস্থিতমপি ত্বাদ্যমস্নেহাক্তং দ্বিজাতিভিঃ।
যব-গোধূমজং সর্ব্বং পয়সশ্চৈব বিক্রিয়া ॥২৫॥

বৃক্ষনির্য্যাসাদি অভক্ষ্যভক্ষণে অহোরাত্র উপবাস জানিবে। ২০। 'কি জানি, অজ্ঞানতঃ যদি কিছু নিন্দিত দ্রব্য ভোজন হইয়া থাকে'—এইরূপ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণ সংবৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিবেন। পরন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিন্দিতান্ন ভোজন করিলে দোষ-বিশেষানুসারে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ২১।

যজ্ঞের জন্য অথবা অবশ্য-পোষ্যগণের ভরণ-পোষণের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রশস্ত পশু-পক্ষী বধ করিতে পারেন। পুরাকালে অগস্ত্যমুনি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের যজ্ঞে ভক্ষ্য পশু-পক্ষীর মাংসে পুরোডাশ (পিষ্টকবিশেষ) প্রস্তুত হইত। ২২-২৩।

অনিন্দনীয় খাদ্যদ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও তাহাতে ঘৃত তৈল বা দধ্যাদি যোগ করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। হোমশেষ চরু প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে তাহা ঘৃতাদি স্নেহসংযোগব্যতিরেকেও আহার করা যাইতে পারে। ২৪।

যব ও গোধূম-প্রস্তুত দ্রব্য এবং দুগ্ধের সকল প্রকার বিকার, যদি অনেকদিনের পর্য্যুষিতও হয়, তাহা হইলে ঘৃতাদি স্নেহসংযোগ ব্যতিরেকেও দ্বিজাতিগণ উহা খাইতে পারেন। ২৫।

এতদুক্তং দ্বিজাতীনাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যমশেষতঃ।
মাংসস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে ॥২৬॥
প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে ॥২৭॥
প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥২৮॥
চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥২৯॥
নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ ॥৩০॥

দ্বিজাতিগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় সমস্তই বলিলাম; এক্ষণে মাংসের ভক্ষণ ও বর্জ্জন-বিধি বলিতেছি। ২৬।

যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিতে পারে; বহু ব্রাহ্মণের অনুরোধে মাংস ভক্ষণ করিতে পারা যায়; যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত মাংস ভক্ষণীয় এবং ব্যাধিহেতুক বা আহারাভাবে প্রাণ যায়, এমন অবস্থায়ও মাংস খাইতে পারে। ২৭।

পৃথিবীতে যে কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই প্রজাপতি, জীবের অন্নস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব স্থাবর জঙ্গম উভয়ই জীবের ভোজ্য।২৮।

অচর তৃণাদি স্থাবর—চরণশীল পশুপক্ষী প্রভৃতি জঙ্গমের ভক্ষ্য; দন্তশালী প্রাণিগণ দন্তহীন প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে; হস্তহীন মৎস্যাদি হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ভক্ষ্য এবং ভীরু জীবেরা চিরকালই বীরগণের ভক্ষ্য। ২৯।

আহার বুদ্ধিতে ভক্ষ্য জীবকে প্রত্যহ ভোজন করিলে ভোক্তার কোন পাপ হয় না; যেহেতু একই বিধাতা কোন কোন জীবকে ভক্ষ্য ও কোন কোন জীবকে ভোক্তা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। (প্রাণসংকটকালে অন্য ভোজ্যের অভাবে ভক্ষ্য-মাংস ভক্ষণ করিতে পারে,—ইহা জানাইবার জন্য এই শ্লোকত্রয় কীর্ত্তিত হইল)। ৩০।

(ক) 'পুরাণেষ্বৃষি'—পা.

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥৩১॥
ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা।
দেবান্ পিতৄংশ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি ॥৩২॥
নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য(ক)
তৈরদ্যতেঽবশঃ ॥৩৩॥
ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথা মাংসানি খাদতঃ ॥৩৪॥
নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥৩৫॥
অসংস্কৃতান্ পশূন্ মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ ॥৩৬॥
কুর্য্যাদ্ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্য্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।
ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন ॥৩৭॥
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণম্।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি ॥৩৮॥
যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে
বধোঽবধঃ ॥৩৯॥
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চঃ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ
পুনঃ ॥৪০॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥৪১॥

তবে যজ্ঞার্থে যে মাংসভক্ষণ ইহা বেদবিহিত; অন্যথায় শরীরপুষ্টি প্রভৃতির জন্য যে মাংসভক্ষণ তাহাকে রাক্ষসোচিত অনুষ্ঠান বলা যায়। ৩১।

পশুমাংস ক্রয় করিয়া, মৃগয়াদির দ্বারা উহা স্বয়ং আহরণ করিয়া অথবা পরের নিকট হইতে উহা দানরূপে প্রাপ্ত হইয়া, দেব ও পিতৃগণকে তদ্দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে অবশিষ্টমাংস ভক্ষণ করিলে তাহাতে পাপ হইবে না। ৩২।

মাংসভোজনের গুণ-দোষজ্ঞ দ্বিজাতি অনাপৎ-কালে কখনও অবৈধ মাংস ভোজন করিবেন না। অবৈধমাংসভোজী যে জন্তুর মাংস ভোজন করে, পরলোকে সেই জন্তুকর্ত্তৃক সে অবশভাবে ভক্ষিত হয়।৩৩।

অবৈধমাংসভোজীদিগের পরলোকে যাদৃশ পাপ হয়, ধনলুব্ধ হইয়া মৃগ হনন করায় ব্যাধগণের তাদৃশ পাপ হয় না। ৩৪।

শ্রাদ্ধ অথবা মধুপর্কে যথাশাস্ত্র নিযুক্ত হইয়া যে মনুষ্য মাংস ভোজন না করে সে মরণের পর ক্রমে একবিংশতিজন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। ৩৫।

মন্ত্র দ্বারা পশুর সংস্কার না করিয়া দ্বিজাতিগণ কখনও অসংস্কৃত পশুর মাংস ভোজন করিবেন না; পরন্তু প্রচলিত বিধি অবলম্বনে মন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিবেন।৩৬।

মাংসভোজনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে, ঘৃতময়ী বা পিষ্টকময়ী পশুপ্রতিকৃতি করিয়া তিনি ভোজন করিতে পারেন, কিন্তু দেবোদ্দেশ বিনা বৃথা পশুহনন করিতে কদাচ ইচ্ছা করিবেন না। ৩৭।

পশুর গাত্রে যতগুলি রোম থাকে, বৃথা পশুঘাতী জন্ম-জন্মান্তরে ততবার হত্যাজনিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৩৮।

স্বয়ম্ভূ স্বয়ং যজ্ঞকার্য্যের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন,—সমুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ বিহিত; অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ, তাহা 'অবধ' অর্থাৎ সেই স্থলে বধজন্য পাপ হয় না। ৩৯।

ধান্য-যবাদি ওষধিসকল, পশুসকল, বৃক্ষসকল, তির্য্যক্‌জাতি এবং পক্ষীসকল,—যজ্ঞের জন্য নিধন প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়। ৪০।

মধুপর্কের জন্য, জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য এবং পিতৃকার্য্য ও দৈবকার্য্যের জন্যই পশুহিংসা করিবে। অন্য কোন উপলক্ষ্যে পশু বিনাশ করিতে নাই,—স্বয়ং মনু ইহা বলিয়াছেন। ৪১।

(ক) 'প্রেতভক্ষৈ'—পা.

এম্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥৪২॥
গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥৪৩॥
যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মো হি
নির্ব্বভৌ ॥৪৪॥
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥৪৫॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥৪৬॥
যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং(ক) বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥৪৭॥

এই সকল মধুপর্কাদির জন্য পশু বিনাশ করিয়া বেদতত্ত্বার্থবেত্তা দ্বিজগণ আপনার ও পশুর—উভয়েরই সদ্গতি সম্পাদন করিবেন। ৪২।

কি গৃহস্থাশ্রমে, কি গুরুগৃহে, কি অরণ্যবাস-কালে বিপদে পড়িলেও বেদবিরুদ্ধ হিংসা করা আত্মজ্ঞ দ্বিজের কখনই উচিত নয়। ৪৩।

এই চরাচর জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জ্ঞান করিবে; কারণ, বেদ হইতেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাশূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায়, কি মৃত্যুর পর—কুত্রাপি সুখ ভোগ করিতে পারেন না। ৪৪-৪৫।

যিনি প্রাণীদিগকে বন্ধন-বধাদি দ্বারা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না ও যিনি সকলের হিতকামী, তিনি অত্যন্ত সুখভোগ করেন। ৪৬।

যিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তিনি যাহা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং যে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন—সেই সমুদয়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। ৪৭।

(ক) 'রতিং'—পা।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে কচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৪৮॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥৪৯॥
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥৫০
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥৫১॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্ দেবাংস্ততোঽন্যো
নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ ॥৫২॥
বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্ ॥৫৩॥

প্রাণিহিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসা স্বর্গজনক নহে; অতএব অবিহিত মাংস ভোজন করিবে না। ৪৮।

মাংসের উৎপত্তি ও প্রাণিগণের বধ-বন্ধনযন্ত্রণা—সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ৪৯।

যিনি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া পিশাচবৎ মাংস-ভোজন না করেন, তিনি লোকসমাজে প্রিয় হন এবং ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হন না। ৫০।

পশুহননে অনুমতিদাতা, হত পশুর মাংসবিভাগ-কারী, স্বয়ং পশুহন্তা, মাংস ক্রয়বিক্রয়কারী, মাংস-পাককারী, মাংসপরিবেষক এবং মাংসভক্ষক এই কয় জনকেই ঘাতক বলা যায়। ৫১।

যে ব্যক্তি পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা না করিয়া পরকীয় মাংস দ্বারা আপনার মাংস বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে পাপকারী আর জগতে কেহই নাই।৫২।

যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া বৎসর বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করেন, এই উভয়েরই পুণ্যফল সমান।৫৩।

ফলমূলাশনৈর্ম্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জ্জনাৎ ॥৫৪॥

মাং স ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৫৫॥

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥৫৬॥

প্রেতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি দ্রব্যশুদ্ধিং তথৈব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥৫৭॥

দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে।
অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্ব্বে সূতকে চ তথোচ্যতে ॥৫৮॥

দশাহং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
অর্ব্বাক্ সঞ্চয়নাদস্থ্নাং ত্র্যহমেকাহমেব চ ॥৫৯॥

সম্যক্‌প্রকারে মাংস পরিবর্জ্জন করিলে যাদৃশ ফললাভ হয়, পবিত্র ফলমূলভোজনে অথবা নীবারাদি মুনিজন-সেবিত অন্নগ্রহণে তাদৃশ মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৫৪।

ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে আমাকে সে ভক্ষণ করিবে, পণ্ডিতেরা মাংস শব্দের এইরূপ নিরুক্তি কহিয়া থাকেন। মাং অর্থাৎ আমাকে সঃ অদ্যাৎ সে ভোজন করিবে। ৫৫।

বৈধ মাংসভক্ষণে, বৈধ মদ্যপানে অথবা বৈধ মৈথুনসেবনে দোষ নাই; ভক্ষণ-পান-মৈথুনাদি বিষয়ে জীবের স্বভাবতই প্রবৃত্তি থাকে; পরন্তু এ সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহাপুণ্যজনক। ৫৬।

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রেতশুদ্ধি এবং দ্রব্যশুদ্ধি যেরূপ বিহিত, তাহা যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বালকের দন্ত জন্মিলে, দন্ত জন্মিবার পরে, চূড়াকরণ-কালে এবং উপনয়নকালে যদি ঐ বালকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সপিণ্ডসমানোদক সকলেই যথাসম্ভব অশুদ্ধ হয় এবং বালক জন্মিলেও অশুচি হয়। ৫৭-৫৮।

সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ জানিবে অথবা চারিদিন (যাহা সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অস্থি-সঞ্চয়ের সময় বলিয়া বিহিত আছে) অথবা তিন কিংবা এক অহোরাত্র মাত্র অশৌচ বিহিত। ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান ও অগ্নিচর্য্যা বিবেচনায় অশৌচকালের

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্ম-নাম্নোরবেদনে ॥৬০॥

যথেদং শাবমাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে।
জননেঽপ্যেবমেব স্যান্নিপুণং শুদ্ধিমিচ্ছতাম্ ॥৬১॥*

সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোস্তু সূতকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥৬২॥

নিরস্য তু পুমান্ শুক্রমুপস্পৃশ্যৈব শুধ্যতি।
বৈজিকাদভিসম্বন্ধাদনুরুন্ধ্যাদঘং ত্র্যহম্ ॥৬৩॥

অহ্না চৈকেন রাত্র্যা চ ত্রিরাত্রৈরেব চ ত্রিভিঃ।
শবস্পৃশো বিশুধ্যন্তি ত্র্যহাদুদকদায়িনঃ ॥৬৪॥

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৬৫॥

এইরূপ তারতম্য হয়। সর্ব্বগুণবিরহিত ব্রাহ্মণের পক্ষেই দশাহ অশৌচ বিহিত। ৫৯।

স্বয়ং হইতে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি ক্রমে ঊর্দ্ধতন গণনায় হউক্ বা স্বয়ং হইতে পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি ক্রমে অধস্তন গণনায় হউক্ সপিণ্ডতা সপ্তম পুরুষে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু সমানোদকভাব বরাবর থাকে। কেবল নাম ও গোত্র অপরিজ্ঞাত হইলেই উহার নিবৃত্তি হয়। যে প্রকার মৃতাশৌচ সপিণ্ডগণের পক্ষে বিহিত হইল, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে জননাশৌচও এইরূপই জানিবে। মৃতাশৌচে অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ সকলেরই সমান; কিন্তু জননাশৌচে কেবল মাতা-পিতারই অস্পৃশ্যত্ব হয়, অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ মাতার দশ রাত্রি হইয়া থাকে, কিন্তু পিতা স্নান করিলেই স্পৃশ্য হ'ন। ৬০-৬২।

কোন পুরুষ কামাধীন হইয়া রেতঃপাত করিলে স্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু যেখানে অপর কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল বীজসম্বন্ধ অর্থাৎ যেখানে পর-

* কোনও পুস্তকে এই গ্রন্থের ৬১-৬২ শ্লোক স্থলে-নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দেখা যায়,—

জননেঽপ্যেবমেব স্যান্মাতাপিত্রোস্তু সূতকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ। ৬১।
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥ ৬২ ॥

রাত্রিভির্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
রজস্যুপরতে সাধ্বী স্নানেন স্ত্রী রজস্বলা ॥৬৬॥
নৃণামকৃতচূড়ানাং(ক) বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।
নির্ব্বৃত্তচূড়কানাস্তু(খ) ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥৬৭॥
ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্বান্ধবা বহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমাবস্থিসঞ্চয়নাদৃতে ॥৬৮॥
নাস্য কার্য্যোঽগ্নিসংস্কারো ন চ কার্যোদকক্রিয়া।
অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যক্ত্বা ক্ষপেয়ুস্ত্র্যহমেব চ(গ) ॥৬৯॥
নাত্রিবর্ষস্য কর্ত্তব্যা বান্ধবৈরুদকক্রিয়া।
জাতদন্তস্য বা কুর্য্যুর্নাম্নি বাপি কৃতে সতি ॥৭০॥
সব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতম্।
জন্মন্যেকোদকানাস্তু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥৭১॥
স্ত্রীণামসংস্কৃতানাস্তু ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি বান্ধবাঃ।
যথোক্তেনৈব কল্পেন শুধ্যন্তি তু সনাভয়ঃ ॥৭২॥
অক্ষারলবণান্নাঃ স্যুর্নিমজ্জেয়ুশ্চ তে ত্র্যহম্।
মাংসাশনঞ্চ নাশ্নীয়ুঃ শরীরঞ্চ পৃথক্ ক্ষিতৌ ॥৭৩॥
সন্নিধাবেষ বৈ কল্পঃ শাবাশৌচস্য কীর্ত্তিতঃ।
অসন্নিধাবয়ং জ্ঞেয়ো বিধিঃ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥৭৪॥
বিগতন্তু বিদেশস্থং শৃণুয়াদ্ যো হ্যনির্দ্দশম্।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ ॥৭৫॥

পূর্ব্বা অথবা স্বস্ত্রী ভিন্ন অপরস্ত্রীতে রেতঃপাতরূপ সম্বন্ধ থাকে, সেখানে জননে ও মরণে তিনদিন অশৌচ জানিবে। ব্রাহ্মণ গুণবান্ হইলেও যদি সপিণ্ডের শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিনগুণিত তিনদিন অর্থাৎ নয়দিন ও একদিন এই দশ অহোরাত্রে অশৌচান্ত হয়; কিন্তু সমানোদকদিগের শবস্পর্শে তিনরাত্রি অশৌচ জানিবে। শিষ্য আচার্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সকল করিলে সপিণ্ডের ন্যায় দশরাত্রে শুদ্ধ হয়। ৬৩-৬৫।

তিন মাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হইলে মাসসম-সংখ্যায় অশৌচের দিন নির্ণয় হয়। ঋতুমতী স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইলে পঞ্চম দিনে দৈবকার্য্যে অধিকার হয়, কিন্তু ত্রিরাত্র গত হইলে চতুর্থ দিনেই স্নানান্তে স্বামীর স্পর্শযোগ্যা হইয়া থাকে। চূড়াকরণ হয় নাই, এমন বালকের মৃত্যু হইলে, সপিণ্ডদিগের অহোরাত্রে শুদ্ধি হয়, কৃতচূড় হইয়া উপনয়নের পূর্বে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ জানিবে। দুই বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক মৃত হইলে, বান্ধবেরা তাহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া মালাচন্দনাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন না করিয়া পরিষ্কৃত ভূমিতে পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ বালক সম্বন্ধে অগ্নি-কার্য্য বা উদকক্রিয়াদি কিছুই নাই, ইহাদিগকে অরণ্যে কাষ্ঠবৎ ত্যাগ করিয়া কোন প্রকার শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার না করিয়া ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচ পালন করিবে। যে বালকের বয়স তিন বৎসরের কম সপিণ্ডেরা তাহার অগ্নিদান বা উদকক্রিয়া করিবে না, কিন্তু যদি সে জাতদন্ত হয় অথবা তাহার নামকরণ হইয়া থাকে, তবে তাহার উদকক্রিয়াদি করিলে প্রেতের প্রীতি হয়,—না করিলে প্রত্যবায় নাই। সহাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর মৃত্যু হইলে একরাত্র অশৌচ হয়। সমানোদকদিগের সন্তান জন্মিলে তিনরাত্র অশৌচ হয়। ৬৬-৭১।

অপরিণীতা বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বাগ্‌দত্ত পতি প্রভৃতি বান্ধবদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হয় এবং পিতৃপক্ষীয়েরাও উক্তপ্রকারে শুদ্ধ হইয়া থাকেন। ৭২। মৃতাশৌচ হইলে অকৃত্রিমলবণ সহকারে অন্ন ভোজন করিতে হয়; তিন দিবস মার্জন না করিয়া নদ্যাদিতে স্নান করিতে হয়; মৎস্য মাংস ভোজন করিতে নাই এবং ভূমিশয্যায় একাকী শয়ন করিতে হয়। ৭৩।

নিকটে থাকিয়া মৃত হইলে মৃতাশৌচের এই প্রকার ব্যবস্থা বলা হইল; কিন্তু বিদেশস্থিত ব্যক্তির মরণে মৃতাহের অজ্ঞান-বশতঃ সপিণ্ডাদি বান্ধবগণের বক্ষ্যমাণ অশৌচবিধি জানিবে।৭৪। বিদেশস্থ সপিণ্ডের মৃত্যুসংবাদ যদি দশাহের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে দশাহের যে কয়েকদিন অবশিষ্ট থাকে, সেই কয়েক দিন মাত্র অশৌচ থাকে। বিদেশস্থ সপিণ্ডের জননেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। ৭৫।

(ক) নৃণামকৃতমুণ্ডানাং, (খ) মুণ্ডকানান্তু, (গ) ক্ষপেত ত্র্যহমেব চ—পাঠান্তরম্।

অতিক্রান্তে দশাহে চ ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু স্পৃষ্ট্বৈবাপো বিশুধ্যতি॥৭৬॥
নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ॥৭৭॥
বালে দেশান্তরস্থে চ পৃথক্‌পিণ্ডে চ সংস্থিতে।
সবাসা জলমাপ্লুত্য সদ্য এব বিশুধ্যতি॥৭৮॥
অন্তর্দ্দশাহে স্যাতাং চেৎ পুনর্ম্মরণজন্মনী।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ তৎ স্যাদনির্দ্দশম্॥৭৯॥
ত্রিরাত্রমাহুরাশৌচমাচার্য্যে সংস্থিতে সতি।
তস্য পুত্রে চ পত্ন্যাঞ্চ দিবারাত্রমিতি স্থিতিঃ॥৮০॥
শ্রোত্রিয়ে তূপসম্পন্নে ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ।
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ॥৮১॥

আর যদি দশ দিন অতীত হইলে ঐ মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রবণদিনাবধি ত্রিরাত্র মাত্র অশৌচ হয়। সংবৎসর অতীত হইলে, যদি মরণসংবাদ পাওয়া যায়, তবে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। ৭৬।

দশদিন অতীত হইলে জ্ঞাতিমরণ বা পুত্রের জন্মকথা শ্রবণ করিলে শরীরের অস্পৃশ্যতারূপ যে অশৌচ হয়, তাহতে পরিহিত-বস্ত্রসমেত স্নান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ৭৭।

দেশান্তরস্থিত অজাতদন্ত বালক অথবা বিদেশস্থ কোন সমানোদক মৃত হইলে পরিহিতবস্ত্রের সহিত স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। ৭৮।

দশাহ-অশৌচের মধ্যে পুনর্ব্বার যদি কোন জনন বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে প্রথমাশৌচের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অশৌচ শেষ হইয়া থাকে। ৭৯।

আচার্য্য মৃত হইলে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ এবং আচার্য্যের পুত্র বা পত্নী মৃত হইলে দিবারাত্রি মাত্র অশৌচ হইয়া থাকে,—ইহাই ব্যবস্থা। একগৃহবাসী বেদশাস্ত্রাধ্যায়ীর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। মাতুল, পুরোহিত, শিষ্য ও পিসতুত ভাই প্রভৃতি বান্ধবের মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। ৮০-৮১।

প্রেতে রাজনি সজ্যোতির্যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ।
অশ্রোত্রিয়ে ত্বহঃ কৃৎস্নমনূচানে তথা গুরৌ॥৮২॥
শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥৮৩॥
ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥৮৪॥
দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥৮৫॥
আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদশুচিদর্শনে।
সৌরান্ মন্ত্রান্ যথোৎসাহং পাবমানীশ্চ
শক্তিতঃ॥৮৬॥

যাঁহার অধিকারে বাস করা যায়, সেই কৃতাভিষেক ক্ষত্রিয় রাজার মৃত্যু হইলে সজ্যোতিঃ অর্থাৎ দিবসে মরিলে দিবস ও রাত্রিতে মরিলে রাত্রিকাল অশৌচ থাকে। একগৃহবাসী বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলেও একদিন অর্থাৎ সজ্যোতিঃ অশৌচ হয় এবং সাঙ্গ বেদাধ্যয়নকারী অধ্যাপক মৃত হইলে এক দিবস অশৌচ হয়। উপনীত সপিণ্ডমরণে কিংবা সম্পূর্ণ কালীন জননে বৃত্ত-স্বাধ্যায়রহিত (শীল বেদপাঠহীন) ব্রাহ্মণ দশ দিবসে শুদ্ধ হন; ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবসে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। শূদ্রের উপনয়নস্থানে বিবাহ বুঝিতে হইবে। ৮২-৮৩।

অশৌচের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত নয় অর্থাৎ সাগ্নিক বলিয়া যাহার পূর্ণ অশৌচকালও এক দিন বা তিন দিন, সে ব্যক্তি 'ধর্ম্মানুষ্ঠান কম হইবে' মনে করিয়া দশ দিন অশৌচ লইবে না এবং শ্রৌত-স্মার্ত্ত অগ্নিক্রিয়ার ব্যাঘাত করিবে না। হোমাদি কর্ম্ম করিবার সময় সপিণ্ড হইলেও তিনি অশুচি হন না। ৮৪।

দিবাকীর্ত্তি অর্থাৎ চণ্ডাল, ঋতুমতী স্ত্রী, ব্রহ্মবধাদি জন্য পতিত, দশদিবসাবধি নবপ্রসূতা সূতিকা,—শব ও শবস্পর্শী, ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নান দ্বারা শুদ্ধ

নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥৮৭॥
আদিষ্টী নোদকং কুর্য্যাদ্‌আ ব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৮৮॥
বৃথাসঙ্করজাতানাং প্রব্রজ্যাসু চ তিষ্ঠতাম্।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া ॥৮৯॥
পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ চরন্তীনাঞ্চ কামতঃ।
গর্ভভর্তৃদ্রুহাঞ্চৈব সুরাপীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥৯০॥

আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ ন ব্রতেন বিযুজ্যতে॥৯১॥
দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পুরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তরপূর্বৈস্তু যথাযোগং দ্বিজন্মনঃ ॥৯২॥
ন রাজ্ঞামঘদোষোঽস্তি ব্রতিনাং ন চ সত্রিণাম্।
ঐন্দ্রং স্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদা ॥৯৩॥
রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণম্ ॥৯৪॥
ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোর্ব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥৯৫॥

হইবে। আচমনান্তে অনন্যমনা হইয়া যখন মন্ত্র বা দেবতাদির ধ্যানপরায়ণ হইবে, তখন অশুচি দর্শন হইলে উৎসাহসহকারে যথাশক্তি বেদোক্ত সৌরমন্ত্র ও পাবমানী মন্ত্র জপ করিবে। ৮৫-৮৬।

মৃত মানুষের সরস অস্থি স্পর্শ করিলে দ্বিজাতিগণ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হন; কিন্তু শুষ্ক অস্থি স্পর্শনস্থলে আচমনপূর্ব্বক গাভী স্পর্শ অথবা সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধি হওয়া যায়। ৮৭।

মাতা, পিতা বা আচার্য্য ব্যতিরেকে অন্য সপিণ্ড মৃত হইলে ব্রহ্মচারী—যতদিন আপনার ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপন না হয়, ততকাল অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক কাহারও পূরকপিণ্ড দান করিবেন না, ষোড়শ-শ্রাদ্ধাদি প্রেতকৃত্য সকল করিবেন না; পরন্তু ব্রত সমাপ্ত হইলে প্রেতকার্য্য সমাপন করিয়া ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। বৃথাজাত অর্থাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞাদি রহিত হওয়াতে যাহার জন্ম বৃথা হইয়াছে, সঙ্করজাত অর্থাৎ উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে হীনবর্ণের সংযোগে উৎপাদিত; বেদবহির্ভূত রক্ত-বস্ত্রাদি ধারণরূপ-কপট-প্রব্রজ্যাশ্রমী এবং উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মঘাতী—ইহাদের উদক-দানাদি ক্রিয়া করিবে না। ৮৮-৮৯।

যে সকল স্ত্রীলোক বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণের আশ্রিত; যাহারা ইচ্ছাধীন অনেক পুরুষগামিনী; যাহারা গর্ভপাতকারিণী ও পতিঘাতিনী এবং যে সকল স্ত্রীলোক মদ্যপান করে,—ইহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নাই। স্বীয় আচার্য্য উপাধ্যায় পিতা-মাতা বা গুরুর দহন-বহনাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসকল করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত লোপ হয় না। ৯০-৯১।

শূদ্রের মৃতদেহকে পুরের দক্ষিণদ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে; বৈশ্যের শব পশ্চিম দ্বার দিয়া এবং ক্ষত্রিয়ের শব উত্তরদ্বার দিয়া এবং ব্রাহ্মণের শব পূর্ব্বদ্বার দিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে। ৯২।

রাজকর্ম্ম-সম্পাদনকালে রাজার, ব্রহ্মচর্য্যকালে ব্রহ্মচারীর এবং যজ্ঞকালে যাগকারীর অশৌচদোষ হয় না। কারণ, তৎকালে তাঁহারা ইন্দ্রত্বে আসীন হন এবং সদা ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকেন। ৯৩।

মহামাহাত্ম্যসম্পন্ন রাজাসনে আসীন রাজার (বা তৎপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির) সম্বন্ধে সদ্যঃশৌচ বিহিত। যেহেতু প্রজাগণকে সম্যক্‌প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সেই আসনই অশৌচাভাবের কারণ। ৯৪।

নৃপতিরহিত যুদ্ধে মৃত্যু হইলে, বজ্র দ্বারা বা রাজদণ্ডে প্রাণবিয়োগ হইলে অথবা গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিলে জ্ঞাতিগণের সদ্যঃশৌচ এবং রাজা যাহার অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন—তাহারও সদ্যঃশৌচ হয়। ৯৫।

সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ ॥৯৬॥
লোকেশাধিষ্ঠিতো রাজা নাস্যাশৌচং বিধীয়তে।
শৌচাশৌচং হি মর্ত্ত্যানাং লোকেশপ্রভবা-
প্যয়ম্ ॥৯৭॥
উদ্যতৈরাহবে শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্ম্মহতস্য চ।
সদ্যঃ সন্তিষ্ঠতে যজ্ঞস্তথাশৌচমিতি স্থিতিঃ ॥৯৮॥
বিপ্রঃ শুধ্যত্যপঃ স্পৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধম্।
বৈশ্যঃ প্রতোদং রশ্মীন্ বা যষ্টিং শূদ্রঃ
কৃতক্রিয়ঃ ॥৯৯॥
এতদ্বোঽভিহিতং শৌচং সপিণ্ডেষু দ্বিজোত্তমাঃ।
অসপিণ্ডেষু সর্বেষু প্রেতশুদ্ধিং নিবোধত ॥১০০॥

রাজা—চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, কুবের বরুণ ও যম, এই অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি ধারণ করেন। ৯৬।

লোকপালগণ রাজশরীরে অধিষ্ঠিত আছেন—এ কারণ রাজার অশৌচ হইতে পারে না। যেহেতু নিত্যশুচি লোকপালগণের প্রভাবেই মর্ত্ত্যলোকে শৌচাশৌচ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৯৭।

যে ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্যত শস্ত্রে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সে তৎক্ষণাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় এবং তাহার অশৌচও তৎক্ষণাৎ সমাপ্ত হইয়া থাকে,—শাস্ত্রের এই বিধান। ৯৮।

ব্রাহ্মণ অশৌচান্তে শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিয়া জলস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হন; ক্ষত্রিয় বাহন এবং ধনুর্ব্বাণ স্পর্শ করিলে, বৈশ্য অশৌচান্তে পশুতাড়ন-দণ্ড বা লাগাম স্পর্শ করিলে এবং শূদ্র কৃতক্রিয় হইয়া অশৌচান্তে যষ্টিস্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়। ৯৯।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড-মরণে যেরূপ অশৌচ হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে অসপিণ্ডমরণে যেরূপ অশৌচ হয়,—তাহা শ্রবণ কর। ১০০।

অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নির্হৃত্য বন্ধুবৎ।
বিশুধ্যতি ত্রিরাত্রেণ মাতুরাপ্তাংশ্চ বান্ধবান্ ॥১০১॥
যদ্যন্নমত্তি তেষান্তু দশাহেনৈব শুধ্যতি।
অনদন্নন্নমহ্নৈব ন চেৎ তস্মিন্ গৃহে বসেৎ ॥১০২॥
অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা সচেলং স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য
বিশুধ্যতি ॥১০৩॥
ন বিপ্রং স্বেষু তিষ্ঠৎসু মৃতং শূদ্রেণ নায়য়েৎ।
অস্বর্গ্যা হ্যাহুতিঃ সা স্যাচ্ছূদ্রসংস্পর্শদূষিতা ॥১০৪॥
জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৄণি দেহিনাম্॥১০৫

অসপিণ্ড মৃত হইলে বন্ধুর ন্যায় তাহার দহন-বহনাদি করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। মাতার নিকট সম্বন্ধীয় বান্ধবগণের দহন-বহনাদিতেও উক্তরূপ অশৌচ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি শবদহনের পর ব্রাহ্মণ মৃত অসপিণ্ড জ্ঞাতির সপিণ্ডের অন্ন ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দশাহ অশৌচ হইবে। আর যদি শবদহনের পর উক্ত অসপিণ্ডের অন্ন গ্রহণ বা তাহার গৃহে বাস না ঘটে, তাহা হইলে এক দিবারাত্রেই শুদ্ধ হন। ১০১-১০২।

জ্ঞাতি হউক বা অন্যই হউক, স্নেহ করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক শবানুগমন করিলে, বস্ত্রসমেত স্নান করিয়া অগ্নিস্পর্শপূর্বক ঘৃতভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে। সজাতি বর্ত্তমান থাকিতে শূদ্রের দ্বারা দ্বিজাতিগণের শব বহন করাইতে নাই। মৃতদেহ শূদ্রসংস্পর্শে দূষিত হইলে উহা মৃতাত্মার স্বর্গ-বিরোধী হয়। ১০৩-১০৪।

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, আহার, মৃত্তিকা, মন, বারি, উপাঞ্জন অর্থাৎ গোময়াদি দ্বারা অনুলেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য এবং কাল—এই সমুদায় দেহধারীদিগের শুদ্ধির কারণ। ১০৫।

সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥১০৬॥
ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥১০৭॥
মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ ॥১০৮॥
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি-র্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥১০৯॥
এষ শৌচস্য বঃ প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণুত নির্ণয়ম্ ॥১১০॥

দেহ মন প্রভৃতির সমুদয় শুদ্ধির মধ্যে অর্থশৌচ অর্থাৎ অন্যায়পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করাকে ঋষিরা পরমশৌচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি অর্থার্জনে শুচি, তিনিই প্রকৃত শুচি। অর্থশুদ্ধি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জলদ্বারা দেহ শুদ্ধ করিলেই শুচি হয় না। ১০৬।

বিদ্বান্‌জনেরা (কেহ অপকার করিলে প্রত্যপকার না করিয়া) ক্ষমা দ্বারা শুদ্ধ হন; অকার্য্য-কারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্নপাপীরা জপ দ্বারা এবং বেদবিদ্‌ব্রাহ্মণেরা তপস্যা দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হন। মলাদি-দূষিত দ্রব্য অথবা এই দেহ—মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়; শ্লেষ্ম প্রভৃতি অশুচি দ্রব্য দ্বারা দূষিত নদী স্রোতোবেগে শুদ্ধ হয়। মনোদুষ্টা অর্থাৎ মনে মনে পরপুরুষাভিলাষিণী স্ত্রী রজস্বলা হইলে শুদ্ধ হয় এবং ত্যাগ দ্বারা বা প্রব্রজ্যা দ্বারা দ্বিজোত্তম শুদ্ধ হন। ১০৭-১০৮।

জলের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, সত্যবলে মন শুদ্ধ থাকে; বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মার শুদ্ধি হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির শোধন হইয়া থাকে। ১০৯।

শারীরিক শৌচের নির্ণয় এই তোমাদিগকে বলা হইল। এক্ষণে নানাবিধ দ্রব্যশুদ্ধির উপায় শ্রবণ কর। ১১০।

তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥১১১॥
নির্লেপং কাঞ্চনং ভাণ্ডমদ্ভিরেব বিশুধ্যতি।
অব্জমশ্মময়ঞ্চৈব রাজতঞ্চানুপস্কৃতম্ ॥১১২॥
অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ধৈমং রূপ্যঞ্চ নির্ব্বভৌ।
তস্মাৎ তয়োঃ স্বযোন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ ॥১১৩॥
তাম্রায়ঃকাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীকসস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥১১৪॥
দ্রবাণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং শুদ্ধিরুৎপবনং স্মৃতম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ দারবাণাঞ্চ তক্ষণম্ ॥১১৫॥

রজত ও সুবর্ণাদি ধাতুসকল, মরকতাদি মণিসকল ও সমুদায় পাষাণময় দ্রব্য, যথাসম্ভব ভস্ম বা মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধ হয়—পণ্ডিতেরা এইরূপ স্থির করেন। উচ্ছিষ্টাদির প্রলেপরহিত উচ্ছিষ্ট সুবর্ণপাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হয়; জলজ শঙ্খ-মুক্তাদি পাত্র পাষাণময় পাত্র ও রৌপ্যপাত্র যদি রেখাদি (দাগ) যুক্ত না হয়, তাহা হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। ১১১-১১২।

জল ও অগ্নির সংযোগে সুবর্ণ ও রজতের উৎপত্তি হইয়াছে,—এই কারণ স্বীয় উৎপত্তি স্থান জল ও অগ্নি দ্বারা সুবর্ণ ও রজতের শুদ্ধি প্রশস্ততর হয়। ১১৩।

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ এবং সীসক পাত্র সকল,—ভস্ম, অম্ল ও জল দ্বারা যথাযোগ্য শুদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ লৌহ জল দ্বারা কাংস্য ভস্ম দ্বারা, তাম্র ও পিত্তল অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১১৪।

প্রসৃতি (অর্দ্ধাঞ্জলি) পরিমিত ঘৃত-তৈলাদি দ্রব-দ্রব্য,—কাক-কীটাদিকর্ত্তৃক দূষিত হইলে, তাহা প্রাদেশ (একবিঘৎ) প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় দ্বারা বিলোড়িত করিলে শুদ্ধ হয়। শয্যাদির ন্যায় সূত্র-সংযুক্ত সংহত (স্থূল) দ্রব্য জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয় এবং কাষ্ঠময় দ্রব্য অত্যন্ত দূষিত হইলে তাহা চাঁছিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। ১১৫।

মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥১১৬॥

চরূণাং স্রুক্স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
স্ফ্য-শূর্প-শকটানাঞ্চ মুষলোলুখলস্য চ ॥১১৭॥

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥১১৮॥

চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাক-মূল-ফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥১১৯॥

কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥১২০॥

যজ্ঞিয় চমস অর্থাৎ জলপাত্র ও গ্রহ অর্থাৎ সোমলতার পাত্র এবং অপরাপর পাত্র—ইহাদিগকে প্রথমে হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিয়া পরে প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। ১১৬।

চরুস্থালী, স্রুক্, স্রুব, স্ফ্য (খড়্গাকার কাষ্ঠ), শূর্প (কুলা), শকট, মুষল ও উদূখল প্রভৃতি যজ্ঞিয় দ্রব্যসকল ঘৃততৈল দ্বারা স্নেহাক্ত হইলে উষ্ণজল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়। ১১৭।

বহু ধান্য ও অনেক বস্ত্র কোনরূপে অশুদ্ধ হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প ধান্য বা বস্ত্রস্থলে জল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া তাহাদের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। ১১৮।

পাদুকাদি স্পৃশ্য পশুচর্ম্ম এবং বেত্র-বংশাদি তৃণ-নির্ম্মিত আসন প্রভৃতির শুদ্ধি বস্ত্রের ন্যায় হইবে। শাক, মূল ও ফল—ইহারা ধান্যের ন্যায় শুদ্ধ হইয়া থাকে। কৌষেয় অর্থাৎ রেশমি বস্ত্র, আবিক অর্থাৎ মেষলোমজাত কম্বলাদি, ক্ষার ও মৃত্তিকা দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। কুতপ অর্থাৎ নেপালদেশীয় কম্বল,—অরিষ্ট (রিঠা) ফলচূর্ণ দ্বারা অংশুপট্ট অর্থাৎ বল্কলবিশেষের বস্ত্র,—বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষৌম বস্ত্র, শ্বেত-সর্ষপচূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১১৯-১২০।

ক্ষৌমবচ্ছঙ্খশৃঙ্গাণামস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানতা কার্য্যা গোমূত্রেণোদকেন বা ॥১২১॥

প্রোক্ষণাৎ তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃপাকেন মৃন্ময়ম্ ॥১২২॥

মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূয-শোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃপাকেন মৃন্ময়ম্ ॥১২৩

সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুধ্যতি পঞ্চভিঃ ॥১২৪॥

পক্ষিজগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃৎপ্রক্ষেপেণ শুধ্যতি ॥১২৫

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্ গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি চাদেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥১২৬॥

শঙ্খ, পশুশৃঙ্গ, পশুর অস্থি বা দন্তনির্ম্মিত দ্রব্য—এ সকল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় গোমূত্র বা জলযুক্ত শ্বেত-সর্ষপচূর্ণ দ্বারা শুদ্ধ হয়। ১২১।

তৃণ, পাকের কাষ্ঠ, পলাল, (পোয়াল—তুষ, চিটা)—এ সকল জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়; মার্জ্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা গৃহ এবং পুনঃ পাক দ্বারা মৃন্ময়পাত্র বিশুদ্ধ হয়। ১২২।

মৃন্ময়পাত্র যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও পূয বা শোণিত দ্বারা উপলিপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা পুনঃপাক দ্বারাও শুদ্ধ হয় না। ১২৩।

সম্মার্জ্জন, গোময়াদি দ্বারা বিলেপন, গোমূত্রোদ-কাদি দ্বারা সেচন, উল্লেখন অর্থাৎ চাঁছিয়া ফেলা এবং এক অহোরাত্র গাভীর বাস—এই পঞ্চ উপায় দ্বারা ভূমি-শুদ্ধ হয়। ভক্ষ্যপক্ষী কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত, বস্ত্রাঞ্চল বা পদ দ্বারা স্পৃষ্ট, অবক্ষুত অর্থাৎ যাহার উপর হাঁচি পড়িয়াছে এবং যাহা কেশ-কীটাদি দ্বারা দূষিত হইয়াছে—এরূপ খাদ্যদ্রব্য সকল মৃত্তিকাপ্রক্ষেপে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২৪-১২৫।

বিষ্ঠা-মূত্রাদি, অপবিত্রলিপ্ত দ্রব্যে যে পর্য্যন্ত গন্ধ ও লেপ থাকে, তাবৎকাল তাহা মৃত্তিকা ও জল দ্বারা মার্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়া লইবে। ১২৬।

ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥১২৭॥
আপঃ শুদ্ধা ভূমিগতা বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তাশ্চেদমেধ্যেন গন্ধবর্ণরসান্বিতাঃ ॥১২৮॥
নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষ্যং নিত্যং মেধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥১২৯॥
নিত্যমাস্যং শুচিঃ স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥১৩০॥
শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তন্মনুরব্রবীৎ।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ ॥১৩১

প্রথমতঃ অদৃষ্ট অর্থাৎ যে দ্রব্যের উপঘাত বা সংস্পর্শদোষ জানা যায় নাই;—দ্বিতীয়তঃ যাহা জল দ্বারা প্রক্ষালিত করা হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ শিষ্টজনেরা যৎসম্বন্ধে পবিত্র বলিয়া উচ্চারণ করেন,—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে দেবতারা এই তিনটী পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১২৭।

যে পরিমাণ জলে গোরুর পিপাসা শান্তি হইতে পারে, ততটুকু জল যদি বিশুদ্ধ ভূমিগত এবং স্বাভাবিক গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত হয়; অথচ অপবিত্র দ্রব্যলিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্র জানিবে। ১২৮।

কারুকরের হস্ত কারুকার্য্যে যখন নিযুক্ত থাকে তখন সর্ব্বদা শুদ্ধ; যে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা অনেকে স্পর্শ করিলেও শুদ্ধ এবং ব্রহ্মচারিগণ যে ভিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা নিত্য শুদ্ধ। ১২৯।

স্ত্রীলোকের মুখ সর্ব্বদাই শুচি; কাকাদির চঞ্চুর আঘাত লাগিয়া যে ফল নিম্নে পতিত হয়, তাহা শুচি। দুগ্ধদোহনকালে গোবৎসের মুখ শুচি এবং মৃগমারণ কার্য্যে কুক্কুরের মুখ শুচি জানিবে। ১৩০।

যে পশু বা পক্ষী কুক্কুর কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, তাহার মাংস শুচি—ইহা মনু বলিয়াছেন, মাংসজীবী অন্যান্য পশুপক্ষীরাও যে মাংস আনয়ন করে, তাহা

ঊর্দ্ধং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি সর্ব্বশঃ।
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ ॥১৩২॥
মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌরশ্বঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।
রজো ভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ স্পর্শে মেধ্যানি নির্দ্দিশেৎ ॥১৩৩॥
বিণ্মূত্রোৎসর্গশুদ্ধ্যর্থং মৃদ্বার্য্যাদেয়মর্থবৎ।
দৈহিকানাং মলানাঞ্চ শুদ্ধিষু দ্বাদশস্বপি ॥১৩৪॥
বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রং বিট্ ঘ্রাণ-কর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥১৩৫
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা ॥১৩৬॥

শুচি এবং চণ্ডালাদি ব্যাধেরা মারিয়া যে মাংস আনয়ন করে তাহাও শুদ্ধ। ১৩১। নাভির উপরিভাগে যে সকল ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র আছে, সে সমুদয়ই পবিত্র; সুতরাং সে সকল স্পর্শনে দোষ নাই। কিন্তু নাভির অধোদেশের ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল অপবিত্র, তাহা স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়; দেহ হইতে যে সকল মল ক্ষরিত হয়; তাহাও অপবিত্র। ১৩২।

অপবিত্রস্পর্শী মক্ষিকা, মুখনির্গত ক্ষুদ্র-জলকণা, পতিতের ছায়া, এবং গো, অশ্ব, সূর্য্যকিরণ, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি—এ সকল অস্পৃশ্যস্পৃষ্ট হইলেও শুচি বলিয়া জানিবে। যে সকল দ্বার দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করা যায়, তাহাও প্রয়োজন মত মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ করিবে। বক্ষ্যমাণ দ্বাদশটী দৈহিক মলেরও উক্ত প্রকার শুদ্ধি করিতে হয়। তন্মধ্যে পূর্ব্ব ছয় প্রকারের, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধি করিবে, পরবর্ত্তী ছয় প্রকারের কেবল জলে শুদ্ধি করিবে। ১৩৩-১৩৪।

বসা (চর্ব্বি), রেত, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকামল, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, নেত্রজল, মল ও ঘর্ম—এই দ্বাদশটী শারীরিক মল জানিবে। ১৩৫।

যিনি শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করিয়া লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে

এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণং স্যাদ্বনস্থানাং যতীনান্তু চতুর্গুণম্ ॥১৩৭॥

কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্ত উপস্পৃশেৎ।
বেদমধ্যেষ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্ব্বদা ॥১৩৮॥

ত্রিরাচামেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততো মুখম্।
শারীরং শৌচমিচ্ছন্ হি স্ত্রী শূদ্রস্তু সকৃৎ সকৃৎ ॥১৩৯॥

শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্ ॥১৪০॥

নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরধিষ্ঠিতম্ ॥১৪১॥

দশবার ও উভয়হস্তে সাতবার জলসহিত মৃত্তিকা প্রদান করিবেন। ১৩৬।

যে শৌচনিয়ম গৃহস্থের পক্ষে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থের পক্ষে উহাদের তিনগুণ এবং যতির পক্ষে উহার চতুর্গুণ পরিবর্ত্তন হইবে। ১৩৭।

বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধ হইয়া আচমন করিয়া ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে। বেদাধ্যয়নকালে, এবং অন্নভোজন করিয়াও সর্ব্বদা এইরূপ আচমন করিবে। ১৩৮।

এই আচমনকালে তিনবার জলপান ও তার পর দুইবার মুখমার্জ্জন করিতে হয়। শারীরিক শুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী-শূদ্রও এক একবার জলপান অর্থাৎ ওষ্ঠে জলস্পর্শন দ্বারা আচমন করিবে। ১৩৯।

স্বধর্ম্মপরায়ণ শাস্ত্রবর্ত্তী শূদ্র মাসে মাসে কেশ মুণ্ডন করিবে; জননমরণে বৈশ্যের ন্যায় অশৌচাদি গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। ১৪০।

মুখ হইতে যে সকল নিষ্ঠীবন বা জলবিন্দু অঙ্গে পতিত হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট হয় না; শ্মশ্রুলোম মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে উচ্ছিষ্ট হয় না এবং দন্তমধ্যলগ্ন অপরিহার্য্য অন্নাদিকণা সকলও মুখকে উচ্ছিষ্ট করিতে পারে না। ১৪১।

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রয়তো ভবেৎ ॥১৪২॥

উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥১৪৩॥

বান্তো বিরিক্তঃ স্নাত্বা তু ঘৃতপ্রাশনমাচরেৎ।
আচামেদেব ভুক্ত্বান্নং স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতম্ ॥১৪৪

সুপ্ত্বা ক্ষুত্বা চ ভুক্ত্বা চ নিষ্ঠীব্যোক্ত্বানৃতানি চ।
পীত্বাপোঽধ্যেষ্যমাণশ্চ আচামেৎ প্রয়তোঽপি সন্ ॥১৪৫॥

এষ শৌচবিধিঃ কৃৎস্নো দ্রব্যশুদ্ধিস্তথৈব চ।
উক্তো বঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্ত্রীণাং ধর্ম্মান্ নিবোধত॥১৪৬

অন্যকে আচমনের জল দিবার সময় যদি সেই জলবিন্দু জলদাতার পদে পতিত হয়, তবে তাহাতে জলদাতা অশুচি হইতে পারে না। উহা বিশুদ্ধ ভূমিগত জলের ন্যায় শুদ্ধ। ১৪২।

দ্রব্য স্কন্ধে করিয়া যাইতে যাইতে যদি উচ্ছিষ্ট কোন ব্যক্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য মাটীতে না রাখিয়াও সে ব্যক্তি আচমন করিয়া শুদ্ধ হয়। অনেকবার ভেদ বা বমন হইলে স্নান করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে; যদি অন্নভোজনের পর বমন হয়, তাহা হইলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী-স্ত্রীসংসর্গ করিয়া স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। ১৪৩-১৪৪।

নিদ্রা যাইয়া, হাঁচিয়া, ভোজন করিয়া, শ্লেষ্মা ফেলিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া, জলপান করিয়া ও অত্যন্ত শুচি থাকিলেও আচমন করিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন করিতে হইলেও ঐরূপ বিধি। ১৪৫।

জন্মমরণশৌচের বিধান ও সমগ্র দ্রব্য-শুদ্ধির বিধান তোমাদিগকে বলা হইল, এক্ষণে স্ত্রীলোক-দিগের ধর্ম শ্রবণ কর। ১৪৬।

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং
গৃহেম্বপি ॥১৪৭॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥১৪৮॥
পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে ॥১৪৯॥
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥১৫০॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥১৫১॥
মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ॥১৫২॥

অনতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ ॥১৫৩॥
বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচার্য্যঃ(ক) স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ
পতিঃ ॥১৫৪॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫৫॥
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্ ॥১৫৬॥
কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে
পরস্য তু ॥১৫৭॥
আসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্ ॥১৫৮॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহে থাকিয়া তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে করা উচিত নয়। ১৪৭।

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের বশে থাকিবে কিন্তু কখনও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবে না। ১৪৮।

স্ত্রীলোক পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে কখনও চেষ্টা করিবে না। ইহাদের সহিত পৃথক্ হইলে তিনি পিতৃকুল পতিকুল—উভয়-কুলই কলঙ্কিত করিয়া থাকেন। ১৪৯।

স্ত্রীলোকেরা সর্বদা প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে; গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবে। ১৫০।

পিতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন কিংবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাঁহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পরও তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা অর্থাৎ ব্যাভিচারাদি না করা, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। ১৫১।

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহকালে যে পুণ্যাহ-বাচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করা যায়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র; পরন্তু বিবাহে যে বাগ্‌দান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীলোকদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মায়। ১৫২।

বিবাহকর্ত্তা কি ঋতুকালে কি অন্যকালে, এবং কি ইহকালে কি পরকালে— সকল সময়েই স্ত্রীলোকের পক্ষে সুখদাতা হন। ১৫৩।

পতি শীলরহিত, পরদাররত ও বিদ্যাদিগুণ-বর্জ্জিত হইলেও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিবেন। ১৫৪।

স্ত্রীলোকদিগের—স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই; কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করেন। ১৫৫।

স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতি-লোকাভিলাষিণী হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। ১৫৬।

পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুভ-পুষ্প-মূল-ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কদাপি পতি বিনা পর-পুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না। ১৫৭।

যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি

(ক) উপচর্য্যঃ—পা.

অনেকানি সহস্রাণি কুমারব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসন্ততিম্ ॥১৫৯॥

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥১৬০॥

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ
হীয়তে ॥১৬১॥

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপ-
দিশ্যতে ॥১৬২॥

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি
চোচ্যতে ॥১৬৩॥

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি
নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ
পীড্যতে ॥১৬৪॥

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি
চোচ্যতে ॥১৬৫॥

অনেন নারীবৃত্তেন মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্র
চ ॥১৬৬॥

ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারিণী হইয়া মধু-মাংস-মৈথুনাদি-বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অন্যতম পরম ধর্ম্ম, তৎপালনেই একাগ্র হইবেন। ১৫৮।

অনেক সহস্র কৌমারব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলেই অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় অপুত্রা হইয়া সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলেই স্বর্গে গমন করেন। ১৫৯-১৬০।

যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সে ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হয়। ১৬১।

স্বামী ব্যতিরিক্ত অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না; অথবা সহধর্ম্মিণীব্যতিরিক্ত অপরের স্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান দ্বারা পুরুষেরও কোন কার্য্য নাই, শাস্ত্রকারেরা এরূপ জাত পুত্রকে পুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। কোন শাস্ত্রেই সাধ্বীগণের দ্বিতীয় ভর্ত্তা গ্রহণের উপদেশ নাই। ১৬২।

নিজের পতি ধন-মান-কুল-শীলাদিতে হীন অপকৃষ্ট বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয়া হয়—লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া থাকে। ১৬৩।

পরপুরুষ-উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। ১৬৪।

যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১৬৫।

যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনোবাগ্‌দেহসংযতা হইয়া নারীধর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ করেন ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন। এইরূপ সদ্বৃত্তিশালিনী সবর্ণা স্ত্রী স্বামীর মরণের পূর্ব্বে মৃত হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতি স্বামী অগ্নিহোত্রীয় অগ্নি

এবংবৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণীম্।
দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥১৬৭॥
ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥১৬৮॥

দ্বারা ও যজ্ঞপাত্র দ্বারা তাঁহার দাহাদিক্রিয়া করিবেন। ১৬৬-১৬৭।

ভার্য্যা অগ্রে মরিলে এইরূপে তাহার দাহাদি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার দার

অনেন বিধিনা নিত্যং পঞ্চ যজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥১৬৯॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

পরিগ্রহ করিবে এবং পুনরায় অগ্ন্যাধানকার্য্য করিবে। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবে এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পরমায়ুর দ্বিতীয়ভাগ গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে। ১৬৮-১৬৯।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥২॥
সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥৩॥

এইরূপে স্নাতক দ্বিজ যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপঃ-স্বাধ্যায়াদি নিয়মযুক্ত হইয়া, যথা বিধানে বানপ্রস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ১।

গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে, আপনার গাত্রচর্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্কতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, তখন তাঁহার অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কৃষ্যাদি যত্নোৎপাদ্য আহার ও গো-অশ্ব-শয্যাসনাদি পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি বনগমন করিবেন। ২-৩।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৪॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্ নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥৫॥
বসীত চর্ম্ম চীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রু-লোম-নখানি চ ॥৬॥

শ্রৌত অগ্নি, গৃহ্য অগ্নি এবং অগ্নির পরিচ্ছদ অর্থাৎ স্রুক্‌স্রুবাদি উপকরণ-সমুদায় গ্রহণ করিয়া, গ্রাম হইতে অরণ্যে গমনপূর্বক সংযতেন্দ্রিয়ভাবে সেখানে বাস করিবেন। ৪।

নীবারাদি (তৃণধান্যাদি) পবিত্র অন্ন দ্বারা অথবা অরণ্যজাত শাক মূল ও ফলের দ্বারা তথায় প্রতিদিন বিধিপূর্ব্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ৫।

অরণ্যে বাসকালে মৃগাদি চর্ম বা তৃণবল্কলাদি বস্ত্রখণ্ড পরিধান, সায়ং ও প্রাতঃ স্নান এবং নিত্য জটা, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ করিবেন। ৬।

যদ্ভক্ষ্যং স্যাৎ ততো দদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূলফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্ ॥৭॥
স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥৮॥
বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
দর্শমস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণমাসঞ্চ যোগতঃ ॥৯॥
ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব(ক) চাতুর্ম্মাস্যানি চাহরেৎ।
তুরায়ণঞ্চ ক্রমশো দাক্ষস্যায়নমেব চ ॥১০॥
বাসন্তশারদৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব বিধিবন্নির্ব্বপেৎ
পৃথক্ ॥১১॥

তাঁহার যাহা ভক্ষ্য থাকিবে, তাহা হইতে পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত বলি-প্রদান করিবেন,—যথাশক্তি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবেন এবং আশ্রমাগত অতিথি-জনকেও সেই জল-মূল-ফলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। ৭।

বানপ্রস্থ নিত্যই বেদাধ্যয়নে রত থাকিবেন,—শীতাতপাদি-দ্বন্দ্বসহনশীল হইবেন,—পরোপকারী, সংযতমনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত এবং সর্ব্ব-ভূতে দয়াশীল হইবেন। ৮।

গার্হপত্যকুণ্ডস্থ অগ্নির আহবনীয়কুণ্ড ও দক্ষিণাগ্নিকুণ্ডে অবস্থিতির নাম 'বিতান', তাহাতে যে অগ্নিহোত্রহোম তাহার নাম 'বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম'। বানপ্রস্থ যথাবিধি 'বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম' করিবেন এবং পর্ব্বযোগে দর্শ-পৌর্ণমাস যাগও ত্যাগ করিবেন না। ৯।

নক্ষত্রযাগ, নবশস্যেষ্টি, চাতুর্মাস্য, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নযাগও যথাবিধানে সম্পন্ন করিবেন। ১০।

বসন্ত ও শরৎকালোদ্ভূত পবিত্র মুনিজনসেবিত শস্যান্ন সকল স্বয়ং আহরণ করিয়া তদ্দারা পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগ সম্পাদন করিবেন। ১১।

(ক) দর্শেষ্ট্যাগ্রয়ণঞ্চৈব—পা

দেবতাভ্যস্তু তদ্ধুত্বা বন্যং মেধ্যতরং হবিঃ।
শেষমাত্মনি যুঞ্জীত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতম্ ॥১২॥
স্থলজৌদকশাকানি পুষ্পমূলফলানি চ
মেধ্যবৃক্ষোদ্ভবান্যদ্যাৎ স্নেহাংশ্চ ফলসম্ভবান্ ॥১৩॥
বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাত্মকফলানি চ ॥১৪॥
ত্যজেদাশ্বযুজে মাসি মুন্যন্নং পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
জীর্ণানি চৈব বাসাংসি শাকমূলফলানি চ।
ন ফালকৃষ্টমশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ ॥১৫॥
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ(খ) ফলানি চ॥১৬॥
অগ্নিপকাশনো বা স্যাৎ কালপকভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি দন্তোলুখলিকোঽপি বা ॥১৭॥

সেই সকল বনজাত পবিত্রতর হবিঃ দ্বারা দেবতাদিগের হোম করিয়া যে কিছু পুরোডাশাদি হবিঃশেষ থাকিবে, তাহা আপনি ভোজন করিবেন এবং স্বয়ং প্রস্তুত লবণ ভক্ষণ করিবেন। ১২।

স্থলজাত ও জলজাত শাকসমুদয়, পবিত্র বৃক্ষোদ্ভব পুষ্প, মূল এবং ফল ও সেই সকল ফলসম্ভূত স্নেহও ভোজন করিবেন। মধু, মাংস, ভূমিজাত ছত্রাক, ভূস্তৃণ (মালব-দেশ-প্রসিদ্ধ শাক), এবং শিগ্রুক (বাহ্লিক-দেশ-প্রসিদ্ধ শাক) এবং শ্লেষ্মাতক ফল (চাল্‌তা)—বানপ্রস্থ এ সকল ভক্ষণ করিবেন না।১৩-১৪।

পূর্ব্বসঞ্চিত যদি কিছু মুন্যন্ন (তৃণ-ধান্যাদি) অথবা শাক, মূল বা ফল, কিংবা জীর্ণবস্ত্র থাকে তবে এই সমুদয় প্রতি আশ্বিন মাসে ত্যাগ করিবেন। ১৫।

ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি যদি কেহ পরিত্যাগও করিয়া থাকে তথাপি বানপ্রস্থ তাহা আহার করিবেন না; অথবা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলেও গ্রামজাত ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিবেন না। ১৬।

অগ্নিপক বন্য অন্ন খাইবেন, অথবা কালপক্ক ফলাদি ভোজন করিবেন, যদি উদুখল-মুষল না থাকে তবে পাষাণ দ্বারা চূর্ণ করিয়া তাহা মাত্র ভোজন

(খ) পুষ্পাণি চ—পা

সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্যান্মাসসঞ্চয়িকোঽপি বা।
ষণ্মাসনিচয়ো বা স্যাৎ সমানিচয় এব বা ॥১৮॥
নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ ॥১৯॥
চান্দ্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্লে কৃষ্ণে চ বর্ত্তয়েৎ।
পক্ষান্তয়োর্বাপ্যশ্নীয়াদ্ যবাগূং ক্বথিতাং সকৃৎ ॥২০॥
পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈর্বৈখানসমতে স্থিতঃ ॥২১॥
ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তিষ্ঠেদ্ বা প্রপদৈর্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেষূপয়ন্নপঃ ॥২২॥

করিবেন, অথবা আপনার দন্তকেই উদূখল-মুষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। ১৭।

সদ্যঃপ্রক্ষালক হইবেন অর্থাৎ এক দিনের যোগ্য মাত্র নীবারাদি সঞ্চয় করিবেন, অথবা মাসসঞ্চয়ী কিংবা ছয়মাসোপযোগী সঞ্চয়ী অথবা ঊর্দ্ধসংখ্যায় বৎসরের পরিমাণ শস্যাদি সঞ্চয় করিবেন। ১৮।

শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া সায়াহ্নে অথবা দিবাতে ভোজন করিবেন, অথবা চতুর্থকালিক ভোজন করিবেন অর্থাৎ একদিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন, অথবা অষ্টমকালিক অর্থাৎ তিনদিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন। ১৯।

কিংবা চান্দ্রায়ণ-বিধি অনুসারে শুক্লপক্ষে তিথির সংখ্যানুসারে এক এক গ্রাস কম ও কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ভোজন করিতে পারেন; অথবা পক্ষান্তে একবার ভোজন করিবেন অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমাদিতে সিদ্ধ যবাগূ আহার করিবেন। অথবা বানপ্রস্থ-ধর্মবিধি প্রতিপালন করিয়া কেবল পুষ্প-মূল-ফল দ্বারা সর্ব্বদা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, কিংবা স্বয়ংপতিত কালপক্ক ফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ২০-২১।

ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন, অথবা সারাদিন এক পদে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিংবা কখনও আসনস্থ

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ ॥২৩॥
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ ॥২৪॥
অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ ॥২৫॥
অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২৬॥
তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষ্যমাহরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু ॥২৭॥

হইয়া কখনও বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন। প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে স্নান করিবেন।২২।

গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নিতাপ ও ঊর্দ্ধে প্রখর সূর্য্যতাপ—এইরূপে পঞ্চতপা হইবেন; বর্ষাকালে ছত্রাদিশূন্য হইয়া যথায় বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে, তথায় দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং হেমন্তে আর্দ্রবসন পরিধান করিবেন;—এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যার বৃদ্ধি করিবেন। ২৩। ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিবেন এবং উগ্রতর তপস্যা করিয়া দেহকে শোষণ করিবেন। ২৪।

বৈখানস-শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রৌতাগ্নি সকল আত্মাতে আরোপ করিয়া, অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইয়া, মৌনব্রত ধারণ করিয়া ফলমূল-ভোজনে কালযাপন করিবেন। ২৫।

সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, স্ত্রী-সম্ভোগাদি করিবেন না; ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশূন্য হইবেন এবং বৃক্ষমূলে বসতি করিবেন। ২৬।

ফলমূলাভাবে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা,—বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অথবা অন্যান্য বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে আহরণ করিবেন। ২৭।

গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রামান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পাণিনা শকলেন বা ॥২৮॥
এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ ॥২৯॥
ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব গৃহস্থৈরেব সেবিতাঃ।
বিদ্যা-তপোবিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্য চ শুদ্ধয়ে ॥৩০॥
অপরাজিতাং বাস্থায় ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।
আ নিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ ॥৩১॥
আসাং মহর্ষিচর্য্যাণাং ত্যক্ত্বান্যতময়া তনুম্।
বীতশোকভয়ো বিপ্রো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৩২॥
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥৩৩॥

আবার এ সকল ভিক্ষার অসম্ভবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরাবাদিখণ্ডে বা হস্তেতেই ভিক্ষা আহরণ করিয়া বনে বাস করত অষ্টগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। ২৮।

বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ এই সমুদায়ও অপরাপর নিয়ম প্রতিপালন করিবেন এবং আত্মসাধনার জন্য উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন। ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিব্রাজক ব্রাহ্মণগণ, এমন কি গৃহস্থেরাও—আত্মজ্ঞান তপস্যাবৃদ্ধি এবং শরীর-শুদ্ধির জন্য উপনিষদাদি শ্রুতিরই সেবা করিয়া থাকেন। ২৯-৩০।

এইরূপ করিতে করিতে যদি অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত দেহের পতন না হয়, তাবৎকাল জলবায়ু ভক্ষণ করত যোগনিষ্ঠ হইয়া ঈশান কোণে সরলপথে গমন করিবেন। ৩১।

মহর্ষিগণানুষ্ঠেয় নদীপ্রবেশন, ভৃগু-প্রপতন, অগ্নিপ্রবেশন বা পূর্ব্ব-কথিতাদি উপায়ে বীতশোকভয় বিপ্র, কলেবর-পরিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। মৃত্যু না হইলে এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া, চতুর্থ ভাগে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। ৩২-৩৩।

আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ(ক)।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে ॥৩৪॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্ (খ)।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥৩৭॥
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥৩৮॥

আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তত্তৎ আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান করিয়া, জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া, ভিক্ষাদান বা বলিদানাদি কর্ম্মে শ্রান্ত হইলে পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে পরলোকে পরম অভ্যুদয় লাভ করা যায়। ৩৪।

ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত; কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া এবং শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। ৩৫-৩৬।

দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া সন্তানোৎপাদন না করিয়া এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া, যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে অধোগতি প্রাপ্ত হন। প্রজাপতি যাগ সমাধা করিয়া, সর্ব্বস্ব দক্ষিণান্ত করিয়া, আত্মাতে অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবেন অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। ৩৭-৩৮।

পাঠান্তরম্—(ক) যতেন্দ্রিয়ঃ (খ) প্রজাম্।

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৩৯॥
যস্মাদণ্বপি ভূতানাং দ্বিজান্নোৎপদ্যতে ভয়ম্।
তস্য দেহাদ্বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥৪০॥
আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ ॥৪১॥
এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সম্পশ্যন্ জহাতি ন চ হীয়তে ॥৪২॥
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ ॥৪৩॥
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥৪৪॥

যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন, সেই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন। ৩৯। যে দ্বিজ হইতে কোনও প্রাণী কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হয় না, তিনি দেহত্যাগের পর কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হন না। ৪০। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত পবিত্র দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, কাম্য বিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহাতে আস্থাশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পরিব্রাজকধর্মের আচরণ করিবেন। ৪১। সর্ব্বসঙ্গ-রহিত হইলে সিদ্ধিলাভ হয় জানিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য তখন অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন। যিনি সঙ্গশূন্য হইয়া একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না অথবা কাহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হন না অর্থাৎ আর্থিক ত্যাগ-দুঃখাদি তাহাকে অনুভব করিতে হয় না। ৪২।

সন্ন্যাসাশ্রমে অগ্নিহীন, বাসহীন, ব্যাধিপ্রতীকারে উপেক্ষাকারী, স্থিরমতি, এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে জীবন যাপন করিবে;—কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইবে। ৪৩। মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষের মূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, অসহায়ভাবে একাকী অবস্থান, সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি—এই সকল মুক্তের লক্ষণ। ৪৪।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥৪৫॥
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥৪৬॥
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥৪৭॥
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥৪৮॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥৪৯॥
ন চোৎপাত-নিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া।
নানুশাসনবাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ ॥৫০॥

জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবে না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবনকাল বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিবে। ৪৫। পথ দেখিয়া পাদবিক্ষেপ করিবে, বস্ত্রাদি দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবে, কথা কহিতে হইলে সত্যকথা বলিবে এবং মনঃপূত কার্য্য করিবে অথবা মনকে পবিত্র করিবে। ৪৬। দুরুক্তি বা অপমান-জনক বাক্য সকল সহ্য করিয়া থাকিবে, কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না; এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। ৪৭।

কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না; কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতিও কুশল বাক্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তদ্বার-বিষয়ক যে বাক্য, তাহাকে মিথ্যাতে নিয়োগ করিবে না—, সদাই ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ করিবে। (চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি—ইহাদের গৃহীত বিষয়েই বাক্যের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বাক্যকে সপ্তদ্বার কহিয়া থাকেন; অথবা সপ্তস্থানীয় প্রাণ বাক্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বাক্যকে সপ্তদ্বার বলা যায়)। ৪৮।

সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে;

ন তাপসৈর্ব্রাহ্মণৈর্ব্বা বয়োভিরপি বা শ্বভিঃ।
আকীর্ণং ভিক্ষুকৈর্ব্বান্যৈরাগারমুপসংব্রজেৎ ॥৫১॥
কৢপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥৫২॥
অতৈজসানি পাত্রাণি তস্য স্যুর্নির্ব্রণানি চ।
তেষামদ্ভিঃ স্মৃতং শৌচং চমসানামিবাধরে ॥৫৩॥
অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃন্ময়ং বৈদলং তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥৫৪॥
এককালং চরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্যেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতে(ক)॥৫৫
বিধূমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
বৃত্তে শরাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ॥৫৬
অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ ॥৫৭॥
অভিপূজিতলাভাংস্তু জুগুপ্সেতৈব সর্ব্বশঃ।
অভিপূজিতলাভৈশ্চ যতির্মুক্তোঽপি বধ্যতে ॥৫৮॥
অল্পান্নাভ্যাবহারেণ রহঃ স্থানাসনেন চ।
হ্রিয়মাণানি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ ॥৫৯॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥৬০॥

কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবে না—সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ হইবে; কেবল আত্ম-সহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিবে। ৪৯।

ভূমিকম্পাদি উৎপাত বা চক্ষুঃস্পন্দনাদি নিমিত্ত ঘটনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান, নক্ষত্র বা হস্তরেখাদির ফলাফল নির্ণয় অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি দেখাইয়া কাহারও নিকট ভিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না। যে গৃহস্থের ভবন—বানপ্রস্থ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ভক্ষণশীল কুক্কুর বা অপর কোন ভিক্ষার্থীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ প্রকার গৃহে ভিক্ষাকামনায় যতির গমন করিতে নাই। ৫০-৫১।

কর্ত্তিত কেশ-নখ-শ্মশ্রু হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া, কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া সন্ন্যাসী নিত্য বিচরণ করিবেন। যতির ভিক্ষা-পাত্র বা ভোজনপাত্র অতৈজস হইবে অর্থাৎ স্বর্ণাদি-ধাতুনির্ম্মিত হওয়া উচিত নয়; পরন্তু পাত্রে যেন ছিদ্র না থাকে। যজ্ঞিয় চমসের যেরূপ শুদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ সকল পাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৫২-৫৩।

অলাবু (লাউ) পাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময়পাত্র অথবা বংশ নির্ম্মিত পাত্র—এই সকল যতিদিগের পাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যতি প্রাণ-ধারণের জন্য একবার মাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন—অধিক ভিক্ষা করিবেন না; ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে যতির বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। ৫৪-৫৫।

গৃহস্থের গৃহে পাকধূম নিঃশেষ হইলে,—উদূখল-মুষলের কার্য্য সমাধান হইলে,—পাকাগ্নি নির্ব্বাণ হইলে,—গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আহার সমাপন হইলে ও আহারের উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিলে অর্থাৎ দিবসের অপরাহ্ণভাগে যতি ভিক্ষাচরণ করিবেন। ৫৬।

ভিক্ষাদির অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না, লাভেও আহ্লাদিত হইবেন না; যাহাতে প্রাণযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহ হয়, এইরূপ ভিক্ষা করিবেন। অপরাপর ব্যবহার্য্য-দ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন।৫৭।

সমাদর-সহকারে যে ভিক্ষালাভ, তাহা সর্ব্বদা পরিবর্জ্জন করিবেন। যতি মুক্তাবস্থ হইলেও অভি-পূজিতলাভে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংসারবন্ধন ঘটিতে পারে। ৫৮।

অল্পভোজন ও নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ৫৯।

ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভের অধিকারী হন। কর্ম্মদোষহেতু জীবের নানাপ্রকার গতিপ্রাপ্তি, নরকপতন এবং যমা-

(ক) সজ্জতি—পাঠান্তরম্।

অবেক্ষেত গতির্নৃণাং কর্ম্মদোষসমুদ্ভবাঃ।
নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে ॥৬১॥
বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপ্রিয়ৈঃ।
জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্ ॥৬২॥
দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভে চ সম্ভবম্।
যোনিকোটিসহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ ॥৬৩॥
অধর্ম্মপ্রভবঞ্চৈব দুঃখযোগং শরীরিণাম্।
ধর্ম্মার্থপ্রভবঞ্চৈব সুখসংযোগমক্ষয়ম্ ॥৬৪॥
সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত (ক) যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষ্বধমেষু চ ॥৬৫॥
দূষিতোঽপি(খ) চরেদ্ধর্ম্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ(গ)।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥৬৬॥

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥৬৭॥
সংরক্ষণার্থং জন্তূনাং রাত্রাবহনি বা সদা।
শরীরস্যাত্যয়ে চৈব সমীক্ষ্য বসুধাং চরেৎ ॥৬৮॥
অহ্না রাত্র্যা(ঘ) চ যান্ জন্তূন্ হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামান্
ষড়াচরেৎ ॥৬৯॥
প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োঽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ ॥৭০॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য
নিগ্রহাৎ ॥৭১॥

লয়ের যাতনা—এই সকল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেন। ৬০-৬১।

প্রিয়তমগণের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরা দ্বারা অভিভব, ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভবাসে জন্মগ্রহণ এবং সহস্র সহস্র যোনিতে বারংবার যাতায়াত—এই সমুদয় যাতনা কর্মদোষে উদ্ভূত, ইহা সম্যক্ চিন্তা করিবে। ৬২-৬৩।

জীবের সমুদায় দুঃখ অধর্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং অক্ষয়সুখ-সংযোগ সকল যে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানাধীন,—ইহা নিশ্চয় জানিবে। যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং কি উত্তম, কি অধম—সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিবে। ৬৪-৬৫।

যে কোন আশ্রমের আশ্রমীই আশ্রম-বিরুদ্ধ-ধর্মানুষ্ঠানে দূষিত হইলেও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া স্বধর্মাচরণ করিবেন; বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন-ধারণ ধর্মের প্রতি কারণ নয়,—ধর্মবিহিতানুষ্ঠানই ধর্ম এবং তাহাই প্রধান; তাই বলিয়া যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে। কতকবৃক্ষের ফল (নির্মলী) জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না; বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম করা হয়, কেবল বর্ণাশ্রমাদির লিঙ্গ ধারণ করিলেই ধর্ম করা হয় না। ৬৬-৬৭।

স্বীয় শরীরের কষ্ট হইলেও পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের পাছে বিনাশ হয়—এই ভয়ে দিবা ও রাত্রিতে ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া যাতায়াত করিবে। ৬৮।

যতিরা অজ্ঞান বশতঃ দিবারাত্রির মধ্যে যে সকল প্রাণিবিনাশ করেন, সেই পাপবিশুদ্ধ্যর্থ স্নান করিয়া ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন। সপ্তব্যাহৃতি ও দশ-প্রণব-যুক্ত প্রাণায়ামত্রয় পূরক-কুম্ভক-রেচক বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইলেই উহা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে পরম তপস্যা বলিয়া জানিবে সুবর্ণ রজতাদি ধাতুর মল সকল অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। ৬৯-৭১।

পাঠান্তরম্—(ক) সূক্ষ্মতাঞ্চাপ্যবেক্ষেত (খ) ভূষিতোঽপি। (গ) বসন্। (ঘ) অহ্নিরাত্রৌ।

প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্ ।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥৭২॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ ।
ধ্যানযোগেন সম্পশ্যেদ্ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ ॥৭৩॥
সম্যগ্ দর্শনসম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে ।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥৭৪॥
অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্ ॥৭৫॥
অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্ ।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ ॥৭৬॥

প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষসকল দগ্ধ করিবে; স্থানবিশেষে পরব্রহ্মে মনঃসমাধানরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিবে, স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপ সকল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদি অনীশ্বর গুণসকলকে জয় করিবে। জীবের দেবপশ্বাদি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে কি কারণে জন্ম-পরিগ্রহ হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে তাহা একেবারে দুর্জ্ঞেয়; —ধ্যানযোগেই কেবল তাহা জানিতে পারা যায়। এ কারণ, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত। ৭২-৭৩।

ধ্যানযোগে সম্যক্ আত্মদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি, পাপ-পূণ্য কর্মসকল দ্বারা সংসারবন্ধনে পতিত হন না; আত্মদর্শনহীন ব্যক্তিই সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ৭৪। অহিংসা দ্বারা, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি-পরিহার দ্বারা, বৈদিককর্ম সকলের দ্বারা এবং উগ্র তপস্যাচরণ দ্বারা সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়। ৭৫।

এই দেহ,—অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংস দ্বারা প্রলিপ্ত, চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, জরা-শোকে আক্রান্ত, নানা প্রকার ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায়

জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্ ।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥৭৭॥
নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা ।
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্ গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে ॥৭৮॥
প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্ ।
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্ ॥৭৯॥
যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥৮০॥
অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥৮১॥

কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাসস্বরূপ,—ইহা জানিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহরূপ কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবে।৭৬-৭৭।

বৃক্ষ যেমন নদীকূলরূপ আবাসকে অথবা পক্ষী যেমন আশ্রয় বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া থাকে; তদ্রূপ জ্ঞানবান্ জীব প্রাক্তন কর্ম্মক্ষয়ে অথবা জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই দেহরূপ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সংসার-বন্ধনরূপ গ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৭৮। তিনি পুত্রাদি প্রিয়-সংযোগ—স্বকীয় সুকৃতিহেতু এবং যে কিছু অপ্রিয়-সংযোগ, তাহা আপনার দুষ্কৃতিহেতু —এইরূপ ধ্যান দ্বারা প্রিয়াপ্রিয় সুকৃত দুষ্কৃতাদি চিত্তক্ষোভসকল ত্যাগ করিয়া, সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ৭৯।

যৎকালে মন যথার্থই সর্ব্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ হয়, তখন কি ইহলোক, কি পরলোক—সর্বত্রই নিত্যসুখ লাভ করা যায়। এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি সমুদয় দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। যে কিছু কর্মফল পূর্বে পূর্বে কথিত হইয়াছে, সকলই ধ্যানপরায়ণ জনের

ধ্যানিকং সর্ব্বমেবৈতদ্ যদেতদভিশব্দিতম্ ।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফলমুপাশ্নুতে ॥৮২॥

অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ ॥৮৩॥

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমেব বিজানতাম্ ।
ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম ॥৮৪॥

অনেন ক্রমযোগেণ পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ ।
স বিধূয়েহ পাপ্মানং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৮৫॥

এষ ধর্ম্মোঽনুশিষ্টো বো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্ ।
বেদসন্ন্যাসিকানাস্তু কর্ম্মযোগং নিবোধত ॥৮৬॥

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা ।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥৮৭॥

প্রাপ্য ; কিন্তু ধ্যানহীন, সুতরাং আত্মজ্ঞান-বিরহিত ব্যক্তি কোন ক্রিয়ারই ফল লাভ করিতে পারে না। ৮০-৮২।

যজ্ঞসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, দেবতা সম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র, এবং পরমাত্মবিষয়ক যে সমস্ত বেদমন্ত্র আছে, অথবা উপনিষদাদিতে যে সমুদায় শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, সর্বদা সে সমুদায় জপ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা জ্ঞানবান্, যাহারা স্বর্গকামী বা যাহারা মুক্তিকামী,—সকলের পক্ষে এই বেদই একমাত্র অবলম্বন। ৮৩-৮৪।

এইরূপ বিধানে যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। সংযতাত্মা পরমহংস প্রভৃতি যতিদিগের সাধারণ ধর্ম—এই আমি তোমাদিগকে বলিলাম ; এক্ষণে বেদবিহিত কর্মকাণ্ড-ত্যাগী কুটীচরনামক সন্ন্যাসীদিগের কর্মযোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি—পৃথক্ পৃথক্ এই চারি আশ্রমই গৃহস্থ হইতে সম্ভূত হয়। ৮৫-৮৭।

সর্ব্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ ।
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥৮৮॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥৮৯॥

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্ ।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥৯০॥

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥৯১॥

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৯২ ॥

দশ লক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে ।
অধীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৯৩॥

এই চারি আশ্রম ক্রমশঃ যথাশাস্ত্র নিষেবিত হইলে যথোক্তানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পরমগতি প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে বেদ এবং স্মৃতি-বিধানানুযায়ী যে গৃহস্থাশ্রমী, তাঁহাকে মনু প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, তিনিই অপর তিন আশ্রমের ধারক এবং পোষক। যেমন নদনদী সমুদয় সাগরে যাইয়া স্থিতি লাভ করে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমবাসীরাও গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে অবস্থিতি করে। এই চারি আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণের বক্ষ্যমাণ দশ প্রকার ধর্ম নিত্য যত্ন সহকারে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তিসত্ত্বে অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয়সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্বক পরধন হরণ না করা), শৌচ (যথাশাস্ত্র মৃজ্জলাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাহার করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণপূর্বক সম্যগ্ জ্ঞানলাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি, ধর্মের লক্ষণ। ৮৮-৯২।

ধর্মের এই দশ লক্ষণ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্ অধ্যয়ন

দশলক্ষণকং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সমাহিতঃ।
বেদান্তং বিধিবচ্ছ্রুত্বা সংন্যসেদনৃণো দ্বিজঃ ॥৯৪॥
সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ ॥৯৫(ক)
এবং সংন্যস্য কর্ম্মাণি স্বকার্য্যপরমোঽস্পৃহঃ।
সন্ন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৯৬॥

করেন এবং অধ্যয়ন করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। সমাহিত মনে এই দশবিধ ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, গুরুমুখে বিধিবৎ বেদান্তশাস্ত্র অবগত হইয়া দেব-পিতৃ-ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, বেদসন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ৯৩-৯৪।

বেদসন্ন্যাসী কুটীচর, অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সমুদয় কর্ম ত্যাগ করিয়া, কর্মদোষসকল প্রাণায়ামাদি দ্বারা নাশ করত যম-নিয়মাবলম্বনপূর্বক বেদপাঠ করিবেন এবং পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিতভাবে অবস্থিতি করিবেন। ৯৫। এই রূপে সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করিয়া, স্বকার্য্য-তৎপর নিঃস্পৃহ ও সন্ন্যাস বলে বিগতপাপ হইয়া, তিনি মুক্তিলাভ করেন। ৯৬।

এষ বোঽভিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাং ধর্ম্মং নিবোধত॥৯৭॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরকালে অক্ষয়ফলপ্রদ পুণ্য ব্রাহ্মণগণানুষ্ঠেয় চারি প্রকার আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ এই তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে রাজধর্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৯৭।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৬॥

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

রাজধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥১॥
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥ ২ ॥

(জনপদ, পুর প্রভৃতির পালয়িতা ও অভিষিক্ত) নৃপতির অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য-সমুদয়, যে প্রকারে তিনি যথোচিত আচারপরায়ণনরপতি হইতে পারেন এবং যেরূপে তিনি পরমা সিদ্ধি ঐহিক ও পারত্রিক ফললাভ করিতে পারেন,—সেই সমুদয় রাজধর্ম্ম ও রাজার উৎপত্তিবিষয় আমি এক্ষণে সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শাস্ত্রানুসারে আপন আপন রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য।১-২।

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪॥

জগৎ অরাজক (রাজশূন্য) হইলে সকলেই প্রবলের ভয়ে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে সেইহেতু সমুদায় চরাচর-রক্ষার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের—এই অষ্টদিক্‌পালের সারভূত অংশ আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।৩-৪।

পাঠান্তরম্—(ক) সংন্যসেৎ সর্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সংন্যসেৎ। বেদসন্ন্যসতঃ শূদ্রস্তস্মাদ্ বেদং ন সংন্যসেৎ।

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥৫॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥৬॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ(ক) ॥৭॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্ ॥ ৯ ॥
কার্য্যং সোঽবেক্ষ্য শক্তিঞ্চ দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ
কুরুতে ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং বিশ্বরূপং পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

যস্য প্রসাদে পদ্মা শ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥১১॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ ॥ ১২ ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥১৩॥
তস্যার্থে(খ) সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ ॥১৫॥
তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্ত্বতঃ।
যথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষ্বন্যায়বর্ত্তিষু ॥১৬॥

যেহেতু ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন, সেইহেতু তিনি তেজের আতিশয্য দ্বারা সকলপ্রাণীকে অভিভূত করিয়া থাকেন। সূর্য্যের ন্যায় তিনি দর্শনকারিগণের চক্ষু এবং মনকে সন্তাপিত করিয়া থাকেন;—পৃথিবীতে কোন লোকই রাজাদের অভিমুখ হইয়া অবলোকন করিতে সক্ষম হয় না। ৫-৬।

রাজা,—প্রভাবে অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্র-যম-কুবের-বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়; কারণ তিনি মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি অসাবধান হইয়া অগ্নির অতি নিকটে যায়, তবে অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে সপরিবারে পশু ও দ্রব্যসম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয়। ৭-৯।

তিনি প্রয়োজন স্বকীয় শক্তি এবং দেশকালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যসিদ্ধির জন্য নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন (যখন নিজ শক্তির অল্পতা থাকে, তখন মিত্র বা উদাসীনভাব দেখান, যখন স্বশক্তির আধিক্য থাকে, তখন শত্রুরূপে অরাতি-কুলকে উন্মূলিত করেন)। যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাভ হয়; যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয় লাভ হয়; যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থান; নিশ্চয় তিনিই সর্ব্বতেজোময়। ১০-১১।

তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বেষ করে, সে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়,—তাহাকে সত্বর বিনাশ করিবার জন্য রাজা মনোযোগী হন; অতএব রাজা তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ে যাহা অনুষ্ঠেয় এবং অনভিপ্রেত বিষয়ে যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিবেন সেই ব্যবস্থা বা ধর্ম্মনিয়ম উল্লঙ্ঘন করা উচিত নয়। ১২-১৩।

রাজার প্রয়োজনেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্মস্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব স্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে,— কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। ১৪-১৫।

দেশ, কাল, (অপরাধী ব্যক্তির) শক্তি ও বিদ্যা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অন্যায়কারীর প্রতি রাজা, যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই

(ক) 'স চেন্দ্রঃ স্বপ্রভাবতঃ'—পা.

(খ) 'তদর্থং'—পা.

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥১৭॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৮ ॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥১৯॥
যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥২০॥
অদ্যাৎ কাকঃ পুরোডাশং শ্বাবলিহ্যাদ্ধবিস্তথা।
স্বাম্যঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্ত্তেতাধ-
রোত্তরম্ ॥২১॥

রাজা, (যেহেতু দণ্ড দ্বারাই রাজশক্তি নিরূপিত হয়,) দণ্ডই পুরুষ, (যেহেতু তদ্ভিন্ন অপর সকলেই স্ত্রীলোকের ন্যায় অক্ষম)। দণ্ডই রাজ্যের নেতা (কারণ দণ্ডই রাজকার্য্য চালাইয়া থাকে) ও শাসন-কর্ত্তা (দণ্ডের দ্বারাই রাজা আজ্ঞাপ্রদান করেন)। ঋষিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। ১৬-১৭।

দণ্ডই সমুদয় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন; দণ্ডই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন; পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া জ্ঞান করেন। (যেহেতু ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডভয়ে সমুদয় ধর্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে)। ১৮।

সেই দণ্ড যদি শাস্ত্রানুসারে সম্যক্ বিবেচিত হইয়া অপরাধানুসারে প্রজাদিগের দেহ বা ধন সম্পত্তিতে প্রযুক্ত হয়, তবে প্রজাসমুদয় সুখে থাকে; পরন্তু অন্যথা হইলে অর্থাৎ অবিচারপূর্ব্বক লোভাদি-বশতঃ সেই দণ্ড বিহিত হইলে, সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়। ১৯।

যদি রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ড বিধান না করিতেন, তাহা হইলে বলবান্ লোকেরা শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে অতিশয় যাতনায় দগ্ধ করিত। বায়স যজ্ঞীয় পিষ্টক ভক্ষণ করিত,—হব্য ভোজনে অনধিকারী কুক্কুর যজ্ঞীয় হবি লেহন করিত, সকলেই স্বাধিকারচ্যুত হইত অর্থাৎ কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার নির্দ্দিষ্ট থাকিত না। এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে যাহারা নিকৃষ্ট, তাহারা প্রাধান্য লাভ করিত। কেবল দণ্ডভয়েই মনুষ্যগণ ন্যায়পথে অবস্থান করে; কারণ, স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ লোক জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। এই চরাচর বিশ্ব যে নিজ ভোগ্য-ভোগে সমর্থ হয়, দণ্ডভয়ই তাহার নিশ্চয় কারণ। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর, বিহঙ্গ এবং সর্প—ইহারাও কেবল ঐশ্বরিক দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া জগতের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ২০-২৩।

সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে ॥২২॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ॥২৩॥
দুষ্যেয়ুঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্ব্বসেতবঃ।
সর্ব্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দণ্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ২৪ ॥
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥২৫॥
তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্ম-কামার্থকোবিদম্ ॥২৬॥

অন্যায় দণ্ড বিহিত হইলে বা একেবারে দণ্ডশূন্য হইলে, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ ব্যভিচার-দোষদুষ্ট হইয়া থাকে এবং সর্বশাস্ত্রানুমত চতুর্বর্গফলরূপ ধর্ম্ম সেতু উৎসন্ন হয় এবং চৌর্য্যাদিপ্রযুক্ত সকলের ক্ষোভও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৪।

যে স্থলে শ্যামবর্ণ আরক্ত-লোচন দণ্ড, পাপ-বিনাশার্থ বিচরণ করেন এবং যদি দণ্ডদাতাও সর্ব্ববিষয়ে ন্যায়দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রজারা সেস্থানে কদাচ কাতর হয় না। মন্বাদি ঋষিবর্গ,—দণ্ডের সম্যক্‌প্রযোক্তা, সত্যবাদী, অগ্র-

তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো(ক) দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥২৭॥
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥২৮॥
ততো দুর্গঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ লোকঞ্চ সচরাচরম্।
অন্তরীক্ষগতাংশ্চৈব মুনীন্ দেবাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥২৯॥
সোঽসহায়েন মূঢ়েন(খ) লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
ন শক্যো(গ) ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ॥৩০॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন যথাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ৩১ ॥

পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী, সম্যক্‌বেদবিৎ এবং ধর্ম্মকামার্থের বিভেদজ্ঞ অভিষিক্ত রাজাকেই সম্যক্ দণ্ডপ্রণেতা বলিয়া থাকেন। ২৫-২৬।

যদি রাজা সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের দ্বারা বর্দ্ধিত হ'ন; আর যদি রাজা কেবল ক্ষুদ্র (নীচাশয়) ভোগাভিলাষী এবং ক্রোধাদির বশীভূত হন, তবে তিনি নিজ বিহিত দণ্ড দ্বারা স্বয়ং নিহত হন। যেহেতু দণ্ড মহাতেজা শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন রাজা কর্ত্তৃক ধৃত হইবার যোগ্য নহে; কারণ, ইহা অযথা প্রযুক্ত হইলে কর্ত্তব্যরহিত নরপতিকে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সবংশে ধ্বংস করে। অযথাবিহিত দণ্ড,—রাজদুর্গ, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এবং প্রজাসহ সমগ্র সাম্রাজ্যকেও ক্রমে প্রপীড়িত করে এবং এমন কি, (উপযুক্ত পাত্র সকলের বিনাশহেতু) অন্তরীক্ষগত দেবতা ও মুনিগণকেও দুঃখ প্রদান করে। মন্ত্রীপুরোহিত প্রভৃতি সহায়শূন্য মূর্খ, লোভী, (শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায়) অমার্জিতবুদ্ধি এবং ভোগাসক্ত নরপতি, কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না। ২৭-৩০।

(অর্থাদি বিষয়ে) পবিত্র-স্বভাব বিশুদ্ধাত্মা, সত্য-

পাঠান্তরম্—(ক) 'কামাত্মো বিষমঃ ক্রুদ্ধো'; (খ) 'মূর্খেণ'; (গ) 'অশক্যো'।

স্বরাষ্ট্রে ন্যায়বৃত্তঃ স্যাদ্ ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ ॥৩২॥
এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশো লোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥৩৩॥
অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি ॥৩৪॥
স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোঽভিরক্ষিতা ॥৩৫॥
তেন যদ্‌যৎ সভৃত্যেন কর্ত্তব্যং রক্ষতা প্রজাঃ।
তত্তদ্বোঽহং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥৩৬॥

প্রতিজ্ঞ, বেদাদি শাস্ত্রসম্মত অনুষ্ঠানকারী এবং সচিবাদি সহায়সম্পন্ন সুবুদ্ধি নরপতি, যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন। স্বরাজ্যে শাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান করা, বিদেশীয় শত্রুকে তীক্ষ্ণদণ্ডে দমন করা এবং অকপটভাবে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সরল ব্যবহার করা ও স্বল্পাপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্ হওয়া—রাজার উচিত। ৩১-৩২।

যে রাজা এইরূপ সদাচারসম্পন্ন হইয়া সুনিয়মে শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করেন,—এমন কি, যদি তাঁহাকে শিল বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়; তথাপি তাঁহার যশ জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় জগতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু যে রাজার আচার-ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি উদ্দীপ্ত রিপুগণের বশীভূত, (তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিক হইলেও) তদীয় যশ ইহলোকে জলস্থিত ঘৃতবিন্দুর ন্যায় ক্রমে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। ৩৩-৩৪।

স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের যথাক্রমে রক্ষাবিধানার্থ প্রজাপতি রাজাকে সৃজন করিয়াছেন। ৩৫। প্রজাগণের রক্ষাবিধানের জন্য মন্ত্রিবর্গের সাহায্যে রাজনীতি অনুসারে রাজার যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যথার্থরূপে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৩৬।

ব্রাহ্মণান্ পর্য্যুপাসীত প্রাতরুত্থায় পার্থিবঃ।
ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধান্ বিদুষস্তিষ্ঠেৎ তেষাঞ্চ শাসনে ॥ ৩৭॥
বৃদ্ধাংশ্চ নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্।
বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে ॥ ৩৮ ॥
তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ ॥৩৯॥
বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ(ক)।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥৪০॥
বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যাবনিশ্চৈব(খ) সুমুখো নিমিরেব চ ॥৪১॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ ॥৪২॥
ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ॥৪৩॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥৪৪
দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৫ ॥
কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থ-ধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু ॥৪৬॥

প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বয়োবৃদ্ধ ও তপোবৃদ্ধ বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাও তাঁহার অনুষ্ঠেয়। ৩৭।

রাজা বয়সে তপস্যায় ও ধর্মে প্রবীণ বেদবিৎ দেহ ও মনে পবিত্র ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবেন। কারণ, যে রাজা সদা বৃদ্ধসেবাতে নিরত,—এমন কি, হিংস্র রাক্ষসেরাও তাঁহার হিতচেষ্টা করিয়া থাকে। স্বভাবসিদ্ধ নিজ সুবুদ্ধিগুণে ও অর্থশাস্ত্র পাঠের ফলে রাজা বিনীত হইলেও সর্ব্বদা ঐ বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণগণ-সমীপে বিনয় শিক্ষা করিবেন; কারণ, বিনীত রাজা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হন না। ৩৮-৩৯।

বহু রাজা গজাশ্বাদি বহুবিভবশালী হইলেও বিনয়াভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার বহু রাজা বননিবাসী হইয়াও অর্থাৎ ধনাদিরহিত হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্যলাভ করিয়াছেন। রাজা বেণ, মহারাজ নহুষ, যবনতনয় সুদাস এবং সুমুখ ও নিমি—ইহাঁরা সকলেই বিনয়ধর্ম্মের অভাবে বিনষ্ট হইয়াছেন। পক্ষান্তরে (বিনয়বশতঃ) বিনয়বলে মহারাজ পৃথু এবং মনু সাম্রাজ্য লাভ করেন; কুবের ধনাধিপত্য এবং গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়তনয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৪০-৪২।

ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয় অভ্যাস করিবেন এবং আয়-ব্যয়বোধক পরম্পরাগত অর্থশাস্ত্রবিদের নিকট রাজা দণ্ডনীতি শিক্ষা করিবেন। তার্কিক ও বৈদান্তিক আচার্য্যের নিকট হইতে তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃষক ও বণিকের নিকট হইতে কৃষি-বাণিজ্য ও পশুপালনাদি ধনোপার্জ্জনের উপায়ও শিক্ষা করিবেন। ৪৩।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য অর্থাৎ যাহাতে তাহারা বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে না পারে তাহার জন্য রাজা সর্বদা যত্ন করিবেন। কারণ, সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ বশে রাখিতে পারেন। পাশক্রীড়াদি দশবিধ কামজ-ব্যসন ও পৈশুন্যাদি অষ্টবিধ ক্রোধজ ব্যসন, উভয়ে মিলিয়া এই অষ্টাদশ প্রকার দুরন্ত ব্যসন রাজা যত্নপূর্বক পরিবর্জ্জন করিবেন; কারণ, যদিও ইহারা আপাতত সুখদান করে, কিন্তু পরিণামে দুঃসহ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। কামজ ব্যসনে আসক্ত হইলে রাজা নিশ্চয় ধর্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং ক্রোধজ দোষে আসক্ত হইলে, তাঁহার দেহ হইতেই বিযুক্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৪৪-৪৬।

(ক) 'সপরিগ্রহাঃ'—পা.

(খ) 'সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব'—পাঠান্তর পিজবনতনয় সুদাস (অষ্টম অঃ ১১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ ॥৪৭॥
পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি
গণোঽষ্টকঃ ॥৪৮॥
দ্বয়োরপ্যেতয়োর্ম্মূলং যৎ সর্ব্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং যত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥৪৯॥
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে ॥৫০॥
দণ্ডস্য পাতনঞ্চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে।
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতত্ত্রিকং সদা॥৫১॥

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরদোষ-কথন, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মদ্যপানজনিত মত্ততা, নৃত্য, গীত ও বাদ্য এবং বৃথা পর্য্যটন—এই দশটী কামজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ৪৭।

পিশুনতা, (খলতাপূর্ব্বক পরের অজানা দোষ প্রকাশ করা), দুঃসাহস (নিরপরাধ ব্যক্তিকে বন্ধনাদি দ্বারা নিগ্রহ করা), বিদ্রোহ (ছলপূর্ব্বক বধ করা), ঈর্ষা (কাহারও গুণ সহ্য করিতে না পারা), অসূয়া (অপরের গুণে দোষ আবিষ্কার করা), অর্থদূষণ অর্থাৎ পরস্বাপহরণ ও অবশ্য দেয় অর্থ না দেওয়া, বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ অন্যের উপর আক্রোশ করা এবং দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ তাড়না—এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ বলিয়া পরিগণিত। পণ্ডিতগণ লোভকে কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ দোষসমূহের মূল কারণ বলিয়া জানেন। এ কারণ সবিশেষ যত্নের সহিত রাজা লোভ পরিত্যাগ করিবেন। ৪৮-৪৯।

দশবিধ কামজ ব্যসনের (দোষের) মধ্যে সুরাপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি ও মৃগয়া—এই চারিটী যথাক্রমে অতি কষ্টজনক বলিয়া রাজার জানা উচিত। ক্রোধজ অষ্টবিধ দোষের মধ্যে অন্যায়রূপে কঠোর দণ্ড প্রয়োগ, অন্যায়রূপে কঠোর বাক্য প্রয়োগ, অর্থদোষ (পরধনের অপহরণ বা

সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ব্যসনমাত্মবান্ ॥৫২॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ ॥৫৩॥
মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্
কুলোদ্‌গতান্(ক)।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্ ॥৫৪
অপি যৎ সুকরং কর্ম্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোঽসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥৫৫॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ ॥৫৬॥

প্রাপ্যধনে প্রবঞ্চনা করা)—এই তিনটী রাজার নিতান্ত অনর্থকর বলিয়া জানা উচিত। ৫০-৫১।

সুরাপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মৃগয়া, নিষ্ঠুর প্রহার, বাক্‌পারুষ্য এবং অর্থদূষণ কামজ ও ক্রোধজ এই সাতটি দোষ দ্বারা প্রায় সমস্ত রাজমণ্ডলই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাদের মধ্যে পর-পর অপেক্ষা পূর্ব্ব-পূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া জানিবেন। ৫২।

ক্রোধজ কিংবা কামজ দোষ ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যসন দোষই অধিকতর কষ্টজনক; কারণ, দেহান্তে কামজ-ক্রোধজ-দোষাসক্ত ব্যক্তি ক্রমে নিরয়গামী হয়; কিন্তু ব্যসনহীন নর দেহান্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে রাজার সেবক বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী এবং যাঁহারা স্বয়ং বীর ও শস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, —সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত, এরূপ সাত আটটী মন্ত্রীকে রাজা নিযুক্ত করিবেন। ৫৩-৫৪।

যখন সহজ-সাধ্য কার্য্য হইলেও অসহায় এক ব্যক্তি দ্বারা উহা সম্পাদিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তখন বিশেষতঃ মহাফলসাধক অতি বৃহৎ রাজ্যের কার্য্য একা সুসম্পন্ন করা যে নিতান্ত সুকঠিন—ইহা বলাই বাহুল্য। ৫৫।

ঐ মন্ত্রিগণের সহিত সাধারণ অর্থাৎ যাহা একান্ত গোপনীয় নহে—এরূপ সন্ধি ও বিগ্রহ চিন্তা করিবেন।

(ক) 'কুলোদ্ভবান্'—পা.

তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক্ পৃথক্।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ ॥৫৭॥
সর্ব্বেষাস্তু বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।
মন্ত্রয়েৎ পরমং মন্ত্রং রাজা ষাড়্‌গুণ্যসংযুতম্ ॥৫৮॥
নিত্যং তস্মিন্ সমাশ্বস্তঃ সর্ব্বকার্য্যাণি নিক্ষিপেৎ।
তেন সার্দ্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥৫৯॥
অন্যানপি প্রকুর্ব্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্ত্তৄনমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান্ ॥৬০॥
নির্ব্বর্ত্তেতাস্য যাবদ্ভিরিতিকর্ত্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোঽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্ব্বীত বিচক্ষণান্॥৬১॥

তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোগদ্‌তান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে ॥ ৬২ ॥

দূতঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদম্!
ইঙ্গিতাকারচেষ্টাজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্‌গতম্॥৬৩॥

অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥৬৪॥

অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোষরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৬৫ ॥

এবং তাঁহাদের সহিত হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতিরূপ চতুর্বিধ সৈন্যের পোষণ এবং কোষ, পুর এবং রাষ্ট্রের রক্ষণ চিন্তা করিবেন। চতুর্ব্বিধ সৈন্যগণের পোষণ, ধান্য ও হিরণ্যাদির উৎপত্তিস্থাননিরূপণ, নিজের ও প্রজাবর্গের রক্ষা এবং লব্ধধনের উপযুক্ত পাত্রসাৎ করার উপায়—এই সকল বিষয়ে—রাজা ঐ সকল মন্ত্রিগণের সহিত সদা সৎপরামর্শ করিবেন। ৫৬।

প্রথমতঃ নিভৃতস্থলে অমাত্যবর্গের প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক অবগত হইয়া পশ্চাৎ একত্রিত সকলের মত গ্রহণপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে যাহা হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক রাজা তাহাই করিবেন। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—এই ছয় গুণ-বিষয়ে মন্ত্রীগণের মধ্যে ধার্মিক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত রাজা উত্তমরূপে মন্ত্রণা কবিবেন। ৫৭-৫৮।

রাজা সতত ঐ সুপণ্ডিত বিপ্র-মন্ত্রির উপর বিশ্বস্তভাবে সর্ব্বকার্য্যের নির্ভর করিবেন এবং তাঁহারই সহিত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা পরে সর্ব্বকার্য্য আরম্ভ করিবেন। এতদ্ভিন্ন সুবুদ্ধি, স্থিরস্বভাব, ন্যায়পথে ধনার্জ্জনকারী, শুদ্ধ-প্রকৃতি এবং ধর্ম্মাদিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই প্রকার আরও কয়েকজন অমাত্যকেও রাজার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।৫৯-৬০।

যতগুলি লোক হইলে প্রকৃতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, ঠিক ততগুলি অনলস, কার্য্যদক্ষ ও সুশিক্ষিত লোকই রাজা নিযুক্ত করিবেন। ৬১।

উক্ত সচিববর্গের মধ্যে যাহারা পরাক্রান্ত সদ্বংশসম্ভূত, সুচতুর এবং বিশুদ্ধস্বভাব তাঁহাদিগকে অর্থ বিষয়ে অর্থাৎ সুবর্ণাদি আকরে ও ইক্ষু ধান্যাদির উৎপত্তিস্থলে নিযুক্ত করিবেন ; যাহারা (অপেক্ষাকৃত) ভীরু, তাঁহাদিগকে নিজ গৃহের অন্তঃপুরাদি স্থানে নিযুক্ত করিবেন। ৬২।

যিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মুখরাগাদি বাহ্যচিহ্ন দর্শনে মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ, চতুর এবং বাহুর আস্ফালনাদির দ্বারা ক্রোধাদি বুঝিতে সমর্থ ও ইঙ্গিতজ্ঞ অর্থাৎ অভিপ্রায় বোধক, বচনস্বরাদি হইতে মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ—যিনি সদ্বংশজাত এবং যাঁহার হস্ত বা অন্তঃকরণ কদাচিৎ পরপ্রদত্ত উৎকোচে বা অসৎ পরামর্শে দূষিত না হয়—এইরূপ দূত নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। সর্ব্বজনপ্রিয়, অর্থ ও নারী বিষয়ে বিশুদ্ধস্বভাব, চতুর সুতীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি-বিশিষ্ট—দেশকালাভিজ্ঞ সুশ্রী নির্ভীক এবং বাগ্মী এরূপ রাজদূত প্রশংসাপাত্র হইয়া থাকেন। ৬৩-৬৪।

সেনাপতিরূপ অমাত্যের অধীন দণ্ড (সেনা), দণ্ডের অর্থাৎ সেনার অধীন শাসন বা শিক্ষণ কার্য্য, রাজার অধীন কোষ ও রাষ্ট্র এবং দূতের অধীন সন্ধি ও তাহার বিপরীত বিগ্রহ। ৬৫।

দূত এব হি সন্ধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম্ম ভিদ্যন্তে যেন মানবাঃ ॥৬৬॥
স বিদ্যাদস্য কৃত্যেষু নিগূঢ়েঙ্গিতচেষ্টিতৈঃ।
আকারমিঙ্গিতং চেষ্টাং ভৃত্যেষু চ চিকীর্ষিতম্ ॥৬৭॥
বুদ্ধা চ সর্ব্বং তত্ত্বেন পররাজচিকীর্ষিতম্।
তথা প্রযত্নমাতিষ্ঠেদ্ যথাত্মানং ন পীড়য়েৎ ॥৬৮॥
জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নমার্য্যপ্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ ॥৬৯॥
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥৭০॥

যেহেতু দূতই শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে সন্ধিসংস্থাপনে সমর্থ; এবং কেবল মিত্রভাবাপন্ন নৃপতি-দ্বয়ের মধ্যে ভেদ-সংঘটনে সমর্থ। দূতই পররাজ্যে উপস্থিত হইয়া এরূপ কর্ম করেন, যাহার দ্বারা উভয় রাজ্যের ভেদ বা মিলন সংসাধিত হয়। দূত শত্রু রাজার কর্ত্তব্যবিষয়ে গূঢ় ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অভিপ্রায় বুঝিবে এবং ক্ষুব্ধ, লুব্ধ, বা অপমানিত ভৃত্যবর্গের উপরই বা তাঁহার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহাও দূতের বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। ৬৬-৬৭।

শত্রু-রাজার মনোগত অভিপ্রায়সকল (নিজ উপযুক্ত) দূত দ্বারা যথার্থরূপে অবগত হইয়া রাজা বিরুদ্ধ রাজার দ্বারা নিজে পীড়িত না হ'ন এরূপ সতর্কতার সহিত অবস্থান করিবেন। সঞ্চিত ধন-ধান্যশালী, ধার্ম্মিক-বহুল রোগাদিশূন্য, রমণীয়, সুলভ কৃষি ও বাণিজ্যাদি-যুক্ত, যেখানে প্রতিবেশী পদাধিকারিমণ্ডল বশীভূত এবং জল ও তৃণ যেখানে অল্প, প্রচুর বায়ু ও আতপ আছে এরূপ দেশে বাস করা রাজার কর্ত্তব্য। তথায় ধন্বদুর্গ অর্থাৎ মরুবেষ্টিত দুর্গ, মহীদুর্গ অর্থাৎ পাষাণ বা ইষ্টকনির্মিত দুর্গ, অব্দুর্গ অর্থাৎ জলবেষ্টিত দুর্গ, বার্ক্ষ দুর্গ অর্থাৎ মহাবৃক্ষ কন্টক গুল্মলতাদিব্যাপ্ত দুর্গ, নৃদুর্গ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে বহু হস্তী অশ্ব সেনাপরিবৃত দুর্গ, এবং গিরি দুর্গ অর্থাৎ পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গম নিভৃত দুর্গ—এইরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন। ৬৮-৭০।

সর্ব্বেণ তু প্রযত্নেন গিরিদুর্গং সমাশ্রয়েৎ।
এষাং হি বাহুগুণ্যেন গিরিদুর্গং বিশিষ্যতে ॥৭১॥
ত্রীণ্যাদ্যান্যাশ্রিতাস্ত্বেষাং মৃগগর্তাশ্রয়াপ্সরাঃ।
ত্রীণ্যুত্তরাণি ক্রমশঃ প্লবঙ্গমনরামরাঃ ॥ ৭২ ॥
যথা দুর্গাশ্রিতানেতান্ নোপহিংসন্তি শত্রবঃ।
তথারয়ো ন হিংসন্তি নৃপং দুর্গসমাশ্রিতম্ ॥৭৩॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিধীয়তে ॥৭৪॥
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধন-ধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্যন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥৭৫॥

রাজা সর্বপ্রকার যত্নসহকারে গিরিদুর্গই আশ্রয় করিবেন। কারণ এই ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে শত্রু-সৈন্য সহসা উঠিতে না পারায় এবং অল্পায়াসে শিলাদি গড়াইয়া দিলে শত্রু নিপাত সম্ভবপর হয় বলিয়া অনেক গুণ থাকায় গিরিদুর্গই প্রশস্ত। ৭১।

এই সকল দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটীতে—অর্থাৎ ধন্বদুর্গে মৃগাদি পশুগণ, মহীদুর্গে ইন্দুরাদি, জলদুর্গে কুম্ভীরাদি বাস করে। শেষের তিনটিতে অর্থাৎ বৃক্ষদুর্গে বানরাদি, চতুর্বিবধ সৈন্যরক্ষিত নৃদুর্গে মনুষ্য এবং গিরিদুর্গে দেবতারা বাস করিয়া থাকেন। ৭২।

দুর্গাশ্রিত মৃগাদি প্রাণীকে যেমন ব্যাধেরা বধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ রাজাও দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলে তৎপ্রতিপক্ষ রাজা তাঁহার কোন অনিষ্ট-সাধনে সক্ষম হন না। ৭৩।

নৃপতি মাত্রেরই দুর্গ থাকা আবশ্যক; কারণ, দুর্গ-প্রাকারের মধ্যস্থিত একজন ধনুর্ধারী যোদ্ধা—একশত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ঐরূপ শতজন যোদ্ধা দশ হাজার শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। ৭৪।

অস্ত্রশস্ত্র, যথেষ্ট অর্থ, শস্য, ঘোটকাদি নানা বাহন, ব্রাহ্মণ, নানা শিল্পী, বহুবিধ যন্ত্র, তৃণ এবং

তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥ ৭৬ ॥
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্ ॥৭৭॥
পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজঃ।
তেঽস্য গৃহ্যাণি কর্ম্মাণি কুর্য্যুর্বৈতানিকানি চ ॥৭৮॥
যজেত রাজা ক্রতুভির্বিবিধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ।
ধর্ম্মার্থঞ্চৈব বিপ্রেভ্যো দদ্যাদ্ভোগান্ ধনানি চ ॥৭৯॥
সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্ ।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু ॥৮০॥
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ ।
তেঽস্য সর্ব্বাণ্যবেক্ষেরন্ নৃণাং কার্য্যাণি কুর্ব্বতাম্ ॥৮১॥
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে ॥৮২॥
ন তং স্তেনা ন চামিত্রা হরন্তি ন চ নশ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষ্বক্ষয়ো নিধিঃ ॥৮৩॥
ন স্কন্দতি(ক) ন ব্যথতে ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্ ॥৮৪ ॥
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে ॥ ৮৫ ॥

যথেষ্ট সলিল—এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেক দুর্গ পরিপূরিত রাখা আবশ্যক। ৭৫।

রাজা ঐ দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে এরূপ একটি স্বীয় আবাসযোগ্য সৌধগৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন, যাহার মধ্যে স্ত্রীগৃহ, শস্ত্রাগার অগ্ন্যাগার এবং দেবালয় প্রভৃতি পৃথগ্ ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং যাহা পরিখাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত, সর্ব্বকালসুলভ ফলপুষ্পে সুশোভিত ও দীর্ঘিকা এবং বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকে। ৭৬।

উক্ত গৃহে বাস করিয়া রাজা শুভ লক্ষণাক্রান্তা, সজাতীয়া, উচ্চবংশসম্ভূতা, মনোরমা সদ্গুণসম্পন্না সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন। অথর্ব্ববেদবিহিত কর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ কুল-পুরোহিত এবং যজ্ঞাদি কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ ঋত্বিক্‌দিগকে রাজার নিয়োজিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া রাজকুলোচিত বেদোক্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি এবং দক্ষিণ আহবনীয় ও গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ে কর্ত্তব্য যাবতীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন। তৎপরে রাজা বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধাদি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন এবং ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণগণকে শয্যা প্রভৃতি নানা ভোগ্যবস্তু ও ধনাদি প্রদান করিবেন। ৭৭-৭৯।

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে রাজা, প্রজাবর্গের নিকট হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা বার্ষিক কর-সংগ্রহ করিবেন। অধীনস্থ সমস্ত প্রজাবর্গের উপর পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। রাজ-সংসারের নানাবিধ কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি রক্ষার নিমিত্ত যে লোক নিয়োজিত আছে, তাহাদের সকলের কার্য্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সুবুদ্ধি কর্মকুশল এবং সুপণ্ডিত কার্য্যদর্শী লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। ৮০-৮১।

গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত বেদ-বিদ্যাসম্পন্ন গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক যে ব্রাহ্মণ তাহাকে ধন-ধান্যাদি দ্বারা রাজা পূজা করিবেন, কারণ এরূপ পাত্রে প্রদত্ত ধন-ধান্যাদি অক্ষয়নিধিরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়। (অপরাপর সম্পত্তির ন্যায়) ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ধন-ধান্যাদি রূপ ঐ অক্ষয়নিধি কদাপি নাশ প্রাপ্ত বা শত্রু অথবা চৌরাদি দ্বারা অপহৃত হয় না। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট এই অক্ষয়নিধি ন্যস্ত করা রাজা-মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ৮২-৮৩।

অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে কখনও গলিয়া নীচে পড়িয়া যায়, কখনও শুষ্ক হয়, কখনও বা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বদনে আহুতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণহস্তে দান করিলে ইহা গলিয়া যায় না, শুষ্ক হয় না বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সুতরাং অগ্নিহোত্র হোমের অপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করে। ৮৪।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে কিছু দান করিলে,

(ক) 'স্কন্দতে'—পা।

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।
অলং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্ ॥৮৬॥
সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৮৭
সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্!
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্ ॥৮৮
আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥৮৯॥
ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাদ্ যুধ্যমানে রণে রিপূন্!
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ ॥৯০॥

—

শাস্ত্রনির্দ্দেশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে দ্রব্যদানে যে ফল শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, কেবল তাহাই হয় এবং আমি ব্রাহ্মণ এইমাত্র যে বলে অথচ সে নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় এরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ও বেদাধ্যয়নকারী বিপ্রকে দান করিলে লক্ষগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্ববেদ-বেদান্ত পারদর্শী বিপ্রকে দান করিলে তাহার ফল অনন্ত। ৮৫।

প্রদত্ত বস্তু যতই অল্প বা অধিক হউক না কেন, পাত্রবিশেষে ও শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই পরলোকে দানের ফললাভ হইয়া থাকে। প্রজাপালক রাজা সমবল, হীনবল অথবা অধিকবল বিপক্ষ-নরপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া "যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম" এই বাক্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে কদাপি নিবৃত্ত হইবেন না। ৮৬-৮৭।

কদাপি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হওয়া সম্যক্ প্রজাপালন করা এবং ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা করা এই কয়েকটী ধর্ম্ম নরপতিগণের পরম শ্রেয়স্কর। ৮৮।

যুদ্ধস্থলে পরস্পর হননেচ্ছায় প্রবৃত্ত নরপতিগণ অপরাঙ্মুখভাবে যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। পরস্পর যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ বাহিরে কাষ্ঠ, ভিতরে গুপ্ত তীক্ষ্ণ বাণ, কর্ণ্যাকারফলকযুক্ত বাণ, বিষাক্ত বাণ কিংবা অগ্নি-

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্!
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্ ॥৯১॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্ ॥৯২॥
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্ (ক)!
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৯৩ ॥
যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥৯৪॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥৯৫ ॥
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়ঃ।
সর্ব্বদ্রব্যাণি কুপ্যঞ্চ যো যজ্জয়তি তস্য তৎ॥৯৬॥

প্রদীপ্ত ফলক বাণ দ্বারা কাহাকেও প্রহার করিবেন না। ৮৯-৯০।

রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলারূঢ়, নপুংসক, প্রাণভয়ে কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশে পলায়মান, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনোপবিষ্ট অথবা যে "আমি তোমার" এই কথা বলে—এরূপ শত্রু কদাপি বধ্য নয়। ৯১।

নিদ্রিত, বর্ম্মহীন, উলঙ্গ, নিরস্ত্র, যুদ্ধবিমুখ, কেবলমাত্র দর্শনার্থ সমাগত এবং অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত এই কয়েক ব্যক্তিও অবধ্য। যাহার অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, যে পুত্র শোকে কাতর, শত্রুবাণে জর্জ্জরিত কলেবর, যুদ্ধভয়ে ভীত অথবা রণপরাঙ্মুখ—ইহাদের রাজা বধ করিবেন না। রণভয়ে ভীত এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নোদ্যত যোদ্ধা শত্রুহস্তে নিহত হইলে পোষকর্ত্তার সমস্ত পাপরাশি তাহার স্কন্ধে নিপতিত হয়। ৯২-৯৪।

যে যোদ্ধা রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হয়, পরকালের জন্য তাহার সঞ্চিত যাহা কিছু পুণ্য, তাহার ভর্ত্তা সেই সমস্ত পাইয়া থাকেন। ৯৫।

অশ্ব, রথ, গজ, ছত্র, বস্ত্রাদি ধন, ধান্য, গবাদি-পশু, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, গুড়-লবণাদি দ্রব্য এবং স্বর্ণ

(ক) 'নাতিপরিক্ষতম্'—পা.

রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্‌জিতম্‌॥৯৭॥
এষোঽনুপস্কৃতঃ প্রোক্তো যোধধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মাদ্ধর্ম্মান্ন চ্যবেত ক্ষত্রিয়ো ঘ্নন্‌ রণে রিপূন্‌॥৯৮
অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ॥৯৯॥
এতচ্চতুর্বিধং বিদ্যাৎ পুরুষার্থপ্রয়োজনম্‌।
অস্য নিত্যমনুষ্ঠানং সম্যক্‌ কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥১০০॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্‌ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিক্ষিপেৎ॥১০১

নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ।
নিত্যং সংবৃতসংবার্য্যো নিত্যং ছিদ্রানুসার্য্যরেঃ॥১০২
নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য কৃৎস্নমুদ্বিজতে জগৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ॥১০৩
অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারিপ্রযুক্তাঞ্চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃতঃ॥১০৪
নাস্য ছিদ্রং পরো বিদ্যাৎ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্‌ বিবরমাত্মনঃ॥১০৫॥
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্‌ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥১০৬॥

রৌপ্য ভিন্ন খনিজ তাম্রাদি ধাতু- এই সকলের মধ্যে যুদ্ধজয়ী হইয়া যে যাহা প্রাপ্ত হয়, সে-ই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকে। ৯৬।

জয়লব্ধ বস্তু যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছু অংশ রাজাকে দিতে হইবে, এরূপ বৈদিক বিধি আছে। গজ ঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ণ রজতাদি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিসকল রাজাকে সমর্পণ করিবে এবং রাজাও একত্রজিত সমস্ত সম্পত্তি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া যোদ্ধবর্গকে প্রদান করিবেন। ৯৭।

ইহাই যোদ্ধবর্গের নিত্য ও অনিন্দিত ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজধর্মাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই ইহা হইতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। অপ্রাপ্ত ভূমি ও রত্নাদি পাইবার জন্য চেষ্টা করা, প্রাপ্ত বস্তু যত্ন সহকারে রক্ষা করা, যাহা সুরক্ষিত হইয়াছে— তাহার আরও পরিবর্দ্ধনে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্দ্ধিত অর্থ সৎপাত্রে সমর্পণ করা,—রাজার কর্ত্তব্য কর্ম। উক্ত চারি প্রকার কার্য্যই পুরুষার্থলাভের উপায়--ইহা রাজার জ্ঞাতব্য এবং সেইহেতু অনলস ভাবে সর্বদা উহার অনুষ্ঠান করিবেন। ৯৮-১০০।

যে সকল দেশ বা দ্রব্য অলব্ধ রহিয়াছে, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যবলে রাজা তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ বিষয়ের রক্ষা করিবেন এবং রক্ষিত বিষয়ের কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধন এবং সেই বর্দ্ধিতাংশ যথাশাস্ত্র উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিবেন। ১০১।

রাজা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণকে যুদ্ধাদি শিক্ষার দ্বারা সদা উপযুক্ত রাখিবেন। অস্ত্রবিদ্যাদি দ্বারা নিত্য পৌরুষ প্রকাশ করিবেন। যাহা গোপনীয় বিষয় (অর্থাৎ মন্ত্রণা ও গুপ্তচরদিগের গমনাগমন প্রভৃতি) সর্বদা গোপন রাখিবেন ও নিত্য শত্রুদিগের ছিদ্র (ব্যসনাদি দোষ) অন্বেষণে তৎপর হইবেন। ১০২।

যে রাজার চতুর্বিধ সৈন্যই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধার্থ সদা প্রস্তুত থাকে,—সমস্ত জগৎ তাঁহার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে; অতএব দণ্ডদ্বারাই সকল প্রাণীকে বশীভূত করিবেন। ১০৩।

নিজ অমাত্যের সহিত সদা অকপট ব্যবহার করিবেন। (নতুবা তিনি সকলের অবিশ্বাসপাত্র হইবেন।) কখনও কপটতা করিয়া চলিবেন না। এবং সর্বদা স্বপক্ষ উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া শত্রুকৃত মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি ভেদাদি—চার দ্বারা গোপনে অবগত হইবেন। ১০৪।

ইহার (রাজার) ছিদ্র যেন শত্রু জানিতে না পারে, কিন্তু ইনি যেন পরচ্ছিদ্র চার দ্বারা অবগত হইতে পারেন। কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গ গোপন করে,

এবং বিজয়মানস্য যেঽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্ বশং সর্ব্বান্ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥১০৭
যদি তে তু ন তিষ্ঠেয়ুরুপায়ৈঃ প্রথমৈস্ত্রিভিঃ।
দণ্ডেনৈব প্রসহ্যৈতাঞ্ছনকৈর্ব্বশমানয়েৎ ॥১০৮॥
সামাদীনামুপায়ানাং চতুর্ণামপি পণ্ডিতাঃ।
সামদণ্ডৌ প্রশংসন্তি নিত্যং রাষ্ট্রাভিবৃদ্ধয়ে ॥১০৯॥
যথোদ্ধরতি নির্দ্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্ নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥১১০
মোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং যঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া।
সোঽচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥১১১

শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ ॥১১২
রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে ॥১১৩॥
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্ ॥১১৪॥
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ ॥ ১১৫ ॥
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনে ॥১১৬

তদ্রূপ রাজারও অমাত্যাদি অঙ্গসকল দান-মানাদি দ্বারা অত্মসাৎ করিবেন এবং দৈবাৎ ছিদ্র বা প্রকৃতি-ভেদ ঘটিলে আশু প্রতিবিধান করিবেন। ১০৫।

বকের ন্যায় বিষয় চিন্তা করিবেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন, ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকার করিবেন এবং দুর্ব্বল হইলে শশকের ন্যায় পলায়ন করিবেন। এইরূপে রাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া জয়লাভার্থ প্রবৃত্ত হইলে যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে,—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। ১০৬-৭।

যদি প্রথমোক্ত ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শত্রু বশীভূত না হয়, তবে বলপূর্বক, রাজা ক্রমে (প্রথমে লঘু ও পরে গুরুদণ্ড দ্বারাই) তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে পণ্ডিতগণ সামের এবং দণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন। (সামে অর্থব্যয় নাই, সৈন্যক্ষয় নাই, দণ্ডে তাহা থাকিলেও লাভের আধিক্য আছে।) যেমন তৃণচ্ছেদকারী কৃষক, ধান্যাদি শস্যের রক্ষার জন্য তৎসহজাত তৃণাদি উৎপাটন করে, সেইরূপ রাজা দুষ্টের বিনাশ দ্বারা শিষ্টের রক্ষাবিধান করিবেন। ১০৮-১০।

যে রাজা নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু অবিবেচনাপূর্বক নিজ রাজ্যকে পীড়িত করেন। তিনি অচিরাৎ সবান্ধবে রাজ্য ও জীবন হইতে ভ্রষ্ট ও বিযুক্ত হ'ন। আহারা-ভাবে শরীরশুষ্কতা হেতু জীবের জীবন যেমন নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সাম্রাজ্যের পীড়ন হেতু রাজার জীবনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১১১-১২।

রাজা রাজ্যরক্ষার জন্য বক্ষ্যমাণ নিয়মাবলীর সতত পালন করিবেন। কারণ, রাজ্য সুরক্ষিত হইলে তৎসঙ্গে রাজাও সুখে বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন। দুই তিন কিংবা পাঁচ গ্রামের মধ্যে অথবা বহু শত গ্রামের মধ্যে একটী গুল্ম অর্থাৎ রক্ষক পুরুষের সংহতি স্থাপন এবং বিশ্বস্ত পুরুষগণ দ্বারা অধিষ্ঠিত রক্ষাস্থান (সংগ্রহ) রচনা করিবেন। প্রত্যেক গ্রামের এক এক অধিপতি, দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের একজন, শত গ্রামের একজন, এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি,—রাজা নিযুক্ত করিবেন।১১৩-১৫।

গ্রামে চৌর্য্যাদি কোন প্রকার দোষ সংঘটিত হইলে, গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা করিতে অসমর্থ হইলে, দশগ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিবেন। তিনিও যদি তৎপ্রতীকারে সমর্থ না হন, তবে বিংশতিগ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন। এইরূপ বিংশতিগ্রামাধিপতি শতগ্রামপতিকে এবং শতগ্রামপতি সহস্রগ্রামাধিপকে জানাইবেন। গ্রাম্য লোকেরা,—অন্নপানীয় এবং ইন্ধনাদি যে সকল বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে, সে সমস্ত গ্রামাধিপের

বিংশতীশস্তু তৎ সর্ব্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্ ॥১১৭॥
যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥
দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্ ॥১১৯॥
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি।
রাজ্ঞোঽন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ ॥১২০
নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্ ॥১২১
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্ব্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ ॥ ১২২

রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২৩ ॥
যে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্ব্বস্বমাদায় রাজা কুর্য্যাৎ প্রবাসনম্ ॥১২৪॥
রাজকর্ম্মসু যুক্তানাং স্ত্রীণাং প্রেষ্যজনস্য চ।
প্রত্যহং কল্পয়েদ্ বৃত্তিং স্থানকর্ম্মানুরূপতঃ ॥১২৫॥
পণো দেয়োঽবকৃষ্টস্য ষড়ুৎকৃষ্টস্য বেতনম্।
ষাণ্মাসিকস্তথাচ্ছাদো ধান্যদ্রোণস্তু মাসিকঃ ॥১২৬॥
ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্ ॥১২৭ ॥

প্রাপ্য। কুল অর্থাৎ ছয়টি গরুর হল দুইখানি দ্বারা যতখানি ভূমি কর্ষণ করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি দশগ্রামাধিপতি ভোগ করিবেন। বিংশতিগ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি, শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটী নগর ভোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১১৬-১৯।

রাজ-নিযুক্ত আর একজন হিতকারী মন্ত্রী, সেই সমুদয় অধিপতিদিগের গ্রাম-কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য আলস্যহীন হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। প্রত্যেক নগরে (কার্য্যতত্ত্বাবধানের নিমিত্ত) নগরমধ্যে (বংশাদি দ্বারা) উচ্চপদস্থ, (সম্পদের দ্বারা) ভয়ঙ্কর নক্ষত্রমধ্যে শুক্রাদি গ্রহসদৃশ তেজস্বী, এক একজন (সর্বকার্য্য-দর্শক) অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। ১২০-২১।

সেই নগরাধ্যক্ষ পূর্ব্বনিয়োজিত গ্রামাধিপতি-গণের কার্য্যসকল (প্রয়োজন হইলে) স্বয়ং (নিজ বলের সহিত) সর্ব্বদা থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং সেই সেই স্থানে নিয়োজিত চার দ্বারা তাহাদের কার্য্যসকল বিশেষরূপে অবগত হইবেন। রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত রাজভৃত্যগণ প্রায় অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে ; অতএব রাজা তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন। প্রজাগণের রক্ষার্থ নিয়োজিত যে পাপাত্মা ভৃত্যেরা, বাক্যকৌশলে কার্য্যপ্রার্থিগণের নিকট অশাস্ত্রীয় অর্থগ্রহণ করে, রাজার উচিত—বলপূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া দেশ হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা। রাজকার্য্যে নিয়োজিত দাসী এবং ভৃত্যগণের পদ ও কার্য্যের উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট বা মধ্যম শ্রেণী অনুসারে রাজা তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি অবধারণ করিবেন।১২২-২৫।

অপকৃষ্ট দাসদাসীর দৈনিক বেতন একপণ কড়ি, ছয় মাস অন্তর এক জোড়া বস্ত্র এবং মাসিক চারি আঢ়ী বা এক দ্রোণ অর্থাৎ প্রায় বত্রিশসের ধান্য ; উৎকৃষ্ট ভৃত্যের ইহার ছয়গুণ প্রাপ্য (অর্থাৎ দৈনিক ছয় পণ-কড়ি বেতন, ছয়মাস অন্তর ছয় জোড়া বস্ত্র, এবং মাসিক ছয় দ্রোণ ধান্য ! মধ্যম ভৃত্যের পক্ষে দৈনিক তিন পণ কড়ি, ছয়মাস অন্তর তিন জোড়া কাপড় ও মাসিক তিন দ্রোণ ধান্য ভাতা)। ১২৬।

বাণিজ্যদ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য,—তাহা কতদূর হইতে আনীত হইয়া তাহার উপর কত খাটি খরচ পড়িয়াছে, চৌরাদি হইতে সংরক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত কত ব্যয় হইয়াছে এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ কত —এই সমুদয় হিসাব করিয়া রাজা বাণিজ্য-দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিবেন। যাহাতে রাজা নিজে এবং

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, শ্রাবণ]

[দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নীযাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

—আচার্য্য পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

মনুসংহিতা

যুগ্ম সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

মহামহিমমণ্ডিত শ্রীভগবৎপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আর্য্যশাস্ত্রনামধেয় শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্রের ২য় খণ্ড নির্বাধে প্রকাশিত হইয়া মনুসংহিতা সম্পূর্ণ হইল। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এরূপ দ্রুত প্রকাশন সম্ভব হইয়াছে, যুগ্ম-সম্পূজক—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপদতর্কাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীজীবন্যায়তীর্থ ও পরমপূজ্য শ্রীযুক্ত রঘুনাথকাব্যব্যাকরণতীর্থ মহোদয় হইলেন—তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। পরম করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহাদের সুষ্ঠু সবল দেহ ও কর্মণ্য মানস উদ্যম দিয়া আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশের পরম উপায় স্বরূপ হইয়া সতত লোকোপকারে নিরত রাখুন—ইহা তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, দ্বিতীয় সংখ্যার প্রায় শেষ মুহূর্তে মনুসংহিতা সম্পূর্ণ হওয়ায়, পূর্বে বিঘোষিত '১৮ ফরমা করিয়া আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশ করা হইবে' এই মূল নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পরিবর্ত্তনের মূল কারণ হইল মনুসংহিতাখানি সম্পূর্ণরূপে একত্র প্রকাশ করিয়া তাহার গৌরব রক্ষা এবং মুদ্রণাদি সৌকর্য্য অবলম্বন। আমরা আগামি-মাসে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ উপস্থিত না হইলে যে ফরমা বাদ দিতে হইল, তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রুফ সংশোধনের সময় সতর্ক দৃষ্টি দিলেও কিছু কিছু ভ্রম পরিদৃষ্ট হয়—যথা, মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের তৃতীয় চরণে 'ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং' স্থলে 'ধর্ম্মং জিজ্ঞামানানাং' ও সম্পূজকীয় প্রবন্ধের পরিশেষে 'আলোকে পুলকের' স্থলে 'আলোকে পুলোকে' হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সজ্জন পাঠকবৃন্দের নিকট 'তাঁহাদের প্রসন্ন দৃষ্টি' প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে নৈঃশব্দ্যের পরমাকাশ হইতে অলক্ষ্যে যিনি আমাদের সর্বতোভাবে পরিচালনা করিতেছেন, সেই কারুণ্যঘনমূর্তি শ্রীশ্রীভগবৎপুরুষোত্তমের চরণকমলে ভক্তিবিনম্র প্রণতি নিবেদন করিতেছি। অলমতিপল্লবিতেনেতি শম্।

—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬৲।১ গান্ধীচক্, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি) শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০। প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা সডাক ২.০০, বাৎসরিক ২০.০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা পরিবর্তন এক মাস পুর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ -

কর্ম্মকিঙ্কর—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকতা-৬।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

(ক) কভার ও বিশেষস্থানে বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

(খ) সাধারণ বিজ্ঞাপন—

প্রতি মাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫.০০
,,	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০.০০
,,	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২.০০
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০.০০
,,	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০০.০০
,,	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২০.০০

(গ) কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিজ্ঞাপন 'আর্য্যশাস্ত্র' পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য হইলে তাহা গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপনের মূল্য রীতিমত যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক ইত্যাদি যথেষ্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা সত্ত্বেও নষ্ট হইয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

॥ আর্য্যশাস্ত্রের কার্য্যপরিচালকমণ্ডলী ॥

প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
সীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়,
৭৷৩, পি, ডবলিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
হইতে প্রকাশিত হইবে।

যথা ফলেন যুজ্যেতে (ক)রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥১২৮॥
যথাল্পাল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকো-বৎস-ষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥১২৯॥
পঞ্চাশদ্ভাগ(খ) আদেয়ো রাজ্ঞা পশু-হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা ॥১৩০॥
আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রু-মাংস-মধু-সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি-রসানাঞ্চ পুষ্প-মূল-ফলস্য চ ॥১৩১॥
পত্র-শাক-তৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ ॥১৩২॥
ম্রিয়মাণোঽপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্ ॥১৩৩॥

যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে শ্রোত্রিয়ঃ সীদতি ক্ষুধা।
তস্যাপি তৎক্ষুধা রাষ্ট্রমচিরেণৈব সীদতি ॥১৩৪॥
শ্রুতবৃত্তে বিদিত্বাস্য বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ।
সংরক্ষেৎ সর্ব্বতশ্চৈনং পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥১৩৫॥
সংরক্ষ্যমাণো রাজ্ঞায়ং কুরুতে ধর্ম্মমন্বহম্।
তেনায়ুর্বর্দ্ধতে রাজ্ঞো দ্রবিণং রাষ্ট্রমেব চ ॥১৩৬॥
যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্ জনম্ ॥১৩৭॥
কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥১৩৮॥
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥১৩৯॥

কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যের কর্ত্তারা (কৃষক ও বণিক্‌গণ) সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ফললাভ করিতে পারেন, এরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্যমধ্যে রাজা কর নির্দ্ধারণ করিবেন। ১২৭-২৮।

কোন প্রকারে প্রজাবর্গের মূলধনের ক্ষতি না হয়, এরূপভাবে জলৌকার (জোঁকের) শোণিতপানের ন্যায়, বাছুরের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায়, অল্পে অল্পে প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজা বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন। লাভস্থানীয় স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদি বার্ষিক পঞ্চাশদ্ভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষ, ফল, মূল, রসদ্রব্য এবং পুষ্প—এই সমস্ত দ্রব্যের লাভের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। ১২৯-৩১।

তৃণ, পত্র, শাক, মৃন্ময় পাত্র, বংশপাত্র (কুলা প্রভৃতি), চর্ম্মপাত্র এবং প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্য-সমষ্টির ক্রয়-বিক্রয়ে লভ্যাংশের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কখনও কর গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহার রাজ্যে বাসকারী শ্রোত্রিয়ের যেন কখনও ক্ষুধাজনিত কষ্ট ভোগ না হয়। ১৩২-৩৩।

যে রাজ্যে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সে রাজ্য অচিরাৎ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞান এবং কর্ম অবগত হইয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজা তাঁহার উপযুক্ত ধর্ম্মীয় বৃত্তি অবধারণ করিবেন এবং পিতা যেমন ঔরস পুত্রের রক্ষা বিধান করেন, সেইরূপ চৌরাদি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে সদা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। ১৩৪-৩৫।

নরপতি দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ নিত্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা রাজার রাজ্য, ধন ও পরমায়ু ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (শাকপাতার মত) সামান্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী সাধারণ প্রজাদিগের নিকট হইতেও বাৎসরিক করস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রাজার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ১৩৬-৩৭।

কারুকর্ম্মকারী, শিল্পকর, দাস-দাসী অথবা যাহারা কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, (অর্থাৎ ভারী প্রভৃতি) তাহাদিগের দ্বারা রাজা

(ক) 'যুজ্যেত'; (খ) পঞ্চাশোভাগ—পা.

তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য্যং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ ॥১৪০॥

অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদ্গতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাম্ ॥১৪১॥

এবং সর্ব্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
যুক্তশ্চৈবাপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥১৪২॥

বিক্রোশন্তো যস্য রাষ্ট্রাদ্ধ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সম্পশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি ॥১৪৩॥

ক্ষত্রিয়স্য পরো ধর্ম্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দ্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥১৪৪॥

মাসিক এক দিন করিয়া নিজ কার্য্য করাইয়া লইবেন। রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অতি স্নেহবশতঃ কিছুমাত্র শুল্কাদি গ্রহণ না করিয়া আত্মমূলচ্ছেদ অথবা অতি তৃষ্ণাবশতঃ প্রজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের মূলোৎপাটন করিবেন না। কারণ, রাজা কোষক্ষয়ে নিজের মূল নষ্ট করিয়া নিজেকে এবং প্রজার মূলক্ষয়ে প্রজাকে পীড়ন করেন। ১৩৮-৩৯।

কার্য্য-বিশেষে রাজার তীক্ষ্ণ বা মৃদুভাব ধারণ করা উচিত; কারণ, কার্য্যানুরোধে তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু নরপতি প্রায় সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন। রাজা প্রজাদিগের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে অশক্ত হইলে কার্যদর্শকের আসনে ধর্ম্মজ্ঞ সদ্বংশসম্ভূত, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাজ্ঞ—এরূপ একজন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে (অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত) সংস্থাপন করিবেন। ১৪০-৪১।

এইরূপে রাজা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যসকল সমাধানপূর্ব্বক উৎসাহিতমনে ও ত্রুটিহীনভাবে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। রক্ষার্থ আর্ত্তনাদকারী প্রজাবর্গের ধন যদি অমাত্যাদি ভৃত্যগণের সহিত রাজার সম্মুখ হইতে দস্যুবর্গ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তবে সে রাজা কার্য্যতঃ মৃত, জীবিত নহেন। ১৪২-৪৩।

সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম;

উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ সশুভাং সভাম্॥১৪৫॥

তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্ব্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥১৪৬॥

গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥১৪৭॥

যস্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্ জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্তে কোষহীনোঽপি পার্থিবঃ ॥১৪৮॥

জড়মূকান্ধবধিরাংস্তৈর্য্যগ্‌যোনান্ বয়োঽতিগান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেঽপসারয়েৎ ॥১৪৯॥

শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে করগ্রহণকারী রাজা ধর্ম্মের সহিত যুক্ত হ'ন। রাজা রাত্রির শেষভাগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অবহিতচিত্তে অগ্নিহোত্রীর হোমকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া বাস্তুলক্ষণাক্রান্ত শুভ সভাগৃহে প্রবেশ করিবেন। ১৪৪-৪৫।

সভায় অবস্থান করিয়া রাজা সস্নেহদর্শনে মধুর বাক্যে প্রজাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিবেন এবং তাহাদিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতি সুগুপ্ত বিষয় সকল মন্ত্রণা করিবেন। গিরিপৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া বা নির্জ্জন প্রাসাদে অবস্থান করিয়া অথবা অরণ্যে বা নিতান্ত নির্জ্জনস্থলে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রপ্রকাশকারী দিগের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাতভাবে রাজার মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। ১৪৬-৪৭।

মন্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহ মিলিত হইয়াও যে রাজার মন্ত্রণা অবগত হইতে সমর্থ না হন, নিতান্ত স্বল্প সম্পত্তি হইলেও ক্রমে সে রাজা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন। জড়, মূক, অন্ধ, বধির, তির্য্যগ্‌যোনিজাত শুক-শারিকাদি পক্ষিগণ, অতিবৃদ্ধ, স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ—এই সকলকে মন্ত্রণাকালে মন্ত্রণাস্থল হইতে অপসারিত করিবেন। ১৪৮-৪৯।

ভিন্দন্ত্যবমতা মন্ত্রং তৈর্য্যগ্‌যোনাস্তথৈব চ।
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ তস্মাৎ তত্রাদৃতো ভবেৎ ॥১৫০॥
মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে বা বিশ্রান্তো বিগতক্লমঃ।
চিন্তয়েদ্ধর্ম্মকামার্থান্ সার্দ্ধং তৈরেক এব বা ॥১৫১॥
পরস্পরবিরুদ্ধানাং তেষাঞ্চ সমুপার্জ্জনম্।
কন্যানাং সম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্ ॥১৫২॥
দূতসম্প্রেষণঞ্চৈব কার্য্যশেষং তথৈব চ।
অন্তঃপুরপ্রচারঞ্চ প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥১৫৩॥

কৃৎস্নঞ্চাষ্টবিধং কর্ম্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ ॥১৫৪॥
মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতম্।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ ॥১৫৫॥
এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥১৫৬॥
অমাত্যরাষ্ট্রদুর্গার্থদণ্ডাখ্যাঃ পঞ্চ চাপরাঃ।
প্রত্যেকং কথিতা হ্যেতাঃ সংক্ষেপেণ দ্বিসপ্ততিঃ॥১৫৭॥

এই সকল পূর্বজন্ম-কর্মদোষে জড়-মূকাদিভাবাপন্ন বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ অপমানিত হইলে এবং পশুপক্ষিগণ এবং বিশেষতঃ স্ত্রীলোক অস্থিরতারূপ স্বভাবদোষে মন্ত্রণাভেদ করিয়া থাকে। এ কারণ মন্ত্রণাস্থল হইতে উহাদের অপসারণে যত্নবান্ হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। দিবা দ্বিপ্রহরে বা নিশীথ সময়ে বিগতক্লান্তি হইয়া রাজা সুস্থচিত্তে একাকী অথবা মন্ত্রিবর্গের সহিত ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানে নিরত হইবেন। ১৫০-৫১।

বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম, অর্থ ও কামের অর্জ্জনে রাজা যত্নবান্ হইবেন। উপযুক্ত পাত্রে কন্যাসম্প্রদান এবং সুশিক্ষা দ্বারা সন্তান-গণকে অসৎপথ হইতে রক্ষা করিবেন। গুপ্তভাবে পর-রাজ্যে দূতপ্রেরণ, আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তিসাধন, সখীগণ দ্বারা অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের গতিবিধি এবং অপর-চর-নিয়োগের দ্বারা স্ব-নিয়োজিত :পররাজ্যগত গুপ্তচর বর্গের গতিবিধি অবধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য।১৫২-৫৩।

সমগ্র অষ্টবিধ রাজকার্য্যের প্রতি; পাঁচ প্রকার চরবর্গের প্রতি ও পারিষদবর্গের অনুরাগ বা বিরাগের প্রতি এবং সমস্ত রাজ্যসমূহের মনোভাবের প্রতি রাজা মনোযোগ প্রদান করিবেন। অষ্টবিধ রাজকার্য্য যথা,—কর আদায়, ভৃত্যাদির প্রাপ্য ধনদান, অমাত্যাদির দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়ে কর্ত্তব্যের অনুমোদন বা উহার নিষেধ, রাজাজ্ঞায় সন্দেহনিরাস, ব্যবহারে দৃষ্টিদান, পরাজিত রাজার নিকট হইতে শাস্ত্রোক্ত ধনগ্রহণ ও প্রায়শ্চিত্ত। পঞ্চবিধ চর—যথা, কাপটিক (ছাত্রবেশে পরজনের মর্মকথা যে জানিতে পারে), উদাস্থিত (সন্ন্যাস হইতে পতিত), গৃহপতিব্যঞ্জন (ক্ষীণবৃত্তি কৃষক), বৈদেশিকব্যঞ্জন (ক্ষীণবৃত্তি বণিক্), তাপসব্যঞ্জন (মুণ্ডিতমস্তক বা জটাধারী হইয়া যে বেড়ায়) এই পঞ্চবিধ চরের দ্বারা বিভিন্ন রাজার ও অমাত্যাদির মনোভাব জানিতে হইবে। ১৫৪।

(শত্রু ও বিজিগীষুর রাজ্যের পরবর্ত্তী) মধ্যম রাজার আচরণ, বিজিগীষু রাজার কার্য্যকলাপ, উদাসীন রাজার গতিবিধি এবং শত্রু রাজার আচরণের প্রতি সযত্নদৃষ্টি রাখিবেন। ১৫৫।

এই চারি প্রকার মধ্যম, বিজিগীষু, উদাসীন ও শত্রু সংক্ষেপে মণ্ডলের মূল এবং তদ্ব্যতীত মিত্র, অরি-মিত্র, মিত্রমিত্র, অরিমিত্রমিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহসার, আক্রন্দসার, এই আটটী প্রকৃতি উক্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্বসমেত সংখ্যা দ্বাদশ। বিজিগীষু রাজার রাজ্যসংলগ্ন সম্মুখস্থ রাজা 'অরি'—তাহার সংলগ্ন রাজ্য বিজিগীষুর মিত্র, তৎসংলগ্ন রাজ্য অরিমিত্র; তাঁহার সংলগ্ন—মিত্রমিত্র। তাহার পরেই অরিমিত্রমিত্র। বিজিগীষু রাজার পশ্চাদ্ভাগে সংলগ্ন রাজ্যের রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহ। তাঁহার সংলগ্ন রাজা আক্রন্দ (বিজিগীষুর মিত্র), তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহাসার (অরিমিত্র), তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা আক্রন্দাসার (মিত্রমিত্র) এই আটটি ও পূর্বোক্ত চারটি মিলিয়া দ্বাদশ 'প্রকৃতি'। ১৫৬।

ঐ দ্বাদশটী প্রকৃতির প্রত্যেকটির অমাত্য, রাষ্ট্র,

অনন্তরমরিং বিদ্যাদরিসেবিনমেব চ।
অরেরনন্তরং মিত্রমুদাসীনং তয়োঃ পরম্ ॥১৫৮॥
তান্ সর্ব্বানভিসন্দধ্যাৎ সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।
ব্যস্তৈশ্চৈব সমস্তৈশ্চ পৌরুষেণ নয়েন চ ॥১৫৯॥
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥১৬০॥
আসনঞ্চৈব যানঞ্চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য্যং বীক্ষ্য প্রযুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥১৬১॥
সন্ধিন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥১৬২॥
সমানযানকর্ম্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ
তদাত্বায়তিসংযুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥১৬৩॥
স্বয়ং কৃতশ্চ কার্য্যার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥১৬৪॥
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য্যে প্রাপ্তে যদৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং যানমুচ্যতে ॥ ১৬৫ ॥
ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্ ॥১৬৬॥
বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥১৬৭॥

দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড—এই অপর পাঁচটি দ্রব্য প্রকৃতি আছে। এবং ঐ দ্বাদশটী প্রকৃতি মিলিয়া সর্ব্বসমেত দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি সংক্ষেপে কথিত হইল। ১৫৭।

বিজিগীষু নৃপতির পরবর্ত্তী রাজাকে ও অরিসেবী রাজাকে শত্রু বলিয়া জানিবে; সহজ শত্রু রাজার অনন্তরবর্ত্তী অর্থাৎ নিজের একান্তরিত রাজাকে মিত্র এবং এই দুই প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত রাজাদিগের উদাসীন বলিয়া জানিবে। এই সকল নৃপতিকে সাম, দান, ভেদ, দণ্ডাদি চারিটী উপায় দ্বারা, অথবা এক একটী উপায় দ্বারা, অথবা কেবলমাত্র পুরুষকারদ্বারা কিংবা কেবল মাত্র সাম দ্বারা বশীভূত রাখিবে।১৫৮-৫৯।

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয়—এই ষড়্গুণের যাহাতে শত্রুর অপকার এবং নিজের সুবিধা হয়, রাজার তদ্বিষয়ে সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত। রাজা কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে নিজ সমৃদ্ধি ও পরের অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া সন্ধিপূর্ব্বক আসন অথবা বিগ্রহপূর্ব্বক যান, দ্বৈধীভাব বা আশ্রয়—এই সকল গুণের প্রয়োগ করিবেন। ১৬০-৬১।

রাজা সন্ধিকে ও বিগ্রহকে দ্বিবিধ বলিয়া জানিবেন। যান ও আসন দুই প্রকার, দ্বৈধ এবং সংশ্রয়ও দ্বিধা জানিবেন। সন্ধি দ্বিবিধ; বর্ত্তমানকালের বা ভবিষ্যৎ কালের ফললাভপ্রত্যাশায় মিত্ররাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু-রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্র-রাজার সহিত যে সন্ধি, তাহা প্রথম এবং পরস্পর ভিন্নভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্ররাজার সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা দ্বিতীয়। ১৬২-৬৩।

বিগ্রহ দ্বিবিধ;—প্রকৃতকালে অগ্রহায়ণপ্রভৃতি মাসে বা অকালেই চৈত্রপ্রভৃতি মাসে হউক, শত্রু-জয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে স্বয়ংকৃত যে বিগ্রহ তাহা প্রথম এবং মিত্ররাজার অপকার শান্তির নিমিত্ত যে বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তাহা দ্বিতীয়। যানও দ্বিবিধ;—শত্রুর কোন ছিদ্র পাইলেই অকস্মাৎ তদ্বিরুদ্ধে রাজা নিজ শক্তিবলে একাকী যে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা প্রথম এবং নিজের অশক্ততাবশতঃ অপর রাজার সহিত মিলিত হইয়া যে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা দ্বিতীয়। আসনও দ্বিবিধ;—দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অথবা পূর্ব্বজন্ম-বিহিত দুষ্কৃত হেতু ক্রমশঃ ক্ষীণশক্তি হওয়ায় রাজার যে আসন (যুদ্ধ না করিয়া অবস্থান) তাহা প্রথম এবং মিত্র-রাজার অনুরোধে সামর্থ্যসত্ত্বেও রাজার যে আসন, তাহা দ্বিতীয়। ১৬৪-৬৬।

কোনও বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্য সকল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একদল প্রধান সেনাপতির পরিচালনায় শত্রুরাজার উপদ্রব নিবারণের জন্য এক স্থলে অবস্থান এবং রাজার স্বয়ং অপর দলের অধিনায়ক হইয়া দুর্গমধ্যে অবস্থান, ষড়্গুণবেত্তারা এইরূপে দ্বৈধীভাবকেও দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণনা করেন। ১৬৭।

অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমানস্য শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥১৬৮॥
যদাবগচ্ছেদায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদাত্বে চাল্পিকাং(ক) পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥১৬৯॥
যদা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্ব্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্ব্বীত বিগ্রহম্ ॥১৭০॥
যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদা যায়াদ্রিপুং প্রতি ॥১৭১॥
যদা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রযত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥১৭২॥
মন্যেতারিং যদা রাজা সর্ব্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ ॥১৭৩॥
যদা পরবলানাস্তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্ম্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥১৭৪॥
নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্য্যাদ্ যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা ॥১৭৫॥
যদি তত্রাপি সম্পশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুযুদ্ধমেব তত্রাপি নির্ব্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥১৭৬॥
সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥১৭৭॥
আয়তিং সর্ব্বকার্য্যাণাং তদাত্বঞ্চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥১৭৮॥
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥১৭৯॥

সংশ্রয়ও দ্বিবিধ; শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তৎপীড়া প্রতিকারার্থ রাজা যে রাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা প্রথম এবং ভবিষ্যৎ পরাভব আশঙ্কায় প্রবলাশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে এই প্রকার সর্বদা প্রচার ও ঘোষণার নিমিত্ত যে রাজান্তরের আশ্রয়গ্রহণ, তাহা দ্বিতীয়। যখন রাজা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, যুদ্ধের উত্তরকালেই তাঁহার সম্পদ্ বা সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধি সুনিশ্চিত হইবে এবং আপাততঃ ধনমানাদির সামান্য ক্ষতি আছে, তখন তাঁহার (যুদ্ধ না করিয়া) সন্ধি করা কর্ত্তব্য। ১৬৮-৬৯।

যখন রাজা দেখিবেন, তাঁহার অমাত্যাদি প্রকৃতিবর্গ অতীব সন্তুষ্ট এবং নিজেও হস্তী, অশ্ব ও কোষ এই শক্তিত্রয়ে অতিশয় পরিপুষ্ট, তখনই তাঁহার যুদ্ধ করা উচিত। যখন রাজা বিশেষরূপে অবগত হইবেন যে, তাঁহার সৈন্য সকল অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট অথচ শত্রু সৈন্যের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত; তখনই তাঁহার যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। ১৭০-৭১।

কিন্তু যখন রাজা দেখিবেন যে, তাঁহার ভারবাহী পশুসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প, তখন সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ শত্রুকে সাম-দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং আসন আশ্রয় করিবেন। যখন রাজা দেখিবেন যে, শত্রুরাজা নিজাপেক্ষা সর্বথা বলবত্তর, তখন শত্রুকে কার্য্যাসক্ত রাখিবার নিমিত্ত তথায় একদল সৈন্য রাখিয়া, স্বয়ং নিরাপদ্ হইবার নিমিত্ত অপর দল সৈন্য লইয়া দুর্গ আশ্রয় করিবেন। এই প্রকারে সৈন্যদিগকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মিত্রসংগ্রহরূপ নিজ প্রয়োজন সাধন করিবেন। যখন রাজা দেখিবেন যে, তিনি যেখানে থাকুন, সর্বত্রই শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, তখন অতি ত্বরায় ধার্ম্মিক অথচ প্রবলপরাক্রম একজন রাজার আশ্রয় লইবেন। যাহাদিগের দোষে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, সেই তদীয় দুষ্ট প্রকৃতিবর্গ এবং তদীয় শত্রুর নিগ্রহ করিতে যে রাজা সমর্থ; গুরুর ন্যায় তাঁহারই সেবা বা আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যদি তিনি এই অবস্থাতেও সেই আশ্রয়কেই অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন নিঃশঙ্ক-ভাবে যুদ্ধই করিবেন। ১৭২-৭৬।

নীতিকুশল নরপতির সর্বদা যত্নসহকারে এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, যাহাতে কি মিত্র, কি উদাসীন, কি শত্রু-রাজা—কেহই তাহা অপেক্ষা প্রবল হইতে না

(ক) চাধিকাং—পা.

যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সমাসিকো নয়ঃ ॥১৮০॥
যদা তু যানমাতিষ্ঠেদরিরাষ্ট্রং প্রতি প্রভুঃ।
তদানেন বিধানেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ ॥১৮১॥
মার্গশীর্ষে শুভে মাসি যায়াদ্ যাত্রাং মহীপতিঃ।
ফাল্গুনং বাথ চৈত্রং বা মাসৌ প্রতি যথাবলম্ ॥১৮২॥
অন্যেষ্বপি তু কালেষু যদা পশ্যেদ্ধ্রুবং জয়ম্।
তদা যায়াদ্ বিগৃহ্যৈব(ক) ব্যসনে চোত্থিতে রিপোঃ ॥১৮৩॥
কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চারান্ সম্যগ্ বিধায় চ ॥১৮৪॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্বিধঞ্চ বলং স্বকম্।
সাম্পারয়িককল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈঃ(খ) ॥১৮৫॥
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ ॥১৮৬॥
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং যায়াৎ তু শকটেন বা।
বরাহ-মকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুড়েন বা ॥১৮৭॥
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ(গ) ততো বিস্তারয়েদ্বলম্।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্ ॥১৮৮॥
সেনাপতি-বলাধ্যক্ষৌ সর্ব্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্ ॥১৮৯॥

পারেন। রাজা নিজকৃত কার্য্যসমূহের ফলে উত্তরকালে কি গুণ-দোষ হইবে ও বর্ত্তমান সময়ে কি দোষ-গুণ হইতেছে তাহা বিচার করিবেন। অতীত সমস্ত কার্য্যের দোষগুণও যথাযথভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন। যে রাজা ভবিষ্যৎকালে কি দোষগুণ অর্থাৎ মঙ্গলামঙ্গল সমুত্থিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন, বর্ত্তমান কালের কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ে সত্বর অবধারণ করিতে পারেন এবং নিজ জীবনে অতীত ঘটনার শেষ (ফলাফল) দেখেন, তিনি কদাপি শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হন না। রাজা নিজ কার্য্যসকল এরূপ সুব্যবস্থার সহিত করিবেন যে, কি মিত্র, কি উদাসীন, কি শত্রু-রাজা কেহই প্রবল হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে না পারে ;—ইহাই সংক্ষিপ্ত রাজনীতি। ১৭৭-৮০।

যখন শক্তিমান্ রাজা শত্রুরাজ্যাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বক্ষ্যমাণ পদ্ধতি অনুসারে ধীরতার সহিত শত্রুদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। মহীপতি শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে, নিজ সৈন্য ও বাহনাদির প্রকৃতি বুঝিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এমন কি, অন্য ঋতুতেও যখন রাজা বুঝিবেন যে, জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে, অথবা শত্রু কোন না কোনরূপে বিপদ্গ্রস্ত, তখন তিনি বিগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ১৮১-৮৩।

মূল—নিজ রাজ্যের রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া এবং পররাজ্যের প্রতি অভিযানের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের (বাহন ও অস্ত্রাদির) আয়োজন করিয়া, যাহাদের সহায়তায় পররাজ্যে অবস্থান করিতে হইবে ; সেই শত্রুর ভৃত্যবর্গকে স্বপক্ষে আনিয়া এবং পররাজ্য বার্ত্তা জানিবার জন্য গুপ্তচরদিগকে চতুর্দ্দিকে কৌশলের সহিত প্রেরণ করিয়া স্থল, জল, এবং অরণ্য এই তিন স্থানে তিনটী পথ পরিষ্কার করিয়া এবং হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি প্রভৃতি ষড়্বিধ সৈন্য আহার ও ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা সৎকৃত করিয়া ধীরভাবে সংগ্রামোচিত আচরণের সহিত শত্রুরাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। শত্রুসেবী বাহ্যিক মিত্র এবং কোন বিশেষ কারণে প্রথমে বৈরাগ্যবশত অন্যাশ্রিত ও পরে পুনরাগত ভৃত্য—ইহাদের সম্পর্কে রাজার সাবধান থাকা উচিত। ইহারা সাংঘাতিক শত্রু। যাত্রাকালে চতুষ্পার্শ্ব হইতে ভয়োপলব্ধি হইলে, রাজা দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন ; পশ্চাদ্ভয়শঙ্কায় শকটব্যূহ, উভয় পার্শ্ব হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বরাহ ও মকরব্যূহ ; অগ্র-পশ্চাতে ভয় উপলব্ধ হইলে গরুড়ব্যূহ এবং কেবল সম্মুখে ভয় উপস্থিত হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন। ১৮৪-৮৬।

রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা করিবেন, তখন সেই দিকে নিজ সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং নিজে

(ক) বিগৃহ্যৈবং—পা.

(খ) প্রতি ; (গ) আশঙ্কেত ভয়ং যস্মাৎ—পা.

গুল্মাংশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥১৯০॥
সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্।
সূচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য যোধয়েৎ ॥১৯১॥
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌ-দ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥১৯২॥
কুরুক্ষেত্রাংশ্চ(ক) মৎস্যাংশ্চ পঞ্চালান্ শূরসেনজান্।
দীর্ঘান্ লঘূংশ্চৈব নরানগ্রানীকেষু যোধয়েৎ ॥১৯৩॥
প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাংশ্চ সম্যক্(খ) পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ যোধয়তামপি ॥১৯৪॥

রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সৈন্য দ্বারা পদ্মব্যূহ রচনাপূর্ব্বক তন্মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া গুপ্তভাবে বাস করিবেন। সেনাপতিগণকে এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে সতত যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্র সংঘর্ষ যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত রাখা এবং যে দিক্ হইতে আক্রমণ সম্ভাবনা, সেই দিক্‌কে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। যে সকল সৈন্য,—অবস্থান-যুদ্ধ ও আক্রমণ-যুদ্ধে কুশল, যাহারা নির্ভীক এবং অব্যভিচারী এই প্রকার ভেরী, পটহ, শঙ্খ প্রভৃতি দ্বারা সঙ্কেতকারী, বিশ্বস্ত সৈন্যাধিষ্ঠিত সেনাপতি ও বলাধ্যক্ষগণকে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে সন্নিবেশিত রাখিবেন। ১৮৮-৯০।

নিজ সৈন্যমধ্যে শত্রুর প্রবেশ নিষেধের জন্য ও শত্রুর গতিবিধি জানিবার জন্য সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে সংহতভাবে, বহু হইলে বিস্তৃতভাবে, সেনা-সন্নিবেশ-পূর্ব্বক সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া রাজার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সমতল ক্ষেত্রে অশ্ব-রথ-সৈন্য দ্বারা; জলে নৌ-সৈন্য এবং গজসৈন্য দ্বারা; বৃক্ষ-তৃণাবৃত ও লতাচ্ছন্ন স্থলে ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এবং অপরিস্কৃত (বিষম) ভূমিতে ঢাল-তরবারাদি দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। ১৯১-৯২।

কুরুক্ষেত্রে জাত, মৎস্যদেশে জাত, পঞ্চাল দেশে জাত, শূরসেন দেশে (অর্থাৎ মথুরায়) জাত যোদ্ধৃবৃন্দকে (দেহের স্থূলত্ব ও বীর্য্যবত্ত্ব নিবন্ধন) এবং অন্যান্য দেশজাত দীর্ঘ ও লঘুদেহ যোদ্ধৃবৃন্দকে সেনার অগ্রভাগে স্থাপনা করিবেন। পূর্ব্বোক্তবিধানে সৈন্য রচনা করিয়া

(ক) কৌরুক্ষেত্রাংশ্চ; (খ) ভৃশং—পা.

উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রঞ্চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্ ॥১৯৫॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা ॥১৯৬॥
উপজপ্যানুপজপেদ্ বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম্।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্সুরপেতভীঃ ॥১৯৭॥
সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরথবা পৃথক্।
বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুদ্ধেন কদাচন ॥১৯৮॥
অনিত্যো(ক) বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৯৯॥

"সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুতে স্বর্গলাভ, জয়লাভেই ধর্ম্মলাভ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের উৎসাহবর্ধন ও উক্ত বাক্যে তাহাদের হর্ষ বা ক্রোধোদ্রেক হইতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা এবং শত্রুর সহিত কপটভাবে বা প্রাণপণে কিভাবে যুদ্ধ করিতেছে, তাহা বিশেষভাবে অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। ১৯৩-৯৪।

রাজা শত্রুকে সৈন্য দ্বারা অবরোধ করিয়া অবস্থান করিবেন, উহার রাজ্যও উৎসন্ন করিবেন, এবং তাঁহার অন্ন-জল তৃণেন্ধনাদি দ্রব্য সকল অপদ্রব্যমিশ্রণে দূষিত করিবেন। শত্রুর তড়াগ ও পুষ্করিণীর জল বিনষ্ট করিয়া দুর্গ-প্রাকারভেদপূর্বক এবং পরিখা জলশূন্য এবং বিপক্ষকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবেন ও রাত্রে নানাবিধ বাদ্য দ্বারা সন্ত্রস্ত করিবেন। যাহারা রাজ্য চায় এরূপ ভেদার্হ বিপক্ষবংশ-সম্ভূত রাজপুরুষ ও ক্ষুব্ধ অমাত্যবর্গকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবেন এবং তাহাদের (কার্য্যকলাপ) অবগত হইয়া শুভ দৈবের অনুকূলতা বুঝিয়া জয়লাভেচ্ছায় নির্ভীক মনে যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহ-চেষ্টা না করিয়া সাম, দান, ভেদ,—এই তিনটি উপায়ের যে কোন একটী প্রয়োগে বা এক কালে সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা রাজা বিপক্ষ-বিজয়ে যত্নবান্ হইবেন। কি অল্প বল, কি বহু বল,—যুধ্যমান উভয়পক্ষের মধ্যে কাহার জয় ও কাহার পরাজয় হইবে, অগ্রে যখন ইহা কেহই স্থির করিতে পারে না এবং যখন ইহার নিশ্চয়তাও নাই, তখন অন্য উপায় থাকিলে বিগ্রহ যত্নতঃ পরিহার করিবেন। ১৯৫-৯৯।

(ক) অস্থেভ্যো—পা.

ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
তথা যুধ্যেত সংযত্তো বিজয়েত রিপূন্ যথা ॥২০০॥
জিত্বা সম্পূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ ॥২০১॥
সর্ব্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্ ॥২০২॥
প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ ॥২০৩॥
আদান(খ) মপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে যুক্তং প্রশস্যতে ॥২০৪॥

সাম, দান, ভেদ—এই তিনটি উপায় অসিদ্ধ হইলে জয়পরাজয় সন্দেহে রাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া প্রাণপণে এমন যুদ্ধ করিবেন,—যাহাতে তিনি শত্রুজয় করিতে পারেন। এইরূপে রাজা জয়লাভ করিয়া লব্ধরাজ্যস্থিত দেবতা ব্রাহ্মণদিগকে পূজার্থ ভূমি, সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য দান করিবেন, দেশবাসিগণকে পরিহার অর্থাৎ বিশেষ দান দিবেন এবং তাহাদিগের প্রতি অভয় খ্যাপন করিবেন। ২০০-১।

তৎপরে রাজা—পরাভূত রাজপুরুষদিগের আচরণ ও অভিপ্রায় সংক্ষেপে অবগত হইয়া বিপক্ষ রাজবংশ-সম্ভূত এক ব্যক্তিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার সহিত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে নিয়ম বন্ধন করিবেন। বিজিত-রাজ্যবাসীদিগের যথোক্ত ধর্মসঙ্গত দেশাচারসমূহ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্যদান দ্বারা সেই অভিষিক্ত রাজাকে ও তাহার অমাত্যবর্গকে সম্মানিত করিবেন। ২০২-৩।

যদিও ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাহারও প্রিয় বস্তু কেহ কাড়িয়া লইলে তাহার কষ্ট হয় ও দান করিলে তাহার সুখ হয়, তথাপি সময় বিশেষে অর্থাৎ উপযুক্ত কালে অভিলষিত বস্তুর দান ও আদান—উভয়ই প্রশংসনীয়। এই হেতু এই সময়ে রাজার রত্নাদিদান বিশেষ প্রশংসনীয়। ২০৪।

(খ) আদান—পা.

সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈবমানুষে।
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া* ॥২০৫॥
সহ বাপি ব্রজেদ্ যুক্তঃ সন্ধিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
মিত্রং হিরণ্যং ভূমিং বা সম্পশ্যংস্ত্রিবিধং ফলম্ ॥২০৬॥
পার্ষ্ণিগ্রাহঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য তথাক্রন্দঞ্চ মণ্ডলে।
মিত্রাদথাপ্যমিত্রাদ্বা যাত্রাফলমবাপ্নুয়াৎ ॥২০৭॥
হিরণ্যভূমিসম্প্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তথৈধতে।
যথা মিত্রং ধ্রুবং লব্ধা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥২০৮॥
ধর্ম্মজ্ঞঞ্চ কৃতজ্ঞঞ্চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘু মিত্রং প্রশস্যতে ॥২০৯॥
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ ॥২১০॥

সংসারের যাবতীয় কর্মই দেব এবং মানুষের ব্যাপারের অধীন কিন্তু দেব অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার গোচর নহে,—পৌরুষব্যাপার দৃষ্ট সুতরাং পর্য্যালোচনার বিষয়। যদি বিপক্ষ রাজা যুদ্ধে মিত্র হ'ন অথবা হিরণ্য, রত্নাদি দান কিংবা স্বরাজ্যের কিয়দংশ দান করেন, তবে বিজিগীষু এই তিনটি যাত্রাফল মনে করিয়া তাঁহার সহিত যত্নপূর্বক সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবেন। যুদ্ধযাত্রাকালে বিজিগীষু রাজার,—রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে পার্ষ্ণিগ্রাহ ও আক্রন্দ—এই উভয় রাজার দিকেই সমভাবে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ এতদুভয়ের মিত্রভাব ও অমিত্রতা হইতেই তাঁহার যুদ্ধ-যাত্রা-ফললাভের সম্ভাবনা। আপাততঃ হীনবল হইলেও ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিযুক্ত স্থির-মিত্রলাভে রাজার যেরূপ রাজশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা,—বহুমূল্য রত্ন ও ভূসম্পত্তি লাভেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ২০৫-৮

যিনি কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহার প্রকৃতিবর্গ পরিতুষ্ট ও নিজে অনুরক্ত এবং যিনি কার্য্যারম্ভে স্থিরবুদ্ধি, এরূপ

* পুস্তকবিশেষে ২০৫ শ্লোকের পর নিম্নস্থ শ্লোকত্রয় অধিক দেখা যায়। যথা—

দৈবেন বিধিনা যুক্তং মানুষ্যং যৎপ্রবর্ততে।
পরিক্লেশেন মহতা তদর্থস্য সমাধকম্ (?) ॥১॥
সংযুক্তস্যাপি দৈবেন পুরুষকারেণ বর্জ্জিতম্।
বিনা পুরুষকারেণ ফলং ক্ষেত্রং প্রযচ্ছতি ॥২॥
চন্দ্রার্কাদ্যা গ্রহা বায়ুরগ্নিরাপস্তথৈব চ।
ইহ দৈবেন সাধ্যন্তে পৌরুষেণ প্রযত্নতঃ ॥৩॥

আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥২১১॥
ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেন্নৃপো ভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্ ॥২১২॥
আপদর্থং(ক) ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥২১৩॥
সহ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্নাঃ প্রসমীক্ষ্যাপদো ভৃশম্।
সংযুক্তাংশ্চ বিযুক্তাংশ্চ সর্ব্বোপায়ান্ সৃজেদ্ বুধঃ ॥২১৪॥
উপেতারমুপেয়ঞ্চ সর্ব্বোপায়াংশ্চ কৃৎস্নশঃ।
এতত্ত্রয়ং সমাশ্রিত্য প্রযতেতার্থসিদ্ধয়ে ॥২১৫॥

এবং সর্ব্বমিদং রাজা সহ সম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়ম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ ॥২১৬॥
তত্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্য্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যান্মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ ॥২১৭॥
বিষঘ্নৈরগদৈশ্চাস্য সর্ব্বদ্রব্যাণি যোজয়েৎ।
বিষঘ্নানি চ রত্নানি নিয়তো ধারয়েৎ সদা ॥২১৮॥
পরীক্ষিতাঃ স্ত্রিয়শ্চৈনং ব্যজনোদকধূপনৈঃ।
বেশাভরণসংশুদ্ধাঃ স্পৃশেয়ুঃ সুসমাহিতাঃ ॥২১৯॥
এবং প্রযত্নং কুর্ব্বীত যানশয্যাশনাসনে।
স্নানে প্রসাধনে চৈব সর্ব্বালঙ্কারকেষু চ ॥২২০॥
ভুক্তবান্ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরন্তঃপুরে সহ।
বিহৃত্য তু যথাকালং পুনঃ কার্য্যাণি চিন্তয়েৎ ॥২২১॥

মিত্র আপাতত হীনবল হইলেও প্রশংসনীয়। প্রাজ্ঞ, সদ্বংশ-সম্ভূত, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্য্যশালী মহাবল-পরাক্রান্ত, কার্য্যসুচতুর, শত্রু—দুষ্পরাজেয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণনা করিয়াছেন।

যিনি সাধু দর্শনমাত্রে লোকের প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ; যিনি বীর ও দয়ালু এবং যিনি সতত বিলক্ষণ দাতা; —এইরূপ গুণশালী উদাসীন রাজা বিজিগীষুর আশ্রয়ণীয়। স্বাস্থ্যকর বলিয়া কল্যাণদায়িনী নিত্য বহুশস্যপ্রসবিনী, তৃণবাহুল্যপ্রযুক্ত গবাদি-পশুবৃদ্ধিকরী ভূমিও কিছুমাত্র অনুশোচনা না করিয়া আত্মরক্ষার্থ (অন্যরূপে আত্মরক্ষা সম্ভব না হইলে) রাজা পরিত্যাগ করিবেন। ২০৯-১২।

আপৎ প্রতিকারার্থ ধনসঞ্চয় করিবেন, ধনপরিত্যাগের দ্বারা ধর্ম্মপত্নী রক্ষা করিবেন এবং ধন ও দার পরিত্যাগেও সতত আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। সুবিজ্ঞ নরপতি,— ধনক্ষয়, প্রকৃতি কোপ এবং মিত্রব্যসনাদি সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ এককালীন উপস্থিত দেখিয়াও ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং প্রয়োজন মত এককালীন বা পৃথগ্‌ভাবে সামাদি উপায়-চতুষ্টয় প্রয়োগ করিবেন। ২১৩-১৪।

উপেতা (রাজার নিজের আত্মা), উপেয় (প্রাপ্তব্য পদার্থ) এবং সর্ব্ববিধ উপায় (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড) তিনটী আশ্রয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিবেন। এইরূপে সকল বিষয় অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্রাভ্যাসরূপ ব্যায়ামাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নসময়ে স্নানাদি করিয়া ভোজনার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। ২১৫-১৬।

অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া ভোজন-কালাভিজ্ঞ, অন্যের অভেদ্য, পরমাত্মীয় সূপকারের দ্বারা প্রস্তুত, সু-পরীক্ষিত এবং বিষঘ্ন বেদমন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিবেন। যত্ন সহকারে রাজভোজ্য দ্রব্যসমূহ বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিমিশ্রিত করাইবেন এবং স্বয়ং বিষঘ্ন রত্নাদি সদা সতর্কভাবে নিজ অঙ্গে ধারণ করিবেন। গূঢ়চর দ্বারা সুপরীক্ষিত শুদ্ধ-বেশাভরণ-ভূষিত স্ত্রীলোকেরা চামর ব্যজন, পানার্থোদক এবং ধূপন দ্বারা নৃপতির পরিচর্য্যা করিবে। যান, আসন, শয্যা, ভোজন, স্নান, গন্ধদ্রব্যানুলেপন, এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার-সাধন বিষয়ে পরীক্ষা সম্বন্ধে রাজার অতিশয় যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ২১৭-২০।

ভোজনান্তে (অষ্টধাবিভক্ত-দিবসের সপ্তমাংশে) রাজা মহিষীগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক-সমাপনান্তে (অষ্টমাংশে) পুনর্বার স্বকার্য্য চিন্তা করিবেন। অনন্তর রাজা স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া অস্ত্রশস্ত্রজীবী যোদ্ধৃবর্গ, হস্তী, অশ্বাদি বাহন এবং খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অনন্তর সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া

(ক) আপদর্থে—পা.

অলঙ্কৃতশ্চ সম্পশ্যেদায়ুধীয়ং পুনর্জ্জনম্ ।
বাহনানি চ সর্ব্বাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥২২২॥
সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়াদন্তর্ব্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ ।
রহস্যাখ্যায়িনাঞ্চৈব প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥২২৩॥
গত্বা কক্ষান্তরন্ত্বন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনম্ ।
প্রবিশেদ্ভোজনার্থঞ্চ স্ত্রীবৃতোঽন্তঃপুরং পুনঃ ॥২২৪॥

সশস্ত্রাবস্থায় নির্জন অন্য একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে গমনপূর্ব্বক সংবাদদাতা ও গুপ্তচর-সন্নিধানে গূঢ় ব্যাপার সকল শ্রবণ করিবেন এবং শ্রবণান্তে উঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পরিচারিকা-স্ত্রী পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজনার্থ অন্তঃপুরে গমন করিবেন। ২২১-২৪।

অন্তঃপুরমধ্যে শ্রুতিসুখকর তূর্য্যনাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া

তত্র ভুক্ত্বা পুনঃ কিঞ্চিৎ তূর্য্যঘোষৈঃ প্রহর্ষিতঃ ।
সংবিশেত্তু যথাকালমুত্তিষ্ঠেচ্চ গতক্লমঃ ॥২২৫॥
এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদরোগঃ পৃথিবীপতিঃ ।
অস্বস্থঃ সর্ব্বমেতত্তু ভৃত্যেষু বিনিযোজয়েৎ ॥২২৬॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

রাজা রাত্রি দেড়প্রহর মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দেড়প্রহর অন্তে শয়ন করিবেন এবং নিদ্রান্তে গতশ্রম হইয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন। ২২৫।

সুস্থ রাজা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ং রাজ্যশাসন করিবেন এবং যখন অসুস্থ হইবেন, তখন উপযুক্ত অমাত্যবর্গের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। ২২৬

ইতি ভৃগুকথিত মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।৭।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্যবহারান্ দিদৃক্ষুস্তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ ।
মন্ত্রজ্ঞৈর্মন্ত্রিভিশ্চৈব বিনীতঃ প্রবিশেৎ সভাম্ ॥১॥
তত্রাসীনঃ স্থিতো বাপি পাণিমুদ্যম্য দক্ষিণম্ ।
বিনীতবেশাভরণঃ পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্ ॥২॥

বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ বাক্য হইতে যে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তাহার নিরাসের জন্য বিচারকেই (আধুনিক নাম মোকদ্দমা) ব্যবহার বলে। ব্যবহারদর্শনেচ্ছু রাজা,—ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিবর্গের সহিত বিনীতভাবে ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিবেন। তথায় (মহৎ কার্য্য কালে) উপবিষ্ট বা (অল্প কার্য্যের সময়ে) উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণবাহু বাহির করিয়া, বিনীতভাবে বেশভূষা ধারণ করিয়া অর্থি-প্রত্যর্থীর (বাদী ও প্রতবিাদী) কার্য্যসকল দর্শন করিবেন। ১-২।

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥৩॥
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽস্বামিবিক্রয়ঃ ।
সম্ভূয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্ম চ ॥৪॥

ঋণগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য যাহার মধ্যে পঠিত, সেই অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার কার্য্যসকল প্রত্যহ দেশ-জাতি কুলাচারানুগত হেতু এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষি-লেখাদি প্রমাণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন। বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে ঋণদান, নিক্ষেপ, (নিজ ধন অপরের নিকট অর্পণ) অস্বামি-বিক্রয়, প্রথমে সম্ভূয়-সমুত্থান (মিলিত ভাবে বাণিজ্য করা), দত্তাপ্রদানিক (দত্ত ধনের অপাত্র বুদ্ধিতে বা ক্রোধাদি হেতু আত্মসাৎ করা), বেতনদান, সংবিদ্ব্যতিক্রম (প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥৫॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যে দণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেব চ ॥৬॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ ॥৭॥
এষু স্থানেষু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্ম্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কার্য্যবিনির্ণয়ম্ ॥৮॥
যদা স্বয়ং ন কুর্য্যাত্তু নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্।
তদা নিযুঞ্জ্যাদ্বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কার্য্যদর্শনে ॥৯॥
সোঽস্য কার্য্যাণি সম্পশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।
সভামেব প্রবিশ্যাগ্র্যামাসীনঃ স্থিত এব বা ॥১০॥
যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞশ্চাধিকৃতো বিদ্বান্ ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ ॥১১॥
ধর্ম্মো বিদ্ধস্ত্বধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যঞ্চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥১২॥
সভাং বা ন প্রবেষ্টব্যং বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥১৩॥
যত্র ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥১৪॥
ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ ॥১৫॥
বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥১৬॥
এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥১৭॥
পাদোঽধর্ম্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্ব্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥১৮॥

উল্লঙ্ঘন), ক্রয়বিক্রয়ানুশয় (কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ না হওয়ায় অনুতাপ করা), স্বামিপাল-বিবাদ (ভূমিস্বামী ও পশুপালকের বিবাদ), সীমা-বিবাদ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, স্তেয়, সাহস (বলপূর্বক পরধন হরণের নাম সাহস), স্ত্রী-সংগ্রহণ, স্ত্রীপুরুষধর্ম্ম-বিভাগ, দ্যূত এবং আহ্বয় (জীবৎপ্রাণিগণের পরস্পর যুদ্ধ করান) এই অষ্টাদশ পদ, ব্যবহার বিষয়ে কথিত হইয়াছে। ৩-৭।

এই অষ্টাদশ স্থানে লোকে প্রায়ই বিবাদ করিয়া থাকে, রাজা শাশ্বত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এই সকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন। রাজা স্বয়ং যখন এই সকল কার্য্য দর্শন না করিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। ৮-৯।

সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিতভাবে রাজকার্য্য সমুদয় সমাপন করিবেন। যে সভায় ঋক্-যজুঃ-সামবেদ-বেত্তা ঐরূপ তিনজন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজ-প্রতিনিধিরূপে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা বলে। ১০-১১।

যে সভায় বিচারার্থ উপস্থিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসমূহ বিরাজ করেন—সেই ধর্মাধিকরণ সভায় বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কেহ মিথ্যাভাষণ করিলে অধর্মকর্তৃক ধর্ম বিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বিদ্বজ্জনেরা শল্যস্বরূপ অধর্ম্মকে সদ্বিচার দ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে সভাসদ্ সকলেই অধর্ম্মকর্তৃক বিদ্ধ হইয়া থাকে। ১২।

বরং সভায় যাইবে না, কিন্তু সভায় গেলে সত্য কথাই বলিবে। তথায় উপস্থিত থাকিয়া মৌনাবলম্বন করিলে বা মিথ্যা কহিলে উভয়রূপেই পাপী হইতে হয়। ১৩।

বিচারকগণের সম্মুখেই যে সভাতে বাদী ও প্রতিবাদীর ব্যবহারে অধর্ম্মকর্তৃক ধর্ম্ম ও সাক্ষিগণের মিথ্যায় সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নষ্ট করে, ধর্ম্মই তাহাকে নষ্ট করেন; ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করেন, অতএব ধর্ম্ম কোন ক্রমেই অতিক্রমণীয় নহে,—যেন অতিক্রান্ত ধর্ম্ম আমাদিগের সকলকে নষ্ট না করেন; (প্রাড্‌বিবাকের সভ্যগণের প্রতি এইরূপ উপদেশ)। সমুদয় কামনা বর্ষণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে ধর্ম্মকেই 'বৃষ' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। যে জন সেই ধর্ম্মকে

রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥১৯॥
জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ॥ ২০ ॥
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ ॥২১॥
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্ ॥২২॥
ধর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমারভেৎ ॥২৩॥

অর্থানর্থাবুভৌ বুদ্ধ্বা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ কেবলৌ।
বর্ণক্রমেণ সর্ব্বাণি পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্যিণাম্ ॥২৪॥
বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাম্।
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ ॥২৫॥
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥২৬॥
বালদায়াদিকং রিক্থং তাবদ্রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ স স্যাৎ সমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ(ক) ॥২৭॥
বশাঽপুত্রাসু চৈবং স্যাদ্রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ ॥২৮॥

"অলং" অর্থাৎ নিবারণ করে,—তাহাকেই প্রকৃত "বৃষল" বলা যায়; অতএব কখনও ধর্ম্ম লোপ করিবে না। ধর্ম্মই জীবের একমাত্র সুহৃদ্—মৃত্যুর পরেও ধর্ম্ম আমাদের অনুগামী হয়; অপর যাহা কিছু আছে, সকলই আমাদের দেহের সহিত তিরোহিত হইয়া থাকে। অযথার্থ বিচার জন্য যে পাপ হয়, তাহার চতুর্থাংশের একাংশ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যাসাক্ষী একভাগ পায়, সমুদয় সভাসদ্ একভাগ পায় এবং রাজা সেই পাপের একভাগ পান। কিন্তু যে সভায় মিথ্যাভাষণ হেতু নিন্দার্হ ব্যক্তি সম্যক্ নিন্দিত হয়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভ্যেরাও পাপমুক্ত হয়,—পাপ কেবল সেই পাপকর্ত্তাতেই বর্ত্তিয়া থাকে। ১৪-১৯।

রাজা বিচারকার্য্যে অসমর্থ হইলে (এবং যোগ্য প্রতিনিধি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে) বরং জাতি-মাত্রে পরিচিত ব্রাহ্মণকে অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণব্রুবকেও ('আমি ব্রাহ্মণ' এই মাত্র যিনি মুখে বলেন) রাজা আপনার ধর্ম্ম-প্রবক্তার পদে নিযুক্ত করিতে পারেন। পরন্তু ধার্ম্মিক ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে ঐ পদে নিয়োগ করিতে পারেন না। ২০।

যে রাজার সম্মুখে শূদ্র ন্যায়ান্যায়ধর্ম্ম বিচার করে,—সেই রাজার রাষ্ট্র পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায় শীঘ্রই অবসন্ন হয়। যে রাজ্য শূদ্রবহুল, নাস্তিকাক্রান্ত এবং দ্বিজশূন্য, সেই রাজ্য দুর্ভিক্ষ ও নানারূপ ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সম্যক্ আচ্ছাদিতদেহ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া লোক-পালগণকে প্রণাম করিয়া কার্য্যদর্শন অর্থাৎ বিচারাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। রাজা,—অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্যসকল দর্শন করিবেন। বাহ্যচিহ্ন দ্বারা তিনি লোকের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করিবেন; লোকের স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষুঃ এবং চেষ্টা—এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা এবং নেত্র ও মুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়। স্বর = গদ্‌গদ ভাব; বর্ণ = স্বাভাবিক বর্ণ হইতে অন্যপ্রকার বর্ণ; ইঙ্গিত = অধোনিরীক্ষণাদি; আকার = ঘর্ম্মাক্ত বা রোমাঞ্চিত দেহাদি; চেষ্টা = হস্তাদির আস্ফালন প্রভৃতি; গতি = পদস্খলনাদি; কথা = পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ অসংলগ্ন ভাষণ। ২১-২৬।

মাতৃ-পিতৃহীন অনাথ বালকের ধন রাজা নিজে ততকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন,—যতদিন না বালক গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে সমাবৃত্ত হয় অথবা যে পর্য্যন্ত না সে শৈশব অতিক্রম করে। (ষোড়শবর্ষবয়স্ক হইলে বালক শৈশব পার হয়—ইহা নারদ বচন। কু)। ২৭।

বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে;

(ক) যাবদ্বা—পা.

জীবন্তীনান্তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।*
তাঞ্ছিষ্যাচ্চৌরদণ্ডেন ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২৯॥
প্রনষ্টস্বামিকং রিক্‌থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাক্ ত্র্যব্দাদ্ধরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ ॥৩০॥
মমেদমিতি যো ব্রূয়াৎ সোঽনুযোজ্যো যথাবিধি।
সংবাদ্য রূপসংখ্যাদীন্ স্বামী তদ্দ্রব্যমর্হতি ॥৩১॥
অবেদয়ানো নষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি ॥৩২॥
আদদীতাথ ষড়্‌ভাগং প্রনষ্টাধিগতান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥৩৩॥

পুত্র-রহিত-প্রোষিতভর্তৃকা; যে স্ত্রীর সপিণ্ডাদি ভাবক কেহ নাই এবং সাধ্বী; বিধবা ও রোগিণী স্ত্রী—ইহাদিগের ধন, অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা [illegible] করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন (ছলপূর্বক) গ্রহণ করে, তবে ধার্ম্মিক নরপতি, চৌরদণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। অজ্ঞাত-স্বামিক ধন পাইলে রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসরের মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে ঐ ধন সে পাইবে। ঐ সময় অতীত হইলে রাজা নিজ কার্য্যে ধনের বিনিয়োগ করিবেন। ২৮-৩০।

তিনবর্ষের মধ্যে "এই ধন আমার" বলিয়া যে দাবী করিবে, তাহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিতে হইবে; এবং সে যদি দ্রব্যের রূপ সংখ্যা এবং তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় যথাযথ বলিতে পারে, তবে ঐ ধন সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি—নষ্ট দ্রব্যের স্থান, কাল, শুক্লাদিবর্ণ ও কটক-মুকুটাদি আকার বা পরিমাণ জানে না—অথচ দ্রব্যের দাবী করে, তাহাকে রাজা দ্রব্যোপযোগী দণ্ড দিবেন। ৩১-৩২।

প্রনষ্ট দ্রব্য এতাবৎকাল রক্ষাহেতু রাজা সাধুগণের

* ২৮ শ্লোকের পরে ২৯ শ্লোকের পূর্বে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুস্তকবিশেষে অধিক দেখা যায়—
"এবমেব বিধিং কুর্য্যাদ্ যোষিৎসু পতিতাস্বপি।
বস্ত্রান্নপানং দেয়ং চ বসেয়ুশ্চ-গৃহান্তিকে।"

প্রনষ্টাধিগতং দ্রব্যং তিষ্ঠেদ্ যুক্তৈরধিষ্ঠিতম্।
যাংস্তত্র চৌরান্ গৃহ্লীয়াৎ তান্ রাজেভেন ঘাতয়েৎ ॥৩৪
মমায়মিতি যো ব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্‌ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা ॥৩৫॥
অনৃতন্তু বদন্ দণ্ড্যঃ স্ববিত্তস্যাংশমষ্টমম্।
তস্যৈব বা নিধানস্য সংখ্যায়াল্পীয়সীং কলাম্ ॥৩৬॥
বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণো দৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিম্।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ ॥৩৭॥
যন্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণং নিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাদ্ দ্বিজেভ্যো দত্ত্বার্দ্ধমর্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ ॥৩৮॥

ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ধনস্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষড়্‌ভাগ দশম ভাগ বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। গুণবান্ দ্রব্যস্বামীর পক্ষে ষড়্‌ভাগ দেয়, মধ্যমের পক্ষে দশমভাগ ও নির্গুণের পক্ষে দ্বাদশভাগ দেয় হইবে। নষ্টদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে রাজপুরুষগণ উহা রাজসন্নিধানে উপস্থিত করাইবে এবং রাজা উহা রক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যাহারা চুরি করে ও ধরা পড়ে, তাহাদিগকে হস্তী দ্বারা বিনাশ করিবেন। যে মনুষ্য নিধি (মাটীর মধ্যে রক্ষিত গুপ্তধন) নিজে পাইয়া বা পরের পাওয়া নিধিকে নিজের বলিয়া প্রমাণ করিবে, রাজা তাহার নিকট হইতে নিধি-স্বামীর গুণাগুণ বিবেচনায় ঐ ধনের ছয় বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন ও অবশিষ্ট তাহাকে দিবেন। ৩৩-৩৫।

কিন্তু ঐ ধন সম্বন্ধে মিথ্যা বলিলে তাহাকে তাহার নিজ ধনের অস্টমাংশ দণ্ড করিবেন অথবা সগুণ ব্যক্তিকে সেই নিধির অল্প অংশ হিসাব করিয়া দণ্ড করিবেন এবং নিধি সে পাইবে না। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্বে রক্ষিত কোন নিধি প্রাপ্ত হইলে, তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন—রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না; কারণ, ব্রাহ্মণই সমুদয়ের অধিপতি। ৩৬-৩৭।

রাজা যদি পূর্বে নিহিত কোন নিধি ভূমি-মধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন। সুবর্ণাদি খনির রক্ষণ নিমিত্ত

নিধীনান্তু পুরাণানাং ধাতূনামেব চ ক্ষিতৌ।
অর্দ্ধভাগ্ রক্ষণাদ্রাজা ভূমেরধিপতির্হি সঃ ॥ ৩৯ ॥

দাতব্যং সর্ব্ববর্ণেভ্যো রাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনম্।
রাজা তদুপযুঞ্জানশ্চৌরস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪০ ॥

জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৪১ ॥

স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ ॥ ৪২ ॥

নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পূরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেতার্থং কথঞ্চন(ক) ॥৪৩॥

যথা নয়ত্যসৃক্‌পাতৈর্ম্মৃগস্য মৃগয়ুঃ পদম্।
নয়েত্তথানুমানেন ধর্ম্মস্য নৃপতিঃ পদম্ ॥৪৪॥

সত্যমর্থঞ্চ সম্পশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ।
দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

সদ্ভিরাচরিতং যৎ স্যাদ্ধার্ম্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তদ্দেশকুলজাতীনামবিরুদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

অধমর্ণার্থসিদ্ধ্যর্থমুত্তমর্ণেন চোদিতঃ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থমধমর্ণাদ্বিভাবিতম্ ॥৪৭॥

যৈর্যৈরুপায়ৈরর্থং স্বং প্রাপ্নুয়াদুত্তমর্ণিকঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সংগৃহ্য দাপয়েদধমর্ণিকম্ ॥ ৪৮॥

ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ চ্ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ ॥৪৯॥

যঃ স্বয়ং সাধয়েদর্থমুত্তমর্ণোঽধমর্ণিকাৎ।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যঃ স্বকং সংসাধয়ন্ ধনম্ ॥৫০॥

ভূমির স্বামিত্ব নিবন্ধন; রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক প্রাপ্ত নিধির অগ্রভাগ লইবেন। ৩৮-৩৯।

যে কোন বর্ণের হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে, তাহাকে দিবেন; যদি তাহা না দিয়া আপনি উপভোগ করেন, তবে চোরের পাপ প্রাপ্ত হন। জাতিধর্ম (ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির যে বিশিষ্ট ধর্ম); যে দেশের যে ধর্ম্ম গুরুপরম্পরায় প্রচলিত অথচ যাহা বেদবিরুদ্ধ নয়, সেই জনপদ-ধর্ম্ম, শ্রেণীধর্ম্ম, বণিক্ প্রভৃতির চিরাচরিত ধর্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; সেই কুলধর্ম—এই সকল ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রাজা ব্যবহার বা বিচার কালে তদনুরূপ স্বকীয় ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন। যাহারা—দেশ, জাতি ও কুলধর্ম্মানুসারে ব্যবহার এবং স্ব স্ব নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দূরে থাকিলেও লোকের প্রিয়পাত্র হয়। রাজা বা রাজনিযুক্ত পুরুষ লোভাদিবশে যাহারা বিবাদার্থী নহে, তাহাদের মধ্যে ঋণাদির বিবাদ উৎপাদন করিবেন না বা বাদী প্রতিবাদী আবেদিত বিচার্য্য বিষয় ধনলোভে উপেক্ষা করিবেন না। ৪০-৪৩।

ব্যাধ যেরূপ বাণবিদ্ধ পলায়িত মৃগের স্থান রুধিরচিহ্ন দ্বারা অবগত হয়, তদ্রূপ রাজা অনুমান দ্বারা বা সাক্ষ্য প্রভৃতি দৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা, যথার্থ বিষয় নিশ্চয় করিবেন। ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা ছল ত্যাগ করিয়া সত্য বিষয় নিরূপণ করিবেন, বিচার্য্য বিষয়ের বিচার করিবেন। আমি যদি ন্যায়বিচার করি, তবে স্বর্গে যাইব, নতুবা নরক হইবে—এইরূপ আত্মাকে দেখিবেন, সাক্ষী সত্য কি মিথ্যা বলিতেছে তাহাও দেখিবেন, দেশ, কাল ও ব্যবহারের স্বরূপ সম্যগ্‌রূপে বিচার করিবেন। সাধুগণ এবং ধার্ম্মিক-ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শাস্ত্র মান্য করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ, কুল ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়, তবে রাজা সেই মতেই বিচারকার্য্য করিবেন। এক্ষণে ঋণদাননামক বিবাদপদ বলা হইতেছে। উত্তমর্ণ (মহাজন) অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তবে রাজা সাক্ষি-লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া, অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। ৪৪-৪৭।

উত্তমর্ণ যে যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে স্বকীয় প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায়ের দ্বারা অধমর্ণকে বশীভূত করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন। ৪৮-৪৯।

ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বান্ধবাদি দ্বারা উপদেশ দিয়া;

(ক) গ্রসোঽর্থং—পা.

অর্থেঽপব্যয়মানস্তু করণেন বিভাবিতম্ ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ ॥৫১॥
অপহ্নবেঽধমর্ণস্য দেহীত্যুক্তস্য সংসদি ।
অভিযোক্তা দিশেদ্দেশ্যং করণং বান্যদুদ্দিশেৎ ॥৫২॥
অদেশ্যং যশ্চ দিশতি নির্দ্দিশ্যাপহ্নুতে চ যঃ ।
যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিগীতান্ নাববুধ্যতে ॥৫৩॥
অপদিশ্যাপদেশঞ্চ পুনর্যস্ত্বপধাবতি ।
সম্যক্ প্রাণিহিতঞ্চার্থং পৃষ্টঃ সন্নাভিনন্দতি ॥৫৪॥
অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ ।
নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছেদ্ যশ্চাপি নিষ্পতেৎ ॥৫৫॥
ব্রূহীত্যুক্তশ্চ ন ব্রূয়াদুক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ ।
ন চ পূর্ব্বাপরং বিদ্যাৎ তস্মাদর্থাৎ স হীয়তে ॥৫৬॥
সাক্ষিণঃ সন্তি(ক) মেত্যুক্ত্বা দিশেত্যুক্তো দিশেন্ন যঃ ।
ধর্ম্মস্থঃ কারণৈরেতৈর্হীনং তমপি নির্দ্দিশেৎ ॥৫৭॥
অভিযোক্তা ন চেদ্ ব্রূয়াদ্বধ্যো দণ্ড্যশ্চ ধর্ম্মতঃ ।
ন চেৎ ত্রিপক্ষাৎ প্রব্রূয়াদ্ধর্ম্মং প্রতি পরাজিতঃ ॥৫৮॥
যো যাবন্নিহ্নুবীতার্থং মিথ্যা যাবতি বা বদেৎ ।
তৌ নৃপেণ হ্যধর্ম্মজ্ঞৌ দাপ্যৌ তদ্দ্বিগুণং দমম্ ॥৫৯॥

ব্যবহার দ্বারা অর্থাৎ সাক্ষি-লেখ্য দিব্য বা শপথাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়া ; ছল অর্থাৎ কৌশল দ্বারা ; আচরণ দ্বারা অর্থাৎ ঋণীর গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী, পুত্র, পশু প্রভৃতি ধরিয়া অথবা তাহার যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া—উত্তমর্ণ আপনার টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং পঞ্চমতঃ বলপ্রয়োগ অর্থাৎ প্রহারাদিও করিতে পারেন। উত্তমর্ণ, পূর্ব্বোক্ত উপায়াদি দ্বারা স্বকীয় ধন অধমর্ণের নিকট হইতে স্বয়ং আদায় করিলে. রাজা তাহাকে তজ্জন্য দোষী করিবেন'না। ৪৯-৫০ ।

"আমি তোমার ধারি নাই" বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপলাপ করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষি-লেখ্যাদি দ্বারা ঐ ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের (অপলাপ করার) দণ্ডদান করিবেন। ধর্ম্মাধিকরণ—সভায় প্রাড়্বিবাক "দেনা দাও" বলিলে পর, যদি অধমর্ণ ঐ দেনা অস্বীকার করে, তবে অভিযোক্তা ঋণগ্রহণকালীন বর্ত্তমান সাক্ষী লেখ্য বা অন্য প্রমাণাদি সভাতে নির্দ্দেশ করিবেন। ৫২ ।

যে বাদী এমন সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করে, যে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না কিংবা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে ; অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ হইতেছে ;—কিংবা যে বাদী, তাহার মূলবিষয় একবার বর্ণনা করিয়া পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে ; অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃতবিষয়ও জিজ্ঞাসিত হইলে আর স্বীকার করে না ; কিংবা যে নির্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে ; অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না বা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে স্থানান্তরে যায় ; অথবা যাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে কোন বিষয় বলিতে বলিলে কথা কহে না ; কিংবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করে না ; অথবা যে সাধ্য, সাধন,—কিছুই জানে না,—এরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয় হইতে হীন হয় অর্থাৎ তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য। ৫৩-৫৬ ।

"আমার সাক্ষী আছে" বলিয়া যে ব্যক্তি তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলিলে ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করিতে পারে না তাহারও অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে। যে অর্থী (বাদী) পূর্ব্বে ধর্মাধিকরণে আবেদন করিয়া ভাষাসময়ে অর্থাৎ জবানবন্দীর সময়ে কিছু বলে না, তখন বিচারকর্ত্তা, বিষয়ের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে তাড়নাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত তাহার দণ্ড করিবেন এবং ত্রিপক্ষের মধ্যে যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে ধর্মতঃ দোষী করিবেন। ৫৭-৫৮ ।

যে প্রতিবাদী, অর্থীর যত সংখ্যক ধন অপহ্নব করিবে —আর অর্থী যত সংখ্যক ধনে মিথ্যাভিযোগ করিবে,

(ক) জ্ঞাতারঃ সন্তি,—সন্তি জ্ঞাতারো—পা।

পৃষ্টোঽপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্থো ধনৈষিণা।
ত্র্যবরৈঃ(ক)সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৬০॥
যাদৃশা ধনিভিঃ কার্য্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ।
তাদৃশান্ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ ॥৬১॥
গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি ॥৬২॥
আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥৬৩॥
নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধ্যার্ত্তা ন দূষিতাঃ ॥৬৪॥
ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ ॥৬৫॥
নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্ম্মকৃৎ।
ন বৃদ্ধো ন শিশুর্নৈকো নান্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥৬৬॥
নার্ত্তো ন মত্তো নোন্মত্তো ন ক্ষুত্তৃষ্ণোপপীড়িতঃ।
ন শ্রমার্ত্তো ন কামার্ত্তো ন ক্রুদ্ধো নাপি তস্করঃ ॥৬৭॥
স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥৬৮॥
অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্।
অন্তর্ব্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে ॥৬৯॥
স্ত্রিয়াপ্যসম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা ॥৭০॥
বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ সাক্ষ্যেষু বদতাং মৃষা।
জানীয়াদস্থিরাং বাচমুৎসিক্তমনসাং তথা ॥৭১॥

প্রাড্‌বিবাক ঐ অধার্ম্মিকদ্বয়কে উহার দ্বিগুণ দণ্ডদান করিবেন। ধনার্থী উত্তমর্ণ, রাজপুরুষ দ্বারা অধমর্ণকে আনীত করিলে পর প্রাড্‌বিবাক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেও যদি সে "আমি ধারি নাই"—এমন অস্বীকার করে, তবে উত্তমর্ণকে তিন জনের ন্যূন না হয়, এরূপ সাক্ষী দ্বারা রাজাও ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে আত্মবিষয় প্রমাণ করিতে হইবে। ৫৯-৬০।

ঋণাদানাদি ব্যবহারে যেরূপ সাক্ষী করিতে হইবে, সেই সাক্ষীর কথা বলিতেছি, আর সাক্ষীরা যেরূপে সত্য বলিবে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃতদার, পুত্রবান্ এবং একদেশ-নিবাসী ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয় লোক ইহারা অর্থী কর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। অনাপৎকালে অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না। ৬১-৬২।

সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে এবং যাহারা লোভী নহে, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে সাক্ষ্যে ত্যাগ করিবে। যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত বা মহাপাতকাদি দোষে দূষিত—ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। রাজাকে সাক্ষী করিবে না; সূপকার বা তদ্রূপ কারুজীবী, নটাদি, শ্রোত্রিয় (বহুবেদজ্ঞ), ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী—ইহাদিগকেও সাক্ষী করিবে না। দাস, লোক-বিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ-কর্ম্মকারী ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধখঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়—ইহাদিগকে বা এক ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না। ৬৩-৬৬।

আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর - ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে; দ্বিজের সাক্ষী,—সদৃশ দ্বিজ হইবে, সাধুশূদ্রের—শূদ্র; এবং চণ্ডালাদি জাতির সাক্ষী চণ্ডালাদি জাতিই হইবে। ৬৭-৬৮।

কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থলে, চৌরাদি-কৃত উপদ্রবে অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে উক্ত ব্যাপার জানা থাকিলে যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। উক্ত স্থলে গুণবান্ সাক্ষীর অভাবে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস এবং ভৃত্যও ঘটনা জানিলে সাক্ষী হইতে পারে। ৬৯-৭০।

তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর—ইহাদের মিথ্যা বলিবার

(ক) ত্রিবরৈঃ—পা.

সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ ।
বাগদণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥৭২॥
বহুত্বং পরিগৃহ্লীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥৭৩॥
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি ।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥৭৪॥
সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্বিব্রুবন্নার্য্যসংসদি ।
অবাঙ্ নরকমভ্যেতি(ক) প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥৭৫॥
যত্রানিবদ্ধোহপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন ।
পৃষ্টস্তত্রাপি তদ্ ব্রূয়াদ্ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥৭৬॥
একোহলুব্ধস্তু সাক্ষী স্যাদ্বহ্ব্যঃ শুচ্যোহপি ন স্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাত্তু দোষৈশ্চান্যেহপি যে বৃতাঃ ॥৭৭॥

বেশী সম্ভাবনা ; এ কারণ, ইহাদের ও বিকৃতমনা পুরুষের সাক্ষী অস্থির জানিবে। তথাপি ইহাদের বাক্য হইতে সত্য বিষয়টি অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ৭১।

গৃহদাহ প্রভৃতি সকল প্রকার সাহস কার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহে এবং বাক্পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাক্ষীর পরীক্ষা নাই। সাক্ষিদ্বৈধ স্থলে রাজা, বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রহণ করিবেন ; সমান হইলে গুণোৎকৃষ্ট সাক্ষীদিগের বাক্যের দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবেন, আবার গুণীর দ্বৈধ স্থলে, যাহারা ক্রিয়াবান্, তাহাদের সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করিবেন। ৭২-৭৩।

চক্ষুর্গ্রাহ্য বিষয়ে, সাক্ষাদ্দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয় ; শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে ও যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি ধর্ম্মাধিকরণ-সভায় তাহার অন্যথা বলে, তবে সে পরকালে অধোমুখ হইয়া নরকগামী এবং স্বর্গহীন হয়। অর্থিপ্রত্যর্থীদের দ্বারা মানিত না হইলেও, বিবাদতত্ত্বজ্ঞ অন্য কোন ব্যক্তি প্রাড্বিবাক কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বলিবে। ৭৪-৭৬।

লোভহীন একব্যক্তিও সাক্ষী হইবে, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষ্যযোগ্য নয় ; কারণ স্ত্রীবুদ্ধি

(ক) নরকমেবৈতি—পা.

স্বভাবেনৈব যদ্ ব্রূয়ুস্তদ্গ্রাহ্যং ব্যাবহারিকম্ ।
অতো যদন্যদ্বিব্রূয়ুর্ধর্ম্মার্থং তদপার্থকম্ ॥৭৮॥
সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ ।
প্রাড্বিবাকোহনুযুঞ্জীত বিধিনানেন(খ) সান্ত্বয়ন্ ॥৭৯॥
যদ্দ্বয়োরনয়োর্ব্বেত্থ কার্য্যেহস্মিংশ্চেষ্টিতং মিথঃ ।
তদ্ব্রূত সর্ব্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥৮০॥
সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্(গ) ।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥৮১॥
সাক্ষ্যেহনৃতং বদন্ পাশৈর্বধ্যতে বারুণৈর্ভৃশম্ ।
বিবশঃ শতমা জাতীস্তস্মাৎ সাক্ষ্যং বদেদৃতম্ ॥৮২॥
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে ।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥৮৩॥

অস্থির। চৌর্য্যাদি দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ—সাক্ষী হইতে পারে না। সাক্ষীরা ভয়াদিব্যতিরেকে—স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রাহ্য করিবেন ; ভয়াদি কোন কারণবশতঃ যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্মনির্ণয়-বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে। ৭৭-৭৮।

সভামধ্যে অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীদিগকে একত্র উপস্থিত করাইয়া প্রাড্বিবাক প্রিয় বচনে তাহাদিগকে এই বলিবেন, তোমরা বাদি-প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল। যেহেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষী মানা গিয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্য বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোকসকল লাভ করে এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্য-স্থলে মিথ্যা কথা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনা প্রাপ্ত হইতে হয়, অতএব সত্য সাক্ষ্য দিবে। সত্যকথনে সাক্ষী পূর্বে অর্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সত্য দ্বারা ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; অতএব সকল সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্মের সাক্ষী,—তিনিই মনুষ্যের শরণ ; অতএব মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা এরূপ উত্তম সাক্ষীকে অবজ্ঞা করিও

(খ) তেন ; (গ) লোকান্ প্রাপ্নোত্যনিন্দিতান্—পা.

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥৮৪॥
মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ ।
তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ॥৮৫॥
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং চন্দ্রার্কাগ্নিযমানিলাঃ ।
রাত্রিসন্ধ্যে চ ধর্ম্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৮৬॥
দেবব্রাহ্মণসান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্ ।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্ব্বাহ্ণে বৈ শুচিঃ শুচীন্॥৮৭॥
ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ব্রূহীতি পার্থিবম্ ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ ॥৮৮॥
ব্রহ্মঘ্নো যে স্মৃতা লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতো মৃষা ॥৮৯॥
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ত্বয়া কৃতম্ ।
তত্তে সর্ব্বং শুনো গচ্ছেদ্ যদি ব্রূয়াস্ত্বমন্যথা ॥৯০॥
একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং(ক) কল্যাণ মন্যসে ।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥৯১॥
যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ ।
তেন চেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ ॥৯২॥
নগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন(খ) ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ ।
অন্ধঃ শত্রুকুলং(গ) গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥৯৩॥
অবাক্‌শিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বিষী নরকং ব্রজেৎ(ঘ) ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রূয়াৎ পৃষ্টঃ সন্ ধর্ম্মনিশ্চয়ে ॥৯৪॥
অন্ধো মৎস্যানিবাশ্নাতি স নরঃ কণ্টকৈঃ সহ ।
যো ভাষতেঽর্থ-বৈকল্যমপ্রত্যক্ষং সভাং গতঃ ॥৯৫॥
যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে(ঙ) ।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥৯৬॥
যাবতো বান্ধবান্ যস্মিন্ হন্তি সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্ ।
তাবতঃ সংখ্যয়া তস্মিন্ শৃণু সৌম্যানুপূর্ব্বশঃ ॥৯৭॥

না। পাপকারীরা মনে করে যে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু তাহা নহে,—দেবতারা তাহাদিগের পাপ বিশেষরূপে দেখিতে পান এবং তাহাদের দেহস্থিত অন্তরপুরুষও তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় ও ধর্ম—সকল দেহধারীর শুভাশুভ কর্ম জানিয়া থাকেন। ৭৯-৮৬।

প্রাড্‌বিবাক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্ণকালে দেবতা-প্রতিমা-সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে শুচি দ্বিজগণকে সাক্ষ্যপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন;—সেই সাক্ষীরা সে সময়ে উত্তর বা পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া থাকিবে। ৮৭।

ব্রাহ্মণকে "বল", ক্ষত্রিয়কে "সত্য করিয়া বল", বৈশ্যকে "গো, ধান্যাদি বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল" ও শূদ্রকে "সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল" —বর্ণবিশেষে প্রাড্‌বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রীহন্তা, বালকহন্তা, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের যে যে লোকপ্রাপ্তি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে ঐ ঐ লোকপ্রাপ্তি হয়। হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সমুদয় পুণ্য কুক্কুরে গমন করিবে,—যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বল, হে কল্যাণ! তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী আছ, কিন্তু তাহা নহে,—পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ মুনি এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতে-ছেন। এই বৈবস্বত যম—দেব পরমাত্মা, যিনি তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্য কহিলে তাঁহার সহিত তোমার কোন বিবাদ থাকিবে না এবং তুমি নিষ্পাপ হইবে। তাঁহার সহিত নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিলে পাপক্ষালনের জন্য গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্র-গমনে প্রয়োজন নাই। যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ও অন্ধ হইয়া ভিক্ষা-কপাল (শরাব) হস্তে লইয়া শত্রুগৃহে ভিক্ষা করিতে হয়। যে ধর্মনিশ্চয়স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যাকথা বলে, সেই পাপী অধোমুখ হইয়া 'মহান্ধকার' নামক নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি সভায় আহূত হইয়া উৎকোচাদিজনিত সামান্য সুখের লোভে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে ঘটনাকে বিকৃত করিয়া সাক্ষ্য দেয়, সে জানে না যে, সে অন্ধের সকণ্টক

(ক) যত্ত্বং; (খ) কপালী চ; (গ) শত্রুগৃহং; (ঘ) পতেৎ—পা.
(ঙ) নাতিশঙ্কতে—পা.

পঞ্চ পশ্বনৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥৯৮॥
হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্।
সর্ব্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ ॥৯৯॥
অপ্সু ভূমিবদিত্যাহুঃ স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে।
অব্জেষু চৈব রত্নেষু সর্ব্বেষ্বশ্মময়েষু চ ॥১০০॥
এতান্ দোষানবেক্ষ্য ত্বং সর্ব্বাননৃতভাষণে।
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ ॥১০১॥
গোরক্ষকান্ বাণিজিকাংস্তথা কারুকুশীলবান্।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ ॥১০২॥

তদ্বদন্ ধর্ম্মতোঽর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাদ্দৈবীং বাচং বদন্তি তাম্ ॥১০৩॥
শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্ত্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে ॥১০৪॥
বাগ্দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণা নিষ্কৃতিং পরাম্ ॥১০৫॥
কুষ্মাণ্ডৈর্ব্বাপি জুহুয়াদ্ ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।
উদিত্যৃচা বা বারুণ্যা ত্র্যৃচেনাব্দৈবতেন বা ॥১০৬॥
ত্রিপক্ষাদব্রুবন্ সাক্ষ্যমৃণাদিষু নরোঽগদঃ।
তদৃণং প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং দশবন্ধঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥১০৭॥

মৎস্যভোজনের ন্যায় দুঃখময় কার্য্য করিতেছে। যাঁহার বাক্য বলিবার সময় সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী পুরুষ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। দেবতারা ইহলোকে তাহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না, যে যে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যত বান্ধবকে নষ্ট করে, সংখ্যা করিয়া ততগুলি পুরুষ বলিতেছি—হে সৌম্য! শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি পশুবিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, সে পিত্রাদি পাঁচ পুরুষকে নরকগামী করে; অথবা পঞ্চ বান্ধবের হত্যায় যে পাপ জন্মে, সে উক্ত পাপে পাপী হয়। এইরূপ গোবিষয়ে মিথ্যাবাদী,—দশপুরুষকে; অশ্ববিষয়ে মিথ্যা-সাক্ষ্যবাদী একশত পুরুষকে এবং পুরুষবিষয়ে মিথ্যাবাদী সহস্র পুরুষকে নরকগামী করে অথবা তত-পুরুষহত্যার পাপে পাপী হয়। হিরণ্য বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষী; জাত অজাত পুরুষকে নষ্ট করে এবং ভূমি বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষী—সকল প্রাণিহিংসা-দোষে পাপী হয়; অতএব ভূমিবিষয়ে মিথ্যা কথা বলিও না। পুষ্করিণ্যাদি জলবিষয়ে, স্ত্রীর মৈথুনোপভোগে, মুক্তাপাষাণাদি বিষয়ে এবং বৈদূর্য্যাদি মণি-বিষয়ে মিথ্যা বলিলে ভূমি-সম্বন্ধে মিথ্যাবাদীর যে পাপ, সেই পাপ হইয়া থাকে। মিথ্যাকথনে এইসকল দোষ দেখিয়া তুমি কখনও মিথ্যা কহিও না, যাহা দেখিয়াছ ও যাহা শুনিয়াছ, তাহা যথার্থ ভাবে বল। ৯৮-১০১।

গোরক্ষক (যাহারা গোরক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জন করে), বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। যদি বক্ষ্যমাণ স্থানবিশেষে সাক্ষী একপ্রকার জানিয়া ধর্মবুদ্ধিতে অন্যপ্রকার বলে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গহানি হয় না। এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য বলে। ১০২-৩।

যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হইবে, এমত ক্ষেত্রে মিথ্যা কহিতে পারে এবং তখন মিথ্যা-কথন,—সত্য হইতে প্রশস্ত হয়। অত্যন্ত পাপী চৌর বা দস্যু স্থলে ইহা প্রযোজ্য নহে। এরূপ স্থলে মিথ্যাকথাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবে; অথবা ঐ পাপনাশের জন্য যজুর্বেদীয় কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা বহ্নিস্থাপনপূর্বক অগ্নিতে হোম করিবে; অথবা "উদুত্তমং" ইত্যাদি বরুণদেবতার মন্ত্র কিম্বা "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি জলদেবতার ঋক্‌ত্রয় দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ১০৪-৬।

অরোগী থাকিয়া সাক্ষী যদি ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তবে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবী হইবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ দণ্ডরূপে রাজাকে দিতে হইবে। "ঋণ নাই" বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত-জ্ঞাতিমরণ

যস্য দৃশ্যেত সপ্তাহাদুক্তবাক্যস্য সাক্ষিণঃ।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণমৃণং দাপ্যো দমঞ্চ সঃ ॥১০৮॥
অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথো বিবদমানয়োঃ।
ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ(ক)সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ ॥১০৯॥
মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈযবনে নৃপে ॥১১০॥
ন বৃথা শপথং কুর্য্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরো বুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি ॥১১১॥
কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ ॥১১২॥
সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্ব্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥১১৩॥

হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্যনুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে। ১০৭-৮।

পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, প্রাড়্বিবাক উভয় পক্ষের শপথ গ্রহণ করিয়া সত্য নির্ণয় করিবেন। ১০৯।

সপ্তর্ষি ও দেবগণ আত্মশুদ্ধির জন্য শপথ করিয়াছিলেন; বশিষ্ঠ ঋষিও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত পিযবনের পুত্র সুদামা রাজার নিকট শপথ করেন। জ্ঞানী লোক স্বল্প-বিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। বৃথা শপথকারীর ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হয়। ১১০-১১।

"তুমি আমার প্রেয়সী, অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই"—এইরূপে সঙ্গলাভার্থ কামিনীবিষয়ে মিথ্যা শপথ করিলে পাতক হয় না। আমি অন্য বিবাহ করিব না এরূপ স্থলে বিবাহ-বিষয়ে, গরুর ভক্ষ্য-সম্বন্ধে, হোমকাষ্ঠ-সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণরক্ষার্থ মিথ্যাশপথে কোন পাতক নাই। ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা,

(ক) অবিন্দংস্তত্ত্বতঃ—পা.

অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনাং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্॥১১৪॥
যমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্ত্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ ॥১১৫॥
বৎসস্য হ্যভিশস্তস্য পুরা ভ্রাত্রা যবীয়সা।
নাগ্নির্দদাহ রোমাপি সত্যেন জগতঃ স্পৃশঃ ॥১১৬॥
যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌটসাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ।
তত্তৎকার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥১১৭॥
লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
অজ্ঞানাদ্বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥১১৮॥
এষমন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥১১৯॥

কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। ১১২-১৪।

অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রীপুত্রাদির মস্তকস্পর্শে—উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ-সম্বন্ধে সে ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে। "তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রার পুত্র"—এইরূপে কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত বৎস নামে ঋষি আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নি-পরীক্ষা করেন। তিনি সত্যসত্যই শুদ্ধজন্মা ছিলেন বলিয়া জগদ্ব্যাপী অগ্নি তাঁহার একগাছি রোমও দগ্ধ করেন নাই। যে যে বিবাদে মিথ্যাসাক্ষ্য নিশ্চিত প্রকাশ পাইবে, সেই সেই মোকদ্দমায় বিচার অসমাপ্ত থাকিলে প্রাড়্-বিবাক তাহা সম্পন্ন করিবেন। মিথ্যাসাক্ষ্যবলে বিচারে দণ্ড পর্য্যন্ত নির্ণীত হইলে যাহা কিছু কৃত হইয়াছে, তাহা অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে অর্থাৎ পুনরায় পরীক্ষা করা হইবে। ১১৫-১৭।

লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধহেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়, তাহা মিথ্যাসাক্ষ্যরূপে কথিত হয় এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই সাক্ষ্য মিথ্যা সুতরাং অগ্রাহ্য। ১১৮।

লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসম্।
ভয়াদ্দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণম্॥১২০॥
কামাদ্দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ্দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু ॥১২১॥
এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্ মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্ম্মনিয়মায় চ ॥১২২॥
কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
প্রবাসয়েদ্দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ ॥১২৩॥
দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥১২৪॥
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥১২৫॥

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥১২৬॥
অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১২৭॥
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥১২৮॥
বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরম্ ॥১২৯॥
বধেনাপি যদা ত্বেতান্ নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্ব্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ম্ ॥১৩০॥
লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপ্যসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥১৩১॥

ইহার মধ্যে যে কারণবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যে দণ্ড হইবে তাহা যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড হইবে; হোমনিবন্ধন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই শত পণ, ভয়নিমিত্তক মিথ্যাসাক্ষ্যে হাজার পণ দণ্ড এবং স্নেহজন্য মিথ্যাসাক্ষ্যেও সহস্র পণ দণ্ড হইবে। ১১৯-২০।

কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ দণ্ড হইবে, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। সত্যধর্মের পালনজন্য, অধর্মের শাসন জন্য একবার কৌটসাক্ষ্যে (মিথ্যাসাক্ষ্যে) এই সকল দণ্ড মন্বাদিরা বলিয়াছেন। ১২১-২২।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই তিন যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বিধানমত অর্থদণ্ড করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের অর্থদণ্ড না করিয়া নির্বাসন মাত্র করিবে। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ড দিবার দশটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; উহা ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের উপর। পরন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষতশরীরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবে। উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হাত, দুই পা, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, ধন এবং মহাপরাধ স্থলে সমুদয় দেহ—এই দশটী দণ্ডস্থান। ১২৩-২৫।

এইরূপ অপরাধ কতবার করা হইয়াছে, অপরাধ-সম্বন্ধে দেশ-কাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ—এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান করিবেন। ১২৬।

অন্যায়রূপে দণ্ড দিলে জীবিতাবস্থায় যশ ও মরণোত্তর কীর্ত্তি লোপ পায়; এমন কি, পরকালে ইহা অস্বর্গকর হয়; অতএব অন্যায় দণ্ড ত্যাগ করিবে। ১২৭।

যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ড দান করিলে এবং যে দণ্ডযোগ্য, তাহাকে দণ্ড না দিলে,—রাজার মহৎ অপযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। প্রথমে নম্র-বাক্যে শাসন করিবে, তদনন্তর ধিক্কার বা ভৎর্সনা দণ্ড, তৃতীয় ধনদণ্ড এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড করিবে। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডে যদি দুরাত্মা প্রশমিত না হয়, তবে বাগ্দণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত দণ্ডচতুষ্টয়ই উহার উপর প্রয়োগ করিবে। ১২৮-৩০।

তাম্র রৌপ্য ও সুবর্ণের বিশেষ পরিমাণ,—লোক-ব্যবহারে যে যে সংজ্ঞায় কথিত হয়, তাহা বলিতেছি,

জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে ॥১৩২॥
ত্রসরেণবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া (?) লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তা রাজসর্ষপস্তিস্রস্তে ত্রয়ো গৌরসর্ষপঃ ॥১৩৩॥
সর্ষপাঃ ষড়্‌যবো মধ্যস্ত্রিযবন্ত্বেককৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ ॥১৩৪॥
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ।
দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ ॥১৩৫॥
তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতম্।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ ॥১৩৬॥
ধরণানি দশ জ্ঞেয়াঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ ॥১৩৭॥
পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রন্ত্বেব চোত্তমঃ ॥১৩৮॥

শ্রবণ কর। সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে গবাক্ষবিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম যে ধূলিকণা দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরিমাণগণনায় উহা প্রথম গণ্য, উহাকে ত্রসরেণু বলে। ১৩১-৩২।

ঐ ত্রসরেণুর আটগুণে এক লিক্ষা হয়; তার তিনগুণে এক রাজসর্ষপ এবং রাজসর্ষপের তিনগুণে গৌরসর্ষপ হয়। ছয়সর্ষপে এক মধ্যম যব হয়; তিন যবে এক কৃষ্ণল, (রতি) পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষা এবং উহার ষোড়শগুণে এক সুবর্ণ (ভরি) হয়। ১৩৩-৩৪।

চারি সুবর্ণে এক পল হয়; দশ পলে এক ধরণ এবং দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যময় মাষা হয়। ষোড়শ রৌপ্য-মাষায় এক রৌপ্যধরণ বা পুরাণ হয়। এক কার্ষিক বা আশীরতিপরিমিত তাম্রকে পণ বা কার্ষাপণ বলে। ১৩৫-৩৬।

পূর্ব্বোক্ত দশ ধরণে এক রাজত শতমান হয় এবং চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়। উক্ত আড়াই শত পণে এক প্রথম সাহস, পাঁচশত পণে মধ্যম-সাহস এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস হয়। ১৩৭-৩৮।

ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।
অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনম্ ॥১৩৯॥
বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্দ্ধিনীম্।
অশীতিভাগং গৃহ্লীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে ॥১৪০॥
দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী ॥১৪১॥
দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥১৪২॥
ন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ন চাধেঃ কালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ ॥১৪৩॥
ন ভোক্তব্যো বলাদাধির্ভুঞ্জানো বৃদ্ধিমুৎসৃজেৎ।
মূল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ ॥১৪৪॥
আধিশ্চোপনিধিশ্চোভৌ ন কালাত্যয়মর্হতঃ।
অবহার্য্যৌ ভবেতাং তৌ দীর্ঘকালমবস্থিতৌ ॥১৪৫॥

অধমর্ণ 'উত্তমর্ণের ঋণ আমি দিব' বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণ সভাতে স্বীকার করিয়া না দিলে রাজা অধমর্ণকে একশত পণে পঞ্চপণ দণ্ড করিবেন এবং যদি ঐ সভায় গিয়া "ঋণ ধারি নাই" বলিয়া অপলাপ করে অথচ পশ্চাৎ উহা প্রমাণিত হয়, তবে উহাকে শতপণে দশ পণ দণ্ড করিবেন। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ বন্ধকসহিত ঋণস্থলে বশিষ্ঠ-বিহিত বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ প্রতি মাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ গ্রহণ করিবেন। অথবা সাধুদিগের আচার স্মরণ করিয়া বন্ধক-রহিতস্থলে প্রতিমাসে শতকরা দুই পণ সুদ গ্রহণ করিতে পারেন। শতকরা দুই পণ সুদ লইলে অর্থসম্বন্ধে পাপী হইতে হয় না। ১৩৯-৪১।

উত্তমর্ণ এইরূপে স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচ পণ সুদ প্রতি মাসে লইতে পারেন। ১৪২।

যদি ভোগার্থ ভূমি গো বা দাস-দাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ

সম্প্রীত্যা ভুজ্যমানানি ন নশ্যন্তি কদাচন।
ধেনুরুষ্ট্রো বহন্নশ্বো যশ্চ দম্যঃ প্রযুজ্যতে ॥১৪৬॥
যৎকিঞ্চিদ্দশ বর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।
ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি ॥১৪৭॥
অজড়শ্চেদপোগণ্ডো বিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।
ভগ্নং তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্দ্রব্যমর্হতি ॥১৪৮॥
আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি(ক) ॥১৪৯॥
যঃ স্বামিনাননুজ্ঞাতমাধিং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ
তেনার্দ্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৫০॥

টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ চলিবে না; অথবা বহুকাল গত হইলেও উত্তমর্ণ ঐ বন্ধকীয় দ্রব্য অন্যত্র দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি আধি অর্থাৎ বন্ধকীয় দ্রব্য বলপূর্ব্বক ভোগ করিবে না। উত্তমর্ণ যদি ঐ দ্রব্য ভোগ করে, তবে ঋণের সুদ ত্যাগ করিতে হইবে; কিম্বা ভোগ করা হেতু যদি আধির অন্যথা হয়, তবে প্রকৃত মূল্য দিয়া অধমর্ণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে;— যদি না করে, তবে সে আধিচৌর্য্যের দোষে পতিত হইবে। ১৪৩-৪৪।

বন্ধকীভূত দ্রব্য এবং গচ্ছিত বস্তু যখনই চাহিবে, তখনই দিতে হইবে—কাল-বিলম্ব করিবে না, দীর্ঘকাল থাকিলেও তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। দুগ্ধবতী গাভী, উষ্ট্র, আরোহণ করিবার জন্য অশ্ব, দমনার্থ প্রদত্ত বৃষাদি পশু এবং অপরাপর বস্তু যাহা প্রীতিবশতঃ ভোগ করিতে দেওয়া হয়—দীর্ঘকাল ভোগ করিলেও স্বামীর স্বত্ব ইহাদের উপরে কদাচ নষ্ট হয় না। ১৪৫-৪৬।

ধনী, আপনার সমক্ষে অন্য কর্ত্তৃক কোন বস্তু দশ বৎসর যাবৎ উপভুক্ত হইতেছে দেখিয়া, যদি কিছু না বলেন, তবে সেই বস্তুতে তাঁহার স্বত্ব নাশ হয়। ভোক্তার স্বত্ব জন্মায়। ধনী যদি জড় না হয়, পৌগণ্ড অর্থাৎ ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক না হয় অথচ দ্রব্যটি যদি তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে থাকিয়া তত উপভুক্ত হইয়া থাকে,

(ক) রাজস্বং শ্রোত্রিয়দ্রব্যং নোপভোগেন জীর্য্যতে—পা.

কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাম্ ॥১৫১॥
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি ॥১৫২॥
নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চাদৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকা চ যা ॥১৫৩॥
ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াম্।
স দত্ত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ ॥১৫৪॥
অদর্শয়িত্বা তত্রৈব হিরণ্যং পরিবর্ত্তয়েৎ।
যাবতী সম্ভবেদ্ বৃদ্ধিস্তাবতীং দাতুমর্হতি ॥১৫৫॥

তবে ব্যবহারমতে ধনস্বামীর স্বত্ব উহাতে নষ্ট হইবে এবং ঐ দ্রব্যটী ভোক্তার হইবে। আধি অর্থাৎ বন্ধক ক্ষেত্রাদির সীমা, নাবালকের ধন, নিক্ষেপ অর্থাৎ গণিত জ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, উপনিধি অর্থাৎ আবরণ মধ্যস্থিত, অগণিত, মুদ্রাযুক্ত (শিলাকর) অজ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, রাজধন এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের ধন—এ সকল বস্তুর স্বত্ব ভোগে নষ্ট হয় না। যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি, স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করে, তাঁহাকে তজ্জন্য নিয়মিত বৃদ্ধির অর্দ্ধেক বৃদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। ১৪৭-৫০।

যদি মাসে মাসে বা দিন দিন সুদ না লইয়া, সুদে-আসলে একেবারে লইতে হয়, তবে ঐ সুদ মূল ধনের দ্বিগুণের বেশী হইবে না। ধান্য, সদ অর্থাৎ বৃক্ষফল, উর্ণাদিলোম ও বলীবর্দ্দাদিতে মূলের বৃদ্ধি (সুদ) পাঁচগুণ লইতে পারে, অধিক লইতে পারে না। ১৫১।

শাস্ত্রানুসারে অধিক হারে সুদ লওয়া সিদ্ধ নয়; এরূপ অধিক হারে সুদ-গ্রহণকে পণ্ডিতেরা কুসীদপথ (কুৎসিত পথ) বলিয়া নিন্দা করেন। উত্তমর্ণ এরূপ সুদ শতকরা পাঁচের ঊর্দ্ধ লইতে পারে না। এক মাস, দুই মাস বা তিন মাস অন্তর একেবারে সুদ লইব, এই নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সুদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয়; কিম্বা অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করা উচিত নয়। চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ; কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূলের দ্বিগুণের

চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।
অতিক্রামন্ দেশকালৌ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৬॥
সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥১৫৭॥
যো যস্য প্রতিভূস্তিষ্ঠেদ্দর্শনায়েহ মানবঃ।
অদর্শয়ন্ স তং তস্য প্রযচ্ছেৎ স্বধনাদৃণম্ ॥১৫৮॥
প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি ॥১৫৯॥
দর্শনপ্রাতিভাব্যে তু বিধিঃ স্যাৎ পূর্ব্বচোদিতঃ।
দানপ্রতিভুবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ ॥১৬০॥

অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণম্।
পশ্চাৎপ্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেৎ কেন হেতুনা ॥১৬১॥
নিরাদিষ্টধনশ্চেত্তু প্রতিভূঃ স্যাদলংধনঃ।
স্বধনাদেব তদ্দদ্যান্নিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ ॥১৬২॥
মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা।
অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥১৬৩॥
সত্যা ন ভাষা ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা।
বহিশ্চেদ্ভাষ্যতে ধর্ম্মান্নিয়তাদ্ব্যাবহারিকাৎ ॥১৬৪॥
যোগাধমেন বিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎ সর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥১৬৫॥

অধিক বৃদ্ধি, কারিত অর্থাৎ অধমর্ণ আপৎকালে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং কায়িকা বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় বাহনদোহনাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি—এই চারি প্রকার বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। যে অধমর্ণ ঋণদানে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার লেখ্যপত্র লিখিতে ইচ্ছা করে, সে দেয় সমুদয় সুদ উত্তমর্ণকে প্রদান করিয়া লেখ্যপত্র করিয়া দিবে। যদি সমুদয় বৃদ্ধি না দিতে পারে, তবে যত বৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, তাহা এবং মূল একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার লেখ্য করিয়া দিবে। যদি কোন ব্যক্তি দেশ কালের ব্যবস্থায় কাহারও সহিত চক্রবৃদ্ধির চুক্তি করে, অর্থাৎ তোমার দ্রব্য বারাণসী পর্য্যন্ত আমি শকট দ্বারা বহন করিয়া দিব অথবা একমাস পর্য্যন্ত তোমার দ্রব্য বহন করিব, এরূপ চুক্তি দ্বারা ন্যায্য ভাড়া অপেক্ষা অধিক ভাড়া চাহে, অথচ সে যদি যথাদেশে এবং যথাকালে দ্রব্য নিরাপদে পৌঁছাইতে না পারে, তবে সে অধিক বৃদ্ধি পাইবে না। ১৫২-৫৬।

স্থলপথ বা জলপথে গমনকুশল বণিকেরা দেশের দূরত্ব ও কালের পরিমাণ ও লাভ বিচার করিয়া- এরূপ স্থলে যে ভাড়া নির্ণয় করিবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। ১৫৭।

যে যাহার দর্শন-প্রতিভূ অর্থাৎ হাজির-জামিন থাকিবে, সে যদি যথাকালে অধমর্ণকে উপস্থিত করিয়া না দিতে পারে, তবে উত্তমর্ণের ঋণ প্রতিভূকে দিতে হইবে। দর্শন-প্রতিভূ হেতু ধন দিতে হইলে, বৃথাদান অর্থাৎ ভণ্ড-প্রভৃতিকে পরিহাস-নিমিত্ত দান, দ্যূতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ—পিতার এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না। দর্শন-প্রতিভূ সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিতবিধি; কিন্তু দানপ্রতিভূ অর্থাৎ মালজামিন সম্বন্ধে বিধান এই যে, পিতা মাল-জামিন থাকিয়া মরিয়া গেলে পুত্রাদি দায়াদগণকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। যদি দর্শন-প্রতিভূ বা প্রত্যয়-প্রতিভূ মরিয়া যায়, তবে উহাদিগের পুত্র কি ঐ ঋণ দিবে? উত্তর এই যে—যদি দর্শন-প্রতিভূ বা প্রত্যয়-প্রতিভূ অধমর্ণের নিকট হইতে ঋণ-শোধনের উচিত ধন গ্রহণ করিয়া প্রতিভূ হইয়া মরে, তবে উহাদিগের পুত্র ঐ ধন হইতে উত্তমর্ণের ঋণ অবশ্য দিবে। ১৫৮-৬২।

মত্তাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত, ইহাদের কৃত ঋণ এবং দাসাদি অধীন, নাবালক, অশীতিবর্ষাদি বৃদ্ধ, ইহারা নিযুক্ত না হইয়া আপন ইচ্ছায় যে ঋণ করিবে তাহা ব্যবহারসিদ্ধ নহে। "ইহা আমি করিব" এই বাক্য যদি লেখ্যাদি দ্বারা স্থির করে, আর যদি উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে উহা সত্য হইবে না। ১৬৩-৬৪।

যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয়, দান ও প্রতিগ্রহ ঘটে অথবা ছলে নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য কৃত হয়, সেই সমুদয় ক্ষেত্রে প্রাড়্বিবাক বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন।

গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ ॥১৬৬॥
কুটুম্বার্থেঽধ্যধীনোঽপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ(ক) ॥১৬৭॥
বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্।
সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্ মনুরব্রবীৎ ॥ ১৬৮॥
ত্রয়ং পরার্থে ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলম্।
চত্বারস্তূপচীয়ন্তে বিপ্র আঢ্যো বণিঙ্নৃপঃ ॥১৬৯॥
অনাদেয়ং নাদদীত পরিক্ষীণোঽপি পার্থিবঃ।
ন চাদেয়ং সমৃদ্ধোঽপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ ॥১৭০॥
অনাদেয়স্য চাদানাদাদেয়স্য চ বর্জনাৎ।
দৌর্বল্যং খ্যাপ্যতে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ নশ্যতি॥১৭১॥

যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্বাদি পোষণের জন্য ঋণ করিয়া মরে, তবে অবিভক্ত বা বিভক্ত পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে। ১৬৫-৬৬।

কুটুম্বভরণ-পোষণের জন্য যদি দাসও ঋণ করে, তবে ধনস্বামী দেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, তাঁহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু লেখিত হয়,—বলপূর্ব্বক যাহা কিছু কৃত হয়, সে সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ—ইহা মনু বলিয়াছেন। ১৬৭-৬৮।

সাক্ষী, জামিন, স্বজন (ব্যবহারদর্শী মধ্যস্থ) এই তিন জন পরার্থে ক্লেশ পায়; আর বিপ্র, উত্তমর্ণ, বণিক্ ও রাজা—এই চারিজন পর হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ইহাদিগকে বলপূর্বক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। ১৬৯।

রাজা পরিক্ষীণ হইলেও যাহা লইবার নয়, তাহা প্রজা হইতে লইবেন না এবং অতিশয় ধনাঢ্য হইলেও অল্পবস্তুও পরিত্যাগ করিবেন না। ১৭০।

অগ্রাহ্য-গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করিলে রাজার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়—তাঁহার ইহ ও পর উভয় লোকই নষ্ট হয়। ন্যায্য ধন গ্রহণ-হেতু এবং সঙ্করবর্ণ হইতে প্রজারক্ষা ও বলবান্ হইতে দুর্ব্বলের রক্ষাহেতু রাজার

(ক) বিধারয়েৎ—পা.

স্বাদানাদ্বর্ণসংসর্গাৎ ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সংজায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে ॥১৭২॥
তস্মাদ্ যম ইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্ত্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৭৩॥
যস্ত্বধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ ॥১৭৪॥
কামক্রোধৌ তু সংযম্য যোঽর্থান্ ধর্ম্মেণ পশ্যতি।
প্রজাস্তমনুবর্ত্তন্তে সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ ॥১৭৫॥
যঃ সাধয়ন্তং ছন্দেন বেদয়েদ্ধনিকং নৃপে।
স রাজ্ঞা তচ্চতুর্ভাগং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্ ॥১৭৬॥
কর্ম্মণাপি সমং কুর্য্যাদ্ধনিকায়াধমর্ণিকঃ।
সমোঽবকৃষ্টজাতিস্তু দদ্যাচ্ছ্রেয়াংস্তু তচ্ছনৈঃ* ॥১৭৭॥

বল বৃদ্ধি পায়, তিনি ইহ ও পর উভয় লোকেই বৃদ্ধিযুক্ত থাকেন। সেইজন্য রাজা যমের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া প্রিয়াপ্রিয় পরিত্যাগপুরঃসর যমবৃত্তি অর্থাৎ সর্বত্র সমান ব্যবহার অবলম্বন করিবেন। ১৭১-৭৩।

যে রাজা মোহবশতঃ অধর্ম দ্বারা ব্যবহার-কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, ঐ দুরাত্মাকে শত্রুরা অচিরাৎ নিগ্রহ করে। কাম ক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্মতঃ ব্যবহার-নিষ্পত্তি করেন, নদীসকল যেমন সমুদ্রের অনুগামী হয়, প্রজারাও তদ্রূপ তাঁহার অনুগামী হয়। উত্তমর্ণ অধমর্ণ হইতে স্বেচ্ছামতে আত্মধন আদায় করিতেছে—ইহাতে অধমর্ণ 'আমি রাজার প্রিয়' এই গর্বে যদি উত্তমর্ণের নামে রাজার নিকট নালিশ উত্থাপন করে, তবে রাজা উহাকে ঋণের চতুর্থভাগ দণ্ড করিবেন এবং ঋণও দেওয়াইবেন। অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের স্বজাতি বা নিকৃষ্টজাতি হয়, তবে অসমর্থ পক্ষে শারীরিক শ্রম দ্বারাও উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করিবে; উৎকৃষ্ট জাতীয় অসমর্থ অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণ তাহার আয় অনুসারে অল্পে অল্পে ঋণ আদায় করিবে। ১৭৪-৭৭।

* পুস্তকবিশেষে 'কর্মণাপি' ইত্যাদি ১৭৭ শ্লোক স্থলে নিম্নস্থ শ্লোক দেখা যায়; যথা—
'অথ শক্তিবিহীনঃ স্যাদৃণী কালবিপর্য্যয়াৎ।
প্রেক্ষ্যশ্চ তমৃণং দাপ্যঃ কালে দেশে যথোদয়ম্'।

অনেন বিধিনা রাজা মিথো বিবদতাং নৃণাম্।
সাক্ষিপ্রত্যয়সিদ্ধানি কার্য্যাণি সমতাং নয়েৎ ॥১৭৮॥
কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্য্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্বুধঃ ॥১৭৯॥
যো যথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥১৮০॥
যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্তুর্ন প্রযচ্ছতি।
স যাচ্যঃ প্রাড়্বিবাকেন তন্নিক্ষেপ্তুরসন্নিধৌ ॥১৮১॥
সাক্ষ্যভাবে প্রণিধিভির্বয়োরূপসমন্বিতৈঃ।
অপদেশৈশ্চ সংন্যস্য হিরণ্যং তস্য তত্ত্বতঃ ॥১৮২॥
স যদি প্রতিপদ্যেত যথান্যস্তং যথাকৃতম্।
ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চিদ্ যৎ পরৈরভিযুজ্যতে ॥১৮৩॥
তেষাং ন দদ্যাদ্ যদি তু তদ্ধিরণ্যং যথাবিধি।
উভৌ নিগৃহ্য(ক) দাপ্যঃ স্যাদিতি ধর্ম্মস্য ধারণা॥১৮৪॥

নিক্ষেপোপনিধী নিত্যং ন দেয়ৌ প্রত্যনন্তরে।
নশ্যতো বিনিপাতে তাবনিপাতে ত্বনাশিনৌ ॥১৮৫॥
স্বয়মেব তু যো দদ্যান্মৃতস্য প্রত্যনন্তরে।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যো(খ) ন নিক্ষেপ্তুশ্চ বন্ধুভিঃ ॥১৮৬॥
অচ্ছলেনৈব চান্বিচ্ছেৎ তমর্থং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
বিচার্য্য তস্য বা বৃত্তং সাম্নৈব পরিসাধয়েৎ ॥১৮৭॥
নিক্ষেপেষ্বেষু সর্ব্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে(গ)।
স-মুদ্রে নাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদ্ যদি তস্মান্ন সংহরেৎ ॥১৮৮॥
চৌরৈর্হৃতং জলেনোঢ়মগ্নিনা দগ্ধমেব বা।
ন দদ্যাদ্ যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন ॥১৮৯॥
নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারমনিক্ষেপ্তারমেব চ।
সর্ব্বৈরুপায়ৈরন্বিচ্ছেচ্ছপথৈশ্চৈব বৈদিকৈঃ ॥১৯০॥
যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমং দমম্॥১৯১॥

রাজা পরস্পর বিবদমান লোকের মধ্যে উক্ত বিধি অনুসারে সাক্ষী ও শপথাদিসিদ্ধ ব্যবহার কার্য্যসকল নিষ্পত্তি করিবেন। সৎকুলজাত, সদাচারী ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সরলস্বভাব ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান্ লোক ধন গচ্ছিত রাখিবেন। ১৭৮-৭৯।

যে ব্যক্তি যেরূপে (মুদ্রারহিত বা মুদ্রাসহিত, সসাক্ষিক বা সাক্ষিরহিত ভাবে) যাহার হস্তে যে দ্রব্য (সুবর্ণাদি) ঐরূপে দিবে; সমর্পণ যেরূপ হইবে, গ্রহণও সেইরূপ হওয়া চাই। নিক্ষেপকারী চাহিলে পর গচ্ছিত দ্রব্য যে না দেয়, নিক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে প্রাড়্বিবাক তাহার এইরূপ বিচার করিবেন; সাক্ষীর অভাবে বয়স্ক ও রূপবান্ চর দ্বারা প্রাড়্বিবাক ছলক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করাইবেন। পরে নিক্ষেপকারী চর প্রার্থনা করিলে পর সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যেরূপে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল; সেইরূপে এবং সেইভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই—ইহা বুঝিতে হইবে। আর যদি ঐ চরদিগের নিক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে নিগ্রহ করিয়া রাজা উহা হইতে উভয় নিক্ষেপই দেওয়াইবেন। নিক্ষেপ গণিত ও জাত গচ্ছিত দ্রব্য ও উপনিধি অগণিত ও অজ্ঞাত মুদ্রাঙ্কিত আবরণে রক্ষিত গচ্ছিত ধন গচ্ছিতকারীর বর্ত্তমানে তাহার পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারীর হস্তে দিতে নাই। কারণ পুত্রাদি যদি না-ই দেয়, বা তাহাদের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত ঐ দ্রব্য নষ্ট হইল। মৃত নিক্ষেপ্তার পুত্রাদি উত্তরাধিকারীর নিকট যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া প্রত্যর্পণ করে, রাজা বা নিক্ষেপ্তার বন্ধুবর্গ তাহার নিকট আরও অন্য বস্তু আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারিবে না। যদি এমন অনুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপট ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতিসহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই গচ্ছিতরক্ষাকারীর চরিত্র বিচার করত সান্ত্বনাবাক্যে কার্য্য সাধন করিবেন। ১৮০-৮৭।

সমুদয় নিক্ষেপ প্রাপ্তির এই বিধি কথিত হইল; মুদ্রাঙ্কিত উপনিধি যদি যথামুদ্রা প্রত্যর্পণ করা যায়, অথবা তাহার ভিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিতরক্ষাকারীর কোন দোষ হয় না।

(ক) নিগৃহ্যোভয়ে—পা.

(খ) নিযোক্তব্যো; (গ) পরিশোধনে—পা.

নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারং তৎসমং দাপয়েদ্দমম্ ।
তথোপনিধিহর্ত্তারমবিশেষেণ পার্থিবঃ ॥১৯২॥
উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ ।
সসহায়ঃ স হন্তব্যঃ প্রকাশং বিবিধৈর্বধৈঃ ॥১৯৩॥
নিক্ষেপো যঃ কৃতো যেন যাবাংশ্চ কুলসন্নিধৌ ।
তাবানেব স বিজ্ঞেয়ো বিব্রুবন্ দণ্ডমর্হতি ॥১৯৪॥
মিথো দায়ঃ কৃতো যেন গৃহীতো মিথ এব বা ।
মিথ এব প্রদাতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥১৯৫॥
নিক্ষিপ্তস্য ধনস্যৈবং প্রীত্যোপনিহিতস্য চ ।
রাজা বিনির্ণয়ং কুর্য্যাদক্ষিণ্বন্ ন্যাসধারিণম্ ॥১৯৬॥

উহার ভিতর হইতে যদি নিজে কিছু গ্রহণ না করে, কিন্তু চোরে চুরি করে, জল দ্বারা দেশান্তরে নীত হয় বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তবে গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় না। নিক্ষেপের অপহরণকারীর এবং নিক্ষেপ না করিয়া যে নিক্ষেপের দাবী করে তাহার, রাজা বৈদিক শপথাদি দ্বারা এবং সমুদয় উপায়ের দ্বারা সত্য নিরূপণ করিবেন। যে নিক্ষেপ অর্পণ করে না, আর যে নিক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে,—রাজা ঐ উভয়কেই স্বুবর্ণমুক্তাপ্রভৃতি বিষয়ে চোরের ন্যায় শাসন করিবেন অথবা অল্পমূল্য তাম্রাদি বিষয়ে গচ্ছিত দ্রব্যানুযায়ী অর্থদণ্ড করিবেন। নিক্ষেপ ও উপনিধির অপহরণকারীকে এবং গচ্ছিত না করিয়া উহার দাবীকারীকে নির্ব্বিশেষে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য সমান দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতারণাদি (ওহে! রাজা তোমার উপর রুষ্ট, তোমাকে রক্ষা করিব - আমাকে কিছু দাও "এইরূপ মিথ্যা ভয় দেখাইয়া) দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে এবং তাহার ঐ কার্য্যে সাহায্যকারীদিগকে বিবিধ-উপায়ে শাস্তি দিবেন অথবা বধদণ্ড দান করিবেন। ১৮৮-৯৩।

মহাজনের নিকটে যে ব্যক্তি যত পরিমাণ স্বুবর্ণাদি দ্রব্য সাক্ষী করিয়া গচ্ছিত রাখে, পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটিলে সাক্ষিবাক্যে উহার পরিমাণ নির্ণীত হয়। সে অন্যরূপ বলিলে দণ্ডনীয় হইবে। ১৯৪।

নির্জ্জনে গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং নির্জ্জনে গচ্ছিত লইয়াছে,—এমত স্থলে নির্জ্জনেই গচ্ছিত প্রত্যর্পণ

বিক্রীণীতে পরস্য স্বং যোঽস্বামী স্বাম্যসম্মতঃ ।
ন তং নয়েত সাক্ষ্যন্তু স্তেনমস্তেনমানিনম্ ॥১৯৭॥
অবহার্য্যো ভবেচ্চৈব সান্বয়ঃ ষট্শতম্ দমম্ ।
নিরন্বয়োঽনপসরঃ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্ ॥১৯৮॥
অস্বামিনা কৃতো যস্তু দায়ো বিক্রয় এব বা ।
অকৃতঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ব্যবহারে যথা স্থিতিঃ ॥১৯৯॥
সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ ॥২০০॥
বিক্রয়াদ্ যো ধনং কিঞ্চিদ্ গৃহ্ণীয়াৎ কুলসন্নিধৌ ।
ক্রয়েণ স বিশুদ্ধং হি ন্যায়তো লভতে ধনম্ ॥২০১॥

করিবে: যেমন গ্রহণ তেমনই প্রত্যর্পণ। নিক্ষিপ্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক উপনিহিত দ্রব্যের নির্ণয়স্থলে রাজা গচ্ছিতধারীকে কিছুমাত্র পীড়া বা ক্ষোভ না দিয়া নির্ণয় করিবেন। ১৯৫-৯৬।

যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে, রাজা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না অর্থাৎ কোনও বিষয়ে উহার সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে না। নিজেকে সে অচোর মনে করে, কিন্তু চোর বটে। উক্ত অস্বামী বিক্রেতা যদি দ্রব্য-স্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তবে উহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবে; আর যদি দ্রব্য-স্বামীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকে, তবে উহাকে চৌরদণ্ড দিবে। ১৯৭-৯৮।

অস্বামী ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে দান বা বিক্রয়,—ব্যবহার-স্থিতিতে তাহা অসিদ্ধ জানিবে। যেখানে ভোগ (দখল) দেখা যাইতেছে, কিন্তু ক্রয় প্রতিগ্রহাদির কোন আগম (লিখিত প্রমাণ বা দলিল নাই) সে স্থলে উক্ত ভোগ প্রমাণ হইবে না, (মূল ব্যক্তির) আগমই প্রমাণ। ১৯৯-২০০।

বিক্রয়যোগ্য দেশে অনেকের সমক্ষে যথার্থমূল্যে যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে, সে ক্রয় বিশুদ্ধ হইবে। যদি ক্রেতা মরণ বা দেশান্তরগমননিবন্ধন বিক্রেতাকে দর্শাইতে না পারে, অথচ ক্রেতা প্রকাশ্য ক্রয়হেতু শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে অস্বামি-দ্রব্য-ক্রয়নিমিত্ত ক্রেতা দণ্ডনীয় হইবে

অথ মূলমনাহার্য্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্ ॥২০২॥
নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি।
ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতম্ ॥২০৩॥
অন্যাং চেদ্দশয়িত্বান্যা বোঢ়ুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ ॥২০৪॥
নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি ॥২০৫॥
ঋত্বিগ্ যদি বৃতো যজ্ঞে স্বকর্ম্ম পরিহাপয়েৎ।
তস্য কর্ম্মানুরূপেণ দেয়োঽংশঃ সহ কর্ত্তৃভিঃ ॥২০৬॥
দক্ষিণাসু চ দত্তাসু স্বকর্ম্ম পরিহাপয়ন্।
কৃৎস্নমেব লভেতাংশমন্যেনৈব চ কারয়েৎ ॥২০৭॥

না; কিন্তু উক্ত দ্রব্য উহার স্বামী প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে দ্রব্যস্বামী অর্দ্ধমূল্য ক্রেতাকে দিয়া আপনার দ্রব্য লইবেন। ২০১-২।

এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে না, অসার দ্রব্যকে সার বলিয়া বিক্রয় করিবে না; ওজনে কম দিবে না, বা দূরে লুক্কায়িত রাখিয়া কিংবা রংয়ে রূপ আবৃত করিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ২০৩।

যদি কেহ কন্যাপণ-ব্যবস্থাকালে উত্তমা কন্যা দেখাইয়া বিবাহ সময়ে অন্য এক নিকৃষ্ট কন্যা বরকে প্রদান করে, তবে বর ঐ এক শুল্কে উভয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে—ইহা মনু বলিয়াছেন। উন্মত্তা, কুষ্ঠাদি-রোগগ্রস্তা এবং যাহার সহিত পুরুষসম্পর্ক হইয়াছে—সেই কন্যার—এ সকল দোষ বিবাহের পূর্ব্বে না বলিয়া যে সম্প্রদান করে, সে দণ্ডনীয় হইবে। ২০৪-৫।

এইবার সম্ভূয়-সমুত্থান নামক বিবাদ-পদ বলা হইতেছে। যজ্ঞে বৃত হইয়া ঋত্বিক্ যদি রোগাদিবশে আরব্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে আরব্ধ কার্য্য যতদূর করিয়াছেন,—সেই অনুসারে তাঁহাকে অন্যান্য ঋত্বিক্‌সহ প্রাপ্য দক্ষিণার অংশ দিতে হইবে। ২০৬।

দক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া কোন রোগাদি কারণবশতঃ যদি কেবল শেষকার্য্য না করেন, তবে তিনি

যস্মিন্ কর্ম্মণি যাস্তু স্যুরুক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ।
স এব তা আদদীত(ক) ভজেরন্ সর্ব্ব এব বা ॥২০৮॥
রথং হরেত চাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মাধানে(খ) চ বাজিনম্।
হোতা বাপি হরেদশ্বমুদ্গাতা চাপ্যনঃ ক্রয়ে ॥২০৯॥
সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে।
তৃতীয়িনস্তৃতীয়াংশাশ্চতুর্থাংশাশ্চ পাদিনঃ ॥২১০॥
সম্ভূয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা ॥২১১॥
ধর্ম্মার্থং যেন দত্তং স্যাৎ কস্মৈচিদ্ যাচতে ধনম্(গ)।
পশ্চাচ্চ ন তথা তৎ স্যান্ন দেয়ং তস্য তদ্ভবেৎ ॥২১২॥

উক্ত সমাপ্ত যজ্ঞের দক্ষিণা পাইবেন, কিন্তু অবশিষ্ট কার্য্য উঁহাকে অন্য দ্বারা করাইতে হইবে। ২০৭।

অগ্নির আধানাদি কার্য্যে এক এক অঙ্গের বিশেষ বিশেষ দক্ষিণা শাস্ত্রে কথিত আছে, যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গকর্ম্ম সমাধা করিবে, ঐ ব্যক্তি ঐ দক্ষিণা পাইবে, না সকলে ভাগ করিয়া দক্ষিণা লইবে? উত্তর এই যে, কোন কোন বেদশাখীর আধানকর্ম্মে কথিত হইয়াছে যে, অধ্বর্য্যু রথ প্রাপ্ত হইবেন; ব্রহ্মা ও হোতা অশ্ব, উদ্গাতা সোমবাহন শকট প্রাপ্ত হইবেন। ২০৮-৯।

জ্যোতিষ্টোম-প্রকৃতির যাগবিশেষে যে এক শত গো দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহা ষোলজন ঋত্বিকের মধ্যে ভাগ করিতে হইলে এইরূপে ভাগ হইবে;—ষোড়শ ঋত্বিকের মধ্যে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা—এই চারিজন প্রধান ইঁহারা অষ্টচত্বারিংশৎ গো দক্ষিণা পাইবেন অর্থাৎ প্রত্যেকে দ্বাদশটী করিয়া গরু পাইবেন। মৈত্রাবরুণ, প্রতিপ্রস্তোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও প্রস্তোতা—ইঁহারা মুখ্য ঋত্বিকের অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইবেন অর্থাৎ প্রত্যেকে ছয়টি করিয়া গো দক্ষিণা পাইবেন। অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, অগ্নীধ্র ও প্রতিহর্ত্তা—ইঁহারা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয় অংশভাগী অর্থাৎ প্রত্যেকে চারি চারি গো দক্ষিণা

(ক) স এব পরিক্রীণীতে; (খ) ব্রহ্মাধানে—পা.
(গ) কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দত্তং ধর্মায় যদ্ ভবেৎ—পা.

যদি সংসাধয়েৎ তত্তু দর্পাল্লোভেন বা পুনঃ।
রাজ্ঞা দাপ্যঃ সুবর্ণং স্যাৎ তস্য স্তেয়স্য নিষ্কৃতিঃ ॥২১৩॥

দত্তস্যৈষোদিতা ধর্ম্ম্যা যথাবদনপক্রিয়া।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বেতনস্যানপক্রিয়াম্ ॥২১৪॥

ভৃতো নার্ত্তো ন কুর্য্যাদ্ যো দর্পাৎ কর্ম্ম যথোদিতম্।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যষ্টৌ ন দেয়ং চাস্য বেতনম্ ॥২১৫॥

আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎ স্বস্থঃ সন্ যথাভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনম্ ॥২১৬॥

যথোক্তমার্ত্তঃ স্বস্থো বা যস্তৎ কর্ম্ম ন কারয়েৎ।
ন তস্য বেতনং দেয়মল্পোনস্যাপি কর্ম্মণঃ ॥২১৭॥

এষ ধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো বেতনাদানকর্ম্মণঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মং সময়ভেদিনাম্ ॥২১৮॥

যো গ্রামাদেশসঙ্ঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদম্।
বিসংবদেন্নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ ॥২১৯॥

নিগৃহ্য দাপয়েচ্চৈনং সময়ব্যভিচারিণম্।
চতুঃসুবর্ণান্ ষড়্নিষ্কাংশ্তমানঞ্চ রাজতম্ ॥২২০॥

এতৎ(ক) দণ্ডবিধিং কুর্য্যাদ্ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
গ্রামজাতিসমূহেষু সময়ব্যভিচারিণাম্ ॥২২১॥

ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিদ্ যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
সোঽন্তর্দ্দশাহাৎ তদ্ দ্রব্যং দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা ॥২২২॥

পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যান্নাপি দাপয়েৎ।
আদদানো দদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ॥২২৩॥

পাইবেন ; এবং গ্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা ও সুব্রহ্মণ্য—এই চারিজন মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থভাগী হইবেন ; অর্থাৎ তিন তিনটী করিয়া গো দক্ষিণা পাইবেন। যাঁহারা সম্ভূয়-সমুত্থান অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া একত্র কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের পরস্পরের অংশও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরূপণ করিবে। এক্ষণে দত্তানপকর্ম বা দত্তাপ্রদানিক নামক বিবাদপদ বলা হইতেছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রার্থীকে কিঞ্চিৎ ধন দেয় বা দিতে প্রতিশ্রুত হয়, যাচক যদি ধন পাইয়া ঐ কার্য্য না করে, তবে দত্তবস্তু পুনরায় উহার নিকট হইতে লইবে বা প্রতিশ্রুত বস্তু দিবে না। ২১০-১২।

যদি যাচক লোভ বা মোহ বশতঃ প্রদত্তধন দাতাকে ফিরাইয়া না দেয়, তবে রাজা উহাকে ঐ চৌর্য্যের নিমিত্ত এক সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। দত্তের অনপক্রিয়ার কথা বলা হইল, এক্ষণে বেতনের অনপক্রিয়ার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। (বেতনাদান বিবাদপদ) যে ভৃত্য সুস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য দর্পবশতঃ না করে, রাজা তাহাকে আট কৃষ্ণল সুবর্ণ দণ্ড করিবেন এবং উহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বেতন দেওয়াইবেন না। ২১৩-১৫।

কিন্তু যদি সে যথার্থ পীড়িত হয় এবং পীড়া সারিলে পর অঙ্গীকৃত কার্য্য সমাধা করে, তবে সে অনেক কালের প্রাপ্য বেতনও পাইবে। আর্ত্তই হউক আর সুস্থই হউক, যদি অঙ্গীকৃত কার্য্য নিজে বা অপরের দ্বারা সমাধা না করে, অথবা যদি সেই কর্ম্মের অল্পও অবশেষ থাকে, তথাপি সে কিছুই বেতন পাইবে না ২১৬-১৭।

বেতনদান সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বিধি বলা হইল ; এক্ষণে সংবিদ্ব্যতিক্রম বা প্রতিজ্ঞাভেদ-সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। যে স্থানে গ্রামবাসী বা দেশবাসী বণিক্ প্রভৃতি সঙ্ঘ সকলে একত্র হইয়া কোন বিষয়ে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে স্থলে যদি কেহ লোভ বশতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার অতিক্রম করে, তবে রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন কিংবা ঘটনা বুঝিয়া রাজা ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিগৃহীত করিয়া ছয় নিষ্ক বা চারি সুবর্ণ ও রজত শতমান অর্থাৎ তিনশত বিংশতি রতি রজত দণ্ড করিবেন। ধার্ম্মিক রাজা গ্রাম বা জাতি-সমূহের মধ্যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর এইরূপ দণ্ড বিধান করিবেন। (এক্ষণে ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় নামক বিবাদপদ বলা হইতেছে) ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশদিনের মধ্যে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারে। কিন্তু দশ দিন পরে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। যদি বলপূর্ব্বক ফিরাইরা দেয় বা লয়, তবে রাজা তাহাকে ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন। ২১৮-২৩।

(ক) এবং—পা.

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিং পণান্ ॥২২৪॥
অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রুয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্ ॥২২৫॥
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥২২৬॥
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥২২৭॥
যস্মিন্ যস্মিন্ কৃতে কার্য্যে যস্যেহানুশয়ো ভবেৎ।
তমনেন বিধানেন ধর্ম্যে পথি নিবেশয়েৎ ॥২২৮॥
পশুষু স্বামিনাঞ্চৈব পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে।
বিবাদং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ধর্ম্মতত্ত্বতঃ ॥২২৯॥

উন্মাদাদি দোষবিশিষ্টা কন্যার দোষ প্রথমে উল্লেখ না করিয়া যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তবে, রাজা স্বয়ং উহাকে ছিয়ানব্বই পণ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি দ্বেষ-প্রযুক্ত কোন কন্যাকে "এই কন্যা ক্ষতযোনি"--"এই কন্যা কুমারী নহে",—এই বলিয়া দোষ দেয় এবং পরে তাহা প্রমাণ করিতে না পারে; রাজা তাহাকে একশত পণ দণ্ড করিবেন। ২২৪-২৫।

বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে- কুত্রাপি অকন্যা অর্থাৎ ক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে;-কারণ তাহারা ধর্মক্রিয়ার বহির্ভূত। ২২৬।

বৈবাহিক মন্ত্র সকলই ভার্য্যাত্বের নিশ্চয়কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন। যে যে কার্য্য কৃত হইলে পশ্চাত্তাপ হয় অর্থাৎ তাহা অকৃত করিতে চেষ্টা হয়, রাজা এই বিধি অনুসারে সেই সকল কার্য্যে ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থা করিবেন। ২২৭-২৮।

(এইবার স্বামি-পাল বিবাদপদ বলা হইতেছে)। পশুবিষয়ে স্বামী এবং পালকের নিয়ম-ব্যতিক্রম হইলে যেরূপ বিবাদ, তাহা বলিতেছি, শুন। দিবাকালে

দিবা বক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্‌গৃহে।
যোগ-ক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ॥২৩০॥
গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু স দুহ্যাদ্দশতো বরান্।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ সা স্যাৎপালে ভৃতে ভৃতিঃ ॥২৩১॥
নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতম্।
হীনং পুরুষকারেণ প্রদদ্যাৎ পাল এব তু ॥২৩২॥
বিঘুষ্য তু হৃতং চৌরৈর্ন পালো দাতুমর্হতি।
যদি দেশে চ কালে চ স্বামিনঃ স্বস্য শংসতি ॥২৩৩॥
কর্ণৌ চর্ম্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং স্নায়ুঞ্চ রোচনাম্।
পশুষু স্বামিনাং দদ্যান্মৃতেষ্বঙ্গানি দর্শয়েৎ ॥২৩৪॥

রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য কোন পশু পালকের হস্তে সমর্পিত হইলে যদি তাহার কোন দোষ উপস্থিত হয়, তবে পালক তাহার দায়ী হইবে; আর রাত্রিতে স্বামীর গৃহে অর্পিত পশুর মরণাদিদোষ হইলে তাহাতে স্বামীর দোষ হইবে; কিন্তু যদি দিবারাত্রি রক্ষা করিবার ভার পালকের উপর থাকে, তবে পালকও রাত্রির দোষভাগী হইবে। ২২৯-৩০।

যে গোপ অন্ন বা বস্ত্র চাহে না,—বেতনের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ লয়, সে গোস্বামীর অনুমতি লইয়া দশটী গাভীর মধ্যে যেটী শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহার দোহন করিয়া লইতে পারে; অন্য প্রকার বেতন-নির্দ্দেশ না থাকিলে, গোপালকের এইরূপ বেতনই ধার্য্য। ২৩১।

পালকের অযত্নে যদি কোন গবাদি পশু দৃষ্টিপথের অতীত হয়। অথবা (সাপ বিছা) কীটাদির দ্বারা বিনষ্ট, কুক্কুর কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং বিষম স্থানে পতিত হইয়া মৃত হয়, তবে 'পালকের দেখার অভাবে সেই পলায়িত বা নিহত পশুর জন্য পালককে স্বামীর নিকট দায়ী হইতে হইবে। ২৩২।

যদি চোরেরা মিলিয়া পটহাদি বাদ্য বাজাইয়া পালকের নিকট হইতে পশু হরণ করে এবং পালক উক্ত সংবাদ নিকটস্থ স্বামীকে যথাকালে দেয়, তবে ঐ

অজাবিকে তু সংরুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি।
যাং প্রসহ্য বৃকো হন্যাৎ পালে তৎ কিল্বিষং ভবেৎ ॥২৩৫॥

তাসাং চেদবরুদ্ধানাং চরন্তীনাং মিথো বনে।
যামুৎপ্লুত্য বৃকো হন্যান্ন পালস্তত্র কিল্বিষী ॥২৩৬॥

ধনুঃশতং পরীহারো গ্রামস্য স্যাৎ সমন্ততঃ।
শম্যাপাতাস্ত্রয়ো বাপি ত্রিগুণো নগরস্য তু ॥২৩৭॥

তত্রাপরিবৃতং ধান্যং বিহিংস্যুঃ পশবো যদি।
ন তত্র প্রণয়েদ্দণ্ডং নৃপতিঃ পশুরক্ষিণাম্ ॥২৩৮॥

বৃতিং তত্র প্রকুর্ব্বীত যামুষ্ট্রো ন বিলোকয়েৎ।
ছিদ্রঞ্চ(ক) বারয়েৎ সর্ব্বং শ্ব-শূকরমুখানুগম্ ॥২৩৯॥

পথি ক্ষেত্রে পরিবৃতে গ্রামান্তীয়েঽথ বা পুনঃ।
সপালঃ শতদণ্ডার্হো বিপালান্ বারয়েৎ পশূন্ ॥২৪০॥

ক্ষেত্রেষ্বন্যেষু তু পশুঃ সপাদং পণমর্হতি।
সর্ব্বত্র তু সদো দেয়ঃ ক্ষেত্রিকস্যেতি ধারণা ॥২৪১॥

অনির্দ্দশাহাং গাং সূতাং বৃষান্ দেব-পশূংস্তথা।
সপালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মনুরব্রবীৎ ॥২৪২॥

ক্ষেত্রিকস্যাত্যয়ে দণ্ডো ভাগাদ্দশগুণো ভবেৎ।
ততোঽর্দ্ধদণ্ডো ভৃত্যানামজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রিকস্য তু ॥২৪৩॥

এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদ্ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
স্বামিনাঞ্চ পশূনাঞ্চ পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে ॥২৪৪॥

হৃতপশুর জন্য পালককে দায়ী হইতে হইবে না। যদি পশু আপনা-আপনি মরিয়া যায়, তবে পশুপালক উহার কর্ণদ্বয়, চর্ম্ম, লোম, বস্তি, স্নায়ু ও রোচনা এবং উহার যে অঙ্গ দর্শাইলে স্বয়ংমৃত বলিয়া স্বামীর প্রত্যয় হয়, সেই সকল অঙ্গ স্বামীকে দেখাইবে। পালকের অনুপস্থিতিতে বৃক (নেকড়ে বাঘ) আসিয়া মেষ বা ছাগপাল অবরোধপূর্ব্বক যে পশুটিকে হনন করিবে পালককে সেই পশুর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু যদি তাহারা একত্র মিলিয়া বনে চরিতেছে—এমন সময় পালকের সমক্ষেই বৃক লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পশু হনন করে, তবে তাহাতে পালকের কোন অপরাধ হইবে না। গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারি-শত হস্ত-পরিমাণ অথবা বৃহৎ যষ্টিত্রয়-পাতের পরিমিত স্থান গোচারণার্থ রাখিবে। নগরে ইহার তিনগুণ স্থান গোচারণার্থে রাখিবে। ঐ পরিহারস্থানে বেড়া না দিয়া তৎসমীপে যদি কেহ শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু —ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে; তজ্জন্য নৃপতি পশুরক্ষকদিগকে দণ্ড করিবেন না। ২৩৩-৩৮।

সেই পরীহারস্থানে এমন উচ্চ বেড়া দেওয়া উচিত, যাহা অন্যপার্শ্ব হইতে উষ্ট্র না দেখিতে পায় এবং সেই বেড়া এমন ঘন হওয়া উচিত যে, কুক্কুর বা শূকর তাহার ভিতরে মুখ প্রবেশ না করাইতে পারে; এমন বেড়া দেওয়া থাকিলে শস্যনাশে পালকের দোষ হইবে। নতুবা দোষ হইবে না। ২৩৯।

পথের ধার, গ্রামান্ত বা পরীহারস্থ ক্ষেত্র পরিপালক সহ থাকিলে যদি পশু আসিয়া শস্যসমূহ নষ্ট করে, তবে রাজা ঐ পশুপালককে শত পণ দণ্ড করিবেন। পালক-রহিত পশুদিগকে ক্ষেত্রস্বামী নিবারণ করিবেন। ২৪০।

পথ, গ্রামান্ত ও পরিহারব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে পশুপালের বা পশুস্বামীর এক পণ পাঁচগণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ক্ষেত্রস্বামীকে অর্থ দিতে হইবে। যে গাভী নূতন প্রসব করিয়াছে অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশ দিবস অতীত হয় নাই এবং চক্রশূলাঙ্কিত উৎসৃষ্ট বৃষ ও দেবতোদ্দেশে ত্যক্ত পশু তাহারা যদি পালকসহ বা পালক-রহিত অবস্থায় উক্ত প্রকারে শস্য ভক্ষণ করে, তবে তাহাতে দণ্ড নাই—ইহা মনু বলিয়াছেন। ২৪১-৪২।

যদি কর্ষকের দোষে (অর্থাৎ কৃষকের পশু শস্য ভক্ষণ করার জন্য অথবা অসময়ে শস্য বপনহেতু) ক্ষেত্রের শস্যহানি হয়, তবে যত শস্য রাজার প্রাপ্য তাহার দশগুণ রাজা দণ্ড করিবেন এবং যদি কর্ষকের অজ্ঞাতসারে তাহার ভৃত্যের দ্বারা উক্ত অপরাধ হইয়া থাকে, তবে উক্ত কর্ষকের পাঁচগুণ দণ্ড হইবে। স্বামী এবং পশুপালের

(ক) ছিদ্রঞ্চ—পা.

সীমাং প্রতি সমুৎপন্নে বিবাদে গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ।
জৈষ্ঠে মাসি নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু সেতুষু ॥২৪৫॥
সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বথ-কিংশুকান্।
শাল্মলীন্ সালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্ ॥২৪৬॥
গুল্মান্ বেণুংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।
শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি ॥২৪৭॥
তড়াগান্যুদপানানি বাপ্যঃ প্রস্রবণানি চ।
সীমাসন্ধিষু কার্য্যাণি দেবতায়তনানি চ ॥২৪৮॥
উপচ্ছন্নানি চান্যানি সীমালিঙ্গানি কারয়েৎ।
সীমাজ্ঞানে নৃণাং বীক্ষ্য নিত্যংলোকে বিপর্য্যয়ম্ ॥২৪৯॥
অশ্মানোঽস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ ভস্মকপালিকাঃ।
করীষমিষ্টকাঙ্গারাঙ্কর্করা বালুকাস্তথা ॥২৫০॥
যানি চৈবম্প্রকারাণি কালাদ্ভূমির্ন ভক্ষয়েৎ।
তানি সন্ধিষু সীমায়ামপ্রকাশানি কারয়েৎ ॥২৫১॥
এতৈর্লিঙ্গৈর্নয়েৎ সীমাং রাজা বিবদমানয়োঃ।
পূর্ব্বভুক্ত্যা চ সততমুদকস্যাগমেন চ ॥২৫২॥
যদি সংশয় এব স্যাল্লিঙ্গানামপি দর্শনে।
সাক্ষিপ্রত্যয় এব স্যাৎ সীমাবাদবিনির্ণয়ঃ(ক) ॥২৫৩॥
গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ ॥২৫৪॥
তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সমস্তাঃ সীম্নি নিশ্চয়ম্।
নিবধ্নীয়াত্তথা সীমাং সর্ব্বাংস্তাংশ্চৈব নামতঃ ॥২৫৫॥
শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্ব্বীং স্রগ্বিণো রক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈর্নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসম্ ॥২৫৬॥

পরস্পর রক্ষণ-ব্যতিক্রমে এবং পশু কর্ত্তৃক শস্যভক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিবেন। ২৪৩-৪৪।

এক্ষণে সীমাবিবাদ বলা হইতেছে। দুইটী গ্রামের সীমা লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজা জ্যৈষ্ঠ-মাসে সূর্য্যের কিরণ প্রখর থাকায় সীমাচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ সময়ে সীমা নির্ণয় করিবেন। ২৪৫।

বট, অশ্বথ, কিংশুক, শাল্মলি, সাল, তাল, অথবা যে সকল বৃক্ষ ক্ষীরশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী (যেমন উডুম্বর বৃক্ষ সকল) সীমার চিহ্নস্বরূপ রোপণ করা উচিত। গুল্ম, বাঁশ, নানাবিধ শমীবৃক্ষ, বল্লী (লতা), মাটির ঢিপি, শর, কুব্জক, গুল্ম অর্থাৎ শাখোটক (সেওড়া) প্রভৃতি বৃক্ষকে সীমাচিহ্ন করিলে সীমা কদাচ নষ্ট হয় না। সীমাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে তড়াগ, কূপ, দীর্ঘিকা জল-প্রণালী, দেবতাস্থান এই সকল চিহ্ন করিলে বহুজনের সমাগমে সীমা বিবাদে চিরদিনের জন্য সাক্ষী থাকিয়া যায় ও সীমা ঠিক থাকে। ২৪৬-৪৮।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি অপ্রকাশ্য-চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য; কেন না সীমা লইয়া লোকের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। পাষাণ, অস্থি, গরুর বালাঞ্চি, তুষ, ছাই, ঘুঁটে, ইষ্টক, অঙ্গার, খোলা, বালুকা এবং অন্য প্রকার বস্তু যাহা কালে শীঘ্র নষ্ট হয় না, তাহা অপ্রকাশভাবে সীমা-সন্ধিস্থানে রাখিবে। ২৪৯-৫১।

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এই সকল চিহ্ন দ্বারা, নদী-প্রবাহের দ্বারা এবং দীর্ঘভোগ দ্বারা রাজা বিবদমান পক্ষদিগের সীমা নির্ণয় করিবেন। এই সকল চিহ্ন দেখিয়াও যদি সন্দেহভঞ্জন না হয়, তবে সাক্ষি-প্রত্যয় দ্বারা সীমাবাদ নিশ্চয় করিবে। ২৫২-৫৩।

গ্রামস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে এবং বাদী ও প্রতিবাদীর সমক্ষে সীমাচিহ্ন সকল সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীরা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমানিশ্চয় সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা এবং সাক্ষীদিগের নাম রাজা সীমানির্ণায়ক পত্রে লিখিয়া রাখিবেন। সাক্ষীরা রক্তবস্ত্র পরিয়া রক্তমাল্য ধারণ করিয়া মস্তকোপরি মৃত্তিকাখণ্ড রাখিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব সুকৃতির দ্বারা অর্থাৎ সীমা-নির্ণয় সম্বন্ধে সত্যবাদী না হইলে আমাদের যা কিছু পুণ্য আছে, তাহা যেন নিষ্ফল হয়—এরূপ শপথ করিয়া সীমা বিবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিবে। ২৫৪-৫৬।

(ক) বিনিশ্চয়ঃ—পা.

যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।
বিপরীতং নয়ন্তস্তু দাপ্যাঃ স্যুর্দ্বিশতং দমম্ ॥২৫৭॥

সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রয়তা রাজসন্নিধৌ ॥২৫৮॥

সামন্তানামভাবে তু মৌলানাং সীম্নি সাক্ষিণাম্।
ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্ ॥২৫৯॥

ব্যাধাঞ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ(ক) ॥২৬০॥

তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সীমাসন্ধিষু লক্ষণম্।
তত্তথা স্থাপয়েদ্রাজা ধর্ম্মেণ গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ ॥২৬১॥

ক্ষেত্রকূপতড়াগানামারামস্য গৃহস্য চ।
সামন্তপ্রত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ সীমাসেতুবিনির্ণয়ঃ ॥২৬২॥

সত্য সাক্ষীরা যথার্থ কথা কহিয়া নিষ্পাপ হইবে; কিন্তু যাহারা মিথ্যা কহিবে, রাজা তাহাদের প্রত্যেককে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন। সাক্ষীর অভাবে গ্রামের সামন্তবাসী অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ চারিজন লোক সংযতভাবে রাজসমক্ষে সীমানির্ণয় করিবে। ২৫৭-৫৮।

সামন্তের অভাবে গ্রামবাসী মৌল অর্থাৎ গ্রামনির্ম্মাণ-কাল হইতে অনেক পুরুষ ধরিয়া যাহাদের বাস—এমন লোক দ্বারা সীমানির্ণয় করিবেন এবং তদভাবে বক্ষ্যমাণ বনচারী পুরুষদিগের সাক্ষ্য লইবেন। ব্যাধ, শাকুনিক, গোপ, জে'লে, বনমধ্যে ওষধি-খননকারী, সাপু'ড়ে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফল-পুষ্প-কাষ্ঠাদি আহরণ জন্য যাহারা সর্ব্বদা বনে যাতায়াত করে উহাদিগকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। ২৫৯-৬০।

তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমাসন্ধিসম্বন্ধে যেরূপ বলিবে, রাজা গ্রামদ্বয়ের তদ্রূপই সীমা নিবদ্ধ করিয়া দিবেন। ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান অথবা গৃহ—এ সকলের সীমা, প্রতিবেশী সাক্ষী দ্বারাই জানিবে ব্যাধাদির দ্বারা নহে। ২৬১-৬২।

(ক) শতশস্তথা—পা.

সামন্তাশ্চেন্মৃষা ব্রূয়ুঃ সেতৌ বিবদতাং নৃণাম্।
সর্ব্বে পৃথক্ পৃথগ্দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্ ॥২৬৩॥
গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশতো দমঃ ॥২৬৪॥
সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্ম্মবিৎ।
প্রদিশেদ্ ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ ॥২৬৫॥
এষোঽখিলেনাভিহিতো ধর্ম্মঃ সীমাবিনির্ণয়ে।
অত ঊর্দ্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বাক্পারুষ্যবিনির্ণয়ম্ ॥২৬৬॥
শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি ॥২৬৭॥
পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকো দমঃ ॥২৬৮॥
সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ ॥২৬৯॥

ঐ সীমান্ত-সাক্ষীরা যদি মিথ্যা কহে, তবে রাজা পৃথক্ পৃথক সকলকেই মধ্যম-সাহস অর্থাৎ পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন। ভয় দেখাইয়া যদি কেহ পরের গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্র হরণ করে, তবে উহাকে পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন—যদি অজ্ঞানে হরণ করে, তবে দুইশত পণ দণ্ড হইবে। যদি অন্য উপায়ে সীমা-নির্দ্দেশ না হয়, তবে ধর্ম্মবিদ্ রাজা স্বয়ং যেরূপ সীমা-নির্দ্দেশে অধিক উপকারের সম্ভাবনা, ঐরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিবেন—ইহাই ব্যবস্থা। এক্ষণে বাক্পারুষ্য নামক বিবাদপদ বলা হইতেছে। সাধারণতঃ সীমানির্ণয়ের ব্যবস্থা বলিলাম, অতঃপর বাক্পারুষ্য সম্বন্ধে বলিব। ২৬৩-৬৬।

ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যের দেড়শত বা দুইশত পণ দণ্ড হইবে; শূদ্রের তাড়নাদি শারীরিক দণ্ড হইবে। ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। ২৬৭-৬৮।

দ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে; আর যদি অকথ্য

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্‌।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ ॥২৭০॥
নামজাতিগ্রহন্ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ ॥২৭১॥
ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥২৭২॥
শ্রুতং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম্ম শারীরমেব চ।
বিতথেন ব্রুবন্‌ দর্পাদ্দাপ্যঃ স্যাদ্দ্বিশতং দমম্‌ ॥২৭৩॥
কাণং বাপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্‌।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্‌ দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাবরম্‌ ॥২৭৪॥
মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়ং গুরুম্‌।
আক্ষারয়ঞ্ছতং দাপ্যঃ পন্থানঞ্চাদদদ্‌ গুরোঃ ॥২৭৫॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াভ্যাস্তু দণ্ডঃ কার্য্যো বিজানতা।
ব্রাহ্মণে সাহসঃ পূর্ব্বঃ ক্ষত্রিয়ে ত্বেব মধ্যমঃ ॥২৭৬॥

বিট্‌-শূদ্রয়োরেবমেব স্বজাতিং প্রতি তত্ত্বতঃ।
ছেদবর্জ্জং প্রণয়নং দণ্ডস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২৭৭॥
এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্‌পারুষ্যস্য তত্ত্বতঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ম্‌ ॥২৭৮॥
যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেতব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনম্‌ ॥২৭৯॥
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি(ক)।
পাদেন প্রহরন্‌ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥২৮০॥
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥২৮১॥
অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তো মেঢ্রমবশর্দ্ধয়তো গুদম্‌ ॥২৮২॥
কেশেষু গৃহ্নতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্‌।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥২৮৩॥

গালি-গালাজ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হইবে। একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; কারণ ইহার জন্ম নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে হইয়াছে। ২৬৯-৭০।

নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে; তবে একটা জ্বলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন। ২৭১-৭২।

আর একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি ও সংস্কার কর্ম্মসম্বন্ধে যদি একজন দর্প করিয়া অন্যথা বলে, তবে সে দুইশত পণ দণ্ডনীয়। ২৭৩।

সত্য সত্য সেইরূপ হইলেও যদি কেহ কাহাকেও কাণা, খঞ্জ বা কুব্জ প্রভৃতি শব্দে আহ্বান করে, তবে রাজা তাহাকে এক কার্ষাপণ দণ্ড করিবেন। মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু—ইঁহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে পথ ছাড়িয়া না দেয়—ইহাদের একশত পণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইহাদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি হইলে, রাজা ব্রাহ্মণের প্রথম সাহস (আড়াই শত পণ) ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যম সাহস (পাঁচশত পণ) দণ্ড করিবেন। বৈশ্য-শূদ্রের পরস্পর আক্রোশ হইলে বৈশ্যের এইরূপ প্রথম সাহস ও শূদ্রের মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে জিহ্বাচ্ছেদ হইবেনা; দণ্ড সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। তত্ত্বতঃ বাক্‌পারুষ্যের দণ্ডবিধি এই বলা হইল; (দণ্ডপারুষ্য নামক বিবাদপদ) এক্ষণে দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ মারামারি সম্বন্ধে বিধি বলিতেছি। অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন - ইহা মনুর অনুশাসন। ২৭৪-৭৯।

শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ করিবেন; আর পদ দ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। ২৮০।

শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্ত

(ক) মাপ্নুয়াৎ—পা.

ত্বগ্‌ভেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষণ্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ ॥২৮৪॥
বনস্পতীনাং সর্ব্বেষামুপভোগো যথা যথা।
তথা তথা দমঃ কার্য্যো হিংসায়ামিতি ধারণা ॥২৮৫॥
মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহদ্দুঃখং দণ্ডং কুর্য্যাৎ তথা তথা ॥২৮৬॥
অঙ্গাবপীড়নায়াঞ্চ ব্রণশোণিতয়োস্তথা।
সমুত্থানব্যয়ং দাপ্যঃ সর্ব্বদণ্ডমথাপি বা ॥২৮৭॥
দ্রব্যাণি হিংস্যাদ্ যো যস্য জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
স তস্যোৎপাদয়েত্তুষ্টিং রাজ্ঞো দদ্যাচ্চ তৎ সমম্ ॥২৮৮॥

চর্ম্মচার্ম্মিকভাণ্ডেষু কাষ্ঠলোষ্ট্রময়েষু চ।
মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দণ্ডঃ পুষ্পমূলফলেষু চ ॥২৮৯॥
যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিন এব চ।
দশাতিবর্ত্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে ॥২৯০॥
ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্য্যক্‌প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ ॥২৯১॥
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্ররশ্ম্যোস্তথৈব চ।
আক্রন্দে চাপ্যপেহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীৎ ॥২৯২॥
যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্ ॥২৯৩॥

শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১।

দর্প করিয়া যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ছেদন করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে, গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন। ২৮২।

যদি শূদ্র অহঙ্কারপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়ি, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন। সমান জাতি মধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্মভেদ করে অথবা রক্তদর্শন করে, তবে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে; মাংসভেদকারীর ছয় নিষ্ক দণ্ড হইবে। আর অস্থিভেদে দেশ-নির্ব্বাসন-রূপ দণ্ড হইবে। ২৮৩-৮৪।

বৃক্ষাদির হানি করিলে পত্র-পুষ্প-ফলাদির উপভোগ যেমন যেমন হয়, সেইভাবে উত্তমাধম বিবেচনায় রাজা ক্ষতিকারীর লঘু বা গুরু দণ্ড করিবেন। মনুষ্য কিংবা পশুদিগকে প্রহার দ্বারা পীড়া দিলে ক্লেশাধিক্য-অনুসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড দিবেন। ২৮৫-৮৬।

অঙ্গচ্ছেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহারকারীকে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ-পথ্যাদির ব্যয় দিতে হইবে। না দিলে রাজা ঐ ব্যয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ অর্থ উহাকে দণ্ড করিবেন। ২৮৭।

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে যাহার দ্রব্য নষ্ট করিবে, সে দ্রব্যান্তর দিয়া স্বামীর সন্তোষ করিবে এবং রাজাকেও তৎসম দণ্ড দিবে। চর্ম্ম ও চর্ম্মের পাত্র, কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় ভাণ্ড এবং পুষ্প, মূল, ফল, যদি কেহ ঈর্ষ্যাবশতঃ নষ্ট করে, তবে তাহাকে ঐ দ্রব্যের যে মূল্য হইবে, রাজা তাহার পঞ্চগুণ দণ্ড বিধান করিবেন এবং দ্রব্য-স্বামীর সন্তোষ জন্মাইতে হইবে। ২৮৮-৮৯।

যান, সারথি এবং যানস্বামী,—দশটী স্থলে দণ্ডনীয় হন না—উহা পণ্ডিতেরা বলেন; অন্য স্থলে দণ্ডের বিধান আছে। বলীবর্দ্দাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে; রথাদির যুগকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেলে; ভূমির উচ্চ-নীচতায়, চক্রের মধ্যস্থ কাষ্ঠ বা চক্র ভগ্ন হইলে, যানের চর্ম্মবন্ধন, পশুদিগের মুখবন্ধন-রজ্জু ও বল্‌গা (লাগাম) ছিন্ন হইলে এবং উচ্চৈঃস্বরে বারংবার সাবধান করিয়া দিলেও যদি যান দ্বারা কোন জীবহত্যাদি-দোষ ঘটে, তবে তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই—ইহা মনু বলিয়াছেন। ২৯০-৯২।

যে স্থলে সারথির দোষে রথ অপথে চালিত হইয়া প্রাণিহিংসা জন্মায়, সেস্থলে অশিক্ষিত-সারথিনিয়োগ-জন্য রাজা, যানস্বামীকে দুইশত পণ দণ্ড করিবেন। ২৯৩

প্রাজকশ্চেদ্ভবেদাপ্তঃ প্রাজকো দণ্ডমর্হতি।
যুগ্যস্থাঃ প্রাজকেঽনাপ্তে সর্বে দণ্ড্যাঃ শতং শতম্ ॥২৯৪॥
স চেত্তু পথি সংরুদ্ধঃ পশুভির্বা রথেন বা।
প্রমাপয়েৎ প্রাণভৃতস্তত্র দণ্ডোঽবিচারিতঃ ॥২৯৫॥
মনুষ্যমারণে ক্ষিপ্রং চৌরবৎ কিল্বিষং ভবেৎ।
প্রাণভৃৎসু মহৎস্বর্দ্ধং গোগজোষ্ট্রহয়াদিষু ॥২৯৬॥
ক্ষুদ্রকাণাং পশূনান্তু হিংসায়াং দ্বিশতো দমঃ।
পঞ্চাশত্তু ভবেদ্দণ্ডঃ শুভেষু মৃগপক্ষিষু ॥২৯৭॥
গর্দ্দভাজাবিকানান্তু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চমাষিকঃ।
মাষকস্তু ভবেদ্দণ্ডঃ শ্ব-শূকরনিপাতনে ॥২৯৮॥
ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যু রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥২৯৯॥

সারথি যদি নিপুণ হয়, কিন্তু অসাবধান থাকে, তবে সারথিরই দণ্ড হইবে; আর সারথি যদি একেবারে অনিপুণ হয়, তবে যানমধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির একশত পণ করিয়া দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি সে পথিমধ্যে পশু দ্বারা বা অন্য যান দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়াও রথ চালায় এবং তাহাতে প্রাণিহত্যা ঘটে, তাহা হইলে রাজা কিছু বিচার না করিয়া উহাকেই দণ্ড দিবেন। ২৯৪-৯৫।

মনুষ্য-মারণে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চৌরসম (অর্থাৎ উত্তম সাহস) দণ্ড করিবেন এবং গো, গজ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি বড় বড় পশু নষ্ট হইলে, উহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। অন্য ক্ষুদ্র বনচর পশু বা শাবক-পশু বিনষ্ট হইলে দুইশত পণ দণ্ড হইবে এবং রুরু, পৃষত, শুক-সারিকাদি ভাল ভাল পশু-পক্ষীর বিনাশে পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে। ২৯৬-৯৭।

গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি মারিলে পাঁচমাষা রূপা দণ্ড হইবে এবং শূকর ও কুক্কুর বিনষ্ট হইলে একমাষা রূপা দণ্ড হইবে। স্ত্রী. পুত্র, দাস, শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম রজ্জু দ্বারা অথবা বেণুদল (বাকারি) দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে। ২৯৮-৯৯।

পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য নোত্তমাঙ্গে কথঞ্চন।
অতোঽন্যথা তু প্রহরন্ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্ ॥৩০০॥
এষোঽখিলেনাভিহিতো দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ঃ।
স্তেনস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং দণ্ডবিনির্ণয়ে ॥৩০১॥
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ!
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে ॥৩০২॥
অভয়স্য হি যো দাতা স পূজ্যঃ সততং নৃপঃ।
সত্রং হি বর্দ্ধতে তস্য সদৈবাভয়দক্ষিণম্ ॥৩০৩॥
সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্য হ্যরক্ষতঃ ॥৩০৪॥
যদধীতে যদ্‌যজতে যদ্দদাতি যদর্চ্চতি।
তস্য ষড়্ভাগভাগ্রাজা সম্যগ্‌ভবতি রক্ষণাৎ(ক) ॥৩০৫॥
রক্ষন্ ধর্ম্মেণ ভূতানি রাজা বধ্যাংশ্চ ঘাতয়ন্।
যজতেঽহরহর্যজ্ঞৈঃ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ ॥৩০৬॥

কিন্তু রজ্জু বা বাকারি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে—কদাপি উত্তমাঙ্গে আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্ত্তা, চোরের ন্যায় অপরাধী হইবেন। সমাসতঃ দণ্ডপারুষ্যের বিধান বলা হইল; অতঃপর (স্তেয় নামক বিবাদপদ বলা হইতেছে; এক্ষণে) চৌর্য্যের দণ্ডবিধি বলিতেছি। ৩০০-১।

রাজা চোরের নিগ্রহ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন, চোরের নিগ্রহে রাজার যশ ও রাজ্য-বৃদ্ধি হয়। চোরের নিগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে যিনি অভয় প্রদান করেন, তিনি সকলের পূজনীয়, নিত্যই তাঁহার অভয়দক্ষিণারূপ যাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রজারা যে সকল ধর্মকর্ম করে, রক্ষাকারী রাজা তাহার ষষ্ঠাংশভাগী হন; কিন্তু যদি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন তবে তাহাদের পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হন। প্রজারা যে বেদাধ্যয়ন করে, যাগ করে, যে সকল দান করে, যে পূজা করে,—রক্ষাকারী রাজা ঐ সকল পুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী হন। ৩০২-৫।

ধর্ম্মপূর্ব্বক প্রজা রক্ষা করাতে এবং বধার্হ দিগকে বধ করাতে রাজার অহরহ লক্ষ-গোদক্ষিণাযুক্ত যাগ করা হয়। যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা না করিয়া তাহাদের

(ক) পালনাৎ—পা.

যোঽরক্ষন্ বলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ ॥৩০৭॥
অরক্ষিতারং রাজানং(ক) বলিষড়্ভাগহারিণম্।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকম্ ॥৩০৮॥
অনপেক্ষিতমর্য্যাদং নাস্তিকং বিপ্রলুম্পকম্।
অরক্ষিতারমত্তারং নৃপং বিদ্যাদধোগতিম্ ॥৩০৯॥
অধার্ম্মিকং ত্রিভির্ন্যায়ৈর্নিগৃহ্লীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
নিরোধনেন বন্ধেন বিবিধেন বধেন চ ॥৩১০॥
নিগ্রহেণ হি পাপানাং সাধূনাং সংগ্রহেণ চ।
দ্বিজাতয় ইবেজ্যাভিঃ পূয়ন্তে সততং নৃপাঃ ॥৩১১॥
ক্ষন্তব্যং প্রভুণা নিত্যং ক্ষিপতাং কার্য্যিণাং নৃণাম্।
বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ কুর্ব্বতা হিতমাত্মনঃ ॥৩১২॥

নিকট হইতে ধান্যাদি শস্যের ষড়্ভাগাদি বা কর গ্রহণ করেন,—শুল্ক উপঢৌকন এবং অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন, সে রাজা মরিবামাত্র সদ্যঃ নরকগামী হন। অরক্ষক অথচ ধান্যাদি-ষড়্ভাগগ্রহীতা যে রাজা, তাঁহাকে পণ্ডিতেরা সর্ব্বলোকের সমগ্র মলহারক (পাপ গ্রহণ করেন) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (যে শাস্ত্রমর্য্যাদার অপেক্ষা রাখে না), নাস্তিক, অতিশয় লোভী, (অর্থাৎ অনুচিতভাবে পরধন গ্রহণ করে;) অরক্ষক, অত্তা অর্থাৎ প্রজার সর্ব্বস্ব-ভক্ষক এরূপ রাজাকে অধোগামী বলিয়া জানিবে।৩০৬-৯।

সাতিশয় যত্নসহকারে অধার্ম্মিকদিগকে এই তিন প্রকার নিগ্রহ করিবে; প্রথম নিরোধ অর্থাৎ কারাগারে পাঠান, দ্বিতীয় নিগড়াদিবন্ধন এবং তৃতীয় করচরণাদিচ্ছেদনরূপ নানাপ্রকার শারীরিক দণ্ড। ৩১০।

দ্বিজাতিরা যেমন যজ্ঞাদি দ্বারা পবিত্র হন, সেইরূপ পাপীদিগকে নিগ্রহ করিয়া ও সাধুদিগকে সংগ্রহ (রক্ষণ) করিয়া রাজা সততই পবিত্র থাকেন। যিনি আত্মহিত কামনা করেন সেই রাজা, বাদী প্রতিবাদীরা যদি নিজ কার্য্যে দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ করে—তাহা হইলে তাহা ক্ষমা করিবেন। রাজার প্রতি বালক বৃদ্ধ ও আতুরদিগের আক্ষেপোক্তিও রাজা নিত্য ক্ষমা করিবেন। ৩১১-১২।

(ক) তারমত্তারং—পা.

যঃ ক্ষিপ্তো মর্ষয়ত্যার্ত্তৈস্তেন স্বর্গে মহীয়তে।
যস্ত্বৈশ্বর্য্যান্ন ক্ষমতে নরকং তেন গচ্ছতি ॥৩১৩॥
রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা(খ)।
আচক্ষাণেন তৎ স্তেয়মেবং কর্ম্মাস্মি শাধি মাম্ ॥৩১৪॥
স্কন্ধেনাদায় মুষলং লগুড়ং বাপি খাদিরম্।
শক্তিঞ্চোভয়তস্তীক্ষ্ণামায়সং দণ্ডমেব বা ॥৩১৫॥
শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৩১৬॥
অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্ ॥৩১৭॥
রাজভিঃ কৃতদণ্ডাস্তু(গ) কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥৩১৮॥

পীড়িত অবস্থায় লোকে যে সকল আক্ষেপ বাক্য প্রয়োগ করে, যে রাজা অম্লানভাবে তাহা সহ্য করেন, তিনি স্বর্গেও পূজা প্রাপ্ত হন; পরন্তু যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্লিষ্টের কটূক্তি ক্ষমা না করেন, তিনি নরকগামী হন। সুবর্ণচোর মুক্তকেশে ধাবমান হইয়া "আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে ইহা দ্বারা শাসন করুন" এই বলিয়া আপনার চৌর্য্যকর্ম্ম খ্যাপন করিতে করিতে মুষল, খদির কাষ্ঠের লগুড়, দুইদিকে তীক্ষ্ণধার শক্তি অথবা লৌহময় দণ্ড আপনি স্কন্ধে করিয়া রাজার নিকট যাইবে। ৩১৩-১৫।

রাজা তদ্দারা তাহাকে আঘাত করিবেন; আঘাতে মৃত্যু হউক, আর মৃত্যুকল্প হইয়া জীবিতই থাকুক, ইহাতে চোর চৌর্য্যপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করিলে, স্বয়ং চৌর্য্যপাপে পতিত হইবেন। যে ব্রহ্মহত্যা বা ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন ভক্ষণ করে, উহাতে ঐ পাপ সংক্রামিত হয়; ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ ক্ষমা করিলে স্বামীতে সংক্রমণ করে; গুরুতে শিষ্যের পাপ ও যাজকে যাজ্যের পাপ সংক্রামিত হয় এবং চৌর্য্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়। ৩১৬-১৭।

মনুষ্য পাপ কার্য্য করিয়া নৃপতি কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে

(খ) ধীমতা; রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্ত—পা.

যস্তু রজ্জুং ঘটং কূপাদ্ধরেদ্ভিন্দ্যাচ্চ যঃ প্রপাম্।
স দণ্ডং প্রাপ্নুয়াম্মাষং তচ্চ তস্মিন্ সমাহরেৎ ॥৩১৯॥
ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতোঽভ্যধিকং বধঃ।
শেষেঽপ্যেকাদশগুণং দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনম্ ॥৩২০॥
তথা ধরিমমেয়ানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ।
সুবর্ণরজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্ ॥৩২১॥
পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।
শেষে ত্বেকাদশগুণং মূল্যাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥৩২২॥
পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমর্হতি ॥৩২৩॥
মহাপশূনাং হরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্য্যঞ্চ দণ্ডং রাজা প্রকল্পয়েৎ ॥৩২৪॥

গোষু ব্রাহ্মণসংস্থাসু খুরিকায়াশ্চ(ক) ভেদনে।
পশূনাং হরণে চৈব সদ্যঃ কার্য্যোঽর্দ্ধপাদিকঃ ॥৩২৫॥
সূত্রকার্পাসকিণ্বানাং গোময়স্য গুড়স্য চ।
দধ্নঃ ক্ষীরস্য তক্রস্য পানীয়স্য তৃণস্য চ ॥৩২৬॥
বেণুবৈদলভাণ্ডানাং লবণানাং তথৈব চ।
মৃন্ময়ানাঞ্চ হরণে মৃদো ভস্মন এব চ ॥৩২৭॥
মৎস্যানাং পক্ষিণাঞ্চৈব তৈলস্য চ ঘৃতস্য চ।
মাংসস্য মধুনশ্চৈব যচ্চান্যৎ পশুসম্ভবম্ ॥৩২৮॥
অন্যেষাঞ্চৈবমাদীনাং মদ্যানামোদনস্য চ।
পক্বান্নানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তন্মূল্যাদ্দ্বিগুণো দমঃ ॥৩২৯॥
পুষ্পেষু হরিতে ধান্যে গুল্মবল্লীনগেষু চ।
অন্যেষ্বপরিপূতেষু দণ্ডঃ স্যাৎ পঞ্চকৃষ্ণলঃ ॥৩৩০॥

সাধু সুকৃতিশীলদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। যে ব্যক্তি কূপের নিকটস্থ রজ্জু বা জলপাত্র অপহরণ করে অথবা জলদানগৃহ বা চৌবাচ্চা ভঙ্গ করে; তাহার একমাষা সুবর্ণ—দণ্ড হইবে ও তাহাকে রজ্জু প্রভৃতি ফিরাইয়া ও গঠন করাইয়া দিতে হইবে। দুইশত পলে এক দ্রোণ, বিংশতি-দ্রোণে এক কুম্ভ—এইরূপ যে দশ-কুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করিবে, তাহার শারীরিক দণ্ড (আট তোলায় এক পল ইহা বৈদ্যশাস্ত্রমতে। এ মতে একদ্রোণ = আধমণ। চারতোলায় এক পল এরূপ মতও আছে, তাহাতে একদ্রোণ = দশ সের।) হইবে; ইহার কম ধান্য চুরি করিলে অর্থাৎ এককুম্ভ হইতে দশ কুম্ভের মধ্যে চুরি করিলে—অপহৃত ধান্য মুল্যের একাদশ-গুণ দণ্ড হইবে এবং ধান্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। তুলাপরিমাণের যোগ্য সুবর্ণরজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম-বস্ত্রের একশত-পলেরও অধিক হরণ করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে। ধরিমা = তুলা, তুলা = একশত পল, পল = চার সুবর্ণ (অষ্টম অঃ ১৩৫ থেকে) পঞ্চাশের অধিক শতপল পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য অপহরণে হস্তচ্ছেদন-দণ্ড হইবে; এক হইতে পঞ্চাশ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যের মূল্যের একাদশ গুণ দণ্ড হইবে। ৩১৮-২০।

কুলীন পুরুষের—বিশেষ দণ্ড, মহাকুল-প্রসূত স্ত্রী-লোকের এবং হীরক প্রবাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠরত্নের অপহরণে বধার্হ দণ্ড হইবে। হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি মহাপশুহরণে, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র এবং রোগের ঔষধ হরণে, কার্য ও কাল বিবেচনা করিয়া রাজা উচিতমত দণ্ড দিবেন। ব্রাহ্মণের গরু চুরি করিলে এবং বন্ধ্যা গাভীর বাহনার্থ নাসাচ্ছেদ করিলে কিংবা যাগাদির পশু হরণ করিলে অপহর্ত্তার অর্দ্ধপাদচ্ছেদ হইবে। উর্ণাদি সূত্র, কার্পাস, যে যে দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত হয় তাহা, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র, পানীয়, তৃণ, বংশ, বংশখণ্ডনির্মিত পাত্র, লবণ, মৃন্ময় পাত্র, মৃত্তিকা, ভস্ম, মৎস্য, পক্ষী, ঘৃত, মাংস, মধু, যাহা কিছু পশু হইতে জাত,—যথা চর্ম্ম, শৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি এবং অন্যান্য অল্পমুল্যের দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য, অন্ন ও বিবিধ পক্বান্ন,—এই সকল দ্রব্য চুরি করিলে দ্রব্যমুল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৩২১-২৯।

পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য, গুল্ম, বৃক্ষ, আর যে সকল শস্যের আগড়া নিঃসরণ করা হয় নাই, ইহাদের অপহরণে গুরু লঘু ভেদে পঞ্চকৃষ্ণল (পাঁচকুঁচ সুবর্ণ বা রজত) দণ্ড হইবে। অর্থাৎ আগড়াদি নিঃসরণে পরিষ্কৃত ধান্য (খামারের ধান্য—কু) এবং শাক-মূলাদি অপহরণ করিলে অপহর্ত্তা যদি দ্রব্যস্বামীর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি হয়,

(ক) ছুরিকায়াশ্চ—পা.

পরিপূতেষু ধান্যেষু শাকমূলফলেষু চ ।
নিরন্বয়ে শতং দণ্ডঃ সান্বয়েঽর্দ্ধশতং দমঃ ॥৩৩১॥
স্যাৎ সাহসন্ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতম্ ।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে(ক) চ যৎ॥৩৩২॥
যস্ত্বেতান্যুপকॢপ্তানি দ্রব্যাণি স্তেনয়েন্নরঃ ।
তমাদ্যং দণ্ডয়েদ্রাজা যশ্চাগ্নিং চোরয়েদ্ গৃহাৎ ॥৩৩৩॥
যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে ।
তত্তদেব হরেৎ তস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ ॥৩৩৪॥
পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ ।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥৩৩৫॥
কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥ ৩৩৬॥

তবে উহার পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে,—নিঃসম্পর্কীয় হইলে একশত পণ দণ্ড হইবে। এক্ষণে সাহসনামক বিবাদপদ বলা হইতেছে। দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ, তাহাকে "সাহস" বলে, অসমক্ষে গোপনভাবে অপহরণের নাম "চুরি" এবং কেহ কাহারও দ্রব্য সমক্ষে চুরি করিয়া যদি তাহার অপহ্নব অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহাকেও "চুরি" বলা যায়। ৩৩০-৩২।

পূর্বোক্ত সূত্রাদি দ্রব্য যদি দ্রব্যস্বামী আপনার ভোগার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে অপহর্ত্তার প্রথম সাহস দণ্ড হইবে এবং সাগ্নিকের অগ্নি যে চুরি করিবে তাহারও ঐ দণ্ড হইবে। চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা পরধন হরণ করিবে, "পুনর্ব্বার এমন কার্য্য না করে" এজন্য রাজা উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। কি পিতা, কি আচার্য্য, কি সুহৃদ্, কি মাতা, কি ভার্য্যা, কি পুত্র, কি পুরোহিত—রাজার নিকট অদণ্ডনীয় কেহই নাই; স্বধর্ম্মে না থাকিলে রাজা সকলকেই দণ্ড দিতে পারেন। যে অপরাধে অন্য প্রাকৃত (সাধারণ) ব্যক্তির এক পণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্র পণ দণ্ড হইবে—ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নিশ্চয়। রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিতে হয় অথবা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। ৩৩৩-৩৬।

(ক) হ্ন্যতে—পা.

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্ ।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥৩৩৭॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥৩৩৮॥
বানস্পত্যং মূলফলং দার্ব্বগ্ন্যর্থং তথৈব চ ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥৩৩৯॥
যোঽদত্তাদায়িনো হস্তাল্লিপ্সেত ব্রাহ্মণো ধনম্ ।
যাজনাধ্যাপনেনাপি যথা স্তেনস্তথৈব সঃ ॥৩৪০॥
দ্বিজোঽধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তির্দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে ।
আদদানঃ পরক্ষেত্রান্ন দণ্ডং দাতুমর্হতি ॥৩৪১॥
অসন্ধিতানাং সন্ধাতা সন্ধিতানাঞ্চ(খ) মোক্ষকঃ ।
দাসাশ্বরথহর্ত্তা চ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষম্ ॥৩৪২॥

চৌর্য্যের গুণ-দোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডনীয়, তাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয়, এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে। চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণচোরের, বিহিত দণ্ডাপেক্ষা চৌষট্টিগুণ দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণচোরের একশত আটাইশগুণ দণ্ড হইবে। যত বেড়াদ্বারা বেষ্টিত নহে এমন বৃহৎ বৃক্ষের ফল-মূল, হোমীয় অগ্নির কাষ্ঠ এবং গোগ্রাসার্থ তৃণের আহরণকে অপহরণ বলে না—ইহা মনু বলিয়াছেন। ৩৩৭--৩৯।

ব্রাহ্মণ যদি যাজন ও অধ্যাপনের দক্ষিণাস্বরূপ ধনও অদত্তাদায়ী অর্থাৎ চোরের হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিও চোরের ন্যায় গণ্য হইবেন। পাথেয়রহিত দ্বিজাতি পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া যদি ক্ষেত্রস্বামীর অগোচরে ক্ষেত্র হইতে দুইটী ইক্ষু ও মূলা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেজন্য তাঁহার দণ্ড হইবে না। দর্প করিয়া মুক্ত পরকীয় পশুর বন্ধনকারী অথবা পরকীয় বদ্ধপশুর মোচনকারী এবং দাস, অশ্ব ও রথের অপহর্ত্তা—ইহারা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়। এইরূপে যে রাজা চোরের নিগ্রহ করেন, তিনি

(খ) অসন্দিতানাং সন্দাতা সন্দিতানাঞ্চ—পা.

অনেন বিধিনা রাজা কুর্ব্বাণঃ স্তেননিগ্রহম্।
যশোহস্মিন্ প্রাপ্নুয়াল্লোকে প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ॥৩৪৩॥

ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্যশশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্ ॥৩৪৪॥

বাগ্দুষ্টাৎ তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ ॥৩৪৫॥

সাহসে বর্ত্তমানন্তু যো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষঞ্চাধিগচ্ছতি ॥৩৪৬॥

ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমাৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্ব্বভূতভয়াবহান্ ॥৩৪৭॥

শস্ত্রং দ্বিজাতিভির্গ্রাহ্যং ধর্ম্মো যত্রোপরুধ্যতে।
দ্বিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে ॥৩৪৮॥

আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে।
স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ধর্ম্মেণ ঘ্নন্ ন দুষ্যতি ॥৩৪৯॥

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥৩৫০॥

নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা মন্যুস্তং মন্যুমৃচ্ছতি ॥৩৫১॥

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৃন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৩৫২॥

তৎসমুত্থো হি লোকস্য জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
যেন মূলহরোঽধর্ম্মঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥৩৫৩॥

পরস্য পত্ন্যা পুরুষঃ সম্ভাষাং যোজয়ন্ রহঃ।
পূর্ব্বমাক্ষারিতো দোষৈঃ প্রাপ্নুয়াৎপূর্ব্বসাহসম্ ॥৩৫৪॥

যস্ত্বনাক্ষারিতঃ পূর্ব্বমভিভাষেত কারণাৎ।
ন দোষং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিন্নহি তস্য ব্যতিক্রমঃ ॥৩৫৫॥

পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ ॥৩৫৬॥

ইহলোকে যশ ও পরলোকে অনুত্তম সুখ লাভ করেন। ৩৪০-৪৩।

যিনি ইন্দ্রত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন, যিনি অক্ষয় অব্যয় যশ চাহেন,—ক্ষণকালের জন্যও সেই রাজার সাহসিক নরকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। যাহারা গৃহদাহ ও ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক বলে। বাক্‌পারুষ্যকারী, দণ্ডপারুষ্যকারী ও তস্কর অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিবে। যে রাজা সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। ৩৪৪-৪৬।

মিত্রত্বের কারণ অথবা বিপুল ধনাগমের লোভে, সর্বপ্রাণিভয়প্রদ সাহসিককে কদাচ ত্যাগ করা উচিত নয়। যখন বলদ্বারা ধর্ম্ম উপরুদ্ধ হয়, যখন কালকৃত বর্ণ-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এমন সময়ে দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মরক্ষার্থ শস্ত্রধারণ করিতে পারেন। আত্মরক্ষার্থে, ন্যায়যুদ্ধে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য, ধর্ম্মতঃ লোকহিংসা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না। ৩৪৭-৪৯।

গুরু, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ—যে কেহ হউক না কেন, বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়াই উহাদিগকে বধ করিতে পারে। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ি-বধে হন্তার কিছুই দোষ হয় না;—মন্যু মন্যুতেই গমন করে অর্থাৎ ঘাতকের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা হন্যমান ব্যক্তির ক্রোধেই লীন হয়। এক্ষণে স্ত্রীসংগ্রহনামক বিবাদপদ বলা হইতেছে। পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগজনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। ৩৫০-৫২।

পরদারসম্ভোগে লোকমধ্যে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে অধর্ম্ম ও তাহা হইতে সর্ব্বনাশ ঘটে। যে পূর্ব্ব হইতে পরদারদোষে দোষী বলিয়া বিদিত, সেই পুরুষ নির্জ্জনে যদি কোন পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। আর, যে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দোষ বলিয়া বিদিত, সে যদি কোন কারণবশতঃ নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে

উপচারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণ-বাসসাম্।
সহ খট্বাসনঞ্চৈব সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ ॥৩৫৭॥
স্ত্রিয়ং স্পৃশেদদেশে যঃ স্পৃষ্টো বা মর্ষয়েৎ তয়া।
পরস্পরস্যানুমতে সর্ব্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ ॥৩৫৮॥
অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতি।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা ॥৩৫৯॥
ভিক্ষুকা বন্দিনশ্চৈব দীক্ষিতাঃ কারবস্তথা।
সম্ভাষণং সহ স্ত্রীভিঃ কুর্য্যুরপ্রতিবারিতাঃ ॥৩৬০॥
ন সম্ভাষাং পরস্ত্রীভিঃ প্রতিষিদ্ধঃ সমাচরেৎ।
নিষিদ্ধো ভাষমাণস্তু সুবর্ণং দণ্ডমর্হতি ॥৩৬১॥
নৈষ চারণদারেষু বিধির্নাত্মোপজীবিষু।
সজ্জয়ন্তি হি তে নারী র্নিগূঢ়াশ্চারয়ন্তি চ ॥৩৬২॥

কিঞ্চিদেব তু দাপ্যঃ স্যাৎ সম্ভাষাং তাভিরাচরন্।
প্রৈষ্যাসু চৈকভক্তাসু রহঃ প্রব্রজিতাসু চ ॥৩৬৩॥
যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো বধমর্হতি।
সকামং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥৩৬৪॥
কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপি দাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানাস্তু সংযতাং বাসয়েদ্ গৃহে ॥৩৬৫॥
উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি ॥৩৬৬॥
অভিষহ্য তু যঃ কন্যাং কুর্য্যাদ্দর্পেণ মানবঃ।
তস্যাশু কর্ত্ত্যে অঙ্গুল্যৌ দণ্ডঞ্চার্হতি ষট্‌শতম্ ॥৩৬৭॥
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো নাঙ্গুলিচ্ছেদমাপ্নুয়াৎ।
দ্বিশতন্তু দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে ॥৩৬৮॥

তাহারকোন দণ্ড হইবে না; কারণ তাহার কোন অপরাধ নাই। তীর্থে, অরণ্যে, নির্জ্জনবনে বা নদীসঙ্গমস্থলে, যে পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন করে (পূর্বে দোষ থাকিলে) তাহার সে দোষ স্ত্রীসংগ্রহরূপে (পরস্ত্রীসম্ভোগের অভিলাষ এই অর্থে স্ত্রীসংগ্রহ এখানে বলা হইয়াছে) গণ্য হইবে। সুগন্ধি মাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কার স্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্র ভোজন,—পরস্ত্রীর সহিত এ সকল ব্যবহার করিলে, উহা স্ত্রীসংগ্রহরূপে গণ্য হইবে। স্ত্রীলোকের অস্থান অন্য পুরুষ স্পর্শ করিলে, সেই স্ত্রীলোক যদি রুষ্ট না হয়, এবং স্ত্রীলোক পুরুষের অস্থান স্পর্শ করিলে, পুরুষ যদি রুষ্ট না হয়, উহাদের এই দোষ, পরস্পর স্বীকাররূপ সংগ্রহপদবাচ্য হইবে। ৩৫৩-৫৮।

শূদ্র যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে উক্ত-প্রকার সংগ্রহণ করে, তবে উহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে; চারিবর্ণেরই সদাসর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা ভার্য্যা অত্যন্ত রক্ষণীয়া। ভিক্ষাজীবী, বন্দী, ঋত্বিক্ এবং সূপকারাদি কারুকর, ইহারা পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিতভাবে কথা কহিতে পারে। স্বামী কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না; নিষিদ্ধ হইয়াও যে এরূপ কথা কহে, তাহার এক সুবর্ণ দণ্ড হয়। পরস্ত্রী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিধি উক্ত হইল, উহা নট, নর্ত্তক কিংবা ভার্য্যোপজীবী নীচলোকদিগের স্ত্রী-সম্বন্ধে খাটিবে না; কারণ তাহারা স্বয়ংই ধনলোভে স্ব স্ব স্ত্রীকে অপরের সহিত সঙ্গত করিয়া দেয় অথবা লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া অপরকে স্বগৃহে স্ত্রীর সহিত আমোদ করিতে দেখে। ৩৫৯-৬২।

তথাপি যদি ঐ সকল লোকের স্ত্রীর সহিত, দাসীর সহিত, অথবা কপট ব্রহ্মচারিণীর সহিত গোপনে ব্যভিচার করে, তবে ব্যভিচারকর্ত্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে। অকামা কন্যা গমন করিলে সদ্যঃ শারীরিক দণ্ড হইবে, সমানজাতীয়া সকামা কন্যাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষকে সম্ভোগার্থ ভজনা করে, তবে ঐ স্ত্রীলোকের কিছুই দণ্ড হইবে না, আর যদি অপকৃষ্ট জাতিকে সেবা করে, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার কাম নিবৃত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে গৃহে নিরুদ্ধা করিয়া রাখিবে। ৩৬৩-৬৫।

জঘন্য জাতীয় পুরুষ যদি উত্তমজাতীয়া কন্যাকে ভজনা করে, তবে পুরুষের শারীরিক দণ্ড হইবে এবং সমানজাতীয়া সকামা কন্যাকে ভজনা করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে না; পরন্তু তাহার পিতা যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে শুল্ক দিতে হইবে। যে পুরুষ দর্প করিয়া

কন্যৈব কন্যাং যা কুর্য্যাৎ তস্যাঃ স্যাদ্দিশতো দমঃ।
শুল্কঞ্চ দ্বিগুণং দদ্যাচ্ছিফাশ্চৈবাপ্নুয়াদ্দশ ॥৩৬৯॥
যা তু কন্যাং প্রকুর্য্যাৎ স্ত্রী সা সদ্যো মৌণ্ড্যমর্হতি।
অঙ্গুল্যোরেব চ চ্ছেদং খরেণোদ্বহনং তথা ॥৩৭০॥
ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে ॥৩৭১॥
পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥৩৭২॥
সংবৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো দমঃ।
ব্রাত্যয়া সহ সংবাসে চাণ্ডাল্যা তাবদেব তু ॥৩৭৩॥
শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্ব্বস্বৈর্গুপ্তং সর্ব্বেণ হীয়তে ॥৩৭৪॥

বৈশ্যঃ সর্ব্বস্বদণ্ডঃ স্যাৎ সংবৎসরনিরোধতঃ।
সহস্রং ক্ষত্রিয়ো দণ্ড্যো মৌণ্ড্যং মূত্রেণ চার্হতি ॥৩৭৫॥
ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাস্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু সহস্রিণম্ ॥৩৭৬॥
উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা ॥৩৭৭॥
সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ড্যো গুপ্তাং বিপ্রাং বলাদ্ ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদিচ্ছন্ত্যা সহ সঙ্গতঃ ॥৩৭৮॥
মৌণ্ড্যং প্রাণান্তিকো দণ্ড্যো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং দণ্ডঃ প্রাণান্তকো(ক) ভবেৎ ॥৩৭৯॥
ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিষ্কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্ ॥৩৮০॥

বলপূর্ব্বক সমানজাতীয়া পরস্ত্রীর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ দুইটী অঙ্গুলিচ্ছেদ করিতে হইবে এবং ছয়শত পণ দণ্ড হইবে। সকামা সমানজাতীয়া স্ত্রীতে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তবে পুরুষের অঙ্গুলিচ্ছেদ হইবে না। পরন্তু উহার ঐ অত্যাসক্তি অর্থাৎ ঐরূপ প্রবৃত্তি নিবারণ জন্য দুইশত দণ্ড হইবে। ৩৬৬-৬৮।

আর যদি কোন কন্যা, অন্যকন্যার যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করিয়া কন্যাত্ব নষ্ট করে, তবে উহার দুইশত পণ দণ্ড হইবে; দ্বিগুণ শুল্ক এবং দশ ঘা বেত দণ্ড হইবে। যদি অধিকবয়স্কা স্ত্রী, কন্যাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিতে হইবে, অঙ্গুলিচ্ছেদন করিতে হইবে এবং গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজ-মার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। "আমি ধনিলোকের কন্যা"—এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্যদর্পে যে স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহুলোক-সমাজে লইয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে; আর সেই পাপকারী জারপুরুষকে তপ্তলোহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে,—যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ-নিক্ষেপ করিবে। ৩৬৯-৭২।

একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার বৎসর অতীত হইলে পরস্ত্রীগমনরূপ যদি দোষে দোষী হয়, তবে সেই দুষ্টের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ব্রাত্যজাতস্ত্রী ও চণ্ডালস্ত্রী গমনেও ঐ দণ্ড। যত্নপূর্ব্বক রক্ষাযুক্তাই হউক, বা অরক্ষিতাই থাকুক, শূদ্র দ্বিজাতি স্ত্রীগমন করিলে, অরক্ষিতাগমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্তৃপ্রভৃতি কর্ত্তৃক রক্ষিতা-স্ত্রী-গমনে বধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি যত্নত রক্ষাযুক্তা ব্রাহ্মণীগমন করে, তবে উহার এক বৎসর কারারোধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার সহস্র পণ দণ্ড ও গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করা হইবে। ৩৭৩-৭৫।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষারহিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচপণ দণ্ড ও ক্ষত্রিয়ের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী রক্ষণযুক্তা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে অথবা দর্ভ বা শর দ্বারা উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষাযুক্তা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে, আর সকামা ব্রাহ্মণী-গমনে উহার পাঁচশত পণ দণ্ড হইবে, প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ড হইবে, ইহাই বিধান; অপরাপর বর্ণের প্রাণান্ত-দণ্ড হইতে পারে। সর্ব্বপাপে পাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ বধ করিবে না;

(ক) প্রাণান্তিকো—পা.

ন ব্রাহ্মণবধাদ্ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি।
তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥৩৮১॥
বৈশ্যশ্চেৎ ক্ষত্রিয়াং গুপ্তাং বৈশ্যাং বা ক্ষত্রিয়ো ব্রজেৎ।
যো ব্রাহ্মণ্যামগুপ্তায়াং তাবুভৌ দণ্ডমর্হতঃ ॥৩৮২॥
সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যো গুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়বিশোঃ সাহস্রো বৈ ভবেদ্দমঃ ॥৩৮৩॥
ক্ষত্রিয়ায়ামগুপ্তায়াং বৈশ্যে পঞ্চশতং দমঃ।
মূত্রেণ মৌণ্ড্যমিচ্ছেত্তু ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমেব বা ॥৩৮৪॥
অগুপ্তে ক্ষত্রিয়াবৈশ্যে শূদ্রাং বা ব্রাহ্মণো ব্রজন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাৎ সহস্রন্ত্বন্ত্যজস্ত্রিয়ম্ ॥৩৮৫॥
যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥৩৮৬॥
এতেষাং নিগ্রহো রাজ্ঞঃ পঞ্চানাং বিষয়ে স্বকে।
সাম্রাজ্যকৃৎ সজাত্যেষু লোকে চৈব যশস্করঃ ॥৩৮৭॥
ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্ যাজ্যো যাজ্যঞ্চর্ত্বিক্ ত্যজেদ্ যদি।
শক্তং কর্ম্মণ্যদুষ্টঞ্চ তয়োর্দণ্ডঃ শতং শতম্ ॥৩৮৮॥
ন মাতা ন পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্নপতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ॥৩৮৯॥
আশ্রমেষু দ্বিজাতীনাং কার্য্যে বিবদতাং মিথঃ।
ন বিব্রূয়ান্নৃপো ধর্ম্মং চিকীর্ষন্ হিতমাত্মনঃ ॥৩৯০॥

পরন্তু সমস্ত ধনের সহিত অক্ষতশরীরে উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিবে। ৩৭৭-৮০।

ব্রাহ্মণবধের ন্যায় প্রবল পাতক পৃথিবীতে আর নাই, এজন্য রাজা মনেও ব্রাহ্মণের বধচিন্তা করিবেন না। বৈশ্য যদি রক্ষাযুক্তা ক্ষত্রিয়া স্ত্রী গমন করে এবং ক্ষত্রিয়ও যদি ঐরূপ বৈশ্যা স্ত্রী গমন করে, তাহা হইলে অরক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমনে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাদের উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষাযুক্তা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে; আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি ঐরূপ রক্ষাযুক্তা শূদ্রা স্ত্রীতে গমন করে, তবে উহাদেরও সহস্র পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি রক্ষারহিতা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচশত পণ দণ্ড; ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ বৈশ্যা স্ত্রীতে গমন করে, তবে গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক-মুণ্ডন অথবা পাঁচশত পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ৩৮১-৮৪।

অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে; চণ্ডালাদি-স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড। যে রাজার রাজ্যে চৌর, পরস্ত্রীগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসিক বা দণ্ডপারুষ্যকারী লোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোক-বাসী হন। চৌরাদি পঞ্চ ব্যক্তিকে নিগ্রহকারী রাজা, ইহলোকে রাজসমাজে সাম্রাজ্যকারী ও যশস্কর হন্। কর্ম্মক্ষম ঋত্বিক্‌কে যে যজমান অকারণ ত্যাগ করে,—এবং দোষরহিত যজমানকে যে ঋত্বিক্ অকারণ ত্যাগ করে,—এই উভয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে। ৩৮৫-৮৮।

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র—ইঁহারা ত্যাগার্হ নহেন;—ইহাদের পাতিত্য না থাকিলে যে ব্যক্তি ইঁহাদিগকে ত্যাগ করে, রাজা তাহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। দ্বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে, আত্মহিতকামী রাজা হঠাৎ কোন ধর্ম্মব্যবস্থা স্থির করিবেন না; সে ক্ষেত্রে যে, যে প্রকার মানের যোগ্য, তাঁহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে হইবে। কোন মঙ্গল-কার্য্যে বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে যদি গৃহস্থ প্রতিবেশী অথবা তদনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ভোজনার্হ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তবে তাহার একমাষা রূপা দণ্ড হইবে। ৩৮৯-৯২।

নিজে শ্রোত্রিয় হইয়া প্রতিবেশী বা অনুবেশী শ্রোত্রিয় সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি ভূতিকার্য্যে ভোজন না করান তবে তাঁহাকে ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্যদ্রব্য দিতে হইবে এবং তাহার এক সুবর্ণ-মাষা দণ্ড হইবে। অন্ধ, জড়, পঙ্গু, সপ্ততিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ এবং ধনধান্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সর্ব্বদা উপকার করেন,—ইহাদের নিকট

যথার্হমেতানভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ পার্থিবঃ।
সান্ত্বেন প্রশময্যাদৌ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ ॥৩৯১॥
প্রতিবেশ্যানুবেশ্যৌ চ কল্যাণে বিংশতিদ্বিজে।
অর্হাবভোজয়ন্ বিপ্রো দণ্ডমর্হতি মাষকম্ ॥৩৯২॥
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ং সাধুং ভূতিকৃত্যেষ্বভোজয়ন্ ।
তদন্নং দ্বিগুণং দাপ্যো হিরণ্যঞ্চৈব মাষকম্ ॥৩৯৩॥
অন্ধো জড়ঃ পীঠসর্পী সপ্তত্যা স্থবিরশ্চ যঃ।
শ্রোত্রিয়েষূপকুর্ব্বংশ্চ ন দাপ্যাঃ কেনচিৎ করম্ ॥৩৯৪॥
শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্ত্তৌ চ বালবৃদ্ধাবকিঞ্চনম্ ।
মহাকুলীনমার্য্যঞ্চ রাজা সংপূজয়েৎ সদা ॥৩৯৫॥
শাল্মলীফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।
ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ ॥৩৯৬॥
তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্ ॥৩৯৭॥

শুল্কস্থানেষু কুশলাঃ সর্ব্বপণ্যবিচক্ষণাঃ।
কুর্য্যুরর্ঘং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেৎ ॥৩৯৮॥
রাজ্ঞঃ প্রখ্যাতভাণ্ডানি প্রতিষিদ্ধানি যানি চ।
তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ ॥৩৯৯॥
শুল্কস্থানং পরিহরন্ন কালে ক্রয়বিক্রয়ী।
মিথ্যাবাদী চ সংখ্যানে দাপ্যোঽষ্টগুণমত্যয়ম্ ॥৪০০
আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধিক্ষয়াবুভৌ।
বিচার্য্য সর্ব্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ৌ ॥৪০১॥
পঞ্চরাত্রে পঞ্চরাত্রে পক্ষে পক্ষেঽথবা গতে।
কুর্ব্বীত চৈষাং প্রত্যক্ষমর্ঘসংস্থাপনং নৃপঃ ॥৪০২॥
তুলামানং প্রতীমানং সর্ব্বঞ্চ স্যাৎ সুলক্ষিতম্।
ষট্সু ষট্সু চ মাসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ ॥৪০৩॥
পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষোঽর্দ্ধপণং তরে।
পাদং পশুশ্চ যোষিচ্চ পাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্ ॥৪০৪॥

হইতে রাজা কোন কর লইবেন না। বিদ্যাচারসম্পন্ন, ব্যাধিত, আর্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন, মহাকুলীন, আচার্য্য, ইঁহাদিগকে রাজা দানমানাদি দ্বারা সম্মাননা করিবেন। শিমুলের মসৃণ ফলকে রজক ধীরে বস্ত্রক্ষালন করিবে এবং একের বস্ত্রের সহিত অন্যের বস্ত্র মিশাইবে না; কিংবা একের বস্ত্র পরিধানের জন্য অন্যকে দিবে না। তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন জন্য দশ পলপরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে, পিষ্ট-ভক্তাদির অনুপ্রবেশ হেতু অর্থাৎ মাড়-দেওয়ার জন্য গৃহস্থকে একাদশ-পল-পরিমিত বস্ত্র দিবে; যদি ইহার ন্যূন দেয়, তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। সর্ব্ব-পণ্যবিচক্ষণ শুল্কবিচারে কুশল ব্যক্তিরা দ্রব্যের যে মূল্য নির্ণয় করিবেন, রাজা তাহার লভ্যাংশের বিংশতিভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। যে সকল বিক্রেয়দ্রব্য (হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি) রাজার নিজের উপযোগী বলিয়া প্রখ্যাত, অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, (যেমন দুর্ভিক্ষের সময় দেশান্তরে ধান্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হইলে)—যে বাণিজ্যকারী লোভবশতঃ ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করে বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। ৩৯৩-৯৯।

শুল্কপরিহার জন্য যে লোক উৎপথে গমন করে, অথবা রাত্র্যাদি সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা বিক্রেয় দ্রব্যের সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে,—রাজা উহাদিগকে গোপন করা রাজপ্রাপ্য দ্রব্যের অষ্টগুণ দণ্ড করিবেন। কতদূর হইতে দ্রব্য আসিয়াছে—কতদূরে যাইবে—কতকাল রাখিলে কত মূল্য হইবে—এখনই বা কত মূল্য-বৃদ্ধি হইয়াছে—কর্মচারীদের খাইতে পরিতে বা কত ব্যয় পড়িয়াছে ইত্যাদি সমুদায় বিচার করিয়া রাজা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। ৪০০-৪০১।

দ্রব্য বুঝিয়া পাঁচ দিন যে সকল বস্তুর মূল্য স্থির থাকে না, সে সকল বস্তুর পাঁচ দিন অন্তর এবং যে সকল দ্রব্য কতকটা স্থির মূল্য, তাহাদের এক পক্ষ অন্তর রাজা মূল্য-বেত্তাদিগের সমক্ষে বাজার দর নির্ণয় করিবেন। তৌল করিবার জন্য "তুলামান" এবং ধান্যাদি মাপিবার জন্য প্রস্থ দ্রোণাদি 'প্রতিমান' রাজা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থির করিবেন এবং ছয়মাস অন্তর তাহাদিগের পুনরায় পরীক্ষা করিবেন। রিক্ত (খালি) শকটাদি পার করিতে হইলে

ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তার্য্যং দাপ্যানি সারতঃ।
রিক্তভাণ্ডানি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছদাঃ ॥৪০৫
দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্ ॥৪০৬॥
গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্তথা প্রব্রজিতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মণো লিঙ্গিনশ্চৈব ন দাপ্যাস্তারিকং তরে ॥৪০৭॥
যন্নাবি কিঞ্চিদ্দাশানাং বিশীর্য্যেতাপরাধতঃ।
তদ্দাশৈরেব দাতব্যং সমাগম্য স্বতোহংশতঃ ॥৪০৮॥
এষ নৌযায়িনামুক্তো ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ।
দাশাপরাধতস্তোয়ে দৈবিকে নাস্তি নিগ্রহঃ ॥৪০৯॥
বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্ ॥৪১০॥

পারের মাশুল একপণ লাগিবে; এক পুরুষের বহনযোগ্য ভারে অর্দ্ধপণ শুল্ক নাবিককে দিতে হইবে; পশু এবং স্ত্রীলোকপারে চতুর্থাংশ পণ এবং ভারশূন্য মনুষ্যের পারে পণের অষ্টমভাগ শুল্ক দিতে হইবে। পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ যানসকল পার করিতে হইলে, দ্রব্যের সারাসার অনুসারে শুল্ক গ্রহণ করিবে; দ্রব্যরহিত গুণ, ডোল প্রভৃতি খালি ভার হইলে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করিবে। পরিচ্ছদবিহীন দরিদ্র পুরুষকে পার হইতে হইলেও যৎকিঞ্চিৎ মাশুল লাগিবে। ৪০২-৪০৫।

নদীমার্গে দূরে যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা—তথা গ্রীষ্ম বর্ষাদিকালের বিবেচনায় ভাড়ার মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে। সমুদ্রে বায়ুর অধীন জলপোতের গতি, সুতরাং সে সব বিবেচনা চলে না—তাহার পণ্য সম্ভবমত গ্রহণ করিবে। দ্বিমাস প্রভৃতি গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ করিবে না। নাবিকের দোষে নৌকারূঢ় ব্যক্তির দ্রব্য নষ্ট হইলে, নৌকাস্থ নাবিকেরা মিলিয়া আপন আপন অংশ হইতে ঐ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। নৌযাত্রীদিগের ব্যবহার নির্ণয় এই—নাবিকের অপরাধে দ্রব্য নষ্ট হইলে নাবিকের দিতে হইবে; কিন্তু দৈবাপরাধে নষ্ট হইলে নাবিকের নিগ্রহ নাই। ৪০৬-৪০৯

রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি ও পশুরক্ষণকার্য্যে

ক্ষত্রিয়ঞ্চৈব বৈশ্যঞ্চ ব্রাহ্মণো বৃত্তিকর্শিতৌ।
বিভৃয়াদানৃশংস্যেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়ন্ ॥৪১১॥
দাস্যন্তু কারয়ঁল্লোভাদ্ ব্রাহ্মণঃ সংস্কৃতান্ দ্বিজান্।
অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ॥৪১২॥
শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ংভুবা ॥৪১৩॥
ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তৎ তস্য কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥৪১৪॥
ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈত্রিকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ ॥৪১৫॥
ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্ ॥৪১৬॥

এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করাইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য- স্ববৃত্তি দ্বারা সংসারপালনে অশক্ত হইলে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্ম সদয়ভাবে রক্ষণ ও বাণিজ্য কর্ম করাইয়া প্রতিপালন করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব বা লোভবশতঃ অনিচ্ছুক বৈদিক সংস্কারযুক্ত দ্বিজগণকে স্বীয় পদপ্রক্ষালনাদিরূপ দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে রাজা তাঁহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন, যেহেতু বিধাতা দাস্য কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪১০-৪১৩।

শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্বকর্ম্মই উহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে? ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তদাস অর্থাৎ ভাতের জন্য যে দাস্য স্বীকার করে, গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থ দাসীর পুত্র, ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দিয়া যাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে, দত্রিম অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক দত্ত, পৈত্রিক অর্থাৎ পিত্রাদিক্রমাগত, দণ্ডদাস অর্থাৎ রাজকৃত দণ্ডশুদ্ধির জন্য যাহার দাস্য—এই সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। ভার্য্যা, পুত্র, দাস—ইহারা তিন জনে অধন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, অর্থাৎ নিজে ইহারা কোন ধন পাইবার যোগ্য নয়, পরন্তু ইহারা যে কোন ধন উপার্জ্জন করিবে-

বিশ্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্ত্তৃহার্য্যধনো হি সঃ ॥৪১৭॥
বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥৪১৮
অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ।
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥৪১৯॥
এবং সর্ব্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্ব্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৪২০

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যাহার ইহারা, তাহারই সে ধন হইবে। স্ত্রীধন ও দাস্যের বেতন প্রভৃতির কথা পরে বলা হইবে। ব্রাহ্মণ বিশ্রব্ধচিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন; যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্ত্তৃহার্য্য। ৪১৪-১৬।

রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। যেহেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যচ্যুত হইলে এবং অশাস্ত্রীয় উপায়ে ধনার্জন করিলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। রাজা প্রত্যহ সাধারণ ও গুরুতর কার্য্য-সকল পর্য্যালোচনা করিবেন; বাহন সকল, আয়ব্যয়, আকর এবং ধনাগার অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্মসমূহের নিষ্পত্তি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের স্থিতি ও গতি, সুবর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির খনি ও রাজকোষের আয় ব্যয় প্রতিদিনই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। রাজা এইরূপে সমুদয় ব্যবহার কার্য্যসমাপন করিয়া আপনার সমুদয় পাপ দূরীভূত করিয়া শেষে পরমগতি প্রাপ্ত হন।৪১৭-২০।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমঃ অধ্যায়ঃ।

পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্মে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রয়োগে চ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥১॥
অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে ॥২॥
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥৩॥
কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৪॥

ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত স্ত্রী এবং পুরুষ—এতদুভয়ের সংযোগ এবং বিয়োগাবস্থায় প্রতিপালনীয় নিত্যকর্ম্ম বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ করুন। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনেরা দিবা-রাত্রি মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবেন না; বরং সদা অনিষিদ্ধ রূপ-রসাদিবিষয়ে প্রসক্ত করত তাহাদিগকে নিয়ত স্ববশে সংস্থাপন করিবেন। স্ত্রীজাতি বিবাহের পূর্বে কৌমারাবস্থায় পিতা-কর্ত্তৃক, যৌবনে স্বামী কর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষণীয়া, ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নহে। উদ্বাহযোগ্য কালে অর্থাৎ কন্যাকালমধ্যে কন্যা যদি পাত্রস্থ না হয়, তবে পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হন; এবং ঋতুকালে পতি যদি পত্নীসঙ্গত না হন, তবে তিনিও নিন্দাভাজন হইয়া

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ ॥৫॥
ইমং হি সর্ব্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্য্যাং ভর্ত্তারো দুর্ব্বলা অপি ॥৬॥
স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি ॥৭॥
পতির্ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥৮॥
যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ॥৯॥
ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্ ॥১০॥

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে ॥১১॥
অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥১২॥
পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্ ॥১৩॥
নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥১৪॥
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্ব্বতে ॥১৫॥
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বা স্বাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি ॥১৬॥

থাকেন; আর ভর্ত্তার লোকান্তর হইলে তাহার পুত্রেরা যদি নিজ জননীর রক্ষাণাবেক্ষণ না করে, তবে তাহারাও নিতান্ত লোকনিন্দার পাত্র হয়। ১-৪।

স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও যত্নপূর্বক রক্ষণীয়া; কারণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা ঘটিলে, সেই স্ত্রী পিতৃ ভর্তৃ—উভয় কুলেরই সন্তাপের কারণ হয়। ভার্য্যারক্ষণধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ - ইহা অবগত হইয়া বর্ণমাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ—সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যারক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবেন। ভার্য্যার সুরক্ষাবিধানে যে ব্যক্তি সবিশেষ যত্নবান্ হয়, সে তাহার দ্বারা নিজ বংশধারা আত্মচরিত এবং ধর্ম—এই সমস্তই রক্ষা করে। ৫-৭।

পতি, ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া তদ্‌গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার "জায়াত্ব"। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পত্নী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, ঠিক তাদৃশ পুত্রই সমুৎপাদন করিয়া থাকে, এ কারণ সৎপুত্রলাভার্থ ভার্য্যা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়া হইতে পারে। ৮-৯।

কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তবে বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা তাহারা সহজে রক্ষণীয়। অর্থের সংগ্রহ ও ব্যয়সাধনে, নিজ শরীর গৃহদ্রব্যাদির শুদ্ধিবিধানে, স্বামীর স্থাপিত অগ্নির শুশ্রূষায়, অন্নপাককার্য্যে এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য। ১০-১১।

যে কামিনী দুঃশীলতাহেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে আপ্ত পুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধ রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু যাহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিতা হইয়া থাকে। ১২।

মদ্যপান, অসৎপুরুষসংসর্গ, ভর্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালে নিদ্রা যাওয়া এবং পরগৃহে বাস—ব্যভিচার দোষের এই ষড়্‌বিধ কারণ। কামিনীরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপ হউক আর কুরূপই হউক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকে। ১৩-১৪।

পুরুষ-দর্শন মাত্রে উহার সহিত মিলনের ইচ্ছা জন্মে, এই হেতু, স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য থাকায় এবং স্নেহশূন্যতা বশতঃ পতিকর্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রীজাতি ভর্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। ১৫।

বিধাতা কর্তৃক স্ত্রীজাতিসৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ,—ইহা বিশেষ অবগত হইয়া সতত তাহার রক্ষা বিধানে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য। শয়ন-আসন-

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ ॥১৭॥
নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ ॥১৮॥
তথা চ শ্রুতয়ো বহ্ব্যো নিগীতা নিগমেষ্বপি।
স্বালক্ষণ্যপরীক্ষার্থং তাসাং শৃণুত নিষ্কৃতীঃ ॥১৯॥
যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্যপতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্ক্তামিত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্ ॥২০॥
ধ্যায়ত্যনিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ পাণিগ্রাহস্য চেতসা।
তস্যৈষ ব্যভিচারস্য নিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে ॥২১॥
যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥২২॥

ভূষণ, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার —এই সকল স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্টিসময়ে মনু কল্পিত করিয়াছেন। অর্থাৎ নারীদিগের ঐ সকল স্বভাবগত। ১৬-১৭।

শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না; স্মৃতি ও বেদাদিধর্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই,—এজন্য ইহারা মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ ইহাই শাস্ত্রস্থিতি। ১৮।

শ্রুতি এবং নিগমে স্ত্রীজাতির ব্যভিচার-শীলতার প্রকাশ আছে এবং উহাদের ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতিতেই কথিত আছে, শ্রবণ করুন। "আমার মাতা যে অসতী ভাবাপন্ন হইয়া পরগৃহবাসাদি করিয়াছেন, ঐ পরপুরুষদুষ্ট মাতৃরজঃ আমার পিতা শুদ্ধ করুন"—এইরূপ অর্থজ্ঞাপক মন্ত্র নিগমে কথিত হইয়াছে। ১৯-২০

মনে মনে পরপুরুষসঙ্কল্প করিয়া স্ত্রীলোক ভর্ত্তার যে কিছু অপ্রিয়াচরণ করে, সেই পাপাপনোদন জন্যও এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। নদী যেমন অর্ণব-সহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীলোক যাদৃক্ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হয়, তাদৃশ গুণ-বিশিষ্টা হইয়া থাকে। ২১-২২।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥২৩॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্ত্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ॥২৪॥

এষোদিতা লোকযাত্রা নিত্যং স্ত্রীপুংসয়োঃ শুভা।
প্রেত্যেহ চ সুখোদর্কান্ প্রজাধর্ম্মান্ নিবোধত ॥২৫॥
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥২৬॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥২৭॥

নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিণী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন। ২৩।

উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্টযোনিজা হইলেও ভর্ত্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রী পুরুষ—এতদুভয়ের নিত্য শুভ লোকযাত্রা বর্ণিত হইল। (পূর্বে স্ত্রীলোকের দোষের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তাহাদের রক্ষণ বিষয়ে পুরুষকে সাবধান করিবার জন্য, এ দোষের প্রতীকারও যখন সম্ভবপর, তখন আর সে দোষ দোষই নহে) অতঃপর ইহকাল ও পরকালের সুখদায়ক প্রজাধর্ম্ম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৪-২৫।

অলঙ্কারস্বরূপা কামিনীগণ গৃহের সন্তানের উৎপাদনার্থ বহু কল্যাণকারিণী এবং বসন-ভূষণদান দ্বারা মানার্হ হইয়া থাকেন, একারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী—এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না। ২৬।

অপত্যোৎপাদন, জাত সন্তানের পরিপালন এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ অতিথিসৎকারাদি সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সাধন। অপত্যলাভ, ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং

অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা ।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥২৮॥
পতিং যা নাতিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা ।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥২৯॥
ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্ ।
শৃগালযোনিঞ্চাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে ॥৩০॥
পুত্রং প্রত্যুদিতং সদ্ভিঃ পূর্ব্বজৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ।
বিশ্বজন্যমিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত ॥৩১॥
ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি শ্রুতিদ্বৈধন্তু কর্ত্তরি (ক) ।
আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ ॥৩২॥
ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্ ।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥৩৩॥
বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ ।
উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে ॥৩৪॥
বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে ।
সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা ॥৩৫॥
যাদৃশন্তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে ।
তাদৃগ্রোহতি তৎ তস্মিন্ বীজং স্বৈর্ব্যঞ্জিতং গুণৈঃ॥৩৬॥
ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাশ্বতী যোনিরুচ্যতে ।
ন চ যোনিগুণান্ কাংশ্চিদ্বীজং পুষ্যতি পুষ্টিষু ॥৩৭॥
ভূমাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ ।
নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ ॥৩৮॥
ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গাস্তিলা মাষাস্তথা যবাঃ ।
যথাবীজং প্ররোহন্তি লশুনানীক্ষবস্তথা ॥৩৯॥

পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি—এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত । ২৭-২৮ ।

যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যে পতির ব্যভিচার করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। ব্যভিচারকারিণী পত্নী ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ; আর ক্ষয়রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িতও হইয়া থাকে। মন্বাদি পুরাতন ঋষিগণ পুত্রবিষয়ক যে পবিত্র আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, সেই বিশ্বোপকারক পবিত্র (উপন্যাস) উপাখ্যান বলিতেছি,—শ্রবণ করুন। পুত্র ভর্ত্তারই হয়, ইহা মুনিগণ বলেন ; কিন্তু ভর্ত্তা সম্বন্ধে শ্রুতিদ্বৈধ আছে, এক শ্রুতিতে বলেন,—"প্রকৃত অপত্যোৎপাদকেরই পুত্রের উপর স্বামিত্ব", আর এক শ্রুতিতে বলেন, বিবাহকর্ত্তা ক্ষেত্রস্বামীরই পুত্রের উপর স্বামিত্ব । ২৯-৩২ ।

নারী ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষ বীজস্বরূপ ; ক্ষেত্র ও বীজ -উভয়-সংযোগে যাবতীয় শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন স্থলে বীজের প্রাধান্য, কোথাও বা ক্ষেত্রের প্রাধান্য ; কিন্তু যে স্থলে ক্ষেত্র ও বীজ—উভয়েরই সমভাব থাকে, তদুভয় সহযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা অধিক প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত । ৩৩-৩৪ ।

বীজ ও ক্ষেত্র—এতদুভয়ের মধ্যে সচরাচর বীজেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয় ; কারণ বীজের লক্ষণাক্রান্ত হইয়াই প্রায় সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যথাকালে কর্ষণাদি-সংস্কৃত ক্ষেত্রে যাদৃশ বীজ বপন করা যায়, সেই বীজের গুণ প্রকাশ করিয়াই অঙ্কুরসকল তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৩৫-৩৬ ।

এই পৃথিবীকে ভূতগণের নিত্য যোনি (উৎপত্তির কারণ) বলিয়া বলা হয় বটে, কিন্তু অঙ্কুর বা কাণ্ডাবস্থায় বীজকে ক্ষেত্রানুরূপ কোন গুণই ভজনা করিতে দেখা যায় না। ইহাও দেখা যায়,—এক ক্ষেত্রে কৃষকগণ কর্ত্তৃক যথাকালে উপ্ত নানাবিধ বীজ স্বভাবতঃ বীজানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারই ধারণ করিয়া থাকে । ৩৭-৩৮ ।

ব্রীহি, মুদ্গ, শালিধান্য, মাষ, লশুন, যব এবং ইক্ষু প্রভৃতি শস্যসকল নিজ নিজ বীজানুরূপই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এক বীজ রোপণ করিলে তাহা হইতে অন্য বীজাঙ্কুর জন্মায়—এইরূপ সিদ্ধান্ত কখনই হইতে পারে না। যখন যে বীজ রোপণ করিবে, তদঙ্কুর নিশ্চয় তাহা হইতে উৎপন্ন হইবে—ইহা এক স্থিরসিদ্ধান্ত।-

(ক) ভর্ত্তরি—পা.

অন্যদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপপদ্যতে।
উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তৎ তদেব প্ররোহতি ॥৪০॥
তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞান-বিজ্ঞানবেদিনা।
আয়ুষ্কামেণ বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি ॥৪১॥
অত্র গাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে ॥৪২॥
নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে ॥৪৩॥
পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।
স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্ ॥৪৪॥
এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥৪৫॥
ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্‌প্রজাপতিনির্ম্মিতম্ ॥৪৬॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি (ক) ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ ॥৪৭॥
যথা গোঽশ্বোষ্ট্রদাসীষু মহিষ্যজাবিকাসু চ।
নোৎপাদকঃ প্রজাভাগী তথৈবান্যাঙ্গনাস্বপি ॥৪৮॥
যেঽক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ ॥৪৯॥
যদন্যগোষু বৃষভো বৎসানাং জনয়েচ্ছতম্।
গোমিনামেব তে বৎসা মোঘং স্কন্দিতমার্ষভম্ ॥৫০॥
তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজং পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
কুর্ব্বন্তি ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে ফলম্ ॥৫১॥

ধান্য রোপণ করিলে যে মুগ সমুৎপন্ন হয় না -ইহা কে না জানে? ৩৯-৪০।

অতএব যিনি প্রাজ্ঞ, বিনীত, বেদাদিশাস্ত্রবেত্তা এবং দীর্ঘজীবী হইতে অভিলাষী, তিনি কদাপি পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিবেন না। এ বিষয়ে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা বায়ু প্রণীত ছন্দোবদ্ধ এক গাথা কীর্ত্তন করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, 'পুরুষ কদাপি পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না। যেমন অপরের শরে বিদ্ধ মৃগের পূর্ব্বছিদ্রে পুনর্ব্বেধকারীর শর নিস্ফল অর্থাৎ ঐ বিদ্ধমৃগ প্রথমপুরুষেরই প্রাপ্য, তদ্রূপ পরভার্য্যায় নিক্ষিপ্ত বীজ তৎক্ষণাৎ নিস্ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে পূর্ব্ব-রাজা পৃথুর ভার্য্যা বলিয়া জানেন। এইরূপ যে ব্যক্তি যে ভূমিকে বনাদিকর্ত্তনপূর্ব্বক কর্ষণাদি দ্বারা উদ্ধার করে, সে ভূমি তাহারই হইয়া থাকে এবং প্রথম শিকারী দ্বারা বিদ্ধ মৃগ পুনর্ব্বার অপর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইলেও প্রথম শিকারীরই হইয়া থাকে,—ইহা সকলেই জানে। ৪১-৪৪।

মনুষ্য, পুত্র—কলত্র সহযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। "যে ভর্ত্তা, সেও অঙ্গনা ভিন্ন নহে" ইহা বেদবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন। পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ, তাহা কদাপি দান বিক্রয় বা ত্যাগদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না,—এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, এই ধর্ম আমরা অবগত আছি। ৪৫-৪৬।

ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পৈতৃক সম্পত্তি একবার বিভক্ত হইলে এবং পিতা বা পিতৃস্থানীয় কর্ত্তৃক কন্যা একবার পাত্রস্থ হইলে এবং সজ্জন কর্ত্তৃক হিরণ্য বস্ত্রাদির দান একবার কৃত হইলে—কোন কালেই তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। সজ্জনগণের এই তিনটি বিষয় একবারই হইয়া থাকে। ৪৭।

গাভী মহিষী উষ্ট্র ও ঘোটকী প্রভৃতি জন্তুদিগের—পরকীয় বৃষ মহিষ উষ্ট্র এবং ঘোটক প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে উৎপাদিত সন্তানগণ, গাভী প্রভৃতি জন্তুগণের স্বামীর অধিকৃত হইয়া থাকে, বৃষ প্রভৃতি জন্তুগণের অধিকারী হয় না। তদ্রূপ পরক্ষেত্রে অপর ব্যক্তি বপন করিলে ফলভোগ তাহার হয় না, পরন্তু ক্ষেত্র-স্বামীরই ফলভোগ হইয়া থাকে। যাহার ক্ষেত্র নাই কেবল বীজ আছে, সে যদি পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, তাহা দ্বারা তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; ক্ষেত্রস্বামীই ঐ ফলভোগ করিয়া থাকে। ৪৮-৪৯।

একটী বৃষ, তৎস্বামী ভিন্ন অন্যের গাভীতে যদি শত শত বৎস সমুৎপাদন করে, সেই বৎসসকল তৎস্বামীর

(ক) দদামীতি—পা.

ফলন্ত্বনভিসন্ধায় ক্ষেত্রিণাং বীজিনাং তথা।
প্রত্যক্ষং ক্ষেত্রিণামর্থো বীজাদ্ যোনির্গরীয়সী ॥৫২॥
ক্রিয়াভ্যুপগমাত্ত্বেতদ্বীজার্থং যৎ প্রদীয়তে।
তস্যেহ ভাগিনৌ দৃষ্টৌ বীজী ক্ষেত্রিক এব চ ॥৫৩॥
ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা লভতে ফলম্ ॥৫৪॥
এষ ধর্ম্মো গবাশ্বস্য দাস্যুষ্ট্রাজাবিকস্য চ।
বিহঙ্গ-মহিষীণাঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ প্রসবং প্রতি ॥৫৫॥
এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি ॥৫৬॥
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা ॥৫৭॥

জ্যেষ্ঠো যবীয়সো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥৫৮॥
দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে ॥৫৯॥
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥৬০॥
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনিবৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ ॥৬১॥
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নিবৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্ ॥৬২॥
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগ-গুরুতল্পগৌ ॥৬৩॥

না হইয়া গো-স্বামীরই হইয়া থাকে, সেখানে বৃষের শুক্র-সেচন বিফল। ক্ষেত্রশূন্য ব্যক্তি নিজ বীজ পরক্ষেত্রে বপন করিলে, বীজবপনকারী সে ফলভোগের কর্ত্তা হয় না; ক্ষেত্রস্বামী হইয়া থাকেন। ক্ষেত্রস্বামী ও বীজ বপন-কর্ত্তা পরস্পরের বিশেষ অভিসন্ধি (অর্থাৎ আমাদের উভয়ের হইবে এইরূপ) না থাকিলে ফললাভ স্পষ্টতঃ ক্ষেত্রস্বামীর হইয়া থাকে। কারণ বীজ অপেক্ষা ক্ষেত্রেরই গৌরব অধিক। ৫০-৫২।

বীজসম্পন্ন ব্যক্তি ও ভূম্যধিকারী উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি বীজ রোপিত হয়, তবে উভয়ে শস্যের ফলভোগী হয়। বীজ—বায়ু কিম্বা জল দ্বারা চালিত হইয়া যাহার ক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যোৎ-পাদন করে, ঐ শস্য ঐ ভূম্যধিকারীরই হয়; বপনকর্ত্তা উহার ফলভোগে বঞ্চিত হন। ৫৩-৫৪।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মটী গৃহপালিত গো, অশ্ব ও মেষ, মহিষী ও পক্ষীদিগের পক্ষে এবং দাসীদিগের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কারণ, তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্ততি তাহাদের প্রতিপালকেরই হয়। ৫৫।

ক্ষেত্র ও বীজের পরস্পর (প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিষয়ক) সম্বন্ধ উপরোক্ত নিয়মগুলিতে ব্যক্ত হইল। এক্ষণে যাহারা স্বামিজাত-সন্তানবিহীনা তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে। দেবরের পক্ষে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মাতৃতুল্যা। এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষে পুত্রবধূ-তুল্যা। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সন্তানসত্বে পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীতে গমন করিলে পতিত হয়।

নিজ স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে. স্ত্রী সম্যক্ নিযুক্তা হইয়া তাহার দেবর কিংবা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত তনয় লাভ করিবে। রাত্রিকালে মৌনা-বলম্বন-পূর্ব্বক স্বামী বা গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত-কলেবরে বিধবা রমণীতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র কোন প্রকারে উৎপাদন করিতে পারেন না। ৫৬-৬০।

কোন কোন স্ত্রীতত্ত্ববিৎ আচার্য্য বলেন,—একটী সন্তান দ্বারা নিযোজকের নিয়োগের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। তজ্জন্য ঐ স্ত্রীতে ঐ নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বিতীয়-সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হইবে। ৬১।

তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইলে, পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূরা পূর্ব্বের ন্যায় পরস্পরকে স্নেহ ও সম্মানসূচক ব্যবহার করিবে। নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি শাস্ত্রানুগামী না হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করে, তবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা পুত্রবধূগমন ও কনিষ্ঠভ্রাতা গুরুপত্নীগমন জন্য পাতকে পতিত হয়। ৬৩।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্ ॥৬৪॥
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥৬৫॥
অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৬৬॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥৬৭॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিয়োজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ ॥৬৮॥
যস্য ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ ॥৬৯॥
যথাবিধ্যাধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতা প্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ ॥৭০॥
ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্ ॥৭১॥
বিধিবৎ প্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপাদিতাম্ ॥৭২॥
যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায়োপপাদয়েৎ।
তস্য তদ্বিতথং কুর্য্যাৎ কন্যাদাতুর্দুরাত্মনঃ ॥৭৩॥
বিধায় বৃত্তিং ভার্য্যায়াঃ প্রসবেৎ কার্য্যবান্ নরঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতা হি স্ত্রী প্রদুষ্যেৎ স্থিতিমত্যপি ॥৭৪॥
বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ ॥৭৫॥

দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বিধবা (কি নিঃসন্তান) নারী তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ গমনে নিয়োজিত হইতে পারে না; কারণ, যাহারা তাহাদিগকে নিযুক্ত করে, তাহারা অনাদি-সিদ্ধ আর্য্যধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করে। ৬৪।

বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, "একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে" এবং বিবাহ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, "বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে"। ইহা পশুধর্ম্ম বলিয়া সুশিক্ষিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বেণরাজার শাসনকালে এই রীতি মানবগণমধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬৫-৬৬।

তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর ও রাজর্ষি-গণাগ্রগণ্য হইয়া পাপাসক্ত ও কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই নিজ শাসনকালে এই বিধি প্রচলন করিয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করেন। তদবধি মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের জন্য যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ পরপুরুষ-নিয়োগ করে, সাধুরা তাহার অশেষবিধ নিন্দা করেন। ৬৭-৬৮।

বিবাহের পূর্ব্বে কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হইলে নিম্নশ্লোকোক্ত বিধান অনুসারে তাহার দেবরের সহিত সেই কন্যার সমাগম—বিধি-সঙ্গত। বিবাহ-বিধানোক্ত নিয়মানুযায়ী তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া, যাবৎ সেই কন্যা সুসন্তান প্রসব না করে, তাবৎ তাহার দেবর প্রতি ঋতু-সময়ে বৈধব্যচিহ্নসূচক শুভ্রবস্ত্র পরিধায়িনী শুদ্ধাচারিণী সেই স্ত্রীর নিকট গমন করিবে। ৬৯-৭০।

একজনকে বাগ্‌দান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আপন (বাগ্‌দত্তা) কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন না। যিনি একবার একের উদ্দেশে আপন কন্যাদান স্বীকার করিয়া অপর পাত্রে তাহাকে পুনরর্পণ করেন, তিনি সমগ্র মানব জাতিকে প্রতারিত করার পাপে পাপী হন। ৭১।

স্ত্রী—অলক্ষণাদি-দোষাক্রান্তা, উৎকট ব্যাধিগ্রস্তা, ক্ষতযোনি বা প্রতারণাপূর্ব্বক প্রদত্তা হইলে, বর যথাবিধি বাক্‌প্রতিগ্রহ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। দোষাক্রান্তা কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া সম্প্রদান করিলে, বর উক্ত কন্যা গ্রহণ না করিয়া, সেই মন্দমতি কন্যা-কর্ত্তার দান ব্যর্থ করিবে। ৭২-৭৩।

প্রয়োজন বশতঃ বিদেশে সুদীর্ঘকাল যাপন করিবার আবশ্যক হইলে, পত্নীর ভরণ-পোষণানুযায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর বিদেশ গমন করা উচিত, কারণ, জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া সচ্চরিত্রা ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীও কুপথগামিনী হইতে পারে। ভরণ-পোষণানুযায়ী বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পতি বিদেশে বাস

প্রোষিতো ধর্ম্মকার্য্যার্থং প্রতীক্ষ্যোঽষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড্ যশোঽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্ ॥৭৬॥

সংবৎসরং প্রতীক্ষেত (ক) দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাত্ত্বেনাং দায়ং হৃত্বা ন সংবসেৎ ॥৭৭॥

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং বা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা ॥৭৮॥

উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্ ॥৭৯॥

মদ্যপাঽসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥৮০॥

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥৮১॥

যা রোগিণী স্যাত্তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ ॥৮২॥

অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ ॥৮৩॥

প্রতিষিদ্ধাপি চেদ্ যা তু মদ্যমভ্যুদয়েষ্বপি।
প্রেক্ষাসমাজং গচ্ছেদ্বা সা দণ্ড্যা কৃষ্ণলানি ষট্ ॥৮৪॥

যদি স্বাশ্চাপরাশ্চৈব বিন্দেরন্ যোষিতো দ্বিজাঃ।
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ ॥৮৫॥

ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকম্।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন ॥৮৬॥

করিলে, স্ত্রী দৃঢ়রূপে ধর্মাশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিবে। এবং বৃত্তির অভাবে সূত্রকর্ত্তন বা অন্য বিশুদ্ধ শিল্পকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিবে। ৭৪-৭৫।

পতি, ধর্মকার্য্যার্থ বিদেশে গমন করিলে, আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির প্রতীক্ষা করিবে ; বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে ছয় এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-উপভোগার্থ গমন করিলে তিন বৎসরকাল স্ত্রী তাঁহার প্রতীক্ষা করিবে—তদনন্তর ভরণ-পোষণার্থ সৎসন্নিধানে গমন করিবে। ৭৬।

পতির প্রতি দ্বেষকারিণী স্ত্রীর স্বামী এক বৎসরকাল প্রতীক্ষা করিবে। তাহার দ্বেষভাব বিগত না হইলে তাহাকে অলঙ্কারাদি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎসহবাস ত্যাগ করিবে। ৭৭।

যে স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়াপরতন্ত্র, মত্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া স্বামীর শুশ্রূষা না করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিচ্ছদে বঞ্চিত করিয়া মাসত্রয়ের নিমিত্ত তাহার সহবাস ত্যাগ করিবে। উন্মত্ত ও ব্রহ্মহত্যাদি দোষে পতিত, ক্লীব এবং কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী শুশ্রূষা না করে, সে পরিত্যক্তা বা অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। ৭৮-৭৯।

মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী, অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্তা, অপকার-সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিণী অপ-ব্যয়িনী স্ত্রী সত্ত্বে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্যঋতু হইতে অষ্টমবর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশমবর্ষে ও কেবল কন্যা উৎপাদন করিলে একাদশ বর্ষে অধিবেদন করিবে ; কিন্তু অপ্রিয়ভাষিণী হইলে কালক্ষয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। ৮০-৮১।

পীড়াগ্রস্তা অথচ পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা এবং সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে,—কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না। স্ত্রী যদ্যপি রোষপরতন্ত্রা হইয়া গৃহত্যাগের উদ্যম করে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে কিংবা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সমগ্র পরিবারবর্গ-সমক্ষে বর্জ্জন করিবে। ৮২-৮৩।

কিন্তু যে ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রী পতিকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও উৎসবাদিকালে মদ্যপান বা নাট্যাভিনয়মন্দিরে জনতা-মধ্যে গমন করে, রাজা তাহাকে ছয়রতি পরিমিত সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। ৮২-৮৪।

দ্বিজগণ,—সজাতীয়া বা বিজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাহার জ্যেষ্ঠতা অনুসারে আবাসস্থান নিরূপণ ও সম্মান করিবেন। কিন্তু স্বামীর দেহপরিচর্য্যা, দৈনিক গৃহ-কর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপাদি কেবল সজাতীয়া স্ত্রীই সম্পাদন করিবেন—ভিন্নজাতীয়া স্ত্রী করিবেন না ; পরন্তু যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি মোহবশতঃ

(ক) সংবৎসরমুদীক্ষেত—পা.

যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ স্বজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ ॥৮৭॥
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি ॥৮৮॥
কামমা মরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৮৯॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥৯০॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥৯১॥
অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনঃ স্যাদ্ যদি তং হরেৎ ॥৯২॥
পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ ॥৯৩॥

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥৯৪॥
দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বিন্দতে নেচ্ছয়াত্মনঃ।
তাং সাধ্বীং বিভৃয়ান্নিত্যং দেবানাং প্রিয়মাচরন্ ॥৯৫॥
প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ ॥৯৬॥
কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং ম্রিয়েত যদি শুল্কদঃ।
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে ॥৯৭॥
আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ।
শুল্কং হি গৃহ্ণন্ কুরুতে চ্ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্ ॥৯৮॥
এতত্তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে ॥৯৯॥
নানুশুশ্রুম জাত্বেতৎ পূর্ব্বেষ্বপি হি জন্মসু।
শুল্কসংজ্ঞেন মূল্যেন চ্ছন্নং দুহিতৃবিক্রয়ম্ ॥১০০॥

সজাতীয়া স্ত্রী নিকটে বর্ত্তমান থাকিতেও অন্যজাতীয়া স্ত্রীদ্বারা ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করায়, ঐ ব্যক্তিকে সকলে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ৮৫-৮৭।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট রূপবান্ বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথা বিধানে সম্প্রদান করিবে। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়, তথাপি তাহাকে নির্গুণ পাত্রে সমর্পণ করিবে না। ৮৮-৮৯।

ঋতুমতী হইলেও কুমারী তিন বৎসরকাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। পিত্রাদিকর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে, তবে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র পাপ হয় না। ঐরূপ স্বয়ংবরা কন্যা তাহার পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃদত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ওরূপ করিলে তাহা চৌর্য্যবৃত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। ৯০-৯২।

যে ঋতুমতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করে, কন্যার পিতাকে তাহার শুল্ক দিতে হইবে না, কারণ, ঋতুর কার্য্য সন্তান উৎপাদন, তাহা রোধ করিয়া উক্ত পিতা আপন কন্যার উপর আধিপত্যরহিত হইয়াছেন। ৯৩।

ত্রিংশ-বর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে; চব্বিশবর্ষের যুবক, আটবৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে কিন্তু যদি ধর্মহানির আশঙ্কা থাকে, ব্রহ্মচারীর বেদ গ্রহণ যদি সত্বর অর্থাৎ ত্রিশ বা চব্বিশ বৎসরের পূর্বেই সমাপ্ত হয়, তবে সত্বরও বিবাহ করিতে পারে। কন্যার বয়স অপেক্ষা বরের বয়ঃক্রম প্রায় তিনগুণ অধিক হইবে - এই মাত্র এই জ্ঞাপন করাই এই বচনের তাৎপর্য্য, কন্যার বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ এ বচনের তাৎপর্য্য নহে (কু-টী)। ৯৪।

পতি আপন ইচ্ছায় ভার্য্যালাভ করিতে পারে না, পরন্তু দেব-নির্দ্দিষ্টা ভার্য্যাই লাভ করিয়া থাকে; অতএব যদি পত্নী সাধ্বী হয়, তবে দেবপ্রীতি কামনা করিয়া তাহাকে নিত্য-ভরণ করিবে। ৯৪-৯৫।

গর্ভধারণার্থ স্ত্রী ও গর্ভাধান জন্য পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে; গর্ভোৎপাদনের ন্যায় অগ্ন্যাধান প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মই স্বামী স্ত্রীর উভয়সাধারণ—বেদে এরূপ উক্ত হইয়াছে। বিবাহার্থ যদি কেহ কোন কন্যাকে শুল্ক দিয়া

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥১০১॥
তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥১০২॥
এষ স্ত্রীপুংসয়োরুক্তো ধর্ম্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত ॥১০৩॥
ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ ॥১০৪॥
জ্যেষ্ঠ এব তু গৃহ্নীয়াৎ পিত্র্যং ধনমশেষতঃ।
শেষাস্তমুপজীবেয়ুর্যথৈব পিতরং তথা ॥১০৫॥

বিবাহের পূর্ব্বে গতাসু হয়, তবে কন্যা সম্মত হইলে উক্ত শুল্ক-দাতার দেবর অর্থাৎ কনিষ্ঠকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিবে। শূদ্রজাতিরও কখনও স্বীয় কন্যার বিবাহোপ-লক্ষে শুল্ক গ্রহণ করা বিধেয় নহে; কন্যার যে পিতা উক্তরূপ শুল্ক গ্রহণ করে, তাহার অপ্রকাশ্যভাবে কন্যাবিক্রয় করা হয়। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, একজনকে বাগ্দান দিয়া কেহ কখনই অন্য পাত্রে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। পূর্ব্বকল্পেও শুল্ক নাম করিয়া গোপনভাবে স্বীয় কন্যা বিক্রয় করার কথা শুনা যায় নাই। মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারী হইয়া অবস্থান করাই স্ত্রী-পুরুষের (স্বামী ও স্ত্রীর) পরম ধর্ম। সংক্ষেপে ইহাই জানিবে।৯৬-১০১।

বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোন মতে বিযুক্ত না হ'ন এবং যাহাতে কোনরূপ ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর রতিযুক্ত ধর্ম এবং আপৎকালে অপত্যপ্রাপ্তি বিষয়ের কথা আপনাদের নিকট উল্লিখিত হইল; আপাততঃ দায়ভাগের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পিতামাতার লোকান্তর হইলে ভ্রাতৃবর্গ সকলে একত্র হইয়া ঐ পিতৃমাতৃধন সমভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারেন; কিন্তু পিতা মাতার জীবৎকালে যদি পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং বিভাগ করিয়া না দেন, তাহা হইলে পুত্রের সে ধনে কোন অধিকার নাই।

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি ॥১০৬॥
যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ ॥১০৭॥
পিতেব পালয়েৎ পুত্রান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
পুত্রবচ্চাপি বর্ত্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি ধর্ম্মতঃ ॥১০৮॥
জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্যতমো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ ॥১০৯॥
যো জ্যেষ্ঠো জেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সম্পূজ্যস্তু বন্ধুবৎ ॥১১০॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন, যদি অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ ভক্তাচ্ছাদনার্থ ঐ জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর পিতৃবৎ নির্ভর করিয়া তাঁহার অধীনে বাস করে। জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মনুষ্য পুত্রবান্ হন এবং পিতৃলোকদিগের নিকট অনৃণী হইয়া থাকেন,—একারণ জ্যেষ্ঠ সর্ব্বস্ব পাইবার যোগ্য। ১০৩-৬।

যে জ্যেষ্ঠপুত্রের সমুৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হন,—স্বয়ং অনন্তত্ব লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মোৎপন্ন পুত্র; অপর সন্তানেরা কামজ মাত্র। ১০৭।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠভ্রাতৃবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন এবং কনিষ্ঠভ্রাতৃগণ ধর্মতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিবে। ১০৭-৮।

যদি বিভাগ না হয়, তাহা হইলেও জ্যেষ্ঠ ধার্মিক হইলে কুলের উন্নতি হয়। (জ্যেষ্ঠের দৃষ্টান্তে কনিষ্ঠরাও ধার্মিক হইয়া উঠে), আবার জ্যেষ্ঠ অধার্মিক হইলে অনুজগণও অধার্মিক হইবে, তাহাতে বংশের বিনাশ ঘটে। গুণবান্ জ্যেষ্ঠ লোকে পূজ্য এবং সজ্জন-সমাজে অনিন্দনীয় হইয়া থাকেন ১০৯।

জ্যেষ্ঠোচিত কর্ত্তব্যকারী জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পিতৃ-মাতৃবৎ পূজ্য; কিন্তু যদি অন্যথাচরণ করেন তবে মাতুলাদি বন্ধুবৎ পূজ্য হইয়া থাকেন। ভ্রাতৃবর্গ পূর্ব্বোক্তরূপে অবিভক্ত ভাবে একত্র বাস করিবেন অথবা ধর্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পৃথক্

এবং সহ বসেয়ুর্বা পৃথগ্ বা ধর্ম্মকাম্যয়া।
পৃথগ্ বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ ক্রিয়া ॥১১১॥
জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্।
ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাৎ তুরীয়স্তু যবীয়সঃ ১১২॥
জ্যেষ্ঠশ্চৈব কনিষ্ঠশ্চ সংহরেতাং যথোদিতম্।
যেঽন্যে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং তেষাং স্যান্মধ্যমং ধনম্॥১১৩
সর্ব্বেষাং ধনজাতানামাদদীতাগ্র্যমগ্রজঃ।
যচ্চ সাতিশয়ং কিঞ্চিদ্দশতশ্চাপ্নুয়াদ্বরম্ ॥১১৪॥
উদ্ধারো ন দশস্বস্তি সম্পন্নানাং স্বকর্ম্মসু।
যৎকিঞ্চিদেব দেয়ন্তু জ্যায়সে মানবর্দ্ধনম্ ॥১১৫॥
এবং সমুদ্ধৃতোদ্ধারে সমানংশান্ প্রকল্পয়েৎ।
উদ্ধারেঽনুদ্ধৃতে তেষামিয়ং স্যাদংশকল্পনা ॥১১৬॥

একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽধ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ।
অংশমংশং যবীয়াংস ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥১১৭॥
স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ ॥১১৮॥
অজাবিকং সৈকশফং ন জাতু বিষমং ভজেৎ।
অজাবিকন্তু বিষমং জ্যেষ্ঠস্যৈব বিধীয়তে ॥১১৯॥
যবীয়ান্ জ্যেষ্ঠভার্য্যায়াং পুত্রমুৎপাদয়েদ্ যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥১২০॥
উপসর্জ্জনং প্রধানস্য ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে।
পিতা প্রধানং প্রজনে তস্মাদ্ধর্ম্মেণ তং ভজেৎ ॥১২১॥
পুত্রঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠায়াং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পূর্ব্বজঃ।
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ ॥১২২॥

পৃথক্ বাস করিবেন; পার্থক্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি, অতএব পার্থক্য ধর্ম্মসঙ্গত। অবিভক্ত ভাবে বাস করিলে একটি পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারাই সকল ভ্রাতার ধর্মসিদ্ধি হইবে। বিভক্ত হইলে সকল ভ্রাতাকেই পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ১১০-১১।

পৈতৃক ধন-বিভাগ কালে দ্রব্যসমূহ বিশভাগের এক ভাগ একত্র করিয়া তাহার মধ্যেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য; মধ্যমের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং কনিষ্ঠের আশীভাগের এক ভাগ প্রাপ্য,—ইহার পরে অবশিষ্ট ধন সকলের সমভাগে প্রাপ্য। ১১২।

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের অংশ পূর্ব্বোল্লিখিত মত; এতদুভয়ের মধ্যগত অপর ভ্রাতারা সকলেই চল্লিশ ভাগের এক ভাগের অধিকারী। জ্যেষ্ঠ যদি গুণবান্ হন, আর অপর ভ্রাতারা নির্গুণ হন, তবে যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুসকল এবং দশটী গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাভীটী তাঁহার প্রাপ্য। ১১৩-১৪।

সকল ভ্রাতা বেদাধ্যয়নাদি বিষয়ে সমগুণসম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত বিভাগ হইবে না অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের দশটী বস্তুর মধ্যে একটীর উদ্ধার হইতে পারে না; তবে জ্যেষ্ঠের সম্মান-রক্ষার্থে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার দেওয়া কর্ত্তব্য। পৈতৃক ধন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভক্ত হইলে, অবশিষ্ট ধন ভ্রাতৃগণ সমভাবে বিভক্ত করিয়া লইবেন; অথবা পৈতৃক ধন বক্ষ্যমাণ নিয়মানুসারে বিভক্ত হইবে। পৈতৃকধন-বিভাগকালে জ্যেষ্ঠের দ্বিগুণ, মধ্যমের দেড়গুণ; তদ্ভিন্ন সকলের এক এক অংশ প্রাপ্য হইয়া থাকে। ১১৬-১৭।

অনূঢ়া ভগিনীদিগের বিবাহ-সংস্কারার্থ প্রত্যেক ভ্রাতার নিজ নিজ অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ অবশ্য দেয়; যিনি এরূপ দানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তিনি ধর্ম্মতঃ পতিত হইবেন। অজ, মেষ ও অশ্বাদি পশুগণ, বৈষম্যনিবন্ধন সমভাগে বিভক্ত হইবার অযোগ্য হইলে অতিরিক্ত পশুটী জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য। ১১৮-১৯।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র তৎপিতামহের ধনবিভাগকালে তাহার পিতৃব্যদিগের সহিত সমাংশভাগী হইবে। কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়াতে সমুৎপাদিত পুত্র, জ্যেষ্ঠের পুত্র হইলেও জ্যেষ্ঠবৎ অংশযোগ্য হইতে পারে না। স্বক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদনেই ক্ষেত্রী প্রধান, অতএব পূর্ব্বনির্ণীত সমভাগেই বিভাগ ন্যায্য। ১২০-২১।

প্রথম-বিবাহিতা পত্নীতে যদি কনিষ্ঠ-সন্তান জন্মে, আর পশ্চাৎপরিণীতা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ-সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পত্নী-জ্যেষ্ঠতা বা পুত্রজ্যেষ্ঠতা—দায়ভাগ

একং বৃষভমুদ্ধারং সংহরেত স পূর্ব্বজঃ।
ততোঽপরেঽজ্যেষ্ঠ(ক)বৃষাস্তদূনানাং স্বমাতৃতঃ ॥১২৩॥
জ্যেষ্ঠস্তু জাতো জ্যেষ্ঠায়াং হরেদ্ বৃষভষোড়শাঃ।
ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষা ভজেরন্নিতি ধারণা ॥১২৪॥
সদৃশস্ত্রীষু জাতানাং পুত্রাণামবিশেষতঃ।
ন মাতৃতো জ্যৈষ্ঠ্যমস্তি জন্মতো জ্যৈষ্ঠ্যমুচ্যতে (খ) ॥১২৫॥
জন্মজ্যেষ্ঠেন চাহ্বানং সুব্রহ্মণ্যাস্বপি স্মৃতম্।
যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা ॥১২৬॥
অপুত্রোঽনেন বিধিনা সুতাং কুর্ব্বীত পুত্রিকাম্।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্ ॥১২৭॥
অনেন তু বিধানেন পুরা চক্রেঽথ পুত্রিকাঃ।
বিবৃদ্ধ্যর্থং স্ববংশস্য স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥১২৮॥
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সোমায় রাজ্ঞে সংকৃত্য প্রীতাত্মা সপ্তবিংশতিম্ ॥১২৯॥
যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ ॥১৩০॥
মাতুস্তু যৌতুকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ।
দৌহিত্র এব চ হরেদপুত্রস্যাখিলং ধনম্ ॥১৩১॥
দৌহিত্রো হ্যখিলং রিক্থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ।
স এব দদ্যাদ্দ্বৌ পিণ্ডৌ পিত্রে মাতামহায় চ ॥১৩২॥
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে ন বিশেষোঽস্তি ধর্ম্মতঃ।
তয়োর্হি মাতা-পিতরৌ সম্ভূতৌ তস্য দেহতঃ ॥১৩৩॥
পুত্রিকায়াং কৃতায়ান্তু যদি পুত্রোঽনুজায়তে।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ ॥১৩৪॥
অপুত্রায়াং মৃতায়ান্তু পুত্রিকায়াং কথঞ্চন।
ধনং তৎপুত্রিকাভর্ত্তা হরেতৈবাবিচারয়ন্ ॥১৩৫॥

স্থলে কোন্‌টী বিবেচ্য, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমস্ত্রীগর্ভজ সন্তান কনিষ্ঠ হইলেও সে এক শ্রেষ্ঠ বৃষভ উদ্ধাররূপে প্রাপ্ত হইবে এবং তৎপরে অপরপত্নী-গর্ভজ তনয়েরা জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাদের নিজ নিজ মাতৃ-কনিষ্ঠত্ব-বশতঃ এক এক অপকৃষ্ট বৃষ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রথম-পরিণীতা পত্নীতে জ্যেষ্ঠ-সন্তান উৎপন্ন হইলে সে ১৫টী গাভী ও একটী বৃষভ প্রাপ্ত হইবে এবং অপর সন্তানদিগের নিজ নিজ মাতৃ-জ্যেষ্ঠত্বানুসারে অবশিষ্ট গোসকল বিভক্ত হইবে। ১২২-২৪।

সবর্ণ-স্ত্রীজাত ভ্রাতৃবর্গের মাতৃজ্যেষ্ঠত্ব না ধরিয়া বয়োজ্যেষ্ঠত্বানুসারে বিভাগ হইয়া থাকে। জ্যোতিষ্টোম-যাগে সুব্রহ্মণ্যাখ্য মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রাহ্বান জন্মতঃ জ্যেষ্ঠেরই কর্ত্তব্য। যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তানই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ১২৫-২৬।

"এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে" অপুত্রক ব্যক্তি এই ব্যবস্থা করিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করেন, সেই কন্যাকে পুত্রিকা বলা যায়। স্বয়ং দক্ষ প্রজাপতি পূর্ব্বকালে আপনার বংশ বৃদ্ধির জন্য এইরূপে অনেক পুত্রিকা করিয়াছিলেন। ১২৭-২৮।

দক্ষ প্রজাপতি প্রীতিপ্রসন্নমনে ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি কন্যা দান করিয়াছিলেন। পুত্র আত্মসদৃশ এবং কন্যাও তদ্বৎ; সুতরাং পুত্রিকাকন্যাসত্ত্বে অন্যে ধনভাগী হইতে পারে না ১২৯-৩০।

মাতার যৌতুকলব্ধ ধন কুমারী কন্যার প্রাপ্য এবং অপুত্রকের সমস্ত ধন দৌহিত্রের প্রাপ্য, অপুত্রক-মাতামহের ধন পুত্রিকাপুত্র গ্রহণ করিবে এবং দৌহিত্র মাতামহ ও পিতা—উভয়ের পিণ্ডদান করিবে। লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্ম্মতঃ কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই, কারণ, একজন হইতে পুত্র কন্যা—উভয়ই সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১৩১-৩৩।

পুত্রিকাগ্রহণান্তে যদি কোন ব্যক্তির পুত্র জন্মে, তাহা হইলে পুত্র ও পুত্রিকা-পুত্র—উভয়ে সমাংশভাগী হইবে—যেহেতু স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নাই। পুত্রিকা অপুত্রিকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাহার প্রাপ্য সমস্ত সম্পত্তি তৎপতি প্রাপ্ত হইবেন। ১৩৪-৩৫।

(ক) ততোঽপরে জ্যেষ্ঠ; (খ) জ্যেষ্ঠতা স্মৃতি—পা.

অকৃতা বা কৃতা বাপি যং বিন্দেৎ সদৃশাৎ সুতম্।
পৌত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনম্ ॥১৩৬॥
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি বিষ্টপম্ ॥১৩৭॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥১৩৮॥
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥১৩৯॥
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়স্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তৎপিতুঃ পিতুঃ ॥১৪০॥
উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্ত্রিমঃ।
স হরেতৈব তদ্রিক্থং সম্প্রাপ্তোঽপ্যন্যগোত্রতঃ ॥১৪১॥

গোত্ররিক্থে জনয়িতুর্ন হরেদ্দত্ত্রিমঃ ক্বচিৎ।
গোত্ররিক্থানুগঃ পিণ্ডো ব্যপৈতি দদতঃ স্বধা ॥১৪২॥
অনিযুক্তাসুতশ্চৈব পুত্রিণ্যাপ্তশ্চ দেবরাৎ।
উভৌ তু নার্হতো ভাগং জারজাতক-কামজৌ ॥১৪৩॥
নিযুক্তায়ামপি পুমান্ নার্য্যাং জাতোঽবিধানতঃ।
নৈবার্হঃ পৈতৃকং রিক্থং পতিতোৎপাদিতো হি সঃ ॥১৪৪॥
হরেত্তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্ম্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ ॥১৪৫॥
ধনং যো বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্ম্মৃতস্য স্ত্রিয়মেব চ।
সোঽপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাৎ তস্যৈব তদ্ধনম্ ॥১৪৬॥
যা নিযুক্তান্যতঃ পুত্রং দেবরাদ্বাপ্যবাপ্নুয়াৎ।
তং কামজমরিক্থীয়ং বৃথোৎপন্নং প্রচক্ষতে ॥১৪৭॥

কৃতপুত্রিকা বা অকৃতপুত্রিকা কন্যার গর্ভ হইতে সমানজাতীয় ভর্ত্তা কর্ত্তৃক সমুৎপাদিত তনয় দ্বারা মাতামহ, পৌত্রবিশিষ্ট হইবেন এবং ঐ দৌহিত্র পিণ্ডদান করত মাতামহের ধন হরণ করিবে। মনুষ্য পুত্র দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতি লোকসকল লাভ করিয়া থাকে; পৌত্র দ্বারা অনন্তত্ব লাভ এবং প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করে। ১৩৬-৩৭।

পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই হেতু ব্রহ্মা স্বয়ং 'পুত্র', এই নাম রাখিয়াছেন। লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ, দৌহিত্র পরলোকে পৌত্রবৎ মাতামহকে পরিত্রাণ করে। ১৩৮-৩৯।

পুত্রিকাপুত্র প্রথমতঃ তাহার মাতৃপিণ্ড দান করিবে,—তৎপরে মাতামহের, অনন্তর প্রমাতামহের পিণ্ডদান করিবে। ঔরস বা ক্ষেত্রজপুত্র না থাকিলে সর্ব্বগুণান্বিত (বেদাধ্যয়নসম্পন্ন) দত্তক পুত্র অন্যক্ষেত্র হইতে গৃহীত হইলেও পিতার রিক্থভাগী হইবে। দত্তক-পুত্র-গ্রহণানন্তর যদি ঔরস পুত্র জন্মে এবং ঐ দত্তক পুত্র যদি সর্ব্বগুণান্বিতও হয়, তাহা হইলে সে ঐ ঔরস পুত্রের ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকে। ১৪০-৪১।

দত্তক পুত্র জন্মদাতার গোত্র বা ধন লাভ করিতে পারে না। যে যাহার পিণ্ডদানে সমর্থ, সে-ই তাহার গোত্র ও ধনাধিকারী হইয়া থাকে। দত্তক-পুত্র দাতার শ্রাদ্ধাদি-কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না। গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া কোন স্ত্রী যদি অপরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করায়, কিংবা সন্তান-সত্ত্বেও দেবরের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করায়, তবে ঐ উভয়বিধ সন্তান জারজ ও কামজ বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না। গুরুজন দ্বারা আদিষ্ট হইয়াও যদি কোন স্ত্রী অবৈধ-ভাবে সন্তানোৎপাদন করায়, তবে ঐ সন্তান পতিত ব্যক্তির দ্বারা সমুৎপাদিত বলিয়া পিতৃধনে অধিকারী হইতে পারে না। ১৪২-৪৪।

গুরুজন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যদি কোন স্ত্রীর যথাবিধানে সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে। কারণ ঐ বীজে ক্ষেত্রীই অধিকারী এবং সন্তানও ধর্ম্মতঃ উৎপন্ন। ১৪৫।

যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করে, তবে তৎকনিষ্ঠ তাহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃজায়াতে পুত্র উৎপাদন-পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে দিবে। ১৪৬।

এতদ্বিধানং বিজ্ঞেয়ং বিভাগস্যৈকযোনিষু।
বহ্বীষু চৈব জাতানাং নানাস্ত্রীষু নিবোধত ॥১৪৮॥
ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ্যে চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগোঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥১৪৯॥
কীনাশো গোবৃষো যানমলঙ্কারশ্চ বেশ্ম চ।
বিপ্রস্যৌদ্ধারিকং দেয়মেকাংশশ্চ প্রধানতঃ ॥১৫০॥
ত্র্যংশং দায়াদ্ধরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাজঃ সার্দ্ধমেবাংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ ॥১৫১॥
সর্ব্বং বা রিক্থজাতং তদ্দশধা পরিকল্প্য চ।
ধর্ম্ম্যং বিভাগং কুর্ব্বীত বিধিনানেন ধর্ম্মবিৎ ॥১৫২॥
চতুরোঽংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্ দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ॥১৫৩॥

যদ্যপি স্যাত্তু সৎপুত্রো হ্যসৎপুত্রোঽপি(ক)বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাদ্দদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ধর্ম্মতঃ ॥১৫৪॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাপুত্রো ন রিক্থভাক্।
যদেবাস্য পিতা দদ্যাৎ তদেবাস্য ধনং ভবেৎ ॥১৫৫॥
সমবর্ণাসু যে জাতাঃ সর্ব্বে পুত্রা দ্বিজন্মনাম্।
উদ্ধারং জ্যায়সে দত্ত্বা ভজেরন্নিতরে সমম্ ॥১৫৬॥
শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ॥১৫৭॥
পুত্রান্ দ্বাদশ যানাহ নৃণাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
তেষাং ষড়্ বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ॥১৫৮॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥১৫৯॥

গুরুজনের দ্বারা আদিষ্ট কোন স্ত্রী যদি দেবর হইতে বা অন্য কোন পুরুষ হইতে কামবশে সন্তান উৎপাদন করায়, তবে ঐ পুত্র কামজ বলিয়া পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে না। ১৪৭।

সবর্ণা-স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদিগের বিভাগ বর্ণিত হইল; এক্ষণে নানাবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদিগের বিষয় বলা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারিজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয়বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। ১৪৮-৪৯।

ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তান একটি কর্ষক, একটি বৃষ, একটি যান, অলঙ্কার এবং একটী বাসভবন ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড় অংশ, এবং শূদ্রাসুত একাংশ প্রাপ্ত হইবে। ১৫০-৫১।

অথবা একজন বিভাগধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তি দশধা বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বিভাগ করিবেন। ব্রাহ্মণ চারি অংশ, ক্ষত্রিয়াসুত তিন অংশ, বৈশ্যাসুত দুই অংশ, এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া অথবা বৈশ্যা—কাহারও গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হউক বা না হউক, শূদ্রাগর্ভজ সন্তান দশমভাগের অতিরিক্ত পাইবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অনূঢ়া শূদ্রাগর্ভজ পুত্র ধনভাগী হয় না। পিতা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাহা ইহাকে দিয়া যাইবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। দ্বিজাতিদিগের সমান বর্ণজাত সন্তানেরা, জ্যেষ্ঠকে উদ্ধারাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ঐ জ্যেষ্ঠের সহিত সমান ভাগ করিয়া লইবে। ১৫২-৫৬।

শূদ্রের সজাতীয়া ভিন্ন অন্য পত্নী হইতে পারে না,—অতএব উহার একশত পুত্র হইলেও সকলেই পৈতৃক ধনে সমভাগী হইবে। স্বায়ম্ভুব মনু যে দ্বাদশ প্রকার * পুত্রের কথা কহিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন সগোত্র-দায়াদ (দায়ভাগী) ও বান্ধব বটে; কিন্তু অপর ছয় জন কেবল বান্ধব—গোত্র-দায়াদ নহে। ১৫৭-৫৮।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ (পিতা বা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যে পুত্র অপর দ্বারা প্রতিপালিত হয় ১৭১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই ষড়্‌বিধ পুত্র গোত্রদায়াদ এবং বান্ধব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৫৯।

* কলির প্রথম সময় হইতে ঔরস এবং দত্তক—এই দ্বিবিধ পুত্রই ব্যবস্থিত হইয়াছে। অন্য পুত্রের পুত্রত্ব নাই।

(ক) যদ্যপুত্রোঽপি—পা.

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ ১৬০॥
যাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপ্লবৈঃ সন্তরন্ জলম্।
তাদৃশং ফলমাপ্নোতি কুপুত্রৈঃ সন্তরংস্তমঃ ॥১৬১॥
যদ্যেকরিক্‌থিনৌ স্যাতামৌরসক্ষেত্রজৌ সুতৌ।
যস্য যৎ পৈতৃকং রিক্‌থং স তদ্ গৃহ্লীত নেতরঃ ॥১৬২॥
'এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্ ॥১৬৩॥
ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥১৬৪।
ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিত্র্যরিক্‌থস্য(ক)ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্রারিক্‌থাংশভাগিনঃ ॥১৬৫॥

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥১৬৬॥
যস্তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।
স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥১৬৭॥
মাতা পিতা বা দদ্যাতাং যমদ্ভিঃ পুত্রমাপদি।
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ো দত্রিমঃ সুতঃ ॥১৬৮॥
সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণম্।
পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিমঃ ॥১৬৯॥
উৎপদ্যতে গৃহে যস্য ন চ জ্ঞায়েত কস্য সঃ।
স গৃহে গূঢ় উৎপন্নস্তস্য স্যাদ্ যস্য তল্পজঃ ॥১৭০॥
মাতাপিতৃভ্যামুৎসৃষ্টং তয়োরন্যতরেণ বা।
যং পুত্রং পরিগৃহ্লীয়াদপবিদ্ধঃ স উচ্যতে ॥১৭১॥

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং শৌদ্র—এই ষড়্‌বিধ পুত্র গোত্র-দায়াদ না হইয়া কেবল বান্ধবমাত্র হইয়া থাকে। পিতামহাদি-ধনের উত্তরাধিকারীকে গোত্র-দায়াদ বলা যায়। ১৬০।

কুৎসিত ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে গেলে মনুষ্য যেরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি কুপুত্র দ্বারা পরলোকে লোক সেইরূপ কষ্টভোগ করিয়া থাকে। একজন ব্যক্তির ঔরস ও ক্ষেত্রজ উভয়বিধ সন্তান থাকিলে ঐ সন্তানেরা নিজ নিজ জন্মদাতার বিষয় প্রাপ্ত হইবে। ঔরস-পুত্রই কেবল পিতৃধনের অধিকারী; তবে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ না হয়, এজন্য ক্ষেত্রজাদি পুত্রগণকে গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করিবে। ১৬১-৬৩।

পিতৃধন বিভাগকালে ঔরস পুত্র সেই ধন হইতে ক্ষেত্রজকে আপন ভাগের ষষ্ঠ ভাগ অথবা পঞ্চম ভাগ দিবে। গুণাগুণ অনুসারে এই বিকল্প ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। ক্ষেত্রজের জন্মদাতারও যদি ঔরস পুত্র থাকে, তবেই এই নিয়ম। ১৬৪।

ঔরস এবং ক্ষেত্রজ পুত্রেরা উক্তক্রমে পিতার অর্জ্জিত ধনের ভাগী। পরন্তু অপর দত্তকাদি দশ পুত্র সগোত্র এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্বের অভাবে ধনভাগী হইবে। বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা সবর্ণা-পত্নীতে স্বয়ং উৎপাদিত সন্তানকে ঔরস পুত্র বলে; ঔরসই মুখ্য পুত্র বলিয়া জানিবে।

অপুত্র মৃত ব্যক্তির, ক্লীবের অথবা ব্যাধিগ্রস্তের পত্নীতে ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়া যে দেবরাদি সপিণ্ড সন্তানোৎপাদন করে, ঐ সন্তানকে ক্ষেত্রজ-সন্তান বলে। পিতামাতা, দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে অথবা প্রতিগ্রহীতা পুত্রের অভাবরূপ আপদে যে সমানজাতীয় পুত্রকে, প্রীতিপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিয়া প্রতিগ্রহীতাকে দান করেন, ঐ পুত্রকে দত্রিম বা দত্তকপুত্র বলে। ১৬৫-৬৮।

গুণদোষবিচারক্ষম, পুত্রগুণযুক্ত অথচ সজাতীয় বালককে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলে কৃত্রিম-পুত্র বলা হয়। আপনার ভার্য্যাতে অবিজ্ঞাত সজাতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলে।১৬৯-৭০।

পিতা-মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা তাঁহাদের মধ্যে একজনের দ্বারা পরিত্যক্ত যে পুত্র, উহাকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, উহা সেই প্রতিগ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র বলিয়া কথিত হয়। পিতৃগৃহে থাকিয়া কন্যা গোপনভাবে সবর্ণপুরুষ দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে কন্যা-বিবাহকারীর কানীন পুত্র বলা যায়।

(ক) পিতৃরিক্‌থস্য—পা.

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্ ॥১৭২॥
যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে ॥১৭৩॥
ক্রীণীয়াদ্ যস্ত্বপত্যার্থং মাতাপিত্রোর্যমন্তিকাৎ।
স ক্রীতকঃ সুতস্তস্য সদৃশোঽসদৃশোঽপি বা ॥১৭৪॥
যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥১৭৫॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাদ্গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥১৭৬॥
মাতাপিতৃবিহীনো যস্ত্যক্তো বা স্যাদকারণাৎ।
আত্মানং স্পর্শয়েদ্ যস্মৈ স্বয়ংদত্তস্তু স স্মৃতঃ ॥১৭৮॥

জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে বিবাহ করিলে সেই গর্ভে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, ঐ পুত্রকে বিবাহকারীর সহোঢ় পুত্র বলা যায়। পুত্রার্থ মাতাপিতার নিকট হইতে মূল্য দিয়া যে পুত্র ক্রয় করা যায়, সে ক্রেতার সবর্ণ হউক বা না হউক, তথাপি ক্রীতক পুত্র হইবে। ১৭১-৭৪।

পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথবা বাগ্দানপাত্রের মৃত্যুবশতঃ বৈধব্য ভাবাপন্ন বাগ্দত্তা কন্যা স্বেচ্ছায় পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র বলে। ১৭৫।

ঐ স্ত্রী যদি অক্ষতযোনি থাকিয়া পরপুরুষকে আশ্রয় করে কিংবা যদি পুনর্ব্বার পূর্ব্বপতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তাহা হইলে ভর্ত্তা উহার পুনর্বার বিবাহসংস্কার করিয়া লইবে। ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুনর্ভূ পত্নী হইবে। বাগ্দত্তা স্ত্রী সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। ১৭৬।

পিতৃ-মাতৃহীন অথবা তাঁহাদের কর্ত্তৃক অকারণ পরিত্যক্ত পুত্র স্বয়ং যদি আপনাকে দান করে, তবে উহা গ্রহীতার স্বয়ংদত্ত পুত্র হইবে। ব্রাহ্মণ কামবশতঃ স্বপরিণীতা শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পুত্রকে পারশব বলে। পার অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে পারগ হইলেও

যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতম্।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥১৭৮॥
দাস্যাং বা দাসদাস্যাং বা যঃ শূদ্রস্য সুতো ভবেৎ।
সোঽনুজ্ঞাতো হরেদংশমিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥১৭৯॥
ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ ॥১৮০॥
য এতেঽভিহিতাঃ পুত্রাঃ প্রসঙ্গাদন্যবীজজাঃ।
যস্য তে বীজতো জাতাস্তস্য তে নেতরস্য তু ॥১৮১॥
ভ্রাতৃণামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বাংস্তাংস্তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥১৮২॥
সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ ॥১৮৩॥

শব অর্থাৎ মৃতের ন্যায় অনধিকারী, একারণ পারশব। ১৭৭-৭৮।

দাসীতে বা দাসপত্নীতে শূদ্রের যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র শূদ্রপিতার অনুজ্ঞামতে উহার ঔরস পুত্রের তুল্যভাগী হইবে,—ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।১৭৯।

শ্রাদ্ধাদি লোপ না হয় এজন্য যথাকথিত ক্ষেত্রজাদি এই একাদশ প্রকার পুত্রকে মনীষীরা পুত্র বলেন। ১৮০।

প্রসঙ্গক্রমে পরবীর্য্যজাত যে সকল পুত্রের কথা বলা হইল, ইহারা যাহার বীর্য্যে জাত, বস্তুতঃ তাহারই সন্তান,—অপরের নহে। একারণ ঔরস পুত্র বা পুত্রিকাপুত্র থাকিতে এ সকল পুত্র গ্রহণ করা উচিত নয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। ১৮১।

একজাত ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন পুত্রবান্ হয়, তবে সেই এক পুত্র দ্বারা সকল ভ্রাতা পুত্রবান্ জানিবে,—মনু ইহা বলিয়াছেন। যে সকল স্ত্রীর এক পতি, ঐ সকল স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রী যদি পুত্রবতী হয়, তবে ঐ পুত্র হইতেই সকল স্ত্রী পুত্রবতী জানিবে,—মনু ইহা কহিয়াছেন। ১৮২-৮৩।

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে পাপীয়ান্ রিক্থমর্হতি।
বহবশ্চেত্তু সদৃশাঃ সর্ব্বে রিক্থস্য ভাগিনঃ ॥১৮৪॥
ন ভ্রাতরো ন পিতরঃ পুত্রা রিক্থহরাঃ পিতুঃ।
পিতা হরেদপুত্রস্য রিক্থং ভ্রাতর এব চ ॥১৮৫॥
ত্রয়াণামুদকং কার্য্যং ত্রিষু পিণ্ডঃ প্রবর্ত্ততে।
চতুর্থঃ সম্প্রদাতৈষাং পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥১৮৬॥
অনন্তরঃ সপিণ্ডাদ্ যস্তস্য তস্য ধনং ভবেৎ।
অত ঊর্দ্ধং সকুল্যঃ স্যাদাচার্য্যঃ শিষ্য এব বা ॥১৮৭॥
সর্ব্বেষামপ্যভাবে তু ব্রাহ্মণা রিক্থভাগিনঃ।
ত্রৈবিদ্যাঃ শুচয়ো দান্তাস্তথা ধর্ম্মো ন হীয়তে ॥১৮৮॥
অহার্য্যং ব্রাহ্মণদ্রব্যং রাজ্ঞা নিত্যমিতি স্থিতিঃ।
ইতরেষাস্তু বর্ণানাং সর্ব্বাভাবে হরেন্নৃপঃ ॥১৮৯॥

ঔরসাদিক্রমে যে সকল পুত্রের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে উত্তমজন্মা এবং তদভাবে পাপজন্মা পুত্রেরা ধনাধিকারী হইবে: আর যদি সকলে সমানবর্ণ হয়, তবে উহারা সকলে তুল্যাংশী হইবে। ১৮৪।

সোদর ভ্রাতাও নয়; পিতাও নয়; পরন্তু ঔরসাদি-পুত্রেরাই পিতার ধনাধিকারী হইবে, কিন্তু মুখ্য বা গৌণ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, পত্নী ও দুহিতা যাহার নাই, এমন ব্যক্তির ধনাধিকারী পিতাই হইবেন এবং তদভাবে ভ্রাতা হইবেন। ১৮৫।

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিনের উদক-দান বা তর্পণ কর্ত্তব্য, এই তিন জনেরই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য, —চতুর্থ সৎপুত্রাদি পিণ্ডোদকদাতা; এ বিষয়ে পঞ্চমের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অপুত্রক পিতামহাদি-ধনে গৌণ পৌত্রেরও অধিকার হইবে। ১৮৬।

স্ত্রী বা পুরুষ যেই হউক, সপিণ্ডের মধ্যে যে অতি সন্নিহিত, সে-ই অগ্রে ধনাধিকারী হইবে। সপিণ্ডাভাবে সমানোদক, তদভাবে আচার্য্য এবং তদভাবে শিষ্য ধনাধিকারী হইবে। ১৮৭।

সকলের অভাবে বেদত্রয়বিৎ শুচি জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণই ঐ ধনের অধিকারী হইবেন,—এইরূপ ব্রাহ্মণ ধনাধিকারী হইলে মৃতধনীর শ্রাদ্ধাদিধর্ম্মহানি হয় না। ব্রাহ্মণ-দ্রব্য কদাপি রাজার গ্রহণ করা উচিত নয়,—ইহাই নিত্য ব্যবস্থা। তবে সকলের অভাব হইলে অপরাপর বর্ণের ধনে রাজার অধিকার। ১৮৮-৮৯।

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্থজাতং স্যাৎ তৎ তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ ॥১৯০॥

দ্বৌ তু যৌ বিবদেয়াতাং দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়া ধনে।
তয়োর্যদ্ যস্য পিত্র্যং স্যাৎ তৎ স গৃহ্ণীত নেতরঃ ॥১৯১॥
জনন্যাং সংস্থিতায়ান্তু সমং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ভজেরন্ মাতৃকং রিক্থং ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ ॥১৯২॥
যাস্তাসাং স্যুর্দুহিতরস্তাসামপি যথার্হতঃ।
মাতামহ্যা ধনাৎ কিঞ্চিৎ প্রদেয়ং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥১৯৩॥
অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।
ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্ ॥১৯৪॥

অপুত্র মৃতব্যক্তির স্ত্রী, সমানগোত্র পুরুষ হইতে (নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে) পুত্র উৎপাদন করাইয়া উহাকে মৃতের সমস্ত ধন অর্পণ করিবে। মাতা বিদ্যমানে একজন স্বভর্তৃজ অন্যটী পৌনর্ভব বা গোলক,—এই দুই প্রকার পুত্রদিগের মধ্যে ধন লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে সে ধন যাহার জন্মদাতার তাহাকে সেই ধন দিবে। ১৯০-৯১।

মাতা মরিয়া গেলে মাতার ধন সহোদর ভ্রাতা ও অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনী—সকলে সমান ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা কন্যা থাকিলে উহাকে আপন অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে। যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে, তবে সম্মানার্থ উহাদিগকে মাতামহী-ধন হইতে প্রীতিপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দান করিবে। ১৯২-৯৩।

স্ত্রীধন ছয় প্রকার—অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত, এবং ভ্রাতৃদত্ত। বিবাহ-হোমকালে লব্ধ যে ধন, তাহাকে অধ্যগ্নি ও পতিগৃহে যাইবার সময়ে লব্ধ যে ধন তাহাকে অধ্যাবাহনিক বা ব্যাবহারিক স্ত্রীধন

অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ ॥১৯৫॥
ব্রহ্ম-দৈবার্ষ-গান্ধর্ব্ব-প্রাজাপত্যেষু যদ্বসু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে ॥১৯৬॥
যৎ তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে ॥১৯৭॥
স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রা দত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ ॥১৯৮॥
ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ কুটুম্বাদ্বহুমধ্যগাৎ।
স্বকাদপি চ বিত্তাদ্ধি স্বস্য ভর্ত্তুরনাজ্ঞয়া ॥১৯৯॥
পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ॥২০০॥

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্ত-জড়-মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ ॥২০১॥
সর্ব্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ ॥২০২॥
যদ্যর্থিতা তু দারৈঃ স্যাৎ ক্লীবাদীনাং কথঞ্চন।
তেষামুৎপন্নতন্তূনামপত্যং দায়মর্হতি ॥২০৩॥
যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ ॥২০৪॥
অবিদ্যানান্তু সর্ব্বেষামীহাতশ্চেদ্ধনং ভবেৎ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদপিত্র্য ইতি ধারণা ॥২০৫॥
বিদ্যাধনন্তু যদ্ যস্য তৎ তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
মৈত্র্যমৌদ্বাহিকঞ্চৈব মাধুপর্কিকমেব চ ॥২০৬॥

এবং রতিকালে অথবা অন্যকালে পতিকর্ত্তৃক প্রীতি-সহকারে দত্ত যে ধন তাহা প্রীতিদত্ত। ১৯৪।

বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্তৃকুল হইতে লব্ধ যে ধন, তাহাকে অন্বাধেয় বলে; ঐ অন্বাধেয় এবং প্রীতিহেতু ভর্ত্তা হইতে লব্ধ-ধন, ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীর সন্তানেরা পাইবে। ১৯৫।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, প্রাজাপত্য—এই পাঁচ প্রকার বিবাহলব্ধ যে ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন—স্ত্রী যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যায় তবে উহা ভর্ত্তারই হইবে। আর আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ-বিবাহলব্ধ স্ত্রীধন, স্ত্রী যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যায়, তবে অগ্রে মাতার হইবে, তদভাবে পিতার হইবে। ১৯৬-৯৭।

ব্রাহ্মণের নানা জাতীয়া স্ত্রীর মধ্যে যদি কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইয়া মরে, তবে উহার পিতৃদত্ত যে স্ত্রীধন, তাহা সপত্নী ব্রাহ্মণী কন্যা গ্রহণ করিবে তদভাবে তাহার সন্তান পাইবে। বহু পরিবারের মধ্যে থাকিয়া কোন স্ত্রী, সাধারণ ধন হইতে অলঙ্কারার্থ ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে না এবং ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে ভর্ত্তার ধনও লইতে পারিবে না। ১৯৮-৯৯।

ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক যে অলঙ্কার ধারণ করে, ভর্ত্তার মরণোত্তর পুত্রাদি দায়াদেরা স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে তাহা ভোগ করিতে পারিবে না; যদি করে, তবে পাপী হয়। ক্লীব পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য—ইহারা পিত্রাদি-ধনে অধিকারী নহে। ২০০-২০১।

ধনহারীরা ঐ সকল ক্লীব প্রভৃতিকে ন্যায্য-গ্রাসাচ্ছাদন দিবে, যদি না দেয়, তবে তাহারা পাপী হইবে। ক্লীবাদির যদি দারপরিগ্রহের ইচ্ছা হয় এবং তাহাতে যদি ক্ষেত্রজ-সন্তান জন্মে, তবে সে পিতামহ-ধন পাইবে। ২০২-৩।

পিতার মরণোত্তর ভ্রাতাদিগের সহিত অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ আপনার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জ্জন করিবে, বিদ্যাভ্যাসকারী কনিষ্ঠেরা উহার অংশ পাইবে। পিতৃধনাভাবে যদি সকল ভ্রাতা চেষ্টা করিয়া গার্হস্থ্য নির্ব্বাহ করে, তবে ভাগকালীন উহারা সকলেই সমান ভাগ পাইবে। উপার্জ্জনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কাহারও ন্যূন বা কাহারও অধিক হইবে না এবং কেহ উদ্ধার ভাগ পাইবে না। ২০৪-৫।

বিদ্যালব্ধ যে ধন, উহা যাহার বিদ্যা—তাহারই; মিত্রলব্ধ ধন, বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে প্রাপ্ত ধন, আর যাগে আর্ত্বিজ্য-লব্ধ যে ধন, তাহা তাহার দায়াদ কর্ত্তৃক বিভক্ত হইতে পারে না। ২০৬।

ভ্রাতৃণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
ন নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্ত্বোপজীবনম্ ॥২০৭॥
অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জ্জয়েৎ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥২০৮॥
পৈতৃকন্তু পিতা দ্রব্যমনবাপ্তং যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্ত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামঃ স্বয়মর্জ্জিতম্ ॥২০৯॥
বিভক্তাঃ সহ জীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং তত্র ন বিদ্যতে ॥২১০॥
শেষাং জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো বা হীয়েতাংশপ্রদানতঃ।
ম্রিয়েতান্যতরো বাপি তস্য ভাগো ন লুপ্যতে ॥২১১॥
সোদর্য্যা বিভজেরংস্তং সমেত্য সহিতাঃ সমম্।
ভ্রাতরো যে চ সংসৃষ্টা ভগিন্যশ্চ সনাভয়ঃ ॥২১২॥

যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ ॥২১৩॥
সর্ব্ব এব বিকর্ম্মস্থা নার্হন্তি ভ্রাতরো ধনম্।
ন চাদত্ত্বা কনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ কুর্বীত যৌতকম্ ॥২১৪॥
ভ্রাতৃণামবিভক্তানাং যদ্যুত্থানং ভবেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কথঞ্চন ॥২১৫॥
ঊর্দ্ধং বিভাগাজ্জাতস্তু পিত্র্যমেব হরেদ্ধনম্।
সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেত স তৈঃ সহ ॥২১৬॥
অনপত্যস্য পুত্রস্য মাতা দায়মবাপ্নুয়াৎ।
মাতর্য্যপি চ বৃত্তায়াং পিতুর্মাতা হরেদ্ধনম্ ॥২১৭॥
ঋণে ধনে চ সর্ব্বস্মিন্ প্রবিভক্তে যথাবিধি।
পশ্চাদ্দৃশ্যেত যৎ কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং সমতাং নয়েৎ ॥২১৮॥

যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া সাধারণ ভ্রাতৃধনের বাঞ্ছা করে না, তাহাকে পিতৃধনের অংশ হইতে উপজীবনস্বরূপে কিছু দিয়া পৃথক্ করিয়া দিবে। পিতৃধন নষ্ট না করিয়া কৃষি বাণিজ্য জনিত শ্রম দ্বারা যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করে, সে যদি ইচ্ছা না করে, তবে ঐ শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশ অন্যকে দিবে না। ২০৭-৮।

পৈতৃক সম্পত্তি, পিতার অসামর্থ্য প্রযুক্ত যদি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে এবং পুত্র আপন শক্তি দ্বারা যদি তাহার উদ্ধার করে, তবে এ ধন স্বোপার্জ্জিত। ইচ্ছা না থাকিলে অপরাপর পুত্রকে উহার ভাগ দিতে হইবে না। ২০৯।

ভ্রাতারা যদি পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া পশ্চাৎ আবার সকলে একত্র হইয়া বাস করে, তবে পুনর্ব্বার ভাগ করিবার সময়ে সকলে সমান ভাগ পাইবে—জ্যেষ্ঠ উদ্ধার পাইবেন না। ২১০।

বিভাগকালে ভ্রাতাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ—যে ভ্রাতা, সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা বা মরণহেতু স্বীয় অংশ হইতে হীন হইবে, উহার অংশ লুপ্ত হইবে না। সহোদরভ্রাতারা একত্র হইয়া ঐ অংশ ভাগ করিয়া লইবে। সংসৃষ্ট ভ্রাতারা এবং সহোদরা ভগিনীরাও ঐ অংশ হইতে সমান ভাগ পাইবে। যে জ্যেষ্ঠ লোভবশতঃ কনিষ্ঠভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করে, সে জ্যেষ্ঠোচিত মানার্হ নহে—জ্যেষ্ঠার্হ উদ্ধারাংশের যোগ্য নয়, পরন্তু রাজগণ কর্ত্তৃক সে দণ্ডনীয়। দ্যূত বেশ্যাসেবা প্রভৃতি কুকর্ম্মাসক্ত ভ্রাতারা ধন পাইবার যোগ্য নয়; আবার কনিষ্ঠদিগকে ভাগ না দিয়া জ্যেষ্ঠ আপনার জন্য সাধারণ ধন হইতে সঞ্চয় করিবে না। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ যদি একত্র থাকিয়া সকলেই ধনোপার্জ্জন করে, তবে বিভাগকালে পিতা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিষম ভাগ দিবেন না। ২১১-১৫।

বিভাগের পর যদি কোন পুত্র জন্মে, তবে সেও পিতৃধন পাইবে। যদি ভ্রাতারা একত্র মিলিত থাকে, তবে ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে ভাগ লইবে। নিঃসন্তান পুত্রের ধন মাতা পাইবেন; মাতার মরণের পর পিতামহী পাইবেন,—অন্য নিকট অধিকারী না থাকিলে এ নিয়ম জানিবে। ২১৬-১৭।

যথাশাস্ত্র সমুদয় ঋণ বা ধন ভাগ করিয়া লওয়ার পর, যদি পৈতৃক, অজ্ঞাত কোন সাধারণ ঋণ বা ধন দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সকলে পূর্ব্বের মত সমান ভাগ করিয়া লইবে। বস্ত্র, বাহন, অলঙ্কার, সিদ্ধ অন্ন শক্তু প্রভৃতি, কূপাদির

বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারং কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারঞ্চ ন বিভাজ্যং প্রচক্ষতে ॥২১৯॥
অয়মুক্তো বিভাগো বঃ পুত্রাণাঞ্চ ক্রিয়াবিধিঃ।
ক্রমশঃ ক্ষেত্রজাদীনাং দ্যূতধর্ম্মান্ (ক) নিবোধত॥২২০॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তকরণাবেতৌ(খ)দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাম্॥২২১
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ ॥২২২॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ ॥২২৩॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥২২৪॥
কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ ॥২২৫॥

এতে রাষ্ট্রে বর্ত্তমানা রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতস্করাঃ।
বিকর্ম্মক্রিয়য়া নিত্যং বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ ॥২২৬॥
দ্যূতমেতৎ পুরাকল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্ ॥২২৭॥
প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।
তস্য দণ্ডবিকল্পঃ স্যাদ্ যথেষ্টং নৃপতেস্তথা ॥২২৮॥
ক্ষত্রবিট্শূদ্রযোনিস্তু দণ্ডং দাতুমশক্নুবন্।
আনৃণ্যং কর্ম্মণা গচ্ছেদ্বিপ্রো দদ্যাচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥২২৯॥
স্ত্রীবালোন্মত্তবৃদ্ধানাং দরিদ্রাণাঞ্চ রোগিণাম্।
শিফাবিদলরজ্জ্বাদ্যৈর্বিদধ্যান্নৃপতির্দমম্ (গ) ॥২৩০॥
যে নিযুক্তাস্তু কার্য্যেষু হন্যুঃ কার্য্যাণি কার্য্যিণাম্।
ধনোষ্মণা পচ্যমানাস্তান্ নিঃস্বান্ কারয়েন্নৃপঃ ॥২৩১॥
কূটশাসনকর্ত্তৃংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্ বিট্সেবিনস্তথা ॥২৩২॥

জল, দাসী প্রভৃতি স্ত্রী, মন্ত্র, পুরোহিত এবং গোচারণ স্থানের বিভাগ হইবে না। ২১৮-১৯।

এই তোমাদিগকে বিভাগব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রজাদি পুত্রের প্রকরণ বলিলাম, এক্ষণে দ্যূতকর্ম্ম শ্রবণ কর। রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া এবং সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক।

দ্যূত এবং সমাহ্বয় প্রকাশ্য চৌর্য্যমাত্র; এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্নবান্ থাকিবেন। পাশা ঘুঁটী প্রভৃতি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে দ্যূত বলে এবং মেষ কুক্কুটাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া তাহাকে সমাহ্বয় বলে ২২০-২৩।

যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া বা সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ড করিবেন এবং দ্বিজ-চিহ্নধারী শূদ্রকেও ঐরূপ দণ্ড দিবেন। ২২৪।

কিতব অর্থাৎ দ্যূত বা সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, নিষ্ঠুর কর্মকারী চৌরাদি, বেদবিদ্বিদ্বেষী, পরধর্ম্মরত এবং শৌণ্ডিক (মদ্যকারক) প্রভৃতি লোককে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবে না। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বাস করিলে নানাপ্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্ম দ্বারা ভদ্র প্রজাদিগকে নিত্যই পীড়া দেয়। দ্যূত যে মহৎ বৈরিতার নিদান—ইহা পুরাণ-কথাতেও দেখা যায়। এজন্য বুদ্ধিমান্ জন পরিহাসচ্ছলেও দ্যূতসেবা করিবেন না। ২২৫-২৭।

প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া করে, রাজা তাহার প্রতি যথেচ্ছ দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র - ইহারা দণ্ডদানে অশক্ত হইলে রাজা উহাদিগকে জাত্যুচিত কর্ম্ম করাইয়া দণ্ডিত অর্থের শোধ লইবেন। পরন্তু ব্রাহ্মণকে দণ্ডধনের জন্য খাটাইবেন না, কিন্তু আয়ানুসারে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে ঐ ধন আদায় করিবেন। ২২৮-২৯।

স্ত্রীলোক, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং রোগী—ইহাদিগের অর্থদণ্ডের স্থলে শিফা অর্থাৎ বৃক্ষজটা, বিদল অর্থাৎ বেত্র, অথবা চর্ম্মাদিকৃত রজ্জু দ্বারা প্রহার করিয়া দণ্ড প্রদান করিবেন। ২৩০।

প্রাড়্বিবাকাদি রাজনিযুক্ত পুরুষেরা ধনলোভে

(ক) ধর্ম্মং—পা.　(খ) রাজান্ত—পা.

(গ) 'নৃপতিঃশ্রবম্'—পা.

তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যত্র ক্বচন যদ্ভবেৎ।
কৃতং তদ্ধর্ম্মতো বিদ্যান্ন তদ্ভূয়ো নিবর্ত্তয়েৎ (ক)॥২৩৩
অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যৎ কুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ॥২৩৪॥
ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
এতে সর্ব্বে পৃথগ্‌ জ্ঞেয়া মহাপাতকিনো নরাঃ॥২৩৫॥
চতুর্ণামপি চৈতেষাং প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বতাম্।
শারীরং ধনসংযুক্তং দণ্ডং ধর্ম্ম্যং প্রকল্পয়েৎ॥২৩৬॥
গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥২৩৭॥
অসম্ভোজ্যা হ্যসংযাজ্যা অসম্পাঠ্যা বিবাহিনঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥২৩৮॥

জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দ্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥১৩৯॥
প্রায়শ্চিত্তন্তু কুর্ব্বাণাঃ সর্ব্বে বর্ণা যথোদিতম্।
নাঙ্ক্যা রাজ্ঞা ললাটে স্যুর্দাপ্যাস্তূত্তমসাহসম্॥২৪০॥
আগঃসু ব্রাহ্মণস্যৈব কার্য্যো মধ্যমসাহসঃ।
বিবাস্যো বা ভবেদ্রাষ্ট্রাৎ সদ্রব্যঃ সপরিচ্ছদঃ॥২৪১॥
ইতরে কৃতবন্তস্তু পাপান্যেতান্যকামতঃ।
সর্ব্বস্বহারমর্হন্তি কামতস্তু প্রবাসনম্॥২৪২॥
নাদদীত নৃপঃ সাধুর্মহাপাতকিনো ধনম্।
আদদানস্তু তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপ্যতে (খ)॥২৪৩॥
অপ্সু প্রবেশ্য তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ॥২৪৪॥

বিকৃত হইয়া উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক যদি অর্থি-প্রত্যর্থীর(বাদী প্রতিবাদীর) কার্য্য নষ্ট করে, তবে রাজা উহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। মিথ্যা রাজাজ্ঞাপত্র-লেখক, প্রকৃতিবর্গে ভেদকারক, স্ত্রী, বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। ২৩১-৩২।

ব্যবহার বিষয়ে কোন পক্ষকে সৎ বা অসৎ বলিয়া সভ্যেরা যাহা একেবারে ধার্য্য করিয়াছেন, অথবা যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মতই করা হইয়াছে—এই বোধে তদ্বিষয়ে আর পুনর্ব্বার আলোচনা করিবেন না। ২৩৩।

অমাত্য অথবা প্রাড়্‌বিবাক যদি কোন বাদী প্রতি-বাদীর অভিযোগ অযথাভাবে নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারীদিগকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন।

ব্রাহ্মণঘাতী সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুবর্ণ অপহরণকারী এবং গুরুপত্নীগামী—ইহাদের প্রত্যেককে মহাপাতকী বলিয়া জানিবে। এই চারি প্রকার মহাপাতকী যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে রাজা উহাদিগকে অর্থদণ্ডের সহিত বক্ষ্যমাণ শারীরিক দণ্ড করিবেন। ২৩৪-৩৬।

গুরুপত্নীগমনে পাপকর্ত্তার ললাটে ভগাকার চিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্রচিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুক্কুরের পদচিহ্ন, এবং ব্রাহ্মণঘাতীর ললাটে একটা কবন্ধ (শিরোহীন) পুরুষ,—তপ্ত লৌহ দ্বারা চিরকালের জন্য আঁকিয়া দিবেন। চিহ্নিত ঐ মহাপাতকীরা সহভোজনযোগ্য নয়, যাজনীয় নয়, অধ্যাপনীয় নয়;—ইহাদিগের সহিত কন্যা-দান সম্বন্ধ রাখাও উচিত নয়। উহারা সর্ব্বধর্মবহিষ্কৃত হইয়া দীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। কৃতচিহ্ন এ সকল মহাপাতকীকে জ্ঞাতি ও অপরাপর সম্পর্কীয়েরা একেবারে ত্যাগ করিবে,—ইহাদিগকে কিছুমাত্র দয়া করিবে না,—উহাদিগকে নমস্কার পর্য্যন্তও করিবে না, - ইহাই মনুর অনুশাসন। ২৩৭-৩৯।

ঐ সকল মহাপাতকীরা যদি স্ব স্ব বর্ণোচিত যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে উহাদের ললাটে ঐরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইবে না; পরন্তু রাজা উহাদিগকে উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ অকামকৃত এই সকল মহাপাতক করিলে রাজা উহাকে মধ্যম-সাহস দণ্ড দিবেন এবং কামকৃত হইলে উহাকে সদ্রব্য সপরিচ্ছদ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিবেন। ২৪০-৪১।

ক্ষত্রিয়াদি অকামতঃ এই সকল মহাপাতক করিলে উহাদের সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং কামতঃ করিলে উহাদেরও নির্ব্বাসন হইবে। সাধু রাজা মহাপাতকীর

(ক) তীরিতঞ্চানুশিষ্টঞ্চ যো মন্যেত বিকর্ম্মণা।
দ্বিগুণং দণ্ডমাস্থায় তৎ কার্য্যং পুনরুদ্ধরেৎ—পা.

(খ) তেন দোষৈর্বিকল্প্যতে—পা.

ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥২৪৫॥
যত্র বর্জয়তে রাজা পাপকৃদ্ভ্যো ধনাগমম্।
তত্র কালেন(ক) জায়ন্তে মানবা দীর্ঘজীবিনঃ ॥২৪৬॥
নিষ্পদ্যন্তে চ শস্যানি যথোপ্তানি বিশাং পৃথক্।
বালাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতং ন চ জায়তে(খ) ॥২৪৭॥
ব্রাহ্মণান্ বাধমানন্তু কামাদবরবর্ণজম্।
হন্যাচ্চিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ ॥২৪৮॥
যাবানবধ্যস্য বধে তাবান্ বধ্যস্য মোক্ষণে।
অধর্ম্মো নৃপতের্দৃষ্টো ধর্ম্মস্তু বিনিযচ্ছতঃ ॥২৪৯॥
উদিতোঽয়ং বিস্তরশো মিথো বিবদমানয়োঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেষু ব্যবহারস্য নির্ণয়ঃ ॥২৫০॥

এবং ধর্ম্ম্যাণি কার্য্যানি সম্যক্ কুর্ব্বন্মহীপতিঃ।
দেশানলব্ধান্ লিপ্সেত লব্ধাংশ্চ পরিপালয়েৎ ॥২৫১॥
সম্যঙ্ নিবিষ্টদেশস্তু কৃতদুর্গশ্চ শাস্ত্রতঃ।
কণ্টকোদ্ধরণে নিত্যমাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্ ॥২৫২॥
রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ ॥২৫৩॥
অশাসংস্তস্করান্ যস্তু বলিং গৃহ্লাতি পার্থিবঃ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং স্বর্গাচ্চ পরিহীয়তে ॥২৫৪॥
নির্ভয়ন্তু ভবেদ্ যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।
তস্য তদ্বর্দ্ধতে নিত্যং সিচ্যমান ইব দ্রুমঃ ॥২৫৫॥
দ্বিবিধাংস্তস্করান্ বিদ্যাৎ পরদ্রব্যাপহারকান্।
প্রকাশাংশ্চাপ্রকাশাংশ্চ চারচক্ষুর্মহীপতিঃ ॥২৫৬॥

ধন কদাচ গ্রহণ করিবেন না; লোভ বশতঃ ঐরূপ করিলে ঐ মহাপাতকসংযুক্ত হইতে হয়। ২৪২-৪৩।

মহাপাতকীর দণ্ড করিয়া যে ধন হইবে, তাহা বরুণের উদ্দেশে জলে নিক্ষেপ করিবেন অথবা বৃত্ত-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবেন। যেহেতু বরুণদেব রাজাদিগেরও শাস্তা, সেই জন্য তিনি ঐ দণ্ডধন-গ্রহণে সমর্থ, বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের প্রভু বলিয়া তিনিও ঐ ধন-গ্রহণে-সমর্থ। ২৪৪-৪৫।

যে দেশে রাজা পাপকারীর ধন গ্রহণ করেন না, তথায় মানবেরা যথাকালে জন্মগ্রহণ করে এবং দীর্ঘজীবী হয়; তথায় বৈশ্যেরা যেরূপ শস্যাদি বপন করে, শস্য সকলও সেইরূপ নিষ্পন্ন হয়;—বালক অবস্থায় কেহ মরে না অথবা বিকৃত প্রাণী সকলও জন্মগ্রহণ করে না। শূদ্রবর্ণ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা-কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন। অবাধে অবধ্য পুরুষের বধে রাজার যেরূপ পাপ দৃষ্ট হয়, বধ্যের রক্ষণেও তাঁহার সেইরূপ পাপ; পরন্তু যথাশাস্ত্র দণ্ড করাই রাজার ধর্ম্ম। ২৪৬-৪৯।

পরস্পর বিবাদপরায়ণ বাদী প্রতিবাদীর ব্যবহার নির্ণয় যাহা ঋণদানাদি অষ্টাদশমার্গে বিভক্ত, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইল। মহীপতি ধর্ম্মানুসারে এইরূপ ব্যবহার নির্ণয় করত অলব্ধ দেশসকল লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন এবং লব্ধ রাজ্যসকল প্রতিপালন করিবেন। শাস্ত্রে যেরূপ আছে,—রাজা, জনাধ্যুষিত সেইরূপ দেশে দুর্গ নির্মাণপূর্বক বাস করিয়া চোর সাহসিক প্রভৃতি কণ্টক-স্বরূপ ক্ষুদ্র-শত্রু সকলকে নষ্ট করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন। ২৫০-৫২।

সদাচারশালী লোকদিগের রক্ষাহেতু এবং চৌরদস্যু প্রভৃতি কণ্টকসকল শোধন-হেতু, প্রজাপালনতৎপর রাজা স্বর্গে গমন করেন। তস্করদিগকে শাসন না করিয়া যে রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তাঁহার রাজ্য ক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যে রাজার বাহুবল আশ্রয় করিয়া রাজ্যস্থ সকলে নির্ভয়ে বাস করে, জলসেক দ্বারা বৃক্ষ যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঐ রাজার রাজ্য তেমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ২৫৩-৫৫।

রাজা গুপ্তচর দ্বারা প্রকাশ এবং অপ্রকাশ—পর-দ্রব্যাপহারক দুই প্রকার চোর অবগত হইবেন। নানা-পণ্যোপজীবীরা দ্রব্যের মূল্যাদি অথবা মানাদি (ওজন প্রভৃতি) বঞ্চনা করে বলিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্যবঞ্চক

(ক) লোকে চ; (খ) বিকৃতির্ন চ—পা.

প্রকাশবঞ্চকাস্তেষাং নানাপণ্যোপজীবিনঃ।
প্রচ্ছন্নবঞ্চকাস্ত্বেতে যে স্তেনাটবিকাদয়ঃ ॥২৫৭॥
উৎকোচকাশ্চৌপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ ॥২৫৮॥
অসম্যক্‌কারিণশ্চৈব মহামাত্রাশ্চিকিৎসকাঃ।
শিল্পোপচারযুক্তাশ্চ নিপুণাঃ পণ্যযোষিতঃ ॥২৫৯॥
এবমাদীন্ বিজনীয়াৎ প্রকাশাল্লোঁককণ্টকান্।
নিগূঢ়চারিণশ্চান্যাননার্য্যানার্য্যলিঙ্গিনঃ ॥২৬০॥
তান্ বিদিত্বা সুচরিতৈর্গূঢ়ৈস্তৎ কর্ম্মকারিভিঃ।
চারৈশ্চানেকসংস্থানৈঃ প্রোৎসাদ্য বশমানয়েৎ ॥২৬১॥
তেষাং দোষানভিখ্যাপ্য স্বে স্বে কর্ম্মণি তত্ত্বতঃ।
কুর্ব্বীত শাসনং রাজা সম্যক্ সারাপরাধতঃ ॥২৬২॥

এবং যাহারা সন্ধিচ্ছেদাদি দ্বারা গুপ্তভাবে চৌর্য্য করে ও অরণ্যে থাকিয়া পরধনাপহরণ করে, উহারা প্রচ্ছন্ন-বঞ্চক জানিবে। ২৫৬-৫৭।

উৎকোচ-গ্রহণকারী, মিথ্যাভয় প্রদর্শন করিয়া পরধনহারী, বঞ্চনাকারী, দ্যূতক্রীড়াকারী—কিতব "তোমার ধন পুত্র সম্পত্তিলাভ হইবে", এইরূপ মিথ্যা-বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া যাহারা অর্থার্জন করে, তাহার নাম মঙ্গলাদেশবৃত্ত, ভিতরে পাপ গোপন করিয়া বাহে ভদ্রবেশে পরধনহারী, যাহারা ঈক্ষণিক অর্থাৎ হস্তের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, মহামাত্র (যাহারা হস্তীকে শিক্ষা দিয়া জীবিকা অর্জন করে অর্থাৎ মাহুত) ও অশিক্ষিত চিকিৎসক, যাহারা চিত্রাঙ্কনজীবী এবং বহুবিধ কল্পিত শিল্পের উপায় বিষয়ে উৎসাহ দিয়া লোকের ধনহরণ করে, বশীকরণাদি কার্য্যনিপুণ এবং বেশ্যা স্ত্রীলোক—ইহারা প্রকাশ্য লোককণ্টক জানিবে। ইহাদিগের এবং দ্বিজবেশধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন। ২৫৮-৬০।

ঐ সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষকেও তৎকর্ম্মকারী (যেমন বাণিজ্যক্ষেত্রে চুরি হইলে বণিক্ গুপ্তচর দ্বারা) নানাপ্রকার কাপটিক গুপ্তচর দ্বারা আত্মীয়তা দেখাইয়া রাজা শেষে স্ববশে আনয়ন করিবেন।

ন হি দণ্ডাদৃতে শক্যঃ কর্ত্তুং পাপবিনিগ্রহঃ।
স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভৃতং চরতাং ক্ষিতৌ ॥২৬৩॥
সভা প্রপাপূপশালা বেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ।
চতুষ্পথাশ্চৈত্যবৃক্ষাঃ সমাজাঃ প্রেক্ষণানি চ ॥২৬৪॥
জীর্ণোদ্যানান্যরণ্যানি কারুকাবেশনানি চ।
শূন্যানি চাপ্যগারাণি বনান্যুপবনানি চ ॥২৬৫॥
এবংবিধান্ নৃপো দেশান্ গুল্মৈঃ স্থাবরজঙ্গমৈঃ।
তস্করপ্রতিষেধার্থং চারৈশ্চাপ্যনুচারয়েৎ ॥২৬৬॥
তৎসহায়ৈরনুগতৈর্নানাকর্ম্মপ্রবেদিভিঃ।
বিদ্যাদুৎসাদয়েচ্চৈব নিপুণৈঃ পূর্ব্বতস্করৈঃ ॥২৬৭॥
ভক্ষ্যভোজ্যাপদেশৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ দর্শনৈঃ।
শৌর্য্যকর্ম্মাপদেশৈশ্চ কুর্য্যুস্তেষাং সমাগমম্ ॥২৬৮॥

রাজা উহাদের দোষ প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ উহাদিগের অপরাধানুসারে দণ্ড করিবেন। চোর ও পাপমতি যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণকারী সেই সেই ব্যক্তিদিগকে দণ্ড ব্যতীত পাপ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। ২৬১-৬৩।

সভা, জলদান-গৃহ, পিষ্টকাদি বিক্রয় গৃহ, বেশ্যা-গৃহ, মদ্য ও অন্ন বিক্রয়স্থান, চতুষ্পথ, প্রধান বৃক্ষমূল, জনতা-স্থান, রঙ্গক্ষেত্র, জীর্ণবাটিকা, অরণ্য, শিল্পগৃহ, জনশূন্য-গৃহ, এবং বন উপবন—এই প্রকার স্থান সকলের উপর তস্করতা নিবারণ জন্য রাজা স্থাবর জঙ্গম সৈন্য ও চর নিযুক্ত করিয়া সদা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন।২৬৪-৬৬।

যাহারা চোরের সহায়, অনুগত বা চৌরাদির ন্যায় সন্ধিচ্ছেদাদি কর্ম্মে নিপুণ, অথবা পূর্ব্বে চৌর ছিল,—সেই সকল লোক দ্বারা রাজা চোরের বিষয় অবগত হইবেন এবং চৌরদিগকে উৎসন্ন করিবেন।২৬৭।

ভক্ষ্য ভোজ্যের লোভ দেখাইয়া অথবা এমন ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহার নিকটে গেলে লোকের ইষ্টসিদ্ধি হয়—এরূপ ব্রাহ্মণদর্শনের ছলে অথবা এমন বীর আছে, যে বহুলোকের সঙ্গে লড়িতে পারে—এরূপ শৌর্য্য-কর্ম্ম দেখাইবার ছলে রাজা চারদ্বারা ঐ সকল লোককে আনয়ন করাইবেন। ২৬৮।

যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্ ॥২৬৯॥
ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচায়য়ন্ ॥২৭০॥
গ্রামেষ্বপি চ যে কেচিচ্চৌরাণাং ভক্তদায়কাঃ।
ভাণ্ডাবকাশদাশ্চৈব সর্ব্বাংস্তানপি ঘাতয়েৎ ॥২৭১॥
রাষ্ট্রেষু রক্ষাধিকৃতান্ সামন্তাংশ্চৈব চোদিতান্।
অভ্যাঘাতেষু মধ্যস্থান্ শিষ্যাচ্চৌরানিব দ্রুতম্ ॥২৭২॥
যশ্চাপি ধর্ম্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্ম্মজীবনঃ।
দণ্ডেনৈব তমপ্যোষেৎ স্বকাদ্ধর্ম্মাদ্ধি বিচ্যুতম্ ॥২৭৩॥
গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্ব্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥২৭৪॥

চারপ্রেরিত হইয়াও শঙ্কাবশতঃ যাহারা আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত বধ করিবেন। ধার্ম্মিক রাজা হৃতদ্রব্য ('বমাল') বা সিঁদকাঠি প্রভৃতি না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না; কিন্তু চৌরের উপকরণ ও ও হৃতদ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া উহাকে বধ করিবেন। ২৬৯-৭০।

গ্রামের মধ্যে যদি যাহারা জানিয়া-শুনিয়াও চোরকে খাইতে দেয়, অথবা ভাণ্ড কিংবা গৃহে স্থানও দেয়, তবে রাজা অপরাধ বুঝিয়া উহাদিগকেও বধ করিবেন। যাহারা রাজ্যমধ্যে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত এবং যাহারা সীমানাদার,—ইহারা যদি চৌর্য্য কার্য্যের উপদেশে মধ্যস্থ হয়, তবে রাজা চৌরের ন্যায় উহাদিগকেও ক্ষিপ্র শাসন করিবেন। ২৭১-৭২।

ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রস্ট হন, তবে রাজা উহাকেও দণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন করিবেন। গ্রাম লুণ্ঠন হইতেছে, হিতা (সেতু) ভঙ্গ করিতেছে, অথবা পথে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে,—ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যাহারা উহাদিগকে ধরিবার জন্য বেষ্টিত না হয় রাজা তাহাদিকে অশ্ব-গো-শয্যাদি পরিচ্ছদসহ দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ২৭৩-৭৪।

রাজ্ঞঃ কোষাপহর্ত্তৄংশ্চ প্রতিকূলেষু চ স্থিতান্।
ঘাতয়েদ্বিবিধৈর্দণ্ডৈররীণাঞ্চোপজাপকান্ ॥২৭৫॥
সন্ধিং ছিত্ত্বা তু যে চৌর্য্যং রাত্রৌ কুর্ব্বন্তি তস্করাঃ।
তেষাং ছিত্ত্বা নৃপো হস্তৌ তীক্ষ্ণশূলে নিবেশয়েৎ ॥২৭৬॥
অঙ্গুলী গ্রন্থিভেদস্য(ক) ছেদয়েৎ প্রথমে গ্রহে।
দ্বিতীয়ে হস্তচরণৌ তৃতীয়ে বধমর্হতি ॥২৭৭॥
অগ্নিদান্ ভক্তদাংশ্চৈব তথা শস্ত্রাবকাশদান্।
সন্নিধাতংশ্চ মোষস্য হন্যাচ্চৌরমিবেশ্বরঃ ॥২৭৮॥
তড়াগভেদকং হন্যাদপ্সু শুদ্ধবধেন বা।
তদ্বাপি প্রতিসংস্কুর্য্যাদ্দাপ্যস্তূত্তমসাহসম্ ॥২৭৯॥
কোষ্ঠাগারায়ুধাগার—দেবতাগারভেদকান্।
হস্ত্যশ্ব-রথহর্ত্তৄংশ্চ হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥২৮০॥

রাজকোষের অপহর্ত্তা, রাজার আদেশের প্রতিকূলাচারী এবং রাজার সহিত শত্রুপক্ষের বৈরবৃদ্ধিকারীদিগকে নানাবিধ দণ্ড দিয়া রাজা বধ করিবেন। যে সকল চোরেরা সন্ধিচ্ছেদ করিয়া রাত্রিকালে চুরি করে, রাজা তাহাদের হস্তদ্বয়চ্ছেদ করিয়া তীক্ষ্ণ-শূলে আরোপিত করিবেন। যাহারা গ্রন্থি-ভেদ করিয়া (কাটিয়া) চুরি করে, তাহাদিগকে প্রথম বারে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদ দণ্ড, দ্বিতীয় বারে হস্তপদচ্ছেদ ও তৃতীয় বারে বধদণ্ড দিবেন। সিঁদ কাটা অথবা গাঁট-কাটা প্রভৃতি চোরকে যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও অগ্নি দেয় বা ভাত দেয়, অথবা শস্ত্র বা আশ্রয়স্থান দেয়, অথবা তাহাদের হৃত দ্রব্যাদি রাখে, রাজা তাহাদিগকেও চোরের ন্যায় দণ্ড দিবেন। ২৭৫-৭৮।

তড়াগ-ভেদকারী ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারিবেন, অথবা শুদ্ধ বধ করিবেন; কিন্তু যদি সে তড়াগ-ভেদ করিয়া আবার পূর্ব্বমত সংস্কার করিয়া দেয়, তবে উহাকে উত্তম সাহস দণ্ড দিবেন। ২৭৯।

রাজসম্বন্ধী ধান্যাদি-গৃহ, ধনাগার, অস্ত্র-শস্ত্রাদিগৃহ এবং দেবপ্রতিমাগৃহ যে ব্যক্তি বিনষ্ট করে অথবা রাজার হস্তি-অশ্ব অপহরণ করে,—কোন বিচার না করিয়া রাজা তাহাকে বধ করিবেন। যে ব্যক্তি সাধারণের জন্য

(ক) অঙ্গুলীগ্রন্থি—পা.

যস্তু পূর্ব্ব-নিবিষ্টস্য তড়াগস্যোদকং হরেৎ।
আগমং বাপ্যপাং ভিন্দ্যাৎ স দাপ্যঃ পূর্ব্বসাহসম্॥২৮১॥
সমুৎসৃজেদ্রাজমার্গে যস্ত্বমেধ্যমনাপদি।
স দ্বৌ কার্ষাপণৌ দদ্যাদমেধ্যঞ্চাশু শোধয়েৎ ॥২৮২॥
আপদ্গতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ ॥২৮৩॥
চিকিৎসকানাং সর্ব্বেষাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ।
অমানুষেষু প্রথমো মানুষেষু তু মধ্যমঃ ॥২৮৪॥
সংক্রমধ্বজযষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ।
প্রতিকুর্য্যাচ্চ তৎ সর্ব্বং পঞ্চ দদ্যাচ্ছতানি চ ॥২৮৫॥
অদূষিতানাং দ্রব্যাণাং দূষণে ভেদনে তথা।
মণীনামপবেধে চ দণ্ডঃ প্রথমসাহসঃ ॥২৮৬॥
সমৈর্হি বিষমং যস্তু চরেদ্বৈ মূল্যতোঽপি বা।
স প্রাপ্নুয়াদ্দমং পূর্ব্বং নরো মধ্যমমেব বা ॥২৮৭॥
বন্ধনানি চ সর্ব্বাণি রাজমার্গে(ক) নিবেশয়েৎ।
দুঃখিতা যত্র দৃশ্যেরন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ ॥২৮৮॥
প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ পূরকম্।
দ্বারাণাঞ্চৈব ভঙ্‌ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥২৮৯॥
অভিচারেষু সর্ব্বেষু কর্ত্তব্যো দ্বিশতো দমঃ।
মূলকর্ম্মণি চানাপ্তেঃ কৃত্যাসু বিবিধাসু চ ॥২৯০॥
অবীজবিক্রয়ী চৈব বীজোৎক্রষ্টা তথৈব চ।
মার্য্যাদাভেদকশ্চৈব বিকৃতং প্রাপ্নুয়াদ্বধম্ ॥২৯১॥
সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবঃ।
প্রবর্ত্তমানমন্যায়ে চ্ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ ॥২৯২॥
সীতাদ্রব্যাপহরণে শস্ত্রাণামৌষধস্য চ।
কালমাসাদ্য কার্য্যঞ্চ রাজা দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥২৯৩॥
স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ সুহৃৎ তথা।
সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ॥২৯৪॥

কৃত তড়াগের উদক একেবারেই নষ্ট করে, অথবা সেতু দ্বারা জলপথ বন্ধ করে, রাজা উহাকে প্রথমসাহস দণ্ড করিবেন। ২৮০-৮১।

যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজমার্গে বিষ্ঠোৎসর্গ করে, রাজা উহাকে কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন, আর ঐ বিষ্ঠা উহার দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। যদি আপদ্গত, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা বালক ঐরূপ করে, তবে উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবেন এবং উহাদিগের দ্বারা বিষ্ঠা পরিষ্কার করাইবেন। ২৮২-৮৩।

চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা-চিকিৎসা করে, তবে গবাদি-পশু-চিকিৎসা-সম্বন্ধে তাহাদের প্রথমসাহস দণ্ড এবং মানুষ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। সংক্রম (অর্থাৎ সোপান), ধ্বজ, যষ্টি এবং প্রতিমা-ভেদককে রাজা পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন এবং ঐ সকল বস্তু নূতন করাইয়া লইবেন। ২৮৪-৮৫।

অদূষিত দ্রব্যের দূষণে বা ভেদনে অথবা অভেদ্য মণি-ভেদনে বা মুক্তাপ্রবালাদির অযথা-স্থানভেদনে, ভেত্তার প্রথমসাহস দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সম-মূল্যদাতাদিগের সহিত উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা বিষম ব্যবহার করে অথবা সমমূল্যের দ্রব্য একজনকে বহুমূল্যে ও আর একজনকে অল্পমূল্যে দেয়, রাজা উহাকে প্রথম বা মধ্যম-সাহস দণ্ড করিবেন। কারাগারাদি বন্ধনগৃহসকল প্রকাশ্য রাজপথে নির্ম্মাণ করিবেন—যাহাতে দুঃখিত, বিকৃত, পাপকারী ব্যক্তিদিগকে সকলে দেখিতে পায়। গৃহ বা পুরাদি প্রাকারের ভেদকারক, পরিখার পূরক বা পরিখার দ্বারভঙ্গকারী,—এ সকল ব্যক্তিকে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রবাসিত করিবেন। ২৮৬-৮৯।

অন্যকে মারিবার জন্য সকলপ্রকার আভিচারিক কার্য্যে, বশীকরণে এবং বিবিধ উচ্চাটনাদি কার্য্যে দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে। যে অবীজকে বীজ বলিয়া বিক্রয় করে, অথবা অপকৃষ্ট বীজকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় করে এবং গ্রামাদির সীমা যে নষ্ট করে, তাহাকে রাজা নাসা-কর-চরণাদি কর্ত্তন দ্বারা দণ্ড দিবেন। ২৯০-৯১।

যত কণ্টকপাপী আছে তন্মধ্যে সুবর্ণকার পাপিষ্ঠ; এ কারণ সুবর্ণ-চৌর্য্যাদি অন্যায়ে প্রবৃত্ত দেখিলে রাজা উহাকে ক্ষুরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে আদেশ দিবেন। হাল-কুদ্দালাদি কৃষিসম্বন্ধীয় দ্রব্য হরণে, শস্ত্র

(ক) রাজা মার্গে—পা.

সপ্তানাং প্রকৃতীনাস্তু রাজ্যস্যাসাং যথাক্রমম্
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং জানীয়াদ্ব্যসনং মহৎ ॥২৯৫॥
সপ্তাঙ্গস্যেহ রাজ্যস্য বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ।
অন্যোন্যগুণবৈশেষ্যান্ন কিঞ্চিদতিরিচ্যতে ॥২৯৬॥
তেষু তেষু তু কৃত্যেষু তত্তদঙ্গং বিশিষ্যতে।
যেন যৎ সাধ্যতে কার্য্যং তত্তস্মিন্ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥২৯৭॥
চারেণোৎসাহযোগেন ক্রিয়য়ৈব চ কর্ম্মণাম্।
স্বশক্তিং পরশক্তিঞ্চ নিত্যং বিদ্যান্মহীপতিঃ(ক) ॥২৯৮॥
পীড়নানি চ সর্ব্বাণি ব্যসনানি তথৈব চ।
আরভেত ততঃ কার্য্যং সঞ্চিন্ত্য গুরুলাঘবম্ ॥২৯৯॥
আরভেতৈব কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে ॥৩০০॥

কিংবা ওষধিহরণে, রাজা কাল এবং প্রয়োজন বুঝিয়া দণ্ড দিবেন। রাজা, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড এবং সুহৃৎ—এই সাতটী রাজ্যের অঙ্গ, এজন্য রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বলা যায়। ২৯২-৯৪।

প্রকৃতিপদবাচ্য এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গের বিনাশরূপ ব্যসন, অতিশয় মহৎ জানিবে। যেমন যতির ত্রিদণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ডের আধিক্য নাই, তদ্রূপ এই সপ্তাঙ্গের মধ্যেও কোন অঙ্গেরই বিশেষ আধিক্য নাই—উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী। ২৯৫-৯৬।

তবে যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই কার্য্য-সম্বন্ধে সেই অঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। চার পুরুষদিগকে উৎসাহ দিয়া এবং আত্মকার্য্যসকল দর্শনে রাজা সদাই শত্রুশক্তি ও আত্মশক্তি অবগত হইবেন। মড়কাদি পীড়া অথবা অন্য নানা প্রকার পীড়নস্থান এবং নিজও পরচক্রগত ব্যসন—ইহাদের গুরু-লাঘব পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা শত্রুর সহিত সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন ২৯৭-৯৯।

রাজ্যরক্ষাদি কার্য্যে বার বার শ্রান্ত হইলেও তথাপি রাজা কর্ম্মারম্ভে ক্ষান্ত থাকিবেন না; কারণ, কার্য্যারম্ভশালী পুরুষকে শ্রী নিজেই সেবা করেন। ৩০০।

কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে ॥৩০১॥
কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি স জাগ্রদ্দ্বাপরং যুগম্।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগম্ ॥৩০২॥
ইন্দ্রস্যার্কস্য বায়োশ্চ যমস্য বরুণস্য চ।
চন্দ্রস্যাগ্নেঃ পৃথিব্যাশ্চ তেজোবৃত্তং নৃপশ্চরেৎ ॥৩০৩॥
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ যথেন্দ্রোঽভিপ্রবর্ষতি।
তথাভিবর্ষেৎ স্বং রাষ্ট্রং কামৈরিন্দ্রব্রতং চরন্ ॥৩০৪॥
অষ্টৌ মাসান্ যথাদিত্যস্তোয়ং হরতি রশ্মিভিঃ।
তথা হরেৎ করং রাষ্ট্রান্নিত্যমর্কব্রতং হি তৎ ॥৩০৫॥
প্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি যথা চরতি মারুতঃ।
তথা চারৈঃ প্রবেষ্টব্যং ব্রতমেতদ্ধি মারুতম্ ॥৩০৬॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—সকলই রাজার অধীন; একারণ রাজাকেই যুগ বলা যায়। রাজা যখন প্রকৃতি-পুঞ্জের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি চক্ষু নিমীলিত করিয়া প্রসুপ্ত থাকেন, তখন কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যখন তিনি রাজ্যের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখেন, তখন দ্বাপর যুগ; যখন তিনি রাজকর্ম্মানুষ্ঠানে অবস্থিত থাকেন, তখন ত্রেতা; আবার যখন রাজা যথাশাস্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। রাজা—ইন্দ্র, সূর্য্য বায়ু, যম, বরুণ, চন্দ্র, অগ্নি ও পৃথিবীর বীর্য্যানুরূপ চরিত অবলম্বন করিবেন। ইন্দ্রদেব যেমন বর্ষাকালে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ রাজা ইন্দ্রব্রতধারী হইয়া প্রজাপুঞ্জের প্রার্থিত বিষয়সকল বর্ষণ করিতে থাকিবেন। ৩০১-৪।

সূর্য্যদেব যেমন অল্পে অল্পে আট মাস কাল স্বীয় রশ্মি দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকেন, রাজাও সেইরূপ অর্কব্রত হইয়া অল্পে অল্পে রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিবেন। ৩০৫।

বায়ুদেব যেমন সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন, রাজাও তদ্রূপ বায়ুব্রত হইয়া চার পুরুষ দ্বারা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ৩০৬।

(ক) পরাত্মনোঃ—পা.

যথা যমঃ প্রিয়-দ্বেষ্যৌ প্রাপ্তকালে(ক) নিযচ্ছতি।
তথা রাজ্ঞা নিয়ন্তব্যাঃ প্রজাস্তদ্ধি যমব্রতম্ ॥৩০৭॥
বরুণেন যথা পাশৈর্বদ্ধ এবাভিদৃশ্যতে।
তথা পাপান্নিগৃহ্লীয়াদ্ ব্রতমেতদ্ধি বারুণম্ ॥৩০৮॥
পরিপূর্ণং যথা চন্দ্রং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তি মানবাঃ।
তথা প্রকৃতয়ো যস্মিন্ স চান্দ্রব্রতিকো নৃপঃ ॥৩০৯॥
প্রতাপযুক্তস্তেজস্বী নিত্যং স্যাৎ পাপকর্ম্মসু।
দুষ্টসামন্তহিংস্রশ্চ তদাগ্নেয়ং ব্রতং স্মৃতম্ ॥৩১০॥
যথা সর্ব্বাণি ভূতানি ধরা ধারয়তে সমম্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি বিভ্রতঃ পার্থিবং ব্রতম্ ॥৩১১॥
এতৈরুপায়ৈরন্যৈশ্চ যুক্তো নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
স্তেনান্ রাজা নিগৃহ্লীয়াৎ স্বরাষ্ট্রে পর এব চ ॥৩১২॥

কাল প্রাপ্ত হইলে যম যেমন প্রিয় ও দ্বেষ্য বিচার করেন না, রাজাও দণ্ড বিধান সময়ে প্রিয় বা দ্বেষ্য বিবেচনা না করিয়া ন্যায়দণ্ড বিধান করিবেন—এই তাঁহার যমব্রত। ৩০৭।

বরুণ পাশদ্বারা যেমন দৃঢ়বন্ধন করেন, রাজাও পাপীদিগকে সেইরূপ নিগ্রহ করিবেন,—ইহাই তাঁহার বরুণব্রত। পূর্ণচন্দ্রদর্শনে লোকে যেমন আনন্দপ্রকাশ করে, সেইরূপ যে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিবর্গ আনন্দিত থাকে, তাঁহাকে চন্দ্রব্রতধারী রাজা বলা যায়। ৩০৮-৯।

যে রাজা পাপকারীর পক্ষে প্রতাপযুক্ত, নিত্য তেজস্বী এবং দুষ্ট সামন্ত সম্বন্ধে হিংসাশালী হন, তাঁহাকে আগ্নেয়ব্রতধারী বলা যায়। পৃথিবী যেমন সর্ব্বভূতকে সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ যে রাজা সমুদয় প্রজাকে সমভাবে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে পার্থিব-ব্রতধারী বলা যায়। ৩১০-১১।

এই সকল এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা রাজা নিত্য অনলস থাকিয়া স্বরাজ্যে এবং পররাজ্যে স্থিত চৌরগণকে নিগ্রহ করিবেন। রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও

(ক) প্রাপ্তে—পা.

পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ ন প্রকোপয়েৎ।
তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবলবাহনম্ ॥৩১৩॥
যৈঃ কৃতঃ সর্ব্বভক্ষ্যোঽগ্নিরপেয়শ্চ মহোদধিঃ।
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতঃ সোমঃ কো ন নশ্যেৎ প্রকোপ্য তান্ ॥৩১৪॥
লোকানন্যান্ সৃজেয়ুর্যে লোকপালাংশ্চ কোপিতাঃ।
দেবান্ কুর্য্যুরদেবাংশ্চ কঃ ক্ষিণ্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ॥৩১৫॥
যানুপাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি লোকা দেবাশ্চ সর্ব্বদা।
ব্রহ্ম চৈব ধনং যেষাং কো হিংস্যাত্তান্ জিজীবিষুঃ॥৩১৬॥
অবিদ্বাংশ্চৈব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নির্দৈবতং মহৎ ॥৩১৭॥
শ্মশানেষ্বপি তেজস্বী পাবকো নৈব দুষ্যতি।
হূয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩১৮॥

কখনও ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইবেন না; কারণ, ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে সবলবাহন রাজাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারেন। যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ করিয়াছেন,—যাঁহারা মহোদধিকে অপেয়জল করিয়াছেন, -যাঁহারা চন্দ্রকে ক্ষয়ী করিয়া পশ্চাৎপূরিত করিয়াছেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে প্রকুপিত করিয়া কে না নষ্ট হয়? ৩১২-৩১৪।

যাঁহারা স্বর্গাদি লোকসকল এবং লোকপালসকল সৃষ্টি করিতে পারেন,—ক্রুদ্ধ হইলে যাঁহারা দেবতা-দিগকেও অদেবতা করিতে পারেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ৩১৫।

যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া লোকসকল ও দেবতারা অবস্থান করিতেছেন; ব্রহ্মই যাঁহাদের ধন, বাঁচিতে ইচ্ছা থাকিতে কে ইহাঁদিগকে হিংসা করিবে? সংস্কৃত হউক আর অসংস্কৃত হউক, অগ্নি যেমন মহতী দেবতা; তদ্রূপ অবিদ্বান্ই হউন, আর বিদ্বান্ই হউন, ব্রাহ্মণ মহা-দেবতা-স্বরূপ। ৩১৬-১৭।

মহাতেজা অগ্নি-শ্মশানে থাকিয়াও যেমন অপবিত্র হন না—বরং পুনরায় যজ্ঞকার্য্যে আহুতি পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিত-

এবং যদ্যপ্যনিষ্টেষু বর্ত্ততে সর্ব্বকর্ম্মসু।
সর্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ পরমং দৈবতং হি তৎ ॥৩১৯॥
ক্ষত্রস্যাতিপ্রবৃদ্ধস্য ব্রাহ্মণান্ প্রতি সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মৈব সন্নিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥৩২০॥
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥৩২১॥
নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সংপৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে ॥৩২২॥
দত্ত্বা ধনন্তু বিপ্রেভ্যঃ সর্ব্বদণ্ডসমুত্থিতম্।
পুত্রে রাজ্যং সমাসৃজ্য কুর্ব্বীত প্রায়ণং রণে ॥৩২৩॥
এবং চরন্ সদা যুক্তো রাজধর্ম্মেষু পার্থিবঃ।
হিতেষু চৈব লোকস্য সর্ব্বান্ ভৃত্যান্
নিয়োজয়েৎ ॥৩২৪॥

কার্য্যেও প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তাঁহারা সকলের পূজ্য; যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা-স্বরূপ। ৩১৮-১৯।

ক্ষত্রিয়েরা অতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূল হইলে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে শাসন করিবেন; যেহেতু ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণসম্ভূত। জল হইতে অগ্নি, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় এবং প্রস্তর হইতে অস্ত্র-শস্ত্র সকল উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের তেজ সর্ব্বত্রগামী হইলেও স্ব স্ব উৎপত্তি-স্থানে গিয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। যথা;—জলে অগ্নির শক্তি, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের এবং প্রস্তরে অস্ত্রশস্ত্রের শক্তিনাশ হয়। ৩২০-২১।

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখনও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না, পরন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলে ইহ-পর—উভয় কালেই উহারা উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রাজা যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন, তখন দণ্ডলব্ধ ধনসকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া এবং পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সংগ্রামে অথবা অনশন ব্রতগ্রহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ৩২২-২৩।

রাজা এইরূপে সদা রাজধর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া সমুদয় ভৃত্যদিগকে লোকের হিতার্থে নিয়োগ করিবেন।

এষোঽখিলঃ কর্ম্মবিধিরুক্তো রাজ্ঞঃ সনাতনঃ।
ইমং কর্ম্মবিধিং(ক) বিদ্যাৎ ক্রমশো বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥৩২৫॥
বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বা দারপরিগ্রহম্।
বার্ত্তায়াং নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ পশূনাঞ্চৈব রক্ষণে ॥৩২৬॥
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ ॥৩২৭॥
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন ॥৩২৮॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ্যবলাবলম্ ॥৩২৯॥
বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্য চ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াৎ তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥৩৩০॥
সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্ধনম্ ॥৩৩১॥

রাজার সনাতন কর্ম্মবিধি আপনাদিগকে এই সমগ্র বলিলাম, এক্ষণে বৈশ্য-শূদ্রের কর্ম্মবিধি শ্রবণ করুন। বৈশ্য কৃতোপবীত হইয়া দারপরিগ্রহ করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যাদিকার্য্যে সদা যুক্ত থাকিবে এবং পশুদিগকেও রক্ষা করিবে। ৩২৪-২৬।

প্রজাপতি পশু সৃষ্টি করিয়া বৈশ্যকে উহার ভারার্পণ করেনএবং প্রজাসমুদয় সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণও রাজাকে উহাদিগের ভারার্পণ করেন। ৩২৭-২৮।

বৈশ্যেরা এমন কখনও মনে করিবে না যে, "আমরা নীচকর্ম্ম পশুপালন করিব না"; বৈশ্য পশুপালন করিতে ইচ্ছা করিলে, অপর কেহ পশুপালনে অধিকারী হইবে না। বৈশ্য—মণিমুক্তা প্রবাল-স্বর্ণাদি, লৌহ, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য এবং লবণাদি রস ইত্যাদি দ্রব্যের মূল্য ও ভালমন্দ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। ৩২৯।

বৈশ্য সর্ব্বপ্রকার বীজের বপন-বিধিজ্ঞ হইবেন, ভূমির দোষ গুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন এবং প্রস্থ দ্রোণাদি সকল প্রকার পরিমাণ ও তুল্যমান-জ্ঞাত হইবেন। ৩৩০।

দ্রব্যসকলের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা, দেশ-সকলের গুণাগুণ,

(ক) ধর্ম্মবিধিং—পা.

ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়-বিক্রয়মেব চ ॥৩৩২॥
ধর্ম্মেণ চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ ॥৩৩৩॥
বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ ॥৩৩৪॥

পণ্য দ্রব্যে লাভালাভ, পশুদিগের পরিবর্দ্ধনোপায় সকল, শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিক, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, দ্রব্য সকলের স্থান ও তাহাদের পরস্পর সংযোগ-বিষয়ক জ্ঞান এবং ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে সমুদায় জ্ঞাতব্য—বৈশ্য অবগত হইবেন। ৩৩১-৩২।

বৈশ্য ধর্ম্মানুসারে ধনবৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্নবান্ থাকিবেন এবং সম্যক্ যত্নের সহিত সকল প্রাণীকে অন্নদান করিবেন। বেদজ্ঞ গৃহস্থ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যশোযুক্ত

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্ম্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে ॥৩৩৫॥
এষোঽনাপদি বর্ণানামুক্তঃ কর্ম্মবিধিঃ শুভঃ।
আপদ্যপি হি যস্তেষাং ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥৩৩৬॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

ব্রাহ্মণগণের সেবা করাই শূদ্রের পরম শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম। বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, উৎকৃষ্ট জাতির সেবাকারী, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও ব্রাহ্মণাদির নিত্য আশ্রিত শূদ্র—ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট জাতি-প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অনাপৎকালের শুভ কর্ম্মবিধি এই কথিত হইল; এক্ষণে ইহাদের আপৎকালবিহিত ধর্ম্ম ক্রমশঃ শ্রবণ করুন। ৩৩৩-৩৬।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতার নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥১॥
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রূয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথা ভবেৎ ॥২॥

শাস্ত্রে কথিত আছে দ্বিজন্মা বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, ইঁহারা সতত স্বধর্ম্ম নিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন; কিন্তু বেদাধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম;—বেদাধ্যাপনা কদাপি বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে। ১।

যথাশাস্ত্র সর্ব্ববর্ণের জীবনোপায় অবগত হইয়া, এবং স্বয়ং সদা শাস্ত্রসম্মত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া, ব্রাহ্মণ সর্ব্ব-বর্ণকে ঐ উপায় সকল উপদেশ দিবেন। ২।

বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতিশ্রৈষ্ঠ্যান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ ॥৩॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥

বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ব্যাখ্যানবিষয়ে সবিশেষ উপযুক্ততা হেতু,—উপনয়ন-সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত,—সর্ব্ববর্ণাগ্রজ এবং ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জাত বলিয়া, ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন-সংস্কার বিহীন চতুর্থ-বর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে। এতদ্ভিন্ন আর পঞ্চম বর্ণ নাই অর্থাৎ উক্ত চারিবর্ণ ভিন্ন সমস্তই সঙ্কর-জাতি।৩-৪।

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীস্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫॥
স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥৬॥
অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।
দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥৭॥
ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥৮॥
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং ক্রূরাচারবিহারবান্।
ক্ষত্রশূদ্রবপুর্জন্তুরুগ্রো নাম প্রজায়তে ॥৯॥
বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥১০॥

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ ॥১১॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥১২॥
একান্তরে ত্বানুলোম্যাদম্বষ্ঠোগ্রৌ যথা স্মৃতৌ।
ক্ষত্তৃবৈদেহকৌ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেঽপি জন্মনি ॥১৩॥
পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥১৪॥
ব্রাহ্মণাদুগ্রকন্যায়ামাবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়ামায়োগব্যান্তু ধিগ্বণঃ ॥১৫॥
আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ ॥১৬॥

স্বপরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সমুৎপাদিত সন্তান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক স্বীয় পত্নী ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান—ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকর্ত্তৃক স্বপরিণীতা বৈশ্যার গর্ভে সমুৎপাদিত সন্তান—বৈশ্য এবং শূদ্রকর্ত্তৃক স্বপরিণীতা শূদ্রার গর্ভ-জাত সন্তান—শূদ্র। ৫।

এতদ্ভিন্ন অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান—জনকের সহিত সবর্ণ হয় না;—তাহারা নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হইয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া মাতৃসদৃশ জাতি হইয়া থাকে। ৬।

ভর্ত্তা হইতে অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়ের নিয়ম সকল বর্ণিত হইল; অতঃপর ভর্ত্তা হইতে একবর্ণান্তরজা এবং দ্বিবর্ণান্তরজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত তনয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। ৭।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিণীতা-বৈশ্যার গর্ভ হইতে উৎপাদিত সন্তান 'অম্বষ্ঠ', পরিণীতা শূদ্রার গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা 'নিষাদ' বা 'পারশব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮।

ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শূদ্রাগর্ভে জনিত সন্তান 'উগ্র' নাম প্রাপ্ত হয় এবং জনক জননীর স্বভাবানুসারে নিজে কঠিন আচারে ও বিহারে যুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয় গর্ভজাত; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাদি-বর্ণদ্বয় গর্ভজাত এবং বৈশ্যের শূদ্রাগর্ভজাত এই ষড়্বিধ তনয়েরা সবর্ণ পুত্রাপেক্ষা অপকৃষ্ট। ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী-গর্ভজনিত তনয় 'সূত', বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়া-গর্ভজনিত সন্তান 'মাগধ' এবং ব্রাহ্মণীগর্ভজনিত সন্তান 'বৈদেহ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯-১১।

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজ সন্তান 'আয়োগব'—ক্ষত্রিয়াগর্ভসম্ভূত সন্তান 'ক্ষত্তা' এবং ব্রাহ্মণীগর্ভসম্ভূত তনয় অধম 'চণ্ডাল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্র হইতে উৎপন্ন এই বর্ণত্রয় বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হয়। ১২।

অনুলোমক্রমে একান্তরবর্ণজ 'অম্বষ্ঠ' এবং 'উগ্র' জাতি যেমন স্পর্শযোগ্য বলিয়া কথিত আছে, সেইরূপ প্রতিলোমক্রমে একান্তরবর্ণজ 'ক্ষত্তা' ও 'বৈদেহ' জাতিও স্পর্শযোগ্য হইয়া থাকে। ১৩।

দ্বিজন্মাদিগের অনুলোমক্রমে ঠিক পরবর্ত্তী বর্ণ হইতে জাত, একান্তরবর্ণ সম্ভূত এবং দুইটি বর্ণের ব্যবধানে জাত তনয়েরা মাতৃ-দোষদুষ্ট বলিয়া মাতৃজাতির সংস্কারযোগ্য হইবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উগ্রকন্যা গর্ভ-জনিত তনয় 'আবৃত', অম্বষ্ঠ-কন্যাগর্ভজনিত তনয় 'আভীর, এবং আয়োগব-কন্যা-গর্ভজনিত সন্তান 'ধিগ্বণ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্র হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন আয়োগব, ক্ষত্তা এবং

বৈশ্যান্মাগধ-বৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াৎ সূত এব তু।
প্রতীপমেতে জায়ন্তেঽপরেঽপ্যপসদাস্ত্রয়ঃ ॥১৭॥
জাতো নিষাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুক্কসঃ।
শূদ্রাজ্জাতো নিষাদ্যান্তু স বৈ কুক্কুটকঃ স্মৃতঃ ॥১৮॥
ক্ষত্তুর্জাতস্তথোগ্রায়াং শ্বপাক ইতি কীর্ত্ত্যতে।
বৈদেহকেন ত্বম্বষ্ঠ্যামুৎপন্নো বেণ উচ্যতে ॥১৯॥
দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥২০॥
ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥২১॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥২২॥

বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥২৩॥
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥২৪॥
সঙ্কীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২৫॥
সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ ॥২৬॥
এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু ॥২৭॥
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যান্তু তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ ॥২৮॥

চণ্ডাল—এই তিন জাতির ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই, এজন্য ইহারা নরাধম বলিয়া গণ্য। ১৪-১৬।

বৈশ্য হইতে প্রতিলোমক্রমে সমুৎপন্ন মাগধ ও বৈদেহ এবং ক্ষত্রিয় হইতে প্রতিলোমক্রমে সঞ্জাত সূত -এ তিন জাতিরও পূর্ব্ববৎ ঔর্দ্ধদেহিকাদি কোন প্রকার পিতৃকার্য্যে অধিকার নাই। ১৭।

নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে সম্ভূত 'পুক্কষ' এবং শূদ্রের নিষাদকন্যা-গর্ভজ তনয় 'কুক্কুটক' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্তা হইতে উগ্র-কন্যাসম্ভূত সন্তান 'শ্বপাক' এবং বৈদেহকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠকন্যায় জনিত তনয় 'বেণ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮-১৯।

দ্বিজাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা সবর্ণার গর্ভে জনিত তনয়েরা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না হইলে 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং উহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় ঔর্দ্ধদেহিকাদি পিতৃকার্য্যেও অধিকারী হয় না। ২০।

ব্রাত্য-ব্রাহ্মণের সবর্ণা-গর্ভজ তনয় 'ভূর্জ্জকণ্টক' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; দেশবিশেষে ইহাদের আর চারিটী নাম আছে—যথা 'আবন্ত্য' 'বাটধান', 'পুষ্পধ' এবং 'শৈখ'। ২১।

ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাগর্ভজ তনয় দেশবিশেষে সপ্তবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যথা 'ঝল্ল', 'মল্ল', 'নিচ্ছিবি', 'নট', 'করণ', 'খস' এবং 'দ্রবিড়'। ২২।

ব্রাত্য-বৈশ্যের সবর্ণা সম্ভূত তনয় ক্রমশঃ এই কয়েকটী আখ্যা প্রাপ্ত হয়; যথা—'সুধন্বা', 'আচার্য্য', কারূষ', 'বিজন্মা', 'মৈত্র' এবং 'সাত্বত'। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্ত্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ, অবিবাহ্যা-বিবাহসংঘটন এবং উপনয়নাদি স্বকর্ম্ম ত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। ২৩-২৪।

পরস্পর আসক্তি বশতঃ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সমস্ত সঙ্করজাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমগ্রভাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৫।

অধম চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আয়োগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা—এই ছয়টী প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ। এই ছয়টী সঙ্করবর্ণ;—সজাতীয়া, মাতৃজাতীয়া এবং শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবর্ণ তনয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ২৬।

ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের সবর্ণা-সম্ভূত সন্তান দ্বিজ বলিয়া যেমন শূদ্র অপেক্ষা মান্য, সেইরূপ ইতর জাতির মধ্যে বৈশ্যের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী-

তে চাপি বাহ্যান্ সুবহূংস্ততোঽপ্যধিকদূষিতান্ ।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্ ॥২৯॥
যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে ।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥৩০॥
প্রতিকূলং বর্ত্তমানা বাহ্যা বাহ্যতরান্ পুনঃ ।
হীনা হীনান্ প্রসূয়ন্তে বর্ণান্ পঞ্চদশৈব তু ॥৩১॥
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্ ।
সৈরিন্ধ্রং বাগুরাবৃত্তিং সূতে দস্যুরায়োগবে ॥৩২॥
মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে ।
নৃন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে ॥৩৩॥
নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্ ।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥৩৪॥
মৃতবস্ত্রভৃৎস্ব নারীষু গর্হিতান্নাশনাসু চ ।
ভবন্ত্যায়োগবীষ্বেতে জাতিহীনাঃ পৃথক্ ত্রয়ঃ ॥৩৫॥
কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে ।
বৈদেহিকাদন্ধ্রমেদৌ বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ৌ ॥৩৬॥
চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসোপাকস্ত্বক্সারব্যবহারবান্ ।
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যামেব জায়তে ॥৩৭॥
চাণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্ ।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ ॥৩৮॥

গর্ভজাত সন্তান,—শূদ্রের প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ। ২৭-২৮।

আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ সঙ্করজাতিরা পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোমক্রমে বা পরস্পরজাতীয়া পত্নীর গর্ভে যে সমস্ত সন্তান উৎপন্ন করে, তাহারা তৎপিতা-মাতা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে হীন, নিন্দার্হ ও সৎক্রিয়া-বহির্ভূত। ২৯।

শূদ্রের ব্রাহ্মণীগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত; চাণ্ডালাদি ষড়্‌বিধ সঙ্কর-বর্ণের ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে উৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে হীন ও নিন্দার্হ। ৩০।

আয়োগবাদি ষড়্‌বিধ হীন-জাতীয়েরা পরস্পর মিশ্রভাবে পরস্পরবর্ণজা পত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ; চণ্ডাল পিতা—ক্ষত্ত, আয়োগব, বৈদেহ, মাগধ ও সূত—এই পাঁচ স্ত্রীতে পঞ্চ-বিধ, ক্ষত্তা পুরুষ—আয়োগব, বৈদেহ, মাগধ ও সূত—এই চার জাতীয়া স্ত্রীতে চারপ্রকার, আয়োগব পুরুষ—বৈদেহ, মাগধ ও সূতজাতীয়া স্ত্রীতে ত্রিবিধ, বৈদেহ পুরুষ মাগধ ও সূতজাতীয়া স্ত্রীতে দুই প্রকার এবং সূতজাতীয় পুরুষের অপর প্রতিলোম জাতা স্ত্রী না থাকায় সজাতীয়া স্ত্রীতে একপ্রকার পুত্র উৎপন্ন করে। এই পঞ্চদশ প্রকার—তাহারা জনকাপেক্ষা আরও হীন। ৩১।

দস্যুজাতি কর্ত্তৃক আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান সমুৎপাদিত হয়, তাহার নাম 'সৈরিন্ধ্র', ইহারা কেশ-রচনাদি কার্য্যে সুচতুর;—যদিও প্রকৃত দাস (উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি করিবে না। কিন্তু অঙ্গমর্দ্দন প্রভৃতি কার্য্য করিবে) নহে, এজন্য দাসকার্য্যোপজীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। ৩২।

বৈদেহজাতি কর্ত্তৃক প্রকৃত আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম 'মৈত্রেয়'; ইহারা স্বভাবতঃ মধুরভাষী এবং প্রাতঃকালে অরুণোদয়ে ঘণ্টাবাদনপূর্ব্বক নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করা ইহাদের কার্য্য। ৩৩।

নিষাদ কর্ত্তৃক আয়োগব-স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম 'মার্গব' বা 'দাশ'; ইহারা নৌ-কর্ম্মোপজীবী। আর্য্যাবর্ত্ত-নিবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত জাতি বলিয়া থাকে; ৩৪।

উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণশীলা এবং মৃতবস্ত্র-পরিধানকারিণী আয়োগবী স্ত্রী-গর্ভে জনকভেদে 'সৈরিন্ধ্র', 'মৈত্রেয়' এবং 'মার্গব'—এই জাতিত্রয় জন্মগ্রহণ করে। নিষাদের বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানের নাম "কারাবর" ইহারা চর্ম্মচ্ছেদকারী; এবং বৈদেহজাতির কারাবর-স্ত্রী হইতে "অন্ধ্র" ও নিষাদ-স্ত্রী হইতে "মেদ" জাতি জন্মগ্রহণ করে; ইহারা গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে। ৩৫।

চণ্ডাল হইতে বৈদেহী-স্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী "পাণ্ডুসোপাক" জাতির জন্ম, এবং নিষাদ হইতে বৈদেহীতে 'আহিণ্ডিকে'র জন্ম। চণ্ডালের পুক্কসী

নিষাদস্ত্রী তু চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্ত্যাবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যানামপি গর্হিতম্ ॥৩৯॥
সঙ্করে জাত্যস্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ সকর্ম্মভিঃ ॥৪০॥
সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥৪১॥
তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥৪২॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥৪৪॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥৪৫॥
যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ ॥৪৬॥
সূতানামশ্বসারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্‌পথঃ ॥৪৭॥
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বাষ্ট্রিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্‌গূনামারণ্যপশুহিংসনম্ ॥৪৮॥
ক্ষত্ত্রুগ্রপুক্কসানাস্তু বিলৌকোবধ-বন্ধনম্।
ধিগ্বণানাং চর্মকার্য্যং বেণানাং ভাণ্ডবাদনম্ ॥৪৯॥
চৈত্যদ্রুমশ্মশানেষু শৈলেষূপবনেষু চ।
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞানা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥৫০॥

স্ত্রীগর্ভে যে পাপিষ্ঠ জাতি জন্মে, তাহার নাম 'সোপাক'; সাধুবিগর্হিত ও নিতান্ত পাপজনক জল্লাদের কার্য্য ইহাদের উপজীবিকা। চণ্ডালের নিষাদী-গর্ভসম্ভূত যে সন্তান, তাঁহার নাম 'অন্ত্যাবসায়ী' (গঙ্গা-পুত্র) শ্মশানকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা এবং ইহারা যাবতীয় প্রতিলোম জাতিরও ঘৃণার্হ। ৩৬-৩৯।

সুবিদিত যাবতীয় সঙ্কর জাতির জনক-জননীর নাম নির্দ্দেশ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য জাতি তাহাদের নিজ নিজ কর্ম দ্বারা জ্ঞেয়। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের সজাতিপত্নীগর্ভ-সম্ভূত সন্তানত্রয় এবং অনুলোম-ক্রমে ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত তনয়দ্বয় ও ক্ষত্রিয়-ঔরসজাত বৈশ্যার সন্তান—এই ষড়্‌বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী এবং ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজসংস্কারযোগ্য; কিন্তু এই দ্বিজ-ত্রয়ের প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মী হইয়া থাকে, ইহাদের উপনয়নাদি কোন সংস্কারই নাই। ৪০-৪১।

উক্ত ষড়্‌বিধ জাতি যুগে যুগে তপস্যাপ্রভাবে বীজোৎকর্ষে মনুষ্যমধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ তাহার বিপরীতভাবে তাহাদের জাত্যপ-কর্ষও ঘটিয়া থাকে বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। 'পৌণ্ড্রক', 'ঔড্র', 'দ্রাবিড়', 'কাম্বোজ', 'জবন' 'শক', 'পারদ', 'পহ্লব', 'চীন', 'কিরাত', 'দরদ' এবং 'খশ' এই কতিপয় দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্মলোপহেতু শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়ালোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়,—সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহারা 'দস্যু' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিজাতি হইতে অনুলোমক্রমে সমুৎপন্ন সন্তান-দিগের নাম 'অপসদ' এবং প্রতিলোমজ সন্তানদিগের নাম 'অপধ্বংসজ'; যাবতীয় দ্বিজবিগর্হিত কর্ম্মই ঐ সকল জাতির উপজীবিকা। ৪২-৪৬।

সূত-জাতির বৃত্তি,—অশ্বসারথ্য; অম্বষ্ঠের বৃত্তি,—চিকিৎসা; বৈদেহক জাতির বৃত্তি, অন্তঃপুর-রক্ষা এবং মাগধজাতির বৃত্তি—স্থল ও জলপথে বাণিজ্য করা। নিষাদ-জাতির বৃত্তি—মৎস্যমারণ; আয়োগবের কাষ্ঠতক্ষণ এবং মেদ, চুঞ্চু, অন্ধ্র এবং মদ্‌গু এই জাতিচতুষ্টয়ের বৃত্তি—আরণ্য পশুহিংসা। ৪৭-৪৮।

ক্ষত্তৃ, উগ্র, এবং পুক্কস এই জাতিত্রয়ের বৃত্তি—বিলবাসী গোধাদির বধ বা বন্ধন; ধিগ্বণ জাতির চর্ম্ম-কার্য্য এবং বেণ জাতির বৃত্তি—করতাল ও মৃদঙ্গাদিবাদন। ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিয়া চৈত্যবৃক্ষমূলে, (গ্রামসমীপস্থ খ্যাতবৃক্ষের নাম চৈত্যবৃক্ষ)

চণ্ডাল-শ্বপচানান্তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্ত্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দ্দভম্ ॥৫১॥
বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা ন নিত্যশঃ ॥৫২॥
ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ ॥৫৩॥
অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং স্যাদ্ভিন্নভাজনে।
রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥৫৪॥
দিবা চরেয়ুঃ কার্য্যার্থং চিহ্নিতা রাজশাসনৈঃ।
অবান্ধবং শবঞ্চৈব নির্হরেয়ুরিতি স্থিতিঃ ॥৫৫॥
বধ্যাংশ্চ হন্যুঃ সততং যথাশাস্ত্রং নৃপাজ্ঞয়া।
বধ্যবাসাংসি গৃহ্ণীয়ুঃ শয্যাশ্চাভরণানি চ ॥৫৬॥

পর্ব্বতসমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে। ৪৯-৫০।

চণ্ডাল এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রামবহির্ভাগে দেয় এবং ইহাদিগকে পাত্ররহিত করা কর্ত্তব্য; কুক্কুর ও গর্দ্দভ মাত্র ইহাদের ধন। মৃতবস্ত্র পরিধান, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহনির্ম্মিত অলঙ্কার আভরণ এবং একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ -ইহাদের নিত্য কর্ম্ম। ৫১-৫২।

সাধুরা যখন বৈধকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ; ইহাদের বিবাহ-ক্রিয়া সজাতির মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং ঋণগ্রহণাদি-ব্যবহার ভদ্রলোকের সহিত না হইয়া সজাতির সহিত সম্পন্ন হইবে। ৫৩।

ইহাদিগকে অন্নপ্রদান করিতে হইলে ব্রাহ্মণাদি জাতীয় ব্যক্তিগণ ভৃত্য দ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্নপ্রেরণ করিবেন; এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত নিষিদ্ধ। ৫৪।

রাজনির্দ্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ উহারা দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে এবং অনাথ-শব গ্রাম হইতে বাহিরে লইয়া সৎকার করিবে। রাজদণ্ডে যাহাদের প্রাণবিনাশ স্থির হইবে, ইহারা তাহার

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্।
আর্যরূপমিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বৈর্বিভাবয়েৎ ॥৫৭॥
অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্ ॥৫৮॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা।
ন কথঞ্চন দুর্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥৫৯॥
কুলে মুখ্যেঽপি জাতস্য যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমপি বা বহু ॥৬০॥
যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥৬১॥
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্ ॥৬২॥

বধসাধন করিবে এবং ঐ বধ্যবক্তির বস্ত্রালঙ্কার ও শয্যা ইহাদের প্রাপ্য হইবে। ৫৫-৫৬।

বর্ণবহির্ভূত, সবিশেষ অবিদিত, সঙ্করজাতিসম্ভূত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু অনার্য্য—এবম্ভূত ব্যক্তির কর্ম্মদর্শনে জাতিনির্ণয় করিবে। অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের আচরণ না করা—এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে। অসদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি পিতৃ-প্রকৃতিসম্পন্ন বা মাতৃস্বভাবসম্পন্ন অথবা উভয়ের স্বভাবযুক্ত হইয়া নিজ দুষ্টযোনি হইতে উৎপত্তি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। ৫৭-৫৯।

মহাকুল-প্রসূত ব্যক্তিরও জন্মের কোন দোষ থাকিলে সে অবশ্যই—অল্প পরিমাণে হউক, আর প্রচুর পরিমাণেই হউক, তাহার পিতৃ-স্বভাবের অনুকরণ করিবে। যে রাজ্যে বর্ণদূষক বর্ণসঙ্কর জাতি সমুৎপন্ন হয়, সে রাজ্য অচিরাৎ রাজ্যবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৬০-৬১।

পুরস্কার প্রত্যাশা না করিয়া গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী এবং বালক -ইহাদের মধ্যে কাহারও বিপৎপরিত্রাণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করা প্রতিলোমজ জাতির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। ৬২।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ ॥৬৩॥
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ॥৬৪॥
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ ॥৬৫॥
অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বং কেতি চেদ্ভবেৎ ॥৬৬॥
জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৬৭॥
তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ ॥৬৮॥

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি ॥৬৯॥
বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজক্ষেত্রে তথৈবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতিঃ ॥৭০॥
অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরৈব বিনশ্যতি।
অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্থণ্ডিলং ভবেৎ ॥৭১॥
যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে ॥৭২॥
অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি ॥৭৩॥
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্ কর্ম্মাণি যথাক্রমম্ ॥৭৪॥

অহিংসা, সত্যবাক্যকথন, শুচিত্ব এবং ইন্দ্রিয়সংযম--এই কয়েকটি ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের—চাতুর্বর্ণ্যের ও সঙ্কীর্ণ জাতির অনুষ্ঠেয় বলিয়া মহাত্মা মনু নির্দেশ করিয়াছেন। ৬৩।

স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নী কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণসংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষ জন্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং এই ক্রমে যেরূপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়,--ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম জানিবে। ৬৪-৬৫।

ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজ সন্তান এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণীগর্ভজ সন্তান—এতদুভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণের শূদ্রাগর্ভজ সন্তান পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানগুণসম্পন্ন হইলে বিশেষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু শূদ্রের ব্রাহ্মণীগর্ভজ সন্তান স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ৬৬-৬৭।

মনুবিহিত শাসনানুসারে কি পারশব, কি চণ্ডাল—এতদুভয়ের মধ্যে কেহই উপনয়নাদি-সংস্কারে সংস্কৃত হইবার যোগ্য নহে। কারণ, প্রথমটি নিন্দিত ক্ষেত্রসম্ভূত এবং দ্বিতীয়টী প্রতিলোমজ। ৬৮।

সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপণে যেমন অত্যুত্তম শস্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে দ্বিজাতি-স্ত্রী হইতে উৎপাদিত সন্তান উপনয়নাদি সর্ব্ববিধ দ্বিজাতি-সংস্কারের যোগ্য হয়। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহ বীজের প্রশংসা, কেহ ক্ষেত্রের প্রশংসা, কেহ বা ক্ষেত্র ও বীজ—উভয়েরই প্রশংসা করিয়া থাকেন—এই সন্দিগ্ধ স্থলে বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা জ্ঞাতব্য। ৬৯-৭০।

ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজ কোন প্রকারে অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হয় এবং বীজরোপণ বিনা উর্ব্বর ভূমিও নিষ্ফল পড়িয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সুবীজ ও সুক্ষেত্র—উভয়েরই প্রশংসা করা হইল। ৭১।

কেবল বীজপ্রভাবেই তির্য্যগ্‌জাতিসম্ভূত ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদবিজ্ঞানাদি দ্বারা প্রশস্ত ও সর্ব্বজনের অর্চ্চনীয় হইয়াছিলেন। এজন্য সুবীজ সতত প্রশংসিত হইয়া থাকে। ৭২।

ব্রহ্মা বিশেষরূপে এই ধার্য্য করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বিজকর্ম্মানুষ্ঠানকারী শূদ্র ও শূদ্রকর্ম্মানুষ্ঠানকারী দ্বিজ—ইহারা উভয়ে পরস্পর সমও নয় এবং অসমও নয়। কারণ শূদ্র দ্বিজকর্ম করিলে অনধিকারচর্চ্চা করে, আর দ্বিজ

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥৭৫॥
ষণ্ণান্তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৭৬॥
ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৭৭॥
বৈশ্যং প্রতি তথৈবৈতে নিবর্ত্তেরন্নিতি স্থিতিঃ।
ন তৌ প্রতি হি তান্ ধর্ম্মান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৭৮॥
শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্‌পশুকৃষিবিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ ॥৭৯॥
বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
বার্তাকর্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্মসু ॥৮০॥

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ স হ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ ॥৮১॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্ ॥৮২॥
বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥৮৩॥
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্ ॥৮৪॥
ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্‌পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্ ॥৮৫॥
সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ ॥৮৬॥

শূদ্রকর্ম করিলে নিষিদ্ধসেবী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এক পুরুষে জাতি যায় না, সুতরাং কেহ কাহারও সমান নহে, অথচ উভয়েরই অনুচিত আচরণে তুল্যতা আছে।

যে বিপ্রেরা ব্রহ্মযোনিস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণ যে ব্রহ্মধ্যান তন্নিষ্ঠ ও স্বকর্ম্ম-নিরত, তাহাদের যথাক্রমে অধ্যাপনাদি ষট্‌কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকা আবশ্যক।

সাঙ্গবেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ—ব্রাহ্মণের এই ষড়্‌বিধ কর্ম্ম।৭৩-৭৫।

ষট্‌কর্ম মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং সৎপ্রতিগ্রহ—এই তিনটী ব্রাহ্মণের উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ—এ তিনটী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যয়ন এবং যাগ—এই তিনটী উহাদের কর্ত্তব্য; এবং ক্ষত্রিয়বৎ ঐ তিন কার্য্য বৈশ্যের পক্ষেও নিষিদ্ধ। কারণ, প্রজাপতি মনু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান মধ্যে উহাদের উল্লেখ করেন নাই। ৭৬-৭৮।

প্রজাগণের রক্ষাবিধানার্থ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য,—বৈশ্যের জীবিকা, এবং দান, যাগ ও অধ্যয়ন—উভয়েরই ধর্ম্মকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বকর্ম্মমধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাস, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালন প্রশস্ত। যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তি দ্বারা কুটুম্ব-সংবর্দ্ধনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হন, তবে গ্রাম-নগররক্ষাদি ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন; কারণ, ইহাই তাঁহার আসন্ন বৃত্তি। নিজ বৃত্তি ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি—এই উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিবে, তখন কৃষি বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয় হইবে। বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—ইঁহারা উভয়ে হিংসাবহুল গবাদি পশুর অধীন কৃষিকার্য্য যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবেন। ৭৯-৮৩।

যদিও কেহ কেহ কৃষি-জীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্জননিন্দিত; কারণ, এতদুপলক্ষে হল-কুদ্দালাদি (লৌহমুখ কাষ্ঠ) সঞ্চালন দ্বারা ভূমিস্থিত বহুপ্রাণীর প্রাণনাশ-সম্ভাবনা। ৮৪।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধ বস্তুর পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তুসমূহ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ৮৫।

সর্ব্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধান্ন, লবণ, পশু এবং

সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী ॥৮৭॥
অপঃ শস্ত্রং বিষং মাংসং সোমং গন্ধাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
ক্ষীরং ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং তৈলং মধু গুড়ং কুশান্॥৮৮॥
আরণ্যাংশ্চ পশূন্ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রিণশ্চ বয়াংসি চ।
মদ্যং নীলীঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা ॥৮৯॥
কামমুৎপাদ্য কৃষ্যান্তু স্বয়মেব কৃষীবলঃ।
বিক্রীণীত তিলান্ শুদ্ধান্ ধর্ম্মার্থমচিরস্থিতান্ ॥৯০॥
ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।
কৃমিভূতঃ শ্ববিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি ॥৯১॥
সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥৯২॥
ইতরেষান্তু পণ্যানাং বিক্রয়াদিহ কামতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সপ্তরাত্রেণ বৈশ্যভাবং নিযচ্ছতি ॥৯৩

রসা রসৈর্নিমাতব্যা ন ত্বেবং লবণং রসৈঃ।
কৃতান্নঞ্চাকৃতান্নেন তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥৯৪॥
জীবেদেতেন রাজন্যঃ সর্ব্বেণাপ্যনয়ং গতঃ।
ন ত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিমভিমন্যেত কর্হিচিৎ ॥৯৫॥
যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ ॥৯৬॥
বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ॥৯৭॥
বৈশ্যোঽজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
অনাচরন্নকার্য্যাণি নিবর্ত্তেত চ শক্তিমান্ ॥৯৮॥
অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ ॥৯৯॥
যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥১০০॥

মনুষ্য—এই সকল দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ। কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ-সূত্রবিনির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র,—শণ ও ক্ষৌম তন্তুময় বস্ত্র এবং রক্তবর্ণ না হইলেও মেষলোম—বিনির্মিত কম্বলাদি—এ সকলও বিক্রয় করিতে নিষেধ। ৮৬।

জল, শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, দুধ, দধি, মোম, ঘৃত, তৈল, মধু, গুড় এবং কুশ—এ সকল বস্তুরও বিক্রয় নিষিদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, গজাদি ও সিংহাদি দংষ্ট্রী পশু, অখণ্ডিতখুর অশ্বাদি, এতদ্ভিন্ন পক্ষী, নীল, মদ্য এবং লাক্ষা—এ সকল বস্তুর বিক্রয় নিষিদ্ধ। স্বয়ং কর্ষণ দ্বারা উৎপাদনপূর্ব্বক অচিরকাল মধ্যে বিশুদ্ধাবস্থায় তিল বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভ প্রত্যাশায় বিলম্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ। ৮৭-৯০।

ভোজন, মর্দ্দন এবং দান ব্যতীত যদি কেহ তিলের অন্যবিধ ব্যবহার অর্থাৎ বিক্রয়াদি করে, তবে সে পিতৃ-পুরুষদিগের সহিত কৃমিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুকুরবিষ্ঠায় নিমগ্ন হয়। ব্রাহ্মণ—মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিবামাত্রই পতিত হয়,—তিন দিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯১-৯২।

মাংসাদি ভিন্ন অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমাগত সাত দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। একরূপ রস-দ্রব্যের বিনিময়ে অপর রসদ্রব্য লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না; সিদ্ধান্নের বিনিময় আমান্নের সহিত হইতে পারে এবং ধান্যের বিনিময়ে তিল লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণ দিতে হয়। ৯৩-৯৪।

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা উক্ত হইল ক্ষত্রিয় বিপন্ন হইলেও তদনুরূপ জীবিকা গ্রহণ করিবেন; কিন্তু কখনও বিপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন না। যদি কোন অধমজাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য। ৯৫-৯৬।

স্বধর্ম্ম অপূর্ণাঙ্গ হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয়, আর পরকীয় ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইলেও লোকের অনুষ্ঠেয় নহে; যেহেতু জাত্যন্তর-ধর্ম্ম দ্বারা জীবন ধারণ করিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। বৈশ্য স্বধর্ম্ম দ্বারা (জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ) হইলে উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি অনাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বিজ-শুশ্রূষাদি শূদ্রবৃত্তি দ্বারা

বৈশ্যবৃত্তিমনাতিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণঃ স্বে পথি স্থিতঃ।
অবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥১০১॥
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বনয়ং গতঃ।
পবিত্রং দুষ্যতীত্যেতদ্ ধর্ম্মতো নোপপদ্যতে ॥১০২॥
নাধ্যাপনাদ্ যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষো ভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হি তে ॥১০৩॥
জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে ॥১০৪॥
অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তুমুপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্ ॥১০৫॥
শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোঽত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্ ॥১০৬॥
ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষ্ণো মহাতপাঃ ॥১০৭॥
ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ ॥১০৮॥
প্রতিগ্রহাদ্ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ ॥১০৯॥
যাজনাধ্যাপনে নিত্যং ক্রিয়েতে সংস্কৃতাত্মনাম্।
প্রতিগ্রহস্তু ক্রিয়তে শূদ্রাদপ্যন্ত্যজন্মনঃ ॥১১০॥
জপহোমৈরপৈত্যেনো যাজনাধ্যাপনৈঃ কৃতম্।
প্রতিগ্রহনিমিত্তন্তু ত্যাগেন তপসৈব চ ॥১১১॥
শিলোঞ্ছমপ্যাদদীত বিপ্রোঽজীবন্ যতস্ততঃ।
প্রতিগ্রহাচ্ছিলঃ শ্রেয়াংস্ততোঽপ্যুঞ্ছঃ প্রশস্যতে॥১১২॥

জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে; কিন্তু আপন্মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।

শূদ্র যদি নিজ বৃত্তি দ্বারা পুত্র কলত্রাদি ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তবে নানা কারুকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যে কর্ম্মাচরণে দ্বিজগণের পরিচর্য্যা (উপকার) সম্ভবপর হয়, এবংবিধ বিবিধ কারুকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম করিবে। ৯৭-১০০।

স্বপথস্থিত ব্রাহ্মণ, জীবিকার অভাবে পীড়িত হইয়াও যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন না করেন, তবে বক্ষ্যমাণ বৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয়। বিপন্ন ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারেন, যে স্বতঃপবিত্র, সে দোষ-দুষ্ট হয়, ইহা ধর্ম্মতঃ প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ১০১-২।

ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ জল ও অগ্নির ন্যায় পবিত্র; আপৎকালে নিন্দিতের যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহেও তাঁহার অধর্ম্ম হয় না। প্রাণাত্যয়সম্ভাবনায় ব্রাহ্মণ যদি নীচেরও অন্ন গ্রহণ করেন, তথাপি আকাশে যেমন পঙ্ক লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাহার কোন পাপাস্পর্শ নাই। ১০৩-৪।

বুভুক্ষিত ঋষি অজীগর্ত্ত, নিজ তনয়ের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি ক্ষুৎপ্রতীকার ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি কোন পাপে লিপ্ত হন নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচক্ষণ ঋষি বামদেব, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুক্কুর-মাংস ভোজনেচ্ছু হন, তথাপি তিনি পাপে লিপ্ত হন নাই। ১০৫-৬।

মহাতপা সপুত্র ভরদ্বাজ মুনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধুনামা সূত্রধরের নিকট হইতে বহুসংখ্যক গো গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুধাকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুক্কুরের কটিদেশের মাংস লইয়া ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাপি তিনি পাপে লিপ্ত হন নাই। ব্রাহ্মণের নিন্দিত অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ—এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট, কেননা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত দ্বিজাতিদিগের যাজন ও অধ্যাপনকর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ত্তব্য; কিন্তু আপৎকালে নিকৃষ্ট শূদ্র হইতেও প্রতিগ্রহ করা যায় এইজন্য প্রতিগ্রহ অধ্যাপনা ও যাজন অপেক্ষা নিন্দিত। ১০৭-১০।

জপ ও হোম দ্বারা যাজন ও অধ্যাপনা-সঞ্জাত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু অসৎপ্রতিগ্রহজনিত পাপ-বিনাশের নিমিত্ত গৃহীত দ্রব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক মাসাবধি পয়ঃপানাদি তপস্যা আবশ্যক। ১১১।

স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে অক্ষম হইলে, ব্রাহ্মণ উপপাতকী প্রভৃতির নিকট হইতে শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা

সীদদ্ভিঃ কুপ্যমিচ্ছদ্ভির্ধনং বা পৃথিবীপতিঃ।
যাচ্যঃ স্যাৎ স্নাতকৈর্বিপ্রৈরদিৎসংস্ত্যাগমর্হতি ॥১১৩॥
অকৃতঞ্চ কৃতাৎ ক্ষেত্রাদ্ গৌরজাবিকমেব চ।
হিরণ্যং ধান্যমন্নঞ্চ পূর্ব্বং পূর্ব্বমদোষবৎ ॥১১৪॥
সপ্ত বিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ ॥১১৫॥
বিদ্যা শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষ্যং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতির্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ ॥১১৬॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ।
কামন্তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকাম্ ॥১১৭॥
চতুর্থমাদদানোঽপি ক্ষত্রিয়ো ভাগমাপদি।
প্রজা রক্ষন্ পরং শক্ত্যা কিল্বিষাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥১১৮॥
স্বধর্ম্মো বিজয়স্তস্য নাহবে স্যাৎ পরাঙ্মুখঃ।
শস্ত্রেণ বৈশ্যান্ রক্ষিত্বা ধর্ম্ম্যমাহারয়েদ্বলিম্ ॥১১৯॥
ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা ॥১২০॥
শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ ॥১২১॥
স্বর্গার্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্তু সঃ।
জাতব্রাহ্মণশব্দস্য সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥১২২॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিষ্ফলম্ ॥১২৩॥
প্রকল্প্যা তস্য তৈর্ব্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্ যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্ ॥১২৪॥

জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন; কারণ, অসৎপ্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলবৃত্তি শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি আরও প্রশস্ত। ধনাভাবে অবসন্ন স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধনাভিলাষী হইয়া ধান্য, বস্ত্রাদি, কুপ্য অর্থাৎ স্বুবর্ণ-রজতাদি ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ তাম্রকাংস্যাদি নির্মিত দ্রব্য বা অন্যবিধ ধন ক্ষত্রিয়ের নিকট যাচ্ঞা করিবেন এবং যদি সে দানে অনভিলাষ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। ১১২-১৩।

কৃষ্টভূমি অপেক্ষা অকৃষ্টভূমির (যাহাতে বীজ বপন করা হয় নাই এমন ভূমির) শস্য প্রতিগ্রহ করা প্রশস্ত এবং গো, ছাগ, মেষ, হিরণ্য, ধান্য ও সিদ্ধান্ন—এই সকল দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্ব দ্রব্যের প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। ১১৪।

সাতপ্রকার ধর্মসঙ্গত—উপায়ে লব্ধধন যথা (১) দায় (পৈতৃক সম্পত্তির অংশ), (২) নিধি বা মিত্রত্ব নিবন্ধন, (৩) ক্রয়লব্ধ—এই তিনটির উপায় চারবর্ণের পক্ষেই প্রযোজ্য, (৪) জয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে), (৫) বৃদ্ধি অর্থাৎ স্বুদে লাগান, (৬) কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মযোগ (এই দুইটি বৈশ্যের পক্ষে) ও (৭) সৎপ্রতিগ্রহ (ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে)। ১১৫।

বিদ্যা, শিল্পকার্য্য, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ধৃতি অর্থাৎ অল্পপ্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং সুদের জন্য ধননিয়োগ—এই দশটী আপৎকালের জীবিকা বা লোকের জীবনহেতু। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের কথনও সুদগ্রহণপূর্ব্বক ঋণদান কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু কেবল ধর্ম্মকর্মার্থ অল্পসুদে নিকৃষ্টকর্মাকে ঋণদান করিতে পারেন। ১১৬-১৭।

সাধ্যানুসারে প্রজারক্ষা করিয়া রাজা আপৎকালে ধান্যের চতুর্থভাগ কর-স্বরূপ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অধিক করগ্রহণ-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যুদ্ধ রাজার আত্মধর্ম্ম—এ কারণ প্রজারক্ষণে নিবিষ্টচিত্ত রাজার কদাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। শস্ত্র দ্বারা সর্ব্বদা বৈশ্যকে রক্ষা করিয়া ধর্মতঃ তাহার নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন। ১১৮-১৯।

আপৎকালে ধান্যের অষ্টমভাগ এবং অত্যাপৎকালে চতুর্থভাগ বৈশ্যের নিকট হইতে রাজা করস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। স্বুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্য্যন্ত বিংশতিভাগ গ্রহণীয়; এবং শূদ্র, সূপকারাদি ও শিল্পী ইহাদের দ্বারা কর্ম করাইয়া লওয়া যায়,—ইহাদের কর কদাপি গ্রাহ্য নহে। ১২০।

বিপ্রসেবায় জীবিকাসঙ্গতি না ঘটিলে শূদ্র যদি বৃত্ত্যন্তরাভিলাষী হয়, তবে ক্ষত্রিয় তাহার সেব্য; এতদ-

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলাকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদাঃ ॥১২৫॥
ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্ ॥১২৬॥
ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥১২৭॥
যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথেমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ ॥১২৮॥
শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥১২৯॥
এতে চতুর্ণাং বর্ণানামাপদ্ধর্ম্মাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যান্ সম্যগনুতিষ্ঠন্তো ব্রজন্তি পরমাং গতিম্ ॥১৩০॥
এষ ধর্ম্মবিধিঃ কৃৎস্নশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কীর্ত্তিতঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্ ॥১৩১॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাবে ধনশালী বৈশ্যের সেবা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। স্বর্গলাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজজীবিকা—এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণের আশ্রিত"—এই শব্দ (বিশেষণ) মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন সে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল।

শূদ্রভৃত্যের পরিচর্য্যাসামর্থ্য, কার্য্যনৈপুণ্য এবং উহার পোষ্যবর্গের পরিমাণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বেতন অবধারণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ আশ্রিত শূদ্রের ভক্ষ্যার্থ উচ্ছিষ্ট অন্ন, পরিধানার্থ জীর্ণ বসন, শয়নার্থ জীর্ণ শয্যা এবং ধান্যের পুলাক (আগড়া, ক্ষুদ, কুঁড়া) প্রদান করিবেন। লশুনাদি অপদ্রব্যভক্ষণে শূদ্রের পাপ নাই, উপনয়নাদি সংস্কার নাই, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অধিকার নাই এবং পাকযজ্ঞাদি কার্য্যে নিষেধও নাই। ধর্ম্মজ্ঞ সদ্বৃত্তিশালী শূদ্র ধর্ম্মেচ্ছু হইয়া ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠেয় পঞ্চমহাযজ্ঞাদি মন্ত্রবর্জ্জন-পূর্বক আচরণ করিলে লোকসমাজে নিন্দনীয় ত নহেই বরং প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে। ১২১-১২৭।

অসূয়াশূন্য শূদ্র যেমন ভাবে সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তদনুসারে ইহলোকে মান্য এবং পরলোকে স্বর্গলাভ করে। অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত নয়; কারণ, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে। ১২৮-২৯।

চারিবর্ণের আপৎকালে অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম বিবৃত হইল; এই সকল ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া লোক পরম গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। চারিবর্ণের সমগ্র ধর্ম্মবিধি এই সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তিত হইল—অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত বিধান সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৩০-৩১।

ইতি ভৃগুকথিত মনুসংহিতার দশম অধ্যায় সমাপ্ত।১০।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসম্।
গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ ॥১॥
ন বৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্।
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ ॥২॥
এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্র্যেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্।
ইতরেভ্যো বহির্ব্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ॥৩॥
সর্ব্বরত্নানি রাজা তু যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো যজ্ঞার্থং চৈব দক্ষিণাম্ ॥৪॥
কৃতদারোঽপরান্ দারান্ ভিক্ষিত্বা যোঽধিগচ্ছতি।
রতিমাত্রং ফলং তস্য দ্রব্যদাতুস্তু সন্ততিঃ ॥৫॥
ধনানি তু যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ।
বেদবিৎসু বিবিক্তেষু প্রেত্য স্বর্গং সমশ্নুতে ॥৬॥

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥৭॥
অতঃ স্বল্পীয়সি দ্রব্যে যঃ সোমং পিবতি দ্বিজঃ।
স পীতসোমপূর্ব্বোঽপি ন তস্যাপ্নোতি তৎফলম্ ॥৮॥
শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ ॥৯॥
ভৃত্যানামুপরোধেন যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্।
তদ্ভবত্যসুখোদর্কং জীবতশ্চ মৃতস্য চ ॥১০॥
যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদেকেনাঙ্গেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্ম্মিকে সতি রাজনি ॥১১॥
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্দ্রব্যমাহরেদ্ যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥১২॥

(১) সন্তানের জন্য বিবাহার্থী, (২) জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ করিতে ইচ্ছুক, (৩) পান্থ, (৪) যিনি বিশ্বজিদ্ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়াছেন, (৫-৭) গুরু বা পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহার অর্থের প্রয়োজন, (৮) অধ্যয়নার্থী, (৯) এবং রোগী, এই নয় জন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মভিক্ষুক স্নাতক বলিয়া জানিবে। এই নির্ধন কয়েক জনকে বিদ্যাবত্তা অনুসারে দান করিবে। এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে যজ্ঞ-বেদির মধ্যে বসাইয়া দক্ষিণার সহিত অন্ন প্রদান করিবে; ইহা ব্যতীত অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞবেদির বহির্ভাগে অন্ন প্রদান করিবে। ১-৩।

রাজা যথাযোগ্য রত্নসকল ও যজ্ঞের দক্ষিণা এই সকল ব্রাহ্মণকে ও বেদবিদ্‌গণকে প্রদান করিবেন। কৃতদারব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া যদি আর একটী দারপরিগ্রহ করে, তবে তাহার সেই বিবাহে কেবল রতিমাত্রই ফল হইবে; ঐ বিবাহোৎপন্ন যে সন্তান হইবে উহা ধনদাতার। ৪-৫।

যথাশক্তি বেদজ্ঞ এবং সংসারাসক্তিশূন্য ব্রাহ্মণকে ধনদান করা উচিত, ইহাদিগকে ধনদান করিলে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তিন বৎসর বা তদধিক পর্য্যন্ত অবশ্য পোষ্যগণের ভরণ পোষণার্থ যাঁহার অন্ন পর্য্যাপ্ত থাকে তিনিই সোমপানের যোগ্য। ৬-৭।

ইহা অপেক্ষা অল্প সঞ্চয়শালী দ্বিজ যদি সোমপান করেন, তবে তিনি সোমপান করিলেও সেই সোমযাগের ফলপ্রাপ্ত হন না। নিজের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে, অথচ পরকে দান করিবার বেলা যাঁহার শক্তির ত্রুটি নাই; তাঁহার সেই দানধর্ম—ধর্মের ছায়ামাত্র, উহা আপাততঃ মধুর বটে কিন্তু উহার পরিণাম বিষময়। ৮-৯।

ভরণীয়গণকে বঞ্চিত করিয়া যিনি পারলৌকিক ধর্ম-বুদ্ধিতে দান করেন, উহার পরিণাম অসুখময়; তিনি জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরেও তাহা ভোগ করেন। যাগকারী,—(ক্ষত্রিয়াদির) বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যাভাবে একাঙ্গে আটকাইয়া থাকে, তবে ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যে বাস করিলে, উক্ত ব্রাহ্মণ—যে বৈশ্যের বহুধন আছে, কিন্তু যাগযজ্ঞহীন ও সোমপান করে না,

আহরেৎ ত্রীণি বা দ্বে বা কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি শূদ্রস্য যজ্ঞেষু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ ॥১৩॥

যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্ ॥১৪॥

আদাননিত্যাচ্চাদাতুরাহরেদপ্রযচ্ছতঃ।
তথা যশোঽস্য প্রথতে ধর্ম্মশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে ॥১৫॥

তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি ষড়নশ্নতা।
অশ্বস্তনবিধানেন হর্ত্তব্যং হীনকর্ম্মণঃ ॥১৬॥

খলাৎ ক্ষেত্রাদগারাদ্বা যতো বাপ্যুপলভ্যতে।
আখ্যাতব্যন্তু তৎ তস্মৈ পৃচ্ছতে যদি পৃচ্ছতি ॥১৭॥

ব্রাহ্মণস্বং ন হর্ত্তব্যং ক্ষত্রিয়েণ কদাচন।
দস্যুনিষ্ক্রিয়য়োস্তু স্বমজীবন্ হর্ত্তুমর্হতি ॥১৮॥

যোঽসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
স কৃত্বা প্লবমাত্মানং সন্তারয়তি তাবুভৌ ॥১৯॥

যদ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
অযজ্বনান্তু যদ্বিত্তমাসুরস্বং তদুচ্যতে ॥২০॥

ন তস্মিন্ ধারয়েদ্দণ্ডং ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
ক্ষত্রিয়স্য হি বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সীদতি ক্ষুধা ॥২১॥

তস্য ভৃত্যজনং জ্ঞাত্বা স্বকুটুম্বান্ মহীপতিঃ।
শ্রুতশীলে চ বিজ্ঞায় বৃত্তিং ধর্ম্ম্যাং প্রকল্পয়েৎ ॥২২॥

তাহার নিকট হইতে যজ্ঞসিদ্ধির জন্য ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বা অপহরণ করিয়া উক্ত যজ্ঞের অঙ্গ পূরণ করিবেন। ১০-১২।

বৈশ্যের অভাবে শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটি অঙ্গের উপযুক্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, যেহেতু শূদ্রের কোন যজ্ঞসম্বন্ধ নাই। অথবা যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সাগ্নিক নয়, অথচ একশত-গোধনসমান ধনযুক্ত এবং যে সাগ্নিক, পরন্তু যাগহীন ও সহস্রগোধনসমান ধন বিশিষ্ট,—সত্বর যজ্ঞসম্পাদনের জন্য অশঙ্কিতচিত্তে এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঐ যজ্ঞ-দ্রব্য গ্রহণ করিবে। ১৩-১৪।

যেব্যক্তি প্রতিগ্রহাদিদ্বারা নিত্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্তাদি (ইষ্ট—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান), (পূর্ত্ত—কূপাদি খনন, দেবগৃহ নির্মাণ প্রভৃতি) সৎকার্য্যে কিছুই ব্যয় করে না,–উহার নিকট হইতে সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক ঐ দ্রব্য আনিয়া যজ্ঞাদি পূরণ করিবে, তাহাতে তাহার খ্যাতি ও ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ১৫।

ছয়বেলা অর্থাৎ তিন দিন ভাত খাইতে না পাইয়া সপ্তম বেলায় দানাদি-ধর্ম্মরহিত নীচলোকের গৃহ হইতে একদিনের মত ভোজ্য অপহরণ করিতে পারে। ঐ দানাদি ধর্ম্মহীন ব্যক্তির খামার বা ক্ষেত্র কিংবা গৃহ অথবা যে কোন স্থান হইতে ধান্য চুরি করিতে পারা যায়। ক্ষেত্রস্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে অপহরণের কারণ বলিবে। ১৬-১৭।

ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করা ক্ষত্রিয়ের কদাচ উচিত নয়, তবে প্রতিষিদ্ধসেবী বিহিতকর্মের অনুষ্ঠান-বিহীন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে—যজ্ঞ না চলিলে—ক্ষত্রিয়ও ঐ যজ্ঞাদি দ্রব্য হরণ করিতে পারে। ১৮।

যে ব্যক্তি অসাধুর নিকট হইতে অর্থ হরণ করিয়া সাধুদিগকে প্রদান করে, সে আপনাকে ভেলা স্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারা সেই অসাধুকে এবং প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণকে দুঃখসাগর হইতে পার করে। যাগশীলদিগের ধনকে জ্ঞানীরা দেবস্ব মনে করেন এবং অযাজ্ঞিকের ধন - অসুরস্ব বলিয়া কথিত হয়। ১৯-২০।

যাগাদির নিমিত্ত বলাৎকারে বা চৌর্য্য দ্বারা অসুর-স্বাপহারীকে ধার্ম্মিক রাজার দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু রাজার মুর্খতাবশতই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হ'ন অবসন্ন ব্রাহ্মণের পোষ্যবর্গ, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া রাজা তাঁহার জন্য আপনার কোষ হইতে বৃত্তিবিধান করিবেন। ২১-২২।

ব্রাহ্মণের এইরূপ বৃত্তিবিধান করিয়া দিলে রাজার তাঁহাকে চৌর্য্যাদি হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা হয় এবং এই রক্ষাহেতু রাজা ঐ ব্রাহ্মণার্জ্জিত পুণ্যের

কল্পয়িত্বাস্য বৃত্তিঞ্চ রক্ষেদেনং সমন্ততঃ।
রাজা হি ধর্ম্মষড়্ভাগং তস্মাৎ প্রাপ্নোতি রক্ষিতাৎ ॥২৩॥

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চাণ্ডালঃ প্রেত্য জায়তে ॥২৪॥

যথার্থমর্থং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ ॥২৫॥

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি ॥২৬॥

ইষ্টিং বৈশ্বানরীং নিত্যং নির্ব্বপেদব্দপর্য্যয়ে।
ক্লৃপ্তানাং পশুসোমানাং নিষ্কৃত্যর্থমসম্ভবে ॥২৭॥

আপৎকল্পেন যো ধর্ম্মং কুরুতেঽনাপদি দ্বিজঃ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরত্রেতি বিচারিতম্ ॥২৮॥

বিশ্বৈশ্চ দেবৈঃ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাদ্ভীতৈর্বিধেঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ ॥২৯॥

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পারায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলম্ ॥৩০॥

ন ব্রাহ্মণো বেদয়েত কিঞ্চিদ্রাজনি ধর্ম্মবিৎ।
স্ববীর্য্যেণৈব তান্ শিষ্যান্মানবানপকারিণঃ ॥৩১॥

স্ববীর্য্যাদ্রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্।
তস্মাৎ স্বেনৈব বীর্য্যেণ নিগৃহ্লীয়াদরীন্ দ্বিজঃ ॥৩২॥

শ্রুতীরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্।
বাক্‌শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ ॥৩৩॥

ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।
ধনেন বৈশ্যশূদ্রৌ তু জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৪॥

বিধাতা শাসিতা বক্তা মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
তস্মৈ নাকুশলং ব্রুয়ান্ন শুষ্কাং গিরমীরয়েৎ ॥৩৫॥

ন বৈ কন্যা ন যুবতির্নাল্পবিদ্যো ন বালিশঃ।
হোতা স্যাদগ্নিহোত্রস্য নার্ত্তো নাসংস্কৃতস্তথা ॥৩৬॥

ষষ্ঠাংশভাগী হন। যজ্ঞের নিমিত্ত শূদ্রের নিকট ধন যাচ্ঞা করা ব্রাহ্মণের কদাচ উচিত নয়, ঐরূপ করিলে ব্রাহ্মণ পরজন্মে চাণ্ডাল হন। যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া যে ঐ সমুদায় ধন ব্যয় না করে, সে এই পাপে জন্মান্তরে শতবর্ষ পর্য্যন্ত ভাস (শকুনি) পক্ষী বা কাক হয়। ২৩-২৫।

যে ব্যক্তি লোভবশতঃ দেবস্ব বা ব্রাহ্মণস্ব অপহরণ করে, সে পাপাত্মা পরজন্মে গৃধ্রের উচ্ছিষ্টভোজী হয়। যদি পশুযাগ ও সোমযাগ না হইয়া থাকে, তবে সেই দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শূদ্র হইতেও ধন গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বৎসরান্তে বৈশ্বানরী ইষ্টি করিবেন ২৬-২৭।

যে দ্বিজ অনাপৎকালেও আপৎকালোক্ত ধর্মকর্ম করে, সে পরলোকে ঐ কর্মের ফল পায় না।—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিশ্বদেবনামক দেবতা, সাধ্যগণ, ব্রাহ্মণেরা ও মহর্ষিরা প্রাণসংশয়রূপ আপৎকালে মুখ্যবিধি সোম-যাগাদিস্থলে প্রতিনিধিরূপে বৈশ্বানরী প্রভৃতি ইষ্টি করিয়াছেন। ২৮-২৯।

প্রথম কল্পোক্ত কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকিতেও যে ব্যক্তি অনুকল্পোক্ত অর্থাৎ প্রতিনিধি বা তদনুরূপ বিধির অনুষ্ঠান করে, উহার পারলৌকিক কোন ফল হয় না। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কাহারও কোনরূপ অপকারের জন্য আবেদন করিবেন না, স্বকীয় ব্রাহ্ম-শক্তিতেই অপকারী মানবদিগকেও শাসন করিবেন। স্বকীয় শক্তি ও রাজশক্তি—এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার স্বকীয় শক্তিই বলবত্তর, অতএব দ্বিজ স্বকীয় প্রভাবেই শত্রুসকলের নিগ্রহ করিবেন। অবিচারিত-চিত্তে তিনি তখন অথর্ব্ববেদোক্ত আঙ্গিরসী শ্রুতি অর্থাৎ অভিচার-মন্ত্রাদি পাঠ করিবেন, বাক্যই ব্রাহ্মণের শস্ত্র, উহা দ্বারা তিনি শত্রুবিনাশ করিবেন। ৩০-৩৩।

ক্ষত্রিয় বাহুবলে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, বৈশ্য ও শূদ্র ধন দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ জপ-হোমাদি দ্বারা বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। যিনি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানকারী, যিনি জনসমাজের উপদেষ্টা, যিনি ধর্ম-ব্যাখ্যাতা, সর্ব্বভূতেই যাঁহার মিত্রভাব,—সেই দ্বিজই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, তাঁহার প্রতি কেহ যেন অনিষ্ট

নরকে হি পতন্ত্যেতে জুহ্বতঃ স চ যস্য তৎ।
তস্মাদ্বৈতানকুশলো হোতা স্যাদ্বেদপারগঃ ॥৩৭॥
প্রাজাপত্যমদত্ত্বাশ্বমগ্ন্যাধেয়স্য দক্ষিণাম্।
অনাহিতাগ্নির্ভবতি ব্রাহ্মণো বিভবে সতি ॥৩৮॥
পুণ্যান্যন্যানি কুর্ব্বীত শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন ত্বল্পদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজেতেহ কথঞ্চন ॥৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি যশঃ স্বর্গমায়ুঃ কীর্ত্তিং প্রজাঃ পশূন্।
হন্ত্যল্পদক্ষিণো যজ্ঞস্তস্মান্নাল্পধনো যজেৎ ॥৪০॥
অগ্নিহোত্র্যপবিধ্যাগ্নীন্ ব্রাহ্মণঃ কামকারতঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসং বীরহত্যাসমং হি তৎ ॥৪১॥
যে শূদ্রাদধিগম্যার্থমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
ঋত্বিজস্তে হি শূদ্রাণাং ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ ॥৪২॥
তেষাং সততমজ্ঞানাং বৃষলাগ্ন্যুপসেবিনাম্।
পদা মস্তকমাক্রম্য দাতা দুর্গাণি সন্তরেৎ ॥৪৩॥
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥৪৪॥
অকামতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
কামকারকৃতেঽপ্যাহুরেকে শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥৪৫॥
অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন শুধ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ ॥৪৬॥
প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ ॥৪৭॥
ইহ দুশ্চরিতৈঃ কেচিৎ কেচিৎ পূর্ব্বকৃতৈস্তথা।
প্রাপ্নুবন্তি দুরাত্মানো নরা রূপবিপর্য্যয়ম্ ॥৪৮॥
সুবর্ণচৌরঃ কৌনখ্যং সুরাপঃ শ্যাবদন্ততাম্।
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগিত্বং দৌশ্চর্ম্ম্যং গুরুতল্পগঃ ॥৪৯॥
পিশুনঃ পৌতিনাসিক্যং সূচকঃ পূতিবক্ত্রতাম্।
ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনত্বমাতিরৈক্যন্তু মিশ্রকঃ ॥৫০॥

বা রূঢ় বাক্য প্রয়োগ না করেন। অনূঢ়া কন্যা, যুবতী, অল্পবিদ্য, মূর্খ, রোগপীড়িত এবং অনুপনীত,—ইহাঁরা শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত অগ্নিহোত্র- হোমের অধিকারী নয়। ঐ কন্যা প্রভৃতি দিয়া যদি হোম করে, তাহা হইলে নরকগামী হয় এবং ইহারা হোম-কার্য্যে যাহার প্রতিনিধি হয়, সে ব্যক্তিও নরকগামী হয়; অতএব বেদপারগ ব্রাহ্মণই হোতা হইবেন।৩৪-৩৭।

সম্পত্তি থাকিতে আধান-কার্য্যে যিনি ব্রাহ্মণ ঋত্বিককে প্রজাপতি-দেবতাক অশ্ব দক্ষিণা না দেন, তিনি অগ্ন্যাধানের ফল প্রাপ্ত হন না, পরন্তু নিরগ্নিকই থাকেন। শ্রদ্ধাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া বরং অন্যান্য পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, তথাপি অল্প দক্ষিণা দিয়া কদাপি যাগ করাইবে না। ৩৮-৩৯।

অল্পদক্ষিণ যজ্ঞ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, খ্যাতি, স্বর্গ, আয়ুঃ, কীর্ত্তি, পুত্রাদি প্রজা এবং পশু—এই সকল নষ্ট করে, এইজন্য অল্পধন ব্যক্তি অগ্নিহোত্রী যজ্ঞ করিবেন না। যদি সায়ংপ্রাতে ইচ্ছা করিয়া হোম না করে, তবে তজ্জন্য একমাস কাল চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। যেহেতু উক্ত হোম না করিলে পুত্রহত্যার তুল্য পাপ হয়। ৪০-৪১।

যাঁহারা শূদ্র হইতে অর্থ লইয়া তদ্দারা অগ্নিহোত্রের উপাসনা করেন,—ব্রহ্মবাদীদিগের মতে তাঁহারা অতি নিন্দিত এবং শূদ্রযাজী। যাহারা শূদ্রধনে অগ্ন্যুপাসনা করে, সেই অজ্ঞানদিগের মস্তকে দাতা শূদ্র পা দিয়া নরক হইতে উত্তীর্ণ হয়।

শাস্ত্রবিহিত কর্ম না করিলে নিন্দিত কর্ম্মের আচরণ করিলে এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইলে, মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ৪২-৪৪।

কোন কোন পণ্ডিত অনিচ্ছাকৃত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে বিবেচনা করেন; আবার কেহ কেহ বা বেদপ্রমাণে বলেন যে, ইচ্ছাকৃত পাপও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডিত হয়। অনিচ্ছাকৃত পাপই বেদাভ্যাসে নষ্ট হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি মোহবশতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপের নানা প্রকার পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত আছে। ৪৫-৪৬।

এইজন্মে দৈবাৎ প্রমাদাদিবশতঃ পাপের জন্যই হউক, আর পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্যই হউক, প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত না করে, সাধুদিগের সহিত সংসর্গ করা তাহার উচিত নয়। কোন কোন দুরাত্মা ইহজন্মের দুশ্চরিত্রের জন্য, কেহ কেহ বা পূর্ব্বজন্মের দুশ্চরিত্রের জন্য কুনখী প্রভৃতি হইয়া রূপবিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়। ৪৭-৪৮।

সুবর্ণ-চৌর—কুনখী হয়; সুরাপায়ী—কৃষ্ণবর্ণ দন্ত-

অন্নহর্ত্তাময়াবিন্থং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্রং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ ॥৫১॥

দীপহর্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ।
হিংসয়া ব্যাধিভূয়স্ত্বং স্ফীতোহন্যস্ত্র্যভিমর্শকঃ ॥৫২॥

এবং কর্ম্মবিশেষেণ জায়ন্তে সদ্বিগর্হিতাঃ।
জড়মূকান্ধবধিরা বিকৃতাকৃতয়স্তথা ॥৫৩॥

চরিতব্যমতো নিত্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
নিন্দ্যৈর্হি লক্ষণৈর্যুক্তা জায়ন্তেহনিষ্কৃতৈনসঃ ॥৫৪॥

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫॥

বিশিষ্ট হয়, ব্রহ্মহত্যাকারী—ক্ষয়রোগী হয়, এবং গুরু-ভার্য্যাগামী—চর্ম্মহীন পুরুষাঙ্গযুক্ত হয়। দোষসত্ত্বে দোষের কথা লাগাইয়া যে খলতা করে, সেই পিশুন—দুর্গন্ধনাসাযুক্ত হয়; সূচক অর্থাৎ যে পরের মিথ্যা-দোষের উল্লেখ করে, সে দুর্গন্ধমুখ প্রাপ্ত হয়; ধান্যচৌর অঙ্গহীন হয় ও মিশ্রক অর্থাৎ লাভের জন্য যে এক দ্রব্যের সহিত আর এক দ্রব্য মিশাইয়া বিক্রয় করে, সে অধিকাঙ্গ হয়। অন্নচৌর মন্দাগ্নিযুক্ত হয়, গুরুর অননুজ্ঞাত মতে অপরের পাঠ শুনিয়া অধ্যয়নশীল ব্যক্তি মূক হয়; বস্ত্রাপহারীর শ্বেতকুষ্ঠ হয় এবং অশ্বচৌর খঞ্জ হয়।৪৯-৫১।

দীপচৌর অন্ধ, দীপনির্ব্বাপক কাণ, প্রাণিহিংসাকারী বহুরোগী এবং পরস্ত্রীর ধর্ষণকারী বাতব্যাধিতে স্থূলদেহ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম দ্বারা সজ্জনঘৃণিত জড়, মূক, অন্ধ, বধির এবং বিকৃতাকৃতি মনুষ্য সকল জন্মগ্রহণ করে। ৫২-৫৩।

এই কারণ পাপ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করা নিত্য কর্ত্তব্য। পাপের নিষ্কৃতি না হইলে নিন্দনীয়-লক্ষণযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্মহত্যা, নিষিদ্ধ সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণহরণ এবং বিমাতৃগমন ও এই সকল পাপীর সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ—এই পাঁচটীকে 'মহাপাতক' বলে। ৫৪-৫৫।

অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥৫৬॥

ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতানাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্ ॥৫৭॥

নিক্ষেপস্যাপহরণং নরাশ্বরজতস্য চ।
ভূমি-বজ্র-মণীনাঞ্চ রুক্মস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥৫৮॥

রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ ॥৫৯॥

গোবধোহযাজ্যসংযাজ্য-পারদার্য্যাত্মবিক্রয়াঃ।
গুরুমাতৃপিতৃত্যাগঃ স্বাধ্যায়াগ্ন্যোঃ সুতস্য চ ॥৬০॥

আপনার জাত্যুৎকর্ষ জানাইবার জন্য মিথ্যাভাষণ; রাজার নিকটে অপরের মৃত্যুজনক দোষোদ্ঘাটন এবং গুরুসম্বন্ধে অলীককথন—ইহারাও ব্রহ্মহত্যার সমানপাতক বা "অনুপাতক"। অনভ্যাসহেতু ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ-বিস্মরণ, বেদনিন্দা, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা-কথন, মিত্রবধ, লশুন প্রভৃতি গর্হিত ও বিষ্ঠামূত্রাদি অখাদ্য-দ্রব্যের ভোজন—এই ছয়টী সুরাপানের সমান পাতক। ৫৬-৫৭।

গচ্ছিত বস্তুর অপহরণ, অশ্ব, রূপা, ভূমি, হীরক ও মণির অপহরণ—ইহা সুবর্ণ-চৌর্য্যের সমান পাতক। সহোদরা ভগিনী, কুমারী, চাণ্ডালী, সখা বা পুত্রের ভার্য্যাতে রেতঃসেক—গুরুপত্নী গমনের সমানপাতক। সমান-পাতক বা অনুপাতকে মহাপাতকের ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার পাতক অনুপাতক। ৫৮-৫৯।

গোহত্যা, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায় ও স্মার্ত্তাগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার না করা; জ্যেষ্ঠ অকৃতদার থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ অর্থাৎ পরিবেদন, এইরূপ জ্যেষ্ঠেরও পরিবিত্তিত্ব,—ঐ দুই ভ্রাতাকে কন্যাদান, ঐ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরজস্কা-কন্যাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগ, পবিত্র তড়াগ বা উদ্যান অথবা স্ত্রী বা পুত্র

পরিবিত্তিতানুজেঽনূঢ়ে পরিবেদনমেব চ।
তয়োর্দানঞ্চ কন্যায়াস্তয়োরেব চ যাজনম্ ॥৬১॥
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ ॥৬২॥
ব্রাত্যতা বান্ধবত্যাগো ভৃত্যাধ্যাপনমেব চ।
ভৃত্যচ্চাধ্যয়নাদানমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়ঃ ॥৬৩॥
সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ ॥৬৪॥
ইন্ধনার্থমশুষ্কাণাং দ্রুমাণামবপাতনম্।
আত্মার্থঞ্চ ক্রিয়ারম্ভো নিন্দিতান্নাদনং তথা ॥৬৫॥
অনাহিতাগ্নিতা স্তেয়মৃণানামনপক্রিয়া।
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনং কৌশীলব্যস্য চ ক্রিয়া ॥৬৬॥
ধান্য-কুপ্য পশুস্তেয়ং মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্।
স্ত্রীশূদ্রবিট্-ক্ষত্রবধো নাস্তিক্যঞ্চোপপাতকম্ ॥৬৭॥

ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্বা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্ ॥৬৮॥
খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামাজাবিকবধস্তথা।
সঙ্করীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ ॥৬৯॥
নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনম্।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়মসত্যস্য চ ভাষণম্ ॥৭০॥
কৃমিকীট—বয়োহত্যা মদ্যানুগতভোজনম্
ফলৈধঃকুসুমস্তেয়মধৈর্য্যঞ্চ মলাবহম্ ॥৭১॥
এতান্যেনাংসি সর্ব্বাণি যথোক্তানি পৃথক্ পৃথক্।
যৈর্যৈর্ব্রতৈরপোহ্যন্তে তানি সম্যঙ্ নিবোধত ॥৭২॥
ব্রহ্মহা দ্বাদশ সমাঃ কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ॥৭৩॥
লক্ষ্যং শস্ত্রভৃতাং বা স্যাদ্বিদুষামিচ্ছয়াত্মনঃ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা সমিদ্ধে ত্রিরবাক্‌শিরাঃ ॥৭৪॥

বিক্রয় করা, ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না দেওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধবত্যাগ, বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি সকল খনিতে অধিকার, প্রবহমান জলের প্রতিবন্ধক বৃহৎ সেতু প্রভৃতির প্রবর্ত্তন, অথবা বৃহৎ যন্ত্র (কারখানা) স্থাপন, ওষধি নষ্ট করা, ভার্য্যাদির জার-যোগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা, শ্যেনাদি আভিচারিক যাগ বা মন্ত্রাদি দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করা, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষের ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয়—পরন্তু আপনার জন্য পাকানুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত-খাদ্যের ভক্ষণ, অগ্ন্যাধানের অকরণ, সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি; দেব, পিতৃ ও ঋষ্যাদি ঋণের অপরিশোধ, শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, নৃত্য-গীত ও বাদ্যের সতত সেবা, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু এবং পশুচুরি, মদ্যপানকারিণী-স্ত্রীগমন, স্ত্রীহত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকলের প্রত্যেককে "উপপাতক" বলা যায়। ৬০-৬৭।

দণ্ডাদির দ্বারা ব্রাহ্মণের পীড়ন, অতিশয় দুর্গন্ধ লশুন-পুরীষাদি এবং মদ্যের স্বেচ্ছায় আঘ্রাণ, কৌটিল্য ও পুরুষ-মৈথুন—এই সকলের প্রত্যেকে "জাতিভ্রংশকর পাতক"। গর্দ্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মৎস্য, সর্প ও মহিষের বধ—এ সকলের প্রত্যেককে "সঙ্করীকরণ পাতক" জানিবে অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্রমে সঙ্করজাতিত্ব-প্রাপ্তি হয়। ৬৮-৬৯।

নিন্দিত হইতে ধনপ্রতিগ্রহ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা ও মিথ্যাকথন—এই সকল পাপে পাত্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়, এজন্য ইহাদিগকে "অপাত্রীকরণ পাতক" বলে। কৃমি, কীট ও পক্ষীর হনন, কোনরূপ মদ্যের সহিত এক পাত্রে আনীত ভক্ষ্য দ্রব্যের ভোজন; ফল, কাষ্ঠ ও পুষ্পের চুরি এবং অতি যৎসামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য—এই সকল প্রত্যেককে "মলাবহ পাতক" বলা যায়—ইহাতে চিত্তে মল উপস্থিত হয়। ৭০-৭১।

এই সমুদয় পাতকের কথা পৃথক্ পৃথক উল্লেখ হইল। এক্ষণে যে যে ব্রত দ্বারা ঐ সমুদয় পাপ নষ্ট হয়, তাহা সম্যক্ শ্রবণ করুন। ব্রহ্মহত্যাকারী আত্মশুদ্ধির জন্য

যজেত বাশ্বমেধেন স্বর্জ্জিতা গোসবেন বা ।
অভিজিদ্বিশ্বজিদ্ভ্যাং বা ত্রিবৃতাগ্নিষ্টুতাপি বা ॥৭৫॥
জপন্ বান্যতমং বেদং যোজনানাং শতং ব্রজেৎ ।
ব্রহ্মাহত্যাপনোদায় মিতভুঙ্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৭৬॥
সর্ব্বস্বং বেদবিদুষে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ।
ধনং বা জীবনায়ালং গৃহং বা সপরিচ্ছদম্ ॥৭৭॥
হবিষ্যভুগ্ বানুসরেৎ প্রতিস্রোতঃ সরস্বতীম্ ।
জপেদ্বা নিয়তাহারস্ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্ ॥৭৮॥
কৃতবাপনো নিবসেদ্ গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা ।
আশ্রমে বৃক্ষমূলে বা গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ ॥৭৯॥
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সদ্যঃ প্রাণান্ পরিত্যজন্ ।
মুচ্যতে ব্রহ্মাহত্যায়া গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥৮০॥

ত্র্যবরং প্রতিযোদ্ধা বা সর্ব্বস্বমবজিত্য বা ।
বিপ্রস্য তন্নিমিত্তে বা প্রাণলোভেঽপি মুচ্যতে ॥৮১॥
এবং দৃঢ়ব্রতো নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
সমাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৮২॥
শিষ্ট্বা বা ভূমিদেবানাং নরদেবসমাগমে ।
স্বমেনোঽবভৃথস্নাতে হয়মেধে বিমুচ্যতে ॥৮৩॥
ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণো মূলমগ্রং রাজন্য উচ্যতে ।
তস্মাৎ সমাগমে তেষামেনো বিখ্যাপ্য শুধ্যতি ॥৮৪॥
ব্রাহ্মণঃ সম্ভবেনৈব দেবানামপি দৈবতম্ ।
প্রমাণঞ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মাত্রৈব হি কারণম্ ॥৮৫॥
তেষাং বেদবিদো ব্রূয়ুস্ত্রয়োঽপ্যেনঃসু নিষ্কৃতিম্ ।
সা তেষাং পাবনায় স্যাৎ পবিত্রং বিদুষাং হি বাক্॥৮৬॥

কুটীর করিয়া ভিক্ষান্নভোজী হইয়া, দ্বাদশ বৎসর বনে কাটাইবে এবং সেখানে হত ব্যক্তির মস্তকের কপাল বা অন্য মৃতব্যক্তির কপাল চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে রাখিবে। ৭২-৭৩।

অথবা নিজের ইচ্ছায় তদীয় অভিসন্ধিজ্ঞ শস্ত্রধারী-দিগের লক্ষ্যভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিংবা প্রজ্জলিত অগ্নিতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে তিনবার এমন ভাবে ক্ষেপণ করিবে, যাহাতে মৃত্যু হয়।৭৪।

অথবা অশ্বমেধ, স্বর্জিৎ, গোসব, বিশ্বজিৎ, ত্রিবৃৎ, বা অগ্নিষ্টুৎ নামক যাগের মধ্যে একটী যাগানুষ্ঠান করিবে। অথবা ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষালনার্থ বেদের মধ্যে কোন এক বেদ জপ করত স্বল্পাহার ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একশত যোজন পথ গমন করিবে। ৭৫-৭৬।

অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে; যাবজ্জীবন জীবিকার উপযুক্ত ধন দিবে অথবা যাবতীয় উপকরণের সহিত গৃহ প্রদান করিবে। অথবা হবিষ্যান্ন-ভোজী হইয়া সরস্বতী-নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে সমুদ্র-সঙ্গমস্থল পর্যন্ত গমন করিবে অথবা অল্পাহার হইয়া তিনবার সমগ্র বেদসংহিতা পাঠ করিবে। ৭৭-৭৮।

অথবা কেশ-নখ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, গো-ব্রাহ্মণের হিতে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামান্তে, গোচারণে, পুণ্যাশ্রমে অথবা বৃক্ষমূলে কালযাপন করিবে। তথায় ব্রাহ্মণার্থ কিংবা গোরক্ষার্থ সদ্য প্রাণত্যাগ করিয়া সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। গোব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণ-দ্রব্য আনয়ন করিবার জন্য তিনবার তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে, কিংবা একবার যুদ্ধ করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিলে, কিংবা অপহৃত দ্রব্যের জন্য ব্রাহ্মণকে যুদ্ধ করিয়া মরিতে উদ্যত দেখিয়া ঐ অপহৃত দ্রব্যের সমান দ্রব্য ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে নিত্য দৃঢ়ব্রত, ব্রহ্মচারী এবং শুদ্ধসত্ত্ব থাকিয়া দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে পর তাহার ব্রহ্মহত্যা পাপের নিষ্কৃতি হয়। ৭৯-৮২।

অথবা যজমান ক্ষত্রিয় ও ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ-সকাশে স্বীয় পাপ কার্ত্তন করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ-স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ধর্ম্মের মূল ব্রাহ্মণ ও অগ্রভাগ ক্ষত্রিয়—এই জন্য তাঁহাদের সমাজে আত্মপাপ জানাইলে পাপ হইতে শুদ্ধ হয়। ৮৩-৮৪।

ব্রাহ্মণ উৎপত্তিমাত্র দেবতাদিগেরও দৈবত এবং ইহলোকের প্রমাণস্বরূপ। বেদই এ বিষয়ের কারণ। অন্যূন তিনজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, পাপের নিষ্কৃতির জন্য

অতোহন্যতমমাস্থায় বিধিং বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং ব্যপোহত্যাত্মবত্তয়া ॥৮৭॥
হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতং চরেৎ।
রাজন্যবৈশ্যৌ চেজানাবাত্রেয়ীমেব চ স্ত্রিয়ম্ ॥৮৮॥
উক্ত্বা চৈবানৃতং সাক্ষ্যে প্রতিরুধ্য গুরুং তথা।
অপহৃত্য চ নিক্ষেপং কৃত্বা চ স্ত্রীসুহৃদ্বধম্ ॥৮৯॥
ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রমাপ্যাকামতো দ্বিজম্।
কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৯০॥
সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ ॥৯১॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্ গোশকৃদ্রসমেব বা ॥৯২॥

যাহা বলিবেন, তাহাই পাপীদিগের বিশুদ্ধিহেতু; কারণ, বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বাক্যই পবিত্রতাজনক। ৮৫-৮৬।

পূর্বে যে সকল প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরে সমাহিতমনা হইয়া ইহার কোন একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। (এই সমুদয় প্রায়শ্চিত্ত-ভেদ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপ্য)। ৮৭।

যে ভ্রূণ সম্বন্ধে স্ত্রী, পুং বা নপুংসক—এরূপ লিঙ্গ-বোধ নাই, সেই অবিজ্ঞাত ব্রাহ্মণভ্রূণ এবং যাগকারী ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এবং ঋতুস্নাতা ব্রাহ্মণী—এই সকলের হত্যায়, ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা কথা কহিলে, গুরুর মিথ্যাপবাদ দিলে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করিলে ও আহিতাগ্নি-ব্রাহ্মণের স্ত্রী-বধ করিলে এবং মিত্রবধ করিলে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৮৮-৮৯।

অকামতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত কহিলাম; কিন্তু জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যায় ইহার দ্বিগুণাদি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—জ্ঞানপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত সুরাপান করিবে—ঐ সুরার দ্বারা শরীর একেবারে দগ্ধ হইলে তবে পাপের নিষ্কৃতি হয়। ৯০-৯১।

অথবা অগ্নিবর্ণ জ্বলন্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, ঘৃত বা গোময়জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয় ততক্ষণ পান করিবে। এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি। সুরাপান করিলে গোরুর লোম-বিরচিত বস্ত্রধারী, জটাবান্ এবং সুরাপাত্র চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া খুদ বা তিলের খইল সংবৎসর পর্য্যন্ত একবারমাত্র রাত্রে ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে পাপমুক্ত হয়। ৯২-৯৩।

কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।
সুরাপানাপনুত্ত্যর্থং বালবাসা জটী ধ্বজী ॥৯৩॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥৯৪॥
গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৯৫॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ ॥৯৬॥
অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ ॥৯৭॥
যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি ॥৯৮॥

সুরা অন্নের মল, মলকেই পাপ বলে; এ কারণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সুরাপান করা উচিত নয়। গুড়-রচিত গৌড়ী, পিষ্ট-নির্ম্মিত পৈষ্টী, মধু হইতে মাধ্বী,—সুরা এই ত্রিবিধ; ইহার একটীও যেমন, সকলগুলিই সেইরূপ। দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণগণ ইহা পান করিবেন না। নববিধ মদ্য, মাংস, ত্রিবিধ সুরা এবং আসব অর্থাৎ সদ্যো-জাত এই সকল যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচদিগের পেয়, একারণ উহা দেবান্নভোজী ব্রাহ্মণের কদাচ ভক্ষণ করা উচিত নয়। ৯৪-৯৬।

ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানেই পড়ে,—গোপনীয় বেদবাক্যই বলিয়া ফেলে অথবা অপরাপর অকার্য্যই করে—ইহার কিছুই বলা যায় না; অতএব ব্রাহ্মণের মদ্যপান কদাপি উচিত নয়। যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ৯৭-৯৮।

এষা বিচিত্রাভিহিতা সুরাপানস্য নিষ্কৃতিঃ।
তত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সুবর্ণস্তেয়নিষ্কৃতিম্ ॥৯৯॥
সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো রাজানমভিগম্য তু।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রূয়াম্মাং ভবাননুশাস্ত্বিতি ॥১০০॥
গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাৎ তু তং স্বয়ম্।
বধেন শুধ্যতি স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসৈব তু ॥১০১॥
তপসাপনুনুৎসুস্তু সুবর্ণস্তেয়জং মলম্।
চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥১০২॥
এতৈর্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
গুরুস্ত্রীগমনীয়ন্তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ ॥১০৩॥
গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি ॥১০৪॥
স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈর্ঋতীং দিশমাতিষ্ঠেদা নিপাতাদজিহ্মগঃ ॥১০৫॥
খট্বাঙ্গী চীরবাসা বা শ্মশ্রুলো বিজনে বনে।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রমব্দমেকং সমাহিতঃ ॥১০৬॥
চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্ মাসানভ্যস্যেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
হবিষ্যেণ যবাগ্বা বা গুরুতল্পাপনুত্তয়ে ॥১০৭॥
এতৈর্ব্রতৈরপোহেয়ুর্মহাপাতকিনো মলম্
উপপাতকিনস্ত্বেবমেভির্নানাবিধৈর্ব্রতৈঃ ॥১০৮॥
উপপাতকসংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাপো বসেদ্ গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ ॥১০৯॥
চতুর্থকালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতম্।
গোমূত্রেণ চরেৎ স্নানং দ্বৌ মাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥১১০॥
দিবানুগচ্ছেদ্ গাস্তাস্তু তিষ্ঠন্নূর্দ্ধং রজঃ পিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্য রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ ॥১১১॥
তিষ্ঠন্তীষ্বনুতিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তীষ্বপ্যনুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীতমৎসরঃ ॥১১২॥

সুরাপানের নিষ্কৃতির জন্য এই নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলাম; এক্ষণে সুবর্ণচৌর্য্যের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সুবর্ণাপহারী বিপ্র রাজার নিকটে গমন করিয়া স্বীয় দোষ খ্যাপন করিয়া বলিবেন—"আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমার শাসন করুন"। ৯৯-১০০।

রাজা উহার স্কন্ধস্থিত লৌহ-মুদ্গর লইয়া তদ্দ্বারা তাহাকে একবার আঘাত করিবেন; উক্ত আঘাতে মরিলে অথবা মৃতপ্রায় হইলে সুবর্ণাপহারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে; পরন্তু ব্রাহ্মণ কেবল তপস্যা দ্বারা পাপমুক্ত হইতে পারেন। ১০১।

তপস্যা দ্বারা সুবর্ণস্তেয়-জনিত পাপাপনোদন করিতে ইচ্ছুক দ্বিজাতি বনমধ্যে চীরবাসা হইয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। দ্বিজাতিরা সুবর্ণাপহরণ জন্য পাপ, এই সকল ব্রত দ্বারা নষ্ট করিবেন। গুরুস্ত্রীগমন-পাপ বক্ষ্যমাণ ব্রতের দ্বারা নষ্ট হয়। ১০২-৩।

গুরুপত্নীগামী (বিমাতৃগামী) পুরুষ আপন পাপ খ্যাপন করিয়া, উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করিয়া জ্বলন্ত লৌহময়ী স্ত্রীর আকৃতিতে প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে,—প্রাণবিয়োগ হইলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা স্বয়ং আপনার লিঙ্গ ও বৃষণ ছেদন করিয়া তাহা অঞ্জলিতে ধরিয়া অবক্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে —নৈঋতদিকে শরীর-নিপাত পর্য্যন্ত গমন করিবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে পাপের নিষ্কৃতি হইবে। ১০৪-৫।

অথবা খট্বাঙ্গধারী, চীরবস্ত্রপরিধায়ী এবং কেশ-শ্মশ্রু-নখ-রোম ধারী হইয়া নির্জ্জন বনে বাস পূর্বক এক বৎসর যাবৎ প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিবে। অথবা গুরুস্ত্রী-গমন-জনিত পাপক্ষালনার্থ হবিষ্য ও নীবারাদির 'যাউ' আহার করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, তিন মাস পর্য্যন্ত চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিবে। ১০৬-৭।

মহাপাতকীরা এই সকল ব্রত দ্বারা আপনাদের পাপক্ষালন করিবে। উপপাতকীরা উপপাতকক্ষয়ের জন্য নিম্নলিখিত নানাবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ১০৮।

উপপাতকসংযুক্ত গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিবে,—মুণ্ডিতশিরা, ছিন্নশ্মশ্রু এবং গোচর্ম্মে আচ্ছাদিতদেহ হইয়া গোকুর গোষ্ঠে বাস করিবে।

আতুরামভিশস্তাং বা চৌরব্যাঘ্রাদিভির্ভয়ৈঃ।
পতিতাং পঙ্কলগ্নাং বা সর্ব্বোপায়ৈর্বিমোচয়েৎ ॥১১৩॥
উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ ॥১১৪॥
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্ ॥১১৫॥
অনেন বিধিনা যস্তু গোঘ্নো গামনুগচ্ছতি।
স গোহত্যাকৃতং পাপং ত্রিভির্মাসৈর্ব্যপোহতি ॥১১৬॥
বৃষভৈকাদশা গাশ্চ দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ।
অবিদ্যমানে সর্ব্বস্বং বেদবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ ॥১১৭॥

এতদেব ব্রতং কুর্য্যুরুপপাতকিনো দ্বিজাঃ।
অবকীর্ণবর্জ্জং শুদ্ধ্যর্থং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥১১৮॥
অবকীর্ণী তু কাণেন গর্দ্দভেন চতুষ্পথে।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেত নির্ঋতিং নিশি ॥১১৯॥
হুত্বাগ্নৌ বিধিবদ্ধোমানন্ততশ্চ সমেত্যৃচা।
বাতেন্দ্র-গুরুবহ্নীনাং জুহুয়াৎ সর্পিষাহুতীঃ ॥১২০॥
কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্ম্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১২১॥
মারুতং পুরুহূতঞ্চ গুরুং পাবকমেব চ।
চতুরো ব্রতিনোঽভ্যেতি ব্রাহ্ম্যন্তেজোঽবকীর্ণিনঃ॥১২২॥

দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই দুই মাস একদিন উপবাসানন্তর দ্বিতীয়দিনের সায়ংকালে কৃত্রিমলবণ-বর্জ্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে, সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভী সকলের অনুগমন করিবে এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ সকল গাভীসমুত্থাপিত ধূলি সেবন করিবে; কণ্ডূয়নাদি দ্বারা গো-পরিচর্য্যা করিয়া এবং গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রিকালে বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে। গো-সকল উত্থিত হইলে উত্থিত হইবে,—গমন করিলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে,—উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে,—মৎসর পরিহার করিয়া নিয়ত তাহাদিগের এইরূপ সেবা করিবে।১০৯-১২।

ব্যাধিত হইলে বা চৌরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ও পতিত বা পঙ্কমগ্ন হইলে যথাশক্তি সর্ব্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া কখনও আত্মরক্ষা করিবে না। ১১৩-১৪।

আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা খলে, অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভী—শস্য ভক্ষণ করিতেছে, অথবা বৎস—দুগ্ধপান করিতেছে—দেখিয়া গৃহ-পতিকে বলিয়া দিবে না। ১১৫।

যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, সে তিনমাসে গোহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত-ব্রত সম্যক্ আচরিত হইলে একটি বৃষভ এবং দশটি স্ত্রীগবী দক্ষিণা দিবে। যদি উহা না থাকে তবে যথাসর্ব্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অবকীর্ণী (ব্রতভঙ্গকারী) ব্যতীত অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অবকীর্ণী পাপী, নির্ঋতি-দেবতার উদ্দেশে চতুষ্পথে কাণা গর্দ্দভ বলি দিয়া পাকযজ্ঞমন্ত্রে যাগ করিবে। ১১৬-১৯।

চতুষ্পথে হোম করিয়া "সমাসিঞ্চন্তু মরুত" ইত্যাদি ঋক্ দ্বারা মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নিদেবতাদিগকে ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতস্থ দ্বিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীযোনিতে রেতঃপাত করাকে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদীরা ব্রহ্মচর্য্যাতিক্রম বলেন। ব্রহ্মচারীর রেতঃ-সেকের নাম অবকীর্ণ; অবকীর্ণ-বিশিষ্টকে অবকীর্ণী বলে। ১২০-২১।

ব্রহ্মচারীর যে ব্রহ্মতেজ জন্মায়, অবকীর্ণী হইলে ঐ তেজ মারুত, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি—এই চারিতে সংক্রামিত হয়। একারণ ঐ চারি দেবতার হোম পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। অবকীর্ণপাপগ্রস্ত হইলে ব্রহ্মচারী গর্দ্দভ-যাগাদি করিয়া গর্দ্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া "আমি এই পাপ করিয়াছি"—এইরূপে স্বকার্য্যখ্যাপনপূর্ব্বক সাত

এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্ ।
সপ্তাগারাংশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্ ॥১২৩॥
তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্ ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং ত্বব্দেন স বিশুধ্যতি ॥১২৪॥
জাতিভ্রংশকরং কর্ম্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥১২৫॥
সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্ ।
মলিনীকরণীয়েষু তপ্তঃ স্যাদ্ যাবকৈস্ত্র্যহম্ ॥১২৬॥
তুরীয়ো ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়স্য বধে স্মৃতঃ ।
বৈশ্যেঽষ্টমাংশো বৃত্তস্থে শূদ্রে জ্ঞেয়স্তু ষোড়শঃ॥১২৭॥
অকামতস্তু রাজন্যং বিনিপাত্য দ্বিজোত্তমঃ ।
বৃষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ সুচরিতব্রতঃ ॥১২৮॥
ত্র্যব্দং চরেদ্বা নিয়তো জটী ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ।
বসন্ দূরতরে গ্রামাদ্ বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥১২৯॥

গৃহে ভিক্ষা করিবে এবং ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে একবেলা আহার করিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং—এই তিন কালীন স্নান করিয়া একবৎসরে তিনি ঐ পাপ হইতে শুদ্ধ হন। ১২২-২৪

ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহসাধ্য সান্তপন নামক ব্রত করিবে ; অজ্ঞানতঃ ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। সঙ্করীকরণ এবং অপাত্রীকরণ পাতক করিয়া একমাসকাল চান্দ্রায়ণ করিবে এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র যবাগূর ক্বাথ ভোজন করিবে। কামতঃ সদাচার ক্ষত্রিয়বধে ব্রহ্মহত্যার চতুর্ভাগ অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। ঐরূপ বৈশ্যবধে ষোড়শভাগ অর্থাৎ নবমাসসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করিবে।১২৫-২৭।

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয় বধ করে, তবে সুচরিত-ব্রত হইয়া এক বৃষভ এবং একসহস্র গো ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে, অথবা সংযত হইয়া গ্রামের অতিদূরে বৃক্ষমূলে বাস করত জটাধারী হইয়া তিনবৎসর যাবৎ ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত ব্রতাচরণ করিবেন। ১২৮-২৯।

এতদেব চরেদব্দং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমঃ ।
প্রমাপ্য বৈশ্যং বৃত্তস্থং দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্ ॥১৩০॥
এতদেব ব্রতং কৃৎস্নং ষণ্মাসান্ শূদ্রহা চরেৎ ।
বৃষভৈকাদশা বাপি দদ্যাদ্বিপ্রায় গাঃ সিতাঃ ॥১৩১॥
মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডূকমেব চ ।
শ্বগোধোলূককাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ ॥১৩২॥
পয়ঃ পিবেৎ ত্রিরাত্রং বা যোজনং বাধ্বনো ব্রজেৎ ।
উপস্পৃশেৎ স্রবন্ত্যাং বা সূক্তং বাব্দৈবতং জপেৎ ॥১৩৩॥
অভ্রিং কার্ষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
পলালভারকং ষণ্ডে সৈসকঞ্চৈকমাষকম্ ॥১৩৪॥
ঘৃতকুম্ভং বরাহে তু তিলদ্রোণন্তু তিত্তিরৌ ।
শুকে দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়ণম্ ॥১৩৫॥

অজ্ঞানতঃ সবৃত্তি-নিরত বৈশ্যবধ করিয়া একবৎসর যাবৎ ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবে, অথবা একশত গো দান করিবে। অজ্ঞানতঃ শূদ্রহত্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত ছয়মাস করিবে, অথবা একটী বৃষভ ও দশটী শুক্লবর্ণা গাভী বিপ্রকে দিবে। ১৩০-৩১।

জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুক্কুর, গাধা, পেচক—ইহাদের হত্যা করিলে, শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানতঃ মার্জ্জারাদিবধে তিনদিন দুগ্ধপান করিয়া থাকিবে, অথবা ত্রিরাত্র একযোজন পথ ভ্রমণ করিবে, অথবা ত্রিরাত্র নদীতে স্নান করিবে ; অথবা ত্রিরাত্র 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি সূক্ত জপ করিবে। ১৩২-৩৩।

সর্পহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণকে এক তীক্ষ্ণাগ্র লৌহময় দণ্ড প্রদান করিবে এবং নপুংসককে হত্যা করিয়া এক ভার পলাল (খড়) ও এক মাষা সীসক প্রদান করিবে। শূকরবধে ঘৃতপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিত্তিরি-পক্ষিবধে চারি আঢ়ক পরিমিত তিল ; শুকপক্ষিবধে দ্বিবৎসরবয়স্ক বৎস এবং ক্রৌঞ্চ পক্ষিবধে তিনবৎসর-বয়স্ক বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ১৩৪-৩৫।

হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ।
বানরং শ্যেনভাসৌ চ স্পর্শয়েদ্ ব্রাহ্মণায় গাম্ ॥১৩৬॥
বাসো দদ্যাদ্ধয়ং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষান্ গজম্।
অজমেষাবনড্বাহং খরং হত্বৈকহায়নম্ ॥১৩৭॥
ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অক্রব্যাদান্ বৎসতরীমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্ ॥১৩৮॥
জীন-কার্ম্মুক-বস্তা-হবীন্ পৃথগ্ দদ্যাদ্বিশুদ্ধয়ে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং নারীর্হত্বানবস্থিতাঃ ॥১৩৯॥
দানেন বধনির্ণেকং সর্পাদীনামশক্নুবন্।
একৈকশশ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বিজঃ পাপাপনুত্তয়ে ॥১৪০॥
অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্যনস্থ্নান্তু শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ ॥১৪১॥
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥১৪২॥

হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন ও ভাসপক্ষি-বধে ব্রাহ্মণকে একটী গো প্রদান করিবে। অশ্ববধ করিলে ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করিবে, হস্তিবধে পাঁচটি নীলবৃষ ছাগ এবং মেষ বধে একটী বৃষ এবং গর্দ্দভ বধে একবৎসর বয়স্ক বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ১৩৬-৩৭।

আমমাংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশুবধে পয়স্বিনী ধেনু দান করিবে; অমাংসভোজী হরিণাদি পশুবধে বৎস-তরী দান করিবে এবং উষ্ট্রবধে একরতি সুবর্ণ দান করিবে। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-পুরুষের সহিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে বধ করিলে ব্রাহ্মণ—চর্ম্মপুট, ক্ষত্রিয়—ধনুঃ, বৈশ্য—ছাগ ও শূদ্র—মেষ দান করিবে। পূর্ব্বোক্তবৎ সর্পাদি জীবহত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ যদি দান দ্বারা পাপ ক্ষয় করিতে না পারেন, তবে প্রত্যেকের বধজন্য প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ১৩৮-৪০।

অস্থিমান্ কৃকলাসাদি ক্ষুদ্র জন্তুবধে ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে এবং অস্থিহীন মৎকুণাদি-বধে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কৃকলাস প্রভৃতি অস্থিবিশিষ্ট সহস্রপ্রাণিবধে এবং অস্থিহীন এক শকট-

ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্শতম্।
গুল্মবল্লীলতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্ ॥১৪৩॥
অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্ ॥১৪৪॥
কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভেঽনুগচ্ছেদ্ গাং দিনমেকং পয়োব্রতঃ ॥১৪৫॥
এতৈর্ব্রতৈরপোহ্যং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং কৃৎস্নং শৃণুতানাদ্যভক্ষণে ॥১৪৬॥
অজ্ঞানাদ্বারুণীং পীত্বা সংস্কারেণৈব শুধ্যতি।
মতিপূর্ব্বমনির্দ্দেশ্যং প্রাণান্তিকমিতি স্থিতিঃ ॥১৪৭॥
অপঃ সুরাভাজনস্থা মদ্যভাণ্ডস্থিতাস্তথা।
পঞ্চরাত্রং পিবেৎ পীত্বা শঙ্খপুষ্পীশ্রিতং পয়ঃ ॥১৪৮॥
স্পৃষ্ট্বা দত্ত্বা চ মদিরাং বিধিবৎ প্রতিগৃহ্য চ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশ্চ পীত্বাপঃ কুশবারি পিবেৎ ত্র্যহম্ ॥১৪৯॥

পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণিবধে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ফলদবৃক্ষ, গুল্ম, বল্লী, লতা এবং পুষ্পিত-বীরুধ (লতা) ছেদনে শত বার সাবিত্র্যাদি জপে শুদ্ধ হইবে। যে সকল প্রাণী অন্নাদিতে জন্মায়, গুড়াদি রসে জন্মায় এবং ফলে কিংবা পুষ্পে জন্মায় সেই সকল প্রাণিবধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ১৪১-৪৪।

কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায় এবং যে-নীবারাদি বনে আপনা-আপনি জন্মায়—উহাদের অকারণ ছেদ করিলে, পাপক্ষয়ার্থ এক দিবস দুগ্ধপায়ী হইয়া গোরুর অনুগমন করিবে। এই সকল ব্রত দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত-হিংসা জন্য পাপক্ষয় করিবে। এক্ষণে অভক্ষ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন! ১৪৫-৪৬।

অজ্ঞানতঃ মদ্যপান করিলে উপনয়ন-সংস্কারেই শুদ্ধি হয়; বুদ্ধিপূর্ব্বক পান করিলেও প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, এই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। সুরাপাত্রস্থিত জল অথবা সুরা ভিন্ন অন্য মদ্য-ভাণ্ডস্থ জল পান করিলে শঙ্খপুষ্পাখ্য ওষধি প্রক্ষেপ করিয়া পঞ্চরাত্র দুগ্ধ ভোজন করিবে। ১৪৭-৪৮।

মদিরা স্পর্শ করিয়া, মদিরা দান করিয়া, স্বস্তিবাচন

ব্রাহ্মণস্তু সুরাপস্য গন্ধমাঘ্রায় সোমপঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরাচম্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥১৫০॥
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫১॥
বপনং মেখলা-দণ্ডৌ ভৈক্ষ্যচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি ॥১৫২॥
অভোজ্যানাস্তু ভুক্ত্বান্নং স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব চ।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যঞ্চ সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ ॥১৫৩॥
শুক্তানি চ কষায়াংশ্চ পীত্বামেধ্যান্যপি দ্বিজঃ।
তাবদ্ভবত্যপ্রয়তো যাবৎ তন্ন ব্রজত্যধঃ ॥১৫৪॥
বিড়্বরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপিকাকয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রপুরীষাণি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৫৫॥
শুষ্কাণি ভুক্ত্বা মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ।
অজ্ঞাতঞ্চৈব সূনাস্থমেতদেব ব্রতং চরেৎ ॥১৫৬॥
ক্রব্যাদশূকরোষ্ট্রাণাং কুক্কুটানাঞ্চ ভক্ষণে।
নর-কাক-খরাণাঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্ ॥১৫৭॥
মাসিকান্নন্তু যোঽশ্নীয়াদসমাবর্ত্তকো দ্বিজঃ।
স ত্রীণ্যহান্যুপবসেদেকাহঞ্চোদকে বসেৎ ॥১৫৮॥
ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়াম্মধু মাংসং কথঞ্চন।
স কৃত্বা প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥১৫৯॥
বিড়ালকাকাখূচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্ব-নকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেদ্ ব্রহ্মসুবর্চ্চলাম্ ॥১৬০॥
অভোজ্যমন্নং নাত্তব্যমাত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা।
অজ্ঞানভুক্তন্তূত্তার্য্যং শোধ্যং বাপ্যাশু শোধনৈঃ॥১৬১॥

পূর্ব্বক বিধিবৎ মদিরা প্রতিগ্রহ করিয়া এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট জল পান করিয়া সেই পাপ-ক্ষয়ার্থ তিন দিন কুশ-ক্বথিত জল পান করিবে। সোমযাগকারী ব্রাহ্মণ, মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলমধ্যে তিনটী প্রাণায়াম করিয়া ঘৃতপ্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ১৪৯-৫০।

অজ্ঞান বশতঃ মনুষ্যের বিষ্ঠা ও মূত্র অথবা সুরা-সংস্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পুনরুপনয়ন—কালে মস্তকমুণ্ডন; মেখলা ও দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ; মধু-মাংসাদিত্যাগরূপ ব্রত—এসকলের প্রয়োজন নাই। ১৫১-৫২।

অভোজ্যদিগের অন্নভোজনে; স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য-মাংসভক্ষণে সপ্ত দিবারাত্র যবের যাউ ভোজন করিয়া থাকিবে। শুক্ত ও অপবিত্র কষায় রস পান করিয়া দ্বিজ তাবৎকাল অপবিত্র হন,—যাবৎ উহাদের পরিপাক না হয়। ১৫৩-৫৪।

গ্রাম্য-শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, শৃগাল, বানর বা কাকের বিষ্ঠা বা মূত্রভক্ষণে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। শুষ্কমাংস ও ভূমিজাত ছত্রাক এবং হরিণ মাংস কি গর্দ্দভমাংস—এইরূপ সন্দিগ্ধ মাংস এবং সূনা অর্থাৎ পশুবধস্থল হইতে আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। আমমাংস ভক্ষণকারী পশুপক্ষী, গ্রাম্য-শূকর, উষ্ট্র, গ্রাম্য-কুক্কুর, মনুষ্য, কাক ও গর্দ্দভের মাংসভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্রহ্মচারী মাসিকশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাকে ঐ জন্য তিন দিবস উপবাস করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে এক দিবস জলে বাস করিতে হইবে। ১৫৫-৫৮।

ব্রহ্মচারী যদি কোন প্রকারে মধু বা মাংস ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রে প্রাজাপত্যব্রত করিয়া তবে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সমাপন করিতে হইবে। বিড়াল, কাক, ইঁদুর, কুক্কুর ও নকুলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এবং কেশ ও কীটযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধির ক্বথিত জল (ক্বাথ) পান করিবে। ১৫৯-৬০।

আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করা উচিত নয়; প্রমাদ বশতঃ ঐরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে, যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে শীঘ্রই পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অভক্ষ্য ভক্ষণের এই বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বলিলাম—এক্ষণে স্তেয়-পাপকারীর প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ

এষোঽনাশ্যাদনস্যোক্তো ব্রতানাং বিবিধো বিধিঃ।
স্তেয়দোষাপহর্ত্তৃণাং ব্রতানাং শ্রূয়তাং বিধিঃ ॥১৬২॥
ধান্যান্নধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রাব্দেন বিশুধ্যতি ॥১৬৩॥
মনুষ্যাণাস্তু হরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্য চ।
কূপবাপীজলানাঞ্চ শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥১৬৪॥
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বান্যবেশ্মতঃ (ক)।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং তন্নির্যাত্যাত্মশুদ্ধয়ে ॥১৬৫॥
ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ।
পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥১৬৬॥
তৃণকাষ্ঠদ্রুমাণাঞ্চ শুষ্কান্নস্য গুড়স্য চ।
চেলচর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥১৬৭॥
মণিমুক্তাপ্রবালানাং তাম্রস্য রজতস্য চ।
অয়ঃকাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহং কণান্নতা ॥১৬৮॥
কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ (খ)।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ ॥১৬৯॥

ইচ্ছাপূর্ব্বক সজাতীয় গৃহ হইতে ধান্য এবং ভক্তাদি ধন চুরি করিলে একবৎসর কাল প্রাজাপত্যব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৬১-৬৩।

পুরুষ, স্ত্রী, ক্ষেত্র, গৃহ, কূপ এবং বাপীর জল হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পরগৃহ হইতে অল্পমূল্য বা অল্পপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চুরি করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য সান্তপন ব্রত করিবে এবং ঐ দ্রব্য তৎ-স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে। ১৬৪-৬৫।

মোদকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, পায়সাদি ভোজ্যদ্রব্য, শকটাদি যান, শয্যা, আসন, পুষ্প, মূল ও ফলের অপহরণে পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, শুষ্কান্ন, গুড়, বস্ত্র, চর্ম ও মাংস—এই সকল অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। ১৬৬-৬৭।

মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও পাষাণ—এই সকল অপহরণে দ্বাদশ দিন তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিবে। কার্পাস, পট্টবস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র, দ্বিখুর ও

(ক) বেশ্মনি—পা (খ) খুরস্য চ—পা।

এতৈর্ব্রতৈরপোহেত পাপং স্তেয়কৃতং দ্বিজঃ।
অগম্যাগমনীয়ন্তু ব্রতৈরেভিরপানুদেৎ ॥১৭০॥
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাদ্রেতঃ সিক্ত্বা স্বযোনিষু।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু কুমারীষ্বন্ত্যজাসু চ ॥১৭১॥
পিতৃষ্বস্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং (গ) গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৭২॥
এতাস্তিস্রস্তু ভার্য্যার্থে নোপযচ্ছেত্তু বুদ্ধিমান্।
জ্ঞাতিত্বেনানুপেয়াস্তাঃ পততি হ্যুপয়ন্নধঃ ॥১৭৩॥
অমানুষীষু পুরুষ উদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥১৭৪॥
মৈথুনন্তু সমাসেব্য পুংসি যোষিতি বা দ্বিজঃ।
গোযানেঽপ্সু দিবা চৈব সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৭৫॥
চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি ॥১৭৬॥
বিপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং ভর্ত্তা নিরুন্ধ্যাদেকবেশ্মনি।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তচ্চৈনাং চারয়েদ্ ব্রতম্ ॥১৭৭॥

একখুরবিশিষ্ট গো-অশ্বাদি, পক্ষী, গন্ধ, ওষধি ও কর্পূর অপহরণে তিনদিন দুগ্ধপান প্রায়শ্চিত্ত। ১৬৮-৬৯।

দ্বিজ এই সকল ব্রত দ্বারা স্তেয়কৃত পাপের মোচন করিবেন। পরন্তু অগম্যা-গমন-পাপ বক্ষ্যমাণ ব্রতের দ্বারা নাশ করিতে হয়। সহোদরা-ভগিনী, মিত্রভার্য্যা, কুমারী ও চণ্ডালীতে রেতঃসেক করিলে গুরুপত্নী-গমন-প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পিস্তুত ভগিনী, মাস্তুত ভগিনী এবং মামাত ভগিনী—এই সকল গমনে চান্দ্রায়ণ করিবে। ১৭০-৭২।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই তিন ভগিনী ভার্য্যার্থ কদাচ গ্রহণ করিবেন না, জ্ঞাতিত্ব (বন্ধু-সম্বন্ধ)-প্রযুক্ত, তাঁহারা অগম্যা, তদ্গমনে নরকগামী হইতে হয়। পশুতে, রজস্বলা স্ত্রীলোকে, যোনি ভিন্ন অন্যস্থানে এবং জলে রেতঃসেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ১৭৩-৭৪।

পুরুষে কিংবা স্ত্রীলোকে, গোযানে, জলে বা দিবাকালে দ্বিজ—মৈথুন করিয়া সেই বস্ত্রের সহিত তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে। অজ্ঞানতঃ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-

(গ) ভ্রাতুরাপ্তস্য—পা।

সা চেৎ পুনঃ প্রদুষ্যেত্তু সদৃশেনোপযন্ত্রিতা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণঞ্চৈব তদস্যাঃ পাবনং স্মৃতম্ ॥১৭৮॥
যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্ দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষ্যভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥১৭৯॥
এষা পাপকৃতামুক্তা চতুর্ণামপি নিষ্কৃতিঃ।
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানামিমাঃ শৃণুত নিষ্কৃতীঃ ॥১৮০॥
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ ॥১৮১॥
যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ তৎসংসর্গবিশুদ্ধয়ে ॥১৮২॥
পতিতস্যোদকং কার্য্যং সপিণ্ডৈর্বান্ধবৈর্বহিঃ।
নিন্দিতেঽহনি সায়াহ্নে জ্ঞাত্যৃত্বিগ্ গুরুসন্নিধৌ ॥১৮৩॥

দাসী ঘটমপাং পূর্ণং পর্য্যস্যেৎ প্রেতবৎ পদা।
অহোরাত্রমুপাসীরন্নশৌচং বান্ধবৈঃ সহ ॥১৮৪॥

নিবর্ত্তেরংশ্চ তস্মাত্তু সম্ভাষণসহাসনে।
দায়াদ্যস্য প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী ॥১৮৫॥

জ্যেষ্ঠতা চ নিবর্ত্তেত জ্যেষ্ঠাবাপ্যঞ্চ যদ্ধনম্।
জ্যেষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াচ্চাস্য যবীয়ান্
গুণতোঽধিকঃ ॥১৮৬॥

প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নবম্।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেয়ুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে ॥১৮৭॥

স ত্বপ্সু তং ঘটং প্রাস্য প্রবিশ্য ভবনং স্বকম্।
সর্ব্বাণি জ্ঞাতিকার্য্যাণি যথাপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥১৮৮॥

জাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, কিংবা উহাদিগের অন্নভক্ষণ অথবা উহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল আচরণ করিলে, সমানতা অর্থাৎ সেই জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে। ১৭৫-৭৬।

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে ভর্ত্তা, পত্নীকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া একা গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং পুরুষের পরদারগমনে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে, উহাকেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করাইবে। ঐ স্ত্রী যদি ঐ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও পুনর্ব্বার সজাতীয় পুরুষকর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে প্রাজাপত্য এবং চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ১৭৭-৭৮।

এক রাত্রি চাণ্ডালী-গমনে ব্রাহ্মণ যে পাপ সঞ্চয় করে, ভিক্ষান্নভোজী হইয়া প্রতিদিন সাবিত্র্যাদি জপ করিলে তিন বৎসরে সে পাপ অপগত হয়। হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণ, স্তেয়, অগম্য-গমন,—এই চারি প্রকার পাপকারীর প্রায়শ্চিত্ত বলিলাম; এক্ষণে পতিত সংসর্গকারীর প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করুন। ১৭৯-৮০।

পতিতের সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত একযান-গমন, একাসনোপবেশন এবং একপঙ্ক্তিভোজনরূপ সংসর্গ করিলে পতিত হইতে হয়; যাজন, অধ্যাপন এবং যোনিসংসর্গে সদ্যই পাতিত্য হয়; পরন্তু একবৎসরে নহে (কারণ উহাতে সদ্যঃপাতিত্য)। যেরূপ পাপীর সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গ শুদ্ধির জন্য সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিতে হইবে। ১৮১-৮২।

সপিণ্ড ও সমানোদকেরা মহাপাতকীর জীবদ্দশায় গ্রামের বাহিরে যাইয়া নবম্যাদি তিথিতে সায়াহ্নে জ্ঞাতি পুরোহিত ও গুরুসন্নিধানে তাহার উদকক্রিয়া করিবে। তাহাদের দাসী প্রেতকৃত্যের ন্যায় একটী জল-পূর্ণ ঘট পাদ দ্বারা ফেলিয়া দিবে এবং সপিণ্ড সমানোদকেরা এক-অহোরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে। তদবধি সপিণ্ড-সমানোদকেরা ঐ পতিতের সহিত সম্ভাষণ ও একাসনোপবেশন, দায়াদিপ্রদান ও কোনরূপ লোক ব্যবহারে সংশ্রব রাখিবে না। তদবধি জ্যেষ্ঠের যে প্রত্যুত্থান অভিবাদনাদি করিতে হয়, উহা নিবৃত্ত হইবে এবং জ্যেষ্ঠলভ্য ধনেরও নিবৃত্তি হইবে, কনিষ্ঠাদি গুণবান্ হইলে সে-ই এই জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে। আর পতিত যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে সপিণ্ড-সমানোদকেরা উহার সহিত একত্র হইয়া পবিত্র জলাশয়ে স্নান করত নূতন জলপূর্ণ ঘট প্রক্ষেপ করিবে। জলে সেই ঘট নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পতিত, পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞাতিকার্য্য-সমুদয় সম্পন্ন করিবেন।

এতমেব বিধিং কুর্য্যাদ্ যোষিৎসু পতিতাস্বপি।
বস্ত্রান্নপানং দেয়ন্তু বসেয়ুশ্চ গৃহান্তিকে ॥১৮৯॥
এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন জুগুপ্সেত কর্হিচিৎ ॥১৯০॥
বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ।
শরণাগতহন্তৃংশ্চ স্ত্রীহন্তৃংশ্চ ন সংবসেৎ ॥১৯১॥
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥১৯২॥
প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মণা চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ ॥১৯৩॥
যদ্ গর্হিতেনার্জ্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেন শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসৈব চ ॥১৯৪॥
জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পীত্বা মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥১৯৫॥
উপবাসকৃশং তন্তু গোব্রজাৎ পুনরাগতম্।
প্রণতং পরিপৃচ্ছেয়ুঃ সাম্যং সৌম্যেচ্ছসীতি কিম্ ॥১৯৬॥
সত্যমুক্ত্বা তু বিপ্রেষু বিকিরেদ্ যবসং গবাম্।
গোভিঃ প্রবর্ত্তিতে তীর্থে কুর্য্যুস্তস্য পরিগ্রহম্ ॥১৯৭॥
ব্রাত্যানাং যাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥১৯৮॥
শরণাগতং পরিত্যজ্য বেদং বিপ্লাব্য চ দ্বিজঃ।
সংবৎসরং যবাহারস্তৎ পাপমপসেধতি ॥১৯৯॥
শ্ব-শৃগাল-খরৈর্দ্দষ্টো গ্রাম্যৈঃ ক্রব্যাদ্ভিরেব চ।
নরাশ্বোষ্ট্রবরাহৈশ্চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥২০০॥
ষষ্ঠান্নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব বা।
হোমাশ্চ শাকলানিত্যমপাঙ্‌ক্ত্যানাং বিশোধনম্ ॥২০১॥
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানন্তু কামতঃ।
স্নাত্বা তু বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥২০২॥

স্ত্রীলোক পতিত হইলে পতিত পুরুষের ন্যায় তাহারও প্রায়শ্চিত্ত ; পরন্তু তাহাকে বস্ত্রান্ন-পান দিতে হইবে এবং গৃহসমীপে বাসস্থান দিতে হইবে। অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপীর সহিত দান-প্রতিগ্রহাদি কোনরূপ সংস্রব রাখিবে না ; কিন্তু কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলে উহাকে কদাচ নিন্দা করিবে না। ১৮৩-৯০।

বালকহন্তা, কৃতঘ্ন, শরণাগত-হন্তা এবং স্ত্রীহন্তা,—ইহারা ধর্ম্মতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইলেও ইহাদের সহিত কোনরূপ সংসর্গ করিবে না। যে সকল দ্বিজের যথাবিধি উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী প্রাজাপত্য করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দিবে। ১৯১-৯২।

শূদ্রসেবাবিদ বিরুদ্ধ কর্মরত কিংবা বেদপরিত্যক্ত দ্বিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকেও প্রাজাপত্যত্রয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করিবে। ব্রাহ্মণ গর্হিত উপায়ে যদি ধন অর্জ্জন করেন, তবে ঐ ধন দান করিয়া বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ১৯৩-৯৪।

সমাহিতমনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া দুগ্ধপান করত একমাসকাল গোষ্ঠবাসী হইয়া অসৎপ্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবেন। গোষ্ঠ হইতে পুনরাগত, উপবাস-কৃশ, প্রণত ঐ ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরা জিজ্ঞাসা করিবেন—“সৌম্য ! তুমি কি আমাদিগের সহিত সমান-ব্যবহারী হইতে চাও ?” ১৯৫-৯৬।

তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে, “সত্যসত্যই আর আমি অসৎপ্রতিগ্রহ করিব না।” তবে গোরুকে ঘাস খাইতে দিবে,—গোরুতে যে স্থানে ঘাস খাইবে, সেই তীর্থস্থানে উহার সহিত “ব্যবহার করিব” বলিয়া ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিবেন। ব্রাত্যদিগের যাজন করিলে, আত্মীয় ভিন্ন পরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করিলে, মারণ প্রভৃতি অভিচার কর্ম্ম করিলে এবং অহীননামক যাগ করিলে, তিন প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি হয়। ১৯৭-৯৮।

শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে এবং অযথা-পাত্রে বা অযথা-দিনে বেদাধ্যয়ন করাইলে, দ্বিজ সংবৎসর যবাহারী থাকিয়া ঐ পাপ ক্ষয় করিবেন। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, কিংবা গ্রাম্য অপরাপর হিংস্র জন্তু দ্বারা অথবা মনুষ্য, অশ্ব, উষ্ট্র বা বরাহ দ্বারা দষ্ট হইলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি হয়। ১৯৯-২০০।

একমাস ধরিয়া ষষ্ঠকালে অন্নভোজন অর্থাৎ দুই দিবস

বিনাদ্ভিরপ্সু বাপ্যার্ত্তঃ শারীরং সন্নিবেশ্য চ।
সচেলো বহিরাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি ॥২০৩॥
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥২০৪॥
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
স্নাত্বানশ্নন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ ॥২০৫॥
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবধ্য বাসসা।
বিবাদে বা বিনির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥২০৬॥
অবগূর্য্য ত্বব্দশতং সহস্রমভিহত্য চ।
জিঘাংসয়া ব্রাহ্মণস্য নরকং প্রতিপদ্যতে ॥২০৭॥
শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্লাতি মহীতলে।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি তৎকর্ত্তা নরকে বসেৎ ॥২০৮॥
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্ ॥২০৯॥
অনুক্তনিষ্কৃতীনান্তু পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥২১০॥
যৈরভ্যুপায়ৈরেনাংসি মানবো বাপকর্ষতি।
তান্ বোঽভ্যুপায়ান্ বক্ষ্যামি দেবর্ষিপিতৃসেবিতান্ ॥২১১॥
ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ॥২১২।
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥২১৩॥

অনাহার থাকিয়া তৃতীয়দিন সায়ংকালে ভোজন, বেদ-সংহিতা পাঠ এবং প্রতিদিন "দেব কৃতস্যৈনস" ইত্যাদি আটটী মন্ত্রে হোম করিলে অপাঙ্‌ক্তেয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ইচ্ছা করিয়া উষ্ট্র বা গর্দ্দভযানে আরোহণ করিলে এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিলে, তজ্জনিত পাপের প্রাণায়ামে শুদ্ধি হয়। ২০১-২০২।

জল না লইয়া অথবা জলমধ্যে বেগার্ত্ত ব্যক্তি বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে বস্ত্রসহিত গ্রামের বাহিরে নদ্যাদিতে স্নান করিয়া গো স্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়। বেদবিহিত নিত্য-কর্ম্মের অকরণে (যাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষরূপে কথিত নাই) এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র-উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। ২০৩-৪।

ব্রাহ্মণকে হুঙ্কার অর্থাৎ 'চুপ কর' ইত্যাদি বলিলে এবং গুরুজনকে ত্বংকার অর্থাৎ 'তুমি' বাক্য বলিলে—স্নান করিয়া ভোজননিবৃত্ত থাকিয়া দিনশেষে অপমানিতের পা ধরিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিবে ব্রাহ্মণকে যদি তৃণ দ্বারাও তাড়ন করে, গলায় কাপড় দেয়, বা বিবাদে জয় করে, তবে প্রণিপাত দ্বারা প্রসাদিত করিবে।২০৫-৬।

ব্রাহ্মণের হননেচ্ছায় দণ্ডোত্তোলন করিলে শতবৎসর এবং তাঁহাকে আঘাত করিলে সহস্র বৎসর নরকপ্রাপ্তি হয়। আহত ব্রাহ্মণের দেহশোণিত পৃথিবীতে পড়িয়া যতগুলি ধূলিকণাকে পিণ্ডাকারে পরিণত করে, আঘাত-কর্ত্তা তত সহস্র বৎসর নরকে বাস করে। ২০৭-২০৮।

ব্রাহ্মণের উপর দণ্ডোদ্যমন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, তাঁহাকে আঘাত করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, আহত স্থান হইতে রক্তপাত হইলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইল না, সেই সকল পাপক্ষয়ার্থ পাপীর শক্তিসামর্থ্য ও পাপের গুরু-লঘুত্ব বিবেচনায় প্রায়শ্চিত্ত-কল্পনা করিবে।২০৯-১০।

মনুষ্য যে সকল উপায় দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই সকল দেব, ঋষি ও পিতৃসেবিত উপায় আপনাদিগকে বলিতেছি। দ্বিজ প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র আচরণকালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় ভোজন করিবে, পরে তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, তারপর তিন দিন অযাচিতব্রত অর্থাৎ অযাচিতভাবে যখন খাদ্য উপস্থিত হইবে, তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে; সুতরাং এই ব্রত দ্বাদশ-দিন-সাধ্য। প্রথম তিন দিন কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ ষড়্‌বিংশতি গ্রাস ভোজন; দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে দ্বাবিংশতিগ্রাস এবং তৃতীয় তিন দিন চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে। ২১১-১২।

একদিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, এবং কুশোদক একত্র করিয়া খাইবে, অন্য কিছু খাইবে না

একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ।
ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ ॥২১৪॥
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ ॥২১৫॥
যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনম্।
পরাকো নাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্বপাপাপনোদনঃ ॥২১৬॥
একৈকং হ্রাসয়েৎপিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥২১৭॥
এতমেব বিধিং কৃৎস্নমাচরেদ্ যবমধ্যমে।
শুক্লপক্ষাদিনিয়তশ্চরংশ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥২১৮॥

অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ মধ্যন্দিনে স্থিতে।
নিয়তাত্মা হবিষ্যাশী যতিচান্দ্রায়ণং চরন্ ॥২১৯॥
চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ।
চতুরোঽস্তমিতে সূর্য্যে শিশুশ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥২২০॥
যথা কথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং তিস্রোঽশীতীঃ সমাহিতঃ।
মাসেনাশ্নন্ হবিষ্যস্য চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥২২১॥
এতদ্রুদ্রাস্তথাদিত্যা বসবশ্চাচরন্ ব্রতম্।
সর্বাকুশলমোক্ষায় মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥২২২॥
মহাব্যাহৃতিভির্হোমঃ কর্ত্তব্যঃ স্বয়মন্বহম্।
অহিংসা সত্যমক্রোধমার্জবঞ্চ সমাচরেৎ ॥২২৩॥

এবং পরদিন উপবাসী থাকিবে—ইহাকে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত বলে। অতিকৃচ্ছ্রব্রত করিতে হইলে, দ্বিজ তিন দিন এক এক গ্রাসমাত্র পূর্ব্বের ন্যায় ভোজন করিয়া থাকিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিবে। ইহা দ্বাদশাহ-সাধ্য। ২১৩-১৪।

তপ্তকৃচ্ছ্র করিতে হইলে, বিপ্র সমাহিতভাবে থাকিয়া একবার মাত্র স্নান করিয়া প্রতি তিনদিন জল, দুগ্ধ, ঘৃত ও বায়ু উষ্ণ করিয়া ক্রমশঃ পান করিবে অর্থাৎ প্রথম তিন দিন জল ইত্যাদি পান করিয়া শেষ তিন দিন উষ্ণ বায়ু ভক্ষণ করিবে,—এইরূপে দ্বাদশাহ কাটাইবে। ২১৫।

যে ব্রতে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশাহ উপবাস করিতে হয়, তাহার নাম পরাক নামক কৃচ্ছ্র—ইহা সর্ব্বপাপ অপনোদন করে। ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে তৎপরে কৃষ্ণপ্রতিপৎ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্যায় উপবাস দিয়া শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনরায় প্রত্তিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে—ইহাকে চান্দ্রায়ণ ব্রত বলে। চান্দ্রায়ণ একমাস-সাধ্য। এই চান্দ্রায়ণের মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ বা উপবাসপর বলিয়া ইহাকে পিপীলিকামধ্য বলে। ২১৬-১৭।

যবমধ্য চান্দ্রায়ণেও এই সমুদায় বিধি আচরণ করিতে হয়, তবে বিশেষ এই যে, শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রতিপদাদিক্রমে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া অমাবস্যায় উপবাস। ইহার মধ্য স্থুল অর্থাৎ ইহার মধ্যভাগে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন বলিয়া ইহাকে যবমধ্য বলে। ২১৮।

যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হইলে, সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একমাস যাবৎ প্রতিদিন আট আট গ্রাস হবিষ্যান্ন মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। মাসাবধি সমাহিত থাকিয়া প্রাতঃকালে চারিগ্রাস এবং সূর্য্যাস্তের পর চারি গ্রাস ভোজন করাকে শিশুচান্দ্রায়ণ ব্রত কহে। ২১৯-২০।

যিনি মাসাবধি সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া একমাস যাবৎ যে কোন রীতিতে হউক তিনগুণ আশী অর্থাৎ দুই শত চল্লিশ গ্রাস ভোজন করেন, তিনি চন্দ্রের লোক প্রাপ্ত হন। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, মরুদ্গণ এবং মহর্ষিরা সমুদয় অকুশল শান্তির জন্য এই চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিয়াছেন। ২২১-২২।

এই ব্রতাচরণকালে স্বয়ং প্রতিদিন ঘৃত দ্বারা মহা-ব্যাহৃতি-হোম করিবে এবং অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও ঋজুতার অনুষ্ঠান করিবে অথবা মাসাবধি দিনে তিনবার ও রাত্রিকালে তিনবার সবস্ত্রে নদ্যাদিজলে প্রবেশ করিবে এবং কোন সময় স্ত্রী, শূদ্র ও পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সর্বদা নিজস্থানে ও আসনে উত্থিত

ত্রিরহ্নস্ত্রির্নিশায়াঞ্চ সবাসা জলমাবিশেৎ ।
স্ত্রীশূদ্রপতিতাংশ্চৈব নাভিভাষেত কর্হিচিৎ ॥২২৪॥
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেদশক্তোঽধঃ শয়ীত বা ।
ব্রহ্মচারী ব্রতী চ স্যাদ্ গুরু-দেব-দ্বিজার্চ্চকঃ ॥২২৫॥
সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ ।
সর্ব্বেষ্বেব ব্রতেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তার্থমাদৃতঃ ॥২২৬॥
এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ ।
অনাবিষ্কৃতপাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ ॥২২৭॥
খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি ॥২২৮॥
যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে ।
তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥২২৯॥
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতি ।
তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥২৩০॥

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥২৩১॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা প্রেত্য কর্মফলোদয়ম্ ।
মনোবাঙ্মূর্তিভির্নিত্যং শুভং কর্ম সমাচরেৎ ॥২৩২॥
অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্ ।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ ॥২৩৩॥
যস্মিন্ কর্মণ্যস্য কৃতে মনসঃ স্যাদলাঘবম্ ।
তস্মিংস্তাবত্তপঃ কুর্য্যাদ্ যাবৎ তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥২৩৪॥
তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্ ।
তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ ॥২৩৫॥
ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্ ।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্ ॥২৩৬॥

থাকিবে, কদাচ শয়ন করিবে না, যদি নিতান্ত অশক্ত হয়, তবে ভূমিতে শয়ন করিবে, খট্বাদি ব্যবহার করিবে না; স্ত্রীসংসর্গরহিত ব্রহ্মচারী, মেখলা-দণ্ডধারী এবং গুরু, দেব ও দ্বিজ- সেবায় তৎপর থাকিবে। ২২৩-২৫।

সর্ব্বদা সাবিত্রী জপ করিবে এবং যথাশক্তি অঘমর্ষণাদি পাবন মন্ত্র সকলও জপ করিবে। এই জপ সকলব্রতেই প্রায়শ্চিত্তার্থ আদৃত হয়। দ্বিজাতিগণ লোকবিদিত পাপ সকল—পূর্ব্বোক্ত ব্রতসকল দ্বারা ক্ষালন করিবেন; পরন্তু অনাবিষ্কৃত বা রহস্য পাপসকল মন্ত্র ও হোম দ্বারা ক্ষালিত করিবেন। ২২৬-২৭।

লোকসমাজে নিজের পাপজ্ঞাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং আপৎপক্ষে, দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং যে পরিমাণে লোকসম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্ম্মোকমুক্ত হয়, তেমনই সে-ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এবং যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্ম্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ২২৮-৩০।

পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উপস্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরন্তু 'পুনর্ব্বার আর এরূপ করিব না' এই বলিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৩১।

"পরলোকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হয়" মনে মনে ইহা বিশেষ আলোচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে নিত্য শুভকর্ম্মের আচরণ করিবে। অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক, পাপকর্ম্ম করিয়া পাপ-মুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে, উহা আর দ্বিতীয় বার করিবে না। ২৩২-৩৩।

যদি কোন প্রায়শ্চিত্তে পাপকারীর চিত্ত লঘু না হয়, তবে সেই তপস্যা তাহাকে সেই কাল পর্য্যন্ত করিতে হইবে, যতদিন না তাহার চিত্ততুষ্টি জন্মে। এই দেবলোক ও মনুষ্যলোকে যে কিছু সুখসম্পত্তি আছে, তপস্যাই সেই সকলের মূল, তাহাদের স্থিতি এবং তাহাদের অবধি—ইহা বেদদর্শী জ্ঞানীরা বলেন। ২৩৪-৩৫।

জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনই—ব্রাহ্মণের তপস্যা, রক্ষা করা—ক্ষত্রিয়ের তপস্যা, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনাদি

ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥২৩৭॥
ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্ ॥২৩৮॥
যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥২৩৯॥
মহাপাতকিনশ্চৈব শেষাশ্চাকার্য্যকারিণঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন মুচ্যন্তে কিল্বিষাৎ ততঃ ॥২৪০॥
কীটাশ্চাহিপতঙ্গাশ্চ পশবশ্চ বয়াংসি চ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি দিবং যান্তি তপোবলাৎ ॥২৪১॥
যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্জনাঃ (ক)।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ ॥২৪২॥
তপসৈব বিশুদ্ধস্য ব্রাহ্মণস্য দিবৌকসঃ।
ইজ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্লন্তি কামান্ সংবর্দ্ধয়ন্তি চ ॥২৪৩॥
প্রজাপতিরিদং শাস্ত্রং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ।
তথৈব বেদানৃষয়স্তপসা প্রতিপেদিরে ॥২৪৪॥
ইত্যেতৎ (খ) তপসো দেবা মহাভাগ্যং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বস্যাস্য প্রপশ্যন্তস্তপসঃ পুণ্যমুত্তমম্ ॥২৪৫॥
বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥২৪৬॥
যথৈধস্তেজসা বহ্নিঃ প্রাপ্তং নির্দ্দহতি ক্ষণাৎ।
তথা জ্ঞানাগ্নিনা পাপং সর্ব্বং দহতি বেদবিৎ ॥২৪৭॥
ইত্যেতদেনসা মুক্তং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি।
অত ঊর্দ্ধং রহস্যানাং প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত ॥২৪৮॥
সব্যাহৃতিপ্রণবকাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ ॥২৪৯॥
কৌৎসং জপ্ত্বাপ ইত্যেতদ্বাসিষ্ঠঞ্চ প্রতীত্যৃচম্।
মাহিত্রং শুদ্ধবত্যশ্চ সুরাপোঽপি বিশুধ্যতি ॥২৫০॥

—বৈশ্যের তপস্যা এবং সেবাই—শূদ্রের তপস্যা। ফলমূল ও বায়ু-ভক্ষণ-পরায়ণ সংযতাত্মা ঋষিরা তপোবলেই সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইয়া থাকেন। ২৩৬-৩৭।

ঔষধ, নীরোগতা, বিদ্যা এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে যে স্থিতি—এ সমুদয়ই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হয়,—তপস্যাই তাহাদের সাধন। যাহা কিছু দুস্তর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্গম এবং যাহা কিছু দুষ্কর—সমুদয়ই তপস্যা-সাধ্য; তপস্যাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ২৩৮-৩৯।

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকীরা এবং অপরাপর অকার্য্য-কারীরা, সুতপ্ত তপস্যা দ্বারাই সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। কীট, সর্প, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী এবং স্থাবরাদি ভূতসকল তপোবলেই স্বর্গে গমন করে। লোকসকল কায়মনোবাক্যে যে কিছু পাপ করে, তপোধনেরা তপোবলে তাহা শীঘ্র দগ্ধ করিয়া থাকেন। ২৪০-৪২।

তপস্যা দ্বারা ক্ষীণপাপ ব্রাহ্মণের যজ্ঞে দেবতারা হবিঃ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন। সর্ব্বলোকপ্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া এই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন; তপস্যা করিয়াই ঋষিরা বেদসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবতারা বিশ্বসংসারে তপস্যার মহাভাগ্য দেখিয়া তপস্যারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যথাশক্তি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন, পঞ্চমহা-যজ্ঞানুষ্ঠান এবং অপরাধ-সহিষ্ণুতা,—ইহারা ব্রহ্মহত্যাদি-জনিত মহাপাপ সকল আশু নাশ করে। ২৪৩-৪৬।

অগ্নি যেমন ক্ষণকালের মধ্যে স্বীয়তেজে তৃণাদি দগ্ধ করেন, বেদজ্ঞ সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমুদয় পাপ ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন। প্রকাশ্য-পাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত এ পর্য্যন্ত বলা গেল, এক্ষণে রহস্য-পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করুন। ২৪৭-৪৮।

একমাসকাল প্রতিদিন যদি ব্যাহৃতি প্রণব এবং শিরোযুক্ত সাবিত্রীস্বরূপ প্রাণায়াম ষোড়শবার জপ করে, তবে ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়। কৌৎস ঋষিদৃষ্ট "অপ নঃ শোশুদঘম্" ইত্যাদি মন্ত্র, বশিষ্ঠ ঋষিদৃষ্ট "প্রতিস্তোমেভিরুষসং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র, "মহিত্রীণামবোঽস্তিতি" মাহিত্র ঋক এবং শুদ্ধবত্য "এতোন্বিন্দ্রং স্তবামহে" ইত্যাদি তিন ঋক মন্ত্র একমাস ব্যাপিয়া প্রতিদিন ষোড়শ বার পাঠ করিলে সুরাপায়ীও তাহার পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৪৯-২৫০।

(ক) বাক্ কর্ম্মভির্জনাঃ—পা.

(খ) যদেতৎ—পা.

সকৃজ্জপ্ত্বাস্য বামীয়ং শিবসঙ্কল্পমেব চ।
অপহৃত্য সুবর্ণন্তু ক্ষণাদ্ভবতি নির্ম্মলঃ ॥২৫১॥
হবিষ্যন্তীয়মিত্যস্য নতমংহ ইতীতি চ।
জপিত্বা পৌরুষং সূক্তং মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥২৫২॥
এনসাং স্থূল-সূক্ষ্মাণাং চিকীর্ষন্নপনোদনম্।
অবেত্যৃচং জপেদব্দং যৎকিঞ্চেদমিতীতি বা ॥২৫৩॥
প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বা চান্নং বিগর্হিতম্।
জপংস্তরৎসমন্দীয়ং পূয়তে মানবস্ত্র্যহাৎ ॥২৫৪॥
সোমারৌদ্রন্তু বহ্বেনা মাসমভ্যস্য শুধ্যতি।
স্রবন্ত্যামাচরন্ স্নানমর্য্যম্ণামিতি চ তৃচম্ ॥২৫৫॥
অব্দার্দ্ধমিন্দ্রমিত্যেতদেনস্বী সপ্তকং জপেৎ।
অপ্রশস্তন্তু কৃত্বাপ্সু মাসমাসীত ভৈক্ষ্যভুক্ ॥২৫৬॥
মন্ত্রৈঃ শাকলহোমীয়ৈরব্দং হুত্বা ঘৃতং দ্বিজঃ।
সুগুর্ব্বপ্যপহন্ত্যেনো জপ্ত্বা বা নম ইত্যৃচম্ ॥২৫৭॥
মহাপাতকসংযুক্তোঽনুগচ্ছেদ্ গাঃ সমাহিতঃ।
অভ্যস্যাব্দং পাবমানীর্ভৈক্ষ্যাহারো বিশুধ্যতি ॥২৫৮॥
অরণ্যে বা ত্রিরভ্যস্য প্রযতো বেদসংহিতাম্।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈঃ পরাকৈঃ শোধিতস্ত্রিভিঃ ॥২৫৯॥
ত্র্যহন্তূপবসেদ্ যুক্তস্ত্রিরহ্নোঽভ্যুপয়ন্নপঃ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈস্ত্রির্জপিত্বাঘমর্ষণম্ ॥২৬০॥
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥২৬১॥

"অস্য বামীয়মস্য বামস্য পতিতস্য এতৎ" এই সূক্ত একবার মাত্র পাঠ করিলে অথবা "যজ্জাগ্রতো দূরং" ইত্যাদি শিবসঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করিলে সুবর্ণচৌর তৎক্ষণাৎ উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। "হবিষ্যন্তং" ইত্যাদি অথবা "নতমংহো" ইত্যাদি আটটী ঋক্ অথবা "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত একমাস যাবৎ প্রতিদিন ষোড়শবার অভ্যাস করিলে গুরুদারগামী তৎপাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৫১-৫২।

মহাপাপক্ষয়েচ্ছু ব্যক্তি "অবতে হেলো বরুণ" এই ঋক্ অথবা "যৎকিঞ্চেদং বরুণো দেবো" এই ঋক্ কিংবা "ইতি মে মনঃ" এই সূক্ত সংবৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যহ একবার জপ করিবে। ২৫৩।

অপ্রতিগ্রাহ্য-প্রতিগ্রহ করিয়া অথবা গর্হিত অন্ন ভোজন করিয়া "তরৎসমন্দী ধাবতী" ইত্যাদি চারিটী ঋক্ তিন দিন ব্যাপিয়া জপ করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। নদীতে স্নান করিয়া "সোমা রুদ্রা" এই ঋক্ এবং "আর্য্যমণং বরুণং মিত্রঞ্চ" ইত্যাদি তিনটী ঋক্ একমাস অভ্যাস করিলে বহু পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৫৪-৫৫।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিম্ ইত্যাদি সাতটী ঋক্ ছয়মাস ব্যাপিয়া জপ করিলে, পাপী সর্ব্বপাপমুক্ত হয় এবং পুরীষমূত্রাদি জলে ক্ষেপ করিয়া একমাস ভৈক্ষ্যভোজী হইলে নিষ্পাপ হয়। "দেবকৃতস্যৈনস" ইত্যাদি শাকল হোমমন্ত্র দ্বারা সংবৎসর যাবৎ ঘৃতহোম করিলে অথবা "নম ইন্দ্রশ্চ" ইত্যাদি ঋক্ সংবৎসর পর্য্যন্ত জপ করিলে মহাপাতকজনিত পাপ হইতেও মুক্ত হয়। ২৫৬-৫৭।

মহাপাতক-সংযুক্ত ব্যক্তি সমাহিতভাবে একবৎসর ভৈক্ষ্যাহারী হইয়া গোরুর অনুগমন করত "পাবমানী" এই ঋক্ প্রত্যহ অভ্যাস করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা তিনটী পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া অরণ্যে বেদের কোন সংহিতা তিনবার অভ্যাস করিলে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া থাকে। ২৫৮-৫৯।

ত্রিরাত্র উপবাসী ও সংযত থাকিয়া প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং, এই তিনবেলা প্রত্যহ স্নান করিয়া অঘমর্ষণসূক্ত জপ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যজ্ঞরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ যেমন সর্ব্বপাপহারী, অঘমর্ষণসূক্তও সেইরূপ সর্ব্বপাপ-নাশন। ২৬০--২৬১।

যদি বিপ্রের ঋগ্ বেদের ধারণা থাকে, তবে ত্রিভুবন নষ্ট করিলে অথবা যথায় তথায় ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র পাপস্পর্শ হয় না। সমাহিত ভাবে ঋক্‌সংহিতা বা যজুর্ব্বেদ-সংহিতা অথবা সামবেদ-সংহিতা উপনিষদ্-

হত্বা লোকানপীমাংস্ত্রীনশ্নন্নপি যতস্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধারয়ন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন ॥২৬২॥
ঋক্‌সংহিতাং ত্রিরভ্যস্য যজুষাং বা সমাহিতঃ।
সাম্নাং বা সরহস্যানাং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৬৩॥
যথা মহাহ্রদং প্রাপ্য ক্ষিপ্তং লোষ্ট্রং বিনশ্যতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং বেদে ত্রিবৃতি মজ্জতি ॥২৬৪॥

যুক্ত করিয়া পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২৬২-৬৩।

মহাহ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন শীঘ্র নিমগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ ত্রিবৃদ্‌বেদে সকল পাপ শীঘ্র মগ্ন হইয়া থাকে। ঋক্, যজুঃ ও বিবিধ প্রকার সামমন্ত্র-

ঋচো যজূংষি চান্যানি সামানি বিবিধানি চ।
এষ জ্ঞেয়স্ত্রিবৃদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ ॥২৬৫॥
আদ্যং যৎ ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্বেদো যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥২৬৬॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

সকলকে ত্রিবৃদ্‌বেদ বলে, যিনি এই সকল জানেন, তাঁহাকেই বেদবেত্তা বলে। ২৬৪-৬৫।

সকলবেদের আদি ত্র্যক্ষরাত্মক, তিনবেদের অধিষ্ঠান-ভূত গুহ্য যে প্রণব, তাহাও একটী ত্রিবৃৎ। যে ব্যক্তি সম্যগ্‌রূপে উহাকে জানেন, তাঁহাকেও বেদবেত্তা বলা যায়। ২৬৬।

ভৃগুকথিত মনুসংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কৃৎস্নোঽয়মুক্তো ধর্ম্মস্ত্বয়ানঘ।
কর্ম্মণাং ফলনির্ব্বৃত্তিং শংস নস্তত্ত্বতঃ পরাম্ ॥১॥
স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
অস্য সর্ব্বস্য শৃণুত কর্ম্মযোগস্য নির্ণয়ম্ ॥২॥
শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্‌দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥৩॥

ঋষিরা বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! আপনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের সমগ্র ধর্ম্ম কহিলেন, এক্ষণে জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মসকলের ফলাফল আমাদিগকে তত্ত্বতঃ বলুন। ১।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মনুপুত্র ভৃগু সেই মহর্ষিগণকে কহিলেন,—এই সমুদয় কর্ম্মযোগের ফলাফল শ্রবণ করুন। কায়, মন ও বাক্য দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম কৃত হয়, সেই কার্য্যগতি অনুসারেই লোকের উত্তম মধ্যম ও অধম গতিপ্রাপ্তি হয়। ২।

তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্ ॥৪॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥৫॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৬॥

দেহীর মনকেই মনোবাক্‌কায়াশ্রিত উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন প্রকার কর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবেন। এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বক্ষ্যমাণ দশলক্ষণযুক্ত। পরের দ্রব্য অন্যায়রূপে কি প্রকারে লইব এই চিন্তা, মন দ্বারা অনিষ্টচিন্তা, পরলোক নাই—দেহই আত্মা—এইরূপ বিতথ অভিনিবেশ, অশুভদায়ক মানসকর্ম্ম এই ত্রিবিধ। ৩-৫।

পরুষবাক্য, মিথ্যা বাক্য, পরোক্ষে পরের দোষকথন;

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥৭॥
মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচা কৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥৮॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥৯॥
বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥১০॥
ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥১১॥
যোঽস্যাত্মনঃ কারয়িতা তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে।
যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ ॥১২॥

রাজার, দেশের বা পুরাদি সম্বন্ধীয় নিষ্প্রয়োজন অসম্বদ্ধ প্রলাপ;—অশুভকর বাচিক কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ। অদত্তধন গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারসেবা,—শারীরিক অশুভ কর্ম্ম এই তিনপ্রকার। ৬-৭।

দেহী মানস শুভাশুভ কর্ম্মের ফল, মনোদ্বারাই ভোগ করে, বাচিক কর্ম্মের ফল বাক্য দ্বারা এবং শরীরকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল শরীর দ্বারাই ভোগ করে। ৮।

শারীরিক কর্ম্মদোষের আধিক্য হইলে মনুষ্য স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, বাচিক কর্ম্মদোষের আধিক্যে পক্ষী বা পশুযোনি এবং মানস কর্ম্মদোষের আধিক্যে চণ্ডালাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। ৯।

যাহার বাগ্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড—বুদ্ধিতে নিহিত আছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্য দমন করিতে পারেন,তাঁহাকেই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বলা যায়। ঐ ত্রিবিধ নিষিদ্ধ বাক্য প্রভৃতিকে দমন করিবার জন্য যে মানব কাম ও ক্রোধ সংযত রাখিয়া সর্ব্বভূতসম্বন্ধে এই ত্রিদণ্ডের যথার্থ ব্যবহার করেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১০-১১।

যিনি এই শরীরকে কার্য্য করান, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে এবং যে কর্ম করে, সেই শরীরকে পণ্ডিতেরা পঞ্চভূতে নির্মিত হওয়ায় ভূতাত্মা বলিয়া থাকেন।

জীবসংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যেন বেদয়তে সর্ব্বং সুখং দুঃখঞ্চ জন্মসু ॥১৩॥
তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥১৪॥
অসঙ্খ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ ॥১৫॥
পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ (ক) প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয়মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ॥১৬॥
তেনানুভূয় তা যামীঃ শরীরেণেহ যাতনাঃ।
তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ ॥১৭॥
সোঽনুভূয়াসুখোদর্কান্ দোষান্ বিষয়সঙ্গজান্।
ব্যপেতকল্মষোঽভ্যেতি তাবেবোভৌ মহৌজসৌ ॥১৮॥

শরীর ও ক্ষেত্রজ্ঞের অতিরিক্ত মহৎসংজ্ঞক একটি অন্তরাত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞের সহজাত, ক্ষেত্রজ্ঞ—জন্মে জন্মে সুখ ও দুঃখ তাঁহার সাহায্যেই অনুভব করেন। ১২-১৩।

ঐ মহান্ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ে পঞ্চভূতসম্পৃক্ত, অর্থাৎ পঞ্চভূতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং ইহারা উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট সর্ব্বজীবে অবস্থিত সেই সেই পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই পরমাত্মার দেহ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অসঙ্খ্য জীব বিনিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনিতে অবস্থিতি করিয়া নানা দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণাদি দিতেছে,—ইহারাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ১৪-১৫।

দুষ্কৃতকারীর জন্য পঞ্চভূতের অংশ হইতে পরলোকে আর একটি যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ দেহগঠনকারী ভূতের অংশে লীন থাকিয়া দুষ্কৃতিকারী ঐ শরীর দ্বারা যমযাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সে নিষিদ্ধ শব্দ-রূপ-রস-গন্ধাদি-বিষয়ে আসক্তি দোষে যমলোকে দুঃখাদি অনুভব করিয়া, ভোগাবসানে নিষ্পাপ হইয়া, ঐ উভয় মহাবীর্যসম্পন্ন মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করে। ১৬-১৮।

(ক) ভূতেভ্যঃ—পা.

তৌ ধর্ম্মং পশ্যতস্তস্য পাপঞ্চাতন্দ্রিতৌ সহ।
যাভ্যাং প্রাপ্নোতি সম্পৃক্তঃ প্রেত্যেহ চ সুখাসুখম্ ॥১৯॥

যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ॥২০॥

যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥২১

যামীস্তা যাতনাঃ প্রাপ্য স জীবো বীতকল্মষঃ।
তান্যেব পঞ্চ ভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ ॥২২॥

এতা দৃষ্ট্বাস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব চেতসা।
ধর্ম্মতোঽধর্ম্মতশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদা মনঃ ॥২৩॥

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈর্ব্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ ॥২৪॥

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥২৫॥

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥২৬॥

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥২৭॥

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥২৮॥

যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥২৯॥

ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥৩০॥

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥৩১॥

মহৎ ও ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়ে আলস্যরহিত হইয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী থাকেন এবং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা জীব,—ইহ ও পরলোকে সুখ-দুঃখ অনুভব করেন। জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখভোগ করিতে থাকেন। ১৯-২০।

আর যদি তাঁহার অধর্ম্ম অধিক ও ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ভূতাংশ দ্বারা তাঁহার দেহ গঠিত না হইয়া যাহাতে সে যম-যাতনা ভোগ করে, এরূপ একটী দেহ প্রাপ্ত হয়।২১।

জীব যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলে পর নিজকর্ম্মানুসারে আবার ভাগমত পঞ্চভূতাত্মক মানবাদি-দেহ ধারণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মহেতুক জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। সত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি আত্মার উপকারক বলিয়া যাঁহাকে আত্মা বলা হয়, সেই মহতের গুণ জানিবে। এই তিন গুণে ব্যাপ্ত থাকিয়া সেই মহৎ স্থাবর-জঙ্গমরূপ সকল পদার্থে অবস্থান করিতেছেন। ২২-২৪।

এই সকল গুণের মধ্যে যে দেহে সাকল্যে যে গুণ অধিক থাকে, সেই গুণ উক্ত দেহের দেহীকে বহু পরিমাণে আপনার লক্ষণে লক্ষিত করে। সত্বে জ্ঞান, তমোগুণে অজ্ঞান এবং রজোগুণে রাগ দ্বেষ লক্ষিত হয়। সর্ব্বভূতাশ্রিত দেহ ব্যাপিয়া এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের গুণ এই ;—আত্মাতে প্রীতিযুক্ত প্রকাশরূপ যে বিশুদ্ধ প্রশান্তভাব অনুভব করা যায়, তাহাকে সত্ব বলিয়া জানিবে। ২৫-২৭।

যাহা দুঃখ-সমাযুক্ত ও আত্মার অপ্রীতিকর, এবং যাহা শরীরিগণের বিষয়স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়, সেই দুর্নিবার গুণকে রজঃ বলিয়া জানিবে। যাহা সদসদ্-বিবেকশূন্য, অস্ফুট বিষয়াত্মক অতর্কণীয়স্বরূপ ও দুর্জ্ঞেয়, তাহাকেই তমঃ বলিয়া জানিবে। ২৮-২৯।

এই গুণত্রয়ের ক্রমান্বয়ে যেরূপ উত্তম মধ্যম ও অধম ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ বলিতেছি। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্মানুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা—এই সকল সত্বগুণের কার্য্য। ফলের জন্য কর্ম্মে আসক্তি, অধৈর্য্য, নিষিদ্ধ কর্ম্মাচরণ ও অজস্রবিষয়োপভোগ—এ সকল রজোগুণের কার্য্য

আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥৩২॥
লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥৩৩॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং গুণানাং ত্রিষু তিষ্ঠতাম্।
ইদং সামাসিকং জ্ঞেয়ং ক্রমশো গুণলক্ষণম্ ॥৩৪॥
যৎ কর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্‌জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ॥৩৫॥
যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্ ॥৩৬॥
যৎ সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণলক্ষণম ॥৩৭॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥৩৮॥

যেন যাংস্তু গুণেনৈষাং সংসারান্ প্রতিপদ্যতে।
তান্ সমাসেন বক্ষ্যামি সর্ব্বস্যাস্য যথাক্রমম্ ॥৩৯॥
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥৪০॥
ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ।
অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম্মবিদ্যাবিশেষতঃ ॥৪১॥
স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥৪২॥
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥৪৩॥
চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ ॥৪৪॥
ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূত-পানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥৪৫॥

জানিবে। লোভ, নিদ্রালুতা, অধীরতা, ক্রূরতা, নাস্তিকতা, অযথাবৃত্তি অবলম্বন, যাচ্ঞা ও প্রমাদ—এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ৩০-৩৩।

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালে বিদ্যমান এই সত্ত্বাদি তিনগুণের কার্য্য ক্রমশঃ সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ করুন। যে কর্ম্ম করিয়া এবং যে কর্ম্ম করিবার সময় আর যে কর্ম্ম করিতে গেলে লজ্জা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে তামস গুণ-লক্ষণ বলিয়া জানেন।৩৪-৩৫।

ইহলোকে মহতীখ্যাতির প্রত্যাশায় যে কর্ম্ম করা হয়, এবং যে কর্ম্মের অসমাপ্তিতে দুঃখানুভব হয় না, তাহাকে রাজস বলিয়া জানিবে। যে কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে জানিতে ইচ্ছা হয়, যে কর্ম্ম করিয়া কোনকালে লজ্জা পাইতে হয় না, আর যে কর্ম্মে আত্মতুষ্টি লাভ হয়, তাহাকে সত্ত্বগুণের কার্য্য জানিবে। ৩৬-৩৭।

তমোগুণের লক্ষণ কামপ্রধানতা, রজোগুণের লক্ষণ অর্থনিষ্ঠতা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্মপ্রধানতা। এই সকল কামাদির মধ্যে পর পর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এই সকলের মধ্যে যে গুণ দ্বারা জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয় সংক্ষেপে যথাক্রমে বলিতেছি। ৩৮-৩৯।

সাত্ত্বিকের দেবত্বপ্রাপ্তি, রাজসিকের মনুষ্যত্বপ্রাপ্তি ও তমোগুণীর তির্য্যক্‌যোনিপ্রাপ্তি—লোকের এই ত্রিবিধ গতি হয়। এই যে সত্ত্বাদি গুণনিবন্ধন ত্রিবিধা গতি উক্ত হইল, ইহা আবার সংসারের হেতুস্বরূপ কর্ম্মভেদে ও জ্ঞানভেদে উত্তম মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। ৪০-৪১।

বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগ—তমোগুণ নিমিত্ত যে গতি হইয়া থাকে, এই সকল যোনিপ্রাপ্তি তন্মধ্যে অধমশ্রেণীভুক্ত। হস্তী, ঘোটক, শূদ্র ও গর্হিত ম্লেচ্ছ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহ—এই সব যোনিপ্রাপ্তি তামসী গতির মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ৪২-৪৩।

নটাদি, পক্ষী, দম্ভভাবে কর্ম্মাচরণকারী পুরুষ, রাক্ষস এবং পিশাচ; তমোগুণজনিত গতির মধ্যে এই সব যোনি-প্রাপ্তি উত্তম শ্রেণীভুক্ত। ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন, লগুড়াস্ত্র, ঝল্লজাতি, বাহুযোধী

রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাশ্চৈব (ক) পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥৪৬॥
গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ ॥৪৭॥
তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥৪৮॥
যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥৪৯॥
ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥৫০॥
এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ।
ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ ॥৫১॥

মল্লজাতি, নট, শস্ত্রজীবী, দ্যূতাসক্ত ও পানাসক্ত ব্যক্তি—ইহারা রজোগুণের অধমগতিভুক্ত জানিবে। ৪৪-৪৫।

জনপদেশ্বর রাজা, ক্ষত্রিয়, রাজপুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থ-কলহপ্রিয় ব্যক্তিরা রজোগুণের মধ্যমগতিভুক্ত। গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, যক্ষ দেবানুচর বিদ্যাধরাদি এবং অপ্সরা—ইহারা রজোগুণজনিত গতির মধ্যে উত্তম-গতিভুক্ত। বানপ্রস্থ, যতি, বিপ্র, পুষ্পকাদিবিমান-চারিগণ, নক্ষত্র ও দৈত্য—ইহারা সত্ত্বগুণনিমিত্ত অধমগতির ফল। ৪৬-৪৭।

যাগশীল, ঋষি, দেবতা, বেদাভিমানী বিগ্রহধারী দেবতা, ধ্রুবাদি জ্যোতিষ্ক, বৎসর, সোমপাদি পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ—ইহারা মধ্যমা সাত্ত্বিকী গতির ফল। ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি, বিগ্রহধারী ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান্ মহান্ মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত—ইহারা সত্ত্বগুণ নিমিত্ত উত্তমাগতির ফল—ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ৪৯-৫০।

মনোবাক্‌কায়রূপ সাধনত্রয়ভেদে তিন প্রকার কর্ম্মের সত্ত্ব-রজ-তমোভেদে ত্রিবিধ গতি ও উহার আবার উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে যে তিন সার্ব্বভৌতিক সমগ্র গতি-বিশেষ, ইহা সর্বতোভাবে বলা হইল। ইন্দ্রিয়বিষয়ে সর্ব্বদা আসক্ত হওয়ায় এবং প্রায়শ্চিত্তাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্ম্মস্যাসেবনেন চ
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ ॥৫২॥
যাং যাং যোনিন্তু জীবোঽয়ং যেন যেনেহ কর্ম্মণা।
ক্রমশো যাতি লোকেঽস্মিংস্তত্তৎসর্ব্বং নিবোধত ॥৫৩॥
বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্ ॥৫৪॥
শ্ব-শূকর-খরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবি-মৃগ-পক্ষিণাম্।
চণ্ডাল-পুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি ॥৫৫॥
কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্‌ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥৫৬॥
লূতাহি-শরটানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চাম্বুচারিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চ পিশাচানাং স্তেনো বিপ্রঃ সহস্রশঃ ॥৫৭॥

না করায়, অবিদ্বান্ নরাধমেরা পাপগতি প্রাপ্ত হয়। ৫১-৫২।

এই জীব, যে যে কর্ম দ্বারা ইহলোকে ক্রমশঃ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয় আপনাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রহ্মহত্যাদি-মহাপাতককারীরা বহু বর্ষ ঘোর নরক ভোগ করিয়া পাপক্ষয়ে এই সকল জন্ম প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারা শূকর কুকুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কস,—এই সকল যোনি প্রাপ্ত হয়। ৫৩-৫৪।

সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ নরকক্ষয়ে—কৃমি কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভক্ষক পক্ষী এবং ব্যাঘ্রাদি-হিংস্রজন্তুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সুবর্ণহারী ব্রাহ্মণ—ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) সর্প, কৃকলাস, জলচর কুম্ভীরাদি প্রাণী এবং হিংসনশীল পিশাচাদির যোনিতে সহস্রবার জন্ম গ্রহণ করে।৫৫-৫৬।

গুরুদারাপহারী—তৃণ, গুল্ম লতা, আমমাংস-ভক্ষক জন্তু, দংষ্ট্রী, সিংহাদি এবং ক্রূরকর্ম্মা ব্যাঘ্রাদির যোনিতে শত শতবার জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা প্রাণিবধশীল—তাহারা মরণান্তে আম-মাংসভক্ষণকারী জন্তু হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অভক্ষ্য-ভক্ষকেরা—কৃমি হইয়া জন্মায়; চৌরেরা—পরস্পরের মাংসখাদক হইয়া জন্মগ্রহণ করে

(ক) রাজ্ঞশ্চৈব—পা.

তৃণ-গুল্ম-লতানাঞ্চ ক্রব্যাদাং দংষ্ট্রিণামপি।
ক্রূরকর্ম্মকৃতাঞ্চৈব শতশো গুরুতল্পগঃ ॥৫৮॥
হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়োঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।
পরস্পরাদিনঃ স্তেনাঃ প্রেতান্ত্যস্ত্রীনিষেবিণঃ ॥৫৯॥
সংযোগং পতিতৈর্গত্বা পরস্যৈব চ যোষিতম্।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥৬০॥
মণি-মুক্তা-প্রবালানি হৃত্বা লোভেন মানবঃ।
বিবিধানি চ রত্নানি জায়তে হেমকর্ত্তৃষু ॥৬১॥
ধান্যং হৃত্বা ভবত্যাখুঃ কাংস্যং হংসো জলং প্লবঃ।
মধু দংশঃ পয়ঃ কাকো রসং শ্বা নকুলো ঘৃতম্ ॥৬২॥
মাংসং গৃধ্রো বপাং মদ্গুস্তৈলং তৈলপকঃ খগঃ।
চীরীবাকস্তু লবণং বলাকা শকুনির্দধি ॥৬৩॥
কৌষেয়ং তিত্তিরির্হৃত্বা ক্ষৌমং হৃত্বা তু দর্দ্দুরঃ।
কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চো গোধা গাং বাগ্গুদো গুড়ম্॥৬৪
চুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ গন্ধান্ পত্রশাকন্তু বর্হিণঃ।
শ্বাবিৎ কৃতান্নং বিবিধমকৃতান্নন্তু শল্যকঃ ॥৬৫॥

বকো ভবতি হৃত্বাগ্নিং গৃহকারী হ্যুপস্করম্।
রক্তানি হৃত্বা বাসাংসি জায়তে জীবজীবকঃ ॥৬৬॥
বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলন্তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষস্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ ॥৬৭॥
যদ্বা তদ্বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ ॥৬৮॥
স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ ॥৬৯॥
স্বেভ্যঃ স্বেভ্যস্তু কর্ম্মভ্যশ্চ্যুতা বর্ণা হ্যনাপদি।
পাপান্ সংসৃত্য সংসারান্ প্রেষ্যতাং যান্তি শত্রুষু ॥৭০।
বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ।
অমেধ্যকুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ ॥৭১॥
মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ প্রেতো বৈশ্যো ভবতি পূয়ভুক্।
চৈলাশকশ্চ ভবতি শূদ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ ॥৭২॥
যথা যথা নিসেবন্তে বিষয়ান্ বিষয়াত্মকাঃ।
তথা তথা কুশলতা তেষাং তেষূপজায়তে ॥৭৩॥

এবং অন্ত্যজাতীয়-স্ত্রীগমনকারীরা—প্রেত হইয়া জন্মায়। পতিত-সংসর্গী পরস্ত্রীগামী এবং বিপ্রস্বহারী,—ইহারা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়।৫৭-৬০।

মনুষ্য লোভবশতঃ মণি, মুক্তা, প্রবাল এবং বিবিধ রত্ন হরণ করিলে স্বর্ণকার-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ধান্য চুরি করিলে ইন্দুর, কাংস্যহর্ত্তা হংস, জলহরণে প্লবনামক পক্ষী, মধুহর্ত্তা দংশ, দুগ্ধহর্ত্তা কাক, রসহর্ত্তা কুক্কুর এবং ঘৃতহর্ত্তা নকুল হয়। ৬১-৬২।

মাংস চুরি করিলে গৃধ্র, চর্ব্বি-হরণে পানকৌড়ী নামে জলচরপক্ষী, তৈল চুরি করিলে তেলাপোকা. লবণ চুরিতে চীরীবাক নামে উচ্চরব কীট এবং দধিচোর ক্ষুদ্র বকপক্ষী হয়। কৌষেয় বস্ত্র হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী, ক্ষৌমবস্ত্র হরণে মণ্ডূক, কার্পাস বস্ত্র অপহরণ করিলে ক্রৌঞ্চ, গোধা, এবং গুড়হরণে বাগ্গুদ অর্থাৎ বাদুড় হয়। ৬৩-৬৪।

উত্তম গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যহরণে ছুঁচা, বাস্তুকাদি পত্রশাকহরণে ময়ুর, বিবিধ সিদ্ধান্ন-হরণে সজারু, কাঁচা-ব্রীহিযবাদিহরণে শল্যক হয়। অগ্নিহরণে বক, গৃহোপযোগী সূর্প-মুষলাদি হরণে মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণকারী পক্ষবিশিষ্ট কীট এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র চুরিতে চকোর পক্ষী হয়। ৬৫-৬৬।

মৃগ অথবা হস্তি-হরণে বৃক, অশ্ব-হরণে ব্যাঘ্র, ফলমূল-হরণে মর্কট, স্ত্রী-হরণে ভল্লুক. পানীয়জল-হরণে চাতক পক্ষী. শকট প্রভৃতি যানহরণে উষ্ট্র ও অপরাপর পশু-হরণে ছাগ হয়। ৬৭।

যে কোন পরদ্রব্য অপহরণ করিলে এবং অহুত হবি ভোজন করিলে অবশ্যই তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্তি হয়। স্ত্রীলোকেরাও ইচ্ছাতঃ পরদ্রব্য হরণ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার যোনি সকল প্রাপ্ত হয়; পরন্তু উহারা ঐ পাপে ঐ সকল জন্তুর স্ত্রী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ৬৮-৬৯।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যদি আপদ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম না করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ

তেঽভ্যাসাৎ কর্ম্মণাং তেষাং পাপানামল্পবুদ্ধয়ঃ।
সম্প্রাপ্নুবন্তি দুঃখানি তাসু তাস্বিহ যোনিষু ॥৭৪॥
তামিস্রাদিষু চোগ্রেষু নরকেষু বিবর্ত্তনম্।
অসিপত্রবনাদীনি বন্ধনচ্ছেদনানি চ ॥৭৫॥
বিবিধাশ্চৈব সম্পীড়াঃ কাকোলুকৈশ্চ ভক্ষণম্।
করম্ভবালুকাতাপান্ কুম্ভীপাকাংশ্চ দারুণান্ ॥৭৬॥
সম্ভবাংশ্চ বিযোনীষু দুঃখপ্রায়াসু নিত্যশঃ।
শীতাতপাভিঘাতাংশ্চ বিবিধানি ভয়ানি চ ॥৭৭॥
অসকৃদ্‌গর্ভবাসেষু বাসং জন্ম চ দারুণম্।
বন্ধনানি চ কষ্টানি পরপ্রেষ্যত্বমেব চ ॥৭৮॥
বন্ধু-প্রিয়বিয়োগাংশ্চ সংবাসঞ্চৈব দুর্জ্জনৈঃ।
দ্রব্যার্জ্জনঞ্চ নাশঞ্চ মিত্রামিত্রস্য চার্জ্জনম্ ॥৭৯॥
জরাঞ্চৈবাপ্রতীকারাং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্।
ক্লেশাংশ্চ বিবিধাংস্তাংস্তান্ মৃত্যুমেব চ দুর্জ্জয়ম্ ॥৮০॥
যাদৃশেন তু ভাবেন যদ্ যৎ কর্ম্ম নিষেবতে।
তাদৃশেন শরীরেণ তত্তৎফলমুপাশ্নুতে ॥৮১॥
এষ সর্ব্বঃ সমুদ্দিষ্টঃ কর্ম্মণাং বঃ ফলোদয়ঃ।
নিঃশ্রেয়সকরং কর্ম্ম বিপ্রস্যেদং নিবোধত ॥৮২॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্ ॥৮৩॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানামিহ কর্ম্মণাম্।
কিঞ্চিৎ শ্রেয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি ॥৮৪॥
সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥৮৫॥

পাপযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে জন্মান্তরে শত্রুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে ছর্দ্দি (বমি) ভক্ষক জ্বালামুখ প্রেত ও ক্ষত্রিয় ঐরূপ হইলে শব ও বিষ্ঠাভক্ষক কটকপূতন-নামক প্রেতবিশেষ হয়।৭০-৭১।

বৈশ্য স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে পূয়ভক্ষক মৈত্রাক্ষজ্যোতিক নামক প্রেত হয়, এবং শূদ্র স্বকর্মভ্রষ্ট হইলে চৈলাশক নামে প্রেত হয়। যাহার গুহ্যদেশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ থাকে তাহাকে মৈত্রাক্ষজ্যোতিক এবং বস্ত্রে যে পোকা থাকে, তদ্ভক্ষক প্রেতকে চৈলাশক বলে। বিষয়-লোলুপরা যে পরিমাণে যে বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত হয়, সেই পরিমাণে পরলোকে তাহাদের সেই ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাদিগকে যাতনা দেয়। ৭১ ৭২।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সেই সকল পাপকর্ম বারংবার অভ্যাসে ইহলোকেও সেই সকল যাতনা প্রাপ্ত হয় এবং ঘোর তামিস্র ও অসিপত্রবনাদি নরকে বন্ধন-চ্ছেদনাদি যাতনা অনুভব করে। বিবিধ পীড়ন কাক ও উলূক কর্ত্তৃক ভক্ষণ, তপ্ত বালুকাদির উপর গমন এবং কুম্ভী-পাকাদি অতি ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।৭৪-৭৬।

দুঃখপ্রায় অপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিত্য দুঃখ বোধ করে এবং শীতাতপজনিত নানা প্রকার ভয়ানক পীড়া প্রাপ্ত হয়। বারংবার গর্ভবাস, দারুণ যন্ত্রণায় জন্মগ্রহণ, বন্ধনাদি নানা প্রকার কষ্ট এবং পরের দাসত্ব প্রাপ্ত হয়। ৭৭-৭৮।

বন্ধু ও প্রিয়জন-বিয়োগ, দুর্জ্জনের সহিত সহবাস, কষ্টে ধনার্জ্জন ও তাহার নাশ, কষ্টে মিত্রলাভ এবং পরে তাহার সহিত শত্রুতা—পাপীদিগের এইরূপ নানা দুর্গতি হয়। ৭৯।

নিরুপায় জরাদশা, নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা পীড়ন, ক্ষুধা পিপাসাদি দ্বারা নানাবিধ ক্লেশ এবং দুর্নিবার অকালমৃত্যু তাহাদের সংঘটিত হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক —অন্তঃকরণের যে ভাবে যে যে কর্ম আচরিত হয়, সেই ভাবের উৎকর্ষ হওয়াতে পরকালে সেইরূপ শরীর দ্বারা ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। ৮০-৮১।

কর্মসকলের ফলোদয় এই আপনাদিগকে কহিলাম, এক্ষণে যে সকল কর্মে ব্রাহ্মণের মোক্ষ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সকল কর্ম মোক্ষসাধন। ৮২-৮৩।

(ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন) এই সকল শুভ কর্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন কর্ম সর্ব্বাপেক্ষা মোক্ষ সাধন? ৮৪।

(ভৃগু উত্তর করিলেন) এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে

ষণ্ণামেষান্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রেত্য চেহ চ ।
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥৮৬॥
বৈদিকে কর্ম্মযোগে তু সর্বাণ্যেতান্যশেষতঃ ।
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিংস্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ ॥৮৭॥
সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্ ॥৮৮॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে ।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বস্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে ॥৮৯॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্ ।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ ॥৯০॥

প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। উপরোক্ত ছয়টী মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে বৈদিক কর্ম্ম আত্মজ্ঞানই কি ইহকাল, কি পরকাল সর্ব্বদা শ্রেয়স্করতর জানিবে। *

পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ উহারাও আত্মজ্ঞানের অঙ্গ। ৮৫-৮৭।

বৈদিককর্ম জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক-সম্বন্ধে অথবা পরলোক-সম্বন্ধে কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম বলে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে। ৮৮-৮৯।

প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান

* উপরে কুল্লুক-ভট্টসম্মত ব্যাখ্যা লিখিত হইল; কিন্তু পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় বলেন,—বৈদিক-কর্ম্ম-শব্দে তপস্যা; জ্ঞানকে কর্ম্ম বলা অনুচিত। পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মজ্ঞানকে মুক্তিসাধনপক্ষে উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। আর এই শ্লোকে তপস্যার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের এবং পরবর্ত্তী ১০৪ শ্লোকের সঙ্গে বেশ ঐকমত্য হয়। এপক্ষে ৮৮ শ্লোকোক্ত বৈদিককর্ম্ম শব্দের অর্থ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ বলিতে হয় না; তপস্যা বলিলেই হয়।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥৯১॥
যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥৯২॥
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা ॥৯৩॥
পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্ ।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥৯৪॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ
স্মৃতাঃ ॥৯৫॥

হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। আত্মযাজী, সকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখিয়া এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতের অবস্থিতি জানিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ৯০-৯১।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়জয় এবং বেদাভ্যাসের জন্য যত্ন করিবেন। অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্মত্যাগ করাও ভাল, তবু আত্মজ্ঞানাদিতে অযত্ন করা ভাল নয়। আত্মজ্ঞানাদিই মুক্তির প্রধান উপায়। ৯২।

এই সকলই দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্ম-সাফল্যের মূলীভূত, অন্য প্রকার লাভে দ্বিজের কৃত-কৃত্যতা নাই। পরন্তু এই আত্মজ্ঞানাদি লাভেই তিনি কৃতকৃত্য হন। বেদই পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষু; ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়—ইহাই স্থির মীমাংসা। ৯৩-৯৪।

যে সকল স্মৃতি বেদবহির্ভূত, আর যে সকল শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ কুতর্কমূলক, পরলোক সম্বন্ধে সে সমুদায়ই নিষ্ফল জানিবে,—সেই সকল শাস্ত্র তমঃকল্পিত মাত্র। যে সকল শাস্ত্র বেদমূলক নহে, পরন্তু পুরুষ-কল্পিত, তাহারা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে—আধুনিকতা-হেতু তাহাদিগকে নিষ্ফল ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে। চাতুর্বর্ণ্য, স্বর্গাদি লোকত্রয়, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় বেদ

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ (ক) যান্যতোহন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্‌কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥৯৬॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যঞ্চ সর্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি ॥৯৭॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতিগুণকর্ম্মতঃ ॥৯৮॥
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্ ॥৯৯॥
সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥১০০॥
যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ ॥১০১॥
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১০২॥
অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥১০৩॥
তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১০৪॥
প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥১০৫॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥১০৬॥
নৈঃশ্রেয়সমিদং কর্ম্ম যথোদিতমশেষতঃ।
মানবস্যাস্য শাস্ত্রস্য রহস্যমুপদিশ্যতে (খ) ॥১০৭॥
অনাম্নাতেষু ধর্ম্মেষু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ স্যাদশঙ্কিতঃ ॥১০৮॥
ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ ॥১০৯॥
দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥১১০॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥১১১॥

হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—সকলই বেদ-প্রসূত। গুণ-কর্ম্মানুসারে (বৈদিক কর্ম—জীবের গতি নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া) বেদই সকলের প্রসূতি। সনাতন বেদশাস্ত্র সকল ভূতকে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানীরা ইহাকে মনুষ্যের পুরুষার্থ-সাধনের পরমোপায় বলিয়া মনে করেন। সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডপ্রণেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য—বেদশাস্ত্রজ্ঞই এই সকল পাইবার উপযুক্ত। ৯৫-১০০।

যেমন জাতবল অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠকেও দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনার কর্মজনিত দোষসকল নষ্ট করেন। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে বাস করুন না কেন, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ১০১-২।

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ; ধারণকারীর অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ। তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রথম মোক্ষ-সাধন। তপস্যাদ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) লাভ করা যায়। ১০৩-৪।

যিনি ধর্মের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি বিবিধ আগম সকল—এই তিনটীই উত্তমরূপে জানা কর্ত্তব্য। বেদ এবং বেদমূলক স্মৃত্যাদি ধর্মোপদেশ, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে। ১০৫-৬।

অশেষ প্রকারে মোক্ষসাধন উক্ত হইল, এক্ষণে মানব-শাস্ত্রের রহস্যোপদেশ শ্রবণ করুন। এই মানবশাস্ত্রে সামান্যতঃ সকলপ্রকার ধর্মবিধানই আছে, কিন্তু যে যে বিশেষ ধর্মের উল্লেখ নাই, তৎসম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তবে সেরূপস্থলে শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিবেন, অশঙ্কিতভাবে তাহাকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্মযুক্ত হইয়া যাঁহারা বেদাঙ্গ, মীমাংসা

(ক) বিনশ্যন্তি—পা.

(খ) বক্ষ্যতে—পা.

ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্ব্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে ॥১১২॥
একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥১১৩॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥১১৪॥
যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄননুগচ্ছতি ॥১১৫॥
এতদ্বোঽভিহিতং সর্ব্বং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
অস্মাদপ্রচ্যুতো বিপ্রঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১১৬॥
এবং স ভগবান্ দেবো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
ধর্ম্মস্য পরমং গুহ্যং মমেদং সর্ব্বমুক্তবান্ ॥১১৭॥
সর্ব্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্ব্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ (ক) ॥১১৮॥
আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষ কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্ ॥১১৯॥
খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টন-স্পর্শনেঽনিলম্।
পক্তিদৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপো গাঞ্চ মূর্ত্তিষু ॥১২০॥
মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥১২১॥
প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্ ॥১২২॥

ও ধর্মশাস্ত্রাদিসহ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহারা বেদের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ, তাঁহাদিগকে শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। অথবা দশের অন্যূন কিম্বা তিনের অন্যূন বৃত্তিস্থ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা হইতে যাহা ধর্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিবে,, ইহা হইতে বিচলিত হইবে না। বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থ-নিরুক্তি-কুশল এবং মানবাদি-ধর্মশাস্ত্রপাঠক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ—এইরূপ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ হইবে। সন্দিগ্ধ ধর্ম-নির্ণয়ে যে তিনের অন্যূন ব্রাহ্মণের পরিষদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদ, যজুর্বেবদ, সামবেদ—এই তিন বেদের বিশেষ মর্মজ্ঞ এরূপ অন্যূন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া হইবে। বেদবিৎ একজন দ্বিজোত্তমও যাহা ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া জানিবে; পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে, তাহা ধর্ম হইবে না। ১০৭-১৩।

যাহাদের কোন ব্রত নাই যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ,—এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষত্ত্ব নাই জানিবে। সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না। ১১৪।

তমোভূত, মূর্খ ধর্মশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক যে পুরুষকে উপদেশ দেয়, সেই পুরুষের পাপ শতগুণ হইয়া ঐ মূর্খোপদেষ্টার অনুগমন করে। মোক্ষসাধন ধর্মসমুদয় আপনাদিগকে বলিলাম। এই ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট না হইলে বিপ্র পরমগতি লাভ করেন। ১১৫-১৬।

সেই ভগবান্ দেব মনু লোকহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এইরূপে ধর্মের পরমগুহ্য বিষয়সমুদয় আমাকে কহিয়াছিলেন। সমুদয় সৎ ও অসৎ এই জগৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত ইহা ধ্যানস্থ হইয়া দর্শন করিবে। যিনি সমুদয় আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহার মন কখনও অধর্মে ধাবিত হয় না। আত্মাই সর্বদেবতা, সমুদয় আত্মাতে অবস্থিত। আত্মাই এই শরীরিগণের কর্মযোগ সংঘটন করিয়াছেন। দেহাকাশে (উদরাদিতে) বাহ্যাকাশ লীন, চেষ্টা ও স্পর্শের কারণ যে দৈহিক বায়ু তাহাতে বাহ্যবায়ু লীন, অন্নপাককারী ও চক্ষুর তেজে বাহ্য তেজের লয়, দৈহিক জলে বাহ্যজলের লয়, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্য পৃথিবীর লয়, মনে চন্দ্রের, কর্ণে দিক্‌সমূহের, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণুর, দৈহিক বলে হরের, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নির, পায়ুতে মিত্রের এবং উপস্থে প্রজাপতির লয় চিন্তা করিয়া ভাবনা দ্বারা একত্ব সাধন করিবে। ১১৮-২১।

পশ্চাৎ সকলের শাসিতা, অণু হইতে অণু প্রকাশ-

(ক) মতিম্—পা.

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥১২৩॥
এষ সর্ব্বাণি ভূতানি পঞ্চভির্ব্যাপ্য মূর্ত্তিভিঃ।
জন্মবৃদ্ধিক্ষয়ৈর্নিত্যং সংসারয়তি চক্রবৎ ॥১২৪॥
এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্ ॥১২৫॥

ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্গতিম্ ॥১২৬॥

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

স্বরূপ, স্বপ্নবুদ্ধিগম্য সেই পরমপুরুষকে ধ্যান করিবে। সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলিয়া, কেহ বা প্রজাপতি মনু বলিয়া, কেহ (ইন্দ্রিয়) ইন্দ্র, কেহ বা প্রাণরূপে কেহ শাশ্বত (সচ্চিদানন্দ) ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ১২২-২৩।

এই পরমাত্মাই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমূর্ত্তি দ্বারা সমুদায় প্রাণী ব্যাপ্ত করিয়া বৃদ্ধি ও নাশ দ্বারা চক্রবৎ এই সংসারকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এইরূপে যিনি আত্মা দ্বারা সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্বসমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ ব্রহ্মলাভ করেন। ১২৫।

ভৃগুপ্রোক্ত এই মানব শাস্ত্র পাঠ করিলে দ্বিজ নিত্য আচারবান্ হন এবং যথাভিলষিত গতি লাভ করেন।১২৬।

ইতি ভৃগুকথিত মনুসংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।১২॥

সমাপ্তা চেয়ং মনুসংহিতা

মনুসংহিতার বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টিপ্রকরণ

বিষয়-সূচী

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মানুষ্ঠান প্রকরণ

তৃতীয় অধ্যায়

—ধর্ম্ম সংস্কার প্রকরণ—

চতুর্থ অধ্যায়

—ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাশ্রম ধর্ম্মপ্রকরণ—

পঞ্চম অধ্যায়

—ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেক, অশৌচ নির্ণয়,
দ্রব্যশুদ্ধি ও যোষিদ্ধর্ম্ম—

ষষ্ঠ অধ্যায়

—আশ্রম ধর্ম্মানুশাসন—

সপ্তম অধ্যায়

—রাজধর্ম্ম-কথন ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদি বর্ণন—

অষ্টম অধ্যায়

—রাষ্ট্র নীতি—

নবম অধ্যায়

—স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম, দায় বিভাগ, দ্যূতক্রীড়া, চৌর্য্যাদি নিরাকরণোপায় ও বৈশ্য-শূদ্রের কর্ত্তব্য—

দশম অধ্যায়

—সমাজনীতি—সঙ্কর জাতির উৎপত্তি, চারিবর্ণের আপৎকালে বৃত্তি বিধান—

একাদশ অধ্যায়

—প্রায়শ্চিত্ত বিধি—

দ্বাদশ অধ্যায়

—মোক্ষধর্ম্ম—

॥ সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥

মনুসংহিতা-সমীক্ষা

(মনুসংহিতার স্বরূপ)

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় ও ভারতের আর্য্যধর্মের তত্ত্ব যদি কোন একখানি গ্রন্থ দ্বারা জানিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে একমাত্র মনুসংহিতার নামই উল্লেখযোগ্য। সমগ্র শ্রুতির পরই যদি কোন প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ভারতে মান্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনুসংহিতার স্থান সর্বোচ্চে। একটি সভ্যজাতির সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্য এত সংক্ষেপে আর কোন গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। ভারতবাসীর ইহাই গর্ব ও গৌরবের বিষয় যে সমুদ্র-পরিখাবেষ্টিত, পর্বতমালাদ্বারা সুরক্ষিত এই ত্রিকোণ ভূখণ্ডটুকু আয়তনে বহুদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অধিবাসীদিগের আচার-বিচার-ব্যবহার-সভ্যতা ও সংস্কৃতির জ্ঞান অন্য কোন দেশ হইতে ঋণ করিয়া আনিতে হয় নাই। এই দেশেই ইহার উৎপত্তি এবং এই দেশের মাটীতেই ইহার অনুশীলন হইয়াছে।

মনু আরও বলিয়াছেন,—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥—(২অঃ ২০ শ্লোক)

এ দেশ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর সমস্ত মানব নিজ নিজ আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেন। এই আত্মপ্রত্যয় চিরস্মরণীয়! অন্যান্য দেশ যখন অসভ্যতা বা বর্বরতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তখনই ভারত নিজ সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত করিয়া জগতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এইজন্য মনু হইতেই 'মানব' এই শব্দের উৎপত্তি। মানবতার মৌলিক অর্থবোধ করিতে হইলে মনুপদিষ্ট ধর্মসমূহই যে 'মানবতা'র পরিচায়ক,—ইহা অকুণ্ঠস্বরে বলা যায়।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য সমাজে মানবতার বিকাশক যত কিছু উপদেশ আছে, তাহার অধিকাংশই এই মনুসংহিতার অন্তর্নিহিত। মনুষ্যচিত্তের উচ্চ চিন্তাধারার বিকাশ যতপ্রকার সম্ভবপর হয়, তাহার অধিকাংশের অনুপম সঙ্কলন এই মনুসংহিতা-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

প্রামাণ্য বিচারে দেখা যায়—শ্রুতির পরই মনুসংহিতার স্থান।

অন্যান্য স্মৃতির মধ্যে মনুর স্থান সর্বমান্য।

বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

বেদপ্রতিপাদিত অর্থ অবলম্বন করিয়া মনু তাঁহার স্মৃতি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনুর প্রাধান্য কথিত হইয়াছে এবং মনুর বিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত বা প্রমাণ নহে। যেমন পাণিনি-ব্যাকরণ, বৈদিক শব্দরাশির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই পদ্ধতি অনুসারে পাণিনিমুনি ব্যাকরণ রচনা করায়—ইহার প্রামাণ্য সর্বাধিক এবং কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই সেই বৈদিক ধারার অনুবর্তন করায়—এই তিনজনই ব্যাকরণ-বিষয়ে প্রমাণপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

মহর্ষি মনু বেদোল্লিখিত পুরুষ। তিনি অতি প্রাচীন। বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতার প্রথম স্তর—বেদরাশি হইতে অনুমেয়। প্রথমে যাগযজ্ঞই ছিল এই সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র। এই ফল-জল-শোভিত উর্বর ভারত-ভূমি ছিল যজ্ঞ-বেদী। ভারতের আর্য্যগণ ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের বহির্দেশ হইতে তাঁহারা আগমন করেন নাই। মানবের প্রথম উৎপত্তি এই ভারতের মাটীতেই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, ভারতে পঞ্চনদের অর্থাৎ পঞ্জাবের মাটী সর্বাপেক্ষা পুরাতন। পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ অপেক্ষা পঞ্জাবের মৃত্তিকা যদি পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেই পুরাতন মৃত্তিকাতেই মানবের প্রথম আবির্ভাব সম্ভাবনা করা যুক্তিযুক্ত *। তাই মনুও বলিয়াছেন,—

সরস্বতী-দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ (২ অঃ ২৭ শ্লোক)

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যস্থিত যে দেবনির্মিত (প্রশস্ত) দেশ আছে, তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। এই দেশে চারবর্ণের এবং সঙ্কীর্ণজাতিদিগের যে আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। মনু পঞ্চনদের নামই 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আর্য্যগণ এই বিচিত্র ভূখণ্ডে আবির্ভূত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন—কে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করিল ? কেন ও কোথা হইতে মানব আসিল ? কে ইহা জানে ? এইরূপ ধ্যানযোগের ফলেই বিশ্বস্রষ্টার চিন্তা তাঁহাদের মনে এমনই দৃঢ়মূল হইয়াছিল যে, জগতের সমস্ত বস্তু সেই ভগবানের দান, তাঁহারই পূজার জন্য নির্মিত। যজ্ঞের উপকরণ এই সমস্ত ফলফুল, যজ্ঞের জন্যই এই সমস্ত পশু নির্মিত হইয়াছে, যজ্ঞের জন্যই ঋষিদিগের চিত্তে বেদমন্ত্র প্রতিভাত হইয়াছে। বেদ বলিলেন—

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।" (ঋক্ ম, ১০। অঃ ৮।৯০)

যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষকে দেবগণ পূজা করিয়াছিলেন—ইহাই ছিল প্রাথমিক ধর্ম। দেবলোকের প্রেরণায় মনুষ্যলোকে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়।

সহ যজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ (গীতা ৩ অঃ ১০)

পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল দান করিবে। মনু বলিলেন

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ (মনু ৫ অঃ)

* মহাভারতে বনপর্বে ৮২ অধ্যায়ে ১০২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এখানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,—

অথ গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোকবিশ্রুতাম্।
প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ॥

অনন্তর হে রাজেন্দ্র ! যে স্থানে ব্রাহ্মণগণের প্রসূতি অর্থাৎ প্রথম আবির্ভাব শুনা যায়, সেই প্রসিদ্ধ দেবীকা নদীতটে গমন করিবে।

স্বয়ম্ভূ স্বয়ংই যজ্ঞকার্য্যের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ বিহিত, অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ, তাহা অবধ অর্থাৎ বধজনিত পাপের কারণ হয় না।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্ বেদাদ্ধর্ম্মো হি নির্বভৌ॥ (মনু ৫ অঃ)

এই চরাচর জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসার নিয়ম আছে, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে। কারণ, বেদ হইতে ধর্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছে। হিংসা ও অহিংসার সীমারেখা টানিবার উপায় মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

এম্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥

* * * *

নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ॥ (মনুঃ ৫ অঃ ৪২।৪৩)

এই সকল যজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য পশুহিংসা করিয়া বেদতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর উভয়েরই সদ্‌গতি সম্পাদন করিবেন। বিপদে পড়িলেও যাহা বেদবিহিত নহে এরূপ হিংসা কখনও করিবে না।

ধর্মের দ্বিবিধ স্বরূপ মনুসংহিতায় সূচিত হইয়াছে। একটি হইল প্রবৃত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি নিবৃত্তিমূলক। প্রবৃত্তি-পথ হইতে নিবৃত্তির পথে আসিবার জন্যই মনুর অনুশাসন। এইজন্যই বলিয়াছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'। নিবৃত্তি-পথে আসিলেই মানবজন্ম সার্থক হয়;—এই নিবৃত্তির অধিকারী হওয়া বহু সাধনাসাপেক্ষ। প্রবৃত্তিমার্গের লোকই অধিকাংশ, এজন্য প্রবৃত্তিপথের পথিককে কিরূপে নিবৃত্তি-মার্গে আনয়ন করা যায়, তাহারই উপায় এই মানবধর্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে।

উপনিষদের যাহা চরম তত্ত্ব—তাহার সন্ধানও মনু দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

সর্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্বং হ্যাত্মনি সম্পশ্যন্ নাধর্মে কুরুতে মনঃ।
আত্মৈব দেবতাঃ সর্বাঃ সর্বমাত্মন্যবস্থিতম্।
আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্মযোগং শরীরিণাম্॥ (মনু ১২ অঃ)

বিপ্র ধ্যানযোগে সৎ ও অসৎ এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিত দেখিবেন। যিনি সমুদয় আত্মাতে দর্শন করেন, তাঁহার মন কখনও অধর্মে ধাবিত হয় না। আত্মাই সমস্ত দেবতা, সমস্তই আত্মাতে অবস্থিত। আত্মাই শরীরধারিগণের কর্ম-যোগ ঘটাইয়া থাকেন। এই দেহভাণ্ডের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব-চিন্তা কিরূপে করিতে হয়—প্রতিজীবে শিবদর্শন কোন্ উপায়ে সম্ভবপর হয়, তাহারও মনু নির্দেশ দিয়াছেন। ধ্যানযোগে দেহাকাশে বাহিরের আকাশের লয়, দৈহিক বায়ুতে বাহিরের বায়ু, দেহস্থ অগ্নিতে বাহিরের অগ্নি, দেহের জলীয়াংশে বাহিরের জল, শরীরের পার্থিবাংশে বাহিরের পৃথিবীকে লয় করিয়া মনে চন্দ্র, কর্ণেন্দ্রিয়ে দিক্, চরণরূপ কর্মেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, নিজ বলের মধ্যে শিবভাবনা করিয়া আত্মশরীরই যে বিরাট্ পুরুষ এরূপ ধ্যান করিয়া সমস্ত রাগ-দ্বেষ বর্জনপূর্বক মানব মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে।

মনু মহারাজ বর্ণধর্মদ্বারা সমাজতন্ত্রের (Communism) এবং আশ্রমধর্মের দ্বারা ব্যক্তিতন্ত্রের (Individualism) এই উভয়ের সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন।

আজ বিশ্বে যে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, ধনিকতন্ত্রের (Capitalist) ও শ্রমিকতন্ত্রের (labour) যে দ্বন্দ্ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত করিতেছে, যাহার ফলে দুই মহাদেশ রুষ ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে এবং বিশ্বের অধিবাসিগণ আজ সন্ত্রস্ত,—তাহার প্রতিকারের উপায় যদি ভারতবাসী কোন দিন গবেষণা দ্বারা বুঝিতে চাহেন, তাহা হইলে এই মনুসংহিতার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা সম্যগ্‌ভাবে প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সমস্যার একমাত্র প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে, যদি বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত রহস্য দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছা করেন। মনুসংহিতা পাঠ করিলে সে রহস্যের উদ্ভেদ সম্ভবপর হইবে।

বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা—বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রবিচারে সামঞ্জস্য ও সমাধানদ্বারা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে আজ বিশ্বের বহু সমস্যা বিলীন হইয়া যাইবে। আমরা আত্ম-বিস্মৃত, আমরা 'পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধি' হইয়া আজ ভারতের নিজস্ব সম্পদ্, ভারতের স্বোপার্জিত জ্ঞান-মঞ্জুষা রুদ্ধ করিয়া পরকীয় দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ঘুরিতেছি।

মনু স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন,—'সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্'। এতদ্ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ।

পরবশতাপন্ন হওয়াই দুঃখকর ও আত্মবশে থাকাই সুখকর—ইহাই সুখদুঃখের সাধারণ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।

বেশভূষা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজদণ্ড-পরিচালন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এই মনুসংহিতায় আছে।

প্রাচীনকালের পুরাতন ভারতীয় সমাজ এবং বর্ত্তমানকালের নবীন সমাজ এই উভয়ের মধ্যে বহু ব্যবধান থাকিলেও এখনও অন্তঃসলিলপ্রবাহের মত একটা ভারতীয় ভাবপ্রবাহ ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে ; দেশবাসী যদি একটু আত্মসংবিৎ ফিরিয়া পান, তাহা হইলে সেই প্রবাহ শুষ্ক না হইয়া সরস হইতে পারে। নিরাশ হইতে মনু মহারাজই নিষেধ করিয়াছেন।

নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

পূর্ব হইতে তোমার সমৃদ্ধি না থাকিলেও কখনও আত্মাবমাননা করিও না—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শ্রী ও সমৃদ্ধির ইচ্ছা করিবে, ইহাকে দুর্লভ ভাবিও না। নিজেই নিজেকে অভ্যুত্থিত করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। আমি যদি মনে করি—ভারত অজ্ঞ, ভারত মূর্খ, ভারত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভারতীয় ভাবের দ্বারা আমাদের কখনও অভ্যুদয় হইবে না, তাহা হইলে অপরের পুচ্ছ—তাহা ময়ূরপুচ্ছ হইলেও কাকরূপী আমাদের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি কখনই করিবে না। আর আমরা যদি ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন

হই পূর্বপুরুষের প্রতি সম্মানবোধ অর্জন করিতে পারি, বৈদেশিকগণের সমালোচনায় আত্মবিস্মৃত না হই, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের এক গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শাস্ত্র-গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়ায়—ইহার পঠন-পাঠনার সম্ভাবনা ছিল না। আজ পরমপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের সদিচ্ছায় অনুবাদের সহিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠের পূর্বে সহৃদয় পাঠকগণ যেন শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে পাঠে উদ্বুদ্ধ হন, তাহা হইলেই পাঠের ফললাভ হইবে।

মনুসংহিতার প্রামাণ্য।

ঋগ্বেদে মনুর নাম উল্লিখিত আছে।

"যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।" (ঋক্ মনু ২।৩।৮০)

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহম্॥" (ঋক্ মনু ৪।৩।২৬)

শতপথব্রাহ্মণে মনুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সমস্ত পুরাণেও মনুর নাম কীর্ত্তিত আছে। মনু যে এই সৃষ্টির প্রবর্ত্তক—তাঁহা হইতেই মানবের সৃষ্টি ইহাও বহু স্থানে বলা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে উক্ত আছে যে, 'মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেষজং ভেষজতায়াঃ"—মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধস্বরূপ। ঔষধ যেমন উপকারক, সেইরূপ মনুবাক্যও মানব-সমাজের কল্যাণপ্রদ, ইহাই উপনিষদ্-বাণীর তাৎপর্য্য। সুতরাং মনু যে অতি প্রাচীন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এখন আলোচ্য বিষয় এই যে,—

(ক) বর্ত্তমান মনুসংহিতা ভৃগুমুনি কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া ইহার প্রামাণ্যবিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন। মনু-কথিত ধর্মশাস্ত্র—মানবধর্মশাস্ত্র বা মানবধর্মসূত্র নামে প্রসিদ্ধ অন্য কোন গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল, ইহা তাঁহাদের ধারণা। মহর্ষি ভৃগু সেই প্রাচীন গ্রন্থের ভাবানুবাদ করিয়া শ্লোকাকারে রচনা করিয়াছেন, কিংবা কিছু নিজের কথাও অর্থাৎ যাহা মূলতঃ মনু-কথিত নহে এমন কথাও ইহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন—ইহাই সংশয়ের বিষয়।

(খ) আর এক সম্প্রদায় আছেন,—তাঁহারা বলেন,—সুমতি ভার্গব নামে একজন লৌকিক পুরুষ কর্ত্তৃক অর্থাৎ খৃষ্টজন্মের তৃতীয় শতকে শুঙ্গবংশীয়দিগের রাজত্বকালে এই গ্রন্থখানি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানকল্পে লিখিত হয়। ইহা মূলগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ।

(গ) ইহা ব্যতীত মনুসংহিতার প্রামাণ্যবিষয়ে আরও অনেকে আস্থাহীন, কারণ—অধিকাংশস্থলে বর্ত্তমান জীবনগতির সহিত মনুকথিত অনুশাসন বিপরীত হইয়া গিয়াছে। মানুষ নিজের আচরণকে সমর্থন করিবার জন্য সর্বদাই যুক্তি-সন্ধানে আগ্রহান্বিত। কালবশে আজ বহুসংখ্যক ভারতীয়গণের জীবন-ধারা যে খাতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ভারতের ঋষি-মহর্ষি-প্রদর্শিত পন্থা হইতে বিপরীত মুখে চলায়—মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রামাণ্য উপেক্ষার যোগ্য হইলে, ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রাণে আশ্বাস আসে ও হয়ত বিবেকের দংশন হইতে কতকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

(ঘ) ভগবান্ মনু যে অতি প্রাচীন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনিই যে স্মৃতিশাস্ত্রের আদি বক্তা, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ভারতীয় শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের প্রায়শঃ ইহাই রীতি দেখা

যায় যে, একজন থাকেন বক্তা—অপরে তাহা প্রকাশ করেন। শ্রীগীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রকাশক বা লেখক বেদব্যাস। পুরাণাদি বিষয়েও বহু স্থানে একের বাক্য অপরের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি ভৃগু দ্বারা প্রকাশিত হইলে যে মনুবচনের অপ্রামাণ্য হইবে—একথা বলা যায় না। ঋষিগণ আপ্ত পুরুষ, 'আপ্তঃ সাক্ষাৎ কৃতধর্মা'—যাঁহারা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহারা আপ্ত। মনু যাহা বলেন নাই, তাহা ভৃগুর পক্ষে বলা সম্ভবপর নহে। কেননা মনুর সময় হইতে মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রের এত মান্যতা ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল যে, ভারতের সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী মানবধর্মশাস্ত্র-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনু-বাক্য অন্যথা করিলে ভৃগু নিজেই মর্য্যাদা হারাইতেন।

বৈদিক যাগযজ্ঞ ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের মেরুদণ্ড। যাগযজ্ঞ হইতেই ক্রমশঃ ব্যাপক এক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীনকালে যাগ-যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনাই ছিল মানবজাতির প্রধান কর্ত্তব্য। মানবজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন প্রধানতঃ বেদজ্ঞ, রাজসিংহাসনে আরূঢ় ক্ষত্রিয় রাজসূয়াদি যজ্ঞ করিতেন, তাহার সমস্ত ব্যবস্থার ভার এবং পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতেন ব্রাহ্মণ। বেদমন্ত্রগুলির অভ্যাস ও অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞেই সিদ্ধিলাভ করিত। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞে ব্রতী হইতেন, ক্ষত্রিয় নৃপতি যজমান হইয়া যজ্ঞ নির্বাহ করিতেন, যজ্ঞের ব্যয়ার্থ বৈশ্য ধন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন ও শূদ্র যজ্ঞীয় দ্রব্যগুলি নির্মাণ করিয়া বা যোগাইয়া দিতেন, তাহাতে এই চারবর্ণের মধ্যে একই কর্ত্তব্যের মধ্যে সহযোগিতা ও সমকর্মিতা থাকায়—সেই এক বৈদিক ভাবেব অনুপ্রেরণা আনিত সমগ্র সমাজে। ফলে, পরস্পরের সৌহার্দ্দ্য ও সৌভ্রাত্র্য এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, চার বর্ণের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি বা রেষারেষির সম্ভাবনা কল্পনাতেও আসিত না। কখনও কখনও ক্ষত্রিয় রাজার সহিত বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য্য দ্বন্দ্ব ঘটিলেও তাহাতে সাধারণ প্রজামণ্ডলীর মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হইত না।

এই বৈদিক ভাবরাশিকে বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ মনু তাঁহার সংহিতার উপদেশ করেন। তিনি নিজের কথা বলেন নাই, যাহা বেদে আছে তাহাই স্মৃতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"বেদার্থস্মরণাৎ স্মৃতিঃ"—
"শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ।" (রঘুবংশ)

বেদার্থ স্মরণ করার জন্যই ইহার নাম হইয়াছে স্মৃতি। (কালিদাসও রঘুবংশে বলিয়াছেন) শ্রুতির অর্থকে যেমন স্মৃতি অনুগমন করে—তেমনই নন্দিনীর পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন সুদক্ষিণা :পর পত্নী। মনুও এইজন্য মহর্ষি ভৃগুর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

মনু যাহার যা কিছু ধর্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সমস্তই সেইভাবে বেদে কথিত হইয়াছে, যেহেতু মনু সমস্ত বেদার্থ অবগত আছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানচক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রুতির প্রামাণ্য বুঝিয়া নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। যদি মনুসংহিতায় শ্রুতির কোন বিরুদ্ধ কথা থাকিত, তাহা হইলে এরূপ ঘোষণা সম্ভবপর হইত না। মহর্ষি ভৃগুকথিত হইলেও

তাহাতে বেদ-বিরুদ্ধ কোন বিষয়ের সন্নিবেশ না থাকিলে এই গ্রন্থে কোনরূপ প্রামাণ্যের সংশয় আসিতে পারে না। বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত মনুসংহিতা যে কত প্রাচীনকালে রচিত তাহা পরে আলোচিত হইবে। তর্ক বা সংশয়কে নিরস্ত করিবার জন্য ভারতীয় মনীষিগণ এক স্থানে বিশ্রাম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সে স্থান হইল—বেদ। 'মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' যাস্ক প্রভৃতি মুনিগণ বলিয়াছেন—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ভাগের নামই বেদ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (ব্রাহ্মণের দুইভাগ) এই সমস্তেরই নাম—বেদ। মনুসংহিতার অন্তভাগে বলা হইয়াছে—

আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥

বেদ ও বেদমূলক স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ, যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনি ধর্মের স্বরূপ জানিতে পারেন, অপরে নহে। সুতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য বেদাধীন। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকগণও 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' এই সূত্রে দেখাইয়াছেন, যে তর্কের দ্বারা কখনও নির্ণয় বা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না। একজনের বুদ্ধি দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়, অধিকতর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তর্ক দ্বারা তাহাকে অন্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তদপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহাও তর্কবলে খণ্ডিত করিয়া দেন, এইরূপে তর্কের সীমা পাওয়া যায় না। এজন্য নিত্য নির্দোষ অপৌরুষেয় বেদ-বাক্যকে প্রমাণকোটির শেষ স্তর গণ্য করা হইয়াছে। কাজেই মনুসংহিতার অনুশাসন বেদবচনের অনুবাদ বলিয়াই ইহার প্রামাণ্য। যদিও সমস্ত মনুবচনের মূল সেই সকল বেদমন্ত্রের অনুসন্ধান আজ দুরূহ হইয়াছে, তথাপি বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতার কোন অংশ বেদ-বিরুদ্ধ কিনা ইহা পরীক্ষিত হওয়া কঠিন নহে। এ পর্য্যন্ত যত ভাষ্যকার বা টীকাকার মনুসংহিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কতিপয় স্থলে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া মনুবচনের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা কেহই বলেন নাই যে, মনুর এই এই বচনটি শ্রুতিবিরুদ্ধ। এজন্য মনুসংহিতার প্রামাণ্য নির্দ্ধারণে কোনরূপ সংশয় হইতে পারে না।

(খ) ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং দানের কথা মনুসংহিতায় উল্লিখিত থাকায় শূদ্র-মৌর্য্যবংশের অবসানের পর পুনরায় ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য শাসন করিলেও ব্রাহ্মণ চাণক্যই ছিলেন তাঁহার পরিচালক। মহারাজ অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মনু শাসিত সমাজের যে বিপর্য্যয় ঘটে, তাহার প্রতিকারকল্পে তৎপরবর্ত্তী কালে রচিত কোনও স্মৃতিগ্রন্থ কখনই সমাজে মান্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষের আর্য্যধর্ম চিরদিনই পরম্পরাকে পূজা করিয়া আসিয়াছেন। আম্নায়, সম্প্রদায়, ধারা ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা বুদ্ধি ভারতের মজ্জাগত। রাজশাসনবলে কখনও কখনও ধারা বা পরম্পরা ব্যাহত হইয়াছে বা হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাও সাময়িক প্রভাব মাত্র। রাষ্ট্রের যে প্রধান পুরুষের আগ্রহাতিশয়ে পরম্পরাবিরোধী অনুশাসন রচিত হয়, সেই পুরুষের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণ পরম্পরার অনুকূল পথে আসিতে চেষ্টা করে, অথবা কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে পরম্পরার চেতনা জাগ্রত করিয়া দেন।

এই জন্য বৈদিক ভাব পরম্পরাকে শিরোধার্য্য করিয়া মনুসংহিতাও রচিত হইয়াছে। আজ আমরা যতখানি বেদ বহির্মুখ হইয়াছি, পূর্বকালে অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না, মনু-বচনে কোনরূপ বেদ-বিরোধী বিষয় থাকিলে তাহা অবশ্যই লোক-চক্ষুর গোচর হইত এবং মনুসংহিতার প্রামাণ্য সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা আসিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, বরং দেখা যায় যে,—খৃষ্টধর্ম আবির্ভাবের বহুপূর্বে রচিত মহাভারতে মনুর বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। মনুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ মনুসংহিতায় মহাভারতের নাম কোথায়ও উল্লিখিত হয় নাই। যদিও মনুসংহিতাতে কতিপয় পৌরাণিক পুরুষের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে যথা—বেণ, পৃথু, পৈজবন, নিমি প্রভৃতি (৭ম অধ্যায়, ৪১।৪২) তথাপি ইহা দ্বারা এইটুকু অনুমিত হয় যে, এই সকল নৃপতিগণের কথা মহাভারত রচনার পূর্বেও বর্ত্তমান ছিল. আরও দেখা যায় যে, এই মনুসংহিতায় কামজ ব্যসন প্রসঙ্গে—অক্ষক্রীড়ার কথা উল্লিখিত হইলেও মহাভারতের প্রসিদ্ধতম অক্ষক্রীড়া (যাহাতে যুধিষ্ঠির বনবাসী ও রাজ্যহারা হইলেন) দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

অথচ মহাভারতে (অনুশাসন পর্ব ৪৭ অঃ ৩৫ শ্লোক)

মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যচ্চাপি কুরুনন্দন।
তত্রাপোষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্মঃ সনাতনঃ॥

শান্তিপর্বে বলা হইয়াছে যে,

মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা।
ধর্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্ত্তুমর্হসি।

অনুশাসনপর্বে (২১ অঃ ১২ শ্লোক) উক্ত হইয়াছে যে, 'এবং ধর্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ' বর্ত্তমান মনুসংহিতায় যে সকল শ্লোক পাওয়া যায় তাহারও দুই চারটি যথাযথ-ভাবে মহাভারতে উল্লিখিত দেখা যায়। এই মনুসংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্যকার—মেধাতিথি। তাঁহারও আবির্ভাবকাল খৃঃ নবম শতাব্দীতে, ইহা আধুনিক পণ্ডিতগণের মত। মেধাতিথি তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বেও অপরের টীকা ছিল, ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে—বর্ত্তমান মনুসংহিতা আধুনিক (খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীর) কোন পণ্ডিতের দ্বারা রচিত না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও মানব ধর্মশাস্ত্রের কথা বলা আছে। মানবধর্মসূত্র যে কবে লুপ্ত হ[illegible] তাহা কেহই বলিতে পারেন না। শবরস্বামী, কুমারিল ভট্ট, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, ভাস, কালিদাস প্রভৃতি মনীষিগণও এই মনুসংহিতাই দেখিয়াছেন এবং প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নারদসংহিতা যে মনুর অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের টীকা মাত্র, ইহা স্পষ্টই সেই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মনু সংহিতা মহর্ষি ভৃগু কথিত হইলেও ইহা মনুর উপদেশ বাণী এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে মান্য হইয়া আসিয়াছে, ইহা সাক্ষাৎ মনুবাক্য না হইলেও ইহাকে তৃতীয় সংস্করণ বলা অর্থাৎ তৃতীয় পরম্পরা বলার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। মনুকে আদি ধরিলে দ্বিতীয় স্তরের বলা যাইতে পারে।

(গ) মনুসংহিতায় বর্ণভেদ সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ণভেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আজ বিকৃতভাবে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। বর্ণবৈষম্যবাদ বর্ণবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির উপায়—ইহাই বৈদেশিক শাসকবর্গ শিক্ষার মধ্য দিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণভেদ ব্যবস্থা স্বাভাবিক মনুষ্য-গুণরাজির উপর প্রতিষ্ঠিত। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ বৃক্ষ-লতা প্রভৃতির সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে

যেমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (natural order,) বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক জীবসৃষ্টির মধ্যে জাতি ও শ্রেণি আছে, তেমনই মনুষ্যের মধ্যেও চারবর্ণ হইল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। বর্ণশব্দের অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের—শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণের দ্বারা উপচরিত হইয়াছে। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিমাত্র। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয় রজঃপ্রধান, বৈশ্য রজঃ ও তমঃপ্রধান ও শূদ্র তমঃপ্রধান, এইরূপ গুণভেদ স্বাভাবিক ভাবে পরিলক্ষিত হওয়ায় কর্মভেদ বেদাদি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইজন্য ইহা ভগবৎপ্রবর্ত্তিত বিধান।

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্' ইত্যাদি পুরুষসূক্তের মন্ত্রটি ঋগ্বেদে উল্লিখিত। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে, মনুসংহিতা প্রভৃতি সমস্ত সংহিতাগ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রায় প্রত্যেক পুরাণে ইহা উল্লিখিত। যাঁহারা ঋগ্বেদে প্রক্ষেপবাদের কল্পনা করেন, তাঁহাদের চিন্তনীয় এই যে,—কাহার স্বার্থে কবে এ শ্লোকটি ঋগ্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইল। এবং সেই প্রক্ষেপকর্ত্তার এমনই মহিমা যে, পরবর্ত্তী সকল প্রামাণিক পুস্তকে সেই প্রক্ষিপ্ত বিষয় প্রবেশ লাভ করিল। যে ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে কাহারও মতান্তর নাই—সেই ঈশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদ অপেক্ষা বর্ণভেদবাদ কম ব্যাপক নহে, সকল শাস্ত্রে সর্বত্র ইহা আলোচিত হইয়াছে। এই বর্ণভেদ-ব্যবস্থার উপর বিতৃষ্ণাবশতঃ মনুসংহিতাকে অপ্রমাণ বলিবার প্রবৃত্তি আসে।

মনুসংহিতায় বর্ণ ও আশ্রমব্যবস্থা।

মনুসংহিতায় উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে যে—

সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মণ্যকল্পয়ৎ॥ (১ম অঃ ৮৭ শ্লোক)

এই সমস্ত সৃষ্টি রক্ষার জন্য সেই মহাদ্যুতি প্রভু (বিধাতা) মুখ, বাহু, উরু ও পদজাত [illegible]র্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম নির্দেশ করিয়া দিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, [illegible]গ্রহ ব্রাহ্মণের কর্ম। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগে অনাসক্তি—ক্ষত্রিয়ের কর্ম। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ (অর্থকে সুদে খাটান) এবং কৃষিকর্ম বৈশ্যদিগের কর্ম এবং উক্ত তিনবর্ণের সহায়তা বা সেবা করা শূদ্রগণের কর্ম নির্দেশ করিলেন। কিন্তু পরে অন্যান্য বর্ণের যেমন আপদ্ বৃত্তির বিধান করিয়াছেন, তেমনই শূদ্রের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

অশক্নুবাংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্র-দারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্মভিঃ॥ (অঃ ১০।৯৯ শ্লোক)

শূদ্র সেবাকর্মে যদি অশক্ত হয়, এবং পুত্র-কলত্রাদির ভরণপোষণে অসমর্থ হয়, তবে কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যাহাতে এই চতুর্বর্ণ সকলেই খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহারই জন্য এই কর্মবিভাগ। প্রকৃত পক্ষে সকল মানুষ সব কাজ করিতে পারে—এ নীতি ভারতে কোনদিন ছিল না। জন্মগত বৈশিষ্ট্যের বিচার করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ কর্মে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে ব্যক্তিতে

ব্যক্তিতে প্রতিস্পর্দ্ধিতা নিবারিত হইয়াছিল এবং এই বর্ণবিভাগের ফলে ধনী ও দরিদ্র কখনও দুইটি জাতি হইতে পারে নাই। সকল ধনী একজাতীয় হইয়া সকল দরিদ্রকে নিপীড়নের চেষ্টা বা সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। একবর্ণের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র উভয়ই আছে। বর্ণের বন্ধন সকল ধনীকে একযোগে মিলিতে দেয় নাই। মনূক্ত কর্মবিভাগের নিয়ম একটু কঠোর বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও, বিচারশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, শাসনের কঠোরতা না থাকিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। এখনও পৃথিবীর কোন জাতি ভারতবর্ষের মত বহুকাল ধরিয়া সমাজশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ, সেই সেই সমাজকে সুদৃঢ় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই।

ভারতবর্ষে এই বর্ণাশ্রমধর্মের মহিমায় সকল বর্ণকেই একটা পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্য-পরিচালন, বৈশ্যের হস্তে কৃষি-বাণিজ্য ও শূদ্রের নিকট শ্রম ও কারুকার্য্য—এমন ভাবে ন্যস্ত হইয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন অপেক্ষায় পরস্পরের অধীন, অথচ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাহারা সকলেই পূর্ণ স্বাধীন। মন্ত্রের জন্য যেমন অন্যবর্ণ ব্রাহ্মণের অধীন, তেমনই রাষ্ট্র ব্যাপারে কৃষি-বাণিজ্যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহে ব্রাহ্মণ সকলের মুখাপেক্ষী। পরস্পরের এই স্বার্থ-বিনিময় দ্বারা সমাজ স্থির ছিল। প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বাধীন থাকিলেও প্রয়োজনবশে কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহার ফলে সমাজ চলিত আপনার গরজে। কেহ নিজ কর্মক্ষেত্র হইতে স্খলিত হইয়া অন্যায় করিলে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম সামাজিক প্রথা মাত্র ছিল না,—ইহাই ছিল অনুষ্ঠেয় ধর্ম। এই ধর্মের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন শ্রীভগবান্। তাঁহার নির্দেশে প্রত্যেক জাতি তাহার কর্ত্তব্য করিয়া গেলে মনে করিত—ইহাতে শ্রীভগবান্ প্রীতিলাভ করিলেন। এজন্য দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে, নিজ বৃত্তির সঙ্গে ধর্মভাব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল এবং কিছু কিছু এখনও আছে।

বিবাহ সজাতীয়ের মধ্যে এবং সগোত্র ও সপিণ্ডাদিবর্জ্জনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় একটা সংযমশিক্ষা হইয়া থাকে। বৈধ বিবাহকে স্ত্রীপুরুষের একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলিয়া মান্য করা হয়। মনু বলিলেন,—

'ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।'

স্বামী স্ত্রীকে যদি বিক্রয় করে বা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেও স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধচ্ছেদ হয় না। এমন কি, বিধবা হইলেও পুরুষান্তর গ্রহণ করিবে না।

নারীর মর্য্যাদাবিষয়ে মনুর উক্তি—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ (৩ অঃ ৫৬ শ্লোক)

যে পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা সেখানে প্রসন্ন থাকেন। আর যেখানে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল।

যে বংশে স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই দুঃখিত থাকেন, সে কুল শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। এজন্য শুভকার্য্যে বা

উৎসবে বসন-ভূষণাদির দ্বারা নারীদিগের সমাদর করা কর্ত্তব্য। স্বামী ও স্ত্রী যে পরিবারমধ্যে সর্বদা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, সেই কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে।
(৩ অঃ ৫৭-৫৯)

গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের আশ্রয়স্থান বলিয়া মনু বলিয়াছেন,—প্রাণবায়ু যেমন সকল জীবের আশ্রয়, সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমবাসিগণ গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে কোন আশ্রমে থাকুন না কেন, তাহার পরম গতি হইতে পারে।

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ —(১২ অঃ ১০২)

মনু নারীর স্বাতন্ত্র্য অনুমোদন করেন নাই। স্বামীর অনুবর্ত্তনই নারীর পরম ধর্ম। স্বামী-স্ত্রী একই অঙ্গের দক্ষিণ ও বাম ভাগের মত পৃথক্ সত্তার কল্পনা প্রাচীন শাস্ত্রে ছিল না। সংসারে বহির্ভাগের কর্ত্তা স্বামী ও অন্তঃপুরের কর্ত্রী স্ত্রী। এই কর্মবিভাগ মনুর অভিমত। সতী-স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এবং গৃহদীপ্তিস্বরূপা। নারীর সুকুমারতা নারীদেহের গঠন ও সন্তান ধারণ প্রভৃতি গুণাবলী নারীর পক্ষে স্বাভাবিক মৃদুকর্মের যোগ্যতা আনয়ন করিয়াছে। এজন্য সমাজে মনুর নির্দেশে পুরুষেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে—নারী তাহার সহধর্মিণী বা সহধর্মচারিণী বলিয়া কথিতা। বিবাহমন্ত্রে বিধবার বিবাহ বিধান কোথায় উক্ত হয় নাই।

আধুনিক নরনারীর সাম্যবাদ স্বাভাবিক নহে, ইহা একটা আভিমানিক কৃত্রিম মত বিলাস মাত্র। ভারতে চিরদিনই পুরুষ-প্রধান সমাজ থাকায় নর-নারীর সমান সংখ্যা দেখা গিয়াছে। যে সব দেশে নারীর প্রাধান্য বা সাম্য স্বীকৃত হইয়াছে—প্রায়শঃ সে সকল দেশে নারীর সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। নারীর সংখ্যা অধিক হইলে সামাজিক সমস্যা গুরুতর রূপ ধারণ করে। মনুর ব্যবস্থামত সমাজ যতদিন চলিবে, ততদিন নর-নারী একটি রূপ (unit) ধারণ করিয়া সমাজকে কল্যাণের পথে চালিত করিবে। মনুর বিরুদ্ধ পথে সমাজ ধাবিত হইলে ক্রমে স্ত্রীলোক ও পুরুষে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাস্থানে সংসারের সর্ববিষয়ে নর-নারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগিয়া উঠিবে এবং পুরুষ পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখে কালযাপন করিবে। এই দুঃখিত অবসন্ন নিরুদ্যম পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত সন্তানও সেইরূপ হইবে, পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। স্বাভাবিক সৃষ্টি-নিয়ম যাহা ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত, তাহার উপর মানুষের কর্তৃত্ব ভারতীয় ঋষিগণের অনভিপ্রেত ছিল।

সমাজে নানা পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ধনীর ধন বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। ধনী ধনদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। যজ্ঞাদির উপকরণ সংগ্রহ করিতে সকল জাতি নিযুক্ত থাকিত এবং এখনও যজ্ঞস্থানীয় দুর্গাপূজাদি ধর্মকর্মে সমাজের প্রত্যেক স্তর হইতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাই ভারতের ধনসাম্য ব্যবস্থা। গোপ, কামার, কুমার, নাপিত, তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কৃষক, তৈলকার, মোদক, বাদ্যকার,—সূপকার পুরোহিত—যজমানের আত্মীয় স্বজন—সকলেই উৎসবে কিছু না কিছু পাইয়া থাকে। পূর্বকালে এক একটি যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া এক এক নরপতি একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইতেন। এই জন্য যজ্ঞই ছিল ভারতীয় সমাজের স্বরূপ। আজও বঙ্গের পরিবর্তে বারমাসে তের পার্বণ—সমাজের কল্যাণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বর্ণাশ্রমধর্ম কোন বর্ণবিশেষের স্বার্থ সাধন কল্পে বা কোন বর্ণকে হীন করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণই রাজা হইতেন, ব্রাহ্মণই সমস্ত ধন আয়ত্ত করিতেন। কৃষি বাণিজ্য, রাষ্ট্র পরিচালন সমস্তই ব্রাহ্মণাধীন হইত। পক্ষান্তরে দেখা যায়—ব্রাহ্মণের সর্বোত্তম জীবিকা হইল উঞ্ছ ও শিল। ক্ষেত্র হইতে ধান্য মঞ্জরী সংগ্রহ করা অথবা হাটে বাজারে পরিত্যক্ত তণ্ডুল কণা কুড়াইয়া জীবিকা সংস্থান করা।

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি॥

কোন প্রাণীর দ্রোহ না করিয়া বা যতটুকু না করিলে নয়—ততটুকু দ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মণ অনাপৎকালে জীবিকা অবলম্বন করিবেন। এই সাধারণ নিয়ম হইতেই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণকে কত সঙ্কীর্ণ জবিকার মধ্যে অবস্থান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এমন কি বিদ্যা বিক্রয় করিয়াও জীবিকার্জন পাপের কারণ বলা হইয়াছে। ভণ্ড, ধূর্ত্ত, অধার্মিক ব্রাহ্মণকে বিড়ালব্রতী প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত ব্যাকালাপও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পাপ করিলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত শূদ্র অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক। তবে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পূজা করা—উত্তম দানের পাত্র বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে সত্য, সে ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে। বেদ অর্থাৎ জ্ঞানরাশি রক্ষা করিতে হইলে এক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায় নাই। সকল বর্ণের উপর বেদরক্ষার ভার দেওয়া হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ—বেদ রক্ষা করিতে হইলে তাহাতেই নিমগ্ন থাকিতে হইবে, গুরুতর কর্মান্তর করা চলিবে না।

শূদ্রকে বেদপাঠ হইতে নিবৃত্ত করার প্রয়োজন এই যে, সমাজে যদি বেদপাঠ করিলে সমস্ত অভাব মিটিয়া যাইত, মানুষের আহার্য্য, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্ত নির্বাহিত হইত, তাহা হইলে বেদপাঠে কাহারও অনধিকার বলা হইত না। যে সকল কার্য্যের ভার শূদ্রজাতির উপর অর্পিত সে সকল কার্য্যও সমাজে অপরিহার্য্য কাহাকেও না কাহাকে করিতেই হইবে। এজন্য কর্মবিভাগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। মনুষ্যর শরীরের-দৃষ্টান্তে সমাজ-শরীরও প্রাচীনযুগে গঠিত হইয়াছে। সকল অবয়ব যেমন সকল কার্য্য করিতে পারে না, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-শরীরও ঠিক্ সেই রীতিতে স্বাভাবিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। মানুষের মধ্যে যে গুণ-তারতম্য থাকিতে পারে, ইহা সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতই মানব জাতির আদি জন্মভূমি। জন্মকেই বর্ণ বা জাতিভেদের প্রাথমিক কারণ ধরিয়া লওয়ায় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। জন্ম হইতে বর্ণভেদ ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। মনু তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। মনু এই বর্ণশুদ্ধি বা জন্মবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥

যেখানে বর্ণ দূষক পরিধ্বংস (হীনজাতি) উৎপন্ন হয়, সে রাষ্ট্র রাষ্ট্রাধিকারিগণের সহিত সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে—তাহার জন্য কর্মবাদ মনু কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। তরুলতা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই কর্মফলের পরিণাম বিচার করা হইয়াছে।

এই অপূর্ব কর্মবিজ্ঞান অন্যদেশে আলোচিত হয় নাই, এজন্য ভারতবর্ষ একমাত্র কর্মভূমি। অন্যদেশ ভোগভূমি। মনু বলিয়াছেন,—

তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥ (১ম অঃ ৪৯)

বহুবিধ অসৎকর্মফলে ইহারা (উদ্‌ভিদ্‌গণ) তমোগুণে আচ্ছন্ন; ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। আজ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ঋষিদিগের প্রজ্ঞা কখনই বিসংবাদিনী নহে, এই শ্রদ্ধা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মনুসংহিতা অধ্যয়ন করিলে মানব কৃতার্থ হইবে।

মনুসংহিতায় বৃহত্তর ভারতের কথা।

মনু দেখাইলেন যে,—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদ্ ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র-দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥

বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কার-রহিত হওয়ায় এবং বেদের অদর্শন হেতু ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌণ্ড্রক, ওড়্, দ্রবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্নব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ—এই সমস্ত জাতি মূলতঃ ক্ষত্রিয় ছিল, ইহারা বৃহত্তর ভারতের অধিবাসী হইয়া বৈদিক ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি ভারতের বহির্দেশে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বেলুচিস্থান, মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি সিন্ধুনদের উপত্যকা ভূমি হইতে এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত ভারত ভূমির সীমা ছিল, ওদিকে আইওনিয়ান, রোম (যবন) ও গ্রীসদেশ প্রভৃতিও ভারতীয় ক্ষত্রিয় দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, তাহারা খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে পতিত ক্ষত্রিয় বা সৎশূদ্রমধ্যে পরিগণিত ছিল। এজন্য সেলুক্যাসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্ভবপর হইয়াছিল। পাণিনির একটি সূত্র আছে—"শূদ্রাণামনিরবসিতানাম্"—"শকযবনম্"—শকাশ্চ যবনাশ্চ এই দ্বন্দ্ব সমাস করিলে সৎশূদ্রবাচক পদে সমাহার হইবে। আর যাহারা খুব নিম্নশূদ্র যাহারা পাত্রে ভোজন করিলে পাত্র অশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাদের বোধক পদে সমাহার হইবে না, যেমন মৃতপ-হড্ডিপাঃ। প্রাচীন কালে যাহারা চতুর্বর্ণের বহিঃস্থিত জাতি ছিল, তাহারা দস্যু নামে অর্থাৎ অনার্য্য নামে কথিত হইত।

মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥ (মনু ১০ অঃ ৪৬ শ্লোক)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের বহিঃস্থিত যে সকল জাতি তাহারা ম্লেচ্ছ ভাষাভাষী হউক বা সংস্কৃতভাষী হউক 'দস্যু' নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষাও এক সময়ে ব্যাপকভাবে কথিত হইত, ইহাও তাহার একটি প্রমাণ।

ভারতের চতুর্বর্ণের কোন জাতিই যে হীন নহে সকলেরই মর্য্যাদা আছে, তাহাও ইহা দ্বারা প্রকাশিত।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত যে সমস্ত মূর্ত্তিবিশেষযুক্ত শিল পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর উদ্ধার করা হইতেছে। আসামের শ্রীমহেন্দ্রকুমারসাংখ্যার্ণব মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, মনু কথিত 'পণ' 'ধরণ' প্রভৃতি শব্দ ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। ইহা স্বর্ণাদির পরিমাণবাচক।

মনু কথিত রাজধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্র। মনুর সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে রাজধর্ম ও ব্যবহার শাস্ত্র যে ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞগণেরও আলোচনীয়। প্রাচীন কালের রাজগণের কর্ত্তব্য, যুদ্ধনীতি, রাষ্ট্রপরিচালনের নিয়ম, করনির্দ্ধারণ প্রণালী, প্রজাদিগের প্রতি রাজার ব্যবহার প্রভৃতি এবং আজকাল আদালতে যেরূপ বিচার হইতেছে তাহার তুলনায় তখনকার সাক্ষ্যদান পদ্ধতি, সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা, বিচারকের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার বহু বিষয় ইহাতে নিবদ্ধ আছে।

মনু কথিত অশৌচবিধান ধর্মের স্বরূপ। জীবনকালের ও মরণোত্তর অবস্থার যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে মনুকথিত অশৌচ বিধান অবশ্য আলোচনীয়। বর্ণভেদে অশৌচের যে বিধান করা হইয়াছে, তাহা পালনে মরণের পর শ্রাদ্ধপ্রদত্ত অন্নের অবশ্য প্রাপ্তি ঘটিবে। আর্ষদৃষ্টির সহিত লৌকিক দৃষ্টির ইহাই পার্থক্য। মনুবচনকে উপেক্ষা করিয়া একটা অপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাসিদ্ধ বচনকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা মনূক্ত অশৌচ সঙ্কোচ করিতেছেন, তাঁহাদের পারলৌকিক কল্যাণ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে। অশৌচান্ত না হইলে শ্রাদ্ধের সময়ই আসে না। অশৌচ কোন্ বর্ণের কত দিন হইবে তাহা মনুবচনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, বহুদিন সংস্কার রহিত হইলে তাহাদের শূদ্রত্ব আসে, ইহা মনুর উক্তি। যদিও মনুর সময়ে কতিপয় জাতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে—তথাপি সমান কারণ থাকিলে সমান কার্য্য হইবে, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে,—'অনৃতঞ্চ সমুৎকর্ষে'—যে যে জাতির অন্তর্গত নহে—মিথ্যা করিয়া সেই উচ্চজাতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিলে পাপী হইতে হয়।

মানবতার স্বরূপ ও ধর্মের নির্দেশ।

মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সমাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

অহিংসা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, চৌর্য্য না করা, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচরক্ষা করা ও ইন্দ্রিয় সংযম এই পঞ্চবিধ ধর্মের উপর মানবতার প্রতিষ্ঠা। আভ্যন্তর শুচিতার পরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন,—
"যোঽর্থে হি শুচিঃ স শুচির্ন-মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ।"

যিনি অর্থে শুচি—তিনিই প্রকৃত শুচি, শুধু মৃজ্জল দ্বারা শুচিতা হয় না। মানুষকে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক, অকপট ইহলোকে ও পরলোকে নির্ভয় করাই মনুকথিত শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কাল বিপরীত হইলেও শাস্ত্র-নির্দেশ মনন করিলে অনেক পাপ হইতে মানুষ রক্ষা পাইবে।

আজ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের প্রেরণায় 'আর্য্যশাস্ত্রে'র প্রচার যেন দেশবাসীর চিত্তে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান উদিত হয়—ইহাই ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, ভাদ্র] [তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীনৃত্যগোপালপঞ্চতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

অত্রি-সংহিতা

যুগ্ম সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি) শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫·০০। প্রতি সংখ্যা –১·৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা – সডাক ২·০০, বাৎসরিক ২০·০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা পরিবর্ত্তন এক মাস পুর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা :–

কর্ম্মকিঙ্কর—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকতা – ৬।

বিজ্ঞাপনের হার :—

(ক) কভার ও বিশেষস্থানে বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

(খ) সাধারণ বিজ্ঞাপন—প্রতি মাসে

প্রতি মাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫·০০
"	অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০·০০
"	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২·০০
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০·০০
"	অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০০·০০
"	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২০·০০

(গ) কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিজ্ঞাপন 'আর্য্যশাস্ত্র' পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য হইলে তাহা গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপনের মূল্য রীতিমত যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক ইত্যাদি যথেষ্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা সত্বেও নষ্ট হইয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬।১১ গান্ধীচক্, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

আর্য্যশাস্ত্র

অত্রি-সংহিতা

(পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।)

হুতাগ্নিহোত্রমাসীনমত্রিং বেদবিদাং বরম্।
সর্বশাস্ত্রবিধিজ্ঞাতমৃষিভিশ্চ নমস্কৃতম্ ॥১॥
নমস্কৃত্য চ তে সর্ব ইদং বচনমব্রুবন্।
হিতার্থং সর্বলোকানাং ভগবন্! কথয়স্ব নঃ ॥২॥

অত্রিরুবাচ—

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা! যন্মে পৃচ্ছথ সংশযম্।
তৎ সর্বং সংপ্রবক্ষ্যামি যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্ ॥৩॥
সর্বতীর্থান্যুপস্পৃশ্য সর্বান্ দেবান্ প্রণম্য চ।
জপ্ত্বা তু সর্বসূক্তানি সর্বশাস্ত্রানুসারতঃ ॥৪॥
সর্বপাপহরং নিত্যং সর্বসংশয়নাশনম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানামত্রিঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥৫॥
যে চ পাপকৃতো লোকে যে চান্যে ধর্মদূষকাঃ।
সর্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে শ্রুত্বেদং শাস্ত্রমুত্তমম্ ॥৬॥
তস্মাদিদং বেদবিদ্ভিরধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সদ্বৃত্তেভ্যশ্চ ধর্মতঃ ॥৭॥
অকুলীনে হ্যসদ্বৃত্তে জড়ে শূদ্রে শঠে দ্বিজে।
এতেষ্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৮॥
একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্ত্বা হ্যনৃণো ভবেৎ ॥৯॥

একদিন বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ অত্রি মুনি অগ্নিহোত্রহোমান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় ঋষিগণ ঋষি-সম্মানিত সকলশাস্ত্রের বিধিজ্ঞ সেই অত্রিমুনিকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন, -'ভগবন! যাহাতে সকল লোকের হিত হয়, তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন। ১-২।

অত্রি মুনি বলিলেন, -হে বেদবিদ্ শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! আপনারা আমাকে যে সংশয়িত বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই সকল আমি যোগবলে যেমন জানিয়াছি এবং শাস্ত্রে যেমন শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ প্রকাশ করিব। ৩।

অতঃপর মহর্ষি অত্রি সমস্ত তীর্থজলে আচমন করিয়া সকল দেবতার প্রণামান্তে সকল বেদসূক্ত জপ করিলেন এবং সর্বশাস্ত্রানুসারে সেই সংহিতাশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। যাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই সর্ববিধ পাপক্ষয় হয় এবং সর্বদা সর্বপ্রকার সংশয়ের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৪ ৫।

এই উত্তম শাস্ত্র শুনিলে জগতে যাহারা পাপাচরণে প্রবৃত্ত এবং যাহারা ধর্ম্মদূষক (ধর্ম্মদ্রোহী) তাহারা সকলেই সকলপাপ হইতে মুক্ত হইবে। সেইজন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিশেষ যত্নসহকারে ইহা অধ্যয়ন করিবেন এবং সদাচারী শিষ্যগণকে ধর্মানুসারে উপদেশ দিবেন। ৬-৭।

বিপ্রবরেরা অসদ্বংশজাত, গর্হিতাচারী, মূর্খ (গায়ত্রী-হীন) কিংবা শূদ্রকে অথবা ধূর্ত (লোকবঞ্চক) ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাদিগকে এই অত্রিসংহিতা একেবারেই

একাক্ষরপ্রদাতারং যো গুরুং নাভিমন্যতে।
শুনাং যোনিশতং গত্বা চাণ্ডালেম্বপি জায়তে ॥১০॥
বেদং গৃহীত্বা যঃ কশ্চিচ্ছাস্ত্রঞ্চৈবাবমন্যতে।
স সদ্যঃ পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥১১॥
স্বানি কর্ম্মাণি কুর্বাণা দূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়া ভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্মণ্যবস্থিতাঃ ॥১২॥
কর্ম বিপ্রস্য যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ যাজনঞ্চেতি বৃত্তয়ঃ ॥১৩॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি যজনং দানমধ্যয়নং তপঃ।
শস্ত্রোপজীবনং ভূতরক্ষণং চেতি বৃত্তয়ঃ ॥১৪॥

শিক্ষা দিবেন না। যে গুরু শিষ্যকে একটী বর্ণেরও উপদেশ দেন, পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা দিয়া শিষ্য তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি একটি বর্ণেরও উপদেশক গুরুকে না মানে, সে শতজন্ম শূকর হয়, পরে চণ্ডালজাতির মধ্যেও জন্মগ্রহণ করে। ৮-১০।

যে কোন ব্যক্তি বেদগ্রহণ করিয়া (উপনয়নের পর বেদপাঠ করিয়া) শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করে, সে তৎক্ষণাৎ পশুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একুশ জন্ম পশু হইয়া থাকে। লোকে দূরে (প্রবাসে বা দূরদেশে) থাকিলেও যদি স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম আচরণ করে, তবে স্বধর্মে স্থিত ঐ ব্যক্তিগণ লোকের প্রিয় হয়। ১১-১২।

(অতঃপর কোন বর্ণের কি ধর্ম তাহা বলিতেছেন) ব্রাহ্মণের স্বধর্ম—যাগ-যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা (সন্ধ্যাহ্নিকপ্রভৃতি), প্রতিগ্রহ (অনিন্দনীয় দান গ্রহণ) অধ্যাপনা ও যাজন (অপরের পূজাদি সম্পাদন) এইগুলিই নিত্যানুষ্ঠেয় (বৃত্তি)। ১৩।

ক্ষত্রিয়জাতির বৃত্তি (স্বধর্ম্ম)—যাগযজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন (বেদাধ্যয়ন), তপস্যা, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা জীবিকার্জ্জন এবং বিপন্ন প্রাণীদিগকে রক্ষা করা। বৈশ্য-জাতির বৃত্তি—দান, অধ্যয়ন ও যজন। শূদ্রের বৃত্তি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের সেবা, তাহা

দানমধ্যয়নং বার্তা যজনং চেতি বৈ বিশঃ।
শূদ্রস্য বার্তা শুশ্রূষা দ্বিজানাং কারুকর্ম চ ॥১৫॥
ময়ৈষ ধর্মোঽভিহিতঃ সংস্থিতা যত্র বর্ণিনঃ।
বহুমানমিহ প্রাপ্য প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥১৬॥
যে ব্যপেতাঃ স্বধর্মেভ্যেঃ পরধর্মে ব্যবস্থিতাঃ।
তেষাং শাস্তিকরো রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৭॥
আত্মীয়ে সংস্থিতো ধর্মে শূদ্রোঽপি স্বর্গমশ্নুতে।
পরধর্মো ভবেত্ত্যাজ্যঃ সুরূপপরদারবৎ ॥১৮॥
বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ।
ততো রাষ্ট্রস্য হন্তাসৌ যথা বহ্নেশ্চ বৈ জলম্ ॥১৯॥
প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ তথা বিক্রেয়বিক্রয়ঃ।
যাজ্যং চতুর্ভিরপ্যেতৈঃ ক্ষত্রবিট্পতনং স্মৃতম্ ॥২০॥

অসম্ভব হইলে শিল্পকর্ম্ম (তাহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদনাদি)। ১৪-১৫।

অত্রি বলিলেন—আমিই যে বর্ণের যে ধর্ম বলিলাম, যাহা পালন করিলে চারিবর্ণ ইহলোকে লোকসম্মান প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে উচ্চগতি লাভ করে। যাহারা পূর্ব্বোক্ত স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্মে (যাহার যে বৃত্তি নহে তাহাতে) রত থাকে, রাজা তাহাদের শাস্তি দিবেন। তাহাতে তিনি স্বর্গে যাইয়া সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।

শূদ্রও যদি নিজ ধর্মে রত থাকে, তবে স্বর্গ-ভোগ লাভ করিবে, অতএব সুন্দরী পরস্ত্রী যেমন শীলবান্ ব্যক্তির পরিত্যাজ্য, সেই প্রকার পরবৃত্তি বা পরধর্ম (আপাতরম্য হইলেও উহা) সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ১৬-১৮।

যে শূদ্র যাগযজ্ঞ বেদাধ্যয়নপ্রভৃতি দ্বিজাতিবৃত্তিতে রত, রাজা তাহাকে বধ করিবেন। ইহার কারণ ঐরূপ পরধর্মাচারী শূদ্র (ধর্মের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায়) রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতেছে। যেমন জল অগ্নির হানি করে, সেইরূপ সেই শূদ্র রাষ্ট্রের ক্ষতিকারক। ১৯।

এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও ব্রাহ্মণধর্ম—প্রতিগ্রহ, বেদাধ্যাপনা এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ মদ্যাদি দ্রব্য বিক্রয় ও যাজন ক্রিয়া এই চারিটি দ্বারা পতিত হয় অর্থাৎ ঐ পরধর্ম গ্রহণ দ্বারা ধর্মসেতুভঙ্গকারী হওয়ায়, সেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পাতিত্য জন্মে। ২০।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥২১॥
অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ ॥২২॥
বিদ্বদ্ভোজ্যমবিদ্বাংসো যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তেঽপ্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্বা জায়তে ভয়ম ॥২৩॥
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদান্।
তত্র বর্ষতি পর্জন্যো যত্রৈতান্ পূজয়েন্নৃপঃ ॥২৪॥
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ো বেদা আশ্রমাশ্চ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পুরা ॥২৫॥
উভে সন্ধ্যে সমাধায় মৌনং কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥২৬॥

য এবং কুরুতে রাজা গুণদোষপরীক্ষণম্।
যশঃ স্বর্গং নৃপত্বঞ্চ পুনঃ কোষং সমুদ্ধয়েৎ ॥২৭॥
দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা, ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষা, পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্ ॥২৮॥
যৎ প্রজাপালনে পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ পার্থিবাঃ।
ন তু ক্রতুসহস্রেণ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৯॥
অলাভে দেবখাতানাং হ্রদেষু চ সরঃসু চ।
উদ্ধৃত্য চতুরঃ পিণ্ডান্ পারকে স্নানমাচরেৎ ॥৩০॥
বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিট্‌কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি দূষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥৩১॥

ব্রাহ্মণ মাংস বিক্রয় করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, এইরূপ গালা ও লবণ বিক্রয় দ্বারাও সদ্যঃ পাতিত্য জন্মে, দুগ্ধবিক্রয়ে তিন দিনে পাতিত্য হয়। ২১।

যে গ্রামে দ্বিজাতিগণ স্বাধ্যায়ে (নিজ নিজ অধ্যয়নে) রত নহে, শাস্ত্রোক্ত নিয়মবর্জ্জিত এবং ভিক্ষাচরণের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী, রাজা সেই গ্রামকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, যেহেতু ঐ গ্রাম চোরদের অন্ন দিতেছে। ২২।

যে সকল রাজ্যে বিদ্বানের প্রাপ্য খাদ্য মূর্খেরা ভোগ করিতেছে, তাহারা (সেই অন্যায্যভোজী মূর্খেরা) অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে এবং মহামারী প্রভৃতি ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। ২৩।

যে দেশে রাজা বেদজ্ঞ, সকল শাস্ত্রের বিচক্ষণ ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদানে সম্মানিত করেন, তথায় পর্জ্জন্যদেব (বৃষ্টির দেবতা) যথা সময়ে বর্ষণ করেন। কারণ, সৃষ্টি-কালে (পুরাকালে) ভগবান্ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই তিন লোক, ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন বেদ, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রম ও গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়—এই তিন অগ্নি সৃষ্টি করিয়া ইহাদের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু সেই ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃ ও সায়ং দুই সন্ধ্যায় যোগ অবলম্বন করতঃ মৌন অর্থাৎ মুনিব্রত (ঈশ্বর চিন্তা) করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পোষক রাজা দিব্যমানে হাজার বৎসর ধরিয়া স্বর্গে পূজিত হন। ২৪-২৬।

যে রাজা এইরূপে ব্রাহ্মণগণের গুণ ও দোষ বিচার করেন, তিনি ইহলোকে যশ ও পরকালে স্বর্গপ্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেন এবং ধন-ভাণ্ডারকেও তিনি বর্দ্ধিত করেন। ২৭।

দুষ্টের দমন, সাধুর সম্মান, ন্যায্যপথে অর্জ্জিত অর্থে কোষের বৃদ্ধি, যাচকগণের প্রতি অপক্ষপাত (নির্বিচারে যাচ্ঞাপূরণ) ও রাজ্যরক্ষা এই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান রাজাদের করণীয়। ২৮।

নৃপতিগণ সম্যক্ প্রকারে প্রজাপালনে ইহলোকে যে পুণ্য অর্জ্জন করেন, উত্তম বিপ্রগণ সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হন না। দেবখাত (ঈশ্বরসৃষ্ট) নদীর অভাবে পরকীয় হ্রদে বা সরোবরে স্নানকালে চারি মুষ্টি মৃৎপিণ্ড তথা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া স্নান করিবে। ২৯-৩০।

বসা (হৃদয়ের মেদ), শুক্র, রক্ত, মজ্জা (চর্বি), মূত্র, বিষ্ঠা, কাণের মল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, দূষিকা (পিচুটি) ও স্বেদ (ঘাম) এই বারটি মানুষের দেহের মল। মনীষিগণ উহাদের মধ্যে যথাক্রমে ছয় ছয়টির শুদ্ধির কথা

ষণ্ণাং ষণ্ণাং ক্রমেণৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ।
মৃদ্বারিভিশ্চ পূর্ব্বেষামুত্তরেষাস্তু বারিণা ॥৩২॥
শৌচমঙ্গলানায়াসা অনসূয়াঽস্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানি চ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ ॥৩৩॥
ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণানপি।
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সাঽনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা ॥৩৪॥
অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥৩৫॥
প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তমৃষিভির্ধর্ম্মদর্শিভিঃ ॥৩৬॥
শরীরং পীড্যতে যেন শুভেন হ্যশুভেন বা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে ॥৩৭॥
যথোৎপন্নেন কর্ত্তব্যং সন্তোষঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাঽস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা ॥৩৮॥

বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টির শুদ্ধি মৃত্তিকা ও জল উভয় দ্বারা, শেষোক্ত ছয়টির কেবল জল দ্বারা হইবে। ৩১-৩২।

শৌচ, মঙ্গল, আয়াস ত্যাগ, অসূয়াবর্জ্জন, আকাঙ্ক্ষা-পরিহার, দম, দান ও দয়া এই কয়টী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। গুণী ব্যক্তির গুণের হানি না করা, অপরের গুণের প্রশংসা করা, অন্যের দোষে হাস্য না করা—এই সকলকে অনসূয়া বলে। ৩৩-৩৪।

অভক্ষ্যভক্ষণপরিত্যাগ, সাধু ব্যক্তির সঙ্গ ও সদাচার-পালন—ইহার নাম শৌচ। নিত্য সৎকর্মের অনুষ্ঠান ও নিন্দিত বিষয়ের পরিত্যাগকে ধর্মশাস্ত্রবিৎ ঋষিগণ মঙ্গল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬।

যাহাতে শরীরের ক্ষতি বা অত্যধিক কষ্ট জন্মে, সেরূপ কাজ ভালই হউক বা মন্দই হউক অতি মাত্রায় করিবে না,—ইহাকে অনায়াস বলা হয়। যাহা জুটিবে তাহার দ্বারাই আবশ্যক ভোজনাদি সম্পাদন করিবে, সকল বস্তুতেই (সুখ দুঃখ, মান অপমান, জয় পরাজয়ে) সন্তুষ্ট থাকিবে, পরস্ত্রীতে লোভ করিবে না—ইহাকে অস্পৃহা বলা হইয়াছে। ৩৭-৩৮।

বাহ্যমাধ্যাত্মিকং বাপি দুঃখমুৎপাদ্যতে পরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন চাহন্তি দম ইত্যভিধীয়তে ॥৩৯॥
অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে ॥৪০॥
পরস্মিন্ বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্যে রিপৌ তথা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা ॥৪১॥
যশ্চৈতৈর্লক্ষণৈর্যুক্তো গৃহস্থোঽপি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
স গচ্ছতি পরং স্থানং জায়তে নেহ বৈ পুনঃ ৪২॥
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥৪৩॥
বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥৪৪॥
ইষ্টং পূর্ত্তং প্রকর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥৪৫॥

অপরে কোন বাহ্যদুঃখ (আধিভৌতিক) বা আধ্যাত্মিক (শারীরিক বা মানসিক) কষ্টের কারণ হইলে, তাহার উপর ক্রোধ না করা অথবা তাহাকে আঘাত না করাকে দম বলা হয়। স্বল্পমাত্র সঞ্চিত ধন হইতেও অকাতর-চিত্তে প্রতিদিন যত্ন সহকারে প্রার্থীকে প্রার্থিত বস্তু দেওয়ার নাম দান বলা হয়। ৩৯-৪০।

অপর ব্যক্তিতে, আত্মীয়গণের উপর, মিত্র, শত্রু বা বিদ্বেষের পাত্রে নিজের মত ব্যবহার করাকে দয়া বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল গুণে যে ব্রাহ্মণ ভূষিত হইবেন, তিনি গৃহস্থ হইলেও পরকালে পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন, ইহলোকে তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। ৪১-৪২।

নিত্য অগ্নিহোত্র হোম, তপস্যা, সত্য, বেদরক্ষা, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেব কর্ম্ম—ইহাকে 'ইষ্ট' বলা হয়।

বাপী (দীর্ঘিকা), কূপ, তড়াগ (দীর্ঘ জলাশয়) দেবতার মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানাদিনির্ম্মাণ, অন্নসত্র, এবং সর্ব্বোপভোগ্য উপবনদানকে 'পূর্ত্ত' বলে। ৪৩-৪৪।

ব্রাহ্মণ ঐ ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করিবেন। ইষ্ট আচরণে তিনি স্বর্গ এবং পূর্ত্ত ক্রিয়া

ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্ম্মসাধনৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে ॥৪৬॥
যমান্ সেবেত সততং ন নিত্যং নিয়মান্ বুধঃ।
যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥৪৭॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দবঞ্চ যমা দশ ॥৪৮॥
শৌচমিজ্যা তপো দানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ ॥৪৯॥
প্রতিকৃতিং কুশময়ীং তীর্থবারিষু মজ্জয়েৎ।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেত সঃ ॥৫০॥
মাতরং পিতরং বাপি ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুম্।
যমুদ্দিশ্য নিমজ্জেত দ্বাদশাংশফলং লভেৎ ॥৫১॥

অপুত্রেণৈব কর্ত্তব্যঃ পুত্রপ্রতিনিধিঃ সদা।
পিণ্ডোদকক্রিয়াহেতোর্যস্মাত্তস্মাৎ প্রযত্নতঃ ॥৫২॥
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখম্।
ঋণমস্মিন্ সংনয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥৫৩॥
জাতমাত্রেণ পুত্রেণ পিতৃণামনৃণী পিতা।
তদহ্নি শুদ্ধিমাপ্নোতি নরকাত্রায়তে হি সঃ ॥৫৪॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি (ক)গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত চাশ্বমেধঞ্চ (খ) নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥৫৫॥
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্বে নরকান্তরভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥৫৬॥
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥৫৭॥

দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজাতির পক্ষেই ইষ্ট ও পূর্ত্ত ধর্ম্মলাভের সাধারণ উপায়, শূদ্রজাতি কেবল পূর্ত্ত ক্রিয়ায় অধিকারী, বৈদিক-ধর্ম ইষ্টে অধিকারী নহে। ৪৫-৪৬।

জ্ঞানী ব্যক্তি নিয়তই যমধর্ম পালন করিবেন, নিয়ম-ধর্ম নিত্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। যদি কেহ কেবল নিয়মধর্মপালনে রত থাকে, যমধর্ম আচরণ না করে, তবে সে পতিত হয়। ৪৭।

আনৃশংস্য (অক্রূরভাব), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্য, অহিংসা (জীবহিংসা ত্যাগ), যথাশক্তি দান, আর্জ্জব (সরলতা), জীবে প্রীতি (ভালবাসা), প্রসন্নভাব, মিষ্ট ব্যবহার ও মার্দ্দব (কোমলতা) এই দশটি 'যম' নামে কথিত। ৪৮।

বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, ঈশ্বরপ্রণিধান, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রত, মৌন (বাক্‌সংযম), উপবাস ও স্নান এই দশটির নাম 'নিয়ম'। তীর্থজলে কুশের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ডুবাইয়া দিবে; ঐ স্থলে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া তীর্থে স্নান করিবে, সেই (উদ্দেশ্য ব্যক্তি) ঐ স্নানের আট ভাগের একভাগ ফল লাভ করিবে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় বা গুরুজন ইহার মধ্যে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া স্নান করিবে, ঐ স্নানের বার-ভাগের এক ভাগ ফল স্নানকারী পাইবে। অর্থাৎ পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পূজনীয় আত্মীয় ও গুরুজনের জন্য কোন সৎকার্য্য অবশ্যই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এইজন্য স্নান ফলের তারতম্য হইল অর্থাৎ উদ্দেশ্যীভূত পিত্রাদি অধিক ফল পাইবেন, স্নানকারী সম্পূর্ণ ফলের দ্বাদশাংশ মাত্র পাইবেন। ৪৯-৫১।

যাহার কোনও ঔরস পুত্র নাই, তিনি যত্ন সহকারে নিশ্চিতই প্রতিনিধি-পুত্র (দত্তক) গ্রহণ করিবেন। যেহেতু তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার বা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবার জন্য উহা আবশ্যক, অতএব উহাতে অবহেলা করিবেন না। ৫২।

পুত্র জন্মাইলে জীবিতাবস্থায় পিতা তাহার মুখদর্শন করিবেন। কারণ, এই পুত্রে তিনি পৈতৃক ঋণ সংক্রামিত করেন ও মৃত হইয়াও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা নাম বজায় থাকায় তিনি অমরই থাকেন। ৫৩।

পুত্র জন্মলাভ করিবামাত্র পিতা পিতৃপুরুষগণের কাছে ঋণমুক্ত হন। পুত্রের জন্মদিনে তিনি স্বয়ং শুদ্ধি লাভ করেন, যেহেতু পুত্র পুন্নাম নরক হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করে। ৫৪।

বহু পুত্র কামনা করিবে, যদি তাহাদের মধ্যে একটিও

(ক) যত্তপ্যেকো; (খ) যজেত বাশ্বমেধেন—পা.

মহানদীমুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৫৮॥
শঙ্কাস্থানে সমুৎপন্নে ভক্ষ্যভোগ(ক)বিবর্জিতে।
আহারশুদ্ধিং বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৫৯॥
অক্ষারলবণং ভৈক্ষং(খ)পিবেদ্ ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চসম্।
ত্রিরাত্রং শঙ্খপুষ্পীং বা ব্রাহ্মণঃ পয়সা সহ ॥৬০॥
মদ্যভাণ্ডাদ্ দ্বিজঃ কশ্চিদজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য মুচ্যতে কেন কর্ম্মণা ॥৬১॥
পলাশবিল্বপত্রাণি কুশান্ পদ্মান্যুদুম্বরম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেদাপস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৬২॥

গয়ায় গমন করে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা নীল (যাহার বর্ণ লাল, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর, পায়ের খুর ও শিং সাদা, তাহাকে নীল বৃষ বলে) বৃষোৎসর্গ করে। ৫৫।

সমস্ত পিতৃপুরুষ নরকে পতনভয়ে ভীত হইয়া মনে মনে আশা করেন—আমাদের বংশধর যে পুত্র গয়ায় যাইবে, সেই আমাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিবে। গয়ায় যাইয়া প্রথমে ফল্গুনদীতে স্নান করিবে, পরে গদাধরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাদচারে গয়াশীর্ষে (গয়াসুরের মস্তক যতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে তাবৎ ক্ষেত্রে) যাইলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৫৬।

মহানদী ফল্গুতে স্নান ও আচমন করিয়া দেবতা ও পিতৃপুরুষগণকে তর্পণ করিবে, ইহাতে অক্ষয়লোক লাভ হয় এবং পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করা হয়। যে স্থানে আহার করিলে পাতিত্য জন্মিবার আশঙ্কা আছে কিন্তু বর্ত্তমানে তথায় কোন উচ্ছিষ্ট খাদ্য নাই বা ভোজন ক্রিয়াও হইতেছে না তথায় আহার করিলে প্রায়শ্চিত্তের বিধি অতঃপর বলিব, আমার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ কর। উহাতে পতিত ব্রাহ্মণ ভিক্ষালব্ধ অক্ষার লবণান্ন (গোদুগ্ধ, গব্যঘৃত, শালিধান্য, মুগকলাই, তিল, যব, সৈন্ধব লবণ বা সামুদ্রিক লবণকে অক্ষার লবণ বলে) ভোজন করিবেন, এবং দুধের সহিত ব্রাহ্মী শাকের সুবর্চা শাকের অথবা শঙ্খপুষ্পীর রস তিন দিন পান করিবেন।

(ক) ভক্ষ্যভোজ্য; (খ) রৌক্ষং—পা

সায়ং প্রাতস্তু যং সন্ধ্যাং প্রমাদাদ্বিক্রমেৎ সকৃৎ।
গায়ত্র্যাস্তু সহস্রং হি জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥৬৩॥
শোকাক্রান্তোঽথবা শ্রান্তঃ স্থিতঃ স্নান-
জপাদ্বহিঃ।
ব্রহ্মকূর্চ্চং চরেদ্ভক্ত্যা দানং দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥৬৪॥
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাত্বা মহানদ্যপসঙ্গমে।
সমুদ্রদর্শনেনৈব ব্যালদষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥৬৫॥
বৃকশ্বানশৃগালৈস্তু যদি দষ্টশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
হিরণ্যোদকসংমিশ্রং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৬৬॥
ব্রাহ্মণী তু শুনা দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং গ্রহনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥৬৭॥

অজ্ঞানবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ যদি মদ্যভাণ্ডে স্থিত জল পান করেন, তবে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে এবং কোন কর্ম্ম করিলে তিনি পাপমুক্ত হইবেন (তাহাও বলিতেছি শ্রবণ করুন)। পলাশপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্মপুষ্প, ও যজ্ঞডুমুর ফল (উড়ুম্বর) একসঙ্গে জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ত্রিরাত্র পান করিলেই পাপমুক্ত হইবেন। যদি কোন দ্বিজাতি অনবধানতাবশতঃ সায়ংসন্ধ্যা বা প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান একবার অতিক্রম করেন, তবে স্নানান্তে স্থিরচিত্তে সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবেন। শোকে অভিভূত হইয়া অথবা কর্ম্মশ্রান্ত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ স্নান ও সন্ধ্যানুষ্ঠানে বিমুখ হন, তবে তিনি ভক্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চ (পূর্ণিমার দিন অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে পঞ্চগব্য পান) ব্রতানুষ্ঠান করিবেন এবং দান করিবেন, ইহাতে শুদ্ধি হইবে। সর্প দংশন হইলে গো-গণের শৃঙ্গগলিত জলে স্নান, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি মহানদীর সঙ্গমস্থলে স্নান এবং গঙ্গা-সাগর দর্শন দ্বারাই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণকে নেকড়ে বাঘ (বৃক) কুকুর বা শৃগাল দংশন করে, তবে তিনি সুবর্ণস্পৃষ্ট জলপান ও ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন। ৫৭-৬৬।

কিন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীজাতিকে কুকুরে, শৃগালে, অথবা নেকড়ে বাঘে কামড়াইলে তিনি উদিত সূর্য্য ও উদিত নক্ষত্রদর্শনে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধা হইবেন। ব্রতাবলম্বন

সংব্রতশ্চ শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
সঘৃতং যাবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥৬৮॥
মোহাৎ প্রমাদাৎ সংলোভাদ্ ব্রতভঙ্গং তু কারয়েৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যেত পুনরেব ব্রতী ভবেৎ ॥৬৯॥
ব্রাহ্মণান্নং যদুচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
দিনদ্বয়ং তু গায়ত্র্যা জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥৭০॥
ক্ষত্রিয়ান্নং যদুচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রেণ ভবেচ্ছুদ্ধির্যথা ক্ষত্রে তথা বিশি ॥৭১॥
অভোজ্যান্নং তথা ভুক্ত্বা স্ত্রীশূদ্রোচ্ছিষ্টমেব বা।
জগ্ধ্বা মাংসমভক্ষ্যন্তু সপ্তরাত্রং যবান্ পিবেৎ ॥৭২॥
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তস্য স্নানং বিধীয়তে।
তদুচ্ছিষ্টন্তু সংপ্রাশ্য ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥৭৩॥

অসংস্পৃশ্যেন সংস্পৃষ্টঃ স্নানং তেন বিধীয়তে।
তস্য চোচ্ছিষ্টমশ্নীয়াৎ ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥৭৪॥
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥৭৫॥
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি ॥৭৬॥
গৃহশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি অন্তঃস্থশবদূষিতাম্।
প্রাযোজ্যং মৃন্ময়ং ভাণ্ডং সিদ্ধমন্নং তথৈব চ ॥৭৭॥
গৃহান্নিষ্ক্রাম্য তৎসর্ব্বং গোময়েনোপলেপয়েৎ।
গোময়েনোপলিপ্যাথ চ্ছাগেনাঘ্রাপয়েৎ পুনঃ ॥৭৮॥
ব্রাহ্মৈর্মন্ত্রৈস্তু পূতন্তু হিরণ্যকুশবারিভিঃ।
তৈরেবাভ্যুক্ষ্য তদ্বেশ্ম শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৯॥

অবস্থায় ব্রাহ্মণকে কুকুরে কামড়াইলেও তিনি তিনরাত্রি উপবাস করিবেন, পরে পক্ক যবাগূ (যাবক) খাইয়া আরব্ধ ব্রত সমাপ্ত করিবেন। ৬৭-৬৮।

ভ্রম, প্রমাদ বা লোভবশতঃ যদি কেহ একাদশী উপবাস প্রভৃতি ব্রত নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে উপর্য্যুপরি ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া আবার সেই ব্রত গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করিলে দুইদিনব্যাপী গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ৬৯-৭০।

ক্ষত্রিয়স্বামিক অন্ন উচ্ছিষ্ট হইলে অজ্ঞানতঃ তাহার ভোজনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র গায়ত্রীজপে শুদ্ধি হয়। এইরূপ বৈশ্যস্বামিক উচ্ছিষ্টান্নের অজ্ঞানবশতঃ ভোজনে ক্ষত্রিয়ান্নভোজনের মত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। কোন অভোজ্যান্ন (শূদ্রস্বামিকান্ন প্রভৃতি) অথবা স্ত্রীজাতি কিংবা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞানতঃ ভোজনে, এইরূপে অভক্ষ্যমাংস (বৃথা মাংস) ভক্ষণে সাতদিন যবাগূ (সিদ্ধ যবচূর্ণ—বার্লি) খাইয়া থাকিবে। ৭১-৭২।

কুকুরে স্পর্শ করিলে তাহার পক্ষে স্নান বিহিত। কুকুরের উচ্ছিষ্টভোজনে ছয়মাস ব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণীয়। কোনও অস্পৃশ্য কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে (চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিস্পর্শ ঘটিলে) তাহার স্নান কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই অস্পৃশ্য জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে ছয়মাস কৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত আছে। ৭৩-৭৪।

না জানিয়া বিষ্ঠা বা মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এইতিন বর্ণ দ্বিজাতির পুনরায় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হওয়া উচিত। পুনঃ সংস্কারে মস্তকমুণ্ডন, মুঞ্জমেখলাগ্রহণ, বিল্বপলাশাদি দণ্ডধারণ ও ভৈক্ষচর্য্যা বা ব্রতাচরণ করিতে হয় না, মাত্র উপনয়নাঙ্গ হোম ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণপূর্ব্বক সাবিত্রী দীক্ষা গ্রহণীয়। ৭৫-৭৬।

অতঃপর দূষিত গৃহের শুদ্ধির কথা বলিব। গৃহমধ্যে মৃত ব্যক্তির শবস্থিতি হেতু গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়, সেজন্য ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র, পক্ক অন্ন এই সকল দ্রব্য গৃহমধ্য হইতে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া গোময় দ্বারা গৃহ লেপন করিবে। গোময় লেপনের পর পুনরায় ছাগ দ্বারা গৃহকে আঘ্রাণ করাইবে। ৭৭-৭৮।

বেদোক্ত শুদ্ধিমন্ত্র (আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি ঋকত্রয়, শুদ্ধবতী সূক্ত প্রভৃতি) পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত সুবর্ণ-যুক্ত কুশজলে সেই মন্ত্রপূত গৃহকে অভ্যুক্ষণ করিলে উহা শুদ্ধ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭৯।

রাজ্ঞান্ত্যৈঃ শ্বপচৈর্বাপি বলাদ্বিচালিতো দ্বিজঃ।
পুনঃ কুর্বীত সংস্কারং পশ্চাৎ কৃচ্ছ্রত্রয়ঞ্চরেৎ ॥৮০॥
শুনা চৈব তু সংস্পৃষ্টস্তস্য স্নানং বিধীয়তে।
তদুচ্ছিষ্টন্তু সংপ্রাশ্য যত্নেন কৃচ্ছ্রমাচরেৎ ॥৮১॥
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সূতকস্য বিনির্ণয়ম্।
প্রায়শ্চিত্তং পুনশ্চৈব কথয়িষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥৮২॥
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু নির্গুণো দশভির্দিনৈঃ ॥৮৩॥
ব্রতিনঃ শাস্ত্রপূতস্য আহিতাগ্নেস্তথৈব চ।
রাজ্ঞস্তু সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ ॥৮৪॥
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৮৫॥

সপিণ্ডানান্তু সর্ব্বেষাং গোত্রজঃ সাপ্তপৌরুষঃ।
পিণ্ডাশ্চোদকদানঞ্চ শাবাশৌচং তথাঽনুগম্ ॥৮৬॥
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষড়হঃ পঞ্চমে তথা।
ষষ্ঠে চৈব ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপ্তমে ত্র্যহমেব বা ॥৮৭॥
অষ্টমে দিনমেকন্তু নবমে প্রহরদ্বয়ম্।
দশমে স্নানমাত্রেণ সূতকে তু শুচির্ভবেৎ ॥৮৮॥
মৃতসূতকে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং মৃতে স্বামিনি যৌনিকম্ ॥৮৯॥
শবস্পৃষ্টতৃতীয়স্তু সচেলঃ স্নানমাচরেৎ।
চতুর্থে সপ্তভৈক্ষ্যং স্যাদেষ শাববিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯০॥
একত্র সংস্কৃতানান্তু মাতৃণামেকভোজিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্॥৯১॥

কোন অপরাধী ব্রাহ্মণকে রাজা যদি অন্ত্যজ জাতি রজক, চর্ম্মকার, নাট্যজীবী, বড়ুল, কৈবর্ত্ত, মুদ্দফবাস, ভিল অর্থাৎ (সাওতাল) দ্বারা, অথবা চণ্ডাল দ্বারা বলপূর্ব্বক দেশ হইতে নিষ্কাসিত করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিয়া তৎপরে তিনটি কৃচ্ছ্র ব্রতের আচরণ করিবেন। কুক্কুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে কিন্তু কেবল স্নান করণীয়। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট-ভোজনে যত্নপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ৮০ ৮১।

অতঃপর অশৌচের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিব। তাহার পর আবার প্রায়শ্চিত্তের বিধি বলিব। যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্রী ও নিত্য বেদাধ্যয়নকারী, তাঁহার সপিণ্ড-জনন-মরণে একরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। কিন্তু যিনি কেবল বেদাধ্যায়ী, অগ্নিহোত্রী নহেন, তাঁহার অশৌচ ত্রিরাত্র। ইহা সগুণ ব্রাহ্মণের পক্ষে; নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশদিন পূর্ণাশৌচ। ৮২-৮৩।

রাজা যদি ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকেন অথবা অগ্নিহোত্রী হন, তবে সেই শাস্ত্রজ্ঞানপূত রাজার অশৌচ হইবে না, অথবা যাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্রাহ্মণ শুভেচ্ছা করেন, তাহার অশৌচ হয় না। ব্রাহ্মণ সপিণ্ড জনন মরণে দশরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবেন। এইরূপ ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে এবং শূদ্র একমাসে (ত্রিশ দিনে) শুদ্ধ হইবেন। সকল সপিণ্ডেরই ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সাতপুরুষ পর্য্যন্ত গোত্রজ বলিয়া গণ্য হয়, সেই গোত্রজদের অনুগামী হয় পিণ্ডদান প্রেততর্পণ ও মরণাশৌচ অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্রজের প্রেততর্পণ ও পিণ্ডদানে অধিকার এবং সপিণ্ড মরণজনিত শাবাশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য। ৮৪ ৮৬।

উক্ত গোত্রজ পুরুষদের মধ্যে চতুর্থ গোত্রজে সূতক বা শাবাশৌচ দশরাত্র হইবে। পঞ্চম গোত্রজে ছয়দিন, ষষ্ঠ পুরুষে ত্রিরাত্র, সপ্তমে দুইদিন মাত্র অশৌচ। কিন্তু অষ্টম পুরুষ হইলে একদিন, নবম পুরুষে দুই প্রহর, দশম পুরুষে স্নান মাত্রে শুদ্ধি হইবে। ৮৭-৮৮।

মরণাশৌচে গৃহদাসীর ও অনুলোমে বিবাহিত পত্নীদিগের স্বামীর অশৌচের মত অশৌচ হইবে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে যাহাদের সহিত যোনিসম্পর্ক আছে তাহাদেরই অশৌচ হইবে, দাসীর নহে। শব-স্পৃষ্টের তৃতীয় ব্যক্তি (শবস্পর্শী স্পর্শকারীর স্পর্শকারী) সচেল স্নান (পরিহিত বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহা পরিধান পূর্ব্বক স্নান) করিবেন। চতুর্থ স্পর্শকারীর সপ্তভৈক্ষ্য (ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের সাত মুষ্টিমাত্র গ্রহণ) বিহিত আছে। ইহাই

উষ্ট্রীক্ষীরমবীক্ষীরং যচ্চান্নং মৃতসূতকে।
পাচকান্নং নবশ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৯২॥
সূতকান্নমধর্মায় যস্তু প্রাশ্নাতি মানবঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥৯৩॥
মহাযজ্ঞবিধানন্তু ন কুর্য্যান্মৃতজন্মনি।
হোমং তত্র প্রকুর্বীত শুষ্কান্নেন ফলেন বা ॥৯৪॥
বালস্ত্বন্তর্দশাহে তু পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুদ্ধিঃ স্যান্ন প্রেতং নৈব সূতকম্ ॥৯৫॥
কৃতচূড়স্তু কুর্বীত উদকং পিণ্ডমেব চ।
স্বধাকারং প্রকুর্বীত নামোচ্চারণমেব চ ॥৯৬॥

ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈবং মন্ত্রে পূর্ব্বকৃতে তথা।
যজ্ঞে বিবাহকালে চ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৯৭॥
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতার্থস্য ন দোষশ্চাত্রিরব্রবীৎ ॥৯৮॥
মৃতসংজননাদূর্দ্ধং সূতকাদৌ বিধীযতে।
স্পর্শনাচমনাচ্ছুদ্ধিঃ সূতিকাঞ্চেন্ন সংস্পৃশেৎ ॥৯৯॥
পঞ্চমেঽহনি বিজ্ঞেয়ঃ সংস্পর্শঃ ক্ষত্রিযস্য তু।
সপ্তমেঽহনি বৈশ্যস্য বিজ্ঞেযং স্পর্শনং বুধৈঃ ॥১০০॥
দশমেঽহনি শূদ্রস্য কর্ত্তব্যং স্পর্শনং বুধৈঃ।
মাসেনৈবাত্মশুদ্ধিঃ স্যাৎ সূতকে মৃতকে তথা ॥১০১॥

শাবাশৌচের ব্যবস্থা। বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃত মাতৃগণ যদি এক সংসারে অবিভক্তভাবে থাকিয়া এক ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাদের সকলের স্বামীর যেরূপ অশৌচ বিহিত আছে, তাদৃশ অশৌচ সকল স্ত্রীর (ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রারও) হইবে, কিন্তু বিভক্ত হইযা অন্যত্র বাস করিলে ও পৃথক্ পৃথক্ অন্ন ভোজন করিলে, তাহাদের অশৌচ বিভিন্ন। ৮৯ ৯১।

উষ্ট্রীর দুগ্ধ, মেষীর দুগ্ধ মরণাশৌচীর অন্ন (মরণাশৌচিস্বামিক কোন দ্রব্য) পাচকপক্কান্ন, নবশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করিলে পাপক্ষালনার্থ চান্দ্রায়ণ আচরণীয়। জ্ঞানতঃ যে ব্যক্তি অশৌচিপক্কান্ন, অশৌচিস্পৃষ্টান্ন বা অশৌচিস্বামিকান্ন ভোজন করে, সে পাপের ভাগী হয়। সে পাপ শোধনার্থ ত্রিরাত্র উপবাস ও একরাত্র জলে বাস করিবে। (মন্তব্য—পাপের তারতম্য অনুসারে লঘু গুরু প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত।) মরণাশৌচে ও জননাশৌচে গৃহস্থ নিত্য করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের (বেদাধ্যয়ন, অতিথিসেবা, পিতৃতর্পণ বলি-বৈশ্বদেব কর্ম) অনুষ্ঠান করিবে না, কিন্তু অপক্কান্ন বা ফল দ্বারা হোম অশৌচেও করিবে। ৯২ ৯৪।

পুত্র সন্তান জন্মিবার পর পূর্ণাশৌচের মধ্যে যদি মৃত হয়, সপিণ্ডদিগের তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হইবে তাহার জন্য মরণাশৌচও হইবে না, এবং জননাশৌচও থাকিবে না। চূড়াকরণের পর (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তির পর) বালকের মৃত্যু ঘটিলে,—তাহার উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধ (স্বধাকার) এবং নামগোত্রোল্লেখপূর্ব্বক প্রেতক্রিয়া কর্ত্তব্য। ৯৫-৯৬

ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর পক্ষে এবং পূর্ব্বে কৃতসঙ্কল্প (আরব্ধ কার্য্যে) যজ্ঞ ও বিবাহে মরণ ও জননজনিত নির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে না, সদ্যঃ শৌচ (তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি, স্নানাপনেয় অশৌচ নহে) হইবে অর্থাৎ আরব্ধ যজ্ঞ ও বিবাহে অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। ৯৭।

এ বিষযে বক্তা অত্রিমুনির সম্মতি দেখাইতেছেন,—আরব্ধ বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞের মধ্যে সপিণ্ডাদির মরণ বা জন্ম হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না। এই কথা মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন। মৃতপুত্র জন্মিবার পর বিহিত অশৌচভাগীর স্পর্শে আচমন করিলেই শুদ্ধি হয়, কিন্তু যদি সেই মৃতপুত্রপ্রসবকারিণীকে স্পর্শ না করে। স্পর্শ করিলে তত্তুল্য অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব জন্মিবে। ৯৮-৯৯।

পুত্র জন্মিলে সকলজাতীয় পিতার যাবদশৌচ অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়, তন্মধ্যে বিশেষ এই—ক্ষত্রিয় পিতার সংস্পর্শ দোষ অশৌচের পঞ্চম দিনে চলিয়া যায়, অর্থাৎ পঞ্চম দিনে সংস্পর্শ হইতে পারে। এইরূপ বৈশ্য জাতির স্পর্শ সপ্তমদিনে, শূদ্রের দশমদিনে সংস্পর্শ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত। কিন্তু সপিণ্ডের জনন বা মরণে শূদ্রের একমাসে আত্মশুদ্ধি (বৈদিক কর্ম্মার্হতা) আসিবে। ১০০-১০১।

মহাব্যাধিগ্রস্ত, (উন্মাদ) চর্ম্মরোগ, শ্বিত্র কুষ্ঠাদি, রাজযক্ষ্মা, শ্বাসরোগ, মধুমেহ, ভগন্দর, উদরী ও অশ্মরী

ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা ।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥১০২॥
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ ।
স্বাধ্যায়ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ ॥১০৩॥
দ্বে কৃচ্ছ্রে পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং মাতুঃ স্যাদ্বেত্তুঃ সান্তপনং স্মৃতম্॥১০৪॥
কুব্জ-বামন-খঞ্জেষু গর্হিতেঽথ জড়েষু চ ।
জাত্যন্ধবধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১০৫॥
ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেঽপি বা ।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১০৬॥
পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাপি কস্যচিৎ ।
নাগ্নিহোত্রাধিকারোঽস্তি ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১০৭॥

(পাথরী) এই আটটি রোগকে নারদ পাপরোগ বলিয়াছেন। অতি কৃপণ ব্যক্তি যিনি পোষ্যবর্গ ও নিজেকে বঞ্চনা করিয়া ধন সঞ্চয় করেন, সর্ব্বদা ঋণ পাশে বদ্ধ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আনুষ্ঠানরহিত, মূর্খ (গায়ত্রী বর্জ্জিত মতান্তরে গায়ত্রীর অর্থজ্ঞান ও গায়ত্রীরহিত), বিশেষ ভাবে স্ত্রীপরিচালিত, সর্ব্বদা মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, লোকনিন্দা, পরস্ত্রীরমণ, মদ্যপান, নৃত্যগীত, বাদ্যপরায়ণতা, বৃথা ভ্রমণ এই আটটি ব্যসনে যাহার চিত্ত নিমগ্ন, যে পরসেবক, পরের আজ্ঞাবাহী, স্বাধ্যায় বা ব্রতের অনুষ্ঠানরহিত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী ইহাদের সর্ব্বদাই অশৌচ। জ্যেষ্ঠ অকৃত বিবাহবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে, জ্যেষ্ঠ পরিবিন্ন হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত দুইটি কৃচ্ছ্র ব্রত, পরিবেদনীয়া কন্যার এককৃচ্ছ্র, পরিদায়ী দাতার কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, পরিবেত্তা কনিষ্ঠের সান্তপণব্রতাচরণ প্রায়শ্চিত্ত। (মন্তব্য—কৃচ্ছ্র ব্রতাদি-স্বরূপ অতঃপর মহর্ষি স্বয়ং বর্ণনা করিবেন। ১০২-৪।

কুব্জ (কুঁজো দেহ), বামন (অতি খর্ব্বাকৃতি), খঞ্জ (খোঁড়া), গর্হিত (ঘৃণিতদেহ), জড়, সুষ্ঠু চলচ্ছক্তি-রহিত বা হাবা, জন্মান্ধ, বধির (কালা), মূক (বোবা), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে কনিষ্ঠের বিবাহে পরিবেদন দোষ হয় না।১০৫।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্লীব, চিরদিন বিদেশস্থ, পতিত, প্রব্রজিত অথবা যোগমার্গে রত হইলে পরিবেদন দোষ হইবে না। যদি কাহারও পিতা বা পিতামহ কিংবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা কোন দিনই অগ্নিহোত্রে অধিকারী না থাকেন, তবে তাহার পরিবেদন দোষের আশঙ্কা নাই, যেহেতু অগ্নিহোত্র ও বিবাহ সমপর্য্যায়ভুক্ত।১০৬।১০৭।

ভার্য্যামরণপক্ষে বা দেশান্তরগতেঽপি বা ।
অধিকারী ভবেৎ পুত্রস্তথা পাতকসংযুতে ॥১০৮॥
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা নষ্টো নিত্যং রোগসমন্বিতঃ ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥১০৯॥
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ ।
ন চ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠো বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া ॥১১০॥
তস্মাদ্ ধর্ম্মং সদা কুর্য্যাচ্ছ্রুতিস্মৃত্যুদিতঞ্চ যৎ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যচ্চ স্বর্গস্য সাধনম্ ॥১১১
একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥১১২॥

যে স্থলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (বিবাহান্তে) বিপত্নীক, অথবা চিরপ্রবাসী, কিংবা পাতিত্যজনক ব্যাপারে রত, সে ক্ষেত্রে কনিষ্ঠের অগ্নিহোত্রে ও বিবাহে অধিকার আছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যেখানে বিদ্যমান, অথচ স্বেচ্ছায় অগ্ন্যাধান (অগ্নিহোত্রের জন্য অগ্নি স্থাপন) করিতে অনিচ্ছুক তখন তিনি কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধানে ও বিবাহে অনুমতি দিলে ঐ কার্য্য কনিষ্ঠ করিতে পারেন—শঙ্খ মুনির সেইরূপ মত আছে।১০৮-৯।

জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতীত কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধানে অধিকার নাই। এমন কি বেদগ্রহণ, তপস্যা ও পৈতৃক শ্রাদ্ধেও কনিষ্ঠ অনধিকারী, যেহেতু (অগ্ন্যাধানাদিরহিত জ্যেষ্ঠসত্বে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত) কনিষ্ঠের অগ্ন্যাধানাদি পরিবেদনের কারণ হয়।১১০।

অতএব বেদসম্মত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যকার্য্য অথবা যাহা স্বর্গপ্রাপ্তিসাধন ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম, এগুলি সর্ব্বদা করিবে। অতঃপর চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের স্বরূপ বলিতেছেন,—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া এক একটি কুক্কুটাণ্ড পরিমিত অন্ন প্রতিদিন

ইত্যেতৎ কথিতং পূর্ব্বৈর্মহাপাতকনাশনম্।
বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং মহাযজ্ঞক্রিয়াপরম্।
ন স্পৃশন্তীহ পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥১১৩॥
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠেদ্রাত্রিঞ্চৈবাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধির্ব্রহ্মবধাদৃতে ॥১১৪॥
পদ্মোডুম্বরবিল্বৈশ্চ কুশাশ্বত্থপলাশয়োঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা পর্ণকৃচ্ছ্রস্তদুচ্যতে ॥১১৫॥
পঞ্চগব্যঞ্চ গোক্ষীর-দধি-মূত্র-শকৃদ্ঘৃতম্।
জগ্ধ্বা পরেহহ্ন্যুপবসেদেষ সান্তপনো বিধিঃ ॥১১৬॥
পৃথক্ সান্তপনৈর্দ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতম্ ॥১১৭॥
ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে ত্বযাচিতম্।

ভোজনার্থ বাড়াইবে এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে প্রতিদিন এক একটি হ্রাস করিবে, অমাবস্যাতে আর ভোজন করিবে না—ইহাই চন্দ্রায়ণ ব্রতের বিধান। ১১১-১২।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ ব্রতকে মহাপাতকনাশের কারণ বলিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদাধ্যয়নে রত, শম দম-তিতিক্ষাপরায়ণ ও নিত্য মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-কারী, ইহলোকে তাঁহাকে মহাপাতকসম্ভূত পাপও স্পর্শ করে না। দিবাভাগে বায়ুভক্ষণ, রাত্রিতে জলে অবস্থান, সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে, এক ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত সকল পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পদ্ম, যজ্ঞ ডুমুর, বেল ভিজান জল, অশ্বত্থ ও পলাশপত্রে কুশের দ্বারা পান করাকে পর্ণকৃচ্ছ্র বলে।১১৩-১১৫।

গরুর দুগ্ধ, দধি, মূত্র, গোময়, ঘৃত—এই পঞ্চগব্য (তাবৎ পরিমাণ) পান করিয়া পরদিন উপবাস করিবে ইহার নাম সান্তপন ব্রত। পাঁচদিন উপর্য্যুপরি সান্তপনোক্ত দ্রব্যের মধ্যে এক একটি দ্বারা অতিবাহিত করিয়া ষষ্ঠ দিনে উপবাস পরে এক সপ্তাহ ব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠানকে মহাসান্তপন বলা হয়।১১৭।

প্রথম পর পর তিনদিন দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন, পরে তিন দিন দিবাভোজী হইয়া

ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১১৮
সায়ং তু দ্বাদশ গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ।
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহানি ত্রীণি পূর্ব্বৎ ॥১১৯॥
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াদতিকৃচ্ছ্রং তদুচ্যতে।
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরেঽহ্ন্যনশনং স্মৃতম্ ॥১২০॥
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণং স্যাদ্ যাবদ্ যস্য মুখং বিশেৎ।
এতদ্‌গ্রাসং বিজানীয়াচ্ছুদ্ধ্যর্থং কায়শোধনম্ ॥১২১॥
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পিবেৎ পয়ঃ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥১২২॥
ষট্‌পলানি পিবেদাপস্ত্রিপলং তু পয়ঃ পিবেৎ।
পলমেকন্তু বৈ সর্পিস্তপ্তকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥১২৩॥
দধ্না চ ত্রিদিনং ভুঙ্‌ক্তে ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে চ সর্পিষা।

রাত্রিতে উপবাস, অনন্তর তিনদিন অযাচিত (স্বয়ম্ উপস্থিত) দ্রব্য ভোজন করিবে, অতঃপর তিন দিন উপবাসী থাকিবে, ইহা কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য ব্রতের বিধান।১১৮।

এই প্রাজাপত্য ব্রতে ভোজন সম্বন্ধে দিবা-রাত্রিভেদে অন্নগ্রাসের সংখ্যা কথিত হইতেছে,—সায়ং-ভোজনে বার গ্রাস, দিবা ভাগে পনর গ্রাস, অযাচিতভোজনে চব্বিশ গ্রাস, পরদিন উপবাস নির্দ্দিষ্ট। অতিকৃচ্ছ্রব্রতে প্রথম তিনদিন এক এক গ্রাস অন্নভোজন, পরে তিনদিন পূর্ব্বের মত সায়ং দ্বাদশ গ্রাস, দিবায় পঞ্চদশ গ্রাস, অযাচিতে চতুর্বিংশতি গ্রাস অন্ন ভোজনান্তে তিন অহোরাত্র উপবাস কথিত আছে।১১৯-১২০।

অতঃপর গ্রাস সম্বন্ধে অন্নপরিমাণ বলিতেছেন—অশুদ্ধ শরীরের শুদ্ধির জন্য যে ব্রতের কথা বলা হইল, তাহাতে ভোজ্য অন্নগ্রাস কুক্কুটডিম্ব-পরিমাণ হইবে, যতটুকু যাহার মুখে প্রবেশ করিবে, তাহারই পরিমাণ ইহা, ততোধিক নহে।১২১।

উপর্য্যুপরি তিন দিন উষ্ণ জল পান করিবে, তৎপরে তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পানান্তে ত্রিরাত্র উষ্ণ গব্যঘৃত পান করিবে, অতঃপর তিন দিন বায়ুভক্ষণকারী হইয়া থাকিবে। ইহাতে পেয়জলাদির পরিমাণ বলা হইতেছে।

ক্ষীরেণ তু ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥১২৪॥
ত্রিপলং দধিক্ষীরেণ পলমেকং তু সর্পিষা।
এতদেব ব্রতং পুণ্যং বৈদিকং কৃচ্ছ্রমুচ্যতে ॥১২৫॥
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১২৬॥
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১২৭॥
পিণ্যাকদধিশক্তূনাং গ্রাসশ্চ প্রতিবাসরম্।
একৈকমুপবাসঃ স্যাৎ সৌম্যকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১২৮॥
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পাঞ্চদশাহিকঃ ॥১২৯॥
কপিলাগোস্তু দুগ্ধায়া ধারোষ্ণং যৎপয়ঃ পিবেৎ।
এষ ব্যাসকৃতঃ কৃচ্ছ্রঃ শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥১৩০॥
নিশায়াং ভোজনঞ্চৈব তজ্‌জ্ঞেয়ং নক্তমেব তু।
অনাদিষ্টেষু পাপেষু চান্দ্রায়ণমথোদিতম্ ॥১৩১॥
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টৈর্দ্বিগুণদক্ষিণৈঃ।
যৎফলং সমবাপ্নোতি তথা কৃচ্ছ্রৈস্তপোধনঃ ॥১৩২॥
বেদাভ্যাসরতঃ ক্ষান্তো ধর্মশাস্ত্রাণ্যবেক্ষয়েৎ।
শৌচাচারসমাযুক্তো গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে ॥১৩৩॥
উক্তমেতদ্ দ্বিজাতীনাং মহর্ষে! শ্রূয়তামিতি।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি স্ত্রীশূদ্রপতনানি চ ॥১৩৪॥
জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনঞ্চৈব স্ত্রীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥১৩৫॥
জীবদ্ভর্ত্তরি যা নারী উপোষ্য ব্রতচারিণী।

জল ছয় পল পরিমাণ অর্থাৎ যাহা লৌকিক পরিমাণে চাররতি বা চারভরি ইহাকে পল বলে। ইহার ছয়গুণ চব্বিশ ভরি জল পান করিবে, তাদৃশ বারপল-পরিমিত গোদুগ্ধ এবং একপল-পরিমিত গব্য ঘৃত পান করিবে এইরূপ ব্রতকে তপ্তকৃচ্ছ্র বলে।১২২-২৩।

তিন দিন দধি দ্বারা ভোজন নির্বাহ করিবে, তৎপরে তিন দিন ঘৃত দ্বারা, অনন্তর ত্রিরাত্র দুগ্ধের দ্বারা ভোজন সম্পাদন করিয়া তিন দিন বায়ুভুক্ হইবে। উক্ত ভোজনে পেয় দধি প্রভৃতির পরিমাণ, দধি ও দুগ্ধ প্রত্যেকটি তিন পল অর্থাৎ ১২ ভরি ওজনের গ্রাহ্য, ঘৃত এক পল অর্থাৎ চারি ভরি। এই বেদোক্ত ব্রতকে কৃচ্ছ্র-নামক প্রায়শ্চিত্ত বলা হয়। ১২৪-২৫।

অহোরাত্রের মধ্যে প্রথমদিন দিবাভাগে এক বার আহার, পরে রাত্রিভোজন, অতঃপর অযাচিত দ্রব্যভোজন করিয়া পর দিন উপবাসকে পাদকৃচ্ছ্র বলা হইয়াছে। একুশ দিন প্রত্যহ মাত্র দুগ্ধ পানকে কৃচ্ছ্রাতি কৃচ্ছ্র, বারদিন উপবাসকে পরাক বলিয়াছেন।১২৬-২৭।

তিলের খইল, দধি ও ছাতু যে কোন একটি গ্রাস প্রতিদিন খাইয়া এক একটি উপবাসের নাম সৌম্যকৃচ্ছ্র। উক্ত পিণ্যাক (খইল) প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে যথাক্রমে এক একটি খাইয়া এক একটি উপবাস। এইরূপে তিনবার আবৃত্তি হইলে তুলাপুরুষ নামক ব্রত হয়। এই ব্রত উক্ত পনরটি ব্রতের শ্রেষ্ঠ। ব্যাসদেব নিজসংহিতায় বলিয়াছেন—কপিলা গাভীর দোহন কালে উক্ত দুগ্ধধারা পান করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিলে চণ্ডালও পবিত্র হয়। দিনে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে (হবিষ্যান্ন) ভোজনের নাম নক্তব্রত জানিবে। জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপরাশির মধ্যে যাহাদের উপপাতক মহাপাতক অতিপাতকাদি সংজ্ঞা নাই, সেই সকল পাপে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা।১২৮-৩১।

অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ দ্বারা এবং যথোক্ত দক্ষিণার দ্বিগুণ দক্ষিণাসমন্বিত ইষ্টকর্ম্মের (ইষ্টাপূর্ত্তপ্রকরণোক্ত) অনুষ্ঠানে এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্রতাচরণে ব্রতী যে ফল (পাপমুক্তি) প্রাপ্ত হয়, যদি গৃহস্থ হইয়াও ব্রাহ্মণ তপস্যারত, বেদাভ্যাসপরায়ণ, শমদমনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মতে চলেন, তবে তিনি সেইফল (পাপমুক্তি) পান। ১৩২-৩।

হে মহর্ষি! এই সকল ব্রত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে বিহিত জানিবেন। স্ত্রী বা শূদ্রের ইহা পতনেরই কারণ হয়, অতঃপর তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুণ। জপ, তপ, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্র-সাধনা এবং দেবতার আরাধনা এই ছয়টি, স্ত্রী-জাতি ও শূদ্রের পাতিত্যের কারণ হয়। স্বামী জীবিত থাকিলে যে নারী

আয়ুষ্যং হরতে ভর্তুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ ॥১৩৬॥
তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করস্যাপি বিষ্ণোর্বা প্রযাতি পরমং পদম্ ॥১৩৭॥
জীবদ্ভর্ত্তরি বামাঙ্গী মৃতে বাপি স দক্ষিণঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা ॥১৩৮॥
সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ তথাঙ্গিরাঃ।
পাবকঃ সর্বমেধ্যং চ মেধ্যং বৈ যোষিতাং সদা ॥১৩৯॥
জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব চ ॥১৪০॥
বেদশাস্ত্রাণ্যধীতে যঃ শাস্ত্রার্থঞ্চ নিষেবতে।
তদাসৌ বেদবিৎ প্রোক্তো বচনন্তস্য পাবনম্ ॥১৪১॥
একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং যং ব্যবস্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ

উপবাসপূর্ব্বক ব্রতাচরণ করে, সেই রমণী স্বামীর পরমায়ুঃক্ষয় করে ও অন্তে নরকগামিনী হয়।১৩৪-১৩৬।

নারী তীর্থে স্নান করিতে অভিলাষিণী হইলে পতির পাদোদক পান করিবেন, ইহাতেই তাঁহার তীর্থস্নানের ফল হইবে এবং তাহাতেই তিনি শিবপদ বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন। স্বামী জীবিত থাকিতে বা মৃত হইলেও স্ত্রী তাঁহার বামাঙ্গ, পতি দক্ষিণাঙ্গ। শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও বিবাহ-কার্য্যে তাঁহার দক্ষিণে পত্নীর স্থিতি সর্ব্বদাই জানিবে, অর্থাৎ স্ত্রী-জাতির দক্ষিণে পতি থাকায় পতির কার্য্যের দ্বারাই স্ত্রীর ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে।১৩৭-১৩৮।

সোম দেবতা স্ত্রীজাতিকে সর্ব বিষয়ে পবিত্রতা দিয়াছেন। এইরূপ গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গিরা মুনি ও অগ্নিগণ তাঁহাদের পক্ষে সমস্তই পবিত্র করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা পবিত্র। ব্রাহ্মণের সন্তান জন্মলাভ করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, যাহার গর্ভাধানাদি সংস্কার হইয়াছে, তাহাকে দ্বিজ বলে, বেদবিদ্যা লাভ করিলে তিনি বিপ্রসংজ্ঞা লাভ করিবেন, আর যাঁহার ব্রাহ্মণত্ব, দ্বিজত্ব ও বিপ্রত্ব এই তিনটি আছে, তিনি শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত।১৩৯-১৪০।

যিনি সর্ব্বদা বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে তখন বেদজ্ঞ

স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্মো নাজ্ঞানামযুতাযুতৈঃ ॥১৪২॥
পাবকা ইব দীপ্যন্তে জপহোমৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রতিগ্রহেণ নশ্যন্তি বারিণা ইব পাবকঃ ॥১৪৩॥
তান্ প্রতিগ্রহজান্ দোষান্ প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।
উৎসাদয়ন্তি বিদ্বাংসো বায়ুর্মেঘানিবাম্বরে ॥১৪৪॥
ভুক্ত্বাচম্য যদা বিপ্র আর্দ্রপাণিস্তু তিষ্ঠতি।
লক্ষ্মীর্বলং যশস্তেজ আয়ুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥১৪৫॥
যস্তু ভোজনশালায়ামাসনস্থ উপস্পৃশেৎ।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥১৪৬॥
পাত্রোপরি স্থিতং পাত্রং যঃ সংস্থাপ্য উপস্পৃশেৎ
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥১৪৭॥

বলা হইয়াছে; তাঁহার মুখের কথাই পবিত্রতার কারণ। একটি মাত্রও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণবর যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহাই পরম ধর্ম্ম জানিবে, তদ্ভিন্ন লক্ষ মূর্খের উক্তিও গ্রহণীয় নহে। জপও হোমানুষ্ঠান দ্বারা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অগ্নির মত প্রদীপ্ত হন, কিন্তু দানগ্রহণ করিলে জল দ্বারা যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ তিনি ব্রহ্মতেজোহীন হইয়া নষ্ট হন।১৪১-১৪৩।

যেমন বায়ু আকাশে মেঘসঞ্চার হইলে তাহা নিজবেগে উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্গণ পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম দ্বারা সেই সকল ব্রহ্মতেজোহানিকর প্রতিগ্রহজনিত দোষগুলিকে উৎসারিত করিয়া থাকেন। ভোজনের পর আচমন করিয়া (মুখ ধুইয়া) যদি ব্রাহ্মণ ভিজা হাতে থাকে, অর্থাৎ হাত না মুছে, তবে তাহার লক্ষ্মী (শ্রী ও সম্পদ্) বল, যশঃ, ব্রহ্মতেজঃ, এমন কি পরমায়ুঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আর যে বিপ্র ভোজন-গৃহমধ্যেই আসনে বসিয়া মুখ ধৌত করে, তাহার অন্ন অভোজ্য, তাহা খাইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।১৪৪-৪৬।

যে ব্রাহ্মণ ভোজন-পাত্রের উপর আচমন-পাত্র রাখিয়া তাহাতে আচমন (কুলকুচা বা মুখশোধন) করে, তাহারও অন্ন অভোজ্য, তদ্ভোজনেও চান্দ্রায়ণব্রত আচরণীয়; তাহার প্রদত্ত অন্নে দেবতারা তৃপ্ত হন না,

ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি দাতুর্ভবতি নিষ্ফলম্ ॥১৪৮॥
হস্তং প্রক্ষাল্য যস্ত্বাপঃ পিবেদ্ ভুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তদন্নমসুরৈর্ভুক্তং নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥১৪৯॥
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতুঃ পরো গুরুঃ।
নাস্তি দানাৎ পরং মিত্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥১৫০॥
অপাত্রে হ্যপি যদ্দত্তং দহত্যাসপ্তমং কুলম্।
হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যঞ্চ পিতরস্তথা ॥১৫১॥
আয়সেন তু পাত্রেণ যদন্নমুপদীয়তে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং ভোক্তুর্দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥১৫২॥
ইতরেণ তু পাত্রেণ দীয়মানং বিচক্ষণঃ।
ন দদ্যাদ্বামহস্তেন আয়সেন কদাচন ॥১৫৩॥

মৃন্ময়েষু চ পাত্রেষু যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ পিতৃন্।
অন্নদাতা চ ভোক্তা চ তাবেব নরকং ব্রজেৎ ॥১৫৪॥
অভাবে মৃন্ময়ে দদ্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ।
তেষাং বচঃ প্রমাণং স্যাদৃতঞ্চানৃতমেব চ ॥১৫৫॥
সৌবর্ণায়সতাম্রেষু কাংস্যরৌপ্যময়েষু চ।
ভিক্ষাদাতুর্ন ধর্ম্মোঽস্তি ভিক্ষুর্ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥১৫৬॥
ন চ কাংস্যেষু ভুঞ্জীয়াদাপদ্যপি কদাচন।
পলাশে যতয়োঽশ্নন্তি গৃহস্থঃ কাংস্যভাজনে ॥১৫৭॥
কাংস্যকস্য চ যৎপাপং গৃহস্থস্য তথৈব চ।
কাংস্যভোজী যতিশ্চৈব প্রাপ্নুয়াৎ কিল্বিষং তয়োঃ ॥১৫৮॥

সুতরাং অন্নদাতার দান নিষ্ফল হয়। যে ব্রাহ্মণোত্তম ভোজন করিবার পর হাত ধুইয়া পরে জলপান করে, তাহার অন্ন অসুররাই খাইয়াছে, পিতৃপুরুষগণ নিরাশ হইয়া তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন। (মন্তব্য—এখানে ভবিষ্যত্‌কে অতীতরূপে নির্দেশ করা হইল—লক্ষণা বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার অন্ন অসুরেরই ভোজ্য হইবে, তাহার পিতৃপুরুষগণ তাহার অন্ন গ্রহণ করিবেন না।) ১৪৭-১৪৯।

বেদের অধিক শাস্ত্র নাই, মাতা অপেক্ষা পরম গুরু কেহ নাই, দানের চেয়ে ইহলোকে ও পরলোকে বড় বন্ধু নাই। কারণ অপাত্রেও যাহা দান করা যায়, তাহা ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পাপ নাশ করে। লৌহপাত্রে যে অন্ন পাক করা হয় বা গ্রহণ করা হয়, দেবগণ সেই অন্নকে হব্যরূপে গ্রহণ করেন না এবং পিতৃগণও কব্যরূপে ভোজন করেন না। সে অন্নভোজন ভোজনকারীর বিষ্ঠাভোজনতুল্য এবং সেই অন্নদাতা নরকগামী হন। অন্য পাত্রেও যদি অন্ন দেওয়া হয়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি কখন বাম হস্ত দ্বারা তাহা দিবেন না এবং লৌহপাত্র দ্বারা (লোহার হাতা দিয়া) তাহা পরিবেশন করিবেন না।১৫০-১৫৩।

মৃত্তিকার পাত্রে অন্ন রাখিয়া তাহা শ্রাদ্ধে যে পিতৃপুরুষগণকে ভোজন করায় সেই অন্নদাতা ও সেই অন্নভোজী ব্রাহ্মণ উভয়েই নরকে গমন করে। যদি কোন তৈজসপাত্র না থাকে, তবে মৃন্ময় পাত্রে অন্ন রাখিয়া ভোক্তা ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া দিবে। কারণ, ব্রাহ্মণগণের বাক্যই প্রমাণ (তাহাই শাস্ত্র), তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক।১৫৪-৫৫।

সুবর্ণময়, লৌহ-নির্মিত, তাম্র, রজত বা কাংস্যঘটিত পাত্রে যে ভিক্ষা দেয়, তাহার কোনই ধর্ম্ম হয় না, ভিক্ষুক সেই অন্ন ভোজন করিয়া পাপভাগী হয়। আপৎকালেও (অন্য কোন পাত্র না জুটিলেও) কখনও কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে না। যতিগণ (ব্রতী ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী) পলাশ পাতায়, শাল পাতে বা কলা পাতায় ভোজন করিবেন, গৃহস্থ অভাব পক্ষে কাঁসার পাত্রে ভোজন করিতে পারে।১৫৬-১৫৭।

কাঁসার পাত্রের যে দোষ এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী গৃহস্থের যে পাপ—এই উভয়ই কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতি প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে ঋষিগণ আরও বলিয়া থাকেন। ভৈক্ষ্যাশ্রমী (সন্ন্যাসী)—সুবর্ণ, লৌহ, তাম্রময় পাত্রে কিংবা কাংস্য, রৌপ্যময় পাত্রে ভোজন করিলেও পাপভাগী হইবেন না, কিন্তু উক্ত পাত্রাধারে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিলে পাপগ্রস্ত হইবেন।১৫৮-৫৯।

গৃহস্থ যতিকে দান কালে প্রথমে তাঁহার হাতে জল দিবে, পরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া আবার জল দিবে,

অত্রাপ্যুদাহরন্তি ॥
সৌবর্ণায়সতাম্রেষু কাংস্যরৌপ্যময়েষু চ।
ভুঞ্জন্ ভিক্ষুর্ন দুষ্যেত দুষ্যেচ্চৈব পরিগ্রহাৎ ॥১৫৯॥
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভিক্ষাং দদ্যাৎ পুনর্জলম্।
তদ্ভৈক্ষ্যং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥১৬০॥
চরেন্মাধুকরীং বৃত্তিমপি ম্লেচ্ছকুলাদপি।
একান্নং নৈব ভোক্তব্যং বৃহস্পতিকুলাদপি ॥১৬১॥
অনাপদি চরেদ্ যস্তু সিদ্ধং ভৈক্ষং গৃহে বসন্।
দশরাত্রং পিবেদ্বজ্রমাপস্তু ত্র্যহমেব চ ॥১৬২॥
গোমূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকং ঘৃতপাচিতম্।
এতদ্বজ্রমিতি প্রোক্তং ভগবানত্রিরব্রবীৎ ॥১৬৩॥

এইরূপ হইলে ঐ দত্ত বস্তু সুবর্ণপর্ব্বত মেরুর তুল্য হয়, জলও সাগরসদৃশ হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই—যতিকে জলদানপূর্ব্বক ভিক্ষাদান মেরুদানের তুল্য পুণ্যজনক এবং তাঁহার যৎ-কিঞ্চিৎ জলদানও সাগর দানের তুল্য ফলদায়ক হইয়া থাকে।১৬০।

যতি ব্যক্তি জীবিকার্থ ভ্রমরের পুষ্পরস সংগ্রহের মত বিভিন্ন গৃহে ভিক্ষাচরণ করিবেন, এমন কি ম্লেচ্ছগৃহ হইতেও ভিক্ষা সংগ্রহ দূষণীয় নহে, কিন্তু বৃহস্পতিতুল্য হইলেও ঐ একটি গৃহস্থের বাটী হইতে সংগৃহীত অন্ন ভোজন করিবেন না। আপৎকাল না হইলে যে যতি বাটীতে বসিয়া সঞ্চিত ভৈক্ষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি শুদ্ধ্যর্থ দশ দিন বজ্র নামক দ্রব্য পান করিয়া তিন দিন জলপান করিবেন। অতঃপর বজ্রনামক পেয় দ্রব্যের বর্ণনা করা হইতেছে—গোমূত্রমিশ্রিত ঘৃতসিদ্ধ যাবককে (যবচূর্ণ) ভগবান্ অত্রি বজ্র বলিয়াছেন।১৬১-৬৩।

অতঃপর পারিভাষিক ভিক্ষুকগণের বর্ণনা করা যাইতেছে,—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থিত ব্যক্তি, সন্ন্যাসী, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, পথিক, অল্প জীবিকাসম্পন্ন এই—ছয়জন ভিক্ষুক নামে কথিত আছে। ১৬৪।

(গর্ভস্থ সন্তানের ছয়মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গর্ভিণী স্ত্রীতে গৃহী উপগত হইতে পারে। তৎপরে প্রসূত সন্তানের দন্তোদ্গম হইলে স্ত্রীকে কামনা করিবে,—ইহাই ধর্ম্মসম্মত। ক্রমতঃ যদৃচ্ছাচার দেখা যায়।) অনন্তর পঞ্চ মহাপাতকের

ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৬৪॥
ষণ্মাসান্ কাময়েন্মর্ত্ত্যো গর্ভিণীমেব চ স্ত্রিয়ম্।
আ দন্তজননাদূর্দ্ধ্বমেষ ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥১৬৫॥
ব্রহ্মহা প্রথমশ্চৈব দ্বিতীয়ং গুরুতল্পগঃ।
তৃতীয়স্তু সুরাপোঽয়ং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে ॥ ১৬৬॥ (ক)
পাপানাঞ্চৈব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ।
এষামেব বিশুদ্ধ্যর্থং চরেদ্বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ (খ)
ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণ্যকামশ্চেদ্ ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥১৬৭॥
অর্দ্ধন্তু ব্রহ্মহত্যায়াঃ ক্ষত্রিয়েষু বিধীয়তে।

স্বরূপ ও প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন—প্রথম মহাপাতকী ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী দ্বিতীয়, সুরাপায়ী তৃতীয় মহাপাতকী, চতুর্থ সুবর্ণ (অন্যূন ১ তোলা পরিমাণ) অপহরণকারী, এই সকল মহাপাতকীর গুরুতর সংসর্গ (যাজন. যৌন-সংসগ, অন্নভোজন, বেদাধ্যাপনা প্রভৃতি) পঞ্চম মহাপাতক নামে কথিত আছে। এই সকল মহাপাতকের মধ্যে অজ্ঞানতঃ অনিচ্ছাবশে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণ পাপশুদ্ধির জন্য তিন বর্ষ এক অনুক্রমে কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয় করিবে।১৬৫-৬৭।

ক্ষত্রিয়হত্যাকারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক অনুষ্ঠান করিবে, বৈশ্য-হত্যাকারীর পক্ষে ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের ছয়ভাগের একভাগ ও শূদ্রহত্যাকারীর বার ভাগের একভাগ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। ঐ সময়ে তাহারা তিন মাস নক্তব্রত করিবে এবং ভূমিতে শয়ন করিবে। ১৬৮-৬৯।

স্ত্রী হত্যাকারী একবর্ষ ধরিয়া কৃচ্ছ্রব্রতের আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। রজক (ধোবা) শৈলূষ (নাট্য-জীবী) বেণু কর্ম্মে জীবিকানির্ব্বাহকারী (ডোম জাতি)—ইহাদের পক্কান্ন একবার অজ্ঞানতঃ ভোজনকারী ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। ১৭০।

(ক) আপো গাবস্তিলাভূমির্গন্ধো বা স্তেয়তে তপা।
(খ কৃচ্ছ্রাণ্যনুক্রমাৎ—পা.

ষড়্ভাগো দ্বাদশশ্চৈব বিট্‌শূদ্রয়োস্তথা ভবেৎ। ১৬৮॥
ত্রীন্ মাসান্নক্তমশ্নীয়াদ্ভূমৌ শয়নমেব চ ॥১৬৯॥
স্ত্রীঘাতঃ শুধ্যতেঽপ্যেবং চরেৎ কৃচ্ছ্রাব্দমেব চ।
রজকঃ শৈলূষশ্চৈব বেণুকর্ম্মোপজীবনঃ ॥
এতেষাং যস্তু ভুঙ্‌ক্তে বৈ দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ। ১৭০॥
সর্ব্বান্ত্যজানাং গমনে ভোজনে সম্প্রবেশনে ॥
পরাকেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভগবানত্রিরব্রবীৎ। ১৭১॥
চাণ্ডালভাণ্ডে যত্তোয়ং পীত্বা চৈব দ্বিজোত্তমঃ ॥
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তত্রিংশদহান্যপি। ১৭২॥
সংস্পৃষ্টং যস্তু পক্কান্নমন্ত্যজৈর্ব্বাঽপ্যুদক্যয়া ॥
অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যধর্ম্মমাচরেৎ ।১৭৩
চাণ্ডালান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে চাতুর্ব্বর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ। ১৭৪॥
ষড়্রাত্রমাচরেদ্বৈশ্যঃ পঞ্চগব্যং তথৈব চ ॥
ত্রিরাত্রমাচরেচ্ছূদ্রো দানং দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥ ১৭৫॥
ব্রাহ্মণো বৃক্ষমারূঢ়শ্চাণ্ডালো মূলসংস্পৃশঃ।
ফলান্যত্তি স্থিতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ। ১৭৬॥
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥
নক্তভোজী ভবেদ্বিপ্রো ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি। ১৭৭॥
একবৃক্ষসমারূঢ়শ্চাণ্ডালো ব্রাহ্মণস্তথা ॥
ফলান্যত্তি স্থিতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ। ১৭৮॥
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। ১৭৯
একশাখাসমারূঢ়শ্চাণ্ডালো ব্রাহ্মণো যদা ॥
ফলান্যত্তি স্থিতস্তত্র প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ। ১৮০॥
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৮১॥
স্ত্রিয়া ম্লেচ্ছস্য সম্পর্কাচ্ছুদ্ধিঃ সান্তপনে তথা।
তপ্তকৃচ্ছ্রং পুনঃ কৃত্বা শুদ্ধিরেষাঽভিধীয়তে ॥১৮২॥

সকল প্রকার অন্ত্যজ জাতির স্ত্রী সংসর্গে, তাহাদের অন্নভোজনে, সহাবস্থানে পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধি হইবে ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। চাণ্ডালের পাকপাত্রে বা উচ্ছিষ্ট পাত্রে ব্রাহ্মণোত্তম জলপান করিয়া সাইত্রিশ দিন ধরিয়া গো-মূত্রে যাবক সিদ্ধ করিয়া আহার করিলে শুদ্ধ হইবেন। ১৭১-৭২।

স্বয়ং বা স্বজাতি পক্কান্নকে যদি অন্ত্যজ জাতি অথবা রজস্বলা রমণী স্পর্শ করে, অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিলে শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবেন। চাণ্ডালান্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইতেছে—ব্রাহ্মণ পাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ করিবেন, ক্ষত্রিয় সান্তপন ব্রত, বৈশ্য ছয় দিনব্যাপী পঞ্চ-গব্যপান এবং শূদ্র তিনদিন পঞ্চগব্য পান করিবেন। পরে উক্ত ব্রতান্তে সকলেই দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ১৭৩-৭৫।

ব্রাহ্মণ একটি গাছের উপরে উঠিয়াছেন আর চণ্ডাল তাহার গোড়া ছুঁইয়া আছে, চণ্ডালস্পৃষ্ট সেই গাছে বসিয়া ব্রাহ্মণ ফল খাইলে, তাহাতে ব্যবস্থিত প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—উক্ত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিকট ঐ পাপের কথা জানাইয়া প্রক্ষালিত আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করতঃ স্নান করিবেন, ঐদিন দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া নক্ত ব্রত করিবেন এবং ঘৃত পান দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ১৭৬-১৭৭।

আবার প্রশ্ন হইতেছে—একই বৃক্ষে ভিন্ন শাখায় ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উঠিয়া যদি ফল খায়, তাহা হইলে উহাতে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে? এক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ ঐ কুকার্য্যের কথা ব্রাহ্মণগণকে জানাইয়া তাঁহাদের অনুমতি ক্রমে সবস্ত্রে (পরিহিত বস্ত্র প্রথমে ধুইয়া সেই আর্দ্র বস্ত্রে) স্নান করিবেন এবং অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ১৭৮ ১৭৯।

আর যদি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল গাছের এক ডালে থাকিয়া ফল খায়, তবে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান তাহা বলিতেছেন। ত্রিরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পান দ্বারা ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবেন। ম্লেচ্ছ জাতির স্ত্রীর সংস্পর্শে সান্তপন ব্রত, পুনঃ সংস্পর্শে তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত শুদ্ধির কারণ হইবে। নিজ স্ত্রীর মত যদি ম্লেচ্ছ-সঙ্গতা নারীকে গমন করিয়া

সংবর্ত্তেত যথা ভার্য্যাং গত্বা ম্লেচ্ছস্য সঙ্গতাম্ ।
সচেলং স্নানমাদায় ঘৃতস্য প্রাশনেন চ ॥১৮৩॥
স্নাত্বা নদ্যুদকৈশ্চৈব ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ।
সংগৃহীতামপত্যার্থমন্যৈরপি তথা পুনঃ ॥১৮৪॥
চণ্ডালম্লেচ্ছশ্বপচকপালব্রতধারিণঃ ।
অকামতঃ স্ত্রিয়ো গত্বা পরাকেণ বিশুধ্যতি ॥১৮৫॥
কামতস্তু প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ ।
স এব পুরুষস্তত্র গর্ভো ভূত্বা প্রজায়তে ॥১৮৬॥
তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রং কুরুতে দ্বিজঃ ।
তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তশ্চাণ্ডালং স্পৃশতে দ্বিজঃ ॥

তাহার সহিত বসবাস করে, তবে সচেল স্নানান্তে ঘৃত প্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সন্তানোৎপাদনের জন্য সংগৃহীতা রমণী যদি সেইরূপ অপর কর্ত্তৃক সংগৃহীতা হইয়া থাকে, সেই রমণীতে নিজস্ত্রীবৎ গমনাদি ব্যবহারেও পবিত্র নদীজলে স্নান ও ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। চণ্ডাল, যবন, শ্বপচ (কুকুর মাংসভোজী বা কুকুর পোষক) এবং কাপালিকের স্ত্রীতে অজ্ঞানতঃ সকৃৎ গমন করিলে পরাক ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৮০-৮৫।

কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল স্ত্রীতে গমনকারী বা তাহাতে সন্তানের উৎপাদক তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। যুক্তি এই ঐ স্ত্রীতে সন্তানজনক ব্যক্তি গর্ভস্থ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিজাতি তৈল মাখিয়া বা ঘৃত মাখিয়া সেই অবস্থায় যদি মলমূত্র ত্যাগ করে, অথবা তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত দেহে দ্বিজাতি চণ্ডাল স্পর্শ করে, তবে পাপক্ষালনার্থ অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। ১৮৬-৮৭।

দেহচ্যুত কেশ, বৃশ্চিক শতপদী প্রভৃতি কীট, ঐরূপ নখ, স্নায়ু (নাড়ীভুড়ি), অস্থিকণ্টক স্পর্শ করিলে নদীতে অবগাহন স্নান করিবে ও ঘৃত প্রাশন করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। মাছের হাড়, শৃগালের হাড (কুকুর, বিড়াল, ছাগল প্রভৃতির হাড়ও), দেহচ্যুত নখ, ঝিনুক, কড়ি, স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া সুবর্ণপাত্রে সন্তপ্ত ঘৃতপানান্তে শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৮৮-৮৯।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৮৭॥
কেশকীটনখস্নায়ু অস্থিকণ্টকমেব চ ॥
স্পৃষ্ট্বা নদ্যুদকে স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি । ১৮৮॥
মৎস্যাস্থিজম্বুকাস্থানি নখশুক্তিকপর্দিকাঃ ॥
স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বা হেমতপ্তঘৃতং পীত্বা বিশুধ্যতি । ১৮৯॥
গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলচক্রেক্ষুচক্রয়োঃ ॥
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীণাঞ্চ ব্যাধিতস্য চ । ১৯০॥
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদকর্ম্মণা ॥
নাঽপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা ।১৯১॥
পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোমগন্ধর্ব্ববহ্নিভিঃ ॥

অতঃপর স্বতঃশুদ্ধির স্থান বলিতেছেন—গো-স্থিতির স্থানে (গোকুল বা গোষ্ঠে), কন্দুশালায় (যে গৃহে খই মুড়ি প্রভৃতি ভাজা হয় সেই গৃহে), তৈল যন্ত্রে (ঘানীতে), ইক্ষুচক্রে (আক মাড়িবার যন্ত্রে) সমস্তই শুদ্ধ, এখানে শুচি অশুচি বিচার করিবে না, এইরূপ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ও রোগীর পক্ষে সমস্তই শুদ্ধ বলিয়া ধরিবে। স্ত্রীলোক উপপতি সংসর্গে চিরদিনের জন্য অশুচি হয় না, ব্রাহ্মণও অবৈদিক কর্ম্ম দ্বারা চিরপতিত হয় না। জলে মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিলেও তাহা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকিবে না। অগ্নি প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা (দাহরোধক মণিযোগে) সাময়িকভাবে দগ্ধ করে না, অথবা অপবিত্র বস্তু দগ্ধ করিয়াও দাহিকাশক্তিহীন হয় না। এ বিষয়ে যুক্তি প্রমাণ দেখাইতেছেন—বেদে আছে সোম দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিদেবতা পূর্ব্বে স্ত্রী জাতিকে ভোগ করিয়াছেন, মনুষ্য পরে তাহাদিগকে ভোগ করে (যথা "সোমোঽদদদ্ গন্ধর্বায় গন্ধর্বোঽদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদ্ অগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্" সামবেদীয় বৈবাহিক মন্ত্র) অতএব অপরের ভোগ দ্বারা বা অন্য কোন কারণে তাহারা কখনই অপবিত্রা হয় না। ১৯০-৯২।

তবে অসবর্ণ জাতির সহিত উপগতা হইবার পর তাহার যোনির মধ্যে যে গর্ভসঞ্চার হয়, তাহাতে যতক্ষণ সেই গর্ভকে সে প্রসব না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সে অপবিত্রা (বৈদিক স্মার্ত্তকর্ম্মে অনর্হা) জানিবে।

ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চান্ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ। ১৯২॥
অসবর্ণৈস্তু যো গর্ভঃ স্ত্রীণাং যোনৌ নিষিচ্যতে ॥
অশুদ্ধা সা ভবেন্নারী যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি। ১৯৩॥
বিমুক্তে তু ততঃ শল্যে রজশ্চাপি প্রদৃশ্যতে ॥
তদা সা শুধ্যতে নারী বিমলং কাঞ্চনং যথা। ১৯৪॥
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না যা যদি বা বিপ্রতারিতা ॥
বলান্নারী প্রভুক্তা বা চৌরভুক্তা তথাঽপি বা। ১৯৫॥
ন ত্যাজ্যা দূষিতা নারী ন কামোঽস্যা বিধীয়তে ॥
ঋতুকাল উপাসীত পুষ্পকালেন শুধ্যতি। ১৯৬॥
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ ॥
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ। ১৯৭॥
এষাং গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাদ্ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ ॥
কৃচ্ছ্রাব্দমাচরেজ্জ্ঞানাদজ্ঞানাদৈন্দবদ্বয়ম্। ১৯৮॥
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী ম্লেচ্ছৈর্বা পাপকর্ম্মভিঃ ॥
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু। ১৯৯॥
বলাদ্ধৃতা স্বয়ং বাপি পরপ্রতারিতা যদি ॥
সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী প্রাজাপাত্যেন শুধ্যতি। ২০০॥
প্রারব্ধদীর্ঘতপসাং নারীণাং যদ্রজো ভবেৎ ॥
ন তেন তদ্ব্রতং তাসাং বিনশ্যতি কদাচন। ২০১॥
মদ্য-সংস্পৃষ্টকুম্ভেষু যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ ॥
কৃচ্ছ্রপাদেন শুধ্যেত পুনঃ সংস্কারমর্হতি। ২০২॥
অন্ত্যজস্য তু যে বৃক্ষা বহুপুষ্পফলোপগাঃ ॥
উপভোগ্যাস্তু তে সর্ব্বে পুষ্পেষু চ ফলেষু চ। ২০৩॥
চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং যত্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ ॥

সেই শেলস্বরূপ গর্ভ উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে এবং পুনরায় রজোদর্শন হইলে তখন সেই নারী শুদ্ধা হইবে, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সোনায় খাদ থাকিলে তৎকালে সে উজ্জ্বল থাকে না, পরে বহ্নিসন্তাপনে খাদ মরিলে আবার সে উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ অপবিত্র গর্ভের সংযোগে নারী অপবিত্রা, সেই অপবিত্র সম্বন্ধ দূর হইলেই সে আবার শুচি হইবে। ১৯৩-৯৪।

নিজের ইচ্ছায় অথবা অপরের প্রতারণায় ভুলিয়া যে নারী ভ্রষ্টা হইয়াছে, কিংবা যে নারী অপর কর্ত্তৃক বলপ্রয়োগে অথবা দস্যু তস্কর দ্বারা উপভুক্তা হইয়াছে, সে দূষিতা বটে, কিন্তু পরিত্যাজ্যা নহে, কেবল তাহাকে উপভোগ করিবে না, ইহাতে কামপ্রবৃত্তি নিষিদ্ধ এইমাত্র, তবে তাহার পুনঃ ঋতুকালের প্রতীক্ষা করিবে, ঋতুস্নানে তাহার শুদ্ধি হইবে। ১৯৫-৯৬।

রজক, চর্ম্মকার, নাট্যজীবী, বরুড়, কৈবর্ত্ত (ধীবর), শবহারক (মুদ্দফরাস) ও ভিল (ব্যাধ ও সাঁওতাল) এই সাতটি জাতি অন্ত্যজ নামে কথিত আছে। ইহাদের স্ত্রীতে মোহবশতঃ রমণ করিলে, তাহাদের অন্ন খাইলে ও দান গ্রহণ করিলে বৎসরব্যাপী কৃচ্ছ ব্রত আচরণ করিবে, ইহা জ্ঞানতঃ পক্ষে, অজ্ঞানতঃ হইলে দুইটি চান্দ্রায়ণ বিহিত। যে নারীকে ম্লেচ্ছ জাতি অথবা অন্য কোন পাপী ব্যক্তি একবার ভোগ করিয়াছে, সেই রমণী একটি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা ও ঋতুকালে রজঃস্রাব দ্বারা শুদ্ধা হয়। ১৯৭-৯৯।

কোন রমণী বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইলে কিংবা স্বেচ্ছায় অথবা পরের প্রতারণায় ভুলিয়া কোন পুরুষ কর্ত্তৃক একবার উপভুক্তা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা শুদ্ধা হইবে। দীর্ঘকালীন ব্রতাবলম্বনের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের ঋতু হইলেও তাহাতে তাহাদের কদাচ ব্রতভঙ্গ হয় না। ২০০-২০১।

ব্রাহ্মণ যদি মদ্যস্পৃষ্ট ভাণ্ডে জলপান করে, তবে একপাদ প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু পুনরায় উপনয়নসংস্কারার্হ হয়। অন্ত্যজ জাতির (রজকাদির) বহু ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষগুলির ফুল ও ফলভোগে সকলেরই অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করিলে পাতিত্য হয় না। ২০২-৩।

সাক্ষাৎ চণ্ডালস্পৃষ্ট জল যদি ব্রাহ্মণ পান করে, তবে একপাদ কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনির মত। কোনও কূপে শ্লেষ্মা, চর্ম্মপাদুকা, বিষ্ঠা, মূত্র, স্ত্রীলোকের রজঃ কিংবা মদ্য পতিত হইলে সেই দূষিত কূপজল পান করিলে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? ২০৪-৫।

ব্রাহ্মণ তিন দিন, ক্ষত্রিয় দুই দিন, বৈশ্য একদিন

কৃচ্ছ্রপাদেন শুধ্যেত আপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ। ২০৪॥
শ্লেষ্মোপানহবিণ্মূত্রস্ত্রীরজোমদ্যমেব চ ॥
এভিঃ সন্দূষিতে কূপে তোয়ং পীত্বা কথং বিধিঃ। ২০৫॥
একং দ্ব্যহং ত্র্যহঞ্চৈব দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্ ॥
প্রায়শ্চিত্তং পুনশ্চৈব নক্তং শূদ্রস্য দাপয়েৎ। ২০৬॥
সদ্যো বান্তে সচেলং তু বিপ্রস্তু স্নানমাচরেৎ ॥
পর্য্যুষিতে ত্বহোরাত্রমতিরিক্তে দিনত্রয়ম্। ২০৭॥
শিরঃ কণ্ঠোরুপাদাংশ্চ সুরয়া যস্তু লিপ্যতে ॥
দশষট্‌ত্রি তথৈকাহং চবেদেবমনুক্রমাৎ। ২০৮॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তি ॥
প্রমাদাম্মদ্যমসুরাং সকৃৎ পীত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্রযাবকাহারো দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥২০৯॥
মদ্যপস্য নিষাদস্য যস্তু ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজোত্তমঃ।
ন দেবা ভুঞ্জতে তত্র ন পিবন্তি হবির্জ্জলম্ ॥২১০॥
চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী ঋতুভ্রষ্টা চ ব্যাধিতঃ।
প্রজাপত্যেন শুদ্ধ্যেত ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ ॥২১১॥
যে চ প্রব্রজিতা (ক) বিপ্রাঃ প্রব্রজ্যাগ্নি-
জলাদিতঃ ॥
অনাশকান্নিবর্ত্তন্তে চিকীর্ষন্তি গৃহস্থিতিম্। ২১২॥
ধারয়েত্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥
জাতকর্ম্মাদিকং প্রোক্তং পুনঃ সংস্কারমর্হতি। ২১৩॥
নাশৌচং নোদকং নাশ্রু নাপবাদানুকম্পনে ॥
ব্রহ্মদণ্ডহতানাং তু ন কার্য্যং কটধাবণম্। ২১৪॥
স্নেহং কৃত্বা ভয়াদিভ্যো যস্ত্বেতানি সমাচরেৎ ॥

সাধ্য ব্রত (উপবাস) করিয়া শুদ্ধ হইবেন এবং শূদ্র সে ক্ষেত্রে নক্তব্রত আচরণ করিবে। সদ্যঃ বমনস্পর্শে ব্রাহ্মণ সচেল স্নান করিবেন, কিন্তু পর্য্যুষিত (একদিনের বাসি) বান্ত বস্তুস্পর্শে অহোরাত্র উপবাস, তদধিক দিনের পর্য্যুষিত বমন দ্রব্য স্পর্শ করিলে, তিনদিন উপবাস বিহিত। ২০৬-৭।

ব্রাহ্মণের মস্তকে সুরা লিপ্ত হইলে দশাহসাধ্য ব্রত (গোমূত্রে যাবকাহার) আচরণীয়, এইরূপ কণ্ঠে হইলে ছয়দিন সাধ্য, ঊরুদেশে তিন দিন, পায়ে সুরাস্পর্শ হইলে একাহ ব্রত কর্ত্তব্য। ২০৮।

এরূপ স্থলে কেহ কেহ বলেন, গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই তিন প্রকার সুরার মধ্যে গৌড়ী (গুড় হইতে উৎপন্ন) ও মাধ্বী (মধু হইতে জাত) গৌণীসুরা যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ একবার পান করে অথবা পনসাদি এগার প্রকার মদ খায়, তবে দশ দিন গোমূত্রে যাবক সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ২০৯।

যে উত্তম ব্রাহ্মণ মদ্যপানরত ব্যক্তির অথবা চণ্ডালের অন্ন (তণ্ডুলাদি) ভোজন করেন, দেবতারা তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন না, এমন কি তৎপ্রদত্ত হবিঃ (আহুতি) অথবা জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। ২১০।

যে রমণী মৃতস্বামীর সহমরণার্থ বা অনুমরণার্থ চিতায় আরোহণ করিয়া ভয়ে বা কষ্টে চিতা হইতে নামিয়া পড়ে, অথবা যে নারী রোগবশতঃ রজোহীনা হইয়া আছে, প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান ও দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে। ২১১।

যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস লইয়া তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ হইতে চায়, কিংবা যাহারা অগ্নিযোগে বা জলপ্রবেশে বা অনশনে বৈধভাবে দেহত্যাগে উদ্যত হইয়া পুনশ্চ গৃহী হইবার ইচ্ছায় গৃহীত ব্রত ত্যাগ করে, সেই সকল অবকীর্ণী ব্রাহ্মণাধমের প্রায়শ্চিত্ত তিনটি প্রাজাপত্য অথবা একটি চান্দ্রায়ণ বিহিত আছে। উক্ত ব্রতান্তে জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার পুনঃ করণীয়। ২১২-১৩।

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে অশৌচ, তর্পণ, জলদান, অশ্রুপাত, গুণকীর্ত্তন, দয়া প্রকাশ করিবে না পুত্রাদির পক্ষে মহাগুরু নিপাত জন্য কট—শয়নও (তৃণ শয্যায় শয়ন) নিষিদ্ধ। ২১৪।

স্নেহবশতঃ অথবা ঐহিক ভয়ে, প্রলোভনে বা মোহে পড়িয়া যদি কেহ তাহার অশৌচাদি গ্রহণ করে, তবে গোমূত্রে সিদ্ধ যাবক আহার করিয়া একটি কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বৃদ্ধ হওয়ায় যিনি শৌচাচার ভুলিয়া গিয়াছেন, সুস্থতা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া

(ক) যে প্রত্যবসিতা—পা.

গোমূত্রযাবকাহারঃ কৃচ্ছ্রমেকং বিশোধনম্। ২১৫॥
বৃদ্ধঃ শৌচস্মৃতের্লুপ্তঃ প্রত্যাখ্যাতভিষক্‌ক্রিয়ঃ॥
আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু ভৃগ্বগ্ন্যনশনাম্বুভিঃ। ২১৬॥
তস্য ত্রিরাত্রমাশৌচং দ্বিতীয়ে ত্বস্থিসঞ্চয়ম্॥
তৃতীয়ে তূদকং কৃত্বা চতুর্থে শ্রাদ্ধমাচরেৎ। ২১৭॥
যস্যৈকাঽপি গৃহে নাস্তি ধেনুর্বৎসানুচারিণী॥
মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্য তমঃ-ক্ষয়ঃ। ২১৮॥
অতিদোহাতিবাহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন বা॥
নদীপর্ব্বতসংরোধে মৃতে পাদোনমাচরেৎ। ২১৯॥
অষ্টাগবং ধর্ম্মহলং যড়্‌গবং ব্যাবহারিকম্॥

চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং (ক) গববধ্যকৃৎ। ২২০॥
দ্বিগবং বাহয়েৎ পাদং মধ্যাহ্নং তু চতুর্গবম্॥
ষড়্‌গবং তু ত্রিপাদোক্তং পূর্ণাহস্ত্বষ্টভিঃ স্মৃতঃ। ২২১॥
কাষ্ঠলোষ্ট্রশিলাগোঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ॥
প্রাজাপত্যং চরেন্মৃৎসা অতিকৃচ্ছ্রস্তু আয়সৈঃ। ২২২॥
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্॥
অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্। ২২৩॥
শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশার্দূলগর্দভান্॥
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। ২২৪॥
মার্জার-গোধা-নকুল-মণ্ডূকাংশ্চ পতত্রিণঃ॥

চিকিৎসকগণকে যিনি বিদায় দিয়া মৃত্যুর জন্য ভৃগুদেশ (পর্ব্বতের উচ্চতট) হইতে পতনে, অগ্নি ও জল-প্রবেশে অথবা অনশনে আত্মহত্যা করিয়াছেন তাঁহার পুত্রাদি সপিণ্ডে তিন দিন মাত্র অশৌচ হইবে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় দিনে গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ, তৃতীয় দিনে তর্পণ ও দশপিণ্ড দান ও চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে। ২১৫-১৭

যে গৃহস্থের গৃহে বৎসানুগামিনী একটি গাভীও পালিত হয় না, তাহার মঙ্গলের আশা কোথায়? তাহার দুঃখনাশ বা পাপক্ষয়ের সম্ভাবনাই বা কোথায়? উদ্দেশ্য—এই যে নিত্য সবৎসা গাভীকে গোগ্রাস দানে মহাপাতকাদি পাপ নষ্ট হয়, যাহার গৃহে তাহা সম্ভব হয় না, তাহার পাপক্ষালন ও অন্যান্য মঙ্গল কিরূপে হইবে? ২১৮।

গাভীর অত্যধিক দোহনে, বৃষের অতিমাত্রায় হল ও শকট বাহনে, রজ্জু প্রবেশের জন্য নাসিকাভেদে অথবা নদী পর্ব্বতে আটকাইয়া গোহত্যায় গোবধ ও বৃষবধ-প্রায়শ্চিত্তের একপাদ ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়। ২১৯।

আটটি গরুর দ্বারা একখানি হল পর্য্যায়ক্রমে বাহিত হইলে তাহাই ধর্ম্ম হল, অর্থাৎ ধর্ম্মসঙ্গত হলবাহন। ছয়টি বলীবর্দ্দের দ্বারা উহার সম্পাদন বাণিজ্যের উপযোগী, নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের চারিটি গরু দ্বারা হল-বাহন হইয়া থাকে, আর দুইটি গরুর দ্বারা হলবাহন একপ্রকার গোহত্যারই কারণ। ২২০।

দুইটি বৃষ দ্বারা হলবাহন এক প্রহর পর্য্যন্ত করণীয়। চারিটি বৃষে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, ছয় বৃষে অপরাহ্ণ অবধি, আটটি বৃষে হলবাহন সম্পূর্ণ দিন ধরিয়া হইতে পারিবে। কাঠ, ঢিল, পাথর দিয়া প্রহারে গোহত্যাকারী কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিবে। মাটীর ঢেলা দ্বারা গোহত্যা করিলে প্রাজাপত্য অনুষ্ঠেয়। লৌহদণ্ড প্রভৃতির আঘাতে গোবধকারী ব্যক্তির পক্ষে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত। ২২১-২২।

গোবধ প্রায়শ্চিত্তে বিশেষ এই, যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পর দশটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে এবং একটি বৃষ ও গো দক্ষিণা দিবে। শরভ (অষ্টাপদ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র ও গর্দ্দভ হত্যা করিলে শূদ্র হত্যায় নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। ২২৩-২৪।

বিড়াল, গোধা (গোসাপ), নকুল, ভেক ও পক্ষীদিগকে হত্যা করিয়া পাপক্ষালনার্থ তিন দিন দুগ্ধপান অথবা কৃচ্ছ্রপাদ ব্রতাচরণ করণীয়। চণ্ডালসংস্পৃষ্ট অথবা বিষ্ঠা-মূত্র-সংস্পৃষ্ট অন্নভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস ব্রত দ্বারা শুদ্ধি হইবে, এইরূপ উচ্ছিষ্ট ভোজনেও আচরণীয়। ২২৫-২৬।

দীর্ঘিকা, কূপ, তড়াগ (দীর্ঘ জলাশয়) শবাদি স্পর্শে দূষিত হইলে তাহার শুদ্ধি বলা হইতেছে, ঐ সকল জলাশয় হইতে পূর্ণ একশত কলস জল তুলিয়া ফেলিয়া পঞ্চগব্য তথায় নিক্ষেপ করিবে। ২২৭।

(ক) বধ্যতে সহ—পা.

হত্বা ত্র্যহং পিবেৎ ক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকঞ্চরেৎ। ॥২২৫

চাণ্ডালস্য চ সংস্পৃষ্টং বিণ্মূত্রস্পৃষ্টমেব বা ॥
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টং তথাচরেৎ। ২২৬॥

বাপীকূপতড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্ ॥
উদ্ধরেদ্ ঘটশতং পূর্ণং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি। ২২৭॥

অস্থিচর্মাবসিক্তেষু খরশ্বানাদিদূষিতে ॥
উদ্ধরেত্তুদকং সর্বং শোধনং পরিমার্জনম্ ॥২২৮॥

গোদোহনে চর্মপুটে চ তোয়ং যন্ত্রাকরে কারুকশিল্পিহস্তে।
স্ত্রীবালবৃদ্ধাচরিতানি যান্যপ্রত্যক্ষদৃষ্টানি শুচীনি তানি ॥২২৯॥

প্রাকাররোধে বিসমপ্রদেশে সেনানিবেশে ভবনস্য দাহে।
আরব্ধযজ্ঞেষু মহোৎসবেষু তথৈব দোষা ন বিকল্পনীয়াঃ ॥২৩০॥

প্রপাস্বরণ্যে ঝটকস্য (ক) কূপে দ্রোণ্যাং জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।
শ্বপাকচণ্ডালপরিগ্রহে তু পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥২৩১॥

রেতোবিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টং কৌপং যদি জলং পিবেৎ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাৎ কুম্ভে সান্তপনং তথা ॥২৩২

ক্লিন্নভিন্নশবং যৎ স্যাদজ্ঞানাদুদকং পিবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ পীত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৩৩

উষ্ট্রীক্ষীরং খরীক্ষীরং মানুষীক্ষীরমেব চ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ পীত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৩৪॥

কোন জলপাত্রে অস্থি বা চর্ম্ম পড়িলে অথবা গর্দ্দভ বা কুক্কুরাদি অস্পৃশ্যজীবের স্পর্শ হইলে পাত্রের সমস্ত জল ফেলিয়া দিয়া, তৈজসপাত্র হইলে মাজিয়া লইবে। (মৃৎপাত্র হইলে ফেলিয়া দিবে)। ২২৮।

দুধ দুইবার পাত্রের জল, মোশকের (চর্ম্মপুট) জল, যন্ত্রখনি কারুক (মিস্ত্রী) ও শিল্পীর হাত, স্ত্রীলোক, বালক বা বৃদ্ধের কার্য্য, এবং প্রত্যক্ষত অশুচিরূপে অদৃষ্ট বস্তু সমস্তই পবিত্র বলিয়া গণ্য। প্রাচীরঘেরা স্থানে, দুর্গম স্থানে, সৈন্যনিবেশ (তাবুর) মধ্যে, গৃহদাহ কালে, আরব্ধ যজ্ঞমাত্র বিবাহ পূজাদি মহোৎসব সমুদয়ে অশুচি বিচার করিবে না। ২২৯ ৩০।

প্রপা বা পানশালিকায় (জলসত্রে), অরণ্যস্থ জলাশয়ে, জলোত্তোলনকলসে, কূপে, বা দ্রোণী (চৌবাচ্ছায়) স্থিত জল কিংবা মোশকনির্গত জল যদি শ্বপাক (কুক্কুর পালক) বা চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতি স্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা পান করিলে পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধি হইবে। কূপের জলে শুক্র, বিষ্ঠা, মূত্র স্পর্শ হইলে তাহার পানে ত্রিরাত্রোপবাস প্রায়শ্চিত্ত, কলসের জল ঐরূপে দূষিত হইলে তাহার পানে সান্তপন ব্রত আচরণীয়। ২৩১-৩২।

কোন জলে শবদেহ পচিয়া গলিয়া থাকিলে অজ্ঞানতঃ ঐ জলপায়ী উত্তম ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। উষ্ট্রীর দুধ, গর্দ্দভীর দুধ, নারীর দুধ পান করিয়া ব্রাহ্মণোত্তম তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ করিবেন। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে যে জাতি গণ্য নহে, উচ্ছিষ্টাবস্থায় তাহার স্পর্শ ঘটিলে উত্তম ব্রাহ্মণ পাঁচরাত্রি উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবেন। ২৩৩-৩৫।

গরুর তৃপ্তিদান পর্য্যন্ত জল পবিত্র, কোন বর্ণান্তর বা বিকাররহিত অথবা ভূমিগত, মোশকনির্গত, ধারারূপে পতিত যন্ত্রোদ্ধৃত জলমাত্রই পবিত্র। চণ্ডালস্পর্শে স্নান কর্ত্তব্য, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় চণ্ডাল স্পর্শ হইলে ত্রিরাত্রোপবাসে শুদ্ধি হইবে। ২৩৬-৩৭।

আকর হইতে আনীত বস্তু কখনও অপবিত্র হয় না। একমাত্র সুরার আকর ভিন্ন সর্ব্ববিধ আকরই শুদ্ধ। যব ও ছোলা ডাঁটা হইতে মুক্ত হউক বা না হউক অশুচি হইলেও শুদ্ধ, কিন্তু খর্জ্জুর, কর্পূর এবং অন্য দ্রব্য বিশেষ ভাবে ভ্রষ্ট হইলে (ছড়িয়া লইলে, শুদ্ধ হইবে। ২৩৮-৩৯।

(ক) ঘটকস্য—পা।

বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
পঞ্চরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৩৫॥
শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
চর্মভাণ্ডৈস্তু ধারাভিস্তথা যন্ত্রোদ্ধৃতং জলম্ ॥২৩৬॥
চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টস্তু চ সংস্পৃষ্টস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥২৩৭॥
আকরাহৃতবস্তূনি নাশুচীনি কদাচন।
আকরাঃ শুচয়ঃ সর্বে বর্জয়িত্বা সুরাকরম্ ॥২৩৮॥
ভ্রষ্টাভ্রষ্টা (ক) যবাশ্চৈব তথৈব চণকাঃ স্মৃতাঃ।
খর্জুরাশ্চৈব কর্পূরমন্যদ্ ভ্রষ্টতরং (খ) শুচি ॥২৩৯॥
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীভিরাচরিতানি চ।
অদুষ্টাঃ সততং ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ ॥২৪০॥
বহূনামেব লগ্নানামেকশ্চেদশুচির্ভবেৎ।
অশৌচমেকমাত্রস্য নেতরেষাং কথঞ্চন ॥২৪১॥
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং ভোজনেষু পৃথক্ পৃথক্।
যদ্যেকো লভতে নীলীং সর্বে তেঽশুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৪২

স্ত্রীলোকের কার্য্য নির্বিচারে শুদ্ধ বলিয়া লইবে। ধারারূপে পতিত জল, মধু, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি পবিত্র জানিবে এবং বায়ুতে ধূলা উড়িয়া আসিলে তাহাও শুদ্ধ। বহু বস্তু একসঙ্গে লগ্নভাবে থাকিলে তাহাদের মধ্যে যেটি অপবিত্র হইবে, তাহাই মাত্র পরিত্যাজ্য, অন্যগুলি ব্যবহার্য্য। এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যদি একজনও নীলীরঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে, তবে সকলেই অপবিত্র হইবে। ২৪০-৪২।

ভোজন কালে যাহার কাপড়ে বা কাপড়ের তন্তুতে নীলীরঙ্ (নীল বড়ির রঙ) দেখা যায়, তাহার পাপক্ষালনার্থ ত্রিরাত্রোপবাস বিহিত, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ একদিন উপবাসী থাকিবেন। ২৪৩।

(ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন) সূর্য্য অস্তগমন করিলে বা রাত্রিকালে যদি কেহ অস্পৃশ্য স্পর্শ করে, হে ভগবন্! তখন তো স্নান উচিত নহে, তবে কিসে শুদ্ধি হইবে, মহর্ষে! বলুন। ২৪৪।

(ক) ভৃষ্টাভৃষ্টা—পা; (খ) ভৃষ্টতরং—পা.

যস্য পটে পট্টসূত্রে নীলীরক্তো হি দৃশ্যতে।
ত্রিরাত্রং তস্য দাতব্যং শেষাশ্চৈবোপবাসিনঃ ॥২৪৩॥
আদিত্যেঽস্তমিতে রাত্রাবস্পৃশ্যং স্পৃশতে যদি।
ভগবন্! কেন শুদ্ধিঃ স্যাত্ততো ব্রূহি তপোধন ॥২৪৪॥
আদিত্যেঽস্তমিতে রাত্রৌ স্পৃশন্ হীনং দিবা জলম্।
তেনৈব সর্বশুদ্ধিঃ স্যাচ্ছবস্পৃষ্টস্তু বর্জয়েৎ ॥২৪৫॥
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষয়েত্ততঃ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদ্যস্য চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ ॥২৪৬
দেবযাত্রাবিবাহেষু যজ্ঞপ্রকরণেষু চ।
উৎসবেষু চ সর্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন বিদ্যতে ॥২৪৭॥
আরনালং তথা ক্ষীরং কন্দুকং দধিসক্তবঃ।
স্নেহপক্বঞ্চ তক্রঞ্চ শূদ্রস্যাপি ন দুষ্যতি ॥২৪৮॥
আর্দ্রমাংসং ঘৃতং তৈলং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতা এতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥২৪৯॥

(অত্রি বলিলেন) সূর্য্যদেব অস্ত যাইলে রাত্রিভাগে অস্পৃশ্যস্পর্শকারী দিবাভাগে আনীত জল স্পর্শ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে শুদ্ধিলাভ করিবে। কেবল শবস্পৃষ্ট হইলে শুদ্ধ হইবে না। ২৪৫।

ইতঃপূর্ব্বে যে সকল প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিলাম এবং যে পাতকীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হয় নাই, সেক্ষেত্রে দেশ, কাল, বয়স,. শক্তি বুঝিয়া ও পাপের তারতম্য দেখিয়া লঘু গুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দোল প্রভৃতি দেবযাত্রায়, বিবাহে, যজ্ঞ ব্যাপারে, সর্ব্বপ্রকার উৎসবে ছোঁয়াছুঁয়ি-দোষ গণনা করা হয় না। আরনাল (দ্রুত মলরোধক অন্নবিশেষ, কাঁজি), দুগ্ধ, কন্দুক (খই মুড়ি প্রভৃতি কন্দুপক্ব দ্রব্য), দধি, ছাতু, ঘৃতপক্ব বা তৈলপক্ব, ঘোল এগুলি শূদ্রকৃত হইলেও দোষাবহ নহে। অপক্ব মাংস (কাঁচা মাংস), ঘৃত, তৈল, যে কোন ফলজাত স্নেহ—এগুলি অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডে থাকিলে দুষ্ট, তাহা হইতে নির্গত হইলে পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ শূদ্র জাতির জল যদি পান করে, স্নানান্তে

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৫০॥
আহিতাগ্নিস্তু যো বিপ্রো মহাপাতকবান্ ভবেৎ।
অপ্সু প্রক্ষিপ্য পাত্রাণি পশ্চাদগ্নিং বিনির্দিশেৎ ॥২৫১॥
যোঽগৃহীত্বা বিবাহাগ্নিং গৃহস্থ ইতি মন্যতে।
অন্নং তস্য ন ভোক্তব্যং বৃথাপাকো হি স স্মৃতঃ ॥২৫২॥
বৃথাপাকস্য ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্ দ্বিজঃ।
প্রাণানপ্সু ত্রিরাচম্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৫৩॥
বৈদিকে লৌকিকে বাঽপি হুতোচ্ছিষ্টে জলে ক্ষিতৌ।
বৈশ্বদেবং প্রকুর্বীত পঞ্চসূনাপনুত্তয়ে ॥২৫৪॥

অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবেন। অগ্ন্যাধানের পর ব্রাহ্মণ মহাপাতকগ্রস্ত হইলে অগ্নিচয়নের পাত্রগুলি জলে ফেলিয়া দিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনশ্চ অগ্নি প্রণয়ন করিবেন। যে ব্রাহ্মণ বিবাহাগ্নি (গার্হপত্য অগ্নি) গ্রহণ না করিয়াই গৃহস্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার অন্ন অভোজ্য, সে গৃহস্থ বৃথাপাক নামে অভিহিত হয়। ২৪৬-৫২।

সেই বৃথাপাক ব্যক্তির অন্নভোজনকারী ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তার্হ। সে জলের মধ্যে থাকিয়া তিনবার প্রাণায়াম ও ঘৃত পান করিলে শুদ্ধ হইবে: চুল্লী (উনান), পেষণী (শিল-নোড়া), উপস্কর (মার্জনী), কণ্ডনী (পাত্র-কণ্ডুনী) ও উদকুম্ভ (জলপূর্ণ কলস) এই পাঁচটীর নাম সুনা, পঞ্চসূনা দ্বারা নিয়তই গৃহস্থের পাপ জন্মিয়া থাকে, তাহার ক্ষয়ার্থ বৈদিক (মন্ত্র-সংস্কৃত) অথবা লৌকিক (পাকার্থ প্রজ্বালিত) কিংবা হুতোচ্ছিষ্ট (নিত্য হোমের অবশিষ্ট) অগ্নিতে, জলে, ভূমিতে বৈশ্বদেব ক্রিয়া করণীয়। ২৫৩-৫৪।

দুই ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশেষ গুণবান্ কিন্তু জ্যেষ্ঠ নির্গুণ (পাতকী), এমতাবস্থায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের বিবাহের বা অগ্নিগ্রহণের পূর্ব্বেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গার্হপত্য অগ্নি গ্রহণ করিবেন। ২৫৩।

কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি নিষ্পাপ হয়, তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ বা অগ্নি গ্রহণ করিলে

কনীয়ান্ গুণবান্ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চেন্নির্গুণো ভবেৎ।
পূর্বং পাণিং গৃহীত্বা চ গৃহ্যাগ্নিং ধারয়েদ্ বুধঃ ॥২৫৫॥
জ্যেষ্ঠশ্চেদ্ যদি নির্দোষো গৃহ্ণীয়াদগ্নিমগ্রতঃ।
নিত্যং নিত্যং ভবেত্তস্য ব্রহ্মহত্যা ন সংশয়ঃ ॥২৫৬॥
মহাপাতকসংস্পৃষ্টঃ স্নানমেব বিধীয়তে।
সংস্পৃষ্টস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে স্নানমেব বিধীয়তে ॥২৫৭॥
পতিতৈঃ সহ সংসর্গং মাসার্দ্ধং মাসমেব বা।
গোমূত্র-যাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥২৫৮॥
কৃচ্ছ্রার্ধং পতিতস্যৈব সকৃদ্ ভুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
অবিজ্ঞানাচ্চ তদ্‌ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ ॥২৫৯॥

প্রতিক্ষণে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে। মহাপাতকি-সংস্পর্শ হইলে স্নান বিহিত। অকৃতস্নান মহাপাতকীর স্পর্শকারীর অন্নভোজন করিলেও স্নান কর্ত্তব্য। ২৫৫-৫৭।

যদি কেহ অর্দ্ধমাস (পনর দিন) অথবা পূর্ণ একমাস পতিতগণের সহিত সংসর্গ করে, তবে পনর দিন গোমূত্রে সিদ্ধ যাবক (যবাগূ) আহারে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ পতিতের অন্ন একবার ভোজন করিলে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্রব্রত করিবেন। অজ্ঞানতঃ ভোজনে কৃচ্ছ্র, সান্তপন করণীয়। ২৫৮-৫৯।

পতিতান্ন ভোজন করিলে অথবা চণ্ডালের গৃহে বসিয়া অন্নভোজন করিলে শাতাতপ মুনির মতে পনর দিন কেবল জলপান করিয়া কাটাইবে। গো দ্বারা অথবা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির এবং অন্যান্য পতিতদের দাহ নিষিদ্ধ, এই কথা শঙ্খমুনি বলিয়াছেন। ২৬০-৬১।

যে ব্রাহ্মণ কামান্ধ হইয়া কোনরূপে চণ্ডাল জাতীয়া রমণীতে গমন করে, সে প্রাজাপত্য ব্রতের নিয়মানুসারে তিনটি কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পতিতের অন্ন গ্রহণ করিয়া অথবা ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ যদি সেই অন্ন ত্যাগ করে বা উদ্গিরণ করে, তবে তাহার অতিকৃচ্ছ্র ব্রতের ব্যবস্থা করিবে। অন্ত্যজ ব্যক্তির

পতিতান্নং যদা ভুক্তং ভুক্তং চাণ্ডালবেশ্মনি।
মাসার্ধন্তু পিবেদ্বারি ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥২৬০।
গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অগ্নিনা ন চ সংস্কারঃ শঙ্খস্য বচনং যথা ॥২৬১॥
যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্বশঃ ॥২৬২॥
পতিতাচ্চান্নমাদায় ভুক্ত্বা বা ব্রাহ্মণো যদি।
কৃত্বা তস্য সমুৎসর্গমতিকৃচ্ছ্রং বিনির্দিশেৎ ॥২৬৩॥
অন্ত্যহস্তাচ্ছবে ক্ষিপ্ত-কাষ্ঠলোষ্ট্রতৃণানি চ।
ন স্পৃশেত্তু তথোচ্ছিষ্টমহোবাত্রং সমাচরেৎ ॥২৬৪॥
চাণ্ডালং পতিতং ম্লেচ্ছং মদ্যভাণ্ডং রজস্বলাম্।
দ্বিজঃ স্পৃষ্ট্বা ন ভুঞ্জীত ভুঞ্জানো যদি সংস্পৃশেৎ ॥২৬৫॥
অতঃ পরং ন ভুঞ্জীত ত্যক্ত্বান্নং স্নানমাচরেৎ।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতস্ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
সঘৃতং যাবকং প্রাশ্য ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥ ॥২৬৬॥
ভুঞ্জানঃ সংস্পৃশেদ্ যস্তু বায়সং কুক্কুটং তথা।
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদথোচ্ছিষ্টস্ত্বহেন তু ॥২৬৭॥
আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকে ধর্মে যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসমিতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥২৬৮॥
পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
গবাং গমনে মনুপ্রোক্তং ব্রতং চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥২৬৯॥
অমানুষীষু গোবর্জম্মুদক্যায়ামযোনিষু।
রেতঃ সিক্ত্বা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরেৎ ॥২৭০॥
উদক্যাং সূতিকাং বাঽপি ... স্পৃশতে যদি
ত্রিরাত্রেণৈব শুদ্ধিঃ স্যাদ্বিধিরেষ পুরাতনঃ ॥২৭১॥
সংসর্গং যদি গচ্ছেচ্চেদুদক্যায়া তথাঽন্ত্যজৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তী স বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বং স্নানং সমাচরেৎ ॥২৭২॥

হাত হইতে কাষ্ঠ, লোষ্ট্র বা তৃণ শবের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্পর্শ করিবে না এবং অন্ত্যজ জাতির উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না, ইহা করিলে অহোরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে, পতিতকে বা ম্লেচ্ছকে অথবা মদ্যভাণ্ড ও রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া ঐ দিন ভোজন করিবে না। ভোজন কালে যদি উহাদের স্পর্শ হয়, তবে ঐ অন্ন ত্যাগ করিয়া স্নান করিবে। ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে তিন দিন উপবাসী থাকিয়া সঘৃত যাবক পান করিয়া ব্রত সমাপন কর্ত্তব্য। ২৬২-৬৬।

ভোজন করিতে করিতে যদি কেহ কাক ও কুক্কুট স্পর্শ করে, তবে ত্রিরাত্রোপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে, আর উচ্ছিষ্টাবস্থায় স্পর্শ করিলে একাহোপবাস করণীয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বা অন্য সন্ন্যাসাদি ব্রত গ্রহণ করিয়া যদি তাহা হইতে চ্যুত হয়, তবে সেই অবকীর্ণীর মাসব্যাপী চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ কর্ত্তব্য, ইহা শাতাতপের উক্তি। ২৬৭-৬৮।

গো-ভিন্ন পশু গমনে ও বেশ্যাগমনে একটি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। আর গো-গমনে চান্দ্রায়ণ ব্রত কথিত আছে—ইহা মনুর মত। গো-ভিন্ন মনুষ্যেতর জাতিতে, রজস্বলা রমণীতে, যোনিভিন্ন অন্য দ্বারে কিংবা জলে রেতঃপাত করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন আচরণীয়। ২৬৯-৭০।

রজস্বলা, অনির্গতাশৌচা, নবপ্রসূতা কিংবা অন্ত্যজা রমণীকে যদি স্পর্শ করে, তবে ত্রিরাত্রোপবাস বিধি পূর্ব্ব হইতে বিহিত আছে। যদি কোন ব্যক্তি রজস্বলা নারী সংসর্গ করে, অথবা যদি অন্ত্যজ জাতিদের সহিত ভোজনাদি সংসর্গ করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ জানিবে, প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের পূর্ব্বে স্নান করণীয়। ২৭১-৭২।

মূত্রত্যাগকারী অন্ত্যজাদি স্পর্শে একাহ উপবাস ব্রত করিবেন, এইরূপ বিষ্ঠা ত্যাগ কালে হইলে ত্রিরাত্রোপবাস, পানকালেও ত্রিরাত্র। মৈথুন কালে সংসর্গবিশেষ অনুসারে পঞ্চাহ বা সপ্তাহ উপবাস বিহিত, আর ভোজনে রত থাকা অবস্থায় উহা ঘটিলে প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠেয়। দন্তধাবনকারীর অন্ত্যজাদি স্পর্শে অহোরাত্রোপবাস বিহিত আছে। ২৭৩-৭৪।

রজস্বলা নারী যদি কুক্কুর, চণ্ডাল অথবা কাকের দ্বারা স্পৃষ্টা হয়, তবে তাহার স্পর্শ দিন হইতে রজঃপ্রবৃত্তির

একরাত্রঞ্চরেন্মূত্রং পুরীষং তু দিনত্রয়ম্ ।
দিনত্রয়ং তথা পানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্ত বা ॥২৭৩॥
ভোজনে তু প্রসক্তানাং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ।
দন্তকাষ্ঠে ত্বহোরাত্রমেষ শৌচবিধিঃ স্মৃতঃ ॥২৭৪॥
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শ্বানচণ্ডালবায়সৈঃ ।
নিরাহারা ভবেত্তাবৎ স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥২৭৫॥
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা উষ্ট্রজম্বুকশম্বরৈঃ ।
[illegible]রাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৭৬॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাঽন্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী চ যা ।
একরাত্রং নিরাহারা [illegible]গব্যেন শুধ্যতি ॥২৭৭॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাঽন্যে[illegible]ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়ী চ যা ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্য বচনং যথা ॥২৭৮॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাঽন্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা ।
চতূরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥২৭৯॥
স্পৃষ্টা রজস্বলাঽন্যোন্যং ব্রাহ্মণ্যা শূদ্রসম্ভবা
ষড়্রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণী কামকারতঃ ॥২৮০॥
অকামতশ্চরেদেবং ব্রাহ্মণী সর্বতঃ স্পৃশেৎ ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥২৮১॥
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণেন যঃ ।
ভোজনে মূত্রচারে চ শঙ্খস্য বচনং যথা ॥২৮২॥
স্নানং ব্রাহ্মণসংস্পর্শে জপহোমৌ তু ক্ষত্রিয়ে ।
বৈশ্যে নক্তঞ্চ কুর্বীত শূদ্রে চৈব উপোষণম্ ॥২৮৩॥
চর্মকো রজকো বৈণ্যো ধীবরো নটকস্তথা ।
এতান্ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজো মোহাদাচামেৎ প্রযতোঽপি সন্ ॥২৮৪॥
এতৈঃ স্পৃষ্টো দ্বিজো নিত্যমেকরাত্রং পয়ঃ পিবেৎ ।
উচ্ছিষ্টৈস্তৈস্ত্রিরাত্রং স্যাদ্ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৮৫॥

তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত উপবাস বিহিত, পরে চতুর্থ দিনে স্নানের পর শুদ্ধি হইবে। যদি ঋতুমতী নারী উট, শৃগাল বা শূকর কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হয়, তবে পাঁচরাত্রি উপবাসের পর পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধা হইবে। দুই রজস্বলা নারী পরস্পর স্পর্শ করিলে অর্থাৎ রজস্বলা ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় স্পৃষ্টা ঐরূপ ব্রাহ্মণী নারী হইলে, স্পর্শকারিণী ব্রাহ্মণী একরাত্র উপবাসিনী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন। ২৭৫-৭৭।

রজস্বলা কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা রজস্বলা নারী যদি তাদৃশী ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় স্পৃষ্টা ক্ষত্রিয়ী নারী হয়, তবে ব্রাহ্মণী ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধা হইবেন, ইহা ব্যাসের উক্তি। ঋতুমতী ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক তাদৃশী বৈশ্যনারী স্পৃষ্টা হইলে ব্রাহ্মণী চারি অহোরাত্র উপবাসের পর পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধা হইবেন। ২৭৮-৭৯।

পরস্পর ঐরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণী কর্ত্তৃক শূদ্রা রমণী স্পৃষ্টা হইলে ব্রাহ্মণী নারী ছয়রাত্রি উপবাস করিবে, ইহা জ্ঞানতঃ স্পর্শ স্থানে জানিবে। অজ্ঞান বা অনিচ্ছায় ঋতুমতী চারিবর্ণের রজস্বলা নারী স্পর্শকারিণী ব্রাহ্মণী উক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ আচরণ করিবেন। ইহা তাঁহার শুদ্ধির কথা বলা হইল। ২৮০-৮১।

কোন উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ ভোজনকালে অথবা মূত্র পরিত্যাগের সময় স্পৃষ্ট হইলে শঙ্খমুনির মতে ব্রাহ্মণ স্নান করিবেন, তাদৃশ ক্ষত্রিয় স্পর্শ হইলে জপ হোম, বৈশ্যস্পর্শে দিনোপবাসের পর রাত্রিভোজন ও শূদ্রস্পর্শে উপবাস করিবে। ২৮২-৮৩।

চর্ম্মকার, রজক, বেণুজীবী (ডোম), ধীবর, নাট্যজীবী ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করিলে শুদ্ধ থাকিলেও আচমন করিবেন। ইহারা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তবে ব্রাহ্মণ একরাত্র অবশ্য দুগ্ধপান করিবেন। উচ্ছিষ্ট দেহে তাহারা ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে, ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাসের পর ঘৃতপানে শুদ্ধ হইবেন। ২৮৪-৮৫।

যস্তু ছায়াং শ্বপাকস্য ব্রাহ্মণস্ত্বধিগচ্ছতি।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৮৬॥

অভিশস্তো দ্বিজোঽরণ্যে ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ।
মাসোপবাসং কুর্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥২৮৭॥

বৃথা মিথ্যোপযোগেন ভ্রূণহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
অব্‌ভক্ষো দ্বাদশাহেন পরাকেণৈব শুধ্যতি ॥২৮৮॥

শঠঞ্চ ব্রাহ্মণং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ।
নির্গুণং সগুণো হত্বা পরাকব্রতমাচরেৎ ॥২৮৯॥

উপপাতকসংযুক্তো মানবো ম্রিয়তে যদি।
তস্য সংস্কারকর্তা চ প্রাজাপত্যদ্বয়ঞ্চরেৎ ॥২৯০॥

প্রভুঞ্জানোঽতিসস্নেহং কদাচিৎ স্পৃশ্যতে দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমাচরেন্নক্তৈর্নিঃস্নেহমথ বাচরেৎ ॥২৯১॥

চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ স্নানপূর্ব্বক ঘৃত পান করিয়া পবিত্র হইবেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ অরণ্যে থাকিয়া ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবেন, অথবা মাসোপবাস কিংবা চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। ২৮৬-৮৭।

অযথা মিথ্যা অপবাদ ঘটিলে ভ্রূণহত্যাব্রত করিবে, বারদিন জল মাত্র পান করিয়া কাটাইবে অথবা পরাক ব্রত আচরণ করিবে। ধূর্ত্ত (খল) ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে শূদ্রহত্যাব্রত আচরণীয়। সগুণ ব্রাহ্মণ (অগ্নিহোত্রী বেদজ্ঞ) নির্গুণ (আচারহীন, মূর্খ) ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে পরাক ব্রত কর্ত্তব্য। ২৮৮-৮৯।

উপপাতকী ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার দাহাদিকারী শুদ্ধির জন্য দুইটি প্রাজাপত্য ব্রত করিবেন। ভোজন-কালে কোন ব্রাহ্মণ যদি অত্যধিক স্নেহবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া অন্ন ভোজন করিতে থাকেন তবে তিরাত্র নক্তব্রত করিবেন, আর নিঃস্নেহস্থলে স্পৃষ্ট হইয়া অন্নভোজনকারী উপবাস করিবেন। ২৯০-৯১।

বিড়াল-কাকাদ্যুচ্ছিষ্টং জগ্ধ্বা শ্ব-নকুলস্য চ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেদ্ ব্রাহ্মীং সুবর্চ্চসম্ ॥২৯২॥

উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
স্নাত্বা চ বিপ্রো দিগ্বাসাঃ প্রাণায়ামেণ শুধ্যতি ॥২৯৩॥

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥২৯৪॥

সকৃদ্ দ্বিগুণগোমূত্রং সর্পির্দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
ক্ষীরমষ্টগুণং দেয়ং পঞ্চগব্যে তথা দধি ॥২৯৫॥

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ তুল্যদোষৌ চ বসতো নরকে চিরম্ ॥২৯৬॥

বিড়াল, কাক প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট, কুকুর নকুলের (বেজির) উচ্ছিষ্ট বা কেশ-কীটাদিসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে শক্তিপ্রদ ব্রাহ্মী শাক সিদ্ধ করিয়া খাইবে। উটের গাড়ী বা গর্দ্দভের গাড়ীতে স্বেচ্ছায় চড়িলে এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিলে ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবেন। ২৯২-৯৩।

এই প্রাণায়াম শব্দটি কেবল নিশ্বাস-রোধ-বাচক নহে, কিন্তু পূরক, কুম্ভক, রেচক দ্বারা প্রাণবায়ু রোধ করতঃ ব্যাহৃতি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) প্রণব (ওঁ) ও গায়ত্রীশিরের (আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্) সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিবে, ইহাকেও প্রাণায়াম বলে। পেয় পঞ্চগব্যের পরিমাণ বলা হইতেছে। যতটুকু গোময় লইবে তাহার দ্বিগুণ গোমূত্র, ঘৃত গোময়ের চতুর্গুণ, দুগ্ধ গোময়ের আটগুণ এবং দধিও তাবৎপরিমাণ গ্রহণীয়। ২৯৪-৯৫।

পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র ও সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ উভয়ই তুল্য পাপী, ইহারা বহুকাল নরকে বাস করে। যে সকল ছাগী, গাভী, মহিষী অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহাদের দুগ্ধ

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ অমেধ্যং ভক্ষয়ন্তি যাঃ।
দুগ্ধং হব্যে চ কব্যে চ গোময়ং ন বিলেপয়েৎ ॥২৯৭॥

ঊনস্তনীমধিকাং বা যা চান্যাস্তনপায়িনী।
তাসাং দুগ্ধং ন হোতব্যং হুতং চৈবাহুতং ভবেৎ ॥২৯৮॥

ব্রাহ্মৌদনে চ সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জাতশ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২৯৯॥

রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
স্বসুতান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্॥৩০০

স্বসুতা অপ্রজা তাবন্নাশ্নীয়াত্তদ্গৃহে পিতা।
অন্নং ভুঙ্‌ক্তে তু যো মোহাৎ পূয়ং স
নরকং ব্রজেৎ ॥৩০১॥

অধীত্য চতুরো বেদান্ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
নরেন্দ্রভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥৩০২॥

নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ ষণ্মাসে মাসিকেঽব্দিকে।
পতন্তি পিতরস্তস্য যো ভুঙ্‌ক্তেঽনাপদি দ্বিজঃ ॥৩০৩॥

চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা।
ত্রিপক্ষে চাতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্রমেব চ ॥
আব্দিকে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে ॥৩০৪॥

ব্রহ্মচর্য্যমনাধায় মাসশ্রাদ্ধেষু পর্বসু।
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষেঽব্দে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজোত্তমঃ ॥৩০৫॥
পতন্তি পিতরস্তস্য ব্রহ্মলোকে গতা অপি ॥৩০৬॥

একাদশাহেঽহোরাত্রং ভুক্ত্বা সঞ্চয়নে ত্র্যহম্।
উপোষ্য বিধিবদ্বিপ্রঃ কুষ্মাণ্ডীং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥৩০৭॥

দৈবও পৈত্রকার্য্যে অগ্রাহ্য, এমন কি গোময় পর্য্যন্ত বিলেপন কার্য্যে লাগাইবে না। ২৯৬-৯৭।

যাহার একটি স্তন নাই অথবা চারিটির অধিক স্তন আছে, যে গাভী অপরের স্তন্যপায়িনী, তাহাদের দুগ্ধ দ্বারা হোমকার্য্য করিবে না, করিলে অকৃতের মত হইবে। ব্রাহ্মৌদনে (আবসথ্য নামক আধানকর্ম্মে), সোমযাগে, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারে, জাতকর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধে, ও নব শ্রাদ্ধে (নবশ্রাদ্ধনামক কর্ম্মে) ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণীয় ।২৯৮-৯৯।

ক্ষত্রিয়ের অন্নভোজন করিলে তেজের হানি হয়, শূদ্রান্ন ভোজনে ব্রহ্মতেজের ক্ষয় হয়, নিজের দত্তা কন্যার অন্ন যে ভোজন করে, সে পৃথিবীমল ভোজন করে। নিজের কন্যা যদি সন্তান প্রসব না করিয়া থাকে, তবে পিতা তাহার গৃহে ভোজন করিবেন না। স্নেহে পড়িয়া যিনি অন্নভোজন করেন, তিনি পূয়নামক নরকে গমন করেন। ৩০০-৩০১।

চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া এবং সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়া ব্রাহ্মণ যদি রাজগৃহে ভোজন করেন, তবে বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময় ব্রাহ্মণ প্রেতের নবশ্রাদ্ধে (মরণ দিন হইতে চতুর্থ, পঞ্চম, নবম ও একাদশ দিনে বিহিত শ্রাদ্ধ), ত্রিপক্ষ-বিহিত শ্রাদ্ধে, প্রথম ষাণ্মাসিক, মাসিক ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণে ভোজন করিলে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বীয়লোক হইতে পতিত হন ।৩০২-৩।

নবশ্রাদ্ধভোজনে চান্দ্রায়ণ, মাসিকে পরাক ব্রত, ত্রিপক্ষে অতি কৃচ্ছ্র, ষাণ্মাষিক শ্রাদ্ধে কৃচ্ছ্র, দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে কৃচ্ছ্রের একপাদ, পুনরাব্দিকে (সপিণ্ডীকরণে) একাহোপবাস করণীয়। ৩০৪।

কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য না লইয়া প্রেতের মাসিক শ্রাদ্ধে এবং পর্ব্বশ্রাদ্ধে (প্রতি মাসে অমাবস্যাবিহিত শ্রাদ্ধে) অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের জন্য অশৌচান্তদিনের পরদিনে কর্ত্তব্য মাসিক শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে, ত্রিপক্ষে, প্রতি বাৎসরিক শ্রাদ্ধে যে বিপ্রোত্তম ভোজন করেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেও সেই স্থান হইতে চ্যুত হন। ৩০৫-৬।

মরণাশৌচের অন্ত্য দ্বিতীয় দিনে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে অহোরাত্রোপবাস করিবে, অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্যে ভোজন করিলে ত্রিরাত্রোপবাস করিয়া বেদোক্ত কুষ্মাণ্ডীয় হোম করিবেন (যদ্ দেবাদেবহেলনং দেবাস শ্চকৃমাবয়ম ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা হোমকে কুষ্মাণ্ড হোম বলে) ।৩০৭।

পক্ষে বা যদি বা মাসে যস্য নাশ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
ভুক্ত্বা দুরাত্মনস্তস্য দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩০৮॥
যন্ন বেদধ্বনিধ্বান্তং ন চ গোভিরলঙ্কৃতম্।
যন্ন বালৈঃ পবিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্ ॥৩০৯॥
হাস্যেঽপি বহবো যত্র বিনাধর্ম্মং বদন্তি হি (ক)।
বিনাঽপি ধর্ম্মশাস্ত্রেণ স ধর্ম্মঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥৩১০॥
হীনবর্ণে চ যঃ কুর্যাদজ্ঞানাদভিবাদনম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩১১॥
সম্বৎপন্নে যদা স্নানে ভুঙ্‌ক্তে বাঽপি পিবেদ্ যদি।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রং তু জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥ ৩১২॥
অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠং চ প্রত্যক্ষং লবণং তথা।
মৃত্তিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৩১৩॥

দিবা কপিত্থচ্ছায়ায়াং রাত্রৌ দধি শমীষু চ।
কার্পাসং দন্তকাষ্ঠং চ বিষ্ণোরপি হরেচ্ছ্রিয়ম্ ॥৩১৪॥
শূর্পবাতমখাগ্রাম্বুস্নানং বস্ত্রপদোদকম্।
মার্জনীরেণুকেশাম্বু হন্তি পুণ্যং দিবাকৃতম্ ॥৩১৫॥
মার্জনীরজকেশাম্বু দেবতায়তনোদ্ভবম্।
তেনাবগুণ্ঠিতং তেষু গঙ্গাম্ভঃপ্লুত এব সঃ ॥৩১৬॥
মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকে মূষিকস্থলে।
অন্তর্জলে শ্মশানান্তে বৃক্ষমূলে সুরালয়ে ॥ ৩১৭॥
বৃষভৈশ্চ তথোৎখাতে শ্রেয়স্কামৈঃ সদা বুধৈঃ ॥৩১৮॥
শুচৌ দেশে তু সংগ্রাহ্যা শর্করাশ্মবিবর্জিতা ॥৩১৯॥
পুরীষে মৈথুনে হোমে প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নান-ভোজন-জপ্যেষু সদা মৌনং সমাচরেৎ ॥৩২০॥

যে সম্পন্ন গৃহস্থের বাটীতে পক্ষ মধ্যে অন্ততঃ মাসের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন না করে, সেই কৃপণ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে দ্বিজোত্তম চান্দ্রায়ণ করিবেন। যে গৃহে বেদধ্বনি হয় না, গোসমূহে যে গৃহ অলঙ্কৃত নহে, বালক বালিকা যে গৃহে নাই, সে গৃহ শ্মশানবৎ জানিবে। ৩০৮-৯।

যে গৃহে বহু লোক সমবেত হইয়া পরিহাসেও অধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম কথাই বলে, সে গৃহে ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও ঐ ধর্ম্ম পবিত্রতাব কারণ হয়। অধমবর্ণকে যে উত্তমবর্ণ অজ্ঞানবশতঃ অভিবাদন করে, সে সেক্ষেত্রে স্নান করিবে এবং ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৩১০-১১।

স্নানের কারণ ঘটিলেও যদি ব্রাহ্মণ স্নান না করিয়া ভোজন বা পান করে, তবে স্নানান্তে একাগ্রচিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। অঙ্গুলিদ্বারা দন্তমার্জন, প্রত্যক্ষ ভাবে লবণভক্ষণ (দ্রব্যান্তর মিশ্রণের অভাবে) এবং মৃত্তিকাভক্ষণ এগুলি গোমাংসভক্ষণের তুল্য অপবিত্রতার কারণ জানিবে। ৩১২-১৩।

দিবাভাগে কপিত্থগাছের (কতবেল) ছায়ায় অবস্থান, রাত্রিতে দধিভোজন ও শমীবৃক্ষের (শাঁই গাছের) তলায় বাস, কার্পাস গাছের শাখা দ্বারা দন্তধাবন বিষ্ণুর ও শ্রীহরণ করে। ৩১৪।

কুলার হাওয়া, নখাগ্রস্পৃষ্ট উদক, ধৌতজল, পাদোদক, ঝাঁটার ধূলি ও কেশসংস্পৃষ্ট জল স্পর্শে দিবাকৃত পুণ্য নষ্ট হয়। দেবায়তন (দেব মন্দির, দেব চত্বর প্রভৃতি দেবস্থান), সঞ্জাত মার্জ্জনীর (ঝাঁটার) ধূলি ও দেবায়তনের কেশযুক্ত জল ইহার দ্বারা লিপ্ত দেহ হইলে গঙ্গাস্নান করাই হয়। ৩১৫-১৭।

স্নানের বা শৌচের জন্য এই (অতঃপর নির্দ্দিষ্ট) সাত প্রকার মৃত্তিকা অগ্রাহ্য, যথা—বল্মীক, মূষিকাবাস, জলমধ্যস্থ, শ্মশান ভূমিস্থিত, বৃক্ষমূল, মণ্ডপগৃহ বৃষভের শৃঙ্গে বা খুরে উৎখাত মৃত্তিকা এইগুলি মঙ্গলার্থী ব্যক্তি কখনই ব্যবহার করিবে না। ৩১৭-১৮।

কিন্তু পবিত্রস্থানের মৃত্তিকা যদি কাঁকর বা পাথরহীন হয়, তবে তাহা শৌচকার্য্যে প্রয়োগ করিবে। মলত্যাগ-কালে, মৈথুনাবস্থায়, হোমকার্য্যে, প্রস্রাবসময়, দন্ত ধাবনে, স্নান, ভোজন ও জপ কার্য্যে সর্ব্বথা মৌন অবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ণ একবৎসর কাল ভোজনে মৌন অবলম্বন করে, সহস্র কোটি যুগ ধরিয়া সে ব্যক্তি স্বর্গে সমাদৃত হয়। প্রৌঢ়পাদ (আসনে দুই পাদতল রাখিয়া

(ক) বিনা ধর্ম্মং বদন্তি ন—পা.

যস্তু সংবৎসরং পূর্ণং ভুঙ্‌ক্তে মৌনেন সর্বদা।
যুগকোটিসহস্রেষু স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৩২১॥
স্নানং দানং জপং হোমং ভোজনং দেবতার্চনম্।
প্রৌঢ়পাদো ন কুর্বীত স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্ ॥৩২২॥
সর্বস্বমপি যো দদ্যাৎ পাতয়িত্বা দ্বিজোত্তমম্।
নাশয়িত্বা তু তৎসর্বং ভ্রূণহত্যাফলং লভেৎ ॥৩২৩
গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তৌ স্ত্রীণাঞ্চ প্রসবে তথা।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রৌ চাপি প্রশস্যতে ॥৩২৪
ক্ষৌমজং বাহথ কার্পাসং পট্টসূত্রমথাপি বা।
যজ্ঞোপবীতং যো দদ্যাদ্বস্ত্রদানফলং লভেৎ ॥৩২৫॥
কাংস্যস্য ভাজনং দদ্যাদ্ ঘৃতপূর্ণং সুশোভনম্।
তথা ভক্ত্যা বিধানেন অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৩২৬॥
শ্রাদ্ধকালে তু যো দদ্যাচ্ছোভনে চ উপানহৌ।
স গচ্ছত্যন্যমার্গেঽপি অশ্বদানফলং লভেৎ ॥৩২৭॥

তিলপাত্রং তু যো দদ্যাৎ সংপূর্ণং তু সমাহিতঃ।
স গচ্ছতি ধ্রুবং স্বর্গে নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৩২৮॥
দুর্ভিক্ষে অন্নদাতা চ সুভিক্ষে চ হিরণ্যদঃ।
পানীয়দস্ত্বরণ্যে চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৩২৯॥
যাবদর্ধপ্রসূতা গৌস্তাবৎ সা পৃথিবী স্মৃতা।
পৃথিবী তেন দত্তা স্যাদীদৃশীং গান্দদাতি যঃ ॥৩৩০॥
তেনাগ্নয়ো হুতাঃ সম্যক্ পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
দেবাশ্চ পূজিতাঃ সর্বে যো দদাতি গবাহ্নিকম্ ॥৩৩১॥
জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং মাতৃকং পৈতৃকং তথা।
তৎসর্বং নশ্যতি ক্ষিপ্রং বস্ত্রদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩৩২॥
কৃষ্ণাজিনঞ্চ যো দদ্যাৎ সর্বোপস্করসংযুতম্।
উদ্ধরেন্নরকস্থানাৎ কুলান্যেকোত্তরং শতম্ ॥৩৩৩॥
আদিত্যো বরুণো বিষ্ণুর্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ।
শূলপাণিস্তু ভগবানভিনন্দন্তি ভূমিদম্ ॥৩৩৪॥

উবুড় হইয়া বসিয়া) হইয়া স্নান, দান, জপ, হোম, ভোজন, দেবপূজা, বেদপাঠ ও পিতৃতর্পণ করিবে না। ৩১৯-২২।

কোনও ব্রাহ্মণোত্তমকে পতিত করিয়া যদি সর্ব্বস্বও দান করে, তবে ঐ পাপ দানজন্য সমস্ত পুণ্য নাশ করে এবং ভ্রূণহত্যা পাপ জন্মাইয়া দেয়। (রাত্রিতে দান নিষিদ্ধ কিন্তু) চন্দ্রগ্রহণ, কন্যার বিবাহ, সংক্রান্তি-নিমিত্তক পুণ্যকালে ও পত্নীর প্রসবে (পুত্র জন্ম হইলে) নৈমিত্তিক দান জানিবে, ইহা রাত্রিতে অনুমোদিত আছে। ৩২৩-২৪।

যে ব্যক্তি কোন ব্রাহ্মণকে ক্ষৌমসূত্র, কার্পাসসূত্র অথবা পট্টসূত্র নির্মিত যজ্ঞোপবীত দান করে, সে বস্ত্রদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ঘৃতপূর্ণ সুন্দর কাংস্যপাত্র ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধানে দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩২৫-২৬।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে উত্তম পাদুকা দান করে, সে কুপথে যাইলেও অশ্বদানের ফল পাইবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে একাগ্রচিত্তে তিলপূর্ণ পাত্র দান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চিত স্বর্গগামী হয়—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদানকারী, দেশের সুসময়ে স্বর্ণদাতা, অরণ্যে (জলশূন্য স্থানে) পানীয় জলদাতা ব্যক্তি স্বর্গে পূজিত হয়। গাভী যতক্ষণ পর্য্যন্ত গর্ভস্থ শাবক অর্দ্ধেক প্রসব করে, তাবৎকাল সে পৃথিবীতুল্যা হয়, এইরূপ অবস্থায় গাভীকে যে দান করে, তাহার পৃথিবী দান করা হয়। ৩২৭-৩০।

যে ব্যক্তি নিত্য গোগ্রাস (তৃণ দ্বারা গো সেবা) প্রদান করে, তাহার অগ্নিত্রয়ে আহুতি দেওয়া হয়, পিতৃ-পুরুষগণকে যথাবিধি তর্পণ করাও হয় এবং উহাতে সকল দেবতার পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৩৩১।

বস্ত্রদান দ্বারা জন্ম প্রভৃতি স্বীয় অর্জ্জিত পাপ, মাতা পিতা হইতে আগত পাপ, এই সমুদয়ই অচিরে নাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ উপকরণসহ কৃষ্ণসারচর্ম্ম দান করে, (সাধু সন্ন্যাসীর ব্যবহার্য্য কৃষ্ণসার চর্ম্মদণ্ড কমণ্ডলু কৌপীন প্রভৃতিসহ দান করে) সে নরকে স্থিত একশত এক নিজ বংশকে উদ্ধার করিয়া থাকে।৩৩২-৩৩।

যে ব্যক্তি ভূমিদানকারী সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি ও ভগবান্ মহাদেব তাহার উপর প্রসন্ন হন আকাশে উদিত সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত বালুকারাশি সঞ্চয় করিলে, শতবর্ষের পর একটি কণামাত্র ও তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত

বালুকানাং কৃতা রাশির্যাবৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্।
গতে বর্ষশতে চৈব পলমেকং বিশীর্য্যতি ॥৩৩৫॥

ক্ষয়ঞ্চ দৃশ্যতে তস্য কন্যাদানে ন চৈব হি।
আতুরে প্রাণদাতা চ ত্রীণি দানফলানি চ (!) ॥৩৩৬॥

সর্ব্বেষামেব দানানাং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্।
পুত্রাদিস্বজনে দদ্যাদ্বিপ্রায় চ ন কৈতবে ॥৩৩৭॥

সকামঃ স্বর্গমাপ্নোতি নিষ্কামো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
ব্রাহ্মণে বেদবিদুষি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে ॥৩৩৮॥

মাতাপিতৃপরে চৈব ঋতুকালাভিগামিনি।
শীলচারিত্রসম্পূর্ণে প্রাতঃস্নানপরায়ণে ॥৩৩৯॥

তস্যৈব দীয়তে দানং যদীচ্ছেচ্ছ্রেয় আত্মনঃ।
সন্ত্যজ্য (ক) বিদুষো বিপ্রানন্যেভ্যোঽপি প্রদীয়তে।
তৎকার্য্যং নৈব কর্তব্যং ন দৃষ্টং ন শ্রুতং ময়া ॥৩৪০॥

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যে দ্বিজাঃ।
পিতৃণামক্ষয়ং দানং দত্তং যেষাস্তু নিষ্ফলম্ ॥৩৪১॥

ন হীনাঙ্গো ন রোগী চ শ্রুতি-স্মৃতি-বিবর্জিতঃ।
নিত্যঞ্চানৃতবাদী চ তাংস্তু শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥৩৪২॥

হিংসারতং চ কপটং উপগুহ্য শ্রুতং চ যঃ।
কিঙ্করং কপিলং কাণং শ্বিত্রিণং রোগিণং তথা ॥৩৪৩॥

দুশ্চর্মাণং শীর্ণকেশং পাণ্ডুরোগং জটাধরম্।
ভারবাহকমুগ্রঞ্চ দ্বিভার্য্যং বৃষলীপতিম্ ॥৩৪৪॥

ভেদকারী ভবেচ্চৈব বহুপীড়াকরোঽপি বা।
হীনাতিরিক্তগাত্রো বা তমপ্যপনয়েত্তথা ॥৩৪৫॥

হয়, কিন্তু ভূমিদাতা ও (সৎপাত্রে অলঙ্কৃতা) কন্যাদানকারীর তাহাও ক্ষয় হয় না, এইরূপ অসাধ্যরোগীর জীবন দাতারও দানফল জানিবে। ৩৩৪-৩৫।

যত প্রকার দান আছে, সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান বিদ্যাদান, সেই বিদ্যা সৎপাত্র ও আত্মীয়গণকে দিবে অথবা ব্রাহ্মণকে দিবে, কিন্তু ধূর্ত্ত বা কপট ব্যক্তিকে দিবে না। যদি কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কোন দান করা যায়, তবে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হয়, আর নিষ্কামভাবে দান করিলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যদি দানের সম্পূর্ণ ফল শ্রেয়ঃকামনা থাকে, তবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পিতৃ-মাতৃভক্ত, ঋতুর বিহিত দিনে স্বস্ত্রীগামী, শীল (মনূক্ত ত্রয়োদশপ্রকার ধর্ম্ম) ও চরিত্রসম্পন্ন, নিত্য প্রাতঃস্নানকারী ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ থাকিতে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অপর সকলকে যদি দান করা হয়, তবে ঈদৃশ কার্য্য কখনই করিইে না, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। অতঃপর আমি শ্রাদ্ধ কার্য্যের কথা বলিব। এই শ্রাদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণীয়। যাঁহাদের হাতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত দানদ্রব্য অক্ষয় ফল প্রদান করে, আর যাহাদের দিলে সমস্ত দান বিফল হয়, প্রথমে তাহা বর্ণনা করিতেছি। যে ব্রাহ্মণশরীরে কোন অঙ্গহীন নহে ও রোগগ্রস্ত নহে, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। আর সে সকল দ্বিজ বেদ-স্মৃতির আচারবর্জ্জিত, নিত্যই মিথ্যাবাদী, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। যে জীবহত্যা কার্য্যে রত, কপট অবলম্বন করিয়া যে বেদবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছে, যে দাসত্বজীবী, কপিলবর্ণ, কাণা (একচক্ষু হীন), শ্বিত্ররোগগ্রস্ত (শরীরে সাদা চিহ্নযুক্ত) রোগাক্রান্ত, দুশ্চর্ম্মা যাহার লিঙ্গ স্বভাবতঃ চর্ম্মাবৃত নহে), শীর্ণকেশ (মাথায় টাক যুক্ত), পাণ্ডুরোগী, জটাধারী, ভারবাহী, উগ্রপ্রকৃতি, দুইটি স্ত্রীসম্পন্ন, বৃষলী পতি (শূদ্রা, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা ও কন্যা কালে ঋতুমতীর স্বামী) ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে না। ৩৩৬-৪৪।

যে ভেদনীতিপরায়ণ, বহুলোকের পীড়াদায়ক, হীনাঙ্গ অথবা অধিকাঙ্গ, তাহাদিগকেও শ্রাদ্ধকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অধিকভোজী (পেটুক) দীনমুখ (সর্ব্বদা বিষণ্ণমুখ), মৎসরী (পরগুণে ঈর্ষ্যান্বিত),

---

(ক) সংপূজ্য—পা।

বহুভোক্তা দীনমুখো মৎসরী ক্রূরবুদ্ধিমান্।
এতেষাং নৈব দাতব্যং কদাচিদ্বৈ প্রতিগ্রহঃ ॥৩৪৬॥
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্ যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষণৈঃ।
অদূষ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ ॥৩৪৭॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ বিপ্রাণাং নয়নে দ্বে প্রকীর্তিতে।
কাণঃ স্যাদেকহীনোঽপি দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৩৪৮॥
ন শ্রুতির্ন স্মৃতির্যস্য ন শীলং ন কুলং যতঃ ॥
তস্য শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং হ্যন্ধকস্যাত্রিরব্রবীৎ ॥৩৪৯॥
তস্মাদ্বেদেন শাস্ত্রেণ ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণস্য তু।
ন চৈকেনৈব বেদেন ভগবানত্রিরব্রবীৎ ॥৩৫০॥
যোগস্থৈর্লোচনৈর্যুক্তঃ পাদাগ্রঞ্চ প্রযচ্ছতি।
লৌকিকজ্ঞৈশ্চ শাস্ত্রোক্তং পশ্যেচ্চৈবাধরোত্তরম্ ॥৩৫১
বেদৈশ্চ ঋষিভির্গীতং দৃষ্টিমান্ শাস্ত্রবেদবিদৎ ॥৩৫২॥
ব্রতিনং চ কুলীনং চ শ্রুতিস্মৃতিরতং সদা।
তাদৃশং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পিতৄণামক্ষয়ং ভবেৎ ॥৩৫৩॥
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ পিতৄণাং দীপ্ততেজসাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ॥৩৫৪॥
নরকস্থা বিমুচ্যন্তে ধ্রুবং যান্তি ত্রিপিষ্টপম।
তস্মাদ্বিপ্রং পরীক্ষেত শ্রাদ্ধকালে প্রযত্নতঃ ॥৩৫৫॥
ন নির্ব্বপতি যঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ।
ইন্দুক্ষয়ে মাসি মাসি প্রায়শ্চিত্তী ভবেত্তু সঃ ॥৩৫৬॥
সূর্য্যে কন্যাগতে কুর্যাচ্ছ্রাদ্ধং যো ন গৃহাশ্রমী।
ধনং পুত্রাঃ কুলং তস্য পিতৃনিশ্বাসপীড়য়া ॥৩৫৭॥

ক্রূরবুদ্ধি ইহাদিগকে কদাচ দানদ্রব্য দিবে না। কিন্তু যদি কেহ অপাঙ্‌ক্তেয় শরীরদোষে দুষ্টও হয়, মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ও যোগ-পরায়ণ হইলে তাঁহাকে যমমুনি অদুষ্টই বলিয়াছেন। তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় নহেন, বরং পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ জানিবে। ৩৪৬-৩৪৭।

বেদ ও স্মৃতি দুইটি শাস্ত্র ব্রাহ্মণদিগের দুইটি চক্ষুঃ বলিয়া খ্যাত, সেই দুই চক্ষুর মধ্যে একচক্ষুঃহীন হইলে তাহাকে কাণ (কাণা) বলে, যাহার সেই দুই চক্ষুই নাই সে অন্ধ। ৩৪৮।

যাহার বেদশাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিকার নাই, যে পূর্ব্বোক্ত শীল সম্পন্ন ও সদ্বংশে উৎপন্ন নহে, সে অন্ধ। তাহাকে শ্রাদ্ধান্ন দিবে না,—ইহা অত্রি মুনির উক্তি। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বেদ ও শাস্ত্র দ্বারাই, কেবল বেদ দ্বারাই নহে; স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারাও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষিত হয়, ইহা ভগবান্ অত্রি বলিয়াছেন। ৩৪৯-৫০।

যিনি যোগশক্তিসম্পন্ন দৃষ্টি লইয়া পাদাগ্র নিক্ষেপ করেন (সৎপথে চলেন), এবং লৌকিক ব্যবহারজ্ঞাপক ধর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে পূর্ব্বাপর (বেদ পুরাণাদি ক্রম) দর্শন করিয়া থাকেন। বেদ ও ঋষি কথিত বিধি নিষেধের আলোচনা করেন, তিনিই বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বলিয়া যথার্থ দৃষ্টিমান্। ৩৫১-৫২।

যিনি ব্রতাবলম্বী (নিত্য অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যাবন্দনাদি-পরায়ণ) সদবংশজাত সর্ব্বদা বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় রত, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে,—ইহাতে পিতৃপুরুষগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইবে। ৩৫৩।

ভাস্বরমূর্ত্তি যথাক্রমে বসু রুদ্র আদিত্যরূপী পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নের এক এক গ্রাস ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে থাকিলে, পিতৃগণ নরকে থাকিলেও নিশ্চিত স্বর্গে উন্নীত হন। অতএব যত্নসহকারে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণীয় ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবে। ৩৫৪-৫৫।

যে মৃতপিতৃক ব্রাহ্মণ প্রতি মাসের অমাবস্যায় পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধান্ন দান না করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। যে গৃহস্থ ব্যক্তি কন্যারাশিস্থ সূর্য্যে অর্থাৎ গৌণ চান্দ্র আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধ না করে, পিতৃপুরুষগণের দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে তাহার ধন, পুত্র, বংশ সমস্ত বিনষ্ট হয়। ৩৫৬-৫৭।

কন্যাগতে সবিতরি পিতরো যান্তি সংস্থতান্।
শূন্যা প্রেতপুরী সর্ব্বা যাবদ্বৃশ্চিকদর্শনম্ ॥৩৫৮॥

ততো বৃশ্চিকসংপ্রাপ্তে নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ।
পুনঃ স্বভবনং যান্তি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥৩৫৯॥

পুত্রং বা ভ্রাতরং বাপি দৌহিত্রং পৌত্রিকং তথা।
পিতৃকার্য্যে প্রসক্তা যে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥৩৬০

যথা নির্ম্মন্থনাদগ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু তিষ্ঠতি।
তথা স দৃশ্যতে ধর্ম্ম্যাচ্ছ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩৬১॥

সর্ব্বশাস্ত্রার্থগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
সর্ব্বযজ্ঞফলং বিন্দ্যাচ্ছ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩৬২॥

মহাপাতকসংযুক্তো যো যুক্তশ্চোপপাতকৈঃ।
ঘনৈর্ম্মুক্তো যথা ভানুৰ্রাহুমুক্তশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥৩৬৩॥

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপং বিলঙ্ঘয়েৎ।
সর্ব্বসৌখ্যং স্বয়ং প্রাপ্তঃ শ্রাদ্ধদানান্ন সংশয়ঃ ॥৩৬৪॥

সর্ব্বেষামেব দানানাং শ্রাদ্ধদানং বিশিষ্যতে।
মেরুতুল্যং কৃতং পাপং শ্রাদ্ধদানং বিশোধনম্ ॥৩৬৫॥

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু মর্ত্ত্যো বৈ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্ ॥৩৬৬॥

বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ভবেৎ।
এতৎ সর্ব্বং ময়া খ্যাতং শ্রাদ্ধকালে সমুত্থিতে ॥৩৬৭॥

বৈশ্বদেবে চ হোমে চ দেবতাভ্যর্চ্চনে জপে।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্‌যজুঃসামসংস্কৃতম্ ॥৩৬৮॥

ব্যবহারানুপূর্ব্বেণ ধর্ম্মেণ বলিভির্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্তেন ঘৃতান্নং যজ্ঞপালনে ॥৩৬৯॥

সূর্য্য কন্যারাশিতে গত হইলে পিতৃপুরুষগণ আস্তিক বংশধরগণের নিকট উপস্থিত হন, এজন্য সূর্য্য বৃশ্চিক রাশিগত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ গৌণ আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুইমাস সমগ্র প্রেতপুরী শূন্য থাকে। ৩৫৮।

তাহার পর বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য্যাগমন করিবা মাত্র পিতৃপুরুষগণ (শ্রাদ্ধ না পাইলে) নিরাশ হইয়া পুত্র পৌত্র ভ্রাতা কি দৌহিত্র সকলকে দারুণ অভিশাপ দিয়া নিজ নিজ স্থানে আবার চলিয়া যান। ৩৫৯।

যাঁহারা পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধ তর্পণ দানে) রত থাকেন, তাঁহারা পরম গতি লাভ করেন। যেমন অগ্নিসকল কাষ্ঠের মধ্যেই আছেন, কিন্তু অরণী দ্বারা মন্থনের পর তাহার প্রকাশ হয়, সেইরূপ সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ ও দান রূপ ধর্ম্ম-কার্য্য হইতে পরিচয় হয়—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬০-৬১।

পিতৃশ্রাদ্ধ ও দান হইতে সকল শাস্ত্রার্থজ্ঞান, সকল তীর্থে অবগাহন ও সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল নিঃসন্দেহে লাভ করিবে। যে ব্যক্তি মহাপাতকগ্রস্ত অথবা উপপাতকী সেও শ্রাদ্ধ দান হইতে মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত ও রাহুমুক্ত চন্দ্রের সদৃশ ঐ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সকল কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পায় এবং নিজে সকল সুখের অধিকারী হয়,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬২-৬৫।

যত প্রকার দান আছে সকল দানের মধ্যে শ্রাদ্ধদান শ্রেষ্ঠ, কারণ মেরুতুল্য রাশি রাশি পাপ করিলেও শ্রাদ্ধ-দান তাহার নিষ্কৃতি জন্মাইয়া থাকে। শ্রাদ্ধকারী মনুষ্য স্বর্গে যাইয়া দেবপূজিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধকল্প, বৈশ্যস্বামিক অন্ন তাহার পকান্ন সদৃশ, কিন্তু শূদ্রপ্রদত্ত অন্ন রুধিরস্বরূপ অতএব পরিত্যাজ্য। এই সকল কথা যাহা আমি বলিলাম—উহা শ্রাদ্ধ বিষয়ে, বৈশ্বদেবকর্ম্মে, হোমে, দেবপূজায় এবং সূক্তপাঠেও জ্ঞাতব্য। ৩৬৬।

ব্রাহ্মণের অন্ন এই এই কারণে অমৃত, যেহেতু উহার আগমের মূলে ঋক্, যজুঃ ও সাম তিন বেদের মন্ত্রজ্ঞান ও মন্ত্রপাঠজন্য সংস্কার আছে। ক্ষত্রিয়ান্ন দুগ্ধস্বরূপ হইবার হেতু—যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ দেশরক্ষাদি সাধু ব্যবহার পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে স্ববলে ঐ অন্ন অর্জ্জন করিয়াছে সেইজন্য দুগ্ধবৎ পুষ্টিকর। পশুপালন হইতে বৈশ্যগণ ধন অর্জ্জন করে, এজন্য তাহাদের অন্ন সাধারণ অন্ন বলিয়াছি। ৩৬৭-৬৯।

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৭০

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্ ।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৩৭১॥

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥৩৭২॥

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।
সাঙ্খ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥৩৭৩॥

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে ।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥৩৭৪॥

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥৩৭৫॥

লাক্ষালবণসংমিশ্রং কুসুম্ভং ক্ষীরসর্পিষঃ ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥৩৭৬॥

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা ।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥৩৭৭॥

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥৩৭৮॥

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥৩৭৯॥

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥৩৮০॥

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥৩৮১॥

শাস্ত্রে দশ প্রকার ব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে, যথা—দেব ব্রাহ্মণ এইরূপ মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ (ব্যাধ প্রভৃতি), পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল ব্রাহ্মণ। ৩৭০ ।

যে ব্রাহ্মণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যানুষ্ঠান, স্নান, মন্ত্রজপ, হোম দেবপূজা, অতিথিসেবা (নৃযজ্ঞ) ও বৈশ্বদেব কর্ম্ম (ভৌতযজ্ঞ) করেন, তাঁহাকে 'দেব-ব্রাহ্মণ' বলে। যিনি শাক, পাতা, ফল, মূল খাইয়া বনে বাস করিয়া থাকেন এবং নিত্য পিতৃশ্রাদ্ধ করেন, সেই ব্রাহ্মণের নাম 'মুনি-ব্রাহ্মণ'। ৩৭১-৭২ ।

নিত্য বেদান্তশাস্ত্রাধ্যায়ী, সর্ব্ববিধ সঙ্গত্যাগী, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের বিচারে নিমগ্ন ব্রাহ্মণকে 'দ্বিজ-ব্রাহ্মণ' বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বসমক্ষে ধনুর্ধারী ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধারম্ভে অস্ত্রাহত ও পরাজিত করে, সে 'ক্ষত্র-ব্রাহ্মণ' নামে কথিত। ৩৭৩-৭৪ ।

যে কৃষিকর্ম্ম লইয়া থাকে, গোপালন করে, এবং বাণিজ্যব্যবসায়ী, তাহার নাম 'বৈশ্য-ব্রাহ্মণ'। লাক্ষা (গালা), লবণ, তৎসহ কুসুম্ভ (কাশ্মীর জাত পুষ্প বিশেষ), দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও মাংসের বিক্রেতা ব্রাহ্মণ-'শূদ্র-ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হয়।৩৭৫-৭৬।

চোর, দস্যু, সূচক (খল কু-পরামর্শদাতা), দংশক (মর্ম্মভেদী কটুভাষী), মৎস্য-মাংসভোজনে লোলুপ ব্রাহ্মণকে 'নিষাদ-ব্রাহ্মণ' বলা হয়। যে গলায় যজ্ঞসূত্রমাত্র রাখিয়াই ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব করে, অথচ বেদের কোন তত্ত্বই জানে না, সেই পাপে তাহাকে 'পশু-ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে। ৩৭৭-৭৮ ।

যে ব্রাহ্মণ বাপীতে স্নানাদির বাধা দেয়, এইরূপ কূপ, তড়াগ (বড় জলাশয়), উপবনের এবং সরোবরসমূহে ব্যবহারের প্রতিরোধ করে, সে 'ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ' নামে কথিত। বৈদিক কোন ক্রিয়াই যাহার নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কোন জ্ঞানের যে অধিকারী নহে, সর্ব্ববিধ (বৈদিক ও লৌকিক) ভদ্র ব্যবহারে বিমুখ, সকল প্রাণীর উপর নিষ্ঠুর আচরণকারী ব্রাহ্মণকে 'চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ' বলা হয়। বেদ বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রপাঠে রত হয়, শাস্ত্র না বুঝিলে পুরাণ পাঠ করে, পুরাণে অজ্ঞতা বশতঃ কৃষিকার্য্যে রত হয়, কৃষিকার্য্যে সফল না হইলে তাহা ছাড়িয়া

জ্যোতির্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীরাঃ পৌরাণপাঠকাঃ।
শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন ॥৩৮২॥
শ্রাদ্ধঞ্চ পিতরং ঘোরং দানং চৈব তু নিষ্ফলম্।
যজ্ঞে চ ফলহানিঃ স্যাত্তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৮৩॥
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।
চতুর্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥৩৮৪॥
মাগধো মাথুরশ্চৈব কাপটঃ কৌটকানলৌ।
পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥৩৮৫॥
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিদ্যতে ॥৩৮৬॥
অষ্টশল্যাগতো নীরং পাণিনা পিবতে দ্বিজঃ।
সুরাপানেন তত্তুল্যং তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৩৮৭॥

ঊর্দ্ধজঙ্ঘেষু বিপ্রেষু প্রক্ষাল্য চরণদ্বয়ম্।
তাবচ্চাণ্ডালরূপেণ যাবদ্ গঙ্গাং ন মজ্জতি ॥৩৮৮॥
দীপশয্যাসনচ্ছায়া কার্পাসং দন্তধাবনম্।
অজারেণুস্পৃশং চৈব শক্রস্যাপি শ্রিয়ং হরেৎ ॥৩৮৯॥
গৃহাদ্দশগুণং কূপং কূপাদ্দশগুণং তটম্।
তটাদ্দশগুণং নদ্যাং গঙ্গাসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৩৯০॥
স্রবদ্ যদ্ ব্রাহ্মণং তোয়ং রহস্যং ক্ষত্রিয়ং তথা।
বাপীকূপে তু বৈশ্যস্য শৌদ্রং ভাণ্ডোদকং তথা ॥৩৯১॥
তীর্থস্নানং মহাদানং যচ্চান্যত্তিলতর্পণম্।
অব্দমেকং ন কুর্বীত মহাগুরুনিপাততঃ ॥৩৯২॥
গঙ্গা গয়া ত্বমাবস্যা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ক্ষয়েঽহনি।
মঘাপিণ্ডপ্রদানং স্যাদন্যত্র পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৯৩॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে, ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ আচার দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৭৯-৩৮১।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সাহায্যে ধনোপার্জ্জনকারী, অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার ক্রিযায় রত, শুকবৎ অর্থজ্ঞান ব্যতিরেকে পুরাণের আবৃত্তিকারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, মহাদান-কার্য্যে কদাচ বরণ করিবে না। যদি তাহাদিগকে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রতী করা হয়, তবে শ্রাদ্ধ পিতৃপুরুষকে ঘোর (ভীষণ) করিয়া দেয়, দানকার্য্য ব্যর্থ হয়, যজ্ঞে সম্পূর্ণ ফলের হানি ঘটে, সেইজন্য তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবে। ৩৮২-৮৩।

মেষপালক, চিত্রকর, চিকিৎসাজীবী ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রাধ্যাপক এই চারি প্রকারের ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী হইলেও পূজনীয় নহেন। স্তুতিপাঠক, চাটুকার, কপটব্যবসায়ী, কূট লেখ্যাদিকারী ও অত্যন্তলোভী বা কামল রোগগ্রস্ত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী হইলেও বরণীয় নহে। ৩৮৪-৮৫।

যে কন্যাকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিবে না তাহার গর্ভজাত পুত্রগণও পিতৃ-পুরুষগণের পিণ্ডদানে অনধিকারী। কোন ব্রাহ্মণ অষ্ট-প্রকার শল্যে (শেলবৎ কষ্টদায়ক কার্য্য) পড়িয়াও যদি হাতে করিয়া জল খায়, তবে ঐ জলপান সুরাপান তুল্য হয়, এবং গো মাংস ভক্ষণের তুল্য পাপ জন্মাইয়া থাকে। ৩৮৬-৮৭।

জঙ্ঘা (হাটুর অধোভাগ) উচু করিয়া উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের চরণ দুইটি ধৌত করিলে যাবৎকাল পর্য্যন্ত গঙ্গাস্নান না করে, তাবৎকাল চণ্ডালস্বরূপ হইয়া থাকে। দীপচ্ছায়া, শয্যার ছায়া ও আসনের ছায়া স্পর্শ করিলে অথবা দন্তধাবন করিয়া পরিত্যক্ত কার্পাস দন্তকাষ্ঠ ছুঁইলে, ছাগীর ধূলির স্পর্শ ঘটিলে ইন্দ্রেরও সম্পৎ হরণ করা হয়। ৩৮৮-৮৯।

গৃহে স্নান অপেক্ষা কূপে স্নান দশগুণ ফলদায়ক, আবার কূপ হইতে দশগুণ ফল তড়াগে হয়, তড়াগ হইতে দশগুণ নদীস্নান, কিন্তু গঙ্গাস্নানের ফল যে কতগুণ তাহার সংখ্যাই নাই। যে জল স্রোতাকারে প্রবাহিত, তাহাতে স্নান ব্রাহ্মণস্নান হয়। সরোবরের জল ক্ষত্রিয়স্নানের উপযুক্ত, দীঘী বা কূপের জল বৈশ্যস্নানীয় আর গৃহে ভাণ্ডস্থিত জল শূদ্রস্নানীয় নামে কথিত। ৩৯০-৯১।

মহাগুরু (পুরুষের পিতা ও মাতা, স্ত্রীলোকের স্বামী) নিপাতবর্ষের মধ্যে কোন অনাবৃত্ত (যেখানে একবারও যাওয়া হয় নাই) তীর্থে স্নান, মহাদান (মৎস্য পুরাণোক্ত তুলাপুরুষাদি দান মলমাস তত্ত্বে অনুসন্ধেয়) প্রেততর্পণ ভিন্ন তর্পণ নিষিদ্ধ। ৩৯২।

ঘৃতং বা যদি বা তৈলং পয়ো বা যদি বা দধি।
চত্বারো হ্যাজ্যসংস্থানং হুতং নৈব তু বর্জয়েৎ ॥৩৯৪॥

শ্রুত্বৈতানৃষয়ো ধর্ম্মান্ ভাষিতানত্রিণা স্বয়ম্।
ইদমূচুর্মহাত্মানং সর্ব্বে তে ধর্ম্মনিষ্ঠিতাঃ ॥৩৯৫॥

অত্রিমুনির মতে গঙ্গা, গয়া, প্রতিমাসিক অমাবস্যা শ্রাদ্ধে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, মৃততিথি নিমিত্তক শ্রাদ্ধে, মঘানক্ষত্রে পিণ্ডদান নিষিদ্ধ নহে, অন্য অন্য শ্রাদ্ধে মঘানক্ষত্রযোগে পিণ্ডদান বর্জ্জনীয়। ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ বা দধি এই চারিটি দ্রব্যই ঘৃতস্থানীয়, তাহাদের দ্বারা আহুতি বর্জ্জনীয় নহে। ঋষিগণ অত্রিমুখে বর্ণিত এই সকল ধর্ম্মের কথা শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা তাঁহারা মহাত্মা মহর্ষি অত্রিকে এই কথা বলিলেন। ৩৯৩-৯৫।

য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহ লোকে যশঃ প্রাপ্য তে যাস্যন্তি ত্রিপিষ্টপম্ ॥৩৯৬॥

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনকামো ধনানি চ।
আয়ুষ্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৩৯৭॥

ইতি শ্রীমদত্রিমহর্ষিসংহিতা সমাপ্তা।

যাঁহারা আলস্য ও অশ্রদ্ধা ছাড়িয়া এই অত্রিবর্ণিত ধর্ম্মশাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিবেন, তাঁহারা ইহজীবনে যশঃলাভ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করিবেন। ইহার শ্রবণে বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করে, ধনকামী ধনপ্রাপ্ত হয়, দীর্ঘায়ুঃপ্রার্থী তাহাই পায়, সম্পৎকামুক সম্পদের অধিকারী হয়। ৩৯৬-৯৭।

॥ ইতি অত্রি-সংহিতা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত-

আর্য্যশাস্ত্র

বিষ্ণু-সংহিতা

বিষ্ণু-সংহিতা

(পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা।)

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মরাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রবুদ্ধে পদ্মসম্ভবে।
বিষ্ণুঃ সিসৃক্ষুর্ভূতানি জ্ঞাত্বা ভূমিং জলানুগাম্ ॥১॥
জলক্রীড়ারুচি শুভং কল্পাদিষু যথা পুরা।
বারাহমাস্থিতো রূপমুজ্জহার বসুন্ধরাম্ ॥২॥
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুবক্ত্রশ্চিতামুখঃ।
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ ॥৩॥
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গশ্রুতিভূষণঃ।
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষমহাস্বনঃ ॥৪॥
ধর্ম্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ ক্রমবিক্রমসৎকৃতঃ।
প্রায়শ্চিত্তময়ো বীরঃ প্রাংশুজানুর্মহাবৃষঃ ॥৫॥
উদ্গাত্রন্ত্রো হোমলিঙ্গো বীজৌষধিমহাফলঃ।
বেদ্যন্তরাত্মা মন্ত্রস্ফিগ্বিকৃতঃ সোমশোণিতঃ ॥৬॥
বেদস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্যকব্যাদিবেগবান্।
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরন্বিতঃ ॥৭॥
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগমহামন্ত্রময়ো মহান্।
উপাকর্ম্মোষ্ঠরুচিরঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ ॥৮॥
নানাচ্ছন্দোগতিপথো গুহ্যোপনিষদাসনঃ।
ছায়াপত্নীসহায়োঽসৌ মণিশৃঙ্গ ইবোদিতঃ ॥৯॥
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্।
একার্ণবজলভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ ॥১০॥

ব্রহ্মার রাত্রি (দিব্যমানে সহস্রসংখ্যকচতুর্যুগ) অতীত হইলে ভগবান্ পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) জাগরিত হইলেন, তখন বিষ্ণু প্রাণিসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া দেখিলেন— পৃথিবী জলমগ্না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেমন যুগের আদিতে পরমাত্মা রূপ গ্রহণ করেন, এবারেও জলক্রীড়াপটু সুন্দর বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জল হইতে পৃথিবীকে উত্তোলন করিলেন। ১-২।

(সেই বরাহের আকৃতি যজ্ঞের মত, যজ্ঞে যে সকল উপকরণ-অঙ্গ প্রয়োজন হয়, ইঁহার দেহেও সেই সকল প্রকাশ পাইয়াছিল) চারি বেদ তাঁহার চারিটি চরণ, যজ্ঞীয় পশুবন্ধনের যূপ বিশাল দন্ত, যজ্ঞসমূহ (প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগগুলি) দন্তপঙ্‌ক্তি, অগ্নিচয়ন কাষ্ঠ অরণী মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশ রোম, মহাতপস্বী (যজমান) ব্রহ্মরন্ধ্র, দিবারাত্রি দুইটি চক্ষুঃ, অলৌকিক তাঁহার রূপ, ছয়টি বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ) রূপ কর্ণ দ্বারা তাহা বিভূষিত. আজ্য (আহুতিদ্রব্য ঘৃত) তাহার নাসিকা, স্রুব (আহুতি-সাধন যজ্ঞপাত্র বিশেষ) মুখাগ্র, উদাত্ত সামবেদধ্বনি-গর্জ্জন, ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতিমূর্ত্তি, অদ্ভুত কান্তিসম্পন্ন, মন্ত্রপাঠক্রম বা পদক্রম তাহার সুন্দর পাদবিক্ষেপ, প্রায়শ্চিত্ত মূর্ত্তিমান্ উৎসাহ, যজ্ঞীয় পশু জানু (হাঁটু), পুণ্যরাশি মহাবৃষের মত প্রতীয়মান, সামবেদের গানকারী উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ অন্ত্র, হোম (আহুতি) লিঙ্গ (উপস্থ), ধান্য যবাদি শস্যবীজ ও সোমলতাদি ওষধি দুইটি অণ্ডকোষ, প্রাগ্‌বংশের অন্তর্গত বেদী অন্তঃকরণ, মন্ত্র নিতম্বদেশ, বিকৃতীভূত যাগ বিকার, সোমরস রক্ত, মহাবেদী স্কন্ধ, হবির (হূয়মান ঘৃতাদির) গন্ধ গাত্রগন্ধ, হব্য (দেবতোদ্দেশে দীয়মান অন্ন) ও কব্য (পিতৃউদ্দেশে দীয়মান অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য-গতিবেগ, প্রাগ্‌বংশ (হবির গৃহের পূর্ব্ব দিগ্‌বর্ত্তী গৃহ) শরীর, যজ্ঞদ্যুতি দেহকান্তি,

দংষ্ট্রাগ্রেণ সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
আদিদেবো মহাযোগী চকার জগতীং পুনঃ ॥১১॥
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূত্বা ভূতহিতার্থিনা।
উদ্ধৃতা পৃথিবী সর্বা রসাতলগতা পুরা ॥১২॥
উদ্ধৃত্য নিশ্চলে স্থানে স্থাপিতা চ তথা স্বকে।
যথাস্থানং বিভজ্যাপস্তদ্গতা মধুসূদনঃ ॥১৩॥
সামুদ্র্যশ্চ সমুদ্রেষু নাদেয়াশ্চ নদীষু চ।
পল্বলেষু চ পাল্বল্যঃ সরঃসু চ সরোবরাঃ ॥১৪॥
পাতালসপ্তকং চক্রে লোকানাং সপ্তকং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ স্থানানি বিবিধানি চ ॥১৫॥
স্থানপালাঁল্লোকপালান্নদীশৈলবনস্পতীন্।
ঋষীংশ্চ সপ্ত ধর্ম্মজ্ঞান্ বেদান্ সাঙ্গান্ সুরাসুরান্ ॥১৬॥
পিশাচোরগগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসমানুষান্।
পশুপক্ষিমৃগাদ্যাংশ্চ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৭॥
মেঘেন্দ্রচাপসম্পাতান্ যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথা।
এবং বরাহো ভগবান্ কৃত্বেদং সচরাচরম্ ॥১৮॥
জগজ্জগাম লোকানামবিজ্ঞাতাং তদা গতিম্।
অবিজ্ঞাতাং গতিং যাতে দেবদেবজনার্দ্দনে ॥১৯॥
বসুধা চিন্তয়ামাস কা ধৃতির্ম্মে ভবিষ্যতি।
পৃচ্ছামি কশ্যপং গত্বা স মে বক্ষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২০॥

নানাবিধ দীক্ষায় দীক্ষিত, যজ্ঞদক্ষিণা হৃদয়, যোগ ও মহামন্ত্রে শরীরের পূর্ণতা ও মহত্ত্ব (দীর্ঘতা), উপাকর্ম (বেদপাঠের পারণা) শোভন ওষ্ঠযুগল প্রবর্গ্য—রোমাবর্ত্ত শোভা, নানাবিধ ছন্দঃ (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ্, জগতী ও প্রস্তার বিস্তার শক্করী প্রভৃতি) গতিভঙ্গী, গুহ্য উপনিষৎ উপবেশন, যজমানপত্নী-শরীরচ্ছায়া, এইপ্রকার যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহ যেন মণিময়-শৃঙ্গবিভূষিত হইয়া জল হইতে উঠিলেন। ৩-৯।

সসাগরা পর্ব্বত-কাননসমন্বিতা, এক সাগরে পরিণত বিশ্বের জলে মগ্না পৃথিবীকে সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দন্তাগ্রদ্বারা ধরিয়া লোকের হিতার্থে তুলিলেন এবং সেই আদিপুরুষ মহাযোগ-শক্তিসম্পন্ন বরাহদেব পৃথিবীকে আবার স্থাপন করিলেন। ১০ ১১।

এইরূপে জীবহিতার্থী ভগবান্ যজ্ঞাকার বরাহমূর্ত্তি হইয়া রসাতলমগ্না সমগ্র পৃথিবীকে পূর্ব্বে তুলিয়াছিলেন। মধুসূদন (মধুনামক দৈত্য নাশ করিয়া) পৃথিবী উত্তোলন পূর্ব্বক স্বকীয় সুস্থির স্থানে তাহাকে রাখিয়া সেই পৃথিবীমধ্যগত জলকে বিভাগ করিয়া পুরাকালের মত যথাস্থানে রাখিলেন। ১২-১৩।

তন্মধ্যে সমুদ্রের জল সমুদ্রেই রাখিলেন, নদীর জল নদীতে, পল্বলের (ক্ষুদ্র জলাশয়ের) জল পল্বলগুলিতে, সরোবরের জল সরঃসমূহে স্থাপিত হইল। ক্রমে সপ্ত-পাতাল (অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল) ও সপ্তলোক (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক), দ্বীপ ও সাগরগুলির বিবিধ স্থান, স্থান-পালক, লোকপালগণ, নদী, পর্ব্বত, বনস্পতি (বৃহৎ বৃক্ষরাজি বা অশ্বত্থ, বট, পাকুড় প্রভৃতি পুষ্পহীন বৃক্ষ), ধর্ম্মবিৎ সপ্ত ঋষি (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ), ষড়ঙ্গ সমন্বিত চতুর্ব্বেদ, দেব, দানব, পিশাচ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি প্রাণী, চারিপ্রকার জীব (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ), মেঘমালা, ইন্দ্রধনুঃ, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, গ্রহমণ্ডল, অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ এইরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ বরাহরূপধারী হরি লোকের অবিজ্ঞাত স্থানে গমন করিলেন। ১৪-১৯।

দেবগণের পূজ্য নারায়ণ অদৃশ্য হইলে পৃথিবী চিন্তা করিলেন, আমি দাঁড়াইব কোথায় ? কে আমাকে ধরিয়া রাখিবে। কশ্যপ (দেব-দৈত্যাদির পিতা) মুনির নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি নিশ্চয় আমার স্থান বলিয়া দিবেন, কারণ সেই মহর্ষি আমার বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন। ২০।

মদীয়াং বহতে চিন্তাং নিত্যমেব মহামুনিঃ।
এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা দেবী স্ত্রীরূপধারিণী ॥২১॥
জগাম কশ্যপং দ্রষ্টুং দৃষ্টবাংস্তাঞ্চ কশ্যপঃ।
নীলপঙ্কজপত্রাক্ষীং শারদেন্দুনিভাননাম্ ॥২২॥
অলিসঙ্ঘালকাং শুভ্রাং বন্ধুজীবাধরাং শুভাম্।
সুশুভ্রস্পৃষ্টদশনাং চারুনাসাং নতভ্রুবম্ ॥২৩॥
কম্বুকণ্ঠীং সংহতোরুং পীনোরুজঘনস্থলীম্।
বিরেজতুস্ততো যস্যাঃ সমৌ পীনৌ নিরন্তরৌ ॥২৪॥
মত্তেভকুম্ভসঙ্কাশৌ শাতকুম্ভসমদ্যুতী।
মৃণালকোমলৌ বাহূ করৌ কিশলয়োপমৌ ॥২৫॥
রুক্মস্তম্ভনিভাবরূ গূঢ়ে শ্লিষ্টে চ জানুনী।
জঙ্ঘে বিরোমে সুসমে পাদাবতিমনোরমৌ ॥২৬॥
জঘনঞ্চ ঘনং মধ্যং যথা কেশরিণঃ শিশোঃ।
প্রভাযুতা নখাস্তাম্রা রূপং সর্ব্বমনোহরম্ ॥২৭॥
কুর্ব্বাণাং বীক্ষিতৈর্নিত্যং নীলোৎপলযুতা দিশঃ।
কুর্ব্বাণাং প্রভয়া দেবীং তথা বিতিমিরা দিশঃ ॥২৮॥
সুসূক্ষ্মশুক্লবসনাং রত্নোত্তমবিভূষিতাম্।
পদন্যাসৈর্ব্বসুমতীং সপদ্মামিব কুর্ব্বতীম্ ॥২৯॥
রূপযৌবনসম্পন্নাং বিনীতবদুপস্থিতাম্।
সমীপমাগতাং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস কশ্যপঃ ॥৩০॥
উবাচ তাং বরারোহে! বিজ্ঞাতং হৃদগতং ময়া।
ধরে তব বিশালাক্ষি! গচ্ছ দেবি জনার্দ্দনম্ ॥৩১॥
স তে বক্ষ্যত্যশেষেণ ভাবিনী তে যথা স্থিতিঃ।
ক্ষীরোদে বসতিস্তস্য ময়া জ্ঞাতা শুভাননে ॥

পৃথিবী এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া স্ত্রীরূপ ধারণ-পূর্ব্বক কশ্যপকে দেখিতে যাইলেন, কশ্যপও সেই স্ত্রীরূপিণী পৃথিবীকে দেখিলেন। তাহার চক্ষু দুইটি নীল পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর মনোহর, শরৎকালীন চন্দ্রের মত মুখ, ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণকুন্তলনিকর, শুভ্রমূর্ত্তি, বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, সুলক্ষণ পরিস্ফুট সুন্দর শুভ্রঘন দন্তপঙ্‌ক্তি, সমুন্নত নাসিকা, অবনত ভ্রূযুগল, শঙ্খের মত বলিসমন্বিত কণ্ঠদেশ, উরুদ্বয় নিবিড়, নিতম্বদেশ স্থূল ও বিশাল।

যে রমণীমূর্ত্তির স্তনদ্বয় সমভাবে সমুন্নত পীন ও নিরবকাশ, যেন ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর দুইটি মস্তকের কুম্ভ,—উহা সুবর্ণের মত দীপ্তিশালী, বাহুযুগল মৃণালের মত কোমল, করতলদ্বয় নবপল্লবের মত রক্তাভ, উরুযুগল দুইটি সুবর্ণ কলসের মত প্রতীয়মান, জানুদ্বয় গূঢ় (মাংসে ঢাকা) ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট, রোমশূন্য জঙ্ঘাদ্বয় সুন্দর, সমগঠিত চরণ দুইটি অতীব মনোরম, নিবিড় জঘনদেশ, মধ্যদেশ সিংহশিশুর ন্যায় ক্ষীণ, নখরনিকর রক্তবর্ণ ও প্রভাসমন্বিত, তাঁহার রূপ সকলের চিত্তহরণ করিতেছে। তাঁহার নিরন্তর দৃষ্টিপাত দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল যেন নীলপদ্ম-মালায় বিভূষিত হইতেছে।

সেই দেবী দেহকান্তি দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিতেছেন। অতিসূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র পরিধায়িনী, উৎকৃষ্ট রত্নমালাবিভূষিতা সেই দেবী চরণনিক্ষেপ দ্বারা যেন ভূমিকে পদ্মবিভূষিত করিতেছেন। রূপ ও যৌবনে পূর্ণাঙ্গী, বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তির মত সেই দেবীকে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া কশ্যপ সমাদর করিলেন। ২১-৩০।

কশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন,—হে সুন্দরি! আমি তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। হে বিশালনয়নে বসুন্ধরে! তুমি নারায়ণের নিকট যাও, তিনি তোমার যে উপায়ে স্থিতি হইবে, সম্পূর্ণভাবে তাহা বলিয়া দিবেন। হে সুবদনে! তাঁহার বাস ক্ষীরসাগরে, তাহা আমি ধ্যানযোগে জানিয়াছি, হে সুন্দরি! এ জ্ঞান তাঁহারই অনুগ্রহে আমার হইয়াছে। ৩১-৩২।

কশ্যপ মুনি পৃথিবীকে এই কথা বলিলে তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাহার পর কেশবের দর্শনার্থ ক্ষীরোদসাগরে যাইলেন। পৃথিবী দেখিলেন—অমৃতের আকর (জল ও সুধার নিধি), দুগ্ধসাগর চন্দ্রের কিরণের মত মনোহর, বায়ুর আঘাতে সমুত্থিত তরঙ্গমালায় ব্যাপ্ত, শত হিমালয়ের মত শুভ্র, যেন দ্বিতীয় ভূমণ্ডল, শুভ্র তরঙ্গ হস্ত তুলিয়া পৃথিবীকে ডাকিতেছে। নিরন্তর শ্বেততরঙ্গ দ্বারা

ধ্যানযোগেন চার্বঙ্গি তজ্জ্ঞানং তৎপ্রসাদতঃ ॥৩২॥
ইত্যেবমুক্তা সম্পূজ্য কশ্যপং বসুধা ততঃ।
প্রযযৌ কেশবং দ্রষ্টুং ক্ষীরোদমথ সাগরম্ ॥৩৩॥
সা দদর্শামৃতনিধিং চন্দ্ররশ্মিমনোহরম্ ।
পবনক্ষোভসংজাতবীচীশতসমাকুলম্ ॥৩৪॥
হিমবচ্ছ্বেতসঙ্কাশং ভূমণ্ডলমিবাপরম্ ।
বীচীহস্তৈর্ধবলিতৈরাহ্বয়ানমিব ক্ষিতিম্ ॥৩৫॥
তৈরেব শুভ্রতাং চন্দ্রে বিদধানমিবানিশম্ ।
অন্তরস্থেন হরিণা বিগতাশেষকল্মষম্ ॥
যস্মাত্তস্মাত্তু বিভ্রন্তং সুশুভ্রাং তনুমূর্জ্জিতাম্ ॥৩৬॥
পাণ্ডরং স্বর্গমাগম্যমধোভুবনবর্ত্তিতম্ ।
ইন্দ্রনীলকড়ারাঢ্যং বিপরীতমিবাম্বরম্ ॥৩৭॥
ফণাবলীসমুদ্ভূতবনসঙ্ঘসমাচিতম্ ।
নির্ম্মোকমিব শেষাহের্বিস্তীর্ণং তমতীব হি ॥৩৮॥
তং দৃষ্ট্বা তঞ্চ মধ্যস্থং দদৃশে কেশবালয়ম্ ॥৩৯॥
অনির্দ্দেশ্যপরীমাণমনির্দ্দেশ্যর্দ্ধিসংযুতম্ ।
শেষপর্য্যঙ্কশং তস্মিন্ দদর্শ মধুসূদনম্ ॥৪০॥
শেষাহিফণরত্নাংশুদুর্বিভাব্যমুখাম্বুজম্ ।
শশাঙ্কশতসঙ্কাশং সূর্যাযুতসমপ্রভম্ ॥৪১॥
পীতবাসসমক্ষোভ্যং সর্বরত্নবিভূষিতম্ ।
মুকুটেনার্কবর্ণেন কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৪২॥
সংবাহ্যমানাঙ্‌ঘ্রিযুগং লক্ষ্ম্যা করতলৈঃ শুভৈঃ ।
শরীরধারিভিঃ শস্ত্রৈঃ সেব্যমানং সমন্ততঃ ॥৪৩॥
তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং ববন্দে মধুসূদনম্ ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা বিজ্ঞাপয়তি চাপ্যথ ॥৪৪॥
উদ্ধৃতাহং ত্বয়া দেব ! রসাতলতলঙ্গতা ।
স্বে স্থানে স্থাপিতা বিষ্ণো ! লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৪৫॥
তত্রাধুনা মে দেবেশ ! কা ধৃতির্বৈ ভবিষ্যতি ।
এবমুক্তস্তদা দেব্যা দেবো বচনমব্রবীৎ ॥৪৬॥

চন্দ্রের শ্বেতিমা সম্পাদন করিতেছে। তাহার অভ্যন্তরে শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে যেহেতু কলুষরাশির সম্পর্ক নাই, সেইজন্য দীপ্তিময়ী অতিশুভ্রা (সাত্ত্বিকী) মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। ৫৩-৩৬।

পাণ্ডুরবর্ণ, আকাশচারীদিগের অগম্য, পাতালতলে অবস্থিত। ইন্দ্রনীলবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ আকাশ যেন তলদেশে অবস্থান করিতেছে। অভ্যন্তরে অবস্থিত অনন্ত সর্পের সমুত্থিত ফণাসহস্রই যেন তাহার বনরাজি। সেই বনরাজি সমাচ্ছন্ন অনন্ত সর্পের বিস্তীর্ণ নির্মোক-(খোলস)ই যেন সেই দুগ্ধসাগর। ৩৭-৩৮।

পৃথিবী তাহা দেখিয়া পরে সেই দুগ্ধসাগরের মধ্যে কেশবের আলয় দেখিতে পাইলেন। তাহার পরিমাণ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তাহার সমৃদ্ধি অবর্ণনীয়। তাহার মধ্যে শেষশয্যায় সমাসীন মধুসূদনকে দেখিলেন। ৩৯-৪০।

শেষসর্পের ফণাস্থিত রত্নরাজির কিরণ তাঁহার মুখপদ্মে পড়ায় উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না। শতচন্দ্রের মত তাঁহার দেহের স্নিগ্ধ বর্ণ, দশ সহস্র সূর্য্যের মত তাঁহার দেহপ্রভা, পরিধানে পীতবস্ত্র। তিনি অনভিভবনীয়, ও বিকারশূন্য, সর্ব্ববিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। সূর্য্যসমুজ্জ্বল মুকুটে এবং দুইটি মকরকুণ্ডলে তিনি বিভূষিত, স্বয়ং লক্ষ্মী কোমল করতলে তাঁহার চরণ দুইটি সংবাহন করিতেছেন। সুদর্শনচক্র প্রভৃতি অস্ত্রগুলি দিব্য বিগ্রহধারণপূর্ব্বক চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিতেছে। ৪১-৪৩।

পৃথিবী সেই পদ্মপলাশলোচন মধুসূদনকে দেখিয়া মাটীতে হাঁটু দুইটি রাখিয়া বন্দনা করিলেন এবং জানাইলেন,—হে দেব ! হে নাথ ! আমি রসাতলে মগ্না ছিলাম, তুমি আমাকে তুলিয়াছ, হে বিষ্ণু ! লোকের হিতার্থে স্ব-স্থানে আমাকে স্থাপনও করিয়াছ, হে দেব-দেব ! এক্ষণে সেই স্থানে আমার ধারণের উপায় কি হইবে ? দেবী পৃথিবী দেব নারায়ণকে এইরূপ বলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন। ৪৪-৪৬।

যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনে রত, এক মাত্র শাস্ত্রমতেই

বর্ণাশ্রমাচাররতাঃ শাস্ত্রৈকতৎপরায়ণাঃ।
ত্বাং ধরে! ধারয়িষ্যন্তি তেষাং তদ্ভার আহিতঃ ॥৪৭॥
এবমুক্তা বসুমতী দেবদেবমভাষত।
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ ধর্মান্ বদ সনাতনান্ ॥৪৮॥
ত্বত্তোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
নমস্তে দেব! দেবেশ! দেবারিবলসূদন ॥৪৯॥
নারায়ণ! জগন্নাথ। শঙ্খচক্রগদাধর!
পদ্মনাভ! হৃষীকেশ! মহাবলপরাক্রম ॥৫০॥
অতীন্দ্রিয়! সুদুষ্পাব! দেব! শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর।।
বরাহ! ভীম! গোবিন্দ! পুরাণ! পুরুষোত্তম!
॥৫১॥

হিরণ্যকেশ! বিশ্বাক্ষ! যজ্ঞমূর্ত্তে! নিরঞ্জন!।
ক্ষেত্র! ক্ষেত্রজ্ঞ! লোকেশ। সলিলান্তরশায়ক!
॥৫২॥
যন্ত্রমন্ত্রবহাচিন্ত্য! বেদবেদাঙ্গবিগ্রহ!।
জগতোঽস্য সমগ্রস্য সৃষ্টিসংহারকারক ॥৫৩॥
সর্বধর্মজ্ঞ। ধর্মাঙ্গ। ধর্মযোনে! বরপ্রদ!।
বিস্পৃক্ষেনামৃত। ব্যোম! মধুকৈটভসূদন! ॥৫৪॥
বৃহতাং বৃহণাজেয়! সর্ব! সর্বাভয়প্রদ!
বরেণ্যানঘ। জীমূতাব্যয়। নির্ব্বাণকারক! ॥৫৫॥
আপ্যায়ন! অপাং স্থান! চৈতন্যাধার! নিষ্ক্রিয়!।
সপ্তশীর্ষাধ্বরগুরো! পুরাণ। পুরুষোত্তম ॥৫৬॥
ধ্রুবাক্ষর। সুসূক্ষোশ। ভক্তবৎসল! পাবন!
ত্বং গতিঃ সর্বদেবানাং ত্বং গতির্ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৫৭॥

যাঁহারা সকল আচারব্যবহার করেন, হে পৃথিবি! তাঁহারাই তোমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহাদের উপরই তোমার শরীর স্থাপিত হইল। পৃথিবী ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া দেবদেব বিষ্ণুকে বলিতে লাগিলেন,—চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের শাশ্বত ধর্ম্মগুলি বর্ণনা করুন, আমি আপনার মুখে শুনিতে বাসনা করি, আপনিই যে আমার একমাত্র গতি। ৪৫-৪৬।

হে দেবদেবাধিপতি। হে দৈত্যদানববলবিধ্বংসিন্! নারায়ণ, জগন্নাথ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্। তোমাকে নমস্কার। হে পদ্মনাভ! হৃষীকেশ! হে অমিতবীর্য্য-বিক্রম! অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), দুর্দ্ধর্ষ, শৃঙ্গ-নির্ম্মিতধনুর্দ্ধারিন্! হে বরাহদেব! ভীষণ! অথচ গোবিন্দ (রক্ষক) তুমি আদিপুরুষ পুরুষোত্তম, সুবর্ণবর্ণ-কুন্তল! তুমি বিশ্বদ্রষ্টা যজ্ঞের অবতার অথচ নিরুপাধি, হে স্থূল মহদাদিব্যক্তস্বরূপ অথচ অন্তর্য্যামী চিদাভাস লোকনাথ, একরকারণবারিমধ্যশায়িন্! তুমিই যন্ত্র ও মন্ত্রের ধারক, অচিন্ত্যমহিমা, বেদবেদাঙ্গ তোমার শরীর। হে পরিদৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিসংহারকারিন্! সর্ব্বধর্ম্মবিদ, ধর্ম্মমূর্ত্তি, ধর্ম্মের উদ্ভব! অভীষ্টবরদায়িন্! হে বিষ্বক্সেন (বিশ্বপালনার্থ সর্ব্বত্র তোমার সেনা নিযুক্ত), অবিনাশিন্! আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপিন্! মধুকৈট-ভারি, সমস্ত শব্দের স্ফোটমূর্ত্তি অথচ অজ্ঞেয়, হে সর্ব্বময়, বিশ্বের অভয়দায়ক! পূজ্যতম! অকলুষ! হে মেঘরূপিন! (কামনাবর্ষুক)! নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় পরমাত্মন! মুক্তি-দায়ক! হে জলরূপে তৃপ্তিদায়ক, সরিৎসাগরাদি জলাধার, চৈতন্যস্বরূপ, বিশ্বের আধার, অথচ নিষ্ক্রিয়! সপ্ত ছন্দঃ যাহার শীর্ষবৎ ধারক সেই যজ্ঞের উপদেষ্টা তুমি, তুমি কারণকারণ, পুরুষোত্তম, হে নিত্য! অচ্যুত-স্বভাব, অতিসূক্ষ্ম মহদাদি ও পরমাণু প্রভৃতির নিয়ন্তা! তুমি যে ভক্তপ্রিয়, পবিত্রতার কারণ। হে পুরুষোত্তম! তুমি সমস্ত দেবতার আশ্রয়, ব্রহ্মবিদ্গণের তুমিই জ্ঞেয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের তুমিই পরম তত্ত্ব। ৪৭-৫৪।

হে জগদীশ্বর! আমি তোমার শরণাগত, তুমি ধ্রুব (তোমাতে সব নিবদ্ধ), তুমি বৃহস্পতি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সুব্রহ্মণ্য (সর্ব্বোত্তম বেদের হিতকারক), অনভিভবনীয়, ঐশ্বর্য্য লইয়া তোমার লীলা, ঐশ্বর্য্যপ্রদ, অতুলনীয় যোগশক্তিসম্পন্ন, পৃশ্নিগর্ভ (সুতপা মুনির ঔরসে পৃশ্নির গর্ভে জাত বিষ্ণুমূর্ত্তি) তেজোময়, তুমিই বাসুদেব (সমস্ত ভূতবর্গ তোমাতে বাস করে এবং তুমি সর্ব্বপ্রাণিমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান, লীলাময়) পরমাত্মা, পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুত। ৫২-৫৭।

তথা বিদিতবেদ্যানাং গতিস্ত্বং পুরুষোত্তম ! ।
প্রপন্নাস্মি জগন্নাথ ! ধ্রুবং বাচস্পতিং প্রভুম্ ॥৫৮॥

সুব্রহ্মণ্যমনাধৃষ্যং বসুখেলং বসুপ্রদম্ ।
মহাযোগবলোপেতং পৃশ্নিগর্ভং ধৃতার্চ্চিষম্ ॥৫৯॥

বাসুদেবং মহাত্মানং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ ।
সুরাসুরগুরুং দেবং বিভুং ভূতমহেশ্বরম্ ॥৬০॥

একব্যূহং চতুর্ব্বক্ত্রং জগৎকারণকারণম্ ।
ব্রূহি মে ভগবন্ ! ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্ ॥৬১॥

দেবদানবগণের তুমি গুরু, চৈতন্যময়, বিশ্বব্যাপী, সর্ব্বপ্রাণীর ও সর্ব্বভূতের প্রধান নিয়ন্তা, অদ্বিতীয় এক-মূর্ত্তি, চতুর্বাহু (কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ, পরচৈতন্য নারায়ণ বিরাট্ হিরণ্যগর্ভস্বরূপ) বিশ্বের সকল কারণের কারণ। ৫৮-৫৯।

হে ভগবন্ ! তুমি আমাকে চারিবর্ণের সনাতন ধর্ম্ম ও চারি আশ্রমের আচার, রহস্যগ্রন্থ, সংগ্রহগ্রন্থ বল। এই কথা বলিলে দেবদেব বিষ্ণু পুনরায় পৃথিবীকে বলিলেন। ৬০-৬২।

আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ।
এবমুক্তস্তু দেবেশঃ পুনঃ ক্ষৌণীমভাষত ॥৬২॥
শৃণু দেবি ! ধরে ! ধর্ম্মাংশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শাশ্বতান্ ।
আশ্রমাচারসংযুক্তান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্ ॥৬৩॥
যে তু ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি সন্তস্তেষাং পরায়ণান্ ।
নিষণ্ণা ভব বামোরু ! কাঞ্চনেঽস্মিন্ বরাসনে ॥৬৪॥
সুখাসীনা নিবোধ ত্বং ধর্মান্নিগদতো মম ।
শুশ্রুবে বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ সুখাসীনা ধরা তদা ॥৬৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে ধরাদেবি ! চারি বর্ণের সনাতন ধর্ম্ম, চারি আশ্রমের আচার, রহস্যগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থসহ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬৩।

যে সকল সাধুপুরুষ তোমাকে রক্ষা করিবেন তাঁহাদেরই পরম অবলম্বন সেই সকল ধর্ম্ম বলিব, হে সুন্দরি ! তুমি এই সুবর্ণময় উত্তম আসনে উপবেশন কর। আমি ধর্ম্মকথা বর্ণনা করিতেছি নিশ্চিন্তভাবে উপবিষ্টা হইয়া তাহা শুন। তখন পৃথিবী সুখাসীনা হইয়া বিষ্ণুপ্রোক্ত ধর্ম্ম শুনিতে লাগিলেন। ৬৪-৬৫।

॥ প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ ॥১॥

তেষামাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ ॥২॥

তেষাং নিষেকাদ্যঃ শ্মশানান্তো মন্ত্রবৎ ক্রিয়াসমূহঃ ॥৩॥

তেষাঞ্চ ধর্ম্মাঃ—ব্রাহ্মণস্যাধ্যাপনং, ক্ষত্রিয়স্য শস্ত্রনিষ্ঠতা,
বৈশ্যস্য পশুপালনং, শূদ্রস্য দ্বিজাতিশুশ্রূষা।
দ্বিজানাং যজনাধ্যয়নে ॥৪॥

অথৈতেষাং বৃত্তয়ঃ ব্রাহ্মণস্য যজনপ্রতিগ্রহৌ, ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণং, কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্য-কুসীদ-যোনিপোষণানি বৈশ্যস্য,
শূদ্রস্য সর্বশিল্পানি ॥৫॥ আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ ॥৬॥

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া ॥৭॥
আর্জ্জবত্বমলোভশ্চ দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্মঃ সামন্য উচ্যতে ॥৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ। তাহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) দ্বিজাতি। গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রপাঠসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাঁহাদের ধর্ম্ম বলা হইতেছে, ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের নিত্য শস্ত্রচর্চা, বৈশ্যের গো-মহিষাদি পশুপালন, শূদ্রের কার্য্য উক্ত দ্বিজাতিগণের পরিচর্য্যা। দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম যজন ও অধ্যয়ন। ১-৪।

অতঃপর চারিবর্ণের জীবিকা বলা হইতেছে—ব্রাহ্মণের যাজন ও দানগ্রহণ জীবিকা। ক্ষত্রিয়ের পৃথিবীপালন। বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, কুসীদ গ্রহণ (সুদ লওয়া) ও ধান্যাদি বীজের পুষ্টিসাধন। শূদ্রের সকল প্রকার শিল্প। ৫।

আপৎকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ পর পর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। চতুর্বর্ণের সাধারণধর্ম্ম ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যনিষ্ঠা, দম (মনঃসংযম) বাহ্য আভ্যন্তর শৌচ, ইন্দ্রিয়দমন, জীবহিংসাবর্জ্জন, গুরুসেবা (পিতা মাতা আচার্য্যের পরিচর্য্যা), তীর্থপর্য্যটন, জীবে দয়া, সরলতা, নির্লোভত্ব, দেবব্রাহ্মণ পূজা, অসূয়া (লোক-নিন্দা) বর্জ্জন। ৬-৮।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

রাজধর্মাঃ

প্রজাপরিপালনম্ ।১। বর্ণাশ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্মে ব্যবস্থাপনম্ । ২।
রাজা চ জাঙ্গলং পশব্যং শস্যোপেতং দেশমাশ্রয়েৎ, বৈশ্যশূদ্রপ্রায়ঞ্চ ৩। তত্র ধন্বনৃমহীবারিবৃক্ষ-গিরিদুর্গাণামন্যতমং দুর্গমাশ্রয়েৎ । ৪। তত্র গ্রামাধ্যক্ষানপি কুর্য্যাৎ ।
দশাধ্যক্ষান্ । শতাধ্যক্ষান্ । দেশাধ্যক্ষাংশ্চ । ৫ ।
গ্রামদোষাণাং গ্রামাধ্যক্ষঃ পরীহারং কুর্য্যাৎ । ৬ ।
অশক্তো দশগ্রামাধ্যক্ষায় নিবেদয়েৎ । ৭ ।
সোঽপ্যশক্তঃ শতাধ্যক্ষায় । সোঽপ্যশক্তো দেশাধ্যক্ষায় দেশাধ্যক্ষোঽপি সর্ব্বাত্মনা দোষমুচ্ছিন্দ্যাৎ । ৮ ।
আকরশুল্কতরনাগবনেষ্বাপ্তান্নিযুঞ্জীত । ৯ ।

অতঃপর রাজধর্ম্মের বর্ণনা করা হইতেছে—প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা, বর্ণাশ্রমীদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপন রাজার ধর্ম্ম। রাজা জঙ্গল ও পশুর হিতকর, শস্যসমৃদ্ধ, বৈশ্য শূদ্রপ্রধান দেশ আশ্রয় করিবেন। ১-৩।

তাহার মধ্যে মরুভূমি, ভূমি, জল, বৃক্ষ ও পর্ব্বত-দুর্গের অন্যতম দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। প্রত্যেক গ্রামের এক একটি অধিপতি (মোড়োল) রাখিবেন, দশটি গ্রামের অধ্যক্ষ (পরিচালক), একশত গ্রামের অধ্যক্ষ, বারটি গ্রামের অধ্যক্ষ প্রয়োজন মত নিযুক্ত করিবেন। যিনি গ্রামাধ্যক্ষ হইবেন, তিনি গ্রামের অভাব অভিযোগের মীমাংসা করিবেন। ৪-৬।

অসমর্থ হইলে গ্রামাধ্যক্ষ দশগ্রামাধ্যক্ষকে জানাইবেন। দশগ্রামাধ্যক্ষ সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষম হইলে, শতগ্রামাধ্যক্ষকে উহা জানাইবেন। তিনিও যদি মীমাংসা করিতে অসমর্থ হন, তবে জিলার পরিচালকের নিকট নিবেদন করিবেন। দেশাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার করিবেন। ৭-৮।

ধর্মিষ্ঠান্ ধর্মকার্য্যেষু। নিপুণানর্থকার্য্যেষু।
শূরান্ সংগ্রামকর্ম্মসু। উগ্রানুগ্রেষু ষণ্ঢান্ স্ত্রীষু। ১০
প্রজাভ্যো বল্যর্থং সংবৎসরেণ ধান্যতঃ ষষ্ঠমংশমাদদ্যাৎ, সর্বশস্যেভ্যশ্চ দ্বিকং শতম্। পশুহিরণ্যেভ্যো বস্ত্রেভ্যশ্চ। ১১
মাংসমধুঘৃতৌষধিগন্ধপুষ্পমূলফলরসদারু-পত্রাজিনমৃদ্ভাণ্ডাশ্মভাণ্ডবৈদলেভ্যঃ ষষ্ঠভাগম্। ১২
ব্রাহ্মণেভ্যঃ করাদানং ন কুর্য্যাৎ, তে হি রাজ্ঞো ধর্মকরদাঃ। ১৩
রাজা চ প্রজাভ্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতষষ্ঠাংশভাক্। ১৪
স্বদেশপণ্যাচ্চ শুল্কাংশং দশমমাদদ্যাৎ পরদেশপণ্যাচ্চ বিংশতিতমম্। শুল্কস্থানমপক্রামন্ সর্বাপহারিত্বমা-প্নুয়াৎ। ১৫

রাজা খনি, শুল্ক (মাশুল) ও পারাণী শুল্ক আদায়ে হস্তীর আকর বনভূমিতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। এইরূপ প্রজাদের ধর্ম্মকার্য্য সমুদায়ে ধার্ম্মিকদিগকে, অর্থনীতিতে নীতিজ্ঞগণকে, যুদ্ধে বীরপুরুষ সমুদায়কে, উগ্রকার্য্যে (চৌর দস্যু প্রভৃতি সন্ধানে) উগ্র প্রকৃতির লোককে ও স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধানে ক্লীব ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। ৯-১০।

রাজস্ব হিসাবে বৎসরে একবার প্রজাদের নিকট হইতে জাত ধান্যের ষষ্ঠাংশ লইবেন। এইরূপ অন্যান্য শস্যেরও ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণীয়। পশু ও সুবর্ণব্যবসায়ী এবং বস্ত্রব্যবসায়ীদের নিকট লভ্যাংশের শতকরা দুইভাগ মাত্র লইবেন। ১১।

মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, চন্দনাদি গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, রস, কাষ্ঠ, পত্র, চর্ম্ম, মৃদ্ভাণ্ড, প্রস্তরপাত্র, বেণু-নির্ম্মিত দ্রব্যবিক্রেতাদের নিকট লভ্যাংশের ষষ্ঠভাগ শুল্ক লইবেন। ব্রাহ্মণ হইতে করগ্রহণ করিবেন না, কারণ, তাঁহারা রাজাকে তপস্যার ষষ্ঠভাগ কর দিয়াই

শিল্পিনঃ কর্মজীবিনশ্চ শূদ্রাশ্চ মাসেনৈকং রাজ্ঞঃ
কর্ম কুর্য্যুঃ। ১৬
স্বাম্যমাত্যদুর্গকোষদণ্ডরাষ্ট্রমিত্রাণি প্রকৃতয়ঃ। ১৭
তদ্দূষকাংশ্চ হন্যাৎ। ১৮ স্বরাষ্ট্রপররাষ্ট্রয়োশ্চ
চারচক্ষুঃ স্যাৎ। ১৯
সাধূনাং পূজনং কুর্য্যাৎ. দুষ্টাংশ্চ হন্যাৎ। ২০
শত্রুমিত্রোদাসীনমধ্যমেষু সামভেদদানদণ্ডান্ যথার্হং
যথাকালং প্রযুঞ্জীত। ২১
সন্ধিবিগ্রহযানাসনসংশ্রয়দ্বৈধীভাবাংশ্চ যথা
কালমাশ্রয়েৎ। ২২
চৈত্রে মার্গশীর্ষে বা যাত্রাং যায়াৎ, পরস্য ব্যসনে
বা।২৩
পরদেশাবাপ্তৌ তদ্দেশধর্মান্নোচ্ছিন্দ্যাৎ। ২৪

থাকেন। প্রজারা যে পুণ্য বা পাপ করে রাজা সেই পুণ্য পাপের ষষ্ঠাংশ ভাগী হন। রাজাও প্রজাদিগের নিকট হইতে পুণ্য-পাপের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন। ১২-১৪।

স্বরাষ্ট্রজাত পণ্যদ্রব্য হইতে দশ ভাগের এক ভাগ শুল্কাংশ (যথার্থ মূল্য হিসাবে) আদায় করিবেন। আর পররাষ্ট্রের পণ্য আমদানী হইলে কুড়ি ভাগের এক ভাগ শুল্ক মূল্য গ্রহণ করিবেন। যে ঐ শুল্ক বিষয়গুলি ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায়, তাহার সর্ব্বস্ব রাজা কাড়িয়া লইবেন। ১৫।

যাহারা শিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে অথবা শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে ও শূদ্র, তাহারা এক মাসে রাজার একটি কাজ করিয়া দিবে। প্রকৃতি বলিতে রাজা, মন্ত্রী, দুর্গ, ধনভাণ্ডার, আইন, রাজত্ব ও সুহৃদ্বর্গকে জানিবে। যাহারা সেই প্রকৃতির দোষোৎপাদক বা হানিকর রাজা তাহাদের হত্যা করিবেন। ১৬-১৮।

নিজরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিবেন, তাহারাই রাজার চক্ষুঃ। সাধু লোকের সম্মান করিবেন, দুষ্ট লোককে হত্যা করিবেন। শত্রু, মিত্র, উদাসীন (শত্রুও নহে মিত্রও নহে) ও মধ্যস্থ

পরেণাভিযুক্তশ্চ সর্বাত্মনা স্বং রাষ্ট্রং গোপায়েৎ। ২৫
নাস্তি রাজ্ঞাং সমরে তনুত্যাগসদৃশো ধর্মঃ। ২৬
গোব্রাহ্মণনৃপতিমিত্রধনদারজীবিতরক্ষণাদ্ যে হতাস্তে
স্বর্গভাজঃ। বর্ণসঙ্কররক্ষণার্থে চ। ২৭
রাজা পরপুরাবাপ্তৌ তত্র তৎকুলীনমভিষিঞ্চেৎ ॥ ২৮
ন রাজকুলমুচ্ছিন্দ্যাৎ। অন্যত্রাকুলীনরাজকুলাৎ। ২৯
মৃগয়াক্ষস্ত্রীপানেষ্বভিরতিং ন কুর্য্যাৎ। ৩০
বাক্‌পারুষ্যদণ্ডপারুষ্যে চ নার্থদূষণং কুর্য্যাৎ। ৩১
আয়দ্বারাণি নোচ্ছিন্দ্যাৎ। নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ।
আকরেভ্যঃ সর্বমাদদ্যাৎ ॥ ৩২
নিধিং লব্ধ্বা তদৰ্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাৎ দ্বিতীয়মৰ্দ্ধং
কোশে প্রবেশয়েৎ। ৩৩
নিধিং ব্রাহ্মণো লব্ধ্বা সর্বমাদদ্যাৎ।

রাজাদের মধ্যে কালানুসারে যোগ্যবোধে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটি উপায় প্রয়োগ করিবেন। ১৯-২১।

সন্ধি (শত্রুর সহিত বন্দোবস্ত), বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (যুদ্ধযাত্রা), আসন (সময় সুযোগ অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা), সংশ্রয় (প্রবলের আশ্রয় গ্রহণ) ও দ্বৈধ (সন্ধি বা যুদ্ধ) এই ছয়টি ভাব যোগ্যাযোগ্য সময় বুঝিয়া গ্রহণ করিবেন। ২২।

সৌর চৈত্র বা অগ্রহায়ণে যুদ্ধযাত্রা করণীয়, অথবা শত্রুর বিপদ্ দেখিলেই মাস বিশেষের বিচার করিবেন না। পররাষ্ট্র অধিকার করিলেও সেই দেশের ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেন না। ২৩-২৪।

শত্রু স্বরাষ্ট্র আক্রমণ করিলে সর্ব্ব প্রযত্নে (প্রাণপণে) নিজ রাজ্য রক্ষা করিবেন। এজন্য যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও ভাল, কারণ রাজাদের যুদ্ধে শরীর-পাতের মত ধর্ম্ম নাই। ২৫-২৬।

গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধনসম্পত্তি, বিবাহিতা স্ত্রী ও নিজ জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া যাঁহারা নিহত হন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। এবং বর্ণসঙ্কর-নিবৃত্তির জন্য নিহত হইলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ২৭।

পররাজ্য অধিকার করিলে রাজা সে দেশে সেই পরাভূত রাজার বংশধরকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত

ক্ষত্রিয়শ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ, চতুর্থমংশং ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্দ্ধমাদদ্যাৎ। ৩৪

বৈশ্যশ্চতুর্থমংশং রাজ্ঞে দদ্যাৎ, ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্দ্ধমংশমাদদ্যাৎ।

শূদ্রশ্চাবাপ্তং দ্বাদশধা বিভজ্য পঞ্চাংশান্ রাজ্ঞে দদ্যাৎ।

পঞ্চাংশান্ ব্রাহ্মণেভ্যোংঽশদ্বয়মাদদ্যাৎ। ৩৫

অনিবেদিতবিজ্ঞাতস্য সর্বমপহরেৎ।

স্বনিহিতাদ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণবর্জ্জং দ্বাদশমংশং দদ্যুঃ। ৩৬

পরনিহিতং স্বনিহিতমিতি ব্রুবংস্তৎসমং দণ্ডমাবহেৎ ॥ ৩৭

বালানাথস্ত্রীধনানি চ রাজা পরিপালয়েৎ। ৩৮

চৌরহৃতং ধনমবাপ্য সর্বমেব সর্বর্ণেভ্যো দদ্যাৎ। ৩৯

অনবাপ্য চ স্বকোশাদেব দদ্যাৎ।

শান্তিস্বস্ত্যয়নৈর্দৈবোপঘাতান্ প্রশময়েৎ। ৪০

পরচক্রোপঘাতাংশ্চ শস্ত্রনিত্যতয়া

বেদেতিহাসধর্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুলীনমব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ। ৪১

শুচীনলুব্ধানবহিতাঙ্‌ক্তিসম্পন্নান্ সর্বার্থেষু চ সহায়ান্। ৪২

স্বয়মেব ব্যবহারান্ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধম্, ব্যবহারদর্শনে ব্রাহ্মণং বা নিযুঞ্জ্যাৎ। ৪৩

করিবেন। রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করিবেন না। তবে যদি সেই বংশের কোন সন্তান না থাকে, তবে সেই রাজবংশের উচ্ছেদ নিষিদ্ধ নহে। ২৮-২৯।

মৃগয়া, পাশক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপানে আসক্তি বর্জ্জনীয়। আয় দ্বারগুলির—ভোজ্যবস্তুর উপায়গুলির উচ্ছেদ করিবেন না। অপাত্রে ধন ব্যয় করিবেন না। আকর (খনি) হইতে লব্ধধন সমস্তই রাজার প্রাপ্য। নিধি (সঞ্চিত লুক্কায়িত গচ্ছিত ধন উত্তরাধিকারী না থাকিলে) লাভ করিয়া অৰ্দ্ধেক ব্রাহ্মণগণকে দিবেন, অপরার্দ্ধ রাজকোষে স্থাপন করিবেন। বাক্‌পারুষ্য (কর্কশবাক্য) ও দণ্ডপারুষ্য (কঠিনদণ্ড) বিষয়ে অর্থনীতির (আইনের) দোষ পরিত্যাগ করিবে। ৩০-৩৩।

ব্রাহ্মণ নিধি লাভ করিলে সমস্ত নিজেই গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয় জাতি উহা পাইলে চতুর্থাংশ রাজাকে দিবেন, অপর চতুর্থাংশ ব্রাহ্মণদিগকে দিবেন, অৰ্দ্ধাংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। ৩৪।

বৈশ্য নিধি পাইয়া চতুর্থাংশ রাজাকে, অৰ্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণগণকে দিয়া শেষ চতুর্থাংশ লইবেন। শূদ্রলব্ধ নিধিকে বার ভাগ করিয়া তাহার পাঁচভাগ রাজাকে, পাঁচ ভাগ ব্রাহ্মণকে দিয়া দুই অংশ লইবেন। ৩৫।

নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি রাজকুলে জানান না হয়, কিন্তু রাজা জানিতে পারেন, তবে তাহার সর্ব্বাংশ কাড়িয়া লইবেন। নিজে নিধি রাখিয়া পরে তুলিলে রাজাকে বার ভাগের এক ভাগ দিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহা করিতে হইবে না। ৩৬।

যে ব্যক্তি অপরের নিহিত (গোপনার্থ ভূমিমধ্যে বা গুপ্তস্থানে রক্ষিত) দ্রব্যকে নিজের নিধি বলিয়া প্রকাশ করে, সে নিহিত দ্রব্যের মূল্যানুসারে তুল্য অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ৩৭।

বালক, অনাথ (অভিভাবকহীন) ও স্ত্রীলোকের ধন রাজা রক্ষা করিবেন। চোর কর্তৃক অপহৃত ধন চোরের নিকট পাইয়া, রাজা সমস্তই ধনস্বামী বিদিত থাকিলে তাহাদিগকে দিবেন। অজ্ঞাত হইলে সকলবর্ণকে দিবেন। ৩৮-৩৯।

যদি চোরের নিকট হইতে ধন উদ্ধার করিতে না পারেন, তবে নিজ রাজকোষ হইতে স্বত্বাধিকারীকে ঐ ধন দিবেন। দৈব উপদ্রব শান্তিস্বস্ত্যয়ন দ্বারা শাসন করিবেন। ৪০।

পররাষ্ট্র হইতে সঞ্জাত অত্যাচার নিত্য শস্ত্রপ্রয়োগে নিবৃত্তি করিবেন। যিনি বেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি), ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতিশাস্ত্র) ও অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ ও সদ্বংশ জাত, যিনি বিকলাঙ্গ, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ নহেন, তপঃপরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিবেন। পবিত্র, নির্লোভ, প্রমাদশূন্য ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে রাজা সমস্ত রাজকার্য্যে সহায় করিবেন। ৪১-৪২।

জন্মকর্মব্রতোপেতাশ্চ রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা
বিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ, কামক্রোধলোভাদিভিঃ
কার্য্যার্থিভিরনাহার্য্যাঃ। ৪৪

রাজা চ সর্বকার্য্যেষু সংবৎসরাধীনঃ স্যাৎ।
দেবব্রাহ্মণান্ সততমেব পূজয়েৎ।
বৃদ্ধসেবী ভবেৎ, যজ্ঞযাজী চ। ৪৫
ন চাস্য বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ ক্ষুধার্তোঽবসীদেৎ।
ন চান্যোঽপি সৎকর্মনিরতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভুবং প্রতিপাদয়েৎ। ৪৬
যেষাঞ্চ প্রতিপাদযেত্তেষাং স্ববংশ্যানন্তবপ্রমাণং
দানচ্ছেদোপবর্ণনঞ্চ পটে তাম্রপাত্রে বা লিখিতং
স্বমুদ্রাঙ্কিতঞ্চাগামিনৃপবিজ্ঞাপনার্থং দদ্যাৎ। ৪৭
পরদত্তাঞ্চ ভুবং নাপহরেৎ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ সর্বদাযান্ প্রযচ্ছেৎ।
সর্বতস্ত্বাত্মানং গোপায়েৎ সুদর্শনশ্চ স্যাৎ।
বিষঘ্নাগদ-মন্ত্রধারী চ। নাপরীক্ষিতমুপযুঞ্জ্যাৎ। ৪৮
স্মিতপূর্বাভিভাষী স্যাৎ। বধ্যেষ্বপি ন ভ্রুকুটীমাচরেৎ
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু দাপয়েৎ।
সম্যগ্দণ্ডপ্রণয়নং কুর্য্যাৎ। দ্বিতীয়মপরাধং ন
কস্যচিৎ ক্ষমেত।
স্বধর্ম্মমপালয়ন্নাদণ্ড্যো নামাস্তি রাজ্ঞঃ। ৪৯

নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নিজেই সমস্ত অভিযোগের মোকর্দ্দমা বা বিচারাদি করিবেন। অথবা বিচারাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন। ৪৩।

সদ্বংশজাত, সদনুষ্ঠানে রত, নিয়মাবলম্বী তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে রাজা রাজসভার সভ্য করিবেন, যাহারা শত্রু মিত্রে সমব্যবহারী, যাহাদিগকে বিচারার্থিগণ কাম, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা ভাঙ্গাইতে না পারে। ৪৪।

রাজা সকল কার্য্যে জ্যোতিষিকের মতে চলিবেন। দেব ব্রাহ্মণের সর্ব্বদাই পূজা করিবেন। জ্ঞানে ও বয়সে যিনি বৃদ্ধ তাহার পরামর্শে চলিবেন এবং যাগযজ্ঞানুষ্ঠানে রত থাকিবেন। ৪৫।

এই রাজার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ যেন জীবিকার অভাবে ক্ষুধার্ত্ত না থাকেন এবং অন্য কোন সদ্বৃত্তসম্পন্ন ব্যক্তি যেন অভাবগ্রস্ত না হন। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মত্র ভূমি দিবেন। ৪৬।

এবং যাঁহাদিগকে ভূমি দিবেন, তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে যেন প্রমাণপত্রহীন না হয় এবং সেই দানপত্রে (দলিলে) যেন দানের উল্লেখ ও ভূমির সীমাবর্ণনা থাকে, দানপত্রটি বস্ত্রে (আধুনিক কাগজে) অথবা তামার পাতে লিখিত হইবে, নিজের মুদ্রাচিহ্নিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে অন্য রাজা যাহাতে জানিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। ৪৭।

অপর প্রদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। ব্রাহ্মণ দিগকে সর্ব্বপ্রকার দানীয় বস্তু দিবেন। সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। সুদর্শন হইবেন, এবং বিষঘ্ন ঔষধধারী মন্ত্রজ্ঞানী হইবেন। কখনও অপরীক্ষিত বস্তু ভোগ করিবেন না। ৪৮।

মৃদু হাস্যপূর্ব্বক বাক্য বলিবেন। বধার্হ ব্যক্তিদিগের উপর ভ্রূভঙ্গী করিবেন না। দণ্ডার্হ ব্যক্তির উপর অপরাধানুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। কাহারও দ্বিতীয়বার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না, যদি অপরাধী স্বধর্ম্ম পালন না করে, তবে সে যে বর্ণই হউক রাজার কাছে অদণ্ডনীয় থাকে না। ৪৯।

যে রাজ্যে শ্যামবর্ণ রক্তচক্ষুঃ দণ্ড নির্ভয় হইয়া (অকুণ্ঠিত থাকিয়া) প্রবৃত্ত থাকে, তথায় প্রজারা বৃদ্ধি লাভ করে, যদি রাজ্যনায়ক (পরিচালক রাজা) সাধু ভাবে সর্ব্বত্র দৃষ্টিপাত করেন। ৫০।

রাজা নিজ রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত দণ্ডধারী হইবেন; শত্রুদের উপর তীক্ষ্ণদণ্ড গ্রহণ করিবেন। স্নেহপ্রবণ সুহৃদ্বর্গের উপর সরল ব্যবহারী ও ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষমাশীল হইবেন। ৫১।

যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি নির্ভরঃ।
প্রজাস্তত্র বিবর্দ্ধন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি। ৫০
স্বরাষ্ট্রে ন্যায়দণ্ডঃ স্যাদ্ ভৃশদণ্ডশ্চ শত্রুষু।
সুহৃৎস্বজিহ্মঃ স্নিগ্ধেষু ব্রাহ্মণেষু ক্ষমান্বিতঃ। ৫১
এবং বৃত্তস্য নৃপতেঃ শিলোঞ্ছেনাপি জীবতঃ।
বিস্তীর্য্যতে যশোলোকে তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি। ৫২
প্রজাসুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিতঃ।
স কীর্ত্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ৫৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

এইরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলিলে যদি ধনাভাবে রাজার শিল (শস্যক্ষেত্রে পতিত, মুষিকবিলে লগ্ন এক একটি শস্য আহরণ) ও উঞ্ছ (বণিক্‌প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শস্যকণাসংগ্রহ) দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলেও জলে তৈল বিন্দুর মত তাঁহার যশ ক্রমশঃ জগতে ছড়াইয়া পড়ে। ৫২।

যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং তাহাদের দুঃখে দুঃখী হন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিমান্ হইয়া অন্তে স্বর্গলোকে পূজিত হন। ৫৩।

বিষ্ণুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

জালস্থার্কমরীচিগতং রজস্ত্রসরেণুসংজ্ঞকম্।
তদষ্টকং লিক্ষা। তত্ত্রয়ং রাজসর্ষপঃ। তত্ত্রয়ং গৌরসর্ষপঃ।
তৎষট্‌কং যবঃ। তত্ত্রয়ং কৃষ্ণলম্। তৎপঞ্চকং মাষঃ।
তদ্দ্বাদশকমক্ষার্দ্ধম্। অক্ষার্দ্ধমেব সচতুর্মাষকং সুবর্ণঃ।
চতুঃসুবর্ণকো নিষ্কঃ। দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে রূপ্যমাষকঃ।
তৎষোড়শকং ধরণম্। তাম্রকার্ষিকঃ কার্ষাপণঃ।১
পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রং ত্বেব চোত্তমঃ॥২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

গবাক্ষজালমার্গে প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণের মধ্যে যে ধূলিবৎ অতি সূক্ষ্ম কণা দেখা যায়, তাহার নাম 'ত্রসরেণু'। সেই আটটি ত্রসরেণুতে একটি 'লিক্ষা' হয়। তিন লিক্ষার নাম রাজসর্ষপ (অতি ক্ষুদ্র সরিষার পরিমাণ বৃহত্তর অংশ)।

তাহার তিনটি যোগে একটি গৌরসর্ষপ (শ্বেত সর্ষপমান অংশ)। ছয়টি গৌরসর্ষপে একটি যব হয়। তিনটি যবের ওজন এক কৃষ্ণল (কাল কুঁচ), পাঁচ কৃষ্ণল বা কুঁচে এক মাষা।

বারটি মাষায় এক 'অক্ষার্দ্ধ'। চারি মাষাযুক্ত অক্ষার্দ্ধের নাম সুবর্ণ (এক ভরির ওজন অর্থাৎ ছিয়াত্তর কৃষ্ণল বা কুঁচে এক ভরি সোণা)। সেই চারি সুবর্ণ পরিমাণ স্বর্ণকে 'নিষ্ক' বলা হয়। ১০।

রজতের ওজনে দুই কৃষ্ণলের সম ওজন এক রূপ্য-মাষক। ষোলটি রূপ্য-মাষক 'ধরণ' নামে খ্যাত। এককর্ষ (সুবর্ণমিত) তামাকে কার্ষাপণ বলে (ইহার অপর নাম পণ)। লৌকিক ব্যবহারে পয়সা বলা হয়।

আড়াইশো কার্ষাপণ দণ্ডকে প্রথম সাহস দণ্ড বলে। পাঁচশত পণের নাম মধ্যম সাহস, হাজার পণের নাম উত্তম সাহস। ১২।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণবর্জ্জং সর্বে বধ্যাঃ। ১
ন শারীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ। ২
স্বদেশাদ্ ব্রাহ্মণং কৃতাঙ্কং বিবাসয়েৎ। ৩
তস্য চ ব্রহ্মহত্যায়ামশিরস্কং পুরুষং ললাটে কুর্যাৎ।৪
সুরাধ্বজং সুরাপানে। ৫
শ্বপদং স্তেয়ে। ভগং গুরুতল্পগমনে।
অন্যত্রাপি বধ্যকর্মণি তিষ্ঠন্তং সমগ্রধনমক্ষতং বিবাসয়েৎ।৬-৮
কূটশাসনকর্তংশ্চ রাজা হন্যাৎ। কূটলেখ্যকারাংশ্চ। গরদাগ্নিদ-প্রসহ্যতস্করান্ স্ত্রী-বাল-পুরুষঘাতিনশ্চ।৯-১১
যে চ ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যোঽধিকমপহরেয়ুঃ। ১২
ধরিমমেয়ানাং শতাদপ্যধিকম্। ১৩
যে চাকুলীনা রাজ্যমভিকাময়েয়ুঃ।
সেতুভেদকাংশ্চ প্রসহ্যতস্করাণাংবাবকাশভক্তপ্রদাংশ্চ।
অন্যত্র রাজাশক্তেঃ। ১৪-১৭
স্ত্রিয়মশক্তভর্তৃকাং তদতিক্রমণীঞ্চ।
হীনবর্ণোঽধিকবর্ণস্য যেনাঙ্গেনাপরাধং কুর্য্যাত্তদেবাস্য শাতয়েৎ।
একাসনোপবেশী কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ। ১৮-২০
নিষ্ঠীব্যোষ্ঠদ্বয়বিহীনঃ কার্য্যঃ। অবশব্দয়িতা চ গুদহীনঃ। ২১-২২

অতঃপর দণ্ডের কথা বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন মহাপাতকী মাত্রই বধার্হ। ব্রাহ্মণের শরীরের উপর দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণকে মহাপাতকি-চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজা নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন। ১-৩।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ-অপহরণ, গুরুপত্নীগমন ও তাহাদের সহিত ভোজনাদি সংসর্গ—এই পাঁচটিকে মহাপাতক বলে, তন্মধ্যে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণের কপালে মস্তকহীন মনুষ্যের মূর্ত্তি (স্থায়িভাবে) অঙ্কিত করিয়া দিবেন। সুরাপায়ীর (গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী-ভেদে সুরা ত্রিবিধ, তন্মধ্যে পৈষ্টী সুরাপায়ীর) সুরাপানের চিহ্ন (গেলাস, বোতল) আঁকিয়া দিবেন। ৪-৫।

সুবর্ণচৌর্য্যে কুক্কুরের পা অঙ্কিত করিবেন। গুরুপত্নীগমনে ভগাকার চিহ্ন (যোনিমূর্ত্তি) অঙ্কনীয়। এইরূপ বধদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য কোন অপবাধে অপরাধী ব্রাহ্মণকে ধনাদি অক্ষত রাখিয়া অক্ষত শরীরে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। ৬-৮।

জাল তাম্রশাসনাদি নকলকারীদিগকে রাজা হত্যা করিবেন। এইরূপ জাল দলিলাদির রচয়িতাকেও বধ করিবেন। বিষদানে হত্যাকারী, গৃহদাহে নিধনকর্তা, বলপূর্ব্বক ধন-হরণকারী এবং স্ত্রী, বালক ও মনুষ্যঘাতক ব্যক্তিদিগকে রাজা হত্যা করিবেন। ১০-১১।

আর যাহারা দশ কুম্ভের অধিক ধান্য হরণ করে, কিংবা ধরিম (বাট্‌খারা) দ্বারা পরিমাণার্হ বস্তু শতাধিক হরণ করে, তাহাদিগকেও হত্যা করিবেন। ১২-১৩।

রাজবংশে জাত না হইয়া অথবা অসদ্বংশ জাত হইয়া যদি রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে এবং ধর্ম্মের শৃঙ্খলা বা সমাজ-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দেয়, বলপূর্ব্বক চৌর্য্যকারী (দস্যু) দিগকে প্রশ্রয় দেয় বা অন্ন দেয়, তবে রাজা তাহাদিগকে বধদণ্ড দিবেন যদি দমনের শক্তিবহির্ভূত না হয়, অর্থাৎ অদমনীয় না হয়, নতুবা নহে। ১৪-১৭।

যে স্ত্রীকে তাহার ভর্ত্তা শাসনে অসমর্থ, এইরূপ স্বামি-লঙ্ঘনকারিণী রমণীকেও রাজা দমন করিবেন। কোন নীচবর্ণ উত্তমবর্ণের উপর যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ (আঘাত) করিবে, রাজা সেই অঙ্গ কাটিয়া দিবেন। একাসনে বসিবার অযোগ্য ব্যক্তি একাসনে বসিতে সাহসী হইলে, রাজা তাহার কাঁকালে (কটিদেশে) চিহ্ন করিয়া দিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন। ১৮-২০।

নীচ ব্যক্তি উত্তমের গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে

আক্রোশয়িতা চ বিজিহ্বঃ।
দর্পেণ ধর্মোপদেশকারিণো রাজা তপ্তমাসে-
চয়েত্তৈলমাস্যে।
দ্রোহেণ চ নামজাতিগ্রহণে দশাঙ্গুলোহস্য
শঙ্কুর্নিখেয়ঃ।
শ্রুতদেশজাতিকর্মণামন্যথাবাদী কার্ষাপণশতদ্বয়ং দণ্ড্যঃ।
কাণখঞ্জাদীনাং তথাবাদ্যপি কার্ষাপাণদ্বয়ম্।
গুরূনাক্ষিপন্ কার্ষাপণশতম্। ২৩-২৮
পরস্য পতনীয়াক্ষেপে কৃতে তূত্তমসাহসম্।
উপপাতকযুক্তে মধ্যমম্। ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং ক্ষেপে
জাতিপূগানাঞ্চ।
গ্রামদেশয়োঃ প্রথমসাহসম্। ২৯-৩২
ব্যঙ্গতাযুক্তাক্ষেপে কার্ষাপণশতম্।
মাতৃযুক্তে তূত্তমম্। সবর্ণাক্রোশনে দ্বাদশপণান্
দণ্ড্যঃ। ৩৩-৩৫
হীনবর্ণাক্রোশনে ষড্ দণ্ড্যঃ।
যথাকালমুত্তমসবর্ণাক্ষেপে তৎপ্রমাণো দণ্ডঃ।
তয়োর্বা কার্ষাপণাস্ত্রয়ঃ শুকবাক্যাভিধানে (ক)
ত্বেবমেব। ৩৬-৩৯
পার-জারিসবর্ণাগমনে তূত্তমসাহসং দণ্ড্যঃ।
হীনবর্ণাগমনে মধ্যমম্। গোগমনে চ। ৪০-৪২
অন্ত্যাগমনে বধ্যঃ। পশুগমনে কার্ষাপণশতং দণ্ড্যঃ॥
দোষমনাখ্যায় কন্যাং প্রযচ্ছংশ্চ। তাঞ্চ বিভৃয়াৎ। ৪৩-৪৬
অদুষ্টাং দুষ্টামিতি ব্রুবন্নুত্তমসাহসম্।

(থুথু দিলে) রাজা তাহাকে দুই ওষ্ঠহীন করিবেন। গাত্রে অধোবায়ু নিঃসরণ করিলে তাহার অপানদেশ ছেদন কর্ত্তব্য। ২১-২২।

গালাগাল দিলে জিহ্বাহীন করিবেন। বিদ্যাগর্বে ধর্ম্মোপদেষ্টা নীচজাতির মুখে রাজা তপ্ততৈল ঢালিয়া দিবেন। অনিষ্টাভিপ্রায়ে নাম ও জাতি গ্রহণ করিলে দশ অঙ্গুলিপরিমিত একটি শঙ্কু, পেরেক (গোজ বা কীল) মুখের মধ্যে পুঁতিয়া দিবেন। যথাশ্রুত দেশ, জাতি ও স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মের অন্যথাবাদী (অন্যরূপ পরিচয়-দাতা) ব্যক্তিকে দুইশত কাহন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। কাণা, খোঁড়া প্রভৃতিকে কাণা, খোঁড়া প্রভৃতি শব্দে যে ডাকে তাহারও দুই কাহন কড়ি দণ্ড। গুরুকে ধমকাইলে বা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিলে একশত কাহন দণ্ড। ২৩-২৮।

অপরের পতনের কারণ নিন্দা রটাইলে পূর্ব্বোক্ত উত্তম সাহস দণ্ড নিপাতনীয়। যদি পরকে নিন্দা দ্বারা উপপাতকযুক্ত করিয়া প্রকাশ করে, তবে মধ্যম সাহস দণ্ডে দণ্ডনীয়।

ত্রিবিদ্যায় (ত্রিবেদ) বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্যার নিন্দা করিলে এবং জাতির নিন্দা, পুণ্য কার্য্যের নিন্দা করিলেও মধ্যম সাহস দণ্ড বিধেয়। গ্রাম ও দেশের নিন্দাতেও প্রথম সাহস (দণ্ড)। ২৯-৩২।

অঙ্গভঙ্গী করিয়া নিন্দা করিলে একশত কাহন দণ্ড। মাতৃনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নিন্দায় উত্তম সাহস। সমান-বর্ণকে (ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে এইরূপ) গালাগালি দিলে বার পণ দণ্ডনীয়। ৩৩-৩৫।

উত্তমবর্ণ অধমবর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ডার্হ। যথাকালে অর্থাৎ গালির কারণ ঘটিলে অধমবর্ণ উত্তমবর্ণের আক্রোশে ছয় পণ দণ্ড হইবে। অথবা উক্তস্থলে তিন কাহন দণ্ডনীয়।

শুক পাখীর উক্ত বাক্য অনুকরণ করিলে অর্থাৎ শুকের কথা (স্বরের) মত বিদ্রূপ করিয়া বলিলে এইরূপ দণ্ডই হইবে। ৩৬-৩৯।

সবর্ণা পরস্ত্রী বাজাররতা সবর্ণা নারীগমনে উত্তম সাহস দণ্ড পাইবার যোগ্য। অধমবর্ণাতে উত্তমবর্ণ গমন করিলে মধ্যম সাহস; এইরূপ গো-গমনেও মধ্যম সাহস (দণ্ডনীয়)। ৪০-৪২।

অন্ত্যজা-গমনে বধার্হ হইবে। গোভিন্ন পশু (ছাগ মহিষাদি) গমনে একশত কাহন দণ্ডনীয়। কন্যার দোষ কীর্ত্তন না করিয়া কন্যাদানকারী ঐরূপ দণ্ডার্হ এবং সেই কন্যাকে কন্যাদাতা চিরদিন পালন করিতে বাধ্য থাকিবে। ৪৩-৪৬।

অদুষ্টা কন্যাকে যদি দুষ্টা বলিয়া প্রখ্যাপন করে, তবে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র এবং

(ক) শুকবাক্যাভিধানে—পা.

গজাশ্বোষ্ট্রগোঘাতী ত্বেককরপাদঃ কার্য্যঃ।
বিমাংসবিক্রয়ী চ কার্ষাপণশতম্। গ্রাম্যপশুঘাতী চ
পশুস্বামিনে তন্মূল্যং দদ্যাৎ। ৪৭-৫০
আরণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং কার্ষাপণান্।
পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী চ দশ কার্ষাপণান্।
কীটোপঘাতী চ কর্ষাপণম্।
ফলোপগমদ্রুমচ্ছেদী তূত্তমসাহসং দণ্ড্যঃ।
পুষ্পোপগমদ্রুমচ্ছেদী মধ্যমম্।
বল্লীগুল্মলতাচ্ছেদী কার্ষাপণশতম্। ৫১-৫৭
তৃণচ্ছেদ্যেকম্। সর্বে চ তৎস্বামিনাং তদুৎপত্তিম্॥
হস্তেনাবগোরয়িতা দশ কার্ষাপণান্।
পাদেন বিংশতিম্। কাষ্ঠেন প্রথমসাহসম্। ৫৮-৬২

পাষাণেন মধ্যমম্। শস্ত্রেণোত্তমম্।
পাদকেশাংশুককরলুণ্ঠনে দশ পণান্ দণ্ড্যঃ।
শোণিতেন বিনা দুঃখমুৎপাদয়িতা
দ্বাত্রিংশৎপণান্। ৬৩-৬৬
সহ শোণিতেন চতুঃষষ্টিম্।
করপাদদন্তভঙ্গে কর্ণনাসাবিকর্ত্তনে মধ্যমম্।
চেষ্টাভোজনবাগ্রোধে প্রহারদানে চ। ৬৭-৬৯
নেত্রকন্ধরাবাহুসকথ্যং সভঙ্গে চোত্তমম্।
উভয়নেত্রভেদিনং রাজা যাবজ্জীবং বন্ধনান্ন
বিমুঞ্চেৎ। ৭০-৭১
তাদৃশমেব বা কুর্য্যাৎ। ৭২
একং বহূনাং নিঘ্নতাং প্রত্যেকমুক্তাদ্দণ্ডাদ্ দ্বিগুণঃ। ৭৩
ক্রোশন্তমভিধাবতাং তৎসমীপবর্ত্তিনাং সংসরতাঞ্চ। ৭৪

গোহত্যাকারীর এক হাত ও এক পা কাটিয়া দিবে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ মাংসবিক্রেতারও ঐরূপ (দণ্ড) করণীয়। গ্রামবাসী গ্রামপালিত গো প্রভৃতি পশুহত্যাকারী একশত কাহন দণ্ডে দণ্ডনীয়।

যাহার পশু হত্যা করা হইয়াছে, সেই পশু-স্বামীকে নিহত পশুর উপযুক্ত মূল্য দিবে। ৪৭-৫১।

অরণ্য পশু (সিংহ-ব্যাঘ্রাদি) হত্যা করিলে পঞ্চাশ কাহন দণ্ডনীয়। পক্ষি-হত্যাকারী ও মৎস্যহন্তা দশ কাহন দণ্ডার্হ। কীট হত্যাকারীর এক কাহন দণ্ড। ৫১-৫৪।

ফলপ্রসবোন্মুখ বা ফলিত বৃক্ষ ছেদন করিলে উত্তম সাহস দণ্ডার্হ হইবে। পুষ্পিত বা পুষ্পোদ্গম হইয়াছে এইরূপ বৃক্ষচ্ছেদনকারীকে মধ্যমসাহস দণ্ড দিবে। বল্লী (গুলঞ্চ প্রভৃতি ব্রততি), গুল্ম (মাধবী প্রভৃতি গুল্মযুক্ত গাছ) ও মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদন করিলে একশত কার্ষাপণ দণ্ডার্হ। ৫৫-৫৭।

তৃণজাতীয় বৃক্ষ (বংশ তাল প্রভৃতি) ছেদনকারী এক কাহন দণ্ড পাইবে। এই বৃক্ষাদি ছেদনকারী সকলেই বৃক্ষাদিস্বামীকে ঐ বৃক্ষাদির উৎপাদন করিয়া দিবে। হস্তদ্বারা আঘাতকারী দশ কাহন দণ্ডার্হ। পায় দ্বারা আঘাত করিলে কুড়ি কাহন দণ্ডার্হ। কাষ্ঠদ্বারা আঘাতকারী প্রথমসাহস দণ্ডে দণ্ডনীয়। ৫৮-৬২।

পাথর দিয়া আঘাত করিলে মধ্যমসাহস দণ্ডার্হ। অস্ত্রদ্বারা আঘাতকারী উত্তমসাহস দণ্ডার্হ। পা, চুল, কাপড়, হাতে ধরিয়া আটকাইয়া তাহার দ্রব্য লুটিয়া লইলে দশ পণ দণ্ডার্হ। রক্তপাত না করিয়া দুঃখ দিলে বত্রিশ পণ দণ্ডনীয়। ৬৩-৬৬।

আর রক্তপাত সহকারে দুঃখের উৎপাদক, তাহার দ্বিগুণ চৌষট্টি পণ দণ্ড পাইবার যোগ্য। হাত, পা, দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে অথবা নাক, কাণ কাটিয়া দিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড দেয়। উপার্জ্জনাদির বা পলাইবার চেষ্টা, ভোজনদ্রব্য ও বাক্যের রোধ করিলে (মুখ চাপিয়া ধরিলে) এবং প্রহার করিলেও ঐ মধ্যমসাহস দণ্ড বিহিত। ৬৭-৬৯।

প্রহার দ্বারা চক্ষুঃ, গ্রীবা (ঘাড়), হস্ত, উরু ও স্কন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলে বা স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষম করিয়া দিয়া প্রহার করিলে উত্তমসাহস দণ্ডনীয়। দুই চক্ষুর ভেদকারীকে রাজা যাবজ্জীবন কারাগারে আটকাইয়া রাখিবেন, মুক্তি দিবেন না। ৭০-৭১।

অথবা উভয়চক্ষুর্ভেদকারীরও উভয়চক্ষুঃ ভেদ করিয়া দিবেন। বহু লোক মিলিয়া একজনকে আঘাত করিলে রাজা প্রত্যেককে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। আত্মরক্ষার্থ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে যদি কেহ

সর্বে চ পুরুষপীড়াকরাস্তদুত্থানব্যয়ং দদ্যুঃ ॥
গ্রাম্যপশুপীড়াকরাশ্চ।
গোঽশ্বোষ্ট্রগজাপহার্য্যেকপাদকরঃ কার্য্যঃ। ৭৫-৭৭
অজাব্যপহার্য্যেককরশ্চ।
ধান্যাপহার্য্যেকাদশগুণং দণ্ড্যঃ।
শস্যাপহারী চ ॥
সুবর্ণরজতবস্ত্রাণাং পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকমপহরন্। বিকরঃ
তদূনমেকাদশগুণং দণ্ড্যঃ। ৭৮-৮২
সূত্রকার্পাসগোময়গুড়দধিক্ষীরতক্রতৃণলবণমৃদ্ভস্মপক্ষি—
মৎস্যঘৃততৈলমাংসমধুবৈদলবেণুমৃন্ময়লোহ-
দণ্ডানামপহর্ত্তা মূল্যাত্ত্রিগুণং দণ্ড্যঃ। ৮৩

পক্কান্নানাঞ্চ। পুষ্পহরিতগুল্মবল্লীলতাপর্ণানামপহরণে
পঞ্চ কৃষ্ণলান্। ৮৪-৮৫
শাকমূলফলানাঞ্চ। রত্নাপহার্য্যুত্তমসাহসম্।
অনুক্তদ্রব্যাণামহর্ত্তা মূল্যসমম্।
স্তেনাঃ সর্বমপহৃতং ধনিকস্য দাপ্যাঃ।
ততস্তেষামভিহিতদণ্ডপ্রয়োগঃ।
যেষাং দেয়ঃ পন্থাস্তেষামপথদায়ী
কার্ষাপণানাং পঞ্চবিংশতিং দণ্ড্যঃ। ৮৬-৯১
আসনার্হস্যাসনমদদচ্চ। পূজার্হমপূজয়ংশ্চ।
প্রাতিবেশ্য ব্রাহ্মণে নিমন্ত্রণাতিক্রমে চ।

তাহার নিকটে না আসে অথবা তাহার নিকটে থাকিয়াও সরিয়া যায়, তবে উহাদের দণ্ড প্রহারকারীর দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ৭১-৭৪।

পূর্ব্বোক্ত জনপীড়াদায়ক ব্যক্তি মাত্রই আহত ব্যক্তির আবার কার্য্যাক্ষমতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। ঐরূপ গ্রাম্য পশুঘাতক বা আঘাত দ্বারা অকর্ম্মণ্যতার প্রযোজক ব্যক্তিমাত্রই আহত গ্রাম্য পশুর দ্বারা প্রাণরক্ষণ বিষয়ে পশুস্বামীর ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে। গো, অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী অপহরণ করিলে রাজা অপহর্ত্তার একটি হাত ও পা কাটিয়া দিবেন। ৭৫-৭৭।

ছাগল বা মেষ হরণ করিলে একটি মাত্র হাত রাখিয়া দিবেন। ধান্যাপহারী ধান্যপরিমাণের একাদশগুণ মূল্য-দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অন্যশস্যাপহারীও এইরূপ দণ্ডনীয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র পঞ্চাশ সংখ্যার অধিক হরণকারীর দুই হস্ত রাজা কাটিয়া দিবেন। ঐ সকল দ্রব্য যদি পঞ্চাশ সংখ্যার কম হয়, তবে তাহাদের মূল্য হিসাবে এগার গুণ মূল্য অপহর্ত্তার দণ্ড হিসাবে ধার্য্য হইবে। ৭৮-৮২।

সূত্র, কাপাস তুলা, গোময় (গোবর), গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র (ঘোল), তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম (ছাই), পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বংশজাত দ্রব্য, বংশ, মৃন্ময় পাত্র, লৌহদণ্ড (ওজন দাঁড়ি)—ইহাদের অপহরণকারী অপহৃত দ্রব্যের মূল্য হিসাবে তাহার তিনগুণ মূল্য দানে দণ্ডনীয়। ৮৩।

পক্ক অন্ন (ভাত, রোটি প্রভৃতি ধান্যজাত ও যব গোধূমাদিজাত পক্ক খাদ্য) হরণ করিলেও হৃত দ্রব্যের তিনগুণ দণ্ড বিধেয়। পুষ্প, হরিত (সবুজ বর্ণের গুচ্ছাদি) গুল্ম (কাণ্ড) বল্লী, লতা, পত্রের অপহরণ করিলে পাঁচ কৃষ্ণল (এক মাষ পরিমিত) অর্থদণ্ড বিধেয়। ৮৪-৮৫।

এইপ্রকার শাক, মূল, ফল হরণ করিলেও পঞ্চ কৃষ্ণল দণ্ড হইবে। রত্নাপহারীর উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। যে সকল দ্রব্য নামতঃ কথিত হইল না, তাহাদের অপহরণকারী হৃতদ্রব্যের তুল্য মূল্যে দণ্ডনীয়। রাজা চোরদিগের দ্বারা সমস্ত হৃতদ্রব্য ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। তাহার পর চোরদিগের পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ব্যবস্থা হইবে। যাহাদিগকে যাইবার পথ আগে দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে তাহা যদি না দেয়, তবে সেই অপথদাতা পঁচিশ কাহন দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। ৮৬-৯১।

তাগ্রে আসন পাইবার যোগ্যকে আসন না দিলেও উক্ত দণ্ডে দণ্ডনীয়। এইরূপ পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা না করিলে দণ্ডার্হ। প্রতিবেশী (দোষশূন্য) ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ না করিলেও ঐ দণ্ড বিহিত। নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও সেই দণ্ড। ৯২-৯৫।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি 'তাহাই হইবে' বলিয়া অর্থাৎ ভোজন করিতে স্বীকার করিয়া যদি ভোজন না করে, তবে এক মাষ পরিমিত স্বর্ণ দণ্ড দিবে। এবং নিমন্ত্রণকারীকে সে

নিমন্ত্রয়িত্বা ভোজনাদায়িনশ্চ। ৯২-৯৫
নিমন্ত্রিতস্তথেত্যুক্তবানভুঞ্জানঃ স্বর্ণমাষকং,
নিমন্ত্রয়িতুশ্চ দ্বিগুণমন্নম্।
অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণদূষয়িতা ষোড়শসুবর্ণান্। ৯৬-৯৭
জাত্যপহারিণা শতম্। সুরয়া বধ্যঃ।
ক্ষত্রিয়ং দূষয়িতুস্তদর্দ্ধম্। বৈশ্যং দূষয়িতুস্তদর্দ্ধমপি।
শূদ্রং দূষয়িতুঃ প্রথমসাহসম্। ৯৮-১০২
কামকারেণাস্পৃশ্যস্ত্রৈবর্ণিকং স্পৃশন্ বধ্যঃ।
রজস্বলাং শিক্যাভিস্তাড়য়েৎ। ১০৩-৪
পথ্যুদ্যানোদকসমীপেষ্বশুচিকারী পণশতম্।
তচ্চাপাস্যাৎ।
গৃহভূকুড্যাদ্যুপভেত্তা মধ্যমসাহসং দণ্ড্যঃ। তচ্চ
যোজয়েৎ। ১০৫-৮
গৃহপীড়াকরং দ্রব্যং প্রক্ষিপন্ পণশতম্॥

সাধারণ্যাপলাপী চ। প্রোষিতস্যাপ্রদাতা চ। ১০৯-১১
পিতৃপুত্রাচার্য্যযাজ্যর্ত্বিজামন্যোন্যাপতিতত্যাগী চ।
ন চ তান্ জহ্যাৎ।
শূদ্রপ্রব্রজিতানাং দৈবে পিত্র্যে ভোজকশ্চ।
অযোগ্যকর্মকারী চ। সমুদ্রগৃহভেদকঃ।
অনিযুক্তঃ শপথকারী। পশূনাং
পুংস্ত্বোপঘাতকারী চ। ১১২-১৮
পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং দশপণো দণ্ডঃ।
যস্তয়োশ্চান্তরঃ স্যাত্তস্যোত্তমসাহসম্। ১১৯-২০
তুলামানকূটকর্ম্মকর্ত্তুশ্চ।
তদকূটে কূটবাদিনশ্চ। ১২১-২২
দ্রব্যাণাং প্রতিরূপবিক্রয়িকশ্চ।
সম্ভূয়বণিজাং পণ্যমনর্ঘেণাবরুন্ধতাম্।
প্রত্যেকং বিক্রীণতাং চ।

স্বভোজ্যের দ্বিগুণ অন্ন দিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে অভক্ষ্য খাওয়াইয়া দূষিত করিলে, ষোল সুবর্ণমুদ্রায় দণ্ডনীয়। ৯৬-৯৭।

ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করিলে শত সুবর্ণমুদ্রায় দণ্ডনীয়। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে সুরা খাওয়াইলে বধার্হ হইবে। ক্ষত্রিয়কে যদি ঐরূপে দূষিত করে, তবে ব্রাহ্মণ পক্ষে বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত। খাদ্য দ্বারা বৈশ্যের দোষোৎপাদনে তাহার অর্দ্ধ। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড প্রযোজ্য। ৯৮-১০২।

কোন অস্পৃশ্য জাতি ইচ্ছা করিয়া যদি দ্বিজাতিগণকে স্পর্শ করে, তবে সে বধার্হ। রজস্বলা ঐরূপ স্বেচ্ছায় দ্বিজাতিকে স্পর্শ করিলে তাহাকে শিক্যা (দড়ি) দিয়া প্রহার করিবেন। ১০৩-৪।

পথে, উপবনে বা জলের নিকট মল মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া অপবিত্রতা উৎপাদন করিলে—একশত পণ দণ্ডার্হ। সে সেই অশুচি দ্রব্যও সরাইয়া ফেলিবে। গৃহ, ভূমি, গৃহভিত্তি প্রভৃতির ক্ষতিকারককে মধ্যমসাহস দণ্ড দিবেন। সেই ক্ষতিপূরণ করাইবেন। ১০৫-৮।

পরের বাড়ীতে পীড়াকর দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। সাধারণের সম্পত্তি নিজের বলিয়া উড়াইয়া দিলেও ঐ দণ্ড জানিবে। কোন দ্রব্য দিবার জন্য বা ব্যবহারের জন্য ঘোষণা করিয়া যদি তাহা না দেয়, তাহা হইলেও তাহার ঐ দণ্ড। ১০৯-১১।

অপতিত পিতা, পুত্র, আচার্য্য, যজমান, পুরোহিত-দিগের মধ্যে পরস্পর অপতিতকে ত্যাগ করিলেও তাহাই দণ্ড। তাঁহাদিগকে (পিতা প্রভৃতিকে) কখনও ত্যাগ করিবে না। দৈব বা পৈত্র্যকর্ম্মে (শ্রাদ্ধাদিতে) শূদ্র বা সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলে অথবা অযোগ্য কর্ম্ম (শূদ্রের অধ্যাপনা, যাজন, ব্রাহ্মণের দাসত্ব প্রভৃতি হেয় কর্ম্ম) করিলে, শীলমোহরকরা গৃহ শীল ভাঙ্গিয়া উদ্‌ঘাটিত করিলে, শপথ করিতে না বলিলেও অযথা শপথ করিলে, পশুদিগের পুরুষত্বের হানি করিলেও (অর্থাৎ মুষ্কমোষ করিলেও) ঐ দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। ১১২-১৮।

পিতা পুত্রে বিবাদ হইলে যাহারা দাঁড়াইয়া তাহা দেখে বা একপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তাহাদের দশ পণ দণ্ড বিহিত। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একপক্ষ লইবে তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ১১৯-১২০।

গৃহীতমূল্যং পণ্যং তু ক্রেতুর্নৈব দদ্যাত্তস্যাসৌ সোদয়ং দাপ্যঃ। রাজ্ঞা চ পণশতং দণ্ড্যঃ। ১২৩-২৭

ক্রীতমক্রীণতো যা হানিঃ সা ক্রেতুরেব স্যাৎ।

রাজবিনিষিদ্ধং বিক্রীণতস্তদপহারঃ। ১২৮-২৯

তারিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দশ পণান্ দণ্ড্যঃ।

ব্রহ্মচারি-বানপ্রস্থ-ভিক্ষু-গুর্ব্বিণী-তীর্থানুসারিণাং নাবিকঃ শৌল্কিকঃ শুল্কমাদদানশ্চ।

তচ্চ তেষাং দদ্যাদ্। দ্যূতে কূটাক্ষদেবিনাং করচ্ছেদঃ। ১৩০-৩৩

উপধিদেবিনাং সন্দংশচ্ছেদঃ। গ্রন্থিভেদকানাং করচ্ছেদঃ।

দিবা পশূনাং বৃকাদ্যুপঘাতে পাতে স্বনাপদি পালদোষঃ।

বিনস্টপশুমূল্যঞ্চ স্বামিনে দদ্যাৎ। ১৩৪-৩৭

অননুজ্ঞাতাং দুহন্ পঞ্চবিংশতিকার্ষাপণান্ দণ্ড্যঃ।

মহিষী চেচ্ছস্যনাশং কুর্য্যাৎ তৎপালকস্ত্বষ্টৌ মাষকান্ দণ্ড্যঃ। ১৩৮-৩৯

অপালায়াঃ স্বামী অশ্বস্তূষ্ট্রো গর্দ্দভো বা।

তুলাদণ্ডে (ওজন দাঁড়িতে) বা ধান্যাদির পরিমাণে যে জুয়াচুরি কাজ করে অর্থাৎ মাপ কম দেয়, তাহারও উত্তমসাহস দণ্ড। সেই তুলাদণ্ডাদিতে কূট (ছল বা জুয়াচুরি) না করিলেও চোরাই বলিয়া যে প্রকাশ করে, তাহারও ঐ দণ্ড। ১২১-২২।

জিনিষ নকল করিয়া যে বেচে, তাহারও উত্তমসাহস দণ্ড। এক সঙ্গে যৌথভাবে যাহারা বাণিজ্য করে, তাহারা বিক্রেয় বস্তু মূল্য না দিয়া আটকাইয়া রাখিলে, অথবা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিক্রয় করিতে থাকিলে, কিংবা অগ্রিম মূল্য লইয়া পণ্যদ্রব্য ক্রেতাকে না দিলে, তাহাকে রাজা ঐ দ্রব্য লভ্য অংশের সহিত দেওয়াইবেন। যদি গৃহীত মূল্য-দ্রব্য বিক্রেতা অপরকে বেচিয়া লাভ করে, তবে লব্ধ ধন ও ঐ দ্রব্য রাজা ক্রেতাকে দেওয়াইবেন এবং বিক্রেতার একশত পণ দণ্ড করিবেন। ১২৩-২৭।

কেনা জিনিষ পরে যদি না লয় অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্যবস্থাপূর্ব্বক কিনিয়া বিক্রেতার কাছে রাখিয়া আর না লয়, তবে তাহাতে যে ক্ষতি (লোকসান) হইবে উহা ক্রেতারই হইবে। রাজা যে জিনিষ বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা বেচিলে উহা চৌর্য্যাপরাধ হয়, অতএব উহা কাড়িয়া লইবেন। ১২৮-২৯।

তরীবাহক (নাবিক) স্থলজাত দ্রব্যের শুল্ক (খাজনা) লইলে তাহাকে রাজা দশ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, গর্ভবতী রমণী এবং তীর্থযাত্রীদের নিকট নাবিক পারানী শুল্ক লইলে, ঐ শুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত নাবিকেরও দশ পণ দণ্ড হইবে। আর উহাদের নিকট গৃহীত শুল্ক ফেরৎ দিবে। পাশক্রীড়ায় কপট পাশার ঘুটি বা শলাকা নির্ম্মাণকারী বা তাহা লইয়া দেবনকারীর হস্তচ্ছেদ দণ্ড। ১৩০-৩৩।

কপট দ্যূতকারীর সাঁড়াশী দ্বারা হস্তচ্ছেদ দণ্ড। গাঁটকাটা চোরের হস্তচ্ছেদ দণ্ড। দিবাভাগে পশু চরাইতে থাকিলে যদি নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি আসিয়া পশুকে হত্যা বা আঘাত করে এবং পশুর চীৎকারেও পালক না আসে, তবে পালকেরই অপরাধ হইবে অর্থাৎ পালক দণ্ডনীয়। সে বিনস্ট পশুর মূল্য পশুস্বামীকে দিবে। ১৩৪-৩৭।

অনুমতি না পাইয়া দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি দোহনকারী পঁচিশ কাহন দণ্ডে দণ্ডনীয়। মহিষী (ভৈঁসী) যদি শস্য নাশ করে, তবে ঐ মহিষীপালককে আট মাষা পরিমাণ সুবর্ণ দণ্ড দেওয়াইবেন। ১৩৮-৩৯।

আর মহিষীর পালক কেহ না থাকিলে ঐ মহিষীর স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিকে ঐ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। অশ্ব, উষ্ট্র বা গর্দ্দভের পক্ষেও ঐ ব্যবস্থা। যদি গরু শস্য নাশ করে, তবে ঐ দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড পালককে বা গোস্বামীকে দেওয়াইবেন। ১৪০-৪২।

ছাগল, ভেড়াদ্বারা শস্যহানিস্থলে উহার অর্দ্ধদণ্ড। পশুপালক মহিষী প্রভৃতি পশুকে শস্য খাওয়াইয়া বসিয়া

গৌশ্চেত্তদর্দ্ধম্। তদর্দ্ধমজাবিকম্।
ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টেষু দ্বিগুণম্ ।১৪৩-৪৪
সর্ব্বত্র স্বামিনে বিনষ্টশস্যমূল্যঞ্চ।
পথি গ্রামে (ক) বিবীতান্তে ন দোষঃ।
অনাবৃতে চ। ১৪৫-৪৭
অল্পকালম্।
উৎসৃষ্টবৃষভসূতিকানাঞ্চ।
যস্তূত্তমবর্ণান্ দাস্যে
নিয়োজয়েত্তস্যোত্তমসাহসদণ্ডঃ। ১৪৮-৪৯
ত্যক্তপ্রব্রজ্যো রাজ্ঞো দাস্যং কুর্য্যাৎ।
ভৃতকশ্চাপূর্ণকালে ভৃতিং ত্যজন্ সকলমেব মূল্যং দদ্যাৎ।
রাজ্ঞে চ পণশতং দদ্যাৎ। ১৫০-৫৩
তদ্দোষেণ যদ্বিনশ্যেত্তৎ স্বামিনে।

অন্যত্র দৈবোপঘাতাৎ।
স্বামী চেদ্ ভৃতকমপূর্ণে কালে জহ্যাত্তস্য সর্ব্বং মূল্যং দদ্যাৎ।
পণশতঞ্চ রাজনি অন্যত্র ভৃতকদোষাৎ। ১৫৪-৫৬
যঃ কন্যাং পূর্ব্বদত্তামন্যস্মৈ দদ্যাৎ স চৌরবচ্ছাস্যঃ।
বরদোষং বিনা। নির্দ্দোষাং পরিত্যজন্ পত্নীঞ্চ।
অজানন্ প্রকাশং যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াত্তত্র
তস্যাদোষঃ। ১৫৭-৫৯
স্বামী দ্রব্যমাপ্নুয়াৎ।
যস্ত্বপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াত্তদা ক্রেতা
বিক্রেতা চ চৌরবচ্ছাস্যৌ।
গণদ্রব্যাপহর্ত্তা বিবাস্যঃ। তৎসংবিদং যশ্চ লঙ্ঘয়েৎ।

থাকিলে অথবা পশুরা ইচ্ছামত শস্য খাইয়া বসিয়া থাকিলে অর্থাৎ শস্যক্ষেত্র হইতে চলিয়া না যাইলে পালকের বা পশুস্বামীর পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। ১৪৩-৪৪।

উক্ত সকল প্রকার শস্য হানিতেই বিনষ্ট শস্যমূল্য শস্যস্বামীকে দিবে। পথের ধারে, গ্রামের মধ্যে ও বিবীতের (রক্ষিত চারণভূমির) নিকট শস্যক্ষেত্র থাকিলে শস্যহানিতে দোষ হইবে না। এইরূপ আবরণশূন্য স্থানেও (বেড়া দিয়া ঘেরা না থাকিলে) দোষ হয় না। ১৪৫-১৪৭।

এইপ্রকার অল্প সময় শস্য খাইলে দণ্ডার্হ নহে। উৎসৃষ্ট বৃষ (বৃষোৎসর্গে উৎসর্গীকৃত বৃষ) বা সূতিকা (নবপ্রসূতা রমণী) যদি শস্যহানি করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু পালক থাকিলে সে দণ্ডনীয়। যে অধমবর্ণ উত্তমবর্ণকে দাসত্বে নিযুক্ত করে, তাহার উত্তম-সাহস দণ্ড বিহিত। ১৪৮-৪৯।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে রাজার দাসত্ব করিবে। কোনও ভৃত্য যদি নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে চাকরী ছাড়ে, তবে সব লোকসান প্রভুকে দিবে এবং রাজাকে একশত পণ দণ্ড দিবে। ১৫০-৫৩।

যদি ভৃত্যের দোষে মনিবের দ্রব্যের ক্ষতি হয়, তবে সেই দ্রব্যের মূল্য মনিবকে দিতে হইবে। কিন্তু দৈব উপদ্রবে দ্রব্য নাশ হইলে দিতে হইবে না। প্রভু যদি নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হইতে ভৃত্যকে কাজে জবাব দেয়, তবে সমস্ত বেতন তাহাকে দিবে। এবং রাজাকে একশত পণ দণ্ড দিবে, কিন্তু ভৃত্যের দোষে তাহাকে জবাব দিলে ঐ দণ্ড দিতে হইবে না। ১৫৪-৫৬।

যে ব্যক্তি একজনকে বাক্যে কন্যা দান করিবার পর অপরকে ঐ কন্যা দান করে, তবে সে চোরের মত দণ্ডনীয়। কিন্তু বরের দোষ থাকিলে ঐ দণ্ড হইবে না। নির্দ্দোষা কন্যা (বাগ্‌দত্তা)কে ও পত্নীকে ত্যাগ করিলে সে উক্ত দণ্ডে দণ্ডনীয়। না জানিয়া প্রকাশ্যভাবে (সকলের জ্ঞাতসারে) যে পরের জিনিষ (চোরাই মাল) কেনে, তাহাতে ঐ ক্রেতার কোন দোষ হইবে না। ১৫৭-৫৯।

কিন্তু ঐ চোরাই মালের মালিক তাহা পাইবে। যদি অপ্রকাশ্যে (গুপ্তভাবে) অথবা অল্পমূল্যে পরের দ্রব্য (চোরাই মাল) কেনে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চোরের মত দণ্ডনীয়। যৌথদ্রব্যের অপহরণ-কারীকে নির্বাসনে দিবে।

আর যে যৌথ মতের নিয়ম (প্রতিজ্ঞাত পাপথী কৃতপণ) লঙ্ঘন করে তাহারও ঐ দণ্ড। গচ্ছিত জিনিষ অপহরণ করিলে রাজা তাহা কর্ত্তৃক সেই গচ্ছিত ধন সুদসহ ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। ১৬০-৬৪।

(ক) গ্রামসীমান্তে—পা.

নিক্ষেপাপহার্য্যর্থবৃদ্ধিসহিতং ধনং
ধনিকস্য দাপ্যঃ। ১৬০-৬৪
রাজ্ঞা চৌরবচ্ছাস্যঃ। যশ্চানিক্ষিপ্তং নিক্ষিপ্তমিতি
ব্রূয়াৎ। ১৬৫-৬৬
সীমাভেত্তারমুত্তমসাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ
সীমাং লিঙ্গান্বিতাং কারয়েৎ।
জাতিভ্রংশকরস্যাভক্ষ্যস্য ভক্ষয়িতা বিবাস্যঃ। ১৬৭-৬৮
অভক্ষ্যস্যাবিক্রেয়স্য চ বিক্রয়ী। ১৬৯-৭১
দেবপ্রতিমাভেদকশ্চোত্তমসাহসং দণ্ডনীয়ঃ।
ভিষঙ্মিথ্যাচরন্নুত্তমেষু পুরুষেষু।
মধ্যমেষু মধ্যমম্ তির্য্যক্ষু প্রথমম্। ১৭২-৭৩
প্রতিশ্রুতস্যাপ্রদায়ী তদ্দাপয়িত্বা প্রথমসাহসং দণ্ড্যঃ।

রাজা সেই নিক্ষেপাপহারীকে চোরের মত শাসন করিবেন। আর যে গচ্ছিত না রাখিয়াও গচ্ছিত রাখিয়াছি বলে, সেও উহার মত দণ্ডনীয়। ১৬৫-৬৬।

জমীর সীমা ভাঙ্গিয়া পরের জমী দখল করিলে রাজা তাহাকে উত্তমসাহস দণ্ড দিবেন এবং সীমা চিহ্নযুক্ত করিয়া দিবেন। জাতিহানিকারক ও অভক্ষ্য- (গো-মাংসাদি) ভক্ষণে রতকে নির্বাসিত করিবেন। ১৬৭-৬৮।

অভক্ষ্য-দ্রব্যবিক্রয়কারী এবং অবিক্রেয়ের (সুরাদির) বিক্রয়কারীও নির্বাসনীয়। দেবতা প্রতিমা-ভঙ্গকারী উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডনীয়। সমাজে উত্তম ব্যক্তিদের উপর চিকিৎসক ভুল চিকিৎসা করিলেও উক্ত দণ্ড বিহিত। ১৬৯-৭১।

মধ্যম পুরুষদের (সাধারণ গৃহস্থের) উপর ঐরূপ করিলে মধ্যম-সাহস দণ্ড। অধম ব্যক্তিদের বা তির্য্যক্ জাতি (পশু পক্ষীদের উপর) অযথা চিকিৎসা করিলে প্রথম-সাহস দণ্ড হইবে। ১৭২-৭৩।

প্রতিশ্রুত জিনিষ না দিলে রাজা সেই প্রতিশ্রুত বস্তু তাহা দ্বারা দেওয়াইবেন এবং তাহাকে প্রথম-সাহস দণ্ড দিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন। ১৭৪-৭৫।

কূটসাক্ষিণাং সর্ব্বস্বাপহারঃ কার্য্যঃ। ১৭৪-৭৫
উৎকোচোপজীবিনাং সভ্যানাঞ্চ।
গোচর্মমাত্রাধিকাং ভুবমন্যস্যাধিকৃতাং
তস্মাদানির্মোচ্যান্যস্য যঃ প্রযচ্ছেৎ স বধ্যঃ। ১৭৬-৭৭
ঊনাঞ্চেৎ ষোড়শসুবর্ণান্ দণ্ড্যঃ। ১৭৮
একোঽশ্নীয়াদ্ যতুৎপন্নং নরঃ সংবৎসরং ফলম্।
গোচর্মমাত্রা সা ক্ষৌণী স্তোকা বা যদি বা বহুঃ॥ ১৭৯
যয়োর্নিক্ষিপ্ত আধিস্তৌ বিবদেতাং যদা নরৌ।
যস্য ভুক্তিঃ ফলং তস্য বলাৎকারং বিনা কৃতা॥ ১৮০
সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সম্যগ্ যদা ভবেৎ।
আহর্ত্তা লভতে তত্র নাপহার্য্যস্তু তৎ ক্বচিৎ॥ ১৮১

ঘুসখোর রাজসদস্যদেরও সর্ব্বস্বহরণ রাজার কর্ত্তব্য। গোচর্ম্ম হইতে অধিকপরিমাণ অপরের অধিকৃত ভূমি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যে অপরকে (পাট্টা করিয়া) দেয় সে বধার্হ। ১৭৬-৭৭।

আর যদি গোচর্ম্মের ন্যূনপরিমাণ ভূমি হয়, তবে তাহার অপহরণে রাজা ষোল ভরি সোণা দণ্ড করিবেন। সিদ্ধান্ত এই—ঐ ভূমি পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ১৭৮।

অতঃপর গোচর্ম্ম পরিমিত ভূমির পরিচয় দিতেছেন, যে ভূমির উৎপন্ন শস্য একজনের এক বৎসর ভোজনে পর্য্যাপ্ত তাহাকে. গোচর্ম্মপরিমাণ ভূমি কহে, ইহার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য ধর্ত্তব্য নহে। ১৭৯।

একই বস্তু (জমী প্রভৃতি) যদি দুইজনের নিকট বন্ধক থাকে, তবে ঐ দুই ব্যক্তি পরস্পর স্বত্ব লইয়া বিবাদ করিলে, জোর করিয়া ভোগ ছাড়া যাহার ভোগ (উপস্বত্ব ভোগ) হইতেছে, তাহারই স্বত্ব জানিবে। উপস্বত্ব (শস্যাদি) সহ দখলে রাখিয়া যখন যথার্থ ভাবে ভোগ হয়, তখন ঐ ভোগকর্ত্তাই স্বত্বাধিকারী জানিবে। ইহা তাহার কখনও অপহরণের বিষয় নহে। যে দ্রব্য পিতা ধর্ম্মতঃ ভোগনিয়মে ভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দ্রব্যভোগকারী পুত্র নিন্দনীয় বা

পিত্রা ভুক্তন্তু যদ্দ্রব্যং ভুক্ত্যাচারেণ ধর্মতঃ।
তস্মিন্ প্রেতে ন বাচ্যোঽসৌ ভুক্ত্যা প্রাপ্তং
হি তস্য তৎ॥ ১৮২
ত্রিভিরেব চ যা ভুক্তা পুরুষৈর্ভূর্যথাবিধি।
লেখ্যাভাবেঽপি তাং তত্র চতুর্থঃ সমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৮৩
নখিনাং দংষ্ট্রিণাঞ্চৈব শৃঙ্গিণামাততায়িনাম্।
হস্ত্যশ্বানাং তথান্যেষাং বধে হন্তা ন দোষভাক্॥ ১৮৪
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ ১৮৫
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাঽপ্রকাশং বা মন্যুস্তম্মন্যুমৃচ্ছতি॥ ১৮৬
উদ্যতাসিবিষাগ্নিঞ্চ শাপোদ্যতকরং তথা।
আথর্ব্বণেন হন্তারং পিশুনঞ্চৈব রাজসু॥ ১৮৭
ভার্যাতিক্রমণঞ্চৈব বিদ্যাৎ সপ্তাততায়িনঃ।
যশোবিত্তহরানন্যানাহুর্ধর্মার্থহারকান্॥ ১৮৮
উদ্দেশতস্তে কথিতো ধরে! দণ্ডবিধির্ময়া।
সর্বেষামপরাধানাং বিস্তরাদতিবিস্তরঃ॥ ১৮৯
অপরাধেষু চান্যেষু জ্ঞাত্বা জাতিং ধনং বয়ঃ।
দণ্ডং প্রকল্পয়েদ্রাজা সম্মন্ত্র্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥ ১৯০
দণ্ড্যং প্রমোচয়ন্ দণ্ড্যাদ্ দ্বিগুণং দণ্ডমাবহেৎ।
নিযুক্তশ্চাপ্যদণ্ড্যানাং দণ্ডকারী নরাধমঃ॥ ১৯১
যস্য চৌরঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥ ১৯২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

অপরাধী হইবে না। কারণ তাহা উহার ভোগাধীন প্রাপ্য। ১৮২।

পিতা হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ যে ভূমিকে যথা ন্যায়ে ভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভূমি লেখ্যপত্র (দলিল) না থাকিলেও অধস্তন চতুর্থ পুরুষ পাইবে। নখায়ুধ, দন্তায়ুধ, শৃঙ্গায়ুধ পশু ও হস্তী, অশ্ব হত্যা করিতে আসিলে তাহাদের বধে হত্যাকারী পাপভাগী হইবেন না। আততায়ী (অগ্নিযোগে, বিষপ্রয়োগে, শস্ত্রে হত্যা করিতে উদ্যত, ধনাপহর্ত্তা, ভূমি বা স্ত্রীর বলপূর্ব্বক আক্রমণকারী) গুরুই হউক বা বালক, বৃদ্ধ, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হউন, তাহারা অসদভিপ্রায়ে আসিলে তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিবে। ১৮৩-৮৫।

আততায়ী জানিয়া তাহাকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর কোন দোষ হয় না। আততায়ী ব্যক্তি প্রকাশ্য ভাবেই হউক, আর গোপনেই হউক, যখন ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়াছে, তখন সেই মন্যু (ক্রোধ) হত্যাকারীর ক্রোধের কারণ হইতেছে। ১৮৬।

অতঃপর আততায়ীর বিবরণ করিতেছেন—যে হত্যা করিবার জন্য উদ্যতখড়্গ (খড়্গ তুলিয়াছে) বা বিষদানে প্রবৃত্ত, কিংবা গৃহে অগ্নিসংযোগে নিযুক্ত, যে শাপ দিতে হাত তুলিয়াছে, যে অভিচারক্রিয়াদ্বারা হত্যায় উদ্যত, যে রাজার নিকট মিথ্যা কুৎসাবাদী, যে স্ত্রী-ধর্ম্ম নষ্ট করিতে ব্যাপৃত, এই সাত জনকে আততায়ী বলিয়া জানিবে। এতদ্ভিন্ন যশোবিঘাতক ধর্ম্মকার্য্যের হানিকর ও ধনাপহারীও আততায়ী বলিয়া খ্যাত আছে। ১৮৭-৮৮।

হে পৃথিবী! আমি তোমাকে অবিস্তৃতভাবে নামমাত্র দণ্ডবিধির কথা বলিলাম, যে হেতু সকল প্রকার অপরাধের দণ্ডবিধি অতি বিস্তৃত। ১৮৯।

উক্ত অপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধে রাজা জাতি, আর্থিক অবস্থা ও বয়স বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। রাজা যদি দণ্ডার্হ অপরাধীকে দণ্ড হইতে মুক্তি দেন, তবে স্বয়ং দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিবেন। রাজনিযুক্ত বিচারকও অদণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডধারক হইলে, সেই নরাধমও দ্বিগুণ দণ্ডার্হ। যে রাজার নগরে (রাজ্যে) চোর নাই, পরস্ত্রী-গামী নাই, কটুভাষী (আক্রোশকারী) নাই এবং সাহসকারী ও দণ্ড-ভঙ্গকারী বাস করে না, তিনি অন্তে ইন্দ্রপুরে (স্বর্গে) গমন করেন। ১৯০-৯২

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

(ঋণপরিশোধবিচারঃ)

অথোত্তমর্ণোঽধমর্ণাদ্ যথাদত্তমর্থং গৃহ্ণীয়াৎ।
দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং পঞ্চকঞ্চ শতং বর্ণানুক্রমেণ
প্রতিমাসম্। সর্বে বর্ণা বা স্বপ্রতিপন্নাং বৃদ্ধিং দদ্যুঃ।
অকৃতামপি বৎসরাতিক্রমেণ যথাবিহিতাম্। ১-৪
আধ্যুপভোগে বৃদ্ধ্যভাবঃ।
দৈবরাজোপঘাতাদৃতে বিনষ্টমাধিমুত্তমর্ণো দদ্যাৎ। ৫-৬
অন্তবৃদ্ধৌ প্রবিষ্টায়ামপি।
ন স্থাবরমাধিমৃতে বচনাৎ। গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব
যৎ স্থাবরং দত্তং তদ্গৃহীতধনপ্রবেশে দদ্যাৎ। ৭-৯

দীয়মানং প্রযুক্তমর্থমুত্তমর্ণস্যাগৃহ্নতস্ততঃ পরং
ন বর্দ্ধতে।
হিরণ্যস্য পরা বৃদ্ধির্দ্বিগুণা। ধান্যস্য ত্রিগুণা।
বস্ত্রস্য চতুর্গুণা রসস্যাষ্টগুণা।
সন্ততিঃ স্ত্রীপশূনাম্। ১০-১৫
কিণ্ব-কার্পাসসূত্র-চর্মায়ুধেষ্টকাঙ্গারাণামক্ষয়া।
অনুক্তানাং দ্বিগুণা। ১৬-১৭
প্রযুক্তমর্থং যথাকথঞ্চিৎ সাধয়ন্ন রাজ্ঞো বাচ্যঃ স্যাৎ।
সাধ্যমানশ্চেদ্রাজানমভিগচ্ছেত্তৎসমং দণ্ড্যঃ।
উত্তমর্ণশ্চেদ্রাজানমিয়াত্তদ্বিভাবিতোঽধমর্ণো রাজ্ঞে

উত্তমর্ণ (ঋণদাতা) অধমর্ণের (ঋণগ্রহীতার) নিকট হইতে যথাপ্রদত্ত অর্থ আদায় করিবেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুসারে প্রতি মাসে একশত টাকার কিস্তি-বন্দী ভাবে দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ ও পাঁচ ভাগ পর্য্যন্ত (সুদ) লইবেন। সকলবর্ণই স্বমুখে স্বীকৃত সুদ দিবে। সুদ নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেও এক এক বছরের পর ন্যায্য বৃদ্ধি দিবে। ১-৪।

যদি বন্ধকী জিনিষ ভোগ করে, তবে সুদ দিতে হইবে না। দৈববিড়ম্বনা না ঘটিলে বা রাজা কাড়িয়া না লইলে বন্ধকী জিনিষের ক্ষতি উত্তমর্ণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। ৫-৬।

শেষ সুদ শোধ হইলেও যদি পূর্ব্বে প্রত্যর্পণের কথা না থাকে, তবে স্থাবর (ভূমি প্রভৃতি) সম্পত্তি ফিরাইয়া না দিতেও পারেন। গৃহীত অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যদি কোন ভূসম্পত্তি অধমর্ণ কর্তৃক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে গৃহীত ধনের পরিশোধ হিসাবে তাহা দিবেন। ৭ ৯।

ঋণপরিশোধার্থ অধমর্ণ ধন দিতে থাকিলেও যদি উত্তমর্ণ গ্রহণ না করে, তবে তখন হইতে সুদ আর চলিবে না। সুবর্ণের চরম বৃদ্ধি (সুদ) দ্বিগুণ (বন্ধকী) সুবর্ণ মূল্যের দুইগুণ পর্য্যন্ত হইবে। ধান্যের পক্ষে তিনগুণ, বস্ত্রে চারগুণ মাত্র বৃদ্ধি, পারদাদি রসে আটগুণ। স্ত্রীলোক বা পশু বন্ধক রাখিলে ইহার সুদ তাহাদের সন্তান হইতে আদায় হইবে। ১০-১৫।

কিণ্ব (বীজ), কার্পাসসূত্র, চর্ম্ম, অস্ত্র, ইট, অঙ্গার (কাঠকয়লা জাতীয় দ্রব্য) বন্ধক থাকিলে যাহাতে উহাদের ক্ষয় না হয়, এইরূপ বৃদ্ধি হইবে। ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলা হয় নাই, সেই সকল দ্রব্যের বন্ধকে দ্বিগুণ মাত্র বৃদ্ধি বিহিত। ১৬-১৭।

উত্তমর্ণ গৃহীত অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য কোনরূপ তাগাদা করিলে, অথবা যে কোনরূপে আদায় করিলে রাজার দণ্ডনীয় হইবে না। অধমর্ণ ধন পরিশোধ করিবার জন্য তাগাদা প্রাপ্ত হইয়া বা উৎপীড়িত হইয়া যদি রাজদ্বারে অভিযোগ করে, তবে সেই প্রদত্ত ধনের তুল্য দণ্ডার্হ। আর উত্তমর্ণ যদি ধন আদায়ের জন্য রাজদ্বারে আশ্রয় লয়, তবে রাজা প্রমাণিত অধমর্ণকে ডাকিবেন এবং গৃহীত ধনের দশমাংশ দণ্ড করিবেন। ১৮-২০।

রাজার সাহায্যে উত্তমর্ণ প্রদত্ত ধন আদায় করিয়া রাজাকে সেই ধনের কুড়ি ভাগের একভাগ দিবেন। অধমর্ণ যদি গৃহীত ধনের সমস্তই অপলাপ (অস্বীকার)

ধনদশভাগসম্মিতং দণ্ডং দদ্যাৎ। ১৮-২০
প্রাপ্তার্থশ্চোত্তমর্ণো বিংশতিতমমংশম্।
সর্ব্বাপলাপ্যেকদেশবিভাবিতোঽপি
সর্ব্বং দদ্যাৎ। ২১-২২
তস্য চ ভাবনাস্তিস্রো ভবন্তি লিখিতং সাক্ষিণঃ সমক্রিয়া চ।
সসাক্ষিকমাপ্তং সসাক্ষিকমেব দদ্যাৎ।
লিখিতার্থে প্রবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ। ২৩-২৫
অসমগ্রদানে লেখ্যাসন্নিধানে চোত্তমর্ণো স্বলিখিতং দদ্যাৎ।
ধনগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বি-দশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্র-পৌত্রৈর্ধনং দেয়ম্।
নাতঃ পরমনীপ্সুভিঃ। ২৬-২৮
সপুত্রস্য বাঽপুত্রস্য বা ঋণগ্রাহী ঋণং দদ্যাৎ।
নির্ধনস্য স্ত্রীগ্রাহী। ন স্ত্রী পতিপুত্রকৃতম্।
ন স্ত্রীকৃতং পতিপুত্রৌ। ২৯-৩২
ন পিতা পুত্রকৃতম্।
অবিভক্তৈঃ কৃতমৃণং যস্তিষ্ঠেৎ স দদ্যাৎ।
পৈতৃকমৃণমবিভক্তানাং ভ্রাতৄণাঞ্চ।
বিভক্তাশ্চ দায়ানুরূপমংশম্। ৩৩-৩৬
গোপ-শৌণ্ডিক-শৈলূষ-রজক-ব্যাধস্ত্রীণাং পতির্দদ্যাৎ।
বাক্‌প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্।
কস্যচিৎ কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ। ৩৭-৩৯
যো গৃহীত্বা ঋণং সর্ব্বং শ্বো দাস্যামীতিসামকম্।
ন দদ্যাল্লোভতঃ পশ্চাত্তথা বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥ ৪০
দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি॥ ৪১

করে এবং একাংশে ধরা পড়ে, তবে সমস্তই দিতে বাধ্য হইবে। ২১-২২।

গৃহীত অর্থের পরিজ্ঞান তিন প্রকারে হয়—এক লেখা (দলিলাদি), দ্বিতীয় সাক্ষী, তৃতীয় চুক্তি বা শপথকরণ। সাক্ষী রাখিয়া গৃহীত ধনের পরিশোধ সেই সাক্ষীর সমক্ষে করণীয়। দলিলে গৃহীত অর্থ সমস্ত শোধ হইলে দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ২৩-২৫।

অধমর্ণ গৃহীত অর্থ সমগ্র না দিতে পারিলে এবং কোন লেখপত্র (দলিলাদি) না থাকিলে উত্তমর্ণ স্বহস্তে লিখিত পত্র বিবরণসহ অধমর্ণকে দিবেন। অধমর্ণ মরিয়া যাইলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, বার বৎসর প্রবাসী হইলে তাহার পর তাহার পুত্র পৌত্র উত্তরাধিকারীরা সেই ধন শোধ করিবে। পুত্র পৌত্রের পরবর্ত্তী পুরুষ দিতে ইচ্ছা না করিলে দিবে না। ২৬-২৮।

সপুত্রক বা অপুত্রক অধমর্ণের ধনস্বামী (উত্তরাধিকারী) ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করিবে। অধমর্ণ নির্ধন অবস্থায় মৃত বা প্রব্রজিতাদি হইলে তাঁহার স্ত্রীকে যে গ্রহণ করিবে সে-ই ধন দিবে। স্ত্রীজাতি পতি বা পুত্র-কৃত ঋণ পরিশোধ করিতে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিপুত্র শোধ করিতে বাধ্য নহে। ২৯-৩২।

পিতা পুত্রকৃত ঋণে দায়ী নহে। যৌথ সংসার-ভুক্তের কাহারও কৃত ঋণ, যে বাঁচিয়া থাকিবে সে-ই শোধ করিবে। অবিভক্ত ভাইদের মধ্যে যে বর্ত্তমান থাকিবে সে-ই পৈতৃক ঋণ শোধ করিবার জন্য দায়ী। যদি ভাইয়েরা পরস্পর বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত নিজ নিজ অংশ হইতে করিবে। ৩৩-৩৬।

গোয়ালা, শুঁড়ি, নাট্যজীবী, ধোবা ও ব্যাধস্ত্রী-দিগের কৃতঋণ তাহাদের স্বামী শোধ করিবে। কথায় স্বীকৃত ঋণ গৃহস্বামী দিবে। পোষ্যবর্গের ভরণার্থে পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তি ঋণ করিলে তাহা গৃহস্বামী পরিশোধ করিবেন। ৩৭-৩৯।

যে ব্যক্তি 'আগামী কল্য পরিশোধ করিব' ইহা মিষ্ট-ভাবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঋণ গ্রহণ করিয়া পরে লোভ-বশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, তথায় উত্তমর্ণ কুসীদভাগী হইবে। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ উভয়ের ঋণদান ও ঋণগ্রহণার্থ দেখাশুনা কালে বিশ্বাসজনক লেখাদি কার্য্যে ও ঋণদানে একজন করিয়া প্রতিভূ (জামিন) রাখা আবশ্যক। যদি পরে অধমর্ণ ঋণদানাদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে প্রথমোক্ত প্রতিভূ দুইটি ঐ অর্থ দিতে বাধ্য হইবে। দান

বহবশ্চেৎ প্রতিভুবো দদ্যুস্তেঽর্থং যথাকৃতম্।
অর্থেঽবিশোধিতে তেষু ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়া॥ ৪২

যমর্থং প্রতিভূর্দদ্যাদ্ধনিকেনোপপীড়িতঃ।
ঋণিকস্তং প্রতিভুবে দ্বিগুণং দাতুমর্হতি॥ ৪৩

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

অস্বীকারে অধমর্ণের পুত্রদিগকে রাজা ঐ গৃহীত অর্থ দেওয়াইবেন। যদি বহু প্রতিভূ থাকে, তবে সকলেই তাহারা যথাগৃহীত অর্থ দিবেন। 'কত অর্থ কি ভাবে কখন লইয়াছে' এরূপ বিশেষ ভাবে যদি বন্দোবস্ত না থাকে, তবে প্রতিভূদের উপর ধনিকের (উত্তমর্ণের) ইচ্ছামত আচরণ হইবে। ধনিকের পীড়াপীড়িতে প্রতিভূ যে অর্থ দিবেন, অধমর্ণ প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্থ দিতে বাধ্য। ৪০-৪৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

(লেখ্যপত্রবিবরণম্)

অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক-মসাক্ষিকঞ্চ।

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। যত্র ক্বচন যেন কেন চিল্লিখিতং সাক্ষিভিঃ স্বহস্তচিহ্নিতং সসাক্ষিকম্।

স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্। তদ্বলাৎ কারিতমপ্রমাণম্।

উপধিকৃতাশ্চ সর্ব এব।

দূষিতকর্ম দুষ্টসাক্ষ্যং তৎ সসাক্ষিকমপি।

তাদৃগ্বিধেন লিখিতঞ্চ।

স্ত্রীবালাস্বতন্ত্রমত্তোন্মত্তভীততাড়িতকৃতঞ্চ। ১-৯

দেশাচারাবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্। ১০

বর্ণৈশ্চ তৎকৃতৈশ্চিহ্নৈঃ পত্রৈরেব চ যুক্তিভিঃ।
সন্দিগ্ধং সাধয়েল্লেখ্যং তদ্যুক্তিপ্রতিরূপিতৈঃ॥ ১১

যত্রর্ণী ধনিকো বাপি সাক্ষী বা লেখকোঽপি বা।
ম্রিয়তে যত্র তল্লেখ্যং তৎস্বহস্তৈঃ প্রসাধয়েৎ॥ ১২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অতঃপর লেখ্যের বিবরণ হইতেছে। লেখ্য তিন প্রকার। রাজা বা রাজপুরুষকে সাক্ষী রাখিয়া, অথবা অপর কোন সাক্ষিসমক্ষে, কিংবা সাক্ষিহীন। রাজ-সাক্ষিকস্থলে বিচারালয়ে কায়স্থ (মুহুরী বা পেস্কার) লিখিত হইবার পর বিচারালয়াধ্যক্ষের মুদ্রাচিহ্নিত হইবে। অন্যসাক্ষিক লেখ্যে—যে কোন জায়গায় (কোর্ট ব্যতীত) যে কোন ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হইবার পর সাক্ষীরা স্বহস্তে তাহাতে নাম সহি করিয়া দিবেন। নিজে দলিল লিখিলে এবং সাক্ষী না থাকিলে অসাক্ষিক লেখ্য হয়। আর জোর করিয়া লেখ্য লেখাইলে অপ্রমাণ হইবে। ছলপূর্ব্বক সম্পাদিত সমস্ত দলিলই অপ্রমাণ (অগ্রাহ্য)। এইরূপ সসাক্ষিক লেখ্যও যদি দোষী বলিয়া পরিচিত দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তির স্বাক্ষরসমন্বিত হয়, তবে তাহাও অপ্রমাণ। ঐ প্রকার দূষিত কর্ম্মদুষ্ট লেখক যদি লেখ্য লিখিয়া থাকে, তবে উহাও অপ্রমাণ। যদি স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মাতাল, পাগল, ভীত ও প্রহার বা তাড়নায় তাড়িত ব্যক্তি দলিল করিয়া দেয় বা গ্রহণ করে, তবে ঐ দলিল অগ্রাহ্য। ১-৯।

যাহা দেশাচার বিরুদ্ধ নহে, যাহা সুস্পষ্ট অক্ষরে ও ভাষায় রচিত, স্বত্বের পরিচায়ক, ক্রম ও বর্ণলোপহীন, তাদৃশ লেখ্যই প্রমাণ হইবে। দলিলকারীর হস্তাক্ষরে তৎকৃত মুদ্রা প্রভৃতি চিহ্নে, পত্রে বা যুক্তিতে যে দলিল সন্দেহবিষয় হইবে তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, সেজন্য যুক্তি বা অন্য প্রতিলিপির সাহায্য আবশ্যক। ১০-১১।

যেস্থলে অধমর্ণ (দলিলদাতা) বা উত্তমর্ণ (দলিল গ্রহীতা) অথবা সাক্ষী কিংবা লেখক যে কেহ পরলোকগত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সেই লেখ্যকে তাহাদের হস্তলিখিত অন্য পত্রাদির অক্ষরে মিলাইয়া সপ্রমাণ করিবে।১২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।

(সাক্ষ্যসাক্ষিবিবরণম্)

অথাসাক্ষিণঃ। ন রাজ-শ্রোত্রিয়-প্রব্রজিত-কিতব-তস্কর-পরাধীন-স্ত্রী-বাল-সাহসিকাতিবৃদ্ধমত্তোন্মত্তাভিশস্ত-পতিত-ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্ত-ব্যসনি-রাগান্ধাঃ। ১-২

রিপু-মিত্রার্থসম্বন্ধি-বিকর্ম-দৃষ্টদোষ-সহায়াশ্চ।

অনির্দ্দিষ্টস্তু সাক্ষিত্বে যশ্চোপেত্য ব্রূয়াৎ।

একশ্চাসাক্ষী। ৩-৫

স্তেয়-সাহস-বাগ্‌দণ্ড-পারুষ্য-সংগ্রহণেষু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যাঃ।

অথ সাক্ষিণঃ। ৬-৭

কুলজা-বৃত্তবিত্তসম্পন্না যজ্বানস্তপস্বিনঃ

পুত্রিণো ধর্মজ্ঞা অধীয়ানাঃ সত্যবন্তস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধা চ।

অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়ানুমত একোঽপি। ৮-৯

দ্বয়োর্বিবদমানয়োর্যস্য পূর্ববাদস্তস্য সাক্ষিণঃ প্রষ্টব্যাঃ।

আধর্য্যং কার্যবশাদ্ যত্র পূর্বপক্ষস্য ভবেত্তত্র প্রতিবাদিনোঽপি।

উদ্দিষ্টসাক্ষিণি মৃতে দেশান্তরগতে বা তদভিহিত-জ্ঞাতারঃ প্রমাণম্। সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাদ্বা। ১০-১৩

সাক্ষিণশ্চ সত্যেন পূয়ন্তে। বর্ণিনাং যত্র বধস্তত্রানৃতেন।

তৎপাবনায় কুষ্মাণ্ডীভির্দ্বিজোঽগ্নিং জুহুয়াৎ।

শূদ্র একাহ্নিকং গোদশকস্য গ্রাসং দদ্যাৎ। ১৪-১৭

স্বভাববিকৃতৌ মুখবর্ণবিনাশেঽসম্বদ্ধপ্রলাপে চ কূটসাক্ষিণং বিদ্যাৎ।

সাক্ষিণশ্চাহূয়াদিত্যোদয়ে কৃতশপথান্ পৃচ্ছেৎ।

ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ। সত্যং ব্রূহীতি রাজন্যম্। ১৮-২১

গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যম্। সর্বমহাপাতকৈস্তু শূদ্রম্।

সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ।

অতঃপর কাহারা সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত তাহা বিবৃত করিতেছেন। রাজা বা রাজপুরুষ (উকিল প্রভৃতি), সাঙ্গবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ধূর্ত্ত, চোর, পরাধীন (দাস), স্ত্রীলোক, বালক, সাহসিক (হঠকারী দস্যু প্রভৃতি), অতিবৃদ্ধ (স্থবির), মাতাল, পাগল, অভিশপ্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণাকাতর (সেই অবস্থায় স্থিত), ব্যসনী (নেশাখোর), কাহারও প্রেমে পতিত ব্যক্তিরা সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত। ১-২।

শত্রু, মিত্র এবং শত্রু বা মিত্রের সহিত যাহার অর্থ-সম্বন্ধ আছে এইরূপ ব্যক্তি, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্যক্তি, যাহার দোষ সর্ব্বপরিচিত এবং সহায়, ইহারাও সাক্ষি-মধ্যে গণ্য হইবে না। যে ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে না বলিলেও বা সাক্ষিরূপে নির্দ্দিষ্ট না হইলেও নিজে উপস্থিত হইয়া কিছু বলে, তাহার কথা অগ্রাহ্য। একজন মাত্র সাক্ষী হইবে না। ৩-৫।

চুরিতে, দস্যুতায়, পরস্ত্রীধর্ষণাদি সাহসিক কার্য্যে, কর্কশ বাক্‌প্রয়োগে (গালাগালিতে), দণ্ডপারুষ্যে, পরস্বহরণে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা মানিয়া লইবে; তাহারা সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী, স্ত্রী, বালক বা অতিবৃদ্ধ এসব বিচার করিবে না। অতঃপর কাহারা সাক্ষী হইবার উপযুক্ত তাহা বর্ণিত হইতেছে। ৬-৭।

সদ্বংশজাত, সৎস্বভাব ও ধনসম্পন্ন, যাগকারী, তপঃ-পরায়ণ, পুত্রবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, বেদাধ্যয়নকারী, সত্যনিষ্ঠ ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ত্রিবেদ ও কৃষি শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই সাক্ষী হইবেন। উক্ত গুণসম্পন্ন অধমর্ণ ও উত্তমর্ণ উভয়ের অনুমোদিত ব্যক্তি এক হইলেও সাক্ষী হইতে পারিবেন। ৮-৯।

স্বত্ব লইয়া বিবাদকারী বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে যাহার প্রথমে অভিযোগ তাহারই সাক্ষীদিগকে জেরা করা যাইবে। যেস্থলে কার্য্যবশতঃ পূর্ব্বপক্ষের (বাদীর) হীনতা হইতেছে, তথায় প্রতিবাদীরও সাক্ষী প্রষ্টব্য। নির্দ্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তরগত হইলে তাহার উক্তি যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের বাক্যই প্রমাণ হইবে। যিনি

যে মহাপাতকিনো লোকা যে চোপপাতকিনস্তে কূট-
সাক্ষিণামপি।
জননমরণান্তরে কৃতসুকৃতহানিশ্চ।
সত্যেনাদিত্যস্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ।
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেন ভূর্ধারয়তি।
সত্যেনাপস্তিষ্ঠন্তি। সত্যেনাগ্নিস্তিষ্ঠতি।
খঞ্চ সত্যেন। সত্যেন দেবাঃ। সত্যেন যজ্ঞাঃ। ২২-৩৫
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ ৩৬
জানন্তোঽপি হি যে সাক্ষ্যে তুষ্ণীম্ভূতা উপাসতে।
তে কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যা দণ্ডেন বাপ্যথ॥

এবং হি সাক্ষিণঃ পৃচ্ছেদ্বর্ণানুক্রমতো নৃপঃ। ৩৭
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ॥
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ। ৩৮
বহুত্বং প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ॥ ৩৯
সমেষু চ গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্।
যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কূটসাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তত্তৎকার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতং বাপ্যকৃতং ভবেৎ॥ ৪০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

প্রত্যক্ষ দর্শন বা স্বকর্ণে শ্রবণ করেন তিনিই সাক্ষী বলিয়া গণ্য। ১০-১৩।

সাক্ষিগণ সত্যভাষণ দ্বারা পবিত্র হন। যেখানে সত্য কথায় ব্রহ্মচারীদের বধের সম্ভাবনা তথায় মিথ্যা-শ্রবণেও পবিত্রতা থাকে। সেই মিথ্যাভাষী সাক্ষী ব্রাহ্মণ পবিত্র হইবার জন্য (শুদ্ধির জন্য) কুষ্মাণ্ডীয় মন্ত্রে ('ওঁ যদ্দেবা দেবহেলনং দেবাসশ্চকৃমা বয়ম্। অগ্নির্মা তস্মা দেনসো' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে) অগ্নিতে আহুতি দিবেন। শূদ্র সাক্ষী একদিন দশটি গরুকে তৃণগ্রাস দিবে। ১৪ ১৭।

মিথ্যা সাক্ষীকে চিনিবার উপায় তাহার মুখবর্ণের বিকার, এলোমেলো উক্তি (পূর্ব্বাপর অসঙ্গত উক্তি) এবং স্বভাবের পরিবর্ত্তন। সূর্য্যোদয় হইলেই সাক্ষী-দিগকে ডাকিয়া শপথ করাইবে (হলফ পড়াইবে)। তাহাতে ব্রাহ্মণকে 'বল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। ক্ষত্রিয়কে 'সত্য বল' বলিয়া প্রশ্ন করিবে। ১৮-২১।

বৈশ্য সাক্ষীকে গরু, শস্য ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করাইবে। শূদ্রকে 'সর্ব্বপ্রকার মহাপাতকের শপথ করাইবে। নিম্নলিখিত কথাগুলি সাক্ষীদিগকে শুনাইবে। মহাপাতক করিলে বা উপপাতক করিলে যে নরকে যায় মিথ্যা সাক্ষ্যদাতারও তথায় গতি হয়। জন্ম হইতে মরণাবধি যাহা পুণ্য করা আছে, সেই সমস্তের ক্ষয় হয়। সত্য আশ্রয় করিয়া (সত্যবলে) সূর্য্যকিরণ দিতেছেন। সত্যবলে চন্দ্র শোভা পাইতেছেন। সত্য-দ্বারা বায়ু বহিতেছে। সত্য সাহায্যে পৃথিবী সমস্ত ধরিয়া আছেন। সত্যবলে জল আছে। সত্যের শক্তিতে অগ্নির স্থিতি। আকাশ সত্যে স্থানচ্যুত হইতেছে না। দেবগণ সত্যের দ্বারা জগৎপূজ্য। যাগযজ্ঞ সত্যের উপর নির্ভর করে। ২২-৩৫।

সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও একটি সত্য তুলাদণ্ডে ওজন করিলে সত্যেরই ভার বেশী হইবে। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত থাকিয়াও যে সাক্ষীরা সাক্ষ্যকালে চুপ করিয়া থাকে, তাহারা মিথ্যাসাক্ষীর তুল্য পাপে লিপ্ত হয় এবং কূটসাক্ষীর দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়, রাজা এইভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুক্রমে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিবেন (হলফ পড়াইবেন)। যাহার পক্ষে সাক্ষীরা সত্য প্রতিজ্ঞা করিবে সে জয়ী হইবে, আর যাহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার অন্যথা (মিথ্যা) বলিবে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। সাক্ষীদের মধ্যে মতদ্বৈধ বা উক্তিদ্বৈধ হইলে রাজা বহু সাক্ষীর মত লইবেন। উভয়পক্ষে সমান সাক্ষী হইলে যে পক্ষে অধিক গুণবান্ সাক্ষী তাহা গ্রহণ করিবেন। উভয় পক্ষেই সমগুণ সাক্ষী হইলে ব্রাহ্মণোত্তম সাক্ষীর মত লইবেন। যে যে মকদ্দমায় মিথ্যাসাক্ষী মিথ্যা বলিবে, সেই সেই বিবাদের কার্য্য নিবৃত্ত হইবে (ডিসমিস্ হইবে)। সে বিবাদ করা না করা সমানই হইবে। ৩৬-৪০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবমঃ অধ্যায়ঃ

(শপথপ্রকরণম্)

অথ সময়ক্রিয়া। রাজদ্রোহসাহসেষু যথাকামম্।
নিক্ষেপস্তেয়েষ্বর্থপ্রমাণম্।
সর্বেষ্বেবার্থেষু (ক) মূল্যং কনকং কল্পয়েৎ। ১-৪॥
তত্র কৃষ্ণলোনে শূদ্রং দূর্ব্বাকরং শাপয়েৎ।
দ্বিকৃষ্ণলোনে তিলকরম্। ত্রিকৃষ্ণলোনে রজতকরম্।
চতুঃকৃষ্ণলোনে সুবর্ণকরম্।
পঞ্চকৃষ্ণলোনে শীতোদ্ধৃতমহীকরম্।
সুবর্ণার্দ্ধোনে কোশো দেয়ঃ শূদ্রস্য। ৫-১০॥
ততঃ পরং যথার্হং ধটাগ্ন্যুদকবিষাণামন্যতমম্।
দ্বিগুণেঽর্থে যথাভিহিতা সময়ক্রিয়া বৈশ্যস্য।
ত্রিগুণে রাজন্যস্য। কোশবর্জ্জং চতুর্গুণে
ব্রাহ্মণস্য। ১১-১৪॥

ন ব্রাহ্মণস্য কোশং দদ্যাৎ।
অন্যত্রাগামিকালসময়নিবন্ধনক্রিয়াতঃ।
কোশস্থানে ব্রাহ্মণং শীতোদ্ধৃতমহীকরমেব শাপয়েৎ।
প্রাগ্ দৃষ্টদোষমল্পেঽপ্যর্থে দিব্যানামন্যতমমেব
কারয়েৎ। ১৫-১৮॥
সৎসু বিদিতসচ্চরিত্রং ন মহত্যর্থেঽপি।
অভিযোক্তা বর্ত্তয়েচ্ছীর্ষম্ অভিযুক্তশ্চ
দিব্যং কুর্য্যাৎ। ১৯-২১॥
রাজদ্রোহসাহসেষু বিনাপি শীর্ষবর্ত্তনাৎ।
স্ত্রীব্রাহ্মণবিকলাসমর্থরোগিণাং তুলা দেয়া।
সা চ ন বাতি বায়ৌ।
ন কুষ্ঠ্যসমর্থলোহকারাণামগ্নির্দেয়ঃ। ২২-২৫॥

অতঃপর শপথক্রিয়া-প্রকরণ হইতেছে। রাজদ্রোহ (রাজার বিরুদ্ধে অনিষ্টাচরণ) ও দস্যুতা, পরস্ত্রীধর্ষণাদি সাহসিক কার্য্যসমুদয়ে রাজা ইচ্ছামত জেরা করিতে পারেন। গচ্ছিত সম্পত্তির অপহরণ সাব্যস্ত হইলে 'এত টাকা দিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইবেন। অর্থঘটিত সকল প্রকার বিবাদেই সুবর্ণই মূল্যরূপে কল্পনীয় (ব্যবস্থা করিবেন)। ১-৪।

তাহাতে এক কৃষ্ণল পরিমাণ স্বর্ণের কম মূল্য হইলে শূদ্রকে দূর্ব্বা হাতে দিয়া শপথ করাইবেন। দুই কৃষ্ণল হইতে কম পরিমাণ স্থলে তিল হাতে করাইয়া শপথ হইবে। তিন কৃষ্ণল কম মূল্য স্থলে হাতে রজত দিয়া, চারি কৃষ্ণল ন্যূন স্থলে সুবর্ণ দিয়া, পাঁচ কৃষ্ণলের কম হইলে লাঙ্গলোদ্ধৃত মাটী হাতে দিয়া, আধ ভরির কম সুবর্ণ মূল্য হইলে শূদ্রের হাতে কোশ (পরে বক্তব্য) দিয়া শপথ হইবে। ৫-১০।

সুবর্ণার্দ্ধের ঊর্দ্ধ পরিমাণ মূল্য স্থলে যথাযথ ব্যক্তি অনুসারে তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল, বিষ ইহাদের যে কোন একটি দিব্যের বস্তু হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ হইলে বৈশ্যের পূর্ব্বোক্ত শপথক্রিয়া হইবে। তিন গুণ হইলে ক্ষত্রিয়ের, চারিগুণ হইলে ব্রাহ্মণের কোশ ব্যতীত শপথ ক্রিয়া বিহিত। ১১-১৪।

ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনও কোশ দিব্য বস্তু দিবে না। আগামী কালে (ভবিষ্যতে) কর্ত্তব্য শপথ নিবন্ধন ক্রিয়াতে কিন্তু কোশ দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে যেখানেই ব্রাহ্মণের কোশ দিব্যের কথা আছে, তথায় তাঁহার হাতে লাঙ্গলখাতমাত্র মৃত্তিকা দিয়া শপথ হইবে। পূর্ব্বে যাহার দোষ ধরা পড়িয়াছে, এমন ব্যক্তিকে অতি অল্প অর্থেতেও পূর্ব্বোক্ত দিব্য সমূহের যে কোন একটি শপথ করাইবে। ১৫-১৮।

সজ্জনদের মধ্যে যে সচ্চরিত্র বলিয়া খ্যাত আছে তাহাকে, প্রভূত অর্থের দলিল হইলেও দিব্য করাইবেন না। অভিযোগকারী মস্তক জামিন রাখিবে অর্থাৎ যদি ইহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন না করিতে পারি, তবে আমি মাথা দিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবে। যে অভিযুক্ত হইয়াছে (যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছে) সেও দিব্য করিবে। ১৯-২১।

(ক) সর্ব্বেষ্বর্থজাতেষু—পা.

শরদ্গ্রীষ্ময়োশ্চ। ন কুষ্ঠিপৈত্তিকব্রাহ্মণানাং বিষং দেয়ম্। প্রাবৃষি চ। ন শ্লেষ্মব্যাধ্যর্দ্দিতানাং ভীরূণাং শ্বাসকাসিনামম্বুজীবিনাঞ্চোদকম্। ২৬-২৯॥

হেমন্তশিশিরয়োশ্চ। ন নাস্তিকেভ্যঃ কোশো দেয়ঃ। ন দেশে ব্যাধিমরকোপসৃষ্টে চ। ৩০-৩২॥

সচেলং স্নাতমাহূয় সূর্যোদয় উপোষিতম্।
কারয়েৎ সর্বদিব্যানি দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৩৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

রাজদ্রোহ ও দস্যুতা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যে শীর্ষবর্ত্তন ব্যতীতও শপথ করিবে। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, বিকলাঙ্গ, অক্ষম ব্যক্তি ও রোগীদিগকে তুলাপরীক্ষা করাইবে। তুলাদণ্ড এমন ভাবে রাখিবে যাহা হাওয়ায় না নড়ে। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, অক্ষমদেহ, লোহকার ব্যক্তিদিগকে অগ্নি দিব্য দিবে না। ২২-২৫।

শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতেও অগ্নি পরীক্ষা নিষিদ্ধ। কুষ্ঠী, পিত্তরোগী ও ব্রাহ্মণদিগের পরীক্ষার্থ বিষদিব্য প্রয়োগ করাইবেন না। বর্ষাকালেও বিষদিব্য নিষিদ্ধ। শ্লেষ্মা রোগাক্রান্ত, ভীরু, শ্বাসরোগী ও জলজীবী (ধীবরাদি)-দিগকে জলদিব্য দিবেন না। ২৬-২৯।

হেমন্ত ও শীতকালেও জলদিব্য করণীয় নহে। নাস্তিক অভিযুক্তকে কোশ দিব্য করাইবেন না। যে দেশে রোগ, মরক (মৃত্যু) উপদ্রব আছে তথায় কোশ দিব্যই হইবে না। পূর্ব্বদিনে কৃতোপবাস সচেলস্নাত পরীক্ষাদাতাকে সূর্য্যোদয় হইলে ডাকিয়া, রাজা দেব-ব্রাহ্মণের নিকট সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা (দিব্য) করাইবেন। ৩০-৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ।

(তুলাপরীক্ষাবিবরণম্)।

অথ ধটঃ। চতুর্হস্তোচ্ছ্রিতো দ্বিহস্তায়তঃ।
তত্র সারবৃক্ষোদ্ভবা পঞ্চহস্তায়তোভয়তঃশিক্য। তুলা।
তাঞ্চ সুবর্ণকার-কাংস্যকারাণামন্যতমো বিভৃয়াৎ।
তত্র চৈকস্মিন্ শিক্যে পুরুষমারোপয়েদ্ দ্বিতীয়ে
প্রতিমানং শিলাদি। ১-৫

প্রতিমানপুরুষৌ সমধৃতৌ সুচিহ্নিতৌ কৃত্বা
পুরুষমবতারয়েৎ।
ধটঞ্চ সময়েন গৃহ্ণীয়াৎ। তুলাধারঞ্চ ॥৬-৮
ব্রহ্মঘ্না যে স্মৃতা লোকা যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণঃ।
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধারয়তো মৃষা ॥ ৯ ॥

অতঃপর তুলাপরীক্ষার কথা বলা হইতেছে। দৈর্ঘ্যে চারি হাত উন্নত, প্রস্থে দুই হাত পরিমাণ আয়ত তুলাদণ্ড হইবে। সেই তুলাদণ্ড সসার বৃক্ষে প্রস্তুত হইবে, দুই দিকের পাল্লা পাঁচ হাত বিস্তৃত হইবে। তাহা ধরিয়া রাখিবে—সুবর্ণকার বা কাংস্যকার দিগের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি। এক পাল্লায় অভিযুক্ত সুপরীক্ষার্থী পুরুষকে চাপাইবে, দ্বিতীয় পাল্লায় মাপের পাথর ঢেলা প্রভৃতি বাটখারা। ১-৫।

বাটখারা শিলা ও পুরুষকে সমান ওজন করিয়া, কত ওজন হইল স্পষ্ট চিহ্নিত করিয়া পরে পুরুষকে নামাইয়া দিবে। নিম্নকথিত দিব্য করিয়া তুলাদণ্ড ও তুলার আধার (পাল্লা) গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মহত্যাকারীদের (মৃত্যুর পর) যে লোকে গতি হয়, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাদের যেস্থানে বাস হয়, মিথ্যাভাবে তুলায় যে ওজন করাইতেছে, তাহার ও তুলাধারীর সেই গতি হইবে। হে তুলাদণ্ড! তুমি ধর্ম্মশব্দের সমপর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ

ধর্মপর্যায়বচনৈর্ধট ইত্যভিধীয়তে।
ত্বমেব ধট! জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১১ ॥

ততস্ত্বারোপয়েচ্ছিক্যে ভূয় এবাথ তং নরম্।
তুলিতো যদি বর্দ্ধেত ততঃ স ধর্মতঃ শুচিঃ ॥ ১২ ॥
শিক্যচ্ছেদাক্ষভঙ্গেষু ভূয়স্ত্বারোপয়েন্নরম্।
এবং নিঃসংশয়ং জ্ঞানং যতো ভবতি নির্ণয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধর্ম্মবাচক শব্দের মধ্যে ধট শব্দেরও উল্লেখ আছে, এজন্য তোমাকে ধট বলা হয়, অতএব যে-সব গুপ্তকথা মানুষেরা জানে না, তাহা তুমিই জান। ৬-১০।

এই মানুষটি বিবাদে অভিযুক্ত, তোমাতে ইহার সদোষত্ব বা নির্দোষত্ব প্রমাণিত করা হইতেছে, অতএব ইহাকে এই সন্দেহ হইতে ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করিতে তুমিই যোগ্য। এই বলিয়া অভিযুক্ত মনুষ্যকে তুলাপাত্রে আবার চড়াইয়া দিবে। যদি ওজন করিবার পর দেখা যায় যে, পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, তবে সে ধর্ম্মতঃ পবিত্র জানিবে। ১১-১২।

ওজন করিতে যদি দড়ি ছিঁড়িয়া যায় অথবা পাল্লা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে আবার তাহাকে তুলিত করিবে, এইরূপে যদি সংশয়হীন জ্ঞান হয়, তবেই দোষ বা সাধুতার নির্ণয় হইবে। ১৩।

দশমাধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

(অগ্নিপরীক্ষা)।

অথাগ্নিঃ। ষোড়শাঙ্গুলং তাবদন্তরং মণ্ডলসপ্তকং কুর্য্যাৎ।
ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিতভুজদ্বয়স্য সপ্তাশ্বত্থপত্রাণি করয়োর্দদ্যাৎ। ১-৩
তানি চ করদ্বয়সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
ততস্তত্রাগ্নিবর্ণং লোহপিণ্ডং পঞ্চাশৎপলিকং সংন্যসেৎ।
তমাদায় নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্বন্ ব্রজেৎ।
ততঃ সপ্তমমণ্ডলমতীত্য ভূমৌ লোহপিণ্ডং জহ্যাৎ। ৪-৭
যো হস্তয়োঃ কচিদ্দগ্ধ স্তমশুদ্ধং (ক) বিনির্দ্দিশেৎ।
ন দগ্ধঃ সর্বথা যস্তু স বৈ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮

অতঃপর অগ্নিপরীক্ষার বিবৃতি হইতেছে। ষোড়শ অঙ্গুলি পরিমাণ অন্তর অন্তর সাতটি মণ্ডল করিবে। তাহার পর অভিযুক্ত পূর্ব্বমুখে বসিবে, তাহার দুইটি হাত লম্বাভাবে বিস্তৃত থাকিবে, তাহাতে সাতটি অশ্বত্থ পত্র দিবে। ১-৩।

দুই হাতের সহিত সেই পাতাগুলি সূত্র দিয়া বেষ্টন করিবে। তাহার পর সেই পত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ের উপর পঞ্চাশ পল ওজনের একটি লৌহপিণ্ড তপ্ত করিয়া অগ্নি-বর্ণ হইলে তাহা সমভাবে স্থাপন করিবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই লৌহপিণ্ড লইয়া অতিদ্রুতও নয়, অতি বিলম্বেও নয়,—এইরূপ গতিতে পূর্ব্বস্থাপিত সাতটি অশ্বত্থ পাতার উপর পা ফেলিয়া চলিবে। শেষে সপ্তম মণ্ডল পার হইয়া মাটিতে লৌহপিণ্ডটী ফেলিয়া দিবে। ৪-৭।

যে অভিযুক্ত ব্যক্তি দুই হাতের মধ্যে কোন অংশে দগ্ধ হইবে, তাহাকে পাপী বলিয়া নির্দেশ করিবে। আর যে সর্বথা অদগ্ধ থাকিবে, সে লোক বিশুদ্ধ হইবে। যে

(ক) যস্তত্রচিহ্নিতকরস্তমশুদ্ধং—পা.

ভয়াদ্বা পাতয়েদ্ যস্তু দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে।
পুনস্তং ধারয়েৎ পিণ্ডং সময়স্যাবিশোধনাৎ ॥ ৯॥

করৌ বিমৃদিতব্রীহেস্তস্যাদাদেব লক্ষয়েৎ।
অভিমন্ত্র্যাস্য করয়োর্লোহপিণ্ডং ততো ন্যসেৎ ॥ ১০॥

দাহের ভয়ে লৌহপিণ্ডটি ফেলিয়া দিবে অথবা যাহাকে দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যাইবে না, তাহাকে আবার লৌহপিণ্ড বহন করাইবে, কারণ প্রতিজ্ঞাত বস্তুর নির্ণয় তখনও হয় নাই। ৮-৯।

অগ্নিপিণ্ড দিবার পূর্ব্বে অগ্নিপরীক্ষার্থীর দুই হাতে ধান ঘষিয়া দিয়া লক্ষ্য করিবে—হাতে কোন চিহ্ন আছে কিনা? পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার দুই হাতে তপ্ত

ত্বমগ্নে! সর্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাগ্নে! বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ ॥ ১১॥
ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অগ্নিবর্ণ লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবে। পরীক্ষক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—হে অগ্নি! তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে প্রত্যক্ষদর্শীর মত বিচরণ করিতেছ, যাহা মনুষ্যগণ জানেনা, হে বৈশ্বানর! তাহা তুমিই জান। ১০-১১।

এই অভিযুক্ত ব্যক্তিটি রাজদ্বারে কলঙ্কাক্রান্ত হইয়া শুদ্ধি চাহিতেছে, তুমি ইহাকে অপরাধ-সংশয় হইতে ধর্ম্মানুসারে পরিত্রাণ করিবার উপযুক্ত। ১০-১২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।

(জল-পরীক্ষা)।

অথোদকম্।
পঙ্কশৈবালদুষ্টগ্রাহমৎস্যজলৌকাদিবর্জিতেঽম্ভসি।
তত্র নাভিমগ্নস্যারাগদ্বেষিণঃ পুরুষস্যান্যস্য জানুনী
গৃহীত্বাভিমন্ত্রিতমম্ভঃ প্রবিশেৎ।

অতঃপর জলদিব্যের কথা বলা হইতেছে। যে জলে কর্দ্দম, শৈবাল (শেওলা), দুষ্ট জলজন্তু (কুম্ভীর, হাঙর প্রভৃতি), মাছ, জোঁক প্রভৃতি নাই তাদৃশ জলে দিব্য হইবে। তাহাতে নাভিপর্য্যন্ত মগ্ন রাগদ্বেষবর্জ্জিত (শত্রুও নহে মিত্রও নহে এইরূপ) অন্য ব্যক্তির দুই হাঁটু ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলমধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ডুব দিবে। ঠিক সেই সময় আর একজন

তৎসমকালঞ্চ নাতিক্রূরমৃদুনা ধনুষা পুরুষোঽপরঃ
শরক্ষেপং কুর্য্যাৎ। ১-৪॥
তঞ্চাপরঃ পুরুষো জবেন শরমানয়েৎ। ৫॥

(ধনুর্দ্ধারী) পুরুষ নাতিকঠোর নাতিমৃদু ধনুক দ্বারা বাণ ছুড়িবে। ১-৪।

আর এক ব্যক্তি বেগে সেই নিক্ষিপ্ত বাণ লইয়া আসিবে। সেই সময়ের মধ্যে ঐ জলমগ্ন পুরুষ যদি (উত্থিত) দৃষ্ট না হয়, তবে সে শুদ্ধ বলিয়া কথিত। আর যদি তাহার কোন অঙ্গ জলের উপর দেখা যায়, তবে সে অপবিত্র অর্থাৎ দোষী নির্ণীত হইবে। জলের

তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যেত স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা ত্ববিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনে। ৬॥
ত্বমম্ভঃ! সর্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ।
ত্বমেবাম্ভো! বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ। ৭॥
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষস্ত্বয়ি মজ্জতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৮॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অভিমন্ত্রণ মন্ত্রটি এই প্রকার,—হে বারি! তুমি সমস্ত প্রাণীর শরীর মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর মত বিচরণ করিতেছ, যে সকল বৃত্তান্ত মানুষে জানে না, হে জল! তুমিই তাহা বিশেষরূপে জান। ব্যবহারে (মকদ্দমায়) অভিযুক্ত এই ব্যক্তি তোমার মধ্যে ডুবিতেছে, অতএব ইহাকে পবিত্রতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ করিয়া উদ্ধার করিবার তুমিই যোগ্য। ৫-৮।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

(বিষপরীক্ষা)।

অথ বিষম্।
বিষাণ্যদেয়ানি সর্ব্বাণি। ঋতে হিমাচলোদ্ভবাচ্ছার্ঙ্গাৎ।
তস্য চ যবসপ্তকং ঘৃতপ্লুতমভিশস্তায় দদ্যাৎ। ১-৪॥
বিষং বেগক্রমাপেতং সুখেন যদি জীর্য্যতে।
বিশুদ্ধং তমিতি জ্ঞাত্বা দিবসান্তে বিসর্জয়েৎ ॥ ৫॥
বিষত্বাদ্বিষমস্মা ক্রূরচ্চ! ত্বং সর্ব্বদেহিনাম্।
ত্বমেব বিষ! জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ ॥ ৬॥
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ৭॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়দশোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর বিষ পরীক্ষার বিষস্বরূপ বলিতেছেন। হিমালয়োদ্ভূত শার্ঙ্গ বিষ ব্যতীত সকল বিষই অদেয়। সেই বিষের সাতটি যবপরিমাণ গুটিকা করিয়া ঘৃত মাখাইয়া বিবাদীকে খাইতে দিবে। যদি বিষ ক্রমে বেগশূন্য হইয়া অনায়াসে জীর্ণ হয়, তবে তাহাকে নির্দোষ মনে করিয়া সন্ধ্যাকালে বিদায় দিবে। বিষকে অভিমন্ত্রিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ্য—হে বিষ! তুমি বিষত্ব ও দুর্জ্জরত্ব নিবন্ধন সকল বস্তুর মধ্যে ক্রূর, যাহা মানবগণ জানে না, তাহা তুমিই জান। এই লোকটি বিবাদে অভিযুক্ত হইয়া নিজের পবিত্রতার পরিচয় চাহিতেছে, তুমিই ইহাকে এই সংশয় হইতে ধর্ম্মানুসারে পরিত্রাণ করিবার যোগ্য। ১-৭।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ।

(কোশপরীক্ষা)

অথ কোশঃ। উগ্রান্ দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য তৎস্নানোদকাৎ প্রসৃতিত্রয়ং পিবেৎ।
ইদং ময়া ন কৃতমিতি ব্যাহরন্ দেবতাভিমুখঃ। ১-৩॥
যস্য পশ্যেদ্ দ্বিসপ্তাহাত্রিসপ্তাহাদথাপি বা।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণং রাজাতঙ্কমথাপি বা। ৪॥
তমশুদ্ধং বিজানীয়াত্তথা শুদ্ধং বিপর্যয়ে।
দিব্যে চ শুদ্ধং পুরুষং সৎকুর্য্যাদ্ধার্মিকো নৃপঃ॥ ৫॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ॥

অতঃপর কোশপরীক্ষা বর্ণিত হইতেছে। উগ্রমূর্ত্তি দেবতা (কালী, তারা প্রভৃতি)-দিগের পূজান্তে তাঁহাদের স্নানজল তিন অঞ্জলি পরিমাণ পান করিবে। 'আমি এই পাপকার্য্য করি নাই' এই বলিতে বলিতে দেবতার দিকে মুখ করিয়া পান কর্ত্তব্য। ১-৩।

দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের মধ্যে যাহার দেখিবে কোন রোগ হইয়াছে, অথবা অগ্নিদাহ, জ্ঞাতিমৃত্যু কিংবা রাজভীতি জন্মিয়াছে, তাহাকে দোষী বলিয়া জানিবে। অন্যপ্রকার হইলে অর্থাৎ উক্ত অবস্থা না ঘটিলে সে শুদ্ধ নির্ণীত হইবে। সকল প্রকার দিব্যেই শুদ্ধ ব্যক্তিকে রাজা সম্মানিত করিবেন।৪-৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

(পুত্রবিবরণম্)

অথ দ্বাদশ পুত্রা ভবন্তি।
স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ামুৎপাদিতঃ স্বয়মৌরসঃ প্রথমঃ।
নিযুক্তায়াং সপিণ্ডেনোত্তমবর্ণেন বোৎপাদিতঃ ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ। ১-৩
পুত্রিকাপুত্রস্তৃতীয়ঃ।
যস্তস্যাঃ পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি যা পিত্রা দত্তা সা পুত্রিকা। ৪-৫ ॥
পুত্রিকাবিধিনা প্রতিপাদিতাপি ভ্রাতৃবিহীনা পুত্রিকৈব।
পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ।৬-৮॥
ভূয়স্ত্বসংস্কৃতাপি পরপূর্বা। কানীনঃ পঞ্চমঃ।
পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতয়ৈবোৎপাদিতঃ। ৯-১১॥
স চ পাণিগ্রাহস্য। গৃহে চ গূঢ়োৎপন্নঃ ষষ্ঠঃ।
যস্য তল্পজস্তস্যাসৌ। ১২-১৪॥
সহোঢ়ঃ সপ্তমঃ। গর্ভিণী যা সংস্ক্রিয়তে তস্যাঃ পুত্রঃ।
স চ পাণিগ্রহস্যদত্তকশ্চাষ্টমঃ।

অতঃপর পুত্রগণের পরিচয় দিতেছেন—বার প্রকার পুত্র হইয়া থাকে। নিজ স্ত্রীর মধ্যে বিবাহসংস্কারযুক্ত পত্নীতে নিজ হইতে উৎপাদিত ঔরস পুত্র প্রথম। পুত্র জননার্থ নিযুক্তা নিজ স্ত্রীতে কোন সপিণ্ড বা উত্তমবর্ণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজনামা দ্বিতীয়। ১-৩।

তৃতীয় পুত্রিকাপুত্র 'তাহার যে পুত্র হইবে সে আমার পুত্র বলিয়া ধার্য্য হইবে' এইরূপ বন্দোবস্তে পিতা কর্ত্তৃক যে কন্যা অপরে প্রদত্তা হইয়াছে, তাহাকে পুত্রিকা বলে। ৪-৫।

পুত্রিকাকরণবিধি অনুসারে দত্তা না হইলেও সঙ্কল্পে স্থিরীকৃতা ভ্রাতৃহীনা কন্যাও পুত্রিকা বলিয়া গণ্য।

স চ মাতাপিতৃভ্যাং যস্য দত্তঃ। ক্রীতশ্চ নবমঃ।
স চ যেন ক্রীতঃ। স্বয়মুপগতো দশমঃ।
স চ যস্যোপগতঃ। অপবিদ্ধস্ত্বেকাদশঃ। ১৫-২৪॥
পিত্রা মাত্রা চ পরিত্যক্তঃ। স চ যেন গৃহীতঃ
যত্র ক্বচনোৎপাদিতশ্চ দ্বাদশঃ। ২৫-২৭॥
এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্। সএব দায়হারঃ॥
স চান্যান্ বিভৃয়াৎ। ২৮-৩০॥
অনূঢ়ানাং স্ববিত্তানুরূপেণ সংস্কারং কুর্য্যাৎ।
পতিতক্লীবাচিকিৎস্যরোগবিকলা-
স্ত্বভাগহারিণঃ। ৩১-৩২॥
ঋক্‌থগ্রাহিভিস্তে ভর্ত্তব্যাঃ।
তেষাং চৌরসাঃ পুত্রাঃ ভাগহারিণঃ॥
ন তু পতিতস্য পতনীয়ে কর্ম্মণি
কৃতে ত্বনন্তরোৎপন্নাঃ। ৩৩-৩৫॥
প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগিনঃ।
তৎপুত্রাঃ পৈতামহেঽপ্যর্থে। অংশগ্রাহিভিস্তে
ভরণীয়াঃ। ৩৬-৩৮॥
যশ্চার্থহরঃ স পিণ্ডদায়ী।
একোঢ়ানামপ্যেকস্যাঃ পুত্রঃ সর্বাসাং পুত্র এব চ।
ভ্রাতৄণামেকজাতানাঞ্চ। ৩৯-৪১॥
পুত্রঃ পিতৃবিত্তালাভেঽপি পিণ্ডং দদ্যাৎ। ৪২॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥ ৪৩॥

পুনর্ভূ-কন্যা-জাত পুত্র চতুর্থ। বিবাহের পর অক্ষত যোনি (অনুপভুক্তা) কন্যা পুনঃ পরিণীতা হইলে তাহাকে পুনর্ভূ বলে। ৬-৮।

বিবাহ সংস্কার না হইলেও পূর্ব্ব হইতে অপর পুরুষে আসক্তা থাকিলেও পুনর্ভূপদবাচ্য। কানীন পুত্র পঞ্চম। পিতৃগৃহে কুমারী অবস্থায় কন্যাতে উৎপাদিত পুত্রের নাম কানীন। ৯-১১।

যে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবে কানীন পুত্র তাহারই। স্বামিগৃহে স্বামীর অজ্ঞাতসারে উৎপাদিত পুত্র 'গূঢ়োৎপন্ন' ষষ্ঠ। যাহার স্ত্রীর গর্ভে ঐ গূঢ়োৎপন্ন পুত্র হইয়াছে, সে তাহার অর্থাৎ পরিণেতারই পুত্র। ১২-১৪।

সহোঢ় সপ্তম পুত্র। গর্ভিণী অবস্থায় বিবাহিতা রমণীর পুত্রকে সহোঢ় বলে। সে পাণিগ্রাহকের পুত্র বলিয়া গণ্য। অষ্টম দত্তক পুত্র। জনক জননী কর্ত্তৃক যাহার হাতে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই দত্তক তাহার পুত্র। ক্রীত পুত্র নবম। সে, যে কিনিয়াছে তাহার। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যে পুত্ররূপে আছে, সে স্বয়মুপগত পুত্র। যাহার কাছে আসিয়াছে, সে—তাহারই। একাদশ পুত্রের নাম অপবিদ্ধ। ১৫-২৪।

পিতা মাতা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অপবিদ্ধ তাহাকে বলে। যে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে, সে সেই গ্রহীতার পুত্র (যেমন কর্ণ সূতপুত্র)। যেকোনও রমণীতে উৎপাদিত (অজ্ঞাতপরিচয়) দ্বাদশ পুত্র। ২৫-২৭।

এই বার প্রকার পুত্রের মধ্যে পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র শ্রেষ্ঠ। পৈতৃক ধনে তাহারই অধিকার। ধনাধিকারী হইয়া সে পিতার অপর পুত্রগণকে ভরণ-পোষণ করিবে। ২৮-৩০।

প্রাপ্ত পৈতৃক ধনানুসারে সে অনূঢ়া ভগিনীদিগের ও অবিবাহিত ভ্রাতৃগণের সংস্কার করিবে। পুত্রদের মধ্যে যে পতিত, ক্লীব, চিকিৎসার অসাধ্য রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ইহারা পৈতৃক ধনভাগী হইবে না। ৩১-৩২।

সম্পত্তির অধিকারীরা উহাদিগকে পালন (গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা পোষণ) করিবে। কিন্তু উহাদের ঔরসপুত্রেরা পিতামহের সম্পত্তির অংশ পাইবে। পতিত পক্ষে বিশেষ এই—পাতিত্যজনক কার্য্য করিবার পর (অকৃত প্রায়শ্চিত্তের) পতিতের জাত পুত্র পিতামহ-ধনে অধিকারী হইবে না। ৩৩-৩৫।

প্রতিলোমবিবাহে পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ পিতৃধনের অংশ পাইবে না। এই প্রকার তাহাদের পুত্ররাও পিতামহধনে অনধিকারী। যাহারা সম্পত্তির অংশভাগী তাহারা উহাদিগকে ভরণ পোষণ করিবেন। ৩৬-৩৮।

ঋণমস্মিন্ সম্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখম্ ॥ ৪৪॥
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপম্ ॥ ৪৫॥
পৌত্রদৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে।
দৌহিত্রোঽপি হ্যপুত্রং তং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ ॥ ৪৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

যে ধন গ্রহণ করিবে, সেই পিণ্ড দিবে। এক ব্যক্তির পরিণীতা বহু স্ত্রীর মধ্যে কাহারও পুত্র থাকিলে সে-ই সকলের পুত্রস্থানীয়। সহোদর ভ্রাতাদের মধ্যেও একজনের পুত্র সকলের পুত্র বলিয়া গণ্য। ৩৯-৪১।

পুত্র পিতৃধন না পাইলেও পিণ্ড দিবে। কারণ যেহেতু পুত্র 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে, সেইজন্য ব্রহ্মা স্বয়ং তাহার 'পুত্র' সংজ্ঞা দিয়াছেন। পুত্র জাত হইলে জীবিতাবস্থায় পিতা যদি তাহার মুখ দেখেন, তবে সেই পুত্রে তিনি পৈতৃক ঋণ সংক্রামিত করেন এবং অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিবার যোগ্য হন ৪২-৪৪।

পুত্র দ্বারা স্বর্গাদি লোক জয় করে, পৌত্র দ্বারা অনন্তত্ব (অক্ষয় লোক) প্রাপ্ত হয়, প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক গমন করিবার অধিকারী হয়। মনুষ্যলোকে পুত্র দৌহিত্রের কোন প্রভেদ উপপন্ন হয় না, এইজন্য অপুত্রক ব্যক্তির দৌহিত্রও পৌত্রের মত মাতামহকে উদ্ধার করে। ৪৫-৪৬।

ইতি বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ।

(সবর্ণপুত্রাদি বিবরণম্)

সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ। ১-২॥
প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগর্হিতাঃ।
তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্রেণায়োগবঃ।
পুক্কস-মাগধৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্য-শূদ্রাভ্যাম্। ৩-৫॥
চাণ্ডালবৈদেহকসূতাশ্চ ব্রাহ্মণীপুত্রাঃ শূদ্রবিট্ক্ষত্রিয়ৈঃ।
সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ। ৬-৭॥
রঙ্গাবতরণমায়োগবানাম্।
ব্যাধতা পুক্কসানাম্। স্তুতিক্রিয়া মাগধানাম্।
বধ্যঘাতিত্বং চাণ্ডালানাম্।
স্ত্রীরক্ষা তজ্জীবনঞ্চ বৈদেহকানাম্। অশ্বসারথ্যং সূতানাম্।
চাণ্ডালানাং বহির্গ্রামনিবসনং মৃতচেলধারণমিতি বিশেষঃ। ৮-১৪॥

সমানবর্ণা গর্ভজাত পুত্রেরা সবর্ণ হয়। অনুলোম অনুসারে পরিণীতা (উত্তম বর্ণের অধমবর্ণা) স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা মাতৃসবর্ণ হইবে। (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত ক্ষত্রিয় হইবে। এইরূপ বৈশ্যায় বৈশ্য, শূদ্রায় শূদ্র)। ১-২।

কিন্তু প্রতিলোমে পরিণীতা (ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণী, শূদ্রের ব্রাহ্মণকন্যা ইত্যাদি) স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান আর্য্য-সমাজচ্যুত হইবে। তাহাদের মধ্যে সংজ্ঞাবিশেষ আছে, যথা-শূদ্র হইতে বৈশ্যা গর্ভজাত সন্তান আয়োগব। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়ায় উৎপাদিত পুক্কস, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত মাগধ নামে অভিহিত হয়। ৩-৫।

শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণী ভার্য্যায় উৎপাদিত পুত্র চণ্ডাল, বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীপুত্র 'বৈদেহক', ক্ষত্রিয় হইতে

সর্ব্বেষাঞ্চ সমানজাতিভির্ব্যবহারঃ।
স্বপিতৃবিত্তানুহরণঞ্চ। ১৫-১৬॥
সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৭॥

ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্ ॥ ১৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপাদিত 'সূত' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সঙ্কর জাতি, সঙ্কর-সঙ্করজাতি অসংখ্যেয় ৬-৭।

অতঃপর ইহাদের সামাজিক কার্য্য বলা হইতেছে,—আয়োগবরা নাট্যপ্রয়োগের অবতারণা (নট সূত্রধারের কার্য্য) করিবে, পুক্কসগণ ব্যাধবৃত্তি লইবে, মাগধগণ রাজাদের স্তুতিপাঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, চণ্ডালেরা বধ্য ভূমিতে বধ্যহত্যায় রত থাকিবে। বৈদেহকদিগের কার্য্য অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের পাহারা দেওয়া ও তাহাই তাহাদের জীবিকা। সূতদের অশ্বসারথ্য বৃত্তি। চাণ্ডালের' গ্রামের বাহিরে বাস করিবে এবং মৃত শবের বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিবে ইহাই বিশেষত্ব। ৮-১৪।

এই সঙ্কর জাতিসকলই স্বজাতীয়দের (নিজ নিজ জাতির) সহিত বিবাহাদি ব্যবহার করিবে এবং নিজ নিজ পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে। ১৫-১৬।

পিতৃমাতৃ বিশেষ অনুসারে এই সকল সঙ্কর জাতি প্রদর্শিত হইল, ইহারা স্ব স্ব জাতিতে প্রচ্ছন্নই থাকুক বা প্রকাশ্যই হউক কার্য্য দেখিয়া তাহাদের জাতি নির্ণয় করিতে হইবে। ১৭।

কোনও বিপন্ন ব্রাহ্মণকে বা গোরুকে রক্ষা করিবার জন্য যদি নিষ্কামভাবে (অর্থাদি না লইয়া বা পরিচয়-আনুগত্য উপকৃতত্বাদি সম্বন্ধ না দেখিয়া) দেহত্যাগ হয়। অথবা বিপন্ন স্ত্রীলোক বা বালককে উদ্ধার করিতে যাইয়া বিপন্ন হয়, তবে ঐ সমাজবহির্ভূত জাতিদিগের সিদ্ধিলাভ হইবে। ১৮।

বিষ্ণুসংহিতায় ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।
(ধনবিভাগপ্রকরণম্)।

পিতা চেৎ পুত্রান্ বিভজেত্তস্য স্বেচ্ছা স্বয়মুপাত্তেঽর্থে।
পৈতামহে ত্বর্থে পিতৃপুত্রয়োস্তুল্যং স্বামিত্বম্। ১-২
পিতৃবিভক্তা বিভাগানন্তরোৎপন্নস্য ভাগং দদ্যুঃ। ৩।
অপুত্রস্য ধনং পত্ন্যভিগামি। তদভাবে দুহিতৃগামি।
তদভাবে পিতৃগামি। তদভাবে মাতৃগামি। ৪-৭।
তদভাবে ভ্রাতৃগামি। তদভাবে ভ্রাতৃপুত্রগামি
তদভাবে বন্ধুগামি। তদভাবে সকুল্যগামি। ৮-১১।
তদভাবে সহধ্যায়িগামি।
তদভাবে ব্রাহ্মণধনবর্জ্জং রাজগামি।
ব্রাহ্মণার্থো ব্রাহ্মণানাম্।

পিতা যদি পুত্রদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দেন, তবে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে ইচ্ছা মত ন্যূনাধিক বিভাগ হইতে পারে। কিন্তু পিতামহের সম্পত্তিতে পিতা ও পুত্রের তুল্য অধিকার। ১-২।

পিতা কর্তৃক বিভাগের পর যদি অপর পুত্র জন্মে, তবে বিভক্ত ভ্রাতারা তাহাকে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে অংশ দিবে। ৩।

অপুত্রকের সম্পত্তি পত্নীতে যাইবে। পত্নীর অভাবে কন্যা সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। কন্যার অবর্ত্তমানে বা কন্যা না থাকিলে সেই ধন পিতার প্রাপ্য। পিতার অভাবে মাতা স্বত্বাধিকারিণী। ৪-৭।

মাতার অভাবে ধন ভ্রাতৃগামী হইবে। সহোদর ভ্রাতার অভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতায়, তাহার অভাবে

বানপ্রস্থধনমাচার্য্যো গৃহ্ণীয়াৎ ।১২-১৫। শিষ্যো বা ।
সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ ।
দদ্যাদপহরেচ্চাংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ ॥
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্ ॥
আধিবেদনিকং বন্ধুদত্তং শুল্কমন্বাধেয়কমিতি স্ত্রীধনম্ ।
ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষু বিবাহেষ্বপ্রজায়ামতীতায়াং তদ্ভর্ত্তুঃ ।
শেষেষু চ পিতা হরেৎ । ১৬-২০।

তাহাদের পুত্রে যথাক্রমে। তাহার অভাবে মাতামহাদি বন্ধুবর্গে, তাহাদেব অভাবে সপিণ্ডে ও সকুল্যে। ৮-১১।

তাহার অভাবে সহাধ্যায়ীতে। তাহারও অভাবে রাজাতে সেই ধন যাইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পত্তি নহে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তির অধিকারী ব্রাহ্মণগণ হইবেন। বানপ্রস্থাশ্রমীর ধন আচার্য্য পাইবেন। ১২-১৫।

অথবা (আচার্য্যের অভাবে) তাহার শিষ্য লইবে। ধন বিভাগের পর বিভক্ত ব্যক্তির যদি পুনরায় একসঙ্গে সংসৃষ্ট (অবিভক্ত) হয়, তবে সেই সংসৃষ্টীর ধন অপর সংসৃষ্টী পাইবে। সহোদরের ধন সহোদর পাইবে। সংসৃষ্টিকর্ত্তৃক জাত পুত্রকে অপর সংসৃষ্টী অংশ দিবে। সংসৃষ্টী মৃত হইলেও তাহার অংশ অপর সংসৃষ্টী লইবে। (এ বিষয়ে বিশেষ কথা যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় বিস্তৃত আছে।) অতঃপর স্ত্রীধনের পরিচয় দিতেছেন—বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে কন্যার পিতা, মাতা বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত, বিবাহের পর সুতদত্ত ধন স্ত্রীধন। এইরূপ বিবাহকালে কন্যাকে প্রদত্ত ধন (বরের যৌতুক নহে), দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী পতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বস্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত ধন আধিবেদনিক, ইহারা স্ত্রীধন। বন্ধুদত্ত (মাতা পিতার সম্বন্ধ ধরিয়া যাহারা সম্বন্ধী অর্থাৎ মাতামহ, মাতুলাদি মাতৃপক্ষীয়, তাহা হইতে লব্ধ) ধন, শুল্কধন (কন্যাপণ) ও অন্বাধেয় (বিবাহের পরে ভর্ত্তৃকুল হইতে লব্ধ) ধন স্ত্রীধন বলিয়া খ্যাত। ফলকথা যে ধনে পতির অপেক্ষা না রাখিয়া স্ত্রী স্বয়ং দান, বিক্রয় ও ইচ্ছামত ভোগ করিতে অধিকারিণী, তাহাই স্ত্রীধন, নতুবা 'ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ। যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনম্' এই বচনে স্ত্রীর উপার্জ্জিত ধনও স্ত্রীধন হয় না, তাহাতে স্বামীর

সর্ব্বেষ্বেব প্রসূতায়াং যদ্ ধনং তদ্ দুহিতৃগামি । ২১।
পত্যৌ জীবতি যঃ স্ত্রীভিরলঙ্কারো ধৃতো ভবেৎ ।
ন তং ভজেরন্ দায়াদা ভজমানাঃ পতন্তি তে ॥ ২২।
অনেকপিতৃকাণাঞ্চ পিতৃতো ভাগকল্পনা ।
যস্য যৎ পৈতৃকং রিক্থং স তদ্‌গৃহ্ণীত নেতরঃ॥২৩।
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অধিকার প্রতিপাদিত আছে। এইজন্য কাত্যায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই স্ত্রীধন, যথা—'প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্‌বিত্তং প্রীত্যা চৈব যদন্যতঃ। ভর্ত্তুঃ স্বাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্'। স্ত্রী কর্ত্তৃক শিল্প বা বিদ্যাবলে উপার্জ্জিত, পিতৃ, মাতৃ ও ভর্ত্তৃকুল ভিন্ন অপরের নিকট প্রীতি হেতু প্রাপ্ত ধন ব্যতীত সমস্ত ধন (বিবাহকালীন প্রাপ্ত অলঙ্কারাদি) স্ত্রীধন। বিবাহ আট প্রকার, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ, তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিবাহে বিবাহিতা নারী পুত্রকন্যাহীন অবস্থায় পরলোকগতা হইলে তদীয় স্ত্রীধন তাহার স্বামীর প্রাপ্য। এতদ্ভিন্ন বিবাহে স্ত্রীধনে পিতা অধিকারী। ১৬-২০।

সকল প্রকার বিবাহেই বিবাহিতা নারী পুত্র কন্যা প্রসব করিয়া মৃতা হইলে তাহার স্ত্রীধন কন্যা পাইবে। (পুত্র পাইবে না।) পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীরা যে অলঙ্কার পরিধান করিয়াছেন, উত্তরাধিকারিগণ তাহা বিভাগ করিবেন না। বলপূর্ব্বক বিভাগ করিলে নরকগামী হইবে। বিভিন্ন-পিতৃক পৌত্রগণের পিতামহসম্পত্তির ভাগহার তাহাদের পিতার প্রাপ্য অনুসারে হইবে, অর্থাৎ কোন ধনীর চারিটি পুত্র, তাহাদের মধ্যে একজন এক পুত্র, অপর ভ্রাতা দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হইলে, পিতামহের সম্পত্তির বিভাগে চারি অংশ হইবে, তন্মধ্যে দুই সমাংশ দুই পুত্র, এক অংশ একপুত্রক পিতার পুত্র, আর এক অংশ দুই পৌত্র পাইবে। যাহার যাহা পিতার প্রাপ্য ধন, সে তাহা গ্রহণ করিবে, অপরে তাহা লইবে না, অর্থাৎ মৃতপিতৃক পৌত্রসত্ত্বে পুত্ররা সকল সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবে না। পৌত্রকে তাহার পিতার অংশ দিতে হইবে। ২১-২৩।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ।

(ধনবিভাগপ্রকরণম্)

ব্রাহ্মণস্য চতুর্ষু বর্ণেষু চেৎপুত্রা ভবেয়ুস্তে
পৈতৃকমৃক্থং দশধা বিভজেয়ুঃ।
তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোংহশানাদদ্যাৎ।
ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্। দ্বাবংশৌ বৈশ্যাপুত্রঃ।
শূদ্রাপুত্রস্ত্বেকম্। অথ চেচ্ছূদ্রাপুত্রবর্জ্জং।১-৫।
ব্রাহ্মণস্য পুত্রত্রয়ং ভবেত্তদা তদ্ধনং নবধা বিভজেয়ুঃ।
বর্ণানুক্রমেণ চতুস্ত্রিদ্বিভাগকৃতানংশানাদদ্যুঃ।
বৈশ্যবর্জ্জমষ্টধাকৃতং চতুরস্ত্রীণেকঞ্চাদদ্যুঃ।৬-৮।
ক্ষত্রিয়বর্জ্জং সপ্তধাকৃতং চতুরো দ্বাবেকঞ্চ।
ব্রাহ্মণবর্জ্জং ষড়্ধাকৃতং ত্রীন্ দ্বাবেকঞ্চ।৯-১০।

ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাশূদ্রাপুত্রেষ্বয়মেব বিভাগঃ।
অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ পুত্রৌ স্যাতাং, তদা
সপ্তধাকৃতাদ্ধনাদ্ ব্রাহ্মণশ্চতুরোংহশানাদদ্যাৎ।
ত্রীন্ রাজন্যঃ।১১-১৩।
অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণবৈশ্যৌ তদা ষড়্ধাবিভক্তস্য চতুরো-
ংহশান্ ব্রাহ্মণ আদদ্যাদ্, দ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ।
অথ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণশূদ্রৌ পুত্রৌ স্যাতাং, তদা
তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্।
চতুরোহংশান্ ব্রাহ্মণস্ত্বাদদ্যাৎ। একং শূদ্রঃ।১৪-১৮।
অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়শূদ্রৌ পুত্রৌ
স্যাতাং, তদা তদ্ধনং পঞ্চধা বিভজেয়াতাম্।

যদি কোন ব্রাহ্মণের চারিবর্ণের স্ত্রীর গর্ভজাত বহু পুত্র থাকে, তবে তাহারা পিতার সম্পত্তি দশ ভাগ করিবে। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্র দশাংশের চারি অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যাপুত্র দুই অংশ, শূদ্রাপুত্র এক অংশের অধিকারী।১-৫।

আর যদি ঐ ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান না থাকিয়া অপর তিন স্ত্রীর তিন পুত্র থাকে, তবে সম্পত্তি নয় ভাগে বিভক্ত হইবে, যথাক্রমে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন ভাগ ও বৈশ্যাপুত্র দুই ভাগ লইবে। বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান না থাকিলে সম্পত্তি আট ভাগ হইবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন ভাগ, শূদ্রাপুত্র এক ভাগ গ্রহণ করিবে।৬-৮।

ক্ষত্রিয়ার পুত্রের অভাবে সম্পত্তির সাত অংশ হইবে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণপুত্রের চারি অংশ, বৈশ্যাপুত্রের দুই অংশ, শূদ্রাপুত্রের এক অংশ গ্রহণীয়। ব্রাহ্মণীর পুত্র না থাকিলে ছয় ভাগ সম্পত্তির ক্ষত্রিয়াপুত্রের তিন ভাগ, বৈশ্যাপুত্রের দুই ভাগ এবং শূদ্রাপুত্রের এক ভাগ বিভাজ্য হইবে।৯-১০।

কোন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ী, বৈশ্যা ও শূদ্রা তিন স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান থাকিলেও ঐরূপ ছয় ভাগের অংশ বিভাগ হইবে। আর কোন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপুত্র ও ক্ষত্রিয়াপুত্র এই দুইটি মাত্র পুত্র থাকিলে সাত ভাগে বিভক্ত সম্পত্তির চারিভাগ ব্রাহ্মণীপুত্র ও ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন ভাগ লইবে।১১-১৩।

আর ঐ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র মাত্র থাকিলে ছয় ভাগে বিভক্ত সম্পত্তির ব্রাহ্মণীপুত্র চারি ভাগ এবং বৈশ্যাপুত্র দুই ভাগ লইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ও শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান মাত্র থাকিলে সম্পত্তি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া চারি অংশ ব্রাহ্মণীপুত্রের, এক অংশ শূদ্রাপুত্রের গ্রাহ্য।১৪-১৮।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণের অথবা ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া-গর্ভজাত এবং বৈশ্যা-গর্ভজাত সন্তান মাত্র থাকিলে, সেই ধন

ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়স্ত্বাদদ্যাৎদ্বাবংশৌ বৈশ্যঃ।
অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বা ক্ষত্রিয়শূদ্রৌ পুত্রৌ
স্যাতাং তদা তদ্ধনং চতুর্ধা বিভজেয়াতাম্। ত্রীনংশান্
ক্ষত্রিয়স্ত্বাদদ্যাৎ। একং শূদ্রঃ।১৯-২৪।
অথ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য বা বৈশ্যশূদ্রৌ পুত্রৌ
স্যাতাং, তদা তদ্ধনং ত্রিধা বিভজেয়াতাম্। দ্বাবংশৌ
বৈশ্যস্ত্বাদদ্যাৎ। একং শূদ্রঃ।
অথৈকপুত্রো ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ
সর্বহরাঃ।২৫-২৮।
ক্ষত্রিয়স্য রাজন্যবৈশ্যৌ। বৈশ্যস্য বৈশ্যাঃ।
শূদ্রঃ শূদ্রস্য।২৯-৩১

দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্বেকঃ পুত্রোঽর্দ্ধহরঃ।
অপুত্রঋক্থস্য যা গতিঃ সাত্রার্দ্ধস্য দ্বিতীয়স্য।
মাতরঃ পুত্রভাগানুসারেণ ভাগহারিণ্যঃ।
অনূঢাশ্চ দুহিতরঃ। সমবর্ণাঃ পুত্রাঃ
সমানংশানাদদ্যুঃ।৩২-৩৬।
জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠমুদ্ধারং দদ্যুঃ।
যদি দ্বৌ ব্রাহ্মণীপুত্রৌ স্যাতামেকঃ শূদ্রাপুত্রস্তদা
নবধাবিভক্তস্যার্থস্য ব্রাহ্মণপুত্রাবষ্টৌ
ভাগানাদদ্যাতামেকং শূদ্রাপুত্রঃ।৩৭-৩৮।
অথ শূদ্রাপুত্রাবুভৌ স্যাতামেকো ব্রাহ্মণীপুত্রস্তদা
ষড়্ধাবিভক্তস্যার্থস্য চতুরোঽংশান্
ব্রাহ্মণস্ত্বাদদ্যাদ্দ্বাবংশৌ শূদ্রাপুত্রৌ।
অনেন ক্রমেণান্যত্রাপ্যংশকল্পনা ভবতি।৩৯-৪০।

পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া তিন অংশ ক্ষত্রিয়াপুত্র আর দুই অংশ বৈশ্যাপুত্র লইবে। কিংবা যদি ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় ও শূদ্রপুত্রমাত্র থাকে, তবে তাহার সম্পত্তি চারি ভাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াপুত্র তিন অংশ, শূদ্রা-পুত্র এক অংশ মাত্র গ্রহণ করিবে।১৯-২৪।

অথবা যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৈশ্যাপুত্র ও শূদ্রাপুত্র কেবল থাকে, তবে তাহাদের ধন তিন ভাগ করিবে। তন্মধ্যে দুই অংশ বৈশ্যাপুত্র ও এক অংশ শূদ্রাপুত্র লইবে। আর ব্রাহ্মণের চারিবর্ণের স্ত্রীর মধ্যে ব্রাহ্মণী-পুত্র, ক্ষত্রিয়াপুত্র বা বৈশ্যাপুত্র যে কোনও একটি থাকিলে ঐ পুত্রই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।২৫-২৮।

এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াপুত্র বা বৈশ্যাপুত্র একমাত্র বর্ত্তমান হইলে ঐ পুত্র সর্ব্বভাগী হইবে। বৈশ্যের সম্পত্তি একমাত্র বৈশ্যাপুত্র গ্রহণ করিবে। শূদ্রের শূদ্রী-গর্ভজাত সর্ব্বাধিকারী হইবে।২৯-৩১।

দ্বিজাতিগণের একমাত্র শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবে, দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ অপুত্রক ধনাধিকারী পাইবে। উহাদের মাতারা (অপুত্রক হইলে) পুত্রের প্রাপ্য ভাগ পাইবে। অবিবাহিতা কন্যারাও পুত্র-ভাগানুসারে ভাগ লইবেন। সবর্ণ পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি সমান অংশ করিয়া লইবে।৩২-৩৬।

তবে বিশেষ এই, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতারা সম্মানার্থ বিংশোদ্ধারাদি অধিক কিছু দিবেন। আর যদি ব্রাহ্মণীপুত্র দুইটি এবং একটি শূদ্রাপুত্র থাকে, তবে সম্পত্তি নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারি চারি অংশ অর্থাৎ আট অংশ ব্রাহ্মণীপুত্রদ্বয় লইবে, এক অংশ শূদ্রাপুত্র পাইবে।৩৭-৩৮।

আর শূদ্রা-গর্ভজাত দুইটি পুত্র, একটি ব্রাহ্মণীপুত্র থাকিলে,—সে ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার চারি অংশ ব্রাহ্মণীপুত্র, অপর দুই অংশ শূদ্রাপুত্র লইবে। এইরূপ ক্রমে অপর স্থলেও অংশ কল্পনা হইবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্রের তিন ভাগ, বৈশ্যা-পুত্রের দুই ভাগ, শূদ্রাপুত্রের এক ভাগ গ্রাহ্য।৩৯-৪০।

ধনাধিকারীরা বিভক্ত হইবার পর একান্নবর্ত্তী হইয়া পুনরায় যদি বিভাগ করে, তবে সমভাগ হইবে, ইহাতে আর জ্যেষ্ঠের সম্মানার্থে অধিক দিতে হইবে না। যৌথ সংসারে পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট না করিয়া যদি কোন ভ্রাতা শ্রম দ্বারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করে, নিজ চেষ্টালব্ধ সেই সম্পত্তির অংশ সে অন্য ভ্রাতাকে বা ভ্রাতুষ্পুত্রাদিকে দিতে না চাহিলে দিবে না।৪১-৪২।

পিতা পৈতৃক সম্পত্তি নষ্টপ্রায় হইলে যদি কোনও অংশ নিজ চেষ্টায় উদ্ধার করে, তবে স্বয়ং ক্রিয়মাণ ভাগ-

বিভক্তাঃ সহজীবন্তো বিভজেরন্ পুনর্যদি।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠ্যং তত্র ন বিদ্যতে ॥৪১॥

অনুপঘ্নন্ পিতৃদ্রব্যং শ্রমেণ যদুপার্জিতম্।
স্বয়মীহিতলব্ধং তন্নাকামো দাতুমর্হতি ॥ ৪২॥

পৈতৃকন্তু যদা দ্রব্যমনবাপ্য যদাপ্নুয়াৎ।
ন তৎ পুত্রৈর্ভজেৎ সার্দ্ধমকামঃ স্বয়মর্জ্জিতম্ ॥৪৩॥
বস্ত্রং পত্রমলঙ্কারঃ কৃতান্নমুদকং স্ত্রিয়ঃ।
যোগক্ষেমং প্রচারশ্চ ন বিভাজ্যঞ্চ পুস্তকম্ ॥ ৪৪॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

স্থলে পুত্রদের সহিত উহা বিভাগ করিবেন না। এবং স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি পুত্রাদিকে দিতে ইচ্ছা না করিলে তাহা পুত্রাদির সহিত বিভাগ করিবেন না।৪৩।

মূল্যবান্ অঙ্গযোজিত বস্ত্র, বাহন, ব্যবহ্রিয়মাণ অলঙ্কার (অঙ্গুরীয়কাদি), লড্ডুকাদি নিষ্পাদিত খাদ্য, কূপাদি জল, দাসীব্যতিরিক্ত স্ত্রী, শয্যা, আসন, ভোজন, আচমনের উপযুক্ত পাত্র—এগুলি বিভাজ্য নহে এবং পাঠ্যপুস্তক ও গোচারণস্থানও বিভাগ করিবে না।৪৪।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(মৃতসংকারপ্রকরণম্)।

মৃতং দ্বিজং নং শূদ্রেণ নির্হারয়েৎ। ন শূদ্রং দ্বিজেন।
পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নির্হরেয়ুঃ।
ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ ১-৪।
ব্রাহ্মণমনাথং যে ব্রাহ্মণা নির্হরন্তি তে স্বর্গলোকভাজঃ।
নির্হৃত্য চ বান্ধবং প্রেতং সংকৃত্যাপ্রদক্ষিণেন
চিতামভিগম্যাপ্সু সবাসসো নিমজ্জনং কুর্য্যুঃ। ৫-৬।

প্রেতস্যোদকনির্বপণং কৃত্বৈকপিণ্ডং কুশেষু দদ্যুঃ।
পরিবর্ত্তিতবাসসশ্চ নিম্বপত্রাণি বিদশ্য দ্বার্য্যশ্মানি
পদন্যাসং কৃত্বা গৃহং প্রবিশেয়ুঃ।
অক্ষতাংশ্চাগ্নৌ ক্ষিপেয়ুঃ। ৭-৯।
চতুর্থে দিবসেঽস্থিসঞ্চয়ং কুর্য্যুঃ।
তেষাঞ্চ গঙ্গাম্ভসি প্রক্ষেপঃ।

(মৃত) দ্বিজাতিশবকে শূদ্র দিয়া দহন ও বহন করাইবে না। শূদ্রশবকেও দ্বিজাতিদ্বারা বহন (দহন) করাইবে না। পিতা ও মাতাকে পুত্রেরাই বহন ও দহন করিবে। কিন্তু শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্র মৃত ব্রাহ্মণপিতারও দহন বহনে অনধিকারী।১-৪।

অনাথ (আত্মীয়হীন) ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে সকল ব্রাহ্মণ সৎকার করে, তাহারা স্বর্গে যায়। আত্মীয় মৃত-ব্যক্তিকে শ্মশানে লইয়া গিয়া প্রেতের পিণ্ডদানাদি দাহান্ত কার্য্য করিবার পর, বামাবর্ত্তে চিতার নিকট গিয়া জলে ধৌত ভিজা কাপড় পরিধান করতঃ জলে ডুব দিবে।৫-৬।

প্রেতের উদ্দেশে প্রত্যেক দাহকারী তর্পণ করিবে এবং একটি পিণ্ড কুশের উপর দিবে। অতঃপর পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিম্বপত্র দন্তে কাটিবে, গৃহদ্বারে স্থাপিত শিলাখণ্ডের উপর পা দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। আগুনে আতপ চাউল ফেলিবে।৭-৯।

মৃত্যুর চতুর্থ দিনে (পূর্ণাশৌচ স্থলে) দাহ-স্থান হইতে দগ্ধ বান্ধবের অস্থি আনয়ন করিবে এবং গঙ্গা জলে (মন্ত্রপূত করিয়া) নিক্ষেপ করিবে। যত সংখ্যক অস্থি গঙ্গাজলে পড়িবে, তত হাজার বৎসর প্রেত স্বর্গলোকে বাস করিবে।১০-১২।

যতদিন অশৌচ থাকিবে ততদিন প্রত্যহ প্রেতের

যাবৎসঙ্খ্যমস্থি পুরুষস্য গঙ্গাম্ভসি তিষ্ঠতি,
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকমধিতিষ্ঠতি। ১০-১২।
যাবদাশৌচং তাবৎ প্রেতস্যোদকং পিণ্ডমেকঞ্চ দদ্যুঃ।
ক্রীতলব্ধাশনাশ্চ ভবেয়ুঃ। অমাংসাশনাশ্চ।
স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ। পৃথক্‌শায়িনশ্চ।
গ্রামান্নিক্রম্যাশৌচান্তে কৃতশ্মশ্রুকর্ম্মাণস্তিলকল্কেঃ
সর্ষপকল্কের্ব্বা স্নাতাঃ পরিবর্ত্তিতবাসসো
গৃহং প্রবিশেয়ুঃ। ১৩-১৮।
তত্র শান্তিং কৃত্বা ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনং কুর্য্যুঃ।
দেবাঃ পরোক্ষদেবাঃ, প্রত্যক্ষদেবা ব্রাহ্মণাঃ।
ব্রাহ্মণৈর্লোকা ধার্য্যন্তে।২০-২১।

ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন দিবি তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
ব্রাহ্মণাভিহিতং বাক্যং ন মিথ্যা জায়তে ক্বচিৎ॥ ২২॥
যদ্‌ব্রাহ্মণাস্তুষ্টতমা বদন্তি, তদ্দেবতাঃ প্রত্যভিনন্দয়ন্তি।
তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি, প্রত্যক্ষদেবেষু
পরোক্ষদেবাঃ॥ ২৩॥
দুঃখান্বিতানাং মৃতবান্ধবানামাশ্বাসনং কুর্য্যুরদীনসত্ত্বাঃ।
বাক্যৈস্তু যৈর্ভূমি তবাভিধাস্যে, বাক্যান্যহং তানি
মনোঽভিরামে॥ ২৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

উদ্দেশে তর্পণ ও একটি করিয়া পিণ্ড দিবে। কিনিয়া ও ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া আহার করিবে। অশৌচমধ্যে মাংসাশী হইবে না। অপরিষ্কৃত মাটীর উপর শুইবে। প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শুইবে। অশৌচান্ত দিনে গ্রামের বাহিরে যাইয়া দাড়ি কামাইয়া তিলের খইল বা সর্ষপের খইল দ্বারা গাত্রলিপ্ত করতঃ (মাখিয়া) স্নান করিবে, পরে অশৌচে পরিহিত বস্ত্র ছাড়িয়া অন্য বস্ত্র পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে।১৩-১৮।

গৃহে চতুর্ধা শান্তি করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। দেবতাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রত্যক্ষ দেবতা। ব্রাহ্মণরাই এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণদের অনুগ্রহে (যাগ যজ্ঞাদি বশতঃ) দেবতারা স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের উচ্চারিত বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।১৯-২২।

ব্রাহ্মণগণ অতিশয় তৃপ্ত হইয়া যাহা মুখে বলেন, দেবতারা তাহা মানিয়া লন অর্থাৎ কার্য্যে পরিণত করেন। প্রত্যক্ষদেব ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইলে পরোক্ষ দেবতা সর্ব্বদা তুষ্ট হন। হে মনোরমে পৃথিবি! মৃত ব্যক্তির জন্য দুঃখভারাক্রান্ত (শোকে অধীর) আত্মীয়গণের আশ্বাসনের জন্য সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণেরা যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, তাহা আমি তোমায় পরে বলিব। ২৩-২৪।

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিংশঃ অধ্যায়

(আশ্বাসনম্)

যত্তুত্তরায়ণং তদহর্দ্দেবানাম্। দক্ষিণায়নং রাত্রিঃ।
সংবৎসরোঽহোরাত্রঃ। তত্রিংশতা মাসঃ। মাসা
দ্বাদশ বর্ষম্। দ্বাদশবর্ষশতানি দিব্যাণি কলিযুগম্।
দ্বিগুণানি দ্বাপরম্।
ত্রিগুণানি ত্রেতা। চতুর্গুণানি কৃতযুগম্ ।১-৯।
দ্বাদশবর্ষসহস্রাণি দিব্যানি চতুর্যুগম্।
চতুর্যুগাণামেকসপ্ততির্মন্বন্তরম্। চতুর্যুগসহস্রঞ্চ কল্পঃ।
স চ পিতামহস্যাহঃ। তাবতী চাস্য রাত্রিঃ ।১০-১৪।
এবং বিধেনাহোরাত্রেণ মাসবর্ষগণনয়া
সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মণো বর্ষশতমায়ুঃ।
ব্রহ্মায়ুষা চ পরিচ্ছিন্নঃ পৌরুষো দিবসঃ।
তস্যান্তে মহাকল্পঃ। তাবত্যেবাস্য নিশা।
পৌরুষাণামহোরাত্রাণামতীতানাং সংখ্যৈব নাস্তি।
ন চ ভবিষ্যাণাম্। অনাদ্যন্তত্বাৎ কালস্য ॥ ১৫-২১।
এবমস্মিন্নিরালম্বে কালে সততযায়িনি।
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি স্থিতির্যস্য ভবেদ্ ধ্রুবা ॥ ২২॥
গঙ্গায়াঃ সিকতাধারাস্তথা বর্ষতি বাসবে।
শক্যা গণয়িতুং লোকে ন ব্যতীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ২৩॥
চতুর্দশ বিনশ্যন্তি কল্পে কল্পে সুরেশ্বরাঃ।
সর্বলোকপ্রধানাশ্চ মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ২৪॥

সূর্য্যের যে সময় উত্তর দিকে গতি হয়, সেই উত্তরায়ণ কালই দেবতাদিগের দিন (জাগরণকাল)। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি (নিদ্রাকাল)। মনুষ্যদিগের এক-বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র হয়। সেইরূপ ত্রিশ অহোরাত্রে দেবতাদের এক মাস। বার মাসে এক বৎসর। এইরূপ দেবমানে বার শত বৎসর কলিযুগ। কলিযুগের দ্বিগুণ কাল দ্বাপর। তিনগুণ ত্রেতা। সত্যযুগ কলিযুগের চারিগুণ কাল ।১-৯।

দিব্যমানে বার হাজার বছরে একটি চতুর্যুগ হয়। ঐরূপ একাত্তর চতুর্যুগে একটি মন্বন্তর হইয়া থাকে। হাজার চতুর্যুগ পরিবর্ত্তন কালের নাম কল্প। কল্পই ব্রহ্মার একটি দিন। তাবৎপরিমাণ কাল (সহস্র চতুর্যুগ) ব্রহ্মার একটি রাত্রি ।১০-১৪।

এইরূপ ব্রহ্মার অহোরাত্র ধরিয়া মাস বৎসর গণনা দ্বারা শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, সকল ব্রহ্মারই পরমায়ুঃ নির্দ্ধারিত হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে (শতবর্ষে) বিরাট্ পুরুষের একটি দিন হয়। এইরূপ একটি দিনান্তে মহাকল্প বা মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। যাবৎকালে বিরাট্ পুরুষের দিন গণনা করা হয়, তাবৎপরিমাণ কালই তাঁহার রাত্রি। এইরূপ কত পৌরুষ অহোরাত্র অতীত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? এবং ভবিষ্যতে কত পৌরুষ অহোরাত্র হইবে, তাহারও সংখ্যা নাই। কারণ, কালের আদিও নাই, অন্তও নাই ।১৫-২১।

এইপ্রকার আলম্বশূন্য সতত গতিশীল কালে এমন কোনও বস্তু দেখি না, যাহার স্থিতি চিরন্তনী। গঙ্গার বালুকাও গণনা করিতে পারা যায়, পর্জন্যদেব বৃষ্টি করিলে সেই জলধারাও গণনার যোগ্য হয়, কিন্তু কত ব্রহ্মা যে অতীত হইয়াছেন, তাহার গণনা করা অসাধ্য ।২২-২৩।

ব্রহ্মার দিনমধ্যে প্রতি মন্বন্তরে এক একটি ইন্দ্র ও এক একটি লোকপ্রধান মনু আসেন, কিন্তু এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্র ও মনু লোপ পাইতেছে। কালক্রমে বহু সহস্র ইন্দ্র, দশ লক্ষ দৈত্যরাজ আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে, মানুষ সম্বন্ধে বলিবার কি আছে। বহু রাজর্ষি, যাঁহারা সকলেই সদ্‌গুণরাশিসম্পন্ন তাঁহারা, দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিরা কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ।২৪-২৬।

এই জগতে যাঁহারা সৃষ্টি সংহার করিতে সমর্থ তাঁহারাও কালকবলে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কাল যে

বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দৈত্যেন্দ্রনিযুতানি চ।
বিনষ্টানীহ কালেন মনুজেষ্বথ কা কথা ॥২৫॥
রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কালেন নিধনং গতাঃ ॥২৬॥
যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ ॥২৭॥
আক্রম্য সর্বঃ কালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে।
কর্মপাশবশো জন্তুঃ কা তত্র পরিদেবনা ॥২৮॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অর্থে দুষ্পরিহার্যেঽস্মিন্নাস্তি লোকে সহায়তা ॥ ২৯॥
শোচন্তো নোপকুর্বন্তি মৃতস্যেহ জনা যতঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥৩০
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চোভৌ সহায়ৌ যস্য গচ্ছতঃ।
বান্ধবৈস্তস্য কিং কার্য্যং শোচদ্ভিরথ বা ন বা ॥৩১॥
বান্ধবানামশৌচে তু স্থিতিং প্রেতো ন বিন্দতি।
অতস্তূভ্যেতি তানেব পিণ্ড-তোয়প্রদায়িনঃ ॥৩২॥
অর্বাক্ সপিণ্ডীকরণাৎ প্রেতো ভবতি যো মৃতঃ।
প্রেতলোকগতস্যান্নং সোদকুম্ভং প্রযচ্ছত ॥৩৩॥
পিতৃলোকগতশ্চান্নং শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে স্বধাময়ম্।
পিতৃলোকগতস্যাস্য তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং প্রযচ্ছত ॥৩৪॥

সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কাল সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকে লইয়া যায়। জীব তাহার কৃতকর্ম্মপাশে বদ্ধ সুতরাং তাহাতে শোক করিবার কি আছে। ২৭-২৮।

জন্মিলে মরণ নিশ্চিত, এবং মৃত্যুর পর জন্মও নিশ্চিত, এই অপরিহ্রণীয় বস্তুতে প্রতীকার করিবার সহায় কেহ নাই। যেহেতু এই জগতে শোক করিয়া কেহ মৃত ব্যক্তির কোন উপকার করে না, অতএব রোদন করা উচিত নহে, নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করা উচিত। ২৯-৩০।

যে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহার সহগামী একমাত্র পুণ্য ও পাপ, আত্মীয়গণ তাহার জন্য শোক করিলে বা না করিলে—তাহার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে। ৩১।

আত্মীয়গণের অশৌচ অবস্থায় প্রেত কুত্রাপি স্থিতিলাভ করিতে পারে না, এইজন্য পিণ্ড ও জল প্রদানকারী তাহাদের (বান্ধবগণের) নিকটই আসিয়া থাকে। ৩২।

মৃত ব্যক্তি সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেতাবস্থায় থাকে, সেই প্রেতলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে জলকুম্ভের সহিত অন্ন (পিণ্ড) প্রদান কর। তাহার পর (প্রেতত্ব পরিহারের পর) ঐ মৃতব্যক্তি পিতৃলোকগত হইয়া শ্রাদ্ধে স্বধাপাঠে প্রদত্ত অন্ন ভোজন করে, অতএব পিতৃলোকগত পিত্রাদি বান্ধবকে শ্রাদ্ধান্ন দান কর। ৩৩-৩৪।

পিত্রাদি বান্ধব (নিজ কর্ম্মফলে) দেবত্ব বা প্রেতত্ব কিংবা পশু পক্ষি প্রভৃতি তির্য্যক্‌জন্ম অথবা মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হউন না কেন, পুত্রাদি নিজ আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন প্রাপ্ত হন। ৩৫।

শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির ও শ্রাদ্ধকর্ত্তা উভয়ের নিঃসন্দেহে পুষ্টি হয়, সেইজন্য নিষ্ফল শোক ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা (বিহিত কালে) শ্রাদ্ধ করা উচিত। আত্মীয়গণ সর্বদা প্রেতের এইমাত্র উপকারই করিবেন, তদ্ভিন্ন মানুষ শোক করিয়া প্রেতের বা নিজের কোন উপকারই করিতে পারে না। ৩৬-৩৭।

হে মনুষ্যগণ! জগৎকে নিঃসহায় (অক্ষম) মনে করিয়া ও আত্মীয়গণকে মৃত হইতে দেখিয়া সর্ব্বদা একমাত্র ধর্ম্মকে সাহায্যার্থ আশ্রয় কর। আত্মীয়ের শোকে মৃত হইলেও মানুষ মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করিতে পারে না, একমাত্র ধর্ম্মপত্নী তাহার কাছে যায়, তদ্ভিন্ন সকলের কাছে যমদ্বার রুদ্ধ। ওহে মানব! মৃত্যুর পর জীব যেখানেই যাউক, একমাত্র ধর্ম্ম তাহার অনুসরণ করে, এই বুঝিয়া অসার এই মনুষ্যলোকে অবিলম্বে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও। ৩৮-৪০।

যাহা আগামীকল্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা আজই করিবে, অপরাহ্নে করণীয় কাজ পূর্ব্বাহ্নে সারিয়া রাখিবে, তুমি কোন্ কাজ করিয়াছ বা কোন্‌টি তোমার অসমাপ্ত আছে, ইহার জন্য মৃত্যু দাঁড়াইয়া থাকিবে না। ৪১।

দেবত্বে যাতনাস্থানে তির্য্যগ্‌যোনৌ তথৈব চ।
মানুষ্যে চ তথাপ্নোতি শ্রাদ্ধং দত্তং স্ববান্ধবৈঃ ॥ ৩৫॥
প্রেতস্য শ্রাদ্ধকর্ত্তুশ্চ পুষ্টিঃ শ্রাদ্ধে কৃতে ধ্রুবম্।
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং সদা কার্য্যং শোকং ত্যক্ত্বা নিরর্থকম্ ॥৩৬॥
এতাবদেব কর্ত্তব্যং সদা প্রেতস্য বন্ধুভিঃ।
নোপকুর্য্যান্নরঃ শোকাৎ প্রেতস্যাত্মন এব বা ॥ ৩৭॥
দৃষ্ট্বা লোকমনাক্রন্দং ম্রিয়মাণাংশ্চ বান্ধবান্।
ধর্ম্মমেকং সহায়ার্থং বরয়ধ্বং সদা নরাঃ ॥৩৮॥
মৃতোঽপি বান্ধবঃ শক্তো নানুগন্তুং নরং মৃতম্।
জায়াবর্জ্জং হি সর্বস্য যাম্যঃ পন্থা বিরুধ্যতে ॥৩৯॥
ধর্ম্ম একোঽনুযাত্যেনং যত্র ক্বচন গামিনম্।
নন্বসারে নৃলোকেঽস্মিন্ ধর্ম্মং কুরুত মা চিরম্ ॥ ৪০॥
শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বাঽকৃতম্ ॥ ৪১॥
ক্ষেত্রাপণগৃহাসক্তমন্যত্র গতমানসম্।
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥৪২॥
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিদ্ দ্বেষ্যশ্চাস্য ন বিদ্যতে।
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে প্রসহ্য হরতে জনম্ ॥ ৪৩॥
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥৪৪॥
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া বাপি মানবম্ ॥৪৫॥
আগামিনমনর্থং হি প্রবিধানশতৈরপি।
ন নিবারয়িতুং শক্তস্তত্র কা পরিদেবনা ॥৪৬॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্বকৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারং বিন্দতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি চাপ্যথ।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥৪৮॥

জমী-জমা, দোকান বা গৃহকার্য্যে আসক্ত বা অন্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির নিকট মৃত্যু অকস্মাৎ আসিয়া ব্যাঘ্রী (নেকড়ে বাঘ্রী) যেমন অন্যমনস্ক মেষকে লইয়া যায় সেইরূপ টানিয়া লইয়া যায়। ৪২।

কালের কেহ প্রিয় নাই (অর্থাৎ কাল ভালবাসিয়া কাহাকেও ছাড়ে না), শত্রুও কেহ নাই (অর্থাৎ শত্রুবোধে কালপূর্ণ না হইলেও অসময়ে লইয়া যায় না), যে কর্ম্মানুসারে যতদিন মানুষের বাঁচিবার কথা সেই আয়ুষ্য কর্ম্ম ফুরাইলে মৃত্যু বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া যায়। মৃত্যুর কাল না আসিলে শতবাণে বিদ্ধ হইয়াও জীব মরে না। আবার আয়ুষ্কাল ফুরাইলে কুশাগ্রবিদ্ধ হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৪৩-৪৪।

মৃত্যুগ্রস্ত বা জরাজীর্ণ মনুষ্যকে ঔষধ বাঁচায় না, মন্ত্র হোম, জপ (শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি) কিছুতেই রক্ষা করে না। অবশ্যম্ভাবী অনর্থকে (বিপদকে) শত শত প্রতিবিধান দ্বারাও নিবারণ করিতে কেহ পারে না, অতএব সে-বিষয়ে শোক করিবার কি আছে? ৪৫-৪৬।

যেমন হাজার হাজার গাভীর মধ্যে বৎস (বাছুর) তাহার মাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মও নিঃসংশয়ে সেই কর্ম্মকর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয় (অন্য কাহাকেও নহে)। ৪৭।

প্রাণীদের জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত ছিল, মৃত্যুর পরও অব্যক্ত থাকিবে, কেবল মধ্যম অবস্থাটি ব্যক্ত (নামরূপে প্রকাশিত) হয়, অতএব এই অসত্যের জন্য দুঃখ কি? আর যদি দেহের নাশের জন্য দুঃখ কর—তাহাও মিথ্যা, কেন না জীবের এই আশ্রিত দেহেরও তো প্রতিক্ষণ মৃত্যু হইতেছে, যেমন—শৈশব, পরে যৌবন, তৎপরে বার্দ্ধক্য, সেইরূপে অন্য দেহ প্রাপ্তি হইবে তবে দুঃখ কি? বিবেকী ব্যক্তি কিন্তু দেহনাশেও দুঃখ করেন না। ৪৮-৪৯।

এই জগতে মানুষ যেমন পরিহিত বস্ত্র ছাড়িয়া আবার তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর একখানি বস্ত্র পরিধান করে, এইরূপ দেহধারী জীব পূর্ব্বশরীর ছাড়িয়া কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত নূতন দেহ প্রাপ্ত হয়। জীবকে শস্ত্রসমূহ ছেদন করে না (দেহকেই করে), অগ্নি তাহাকে দগ্ধ করে না, জল তাহাকে পচায় না, বায়ুও তাহাকে শুষ্ক করে না (যেহেতু জীবাত্মা নিরবয়ব)। ৫০-৫১।

এ বিষয়ে হেতু—এই জীবাত্মা (অবয়বের অভাবে)

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥৪৯॥
গৃহ্লাতীহ যথা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা পূর্বধৃতাম্বরম্।
গৃহ্লাত্যেবং নবং দেহং দেহী কর্ম্মনিবন্ধনম্ ॥ ৫০॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥৫১॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সততগঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥৫২॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হথ ॥৫৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ছেদনের অযোগ্য, দাহের অবিষয়, পচাইবার অনুপযুক্ত, শোষণের অনহ। ইনি উৎপত্তি বিনাশরহিত, সর্ব্বব্যাপী, নির্বিকার, এক, চিরদিন স্থির, গতিহীন ও শাশ্বত। ৫২।

পণ্ডিতগণ বলেন, ইঁহাকে কেহ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। অথবা ইনি পূর্ববাবস্থা হইতে রূপান্তরিত হন না, ইঁহাকে কেহ চিন্তায় আনিতে পারে না, ইনি জন্ম, সত্তা, উপচয়, অপচয়, পরিণাম ও নাশ এই ছয় প্রকার বিকারের অবিষয়, অতএব এই জীবাত্মাকে অবিনাশী জানিয়া তোমরা শোক করিতে পার না। ৫৩।

বিষ্ণুসংহিতায় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(প্রেতস্য ঔর্দ্ধদৈহিকং কর্ম্ম)।

অথাশৌচব্যপগমে সুস্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদ-
আচান্তস্ত্বেবংবিধান্ ব্রহ্মণান্ যথাশক্ত্যুদঙ্মুখান্
গন্ধমাল্যবস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ পূজিতান্ ভোজয়েৎ।
একবন্মন্ত্রানূহেতৈকোদ্দিষ্টে। ১-২।
উচ্ছিষ্টসন্নিধাবেকমেব তন্নামগোত্রাভ্যাং
পিণ্ডং নির্বপেৎ।
ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু দক্ষিণযাভিপূজিতেষু প্রেতনাম-
গোত্রাভ্যাং দত্তাক্ষয্যোদকশ্চতুরঙ্গুলপৃথ্বীস্তাবদন্তর-
স্তাবদধঃখাতা বিতস্ত্যায়তাস্তিস্রঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ।
কর্ষূসমীপে চাগ্নিত্রয়মুপসমাধায পরিস্তীর্য্য
তত্রৈকৈকস্মিন্নাহুতিত্রয়ং জুহুয়াৎ।৩-৫॥
সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ।
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ।৬-৭

অতঃপর অশৌচ কাল উত্তীর্ণ হইলে পুত্রাদি (প্রেতক্রিয়াধিকারী ব্যক্তি) উত্তমরূপে অবগাহন স্নানান্তে হস্ত ও চরণ ভালভাবে ধৌত করিয়া এবং যথাবিধি আচমন করিয়া ঐ প্রকার ক্রিয়াসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে উত্তরমুখে বসাইবেন, পরে শক্তি অনুসারে গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজন করাইবেন। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে (পার্ব্বণোক্ত বহুবচনান্ত মন্ত্রগুলি) একবচনযুক্ত মন্ত্রে পরিবর্ত্তন করিবে। ১-২।

ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টসমীপে প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া একটি মাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণদের ভোজন শেষ হইলে দক্ষিণা দিয়া তৃপ্ত করিবে। পরে প্রেতের নাম গোত্র ধরিয়া অক্ষয্যোদক (তিল ঘৃত মধু মিশ্রিত জল) দানান্তে মাটীতে তিনটি কর্ষূ (গর্ত্ত) নির্ম্মাণ করিবে, ইহাদের প্রক্রিয়া এইরূপ—দৈর্ঘ্যে চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমির চারি অঙ্গুলি অন্তর অন্তর তিনটি বিতস্তি প্রমাণ বিস্তৃত গর্ত্ত ও তাহাতে চারি

যমায়াঙ্গিরসে স্বধা নমঃ ।৮॥
স্থানত্রয়ে চ প্রাগ্বৎ পিণ্ডনির্বপণং কুর্য্যাৎ।
অন্ন-দধি-ঘৃত-মধু-মাংসৈঃ কর্ষূত্রয়ং
পূরয়িত্বৈতদিতি জপেৎ ।৯-১০॥
এবং মৃতাহে প্রতিমাসং কুর্য্যাৎ।
সংবৎসরান্তে প্রেতায় তৎপিত্রে তৎপিতামহায়
তৎপ্রপিতামহায় চ ব্রাহ্মণান্ দেবপূর্ব্বান্
ভোজয়েৎ ।১১-১২॥
অত্রাগ্নৌকরণমাবাহনং পাদ্যঞ্চ কুর্য্যাৎ।
সংসৃজন্তু ত্বা পৃথিবী সমানী ব ইতি চ প্রেতপাদ্যপাত্রে
পিতৃপাদ্যপাত্রত্রয়ে যোজয়েৎ ।১৩-১৪॥
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডচতুষ্টয়ং কুর্য্যাৎ ।১৫॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ স্বাচান্তান্দত্তদক্ষিণাংশ্চানুব্রজ্য বিসর্জয়েৎ।
ততঃ প্রেতপিণ্ডং পাদ্যপাত্রোদকবৎ
পিণ্ডত্রয়ে নিদধ্যাৎ ।১৬-১৭॥
কর্ষূত্রয়সন্নিকর্ষেঽপ্যেবমেব।
সপিণ্ডীকরণং মাসিকার্থবদ্দ্বাদশাহং শ্রাদ্ধং কৃত্বা
ত্রয়োদশেঽহ্নি বা কুর্য্যাৎ ।১৮-১৯॥
মন্ত্রবর্জং হি শূদ্রাণাং দ্বাদশেঽহ্নি।

অঙ্গুলি পরিমাণ খাত করিবে। কর্ষূগুলির নিকটে গার্হপত্য, আহবনয় ও দক্ষিণাগ্নি এই তিন অগ্নি প্রণয়ন করিয়া কুশ আস্তরণপূর্ব্বক সেই এক একটি অগ্নিতে নিম্নোক্ত মন্ত্রে এক একটি অন্নের আহুতি দিবে ।৩-৫।

সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ (ইহা আশ্বলায়নসম্মত), সাম ও যজুর্ব্বেদীয় পক্ষে সোমায় পিতৃমতে স্বাহা। অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ (পূর্ব্ববৎ)। ৬-৭।

যমায়াঙ্গিরসে স্বধা নমঃ (এই মন্ত্রটি কোন বেদীরই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে ধৃত নহে, কেবল কর্ষূশ্রাদ্ধে অভিহিত হইয়াছে। ৮।

ঐ তিনটি কর্ষূতেও পূর্ব্ববৎ পিণ্ড দিবে। অন্ন, দধি, মধু, ঘৃত ও মাংস দ্বারা কর্ষূ তিনটি পূরণ করিয়া পিণ্ড-দান কালে (অমুকগোত্র প্রেত অমুক এতত্তে পিণ্ডং সতিলোদকমুপতিষ্ঠতাম) মন্ত্র পাঠ কর্ত্তব্য। ৯ ১০

এইরূপ নিয়মে প্রতিমাসেই মৃত তিথিতে পিণ্ডদান করিতে হয় (ইহাকে মাসিক শ্রাদ্ধ বলে)। এক বৎসর পূর্ণ হইলে প্রেতের উদ্দেশে ও প্রেতের পিতার, পিতামহের এবং প্রপিতামহের উদ্দেশে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, কিন্তু প্রথমে দেবতাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদ্বয়-ভোজনীয় (ইহার নাম সপিণ্ডীকরণ) ১১-১২।

এই কার্য্যে অগ্নৌকরণ, আবাহন ও পাদ্যদান বিহিত আছে। প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রজল পিতৃপক্ষের অর্ঘ্যপাত্র-ত্রয়ের জলে 'সংসৃজন্তু ত্বা, সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মিশ্রিত করিবে (ইহা বহ্বৃচদেব পক্ষে, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদীদের 'যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেষাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্। যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাং শ্রীর্ময়ি কল্পতামস্মিঁল্লোকে শতং সমাঃ' এই মন্ত্রদ্বয়ে মিশ্রণ বিহিত আছে। ১৩ ১৪।

ব্রাহ্মণগণের ভোজনপাত্র সমীপে চারিটি পিণ্ড দান করিবে। (প্রেতপিণ্ডের সহিত পিতৃগণের পিণ্ড-মিশ্রণও বিহিত আছে, এইজন্য এই শ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডন। পিণ্ড-মিশ্রণ-বিধি পরে লিখিত হইবে)। ১৫।

ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দ্বারা তৃপ্ত করতঃ বিদায় দিবে। অনন্তর প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডটি অর্ঘ্যপাত্র বা পাদ্যপাত্র জলের মত প্রেত পিতা পিতামহ প্রপিতামহকে প্রদত্ত পিণ্ড তিনটির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। ১৬-১৭।

কর্ষূ তিনটির নিকটেও এইরূপ করণীয়। (ইহা সাগ্নিকগণের পক্ষে)। অথবা প্রতিমাসে করণীয় মাসিক শ্রাদ্ধমত কুলাচারানুসারে মৃত মাসের বার দিনে বারটি মাসিক করিয়া ত্রয়োদশ দিনে সপিণ্ডীকরণ করিতে পারা যায়। ১৮-১৯।

শূদ্র জাতির পক্ষে বিশেষ এই—দ্বাদশ দিনেই তাহারা বিনা মন্ত্রপাঠে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পড়াইয়া) সপিণ্ডীকরণ করিবে। মৃত সংবৎসরমধ্যে যদি মলমাস পড়ে, তবে একটি মাসিকের জন্য একটি দিন বর্দ্ধিত করিবে। মন্তব্য--বিষ্ণুমতে ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধদ্বয়ের জন্য

সংবৎসরাভ্যন্তরে যদ্যধিমাসো ভবেত্তদা মাসিকার্থে দিনমেকঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ॥২০-২১॥
সপিণ্ডীকরণং স্ত্রীণাং কার্য্যমেবং তথা ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তথা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু প্রতিবৎসরম্ ॥২২॥
অর্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাৎ কৃতম্।
তস্যাপন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাদ্ বর্ষে দ্বিজন্মনে ॥২৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দিন বৃদ্ধি হইবে না, ষষ্ঠ মাসিকের দিনই প্রথম ষাণ্মাসিক ও দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসিকাহে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করণীয়। ২০-২১।

মৃত মাতা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের উদ্দেশেও ঐ ভাবে কর্ত্তব্য (মাসিক) সপিণ্ডীকরণ করিবে। যত দিন বাঁচিবে তাবৎকাল প্রতি বৎসরে মৃত তিথিতে পিত্রাদির উদ্দেশে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়। ২২।

যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ বৃদ্ধ্যাদি নিমিত্ত সংবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কৃত হইবে, তাহারও উদ্দেশে একবৎসর যাবৎ ব্রাহ্মণকে জলকুম্ভসহ অন্ন প্রদান কর্ত্তব্য। ২৩।

বিষ্ণুসংহিতায় একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(অশৌচপ্রকরণম্)। *

ব্রাহ্মণস্য সপিণ্ডানাং জননমরণয়োর্দশাহমাশৌচম্।
দ্বাদশাহং রাজন্যস্য, পঞ্চদশাহং বৈশ্যস্য।
মাসং শূদ্রস্য।
সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে ॥১-৪॥
অশৌচে হোমদানপ্রতিগ্রহস্বাধ্যায়া নিবর্ত্তন্তে ॥৫॥
নাশৌচে কস্যচিদন্নমশ্নীয়াৎ।
ব্রাহ্মণাদীনামশৌচে যঃ সকৃদেবান্নমশ্নাতি তস্য তাবদশৌচং যাবত্তেষাম্ ॥৬-৭॥
অশৌচাপগমে প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ।
সবর্ণস্যাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা স্রবন্তীমাসাদ্য তস্মিমগ্ন-স্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ ॥৮-৯॥
ক্ষত্রিয়াশৌচে ব্রাহ্মণস্তু তদেবোষিতঃ কৃত্বা শুধ্যতি ॥১০
বৈশ্যাশৌচে ত্র্যহঞ্চ।

সপিণ্ডগণের জনন-মরণে ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ। শূদ্রের একমাস অশৌচ। অধস্তন ও ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের পর সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হয়। ১-৪।

জ্ঞাতব্য—লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ। পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্।—এই বচন দ্বারা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ইঁহারা পার্ব্বণে পিণ্ডভাগী, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ বৃদ্ধপ্রপিতামহ অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ ইহারা পিণ্ড-লেপ পাইয়া থাকেন। পিণ্ডদাতা সপ্তম, এইরূপে সাত পুরুষ সপিণ্ড ধর্ত্তব্য। ইঁহাদের প্রত্যেকের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, এইরূপ গণনায় অশৌচ নির্ণয় করিতে হইবে। (৫ নং বাক্যের অর্থ ফুট নোটে দেখুন।) ৫।

অশৌচী কোনও ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদি অশৌচী ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার অন্ন একবারও ভোজন করে, তাহার ঐ ততদিন অশৌচ হয়, যতদিন ঐ ব্রাহ্মণাদি অশৌচীর অশৌচ থাকে। ৬-৭।

অশৌচান্তে অশৌচবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্নভোজী প্রায়শ্চিত্ত করিবে (ইহা জ্ঞানতঃ অশুচ্যন্নভোজন স্থলে, অজ্ঞানতঃ ভোজনে অশৌচ হয় না এবং প্রায়শ্চিত্তও

* অশৌচ কালমধ্যে হোম, দান, দানগ্রহণ, বেদমন্ত্রপাঠ ও পৌরাণিক স্তবাদিপাঠে অধিকার থাকে না।

বৈশ্যাশৌচে ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রোপোষিতশ্চ ।১১-১২॥
ব্রাহ্মণ-শৌচে রাজন্যঃ—ক্ষত্রিয়াশৌচে বৈশ্যঃ
স্রবন্তীমাসাদ্য গায়ত্রীশতপঞ্চকং জপেৎ ।১৩।
বৈশ্যশ্চ ব্রাহ্মণাশৌচে গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ । ১৪।
শূদ্রাশৌচে দ্বিজো ভুক্ত্বা প্রাজাপত্যব্রতঞ্চরেৎ । ১৫।
শূদ্রশ্চ দ্বিজাশৌচে স্নানমাচরেৎ । ১৬।
শূদ্রঃ শূদ্রাশৌচে স্নাতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ । ১৭।
পত্নীনাং দাসানামানুলোম্যেন স্বামিনস্তুল্যমাশৌচম্ ।১৮।
মৃতে স্বামিন্যাত্মীয়ম্ । ১৯।
হীনবর্ণানামধিকবর্ণেষু তদপগমে শুদ্ধিঃ । ২০।

ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্র-বিট্শূদ্রেষু সপিণ্ডেষু
ষড়্রাত্রত্রিরাত্রৈকরাত্রৈঃ । ২১।
ক্ষত্রিয়স্য বিট্শূদ্রয়োঃ ষড়্রাত্র-ত্রিরাত্রাভ্যাম্ । ২২।
বৈশ্যস্য শূদ্রেষু ষড়্রাত্রেণ । ২৩।
মাসতুল্যৈরহোরাত্রৈর্গর্ভস্রাবে । ২৪।
জাতমৃতে মৃতজাতে বা কুলস্য সদ্যঃশৌচম্ । ২৫।
অদন্তজাতে বালে প্রেতে সদ্য এব । ২৬।
নাস্যাগ্নিসংস্কারো নোদকক্রিয়া । ২৭।
দন্তজাতে ত্বকৃতচূড়ে ত্বহোরাত্রেণ । ২৮।
কৃতচূড়ে ত্বসংস্কৃতে ত্রিরাত্রেণ । ২৯।

নাই)। সমানবর্ণে অশৌচে অন্নভোজনকারী দ্বিজাতি স্রোতস্বিনী নদীতে ডুব দিয়া তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র (ঋতঞ্চ 'সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপস' ইত্যাদি) পাঠ করিবে, পরে নদী হইতে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে ।৮-৯।

অশৌচী ক্ষত্রিয়ের অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন । ১০ ।

ক্ষত্রিয় অশৌচী বৈশ্যের অন্ন খাইলেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ অশৌচী বৈশ্যের অন্ন খাইলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর ঐ কার্য্য করিলে শুদ্ধ হইবেন । ১১-১২ ।

অশৌচী ব্রাহ্মণের অন্ন ক্ষত্রিয় এবং অশৌচী ক্ষত্রিয়ান্ন বৈশ্য ভোজন করিলে নদীতে স্নান করিয়া পাঁচশত বার গায়ত্রী জপ করিবে। এইরূপ বৈশ্য অশৌচী ব্রাহ্মণান্ন-ভোজী হইলে একশত আট বার গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজাতিগণ অশৌচী শূদ্রের অন্নভোজন করিয়া শুদ্ধ্যর্থ একটি প্রাজাপত্য ব্রতের আচরণ করিবেন ।১৩-১৫ ।

দ্বিজাতিগণের অশৌচে অন্নভোজী শূদ্র স্নানমাত্র করিবে। শূদ্র অশৌচী শূদ্রান্ন ভোজন করিলে স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। অনুলোমবিবাহে বিবাহিত পত্নীদের ও কুলভৃত্যদের গৃহস্বামীর তুল্য অশৌচ। যে বর্ণের স্ত্রী হইবে স্বামীর মৃত্যুতে সেই বর্ণোচিত অশৌচ তাহার হইবে। উচ্চবর্ণের সপিণ্ডগণের জনন-মরণে হীনবর্ণা গর্ভজাত সন্তানদিগের উচ্চবর্ণের অশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা-গর্ভজাত সন্তানদের জনন-মরণে ব্রাহ্মণ সপিণ্ডের যথাক্রমে ছয় রাত্র, তিন রাত্র ও এক রাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধি জানিবে। আবার বৈশ্যাপুত্র ও শূদ্রাপুত্রের জনন-মরণে ক্ষত্রিয় সপিণ্ডের যথাক্রমে ছয় রাত্র ও ত্রিরাত্রাশৌচ ।১৬-২২।

শূদ্রা-(গর্ভজাতসন্তানের) জননমরণে বৈশ্য সপিণ্ডের ছয় রাত্রে শুদ্ধি। কোন গর্ভিণী রমণীর প্রথম মাসের গর্ভস্রাব হইলে একদিন, দুই মাসের স্থলে দুই দিন, এইরূপ গর্ভমাস-সমসংখ্যক অহোরাত্র অশৌচ জানিবে। (কিন্তু ইহা ছয় মাস পর্য্যন্ত, তদূর্দ্ধ মাসের গর্ভস্রাবে প্রসূতির দশ রাত্র অশৌচ)। সপিণ্ড সন্তান জন্মিয়া মরিলে বা মৃতাবস্থায় জন্মিলে সপিণ্ডগণের (মাতা পিতা ভিন্ন) সদ্যঃ শৌচ। (পিতা মাতার স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ মতান্তরে মৃত-জাত-সপিণ্ডে পূর্ণাশৌচ) ।২৩-২৫।

অজাত-দন্তের মৃত্যুতেও সদ্যঃশৌচ। ইহার দাহ নাই, তর্পণও নাই। (ছয় মাসের মধ্যে) দন্তোদ্গম হইবার পর চূড়াকরণকাল (এক বৎসর) মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে পিত্রাদি সপিণ্ডগণের একরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধি। চূড়াকরণের পর (অথবা তৎকাল এক বৎসরের পর

ততঃ পরং যথোক্তকালেন। ৩০॥
স্ত্রীণাং বিবাহঃ সংস্কারঃ। ৩১॥
সংস্কৃতাসু স্ত্রীষু নাশৌচং ভবতি পিতৃপক্ষে। ৩২॥
তৎপ্রসব-মরণে চেৎ পিতৃগৃহে স্যাতাং তদৈকরাত্রং ত্রিরাত্রঞ্চ। ৩৩॥
জননাশৌচমধ্যে যদ্যপরং জননাশৌচং স্যাত্তদা পূর্ব্বাশৌচব্যপগমে শুদ্ধিঃ। ৩৪॥
রাত্রিশেষে দিনদ্বয়েন। ৩৫॥
প্রভাতে দিনত্রয়েণ। ৩৬॥
মরণাশৌচমধ্যে জ্ঞাতিমরণেঽপ্যেবম্। ৩৭॥
শ্রুত্বা দেশান্তরস্থজননমরণে শেষেণ শুধ্যেৎ। ৩৮॥
ব্যতীতেঽশৌচে সংবৎসরান্তস্ত্বেকরাত্রেণ। ৩৯॥
ততঃ পরং স্নানেন। ৪০॥
আচার্য্যে মাতামহে চ ব্যতীতে ত্রিরাত্রেণ॥ ৪১॥
অনৌরসেষু পুত্ত্রেষু জাতেষু চ মৃতেষু চ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু প্রসূতাসু মৃতাসু চ।৪২॥
আচার্য্যপত্নীপুত্ত্রোপাধ্যায়মাতুলশ্বশুরশ্বশুর্য্যসহাধ্যায়িশিষ্যেষ্বতীতেষ্বেকরাত্রেণ। ৪৩॥
স্বদেশরাজনি চ। ৪৪॥
অসপিণ্ডে স্ববেশ্মনি মৃতে চ। ৪৫॥
ভৃগ্বগ্ন্যনশনাম্বুসংগ্রামবিদ্যুন্নৃপহতানাং নাশৌচম্।৪৬॥
ন রাজ্ঞাং রাজকর্ম্মণি। ৪৭॥

উপনয়ন বা তৎকাল পর্য্যন্ত সময় মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে ত্রিরাত্র অশৌচ। তাহার পর পূর্ণাশৌচ।২৬-৩০।

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহই একমাত্র সংস্কার। বিবাহের পর কন্যামরণে পিতৃকুলে কোনও অশৌচ হয় না। যদি পিতৃগৃহে দত্তা নারী সন্তান (পুত্র বা কন্যা) প্রসব করে, অথবা মৃতা হয়, তবে ভ্রাতা প্রভৃতির একরাত্র অশৌচ, কন্যার পিতা ও মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ পালনীয়।৩১-৩৩।

সপিণ্ড-জননাশৌচকালমধ্যে যদি আর একটি সপিণ্ডজনন হয়, তবে প্রথম অশৌচান্তে সপিণ্ডগণের শুদ্ধি, কিন্তু প্রথম সপিণ্ডজননাশৌচের দ্বিতীয়ার্দ্ধে জাত পুত্রের পিতার স্বপুত্রজননাবধি পূর্ণাশৌচ হইবে। ইহা অবৃদ্ধিমদশৌচস্থলে জ্ঞাতব্য। পূর্ব্ব জননাশৌচের শেষ দিনে অপর সমান জননাশৌচের কারণীভূত সপিণ্ড জনন হইলে পূর্ব্বাশৌচের দুই দিন বৃদ্ধি হইবে। আর ঐ অশৌচান্ত্যদিনের অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে ঐ জাতীয় জনন হইলে পূর্ব্বাশৌচের তিন দিন বৃদ্ধি হইবে।৩৪-৩৬।

সপিণ্ড মরণাশৌচ মধ্যে অপর সপিণ্ড মরণেও এইরূপ অশৌচ পরিকল্পনীয়। বিদেশে থাকিয়া যদি কেহ সপিণ্ড জনন মরণ সংবাদ শুনে, তবে অবশিষ্ট অশৌচ-দিনের পর শুদ্ধ হইবে। অশৌচকাল অতীত হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে মরণসংবাদ শুনিলে সপিণ্ডগণ একরাত্র অশৌচ পালন করিবে। (কিন্তু এই একরাত্র সগুণ (সাগ্নিক) সপিণ্ডপক্ষে, নির্গুণ সপিণ্ডের ত্রিরাত্র। বর্ত্তমানকালে সকলেই নির্গুণ, অতএব তাহাদের ত্রিরাত্রাশৌচ)।৩৭-৩৯।

সংবৎসরের পর শ্রুত হইলে স্নানাপনেয় অশৌচ। অসপিণ্ড আচার্য্য (উপনয়নদাতা) ও মাতামহমরণে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি। ঔরসভিন্ন ক্ষেত্রজাদি পুত্র জন্মিলে বা মরিলে এবং পূর্ব্বে অপরের উপভুক্তা রমণীর পরিণেতা ব্যক্তি ঐরূপ স্ত্রীর সন্তান হইলে বা মৃত্যু ঘটিলে ত্রিরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে।৪০-৪২।

আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, উপাধ্যায় (অধ্যাপক), মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সতীর্থ্য ও বেদাধ্যাপ্য শিষ্যের মৃত্যুতে একরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধি। নিজের অধিষ্ঠিত দেশের রাজার মৃত্যুতেও একরাত্র অশৌচ। কোন অসপিণ্ড (সপিণ্ড বা সগোত্র নহে কিন্তু সবর্ণ) যাহার গৃহে মরিবে তাহারও একরাত্র অশৌচ। ভৃগু হইতে পতন, দিব্যার্থ অগ্নিপ্রবেশ, অনশন বা জলপ্রবেশ দ্বারা মৃত্যু হইলে এবং সংগ্রামে হত, বিদ্যুৎপাতে মৃত, রাজা কর্ত্তৃক বধদণ্ডে নিহত ব্যক্তিদিগের মরণে অশৌচ হয় না।৪৩-৪৬।

রাজাদের রাজকার্য্যে অশুদ্ধি হয় না, পূর্ব্ব হইতে

ন ব্রতিনাং ব্রতে। ৪৮।
ন সত্রিণাং সত্রে। ৪৯।
ন কারূণাং কারুকর্ম্মণি। ৫০।
ন রাজাজ্ঞাকারিণাং তদিচ্ছয়া। ৫১।
ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্বসংভৃতয়োঃ। ৫২।
ন দেশবিপ্লবে। ৫৩।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াম্। ৫৪।
আত্মত্যাগিনঃ পতিতাশ্চ নাশৌচোদকভাজঃ। ৫৫।
পতিতস্য দাসী মৃতেঽহ্নি পাদাভ্যাং
ঘটমপবর্জ্জয়েৎ। ৫৬।
উদ্বন্ধনমৃতস্য যঃ পাশং ছিন্দ্যাৎ স
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি। ৫৭।
আত্মঘাতিনাং সংস্কর্ত্তা চ। ৫৮।
তদশ্রুপাতকারী চ। ৫৯।
সর্বস্যৈব প্রেতস্য বান্ধবৈঃ সহাশ্রুপাতং কৃত্বা
স্নানেন। ৬০।
অকৃতে ত্বস্থিসঞ্চয়ে সচেলস্নানেন। ৬১॥
দ্বিজঃ শূদ্রপ্রেতানুগমনং কৃত্বা স্রবন্তীমাসাদ্য তস্মিমগ্ন-
স্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্তোত্তীর্য্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপেৎ। ৬২।
দ্বিজপ্রেতস্যাষ্টশতম্। ৬৩।
শূদ্রপ্রেতানুগমনং কৃত্বা স্নানমাচরেৎ। ৬৪।
চিতাধূমসেবনে সর্বে বর্ণাঃ স্নানমাচরেয়ুঃ। ৬৫।
মৈথুনে দুঃস্বপ্নে রুধিরোপগতকণ্ঠে
বমনবিরেকয়োশ্চ। ৬৬।
শ্মশ্রুকর্ম্মণি কৃতে চ। ৬৭।
শবস্পৃশঞ্চ স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাচাণ্ডালযূপাংশ্চ। ৬৮।
ভক্ষ্যবর্জ্জং পঞ্চনখশবং তদস্থি সস্নেহঞ্চ। ৬৯।

ব্রতাবলম্বীদিগের গৃহীত ব্রতে অশৌচ নাই, নিত্য অন্নদানাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের সেই সত্রে অশৌচ প্রতিবন্ধক নহে। সূপকার প্রভৃতি শিল্পীদের নিজ নিজ কর্ম্মে অশৌচ হয় না। যে কার্য্যে রাজার ইচ্ছায় রাজপুরুষগণ প্রবৃত্ত তাহাতে অশৌচ হইবে না। পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্পিত দেবপ্রতিষ্ঠা ও নান্দীমুখের পর বিবাহে অশৌচে বাধা হয় না।৪৭-৫২।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় শুদ্ধি বিচারণীয় নহে। অর্থাৎ অশুচি অবস্থায় নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করা যাইতে পারে। অত্যন্ত কষ্টকর আপদের সময়ও শৌচ অপেক্ষণীয় নহে। অবৈধ আত্মহত্যাকারী ও অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পতিত—মহাপাতকী অতিপাতকী অথবা মহাপাতকাদিসূচক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুতে অশৌচ গ্রহণও হইবে না এবং তর্পণাদিও করণীয় নহে। পতিত ব্যক্তির মৃত্যুদিনে তাহার দাসী দুই পা দিয়া একটি জলপূর্ণ কলস তদুদ্দেশে ফেলিয়া দিবে।৫৩-৫৬।

যে ব্যক্তি উদ্বন্ধনমৃতের দড়ি কাটে, সে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে। এইরূপ অন্যান্য আত্মঘাতীদের দাহাধিকারী ও মৃতের জন্য শোকে অশ্রুপাতকারী ব্যক্তিও তপ্তকৃচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্ব্বপ্রকার মৃত ব্যক্তিদের জন্য অশ্রুপাতকারী ব্যক্তি মৃতের আত্মীয়গণের মত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।৫৭-৬০।

অস্থি নিক্ষেপের পূর্ব্বে ঐরূপ কার্য্যকারী সচেলস্নানে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজাতি শূদ্রশবের অনুগমন করিলে নদীতে যাইয়া অবগাহনপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবে, পরে জল হইতে উঠিয়া অষ্টোত্তর সহস্রবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবে। দ্বিজশবের অনুগমন দ্বিজাতি করিলে অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপ করণীয়। শূদ্র শবানুগমন করিলে স্নানমাত্র করিবে।৬১-৬৪।

চিতাধূম গাত্রে স্পর্শ হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই স্নান কর্ত্তব্য। এইরূপ মৈথুনান্তে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, কণ্ঠ হইতে রক্তস্রাবে, বমন ও বিরেচনেও স্নান বিহিত। দাড়ি কামাইলে এবং শবস্পর্শীকে স্পর্শ করিলে, রজস্বলা নারী, চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতিও উৎসৃষ্ট পশু-বন্ধন যূপ-স্পর্শ করিলেও উহা আচরণীয়।৬৫-৬৮।

পাদে পঞ্চনখবিশিষ্ট শব ও তাহাদের সস্নেহ (রস মজ্জা সহিত অশুষ্ক) অস্থিস্পর্শেও স্নান বিহিত আছে, কিন্তু ভক্ষণীয় পশু (শশক, শজারু, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম্ম এই পাঁচটির) অস্থিস্পর্শে দোষ হইবে না। এই

সর্বেষ্বেতেষু স্নানেষু পূর্বং বস্ত্রং নাপ্রক্ষালিতং বিভৃয়াৎ। ৭০॥
রজস্বলা চতুর্থেঽহ্নি স্নানাচ্ছুধ্যতি। ৭১।
রজস্বলা হীনবর্ণাং রজস্বলাং স্পৃষ্ট্বা ন তাবদশ্নীয়াদ্ যাবন্ন শুদ্ধা। ৭২।
সবর্ণামধিকবর্ণাং বা স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বাশ্নীয়াৎ। ৭৩।
ক্ষুত্বা সুপ্ত্বা ভোজনাধ্যয়নেপ্সুঃ পীত্বা স্নাত্বা নিষ্ঠীব্য বাসঃ পরিধায় রথ্যামাক্রম্য মূত্রপুরীষে কৃত্বা পঞ্চনখাস্থ্যস্নেহং স্পৃষ্ট্বা চাচামেৎ। ৭৪।
চাণ্ডালম্লেচ্ছসম্ভাষণে চ। ৭৫।
নাভেরধস্তাৎ প্রবাহেষু চ কায়িকৈর্মলৈঃ সুরাভির্মদ্যৈর্বোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য শুধ্যতি। ৭৬।
অন্যত্রোপহতো মৃত্তোয়ৈস্তদঙ্গং প্রক্ষাল্য স্নানেন। ৭৭।
বক্ত্রোপহতস্তূপোষ্য স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন। ৭৮।
দশনচ্ছদোপহতশ্চ। ৭৯।

বসা শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ ৮০ ॥

গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৮১ ॥

মাধুকমৈক্ষবং টাঙ্কং কৌলং খার্জ্জূরপানসে।
মৃদ্বীকারসমাধ্বীকে মৈরেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৮২ ॥

অমেধ্যানি দশৈতানি মদ্যানি ব্রাহ্মণস্য চ।
রাজন্যশ্চৈব বৈশ্যশ্চ স্পৃষ্ট্বৈতানি ন দুষ্যতঃ ॥ ৮৩ ॥

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।
প্রেতাহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥ ৮৪ ॥

সকল স্পর্শে স্নানে পরিহিত বস্ত্রকে ধৌত না করিয়া পরিধান করিবে না। ৬৯-৭০।

রজস্বলা নারী ঋতুর চতুর্থ দিনে স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে (স্পৃশ্যা হইবে)। রজস্বলা নারী যদি হীনবর্ণা (স্ববর্ণ হইতে অধমবর্ণা) রজস্বলা রমণীকে স্পর্শ করে, তবে স্পর্শের পর হইতে আহার ত্যাগ করিবে, যাবৎকাল মধ্যে সে শুদ্ধা না হয়, অর্থাৎ চতুর্থ দিনে শুদ্ধির পর আর উপবাস করিতে হইবে না। ৭১-৭২।

রজস্বলা নারী উত্তমবর্ণা বা সমানবর্ণা রজস্বলা স্পর্শ করিলে স্নানের পর শুদ্ধ হইবে, ইহাতে উপবাসিনী হইবে না। হাঁচিবার পর, নিদ্রার পর আচমন কর্ত্তব্য। এইরূপ ভোজনেচ্ছু ও বেদাধ্যয়নেচ্ছু ব্যক্তি ভোজন ও অধ্যয়নের আরম্ভে আচমন করিবেন। পান, স্নান, নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), বস্ত্র পরিধান, পথিপর্য্যটন, মলমূত্র ত্যাগ, পঞ্চনখ প্রাণীর স্নেহলেপহীন অস্থিস্পর্শেও আচমন করিবে। চণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত আলাপেও আচমন বিধেয়। নাভির অধঃস্থিত অঙ্গে এবং লম্ব হস্তাগ্রে নিজ শরীর শ্লেষ্মা মল মূত্রাদি স্পর্শ হইলে, সুরা (গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী) কিংবা অন্য মদ্যস্পর্শে অশুচিতা জন্মিলে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা সেই সেই অঙ্গ ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অন্য অঙ্গ অশুচি হইলে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা সেই অঙ্গ লেপন ও ধৌত করিয়া স্নান করিলে পবিত্রতা জন্মিবে। মুখ ঐরূপে দূষিত হইলে উপবাসান্তে স্নান করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধি হইবে। ওষ্ঠাধর দূষিত হইলেও ঐরূপ কর্ত্তব্য। মেদ, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল (কাণের খোল), নখ, শ্লেষ্মা, নেত্রমল (পিচুটী), অশ্রু, ঘর্ম্মজল, এই বারটি মানুষের শারীর মল। ৭৩-৮০।

গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী তিন প্রকার সুরা জানিবে। যেমন পৈষ্টী সুরা অপেয়, সেইরূপ গৌড়ী মাধ্বীও দ্বিজাতিগণের অপেয়। মাধুক (মৌয়া পুষ্পরস), ইক্ষু রস, টাঙ্করস (কপিত্থবিশেষজাত), কৌল (কুলের আচার), খর্জ্জূর রস (তাড়ি), পনসরস (কাঁঠাল রস), মৃদ্বিকা (আঙ্গুর) রস, ও মাধ্বীক (মধু পুষ্প হইতে রচিত) মদ্য, মৈরেয় (ধুতুরা ফুল, গুড়, ধান্য ও অম্ল যোগে প্রক্রিয়া বিশেষে নির্মিত মদ্য) এবং নারিকেল জাত মদ —এই দশবিধ মদ্য ব্রাহ্মণের পক্ষে অপবিত্র, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এগুলি স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইবে না। ৮১-৮৪।

আচার্য্যং স্বমুপাধ্যায়ং পিতরং মাতরং গুরুম্।
নির্হৃত্য তু ব্রতী প্রেতান্ন ব্রতেন বিযুজ্যতে ॥ ৮৫ ॥

আদিষ্টী নোদকং কুর্য্যাদ্ আ ব্রতস্য সমাপনাৎ।
সমাপ্তে তূদকং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥ ৮৬ ॥

জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনোবার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধিকর্তৃণি দেহিনাম্ ॥ ৮৭ ॥

সর্ব্বেষামেব শৌচানামন্নশৌচং পরং স্মৃতম্।
যোঽন্নে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ ॥ ৮৮ ॥

ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৮৯ ॥

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৯০॥

অগ্নির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৯১॥

এষ শৌচস্য তে প্রোক্তঃ শারীরস্য বিনির্ণয়ঃ।
নানাবিধানাং দ্রব্যাণাং শুদ্ধেঃ শৃণু বিনির্ণয়ম্ ॥ ৯২ ॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শিষ্য গুরুর শবদেহের পিতৃমেধ অর্থাৎ দহন বহন পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে শববহনকারী অন্যান্য পুত্রাদির মত দশরাত্র অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে। স্বীয় আচার্য্য, অধ্যাপক, পিতা, মাতা, দীক্ষাগুরুর অন্ত্যেষ্টি করিলেও ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রত ত্যাগ করিবে না। আদিষ্টী (গুরুর নিকট সমাবর্ত্তনের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্রহ্মচারী বা প্রায়শ্চিত্তার্থ আদেশপ্রাপ্ত) ব্রত সমাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রেতোদ্দেশে তর্পণজল দিবে না। সে গৃহীত ব্রতের সমাপ্তির পর তর্পণ করিলে ত্রিরাত্রাশৌচান্তে শুদ্ধ হইবে।৮৫-৮৬।

জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, সাত্ত্বিক আহার (অক্ষার-লবণাদি হবিষ্যান্নভোজন), মৃত্তিকা, মন, জলমার্জ্জন, বায়ু, কর্ম্ম (নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের আচরণ), সূর্য্য ও কাল এইগুলি মানুষের শুদ্ধির উপায়। যতপ্রকার পবিত্রতার কারণ আছে, তাহাদের মধ্যে অন্নশৌচই (পবিত্র অন্ন-ভোজন) প্রধান বলিয়া খ্যাত, যে অন্নে পবিত্র (অভক্ষ্য-ভক্ষণরহিত ও বিহিতান্নভোজী) সে-ই পবিত্র, মৃত্তিকা-জলে পবিত্র অথচ যে অন্নে অপবিত্র সে পবিত্র নহে। (এইজন্য শাস্ত্রে অন্নবিচার করিবার ব্যবস্থা আছে)। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা সহন দ্বারা (ত্যাগ দ্বারা) শুদ্ধ থাকেন। অকার্য্য করিয়া দান দ্বারা, গুপ্ত পাপীরা গায়ত্রী প্রভৃতি জপ দ্বারা, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হন।৮৭-৮৯।

শোধনীয় বস্তু মৃত্তিকা জলের ছিটায় শুদ্ধ। নদীতে প্রবাহ হইলে দুষ্ট জল শুদ্ধ হয়। মনে মনে পরপুরুষানু-রাগিণী নারী ঋতু দ্বারা শুদ্ধ হয়, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সন্ন্যাস (পাপকর্ম্মত্যাগ) দ্বারা শুদ্ধ হন। অগ্নিস্পর্শে গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যাশ্রয়ে মন পবিত্র থাকে, জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মা শুদ্ধ হন, জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি নির্মল হয়। হে ধরে! শারীর শৌচের এই সিদ্ধান্ত তোমাকে বলিলাম। অতঃপর নানাপ্রকার দ্রব্যের শুদ্ধি যাহাতে হয় সেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর।৯০-৯২।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

শারীরৈর্মলৈঃ সুরাভির্মদ্যৈর্বা যদুপহতং-তদত্যন্তোপহতম্ ।১।

অত্যন্তোপহতং সর্ব্বং লোহভাণ্ডমগ্নৌ প্রক্ষিপ্তং শুধ্যেৎ ।২।

মণিময়াশ্মময়মব্জঞ্চ সপ্তরাত্রং মহীনিখননেন ।৩।

শৃঙ্গদংষ্ট্রাস্থিময়ং তক্ষণেন ।৪।

দারবং মৃণ্ময়ঞ্চ জহ্যাৎ ।৫।

অত্যন্তোপহতস্য বস্ত্রস্য যৎপ্রক্ষালিতং সদ্ বিরজ্যেত তচ্ছিন্দ্যাৎ ।৬।

সৌবর্ণরাজতাব্জমণিময়ানাং নির্লেপানামদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ।৭।

অশ্মময়ানাঞ্চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ ।৮।

চরু-স্রুক্-স্রুবাণামুষ্ণেনাম্ভসা ।৯।

যজ্ঞকর্ম্মণি যজ্ঞপত্রাণাং পাণিনা সংমার্জ্জনেন ।১০।

স্ফ্য-শূর্প-শকট-মুষলোলূখলানাং প্রোক্ষণেন ।১১।

শয়ন-যানাসনানাঞ্চ ।১২।

বহূনাঞ্চ ।১৩।

ধান্যাজিন-রজ্জু-তান্তব-বৈদল-সূত্র-কার্পাস-বাসসাঞ্চ।১৪।

শাক-মূল-ফল-পুষ্পাণাঞ্চ । ১৫।

তৃণ-কাষ্ঠ-শুষ্কপলাশানাং চ । ১৬।

এতেষাং প্রক্ষালনেন । ১৭।

অল্পানাঞ্চ । ১৮।

ঊষৈঃ কৌশেয়াবিকয়োঃ । ১৯।

অরিষ্টকৈঃ কুতপানাম্ । ২০।

শ্রীফলৈরংশুপট্টানাম্ । ২১।

গৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমাণাম্ ।২২।

শৃঙ্গাস্থিদন্তময়ানাঞ্চ । ২৩।

পূর্ব্বোক্ত শারীর মল, সুরা ও মদ্যের দ্বারা স্পৃষ্ট পাত্র অত্যন্ত অশুচি। অত্যন্ত অশুচি লোহপাত্র মাত্র আগুনে ফেলিয়া পোড়াইয়া লইলে শুদ্ধ হয়। মণিনির্ম্মিত, প্রস্তরনির্ম্মিত, শঙ্খনির্ম্মিত পাত্র সাতদিন মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিলে শুদ্ধ হইবে। ১-৩।

শৃঙ্গ, দন্ত ও অস্থিনির্মিত দ্রব্য তক্ষণ করিবে (চাঁচিয়া লইবে)। কাঠের ও মাটীর পাত্র দূষিত হইলে ফেলিয়া দিবে। সমগ্র বস্ত্রটীর যে অংশ দূষিত হইয়াছে, তাহা ধৌত করিলে যদি রঙ্ নষ্ট হয়, তবে সেই অংশ ছিঁড়িয়া ফেলিবে। ৪-৬।

সুবর্ণময়, রজতময়, শঙ্খময়, মণিময় দ্রব্যের অশুচি দ্রব্যের লেপ পরিষ্কার করিয়া ঐগুলি ধৌত করিবে। পাথরের চমস (যজ্ঞীয় পাত্র) ও পাথরের গ্রহ (যজ্ঞীয়-পাত্র বিশেষ) গুলিরও ঐ ব্যবস্থা। ৭-৮।

চরুপাত্র, স্রুক্, স্রুব (আহুতিসাধন কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ) দূষিত হইলে উষ্ণজলে ধৌত করিবে। যজ্ঞে বসিয়া যজ্ঞপাত্রের অপবিত্রতা হাতের দ্বারা মার্জ্জনা হইতে দূর হইবে, (কুল্লূকভট্ট বলেন, হস্তমার্জ্জনা ও প্রক্ষালন দ্বারা যজ্ঞপাত্র শুদ্ধ হয়)। ৯-১০।

স্ফ্য (কুশমুষ্টিবিশেষ), কুলা, শকট (কাষ্ঠানয়নের গাড়ী), মুষল (ধান্যাদি বিতুষীকরণের দণ্ড) ও উদূখল (বিতুষীকরণযোগ্য কাষ্ঠনির্মিত শস্যাধার)—এগুলি অশুদ্ধ হইলে উত্তানহস্তে জলের ছিটা দিবে। ১১।

এইরূপ শয্যা, আসন ও যানের (গাড়ীর) অশুচি-স্পর্শে প্রোক্ষণ বিহিত। একসঙ্গে বহুদ্রব্য মিশ্রিত থাকিলে, তাহাদের কোন অংশ অপবিত্র হইলে প্রোক্ষণে শুদ্ধি হয়। ধান্য, চর্ম্ম, রজ্জু, তন্তুনির্মিত দ্রব্য, বেণুনির্মিত (চুবড়ি, ঝুড়ি প্রভৃতি) দ্রব্য, সূত্র, কার্পাস-তুলা ও বস্ত্র একসঙ্গে বহু থাকিলে, প্রোক্ষণ দ্বারা তাহাদের অপবিত্রতা দূর হইবে। শাক, মূল, ফল ও পুষ্প সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। ১২-১৫।

বহুতর তৃণ, কাষ্ঠ, শুষ্কপত্রেরও প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। ঐগুলি অল্পপরিমাণ হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়। অল্পপরিমাণ দ্রব্যমাত্রই ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে।

পদ্মাক্ষৈর্ম্মৃগলোমিকানাম্ ।২৪।

তাম্র-রীতি-ত্রপু-সীসময়ানামম্লোদকেন । ২৫।

ভস্মনা কাংস্য-লোহয়োঃ ।২৬।

তক্ষণেন দারবাণাম্ ।২৭।

গোবালৈঃ ফলসম্ভবানাম্ ।২৮।

প্রোক্ষণেন সংহতানাম্ । ২৯।

উৎপবনেন দ্রবাণাম্ ।৩০।

গুড়াদীনামিক্ষুবিকারাণাং প্রভূতানাং গৃহনিহিতানাং বার্য্যগ্নিদানেন । ৩১।

সর্ব্বলবণানাঞ্চ । ৩২।

পুনঃ পাকেন মৃন্ময়ানাম্ ।৩৩।

দ্রব্যবৎকৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চানাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনেন ।৩৪।

কৃমিকোষোত্থ বস্ত্র ও মেষলোমজাত বস্ত্র ক্ষারমৃত্তিকা-যোগে শুদ্ধ হয়। কুতপবস্ত্রের (পার্ব্বত্য ছাগলোমনির্মিত বস্ত্রের) শুদ্ধি অরিষ্টক (রিঠাফল) দ্বারা। ১৯-২০।

বৃক্ষতন্তুনির্মিত বস্ত্রের (ছালতির কাপড়) বিল্বফলের আটা দ্বারা, ক্ষৌমবস্ত্রের (চেলি, তসর, গরদ) শ্বেতসর্ষপ-ভিজান জলে শুদ্ধি হয়। শৃঙ্গ, অস্থি, ও দন্তনির্মিত দ্রব্যেরও উহার দ্বারা শুদ্ধি জানিবে। ১৭-২৩।

মৃগলোমজাত বস্ত্রের শুদ্ধি পদ্মবীজজল দ্বারা। দূষিত তামা, পিতল, রাঙ, ও সীসার পাত্র অম্ল ও জলে শুদ্ধ হইবে। কাঁসা, লোহার পাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ করিবে। কাঠের পাত্র চাঁচিয়া লইবে। ২৪-২৭।

ফলে তৈয়ারী দ্রব্য গো-লোমমার্জ্জন দ্বারা, রাশীকৃত দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা, তরল ঘৃত, তৈলাদি উৎপবন (প্রাদেশমিত কুশ দ্বারা কিঞ্চিৎ নির্গমন) দ্বারা, গৃহে স্থাপিত প্রভূত গুড় প্রভৃতি ইক্ষুজাত দ্রব্য জলের ছিটা ও অগ্নিস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। ২৮-৩১।

রাশীকৃত লবণেও ঐ ব্যবস্থা। মৃত্তিকাপাত্র পুনরায় পোড়াইলে পবিত্র হয়। দেবতা-প্রতিমা দূষিত হইলে, যে ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমা সেই ধাতুর বিহিত শুদ্ধি করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবে। ৩২-৩৪।

অসিদ্ধস্যান্নস্য যাবন্মাত্রমুপহতং তন্মাত্রং পরিত্যজ্য শেষস্য কণ্ডনপ্রক্ষালনে কুর্য্যাৎ ।৩৫।

দ্রোণাভ্যধিকং সিদ্ধমন্নমুপহতং ন দুষ্যতি ।৩৬।

তস্যোপহতমাত্রমপাস্য গায়ত্র্যাভিমন্ত্রিতং সুবর্ণাম্ভঃ-প্রক্ষিপেৎ। বস্তস্য চ প্রদর্শয়েদগ্নেঃ ।৩৭।

পক্ষিজগ্ধং গবাঘ্রাতমবধূতমবক্ষুতম্।
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মৃদঃ ক্ষেপেণ শুধ্যতি ॥৩৮॥

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্ গন্ধো লেপশ্চ তৎকৃতঃ।
তাবন্মৃদ্বারি দেয়ং স্যাৎ সর্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥৩৯॥

অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্যাংশুমারুতৈঃ ॥৪০॥

রথ্যা-কর্দম-তোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্য-শ্ব-বায়সৈঃ।
মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥৪১॥

রাশীকৃত অপক্ক অন্নের (চাউলের) যতটুকু দূষিত হইয়াছে, তাবৎ পরিমাণ ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টকে পুনরায় কাঁড়াইয়া ধুইয়া লইবে। দ্রোণপরিমাণের অধিক সিদ্ধান্ন মলস্পর্শাদি দ্বারা দূষিত হয় না। ৩৫-৩৬।

তবে যে অংশে মলস্পর্শ হইয়াছে তাবন্মাত্র অন্ন ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশের উপর গায়ত্রী পাঠ করিবে ও সুবর্ণজল ছিটা দিবে। এবং ঐ অন্ন ছাগকে দেখাইবে ও অগ্নি প্রদর্শন করাইবে। ৩৭।

পক্ষিভুক্তের অবশিষ্টান্ন, গো-কর্ত্তৃক আঘ্রাত, পাদ-স্পৃষ্ট, হাঁচি দ্বারা অপবিত্র, কেশ ও কীটস্পর্শে দূষিত অন্নে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধি হইবে। অপবিত্র দ্রব্যে মল-মূত্রাদি পতিত হইলে যতদূর অংশে অমেধ্য দ্রব্য হইতে গন্ধ বা লেপ চলিয়া না যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত (তাহার উপর) মৃত্তিকাজল দিবে, সমস্ত দ্রব্যশুদ্ধিতেই এই ব্যবস্থা। ৩৮-৩৯।

ছাগ ও অশ্বের মুখ পবিত্র, কিন্তু গরু মুখে অপবিত্র, অন্য অংশে পবিত্র। নরদেহজাত পূর্ব্বোক্ত রক্তাদি মল পবিত্র নহে। অপবিত্র পথ চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ দ্বারা এবং বায়ু দ্বারা পবিত্র হয়। ৪০।

রথ্যা (বড় রাস্তা), কর্দ্দম ও জল যদি অন্ত্যজ জাতি,

প্রাণিনামথ সর্বেষাং মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কারয়েৎ।
অত্যন্তোপহতানাঞ্চ শৌচং নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥৪২
ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং বৈতৃষ্ণ্যং যত্র গোর্ভবেৎ।
অব্যাপ্তঞ্চেদমেধ্যেন তদ্বদেব শিলাগতম্ ॥৪৩॥
মৃতপঞ্চনখাৎকূপাদত্যন্তোপহতাৎ তথা।
অপঃ সমুদ্ধরেৎ সর্ব্বাঃ শেষং বস্ত্রেণ শোধয়েৎ ॥৪৪॥
বহ্নিপ্রজ্বালনং কুর্য্যাৎ কূপে পক্কেষ্টকাচিতে।
পঞ্চগব্যং ন্যসেৎ পশ্চান্নবতোয়সমুদ্ভবে ॥৪৫॥
জলাশয়েষ্বথাল্পেষু স্থাবরেষু বসুন্ধরে!
কূপবৎ কথিতা শুদ্ধির্মহৎসু চ ন দূষণম্ ॥৪৬॥
ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥৪৭॥
নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যং যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রাহ্মণান্তরিতং ভক্ষ্যমাকরাঃ সর্ব এব চ ॥৪৮॥
নিত্যমাস্যং শুচিঃ স্ত্রীণাং শকুনিঃ ফলপাতনে।
প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥৪৯॥
শ্বভির্হতস্য যন্মাংসং শুচি তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
ক্রব্যাদ্ভিশ্চ হতস্যান্যৈশ্চাণ্ডালাদ্যৈশ্চ দস্যুভিঃ ॥৫০
ঊর্দ্ধং নাভের্যানি খানি তানি মেধ্যানি নির্দিশেৎ।
যান্যধস্তান্যমেধ্যানি দেহাচ্চৈব মলাশ্চ্যুতাঃ ॥৫১॥
মক্ষিকা বিপ্রুষশ্ছায়া গৌর্গজাশ্বমরীচয়ঃ।
রজোভূর্বায়ুরগ্নিশ্চ মার্জারশ্চ সদা শুচিঃ ॥৫২॥
নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোঽঙ্গে পতন্তি যাঃ।
ন শ্মশ্রূণি গতান্যাস্যং ন দন্তান্তরবেষ্টিতম্ ॥৫৩॥

কুক্কুর অথবা কাক দ্বারা স্পৃষ্ট হয় এবং পক্ক ইষ্টক রচিত স্থান সকল যদি উহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তবে বায়ু-স্পর্শেই শুদ্ধ হইবে। ৪১।

মলাদি সম্পর্কে অত্যন্ত দূষিত সর্ব্ববিধ প্রাণীর শুদ্ধি, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা সর্ব্বদা যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবে। ভূমিতে পতিত জল যদি গরুদের তৃষ্ণা নিবৃত্তিতে পর্য্যাপ্ত হয়, তবে তাহা পবিত্র কিন্তু তাহা অপবিত্র দ্রব্যে ব্যাপ্ত হইলে পবিত্র নহে। পার্ব্বত্য শিলাদিমধ্যস্থিত জলও ঐ ভাবে পবিত্র। ৪২-৪৩।

যে কূপের মধ্যে পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী মরিয়াছে অথবা যাহা অত্যন্তভাবে মল-মূত্র-নরাস্থি প্রভৃতি অমেধ্যদ্রব্য দ্বারা দূষিত হইয়াছে, তাদৃশ কূপ হইতে সমস্ত জল ও মল নিঃসারিত করিয়া অবশিষ্ট জলও বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া লইবে। ৪৪।

পাকা ইটে বাঁধান কূপের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া শুদ্ধ করিবে, এবং পরে তাহাতে নূতন জল উঠিলে তাহার মধ্যে পঞ্চগব্য ফেলিয়া দিবে। হে বসুন্ধরে! যে সকল জলাশয়ের জল শুকায় না এবং যাহাতে প্রবাহ নাই, এইরূপ ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল দূষিত হইলে কূপশুদ্ধির মত শুদ্ধি কর্ত্তব্য। অতি দীর্ঘ জলাশয়ের (জলনিষ্কাসন সম্ভবপর নহে, অতএব) অপবিত্রতা হয় না। ৪৫-৪৬।

দেবতারা ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে তিনটি বস্তু পবিত্র করিয়াছেন, যেমন অদৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ যাহার অপবিত্রতা প্রত্যক্ষীকৃত নহে, সন্দেহস্থলে যাহা জল দ্বারা ধৌত বা প্রোক্ষিত বস্তু এবং যাহা বাক্য দ্বারা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত—এই তিনটি অপবিত্র হইলেও পবিত্র। ৪৭।

শিল্পীদের হস্ত নিত্যই শুদ্ধ, বিক্রয়ের জন্য প্রসারিত দ্রব্যমাত্রই পবিত্র, এবং প্রতিগ্রহের অযোগ্য ব্যক্তির দ্রব্য যদি ব্রাহ্মণহস্ত দ্বারা প্রদত্ত হয়, তবে সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তু অশুদ্ধ নহে এবং খনিমাত্রই শুদ্ধ। ৪৮।

স্ত্রীলোকদিগের মুখ সর্ব্বদাই শুচি। অস্পৃশ্য পক্ষীতে যদি ফল ফেলিয়া দেয়, তবে তাহা অশুদ্ধ নহে, দোহন সময়ে বৎসমুখোচ্ছিষ্ট দুগ্ধও পবিত্র, কুকুরে মুখে করিয়া মৃগ ধরিয়া আনিলেও তাহা শুদ্ধ। ৪৯।

অতএব কুক্কুরের দ্বারা নিহত মৃগের যে মাংস, তাহা পবিত্র বলিয়া কথিত আছে, এবং মাংসাশী অন্য প্রাণিগণ কর্ত্তৃক অথবা চাণ্ডালাদি দস্যুগণকর্ত্তৃক নিহত প্রাণীর (মেধ্য পশু বা মৎস্যের) মাংস শুচি বলিয়া গণ্য। ৫০।

মনুষ্য শরীরে নাভির ঊর্দ্ধে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, সেগুলি পবিত্র অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বামলদ্বারা স্পৃষ্ট বস্তু জল দ্বারা ধৌত হইলেই শুদ্ধ। কিন্তু অধোভাগের ইন্দ্রিয়গুলি অপবিত্র, এবং মল, মূত্র, অস্থি,

স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমাজ্ঞেয়া নতৈরপ্রযতো ভবেৎ ॥৫৪॥
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥৫৫॥
মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম প্রোক্ষণেন চ পুস্তকম্।
সম্মার্জ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ ॥৫৬॥
দানেন চ ভুবঃ শুদ্ধির্বাসেনাপ্যথ বা গবাম্।
গাবঃ পবিত্রং মঙ্গল্যং গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৫৭॥
গাবো বিতন্বতে যজ্ঞং গাবঃ সর্ব্বাঘসূদনাঃ।
গোমূত্রং গোময়ং সর্পিঃ ক্ষীরং দধি চ রোচনা ॥৫৮॥
ষড়ঙ্গমেতৎ পরমং মঙ্গল্যং সর্বদা গবাম্।
শৃঙ্গোদকং গবাং পুণ্যং সর্বাঘবিনিসূদনম্ ॥৫৯॥
গবাং কণ্ডূয়নঞ্চৈব সর্বকল্মষনাশনম্।
গবাং গ্রাসপ্রদানেন স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৬০॥
গবাং হি তীর্থে বসতীহ গঙ্গা
পুষ্টিস্তথাসাং রজসি প্রবৃত্তা।
লক্ষ্মীঃ করীষে প্রণতৌ চ ধর্ম্ম-
স্তাসাং প্রণামং সততঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥৬১॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

রক্ত, মাংস, মজ্জা কেশ এইগুলি দেহ হইতে চ্যুত হইলেই অমেধ্য। ৫১।

মক্ষিকা, বিন্দু (নিষ্ঠীবন-কণা), অপবিত্র বস্তুর ছায়া, গো, হস্তী, অশ্ব, চন্দ্র-সূর্য্য-প্রদীপাদির আলোক, ধূলি, ভূমি, বায়ু, অগ্নি ও মার্জ্জার ইহারা সর্ব্বদা পবিত্র, ইহাদের স্পর্শেও কোন দ্রব্য অপবিত্র হয় না। ৫২।

যে সকল মুখের জলবিন্দু দেহে পড়ে, সেগুলি উচ্ছিষ্টতা সম্পাদন করে না এবং মুখের মধ্যে দাড়ি ঢুকিলেও তাহা অপবিত্র নহে, এই প্রকার দন্তের ফাঁকে প্রবিষ্ট অন্নকণাদিও উচ্ছিষ্ট নহে। ৫৩।

পরকে আচমন করাইতে তাহার পায়ে যে সকল আচমনজলের ছিটা লাগে, সেগুলি ভূমির জলের তুল্য, তাহা দ্বারা অপবিত্রতা আসে না। হাতে দ্রব্য থাকিতে কোন উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে স্পর্শ করিলে, সেই দ্রব্য না রাখিয়াই আচমন করিবে এবং তাহাতেই শুচিতা প্রাপ্ত হইবে। ৫৪ ৫৫।

অপবিত্র গৃহ মুছিলে ও গোময়াদি লেপন করিলে শুদ্ধ হয়। অপবিত্র দ্রব্যস্পৃষ্ট পুস্তকে জলের ছিটা দিলে শুদ্ধ হইবে। অশুদ্ধ ভূমির শুদ্ধি (অপবিত্রতার তারতম্যানুসারে) ঝাঁট দিলে, গোময় লেপন করিলে, জল দিয়া ধুইলে, খুঁড়িয়া উপরকার মাটী তুলিয়া ফেলিলে, অপবিত্র স্থান পোড়াইলে অথবা গরু-বাস করাইলে সম্পন্ন হয়। কারণ, গো-জাতি পবিত্রতার হেতু, মঙ্গলের নিদান। স্থিতিবিষয়ে গো-জাতির উপর সমস্ত লোক নির্ভর করিতেছে। ৫৬-৫৭।

দেখ, গো-গণ আমাদের যজ্ঞের সাধন করিতেছে, গো সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকে, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, রোচনা—গরুদের এই ছয়টি শরীরজাতবস্তু সর্ব্বদা মঙ্গলজনক। গরুর শিং-ধোয়া-জল পরম পবিত্র, সর্ব্ববিধ পাপনাশের কারণ। ৫৮-৫৯।

গো-কণ্ডূয়ন (গরুর গা চুলকাইয়া দেওয়া) সর্ব্বপ্রকার পাপের নিবর্ত্তক। যে লোক গরুকে তৃণকবল (তৃণগ্রাস) দান করে, সে স্বর্গে যাইয়া পূজিত হয়। যেখানে গরু থাকে, তথায় গঙ্গার বাস, গরুর চরণধূলিতে পুষ্টি সাধিত হয়, তাহার পুরীষে (শুষ্ক গোময়ে) লক্ষ্মীর অবস্থান, প্রণামে ধর্ম্মের উদ্ভব, অতএব সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রণাম করিবে। ৬০-৬১।

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(বিবাহপ্রকরণম্)।

অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ।১।

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ।২।

দ্বে বৈশ্যস্য । ৩।

একা শূদ্রস্য ।৪।

তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণিগ্রাহ্যঃ।৫।

অসবর্ণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যয়া ।৬।

প্রতোদো বৈশ্যকন্যয়া ।৭।

বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যয়া ।৮।

ন সগোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেৎ ।৯।

মাতৃতস্ত্বা পঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চা সপ্তমাৎ ।১০।

নাকুলীনাম্ ।১১।

ন চ ব্যাধিতাম্ ।১২।

নাধিকাঙ্গীম্ ।১৩।

ন হীনাঙ্গীম্ ।১৪।

নাতিকপিলাম্ ।১৫।

ন বাচাটাম্ ।১৬।

অথাষ্টৌ বিবাহা ভবন্তি ।১৭।

ব্রাহ্মো দৈব আর্ষঃ প্রাজাপত্যো গান্ধর্ব আসুরো রাক্ষসঃ পৈশাচশ্চেতি ।১৮।

আহূয় গুণবতে কন্যাদানং ব্রাহ্মঃ ।১৯।

যজ্ঞস্থ-ঋত্বিজে দৈবঃ ।২০।

গোমিথুনগ্রহণেনার্ষঃ ।২১।

প্রার্থিতপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ ।২২।

দ্বয়োঃ সকাময়োর্ম্মাতাপিতৃরহিতো যোগো গান্ধর্বঃ।২৩।

ক্রয়েণাসুরঃ ।২৪।

অতঃপর ব্রাহ্মণের যে চারিবর্ণের ভার্য্যা হইতে পারে তাহা বলা হইতেছে। ক্ষত্রিয়ের আনুলোম্যানুসারে তিন বর্ণের ভার্য্যা হইবে। বৈশ্য জাতির বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই বর্ণের স্ত্রী হয়। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা স্ত্রী। ১-৪।

তাহাদের মধ্যে সবর্ণার সহিত বিবাহ হইলে স্বামীর পাণিগ্রহণ করিবে। অসবর্ণাবিবাহে (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি বিবাহে) ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর শর, বৈশ্যা স্ত্রীর প্রতোদ (পাঁচনী), শূদ্রা ভার্য্যার ভর্ত্তার বসনাঞ্চল গ্রহণ কর্ত্তব্য। সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। এই প্রকার মাতৃপক্ষে পঞ্চমী পর্য্যন্ত কন্যা (মাতামহাদি ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের প্রত্যেক অপেক্ষা অধস্তন পঞ্চমী কন্যা) এবং পিতৃপক্ষে (পিতা হইতে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সপ্তমী পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহ্যা। ৫-১০।

অসদ্বংশীয়া, ব্যাধিগ্রস্তা, অধিকাঙ্গী (যাহার কোন অঙ্গ অধিক), হীনাঙ্গী (কোনও অঙ্গহীনা), অতি কপিলবর্ণা, এবং বহুভাষিণী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। ১১-১৬।

অতঃপর আট প্রকার বিবাহের বিবরণ হইতেছে। যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। গুণবান্ পাত্রকে ডাকিয়া তাহাকে কন্যাদান করার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। ১৮-১৯।

যজ্ঞে ব্রতী ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণারূপে কন্যাদান দৈব। পাত্রের নিকট হইতে দুইটি গরু (একটি বৃষ ও একটি গাভী) লইয়া কন্যাদান যে বিবাহের নিষ্পাদক—তাহা আর্ষ। ২০-২১।

প্রার্থিত হইয়া কন্যাদান যে বিবাহের সম্পাদক, তাহা প্রাজাপত্য। যে বিবাহ সকাম স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অনুরাগে সঙ্ঘটিত, হয় যাহাতে পিতামাতার কোনও অপেক্ষা থাকে না, তাহার নাম গান্ধর্ব। ২২-২৩।

অর্থ দিয়া ক্রীত কন্যার বিবাহ আসুর। যুদ্ধে কন্যাকে বাহুবলে হরণ করিয়া বিবাহ করিলে তাহার নাম রাক্ষস। নিদ্রিতাবস্থায় বা প্রমত্তাবস্থায় কন্যার উপভোগ

যুদ্ধহরণেন রাক্ষসঃ ।২৫।
সুপ্তপ্রমত্তাভিগমনাৎ পৈশাচঃ ।২৬।
এতেষ্বাদ্যাশ্চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ ।২৭।
গান্ধর্ব্বোঽপি রাজন্যানাম্ ।২৮।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ পুরুষানেকবিংশতিং পুনীতে ।২৯।
দৈবীপুত্রশ্চতুর্দ্দশ ।৩০।
আর্ষীপুত্রশ্চ সপ্ত ।৩১।
প্রাজাপত্যশ্চতুরঃ ।৩২।
ব্রাহ্মেণ বিবাহেন কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং গময়তি ।৩৩।
দৈবেন স্বর্গম্ ।৩৪।
আর্ষেণ বৈষ্ণবম্ ।৩৫।
প্রাজাপত্যেন দেবলোকম্ ।৩৬।
গান্ধর্ব্বেণ গান্ধর্ব্বলোকং গচ্ছতি ।৩৭।
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো মাতামহো
মাতা চেতি কন্যাপ্রদাঃ ।৩৮।
পূর্ব্বাভাবে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ।৩৯।
ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্ ।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা ॥৪০॥
পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা ।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি ॥৪১॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

পৈশাচ বিবাহ নামে কথিত। এই অষ্টবিধ বিবাহমধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য) ধর্ম্মানুগত। ক্ষত্রিয়দের পক্ষে গান্ধর্ব বিবাহও ধর্ম্মসঙ্গত। ব্রাহ্মবিবাহে পরিণীতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র ঊর্দ্ধতন একুশ পুরুষকে পবিত্র করে। ২৪-২৯।

দৈব বিবাহে বিবাহিতার পুত্র চতুর্দ্দশ পুরুষকে, আর্ষবিবাহে প্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সাত পুরুষকে, প্রাজাপত্যে বিবাহিতার পুত্র চারি পুরুষকে পবিত্র করে। ৩০-৩২।

ব্রাহ্মবিবাহবিধি অনুসারে কন্যাদাতা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এইরূপ দৈববিবাহে স্বর্গলাভ, আর্ষ-বিবাহে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি, প্রাজাপত্যে দেবলোকে গমন, গান্ধর্ব বিবাহকারীর গন্ধর্ব-লোকে গতি হয়। ৩৩-৩৭।

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য (সমান বংশীয় অর্থাৎ সপিণ্ড-সকুল্য সমানোদক) মাতামহ ও মাতা কন্যাদানে অধিকারী। উল্লিখিত কন্যা সম্প্রদাতৃদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তির অভাবে পর পর কথিত ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ থাকিলে কন্যাদানে অধিকারী হইবেন। ৩৮-৩৯।

পর পর তিনটি ঋতু দর্শন পর্য্যন্ত অভিভাবকদের অপেক্ষা করিয়া পরে স্বয়ংই কন্যা পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। যেহেতু তিনবার ঋতুকাল অতীত হইলে সর্ব্বদা কন্যার বিবাহে স্বাধীনতা আসে। ৪০।

যে কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া (পিত্রাদির ঔদাসীন্যে) অবিবাহিতাবস্থায় রজোদর্শন করে, সে কন্যা বৃষলী বলিয়া গণ্য, তাহাকে হরণ করিলে দোষভাগী হয় না। ৪১।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

স্ত্রীধর্মপ্রকরণম্।

অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ।১।

ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বম্।২।

শ্বশ্রূ-শ্বশুর-গুরু-দেবতাতিথিপূজনম্।৩।

সুসংস্কৃতোপস্করতা।৪।

অমুক্তহস্ততা।৫। সুগুপ্তভাণ্ডতা।৬।

মূলক্রিয়াস্বনভিরতিঃ।৭। মঙ্গলাচারতৎপরতা।৮।

ভর্ত্তরি প্রবাসিতেঽপ্রতিকর্ম্মক্রিয়া।৯।

পরগৃহেষ্বনভিগমনম্।১০।

দ্বারদেশ-গবাক্ষকেষু নাবস্থানম্।১১।

সর্ব্বকর্ম্মস্বস্বতন্ত্রতা।১২।

বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধকেষ্বপি পিতৃ-ভর্তৃ-পুত্রাধীনতা।১৩।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।১৪।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।

পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥১৫॥

পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতঞ্চরেৎ।

আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি।১৬।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥১৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

অতঃপর স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কথিত হইতেছে। স্বামীর সমান ব্রতাচরণ। শ্বশ্রূ (শাশুড়ী), শ্বশুর, অন্যান্য গুরুজন, দেবতা ও অতিথির সেবা। গৃহসামগ্রী উত্তমভাবে পরিষ্কার করা ও গুছাইয়া রাখা। ব্যয়কার্য্যে মুক্তহস্ততার অভাব। ভাণ্ডার অতি গুপ্তভাবে রাখা। মূল ক্রিয়াগুলিতে (ধনাদি দ্বারা সাধনীয় বশীকরণাদি কার্য্যে) অনাসক্তি।১-৭।

যাহাতে সংসারের মঙ্গল হয়, এমন কার্য্যে লিপ্ত থাকা। স্বামী প্রবাসে থাকিলে প্রসাধনক্রিয়া ত্যাগ। পরগৃহে (অনুরাগবশতঃ) না যাওয়া। (অপর পুরুষকে দেখিবার অভিপ্রায়ে) গৃহের দ্বারদেশে বা জানালায় অবস্থান না করা। সকল কার্য্যেই (স্বামী শ্বশুর প্রভৃতির মতে না থাকিয়া) স্বাধীনভাব অবলম্বন না করা। বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন হইয়া থাকা।৮-১৩।

স্বামীর মৃত্যুর পর, হয় ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ অথবা ইচ্ছা করিলে সহমরণ বা অনুমরণ, এইগুলি স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম। (স্বামীর কার্য্যে সহায়তা ভিন্ন বা অনুমতি ব্যতীত) স্ত্রীলোকদিগের ব্যক্তিগত কোন যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নাই। পতিকে সেবা করাই তাহাদের ধর্ম্ম, তাহার দ্বারাই স্বর্গে পূজিতা হয়।১৪-১৫।

পতি বাঁচিয়া থাকিতে যে স্ত্রী (স্বীয় ফলকামনায়) উপবাস ব্রত আচরণ করে, সে তাহাতে স্বামীর পরমায়ুঃক্ষয়ের কারণ হয় এবং মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। যে সতী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য লইয়া জীবন অতিবাহিত করে, সে পুত্রহীনা হইলেও স্বর্গে গমন করে, যেমন অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ গমন করিয়া থাকেন।১৬-১৭।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(বর্ণভেদেন স্ত্রীধর্ম্মঃ)।

সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ। ১।

মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া। ২।

সমানবর্ণাভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ। ৩।

ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া। ৪।

দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ।
রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥৬॥

দৈব-পিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্ত ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি ॥৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

একবর্ণের বহু ভার্য্যা থাকিলে প্রথমা পত্নীকে লইয়া যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য করিবে। সবর্ণা, ও অসবর্ণা এই উভয়বিধ ভার্য্যা থাকিলে, সবর্ণা-কনিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, তাহার অভাবে (সবর্ণা-স্ত্রী-মাত্রের অভাবে) অব্যবহিত পরবর্ত্তি-বর্ণীয়া স্ত্রীকে লইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং আপৎকালেও (সবর্ণা-স্ত্রীর অক্ষমতা বা অনধিকারেও) এই ব্যবস্থা, কিন্তু দ্বিজাতি কখনও শূদ্রা পত্নী লইয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবেন না। কারণ, দ্বিজাতিগণের শূদ্রা স্ত্রী কোন সময়েই ধর্ম্মকার্য্যে উপযোগিনী নহে। যেহেতু, কামে অন্ধ হইয়া তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, সে রতিকার্য্যে উপযোগিনী। প্রেমান্ধ হইয়া অধমবর্ণের নারীকে যে দ্বিজাতিগণ বিবাহ করে, তাহারা সন্তানের সহিত নিজ বংশকে (পূর্ব্বপুরুষগণ ও পুত্রগণ সকলকেই) অচিরে শূদ্রত্ব পাওয়াইয়া দেয়। সেই শূদ্রা ভার্য্যার সহযোগে দৈব, পৈত্র ও আতিথ্য-কার্য্য যাহার দ্বারা কৃত হয়, তাহার সেই কার্য্যগুলি (যজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি) দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণ ভোগ করেন না। সেই শূদ্রাপ্রধান ব্যক্তি নরকে গমন করে। ১-৭।

বিষ্ণুসংহিতায় ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(সংস্কারকর্ম্মপ্রকরণম্)।

গর্ভস্য স্পষ্টতাজ্ঞানে নিষেককর্ম্ম। ১।

স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্। ২।

ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্। ৩।

জাতে চ দারকে জাতকর্ম। ৪।

অশৌচব্যপগমে নামধেয়ম্। ৫।

মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য। ৬। বলবৎ ক্ষত্রিয়স্য। ৭।

যখন গর্ভযোগ্যতা বুঝা যাইবে, সেই কালে গর্ভাধানকর্ম্ম করণীয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্পন্দনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তৃতীয় মাসে পুংসবনসংস্কার, ষষ্ঠ বা কুলাচারানুসারে অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন (গর্ভিণীর কেশ সংস্কার)। পুত্র জন্মিলে জাতকর্ম্মনামক সংস্কার (মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সদ্যোজাত শিশুর ঘৃতমধুপ্রাশন)। স্ব-স্বজাত্যুক্ত অশৌচ নিবৃত্ত হইলে নামকরণ কর্ত্তব্য। তাহাতে ব্রাহ্মণকুমারের মঙ্গলসূচক (বিষ্ণুশর্ম্মা, হরিদত্ত প্রভৃতি),

ধনোপেতং বৈশ্যস্য ।৮। জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য ।৯।
চতুর্থে মাস্যাদিত্যদর্শনম্ ।১০। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনম্ ।১১।
তৃতীয়েঽব্দে চূড়াকরণম্ ।১২।
এতা এব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ ।১৩।
তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহঃ ।১৪।
গর্ভাষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম ।১৫।
গর্ভৈকাদশে রাজ্ঞঃ ।১৬। গর্ভদ্বাদশে বিশঃ ।১৭।
তেষাং মুঞ্জজ্যাবল্বজময্যো মৌঞ্জঃ ।১৮।
কার্পাস-শণাবিকান্যুপবীতানি বাসাংসি চ ।১৯।
মার্গবৈয়াঘ্রবাস্তানি চর্ম্মাণি ।২০।
পালাশখাদিরৌড়ুম্বরা দণ্ডাঃ ।২১।
কেশান্তললাটনাসাদেশতুল্যাঃ ।২২।
সর্ব্ব এব বা ।২৩। অকুটিলাঃ সত্বচশ্চ ।২৪।
ভবদাদ্যং ভবন্মধ্যং ভবদন্তঞ্চ ভৈক্ষচরণম্ । ২৫।
আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ততে ।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতের্বিশঃ ॥২৬॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥২৭॥
যদ্‌যস্য বিহিতং চর্ম যৎ সূত্রং যা চ মেখলা ।
যো দণ্ডো যচ্চ বসনং তত্তদস্য ব্রতেষ্বপি ॥২৮॥
মেখলামজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্ ।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্নীতান্যানি মন্ত্রবৎ ॥২৯॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ক্ষত্রিয়ের বলপ্রকাশক (বীরশেখর, লোকজিৎ প্রভৃতি), বৈশ্যের ধনশব্দযুক্ত (ধনদত্ত, বসুদত্তাদি), শূদ্রের সেবাদি-সূচক (বিপ্রদাস, দেবদাস প্রভৃতি) নাম হইবে। জন্মের চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণনামক সংস্কার, যাহাতে শিশুকে গৃহের বাহিরে আনিয়া সূর্য্যদর্শন করান হয় ।৮-১০।

ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন, (মতান্তরে) কুলাচারানুসারে অষ্টম মাসেও বিহিত আছে। তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ (শিশুর কেশবপন), চূড়াকরণ সম্বন্ধে (মত বিশেষে) প্রথমবর্ষও মুখ্যকাল, (কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তৃতীয় বর্ষই গ্রহণ করিয়াছেন)। এই জাতকর্ম্মাদি চূড়াকরণান্ত সংস্কারগুলি কন্যাপক্ষে মন্ত্রপাঠ ব্যতীতই অনুষ্ঠেয়। কেবল বিবাহই তাহাদের সমন্ত্রক ।১১-১৪।

ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নসংস্কার গর্ভাবধি অষ্টম বর্ষে অর্থাৎ সাত বছর দুই মাসে, ক্ষত্রিয় সন্তানের গর্ভাবধি একাদশ বর্ষে। বৈশ্যের গর্ভাবধি দ্বাদশ বর্ষে বিহিত, ইহাই সকলের মুখ্যকাল। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পরিধানীয় মুঞ্জ-মেখলা, যথাক্রমে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ), ধনুকের ছিলা ও বল্বজনামক তৃণদ্বারা হইবে। তাহাদের যজ্ঞোপবীত যথাক্রমে কার্পাসসূত্র, শণসূত্র ও মেষ-লোম দ্বারা রচিত হইবে। বস্ত্রও ঐরূপ করণীয়। পরিধানীয় (উত্তরীয়) চর্ম্মও যথাক্রমে কৃষ্ণসার-মৃগজাত, ব্যাঘ্রজ ও ছাগোৎপন্ন হইবে ।১৫-২০।

ব্রহ্মচারীর গ্রহণীয় দণ্ড পলাশ-বৃক্ষজাত (মতান্তরে বিল্ববৃক্ষজাত), খদিরবৃক্ষজাত ও উড়ুম্বর বৃক্ষোৎপন্ন শাখাজাত হইবে। ব্রাহ্মণ কুমারের কেশান্তপরিমিত দণ্ড হইবে, এইরূপ ক্ষত্রিয়সন্তানের ললাটমিত, বৈশ্য ব্রহ্মচারীর নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ হইবে। অথবা সকল দ্বিজাতি ব্রহ্মচারীর উক্ত সকল দণ্ডই একরূপ হইতে পারে। কিন্তু দণ্ডগুলি বক্র হইবে না এবং ত্বগ্‌যুক্ত হইবে। ইহাদের ভিক্ষাচরণে যথাক্রমে—আদিতে 'ভবৎ' শব্দ, মধ্যে 'ভবৎ' শব্দ ও অন্তে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োজ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের 'ভবতি বা ভবন্ ভিক্ষাং দেহি', ক্ষত্রিয়ের 'ভিক্ষাং ভবতি বা ভবন্ (স্ত্রীপুরুষভেদে) দেহি', বৈশ্যের 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি বা ভবন্' এই মন্ত্র পাঠ্য। গর্ভাবধি সাবন গণনায় ষোড়শবর্ষ (জন্মাবধি ১৫ বৎসর কতিপয় দণ্ডাধিক দশ দিন) পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ কুমারের বেদাধিকার (উপনয়নযোগ্যতা) চলিয়া যায় না। ক্ষত্রিয়জাতির গর্ভাবধি দ্বাবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত সাবিত্রী-অতিক্রম হয় না, তাদৃশ চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বৈশ্যজাতির সাবিত্রী-অধিকার লুপ্ত হয় না ।২১-২৬।

এই দ্বিজাতিত্রয়ই যথাকালে উপনীত না হইলে যথোক্তকালের পর তাহারা ব্রাত্য হয়, ব্রাত্য সাবিত্রী-পতিত ও আর্য্যগণের নিন্দিত হইয়া থাকে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনেও উহাদের মধ্যে যাহার যে চর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং যাহার যাদৃশ যজ্ঞসূত্র, যেরূপ মেখলা, দণ্ড ও বস্ত্র, তৎসমুদয় ব্যবহার্য্য। মেখলা, চর্ম্ম, দণ্ড, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু নষ্ট হইলে, সেগুলি ফেলিয়া দিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অন্য মেখলাদি গ্রহণ করিবে ।২৭-২৯।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্মচারি-কর্ত্তব্যনিরূপণম্)।

অথ ব্রাহ্মচারিণাং গুরুকুলে বাসঃ ॥১॥

সন্ধ্যাদ্বয়োপাসনম্ ॥২॥

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপেত্তিষ্ঠন্ পশ্চিমামাসীনঃ ॥৩॥

কালদ্বয়মভিষেকাগ্নিকর্মকরণম্ ॥৪॥

অপ্সু দণ্ডবন্মজ্জনম্ ॥৫॥ আহূতাধ্যয়নম্ ॥৬॥

গুরোঃ প্রিয়হিতাচরণম্ ॥৭॥

মেখলা-দণ্ডাজিনোপবীতধারণম্ ॥৮॥

গুরুকুলবর্জ্জং গুণবৎসু ভৈক্ষাচরণম্ ॥৯॥

গুর্বনুজ্ঞাতো ভৈক্ষাভ্যবহরণম্ ॥১০॥

শ্রাদ্ধকৃতলবণশুক্তপর্য্যুষিত নৃত্যগীতস্ত্রীমধু-
মাসাঞ্জনোচ্ছিষ্টপ্রাণিহিংসাশ্লীলপরিবর্জ্জনম্ ॥১১॥

অধঃ শয্যা ॥১২॥

গুরোঃ পূর্ব্বোত্থানং চরমং সংবেশনম্ ॥১৩॥

কৃতসন্ধ্যোপাসনশ্চ গুর্ব্বভিবাদনং কুর্য্যাৎ ॥১৪॥

তস্য চ ব্যত্যস্তকরঃ পাদাবুপস্পৃশেৎ ॥১৫॥

দক্ষিণং দক্ষিণেনেতরমিতরেণ ॥১৬॥

স্বঞ্চ নামাস্যাভিবাদনান্তে ভোঃশব্দান্তং নিবেদয়েৎ ।১৭।

তিষ্ঠন্নাসীনঃ শয়ানো ভুঞ্জানঃ পরাঙ্মুখশ্চ নাস্যাভি
ভাষণং কুর্য্যাৎ ॥১৮॥

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু গচ্ছতঃ।
আগচ্ছতঃ প্রত্যুদ্গম্য পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ ॥১৯॥

পরাঙ্মুখস্যাভিমুখঃ ॥২০॥ দূরস্থস্যান্তিকমুপেত্য ॥২১॥

অতঃপর ব্রহ্মচারীদের গুরুগৃহে বাসের কথা বলা হইতেছে। প্রাতঃ ও সায়ং দুই কালে সন্ধ্যাদ্বয়ের অনুষ্ঠান। (মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাও মতান্তরে কর্ত্তব্য)। প্রাতঃ-সন্ধ্যানুষ্ঠান দণ্ডায়মান হইয়া করিবে। উপবিষ্ট হইয়া সায়ং সন্ধ্যা অনুষ্ঠেয়। প্রাতঃ, সায়ং উভয়কালে স্নান ও অগ্নিহোত্রাহুতি করণীয়।১-৪।

জলে দণ্ডের মত অবগাহন স্নান, গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া অধ্যয়ন, আচার্য্যের প্রিয় ও হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান। নির্দ্দিষ্ট মেখলা, দণ্ড, চর্ম্ম ও উপবীতধারণ। গুরু বা তৎসম্পর্কীয় গৃহছাড়া অন্যত্র ভিক্ষা করা। গুরুর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের আহার। শ্রাদ্ধে প্রদত্ত, কৃত্রিমলবণ (অসৈন্ধব), শুক্ত (অম্লতাপন্ন কাঞ্জি), পর্য্যুষিত (বাসি) অন্নভোজন ত্যাগ। নাচ, গান, স্ত্রীসংসর্গ, মধু, মাংস ও অঞ্জন পরিহার, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট অন্নের অভোজন, প্রাণি-হিংসা, অশ্লীল বাক্যকথনে বিরতি কর্ত্তব্য।৫-১০।

ব্রহ্মচারী অসংস্কৃত ভূমিতে (স্থণ্ডিলে) শয়ন করিবে। গুরুর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিবে ও গুরুর শয্যাগ্রহণের পর শয়ন করিবে। প্রতিদিন সন্ধ্যো-পাসনার পর গুরুর প্রণাম কর্ত্তব্য। প্রণামকালে অসংশ্লিষ্ট দক্ষিণহস্তে গুরুর দক্ষিণচরণ এবং বামহস্তে বামচরণ স্পর্শ করিবে। অভিবাদনের পর অভিবাদন-বাক্য এইরূপ পড়িবে 'অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা, বসুমিত্রদাসোঽহম্ অভিবাদয়ে ভোঃ'। দণ্ডায়মান থাকিয়া, উপবেশন করিয়া, শুইয়া থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে কিংবা বিমুখ হইয়া গুরুর অভিভাষণ করিবে না। কিন্তু গুরু উপবেশন করিয়া থাকিলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শিষ্য আলাপ করিবে। তিনি যাইতে থাকিলে, পিছন পিছন যাইয়া তাহার সহিত আলাপ করিবে। গুরুর আগমনে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া (প্রত্যুদ্গমন করিয়া) এবং দৌড়াইতে থাকিলে ধাবমান হইয়া অভিভাষণ কর্ত্তব্য। গুরু পরাঙ্মুখ থাকিলে তাঁহার অভিমুখে যাইয়া, দূরে থাকিলে নিকটে যাইয়া, শয়ান থাকিলে প্রণাম করিয়া কোন কিছু বক্তব্য নিবেদন করিবে।১১-২২।

তাঁহার দৃষ্টিপথের মধ্যে থাকিয়া শিষ্য ইচ্ছামত উপবেশন করিবে না। গুরুদেবের নামোল্লেখ 'শ্রী'

শয়ানস্য প্রণম্য ।২২।
তস্য চ চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনঃ স্যাৎ ।২৩।
ন চাস্য কেবলং নাম ব্রুয়াৎ ।২৪।
গতি-চেষ্টা-ভাষিতাদিকং নাস্যানুকুর্য্যাৎ ।২৫।
যত্রাস্য নিন্দাপরীবাদৌ স্যাতাং, ন তত্র তিষ্ঠেৎ ।২৬।
নাস্যৈকাসনো ভবেৎ ।২৭।
ঋতে শিলাফলকনৌযানেভ্যঃ ।২৮।
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্‌বর্ত্তেত ।২৯।
অনির্দিষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূন্নাভিবাদয়েৎ ।৩০।
বালে সমানবয়সি বাধ্যাপকে গুরুপুত্রে
গুরুবদ্ বর্ত্তেত ।৩১।
নাস্য পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ ।৩২।
নোচ্ছিষ্টমশ্নীয়াৎ ।৩৩।
এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ ।৩৪।
ততো বেদাঙ্গানি ।৩৫।

যস্ত্বনধীতবেদোঽন্যত্র শ্রমং কুর্য্যাদসৌ সসন্তানঃ
শূদ্রত্বমেতি ।৩৬।
মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ।৩৭।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা ত্বাচার্য্যঃ ।৩৮।
এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম ।৩৯।
প্রাঙ্ মৌঞ্জীবন্ধনাদ্ দ্বিজঃ শূদ্রসমো ভবতি ।৪০।
ব্রহ্মচারিণা মুণ্ডেন জটিলেন বা ভাব্যম্ ।৪১।
বেদস্বীকরণাদূর্দ্ধং গুর্ব্বনুজ্ঞাতস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা
স্নায়াৎ ।৪২।
ততো গুরুকুল এব বা জন্মনঃ শেষং নয়েৎ ।৪৩।
তত্রাচার্য্যে প্রেতে গুরুবদ্ গুরুপুত্রে বর্ত্তেত ।৪৪।
গুরুদারেষু সবর্ণেষু বা ।৪৫।
তদভাবেঽগ্নিশুশ্রূষুর্নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী স্যাৎ ।৪৬।
এবঞ্চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমতন্দ্রিতঃ ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহাজায়তে পুনঃ ॥৪৭॥

'ঠাকুর' প্রভৃতি উপাধিবিহীন করিয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার চলাফেরার অনুকরণ, চেষ্টা, ভঙ্গী ও বাক্‌প্রয়োগের অনুকরণ পরিহরণীয়। যেখানে ইঁহার নিন্দা ও কলঙ্কের কথা হইতেছে, সেস্থানে থাকিবে না। গুরুর একাসনে বসিবে না ।২৩-২৭।

কিন্তু এক শিলাফলকে, এক নৌকাতে ও রথাদি যানে একত্র উপবেশন নিষিদ্ধ নহে। গুরুর গুরু উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার প্রতিও নিজ গুরুর মত আচরণ করিবে। গুরুর নির্দেশ ব্যতীত নিজ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকেও অভিবাদন করিবে না। অল্পবয়স্ক বা সমানবয়স্ক গুরুপুত্র নিজ অধ্যাপক হইলে তাঁহার প্রতিও গুরুবৎ সম্মান দেখাইবে। পরন্তু ইঁহার পা ধুইয়া দিবে না। তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইবে না। এইরূপ ব্রতাবলম্বন করিয়া এক বেদ বা দুই বেদ অথবা তিন বেদও অধ্যয়ন করিবে ।২৮-৩৪।

অতঃপর বেদাঙ্গও (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষশাস্ত্র) আয়ত্ত করিবে। যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সে পুত্র পৌত্রাদির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথমে মাতার উদর হইতে জন্ম হয়, উপনয়ন দ্বিজাতির দ্বিতীয় জন্ম। সেই উপনয়ন সংস্কারে ভগবতী গায়ত্রী তাহার মাতা, আচার্য্যদেব তাহার পিতৃস্থানীয়। এই কারণে দ্বিজাতিকে দ্বিজ বলে ।৩৫-৩৯।

যতদিন মুঞ্জমেখলা বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন না হইয়াছে, তাবৎকাল দ্বিজকুমার শূদ্রতুল্য থাকে। ব্রহ্মচারী হয় মুণ্ডিতমস্তক হইবে অথবা জটা ধারণ করিবে। বেদাধ্যয়নের পর গুরুর অনুমতি পাইলে, তাঁহাকে অভীষ্ট দ্রব্য দক্ষিণা দিয়া স্নাতক বা সমাবৃত্ত হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে গুরুকুলেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবে (গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে নাও পারে)। তখন (গুরুকুলে বাসকালে) গুরুদেবের দেহত্যাগ হইলে গুরুপুত্রতেই গুরুর মত ব্যবহার করিবে। অথবা গুরুদেবের সবর্ণা ভার্য্যাকেই গুরুস্থানীয় মনে করিয়া গুরুবৎ ব্যবহার করিবে ।৪০-৪৫।

গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র না থাকিলে, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অগ্নিসেবায়ই রত থাকিবে। যে বিপ্র আলস্যত্যাগপূর্ব্বক

কামতো রেতসঃ সেকং ব্রতস্থস্য দ্বিজন্মনঃ।
অতিক্রমং ব্রতস্যাহুর্ধর্মজ্ঞা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৪৮॥

এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্।
সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষং স্বকর্ম পরিকীর্তয়ন্ ॥৪৯॥

তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষেণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমব্দেন স বিশুধ্যতি ॥৫০॥

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণ করেন, তিনি দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করেন, আর ইহলোকে তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। কোন দ্বিজাতি যদি ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবস্থায় কামবশে শুক্রপাত করে, তবে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ তাহাকে ব্রতভঙ্গ বলিয়া থাকেন। এই পাপ ঘটিলে, প্রায়শ্চিত্তার্থে গর্দ্দভ- চর্ম্ম পরিধান করিয়া নিজ দুষ্কার্য্য কীর্ত্তণ করতঃ সাতবাড়ী ভিক্ষাচরণ করিবে এবং সেই সপ্তগৃহ হইতে লব্ধ ভিক্ষা-দ্রব্য দিনে একবার মাত্র আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, এইরূপ একবর্ষ করিলে তাহার শুদ্ধি হইবে। ৪৬-৫০।

স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ ॥৫১॥

অকৃত্বা ভৈক্ষ্যচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতঞ্চরেৎ ॥৫২॥

তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামকারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্ ॥৫৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিজব্রহ্মচারী নিদ্রিতাবস্থায় অনিচ্ছায় রেতঃপাত করিলে পরদিন স্নানান্তে সূর্য্যপূজা করিয়া তিনবার 'পুনর্মামেত্বিন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি ঋক্ জপ করিবে। যদি ব্রহ্মচারী সুস্থ দ্বিজ উত্তরোত্তর সাতদিন ভিক্ষাচরণ না করে, অগ্নিতে (প্রতিদিন) আহুতি না দেয়, তবে অবকীর্ণি-ব্রত (ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত) আচরণ করিবে। প্রাতঃকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক শয়ানাবস্থায় যদি সূর্য্যোদয় হয় এবং তাহার অবহেলায় নিদ্রাকালে সূর্য্যাস্ত ঘটে, তবে দিনোপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৫১-৫৩।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(আচার্য্য-কর্ত্তব্যনিরূপণম্)।

যস্তূপনীয় ব্রতাদেশং কৃত্বা
বেদমধ্যাপয়েত্তমাচার্য্যং বিদ্যাৎ ॥১॥
যস্ত্বেনং মূল্যেনাধ্যাপয়েত্তমুপাধ্যায়মেকদেশং বা ॥২॥

যো যস্য যজ্ঞে কর্মাণি কুর্য্যাত্তমৃত্বিজং বিদ্যাৎ ॥৩॥
নাপরীক্ষিতং যাজয়েৎ ॥৪॥
নাধ্যাপয়েৎ ॥৫॥ নোপনয়েৎ ॥৬॥

যিনি মাণবককে উপনয়ন দিয়া ও ব্রতোপদেশ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য জানিবে। আর যিনি বৃত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি উপাধ্যায় অথবা বেদের একাংশ অধ্যাপনাকারীও উপাধ্যায়। যাহার যজ্ঞে যিনি বৃত হইয়া হোতৃত্বাদি যজ্ঞকার্য্য করেন, তাঁহাকে তাহার ঋত্বিক্ বলিয়া জানিবে। যজমানের কুলশীলাদি পরীক্ষা না করিয়া তাহার যাজন করিবে না। ১-৪।

এইরূপ অপরীক্ষিতকুলশীলকে বেদাধ্যাপনা করা ও উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত করাও নিষিদ্ধ। অন্যায়ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া যিনি উত্তর দেন এবং যে শাস্ত্র বিগর্হিত পথে প্রশ্ন করে, তাহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় অথবা

অধর্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি বিদ্বেষং বাধিগচ্ছতি ॥৭॥
ধর্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥৮॥
বিদ্যাহ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম,
গোপায় মা শেবধিস্তেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায়,
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥৯॥
যমেব বিদ্যাঃ শুচিমপ্রমত্তং,
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্যোপপন্নম্।
যস্তে ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহ,
তস্মৈ মাং ব্রূয়া নিধিপায় ব্রহ্মন্ ॥১০॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

পরস্পর বৈরভাব আসে। যে ক্ষেত্রে বিদ্যাদানে ধর্ম্ম ও অর্থ কিছুই নাই অথবা ধর্ম্মতঃ শুশ্রূষা নাই, তথায় ঊষর ক্ষেত্রে উত্তম বীজবপন যেমন করণীয় নহে, সেইরূপ সে পাত্রে বিদ্যাদানও অকর্ত্তব্য। এক সময় বিদ্যাদেবী ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 'ওহে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার রত্ন (গুপ্তধন), আমাকে তুমি রক্ষা কর, তুমি আমাকে গুণসত্ত্বে দোষারোপী ব্যক্তির, কুটিলমতির ও অসংযমীর হাতে সমর্পণ করিও না, আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলে আমি শক্তিমতী থাকিব। হে ব্রাহ্মণ! তুমি যাহাকে বুঝিবে —এই ব্যক্তি পবিত্র, মনোযোগী (সাবধান), মেধাবী, ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত এবং তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবে না এবং তোমার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বলে না, তাদৃশ বিদ্যা-ভাণ্ডার-রক্ষক বিদ্যার্থীকে আমার তত্ত্ব বলিবে' ।৫-১০।

বিষ্ণুসংহিতায় ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা ছন্দাংস্যুপাকৃত্যার্দ্ধপঞ্চমান্ মাসানধীয়ীত ॥১॥
ততস্তেষামুৎসর্গং বহিঃ কুর্য্যান্নানুপাকৃতানাম্ ॥২॥
উৎসর্গোপাকর্মণোর্মধ্যে বেদাঙ্গাধ্যয়নং কুর্য্যাৎ ॥৩॥
নাধীয়ীতাহোরাত্রং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ॥৪॥
নর্ত্ত্বন্তরগ্রহসূতকে ॥৫॥ নেন্দ্রিয়প্রয়াণে ॥৬॥
ন বাতি চণ্ডপবনে ॥৭॥ নাকালবর্ষবিদ্যুৎস্তনিতেষু ॥৮॥
ন ভূকম্পোল্কাপাতদিগ্দাহেষু ॥৯॥

শ্রাবণী বা ভাদ্রপদীয় পূর্ণিমা তিথিতে উপাকর্ম্ম নামক বেদারম্ভে করণীয় কৃত্য সমাপনান্তে পঞ্চম মাসের অর্দ্ধাবধি কাল বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকিবে। পরে সেই উপাকর্ম্মসংস্কারে সংস্কৃত, অধীত বেদের সমাপ্তি বা উৎসর্গানুষ্ঠান গ্রাম বহির্ভাগে করিতে হইবে, যদি উপাকর্ম্ম না হইয়া থাকে, তবে তাহার উৎসর্গও করণীয় নহে (উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গকালের মধ্যে বেদাঙ্গগুলি অধ্যয়ন করিবে)।১-৩।

উভয়পক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে অহোরাত্র-মধ্যে কোন সময়ই অধ্যয়ন করিবে না। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নকালমধ্যে যদি সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণনিমিত্তক অশৌচ হয় অথবা অন্য ঋতুর আরম্ভ হয়, তবে তখন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ইন্দ্রধ্বজপূজার পর তাহার বিসর্জ্জন দিনে, প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকিলে, শাস্ত্রোক্ত অকালবর্ষণ, বিদ্যুৎ-পাত ও মেঘগর্জ্জন হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাজ্য। ভূমিকম্প, উল্কাপাত ও দিগ্দাহ হইলেও অধ্যয়ন অকরণীয়।৪-৯।

নান্তঃশবে গ্রামে ॥১০॥ ন শস্ত্রসম্পাতে ॥১১॥
ন শ্ব-শৃগাল-গর্দ্দভ-নির্হ্রাদেষু ॥১২॥
ন বাদিত্রশব্দে ॥১৩॥
ন শূদ্রপতিতয়োঃ সমীপে ॥১৪॥
ন দেবতায়তন-শ্মশান-চতুষ্পথ-রথ্যাসু ॥১৫॥
নোদকান্তঃ ॥১৬॥ ন পীঠোপহিতপাদঃ ॥১৭॥
হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌগোযানেষু ॥১৮॥ ন বান্তঃ ॥১৯॥
ন বিরিক্তঃ ॥২০॥ নাজীর্ণী ॥২১॥
ন পঞ্চনখান্তরাগমনে ॥২২॥
ন রাজ-শ্রোত্রিয়-গো-ব্রাহ্মণব্যসনে ॥২৩॥
নোপাকর্ম্মণি ॥২৪॥
নোৎসর্গে ॥২৫॥ ন সামধ্বনাবৃগ্যজুষী ॥২৬॥
নাপররাত্রমধীত্য শয়ীত ॥২৭॥
অভিযুক্তোঽপ্যনধ্যায়েষ্বধ্যয়নং পরিহরেৎ ॥২৮॥

যস্মাদনধ্যয়নাধীতং নেহ নামুত্র ফলদম্ ॥২৯॥
তদধ্যয়নেনায়ুষঃ ক্ষয়ো গুরুশিষ্যয়োশ্চ ॥৩০॥
তস্মাদনধ্যায়বর্জ্জং গুরুণা ব্রহ্মলোককামেন বিদ্যা
সচ্ছিষ্যক্ষেত্রেষু বপ্তব্যা ॥৩১॥
শিষ্যেণ ব্রহ্মারম্ভাবসানয়োর্গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং
কার্য্যম্ ॥৩২॥
প্রণবশ্চ ব্যাহর্ত্তব্যঃ ॥৩৩॥
তত্র চ যদৃচোঽধীতে তেনাস্যাজ্যেন পিতৄণাং
তৃপ্তির্ভবতি ॥৩৪॥
যদ্ যজুংষি তেন মধুনা ॥৩৫॥
যৎসামানি তেন পয়সা ॥৩৬॥
যচ্চাথর্বণস্তেন মাংসেন ॥৩৭॥
যৎপুরাণেতিহাসবেদাঙ্গধর্মশাস্ত্রাণ্যধীতে
তেনাস্যান্নেন ॥৩৮॥

গ্রামের মধ্যে শব থাকিলে সেই গ্রামে এবং যথায় অস্ত্র-শস্ত্রনিক্ষেপ হইতেছে তথায় অধ্যয়ন পরিহার্য্য। কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভের ধ্বনি হইলে, বাদ্যশব্দ হইলে, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সন্নিধানে, দেবতার আয়তনে, শ্মশানে, চতুষ্পথে (চৌ মাথায়) রাজপথে অধ্যয়ন করিতে নাই। জলের মধ্যে থাকিয়া, পীঠের (পিড়ির) উপর পাদতল চাপাইয়া, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, নৌকা ও গোযানে চাপিয়া অধ্যয়ন করিবে না। ১০-১৮।

বমন করিলে, অত্যধিকবার পুরীষত্যাগ হইলে, ভুক্ত বস্তু অজীর্ণ হইলে, অধ্যয়নকালে গুরুশিষ্য উভয়ের মধ্য দিয়া পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী যাইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ১৯-২২।

রাজা, শ্রোত্রিয় (শাখা-বিশেষাধ্যায়ী বেদজ্ঞ), গোজাতি ও ব্রাহ্মণমাত্রের বিপত্তি ঘটিলে অধ্যয়ন করণীয় নহে। উপাকর্ম্ম করিবার পর ও উৎসর্গনামক ক্রিয়া করিবার পর তিনদিন অধ্যয়ন পরিত্যাজ্য। ২৩-২৫।

যেখানে সামগানের ধ্বনি হইতেছে তথায় ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যেয় নহে। শেষরাত্রে অধ্যয়ন করিবার পর আর শয়ন করিবে না। অভিযুক্ত (বেদাধ্যাপনার জন্য বৃত্তি গ্রহণ করিলে অথবা শিষ্যকে অধ্যয়নের জন্য আগ্রহবান্ হইলেও অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। (কেহ বলেন,—অনধ্যায়দিনে অধ্যয়ন না করা বশতঃ কেহ অভিযোগ করিলেও ঐ দিনে অধ্যয়ন করিবে না।) ২৬-২৮।

যেহেতু অনধ্যায়দিনে অধীত বিদ্যা ইহলোকে ও পরকালে ফলপ্রদ হয় না। ২৯।

তাহাতে অধ্যয়ন দ্বারা গুরু শিষ্য উভয়েরই পরমায়ুঃ-ক্ষয় হয়। এইজন্য ব্রহ্মলোককামী গুরু অনধ্যায়দিন পরিত্যাগ করিয়া সৎশিষ্যরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবেন। ৩০-৩১।

শিষ্য বেদপাঠের আরম্ভে ও অন্তে গুরুর পাদ বন্দনা করিবে এবং প্রণবের (ওঁ মন্ত্রের) উচ্চারণ করিবে। সেই অধ্যয়নকার্য্যে যদি ঋগ্‌বেদ অধীত হয়, তবে তাহার পিতৃপুরুষ ঘৃতপানের তৃপ্তিলাভ করেন। ৩২-৩৪।

যদি যজুর্ব্বেদ অধীত হয়, তবে মধুপানের তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। যদি সামবেদ অধীত হয়, তবে দুগ্ধ পানের তৃপ্তি পান। অথর্ব্ববেদ অধীত হইলে মাংসভোজনের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে। আর পুরাণ, ইতিহাস (মহাভারতাদি) বেদাঙ্গ

যশ্চ বিদ্যামাসাদ্যাস্মিঁল্লোকে তয়া জীবেন্ন সা তস্য
পরলোকে ফলপ্রদা ভবেৎ ॥৩৯॥
যশ্চ বিদ্যয়া যশঃ পরেষাং হন্তি ॥৪০॥
অননুজ্ঞাতশ্চান্যস্মাদধীয়ানান্ন বিদ্যামাদদ্যাৎ ॥৪১॥
তদাদানমস্য ব্রহ্মস্তেয়ং নরকায় ভবতি ॥৪২॥
লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা।
আদদীত যতো জ্ঞানং ন তং দ্রুহ্যেৎ কদাচন ॥৪৩॥
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥৪৪॥

কামান্মাতা পিতা চৈনং যদুৎপাদয়তো মিথঃ।
সম্ভূতিং তস্য তাং বিদ্যাদ্ যদ্ যোনাবিহজায়তে ॥৪৫॥
আচার্য্যস্তস্য যাং জাতিং বিধিবদ্ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা সাজরামরা ॥৪৬॥
যা আবৃণোত্যবিতথেন কর্ণা-
বদুঃখংকুর্বন্নমৃতং সংপ্রযচ্ছন্।
তং বৈ মন্যেৎ পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্।

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(শিক্ষা-কল্প-শাস্ত্রাদি) ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে তাহাতে অন্নভোজনের তৃপ্তি সম্পন্ন হয়। ৩৫-৩৮।

যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া ইহলোকে সেই বিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহার সেই বিদ্যা পরলোকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফলের প্রসূ হয় না। আর অধীত বিদ্যা দ্বারা যে অপরের যশের হানিকর হয় তাহার ঐ বিদ্যা পরকালে সুফল প্রসব করে না। ৩৯-৪০।

অনুমতি না পাইয়া অপর অধ্যয়নকারী (সতীর্থ) হইতে বিদ্যাগ্রহণ করিবে না। সেইরূপ বিদ্যা-গ্রহণ বিদ্যাচৌর্য্য বলিয়া খ্যাত, উহা নরকপাতের কারণ হয়। লৌকিক বা বৈদিক অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা হইতে লব্ধ হয়, সেই জ্ঞানদাতার কদাচ অনিষ্টাচরণ বা তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিবে না। ৪১-৪৩।

জন্মদাতা পিতা ও বেদাধ্যাপক পিতা—এই উভয়ের মধ্যে বেদদাতা (আচার্য্য) পিতাই গুরুতর। কারণ ব্রাহ্মণকুমারের বেদগ্রহণরূপ জন্ম পরলোকে ও ইহলোকে চিরস্থায়ী (অক্ষয়) হয়। ৪৪।

পিতা ও মাতা পরস্পর কামবশতঃ যে এই শিশুকে উৎপাদন করে, সেই উৎপাদন তাহার জন্ম মাত্র বলিয়া জানিবে, যেহেতু সে মাতৃযোনি হইতে নির্গত হইয়া এই পৃথিবীতে আসে। ৪৫।

সেই দ্বিজাতিকুমারের বেদ-বেদাঙ্গ পারদর্শী আচার্য্য সাবিত্রী শিক্ষা দিয়া যে জন্ম দান করেন, সেই জন্মই তাহার সত্য (অক্ষয়), যেহেতু তাহাতে বার্দ্ধক্য আসে না, তাহার নাশও নাই। ৪৬।

যিনি (আচার্য্য) দুঃখনাশ ও অমৃতত্বের (মুক্তির) সন্ধান দিয়া কর্ণবিবর দুইটি সত্যস্বরূপ বেদমন্ত্র দ্বারা ভরিয়া দেন, তাঁহাকেই পিতা ও মাতা বলিয়া মনে করিবে, তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করতঃ কখনও তাঁহার বিদ্রোহ করিবে না। ৪৭

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(গুরু-সেবনম্)।

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি ॥১॥
মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ ॥২॥
তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষুণা ভবিতব্যম্ ॥৩॥
যত্তে ব্রূয়ুস্তৎ কুর্য্যাৎ ॥৪॥
তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ ॥৫॥
ন তৈরননুজ্ঞাতং কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ ॥৬॥
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়ঃ সুরাঃ।
এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৭॥
পিতা গার্হপত্যোঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ ॥৮॥
সর্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৯॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্ ॥
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥১০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মানবের তিনজন মহাগুরু হন। পিতা, মাতা ও বেদদাতা আচার্য্য। নিত্যই তাঁহাদের সেবক (আদেশ শ্রবণে উৎকর্ণ) হইবে। তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন তাহা পালন করিবে। ১-৪।

তাঁহাদের হিতকর ও প্রিয় কার্য্য করিবে। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত স্বাধীনভাবে কিছুই করিবে না। মনে রাখিবে—পিতা, মাতা ও আচার্য্য ইঁহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবতা, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—এই তিন লোক ইঁহারাই—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ নামে তিন অগ্নি ইঁহারাই অর্থাৎ ইঁহাদের উপাসনায় বেদার্থ সাধিত হয়, উক্ত তিন দেবতা তৃপ্ত হন, তিন অগ্নিতে আহুতি দেওয়া সম্পন্ন হয়, কাম্য তিনলোকপ্রাপ্তি তাহাতেই ঘটে। অতঃপর ইহার বিবরণ করিতেছেন,—পিতা গার্হপত্য-নামক অগ্নি, মাতা দক্ষিণাগ্নি, আচার্য্য আহবনীয় নামক অগ্নি। যে ব্যক্তির কাছে পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই তিনজন আদৃত (পূজিত) হন, সকল ধর্ম্মেই তাহার আদর দেখান হয়। আর যাহার কাছে ইঁহারা অনাদৃত (অভক্তির পাত্র), সে যত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াই করুক, সমস্তই তাহার বিফল হয়। ৫-৯।

মাতৃভক্তি দ্বারা এই মর্ত্যলোক ভোগ করে, পিতৃভক্তি দ্বারা মধ্যমলোক (স্বর্গ) এবং গুরুসেবা দ্বারা ব্রহ্মলোক ভোগ করে।

বিষ্ণুসংহিতায় একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(গুরুং প্রতি কর্তব্যম্)।

রাজর্ত্বিক্-শ্রোত্রিয়াধর্ম্মপ্রতিষেধ্যুপাধ্যায়-পিতৃব্য-
মাতামহ-মাতুল-শ্বশুর-
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসম্বন্ধিনশ্চাচার্য্যবৎ ॥১॥
পত্ন্য এতেষাং সবর্ণাঃ ॥২॥
মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা জ্যেষ্ঠা স্বসা চ ॥৩॥
শ্বশুর-পিতৃব্য-মাতুলর্ত্বিজাং কনীয়সাং প্রত্যুত্থান—
মেবাভিবাদনম্ ॥৪॥
হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনং, ন
পাদোপসংস্পর্শনম্ ॥৫॥
গুরুপত্নীনাং গাত্রোৎসাদনাঞ্জন-কেশসংযমন-পাদ-
প্রক্ষালনাদীনি ন কুর্য্যাৎ ॥৬॥
অসংস্তুতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি
মাতেতি বা ॥৭॥ ন চ গুরূণাং ত্বমিতি ক্রয়াৎ ॥৮॥
তদতিক্রমে নিরাহারো দিবসান্তে তং প্রসাদ্যাশ্নীয়াৎ ॥৯
ন চ গুরুণা সহ বিগৃহ্য কথাং কুর্য্যাৎ ॥১০॥
নৈব চাস্য পরীবাদম্ ॥১১॥ ন চানভিপ্রেতম্ ॥১২॥
গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণে বিংশতিবর্ষে চ গুণদোষৌ বিজানতা ॥১৩॥
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্ বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥১৪॥
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥১৫॥
বিত্তং বন্ধুর্ব্বয়ঃ কর্ম্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মানস্থানানি গরীয়ো যদ্ যদুত্তরম্ ॥১৬॥

রাজা, পুরোহিত, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, অধর্ম্মের প্রতি-কর্ত্তা, উপাধ্যায়, পিতৃব্য (পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা), মাতামহ, মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদর ও বৈবাহিকাদি সম্বন্ধী ইঁহারা আচার্য্যের মতই মান্য। ইঁহাদের সবর্ণা পত্নীগণও মাননীয়া। ১-২।

মাসী, পিসী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইঁহারাও পূজনীয়া। শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল ও পুরোহিত বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাঁহাদের আগমনে প্রত্যুত্থানই অভিবাদনস্থানীয়। ৩-৪।

হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে না। কিন্তু দূর হইতে 'আমি অমুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি' বলিয়া অভিবাদন করিবে। গুরুপত্নীমাত্রেরই গাত্রসংবাহন, অঞ্জনলেপন, কেশবন্ধন ও পাদ-প্রক্ষালনাদি গাত্রস্পর্শপূর্ব্বক সেবামাত্রই পরিহার করিবে। ৫-৬।

অপরিচিতা পরস্ত্রীকে মা, ভগিনী বা কন্যা বলিয়া সম্ভাষণ করিবে। গুরুজনদিগকে 'তুমি' বলিবে না। গুরুজনের প্রতি মানহানিকর ব্যবহার করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত রূপে—দিবাভাগে অনাহারে থাকিয়া দিনান্তে তাঁহাকে (মিষ্টবাক্যে ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা) প্রসন্ন করিয়া আহার করিবে। ৭-৯।

গুরুর সহিত বিজিগীষাবুদ্ধিতে বিরোধ করিয়া বাদানুবাদ করিবে না। গুরুর কলঙ্কোৎপাদন একেবারেই করিবে না। এবং ইঁহার অনভিপ্রেত বা অপ্রিয় আচরণ করিবে না। ১০-১২।

গুরুজনের অভিবাদন ব্যাপারে বিশেষ কথা এই-যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন কর্ত্তব্য নহে, কারণ বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইলে যৌবনের প্রবলতা আসে, তখন স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শে গুণদোষ বিচার করিয়া উহা পরিহরণীয়। ১৩।

পরন্তু যুবতী-গুরুপত্নীদিগের বন্দনা যুবা শিষ্য ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া 'অসাবহম্' 'আমি এই ব্যক্তি' বলিয়া বিধিমত সম্পন্ন করিবে। শিষ্য প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

ব্রাহ্মণং দশবর্ষঞ্চ শতবর্ষঞ্চ ভূমিপম্।
পিতাপুত্রৌ বিজানীয়াদ্ ব্রাহ্মণস্তু তয়োঃ পিতা ॥১৭॥

বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মনঃ ॥১৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

করিয়া শিষ্টাচারানুসারে প্রতিদিন গুরুপত্নীদিগের পাদগ্রহণ ও অভিবাদন করিবে। ১৪-১৫।

ধন-সম্পদ্, আত্মীয়তা, বয়স, কর্ম্ম ও বিদ্যা পাঁচটি সম্মানের কারণ, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তরের গুরুত্ব অর্থাৎ ধন অপেক্ষা আত্মীয়তার গুরুত্ব বেশী, এইরূপ আত্মীয়তা হইতে বয়স, বয়স হইতে উত্তমকর্ম্ম ও তদপেক্ষা বিদ্যা গরীয়সী, তাৎপর্য্য এই—ধনী অপেক্ষা দরিদ্র আত্মীয়কে অধিক সম্মান করিবে, আত্মীয় অপেক্ষা অধিকবয়স্ক সম্মানাস্পদ, অধিকবয়স্ক ও কর্ম্মী উভয়ের মধ্যে কর্ম্মী আদরণীয়, কর্ম্মী ও বেদজ্ঞের মধ্যে বেদজ্ঞ অধিক পূজ্য। ১৬।

দশবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ ও শতবর্ষবয়স্ক রাজা উভয়কে পিতা-পুত্র বলিয়া জানিবে। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ রাজার পিতাস্বরূপ। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি জ্ঞানে বড় তিনিই জ্যেষ্ঠ (বয়সে নহে), ক্ষত্রিয়দিগের জ্যেষ্ঠতা বাহুবীর্য্য দেখিয়া, বৈশ্যদের ধন-ধান্যপ্রাচুর্য্যানুসারে, কিন্তু শূদ্রজাতির জন্মানুসারে অর্থাৎ বয়োঽনুসারে জ্যেষ্ঠতা জ্ঞাতব্য। ১৭-১৮।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।
(পতনকারণ-নিরূপণম্)।

অথ পুরুষস্য কামক্রোধলোভাখ্যং রিপুত্রয়ং সুঘোরং ভবতি ॥১॥
পরিগ্রহপ্রসঙ্গাদ্ বিশেষেণ গৃহাশ্রমিণঃ ॥২॥

তেনায়মাক্রান্তোঽতিপাতকমহাপাতকানুপাতকো-পপাতকেষু প্রবর্ত্ততে ॥৩॥

জাতিভ্রংশকরেষু সঙ্করীকরণেষ্বপাত্রীকরণেষু চ ॥৪॥
মলাবহেষু প্রকীর্ণকেষু চ ॥৫॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর মানুষের শত্রুর কথা বলিতেছি, তাহাদের কাম, ক্রোধ ও লোভনামক তিনটি অতি ভীষণ শত্রু আছে। বিশেষতঃ গৃহস্থ মানবের অনেক প্রকার বস্তু ও ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ রিপুগুলি প্রবল হয়। তাহাতে আক্রান্ত হইয়া মানব অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হয়। ১-৩।

এই প্রকার জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ ও একপাত্রী-করণাখ্য পাপেও প্রবৃত্ত হয়। মলাবহ ও প্রকীর্ণসঞ্জ্ঞক পাপেও মানবের প্রবৃত্তি ঘটে। ৪-৫।

ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন প্রকার নরকপ্রবেশের দ্বার আছে, যাহা আত্মার নাশের কারণ, অতএব এই তিনটি সর্ব্বনাশের মূল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে'। ৪-৬।

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(অতিপাতকবিবরণম্)।

মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং
স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি। ১।
অতিপাতকিনস্ত্বেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
নহ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং
বিদ্যতে হি কথঞ্চন।২।
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

স্বমাতৃগমন, কন্যাগমন ও পুত্রবধূগমন এই তিনটি অতিপাতক (সকল পাপের অধিক পাপ)। এই অতিপাতককারিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নিপ্রবেশ করিবে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। ১-২।

পঞ্চত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(মহাপাতক-বিবরণম্)।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং গুরুদার-
গমনমিতি মহাপাতকানি ॥১॥ তৎসংযোগশ্চ ॥২॥
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্ ।৩॥
একযানভোজনাশনশয়নৈঃ ॥৪॥
যৌনস্রৌবমৌখসম্বন্ধাৎ সদ্য এব ॥৫॥
অশ্বমেধেন শুধ্যেয়ুর্মহাপাতকিনস্ত্বিমে।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা ॥৬॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণ-স্বামিক একভরির অন্যূন পরিমিত সুবর্ণহরণ, বিমাতৃগমন এগুলি মহাপাতক। ঐ চতুর্বিধ মহাপাতকীর সহিত গুরুতর সংসর্গও মহাপাতক। তন্মধ্যে এক বৎসরকাল মহাপাতকীর সহিত গুরুতর সংসর্গ করিলে পাতিত্য জন্মিবে। ১-৩।

মহাপাতকীর সহিত একযানে আরোহণ, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে উপবেশন ও একশয্যায় শয়নের দ্বারা গুরুতর সংসর্গ হয়। মহাপাতকীর সহিত যৌনসম্বন্ধ (যোনিঘটিত বিবাহাদি সম্বন্ধ), স্রৌব সম্বন্ধ (যজ্ঞে স্রুবনামক পাত্র দ্বারা আহুতি ঘটিত অর্থাৎ যাজন বিশেষ) এবং মৌখ সম্বন্ধ (অধ্যাপনা) একবার করিলেই পতিত হইবে। এই পঞ্চবিধ মহাপাতকিগণ অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ হইবেন অথবা পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সকল তীর্থে পর্য্যটন দ্বারাও শুদ্ধিলাভ হইবে। ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতক-প্রায়শ্চিত্ত। ৪-৬।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(অনুপাতকবিবরণম্‌।)

যাগস্থস্য ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য চ রজস্বলায়াশ্চান্তর্ব্বত্ন্যা-
শ্চাত্রিগোত্রায়াশ্চাবিজ্ঞাতস্য গর্ভস্য শরণাগতস্য চ
ঘাতনং ব্রহ্মহত্যাসমানীতি ॥১॥
কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধ এতৌ সুরাপানসমৌ ॥২॥
ব্রাহ্মণস্য ভূম্যপহরণং নিক্ষেপাপহরণং
সুবর্ণস্তেয়সমম্‌ ॥৩॥
পিতৃব্য-মাতামহ-মাতুল-শ্বশুর-নৃপপত্ন্যভিগমনং
গুরুদারগমনসমম্‌ ॥৪॥ পিতৃষ্বসৃ-মাতৃষ্বসৃ-স্বসৃগমনঞ্চ ৫॥
শ্রোত্রিয়র্ত্বিগুপাধ্যায়মিত্রপত্ন্যভিগমনঞ্চ ॥৬॥
স্বসুঃ সখ্যাঃ সগোত্রায়া উত্তমবর্ণায়াঃ কুমার্য্যা
অন্ত্যজায়া রজস্বলায়াঃ শরণাগতায়াঃ প্রব্রজিতায়া
নিক্ষিপ্তায়াশ্চ ॥৭॥
অনুপাতকিনস্ত্বেতে মহাপাতকিনো যথা।
অশ্বমেধেন শুধ্যন্তি তীর্থানুসরণেন বা ॥৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের হত্যা, রজস্বলা রমণীর হত্যা, গর্ভিণীনাশ, অত্রিগোত্রসম্ভূতা নারীর নাশ, স্ত্রী বা পুরুষরূপে অজ্ঞাত গর্ভস্থ সন্তানের হত্যা এবং শরণাগতের হত্যা—এগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য অনুপাতক (মহাপাতকের কিঞ্চিন্ন্যূন পাতক বলিয়া অনুপাতক নামে অভিহিত)। মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান ও সুহৃদের হত্যাসাধন - এই দুইটি সুরাপানতুল্য অনুপাতক (সুবর্ণহরণের তুল্য প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া সুরাপান তুল্য বলা হইল)। ব্রাহ্মণ-স্বামিক ভূমিহরণ, গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ সুবর্ণহরণের তুল্য পাপ।১-৩।

পিতৃব্যপত্নী (পিতার সহোদর জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত পত্নী), মাতামহী, মাতুলানী, শ্বশ্রূ ও রাজপত্নীগমন গুরু-পত্নীগমনতুল্য পাতক। পিতৃস্বসা (পিসী), মাতৃস্বসা (মাসী) ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীগমন—এগুলিও গুরুপত্নীগমন-পাতকতুল্য। বেদৈকদেশাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, উপাধ্যায় ও মিত্রের পত্নীতে গমনকেও গুরুপত্নীগমন পাপের সম পাপ বলা আছে। এই প্রকার ভগিনীর সখীগমন, সগোত্রা নারীগমন, অধমবর্ণের উত্তমবর্ণা স্ত্রীগমন, কুমারী (অবিবাহিতা নারী)-গমন, অন্ত্যজা-গমন, রজস্বলাগমন, সন্ন্যাসিনীগমন, ন্যাসীভূতা রমণী গমনও অনুপাতকমধ্যে গণ্য। এই সকল অনুপাতক-পাপে লিপ্ত পাতকিগণ মহাপাতকিগণের মত অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানে অথবা সকল তীর্থপর্য্যটনে শুদ্ধি লাভ করিবে।৪-৮।

বিষ্ণু-সংহিতায় ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(উপপাতকবিবরণম্)।

অনৃতবচনমুৎকর্ষে ॥১॥ রাজগামি চ পৈশুন্যম্ ॥২॥

গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধঃ ॥৩॥ বেদনিন্দা ॥৪॥

অধীতস্য চ ত্যাগঃ।

অগ্নি-মাতৃ-পিতৃ-সুত-দারাণাঞ্চ ॥৬॥

অভোজ্যান্নাভক্ষ্যভক্ষণম্ ॥৭॥ পরস্বাপহরণম্ ॥৮॥

পরদারাভিগনম্ ॥৯॥ অযাজ্যযাজনম্ ॥১০॥

বিকর্ম্মজীবনঞ্চ ॥১১॥ অসৎপ্রতিগ্রহশ্চ ॥১২॥

ক্ষত্র-বিট্-শূদ্র-গোবধঃ ॥১৩॥ অবিক্রেয়বিক্রয়ঃ ॥১৪॥

পরিবিত্তিতানুজেন জ্যেষ্ঠস্য ॥১৫॥

পরিবেদনম্ ॥১৬॥ তস্য চ কন্যাদানম্ ॥১৭॥

যাজনঞ্চ ॥১৮॥ ব্রাত্যতা ॥১৯॥

ভৃতকাধ্যাপনম্ ॥২০॥ ভৃতাচ্চাধ্যয়নাদানম্ ॥২১॥

সর্ব্বাকরেষ্বধিকারঃ ॥২২॥ মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্ ॥২৩॥

দ্রুম-গুল্ম-বল্লী-লতৌষধীনাং হিংসা ॥২৪॥

স্ত্রীজীবনম্ ॥২৫॥ অভিচারমূলকর্ম্মসু প্রবৃত্তিঃ ॥২৬॥

আত্মার্থে ক্রিয়ারম্ভঃ ॥২৭॥ অনাহিতাগ্নিতা ॥২৮॥

দেবর্ষি-পিতৃঋণানামপক্রিয়া ।২৯॥

অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনম্ ॥৩০॥ নাস্তিকতা ॥৩১॥

কুশীলবতা ॥৩২॥ মদ্যপস্ত্রীনিষেবণম্ ॥৩৩॥

ইত্যুপপাতকানি ॥৩৪॥

উপপাতকিনস্ত্বেতে কুর্য্যুশ্চান্দ্রায়ণং নরাঃ।

পরাকঞ্চ তথা কুর্য্যুর্যজেয়ুর্গোমখেন বা ॥৩৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

গুণাদি-উৎকর্ষ সত্ত্বেও যদি মিথ্যা বলা হয়, তবে উহা উপপাতকমধ্যে গণ্য। এইরূপ রাজার কাছে খলতা বা পৈশুন (একজনের বিরুদ্ধে বৃথা দোষারোপ)। গুরুর মিছামিছি নির্বন্ধ (শিষ্যের উপর জিদ), বেদনিন্দা, অধীত বেদত্যাগ, আহিত অগ্নি, পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রের নির্দোষে পরিত্যাগ। চণ্ডালাদির অন্ন ভোজন ও অভক্ষ্য পলাণ্ডু লশুনাদিভোজন। সুবর্ণ ভিন্ন পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীগমন, অযাজ্যযাজন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ।১-১১।

অসৎপ্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবধ ও গোবধ, অবিক্রেয় ঘৃত তৈল-লবণাদির বিক্রয়, অনুজকর্ত্তৃক জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা (পাতিত্যাদি দোষরহিত জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠের স্বেচ্ছায় বিবাহ দ্বারা জ্যেষ্ঠের পরিবিত্তিতা হয়), তাদৃশ বিবাহ করা, সেই বিবাহে তাহাকে কন্যা দেওয়া, তাহার যাজন করা—এইগুলি উপপাতক বলিয়া অভিহিত।১২-১৮।

ব্রাত্যতা (পূর্ব্বোক্তভাবে সাবিত্রীপতিত হওয়া), নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়া অধ্যাপনা, তাদৃশ অধ্যাপক হইতে বিদ্যাগ্রহণ, সকল খনিতে অধিকার, মহাযন্ত্রের চালনা, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ও ওষধির ছেদ, স্ত্রীর দ্বারা জীবিকানির্বাহ, বশীকরণাদি অভিচারক্রিয়া ও মন্ত্রৌষধিপ্রয়োগ, কেবল নিজের জন্য কোন পাকাদিবিশেষের অনুষ্ঠান, অগ্নি-আধান ত্যাগ, দৈব আর্ষ পিত্র্যঋণ পরিশোধ না করা (ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ; পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ অনুষ্ঠান না করা), অসৎশাস্ত্রের অনুশীলন, পরলোকে ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস অর্থাৎ নাস্তিকবাদাশ্রয়, নটবৃত্তিগ্রহণ, মদ্যপায়িনী নারীভোগ—এইগুলি উপপাতক নামে অভিহিত। এই উপপাতকী ব্যক্তিগণ পাপক্ষালনার্থ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে, পাপের তারতম্য অনুসারে অবস্থাভেদে পরাক ব্রত বা গোমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।১৯-৩৫।

বিষ্ণু-সংহিতায় সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(জাতিভ্রংশকরপাপবিবরণম্)।

ব্রাহ্মণস্য রুজা-করণম্ ॥১॥

অঘ্রেয়মদ্যয়োর্ঘ্রাতিঃ ॥২॥

জৈহ্ম্যম্ ॥৩॥ পশুষু মৈথুনাচরণম্ ॥৪॥

পুংসি চ ॥৫॥ ইতি জাতিভ্রংশকরাণি ॥৬॥

জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।

কুর্য্যাৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

কোন ব্রাহ্মণের দুঃখোৎপাদন, লশুন পুরীষাদি অনাঘ্রেয় বস্তু ও মদ্যের গন্ধ আঘ্রাণ, কুটিল ব্যবহার, গোপ্রভৃতি পশুতে মৈথুনাচরণ, পুংমৈথুন, এইগুলি জাতিভ্রংশকর নামক পাপ। উক্ত যে কোন একটি জাতিভ্রংশ পাপ স্বেচ্ছায় করিলে কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ করিলে একটি প্রাজাপত্য ব্রত কর্ত্তব্য।১-৭।

বিষ্ণু সংহিতায় অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(সঙ্করীকরণপাপবিবরণম্)।

গ্রাম্যারণ্যানাং পশূনাং হিংসা সঙ্করীকরণম্ ॥১॥

সঙ্করীকরণং কৃত্বা মাসমশ্নীত যাবকম্।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তন্তু কারয়েৎ ॥২॥

তি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

গ্রামপালিত বা অরণ্যজাত পশুগণের হত্যাসাধন-পাপকে সঙ্করীকরণ বলে। সঙ্করীকরণাখ্য পাপ করিলে শুদ্ধ্যর্থ মাসব্যাপী সিদ্ধ যাবক ভোজন করিবে অথবা স্থল বিশেষে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠেয়।১-২।

বিষ্ণু-সংহিতায় ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(অপাত্রীকরণপাপ বিবরণম্)।

নিন্দিতেভ্যো ধনাদানং বাণিজ্যং কুসীদজীবনম-সত্যভাষণং শূদ্রসেবনমিত্যপাত্রীকরণম্ ॥১॥

অপাত্রীকরণং কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি।

শীতকৃচ্ছ্রেণ বা ভূয়ো মহাসান্তপনেন বা ॥২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

পতিত ব্যক্তিদিগের কাছে ধন গ্রহণ (উপঢৌকনাদি গ্রহণ), বাণিজ্য, কুসীদ গ্রহণে (সুদী কারবারে) জীবিকানির্বাহ, মিথ্যাভাষণ, শূদ্রের দাসত্ব—এগুলিকে অপাত্রীকরণ বলে। ইহার মধ্যে যে কোন একটি করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা অথবা স্থলবিশেষে শীতকৃচ্ছ্র আচরণ করিয়া কিংবা দুইটি মহাসান্তপন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।১-২।

বিষ্ণু-সংহিতায় চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(মলাবহপাপবিবরণম্)।

পক্ষিণাং জলচরাণাং জলজানাঞ্চ ঘাতনম্ ॥১॥

কৃমিকীটানাঞ্চ ।২॥ মদ্যানুগতভোজনম্ ॥৩॥

ইতি মলাবহানি ॥৪॥

মলিনীকরণীয়েষু তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রমথবা প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

জলচর পক্ষীদের অথবা জলজাত প্রাণী মৎস্যাদির হত্যা, কৃমি (বৃশ্চিকাদি). ও কীটহত্যা, মদ্যসংস্পৃষ্ট দ্রব্যভোজন। এইগুলি মলাবহ নামে খ্যাত। মলীকরণ বা মলাবহপাপে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান শুদ্ধিকারক। অথবা পুনঃপুনঃ ঐ পাপ করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে।১-৫।

বিষ্ণু-সংহিতায় একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(প্রকীর্ণকপাপবিবরণম্)।

যদনুক্তং তৎপ্রকীর্ণকম্ ॥১॥

প্রকীর্ণপাতকে জ্ঞাত্বা গুরুত্বমথ লাঘবম্।

প্রায়শ্চিত্তং বুধঃ কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানুমতঃ সদা ॥২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

ইহাদের মধ্যে যাহা অনুক্ত রহিল তাদৃশ পাপের নাম প্রকীর্ণক। প্রকীর্ণপাপকারী বিজ্ঞ ব্যক্তি পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বুঝিয়া ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থামত প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।১-২।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

(নরক-বর্ণনম্)।

অথ নরকাঃ ॥১॥ তামিস্রম্ ॥২॥ অন্ধতামিস্রম্ ॥৩॥

রৌরবম্ ॥৪॥ মহারৌরবম্ ॥৫॥ কালসূত্রম্ ॥৬॥

মহানরকম্ ॥৭॥ সঞ্জীবনম্ ॥৮॥ অবীচি ॥৯॥

তাপনম্ ॥১০॥ সম্প্রতাপনম্ ॥১১॥ সংঘাতকম্ ॥১২॥

কাকোলম্ ॥১৩॥ কুড্মলম্ ॥১৪॥

কুট্টানম্ ॥১৫॥ পূতিমৃত্তিকম্ ॥১৬॥

লোহশঙ্কুঃ ॥১৭॥ ঋচীষম্ ॥১৮॥ বিষমপন্থানম্ ॥১৯॥

কণ্টকশাল্মলিঃ ॥২০॥ দীপনদী ॥২১॥

অসিপত্রবনম্ ॥২২॥ লোহচারকমিতি ॥২৩॥

এতেষ্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তা অতিপাতকিনঃ কল্পং পচ্যন্তে

পর্য্যায়েণ ॥২৪॥ মহাপাতকিনো মন্বন্তরম্ ॥২৫॥

অনুপাতকিনশ্চ ॥২৬॥ উপপাতকিনশ্চতুর্যুগম্ ॥২৭॥

অতঃপর পাপের ফল নরক সম্বন্ধে বলা হইতেছে। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সঙ্ঘাতক, কাকোল, কুড্মল, কুট্টান, পূতিমৃত্তিক, লোহশঙ্কু, ঋচীষ, বিষমপন্থান, কণ্টকশাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন, লোহচারক এইগুলি নরকের নাম। মাতৃগমনাদি

অতিপাতককারী ব্যক্তিরা যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে প্রলয় পর্য্যন্ত উক্ত সমস্ত নরকে পর্য্যায়ক্রমে পচিতে থাকে (নরক ভোগ করে)। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকিগণ ঐরূপ অবস্থায় মৃত্যুর পর এক মন্বন্তর ঐ সকল নরক একে একে ভোগ করে। অনুপাতকীদিগেরও সেইরূপ অবস্থা।১-২৬।

কৃতসঙ্করীকরণাশ্চ সংবৎসরসহস্রম্ ॥২৮॥

কৃতজাতিভ্রংশকরণাশ্চ ॥২৯॥ কৃতাপাত্রীকরণাশ্চ ॥৩০॥

কৃতমলিনীকরণাশ্চ ॥৩১॥

প্রকীর্ণকপাতকিনশ্চ বহূন্ বর্ষযুগান্ ॥৩২॥

কৃতপাতকিনঃ সর্বে প্রাণত্যাগাদনন্তরম্ ।
যাম্যং পন্থানমাসাদ্য দুঃখমশ্নন্তি দারুণম্ ॥৩৩॥

যমস্য পুরুষৈর্ঘোরৈঃ কৃষ্যমাণা যতস্ততঃ ।
সুকুচ্ছে্রনানুকারেণ নীয়মানাশ্চ তে যথা ॥৩৪॥

শ্বভিঃ শৃগালৈঃ ক্রব্যাদৈঃ কাক-কঙ্ক-বকাদিভিঃ ।
অগ্নিতুণ্ডৈর্ভক্ষ্যমাণা ভুজঙ্গৈর্বৃশ্চিকৈস্তথা ॥৩৫॥

অগ্নিনা দহ্যমানাশ্চ তুদ্যমানাশ্চ কণ্টকৈঃ ।
ক্রকচৈঃ পাট্যমানাশ্চ পীড্যমানাশ্চ তৃষ্ণয়া ॥৩৬॥

ক্ষুধয়া ব্যথমানাশ্চ ঘোরৈর্ব্যাঘ্রগণৈস্তথা ।
পূয়-শোণিতগন্ধেন মূর্চ্ছমানাঃ পদে পদে ॥৩৭॥

পরান্নপানং লিপ্সন্তস্তাড্যমানাশ্চ কিঙ্করৈঃ ।
কাক-কঙ্ক-বকাদীনাং ভীমানাং সদৃশাননৈঃ ॥৩৮॥

ক্বচিৎ ক্বাথ্যন্তি তৈলেন তাড্যন্তে মুষলৈঃ ক্বচিৎ ।
আয়সীষু চ বট্যন্তে শিলাসু চ তথা ক্বচিৎ ॥৩৯॥

ক্বচিদ্ বান্তমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ পূয়মসৃক্ ক্বচিৎ ।
ক্বচিদ্ বিষ্ঠাং ক্বচিন্মাংসং পূয়গন্ধি সুদারুণম্ ॥৪০॥

অন্ধকারেষু তিষ্ঠন্তি দারুণেষু তথা ক্বচিৎ ।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বহ্নিতুণ্ডৈশ্চ দারুণৈঃ ॥৪১॥

ক্বচিচ্ছীতেন বাধ্যন্তে ক্বচিদ্ বাঽমেধ্যমধ্যগাঃ ।
পরস্পরমথাশ্নন্তি ক্বচিৎ প্রেতাঃ সুদারুণাঃ ॥৪২॥

উপপাতকীরা চতুর্যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) ধরিয়া, সঙ্করীকরণপাপে হাজার বৎসর, জাতিভ্রংশকারী অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তিগণের'ও হাজার বৎসর, এইরূপ অপাত্রীকরণপাপে ও মলিনীকরণপাপেও নরকভোগের কাল পরিমাণ জানিবে। প্রকীর্ণপাপকারিগণ বহু বর্ষনরক ভোগ করে। পূর্ব্বোক্ত অতিপাতকাদি পাপকারা ব্যক্তিগণ সকলেই মৃত্যুর পর যমদূতপ্রদর্শিত পথ ধরিয়া নরকে যাইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করে। (নির্দয় ভীষণ) যমদূতগণ যেখানে সেখানে পাতকীদিগকে টানিতে থাকে, যাহাদিগকে পাপীরা অতি কষ্ট দিয়াছে, তদনুরূপ শরীর ধারণ করিয়া (যাহার প্রতি যেরূপ পাপ করিয়াছে, তদনুরূপ শরীর ধারণ করিয়া) যমদূতগণ সেই পাপীদিগকে লইয়া যায় এবং কুকুর, শৃগাল, শকুনি, কাক, বক, কঙ্ক প্রভৃতি মাংসাশী পশুপক্ষীরা অগ্নিসদৃশ সন্তাপী মুখ লইয়া তাহাদিগকে যেরূপ খাইতে থাকে, সেইরূপ সাপ, বিছা প্রভৃতি বিষধর প্রাণীরাও তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকে।২৭-৩৫।

অগ্নিদ্বারা পাপীরা দগ্ধ হয়, কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হয়, করপত্র (করাত) দ্বারা বিদীর্ণ হয়, জলাভাবে তৃষ্ণায় ক্লেশিত হয়। যমদূতগণ ক্ষুধার জ্বালায় তাহাদিগকে পীড়িত করে, ভীষণ ব্যাঘ্রগণ দিয়া চর্ব্বণ করায়, প্রতি পদক্ষেপে (প্রতিক্ষণ) পূয-রক্তের গন্ধে মূর্চ্ছিত করে। পাপীদের সম্মুখে অপরকে প্রদত্ত উত্তম খাদ্য-পানীয় দেখিয়া তাহারা লোভ করিলে যমদূতগণ প্রহার করিতে থাকে, কাক, কঙ্ক, বক প্রভৃতি ভীষণবদন প্রাণীদের সদৃশ মুখবিশিষ্ট যমদূতগণ তাহাদিগকে কষ্ট দিতে থাকে। কোন স্থলে পাপিগণ যমদূতগণকর্ত্তৃক তপ্ত তৈলে সিদ্ধ হইতে থাকে, কোথায়ও মুষলদ্বারা তাড়িত হয়। কোথায়ও বা লৌহময়ী বা শিলাময়ী মূর্ত্তিতে ধাক্কা খায়। কোন স্থলে পাতকিগণ বান্ত (উদ্গীর্ণ খাদ্য) খাইতেছে, কোথায়ও পূয় (পুঁজ), কোথায়ও রক্ত খাইতেছে, কোন স্থলে বিষ্ঠা, কোন ক্ষেত্রে পূয়গন্ধযুক্ত অতি দারুণ (অভক্ষ্য) মাংস খাইতেছে।৩৬-৪০।

দারুণ (দুর্ভেদ্য) অন্ধকারের মধ্যে কোথায়ও অবস্থান করিতেছে। অগ্নিতুল্য জ্বালাময় দারুণমুখ কৃমিকীটদ্বারা চর্ব্বিত হইতেছে। কোথায়ও শীতে কষ্ট পাইতেছে, আবার কোথায়ও অপবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে বাস করিতেছে। কোন স্থানে দারুণ দশাপন্ন প্রেতগণ ক্ষুধায় অধীর হইয়া পরস্পরকে খাইতেছে। কোন ক্ষেত্রে পিশাচগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতেছে, কোন জায়গায় প্রেতগণকে অধোমুখ করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে, কোথায়ও বা বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করা হইতেছে, আবার

ক্বচিদ্ ভূতেন তাড্যন্তে লম্বমানাস্তথা ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ ক্ষিপ্যন্তি বাণৌঘৈরুৎকৃত্যন্তে তথা ক্বচিৎ ॥৪৩

কণ্ঠেষু দত্তপাদাশ্চ ভুজঙ্গাভোগবেষ্টিতাঃ।
পীড্যমানাস্তথা যন্ত্রৈঃ কৃষ্যমাণাশ্চ জানুভিঃ ॥৪৪॥

ভগ্নপৃষ্ঠশিরোগ্রীবাঃ সূচীকণ্ঠাঃ সুদারুণাঃ।
কূটাগারপ্রমাণৈশ্চ শরীরৈর্যাতনাক্ষমৈঃ ॥৪৫॥

এবং পাতকিনঃ পাপমনুভূয় সুদুঃখিতাঃ।
তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রপদ্যন্তে দুঃখানি বিবিধানি চ ॥৪৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

কোথায়ও তাহাদের গাত্রচর্ম্ম ছিঁড়িয়া ফেলা হইতেছে। কোন স্থানে যমদূতগণ প্রেতগণের গলায় পা দিয়া তাহাদের গায়ে সাপ জড়াইয়া ক্ষুরধার যন্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে এবং নিজ নিজ জানু (হাঁটু) দ্বারা আঘাত করিয়া (ধাক্কা দিয়া) সরাইতেছে।৪১-৪৪।

এইরূপে প্রেতগণের পৃষ্ঠদেশ, মস্তক ও গ্রীবা (ঘাড়) ভাঙ্গিয়া, কণ্ঠনালীতে সূচী সংযোগ করিয়া ভীষণ কষ্ট দেয়। পাতকিগণের শরীর অতি ক্ষুদ্র গৃহ-পরিমাণ হয় এবং যাহাতে মৃত্যু না ঘটে অথচ উক্ত যাতনা সহিতে পারে, তাদৃশ ভাবে গঠিত হয়। পাপিগণ এই প্রকার পাপফলে নরকযন্ত্রণায় অত্যধিক কষ্ট পাইয়া পরে পশু-পক্ষী জাতিতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেও নানাপ্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়।৪৫-৪৬।

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(নরকোত্তরজন্মবিবরণম্)।

অথ পাপাত্মনাং নরকেষ্বনুভূতদুঃখানাং তির্য্যগ্‌যোনয়ো ভবন্তি ॥১॥

অতিপাতকিনাং পর্য্যায়েণ সর্ব্বাঃ স্থাবরযোনয়ঃ ॥২॥

মহাপাতকিনাঞ্চ কৃমিযোনয়ঃ ॥৩॥

অনুপাতকিনাং পক্ষিযোনয়ঃ ॥৪॥

উপপাতকিনাং জলজযোনয়ঃ ॥৫॥

কৃতজাতিভ্রংশকরাণাং জলচরযোনয়ঃ ॥৬॥

কৃতসঙ্করীকরণকর্ম্মণাং মৃগযোনয়ঃ ॥৭॥

কৃতাপাত্রীকরণকর্ম্মণাং পশুযোনয়ঃ॥৮॥

কৃতমলিনীকরণকর্ম্মণাং মনুষ্যেষ্বস্পৃশ্যযোনয়ঃ ॥৯॥

প্রকীর্ণেষু প্রকীর্ণা হিংস্রাঃ ক্রব্যাদা ভবন্তি ॥১০॥

অভোজ্যান্নাভক্ষ্যাশী কৃমিঃ ॥১১॥

অতঃপর পাতকিগণের জন্মবৃত্তান্ত বলা হইতেছে। বিবিধ নরকে দুঃখভোগ করিবার পর তাহাদের তির্য্যগ্‌-জাতিতে জন্ম হয়। অতিপাতকীদের পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বপ্রকার স্থাবর (তরু, লতা, গুল্ম, শৈলপ্রভৃতি) জন্ম হইয়া থাকে। মহাপাতকীদের কৃমিকীট-জন্ম, অনুপাতকীদের পক্ষিযোনিতে উৎপত্তি, উপপাতকীদের জলজাত প্রাণিরূপে জন্ম, জাতিভ্রংশসাধক পাপকারীদের জলচর (হংস, বক, কারণ্ডবপ্রভৃতি) দেহ, সঙ্করীকরণপাপে মৃগশরীর, অপাত্রীকরণপাপে পশুযোনিপ্রাপ্তি হয়। মলিনীকরণপাপকারী ব্যক্তিগণ মনুষ্যজন্মে অস্পৃশ্য জাতি হয়।১-৯।

প্রকীর্ণপাপে (নামবিশেষে অনির্দ্দিষ্ট পাপে) অনির্দ্দিষ্টনামা হিংস্র, মাংসভোজী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অভোজ্য অন্নভোজী ও অখাদ্য পলাণ্ডুপ্রভৃতিভক্ষক কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে, চৌর্য্যকারী শ্যেন হয়, উৎকৃষ্ট পথের নিবর্ত্তক ব্যক্তি সর্প হয়। ধান্যহরণ করিলে মূষিক

স্তেনঃ শ্যেনঃ ॥১২॥
প্রকৃষ্টবস্ত্রাপহারী বিলেশয়ঃ ॥১৩॥
আখুর্ধান্যহারী ॥১৪॥ হংসঃ কাংস্যাপহারী ॥১৫॥
জলং হৃত্বাভিপ্লবঃ ॥১৬ মধু দংশঃ ॥১৭॥
পয়ঃ কাকঃ ॥১৮॥ রসং শ্বা ॥১৯॥ ঘৃতং নকুলঃ ॥২০॥
মাংসং গৃধ্রঃ ॥২১॥ বসাং মদ্গুঃ ॥২২॥
তৈলং তৈলপায়িকঃ ॥২৩॥ লবণং বীচিবাক্ ॥২৪॥
দধি বলাকা ॥২৫॥
কৌশেয়ং হৃত্বা ভবতি তিত্তিরিঃ ॥২৬॥
ক্ষৌমং দর্দ্দুরঃ ॥২৭॥ কার্পাসতান্তবং ক্রৌঞ্চঃ ॥২৮
গোধা গাম্ ॥২৯॥ বাগ্গুদো গুড়ম্ ॥৩০॥
ছুচ্ছুন্দরির্গন্ধান্ ॥৩১॥ পত্রশাকং বর্হী ॥৩২॥
কৃতান্নং শ্বাবিৎ ॥৩৩॥ অকৃতান্নং শল্লকঃ ॥৩৪॥
অগ্নিং বকঃ ॥৩৫॥ গৃহকার্যুপস্করম্ ॥৩৬॥
রক্তবাসাংসি জীবঞ্জীবকঃ ॥৩৭॥ গজং কূর্ম্মঃ ॥৩৮॥
অশ্বং ব্যাঘ্রঃ ॥৩৯॥ ফলং পুষ্পং বা মর্কটঃ ॥৪০॥
ঋক্ষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৪১॥ যানমুষ্ট্রঃ ॥৪২॥ পশূনজঃ ॥৪৩॥
যদ্ বা তদ্ বা পরদ্রব্যমপহৃত্য বলান্নরঃ।
অবশ্যং যাতি তির্য্যক্ত্বং জগ্ধ্বা চৈবাহুতং হবিঃ ॥৪৪॥
স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন হৃত্বা দোষমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ ॥৪৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুশ্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

হইয়া জন্মে। কাংস্যপাত্র হরণ করিলে হংস, জল হরণ করিলে জলকুক্কুট, মধু হরণ করিলে দংশ (ডাঁশ), দুগ্ধ-হরণে কাক, ইক্ষুরসপ্রভৃতি রসজাতীয় বস্তু হরণ করিলে কুক্কুর, ঘৃতহরণে নকুল, মাংসহরণে গৃধ্র (শকুনি), বসা (মেদ চর্ব্বি) হরণে মদ্গু (পক্ষিবিশেষ), তৈলহরণে তৈলপায়িকা (তেলাপোকা), লবণহরণে বীচিবাক্ (যাহাদের ভাষা তরঙ্গের মত এইরূপ পক্ষী), দধিহরণে বলাকা (বকবিশেষ), কৌশেয় (কৃমি কোশোত্থ চেলি, তসর, গরদপ্রভৃতি বস্ত্র) হরণ করিলে তিত্তিরি পক্ষী হয়। ১০-২৬।

ক্ষৌম (পট্টবস্ত্র, দুকূল) বস্ত্র হরণ করিলে দর্দুর (ভেক) হয়। কার্পাসসূত্রজাত বস্ত্র হরণ করিলে ক্রৌঞ্চ (বকবিশেষ) হইয়া জন্মায়। গো হরণ করিলে গোধা (গোসাপ)। গুড় হরণ করিলে বাগ্গুদনামক পক্ষী হয়। গন্ধদ্রব্যহরণকারী ছুছুন্দর (ছুঁচা) হয়। শাকপাতাহরণে ময়ূর, সিদ্ধঅন্ন-হরণে শ্বাবিৎ (শজারু), অসিদ্ধান্ন (অপক্বান্ন) হরণে শল্লক (প্রাণি-বিশেষ), অগ্নিহরণে বক, উপস্কর (ব্যঞ্জনোপযুক্ত হরিদ্রাদিচূর্ণ মশলা) হরণে ভিত্তিতে গৃহনির্মাতা কীট-বিশেষ, রক্তবস্ত্রনিচয়হরণে জীবঞ্জীব পক্ষী (চকোর)। হস্তিহরণে কূর্ম্ম, অশ্বহরণে ব্যাঘ্র, ফল অথবা পুষ্প-হরণে বানর, স্ত্রীজাতিহরণে ভল্লুক, যান (শকট) হরণে উষ্ট্র, পশুহরণে ছাগজন্ম হয়। মানুষ জোর করিয়া যে কোন পরদ্রব্য কাড়িয়া লইলে এবং অগ্নিতে অপ্রদত্ত আহুতির জন্য সঞ্চিত ঘৃতাদি হবির্দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সুনিশ্চিত তির্য্যগ্জন্ম প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক যদি উক্ত দ্রব্যসকল হরণ করে, তবে তাহারাও পুরুষের মত পাপগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের জন্ম উহাদের স্ত্রীরূপে হইবে। অর্থাৎ পুরুষ যে জন্তু হইবে বলা হইয়াছে, নারী সেই জাতীয় স্ত্রী হইবে।২৭-৪৪

বিষ্ণুসংহিতায় চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

অথ নরকানুভূতদুঃখানাং তির্য্যক্ত্বমুত্তীর্ণানাং মনুষ্যেষু লক্ষণানি ভবন্তি ॥১॥

কুষ্ঠ্যতিপাতকী ॥২॥ ব্রহ্মহা যক্ষ্মী ॥৩॥

সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ ॥৪॥

সুবর্ণহারী কুনখঃ ॥৫॥ গুরুতল্পগো দুশ্চর্ম্মা ॥৬॥

পূতিনাসঃ পিশুনঃ ॥৭॥ পূতিবক্ত্রঃ সূচকঃ ॥৮॥

ধান্যচৌরোঽঙ্গহীনঃ ॥৯॥ মিশ্রচৌরোঽতিরিক্তাঙ্গঃ ॥১০

অন্নাপহারকস্ত্বাময়াবী ॥১১॥ বাগপহারকো মূকঃ ॥১২॥

বস্ত্রাপহারকঃ শ্বিত্রী ॥১৩॥ অশ্বাপহারকঃ পঙ্গুঃ॥১৪॥

দেবব্রাহ্মণক্রোশকো মূকঃ ॥১৫॥

লোলজিহ্বো গরদঃ ॥১৬॥ উন্মত্তোঽগ্নিদঃ ॥১৭॥

গুরুপ্রতিকূলোঽপস্মারী ॥১৮॥ গোঘ্নস্ত্বন্ধঃ ॥১৯॥

দীপাপহারকশ্চ ॥২০॥ কাণশ্চ দীপনির্ব্বাপকঃ ॥২১॥

ত্রপু-চামর-সীসকবিক্রয়ী রজকঃ ॥২২॥

একশফবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ ॥২৩॥ কুণ্ডাশী ভগাস্যঃ ॥২৪॥

ঘাণ্টিকঃ স্তেনঃ ॥২৫॥ বার্দ্ধুষিকো ভ্রামরী ॥২৬॥

মিষ্টাশ্যেকাকীবাতগুল্মী ॥২৭॥

সময়ভেত্তা খল্বাটঃ ॥২৮॥ শ্লীপদ্যবকীর্ণী ॥২৯॥

পাতকিগণ নরকে বিজাতীয় দুঃখ ভোগের পর তির্য্যগ্‌জাতি হয় এবং তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। সেই মনুষ্যজন্মে তাহাদের যে সকল শরীরগত পাপলক্ষণ প্রকাশ পায়, অতঃপর তাহার বর্ণনা করা হইতেছে। অতিপাতকী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়। সুরাপায়ী (গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধ সুরাপানকারী) শ্যাবদন্ত (জন্মাবধি মলিনদন্ত) হয়।১-৪।

সুবর্ণচৌর কুনখ (নখরোগযুক্ত), বিমাতৃগামী দুশ্চর্ম্মা (জন্মাবধি চর্ম্মে অনাচ্ছাদিত লিঙ্গ) হইয়া জন্মে। পিশুনের (খলের) নাসিকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সূচকের (কর্ণে কুমন্ত্রণাদাতার) মুখ সর্ব্বদা পচিয়া থাকে। ধান্য-চৌরের একটি অঙ্গ থাকে না। ধান্যমিশ্রিত অন্য দ্রব্যের অপহর্ত্তার একটি অঙ্গ অধিক থাকে। অন্নহর্ত্তা চিররোগগ্রস্ত হয়। লোকের কথা বন্ধ করিলে মনুষ্য-জন্মে বোবা হয়।৫-১২।

বস্ত্রহরণকারী শ্বিত্ররোগী হয়। অশ্বাপহর্ত্তা পঙ্গু (খোঁড়া) হয়। দেবতা ও ব্রাহ্মণকে গালি দিলে বোবা হয়। বিষ দান করিলে লোলজিহ্ব (জিহ্বা যাহার সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে) হয়। পরগৃহে অগ্নিদাতা উন্মত্ত হয়। গুরুবিদ্বেষী অপস্মার-রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। গো-হত্যাকারী ও প্রদীপহরণকারী অন্ধ হয়। দীপ নিবাইলে কাণা হয়। রাঙ্, চামর বা সীসা বিক্রয় করিলে রজক হয়। একখুরবিশিষ্ট প্রাণী (অশ্বাদি) বিক্রয়কারী মৃগ-হত্যাকারী ব্যাধ হয়। স্বামী থাকিতে স্ত্রীলোকের উপপতি হইতে জাত সন্তানের অন্নভোজনকারী ভগাস্য (মুখে ভগাকার চিহ্নযুক্ত, মতান্তরে মুখে মৈথুনপ্রদায়ী) হয়। চৌর্য্যকারী বৈতালিক, মতান্তরে তুষ্টিদার হয়। কুসীদজীবী (সুদখোর) ভ্রামর-রোগী হয়। একাকী (অপরকে অংশ না দিয়া মিষ্টান্নভোজী বাতগুল্মী (উদরে বায়ুদোষে গুল্মরোগী) হয়।১৩ ২৭।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী খল্বাট হয়। গৃহীতব্রত-ত্যাগী বা স্ত্রীসংসর্গী ব্রহ্মচারী শ্লীপদ (পায়ে গোদ) রোগগ্রস্ত হয়। অপরের বৃত্তিহানিকর হইলে দরিদ্র হয়। পরের পীড়াদায়ক দীর্ঘকালীন রোগগ্রস্ত হয়। এই প্রকার জন্মান্তরে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকারী পরজন্মে নিন্দিত

পরবৃত্তিঘ্নো দরিদ্রঃ ॥৩০॥
পরপীড়াকরো দীর্ঘরোগী ॥৩১॥
এবং কর্মবিশেষেণ জায়ন্তে লক্ষণান্বিতাঃ।
রোগান্বিতাস্তথান্ধাশ্চ কুব্জখঞ্জৈকলোচনাঃ ॥৩২॥
বামনা বধিরা মূকা দুর্বলাশ্চ তথাপরে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

চিহ্নযুক্ত, রোগান্বিত, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, কাণচক্ষুঃ হইয়া থাকে। কেহ খর্ব্বকায়, কেহ বধির, কেহ মূক, কেহ বা দুর্ব্বল হয়। অতএব প্রাণপণ চেষ্টায় কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণীয়। ২৮-৩৩।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা)

অথ কৃচ্ছ্রাণি ভবন্তি ॥১॥ ত্র্যহং নাশ্নীয়াৎ ॥২॥
প্রত্যহঞ্চ ত্রিষবণং স্নানমাচরেৎ ॥৩॥
ত্রিঃ প্রতিস্নানমপ্সু মজ্জনম্ ॥৪॥
মগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ ॥৫॥ দিবা স্থিতস্তিষ্ঠেৎ ॥৬॥
রাত্রাবাসীনঃ ॥৭॥ কর্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং দদ্যাৎ ॥৮॥
ইত্যঘমর্ষণম্ ॥৯॥
ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহঃ প্রাতস্ত্র্যহমযাচিতমশ্নীয়াদেষ প্রাজাপত্যঃ ॥১০॥
ত্র্যহমুষ্ণাঃ পিবেদপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং ত্র্যহমুষ্ণং পয়স্ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াদেষ তপ্তকৃচ্ছ্রঃ ॥১১॥
এষ এব শীতৈঃ শীতকৃচ্ছ্রঃ ॥১২॥
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসৈকবিংশতিক্ষপণম্ ॥১৩॥
উদকসক্তূনাং মাসাভ্যবহারেণোদককৃচ্ছ্রঃ ॥১৪॥
বিসাভ্যবহারেণ মূলকৃচ্ছ্রঃ ॥১৫॥
বিল্বাভ্যবহারেণ শ্রীফলকৃচ্ছ্রঃ ।১৬। পদ্মাক্ষৈর্বা ।১৭।
নিরাহারস্য দ্বাদশাহেন পরাকঃ ।১৮।

অতঃপর নির্দ্দিস্ট তপস্যাগুলি কৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়। এই কৃচ্ছ্রের পরিচয় এই—প্রথম তিন দিন উপবাসী থাকিবে, প্রত্যহ তিন বেলা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং) স্নান করিবে, তিনবার প্রতিস্নানে জলমধ্যে ডুব দিবে, জলে মগ্ন থাকিয়া তিন বার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ কর্ত্তব্য। তাহাতেও বিশেষ এই—দিবাভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া ও রাত্রিতে উপবিষ্ট হইয়া জপ করণীয়। এইরূপ কর্ম্মসমাপ্তির পর একটি দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবে। ইহাই সাধারণ অঘমর্ষণ বা কৃচ্ছ্র ব্রত। প্রাজাপত্যব্রতে প্রথম তিন দিন দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার, পরে তিন দিন দিবাভাগে আহার, রাত্রিতে অনশন, তৎপরে তিন দিন অযাচিত-উপস্থিত অন্নাদি ভোজন, এইরূপ বিধি। বিষ্ণুসংহিতামতে অযাচিত ভোজনের পর তিন দিন উপবাস বিহিত হয় নাই, কিন্তু মতান্তরে উহা বিহিত ।১-১০।

তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতে প্রথম তিন দিন উষ্ণোদক, পরে তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তৎপরে তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান, অনন্তর তিন দিন উপবাস বিহিত। এই তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতই শীতলোদক, শীতল ঘৃত-দুগ্ধ পানের পর তিন দিন উপবাসে শীতকৃচ্ছ্র হয়। নিরবচ্ছিন্ন একুশ অহোরাত্র কেবল দুগ্ধপানে যাপন করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হইবে। এক মাস কাল জল ও ছাতু খাইয়া কাটাইলে উদককৃচ্ছ্র হয়। এক মাস পদ্মের মৃণাল-আহারে যাপিত হইলে মূলকৃচ্ছ্র হইয়া থাকে। শ্রীফল (বেল) মাত্র খাইলে শ্রীফলকৃচ্ছ্র।

গোমূত্র-গোময়-ক্ষীর-দধি-সর্পিঃ-কুশোদকান্যেকদিবস-মশ্নীয়াদ্, দ্বিতীয়মুপবসেদেতৎসান্তপনম্ ।১৯।
গোমূত্রাদিভিঃ প্রত্যহাভ্যস্তৈর্মহাসান্তপনম্ ।২০।
ত্র্যহাভ্যস্তৈশ্চাতিসান্তপনম্ ।২১।
পিণ্যাকাচাম-তক্রোদক-সক্তূনামুপবাসান্তরিতোঽভ্য-বহারস্তুলাপুরুষ ঃ ।২২।
কুশ-পলাশোড়ুম্বর-পদ্ম-শঙ্খ-পুষ্পী-বট-ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলানাং পত্রৈঃ কথিতস্যাম্ভসঃ প্রত্যেকং পানেন পর্ণকৃচ্ছ্রঃ ।২৩।
কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বীত কৃতপাবনঃ ।
নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী অধঃশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৪॥
স্ত্রী-শূদ্র-পতিতানাঞ্চ বর্জ্জয়েচ্চাভিভাষণম্ ।
পবিত্রাণি জপেন্নিত্যং জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥২৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথবা পদ্মবীজভোজনেও শ্রীফলকৃচ্ছ্র হয়। দ্বাদশ অহোরাত্র অনশন করিলে পরাক হয়। গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত ও কুশোদক প্রথম দিন পান করিয়া দ্বিতীয় দিন উপবাস করিলে সান্তপনব্রত হয়। প্রত্যহ ক্রমিক কেবল গোমূত্র, কেবল গোময় এইরূপ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক খাইয়া উপবাস করিলে মহা-সান্তপন হইয়া থাকে ।১১-২০।

পূর্ব্বোক্ত গোমূত্রাদি দ্রব্য এক একটি করিয়া আহার, পরে উপবাস, এইরূপ তিনবার আবৃত্তি হইলে একুশ দিনে অতিসান্তপন হইয়া থাকে। তুলাপুরুষনামক কৃচ্ছ্র ব্রতের নিয়ম এই—প্রথম দিন তিলের খইল খাইয়া পরদিন উপবাস, তৎপরে আচাম অর্থাৎ আচমনীয় দ্রব্য (খই প্রভৃতি, যাহা খাইলে আচমন করিতে হয়) খাইয়া উপবাস, এইরূপ তক্র (ঘোল), জল ও সক্তু (ছাতু) এক একটি দ্রব্য ভোজন ও উপবাস করণীয়। ২১-২২।

কুশ, পলাশ, উড়ুম্বর, পদ্ম, শঙ্খ, পুষ্পীলতা, বট, ব্রাহ্মীশাক ও সুবর্চ্চলা ইহাদের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ ক্রমে ক্রমে ঐ জল পান করিলে পর্ণকৃচ্ছ্র হয় এই সমস্ত কৃচ্ছ্রব্রতের আরম্ভের পূর্ব্বদিনে মুণ্ডন ও উপবাসরূপ শুচিতাসম্পাদক কার্য্য করিয়া ব্রতাহে প্রত্যহ ত্রিকালস্নায়ী, স্থণ্ডিলশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃচ্ছ্রব্রতগুলি করিবে। ব্রতাবস্থায় স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিত্যাজ্য। নিত্য অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপনীয়, শক্তি অনুসারে হোমও কর্ত্তব্য ।২৩-২৫।

বিষ্ণুসংহিতায় ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(চান্দ্রায়ণস্বরূপকথনম্)

অথ চান্দ্রায়ণম্ ।১। গ্রাসানবিকারানশ্নীয়াৎ ।২।
তাংশ্চন্দ্রকলাভিবৃদ্ধৌ ক্রমেণ বর্দ্ধয়েদ্হানৌ হ্রাসয়ে-দমাবাস্যাং নাশ্নীয়াদেষ চান্দ্রায়ণো যবমধ্যঃ ।৩।
পিপীলিকামধ্যো বা ।৪।
যস্যামাবাস্যা মধ্যে ভবতি স পিপীলিকামধ্যঃ ।৫।
যস্য পৌর্ণমাসী স যবমধ্যঃ ।৬।

অতঃপর চান্দ্রায়ণের কথা বলা হইতেছে। যাহাতে বিকার না আসে এইরূপ অন্নগ্রাস ভোজন করিবে। শুক্লাপ্রতিপদ্ হইতে যেমন চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি হয়, তদনুসারে গ্রাসসংখ্যা বাড়াইবে অর্থাৎ প্রতিপদে এক গ্রাস, দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস, এইরূপ তিথি অনুসারে গ্রাস-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। আবার কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলা-হ্রাস-অনুসারে গ্রাসের হ্রাস করিবে, অমাবস্যায় একে-বারেই আহার করিবে না। ইহার নাম চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ দুই প্রকার, যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চান্দ্রায়ণটি যবমধ্য। যে চান্দ্রায়ণের মধ্যে

অষ্টৌ গ্রাসান্ প্রতিদিবসং মাসমশ্নীয়াৎ স যতিচান্দ্রায়ণঃ ।৭।

সায়ং প্রাতশ্চতুরশ্চতুরঃ স শিশুচান্দ্রায়ণঃ ।৮।

যথা কথঞ্চিৎ ষষ্ট্যোনাং ত্রিশতীং মাসেনাশ্নীয়াৎ স সামান্যচান্দ্রায়ণঃ ।৯।

ব্রতমেতৎ পুরা ভূমি কৃত্বা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ প্রাপ্তবন্তঃ পরং স্থানং ব্রহ্মা রুদ্রস্তথৈব চ ॥১০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তচত্বারিংশত্তমোধ্যায়ঃ ॥

অমাবস্যা পতিত হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণাপ্রতিপদে আরব্ধ হইলে পঞ্চদশ দিবসে অমাবস্যা পড়ে) সেই মাসসাধ্য চান্দ্রায়ণকে পিপীলিকামধ্য বলে ।১-৫।

আর যে চান্দ্রায়ণের মধ্যে পৌর্ণমাসী পতিত হয়, তাহার নাম যবমধ্য। একমাস যাবৎ প্রতিদিন আট গ্রাস ভোজন করিবে, তাহাকে যতি-চান্দ্রায়ণ বলে। এক মাস কাল সায়ংকালে চারি গ্রাস ও দিবাভাগে চারি গ্রাস ভোজনের নাম শিশু-চান্দ্রায়ণ। যে কোন প্রকারে মাসমধ্যে ষষ্টিন্যূন (ষাট্‌কম) তিন শত (২৪০) গ্রাস ভোজন করা হইলে সাধারণ চান্দ্রায়ণ হইবে। হে বসুন্ধরে! পুরাকালে সপ্তর্ষিগণ, ব্রহ্মা ও রুদ্র এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পূত মনে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।৬-১০।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ।

(ব্রতানুসারেণ গতিনিরূপণম্)

অথ কর্ম্মভিরাত্মকৃতৈর্গুরুমাত্মানং মন্যেতাত্মার্থে প্রসৃতিযাবকং শ্রপয়েৎ ।১।

ন ততোঽগ্নৌ জুহুয়াৎ ।২। ন চাত্র বলিকর্ম ।৩।

অশৃতং শ্রপ্যমাণং শৃতঞ্চাভিমন্ত্রয়েৎ ।৪।

শ্রপ্যমাণে রক্ষাং কুর্য্যাৎ ।৫।

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্নিতি দর্ভান্ বধ্নাতি ।৬।

শৃতঞ্চ তমশ্নীয়াৎ পাত্রে নিষিচ্য ।৭।

যে দেবা মনোজাতা মনোজুষঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ। তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ স্বাহেত্যাত্মনি জুহুয়াৎ ।৮।

নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা নিজেকে গুরুভারগ্রস্ত মনে করিবে। অতঃপর তাহার শুদ্ধি বলা হইতেছে,—আপনার উদ্ধারের জন্য এক প্রসৃতি (বিস্তৃত দুই হাত) পরিমাণ যাবক (যবাগূ) পাক করিবে। ১।

তাহাতে অগ্নৌকরণ নাই। ইহাতে বলি-বৈশ্বদেব-কর্ম্ম করিতে হয় না। অপক্ব অবস্থায়, পচ্যমানদশায় (পাককালে) ও পক্ব হইবার পর এই তিন অবস্থায় সেই যাবককে নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। ২-৪।

পাকদশায় তাহার রক্ষার ব্যবস্থা, ইহার মন্ত্র যথা—'ব্রহ্মা দেবানাম্ পদবীঃ কবীনাং ঋষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্বনানাম্। সোমঃ পবিত্রমভ্যেতি রেভন্' এই মন্ত্রে যাবক-চরুস্থালীকণ্ঠে কুশবন্ধন করিবে, পক্ব সেই চরু পাত্রে ঢালিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহার করিবে। ৫-৭।

মন্ত্র যথা—'যে দেবা মনোজাতা মনোজুষঃ সুদক্ষা দক্ষপিতরঃ। তে নঃ পান্তু তে নোঽবন্তু তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ

অথাচান্তো নাভিমালভেত ।৯।

স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যূয়মাপোঽস্মাকমুদরে যবাঃ।
তা অস্মভ্যমনমীবা অপক্ষা অনাগসঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতা বৃধ ইতি ।১০।

ত্রিরাত্রং মেধার্থী ।১১। ষড়াত্রং পাপকৃৎ ।১২।

সপ্তরাত্রং পীত্বা মহাপাতকিনামন্যতমঃ পুনাতি ।১৩।

দ্বাদশরাত্রেণ পূর্ব্বপুরুষকৃতমপি পাপং নির্দ্দহতি ।১৪।

মাসং পীত্বা সর্ব্বপাপানি ।১৫।

গোনির্হারমুক্তানাং যবানামেকবিংশতিরাত্রঞ্চ ।১৬।

যবোঽসি ধান্যরাজোঽসি বারুণো মধুসংযুতঃ।
নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্ ॥১৭॥

ঘৃতমেব মধু যবা আপো বা অমৃতং যবাঃ।
সর্ব্বে পুনীত মে পাপং যন্মে কিঞ্চন দুষ্কৃতম্ ॥১৮॥

বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা চ বিচিন্তিতম্।
অলক্ষ্মীং কালকর্ণীঞ্চ নাশয়ধ্বং যবা মম ॥১৯॥

শ্ব-শূকরাবলীঢ়ঞ্চ উচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ যৎ।
মাতাপিত্রোরশুশ্রূষাং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥২০॥

গণান্নং গণিকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্।
চৌরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥২১

বালধূর্ত্তমধর্ম্মঞ্চ রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ।
সুবর্ণস্তৈন্যমব্রাত্যমযাজ্যস্য চ যাজনম্।
ব্রাহ্মণানাং পরীবাদং পুনীধ্বঞ্চ যবা মম ॥২২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

স্বাহা' এই বলিয়া আত্মদেবতায় চরু আহুতি দিবে অর্থাৎ ভোজন করিবে। ৮।

ভোজনের পর আচমন করিয়া (হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া) নাভিতে হাত বুলাইবে। ইহার মন্ত্র যথা 'স্নাতাঃ প্রীতা ভবত যূয়মাপোঽস্মাকমুদরে যবাঃ। তা অস্মভ্যমনমীবা অপেক্ষা অনাগসঃ সন্তু দেবীরমৃতা ঋতা বৃধঃ'। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে তিন দিন ভোজন করিবে। ৯-১১।

পাপকারী ব্যক্তি ছয়দিন। যে কোনও মহাপাতকী সাতদিনে, এইরূপে যবাগূ পান করিলে পাপমুক্ত হইবে। দ্বাদশ দিন ঐভাবে পান করিলে পূর্ব্বপুরুষকৃত পাপকেও বিনাশ করে। ১২-১৪।

একমাস যাবৎ পানে সকল পাপ ক্ষয় করে। গোময়ের সহিত বহির্গত যবের যাবক একুশ দিন পান করিলেও সর্ব্বপাপ নাশ করে। যাবককে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সংস্কৃত করিবে। মন্ত্র যথা—'যবোঽসি ধান্যরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ। নির্ণোদঃ সর্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্মৃতম্'। যব ঘৃতই এবং মধুই (ঘৃতমধুর কার্য্যকারী এজন্য তৎস্বরূপ), অথবা যব জলস্বরূপ এবং অমৃতরূপী। হে যবরাশি! তোমরা সকলে আমার পাপ নাশ কর। আমি যাহা কিছু দুষ্কার্য্য করিয়াছি, তাহা শোধন কর। ১৫-১৮।

আমার বাক্যের দ্বারা উৎপাদিত পাপ, কায়কৃত পাপ, মনের দ্বারা সঙ্কল্পিত দুষ্কর্ম্ম নাশ কর, হে যবপুঞ্জ! আমার অলক্ষ্মী ও কালরাত্রি নাশ কর। হে যবনিচয়! কুকুরের বা শূকরের উচ্ছিষ্ট অথবা উচ্ছিষ্টস্পর্শে দূষিত অন্ন ভোজনে আমার যে পাপ হইয়াছে, মাতাপিতার সেবা না করায় যে পাপ হইয়াছে, তৎসমুদয় পবিত্র কর। গণান্ন (কোন সঙ্ঘের অন্ন), গণিকার অন্ন, শূদ্র-স্বামিকান্ন, শ্রাদ্ধান্ন ও অশৌচীর অন্ন, চোরের অন্ন, প্রেত-শ্রাদ্ধের (নবশ্রাদ্ধ নামে পরিভাষিত শ্রাদ্ধের) অন্ন যাহা খাইয়াছি, তৎসমুদয় পবিত্র কর। ২০-২১।

অজ্ঞানকৃত অধর্ম্ম, ধূর্ত্ততার পাপ, রাজদ্বারে কৃত পাপ, সুবর্ণচৌর্য্যের পাপ, শাস্ত্রোক্ত ব্রতের অনাচরণে, অযাজ্য-ব্যক্তির যাজনে ও ব্রাহ্মণনিন্দায় আমার যেসকল পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, সেসকল পবিত্র কর। অর্থাৎ সেই সেই পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর। ২২।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।

(বাসুদেবার্চ্চনায়াঃ শ্রেষ্ঠপ্রায়শ্চিত্তত্বকথনম্)।

মার্গশীর্ষশুক্লৈকাদশ্যামুপোষিতো দ্বাদশ্যাং ভগবন্তং বাসুদেবমর্চ্চয়েৎ ।১।

পুষ্প-ধূপানুলেপন-দীপ-নৈবেদ্যৈ-র্ব্রাহ্মণতর্পণৈশ্চ ।২।

ব্রতমেতৎ সংবৎসরং কৃত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।৩।

যাবজ্জীবং কৃত্বা শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি ।৪।

উভয়পক্ষদ্বাদশীষ্বেবং স্বর্গলোকং প্রাপ্নোতি ।৫।

যাবজ্জীবং কৃত্বা বিষ্ণোর্লোকমাপ্নোতি ।৬।

এবমেব পঞ্চদশীষ্বপি ।৭।

মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশী তিথিতে শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে পূজা করিবে। পুষ্প, ধূপ, চন্দনাদি অনুলেপন, দীপ, নবেদ্য প্রভৃতি উপচারে ও ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা বিষ্ণু পূজা কর্ত্তব্য। ১-২।

এই ব্রত অগ্রহায়ণের শুক্লৈকাদশীতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিলে সকল পাপ হইতে শুদ্ধ হওয়া যায়। যিনি যাবজ্জীবন ঐ ব্রত করেন, তিনি শ্বেতদ্বীপে (বৈকুণ্ঠ ধামে) গমন করেন। ৩-৪।

এক বৎসরকাল শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় দ্বাদশীতে ঐ বৈষ্ণুব্রত করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যাবজ্জীবন ঐরূপ ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বাস করে। এইরূপ সংবৎসর যাবৎ প্রতি পূর্ণিমায় বৈষ্ণব-ব্রতাচরণেও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে ব্রহ্মরূপী কেশবকে অর্চ্চনা করিলে এবং পৌর্ণমাসীতে যোগস্বরূপচিন্তনে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হয়। ৫-৮।

ব্রহ্মভূতমমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যান্তথৈব চ।
যোগভূতং পবিচরন্ কেশবং মহদাপ্নুয়াৎ ॥৮॥

দৃশ্যতে সহিতৌ যস্যাং দিবি চন্দ্র-বৃহস্পতী।
পৌর্ণমাসী তু মহতী প্রোক্তা সংবৎসরে তু সা ॥৯॥

তস্যাং দানোপবাসাদ্যমক্ষয়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
তথৈব দ্বাদশী শুক্লা যা স্যাচ্ছ্রবণসংযুতা ॥১০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সংবৎসরাখ্য বৎসরে গগনে যে পূর্ণিমায় চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক রাশিস্থিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পূর্ণিমাকে মহাপূর্ণিমা বলে। এই প্রকার শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বাদশীকেও মহাদ্বাদশী কহে, এই দুই তিথিতে দান, উপবাস, বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি অক্ষয়ফলপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। ৯-১০।

বিষ্ণুসংহিতায় একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্ম-হত্যাদি-প্রায়শ্চিত্তকথনম্)।

বনে পর্ণকুটীং কৃত্বা বসেৎ ।১। ত্রিষবণং স্নায়াৎ ।২। স্বকর্ম চাচক্ষাণো গ্রামে ভৈক্ষ্যমাচরেৎ ।৩। তৃণশায়ী চ স্যাৎ ।৪। এতন্মহাব্রতম্ ।৫। ব্রাহ্মণং হত্বা দ্বাদশসংবৎসরং কুর্য্যাৎ ।৬। যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বা ।৭। গুর্ব্বিণীং রজস্বলাং বা ।৮। অত্রিগোত্রাং বা নারীম্ ।৯। মিত্রং বা ।১০। নৃপতিবধে মহাব্রতমেব দ্বিগুণং কুর্য্যাৎ ।১১। পাদোনং ক্ষত্রিয়বধে ।১২। অর্দ্ধং বৈশ্যবধে ।১৩। তদর্দ্ধং শূদ্রবধে ।১৪। সর্ব্বেষু শবশিরোধ্বজী স্যাৎ ।১৫। সর্ব্বেষু জীবেষু ক্ষমী স্যাৎ। মাসমেকং কৃতবাপনো গবামনুগমনং কুর্য্যাৎ ।১৬।

আসীনাস্বাসীত ।১৭। স্থিতাসু স্থিতঃ স্যাৎ ১৮। অবসন্নাশ্চোদ্ধরেৎ ।১৯। ভয়েভ্যশ্চ রক্ষেৎ ।২০। তাসাং শীতাদিত্রাণমকৃত্বা নাত্মনঃ কুর্য্যাৎ ।২১। গোমূত্রেণ স্নায়াৎ ।২২। গোরসৈশ্চ বর্ত্তেত ।২৩। এতদ্গোব্রতং গোবধে কুর্য্যাৎ ।২৪। গজং হত্বা পঞ্চ নীলান্ বৃষভান্ দদ্যাৎ ।২৫। তুরগং বাসঃ ।২৬। একহায়নমনড্বাহং খরবধে ।২৭। মেষাজবধে চ ।২৮। সুবর্ণকৃষ্ণলমুষ্ট্রবধে ।২৯। শ্বানং হত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।৩০ হত্বা মূষক-মার্জ্জার-নকুল-মণ্ডূক-ডুণ্ডুভাজগরাণামন্যতমমুপোষিতঃ কৃষরান্নং ভোজয়িত্বা লোহদণ্ডং দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।৩১।

বনমধ্যে পর্ণশালা করিয়া বাস করিবে। তিনবার স্নান করিবে। গ্রামের মধ্যে যাইয়া নিজ পাপের কীর্ত্তন করতঃ ভিক্ষাচরণ করিবে। তৃণশয্যায় শুইবে। ইহার নাম মহাব্রত। ১-৫।

ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশ বৎসর যাবৎ এই মহাব্রত করিবে। যজ্ঞে ব্রতী কোন ক্ষত্রিয়কে হত্যা করিলেও শুদ্ধ্যর্থ এই ব্রত আচরণীয়। কোন গর্ভবতী অথবা রজস্বলা নারীকে হত্যা করিলেও এই প্রায়শ্চিত্ত। ৬-৮।

অত্রিগোত্রসম্ভূতা নারীর হত্যায়ও তাহা কর্ত্তব্য। মিত্রবধেও এইরূপ ব্যবস্থা। রাজহত্যায় এই মহাব্রত দ্বিগুণ করিয়া আচরণীয়। ক্ষত্রিয়জাতিবধে উক্ত মহাব্রত পাদোন অর্থাৎ নববার্ষিক করিবে। ৯-১২।

বৈশ্য জাতির বধে মহাব্রতের অর্দ্ধ অর্থাৎ ষড়্‌বার্ষিক। শূদ্রহত্যায় তাহারও অর্দ্ধ অর্থাৎ ত্রৈবার্ষিক মহাব্রত অনুষ্ঠেয়। উক্ত সকল হত্যাতেই নিহত শবের মস্তক হস্তধৃত দণ্ডাগ্রে রাখিয়া হত্যার পরিচয় দিবে। ১৩-১৫।

সকল প্রাণীর প্রতি ক্ষমাশীল হইবে। গোবধে প্রায়শ্চিত্ত—মুণ্ডিতমস্তক হইয়া একমাস কাল গোচারণ করিবে। গোব্রতের নিয়ম এই—গরুরা বসিলে বসিবে, দাঁড়াইলে দাঁড়াইবে, বিপদে পড়িলে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে, ব্যাঘ্রাদি-ভয় হইতে রক্ষা করিবে। ১৬-২০।

গাভীগণ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় কষ্ট পাইতে থাকিলে তাহাদের শীতাদি নিবৃত্তির ব্যবস্থা না করিয়া নিজের শীতাদি নিবৃত্তির উপায় আশ্রয় করিবে না। প্রত্যহ গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে। ২১-২২।

গোদুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। গোবধে এই গোব্রত আচরণীয়। হস্তিহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত যথা—হস্তীকে হত্যা করিলে পাঁচটি নীলবৃষ দান করিবে, নীল বৃষের লক্ষণ—আকারে লোহিতবর্ণ, মুখে ও পুচ্ছে পাণ্ডুর, খুর ও শৃঙ্গে শ্বেতবর্ণ হইলে তাহাকে নীলবৃষ বলে। ২৩-২৫।

অশ্বহত্যাকারী বস্ত্র দান করিবে। গর্দ্দভবধে এক বৎসর বয়স্ক অনড্বান্ (এঁড়ে বাছুর) দেয়। মেষ ও ছাগবধেও ঐরূপ ব্যবস্থা। উষ্ট্রবধে কৃষ্ণল-পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। কুক্কুরহত্যায় ত্রিরাত্র উপবাস

গোধোলুক-কাক-ঝষবধে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।৩২।
হংস-বক-বলাকা-মদ্‌গু-বানর-শ্যেন-ভাস-চক্রবাকা-
ণামন্যতমং হত্বা ব্রাহ্মণায় গাং দদ্যাৎ ।৩৩।
সর্পং হত্বাঽভ্রীং কার্ষ্ণায়সীম্ ।৩৪।
ষণ্ঢং হত্বা পলালভারকম্ ।৩৫।
বরাহং হত্বা ঘৃতকুম্ভম্ ।৩৬।
তিত্তিরিং তিলদ্রোণম্ ।৩৭।
শুকং দ্বিহায়নং বৎসম্ ।৩৮। ক্রৌঞ্চং ত্রিহায়ণম্ ।৩৯।
ক্রব্যাদমৃগবধে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ ।৪০।
অক্রব্যাদমৃগবধে বৎসতরীম্ ।৪১।
অনুক্তমৃগবধে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ।৪২।
পক্ষিবধে নক্তাশী স্যাৎ ।৪৩।
রূপ্যমাষকং বা দদ্যাৎ ।৪৪।
হত্বা জলচরমুপবসেৎ ।৪৫।
অস্থিমতান্তু সত্ত্বানাং সহস্রস্য প্রমাপণে।
পূর্ণে চানস্থনস্থ্নান্তু শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ॥৪৬॥
কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থ্নাং চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥৪৭॥
ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনে জপ্যমৃক্‌শতম্।
গুল্ম-বল্লী-লতানাঞ্চ পুষ্পিতানাঞ্চ বীরুধাম্ ॥৪৮॥
অন্নাদ্যজানাং সত্ত্বানাং রসজানাঞ্চ সর্বশঃ।
ফলপুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্ ॥৪৯॥
কৃষ্টজানামোষধীনাং জাতানাঞ্চ স্বয়ং বনে।
বৃথালম্ভে তু গচ্ছেদ্ গাং দিনমেকং পয়োব্রতম্ ॥ ৫০

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

বিহিত। মূষিক, বিড়াল, নকুল, মণ্ডূক, ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) ও অজগর ইহাদের যে কোন একটি হত্যা করিলে নিজে উপবাসী থাকিয়া ব্রাহ্মণকে কৃসরান্ন (খিচুড়ি) খাওয়াইয়া লৌহদণ্ড দক্ষিণা দিবে। গোধা (গোসাপ), উলূক (পেচক), কাক ও মৎস্য বধে ত্রিরাত্র উপবাসী হইবে। হংস, বক, বলাকা (শ্বেতকণ্ঠ স্ত্রীবকী), মদ্‌গু (পক্ষিবিশেষ), বানর, শ্যেনপক্ষী, ভাসপক্ষী ও চক্রবাকপক্ষীদের যে কোন একটি মারিলে ব্রাহ্মণকে একটি গোদান করিবে। সর্পহত্যা করিলে ইস্পাতের খনিত্র (সাবল বা খোন্তা) দিবে। ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন ক্লীবহত্যাকারী একভার পলাল (শস্যহীন শস্যকাণ্ড) দান করিবে। শূকরবধে ঘৃতকুম্ভদান কর্ত্তব্য। ২৬-৩৬।

তিত্তিরি পক্ষিহত্যায় দ্রোণ (চারি মুষ্টি ধান্যে এক কুড়বক, চারি কুড়বকে একপ্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক, আট আঢ়কে এক দ্রোণ হয়) পরিমিত তিল দেয়। শুকপক্ষিহত্যায় দুই বৎসর বয়স্ক গোবৎস, ক্রৌঞ্চবকবধে তিনবর্ষবয়স্ক বৎস দান করিবে। মাংসাশী পশুবধে ধেনু দেয়। অমাংসাশী পশুবধে বৎসতরী দেয়। এতদ্ভিন্ন অনির্দ্দিষ্ট পশুবধে ত্রিরাত্র দুগ্ধপান দ্বারা যাপন, পূর্ব্বে অনুক্ত পক্ষিবধে দিনোপবাসের পর নক্তভোজন বিহিত। অথবা একমাষা (পাঁচকুঁচ) পরিমিত রজতদান কর্ত্তব্য। জলচর প্রাণী হত্যা করিলে উপবাস করণীয়। সহস্রসংখ্যক অস্থিমান্ প্রাণিবধে এবং পূর্ণ একশকট পরিমিত অনস্থি প্রাণিবধে শূদ্রহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৩৭-৪৬।

সহস্রোনসংখ্যক অস্থিমান্ কৃকলাসাদি প্রাণিবধে শুদ্ধ্যর্থ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবে। কিন্তু অস্থিহীন প্রাণিবধে (শকটপরিমাণ ন্যূন হইলে) প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ৪৭।

ফলদায়ী যে কোন বৃক্ষের ও গুল্ম, বল্লী, লতা ফলযুক্ত হইলে তাহাদের এবং পুষ্পিত লতার ছেদনে একশত বার গায়ত্রীপ্রভৃতি মন্ত্র জপ করিবে। অন্নপ্রভৃতি ভক্ষ্য হইতে জাত প্রাণীদের এবং রসজাত সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর ও ফলপুষ্পজাত কীটের নাশে গব্যঘৃতপান শুদ্ধিকারক। ৪৮-৪৯।

ভূমিকর্ষণ হইতে ক্ষেত্রে জাত ধান্যাদি ওষধির ও বনে স্বয়ংজাত ওষধির বৃথা হানি করিলে একদিন দুগ্ধপায়ী ও গবানুগামী হইয়া কাটাইবে। ৫০।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত

একপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।

(সুরাপানাদি-প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্)

সুরাপঃ সর্বকর্মবর্জিতঃ কণান্ বর্ষমশ্নীয়াৎ ।১।
মলানাং মদ্যানাং চান্যতমস্য প্রাশনে
চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ।২।
লশুন-পলাণ্ডু-গৃঞ্জনৈতদ্গন্ধি-বিড্বরাহ-গ্রাম্যকুক্কুট-
বানর-গোমাংসভক্ষণে চ ।৩।
সর্বেষ্বেতেষু দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তান্তে ভূয়ঃ
সংস্কারং কুর্য্যাৎ ।৪।
বপন-মেখলা-দণ্ড-ভৈক্ষ্যচর্য্যাব্রতানি পুনঃসংস্কার-
কর্মণি বর্জনীয়ানি ।৫।
শশক-শল্লক-গোধা-খড়্গ-কূর্মবর্জং পঞ্চনখমাংসাশনে
সপ্তরাত্রমুপবসেৎ ।৬।
গণ-গণিকা-স্তেন-গায়নান্নানি ভুক্ত্বা সপ্তরাত্রং
পয়সা বর্ত্তেত ।৭।
তক্ষকান্নং কর্মকর্তুশ্চ (ক) ।৮।
বার্ধুষিক-কদর্য্যদীক্ষিত-বদ্ধ-নিগড়াভিশস্ত-ষণ্ঢানাঞ্চ ।৯।
পুংশ্চলী-দাম্ভিক-চিকিৎসক-লুব্ধক-ক্রূরোগ্রোচ্ছিষ্ট-
ভোজিনাঞ্চ ।১০।
অবীরা (?) স্ত্রী-স্বর্ণকার-সপত্ন-পতিতানাঞ্চ ।১১।
পিশুনানৃতবাদি-ক্ষতধর্মাত্ম-রসবিক্রয়িণাঞ্চ ।১২।
শৈলূষ-তন্তুবায়-কৃতঘ্ন-রজকানাঞ্চ ।১৩।
কর্মকার-নিষাদ-রঙ্গাবতারি-বেণুশস্ত্রবিক্রয়িণাঞ্চ ।১৪।
শ্বজীবি-শৌণ্ডিক-তৈলিক-চৈলনির্ণেজকানাঞ্চ ।১৫।
রজস্বলাসহোপপতিবেশ্ম(শা?)নাঞ্চ ।১৬।
ভ্রূণঘ্নাবেক্ষিতমুদক্যাসংস্পৃষ্টং পতত্রিণাবলীঢ়ং
শুনা সংস্পৃষ্টং গবাঘ্রাতঞ্চ ।১৭।
কামতঃ পদা সংস্পৃষ্টমবক্ষুতম্ ।১৮।

সুরাপায়ীর কোনও বৈদিক কার্য্যে অধিকার থাকে না। শুদ্ধিনিমিত্ত সে তণ্ডুলাদি কণামাত্র ভোজন করিয়া একবর্ষ কাটাইবে। মল বা একাদশবিধ মদ্যের যে কোন একটি পান করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে। রশুন, পলাণ্ডু, গাঁজর এবং ইহাদের গন্ধযুক্ত দ্রব্য (হিঙ্গু ভিন্ন), বিষ্ঠাভোজী শূকরের মাংস, গ্রাম্য কুক্কুট, বানর ও গোমাংসভক্ষণেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। এই সকল পাপে দ্বিজাতি যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তান্তে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিবে। ১-৪।

পুনরায় উপনয়ন সংস্কারে মস্তকমুণ্ডন, মুঞ্জাদি মেখলা-পরিধান, বিল্বপলাশাদিদণ্ডগ্রহণ ও ভিক্ষাচরণ বর্জ্জনীয়। শশক, শাজারু, গোধা, গণ্ডার, কূর্ম্মভিন্ন পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে সপ্ত অহোরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। ৫-৬।

গণান্ন, গণিকান্ন, চোরের ও নাট্যজীবীর অন্ন ভোজনে সাতদিন দুধ খাইয়া কাটাইবে। এইরূপ ছুতারের ও ভৃত্যের অন্ন ভোজন করিলেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। সুদখোর, কৃপণ, যজ্ঞে দীক্ষিত, জেলে আবদ্ধ, অভিশপ্ত ও ক্লীবের অন্নভোজনেও ঐ ব্যবস্থা। ৭-৯।

ব্যভিচারিণী স্ত্রী, দাম্ভিক, চিকিৎসাজীবী, ব্যাধ, খল, উগ্রস্বভাব ও নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্টভোজীদের অন্ন-ভোজনে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। ১০।

পতিপুত্রহীনা রমণী, স্বর্ণকার, শত্রু ও পতিত ব্যক্তিদের অন্নও অভোজ্য, তাহা খাইলেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কর্ণেজপ, মিথ্যাবাদী, ক্ষতব্রত (অবকীর্ণী) আত্মবিক্রয়ী ও তৈল-ঘৃত-ইক্ষু-রসাদি-বিক্রয়ীর অন্নভোজনে এবং নট, তাঁতী, কৃতঘ্ন, রজকের অন্ন কর্ম্মকার (কামার), নিষাদ (চণ্ডাল), নাট্যপ্রস্তাবক, বেণু ও বেণুজাত দ্রব্যবিক্রয়ী ও শস্ত্রবিক্রয়ীর অন্ন, কুক্কুরজীবী, শুঁড়ি, তেলী, বস্ত্রধৌতকারী—ইহাদের অন্ন, রজস্বলা রমণী, উপপতিসংযুক্তা স্ত্রী ও বেশ্যাদের অন্ন,

(ক) চর্মকর্ত্তুশ্চ—পা.

মত্ত-ক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ ।১৯। নার্চ্চিতং বৃথামাংসঞ্চ ।২০।
পাঠীন-রোহিত-রাজীব-সিংহতুণ্ড-শকুলবর্জং সর্বমৎস্য-মাংসাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।২১।
সর্বজলজমাংসাশনে চ ।২২।
আপঃ সুরাভাণ্ডস্থাঃ পীত্বা সপ্তরাত্রং শঙ্খপুষ্পী-শৃতম্পয়ঃ পিবেৎ ।২৩।
মদ্যভাণ্ডস্থাশ্চ পঞ্চরাত্রম্ ।২৪।
সোমপঃ সুরাপস্যাঘ্রায়াস্যগন্ধমুদকমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপ্ত্বা ঘৃতপ্রাশনো ভবেৎ ।২৫।
খরোষ্ট্র-কাক-মাংসাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ।২৬।
প্রাশ্যাজ্ঞাতং সূনাস্থং শুষ্কমাংসঞ্চ ।২৭।
ক্রব্যাদ-মৃগ-পক্ষিমাংসাশনে তপ্তকৃচ্ছ্রম্ ।২৮।
কলবিঙ্ক-প্লব-চক্রবাক-হংস-রজ্জুদাল-সারস-দাত্যুহ-শুক-সারিকা-বক-বলাকা-কোকিল-খঞ্জরীটাশনে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।২৯।
একশফোভয়দন্তাশনে চ ।৩০।
তিত্তিরি-কপিঞ্জ-লাবক-বর্ত্তিকা-ময়ূরবর্জং সর্বপক্ষি-মাংসাশনে চাহোরাত্রম্ ।৩১।
কীটাশনে দিনমেকং ব্রহ্মসুবর্চলাং পিবেৎ ।৩২।
শুনাং মাংসাশনে চ ।৩৩।
ছত্রাককবকাশনে সান্তপনম্ ।৩৪।
যব-গোধূম-পয়োবিকারং স্নেহাক্তং শুক্তং খাণ্ডবঞ্চ বর্জয়িত্বা পর্য্যুষিতং তৎ প্রাশ্যোপবসেৎ ।৩৫।
ব্রশ্চনামেধ্যপ্রভবাল্লোহিতাংশ্চ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ।৩৬।

ভ্রূণহত্যাকারীকর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলা স্পৃষ্ট বা পক্ব, পক্ষি-ভক্ষিতাবশিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত অন্ন আর ইচ্ছাপূর্ব্বক পাদস্পৃষ্ট, অশুচি দ্রব্যসংস্পর্শদূষিত অন্ন, এবং মাতাল, ক্রোধী, রোগগ্রস্তস্বামিকান্নভোজনেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। ১১-১৯।

দেবতার উদ্দেশে অনর্চ্চিত দ্রব্য এবং স্বতৃপ্তির জন্য আনীত বৃথা মাংসভোজনেও সপ্তাহ দুগ্ধপানে অতিবাহন প্রায়শ্চিত্ত। পাঠীন (বোয়াল মাছ), রোহিত মৎস্য, রাজীব (রায়খড়া, যাহাদের গায়ে ডোরাদাগ আছে), শকুল (শোল মাছ), সিংহতুণ্ড (সিংহমুখাকৃতি মুখ বিশিষ্ট) ভিন্ন অন্য মৎস্যমাংসভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস প্রায়শ্চিত্ত ।২০-২১।

সর্ব্ববিধ জলজাত প্রাণীর মাংসভোজনেও ত্রিরাত্রো-পবাস। সুরাভাণ্ডে স্থিত জল পান করিলে শঙ্খপুষ্পীরসে সিদ্ধ দুগ্ধ সাত দিন পান করিয়া থাকিবে। একাদশ প্রকার ঐক্ষবাদি মদ্যভাণ্ডস্থিত জলপানে পঞ্চরাত্র ঐরূপ দুগ্ধপান করিয়া যাপন কর্ত্তব্য। সোমপায়ী ব্যক্তি সুরাপায়ীর মুখগন্ধ আঘ্রাণ করিলে জলে মগ্ন থাকিয়া তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবে, পরে ঘৃতমাত্র ভোজন করিয়া একদিন থাকিবে। গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও কাকের মাংস খাইলে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। অজ্ঞাত মাংস-বিশেষ ভোজন করিলে এবং বধ্যস্থানস্থিত শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও চান্দ্রায়ণ বিহিত আছে। মাংসাশী পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত কর্ত্তব্য। কলবিঙ্ক (পক্ষিবিশেষ), প্লব (জলকুক্কুট), চক্রবাক, হংস, রজ্জুদাল (তন্নামা পক্ষী), সারস, দাত্যূহ (দাঁড়কাক), শুক, সারিকা, বক, বলাকা, কোকিল ও খঞ্জনপক্ষী খাইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। যাহাদের এক খুর (মধ্যে চেরা নাই) ও যাহাদের উভয় দন্তপঙ্ক্তি আছে, সেই সকল পশুর মাংসভোজনেও ঐ ব্যবস্থা। তিত্তিরি, কপিঞ্জল, লাবক, বর্ত্তিকা ও ময়ূরব্যতীত অন্যান্য সকলপক্ষীর মাংস ভোজনে এক অহোরাত্র উপবাস বিহিত। কীটভোজনে একদিনমাত্র ব্রাহ্মীশাকের কাথ-জল পেয়। কুক্কুরমাংসভোজনেও ঐ ব্যবস্থা। ছত্রাক (ছত্রাকৃতি শ্বেতবর্ণ ভূমিজ বস্তু) ও কবক (ছত্রাকবিশেষ) ভোজনে সান্তপনব্রত আচরণীয়। যব বা গম ও দুধের সম্পর্কে নির্ম্মিত ঘৃতাক্ত ভোজ্য, শুক্ত (অম্লতাপন্ন খাদ্য কাজি) ও খাণ্ডব (তন্নামা খাদ্যবিশেষ) ব্যতীত পর্য্যুষিত (বাসি) যে কোন খাদ্য খাইলে একাহ উপবাস কর্ত্তব্য। বৃক্ষনির্য্যাস (গাছের আটা বা দুধ) যাহা ছেদন জাত ও অমেধ্যপ্রভব এবং লোহিতবর্ণ ইহা পান করিলেও একাহ উপবাস ।২২-৩৬।

শালুক-বৃথাকৃসর-সংযাব-পায়সাপূপ-শস্কুলী-দেবান্নানি হবীংষি চ ।৩৭।
গোঽজামহিষীবর্জ্জং সর্বপয়াংসি চ ।৩৮।
অনির্দশাহানি তান্যপি ।৩৯।
স্যন্দিনী-সন্ধিনী-বিবৎসাক্ষীরঞ্চ ॥৪০॥
অমেধ্যভুজশ্চ ॥৪১॥
দধিবর্জ্জং কেবলানি চ শুক্তানি ॥৪২
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী শ্রাদ্ধভোজনে প্রাজাপত্যম্ ॥৪৩॥
দিনমেকং চোদকে বসেৎ ॥৪৪॥
মধুমাংসাশনে প্রাজাপত্যম্ ॥৪৫॥
বিড়াল-কাক-নকুলাখূচ্ছিষ্টভক্ষণে ব্রহ্ম সুবর্চ্চলাং পিবেৎ ॥৪৬॥
স্বোচ্ছিষ্টাশনে দিনমেকমুপোষিতঃ পঞ্চগব্যং পিবেৎ ॥৪৭॥
পঞ্চনখবিণ্মূত্রাশনে সপ্তরাত্রম্ ॥৪৮॥
আমশ্রাদ্ধাশনে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ॥৪৯॥
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে সপ্তরাত্রম্ ॥৫০॥
বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশনে পঞ্চরাত্রম্ ॥৫১॥
রাজন্যোচ্ছিষ্টাশনে ত্রিরাত্রম্ ॥৫২॥
ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টাশনে ত্বেকাহম্ ॥৫৩॥
রাজন্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী পঞ্চরাত্রম্ ॥৫৪॥
বৈশ্যোচ্ছিষ্টাশী ত্রিরাত্রম্ ॥৫৫॥
বৈশ্যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী চ ॥৫৬॥
চাণ্ডালান্নং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।৫৭।
সিদ্ধং ভুক্ত্বা পরাকঃ ।৫৮।
অসংস্কৃতান্ পশূন্মন্ত্রৈর্নাদ্যাদ্ বিপ্রঃ কথঞ্চন ।
মন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতানদ্যাচ্ছাশ্বতং বিধিমাস্থিতঃ ॥৫৯॥
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎ কৃত্বেহ মারণম্ ।
বৃথা পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ নিষ্কৃতিম্ ॥৬০॥

শালুক (পদ্মাদির কন্দ), বৃথাকৃসর (দেবতাদির উদ্দেশব্যতীত নিজের ভোগার্থ প্রস্তুত খিচুড়ি), ঐরূপ সংযাব (মিশ্রিত গোধূমচূর্ণ, দুগ্ধ, গুড়, কদলী ও ঘৃত—যাহাকে সির্ণি বলে), তাদৃশ পায়স (দুগ্ধের বিকার), অপূপ (পিষ্টক), শস্কুলী (পিষ্টকবিশেষ), অনিবেদিত দেবদেয় অন্ন ও হবিঃ (ঘৃতাদি আহুতির দ্রব্য) ভোজনেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত। গো, ছাগী ও মহিষীব্যতীত যে কোন পশু বা নারীর দুগ্ধ পানেও ঐ ব্যবস্থা। এবং গো-ছাগী-মহিষীর দুগ্ধও প্রসবাবধি দশ দিন অতীত না হইলে অপেয়, উহার পানেও একাহ উপবাস। স্যন্দিনী (স্বয়ং দুগ্ধক্ষরণকারিণী), সন্ধিনী (রমণার্থ পুংসংযোগ-বিশিষ্টা), বৎসহীনা গাভীপ্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলেও ঐরূপ বিধি ।৩৭-৪০।

গো, অজা, মহিষী যদি অপবিত্র দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাদের দুগ্ধ পানেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। দধিব্যতীত অম্লতাপন্ন কেবল শুক্তভোজনেও উহা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমস্থিত (ব্রহ্মচারী) ব্যক্তি শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে একটি প্রাজাপত্য করিবেন। এবং একদিন জলাবগাহী হইবেন। ব্রহ্মচারী মধু বা মাংস খাইলে প্রাজাপত্য করিবেন। বিড়াল, কাক, নকুল ও ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইলে ব্রাহ্মীশাকের ক্বাথ খাইয়া একদিন কাটাইবেন। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খাইলে একদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন পঞ্চগব্য পান করিবেন। পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর বিষ্ঠা বা মূত্রসংস্পৃষ্ট খাদ্যভোজনে সপ্তাহ উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পেয়। আমশ্রাদ্ধের আমান্ন ভোজনে তিন দিন দুগ্ধপান দ্বারা অতিবাহিত করিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উচ্ছিষ্ট খাইলে সাতদিন দুগ্ধপানে থাকিবে। বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাইলে পাঁচ দিন পয়োব্রত কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়োচ্ছিষ্ট-ভোজনে ত্রিরাত্র ঐ ব্রত বিহিত। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টদ্রব্য ব্রাহ্মণ খাইলে একাহ দুগ্ধপান দ্বারা যাপনীয়। কোনও ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে পাঁচদিন পয়োব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উচ্ছিষ্টাশী হইলে ত্রিরাত্র ঐ ব্রত বিহিত। বৈশ্য শূদ্রোচ্ছিষ্টাশী হইলেও ঐ ব্যবস্থা। চাণ্ডালান্ন (চণ্ডালস্বামিক আমান্ন) খাইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। চণ্ডালের পক্ক অন্ন খাইলে পরাকব্রত আচরণীয়। ব্রাহ্মণ কদাচ মন্ত্র দ্বারা অসংস্কৃত পশু ভোজন করিবে না। পরন্তু সনাতন ধর্ম্মের বিধি অনুসারে মন্ত্রপূত পশু খাইতে পারে ।৪১-৫৯।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞো হি ভূত্যৈ সর্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥৬১॥
ন তাদৃশং ভবত্যেনো মৃগং হন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ ॥৬২॥
ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্যঞ্চ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থে নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুথিতীঃ পুনঃ ॥৬৩॥
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেতি কথঞ্চন ॥৬৪॥
যজ্ঞার্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশূংশ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥৬৫॥
গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥৬৬॥

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্ বেদাদ্ধর্মো হি নির্বভৌ ॥৬৭॥
যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥৬৮॥
যো বন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥৬৯॥
যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে রতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোতি যত্নেন যো হিনস্তি ন কিঞ্চন ॥৭০॥
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ ॥৭১॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥৭২॥

দেবতা-পিত্রাদি-উদ্দেশ ব্যতীত বৃথা পশুহত্যাকারী ব্যক্তি হত পশুর দেহে যতগুলি রোম আছে, তাবৎসংখ্যক বর্ষ পরলোকে নরকভোগ এবং ইহলোকে কষ্টভোগে নিস্তার পায়। বিধাতা নিজেই যজ্ঞের উদ্দেশে পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, কারণ যজ্ঞ সকলেরই মঙ্গলের হেতু হয়, অতএব যজ্ঞে পশুবধ জীবহত্যা নহে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য পশুহত্যাকারীর পাপ তাদৃশ হয় না, যেমন আত্মার্থে বৃথা মাংসভোজীর মৃত্যুর পর পাপভোগ হয়। ধান্যাদি শস্য, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষী যজ্ঞকার্য্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া অভ্যুদয় লাভ করে। মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপ্রীত্যর্থ কার্য্য—এই সকল কার্য্যেই পশু হত্যা করা বিহিত, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন স্থলে কোন মতেই উহা করণীয় নহে।৬০-৬৭।

বেদরহস্যবিদ্ ব্রাহ্মণ যজ্ঞকার্য্যে পশু হত্যা করিয়া নিজেকে ও পশুগণকে পরলোকে সদ্গতি পাওয়াইয়া থাকে। গৃহী (গৃহস্থাশ্রমী), গুরুকুলবাসী (ব্রহ্মচারী) অথবা বনবাসী (বানপ্রস্থাশ্রমী), আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিপদে পতিত হইয়াও অশাস্ত্রীয় জীবহত্যা করিবে না। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বে যে বেদবিহিত জীবহিংসা নিয়মিত আছে, সেই হিংসাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে। কারণ, বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ অর্থাৎ বেদ যাহা বলিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম, যেস্থলে পশুহিংসা বেদবিহিত, সেস্থলে উহা ধর্ম্ম। অহিংস্র জীব-জন্তুকে যে নিজের সুখভোগার্থ হত্যা করে, সে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর কুত্রাপি সুখী হয় না।৬৫-৬৮।

আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে বন্ধনকষ্ট ও মৃত্যু-যন্ত্রণা দিতে চাহে না, সেই সর্ব্বসুখার্থী ব্যক্তি স্বয়ং অত্যন্ত সুখভোগের অধিকারী হয়। যে কাহারও হিংসা করে না, সে যাহা পাইবার কল্পনা করে. কার্য্যতঃ যে সুখো-পায়ের অনুষ্ঠান করে এবং যাহাতে সে অনুরক্ত, তৎসমুদায় অনায়াসে তাহার লভ্য হয়। যেহেতু জীবহিংসা না করিলে কদাচ মাংস সম্পন্ন হয় না এবং যেহেতু জীবহত্যা স্বর্গজনক নহে অতএব মাংসভক্ষণই ত্যাগ করিবে।৬৯-৭১।

মাংসের উৎপত্তি বা আগম বিবেচনা করিয়া এবং মাংস-সংগ্রহে প্রাণীদের বন্ধন ও বধক্লেশ বিচার করিয়া সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ হইতে বিরত থাকিবে। যে ব্যক্তি পিশাচের মত বিধিহীন মাংস ভক্ষণ না করে, সে ইহজগতে জনপ্রিয় হয় এবং কোনও ব্যাধির ক্লেশ ভোগ করে না। অনুমন্তা (যে হত্যার অনুমোদন করে), বিশসিতা (যে ছুরিকাদি দ্বারা পশুর অঙ্গ কর্ত্তন করে), নিহন্তা (যে হত্যা করে), যে নিহত পশুর মাংস ক্রয়

ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে॥৭৩॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥৭৪॥
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ দেবাংস্ততোঽন্যো নাস্ত্যপুণ্যকৃৎ॥৭৫॥

বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তস্য পুণ্যফলং সমম্॥৭৬॥
ফলমূলাশনৈর্দিব্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ॥৭৭॥
মাংসভক্ষয়িতাঽমুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥৭৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥

করে ও বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে এবং যে তাহা ভক্ষণ করে—ইহারা সকলেই পশুঘাতক বলিয়া গণ্য।৭২-৭৪।

যে মাংসলোভী ব্যক্তি পরের মাংস দ্বারা নিজশরীর পুষ্ট করিতে চায় কিন্তু পিতৃপুরুষের বা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধনে অভিপ্রায়হীন, তাহা হইতে পাপকারী অন্য কেহ নাই। প্রতিবৎসরে এক এক অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া এক শত বৎসর যে কাটায়, তাহার পুণ্যফল আর মাংস-ভোজনত্যাগীর পুণ্যফল তুল্য। ফলমূল খাইয়া অথবা মুনিদের পবিত্র আহার করিয়াও তাদৃশ পুণ্যফল পায় না, যেমন মাংসভক্ষণ পরিহার দ্বারা পায়। 'মাংস খাদয়িতা' ইহলোকে আমি যে পশুর মাংস খাইতেছি, সে পরজন্মে আমাকে খাইবে মনীষিগণ মাংসের মাংসত্ব অর্থাৎ মাংস শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ বলিয়া থাকেন।৭৫-৭৮।

বিষ্ণুসংহিতায় একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ।

(সুবর্ণচৌর্য্যপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্)।

সুবর্ণস্তেয়কৃদ্ রাজ্ঞে কর্ম্মাচক্ষাণো মুষলমর্পয়েৎ।১।
বধাত্ত্যাগাদ্ বা প্রয়তো ভবতি।২।
মহাব্রতং দ্বাদশাব্দানি বা কুর্য্যাৎ।৩।
নিক্ষেপাপহারী চ।৪।
ধান্যধনাপহারী চ কৃচ্ছ্রমব্দম্।৫।
মনুষ্য-স্ত্রী-কূপ-ক্ষেত্র-বাপীনামপহরণে চান্দ্রায়ণম্।৬।

সুবর্ণচৌর্য্যকারী রাজার নিকট নিজ দুষ্কর্ম্মের কথা বলিয়া একটি মুষল অর্পণ করিবে। মন্তব্য—এই চোরিত সুবর্ণ অশীতিরত্তিকার ন্যূন না হয় এবং ব্রাহ্মণ-স্বামিক হওয়া চাই। তবেই তাহার অপহরণ মহাপাতকমধ্যে গণ্য। রাজা সেই মুষল দ্বারা সুবর্ণচোরকে আঘাত করিলে যদি সে মৃত হয়, কিংবা রাজা কর্ত্তৃক বিচারে পরিত্যক্ত হয়, তবে শুদ্ধ হইবে। অথবা পূর্ব্বোক্ত মহাব্রত দ্বাদশ বৎসর করিবে। এইরূপ গচ্ছিতধনের অপলাপী বা অপহর্ত্তা এই প্রায়শ্চিত্তার্হ। ধান্য ও অন্য ধন হরণ করিলে এক বৎসর কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) ব্রত করিবে। মনুষ্য, স্ত্রী, কূপ, শস্যক্ষেত্র ও দীর্ঘিকা হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠেয়।১-৬।

দ্রব্যাণামল্পসারাণাং সান্তপনম্ ।৭।

ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান-শয্যাসন-পুষ্পমূল-ফলানাং পঞ্চগব্যপানম্ ।৮।

তৃণ-কাষ্ঠ-দ্রুম-শুষ্কান্ন-গুড়-বস্ত্র-চর্ম্মামিষাণাং ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।৯।

মণি-মুক্তা-প্রবাল-তাম্র-রজতায়ঃ-কাংস্যানাং দ্বাদশাহং কণানশ্নীয়াৎ ।১০।

কার্পাসকীটজোর্ণাদ্যপহরণে ত্রিরাত্রং পয়সা বর্ত্তেত ।১১।

দ্বিশফৈকশফহরণে ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।১২।

পক্ষি-গন্ধৌষধি-রজ্জু বৈদলানামপহরণে দিনমুপবসেৎ ।১৩।

দত্ত্বৈবাপহৃতং দ্রব্যং ধনিকস্যাপ্যুপায়তঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কূর্য্যাৎ কল্মষস্যাপনুত্তয়ে ॥১৪॥

যদ্ যৎ পরেভ্য আদদ্যাৎ পুরুষস্তু নিরঙ্কুশঃ।
তেন তেন বিহীনঃ স্যাদ্ যত্র যত্রাভিজায়তে ॥১৫॥

জীবিতং ধর্ম্মকামৌ চ ধনে যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতৌ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ধনহিংসাং বিবর্জয়েৎ ॥১৬॥

প্রাণহিংসাপরো যস্তু ধনহিংসাপরস্তথা।
মহাদুঃখমবাপ্নোতি ধনহিংসাপরস্তয়োঃ ॥১৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অল্পমূল্য দ্রব্যের অপহরণ করিলে সান্তপন আচরণীয়। ভক্ষণীয় খাদ্য (পক্কান্ন), পানীয় দ্রব্য, শয্যা, আসন, পুষ্প, ফল ও মূল অপহরণ করিলে পঞ্চগব্যপান দ্বারা শুদ্ধি হয় তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, তণ্ডুলাদি শুষ্কান্ন (অভক্ষণীয় অপক্ক খাদ্য), গুড়, বস্ত্র, চর্ম্ম, আমিষ (মৎস্য) হরণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। মণি (পদ্মরাগাদি), মুক্তা, প্রবাল (পলা), তামা, রূপা, লোহা ও কাঁসা চুরি করিলে উপর্য্যুপরি বার দিন তণ্ডুলকণা সিদ্ধ করিয়া খাইবে। কার্পাস (বস্ত্র), কীটজাত (গুটিপোকার সূত্রোৎপন্ন), ঊর্ণা (মেষাদিলোম) জাত কম্বলাদি হরণ করিলে ত্রিরাত্র কেবল দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইবে। দ্বিশফ (যাহাদের খুর দ্বিধাবিভক্ত, গো-মহিষাদি) অথবা একশফ (অশ্বাদি) প্রাণী হরণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করণীয় ।৭-১২।

পক্ষী, চন্দনকাষ্ঠাদি গন্ধদ্রব্য, ওষধি, রজ্জু, বেণুজাত সূর্পাদি অপহরণে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। চুরি করার পর সেই অপহৃত দ্রব্য কোনপ্রকারে যদি ধনস্বামীকে পাওয়াইয়া দেয়, তবে চুরি করার পাপের ক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন লোক অবাধে (শাস্ত্রীয় নিষেধ বা দণ্ডভয় না করিয়া) অসদুপায়ে অপর হইতে যে যে দ্রব্য লইবে, সে পরকালে যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক সেই সেই চোরিত বা অসদুপায়ে গৃহীত দ্রব্যে বঞ্চিত হইবে। ১৩-১৫।

তাহার কারণ জীবন, ধর্ম্ম ও ভোগ সমস্তই ধনের উপর নির্ভর করে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে (সাবধান হইয়া) ধনাপহরণ বর্জ্জন করিবে। যে ব্যক্তি জীবহিংসায় রত অথবা ধনাপহরণে ব্যাপৃত এই দ্বিবিধ পাপীর মধ্যে ধনাপহারীই মহাদুঃখ ভোগ করে। ১৬-১৭

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অথাগম্যাগমনে মহাব্রতবিধানেনাব্দং চীরবাসা বনে—
প্রাজাপত্যং কুর্য্যাৎ ।১। পরদারগমনে চ ।২।
গোব্রতং গোগমনে চ ।৩। পুংস্যযোনাবাকাশেঽপ্সু
দিবা গোযানে চ সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ।৪।
চাণ্ডালীগমনে তৎসাম্যমবাপ্নুয়াৎ ।৫।
অজ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ং কুর্য্যাৎ ।৬।
পশুবেশ্যাগমনে প্রাজাপত্যম্ ।৭।
সকৃদ্দুষ্টা স্ত্রী যৎ পুরুষস্য পরদারে তদ্ব্রতং
কুর্য্যাৎ ।৮।
যৎকারোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্ দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষভুগ্ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥৯॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর অগম্যাগমনকারীর প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হইতেছে—অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধিকামী একবৎসর কাল বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া বনে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাব্রতের বিধি অনুসারে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। ১।

পরস্ত্রী গমন করিলেও ঐরূপ ব্যবস্থা। গো-গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত গোব্রত আচরণীয়। পুং-মৈথুনে, যোনি ভিন্ন অন্য দ্বারে গমনে, আকাশে (কর-মৈথুনে), জলমধ্যে ও দিবাভাগে কিংবা গো-শকটে থাকিয়া মৈথুনে সচেল স্নান কর্ত্তব্য। ২-৪।

চণ্ডালজাতীয়া নারী গমন করিলে চণ্ডালজাতিসাম্য প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানতঃ চাণ্ডালীগমনে শুদ্ধ্যর্থ দুইটি চান্দ্রায়ণ করিবে। পশুগমনে ও বেশ্যাগমনে একটি প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠেয়। ৫-৭।

একবার ব্যভিচারদোষে দুষ্টা রমণী, পরস্ত্রীগমনে পুরুষের যে ব্রত (প্রায়শ্চিত্ত) বিহিত আছে, সেই ব্রত করিবে। ৮।

দ্বিজাতি একবার শূদ্রাগমনে যে পাপ অর্জ্জন করে, তাহার শুদ্ধি তিনবর্ষ যাবৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নভোজন করিয়া ও নিত্য অঘমর্ষণ-মন্ত্র, গায়ত্রী প্রভৃতি জপ করিয়া সম্পাদন করিবে। ৯।

বিষ্ণু-সংহিতায় ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

যঃ পাপাত্মা যেন সহ সংযুজ্যতে স তস্যৈব
প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যাৎ ।১।
মৃতপঞ্চনখাৎ কূপাদত্যন্তোপহতাচ্চোদকং পীত্বা—
ব্রাহ্মণস্ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।২। দ্ব্যহং রাজন্যঃ ।৩।
একাহং বৈশ্যঃ ।৪। শূদ্রো নক্তম্ ।৫।
সর্বে চান্তে ব্রতস্য পঞ্চগব্যং পিবেয়ুঃ ।৬।
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো মহারৌরবসংজ্ঞিতম্ ॥৭॥

যে জাতীয় পাপীর সহিত গুরুসংসর্গ (যৌন, যাজন, সহভোজন প্রভৃতি) করিয়া যে পাপী হইয়াছে, সেই সংসর্গীপাতকী মূল পাপকারীর নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে কূপে পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী মরিয়াছে, সেই কূপ হইতে অথবা মলাদিস্পর্শে অত্যন্ত দূষিত অন্য জলাশয় হইতে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ তিন অহোরাত্র উপবাস করিবে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ করিলে দুই অহোরাত্র, বৈশ্য এক অহোরাত্র, শূদ্র রাত্রিমাত্র ভোজন ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিমাত্রই উক্ত ব্রতান্তে পঞ্চগব্য পান করিবে। শূদ্র পান কবিবে না।১-৬।

পর্ব্বানারোগ্যবর্জ্জমৃতাবগচ্ছন্ পত্নীং ত্রিরাত্রমুপবসেৎ ।৮। কূটসাক্ষী ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ।৯।

অনুদকমূত্রপুরীষকরণে সচৈলস্নানং মহাব্যাহৃতি-হোমশ্চ ।১০। সূর্য্যাভ্যুদিতনির্ম্মুক্তঃ সচৈলস্নাতঃ সাবিত্র্যষ্টশত-মাবর্ত্তয়েৎ ।১১।

শ্ব-শৃগাল-বিড্‌বরাহ-খর-বানর-বায়স-পুংশ্চলীভির্দষ্টঃ—স্রবন্তীমাসাদ্য ষোড়শ প্রাণায়ামান্ কুর্য্যাৎ ।১২।

বেদাগ্ন্যুৎসাদী ত্রিষবণস্নায্যধঃশায়ী সংবৎসরং—সকৃদ্ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেত ।১৩।

সমুৎকর্ষানৃতে গুরোশ্চালীকনির্ব্বন্ধে তদাক্ষেপণে চ মাসং পয়সা বর্ত্তেত ।১৪।

নাস্তিকো নাস্তিকবৃত্তিঃ কৃতঘ্নঃ কূটব্যবহারী ব্রাহ্মণ-বৃত্তিঘ্নশ্চৈতে সংবৎসরং ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তেরন্ ।১৫।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে দাতা যাজকশ্চ চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ।১৬।

প্রাণি-ভূ-পুণ্য-সোমবিক্রয়ী তপ্তকৃচ্ছ্রং কুর্য্যাৎ ।১৭।

আর্দ্রৌষধি-গন্ধ-পুষ্প-ফল-মূল-চর্ম্ম-বেত্র-বৈদল-তুষ-কপাল-কেশ-ভস্মাস্থি-গোরস-পিণ্যাক-তিল-তৈলবিক্রয়ী প্রাজাপত্যম্ ।১৮।

শ্লেষ্ম-জতু-মধূচ্ছিষ্ট-শঙ্খ-ত্রপু-শুক্তি-সীস-কৃষ্ণলোহো-দুম্বর-খড়্গপাত্রবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ।১৯।

কারণ শূদ্র পঞ্চগব্য পান করিলে এবং ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে তাহারা উভয়েই মহারৌরবনামক নরকে গমন করে। ঋতুকালে (চতুর্থ দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত) নিজ স্ত্রীতে গমন না করিলে পাপক্ষয়ার্থ ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, কিন্তু পর্ব্বে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতিথি ও সংক্রান্তিদিনে) ও রোগাবস্থায় ঋতুতে ভার্য্যাগমন না করিলে কোন পাপ হয় না। ।৮।

মিথ্যা বা ছলসাক্ষ্য দাতা-ব্রহ্মহত্যা-ব্রত করিবে। মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিয়া জলশৌচ না করিলে সচেল স্নান ও মহাব্যাহৃতিমন্ত্রে হোম করণীয়। সূর্য্যোদয়-কালে মৈথুনকারী সচেল স্নান করিয়া একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। ৯-১১।

কুক্কুর, শৃগাল, বিষ্ঠাভোজী শূকর, গর্দ্দভ, বানর, কাক ও ব্যভিচারিণী স্ত্রী দংশন করিলে নদীতে অবগাহন করিয়া ষোলবার প্রাণায়াম করিবে। অধীত বেদ ও আহিত অগ্নি ত্যাগ করিলে দিনে তিনবার স্নান করিবে, ভূমিশায়ী হইবে—এইরূপে একবৎসর প্রত্যহ একবার ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া কাটাইবে। ১২-১৩।

গুরুর উৎকর্ষেও অনৃতবাদী অথবা মিথ্যা কলঙ্কারোপী ও তাঁহাকে তিরস্কারকারী পাপক্ষয়ার্থ একমাসকাল দুগ্ধ খাইয়া থাকিবে। ঈশ্বর, পরকাল ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, নাস্তিকের কার্য্যকারী, কৃতঘ্ন (উপকারের অপলাপী), কপটব্যবহারী ও ব্রাহ্মণের বৃত্তিনাশক—ইহারা পাপক্ষয়ার্থ এক বৎসরকাল ভিক্ষান্ন খাইয়া অতিবাহিত করিবে। ১৪-১৫।

পরিবিত্তি (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), পরিবেত্তা (অকৃতদার জ্যেষ্ঠ থাকিতে দারপরিগ্রহী কনিষ্ঠ) এবং যে কন্যা দ্বারা পরিবেত্তা হইতেছে সেই কন্যা, ঐরূপ কন্যাদাতা, ঐ বিবাহের পুরোহিত, ইহারা সকলেই পাপী, প্রত্যেকেই চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১৬।

প্রাণিবিক্রয়ী, বাসভূমিবিক্রয়ী, পুণ্যবিক্রয়ী (অর্থাৎ অর্থলোভে উপার্জ্জিত পুণ্যত্যাগী) এবং সোমরস-বিক্রয়-কর্ত্তা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। ভিজা (সরস) ওষধি (ধান্যাদি শস্যবৃক্ষ), গন্ধ, পুষ্প, ফল, মূল, চর্ম্ম, বেত্র, বৈদল (বংশনির্মিত পাত্র), তুষ (শস্যহীন ধান্যাদি-ত্বক্), কপাল (শবশিরোঽস্থি), কেশ, ভস্ম, অস্থি (অন্যান্য প্রাণীর অস্থি) গোরস (গোদুগ্ধাদি), পিণ্যাক (খইল) ও তিল-তৈলবিক্রেতা প্রাজাপত্য করিবে। ১৭-১৮।

শ্লেষ্মাতক ফল, জতু (গালা), মধূচ্ছিষ্ট (মোম), শঙ্খ, ত্রপু (সীসক), (শুক্তি মুক্তার উৎপত্তি-আধার ঝিনুক), টিন, কৃষ্ণলোহ (ইস্পাত, মতান্তরে চুম্বক), উদুম্বরপাত্র (তাম্রপাত্র,) ও খড়্গপাত্র (গণ্ডারের

রক্তবস্ত্র-রঙ্গ-রত্ন-গন্ধ-গুড়-মধু-রসোর্ণাবিক্রয়ী ত্রিরাত্র-মুপবসেৎ ।২০।
মাংস-লবণ-লাক্ষা-ক্ষীরবিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ ।২১।
তঞ্চ ভূয়শ্চোপনয়েৎ ।২২।
উষ্ট্রেণ খরেণ বা গত্বা নগ্নঃ স্নাত্বা সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাৎ ।২৩।
জপিত্বা ত্রীণি সাবিত্র্যাঃ সহস্রাণি সমাহিতঃ।
মাসং গোষ্ঠে পয়ঃ পীত্বা মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥২৪॥
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা পরেষামন্ত্যকর্ম্ম চ।
অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥২৫॥
যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ ॥২৬॥
প্রায়শ্চিত্তং চিকীর্ষন্তি বিকর্ম্মস্থাস্তু যে দ্বিজাঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ পরিত্যক্তাস্তেষামপ্যেতদাদিশেৎ ॥২৭॥
যদ্‌গর্হিতেনার্জয়ন্তি কর্ম্মণা ব্রাহ্মণা ধনম্।
তস্যোৎসর্গেণ শুধ্যন্তি জপ্যেন তপসা তথা ॥২৮॥
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।
স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥২৯॥
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্ ॥৩০
এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈতান্ন জুগুপ্সেত ধর্ম্মবিৎ ॥৩১॥
বালঘ্নাংশ্চ কৃতঘ্নাংশ্চ বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতঃ ॥
শরণাগতহন্তৄংশ্চ স্ত্রীহন্তৄংশ্চ ন সংবসেৎ ॥৩২॥

নাসিকাগ্রে উত্থিত খড়্গাকৃতি অস্থিজাত) বিক্রয়ে রত থাকিলে (বণিক্) চান্দ্রায়ণ করিবে। ১৯।

রক্তবস্ত্র, রাঙ্, রত্ন, গন্ধ, গুড়, মধু, খর্জ্জুরাদিরস ও মেষাদি-লোম বা তজ্জাত বস্ত্র বিক্রয় করিলে তিন অহোরাত্র উপবাস করিবে। মাংস, লবণ, লাক্ষা (গালা) ও দুগ্ধবিক্রয়ী (পুনঃ পুনঃ দুগ্ধবিক্রয়কারী) চান্দ্রায়ণ করিবে। (লাক্ষাবিক্রয়নিষেধ পূর্ব্বে কথিত হইলেও এস্থলে পুনরুক্তি তন্মিশ্রিত দ্রব্যবিক্রয়েও দোষ-প্রদর্শনার্থ)। ২০-২১।

এই সকল পাপকারীকে আবার উপনয়নসংস্কারে উপনীত করিবে। উষ্ট্র ও গোপৃষ্ঠে চড়িয়া গমন করিলে, নগ্নাবস্থায় স্নান করিলে, শুইয়া ভোজন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ২২-২৩।

পতিত ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ কিংবা শাস্ত্রবিগর্হিত দ্রব্যের প্রতিগ্রহজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত—একাগ্রচিত্তে তিন হাজার গায়ত্রীজপ, একমাস গোষ্ঠে বাস ও দুগ্ধপান। অযাজ্য-যাজন, স্বজাতিভিন্ন অপরের দাহাদি কার্য্য দক্ষিণাদি গ্রহণপূর্ব্বক বশীকরণাদি অভিচারক্রিয়াজনিত, পাপকে তিনটি প্রাজাপাত্য দ্বারা নষ্ট করা হয়। ২৪-২৫।

যে সকল দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের) সাবিত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদিগকে (সাবিত্রী-পতিত ব্রাত্যদিগকে) তিনটি প্রাজাপত্যব্রত করাইয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপনীত করিবে। ২৬।

যে সকল দ্বিজ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মকারী ও ব্রাহ্মণত্ব হইতে স্খলিত, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়, তবে তাহাদিগকেও শুদ্ধ্যর্থ তিনটি প্রাজাপত্য ও উপনয়ন-সংস্কারের ব্যবস্থা দিবে। ২৭।

ব্রাহ্মণগণ গর্হিত উপায়ে (অযাজ্য-যাজন, অসৎ-প্রতিগ্রহ, পতিতাধ্যাপনাদি কর্ম্ম দ্বারা) যে ধন উপার্জ্জন করে, পাপক্ষালনার্থ সেই অর্জ্জিত ধন ত্যাগ করিবে এবং গায়ত্রী প্রভৃতি জপ দ্বারা ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৮।

বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মগুলির অপালনে এবং গার্হস্থ্য ব্রতলোপে একাহ উপবাস প্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণকে মারিবার জন্য দণ্ড তুলিলে একটি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, তাঁহাদের গাত্রে দণ্ড নিক্ষেপ করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত, দেহ হইতে রক্তপাত করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণীয়। ২৯-৩০।

কোনও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপীদের সহিত কোনরূপ যাজনাদি ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপনির্মুক্ত হইলে তাহাদিগকে আর ঘৃণা করিবেন না। যাহারা ভ্রূণহত্যা বা শিশুহত্যাকারী,

অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যুনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥৩৩॥

কৃতঘ্ন, শরণাগতঘাতক ও স্ত্রীঘাতক, তাহারা শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশুদ্ধ হইলেও তাহাদের সহিত কোনরূপ সংসর্গ করিবে না। ৩১-৩২।

যাহার বয়স অশীতিবর্ষ,—সেই বৃদ্ধ, যে বালক ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, স্ত্রীলোক ও রোগী ইহাদের

অনুক্তনিষ্কৃতীনাঞ্চ পাপানামপনুত্তয়ে।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য পাপঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৩৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধপরিমাণ জানিবে। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় নাই, তাহাদের ক্ষয়ার্থ পাপ ও পাপকারীর শক্তি আলোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিবে। ৩৩-৩৪।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ রহস্যপ্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি ।১।
স্রবন্তীমাসাদ্য স্নাতঃ প্রত্যহং ষোড়শ প্রাণায়ামান্
কৃত্বৈককালং হবিষ্যাশী মাসেন পূতো ব্রতহা ভবতি।২।
কর্ম্মণোঽন্তে পয়স্বিনীং গাং দদ্যাৎ ।৩।
ব্রতেনাঘমর্ষণেন চ সুরাপঃ পূতো ভবতি ।৪।
গায়ত্রীদশসাহস্রজপেন সুবর্ণস্তেয়কৃৎ
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ ।৫।
পুরুষসূক্তজপহোমাভ্যাং গুরুতল্পগঃ ।৬।

অতঃপর গোপনকৃত পাপের পরিচয় ও প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে। গোপনে ব্রহ্মহত্যাকারী একমাস কাল প্রত্যহ স্রোতস্বিনী নদীতে যাইয়া স্নান করিবে, পরে ষোলবার প্রাণায়াম করিয়া দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে পবিত্র হইবে। ১-২।

প্রায়শ্চিত্ত সমাপনান্তে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ঐরূপ সুরাপানকারী ঐ ব্রত দ্বারা ও অঘমর্ষণ মন্ত্রজপে পবিত্র হইবে। দশহাজারবার গায়ত্রীজপ দ্বারা রহঃসুবর্ণ-চৌর্য্যকারী শুদ্ধ হইবে। অপ্রকাশ্য ভাবে গুরুপত্নীগামী (বিমাতৃগামী) ত্রিরাত্রোপবাস ও পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম করিলে পাপমুক্ত হইবে। ৩-৬।

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপাপনোদনম্ ॥৭॥
প্রাণায়ামং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু ॥৮॥
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৯॥
অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ 'ভূর্ভুবঃ স্বরিতী' তি চ ॥১০॥

যেমন যজ্ঞরাজ অশ্বমেধ সমস্ত পাপনাশক হয়, সেইরূপ অঘমর্ষণ মন্ত্র সর্ব্বপাপনাশক জানিবে। যেকোন প্রকার পাপের নিবৃত্তির জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহাতেই ব্রাহ্মণের সকল পাপ দগ্ধ হয়। ৭-৮।

'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং' এই সপ্তব্যাহৃতি ও 'আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্' এই গায়ত্রী-শিরার সহিত গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে পূরক, কুম্ভক, রেচক (বাহ্য বায়ু গ্রহণ, তাহার রোধ ও আন্তর বায়ুনিঃসারণ) তিনটী প্রক্রিয়া করিলে তাহাকে প্রাণায়াম বলে। ৯।

ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে প্রণববাচক অ, উ, ম এই তিন

ত্রিভ্য এব চ বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ ।
তদিত্যচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ॥১১॥
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্বিকাম্ ।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে ॥১২॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্রিকং দ্বিজঃ ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে ॥১৩॥
এতত্রয়বিসংযুক্তা কালে চ ক্রিয়য়া স্বয়া ।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিড্জাতির্গর্হণাং যাতি সাধুষু ॥১৪॥
ওঙ্কারপূর্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ ।
ত্রিপদা চৈব গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্ ॥১৫॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥১৬॥

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে
ক্ষরন্তি সর্ববৈদিক্যো জুহোতি-যজতিক্রিয়াঃ ।
অক্ষরং ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ ॥১৮॥
বিধিযজ্ঞাজ্জপোযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥১৯॥
যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥২১॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অক্ষর (ওঁ) এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতিরূপ সার দোহন করিয়াছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা গায়ত্রীর তিন পাদ তিন বেদ হইতে নিঃসারিত করিয়াছেন অর্থাৎ গায়ত্রীছন্দে চতুর্বিংশত্যক্ষরে নিবদ্ধ ত্রিপদা গায়ত্রীর অষ্টাক্ষরে নিবদ্ধ প্রথম পাদ ঋগ্বেদ হইতে, তাদৃশ দ্বিতীয় পাদ যজুর্বেদ হইতে, তৃতীয় পাদ সামবেদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ১০-১১।

প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাতে যে ব্যক্তি প্রণব, ব্যাহৃতিসহ গায়ত্রী জপ করে, সে বেদজ্ঞের বেদাধ্যয়ন-জনিত পুণ্যের অধিকারী হয়। অরণ্যে থাকিয়া দ্বিজ প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনটি মন্ত্র প্রত্যহ সহস্রবার পাঠ করিলে সর্প যেমন ত্বক্ (খোলস) ছাড়িয়া মুক্ত হয়, সেইরূপ মহাপাপ হইতেও এক মাসে মুক্ত হয়। ১২-১৩।

কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি যদি এই তিনটি ছাড়িয়া থাকে এবং যথাকালে কর্ত্তব্য অর্থাৎ দ্বিজোচিত ক্রিয়াহীন হয়, তবে সাধুসমাজে নিন্দাভাজন হয়। প্রথমে ওঙ্কার পরে অবিনাশিনী তিন ব্যাহৃতি তদন্তে ত্রিপাদ-বিশিষ্ট গায়ত্রীমন্ত্র—ইহা ব্রহ্মত্বলাভের উপায় জানিবে। যিনি আলস্যহীন হইয়া তিন বৎসর যাবৎ প্রত্যহ এই সপ্রণবা সব্যাহৃতি গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর মত সর্ব্বব্যাপী ও আকাশবৎ নির্লিপ্ত হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করেন। প্রণবই পরব্রহ্ম, প্রাণায়াম সর্ব্বোত্তম তপস্যা, আর গায়ত্রী অপেক্ষা পাপনাশক অধিক কিছু নাই, মৌন অপেক্ষা সত্য বলা উত্তম। বেদবিহিত হোম, যাগ, পাঠ, সমস্ত ক্রিয়ারই ক্ষয় আছে অর্থাৎ কিছুই অক্ষয় ফল দান করে না, কিন্তু প্রণব এই একটি অক্ষর অক্ষয় ফল-দায়ক বলিয়া জানিবে। যেহেতু, উহাই ব্রহ্মা ও প্রজাপতিস্বরূপ। ১৫-১৮।

অনুষ্ঠানাত্মক যজ্ঞ (হোম, যাগাদি) হইতে জপযজ্ঞ দশগুণে শ্রেষ্ঠ। আবার জপের মধ্যে উপাংশু জপ (যাহা অপরের কর্ণে যাইবে না, অথচ জিহ্বা নড়িবে) অপরের শ্রুতস্বরে জপ হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, আবার মানস জপ (যাহাতে শব্দ হইবে না এবং জিহ্বাও নড়িবে না) উপাংশু জপ হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। ১৯।

বিধিযজ্ঞের (পাঠযজ্ঞের) সহিত যে চারিটি পাক-যজ্ঞ (নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথিপূজা, হোম ও বলিকর্ম্ম) আছে, ইহারা কেহই জপযজ্ঞের ষোল অংশের এক অংশভাগীও হয় না। ২০।

আর কিছু ক্রিয়া করুক অথবা না করুক, একমাত্র জপদ্বারাই ব্রাহ্মণ নিঃসন্দেহে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যেহেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী মিত্র বলিয়া খ্যাত। ২১।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, আশ্বিন]

[চতুর্থসংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

মহামহিমশালী সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবৎপুরুষোত্তমের মহতী অনুকম্পায় শাস্ত্রগ্রন্থময় 'আর্য্যশাস্ত্র'নামধেয় মাসিকপত্র নির্বাধে প্রকাশিত হইতেছে। প্রকাশিত মনুপ্রভৃতি সংহিতাসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় আর্য্যশাস্ত্রানুরাগী পাঠকবৃন্দ যেন কিংকর্ত্তব্য হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত না হন --ইহাই আমার তাঁহাদের নিকট সপ্রশ্রয় নিবেদন। মহাজনের উক্তিতে পাওয়া যায়—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

সুতরাং আমরা যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মত ও পথ দেখিতে পাইতেছি, তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্ত্তৃক যে ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে, আমরাও সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রবন্ধাকারে তাহা প্রকাশ করিব।

পূর্ব্ব হইতে আমাদের যাবতীয় সমাজ-ব্যবস্থা 'ভগবান্ মনুকর্ত্তৃক যাহা বিহিত হইয়াছে' তদ্দ্বারাই পরিচালিত। আমাদের দেশের প্রচলিত আচারপদ্ধতি অত্রিপ্রভৃতি সংহিতাকারগণের সর্বাংশে অনুমোদিত না হইলেও তাঁহাদের বচন আপৎকালীন ও সৃষ্টিরক্ষাদি প্রয়োজনানুসারে বিহিত বলিয়া এবং কুত্রচিৎ তত্তৎসংহিতাকারগণের অভিমতানুসারে সমাজ নিয়ন্ত্রিত দেখিয়া— উল্লিখিত সংহিতাকারগণ সর্বত্র সমাদৃত এবং পূজিত হন্। এতাদৃশ অনেক বচন পরিলক্ষিত হয়— যাহা আমাদের আচার হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে আচার আমাদের পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রচলিত দেখা যায় অথচ শাতাতপ প্রভৃতি সংহিতোক্ত বিধিতে তাহা পরিলক্ষিত হয় না, এই অবস্থায় আমাদের পারম্পর্য্যক্রমাগত আচারই পালনীয়। সদাচার বিরুদ্ধ, দেশধর্ম বিরুদ্ধ, মনুবিরুদ্ধ যে কোন ধর্ম আমাদের মঙ্গলকর নয়। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন, 'মনুর্যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেষজম্। আমরা বৃহস্পতিসংহিতায় দেখিতে পাইব,—'বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে' এই বচন। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল,—মনুবচনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য ও সর্ব্বগ্রাহ্য।

দেশাচার ও কুলাচার সম্বন্ধেও শাস্ত্রে দেখা যায়—'দেশানুশিষ্টং কুলধর্মমগ্র্যম্'। 'যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ। তত্র তন্নাবমন্যেত ধর্মস্তত্রৈব তাদৃশঃ'। 'যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ। তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ'—ইত্যাদি সর্ব্বজন গৃহীত ও পালিত বাক্যসমূহ। এই সকল শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী কুলধর্ম ও দেশধর্মবিহিত যে সকল বিধিবাক্য অপর সংহিতা বাক্য দ্বারা ভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সুমীমাংসা করিয়া (যাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন) অনতিবিলম্বে আর্য্যশাস্ত্র প্রেমিকগণের নিকট উপস্থাপন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমতী ভগবতী শ্রুতিদেবী আমাদের সকলকে বিমলা বুদ্ধি দানকরত তাঁহার রহস্য উদ্ঘাটনে নিযুক্ত রাখুন।

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে।
করুণাপূর্ণনেত্রায় ওঙ্কারায় নমো নমঃ ॥

ইতি—শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি) শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা—১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা সুস্পস্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ--

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকতা—৬।

বিজ্ঞাপনের হার ঃ—

(ক) কভার ও বিশেষস্থানে বিজ্ঞাপনের হার পত্র লিখিলে জানানো হয়।

(খ) সাধারণ বিজ্ঞাপন—প্রতি মাসে পূর্ণ পৃষ্ঠা ৭৫'০০

প্রতি মাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫'০০
”	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০'০০
”	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২'০০
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭৫০'০০
”	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৪০০'০০
”	এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২২০'০০

(গ) কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনায় কোন বিজ্ঞাপন 'আর্য্যশাস্ত্র' পত্রিকায় প্রকাশের অযোগ্য হইলে তাহা গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের মূল্য রীতিমত যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক ইত্যাদি যথেষ্ট সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা সত্বেও নষ্ট হইয়া গেলে বা হারাইয়া গেলে কর্ত্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ববেদপবিত্রাণি ভবন্তি ।১।
যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ দ্বিজাতয়ঃ পাপেভ্যঃ
পূয়ন্তে ।২।
অঘমর্ষণম্ ।৩। দেবকৃতম্ ।৪। শুদ্ধবত্যঃ ।৫।
তরৎসমন্দীয়ম্ ।৬। কুষ্মাণ্ড্যঃ ।৭।
পাবমান্যঃ ।৮। দুর্গাসাবিত্রী ।৯। অতীষঙ্গাঃ ।১০।
পদস্তোভাঃ ।১১। সামানি ব্যাহৃতয়ঃ ।১২।
ভারুণ্ডানি ।১৩। চন্দ্রসাম ।১৪। পুরুষব্রতে
সামনী ।১৫। অব্লিঙ্গম্ ।১৬। বার্হস্পত্যম্ ।১৭।
গোসূক্তম্ ।১৮। আশ্বসূক্তম্ ।১৯। সামনী চন্দ্রসূক্তে
চ ।২০। শতরুদ্রিয়ম্ ।২১। অথর্বশিরঃ ।২২।
ত্রিসুপর্ণম্ ।২৩। মহাব্রতম্ ।২৪। নারায়ণীয়ম্ ।২৫।
পুরুষসূক্তঞ্চ ।২৬।
ত্রীণ্যাজ্যদোহানি রথন্তরঞ্চ
অগ্নিব্রতং বামদেব্যং বৃহচ্চ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে য ইচ্ছেৎ ।২৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর বেদে যেসকল ঋক্‌কে শুদ্ধির কারণ (পঠনীয়) বলা আছে, সেগুলি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, এইজন্য উহারা পাবমানী ঋক্ হইয়া থাকে। পাবমানী শব্দের অর্থ – যেসকল মন্ত্রের জপ দ্বারা ও হোম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পাপ হইতে মুক্ত হন। ১-২।

যথা অঘমর্ষণ ঋক্ 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ইত্যাদি দেবকৃত। শুদ্ধবতী ঋক্ ('এতোন্বিন্দ্রং স্তবাম শুদ্ধ'মিত্যাদি ঋক্‌ত্রয়)। তরৎসমন্দীয়। কুষ্মাণ্ডীয় ('যদ্দেবা দেবহেলন'মিত্যাদি ঋক্)। পাবমানী ('পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র)। দুর্গাসাবিত্রী ('অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে নমা নয়তি কশ্চন' ইত্যাদি), অতীষঙ্গ, পদস্তোভ, সাম-ব্যাহৃতি-নিচয়, ভারুণ্ড, চন্দ্রসাম, পুরুষব্রত সামদ্বয়, অব্লিঙ্গ ('আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়), বার্হস্পত্য, গোসূক্ত, আশ্বসূক্ত, চন্দ্রসূক্ত দুইটি সামমন্ত্র। শতরুদ্রিয় (রুদ্রাধ্যায়), অথর্ব্বশিরঃ, ত্রিসুপর্ণ, পূর্ব্বোক্ত মহাব্রত, নারায়ণীয় সূক্ত ও পুরুষসূক্ত এইগুলি পাপশোধক। ৩-২৬।

আজ্যদোহনামক তিনটি সূক্ত, রথন্তর সাম, অগ্নিব্রত ও বামদেবনামক সূক্ত বৃহৎসাম—এইগুলি পঠিত হইলে পাপীদিগকে পবিত্র করে, এবং উক্ত ঋক্ ও সূক্ত-পাঠকারী যদি জাতিস্মরত্ব (পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে) ইচ্ছা করে, তবে তাহাও লাভ করে। ২৭।

বিষ্ণুসংহিতায় ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ ত্যাজ্যাঃ।১। ব্রাত্যাঃ।২। পতিতাঃ।৩।
ত্রিপুরুষং মাতৃতঃ পিতৃতশ্চাশুদ্ধাঃ।৪।
সর্ব্ব এবাভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ।৫।
অপ্রতিগ্রাহ্যেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহপ্রসঙ্গং বর্জয়েৎ।৬।
প্রতিগ্রহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্মং তেজঃ প্রণশ্যতি।৭।
দ্রব্যাণাং বাহবিজ্ঞায় প্রতিগ্রহবিধিং যঃ প্রতিগ্রহং
কুর্য্যাৎ, স দাত্রা সহ নিমজ্জতি।৮।
প্রতিগ্রহসমর্থশ্চ যঃ প্রতিগ্রহং বর্জ্জয়েৎ, স দাতৃ-
লোকমবাপ্নোতি।৯।

এধোদক-মূল-ফলাভয়ামিষ-মধু-শয্যাসন-গৃহ-পুষ্প-দধি-
শাকাংশ্চাভ্যুদ্যতান্ন নির্ণুদেৎ।১০।
আহূয়াভ্যুদ্যতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদনুচোদিতাম্।
গ্রাহ্যাং প্রজাপতির্মেনে অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥১১॥

নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে ॥১২॥

গুরূন্ ভৃত্যাংশ্চোজ্জিহীর্ষুরর্চ্চিষ্যন্ পিতৃদেবতাঃ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ ॥১৩॥

অতঃপর পরিহরণীয় ব্যক্তি ও বিষয়গুলি বলা হইতেছে। যথা ব্রাত্যগণ (নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কারহীন)—ইহাদের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। অতিপাতক, মহাপাতক ও অনুপাতক-পাপকারী পরিত্যাজ্য। ৩।

মাতা ও পিতা হইতে উর্দ্ধতন তিনপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা অশুচি তাহারা অপাঙ্‌ক্তেয়। ইহাদের সকলেরই অন্নগ্রহণ করিবে না ও দানগ্রহণ করিবে না। যাহাদের দান অগ্রাহ্য, তাহাদের সহিত প্রতিগ্রহ-প্রসঙ্গও ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ যাহাতে প্রতিগ্রহের প্রসক্তি না হয় সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। ৪-৫।

অসৎ-প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ লুপ্ত হয়। প্রতিগ্রহণীয় দ্রব্যের প্রতিগ্রহ-বিধি জানিয়া যে প্রতিগ্রহ করে, অর্থাৎ প্রতিগ্রাহ্য দ্রব্যটি পবিত্র বা অপবিত্র, অসদুপায়ে উপার্জ্জিত বা সদুপায়ে উপার্জ্জিত, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত কিনা, কুণ্ঠাসহকারে প্রদত্ত কিনা, বঞ্চনাবাক্যে প্রলোভিত ব্যক্তির দান কিনা – এই সকল বিচার করিয়াও যে অপবিত্রাদি বস্তু প্রতিগ্রহ করে, সে দাতার সহিত সমভাবে নরকগামী হয়। ৬-৮।

প্রতিগ্রহের যোগ্য হইলেও যে বৈধ প্রতিগ্রহ না করে, সে দাতার মতই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, অভয়া (হরিতকী), আমিষ, মধু, শয্যা, আসন, গৃহ, পুষ্প, দধি ও শাক অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। ৯ ১০।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ডাকিয়া সৎকারপূর্ব্বক দীয়মান এবং যাহা পূর্ব্বে প্রার্থিত বস্তু, তাহা পাপী ব্যক্তির নিকট হইতেও লইবে। যে ব্যক্তি ঐরূপ দান অবজ্ঞাপূর্ব্বক গ্রহণ না করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ শ্রাদ্ধে দীয়মান অন্ন ভোজন করেন না এবং অগ্নি হূয়মান ঘৃতাদি হব্যও ইষ্ট দেবতার নিকট লইয়া যান না। ১১-১২।

পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ক্ষুধাদি কষ্ট হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলে এবং ভরণীয় ব্যক্তিগণের দুঃখ-নিবৃত্তি কামনায় অথবা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধনেচ্ছায় সকলপ্রকার ব্যক্তির নিকট হইতেই দান গ্রহণ করিবে। কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্যে আত্মতৃপ্তি সাধন করিবে না। ১৩।

উক্ত প্রয়োজনসমূহ ঘটিলেও প্রতিগ্রহসমর্থ ব্যক্তি কখনও ব্যভিচারিণী রমণী, ক্লীব ও পতিতের নিকট হইতে ও শত্রুর নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। গুরুজনসমূহ যদি মৃত হন কিংবা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান অথবা জীবিকার্থ পুত্রাদির প্রত্যাশা না রাখেন, তবে এবং তদ্‌ব্যতিরেকে একাকী গৃহবাসী ব্যক্তি নিজের

এতেষ্বপি চ কার্য্যেষু সমর্থস্তৎপ্রতিগ্রহে।
নাদদ্যাৎ কুলটাষণ্ডপতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ ॥১৪॥
গুরুষু ত্বভ্যতীতেষু বিনা বা তৈর্গৃহে বসন্।
আত্মনো বৃত্তিমন্বিচ্ছন্ গৃহ্নীয়াৎ সাধুতঃ সদা ॥১৫॥

অর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ দাস-গোপাল-নাপিতাঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

জীবিকার জন্য সর্ব্বদা পবিত্র লোকের নিকট ভিক্ষা লইবে। ১৪-১৫।

যে শূদ্রের সহিত চাষ কার্য্যে বা বাণিজ্যে অর্দ্ধাংশ-লাভব্যবস্থা আছে, সেই যৌথদার শূদ্র, বংশানুক্রমে মিত্রতাপন্ন, কুলভৃত্য, গোপ, নাপিত—ইহারা শূদ্রজাতির মধ্যে ভোজ্যান্ন (অর্থাৎ ইহাদের প্রদত্ত বস্তু) গ্রহণ করা যায়, এবং সেবক হইবার জন্য যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে তৎস্বামিকান্নও ভোজ্য। ১৬।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ গৃহাশ্রমিণস্ত্রিবিধোঽর্থো ভবতি ।১।
শুক্লঃ শবলোঽসিতশ্চ ।২।
শুক্লেনার্থেন যদৈহিকং করোতি তদ্দেবত্বমাসাদয়তি ।৩।
যচ্ছবলেন তন্মানুষ্যম্ ।৪। যৎ কৃষ্ণেন তত্তির্য্যক্ত্বম্ ।৫।
স্ববৃত্ত্যুপার্জিতং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং শুক্লম্ ।৬।
অনন্তরবৃত্ত্যুপাত্তং শবলম্ ।৭।
অন্তরিতবৃত্ত্যুপাত্তঞ্চ কৃষ্ণম্ ।৮।
ক্রমাগতং প্রীতিদায়ং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯॥
উৎকোচ—শুল্কসংপ্রাপ্তমবিক্রেয়স্য বিক্রয়ৈঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম্ ॥১০॥
পার্শ্বিক-দ্যূত-চৌর্য্যাপ্তং প্রতিরূপক-সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্ ॥১১॥
যথাবিধেন দ্রব্যেণ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তথাবিধমবাপ্নোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ ॥১২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর গৃহাশ্রমীর তিনপ্রকার অর্থের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। যথা—শুক্ল, মিশ্রিত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে শুক্ল অর্থ দ্বারা ইহলোকে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহা পরজন্মে দেবত্ব পাওয়াইয়া দেয়। ১-৩।

শবল বা শুক্ল কৃষ্ণমিশ্রিত কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য জন্ম হয়। কৃষ্ণ কর্ম্ম দ্বারা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। সকল বর্ণেরই নিজ নিজ বর্ণানুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণে উপার্জ্জিত সকল অর্থেরই নাম শুক্ল অর্থ। অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের বৃত্তি (যথা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ইত্যাদি রূপ অনুলোম বৃত্তি) অবলম্বনে উপার্জ্জিত অর্থাদির নাম শবল। বর্ণ ব্যবধানে (যথা ব্রাহ্মণের বৈশ্য বা শূদ্রবৃত্তি) অবলম্বনে উপার্জ্জিত বৃত্তি কৃষ্ণ-নামে খ্যাত। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে পিতৃ-পিতামহপ্রাপ্তধন, প্রীতিবশতঃ বন্ধু হইতে প্রাপ্ত বা পুরস্কারাদিরূপে প্রাপ্ত ধন এবং বিবাহকালে ভার্য্যার প্রাপ্ত (যৌতুক হিসাবে প্রাপ্ত) ধন ইহা নির্বিশেষে বর্ণমাত্রেরই শুক্ল-ধন নামে অভিহিত হয়। উৎকোচলব্ধ (ঘুষের টাকা), বিবাহে পণ হিসাবে প্রাপ্ত, অবিক্রেয় (সুরা-মধু-মাংস-লবণাদি) বস্তুর বিক্রয়ে উপার্জ্জিত, উপকার করায় সন্তুষ্ট ও উপকৃত ব্যক্তির প্রদত্ত পারিতোষিক ধনাদি সমস্তই শবল বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। পার্শ্বিক অর্থাৎ দ্যূতকারের সহায়তাদ্বারা প্রাপ্ত, দ্যূত-ক্রীড়ায় লব্ধ, চৌর্য্যে অধিগত, প্রতিরূপক অর্থাৎ নকল করায় অর্জ্জিত, দস্যুতা প্রভৃতি সাহসিক কর্ম্মে গৃহীত এবং কপটব্যবসায়ে যে ধন উপার্জ্জিত, এ সমস্ত ধনই কৃষ্ণ নামে পরিচিত। যেভাবে অর্জ্জিত ধনদ্বারা মানুষ যেকোন কার্য্য করে, সেই কর্ম্মের ফলও সেইরূপ হয়, এই সুকৃত বা দুষ্কার্য্যের ফল ইহজন্মে ও পরলোকে উভয়ত্রই প্রাপ্ত হয়। ৪-১২।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত

একোনষষ্টিঃ অধ্যায়ঃ।

গৃহাশ্রমী বৈবাহিকাগ্নৌ পাকযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ ।১।
সায়ং প্রাতশ্চাগ্নিহোত্রম্ ।২। দেবতাভ্যো জুহুয়াৎ ।৩।
চন্দ্রার্কসন্নিকর্ষ-বিপ্রকর্ষয়োর্দ্দর্শ-পূর্ণমাসাভ্যাং যজেত।৪।
প্রত্যয়নং পশুনা ।৫। শরদ্-গ্রীষ্ময়োশ্চাগ্রহায়ণেন।৬।
ব্রীহি-যবয়োর্বা পাকে ।৭। ত্রৈবার্ষিকাভ্যধিকান্নঃ ।৮।
প্রত্যব্দং সোমেন ।৯।
বিত্তাভাবে ইষ্ট্যা বৈশ্বানর্য্যা ।১০।
শূদ্রান্নং যাগে পরিহরেৎ ।১১।
যজ্ঞার্থং ভিক্ষিতমবাপ্তমর্থং সকলমেব বিতরেৎ ।১২।
সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবং জুহুয়াৎ ।১৩।
ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ ।১৪।
অর্চ্চিতভিক্ষাদানেন গোদানফলমবাপ্নোতি ।১৫।
ভিক্ষু ভাবে তন্মাত্রং গবাং দদ্যাৎ ।১৬।
বহ্নৌ বা প্রক্ষিপেৎ ।১৭।
ভুক্তেহপ্যন্নে বিদ্যমানে ন ভিক্ষুকং প্রত্যাচক্ষীত ।১৮।
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী কুম্ভ-উপস্কর ইতি
পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য ।১৯।
তন্নিষ্কৃত্যর্থঞ্চ ব্রহ্ম-দেব-ভূত-পিতৃ-নরযজ্ঞান্ কুর্য্যাৎ।২০
স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ।২১। হোমো দৈবঃ ।২২।
বলির্ভৌতঃ ।২৩। পিতৃতর্পণং পিত্র্যঃ ।২৪।
নৃযজ্ঞশ্চাতিথিপূজনম্ ।২৫।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনস্তথা।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥২৬॥

গার্হস্থ্যাশ্রমী বিবাহকালীন স্থাপিত অগ্নিতে বৈশ্বদেব-হোমাদি পাকযজ্ঞ করিবে। নিত্য সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রহোম করিবে। সেই গার্হপত্য অগ্নিতে দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দিবে। ১-৩।

চন্দ্রসূর্য্যের সহাবস্থানকালে অমাবস্যায় দর্শযাগ ও চন্দ্রসূর্য্যের বিপ্রকর্ষ সপ্তমরাশিতে অবস্থানকালে অর্থাৎ পূর্ণিমায় পৌর্ণমাসযাগ করিবে। প্রতি অয়নে (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে) পশুযাগ করিবে। ৪-৫।

শরৎ ও গ্রীষ্ম ঋতুতে আগ্রহায়ণযাগ অনুষ্ঠেয়। অথবা শস্য পক্ক হইলে ধান্যপাকে ব্রীহিধান্যযাগ (নবান্ন-শ্রাদ্ধ), যবপাকে যবযাগ (যবশ্রাদ্ধ) করণীয়। তিন বছরের অধিককাল ব্যবহারের উপযুক্ত অন্নসংস্থান হইলে প্রতিবর্ষে সোমযাগ কর্ত্তব্য। ৬-৯।

তাদৃশ অন্নের অভাবে (অর্থাভাবে) বৈশ্বানরী ইষ্টি সমাপন করিবে। যাগে শূদ্রলব্ধ অর্থ ত্যাগ করিবে। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ভিক্ষা-লব্ধ অর্থ সমস্তই ব্যয় করিবে। সায়ং ও প্রাতঃকালে-বৈশ্বদেবহোম করণীয়। ১০-১৩।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। সৎকারপূর্ব্বক ভিক্ষাদ্রব্য ভিক্ষুককে দান করিলে গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষুক না পাইলে ভিক্ষুককে দেয় অন্নপরিমাণে অন্ন গাভীকে খাইতে দিবে, গোর অভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ১৪-১৭।

অন্নভোজনের পরও অন্ন উদ্বৃত্ত হইলে আগত ভিক্ষুককে প্রত্যাখ্যান করিবে না। কণ্ডনী (উদূখল, মুষলদ্বারা জীবহিংসা), পেষণী (শিলনোড়া দ্বারা পেষণ কালে অজ্ঞাত জীবনাশ), চুল্লী (উনুনে পতিত জীবহত্যা), কুম্ভ (জলাধার কলস দ্বারা জীবোপঘাত) ও উপস্কর (সম্মার্জ্জনীপ্রভৃতি গৃহোপকরণে জীবের প্রাণবিয়োগ) — এই পাঁচটি গৃহস্থের সূনা (জীবহিংসাস্থল) ১৮-১৯।

তজ্জনিত পাপক্ষয়ার্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ করণীয়। তন্মধ্যে স্বাধ্যায়-অধ্যয়নের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলি বৈশ্বদেব-কর্ম্ম ভূতযজ্ঞ, পিতৃতর্পণ পিতৃযজ্ঞ, অতিথি-পরিচর্য্যা নৃযজ্ঞ। ২০-২৫।

যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃপুরুষগণ এবং আত্মা এই পাঁচ ব্যক্তির উদ্দেশে অন্নদান না করে, সে শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া করিলেও মৃত। ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু—ইঁহারা গৃহস্থাশ্রম-সাহায্যেই

ব্রহ্মচারী যতির্ভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ।
তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ ॥২৭॥
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দদাতি চ গৃহস্থস্তু তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥২৮॥
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥২৯॥

জীবিত থাকেন, অতএব ইঁহারা ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলে গৃহস্থ কখনই তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান বা অবমাননা করিবেন না। ২৬-২৭।

যাগ গৃহস্থই করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, এইজন্য গৃহস্থাশ্রমীই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অন্যান্য জীববর্গ ও অতিথিনিচয় গৃহস্থকেই আশা করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমী অন্যান্য আশ্রমী অপেক্ষা প্রধান। ২৮-২৯।

ত্রিবর্গসেবাং সততান্নদানং
সুরার্চ্চনং ব্রাহ্মণপূজনঞ্চ।
স্বাধ্যায়সেবাং পিতৃতর্পণঞ্চ
কৃত্বা গৃহী শক্রপদং প্রয়াতি ॥৩০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সেবা, নিত্য অন্নদান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণপূজা, স্বাধ্যায়পাঠ ও পিতৃতর্পণকারী গৃহস্থ অন্তে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হন। ৩০।

বিষ্ণুসংহিতায় একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় মূত্রপুরীষোৎসর্গং কুর্য্যাৎ।১। দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ দিবা চোদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ।২। নাপ্রচ্ছাদিতায়াং ভূমৌ।৩। ন ফালকৃষ্টায়াম্।৪। ন চ্ছায়ায়াম্।৫। ন চোষরে।৬। ন শাদ্বলে।৭। ন সসত্ত্বে।৮। ন গর্ত্তে।৯। ন বল্মীকে।১০। ন পথি।১১। ন রথ্যায়াম্।১২। ন পরাশুচৌ।১৩। নোদ্যানে।১৪। নোদ্যানোদকসমীপয়োঃ।১৫। নাঙ্গারে।১৬ ন ভস্মনি।১৭। ন গোময়ে।১৮। ন গোব্রজে।১৯। নাকাশে।২০। নোদকে।২১ ন প্রত্যনিলানলেন্দ্বর্কস্ত্রীগুরুব্রাহ্মণানাঞ্চ।২২। নৈবাবগুণ্ঠিতশিরাঃ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ডকালের প্রথম দুই দণ্ড) শয্যাত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে দক্ষিণদিক্-অভিমুখে ও দিবাভাগে উত্তর-মুখে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে রাত্রিদিবা হিসাবে দক্ষিণ ও উত্তরাভিমুখে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। ১-২।

অনাবৃত ভূমির উপর নহে, লাঙ্গলকৃষ্ট ভূমিতে নহে, ছায়ায় (বৃক্ষচ্ছায়ায়) নহে, জলে নহে, উষরক্ষেত্রে নহে, নব তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে নহে। প্রাণিযুক্ত স্থানে, গর্ত্তমধ্যে, বল্মীকের (উই-ঢিবির) উপর, পথের উপর, বড় রাস্তায়, পরের বিষ্ঠাদিদ্বারা অশুচিক্ষেত্রে, উদ্যানে, উদ্যান ও জলসমীপে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর, ভস্মের উপর, গোময়ে, গোচারণ-ভূমিতে ও গোয়ালে, শূন্যে, জলের উপর, বায়ুর অভিমুখে, এইরূপ অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, স্ত্রীলোক, গুরুজন ও ব্রাহ্মণদের অভিমুখে এবং মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩-২২।

ঢিল ও ইটের দ্বারা মলদ্বার মুছিয়া পুংলিঙ্গ ধরিয়া উঠিবে, পরে জল ও মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া সেইভাবে শৌচ করিবে যাহাতে মললেপ না থাকে এবং

লোষ্ট্রেষ্টকাভিঃ পরিমৃজ্য গুদং গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায়াদ্ভির্ম্মৃদ্ভি শ্চাদ্ধৃতাভির্গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাৎ ।২৪।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ। উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদস্তিস্রস্তু পাদয়োঃ ॥২৫॥

এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।

ত্রিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥২৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

গন্ধক্ষয় হয়। মৃল্লেপনের নিয়ম এই—লিঙ্গে একবার, মলদ্বারে তিনবার, বামহস্ততলে দশবার, দুই হাতে সাতবার, দুই পাদতলে তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবে। গৃহস্থের পক্ষে এই যে শৌচ বিহিত হইল, ব্রহ্মচারীদের ইহার দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাবলম্বীদের তিনগুণ, সন্ন্যাসীদের চতুর্গুণ শৌচ জানিবে। ২৫-২৬।

বিষ্ণুসংহিতায় ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ পালাশং দন্তধাবনং নাদ্যাৎ ।১।

নৈব শ্লেষ্মাতকারিষ্ট-বিভীতক-ধব-ধন্বনজম্ ।২।

ন চ বন্ধূক-নির্গুণ্ডী-শিগ্রু-তিল্ব-তিন্দুকজম্ ।৩।

ন চ কোবিদার-শমী-পীলু-পিপ্পলেঙ্গুদ-গুগ্গুলুজম্ ।৪।

ন পারিভদ্রকাম্লিকামোচক-শাল্মলী-শণজম্ ।৫।

ন মধুরম্ ।৬। নাম্লম্ ।৭। নোদ্ধর্ব্বশুষ্কম্ ।৮।

ন শুষিরম্ ।৯। ন পুতিগন্ধি ।১০। ন পিচ্ছিলম্ ।১১।

ন দক্ষিণাপরাভিমুখঃ ।১২।

অদ্যাচ্ছোদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ।১৩।

বটাসনার্ক-খদির-করঞ্জ-বদর-সর্জ্জ-নিম্বারিমেদাপামার্গ-মালতী-ককুভ-বিল্বানামন্যতমম্ ।১৪।

কষায়ং তিক্তং কটুকঞ্চ ॥১৫॥

কনীন্যগ্রসমস্থৌল্যং সকূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলম্।

প্রাতর্ভূত্বা চ যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥১৬॥

প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাচ্ছুচৌ দেশে প্রযত্নতঃ।

অমাবস্যাং ন চাশ্নীয়াদ্দন্তকাষ্ঠং কদাচন ॥১৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পলাশবৃক্ষের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। এইপ্রকার শ্লেষ্মাতক, অরিষ্ট (রিঠাগাছ), বিভীতক (বহেড়া), ধব, ধন্বন বৃক্ষশাখায় দন্তধাবন পরিত্যাজ্য। বন্ধূক, নির্গুণ্ডী, শিগ্রু, তিল এবং তিন্দুকবৃক্ষজাত, কোবিদার, শমী (শাঁই), পীলু, পিপ্পল (অশ্বত্থ), ইঙ্গুদ ও গুগ্গুল্ বৃক্ষোৎপন্ন, এবং পারিভদ্রক, অম্লিকা, মোচক, শাল্মলী (শিমুল) ও শণোৎপন্ন দন্তধাবন অগ্রাহ্য ।১-৫।

মধুররসাশ্রিত, অম্লরসময়, ঊর্দ্ধশুষ্ক শাখা গ্রহণীয় নহে। শুষির (কীটদষ্ট ছিদ্রময়) পূতিগন্ধি (পচাগন্ধযুক্ত) পিচ্ছিল কাষ্ঠও গ্রহণীয় নহে। দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখে থাকিয়া দন্তধাবন করিবে না। ৬-১২।

উত্তরমুখ অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া বট, অসন (পিয়াল), আকন্দ, খদির, করঞ্জ, কুল, সর্জ্জ, শাল, নিম্ব, অরিমেদ (বিট্‌খদির), অপামার্গ (আপাঙ্), মালতী, ককুভ (অর্জুন) এবং বিল্ববৃক্ষোদ্ভব কাষ্ঠে, কষায়, তিক্ত, কটু (ঝাল) রসময় শাখাদ্বারা দন্তধাবন করিবে ।১৩-১৫।

কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের মত স্থূল, অগ্রে কূর্চ্চ (কুচি) যুক্ত, দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত দন্তকাষ্ঠ লইয়া প্রাতঃকালে মৌনী হইয়া দন্তমার্জন করিবে। প্রথমে সেই কাষ্ঠ ধুইয়া পরে তাহা চিবাইয়া মুখমার্জ্জনান্তে যত্নপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে তাহা ফেলিয়া দিবে। অমাবস্যাতিথিতে কদাচ দন্তধাবন করিবে না। ১৬-১৭।

বিষ্ণুসংহিতায় একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ দ্বিজাতীনাং কনীনিকামূলে প্রাজাপত্যং নাম তীর্থম্ ।১।

অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্মম্ ।২। অঙ্গুল্যগ্রে দৈবম্ ।৩।

তর্জ্জনীমূলে পিত্র্যম্ ।৪।

অনগ্ন্যুষ্ণাভিরফেনিলাভির্ন শূদ্রৈককরাবর্জিতাভিরক্ষারাভিরদ্ভিঃ শুচৌ দেশে স্বাসীনোঽন্তর্জানুঃ প্রাঙ্মুখশ্চোদঙ্মুখো বা তন্মনাঃ সুমনাশ্চাচামেৎ ।৫।

ব্রাহ্মেণ তীর্থেন ত্রিরাচামেৎ ।৬।

দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ।৭।

খান্যদ্ভির্মূর্দ্ধানং হৃদয়ং স্পৃশেৎ ।৮।

হৃৎকণ্ঠতালুগাভিস্তু যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ।৯।

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

অতঃপর দ্বিজাতিদিগের করতলে তীর্থবিশেষ নির্দিষ্ট হইতেছে। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশে প্রাজাপত্য-নামক তীর্থ। অঙ্গুষ্ঠ (বুড়া আঙ্গুল)-মূলে ব্রাহ্মতীর্থ। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দৈবতীর্থ। ১-৩।

তর্জ্জনীমূলে (দ্বিতীয়া অঙ্গুলীর গোড়ায়) পিতৃতীর্থ। পবিত্রাসনে সুখে উপবিষ্ট হইয়া হাঁটুর ভিতরে হাত রাখিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরাস্য হইয়া আচমনে মনোযোগী বা নিশ্চিন্তমনে অগ্নিসন্তপ্ত ভিন্ন, ফেনরহিত, শূদ্রানীত ভিন্ন এবং একহস্তে অপ্রদত্ত, অলবণাক্ত জলের দ্বারা আচমন করিবে। ৪-৫।

ব্রাহ্মতীর্থে জল লইয়া তিনবার তাহা পান করিবে। দুইবার ওষ্ঠাধর মুছিবে। ইন্দ্রিয়-ছিদ্রগুলি অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষুঃ, কর্ণ (মতান্তরে নাভিছিদ্র, বাহুদ্বয়) এবং মস্তক ও হৃদয় জলযুক্ত হস্তে স্পর্শ করিবে। ৬-৮।

ব্রাহ্মণের পীত আচমন-জল হৃদয়পর্য্যন্ত যাইবে, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠপর্য্যন্তগামী ও বৈশ্যের তালুস্পর্শী হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র একবার মাত্র ওষ্ঠপ্রান্তে জলের ছিটা দিলেই শুদ্ধ হইবে। মিতাক্ষরা-মতে তালুস্পৃষ্ট জলেও শুদ্ধ হয়। ৯।

বিষ্ণু-সংহিতায়-দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ যোগক্ষেমার্থমীশ্বরমুপগচ্ছেৎ ।১।

নৈকোঽধ্বানং প্রপদ্যেত ।২।

নাধার্মিকৈঃ সার্দ্ধম্ ।৩। ন বৃষলৈঃ ।৪।

ন দ্বিষদ্ভিঃ ।৫। নাতিপ্রত্যুষসি ।৬।

নাতিসায়ম্ ।৭। ন সন্ধ্যয়োঃ ।৮। ন মধ্যাহ্নে ।৯।

ন সন্নিহিতপানীয়ম্ ।১০। নাতিতূর্ণম্ ।১১।

অতঃপর যোগক্ষেমের (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ও লব্ধবস্তুর রক্ষার জন্য) ঈশ্বরের উপাসনা করিবে অথবা রাজার নিকট যাইবে। একাকী পথ চলিবে না। অধার্ম্মিকদের সহিতও চলিবে না। ১-৩।

শূদ্রগণ-সমভিব্যাহারে নহে। শত্রুদের সহিত নহে।

খুব প্রত্যূষে যাত্রা করিবে না। অতি সন্ধ্যাকালে (ভর সন্ধ্যায়) নহে। এমন কি দুই সন্ধ্যামুহূর্ত্তে নহে। মধ্যাহ্নে নহে। ৪-৯।

পানীয়জল-সমীপস্থ স্থান দিয়া যাইবে না। অতি দ্রুতগতিতে রাত্রিভাগে যাত্রা নিষিদ্ধ। হিংস্রজন্তু,

ন রাত্রৌ ।১২। ন সন্ততং ব্যাল-ব্যাধিতার্ত্তৈ-
র্বাহনৈঃ ।১৩। ন হীনাঙ্গৈঃ ।১৪।
ন রোগিভিঃ ।
ন দীনৈঃ ।১৫। ন গোভিঃ ।১৬। নাদান্তৈঃ ।১৭।
যবসোদকৈর্বাহনানামদত্ত্বাত্মনঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপনোদনে
ন কুর্য্যাৎ ।১৮। ন চতুষ্পথমধিতিষ্ঠেৎ ।১৯।
ন রাত্রৌ বৃক্ষমূলম্ ।২০। ন শূন্যালয়ম্ ।২১।
ন তৃণম্ ।২২। ন পশূনাং বন্ধনাগারম্ ।২৩।
ন কেশ-তুষ-কপালাস্থি-ভস্মাঙ্গারান্ ।২৪।
ন কার্পাসাস্থি ।২৫। চতুষ্পথং প্রদক্ষিণীকুর্য্যাৎ ।২৬।
দেবতার্চ্চাঞ্চ ।২৭। প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্ ।২৮।
অগ্নি-ব্রাহ্মণ-গণিকা-পূর্ণকুম্ভাদর্শ-চ্ছত্র-ধ্বজ-পতাকা-
শ্রীবৃক্ষ-বর্দ্ধমান-নন্দ্যাবর্ত্তাংশ্চ ।২৯।

তালবৃন্ত-চামরাশ্ব-গজাজ-গো-দধি—
ক্ষীর-মধু-সিদ্ধার্থকাংশ্চ ।৩০। বীণা-চন্দনায়ুধার্দ্রগোময়-
পুষ্পশাক—গোরোচনা-দূর্ব্বাপ্ররোহাংশ্চ ।৩১।
উষ্ণীষালঙ্কার-মণি-কনক-রজত-বস্ত্রাসন-
যানামিষাংশ্চ ।৩২।
ভৃঙ্গারোদ্ধৃতোর্ব্বরা-রজ্জুবদ্ধৈকপশু-কুমারী-মীনাংশ্চ
দৃষ্ট্বা প্রযায়াদিতি ।৩৩। অথ মত্তোন্মত্তব্যঙ্গান্
দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তেত ।৩৪।
বান্ত-বিরিক্ত-মুণ্ডিত-মলিনবসন-জটিল-বামনাংশ্চ ।৩৫।
কাষায়-প্রব্রজিত-মলিনাংশ্চ ।৩৬।
তৈল-গুড়-শুষ্কগোময়েন্ধন-তৃণ-কুশ-পলাশ-
ভস্মাঙ্গারাংশ্চ ।৩৭।
লবণ-ক্লীবাসব-নপুংসক-কার্পাস-
রজ্জু-নিগড়-মুক্তকেশাংশ্চ ।৩৮।

ব্যাধিগ্রস্ত, ও ক্লান্ত বাহনে অবিশ্রান্তভাবে যাইবে না। যে সকল মহিষাদি-বাহন হীনাঙ্গ, কৃশ, তাহাদের যানে যাইবে না। ১০-১৫।

গোযানে যাত্রা করিবে না। অশিষ্ট (দুর্দান্ত) বাহনে গমনও পরিহার্য্য। বাহনদিগকে ঘাস-জল না খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি করিবে না। চতুষ্পথে (চৌমাথায়) দাঁড়াইবে না। ১৬-১৯।

রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিবে না। শূন্য গৃহে আশ্রয় লইবে না। তৃণের উপর বসিবে না। পশুদিগের বন্ধনগৃহে অবস্থান অকরণীয়। কেশ, তুষ, কপাল (শিরোঽস্থি), অন্য অস্থি, ভস্ম ও অঙ্গারে অবস্থান করিবে না। ২০-২৪।

কার্পাস-তূলার বীজের উপর স্থিতি অকর্ত্তব্য। চতুষ্পথ প্রদক্ষিণ করিবে। দেবতা-প্রতিমাও প্রদক্ষিণ করিবে। দেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া বিজ্ঞাত অশ্বত্থ-বটাদি বনস্পতিকেও প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। ২৫-২৮।

অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গণিকানারী, পূর্ণকুম্ভ, দর্পণ, ছত্র, ধ্বজ, পতাকা, বিল্ববৃক্ষ, শরাব, নন্দ্যাবর্ত্ত (যে গৃহের মণ্ডলাকারে স্থিতি আনন্দদায়ক তাদৃশ গৃহ, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি) এগুলিও যাত্রাকালে প্রদক্ষিণার্হ। ২৯।

তালবৃন্ত (হাত-পাখা), চামর, অশ্ব, হস্তী, ছাগ, গো, দধি, দুগ্ধ, মধু, শ্বেতসর্ষপ এগুলিও যাত্রাকালে অভিনন্দনীয়। বীণাবাদ্য, চন্দন, অস্ত্রশস্ত্র, আর্দ্র গোময়, পুষ্প, শাক, গোরোচনা, দূর্ব্বাঙ্কুর এগুলি বন্দনীয়। ৩০-৩১।

উষ্ণীষ, অলঙ্কার, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, আসন, যান ও আমিষ দর্শনীয়। ভৃঙ্গার (জলপাত্র গাড়ু) দ্বারা উদ্ধৃত জল, শস্যাঢ্যা ভূমি, রজ্জুবদ্ধ একক পশু, কুমারী কন্যা ও মৎস্য দর্শন করিয়া যাত্রা করিবে। ৩২-৩৩।

কিন্তু যাত্রা করিয়াই যদি মাতাল, পাগল ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তির দর্শন ঘটে, তবে ফিরিবে। এইরূপ বমনকারী, অতি দীন, মুণ্ডিত-শিরাঃ, মলিন-বস্ত্রপরিধায়ী, জটাধারী ও বামন দেখিয়াও যাত্রা বর্জ্জন করিবে। ৩৪-৩৫।

কষায় বস্ত্রপরিধায়ী, প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী) ও মলিন ব্যক্তিকে দেখিয়া ফিরিবে। তৈল, গুড়, শুষ্ক গোময়, ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ), তৃণ, পত্র, ভস্ম, অঙ্গার এগুলি অশুভ-লক্ষণ। ৩৬-৩৭।

লবণ, ক্লীবাসব (ক্লীবের মত জীবিত), নপুংসক (পুংস্ত্বহীন), কার্পাস, রজ্জু, নিগড় (বন্ধন-শৃঙ্খল) ও

বীণা-চন্দনার্দ্রশাকোষ্ণীষালঙ্করণ-কুমারীঃ প্রস্থানকালেঽভিনন্দয়েদিতি ।৩৯।

দেব-ব্রাহ্মণ-গুরু-বভ্রু-দীক্ষিতানাং ছায়াং নাক্রামেৎ ।৪০।

নিষ্ঠ্যূত-বান্ত-রুধির-বিণ্মূত্র-স্নানোদকানি চ ।৪১।

ন বৎসতন্ত্রীং লঙ্ঘয়েৎ ।৪২। প্রবর্ষতি ন ধাবেৎ ।৪৩।

ন বৃথা নদীং তরেৎ ।৪৪।

ন দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চোদকমপ্রদায় ।৪৫।

ন বাহুভ্যাম্ ।৪৬। ন ভিন্নয়া নাবা ।৪৭।

ন কচ্ছমধিতিষ্ঠেৎ ।৪৮।

ন কূপমবলোকয়েৎ ।৪৯। ন লঙ্ঘয়েৎ ।৫০।

বৃদ্ধ-ভারি-নৃপ-স্নাত-স্ত্রী-রোগি-বর-চক্রিণাম্ ।

পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতশ্চ ভূপতেঃ ।৫১।

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

মুক্তকেশ (অবদ্ধকেশ) ব্যক্তিকে দেখিয়া যাত্রা পরিহার করিবে। কিন্তু যাত্রাকালে বীণাযন্ত্র, চন্দন, অশুষ্ক শাক, উষ্ণীষপরিধায়ী ও কুমারীগণকে দেখিয়া অভিনন্দন করিবে। দেবপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন, নকুল ও যজ্ঞ-দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া মাড়াইবে না। ৩৮-৪০।

থুথু, বমন, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র ও স্নানজলও মাড়াইবে না। বাছুরের বন্ধনরজ্জু লঙ্ঘন করিবে না। প্রবল বৃষ্টিতে দৌড়াইবে না। নিরর্থক নদী পার হইবে না। যাত্রাকালে দেবতাকে ও পিতৃপুরুষকে জল না দিয়া নদী পার হইবে না। ৪১-৪৫।

বাহুদ্বারা অর্থাৎ সন্তরণ করিয়া নদী পার হইবে না। ভাঙ্গা বা সচ্ছিদ্র নৌকায় পার হইবে না। কচ্ছ (জলবহুল স্থানে) তীরে অবস্থান নিষিদ্ধ। (অধোমুখে) কূপের ভিতর দর্শন করিবে না। ৪৬-৪৯।

কূপ লঙ্ঘন করিতে যাইবে না। বৃদ্ধলোক, ভারবাহী, রাজা, স্নাতক (ব্রহ্মচর্য্যের পর সমাবৃত্ত), স্ত্রীলোক, রোগী, বর ও চক্রী (চক্রবাহী যান) ইহাদিগকে যাইতে পথ ছাড়িয়া দিবে। তাহাদের মধ্যে রাজা সর্ব্বাগ্রে মান্য (তাঁহার পথ সর্ব্বাগ্রে দেয়) কিন্তু স্নাতক রাজারও মান্য। (অতএব রাজাও স্নাতককে পথ অগ্রে দিবেন)। ৫০-৫১।

বিষ্ণু সংহিতায় ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

পরনিপানেষু ন স্নানমাচরেৎ ।১।

আচরেৎ পঞ্চ পিণ্ডানুদ্ধৃত্যাপস্তথাপদি ।২।

নাজীর্ণে ।৩। ন চাতুরঃ ।৪। ন নগ্নঃ ।৫।

ন রাত্রৌ ।৬। রাহুদর্শনবর্জ্জম্ ।৭। ন সন্ধ্যয়োঃ ।৮।

প্রাতঃস্নায়ারুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ ।৯।

স্নাতঃ শিরো নাবধুনেৎ ।১০।

নাঙ্গেভ্যস্তোয়মুদ্ধরেৎ ।১১। ন তৈলবস্তু স্পৃশেৎ ।১২।

নাপ্রক্ষালিতং পূর্ব্বধৃতং বসনং বিভৃয়াৎ ।১৩।

স্নাতঃ সোষ্ণীষো ধৌতবাসসী বিভৃয়াৎ ।১৪।

ন ম্লেচ্ছান্ত্যজ-পতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ ।১৫।

পরের খাত জলাশয়ে স্নান করিবে না। কিন্তু আপৎকালে (দেবখাত জলাশয়ের অভাবে ও ত্বরাবশতঃ) পরকীয় জলাশয়েও পাঁচটি মৃৎপিণ্ড তুলিয়া জল ব্যবহার করিতে পারা যায়। ১-২।

অজীর্ণ হইলে স্নান করিবে না। রোগগ্রস্ত হইলে স্নান নিষিদ্ধ। নগ্ন হইয়া স্নান অকর্ত্তব্য। রাত্রিকালেও স্নান অবৈধ, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে রাত্রিস্নান নিষিদ্ধ নহে। দুই সন্ধ্যামুহূর্ত্তে স্নান অকরণীয়। ৩-৮।

অরুণোদয়কালে স্নান করিবার সময় যখন দেখিবে পূর্ব্বদিক্ অরুণ-কিরণে রক্তবর্ণ হইয়াছে, তখন স্নান

স্নায়াৎ প্রস্রবণ-দেবখাত-সরোবরেষু ।১৬।
উদ্ধৃতাদ্ভূমিষ্ঠমুদকং পুণ্যং স্থাবরাৎ প্রস্রবৎ (ক)
তস্মান্নাদেয়ং তস্মাদপি সাধুপরিগৃহীতং সর্বত এব
গাঙ্গম্ ।১৭। মৃত্তোয়ৈঃ কৃতমলাপকর্ষোঽপ্সু
নিমজ্যাপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভির্হিরণ্যবর্ণা ইতি চতসৃভি-
রিদমাপঃ প্রবহত ইতি চ তীর্থমভিমন্ত্রয়েৎ ।১৮।
ততোঽপ্সু নিমগ্নস্ত্রিরঘমর্ষণং জপেৎ ।১৯।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি বা ।২০।
দ্রুপদাং সাবিত্রীং বা ।২১।
যুঞ্জতে মন ইত্যনুবাকং বা ।২২।
পুরুষসূক্তং বা ।২৩। স্নাতশ্চার্দ্রবাসা দেব-পিতৃতর্পণ-
মম্ভঃস্থ এব কুর্য্যাৎ ।২৪।
পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেত্তীর্থমুত্তীর্য্য ।২৫।
অকৃত্বা দেব-পিতৃতর্পণং স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ ।২৬।
স্নাত্বাচম্য বিধিবদুপস্পৃশেৎ ।২৭।
পুরুষসূক্তেন প্রত্যৃচং পুরুষায় পুষ্পাণি দদ্যাৎ ।২৮।
উদকাঞ্জলিং পশ্চাৎ ।২৯।
আদাবেব দিব্যেন তীর্থেন দেবতানাং কুর্য্যাৎ ।৩০।
তদনন্তরং পিত্র্যেণ পিতৃণাম্ ।৩১।
তত্রাদৌ স্ববংশ্যানাং তর্পণং কুর্য্যাৎ ।৩২।

করিবে। স্নান করিবার পর মাথা ঝাড়া দিবে না। অঙ্গসমূহ হইতে হস্তদ্বারা জল সরাইবে না। ৯-১০।

তৈলযুক্ত বস্তু স্পর্শ করিবে না। স্নানান্তে অধৌত বা পূর্ব্বপরিহিত (ছাড়া কাপড়) বস্ত্র পরিধান করিবে না। স্নানের পর মস্তকে উষ্ণীষ পরিয়া দুইটি ধৌতবস্ত্র (উত্তরীয় ও অন্তরীয়) পরিধান করিবে। ১১-১৪।

ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ-জাতি ও পতিতের সহিত আলাপ করিবে না। কোনও প্রস্রবণ (ঝরণা), দেবখাত (নদী, নদ, সমুদ্র) ও সরোবরে (দীর্ঘ জলাশয়ে) স্নান করিবে।

উদ্ধৃত জল হইতে ভূমিগত জল পবিত্র, স্থিতিমান্ জল হইতে প্রস্রবণের জল পবিত্রতর, তাহা হইতে নদী-নদাদি দেবখাতের জল পবিত্রতম, সর্ব্বাপেক্ষা সাধুব্যক্তি-সংগৃহীত জল অতি পবিত্র, গঙ্গাজল ঐ সমুদয় জলাপেক্ষা পবিত্রতার কারণ।১৫-১৭।

প্রথমে মৃত্তিকা ও জলদ্বারা দেহের মল অপনীত করিয়া জলে ডুব দিবে, পরে 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি তিনটি ঋক্ পাঠান্তে 'হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ' ইত্যাদি চারিটি ঋক্ ও 'ইদমাপঃ প্রবহত' ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থের আবাহন করিবে। ১৮।

অতঃপর সেই মন্ত্রপূতজলে নিমগ্ন থাকিয়া তিনবার অঘমর্ষণ-মন্ত্রজপ করণীয়। অথবা 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্' মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৯-২০।

(ক) প্রস্রবণম্—পা.

অথবা 'দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ' ইত্যাদি মন্ত্র অথবা গায়ত্রী পাঠ করিবে। কিংবা 'যুঞ্জতে মন' ইত্যাদি অনুবাক-সূক্ত পঠনীয়। অথবা সমগ্র পুরুষসূক্ত ('সহস্রশীর্ষা পুরুষ' ইত্যাদি 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা' ইত্যন্ত ষোলটি মন্ত্র) উচ্চারণ করিবে। ২১-২৩।

স্নানের পর জলের মধ্যে ভিজা কাপড়ে দেব-পিতৃতর্পণ বিহিত। বস্ত্রপরিবর্জন করিলে (শুষ্কবাসা) জল হইতে উঠিয়া তর্পণ করণীয়। দেব-পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নান-শাটীর জল নিষ্কাসন (নিঙ্‌ড়ান) করিবে না। ২৪-২৬।

স্নানের পর আচমন (জলে কুল্লি) করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে। পুরুষসূক্তের এক একটি মন্ত্রে বিষ্ণুকে এক একটি পুষ্প দিবে। তৎপরে তর্পণ কর্ত্তব্য। তর্পণ-কার্য্যে প্রথমেই দিব্যতীর্থে দেবতাদের জলাঞ্জলি দান করণীয়। ২৭-৩০।

পরে পিতৃতীর্থে পিতৃতর্পণ বিহিত। পিতৃতর্পণেও বিশেষ এই—প্রথমে পিতৃ-বংশোদ্ভব উর্দ্ধোর্দ্ধ তিন পুরুষের তর্পণ, পরে মাতামহবংশের তিন পুরুষের, তদনন্তর আত্মীয়গণের, শেষে সুহৃদ্বর্গের তর্পণ আচরণীয়। ৩১-৩৪।

এইরূপে নিত্যস্নায়ী হইবে। স্নানের পর পবিত্র মন্ত্র (স্তবাদি) পাঠ করিবে। সমগ্র সন্ধ্যানুষ্ঠানে অক্ষম হইলে গায়ত্রী-জপ ও পুরুষসূক্ত-পাঠ অবশ্যই কর্ত্তব্য। গায়ত্রীজপ ও পুরুষসূক্তপাঠ এই দুইটি হইতে আর

ততঃ সম্বন্ধিবান্ধবানাম্ ।৩৩। ততঃ সুহৃদাম্ ।৩৪।
এবং নিত্যস্নায়ী স্যাৎ ।৩৫।
স্নাতশ্চ পবিত্রাণি যথাশক্তি জপেৎ ।৩৬।
বিশেষতঃ সাবিত্রীং ত্ববশ্যং জপেৎ ।৩৭।
পুরুষসূক্তঞ্চ ।৩৮। নৈতাভ্যামধিকমস্তি ॥৩৯॥
স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পিত্র্যে চ কর্মণি।
পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিনোদিতে ॥৪০॥
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতম্।
অদ্ভির্মাত্রেণাভিষিক্তস্য নশ্যন্ত ইতি ধারণা ॥৪১॥
যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো নরাঃ ॥৪২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রেষ্ঠ জপ্য কিছু নাই। স্নান করিলে তবে দৈব-পিত্র্য কর্ম্মে এবং পবিত্র স্তব-পাঠাদিতে, মন্ত্রজপে, বিধিবোধিত দানে অধিকারী হয়। অলক্ষ্মী, দুষ্ট গ্রহের দশা, দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তা এগুলি নিত্য জলে অভিষিক্ত ব্যক্তির নষ্ট হয়—ইহাই আমার বিশ্বাস। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি যমযন্ত্রণা ভোগ করে না, এবং যে সকল পাপকারী ব্যক্তি আছে, তাহারাও এই নিত্যস্নান দ্বারা পবিত্র হয় ।৩৫-৪২।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সুস্নাতঃ প্রক্ষালিতপাণিপাদঃ স্বাচান্তো দেবতার্চ্চায়াং স্থলে বা ভগবন্তমনাদিনিধনং বাসুদেবমভ্যর্চ্চয়েৎ ॥১॥
'অশ্বিনোঃ প্রাণাস্তৌত ইতি জীবাদানং (ক) দত্ত্বা যুঞ্জতে মন' ইত্যনুবাকেনাবাহনং কৃত্বা জানুভ্যাং পাণিভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কুর্য্যাৎ ॥২॥
'আপো হি ষ্ঠে'তি তিসৃভিরর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥৩॥
'হিরণ্যবর্ণা' ইতি চতসৃভিঃ পাদ্যম্ ॥৪॥
'শন্ন আপো ধন্বন্যা' ইত্যাচমনীয়ম্ ॥৫॥
'ইদমাপঃ প্রবহত' ইতি স্নানীয়ম্ ॥৬॥
'রথেষ্বক্ষেষু বৃষভরাজা' ইত্যনুলেপনালঙ্কারৌ ॥৭॥
'যুবা সুবাসা' ইতি বাসঃ ॥৮॥
'পুষ্পবতী'রিতিপুষ্পম্ ॥৯॥

অনন্তর বাসুদেবের অর্চ্চনা কর্ত্তব্য, উত্তমরূপে স্নান করিবার পর হস্তপদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে, পরে দেবতার (বাসুদেবের) প্রতিমায় অথবা স্থলে (ঘটাদিতে) ভগবান্ অনাদি অনন্ত শ্রীবাসুদেবকে অর্চ্চনা করিবে। ১।

প্রতিমাতে (শালগ্রামশিলায় বা ঘটে নহে)। 'অশ্বিনোঃ প্রাণাস্তৌত' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'যুঞ্জতে মনঃ' ইত্যাদি অনুবাকে আবাহন করিবে, পরে দুই জানু, দুই হাত ও মস্তক ভূমিতে রাখিয়া পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর্ত্তব্য। ১-২।

'আপোহিষ্ঠা' 'যো বঃ শিবতমো' 'তস্মা অরং গমাম' ইত্যাদি ঋকত্রয়ে অর্ঘ্য, 'হিরণ্যবর্ণা' ইত্যাদি চারিটি ঋকে পাদ্য, 'শন্ন আপো ধন্বন্যা' ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনীয়, 'ইদমাপঃ প্রবহত' ইত্যাদি মন্ত্রে স্নানীয়, 'রথেষ্বক্ষেষু বৃষভরাজা' ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ ও অলঙ্কার, 'যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র, 'পুষ্পবতীঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্প, 'ধূরসি' ইত্যাদি দ্বারা ধূপ, 'তেজোঽসি শুক্রমমৃতমসি' ইত্যাদি দ্বারা দীপ, 'দধিক্রাব্ণোঽকারিষং' ইত্যাদি দ্বারা মধুপর্ক, 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে' ইত্যাদি আটটি ঋকে নৈবেদ্য, চামর, তালবৃন্তাদি-ব্যজন, পরিচ্ছদ, ছত্র,

---

(ক) আশ্বিনৈঃ প্রাণৈস্তেতে ইতি কীচকীয়মন্ত্রেণঽব্য জীবস্য ভগবতো জীবাদানং দত্ত্বা যুঞ্জতে মন ইত্যনুবাকেনাবাহনং কৃত্বা জানুভ্যাং পাণিভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কুর্য্যাৎ।

'ধূরসি ধূপ'মিতি ধূপম্ ॥১০॥

'তেজোঽসি শুক্র'মিতি দীপম্ ॥১১॥

'দধিক্রাব্ন' ইতি মধুপর্কঃ ॥১২॥

'হিরণ্যগর্ভ' ইত্যষ্টাভির্নৈবেদ্যম্ ॥১৩॥

চামরং ব্যজনং মাত্রাং ছত্রং পানাসনে তথা।
সাবিত্রেণৈব তৎ সর্ব্বং দেবায় বিনিবেদয়েৎ ॥১৪॥
এবমভ্যর্চ্চ্য চ জপেৎ সূক্তং বৈ পৌরুষং ততঃ।
তেনৈব জুহুয়াদাজ্যং য ইচ্ছেৎ শাশ্বতং পদম্ ॥১৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

পানীয়, আসন ইত্যাদি অন্য সমস্ত উপচার গায়ত্রী পাঠ-পূর্ব্বক বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। ৩-১৪।

এইরূপে অর্চ্চনান্তে পুরুষসূক্ত পাঠ করিবে, শাশ্বত পদ কামনা থাকিলে সেই পুরুষসূক্ত দ্বারাই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে। ১৫।

বিষ্ণু সংহিতায় পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন দেব-পিতৃকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ।১।
চন্দন-মৃগমদাগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুম-জাতীফলবর্জ-মনুলেপনং ন দদ্যাৎ ।২। ন বাসো নীলীরক্তম্ ।৩।
ন মণিসুবর্ণয়োঃ প্রতিরূপমলঙ্করণম্ ।৪।
নোগ্রগন্ধি ।৫। নাগন্ধি ।৬। ন কণ্টকিজম্ ।৭।
কণ্টকিজমপি শুক্লং সুগন্ধিকং দদ্যাৎ ।৮।
রক্তমপি কুঙ্কুমং জলজঞ্চ দদ্যাৎ ।৯।
ন ধূপার্থে জীবজাতম্ ।১০। ন ঘৃততৈলং বিনা কিঞ্চন দীপার্থে ।১১। নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ।১২।
ন ভক্ষ্যে অপ্যজামহিষীক্ষীরে ।১৩।
পঞ্চনখ-মৎস্য-বরাহমাংসানি চ ।১৪।
প্রযতশ্চ শুচির্ভূত্বা সর্ব্বমেব নিবেদয়েৎ।
তন্মনাঃ সুমনা ভূত্বা ত্বরাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥১৫॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আনীত (পর্য্যুষিত) জলে দেব-পিতৃকার্য্য করিবে না। অনুলেপনে চন্দন, কস্তুরিকা মদ, অগুরু, দারুহরিদ্রা, কর্পূর, কুঙ্কুম, জায়ফল ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্রব্য দিবে না। ১-২।

নীলীবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র দিবে না। মণি বা সুবর্ণের নকল দ্রব্যে অলঙ্কার প্রদান করিবে না। উগ্রগন্ধি, নির্গন্ধ, কণ্টকিবৃক্ষজাত পুষ্প দিবে না। তবে কণ্টকি-বৃক্ষজাত যদি সুগন্ধি হয় (যেমন গোলাপ ফুল) এবং শ্বেতবর্ণের হয়, তাহা হইলে দিতে পারে। ৩-৮।

রক্তপুষ্পও যদি কুঙ্কুমপুষ্প বা জলজাত পুষ্প (পদ্ম, কুমুদ) হয়, তবে তাহা দেওয়া যায়। ধূপের জন্য কোন প্রাণীর অঙ্গজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবে না (যেমন গোরোচনা, মৃগনাভি)। ৯-১০।

ঘৃত বা তৈল ব্যতীত অন্য কোন স্নেহপদার্থে দীপ রচনা করিবে না। নৈবেদ্যের জন্য অভক্ষ্য দ্রব্য প্রয়োগ করিবে না। ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেও ছাগী ও মহিষীদুগ্ধ পরিহার্য্য। পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর মাংস, মৎস্য, ও বরাহমাংস পরিত্যাজ্য। যাহা কিছু ভগবান্‌কে দিবে তাহা পবিত্র এবং সংযত হইয়া দিবে। দানকালে তদ্গতচিত্ত ও প্রশান্ত-চিত্ত হইবে এবং ত্বরা বা ক্রোধ ত্যাগ করিবে। ১৩-১৫

বিষ্ণুসংহিতায় ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথাগ্নিং পরিসমুহ্য পর্য্যুক্ষ্য পরিস্তীর্য্য পরিষিচ্য সর্বতঃ পাকাদগ্রমুদ্ধৃত্য জুহুয়াৎ ।১।

বাসুদেবায় সঙ্কর্ষণায় প্রাদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় পুরুষায় সত্যায়াচ্যুতায় বাসুদেবায় ।২।

অথাগ্নয়ে সোমায় মিত্রায় বরুণায় ইন্দ্রায়েন্দ্রাগ্নিভ্যাং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপতয়ে অনুমত্যৈ ধন্বন্তরয়ে বাস্তোষ্পতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে চ ।৩।

ততোহন্নশেষেণ বলিমুপহরেৎ ।৪।

ভক্ষ্যোপভক্ষ্যাভ্যাম্ ।৫। অভিতঃ পূর্বেণাগ্নেঃ ।৬।

অম্বানামাসীতি দুলানামাসীতি নিতত্নীনামাসীতি (ক) চুপুনীকানামসীতি সর্ব্বাসাম্ ।৭।

নন্দিনি সুভগে সুমঙ্গলি ভদ্রকালীতি প্রদক্ষিণম্ ।৮।

স্থূণায়াং ধ্রুবায়াং শ্রিয়ৈ হিরণ্যকেশ্যৈ বনস্পতিভ্যশ্চ ।৯।

ধর্মাধর্ময়োর্দ্বারে মৃত্যবে চ ॥১০॥

উদপানে (খ) বরুণায় ॥১১॥

বিষ্ণব ইত্যুলূখলে ॥১২॥ মরুদ্ভ্য ইতি দৃষদি ॥১৩॥

উপরিশরণে বৈশ্রবণায় রাজ্ঞে ভূতেভ্যশ্চ ॥১৪॥

ইন্দ্রায়েন্দ্রপুরুষেভ্য ইতি পূর্বার্দ্ধে ॥১৫॥

যমায় যমপুরুষেভ্য ইতি দক্ষিণার্দ্ধে ॥১৬॥

বরুণায় বরুণপুরুষেভ্য ইতি পশ্চার্দ্ধে ॥১৭॥

সোমায় সোমপুরুষেভ্য ইত্যুত্তরার্দ্ধে ॥১৮॥

অতঃপর অগ্নিস্থাপনের কথা বলা হইতেছে। ইহাতে পরিসমূহন (স্থণ্ডিল বা কুণ্ড হইতে কুশাদিদ্বারা তৃণাঙ্গারাদির নিরসন), পর্য্যুক্ষণ (জলধারা দ্বারা রেখাসেচন), পরিস্তরণ (অগ্নির চারিদিকে অচ্ছিন্নমূল কুশ বা কাশ বিছান), পরিষেচন (জলধারা দ্বারা অগ্নিবেষ্টন) ও চরুপাক করিবে, পরে পক্বচরুর অগ্রভাগ লইয়া অগ্নিতে নিম্নোক্ত দেবতাগুলির উদ্দেশে হোম কর্ত্তব্য। যথা ওঁ বাসুদেবায় স্বাহা। এইরূপে সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায়, পুরুষায়, সত্যায়, অচ্যুতায়, বাসুদেবায় (যদিও প্রথমে বাসুদেবায় বলিয়া বাসুদেবের উদ্দেশে হোম বিহিত হইয়াছে। তথাপি উহা সাকার বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া, শেষে বাসুদেবায় শব্দে পরব্রহ্মের উদ্দেশে এইরূপ অপুনরুক্তি জানিবে। ১-২।

পরে অগ্নি প্রভৃতির উদ্দেশে হোম করিবে। যথা অগ্নয়ে স্বাহা, এইরূপ সোমায়, মিত্রায়, বরুণায়, ইন্দ্রায়, ইন্দ্রাগ্নিভ্যাম্, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, প্রজাপতয়ে, অনুমত্যৈ, ধন্বন্তরয়ে, বাস্তোষ্পতয়ে, অগ্নয়ে, স্বিষ্টিকৃতে। ৩।

তাহার পর অবশিষ্ট চরু দ্বারা বলিকর্ম্ম করিবে। বলিকর্ম্মের বিধান যথা চরুশেষ, ভক্ষ্য ও উপভক্ষ্য (ব্যঞ্জনাদি) দ্বারা অগ্নির পূর্ব্বাংশে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় কোণে, ওঁ অম্বানামাসি, দুলানামাসি, নিতত্নীনামাসি, চুপুনীকানামাসি এই মন্ত্রে সকলের উদ্দেশ্যে বলি দিবে। নন্দিনি! সুভগে! সুমঙ্গলি! ভদ্রকালি! বলিয়া দৃঢ় গৃহাস্থিগুলিতে (যে বংশাদিতে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে) প্রদক্ষিণ ভাবে পূজা ও বলি দিবে।৪-৮।

পরে ধ্রুবানামক স্থূণায় (স্তম্ভগুলিতে) শ্রিয়ৈ, হিরণ্যকেশ্যৈ, বনস্পতিভ্যঃ মন্ত্রে, দ্বারে ধর্ম্মায় অধর্ম্মায় ও মৃত্যবে, জলাধারে 'বরুণায়', উলুখলে 'বিষ্ণবে, প্রস্তরে মরুদ্ভ্যঃ, অগ্নিগৃহের উপরিভাগে বৈশ্রবণায়, রাজ্ঞে ভূতেভ্যঃ মন্ত্রে বলি দিয়া অগ্নির পূর্ববার্দ্ধে ইন্দ্রায় ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ, দক্ষিণার্দ্ধে যমায় যমপুরুষেভ্যঃ, পশ্চিমার্দ্ধে বরুণায় বরুণপুরুষেভ্যঃ, উত্তরার্দ্ধে সোমায় সোমপুরুষেভ্যঃ, মধ্যভাগে ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্যঃ, ঊর্দ্ধে আকাশায়, স্থণ্ডিলমধ্যে দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যঃ, রাত্রিতে নক্তঞ্চরেভ্যঃ, মন্ত্রে তত্তদ্ দেবতার উদ্দেশে বলি দিবে। অতঃপর বৈশ্বদেব কর্ম্ম কথিত হইতেছে। দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তদুপরি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর উদ্দেশে নাম গোত্র উল্লেখ কয়িয়া আতপ

(ক) ক্ষিপ্রাণিকানামাসীত—পা,

(খ) উদধানে—পা

ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুরুষেভ্য ইতি মধ্যে ॥১৯॥
ঊর্দ্ধমাকাশায় ॥২০॥
দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্য ইতি স্থণ্ডিলে ॥২১॥
নক্তঞ্চরেভ্য ইতি নক্তম্ ॥২২॥
ততো দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পিত্রে পিতামহায় প্রপিতামহায় মাত্রে পিতামহ্যৈ প্রপিতামহ্যৈ স্বনাম-গোত্রাভ্যাঞ্চ পিণ্ডনির্বপণং কুর্য্যাৎ ॥২৩॥
পিণ্ডানাঞ্চানুলেপন-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদি দদ্যাৎ ॥২৪॥
উদককলশমুপনিধায় স্বস্ত্যয়নং বাচয়েৎ ॥২৫॥
শ্ব-কাক-শ্বপচানাং ভুবি নির্বপেৎ ॥২৬॥
ভিক্ষাঞ্চ দদ্যাৎ ॥২৭॥
অতিথিপূজনে চ পরং ফলমধিতিষ্ঠেৎ ॥২৮॥
সায়মতিথিং প্রাপ্তং প্রযত্নেনার্চ্চয়েৎ ॥২৯॥
অনাশিতমতিথিং গৃহে ন বাসয়েৎ ॥৩০॥
যথা বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুর্যথা স্ত্রীণাং ভর্ত্তা তথা গৃহস্থস্যাতিথিঃ ॥৩১॥ তৎপূজায়াং স্বর্গমাপ্নোতি ॥৩২
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
তস্মাৎ সুকৃতমাদায় দুষ্কৃতন্তু প্রযচ্ছতি ॥৩৩॥
একরাত্রং হি নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যা হি স্থিতির্যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥৩৪॥
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥৩৫॥
যদি ত্বতিথিধর্ম্মেণ ক্ষত্রিয়ো গৃহমাগতঃ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু কামং তমপি ভোজয়েৎ (ক) ॥৩৬॥
বৈশ্যশূদ্রাবপি প্রাপ্তৌ কুটুম্বেঽতিথিধর্মিণৌ।
ভোজয়েৎ সহ ভৃত্যৈস্তাবানৃশংস্যং প্রযোজয়ন্ ॥৩৭॥
ইতরাণ্যপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্।
প্রকৃতান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া ॥৩৮॥
সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ রোগিণীং গুর্ব্বিণীং তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥৩৯॥
অদত্ত্বা যস্তু এতেভ্যঃ পূর্বং ভুঙ্ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
স ভুঞ্জানো ন জানাতি শ্বগৃধ্রৈর্জগ্ধিমাত্মনঃ ॥৪০॥

তণ্ডুল দ্বারা পিণ্ডদান করিবে। পিণ্ড লেপ দিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিয়া পিণ্ড পূজা করিবে। পিণ্ডসমীপে জলপূর্ণ কুম্ভ রাখিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইবে। কুকুর, কাক, চণ্ডালদের উদ্দেশে ভূমিতে পিণ্ডদান করিবে। ৩-২৬।

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে। অতিথি সৎকারে মহাফল লাভ করিবে। সায়ংকালে কোন অতিথি আসিলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক সেবা করিবে। অতিথিকে অভুক্ত রাখিয়া গৃহে বাস করাইবে না। ২৭-৩০।

যেমন চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ গুরু এবং সতী স্ত্রীদিগের স্বামী গুরু তেমনই অতিথি গৃহস্থের গুরু। অতিথির পূজা করিলে স্বর্গলাভ হয়। অতিথি নিরাশ হইয়া যে গৃহস্থের গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, সেই বিমুখ অতিথি তাহা (গৃহস্থ) হইতে পুণ্য হরণ করিয়া নিজ দুষ্কৃত তাহাকে দিয়া যায়। ৩১-৩৩।

যে অভ্যাগত ব্যক্তি একরাত্রি গৃহস্থের বাড়ীতে বাস করে, সে ব্রাহ্মণস্বরূপ একথা বলা আছে, যেহেতু তাহার স্থিতি অনিত্য, এজন্য তাহার নাম অতিথি (অততি গচ্ছতি' আসিয়া চলিয়া যায় এজন্য তাহার অতিথি সংজ্ঞা)। এক গ্রামবাসী ব্যক্তি ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অথবা যাহার বাটীতে অগ্নিহোত্র আছে ও স্ত্রী বিদ্যমান তাদৃশ ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হইলেও তাহাকে অতিথি মনে করিবে না। ৩৪৩৫।

যদি কোন ক্ষত্রিয় জাতি অতিথি হিসাবে গৃহে উপস্থিত হয় এবং তৎকালে ব্রাহ্মণগণ সকলেই ভোজন করিয়াও থাকে, তাহা হইলেও সেই ক্ষত্রিয় অতিথিকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে। পোষ্যবর্গসমন্বিত গৃহে যদি বৈশ্য অথবা শূদ্রও অতিথিরূপে আসে, তবে ব্রাহ্মণ অকর্কশ ব্যবহারে ভৃত্যদের সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইবেন। অন্য জাতি এবং সখা প্রভৃতি গৃহে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকেও গৃহস্বামী স্ত্রীর সহিত আদর পূর্ব্বক প্রস্তুত অন্ন ভোজন করাইবে। ৩৬-৩৮।

(ক) তমভিপূজয়েৎ—পা.

ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভৃত্যেষু স্বেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী ॥৪১॥

দেবান্ পিতৃন্ মনুষ্যাংশ্চ ভৃত্যান্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥৪২॥

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥৪৩॥

স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসা তথা।
ন চাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা ত্বতিথিপূজনাৎ ॥৪৪॥

সায়ং প্রাতস্ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকম্।
অন্নঞ্চৈব যথাশক্ত্যা সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্ ॥৪৫॥

প্রতিশ্রয়ং তথা শয্যাং পাদাভ্যঙ্গং সদীপকম্।
প্রত্যেকদানেনাপ্নোতি গোপ্রদানসমং ফলম্ ॥৪৬॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতিথি গৃহে উপস্থিত থাকিলেও তাহাদের ভোজনের পূর্ব্বে সুবাসিনী কন্যা (বিবাহিতা কন্যা যদি জ্ঞাতিবর্গের গৃহে বাস করে), কুমারী (অবিবাহিতা), রোগগ্রস্তা, গর্ভিণী ইহাদিগকে নির্বিচারে ভোজন করাইবে। যে মূর্খ (আত্মম্ভরি) ইহাদিগকে পূর্ব্বে অন্ন না দিয়া পূর্ব্বেই নিজে ভোজন করে, সেই ভোজনকারী ব্যক্তি বুঝে না যে সে কুক্কুর ও শকুন কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে। ৩৯-৪০।

অগ্রে গৃহে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ও নিজ পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে, পরে স্বামী স্ত্রী অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। দেবতা, পিতৃপুরুষ, মনুষ্যগণ, ভরণীয় ব্যক্তিগণ ও গৃহস্থিত দেবতাদিগের পূজা করিবার পর গৃহস্থ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য পাক করিয়া ভোজন করে, সে কেবল পাপই ভোজন করে (ঐ অন্ন তাহার পাপস্বরূপ)। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজ্যান্ন বলিয়া বিহিত আছে। স্বাধ্যায়-পাঠে, নিত্য অগ্নিহোত্রহোমে, দর্শ-পৌর্ণ-মাসাদি যাগে এবং কৃচ্ছ্রাদি ব্রতের দ্বারা গৃহস্থ সে লোক পায় না, যাহা অতিথিসেবা দ্বারা পায়। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অতিথিকে বসিবার আসন ও পাদপ্রক্ষালনাদির জল দিবে এবং শক্তি অনুসারে সমাদর-পূর্ব্বক যথাবিধি অন্ন দিবে। ৪১-৪৫।

গৃহে আশ্রয়দান, শয়নের বিছানা, পায়ে মালিশের উপযুক্ত তৈল ও আলোকার্থ প্রদীপ—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অতিথিকে দান করিলে গোদানতুল্য ফল পাওয়া যায়। ৪৬।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমঃ অধ্যায়ঃ।

চন্দ্রার্কোপরাগে নাশ্নীয়াৎ ।১। স্নাত্বা মুক্তয়োরশ্নীয়াৎ ।২। অমুক্তয়োরস্তংগতয়োর্দৃষ্টৌ স্নাত্বা চাপরেঽহ্নি ।৩।

ন গোব্রাহ্মণোপরাগেঽশ্নীয়াৎ ।৪। ন রাজ্যব্যসনে ।৫। প্রবসিতাগ্নিহোত্রী যদাগ্নিহোত্রং কৃতং মন্যেত তদাশ্নীয়াৎ ।৬। যদা কৃতং মন্যেত বৈশ্বদেবমপি ।৭।

চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণকালে ভোজন করিবে না। রাহু-গ্রাস হইতে চন্দ্রসূর্য্যের মুক্তির পর স্নান করিয়া আহার করিবে। মুক্ত না হইয়া চন্দ্রসূর্য্য অস্ত যাইলে পরদিন মুক্ত দেখিয়া স্নানের পর ভোজন করিবে। ১-৩।

কোনও গো বা ব্রাহ্মণ বিপন্ন হইলে সে দিন আহার করিবে না। রাষ্ট্রবিপ্লবেও আহার পরিত্যাজ্য। যদি কোন নিত্য-অগ্নিহোত্রী প্রবাসে যান, তবে প্রতিনিধি দ্বারা ঐ অগ্নিহোত্র কৃত হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তবে ভোজন করিবেন (অন্যথা সন্দেহ থাকিলে অথবা অব্যবস্থা থাকিলে ভোজন করণীয় নহে)। ৪-৬।

পর্ব্বণি চ যদা কৃতং মন্যেত পর্ব ।৮।
নাশ্নীয়াচ্চাজীর্ণে ।৯। নার্দ্ধরাত্রে ।১০।
ন মধ্যাহ্নে ।১১। ন সন্ধ্যয়োঃ ।১২। নার্দ্রবাসাঃ ।১৩।
নৈকবাসাঃ ।১৪। ন নগ্নঃ ।১৫। ন জলস্থঃ ।১৬।
নোৎকুটকঃ ।১৭। ন ভিন্নাসনগতঃ ।১৮।
ন চ শয়নগতঃ ।১৯। ন ভিন্নভাজনে ।২০।
নোৎসঙ্গে ।২১। ন ভুবি ।২২। ন পাণৌ ।২৩।
লবণঞ্চ যত্র দদ্যাৎ তন্নাশ্নীয়াৎ ।২৪।
ন বালকান্নির্ভৎসয়েৎ ।২৫। নৈকো মিষ্টম্ ।২৬।
নোদ্ধৃতস্নেহম্ ।২৭। ন দিবা ধানাঃ ।২৮।
ন রাত্রৌ তিলসংযুক্তম্ ।২৯। ন দধিসক্তূন্ ।৩০।
ন কোবিদার-বট-পিপ্পল-শাণশাকম্ ।৩১। নাদত্ত্বা ।৩২।
নাহুত্বা ।৩৩। নানার্দ্রপাদঃ ।৩৪। নানার্দ্রকরমুখশ্চ ।৩৫।
নোচ্ছিষ্টশ্চ ঘৃতমাদদ্যাৎ ।৩৬।
ন চন্দ্রার্কতারকা নিরীক্ষ্যেত ।৩৭।
ন মূর্দ্ধানং স্পৃশেৎ ।৩৮। ন ব্রহ্ম কীর্ত্তয়েৎ ।৩৯।
প্রাঙ্‌মুখোঽশ্নীয়াৎ ।৪০। দক্ষিণামুখো বা ।৪১।
অভিপূজ্যান্নম্ ।৪২। সুমনাঃ স্রগ্ব্যনুলিপ্তঃ ।৪৩।
ন নিঃশেষ-কৃৎ স্যাৎ ।৪৪।
অন্যত্র দধি-মধু-সর্পিঃ-পয়ঃ-সক্তু-পল-মোদকেভ্যঃ ।৪৫
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্দ্ধং নাকাশে ন তথোত্থিতঃ।
বহূনাং প্রেক্ষমাণানাং নৈকস্মিন্ বহবস্তথা ॥৪৬॥
শূন্যাগারে বহ্নিগৃহে দেবাগারে কথঞ্চন।
পিবেন্নাঞ্জলিনা তোয়ং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ ॥৪৭॥

এইরূপ বৈশ্বদেবকর্ম্ম ও যখন সম্পন্ন মনে করিবেন, তখন ভোজন করিবেন। দর্শ-পৌর্ণমাসীতে কর্ত্তব্য যাগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিয়া আহার করিবেন। অজীর্ণ হইলে আহার করিবে না। ৭-৯।

অর্দ্ধরাত্রে আহার করিবে না। ঠিক মধ্যাহ্নে ও উভয় সন্ধ্যামুহূর্ত্তে ভোজন পরিত্যাজ্য। ভিজা কাপড় পরিয়া আহার, একবস্ত্রে আহার, নগ্নাবস্থায় আহার অকরণীয়। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধজানু হইয়া, ভাঙা আসনে বসিয়া, শয্যায় বসিয়া, ভগ্নপাত্রে, কোলে অন্ন রাখিয়া, মাটীতে হাতের উপর অন্ন রাখিয়া খাইবে না। ১০-২৩।

যে অন্নের উপর লবণ দিবে, তাহা অভোজ্য। বালকদিগকে উচ্ছিষ্টাবস্থায় ধমকাইবে না অর্থাৎ ধমকাইয়া ভোজন বারণ করিবে না। মিষ্টান্ন (পায়স, সন্দেশ প্রভৃতি) একাকী ভোজন করিবে না। ২৪-২৬।

যাহা হইতে স্নেহ পদার্থ (সার, মাটা) তোলা হইয়াছে এরূপ দুগ্ধাদি পেয় নহে। দিবাভাগে ধানা অর্থাৎ ভাজা যবের ছাতু ভক্ষণীয় নহে। রাত্রিভাগে তিল-মিশ্রিত খাদ্য খাইবে না। ২৭-২৯।

রাত্রিতে দধি ও ছাতু অভক্ষণীয়। কোবিদার, বট, অশ্বত্থ ও শণগাছের পত্রাদি খাইবে না। অপরকে না দিয়া খাদ্য খাইবে না, দেবতার উদ্দেশে আহুতি না দিয়া, আর্দ্রপাদ না হইয়া ও হাত-মুখ না ধুইয়া আহার করিবে না। ৩০-৩৫।

উচ্ছিষ্টমুখে অর্থাৎ কিছু অন্ন খাইবার পর ঘৃত গ্রহণ করিবে না। ভোজনকালে (উচ্ছিষ্টাবস্থায়) চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা দর্শন করিবে না। উচ্ছিষ্টহস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে না। ৩৬-৩৮।

তদবস্থায় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। পূর্ব্বমুখে বসিয়া ভোজন করিবে। অথবা (পিতৃহীন ব্যক্তি) দক্ষিণমুখেও আহার করিতে পারে। অন্নকে অভিনন্দন করিয়া আহার করিবে। ভোজনকালে প্রশান্ত চিত্তে, মাল্যধারী ও চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া অন্নগ্রহণ কর্ত্তব্য। ৩৯-৪৩।

নিঃশেষ করিয়া ভোজন করিবে না। কিন্তু দধি, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, ছাতু, মাংস ও মোদক (মিষ্টান্ন) ইহাদের শেষ রাখিবে না। স্ত্রীর সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবে না, শূন্যস্থানে, দণ্ডায়মানাবস্থায়, দর্শনকারী বহুলোকের সমক্ষে অথবা অনাহারী একব্যক্তির সমক্ষে বহুলোক আহার করিবে না। ৪৪-৪৬।

শূন্যগৃহে, অগ্নিগৃহে, দেবমন্দিরমধ্যে কোনক্রমে আহার করিবে না। অঞ্জলিযোগে জলপান করণীয়

ন তৃতীয়মথাশ্নীয়ান্ন চাপথ্যং কথঞ্চন।
নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ং প্রাতরাশিতঃ ॥৪৮॥

ন ভাবদুষ্টমশ্নীয়ান্ন ভাণ্ডে ভাবদূষিতে।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবসক্‌থিকাম্‌ ॥৪৯॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

নহে। আহারে অতি তৃপ্ত হইবে না অর্থাৎ অত্যধিক আহার করিবে না। ৪৭।

দিবা ও রাত্রিতে মিলিয়া মাত্র দুইবার আহার করিবে, তৃতীয়বার আহার পরিত্যাজ্য। যাহাতে ব্যাধি হইতে পারে এরূপ কুপথ্য ও অপথ্য কখনই ভোজন করিবে না। অতি প্রত্যুষে ও অতি সন্ধ্যাকালে এবং—সায়ংমুহূর্ত্তে এবং প্রাতর্মুহূর্ত্তেও—ভোজনকারী হইবে না। যাহা ভাবদুষ্ট অর্থাৎ যাহাতে চিত্তবিরাগ হইতেছে, তাদৃশ খাদ্য ও ভাবদূষিত (অপবিত্র সন্দেহযুক্ত) পাত্রে আহার পরিহরণীয়। শুইয়া, আসনে পাদতল রাখিয়া এবং জানুদ্বয় ও উরুদ্বয় বস্ত্রবেষ্টনে বাঁধিয়া আহার করিতে নাই। ৪৮-৪৯।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

নাষ্টমী-চতুর্দ্দশী-পঞ্চদশীষু স্ত্রিয়মুপেয়াৎ ।১। ন শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা ।২। ন শ্রাদ্ধং দত্ত্বা ।৩। নোপনিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে ।৪। (ন স্নাত্বা ন হুত্বা।) ন ব্রতী ।৫। (নোপোষ্য ভুক্ত্বা বা।) ন দীক্ষিতঃ ।৬। ন দেবায়তন-শ্মশান-শূন্যালয়েষু ।৭। ন বৃক্ষমূলেষু ।৮। ন দিবা ।৯। ন সন্ধ্যয়োঃ ।১০। ন মলিনাম্‌ ।১১। ন মলিনঃ ।১২। নাভ্যক্তাম্‌ ।১৩। নাভ্যক্তঃ ।১৪। ন রোগার্ত্তাম্‌ ।১৫। ন রোগার্ত্তঃ ।১৬।

ন হীনাঙ্গীং নাধিকাঙ্গীং তথৈব চ বয়োঽধিকাম্‌।
নোপেয়াদ্‌ গুর্বিণীং নারীং দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥১৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায় ॥

উভয়পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের পর শ্রাদ্ধ করিবার পর, অথবা শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বরাত্রিতে, কাম্য স্নান ও কাম্য হোমান্তে, ব্রতাবলম্বন করিয়া, উপবাস করিয়া অথবা ভোজনের অব্যবহিত পরে স্ত্রীসম্ভোগ পরিহরণীয়। ১-৫।

মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করিবে। দেবতার আয়তনমধ্যে, শ্মশানে, শূন্যালয়ে (অর্থাৎ মনুষ্যবাসরহিত গৃহে, বৃক্ষমূলে, দিবাভাগে, উভয় সন্ধ্যায় রতিক্রীড়া বর্জ্জনীয়। ৬-১০।

নিজে মলিন থাকিয়া তৈলাক্ত দেহ থাকিয়া বা রোগে কাতর থাকিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। এবং মলিনদেহা, তৈলাক্তদেহা বা রোগকাতরা স্ত্রীকে সম্ভোগ করিবে না। দীর্ঘজীবন কামনা করিলে অঙ্গহীনা, অধিকাঙ্গী, বয়সে জ্যেষ্ঠা (মতান্তরে অধিকবয়াঃ বৃদ্ধা) ও গর্ভবতী নারীতে গমন করিবে না। ১১-১৬।

বিষ্ণুসংহিতায় উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

নাদ্র্পাদঃ স্বপ্যাৎ ॥১॥ নোত্তরাপরাবাক্শিরাঃ ॥২॥
ন নগ্নঃ ॥৩॥ নাদ্র্বংশে ॥৪॥ নাকাশে ॥৫॥
ন পলাশশয়নে ॥৬॥ ন পঞ্চদারুকৃতে ॥৭॥
ন গজভগ্নকৃতে ॥৮॥ ন বিদ্যুদ্দগ্ধকৃতে ॥৯॥
ন ভিন্নে ॥১০॥ নাগ্নিপ্লুষ্টে ॥১১॥
ন ঘটাসিক্তদ্রুমজে ॥১২॥

ন শ্মশান-শূন্যালয়-দেবতায়তনেষু ॥১৩॥
ন চপলমধ্যে ॥১৪॥ ন নারীমধ্যে ॥১৫॥
ন ধান্য-গো-গুরু-হুতাশন-সুরাণামুপরি ॥১৬॥
নোচ্ছিষ্টো ন দিবা স্বপ্যাৎ সন্ধ্যয়োর্ন ন ভস্মনি।
দেশে ন চাশুচৌ নার্দ্রে ন চ পর্বতমস্তকে ॥১৭॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভিজা পায়ে শুইবে না। উত্তরশিরাঃ, পশ্চিমশিরাঃ অথবা অধঃশিরাঃ হইয়া শয়ন করিবে না। নগ্ন হইয়া, ভিজা বংশের উপর, শূন্যপ্রদেশে, পাতার শয্যায়, পাঁচ কাঠে তৈয়ারী পর্য্যঙ্কে, গজভগ্নকাষ্ঠ-নির্মিত, বিদ্যুতে দগ্ধ কাষ্ঠরচিত, ছিন্ন-ভিন্ন, অগ্নিদগ্ধ, কলসজলে অসিক্ত বৃক্ষজাত খট্বায় শয়ন নিষিদ্ধ। ১-১২।

শ্মশানে, শূন্যগৃহে, দেবগৃহে বা দেবতার আয়তনে নিদ্রা যাইবে না। যেখানে চপল ব্যক্তিরা আছে, তাহাদের মধ্যে, নারীদিগের মধ্যে, ধান্যের উপর, গো, গুরুজন, অগ্নি ও দেবতাদিগকে তলায় রাখিয়া উপরিভাগে শয়ন নিষিদ্ধ। উচ্ছিষ্টাবস্থায়, দিবাভাগে, উভয় সন্ধ্যাকালে, ভস্মের উপর, অশুচিস্থানে, জলার্দ্র দেহে এবং পর্ব্বত-শিখরে নিদ্রা যাইবে না। ১৩-১৭।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ ন কঞ্চনাবমন্যেত ॥১॥
ন চ হীনাঙ্গাধিকাঙ্গান্ মূর্খান্ ধনহীনানবহসেৎ ॥২॥
ন হীনান্ সেবেত ॥৩॥
স্বাধ্যায়বিরোধি কর্ম্ম নাচরেৎ ॥৪॥
বয়োঽনুরূপং বেশং কুর্য্যাৎ ॥৫॥
শ্রুতস্যাভিজনস্য ধনস্য দেশস্য চ ॥৬॥

নোদ্ধতঃ ॥৭॥ নিত্যং শাস্ত্রাদ্যবেক্ষী স্যাৎ ॥৮॥
সতি বিভবে ন জীর্ণ-মলবদ্বাসাঃ স্যাৎ ॥৯॥
ন নাস্তীত্যভিভাষতে ॥১০॥
ন নির্গন্ধোগ্রগন্ধিরক্তঞ্চ মাল্যং বিভৃয়াৎ ॥১১॥
বিভৃয়াজ্জলজং রক্তমপি ॥১২॥ যষ্টিঞ্চ বৈণবীম্ ॥১৩॥
কমণ্ডলুঞ্চ সোদকম্ ॥১৪॥ কার্পাসমুপবীতম্ ॥১৫॥

কাহারও অপমাননা করিবে না। হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, মূর্খ ও দরিদ্রদিগকে উপহাস করিবে না। নীচ ব্যক্তির সেবা করিবে না। বেদবিরুদ্ধ কোন কার্য্য আচরণীয় নহে। বয়সের অনুরূপ বেশ করিবে এবং বিদ্যার, বংশের, অর্থের ও দেশের উপযুক্ত বেশভূষা করণীয়। উদ্ধত-স্বভাব হইবে না। সর্ব্বদা শাস্ত্রাদি মানিয়া চলিবে। অর্থসঙ্গতি থাকিতে মলিন বস্ত্র ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবে না। নাস্তি শব্দ (নাই) প্রয়োগ করিবে না। ১-১০।

নির্গন্ধ অথবা উগ্রগন্ধি বা রক্তপুষ্পের মাল্য পরিধান

রৌপ্যে চ কুণ্ডলে ॥১৬॥ নাদিত্যমুদ্যন্তমীক্ষেত ॥১৭॥
নাস্তং যান্তম্ ॥১৮॥ ন বাসসা তিরোহিতম্ ॥১৯॥
ন চাদর্শজলমধ্যগতম্ ॥২০॥ ন মধ্যাহ্নে ॥২১॥
ন ক্রুদ্ধস্য গুরোর্মুখম্ ॥২২॥
ন তৈলোদকয়োঃ স্বচ্ছায়াম্ ॥২৩॥
ন মলবত্যাদর্শে ॥২৪॥ ন পত্নীং ভোজনসময়ে ॥২৫॥
ন স্ত্রিয়ং নগ্নাম্ ॥২৬॥ ন কঞ্চন মেহমানম্ ॥২৭॥
ন চালানভ্রষ্টকুঞ্জরম্ ॥২৮॥
ন চ বিষমস্থো বৃষাদিযুদ্ধম্ ॥২৯॥
নোন্মত্তম্ ॥৩০॥ ন মত্তম্ ॥৩১॥
নামেধ্যমগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ ॥৩২॥ নাসৃক্ ॥৩৩॥
ন বিষম্ ॥৩৪॥ নাপ্স্বপি ॥৩৫॥ নাগ্নিং লঙ্ঘয়েৎ ॥৩৬॥
ন পাদৌ প্রতাপয়েৎ ॥৩৭॥
ন কুশেষ্বেষু বা পরিমৃজ্যাৎ ॥৩৮॥
ন কাংস্যভাজনে চার্পয়েৎ ॥৩৯॥ ন পাদং পাদেন ॥৪০॥
ন ভুবমালিখেৎ ॥৪১॥ ন লোষ্টমর্দ্দী স্যাৎ ॥৪২॥
ন তৃণচ্ছেদী স্যাৎ ॥৪৩॥
ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ ॥৪৪॥
দ্যূতং বর্জয়েৎ ॥৪৫॥ বালাতপসেবাঞ্চ ॥৪৬॥
বস্ত্রোপানহমাল্যোপবীতান্যন্যধৃতানি ন ধারয়েৎ ॥৪৭॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ ॥৪৮॥
নোচ্ছিষ্টহবিষী ॥৪৯॥ ন তিলান্ ॥৫০॥
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্মম্ ॥৫১॥ ন ব্রতম্ ॥৫২॥
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং শির উদরঞ্চ কণ্ডূয়েৎ ॥৫৩॥
ন দধিসুমনসী প্রত্যাচক্ষীত ॥৫৪॥
নাত্মনঃ স্রজমপকর্ষয়েৎ ॥৫৫॥

করিবে না। কিন্তু জলজাত পুষ্প (পদ্ম বা কুমুদ) রক্তবর্ণ হইলেও পরিধান করা যায়। বেণুযষ্টি (বংশদণ্ড), জলসমন্বিত কমণ্ডলু, কার্পাসসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত, সুবর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে। ১৪-১৬।

উদয়কালীন ও অস্তগমনকালীন সূর্য্য দর্শন করিবে না। বস্ত্রের দ্বারা তিরোহিত-মূর্ত্তি, দর্পণমধ্যগত, জলে প্রতিবিম্বিত ও ঠিক মধ্যাহ্নগত সূর্য্যের দর্শন পরিহার করিবে। ১৭-২১।

গুরু ক্রুদ্ধ হইলে তৎকালে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইবে না। তৈলমধ্যে ও জলমধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি-দর্শন নিষিদ্ধ। মলাচ্ছাদিত দর্পণেও নিজমুখ-দর্শন কর্ত্তব্য নহে। ভোজনকারিণী পত্নীকে দর্শন করিবে না। এইরূপ নগ্না স্ত্রী দর্শনও নিষিদ্ধ। ২২-২৬।

কাহাকেও মলমূত্র-ত্যাগকালে দর্শন করিবে না। বন্ধনস্তম্ভ হইতে ভ্রষ্ট হস্তীর দিকে তাকাইবে না। উচুনীচু জায়গায় থাকিয়া ষাঁড়ের ও মেষাদির যুদ্ধ দেখিবে না। উন্মত্ত ব্যক্তির ও মত্তের (মাতালের) দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। কোনও অপবিত্র বস্তু অগ্নিতে ফেলিবে না। ২৭-৩২।

এইরূপ—রক্ত ও বিষ অগ্নিতে নিক্ষেপণীয় নহে। জলেও ঐ সকল নিক্ষেপ করিবে না। অগ্নি-লঙ্ঘন করিবে না। আগুনে পা তাতাইবে না। কুশ দিয়া পা মুছিবে না অথবা কুশোপরি পা ঘষিবে না। কাঁসার পাত্রে পা রাখিবে না। পা দিয়া পা রগড়াইবে না। নখ দিয়া বা পা দিয়া ভূমি আঁচড়াইবে না। লোষ্ট্র (ঢিল) হাত বা পা দিয়া মর্দ্দন করিবে না। ৩৩-৪২।

বৃথা তৃণচ্ছেদকার্য্যে রত থাকিবে না। দাঁত দিয়া নখ ও লোম কাটিবে না। পাশক্রীড়া বর্জ্জন করিবে। নবোদিত সূর্য্যের রৌদ্রসেবা পরিহরণীয়। অন্যপরিহিত বস্ত্র, পাদুকা, মাল্য ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন না। শূদ্রকে সদুপদেশ দিবে না। দাস বা শিষ্যব্যতীত শূদ্রকে ভুক্তোচ্ছিষ্ট ও শূদ্রমাত্রকে ঘৃত দিবে না। তাহাদিগকে তিলও দিবে না। ইহাকে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। ব্রতের উপদেশও নিষিদ্ধ। যুক্ত দুই হস্তে মস্তক ও উদর চুলকাইবে না। ভোজনার্থ দধি এবং পুষ্প দিলে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। নিজের মাল্য নিজে খুলিয়া ফেলিবে না। রজস্বলা নারীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না। এইরূপে ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ বর্জ্জনীয়। অগ্নি, দেবতা

সুপ্তং ন প্রবোধয়েৎ ॥৫৬॥
নোদক্যামভিভাষেত ॥৫৭॥ ন ম্লেচ্ছান্ত্যজান্ ॥৫৮॥
অগ্নিদেব-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ দক্ষিণম্ পাণিমুদ্ধরেৎ ॥৫৯॥
ন পরক্ষেত্রে চরন্তীং গামাচক্ষীত ॥৬০॥
ন পিবন্তং বৎসকম্ ॥৬১॥ নোদ্ধতান্ প্রহর্ষয়েৎ ॥৬২॥
ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেৎ ॥৬৩॥ নাধাম্মিকজনাকীর্ণে ॥৬৪
ন সংবসেদ্ বৈদ্যহীনে ॥৬৫॥ নোপসৃষ্টে ॥৬৬॥
ন চিরং পর্বতে ॥৬৭॥ ন বৃথা চেষ্টাং কুর্যাৎ ॥৬৮॥
ন নৃত্যগীতে ॥৬৯॥ নাস্ফোটনকার্য্যম্ ॥৭০॥
নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ ॥৭১॥ নানৃতম্ ॥৭২॥ নাপ্রিয়ম্ ॥৭৩
ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ ॥৭৪॥ নাত্মানমবজানীয়াদ্দীর্ঘ-মায়ুর্জিজীবিষুঃ ॥৭৫॥ চিরং সন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ॥৭৬॥
ন সর্পশস্ত্রৈঃ ক্রীড়েৎ ॥৭৭॥ অনিমিত্ততঃ খানি ন স্পৃশেৎ ॥৭৮॥ পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ॥৭৯॥
শাস্যং শাসনার্থং তাড়য়েৎ ॥৮০॥
তঞ্চ বেণুদলেন রজ্জ্বা বা পৃষ্ঠে ॥৮১॥
দেব-ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র-মহাত্মনাং পরীবাদং পরিহরেৎ ॥৮২॥
ধর্মবিরুদ্ধৌ চার্থকামৌ॥৮৩॥ লোকবিদ্বিষ্টঞ্চ ধর্মমপি॥৮৪
পর্বসু শান্তিহোমং কুর্য্যাৎ ॥৮৫॥
ন তৃণমপি ছিন্দ্যাৎ ॥৮৬॥ অলঙ্কৃতশ্চ তিষ্ঠেৎ ॥৮৭॥
এবমাচারসেবী স্যাৎ ॥৮৮॥
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং সম্যক্ সাধুভিশ্চ নিষেবিতম্ ।
তমাচারং নিষেবেত ধর্মকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮৯॥
আচারাল্লভতে চায়ুরাচারাদীপ্সিতাং গতিম্ ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারাদ্ধন্ত্যলক্ষণম্ ॥৯০॥
সর্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্নরঃ ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥৯১॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ও ব্রাহ্মণের সমীপে দক্ষিণ হস্ত তুলিবে (বামহস্ত প্রসারণ করিবে না)। ৪৩-৬০।

পরের শস্যক্ষেত্রে কোন গরু চরিতে থাকিলে ক্ষেত্র-স্বামীকে বলিয়া দিবে না। ছোট বাছুর মায়ের দুধ খাইতে থাকিলে গো-স্বামীকে জানাইবে না। উদ্ধত ব্যক্তিগণকে তাহাদের আনুকূল্য করিয়া হৃষ্ট করিবে না। শূদ্ররাজার রাজ্যে বাস করিবে না। যে দেশ বহুলপরিমাণে অধার্মিক ব্যাপ্ত, তথায় বাস করিবে না। যেখানে কোন চিকিৎসক নাই, যেস্থান নানা উপদ্রবযুক্ত, সেসকল স্থানে বাস অকর্ত্তব্য। পর্ব্বতে বেশীদিন থাকিবে না। বাজে কাজ (নিষ্ফল চেষ্টা) পরিত্যাজ্য। বৃথা নৃত্যগীতে রত থাকিবে না।৬১-৭০।

বাহুদ্বারা বাহুর আঘাতকার্য্য অকর্ত্তব্য। অনবরত অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিবে না। মিথ্যা বাক্য ও অপ্রিয় বাক্য বলা নিষিদ্ধ। কখনও কাহারও মর্মে আঘাত দিবে না। দীর্ঘায়ুঃ কামনা করিলে আত্মাবজ্ঞা করিবে না। দীর্ঘায়ুকামী দীর্ঘকাল সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সাপ লইয়া খেলা করিবে না ও শস্ত্র লইয়া ক্রীড়া করিবে না। বিনা কারণে ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র স্পর্শ করিবে না। পরের উপর দণ্ডোত্তোলন করিবে না। শাসনীয় ব্যক্তিকে শিক্ষার জন্য তাড়ন করিবে। তাহাকে বাঁশের লাঠি অথবা রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠে প্রহার করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র ও সাধু-সজ্জনদিগের কুৎসা করিবে না। ধর্ম্মবিরোধী অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে, লোকনিন্দিত ধর্ম্মও পরিত্যাজ্য। ৭১-৮৪।

পর্ব্বে পর্ব্বে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে) শান্তিকামনায় হোম কর্ত্তব্য। পর্ব্বে তৃণচ্ছেদও করণীয় নহে। অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে। উক্ত প্রকার আচার পালন করিয়া চলিবে। ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করিয়া শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত ও সাধু ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক অবলম্বিত আচার পালন করিবে। আচারপালন হইতে দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ হয়, আচারদ্বারাই অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার হইতে ক্ষয়ের অযোগ্য ধন আসে, আচারবান্ ব্যক্তি সব দুর্লক্ষণ নষ্ট করে। সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণরহিত হইলেও যে ব্যক্তি সদাচার পরায়ণ হয় এবং শাস্ত্রবিশ্বাসী হইয়া থাকে ও কাহারও দোষারোপ না করে, সে শতবর্ষজীবী হয়। ৮৫-৯১।

বিষ্ণুসংহিতায় একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিসপ্ততিতমঃ অধ্যায়

দম-যমেন তিষ্ঠেৎ ।১। দমশ্চেন্দ্রিয়াণাং প্রকীর্ত্তিতঃ ।২
দান্তস্যায়ং লোকঃ পরশ্চ ।৩।
নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিৎ সম্বধ্যতি ॥৪॥
দমঃ পবিত্রং পরমং মঙ্গল্যং পরমং দমঃ ।
দমেন সর্বমাপ্নোতি যৎকিঞ্চিন্মনসেচ্ছতি ॥৫॥
দশার্দ্ধযুক্তেন রথেন যাতি, মনোবশেনার্য্যপথানুবর্ত্তিনা ।
তঞ্চেদ্রথং নাপহরন্তি বাজিন-
স্তথাগতং নাবজয়ন্তি-শত্রবঃ ॥৬॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

দম ও যম অবলম্বন করিয়া চলিবে। ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি-দমনের নাম দম বলিয়া কথিত আছে। যম অর্থাৎ সংযম, উৎপন্ন কামক্রোধাদি-রোধ ইহাও একপ্রকার দম। যে দমপরায়ণ, তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই আয়ত্ত। যে অজিতেন্দ্রিয়, তাহার কোন ক্রিয়াই সুসম্পন্ন হয় না। জপ, তপ প্রভৃতি যত প্রকার পাপ-নাশক অনুষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে দমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দমই পরম মঙ্গলের কারণ। মনের সঙ্কল্পবিষয় যাহা কিছু সমস্তই দমদ্বারা পাওয়া যায়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি অশ্ব, সেই পঞ্চাশ্বযুক্ত রথে মনকে সারথি করিয়া সাধুব্যক্তি সৎপথে চলিয়া থাকেন। যদি রথকে ইন্দ্রিয়াশ্বগণ কুপথে লইয়া না যায়, তবে কখনও সেইরূপে রথারূঢ় ব্যক্তিকে কামক্রোধাদি-শত্রু হরণ ও বশীভূত করে না। নিত্য জলে পূর্ণ হইয়াও সমুদ্র যেমন বেলা অতিক্রম করে না এবং সেই সমুদ্রের মধ্যে জলরাশি প্রবিষ্ট হইলেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, সেই প্রকার সকল কামনা যাঁহার মধ্যে লীন হইয়া যায়, সেই অচলপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই শান্তির অধিকারী, তদভিন্ন নিত্য-বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি শান্তি পায় না। ১-৭।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতঃ অধ্যায়ঃ।

অথ শ্রাদ্ধেপ্সুঃ পূর্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানামন্ত্রয়েৎ ।১।
দ্বিতীয়েঽহ্নি শুক্লপক্ষস্য পূর্বাহ্ণে কৃষ্ণপক্ষস্যাপরাহ্ণে
বিপ্রান্ সুস্নাতান্ স্বাচান্তান্ যথাভূয়ো বিদ্যাক্রমেণ
কুশোত্তরেষ্বাসনেষূপবেশয়েৎ ॥২॥
দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ ত্রীংশ্চ পিত্র্যে উদঙ্মুখান্ ॥৩॥
একৈকমুভয়ত্র বেতি ॥৪॥
আমশ্রাদ্ধেষু কাম্যেষু চ প্রথমপঞ্চকেনাগ্নিং হুত্বা ॥৫॥
পশুশ্রাদ্ধেষু মধ্যমপঞ্চকেন ॥৬॥

শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবেন; অতঃপর ইহারই বিবরণ করা হইতেছে। নিমন্ত্রণের পরদিন অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিনে শুক্লপক্ষ-বিহিত শ্রাদ্ধে পূর্ব্বাহ্ণে (চতুর্ধাবিভক্ত দিনের প্রথম ভাগে) এবং কৃষ্ণপক্ষবিহিত শ্রাদ্ধে অপরাহ্ণে (দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্তে) উত্তমরূপে স্নাত, উত্তমরূপে কৃতাচমন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে বয়স ও জ্ঞানানুসারে যথাক্রমে কুশোত্তর (কুশ, অজিন, চেলবস্ত্র উত্তরোত্তর পাতিয়া) আসনে বসাইবে পার্ব্বণশ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে এবং পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখে

অমাবাস্যাসূক্তমপঞ্চকেন ॥৭॥

আগ্রহায়ণ্যা ঊর্দ্ধং কৃষ্ণাষ্টকাসু চ ক্রমেণৈব প্রথম-মধ্যমোত্তমপঞ্চকৈঃ ॥৮॥ অন্বষ্টকাসু চ ॥৯॥

ততো ব্রাহ্মণানুজ্ঞাতঃ পিতৄনাবাহয়েৎ ॥১০॥

অপযান্তুস্তুরা ইতি দ্বাভ্যাং তিলৈর্যাতুধানানাং বিসর্জনং কৃত্বা, এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানগ্ন আ মে যন্ত্বেতদ্‌বঃ পিতর ইত্যাবাহনং কৃত্বা, কুশ-তিলমিশ্রেণ গন্ধোদকেন যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বাগিতি যন্মে মাতেতি চ পাদ্যং নির্ব্বর্ত্ত্য নিবেদ্যার্ঘ্যং কৃত্বা নিবেদ্য চানুলেপনং কৃত্বা কুশ-তিল-বস্ত্র-পুষ্পালঙ্কার-ধূপ-দীপৈর্যথাশক্ত্যা বিপ্রান্ সমভ্যর্চ্চ্য ঘৃতপ্লুতমন্নমাদায়াদিত্যা রুদ্রা বসব ইতি বীক্ষ্যাগ্নৌ করবাণীত্যুক্ত্বা তত্র বিপ্রৈঃ কুর্বিত্যুক্তে আহুতিত্রয়ং দদ্যাৎ ॥১১॥

যে মামকাঃ পিতর এতদ্‌বঃ পিতরোঽয়ং যজ্ঞ ইতি চ হবিরনুমন্ত্রণং কৃত্বা যথোপপন্নেষু বিশেষাদ্ রজতময়েষ্বন্নং নমো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইত্যন্নমাদৌ প্রাঙ্মুখয়োর্নিবেদয়েৎ ॥১২॥

পিত্রে পিতামহায় প্রপিতামহায় চ নাম-গোত্রাভ্যা-মুদঙ্মুখেষু ॥১৩॥ তদদৎসু ব্রাহ্মণেষু যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈর্যদ্ বঃ ক্রব্যাদিতি জপেৎ ॥১৪॥

ইতিহাস-পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চেতি ॥১৫॥

উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পৃথিবী দর্ব্বী রক্ষিতা ইত্যেকং পিণ্ডং পিত্রে নিদধ্যাৎ ॥১৬॥

অথবা প্রত্যেক পক্ষে এক একটি ব্রাহ্মণ ঐভাবে বসাইবে। ১-৩।

আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ (নান্দামুখ, গ্রহণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি) ও কাম্য শ্রাদ্ধে কঠশাখোক্ত পঞ্চদশ রক্ষাসূক্তের প্রথম পাঁচটি দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। পশুশ্রাদ্ধে মধ্যম পাঁচটি সূক্তে অমাবস্যাবিহিত শ্রাদ্ধগুলিতে শেষের পাঁচটি সূক্তদ্বারা, এবং অগ্রহায়ণমাসীয় পূর্ণিমার পর পর তিনটি কৃষ্ণাষ্টমীতে বিহিত তিনটি অষ্টকাশ্রাদ্ধে যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও শেষ সূক্তপঞ্চক দ্বারা, অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধেও ঐ নিয়মে আহুতি দিবে। ৪-৯।

অতঃপর ব্রাহ্মণগণের অনুমতি লইয়া ('পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে' এই বলিয়া 'ওঁ আবাহয়' বলিয়া প্রতিবচন লইয়া) পিতৃপুরুষগণকে আবাহন করিবে। ইহার ক্রম—'অপযান্তু' ইত্যাদি ও 'অপহতাসুরারক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই দুইটি মন্ত্র দ্বারা তিল ছড়াইয়া রাক্ষসদিগকে তাড়াইবে, পরে 'এত পিতরঃ সর্ব্বাংস্তানগ্ন আমেযন্ত্বেতদ্‌বঃ পিতর' এই মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন করিয়া কুশ-তিলযুক্ত গন্ধোদক দ্বারা 'যাস্তিষ্ঠন্ত্যমৃতা বাক্' ইত্যাদি মন্ত্র ও 'যন্মে মাতা' ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্য জল দিয়া অর্ঘ্য রচনা পূর্ব্বক তাহা নিবেদন করিয়া অনুলেপন দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণকে অনুলিপ্ত করিবে। অনন্তর কুশ, তিল, বস্ত্র, পুষ্প, অলঙ্কার, ধূপ, দীপ যথাশক্তি দিয়া ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া পিতাকে আদিত্য, পিতামহকে রুদ্র ও প্রপিতামহকে বসুরূপে ধ্যান করতঃ 'অগ্নৌ করবাণি' প্রশ্নে 'কুরু' বচনে অনুমতি পাইয়া তিনটি আহুতি দিবে। 'যে মামকাঃ পিতরঃ 'এতদ্‌বঃ পিতরঃ' 'অয়ং যজ্ঞঃ' এই মন্ত্রে অন্ন মন্ত্রপূত করিয়া যথালব্ধ পাত্রে বিশেষতঃ রজতপাত্রে দেবতাদিগের উদ্দেশে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট দুইটি ব্রাহ্মণকে ঐ অন্ন প্রথমে 'অন্নং নমো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ' মন্ত্রে নিবেদন করিবে। ১০-১২।

পরে উত্তরমুখে উপবিষ্ট তিনটি ব্রাহ্মণকে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের উদ্দেশে নামগোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্ন দিবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে 'যন্মে প্রকামা অহোরাত্রৈর্যদ্‌বঃ ক্রব্যাৎ' এই মন্ত্র-পাঠ করণীয় এবং ইতিহাসোক্ত ('দুর্য্যোধনো মন্যুময়' ইত্যাদি মহাভারতোক্ত দুইটি জপ্য বাক্য), পুরাণোক্ত (সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু ইত্যাদি পিতৃস্তুতি) ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত (মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত ইত্যাদি বাক্য) বাক্যগুলিও জপ্য। ১৩-১৫।

উচ্ছিষ্ট সমীপে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া তাহার উপর 'পৃথিবী দর্ব্বী রক্ষিতা' মন্ত্রে পিতার উদ্দেশে একটি, এইরূপ 'অন্তরীক্ষং দর্ব্বী রক্ষিতা' মন্ত্রে পিতামহের উদ্দেশে একটিও 'দ্যৌর্দর্ব্বী রক্ষিতা' মন্ত্রে প্রপিতামহের উদ্দেশে একটি পিণ্ড দিবে। 'যে অত্র পিতরঃ প্রেতাঃ' মন্ত্রে শুক্লবস্ত্রের দশা-সম্ভূত বাসঃ সূত্র দিয়া 'বীরান্নঃ পিতরো ধত্ত' মন্ত্রে পিণ্ড-

অন্তরীক্ষং দর্ব্বী রক্ষিতেতি দ্বিতীয়ং পিতামহায় ॥১৭॥
দ্যৌর্দর্ব্বী রক্ষিতেতি তৃতীয়ং প্রপিতামহায় ॥১৮॥
যেঽত্র পিতরঃ প্রেতা ইতি বাসো দেয়ম্ ॥১৯॥
বীরান্নঃ পিতরো ধত্ত ইত্যন্নম্ ॥২০॥
অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বমিতি দর্ভমূলে করঘর্ষণম্ ॥২১॥
ঊর্জং বহন্তীরিত্যনেন সোদকেন প্রদক্ষিণং পিণ্ডানাং বিকরণং সেচনং কৃত্বা অর্ঘ-পুষ্প-ধূপ-লেপনান্নাদিভক্ষ্য-ভোজ্যানি চ নিবেদয়েৎ ॥২২॥
উদকপাত্রঞ্চ মধু-ঘৃত-তিলৈঃ সংযুক্তঞ্চ ॥২৩॥
ভুক্তবৎসু ব্রাহ্মণেষু তৃপ্তিমাগতেষু মা মেক্ষেষ্ঠা ইত্যন্নংসতৃণমভ্যুক্ষ্যান্নবিকিরমুচ্ছিষ্টাগ্রতঃ কৃত্বা তৃপ্তা ভবন্তঃ সম্পন্নমিতি পৃষ্ট্বোদঙ্-মুখেষ্বাচমনমাদৌ দত্বা ততঃ প্রাঙ্মুখেষু দত্বা ততশ্চ সুসুপ্রোক্ষিতমিতি শ্রাদ্ধদেশং সংপ্রোক্ষ্য দর্ভপাণিঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ ॥২৪॥
ততঃ প্রাঙ্মুখাগ্রতো যম্মে রাম ইতি প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রত্যেত্য চ যথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্যাভিরমন্তু ভবন্ত ইত্যুক্ত্বা তৈরুক্তোঽভিরতাঃ স্ম ইতি দেবাশ্চ পিতরশ্চেত্যভিজপেৎ ॥২৫॥
অক্ষয্যোদকঞ্চ নামগোত্রাভ্যাং দত্বা বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তামিতি প্রাঙ্মুখেভ্যস্ততঃ প্রাঞ্জলিরিদং তন্মনাঃ সুমনা যাচেত ॥২৬॥
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥২৭॥
তথাস্ত্বিতি ব্রূয়ুঃ ॥২৮॥
অন্নঞ্চ নো বহুভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥২৯॥
ইত্যেতাভ্যামাশিষঃ প্রতিগৃহ্য ॥৩০॥
বাজেবাজে ইতি ততো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসর্জয়েৎ।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মনুব্রজ্যাভিবাদ্য চ ॥৩২॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

শেষ দান এবং 'অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্' মন্ত্রে পিণ্ডাস্তরণ কুশের মূলে করঘর্ষণ কর্ত্তব্য।১৬-২১।

'ঊর্জং বহন্তীরমৃতম্' ইত্যাদি মন্ত্রে জলদ্বারা প্রদত্ত পিণ্ডগুলি সেচন ও অর্ঘ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, অন্নাদি-ভক্ষ্য অন্যান্য ভোগার্হদ্রব্য নিবেদন করিবে। মধু, ঘৃত, তিলমিশ্রিত জলও দিবে। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণগণ তৃপ্তি লাভ করিলে' মা মেক্ষেষ্ঠাঃ' মন্ত্রে কুশযুক্ত অন্নের উপর জলের ছিটা দিয়া উচ্ছিষ্টসমীপে (অগ্নিদগ্ধ অনগ্নিদগ্ধ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নবিকিরণ করিবে) 'তৃপ্তাঃ স্থ', 'ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তু' 'সম্পন্নম্' এইরূপ প্রশ্ন করিয়া উত্তরমুখে আসীন পিতৃব্রাহ্মণগণকে প্রথমে (দেবব্রাহ্মণের পূর্ব্বে) আমচন জল দিয়া পরে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট দেব-ব্রাহ্মণ দুইটিকে আচমন-জল দিবে। পরে 'সুসুপ্রোক্ষিত-মস্তু' বলিয়া শ্রাদ্ধান্ন দানস্থানে জল প্রোক্ষণ করিবে। শ্রাদ্ধের সমস্ত কার্য্য কুশহস্তে সম্পাদনীয়।২২-২৪।

পরে দেবব্রাহ্মণের সম্মুখে 'যম্মে রাম' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দানে তৃপ্ত করিবে, পরে 'অভিরমন্তু ভবন্তঃ' বাক্যে ব্রাহ্মণদিগকে বলিলে তাঁহারা বলিবেন, 'অভিরতাঃ স্মঃ'। পরে 'দেবাশ্চ পিতরশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাঠ করিবেন।২৫।

নামগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক অক্ষয্যোদক দিয়া 'বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্' মন্ত্র দেবব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। পরে পিতৃব্রাহ্মণগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে তদ্গতচিত্তে সুমনা হইয়া যাচ্ঞা করিবেন। 'দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তা-মি'ত্যাদি অর্থাৎ আমাদিগের বংশে পিণ্ডদাতারা বৃদ্ধিলাভ করুন, বেদজ্ঞান ও বংশবিস্তার হউক, আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন লুপ্ত না হয়, আমাদিগের বহু দেয় হউক। ব্রাহ্মণগণ বলিবেন 'তথাস্তু'। পুনশ্চ শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রার্থনা করিবেন— 'অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদি'ত্যাদি আমাদের অন্নবৃদ্ধি হউক, আমরা যেন অতিথি লাভ করিতে পারি, আমাদের কাছে যাচক হউক, আমরা যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি। এই দুইটি বাক্যে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ও যথাবিধি পূজা করিয়া অনুগমন ও প্রণামান্তে 'বাজে বাজে বত বাজিনো নো ধনেষু' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিবে।২৬-৩২।

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(অষ্টকাশ্রাদ্ধবিধিঃ)।

অষ্টকাসু দৈবপূর্ব্বং শাক-মাংসাপূপৈঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা

ত্বন্বষ্টকাস্বষ্টকাবদ্বহ্নৌ দৈবপূর্বমেব হুত্বা মাত্রে

পিতামহ্যৈ প্রপিতামহ্যৈ চ পূর্ব্ববদ্ ব্রাহ্মণান্

ভোজয়িত্বা দক্ষিণাভিশ্চাভ্যর্চ্যানুব্রজ্য বিসর্জয়েৎ ॥১॥

ততঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ ॥২॥

তম্মূলে প্রাগ্ উদগগ্ন্যুপসমাধানং কৃত্বা

পিণ্ডনির্বপণম্ ॥৩॥

কর্ষূত্রয়মূলে পুরুষাণাং কর্ষূত্রয়মূলে স্ত্রীণাম্ ॥৪॥

পুরুষকর্ষূত্রয়ং সান্নেনোদকেন পূরয়েৎ ॥৫॥

স্ত্রীকর্ষূত্রয়ং সান্নেন পয়সা ॥৬॥

দধ্না মাংসেন পয়সা চ প্রত্যেকং কর্ষূত্রয়ম্

পূরয়িত্বা ॥৭॥

জপেদেতদ্‌ভবদ্ভ্যো ভবতীভ্যোঽস্তু চাক্ষয়ম্ ॥৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

গৌণচান্দ্রমানে পৌষাদি তিন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে দেবতাদের প্রাথম্যে যথাক্রমে শাক, মাংস ও অপূপ (পিষ্টক) দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া অন্বষ্টকাতেও (তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণানবমীত্রয়ে) অষ্টকার মত দৈবপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিয়া মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর উদ্দেশে পূর্ব্বেরই মত পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে এবং যথাশক্তি দক্ষিণা দ্বারা প্রীত করিয়া অনুগমনপূর্ব্বক বিদায় দিবে। অতঃপর কর্ষূত্রয় করণীয়, কর্ষূমূলে ঈশান-কোণে অগ্ন্যাধান করিয়া তাহাতে পিণ্ডদান করণীয়। ১-৩।

ছয়টি কর্ষূ (গর্ত্ত) করিতে হয়। পুরুষদিগের (পিত্রাদি তিন পুরুষের) পিণ্ড এবং কর্ষূমূলে স্ত্রীলোকদিগেরও (মাতা পিতামহী, প্রপিতামহীর) পিণ্ড দেয়. প্রভেদ এই—পুরুষদিগের কর্ষূ তিনটি অন্নজলে এবং স্ত্রীলোকদিগের কর্ষূত্রয় অন্নসহ দুগ্ধে পূরণীয়। কর্ষূত্রয়ে প্রত্যেকটিই দধি, মাংস ও দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া পুরুষ-পক্ষে 'ভবদ্ভ্যোঽক্ষয়মস্তু', স্ত্রীপক্ষে 'ভবতীভ্যোঽক্ষয়মস্তু' অর্থাৎ আপনাদের অক্ষয় ফল হউক। এই বাক্য পাঠ করিবে। ৪-৮।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(জীবৎপিতৃক-শ্রাদ্ধম্)।

পিতরি জীবতি যঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ, স যেষাং পিতা

কুর্য্যাত্তেষাং কুর্য্যাৎ ॥১॥

পিতরি পিতামহে চ জীবতি যেষাং পিতামহঃ ॥২॥

পিতরি পিতামহে প্রপিতামহে চ জীবতি

নৈব কুর্য্যাৎ ॥৩॥

যস্য পিতা প্রেতঃ স্যাৎ স পিত্রে পিণ্ডং নিধায়

প্রপিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ ॥৪॥

পিতার জীবদ্দশায় পিতা যাঁহাদের পিণ্ড দেন, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি শ্রাদ্ধে জীবিত পিতাকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকেই পিণ্ড দিবেন। পিতা ও পিতামহ উভয় জীবিত থাকিলে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পিতামহ যাঁহাদের পিণ্ড দেন পৌত্র তাঁহাদিগকেই দিবেন। ১-২।

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ জীবিত

যস্য পিতা পিতামহশ্চ প্রেতৌ স্যাতাং, স তাভ্যাং পিণ্ডৌ দত্ত্বা পিতামহপিতামহায় দদ্যাৎ ॥৫॥

যস্য পিতামহঃ প্রেতঃ স্যাৎ, স তস্মৈ পিণ্ডং নিধায় প্রপিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ ॥৬॥

যস্য পিতা প্রপিতামহশ্চ প্রেতৌ স্যাতাং, স পিত্রে পিণ্ডং নিধায় পিতামহাৎ পরং দ্বাভ্যাং দদ্যাৎ ॥৭॥

মাতামহানামপ্যেবং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
মন্ত্রোহেণ যথান্যায়ং শেষাণাং মন্ত্রবর্জিতম্ ॥৮॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

থাকিতে প্রপৌত্র কাহারও শ্রাদ্ধ করিবে না। কিন্তু পিতা মৃত হইলে ও পিতামহ-প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে পুত্র শ্রাদ্ধে পিতাকে পিণ্ড দিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই মৃত, সেই ব্যক্তি মৃত পিতা-পিতামহকে পিণ্ড দিয়া পিতামহের পিতামহকে অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহকে পিণ্ড দিবে। ৩-৫।

যাহার পিতা ও প্রপিতামহ জীবিত, পিতামহ মৃত, সে ব্যক্তি নান্দীমুখাদি শ্রাদ্ধে পিতামহকে পিণ্ড দিয়া বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ও অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ—এই দুই পুরুষকে পিণ্ড দিবে। যাহার পিতা ও প্রপিতামহ মৃত কিন্তু পিতামহ জীবিত, সে পিতাকে পিণ্ড দিয়া প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহকে পিণ্ড দিবে। ফল কথা পার্ব্বণে ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ হইবে। ৬-৭।

বিবেকী ব্যক্তি পার্ব্বণশ্রাদ্ধে পিত্রাদির মত মাতামহাদিরও শ্রাদ্ধ করিবেন, কিন্তু পিত্রাদির পরিবর্ত্তে মাতামহাদির নামগোত্র উল্লেখরূপ মন্ত্রোহদ্বারা যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধ করণীয়। কথাটি এই—'পিতৃবৎ মাতামহাদীনাম' এই অতিদেশবাক্যে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকৃতি ও মাতামহ-শ্রাদ্ধ বিকৃতি অবগত হওয়া যাইতেছে; 'প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিং কুর্য্যাৎ' এই বিধি অনুসারে প্রকৃতির মত বিকৃতি করণীয় হয় কিন্তু যদি প্রকৃতিতে উল্লিখিত মন্ত্রের বিকৃতিতে সঙ্গতি না হয়, তবে লিঙ্গ বচন বিভক্তি বিপরিণাম করিয়া লইতে হয়, ইহার নাম উহ, এস্থলে নাম গোত্র সম্বন্ধমাত্র উহনীয়। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধ প্রকৃত্যূহযোগ্য না হইলে তথায় সেই সেই মন্ত্র বর্জ্জনীয়। ৮।

বিষ্ণু-সংহিতায় পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(নিত্যশ্রাদ্ধপ্রকরণম্)।

অমাবাস্যাস্তিস্রোঽষ্টকাস্তিস্রোঽন্বষ্টকা মাঘী প্রৌষ্ঠপদ্যূর্দ্ধং কৃষ্ণত্রয়োদশী ব্রীহি-যবপাকৌ চেতি ॥১॥

এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রতিমাসীয় অমাবস্যা, তিনটি অষ্টকা, তিনটি অন্বষ্টকা, মাঘী পূর্ণিমা ও ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা, তৎপরবর্ত্তী মঘানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশী (গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘাযুক্ত হইলে) ব্রীহি ও যবপাককাল অর্থাৎ নবান্নশ্রাদ্ধ ও যবশ্রাদ্ধ এই কয়টি গৃহস্থের অবশ্য করণীয় শ্রাদ্ধ। প্রজাপতি বলিয়াছেন; এই শ্রাদ্ধকালগুলি নিত্য অর্থাৎ অনুল্লঙ্ঘনীয়। যাঁহারা এই সকল কালে শ্রাদ্ধ না করেন, তাঁহারা নরকগামী হন। ১-২।

বিষ্ণুসংহিতায় ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(কাম্যশ্রাদ্ধকালনিরূপণম্)।

আদিত্যসংক্রমণম্ ॥১॥ বিষুবদ্বয়ম্ ॥২॥
বিশেষেণায়নদ্বয়ম্ ॥৩॥ ব্যতীপাতঃ ॥৪॥
জন্মর্ক্ষম্ ॥৫॥ অভ্যুদয়শ্চ ॥৬॥
এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ কাম্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষু যদ্দত্তং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥৭॥

সন্ধ্যারাত্র্যোর্ন কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং খলু বিচক্ষণৈঃ।
তয়োরপি চ কর্ত্তব্যং যদি স্যাদ্রাহুদর্শনম্ ॥৮॥
রাহুদর্শনদত্তং হি শ্রাদ্ধমাচন্দ্রতারকম্।
গুণবৎ সর্বকামীয়ং পিতৃণামুপতিষ্ঠতে ॥৯॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সূর্য্যের রাশ্যন্তরসংক্রমণজন্য পুণ্যকাল, মহাবিষুব ও জলবিষুবদ্বয় (বিশেষফলদ) বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, ব্যতীপাত যোগ (রবিবারে অমাবস্যা ও শ্রবণাদি নক্ষত্রযোগে পরিভাষিত) জন্মনক্ষত্র ও অভ্যুদয় কার্য্যকাল (সংস্কারকর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধকাল)—এগুলিকে প্রজাপতি কাম্য শ্রাদ্ধকাল বলেন। এই সকল কালে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষের অনন্ত তৃপ্তি হয়। ১-৭।

জ্ঞানী ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে কদাচ শ্রাদ্ধ করিবেন না। কিন্তু যদি তৎকালে রাহুদর্শন (চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ) হয়, তবে তখনও করিতে পারেন। রাহুদর্শন-কালে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ চন্দ্রতারকাস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বিশেষ ফলপ্রদ, এবং সমস্ত কামনার পূরক হইয়া পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হয় ।৮-৯।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(শ্রাদ্ধবিশেষ-বিশেষফলনিরূপণম্)।

সততমাদিত্যেঽহ্নি শ্রাদ্ধং কুর্বন্নারোগ্যমাপ্নোতি ॥১॥
সৌভাগ্যং চান্দ্রে ॥২॥ সমরবিজয়ং কৌজে ॥৩॥
সর্বান্ কামান্ বৌধে ॥৪॥ বিদ্যামভীষ্টাং জৈবে ॥৫॥
ধনং শৌক্রে ॥৬॥ জীবিতং শনৈশ্চরে ॥৭॥
স্বর্গং কৃত্তিকাসু ॥৮॥ অপত্যং রোহিণীষু ॥৯॥

ব্রহ্মবর্চ্চস্যং সৌম্যে ॥১০॥ কর্মসিদ্ধিং রৌদ্রে ॥১১॥
ভুবং পুনর্বসৌ ॥১২॥ পুষ্টিং পুষ্যে ॥১৩॥
শ্রিয়ং সর্পে ॥১৪॥
সর্বান্ কামান্ পৈত্রে ।১৫। সৌভাগ্যং ভাগ্যে ।১৬।
ধনমার্য্যমণে ।১৭। জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং হস্তে ।১৮।

প্রতি রবিবারে শ্রাদ্ধকারী আরোগ্য লাভ করে। এইরূপ সোমবারে সৌভাগ্য (লোকপ্রিয়তা), মঙ্গলবারে আচারসিদ্ধি, বুধবারে সকল কাম্যবস্তু, বৃহস্পতিবারে ঈপ্সিত বিদ্যা, শুক্রবারে ধন, শনিবারে দীর্ঘজীবন লাভ করে। ১-৭।

কৃত্তিকানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ রোহিণীতে পুত্রকন্যা, মৃগশিরায় ব্রহ্মতেজ, আর্দ্রায় কর্ম্ম-সিদ্ধি, পুনর্বসু নক্ষত্রে ভূমি, পুষ্যায় ধন-দেহাদিবৃদ্ধি, অশ্লেষায় সম্পদ, মঘায় সকল অভীষ্ট বস্তু, যোনিদেবতাক (পূর্ব্ব-ফাল্গুনী) নক্ষত্রে সৌভাগ্য, অর্য্যমদেবতাক নক্ষত্রে

রূপবতঃ সুতাংস্ত্বাষ্ট্রে ।১৯।

বাণিজ্যসিদ্ধিং স্বাতৌ ।২০। কনকং বিশাখাসু ।২১।

মিত্রাণি মৈত্রে ।২২। রাজ্যং শাক্রে ।২৩।

কৃষিং মূলে ।২৪। সমুদ্রযানসিদ্ধিমাপ্যে ।২৫।

সর্বান্ কামান্ বৈশ্বদেবে ।২৬। শ্রৈষ্ঠ্যমভিজিতি ।২৭।

সর্বান্ কামান্ শ্রবণে ।২৮। লবণং বাসবে ।২৯।

আরোগ্যং বারুণে ।৩০। কুপ্যদ্রব্যমাজে ।৩১।

গৃহমাহির্ব্ধ্নে ।৩২। গাঃ পৌষ্ণে ।৩৩।

তুরঙ্গমাশ্বিনে ।৩৪। জীবিতং যাম্যে ।৩৫।

গৃহং সুরূপাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রতিপদি ।৩৬।

কন্যাং বরদাং দ্বিতীয়ায়াম্ ।৩৭।

সর্বান্ কামাংস্তৃতীয়ায়াম্ ।৩৮। পশূংশ্চতুর্থ্যাম্ ।৩৯।

শ্রিয়ং পঞ্চম্যাম্ (ক) ।৪০।

দ্যূতবিষয়ং ষষ্ঠ্যাম্ ।৪১। কৃষিং সপ্তম্যাম্ ।৪২।

বাণিজ্যমষ্টম্যাম্ ।৪৩। পশূন্নবম্যাম্ ।৪৪।

বাজিনো দশম্যাম্ ।৪৫।

ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রানেকাদশ্যাম্ ।৪৬।

আয়ুর্বসুরাজ্যজয়ান্ দ্বাদশ্যাম্ (খ) ।৪৭।

সৌভাগ্যং ত্রয়োদশ্যাম্ ।৪৮। সর্বকামান্ পঞ্চদশ্যাম্ ।৪৯।

শস্ত্রহতানাং শ্রাদ্ধকর্মণি চতুর্দ্দশী শস্তা ।৫০।

অপি পিতৃগীতে গাথে ভবতঃ ।৫১।

অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ ।

প্রাবৃট্কালেঽসিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং সমাহিতঃ ॥৫২॥

মধূৎকটেন যঃ শ্রাদ্ধং পায়সেন সমাচরেৎ ।

কার্ত্তিকং সকলং মাসং প্রাক্ছায়ে কুঞ্জরস্য চ ॥৫৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(উত্তরফাল্গুনীতে) ধন, হস্তায় জ্ঞাতিদের মধ্যে প্রাধান্য, ত্বষ্টৃদেবতাক (স্বাতী) নক্ষত্রে রূপবান্ পুত্র, স্বাতীতে বাণিজ্যে অর্থলাভ, বিশাখায় সুবর্ণ, মিত্রদেবতাক (অনুরাধা) নক্ষত্রে সুমিত্রসমূহ, শক্রদেবতাক (জ্যেষ্ঠা) নক্ষত্রে রাজ্য, মূলায় কৃষিসিদ্ধি, জলদেবতাক (পূর্ব্বাষাঢ়া) নক্ষত্রে সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধি, বিশ্বদেবতাক (উত্তরাষাঢ়া) নক্ষত্রে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট, অভিজিৎ (উত্তরাষাঢ়ার শেষ চতুর্থাংশ ও শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ড) নামক নক্ষত্রাংশে লোকশ্রেষ্ঠতা, শ্রবণায় সকল কাম্যবস্তু, বসুদেবতাক (ধনিষ্ঠা) নক্ষত্রে লবণ, বরুণদেবতাক (শতভিষা) নক্ষত্রে আরোগ্য, অজপাদ (পূর্ব্বভাদ্রপদ) নক্ষত্রে কুপ্য অর্থাৎ সুবর্ণ-রজতব্যতিরিক্ত অন্য রত্নাদি, অহির্ব্রধ্ন (উত্তরভাদ্রপদ) নক্ষত্রে গৃহ, পূষ-দেবতাক (রেবতী) নক্ষত্রে গোধন, অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্ব, যমদেবতাক (ভরণী) নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ৮-৩৫।

প্রতিপদ্ তিথিতে শ্রাদ্ধকারী উত্তম গৃহ ও সুন্দরী বহু স্ত্রী লাভ করে। এইরূপ দ্বিতীয়াতে সুলক্ষণা অভীষ্ট-দায়িনী কন্যা, তৃতীয়ায় সকল অভীষ্ট, চতুর্থীতে পশুবর্গ, পঞ্চমীতে শ্রী, ষষ্ঠীতে পাশক্রীড়ায় পণসিদ্ধি, সপ্তমীতে কৃষি, অষ্টমীতে বাণিজ্য, নবমীতে পশুসমূহ, দশমীতে অশ্বযূথ, একাদশীতে ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন বহু পুত্র, দ্বাদশীতে দীর্ঘ আয়ু, ধন ও রাজ্যজয়, ত্রয়োদশীতে সৌভাগ্য, পঞ্চদশীতে (পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে) শ্রাদ্ধ করিলে সকল কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। ৩৬-৪৯।

চতুর্দ্দশী তিথি অপরের শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ, কেবল শস্ত্রনিহত ব্যক্তিদের পক্ষে প্রশস্ত। এ সম্বন্ধে পিতৃগণের দুইটি গাথাও আছে ;—আমাদের বংশে কুলতিলক সেইরূপ কোন ব্যক্তি যেন জন্মায়—যে বর্ষাকালে কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে গজচ্ছায়াযোগে অর্থাৎ গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মঘানক্ষত্রযোগ ও সূর্য্যের হস্তানক্ষত্রে অবস্থানকালে গজচ্ছায়ায় মধুমাখা পায়স দিয়া আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে এবং যে সকলকার্ত্তিকমাস ব্যাপিয়া অপরাহ্ণে শ্রাদ্ধ দ্বারা আমাদিগকে তৃপ্ত করিবে। ৫০-৫৩।

(ক) কোথায়ও 'শ্রিয়ং' ইহার পর 'সুরূপান্ সুতান' এই অধিক পাঠ দেখা যায়। (খ) 'জয়ান্' পরে 'কনকরজতম্' কচিৎ অধিক পাঠ।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

অথ ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥১॥
কুশাভাবে কুশস্থানে কাশান্ দূর্বাং বা দদ্যাৎ ॥২॥
বাসসোঽর্থে কার্পাসোত্থং সূত্রম্ ॥৩॥
দশাং বিবর্জয়েদ্ যদ্যপ্যাহতবস্ত্রজা স্যাৎ ॥৪॥
উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কণ্টকিজাতানি
রক্তানি চ পুষ্পাণি ॥৫॥
শুক্লানি সুগন্ধীনি কণ্টকিজাতান্যপি জলজানি রক্তান্যপি
দদ্যাৎ ॥৬॥ বসাং মেদঞ্চ দীপার্থে ন দদ্যাৎ ॥৭॥
ঘৃতং তৈলং বা দদ্যাৎ ॥৮॥
জীবজং সর্বধূপার্থে ন দদ্যাৎ ॥৯॥
মধু-ঘৃতসংযুক্তং গুগ্গুলং দদ্যাৎ ॥১০॥
চন্দন-কুঙ্কুম-কর্পূরাগুরু-পদ্মকান্যনুলেপনার্থে ॥১১॥

ন প্রত্যক্ষলবণং দদ্যাৎ ॥১২॥
হস্তেন চ ঘৃতব্যঞ্জনাদি ॥১৩॥
তৈজসানি পাত্রাণি দদ্যাৎ ॥১৪॥
বিশেষতো রাজতানি ॥১৫॥
খড়্গ-কুতপ-কৃষ্ণাজিন-তিল-সিদ্ধার্থকাক্ষতানি
চ পবিত্রাণি রক্ষোঘ্নানি চ নিদধ্যাৎ ॥১৬॥
পিপ্পলী-মুকুন্দক-ভূস্তৃণ-শিগ্রু-সর্ষপ-সুরসা-সর্জক-
সুবর্চ্চল-কুষ্মাণ্ডালাবু-বার্ত্তাকু-পালক্যোপোদকী-
তণ্ডুলীয়ক-কুসুম্ভ-পিণ্ডালুক-মহিষীক্ষীরাণি
বর্জয়েৎ ॥১৭॥ রাজমাষ-মসূর-পর্য্যুষিত-
কৃতলবণানি চ ॥১৮॥ কোপং পরিহরেৎ ॥১৯॥
নাশ্রু পাতয়েৎ ॥২০॥ ন ত্বরাং কুর্য্যাৎ ॥২১

অতঃপর শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ও প্রতিনিধি বস্তুর কথা বলা হইতেছে। রাত্রিতে সংগৃহীত জলে শ্রাদ্ধ করিবে না। কুশের অভাবে কুশের স্থানে কাশ বা দূর্ব্বা প্রয়োগ করিবে। বস্ত্রের অভাবে বস্ত্রকার্য্য, কার্পাসনির্ম্মিত সূত্র দিবে। যদিও আহতবস্ত্র (ঈষদ্ধৌত, নব, শ্বেত, দশাযুক্ত ও অপরিহিত) জাত দশা হয়, তথাপি বস্ত্রের দশা (পাড়) দিবে না। উগ্র গন্ধযুক্ত, নির্গন্ধ, কণ্টকিবৃক্ষজাত ও রক্তপুষ্প শ্রাদ্ধে পরিত্যাজ্য। ১-৫।

শুক্লবর্ণ, সুগন্ধিপুষ্প, কণ্টকিবৃক্ষজাত হইলেও এবং জলজাত পুষ্প (পদ্ম, কুমুদাদি) রক্তবর্ণ হইলেও শ্রাদ্ধে দিবে। বসা (হৃদয়ের মেদ), মেদ (চর্ব্বি) দীপকার্য্যে ব্যবহার করিবে না। ৬-৭।

ঘৃত বা তিলতৈল দীপে প্রয়োগ করিবে। যতপ্রকার ধূপ আছে—কোন ধূপেই জীবজাত দ্রব্য অর্থাৎ নখশৃঙ্গাদি ব্যবহার করিবে না। মধু-ঘৃতাক্ত গুগ্গুলু ধূপে প্রয়োগ করিবে। শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, অগুরুচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ অনুলেপন-কার্য্যে (চন্দনার্থে) দিবে। ৮-১১।

মৃত্তিকাজাত বা কৃত্রিম লবণ ব্যবহার করিবে না। হস্তদ্বারা ঘৃত-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিবে না। তৈজস পাত্র সৌবর্ণ-রাজত প্রভৃতি) দিবে, তন্মধ্যে রজতনির্ম্মিত পাত্র বিশেষ প্রশস্ত। ১২-১৫।

গণ্ডারের নাসিকাস্থিজাত পাত্র, অষ্টমমুহূর্ত্ত, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, তিল, সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) ও অক্ষত এই সকল পবিত্র ও রাক্ষসনিরাসক অন্য দ্রব্য স্থাপন করিবে। পিপ্পলী (পিপুল), মুকুন্দক, ভূস্তৃণ, শিগ্রু, সর্ষপ, সুরসা, সর্জ্জক, সুবর্চল, কুষ্মাণ্ড, অলাবু (লাউ), বার্ত্তাকু (বেগুন), পালক্য (পালং-শাক) উপোদকী, তণ্ডুলীয়ক, কুসুম্ভ, পিণ্ডালুক ও মহিষীর দুগ্ধ শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। ১৬-১৭।

রাজমাষ (বরবটী), মসুর, পর্য্যুষিত দ্রব্য (বাসি), কৃত্রিম লবণ (সৈন্ধব ভিন্ন লবণ) এগুলিও ব্যবহার্য্য নহে। শ্রাদ্ধকালে ক্রোধ করিবে না, অশ্রু ফেলিবে না, ত্বরা করিবে না। ১৮-২১।

ঘৃতাদিদানে তৈজসানি পাত্রাণি খড়্গপাত্রাণি ফল্গু-পাত্রাণি চ প্রশস্তানি ॥২২॥

অত্র চ শ্লোকো ভবতি ॥২৩॥

সৌবর্ণ-রাজতাভ্যাঞ্চ খাড়্গেনৌডুম্বরেণ চ।
দত্তমক্ষয্যতাং যাতি ফল্গুপাত্রেণ চাপ্যথ ॥২৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ঘৃত-দধি-মধুদানে তৈজসপাত্র বা গণ্ডারচর্ম্মপাত্র, ও ফল্গুপাত্র (হালকা পাত্র—কদলী-পলাশপত্রাদি) প্রশস্ত এ বিষয়ে একটি শ্লোকও গীত হয়। শ্রাদ্ধে স্বর্ণপাত্র, রজতপাত্র, গণ্ডার-নাসিকাস্থিপাত্র, তাম্রপাত্র, অথবা সর্ব্বাভাবে কদলীত্বগাদি ফল্গুপাত্রে প্রদত্ত বস্তু অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ২২-২৪।

বিষ্ণুসংহিতায় ঊনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।
(শ্রাদ্ধে পিতৃপ্রীতিপ্রদ-বস্তুকথনম্)।

তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্মাসৈর্ম্মূলফলৈঃ শাকৈঃ শ্যামাকৈঃ প্রিয়ঙ্গুভির্নীবারৈর্ম্মুদ্গৈর্গোধূমৈশ্চ মাসং প্রীয়ন্তে ।১।

দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ।২। ত্রীন্ হারিণেন ।৩।

চতুরশ্চৌরভ্রেণ ।৪। পঞ্চ শাকুনেন ।৫।

ষট্ ছাগেন ।৬। সপ্ত রৌরবেণ ।৭।

অষ্টৌ পার্ষতেন ।৮। নব গাবয়েন ।৯।

দশ মাহিষেণ ।১০। একাদশ কৌর্ম্মেণ ।১১।

সংবৎসরং গব্যেন পয়সা তদ্বিকারৈর্বা ।১২।

অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি ।১৩।

কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ।
বিষাণবর্জ্জা যে খড়্গাস্তাংস্তু ভক্ষামহে সদা ॥১৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

তিল, যব, শরৎ-পক্কধান্য, মাষকলায়, জল, ফল, মূল, শাক, শ্যামাক তৃণ, প্রিয়ঙ্গুলতা, নীবারতণ্ডুল, মুগ, গম এগুলি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস প্রীত হন। মৎস্য-মাংস দ্বারা দুই মাস। হরিণমাংসে তিন মাস। মেষমাংসে চারি মাস। ১-৪।

পক্ষিমাংসে পাঁচমাস। ছাগমাংসে ছয় মাস। রুরুমাংসে সাত মাস। পৃষতনামক মৃগমাংসে আট মাস। গবয় (গো-সদৃশ মৃগবিশেষ) মাংস দ্বারা নয় মাস। মহিষমাংস দ্বারা দশ মাস। ৫-১০।

কূর্ম্মমাংস দ্বারা এগার মাস। গোদুগ্ধ বা গোদুগ্ধের বিকৃত খাদ্য (ক্ষীর, দধি, ছানা, মাখন) দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষগণ এক বৎসরকাল আনন্দ লাভ করেন। ১১-১২।

এ বিষয়ে পিতৃগণগীত একটি গাথা আছে। কালশাক, বড় বড় আঁইশযুক্ত মৎস্য, বার্দ্ধ্রীণস ছাগের মাংস এবং শৃঙ্গহীন যে সকল গণ্ডার আছে, আমরা ইহাদিগকে সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকি। ১৩-১৪।

বিষ্ণুসংহিতায় অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

একাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।
(ভোজনবিধিঃ)।

নান্নমাসনমারোপয়েৎ ।১। ন পদা স্পৃশেৎ ।২। নাবক্ষুতং কুর্য্যাৎ ।৩। তিলৈঃ সর্ষপৈর্বা যাতুধানান্ বিসর্জ্জয়েৎ ।৪। সংবৃতে ন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ।৫। ন রজস্বলাং পশ্যেৎ ।৬। ন শ্বানম্ ।৭। ন বিড়্‌বরাহম্ ।৮। ন গ্রাম্যকুক্কুটম্ ॥৯॥ প্রযত্নাচ্ছ্রাদ্ধমজস্য দর্শয়েৎ ॥১০॥ অশ্নীয়ুর্ব্রাহ্মণাশ্চ বাগ্‌যতাঃ ॥১১॥

ন বেষ্টিতশিরসঃ ॥১২॥ ন সোপানৎকাঃ ॥১৩॥

ন পীঠোপহিতপাদাঃ ॥১৪॥

ন হীনাঙ্গাধিকাঙ্গাঃ শ্রাদ্ধং পশ্যেয়ুঃ ॥১৫॥

ন শূদ্রাঃ ॥১৬॥ ন পতিতাঃ ॥১৭॥ তৎকালং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণানুমতেন বা ভিক্ষুকং ভোজয়েৎ ॥১৮॥

হবির্গুণান্ ন ব্রুয়ুর্দ্দাত্রা পৃষ্টাঃ ॥১৯॥

যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্ভুঞ্জন্তি বাগ্‌যতাঃ।
তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥২০॥

সার্ব্ববর্ণিকমন্নাদ্যং সন্নীয়াপ্লাব্য বারিণা।
সমুৎসৃজেদ্ভুক্তবতামগ্রতো বিকিরন্ ভুবি ॥২১॥

অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥২২॥

উচ্ছেষণং ভূমিগতমজিহ্মস্যাশঠস্য বা।
দাসবর্গস্য তৎপিত্রে ভাগধেয়ং প্রচক্ষতে ।২৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

আসনের উপর অন্ন রাখিবে না। অন্নকে পা দ্বারা স্পর্শ করিবে না। ক্ষুত (হাঁচি) দ্বারা দূষিত করিবে না। ভোজনের পূর্ব্বে তিল ও গৌরসর্ষপ দ্বারা রাক্ষসদিগকে দূর করিবে। বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে না। ১-৫।

শ্রাদ্ধকালে রজস্বলা-নারী দর্শন করিবে না। এইরূপ কুক্কুর, বিষ্ঠাভোজী শূকর (গ্রাম্য বরাহ), গ্রাম্য কুক্কুট (মোরগ) দর্শন করিবে না। যত্নসহকারে ছাগলকে শ্রাদ্ধ দেখাইবে। ব্রাহ্মণগণ মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। বস্ত্রাচ্ছাদিতমস্তক হইয়া, উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা) পরিধান করিয়া, পীঠের উপর পাদতল রাখিয়া ভোজন নিষিদ্ধ। হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধদর্শন পরিত্যাগ করিবে। ৬-১৫।

এইরূপ শূদ্রজাতি, পতিতবর্গ শ্রাদ্ধদর্শন পরিহার করিবে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে অথবা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের অনুমত্যনুসারে ভিক্ষুককে ভোজন করাইবে। ১৬-১৮।

দাতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও ব্রাহ্মণগণ ভোজ্য দ্রব্যের গুণবর্ণনা করিবেন না। যাবৎকাল পর্য্যন্ত অন্ন উষ্ণ থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অন্নভোজন করেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষ অন্ন ভোজন করেন, এইরূপ হবির্গুণযাবৎ বর্ণিত না হয়, তাবৎ তাঁহাদের ভোজনকাল। ১৯-২০।

সকল বর্ণেরই অন্ন ও অন্য হুতশেষ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া জলে সিক্ত করিবে, পরে উহা ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের সমীপে মাটীর উপর ছড়াইতে ছড়াইতে নিক্ষেপ করিবে। যাহারা অসংস্কৃত অবস্থায় বা সংস্কারানর্হ বয়সে (দুই বৎসরের ন্যূনকালে) মৃত হইয়াছে, যাঁহারা নির্দ্দোষ কুলকামিনী-ত্যাগী, তাহদের প্রাপ্য উচ্ছিষ্টান্ন (শ্রাদ্ধ-শেষ) অথবা যাহা বিকিররূপে কুশোপরি প্রদত্ত অন্ন। ২১-২২।

পিতৃকার্য্যে যাহা ভূমিতে প্রদত্ত শ্রাদ্ধশেষ—উহা খলতা ও ধূর্ত্ততাহীন দাসবর্গের প্রাপ্য (ভোজ্য)—ইহা ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। ২৩।

বিষ্ণুসংহিতায় একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(শ্রাদ্ধীয়-ব্রাহ্মণপরীক্ষা)।

দৈবে কর্ম্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষতে ।১। প্রযত্নাৎ পিত্র্যে পরীক্ষেত ।২। হীনাধিকাঙ্গান্ বিবর্জয়েৎ ।৩। বিকর্ম্মস্থাংশ্চ ।৪। বৈড়ালব্রতিকান্ ।৫। বৃথালিঙ্গিনঃ ।৬। নক্ষত্রজীবিনঃ ।৭। দেবলকাংশ্চ ।৮। চিকিৎসকান্ ।৯। অনূঢ়াপুত্রান্ ।১০। তৎপুত্রান্ ।১১। বহুযাজিনঃ ।১২। গ্রামযাজিনঃ ।১৩। শূদ্রযাজিনঃ ।১৪। অযাজ্যযাজিনঃ ।১৫। ব্রাত্যান্ ।১৬। তদ্‌যাজিনঃ ।১৭। পর্ব্বকারান্ ।১৮। সূচকান্ ।১৯। ভৃতকাধ্যাপকান্ ।২০। ভৃতকাধ্যাপিতান্ ।২১। শূদ্রান্নপুষ্টান্ ।২২। পতিতসংসর্গান্ ।২৩। অনধীয়ানান্ ।২৪। সন্ধ্যোপাসনভ্রষ্টান্ ।২৫। রাজসেবকান্ ।২৬। নগ্নান্ ।২৭। পিত্রা বিবদমানান্ ।২৮। পিতৃ-মাতৃ-গুর্বগ্নি-স্বাধ্যায়ত্যাগিনশ্চেতি ।২৯। ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জয়েদ্ যত্নাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ ॥৩০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, কিন্তু দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণপরীক্ষা করণীয় নহে। পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধে) প্রযত্নসহকারে ব্রাহ্মণপরীক্ষা করিবে। যাহারা হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যকারী, বৈড়ালব্রতিক ভণ্ড, মিথ্যাসাধুচিহ্নধারী, নক্ষত্রবিচার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহক, দেবল (বেতন গ্রহণপূর্ব্বক নিত্যদেবপূজক), চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, অপরিণীতা ভার্য্যার গর্ভজাত এবং সেই পুত্রের পুত্রবর্গ, বহু যাজা-যাজনকারী, গ্রাম-যাজী (এক একটি গ্রামের অধিবাসী সকলের যাজক), শূদ্রজাতির যাজক, অযাজ্য-(পতিত) যাজী, ব্রাত্য (যথোক্ত সময়মধ্যে অনুপনীত ব্রাহ্মণকুমার), ব্রাত্যের যাজনকারী, পর্ব্বকার (পর্ব্বে পর্ব্বে উৎসবের উদ্যোক্তা), সূচক (খল, একের কথা অপরের নিকট প্রকাশকারী), ভৃতকাধ্যাপক (বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনাকারী), ভৃতকাধ্যাপিত (ভৃতক অধ্যাপক দ্বারা অধ্যাপিত), শূদ্রান্ন-ভোজনে পালিত, পতিত-সংসর্গী, বেদাধ্যয়নহীন, সন্ধ্যাহ্নিকানুষ্ঠানবর্জ্জিত, রাজসেবায় নিযুক্ত, নগ্নসম্প্রদায়ভুক্ত (জৈন-ব্রতাবলম্বী), পিতার সহিত বিবাদকারী, পিতা, মাতা, গুরু, অগ্নি ও স্ববেদ বর্জ্জনকারী—ইহারা শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয়। ১-২৯।

ইহারা ব্রাহ্মণাধম ও যে পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ইহারা আহার করিবে—সেই পঙ্‌ক্তিই দূষিত করিবে বলিয়া কথিত আছে। পণ্ডিতব্যক্তি শ্রাদ্ধকার্য্যে ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। ৩০।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

ত্র্যশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(পঙ্‌ক্তিপাবন-ব্রাহ্মণপরিচয়ঃ)।

অথ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ।১। তৃণাচিকেতঃ ।২। পঞ্চাগ্নিঃ ।৩। জ্যেষ্ঠসামগঃ ।৪। বেদপারগঃ ।৫। বেদাঙ্গস্যাপ্যেকস্য পারগঃ ।৬। পুরাণেতিহাস-ব্যাকরণপারগঃ ।৭। ধর্ম্মশাস্ত্রস্যাপ্যেকস্য পারগঃ ।৮। তীর্থপূতঃ ।৯। যজ্ঞপূতঃ ।১০। তপঃপূতঃ ।১১। সত্যপূতঃ ।১২। মন্ত্রপূতঃ ।১৩। গায়ত্রীজপনিরতঃ ।১৪। ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানঃ ।১৫। ত্রিসুপর্ণঃ ।১৬। জামাতা ।১৭। দৌহিত্রশ্চেতি পাত্রম্ ।১৮। বিশেষেণ চ যোগিনঃ ।১৯। অত্র পিতৃগীতা গাথা ভবতি ।২০।

অপি স স্যাৎ কুলেঽস্মাকং ভোজয়েদ্ যস্তু যোগিনম্
বিপ্রং শ্রাদ্ধে প্রযত্নেন যেন তৃপ্যামহে বয়ম্ ॥২১॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর যাঁহারা পঙ্‌ক্তি-পাবন ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে। যিনি ত্রিণাচিকেত (তিন অগ্নিকে ব্রহ্মভাবে ধ্যানকারী), পঞ্চাগ্নি (চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে থাকিয়া ঊর্দ্ধে সূর্য্যনিবিষ্ট-দৃষ্টি)। জ্যেষ্ঠ-সাম-গানকারী, সকল বেদের পারগামী, যে কোন একটি বেদাঙ্গের পারদর্শী, পুরাণ, ইতিহাস ও ব্যাকরণশাস্ত্রের পারগামী, যে কোন একটি ধর্ম্মশাস্ত্রের পারগত, তীর্থস্নানে পবিত্রদেহ, যজ্ঞানুষ্ঠানে পবিত্র, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চর্য্যা দ্বারা পূত, সত্যপূত (সত্যনিষ্ঠ), মন্ত্রবিশেষ জপ দ্বারা পবিত্রাত্মা, সর্ব্বদা গায়ত্রীজপপরায়ণ, ব্রাহ্ম-বিবাহে দত্তা কন্যার গর্ভজাত, ত্রিসুবর্ণ (কুল, শীল, বিদ্যায় আদর্শ পুরুষ), জামাতা, দৌহিত্র—ইহারা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত। ১-১৮।

বিশেষতঃ কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগিগণ শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। এই মর্ম্মে পিতৃগণের একটি স্তুতিবাক্য আছে। আমাদের বংশে সেই পুরুষ কি হইবে, যে শ্রাদ্ধে যোগী-ব্রাহ্মণকে যত্নসহকারে ভোজন করাইবে?—যাহাতে আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকি। ১৯-২১।

চতুরশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধস্থানাদি)।

ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ।১।
ন গচ্ছেন্ ম্লেচ্ছবিষয়ম্ ।২।
পরনিপানেষ্বপঃ পীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি ॥৩।
চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
স ম্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥৪॥
ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ম্লেচ্ছদেশে শ্রাদ্ধ করিবে না। ম্লেচ্ছদেশে যাইবে না। পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে সেই জলাশয়-স্বামীর সমান জাতি প্রাপ্ত হয়। যেখানে চারিবর্ণের কোন বিভাগ-ব্যবস্থা নাই, তাহাকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে। তদ্ভিন্ন দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। ১-৪।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(শ্রাদ্ধে প্রশস্তদেশঃ)

অথ পুষ্করেষ্বক্ষয়শ্রাদ্ধম্ (ক)।১। জপ্য-হোম-তপাংসি চ।২। পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি।৩। এবমেব গয়াশীর্ষে।৪। অক্ষয়বটে।৫। অমরকণ্টকপর্বতে।৬। বরাহ-পর্বতে ॥৭॥ যত্র ক্বচন নর্মদাতীরে।৮। যমুনাতীরে।৯। গঙ্গায়াং বিশেষতঃ।১০। কুশাবর্ত্তে।১১। বিন্দুকে।১২। নীলপর্বতে।১৩। কনখলে।১৪। কুব্জাম্রে।১৫। ভৃগুতুঙ্গে।১৬। কেদারে।১৭। মহালয়ে।১৮। নড়ন্তিকায়াম্।১৯। সুগন্ধায়াম্।২০। শাকম্ভর্য্যাম্।২১। ফল্গুতীর্থে।২২। মহাগঙ্গায়াম্।২৩। ত্রিহলিকাগ্রামে।২৪। কুমারধারায়াম্।২৫। প্রভাসে।২৬। যত্র ক্বচন সরস্বত্যাং বিশেষতঃ।২৭। গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। সততং নৈমিষারণ্যে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥২৮॥ অগস্ত্যাশ্রমে।২৯। কণ্বাশ্রমে।৩০। কৌশিক্যাম্।৩১। সরযূতীরে।৩২। শোণস্য জ্যোতিষায়াশ্চ সঙ্গমে ॥৩৩॥ শ্রীপর্বতে ॥৩৪॥ কালোদকে ॥৩৫॥ উত্তর-মানসে। ৩৬॥ বড়বায়াম্ ॥৩৭॥ মতঙ্গবাপ্যাম্ ॥৩৮॥ সপ্তার্ষে ॥৩৯॥ বিষ্ণুপদে ॥৪০॥ স্বর্গমার্গপদে ॥৪১॥ গোদাবর্য্যাম্ ॥৪২॥ গোমত্যাম্ ॥৪৩॥ বেত্রবত্যাম্ ॥৪৪॥ বিপাশায়াম্।৪৫। বিতস্তায়াম্ ॥৪৬॥ শতদ্রুতীরে ॥৪৭॥ চন্দ্রভাগায়াম্ ॥৪৮॥ ইরাবত্যাম্ ॥৪৯॥ সিন্ধোস্তীরে ॥৫০॥ দক্ষিণে পঞ্চনদে ॥৫১॥ ঔষজে (খ)।৫২। এবমাদিম্বথান্যেষু তীর্থেষু ॥৫৩॥ সরিদ্বরাসু ॥৫৪॥ সর্বেষ্বপি স্বভাবেষু ॥৫৫॥ পুলিনেষু ॥৫৬॥ প্রস্রবণেষু ॥৫৭॥ পর্বতেষু ॥৫৮॥ নিকুঞ্জেষু ॥৫৯॥ বনেষু ॥৬০॥ উপবনেষু ॥৬১॥

অতঃপর স্থানবিশেষে কৃত শ্রাদ্ধের ফল বর্ণিত হইতেছে—পুষ্করতীর্থে শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফলপ্রদ। তথায় মন্ত্রজপ, হোম, উপবাসাদি তপস্যাও অক্ষয় ফলপ্রদ। পুষ্করতীর্থে কেবল স্নান করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গয়াশীর্ষে শ্রাদ্ধাদিতেও এইরূপ অক্ষয় ফল। গয়ায় অক্ষয় বটতলে, অমরকণ্টক পর্ব্বতে, বরাহপর্ব্বতে, নর্ম্মদা নদীতটে যে-কোন স্থানে, যমুনাতটে, বিশেষভাবে গঙ্গাতীরে, কুশাবর্ত্তে (হরিদ্বারের গঙ্গায়), বিন্দুকে, নীলপর্ব্বতে, কনখলে, কুব্জাম্রে, ভৃগুতুঙ্গে, কেদারখণ্ডে, মহালয়ে, নড়ন্তিকায়, সুগন্ধায়, শাকম্ভরী তীর্থে, ফল্গুতীর্থে (গয়ায় ফল্গুনদীতটে), মহাগঙ্গায়, ত্রিহলিকাগ্রামে, কুমারধারায়, প্রভাসতীর্থে, বিশেষতঃ সরস্বতী নদীর যে কোন স্থানে, গঙ্গাদ্বারে (গঙ্গোত্রীতে), প্রয়াগে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে, নৈমিষারণ্যে যে-কোন সময়ে, বিশেষত বারাণসীধামে, অগস্ত্যাশ্রমে, কণ্বমুনির আশ্রমে, কৌশিকী নদীতে, সরযূতটে, শোণ ও জ্যোতিষানদীর সঙ্গমস্থলে, শ্রীপর্ব্বতে (কাশ্মীরে), কালোদকে, উত্তর-মানসে (মানস-সরোবরের উত্তরাংশে), বড়বায়, মাতঙ্গ-বাপীতে, সপ্তার্ষে, বিষ্ণুপদে, স্বর্গমার্গপদে, গোদাবরীতে, গোমতীতে, বেত্রবতীতে, বিপাশায়, বিতস্তায়, শতদ্রুতীরে, চন্দ্রভাগায়, ইরাবতীতে, সিন্ধুতীরে, দক্ষিণপঞ্চনদে (দক্ষিণ পাঞ্জাবে), ঔষজতীর্থে, এইরূপ অন্যান্যতীর্থে, প্রধান প্রধান নদীতে, সকল মহাপুরুষের উদ্ভবক্ষেত্রে, পুলিনমাত্রে, পর্ব্বতের প্রস্রবণগুলিতে, পর্ব্বতে, নিকুঞ্জে (লতাগৃহে), বনে, উপবনে (কৃত্রিমবন), গোময়-লিপ্ত স্থানে এবং চিত্তপ্রসাদ যেখানে হয় এরূপ স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে অক্ষয় ফল হয়। ১-৬৩।

এ বিষয়ে পিতৃগণের কথিত শ্লোক আছে। আমাদের বংশে এমন কোন পুরুষ যেন হয়, যে আমাদিগের উদ্দেশে তর্পণের জলাঞ্জলি দিবে, বিশেষতঃ

(ক) পুষ্করেষু শ্রাদ্ধম্—পা.

(খ) ঔজসে—পা.

গোময়োপলিপ্তেষু ॥৬২॥

মনোজ্ঞেষু ।৬৩।

অত্র চ পিতৃগীতা গাথা ভবন্তি ॥৬৪॥

কুলেঽস্মাকং স জন্তুঃ স্যাদ্ যো নো দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্।

নদীষু বহুতোয়াসু শীতলাসু বিশেষতঃ ॥৬৫॥

অপি জায়েত সোঽস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।

গয়াশীর্ষে বটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৬৬॥

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥৬৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

বহু উদকযুক্ত শীতল নদীগুলিতে জলাঞ্জলি দিবে। আমাদের বংশে সেই নরশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবে কি ?— যে গয়াশীর্ষে, অক্ষয় বটে শ্রদ্ধাসহকারে আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে। বহুপুত্র কামনা করিবে, যদি তাহাদের মধ্যে একটিও গয়ায় যাইবে. অথবা অশ্বমেধ-যাগ করিবে কিংবা নীল (পারিভাষিক) নামক বৃষ উৎসর্গ করিবে। ৬৪-৬৭।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(বৃষোৎসর্গবিধিঃ)।

অথ বৃষোৎসর্গঃ ॥১॥ কার্ত্তিক্যামাশ্বযুজ্যাং বা ।২।

তত্রাদাবেব বৃষভং পরীক্ষেত ॥৩॥

জীবদ্‌বৎসায়াঃ পয়স্বিন্যাঃ পুত্রম্ ॥৪॥

সর্ব্বলক্ষণোপেতম্ ॥৫॥ নীলম্ ॥৬॥ লোহিতং বা মুখ-পুচ্ছ-পাদ-শৃঙ্গশুক্লম্ ॥৭॥ যূথস্যাচ্ছাদকম্ ॥৮॥

ততো গবাং মধ্যে সুসমিদ্ধমগ্নিং পরিস্তীর্য্য পৌষ্ণ-চরুং পয়সা শ্রপয়িত্বা 'পূষা গা অন্বে', তু ন 'ইহ রতি'রিতি চ হুত্বা বৃষময়স্কারস্ত্বঙ্কয়েৎ ॥৯॥

একস্মিন্ পার্শ্বে চক্রেণাপরস্মিন্ পার্শ্বে শূলেন ॥১০॥

অঙ্কিতঞ্চ 'হিরণ্যবর্ণা' ইতি চতসৃভিঃ

'শন্নোদেবী'তি চ স্নাপয়েৎ ॥১১॥

স্নাতমলঙ্কৃতং স্নাতালঙ্কৃতাভিশ্চতসৃভির্বৎসতরীভিঃ

সার্দ্ধমানীয় রুদ্রান্ পুরুষসূক্তং কুষ্মাণ্ডীশ্চ জপেৎ॥১২।

'পিতা বৎসে'তি বৃষভস্য দক্ষিণে কর্ণে পঠেৎ ॥১৩॥

'ইমঞ্চ' ॥১৪॥

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ ॥১৫॥

অনন্তর বৃষোৎসর্গের বিধি কথিত হইতেছে। কার্ত্তিকী বা আশ্বিনী পূর্ণিমায় করণীয়। ইহা কাম্য বৃষোৎসর্গ। তাহাতে প্রথমে বৃষকে পরীক্ষা করিয়া লইবে। যে বৃষটি উৎসর্গ করিবে, উহা যেন জীবদ্‌বৎসা অর্থাৎ যাহার বাছুর বাঁচিয়া আছে ও যে দুগ্ধবতী এইরূপ গাভীর সন্তান হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার লক্ষণযুক্ত ও নীল বৃষ হয়। ১-৬।

নীলবৃষ বলিতে কৃষ্ণবর্ণের বৃষ, অথবা যে বৃষের গাত্রবর্ণ লোহিত, কিন্তু মুখ, পুচ্ছ, চরণ ও শৃঙ্গ শুক্লবর্ণ। যে বৃষ সমস্ত গোযূথকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে অর্থাৎ যূথশ্রেষ্ঠ। তাহার পর গোগণের মধ্যে উত্তমভাবে সমিধ্‌দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির পরিস্তরণান্তক্রিয়া (অগ্নিস্থাপন, আবাহন, পূজা পরিসমূহন, পর্য্যুক্ষণ ও পরিস্তরণ) করিয়া পূষা দেবতার উদ্দেশে দুগ্ধের দ্বারা পৌষ্ণচরু পাক করিয়া 'পূষা গা অন্বেতু নঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ও 'ইহ রতিঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে চরুর দ্বারা আহুতি দিবে। পরে লৌহকার (কামার) বৃষকে অঙ্কিত করিবে। ৭-৯।

বৃষের বাম স্ফিচে (পাছায়) চক্র ও দক্ষিণ স্ফিচে ত্রিশূল অঙ্কনীয়। অঙ্কনের পর ঐ বৃষকে 'হিরণ্য

এনং যুবানং পতিং বো দদাম্যনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ।
মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিযতে সোম-রাজন্ ॥১৬॥
বৃষং বৎসতরীযুক্তমৈশান্যাং কারয়েদ্দিশি।
হোতুর্বস্ত্রযুগং দদ্যাৎ সুবর্ণং কাংস্যমেব চ ॥১৭॥
অয়স্কারস্য দাতব্যং বেতনং মনসেপ্সিতম্।
ভোজনং বহুসর্পিষ্কং ব্রাহ্মণাংশ্চাত্র ভোজয়েৎ ॥১৮॥
উৎসৃষ্টো বৃষভো যস্মিন্ পিবত্যথ জলাশয়ে।
জলাশয়ং তৎসকলং পিতৄংস্তস্যোপতিষ্ঠতি ॥১৯॥
শৃঙ্গেণোল্লিখতে ভূমিং যত্র ক্বচন দর্পিতঃ।
পিতৄণামন্নপানং তৎ প্রভূতমুপতিষ্ঠতি ॥২০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

বর্ণা যা' ইত্যাদি চারিটি ঋক্ ও 'শন্নোদেবীরভীষ্টয়ে' এই মন্ত্রদ্বারা স্নান করাইবে। স্নানের পর বৃষাভরণে (তাম্রপৃষ্ঠ, কাংস্যক্রোড়, সুবর্ণবীরপট্ট, রজত-খুর, স্বর্ণ-শৃঙ্গ, লৌহবলয়, ঘণ্টা, চামরাদি দ্বারা) বৃষকে শোভিত করিয়া স্নাত ও অলঙ্কৃত চারিটি বৎসতরীর সহিত অগ্নি-সমীপে আনিয়া সমগ্র রুদ্রাধ্যায় (স্ব স্ব বেদোক্ত) ষোলটি পুরুষসূক্ত মন্ত্র ও কুষ্মাণ্ডীয় মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। ১০-১২।

'পিতা বৎসানাং পতিরঘ্ন্যানামথো পিতা মহতাম্' ইত্যাদি মন্ত্র বৃষের দক্ষিণ কর্ণে জপ করিবে। আরও এই মন্ত্র পড়িবে 'বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। বৃণোমি তমহং ভক্ত্যা স মে রক্ষতু সর্ব্বতঃ'— অর্থাৎ এই বৃষ হইতেছেন মহামহিমান্বিত ধর্ম্মস্বরূপ, তপস্যা, সত্য, দান ও যজ্ঞ এই চারিটি তাঁহার চরণ ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে, আমি সেই বৃষরূপী ধর্ম্মকে ভক্তিপূর্ব্বক বরণ করিতেছি, তিনি আমাকে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করুন। বৎসতরীদের উদ্দেশে পাঠ্য মন্ত্র—'এনং যুবানং পতিং বো দদামি, অনেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ প্রিয়েণ। মা হাস্মহি প্রজয়া মা তনূভির্মা রধাম দ্বিষতে সোমরাজন্' অর্থাৎ হে বৎসতরীগণ! তোমাদিগের উদ্দেশে এই তরুণ পতি দিতেছি, এই প্রিয়পতির সহিত ক্রীড়া করিয়া বিচরণ কর। আমরা যেন সন্তানহীন না হই, যেন তনূহীন না হই। সোমরাজার বিদ্বেষীকে যেন আরাধনা না করি। ১৩-১৬।

অতঃপর বৎসতরীসমন্বিত বৃষকে ঈশানকোণে চালনা করিবে। হোতাকে দুইখানি বস্ত্র ও কাংস্য-পাত্র দিবে। লৌহকারকে (অঙ্কনকারীকে) তাহার মনঃপূত পারিশ্রমিক দিয়া বহু সর্পিঃ-সমন্বিত ভক্ষ্যভোজ্য ব্রাহ্মণগণকে এই কার্য্যে ভোজন করাইবে। অতঃপর ঐ উৎসর্গীকৃত বৃষ যে জলাশয়ে জলপান করে, সেই সমস্ত জলাশয় তাহার (বৃষ-উৎসর্গকারীর) পিতৃপুরুষগণের নিকট উপস্থিত হয় অর্থাৎ তৃপ্তি সম্পাদন করে। আর যে-কোন ভূমিতে ঐ বৃষ মদোন্মত্ত হইয়া শৃঙ্গের দ্বারা খনন করে, তাহাতে তাহার পিতৃগণের বহু অন্ন-পানীয় তৃপ্তিপ্রদরূপে উপস্থিত হয়। ১৭-২০।

বিষ্ণুসংহিতায় ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ

(দানমাহাত্ম্যম্)।

অথ বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং কৃষ্ণমৃগাজিনং সুবর্ণশৃঙ্গং রৌপ্যখুরং মৌক্তিকলাঙ্গুলভূষিতং কৃত্বা আবিকে বস্ত্রে চ প্রসারয়েৎ ।১। ততস্তিলৈঃ প্রচ্ছাদয়েৎ ।২। সুবর্ণনাভিঞ্চ কুর্য্যাৎ ।৩। অহতেন বাসোযুগেন প্রচ্ছাদয়েৎ ।৪। সর্বগন্ধরত্নৈশ্চালঙ্কৃতং কুর্য্যাৎ ।৫। চতসৃষু দিক্ষু চত্বারি তৈজসপাত্রাণি ক্ষীর-দধি-মধু-ঘৃত—পূর্ণানি নিধায়াহিতাগ্নয়ে ব্রাহ্মণায়ালঙ্কৃতায় বাসোযুগেন প্রচ্ছাদিতায় দদ্যাৎ ।৬।

অত্র চ গাথা ভবন্তি ।৭।
যস্তু কৃষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্ ।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য বাসোভিঃ সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮॥
সসমুদ্রগুহা তেন সশৈলবনকাননা ।
চতুরন্তা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥৯॥
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধুসর্পিষী ।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ॥১০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতঃপর বৈশাখী পূর্ণিমায় দানমাহাত্ম্য বলিতেছেন। বৈশাখী পূর্ণিমাতে কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম সুবর্ণ-শৃঙ্গ, রৌপ্য-খুর ও মুক্তাভূষিত লাঙ্গুল দ্বারা ভূষিত করিয়া মেষলোম-জাত বস্ত্রের উপর তাহা বিস্তৃত করিয়া পাতিবে। তাহার পর তিলদ্বারা তাহা ঢাকিয়া দিবে। সুবর্ণের নাভিও করিবে অর্থাৎ মধ্যে সুবর্ণ রাখিবে। ১-৩।

অহত (ঈষদ্ধৌত, নব, শ্বেত, দশাযুক্ত, অপরিহিত) বস্ত্র দুইটি দ্বারা ঐ তিলও ঢাকিয়া দিবে। সর্ব্বপ্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। ঐ কৃষ্ণাজিনের চারিদিকে চারিটি তৈজসপাত্র (শক্ত্যনুসারে সুবর্ণ-রজত-তাম্র-কাংস্য-পিত্তলনির্ম্মিত) রাখিয়া এক একটি দুগ্ধ, দধি, মধু ও ঘৃতপূর্ণ করিয়া আহিতাগ্নি (নিত্য অগ্নিহোত্রী) ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত ও বস্ত্রদ্বয়ে (অন্তরীয় ও উত্তরীয়) আচ্ছাদিত করতঃ ঐ সমুদয় দান করিবে। ৪-৬।

এই দানে পিতৃগণ যে আনন্দগাথা কীর্ত্তন করেন, তাহা এই। যে ব্যক্তি রজতখুর ও সুবর্ণশৃঙ্গসমন্বিত করিয়া তিলাচ্ছাদিত কৃষ্ণাজিনকে বস্ত্রদ্বয় ও সর্ব্বরত্না-লঙ্কার-সহ দান করে, তাহার সমুদ্রগহ্বরসহ পর্ব্বত, বন, কাননসমন্বিতা চতুঃসমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবী দান করা হয়—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মের উপর তিল রাখিয়া সেই তিল, সুবর্ণ, মধু, ঘৃত এইগুলি যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ৭-১০।

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(গোদান-মাহাত্ম্যম্)।

অথ প্রসূয়মানা গৌঃ পৃথিবী ভবতি ।১।
তামলঙ্কৃতাং ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা পৃথিবীদানফলমাপ্নোতি ।২। অত্র চ গাথা ভবতি ।৩।

সবৎসা রোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তো
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ ॥৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনন্তর গোদান-মাহাত্ম্য বলা হইতেছে। অর্দ্ধ-প্রসূতাবস্থায় গাভী পৃথিবীস্বরূপ হয়। তদবস্থায় সেই গাভীকে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়েও একটি পুণ্য-কথা আছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অকুণ্ঠচিত্তে উভয়তোমুখী (অর্দ্ধনির্গত বৎসের মুখ ও নিজমুখ এই উভয় মুখযুক্তা) ধেনু দান করিলে দাতা ঐ ধেনু ও বৎসের যত রোম আছে, তত যুগ স্বর্গে বাস করে। ১-৪।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(মাসবিশেষে কর্ত্তব্যবিশেষাঃ)

মাসঃ কার্ত্তিকোঽগ্নিদৈবত্যঃ।১।

অগ্নিশ্চ সর্বদেবানাং মুখম্‌।২।

তস্মাত্তু কার্ত্তিকং মাসং বহিঃস্নায়ী গায়ত্রীজপনিরতঃ সকৃদেব হবিষ্যাশী সংবৎসরকৃতাৎ পাপাৎ পূতো ভবতি।৩।

কার্ত্তিকং সকলং মাসং নিত্যস্নায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপন্‌ হবিষ্যভুগ্‌ দাতা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে ঊননবতিতমঃ অধ্যায়ঃ ॥

সৌর কার্ত্তিকমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। অগ্নি আবার সকল দেবতার মুখ। সেইজন্য কার্ত্তিক মাসে গৃহের বাহিরে অনাচ্ছাদিত স্থানে অবস্থান, নিত্য প্রাতঃস্নান, নিষ্ঠাসহকারে গায়ত্রীজপ, দিবাভাগে একবারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে একবৎসরে সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত অর্থাৎ পবিত্র হওয়া যায়। কথিত আছে সমগ্র কার্ত্তিক মাস ব্যাপিয়া নিত্য স্নান ইন্দ্রিয়সংযম, হবিষ্যান্ন ভোজন, জপপরায়ণ ও দানশীল হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ১-৪।

বিষ্ণুসংহিতায় ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

নবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(মাসবিশেষে দানমাহাত্ম্যম্‌)

মার্গশীর্ষশুক্লপঞ্চদশ্যাং মৃগশিরঃসংযুক্তায়াং চূর্ণিতলবণস্য সুবর্ণনাভং প্রস্থমেকং চন্দ্রোদয়ে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ।১।

অনেন কর্ম্মণা রূপসৌভাগ্যবানভিজায়তে।২।

পৌষী চেৎ পুষ্যযুক্তা স্যাত্তস্যাং গৌরসর্ষপকল্কো-দ্বর্ত্তিতশরীরো গব্যঘৃতপূর্ণকুম্ভেনাভিষিক্তঃ সর্ব্বৌষধিভিঃ সর্বগন্ধৈঃ সর্ববীজৈশ্চ স্নাতো ঘৃতেন ভগবন্তং বাসুদেবং স্নাপয়িত্বা গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-

---

মার্গশীর্ষ অর্থাৎ সৌর অগ্রহায়ণমাসে শুক্লাপঞ্চদশীতে (পূর্ণিমাতিথিতে) মৃগশিরা-নক্ষত্রযোগ হইলে চূর্ণীকৃত এক প্রস্থ সৈন্ধব লবণরাশির মধ্যভাগে সুবর্ণ রাখিয়া চন্দ্রোদয়কালে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই ক্রিয়ার ফলে পরজন্মে রূপবান, সৌভাগ্যবান্‌ (লোকপ্রিয়) হয়। পৌষী পূর্ণিমায় যদি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহাতে গৌরসর্ষপের (শ্বেত সরিষা) খইল গায়ে ঘষিয়া গব্য ঘৃতপূর্ণ কলসে অভিষিক্ত হইয়া পরে জলে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ও তিল, মুগ, যব, ব্রীহি, মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি শস্য দিয়া সেই জলে স্নাত ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা ভগবান্‌ বাসুদেবকে স্নান করাইয়া ও গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপচারে পূজা করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র (পুরুষসূক্ত), ঐন্দ্রসূক্ত, ও বার্হস্পত্য সূক্ত মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে সুবর্ণ ও ঘৃত দিবে এবং স্বস্তিসূক্ত তাঁহাদিগকে পাঠ করাইবে। হোমাদি কর্ত্তাকে যুগ্ম বস্ত্র দান করিবে। ১-৪।
এই কর্ম্মদ্বারা পুষ্টিলাভ হয়। মাঘীপূর্ণিমায় মঘা নক্ষত্রযোগ হইলে তাহাতে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পবিত্র হওয়া যায়। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পূর্ব্বফল্গুনী বা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযোগ হইলে উহাতে ব্রাহ্মণকে উত্তম-

নৈবেদ্যাদিভিশ্চাভ্যর্চ্চ্য বৈষ্ণবৈঃ শাক্তৈর্বার্হস্পত্যৈশ্চ মন্ত্রৈঃ পাবকে হুত্বা সসুবর্ণেন ঘৃতেন ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ।৩। বাসোযুগং কর্ত্রে দদ্যাৎ ।৪। অনেন কর্ম্মণা পুষ্যতে ।৫। মাঘী মঘাযুতা চেত্তস্যাং তিলৈঃ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পূতো ভবতি ।৬। ফাল্গুনী ফল্গুনী-যুতা চেৎ স্যাত্তস্যাং ব্রাহ্মণায় সুসংস্কৃতং স্বাস্তীর্ণং শয়নং নিবেদ্য ভার্য্যাং মনোজ্ঞাং রূপবতীং দ্রবিণ-বতীঞ্চাপ্নোতি ।৭। নার্য্যপি ভর্ত্তারম্ ।৮। চৈত্রী চিত্রাযুতা চেৎ স্যাত্তস্যাং চিত্রবস্ত্রপ্রদানেন সৌভাগ্যমাপ্নোতি ।৯। বৈশাখী বিশাখাযুতা চেত্তস্যাং ব্রাহ্মণসপ্তকং ক্ষৌদ্রযুক্তৈস্তিলৈঃ সন্তর্প্য ধর্মরাজানং প্রীণয়িত্বা পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।১০। জ্যৈষ্ঠী জ্যেষ্ঠাযুতা চেত্তস্যাং ছত্রোপানহপ্রদানেন গবাধিপত্যং প্রপ্নোতি ।১১। আষাঢ্যামাষাঢ়াযুক্তায়ামন্নপানদানেনে তদেবাক্ষয্যমাপ্নোতি ।১২। শ্রাবণ্যাং শ্রবণযুক্তায়াং জলধেনুং সান্নাং বাসোযুগাচ্ছাদিতাং দত্ত্বা স্বর্গমাপ্নোতি ।১৩। প্রৌষ্ঠপদ্যাং প্রৌষ্ঠপদাযুক্তায়াং গোদানেন সর্বপাপবিনির্মুক্তো ভবতি ।১৪। আশ্বযুজ্যামশ্বিনীগতে চন্দ্রমসি ঘৃতপূর্ণং ভাজনং সুবর্ণযুতং বিপ্রায় দত্ত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি ।১৫। কার্ত্তিকী কৃত্তিকাযুতা চেত্তস্যাং সিতমুক্ষাণমন্যবর্ণং বা শশাঙ্কোদয়ে সর্বশস্য-রত্ন-গন্ধোপেতং দীপমধ্যে ব্রাহ্মণায় দত্ত্বা কান্তারভয়ং নশ্যতি ।১৬। বৈশাখ-শুক্লতৃতীয়ায়ামুপোষিতোঽক্ষতৈর্বাসুদেবমভ্যর্চ্চ্য তানেব হুত্বা দত্ত্বা চ সর্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।১৭। যচ্চ তস্মিন্নহনি প্রযচ্ছতি তদক্ষয্যমাপ্নোতি ।১৮। পৌষ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষদ্বাদশ্যাং সোপবাসস্তিলৈঃ-স্নাতস্তিলোদকং দত্ত্বা তিলৈর্বাসুদেবমভ্যর্চ্চ্য তানেব হুত্বা ভুক্ত্বা চ পাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।১৯। মাঘ্যাং সমতীতায়াং কৃষ্ণদ্বাদশ্যাং সোপবাসঃ শ্রবণং প্রাপ্য বাসুদেবাগ্রতো মহাবর্ত্তিদ্বয়েন দীপদ্বয়ং দদ্যাৎ ।২০

রূপে নির্ম্মিত সুপরিচ্ছদ শয্যা দান করিলে পরজন্মে রূপবতী, ধনবতী, মনোজ্ঞা স্ত্রী লাভ করে। ৫-৭।

নারী এই কার্য্য করিলে ঐ প্রকার স্বামী পায়। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্রীপূর্ণিমায় বিচিত্রবস্ত্র প্রদানে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা যদি বিশাখানক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে তাহাতে সাতটি ব্রাহ্মণকে তিল ও মধুদানে তৃপ্ত করিয়া ধর্ম্মরাজকে পূজা করিবে, ইহাতে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। ৮-১০।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযোগ হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণকে ছত্র ও চর্ম্মপাদুকা দান করিলে বহুগো-স্বামিত্ব লাভ করে। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় পূর্ব্বাষাঢ়া বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযোগে অন্ন ও পানীয় দানদ্বারা অক্ষয় অন্ন-পান প্রাপ্ত হয়। শ্রাবণী পূর্ণিমায় অন্ন-জলসহ বস্ত্রযুগ্মে আচ্ছাদিত ধেনু দান করিলে স্বর্গ-লাভ হয়। পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্তা ভাদ্রী পূর্ণিমায় গোদাতা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৪।

আশ্বিনী পূর্ণিমায় অশ্বিনী নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থান করিলে, তাহাতে ঘৃতপূর্ণ পাত্র সুবর্ণযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে ঔদরিক অগ্নি বৃদ্ধি পায়। যদি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে তাহাতে চন্দ্রের উদয়কালে দাতা চারিদিকে প্রজ্বলিত দীপমধ্যে সর্ব্বপ্রকার শস্য, রত্ন ও গন্ধসমন্বিত একটি শুক্লবর্ণ অভাবে কৃষ্ণবর্ণ একটি বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দুর্গম পথের ভয় নষ্ট হয়। ১৫-১৬।

বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া (অক্ষয়-তৃতীয়া) তিথিতে পূর্ব্বাহে উপবাসী ব্যক্তি অক্ষত (যব) দ্বারা বাসুদেবের পূজা, যবদান ও যবদ্বারা হোম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। এমন কি ঐ তিথিতে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই অক্ষয় হইয়া থাকে। পৌষী পূর্ণিমার পরবর্ত্তিনী কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে পূর্ব্বাহে উপবাসী ব্যক্তি তিলোদকে স্নান, তিলোদক দান, তিল দ্বারা

দক্ষিণপার্শ্বে মহারজনরক্তেন সমগ্রেণ বাসসা ঘৃততুলা-মষ্টাধিকাং দত্ত্বা ।২১। বামপার্শ্বে তিল-তৈল-তুলাং সাষ্টাং দত্ত্বা শ্বেতেন সমগ্রেণ বাসসা ।২২।

এতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যো যস্মিন্ রাষ্ট্রেঽভিজায়তে যস্মিন্ দেশে যস্মিন্ কুলে স তত্রোজ্জ্বলো ভবতি ।২৩।

আশ্বিনং সকলং মাসং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রত্যহং ঘৃতং প্রদদ্যাদশ্বিনৌ প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্ ভবতি ।২৪।

তস্মিন্নেব মাসি প্রত্যহং গোরসৈর্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রাজ্যভাগ্ ভবতি ।২৫।

প্রতিমাসং রেবতীযুতে চন্দ্রমসি মধু-ঘৃতযুতং রেবতী প্রীত্যৈ পরমান্নং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা রেবতীং প্রীণয়িত্বা রূপভাগ্ ভবতি ।২৬।

মাঘে মাসেঽগ্নিং প্রত্যহং তিলৈর্হুত্বা সঘৃতং কুল্মাষং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীপ্তাগ্নির্ভবতি ।২৭।

সর্ব্বাং চতুর্দ্দশীং নদীজলে স্নাত্বা ধর্ম্মরাজানং পূজয়িত্বা সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।২৮।

যদীচ্ছেদ্ বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহোপগান্।
প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘ-ফাল্গুনৌ ॥ ২৯

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

বাসুদেবের পূজা এবং হোম ও তিল ভোজন করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ১৭-১৯।

মাঘী পূর্ণিমার পর গৌণচান্দ্র ফাল্গুনী কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে শ্রবণানক্ষত্রযোগ হইলে পূর্ব্বাহ্নে উপবাসী ব্যক্তি উহাতে শ্রীভগবান বাসুদেবের সম্মুখে বড় বড় বর্ত্তিকা (সলিতা) দুইটি দিয়া দীপদান করিবে। দাতা নিজের দক্ষিণপার্শ্বে কুঙ্কুমরক্ত সমগ্র বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত অষ্টোত্তর শত তুলার দশা (সলিতা) দিয়া বামপার্শ্বে অষ্টোত্তরশত তিলতৈললিপ্ত দীপদশা শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে এইরূপ করিলে জীবনের কর্ত্তব্য করা হইবে এবং যে রাজ্যে, যে দেশে, যে বংশে সে জন্মায় তাহাতে সে উজ্জ্বল হয়। ২১-২৩।

সমগ্র আশ্বিনমাস ধরিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত দান করিবে এবং আশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রীত করিবে, ইহাতে রূপবান হইবে। সেই আশ্বিনমাসেই প্রতিদিন গোদুগ্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে রাজ্যলাভ হয়। প্রতিমাসেই রেবতীনক্ষত্রে চন্দ্রযোগ হইলে, সে-সময় রেবতীদেবার প্রীত্যর্থে ঘৃত-মধুযুক্ত পরমান্ন ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলে ও রেবতীকে পূজাদ্বারা প্রীত করিলে রূপবান হয়। মাঘমাসে প্রতিদিন অগ্নিতে তিলাহুতি দিবার পর ব্রাহ্মণগণকে কুল্মাষ (শাকবিশেষ) খাওয়াইলে উদরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। সকল মাসের উভয় চতুর্দ্দশীতে স্নান ও ধর্ম্মরাজের (যমের) পূজা করিলে সকল পাপ হইতে পবিত্র হয়। যদি কেহ যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণ থাকিবে তাবৎকাল বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ বাঞ্ছা করে, তবে মাঘ ও ফাল্গুন দুই মাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নায়ী হইবে। ২৪-২৯।

বিষ্ণু-সংহিতায় নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত

একনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ

(পূর্ত্তক্রিয়াফলম্)।

অথ কূপকর্ত্তুস্তৎপ্রবৃত্তে পানীয়ে দুষ্কৃতস্যার্দ্ধং বিনশ্যতি ॥১॥
তড়াগকৃন্নিত্যতৃপ্তো বারুণং লোকমশ্নুতে ॥২॥
জলপ্রদঃ সদা তৃপ্তো ভবতি ॥৩॥
বৃক্ষারোপয়িতুর্বৃক্ষাঃ পরলোকে পুত্রা ভবন্তি ॥৪॥
বৃক্ষপ্রদো বৃক্ষপ্রসূনৈর্দ্দেবান্ প্রীণয়তি ॥৫॥
ফলৈশ্চাতিথীন্ ॥৬॥ ছায়য়া চাভ্যাগতান্ ॥৭॥
দেবে বর্ষত্যুদকেন পিতৄন্ ॥৮॥ সেতুকৃৎ স্বর্গমাপ্নোতি ॥৯॥ দেবায়তনকারুর্যস্য দেবায়তনং করোতি তস্যৈব লোকমাপ্নোতি ॥১০॥
সুধাসিক্তং কৃত্বা যশসা বিরাজতে ॥১১॥
বিবিক্তং কৃত্বা গন্ধর্বলোকমাপ্নোতি ॥১২॥
পুষ্পপ্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি ॥১৩॥
অনুলেপনপ্রদানেন কীর্ত্তিমান্ ভবতি ॥১৪॥
দীপপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ সর্বত্রোজ্জ্বলশ্চ ॥১৫॥
অন্নপ্রদানেন বলবান্ ॥১৬॥ ধূপপ্রদানেনোদ্ধ্বং গচ্ছতি (ক)। দেবনির্ম্মাল্যাপনয়াদ্ গোপ্রদানফলমাপ্নোতি ॥১৭॥
দেবায়তনমার্জনাত্তদুপলেপনাদ্ ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টমার্জনাৎ পাদাদিশৌচাদকল্যপরিচরণাচ্চ ॥১৮॥
কূপাবামতড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥১৯॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অনন্তর সর্ব্বপ্রাণীর উদ্দেশে কূপখননকারীর ফল বলা হইতেছে—অর্দ্ধেক কূপ খনন করিতে করিতে পানীয় পরিষ্কৃত জল উঠিলেই অর্দ্ধেক পাপ বিনষ্ট হয়। তড়াগ-দাতা বরুণলোকে যাইয়া নিত্য তৃপ্ত হয়। ১২।

জলদাতা সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকে। বৃক্ষরোপণকারীর বৃক্ষ পরজন্মে বহু পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। বৃক্ষদানকারী ঐ বৃক্ষজাত পুষ্পে দেবগণকে প্রীত করে, ফল দ্বারা অতিথিবর্গকে, ছায়া দ্বারা আশ্রিত (ছায়ার্থীদিগকে), তদুপরি দেবতার বর্ষণ হইলে পিতৃ পুরুষগণকে জলদ্বারা প্রীত করিয়া থাকে। সেতুনির্ম্মাণকারী স্বর্গে গমন করে। দেবতার আয়তন-(দেবগৃহ ও তৎসংলগ্ন চত্বরাদি) কারী যে-দেবতার আয়তন করে, তাহার লোকে গমন করে। ৩-১০।

সেই দেবগৃহ চূর্ণধবলিত করিলে যশোমণ্ডিত হয়। দেবতায়তন পবিত্র রাখিলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়। দেবতাকে পুষ্প প্রদান করিলে শ্রীসম্পন্ন হয়। চন্দনাদি অনুলেপন দান করিলে কীর্ত্তিশালী হয়। ১১-১৪।

দেবতার উদ্দেশে দীপদান করিলে চক্ষুষ্মান হয় এবং সকল বিষয়ে উজ্জ্বল থাকে। অন্নদান করিলে বলবান্ হয়। ধূপদাতা ঊর্দ্ধলোকগামী হয়, দেবনির্ম্মাল্য দেবতার অঙ্গ হইতে অপসারণ করিলে গো-প্রদানের ফল পায়। ১৫-১৭।

দেবতায়তন (মন্দির ও অলিন্দ) মুছিলে, দেবগৃহে উপলেপন (আলিপনা), ব্রাহ্মণের ভোজনোচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন, ব্রাহ্মণের পাদপ্রভৃতির প্রক্ষালন, অসুস্থ অবস্থায় পরিচর্য্যা হইতেও গোদান-ফল হয়। কূপ, উপবন, তড়াগ, দেবগৃহ নষ্টপ্রায় হইলে, তাহার পুনঃসংস্কারকর্ত্তা কূপাদিদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৮-১৯।

(ক) 'ধূপপ্রদানেনোর্দ্ধংগচ্ছতি' এই পাঠ সার্বত্রিক নহে।

বিষ্ণুসংহিতায় একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ

(দানবিশেষফলতারতম্যম্)

সর্বদানাধিকমভয়প্রদানম্ ।১। তৎপ্রদানেনাভীপ্সিতং লোকমাপ্নোতি ।২। ভূমি-প্রদানেন চ ।৩। গোচর্ম্মমাত্রমপি ভুবং প্রদায় সর্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি ।৪। গোপ্রদানেন স্বর্গলোকমাপ্নোতি ।৫। দশধেনুপ্রদো গোলোকান্ ।৬। শতধেনুপ্রদো ব্রহ্মলোকান্ ।৭। স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং মুক্তালাঙ্গূলাং কাংস্যোপদোহাং বস্ত্রোত্তরীয়াং দত্ত্বা ধেনুরোমসংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গলোকমাপ্নোতি ।৮। বিশেষতঃ কপিলাম্ ।৯। দান্তং ধুবন্ধবং দত্ত্বা দশধেনুপ্রদো ভবতি ।১০। অশ্বদঃ সূর্য্যসালোক্যমাপ্নোতি ।১১। বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্যম্ ।১২।

স্বর্ণদানেনাগ্নিসালোক্যম্ ।১৩। রূপ্যপ্রদানেন রূপ্যম্ ।১৪। তৈজসানাং পাত্রাণাং প্রদানেন পাত্রং ভবেৎ সর্বকামানাম্ ।১৫। ঘৃত-মধু-তৈলপ্রদানেনারোগ্যম্ ।১৬। ঔষধপ্রদানেন চ ।১৭। লবণপ্রদানেন চ লাবণ্যম্ ।১৮। ধান্যপ্রদানেন তৃপ্তিম্ ।১৯। শস্যপ্রদানেন চ ।২০। অন্নদঃ সর্বম্ ।২১। ধান্যপ্রদানেন সৌভাগ্যম্ ।২২। অকীর্ত্তিতানামন্যেষাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াদিতি। তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাম ॥২৩॥ ইন্ধনপ্রদানেন

বিপন্নকে অভয়দান সকল দানের শ্রেষ্ঠ। সেই অভয় প্রদান করিলে অভীস্ট লোকে গমন করে। এইরূপ ভূমিপ্রদানেও অভীষ্ট লোকে গতি হয়। গোচর্ম্মপরিমিতও ভূমিদান কবিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১-৪।

গোদান দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয। দশটি ধেনু দান করিলে গোলোকে বাস করে। শত ধেনুদানে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। গাভীকে সোণাব শৃঙ্গে, রূপাব খুরে, মুক্তার লাঙ্গূলে, কাংস্যক্রোড়ে ভূষিত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া দান করিলে ঐ গাভীর রোম-সমসংখ্যক বৎসর ব্যাপিয়া স্বর্গে বাস হয়। ৫-৮।

কপিলাধেনুকে তাদৃশভাবে দান কবিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। একটি শান্ত শকটবহনক্ষম বলীবর্দ্দ দানকারী দশটি ধেনুদাতার তুল্য হয়। অশ্বদাতা সূর্য্যলোকে গমন করে। ৯-১১।

বস্ত্রদাতা চন্দ্রলোকে যায়। সুবর্ণ দানদ্বারা অগ্নিলোক প্রাপ্তি হয়। রজতদানে স্বরূপ হয়। কাংস্য-তাম্র-পিত্তলাদি পাত্র দানে সকল ভোগের পাত্র হয়। ঘৃত, মধু, তিলতৈল দান দ্বারা আরোগ্য জন্মে ; এইরূপ বিনামুল্যে ঔষধ দান করিলেও ফল হয়। ১২-১৭।

লবণপ্রদানে লাবণ্য লাভ, ধান্যপ্রদানে ও শস্যপ্রদানে তৃপ্তি লাভ করা যায়। অন্নদাতা সমস্ত ইস্টবস্তুর অধিকারী হয়। শ্যামাকাদি ধান্যবিশেষদানে সৌভাগ্যবান্ হয়। ১৮-২২।

এতদ্ভিন্ন যে-সকল বস্তুর দানের কথা বলা হইল না, উহাদের দানে স্বর্গলাভ হয়। তিলপ্রদানে অভীস্ট সন্তান লাভ করে। ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) প্রদান দ্বারা উদরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ২৩-২৪।

এবং যুদ্ধেও সকলকে জয় করিয়া থাকে। আসন (বসিবার স্থান) প্রদান করিলে স্থান লাভ হয়। উত্তম শয্যাদানে ভার্য্যা লাভ হয়। চর্ম্মপাদুকা প্রদানে অশ্বতরী (গর্দ্দভ হইতে অশ্বার গর্ভে উৎপন্না ঘোটকী বিশেষ) যুক্ত রথ প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৮।

দীপ্তাগ্নির্ভবতি ॥২৪॥ সংগ্রামে চ সর্ব্বজয়
মাপ্নোতি ॥২৫॥ আসনপ্রদানেন স্থানম্ ॥২৬॥
শয্যাপ্রদানেন ভার্য্যাম্ ॥২৭॥ উপানৎপ্রদানেনা-
শ্বতরীযুক্তং রথম্ ॥২৮॥ ছত্রপ্রদানেন স্বর্গম্ ॥২৯॥
তালবৃন্ত-চামরপ্রদানেনাধ্বসুখিত্বম্ ॥৩০॥
বাস্তুপ্রদানেন নগরাধিপত্যম্ ॥৩১॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্তি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয্যমিচ্ছতা ॥৩২॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ছত্রদানে স্বর্গ, তালপাখা ও চামরদানে পথিপর্য্যটন-জনিত ক্লান্তি নিবারণ, বাস্তুভিটাদানে নগরাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিক কি, যদি কেহ দেয় বস্তু অক্ষয়ভাবে পাইতে ইচ্ছা করে, তবে এই জগতে যাহা যাহা অভীষ্ট বস্তু এবং যাহা কিছু গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রিয়দ্রব্য আছে তৎসমুদয়ই গুণবান্ ব্যক্তিকে দিবে। ২৯-৩১।

বিষ্ণুসংহিতায় দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিণবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(দান-পাত্রনিরূপণম্)।

অব্রাহ্মণে দত্তং তৎসমমেব পারলৌকিকম্ ॥১॥
দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে ॥২॥ সহস্রগুণং প্রাধীতে ॥৩॥
অনন্তং বেদপারগে ॥৪॥
পুরোহিতস্ত্বাত্মান এব পাত্রম্ ॥৫॥
স্বসা দুহিতা জামাতরশ্চ পাত্রম্ ॥৬॥
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেত বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে পাপে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥৭॥
ধর্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদাম্ভিকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধিকঃ ॥৮॥
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরো দ্বিজঃ ॥৯॥
যে বকব্রতিনো লোকে যে চ মার্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্মণা ॥১০॥

অব্রাহ্মণে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমবস্তুই (অধিক নহে, তদধিক উত্তম নহে) পরলোকে পাইবে। ব্রাহ্মণব্রুবে (নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানহীন) দান করিলে দ্বিগুণ পাওয়া যায়। ১-২।

যিনি প্রকৃষ্টভাবে বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে দান করিলে সহস্রগুণ লাভ হয়। বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিজের পুরোহিতই দানপাত্র, এতদ্ভিন্ন ভগিনী, কন্যা, জামাতাও দানপাত্র। ৩-৫।

কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈড়াল-ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে জল-মাত্রও দিবে না। • এইরূপ বকব্রতীকে (বকের মত ভণ্ড সাধুকে), পাপিষ্ঠকে, অবেদজ্ঞ ব্যক্তিকেও কিছু দিবে না। ৬।

অতঃপর বৈড়ালব্রতিকাদির পরিচয় দেওয়া হইতেছে,—যে বিড়ালের মত সর্ব্বদা ধার্ম্মিকের চিহ্ন লইয়া সাধু সাজিয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বদাই লোভী, কপটাচারী, লোকের কাছে নিজের ধর্ম্মপরিচয় দিয়া দম্ভ করে, হিংসাপরায়ণ ও সকল অভিসন্ধি (কুমৎলব) লইয়া ফেরে, তাহাকে বৈড়ালব্রতী জানিবে। ৭।

বকের মত যাহার দৃষ্টি নীচ, খল, স্বার্থসাধনতৎপর, ধূর্ত্ত, মিথ্যা বিনয়ীর ভাণকারী সেই ব্রাহ্মণকে বৈড়াল-

ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্বন্ স্ত্রী-শূদ্রদম্ভনম্ ॥১১॥
প্রেত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গৃহ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
ছদ্মনাচরিতং যচ্চ তদ্বৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥১২॥
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥১৩॥
ন দানং যশসে দদ্যান্ন ভয়ান্নোপকারিণে।
ন নৃত্য-গীতশীলেভ্যো ধর্মার্থমিতি নিশ্চতম্ ॥১৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ব্রতিক বলা হয়। এই জগতে যাহারা বৈড়ালব্রত ও বকব্রত লইয়া থাকে, তাহারা সেই লোকবঞ্চনা-পাপে অন্ধতামিস্রনামক নরকে পতিত হয়। ৮-৯।

ছলধর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্রতাচরণ করিবে না, কারণ ব্রত দ্বারা পাপ ঢাকিয়া কেবল স্ত্রী-শূদ্রকেই ভুলাইয়া তাহাদের কাছে দম্ভ করা হয়। ব্রহ্মবাদিগণ পরলোকে ও ইহলোকে ঈদৃশ ব্রাহ্মণকে ঠিক বুঝিয়া থাকেন, অর্থাৎ ইহলোকে ইহারা লোকবঞ্চনা করিতেছে, পরলোকেও ইহারা এইরূপ বঞ্চিত হইবে এইভাবে ব্রহ্মবাদিগণ ঐ সকল ধূর্ত্তদিগকে চিনিয়া থাকেন; অতএব কপটকৃত কর্ম্ম রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। ১০-১১।

যে ব্যক্তি বস্তুতঃ কোন ধার্ম্মিকের কার্য্য করে না, অথচ বাহিরে ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, সে ধার্ম্মিক বা যথার্থ লিঙ্গধারী ব্রাহ্মণাদির পাপ গ্রহণ করে ও তাহারই ফলে তির্য্যগ্ জাতিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়। ১২।

যশ পাইবার আশায় দান করিবে না, ভয়ে দান করিবে না (অর্থাৎ দান না করিলে ঐ ব্যক্তি আমার শত্রু হইয়া অনিষ্ট করিবে –এ বুদ্ধিতে দান করিবে না)। উপকারী ব্যক্তিকে প্রত্যুপকারবোধে দান করিবে না, যাহারা নাচ-গান করিয়া কাটায় তাহাদিগকে দান করিবে না। কেবল ধর্ম্মের জন্যই দান—ইহা নিশ্চয় জানিয়া কার্য্য করিবে। ১৩।

বিষ্ণুসংহিতায় ত্রিণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ণবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(বানপ্রস্থ-ব্রতকালঃ)।

গৃহী বলীপলিতদর্শনে বনাশ্রয়ো ভবেৎ ।১।
অপত্যস্য চাপত্যদর্শনেন বা ।২।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য তয়ানুগম্যমানো বা ।৩।
তত্রাপ্যগ্নীনুপচরেৎ ।৪।
অফালকৃষ্টেন পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ ।৫।
স্বাধ্যায়ঞ্চ ন জহ্যাৎ ।৬।
ব্রহ্মচর্য্যং পালয়েৎ ।৭। চর্মচীরবাসাঃ স্যাৎ ।৮।
জটা-শ্মশ্রু-লোম-নখাংশ্চ বিভৃয়াৎ ।৯।

গার্হস্থ্যাশ্রমী যখন দেখিবে শরীরে মাংস সঙ্কুচিত হইতেছে অর্থাৎ বলী পড়িতেছে, মস্তকে কেশ শুক্ল (পক্ক) হইয়াছে, তখন বানপ্রস্থ লইবে। অথবা পুত্রের বা কন্যার পুত্র (পৌত্র, দৌহিত্র) দেখিলে বনে যাইবে। ১-২।

পুত্রদের উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার দিয়া অথবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই যাইবে। বনে যাইয়াও নিত্য অগ্নিহোত্রী হইয়া হোম করিবে। যাহা লাঙ্গলকর্ষণ-জাত নহে—এরূপ ধান্য অর্থাৎ নীবার-ধান্য দ্বারা পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিবে না। ৩-৫।

বেদাধ্যয়ন পরিত্যাজ্য নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়। অজিন ও বল্কল পরিধান করিয়া থাকিবে। জটা, শ্মশ্রু (দাড়ি) লোম, নখ ধারণ করিবে—ঐগুলি ছেদন করিবে

ত্রিষবণস্নায়ী স্যাৎ ।১০।

কপোতবৃত্তির্মাসনিচয়ঃ সংবৎসরনিচয়ো বা ।১১।

সংবৎসরনিচয়ী পূর্বনিচিতমাশ্বযুজ্যাং জহ্যাৎ ॥১২॥

গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রামান্ বনে বসন্

পুটেনৈব পলাশেন পাণিনা শকলেন বা ॥১৩॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে চতুর্নবতিতমঃ অধ্যায়ঃ ॥

না। তিন বেলা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং) নিত্য স্নান করিবে। কপোতের মত যথালব্ধ অন্নে জীবনধারী অথবা এক মাসের খাদ্যসঞ্চয়ী, সম্ভব ও আবশ্যক হইলে এক বৎসরের অন্নসঞ্চয়ী হইবে। ৬–১১।

সংবৎসরের খাদ্য সঞ্চয় হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত উদ্বৃত্ত দ্রব্য আশ্বিনী পূর্ণিমায় ত্যাগ করিবে (অর্থাৎ বিলাইয়া দিবে)। অথবা বনবাসী গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া প্রতিদিন আট গ্রাস অন্ন খাইবে। ভোজনপাত্র হইবে বৃক্ষপত্রের পুট (ঠোঙা) অথবা করতল, অথবা মৃত্তিকার খণ্ড (খোলা, শরাব প্রভৃতি)। ১২-১৩।

বিষ্ণুসংহিতায় চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(বানপ্রস্থ-ধর্ম্মঃ)।

বানপ্রস্থস্তপসা শরীরং শোষয়েৎ ॥১॥

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ স্যাৎ ॥২॥

আকাশশায়ী প্রাবৃষি ॥৩॥ আর্দ্রবাসা হেমন্তে ॥৪॥

নক্তাশী স্যাৎ ॥৫॥ একান্তর-দ্ব্যন্তর-ত্র্যন্তরাশী বা স্যাৎ ॥৬॥ পুষ্পাশী ॥৭॥ ফলাশী ॥৮॥ শাকাশী ॥৯॥ পর্ণাশী ॥১০॥ মূলাশী ॥১১॥ যবান্নং পক্ষান্তয়োর্বা সকৃদশ্নীয়াৎ ॥১২॥ চান্দ্রায়ণৈর্বা বর্ত্তেত ॥১৩॥

অশ্মকুট্টঃ ॥১৪॥ দন্তোলূখলিকো বা ॥১৫॥

তপোমূলমিদং সর্বং দৈবমানুষজং জগৎ।

তপোমধ্যং তপোঽন্তঞ্চ তপসা চ তথাবৃতম্ ॥১৬॥

যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দুরং যচ্চ দুষ্করম্।

সর্বং তত্তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥১৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বানপ্রস্থাবলম্বী তপস্যা করিয়া শরীর শুষ্ক করিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপাঃ (ঊর্দ্ধে সূর্য্য ও চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া তপস্যাচরণকারী) হইবে। বর্ষায় আকাশতলে শয়ন করিবে অর্থাৎ অনাবৃত স্থানে বাস করিবে। ১-৩।

হেমন্তে ভিজা কাপড় পরিয়া থাকিবে। সর্ব্বদা নক্তভোজী (অর্থাৎ দিনোপবাসী ও রাত্রিতে ভোজনকারী) হইবে। অথবা সামর্থ্যানুসারে একদিন অন্তর ভোজন, দুইদিন অন্তর ভোজন, এমন কি তিন দিন বাদে ভোজন করিবে। পুষ্পভোজী, ফলভোজী, শাকভোজী, পত্রভোজী, বৃক্ষমূলভোজীও হইবে। ৪-১১।

অথবা শক্তিমত অমাবস্যা-পূর্ণিমায় একবারমাত্র যব সিদ্ধ করিয়া খাইবে। অথবা চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে। প্রস্তর দন্তে ধারণ করিয়া থাকিবে। কিংবা উদূখল দন্তে চাপিয়া থাকিবে। ১২-১৫।

দেবলোক বা মনুষ্যলোকাত্মক এই জগৎ সমস্তই তপস্যার উপর নির্ভর করিয়া আছে, অর্থাৎ দেবজাতি বা মনুষ্যজাতি সমস্তই তপস্যার ফলে হয়,—এজন্য ইহা তপোমূল; ইহার স্থিতিও তপস্যার ফলে হয়,—এজন্য তপোমধ্য; মৃত্যুও তপস্যার জন্য,—এই হেতু তপোঽন্ত, এবং তপস্যা দ্বারাই উহা রক্ষিত। ১৬-১৬।

যাহা কিছু দুঃসাধ্য, যাহা কিছু দুর্লভ এবং যাহা কিছু দুষ্কর কর্ম্ম, তৎসমুদায়ই তপস্যা দ্বারা সাধন করা যায়। যেহেতু তপস্যার অসাধ্য কিছু নাই, তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ১৭।

বিষ্ণুসংহিতায় পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(সন্ন্যাসাশ্রম-বিবরণম্)।

অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্ককষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ ॥১॥

আত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ ॥২॥

সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥৩॥

অলাভে ন ব্যথেত ॥৪॥ ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত ॥৫॥

ভুক্তবতি জনেঽতীতে পাত্রসম্পাতে ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ ॥৬॥

মৃন্ময়ে দারুপাত্রেঽলাবুপাত্রে বা ॥৭॥

তেষাঞ্চ তস্যাদ্ভিঃ শুদ্ধিঃ স্যাৎ ॥৮॥

অভিপূজিতলাভাদুদ্বিজেত ॥৯॥

শূন্যাগারনিকেতনঃ স্যাৎ ॥১০॥

বৃক্ষমূলনিকেতনো বা ॥১১॥

ন গ্রামে দ্বিতীয়াং রাত্রিমাবসেৎ ॥১২॥

কৌপীনাচ্ছাদনমাত্রমেব বসনমাদদ্যাৎ ॥১৩

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্ ॥১৪॥

বস্ত্রপূতং জলমাদদ্যাৎ ॥১৫॥

সত্যপূতং বদেৎ ॥১৬॥ মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥১৭॥

মরণং নাভিকাময়েদ্ জীবিতঞ্চ ॥১৮॥

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত ॥১৯॥ ন কঞ্চনাবমন্যেত ॥২০॥

নিরাশীঃ স্যাৎ ॥২১॥ নির্ণমস্কারঃ ॥২২॥

বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং চ কল্যাণং তয়োরপি চ চিন্তয়েৎ ॥২৩॥

প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যাননিত্যঃ স্যাৎ। ২৪।

সংসারস্যানিত্যতাং পশ্যেৎ ।২৫।

শরীরস্যাশুচিভাবম্ ।২৬। জরয়া রূপবিপর্য্যয়ম্ ।২৭।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম পালনে যখন কর্ম্মসংস্কার পরিপাক প্রাপ্ত হইবে, তখন প্রজাপতি-দেবতাক ইষ্টি (যজ্ঞ) করিয়া অধীত সর্ব্ববেদ দক্ষিণা দিয়া অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম লইবে। অগ্নিহোত্র অগ্নিত্রয় নিজের দেহে আরোপিত করিয়া অর্থাৎ অগ্নি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে। ১-২।

সাতবাড়ী ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। ভিক্ষার অলাভ হইলে দুঃখিত হইবে না। ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবে না। গৃহস্থ-পরিবার আহার সম্পন্ন করিলে অর্থাৎ পাকের হাঁড়ি-কুঁড়ি তুলিয়া ফেলিলে—সেই সময় ভিক্ষার্থ যাইবে। মৃত্তিকার পাত্র, কাষ্ঠনির্মিত পাত্র অথবা অলাবু (লাউ) ফলের পাত্রে ভিক্ষান্ন আহার করিবে। ঐ সকল উচ্ছিষ্ট পাত্রকে জল-ভস্ম দিয়া পবিত্র করিবে। ভিক্ষাকালে অত্যধিক সম্মান পাইলে তাহা হইতে দুঃখবোধ করিবে। শূন্যগৃহে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। অথবা গাছের তলায় আশ্রয় লইবে। ৩-১১।

গ্রামের মধ্যে একাধিক রাত্রি বাস করিবে না। পরিধানের বস্ত্র কৌপীন হইবার উপযুক্তমাত্র লইবে। দৃষ্টিপূত করিয়া পা ফেলিবে। কাপড়ে ছাঁকিয়া জল ব্যবহার করিবে। ১২-১৫।

সত্যপূত বাক্য বলিবে। যাহাতে মনের পবিত্রতা আসে সেইরূপ কার্য্য করিবে। মরণও কামনা করিবে না, জীবনেরও আকাঙ্ক্ষা করিবে না। লোকনিন্দা বা অপমানসূচক বাক্য সহ্য করিবে। কাহারও অবমাননা করিবে না। ১৬-২০।

কামনাশূন্য হইবে বা আশীঃশূন্য হইবে। কাহাকেও নমস্কার করিবে না। বাস্যলী অর্থাৎ কুঠারসদৃশ অস্ত্র দিয়া যে এক হাত চাঁচিয়া দিতেছে, তাহারও অনিষ্ট কামনা (প্রতীকার বা অভিশাপাদি) করিবে না ; আবার চন্দন দিয়া যে এক হাত লিপ্ত করিতেছে, (আনন্দে) তাহারও কল্যাণ কামনা করিবে না। ২১-২৩।

নিত্য প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা লইয়াই থাকিবে জগৎ-সংসারকে অনিত্য (মিথ্যা) দেখিবে। শরীরের অপবিত্রতা বোধ করিবে। বার্দ্ধক্যে রূপের পরিবর্ত্তন চিন্তা করিবে। ২৪-২৭।

শারীর-মানসাগন্তুক-ব্যাধিভিশ্চোপতাপম্ ।২৮। সহজৈশ্চ ।২৯। নিত্যান্ধকারে গর্ভে বসতিম ॥৩০॥ মূত্র-পুরীষমধ্যে চ ।৩১। তত্র চ শীতোষ্ণদুঃখানুভবনম্ ॥৩২॥ জন্মসময়ে যোনিসঙ্কটনির্গমান্মহাদুঃখানুভবনম্ ॥৩৩॥ বাল্যে মোহং গুরুপরবশ্যতাম্ । ৩৪। অধ্যয়নাদনেকক্লেশম্ ।৩৫। যৌবনে চ বিষয়-প্রাপ্তাবমার্গেণ তদবাপ্তৌ বিষয় সেবনান্নরকে পতনম্ ।৩৬। অপ্রিয়ৈর্বসতিং প্রিয়ৈশ্চ বিপ্রয়োগম্ ।৩৭। নরকেষু চ সুমহদ্দুঃখম্ ।৩৮। সংসার-সংসৃতৌ তির্য্যগ্‌যোনিষু চ ।৩৯। এবমস্মিন সততপাপিনি সংসারে ন কিঞ্চিৎ সুখম্।৪০। যদপি কিঞ্চিদ্ দুঃখাপেক্ষয়া সুখসংজ্ঞং তদপ্যনিত্যম্।৪১॥ তৎসেবাশক্ত্যাবলভনে বা মহদ্দুঃখম্ ।৪২। শরীরং চেদং সপ্তধাতুকং পশ্যেৎ ॥৪৩॥ বসা-রুধির-মাংসাস্থি-মেদ-মজ্জা-শুক্রাত্মকম্ ।৪৪। চর্ম্মাবনদ্ধম্ ।৪৫। দুর্গন্ধি চ ।৪৬। মলায়তনম্ ।৪৭। সুখশতৈরপি বৃতং বিকারি ।৪৮। প্রযত্নাদ্ধৃতমপি বিনাশি ।৪৯। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যস্থানম্ ।৫০। পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মকম্ ।৫১। অস্থি-শিরা ধমনি-স্নায়ুযুতম্ ।৫২। রজস্বলম্ ।৫৩। ষট্ ত্বচম্ ।৫৪। অস্থ্নাং ত্রিভিঃ শতৈঃ ষষ্ট্যধিকৈ—র্ধার্য্যমাণম্ ।৫৫। তেষাং বিভাগঃ ।৫৬। সূক্ষ্মৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দশনাঃ ।৫৭। বিংশতির্নখাঃ ।৫৮। পাণি-পাদ-শলাকাশ্চ ।৫৯।

শারীরিক, মানসিক ও আকস্মিক ব্যাধিতে পীড়ার কথা ভাবিবে। স্বাভাবিক ব্যাধিতেও কষ্ট অনুভব করিবে। ভাবিবে যে, আবার নিত্য ঘোর অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে বাস করিতে হইবে। ২৮-৩০।

তথায় মূত্র-পুরীষ মধ্যে থাকিতে হইবে। তথায় ঠাণ্ডা-গরম অকাতরে সহ্য করিতে হইবে। তারপর জন্মিবার সময় যোনির সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া নির্গমনের জন্য মহাকষ্ট অনুভব হইবে। ৩১-৩৩।

জন্মিবার পর শৈশবে অজ্ঞানভাবে কালযাপন এবং মাতা প্রভৃতির অধীন হইয়া থাকা। পরে অধ্যয়ন দশায় বহু ক্লেশভোগ। আবার যৌবনকালে ভোগ্য বস্তু পাইতে ক্লেশ ও অসদুপায়ে বিষয়বস্তু লাভের পর তাহার ভোগে নরকে গমন। জীবদ্দশায় কত অপ্রিয় বস্তুর সম্পর্ক হইবে, কত প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ ঘটিবে। ৩৪-৩৭।

এবং নরকে যাইয়া তথায় অসহ্য অপ্রতীকার-যন্ত্রণা। সংসারের গতিতে ভাগ্যচক্রে তির্য্যগ্ জাতিতে জন্মিয়া তথায় মহাকষ্ট পাইতে হইবে। এইরূপ সতত পাপময় তাপপূর্ণ এই সংসারে কিছুই সুখ নাই। ৩৮-৪০।

যাহাও দুঃখাপেক্ষায় সুখনামক কিছু অনুকূলবেদনীয় বস্তু আছে, তাহাও অনিত্য। যদি সেই সুখের আসক্তি হয়, তবে তাহার সম্পাদনে কষ্ট, কাম্য সুখজনক বস্তুর অলাভে (মনোরথের অপূর্ণতায়) মহাকষ্ট—এগুলি ভাবিবে। ৪১-৪২।

আরও ভাবিবে—এই সপ্ত ধাতুময় স্থূল দেহের কথা। উহা বসা, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রময়। বাহিরে চামড়ায় ঢাকা, দুর্গন্ধযুক্ত, বিষ্ঠামূত্র প্রভৃতি মলের আধার। ৪৩-৪৭।

শতসুখে যত্নে আবৃত রাখিলেও শরীর বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। শতযত্নে ধরিয়া রাখিলেও ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য এই ছয় রিপু কর্তৃক অধিষ্ঠিত। ৪৮-৫০।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতময়। অস্থি, শিরা, নাড়ী ও স্নায়ুযুক্ত। রজোময়। উপর্য্যুপরি ছয়টি ত্বক্ (চর্ম্ম) দ্বারা আবৃত। তিনশত ষষ্টিসংখ্যক অস্থি দ্বারা ধৃত হইতেছে। ৫১-৫৫।

তাহাদের আবার শ্রেণীভাগ ও স্থিতিভাগ আছে। বত্রিশ দন্ত পঙ্‌ক্তি, সূক্ষ্ম দন্ত পঙ্‌ক্তি (মাড়ী) সহ চৌষট্টি। কুড়িটি নখ। হস্তপদের শলাকাকৃতি অঙ্গুলি-অস্থি বিংশতি। ৫৩-৫৯।

ষষ্টিরঙ্গুলীনাং পর্ব্বাণি ।৬০। দ্বে পার্ষ্ণ্যোঃ ।৬১। চতুষ্টয়ং গুল্‌ফেষু ।৬২। চত্বার্য্যরত্ন্যোঃ ।৬৩। চত্বারি জঙ্ঘয়োঃ ।৬৪। দ্বে দ্বে জানু-কপোলয়োঃ ।৬৫। দ্বে দ্বে অক্ষ-তালুষক-শ্রোণি-ফলকেষু ।৬৬। ভগাস্থ্যেকম্ ।৬৭। পৃষ্ঠাস্থি পঞ্চচত্বারিংশদ্ভাগম্ ।৬৮। পঞ্চদশাস্থীনি গ্রীবা ।৬৯। জত্রেকম্ (ক) ।৭০। তথা হনুঃ ।৭১। তন্মূলে চ দ্বে ।৭২। দ্বে ললাটাক্ষিগণ্ডে ।৭৩। নাসা ঘনাস্থিকা ।৭৪। অর্বুদৈঃ স্থালকৈশ্চ সার্দ্ধং (খ)দ্বাসপ্ততিঃ পার্শ্বকাঃ ।৭৫। উরঃ সপ্তদশ ।৭৬। দ্বৌ শঙ্খকৌ ।৭৭। চত্বারি কপালানি শিরশ্চেতি ।৭৮। শরীরেঽস্মিন্ সপ্তশিরাশতানি । ৭৯। নব স্নায়ুশতানি ।৮০। ধমনীশতে দ্বে ।৮১। পঞ্চ পেশীশতানি ।৮২। ক্ষুদ্রধমনীনামেকোনত্রিংশ লক্ষাণি নবশতানি ষট্‌পঞ্চাশদ্ধমন্যঃ ।৮৩। লক্ষত্রয়ং শ্মশ্রু-কেশ-কূপানাম্ ।৮৪। সপ্তোত্তরং মর্ম্ম-শতম্ ।৮৫। সন্ধিশতে দ্বে ।৮৬। চতুঃপঞ্চাশদ্রোমকোটয়ঃ সপ্তষষ্টিশ্চ লক্ষাণি ।৮৭। নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকো মূর্দ্ধা কণ্ঠো হৃদয়ঞ্চেতি প্রাণায়তনানি ।৮৮। বাহুদ্বয়ং জঙ্ঘাদ্বয়ং মধ্যং শীর্ষমিতি ষড়ঙ্গানি ।৮৯। বসা বপা অবহননং নাভিঃ ক্লোমা যকৃৎ প্লীহা ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমামাশয়ো হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমুদরং গুদকোষ্ঠম্ ।৯০। কনীনিকে অক্ষিকূটে শস্কুলী কর্ণৌ কর্ণপত্রকৌ গণ্ডৌ ভ্রুবৌ শঙ্খকৌ দন্তবেষ্টাবোষ্ঠৌ ককুন্দরে বঙ্ক্ষণৌ

অঙ্গুলীদের পর্ব্বসংখ্যা ষাট্। পার্ষ্ণিদ্বয়ে দুই অস্থি। গুল্‌ফগুলিতে চারিটি। অরত্নি (মুষ্টিতে) দ্বয়ে চারিটি। হাঁটু ও গালে দুই দুইয়ে চারিটি। অক্ষ, তালু, উষক, নিতম্ব-ফলকে দুই দুই করিয়া অস্থি। ভগাস্থি (মলদ্বারের অস্থি) এক। ৬০-৬৭।

পৃষ্ঠাস্থি পঁয়তাল্লিশ ভাগে বিভক্ত। ঘাড়ে পনরটি অস্থি। জত্রুতে (বাহু ও কণ্ঠাস্থির সংযোগস্থলে) এক। সেইরূপ হনু (চুয়াল) একাস্থি। সেই হনুর দুই মূলে দুই অস্থি। ললাট, চক্ষুঃ ও গণ্ডে দুই দুই। ৬৮-৭৩।

নাসিকায় একটি নিবিড় অস্থি। স্থালক ও অর্ব্বুদের (আব) সহিত পার্শ্বাস্থি (পাঁজরার হাড়) বাহাত্তর। বক্ষঃস্থলে সতর। ৭৪-৭৬।

শঙ্খাকৃতি অস্থি দুই। মস্তকের চারিটি খুলি। এই মনুষ্য শরীরে সাত শত শিরা। নয় শত স্নায়ু। দুই শত নাড়ী। পাঁচশত পেশী। ক্ষুদ্র ধমনীর ঊনত্রিশ লক্ষ, নয় শত, ছাপ্পান্ন সংখ্যক প্রশাখা ধমনী। শ্মশ্রু (দাড়ি) ও কেশকূপ (কেশের মূলদেশ) তিন লক্ষ। ৭৭-৮৪।

এক শত সাত মর্ম্ম। দুই শত সন্ধিস্থান। সাতষট্টি লক্ষ চুয়ান্ন রোমকূপ। নাভি, ওজ, মলদ্বার, শুক্র, শোণিত, শঙ্খ, মস্তক, কণ্ঠ ও হৃদয় এই কয়টি প্রাণবায়ুর আয়তন। দুই বাহু, দুই জঙ্ঘা, মধ্যভাগ ও মস্তক এই ছয়টি শরীরের ভাগ বা অঙ্গ। ৮৫-৮৯।

বসা (হৃন্মেদ), বপা (হৃদয়ের মাংস), অবহনন (ফুস্‌ফুস্), নাভি, ক্লোম, যকৃৎ, প্লীহা, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃক্ক, বস্তি, মলভাণ্ড, আমাশয়, হৃদয়, স্থূল অন্ত্র, মলদ্বার, উদর, নাভির অধঃস্থ গুহ্যমণ্ডলদ্বয়। চক্ষুর দুই তারা, চক্ষুর কোটরদ্বয়, কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয়, দুইকর্ণ, বাহিরে পত্রাকৃতি কর্ণপাত দুই, দুই গণ্ড, দুই ভ্রূ, শঙ্খক দুই, দন্তবেষ্টনীদ্বয়, ওষ্ঠ ও অধর, দুই ককুন্দর, দুই বঙ্ক্ষণ, দুই অণ্ড, দুই বৃক্ক (অগ্রমাংস) শ্লেষ্মসঙ্ঘাতক (শ্লেষ্মা জমাইবার স্থান) দুই, দুই স্তন, উপজিহ্বা, স্ফিচ্‌দ্বয় (পাছা দুই), দুই বাহু, দুই জঙ্ঘা, দুই ঊরু, পিণ্ডিকাদ্বয়, তালু, উদর, বস্তি, মস্তক, চিবুক (থুত্‌নী), গলগুণ্ডিকাদ্বয়, অবটু (কৃকাটিকা) এই শরীরে এই কয়টি স্থান আছে। ৯০-৯১।

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় পাঁচটি, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ। নাসিকা, চক্ষুঃ, ত্বক্, জিহ্বা ও কর্ণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। দুই হস্ত, দুই চরণ, মলদ্বার, জননেন্দ্রিয় ও জিহ্বা এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, আত্মা (অহঙ্কার) ও প্রকৃতি বা প্রধান এগুলি ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ব। ৯২-৯৫।

(ক) জাত্রেকম্; (খ) স্থানকৈশ্চ—পা।

বৃষণৌ বুক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতকৌ স্তনৌ উপজিহ্বা স্ফিচৌ বাহূ জঙ্ঘে ঊরূ পিণ্ডিকে তালুদরং বস্তিশীর্ষৌ চিবুকং গলশুণ্ডিকে অবটুশ্চেত্যস্মিন্ শরীরকে স্থানানি ।৯১।
শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ-গন্ধাশ্চ বিষয়াঃ ।৯২।
নাসিকা-লোচন-ত্বগ্‌জিহ্বাশ্রোত্রমিতি
ন্দ্রিয়াণি ।৯৩।
হস্তৌ পাদৌ পায়ূপস্থং জিহ্বেতি কর্মেন্দ্রিয়াণি ।৯৪।
মনো বুদ্ধিরাত্মা চাব্যক্তমিতীন্দ্রিয়াতীতাঃ ॥৯৫॥
ইদং শরীরং বসুধে! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥৯৬॥
ক্ষেত্রজ্ঞমেব মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভাবিনি।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানং জ্ঞেয়ং নিত্যং মুমুক্ষুণা ॥৯৭॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

হে বসুন্ধরে! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলা হয়, যিনি ইহাকে জানেন অর্থাৎ ইহার দ্রষ্টা ও চিৎস্বরূপ, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ এই কথা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্‌গণ বলেন। হে মনীষিণি পৃথিবি! সকল ক্ষেত্রের (শরীরের) মধ্যে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। মুক্তিকামী ব্যক্তি এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জ্ঞানের যেন নিত্য বিশেষভাবে চর্চা করেন। ৯৬ ৯৭

বিষ্ণুসংহিতায় ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(যোগসাধনা)

ঊরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে করে করমিতরং ন্যস্য তালুস্থাচলজিহ্বো দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্ স্বং নাসিকাগ্রং পশ্যন্ দিশশ্চানবলোকয়ন্ বিভীঃ প্রশান্তাত্মা চতুর্বিংশত্যা তত্ত্বৈর্ব্যতীতং চিন্তয়েৎ ।১।
নিত্যমতীন্দ্রিয়মগুণং শব্দ-স্পর্শ-রসরূপ-গন্ধাতীতং সর্বজ্ঞমতিস্থূলম্ ।২। সর্বগমতিসূক্ষ্মম্ সর্বতঃ পাণিপাদম্ ।৩। সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্বতঃ সর্বেন্দ্রিয়শক্তিম্ ।৪। এবং ধ্যায়েৎ ।৫।
ধ্যাননিরতস্য চ সংবৎসরেণ যোগাবির্ভাবো ভবতি ।৬।
অথ নিরাকারে লক্ষ্যবন্ধং কর্ত্তুং ন শক্নোতি তদা পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমনোবুদ্ধ্যাত্মাব্যক্তপুরুষাণাং পূর্বং পূর্বং ধ্যাত্বা তত্র লব্ধলক্ষস্তত্তৎ পরিত্যজ্যাপরমপরং ধ্যায়েৎ ।৭। এবং পুরুষধ্যানমারভেত ।৮।
অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয়পদ্মস্যাবাঙ্‌মুখস্য মধ্যে দীপ—

দুই ঊরুর উপর ঊর্দ্ধতল দুই পদ রাখিয়া বাম হস্ততলের উপর দক্ষিণ হস্ততল স্থাপন করিয়া তালুতে নিশ্চল জিহ্বা রাখিবে এবং দন্তের দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিবে না, নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না, নির্ভয়ে স্থির শান্তচিত্তে পূর্বোক্ত পৃথিব্যাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বের (পঞ্চমহাভূত, পঞ্চবিষয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অতীত তত্ত্বের (আত্মার) চিন্তা করিবে। সেই পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সম্পর্কহীন, শব্দ-স্পর্শ রস-রূপ গন্ধহীন, সর্বদ্রষ্টা, স্থূলমাত্রের (কার্য্য বা অভিব্যক্ত পদার্থের) অতীত, সর্বব্যাপী, অথচ অতিসূক্ষ্ম (নিরবয়ব), কিন্তু তাঁহার সর্বত্র হস্ত-পদ আছে (হস্তের ও চরণের কার্য্য তিনি করেন), সর্বত্র তাঁহার দৃষ্টি, মস্তক ও মুখ সর্বগত, সকল

বং পুরুষং ধ্যায়েৎ ।৯। তত্রাপ্যসমর্থো ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিনমঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালাভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভুবং ধ্যায়েৎ ।১০।
যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যম্ ।১১।
তস্মাৎ সর্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেব ধ্যায়েৎ ।১২।
ন চ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষরমস্তি ।১৩।
তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি ।১৪।
পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্মহাপ্রভুঃ ।
তস্মাৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ ।১৫।
প্রাগ্রাত্রাপররাত্রেষু যোগী নিত্যমতন্দ্রিতঃ ।
ধ্যায়েত পুরুষং বিষ্ণুং নির্গুণং পঞ্চবিংশকম্ ।১৬।
তত্ত্বাত্মানমগম্যঞ্চ সর্বতত্ত্ববিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ।১৭।

—

ভাবেই সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য তিনি করিতেছেন (শ্রুতি বলেন, 'অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ') ইহাই পরমাত্মার স্বরূপ ধ্যেয়। এই-ভাবে ধ্যান করিতে করিতে একবৎসর কালমধ্যে যোগের আবির্ভাব হইবে। আর যদি নিরাকার এই ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করা বা লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়, তবে আর একটু স্থূল ধ্যেয়পদে আসিবে অর্থাৎ স্থূল ভূত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, সূক্ষ্ম-ভূতপঞ্চক—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এগুলি উল্লেখ না করিবার হেতু —প্রাক্তনতত্ত্ব ও চরমতত্ত্ব উল্লেখ দ্বারাই উহাদের প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রধান ও জীবাত্মা ইহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে পরবর্ত্তী তত্ত্বে ধ্যানের গতি আনিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্ব ছাড়িয়া পর পর তত্ত্ব ধ্যানে লক্ষ্যস্থিরতার চেষ্টা করিবে। ১-৭।

এই প্রকারে চরমে পুরুষ (পরমাত্মা) ধ্যান আরম্ভ করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে চিন্তা করিবে নিজের হৃদয় একটি পদ্ম, তাহা অধোমুখে অবস্থিত, তাহার মধ্যে দীপবৎ প্রকাশাত্মক চৈতন্যজ্যোতিঃ বিদ্যমান—তিনিই পুরুষ। এ ধ্যানে অক্ষম হইলে ধ্যান করিবে শ্রীভগবান্ বাসুদেব, কিরীটধারী, মকর-কুণ্ডলবান্, সুবর্ণাঙ্গদযুক্ত, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, বক্ষে বনমালাবিভূষিত, সৌম্যাকৃতি, চতুর্ভুজ। সেই চতুর্ভুজে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বিরাজমান এবং এই পৃথিবী সেই বিরাট্-পুরুষের চরণ মধ্যে স্থিত। ৮-১০।

ধ্যানের রহস্য, যে মূর্ত্তি ধ্যান করা যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব যত নশ্বর চ্যুতিসম্পন্ন বস্তু আছে, সব ছাড়িয়া সেই অচ্যুত ধ্যানেই লগ্ন থাকিবে। সেই পরমাত্মা ব্যতীত অক্ষর তত্ত্ব আর কিছুই নাই। তাঁহাকেই পাইলে যোগী মুক্ত হয়। ১১-১৪।

যেহেতু সেই সর্ব্বশক্তিমান সকলপুর অর্থাৎ স্থূল শরীর ও লিঙ্গ শরীর অধিকার করিয়া অবস্থান করেন সেই জন্য তাঁহাকে তত্ত্ববিদ্‌গণ পুরুষ এই সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। যোগী পুরুষ নিত্য আলস্যশূন্য হইয়া পূর্ব্বরাত্রে ও পশ্চিমরাত্রে (শেষ রাত্রিতে) পঞ্চবিংশতত্ত্বস্বরূপ ত্রিগুণাতীত সেই পুরুষকে বিষ্ণুরূপে ধ্যান করিবে। তিনিই সৎস্বরূপ (অন্য সমস্ত তত্ত্বই অসৎ) অবাঙ্‌মনসগোচর ইন্দ্রিয়াতীত, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের কোন তত্ত্বই যাহাতে নাই, তিনি নির্লিপ্ত অথচ সমস্তই ধরিয়া রাখিয়াছেন, স্বয়ং সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণের সম্পর্কহীন কিন্তু গুণ কার্য্য-(বুদ্ধি অহঙ্কারাদির কার্য্য) সুখ দুঃখাদির উপভোক্তা। তিনি সকল প্রাণীর বাহিরে প্রপঞ্চরূপে আছেন এবং অন্তরে অন্তর্যামিপুরুষরূপে বর্ত্তমান। তিনি স্থিতিশীল (নিষ্ক্রিয়), আবার গতিশীল (শরীরাদিসম্পর্ক বশতঃ), অতিসূক্ষ্ম (নিরবয়ব) হেতুজ্ঞানের অযোগ্য, দূরে আছেন (বুদ্ধির অগম্য বলিয়া), আবার নিকটেই আছেন (অন্তর্য্যামিরূপে)। তিনি স্বতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও শরীরাদি ভৌতিক কার্য্য দ্বারা যেন পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান। তিনি অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনরূপেই আছেন (সৃষ্টির পূর্ব্বে সদ্রূপে আছেন—এজন্য অতীত, আবার প্রলয়কালেও থাকিবেন—এজন্য ভাবী, স্থিতিকালেও গুণকার্য্যের প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ত্তমান), তিনি বিশ্বগ্রাসকারী আবার

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ।১৮।
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত-ভব্য-ভবদ্রূপং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।১৯।
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ।২০।
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ।২১।

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

সৃষ্টিকারী। তিনি সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের জ্যোতিঃ অর্থাৎ তাহার জ্যোতিতে ইঁহারা জ্যোতিষ্মান, তিনি মায়াকার্য্য প্রপঞ্চের অতীত বলিয়া কথিত হন। তিনি জ্ঞানময়, জ্ঞানের বিষয়, আবার জ্ঞানসাধন-প্রমাণগম্য, তিনি সকলের হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্য্যামি-চৈতন্যরূপে বর্ত্তমান্। হে পৃথিবি! সংক্ষেপে তোমাকে এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বলিলাম। আমার ভক্ত এই ত্রিবিধতত্ত্ব জানিলে ব্রহ্মভাব পাইতে পারে। ১৫-২১

বিষ্ণুসংহিতায় সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(পৃথ্বীকৃতবিষ্ণুস্তবঃ)।

ইত্যেবমুক্তা বসুমতী জানুভ্যাং শিরসা চ নমস্কারং কৃত্বোবাচ। (ভগবংস্তব সমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানি কৃতালয়ান্যাকাশঃ শঙ্খরূপী বায়ুশ্চক্ররূপী তেজশ্চ গদারূপ্যম্ভোঽম্ভোরুহরূপি অহমপ্যনেনৈব রূপেণ ভবৎপাদমধ্যপরিবর্ত্তিনী ভবিতুমিচ্ছামি ।১।
ইত্যেবমুক্তো ভগবাংস্তথেত্যুবাচ ।২।
বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে ।৩।
দেবদেবঞ্চ তুষ্টাব ।৪। ওঁ নমস্তে ।৫। দেবদেব ।৬। বাসুদেব ।৭। আদিদেব ।৮। কামদেব ।৯। কামপাল ।১০। মহীপাল ।১১। অনাদিমধ্যনিধন ।১২। প্রজাপতে ।১৩। সুপ্রজাপতে ।১৪। মহাপ্রজাপতে ।১৫। ঊর্জ্জস্পতে ।১৬।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া পৃথিবী উভয় জানু ও মস্তক পাতিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—হে ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যশালিন্! তোমার নিকটে চারিটি মহাভূত (আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল) সতত আশ্রয় লইয়া আছে, তন্মধ্যে আকাশ শঙ্খরূপে (আকাশের গুণ শব্দ এজন্য শব্দকারী শঙ্খকে আকাশ বলা হইল), বায়ু চক্ররূপে (বায়ু সদাগতি, চক্রও অবিরাম ঘূর্ণমান), অগ্নি গদারূপে (অগ্নি ও গদা উভয়ই ধ্বংসকারী), জল পদ্মরূপে (জল পদ্মের মত আপ্যায়নকারী) বিরাজ করিতেছে এবং আমিও (পৃথিবীও) এই ভূমিরূপে বিরাট্‌পুরুষ আপনার পাদমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি ।১।

পৃথিবী ভগবান্ বিষ্ণুকে এইভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি 'তথাস্তু' অর্থাৎ তাহাই হউক বলিলেন। বসুমতীও পূর্ণমনোরথ হইয়া সেইরূপ করিয়া, দেবদেব বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২-৪।

হে দেবদেব (দেবগণের পূজ্য) বাসুদেব! (অন্তর্য্যামিন লীলাময়) তোমাকে নমস্কার। হে আদিদেব (প্রথম দেবতা), কামদেব (অভীষ্টপূরক দেবতা), কামপাল (কামনাপালক), মহীপাল (পৃথিবীপালক), অনাদিমধ্যনিধন (আদি-মধ্য-অন্তহীন), প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্ত্তা), (সুপ্রজাপতি প্রজাপতিদেরও সৃষ্টিকর্ত্তা), মহাপ্রজাপতি (অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা), ঊর্জ্জস্পতি (বলাধিপতি),

বাচস্পতে ।১৭। জগৎপতে ।১৮। দিবস্পতে ।১৯। বনস্পতে ।২০। পয়স্পতে ।২১। পৃথিবীপতে ।২২। সলিলপতে ।২৩। দিক্‌পতে ।২৪। মহৎপতে ।২৫। মরুৎপতে ।২৬। লক্ষ্মীপতে ।২৭। ব্রহ্মরূপ ।২৮। ব্রাহ্মণপ্রিয় ।২৯। সর্বগ ।৩০। অচিন্ত্য ।৩১। জ্ঞানগম্য ।৩২। পুরুহূত ।৩৩। পুরুষ্টুত ।৩৪। ব্রহ্মণ্য ।৩৫। ব্রহ্মপ্রিয় ।৩৬। ব্রহ্মকায়িক ।৩৭। মহাকায়িক ।৩৮। মহারাজিক ।৩৯। চতুর্ম্মহারাজিক ।৪০। ভাস্বর ।৪১। মহাভাস্বর ।৪২। সপ্ত ।৪৩। মহাভাগ ।৪৪। স্বর ।৪৫। তুষিত ।৪৬। মহাতুষিত ।৪৭। প্রতর্দ্দন ।৪৮। পরিনির্মিত ।৪৯। অপরিনির্মিত ।৫০। বশবর্ত্তিন ।৫১। যজ্ঞ ।৫২। মহাযজ্ঞ ।৫৩। যজ্ঞযোগ ।৫৪। যজ্ঞগম্য ।৫৫। যজ্ঞনিধন ।৫৬। অজিত ।৫৭। বৈকুণ্ঠ ।৫৮। অপার ।৫৯। পর ।৬০। পুরাণ ।৬১। লেপ্য ।৬২। প্রজাধর ।৬৩। চিত্রশিখণ্ডধর ।৬৪। যজ্ঞভাগহর ।৬৫। পুরোডাশহর ।৬৬। বিশ্বেশ্বর ।৬৭। বিশ্বধর ।৬৮। শুচিশ্রবঃ ।৬৯। অচ্যুতার্চ্চন ।৭০। ঘৃতার্চ্চিঃ ।৭১। খণ্ডপরশো ।৭২। পদ্মনাভ ।৭৩। পদ্মধর ।৭৪। পদ্মধারাধর ।৭৫। হৃষীকেশ ।৭৬। একশৃঙ্গ ।৭৭। মহাবরাহ ।৭৮। দ্রুহিণ ।৭৯। অচ্যুত ।৮০। অনন্ত ।৮১। পুরুষ ।৮২। মহাপুরুষ ।৮৩।

বাচস্পতি (বেদবাক্যের অধিপতি বৃহস্পতি), জগৎপতি (জগৎপালক), দিবস্পতি (স্বর্গাধিপতি), বনস্পতি (বনের অধিদেবতা), পয়স্পতি (জলের অধিদেবতা), পৃথিবীপতি (ভূমির অধিদেবতা), সলিলপতি (বরুণ), দিক্‌পতি, মহৎপতি (বুদ্ধিতত্ত্বের পরিচালক), মরুৎপতি (বায়ুর অধিদেবতা), লক্ষ্মীপতি (সম্পদের অধিদেবতা), ব্রহ্মরূপ (বেদরূপিন্), ব্রাহ্মণপ্রিয় (বেদজ্ঞ-বিপ্রবৎসল), সর্ব্বগ (সর্ব্বব্যাপিন), অচিন্ত্য (অচিন্তনীয়-স্বরূপ), জ্ঞানগম্য (জ্ঞানমাত্রে লভ্য), পুরুহূত (যজ্ঞে যাজ্ঞিকগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞপুরুষরূপে আহূত), পুরুষ্টুত (সর্ব্বজনস্তুতিপাত্র), ব্রহ্মণ্য (বেদপালক), ব্রহ্মপ্রিয় (বেদপ্রিয়), ব্রহ্মকায়িক (বেদাকৃতি), মহাকায়িক (বিশ্বাত্মন্), মহারাজিক (গণদেবতাবিশেষ), চতুর্ম্মহা-রাজিক (চতুর্ব্যূহ পুরুষোত্তম), ভাস্বর (দীপ্তিমন্), মহাভাস্বর (মহাজ্যোতির্ম্ময়), সপ্ত (সপ্তলোকস্বরূপ), মহাভাগ (অতুলমহিম), স্বর (নিষাদাদি সপ্তস্বরস্বরূপ), তুষিত (গণদেবতাবিশেষ), মহাতুষিত (তুষিত দেবতার অধীশ্বর), প্রতর্দ্দন, পরিনির্ম্মিত (বিশ্বাদিরূপে রচিত), অপরিনির্ম্মিত (স্বরূপে অনির্ম্মিত), বশবর্ত্তিন্ (জীবের অধীন), যজ্ঞ (উপাসনাস্বরূপ), মহাযজ্ঞ (পঞ্চমহাযজ্ঞস্বরূপ), যজ্ঞযোগ (যজ্ঞপুরুষ), যজ্ঞগম্য (যজ্ঞের আরাধ্য), যজ্ঞনিধন (যজ্ঞফলনিবর্ত্তক), অজিত (অপরাজেয়), বৈকুণ্ঠ (অপ্রতিহতশক্তি), অপার (অসীম), পর (সর্ব্বাধিক বা কারণস্বরূপ), পুরাণ (আদিপুরুষ), লেপ্য (চিত্রময়), প্রজাধর (প্রজাধারক), চিত্রশিখণ্ডধর (বিচিত্র ময়ূরপিচ্ছধারিন্), যজ্ঞভাগহর (যজ্ঞাংশগ্রাহিন্), পুরোডাশহর (যজ্ঞীয় হবির্ভোজিন্), বিশ্বেশ্বর (বিশ্বনিয়ন্তঃ), বিশ্বধর (বিশ্বধারক), শুচিশ্রবঃ (পবিত্রকীর্ত্তে), অচ্যুতার্চ্চন (অক্ষতোপাসনাপাত্র), ঘৃতার্চ্চিঃ (ঘৃতশিখার মত অর্চ্চিষ্মন্), খণ্ডপরশু (দৈত্য-নাশক পরশুধারিন্ মহাদেব), পদ্মনাভ (সৃষ্টিপদ্মের উদ্ভব নাভিযুক্ত), পদ্মধর (ব্রহ্মাণ্ড-পদ্মধারিন্), পদ্মধারাধর (সৃষ্টিধারা-ধারক), হৃষীকেশ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক), একশৃঙ্গ (অপ্রতিহত এক ইচ্ছাময়), মহাবরাহ (পৃথিবীর উদ্ধারক আদি-বরাহ), দ্রুহিণ (লোক-পিতামহ), অচ্যুত (অক্ষরস্বরূপ), অনন্ত (নাশহীন অর্থাৎ বিশ্বধারক শেষস্বরূপ), পুরুষ (অন্তর্যামিন্), মহাপুরুষ (পরমাত্মন্), কপিল (সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক কপিলা-বতার), সাংখ্যাচার্য্য (সাংখ্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা পঞ্চশিখ প্রভৃতি), বিষ্বক্‌সেন (সর্ব্বব্যাপি-শাসক), ধর্ম্ম (পুণ্যফল-জনক ক্রিয়াস্বরূপ), ধর্ম্মদ (ধর্ম্মদাতঃ), ধর্ম্মাঙ্গ ধর্ম্মের উপকরণস্বরূপ), ধর্ম্মবস্তুপ্রদ (ধর্ম্মফলদাতঃ), নরপ্রাণ (জীবকে দানকারিন্), বিষ্ণু (বিশ্বব্যাপক), জিষ্ণু (জয়-শীল), সহিষ্ণু (সহনশীল), কৃষ্ণ (সচ্চিদানন্দ), পুণ্ডরীকাক্ষ

কপিল ।৮৪। সাংখ্যাচার্য্য ।৮৫। বিশ্বক্সেন ।৮৬। ধর্ম্মাধর্ম্মদ ।৮৭। ধর্ম্মাঙ্গ ।৮৮। ধর্মবসুপ্রদ ।৮৯। নরপ্রদ (ক) ।৯০। বিষ্ণো ।৯১। জিষ্ণো ।৯২। সহিষ্ণো ।৯৩। কৃষ্ণ ।৯৪। পুণ্ডরীকাক্ষ ।৯৫। নারায়ণ ।৯৬। পরায়ণ ।৯৭। জগৎপরায়ণ ।৯৮। নমো নম ইতি ।৯৯।

স্তুত্বা ত্বেবং প্রসন্নেন মনসা পৃথিবী তদা।
উবাচ সম্মুখং দেবং লব্ধকামা বসুন্ধরা ॥১০০॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

(পদ্মপলাশলোচন), নারায়ণ (জীবের গতি, জীবের প্রবর্ত্তক অথবা কারণবারিস্থিত), পরায়ণ (পরমআশ্রয়, পরম লক্ষ্য), জগৎপরায়ণ (জগতের একমাত্র আশ্রয়)— নমঃ নমঃ (তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম) । সফলকামা পৃথিবী তখন মনে মনে ভগবান্‌কে এইরূপ ভক্তি সহকারে স্তব করিয়া সম্মুখে স্থিত ভগবান্‌কে বলিলেন। ৫-১০০।

বিষ্ণুসংহিতায় অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক) বরপ্রদ—পা.

নবনবতিতমঃ অধ্যায়ঃ।

(পৃথিব্যাঃ প্রার্থনা)

দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং দেবদেবস্য বিষ্ণো—
র্গৃহীতপাদাং তপসা জ্বলন্তীম্।
সুতপ্তজাম্বূনদচারুবর্ণাং
পপ্রচ্ছ দেবীং বসুধা প্রহৃষ্টা ॥১॥
উন্নিদ্রকোকনদচারুকরে বরেণ্যে
উন্নিদ্রকোকনদনাভিগৃহীতপাদে।
উন্নিদ্রকোকনদসদ্মসদাস্থিতীতে
উন্নিদ্রকোকনদমধ্যসমানবর্ণে ॥২॥
নীলাব্জনেত্রে তপনীয়বর্ণে
শুক্লাম্বরে রত্নবিভূষিতাঙ্গি।
চন্দ্রাননে সূর্য্যসমানভাসে
মহাপ্রভাবে জগতঃ প্রধানে ॥৩॥
ত্বমেব নিদ্রা জগতঃ প্রধানা
লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীর্বিরতির্জয়া চ।
কান্তিঃ প্রভা কীর্তিরথো বিভূতিঃ
সরস্বতী বাগথ পাবনী চ।
স্বধা তিতিক্ষা বসুধা প্রতিষ্ঠা
স্থিতিঃ সুদীক্ষা চ তথা সুনীতিঃ।
খ্যাতির্বিশালা চ তথানসূয়া
স্বাহা চ মেধা চ তথৈব বুদ্ধিঃ ॥৪॥

বসুন্ধরাদেবী দেবদেব বিষ্ণুর পাদসেবায় নিযুক্তা, তপঃ-প্রভাবে জাজ্বল্যমানা, অগ্নিদ্বারা দ্রবীভূত সুবর্ণের মত সুন্দরাকৃতি লক্ষ্মী দেবীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিকসিতরক্তপদ্মবিভূষিতহস্তে! হে বিশ্ববরণীয়ে! প্রফুল্লরক্তপদ্মনাভি-বিষ্ণুর চরণগ্রহণ-কারিণি! উন্মীলিত রক্তপদ্মনিবাসে সদা স্থিতিমতি! হে বিকচরক্তকমলমধ্যসমানবর্ণে! ।১-২।

হে নীলপদ্মনিভনয়নে! সুবর্ণসদৃশবর্ণে, শ্বেতবস্ত্র-পরিধায়িনি! রত্নালঙ্কারমণ্ডিতাঙ্গি! চন্দ্রবদনে! সূর্য্য-সমান দীপ্তিমতি! মহাপ্রভাবশালিনি জগদীশ্বরি! তুমি-ই নিদ্রা (মায়া), তুমি জগতের শ্রেষ্ঠা, তুমিই লক্ষ্মী, ধৃতি, শ্রী, বিরতি (ধ্বংসরূপা), তুমিই জয়া, কান্তি, প্রভা (দেহজ্যোতিঃ), কীর্ত্তি এবং বিভূতিস্বরূপ আর তুমিই সরস্বতী, বাক্য এবং পাবনী শক্তি ।৩-৪।

তুমি স্বধা (পিতৃপুরুষের অন্ন), তিতিক্ষা (সুখ-দুঃখাদি সহিষ্ণুতা), তুমি বসুধা, প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, উত্তম-

আক্রম্য সর্বাস্তু যথা ত্রিলোকীং
তিষ্ঠত্যয়ং দেববরোঽসিতাক্ষি।
তথা স্থিতা ত্বং বরদে তথাপি
পৃচ্ছাম্যহং তে বসতিং বিভূত্যাঃ ৬॥
ইত্যেবমুক্তাং বসুধাং বভাষে
লক্ষ্মীস্তদা দেববরাগ্রতস্থা।
সদা স্থিতাহং মধুসূদনস্য
দেবস্য পার্শ্বে তপনীযবর্ণে ॥৭
অস্যাজ্ঞয়া যং মনসা স্মরামি
শ্রিয়াযুতং তং প্রবদন্তি সন্তঃ।
সংস্মারণে বাপ্যথ তত্র চাহং
স্থিতা সদা তচ্ছৃণু লোকধাত্রি ॥৮
বসাম্যথার্কে চ নিশাকরে চ
তারাগণাঢ্যে গগনে বিমেঘে।
মেঘে তথালম্বপয়োধরে চ
শক্রায়ুধাঢ্যে চ তড়িৎপ্রকাশে ॥৯
তথা সুবর্ণে বিমলে চ রূপ্যে বস্ত্রেষু বস্ত্রেষ্বমলেষু ভূমে।
প্রাসাদমালাসু চ পাণ্ডুরাসু দেবালয়েষু ধ্বজভূষিতেষু ॥১০
সদ্যঃ কৃতে চাপ্যথ গোময়ে চ
মত্তে গজেন্দ্রে তুরগে প্রহৃষ্টে।
বৃষে তথা দর্পসমন্বিতে চ
বিপ্রে তথৈবাধ্যয়নপ্রপন্নে ॥১১॥
সিংহাসনে চামলকে চ বিল্বে
চ্ছত্রে চ শঙ্খে চ তথৈব পদ্মে।
দীপ্তে হুতাশে বিমলে চ খড়্গে
আদর্শবিম্বে চ তথাস্থিতাহম্ ॥১২॥
পর্ণোদকুম্ভেষু সচামরেষু
সতালবৃন্তেষু বিভূষিতেষু।
ভৃঙ্গারপাত্রেষু মনোহরেষু
মৃদি স্থিতাহঞ্চ নবোদ্ধৃতায়াম্ ॥১৩॥

দীক্ষা, উত্তমনীতি, তুমি বিপুলখ্যাতি, অনসূয়া (গুণবানের দোষারোপশূন্যতা), স্বাহা (দেবহবির্দানমন্ত্র), মেধা (ধারণাবতী বুদ্ধি) ও বুদ্ধি (বোধশক্তি) তুমিই।৫।

হে নীলনয়নে! এই দেবপ্রবর বিষ্ণু যেমন সমস্ত ত্রিভুবন অধিকার করিয়া আছেন, হে ভক্তবরদায়িনি! কমলে! তুমিও সেইরূপ ত্রিভুবনব্যাপিনী। তাহা হইলেও আমি তোমার বিভূতির স্থল কি জিজ্ঞাসা করিতেছি।৬।

তখন দেববর বিষ্ণুর সমীপস্থিতা লক্ষ্মীদেবী পৃথিবী কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে স্বর্ণসমানকান্তি বসুন্ধরে! আমি সর্ব্বদা মধুসূদনদেবের পার্শ্বে থাকি।৭।

ইঁহারই আদেশক্রমে যে ব্যক্তিকে আমি মনে মনে স্মরণ করি, তাহাকে শ্রীমান্ বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন। হে লোকধাত্রি! আমাকে ভক্তিদ্বারা স্মরণ করাইয়া দিলে আমি যেখানে থাকি তাহারও পরিচয় দিতেছি শ্রবণ কর।৮।

আমি সূর্য্যে ও চন্দ্রে বাস করি, এইরূপ তারাগণমণ্ডিত মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে বিরাজ করি, জলভারে লম্বমান ইন্দ্রচাপশোভিত মেঘে বাস করি। বিদ্যুতের প্রকাশের মধ্যে আমার অবস্থিতি।৯।

হে ভূমি! সুবর্ণে, নির্ম্মলরজতে, রত্নরাজিতে, অমলবসনে আমার বাস, সুধাধবলিত যে অট্টালিকাশ্রেণী—তাহাতে আমার স্থিতি, ধ্বজশোভিত দেবমন্দিরের শ্রেণী আমার নিবাসস্থল। সদ্যঃপ্রস্তুত-বস্তুতে (টাট্‌কা জিনিষে) অথবা গোময়লিপ্ত স্থলে, কিংবা মদমত্ত গজরাজ বা প্রহৃষ্ট অশ্ব, দর্পোদ্ধত বৃষ, সেইরূপ সংযমপরায়ণ ব্রাহ্মণ—ইঁহাদের মধ্যে আমার বাস। ১০-১১।

সিংহাসন, আমলকীফল ও বিল্বফল, ছত্র, শঙ্খ, পদ্ম, প্রদীপ্ত বহ্নি, শাণসমুজ্জ্বল খড়্গ ও দর্পণমণ্ডল এই সকলের মধ্যে আমি অবস্থান করি। চামর ও তালবৃন্তসহ মাল্যশোভিত জলপূর্ণ কুম্ভে আমার বাস। মনোহর ভৃঙ্গারপাত্রসমুদায়ে, নূতন উদ্ধৃত মৃত্তিকামধ্যে, দুগ্ধে, ঘৃতে, তৃণাচ্ছন্নভূমিতে, মধুতে, দধিতে, সুগৃহিণীদেহে, কুমারীর শরীরে, সেইরূপ দেবতা, তপস্বী, যজ্ঞকারীদিগের গাত্রে

ক্ষীরে তথা সর্পিষি শাদ্বলে চ
ক্ষৌদ্রে তথা দধ্নি পুরন্ধ্রিগাত্রে।
দেহে কুমার্য্যাশ্চ তথা সুরাণাং
তপস্বিনাং যজ্ঞ-হুতাশ দেহে ॥১৪॥
শূরে চ সংগ্রামবিনির্গতে চ
স্থিতৌ মৃতে স্বর্গসদঃপ্রযাতে।
বেদধ্বনৌ বাপ্যথ শঙ্খশব্দে
স্বাহা-স্বধায়ামথ বাদ্যশব্দে ॥১৫॥
রাজাভিষেকে চ তথা বিবাহে
যজ্ঞে বরে স্নাতশিরস্যথাপি।
পুষ্পেষু শুক্লেষু চ পর্ব্বতেষু
ফলেষু রম্যেষু সরিদ্বরাসু ॥১৬
সরঃসু পূর্ণেষু তথা জলেষু
সশাদ্বলায়াং ভুবি পদ্মষণ্ডে।
বনে চ বৎসে চ শিশৌ প্রহৃষ্টে
সাধৌ নরে ধর্ম্মপরায়ণে চ ॥১৭॥
আচারসেবিন্যথ শাস্ত্রনিত্যে
বিনীতবেশে চ তথা সুবেশে।
সুশুদ্ধদান্তে মলবর্জ্জিতে চ
মিষ্টাশনে চাতিথি-পূজকে চ ॥১৮॥

স্বদারতুষ্টে নিরতে চ ধর্ম্মে
ধর্মোৎকটে চাত্যশনাদ্ বিরক্তে।
সদা সুপুষ্পে চ সুগন্ধিগাত্রে
সুগন্ধলিপ্তে চ বিভূষিতে চ ॥১৯॥
সত্যে স্থিতে ভূতহিতে নিবিষ্টে
ক্ষমাচিতে ক্রোধবিবর্জ্জিতে চ।
স্বকার্য্যদক্ষে পরকার্য্যদক্ষে
কল্যাণচিত্তে চ সদা বিনীতে ॥২০॥
নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥২১॥
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যপেতাসু পথি স্থিতাসু। (ক)
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥২২

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

আমার অবস্থান। যোদ্ধার বাণে, যুদ্ধার্থ নির্গত বীরের সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবস্থানের পর মৃত্যু ঘটিলে এবং স্বর্গসভায় গমন করিলে সেই নিহতবীরে, বেদধ্বনিতে, শঙ্খনিনাদে, স্বাহা-স্বধামন্ত্রে, বাদ্যশব্দে আমার অবস্থিতি। রাজার অভিষেকক্রিয়া, বিবাহোৎসব, যজ্ঞানুষ্ঠান, বিবাহে ব্রতী বর, স্নাতব্যক্তির মস্তক, শুক্লপুষ্পরাজি, পর্ব্বতমালা, মনোরম ফল, প্রধান প্রধান নদী—এগুলি আমার নিবাসস্থল। জলপূর্ণ সরোবরগুলিতে, নির্মলজলে, তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে, পদ্মবনে, সুশোভিতবনে, বৎসে, প্রহৃষ্ট শিশুতে, ধর্ম্মপরায়ণ সাধুমনুষ্যে আমার স্থিতি। যিনি সদাচারপরায়ণ, শাস্ত্রনিষ্ঠ, সৌম্যপরিচ্ছদধারী, মনোরম বেশসম্পন্ন, মার্জ্জিত শুভ্রদন্ত, মলহীনগাত্র, পরিষ্কৃতান্নভোজী ও অতিথিপূজক—তাহাতে আমি বাস করি।১২-১৮।

যিনি নিজ পরিণীতা ভার্য্যা লইয়া সন্তুষ্ট, স্বধর্ম্মরত, অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী, অত্যধিক ভোজন হইতে বিমুখ, সর্ব্বদা পুষ্পান্বিত, সুগন্ধিগাত্র, চন্দনলিপ্তদেহ ও অলঙ্কারাদি-দ্বারা বিভূষিত সেই ব্যক্তিতে আমার বাস।১৯।

যিনি সত্যনিষ্ঠ, লোকহিতপরায়ণ, ক্ষমাসম্পন্ন, ক্রোধ-হীন, নিজকার্য্যসাধনে নিপুণ এবং পরের কার্য্যেও দক্ষ, কল্যাণাভিনিবিষ্ট ও সতত সংযমী—এতাদৃশ ব্যক্তি আমার আশ্রয়। যে সকল রমণী সতত উত্তমরূপে বিভূষিতা হইয়া থাকে, পতিসেবাপরায়ণা, মিষ্টভাষিণী, অমুক্তহস্তা (সঞ্চয়রতা), পুত্রকন্যাবতী, যত্ন সহকারে ধনভাণ্ডার-গোপিনী এবং দেবপূজায় অনুরাগিণী, উত্তমরূপে গৃহ-মার্জ্জনকারিণী, সংযতেন্দ্রিয়া, কলহবিমুখী, সৎপথে স্থিতা, ধর্ম্মাবেক্ষিণী, দয়াবতী, তাঁহারা আমার নিবাস-স্থল। কিন্তু মধুসূদনে আমি সর্ব্বদাই অবস্থিত।২০-২২।

(ক) বিলোলুপাসু—পা

বিষ্ণুসংহিতায় নবনবতিতম অধ্যায়।

শততমঃ অধ্যায়ঃ।

(বিষ্ণুসংহিতা-প্রশংসা)

ধর্মশাস্ত্রমিদং শ্রেষ্ঠং স্বয়ং দেবেন ভাসিতম্।
যে দ্বিজা ধারয়িষ্যন্তি তেষাং স্বর্গে গতিঃ পরা ॥১॥
ইদং পবিত্রং মঙ্গল্যং স্বর্গমায়ুষ্যমেব চ।
জ্ঞানঞ্চৈব যশস্যং চ ধনসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥২॥
অধ্যেতব্যং ধারণীয়ং শ্রাব্যং শ্রোতব্যমেব চ।
শ্রাদ্ধেষু শ্রাবণীয়ং চ ভূতিকামৈর্নরৈঃ সদা ॥
ইদং রহস্যং পরমং কথিতং বসুধে! তব ॥৩॥
ময়া প্রসন্নেন জগদ্ধিতার্থং
সৌভাগ্যমেতৎ পরমং রহস্যম্।
দুঃস্বপ্ননাশং বহুপুণ্যযুক্তং
শিবালয়ং শাশ্বতধর্মশাস্ত্রম্ ॥৪॥

ইতি বৈষ্ণবে ধর্মশাস্ত্রে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥
সমাপ্তা চেয়ং শ্রীভগবদ্বিষ্ণুসংহিতা ॥
॥ ওঁ তৎসৎ ॥

যে-সকল ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের স্বমুখে বর্ণিত এই অত্যুত্তম ধর্ম্মশাস্ত্র ধারণ করিবে (অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও তদুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পালন করিবে), তাহাদের স্বর্গে উত্তম গতি হইবে।১।

এই বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্র পাপনাশক, মঙ্গলের কারণ, আয়ুর্বৃদ্ধিজনক ও স্বর্গলাভের হেতু। ইহা তত্ত্বজ্ঞানের সোপান, যশোলাভের নিদান, ধন ও লোকপ্রিয়তার বৃদ্ধি-কারক।২।

এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। ধারণ করিবে (অর্থাৎ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে), লোককে শুনাইবে, নিজে শুনিবে, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগকে বা শ্রাদ্ধে শ্রাবণীয়। অভ্যুদযকামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা এই সকল অনুষ্ঠান করিবে।

হে বসুন্ধরে! ইহা অতি গোপনীয় তত্ত্ব, তোমাকে বলিলাম।৩।

আমি জগতের হিতের জন্য প্রসন্নচিত্তে সৌভাগ্য-জনক এই শাস্ত্ররহস্যময় গ্রন্থ বলিলাম। এই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র দুঃস্বপ্ননাশক, বহুপুণ্যজনক ও মঙ্গলালয়।৪।

বিষ্ণুসংহিতায় শততম অধ্যায় সমাপ্ত।
এবং
বিষ্ণুসংহিতানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথ-প্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীনৃত্যগোপালপঞ্চতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

হারীত-সংহিতা

॥ হারীত-সংহিতা ॥

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

(বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিচয়ঃ)

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাস্তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।
ইতি পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ভূর্ভুর্বঃস্বর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥১
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো ব্রূহি সত্তম।
যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ ॥২

মার্কণ্ডেয়ঃ—

অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্য মহাত্মনঃ ॥৩
হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।
প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো ব্রূহি ভার্গব ॥৫
সমাসাদ্ যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং পরম্।
এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্ ব্রূহি নঃ পরমো গুরুঃ ॥৬
হারীতস্তানুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ।
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥৭
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রঞ্চ সত্তমাঃ।
সন্ধার্য্য মুচ্যতে মর্ত্ত্যো জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥৮
পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
সুষ্বাপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ ॥৯
তস্য সুপ্তস্য নাভৌ তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেঽভবদ্ ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গভূষণঃ ॥১০

রাজর্ষি অম্বরীষ একদা মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই বিষ্ণুভক্ত এবং শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণ ভূ-ভুবঃ-স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতিস্বরূপ।১।

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! আমাকে সেই চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের ধর্ম্ম বলুন, যাহাতে সেই নিত্যপুরুষ নরসিংহদেব প্রীত হন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—মহারাজ! এই বিষয়ে পূর্ব্বে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যুত্তম কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিব। ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মুনিগণ সকলে সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ অগ্নির মত তেজস্বী সুখোপবিষ্ট হারীতমুনিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন।২-৪।

হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক! ভগবন্ ভার্গব! আপনি আমাদিগকে চারিবর্ণের ও চারি-আশ্রমের করণীয় ধর্ম্মসমূহ বলুন। এবং বিষ্ণুভক্তিজনক শ্রেষ্ঠ যোগশাস্ত্র ও অন্য বিষ্ণুভক্তিসাধন জ্ঞাতব্য-বিষয় যাহা আছে, তাহা বলুন। হে ভগবন্! আপনি আমাদের পরম গুরু। অতঃপর মহর্ষি হারীত সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে মুনিগণ! আপনারা সকলে শুনুন, আমি সনাতনধর্ম্মের কথা বলি।৫-৭।

হে সাধুগণ! চারিবর্ণের ও আশ্রমের ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব যোগশাস্ত্র হৃদয়ঙ্গম করিলে মানব জন্ম ও সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে দেব জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মা কারণবারির উপর শেষশয্যায় লক্ষ্মীর সহিত শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন ছিলেন।৮-৯।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, যোগনিদ্রাবস্থায় তাঁহার নাভিতে একটি মহাপদ্ম প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই পদ্মমধ্যে বেদ-বেদাঙ্গ লইয়া ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। দেবদেব পরমাত্মা সেই লোকপিতামহকে 'জগৎসৃষ্টি কর, জগৎ সৃষ্টি কর' এই কথা বার বার আদেশ করেন, ব্রহ্মাও দেব, অসুর, মানুষসহ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন।১০-১১।

স চোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃ পুনঃ।
সোঽপি সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥১১
যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যুরুদেশতঃ ॥১২
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
যথা প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মযোনিঃ পিতামহঃ॥১৩
তদ্বচঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং মোক্ষফলপ্রদম্ ॥১৪
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্‌যোগ্যং দেশমেব চ ॥১৫
কৃষ্ণসারো মৃগো যত্র স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে।
তস্মিন্ দেশে বসেদ্ধর্ম্মঃ সিধ্যতি দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৬
ষট্‌কর্ম্মাণি নিজান্যাহুর্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
তৈরেব সততং যস্তু বর্ত্তয়েৎ সুখমেধতে ॥১৭

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্ কর্ম্মাণীতি চোচ্যতে ॥১৮
অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থমৃকৃথকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১৯
এষামন্যতমাভাবে বৃষাচারো ভবেদ্ দ্বিজঃ।
তত্র বিদ্যা ন দাতব্যা পুরুষেণ হিতৈষিণা ॥২০
যোগ্যানধ্যাপয়েচ্ছিষ্যানযোগ্যানপি বর্জ্জয়েৎ।
বিদিতাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ গৃহে ধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥২১
বেদঞ্চৈবাভ্যসেন্নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ ॥২২
বেদবৎ পঠিতব্যঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ দিবা নিশি।
স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ ॥২৩
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠেদ্ দ্বিজঃ ॥২৪

যজ্ঞসাধনের জন্য নিষ্পাপ ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে নির্গত করিলেন। ক্ষত্রিয়গণকে বাহু হইতে, বৈশ্যগণকে উরুদেশ হইতে এবং শূদ্রজাতিকে চরণ হইতে সৃষ্টি করিয়া পিতামহ বেদকর্ত্তা তাহাদিগকে সৃষ্টির ক্রমানুসারে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি সেই আদেশবাণী তোমাদিগকে বলিব, শ্রবণ কর। ইহা সৌভাগ্যজনক, যশ ও আয়ুর কারণ, স্বর্গের সোপান ও মুক্তিফলের নিদান।১২-১৪।

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ নামে কথিত। সেই ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও তাহার উপযুক্ত বাসস্থান বলিতেছি। যে দেশে কৃষ্ণসার-মৃগ স্বভাবতই বিচরণ করে, সেই দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। হে মুনিপ্রবরগণ! তথায় ধর্ম্মাচরণ সিদ্ধ হয়।১৫-১৬।

মহাত্মা ব্রাহ্মণের নিজস্ব ধর্ম্ম ছয়প্রকার বলা হয়। যে ব্রাহ্মণ সেই ষট্‌কর্ম্ম লইয়াই সর্ব্বদা থাকেন, তিনি সুখের ভাগী হন। অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যাজন, যজন, দান ও প্রতিগ্রহ—ইহাই ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম নামে কথিত। অধ্যাপনা আবার তিনপ্রকার—এক ধর্ম্মের নিমিত্ত, দ্বিতীয় ধনোপার্জ্জনার্থ, তৃতীয় শুশ্রূষাহেতুক।১৭-১৯।

এই ছয়টি কার্য্যের মধ্যে যে ব্রাহ্মণের একটিও নাই, সে ব্রাহ্মণ শূদ্রাচারী বলিয়াই পরিগণিত হয়। আত্মহিতকামী ব্যক্তি তাদৃশ ব্রাহ্মণকে বিদ্যা দিবে না। উপযুক্ত শিষ্যবর্গকে বিদ্যাদান করিবে, অযোগ্য-পাত্র বর্জ্জন করিবে। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের জন্য নিষ্পাপ বলিয়া জ্ঞাতব্য ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ করিবে। এখানে কেহ ব্যাখ্যা করেন 'গৃহে' পদটি প্রযুক্ত থাকায় গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা করিবে, অন্যত্র নহে।২০-২১।

পবিত্র স্থানে থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে প্রতিদিন বেদ-অভ্যাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ শুদ্ধচিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। এই ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের মত পড়িতে হইবে এবং গুরুমুখে নিত্য শ্রবণীয়।২২-২৩।

ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠহীন এবং বেদপাঠহীন ব্রাহ্মণকে ভোজনদ্রব্যদান এবং অন্য কিছু দান করা হইলে বংশনাশ হয়। অতএব বিশেষ যত্নসহকারে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ

শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৫
গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
সায়ং প্রাতরুপাসীত বিবাহাগ্নিং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৬
সুস্নাতস্তু প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবং দিনে দিনে।
অতিথীনাগতাংশ্চক্ত্যা পূজয়েদবিচারতঃ ॥২৭
অন্যানভ্যাগতান্ বিপ্রাঃ পূজয়েচ্ছক্তিতো গৃহী।
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ ॥২৮
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত সায়ং প্রাতরুদারধীঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো নাধর্ম্মে বর্ত্তয়েন্মতিম্ ॥২৯

করিবেন। বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণদিগের দেবদত্ত দুইটি চক্ষু, তাহার মধ্যে একচক্ষু না থাকিলে ব্রাহ্মণ কাণ-পদবাচ্য হয়, আর উভয় চক্ষুহীন বিপ্র অন্ধ বলিয়া কথিত। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অক্লান্তভাবে গুরুসেবা করিবে। উত্তম ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যায় ও প্রাতঃসন্ধ্যায় বিবাহকালীন স্থাপিত অগ্নিতে (গার্হপত্য অগ্নিতে) আহুতি দিবেন। প্রতিদিন জলে অবগাহন-স্নান করিয়া বৈশ্বদেবকর্ম্ম করিবেন এবং গৃহে আগত অতিথিবর্গকে শক্তি অনুসারে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া পরিচর্য্যা করিবেন।২৪-২৭।

হে ব্রাহ্মণগণ! গৃহস্বামী অন্য অভ্যাগত ব্যক্তি-দিগকেও শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। সকলকালেই নিজ পরিণীতা স্ত্রীতে রত থাকিবে, পরস্ত্রীতে আসক্তিহীন হইবে। শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তি সায়ং-প্রাতঃ উভয়কালে হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী এবং ক্রোধজয়ী হইবে, অধর্ম্মে মতি স্থাপন করিবে না।২৮-২৯।

স্বকর্ম্মণি চ সম্প্রাপ্তে প্রমাদান্ন নিবর্ত্ততে।
সত্যাং হিতাং বদেদ্বাচং পরলোকহিতৈষণীম্ ॥৩০
এষ ধর্ম্মঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ।
ধর্মমেব হি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৩১
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ কথিতো ময়ায়ং
পৃষ্টো ভবদ্ভিস্ত্বখিলাঘহারী।
বদামি রাজ্ঞামপি চৈব ধর্ম্মান্
পৃথক্ পৃথগ্ বোধত বিপ্রবর্য্যাঃ ॥৩২

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ স্বজাত্যুক্ত কর্ম্ম উপস্থিত হইলে অনবধানতা বশতঃ তাহা হইতে বিচ্যুত হইবেন না এবং সেইরূপ হিতজনক সত্যবাক্য বলিবেন, যাহাতে পরকালে হিত হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে সংক্ষেপে এই ধর্ম্ম বর্ণিত হইল। যিনি ধর্ম্ম-কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন তিনি মুক্তিলাভ করেন।৩০-৩১।

হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনাদের জিজ্ঞাসিত এই বিপ্রধর্ম্ম আমি বর্ণনা করিলাম, ইহা নিখিল পাপ নাশ করিয়া থাকে। অতঃপর ক্ষত্রিয়াদিরও ধর্ম্মগুলি অসঙ্কীর্ণভাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৩২।

হারীত সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।
(ক্ষত্রিয়াদীনামাচারঃ)।

ক্ষত্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যেষু প্রবৃত্তা বিধিনা সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥১
রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্ যজ্ঞান্ যথাবিধি ॥২
দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
স্বভার্য্যানিরতো নিত্যং ষড়্ভাগার্হঃ সদা নৃপঃ ॥৩
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥৪
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরন্ ॥৫
গোরক্ষাং কৃষি-বাণিজ্যং কুর্য্যাদ্ বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥৬
দম্ভ-মোহবিনির্ম্মুক্তস্তথা বাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ ॥৭
ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্।
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেষ্বা দেহপাতনাৎ ॥৮
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ ॥৯
এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোঽয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যো হি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ ॥১১
অযাচিতপ্রদাতা চ কর্ষং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেদ্দেবমতন্দ্রিতঃ ॥১২

আমি যথাক্রমে যথাযথভাবে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জাতির ধর্ম্ম বর্ণনা করিব, যে সকল ধর্ম্মে বিধিমত নিরত থাকিলে সকলেই উত্তম গতি লাভ করিবে। রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ক্ষত্রিয়ও ধর্ম্মপথে প্রজাপালন করিবেন এবং ব্রাহ্মণের মত সুষ্ঠুভাবে বেদাধ্যয়ন ও যথাযথ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ১-২।

অধিক শ্রদ্ধাদিধর্ম্মাবলম্বী হইয়া রাজা ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন, সর্ব্বদা নিজস্ত্রীতে নিরত থাকিবেন এবং সবসময় প্রজাদিগের নিকট হইতে উপার্জ্জিত অর্থের ষষ্ঠভাগ কররূপে গ্রহণ করিবেন। ৩।

নীতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয়ে (সামাদিপ্রয়োগে) নিপুণ হইবেন, সন্ধি-বিগ্রহের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবেন, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণে ভক্তি রাখিবেন এবং পিতৃকার্য্যপরায়ণ হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যাগযজ্ঞ করিবেন এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষত্রিয়জাতীয় যে কোনও ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করিলে উত্তম গতি লাভ করিতে পারে। ৪-৫।

বৈশ্যজাতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে গো-পালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে, ব্রাহ্মণগণকে শক্তি অনুসারে দানদ্রব্য দিবে ও ভোজন করাইবে। ঐশ্বর্য্য বা বলের দম্ভ ত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্যমোহ ছাড়িয়া থাকিবে। গুণবান্ লোকের দোষকীর্ত্তনহীন, স্বীয় ভার্য্যাতেই আসক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবে, পরস্ত্রী বর্জ্জন করিবে। ৬-৭।

ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন ও যজ্ঞকালে যাজক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে (খাদ্য-বস্ত্র সুবর্ণাদি ভোগদ্রব্য দিবে), দেহপাত (মৃত্যু) পর্য্যন্ত নিজের প্রভুত্বাভিমান বর্জ্জন করিয়া স্বধর্ম্মসমুদায়ে রত থাকিবে। ৮।

আলস্যহীন হইয়া নিত্য যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও দান করিবে, পিতৃকার্য্যে ও নরসিংহের (পুরুষোত্তম নারায়ণের) অর্চ্চনায় রত থাকিবে। স্বধর্ম্মপরায়ণ এই বৈশ্যের এই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই স্বজাতিবিহিত কর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গবাসী হয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ৯-১০।

শূদ্রাণামধিকং কুর্য্যাদর্চ্চনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্ ।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জ্জনম্ ॥১৩
ইত্থং কুর্য্যাৎ সদা শূদ্রো মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ।
স্থানমৈন্দ্রমবাপ্নোতি নষ্টপাপঃ সুপুণ্যকৃৎ ॥১৪

শূদ্রজাতি পূর্ব্বোক্ত তিনবর্ণের সেবা যত্নপূর্ব্বক করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের সেবায় ভৃত্যের মত আচরণ করিবে। শূদ্র অযাচিত বস্তু প্রদান করিবে, জীবিকার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবে, পাকযজ্ঞের বিধানানুসারে আলস্যহীন হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে। ১১-১২।

ন্যায়পথাবলম্বী শূদ্রগণের সমধিক সম্মান করিবে, জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে, ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে। নিজ স্ত্রীতে রক্ত থাকিবে, পরস্ত্রীতে মতি করিবে না। ১৩।

বর্ণেষু ধর্ম্মা বিবিধা ময়োক্তা
যথা তথা ব্রহ্মমুখেরিতাঃ পুরা ।
শৃণুধ্বমত্রাশ্রমধর্ম্মমাদ্যং
ময়োচ্যমানং ক্রমশো মুনীন্দ্রাঃ ॥১৫

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শূদ্র কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এইরূপ আচার পালন করিবে, এইরূপ করিলে পাপক্ষয়ের পর পুণ্যবলে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইবে। হে মুনীন্দ্রগণ! আমি সেইভাবে একে একে চারিবর্ণের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় দিলাম, পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখ হইতে যেমনভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ আশ্রমধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৪-১৫।

হারীত সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

(ব্রহ্মচারি-ধর্ম্মঃ)।

উপনীতো মাণবকো বসেদ্ গুরুকুলেষু চ ।
গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥১
ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা তথা বহ্নেরুপাসনা ।
উদকুম্ভান্ গুরোর্দদ্যাদ্ গোগ্রাসঞ্চেন্ধনানি চ ॥২
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি ।
বিধিং ত্যক্ত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায়ফলং লভেৎ ॥৩

উপনয়নের পর দ্বিজকুমার গুরুগৃহে বাস করিবে, তথায় কার্য্য মন ও বাক্য দ্বারা গুরুকুলের প্রীতিসাধন করিবে। ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টবিধমৈথুনত্যাগ), ভূতলে শয়ন, অগ্নিতে আহুতিদান, কলস পূর্ণ করিয়া জলানয়নপূর্ব্বক গুরুকে সমর্পণ, গো-পালন ও সমিধাহরণ কর্ত্তব্য। ১-২।

যঃ কশ্চিৎ কুরুতে ধর্ম্মং বিধিং হিত্বা দুরাত্মবান্ ।
ন তৎফলমবাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপি বিধিচ্যুতঃ ॥৪
তস্মাদ্ বেদব্রতানীহ চরেৎ স্বাধ্যায়সিদ্ধয়ে ।
শৌচাচারমশেষন্তু শিক্ষয়েদ্ গুরুসন্নিধৌ ॥৫
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেখলাঞ্চোপবীতকম্ ।
ধারয়েদপ্রমত্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬

ব্রহ্মচারী বিধিমত প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে, যদি বিধি ছাড়িয়া বেদাধ্যয়ন করে, তবে বেদাধ্যয়নের ফল কিছুমাত্র পাইবে না। দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া ইচ্ছামত ধর্ম্মাচরণ করে, তবে সেই বিধিহীন ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল পায় না। অতএব বেদাধ্যয়নের সাফল্যলাভের জন্য ব্রহ্মচারী

সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষং ভোজ্যার্থং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য প্রয়তো নিত্যং ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥৭

ছত্রঞ্চোপানহঞ্চৈব গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জয়েৎ।
নৃত্য-গীতমথালাপং মৈথুনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৮

হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সন্ত্যজেৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
সন্ধ্যোপাস্তিং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিতঃ ॥৯

অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানতঃ।
তথা যোগং প্রকুর্ব্বীত মাতাপিত্রোশ্চ ভক্তিতঃ ॥১০

এতেষু ত্রিষু নষ্টেষু নষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এতেষাং শাসনে তিষ্ঠেদ্ ব্রহ্মচারী বিমৎসরঃ ॥১১

অধীত্য চ গুরোর্ব্বেদান্ বেদৌ বা বেদমেব বা।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥১২

যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥১৩

তস্মিন্নেব নয়েৎ কালমাচার্য্যে যাবদায়ুষম্।
তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথবা কুলে ॥

ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে ॥১৪

ইমং যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদ্ দেহমতন্দ্রিতঃ।
নেহ ভূয়োঽপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ ॥১৫

যো ব্রহ্মচারী বিধিনা সমাহিত
শ্চরেৎ পৃথিব্যাং গুরুসেবনে রতঃ।
সম্প্রাপ্য বিদ্যামতিদুর্লভাং শিবাং
ফলঞ্চ তস্যাঃ সুলভন্তু বিন্দতি ॥১৬

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

গুরুগৃহে অবস্থানকালে বেদোক্ত ব্রত আচরণ করিবে এবং গুরুর নিকট সমগ্র শৌচ ও সদাচার শিক্ষা করিবে। ব্রহ্মচারী অপ্রমত্তভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অজিন (চর্ম্মোত্তরীয়), দন্তকাষ্ঠ, মুঞ্জমেখলা ও যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া থাকিবে। ৩-৬।

ভোজনের জন্য সায়ংকাল ও প্রাতঃকাল এই দুই বেলা সংযত হইয়া ভিক্ষাচরণ করিবে। আচমনে শুদ্ধ হইয়া কোনদিন দন্তধাবন (দন্তমার্জ্জন) করিবে না। ছত্র, পাদুকা, চন্দনাদি গন্ধানুলেপন ও মাল্যপ্রভৃতি ভোগদ্রব্য বর্জ্জন করিবে, এবং নৃত্য, গীত, রমণীগণের সহিত আলাপ ও মৈথুন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ৭-৮।

ভোগাকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া হস্তী ও অশ্বে আরোহণ বর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতাবলম্বী হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনার পর গুরুদেবের পাদযুগল বন্দনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মাতাপিতার চরণ ধ্যান বা পূজা করিবে। ৯-১০।

গুরুদেব, পিতা ও মাতা এই তিনজন অপূজিত অর্থাৎ বিরক্ত হইলে সকল দেবতাই তাহার উপর কুপিত হন। অতএব ব্রহ্মচারী বিদ্বেষ ছাড়িয়া ইঁহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবে। ১১।

ব্রহ্মচারী গুরুর সকাশে তিন বেদ বা দুই বেদ, অন্ততঃ স্বকীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবে। অতঃপর সংযমী হইয়া গ্রামমধ্যে বাস করিবে। যে ব্যক্তির জিহ্বা, উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), উদর ও কর সুসংযত, তিনি সন্ন্যাসাচরণ অবলম্বন করিয়া সেই গুরুর নিকটই জীবনাবধিকাল ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা কাটাইবেন। গুরুর অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রের কাছে থাকিবে। পুত্রাভাবে গুরুর যোগ্যশিষ্যের নিকট, অন্ততঃ গুরুকুলে বাস করিবে। ১২।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিবাহেও অধিকার নাই, সন্ন্যাস-গ্রহণেও অধিকার নাই। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যবিধি লইয়া আলস্যশূন্য যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে না। ১৩-১৫।

যে ব্রহ্মচারী সংযম লইয়া এই পৃথিবীতে বিধিমত গুরুসেবায় রত থাকিয়া বিচরণ করে, সে অতি দুর্লভ হিতকারিণী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া সেই বিদ্যার অনুরূপ সুফল প্রাপ্ত হয়। ১৬।

হারীতসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

(গার্হস্থ্যাশ্রমবিধিঃ)।

গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসমানার্ষগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্ ॥১
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ব্রাহ্মেণ বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ ॥২
তথান্যে বহবঃ প্রোক্তা বিবাহা বর্ণধর্ম্মতঃ।
ঔপাসনঞ্চ বিধিবদাহৃত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥৩
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ সর্ব্বকালমতন্দ্রিতঃ।
স্নানং কার্য্যং ততো নিত্যং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥৪
উষঃকালে সমুত্থায় কৃতশৌচো যথাবিধি।
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো নরঃ ॥৫
তস্মাচ্ছুষ্কমথার্দ্রং বা ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকম্।
করঞ্জং খাদিরং বাপি কদম্বং কুরবং তথা ॥৬
সপ্তপর্ণ-পৃশ্নিপর্ণী-জম্বু-নিম্বং তথৈব চ।
অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চার্কঞ্চোড়ুম্বরমেব চ ॥৭
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবনকর্ম্মণি।
দন্তকাষ্ঠস্য ভক্ষশ্চ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৮
সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ।
অষ্টাঙ্গুলেন মানেন দন্তকাষ্ঠমিহোচ্যতে।
প্রদেশমাত্রমথবা তেন দন্তান্ বিশোধয়েৎ ॥৯
প্রতিপৎ-পর্ব্ব-ষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগাদ্দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১০
অভাবে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষু চ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্ম্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥১১

গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া ও অধীত শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অসগোত্রা, অসমানপ্রবরা, ভ্রাতৃমতী, সুলক্ষণা, অন্যূন-অনধিকাঙ্গী সুশীলা কন্যাকে প্রশস্ত ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। ১।

যদিও বর্ণধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্ম ভিন্ন আরও অনেক শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ আছে, তাহা হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ উহাদের মধ্যে প্রশস্ত। হে দ্বিজোত্তমগণ! দ্বিজাতি দেবোপাসনার উপযুক্ত দ্রব্য (পুষ্প, ফল, মূল, কাষ্ঠাদি) যথাশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন আলস্যশূন্য হইয়া সায়ং-প্রাতঃ হোম করিবে। নিত্য দন্তধাবন (কাষ্ঠদ্বারা দন্তমার্জ্জনা) পূর্ব্বক স্নান করিবে। ২-৪।

প্রত্যূষে উঠিয়া শাস্ত্রীয় বিধিমত শৌচান্তে দন্তধাবন কর্ত্তব্য। যেহেতু মুখ পর্য্যুষিত (অমার্জ্জিত, অধৌত, বাসি) থাকিলে মানুষ অপবিত্র থাকে, সেজন্য শুষ্ক অথবা সরস দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে। দন্তকাষ্ঠ করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণ (ছাতিম গাছ), পৃশ্নিপর্ণী, জাম, নিম্ব, অপামার্গ (আপাঙ্), বিল্ব, আকন্দ ও উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষোদ্ভব হইলে প্রশস্ত, কারণ ঐ সকল বৃক্ষ দন্তধাবনকর্ম্মে প্রশস্ত বলিয়া কথিত আছে। দন্তকাষ্ঠের ভক্ষণব্যাপার সংক্ষেপে বলিলাম। ৫-৮।

কণ্টকান্বিত বৃক্ষ সমস্তই দন্তধাবনকার্য্যে পবিত্রতার কারণ, দুগ্ধ (আটা) যুক্ত বৃক্ষ যশের হেতু হয়। নিজ হস্তের অষ্টঅঙ্গুলিপরিমিত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণীয় বলা আছে। অথবা প্রাদেশ (বিস্তৃত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যাবকাশ) পরিমিত কাষ্ঠ দ্বারাও দন্তশোধন করিবে। ৯।

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! প্রতিপৎ, পর্ব্ব (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি), ষষ্ঠী ও নবমীতিথিতে দন্তগুলির কাষ্ঠের সহিত সংযোগ হইলে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে। অতএব ঐ সকল নিষিদ্ধ তিথ্যাদিতে দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবে। দন্তকাষ্ঠের অপ্রাপ্তি ঘটিলে এবং নিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশবার গণ্ডূষ জল দ্বারা (কুল্লি) মুখ ধৌত করিবে। ১০-১১।

স্নাত্বা মন্ত্রবদাচম্য পুনরাচমনং চরেৎ।
মন্ত্রবৎ প্রোক্ষ্য চাত্মানং প্রক্ষিপেদুদকাঞ্জলিম্ ॥১২
আদিত্যেন সহ প্রাতর্ম্মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
যুধ্যন্তি বরদানেন ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥১৩
উদকাঞ্জলিনিক্ষেপা গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতাঃ।
নিঘ্নন্তি রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ মন্দেহাখ্যান্ দ্বিজেরিতাঃ ॥১৪
ততঃ প্রয়াতি সবিতা ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
মরীচ্যাদ্যৈর্ম্মহাভাগৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥১৫
তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥১৬
সায়ং মন্ত্রবদাচম্য প্রোক্ষ্য সূর্য্যস্য চাঞ্জলিম্।
দত্ত্বা প্রদক্ষিণং কুর্য্যাজ্জলং স্পৃষ্ট্বা বিশুধ্যতি ॥১৭

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্ যাবদাদিত্যদর্শনাৎ ॥১৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চ যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্ যাবত্তারা ন পশ্যতি ॥১৯
ততশ্চাবসথং প্রাপ্য কৃত্বা হোমং স্বয়ং বুধঃ।
সঞ্চিন্ত্য পোষ্যবর্গস্য ভরণার্থং বিচক্ষণঃ ॥২০
ততঃ শিষ্যহিতার্থায় স্বাধ্যায়ং কিঞ্চিদাচরেৎ।
ঈশ্বরঞ্চৈব কার্য্যার্থমভিগচ্ছেদ্ দ্বিজোত্তমঃ ॥২১
কুশপুষ্পেন্ধনাদীনি গত্বা দূরং সমাহরেৎ।
ততো মাধ্যাহ্নিকং কুর্য্যাচ্ছুচৌ দেশে মনোরমে ॥২২
বিধিং তস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসাৎ পাপনাশনম্।
স্নাত্বা যেন বিধানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥২৩

স্নানের পর মন্ত্রপাঠ সহকারে আচমন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে, পরে মন্ত্রপাঠ সহকারে (অঘমর্ষণ মন্ত্রে) নিজেকে প্রোক্ষিত (মস্তকে উত্তান করতলে জলের ছিটা দিয়া) সূর্য্যের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কারণ প্রাতঃকালে মন্দেহনামক রাক্ষসগণ অচিন্তনীয়-জন্মা ব্রহ্মার বরে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করে। ১২-১৩।

সেই সকল মন্দেহ-(কর্ম্মচেষ্টা যাহারা অল্প করিয়া দেয়) নামক রাক্ষসগণকে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত গায়ত্রীপূত জলাঞ্জলি নিহত করে। তাহার পর সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া মহাপ্রভাব মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও পরম যোগী সনকাদির (সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন) সহিত আকাশ পথে যাত্রা করেন। ১৪-১৫।

অতএব অপ্রমত্ত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা অতিক্রম করিবে না। যে ব্যক্তি মোহ (আলস্য, অনিচ্ছা ও অজ্ঞান) বশতঃ সেই সন্ধ্যাদ্বয় অতিক্রম করে, (উপাসনা না করিয়া) সে নিশ্চিত নরকগামী হয়। ১৬।

সায়ংকালেও ঐরূপ মন্ত্রপাঠ সহকারে আচমন করিয়া নিজের অভিষেকান্তে সূর্য্যদেবকে জলাঞ্জলি দিয়া মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে মানসিক প্রদক্ষিণ করিবে, পরে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যতক্ষণ নক্ষত্র দর্শন হয় তাবৎকাল প্রাতঃসন্ধ্যা যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে এবং সূর্য্যদর্শনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে (সন্ধ্যামাত্রই মুহূর্ত্তাত্মক কাল জানিবে, দিবামান হ্রাস বা বৃদ্ধিলাভ করুক। নক্ষত্রের নির্বাণ হইতে সূর্য্যের অর্দ্ধোদয় পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময়)। ১৭-১৮।

অর্দ্ধাস্তময় হইতে অর্থাৎ সূর্য্য থাকিতে থাকিতে সায়ংসন্ধ্যা যথাবিধি আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী পাঠ করিতে থাকিবে। নদীতে প্রাতঃ-সন্ধ্যানুষ্ঠানের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে (প্রতিনিধি না দিয়া) হোম করিবেন। অতঃপর পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন। ১৯-২০।

তাহার পর ছাত্রদের হিতের জন্য কিছু বেদশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবেন। পরে ব্রাহ্মণোত্তম নিজকার্য্যের জন্য (সাংসারিক প্রয়োজন নির্বাহার্থ) ধনীর বা রাজার নিকট যাইবেন। ২১।

গৃহ হইতে দূরে যাইয়া কুশ, পুষ্প, যজ্ঞীয়কাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবেন। তাহার পর পবিত্র মনোরম-স্থানে থাকিয়া মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। পাপনাশক সেই মধ্যাহ্নকরণীয় কর্ম্মের বিধি সংক্ষেপে

স্নানার্থং মৃদমানীয় শুদ্ধাক্ষততিলৈঃ সহ।
সুমনাশ্চ ততো গচ্ছেন্নদীং শুদ্ধজলাধিকাম্ ॥২৪
নদ্যাস্তু বিদ্যমানায়াং ন স্নায়াদন্যবারিণি।
ন স্নায়াদল্পতোয়েষু বিদ্যমানে বহূদকে ॥২৫
সরিদ্ বরং নদীস্নানং প্রতিস্রোতঃস্থিতশ্চরেৎ।
তড়াগাদিষু তোয়েষু স্নানাচ্চ তদভাবতঃ ॥২৬
শুচিদেশং সমভ্যুক্ষ্য স্থাপয়েৎ সকলাম্বরম্।
মৃত্তোয়েন স্বকং দেহং লিম্পেৎ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ ॥২৭
স্নানাদিকঞ্চ সম্প্রাপ্য কুর্য্যাদাচমনং বুধঃ।
সোঽন্তর্জ্জলং প্রবিশ্যাথ বাগ্‌যতোনিয়মেন হি।
হরিং সংস্মৃত্য মনসা মজ্জয়েচ্চোরুমজ্জলে ॥২৮

ততস্তীরং সমাসাদ্য আচম্যাপঃ সমন্ত্রতঃ।
প্রোক্ষয়েদ্ বারুণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাবমানীভিরেব চ ॥২৯
কুশাগ্রকৃততোয়েন প্রোক্ষ্যাত্মানং প্রযত্নতঃ।
স্যোনাপৃথিবীতি মৃদ্‌গাত্রে ইদং বিষ্ণুরিতি দ্বিজাঃ ॥৩০
ততো নারায়ণং দেবং সংস্মরেৎ প্রতিমজ্জনম্।
নিমজ্জ্যান্তর্জ্জলে সম্যক্ ক্রিয়তে চাঘমর্ষণম্ ॥৩১
স্নাত্বাক্ষততিলৈস্তদ্বদ্দেবর্ষিপিতৃভিঃ সহ।
তর্পয়িত্বা জলং তস্মান্নিষ্পীড্য চ সমাহিতঃ ॥৩২
জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ন ধূনয়েৎ ॥৩৩

বলিতেছি। যে বিধি অনুসারে মধ্যাহ্ন স্নান করিয়া সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ২২-২৩।

স্নানোপকরণ পবিত্র তণ্ডুল তিলের সহিত শুদ্ধ মৃত্তিকা লইয়া নিরুদ্বেগে পবিত্র বহূদকসম্পন্ন নদীতে যাইবে। নদী থাকিতে অন্য জলে স্নান করিবে না। এবং বহূদক সরোবর থাকিতে অল্পজলে স্নান করণীয় নহে। ২৪-২৫।

নদীতে স্নান ও সরিৎ শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদিতে স্নান শ্রেষ্ঠ, নদী জলের স্রোতের প্রতিকূলে থাকিয়া তাহা আচরণ করিবে। তাহা (নদী, সরিদ্বরা) না পাইলে তড়াগাদিতে জলমধ্যে স্নান করণীয়। ২৬।

পবিত্র স্থান দেখিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া তথায় বস্ত্রাদি সমুদয় রাখিবে। মৃত্তিকা ও জলে যত্নপূর্ব্বক নিজ দেহ লেপন করিয়া ধৌত করিবে। পরে স্নানাদির সময় হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তি আচমনপূর্ব্বক যথানিয়মে মৌনী থাকিয়া মনে মনে হরি স্মরণ করিতে করিতে উরু পরিমাণ জলে ডুব দিবে। অতঃপর তীরে জলসমীপে বসিয়া আচমনান্তে সর্ব্বশরীরে বরুণদেবতাক-মন্ত্র (আপো হি ষ্ঠেত্যাদি) ও পাবমানী ঋক্ সমুদয় দ্বারা (ওঁ 'পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদুঘা হি ঘৃতশ্চ্যুতঃ। ঋষিভিঃ সম্ভৃতো রসো ব্রাহ্মণেষ্বমৃতং হিতম্' ইত্যাদি।) কুশাগ্রে জল লইয়া সেই জল উত্তানহস্তে শ্রদ্ধাসহকারে ছিটা দিবে। হে ব্রাহ্মণগণ! গাত্রে মৃল্লেপকালে 'ওঁ স্যোনা পৃথিবি! নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী। যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ ও 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে' এই দুইটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর প্রতি স্নানেই দেব নারায়ণকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। এবং জলের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপনীয়। ২৭-৩১।

স্নানের পর যব ও তিল দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর্ত্তব্য, তর্পণান্তে বস্ত্র নিষ্পীড়নজল তীরে নিক্ষেপ করিবে। তীরে উঠিয়া তথায় স্থাপিত শুক্ল বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া তন্মধ্যে একখানি বস্ত্র উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করিবে। কেশ কম্পন করিবে না (চুল ঝাড়া দিবে না)। ৩২-৩৩।

পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে—রক্তবস্ত্র ও উদ্বেগজনকবস্ত্র এবং নীলবস্ত্র প্রশস্ত নহে। পণ্ডিতব্যক্তি মলিন ও সুগন্ধহীন বস্ত্র বর্জ্জন করিবেন। বস্ত্র পরিধানের পর পণ্ডিতব্যক্তিও মৃত্তিকাজলে পাদপ্রক্ষালন করিবেন। অতঃপর আচমনপ্রকার কথিত হইতেছে, যথা—আচমনকারী দক্ষিণ করতল গোকর্ণের মত সঙ্কুচিত করিয়া তন্মধ্যস্থ (মাষমজ্জন-পরিমিত) জল দর্শন পূর্ব্বক তিনবার পান করিবে, মুখ (ওষ্ঠাধর) দুইবার মুছিবে,

ন রক্তমুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।
মলাক্তং গন্ধহীনঞ্চ বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ ॥৩৪
ততঃ প্রক্ষালয়েৎ পাদৌ মৃত্তোয়েন বিচক্ষণঃ।
দক্ষিণন্তু করং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ পুনঃ ॥৩৫
ত্রিঃ পিবেদীক্ষিতং তোয়মাস্যং দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ।
পাদৌ শিরস্ততোহভ্যুক্ষ্য ত্রিভিরাস্যমুপস্পৃশেৎ ॥৩৬
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুষী সমুপস্পৃশেৎ।
তথৈব পঞ্চভির্মূর্দ্ধ্নি স্পৃশেদেবং সমাহিতঃ ॥৩৭
অনেন বিধিনাচম্য ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধমানসঃ
কুর্ব্বীত দর্ভপাণিস্তু দঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোহপি বা ॥৩৮
প্রাণায়ামত্রয়ং ধীমান্ যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
জপযজ্ঞং ততঃ কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥৩৯
ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য তত্ত্বং নিবোধত!
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধাকৃতিঃ ॥৪০
ত্রয়াণামপি যজ্ঞানাং শ্রেষ্ঠঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ ॥৪১
যদুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ বাচা জপযজ্ঞস্তু বাচিকঃ ॥৪২
শনৈরুচ্চারয়ন্মন্ত্রং কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ স উপাংশুর্জপঃ স্মৃতঃ ॥৪৩
ধিয়া পদাক্ষরশ্রেণ্যা অবর্ণমপদাক্ষরম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাস্তু তদুক্তং মানসং স্মৃতম্ ॥৪৪
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্নে বিপুলান্ গোত্রান্ প্রাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥৪৫
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাসর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জপিতান্নোপসর্পন্তি দূরাদেব প্রয়ান্তি তে ॥৪৬
ছন্দ ঋষ্যাদি বিজ্ঞায় জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
জপেদহরহর্জ্ঞাত্বা গায়ত্রীং মনসা দ্বিজঃ ॥৪৭

পায়ে, মাথায় জলের অভ্যুক্ষণ (অধোমুখ করতলে ছিটা) করিয়া তিন অঙ্গুলি দ্বারা মুখ স্পর্শ কর্ত্তব্য। ৩৪-৩৬।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ, পাঁচটি অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগ সহকারে মস্তক স্পর্শ করণীয়। (এই আচমন প্রকার মতান্তরে অন্যবিধ জানিবে)। ব্রাহ্মণ এই বিধিমত আচমন করিলে শুদ্ধচিত্ত হন। অতঃপর হস্তে কুশাঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া উত্তরাভিমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া অনলসভাবে যথাবিধি তিনটি প্রাণায়াম (পূরক, কুম্ভক ও রেচক) করিয়া বিজ্ঞব্যক্তি বেদমাতা গায়ত্রীর জপ-যজ্ঞ করিবেন। ৩৭-৩৯।

হে ব্রাহ্মণগণ! জপযজ্ঞ তিন প্রকার হয়, তাহার স্বরূপ বলিতেছি—শ্রবণ করুন। যথা বাচিক (সর্ব্বশ্রব্যস্বরে মন্ত্রোচ্চারণকৃত), উপাংশু (অন্যের অশ্রুতস্বরে জিহ্বা চালনপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ) ও মানসজপ (মনে মনে অক্ষরাবৃত্তি) এইরূপে জপ তিন প্রকার হইতেছে। ৪০।

এই ত্রিবিধ জপেরই মধ্যে উত্তরোত্তর জপ শ্রেষ্ঠ (বাচিক হইতে উপাংশু এবং তদপেক্ষা মানসিক)। অতঃপর বাচিকাদি স্বরূপ বলা হইতেছে—উদাত্ত ও অনুদাত্তস্বরে যাহা পঠিত হয়, যে শব্দোচ্চারণে মন্ত্রাক্ষরগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাদৃশভাবে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণকে বাচিক জপযজ্ঞ বলে। ৪১-৪২।

শনৈঃ শনৈঃ (অন্যের অশ্রুতস্বরে আস্তে আস্তে) ঈষৎ ওষ্ঠাধর চালিত করিয়া অল্প শ্রবণযোগ্যভাবে উচ্চারিত মন্ত্র পাঠকে উপাংশু জপ বলে। মনে মনে মন্ত্রপদাক্ষরপরম্পরা স্মৃত হইবে, বর্ণ উচ্চারিত হইবে না, পদাক্ষর শুনা যাইবে না, কেবল শব্দচিন্তা ও অর্থ-চিন্তা থাকিবে, তাহা হইলেই মানস জপ হইবে। ৪৩-৪৪।

নিত্য জপের দ্বারা স্তব করিলে দেবতা প্রসন্ন হন, দেবতার প্রসাদে মনীষিগণ বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। রাক্ষস, পিশাচ, বিদ্যাধর ও সর্পগণ জপকারী ব্যক্তিদের নিকট আসিতে পারে না। দূর হইতে পলাইয়া যায়। ৪৫-৪৬।

ছন্দঃ, ঋষি, দেবতা ও বিনিয়োগ জ্ঞানপূর্ব্বক মন্ত্র-সহকারে মন্ত্রজপ করিবে। গায়ত্রীর অর্থজ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনে মনে তাহা জপ করিবেন। যে

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং স ন পাপেন লিপ্যতে ॥ ৪৮
অথ পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা ভানবে চোর্দ্ধবাহুকঃ।
উদুত্যঞ্চ জপেৎ সূক্তং তচ্চক্ষুরিতি চাপরম্ ॥৪৯
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্।
ততস্তীর্থেন দেবাদীনদ্ভিঃ সন্তর্পয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৫০
স্নানবস্ত্রন্তু নিষ্পীড্য পুনরাচমনং চরেৎ।
তদ্বদ্ভক্তজনস্যেহ স্নানং দানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৫১
দর্ভাসীনো দর্ভপাণির্ব্রহ্মযজ্ঞবিধানতঃ।
প্রাঙ্মুখো ব্রহ্মযজ্ঞন্তু কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥৫২
ততোঽর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাত্তিলপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
উত্থায় মূর্দ্ধপর্য্যন্তং হংসঃ শুচিষদিত্যৃচা ॥৫৩
ততো দেবং নমস্কৃত্য গৃহং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৪
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্যাদ্ বলিকর্ম্ম বিধানতঃ।
গোদোহমাত্রমাকাঙ্ক্ষেদতিথিং প্রতি বৈ গৃহী ॥৫৫
অদৃষ্টপূর্ব্বমজ্ঞাতমতিথিং প্রাপ্তমর্চ্চয়েৎ।
স্বাগতাসনদানেন প্রত্যুত্থানেন চাম্বুনা ॥৫৬
স্বাগতেনাগ্নয়স্তুষ্টা ভবন্তি গৃহমেধিনঃ।
আসনেন তু দত্তেন প্রীতো ভবতি দেবরাট্ ॥৫৭
পাদশৌচেন পিতরঃ প্রীতিমায়ান্তি দুর্লভাম্।
অন্নদানেন যুক্তেন তৃপ্যতে হি প্রজাপতিঃ ॥৫৮
তস্মাদতিথয়ে কার্য্যং পূজনং গৃহমেধিনা।
ভক্ত্যা চ শক্তিতো নিত্যং বিষ্ণোরর্চ্চাদনন্তরম্ ॥৫৯
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণে।
অকল্পিতান্নামুদ্ধৃত্য স(সু)ব্যঞ্জনসমন্বিতাম্ ॥৬০
অকৃতে বৈশ্বদেবেঽপি ভিক্ষৌ চ গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥৬১

ব্যক্তি অধিককল্পে সহস্রবার, মধ্যমকল্পে শতবার, ন্যূনকল্পে দশবার নিত্য গায়ত্রী জপ করে, সে কোন পাপে লিপ্ত হয় না। ৪৭-৪৮।

অতঃপর ঊর্ধ্ববাহু হইয়া সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 'উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্' এই মন্ত্র ও 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিয়া মানস প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। তারপর দেবাদিতীর্থে দেব-ঋষি প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করিবে। ৪৯-৫০।

পরে স্নানবস্ত্র নিপীড়িত করিয়া আবার আচমন করিবে। এইরূপ স্থলে দেব-পিতৃভক্তজনের স্নান বা দান আচমনযুক্ত করারই ব্যবস্থা আছে। কুশাসনে বসিয়া ও কুশাঙ্গুরীয় পরিয়া দ্বিজ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পূর্ব্বমুখে যথাবিধি ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর তিল-পুষ্প ও অক্ষতসহিত অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া 'হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরীক্ষসদ্ হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণ' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে দিবে। ৫১-৫৩।

অনন্তর সূর্য্যপ্রণামান্তে গৃহে যাইয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুপূজান্তে বলিকর্ম্মবিধানানুসারে বৈশ্বদেবকর্ম্ম করিবে (গৃহস্বামী অতিথির প্রতীক্ষায় গোদোহন কালের সমকাল থাকিবে। ৫৪-৫৫।

যে অতিথি অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অপরিচিত তাদৃশ অতিথি গৃহে আসিলে তাহাকে পূজা করিবে। তাহাকে স্বাগত প্রশ্ন, আসনদান, প্রত্যুত্থান ও পাদ্যাচমনীয় জল প্রদান দ্বারা তৃপ্ত করা উচিত। ৫৬।

অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলে অগ্নিগণ গৃহস্থের উপর তৃপ্ত হন। আসন দান করিলে দেবরাজ সন্তুষ্ট হন। পাদ্যজল দিলে পিতৃপুরুষগণ দুর্লভ প্রীতি লাভ করেন। শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন দিলে প্রজাপতি প্রীত হন। ৫৭-৫৮।

অতএব গৃহস্থের নিত্য বিষ্ণুপূজার পর ভক্তি ও শক্তিমত অতিথিকে এইরূপে পূজা করা কর্ত্তব্য। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুককে ভুক্তাবশিষ্ট ভিন্ন ব্যঞ্জন সমন্বিত অন্ন ভিক্ষা দেয়। ৫৯-৬৩।

বৈশ্বদেব কর্ম্মের সমাপ্তির পূর্ব্বে ও ভিক্ষুক গৃহে উপস্থিত হইলে বৈশ্বদেবকর্ম্মোপযোগী অন্ন পৃথক্ রাখিয়া

বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাঞ্ছক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
ন হি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥৬২
তস্মাৎ প্রাপ্তায় যতয়ে ভিক্ষাং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
বিষ্ণুরেব যতিচ্ছায় ইতি নিশ্চিত্য ভাবয়েৎ ॥৬৩
সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ ভোজয়িত্বা নবানপি।
বালবৃদ্ধাংস্ততঃ শেষং স্বয়ং ভুঞ্জীত বা গৃহী ॥৬৪
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি মৌনী চ মিতভাষকঃ।
অন্নমাদৌ নমস্কৃত্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৬৫
এবং প্রাণাহুতিং কুর্য্যান্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ স্বাদুকরান্নঞ্চ ভুঞ্জীত সুসমাহিতঃ ॥৬৬
আচম্য দেবতামিষ্টাং সংস্মরন্নুদরং স্পৃশেৎ।
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং কঞ্চিৎকালং নয়েদ্ বুধঃ ॥৬৭

অবশিষ্ট অন্ন ভিক্ষুককে দিয়া বিদায় দিবে। এজন্য বৈশ্বদেব কর্ম্মে জাত অপরাধসমূহ ভিক্ষুক দূর করিতে সমর্থ কিন্তু ভিক্ষুককে অন্ন প্রদানাভাবজনিত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে পারেন না। ৬১-৬২।

অতএব ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ভিক্ষুক ভিক্ষার্থ আসিলে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে। ভিক্ষুককে নিশ্চিত ভাবিবে—বিষ্ণুই যতিরূপে গৃহে আসিয়াছেন। গৃহস্বামী গৃহস্থিতা সুবাসিনী (বিবাহিতা পিতৃগৃহবাসিনী কন্যা) কুমারী এবং অন্যান্য পরিজন, বালক, বৃদ্ধ ইহাদিগকে খাওয়াইয়া শেষ অন্ন ভোজন করিবে। ৬৩-৬৪।

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে বসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া অথবা অল্পভাষী হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে প্রথমে অন্নকে প্রণাম করিবে। পরে যথোক্ত পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে পঞ্চপ্রাণাহুতি দিয়া সুস্বাদু অন্ন মনোযোগ সহকারে ভোজন করিবে। ৬৫-৬৬।

আহারের পর আচমন করিয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে করিতে উদরে হাত বুলাইবে। পরে বিজ্ঞ ব্যক্তি ইতিহাস ও পুরাণ আলোচনা দ্বারা কিছুকাল কাটাইবে। অতঃপর সন্ধ্যোপাসনার কাল উপস্থিত হইলে গৃহের বাহিরে (নদ্যাদিতে) যাইয়া যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা করিবে। হোমানুষ্ঠানের পর রাত্রিতে (সার্দ্ধ প্রহর

ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত বহির্গত্বা বিধানতঃ।
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত রাত্রৌ চাতিথিভোজনম্ ॥৬৮
সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ ॥৬৯
শিষ্যানধ্যাপয়েচ্চাপি অনধ্যায়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্মৃত্যুক্তানখিলাংশ্চাপি পুরাণোক্তানপি দ্বিজঃ ॥৭০
মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি পর্ব্বসু।
তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যান্ নাধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৭১
মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াস্তু বর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনং সমভ্যঞ্জন্ স্নানকালে চ বর্জ্জয়েৎ ॥৭২
নীয়মানং শবং দৃষ্ট্বা মহীস্থং বা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন পঠেদ্রুদিতং শ্রুত্বা সন্ধ্যয়াস্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৩

কালের মধ্যে) ভোজন করিবে এবং অতিথি ভোজন করাইবে। ৬৭-৬৮।

দ্বিজাতিদিগের দিবাতে ও রাত্রিতে ভোজন বেদ-বিহিত আছে, কিন্তু দিবারাত্রির মধ্যে আর (তৃতীয়) ভোজন বিহিত নহে, যেহেতু গৃহস্থের অগ্নিহোত্রাহুতির মতই ব্যবস্থা। শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিবেন, কিন্তু অনধ্যায় দিনে উহা বর্জ্জনীয়। ইহা কেবল বেদাধ্যাপনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ও পুরাণশাস্ত্রোক্ত বিষয়গুলিও অনধ্যায়দিনে পাঠনীয় নহে। অন্য দিনে পাঠনীয়। ৬৯-৭০।

অনধ্যায়দিবস বলিতে এইগুলি গ্রহণীয় যথা, মহানবমী (আশ্বিনী শুক্লা নবমী) দ্বাদশী তিথি, ভরণী নক্ষত্র, পঞ্চপর্ব্বদিন (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি) এবং অক্ষয়তৃতীয়াতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিবেন না। ৭১।

মাঘী সপ্তমী বিশেষতঃ রথ্যাখ্যা সপ্তমীতে অধ্যাপনা পরিত্যাজ্য। তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে এবং স্নানকালে অধ্যাপনা নিষিদ্ধ। হে দ্বিজোত্তমগণ! শব বাহিত হইতেছে অথবা ভূমির উপর শব শায়িত আছে—দেখিলে, রোদন ধ্বনি শুনিলে, প্রাতঃ ও সায়ং উভয় সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন পরিত্যাজ্য। গৃহস্থ দানীয় দ্রব্য দান করিতে,

দানানি চ প্রদেয়ানি গৃহস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ।
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ ॥৭৪
এবং ধর্ম্মো গৃহস্থস্য সারভূত উদাহৃতঃ।
য এবং শ্রদ্ধয়া কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৭৫
জ্ঞানোৎকর্ষশ্চ তস্য স্যান্নারসিংহপ্রসাদতঃ।
তস্মান্মুক্তিমবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমাঃ ॥৭৬
এবং হি বিপ্রাঃ কথিতো ময়া বঃ
সমাসতঃ শাশ্বতধর্ম্মরাশিঃ।
গৃহী গৃহস্থস্য সতো হি ধর্ম্মং
কুর্ব্বন্ প্রযত্নাদ্ধবিমেতি যুক্তম্ ॥৭৭॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

তন্মধ্যে সুবর্ণদান, গোদান ও ভূমিদান শ্রেষ্ঠ। ৭২-৭৪।

হে দ্বিজোত্তমগণ। গৃহস্থের সারধর্ম্ম এই বলিলাম। যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে পালন করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। শ্রীনরসিংহদেবের প্রসাদে তাঁহার জ্ঞানের উৎকর্ষ হয়, ব্রাহ্মণ সেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ করেন। হে বিপ্রগণ! আমি আপনাদিগকে এইরূপ সনাতন ধর্ম্মরাশি সংক্ষেপতঃ বলিলাম। গৃহী যত্নপূর্ব্বক সদ্ গৃহস্থের এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যোগেশ্বর হরিকে লাভ করে। ৭৫-৭৭।

হারীতসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ।

(বানপ্রস্থ-ধর্ম্মঃ)।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বানপ্রস্থস্য সত্তমাঃ
ধর্ম্মাশ্রমং মহাভাগাঃ কথ্যমানং নিবোধত ॥১
গৃহস্থঃ পুত্র-পৌত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা পলিতমাত্মনঃ।
ভার্য্যাং পুত্রেষু নিক্ষিপ্য সহ বা প্রবিশেদ্ বনম্ ॥২
নখ-রোমাণি চ তথা সিতগাত্রত্বগাদি চ।
ধারয়ন্ জুহুয়াদগ্নিং বনস্থো বিধিমাশ্রিতঃ ॥৩
ধান্যৈশ্চ বনসম্ভূতৈর্নীবারাদ্যৈরনিন্দিতৈঃ।
শাক-মূল ফলৈর্ব্বাপি কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ ॥৪
ত্রিকালস্নানযুক্তস্তু কুর্য্যাত্তীব্রং তপস্তদা।
পক্ষান্তে বা সমশ্নীয়ান্মাসান্তে বা স্বপকভুক্ ॥৫
যথা চতুর্থকালে তু ভুঞ্জীয়াদষ্টমেঽথবা
ষষ্ঠে চ কালেঽপ্যথবা বায়ুভক্ষোঽথবা ভবেৎ ॥৬

হে মহামহিম সাধু শ্রেষ্ঠগণ! ইহার পর বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম বিবৃত করিতেছি,—তোমরা শ্রবণ কর। গৃহস্থ যখন পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্ততিবর্গ ও নিজের জরাশুক্লমস্তক দর্শন করিবে, তখন পুত্রগণের উপর ভার্য্যার ভরণপোষণের ভার দিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বানপ্রস্থাবলম্বী হইবে। ১-২।

বনবাসী ব্যক্তি বানপ্রস্থের বিধি মানিয়া নখ-রোম-কেশাদি ধারণ করিবে, শুভ্র গাত্রাবরণ থাকিবে, বৃক্ষত্বগাদি পরিধান করিবে, অগ্নিতে আহুতি দিবে। স্বচ্ছন্দ বনজাত নীবারাদি অনিন্দনীয় ধান্য অথবা শাক, ফল, মূল দ্বারা নিত্য যত্নসহকারে জীবিকা নির্বাহ করিবে। ৩-৪।

প্রত্যহ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নানপরায়ণ হইয়া তখন তীব্র তপস্যাচরণ করিবে। এক এক পক্ষের পর বা (শক্তিসত্ত্বে) মাসান্তে নিজে পাক করিয়া আহার করিবে। শক্তিসত্ত্বে একদিন উপবাসের পর দ্বিতীয় দিনে রাত্রিতে অথবা তিনদিন উপবাসের পর চতুর্থ দিনে রাত্রিতে, কিংবা দুদিন উপবাসের পর তৃতীয় দিনে

ঘর্ম্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থস্তথা বর্ষে নিরাশ্রয়ঃ।
হেমন্তে চ জলে স্থিত্বা নয়েৎ কালং তপশ্চরন্ ॥৭
এবঞ্চ কুর্ব্বতা যেন কৃতবুদ্ধির্যথাক্রমম্।
অগ্নিং স্বাত্মনি কৃত্বা তু প্রব্রজেদুত্তরাং দিশম্ ॥৮
আদেহপাতং বনগো মৌনমাস্থায় তাপসঃ।
স্মরন্নতীন্দ্রিয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৯

তপো হি যঃ সেবতি বন্যবাসঃ
সমাধিযুক্তঃ প্রযতান্তরাত্মা।
বিমুক্তপাপো বিমলঃ প্রশান্তঃ
স যাতি দিব্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥১০

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

রাত্রিতে ভোজন করিবে, সামর্থ্যসত্ত্বে কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়াও থাকিবে। ৫-৬।

গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি (নিজের চতুর্দ্দিকে অগ্নি, ঊর্ধ্বে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড) মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে, হেমন্তে জলমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিয়া কাল কাটাইবে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে যে ব্যক্তি যথাক্রমে বুদ্ধি স্থির করিবে, সে গার্হপত্য অগ্নি গ্রহণ করিয়া উত্তর দিকে হিমালয়াভিমুখে প্রয়াণ করিবে। ('কুর্বতা যেন' এইস্থলে প্রথমাস্থানে তৃতীয়া আর্ষ।) বনাশ্রমী যাবৎ দেহপাত না হয় তাবৎকাল মৌনী ও তপস্বী হইবে, ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোকে সৎকৃত হইবেন। বনবাসী হইয়া যে ব্যক্তি তপস্যাচরণে রত থাকে, এবং যোগাবলম্বন করিয়াও শম-দমপরায়ণ হন, তিনি নিঃশেষে পাপমুক্ত, রাগ-দ্বেষাদি-চিত্তমলরহিত ও প্রশান্তাত্মা হইয়া দিব্য চিরন্তন পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিতে পারেন।৭-১০।

হারীতসংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

(সন্ন্যাসাশ্রম-ধর্ম্মঃ)।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থাশ্রমমুত্তমম্।
শ্রদ্ধয়া তদনুষ্ঠায় তিষ্ঠন্ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥১
এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ ॥২
দত্ত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষ্যেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তথাত্মনঃ ॥৩
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোহপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংরোপ্য মন্ত্রবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ ॥৪
ততঃ প্রভৃতি পুত্রাদৌ স্নেহালাপাদি বর্জ্জয়েৎ।
বন্ধুনামভয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বভূতাভয়ং তথা ॥৫
ত্রিদণ্ডং বৈণবং সম্যক্ সন্ততং সমপর্ব্বকম্।
বেষ্টিতং কৃষ্ণগোবালরজ্জুমচ্চতুরঙ্গুলম্ ॥৬

অতঃপর সর্ব্বোত্তম চতুর্থাশ্রমের বর্ণনা করিতেছি, যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া স্থিতব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে বানপ্রস্থব্রত-পালক ব্রাহ্মণ সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া সন্ন্যাসবিধিমত চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। ১-২।

তথায় সাধ্যমত দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণের উদ্দেশে সর্ব্বস্ব দান করিবে এবং পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণের তৃপ্ত্যর্থ শ্রাদ্ধ করিয়া নিজের জন্য বৈশ্বানরী ইষ্টি সম্পাদন করিবে, অতঃপর পুনরায় অগ্নি দেহে লইয়া জপপরায়ণ মুনি পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে প্রস্থান করিবেন। ইহাই মহাসন্ন্যাস। ৩-৪।

এই মায়াত্যাগী মহাসন্ন্যাসগ্রহণাবধি পুত্রাদির সহিত স্নেহালাপ প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। আত্মীয় স্বজনকে ও অন্যান্য প্রাণিবর্গকে অভয়বাণী দিবেন। এই সন্ন্যাসাশ্রমে শৌচের

শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্ ॥৭
পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্ ।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা ॥৮
সংগৃহ্য কৃতসন্ন্যাসো গত্বা তীর্থমনুত্তমম্ ।
স্নাত্বাচম্য চ বিধিবদ্ বস্ত্রপূতেন বারিণা ॥৯
তর্পয়িত্বা তু দেবাংশ্চ মন্ত্রবদ্ভাস্করং নমেৎ ।
আত্মনঃ প্রাঙ্মুখো মৌনী প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥১০
গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা ধ্যায়েৎ পরং পদম্ ।
স্থিত্যর্থমাত্মনো নিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ ॥১১
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভ্যবপদ্য তু ।
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ ॥১২
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শোধয়েৎ ।
যাবতান্নেন তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষ্যং সমাচরেৎ ॥১৩
ততো নিবৃত্য তৎপাত্রং সংস্থাপ্যান্যত্র সংযমী ।
চতুর্ভিরঙ্গুলৈশ্ছাদ্য গ্রাসমাত্রং সমাহিতঃ ॥১৪
সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুক্তং পৃথক্‌পাত্রে নিয়োজয়েৎ ।
সূর্য্যাদিভূতদেবেভ্যো দত্ত্বা সম্প্রোক্ষ্য বারিণা ॥১৫
ভুঞ্জীত পাত্রপুটকে পাত্রে বাবভ্যতো যতিঃ ।
বটকাশ্বত্থপর্ণেষু কুম্ভীতৈন্দুকপাত্রকে ॥১৬
কোবিদার-কদম্বেষু ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন ।
মলাক্তাঃ সর্ব্ব উচ্যন্তে যতয়ঃ কাংস্যভোজিনঃ ॥১৭
কাংস্যভাণ্ডেষু যৎ পাকো গৃহস্থস্য তথৈব চ ।
কাংস্যে ভোজয়তঃ সর্ব্বং কিল্বিষং প্রাপ্নুয়াত্তয়োঃ ॥১৮
ভুক্ত্বা পাত্রে যতির্নিত্যং ক্ষালয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
ন পুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেষু চমসা ইব ॥১৯
অথাচম্য নিদিধ্যাস্য উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্ ।
জপধ্যানেতিহাসৈশ্চ দিনশেষং নয়েদ্ বুধঃ ॥২০

জন্য ও মনঃশুদ্ধির জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণীয়। ত্রিদণ্ড-শব্দটি পারিভাষিক ইহা বেণুনামক বংশ হইতে নির্মিত, চতুরঙ্গুলি পরিমিত, সমান দীর্ঘ, সমপর্ব্ব ও কালবর্ণের গোপুচ্ছ লোমে রচিত রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত দণ্ড হইবে—এইরূপ মুনিগণ বলিযাছেন। কৌপীন আচ্ছাদন ও শীত নিবারণের জন্য একটি কন্থা (কাঁথা) ও পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিবে, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু সঞ্চয় করিবে না। যতির সর্ব্বদা এই সকলই চিহ্ন কথিত হইল। ৫-৮।

সন্ন্যাসী এই কয়টি সঙ্গে লইয়া সর্ব্বোত্তম তীর্থে যাইয়া স্নান করিবেন এবং আচমনান্তে বিধিমত মন্ত্রপূত জলে দেবতাদিগকে তর্পণ করিবেন, অতঃপর মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সূর্য্য প্রণাম করিবেন। পূর্ব্বমুখে বসিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিজ প্রাণবায়ুসংযম (প্রাণায়াম) তিনবার করিবেন। যথাশক্তি গায়ত্রীজপ করিয়া পরম ব্রহ্মের ধ্যান আচরণীয়। শরীররক্ষার জন্য নিত্য ভিক্ষার্থ বিচরণ করিবেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণদের গৃহে যাইয়া বিনীত-ভাবে (শান্তভাবে) দক্ষিণ হস্তে অন্নগ্রাস যাচ্ঞা করিবেন ।৯-১২।

বাম হস্তে ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া দক্ষিণহস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিবেন। যতটুকু খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তাবৎ-পরিমাণ খাদ্য ভিক্ষা করিবেন (ততোঽধিক নহে)। তৎপরে সন্ন্যাসী ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্য-স্থানে ভিক্ষাপাত্র রাখিয়া, চারি অঙ্গুলি দ্বারা অন্ন গ্রাস আচ্ছাদন করিবেন (চাপিয়া ধরিবেন), পৃথক্ পাত্রে সমস্ত ব্যঞ্জন রাখিবেন। অতঃপর এক মনে এক এক গ্রাস অন্ন সূর্য্য প্রভৃতি ভূতদেবতাবর্গের উদ্দেশে দিয়া অন্নে জলের ছিটা দিবে, পাতার ঠোঙায় অথবা পিতলের পাত্রে ঐ অন্ন ভোজন করিবেন। বটপত্র, অশ্বত্থপত্র, কুম্ভীপত্র অথবা তৈন্দুকপত্র নির্মিত পাত্রে ভোজন কর্ত্তব্য। ১৩-১৬।

কোবিদার ও কদম্বপত্রে কদাচ ভোজন করিবেন না কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী সন্ন্যাসিমাত্রই মলাক্ত বলিয়া কথিত হয়, অতএব কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবেন না।১৭। কাংস্যস্থালীতে গৃহস্থ যে পাক করে এবং কাংস্যপাত্রে যে ভোজন করায়, উভয়ের পাপ কাংস্যপাত্রভোজী সন্ন্যাসী প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসী প্রতিদিন ভোজনান্তে ভোজনপাত্র যত্নপূর্ব্বক প্রক্ষালিত করিবেন। ধৌত করিলে আর ঐ পাত্র যজ্ঞীয় চমসের মত অশুদ্ধ থাকে না।

কৃতসন্ধ্যস্ততো রাত্রিং নয়েদ্দেবগৃহাদিষু।
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ে ধ্যায়েদাত্মানমব্যয়ম্ ॥২১
যদি ধর্ম্মরতিঃ শান্তঃ সর্ব্বভূতসমো বশী।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে ॥২২

ত্রিদণ্ডভৃদ্ যো হি পৃথক্ সমাচরে-
চ্ছনৈঃ শনৈর্যস্তু বহির্মুখাক্ষঃ।
সম্মুচ্য সংসারসমস্তবন্ধনাৎ
স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্ ॥২৩

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

ভোজনের পর আচমন (হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি) করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবেন। অনন্তর সূর্য্যের উপাসনা কর্ত্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তি জপ, ধ্যান, মহাভারতাদি ইতিহাস আলোচনা দ্বারা দিনের অবশিস্ট কাল কাটাইবে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া দেবমন্দিব প্রভৃতি পবিত্র স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিবে। নিজের হৃদয়পদ্মের মধ্যে সেই পরমাত্মা অবিনাশী কূটস্থ ব্রহ্মের ধ্যান কর্ত্তব্য ।১৭-২১।

যদি সন্ন্যাসী এই প্রকার ধর্ম্মানুরাগী শমপরায়ণ ও সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন, তবে পুনরাবৃত্তিরহিত পরমপদ (মুক্তি) লাভ করেন। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসা ধীরে ধীরে বহির্মুখ (বিষয়-প্রবণ) ইন্দ্রিয়গণকে রূপ-রসাদি বিষয় হইতে পৃথক্ (বিযুক্ত) করেন, সেই সন্ন্যাসী সংসারে সমস্ত বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া অমৃতস্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন্।২২-২৩।

হারীতসংহিতায় ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।
(যোগধর্ম্মঃ)

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কথিতং ধর্ম্মলক্ষণম্।
যেন স্বর্গাপবর্গঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥১
যোগশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ সারমুত্তমম্।
যস্য চ শ্রবণাদ্ যান্তি মোক্ষঞ্চৈব মুমুক্ষবঃ ॥২
যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানি তু।
তস্মাদ্ যোগপরো ভূত্বা ধ্যায়েন্নিত্যং ক্রিয়াপরঃ ॥৩

প্রাণায়ামেন বচনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
ধারণাভির্বশে কৃত্বা পূর্ব্বং দুর্দ্ধর্ষণং মনঃ ॥৪
একাকারমনা মন্দং বুধরূপমনাময়ম্।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ধ্যায়েজ্জগদাধারমুচ্যতে ॥৫
আত্মানং বহিরন্তঃস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভম্।
রহস্যেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণান্তিকম্ ॥৬

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও মুক্তি পাইতে পারে, সেই চতুর্বর্ণের ও চারি আশ্রমের ধর্ম্মস্বরূপ আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিলাম। অতঃপর সার উৎকৃষ্ট যোগশাস্ত্র সংক্ষেপে বলিব, মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ যাহা শুনিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যোগাভ্যাসের বলেই সকল পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য যোগপরায়ণ হইয়া নিত্য যোগক্রিয়া অনুষ্ঠান করতঃ বিষ্ণুর ধ্যান করিবে।১-৩।

প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা বাগিন্দ্রিয় দমন, পরে প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মনকে পুনঃ পুনঃ ধারণা দ্বারা বশে আনিবে। যখন একাকারমন (নিরোধদ্বারা) একনিষ্ঠচিত্ত হইবে তখন ধীরে ধীরে জ্ঞানস্বরূপ নির্বিকার সূক্ষ্ম মহদাদি হইতে সূক্ষ্মতর পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে, তিনি জগতের আধার অর্থাৎ অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হন। সেই পরমাত্মা কেবল জীব হৃদয়স্থিত নহেন, তিনি বহির্ভাগেও প্রপঞ্চরূপে বিদ্যমান,

যৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ং সর্ব্বেষাঞ্চ হৃদি স্থিতম্ ।
যচ্চ সর্ব্বজনৈর্জ্ঞেয়ং সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ ॥৭
আত্মলাভসুখং যাবত্তপোধ্যানমুদীরিতম্
শ্রুতি-স্মৃত্যাদিকং ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ ॥৮
যথা রথোঽশ্বহীনস্তু যথাশ্বো রথিহীনকঃ ।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুতং ভৈষজং ভবেৎ॥ ৯
যথান্নং মধুসংযুক্তং মধু বান্নেন সংযুতম্ ।
উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ ॥১০
তথৈব জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
বিদ্যা-তপোভ্যাং সম্পন্নো ব্রাহ্মণো যোগতৎপরঃ ॥১১
দেহদ্বয়ং বিহায়াশু মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ।
ন তথা ক্ষীণদেহস্য বিনাশো বিদ্যতে কচিৎ ॥১২
ময়া তে কথিতঃ সর্ব্বো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।
সংক্ষেপেণ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মস্তেষাং সনাতনঃ ॥১৩
শ্রুত্বৈবং মুনয়ো ধর্ম্মং স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদম্ ।
প্রণম্য তমৃষিং জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ॥১৪

মার্কণ্ডেয়ঃ

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং সর্ব্বং হারীতমুখনিঃসৃতম্ ।
অধীত্য কুরুতে ধর্ম্মং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৫
ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কর্ম্ম কথিতং বাহুজস্য চ ।
উরুজস্যাপি যৎ কর্ম্ম কথিতং পদজস্য চ ॥১৬
অন্যথা বর্ত্তমানস্তু সদ্যঃ পততি জাতিতঃ ।
যো যস্যাভিহিতো ধর্ম্মঃ স তু তস্য তথৈব চ ।
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি ॥১৭
বর্ণাশ্চত্বারো রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি চাশ্রমাঃ ।
স্বধর্ম্মং যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥১৮

নির্ম্মল সুবর্ণের মত জ্যোতির্ম্ময়, তাঁহাকে বিবিক্তপ্রদেশে থাকিয়া একান্তচিত্তে মরণাবধি ধ্যান করিতে থাকিবে। যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত (অন্তর্য্যামী), যিনি সকল প্রাণীর প্রাণ, যিনি সকলযোগীর জ্ঞেয় বস্তু—সেই পরমাত্মা আমি (জীবাত্মা) এইরূপ চিন্তা করিবে ।৪-৭।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই আত্মসাক্ষাৎকারজ আনন্দ উদ্ভূত না হয়, তাবৎ তপস্যা করার নাম ধ্যান বলিযা কথিত। সেই ধ্যানের বিরুদ্ধ (প্রতিবন্ধক) বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম আচরণ করিবে না। যেমন অশ্বহীন রথ নিশ্চল এবং রথিহীন অশ্বও গতিহীন হয়, সেইরূপ তপো-(কর্ম্ম) হীন জ্ঞানও বিকল, অতএব তপস্যা (কর্ম্ম) ও ব্রহ্মজ্ঞান উভয় মিলিত (সমুচ্চিত) হইলেই সংসাররোগের ঔষধ হয়। কিংবা যেমন মধুসংযুক্ত অন্ন ও অন্নসংযুক্ত মধু উভয় আস্বাদ্য হয়, অথবা যেমন আকাশে পক্ষীর গতি উভয় পক্ষ সাহায্যে হয় (কেবল একটিতে নহে), সেইরূপ সমুচ্চিত জ্ঞান'ও কর্ম্ম দ্বারা (মিলিত তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্যানদ্বারা) সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় (মুক্তিলাভ ঘটে) । ৮-১১।

তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যাসম্পন্ন, যোগনিষ্ঠ মুনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দুইটি ছাড়িয়া অচিরকাল মধ্যে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। দেহ (পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ও সপ্তদশ তত্ত্বাত্মক লিঙ্গশরীর) ক্ষয় হইলেও দেহীর কদাচ দেহের মত ক্ষয় হয় না। (যেহেতু দেহ হইতে দেহী বিভিন্ন) হে দ্বিজোত্তমগণ! আমি আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমি-গণের পৃথক্ পৃথক্ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সঙ্‌ক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। অতঃপর মুনিগণ এইরূপ স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম্মকথা শুনিয়া হারীত মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গাইলেন ।১২-১৪।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—মহর্ষি হারীতের মুখনিঃসৃত এই সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মের আচরণ করে, সে পরম গতি লাভ করে। ব্রাহ্মণের যে কর্ম্ম বর্ণিত হইল ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যে কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, শূদ্রজাতির যে পালনীয় ধর্ম্ম বিবৃত হইল, তাহার অন্যথা যদি কেহ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তত্তজ্জাতিচ্যুত হয়। অতএব দ্বিজাতিগণ আপৎকালভিন্ন অন্য সময়ে নিত্য নিজধর্ম্ম পালন করিবেন ।১৫ ১৭।

হে মহারাজ! চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাঁহারা স্ব-স্ব-বর্ণোচিত ও আশ্রমকরণীয় ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা পরম গতি লাভ করেন। নরসিংহদেব

স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নারসিংহঃ প্রসীদতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন কর্ম্মণা মধুসূদনঃ ॥১৯

অতঃ কুর্ব্বন্ নিজং কর্ম্ম যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
সহস্রানীকদেবেশং নারসিংহঞ্চ সালয়ম্ ॥২০

উৎপন্নবৈরাগ্যবলেন যোগী
ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্ম সদা ক্রিয়াবান্।
সত্যং সুখং রূপমনন্তমাদ্যং
বিহায় দেহং পদমেতি বিষ্ণোঃ ॥

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥
হারীতসংহিতা সমাপ্তা

স্বধর্ম্মাচরণে মনুষ্যদের উপর যেমন প্রসন্ন হন, অন্য কর্ম্মে মধুসূদন তেমন তৃপ্ত হন না। অতএব অনলস হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজকর্ম্ম আচরণ দ্বারা সমুৎপন্ন বৈরাগ্যবলে যোগী সৎকর্ম্মে রত থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম ব্রহ্ম নরসিংহদেবকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, যিনি সহস্র সহস্র সেনার অধিপতি (বিষ্বক্‌সেন) ও দেবাধীশ, তিনি সৎস্বরূপ ও আনন্দমূর্ত্তি, তাঁহার অন্ত নাই, তিনি আদিপুরুষ, এইরূপ ধ্যানের ফলে এই নশ্বর দেহ ছাড়িয়া পরম বিষ্ণুপদ লাভ করিবে। ১৮-২০।

হারীতসংহিতায় সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ হারীত-সংহিতা সমাপ্তা ॥

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীনৃত্যগোপালপঞ্চতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

উপোদ্ঘাত
→ আচার, ব্যবহার,
প্রায়শ্চিত্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

অথাচারাধ্যায়ঃ—উপোদ্‌ঘাতপ্রকরণম্

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সম্পূজ্য মুনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ ॥১॥
মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্।
যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥২॥
পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥৩॥
মন্বত্রি-বিষ্ণু-হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥৪॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ-লিখিতা দক্ষ গৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥৫॥
দেশে কাল উপায়েন দ্রব্যং শ্রদ্ধাসমন্বিতম্।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎ সকলং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৬॥
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্‌সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্ ॥৭॥
ইজ্যাচার-দমাহিংসা-দান-স্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্।
অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥৮॥

সামশ্রবঃপ্রভৃতি মুনিগণ যোগিপ্রবর যাজ্ঞবল্ক্যকে কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন—মহর্ষি। আপনি আমাদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের, ব্রহ্মচারি-প্রভৃতি আশ্রমের এবং অনুলোম-প্রতিলোম-সঙ্করজাতি-দিগের ছয়প্রকার স্মার্ত্তধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম, নিমিত্ত-ধর্ম্ম ও সাধারণ-ধর্ম্ম) বলুন। মিথিলাস্থ যোগিপ্রধান যাজ্ঞবল্ক্য কিছুকাল মনঃসংযোগ করিয়া মুনিগণকে বলিলেন,—যে প্রদেশে কৃষ্ণসার-মৃগ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করে, সেই প্রদেশের ধর্ম্ম শ্রবণ করুন-(অর্থাৎ সেই দেশের ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়, অন্য দেশের নহে, তাহাই বলিতেছি)। আচার্য্য শিষ্যবর্গকে শৌচাচার শিখাইবেন এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র শিষ্য অধ্যয়ন করিবে,—এই ধর্ম্মশাস্ত্র কি তাহাই বলিতেছেন—পুরাণ, তর্কবিদ্যা, মীমাংসা (বেদবাক্য-বিচার), মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্যাকরণাদি ছয়টি অঙ্গ, এই গুলির সহিত চারিবেদ—ইহারাই পুরুষার্থসাধন চতুর্দ্দশ বিদ্যার আশ্রয়, অতএব ধর্ম্মেরও হেতু চতুর্দ্দশ। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যেতব্য হইলেও এই সংহিতা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত অতঃপর তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠমুনি ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন (মন্তব্য—এখানে পরিসংখ্যা বিধি নহে, যাহাতে বৌধায়ন প্রভৃতি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইবে, এবং পরস্পর মতভেদ হইলে হয় বিকল্প, না হয় একবাক্যতা করণীয়)।১-৫।

অতঃপর ধর্ম্মসিদ্ধি-কারকের নির্দ্দেশ করিতেছেন—কৃষ্ণসারমৃগপ্রচারযুক্ত প্রদেশে, সংক্রান্তিপ্রমুখ পুণ্য-কালে, শাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতার অনুষ্ঠানসহকারে প্রতিগ্রহাদি লব্ধ অর্থকে শ্রদ্ধা-(আস্তিক্যবুদ্ধি) পূর্ব্বক সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহা ধর্ম্মের কারণ। কেবল ইহাই নহে, স্ব স্ব জাতি, দয়াদিগুণ, হোম, যাগাদিও ধর্ম্মের উৎপাদক জানিবে। আপাততঃ ধর্ম্মের প্রমাণ বা জ্ঞাপক কি তাহা বলিতেছেন,—বেদশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিষ্টাচার, বিকল্পস্থলে নিজইচ্ছা, শাস্ত্রাবিরুদ্ধ কামনা এইগুলি ধর্ম্মের প্রমাণ। (ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিসংবাদ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণ প্রবল)। কেহ কেহ বলেন,—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কামনাও ধর্ম্মের প্রমাণ যেমন 'আমি ভোজন

চত্বারো বেদধর্ম্মজ্ঞাঃ পর্ষৎ ত্রৈবিদ্যমেব বা।
সা ব্রূতে যং স ধর্ম্মঃ স্যাদেকো বাধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥৯॥

অথ ব্রহ্মচারিপ্রকরণম্

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্ শূদ্রা বর্ণাস্ত্বাদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ।
নিষেকাদ্যাঃ শ্মশানান্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়াঃ ॥১০॥
গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তো প্রসবে (ক) জাতকর্ম্ম চ ॥১১॥

ভিন্ন অন্য সময়ে জলপান করিব না' এইরূপ সঙ্কল্পজনিত কামনাও প্রমাণ।৬ ৭।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত দেশাদি ধর্ম্মোৎপাদক হেতুর অপবাদ দেখাইতেছেন—যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায় এই সকল কর্ম্মাপেক্ষা চিত্তনিরোধ আত্মদর্শন কিন্তু পরম ধর্ম্ম, অর্থাৎ আত্মদর্শনে দেশাদি নিয়ম নাই। পাতঞ্জলে কথিত আছে—যেখানে চিত্তের একাগ্রতা হইবে, সেখানেই আত্মসাক্ষাৎকার করিবে। প্রশ্ন হইতেছে—ধর্ম্মের উৎপাদক দেশাদি ও জ্ঞাপক শ্রুতি প্রভৃতি ইহাদের পরস্পর বিরোধ হইলে, কি করণীয়? বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ চারিজন অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ এবং আন্বীক্ষিকী বেদত্রয় ও নীতিশাস্ত্র এই ত্রিবিদ্যাবিদ্-মণ্ডলীকে সভা বলা হয়, সেই সভা যাহা বলিবে—তাহাই ধর্ম্ম, কিংবা আধ্যাত্মজ্ঞানে নিপুণতম ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ একজনও যাহা বলিবেন—তাহাই ধর্ম্মে প্রমাণ।৮-৯।

(ব্রহ্মচারি প্রকরণ)।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণপদবাচ্য। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটিকে দ্বিজ বলা হয়। সেই দ্বিজগণের গর্ভাধানাদি সংস্কার হইতে অন্ত্যেষ্টিপর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ১০।

সেই ক্রিয়ার পরিগণনা করা যাইতেছে—স্ত্রীর ঋতুকালে (বিহিত সময়ে) গর্ভোৎপাদন (গর্ভাধান), গর্ভস্থ সন্তানের স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবনক্রিয়া (ইহাতে পুরুষের উৎপত্তি হয়, এজন্য পুংসবন ইহার নাম), গর্ভজননাবধি ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন (গর্ভিণীর

(ক) মাস্তেতে—পা.

অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্ ॥১২॥
এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।
তূষ্ণীমেতাঃ ক্রিয়াঃ স্ত্রীণাং বিবাহস্তু সমন্ত্রকঃ ॥১৩॥
গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্ ॥১৪॥
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহৃতিপূর্ব্বকম্।
বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারাংশ্চ শিক্ষয়েৎ ॥১৫॥

সীমন্তবন্ধন), পুত্র সন্তান জন্মিলে জাতকর্ম্মনামক সংস্কার (কোন পুস্তকে 'প্রসবে' স্থলে 'মাস্তেতে' পাঠ আছে, তাহার অর্থ—ষষ্ঠে অষ্টমে বা মাসি ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বিত, এতে 'আ' ইতে গর্ভকোশ হইতে জাত হইলে), জন্মাবধি একাদশ দিনে অর্থাৎ অশৌচান্ত্য দ্বিতীয় দিনে শিশুর নামকরণ (পিতামহ বা মাতামহাদি সম্বন্ধসূচক বা দেবতাসম্বন্ধসূচক নামকরণ), চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণাখ্য সংস্কার, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন এবং কুলাচারানু-সারে প্রথম বৎসরে তৃতীয়বর্ষে বা গৌণকালে পঞ্চমবর্ষাবধি সময়ে চূড়াকরণ করণীয়। ১১-১২।

যদিও এগুলি নিত্য তথাপি ইহাদের আনুসঙ্গিক ফল আছে, উক্ত প্রকারে গর্ভাধানাদি সংস্কার কৃত হইলে পিতার শুক্রদোষ ও মাতার রেতোদোষ অর্থাৎ শরীর গত ব্যাধিসংক্রমণ-দোষ দূরীভূত হয়, তদ্ভিন্ন পিতার পাতিত্যদোষে পুত্রের পাতিত্য দোষ দূর হয় না। এই সকল জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া কন্যার পক্ষে অমন্ত্রকভাবে যথাকালে করণীয়, কিন্তু বিবাহ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হইবে। গর্ভকাল ধরিয়া অষ্টমবর্ষে অথবা জন্মাবধি অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন কর্ত্তব্য। এই বিকল্পটি ঐচ্ছিক। ক্ষত্রিয় জাতির গর্ভ হইতে একাদশে, বৈশ্য জাতির একাধিক একাদশ অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন করণীয়। কেহ কেহ বৈশ্যদিগের কুলাচার অনুসারে উপনয়নকাল নির্দ্ধারণ করেন। মিতাক্ষরাকারমতে উপনয়নমাত্রেই কুলাচার অনুসরণীয়। ১৩-১৪।

আচার্য্য শিষ্যকে উপনীত করিয়া মহাব্যাহৃতি (ভূঃ

দিবা-সন্ধ্যাসু কর্ণস্থ-ব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
কুর্য্যান্ মূত্র-পুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥১৬॥
গৃহীতশিশ্নশ্চোত্থায় মৃদ্ভিরভ্যুদ্ধৃতৈর্জ্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং কুর্য্যাচ্ছৌচমতন্দ্রিতঃ ॥১৭॥
অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥১৮॥
কনিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্য চ।
প্রজাপতি-পিতৃ-ব্রহ্ম-দেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ ॥১৯॥

ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্যাৎ খান্যদ্ভিঃ সমুপস্পৃশেৎ।
অদ্ভিস্তু প্রকৃতিস্থাভির্হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ ॥২০॥
হৃৎ-কণ্ঠ-তালুগাভিস্তু যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুধ্যেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥২১॥
স্নানমব্দৈবতৈর্মন্ত্রৈর্মার্জ্জনং প্রাণসংযমঃ।
সূর্য্যস্য চাপ্যুপস্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ ॥২২॥
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ ॥২৩॥

ভুবঃ স্বঃ) পাঠপূর্ব্বক বেদাধ্যাপনা করিবেন এবং শৌচ ও আচার শিক্ষা দিবেন। মন্তব্য—উপনীত করিবার পর শৌচাচার শিখাইবেন একথা বলায়, উপনয়নের পূর্ব্বে শৌচাচার শিক্ষণ ইচ্ছাধীন বুঝাইতেছে এবং স্ত্রীজাতির বিবাহ উপনয়নস্থানীয়—এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগকেও শৌচাচার শিখান যাইতে পারে।১৫।

দিবাভাগে ও উভয় সন্ধ্যায় উত্তরাভিমুখে বসিয়া এবং দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে। রাত্রিকালে দক্ষিণাভিমুখে ইহা করণীয়। অনন্তর আলস্যহীন হইয়া শিশ্ন (উপস্থ) গ্রহণ করিয়া উঠিয়া উদ্ধৃত জলে এবং বক্ষ্যমাণ মৃত্তিকা দ্বারা সেইরূপ ভাবে শৌচ করিবে—যাহাতে গন্ধ ও মললেপক্ষয় হয়। এই গন্ধ-মল-লেপক্ষয়কর শৌচ সর্ব্ববর্ণাশ্রমিসাধারণ, তবে মৃত্তিকা-সংখ্যা অদৃষ্টার্থক জানিবে। ১৬-১৭।

অতঃপর অশুচি সম্পর্কহীন স্থানে (অর্থাৎ পাদুকা, ছত্র, শয়ন ত্যাগ করিয়া) বসিয়া (দাঁড়াইয়া নহে) উত্তরাভিমুখে বা পূর্ব্বমুখে (অন্য কোন দিঙ্মুখে নহে) দ্বিজ জানুমধ্যে হাত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের ব্রাহ্মতীর্থে নিত্য আচমন করিবে। মন্তব্য—শুচি দেশে বলায় বুঝিতে হইবে, পাদপ্রক্ষালন তাহার পূর্বে করণীয়। নিত্য বলায় অন্য আশ্রমে যাইলেও আচমন বিহিত। ১৮।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল—প্রাজাপত্যতীর্থ, তর্জ্জনীমূল—পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূল—ব্রাহ্মতীর্থ এবং করাঙ্গুলির অগ্রভাগ—দেবতীর্থ (যথাক্রমে) জানিবে। অতঃপর আচমন প্রকার কথিত হইতেছে, তিনবার (ব্রাহ্মতীর্থের পরিমিত) জল পান করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখ দুইবার মুছিয়া মুখস্থিত নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি সজল হস্তে স্পর্শ করিবে। স্মৃত্যন্তরে ইহাদের স্পর্শক্রম ও অঙ্গুলি বিশেষ বিহিত আছে, যথা—অঙ্গুষ্ঠমূলে মুখমার্জ্জন, তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাসিকাচ্ছিদ্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠানামিকা দ্বারা চক্ষুঃ ও কর্ণ দুইবার (ইহা সামবেদীর পক্ষে), কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি (অতঃপর হাত ধুইয়া), করতল দ্বারা হৃদয়, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা মস্তক, পরে দুই বাহু অঙ্গুল্যগ দ্বারা স্পর্শনীয়। আচমনের জল সম্বন্ধে মহর্ষি বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—যাহা প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ যাহাতে গন্ধ, রূপ, রস ও দ্রব্যান্তর স্পর্শ নাই, যাহা ফেন ও বুদ্বুদরহিত, সেইরূপ জলে আচমন করিবে। বচনে 'তু' কথাটি থাকায় বৃষ্টিধারাগত ও শূদ্রাদি প্রদত্ত জলে নহে—বুঝিতে হইবে। ১৯-২০।

আচমনজল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত যাইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠাবধি, বৈশ্যের তালুস্পর্শী হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র তালুস্পৃষ্ট জলে শুদ্ধ হইবে কিন্তু একবার মাত্র পীত জলে। বচনে 'চ' শব্দটি দ্বারা অনুপনীতেরও স্ত্রী-শূদ্রবৎ আচমন জানিবে। মন্তব্য—অনুবাদবিশেষে দেখা যায় অন্ততঃ কথাটির অর্থ ওষ্ঠপ্রান্তে স্পৃষ্ট, কিন্তু উহা মিতাক্ষরা-সম্মত নহে। ২১।

স্নান, 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি জলদেবতাক মন্ত্রে মার্জ্জন, বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে প্রাণায়াম, পরে সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রী-জপ এগুলি প্রত্যহ করণীয়। অতঃপর প্রাণায়ামপ্রকার বলিতেছেন—গায়ত্রীশিরস্ (আপো

প্রাণানায়ম্য সম্প্রোক্ষ্য তৃচেনাব্দৈবতেন তু।
জপন্নাসীত সাবিত্রীং প্রত্যগা তারকোদয়াৎ ॥২৪॥
সন্ধ্যাং প্রাক্ প্রাতরেবং হি তিষ্ঠেদা সূর্য্যদর্শনাৎ।
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥২৫॥
ততোঽভিবাদয়েদ্ বৃদ্ধানসাবহমিতি ব্রুবন্।
গুরুঞ্চৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমাহিতঃ ॥২৬॥
আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
হিতং চাস্যাচরেন্নিত্যং মনো-বাক্-কায-কর্ম্মভিঃ ॥২৭॥

জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূ র্ভুবঃস্ব-রোম্ মন্ত্র) সহিত ব্যাহৃতিপূর্ব্বক (প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি দিয়া) গায়ত্রী পাঠ করিবে এবং ইহাদের প্রত্যেকের আদিতে প্রণব দিয়া তিনবার মুখ নাসিকা-বায়ু রোধপূর্ব্বক মনে মনে জপ করিবে। মতান্তরে পূরক কুম্ভক ও রেচক উক্ত মন্ত্রে বিহিত আছে।

উক্তরূপ প্রাণায়াম করিয়া 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি জলদৈবত তিনটি ঋকের দ্বারা মস্তকে প্রোক্ষণ করতঃ পশ্চিম মুখে গায়ত্রী জপ করিতে থাকিবে—ইহাই সায়ং-সন্ধ্যানুষ্ঠান। ইহার কাল সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তময় হইতে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত। ২২-২৪।

প্রাতঃসন্ধ্যা প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত বিধিমত পূর্ব্বমুখে সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত করণীয়। মন্তব্য—যে সময় খণ্ড সূর্য্য-মণ্ডলের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম সন্ধি, সন্ধিতে ক্রিয়মাণ ক্রিয়াকে সন্ধ্যা বলা হয়। সন্ধ্যোপাসনার পর উভয় সন্ধ্যাতেই অগ্নিতে স্বগৃহ্যোক্ত-বিধি অনুসারে সমিধাদি আহুতি দান করণীয়। ২৫।

অতঃপর গুরু প্রভৃতি পূজনীয়গণকে 'আমি দেবদত্ত আপনাকে প্রণাম করিতেছি' ইত্যাদিরূপে নিজ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে এবং অধ্যয়ন সিদ্ধির জন্য অবিক্ষিপ্তচিত্তে গুরুদেবকে পরিচর্য্যা করিবে। ২৬।

অধ্যয়নার্থ গুরুদেব ডাকিলে অধ্যয়ন করিবে নতুবা স্বয়ং গুরুকে প্রেরণা দিবে না। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমুদয় গুরুকে প্রদান করিবে, নিত্য কায়মনোবাক্যে গুরুর হিত আচরণ করিবে। মন্তব্য—'আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত' এই

কৃতজ্ঞোঽদ্রোহী মেধাবী শুচি-কল্যানসূয়কাঃ (ক)।
অধ্যাপ্যা ধর্মতঃ সাধুশক্তাপ্তজ্ঞানবিত্তদাঃ ॥২৮॥
দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাঞ্চৈব ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণেষু চরেদ্ভৈক্ষমনিন্দ্যেষ্বাত্মবৃত্তয়ে ॥২৯॥
আদি মধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতা।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং ভৈক্ষচর্য্যা যথাক্রমম্ ॥৩০॥
কৃতাগ্নিকার্য্যো ভুঞ্জীত বাগ্‌যতো গুর্ব্বনুজ্ঞয়া।
আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বং সৎকৃত্যান্নমকুৎসয়ন্ ॥৩১॥

বাক্যে অপি শব্দের দ্বারা কণ্ঠপ্রাবরণাদি বর্জ্জনীয় জানিবে। ২৭।

আচার্য্য কি জাতীয় শিষ্যকে অধ্যাপনা করিবেন—তাহা বলা হইতেছে,—যে উপকার বিস্মৃত হয় না, লোকের উপর দয়াবান্, মেধাবী (গ্রন্থের বোধে ও ধারণে সমর্থ), বাহ্য-আভ্যন্তর শৌচশালী, কল্য (আধি ব্যাধি রহিত), অনসূয়ী (যে গুণীর দোষাবিষ্কার করে না), সচ্চরিত্র, গুরুশুশ্রূষায় সমর্থ, আত্মীয়, বিদ্যাবিনিময়ে বিদ্যাপ্রদ ও অর্থদাতা—ইহারাই অধ্যাপনার যোগ্য। ২৮।

ব্রহ্মচারী পালাশাদি দণ্ড, কৃষ্ণসারাদি মৃগের চর্ম্ম, কার্পাসাদি সূত্রনির্মিত যজ্ঞোপবীত, মুঞ্জাদিনির্মিত মেখলা ধারণ করিবে এবং নিজের জীবিকানির্বাহার্থ অনিন্দনীয় (অনভিশপ্ত, অপতিত, শুদ্ধাচারী) ব্রাহ্মণগণের নিকট ভিক্ষাচরণ করিবে। বচনোক্ত 'আত্মবৃত্তয়ে' ইহার অর্থ নিজের জন্য, আচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রী পুত্রের জন্য অন্যের জন্য নহে। 'ব্রাহ্মণেষু' পদের দ্বারা বুঝাইল যে ব্রাহ্মণের কাছে ভিক্ষালাভ সম্ভব হইলে তাঁহারই ভিক্ষা লইবে। তবে যে 'সার্ব্ববর্ণিকং ভৈক্ষ্যাচরণং' বলা আছে উহার অর্থ দ্বিজাতির নিকট, আর 'চাতুর্ব্বর্ণং চরেদ্ ভৈক্ষং' এই উক্তি আপৎকালীন জীবিকার উদ্দেশ্যে। ২৯।

ভিক্ষাচর্য্যা কি ভাবে হইবে তাহা বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণের নিকট 'ভবন্' বা 'ভবতি'পদ প্রথমে দিয়া অর্থাৎ 'ভবন্ ভবতি বা ভিক্ষাং দেহি' এই কথা বলিয়া, ক্ষত্রিয়ের নিকট 'ভিক্ষাং ভবন্ বা ভবতি দেহি' এইরূপে মধ্যে

(ক) কল্যাণসূচকাঃ—পা।

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতো নৈকমন্নমদ্যাদনাপদি।
ব্রাহ্মণঃ কামমশ্নীয়াচ্ছ্রাদ্ধে ব্রতমপীড়য়ন্ ॥৩২॥
মধু-মাংসাঞ্জনোচ্ছিষ্ট-শুক্ত-স্ত্রী-প্রাণিহিংসনম্।
ভাস্করালোকনাশ্লীলপরিবাদাংশ্চ বর্জয়েৎ ॥৩৩॥
স গুরুর্যঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
উপনীয় দদদ্‌বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ ॥৩৪॥
একদেশমুপাধ্যায় ঋত্বিগ্ যজ্ঞকৃদুচ্যতে।
এতে মান্যা যথাপূর্বমেভ্যো মাতা গরীয়সী ॥৩৫॥
প্রতিবেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাব্দানি পঞ্চ বা।
গ্রহণান্তিকমিত্যেকে কেশান্তশ্চৈব ষোড়শে ॥৩৬॥
আ ষোড়শাব্দাদ্ দ্বাবিংশাচ্চতুর্বিংশাচ্চ বৎসবাৎ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং কাল ঔপনায়নিকঃ পরঃ ॥৩৭॥

'ভবৎ' শব্দ দিয়া, বৈশ্যের নিকট 'ভিক্ষাং দেহি ভবন্ বা ভবতি' এইরূপে অন্তে 'ভবৎ' শব্দ দিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা কর্ত্তব্য। পূর্বোক্ত বিধিতে ভিক্ষা আনিয়া গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে অগ্নিকার্য্যান্তে মৌনী হইয়া আহার করিবে। অন্নভোজনের পূর্বে 'অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' মন্ত্রে গণ্ডূষ করিবে এবং অন্নের উপর ঘৃণা না করিয়া ভোজন করিবে। মন্তব্য—এ বচনে পুনরায় অগ্নিতে আহুতি দিবার বিধির উদ্দেশ্য—সন্ধ্যাকালে যদি কোনক্রমে অগ্নিকার্য্য না হইয়া থাকে, তবে কালান্তরেও করণীয়,—ইহার বোধন, তৃতীয়কালীন আহুতির জন্য নহে।৩০-৩১।

দ্বিজাতি ব্রহ্মচারী প্রত্যহ একস্থান হইতে আনীত অন্ন আপদ্‌ভিন্ন-অবস্থায় ভোজন করিবে না অর্থাৎ একস্থানে না পাইলে অন্যান্য বহুস্থানাহৃত অন্ন ভোজনীয়। এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রতভঙ্গ যাহাতে না হয়—এরূপ ভক্ষ্য (মধু-মাংসাদিব্যতিরিক্ত) ব্রাহ্মণ ইচ্ছামত খাইতে পারে। এ বচনে ব্রাহ্মণ পদটির নিবেশের ফলে—ক্ষত্রিয় বৈশ্যশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণার্হ নহে—ইহা বুঝাইতেছে। ব্রহ্মচারী মধু, (পুষ্পরস, মদ্য অর্থ নহে, তাহার নিষেধ সর্ব্বদাই আছে), ছাগাদির ও বৈধ মাংস, ঘৃতাদি দ্বারা গাত্রাভ্যঞ্জন এবং চক্ষুতে কজ্জলদান, গুরুব্যতীত অন্যের উচ্ছিষ্ট, স্ত্রীলোকের উপভোগ, প্রাণিহিংসা, উদয়াস্ত—কালীন সূর্য্যদর্শন, অসত্যভাষণ, সত্য মিথ্যা পরদোষের অনালোচনা এবং গন্ধমাল্যাদি ভোগ পরিহার করিবে। ৩২-৩৩।

অতঃপর গুরু, আচার্য্য, উপাধ্যায়, ঋত্বিক্ প্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইতেছে। যিনি গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার করিয়া ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রী উপদেশ দেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। যিনি মাত্র উপনয়ন দিয়া বেদ শিক্ষা দেন, তিনি আচার্য্য-নামে খ্যাত। ৩৪।

যিনি বেদের একাংশ অর্থাৎ মন্ত্র বা ব্রাহ্মণাংশ মাত্র শিক্ষা দেন অথবা বেদাঙ্গের অধ্যাপনা করেন, তাঁহার নাম উপাধ্যায়। আর যিনি বৃত হইয়া পাক-যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে ঋত্বিক্ বলা হয়। যথাক্রমে ইঁহারা পূজ্যতম, পূজ্যতর, পূজ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু গর্ভধারিণী মাতা ইঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতমা।৩৫।

বিবাহ অসম্ভব হইলে প্রতিবেদ শিক্ষার জন্য দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, অসামর্থ্যে এক এক বেদ-শিক্ষায় পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচারী থাকিবে। কেহ কেহ বলেন—বেদগ্রহণ-সময় পূর্ণ হইলেই ব্রহ্মচর্য্যসমাপ্তি। কেশান্তকর্ম অর্থাৎ গোদানকর্ম (যাহাতে কেশ গুলির ছেদন হয়) ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্ভাবধি ষোড়শবর্ষে করণীয়। ইহা দ্বাদশ বর্ষে উপনয়নস্থলে জানিবে। অপর ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কাল নির্ণেয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের চরমকাল দ্বাবিংশ ও চতুর্বিংশ বৎসরানুসারে গোদান করণীয়।৩৬।

উপনয়নের চরম কাল কি তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে—গর্ভাবধি ষোড়শ বর্ষপর্য্যন্ত অর্থাৎ সাবন-গণনায় ১৫ বৎসর দশ দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নকাল। ক্ষত্রিয়সন্তানের গর্ভাবধি বাইশবৎসর পর্য্যন্ত, বৈশ্যজাতির গর্ভাবধি চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের চরম কাল। ইহার পর আর উপনয়নের কাল নাই, ইহার পরই ইহারা পতিত হয় অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ধর্ম-কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া থাকে, ইহারা ব্রাত্য।

অত উর্ধ্বং পতন্ত্যেতে সর্ব্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥৩৮॥
মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৯॥
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাং চৈব কর্মণাম্।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ ॥৪০॥
মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পযেদ্ দ্বিজঃ।
পিতৄংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যামৃচোঽধীতে তু যোঽন্বহম ॥৪১॥
যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
পৃণাতি দেবানাজ্যেন মধুনা চ পিতৄংস্তথা ।৪২।

স তু সোমঘৃতৈর্দেবাংস্তর্পয়েদ্ যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা ।৪৩।
মেদসা তর্পয়েদ্দেবানথর্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৄংশ্চ মধু-সর্পির্ভ্যামন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ ।৪৪।
বাকোবাক্যং পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাং শক্ত্যাধীতে হি
যোঽন্বহম্ (ক) ।৪৫।
মাংস-ক্ষীরৌদন-মধুতর্পণং স দিবৌকসাম।
করোতি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄণাং মধুসর্পিষা ।৪৬।
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
যং যং ক্রতুমধীতে চ তস্য তস্যাপ্নুয়াৎ ফলম্ ।৪৭।

সাবিত্রীদান-যোগ্য নহে, কিন্তু ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিলে আবার উপনয়নে অধিকারী হইবে। ৩৭-৩৮।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের দ্বিজসংজ্ঞার হেতু—প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে একজন্ম, দ্বিতীয় জন্ম—মৌঞ্জিবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হইতে, সেই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজনামে কথিত হয়। শ্রৌত-স্মার্তযজ্ঞসমূহের এবং কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি শরীরশোষক তপস্যার ও উপনয়নাদি সংস্কারগুলির বোধকত্বনিবন্ধন বেদই দ্বিজাতিগণের পরম নিঃশ্রেয়সকর (মুক্তির সোপান)। 'বেদ এব' বলায় স্মৃতি প্রভৃতির প্রামাণ্য বেদমূলকত্বরূপে, এজন্য তাহাদেরও মুক্তিদাতৃত্ব ।৩৯-৪০।

অতঃপর কাম্য ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল বিবৃত করিতেছেন—যিনি নিত্য ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করেন, সেই দ্বিজ দুগ্ধের দ্বারা দেবতাদিগের এবং মধু ও ঘৃত দ্বারা (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাচরণে) পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করেন; অর্থাৎ নিত্য ঋক্‌বেদাধ্যয়নে ফল মধু ঘৃত দ্বারা দেবতা-পিতৃগণের তৃপ্তি। যিনি শক্তি অনুসারে প্রতিদিন যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার মধু ও ঘৃত দ্বারা দেবতাদিগের ও পিতৃগণের প্রীতি সম্পাদন করা হয় ।৪১-৪২।

যিনি প্রত্যহ সামবেদ পাঠ করেন, তাঁহার সোমরস ও ঘৃত দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি ও মধুঘৃতদ্বারা পিতৃপুরুষের তৃপ্তিদান করা হয়। আর যিনি নিত্য যথাশক্তি অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদের দ্বারা দেবতাদিগকে ও পিতৃগণকে মধু ঘৃত দ্বারা তৃপ্ত করেন ।৪৩-৪৪।

যিনি প্রশ্নোত্তর রূপ বেদবাক্য, ব্রহ্মপুরাণাদি পুরাণ, মনুপ্রোক্তপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র, রুদ্রাধ্যায় সমগ্র, ইন্দ্রগাথা যজ্ঞগাথাপ্রভৃতি, মহাভারতাদি ইতিহাস ও বারুণাদি বিদ্যা প্রত্যহ শক্তিমত অধ্যয়ন করেন, তিনি মাংস, দুগ্ধ, অন্ন ও মধু দিয়া দেবগণকে এবং মধু ঘৃত দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করেন ।৪৫-৪৬।

দেবগণ ও পিতৃগণ উক্তকার্য্যে তৃপ্ত হইয়া সেই চতুর্বেদাধ্যয়নকারীকে পরস্পর অবিরুদ্ধ কাম্যফল দ্বারা বর্দ্ধিত করেন। আর যিনি যে যে যজ্ঞবোধক বৈদিক-দেশ প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি সেই সেই যজ্ঞের ফলভাগী হন। 'নিত্য স্বাধ্যায়শীল দ্বিজ তিনবার ধনপূর্ণ পৃথিবীদানের ফল ভোগ করেন এবং পরম তপস্যা চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান-ফল লাভ করেন। মন্তব্য—স্বাধ্যায়কে নিত্য বলিবার উদ্দেশ্য কাম্য-স্বাধ্যায়ও নিত্য—ইহা বুঝাইবার জন্য ।৪৭-৪৮।

সাধারণ ব্রহ্মচারীর ধর্ম বলিয়া এক্ষণে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বিশেষত্ব বলিতেছেন—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী (উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্য্য লইয়া যিনি নিজেকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত চালিত করেন) আচার্য্য-নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন, (অর্থাৎ বেদগ্রহণের পর তাঁহার স্বাধীনতা

(ক) বিদ্যাং বোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহম্—পা.

ত্রিবিত্তপূর্ণপৃথিবীদানস্য ফলমশ্নুতে।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ ।৪৮।
নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা ।৪৯।

অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহাজায়তে পুনঃ ॥৫০॥

ইতি ব্রহ্মচারি প্রকরণ।

থাকিবে না), গুরু অবর্ত্তমানে আচার্য্যপুত্র-সমীপে, তাঁহারও অভাব হইলে আচার্য্য পত্নীর সমীপে, তাঁহারও অভাব হইলে নিজের উপাস্য অগ্নি লইয়া কাল কাটাইবেন। উক্ত বিধি অবলম্বনে যে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী দেহ ক্ষপিত করেন, তিনি ব্রহ্মলোকগামী হন, এজগতে আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।৪৯-৫০।

অথ বিবাহপ্রকরণম্

গুরবে তু বরং দত্ত্বা স্নায়ীত তদনুজ্ঞয়া।
বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বাপ্যুভয়মেব বা ॥৫১॥
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্ ॥৫২॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধ্বং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥৫৩॥

দশপূরুষবিখ্যাতাচ্ছ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ ॥৫৪॥
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ ॥৫৫॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈতন্মম মতং যস্মাত্তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥৫৬॥

অনন্তর বিবাহযোগ্য ব্যক্তির সমাবর্ত্তন-কাল বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত বিধানে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ ও ব্রহ্মচারিধর্ম সমুদয় এক একটি অথবা উভয়ই অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠানদ্বারা সমাপন করিয়া যথাশক্তি গুরুদেবকে তাঁহার অভীষ্ট ধন দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন-স্নান করিবে। যথাপ্রার্থিত দক্ষিণাদানে অসমর্থ হইলেও গুরুর অনুমতি লইয়া স্নান করিবে। মন্তব্য—এই যে পক্ষগুলি পৃথক্ পৃথক্ বলা হইল, ইহা শক্তি ও কাল অনুসারে জ্ঞাতব্য ।৫১।

অক্ষুণ্ণব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী একটি বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধিমতী সেইরূপ কন্যা বিবাহ করিবে, যাহাকে পূর্ব্বে দান করা হয় নাই এবং পূর্ব্বে যে উপভুক্তা নহে, যে পরিণেতার মন ও চক্ষুর আনন্দদায়িনী, পিতা ও মাতামহের অসপিণ্ডা এবং বয়ঃকনিষ্ঠা। যে কন্যা রোগগ্রস্তা নহে, যাহার ভ্রাতা বিদ্যমান—এইরূপ অসগোত্রা ও অসমানপ্রবরা কন্যা বিবাহ্যা। মাতৃপক্ষে মাতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চমপুরুষের এবং পিতৃপক্ষ হইতে ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষের মধ্যে প্রত্যেকের অধস্তন পঞ্চমী ও সপ্তমী কন্যা পরিহার করিয়া তাহার ঊর্দ্ধতন পুরুষের অধস্তন অসগোত্রা কন্যা পরিণয়যোগ্যা জানিবে ।৫২-৫৩।

মাতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ এবং পিতৃপক্ষের পাঁচপুরুষ, পর্য্যন্ত বিখ্যাত এইরূপ শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যায়ী) বংশ, যাহা পুত্র-পৌত্র-পশু-দাস-দাসী জমীজমায় সমৃদ্ধিশালী, তাহা হইতে কন্যা বিবাহার্থ আনিবে। কিন্তু ঐরূপ সমৃদ্ধিশালী বিখ্যাত বংশও যদি সংক্রামকরোগ-দুষ্ট হয়, তবে তাহা হইতে কন্যা আনিবে না। এইরূপ সদাচারহীনা, ক্লীবত্ব-দোষযুক্তা কন্যাও পরিত্যাজ্যা ।৫৪।

পাত্র সম্বন্ধেও বিচারণীয় গুণদোষ, যথা—এই সকল গুণসমন্বিত, সমানবর্ণজাত, শ্রোত্রিয় (শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন) পুরুষত্ব (জননযোগ্যতা) সম্বন্ধে উত্তমরূপে পরীক্ষিত, যুবা, বুদ্ধিমান, জনপ্রিয় ব্যক্তিই কন্যাসম্প্রদানের যোগ্য হইবে। বিবাহ তিন প্রকার—রত্যর্থ, সন্তানার্থ ও ধর্মার্থ, তন্মধ্যে

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং ভার্য্যা স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥৫৭॥
ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিম্ ॥৫৮॥
যজ্ঞস্থ-ঋত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্।
চতুর্দশ প্রথমজঃ পুণাত্যুত্তরজশ্চ ষট্ ॥৫৯॥
ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্ ষড্ বংশ্যান্ সহাত্মনা ॥৬০॥

আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ ॥৬১॥
পাণির্গ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্ণীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্ বেদনে ত্বগ্রজন্মনঃ ॥৬২॥
পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।
কন্যাপ্রদঃ পূর্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ ॥৬৩॥
অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যামৃতাবৃতৌ।
গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্ ॥৬৪॥

সন্তানার্থ বিবাহ আবার নিত্য ও কাম্যভেদে দুই প্রকার, সেই দুইপ্রকার বিবাহমধ্যে নিত্য পুত্রার্থক বিবাহ সমান মধ্যেই বিহিত কিন্তু কাম্য পুত্রার্থক বিবাহ অসবর্ণমধ্যেও হইতে পারে, সেই যুক্তিতে কেহ কেহ বলেন—দ্বিজাতিগণের শূদ্রা কন্যাও পুত্রার্থ গ্রাহ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—ইহা কিন্তু আমার সম্মত নহে, কারণ আত্মাই পুত্ররূপে তাহাতে জন্মগ্রহণ করে, অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্যা কাম্যপুত্রার্থক বিবাহে গ্রহণ করিতে পারে, শূদ্রা নহে। ৫৫-৫৬।

অতঃপর রত্যর্থক বিবাহে কন্যা নির্দ্দেশ করিতেছেন—ব্রাহ্মণাদিবর্ণানুক্রমে দ্বিজাতিগণের তিন, দুই, এক অসবর্ণা কন্যা বিবাহ্যা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-কন্যা ভার্য্যা হইতে পারে, এই প্রকার ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য-শূদ্র-কন্যা, বৈশ্যর শূদ্র-কন্যা ভার্য্যা হইবে, কিন্তু শূদ্রের এক সবর্ণা কন্যা অর্থাৎ শূদ্রাই ভার্য্যা হইবে। তাৎপর্য্য এই—সকল বর্ণেরই সবর্ণা ভার্য্যাই মুখ্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভার্য্যার অভাবে উত্তরোত্তর অসবর্ণা ভার্য্যাও শাস্ত্রসম্মত। এই যে ক্রম দেখান হইল—ইহা নিত্য বিবাহের অনুকল্পে এবং কাম্য পুত্রোৎপাদন বিষয়ে জানিবে।৫৭।

অতঃপর ব্রাহ্মাদি অস্টবিধ বিবাহের লক্ষণ বলিতেছেন—বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাদানোত্তর বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। এই বিবাহে বিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত সদ্বৃত্ত পুত্র উর্দ্ধতন দশপুরুষকে এবং অধস্তন দশপুরুষকে ও নিজেকে (এই একুশটিকে) উদ্ধার করে। দৈববিবাহ তাহাকে বলা হয়, যাহা আরব্ধ যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌কে যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাদানের পর সম্পন্ন হয়। আর যে বিবাহ একটি গাভী ও একটি বৃষ লইয়া তাহার হাতে কন্যাদান করিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে। তন্মধ্যে দৈব বিবাহে বিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত সন্তান পূর্ব্ববর্ত্তী পিত্রাদি সাতপুরুষ ও অধস্তন পুত্রাদি সাতপুরুষ ও নিজেকে পবিত্র করে। আর্ষবিবাহজাত পুত্র পূর্ব্বাপর ছয়পুরুষকে নিজের সহিত পবিত্র করে।৫৮-৫৯।

'তোমরা দুইজনে মিলিতভাবে ধর্ম্ম আচরণ কর' এই বলিয়া যাচকের হাতে যে কন্যা দান করা হয়—ইহা হইতে নিষ্পন্ন বিবাহ প্রাজাপত্য নামে অভিহিত। ইহাতে উৎপন্ন সন্তান পূর্ব্বাপর ছয় ছয় পুরুষকে নিজের সহিত পবিত্র (পাপহীন) করে।৬০।

কন্যাপণ লইয়া যে বিবাহ সম্পন্ন করা হয় তাহা আসুর। পাত্র ও কন্যার পরস্পর অনুরাগে নিষ্পন্ন বিবাহের নাম গান্ধর্ব। যুদ্ধ দ্বারা অপহৃতা কন্যার বিবাহ রাক্ষস-সংজ্ঞক এবং নিদ্রিতাদি অবস্থায় ছলে অপহৃতা কন্যার বিবাহ পৈশাচ বলিয়া কথিত আছে। সবর্ণা কন্যাবিবাহে ব্রাহ্মণপাত্র ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়া শর (বাণ), বৈশ্যা পাঁচুনী লইবে। মনু বলিয়াছেন—উত্তমবর্ণ যদি শূদ্রা বিবাহ করে, তবে শূদ্রকন্যা পতির বস্ত্রাঞ্চল ধরিবে।৬১-৬২।

অতঃপর ক্রমানুসারে কন্যাদানের অধিকারী বলিতেছেন—প্রথমে পিতা, পরে পিতামহ, এইরূপে ভ্রাতা, সপিণ্ড সকুল্য এবং জননী কন্যাদান করিবেন,

সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা হরংস্তাং চোরদণ্ডভাক্ ।
দত্তামপি হরেৎ পূর্বাচ্ছে্রয়াংশ্চেদ্ বর আব্রজেৎ ।৬৫।
আনাখ্যায় দদদ্দোষং দণ্ড্য উত্তমসাহসম্ ।
অদুষ্টাস্তু ত্যজন্ দণ্ড্যো দূষয়ংস্তু মৃষা শতম্ ।৬৬ ।
অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ ।
স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ ।৬৭।

অপুত্রাং গুর্বনুজ্ঞাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া ।
সপিণ্ডো বা সগোত্রো বা ঘৃতাভ্যক্ত ঋতাবিয়াৎ ।৬৮।
আ গর্ভসম্ভবাদ্ গচ্ছেৎ পতিতস্ত্বন্যথা ভবেৎ ।
অনেন বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রজঃ স ভবেৎ সুতঃ ।৬৯।
হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীম্ ।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ ব্যভিচারিণীম্ ।৭০।

তন্মধ্যে প্রকৃতিস্থ প্রথমাধিকারীর অভাবে প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ উন্মাদাদিরোগহীন পরপর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কন্যাদাতা জানিবে। অধিকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কন্যাদান না করিলে কন্যার প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে। এই দোষ শ্রুতি—উপযুক্ত পাত্র পাইয়াও উপেক্ষা করিলে জানিবে। যখন কন্যাদান করিবার কেহ থাকিবে না, তখন কন্যা স্বয়ংই উপযুক্ত পাত্র বরণ করিয়া লইবে ।৬৩-৬৪।

কন্যাকে একবারই প্রদান করা হয়, সেই কন্যা দান করিয়া যে অসম্মত হয় অর্থাৎ আবার অপরকে দান করে, সে চোরের মত রাজাকর্ত্তৃক দণ্ডনীয়। আর মনে বা বাক্যে কিংবা কার্য্যতঃ কন্যাদান করিলেও সপ্তপদী গমনের পূর্ব্বে পূর্ব্ববরাপেক্ষা বিদ্যায় বংশে শীলে যদি উৎকৃষ্টতর পাত্র লাভ করা যায় এবং পূর্ব্বগ্রহীতার পাতিত্য, রোগ বা দুঃশীলতা প্রকাশ পায়, তবে সেই দত্তা কন্যাকেও ফিরাইয়া লওয়া যায় ।৬৫।

যে ব্যক্তি চোখে দোষ দেখিয়াও তাহা প্রকাশ না করিয়া কন্যাদান করে, সে উত্তমসাহস নামক দণ্ডে দণ্ডনীয়। আবার সর্ব্বথা নির্দ্দোষাকে বিবাহ করিয়া যে ত্যাগ করে, সেও উত্তমসাহস দণ্ডার্হ। কিন্তু যে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই কন্যাপক্ষের উপর বিদ্বেষাদিবশতঃ দীর্ঘ রোগাদি দোষের আরোপ করিয়া মিথ্যা কন্যাকে দূষিত করে, সে একশত পণ-পরিমাণ অর্থ দণ্ড পাইবে ।৬৬।

পূর্ব্বে অন্যপূর্ব্বা অবিবাহ্যা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—অন্যপূর্ব্বা কন্যা দুই প্রকার—পুনর্ভূ ও স্বৈরিণী। পুনর্ভূ ও ক্ষতযোনি (পুরুষ-ভুক্তা) ও পুনঃসংস্কারে দূষিতা (অক্ষতা) ভেদে দ্বিবিধ। আর যে কন্যা বিবাহের পরই স্বেচ্ছায় পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন সবর্ণ পুরুষকে গ্রহণ করে, তাহার নাম স্বৈরিণী ।৬৭।

ঐ ত্রিবিধ অন্যপূর্ব্বার মধ্যে বিশেষ আছে—পুত্রলাভ না হইলে সেই পুত্রকামা স্ত্রীতে পিতা প্রভৃতির অনুমত্যনুসারে প্রথমে দেবর পরে যথাক্রমে সপিণ্ড সগোত্র ব্যক্তি ঋতুকালে গর্ভোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত গমন করিবে। গমনকালে ঘৃতলিপ্তদেহ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি গর্ভোৎপত্তির পরেও অথবা কামবশতঃ ঐ স্ত্রীতে গমন করে, তবে পতিত হইবে। এই নিয়োগবিধিমত উৎপাদিত পুত্র যাহার স্ত্রীর গর্ভজাত, তাহারই ক্ষেত্রজ সন্তানরূপে গণনীয়। মন্তব্য—পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই বিধি বাগ্‌দত্তা-বিষয়ে বলেন, তাৎপর্য্য এই—'অপুত্রাং' বলায় বাগ্‌দত্তার স্বামিমরণে পুত্র না থাকায় সেই বিধবা পুত্রহীনা নারী পুত্রকামা হইলে তাহাকে দেবর বিবাহ করিবে। ৬৮-৬৯।

অতঃপর ব্যভিচারিণী নারীসম্বন্ধে ব্যবস্থা বলিতেছেন—ব্যাভিচারিণী রমণীর নিকট হইতে পোষ্য-ভরণের অধিকার ও স্বচ্ছন্দ ব্যয়ের ক্ষমতা কাড়িয়া লইবে। অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, শুভ্রবস্ত্র ও আভরণশূন্যা করিয়া প্রাণযাত্রার উপযুক্ত খাদ্য দিবে, ধিক্কারাদি দ্বারা ব্যথিত করিবে, ভূতলে শয়ন করাইবে এবং নিজ গৃহেই রাখিবে, এইরূপ করিলে তাহার অকার্য্যে প্রবৃত্তি আর হইবে না, তদ্ব্যতীত ইহা তাহার পাপক্ষালনের বিধান নহে। ৭০।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ববেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ।৭১।
ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভভর্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ।৭২।
সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ।৭৩।
অধিবিন্না তু ভর্তব্যা মহদেনোঽন্যথা ভবেৎ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্ধতে ।৭৪।

অতঃপর ইহাদের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন—পরিণয়ের পূর্ব্বে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি স্ত্রী-জাতিকে ভোগ করিয়া যথাক্রমে শৌচ মধুরভাষিতা ও পবিত্রতা দিয়াছেন, এই অর্থবাদের উদ্দেশ্যে ব্যাভিচারিণী রমণীকে স্পর্শ করিলে দোষ হইবে না, তাহারা ইহাতে পবিত্র। ৭১।

তাই বলিয়া তাহাদের একেবারে শুদ্ধি নহে, মনে মনে পরপুরুষ-কামনারূপ ব্যাভিচার ঘটিলে রজোদর্শনের পর শুদ্ধি হইবে, শূদ্রদ্বারা গর্ভোৎপাদন হইলে, ভ্রূণ-হত্যা, স্বামিহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি পাপে ও শিষ্যের সহিত সংসর্গে পরিত্যাগ শাস্ত্রবিহিত। পরিত্যাগ অর্থে গৃহ হইতে নিষ্কাসন নহে, কিন্তু তাহাকে উপভোগে ও ধর্ম্মকার্য্যে অনধিকারিণী করা। ৭২।

প্রথমা স্ত্রীসত্ত্বে দ্বিতীয়বার স্ত্রীগ্রহণের হেতু দেখাইতেছেন যদি স্ত্রী সুরাপায়িণী, দীর্ঘরোগগ্রস্তা, ধূর্ত্তা, বন্ধ্যা, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়ভাষিণী, কেবল কন্যাজননী অথবা স্বামিবিদ্বেষিণী অর্থাৎ সকল বিষয়ে স্বামীর অহিতকারিণী হয়, তবে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা যাইতে পারে। ৭৩।

কিন্তু সেই অধিবিন্না (পূর্ব্বপরিণীতা) স্ত্রীকে পূর্ব্ববৎ দান, মান, ভরণ, পোষণ করিবে, নচেৎ মহাপাপ হইবে। ইহা দ্বারা যে কেবল পাপ হইতে নিষ্কৃতি তাহা নহে, যদি সেই স্ত্রী স্বামীর আদর পাইয়া স্বামীর অনুকূলা হয়, তবে সংসারে মঙ্গল আছে- এই কথাই বলা হইতেছে; যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর ঐকমত্য তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কামের বৃদ্ধি হয়। ৭৪।

মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সেহ কীর্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোময়া সহ ।৭৫।
আজ্ঞাসম্পাদিনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয়বাদিনীম্।
ত্যজন্ দাপ্যস্তৃতীয়াংশমদ্রব্যো ভরণং স্ত্রিয়াঃ ।৭৬।
স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেষ ধর্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ ।৭৭।
লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ ।৭৮।

অতঃপর স্ত্রীরও কর্ত্তব্য বলিতেছেন—যে নারী স্বামী জীবিত থাকিতে অথবা মৃত হইলে পুত্র ছাড়িয়া ভরণাদির জন্য অন্য পুরুষকে আশ্রয় না করে, সে এই মনুষ্যলোকে বিপুল কীর্ত্তিমতী হয় এবং পরকালে পুণ্যপ্রভাবে উমা দেবীর সহিত ক্রীড়াপরায়ণা হয়। ৭৫।

নির্দোষা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহে পুরুষের দণ্ড বলিতেছেন—যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞাপালিকা, গার্হস্থ কর্ম্মে তৎপরা, পুত্রবতী. মধুরভাষিণী, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করে, রাজা তাহাকে তাহার সম্পত্তির তৃতীয়াংশ দণ্ডব্যবস্থা করিবেন। যদি সে দরিদ্র হয়, তবে পূর্ব্ব স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনাদি দিতে বাধ্য করিবেন। ৭৬।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলা হইতেছে—স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা স্বামীর আদেশপালন করিবে, ইহাই তাহাদের পরমধর্ম্ম। যদি স্বামী মহাপাতকাদি পাপে পতিত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত তাহার প্রতীক্ষা করিবে, অর্থাৎ তখন তাহার অধীনা হইবে, প্রায়শ্চিত্তের পর আবার অধীনা হইবে। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে বিবাহের ফল দেখাইতেছেন—যেহেতু পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র দ্বারা ইহলোকে বংশরক্ষা, পরকালে অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, অতএব সন্তানার্থ স্ত্রীসম্ভোগ ও ধর্ম্মার্থ তাহাদের রক্ষা করণীয়। স্ত্রীসম্ভোগেরও কালবিশেষ আছে, তাহা দেখাইতেছেন—স্ত্রীজাতির গর্ভধারণযোগ্য কাল ঋতু, সেই কাল রজোদর্শন-দিন হইতে ষোড়শ অহোরাত্র পর্য্যন্ত। সেই ঋতুকালের মধ্যেও যুগ্মা রাত্রিতে (দ্বিতীয়া, চতুর্থী রাত্রি ব্যতীত) স্ত্রীসংসর্গ করিবে।

ষোড়শর্ত্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রশ্চ বর্জয়েৎ ।৭৯।
এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ বর্জয়েৎ।
সুস্থ ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্ ।৮০।
যথা কামী ভবেদ্ বাপী স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।
স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ ॥৮১॥
ভর্তৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-জ্ঞাতি-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষাণাচ্ছাদনাশনৈঃ ॥৮২॥

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাচ্ছ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্তৃতৎপরা ॥৮৩॥
ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥৮৪॥
রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ ॥৮৫॥
পিতৃ-মাতৃ-সুত-ভ্রাতৃ-শ্বশ্রূ-শ্বশুর-মাতুলৈঃ।
হীনা ন স্যাদ্ বিনা ভর্ত্রা গর্হণীয়ান্যথা ভবেৎ ॥৮৬॥

'যুগ্মাসু' বহুবচনের উল্লেখহেতু বুঝিতে হইবে,—একটি ঋতুতে অনিষিদ্ধ সকল যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগ করণীয়। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না। অভিপ্রায় এই,—শ্রাদ্ধ-ব্রতাদির পূর্ব্বদিনে ব্রহ্মচর্য্য বিহিত থাকিলেও ঐ স্ত্রীসংসর্গে উহা খণ্ডিত হইবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী (উভয় পক্ষের) অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এবং রজোদর্শনের প্রথম চারিরাত্রি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ৭৭-৭৯।

উত্তমপুত্রজননের যোগ্যতা নির্দ্দেশ করিতেছেন,—ঋতুকালে নির্দ্দিষ্ট ব্রতপালন দ্বারা কৃশীভূতা অথবা পুত্রোৎপাদনার্থ অল্প ও অস্নিগ্ধ আহারদানে কৃশা স্ত্রীতে মঘা ও মূলানক্ষত্র ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশুদ্ধিতে (একাদশাদি রাশিগত চন্দ্রে) এবং পুংনক্ষত্র, শুভযোগ ও লগ্নে একরাত্রিতে একবারমাত্র গমন করিবে। ইহাতে পুরুষত্ববিশিষ্ট পুরুষ সুলক্ষণ পুত্রের জনক হইবে। ৮০।

এইরূপে ঋতুকালে নিয়ম বলিয়া ঋতুভিন্নকালে নিয়ম বলিতেছেন,—স্ত্রীর কামানুসারে অর্থাৎ স্ত্রী জাতির উপর ইন্দ্রদত্ত যে বর আছে 'তোমাদের কামের অপূরক পাতকী হইবে' এই বর স্মরণ করিয়া প্রবৃত্তিমান্ হইয়া ঋতুভিন্নকালেও নিজ স্ত্রীতে গমন করিবে, এবং নিজ পত্নীতে সর্ব্বদা একনিষ্ঠ থাকিবে। ইহাতে স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করা হইবে। কারণ স্ত্রীগণ সর্ব্বদা রক্ষণীয়। মিতাক্ষরাকার এখানে যে বিধি-বিচার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল; যথা—বিধি তিনপ্রকার—উৎপত্তিবিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি। তন্মধ্যে 'তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ' এখানে উৎপত্তিবিধি হইতে পারে না, যেহেতু রাগপ্রাপ্তস্থলে উহা হইতে পারে না। পরিসংখ্যাবিধিও নহে, যেহেতু তাহাতে শ্রুতার্থত্যাগ, অশ্রুতার্থ কল্পনা ও প্রাপ্তবাধ এই দোষত্রয় ঘটে, অতএব নিয়মবিধি গ্রাহ্য, ইহার লক্ষণ 'নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি' যে স্থলে একপক্ষে ইচ্ছা থাকিলে প্রাপ্ত এবং ইচ্ছা না থাকিলে অপ্রাপ্ত, সেই স্থলে যে বিধি তাহার নাম নিয়মবিধি, উক্ত স্থলে ভার্য্যাগমন ইচ্ছাধীন হইলেও ইচ্ছার অভাবে অপ্রাপ্ত, সেই অপ্রাপ্তের বোধক হইতেছে 'তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ' এই বিধি, নিয়মবিধির অপালনে প্রত্যবায় আছে। স্বামী, সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতা, পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিবর্গ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর ও ভর্ত্তার আত্মীয়বর্গ নারীগণকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভোজন দিয়া পরিতৃপ্ত করিবে, এইরূপ হইলে সংসারে ধর্ম্মার্থকামের বৃদ্ধি হইবে। ৮১-৮২।

এক্ষণে নারীরও কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—নারী গৃহোপকরণ গুছাইয়া রাখিবে, গৃহব্যাপারে দক্ষা হইবে, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখে থাকিবে, অত্যধিক ব্যয় করিবে না, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিত্য পদবন্দনা করিবে এবং স্বামীর আজ্ঞাবর্ত্তিনী থাকিবে। ৮৩।

যাহার স্বামী প্রবাসে আছেন, তাহার কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী কন্দুকাদি ক্রীড়া, শরীর-সংস্কার, কোনও জনসমাজে বা বিবাহাদি উৎসবে যোগদান, হাস্য-পরিহাস ও পরগৃহে গতিবিধি পরিত্যাগ করিবে। ৮৪।

কন্যাবস্থায় পিতা তাহাকে রক্ষা করিবেন, বিবাহের

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্ ॥৮৭॥
সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধর্মকার্য্যং ন কারয়েৎ।
সবর্ণাসু বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥৮৮॥

দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং বৃত্তবতীং পতিঃ।
আহরেদ্ বিধিবদ্দারানগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্ ॥৮৯॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়াং বিবাহপ্রকরণম্ ॥

পর স্বামী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। স্বামীর অভাবে বার্দ্ধক্যে পুত্র মাতাকে দেখিবে, পুত্র-পৌত্রাদি না থাকিলে জ্ঞাতিবর্গ (তাহাদেরও অভাবে রাজা) তাহাকে দেখিবেন। অতএব কোন অবস্থাতেই নারী স্বাধীনা হইবে না। ৮৫।

নারী ভর্ত্তৃহীনা হইলে পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও মাতুলকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, অন্যথায় লোকনিন্দনীয়া হইবে। মন্তব্য—এই যে বিধবানারী সম্বন্ধে বিধি—ইহা ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ-পক্ষে, যেহেতু ভর্ত্তৃমরণে স্ত্রী সহমরণে যাইবেন অথবা গর্ভিণী হইলে বা শিশুসন্তান থাকিলে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। সর্ব্বথা সহমরণ বা অনুমরণই তাহাদের অভ্যুদয়ের কারণ। পতির প্রিয় (মনের অনুকূল) ও হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা, শাস্ত্রমুনিনির্দিষ্ট নারীকর্ত্তব্যপরায়ণা ও সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অত্যুত্তম গতি লাভ করিবেন। ৮৬-৮৭।

যে পুরুষের অনেক স্ত্রী আছে, তাহার কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—সবর্ণা স্ত্রীসত্ত্বে অসবর্ণা ভার্য্যাকে দিয়া ধর্ম্মকার্য্য করাইবে না। আবার বহু সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে জ্যেষ্ঠা পত্নী দ্বারাই ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করাইবে, জ্যেষ্ঠাকে ছাড়িয়া মধ্যমা বা কনিষ্ঠা ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োজনীয়া নহে। স্ত্রী-বিয়োগের পর পুরুষের কর্ত্তব্য দেখাইতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত শীলসম্পন্না স্ত্রী মৃতা হইলে পতি তাঁহাকে অগ্নিহোত্র অগ্নিদ্বারা অথবা লৌকিকাগ্নিযোগে দাহ করিয়া অচিরে অন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করিবে, (যদি পুত্র না থাকে, যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা না থাকে, অথবা অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবার অধিকারী না হয়, তবেই অন্য স্ত্রীর অভাবে পুনরায় দারপরিগ্রহে অধিকারী নচেৎ নহে।) এইরূপ পুনরায় অগ্নিহোত্রগ্রহণ অচিরে করণীয়। পুরুষের পক্ষে অনাশ্রমী হইয়া ক্ষণকালও থাকা নিষিদ্ধ। ৮৮-৮৯।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় বিবাহপ্রকরণ সমাপ্ত।

(বর্ণ-জাতিবিচার-প্রকরণম্)।

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥৯০॥

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা ॥৯১॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণের, ক্ষত্রিয়ের তিন বর্ণের, বৈশ্যের দুই বর্ণের এবং শূদ্রের কেবল সবর্ণেরই নারী ভার্য্যা হইতে পারে, এক্ষণে সেই সকল স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র কি জাতি প্রাপ্ত হইবে এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন,—সবর্ণ পুরুষ হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে জাত পুত্রগণ পিতৃমাতৃ-সবর্ণই হইবে। অনিন্দনীয় বিবাহে উৎপাদিত পুত্রগণ বংশবর্দ্ধক হইয়া থাকে। মন্তব্য—এখানে বচনোক্ত একটি সবর্ণ-শব্দ কেবল স্পষ্টার্থে প্রযুক্ত। অতএব উক্ত বচনের তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিধি অনুসারে পরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীতে পরিণেতা হইতে উৎপন্ন পুত্র তাহাদের সমান জাতীয় হইবে,—একথায় বুঝাইতেছে যে কুণ্ড (স্বামি-সত্ত্বে জারজ), গোলক (বিধবার জারজ), কানীন (কন্যাবস্থায় জাত), সহোঢ় (গর্ভাবস্থায়

বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৯২॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতো বৈশ্যাদ্ বৈদেহকস্তথা।
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥৯৩॥
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাচ্ছূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব তু।
শূদ্রাদায়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥৯৪॥

বিবাহিতার গর্ভজাত) সন্তান—ইহারা অসবর্ণ। ইহাদের ধর্ম্ম দ্বিজ-শুশ্রূষামাত্র। ৯০।

অতঃপর আনুলোম্যে বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেছেন, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তানের নাম মূর্ধাভিষিক্ত। বৈশ্যকন্যাজাত পুত্র অম্বষ্ঠ, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ বা পারশব নামে খ্যাত। মন্তব্য—প্রতিলোম-বিবাহে জাত মৎস্যঘাতজীবীকেও নিষাদ বলে, তাহাকে না বুঝাইবার জন্য পারশব সংজ্ঞা বিকল্পে বলা হইল। মন্তব্য—ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াপ্রভৃতির গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণই হইবে, তবে যে মতান্তরে মাতৃবর্ণপ্রাপ্তির কথা আছে, উহা মাতৃবর্ণের কর্ম্ম বুঝাইবার জন্য। অতএব ক্ষত্রিয়াগর্ভজাতের উপনয়ন ব্রাহ্মণোক্ত দণ্ডাজিন-উপবীতাদি সহকারেই হইবে। ৯১।

ক্ষত্রিয়জাতীয় পুরুষ হইতে পরিণীতা বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের নাম মাহিষ্য, এবং শূদ্রাসম্ভূত সন্তানের নাম উগ্র। বৈশ্য হইতে পরিণীতা শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রের নাম করণ। এই বিধান অনুলোমপরিণীতা স্ত্রী সম্বন্ধে জানিবে প্রতিলোমজাতের নাম নির্দ্দেশ করা হইতেছে,—ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত সন্তানে নাম 'সূত', বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে উৎপন্নের নাম 'বৈদেহক', এইরূপ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপাদিত 'চণ্ডাল' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই চণ্ডালের কোন সনাতন-ধর্ম্মে অধিকার নাই।

বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়া মাগধ নামে পুত্র প্রসব করে, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়া ক্ষত্তৃনামক পুত্রজননী হয়। বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী শূদ্রপুরুষ সংসর্গে 'আয়োগব' নামে পুত্রের মাতা হয়। এই সকল প্রতিলোমজাত পুত্রদের আচরণীয় ধর্ম্ম উশনঃসংহিতা ও মনুসংহিতায় দ্রষ্টব্য।

অতঃপর সঙ্কীর্ণ জাতির সঙ্কর হইতে যে সকল পুত্র জাত হয়, তাহাদের নাম কথিত হইতেছে,—মাহিষ্য হইতে করণজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান জাতিতে রথকার নামে বিখ্যাত। প্রতিলোমজাতসম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হইল, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অনন্ত, তবে এইমাত্র জানিবে,—যাহারা সমাজবহির্ভূত অসৎ বলিয়া পরিচিত, তাহারাই প্রতিলোম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর যাহারা সৎ বলিয়া সমাজে ব্যবহৃত, তাহারা অনুলোম-জাত। সবর্ণ হইতে সবর্ণাগর্ভজাতের পিতৃমাতৃবর্ণ-প্রাপ্তির কারণ পূর্ব্বে দেখাইয়া এক্ষণে অন্য কারণও দেখাইতেছেন,—সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম পর্য্যন্ত জন্মে জাতির উৎকর্ষ থাকিবে, এইরূপ আপদ্ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মবিপর্য্যাসস্থলেও সপ্তম বা পঞ্চম পর্য্যন্ত জাত্যুৎকর্ষ থাকিবে, তৎপরে সেই জাতির সাম্য (তজ্জাতিত্ব) প্রাপ্ত হইবে। আর বর্ণসঙ্কীর্ণ জাতি হইতে উৎপন্ন পুনঃ সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের ব্যবস্থা বলা হইতেছে,—মূর্ধাভিষিক্তা কন্যাতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইতে জাত, এইরূপ অম্বষ্ঠাগর্ভে বৈশ্য ও শূদ্র হইতে উৎপাদিত, নিষাদীগর্ভে শূদ্রোৎপাদিত প্রতিলোমজ সন্তানগুলি অধম, কিন্তু মূর্ধাভিষিক্তা, অম্বষ্ঠা বা নিষাদী কন্যাতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত, এইরূপ মাহিষ্যা বা উগ্রাকন্যাতে ক্ষত্রিয়দ্বারা উৎপাদিত অথবা করণী কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উত্তমবর্ণের উৎপাদিত পুত্রগণ অনুলোমজ, এই প্রতিলোমজ পুত্রগণই অসৎ এবং অনুলোমজ পুত্রগণ সৎ বলিয়া জানিবে। মন্তব্য—এই বচনে যে সপ্তম বা পঞ্চম জন্ম পর্য্যন্ত জাত্যুৎকর্ষ থাকিবে বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রথমে ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাভার্য্যায় উৎপাদিতা যে নিষাদী কন্যা, তাহাকে আবার ব্রাহ্মণ বিবাহ করিল, সে ব্রাহ্মণ হইতে আবার নিষাদীগর্ভে জাত কন্যাকে আবার ব্রাহ্মণান্তর বিবাহ করিল, এই প্রকারে ষষ্ঠী কন্যা যে

মাহিষ্যেণ করণ্যান্তু রথকারঃ প্রজায়তে।
অসৎসন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥৯৫॥

জাত্যুৎকর্ষো যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা।
ব্যত্যয়ে কর্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চোত্তরাধরম্ ॥৯৬॥
ইতি বর্ণ-জাতিবিচারপ্রকরণম্।

সন্তান প্রসব করিল, সেই সপ্তম পর্য্যন্ত পুত্র ব্রাহ্মণজাতীয় হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বৈশ্যা ভার্য্যায় উৎপাদিতা অম্বষ্ঠা কন্যার গর্ভজাত কন্যাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ করিলে তদ্গর্ভজাতা কন্যাকে পুনরায় ব্রাহ্মণান্তর বিবাহ করিলে —এই ক্রমে পঞ্চমী কন্যা জাত ষষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ থাকিবে, মূর্দ্ধাভিষিক্তার গর্ভে ব্রাহ্মণপতিকর্ত্তৃক উৎপাদিতা কন্যাপরম্পরার ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক পরিণয়ে উৎপাদিতা চতুর্থী কন্যা (পঞ্চম পুত্রপর্য্যন্ত) ব্রাহ্মণ প্রসব করিলে, উগ্রা ক্ষত্রিয় পরিণীতা হইলে তাহাতে পঞ্চমপর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় হইবে তৎপরে নহে, এইরূপ অন্য স্থলেও জানিবে।৯২-৯৬।

বর্ণ ও জাতিবিচারপ্রকরণ সমাপ্ত।

গৃহস্থাচার-প্রকরণম্।

কর্ম স্মার্ত্তং বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী।
দায়কালাহৃতে বাপি (ক) শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু ॥৯৭॥
শরীরচিন্তাং নির্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ।
প্রাতঃ সন্ধ্যামুপাসীত দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥৯৮॥

হুত্বাগ্নীন্ সূর্য্যদৈবত্যান্ জপেন্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ।
বেদার্থানধিগচ্ছেচ্চ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥৯৯॥
উপেয়াদীশ্বরঞ্চৈব যোগক্ষেমার্থসিদ্ধয়ে।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়েদর্চ্চয়েত্তথা ॥১০০॥

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহ অগ্নিদ্বারা সাধ্য, কিন্তু কোন্ অগ্নিতে করণীয় তাহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন,—ধর্ম্মশাস্ত্রকথিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম (পাকাদি) এগুলি গৃহস্থ প্রত্যহ বিবাহকালে সংস্কৃত অগ্নিতে সম্পন্ন করিবে। অথবা পৈতৃক ধনবিভাগ-কালে আহিত (প্রতিষ্ঠিত) সংস্কৃত (বৈশ্যকুল হইতে অগ্নি আনিয়া প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত) কিংবা গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর আনীত অগ্নিকে সংস্কার করিয়া তাহাতেই স্মার্ত্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে (উদ্দেশ্য এই—উক্ত কালত্রয় ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়)। কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আহবনীয় প্রভৃতি যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্পদনীয়।৯৭।

অতঃপর গৃহীর আচরণীয় ধর্ম্ম বলিতেছেন,—গৃহী দ্বিজাতি প্রথমতঃ মলত্যাগাদি শারীর ক্রিয়া সারিয়া গন্ধলেপক্ষয়কর মৃত্তিকাশৌচ করিবেন। পরে দন্তধাবন বিধি (শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠ সহকৃত) সম্পন্ন করিয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন।

মন্তব্য—যদিও ব্রহ্মচারি-কর্ত্তব্যপ্রসঙ্গে সন্ধ্যাবন্দনাদির বিধান উক্ত আছে, তাহা হইলেও ব্রহ্মচারীর দন্তধাবন, নৃত্যগীতাদি নিষেধ থাকায় গৃহস্থের দন্তধাবনপূর্ব্বক উহা করণীয়, ইহা প্রতিপাদনের জন্য পুনরুল্লিখিত হইল।৯৮।

প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনাদির পর আহবনীয় দক্ষিণাগ্নি ও গার্হপত্য অগ্নিতে যথাশাস্ত্র আহুতি প্রদান করিয়া সূর্য্য-দেবতার উপাসনায় বিহিত 'উদুত্যং জাতবেদসম্' ইত্যাদি মন্ত্র অবিক্ষিপ্ত চিত্তে পাঠ করিবে, পরে নিরুক্ত-ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ও অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিবে, অন্যান্য মীমাংসাদি শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যেতব্য।৯৯।

তৎপরে অভিষেকাদিগুণযুক্ত রাজা অথবা অভাব-অভিযোগের নির্ব্বাহক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তির নিকট অলব্ধলাভের জন্য কিংবা প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষার্থ যাইবে। ('উপেয়াৎ' শব্দের অর্থ সেবা নহে)। তাহার পর মধ্যাহ্নে যথোক্ত বিধিমত স্নানান্তে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া অভীষ্ট দেবতা ও গৃহদেবতাগণের নিত্য সেবা করিবে।১০০।

(ক) দায়কালকৃতেনাপি—পা

বেদাথর্ব-পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞপ্রসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ ॥১০১॥
বলিকর্ম-স্বধা-হোম-স্বাধ্যায়াতিথিসৎক্রিয়াঃ।
ভূত-পিত্রমর-ব্রহ্ম-মনুষ্যাণাং মহামখাঃ ॥১০২॥
দেবেভ্যশ্চ হুতাদন্নাচ্ছেষাদ্ ভূতবলিং হরেৎ।
অন্নং ভূমৌ শ্ব-চাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চৈব
নিঃক্ষিপেৎ ॥১০৩॥
অন্নং পিতৃ-মনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যন্বহং জলম্।
স্বাধ্যায়মন্বহং কুর্য্যাৎ ন পচেদন্নমাত্মনঃ ॥১০৪॥
বালং স্ব-(স্ব-) বাসিনী-বৃদ্ধ-গর্ভিণ্যাতুরকন্যকাঃ।
সম্ভোজ্যাতিথি-ভৃত্যাংশ্চ দম্পত্যোঃ
শেষভোজনম্ ॥১০৫॥
আপোশানেনোপরিষ্টাদধস্তাদশ্নতা তথা।
অনগ্নমমৃতঞ্চৈব কার্য্যমন্নং দ্বিজন্মনা ॥১০৬॥
অতিথিত্বেন বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যানুপূর্ব্বশঃ।
অপ্রণোদ্যোঽতিথিঃ সায়মপি বাগ্ভূতৃণোদকৈঃ ॥১০৭॥
সৎকৃত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্যা সুব্রতায় চ।
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে সখি-সম্বন্ধি বান্ধবন্ ॥১০৮॥
মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ।
সৎক্রিয়াণ্বাসনং স্বাদু ভোজনং সূনৃতং বচঃ ॥১০৯॥
প্রতিসংবৎসরং ত্বর্ঘ্যাঃ স্নাতকাচার্য্য পার্থিবাঃ।
প্রিয়ো বিবাহ্যশ্চ তথা যজ্ঞং প্রত্যৃত্বিজঃ পুনঃ ॥১১০॥

অতঃপর জপযজ্ঞ করণীয়, তাহার প্রকার ;—বেদ, অথর্ববেদোক্ত বিধি, পুরাণ, ইতিহাস—সমস্ত বা যে কোন একটি পাঠ ও অধ্যাত্মবিদ্যার চিন্তা।১০১।

গৃহস্থের প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠেয়, যথা—ভূতযজ্ঞ (বলিকর্ম্ম), স্বধাযজ্ঞ (পিতৃযজ্ঞ তর্পণ), হোম (দেবযজ্ঞ, স্বাধ্যায় (স্বকীয় বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ), অতিথিপরিচর্য্যা (নৃযজ্ঞ)। মন্তব্য—এই পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান নিত্যকর্ম্ম। যদিও কোন কোনও শাস্ত্রে ইহার ফলবিশেষ কথিত আছে, তাহা হইলেও উহা পাপক্ষালনাত্মক ফলকথনার্থ, কাম্যত্বপ্রতিপাদনের জন্য নহে।১০২।

পক্ব অন্নদ্বারা স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে বৈশ্বদেব-হোমের পর অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূতযজ্ঞ করিবে, তাহার বিধি যথা প্রথমে সমস্ত মনুষ্যের প্রীত্যর্থে অন্ন দিয়া পরে যথাশক্তি কুক্কুর, চণ্ডাল, কাকপক্ষীকেও ঐ অন্ন ভূমিতে দিবে ; বচনে 'চ' শব্দ থাকায় পোকা, পাপী, রোগীও পতিতদিগকে দিবে—ইহা বুঝাইতেছে।১০৩।

প্রত্যহ যথাশক্তি পিতৃপুরুষগণকে ও মনুষ্যগণকে অন্ন দিবে, অন্নের অভাব হইলে কন্দ, মূল, ফলাদিও দিবে। তাহারও অভাবে কেবল জলও দিবে। প্রত্যহ বেদের অধ্যয়ন (অভ্যাসরক্ষার্থ) করিবে, নিজের ভোগের যে কোন খাদ্য প্রস্তুত করিবে না, কিন্তু দেবতা, পিতৃগণ ও অপর পোষ্যবর্গের উদ্দেশেই খাদ্য সংগ্রহ করিবে, অবশিষ্ট নিজে খাইবে।১০৪।

অবিনীতা, ভর্ত্তৃপরিত্যক্তা অথবা যে কোন কারণে পিতৃগৃহে বাসকারিণী কন্যা (সুবাসিনী), বৃদ্ধ ব্যক্তি, গর্ভিণী, রোগাক্রান্তা কন্যাদিগকে এবং অতিথি-অভ্যাগত পোষ্যবর্গকে খাওয়াইয়া গৃহস্বামিনী ও গৃহস্বামী শেষান্ন ভোজন করিবেন।১০৫।

দ্বিজাতি ভোজনের আদিতে ও অন্তে আপোশান-ক্রিয়া অর্থাৎ গণ্ডূষজলে ভুজ্যমান অন্নকে আচ্ছাদিত ও অমৃতে পরিণত করিবেন। ইহা সকল আশ্রমীরই কর্ত্তব্য। বৈশ্বদেব কর্ম্মের পর ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ এককালে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণাদিক্রমে তাহাদিগকে যথাশক্তি অন্ন দিবে। কারণ, সায়ংকালেও অতিথি গৃহে আসিলে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না, অন্নাভাবে, অন্ততঃ মিষ্ট ভাষায়, থাকিবার স্থান, বসিবার তৃণাসন, পাদ্যাচমনের জল দিয়াও পরিচর্য্যা করিবে।১০৬ ৭।

ভিক্ষুকমাত্রকেই ভিক্ষা দিবে, তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থভিক্ষুককে স্বস্তিবাচনাদিপূর্ব্বক সৎকৃত করিয়া ভিক্ষা দিবে। ভিক্ষাদ্রব্য অন্ততঃ এক মুষ্টিপরিমিত হওয়া উচিত। ভোজনকালে যদি সখা, বৈবাহিক বা মাতৃপিতৃপক্ষের কোন আত্মীয় উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে।১০৮।

শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আগত হইলে তাঁহার উদ্দেশে একটি যানবাহনযোগ্য বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগ 'ইহা আপনার প্রীত্যর্থে আনীত' এই কথা

অধ্বনীনোঽতিথির্জ্ঞেয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
মান্যাবেতৌ গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভীপ্সতঃ ॥১১১॥
পরপাকরুচির্ন স্যাদনিন্দ্যামন্ত্রণাদৃতে।
বাক্-পাণি-পাদচাপল্যং বর্জয়েচ্ছাতিভোজনম্ ॥১১২॥
অতিথিং শ্রোত্রিয়ং তৃপ্তমা সীমান্তাদনুব্রজেৎ।
অহঃশেষং সহাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥১১৩॥

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বাগ্নীংস্তানুপাস্য চ।
ভৃত্যৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা নাতিতৃপ্তোঽথ সংবিশেৎ ॥১১৪॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্।
ধর্মার্থ-কামান্ স্বে কালে যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥১১৫॥
বিদ্যাকর্ম-বয়ো-বন্ধু-বিত্তৈর্মান্যা যথাক্রমম্।
এতৈঃ প্রভূতৈঃ শূদ্রোঽপি বার্দ্ধক্যে মানমর্হতি ॥১১৬॥

বলিবে। ঐ বৃষ বা অজ শ্রোত্রিয়কে দান নহে অথবা তাঁহার জন্য হননীয় নহে। যেহেতু সকল শ্রোত্রিয়ের জন্য গৃহস্থের মহোক্ষ বা মহাজসংগ্রহ সম্ভব নহে এবং লোকগর্হিত ও স্বর্গগমনের বিরোধী ধর্ম্ম (জীবহিংসা) আচরণের নিষেধও আছে, অতএব সৎক্রিয়াই করিবে অর্থাৎ স্বাগত প্রশ্ন, আসন, পাদ্য, অর্ঘাদি দান করিবে। তাহার পর তিনি আসনে বসিলে, পরে গৃহী আসনে বসিবে, মধুর খাদ্য দিবে এবং 'আপনার আগমনে আমরা আজ ধন্য হইলাম' ইত্যাদি বাক্যে পরিতৃপ্ত করিবে। অশ্রোত্রিয় অতিথিকে উদক ও আসন মাত্র দেয়।১০৯। স্নাতক অর্থাৎ বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাব্রতস্নাতক, তন্মধ্যে বেদাধ্যয়নমাত্র সমাপন করিয়া অসমাপ্ত ব্রতাবস্থায় সমাবৃত্ত বিদ্যাস্নাতক, ব্রত সমাপন করিয়া অসমাপ্ত বেদাধ্যয়ন অবস্থায় গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত ব্রতস্নাতক, উভয় সমাপন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত বিদ্যাব্রতস্নাতক,—ইহারা এবং আচার্য্য, রাজা (ভূস্বামী), মিত্র, জামাতা, 'চ' শব্দে গ্রাহ্য শ্বশুর, পিতৃব্য মাতুলাদি পূজনীয় ব্যক্তি ও যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্ প্রতিবৎসর গৃহে আসিলে অর্ঘ্য ও মধুপর্ক দিয়া সৎকৃত করিবে, কিন্তু ঋত্বিক্ (পুরোহিত) বৎসরমধ্যে আসিলেও মধুপর্কার্হ।১০৯-১০।

অতঃপর অতিথি ও শ্রোত্রিয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য বিধান করিতেছেন,—পথিকের নাম অতিথি, শ্রুতশাস্ত্রের অধ্যয়নে বৃত শ্রোত্রিয়, বেদের একটি শাখার অধ্যয়নে রত বেদপারগ, তন্মধ্যে শ্রোত্রিয় ও বেদপারগ অতিথি হইলে ব্রহ্মলোকার্থী গৃহস্থের উঁহারা বিশেষভাবে মাননীয়।১১১।

অনিন্দনীয় (অপাতকী) ব্যক্তির আমন্ত্রণব্যতীত পরান্নভোজনে রুচি করিবে না। অনৃতভাষণাদি বাক্‌চাপল্য, আস্ফোটনাদি হস্তচাপল্য, লম্ফনাদি চরণ-চাপল্য ও নেত্র-শিশ্নোদর চাপল্য বর্জ্জনীয়। আরোগ্য-কামী অতিভোজন ত্যাগ করিবে।১১২।

শ্রোত্রিয়-অতিথি ও বেদপারগ-অতিথিকে ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া গৃহের সীমাবধি অনুগমন করিবে। এইরূপে গৃহস্থ ভোজনাদি ব্যাপার শেষ করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগ ইতিহাস পুরাণাভিজ্ঞ, কাব্যকথাচতুর ও প্রিয় সম্ভাষণকারী বন্ধুগণের সহিত আলাপে কাটাইবে।১১৩।

পরে যথাবিধি সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া আহ-বনীয়াদি অগ্নিত্রয়ে বা একটি অগ্নিতে আহুতি দিয়া অগ্নির উপাসনান্তে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিপরিবৃত হইয়া অনতিভোজন করিবে এবং আয়-ব্যয়াদি চিন্তার পর নিদ্রা যাইবে।১১৪।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া রাত্রির শেষ প্রহরের পরার্দ্ধকাল আত্মার হিতকর বিষয় যাহা কৃত হইয়াছে এবং যাহা পরে করা হইবে তাহা ও বেদার্থবিষয়ে সংশয়গুলি চিন্তা করিবে। যেহেতু তৎকালে চিত্ত নির্ম্মল থাকে এবং সেজন্য তত্ত্বপ্রকাশ হয়। তারপর যথানির্দ্দিষ্ট কালে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ত্রিবর্গের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে, তন্মধ্যে ধর্ম্মাবিরুদ্ধ অর্থ-কামচিন্তা করণীয়।১১৫।

বিদ্যা, শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম, নিজ হইতে অধিক বয়স অথবা সপ্ততির অধিক বয়স, আত্মীয়স্বজনতা ও অর্থের সমৃদ্ধি এই সকল নিমিত্ত অবলম্বনে যথাক্রমে জনগণ সম্মানার্হ অর্থাৎ বিদ্বান্ প্রথমে মান্য, তদপেক্ষা কর্ম্মী মান্য, তাহার পর অধিক বয়স্ক, তদপেক্ষা আত্মীয়, শেষে ধনী ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। যদি কোন শূদ্র প্রভূত বিদ্যাদিসম্পন্ন আশীতির ঊর্দ্ধবয়স্ক হন, তবে তিনিও সম্মানার্হ।১১৬।

বৃদ্ধ-ভারি-নৃপ-স্নাত-স্ত্রী-রোগি-বর-চক্রিণাম্ ।
পন্থা দেয়ো নৃপস্তেষাং মান্যঃ স্নাতস্তু ভূপতেঃ ॥১১৭॥
ইজ্যাধ্যয়ন-দানানি বৈশ্যস্য ক্ষত্রিয়স্য চ ।
প্রতিগ্রহোঽধিকো বিপ্রে যাজনাধ্যাপনে তথা ॥১১৮॥
প্রধানং ক্ষত্রিয়ে কর্ম প্রজানাং পরিপালনম্ ।
কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্ ॥১১৯॥
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্ ভবেৎ ।
শিল্পৈর্বা বিবিধৈর্জীবেদ্ দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥১২০॥

বৃদ্ধ ব্যক্তি, ভারবাহী, যে কোন জাতীয় রাজা, বিদ্যাদি স্নাতক, স্ত্রীজাতি, ব্যাধিগ্রস্ত, বিবাহার্থ আগত বর, শকটারূঢ় এবং মত্ত, উন্মত্ত, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, বালক, সন্ন্যাসী ইহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে। রাজা ও স্নাতক এককালে উপস্থিত হইলে স্নাতককে পথ দিবে। বৃদ্ধাদি এককালে সমবেত হইলে বৃদ্ধতর অধিক বিদ্বান্ ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পথ দেয়। ১১৭।

বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও অনুলোমজাতীয়ের যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান সাধারণ কর্ম্ম (সকলের একই কর্ম্ম)। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপনা। মন্তব্য—ব্রাহ্মণের স্বয়ংকৃত কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদগ্রহণ আপদ্ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরও অধ্যাপনা বিহিত আছে। ১১৮।

ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য প্রজাপালন, ইহাতে ধর্ম্ম ও জীবিকা উভয়ই হইবে। বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম কুসীদ-গ্রহণ, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এগুলি জীবিকার্থ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ধর্ম্মার্থে বিহিত। ১১৯।

দ্বিজাতিত্রয়ের সেবা শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম। ইহাতে ধর্ম্ম ও জীবিকা উভয়ই সাধনীয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণসেবা শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। যখন দ্বিজশুশ্রূষা দ্বারা শূদ্রের জীবিকানির্ব্বাহ অসম্ভব হইবে, তখন জীবিকার জন্য বণিগ্‌বৃত্তি আশ্রয়ণীয়। অথবা নানাবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা দ্বিজাতির হিতসাধন কর্ত্তব্য। অভিপ্রায় এই,—যেরূপ কার্য্য করিলে দ্বিজশুশ্রূষায় অনধিকারী না হয়, তাদৃশ কর্ম্মে জীবিকানির্বাহ করিবে। ১২০।

ভার্যারতিঃ শুচির্ভৃত্যভর্তা শ্রাদ্ধক্রিয়ারতঃ ।
নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ ॥১২১॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্ ॥১২২॥
বয়ো-বুদ্ধ্যর্থ-বাগ্-বেশ-শ্রুতাভিজন-কর্মণাম্ ।
আচরেৎ সদৃশীং বৃত্তিমজিহ্মামশঠাং তথা ॥১২৩॥
ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স তু সোমং পিবেদ্ দ্বিজঃ ।
প্রাক্ সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদ্ যস্যান্নং বার্ষিকং ভবেৎ ॥১২৪॥

সাধারণী স্ত্রী বা পরস্ত্রীতে আসক্তি ছাড়িয়া নিজ স্ত্রীতেই আসক্ত থাকিবে, দ্বিজাতির মত বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচপরায়ণ হইবে। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন ও নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য ত্রিবিধ শ্রাদ্ধক্রিয়ায় রত থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চযজ্ঞও কেবল 'নমঃ' এই মন্ত্রে সম্পাদন করিবে। তন্মধ্যে লৌকিকাগ্নিতে শূদ্রের বৈশ্বদেবকর্ম্ম বিহিত, বৈবাহিক অগ্নিতে নহে। ১২১।

অতঃপর সর্ব্বজাতিসাধারণধর্ম্মের উল্লেখ করিতেছেন;—জীবহিংসাবর্জ্জন, যাহা প্রাণি-পীড়াকর নহে—এমন সত্যভাষণ, অদত্ত পরদ্রব্যের অগ্রহণ, স্নানাদি বাহ্য শৌচ ও শম-দমাদি আন্তর শৌচ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, যথাশক্তি প্রাণীদিগকে অন্নাদি দানে দুঃখ হইতে মুক্তিদান, অন্তঃকরণসংযম, বিপন্নকে রক্ষা, অপকারসত্ত্বেও চিত্তের অবিকার—এইগুলি সর্ব্ব-জাতিসাধারণ ধর্ম্ম। ১২২।

বয়স (বার্ধক্যাদি), লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে স্বাভাবিকী বুদ্ধি, অর্থ, বাক্য, বেশ, শাস্ত্রশ্রবণ, বংশ ও প্রতিগ্রহাদি কর্ম্মের অনুরূপ আচরণ করিবে, অর্থাৎ বৃদ্ধ বৃদ্ধোচিত ব্যবহার করিবেন, যৌবনোচিত নহে ইত্যাদি। যে আচরণের মধ্যে কুটিলতা নাই, এবং যাহাতে মাৎসর্য্য নাই, তাদৃশ আচরণই করণীয়। ১২৩।

অতঃপর বৈদিক কর্ম্ম কথিত হইতেছে,—তিনবর্ষ যাবৎ জীবিকার উপযুক্ত বা তদধিক খাদ্য যাহার সংস্থান আছে, সে সোমপান করিবে অর্থাৎ সোমযাগের অনুষ্ঠান করিবে। আর যাহার একবর্ষের খাদ্য আছে, সে

প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুঃ প্রত্যয়নং তথা।
কর্ত্তব্যাগ্রয়েণেষ্টিশ্চ চাতুর্মাস্যানি চৈব হি ॥১২৫॥
এযামসম্ভবে কুর্য্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ।
হীনকল্পং ন কুর্বীত সতি দ্রব্যেঽফলপ্রদম্ ॥১২৬॥

চণ্ডালো জায়তে যজ্ঞকারণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতা।
যজ্ঞার্থং লব্ধমদদদ্ভাসঃ কাকোঽপি বা ভবেৎ ॥১২৭॥
কুশূল-কুম্ভীধান্যো বা ত্র্যৈহিকোঽশ্বস্তনোঽপি বা।
জীবেদ্ বাপি শিলোঞ্ছেন শ্রেয়ানেষাং পরঃ পরঃ॥১২৮॥
ইতি গৃহস্থাচারপ্রকরণম্।

সোম-যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়াগুলি যেমন অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রহায়ণেষ্টি, পশুযাগ ও চাতুর্মাস্য যাগ এইগুলি ও ইহাদের বিকৃতীভূত যাগগুলিতে প্রবৃত্ত হইবে। ইহা কাম্য সোম-পানাদি পক্ষে, নিত্যে আর্থিক অবস্থার বিচার নাই। ১২৪।

অতঃপর নিত্য বৈদিক কর্ম্মগুলি কথিত হইতেছে— প্রতিবৎসরে সোমযাগ, প্রতি-অয়নে (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে) পশুযাগ, শস্যোৎপত্তিনিমিত্তক আগ্রহায়ণেষ্টি এবং চাতুর্মাস্য ব্রত প্রতিবৎসরেই কর্ত্তব্য। ১২৫।

এই সকল নিত্য সোমযাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অসম্ভব হইলে, দ্বিজাতি তত্তৎকালে বৈশ্বানরেষ্টি করিবে। এই যে অনুকল্পের কথা বলা হইল, ইহা ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য থাকিতে নহে, আর যে কাম্য কর্ম্ম তাহাও অনুকল্পে একেবারেই সম্পাদনীয় নহে। ১২৬।

যজ্ঞ নিষ্পাদনের জন্য শূদ্র হইতে যাচ্ঞা করিলে জন্মান্তরে চণ্ডাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। আবার ত্রিবর্ণ হইতে যাচ্ঞা লব্ধ অর্থ সমুদয় যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় না করিলে, সে পরজন্মে ভাসপক্ষী অথবা কাক হইয়া শতবর্ষ থাকে। নিজ পোষ্যভরণে বার দিনের মাত্র উপযুক্ত ধান্য যাহার সঞ্চিত আছে, তাহার নাম কুশূলধান্য। এই কুশূলধান্য হইয়া গৃহস্থ থাকিবে, তাহার অভাবে কুম্ভীধান্য অর্থাৎ ছয় দিনের মত কুটুম্বভরণোপযোগী ধান্যও সঞ্চয় করিবে। তদভাবে তিন দিনের উপযুক্ত ধান্যও সঞ্চয় করিবে, এমন কি অশ্বস্তন হইয়াও থাকিবে অর্থাৎ আগামী কল্যের জন্যও খাদ্যসংগ্রাহক হইবে না। অথবা শিলোঞ্ছবৃত্তি (ক্ষেত্রে পতিত বা পরিত্যক্ত শস্য মঞ্জরী গ্রহণের নাম শিল, পরিত্যক্ত এক একটি শস্যকণা গ্রহণের নাম উঞ্ছ, এই উভয় বা প্রত্যেকটি আশ্রয় করিয়াও জীবিকা নির্বাহকারী) হইবে। পূর্ব্বোক্ত কুশূল-ধান্যাদি চতুর্ব্বিধ গৃহস্থের মধ্যে পরপরবর্ত্তী গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে, কারণ, মনু ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াই কুশূলধান্যকাদি হইবার উপদেশ করিয়াছেন। ১২৭-২৮।

গৃহস্থাচারপ্রকরণ সমাপ্ত।

স্নাতকধর্ম্ম-প্রকরণম্।

ন স্বাধ্যায় বিরোধ্যর্থমীহেত ন যতস্ততঃ
ন বিরুদ্ধপ্রসঙ্গেন সন্তোষী চ সদা ভবেৎ ॥১২৯॥

রাজান্তেবাসিযাজ্যেভ্যঃ সীদন্নিচ্ছেদ্ধনং ক্ষুধা।
দম্ভি-হৈতুক-পাষণ্ডি-বকবৃত্তীংশ্চ বর্জয়েৎ ॥১৩০॥

ইতঃপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহাদি অর্থাগমের উপায় বলা হইয়াছে,—এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য আছে,— ব্রাহ্মণ প্রতিষিদ্ধ না হইলেও স্বাধ্যায়ক্ষতিকারক অর্থ প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইবে না অর্থাৎ কেবল প্রতিগ্রহ-পরায়ণ হইবে না, কারণ তাহাতে বেদাধ্যয়নের ক্ষতি হইবে, এবং আচারবান্ বলিয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না, এবং অযাজ্য-যাজনাদিতে নিষিদ্ধ বৃত্তিতে এবং নৃত্যগীতাদি প্রসঙ্গে অর্থোপার্জ্জন করিবে না। এমন কি অর্থলাভ না ঘটিলেও সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত থাকিবে। বচনস্থ-চকার দ্বারা সংযত হইবার উপদেশ করিতেছেন। মন্তব্য—এই স্নাতকপ্রকরণে যেখানেই নঞ্‌পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সমুদয় নঞের অর্থ পর্য্যুদাস অর্থাৎ তদ্ভিন্ন অর্থবাচক, তাহা না বলিলে বহু বাক্য স্বীকার করিতে হয়। ১২৯।

শুক্লাম্বরধরো নীচকেশশ্মশ্রুনখঃ শুচিঃ।
ন ভার্য্যাদর্শনেঽশ্নীয়ান্নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥১৩১॥
ন সংশয়ং প্রপদ্যেত নাকস্মাদপ্রিয়ং বদেৎ।
নাহিতং নানৃতং চৈব ন স্তেনঃ স্যান্ন বার্দ্ধুষিঃ ॥১৩২
দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেব-মৃদ্-গো-বিপ্র-বনস্পতীন্ ॥১৩৩

ন তু মেহেন্নদীচ্ছায়া-বর্ত্ম-গোষ্ঠাম্বু-ভস্মসু।
ন প্রত্যর্কাগ্নি-গো-সোম-সন্ধ্যাম্বু-স্ত্রী-দ্বিজন্মনঃ ॥১৩৪
নেক্ষেতার্কং ন নগ্নাং স্ত্রীং ন চ সংস্পৃষ্টমৈথুনাম্।
ন চ মূত্র-পুরীষং বা নাশুচী রাহুতারকাঃ ॥১৩৫
অয়ং মে বজ্র ইত্যেবং সর্বমন্ত্রমুদীরয়ন্।
বর্ষত্যপ্রাবৃতো(ক)গচ্ছেৎ স্বপ্যাৎ প্রত্যক্‌শিরা ন চ ॥১৩৬

তবে কোথা হইতে অর্থোপার্জ্জন করিবে? তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন—অর্থাভাবে ক্ষুধাকাতর স্নাতক জ্ঞাতকুলশীল রাজার নিকট অথবা ছাত্র বা শিষ্যের নিকট কিম্বা যাজনার্হ ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে। ক্ষুধায় কাতর বলা হেতু বুঝিতে হইবে যে, অধিকারসূত্রে দায়বিভাগ-প্রাপ্ত পৈতৃক ধন দ্বারা যদি পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ সম্ভব হয়, তবে প্রতিগ্রহও পরিত্যাজ্য। এবং যে দাম্ভিক অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, যে হৈতুক অর্থাৎ যুক্তি তর্ক দ্বারা শাস্ত্রার্থে যে সংশয় উৎপাদন করে, যে পাষণ্ডী, অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্মধ্বজী ও বকবৃত্তি অর্থাৎ বকের মত সাধু সাজিয়া আত্মখ্যাপনকারী বঞ্চক এবং বিকর্ম্মস্থ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকারী, বৈড়ালব্রতিক অর্থাৎ হিংস্রস্বভাব, লোভী এবং শঠ সর্ব্বত্র বক্রস্বভাব ইহাদিগকে লৌকিক, বৈদিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্যে পরিত্যাগ করিবে, ইহাদের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। স্নাতক শুক্ল ও ধৌত দুইখানি বস্ত্র (উত্তরীয় ও অন্তরীয়) পরিধান করিবে, কেশ, শ্মশ্রু ও নখচ্ছেদন করিবে, বাহ্য আভ্যন্তর শৌচপরায়ণ হইবে, এবং অনুলেপন ধূপ মাল্য প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধিদেহ হইবে। এ সকলের বিধান অর্থ পর্য্যাপ্ত হইলে, নতুবা নহে। এবং সম্মুখে স্ত্রী থাকিলে আহার করিবে না (ইহাতে অল্পবীর্য্য অপত্য জন্মে, এজন্য স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে আহার যে অনুচিত ইহা আর বক্তব্য কি?)। এইরূপ একবস্ত্রে ও দণ্ডায়মান অবস্থায়ও আহার করিবে না।১৩০-৩১।

যাহাতে প্রাণ সংশয় আছে—এরূপ কার্য্য করিবে না, যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বা চৌরাদিব্যাপ্ত দেশে গমন প্রভৃতি। বিনা কারণে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে উদ্বেগকর অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, প্রিয় হইলেও মিথ্যাভূত বা অহিতকর কার্য্য করিবে না, অশ্লীল অসভ্য ও ঘৃণাজনক বাক্যও অযথা বলিবে না (পরিহাসাদি স্থলে ইহা নিষিদ্ধ নহে।) এবং অপ্রদত্ত পরের ধন লইবে না। নিষিদ্ধ কুসীদগ্রাহী হইবে না।১৩২।

ব্রাহ্মণ নিত্য সুবর্ণকুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকিবে, যজ্ঞসূত্র, বেণুযষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবে, দেবপ্রতিমা, তীর্থমৃত্তিকা, গো, ব্রাহ্মণ ও অশ্বত্থাদি-বনস্পতির প্রদক্ষিণ করিবে অর্থাৎ ইহাদিগকে দক্ষিণে রাখিয়া গমন করিবে।১৩৩।

নদীতে, বৃক্ষচ্ছায়ায়, চলাপথে, গোষ্ঠে, জলে, শ্মশানে ও ভস্মে, অগ্নি, সূর্য্য, গাভী ও চন্দ্রের অভিমুখে, এবং ইহাদিগকে ও স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ ও জলদর্শন করিতে করিতে মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে না। মতান্তরে প্রাবৃত-মস্তক ও অযজ্ঞিয় তৃণাদি দ্বারা আবৃত থাকিয়া মূত্র এবং পুরীষ ত্যাগ বিধেয়।১৩৪।

উদয়াস্তকালে, মধ্যাহ্নে, জলমধ্যে, রাহুগ্রাসাবস্থায় সূর্য্য দর্শন করিবে না, উপভোগাতিরিক্তকালে নগ্নাবস্থায় স্থিতা রমণীকে দেখিবে না। উপভোগান্তে অনগ্নাদর্শনও নিষিদ্ধ, এইরূপে ভোজনকারিণী জৃম্ভমাণা, ক্ষবতুমতী (হাঁচিকারিণী) যথাসুখে অসংযত অবস্থায় স্থিতা, অঞ্জন-ব্যাপৃতা, তৈলাভ্যঙ্গরতা, অনাবৃতা ও প্রসবকারিণীকেও দর্শন করিবে না। মূত্র ও পুরীষদর্শন পরিহার করিবে, অশুচি অবস্থায় রাহুদর্শন ও নক্ষত্রদর্শন পরিত্যাজ্য। মতান্তরে জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্বদর্শনও নিষিদ্ধ।১৩৫।

বৃষ্টির সময় 'অয়ং মে বজ্রঃ পাপ্মানম্ অপহন্তু' এই বজ্র আমার পাপ ধ্বংস করুক—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। বৃষ্টির সময় অনাচ্ছাদিত দেহে দৌড়াইবে না,

(ক) বর্ষৎস্বপ্রাবৃতো—পা।

ষ্ঠীবনাসৃক্‌শকৃন্মূত্ররেতাংস্যপ্সু ন নিক্ষিপেৎ।
পাদৌ প্রতাপয়েন্নাগ্নৌ ন চৈনমভিলঙ্ঘয়েৎ ॥১৩৭
জলং পিবেন্নাঞ্জলিনা শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধর্ম্মঘ্নৈর্ব্যাধিতৈর্ব্বা ন সংবিশেৎ॥১৩৮
বিরুদ্ধং বর্জয়েৎ কর্ম্ম প্রেতধূমং নদীতরম্।
কেশ-ভস্ম-তুষাঙ্গার-কপালেষু চ সংস্থিতিম্॥১৩৯
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং নাদ্বারেণ বিশেৎ ক্বচিৎ।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াল্লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ ॥১৪০

চলিবে না। পশ্চিমশিরাঃ হইয়া এবং নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে না। একাকী শূন্য গৃহে শয়নও নিষিদ্ধ।১৩৬।

জলমধ্যে থুথু ফেলিবে না, এইরূপ রক্ত, মল, মূত্র ও শুক্র নিক্ষেপ করিবে না; তুষ, কেশ, ভস্ম, অস্থি, শ্লেষ্মা, নখ এবং লোমনিক্ষেপও করণীয় নহে। পা ও হাত দিয়া জলে তাড়নের নিষেধও মতান্তরে আছে। অগ্নিতে পা সন্তপ্ত করিবে না, অগ্নি লঙ্ঘন করিবে না, জলের মত অগ্নিতে ষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপণীয় নহে। মনুমতে মুখবায়ু দ্বারা লৌকিক অগ্নি প্রজ্বালন নিষিদ্ধ।১৩৭।

অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, কেবল জল নহে, কোন পানীয় দ্রব্যই অঞ্জলি দ্বারা পেয় নহে। নিজ হইতে বিদ্যাদিগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঘুমাইলে তাঁহাকে জাগাইবে না। পাশক্রীড়াদি বর্জ্জন করিবে। ধর্ম্মহানিকর ক্রীড়াও বর্জ্জনীয়। ব্যাধিগ্রস্ত (জ্বরাদি রোগাক্রান্ত) লোকের সহিত একত্র শয়ন ত্যাগ করিবে।১৩৮।

দেশাচারবিরুদ্ধ, গ্রামাচারবিরুদ্ধ ও কুলাচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। শবদাহধূম পরিহার করিবে, বাহুদ্বারা সন্তরণপূর্ব্বক নদীপারগমন নিষিদ্ধ। কেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার ও নরকপালে এবং অস্থি, কার্পাসও অপবিত্র বস্তুর উপর অবস্থান বর্জ্জনীয়।১৩৯।

অপরের গাভীর দুগ্ধ যদি বৎস পান করে, তবে তাহা গো-স্বামীকে জানাইবে না। কোনও নগরে, গ্রামে বা গৃহমধ্যে দ্বারব্যতিরিক্ত পথে প্রবেশ করিবে না। কৃপণ, শাস্ত্রবিশ্বাসহীন যথেচ্ছাচারী রাজার নিকট প্রতিগ্রহ বর্জ্জনীয়।১৪০।

প্রতিগ্রহে সূনি-চক্রি-ধ্বজি-বেশ্যা-নরাধিপাঃ।
দুষ্টা দশগুণং পূর্ব্বাৎ পূর্ব্বাদেতে যথোত্তরম্ ॥১৪১
অধ্যায়ানামুপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণেন বা।
হস্তেনৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্য তু ॥১৪২
পৌষমাসস্য রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা।
জলান্তে চ্ছন্দসাং কুর্য্যাদুৎসর্গবিধিং বহিঃ ॥১৪৩
ত্র্যহং প্রেতেষ্বনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্‌-গুরু-বন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্বশাখাশ্রোত্রিয়ে মৃতে ॥১৪৪

প্রতিগ্রহকার্য্যে বধ্যস্থানাধিকারী অর্থাৎ প্রাণি-হিংসাপরায়ণ, তৈলচক্রাধিকারী (তেলী), সুরাবিক্রয়ী, বেশ্যা (পণ্যস্ত্রী), পূর্ব্বোক্ত লোভী শাস্ত্রবিধিত্যাগী রাজা দুষ্ট। এই পঞ্চবিধ ব্যক্তির মধ্যে সূনী হইতে তৈলিক, তৈলিক হইতে সুরাবিক্রয়ী, তদপেক্ষা বেশ্যা, সর্ব্বাপেক্ষা ঐরূপ রাজা প্রতিগ্রহে দশগুণ দোষযুক্ত।১৪১।

অতঃপর অধ্যয়নের বিধি বলিতেছেন—বেদাধ্যয়নের উপাকর্ম্ম (আরম্ভ) ধান্যাদি ওষধির উৎপত্তি হইলে, শ্রাবণী পূর্ণিমায়, অথবা শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দিনে, কিংবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত পঞ্চমী তিথিতে করণীয়। যদি শ্রাবণ মাসে শস্য না জন্মায়, তবে ভাদ্রমাসে শ্রবণানক্ষত্রে কর্ত্তব্য। সেই উপকর্ম্মের পর হইতে সাড়ে চারি মাস বেদ অধ্যয়ন করিবে।১৪২।

অতঃপর বেদসমাপ্তির বা উৎসর্গকাল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—পৌষ মাসে রোহিণীনক্ষত্রে অথবা অষ্টকা-শ্রাদ্ধদিনে (পৌষী কৃষ্ণাষ্টমীতে) গ্রামের বহির্ভাগে জল-সমীপে বেদোক্ত গৃহ্যসূত্রমতে অধীত বেদের উৎসর্গকর্ম্ম করিবে। কিন্তু যদি ভাদ্রমাসে উপাকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাঘ মাসের শুক্লা প্রতিপদে উহা করণীয়। উৎসর্গকর্ম্মের পর পক্ষিণী (দুই দিন একমধ্য স্থিতা রাত্রি) অথবা এক অহোরাত্র বেদাধ্যয়নে বিরত থাকিয়া পরে গুরুমুখে অধীতবেদ শুক্লপক্ষে নিয়মিতভাবে পড়িতে থাকিবে, কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ পঠনীয়।১৪৩।

অনন্তর অনধ্যায়কাল বলা হইতেছে—শিষ্য, ঋত্বিক্‌, গুরু বা আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন অহোরাত্র বেদাধ্যয়ন

সন্ধ্যাগর্জ্জিত-নির্ঘাত-ভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশমারণ্যকমধীত্য চ ॥১৪৫
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু ভুক্ত্বা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥১৪৬
পশু-মণ্ডূক-নকুল-মার্জার-শ্বাহি-মূষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে ॥১৪৭
শ্ব-ক্রোষ্টু-গর্দভোলুক-সাম-বাণার্তনিঃস্বনে।
অমেধ্য-শব-শূদ্রান্ত্য-শ্মশান-পতিতান্তিকে ॥১৪৮

দেশেঽশুচাবাত্মনি চ বিদ্যুৎ-স্তনিতসংপ্লবে।
ভুক্ত্বার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে ॥১৪৯
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে সন্ধ্যা-নীহার-ভীতিষু।
ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥১৫০
খরোষ্ট্রযান-হস্ত্যশ্ব-নৌ-বৃক্ষেরিণরোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ানেতাংস্তাৎকালিকান্ বিদুঃ ॥১৫১
দেবর্ত্বিক্-স্নাতকাচার্য্য-রাজ্ঞাং ছায়াং পরস্ত্রিয়াঃ।
নাক্রামেদ্ রক্ত-বিণ্মূত্র-ষ্ঠীবনোদ্বর্তনাদি চ ॥১৫২

পরিত্যাজ্য। উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গনামক কর্ম্মের পর তিন দিন অনধ্যায় জানিবে। পূর্ব্ববচনে মনুমতে যে পক্ষিণী বা অহোরাত্র অনধ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই বচনোক্ত তিন দিন অনধ্যায়ের সহিত তাহার বিকল্প (ইচ্ছাবিকল্প) জানিবে। এইপ্রকার স্বশাখাধ্যায়ী কোন দ্বিজ মৃত হইলে তিন অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ১৪৪।

সন্ধ্যাগর্জ্জনে, আকাশে উৎপাতসূচক ধ্বনিবিশেষে, ভূমিকম্পে, উল্কাপাতে, বেদের মন্ত্রভাগ বা ব্রাহ্মণভাগের অধ্যয়নসমাপ্তিতে এবং আরণ্যককাণ্ড (উপনিষৎ) অধ্যয়নারম্ভে অহোরাত্র অনধ্যায় জ্ঞাতব্য। ১৪৫।

অমাবস্যায়, পৌর্ণমাসীতে, অষ্টমী তিথিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। মতান্তরে—চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে তিনদিন অনধ্যায় বলা আছে, উহা গ্রস্তাস্তবিষয়ে ধর্ত্তব্য। ঐরূপ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর সন্ধিকালীন প্রতিপদে কোনও শ্রাদ্ধান্নভোজনে ও শ্রাদ্ধে দানগ্রহণে এক অহোরাত্র অনধ্যায় হয়। মনুমতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে তিনদিন বর্জ্জনের কথা আছে। অতএব এই বচনে যে অহোরাত্র অনধ্যায় বলা হইল, উহা পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধে জ্ঞাতব্য। ১৪৬।

অধ্যাপক ও অধ্যেতৃদিগের মধ্যদিয়া কোন গ্রাম্য বা আরণ্য পশু, ভেক, নকুল, কুক্কুর, সর্প, বিড়াল ও মূষিক গমন করিলে, ইন্দ্রধ্বজপাতের দিনে ও শক্রোত্থানে অহোরাত্র অনধ্যায় জানিবে। ১৪৭।

কুক্কুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেচক—ইহাদের শব্দ হইলে এবং সামগানের ও বাণের শব্দে কিংবা কোন আর্ত্তের আর্ত্তনাদে শব্দকাল ব্যাপিয়া অনধ্যায় করিবে। এই প্রকার—বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী, ভেরী ও শকটের শব্দকাল অনধ্যায় জানিবে। কোনও অপবিত্র বস্তু যেমন শবাদি, এবং শূদ্র, অন্ত্যজ, শ্মশান ও পতিত ব্যক্তিগণের সন্নিধানে—তাহাদের সন্নিধিকালব্যাপী অনধ্যায়। ১৪৮।

অশুচিদেশে এবং নিজের অপবিত্রতা হইলে, অনবরত বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতে থাকিলে, দুই প্রহর ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ মেঘগর্জ্জন হইলে তাবৎকাল অনধ্যায় জানিবে। ভোজনের পর আর্দ্রহস্তঅবস্থায়, জলমধ্যে, মহানিশায় ও প্রচণ্ড বায়ুবহনকালে তাবৎকাল অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ১৪৯।

ঔৎপাতিক ধূলিবর্ষণে, দিগ্দাহে (যখন দিঙ্মণ্ডল প্রজ্জ্বলিতের মত দৃশ্যমান হয়), সন্ধ্যাদ্বয়ে, নীহার-ধূমে (কুয়াসায়), চোর ও দস্যুপ্রভৃতিজনিত ভীতি ও রাজকীয় ভীতি উপস্থিত হইলে তাবৎকাল অনধ্যায় জানিবে। দ্রুতগমনকারীর অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, এইরূপ অপবিত্র মদ্যাদি পচা গন্ধ বহিতে থাকিলে, শ্রোত্রিয়াদি শিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আসিলে আদেশক্রমে অনধ্যায় পালনীয়। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযানে বসিয়া অথবা হস্তী, অশ্ব, নৌকা ও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, উষরক্ষেত্রে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না। এই সাইত্রিশ প্রকার অনধ্যায়ে তত্তৎকালেই অনধ্যায় ঋষিরা বলিয়াছেন। ('বিদুঃ' বলায় অন্য মুনিসম্মত অনধ্যায়গুলিও ধর্ত্তব্য। যথা—শয়ান ও প্রৌঢ়পাদঅবস্থায়, উরুদ্বয় মাটিতে পাতিয়া,

বিপ্রা হি ক্ষত্রিয়াত্মানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন।
আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাঙ্‌ক্ষেন্ন কঞ্চিন্মর্ম্মণি স্পৃশেৎ॥১৫৩
দূরাদুচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রপাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং সম্যঙ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ॥১৫৪
গো-ব্রাহ্মণানলান্নানি নোচ্ছিষ্টানি পদা স্পৃশেৎ।
ন নিন্দা-তাড়নে কুর্য্যাৎ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ॥১৫৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্নাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু॥১৫৬॥

মাতৃ-পিত্রতিথি-ভ্রাতৃ-জামি-সম্বন্ধি-মাতুলৈঃ।
বৃদ্ধ-বালাতুরাচার্য্য-বৈদ্য-সংশ্রিত-বান্ধবৈঃ॥১৫৭
ঋত্বিক্-পুরোহিতাপত্য-ভার্য্যা-দাস-সনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েদ্ গৃহী॥১৫৮
পঞ্চ-পিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদী-দেবখাত-গর্ত্ত-প্রস্রবণেষু চ॥১৫৯
পরশয্যাসনোদ্যান-গৃহ-যানানি বর্জয়েৎ।
অদত্তান্যগ্নিহীনস্য নান্নমদ্যাদনাপদি॥১৬০

আমিষ ভোজন করিয়া ও অশৌচার অন্ন খাইয়া অধ্যয়ন করিবে না—মিতা)। ১৫১।

দেবপ্রতিমা, পুরোহিত, স্নাতক (বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত), আচার্য্য, রাজা ও পরস্ত্রীর ছায়া জ্ঞানপূর্ব্বক মাড়াইবে না। এবং রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, থুথু, বমন, শ্লেষ্মা, স্নানজল প্রভৃতি অপবিত্র বস্তুর উপর দাঁড়াইবে না। (মিতা—নকুল, সমানবর্ণ গাভী বা অন্য কোনও প্রাণীর ছায়া লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য)। ১৫২।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সর্প, রাজা—ইহাদিগকে কখনও অগ্রাহ্য করিবে না। নিজের অবজ্ঞাও পরিহার করিবে। মৃত্যুকালপর্য্যন্ত অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবে। কাহারও গুপ্তকথা প্রকাশ করিবে না। ভোজনাদি উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা, পা ধোয়া জল গৃহের দূরে ফেলিয়া দিবে। বৈদিক ও স্মার্ত্ত আচার নিত্য যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে। ১৫৩-৫৪।

গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ভোজনীয় দ্রব্য বিশেষতঃ পক্ক অন্ন অশুচি অবস্থায় স্পর্শ করিবে না। শুচি থাকিলেও পা-দ্বারা এগুলি স্পর্শ করিবে না। যদি প্রমাদবশতঃ কেহ স্পর্শ করে, তবে আচমন করিয়া আচমনাঙ্গ চক্ষুরাদি স্পর্শ করণীয়। কোন অনপকারী ব্যক্তিকে নিন্দা বা প্রহার করিবে না, কিন্তু পুত্র, শিষ্য, ভৃত্য প্রভৃতিকে শিক্ষার্থ তাড়ন করা যায়। (মিতা—গৌতম মতে মস্তকভিন্ন গাত্রের অপরাংশে বেণু, রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা তাড়ন নির্দ্দিষ্ট আছে)। ১৫৫।

যথাশক্তি শরীর দ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিবে, মনে মনে ধর্ম্মের চিন্তা করিবে, বাক্যদ্বারাও প্রকাশ করিবে। যদি কোন কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতও হয়, তবে লোকবিগর্হিত (যেমন মধুপর্কে গোবধপ্রভৃতি) আচরণ করিবে না, যেহেতু অগ্নীষোমীয় পশুবধের মত উহা স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ নহে। ১৫৬।

গৃহী ব্যক্তি—মাতা, পিতা, অতিথি, ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, বৈবাহিক, মাতুল, সপ্ততির ঊর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধ এবং ষোড়শ-বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক, রোগী, উপনয়নদাতা আচার্য্য, বিদ্বান, বৈদ্য, আশ্রিত ব্যক্তি, পিতৃপক্ষের ও মাতৃপক্ষের আত্মীয়বর্গ, যাজক, পুরোহিত (শান্তি-স্বস্ত্যয়নকারী), পুত্র, কন্যা, পরিণীতা স্ত্রী, কর্ম্মকর ভৃত্য ও সহোদরা (বিধবা) ইহাদের সহিত বাক্‌কলহ ত্যাগ করিবে, তাহার ফলে প্রাজাপত্যাদি লোকে গমন করিবে। ১৫৭-১৫৮।

সকল প্রাণীর ভোগোদ্দেশ্যে অদত্ত পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে প্রথমে পাঁচটি মৃত্তিকাপিণ্ড বাহিরে ফেলিয়া দিবে। অভিপ্রায় এই—আত্মীয়ের উৎসর্গীকৃত ও অনুমোদিত জলাশয়ে পঞ্চমৃৎপিণ্ডের বহির্নিক্ষেপ করিতে হইবে না। সমুদ্রগামিনী প্রবাহিণী নদী, দেব-নির্ম্মিত পুষ্করাদি তীর্থ, স্রোতোহীন হ্রদ, পর্ব্বতাদি হইতে পতিত প্রস্রবণ—ইহাতে স্নানকালে পঞ্চপিণ্ডোদ্ধার বিহিত নহে। (মিতা—স্নানার্থেই পঞ্চপিণ্ডোদ্ধার বিহিত, শৌচকার্য্যে নহে)। ১৫৯।

পরের বিছানা, আসন, উদ্যান, বাসগৃহ, যানবাহন অদত্ত বা অননুজ্ঞাত হইলে ব্যবহার করিবে না, আপৎ-কাল ব্যতিরেকে অগ্নিতে করণীয় কর্ম্মের অধিকারবর্জ্জিত শূদ্র ও প্রতিলোমজাত সঙ্করজাতির অন্ন ভোজন করিবে না, আবার উক্ত অধিকারবান্ ব্যক্তি যদি অগ্নিহোত্র না

কদর্য্য-বদ্ধ-চৌরাণাং ক্লীব-রঙ্গাবতারিণাম্।
বৈণাভিশস্ত-বার্দ্ধুষি-গণিকা-গণদীক্ষিণাম্ ॥১৬১
চিকিৎসকাতুর-ক্রুদ্ধ-পুংশ্চলী-মত্ত-বিদ্বিষাম্।
ক্রূরোগ্র-পতিত-ব্রাত্য-দাম্ভিকোচ্ছিষ্টভোজিনাম্ ॥১৬২
অবীরস্ত্রী-স্বর্ণকার-স্ত্রীজিত-গ্রামযাজিনাম্।
শস্ত্রবিক্রয়ি-কর্ম্মার-তুন্নবায়-শ্বজীবিনাম্ ॥১৬৩

করে তবে তাহারও অন্ন অভোজ্য এবং অপ্রতিগ্রাহ্য। অভোজ্যান্নপ্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন,—কৃপণ (অর্থাৎ যে আত্মবঞ্চনা করে, স্ত্রী-পুত্রকে কষ্ট দেয়, ধর্ম্মকার্য্যে অর্থব্যয় করে না, অর্থলোভে পিতা-মাতা-পোষ্য-বর্গকে অন্ন দেয় না তাদৃশ ব্যক্তি), বদ্ধ ব্যক্তি (বাক্যে আবদ্ধ বা কারাগারে আবদ্ধ), ব্রাহ্মণের সুবর্ণব্যতীত পরস্বাপহারী, নপুংসক, রঙ্গে অভিনয়জীবী, (যেমন নট, চারণ, মাগধ প্রভৃতি), বেণুচ্ছেদজীবী, পতিত, নিষিদ্ধ কুসীদজীবী, গণিকা, বহুযাজক—ইহাদেরও অন্ন অভোজ্য অপ্রতিগ্রাহ্য।১৬০-৬১।

ভিষগ্‌বৃত্তি যাহার উপজীবিকা, মহারোগগ্রস্ত, ক্রুদ্ধ, ব্যভিচারিণী রমণী, বিদ্যাতিশয়ে বা ধনাতিশয়ে গর্ব্বিত, শত্রু, ক্রূর, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, ব্রহ্মহত্যাদি পাতকী, ব্রাত্য, বঞ্চক, উচ্ছিষ্টভোজী—ইহাদেরও অন্নভোজন করিবে না। ১৬২।

অব্যভিচারিণী হইলেও স্বাধীনা পতিপুত্রহীনা নারী, স্বর্ণকার, সর্ব্বদা স্ত্রীর বশবর্ত্তী, গ্রামের শান্ত্যাদিকর্ত্তা অথবা বহুর উপনয়নদাতা, শাস্ত্রবিক্রয়জীবী, কর্ম্মার (কামার), তন্তুবায় (সূচিশিল্পজীবী) ও শ্ববৃত্তি (কুক্কুর দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহক) ইহাদেরও অন্ন অভোজ্য।১৬৩।

নৃশংস-রাজ-রজক-কৃতঘ্ন-বধজীবিনাম্।
চৈলধাব-সুরাজীবি-সহোপপতিবেশ্মনাম্ ॥১৬৪
পিশুনানৃতিনোশ্চৈব তথা চাক্রিকবন্দিনাম্।
এষামন্নং ন ভোক্তব্যং সোমবিক্রয়িণস্তথা ॥১৬৫

ইতি স্নাতকধর্ম্ম-প্রকরণম্ ॥

অতিনিষ্ঠুর ব্যক্তি, রাজা, শঙ্খমতে পুরোহিতও, রজক (বস্ত্রাদি রঞ্জক), কৃতঘ্ন, সূনাজীবী (প্রাণি-হিংসা দ্বারা জীবিকানির্বাহক), বস্ত্রমলক্ষালনকারী, মদ্যবিক্রয়জীবী, উপপতিকর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট গৃহের স্বামী, পিশুন (পরের দোষপ্রকাশক), মিথ্যাবাদী, তৈলযন্ত্র-প্রবর্ত্তক, মতান্তরে শকটবাহক, বন্দী (স্তুতিব্যবসায়ী) ও সোমলতার বিক্রেতা—ইহাদের অন্ন অভোজ্য। (মিতা—এই যে কদর্য্যদিগকে অভোজ্যান্ন বলা হইয়াছে, ইহারা দ্বিজ বলিয়া ধর্ত্তব্য, কারণ দ্বিজাতিভিন্নের অন্নভোজনের বিধিই নাই, নিষেধ কিরূপে হইবে)। (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অগ্নিহীনের অন্ন অভোজ্য সুতরাং শূদ্রান্ন অভোজ্য, কিন্তু তন্মধ্যেও বিশেষ আছে, গর্ভদাস (যে জন্মাবধি বাটীতে দাসত্ব করে), গোপালন দ্বারা জীবিকানির্বাহক, কুলমিত্র (পিতৃপিতামহাদিক্রমে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ), অর্দ্ধসীরী (যোতদার, চাষের সমান অংশী) নাপিত (গৃহব্যাপারের নির্বাহক ও নাপিত) আত্মসমর্পক (কায়মনোবাক্যে অধীনত্বস্বীকারকারী) এবং মতান্তরে কুম্ভকার—ইহারা শূদ্র হইলেও ভোজ্যান্ন। ১৬৪-১৬৫।

স্নাতকধর্ম্মপ্রকরণ সমাপ্ত।

॥ অথ ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণম্ ॥

অনর্চ্চিতং বৃথামাংসং কেশ-কীটসমন্বিতম্ ।
শুক্তং পর্য্যুসিতোচ্ছিষ্টং শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতম্ ॥১৬৬
উদক্যাস্পৃষ্টসংঘুষ্টং পর্য্যায়ান্নঞ্চ বর্জয়েৎ ।
গোঘ্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥১৬৭
শূদ্রেষু দাস-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥১৬৮
অন্নং পর্য্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্থিতম্ ।
অস্নেহা অপি গোধূম-যব-গোরসবিক্রিয়াঃ ॥১৬৯
সন্ধিন্যনির্দ্দশাবৎসগোঃ পয়ঃ পরিবর্জয়েৎ ।
ঔষ্ট্রমৈকশফং স্ত্রৈণমারণ্যকমথাবিকম্ ॥১৭০
দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা ।
অনুপাকৃতমাংসানি বিড়্জানি করকাণি চ ॥১৭১
ক্রব্যাদপক্ষি-দাত্যূহ-শুক-প্রতুদ-টিট্টিভান্ ।
সারসৈকশফান্ হংসান্ সর্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ ॥১৭২
কোযষ্টি-প্লব-চক্রাহ্ব-বলাকা-বক-বিষ্কিরান্ ।
বৃথা কৃষর-সংযাব-পায়সা-পূপ-শষ্কুলীঃ ॥১৭৩

পূর্ব্বে স্নাতকের নিয়ম বলা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিজাতি-মাত্রের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছেন—অনর্চ্চিত (অর্চ্চনার যোগ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়), বৃথা মাংস (প্রাণাত্যয়সম্ভাবনাদি-ব্যতিরিক্ত কারণে ও দেবতাদির প্রীত্যর্থে যাহা পক্ব নহে, কেবল নিজের ভোগার্থ পক্ব এরূপ মাংস), কেশ ও কীটাদিসম্পর্কে দুষ্ট অন্ন, শুক্ত (দধ্যাদিব্যতিরেকে অম্লহীন বস্তুও যদি দ্রব্যবিশেষ মিশ্রিত ও পর্য্যুষিত হইয়া অম্লতাপন্ন হয়), পর্য্যুষিত (রাত্রিব্যবহিত), ভুক্তোচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিতাদি অপবিত্র ব্যক্তি দ্বারা দৃষ্ট, রজস্বলা বা চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট, সংঘুষ্ট ('কে খাইবি আয়' বলিয়া ঘোষণা দ্বারা দীয়মান অন্ন), পর্য্যায়ান্ন (একের অন্ন অপরের নামে যদি দেওয়া হয়, যেমন ব্রাহ্মণান্নদাতা শূদ্র, ও শূদ্রান্নদাতা ব্রাহ্মণ হইলে তাহাদের অন্ন), (কোন কোন মতে পর্য্যাচান্ত অন্নও অভোজ্য, যথা একপঙ্‌ক্তিতে ভোজনোপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ উঠিয়া গেলে ভস্ম বা জল দিয়া পঙ্‌ক্তিচ্ছেদ না করিলে সেই অন্ন অভোজ্য), এই সকল অন্ন ও গোকর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাকাদি পক্ষিকর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট, ইচ্ছাপূর্ব্বক পা-দ্বারা স্পৃষ্ট অন্নও ভোজন করিবে না। ১৬৬-৬৮।

অতঃপর পর্য্যুষিত খাদ্য সম্বন্ধে নিষেধের স্থল-বিশেষে প্রত্যাহার করিতেছেন—খাদ্যবিশেষ যদি ঘৃতাদি স্নেহসংযুক্ত, হয় তবে বহুদিনের বাসি হইলেও তাহা ভোজ্য এবং নিঃস্নেহ হইলেও গোধূম (গম), যব, পিষ্টকাদি এবং গো-দুগ্ধের বিকার—দধি, ক্ষীরাদি (যদি বিকৃত না হয়) বহুদিনের পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষ্য। সন্ধিনী অর্থাৎ বৃষাক্রান্তা গাভী, কিংবা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, অথবা অন্য বাছুর সাহায্যে যাহাকে দোহা হইয়াছে—এইরূপ ধেনুর এবং প্রসবের পর দশদিন অতীত না হইলে সেই ধেনুর ও বৎসহীনা ধেনুর দুগ্ধ অপেয়; (মিতা—অজা ও মহিষীরও প্রসবের পর দশদিন অশৌচ অতিক্রান্ত না হইলে দুগ্ধ অপেয়। উষ্ট্রী, অশ্বা, মনুষ্যজাতীয়া ও অজাভিন্ন দ্বিস্তনী স্ত্রীজাতির দুগ্ধ, মহিষী ব্যতীত অরণ্যচারী পশুর এবং মেষীর দুগ্ধ বর্জ্জনীয় এবং উষ্ট্রাদির বিষ্ঠা ও মূত্র-ব্যবহারও পরিত্যাজ্য)। ১৬৯-৭০।

দেবতার জন্য ঘৃত তৈয়ারী করিয়া সেই ঘৃত দেবতাকে আহুতি দিবার পূর্ব্বে অগ্রাহ্য। এইরূপ শোভাঞ্জন (সজিনা গাছ) জাত পত্র-ফল-পুষ্পাদি, রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, বৃক্ষচ্ছেদনজাত নির্য্যাস (লোহিতবর্ণ না হইলেও), যজ্ঞে অনুৎসৃষ্ট পশুর মাংস, বিষ্ঠাজাত শাকাদি, ও কবক (বেঙের ছাতা বা পাতালফোঁড়) অভক্ষ্য। ১৭১।

কাঁচা মাংসভোজী প্রাণী, পক্ষী (শকুনি প্রভৃতি), চাতক পক্ষী, শুক (টিঁয়া), প্রতুদ (ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া যাহারা মাংস ভোজন করে (শ্যেনাদি পক্ষী), টিট্টিভ, সারস, একখুরসম্পন্ন প্রাণী (অশ্বাদি), হংস, গ্রামপালিত

কলবিঙ্কং সকাকোলং কুররং রজ্জুদালকম্।
জালপাদান্ খঞ্জরীটানজ্ঞাতাংশ্চ মৃগদ্বিজান্ ॥১৭৪

চাষাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ সৌনং বল্লূরমেব চ।
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ॥১৭৫

পলাণ্ডুং বিড়্বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামকুক্কুটম্।
লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধ্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৭৬

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধা-গোধা-কচ্ছপ-শল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেম্বপি হি সিংহতুণ্ডক-রোহিতাঃ ॥১৭৭

তথা পাঠীন-রাজীব-সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
অতঃ শৃণুত মাংসস্য বিধিং ভক্ষণবর্জ্জনে ॥১৭৮

প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥১৭৯

পক্ষী (পারাবত প্রভৃতি)—ইহাদের মাংস খাইবে না। ক্রৌঞ্চবক, জলচারী কুক্কুট, চক্রবাক, বলাকা (শ্বেতবক), বক (অন্যজাতীয়), চকোরাদি (যাহারা নখ দিয়া ছিঁড়িয়া খায় তন্মধ্যে লাবক-ময়ূরাদি), দেবতাদির উদ্দেশব্যতীত নিষ্পাদিত তিল-তণ্ডুলাদি মিশ্রিত অন্ন (খিচুড়ি), বা সংযাব (সির্ণি অর্থাৎ দুগ্ধ-গুড়-ঘৃতাদি মিশ্রণ জাত), দুগ্ধপক্ক অন্ন, অপূপ (অস্নেহপক্ক গোধূমের পিষ্টক), শষ্কুলী (স্নেহপক্ক গোধূমপিস্টক) ভোজন নিষিদ্ধ। (মিতা—যদিও সাধারণভাবে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য নিষ্পাদিত খাদ্য-ভোজন নিষিদ্ধই আছে, তথাপি পুনরুল্লেখ প্রায়শ্চিত্তাধিক্যব্যবস্থার জন্য)।১৭২-৭৩।

কলবিঙ্ক (গ্রাম্য চটক পক্ষী), দ্রোণকাক (দাঁড়কাক) কুরর (উচ্চৈঃশব্দকারী পক্ষী), রজ্জুদালক (কাঠঠোকরা পাখী), জালপাদ (পায়ে জালাকার চর্ম্মবিশিষ্ট পক্ষী, জালপাদ ভিন্নও হংস আছে, এজন্য পূর্ব্বে হংসের উল্লেখ করা হইয়াছে), খঞ্জরীট (খঞ্জন পক্ষী), অজ্ঞাতনাম-জাতি মৃগ ও পক্ষীকেও ভোজন করিবে না। ১৭৪।

চাষনামক পক্ষী, রাজহংস প্রভৃতি রক্তচরণ পক্ষী, বধ্যস্থান হইতে পরিত্যক্ত ভক্ষণীয় পশু হইলেও তাহাদের মাংস, শুষ্ক মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করিবে না। (এইরূপ নলিকা শাক, শণপত্র, ছত্রাক, কুসুম্ভপুষ্প, অলাবু ভক্ষণও বর্জ্জনীয়। যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক (লোভে পড়িয়া) নিষিদ্ধ সন্ধিনী দুগ্ধাদি ব্যবহার করে, তবে সে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। (মিতা—অজ্ঞানতঃ ভোজনে অহোরাত্র উপবাস। শঙ্খমুনি মতে, বলাকা-হংসাদি ভক্ষণে দ্বাদশরাত্র উপবাস বিহিত থাকিলেও উহা বহুবার ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজনে অথবা সমষ্টিভক্ষণে জানিবে)।

পলাণ্ডু, বিষ্ঠাভোজী শূকর, ছত্রাক, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন, গাজর এগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক একবার ভোজন করিলেও চান্দ্রায়ণ আচরণীয়। (মিতা —যদিও পূর্ব্বে গ্রাম্য কুক্কুট ও ছত্রাকের নিষেধ বলা আছে, তথাপি এখানে পুনরুক্তি পলাণ্ডুপ্রভৃতি ভক্ষণের সমান প্রায়শ্চিত্তবোধনের জন্য। অজ্ঞানপূর্ব্বক সকৃৎ পলাণ্ডু প্রভৃতি ছয়টির ভক্ষণে কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রত, অথবা যতিচান্দ্রায়ণ করণীয়। অজ্ঞানতঃ বহুবার ভক্ষণে দ্বাদশ রাত্র পয়ঃপান প্রায়শ্চিত্ত।১৭৫-৭৬।

পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যে সেধা, (শ্বাবিৎ—কুক্কুর-ভক্ষক প্রাণিবিশেষ), গোধা (গোসাপ), কচ্ছপ, শল্লকী (শজারু), শশক এবং গণ্ডার; মৎস্যের মধ্যে সিংহাকার মুখবিশিষ্ট মৎস্য, রোহিত, (লোহিতবর্ণ) পাঠীন (চাঁদা মাছ), রাজীব (পদ্মাকৃতি মৎস্য) এবং শল্কবিশিষ্ট (আঁইশবিশিষ্ট চিংড়ি প্রভৃতি) মৎস্য দ্বিজাতিগণের ভক্ষ্য। (তাৎপর্য্য এই যে, শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার নিয়োগমত এগুলি খাইতে পারা যায়। শূদ্রজাতির এতদ্ভক্ষণে কোনও বিধিনিষেধ নাই)। ১৭৭।

অতঃপর চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম বলা হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, - হে মুনিগণ! অতঃপর মাংসভক্ষণ ও মাংসবর্জ্জন সম্বন্ধে বিধি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তন্মধ্যে প্রোক্ষিত মাংসের ভক্ষণ ও অপ্রোক্ষিত মাংসের নিষেধ এবং 'প্রোক্ষণাদিব্যতিরেকে আমি মাংস খাইব না', এইরূপে সঙ্কল্পকারীর পক্ষে বিধান কথিত হইতেছে। প্রাণহানির সম্ভাবনায় মাংসভক্ষণ করণীয়। (মিতা—খাদ্যান্তরাভাবে বা ব্যাধিবশতঃ যখন প্রাণাত্যয়ের সম্ভাবনা, তখনই মাংসভক্ষণের নিয়ম। ইহার ব্যভিচার না করিলে মনুষ্য পরজন্মে পশুত্বপ্রাপ্তি ঘটে।) ঐরূপ

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্ ॥১৮০
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বাজিমেধফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংসস্য বর্জনাৎ ॥১৮১
ইতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যপ্রকরণম্।

॥ অথ দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণম্ ॥

সৌবর্ণ-রাজতাব্জানা-মূর্ধ্বপাত্রগ্রহাশ্মনাম্।
শাক-রজ্জু-মূল-ফল-বাসো-বিদল-চর্ম্মণাম্ ॥১৮২
পাত্রাণাঞ্চমসানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধিরিষ্যতে।
চরু-স্রুক্-স্রুব-সস্নেহ-পাত্রাণ্যুষ্ণেন বারিণা ॥১৮৩
স্ফ্য-শূর্পাজিন-ধান্যানাং মুষলোলুখলানসাম্।
প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ বহূনাং চৈব বাসসাম্ ॥ ১৮৪
তক্ষণং দারু-শৃঙ্গাস্থ্নাং গোবালৈঃ ফলসম্ভুবাম্।
মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥১৮৫

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণের কামনায় প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে। দেবতা ও পিতৃপুরুষগণকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ভক্ষণ করিলে পাপী হইবে না। (মিতা—প্রোক্ষণনামক বেদোক্ত সংস্কারে সংস্কৃত পশুর মাংস এবং অগ্নিষোমীয়াদি যাগের নিষ্পত্তির জন্য নিহত পশুর হুতাবশিষ্ট মাংসভক্ষণ বিহিত। প্রাণাত্যয় সম্ভাবনা ব্যতিরেকে অপ্রতিষিদ্ধ শশকাদি পশুর মাংসও অভক্ষ্য। 'ন দোষভাক্' বলায় অতিথির অর্চ্চনাবশিষ্ট মাংসে প্রোক্ষণ অবশ্যক নাই বুঝাইল। ১৭৮-৭৯।

অতঃপর বৃথা মাংসভক্ষণে দোষ নির্দ্দেশ করিতেছেন—যে নিন্দিতাচারী ব্যক্তি অবিধিপূর্ব্বক পশু হত্যা করে সে সেই নিহত পশুর রোম সংখ্যানুসারে ততদিন ঘোর নরকে বাস করে। (মিতা—নিম্নোক্ত আটজন ঘাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—অনুমোদক, স্বয়ং ছেদক, হত্যাকারী, ক্রয়কারী, বিক্রয়কারী, মাংস-পাচক, মাংসের আনেতা ও ভক্ষক)। ১৮০।

মাংসবর্জ্জনেরও বিধি আছে, যথা—'আমি প্রোক্ষণাদি সংস্কার ব্যতীত মাংস ভক্ষণ করিব না' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মাংসত্যাগী ব্যক্তি সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ গৃহবাসী হইলেও মাংসত্যাগবশতঃ মুনির মত পূজনীয় হন। ১৮১।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত।

(দ্রব্যশুদ্ধি প্রকরণ)।

সুবর্ণঘটিত পাত্র, এইরূপ রজতপাত্র, জলজাত শঙ্খ, শুক্তি (ঝিনুক), মুক্তাপাত্র, উলূখলাদি যজ্ঞীয় পাত্র, ষোড়শিপ্রভৃতি সোমপাত্র, প্রস্তরনির্ম্মিত পাত্র, বাস্তুক প্রভৃতি শাক, রজ্জু, মূল, ফল, বস্ত্র, বেণুনির্ম্মিত পাত্র, (চুবড়ি, কুলা প্রভৃতি) চর্ম্ম, এইরূপ চর্ম্মনির্ম্মিত বস্তু, প্রোক্ষণীপাত্র, হোতার চমসাদি পাত্র উচ্ছিষ্টস্পর্শ হইলে (লেপ না থাকিলে) কেবল জলদ্বারা প্রক্ষালনেই শুদ্ধ হয়। চরুস্থালী, স্রুক্ স্রুব (হোমসাধনপাত্র বিশেষ), তৈল-ঘৃতাদি স্নেহলিপ্ত পাত্র—এগুলি লেপহীন হইলে উষ্ণজলে শুদ্ধ হইবে। (মিতা—সলেপ হইলে সমস্ত তৈজস পাত্র, মণি, প্রস্তরপাত্র সমুদয় ভস্ম অথবা মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা পবিত্র হয়। কাকোচ্ছিষ্ট পাত্র ভূমিমধ্যে পুতিয়া রাখিবে। কুক্কুরাদি শ্বাপদ জন্তুর মুখ-দূষিত পাত্র অব্যব-হার্য্য। কিন্তু মার্জার, সাপ, অপবিত্র বায়ুস্পৃষ্ট হইলেও উহা শুচি)। যজ্ঞপাত্র সমূহের ও অন্যান্য যজ্ঞোপকরণের প্রোক্ষণ দ্বারাই শুদ্ধি হয়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে,—স্ফ্য (কুশনির্ম্মিত বজ্রনামক পরিসসূহনদ্রব্য), শূর্প (কুলা), অজিন (মৃগচর্ম্ম); ধান্য, মুসল, উলূখল, শকট (সোম-লতাবাহী যান)—ইহাদের উষ্ণজলে প্রোক্ষণদ্বারা শুদ্ধি হয়। বহু ধান্য ও বস্ত্র একত্র থাকিলে তাহাদের কোন অংশে অস্পৃশ্যস্পর্শ হইলে সেই অংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধি হইবে।১৮২-৮৪।

নির্লেপস্পর্শে শুদ্ধি বলিয়া এক্ষণে সলেপদ্রব্যের শুদ্ধিপ্রকার বলিতেছেন,—কাষ্ঠপাত্রের, মেষ-মহিষাদি-শৃঙ্গজাত পাত্রের, হস্তী, বরাহ ও শঙ্খাদি—অস্থিনির্ম্মিত বা দন্তনির্ম্মিত পাত্রসমুদায়ে উচ্ছিষ্ট বা স্নেহলেপ থাকিলে তাহা মৃত্তিকা বা ভস্ম ও জল দ্বারা নির্লেপ নির্গন্ধ

সৌষৈরুদক-গোমূত্রৈঃ শুধ্যত্যাবিককৌশিকম্।
সশ্রীফলৈরংশুপট্টং সারিষ্ঠৈঃ কুতপস্তথা ॥১৮৬
সগৌরসর্ষপৈঃ ক্ষৌমং পুনঃপাকান্মহীময়ম্।
কারুহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষং যোষিন্মুখস্তথা ॥১৮৭॥

ভূশুদ্ধির্মার্জনাদ্দাহাৎ কালাদ্ গোক্রমণাত্তথা।
সেকাদুল্লেখনাল্লেপাদ্ গৃহং মার্জনলেপনাৎ ॥১৮৮॥
গোঘ্রাতেহন্নে তথা কীট-মক্ষিকা-কেশদূষিতে।
সলিলং ভস্ম মৃদ্বারি প্রক্ষেপ্তব্যং বিশুদ্ধয়ে ॥১৮৯॥

করিয়া তক্ষণ (অপবিত্রস্পৃষ্ট অংশমাত্রের অপনয়ন) করিলেই শুদ্ধি হইবে। বিল্ব, অলাবু, নারিকেল প্রভৃতি ফলজাত পত্রের গো-লোম দ্বারা ঘর্ষণে শুদ্ধি হইবে। স্রুক্ স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রগুলির দক্ষিণহস্ত দিয়া দর্ভদ্বারা মার্জিলে শুদ্ধি হয়। (মিতা—যজ্ঞাঙ্গপাত্রগুলির যথোক্ত শুদ্ধি করিলেও কুশদ্বারা মার্জ্জনবিধি যে বলা হইল, ইহা পাত্র-গত সংস্কারের জন্য)। ১৮৫।

ক্ষারমৃত্তিকা সহিত গোমূত্র দ্বারা অথবা জল দ্বারা প্রক্ষালিত হইলেই মেষলোমজাত বস্ত্র, গুটি পোকার কোশজাত তসর, গরদ, প্রভৃতি বস্ত্র শুদ্ধ হইবে। বৃক্ষ ত্বকের তন্তুসম্ভূত অংশুপট্ট (ছালতীর কাপড়) বিল্ব-ফলের সহিত গোমূত্র বা উদকের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর কুতপ বস্ত্রও (পার্ব্বতীয় ছাগলোমজাত কম্বলও) ঐরূপে শুদ্ধ হইবে। (মিতা—এইরূপ শোধন উচ্ছিষ্ট-লেপযোগস্থলে, কিন্তু সামান্য দোষ ঘটিলে কেবল প্রোক্ষণাদিই বিহিত, ক্ষালন নহে, অস্পৃশ্য-স্পর্শদোষ স্থলে দ্রব্য বিনাশ না করিয়াই শুদ্ধির ব্যবস্থা জানিবে। দেবলমতে ঊর্ণানির্ম্মিত তুলী, বালিশ, পুষ্পরঙে রঞ্জিত বস্ত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ঝাড়িলে শুদ্ধ হইবে)। ১৮৬।

ক্ষৌমবস্ত্র (গরদ প্রভৃতি) গৌরসর্ষপ সহিত জল বা গোমূত্র দ্বারা শুদ্ধ হয়। উচ্ছিষ্ট মৃত্তিকাপাত্র স্নেহ-লেপে দূষিত হইলে পুনরায় আগুনে পোড়াইলে শুদ্ধ হইবে। রজক, ধাবক ও সূপকার এই সকল শিল্পীর হস্ত সর্ব্বদা শুচি জানিবে অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ কাজে অশৌচ হইলেও শুদ্ধি আছে। এইরূপ পণ্যদ্রব্য ধান্য, যব প্রভৃতি নানাবিধ ক্রেতার করস্পর্শে দূষিত হইলেও অপবিত্র হইবে না। ব্রহ্মচারিপ্রভৃতির হস্তগত ভিক্ষান্ন অপবিত্র হস্তে প্রদত্ত হইলেও অপবিত্রপথে পরিভ্রমণেও অশুচি হয় না। রতিকালে রমণীর মুখ উচ্ছিষ্ট নহে। ১৮৭

ঝাঁটা দিয়া ধূলি তৃণ প্রভৃতি ঝাঁট দিলে, তৃণ-কাষ্ঠাদি দ্বারা পোড়াইলে, লেপাদি ক্ষয়যোগ্যকালক্রমে, গরুর পদসঞ্চালনে, পঞ্চগব্যে সেক করিলে, তক্ষণ বা খনন দ্বারা, এবং গোময়লেপন দ্বারা অমেধ্য ভূমি শুদ্ধ হয়। নিত্য মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ থাকে। (মিতা—অমেধ্যতার কারণ দেবল নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যেখানে স্ত্রীলোক প্রসব করিয়াছে, যেখানে যে কোন ব্যক্তি মৃত বা দগ্ধ হইয়াছে, যেখানে চণ্ডালাদি অস্পৃশ্যজাতি বাস করিয়াছে, বিষ্ঠা-মূত্রাদি যথায় পতিত হইয়াছে, তাহা অমেধ্য। কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের বহুদিন বাসে ভূমি দুষ্ট হয়, আর অঙ্গার, তুষ, কেশ, অস্থি, ভস্ম প্রভৃতি দ্বারা মলিন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অমেধ্যভূমির শুদ্ধি উক্ত দাহ, কাল, গোসঞ্চালন, সেক ও খনন এই পাঁচটি দ্বারা হয়। যেখানে জীবপ্রসব বা মৃত্যু হইয়াছে এবং বিষ্ঠাদি বহুদিন স্থিত হইয়াছে, তাহার শুদ্ধি-দাহ ভিন্ন চারিটি দ্বারা, দুষ্ট ভূমির শুদ্ধি গোসঞ্চার, সেক ও উল্লেখন এই তিনটি দ্বারা, বহুকাল কুক্কুট, উষ্ট্র প্রভৃতির বাস দ্বারা, দুষ্ট ভূমির সেক ও উল্লেখন দ্বারা, মলিন ভূমির সংস্কার মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কোন ও শুদ্ধিকার্য্যে মার্জ্জন ও গোময়লেপন আবশ্যক।) কোন খাদ্য গরুর দ্বারা আঘ্রাত হইলে, কেশ, কীট বা মক্ষিকা দ্বারা দূষিত হইলে তাহার শুদ্ধির জন্য অপবিত্রতার তারতম্য অনুসারে জল, ভস্ম, মৃত্তিকা তাহার উপর নিক্ষেপ করিবে। (মিতা—গৌতমের মতে কেশ কীটাদির সহিত পক্ব অন্ন, রাঙ, সীসা, তামা, পিত্তল ইহাদের শুদ্ধি ক্ষারজল, অম্লোদক ও কেবল বারি দ্বারা, দোষতারতম্যে সমস্ত বা এক একটি দ্বারা হইবে। কাংস্য, লৌহের শুদ্ধি ভস্মে ও জলে হইবে, ঘৃতাদি দ্রব্যকে বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রে রাখিলে শুদ্ধ হইবে এইরূপে সুবর্ণ-রজতাদিনির্ম্মিত পাত্রের উচ্ছিষ্ট বা

ত্রপু-সীসক-তাম্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ।
ভস্মাদ্ভিঃ কাংস্য-লৌহানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥১৯০॥
অমেধ্যাক্তস্য মৃত্তোয়ৈঃ শুদ্ধির্গন্ধাপকর্ষণাৎ।
বাক্‌শস্তমম্বুনির্ণিক্তমজ্ঞাতঞ্চ সদা শুচি ॥১৯১॥
শুচি গোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
তথা মাংসং শ্ব-চাণ্ডাল-ক্রব্যাদাদিনিপাতিতম্ ॥১৯২॥

রশ্মিরগ্নী রজশ্ছায়া গৌরশ্বো বসুধানিলঃ।
বিপ্রুষো মক্ষিকা স্পর্শে বৎসঃ প্রস্রবণে শুচিঃ ॥১৯৩॥
অজাশ্বং মুখতো মেধ্যং ন গৌর্ন নরজা মলাঃ।
পন্থানশ্চ বিশুধ্যন্তি সোমসূর্য্যাংশু-মারুতৈঃ ॥১৯৪॥
মুখজা বিপ্রুষো মেধ্যাস্তথাচমনবিন্দবঃ।
শ্মশ্রু চাস্যগতং দন্তসক্তং ত্যক্ত্বা ততঃ শুচি ॥১৯৫॥
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ বাসো বিপরিধায় চ ॥১৯৬॥

স্নেহলেপে শুদ্ধি বলিয়া এক্ষণে অপবিত্রস্পর্শে দূষিত হইলে শুদ্ধিপ্রকার দেখাইতেছেন।—শরীরজাত মেদ শুক্রাদি মলদ্বারা লিপ্তবস্তু সুবর্ণ-রজতাদি মৃত্তিকা মাখাইয়া জলে ধুইলে ও গন্ধাদি দূরীকরণে শুদ্ধ হইবে। যথা-বিহিত শুদ্ধি সম্পাদনের পরও যদি মনে অপবিত্রতা সন্দেহ থাকে, তবে 'শুদ্ধ হউক' এই ব্রাহ্মণবাক্যে শুদ্ধ হইবে। যথায় কোন শুদ্ধিবিশেষের উক্তি নাই, সে দ্রব্যের শুদ্ধির জন্য প্রক্ষালন কর্ত্তব্য, যদি প্রক্ষালনে নাশ সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রোক্ষণ করণীয়। যে বস্তু কাকাদি দ্বারা দূষিত বা ভোজনাদিদূষিত পাত্র কোনরূপেই জানা নাই, তাহা সর্ব্বদা পবিত্র বলিয়া ধর্ত্তব্য। অর্থাৎ তাহা ব্যবহার করিলে কোন পাপাদি হইবে না। (মিতা—বচনান্তরে কথিত আছে, এক বৎসর ধরিয়া অজ্ঞাত অপবিত্র বস্তু ব্যবহার করিলে উত্তম ব্রাহ্মণ একটি কৃচ্ছ্র-ব্রত করিবেন আর জ্ঞাত দ্রব্য ব্যবহারে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। এই বচনের বিরোধ যদিও আপাততঃ মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে, এই প্রায়শ্চিত্তবিধান অন্য ভুক্তদ্রব্যের ভোজনপক্ষে। আর এতদ্বচনোক্ত দোষাভাব অন্যের ব্যবহৃত দ্রব্যের অজ্ঞাতাবস্থায় ব্যবহারপক্ষেই, এইরূপ সমাধান কর্ত্তব্য)। ১৮৮-৯১।

ভূমিস্থিত জল, একটি গাভীর তৃপ্তির উপযোগী চণ্ডালাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট জল, অন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অপ্রাপ্ত জল আচমনাদিযোগ্য হয়। (মিতা—'মহীগত' পদটি অশুচি ভূমিস্থিত জলের শুচিত্ব হইবে না বুঝাইবার জন্য কিন্তু আকাশগত জল যে শুদ্ধ নহে তাহা বুঝাইবার জন্য নহে এবং উদ্ধৃত জলও মহীগত না হওয়ায় শুদ্ধ হইবে না ইহা নহে।) চাণ্ডালাদিনির্ম্মিত তড়াগের জলও আচমনে দোষাবহ নহে। কুক্কর, চণ্ডাল, মাংসভোজী পশু বা পুক্কস (অন্ত্যজ) দ্বারা নিহত পশুমাংস শুচি জানিবে (কিন্তু ভক্ষিত মাংস শুচি নহে)। ১৯২।

সূর্য্যাদি প্রকাশক পদার্থের রশ্মি, অগ্নি, ছাগাদি-সংস্পৃষ্টভিন্ন ধূলি, বৃক্ষাদির ছায়া, গরু, অশ্ব, ভূমি, বায়ু, হিমকণা, মক্ষিকা ইহারা চাণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলেও তাহাদের স্পর্শে দোষ হয় না। গো-মহিষাদিবৎস মুখ দিয়া দুগ্ধ টানিয়া লইলেও উহাদের মুখ তৎকালে অশুচি হইবে না। (মিতা—বৎস কথাটি বালক, স্ত্রীলোক ও অবিজ্ঞাত বস্তুমাত্রের পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছে।) ছাগ ও অশ্বের মুখ পবিত্র। কিন্তু গো-জাতির মুখ নহে, নরদেহজাত নির্গত মল পবিত্র নহে। পথ কুক্কুর চণ্ডালাদি স্পৃষ্ট হইলেও রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণে এবং বায়ুদ্বারা পবিত্র হয়, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণও বায়ুদ্বারা পবিত্র হয়। ১৯৩-৯৪।

মুখজাত শ্লেষ্মা, জলবিন্দু যদি অঙ্গে না পড়ে, তবে অপবিত্র নহে, এবং আচমনাবশিষ্ট জলবিন্দু পায়ে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না। মুখমধ্যে প্রবিষ্ট শ্মশ্রু ও লোম অশুচি নহে, দন্তলগ্ন ভুক্তদ্রব্য যদি স্বয়ংচ্যুত না হয়, তবে পবিত্র বলিয়া জানিবে। (মিতা—কোন কিছু চিবাইবার পর আচমন করিবে, কিন্তু তাম্বুল চিবাইবার পর নহে। এবং ফলাদি খাইবার সময় উচ্ছিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে না)। ১৯৫।

পূর্ব্বে আচমন করিয়া থাকিলেও স্নান, পান, হাঁচি, নিদ্রা, ভোজন ও পথিভ্রমণের পর এবং বস্ত্রপরিবর্ত্তনে

রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি স্পৃষ্টান্যন্ত্য-শ্ব-বায়সৈঃ।
মারুতেনৈব শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥১৯৭॥

অথ দানপ্রকরণম্।

তপস্তপ্ত্বাঽসৃজদ্ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণান্ বেদগুপ্তয়ে।
তৃপ্ত্যর্থং পিতৃদেবানাং ধর্মসংরক্ষণায় চ ॥১৯৮॥
সর্বস্য প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ।
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তেভ্যোঽপ্যধ্যাত্ম-
বিত্তমাঃ ॥১৯৯॥

ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাঽপি পাত্রতা।
যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥২০০।
গো-ভূ-তিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতম্।
নাপাত্রে বিদুষা কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥২০১॥
বিদ্যা-তপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্ণন্ প্রদাতারমধো নয়ত্যাত্মানমেব চ ॥২০২॥
দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধাপূতঞ্চ শক্তিতঃ ॥২০৩॥

পুনঃ আচমন করিবে। (মিতা—ভোজনের ও অধ্যয়নের আরম্ভে দুইবার আচমন কর্ত্তব্য)। ১৯৬।

যে কোনও পথ, তত্রস্থ কর্দ্দম ও জল যদি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ, কুক্কুর ও কাকস্পৃষ্ট হয়, তবে সেগুলি বায়ু-স্পর্শেই শুচি হইবে। (মিতা—বহুবচনের দ্বারা পথিস্থিত গোময় শর্করাদিও অস্পৃশ্যজাতিস্পৃষ্ট হইলেও দুষ্ট হইবে না বুঝাইল। চণ্ডালাদিস্পর্শে পক্ক ইষ্টকা-নির্মিত গৃহগুলিও বায়ুসংস্পর্শে শুদ্ধ হইবে)। ১৯৭।

দ্রব্যশুদ্ধিপ্রকরণ সমাপ্ত।

(দান প্রকরণ)।

অতঃপর দানকথনপ্রসঙ্গে দানপাত্র নির্বাচন করিতেছেন, ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে ধ্যান করিলেন, 'আমি প্রথমে কাহাকে সৃষ্টি করিব' এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ-গণকে সৃষ্টি করিলেন, যেহেতু তাঁহাদের দ্বারা বেদরক্ষা হইবে, পিতৃপুরুষ ও দেবতাদিগের হব্য-কব্যভোজনে তৃপ্তি সাধিত হইবে এবং অনুষ্ঠানোপদেশ দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। ব্রাহ্মণপ্রশংসার অভিপ্রায়,—তাঁহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় ফল হইবে—ইহা প্রতিপাদন। ১৯৮।

জাতি হিসাবে ও ক্রিয়া-কলাপের জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ, আবার ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যাঁহারা বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের অপেক্ষা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানপরায়ণ উত্তম। সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহারা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ অর্থাৎ শম-দমাদি দ্বারা সংস্কৃতচিত্ত তত্ত্বচিন্তানিষ্ঠ, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ১৯৯।

এইরূপে জাতি, বিদ্যা, অনুষ্ঠান ও তপস্যা প্রত্যেক-টিকে দানের প্রযোজক বলিয়া উক্ত সর্ব্বগুণযোগকে প্রশস্ত দানপাত্রতার প্রযোজক বলিতেছেন,—কেবল শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই দানের প্রশস্ত পাত্র হয় না, অথবা কেবল শম-দমাদি দ্বারাও সম্পূর্ণ পাত্রতা হয় না। যে ব্যক্তিতে অনুষ্ঠান, বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রাহ্মণত্ব আছে, মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাঁহাকেই প্রশস্ত দানপাত্র বলিয়াছেন। ২০০।

ঐরূপ সৎপাত্রে গো, ভূমি, তিল ও সুবর্ণাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মে অর্চ্চনা করিয়া দান করিবে। পাত্রবিশেষে দানের মাহাত্ম্য জানিয়া ও পূর্ণফল পাইবার আশা লইয়া কখনও অপাত্রে অল্পমাত্রও কোন বস্তু দান করিবে না। (মিতা—অপাত্রে দান নিষেধ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে—বিশিষ্ট তীর্থাদি, তিথ্যাদি ও উত্তম দ্রব্য সংগৃহীত হইলেও উক্ত সৎপাত্রের অনুপস্থিতিতে তাঁহার উদ্দেশে দান করিয়া সম্প্রদানীভূত ব্যক্তিকে শুনাইতে হইবে, তথাপি অপাত্রে দিবে না, এবং প্রতিশ্রুত দ্রব্য পরে পাত্রের পাতকাদি ঘটিলে দেয় নহে। ২০১।

দানে প্রতিগ্রহীতার কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—বিদ্যা ও তপস্যাহীন ব্যক্তি সুবর্ণাদি দান গ্রহণ করিবে না। যদি গ্রহণ করে, তবে সে দাতাকে ও নিজকে নরকগামী করে। ২০২।

শক্তি অনুসারে প্রতিদিনই গো প্রভৃতি দান কর্ত্তব্য,

হেমশৃঙ্গী শফৈ রৌপ্যৈঃ সুশীলা বস্ত্রসংযুতা।
সকাংস্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষীরিণী গৌঃ সদক্ষিণা ॥২০৪॥
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি বৎসারল্লোঁমসম্মিতান্।
কপিলা চেত্তারয়তি ভূয়শ্চা সপ্তমং কুলম্ ॥২০৫॥
সবৎসারোমতুল্যানি যুগান্যুভয়তোমুখীম্।
দাতাস্যাঃ স্বর্গমাপ্নোতি পূর্ব্বেন বিধিনা দদৎ ॥২০৬॥
যাবদ্বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোনৌ চ দৃশ্যতে।
তাবদ্ গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥২০৭॥

কিন্তু পোষ্যবর্গের কষ্ট বা ক্ষতি যাহাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, সংক্রান্তি, পূর্ণিমাদি তিথিবিশেষে নৈমিত্তিক দান বিশেষ যত্নসহকারে করণীয়। কেহ যাচ্ঞা করিলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রার্থীর উপর অসূয়া না রাখিয়া শক্তিমত দিবে। (মিতা—যাচিত হইলেও দিবে- একথা বলায় অযাচিত হইয়াও পূর্ব্বোক্ত সৎপাত্রের নিকট যাইয়া অথবা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া দান করিলে মহাফল হইবে, ইহা সূচিত হইল। শাস্ত্রে বলা আছে,—পাত্রের নিকট যাইয়া দানে অনন্ত ফল, আহ্বানপূর্ব্বক দানে সহস্রগুণ ফল, যাচ্ঞাকারীকে দানে অর্দ্ধ ফল হয়) ।২০৩।

শৃঙ্গ দুইটি সোণায় ঢাকিয়া, রূপায় চারিটি খুর আবৃত করিয়া সেই সুশীলা, দুগ্ধবতী গাভীকে বস্ত্র কাংস্যপাত্র ও দক্ষিণার সহিত দান করিবে। ২০৪।

যে ঐরূপ গো-দান করে, সে প্রদত্ত গাভীর লোম-সংখ্যক বর্ষ ব্যাপিয়া স্বর্গে বাস করে। আর যদি কপিলা গাভী প্রদত্তা হয়, তবে কেবল দাতাকে নহে, তাহার পিতৃপ্রভৃতি ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষকেও সে উদ্ধার করে। এক্ষণে উভয়তোমুখী গো-দানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে,—প্রসবকালে গর্ভনির্গত বৎসের মুখ ও মাতার মুখ এই উভয়তোমুখী ধেনুকে পূর্ব্বোক্তরূপে যদি কেহ দান করে, তবে সেই ধেনুর ও বৎসের গাত্রে যত রোম আছে, তত পরিমাণ চতুর্যুগ সে দাতা স্বর্গভোগ করিতে থাকে। মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনকালে গো-শাবকের দুই পা ও মুখ যাবৎকাল পর্য্যন্ত যোনিতে দৃষ্টিগোচর হয়, তত সময় ঐ প্রসবকারিণী ধেনুকে উভয়দিকে মুখবিশিষ্টা বলিয়া উভয়তোমুখী বলা হয়। বৎস ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ধেনু পৃথিবীতুল্যা জানিবে অর্থাৎ তাহার দান পৃথিবী-দানের তুল্য বলিয়া ধর্ত্তব্য। ২০৫-৭।

যথাকথঞ্চিদ্দত্ত্বা গাং ধেনুং বাঽধেনুমেব বা।
অরোগামপরিক্লিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥২০৮॥
শ্রান্তসংবাহনং রোগিপরিচর্য্যা সুরার্চ্চনম্।
পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ ॥২০৯॥
ভূ-দীপাশ্বান্ন-বস্ত্রাম্ভস্তিল-সর্পিঃ-প্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণ-ধুর্য্যং দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥২১০॥
গৃহ-ধান্যাভয়োপানচ্ছত্র-মাল্যানুলেপনম্।
যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দত্ত্বাত্যন্তং সুখী ভবেৎ ।২১১।

সাধারণ ধেনুর দানের ফলও মহান্, হেমশৃঙ্গ রজত-খুরাদি ব্যতীতই বিধি অনুসারে দুগ্ধবতী বা দুগ্ধহীনা অবন্ধ্যা রোগহীনা অত্যন্ত অদুর্ব্বলা গাভীকে দান করিলে স্বর্গে পূজিত হয়। অতঃপর গো-দানের সমফল ধর্ম্ম কথিত হইতেছে,—শ্রান্ত ব্যক্তির আসন-শয়নাদি দানে শুশ্রূষা, যথাশক্তি ঔষধাদি দানদ্বারা রোগীর পরিচর্য্যা, দেবপূজা, সমান বা গুণাধিক দ্বিজগণের পাদ-প্রক্ষালন, তাঁহাদিগেরই উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন—এগুলি গো-প্রদানের তুল্য। ২০৮-৯।

সফলা ভূমি, দেবগৃহাদিতে দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র, তিল, ঘৃত, প্রবাসীর আশ্রয়, গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনের জন্য কন্যা, কাঞ্চন, শকটাদি ভারবাহক বলীবর্দ্দ—এই সকল দান করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। (মিতা—ভূমিদানাদির ফল কেবল স্বর্গ নহে, বচনান্তরপ্রাপ্ত ফলবিশেষও জানিবে)। ২১০।

গৃহ, শালি-গোধূমাদি শস্য, ভীতের অভয় দান, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, মাল্য, কুঙ্কুম-চন্দনাদি অনুলেপন, গো-শকটাদি-উপজীব্য আম্রাদিবৃক্ষ, ঈপ্সিতবস্তু ধর্ম্মাদি ও শয্যা দান করিলে দাতা অত্যন্ত সুখী হয়। (মিতা—ভূমি-দানাদির মত ধর্ম্মদানও অভিসন্ধিপূর্ব্বক হওয়া সম্ভব, যেহেতু কৃতকর্ম্মের পুণ্যফল স্বীয় মনে না রাখিয়া অপরের উদ্দেশ্যে কৃত হইলেই উহা ধর্ম্মদান হয়। বেদ সর্ব্বধর্ম্মময়, কারণ তাহা ধর্ম্মমাত্রের বোধক ও

সর্ব্বদানময়ং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোঽধিকং যতঃ।
তদ্দদৎ সমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকমবিচ্যুতম্ ॥২১২॥
প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহম্।
যে লোকা দানশীলানাং স তানাপ্নোতি পুষ্কলান্ ॥২১৩
কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্যা গন্ধাঃ পুষ্পং দধি ক্ষিতিঃ।
মাংসং শয্যাসনং ধানা প্রত্যাখ্যেয়ং ন বারি চ ॥২১৪॥
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটা-ষণ্ড-পতিতেভ্যস্তথা দ্বিষঃ ॥২১৫॥

তত্ত্বজ্ঞানের সোপান, এইজন্য সেই বেদ-দান অর্থাৎ বেদাধ্যাপনা ও বেদার্থ-শিক্ষাদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ, সেই বেদ-দাতা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করে। (মিতা—দান-শব্দের মুখ্য অর্থ স্ব-স্বত্ব নাশপূর্ব্বক পরস্বত্বের উৎপাদন, বেদ দানে পরস্বত্বের উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু স্বস্বত্বের নাশ হয় না, এজন্য গৌণার্থ ধরিতে হইবে।) দান ব্যতিরেকেও দানের ফল পাওয়া যায়—এই কথা এই বচনে বর্ণিত হইতেছে। প্রতিগ্রহ করিবার যোগ্য গুণ অনেক থাকিতেও যিনি প্রতিগ্রহ করেন না, তিনি দাতার প্রাপ্য সেই সমস্ত লোকে গমন করেন। ২১১-১৩।

প্রতিগ্রহনিবৃত্তিপক্ষেও বস্তুবিশেষের প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে,—কুশ, শাক, দুগ্ধ, মৎস্য, গন্ধ, পুষ্প, দধি, ভূমি, মাংস, শয্যা, আসন, ভৃষ্ট যব (যবের ছাতু) ও জল এবং গৃহাদি কেহ দিতে চাহিলে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। ২১৪।

কেন প্রত্যাখ্যান করিবে না তাহা দেখাইতেছেন,—অতি অকার্য্যকারী পাপীর নিকট হইতেও অযাচিত ভাবে আহৃত কুশাদি দুষ্কর্ম্মকারীরও কাছে গ্রাহ্য, কেবল কুলটা (স্বৈরিণী প্রভৃতি), নপুংসক ও পতিত ব্যক্তি এবং শত্রুর নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না। ২১৫।

প্রতিগ্রহত্যাগের অপবাদস্থল আরও দেখাইতেছেন,—দেবতা ও অতিথির অর্চ্চনা অপরিত্যাজ্য, সুতরাং সেজন্য পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবার্থ, পোষ্য-বর্গের পালনের জন্য পতিত প্রভৃতি অত্যন্ত কুৎসিত ব্যতিরিক্ত সকলের নিকটই প্রতিগ্রহ করা যায়। এবং

দেবাতিথ্যর্চ্চনকৃতে গুরু-ভৃত্যাদিবৃত্তয়ে।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদাত্মবৃত্ত্যর্থমেব চ ॥২১৬॥

ইতি দানপ্রকরণম্।

অথ শ্রাদ্ধপ্রকরণম্।

অমাবাস্যাষ্টকা বৃদ্ধিঃ কৃষ্ণপক্ষোঽয়নদ্বয়ম্।
দ্রব্যং ব্রাহ্মণসম্পত্তির্বিষুবৎসূর্য্যসংক্রমঃ ॥২১৭॥
ব্যতীপাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
শ্রাদ্ধং প্রতি রুচিশ্চৈব শ্রাদ্ধকালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।২১৮।

নিজের জীবিকার জন্য যে কোন ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ নহে।২১৬।

দানপ্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধপ্রকরণ।

শ্রাদ্ধের লক্ষণ ও অন্যান্য পরিচয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,—শ্রাদ্ধ অর্থে ভক্ষণীয় বা ভক্ষণস্থানীয় দ্রব্যের মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে দান। সেই শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধের নাম পার্ব্বণ, আর এক ব্যক্তির উদ্দেশে ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট নামে অভিহিত। সেই শ্রাদ্ধ পুনরায় তিন প্রকার যথা, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অহরহঃ-কর্ত্তব্যত্বরূপে বিহিত শ্রাদ্ধ, প্রতিমাসীয় অমাবস্যায় বিহিত শ্রাদ্ধ ও পৌষ প্রভৃতি গৌণ কৃষ্ণাষ্টমীতে বিহিত অষ্টকাত্রয়—ইহারা নিয়তনিমিত্তক নিত্যশ্রাদ্ধ, আর অনিয়ত বা আগন্তুকনিমিত্তক বিধিবোধিত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক যথা, পুত্রজন্মাদিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ। কাম্যশ্রাদ্ধে ফলকামনাবান্ অধিকারীর কর্ত্তব্যত্বরূপে বিহিত—যেমন স্বর্গাদিকামনায় কৃত্তিকাদি নক্ষত্রে ও তিথিবিশেষে স্বর্গাদি কামনায় ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধ। নিত্যশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডীকরণ—এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে পার্ব্বণ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের কাল দেখাইতেছেন,—প্রতিমাসে ক্রিয়মাণ অমাবস্যাশ্রাদ্ধ, অষ্টকাত্রয়, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথি, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি দুইটি, কুষর মাষাদি দ্রব্য, অথবা কৃষ্ণসারমাংসাদি, মহাবিষুব (মেষ-

অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু শ্রোত্রিয়ো ব্রহ্মবিদ্ যুবা।
বেদার্থবিজ্জ্যেষ্ঠসামা ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণকঃ ॥২১৯॥
ঋত্বিক্-স্বস্রীয়-জামাতৃ-যাজ্য-শ্বশুর-মাতুলাঃ।
তৃণাচিকেত-দৌহিত্র-শিষ্য-সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ ॥২২০॥
কর্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।
পিতৃমাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদঃ ॥২২১॥

রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবস্তথা।
অবকীর্ণী কুণ্ডগোলৌ কুনখী শ্যাবদন্তকঃ ॥২২২॥
ভৃতকাধ্যাপকঃ ক্লীবঃ (ক) কন্যাদূষ্যভিশস্তকঃ।
মিত্রধ্রুক্ পিশুনঃ সোমবিক্রয়ী পরিবিন্দকঃ (খ) ॥২২৩॥
মাতাপিতৃ-গুরুত্যাগী কুণ্ডাশী বৃষলাত্মজঃ।
পরপূর্বাপতিঃ স্তেনঃ কর্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥২২৪॥

সঙ্‌ক্রান্তি) ও জলবিষুব (তুলাসঙ্‌ক্রান্তি), পরে বক্ষ্যমাণ ব্রাহ্মণবিশেষের লাভ, যে কোন সঙ্‌ক্রান্তি (বিষুব ও অয়ন-সঙ্‌ক্রান্তির পৃথক্ গ্রহণ ফলাতিশয়-দ্যোতনার্থ), গজচ্ছায়াযোগ (কন্যারাশিতে সূর্য্য যাইলে), মঘা নক্ষত্রে চন্দ্র ও হস্তা নক্ষত্রে সূর্য্যের অবস্থানকালে যদি কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি হয়, ব্যতীপাতযোগ (রবিবারে অমাবস্যা ও রোহিণী, হস্তা প্রভৃতির যোগ), চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং কর্ম্মকর্ত্তার শ্রাদ্ধকার্য্যে অনুরাগের কালই পার্ব্বণশ্রাদ্ধের কাল কথিত আছে।২১৭-১৮।

অহরহঃ-ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধ ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার শ্রাদ্ধের কাল হিসাবে যে ব্রাহ্মণ-বিশেষের লাভটিকে অন্যতমরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণবিশেষের পরিচয় দিতেছেন,—যাঁহারা ঋগ্‌বেদাদির অনন্যমনে নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়নসমর্থ, সেই অগ্র্য ব্রাহ্মণগণ, অধীত বেদাধ্যয়নে রত, ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ, যুবা (ইহা সকলেরই বিশেষণ), মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদের অর্থজ্ঞ, জ্যেষ্ঠসামা (জ্যেষ্ঠসামনামক সামবিশেষের অধ্যয়নার্থ ব্রতাচরণ করিয়া তাহার অধ্যয়নকারী), ত্রিমধু (ঋগ্‌বেদের অংশ বিশেষের ও তদঙ্গব্রতের নাম ত্রিমধু, সেই ব্রতাচরণপূর্ব্বক তাহার অধ্যয়নকারী), ত্রিসুপর্ণিক (ঋক্ ও যজুর্বেদের একাংশ ও তদঙ্গ ব্রতাচরণপূর্বক তাহার অধ্যেতা) ইঁহারাই শ্রাদ্ধাঙ্গ ব্রাহ্মণ সম্পদ্।২১৯।

ভাগিনেয়, ঋত্বিক্, জামাতা, যজমান, শ্বশুর, মাতুল, ত্রিণাচিকেত (যজুর্বেদের একদেশ ও ব্রত যিনি তদঙ্গ ব্রতাচরণ করিয়া তাহা অধ্যয়ন করেন), দৌহিত্র, শিষ্য, বৈবাহিক (শ্যালক প্রভৃতি সম্বন্ধী), আত্মীয়, বিহিত ধর্ম্মাচরণে রত, তপস্বী, পঞ্চাগ্নি (সভ্য, আবসথ্য, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসক) ও পঞ্চাগ্নিক বিদ্যাধ্যায়ী, উপকুর্ব্বাণক ও নৈষ্ঠিক দ্বিবিধ ব্রহ্মচারী, পিতৃমাতৃসেবাপরায়ণ, এবং জ্ঞাননিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে অক্ষয্য ফলের হেতু।২২০-২১।

শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ যথা—রোগী (মহা-রোগগ্রস্ত), হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ, একনেত্রহীন (এই কথাটি উপলক্ষণ সেজন্য অন্ধ, বধির), অতিবৃদ্ধ (প্রজননা-সমর্থ), নিষ্কেশশিরাঃ, পুনর্ভূ কন্যার গর্ভজাত, অবকীর্ণী (ব্রহ্মচারি-অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত), কুণ্ড (পতি জীবিত থাকিতে পরপুরুষোৎপাদিত), গোলক (বিধবা হইবার পর তাহার গর্ভজাত), কুনখ (স্বভাবতঃ কুৎসিত-নখ), শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ মলিনদন্ত) ইহারা শ্রাদ্ধে নিন্দনীয়।২২২।

ভৃতকাধ্যাপক (বেতন গ্রহণ করিয়া যিনি অধ্যাপনা করেন), এইরূপ ভৃতকাধ্যাপিত (যিনি বেতন দিয়া অধ্যয়ন করেন, নপুংসক, কন্যাদূষী (যে কন্যার দোষ থাকুক বা না থাকুক তাহা ধরিয়া দোষারোপকারী), অভিশপ্ত সৎ বা অসৎ (ব্রহ্মহত্যাদিদোষে অভিযুক্ত), মিত্রদ্রোহী, পিশুন (পরনিন্দক), সোমবিক্রয়ী (যজ্ঞে সোমলতাবিক্রয়কারী), পরিবিন্দক বা পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বা অগ্নিহোত্রী না থাকিতে কৃতবিবাহ বা অগ্নিহোত্রী কনিষ্ঠ) এবং পরিবিত্তি (উক্ত কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), বিনা কারণে মাতা, পিতা ও গুরুত্যাগী ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডের ও গোলকের অন্নভোজী, স্ত্রী-পুত্রত্যাগী, বৃষলপুত্র (ধর্ম্মত্যাগীর পুত্র), পুনর্ভূ রমণীর পতি, স্তেন (অদত্ত বস্তুর অপহরণকারী),

(ক) ক্রূরঃ—পা.

(খ) চ বিনিন্দকঃ—পা.

নিমন্ত্রয়ীত পূর্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণানাত্মবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংযতৈর্ভাব্যং মনোবাক্-কায়-কর্মভিঃ ॥২২৫॥
অপরাহ্নে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্তু তান্।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥২২৬॥
যুগ্মান্ দৈবে যথাশক্তি পিত্র্যেঽযুগ্মাংস্তথৈব চ।
পরিশ্রিতে (ক) শুচৌ দেশে দক্ষিণাপ্লবনে (খ) তথা ॥২২৭॥
দ্বৌ দৈবে প্রাক্ ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥২২৮॥

পাণিপ্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থং কুশানপি।
আবাহয়েদনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস ইত্যৃচা ॥২২৯॥
যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নো দেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোঽসীতি যবাংস্তথা ॥২৩০
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিঃক্ষিপেৎ।
দত্ত্বোদকং গন্ধমাল্যং ধূপং বাসঃ সদীপকম্ ॥২৩১॥
তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমম্বু চ।
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণামপ্রদক্ষিণম্ ॥
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বা হ্যুশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৄন্ ॥২৩২॥

কর্ম্মদুষ্ট (শাস্ত্রবিরুদ্ধকর্ম্মকারী) (চকার দ্বারা) কিতব, দেবলব্রাহ্মণ ইহারাও শ্রাদ্ধে নিন্দনীয়। ২২৩-২৪।

অতঃপর পার্ব্বণশ্রাদ্ধের প্রয়োগ কথিত হইতেছে,—পার্ব্বণশ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন বা তৎপূর্ব্বদিন পূর্ব্বোক্ত অনিন্দিত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবেন, জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র থাকিবেন এবং সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও কায়মনোবাক্যে ও কর্ম্মে সংযত থাকিবেন। ২২৫।

অপরাহ্ণকালে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া স্বাগতপ্রশ্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিবেন। তাঁহারা পাদ-প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিলে নিজে কুশহস্তে পবিত্র-পাণি হইয়া সেই পবিত্রপাণি ব্রাহ্মণগণকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইবেন। ২২৬।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে সম ব্রাহ্মণ (দুই, চারি, ছয় ইত্যাদি), পিতৃপক্ষে বিষম-(তিন, পাঁচ প্রভৃতি) সংখ্যক ব্রাহ্মণ পরিষ্কৃত, চারিদিকে আচ্ছাদিত, পবিত্র, দক্ষিণনিম্নস্থানে উপবেশনীয়। ২২৭।

পার্ব্বণশ্রাদ্ধের অঙ্গ বৈশ্বদেবকর্ম্মেও অযুগ্ম ব্রাহ্মণের প্রসক্তিবারণের জন্য বলিতেছেন,—দেবপক্ষে (বৈশ্বদেব কর্ম্মে) দুইটি ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে এবং পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখে অথবা প্রত্যেক পক্ষেই এক একটি ব্রাহ্মণকে ঐভাবে বসাইবে। মাতামহাদি তিন পুরুষের শ্রাদ্ধও এইভাবে কর্ত্তব্য এবং নিমন্ত্রণাদি পূর্ব্ববৎ আচরণীয়। দেবপক্ষের কার্য্য উভয়শ্রাদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ করিতেও পারা যায়, একবার করিতেও পারা যায়।২২৮।

ব্রাহ্মণোপবেশনের পর দৈবব্রাহ্মণের হাতে জল দিয়া বিষ্টরার্থ দ্বিগুণিতযুগ্ম কুশ (ত্রিপত্র) আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে দিয়া 'বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে' বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, 'আবাহয়' এইরূপ তাঁহাদের অনুমতি পাইয়া 'ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্। এদং বর্হির্নিষীদত' এই বৈদিকমন্ত্রে ও 'আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বে দেবা বরপ্রদাঃ' ইত্যাদি স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে বিশ্বদেবগণের আবাহন করিবে। ইহা উপবীত ব্যক্তির। উপবীতী হইয়া করিবেন। ২২৯।

অতঃপর যব ছড়াইয়া তৈজসাদি পাত্রে পবিত্র (প্রাদেশপ্রমাণ সাগ্র কুশদ্বয় নির্মিত) স্থাপনপূর্ব্বক 'শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রে জলসেচন করিবে। 'যবোঽসি ধান্যরাজো বা বারুণো মধুসংযুতঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যবদান ও অমন্ত্রক অর্ঘ্যস্থাপন, 'যা দিব্যা আপঃ পয়সা' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যজলের অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক 'বিশ্বে-দেবা ইদং বোঽর্ঘ্যং নমঃ' মন্ত্রে অর্ঘ্যোদক দিবে। ২৩০।

পরে হস্ত প্রক্ষালনার্থ জল দিয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, আচ্ছাদন-বস্ত্র দিবে। (মিতা—এই পর্য্যন্ত দেবার্চ্চনা উত্তরমুখে করিয়া দক্ষিণমুখে পিতৃ-অর্চ্চনা করিবে)। ২৩১।

অতঃপর প্রাচীনাবীতী হইয়া (যজ্ঞোপবীতকে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া বামহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক তন্মধ্যে বামভাগে লম্বমান রাখিবে) দ্বিগুণভুগ্ন তিন কুশে নির্মিত মোটক

(ক) পরিস্তৃতে—পা। (খ) দক্ষিণাপ্রবণে—পা।

আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ।
যবার্থাস্তু তিলৈঃ কার্য্যাঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥২৩৩॥
দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবাংস্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ ॥২৩৪॥
অগ্নৌ করিষ্যন্নাদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতম্।
কুরুষ্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥২৩৫॥
হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ।
যথা লোভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু তু বিশেষতঃ ॥২৩৬॥
দত্ত্বান্নং পৃথিবীপাত্রমিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্।
কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ ॥২৩৭॥
সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতা ইতি ত্র্যচম্।
জপ্ত্বা যথাসুখং বাচং ভুঞ্জীরংস্তেঽপি বাগ্যতাঃ ॥২৩৮॥
অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোঽত্বরঃ।
আ তৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপস্তথা ॥২৩৯॥
অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থ শেষং চৈবানুমন্ত্র্য চ।
তদন্নং বিকিরেদ্ ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥২৪০॥

আসনার্থ পিতৃব্রাহ্মণের বামভাগে দিয়া 'পিতৄন্ আবাহয়িষ্যে' মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা, 'আবাহয়' মন্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়া 'উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃগণের আবাহন করিবে, পরে 'আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ্য। ২৩২-৩৩।

'অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ' এই মন্ত্রে চারিপার্শ্বে তিল বিকিরণ করিবে। পিতৃকার্য্যে সর্ব্বত্র যবদ্বারা কার্য্য তিলদ্বারা করণীয়। দেবপক্ষের মত পিতৃপক্ষেও অর্ঘ্যদানাদি কর্ত্তব্য। (মিতাক্ষরাধৃত প্রয়োগ যথা—তিনটি রাজতাদি পাত্রে অযুগ্ম কুশত্রয়নির্মিত কূর্চ্চ স্থাপনপূর্ব্বক 'শন্নো দেবীঃ' মন্ত্রে জলসেচন, 'তিলোঽসি সোমদৈবত্যো' ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণ, অমন্ত্রক অর্ঘ্য স্থাপনান্তে 'স্বধা অর্ঘ্যাঃ' বলিয়া ব্রাহ্মণসম্মুখে স্থাপন, 'যা দিব্যা আপঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জলের অভিমন্ত্রণ, অর্ঘ্যদান মন্ত্রে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক সংস্রব-জল প্রথম পাত্রে রাখিয়া প্রপিতামহপাত্রদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ বামভাগে কুশ-গুচ্ছোপরি 'পিতৃভ্যঃ স্থানমসি' মন্ত্রে সেই পাত্র ন্যুব্জভাবে (উবুড় ভাবে) অধোমুখ করিবে। সেই পাত্রের উপর অর্ঘ্যপাত্রের পবিত্রগুলি রাখিবে। অতঃপর পূর্ব্ববৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, আচ্ছাদন 'এষ তে গন্ধঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃপক্ষে দিবে)। ২৩৪।

অতঃপর কেবল ঘৃতাক্ত অন্ন লইয়া 'অগ্নৌ করিষ্যে' মন্ত্রে প্রশ্ন করিবে, 'কুরুষ' মন্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃযজ্ঞ-প্রয়োগোক্ত বিধানে 'ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বধা নমঃ' 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা নমঃ' এই মন্ত্রে অগ্নিতে (জলে বা ব্রাহ্মণহস্তে) অবদানধর্ম্মে (মেক্ষণ দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া) অন্ন নিক্ষেপ করিবে। হুতশেষ পিত্রাদিপাত্রে দেয়, দেবপাত্রে নহে। পিতৃদিগের ভোজনপাত্র রাজতই প্রশস্ত, অভাবে যেমন জুটিবে সেই পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি শ্রদ্ধাসহকারে দিবে। ২৩৫-৩৭।

অন্নদানের পর 'পৃথিবীতে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানম্' ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নোপরি অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিবে, পরে দৈবে 'বিষ্ণো হব্যং রক্ষ' পিত্র্যে 'বিষ্ণো কব্যং রক্ষ' এই মন্ত্র পাঠ্য। অতঃপর মহাব্যাহৃতিসহিত গায়ত্রীপাঠ ও 'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি ঋক্‌ত্রয় পাঠান্তে 'যথাসুখং জুষস্ব' বা দৈবে 'জুষধ্বম্' মন্ত্র বলিবে। ব্রাহ্মণগণ মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। ২৩৮-২৩৯।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ দমন করিয়া, ত্বরা ত্যাগ করিয়া, হবিঃপ্রধান নানাবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি পর্য্যন্ত শ্রাব্য মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। পরে তৃপ্তি বুঝিয়া পূর্ব্ববৎ গায়ত্রী ও মধুমন্ত্র জপ করিবে। ২৪০।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা 'তৃপ্তাঃ স্থ' মন্ত্রে তৃপ্তি-প্রশ্ন করিলে 'তৃপ্তাঃ স্মঃ' বাক্যে অনুজ্ঞাত হইয়া প্রশ্ন করিবে 'শেষমপ্যস্তি কিং ক্রিয়তাম্', ব্রাহ্মণগণ অনুমতি দিবেন 'ইষ্টৈঃ সহোপ-ভুজ্যতাম্'। পরে পিতৃব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টসম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুশের উপর তিল-জল দিয়া 'যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা' ইত্যাদি মন্ত্রে অন্ন বিকিরণ করিবে, আবার তাহার উপর তিল-জল দিবে। গণ্ডূষার্থ ব্রাহ্মণহস্তে এক এক বিন্দু জল দেয় *। ২৪১।

* 'শেষমপ্যস্তি' ইত্যাদি নানাস্থলে দেশাদিভেদে পাঠবৈষম্য দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বমন্নমুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥২৪১॥
মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনং ততঃ।
স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেব চ ॥২৪২॥
দত্ত্বা তু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ।
বাচ্যতামিত্যনুজ্ঞাতঃ প্রকৃতেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্ ॥২৪৩॥
ব্রূয়ুরস্তু স্বধেত্যেবং ভূমৌ সিঞ্চেত্ততো জলম্।
বিশ্বেদেবাশ্চ প্রীয়ন্তাং বিপ্রৈশ্চোক্ত ইদং জপেৎ ॥২৪৪
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥২৪৫॥

অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥২৪৬॥
ইত্যুক্ত্বা তু প্রিয়া বাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ।
বাজে বাজে ইতি প্রীতঃ পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জনম্ ॥২৪৭॥
যস্মিংস্তে সংস্রবাঃ পূর্ব্বমর্ঘ্যপাত্রে নিবেশিতাঃ।
পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিপ্রান্ বিসর্জয়েৎ ॥২৪৮॥
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।
ব্রহ্মচারী ভবেত্তাস্তু রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥২৪৯॥
এবং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৄন্।
যজেত দধি-কর্কন্ধুমিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃ ক্রিয়াঃ ॥২৫০॥

যেখানে চরুপাক আছে তথায় পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ-শ্রাদ্ধোক্তবিধানে চরুপাকান্তে অগ্নৌকরণাবশিষ্ট চরু-শেষের সহিত সমস্ত সতিল অন্ন লইয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্নিসমীপে পিণ্ডগুলি দিবে। চরুর অভাবে ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্য পক্ব অন্ন সমস্ত লইয়া পিতৃপিণ্ডযজ্ঞ বিধানে পিণ্ড দেয়। ২৪১।

বিশ্বদেবের আবাহনাদি পিণ্ডদান পর্য্যন্ত সকল কর্ম্ম মাতামহপক্ষেও করণীয়। পরে ব্রাহ্মণদের আচমনজল দিয়া 'স্বস্তি অস্তু' মন্ত্রে 'স্বস্তি' বলাইয়া 'অক্ষয্যমস্তু' বাক্যও বলাইবে এবং অক্ষয্যোদক দিবে। ব্রাহ্মণগণও 'স্বস্তি অস্তু' 'অক্ষয্যমস্তু' প্রতিবচন বলিবেন। ২৪২।

পরে যথাশক্তি হিরণ্যাদি দক্ষিণা দিয়া 'স্বধাং বাচয়িষ্যে' মন্ত্রে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে, 'বাচ্যতাম্' বলিয়া অনুমতি পাইয়া 'পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্, পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাম্' ইত্যাদি ক্রমে ছয় পুরুষের স্বধাবাচন করিবে। ২৪৩।

ব্রাহ্মণগণ 'অস্তু স্বধা' বলিবেন, পরে কমণ্ডলুজল ভূমিতে সেচন করিয়া 'বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাম্' বলিবে, ব্রাহ্মণগণ প্রত্যুত্তর দিবেন 'প্রীয়ন্তাং বিশ্বে দেবাঃ'। পরে আশীঃপ্রার্থনা কর্ত্তব্য, যথা-'দাতারো নেঽভিবর্দ্ধন্তাম্'—আমাদের বংশে হিরণ্যাদিদাতৃগণ বহুলপরিমাণে জন্মগ্রহণ করুক। 'বেদাঃ সন্ততিরেব চ' অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও অর্থজ্ঞানাদি দ্বারা বেদের এবং পুত্র-পৌত্রাদি পরম্পরায় বংশধারার বৃদ্ধি হউক। 'শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমৎ'—আমাদের কর্ম্মে আস্থা নষ্ট না হউক্। 'বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তু' দানোপযুক্ত বহু হিরণ্যাদি অপর্য্যাপ্তভাবে আমাদের হউক্। ২৪৪-৪৬।

এই প্রার্থনা করিয়া এবং 'আপনাদের শ্রীচরণার্পণে' আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি ধন্য হইলাম' ইত্যাদি প্রিয়বাক্য বলিয়া 'বাজে বাজে বত বাজিনো নো' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সন্তুষ্টমনে ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিবে। প্রথমে পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের বিসর্জ্জন, পরে দেবপক্ষের বিসর্জ্জন করণীয়। ২৪৭।

পূর্ব্বে যে অর্ঘ্যপাত্রে পিতৃপুরুষগণের সংস্রবজল রাখা হইয়াছিল, সেই ন্যুব্জীকৃত (উবুড় করিয়া আচ্ছাদিত) পাত্রটি উঠাইয়া 'বাজে বাজে' মন্ত্রে ব্রাহ্মণবিসর্জ্জন করণীয়। অতঃপর গৃহসীমাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের অনুগমন করিবে। তাঁহারা 'আস্যতাম্'—'থাক' 'যাও' বলিয়া অনুমতি দিলে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে ও পিতৃ-ভুক্তাবশিষ্ট শ্রাদ্ধদ্রব্য প্রিয়জনের সহিত ভোজন করিবে। শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণগণ উভয়েই রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন এবং পুনর্ব্বার ভোজন, দূরদেশে গমন, দান-প্রতিগ্রহাদি ত্যাগ করিবেন। (মিতাক্ষরা—কথিত আছে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন, তাম্বূলসেবন, তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান, উপবাস, রতিক্রিয়া, ঔষধপান ও পরান্নভোজন

একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্।
আবাহনাগ্নৌ-করণরহিতং হ্যপসব্যবৎ ॥২৫১॥
উপতিষ্ঠতামিত্যক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জনে।
অভিরম্যতামিতি বদেদ্ ব্রুয়ুস্তেঽভিরতাঃ স্ম হ ॥২৫২॥
গন্ধোদক-তিলৈর্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।
অর্ঘ্যার্থপিতৃপাত্রেষুপ্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ ॥২৫৩॥
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।
এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি ॥২৫৪॥
অর্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাদ্ভবেৎ।
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজে(ক)॥২৫৫॥
মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্।
প্রতিসংবৎসরঞ্চৈব আদ্যমেকাদশেঽহনি ॥২৫৬॥

এই সাতটি ত্যাগ করিবে। বচনান্তরে আছে,—পুনর্ভোজন, দূরদেশগমন, ভারবহন, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ, হোম এই আটটি বর্জ্জনীয়।) অতঃপর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধি বলা হইতেছে।—পুত্রজন্মাদি-নিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রদক্ষিণাবৃত্তি (পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের মত বামাবর্ত্তে স্থিতি ত্যাগ করিয়া) ও উপবীতী হইয়া নন্দীমুখ পিতৃগণকে পার্ব্বণোক্তক্রমে পূজা করিবে। দধি, কর্কন্ধূ (বদরীফল) মিশ্রিত পিণ্ড দিবে, তিলকার্য্য যবদ্বারা সম্পাদনীয়। (মিতাক্ষরা—যদিও এই বচনে সাধারণভাবে 'পিতৄন্ যজেত' পিতৃপুরুষগণের পূজা করিবে—ইহা বলা আছে, তাহা হইলেও শ্রাদ্ধত্রয় ও ক্রম শাতাতপোক্ত বচনানুসারে কর্ত্তব্য। শাতাতপ বলিয়াছেন—প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ, পরে পিতৃপুরুষত্রয়ের, পরিশেষে মাতামহাদি-ত্রয়ের শ্রাদ্ধ করণীয়। বৈশ্বদেবকর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে পালনীয়, ইহা পার্ব্বণের মতই জানিবে)। ২৪৮-৫০।

এক্ষণে একোদ্দিষ্টের বিধি কথিত হইতেছে,—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধও পার্ব্বণের মত করিবে, বিশেষ এই-দেবপক্ষের শ্রাদ্ধ ইহাতে নাই, একটি অর্ঘ্যপাত্র, একটি কুশের পবিত্র গ্রাহ্য, আবাহন, অগ্নৌকরণ হোম ইহাতে পরিত্যাজ্য; পূর্ব্বোক্ত আভ্যুদয়িকে যেমন উপবীতী হইবার বিধি আছে, ইহাতে তাহা নহে, পিতৃকার্য্য প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে। ২৫১।

(স্বস্তিবাচন স্বধাবাচন ইহাতে নাই।) অক্ষয্যদানে 'অক্ষয্যমস্তু' বাক্যের পরিবর্ত্তে 'উপতিষ্ঠতাং' শব্দ প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণবিসর্জ্জনে বিহিত 'বাজে বাজে' মন্ত্রস্থলে 'অভিরম্যতাম্' বক্তব্য। ব্রাহ্মণগণ 'অভিরতাঃ স্ম' (একটি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ 'অভিরতোঽস্মি') বলিবেন। (মিতা—শ্রাদ্ধশেষভোজন কোন কোন একোদ্দিষ্টে নিষিদ্ধ আছে, যথা—নবশ্রাদ্ধে এবং মাসিক শ্রাদ্ধে। মৃত্যুর পর প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ দিনে নবশ্রাদ্ধ প্রেতোদ্দেশ্যে সম্প্রদায়বিশেষে বিহিত)। ২৫২।

অনন্তর সপিণ্ডীকরণে যাহা বিশেষ তাহা বলা হইতেছে,—সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ দুইটি শ্রাদ্ধঘটিত—একটি পার্ব্বণ, অপরটি একোদ্দিষ্ট। তন্মধ্যে পার্ব্বণোক্ত বিধি অনুসারে চারিটি অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ, জল ও তিল সংযুক্ত করিবে। তাহাতে প্রেতোচ্ছিষ্ট কিছু জল পিতৃপাত্র তিনটিতে 'যে সমানাঃ সমনস' ইত্যাদি দুই দুইটি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সেচন করিবে। বিশ্বদেবের আবাহনাদি বিসর্জ্জনপর্য্যন্ত কর্ম্ম পার্ব্বণবৎ কর্ত্তব্য এবং প্রেতার্ঘ্যপাত্রের অবশিষ্ট জল ও অর্ঘ্য প্রেত ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট গন্ধাদি দান অন্নাদি দান প্রভৃতি একোদ্দিষ্টের মত আচরণীয়। এই সপিণ্ডীকরণ (যাহা ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইল) এবং একোদ্দিষ্ট অর্থাৎ পার্ব্বণ এবং একোদ্দিষ্ট এই উভয়ঘটিত শ্রাদ্ধ স্ত্রীলোকেও করিবে। তদ্ভিন্ন অন্য পার্ব্বণ স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে। (মিতা—এই সপিণ্ডীকরণ পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট এই দুইটি প্রেতীভূত মাতারও উদ্দেশে কর্ত্তব্য। 'স্ত্রিয়া অপি' একথা বলায় পার্ব্বণে মাতৃপক্ষ পৃথক্ আছে বুঝাইতেছে। একথাও চিন্তনীয়—সপিণ্ডীকরণে পার্ব্বণে যে পিত্রাদি-ক্রমে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহা সর্ব্বত্র নহে; কারণ 'এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি' এই বচনার্থ এইরূপ কর্ত্তব্য,—মৃত পিতার এই সপিণ্ডীকরণ পিতামহাদি তিনপুরুষ স্বর্গত হইলেই হইবে। কিন্তু পিতামহ জীবিত থাকিতে মৃত পিতার সপিণ্ডীকরণ হইবে না।

(ক) দদ্যাদ্ বর্ষং দ্বিজন্মনে—পা

পিণ্ডাংস্তু গোঽজ-বিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
প্রক্ষিপেৎ সৎসু বিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং
ন মার্জয়েৎ ॥২৫৭॥

হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেন তু বৎসরম্।
মাৎস্য হারিণ-কৌরভ্র-শাকুন-চ্ছাগ-পার্ষতৈঃ ॥২৫৮॥

ঐণ-রৌরব-বারাহ-শাশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাসবৃদ্ধ্যা হি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥২৫৯॥

খড়্গামিষং মহাশল্কং মধু মুন্যন্নমেব চ।
লোহামিষং মহাশাকং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ ॥২৬০॥

ইহার সাধকরূপে এই বচনও দেখান হয় 'ব্যুৎক্রমাচ্চ প্রমীতানাং নৈব কার্য্যা সপিণ্ডতা' ইহা প্রাচীনসম্মত ব্যবস্থা কিন্তু এ মত সঙ্গত নহে, যেহেতু 'ম্রিয়মাণে তু পিতরি পূর্ব্বেষামেব নির্বপেৎ। পিতা যস্য তু বৃত্তঃ স্যাজ্-জীবেদ্বাপি পিতামহঃ' এই বচনোক্ত 'পিতৃ' পদটি সম্বন্ধি-মাত্রবোধক, এইজন্য পিতৃসত্ত্বে পিতামহের সপিণ্ডীকরণ প্রপিতামহাদিত্রয়ের করিবেন, পিতামহ বর্ত্তমানে মৃত পিতার সপিণ্ডীকরণ পুত্র প্রপিতামহাদিপূর্ব্বক করিবেন—ইহাই তাহার অর্থ)। ২৫৩-৫৪।

নিরবকাশ বৃদ্ধিকার্য্য উপলক্ষ্যে কুলাচারবশতঃ শ্রাদ্ধাধিকারীর আয়ুঃক্ষয় অবধারণ হইলে সংবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করা হইবে, তাহার উদ্দেশেও সংবৎসর যাবৎ প্রতিমাসে প্রতিদিনে শক্তি অনুসারে জলকুম্ভ ও অন্ন ব্রাহ্মণের হাতে দিবে। অতঃপর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কাল নির্দিষ্ট হইতেছে,—পূর্ণ সংবৎসর যাবৎ প্রতিমাসে মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট-বিধানে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। অশৌচান্ত দ্বিতীয়দিনে আদ্য (সকল একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের প্রকৃতীভূত) একোদ্দিষ্ট করণীয় এবং প্রতিবৎসরেই মৃততিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ আচরণীয়। (মিতা—মৃততিথির অজ্ঞানে মৃত্যুবার্ত্তা যে দিন শ্রুত হইবে, সেইটি অথবা মরণমাসীয় অমাবস্যা শ্রাদ্ধতিথি।) শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ড গো, অজ বা ভোজনার্থী ব্রাহ্মণকে দিবে। অথবা অগ্নিমধ্যে কিংবা অগাধ জলে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণগণ ভোজনস্থানে উপবিষ্ট থাকিতে তাঁহাদের উচ্ছিষ্টমার্জ্জনা করণীয় নহে। ২৫৫-৫৭।

ভোজ্যবিশেষ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষের অধিক তৃপ্তি হয়, ইহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে,—তিল, ব্রীহি, যবাদি হবির্যোগ্য অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষগণ একমাস শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভ করেন। এইরূপ গব্যদুগ্ধে রচিত পরমান্ন দ্বারা বৎসর-ব্যাপী শ্রাদ্ধের তৃপ্তি হইয়া থাকে। পাঠীন-রোহিতাদি অনিষিদ্ধ মৎস্য, রক্তবর্ণ মৃগমাংস, মেষমাংস, তিত্তিরি-পক্ষিমাংস, ছাগের, চিত্রবর্ণ মৃগের, কৃষ্ণসার-মৃগের, রুরুমৃগের, বন্য বরাহের ও শশকের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে, হবিষ্য দ্বারা শ্রাদ্ধে মাসিক তৃপ্তিক্রমে এক এক মাস বৃদ্ধি ধরিয়া তৃপ্তি জানিবে। অর্থাৎ হবিষ্যশ্রাদ্ধে একমাস শ্রাদ্ধের তৃপ্তি, পায়সশ্রাদ্ধে দুইমাস, মৎস্যশ্রাদ্ধে তিনমাস তৃপ্তি এইরূপ মাসবৃদ্ধি ধর্ত্তব্য। ২৫৮-২৫৯।

গণ্ডারের মাংস, মহাশল্কনামক মৎস্য, মাংস, মধু নীবারাদি ধান্য, লোহামিষ (রক্তবর্ণ ছাগমাংস), মহাশাক (কালশাক), বার্দ্ধ্রীণস (বৃদ্ধ শ্বেতচ্ছাগ মাংস) শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষকে যে দান করা হয় এবং গয়া-ক্ষেত্রে শাকাদি যৎকিঞ্চিৎ দত্ত হয় এবং হরিদ্বারাদি তীর্থে যাহা পিতৃ-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়—এই সমস্তই অনন্ত তৃপ্তির কারণ হয়। এই প্রকার ভাদ্রকৃষ্ণ-ত্রয়োদশীতে, বিশেষতঃ তদ্দিনে মঘাযোগ হইলে তাহাতে কৃত শ্রাদ্ধ অনন্ত তৃপ্তিপ্রদ হয়। ২৬১।

তিথিবিশেষাধীন শ্রাদ্ধে ফলবিশেষের উল্লেখ হইতেছে, যথা—রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা, বুদ্ধি-রূপ-বিদ্যাসম্পন্ন জামাতা, ক্ষুদ্র অজাদি পশু, সৎপুত্র, পাশক্রীড়ায় জয়লাভ, কৃষিজাত দ্রব্যসম্পত্তি, বাণিজ্যে লাভ, দ্বিশফ (দুই খুরযুক্ত প্রাণী, গো-প্রভৃতি) একশফ (একখুর অশ্বাদি), ব্রহ্মবর্চ্চস্বী পুত্র (বেদাধ্যয়ন, বেদার্থানুষ্ঠান-জনিত ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন), স্বর্ণরূপ্যরূপ অকুপ্যধন, এবং ত্রপু, সীসক প্রভৃতি কুপ্য ধনসম্পত্তি, জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু এই চৌদ্দপ্রকার ফল কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত (চতুর্দ্দশী বাদে) চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে যথাক্রমে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্বমানন্ত্যমুচ্যতে।
তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ ॥২৬১॥
কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান্ সুতানপি।
দ্যূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশফৈকশফাংস্তথা ॥২৬২॥
ব্রহ্মাবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপ্যকে।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যং সর্বকামানাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ সদা ॥২৬৩॥
প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেতান্ বর্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শস্ত্রেণ তু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে ॥২৬৪॥
স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রান্ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং
মুখ্যতাং শুভম্ ॥২৬৫॥

প্রতিপদে শ্রাদ্ধকারী সুরূপা কন্যা লাভ করে, দ্বিতীয়ায় শ্রাদ্ধকারী উত্তম জামাতা, এইরূপ তিথিক্রমে উক্ত ফলক্রম জানিবে। অতএব উক্ত প্রতিপদাদি চতুর্দ্দশ তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কিন্তু চতুর্দ্দশীতিথি কেবল শস্ত্রহতের পক্ষে শ্রাদ্ধে বিহিত। ২৬২-২৬৪।

অতঃপর নক্ষত্রবিশেষে শ্রাদ্ধের ফল বর্ণিত হইতেছে,—কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া ভরণী পর্য্যন্ত সাতাইশটি নক্ষত্রে পরলোকবিশ্বাসী, শ্রাদ্ধে আদরাতিশয়যুক্ত, গর্ব্ব ও ঈর্ষ্যারহিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিলে যথাক্রমে স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা কৃত্তিকায় শ্রাদ্ধকারী স্বর্গ, রোহিণীতে পুত্রকন্যা, মৃগশিরায় ওজঃ (আত্মশক্তি), আর্দ্রায় শৌর্য্য (নির্ভয়ত্ব), পুনর্বসুতে সফল ক্ষেত্রভূমি, পুষ্যায় বল, অশ্লেষায় গুণবান্ পুত্র, মঘায় জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠতা, পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌভাগ্য (জনপ্রিয়তা), উত্তরফল্গুনীতে ধনসমৃদ্ধি, হস্তায় প্রাধান্য, চিত্রায় সাধারণ শুভ, স্বাতীতে অব্যাহতাজ্ঞা, বিশাখায় বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি-গোরক্ষা, অনুরাধায় রোগশূন্যদেহ, জ্যেষ্ঠায় যশঃ, মূলায় ইষ্টবিয়োগাদিজনিত শোকাভাব, পূর্ব্বাষাঢ়ায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, উত্তরাষাঢ়ায় সুবর্ণাদি ধন, শ্রবণায় বেদজ্ঞান, ধনিষ্ঠায় ঔষধসেবনের ফল, শতভিষায় স্বর্ণরজতভিন্ন তাম্রাদি ধন, পূর্ব্বভাদ্রপদে গো, উত্তরভাদ্রপদে

প্রবৃত্তচক্রতাঞ্চৈব বাণিজ্যং প্রভুতাং তথা।
অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং পরমাং গতিম্ ॥২৬৬॥
ধনং বিদ্যাং ভিষক্‌সিদ্ধিং কুপ্যং গা অপ্যজাবিকম্।
অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্ যঃ শ্রাদ্ধং সম্প্রযচ্ছতি ॥২৬৭॥
কৃত্তিকাদিভরণ্যন্তং স কামানাপ্নুয়াদিমান্।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ ব্যপেতমদমৎসরঃ ॥২৬৮॥
বসুরুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ ॥২৬৯॥
আয়ুঃ প্রজাং (ক)ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ ॥২৭০॥

অজ, রেবতীতে মেষ, অশ্বিনীতে অশ্ব, ভরণীতে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ২৬৫-৬৮।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হবিষ্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ মাসবৃদ্ধিক্রমে পিতৃ-তৃপ্তি দান করে, কিন্তু তাহা অসঙ্গত, কারণ—জীব নিজ নিজ কর্ম্মবশে স্বর্গনরকাদিতে গমন করিয়া থাকে, তখন পুত্রাদি দ্বারা দত্ত অন্নাদি দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি কিরূপে হইবে। যদিচ সম্ভব হয় তাহা হইলেও পিতৃপুরুষগণ নিজেরা স্বর্গাদি ফললাভে অক্ষম হইয়া কিরূপে পুত্রাদিকে ঐ ফল দিবেন, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—এই পিতৃপুরুষগণ দেবদত্তাদির মত নহে, তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সব আছেন, যাঁহারা দেবদত্তাদি নামে অভিহিত; তাঁহাদের শক্তি অলৌকিক, এইজন্য কোন অনুপপত্তি নাই। যেমন গর্ভিণী রমণীকে বিশিষ্ট খাদ্য-পানীয় অপরে দিলে সে পরিপুষ্ট হয় এবং গর্ভগত সন্তানকেও পুষ্ট করে, তাহাকে অন্নাদিদাতারাও তাহার দ্বারা প্রত্যুপকৃত হয়; এইরূপ বসু পিতাকে, রুদ্র পিতামহকে এবং আদিত্য প্রপিতামহকে শ্রাদ্ধে তৃপ্ত করিয়া থাকেন ও শ্রাদ্ধকর্ত্তাকেও জ্ঞানশক্তিবলে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকারীদিগকে সেই বসুপ্রভৃতি দেবতাগণ দীর্ঘআয়ুঃ, সুসন্তান, ধনসমৃদ্ধি, বিদ্যা, স্বর্গ, মুক্তি, সুখ, রাজ্য ও অন্যান্য কথিত ফল দিয়া থাকেন। ২৬৯-৭০।

(ক) প্রজ্ঞাং--পা

শ্রাদ্ধপ্রকরণ সমাপ্ত।

গণপতিকল্পপ্রকরণম্ (শান্তিস্বস্ত্যয়নম্)।

বিনায়কঃ কর্মবিঘ্নসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ।
গণানামাধিপত্যে চ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥২৭১॥
তেনোপসৃষ্টো যস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেঽবগাহতেঽত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ পশ্যতি ॥২৭২॥
কাষায়-বাসসশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্ঠতে ॥২৭৩॥
ব্রজন্নপি তথাত্মানং মন্যতেঽনুগতং পরৈঃ।
বিমনা বিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥২৭৪॥
তেনোপসৃষ্টো লভতে ন রাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারী ন চ ভর্ত্তারমপত্যং ন চ গর্ভিণী ॥২৭৫॥
আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোঽধ্যয়নং তথা।
বণিগ্ লাভং ন চাপ্নোতি কৃষিঞ্চৈব কৃষীবলঃ ॥২৭৬॥
স্নপনং তস্য কর্তব্যং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্বকম্।
গৌরসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎসাদিতস্য চ ॥২৭৭॥
সর্বৌষধৈঃ সর্বগন্ধৈঃ প্রলিপ্তশিরসস্তথা।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তি বাচ্যা দ্বিজাঃ শুভাঃ ॥২৭৮॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও পরে বলা হইবে যে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমুদয় ঐহিক ও পারত্রিক ফলের কারণ, সেই সকল কিসে নির্বাধে নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাদের ফল-সিদ্ধি নির্বিঘ্নে কিসে সম্ভব, তজ্জন্য অবিঘ্ন কর্ম্মের বিধান করিবেন, তৎপূর্ব্বে বিঘ্নের জনক ও জ্ঞাপক হেতুগুলি এই প্রকরণে বলিতেছেন,—ভগবান্ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিঘ্নেশ্বর বিনায়ককে কর্ম্মে বিঘ্নের উৎপাদনের জন্য ও উৎপন্ন বিঘ্নের ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে গণাধিপতি করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই—গণপতি পুরুষার্থের কারণীভূত কর্ম্মে বিঘ্ন-উৎপাদনও করেন আবার কর্ম্মে সিদ্ধিহানিরও বাধা দেন, সুতরাং গণপতিকে বিঘ্নকারক বলা হইল। যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হন, যাহাতে বিঘ্ন না হয় এবং উৎপন্ন বিঘ্নও যাহাতে নষ্ট হয়, যেমন সাবধান ব্যক্তি রোগের হেতু জানিয়া থাকেন এবং রোগনিবৃত্তির উপায়ও চিন্তা করেন। পূর্ব্ব শ্লোকে বিঘ্নের কারকরূপ হেতু বলিয়া এই বচনে জ্ঞাপকহেতু দেখাইতেছেন,—সেই বিঘ্নেশ্বর যাহাকে আশ্রয় করেন, তাহার লক্ষণ সকল বলিতেছি,—হে মুণিগণ! তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে জলে ভাসিয়া যাইতেছে, অথবা জলে ডুবিতেছে, স্বপ্নকালে মুণ্ডিতমস্তক লোক অথবা রক্তবস্ত্র বা নীল-বস্ত্রপরিধায়ী ব্যক্তিগণকে দর্শন করে, মাংসভোজী গৃধ্রাদি পক্ষী ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুতে স্বয়ং আরোহণ করে, চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের সহিত বেষ্টিত হইয়া একত্র থাকে, গমনকালে নিজেকে শত্রুকর্ত্তৃক পিছনে অনুধাবিত ও আক্রান্ত মনে করে, তাহার বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। ২৭২-৭৩।

যে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও আরব্ধ কার্য্যমাত্রেই সিদ্ধিহীন, বিনাকারণে বিষাদগ্রস্ত, সেইব্যক্তি বিঘ্নেশ্বর কর্ত্তৃক অভিভূত জানিবে; সে রাজবংশজাত শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণযুক্ত হইলেও রাজ্যলাভ করে না, রূপলাবণ্যাদি হইয়াও গুণবতী কুমারী স্বামী লাভ করে না, ঋতুমতী নারী গর্ভধারণ করে না, শ্রোত্রিয় বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হয় না, বিনয়-আচারাদি গুণবিভূষিত হইয়াও শিষ্য অভিমত অধ্যয়নে বঞ্চিত হয়, বণিকের বাণিজ্যে লাভ ও কৃষকের কৃষিকর্ম্মে ফল হয় না। এইরূপে, যে যে-বৃত্তি ধরিয়া আছে, তাহাতে সে অকৃতকার্য্য হইলে বুঝিতে হইবে যে বিঘ্নেশ্বর তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। ২৭৪-৭৬।

এক্ষণে বিঘ্নশান্তির উপায় বলিতেছেন,—বিনায়ক কর্ত্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা ভাবী বিনায়কের আক্রমণ-পরিহারকামী পবিত্রদিনে বিধিমত স্নান করিবে। স্নানকারী শ্বেতসর্ষপের খইলের সহিত ঘৃত মিশ্রিত-করিয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিবে। পরে প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর প্রভৃতি ওষধি পেষণ করিয়া তাহার

অশ্বস্থানাদ্ গজস্থানাদ্ বল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদাৎ।
মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্‌গুলুঞ্চাপ্সু নিক্ষিপেৎ ॥২৭৯॥
যা আহৃতা একবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈর্হ্রদাৎ।
চর্ম্মণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং তথা ॥২৮০॥
সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ (ক) পাবনং কৃতম্।
তেন ত্বামভিসিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে ॥২৮১॥

ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ ॥২৮২॥
যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্ধনি।
ললাটে কর্ণয়োরক্ষোরাপস্তদ্ ঘ্নন্তু সর্বদা ॥২৮৩॥
স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণৌদুম্বরেণ চ।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য চ ॥২৮৪॥
মিতশ্চ সংমিতশ্চৈব তথা শাল-কটঙ্কটৌ।
কুষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ ॥২৮৫॥

দ্বারা এবং চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিয়া ভদ্রাসনে উপবেশন করিবে, তখন চারিজন বেদজ্ঞ ও আচারবান্ ব্রাহ্মণ তাহার স্বস্তিবাচন (স্ব-স্ব-বেদোক্ত স্বস্তিসূক্তপাঠ) করিবেন। ২৭৭-৭৮।

অশ্বস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম ও বহূদক হ্রদ—এই পঞ্চস্থানের মৃত্তিকা, গোরোচনা, চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুমপ্রভৃতি গন্ধ ও গুগ্‌গুলু স্নানীয় জলে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জল একবর্ণের চারিটি কলসে বহূদক হ্রদ হইতে আনীত হইবে। অতঃপর উত্তরলোম পূর্ব্বগ্রীব রক্তবর্ণ বৃষচর্ম্মের উপর আলিপনা দ্বারা অঙ্কিত একটি ভদ্রাসন (পীঠ) স্থাপনীয়। ভদ্রাসন সম্বন্ধে টীকাকারলিখিত বিধি এই প্রকার—ভদ্রাসনের চারিদিকে উক্তমত জল-মৃত্তিকা-গন্ধাদি সহিত চারিটি কলস স্থাপন করিয়া গোময়োপলিপ্ত পবিত্র স্থণ্ডিলে পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দিয়া লিখিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর পূর্ব্বোক্ত বিধিমত বৃষচর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত অঙ্কিত আসন স্থাপন করিবে, ইহাকে ভদ্রাসন বলা হয়। ২৭৯-৮০।

ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিমন্ত্র পাঠের পর পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যবতী সুবেশা রমণীগণ মঙ্গলাচরণ করিবে, ভদ্রাসনে অভিষেকার্হ ব্যক্তিকে বসাইয়া গুরুদেব পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কলস লইয়া 'সহস্রাক্ষং শতধার-মিত্যাদি' মূলোক্তমন্ত্রে অভিষেক করিবেন। মন্ত্রার্থ যথা—মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ যে জলকে পবিত্র করিয়াছেন, যাহা অনেক শক্তিসম্পন্ন ও বহুপ্রবাহ, সেই জল দ্বারা বিঘ্নোপহত তোমাকে বিঘ্নশান্তির জন্য অভিষিক্ত করিতেছি, পবিত্রতার সম্পাদক এইজল তোমাকে পবিত্র করুন। ২৮১।

অতঃপর ভদ্রাসনের দক্ষিণদিকে অবস্থিত উক্ত প্রকার কলস লইয়া 'ভগং তে বরুণো রাজা' ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় অভিষেক করিবেন। মন্ত্রার্থ যথা—বরুণ রাজা তোমার কল্যাণবিধান করুন, সূর্য্যদেব, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিগণ তোমায় কল্যাণ দান করুক্। ২৮২।

তাহার পর পশ্চিমদিকে অবস্থিত কলস লইয়া 'যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যম্' ইত্যাদি মূলোক্তমন্ত্রে অভিষেক করিবেন। মন্ত্রার্থ—তোমার কেশকলাপে যে অকল্যাণ আছে, সীমন্তদেশে (সীঁথীতে), মস্তকে, ললাটে, কর্ণদ্বয়ে ও নেত্রযুগলে যে অকল্যাণ (কুলক্ষণ) আছে, সে সমুদয় জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সর্ব্বদা উপশম করুন। ২৮৩।

তাহার পর উত্তরদিকে অবস্থিত চতুর্থ কলস লইয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটি মন্ত্রের দ্বারাই অভিষেক করিবেন। এইরূপে অভিষিক্ত ব্যক্তির মস্তক আচার্য্য বামহস্তে কুশ-গুচ্ছ লইয়া তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত করত তদুপরি উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষজাত স্রুব (হোমসাধন যজ্ঞকাষ্ঠবিশেষ) দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে সর্ষপতৈলের আহুতি দিবেন। ২৮৪।

অন্তে স্বাহাযুক্ত ও আদিতে প্রণবসমন্বিত 'মিতা'দি নাম চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া আহুতি দিবে অর্থাৎ 'ওঁ মিতায় স্বাহা, ওঁ সম্মিতায় স্বাহা, ওঁ শালায় স্বাহা, ওঁ কটঙ্কটায় স্বাহা, ওঁ কুষ্মাণ্ডায় স্বাহা, ওঁ রাজপুত্রায় স্বাহা এই ছয়টি মন্ত্রে আহুতি দেয় এবং লৌকিক অগ্নিতে স্থালীপাকের নিয়মে চরুপাক করিয়া উক্ত ছয়টি মন্ত্রে সেই লৌকিক অগ্নিতে আহুতি দিয়া চরুশেষদ্বারা চতুর্থী-

(ক) সহস্রাক্ষং শতং ধারমৃষিভিঃ—পা।

নামভির্বালমন্ত্রৈশ্চ নমস্কারসমন্বিতৈঃ।
দদ্যাচ্চতুষ্পথে শূর্পে কুশানাস্তীর্য্য সর্বতঃ ॥২৮৬॥
কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেব চ।
মৎস্যান্ পক্কাংস্তথৈবামান্ মাংসমেতাবদেব তু ॥২৮৭॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি।
মূলকং পূরিকাপূপাংস্তথৈবোণ্ডেরকাঃ স্রজঃ (ক) ।২৮৮॥
দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকম্।
এতান্ সর্বানুপাহৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ ॥২৮৯॥
বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেত্ততোঽম্বিকাম্।
দূর্বা-সর্ষপ-পুষ্পাণাং দত্ত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥২৯০॥
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি! দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥২৯১
ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্ল-গন্ধানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দদ্যাদ্ বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥২৯২॥
এবং বিনায়কং পূজ্য গ্রহাংশ্চৈবং বিধানতঃ।
কর্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥২৯৩॥

বিভক্তিযুক্ত ইন্দ্রাদি লোকপালগণের নামের শেষে 'নমঃ' পদটি যোগ করিয়া অর্থাৎ 'ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ নৈঋর্তায় নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ কুবেরায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ— এই মন্ত্রে বলি (পূজার্থ চরু) দিবে। ২৮৫।

অতঃপর বিনায়ক ও বিনায়কের মাতৃগণকে অতঃপরোক্ত দ্রব্যে ও মন্ত্রে বলি দিবে। বলিদ্রব্য যথা— কৃতাকৃত (অসম্পূর্ণ নিষ্পাদিত তণ্ডুল অর্থাৎ যাহা তুষ-মিশ্রিত সকৃৎ অবঘাতজাত) তণ্ডুল, তিলপিষ্টমিশ্রিত অন্ন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য, পক্ক ও অপক্ক ছাগাদি মাংস, রক্তপীতাদি নানাবর্ণের পুষ্প, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য, গৌড়া, মাধ্বী, পৈষ্টী এই তিনপ্রকার সুরা, মূলা, লুচি, রুটী, উণ্ডেরকস্রক্ (পিষ্টকের মধ্যস্থিত পোর), দধিমিশ্রিত অন্ন, ক্ষীর, গুড়মিশ্রিত শালিপিষ্টক, মোদক (লড্ডুক) এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে বিনায়কের পূজা করিবে, মন্ত্র যথা—'ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ওঁ বিনায়কায় নমঃ'। 'ওঁ সুভগায়ৈ বিদ্মহে কামমালিন্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে বিনায়ক ও অম্বিকার পূজা ও নমস্কার কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট উপহার ভূমিতে আস্তৃত কুশের উপর স্থাপিত শূর্পে (কুলাতে) রাখিয়া চতুষ্পথে (চৌমাথায়) এই মন্ত্রে দিবে, 'ওঁ বলিং গৃহ্নন্ত্বিমং দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ। অসুরা যাতুধানাশ্চ পিশাচোরগ-মাতরঃ। শাকিন্যো যক্ষবেতালা যোগিন্যঃ পূতনাঃ শিবাঃ। জৃম্ভকাঃ সিদ্ধগন্ধর্বা মায়া বিদ্যাধরা নরাঃ। দিক্পালা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। জগতাং শান্তি-কর্ত্তারো ব্রহ্মাদ্যাশ্চ মহর্ষয়ঃ। মা বিঘ্নো মা চ মে পাপং মা সন্তু পরিপন্থিনঃ। সৌম্যা ভবন্তু তৃপ্তাশ্চ ভূতাঃ প্রেতাঃ সুখাবহাঃ' ।২৮৬-৯০।

কুসুমযুক্ত জলের দ্বারা অর্ঘ্য দিয়া দূর্বা শ্বেতসর্ষপ ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বিনায়কের কাছে প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনামন্ত্র যথা 'ওঁ রূপং দেহী'ত্যাদি। অম্বিকা-প্রার্থনায় 'ভগবন' স্থলে 'ভগবতি' পাঠ করিবে।২৯১।

অভিষেকান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র পরিধান, শুক্ল মাল্যধারণ ও গন্ধানুলেপন গ্রহণকরতঃ যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন করাইবে; আচার্য্যকে দুইটি বস্ত্র দান করিবে। বিনায়কোদ্দেশে ও ব্রাহ্মণদিগকেও দক্ষিণা দেয় ।২৯২।

উক্তপ্রকারে বিনায়ককে পূজা করিলে নির্বিঘ্নে কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করা যায়। উত্তমা শ্রী (সম্পৎ) লাভের কামনায়ও এইভাবে বিনায়কপূজা করিবে। গ্রহপীড়া-শান্তির জন্য ও সম্পৎপ্রভৃতি লাভের জন্য সূর্য্যাদি গ্রহপূজা কর্ত্তব্য, তাহার বিধান পরে বলা হইবে। সেই বিধানানুসারে গ্রহপূজা করিলে কার্য্যে সিদ্ধি ও শ্রীলাভ হয়। ২৯৩।

(ক) বৈরণ্ডিকাঃস্রজঃ—পা।

আদিত্যস্য সদা পূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগণপতেশ্চৈব কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৯৪॥

অথ গ্রহশান্তিপ্রকরণম্।

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নপি ॥২৯৫॥
সূর্য্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ ॥২৯৬॥
তাম্রকাৎ স্ফটিকাদ্রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ।
রজতাদয়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যগ্রহাঃ ক্রমাৎ ॥২৯৭
স্বৈর্বর্ণৈর্বা পটে লেখ্যা গন্ধৈর্মণ্ডলকেষু বা।
যথাবর্ণপ্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ ॥২৯৮॥
গন্ধাশ্চ বলয়শ্চৈব ধূপো দেয়শ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
কর্তব্যা মন্ত্রবন্তশ্চ চরবঃ প্রতিদৈবতম্ ॥২৯৯॥
আকৃষ্ণেন ইমং দেবা অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ।
উদ্ বুধ্যস্বেতি চ ঋচো যথাসংখ্যং প্রকীর্তিতাঃ ॥৩০০॥
বৃহস্পতে অতিযদর্য্যস্তথৈবান্নাৎ পরিস্রুতঃ।
শন্নোদেবীস্তথা কাণ্ডাৎ কেতুং কৃণ্বন্নিমাঃ ক্রমাৎ॥৩০১॥
অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ।
উদুম্বরঃ শমী দূর্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥৩০২॥

আদিত্য, স্কন্দ ও গণপতির পূজা নিত্য ও কাম্যভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রতিদিন রক্তচন্দন-রক্তপুষ্পাদি দ্বারা আদিত্যের, স্কন্দের এবং মহাগণপতির পূজা করিলে মুক্তি লাভ করে। কাম্যপূজায় উক্ত দেবতাত্রয়ের বা প্রত্যেকের স্বর্ণ বা রজতনির্মিত তিলক ও চক্ষুর প্রতিকৃতি করিয়া পূজা করিলে অভিলষিত বস্তুর সিদ্ধি হয়।১৯৪।

ইতি বিনায়কশান্তি।

(গ্রহশান্তি প্রকরণ)।

ইতঃপূর্ব্বে গ্রহশান্তির ফলরূপে শ্রীলাভ ও কর্ম্মসিদ্ধি বলা হইয়াছে। এক্ষণে গ্রহশান্তির অন্যান্য ফলও নির্দ্দেশ করিতেছেন—শ্রীকামই হউক বা আপৎশান্তি কামই হউক গ্রহযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। কেবল ইহাই নহে, কৃষিকার্য্যে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি, অপমৃত্যু নিবারণপূর্ব্বক দীর্ঘ আয়ুঃ, শরীরের পুষ্টি অথবা দৈববলে পরপীড়ারূপ অভিচারেও গ্রহযজ্ঞ করণীয়। ২৯৫।

সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ। গ্রহযজ্ঞে সূর্য্যাদির প্রতিমূর্ত্তি যথাক্রমে তাম্র, স্ফটিকপ্রস্তর, রক্তচন্দন, স্বর্ণ, স্বর্ণ, রজত, লৌহ, সীসক ও কাংস্য দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। অক্ষমতায় গ্রহের বর্ণানুসারে পটে মূর্ত্তি অঙ্কনীয়। অথবা রক্তচন্দনাদি গন্ধদ্বারা কিংবা পঞ্চবর্ণ চূর্ণদ্বারা মণ্ডল আঁকিয়া তাহাতে গ্রহগণের পূজা করিবে। (মিতাক্ষরা—ইহাদের ধ্যান মৎস্যপুরাণে দ্রষ্টব্য। স্থাপন বা অঙ্কনদেশ সম্বন্ধে বিশেষে এই একটি গ্রহাব্জমণ্ডল আঁকিয়া কর্ণিকায় সূর্য্যের মূর্ত্তি, মণ্ডলের দক্ষিণদলে মঙ্গল, উত্তরে বৃহস্পতি, ঈশানে বুধ, পূর্ব্বে শুক্র, অগ্নিকোণে চন্দ্র, পশ্চিমে শনি, নৈঋতে রাহু, বায়ুকোণে কেতু এই নয়টি গ্রহকেই শুক্ল তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা অঙ্কন করিবে। যে গ্রহের যে বর্ণ তদনুসারে বস্ত্র, গন্ধ ও পুষ্প প্রদেয়। ২৯৬-৯৮।

প্রত্যেক গ্রহকে বলিদ্রব্য ও গন্ধ দিবে। সকলের পক্ষেই গুগ্‌গুলু ধূপ দাতব্য। প্রত্যেক গ্রহদেবতার নাম উল্লেখ করিয়া 'অমুষ্মৈ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি' ইত্যাদিরূপে চারি চারি তণ্ডুলমুষ্টি চরুপাকের জন্য গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত অগ্নিতে সেই চরুপাক করিবে। অতঃপর ইধ্মা-ধানাদি আধার পর্য্যন্ত ক্রিয়া সমাপন করিয়া যথাক্রমে সূর্য্যাদিগ্রহের উদ্দেশে সমিধ্‌হোম ও চরুহোম অনুষ্ঠেয়। ২৯৯।

সূর্য্যাদি গ্রহপূজার ও হোমের মন্ত্র যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে—যথা 'আকৃষ্ণেন রজসা' ইত্যাদি সূর্য্যের, 'ইমং দেবা অসপত্নম্' ইত্যাদি চন্দ্রের, 'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ' ইত্যাদি মঙ্গলের, 'উদ্ বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি' ইত্যাদি বুধের, 'বৃহস্পতে অতিযদর্য্যো অর্হৎ' ইত্যাদি বৃহস্পতির, 'অন্নাৎ পরিস্রুতোরসম্' ইত্যাদি শুক্রের,

একৈকস্য ত্বষ্টশতমষ্টাবিংশতিরেব বা।
হোতব্যা মধুসর্পির্ভ্যাং দধ্না ক্ষীরেণ বা যুতা ॥৩০৩॥
গুড়ৌদনং পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরযাষ্টিকম্।
দধ্যোদনং হবিশ্চূর্ণং (ক) মাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥৩০৪॥
দদ্যাদ্ গ্রহক্রমাদেতদ্ দ্বিজেভ্যো ভোজনং বুধঃ।
শক্তিতো বা যথালাভং সৎকৃত্য বিধিপূর্বকম্ ॥৩০৫॥

ধেনুঃ শঙ্খস্তথানড্বান্ হেমবাসো হয়স্তথা।
কৃষ্ণা গৌরায়সং ছাগ এতা বৈ দক্ষিণা ক্রমাৎ ॥৩০৬॥
যশ্চ যস্য যদা দুঃস্থঃ সতং যত্নেন পূজয়েৎ।
ব্রহ্মণৈষাং বরো দত্তঃ পূজিতাঃ পূজয়িষ্যথ ॥৩০৭॥
গ্রহাধীনা নরেন্দ্রাণামুচ্ছ্রায়াঃ পতনানি চ।
ভাবাভাবৌ চ জগতস্তস্মাৎ পূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩০৮॥

'শন্নোদেবীঃ' ইত্যাদি শনৈশ্চরের, 'কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী' ইত্যাদি রাহুর, 'কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে' ইত্যাদি কেতুর মন্ত্র। ৩০০-১।

যথাক্রমে সূর্য্যাদির সমিধ্ যথা,—আকন্দ, পলাশ, খদির, অপামার্গ (আপাঙ্), পিপ্পল (অশ্বত্থ), উড়ুম্বর (যজ্ঞডুমুর), শমী (শাঁই), দূর্ব্বা ও কুশ। (মিতা—প্রত্যেক সমিধ্‌টি আর্দ্র, অভগ্ন, ত্বগ্‌যুক্ত ও প্রাদেশ-পরিমাণ হওয়া আবশ্যক)। ৩০২।

প্রত্যেকের হোমীয় সমিধ্‌সংখ্যা অষ্টোত্তরশত বা অষ্টাবিংশতি হইবে, ইহাদিগকে মধু ও ঘৃত, দধি বা দুগ্ধে লিপ্ত করিয়া আহুতি দিবে। ৩০৩।

অতঃপর ভোজনদ্রব্য কথিত হইতেছে,—সূর্য্যের গুড়মিশ্রিত অন্ন, চন্দ্রের পায়স, মঙ্গলের হবিষ্য (মুনি-ভোজ্য অন্ন), বুধের দুগ্ধমিশ্রিত ষাষ্টিক শস্যের অন্ন, বৃহস্পতির দধিমিশ্রিত অন্ন, শুক্রের ঘৃতপক্কান্ন, শনির কৃষ্ণতিলচূর্ণমিশ্রিত অন্ন, রাহুর ভক্ষণীয় মাংস-মিশ্রিত অন্ন, কেতুর চিত্রান্ন (নানাবর্ণের দ্রব্যমিশ্রিত অন্ন) এই অন্নগুলি আদিত্যাদির উদ্দেশে দিয়া ভোজনার্থ ব্রাহ্মণদিগকে দিবে। ভোক্তা ব্রাহ্মণের সংখ্যা শক্তি-অনুসারে। গুড়ৌদনাদির অভাবপক্ষে যাহা সম্ভব তাহাই ব্রাহ্মণদিগকে শ্রদ্ধা-সম্মানসহকারে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। ৩০৪-৫।

অতঃপর গ্রহদক্ষিণা যথাক্রমে বলা হইতেছে,—যথা সূর্য্যের ধেনুদক্ষিণা, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের ভারবহনক্ষম বলীবর্দ্দ, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির পীতবস্ত্র, শুক্রের শুভ্রবর্ণ অশ্ব, শনির কৃষ্ণবর্ণা গাভী, রাহুর লৌহখড়্গাদি, কেতুর ছাগ। এই দক্ষিণাগুলি সূর্য্যাদির উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। ইহাও সম্ভবপক্ষে, অসামর্থ্যে যথালব্ধ ধন দেয়। গ্রহশান্তিকামনায় নির্বিশেষে সকল গ্রহই পূজনীয়। কিন্তু তন্মধ্যেও বিশেষ আছে,—যখন যে যে লোকের যে গ্রহ অষ্টম-দ্বাদশাদি দুষ্টস্থানস্থিত জানা যাইবে, তখন সেই ব্যক্তি সেই গ্রহকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। কারণ ব্রহ্মা গ্রহদিগকে পূর্ব্বে এই বর দিয়াছেন,—'তোমরা পূজা পাইলে পূজাকর্ত্তার ইষ্টসিদ্ধি ও অনিষ্ট-নিবৃত্তি দ্বারা মঙ্গল করিবে'। ৩০৬-৭।

যদিও সকলের পক্ষেই শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম বিহিত, তাহা হইলেও মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজন্যবর্গের পক্ষে বিশেষ আছে, যেহেতু নৃপতিগণের উন্নতি বা পতন গ্রহাধীন, এবং যেহেতু জগতের (ফলশস্যাদির) উৎপত্তি ও নিরোধ গ্রহাধীন, অতএব অন্য দেবতাপেক্ষা গ্রহগণ অধিক পূজ্য। (মিতা—যদি এই গ্রহগণের আরাধনা করা হয়, তবে যথাসময়ে শস্যাদিসমৃদ্ধি হইবে এবং নিরোধও যথাসময়ে হইবে। নতুবা উৎপত্তিসময়ে উৎপত্তির অভাব, এবং অসময়ে শস্যনিরোধ, বৃষ্টিনিরোধ প্রভৃতি দ্বারা জগতের মহা অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হইবে। জগতের অধীশ্বর রাজা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য জগতের অভ্যুদয়-সাধন ও উৎপাতনিবৃত্তি, এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ-ভাবে গ্রহশান্তির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল। ৩০৮।

(ক) হবিঃ পুমান্—পা

গ্রহশান্তিপ্রকরণ সমাপ্ত

অথ রাজধর্ম্মপ্রকরণম্।

মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥৩০৯॥
অদীর্ঘসূত্রঃ স্মৃতিমানক্ষুদ্রোঽপরুষস্তথা।
ধার্মিকোঽব্যসনশ্চৈব (ক) প্রাজ্ঞঃ শূরো রহস্যবিৎ ॥৩১০॥
স্বরন্ধ্রগোপ্তাম্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ।
বিনীতস্ত্বথ বার্ত্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ ॥৩১১॥
স মন্ত্রিণঃ প্রকুর্বীত প্রাজ্ঞান্ মৌলান্ স্থিরান্ শুচীন্।
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েদ্রাজ্যং বিপ্রেণাথ ততঃ স্বয়ম্ ॥৩১২॥

ইতঃপূর্ব্বে সাধারণভাবে গৃহস্থধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে মূর্ধাভিষিক্ত গৃহী রাজার পক্ষে বিশেষ ধর্ম্ম বলিতেছেন,—রাজা উৎসাহসম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ (পরকৃত উপকার বা অপকারবিৎ), তপোজ্ঞানাদি-সম্পন্ন, বৃদ্ধের সেবাকারী, বিনয়সম্পন্ন, সত্ত্ববান্ (সম্পদে বিপদে হর্ষবিষাদরহিত), সদ্বংশজাত, সত্যবাদী, বাহিরে ও অন্তরে শুদ্ধিমান্ হইবেন। ৩০৯।

তিনি কোন কর্ত্তব্যকর্ম্মের আরম্ভে ও নির্ব্বাহে বিলম্ব করিবেন না, অধিগত বিষয়ের স্মৃতি, অক্ষুদ্রতা, কার্কশ্যহীনতা তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। তিনি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচরণকারী, ব্যসনে অনাসক্ত, প্রাজ্ঞ (দুর্ব্বোধ বিষয়-বোধে ক্ষমতাপন্ন), শূর (নির্ভীক), রহস্যরক্ষক এবং স্বদোষের প্রচ্ছাদনকারী হইবেন। অধ্যাত্মবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা, রাজনীতি, বার্ত্তা (অর্থোপার্জ্জনের সোপান কৃষি-বাণিজ্য-পশুপালনবিদ্যা) ও ত্রয়ী (ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ) বিদ্যায় প্রাবীণ্য অর্জ্জন করিবেন। (মিতা—মনু আঠারটি ব্যসনের উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান-জনিত মদ, নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিবিধ বাদিত্র, বৃথাভ্রমণ এই দশটি কামজ ব্যসন। পৈশুন্য (খলতা বা অবিজ্ঞাত দোষের আবিষ্কার), সাহসকারিতা (সাধুলোকের নিগ্রহাদি), অর্থদূষণ (পরস্বহরণ, দেয় অর্থের অপ্রদান), দ্রোহ (ছলে হত্যা), ঈর্ষ্যা (অপরের গুণাসহন) অসূয়া (গুণবানের দোষাবিষ্কার), বাক্পারুষ্য (কর্কশ বাক্যে পরের মনে আঘাতপ্রদান) ও দণ্ডপারুষ্য (করপীড়ন, অল্পাপরাধে অধিক দণ্ডদান ও তাড়নাদি) এই আটটি ক্রোধজাত ব্যসন, রাজা এই সকল ব্যসনে আসক্ত হইবেন না। ৩১০-১১।

এবংবিধ গুণসম্পন্ন রাজা এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিবেন, যাঁহারা হিতাহিত-বিচারদক্ষ, কুলক্রমাগত, স্থিরপ্রকৃতি ও অকপট। এইরূপ সাতটি বা আটটি মন্ত্রীকে রাজ্যচিন্তায় নিযুক্ত করিয়া রাজা তাঁহাদের সকলের সহিত অথবা প্রয়োজনমত এক এক জনের সহিত সন্ধি-বিগ্রহাদি রাজকার্য্যের আলোচনা করিবেন। অতঃপর মন্ত্রীদের অভিমত জানিয়া সকল শাস্ত্রার্থবিৎ ব্রাহ্মণের (পুরোহিতের) সহিত মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে নিজে বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। ৩১২।

পুরোহিতঞ্চ কুর্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্বাঙ্গিরসে তথা ॥৩১৩॥
শ্রৌত-স্মার্ত্তক্রিয়াহেতোর্ব্বৃণুয়াদৃত্বিজস্তথা।
যজ্ঞাংশ্চৈব প্রকুর্বীত বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণান্ ॥৩১৪॥
ভোগাংশ্চ দদ্যাদ্ বিপ্রেভ্যো বসূনি বিবিধানি চ।
অক্ষয়োঽয়ং নিধী রাজ্ঞাং যদ্ বিপ্রেষূপপাদিতম্ ॥৩১৫
অস্কন্নমব্যয়ঞ্চৈব (খ) প্রায়শ্চিত্তৈরদূষিতম্।
অগ্নেঃ সকাশাদ্ বিপ্রাগ্নৌ হুতং শ্রেষ্ঠমিহোচ্যতে ॥৩১৬

অতঃপর মন্ত্রণার্হ পুরোহিতের পরিচয় দিতেছেন,—রাজা ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যনির্বাহের জন্য একজন তাদৃশ ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন (প্রধানভাবে দানমানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া আত্মসম্বন্ধী করিবেন, পুরঃ ধর্ম্মাদিকার্য্যে অগ্রে, হিত স্থাপিত অর্থাৎ উপদেশক-রূপে নিযুক্ত) যিনি দৈবজ্ঞ (গ্রহের উৎপাতাদি-অভিজ্ঞ ও শান্তিকারক), উদিতোদিত (বিদ্যায়, আভিজাত্যে ও শাস্ত্রোক্ত আচারে সমৃদ্ধ), অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং শান্তিপ্রভৃতি অথর্ব্ববেদোক্ত কার্য্যে নিপুণ। ৩১৩।

বৈদিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ

(ক) দৃঢ়ভক্তিশ্চ—পা

(খ) অস্কন্নমব্যথঞ্চৈব—পা

ধর্মেণ লব্ধুমীহেত লব্ধং যত্নেন পালয়েৎ।
পালিতং বর্ধয়েন্নীত্যা বৃদ্ধং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥৩১৭॥
দত্ত্বাদ্ ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্র (ক) নৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ ॥৩১৮॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ ॥৩১৯॥
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানাচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥৩২০॥
রম্যং পশব্যমাজীব্যং জাঙ্গলং দেশমাবসেৎ।
তত্র দুর্গাণি কুর্বীত জন-কোষাত্মগুপ্তয়ে ॥৩২১॥
তত্র তত্র চ নিষ্ণাতানধ্যক্ষান্ কুশলান্ শুচীন্।
প্রকুর্য্যাদায়কর্মান্তব্যয়কর্মসু চোদ্যতান্ ॥৩২২॥

নির্বাহের জন্য ঋত্বিগ্ বর্গ বরণ করিবেন এবং যথাবিধি প্রচুর দক্ষিণাসমন্বিত রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রাহ্মণদিগের ভোগোপকরণ দ্রব্যসমুদয় দান করিবেন এবং সুবর্ণ, রজত ভূমিপ্রভৃতি বিবিধ অর্থ তাঁহাদিগকে দিবেন, যেহেতু ব্রাহ্মণদিগকে রাজা যাহা দিবেন, তাহা তাঁহার অক্ষয় রত্নভাণ্ডার। ৩১৪-১৫।

বিশেষতঃ অগ্নিতে আহুতি অপেক্ষা বিপ্রাগ্নিতে আহুত দ্রব্য শ্রেষ্ঠ, কারণ এ যজ্ঞে কোন ত্রুটি বা অঙ্গহীনতা নাই, ইহাতে পশুহিংসাদি ক্লেশের সম্ভাবনা নাই এবং এজন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। রাজা ব্রাহ্মণদের ধন দিবেন একথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কোন্ পথে দিবেন এবং কি প্রণালীতে দিবেন তাহা বলা হয় নাই, তাহার উপষ্টম্ভ এইবচনে করিতেছেন,—রাজা ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অলব্ধ ধনলাভের অভিলাষী হইবেন, এবং সেই যত্নলব্ধ ধনকে স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রক্ষা করিবেন। পালিত অর্থকে বাণিজ্যাদি ক্রিয়াদ্বারা বর্দ্ধিত করিবেন এবং বর্দ্ধিত অর্থ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সাধনায় তাহার সাধকপাত্রে বিনিয়োগ করিবেন। ৩১৬-১৭।

রাজা সৎপাত্রে ভূমি প্রভৃতি দান করিবার পর তাহার দৃঢ়তার জন্য (পাকা করিবার জন্য) ভূমিদান করিয়া অথবা কোন নিবন্ধ অর্থাৎ 'এই গ্রামে প্রতিক্ষেত্রেই ক্ষেত্রস্বামী তাহার উপস্বত্ব-ধন এই ব্যক্তিকে প্রতিমাসে বা প্রতিবৎসরে দিবে' এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া একটি লেখ্যপত্রও (দলিল) করিয়া দিবেন। কারণ তাহা হইলে ভাবী ধার্ম্মিক নৃপতিগণ ঐ লেখ্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন যে এই সম্পত্তি এই ব্যক্তি ইঁহাকে দিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে ভূমিদানে বা নিবন্ধদানে রাজারই অধিকার, ভোগাধিকারীর নহে। ৩১৮।

কার্পাসবস্ত্রে বা তাম্রফলকে (তামার পাতে) রাজা নিজের পূর্ব্বপুরুষ প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার নাম, বিদ্যা, খ্যাতি, বীর্য্য প্রভৃতি গুণোল্লেখ করিয়া এবং নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়া মুদ্রা চিহ্নিত করিবেন এবং তাহাতে প্রতিগ্রহীতার পরিচয়, দেয় ভূসম্পত্তির পরিমাণ, নিবন্ধের মুদ্রার পরিমাণ এবং চৌহদ্দি, নিবৃত্তির দিন লিখিয়া দিবেন, এইরূপে স্বহস্ত-লিখিত অতীতশকাব্দবর্ষ-মাস-পরিচয়সম্বলিত সেই লেখ্যপত্র (দলিল) পাকা করিয়া দিবেন। ৩১৯-২০।

অতঃপর রাজার নিবাসযোগ্য স্থানের বর্ণনা করিতেছেন,—রাজা তরু-গিরি-নদীশোভিত দেশে রাজধানী করিবেন, সেই স্থানটি অশোক, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষে রমণীয়, পশুবৃদ্ধিকর এবং আজীব্য অর্থাৎ শস্য-ফল-মূল-কন্দে জীবনধারণোপযোগী হওয়া প্রয়োজন। সেই স্থানেই সাধারণ প্রজার, সুবর্ণাদি ধনভাণ্ডারের এবং পরিবারবর্গের সহিত নিজের সুরক্ষার জন্য একটি দুর্গ স্থাপন করিবেন। (মিতা—মনু ছয়প্রকার দুর্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা মরুদুর্গ, ভূদুর্গ, জলদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নরদুর্গ ও গিরিদুর্গ। তাহার মধ্যে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজা বাস করিবেন)। ৩২১।

ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগকার্য্যে যোগ্য তাদৃশ ব্যক্তিগণকে ধর্ম্মাদিকার্য্যে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিবেন, যাঁহারা সকলেই একনিষ্ঠ, নিজ নিজ কার্য্যে সুচতুর, অকপট, পবিত্র, আয়ব্যয়কার্য্যপর্য্যবেক্ষণে আলস্যশূন্য ও বুদ্ধিমান্। (মিতা—অধ্যক্ষযোগ্যতা সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রে

(ক) ক্ষুদ্র—পা

নাতঃ পরতরো ধর্মো নৃপাণাং যদ্রণার্জিতম্ (খ)
বিপ্রেভ্যো দীয়তে দ্রব্যং প্রজাভ্যশ্চাভয়ং তথা ॥৩২৩॥
য আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা ॥৩২৪॥
পদানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেম্ববিনিবর্ত্তিনাম্।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্ ॥৩২৫॥
তবাহংবাদিনং ক্লীবং নির্হেতিং পরসঙ্গতম্।
ন হন্যাদ্ বিনিবৃত্তঞ্চ যুদ্ধপ্রেক্ষণকাদিকম্ ॥৩২৬॥

কৃতরক্ষঃ সদোত্থায় পশ্যেদায়ব্যয়ৌ স্বয়ম্।
ব্যবহারাংস্ততো দৃষ্ট্বা স্নাত্বা ভুঞ্জীত কামতঃ ॥৩২৭॥
হিরণ্যং ব্যাপৃতানীতং ভাণ্ডাগারেষু নিক্ষিপেৎ।
পশ্যেচ্চারাংস্ততো দূতান্ প্রেরয়েন্মন্ত্রিসংযুতঃ ॥৩২৮॥
ততঃ স্বৈরবিহারী স্যান্মন্ত্রিভির্ব্বা সমাগতঃ।
বলানাং দর্শনং কৃত্বা সেনান্যা সহ চিন্তয়েৎ ॥৩২৯॥
সন্ধ্যামুপাস্য শৃণুয়াচ্চারাণাং গূঢ়ভাষিতম্।
গীতনৃত্যৈশ্চ ভুঞ্জীত পঠেৎ স্বাধ্যায়মেব চ ॥৩৩০

বলা আছে, যাঁহারা প্রাজ্ঞ, উৎকোচ (ঘুস) হীন, আলস্যশূন্য, একনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্ ও প্রভুভক্ত, তাঁহারাই ধর্ম্মাদিকার্য্যে অধ্যক্ষ (ম্যানেজার) হইবার যোগ্য। ৩২২।

ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধে অর্জ্জিত দ্রব্যদান ও সর্ব্বদা প্রজাদিগকে অভয়দান এই দুইটি ধর্ম্ম হইতে রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। আশঙ্কা হইতে পারে যুদ্ধে অর্জ্জিত ধনদান যদি অত্যুত্তম ধর্ম্ম হয়, তবে ধনার্জ্জনের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত রাজার বিপত্তিরও সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-অর্থ উভয়ই নষ্ট হইল, অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিই তো শ্রেয়স্কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—যাঁহারা ভূমি প্রভৃতি লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিমুখ না হন এবং বিষলিপ্ত শস্ত্রাদি প্রয়োগ না করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করেন, তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও যোগীদের মত স্বর্গে গমন করেন। নিজ বলবাহন যুদ্ধে বিমুখ হইলেও যাঁহারা স্বয়ং শত্রুর অভিমুখে অগ্রসর হন, তাঁহাদের এক একটি পদক্ষেপ অশ্বমেধক্রিয়াতুল্য। কিন্তু পলায়নকারী শত্রুরা নিহত হইলে তাহাদের সমস্ত পুণ্য রাজা প্রাপ্ত হন। ৩২৩-২৫।

তবে যে শত্রু 'আমি আপনার অধীন' এই বলিয়া আত্মসমর্পণ করে, যে নির্ব্বীর্য্য, অস্ত্রহীন, অপরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যুদ্ধ হইতে বিরত, তাহাকে রাজা হত্যা করিবেন না; এই প্রকার যুদ্ধদর্শন করিতে যে আসিয়াছে কিংবা অশ্বহীন সারথিকেও (রথিহীনকেও) রাজা হত্যা করিবেন না। ৩২৬।

রাজা আত্মরক্ষা ও পুররক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগপূর্ব্বক নিজেই আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করিবেন। অতঃপর প্রজাদের অভিযোগ, দণ্ড প্রভৃতি রাজকার্য্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নকালে স্নানান্তে ইচ্ছামতকালে ভোজন করিবেন। সুবর্ণাদি আনয়নে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক আনীত হিরণ্যাদি নিরীক্ষণ করিয়া ভাণ্ডাগারে রাখিবেন। অতঃপর দূর হইতে প্রত্যাগত প্রণিধিবর্গ, যাহারা পররাজ্যের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পরিব্রাজকাদি গুপ্তবেশ ধরিয়া গুপ্তচররূপে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার পর মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া পররাজ্যে প্রকাশ্য গমনাগমনকারী দূতগুলিকে প্রেরণ করিবেন। (মিতা—দূত তিনপ্রকার—নিসৃষ্টার্থ, সন্দিষ্টার্থ ও শাসন-হর; তন্মধ্যে যে দেশকাল বিচার করিয়া নিজেই রাজকার্য্য বলিতে ও প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ, তাহাকে নিসৃষ্টার্থ বলে; রাজা যাহা বলিয়া দিয়াছেন, সেইটুকুই যে বলে, সে সন্দিষ্টার্থ বা সন্দেশহারক; আর যে চিঠিপত্র লইয়া যায়, সে শাসনহারক দূত।) ইহাদের সহিত দেখা করিয়া খবরাখবর লইয়া পুনঃ পুনঃ দূত প্রেরণ করিবেন।৩২৭-২৮।

তাহার পর অপরাহ্নকালে স্বেচ্ছামত একাকী অন্তঃপুরে বিচরণ করিবেন। অথবা বিশ্বস্ত, পরিহাসদক্ষ,

(খ) যদ্রণার্জিতম্—পা

সংবিশেত্তূর্য্যঘোষেণ প্রতিবুধ্যেত্তথৈব চ।
শাস্ত্রাণি চিন্তয়েদ্ বুদ্ধ্যা সর্বকর্ত্তব্যতাস্তথা ॥৩৩১॥
প্রেষয়েচ্চ ততশ্চারান্ স্বেষু চান্যেষু সাদরম্।
ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৩২॥
দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্ গাং কাঞ্চনং মহীম্।
নৈবেশিকানি চ তথা শ্রোত্রিয়াণাং গৃহাণি চ(ক)॥৩৩৩॥
ব্রাহ্মণেষু ক্ষমী স্নিগ্ধেষ্বজিহ্মঃ ক্রোধনোঽরিষু।
স্যাদ্রাজা ভৃত্যবর্গেষু প্রজাসু চ যথা পিতা ॥৩৩৪॥

কলাবিদ্ মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া, মতান্তরে রূপযৌবন-শালিনী বিদগ্ধা অন্তঃপুরিকাদের সহিত রসালাপ করিয়া আবার রাজকার্য্যদর্শনে ব্যাপৃত হইবেন। তখন বেশভূষায় ভূষিত হইয়া হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি-সৈন্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং সেনাপতির সহিত দেশকালমত আবশ্যক সৈন্যাদির রক্ষার মন্ত্রণা করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যানুষ্ঠানের পর আবার গুপ্তচরদের বিজ্ঞাত গুপ্তকথা গৃহমধ্যে খড়্গহস্তে শুনিবেন। তাহার পর কিছুকাল নৃত্যগীতাদি ক্রীড়াকৌতুকে কাটাইয়া ভোজনগৃহে যাইয়া স্ত্রীপরিবৃত হইয়া ভোজন করিবেন। আবার পুনঃ পুনঃ স্মৃতিরক্ষার্থ যথাশক্তি অধীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। তাহার পর শয়নসূচক তূর্য্যধ্বনি শুনিবা-মাত্র শয়ন করিবেন ও প্রাতঃকালে তূর্য্যধ্বনির সহিত উত্থিত হইবেন। রাত্রির শেষপ্রহরে বিশ্বাসী শাস্ত্রজ্ঞগণের সহিত অথবা একাকী 'শাস্ত্রসমূহ' চিন্তা করিবেন। পরে নিজের বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। (মিতা—সুস্থের পক্ষে স্বয়ং কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিহিত, অসুস্থ নৃপতি অপরসাহায্যে কর্ত্তব্যপালন করিবেন) ৩২৯-৩১।

অতঃপর সেই অবস্থাতেই বিশ্বস্ত প্রণিধিবর্গকে অর্থ-দান ও সম্মানে সৎকৃত করিয়া স্বকীয় সামন্তরাজগণের নিকট ও পরনৃপতির নিকট স্ব-পরবৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠাইবেন। তাহার পর পুরোহিত, ঋত্বিক্, আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া জ্যোতির্বিদ্গণের সহিত দেখা করিবেন। তাঁহাদের কাছে নিজ শুভাশুভ জানিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিবেন। বৈদ্যের

(ক) নৈবেশিকানি চ ততঃ শ্রোত্রিয়েভ্যো গৃহাণি চ—পা

পুণ্যাৎ ষড়্ভাগমাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥৩৩৫॥
চাটু-তস্কর-দুর্বৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥৩৩৬॥
অরক্ষ্যমাণাঃ কুর্বন্তি যৎ কিঞ্চিৎ কিল্বিষং প্রজাঃ।
তস্মাচ্চ নৃপতেরর্দ্ধং যস্মাদ্ গৃহ্নাত্যসৌ করান্ ॥৩৩৭॥
যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ ॥৩৩৮॥

নিকট নিজ শরীরের অবস্থা জানাইয়া আবশ্যক প্রতিবিধান তাঁহাদের কথামত করিবেন। তাহার পর দানকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে এবং পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত প্রভৃতি প্রত্যেককে ব্যবহারোপ-যোগী দুগ্ধবতী গাভী, সুবর্ণ, ভূসম্পত্তি, গার্হস্থ্যোপযুক্ত স্ত্রীরত্ন ও বাসযোগ্য গৃহ দান করিবেন। ৩৩২-৩৩।

রাজার অন্যান্য কর্ত্তব্য অতঃপর বলা হইতেছে,—তিনি অপরাধী ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষমাশীল হইবেন। স্নেহকারী মিত্রাদির উপর সরলব্যবহারী হইবেন এবং শত্রুদের উপর ক্রোধী হইবেন। পুত্রের উপর পিতার মত অনুগত ভৃত্যবর্গ ও প্রজাদের হিতাচরণ এবং অহিত নিবারণ করত দয়ালু হইবেন। ৩৩৪।

যেহেতু রাজা শাস্ত্রমত প্রজাপালন করিলে, সেই প্রতিপালিত প্রজার অর্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হন এবং ভূম্যাদি সর্ব্ববিধ দান হইতে প্রজাপালনে অধিক পুণ্য হয়, এইজন্য প্রজাদের উপর পিতার মত ব্যবহার করিবেন। চাটু অর্থাৎ প্রতারক, তস্কর, ঐন্দ্রজালিকাদি ধূর্ত্ত, মহাসাহসিক অর্থাৎ বলপূর্ব্বক স্ত্রীধনরত্নাদির অপহারী ও অন্যান্য দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, বিশেষতঃ দলিলাদিলেখক ও গণককর্ত্তৃক প্রতারিত প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। (লেখকগণ রাজপ্রিয় ও রাজাশ্রিত এবং গণকগণ অতি ছলচাতুর্য্যময়, এজন্য ইহারা দুর্নিবার বলিয়া বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখ করা হইল)' ৩৩৫-৩৬।

প্রজারা উৎপীড়ন ও উপদ্রব হইতে রক্ষিত না হইলে যে কোন পাপ (চৌর্য্য, পরস্ত্রীহরণাদি) করিতে পারে, রাজা সেই পাপের অর্দ্ধাংশভাগী হন, যেহেতু

উৎকোচজীবিনো দ্রব্যহীনান্ কৃত্বা প্রবাসয়েৎ। (ক)
সম্মানদান সৎকারৈঃ (খ) শ্রোত্রিয়ান্ বাসয়েৎ সদা ॥৩৩৯॥
অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোষং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ।
সোঽচিরাদ্ বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ ॥৩৪০॥
প্রজাপীড়ন-সন্তাপসমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে ॥৩৪১॥
য এব ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্বরাষ্ট্রপরিপালনে।
তমেব কৃৎস্নমাপ্নোতি পররাষ্ট্রং বশং নয়ন্ ॥৩৪২॥

রাজা তাহাদের রক্ষার জন্য কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহারা রাষ্ট্রাধিকারে নিযুক্ত তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশ্বস্ত গুপ্তচরের সাহায্যে নিশ্চিতভাবে জানিয়া সাধু রাজপুরুষদিগকে দান মানাদি দ্বারা সম্মানিত করিবেন, আর দুশ্চরিত্রগণকে (উৎকোচগ্রাহী প্রভৃতিকে) অপরাধানুসারে বধদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, উৎকোচ (ঘুস্)-গ্রাহীদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজ রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। শ্রোত্রিয় (বেদাধ্যয়ন-অধ্যাপনারত) ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্টদান ও সম্মানে সৎকৃত করিয়া নিজরাজ্যে নিজদেশে সর্ব্বদা বাস করাইবেন।৩৩৭-৩৯।

যে রাজা অসদুপায়ে নিজরাজ্য হইতে ধনসংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার পুষ্ট করে, সে অল্পকালমধ্যে শ্রীহীন হয় এবং আত্মীয়-পরিবারবর্গের সহিত নাশপ্রাপ্ত হয়। প্রজাদের দস্যু-তস্করাদিকৃত অত্যাচারে যে সন্তাপ জন্মে, সেই সন্তাপাগ্নি অর্থাৎ পাপরাশি অরক্ষক রাজার বংশ, সম্পদ্ ও প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া শান্ত হয় না। ৩৪০-৪১।

ন্যায়পথে নিজরাজ্যপালনে রাজার যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেইসমগ্র ধর্ম্ম পররাজ্যকে পরে কথিত নীতিতে আয়ত্ত করিলে রাজা প্রাপ্ত হন এবং পররাজ্যের প্রজাদের অর্জ্জিত ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। তবে পরদেশ বশে আসিলে সেই দেশের আচার, ব্যবহার (বিচারাদি) এবং কুলক্রমাগত অনুষ্ঠানগুলি যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাহা পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিবেন, নিজদেশীয় আচার-ব্যবহারাদির প্রবর্ত্তন তথায়

(ক) বিবাসয়েৎ; (খ) সমানদানসৎকান্—পা।

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ ॥৩৪৩॥
মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাদ্ যথাস্যে ন বিদুঃ কর্ম্মণামা ফলোদয়াৎ ॥৩৪৪॥
অরির্মিত্রমুদাসীনোঽনন্তরস্তৎপরঃ পরঃ।
ক্রমশো মণ্ডলং চিন্ত্যং সামাদিভিরনুক্রমৈঃ (গ) ॥৩৪৫॥
উপায়াঃ সাম দানঞ্চ ভেদো দণ্ডস্তথৈব চ।
সম্যক্ প্রযুক্তাঃ সিধ্যেয়ুর্দণ্ডস্ত্বগতিকা গতিঃ ॥৩৪৬॥

করিবেন না। বশে আসিলে—একথা বলার অভিপ্রায় এই যে পররাজ্য জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাকার প্রজারা সম্পূর্ণ বশে আসে নাই, এমতাবস্থায় তাহাদের প্রতি কোন নিয়ম নাই। ৩৪২-৪৩।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—রাজা যথোক্ত গুণসম্পন্ন মন্ত্রিপ্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিবেন। সেই মন্ত্রণার উপর যেহেতু রাজা প্রতিষ্ঠিত সেইজন্য মন্ত্রণাকে সেইভাবে গুপ্ত রাখিতে হইবে যাহাতে রাজার সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্য্যের ফলনিষ্পত্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত কেহ তাহা জানিতে না পারে। শত্রু, মিত্র, উদাসীন (শত্রুও নহে মিত্রও নহে), অনন্তর ভূমিপতি, তাহার পরবর্ত্তী ভূপতি, তাহার পরবর্ত্তী ভূমিপতি রাজা এবং অরির মিত্র, অরির অরি, মিত্রের মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দাসার ও বিজিগীষু রাজা এই দ্বাদশবিধ রাজা লইয়া একটি রাজ-মণ্ডল গঠিত করিয়া তাহাদের মধ্যে রাজা পূর্ব্ব পশ্চাৎ পার্শ্বস্থিত রাজাদের কার্য্য সাম-দান-ভেদ-দণ্ড এই চারি উপায়ে জানিবেন। (মিতাক্ষরা—অরি, মিত্র ও উদাসীন এই ত্রিবিধ রাজাই আবার কৃত্রিম, সহজ ও প্রাকৃতরূপে তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে সহজ বা সহজাত শত্রু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রগণ। কৃত্রিম শত্রু—যাহার অপকার করা হইয়াছে বা যে অপকার করিয়াছে। প্রাকৃত বা স্বাভাবিক শত্রু—নিজ রাজ্যের সংলগ্ন রাজ্যের অধিপতি। সহজ মিত্র—ভাগিনেয়, পৈতৃষ্বস্রীয় (পিস্তুতোভাই), মাতৃষ্বস্রীয় (মাসতুতো ভাই), কৃত্রিম মিত্র—যে উপকার করিয়াছে বা যাহার

(গ) সামাদিভিরুপক্রমৈঃ।—পা।

সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং যানমাসনং সংশ্রয়ং তথা।
দ্বৈধীভাবং গুণানেতান্ যথাবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥৩৪৭॥
যদা সম্যগ্ গুণোপেতং পররাষ্ট্রং তদা ব্রজেৎ।
পরশ্চ হীন আত্মা চ হৃষ্টবাহনপূরুষঃ ॥৩৪৮॥
দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্বদেহিকম্ ॥৩৪৯॥
কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ।
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ ॥৩৫০॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥৩৫১॥
হিরণ্য-ভূমিলাভেভ্যো মিত্রলব্ধির্বরা যতঃ।
অতো যতেত তৎপ্রাপ্তৌ রক্ষেৎ সত্যং
সমাহিতঃ ॥৩৫২॥

উপকার করা হইয়াছে। প্রাকৃত মিত্র—নিজ রাজ্যের সংলগ্ন রাজ্যের পরবর্ত্তী ভূমিপতি। সহজ উদাসীন ও কৃত্রিম উদাসীন—সহজ-কৃত্রিম মিত্র শত্রুভিন্ন রাজা, প্রাকৃত উদাসীন দুইরাজ্যের পরবর্ত্তী রাজ্যাধিপতি। অরি চারিপ্রকার—যাতব্য বা আক্রমণীয়, উচ্ছেদনীয়, পীড়নীয় ও কর্শনীয় (ক্ষয়ার্হ)। তন্মধ্যে যে অনন্তরভূমির অধিপতি, ব্যসনী, মিত্রবলহীন ও প্রকৃতিমণ্ডলের বিরাগভাজন, তাহাকে আক্রমণ করিবে। যে ভূমিপতি (শত্রু) দুর্গহীন, মিত্রহীন ও দুর্ব্বল, তাহাকে উচ্ছেদ করিবে। যে শত্রু মন্ত্রণাহীন ও সৈন্যসামন্তহীন, তাহাকে নিগৃহীত করিবে। প্রবল মন্ত্রণা ও প্রবল সৈন্যযুক্তকে কর্শন অর্থাৎ তাহার ধনভাণ্ডারের ও রাজশক্তির হ্রাস-সম্পাদন করিবে। মিত্র দ্বিবিধ যথা—বৃংহণীয় ও কর্শনীয়। যে মিত্রের কোশ ও বল উভয়ই অল্প, তাহার বৃদ্ধিসম্পাদন করিবে,; যাহার কোশ ও বল অধিক তাহার হ্রাসের উপায় করিবে। ৩৪৪-৪৫।

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটি রাজার রাজ্যরক্ষার উপায়, তন্মধ্যে সাম প্রিয়ভাষণ, অর্থাদিদানের নাম দান, ভেদ—রাজাদের মধ্যে পরস্পর বৈর উৎপাদন, দণ্ড—গুপ্তভাবে বা প্রকাশ্য-ভাবে ধনাপহরণ ইত্যাদি। এই চারিটি উপায় দেশ-কাল বিচার করিয়া প্রযুক্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধি করে। সেই উপায়গুলির মধ্যে দণ্ডনীতি অগত্যাপক্ষে জানিবে। (মিতা—তাহাও পীড়নীয় ও কর্শনীয় শত্রু-পক্ষে, কিন্তু যাতব্য ও উচ্ছেদ্য শত্রুর প্রতি দণ্ডনীতি সর্ব্বদাই প্রযোজ্য। কেবল রাজকার্য্যে নহে লৌকিক ব্যবহারেও এগুলি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়। ৩৪৬।

অতঃপর রাজ্যস্থিতির ছয়টি অঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন,—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব এই সকল গুণ দেশ, কাল, শক্তি, মিত্রাদি দেখিয়া প্রয়োগ করিবে। (মিতা—বিবাদমীমাংসার জন্য একটা ব্যবস্থার নাম সন্ধি, বিগ্রহ—অপকার, যান—যুদ্ধযাত্রা, আসন—উপেক্ষা, সংশ্রয়—প্রবলের আশ্রয় গ্রহণ, দ্বৈধীভাব—নিজ সৈন্যের দ্বিধাকরণ। ৩৪৭।

যুদ্ধযাত্রার কাল বলা হইতেছে,—যখন শত্রুরাজ্য ধান্যাদি শস্যসম্পত্তিপূর্ণ ও জল-ইন্ধনাদিসম্পন্ন থাকিবে এবং শত্রু যখন বলবাহনাদিহীন হইবে ও রাজা নিজে বাহন ও বাহক পুরুষের হর্ষ দেখিবেন তখন শত্রুরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ৩৪৮।

জীবের মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই দৈবাধীন, যদি দৈব অনুকূল হয়, তবে পররাষ্ট্র স্বয়ং বশ্যতা স্বীকার করিবে। যদি দৈব সুপ্রসন্ন না হয়, তবে চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে. অতএব দৈবানুগত পুরুষকার করণীয় এই জন্য বলিতেছেন,—লোকের ইষ্ট ফললাভ ও অনিষ্টাগম কেবল দৈবের উপর নির্ভর করে না, তথায় পুরুষকার (অধ্যবসায়) ও আশ্রয়ণীয়। তাহা না হইলে চিকিৎসাদি শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। আর এক কথা দৈব অদৃষ্টবস্তু, তাহা পুরুষকার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, দৈব অন্য কিছু নহে, পূর্ব্ব জন্মে যে কর্ম্ম করা হইয়াছে, তাহাই দৈব বলিয়া কথিত। যখন দেখা যাইতেছে, অল্প চেষ্টায়ই মহাফল ফলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে—এই ফলের অনুকূল কর্ম্ম পূর্ব্বে করা ছিল! অতএব পুরুষকার তাহার অভিব্যঞ্জক, সেই অভিব্যঞ্জকের অভাব হইলে দৈবের সত্তা বুঝা যায় না, এজন্য পুরুষকার করণীয়। ৩৪৯।

এবিষয়ে মতভেদ দেখাইতেছেন,—কেহ কেহ ইষ্টানিষ্ট ফল দৈবারাধনায় পাইতে চান। কেহ কেহ

স্বাম্যমাত্যো জনো দুর্গং কোষো দণ্ডস্তথৈব চ।
মিত্রাণ্যেতাঃ প্রকৃতয়ো রাজ্যং সপ্তাঙ্গমুচ্যতে ॥২৫৩॥
তদবাপ্য নৃপো দণ্ডং দুর্বৃত্তেষু নিপাতয়েৎ।
ধর্মো হি দণ্ডরূপেণ ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা ॥৩৫৪॥
স নেতুং ন্যায়তোঽশক্যো লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।
সত্যসন্ধেন শুচিনা সুসহায়েন ধীমতা ॥৩৫৫॥
যথাশাস্ত্রং প্রযুক্তঃ সন্ সদেবাসুরমানুষম্।
জগদানন্দয়েৎ সর্বমন্যথা তু প্রকোপয়েৎ ॥৩৫৬॥

বলেন,—স্বভাব হইতেই সমস্ত হইয়া থাকে, সেজন্য কোন কারণ অপেক্ষণীয় নহে। কেহ বলেন,—কাল হইতেই ফল ফলে, কেহ বলেন,—পুরুষকারই ফলসিদ্ধির কারণ, কিন্তু মনু প্রভৃতি বিজ্ঞগণ বলেন,—দৈব ও পুরুষকার, কাল ও স্বভাব ইহাদের সমষ্টি একসঙ্গে মিলিত হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—যেমন একচক্রে রথের গতি নাই, সেই প্রকার পুরুষকার ব্যতীতও দৈব ফলদায়ক নহে। ৩৫০-২৫১।

পররাজ্য-আক্রমণের উদ্দেশ্য লাভ। সেই লাভ তিন প্রকার যথা,—সুবর্ণাদি ধনসম্পত্তিলাভ, ভূমিলাভ ও মিত্রলাভ, তন্মধ্যে মিত্রলাভই উত্তম লাভ, অতএব সেই মিত্রলাভের জন্য সামাদি উপায় করণীয় এবং অপ্রমত্ত-ভাবে সত্য রক্ষণীয়, কারণ অকপট ব্যবহারদ্বারাই মিত্রতা জন্মে। অতঃপর রাজ্যাঙ্গ বর্ণনা করিতেছেন,—রাজা, মন্ত্রী, পুরোহিত, ব্রাহ্মণাদি প্রজা, দুর্গ, অর্থভাণ্ডার, হস্তী, অশ্ব, রথ-পদাতি চতুরঙ্গ সৈন্য, ত্রিবিধ মিত্র এই সাতটি রাজ্যের মূল, সুতরাং রাজ্য সপ্তাঙ্গ বলিয়া কথিত। ৩৫২-৫৩।

রাজা এইরূপ রাজ্য লাভ করিয়া বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত্ত, পরস্ত্রী—পরস্বাপহারী, জীবহিংসকাদি দুষ্ট ব্যক্তিদের উপর দণ্ডবিধান করিবেন। যেহেতু বিধাতা সৃষ্টির প্রারম্ভে দণ্ডরূপী ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৫৪।

সেই দণ্ডকে লোভী ও অসংস্কৃতমতি বা চঞ্চলবুদ্ধি ব্যক্তি ন্যায়মত প্রয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু যে সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পূর্ব্বোক্ত সৎসহায়সম্পন্ন, নীতি-প্রয়োগকুশল সেই ব্যক্তিই ঐ দণ্ড ধর্ম্মানুসারে প্রয়োগ করিতে পারে। ৩৫৫।

অধর্ম্মদণ্ডনং স্বর্গ-কীর্তি-লোকবিনাশনম্।
সম্যক্ চ দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গ-কীর্ত্তি-জয়াবহম্ ॥৩৫৭॥
অপি ভ্রাতা সুতোঽর্ঘ্যো বা শ্বশুরো মাতুলোঽপি বা।
নাদণ্ড্যো নাম রাজ্ঞোঽস্তি ধর্ম্মাদ্ বিচলিতঃ স্বকাৎ ॥৩৫৮॥
যো দণ্ড্যান্ দণ্ডয়েদ্ রাজা সম্যগ্ বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
ইষ্টং স্যাৎ ক্রতুভিস্তেন সহস্রশতদক্ষিণৈঃ ॥৩৫৯॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য নৃপতিঃ ক্রতুতুল্যফলং পৃথক্।
ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহম্ ॥৬০॥

সেই দণ্ড শাস্ত্রানুসারে প্রযুক্ত হইলে দেব-দৈত্য-মনুষ্যময় এই সমগ্র জগৎকে আনন্দিত করে। তাহা না হইলে সমগ্র জগৎকে প্রকুপিত করিয়া তোলে। অধর্ম্ম্য-দণ্ড যে কেবল জগদ্‌বিক্ষোভের কারণ তাহা নহে, ইহা যে প্রয়োগ করে তাহারও ঐহিক ও পারত্রিক হানি হয়। লোভাদিবশে শাস্ত্রবিরুদ্ধপথে দণ্ডবিধানকারীর স্বর্গহানি, কীর্ত্তিনাশ ও সদ্গতিরোধ হয়; আর শাস্ত্রোক্তপথে দণ্ড প্রযুক্ত হইলে রাজার স্বর্গ, কার্ত্তি ও জয় লাভ হয়। ৩৫৬-৫৭।

ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি গুরুজন অথবা শ্বশুর কিংবা মাতুল ইঁহারাও নিজধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলে কেহই রাজার অদণ্ডনীয় নহে। (মিতা—গুরুজনমধ্যে মাতা ও পিতা দণ্ডনীয় নহে, কারণ অন্যস্মৃতিতে বলা আছে যে মাতা ও পিতা অদণ্ডনীয়। এইরূপ স্নাতক, পুরোহিত, পরিব্রাজক, বানপ্রস্থী ইঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান, শীল, শৌচ ও আচার-সম্পন্ন হইলে অদণ্ডনীয়, যেহেতু তাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিক)।৩৫৮।

যে রাজা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রংশহেতু দণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে ন্যায়তঃ দণ্ডিত করেন এবং বধার্হ অপরাধে অপরাধীদিগের হত্যাবিধান করেন, তাঁহার লক্ষমুদ্রা দক্ষিণাসমন্বিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। (মিতা—এখানে দণ্ডবিধানে ফলবিশেষের উক্তি দেখিয়া উহা কাম্য বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, কারণ ফলবিশেষের উক্তির মত দণ্ড-বিধান না করিলে প্রায়শ্চিত্তরূপ দোষশ্রুতিও আছে, অতএব উহা নিত্য)। ৩৫৯।

যেহেতু দুষ্টপরিজ্ঞানসাপেক্ষ দণ্ডবিধান, সেজন্য

কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জানপদাংস্তথা।
স্বধর্ম্মচলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি ॥৩৬১॥
জাল-সূর্য্যমরীচিস্থং ত্রসরেণুরজঃ স্মৃতম্।
তেঽষ্টৌ লিক্ষা তু তাস্তিস্রো রাজসর্ষপ উচ্যতে ॥৩৬২॥
গৌরস্তু তে ত্রয়ঃ ষট্ তে যবো মধ্যস্তু তে ত্রয়ঃ।
কৃষ্ণলঃ পঞ্চ তে মাসস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ ॥৩৬৩॥
পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চ বাঽপি প্রকীর্তিতম্।
দ্বে কৃষ্ণলে রূপ্যমাষো ধরণং ষোড়শৈব তে ॥৩৬৪॥
শতমানস্তু দশভির্ধরণৈঃ পলমেব চ।
নিষ্কঃ সুবর্ণাশ্চত্বারঃ কার্ষিকস্তাম্রিকঃ পণঃ ॥৩৬৫॥
সাশীতিঃ পণসাহস্রী দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ ॥৩৬৬॥

অগ্রে আচারব্যবহার দেখিয়া দুষ্টত্ব অবধারণ করণীয়। এই কথাই রাজার কর্ত্তব্যকথনপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—রাজা ন্যায়দণ্ডে যজ্ঞফললাভ ও অন্যায়দণ্ডে স্বর্গাদিলোপ যথাযথভাবে চিন্তা করিয়া স্বয়ং সভ্যগণসহ প্রতিদিন ব্যবহারগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ৩৬০।

ব্রাহ্মণাদিবংশ, মূর্দ্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতি, তাম্বুলিক প্রভৃতি শ্রেণী, হেলাবুক্কাদিগণ (অশ্ববিক্রয়ী প্রভৃতি), গ্রামবাসী শিল্পী প্রভৃতি ইহারা স্ব স্ব কার্য্য হইতে চ্যুত হইলে রাজা তাহাদিগকে অপরাধ-অনুসারে দণ্ডিত করিয়া আবার স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ৩৬১।

দণ্ড দ্বিবিধ—শারীর দণ্ড ও অর্থদণ্ড, সেই অর্থদণ্ডকে পরে কৃষ্ণল, মাষ, সুবর্ণ, পল প্রভৃতি পরিমাণে পরিমিত করিয়া বলা হইয়াছে, অথচ সকল দেশে উহাদের অর্থ এক প্রকার নহে,—এজন্য দণ্ডব্যবহারে একপ্রকার নিয়ত পরিমাণ দেখাইবার জন্য বলিতেছেন,—গবাক্ষজাল-রন্ধ্রে প্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণে যে ধূলি দেখা যায়, তাহার নাম ত্রসরেণু। আট ত্রসরেণুতে একটি লিক্ষা, তিন লিক্ষার নাম রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপপরিমাণে এক গৌর-সর্ষপ, ছয় গৌরসর্ষপে একটি মধ্যযব (যাহা স্থূল নহে সূক্ষ্মও নহে), তিন যবের পরিমাণ এক কৃষ্ণলক, পাঁচ কৃষ্ণলকে এক মাষ, ষোল মাষার পরিমাণ একটি সুবর্ণ (১ ভরির ওজন), চারি সুবর্ণে বা পাঁচ সুবর্ণে এক পল হয়। (মিতা—বণিক্‌গণ পাঁচটি নিষ্কনামক পরিমাণে একটি সুবর্ণ বলিয়া থাকেন। কুড়িটি নিষ্কে এক পল হয়। যখন তিন যবে এক কৃষ্ণলক ধরা হয়, তখন ব্যাবহারিক নিষ্কের বত্রিশ ভাগের একভাগ কৃষ্ণলক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন মধ্যম যবের দ্বারা কৃষ্ণলক পরিকল্পনা করা হয়, তখন নিষ্কের কুড়ি ভাগের এক ভাগ কৃষ্ণল, চারিনিষ্কে এক সুবর্ণ, ষোল নিষ্কে একপল হইবে।) ৩৬২-৬৩।

এইরূপে সুবর্ণের ওজন প্রতিপাদন করিয়া রজতের ওজন বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত দুই কৃষ্ণলপরিমাণে একটি রূপ্যমাষ হইবে, ষোল রূপ্যমাষে এক ধরণ—ইহারই নামান্তর পুরাণ বা পণ, দশটি ধরণে একটি শতমান বা পল বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত চারিটি সুবর্ণের ওজন এক রাজত নিষ্ক হয়। অতঃপর তাম্রের ওজন বলিতেছেন, —পলের চতুর্থাংশ কর্ষ বলিয়া বিখ্যাত, সেই কর্ষপরিমিতকে কার্ষিক বলা হয়। তাম্রের বিকারজাত এজন্য তাহার নাম তাম্রিক। উক্ত কর্ষ-ওজনে একটি তাম্রিক বা কার্ষাপণ (কাহন) পরিকল্পিত হয়। (মিতা—যাঁহারা পাঁচ সুবর্ণে পল বলেন, তাঁহাদের মতে কুড়ি মাষে একপণ ধরা হয়, আর যাঁহারা চারি সুবর্ণ এক পলের পরিমাণ বলেন, তাঁহারা ষোল মাষে পণ ধরেন। কাজেই এমতে সুবর্ণ, কার্ষাপণ ও পণ একার্থক হইলেও পণ ও কার্ষাপণ শব্দ দুইটি তাম্রপণ ও তাম্রকার্ষাপণ বলিয়া ধর্ত্তব্য।) ৩৬৪-৬৫।

অতঃপর উত্তমসাহসাদি পারিভাষিক শব্দের পরিভাষিত অর্থ বলিতেছেন,—এক হাজার আশীপণ দণ্ডের নাম উত্তমসাহস দণ্ড। তাহার অর্দ্ধ মধ্যমসাহস দণ্ড এবং তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ দুইশত সত্তর পণের নাম অধমসাহস দণ্ড। ৩৬৬।

ধিগ্দণ্ডস্ত্বথ বাগ্দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
যোজ্যা ব্যস্তাঃ সমস্তা বা অপরাধবশাদিমে ॥৩৬৭॥

জ্ঞাত্বাপরাধং দেশঞ্চ কালং বলমথাপি বা।
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥৩৬৮॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে আচারো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধিগ্দণ্ড, বাগ্দণ্ড, ধনদণ্ড ও বধদণ্ড এই চারিপ্রকার দণ্ড অপরাধের তারতম্যে প্রত্যেকটি বা সমষ্টি প্রয়োগ করিবে। তন্মধ্যে ধিক্ ধিক্ শব্দে নিন্দার নাম ধিগ্দণ্ড, কর্কশ ও শাপবচন বাগ্দণ্ড, ধনাপহরণের নাম, ধনদণ্ড কারাগৃহে রোধ, প্রহার বা হত্যার নাম বধদণ্ড। ৩৬৭।

রাজা অপরাধীর অপরাধের তারতম্য দেখিয়া এবং দেশ, কাল, বয়স, কর্ম্ম, বল ও আর্থিক ব্যবস্থা বুঝিয়া তাহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিবেন। ৩৬৮।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় রাজধর্ম্মপ্রকরণ ও প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অথ ব্যবহারপ্রকরণম্।

তত্রাদৌ—সামান্যন্যায়প্রকরণম্।

ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্ বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধ-লোভবিবর্জ্জিতঃ ॥১॥
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্না ধর্ম্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যা রিপৌ মিত্রে চ যে সমাঃ ॥২॥
অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বধর্মবিৎ ॥৩॥

রাগাল্লোভাদ্ভয়াদপি স্মৃত্যপেতাদিকারিণঃ।
সভ্যাঃ পৃথক্ পৃথগ্ দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্ ॥৪॥
স্মৃত্যাচারাব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ।
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞে ব্যবহারপদং হি তৎ ॥৫॥
প্রত্যর্থিনোঽগ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা।
সমা-মাস-তদর্দ্ধাহর্নামজাত্যাদিচিহ্নিতম্ ॥৬॥

রাজা ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া নীতিশাস্ত্রাদি-বিশারদ ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রমতে প্রজাদের ব্যবহার (মামলা, মোকর্দ্দমা) বিচার করিবেন। সভ্য-নিরূপণ—যাঁহারা মীমাংসা ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং অধ্যয়ন দ্বারা বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী এবং যাঁহারা শত্রু-মিত্রে সমব্যবহারী, তাদৃশ ব্যক্তিগণকেই রাজা সভাসদ্ করিবেন। (মিতা—ব্রাহ্মণ ও সভাসদ্ পৃথক্ ব্যক্তি, সভাসদ্গণ রাজার নিযুক্ত, ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত নহেন)। ১-২।

কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় রাজা যদি রাজকার্য্য (ব্যবহারগুলি) দেখিতে না পারেন, তবে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ও নীতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মজ্ঞ একটি ব্রাহ্মণকে সভ্যগণের সহিত বিচারকরূপে নিয়োগ করিবেন। ঐ বিচারক-ব্রাহ্মণ প্রাড়্বিবাকের (জজের) মতানুসারে কার্য্য করিবেন। (মিতা—প্রাড়্বিবাক শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ এইরূপ দেখাইয়াছেন,—যিনি বাদী-প্রতিবাদীকে বিবাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন তিনি প্রাট্ এবং সেই বাদী-প্রতিবাদীর বাক্য বিরুদ্ধ কি অবিরুদ্ধ ইহা সভ্যগণের সহিত বিচার করেন এইজন্য বিবাক, প্রাট্ ও বিবাক বলিয়া তাহার নাম প্রাড়্বিবাক। কথিত

শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্ ॥৭॥
তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপরীতমতোঽন্যথা।
চতুষ্পাদ্ব্যবহারোঽয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ ॥৮॥
ইতি সামান্যন্যায়প্রকরণম্।

আছে—'বিবাদানুগতং পৃষ্ট্বা সসভ্যস্তৎ প্রযত্নতঃ। বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ। ৩।

পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ নিরঙ্কুশ রজোগুণে অভিভূত হওয়ায় যদি বাদী-প্রতিবাদীর মধ্যে কাহারও উপর স্নেহ বা অর্থলোভ অথবা ভয়বশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তবে তাহারা প্রত্যেকে বিবাদের পরাজয়ে যে দণ্ড বিহিত আছে তাহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। এক্ষণে ব্যবহারের, (মামলার) বিষয় দেখাইতেছেন,—ধর্ম্মশাস্ত্র বা আচারবিরুদ্ধ পথ ধরিয়া অপরে অভিভূত করিলে রাজার নিকট যদি সেই ধর্ষণের কথা জানান হয়, তবে তাহাই ব্যবহারের বিষয়। (মিতা—প্রতিজ্ঞার পর সন্দেহ, তাহার স্থিরীকরণার্থ এক এক পক্ষে হেতুপ্রদর্শন, সেই হেতুর পক্ষে বর্ত্তমানতারূপ পরামর্শ—এইরূপে প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় যাহাতে হয়, তাহার নাম ব্যবহার বা ন্যায়-প্রয়োগ। ইহা দুইপ্রকার—শঙ্কাভিযোগ ও তত্ত্বাভিযোগ, তন্মধ্যে অসতের সংসর্গে শঙ্কাভিযোগ এবং দলিলপত্রাদি দর্শনে তত্ত্বাভিযোগ বলা হয়। তত্ত্বাভিযোগও বিধি-নিষেধরূপে দুইপ্রকার হয়, যেমন 'এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে হিরণ্যাদি লইয়া দিতেছে না' ইহা নিষেধাত্মক, 'এই ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র হরণ করিয়াছে' ইহা বিধ্যাত্মক। ফলে 'ন্যায্য করে' না 'অন্যায্য করে' ইহাই তত্ত্বাভিযোগ। এই বিবাদস্থল আঠার প্রকার মনু বলিয়াছেন।)। ৪-৫।

অর্থী (মামলাকারী) যাহা বলিয়াছে তাহা প্রতিবাদী বা বিবাদীর সম্মুখে লিখিত হইবে, তখন বৎসর, মাস, পক্ষ, দিনাদির বিবরণ তাহাতে থাকিবে এবং নাম, জাতি প্রভৃতির পরিচয় স্পষ্টভাবে লিখিত হইবে। (মিতা—স্থাবরসম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা হইলে তাহাতে নিম্নোক্ত দশটি বিষয় লিখিত হইবে, যথা দেশ, স্থান, সন্নিবেশ, জাতি, সংজ্ঞা, অধিবাস, দলিলাদি প্রমাণপত্র, ক্ষেত্রনাম, পিতৃপৈতামহ ভোগ এবং অতীত ভূস্বামীর পরিচয়। তন্মধ্যে দেশ—জিলা মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি, স্থান—বারাণসী প্রভৃতি, সন্নিবেশ—ভূমির চৌহুদ্দী, জাতি—বাদী-বিবাদীর জাতি, সংজ্ঞা উভয়ের নাম, অধিবাস—ক্ষেত্রসমীপস্থিত দেশবাসী জন, প্রমাণনিদর্শন—ভূ-পরিমাণাদি, ক্ষেত্রের নাম শালিক্ষেত্র বা যবক্ষেত্র ইত্যাদি, বাদী-প্রতিবাদীর পিতা-পিতামহাদি তিনপুরুষের নাম, রাজকীর্ত্তন - রাজাদের নামকীর্ত্তন এইগুলি লেখ্যপত্রে লিখিত হইলে উহা পক্ষ হইবে, নতুবা তাহা পক্ষাভাস হইবে। পক্ষাভাস বা অগ্রাহ্য পক্ষসম্বন্ধে মতান্তরে বলা আছে,—অপ্রসিদ্ধ (যেমন আমার শশবিষাণ লইয়া দিতেছে না), নিরাবাধ (আমার বাড়ীর দীপালোকে ঐ ব্যক্তি কার্য্য করে), নিরর্থ (যেমন কচটতপ প্রভৃতি আবল-তাবল কথা), নিষ্প্রয়োজন (আমার বাড়ীর নিকটে উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন করে), অসাধ্য (ঐ লোকটি আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছে), বিরুদ্ধ (ঐ বোবা আমাকে গালি দিয়াছে)। সেই পক্ষপত্র প্রথমে পাণ্ডুলিপি (খসড়া) রূপে হইয়া পরে সংশোধিত হইয়া আসল পত্রে নিবিষ্ট হইবে। অতঃপর প্রতিবাদী বাদীর কথা শুনিয়া তাহার উত্তর বাদীর সম্মুখে লিখাইবে। বাদী তৎক্ষণাৎ স্বপক্ষ-সাধনের জন্য প্রমাণপ্রদর্শন করিয়া লিখাইবে। ৬-৭।

যদি সেই প্রমাণ দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয় বা পক্ষ সিদ্ধ হয় তবে সে বিবাদে জয়লাভ করিবে, অন্যথা তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত। ঋণের অদানাদি আঠার প্রকার বিবাদে চারিপাদ ব্যবহার এই প্রকারে দেখাইয়াছেন, যথা —প্রথম ভাষাপাদ, যাহা প্রতিবাদীর সম্মুখে লেখ্য; উহা শুনিয়া প্রতিবাদী যে উত্তর লিখাইল তাহা দ্বিতীয় উত্তর

অথ বিশেষন্যায়প্রকরণম্।

অভিযোগমনিস্তীর্য্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।
অভিযুক্তঞ্চ নান্যেন নোক্তং বিপ্রকৃতং (ক) নয়েৎ ॥৯॥
কুর্য্যাৎ প্রত্যভিযোগঞ্চ কলহে সাহসেষু চ।
উভয়োঃ প্রতিভূর্গ্রাহ্যঃ সমর্থঃ কার্য্যনির্ণয়ে ॥১০॥

(ক) বিপ্রকৃতিং—পা।

নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাদ্ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।
মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাদ্ধনং হরেৎ (ক) ॥১১॥
সাহসস্তেয়পারুষ্যগোঽভিশায়াত্যয়ে (খ) স্ত্রিয়াম্।
বিবাদয়েৎ সদ্য এব কালোঽন্যত্রেচ্ছয়া স্মৃতঃ ॥১২॥

পাদ; তাহার পর বাদী যে স্বপক্ষসাধনে প্রমাণ লিখাইল তাহা তৃতীয় ক্রিয়াপাদ; সেই প্রদর্শিত প্রমাণ যুক্তিতর্কাদি দ্বারা সিদ্ধ হইলে যে জয়লাভ তাহা চতুর্থ সিদ্ধিপাদ।৮।

সামান্যন্যায় প্রকরণ সমাপ্ত।

(বিশেষন্যায় প্রকরণ)।

বাদীর উত্থাপিত অপরাধ মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিবাদী বাদীর নামে কোন অভিযোগ (অপরাধ-উত্থাপন) আনিতে পারিবে না। (মিতা—যদিও প্রত্যবস্কন্দন অর্থাৎ উল্টা আক্রমণের নাম প্রত্যভিযোগ, যেমন 'সত্য বটে ঐ ব্যক্তি আমাকে ঐ বস্তু দিয়াছে, কিন্তু আমিও তাহা ফিরাইয়া দিয়াছি' এইরূপ হইবে, তাহা হইলেও উহা নিজের অপরাধের পরিহারস্বরূপ, উহা প্রত্যভিযোগ হইতে পারে না, এজন্য এই বাক্যে উহার প্রতিষেধ করা হইতেছে না, কিন্তু নিজের উপর যে অভিযোগ তাহার খণ্ডন যাহাতে নাই তাদৃশ প্রত্যভি-যোগেরই নিষেধ করা এই বচনের অভিপ্রায়।) অতঃপর বাদীর প্রতি কর্ত্তব্য বলা হইতেছে,—প্রত্যর্থীর নামে বাদী যে অভিযোগ আনিয়াছে, সেই অভিযোগের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সেই প্রতিবাদীর নামে অন্য কোন বাদী অভিযোগ আনিবে না এবং বাদী মামলা উপস্থাপিত করিবার সময় যাহা বলিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধভাব আনিবে না। কথাটি এই যে জিনিষটি যে ভাবে আবেদনের সময় জানান হইয়াছে; তাহা ভাষাকালেও অর্থাৎ লিখাইবার সময়ও সেইভাবে লেখনীয়, অন্যরূপে নহে। কোন বিবাদবিষয়েই অন্য বস্তু না আসে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন বাদী আবেদনকালে জানাইল যে একশত রজতমুদ্রা বৃদ্ধি (সুদ) হিসাবে লইয়াছি' কিন্তু ভাষাকালে প্রতিবাদীর নিকট বলিল, 'আমি

দেশাদ্দেশান্তরং যাতি সৃক্কণী পরিলেঢ়ি চ।
ললাটং স্বিদ্যতে (গ) যস্য মুখং বৈবর্ণমেতি চ ॥১৩॥
পরিশুষ্যৎস্খলদ্বাক্যো বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
বাক্ চক্ষুঃ পূজয়তি নো তথোষ্ঠৌ নির্ভুজত্যপি ॥১৪॥

একশত কাপড় সুদ লইয়াছি। এইরূপ করিবে না, তাহা করিলে হীনবাদী দণ্ডনীয় হইবে।৯।

এই প্রত্যভিযোগের নিষেধেও বিশেষ আছে। বাগ্‌দণ্ড পারুষ্যরূপ কলহস্থলে এবং বিষশস্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা প্রাণহত্যাদি ব্যাপারে প্রতিবাদী নিজের উপর আরোপিত অভিযোগ উত্তীর্ণ না হইয়াও প্রত্যভিযোগ করিতে পারে। এইরূপ অভিযোগের পর সভাপতি সভ্যদের সহিত মিলিতভাবে বাদী-প্রতিবাদীর বিবাদের নির্ণয়ের জন্য এক একটি প্রতিভূ (জামিন) গ্রহণ করিবেন, যিনি বাদীর বিবাদবিষয়ীভূত ধন দেওয়াইতে ও দণ্ডদান করাইবার উপযুক্ত। (মিতা—উক্তরূপ প্রতিভূর অভাবে বাদী-প্রতিবাদীকে তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য রক্ষকপুরুষ নিযুক্ত হইবে। বাদী-প্রতিবাদী সেই রক্ষকদিগকে বেতন দিবে)।১০।

এক্ষণে ঐ নির্ণয়কার্য্যটি কি তাহা বলিতেছেন,—বাদীর নিবেদিত অভিযোগের প্রতিবাদী অপলাপ করিলে বাদী যদি সাক্ষী, পত্র প্রভৃতি দেখাইয়া প্রমাণ করাইতে পারে, তবে প্রতিবাদী অভিযুক্ত ধন দিবে এবং রাজাকে অপলাপ-দণ্ডরূপে ঐ পরিমাণ অর্থ দিবে। আর যদি বাদী প্রমাণ করিতে না পারে, তবে সে মিথ্যাভিযোগে ঐ অভিযুক্ত ধনের দ্বিগুণ দণ্ড রাজাকে দিবে।১১।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বাদী প্রতিজ্ঞাত অর্থপ্রাপ্তির জন্য অচিরেই বিচারালয়ে অভিযোগ লিখাইবেন। এক্ষণে বিবাদবিশেষে তাহার অন্যথাভাব দেখাইতেছেন,—বিষশস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণনাশাদি, চুরি, গালি গালাজ ও মারামারি, দুগ্ধবতী গাভী, পাতকের অভিযোগ, প্রাণনাশ বা ধননাশের সম্ভাবনা, কুলস্ত্রীর উপর চরিত্রদোষারোপ, দাসী স্ত্রীসম্বন্ধে স্বত্ববিবাদ এই কয়টি স্থলে বাদী কালক্ষেপ না করিয়া প্রতিবাদীকে উত্তর দেওয়াইবে।

(ক) বহেৎ—পা। (খ)—গোভিশাপাত্যয়ে—পা। (গ) চাস্য—পা।

স্বভাবাদ্ বিকৃতিং গচ্ছেন্মনো-বাক্-কায়-কর্ম্মভিঃ।
অভিযোগে চ সাক্ষ্যে বা দুষ্টঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৫॥
সন্দিগ্ধার্থং স্বতন্ত্রো যঃ সাধয়েদ্ যশ্চ নিষ্পতেৎ।
ন চাহূতো বদেৎ কিঞ্চিদ্ধীনো দণ্ড্যশ্চ স স্মৃতঃ ॥১৬॥
সাক্ষিষূভয়তঃ সৎসু সাক্ষিণঃ পূর্ব্ববাদিনঃ।
পূর্ব্বপক্ষেঽধরীভূতে ভবন্ত্যুত্তরবাদিনঃ ॥১৭॥

স পণশ্চেদ্ বিবাদঃ স্যাত্তত্র হীনন্তু দাপয়েৎ।
দণ্ডঞ্চ স্বপণং (ক) রাজ্ঞে ধনিনে ধনমেব চ ॥১৮॥
ছলং নিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্নয়েন্নৃপঃ।
ভূতমপ্যনুপন্যস্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ ॥১৯॥
নিহ্নুতে লিখিতং নৈকমেকদেশবিভাবিতঃ।
দাপ্যঃ সর্ব্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যস্ত্বনিবেদিতঃ ॥২০॥

অন্য বিবাদস্থলে উত্তরদানে কালক্ষেপ কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। ১২।

অতঃপর দুষ্ট ব্যক্তি বুঝিবার লক্ষণ বলিতেছেন,—যে একদেশ হইতে অন্যদেশে আবার তথা হইতে স্থানান্তরে কেবল গমন করে, বিনা কারণে ওষ্ঠপ্রান্ত-দুইটি চাটিতে থাকে, যাহার কপালে কেবল স্বেদের উদয় হয়, মুখ বিবর্ণ হয় (সাদা বা কালবর্ণ হইয়া যায়), বাক্য গদ্গদভাবে বা উল্টাপাল্টাভাবে উচ্চারিত হয়, যে পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কথা বলিতে থাকে, পরের কথায় প্রত্যুত্তর দেয় না এবং অপরের চক্ষুর দিকে ভালভাবে তাকাইতে পারে না, ঠোঁট দুইটি বাকাইতে থাকে, এইরূপে মানসিক, বাচিক ও শারীরিক বিকার দ্বারা যে স্বভাব হইতে অন্যপ্রকার লক্ষিত হয়,—অভিযোগ হউক বা সাক্ষ্যপ্রদান হউক উভয়স্থলেই সে দুষ্ট (অপরাধী) বলিয়া অনুমেয়, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। (মিতাক্ষরা—এই যে বলা হইল ইহা অপরাধীর দোষ-সম্ভাবনা জানিবার জন্য, নতুবা ইহাতে দোষনির্ণয় হয় না। কারণ ঐ সকল লক্ষণ স্বাভাবিকও হইতে পারে, বিষয়ান্তরে চিত্তবিক্ষেপাদি নিমিত্তেও হইতে পারে, তাহা জানা সহজ নহে। যদি নাকি কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ঐ সকল দেখিয়াও দোষী সাব্যস্ত করিতে পারে, তাহা হইলেও পূর্ব্ব হইতে তাহার পরাজয় অবধারণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা যাইবে না, যেমন লক্ষণ দেখিয়া আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও তাহার সম্বন্ধে মৃতব্যক্তির বিধি প্রযোজ্য হয় না)। ১৩-১৫।

যে বিচারক বা সভ্য সন্দিগ্ধ বস্তু অর্থাৎ অধমর্ণদ্বারা অস্বীকৃত অর্থ স্বাধীনভাবে স্বীকার করিয়া লয়, সে হীন বিচারক ও সভ্য, শাস্ত্রমতে দণ্ডনীয়, আর যে প্রতিবাদী অধমর্ণসমুখে স্বীকৃত অথবা প্রমাণাদি দ্বারা স্থিরীকৃত অর্থ চাহিবামাত্র পলায়ন করে কিংবা যে অভিযুক্ত ব্যক্তি রাজাকর্ত্তৃক আহূত হইয়াও বিচারগৃহে কিছুই উত্তর দেয় না, সেও দণ্ডনীয় ও হীন। ১৬।

উভয়পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত হইলে পূর্ব্ববাদীর অর্থাৎ 'পূর্ব্বকালে এই সম্পত্তি পাইয়াছি এবং ভোগ করিয়াছি', আর একজন আসিয়া জানাইল—'এই ক্ষেত্র আমি প্রতিগ্রহসূত্রে পাইয়াছি এবং ভোগ করিয়াছি,' এইরূপে দুইজনেই আসিয়া অভিযোগ করিল—'এ সম্পত্তি আমার', তখন সেই পূর্ব্ববাদীর সাক্ষীরা প্রশ্নের (জেরার) বিষয়ীভূত হইবে। কিন্তু তখন যদি অপর পক্ষের লোক বলে'—হাঁ, এই ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রতিগ্রহসূত্রে ইহা পাইয়াছে এবং ভোগও করিয়াছে সত্য। কিন্তু রাজা ঐ সম্পত্তি ক্রয়দ্বারা উহার কাছে পাইয়া আমাকে দিয়াছেন অথবা ঐ ব্যক্তিই ঐ প্রতিগ্রহলব্ধ সম্পত্তি আমাকে দিয়াছে', তখন পূর্ব্বপক্ষবাদী অসাধ্যতানিবন্ধন অধর (দুর্ব্বল) হইলে উত্তরপক্ষবাদীর সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ১৭।

আর যদি ঐ অভিযোগের বিষয়ে কোন পণ থাকে অর্থাৎ প্রতিবাদী বলে, 'এই বিবাদে আমি এত টাকা পণ রাখিলাম, যদি হারি তবে উহা দিব'। কিন্তু বাদী কোন পণ রাখিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ পণকারী প্রতিবাদী পরাজিত হইলে রাজা তাহার সেই পণীভূত অর্থ ও মিথ্যাকথনজন্য পূর্ব্বোক্ত দণ্ড তাহাকে দেওয়াইবেন এবং বাদীকে বিবাদের অর্থ প্রতিবাদী-কর্ত্তৃক দেওয়াইবেন। বাদী পরাজিত হইলে দণ্ডনীয় হইবে মাত্র, পণদানের কোন প্রশ্ন তথায় নাই। রাজা প্রতিবাদীর প্রমাদকথিত

(ক) সপণং —পা।

স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।
অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥২১॥

প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে ॥২২॥

প্রভৃতি ছলের কথা ছাড়িয়া বস্তুতত্ত্ব ধরিয়া মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু যথার্থভূত বস্তুও যদি সাক্ষি-প্রভৃতির মুখ হইতে বা লেখ্যাদি দ্বারা প্রতিপন্ন না হয়, তবে বিবাদে উহা হীন হইয়া পড়ে। ১৮-১৯।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছেন,—বাদী সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র প্রভৃতি অনেকরকম অভিযোগে লিখাইয়াছে কিন্তু প্রতিবাদী যদি সমস্তই অপলাপ (অস্বীকার) করে, তখন বাদী এক একটি ধরিয়া অর্থাৎ সুবর্ণগ্রহণে সাক্ষী প্রভৃতি সাহায্যে প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার করাইলে রাজা ঐ একাংশে সত্যতা ধরিয়া বাদীর অভিযুক্ত সমস্ত বস্তুই প্রতিবাদী দ্বারা বাদীকে দেওয়াইবেন। কিন্তু ভাষাকালে (মামলা লিখাইবার সময়) যাহা জানান হয় নাই, পরে জানাইলেও তাহা দেওয়াইবেন না। ২০।

যখন স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইবে—যেমন একবচনে বলা হইল 'কোন অংশ সপ্রমাণ হইলে অন্য অভিযোগের বস্তুও দাপনীয়' আবার অন্যবচনে বলা হইবে 'অনেক বস্তুর অভিযোগ হইলেও যে অংশ প্রমাণিত হইবে তাহাই দাপ্য', এরূপ ক্ষেত্রে বচনবিরোধ পরিহারের জন্য বিষয়ভেদব্যবস্থা থাকায় সামান্যবিধি ও বিশেষবিধিরূপ ন্যায়ই প্রবল অর্থাৎ বিশেষবিধি অপবাদক হিসাবে সামান্যবিধিকে দুর্ব্বল করিবে। এই ন্যায়প্রাবল্য বৃদ্ধব্যবহার বা অন্বয়-ব্যতিরেক দেখিয়া অবগত হওয়া যায়। আবার অর্থশাস্ত্র (নীতিশাস্ত্র) ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিরোধস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রই বলবৎ বলিয়া গণ্য; যদিও উভয়শাস্ত্রই একই ঋষিপ্রণীত, এজন্য স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতে পারে না, তাহা হইলেও ধর্ম্মকেই প্রমাণসিদ্ধ করিবার জন্য যদি অর্থশাস্ত্রেরও উল্লেখ হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রমেয় হিসাবে প্রধান বলিতেই হইবে, আর অর্থশাস্ত্রকে অপ্রধান কল্পনা করা হইবে, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অর্থশাস্ত্রের তথায় বাধই হইবে, সেজন্য বিষয়ভেদব্যবস্থা বা বিকল্প কিছুই কল্পনীয় নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতেছে,—অর্থশাস্ত্রমতে আততায়ী ব্রাহ্মণের বধে ব্রহ্মহত্যাপাতক হয় না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অকামতঃ ব্রাহ্মণবধে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত, স্বেচ্ছাকৃত বধে নিষ্কৃতি (প্রায়শ্চিত্ত) নাই, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথা কেহ কেহ বলেন কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বর তাহা মানেন না, যেহেতু পরস্পর বিরোধই তথায় দেখা যাইতেছে না। কিরূপে, তাহা দেখাইতেছেন,—একটি বিষয়ে যদি বিরুদ্ধ দুইটি উক্তি হয়, তবেই বিরোধের সম্ভাবনা, উক্তস্থলে বিষয় দুইটি যেমন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মহানি দেখিলে তাহার প্রতিরোধার্থ অস্ত্রগ্রহণ করিবেন মনু এই কথা বলিয়া পরে বলিলেন—আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে। স্ত্রীবিপ্রাভ্যুপপত্তৌ চ ঘ্নন্ ধর্ম্মেণ ন দণ্ডভাক্। অর্থাৎ আত্মরক্ষার্থ, যজ্ঞোপকরণ দক্ষিণাদির রক্ষার্থ অথবা যুদ্ধে কিংবা বিপন্ন স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণকে উদ্ধারের জন্য আততায়ীকে বিষলিপ্তাদি ব্যতিরিক্ত অস্ত্রে হত্যা করিলে দণ্ডার্হ হইবে না। ইহারই দৃঢ়তার জন্য অর্থবাদরূপে প্রযুক্ত 'গুরুং বা বাল-বৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবা-বিচারয়ন্' এই বচনে আততায়ী গুরু বা বেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণও হন্তব্য, অন্যের কথা কি বলিব—এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় এবং বচনে 'বা' শব্দ বারবার উচ্চারিত হওয়ায় গুরু যে হন্তব্য এমন বিধি প্রকাশ পাইতেছে না, তদ্ভিন্ন 'নাততায়িবধে দোষোঽন্যত্র গো-ব্রাহ্মণবধাৎ' সুমন্তুর এই বচনে স্পষ্টই ব্রাহ্মণহত্যা নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব 'নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।' আততায়ীর বধে দোষ হয় না—এই উক্তি ব্রাহ্মণাদি আততায়িব্যতিরিক্ত বিষয়ে ধর্ত্তব্য। তবে যে ব্রাহ্মণ-হত্যা মাত্রে প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে,—উহা ব্রাহ্মণাদি এবং আততায়ী ব্যক্তিরা আত্মরক্ষার্থ হত্যার অভিসন্ধি না রাখিয়াই নিবারিত হইলেও যদি প্রমাদবশত কথঞ্চিৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাহার ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্ত অতি লঘু আকারে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য। এইজন্য অর্থশাস্ত্র

সর্ব্বেষ্বথ বিবাদেষু বলবত্যুত্তরা ক্রিয়া।
আধৌ প্রতিগ্রহে ক্রীতে পূর্ব্বা তু বলবত্তরা ॥২৩॥

পশ্যতোহব্রুবতো ভূমের্হানির্বিংশতিবার্ষিকী
পরেণ ভুজ্যমানায়া ধনস্য দশবার্ষিকী ॥২৪॥

হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাবল্যের সঙ্গত উদাহরণ হইতেছে,—যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাদ ব্যবহারে এক পক্ষের জয় অবধারিত হইলে মিত্রলাভ হয়, যে মিত্রলাভ অর্থশাস্ত্রানুসারে হিরণ্যাদি লাভ হইতে শ্রেষ্ঠ, অথচ ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছে 'ক্রোধ ও লোভশূন্য ব্যক্তিই আশ্রয়ণীয়'। কিন্তু ঐ মিত্র ক্রোধাদির অধীন হওয়ায় তথায় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তি পালিত হয় না, আবার অপরের জয় হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র পালিত হয় কিন্তু মিত্রলাভরূপ অর্থশাস্ত্রের উক্তি পালিত হয় না। এইরূপ বিরোধস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের মতই গ্রাহ্য। আপস্তম্বও সেইরূপ ক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন,—ধর্ম্মার্থশাস্ত্রের সংঘর্ষে যে অর্থশাস্ত্রানুসারে কাজ করে, সে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতরূপ গুরুপ্রায়শ্চিত্তার্হ। অতঃপর বাদী যে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের সাধক বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবেন বলা হইয়াছে, সেই সাধক বিষয় কি তাহা দেখাইতেছেন,—প্রমাণ অর্থাৎ মানুষ ও দিব্য দ্বিবিধ প্রমাণের মধ্যে মানুষপ্রমাণ লিখিত, ভোগ ও সাক্ষী এই তিনটি বলা আছে। এই তিনটি মানুষ-প্রমাণ মধ্যে যদি একটিও না থাকে, তবে দিব্যপ্রমাণ সমূহের মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বনীয়। অর্থাৎ জাতি-দেশ কাল দ্রব্যাদি বিবেচনা করিয়া দিব্য-বিশেষ প্রমাণরূপে গ্রাহ্য। তাৎপর্য্য এই—একপক্ষ মানুষপ্রমাণ দেখাইতেছে, অন্যপক্ষ দিব্যপ্রমাণ দেখাইতে চায়, তথায় বিচারক মানুষপ্রমাণকেই বলবৎ বলিয়া লইবেন। ২১-২২।

অর্থসংক্রান্ত ঋণাদি সকল বিবাদস্থলেই পরবর্ত্তী কার্য্যই প্রবল হইবে। যেমন এক বক্তি বলিতেছে, 'ঐ ব্যাক্তি আমার কাছে ঋণী, তাহার প্রমাণ এই,' প্রতিবাদী বলিতেছে, 'আমি তাহা শোধ করিয়াছি, এই তাহার প্রমাণ,' এইরূপ ক্ষেত্রে প্রমাণসিদ্ধ প্রতিদানই প্রবল হইবে। সুতরাং প্রতিদানবাদী জয়ী এবং গ্রহণবাদী পরাজিত ধর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার অপবাদ হইতেছে,—যেখানে বন্ধকী ব্যাপার, প্রতিগ্রহ বা ক্রয় লইয়া বিবাদ, তথায় পূর্ব্বক্রিয়া বলবতী, যেমন একব্যক্তি একটি শস্যক্ষেত্রকে প্রথমে একজনের নিকট বন্ধক রাখিয়া ধন লইয়া আবার সেই ক্ষেত্রকে অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়া অর্থ লইল, পরে ঐ সম্পত্তির বন্ধকদাতা তাহা উদ্ধার করিতে না পারিলে দুই বন্ধক গ্রহীতা দখল করিবার সময় বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্ব বন্ধকগ্রহীতাই জয়ী হইবে। প্রতিগ্রহ ও ক্রয়স্থলেও ঐ একই ব্যবস্থা। (মিতা-যদিও আধান বা বন্ধক দিবার পর আহিত বস্তুর উপর আর স্বত্ব থাকে না, তবে তাহার বন্ধক হইতে পারে না; অতএব ঐ উক্তি ব্যর্থ তাহা বলা যায় না, যেহেতু লোভে পড়িয়া অথবা মোহে পুনরায় আধান, দান, বিক্রয় হওয়া সম্ভব।) ভুক্তিসম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অবস্থা পরে দেখাইবেন, তন্মধ্যে কোন একটি ভুক্তিসম্বন্ধে কার্য্যান্তর বলিতেছেন,—ভূস্বামী বা ধনস্বামী নিজে দেখিতেছেন যে তাঁহার সম্পত্তি নিঃসম্পর্কের কোন লোক ভোগ করিতেছে, এবং তাহা দেখিয়াও 'ইহা আমার সম্পত্তি, তুমি ভোগ করিতে পারিবে না' এইভাবে কোন প্রতিবাদ বা নিষেধ করিতেছে না। এই অবস্থায় কুড়ি বৎসর যাবৎ ঐ ভূমি অপরকর্ত্তৃক ভুক্ত হইতে থাকিলে তাহার উপর স্বত্ব ভূস্বামীর থাকিবে না। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধনের ঐভাবে দশবর্ষব্যাপী ভোগে স্বত্বহানি হইবে। (মিতাক্ষরা—এস্থলে আপত্তি হইতেছে,—প্রতিষেধের অভাব দানবিক্রয়াদির মত স্বত্বনিবর্ত্তক হইবে কিরূপে? এবং স্বত্বোৎপাদক ক্রয়-প্রতিগ্রহ-দায়াধি-কারাদি পরিগণিত বিষয়গুলির মধ্যে উপভোগই বা কিরূপে স্বত্বোৎপাদক হইবে? এই বচনই স্বত্বোৎপত্তির প্রমাণ একথাও বলা চলে না; লোকপ্রসিদ্ধ বিষয়গুলিই স্বত্বোৎপাদক হইয়া থাকে, কেবল শাস্ত্র তাহার প্রমাণ হয় না। পরন্তু অনাগত (অধিকারাদি সূত্রে অপ্রাপ্ত) সম্পত্তির শতবর্ষ ভোগকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে; শাস্ত্রে বলা আছে,—ইহার সমাধানকল্পে মিতাক্ষরাসম্মতি উদ্ধৃত হইতেছে—বিংশতি বর্ষ ভোগের পর স্বত্বহানি

আধিসীমোপনিক্ষেপজড়বালধনৈর্বিনা।
তথোপনিধিরাজস্ত্রীশ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি ॥২৫॥
আধ্যাদীনাং হি হর্ত্তারং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্।
দণ্ডঞ্চ তৎসমং রাজ্ঞে শক্ত্যপেক্ষমথাপি বা ॥২৬॥

আগমোঽভ্যধিকো ভোগাদ্ বিনা পূর্বক্রমাগতাৎ।
আগমোঽপি বলং নৈব ভুক্তিঃ স্তোকাপি যত্র নো ॥২৭॥
আগমস্তু কৃতো যেন সোঽভিযুক্তস্তমুদ্ধরেৎ।
ন তৎসুতস্তৎসুতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী ॥২৮॥

ও রাজদ্বারে আপত্তির অযোগ্যতা হইবে না, উপস্বত্বহানি হইবে ইহাই বচনের তাৎপর্য্য)। ২৩-২৪।

ইহারও অপবাদরূপে বলিতেছেন,—আধি (বন্ধক), সীমা, উপনিক্ষেপ (অর্থাৎ সংখ্যানামাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক গচ্ছিত দ্রব্য), ও বালকের সম্পত্তি ব্যতীত অন্য সম্পত্তিতে বিংশতিবার্ষিক বা দশবার্ষিক ভোগের পর স্বত্বহানি হইবে। এইরূপ উপনিধি দ্রব্য (অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের কথা না বলিয়া যে মুদ্রাঙ্কিত পেটিকাদি গচ্ছিত রাখা হয়), রাজকীয় ভূমি, স্ত্রীধন ও শ্রোত্রিয়ের সম্পত্তি এগুলি উপেক্ষিত হইলেও তাহাতে ধনস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হইবে না। কেন না উপনিধি ও উপনিক্ষেপের ভোগ নিষিদ্ধই আছে, যদি কেহ তাহা না মানিয়া ভোগ করে, তবে তাহাতে বৃদ্ধি (সুদ, লভ্যাংশাদি) দিবার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং উপেক্ষা হইতেই পারে। উপনিক্ষেপ ও উপনিধির ভোগ নিষিদ্ধ থাকায় যে ব্যক্তি সেই উপনিক্ষেপ ও উপনিধি ভোগ করে, তাহার নিকট হইতে লভ্যাংশের সহিত তাহার ফল আইনমত উপনিক্ষেপাদির স্বামী পাইবেন, এজন্য তাহাতে উপেক্ষা হইতে পারে। জড় (হাবা-বোবা) ও বালকের উপেক্ষা স্বাভাবিক, রাজার সম্পত্তিতে উপেক্ষাও কার্য্যান্তরব্যাপৃতির জন্য হইয়া থাকে, আর স্ত্রীজাতির বিহ্বলতা ও আইনের অজ্ঞানবশতঃ উপেক্ষা অসম্ভব নহে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য এবং আচারানুষ্ঠানের জন্য যে উপেক্ষা হইবে—ইহা সঙ্গতই, এই সব বুঝিয়াই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষ তাহাদের সম্পত্তি বহুকাল ভোগ হইতে থাকিলেও এবং আপত্তির অভাব হইলেও স্বত্বনাশ হইবে না। ২৫।

এক্ষণে আধি প্রভৃতির হরণে দণ্ডবিশেষের নির্দ্দেশ করিতেছেন। আধি, সীমা হইতে শ্রোত্রিয়দ্রব্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তিতে যে চিরকাল ভোগবলে স্বত্ব স্থাপন করিতে চায়, বিচারক তাহাকে ঐ ধন তাহার স্বামীকে দেওয়াইবেন এবং অভিযুক্ত সম্পত্তির সমমূল্য দণ্ডরূপে রাজাকে পাওয়াইবেন। কিন্তু যদি বিচারক মনে করেন যে ঐ অপহৃত সম্পত্তির মূল্যদণ্ডে অপহারকের যথার্থ শাসন হইল না, তখন তিনি শক্তি দেখিয়া অধিক দণ্ডও রাজাকে দেওয়াইবেন। ২৬।

পূর্ব্বে স্বত্বকে ভোগের প্রমাণরূপে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ভোগ কিরূপে হইলে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন—যদি প্রতিগ্রহ, ক্রয় প্রভৃতি আগম হয়, তবে তাহা ভোগ হইতেও বলবৎ, ঐরূপ আগমাধীন ভোগই স্বত্বে প্রমাণ। (মিতা—নারদ বলিয়াছেন, বিশুদ্ধভাবে আগম হইতে ভোগ হইলে তবেই স্বত্ব জন্মিবে, নতুবা দোষগ্রস্ত আগমোত্তর ভোগ স্বত্বে প্রমাণ হয় না। কোন কোন স্থলে আগম না হইলেও ভোগ স্বত্বে প্রমাণ হয়, যেমন—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিনপুরুষ অবিচ্ছিন্নভাবে যে সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, সে-সম্পত্তিতে আগমের অপেক্ষা থাকে না। আপত্তি হইতেছে,—যদি আগমকে অপেক্ষা করিয়াই ভোগ স্বত্বে প্রমাণ হয়, তবে ভোগনিরপেক্ষ আগমই স্বত্বে প্রমাণ হইল, একথায় আপত্তি করিতেছেন না, যে আগমে (প্রতিগ্রহাদিতে) আগমোত্তর অল্প পরিমাণেও ভোগদখল নাই, সেইরূপ আগম বলবৎ হইবে না। কথাটি এই—দান শব্দের অর্থ নিজের স্বত্বনিবৃত্তি ও অপরের স্বত্বোৎপত্তি, সেই পরস্বত্বোৎপত্তি তখনই সিদ্ধ হয়, যদি প্রতিগ্রহীতা তাহা স্বীকার করিয়া লন, নতুবা নহে ; সেই স্বীকার তিন প্রকার—মানসিক, বাচিক ও কায়িক। তন্মধ্যে 'ইহা আমার হইল' এইরূপ সঙ্কল্পও অপ্রত্যাখ্যান ! যাহাতে 'ইহা আমার সম্পত্তি' এই বলিয়া নিজস্ব করা, আর কায়িক স্বীকার দত্ত বস্তুর হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ ও গ্রহণাদিস্বরূপ। এই ত্রিবিধ স্বীকারের

যোঽভিযুক্তঃ পরেতঃ স্যাত্তস্য রিক্‌থী তমুদ্ধরেৎ।
ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনা কৃতা ॥২৯॥
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি ॥৩০॥

নৃপেণাধিকৃতাঃ পূগাঃ শ্রেণয়োঽথ কুলানি চ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ নৃণাম্ ॥৩১॥
বলোপধি(ক)বিনির্ব্বৃত্তান্ ব্যবহারান্নিবর্ত্তয়েৎ।
স্ত্রী-নক্তমন্তরাগার-বহিঃ-শত্রুকৃতাংস্তথা ॥৩২॥

মধ্যে কায়িক স্বীকার ভূম্যাদিপ্রতিগ্রহস্থলে উপস্বত্বভোগ ব্যতীত সম্ভব নহে, এইজন্য অল্পভোগও তথায় আবশ্যক, তদ্ব্যতীত দান বা ক্রয় সম্পূর্ণ হয় না, এইজন্য বলিলেন,—ভোগব্যতীত আগম ভোগসমন্বিত আগম হইতে দুর্ব্বল। মিতাক্ষরাকার এই সম্পূর্ণ বচনের অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন, যথা—পূর্ব্বক্রমাগত ভোগ ভিন্নস্থলে সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত আগমভোগ হইতেও বলবৎ। পূর্ব্বক্রমাগত ভোগ অধস্তন চতুর্থপুরুষে লিখিত দ্বারা প্রমাণিত আগম হইতে প্রবল, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী দুই পুরুষে যদি ভোগরহিত আগম হয়, তবে তাহা হইতে স্বল্পভোগ-সমন্বিত আগমও প্রবল। ২৭।

যে ব্যক্তি ভূমি-গৃহাদির দান গ্রহণ করিয়াছে, তাহার 'কোথা হইতে তুমি এই সম্পত্তি পাইয়াছ' এইরূপ অভিযুক্ত হইয়া উপস্থাপিত লিখিত নির্দ্দোষ আগমসহকৃত ভোগই প্রমাণপদবী প্রাপ্ত হয়। যাহাতে আগমই দোষগ্রস্ত বা অবিশুদ্ধ সে-সম্পত্তির ভোগ স্বত্বের নির্ণায়ক হয় না। দান-পত্রাদি দেখাইয়া সেই সম্পত্তির স্বত্ব স্থির করিবে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আদ্য পুরুষ আগম সাব্যস্ত করিতে না পারিলে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু তাহার পুত্র (অর্থাৎ লিখিতাদি দ্বারা স্বত্ব প্রমাণকারীর পুত্র) অথবা তাহার পৌত্র যদি পূর্ব্বোক্তরূপে অভিযুক্ত হয়, তবে তাহাদিগকে আর লিখিতাদি দেখাইয়া স্বত্ব প্রমাণিত করিতে হইবে না, তথায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভোগই প্রমাণ। এই অবিচ্ছিন্ন ভোগের মধ্যে দাতা বা বিক্রেতার কোন আপত্তি থাকিলে এবং তাহার সমক্ষে ভোগ না হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। ২৮।

সম্পত্তি দখলকারী যে ব্যক্তি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া মামলা-নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই পরলোকগত হয়, তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারী সেই সম্পত্তির স্বত্ব সপ্রমাণ করিবে। যেহেতু, তথায় কোন আগমরহিত ভোগ সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সাধিত হইলেও প্রমাণ হইবে না। পূর্ব্বে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে,—অভিযোগ-নিষ্পত্তির পূর্ব্বে অভিযুক্তের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য। কিন্তু মামলা-নিষ্পত্তি হইলেও এবং অভিযোগকারী থাকিতেও কখনও কখনও মামলা চলে বা না চলে, এবিষয়ে একটা ব্যবস্থার জন্য বিচারকদিগের বলাবল দেখাইতেছেন,—বিচারদর্শনের জন্য রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারক পুরুষগণ গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকসমূহ, নানাজাতি কিন্তু একজাতীয় কর্ম্মোপজীবী সকল যেমন অশ্ববিক্রেতা, তাম্বুলিক, তন্তুবায়বর্গ, জ্ঞাতি-সম্বন্ধী, বন্ধু ইহারা ব্যবহারকার্য্যে ব্যবহারনির্ণায়ক হইবে। এই চারি প্রকারের মধ্যে পরপরাপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যবহারদর্শী বলবান্। তাৎপর্য্য এই, রাজনিযুক্ত বিচারকগণ যাহা নির্ণয় করিবেন, তাহাতে পরাজিত ব্যক্তি কুবুদ্ধিবশতঃ যদি অসন্তুষ্ট হইয়া গ্রামবাসীদের নির্ণয়ের উপর নির্ভর করে, তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। আবার গ্রাম ও নগর-নির্ণীত বিবাদে শ্রেণীদের উপর নির্ভর চলিবে না। সেইরূপ শ্রেণীনির্ণীত বিষয়ে আর আত্মীয় বান্ধবের কথা চলিবে না। ২৯-৩১।

পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বল বিবাদদর্শীকর্ত্তৃক দৃষ্ট বিবাদ আবার প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রবলদৃষ্ট বিবাদের পুনরাবৃত্তি হয় না—একথা বলা হইয়াছে, এই বচনে তাহারও নিবৃত্তি দেখাইতেছেন, অর্থাৎ সেই বিবাদেরও পুনর্বিচার বা আপিল চলিতে পারে, তাহা দেখাইতেছেন,—বলপ্রয়োগে বা ভয়প্রদর্শনে যে বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে-বিবাদের পুনর্বিচার কর্ত্তব্য। এই প্রকার স্ত্রীলোক দ্বারা আনীত মকর্দ্দমা, রাত্রিকালে কৃত, গৃহের অভ্যন্তরে কৃত, গ্রামপ্রভৃতির বাহিরে নিষ্পন্ন ও শত্রুকৃত বিবাদের পুনর্বিচার হইবে। ৩২।

(ক) বলোপাধি—পা।

মত্তোন্মত্তার্ত্ত-ব্যসনি-বাল-ভীতাদিযোজিতঃ।
অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥৩৩॥
প্রনষ্টাধিগতং দেয়ং নৃপেণ ধনিনে ধনম্।
বিভাবয়েন্ন চেল্লিঙ্গৈস্তৎসমং দণ্ডমর্হতি ॥৩৪॥
রাজা লব্ধা নিধিং দদ্যাদ্ দ্বিজেভ্যোহর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ স সর্বস্য প্রভুর্যতঃ ॥৩৫॥
ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ ॥৩৬॥
দেয়ং চৌরহৃতং দ্রব্যং রাজ্ঞা জানপদায় তু।
অদদদ্ধি সমাপ্নোতি কিল্বিষং যস্য তস্য তৎ ॥৩৭॥

ইতি বিশেষন্যায়-প্রকরণম্ ॥

মাতাল, পাগল, ব্যাধিগ্রস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, বালক, শত্রু প্রভৃতির ভয়ে অভিভূত, পুর বা রাষ্ট্রবিরুদ্ধ আচরণকারী- ইহাদের কৃত বিবাদ বিচারালয়ে গ্রাহ্য নহে। শুধু ইহাই নহে, যদি কোন ব্যক্তি প্রস্তাবিত বিবাদে অনিযুক্ত ও সম্বন্ধরহিত হয়, তবে তাঁহার উত্থাপিত বিবাদও সিদ্ধ নহে। (মিতা—যদিও কথিত আছে যে গুরুশিষ্যে, পিতা-পুত্রে, স্বামি-স্ত্রীতে, প্রভু-ভৃত্যে বিবাদও রাজদ্বারে অগ্রাহ্য; তাহা হইলেও উহা একেবারেই অগ্রাহ্য নহে, কিন্তু স্থলবিশেষে প্রবৃত্ত হইতে পারে)। ৩৩।

চোর বা দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত সুবর্ণপ্রভৃতি ধন শৌণ্ডিক গৃহে (শুঁড়ির দোকানে) বা গুল্মাধিকৃত রাজ-পুরুষদিগের নিকট হইতে পাওয়া যাইলে রাজা তাহা ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। কিন্তু মিথ্যা করিয়া যদি কেহ ধন লয়, অর্থাৎ অপহৃত ধনের সংখ্যা সুবর্ণাদি অলঙ্কারের আকৃতি প্রভৃতি দ্বারা তাহার বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন না করিয়া ঐ ধন লয়, তবে সে যত টাকার সম্পত্তি বা যত টাকা লইবে তাহার মূল্য পরিমাণ অর্থে দণ্ডিত হইবে।৩৪।

রাজা নিধি অর্থাৎ ভূমিমধ্যে বহুদিন হইতে নিখাত সুবর্ণাদি লাভ করিয়া সেই লব্ধ নিধির অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণদিগকে বণ্টন করিয়া দিবেন, অবশিষ্ট রাজভাণ্ডারে স্থাপন করিবেন। শাস্ত্রাধ্যয়নসম্পন্ন সদাচারী ব্রাহ্মণ যদি সেই নিধির আবিষ্কার করেন, তবে সমস্তই তিনি লইবেন। যেহেতু ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের প্রভু (পরিচালক)। ৩৫।

রাজা ও ব্রাহ্মণভিন্ন অপর ব্যক্তি নিধির আবিষ্কারক হইলে রাজা সেই লব্ধ নিধির ষষ্ঠাংশ তাহাকে দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। যদি রাজাকে না জানায়, অথচ রাজকর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়, তবে সেই নিধিগ্রাহী ব্যক্তির সমস্ত নিধি রাজা কাড়িয়া লইবেন এবং শক্তি অনুসারে তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। আর যদি প্রকৃত নিধিস্বামী আসিয়া নিধির রূপ ও সংখ্যা প্রমাণিত করে, তবে রাজা তাহাকে ঐ নিধি দিয়া ষষ্ঠাংশ বা অবস্থাবিশেষে দ্বাদশাংশ নিজে লইবেন। ৩৬।

অতঃপর চৌরহৃত ধনের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—চোর চুরি করিয়া লইয়া যাইলে রাজা সেই চোরকে ধরিবেন এবং তাহার নিকট হইতে তাহা লইয়া নিজ রাজ্য-নিবাসী ধনস্বামীকে দিবেন। যেহেতু সেই চৌরহৃত দ্রব্য ধনস্বামীকে রাজা না দিলে সেই ধনস্বামীর যে পাপ আছে, রাজা তাহার ভাগী হইবেন এবং চোরের চৌর্য্য-পাপেরও ভাগী হইবেন। (মিতাক্ষরা— যদি রাজা চোরের নিকট হইতে অপহৃত ধনের উদ্ধার করিয়া ধনস্বামীকে না দিয়া নিজে ভোগ করেন, তবে চৌর্য্যপাপে লিপ্ত হইবেন। আর যদি চৌরহৃত ধনের উদ্ধারকার্য্যে উপেক্ষা করেন, তবে গ্রামবাসীর পাপ ভোগ করিবেন। কিন্তু যদি চৌরহৃত ধনের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াও উদ্ধার করিতে অসমর্থ হন, তবে সেই হৃত ধনের সমপরিমাণ ধন নিজ রাজকোশ হইতে ধনস্বামীকে দিবেন। ৩৭।

বিশেষন্যায়প্রকরণ সমাপ্ত

অথ ঋণাদানপ্রকরণম্।

অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে।
বর্ণক্রমাচ্ছতং দ্বি-স্ত্রিশ্চতুঃ-পঞ্চকমন্যথা ॥৩৮॥
কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।
দদ্যুর্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্বে সর্বাসু জাতিষু ॥৩৯॥

ঋণ-আদান শব্দে ঋণ-আদায়। সেই ঋণ-আদায় সাত প্রকারে হয়; যথা এই প্রকার ঋণ অবশ্য দেয়, এইরূপ হইলে অদেয় (অপরিশোধ্য), এই অধিকারীর দেয়, এই সময়ে দেয় এবং এই প্রকারে দেয়—এই পাঁচটি অধমর্ণের (ঋণগ্রহীতার) পক্ষে বিচার্য্য। উত্তমর্ণের (ঋণদাতার) দুই বিধি—দানবিধি ও আদানবিধি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ উত্তমর্ণ সম্বন্ধে দানবিধি বলিতেছেন,—সম্বন্ধক অর্থাৎ আধিবিশ্বাসার্থ কোন কিছু সম্পত্তি বাঁধা দিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে সেই সবন্ধক ঋণস্থলে প্রতিমাসে শতকরা আশীভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি বা সুদ ধর্ম্মসঙ্গত হইবে, আর বন্ধকহীন ঋণে ব্রাহ্মণ-অধমর্ণ শতকরা দুই-ভাগ সুদ দিবেন, ক্ষত্রিয় তিনভাগ, বৈশ্য চারিভাগ, শূদ্র পাঁচভাগ পর্য্যন্ত সুদ দিবেন। অর্থাৎ একশত টাকা ঋণস্থলে ব্রাহ্মণ দুই টাকা প্রতিমাসে সুদ দিবেন, এইরূপ ক্ষত্রিয়াদির এক এক অংশ অধিক সুদ ধার্য্য হইবে। এই বৃদ্ধি আবার দিনগণনা হিসাবে ভাগ করিয়া গৃহীত হইলে কায়িক বৃদ্ধি নামে অভিহিত হয়। ৩৮।

অধমর্ণবিশেষে বৃদ্ধির তারতম্য আছে,—যে সকল বণিক্ বৃদ্ধি (সুদ) বন্দোবস্ত করিয়া ঋণ লইয়া অধিক লাভের জন্য প্রাণসংশয়ক্ষেত্র দুর্গম অরণ্যে গমন করে, তাঁহারা শতকরা দশভাগ বৃদ্ধি দিবে। আর যাহারা ঐরূপে ঋণ করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করে, তাহাদের নিকট শতকরা কুড়িভাগ (একশত টাকায় কুড়ি টাকা) সুদ ধার্য্য হইবে। কথাটি এই—মূলধনের বিনাশের আশঙ্কা বেশি-কম দেখিয়া বৃদ্ধিরও তারতম্য করণীয়। অথবা ব্রাহ্মণাদি সকলজাতীয় অধমর্ণগণ সকলজাতীয় উত্তমর্ণকে স্বমুখে স্বীকৃত অথবা উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ মিলিয়া প্রস্তাবিত ও উত্তমর্ণের অনুমোদিত বৃদ্ধি উত্তমর্ণকে দিবে, ইহার নাম কারিত বৃদ্ধি। (মিতা—কোন কোন স্থলে কারিত বৃদ্ধি নাই, যেমন প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত ধনে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনাকারিত বৃদ্ধিও হয়, যেমন কোন বৃদ্ধির বন্দোবস্ত না করিয়া গৃহীত ঋণ বৎসরমধ্যে পরিশোধিত না হইলে তাহার পর হইতে বৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—যদি কোন ব্যক্তি কোন কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য চাহিয়া লইয়া তাহা প্রত্যর্পণ না করিয়া দেশান্তরে যায়, তবে এক বৎসরের পর ঐ যাচিত ধনের মূল্য ধরিয়া তদনুসারে বৃদ্ধি চলিবে। আবার যদি ঐ যাচিত দ্রব্য ধনস্বামী চাহিলেও তাহা না দিয়া দেশান্তরে গমন করে, তবে তিনমাসের পর সেই ধনের বৃদ্ধি শাস্ত্রসম্মত হইবে। স্বদেশে থাকিয়া এবং যাচিত বস্তুপ্রত্যর্পণের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াও যদি যাচ্ঞাকারী সেই যাচিত বস্তু না দেয়, তবে রাজা আইনবলে তাহা দেওয়াইবেন। অথবা যাচ্ঞাকালের পর হইতে অকারিত বৃদ্ধি দেওয়াইবেন)। ৩৯।

সন্ততিস্তু পশুস্ত্রীণাং রসস্যাষ্টগুণা পরা।
বস্ত্র-ধান্য-হিরণ্যানাং চতুস্ত্রিদ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥৪০॥
প্রপন্নং সাধয়ন্নর্থং ন বাচ্যো নৃপতের্ভবেৎ।
সাধ্যমানো নৃপং গচ্ছন্ দণ্ড্যো দাপ্যশ্চ তদ্ধনম্ ॥৪১॥

এক্ষণে দ্রব্যবিশেষে বৃদ্ধিবিশেষ বলিতেছেন,—পশু স্ত্রী অর্থাৎ গাভী, মহিষী, অজা প্রভৃতি বাঁধা রাখিলে যদি উত্তমর্ণ তাহার লালন-পালনে অসমর্থ হয়, অথচ তাহার পুষ্টি ও সন্তান (শাবক) কামনা করে, তবে সেই পশু স্ত্রীর সন্তান বৃদ্ধিস্বরূপ গণ্য হইবে। (মিতাক্ষরা—পশু বা স্ত্রী বাঁধা রাখিলে তাহাদের পোষণে অসমর্থ উত্তমর্ণ সুদ-হিসাবে তাহাদের বৎসকে (বাছুর) দুগ্ধগ্রহণাশায় এবং পরিচর্য্যার আশায় ঐ দাসীর পুত্রকে চরম বৃদ্ধিরূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সীমা,—তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—যদি তৈল ঘৃতাদি রসাত্মক দ্রব্য ধার লওয়া হয়, অথচ ইহার মধ্যে কারিত বৃদ্ধি কিছু দেওয়া

গৃহীতা তু ক্রমাদ্দাপ্যো(ক)ধনিনামধমর্ণিকঃ।
দত্ত্বা তু ব্রাহ্মণায়ৈব নৃপতেস্তদনন্তরম্ ॥৪২॥
রাজ্ঞাধমর্ণিকো দাপ্যঃ সাধিতাদ্দশকং শতম্।
পঞ্চকঞ্চ শতং দাপ্যঃ প্রাপ্তার্থো হ্যুত্তমর্ণকঃ ॥৪৩॥
হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম কারয়েৎ।
ব্রাহ্মণস্তু পরিক্ষীণঃ শনৈর্দাপ্যো যথোদয়ম্ ॥৪৪॥

দীয়মানং ন গৃহ্লাতি প্রযুক্তং যঃ স্বকং ধনম্।
মধ্যস্থস্থাপিতং তৎস্যাদ্বর্দ্ধতে ন ততঃ পরম্ ॥৪৫॥
অবিভক্তৈঃ কুটুম্বার্থে যদৃণঞ্চ কৃতাং ভবেৎ।
দদ্যুস্তদৃক্থিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি ॥৪৬॥

না থাকে, তবে বৃদ্ধি ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে মূলধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে, এইরূপ বস্ত্রের বৃদ্ধি চারিগুণ, ধান্যের তিন গুণ, সুবর্ণাদিধনের দুইগুণ চরম-বৃদ্ধি হইবে।) অধমর্ণ কর্ত্তৃক গৃহীত এবং স্বীকৃত অথবা সাক্ষি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইলে ধর্ম্মাদি উপায়ে উত্তমর্ণ তাহা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলে রাজা তাহাকে বারণ করিবেন না। এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে—যদি অধমর্ণ ধনগ্রহণস্বীকার না করে বা সাক্ষিপ্রভৃতি দ্বারা ঋণগ্রহণ প্রতিপন্ন না হয়, তবে উত্তমর্ণ উহা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলে রাজা কর্ত্তৃক নিবারণীয় হইবে; কিন্তু যে অধমর্ণ স্বমুখে স্বীকৃত ঋণ ধর্ম্মাদি উপায়ে আদায়-কারী উত্তমর্ণের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনে, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন, এবং গৃহীত ঋণ উত্তমর্ণকে দিবার ব্যবস্থা করিবেন। এক ব্যক্তি বহুলোকের কাছে ঋণ করিয়াছে, কিন্তু কাহারও ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। রাজদ্বারে অভিযুক্ত সেই অধমর্ণকে দিয়া রাজা ধন গ্রহণক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তমর্ণের অর্থ ঋণশোধ করাইবেন। ভিন্ন জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ আনিলে রাজা প্রথমে ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন, পরে ক্ষত্রিয়াদির, এইরূপ বর্ণানুক্রমে ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ৪০-৪২।

কিন্তু যদি উত্তমর্ণ দুর্ব্বল হয় এবং ধর্ম্মাদি উপায়ে প্রতিপন্ন অর্থ আদায়ে অক্ষম হয়, তবে রাজা স্বয়ং সেই অর্থ পাওয়াইয়া দিবেন এবং অধমর্ণকে দণ্ডিত ও উত্তমর্ণকে ভরণার্থ অর্থদানে পোষিত করিবেন ইহাই এই বচনে বলিতেছেন,—রাজা অধমর্ণ দ্বারা সাধিত (বিচারে সিদ্ধান্তিত) অর্থ দেওয়াইয়া ঐ গৃহীত অর্থের শতকরা দশমাংশ দণ্ডরূপে তাহা হইতে গ্রহণ করিবেন; এবং উত্তমর্ণকে ঐ টাকা দিয়া ভৃতিরূপে (পারিতোষিক) শতকরা পাঁচ টাকা উত্তমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। কোন কোন মতে সাধিত অর্থের কুড়ি ভাগের একভাগ ভৃতিরূপে রাজা উত্তমর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। ৪৩।

ধনী অধমর্ণের পক্ষে এই দণ্ড বিহিত, কিন্তু নিঃস্ব অধমর্ণের পক্ষে কি ব্যবস্থা তাহা বলিতেছেন,—উত্তমর্ণ উত্তমজাতি, অধমর্ণ হীনজাতি ও নিঃস্ব হইলে রাজা তাহাকে দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার জাতির অনুরূপ কর্ম্ম করাইবেন। যদি ব্রাহ্মণ নিঃস্ব অধমর্ণ হয়, তবে ধীরে ধীরে আয় অনুসারে তাহাকে দিয়া ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ৪৪।

ঋণ দিবার পর অধমর্ণ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিলে উত্তমর্ণ যদি বৃদ্ধির আশায় ঐ ঋণ গ্রহণ না করে, তবে অধমর্ণ মধ্যস্থের হাতে তাহা দিবেন এবং তাহার বৃদ্ধি (সুদ) চলিবে না। কিন্তু যদি মধ্যস্থ স্থাপিত অর্থ পরে উত্তমর্ণ চাহিলেও না পায়, তবে বৃদ্ধি চলিবে। ৪৫।

এক্ষণে বলা হইতেছে কোন্ ঋণ অবশ্য দেয় এবং কবে কাহা-কর্ত্তৃক দেয়। অবিভক্ত (একান্নভুক্ত) ব্যক্তিগণ অথবা যে কেহ পোষ্যবর্গের পালনের জন্য যে ঋণ করিয়াছে, তাহা গৃহস্বামী দিবেন, তিনি পরলোকগত হইলে অথবা প্রবাসে যাইলে ধনাধিকারী সকলেই সেই ঋণ শোধ করিবেন। ৪৬।

(ক) গৃহীতানুক্রমাদ্দাপ্যো—পা

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, কার্তিক]　　[পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০]　　[প্রতি সংখ্যা ১'৫০

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

অপরিচ্ছিন্নলীলাবিলাসী পরমেশ্বরের লীলাচাতুরী তদীয়লীলামাধুরীপায়ী এবং তদীয়চরণকমলধ্যানৈকপরায়ণ যোগিগণেরও দুরধিগম্যা। সেখানে শিশ্নোদরপরায়ণ আপাতমধুর পর্য্যন্তপরিতাপি-বিষয়নিবিষ্টচিত্ত মাদৃশ অভাজনগণের আর কথা কি ?

শ্রীশ্রীভগবৎপুরুষসুন্দরের ইঙ্গিতে পরমারাধ্য অনন্তশ্রীবিভূষিত সীতারাম দাস ওঁকারনাথ মহারাজের জগৎকল্যাণেচ্ছায় আর্য্যশাস্ত্রের আবির্ভাব। তাঁরই কৃপাবারিনিষেকে সংবর্দ্ধিত আর্য্যশাস্ত্রের প্রথম হইতে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ—অনায়াসসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় কর্মনিষ্পাদকগণের মনের কোনে যে 'অহং' ভাব উদিত হইয়াছিল, সর্ব্বগর্ব্বখর্ব্বকারী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর আজ তাহাদের নিখিল 'অহং' ভাব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শরণাগতিভাবের বন্যা আনিয়া দিয়াছেন। 'অহো! কৃপালুতা পরমেশ্বরস্য', 'অহো! শরণাগতবাৎসল্যং ভগবতঃ', 'অহো! অজ্ঞাননাশিতা সর্বজ্ঞস্য'! ইত্যাদি মহাজনবাক্য স্মরণ করিয়া কাহার হৃদয় কণ্টকিত ও অভিভূত হইয়া না পড়ে ?

হে পরমপ্রেমময়! আমাদের নিখিল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার কর্ম তুমি করাইয়া লও। তুমি প্রসন্ন হও।

শাস্ত্রসেবী প্রণয়ভাজন গ্রাহকবর্গের নিকট সপ্রশ্রয় নিবেদন,—অনিবার্য্য কারণবশতঃ আর্য্যশাস্ত্র প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা আমাদের এই ত্রুটি মার্জনা করুন।

সংহিতাসমষ্টির মধ্যে যেমন মনুরই প্রাধান্য, সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাও মনুবৎ সমাদরণীয় ও গ্রহণীয়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার মিতাক্ষরানামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজক বিজ্ঞানেশ্বরভট্টারকমহোদয়। এই মিতাক্ষরাকে বাদ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য পরমশ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপালপঞ্চতীর্থমহোদয় যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার অনুবাদ মিতাক্ষরাকে অবলম্বন করিয়া করিয়াছেন। এই যাজ্ঞবল্ক্যের গৌরবরক্ষার্থে ও প্রকাশনবিভাগের সৌকর্য্যার্থে কেবল যাজ্ঞবল্ক্য লইয়া এই খণ্ড প্রকাশ করা হইল।

এই সংখ্যায় নিয়মিত দেয় ফরমা হইতে যে কয় ফরমা কম রহিল—বিশেষ কোন বাধা না আসিলে পরে সময়ানুসারে তাহা পূরণ করা হইবে,—ইহাই আমাদের ইচ্ছা রহিল। এই বিষয়ে আপনাদের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। ইতি শম্।

বিনীত প্রকাশক—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি) শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা—১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মুল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকতা—৬।

ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেণ কৃতং পিতা।
দদ্যাদৃতে কুটুম্বার্থান্ন পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা ॥৪৭॥
সুরাকামদ্যূতকৃতং দণ্ডশুল্কাবশিষ্টকম্।
বৃথা দানং তথৈবেহ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥৪৮॥
গোপ-শৌণ্ডিক-শৈলুষ-রজক-ব্যাধযোষিতাম্।
ঋণং দদ্যাৎ পতিস্তেষাং যস্মাদ্ বৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥৪৯॥

ইহারও অপবাদ আছে,—স্ত্রী—স্বামী বা পুত্রকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন না। পুত্রকৃত ঋণ পিতা দিবেন না, এইরূপ ভার্য্যাকৃত ঋণও পতি দিবে না। কিন্তু সংসার ভরণপোষণের জন্য যে কেহ ঋণ করিলে সেই সংসারের অভিভাবক তাহা পরিশোধ করিবে। যদি অভিভাবকের অভাব হয়, তবে সেই ধনের উত্তরাধিকারিগণ তাহা শোধ করিবে।৪৭।

কিন্তু এবিষয়েও অপবাদ (বিশেষ কথা) আছে, যদি পিতা সুরাপানাদিতে, কামচরিতার্থতার জন্য, পণ্যস্ত্রীসম্ভোগে, পাশক্রীড়ায় ধৃতপণের পরাজয়ে ঋণগ্রস্ত হন্, কিংবা রাজদণ্ডরূপে নির্ধারিত অর্থ সম্পূর্ণ না দিয়া থাকেন এবং কন্যাদানাদিশুল্কের অবশিষ্ট ঋণ থাকে, অথবা ধূর্ত্ত বন্দী পালোয়ান প্রভৃতিকে পারিতোষিক দিতে ঋণ জন্মে, তবে পুত্রাদি উত্তরাধিকারী ব্যক্তি সেই পিতৃ-পিতামহাদির ঋণ শোধ করিতে বাধ্য নহে। ৪৮।

স্ত্রীকৃত ঋণ পতি দিবে না এ সম্বন্ধেও অপবাদ আছে। গোপ, সুরাকারী, নাট্যজীবী, রজক ও ব্যাধের পত্নীরা যদি ঋণ করিয়া থাকে, তবে তাহা তাহাদের স্বামী শোধ করিবে, কারণ ঐ গোপাদি জাতি স্ত্রীর সাহায্যেই ধনোপার্জন করিয়া থাকে, একথা বলায় বুঝিতে হইবে,—যাহারাই স্ত্রীর সাহায্যে জীবিকার্জন করে, তাহাদেরও স্ত্রীকৃত ঋণ পরিশোধ্য। ৪৯।

এইরূপ স্ত্রী পতির ঋণ শোধ করিবে না, ইহাতেও বিশেষ আছে,—স্বামী আসন্ন মৃত্যুকালে অথবা প্রবাসে যাইতে ঋণ করিয়া তাহার পরিশোধের জন্য স্ত্রীকে স্বীকার করাইলে স্ত্রী সেই ঋণ শোধ করিবে। অথবা

প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ যৎ কৃতম্।
স্বয়ং কৃতং বা যদৃণং নান্যৎ স্ত্রী দাতুমর্হতি ॥৫০॥
পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽথবা।
পুত্র-পৌত্রৈ ঋণং দেয়ং নিহ্নবে সাক্ষিভাবিতম্ ॥৫১॥
ঋক্‌থগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈব চ।
পুত্রোঽনন্যাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্য ঋক্‌থিনঃ ॥৫২॥

স্বামী ও স্ত্রী সহযোগে যে ঋণ করিয়াছে, স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্র, পৌত্রহীনা সেই স্ত্রী ঐ ঋণ অবশ্য শোধ করিবে এবং স্ত্রী নিজে যে ঋণ করিয়াছে, তাহাও পরিশোধ করিবে। এতদ্ভিন্ন সুরাপানাদির ঋণ স্বীকৃত হইলেও এবং সহযোগে কৃত হইলেও সেই ঋণ দিতে বাধ্য নহে (মিতাক্ষরা সম্মত অর্থ)। ৫০।

পিতা প্রবাসী হইলে অথবা পরলোকগত হইলে কিংবা অচিকিৎস্যরোগে ও অন্যপ্রকার বিপদে অভিভূত হইলে, পুত্র তাহার অভাবে পৌত্র ঐ পিতৃ-পিতামহ কৃত ঋণ পরিশোধ করিবে। অপলাপ করিলে উত্তমর্ণ সাক্ষী ও লেখ্যপ্রভৃতি দ্বারা ঋণ প্রমাণিত করিলে তাহা অবশ্য দেয়।৫১।

পূর্ব্ববচনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে—সাক্ষাৎ ঋণকর্ত্তা তাহার পুত্র ও পৌত্র এই তিনব্যক্তি ঋণপরিশোধে অধিকারী, কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে অন্য কেহ থাকে, তবে কি করণীয় তাহাই বলিতেছেন,—ধনগ্রাহী বিভাগ-সূত্রে উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধ করিবে অর্থাৎ ক্রমাদিব্যতিরেকে দানাদিসূত্রে যে সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, তাহাকেই ঋণ শোধ করিতে হইবে। চোর প্রভৃতি সম্পত্তি পাইলেও উহারা পরিভাষিত রিক্‌থগ্রাহী নহে, এজন্য ঋণপরিশোধে দায়ী নহে। সেই প্রকার স্ত্রীগ্রহণকারী অর্থাৎ অপরের পরিণীতা স্ত্রীকে যে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করিয়াছে, কিংবা বিবাহিতা স্ত্রী তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবে। পিতা মাতার সম্পর্কে প্রাপ্য ধনহীন পুত্র পিতার ঋণ পরিশোধ করিবে। যাহার পুত্র নাই, তাহার ঋণ রিক্‌থগ্রাহী পিতৃব্য তৎপুত্রাদি

ভ্রাতৃণামথ দম্পত্যোঃ পিতুঃ পুত্রস্য চৈ ব হি।
প্রাতিভাব্যমৃণং সাক্ষ্যমবিভক্তে ন তু স্মৃতম্ ॥৫৩॥

দর্শনে প্রত্যয়ে দানে প্রাতিভাব্যং বিধীয়তে।
আদ্যৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরস্য সুতা অপি ॥৫৪॥

পরিশোধ করিবে। (মিতাক্ষরা—আপত্তি হইতেছে,—রিক্থগ্রাহা, স্ত্রীগ্রাহী, অনন্যাশ্রিতদ্রব্য পুত্র, পিতৃব্যাদি, এই সমুদায়ের সত্তায় কে প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিবে এবং ইহাদের সমবায় বা সহযোগই বা হয় কিরূপে? যেহেতু পুত্র বর্ত্তমানে অপরে সম্পত্তির অধিকারী হইতেই পারে না, আর যে স্ত্রীগ্রাহীর কথা বলা হইয়াছে,—তাহাই বা কিরূপে সম্ভব? সাধ্বী স্ত্রীর তো দ্বিতীয় পতি শাস্ত্রসম্মতও নহে। আর কেবল পুত্রই বা ঋণ দিতে বাধ্য কেন? পৌত্র-প্রপৌত্রের ঋণদানে বাধ্যতা শাস্ত্রে শ্রুত আছে, তদ্ভিন্ন অনন্যাশ্রিতদ্রব্য পুত্র একথা বলিবার প্রয়োজনই বা কি? কেন না পুত্রসত্ত্বে সম্পত্তি তো অন্যাশ্রিত হইতেই পারে না, যদি হয়, তবে রিক্থগ্রাহ যে হইবে সে-ই ঋণ দিতে বাধ্য—ইহা বলাই আছে এবং আরও একটি আপত্তির বিষয় যে পুত্রহীন ব্যক্তির রিক্থীরা ঋণ দিবে একথাও যুক্তি সিদ্ধ কিরূপে? যেহেতু যখন পুত্র থাকিতেও রিক্থগ্রাহী ঋণ দিবে, তখন পুত্রের অবর্ত্তমানে রিক্থগ্রাহী যে ঋণ পরিশোধ করিবে ইহাতো সিদ্ধ। এই সকল আপত্তির সমাধানকল্পে বিজ্ঞানেশ্বর বলিতেছেন,—পুত্র থাকিতেও অপরে রিক্থভাগী হয়, যেহেতু ক্লীব, অন্ধ, বধির জড় প্রভৃতি পুত্র রিক্থভাগী হয় না, তখন অপরে ধনাধিকারী হইয়া থাকে। অথবা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র উচ্ছৃঙ্খল হইলে পিতৃব্য পিতৃব্য-পুত্রাদি উত্তরাধিকারী হয়। আর স্ত্রীগ্রাহী-সম্বন্ধে যে আপত্তি তাহাও অকিঞ্চিৎকর, যেহেতু রিক্থগ্রাহীর অভাবে যে স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই পূর্ব্বপতিকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে—বলা আছে। দ্বিতীয় বার স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে,—পরপূর্ব্বা স্ত্রী সাত প্রকার হইয়া থাকে। তিন প্রকার পুনর্ভূ ও চারিপ্রকার স্বৈরিণী। তন্মধ্যে যে পরিণীতা হইয়া অক্ষতযোনি অবস্থায় অপর কর্ত্তৃক বিবাহসংস্কারানুসারে গৃহীতা হয়, সে প্রথমা পুনর্ভূ। ব্যভিচারদোষে দূষিতা যে কন্যাকে গুরুজন অপরের হাতে প্রদান করে, সে দ্বিতীয়া পুনর্ভূ। দেবরাদি না থাকিলে যে বিধবা স্ত্রীকে আত্মীয়গণ সমানবর্ণ ও সপিণ্ডের হাতে দান করে, সেই স্ত্রী তৃতীয়া পুনর্ভূ। স্বৈরিণী ও চারিপ্রকার হয়, যেমন পুত্রবতী বা অপুত্রবতী স্ত্রী পতি বর্ত্তমানে স্বেচ্ছায় অপর পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই স্ত্রী প্রথমা স্বৈরিণী। দ্বিতীয়া যথা—কৌমারহর-পতিকে ছাড়িয়া যে অন্য পুরুষকে ভজনা করে, পরে আবার পরিণেতার গৃহে যায়। তৃতীয়া স্বৈরিণী যথা—স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরাদি থাকিতেও তাহাদিগকে ছাড়িয়া কামবশতঃ যে রমণী অপর পুরুষকে ভজনা করে। চতুর্থী স্বৈরিণী। নিজদেশ ছাড়িয়া ধনের দ্বারা ক্রীতা হইয়া বা অন্নাদি-কষ্টে কাতরা হইয়া কোন পুরুষে যে আত্ম সমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে চতুর্থী স্বৈরিণী ও প্রথমা পুনর্ভূ স্ত্রীর গ্রহণকারী উহাদের পূর্ব্বপতিকৃত ঋণ দিবে। পুত্রের পুনরুল্লেখ ক্রমনির্দ্দেশের জন্য। অনন্যাশ্রিতদ্রব্য বিশেষণের সার্থক্য এই,—বহু পুত্রের মধ্যে পৈতৃক রিক্থ না পাইলেও যে পুত্রের ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা আছে, তাহারই ঋণ পরিশোধ্য, অন্ধাদি পুত্রের নহে। 'পুত্রহীনস্য রিক্থিনঃ' একথা বলিবার উদ্দেশ্য—যাহার পুত্র ও পৌত্র উভয়ই নাই, প্রপৌত্রাদি যদি সম্পত্তির অধিকারী হয়, তবে ঋণ পরিশোধ করিবে, নচেৎ নহে। কিন্তু পুত্র ও পৌত্র রিক্থাধিকারী না হইলেও ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য)।৫২।

ভাইদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ও পিতা পুত্রের সম্পত্তি অবিভক্ত থাকিতে তাহাদের মধ্যে কেহ জামিন থাকিবে না, তাহাদের কাছে ঋণ গ্রহণ করিবে না এবং তাহাদের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য নহে। কারণ, তাহাদের মধ্যে কেহ প্রতিভূ বা সাক্ষী হইলে অবস্থাবিশেষে উহাদের ধন দেয় হয় এবং ঋণও অবশ্য দেয় হয়,—এজন্য অবিভক্তাবস্থায় উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু যদি অংশীদারদের অনুমতি থাকে, তবে উহা নিষিদ্ধ নহে এবং বিভাগের পরও ঐ ঋণাদি

দর্শনপ্রতিভূর্যত্র মৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপি বা।
ন তৎপুত্রা ঋণং দদ্যুর্দদ্যুর্দানায় যে স্থিতাঃ ॥৫৫॥
বহবঃ স্যুর্যদি স্বাংশৈর্দদ্যুঃ প্রতিভুবো ধনম্।
একচ্ছায়াশ্রিতেষ্বেষু ধনিকস্য যথারুচি ॥৫৬॥
প্রতিভূর্দাপিতো যত্তু প্রকাশং ধনিনো ধনম্।
দ্বিগুণং প্রতিদাতব্যমৃণিকৈস্তস্য তদ্ভবেৎ ৫৭॥
সন্ততিঃ স্ত্রীপশুষ্বেব ধান্যং ত্রিগুণমেব চ।
বস্ত্রং চতুর্গুণং প্রোক্তং রসশ্চাষ্টগুণস্তথা ॥৫৮॥
ইতি প্রতিভূপ্রকরণম্।

অথ আধিপ্রকরণম্।

আধিঃ প্রণশ্যেদ্ দ্বিগুণে ধনে যদি ন মোক্ষ্যতে।
কালে কালকৃতং নশ্যেৎ (ক) ফলভোগ্যো ন পশ্যতি ॥৫৯॥

নিষিদ্ধ নহে। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জামিন থাকা হয়, এক—অভিযুক্তকে দেখাইবার জন্য ইহাকে এক্ষণে ছাড়িয়া দিউন, আমি দেখাইয়া দিব—এইরূপ অন্য পুরুষের পণ। দ্বিতীয় বিশ্বাসে,—আপনি আমার বিশ্বাসে ইহাকে ঋণ দিন, এই ব্যক্তি আপনাকে বঞ্চনা করিবে না, ইহার পুত্র উচ্চপদস্থ ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রতিজ্ঞা করা, এবং ধনদান বিষয়ে—যেমন যদি এই ব্যক্তি গৃহীত ধন না দেয়, তবে আমি তাহা দিব,—এই তিন প্রকার প্রতিভূত্ব আছে, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি প্রতিভূত্বে দর্শনের অভাব ও বিশ্বাসভঙ্গ ঘটিলে রাজাই উত্তমর্ণকে গৃহীত ধন দেওয়াইবেন। আর অধমর্ণ ঋণ শোধ না করিলে ঋণদানের প্রতিভূর পুত্রকে দিয়াও গৃহীত ধন দেওয়াইবেন।৫৩-৫৪।

এই কথাই স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলিতেছেন,—দর্শন করাইবার প্রতিভূ যিনি হইয়াছেন, তিনি যেস্থলে পরলোকগত হন, অথবা বিশ্বাসের প্রতিভূ স্বর্গগত হন,—তথায় সেই প্রতিভূর পুত্ররা প্রতিভূত্বসূত্রে আগত ঐ পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিবে না। কিন্তু পরিশোধ করিবে কেবল ধনদানের প্রতিভূর পুত্রেরা, পৌত্ররা নহে এবং মূলধনমাত্র, বৃদ্ধি নহে।৫৫

যেস্থলে অনেকে জামিন থাকে, তথায় কাহাকে ধরিয়া রাজা ধন দেওয়াইবেন এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—যদি একটি ব্যবহারে (মকর্দ্দমায়) বহু প্রতিভূ থাকে, তবে তাহারা গৃহীত ঋণ ভাগহারে নিজ সম্পত্তি হইতে প্রত্যেকে দিবে। কারণ, এক অধমর্ণের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উহারা আছে, অধমণ যেমন সমস্ত ঋণ দিতে বাধ্য, সেইরূপ দানে প্রতিভূ ব্যক্তিগণও প্রত্যেকে সমস্ত ধন দিতে বাধ্য। ধনিক যদি ইচ্ছা করে, 'আমি এই ব্যক্তির নিকট হইতে আমার প্রদত্ত ধন সমগ্র লইব' তবে সেই ব্যক্তিই সমস্ত দিবে, অংশানুসারে নহে। অধমর্ণ-স্থলাভিষিক্ত দানপ্রতিভূদের মধ্যে যদি কেহ দেশান্তরে যায়, তবে উত্তমর্ণ তাহার পুত্র কাছে থাকিলে তাহার নিকট হইতে সমগ্র অর্থ আদায় করিতে পারিবেন। কোন প্রতিভূ মৃত হইলে তাহার পুত্র বৃদ্ধিহীন পিতৃ-দেয় অংশ দিবে।৫৬

যেখানে দানপ্রতিভূকে দিয়া প্রকাশ্যে উত্তমর্ণের যে ধন দেওয়া হইয়াছে, তথায় অধমর্ণগণের সেই ধনের দ্বিগুণ ধন প্রতিভূকে দিতে হইবে।৫৭

স্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। স্ত্রী পশুর (গাভী মহিষী প্রভৃতির) অধমর্ণ, ঐ স্ত্রী পশুদাতা প্রতিভূকে সবৎস স্ত্রী পশু মাত্র দিবে। ধান্যের অধমর্ণ তিনগুণ ধান্য দিবে, বস্ত্র চতুর্গুণ ও ঘৃত তৈলাদি আটগুণ, যাহা চরম বৃদ্ধিরূপে বলা আছে—সেইভাবে দিবে। (মিতা--যে দ্রব্যের ঋণে যাহা চরম বৃদ্ধি বলা আছে, দানপ্রতিভূ সেই দ্রব্য উত্তমর্ণকে দিলে অধমর্ণ উহার নির্দ্দিষ্ট চরম বৃদ্ধির সহিত ঐ প্রতিভূকে দিবে এবং কালক্ষেপ করিবে না। দর্শনপ্রতিভূ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অভিযুক্তকে দেখাইতে না পারিলে, তাহাকে উহার অন্বেষণের জন্য তিন পক্ষকাল অবকাশ দিতে হইবে, যদি তাহার মধ্যে সে অভিযুক্তকে হাজির করিতে পারে, তবে প্রতিভূত্ব হইতে মুক্তি পাইবে, নচেৎ ঐ অধমর্ণ গৃহীত ধন তাহাকে দিয়া দেওয়াইবে।৫৮।

(ক) কালে কালকৃতো নশ্যেৎ—পা।

প্রতিভূ-প্রকরণ সমাপ্ত।

গোপ্যাধিভোগে নো বৃদ্ধিঃ সোপকারেহথ হাপিতে।
নষ্টো দেয়ো বিনষ্টশ্চ দৈব-রাজকৃতাদৃতে ॥৬০॥
আধেঃ স্বীকরণাৎ সিদ্ধী রক্ষ্যমাণোহপ্যসারতাম্।
যাতশ্চেদন্য আধেয়ো ধনভাগ্ বা ধনী ভবেৎ ॥৬১॥
চরিত্রবন্ধককৃতং সবৃদ্ধ্যা দাপয়েদ্ধনম্।
সত্যঙ্কারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ ॥৬২॥
উপস্থিতস্য মোক্তব্য আধিস্তেনোহন্যথা ভবেৎ।
প্রযোজকেহসতি ধনং কুলে ন্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ ॥৬৩॥

আধি-প্রকরণ।

ঋণদান ব্যাপারে দুইটি বিশ্বাসের হেতু আছে। একটি জামিন, দ্বিতীয় কোন কিছু আধি অর্থাৎ বন্ধকী দ্রব্য। সেই আধিও দুই প্রকার, এক—নির্দ্দিস্ট কালসহকৃত অপরটি—কালবিশেষের নির্দ্দেশহীন। তাহাও গোপ্য (রক্ষণীয়) ও ভোগ্য এই ভেদে চারিপ্রকার। আধি সম্বন্ধেও বিশেষ দেখাইতেছেন,—যে ধন অধমর্ণকে ধার দেওয়া হইয়াছে, কালক্রমে সুদ-সঙ্কলনে যদি তাহা দ্বিগুণ হইয়া যায়, অথচ অধমর্ণ তাহা খালাস না করে, তবে তাহার স্বত্ব নষ্ট হইবে, তখন ঋণদাতার ঐ আধি নিজস্ব হইবে। আবার কৃতকাল-আধি নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে ছাড়াইতে না পারিলে তাহা ধনদাতার স্বত্বে আসিবে। আর যে ক্ষেত্রে বাগান প্রভৃতি বন্ধকী দ্রব্য ফল প্রসব করে এবং যাহার ফল উত্তমর্ণের ভোগে আসিতেছে, তাহা ফিরাইয়া লইবার নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইলেও অধমর্ণের স্বত্বহীন হইবে না। গোপ্য বা রক্ষণীয় তামার কড়া প্রভৃতি বন্ধকী জিনিষ ভোগ করিতে থাকিলে তাহার জন্য সুদ চলিবে না, এইরূপ উপকারদায়ক বলীবর্দ্দ প্রভৃতি ভোগ্য আধি যদি বিবাদের বিষয় না হয়, তবে বৃদ্ধি তাহাতেও নাই। যদি বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে এবং উপভুক্ত হইলে সুদ ছাড়িতে হইবে। একেবারে নষ্ট হইয়া যাইলে তাহার মূল্য দিবে, অথবা সেই দ্রব্য কিনিয়া দিবে। মূল্যদানে সুদ সমেত মূল্য দেয়। যদি কেহ মূল্য না দেয়, তবে তাহার মূল ধন নষ্ট হইবে। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ আছে,—দৈবকৃত (রাষ্ট্রবিপ্লব বা অতিবৃষ্ট্যাদি জন্য) বন্ধকী দ্রব্যের সর্ব্বথা বিনাশ হইলে অথবা নিজ অপরাধ ব্যতীত রাজকৃত বিনাশ হইলে বৃদ্ধির সহিত সেই বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য উত্তমর্ণের, আর তথায় অধমর্ণ পুনরায় অন্য দ্রব্য বন্ধক রাখিবে। কিংবা ধনীকে গৃহীত ধন দিবে। আর এক কথা গোপ্য বা ভোগ্য আধির যদি উপভোগ হয়, তবেই আধি গ্রহণ প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে কেবল সাক্ষী বা লেখাপড়া থাকিলে চলিবে না। সেই আধি দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলেও যদি কালক্রমে উহা অসার হইয়া যায়, কিংবা অবিকৃত হইয়াও সুদের সহিত মূলধনের তুল্য মূল্য না হয়, তবে অধমর্ণ অন্য আধি রাখিতে বাধ্য। কিংবা উত্তমর্ণকে গৃহীত ধন বৃদ্ধির সহিত দিবার যোগ্য। (মিতা 'রক্ষ্যমাণ' একথা বলায় উত্তমর্ণ সেই বন্ধকী দ্রব্য সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিবেন—ইহা উপদিষ্ট হইল)। ৫৯ ৬১।

যদি উত্তমর্ণের সৌজন্য দেখিয়া বহুমূল্য দ্রব্যও তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া অল্প ধন লইয়া থাকে, অথবা অধমর্ণের ভদ্রতাবশতঃ অল্প মূল্যের বস্তু বন্ধক রাখিয়া বহু অর্থ উত্তমর্ণ দিয়া থাকে, তবে সেই বন্ধকের সহিত গৃহীত ধন রাজা সুদের সহিত অধমর্ণকে দিয়া (উত্তমর্ণকে) দেওয়াইবেন। বন্ধক রাখিবার সময়ই যদি অধমর্ণ সত্য প্রতিজ্ঞা করে যে "আমি যে দ্রব্য বা ধন গ্রহণ করিলাম, তাহা বৃদ্ধি দ্বারা দ্বিগুণ হইলেও আমি সেই দ্বিগুণ ধনই দিব, কিন্তু বন্ধক নষ্ট না হয়", তবে রাজা দ্বিগুণই দেওয়াইবেন। অথবা ব্যাখ্যান্তরে যেখানে চরিত্র অর্থাৎ গঙ্গাস্নানাদি সৎকার্য্য-পুণ্যরাশি বন্ধক রূপে রাখিয়া ধন গ্রহণ হইয়াছে, তথায় গৃহীত ধন দ্বিগুণ দিবে এবং বন্ধকের কোন ক্ষতি হইবে না। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবসা চালাইবার জন্য যেখানে স্বর্ণাঙ্গুরীয়কাদি পরহস্তে রাখিয়া ধন গ্রহণ করা হইয়াছে, তথায় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে দ্বিগুণ ধন দাতব্য অর্থাৎ ব্যবস্থার অতিক্রমী অধমর্ণ ঐ দ্বিগুণ ধন দিবে, উত্তমর্ণ

তৎকালকৃতমূল্যো বা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকঃ।
বিনা ধারণকাদ্বাপি বিক্রীণীত সসাক্ষিকম্ ॥৬৪॥
যদা তু দ্বিগুণীভূতমৃণমাধৌ তদা খলু।
মোচ্য আধিস্তদুৎপন্নে প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে ॥৬৫॥
ইতি ঋণদানপ্রকরণম্।

তাদৃশ হইলে অঙ্গুরীয়াদি দ্বিগুণ দিবে। গৃহীত ধন লইয়া অধমর্ণবন্ধক খালাস করিবার জন্য উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ বন্ধকী দ্রব্য দিয়া দিবে, সুদের লোভে রাখিতে পারিবে না। যদি সেই বন্ধকী বস্তু প্রত্যর্পণ না করে, তবে চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে উত্তমর্ণের বংশোদ্ভবকে ধন দিবে, তাহারও অনুপস্থিতিতে উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের হাতে বৃদ্ধির সহিত ধন দিয়া বন্ধক খালাস করিবে। ৬২-৬৩।

আর যদি ধনদাতা অনুপস্থিত থাকে ও তাহার আত্মীয়গণও ধন গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, অথবা ধনদাতার অনুপস্থিতিকালে ধনগ্রহীতা বন্ধকী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধন দিতে চায়, তবে সেই আধির তৎকালোচিত মূল্য কল্পনা করিয়া ধনদাতার কাছেই সেই বন্ধকী দ্রব্য রাখিয়া দিবে, তাহার পর হইতে আর সুদ চলিবে না। কিন্তু যদি অধমর্ণ এইরূপ সত্য করিয়া থাকে যে, 'আমি সুদসহ ধন দ্বিগুণ হইলেও তাহাই দিব, কিন্তু আধি নাশ করিতে পারিবে না', তখন ধন দ্বিগুণ হইয়া যাইলে এবং অধমর্ণ অনুপস্থিত থাকিলে ধনীর কর্ত্তব্য হইতেছে—অধমর্ণের অনুপস্থিতিতে সাক্ষী রাখিয়া এবং অধমর্ণের আত্মীয়সাক্ষাতে সেই বন্ধকী দ্রব্য বেচিয়া ধন লইবে। (মিতা যদি ঋণগ্রহণকালে ঐরূপ বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে, অর্থাৎ দ্বিগুণ ধনমাত্র গ্রহণীয়, আধি যেন বজায় থাকে—এইরূপ কথা না থাকে, তবে ঐ আধি নষ্ট হইবে)। ৬৪।

যখন ধনীর প্রদত্ত ধন সুদে দ্বিগুণ হইয়াছে, তখন যদি অধমর্ণ কোন সফল ক্ষেত্রাদি তাহার জন্য বন্ধক রাখে এবং তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ঐ প্রদত্ত ধনের দ্বিগুণ হয়, তবে ধনিক আধি ছাড়িয়া দিবে। অথবা যদি প্রথমেই অধমর্ণ ক্ষেত্রাদি এইরূপ বলিয়া বন্ধক রাখে যে, 'ইহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য গৃহীত ধনের দ্বিগুণ হইলে আধি ছাড়িয়া দিতে হইবে' অথবা অন্য কারণে আধির ভোগ না করিলে ঋণ যখন দ্বিগুণ দাঁড়াইবে, তখন ধনী ভোগের জন্য আধিকে স্বত্বে আনিবে এবং সেই আধি-উৎপন্ন দ্রব্য দ্বিগুণ হইলে আধি ছাড়িয়া দিবে। ৬৫।

ঋণদান প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ উপনিধি-প্রকরণম্।

বাসনস্থমনাখ্যায় হস্তেঽন্যস্য যদর্পিতম্।
দ্রব্যং তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ ॥৬৬॥
ন দাপ্যোঽপহৃতং তত্তু রাজদৈবিকতস্করৈঃ।
ভ্রেষশ্চেন্মার্গিতেঽদত্তে দাপ্যো দণ্ডঞ্চ তৎসমম্ ॥৬৭॥

উপনিধি-প্রকরণ।

(উপনিধি—বিশ্বাসার্থ অপরের হস্তে গচ্ছিত দ্রব্য)

কোন বাসনের (পেটিকার) অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য-বিশেষের পরিচয় না দিয়া তাহা মুদ্রিত বা শিল মোহরে অঙ্কিত করিয়া অপরের হাতে যদি তাহা গচ্ছিত রাখা হয়, তবে ঐ ঔপনিধিক দ্রব্য যেমনভাবে রাখা হইয়াছে, সেইভাবে তাহা স্থাপকের হাতে ফিরাইয়া দিবে। ৬৬।

ইহাতেও বিশেষ কথা আছে,- যদি ঐ স্থাপিত ঔপনিধিক দ্রব্য রাজা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া যায়, কিংবা বৃষ্ট্যাদিবশতঃ নষ্ট হয়, অথবা চোরে অপহরণ করে, তবে তাহা কপটকৃত না হইলে স্থাপককে ফিরাইয়া দিতে যাহার নিকট স্থাপিত হইয়াছে সে বাধ্য হইবে না। কিন্তু স্থাপক তাহার স্থাপিত ঔপনিধিক দ্রব্য ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিবার পর যদি রক্ষক তাহা না দেয়, অথচ রাজাদি দ্বারা ঐ দ্রব্যের নাশ হয়, তবে মূল্য কল্পনা করিয়া গ্রহীতা ধনস্বামীকে উহা দিবে এবং রাজাকে তাহার সমান দণ্ড দিবে। ৬৭।

আজীবন্ স্বেচ্ছয়া দণ্ডো দাপ্যস্তঞ্চাপি সোদয়ম্।
যাচিতান্বাহিত-ন্যাস-নিক্ষেপাদিম্বয়ং বিধিঃ ॥৬৮॥

ইতি উপনিধি-প্রকরণম্ ॥

অথ সাক্ষি-প্রকরণম্

তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ ॥৬৯॥

যদি কোন উপনিধিরক্ষক স্থাপকের অনুমতি-ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় ঐ গচ্ছিত ধন ভোগ করে. অথবা ব্যবহার করে,—অর্থাৎ তাহার প্রয়োগে লাভ করে, তবে উপভোগানুসারে ও লাভানুসারে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন এবং সেই উপনিধিদ্রব্য উপভুক্ত হইলে সুদের সহিত এবং ব্যবহৃত হইলে লাভের সহিত ধন-স্বামীকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন। শুধু উপনিধিক্ষেত্রেই নহে, যাচিত বিবাহাদি উৎসবে ব্যবহারার্থ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা চাহিয়া আনা হইয়াছে, অন্বাহিত—যে ধন একজনের হাতে রাখা আছে, সেই ব্যক্তি ধনস্বামীকে ঐ ধন দিবার জন্য অপরের হাতে যদি দেয়, ন্যাস—গৃহস্বামীকে না দেখাইয়া তাহার অসাক্ষাতেই তাহার পরিবারভুক্ত অপরের হাতে 'ইহা গৃহস্বামীকে দিবে' এই বলিয়া দেয়, নিক্ষেপ—গৃহস্বামীর সাক্ষাতে দত্ত এবং সুবর্ণকারাদির হস্তে অলঙ্কারনির্ম্মাণের জন্য অর্পিত সুবর্ণাদি, সেইরূপ প্রতিন্যাস অর্থাৎ পরস্পরের প্রয়োজন নির্বাহার্থ 'তুমি আমার এই দ্রব্য রক্ষা করিবে, আমি তোমার ঐ দ্রব্য রক্ষা করিব' এইরূপ কথানুসারে ন্যস্ত দ্রব্যগুলি স্বেচ্ছায় উপভুক্ত হইলে পূর্ব্ববৎ ভোগকারী দণ্ডনীয় ও বৃদ্ধিসহিত স্থাপিত ধন প্রত্যর্পণার্হ। ৬৮।

উপনিধি প্রকরণ সমাপ্ত।

(সাক্ষি-প্রকরণ)।

রাজা ব্যবহারকার্য্য (মামলা, মকর্দ্দমাদি অভিযোগ) দর্শন করিতে থাকিলে লেখক, বিচারক (জজ) ও সভ্য ইহারা সাক্ষিমধ্যে গণ্য হইবেন। সেই সাক্ষীদের উপযুক্ততা ও সংখ্যা এক্ষণে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চযজ্ঞক্রিয়ারতাঃ (ক)
যথাজাতি যথাবর্ণং সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ ॥৭০॥
*(শ্রোত্রিয়াস্তাপসা বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ।
অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ ॥৭১॥)
স্ত্রী-বৃদ্ধ-বাল-কিতব-মত্তোন্মত্তাভিশস্তকাঃ।
রঙ্গাবতারি-পাষণ্ডি-কূটকৃদ্ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥৭২॥

সাক্ষিগণ প্রত্যেকে তপঃপরায়ণ, দাতা, সদ্বংশজাত, সত্যবাদী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতি, পুত্রাদি সন্তানসমন্বিত ও ধনী হইবেন। তাঁহাদের সংখ্যা তিনের কম না হয়। অন্যূন তিন ব্যক্তি সাক্ষী হইবেন জানিবে, যাঁহারা বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াপরায়ণ, তাদৃশ সাক্ষী জাতি অনুসারে ও বর্ণানুসারে হওয়া উচিত অর্থাৎ বিবাদী যদি জাতিতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি অনুলোম বর্ণজাত হন. তবে সাক্ষীও সেই জাতীয় হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় সাক্ষী হইবেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য স্ত্রীলোকেই করিবে। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সজাতীয় ও সবর্ণ সাক্ষী অসম্ভব হইলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। (মিতা—যদি সকলেই সাক্ষী হইবার যোগ্য হয়, তবে অসাক্ষিমধ্যে গণ্য কে? ইহাতে নারদ বলিয়াছেন,—অসাক্ষীর কথাও শাস্ত্রে বলা আছে,—ইহারা পাঁচপ্রকার যথা—বচনোক্ত, দোষগ্রস্ত, বাক্যভেদকারী, স্বয়মুক্তি ও মৃতান্তর। তন্মধ্যে বচনোক্ত অসাক্ষী যথা—শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থ, তপস্বী, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী এবং যাহারা পিতার সহিত বিবাদকারী, গুরুবংশীয়, পরি-ব্রাজক, বানপ্রস্থাবলম্বী, সংসারে অনাসক্ত। দোষদুষ্ট অসাক্ষী যথা—চোর, দুঃসাহসিক পরস্ত্রীধর্ষণাদি কার্য্য-কারী, উগ্রপ্রকৃতি, কিতব অর্থাৎ দ্যূতক্রিয়ারত ও বঞ্চক। বাদিনির্দ্দিষ্টের বা লিখিত বিষয়ের সাক্ষীদের মধ্যে যদি কেহ অন্যথাবাদী হয়, তবে সে ভেদাধীন অসাক্ষি পদবাচ্য। স্বয়মুক্তি যথা—যাহাকে বাদী প্রতিবাদী কেহই নিযুক্ত করে নাই, অথচ স্বেচ্ছায় আসিয়া যে বিবাদের বিষয় বলে, তাহাকে শাস্ত্র 'সূচী' বলিয়াছে;

(ক) শ্রৌত-স্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ—পা।

*এই শ্লোক মিতাক্ষরা সম্মত নহে, সেজন্য পৃথগ্‌ভাবে উহার ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল। (বেদজ্ঞ, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তপঃপরায়ণ, অশীতিপরবৃদ্ধ এবং গৃহীতসন্ন্যাস যতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ইঁহারা সাক্ষি-মধ্যে গণ্য হইবেন না, তাহার কারণ কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই শাস্ত্রের বচনই তাহার প্রমাণ। ৭১।)

পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধি-সহায়-রিপু-তস্করাঃ।
সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নির্ধূতশ্চেত্যসাক্ষিণঃ (ক) ॥৭৩॥
উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোঽপি ধর্মবিৎ।
সর্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে দণ্ডপারুষ্যসাহসে (খ) ॥৭৪॥
সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েদ্ বাদি-প্রতিবাদি-সমীপগান্।
যে পাতককৃতাং (গ) লোকা মহাপাতকিনাস্তথা ॥৭৫॥
অগ্নিদানাঞ্চ যে লোকা যে চ স্ত্রীবালঘাতিনাম্।
স তান্ সর্বান্ সমাপ্নোতি যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥৭৬॥
সুকৃতং যৎত্বয়া কিঞ্চিজ্জন্মান্তরশতৈঃ কৃতম্।
তৎ সর্বং তস্য জানীহি যং পরাজয়সে মৃষা ॥৭৭॥
অব্রুবন্ হি নরঃ সাক্ষ্যমৃণং স দশবন্ধকম্।
রাজ্ঞা সর্বং প্রদাপ্যঃ স্যাৎ ষট্চত্বারিংশকেঽহনি ॥৭৮॥

এই ব্যক্তি সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত। মৃতান্তর যথা—বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষে যে কথা সাক্ষীদের বক্তব্য, অর্থাৎ 'আপনারা এই বিষয়ে সাক্ষী রহিলেন' এইরূপে বিচারকের নির্দ্দেশের পর অর্থী প্রত্যর্থীর কেহ পরলোক গত হইলে এবং বিষয়টিও বিজ্ঞাপিত না হইলে কে কাহার কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে; এইজন্য মৃতান্তর সাক্ষী অসাক্ষী বলিয়াই গণ্য। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মুমূর্ষু পিতা পুত্রকে শুনাইয়া রাখেন যে এই ব্যক্তিগণ আমার এই বিবাদে সাক্ষী রহিলেন তথায় পিতার মৃত্যুর পরও উহারা মৃতান্তর হইলেও সাক্ষী হইবেন) ৬৯-৭০।

মুনি স্বমুখে পূর্ব্বোক্ত অসাক্ষীদের নামোল্লেখ করিতেছেন,—যথা স্ত্রীলোক, বালক, অতিবৃদ্ধ, দ্যূত-ক্রিয়াসক্ত, মাতাল, পাগল, অভিশপ্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি পাপগ্রস্ত, রঙ্গাবতারী-নট, পাষণ্ডী, ধর্ম্মের ভাণে লোক-বঞ্চক, কূটলেখ্যকারী, জড়-বধিরাদি, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, সুহৃৎ, অর্থসম্বন্ধী (বিবাদের বিষয়ে জড়িত) সহায়—একই কার্য্যে ব্রতী, শত্রু, চোর, সাহসী বলপূর্ব্বক অকার্য্যকারী, মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ, আত্মীয়-স্বজন-ত্যক্ত এবং নারদীয় বচনোক্ত ও দোষগ্রস্ত প্রভৃতি সাক্ষীরূপে গৃহীত হইবে না। ৭২-৭৩।

অন্যূন তিনজন সাক্ষী হইবেন, ইহারও বিশেষ আছে। বাদী-প্রতিবাদী উভয়মতসিদ্ধ ধার্ম্মিক নিরপেক্ষ একজনও সাক্ষী হইতে পারেন। (তপস্বী দানশীল সাক্ষী যে সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য তাহা নহে।) গোপনে স্ত্রীহরণ, চৌর্য্য, পারুষ্য, জনহত্যা প্রভৃতি সাহসকার্য্যে সকলেই সাক্ষী হইতে পারে। প্রাড়্‌বিবাক (জজ, মুনসেফ প্রভৃতি বিচারক) সাক্ষীদিগকে বাদী-প্রতিবাদীর সম্মুখে রাখিয়া এইরূপ সত্যপাঠ (হলফ) করাইবেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকে সত্যের দিব্য দিয়া শপথ করাইবেন; ক্ষত্রিয় গজ, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের দিব্য, বৈশ্যকে গো, শস্য, কাঞ্চনের দিব্য, এবং শূদ্রকে সর্ব্ববিধ পাপের দিব্য দিয়া শপথ করাইবেন। ৭৪।

প্রাড়্‌বিবাক প্রথমে সাক্ষীদিগকে শুনাইবেন—'যে পাতককৃতাং লোকা' ইত্যাদি অর্থাৎ পাপকারী ব্যক্তিরা দেহান্তে যে-লোকে (স্থানে, নরক) গমন করে, ব্রহ্ম-হত্যাদি মহাপাতককারিগণের যেস্থানে গতি হয়, যাহা অগ্নিদানে হত্যাকারীর, স্ত্রী-বালকঘাতীর গন্তব্যস্থান, সেই সমস্ত স্থানে মিথ্যাবাদী সাক্ষী গমন করে। আরও শুনাইবেন,—ওহে সাক্ষিন্! তুমি শত শত জন্মে যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, তোমার সেই সমস্ত পুণ্য উহার হইবে, যাহাকে তুমি মিথ্যাশ্রয়ে পরাজিত করিতেছ। ৭৫-৭৭।

যে সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে অঙ্গীকার করিয়া মিথ্যাবাদীর ঐরূপ কুপরিণাম শুনিয়াও কোনও ক্রমে ঋণের কথা বলে না, রাজা তাহাকে দিয়াই সুদের সহিত ঋণ ধনীকে দেওয়াইবেন এবং বৃদ্ধির সহিত ঋণের দশমাংশ দণ্ড করিয়া তাহা নিজে গ্রহণ করিবেন,—ইহা ছয়চল্লিশদিন অতীত হইলে কর্ত্তব্য। যদি ইহার মধ্যে ঐ সাক্ষী ঋণসম্বন্ধে কিছু বলে, তবে আর তাহার ঐ ঋণ ও দণ্ড দেয় নহে। ৭৮।

কিন্তু যে সাক্ষী সমস্ত ঘটনা জানিয়াও দুর্জ্জনতা-হেতু সাক্ষ্য দিতে চাহে না, সেই নরাধম কূট-সাক্ষীদের তুল্য পাপী হয় এবং কূটসাক্ষীর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ৭৯।

(ক) নির্ধূতান্ত্বসাক্ষিণঃ—পা (খ) চৌর্য্যপারুষ্যসাহসে—পা
(গ) যে চ পাপকৃতাং—পা

ন দদাতি চ যঃ সাক্ষ্যং জানন্নপি নরাধমঃ।
স কূটসাক্ষিণাং পাপৈস্তুল্যো দণ্ডেন চৈব হি ॥৭৯॥
দ্বৈধে বহূনাং বচনং সমেষু গুণিনাং তথা।
গুণিদ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ ॥৮০॥
যস্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবং তস্য পরাজয়ঃ ॥৮১॥
উক্তেঽপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদ্যন্যে গুণবত্তমাঃ (ক)।
দ্বিগুণা (খ) বান্যথা ব্রূয়ুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্বসাক্ষিণঃ ॥৮২॥
পৃথক্ পৃথগ্ দণ্ডনীয়াঃ কূটকৃৎ সাক্ষিণস্তথা।
বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দ্রব্যং বিবাস্যো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥৮৩॥
যঃ সাক্ষ্যং শ্রাবিতোঽন্যেন নিহ্নুতে তত্তমোবৃতঃ।
স দাপ্যোঽষ্টগুণং দ্রব্যং ব্রাহ্মণস্তু বিবাসয়েৎ ॥৮৪॥

সাক্ষীদের মধ্যে বিরুদ্ধ উক্তি হইলে, বহু লোক যাহা বলিতেছে, তাহাই গ্রাহ্য। সমসংখ্যক বিরুদ্ধবাদী হইলে গুণিব্যক্তিদের কথা গ্রাহ্য। আবার উভয়পক্ষেই গুণীদের বিরুদ্ধোক্তি ঘটিলে, যাঁহারা বেদাধ্যায়ী বেদার্থানুষ্ঠায়ী, ধনী, পুত্রবান্ এইরূপ অধিক গুণবান্, তাঁহাদেরই বচন গ্রহণীয়। ৮০।

সাক্ষীরা কিরূপ বলিলে জয় হয় এবং কিরূপ বলিলে পরাজয় হয়, তাহা বলিতেছেন,—যে বাদীর দ্রব্য জাতি-সংখ্যা দিয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয় সাক্ষীদের কথার সহিত মিলিয়া যাইবে, অর্থাৎ 'আমরা ইহা সত্য জানি' এই বলিয়া সাক্ষিগণ সত্য স্থাপনা করিবেন, সেই বাদী জয়ী হইবে, আর যাহার সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অন্যরূপ বলিবে, তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত। (মিতা—কিন্তু যেস্থলে সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের ভাবপক্ষ বা অভাব-পক্ষ অর্থাৎ বিধিনিষেধ কিছুই বিস্মরণাদিদোষে নির্ণয় করিতে পারে না, তখন রাজা অন্য প্রমাণের সাহায্য লইবেন। কিন্তু সাক্ষীদের পুনঃ পুনঃ জেরা করিবেন না। তাহাদের স্বভাব হইতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মানিয়া লইবেন)। ৮১।

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে অন্যথাবাদীর সাক্ষ্যে পরাজয় হয়, এবিষয়ে বিশেষ দেখাইতেছেন,—সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবার পর দেখা গেল সাক্ষীদের অভিপ্রায় প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের প্রতিকূল, তখন যদি পূর্ব্বসাক্ষী হইতে অধিক গুণবান্ অথবা উহাদের দ্বিগুণ সাক্ষীরা পূর্ব্বসাক্ষীর উক্তির বিপরীত উক্তি করে, তবে পূর্ব্বসাক্ষী কূটসাক্ষী বলিয়া গণ্য হইবে। যে ধনদানাদি দ্বারা মিথ্যাসাক্ষী যোগাড় করে, সেই কূটকৃৎ বাদী এবং কূটসাক্ষিগণ বিবাদে পরাজয় হেতু নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে প্রত্যেক সাক্ষী ও বাদী দণ্ডনীয়। ব্রাহ্মণ কূটকৃৎ বা সাক্ষী হইলে রাজ্য হইতে নির্বাসনীয় হইবে। ৮২-৮৩।

বিপদের বিষয় জানিয়াও যে সাক্ষ্যদানে অসম্মত হয়, তাহার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি প্রথমে সাক্ষ্য দিতে অঙ্গীকার করিয়া অন্য সাক্ষিগণের সহিত সাক্ষ্যের নিয়ম-কানুন শুনিয়া পরে সাক্ষ্যদানাবসরে স্নেহ-বিদ্বেষাদি বশে অভিভূত হইয়া অপর সাক্ষীদিগকে 'আমি ইহাতে সাক্ষী হইব না' বলিয়া গোপন করে, সে বিবাদপরাজয়ে বাদীর যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহার আটগুণ দণ্ড রাজাকর্ত্তৃক প্রাপণীয়। ঐ গোপনকারী সাক্ষী ব্রাহ্মণ হইলে রাজা তাহাকে নির্ব্বাসনে দিবেন। ৮৪।

সাক্ষীদের নিরুত্তর থাকা বা মিথ্যা বলা সবক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহার অপবাদও আছে। যেখানে সত্যকথা বলিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কাহারও বধের সম্ভাবনা আছে, তথায় সাক্ষী মিথ্যাকথাই বলিবে, সত্য ঘটনা বলিবে না।—ইহাই মিতাক্ষরাকারের মত, মনুর মতে সত্যকথনে ব্রহ্মচারীর বধের সম্ভাবনাস্থলে সাক্ষী মিথ্যাকথা বলিবে সত্যকথা বলিবে না অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিবে, ইহার দ্বারা সাক্ষীর পক্ষে নিষিদ্ধ অসত্যকথন ও তূষ্ণীম্ভাবের অনুমোদন এক্ষেত্রে করা হইল। তাৎপর্য্য এই—যাহার উপর হত্যাভিযোগ আসিয়াছে অথচ তাহা সন্দেহাস্পদ, সেক্ষেত্রে সত্য বলিলে অভিযুক্ত ব্রহ্মচারীর বধ নিশ্চিত কিন্তু মিথ্যা বলিলে কাহারও প্রাণদণ্ড হয় না, এজন্য মিথ্যাকথন অনুমোদিত। পরন্তু যেখানে সত্যকথা বলিলে বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে একজনের প্রাণদণ্ড ঘটে, মিথ্যা বলিলেও বিচারে অপরের বধ নিশ্চিত, তথায় চুপ করিয়া থাকাই

(ক) গুণবত্তরাঃ; (খ) দ্বিগুণং—পা.

বর্ণিনাস্তু বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় কর্তব্যশ্চরুঃ (ক) সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥৮৫॥
ইতি সাক্ষিপ্রকরণম্ ॥

অথ লেখ্যপ্রকরণম্।

যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরম্।
লেখ্যং বা সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্বকম্ ॥৮৬॥

সমা-মাস-তদর্ধাহর্নাম-জাতি-স্বগোত্রকৈঃ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়-পিতৃ-নামাদিচিহ্নিতম্ ॥৮৭॥
সমাপ্তেঽর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরি লেখিতম্ ॥৮৮॥
সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্বকম্।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ ॥৮৯॥

সাক্ষীর কর্তব্য, যদি রাজা আপত্তি না করেন। আর রাজার পীড়াপীড়িতে সাক্ষীকে কিছু-না-কিছু বলিতে হইলে তখন সাক্ষী ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া নিজের অসাক্ষিত্ব প্রতিপাদন করিবেন, তাহাও সম্ভব না হইলে সাক্ষী সত্যই বলিবে, যেহেতু অসত্যকথায় ব্রহ্মচারীর বধরূপ দোষ ও মিথ্যাবলা দোষ দুইটি দোষ ঘটে, আর সত্যকথায় কেবল বর্ণি-বধ দোষ হয়, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। আপত্তি হইতে পারে, যদি মিথ্যা বলা বা চুপ করিয়া থাকা শাস্ত্রানুমোদিত হয়, তবে তো কোন পাপই নাই। ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন,—না, প্রত্যবায় উহাতে হইবেই, তাহার ক্ষালনার্থ দ্বিজাতিগণ সরস্বতী দেবতার উদ্দেশ্যে চরুপাক করিবেন অর্থাৎ চরু পাক করিয়া তাহার দ্বারা সারস্বতী ইষ্টি সম্পাদন করিবেন ॥৮৫।

সাক্ষিপ্রকরণ সমাপ্ত।

লেখ্য (দলিলাদি পত্র) প্রকরণ।

ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণরূপে সম্পত্তিভোগ ও সাক্ষীর নিরূপণ করা হইয়াছে, অতঃপর লেখ্য (নথি-পত্রাদি) পত্রের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। সেই লেখ্যপত্র দুই প্রকার হয়, এক শাসননামা হুকুম পত্র, দ্বিতীয় জানপদ। জানপদ পত্রও নিজহস্তে লিখিত বা পরহস্তে লিখিত এই দুই প্রকার। স্বহস্তকৃত লেখ্যে সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অপরের (মুহুরী-উকিলাদির) হস্তলিখিত পত্রে সাক্ষী রাখিতেই হইবে, ইহার বিবৃতি এই বচনে দেওয়া হইতেছে—ধনিক (উত্তমর্ণ) ও অধমর্ণ উভয়ের পরস্পর নিজ নিজ রুচি অনুসারে 'এতকালে এত দিব এবং প্রতিমাসে ইহার এত সুদ দিব' এইরূপে যে অর্থ নির্ণীত ও অনুমোদিত হইয়াছে, কালক্রমে তাহাতে বিরোধ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় বস্তুতত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য একখানি লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল বা কবলা করিয়া রাখিবে, তাহাতে সাক্ষী রাখিবে এবং ধনিকের নামোল্লেখ থাকিবে। সেই লেখ্যপত্রে গৃহীত ঋণের তারিখ,—বৎসর, মাস, পক্ষ, দিন লিখিত থাকিবে, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের নাম, জাতি, গোত্রের উল্লেখ থাকিবে, অধীয়মান বেদাধ্যায়ের নাম বহ্বৃচ, কঠ প্রভৃতি সংজ্ঞা লিখিত হইবে এবং উহাদের নিজ নিজ পিতার নাম, স্ব-ব্যবসায় ও ঋণরূপে গৃহীত দ্রব্যের নাম, সংখ্যা, জাতি প্রভৃতিও স্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ৮৬-৮৭।

এইরূপে ধনিক ও অধমর্ণের নিজ নিজ মতে সেই লেখ্য নিষ্পন্ন হইলে অধমর্ণ সেই পত্রে নিজনাম স্বহস্তে স্বাক্ষর করিবে এবং তাহাতে লিখিয়া দিবে 'আমি অমুকের পুত্র, ইহাতে যাহা লিখা হইয়াছে, তাহা আমার সম্মত'। আর সেই লেখ্যপত্রে সাক্ষিগণও স্বহস্তে নিজ নিজ পিতার নাম লিখিয়া 'এই লেখ্যপত্রে লিখিত বিষয়ে আমি অমুক সাক্ষী' ইহা লিখিয়া দিবে। সাক্ষিগণ গুণে ও সংখ্যায় সমান হইবে। (মিতা—যদি অধমর্ণ বা সাক্ষী অক্ষর লিখিতে অজ্ঞ থাকে, তবে অধমর্ণ সকল সাক্ষীর সাক্ষাতে অপরকে দিয়া নিজ নাম লিখাইবে এবং লিপির অনভিজ্ঞ সাক্ষীও অন্য সাক্ষী দিয়া নিজ মত লিখাইবে)। তাহার পর দলিল-লেখক সেই লেখ্যপত্রের শেষে লিখিবে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ আমাকে এই পত্র লিখিবার জন্য অনুরোধ করায় অমুকের পুত্র অমুক নামক আমি এই লেখ্যপত্র লিখিয়াছি ॥৮৮-৯০।

(ক) ।নির্বাপ্যশ্চরুঃ—পা।

উভয়াভ্যর্থিতেনৈতন্ময়া হ্যমুকসূনুনা।
লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তে ততো লিখেৎ॥৯০
বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং স্বহস্তলিখিতন্তু যৎ।
তৎ প্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপধিকৃতাদৃতে ॥৯১॥
ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তু।
আধিস্তু ভুজ্যতে তাবদ্ যাবত্তন্ন প্রদীয়তে ॥৯২
দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধে তথা (ক) ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু কারয়েৎ ॥৯৩
সন্দিগ্ধলেখ্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ
যুক্তি-প্রাপ্তি-ক্রিয়া-চিহ্ন-সম্বন্ধাগম-হেতুভিঃ ॥৯৪
লেখ্যস্য পৃষ্ঠেঽভিলিখেদ্দত্ত্বা দত্ত্বা ধনং ঋণী।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরিচিহ্নিতম্ ॥৯৫

যেখানে অধমর্ণের নিজকৃত্য লেখ্যপত্র, তথায় কি করণীয় বলিতেছেন,—যে লেখ্যপত্র স্বহস্তে লিখিত হইবে, তাহাতে সাক্ষী রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাহা সাক্ষিহীন হইলেও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। কিন্তু যদি উহা অধমর্ণের উপধি অর্থাৎ ছল, লোভ, কাম, ক্রোধ, ভয়, অহঙ্কারাদিবশতঃ কপটকৃত হয় তবে, তাহাতে সাক্ষী স্থাপনীয়। (মিতাক্ষরা—মাতাল, অভিযুক্ত, স্ত্রীলোক, বালক-কৃত ও বলপূর্ব্বক লিখিত লেখ্যপত্র অপ্রমাণ। মন্তব্য—লেখ্যপত্র স্বকৃত বা পরকৃত যাহাই হউক, তাহা সবন্ধক বা অবন্ধক ব্যবহারে সর্ব্বত্রই নিজ দেশাচারানুসারে লেখ্যক্রম বজায় রাখিয়া নিজ নিজ লিপির অক্ষর না ছাড়িয়াই অর্থাৎ নিজ ভাষায় লিখিত হইবে, সাধুভাষা আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই)। ৯১।

সাক্ষিপ্রভৃতিসমন্বিত লেখ্যপত্রোক্ত ঋণ তিনপুরুষের দেয়, অর্থাৎ ঋণকারী, তাহার পুত্র ও তাহার পুত্র এই তিন পুরুষেরই দেয়, চতুর্থ পুরুষ প্রভৃতি বংশীয়দের অবশ্য দেয় নহে। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ আছে সবন্ধক ঋণস্থলে যতদিন ঐ ঋণ পরিশোধিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই আধির (বন্ধকী দ্রব্যের) ভোগ চলিবে, ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চতুর্থ বা পঞ্চমপুরুষেরও ঐ ঋণ পরিশোধনীয়। ৯২।

মূল লেখ্যপত্র নষ্ট হইলে অথবা অব্যবহার্য্য হইলে অন্য লেখ্যপত্র লেখনীয়, ইহা বলিবার জন্য অব্যবহার্য্যতার কারণ সহকারে প্রকার-ভেদ দেখাইতেছেন,—যদি লেখ্যপত্র ব্যবহারকালে বহুদূর দেশান্তরে থাকে, লিপির অক্ষরগুলি বা পদগুলি যদি সন্দেহাস্পদ বা অর্থহীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিংবা যদি কালক্রমে উহা হারাইয়া যায়, অথবা মসীর দোষে লিপ্যক্ষরগুলি মুছিয়া থাকে, তস্কর প্রভৃতি কর্ত্তৃক যদি অপহৃত হয়, কিংবা যদি লেখ্যপত্র মর্দ্দিত হইয়া অস্পষ্ট থাকে, পুড়িয়া যায় বা ছিন্ন হয়, তবে অন্য লেখ্যপত্র করাইবে। (কিন্তু ইহাও অর্থী প্রত্যর্থী পরস্পরের অনুমতিতে করণীয়। যদি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকে, তবে ব্যবহারকালে দেশান্তরস্থ পত্র আনয়নের জন্য পথের দূরত্ব হিসাবে সময় দিতে হইবে, আর লেখ্যপত্র নষ্ট প্রভৃতি হইলে সাক্ষীদের দ্বারাই ব্যবহারের নির্ণয় করণীয়। যদি তাহাতে সাক্ষীও দুর্লভ হয়, তবে দিব্য দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে) ।৯৩।

যদি লেখ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়,—ইহা ঠিক না নকল, তখন অধমর্ণের স্বহস্তলিখিত অন্য পত্রাদি দেখিয়া সেই সন্দেহের মীমাংসা করিতে হইবে। আদিপদে সাক্ষীদ্বারা লেখকের স্বহস্তলিখিত অন্য পত্রের মিল দেখিয়াও নির্ণয় হইবে। ইহা ছাড়া যুক্তি, প্রাপ্তি প্রভৃতি উপায়েও ঐ সন্দিগ্ধ লেখ্যের নির্ণয় করণীয়, তন্মধ্যে যুক্তি প্রাপ্তি বলিতে এই স্থানে 'এইসময় এই লোকের এই দ্রব্য থাকিতে পারে' এইরূপ যুক্তিতে সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া —তাহার সাক্ষীর নামাদির উল্লেখ, চিহ্ন—স্বহস্তাক্ষর বা টিপসহী, সম্বন্ধ—অর্থি-প্রত্যর্থীর পরস্পর বিশ্বাসে পূর্ব্ববর্ত্তী দান-গ্রহণাদি অর্থাৎ এই ঋণগ্রহণের পূর্ব্বেও ধনিক অধমর্ণকে বিশ্বাস করিয়া ধনদান করিয়াছেন, এই ঋণীও পরিশোধ করিয়াছে, এইরূপ লেন-দেনের সম্বন্ধ, আগম—এত পরিমাণ অর্থ ধনিকের থাকিতে পারে, যেহেতু তাহার এইসব কারবার আছে—এই কয়টি হেতু দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্যের মীমাংসা হইবে। ৯৪।

এইরূপে লেখ্যপত্রের শুদ্ধি দ্বারা যখন ঋণ অবশ্য দেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন যদি অধমর্ণ ঐ সমগ্র ধন

(ক) দগ্ধেঽথবা—পা

দত্ত্বর্ণং পাঠয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈবান্যত্তু কারয়েৎ।
সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্ যদ্ বা তদ্দাতব্যং সসাক্ষিকম্ ॥৯৬

ইতি লেখ্যপ্রকরণম্ ॥

এককালে দিতে অক্ষম হয়, তখন কি করণীয় তাহাই বলিতেছেন,—ঋণী, তখন শক্তি অনুসারে যাহা দেয় তাহা দিয়া সেই লেখ্যপত্রের পিছনে তাহার পরিচয় স্বহস্তে লিখিয়া দিবে। এইরূপ যখনই আংশিক ধন দিবে, তখনই তাহার পরিচয় লেখ্য অর্থাৎ উশুল করণীয় এবং ধনীও প্রাপ্ত ধন সেই লেখ্যপত্রের পিছনে (একদেশে) 'আমি ইহা পাইয়াছি' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।৯৫।

সমগ্র ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ লেখ্যপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবে, অথবা যদি দুর্গম দেশে লেখ্যপত্র থাকে বা হারাইয়া থাকে, তবে অধমর্ণত্ব নিবৃত্তির জন্য উত্তমর্ণকে দিয়া অধমর্ণ একটি মুক্তিপত্র লিখাইয়া লইবে। যদি লেখ্যপত্রে কোন সাক্ষীর উল্লেখ থাকে, তবে সেই সাক্ষীর সমক্ষে ঋণ শোধনীয়। ৯৬।

লেখ্যপ্রকরণ সমাপ্ত।

(দিব্য প্রকরণ)।

(স্মার্ত্ত রঘুনন্দন দিব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্ধেশ করিয়াছেন,—লিখিত পত্র, সাক্ষী ও ভোগ এই ত্রিবিধ মানুষ-(লৌকিক) প্রমাণভিন্ন প্রমাণের নাম দিব্য। ইহা যে কেবল ভাব পদার্থই বুঝায় তাহা নহে, মৃত্যু প্রভৃতি অভাবকেও বুঝায়)। তুলাদণ্ড, অগ্নি, জল, বিষ ও ধন-ভাণ্ডার এই পাঁচ প্রকার দিব্য সন্দিগ্ধ বস্তুর সন্দেহ-নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য বিহিত আছে। যদিও তণ্ডুলও দিব্যরূপে নির্দিষ্ট আছে,তাহা হইলেও এই বচনটি দ্বারা নিয়ম করা হইতেছে,—বড় বড় অভিযোগে এই তুলাদণ্ডাদি দিব্য নিয়মিত, লঘু ব্যবহারে নহে। কিন্তু এই দিব্য-ব্যবস্থা মহাভিযোগে মহাপাতক, পরস্ত্রী-ধর্ষণাদি গুরুতর অভিযোগে ও অবষ্টম্ভযুক্ত সন্দেহপ্রযুক্ত হাজতে রাখা বা জামিনে রাখা, ব্যবহারে নির্বিশেষে হইবে না ইহারও বিষয় বিশেষ আছে। যেখানে অভিযোক্তা (বিরুদ্ধে মকর্দ্দমাকারী) শীর্ষকস্থ অর্থাৎ যেখানে

অথ দিব্যপ্রকরণম্।

তুলাগ্ন্যাপো বিষং কোশো দিব্যানীহ বিশুদ্ধয়ে।
মহাভিযোগেষ্বেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তরি ॥৯৭

অভিযোক্তা অভিযোগ প্রমাণ করিতে না পারিলে নিজ মস্তক বা অর্থদণ্ড দিতে প্রস্তুত হয়, তথায় অভিযুক্তের উপর দিব্য-প্রয়োগ হইবে, নতুবা নহে। (মিতা -শীর্ষক শব্দের অর্থ শিরো ব্যবহারের অর্থাৎ যে মামলায় জয়ে বা পরাজয়ে বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই শিরোদণ্ড বা অর্থদণ্ড ব্যবস্থিত আছে, সেইরূপ ব্যবহারের প্রধান অংশ চতুর্থপাদ জয় বা পরাজয়, তজ্জন্য দণ্ডভাগী হইতে অভিযোক্তা প্রস্তুত থাকিলে তুলাদি দিব্য প্রযোজ্য)। ৯৭।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—বাদী তাহার অভিযোগের বিষয়টি সদ্যঃই লিখাইবেন, ইহা ভাববস্তু-বিষয়ক ঋণাদির প্রতিজ্ঞাকারীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা। কিন্তু ইহারও বিশেষ আছে,—অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত উভয়ের সম্মতিক্রমে অভিযুক্ত ও অভিযোক্তা যে কেহ দিব্য করিবে এবং যে দিব্য করিবে তদ্ভিন্ন ব্যক্তি শারীর দণ্ড বা অর্থদণ্ড গ্রহণ করিতে স্বীকৃত থাকিবে। কথাটি এই—ব্যবহারের বিষয় লইয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত বাদী-প্রতিবাদী উভয়েই পরস্পর সম্মতিক্রমে দিব্য ও শিরোদণ্ড গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিবে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—তুচ্ছ অভিযোগে ও মহাভিযোগে সন্দেহস্থলে ও সাবষ্টম্ভ (ধরা-পড়া) স্থলেও সাধারণভাবে কোষদিব্য বলা হইয়াছে এবং তুলাদি দিব্য মহাভিযোগেই হইবে এবং সাবষ্টম্ভ অভিযোগেই হইবে এইরূপ নিয়মও দেখান হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্র কি তাহাই, তাহার নির্ণয়ার্থ বলিতেছেন,—না, সাবষ্টম্ভ অভিযোগেই তুলাদি দিব্য হইবে, ইহার বিশেষ স্থল আছে,—রাজদ্রোহের শঙ্কাস্থলে ও ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক শঙ্কাস্থলে শীর্ষক (জয়-পরাজয় দণ্ড-স্বীকার) ব্যতিরেকেও তুলাদি দিব্য করিবে, মহাচৌর্য্য (দস্যুতা) শঙ্কাতেও ইহা কর্ত্তব্য। যেহেতু বলা আছে—রাজদ্রোহ শঙ্কায় শঙ্কিত ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির জন্য দিব্য-পরীক্ষা দিবে, এরূপস্থলে কোন অভিযোক্তার অপেক্ষা নাই। ৯৮।

রুচ্যা বান্যতরঃ কুর্য্যাদিতরো বর্ত্তয়েচ্ছিরঃ।
বিনাপি শীর্ষকাৎ কুর্য্যান্নৃপদ্রোহেঽথ পাতকে ॥৯৮

সচেলং স্নাতমাহূয় সূর্যোদয় উপোষিতম্।
কারয়েৎ সর্বদিব্যানি নৃপ-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৯৯

তুলা স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধান্ধ-পঙ্গু-ব্রাহ্মণ-রোগিণাম্।
অগ্নির্জলং বা শূদ্রস্য যবাঃ সপ্ত বিষস্য চ ॥১০০

নাসহস্রাদ্ধরেৎ ফালং ন বিষং ন তুলাং তথা।
নৃপার্থেষ্বভিযোগেষু বহেয়ুঃ শুচয়ঃ সদা ॥১০১†

দিব্য-পরীক্ষা মাত্রেই করণীয় বিধি বলিতেছেন,— পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন সচেল স্নাত (পরিহিত বস্ত্রসহ স্নানে আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী) দিব্যগ্রাহীকে প্রাড়্‌বিবাক (জজ প্রভৃতি প্রধান বিচারক), রাজা, সভ্য ও ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে ডাকিয়া সর্ব্বপ্রকার দিব্য-পরীক্ষা দেওয়াইবেন। (মিতাক্ষরা অবস্থাবিশেষে ত্রিরাত্র বা একরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, দিব্যগ্রাহীর মত প্রাড়্‌বিবাকেরও উপবাস বিহিত আছে। যদিও বচনে সূর্য্যোদয়ের কথা দ্বারা নির্বিশেষে প্রতিদিনই দিব্য-পরীক্ষা বিধেয়, তাহা হইলেও শিষ্টাচারানুসারে রবিবারেই দিব্য দেয়। তন্মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা ও তুলা-দিব্য ও কোশ-দিব্য পূর্ব্বাহ্ণে হইবে। মধ্যাহ্নে জল-পরীক্ষা, রাত্রির শেষ প্রহরে বিষ-দিব্য, এবং বচনে অনুক্ত তণ্ডুল-দিব্য, তপ্তমাষক-দিব্য প্রভৃতিও পূর্ব্বাহ্ণেই দেয়। এইসব ক্ষেত্রে পূর্ব্বাহ্ণ পদটির অর্থ ত্রিধা-বিভক্ত দিনের পূর্ব্বভাগ, মধ্যাহ্ন দ্বিতীয়ভাগ ও অপরাহ্ণ শেষভাগ জানিবে। দিব্য-পরীক্ষায় মাসবিশেষও নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—হেমন্ত, শিশির ও বর্ষাঋতু অগ্নি-পরীক্ষার কাল, শরৎ ও গ্রীষ্মে জল-দিব্য, হেমন্ত ও শিশিরে বিষ-দিব্য, চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এগুলি সকল দিব্যেই বিহিত আছে। কোশ ও অন্যান্য শপথগ্রহণ সকল কালেই হইতে পারে)। ৯৯।

অতঃপর অধিকারী হিসাবে দিব্য-বিশেষের প্রযোজ্যতা বলিতেছেন,—জাতি, বয়স, অবস্থা নির্বিশেষে স্ত্রীজাতি মাত্রের তুলা-দিব্য হইবে, এইরূপ ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে বালকের, অশীতি বর্ষের পূর্ব্বে বৃদ্ধের, দৃষ্টিহীন অন্ধের, গতিশক্তিহীন পঙ্গুর, ও যে-কোন প্রকার ব্রাহ্মণের ও রোগীর শোধনার্থ তুলা-দিব্যই প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি-দিব্য ও ফাল-দিব্য এবং তপ্তমাষ-দিব্য গ্রহণীয়। বৈশ্যের জল-দিব্য, শূদ্রের শুদ্ধির জন্য যবাকৃতি সাতটি বিষখণ্ড দিব্যরূপে প্রযোজ্য। (মিতা—যদিও ব্রতাবলম্বীদের, অত্যন্ত আর্ত্তগণের, ব্যাধিগ্রস্তের, তপস্বি-সমূহের এবং স্ত্রীজাতির দিব্য-পরীক্ষা গ্রহণীয় নহে, ইহা মতান্তরে বলা আছে, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত রুচি অনুসারে অভিযুক্ত অভিযোক্তা অন্যতর দিব্য লইবে ইহার প্রতিষেধের জন্য এবচনে স্ত্রী-জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে। কথাটি এই—অবস্টম্ভাভিযোগে স্ত্রীজাতি প্রভৃতি অভিযোগকারী হইলে অভিযুক্তের দিব্য হইবে, যদি স্ত্রী প্রভৃতি অভিযোজ্য হয়, তবে অভিযোক্তারাই দিব্য লইবেন, পরস্পর অভিযোগ হইলে সেস্থলে রুচি অনুসারে অন্যতর তুলা-দিব্য লইবে। মহাপাতকাদি শঙ্কার অভিযোগ হইলে স্ত্রী প্রভৃতির তুলা-দিব্যই গ্রাহ্য)। ১০০।

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সকল তুলাদি দিব্য মহাভিযোগস্থলেই প্রযোজ্য কিন্তু সেই অভিযোগগুলির কাহা হইতে মহত্ত্ব তাহার অবধারণ আবশ্যক, সেজন্য বলিতেছেন,—সহস্র পণের ন্যূন ধন-গ্রহণের শঙ্কায় ফাল-দিব্য, বিষ-দিব্য, জল-দিব্য ও তুলা-দিব্য দেয় নহে। গুরুতর অভিযোগ না হইলে ঐগুলি প্রযোজ্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু এবিষয়েও বিশেষ আছে—রাজদ্রোহ ও মহাপাতক-অভিযোগে দ্রব্যসংখ্যা গণনা না করিয়াই এই সকল দিব্য প্রযোজ্য এবং উহাতে উপবাসাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়াই দিব্য-পরীক্ষা গ্রহণ করিবে। ১০১।

সহস্রার্থে তুলাদীনি কোশমল্পেঽপি কারয়েৎ।
† পঞ্চাশদ্ দাপয়েচ্ছুদ্ধমশুদ্ধো দণ্ডভাগ্ ভবেৎ।

তুলা-দিব্যপ্রকরণম্।

তুলাধারণবিদ্বদ্ভিরভিযুক্তস্তুলাশ্রিতঃ।
প্রতিমানসমীভূতো রেখাং কৃত্বাবতারিতঃ ॥১০২

ত্বং তুলে! সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্মিতা।
তৎসত্যং বদ কল্যাণি! সংশয়ান্মাং বিমোচয় ॥১০৩॥

যদ্যস্মি পাপকৃন্মাতস্ততো মাং ত্বমধো নয়।
শুদ্ধশ্চেদ্ গময়োর্ধ্বং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ ॥১০৪

(তুলা-দিব্য প্রকরণ)।

যাহারা তুলা ধারণ বা ওজন করিতে জানে, সেই স্বর্ণকার প্রভৃতি তুলাবিদ্‌গণ মৃত্তিকা প্রভৃতি মাপক দ্রব্য এক দিকে রাখিয়া অপর দিকে আরূঢ়কে সমান ওজন করিয়া দিবার পর দিব্যগ্রাহী অভিযুক্ত বা অভিযোক্তা একটি রেখা (দাগ-চিহ্ন) টানিয়া দিবে, সেই পাণ্ডুলেখা ধরিয়া রাজপুরুষরা তাহাকে নামাইয়া দিবে, পরে দিব্যকারী তুলার নিকট প্রার্থনা করিবে,—হে তুলা দেবি! তুমি সত্যের নির্ণয়কারিণী। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে নির্মাণ করিয়াছেন, অতএব সন্দিগ্ধ বিষয়ের সত্য নিরূপণ তুমি কর, তুমি কল্যাণময়ী, আমাকে সন্দেহ হইতে মুক্ত কর, হে মাতঃ! যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে ওজনের রেখা হইতে নীচে নামাইয়া দিবে, আর যদি নির্দ্দোষ থাকি, তবে আমাকে তাহার ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিবে। ১০২-৪।

(অগ্নি-দিব্যপ্রকরণ)।

দিব্যকারী দুই করতলে ধান্য মর্দ্দিত করিবে (রগ্‌ড়াইবে), তাহার পর তাহার করতলে যে-সব তিল-চিহ্ন, ব্রণ ও কিণ (কড়ার দাগ) আছে, সেইগুলিতে আলতার রস মাখাইয়া তাহাতে সাতটি অশ্বত্থ পাতা দিয়া সাত সাত থেই সুতা দিয়া তাহা বেষ্টন করিয়া দিবে।

অগ্নি-দিব্যপ্রকরণম্।

করৌ বিমৃদিতব্রীহের্লক্ষয়িত্বা ততো ন্যসেৎ।
সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি তাবৎ সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥১০৫

ত্বমগ্নে! সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক!
সাক্ষিবৎ পুণ্য-পাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে (ক) মম ॥১০৬

তস্যেত্যুক্তবতো লোহং পঞ্চাশৎপলিকং সমম্।
অগ্নিবর্ণং (খ) ন্যসেৎপিণ্ডং হস্তয়োরুভয়োরপি ॥১০৭

অতঃপর অগ্নির অভিমন্ত্রণ কর্ত্তব্য। হে অগ্নিদেব! তুমি সকল প্রাণীর শরীরের মধ্যে ভুক্ত অন্ন-পানাদির পাচকরূপে অবস্থান করিতেছ, হে শুদ্ধির কারণ পাবক! হে সর্ব্ববৃত্তান্তের প্রত্যক্ষদর্শিন্! সাক্ষীর মত পাপপুণ্য বিচার করিয়া যাহা সত্য তাহা প্রকাশ কর। এবিষয়ে নারদ যে ইতিকর্ত্তব্যতা দেখাইয়াছেন তাহা এইরূপ—প্রথমে লোহপিণ্ডকে শুদ্ধ করিবার জন্য তাহা উত্তমরূপে সন্তপ্ত করিবে, পরে তাহা জলে ফেলিবে। আবার তাতাইবে, আবার জলে ফেলিবে, এইরূপে তিনবার করিবার পর সেই তপ্ত পঞ্চাশ পল পরিমিত লোহপিণ্ডকে সম্মুখে আনিলে অভিযুক্ত দিব্যকারী ঐ মন্ত্র পড়িবে। ঐ লোহদণ্ডটি চারিদিকে সমান, গোলাকৃতি, কোটিহীন (খোঁচা না থাকে), আট আঙ্গুল পরিমাণ বিস্তৃত হইবে। মন্ত্র পাঠের পর তাহা অগ্নির মত রক্তবর্ণ করিয়া অশ্বত্থ-পত্র, দধি, দূর্ব্বাদ্বারা ব্যবহিত দিব্যকারীর দুই করতলের উপর চাপাইয়া দিবে।১০৫-১০৭।

পরে সেই দিব্যকারী ব্যক্তি অঙ্গুলি দ্বারা ঐ তপ্ত লোহপিণ্ড লইয়া অঙ্কিত সাতটি মণ্ডলের উপর ধীরে ধীরে যাইতে থাকিবে। লক্ষ্য রাখিবে যেন মণ্ডলের বাহিরে পা না পড়ে। মণ্ডলটি দৈর্ঘ্যে ও আয়ামে ষোল অঙ্গুলি

(ক) করে!—পা

(খ) ক্ষিপ্রং—পা

স তমাদায় সপ্তৈব মণ্ডলানি শনৈর্ব্রজেৎ।
ষোড়শাঙ্গুলিকং জ্ঞেয়ং মণ্ডলং তাবদন্তরম্ ॥১০৮
মুক্ত্বাগ্নিং মৃদিতব্রীহিরদগ্ধঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
অন্তরা পতিতে পিণ্ডে সন্দেহে বা পুনর্হরেৎ ॥১০৯॥

অথ জল-দিব্যপ্রকরণম্।

সত্যেন মাঽভিরক্ষ ত্বং বরুণেত্যভিশাপ্য কম্।
নাভিদঘ্নোদকস্থস্য গৃহীত্বোরূ জলং বিশেৎ ॥১১০॥
সমকালমিষুং মুক্তমানীয়ান্যো জবী নরঃ।
গতে তস্মিন্নিমগ্নাঙ্গং পশ্যেচ্চেচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।১১১।

বিষ-পরীক্ষাপ্রকরণম্।

ত্বং বিষ! ব্রহ্মণঃ পুত্র! সত্যধর্মে ব্যবস্থিতঃ।
ত্রায়স্বাস্মাদভিশাপাৎ সত্যেন ভব মেঽমৃতম্ ॥১১২॥

পরিমাণ হইবে। দুইটি মণ্ডলের মধ্যেও ষোল অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ফাঁক থাকিবে। ১০৮।

সাতটি মণ্ডল যাইবার পর অষ্টম মণ্ডলে দাঁড়াইয়া নবম মণ্ডলে সেই তপ্ত লোহপিণ্ডটি ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে ধান্য মর্দন করিয়া পরীক্ষা করিবে—হাত পুড়িয়া গিয়াছে কিনা? যদি না পুড়িয়া থাকে, তবে দিব্যকারীকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিবে। আর দগ্ধ হইলে দোষী সাব্যস্ত হইবে। (মন্তব্য– যদি ভয়ে কম্পমান হাত হইতে লোহপিণ্ড পড়িয়া গিয়া অন্য অঙ্গ দগ্ধ করে, তথাপি সে শুদ্ধ বলিয়া ধর্ত্তব্য)। প্রয়োজন মতে পুনরায় তাহাকে হাতে অগ্নি দিবে। এইরূপ মণ্ডলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে অষ্টম মণ্ডলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হাত হইতে লোহপিণ্ডটি পড়িয়া যাইলে, অথবা হাত দগ্ধ হইয়াছে, কি অদগ্ধ আছে, এইরূপ সন্দেহ থাকিলে পুনরায় উক্ত প্রকারে অগ্নিপিণ্ড হাতে দিয়া পরীক্ষা করিবে। ১০৯।

(জল-দিব্য প্রকরণ)।

'সত্যেন মাঽভিরক্ষ ত্বং বরুণ' এই মন্ত্রে 'হে বরুণদেব! তুমি আমাকে সত্য নির্ণয় দ্বারা রক্ষা কর' এই বলিয়া দিব্য পরীক্ষার আধার জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জলে নাভি-প্রমাণ স্থানে অবস্থিত কোনও লোকের উরু ধরিয়া অভিযুক্ত (পরীক্ষার্থী) জলে ডুব দিবে। (মিতা— ইহার পূর্ব্বে প্রাড়্বিবাক সাধারণ নিয়মমত ধর্ম্মের আবাহন, সকল দেবতার পূজা, হোমান্তে মন্ত্রপাঠ সহকারে মস্তকে প্রতিজ্ঞাপত্র স্থাপনপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জলের অভিমন্ত্রণ করিবেন, মন্ত্র যথা 'তোয় ত্বং প্রাণিনাং প্রাণাঃ সৃষ্টেরাদ্যন্তু নির্মিতম্। শুদ্ধেশ্চ কারণং প্রোক্তং দ্রব্যাণাং দেহিনাস্তথা। অতস্তং দর্শয়াত্মানং শুভাশুভ-পরীক্ষণে'। পরে দিব্যকারী 'সত্যেন' ইত্যাদি মন্ত্র-পাঠাদি কার্য্য করিবে। অবগাহ্য জলসম্বন্ধে পিতামহোক্ত নির্দ্দেশ পালনীয়- তরঙ্গপঙ্কহীন, তৃণ-শৈবাল-রহিত, জলৌকা (জোঁক) ও বৃহৎ মৎস্যবর্জ্জিত, কুম্ভীরাদি জল-জন্তুশূন্য, দেবখাত জলাশয়ে জল-পরীক্ষা গ্রহণীয়, আহৃত জলে ও অগভীর জলাশয়ে, তীব্রস্রোতা নদীতে জল-দিব্য পরিত্যাজ্য)। ১১০।

জলে প্রবেশের পর নিমজ্জন সমকালেই এক ব্যক্তি বাণ ছুড়িবে, দ্রুতগামী এক ব্যক্তি সেই সময় চলিয়া যাইবে। অন্য একটি দ্রুতগামী লোক সেই বাণটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখে ঐ জলনিমগ্ন দিব্যকারী তখনও জল হইতে উন্মগ্ন হয় নাই, তবেই তাহাকে পবিত্র জানিবে। (বিবরণটি এই—পর পর তিনটি বাণ নিক্ষেপ করা হইবার পর বেগশালী একব্যক্তি দ্বিতীয় শর-পতনের স্থানে যাইয়া সেই বাণ লইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর একটি বেগশালী পুরুষ বাণ ছুঁড়িবার জায়গায় তোরণমূলে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এইরূপে দুইজনে থাকিলে তৃতীয়বারে হাততালি শুনিয়াই পরীক্ষাদায়ী জলে ডুব দিবে, এবং ঠিক সেই সময়েই তোরণমূলদেশে (গেটের গোড়ায়) অবস্থিত ব্যক্তি অতিদ্রুত মধ্যম বাণ নিক্ষেপের স্থানে যাইবে, এবং শর-গ্রহণকারী ব্যক্তি ঐ লোকটি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তোরণমূলে আসিয়া যদি জলনিমগ্ন অভিযুক্তকে দেখিতে না পায়, তবেই অভিযুক্ত নির্দ্দোষ বলিয়া গণ্য হইবে)। ১১১।

এবমুক্তা বিষং শার্ঙ্গং ভক্ষয়েদ্ধিমশৈলজম্।
যস্য বেগৈর্বিনা জীর্য্যেচ্ছুদ্ধিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।১১৩

কোশ-পরীক্ষাপ্রকরণম্।

দেবানুগ্রান্ সমভ্যর্চ্য তৎস্নানোদকমাহরেৎ।
সংশ্রাব্যং পায়য়েত্তস্মাজ্জলন্তু প্রসৃতিত্রয়ম্॥১১৪॥

(বিষ পরীক্ষা)।

'ত্বং বিষ ইত্যাদি ভব মেহমৃতম্' ইত্যন্ত মূলোক্ত মন্ত্র অর্থাৎ 'হে বিষ! তুমি ব্রহ্মার পুত্র, এবং সত্য-নিরূপণে তুমিই আশ্রয়, তুমি আমাকে এই কলঙ্ক হইতে রক্ষা কর, সত্যধর্ম্মে তুমি আমার কাছে অমৃত হও। এই বলিয়া হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গজাত বিষ ভক্ষণ করিবে। যদি কোনরূপ বিষের বিকার দেখা না যাইয়া ঐ বিষ হজম হইয়া যায়, তবেই অভিযুক্তকে নির্দোষ বলিয়া জানিবে। (বিষবেগ শব্দের অর্থ শরীরস্থিত ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ধাতুর মধ্যে কোন ধাতুর ধাত্বন্তরপ্রাপ্তি, ইহার লক্ষণ—বেগ, রোমাঞ্চ, মত্ততা, স্বেদ, জিহ্বা-শোষ, বর্ণভেদ প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কোনটিই প্রকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বিষ জীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা শুদ্ধির নির্ণয় হইবে)।১১২-১৩।

(কোশ-পরীক্ষা)।

প্রথমে প্রাড্‌বিবাক দুর্গা, সূর্য্য প্রভৃতি উগ্র দেবতাগণকে পূজা করিয়া ও স্নান করাইয়া স্নান-জল আহরণপূর্ব্বক তাহা 'তোয় ত্বং প্রাণিনাং প্রাণাঃ' ইত্যাদি জলদিব্যোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন, পরে দিব্যপরীক্ষার্থীকে সেই জল পাত্রান্তরে করিয়া 'সত্যেন মামভিরক্ষ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে তিন অঞ্জলি পান করাইবেন। তুলাদি পরীক্ষার মত সদ্যঃ শুদ্ধি বা অশুদ্ধি অবধারণ ইহাতে হয় না—পান দিবস হইতে- চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে যে অভিযুক্তের কোন রাজনিমিত্তক বা দৈবাধীন ঘোর (উল্লেখযোগ্য মহান্) অনিষ্ট সজ্বটিত না হয়, সে নির্দ্দোষ বলিয়া জ্ঞাতব্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১১৪-১৫।

দিব্যপ্রকরণ সমাপ্ত।

অর্বাক্ চতুর্দ্দশাদহ্নো যস্য নো রাজদৈবিকম্।
ব্যসনং জায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥১১৫॥

ইতি দিব্যপ্রকরণম্॥

অথ দায়ভাগপ্রকরণম্ (তত্রসীমাবিবাদপ্রকরণম্)।

বিভাগং চেৎ পিতা কুর্য্যাৎ স্বেচ্ছয়া বিভজেৎ সুতান্।
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্বে বা স্যুঃ সমাংশিনঃ॥১১৬॥

(দায়ভাগ-প্রকরণ)।

দায় শব্দের অর্থ যাহা পূর্ব্বস্বামীর সম্বন্ধ (পিতা-পুত্রাদি ভাব) মাত্র হইতে অধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। 'দীয়তে' এই কর্ম্মবাচ্যে ব্যুৎপত্তি দ্বারা যাহা পূর্ব্ব-ধনস্বামীর মরণ, সন্ন্যাস ও পাতিত্য-নিবন্ধন প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বস্বত্ব-নাশের পর পরবর্ত্তী সম্বন্ধীতে স্বত্বোৎপত্তির বিষয় হয়, তাহার নাম দায়, এখানে দা-ধাতুর মুখ্য অর্থ ত্যাগ (অমুকের ইহা হউক এইরূপ ইচ্ছা) অর্থ হইতে পারে না, এইজন্য এইরূপ লাক্ষণিক অর্থ ধরা হইয়াছে। সেই দায় সম্পত্তির বিভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বস্বামীর মরণাদির পরই ঐ ধনে তাহার স্বত্ব নাশ হইল এবং উত্তরবর্ত্তী সম্বন্ধী পুরুষের সকল ধনে তখনই অংশবিশেষে স্বত্ব জন্মিল, কিন্তু কোন্ অংশে তাহা নির্ণয় হইল না, এজন্য গুটিকা ফেলিয়া বা অংশবিশেষে স্বত্ব বুঝাইবার জন্য যে-কোন সাক্ষীমধ্যস্থ বা লেখ্যাদিব্যাপার হয়, সেই জ্ঞাপক ব্যাপারের নাম দায়ভাগ; ইহা দায়ভাগকারের মত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মতে পূর্ব্বস্বামীর মরণাদি হইলেই তাহাতে স্বত্বনাশ হয় এবং পরবর্ত্তী তাহার সম্বন্ধী পুত্রাদির ঐ ধনে সমুদায়াংশে স্বত্ব জন্মে, আবার গুটিকা-পাত প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ সামুদায়িক স্বত্বনাশ এবং প্রাদেশিক (অংশবিশেষে) স্বত্বের উৎপত্তি যে জ্ঞাপিত হয়, সেই জ্ঞাপনের নাম দায়ভাগ। এইরূপ সামুদায়িক স্বত্বনাশ ও প্রাদেশিক স্বত্বোৎপত্তি-কল্পনায় তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখাইয়াছেন,—যেমন ধনবিভাগের পর আবার ধনাধিকারিগণ সংসৃষ্ট হইলে উৎপন্ন প্রাদেশিক স্বত্বনাশ ও পুনঃ সামুদায়িক স্বত্বোৎপত্তি হয়, সুতরাং ঐরূপ কল্পনা করিতেই হইবে। মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর বলেন,—

পূর্ব্ব ধনস্বামীর পুত্রত্বাদি সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে অপরের (পুত্রাদির) যে ঐ ধনে স্বত্ব জন্মে, তাহার নাম দায়। সেই দায় দুই প্রকার—অপ্রতিবন্ধ ও সপ্রতিবন্ধ, তন্মধ্যে পুত্র বা পৌত্রের পুত্রত্ব বা পৌত্রত্ব-নিবন্ধন পিতৃ-পিতামহ-ধনে স্বত্ব জন্মে, তাহা অপ্রতিবন্ধ দায়। আর যেখানে পুত্র বা পূর্ব্ব ধনস্বামী বর্ত্তমান, তথায় পিতৃব্য বা ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বত্বের প্রতিবন্ধক থাকায় ঐ সম্পত্তি সপ্রতিবন্ধ। সেই দ্বিবিধ সম্পত্তির উপর সমুদায়াংশে উৎপন্ন সকল সম্বন্ধীর সমান স্বত্ববিভাগ দ্বারা একদেশে স্বত্ব-ব্যবস্থার নাম বিভাগ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে,—বিভাগ হইতে স্বত্ব জন্মে? অথবা উৎপন্ন স্বত্ববৎ ধনের বিভাগ? এই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য প্রথমতঃ স্বত্বের বিচার করা যাইতেছে,—স্বত্ব কি একমাত্র শাস্ত্র-দ্বারা জ্ঞেয়? অথবা তাহার জ্ঞাপক অন্য প্রমাণও আছে? তাহাতে গৌতম বলিয়াছেন,—'স্বামী রিক্থ-ক্রয়-সংবিভাগ পরিগ্রহাধিগমেষু' অর্থাৎ ঋক্থ—অধিকারসূত্রে প্রাপ্তধন, (অপ্রতিবন্ধ সম্পত্তি) ক্রয়, বিভাগ (সপ্রতিবন্ধ সম্পত্তি), পরিগ্রহ—অস্বামিক তৃণ-কাষ্ঠ-জলাদি গ্রহণ ও অধিগম নিধ্যাদি প্রাপ্তি—এই কয়টি কারণ ঘটিলে ধনস্বামী হয়, এগুলি সাধারণ স্বত্বের কারণ, এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা অর্জ্জিত ধন অসাধারণ স্বত্ববিশিষ্ট, এইরূপ ক্ষত্রিয়ের বাহুবলে অর্জ্জিত সম্পত্তি ও দণ্ডাদিলব্ধ ধন অসাধারণ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য দ্বারা উপার্জ্জিত ধন অসাধারণ সম্পত্তি, শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাতি-সেবায় বেতনরূপে অর্জ্জিত অর্থ অসাধারণ জানিবে, অতএব শাস্ত্রৈকগম্য স্বত্ব, কিন্তু একথা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু শাস্ত্রগম্য স্বত্ববিশিষ্ট ধনই যদি বিভাজ্য হয়, তবে অসৎপ্রতিগ্রহাদি দ্বারা লব্ধ পৈতৃক-ধনে পুত্রাদির স্বত্ব হইতে পারে না, বিভাগ-কল্পনা কিরূপে হইবে? এইজন্য লোকসিদ্ধ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থে লৌকিক স্বত্বই বলা উচিত। অতঃপর জন্মস্বত্ববাদ সম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে,—বিভাগের পর কি পুত্রাদি সম্বন্ধীদের মৃত প্রব্রজিত পতিত পিত্রাদিধনে স্বত্ব জন্মিবে? অথবা জন্মমাত্রেই পিত্রাদি ধনে স্বত্ব হইয়া আছে, তাহার বিভাগ? এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটিই যুক্তিযুক্ত, নতুবা জাতমাত্রেই পুত্রের যে জাতকর্ম্ম-সংস্কার বিহিত আছে, তাহা অসঙ্গত হয়। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে,—যদি জন্ম হইলেই পিতৃধনে পুত্রের স্বত্ব হয়, তবে ঐ পিতৃ সম্বন্ধীয় ধন পুত্রাদিসাধারণ স্বত্ববিশিষ্ট হইয়া পড়ে, এমতাবস্থায় ঐ পরকীয় ধনব্যয়ে (সাধারণ ধনে) পিতার অধিকার থাকিতে পারে না, তদ্‌ভিন্ন বিভাগের পূর্ব্বে পিতার অনুগ্রহে লব্ধ ধনের যে বিভাজ্যতা নিষিদ্ধ আছে, তাহাও সঙ্গত হয় না, কেননা সকলের অনুমতিতেই ঐ ধন প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা অসাধারণ সম্পত্তি, তাহার বিভাগের প্রসক্তিই নাই, প্রসক্তি থাকিলে তবে নিষেধ করা চলে। যেহেতু নারদ বলিয়াছেন, - শৌর্য্যপ্রাপ্ত ধন, স্ত্রীধন, বিদ্যার্জ্জিত ধন, পিতৃপ্রসাদ-লব্ধ ধন এগুলি অবিভাজ্য। অতএব এগুলি জন্মাধীন স্বত্ববান্ না হওয়ায় ইহাদের বিভাগ নিষেধ করা অসঙ্গত নহে কি? আর ভর্ত্তার প্রীতিদত্ত ধন স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছামত দান-বিক্রয় করিবে, ইহারও বিভাগ নাই—একথাও জন্মস্বত্ববাদে খাটে না, কারণ উহাও তো জন্মাধীন স্বত্ববিশিষ্ট নহে, সুতরাং বিভাগের প্রসক্তি তাহাতেও না থাকায় বিভাগের নিষেধ হইতে পারে না। অতএব 'জন্মাধীন স্বত্ব বলা চলে না, কিন্তু পূর্ব্বস্বামীর নাশ অথবা বিভাগের পর স্বত্ব' এই কথাই ঠিক। তাহা হইলে আর পিতার মৃত্যুর পর বিভাগের পূর্ব্বে স্বত্বহীন দ্রব্য যদি কেহ লয়, তাহার বারণ করা চলে না—এই আপত্তিও খাটে না, যেহেতু পূর্ব্বস্বামীর নাশই উত্তরবর্ত্তীর স্বত্বের জনক, তাহাই প্রতিবন্ধক হইবে, এবং একপুত্রস্থলে বিভাগ না থাকিলেও পিতার মৃত্যুই স্বত্বের কারণ হইবে। ইহার প্রতিপক্ষে জন্মস্বত্ববাদীরা বলেন,—স্বত্ব লোকপ্রসিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রগম্য নয়, লোক-ব্যবহারে দেখা যায়,—পুত্রাদি জন্মিলেই সম্পত্তির অংশীদার হয়, ইহা অপলাপ করা চলে না, তবে যে বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বহুস্বামিক ধনস্থলেই। গৌতমও বলিয়াছেন, 'তথৈবোৎপত্ত্যৈবার্থস্বামিত্বং লভেত' অর্থাৎ উৎপত্তি হইলেই পৈতৃক ধনের উপর স্বামিত্ব লাভ করে। তদ্‌ভিন্ন 'মণি-মুক্তা প্রবালানাং সর্ব্বস্যৈব

যদি কুর্য্যাৎ সমানংশান্ পত্ন্যঃ কার্য্যাঃ সমাংশিকাঃ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যাসাং ভর্ত্রা বা শ্বশুরেণ বা ॥১১৭॥

শক্তস্যানীহমানস্য কিঞ্চিদ্দত্ত্বা পৃথক্ক্রিয়া
ন্যূনাধিকবিভক্তানাং ধর্ম্ম্যঃ পিতৃকৃতঃ স্মৃতঃ ॥১১৮॥

পিতা প্রভুঃ। স্থাবরস্য তু সর্ব্বস্য ন পিতা ন পিতামহঃ' ॥ —মণি, মুক্তা, প্রবাল, রত্ন ও অন্যান্য সকল দ্রব্যের উপর পিতার প্রভুত্ব অর্থাৎ ইচ্ছামত দান- বিক্রয়াদির অধিকার, কিন্তু ভূমিপ্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তিতে পিতা বা পিতামহের দান-বিক্রয়াদির অধিকার নাই, এই বচনার্থ জন্মস্বত্ববাদেই সঙ্গত হয়, কারণ পুত্র-স্বত্ব তথায় প্রতিবন্ধক বলিয়া পিতা-পিতামহের স্বাতন্ত্র্য থাকে না। আর এক কথা—'পিতামহের স্বোপার্জ্জিত অর্থেও পুত্র-পৌত্রসত্ত্বেও দানের অধিকার নাই' একথা জন্মস্বত্বব্যতীত বলা চলে না। ভর্তৃপ্রাতিদত্ত স্থাবর ধনে যে স্বত্ব হয় বলা হইয়াছে, উহা স্বোপার্জ্জিত হইলেও পুত্রাদির অনুমতি দ্বারা সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। অতএব পৈতৃক বা পৈতামহ দ্রব্যে পুত্র-পৌত্রের জন্মাধীন স্বত্ব, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে বা লৌকিক দানাদি-কার্য্যে স্থাবর ভিন্ন ধনেই ইচ্ছাধীন ব্যবহার হইবে। স্থাবর-সম্পত্তিতে পুত্রাদির স্বত্ব প্রতিবন্ধক। স্থাবর-সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিতই হউক বা পৈতৃকই হউক, পুত্রাদি-স্বত্বে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত যথেচ্ছ ব্যবহারের যোগ্যতা থাকে না। যেস্থলে পুত্র-পৌত্রের অনুমতিদানে অযোগ্যতা, তথায় পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য কিংবা ধর্ম্মকার্য্যের জন্য পিতা স্বাধীনভাবে স্থাপর-সম্পত্তি একাই দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন। পৈতৃক বা পৈতামহ-সম্পত্তিতে পুত্র-পৌত্রের জন্মাধীন স্বত্ব থাকিলেও বিশেষ বিধিস্থলে অপবাদ আছে, ইহা পরে বলা হইবে। ১১৬।

অতঃপর বিভাগের কাল, বিভাগের কর্ত্তা ও বিভাগের প্রক্রিয়া বলা হইতেছে,—যখন পিতা সম্পত্তি বিভাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন ইচ্ছামত এক পুত্রকে, দুইটিকে বা বহু পুত্রকে নিজ স্বামিত্ব নাশ করিয়া ধনস্বামী করিবেন, কিন্তু তাহাতেও নিয়ম আছে,—জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বড় অংশ দিবেন, মধ্যমকে মধ্যভাগ ও কনিষ্ঠকে অধমভাগ দিবেন, অথবা সকলকে সমান অংশী করিবেন। এই জ্যেষ্ঠত্বাদিনিবন্ধন বিষম বিভাগ—স্বোপার্জ্জিত অর্থের পক্ষে, পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান স্বত্ব যাহাতে হয় সেইরূপ বিভাগ হইবে, ইহা পরে বলিবেন। তবেই দেখা যাইতেছে,—পিতার বিভাগেচ্ছা এই একটি বিভাগের কাল, দ্বিতীয় কাল—পিতার জীবদ্দশায়ও যদি পিতা সম্পত্তিতে স্পৃহাহীন হন, সন্তানোৎপাদন হইতে বিরত হন, কিংবা মাতার রজোনিবৃত্তি ঘটে, তবে পুত্রেরা পিতার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিভাগ করিতে পারিবে। তৃতীয় কাল—পিতার মরণ, প্রব্রজ্যা, পাতিত্যাদিনিমিত্তক অভাব হইলে পুত্রেরা সমান ভাগ করিয়া লইবে। শঙ্খ বলিয়াছেন, 'অকামে পিতরি রিক্থবিভাগো বৃদ্ধে বিপরীতচেতসি রোগিণি চ' অর্থাৎ পিতা বিভাগেচ্ছু না হইলেও যদি তিনি বৃদ্ধ, বিপরীতবুদ্ধি (উন্মাদাদি-গ্রস্ত) অথবা মহারোগগ্রস্ত হন, তবে ধনবিভাগ হইতে পারিবে। পূর্ব্ববচনে পিতার ইচ্ছাধীন বিভাগ সম ও বিষম দুই প্রকার বলা হইয়াছে, কিন্তু সম-বিভাগেও বিশেষ আছে,—যদি পিতা স্বেচ্ছামত সকল পুত্রকে সমাংশভাগী করেন, তবে পত্নীগণকেও পুত্রের সমান অংশ দিবেন, কিন্তু ইহাতেও বক্তব্য আছে,—যদি স্ত্রীগণকে স্ত্রীধনরূপে দ্রব্য না দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা তাহাদের শ্বশুর তাহাদিগকে যৌতুকাদিরূপে স্ত্রীধন না দিয়া থাকেন, তবেই স্বামী স্ত্রীগণকে পুত্র-সমান অংশী করিতে বাধ্য। আর স্ত্রীধন দত্ত হইলে পুত্র-দেয় ধনের অর্দ্ধাংশ পত্নীকে ভাগ করিয়া দিবেন। পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শ্রেষ্ঠ ভাগ (বিংশোদ্ধার, কুড়ি ভাগের এক ভাগ অতিরিক্ত) দিবেন অথবা সমান অংশ সম্পন্ন করিবেন, এই বিষয়েও বিশেষ আছে,—যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজেই ধনোপার্জ্জনে সমর্থ থাকে, অথবা পিতার দ্রব্য লইতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সামান্য কিছু দিয়া বিভক্ত করিয়া দিবেন, নচেৎ ঐ ধনে জ্যেষ্ঠের পুত্র-পৌত্রাদি দাবী রাখিতে পারে। শ্রেষ্ঠ ভাগ জ্যেষ্ঠকে দেয়—একথায় বিষম বিভাগ যদিও দেখান হইয়াছে, তাহা হইলেও শাস্ত্রোক্ত বিষম বিভাগ ভিন্ন যে-কোনরূপে বিষম বিভাগ তথায় নিষিদ্ধ—এই কথা বলিতেছেন—

বিভজেরন্ সুতাঃ পিত্রোরূর্দ্ধং রিক্থমৃণং সমম্।
মাতুর্দুহিতরঃ শেষমৃণাত্তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ ॥১১৯॥

ন্যূনাধিকভাবে বিষম বিভাগে বিভক্ত পুত্রগণের ঐ বিষম বিভাগ যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তাহা হইলে উহার পুনর্বিভাগ আর হইবে না। অন্যথা ঐ বিভাগ পিতৃকৃত হইলেও তাহার অগ্রাহ্যতা হইবে, পুনর্বিভাগ তথায় হইতে পারিবে ইহা মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। যেহেতু নারদ বলিয়াছেন,—'ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ। অন্যথা-শাস্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ'। অর্থাৎ ব্যাধিগ্রস্ত, পুত্র-বিশেষের উপর ক্রুদ্ধ, ভোগাসক্ত-চিত্ত, শাস্ত্রমত-লঙ্ঘনকারী পিতা বিভাগের অধিকারী নহেন। ১১৭-১৮।

এক্ষণে বিভাগের আর একটি কাল, বিভিন্ন বিভাগ-কর্ত্তা ও বিভাগের প্রকার ভেদ দেখাইতেছেন,—পিতা-মাতা উভয়ের অভাব (মরণ, প্রব্রজ্যা ও পাতিত্য প্রভৃতি অন্যতম কারণে অসত্তা) হইলে পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি সমান ভাগ করিয়া লইবে এবং পৈতৃক ঋণও সমভাগে লইবে। ইহাতে আপত্তি এই,—যদি সম-বিভাগই মহর্ষির অভিপ্রেত হয়, তবে মনুবচনের সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল, কারণ প্রথমে বলিয়াছেন, পিতা ও মাতার অবর্ত্তমানে ভ্রাতারা মিলিত হইয়া পৈতৃক ধন সমভাবে ভাগ করিয়া লইবে। ইহার পরেই বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সমগ্র পৈতৃক ধন লইবে, অপর ভ্রাতারা তাঁহাকে পিতার মত বোধে আশ্রয় করিয়া থাকিবে—এই বলিয়াই বলিলেন,—জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ অধিক, মধ্যমের তাহার অর্দ্ধ, কনিষ্ঠের চতুর্থ ভাগ দিয়া তাহার পর সম্পত্তি ভাগ হইবে, আবার বলিলেন, 'একাধিকং হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽপ্যর্দ্ধং ততোঽনুজঃ। অংশমংশং যবীয়াংস ইতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের দুই ভাগ, তৎপরবর্ত্তী ভ্রাতার দেড় ভাগ, তাহার পরবর্ত্তী কনিষ্ঠদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ—ইহা ধর্ম্মানুগত বিভাগ হইবে, এই সকল উক্তিতে বিষম বিভাগই প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সমভাগের কথা বলিলেন, এই বিরোধ পরিহারের উপায় কি? মিতাক্ষরাকার বলিলেন,—হাঁ, সত্য বটে, শাস্ত্রে বিষম বিভাগের কথা আছে, কিন্তু লোক-ব্যবহারে গৃহীত নহে বলিয়া উহা গ্রাহ্য নহে। কথিত আছে,—যাহা লোকগর্হিত সেরূপ কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত হইলেও আচরণীয় নহে, যথা-'অত্যর্থং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্ম্যমপ্যাচরেন্ন তু'। যেমন শাস্ত্রে অতিথির তৃপ্তির জন্য মহোক্ষ বা মহা-অজ ছেদের ব্যবস্থা থাকিলেও লোকবিদ্বিষ্ট হেতু উহা পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ সমবিভাগই লোকানুমত বলিয়া করণীয়, শাস্ত্রোক্ত বিষম বিভাগ নহে। মাতার স্ত্রীধন কন্যাগণ সমভাগে বিভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু তাহাতেও মাতৃকৃত ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট ধন বিভাজ্য। কন্যার অভাবে ঋণাবশিষ্ট মাতৃসম্পত্তি মাতার অন্বয় অর্থাৎ বংশধর পুত্র পৌত্র প্রভৃতি গ্রহণ করিবে।১১৯।

পিতৃদ্রব্যাবিনাশেন (ক) যদন্যৎ স্বয়মর্জিতম্।
মৈত্রমৌদ্বাহিকঞ্চৈব দায়াদানং ন তদ্ভবেৎ ॥১২০॥

অতঃপর অবিভাজ্য সম্পত্তির পরিগণনা করিতেছেন,—মাতা পিতার দ্রব্য ব্যয় না করিয়া যাহা নিজের কৃতিত্বে অর্জ্জিত ধন, মিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, বিবাহসূত্রে যৌতুকরূপে প্রাপ্ত ধন—এগুলিতে অন্য ভ্রাতাদের অংশ আসিবে না। পিতৃ-পিতামহক্রমে আগত সম্পত্তি যদি অপরে অধিকার করিয়া থাকে, অথচ অসামর্থ্যবশতঃ পিতা বা অন্য কেহ পিতৃব্যাদি তাহা উদ্ধার করিতে পারে নাই, তাহা যে পুত্র অন্য পুত্রাদির অনুমতিক্রমে উদ্ধার করিবে, তাহা অন্য ভ্রাতাদের বণ্টন করিয়া দিতে হইবে না, উদ্ধার-কর্ত্তাই তাহা গ্রহণ করিবে। এই প্রকার বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা অথবা ব্যাখ্যাদি দ্বারা যে ধন অর্জ্জিত হইবে, তাহাও বিভজনীয় নহে। (মিতাক্ষরা—পিতার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি বিভাগকারীরা শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণকে দিবে। অব্যবহৃত হইলে ভাগ করিয়া লইবে। পিতা-মাতার দ্রব্য নাশ করিয়া ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কেহ সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে তাহা সমান ভাগে বিভজনীয়; তবে তাহাতে উপার্জ্জনকারী দুইভাগ পাইবে এইমাত্র বিশেষ। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও ব্যতিক্রম আছে,—অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের যৌথ সম্পত্তি-ব্যয়ে কৃষি, বাণিজ্য

(ক) দ্রব্যাবিরোধেন—পা

ক্রমাদভ্যাগতং দ্রব্যং হৃতমভ্যুদ্ধরেত্তু যঃ।
দায়াদেভ্যো ন তদ্দদ্যাদ্ বিদ্যয়া লব্ধমেব চ ॥১২১॥
*যৎকিঞ্চিৎ পিতরি প্রেতে ধনং জ্যেষ্ঠোঽধিগচ্ছতি।
ভাগো যবীয়সাং তত্র যদি বিদ্যানুপালিনঃ ॥১২২॥

প্রভৃতি করিয়া যাহা অর্জ্জিত হইবে, তাহাতে অর্জ্জনকারী দুইভাগ পাইবে না, সকলের সমান অংশ হইবে—ইহাই মুনিগণের মত)। ইতঃপূর্ব্বে পৈতৃক ধনের বিভাগ ও বিভাগকর্ত্তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে পিতামহের সম্পত্তিতে পৌত্রগণের বিভাগে বিশেষ বিধি দেখাইতেছেন,—বিভিন্ন পিতৃজাত পৌত্রদের পৈতামহ সম্পত্তিতে ভাগ-ব্যবস্থা তাহাদের নিজ নিজ পিতার প্রাপ্য অধিকার অনুসারে জানিবে। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে,—জন্ম-স্বত্ববাদীর মতে পৌত্রগণ জন্মিবামাত্র পিতামহের সম্পত্তিতে নিজ পিতার সমান অধিকারী, তবে এক পিতার বহু পুত্রস্থলে কি পিতার মত তাহারা প্রত্যেকে সমান অংশ পাইবে? উত্তর—না, তাহা নহে, তাহাদের পিতাকে ধরিয়াই ভাগ কল্পনা করা হইবে। কথাটি এই—যদিও স্বত্ব পূর্ব্ব হইতে সকলেরই জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাগ-ব্যবস্থা হইবে তাহাদের পিতার প্রাপ্য অংশ ধরিয়া অর্থাৎ যেখানে অবিভক্ত অবস্থায় বহু ভ্রাতা প্রত্যেকেই পুত্র উৎপাদন করিয়া পরলোকে গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন ভ্রাতার দুই পুত্র, কাহারও তিন পুত্র, অপরের চারিটি পুত্র, সেস্থলে সমান অংশ হইবে না, কিন্তু দুই পুত্র পিতার প্রাপ্য এক অংশ পাইয়া তাহা দুই ভাগ করিয়া লইবে, এইরূপ তিন পুত্র পৈতৃক এক অংশ পাইয়া তাহা তিন ভাগ করিবে এবং চারি পুত্র পিতার প্রাপ্য এক অংশ লইয়া পরস্পর চারি ভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন পিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা পৈতৃক ধনের এক এক অংশ পাইবে, তাহাদের পুত্রেরা আর পাইবে না. কেহ কেহ পুত্র রাখিয়া মৃত হইলে তাহাদের পুত্ররা পিতার প্রাপ্য অংশ মাত্র পাইবে। ১২০-২৩।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে,—যেখানে বহু পুত্রের জনক

সামান্যার্থসমুত্থানে বিভাগস্তু সমঃ স্মৃতঃ।
অনেকপিতৃকাণাস্তু পিতৃতো ভাগকল্পনা ॥১২৩॥
ভূর্যা পিতামহোপাত্তা নিবন্ধো দ্রব্যমেব বা।
তত্র স্যাৎ সদৃশং স্বাম্যং পিতুঃ পুত্রস্য চোভয়োঃ ॥১২৪

পিতামহের এক পুত্র পূর্ব্ব হইতেই পিতার সহিত বিভক্ত হইয়াছে অথবা পিতামহের একমাত্র পুত্র—তাহার কোন ভ্রাতা নাই, তথায় পিতার মৃত্যুর পর পৌত্রের পিতামহ-সম্পত্তিতে স্বত্বাভাববশতঃ বিভাগ হইবে না, ইহাই কি গ্রাহ্য অথবা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মত তাহাতেও পিতার ইচ্ছামত পৌত্রগণের অংশ হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—পিতামহের উপার্জ্জিত ভূসম্পত্তি, নিবন্ধ, দ্রব্য অর্থাৎ 'প্রতিবর্ষে বা প্রতিমাসে দিব' বলিয়া যাহা প্রতিশ্রুত বস্তু অথবা সুবর্ণ-রজতাদি দ্রব্য (পৈতৃক), তাহাতে পিতা ও পুত্রের তুল্য স্বামিত্ব হইবে—যেহেতু সমান স্বাম্য, এইজন্য পিতার ইচ্ছামত ভাগ হইবে না এবং পিতারও ভাগদ্বয় হইবে না। এই বচনটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে দায়-ভাগকার পিতা পুত্রের সদৃশ স্বাম্যের যে-স্থল দেখাইয়াছেন, তাহা এইরূপ—পিতা-বর্ত্তমানে দুই ভাইয়ের মধ্যে কেহই সম্পত্তিতে পিতৃকৃত ভাগ পায় নাই, এমতাবস্থায় এক ভাই পুত্র রাখিয়া মরিয়া যাইল, অপর ভাইয়ের জীবদ্দশায় তাহার পিতার মৃত্যু হইল, সে ক্ষেত্রে ঐ জীবিত পুত্রই অতি নিকট সম্বন্ধহেতু সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে—এই আশঙ্কায় এই বচন উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য—যেমন জীবিত পুত্রের পৈতৃক ধনে স্বামিত্ব, সেইরূপ মৃত-পিতৃক পৌত্র-গণেরও সমান স্বামিত্ব, যেহেতু পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ দ্বারা উভয়েই মৃত মূলধনীর উপকার সাধন করিয়া থাকে, এজন্য মৃত-পিতৃ-পিতামহ প্রপৌত্রেরও প্রপিতামহেরও তুল্যাধিকার, নিকট সম্বন্ধ বা দূর সম্বন্ধ ধরিয়া কোন পার্থক্য হইবে না। পিতৃকৃত সম্পত্তি-বিভাগের পর কোন পুত্র জন্মিলে তাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা বলিতেছেন,—পুত্রগণ বিভক্ত হইবার পর যদি সমানবর্ণা ভার্য্যাতে আবার পুত্র জন্মে, তবে সেও অংশ পাইবে। পিতা-

*পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা যাহা পাইবেন তাহাতে কনিষ্ঠগণ বিদ্যানুরাগী শাস্ত্রোক্ত সদাচারপালক হইলে সমভাগ হইবে। তবে জ্যেষ্ঠের বিংশোদ্ধার দিবার পর এই সমভাগ ব্যবস্থা জানিতে হইবে। ১২২। মিতাক্ষরাকার এই শ্লোক পরিত্যাগ করায় পৃথগ্ভাবে তাহার প্রদর্শিত হইল।

বিভক্তেষু সুতো জাতঃ সবর্ণায়াং বিভাগভাক্।
দৃশ্যাদ্বা তদ্বিভাগঃ স্যাদায়ব্যয়বিশোধিতাৎ ॥১২৫॥
পিতৃভ্যাং যস্য যদ্দত্তং তত্তস্যৈব ধনং ভবেৎ।
পিতুরূর্দ্ধং বিভজতাং মাতাঽপ্যংশং
সমং হরেৎ (ক) ॥১২৬॥

অসংস্কৃতাস্তু সংস্কার্য্যা ভ্রাতৃভিঃ পূর্বসংস্কৃতৈঃ।
ভগিন্যশ্চ নিজাদংশাদ্দত্বাংশং তু তুরীয়কম্ ॥১২৭॥
চতু-স্ত্রি-দ্ব্যেকভাগাঃ স্যুর্বর্ণশো ব্রাহ্মণাত্মজাঃ।
ক্ষত্রজাস্ত্রিদ্ব্যেকভাগা বিড্জাস্তু দ্ব্যেকভাগিনঃ ॥১২৮॥

মাতার লব্ধ অংশের সে অংশীদার হইবে অর্থাৎ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের অংশ সে পাইবে, কিন্তু মাতৃভাগ ভগিনীর অভাবে লভ্য নতুবা নহে। আর পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তির ভাগ করিয়া লইতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎকালে মাতার গর্ভস্থ সন্তানের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে ভাইয়েরা ভাগ করিয়া লইবার পরও উৎপন্ন ঐ গর্ভস্থ সন্তানের একভাগ নিজ নিজ ভাগ হইতে দিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে একটু লক্ষ্য করিবার আছে,—বর্ষ-মাসাদি হিসাবে সম্পত্তি হইতে যাহা আয় হয় ও পিতৃকৃত ঋণ-শোধ ও শ্রাদ্ধাদি-ব্যয় বাদ দিয়া হিসাবে যাহা সম্পত্তি থাকিবে, তাহার মূল্য ধরিয়া বা সমান অংশ করিয়া ঐ উৎপন্ন ভ্রাতাকে অংশ দিতে হইবে। পূর্ববচনে বলা হইয়াছে,—বিভাগের পর জাত পুত্র পিতা ও মাতার প্রাপ্ত সমস্ত সম্পত্তি পাইবে, এমন কি পরে পিতার উপার্জ্জিত অর্থও সমস্ত সে পাইবে, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে,—পিতা বা মাতা বিভক্ত পুত্রদিগকে স্নেহ-বশতঃ যদি কোন আভরণাদি দেয়, তাহা হইলে বিভাগের পর জাত পুত্র কি পিতামাতাকে উহা নিষেধ করিবে? অথবা দত্ত জিনিষ মাতা-পিতার মৃত্যুর পর কাড়িয়া লইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—পিতা বা মাতা যে পুত্রকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তাহারই সম্পত্তি, ইহাতে বিভাগোত্তর জাত ভ্রাতার কোন অধিকার নাই। এই নীতি বিভাগের পূর্ব্বে মাতা-পিতৃদত্ত ধনেও প্রযোজ্য। পিতা জীবদ্দশায় বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পত্নীদিগকে সমান অংশভাগিনী করিবেন—ইহা বলা আছে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরও বিভাগে যে মাতা সমাংশহারিণী হইবেন, তাহা বলিতেছেন,—পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ সম্পত্তি বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মাতাও তাহাদের সমান অংশ পাইবেন। তবে যদি মাতাকে পিতা স্ত্রীধন হিসাবে কিছু দিয়া থাকেন, তবে তিনি সমান অংশভাগিনী হইবেন না, অর্দ্ধাংশ পাইবেন। পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বিভাগ করিতে থাকিলে অসংস্কৃত (উপনয়নাদিসংস্কারহীন) ভ্রাতৃগণকে সমুদয় সম্পত্তি হইতে কিছু লইয়া সংস্কৃত করিবে। এবং অবিবাহিতা ভগিনীদিগকেও নিজ নিজ লব্ধ পৈতৃক অংশ হইতে চতুর্থাংশ লইয়া তাহা-দ্বারা পরিণয়-সংস্কারে সংস্কৃতা করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তানবর্গ প্রত্যেকে (সমস্ত সম্পত্তিকে দশভাগ করিয়া তাহার) চারি চারি অংশ পাইবে, ক্ষত্রিয়া-গর্ভজাতরা তিন তিন ভাগ, বৈশ্যা গর্ভজাতগণ দুই দুই ভাগ এবং শূদ্রা গর্ভজাতরা এক এক ভাগ পাইবে। আবার ঐরূপক্রমে ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া-গর্ভজাত সন্তানগণ (সম্পত্তিকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার) তিন তিন ভাগ, বৈশ্যা-গর্ভজাতরা দুই দুই ভাগ এবং শূদ্রাগর্ভজাতরা এক এক ভাগ মাত্র পাইবে। ঐরূপ বৈশ্য হইতে বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্রগণ (তিনভাগে বিভক্ত সম্পত্তির) দুই দুই ভাগ ও শূদ্রা-গর্ভজাতরা এক এক ভাগ পাইবার অধিকারী হইবে। এবিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই —প্রতিগ্রহ-লব্ধ ভূসম্পত্তি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদিগর্ভজাত পুত্রগণ পাইবে না। কিন্তু প্রতিগ্রহলব্ধ ভূমি যদি ক্রয় করা হইয়া থাকে, তবে ক্ষত্রিয়াদি গর্ভজাত পুত্ররাও তাহাতে অংশী হইবে। যেহেতু শূদ্রা-পুত্র সম্বন্ধে ভূ-সম্পত্তিতে বিশেষ বচন দ্বারা ভাগ-প্রতিষেধ আছে অতএব বুঝাইতেছে,—ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা-পুত্রগণ ঐরূপ ভূসম্পত্তির অংশীদার হইয়া থাকে। যদিও মনুবচনে পাওয়া যায় 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাপুত্রো ন রিক্থভাক্' ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের শূদ্রা-গর্ভজাত সন্তান কোন সম্পত্তির অধিকারী নহে, তাহা হইলে উহার বিষয় এই যে, জীবদ্দশায় যদি শূদ্রা-পুত্রকে পিতা অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু দিয়া থাকে, তবে সে পিতার মৃত্যুর পর আর পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পাইবে

(ক) সমাপ্নুয়াৎ—পা।

অন্যোন্যাপহৃতং দ্রব্যং বিভক্তে যত্র দৃশ্যতে।
তৎপুনস্তে সমৈরংশৈর্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ ॥১২৯॥
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ।
উভয়োরপ্যসৌ রিক্থী পিণ্ডদাতা চ ধর্মতঃ ॥১৩০॥

ঔরসো ধর্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।
ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রজাতস্তু সগোত্রেণেতরেণ বা ॥১৩১॥
গৃহে প্রচ্ছন্ন উৎপন্নো গূঢ়জস্তু সুতো মতঃ।
কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ ॥১৩২॥

না। অন্যথা হইলে পাইবে, অতএব মনুবচনের সহিত মহর্ষির এই বচনের কোন বিরোধ হইল না। উত্তরাধিকারীরা পরস্পর গোপন করিয়া অথবা বলপূর্ব্বক কোন সম্পত্তি হরণ করিয়া রাখিলে অথচ বিভাগের সময় তাহা জ্ঞাত না হইলে পরে যদি তাহা জানিতে পারা যায়, তবে তাহা উত্তরাধিকারিগণ সমান অংশ করিয়া লইবে। অতঃপর দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্রের স্বরূপ ওধনাধিকার বলিতেছেন,—কোনও অপুত্রক ব্যক্তি (দেবরাদি) পরস্ত্রীতে গুরুজনের নিয়োগবশতঃ পুত্র উৎপাদন করিলে সেই পুত্রকে দ্ব্যামুষ্যায়ণ বলে। কথাটি এই,– পুত্রোৎপাদনের জন্য নিযুক্ত দেবরাদি সপিণ্ড নিজে অপুত্রক হইয়া যদি অপুত্রক কোন ব্যক্তির স্ত্রীতে নিজ ও পরের পুত্রের কামনায় প্রবৃত্ত হইয়া কোনও পুত্র উৎপাদন করে,তবে সেই পুত্র দ্বিপিতৃক বা দ্ব্যামুষ্যায়ণ নামে কথিত হয়। কিন্তু যদি সেই নিযুক্ত পুরুষ নিজে পুত্রবান্ থাকে, কেবল ক্ষেত্রীর (যাহার স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিতেছে) পুত্র-লাভের জন্য ঐরূপ চেষ্টা করে, তবে তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রীরই হইবে, উৎপাদকের নহে। ঐ দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র বীজী ও ক্ষেত্রী উভয়েরই ধনাধিকারী এবং ধর্ম্মানুসারে পিণ্ডদাতা হইবে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ ভিন্ন নিয়োগোৎপাদিত পুত্র বীজী পিতার ধনভাগী ও পিণ্ডদাতা হইবে না ১২৪-৩০।

ইতঃপূর্ব্বে সমানজাতীয় ও অসমানজাতীয় পুত্রগণের ধন-বিভাগের ব্যবস্থা বলা হইয়াছে, এক্ষণে মুখ্য ও গৌণ পুত্রদিগের কিরূপ ধন-বিভাগ হইবে তাহা বলিবার জন্য প্রথমে মুখ্য-গৌণ পুত্রগণের স্বরূপ বলিতেছেন,—ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়োৎপন্ন, কানীন, পৌনর্ভব, দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়ংদত্ত, সহোঢ়জ ও অপবিদ্ধ এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে সমানবর্ণা ধর্ম্মানুসারে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম ঔরস পুত্র, এই পুত্র মুখ্য। তৎপরে পুত্রিকা-পুত্র অর্থাৎ ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে দানকালে জনক পিতা যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন যে, এই কন্যাকে দান করিতেছি বটে কিন্তু ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমারই পুত্র, তবে সেই পুত্রিকার পুত্রকে পুত্রিকা-পুত্র বলে, মতান্তরে কন্যাই পুত্ররূপে স্থিত হইলে পুত্রিকা-পুত্র হয়, ইহা ঔরস পুত্রের মত। সগোত্র হইতে কিংবা সপিণ্ড দেবর প্রভৃতি হইতে অপুত্রক ব্যক্তির পরিণীতা ভার্য্যায় নিয়োগ দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রজ বলা হয়। স্বামিগৃহেই গুপ্তভাবে উচ্চবর্ণ বা নীচবর্ণ পুরুষ হইতে না জন্মিয়া এবং কোন্ পুরুষ হইতে জন্মিয়াছে ইহার নিশ্চয় না থাকিলেও সমান বর্ণের পুরুষ হইতে পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন এইমাত্র নিশ্চয় থাকিলে ঐ পুত্রের নাম গূঢ়জ পুত্র। কুমারী অবস্থায় সমান বর্ণ পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্র কানীন পুত্র, ইহা মাতামহেরই পুত্ররূপে স্বীকৃত।১৩১-৩২।

অক্ষতযোনি (অনুপভুক্তা) বা ক্ষতযোনি (উপভুক্তা) নারীকে পুনরায় বিবাহ দিলে সে পুনর্ভূ হয়, তাহার গর্ভজাত সবর্ণ পুরুষ হইতে উৎপন্ন পুত্রকে পৌনর্ভব বলে। মাতা ও পিতা বা তাহাদের অন্যতর অন্নাদি-কষ্টবশতঃ যে পুত্রকে সজাতীয়ের হাতে দান করে, সেই দত্ত পুত্রই দত্ত্রিম বা দত্তক পুত্র নামে খ্যাত হয়। (এসম্বন্ধে বিজ্ঞানেশ্বর যে মুনিবচনগুলি উদ্ধার করিয়াছেন সেগুলির মর্ম্মার্থ এই,—দাতা আপৎ না হইলে অর্থাৎ অর্থলোভে একমাত্র পুত্রকে দান করিবে না, এই প্রতিগ্রহীতাও এক পুত্রকে গ্রহণ করিবে না। এই প্রকার-অনেক পুত্রের পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিবে না। আত্মীয় স্বজনের সমক্ষেই দত্তক গ্রহণ করিবে। দূরে বান্ধব থাকিলে এবং দেশ ও ভাষায় প্রভেদ থাকিলে তাদৃশ পুত্র অগ্রাহ্য)। ১৩৩।

পিতা ও মাতা উভয়ে বা প্রত্যেকে অভাবে পড়িয়া জ্যেষ্ঠ-ভিন্ন যে পুত্রকে সমান-বর্ণ ব্যক্তির কাছে বিক্রয়

অক্ষতায়াং ক্ষতায়াং বা জাতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
দদ্যান্মাতা পিতা বা যং স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥১৩৩॥
ক্রীতস্তু তাভ্যাং বিক্রীতঃ কৃত্রিমস্তু স্বয়ং কৃতঃ।
দত্তাত্মা তু স্বয়ংদত্তো গর্ভে বিন্নঃ (খ) সহোঢ়জঃ॥১৩৪॥

করে, সেই পুত্রের নাম ক্রীত পুত্র। মাতা-পিতৃহীন যে বালককে পুত্রহীন ব্যক্তি ধনাদি-প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করে, সে কৃত্রিম পুত্র। মাতা-পিতৃহীন অথবা মাতা-পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বালক যদি আসিয়া বলে 'আমি আপনার পুত্র, আমাকে গ্রহণ করুন', তবে সেই আত্মসমর্পণকারী পুত্রকে স্বয়ংদত্ত বলা হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে গর্ভিণী মাতার বিবাহের পর জাত পুত্র সহোঢ়জ নামে খ্যাত, এই পুত্র তাহার মাতার বিবাহকারীর পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে। ১৩৪।

যে পুত্রকে মাতা-পিতা উভয়েই ত্যাগ করিয়াছে, পরে অপর কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে অপবিদ্ধ পুত্র বলে। এই পুত্র গ্রহীতার পুত্র জানিবে। কিন্তু উক্ত সমুদয়স্থলে সবর্ণ হইলেই পুত্ররূপে গণ্য হইবে, নতুবা নহে। এই যে ঔরস, পুত্রিকা-পুত্র, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্রের ক্রম দেখান হইল, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর নির্দ্দিষ্ট পুত্রই পিতার পিণ্ডদাতা ও ধনাধিকারী হইবে। (মন্তব্য—পুত্রিকা করিবার পর যদি ঔরস-পুত্র জন্মে, তবে সম্পত্তির অংশীদার উভয়ে সমান হইবে। এই প্রকার অন্যান্য পুত্রসম্বন্ধে যদি ঔরস-পুত্র হয়, তবে দত্তক সম্পত্তির চতুর্থাংশভাগী হইবে। দত্তকের মত ক্রীত-কৃত্রিমাদি পুত্রেরও ঐ সম্পত্তিভাগে সমান ব্যবস্থা জানিবে। কিন্তু অসবর্ণ পুত্র হইলে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারী হইবে)। ১৩৫।

(অপুত্র-ধনাধিকার প্রকরণ)।

ঐ কথাই উপসংহারচ্ছলে বলিতেছেন,—এই যে পূর্ব্বাভাবে পর পর নির্দ্দিষ্ট পুত্রের শ্রাদ্ধাধিকার ও ধনাধিকার বলা হইয়াছে, ইহা সমান জাতীয় পুত্রস্থলে,

(খ) গর্ভে ভিন্নঃ—পা

উৎসৃষ্টো গৃহ্যতে যস্তু সোঽপবিদ্ধো ভবেৎ সুতঃ।
পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ ॥১৩৫॥

অপুত্র-ধনাধিকারপ্রকরণম্।

সজাতীয়েষ্বয়ং প্রোক্তস্তনয়েষু ময়া বিধিঃ।
জাতোঽপি দাস্যাং শূদ্রেণ কামতোঽংশহরো ভবেৎ ॥১৩৬॥

বিভিন্ন জাতীয় পুত্রস্থলে নহে। তন্মধ্যে কানীন, গূঢ়োৎপন্ন, সহোঢ়জ ও পৌনর্ভব পুত্রগুলিকে তাহার জনকের বর্ণ ও গ্রহীতার বর্ণানুসারে সজাতীয় বলিয়া জানিতে পারিবে। এইরূপ অনুলোমভাবে পরিণীতা স্ত্রীগর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি পুত্রকে ঔরস-মধ্যে গণনা করায় ঔরসের মত উহাদেরও অভাবে ক্ষেত্রজাদি সন্তান উত্তরাধিকারী হইবে। কিন্তু শূদ্রা-পুত্র ব্রাহ্মণের ঔরস সন্তান হইলেও অন্যান্য পুত্রের অভাবেও সমগ্র পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে না, কিন্তু দশমাংশ-মাত্র পাইবে। অতঃপর শূদ্র-স্বামিক ধন-বিভাগের কথা বলিতেছেন,—শূদ্রের ঔরসে সেবা-দাসীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে পিতা ইচ্ছা করিলে সে পিতার ইচ্ছামত ধনের ভাগী হইবে এবং পিতার মৃত্যুর পর যদি দেখা যায় সেই শূদ্রের পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বিদ্যমান, তাহা হইলে ঐ দাসী-পুত্রের ভাইয়েরা সেই দাসী-পুত্রকে নিজ প্রাপ্য অংশের অর্দ্ধাংশ দিবে। আর পরিণীতা-পুত্র না থাকিলে সেই দাসী পুত্রই সমগ্র সম্পত্তির মালিক হইবে। কিন্তু ইহাও লক্ষণীয় যে, পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা বা দৌহিত্র আছে কিনা, থাকিলে তাহাদের দশমাংশ দাসী-পুত্র পাইবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, দ্বিজাতির ঔরসে দাসী-গর্ভজাত সন্তান পিতার ইচ্ছাতেও অংশ পাইবে না এবং অর্দ্ধও পাইবে না। অনুকূল থাকিলে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবে। ১৩৬-৩৭।

অপুত্রক (পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্ররহিত) ব্যক্তি পরলোকে গমন করিলে তাহার সম্পত্তিতে যথাক্রমে পত্নী, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, গোত্রজাত, বন্ধুবর্গ (আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু) শিষ্য ও সহাধ্যায়ী

মৃতে পিতরি কুর্য্যুস্তং ভ্রাতরস্ত্বর্দ্ধভাগিনম্।
অভ্রাতৃকো হরেৎ সর্বং দুহিতৃণাং সুতাদৃতে ॥১৩৭॥
পত্নী দুহিতরশ্চৈব পিতরৌ ভ্রাতরস্তথা।
তৎসুতো গোত্রজো বন্ধুঃ শিষ্যঃ সব্রহ্মচারিণঃ ॥১৩৮॥
এষামভাবে পূর্বস্য ধনভাগুত্তরোত্তরঃ।
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য সর্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ ॥১৩৯॥
বানপ্রস্থ-যতি-ব্রহ্মচারিণামৃকৃথভাগিনঃ।
ক্রমেণাচার্য-সচ্ছিষ্য-ধর্মভ্রাত্রেকতীর্থিনঃ ॥১৪০॥

ইতি অপুত্রকধনবিভাগপ্রকরণম্।

ইঁহারা অধিকারী হইবেন। মিতাক্ষরাকার মতে শিষ্যের পূর্ব্বে আচার্য্যের অধিকার। পত্নী বলিতে বিবাহ-সংস্কারে সংস্কৃতা সহধর্ম্মিণী বুঝিতে হইবে, তাঁহারা বহু হইলে সজাতীয়া ও বিজাতীয়া সকলেই যথাযথ অংশ ভাগ করিয়া লইবেন। তন্মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীরই ধনাধিকার জানিবে। পত্নী প্রভৃতির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অভাবে পর পর নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ ধনভাগী হইবেন। ইহা সকল বর্ণের পক্ষেই সমান ব্যবস্থা।১৩৮-৩৯।

এই অধিকারিক্রমেও ব্যতিক্রম আছে,—বানপ্রস্থাবলম্বী, সন্ন্যাসী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের সম্পত্তি যথাক্রমে আচার্য্য, অনুগত শিষ্য (যিনি অধ্যাত্মশাস্ত্র শ্রবণ, ধারণ ও বেদার্থানুষ্ঠান করিতে সমর্থ), ধর্ম্মভ্রাতা (ভ্রাতৃরূপে গৃহীত) ও সতীর্থ্য (এক অধ্যাপকের নিকট এককালে অধ্যয়নকারী) ইহাঁরা লইবেন। তন্মধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ধন আচার্য্য লইবেন, সন্ন্যাসীর ধন পূর্ব্বোক্ত সৎশিষ্য গ্রহণ করিবেন। কারণ, আচার্য্য দুর্বৃত্ত হইলে ভাগ পাইবার অযোগ্য। বানপ্রস্থের ধনে ধর্ম্মভ্রাতা ও সতীর্থ্যের অধিকার। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য প্রভৃতির অভাবে পুত্রাদি সত্ত্বেও সতীর্থই (একাশ্রমী) ধনগ্রহণ করিবেন। যদিও আপাততঃ মনে হয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থের ধনই থাকিতে পারে না, তবে উত্তরাধিকারীর ব্যবস্থা নিষ্ফল, তাহা হইলেও কৌপীনাচ্ছাদন, কমণ্ডলু, পাদুকা, যোগোপকরণাদির সম্ভাবনায় উহা উক্ত হইয়াছে।১৪০

অপুত্রক ধনবিভাগ প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ সংসৃষ্টি-ধনবিভাগ প্রকরণম্।

সংসৃষ্টিনস্তু সংসৃষ্টী সোদরস্য তু সোদরঃ।
দদ্যাচ্চোপহরেদংশং জাতস্য চ মৃতস্য চ ॥১৪১॥
অন্যোদর্য্যস্তু সংসৃষ্টী নান্যোদর্য্যো ধনং হরেৎ।
অসংসৃষ্ট্যপি চাদদ্যাৎ সংসৃষ্টো নান্যমাতৃজঃ ॥১৪২॥

ইতি সংসৃষ্টি-ধনবিভাগ প্রকরণম্।

পূর্ব্বে ধন বিভাগ করিয়া পরে ঐ বিভক্ত ধনকে যদি পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া অবিভক্তভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে সেই ধনের নাম সংসৃষ্ট ধন, সেই সংসৃষ্ট ধনের অধিকারী ব্যক্তি মৃত হইলে তাহার অংশবিভাগকালে অবিজ্ঞাতগর্ভা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে অন্যসংসৃষ্টী দিবেন। পুত্র না থাকিলে সংসৃষ্টীই ঐ ধন গ্রহণ করিবে, পত্নী প্রভৃতি নহে। সংসৃষ্টীর ধন সংসৃষ্টীই পাইবে। ইহারও ব্যতিক্রম আছে,—যদি সহোদর সংসৃষ্টী মৃত হয়, তবে তাহার ধনের সংসৃষ্টী অন্য সহোদর ভ্রাতা পূর্ব্বোক্তভাবে জাতপুত্রকে ঐ সংসৃষ্টীর ধন দিবেন, পুত্র না থাকিলে সংসৃষ্টী সহোদর নিজেই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সংসৃষ্টী হইলেও মৃত সংসৃষ্টীর ধন পাইবেন না। ১৪১।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে,—অপুত্রক ধনী সংসৃষ্টী হইয়া স্বর্গগত হইলে তাহার ধন কি সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাইবে? অথবা অসংসৃষ্টী সহোদর পাইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—উক্ত দুইজনেই ধন বিভাগ করিয়া লইবেন, তাহার কারণ অন্যোদর্য্য (বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) সংসৃষ্টী হইলে সেই ব্যক্তিই সংসৃষ্টী মৃত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধন পাইবে। কিন্তু অসংসৃষ্টী অন্যোদর্য্য ধনভাগী হইবে না। তবেই এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বুঝাইতেছে, সংসৃষ্টিত্বই অন্যোদর্য্যের ধনগ্রহণে প্রযোজক। আবার যদি সংসৃষ্ট অর্থাৎ একোদর সংসৃষ্টী সহোদর ভ্রাতা ধনে অসংসৃষ্টীও হয়, তবে সেই ধন ভাগী হইবে। তথায় সংসৃষ্টী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধনভাগী হইবে না। ইহার দ্বারা সহোদরত্বও ধনগ্রহণে প্রযোজক বলা হইল। কিন্তু

অথ অনধিকারি-প্রকরণম্।

ক্লীবোঽথ পতিতস্তজ্জঃ পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়ঃ।
অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগাদ্যা ভর্ত্তব্যাঃ স্যুর্নিরংশকাঃ॥১৪৩
ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্ বৈ ভর্তৃসাৎকৃতাঃ॥১৪৪॥
অপুত্রা যোষিতশ্চৈষাং ভর্ত্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।
নির্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ ॥১৪৫॥
ইতি অনধিকারিপ্রকরণম্।

অথ স্ত্রীধন-বিভাগপ্রকরণম্।

পিতৃ-মাতৃ-পতি-ভ্রাতৃদত্তমধ্যগ্ন্যুপাগতম্।
আধিবেদনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্ ॥১৪৬॥

এখানে সংশয় আছে যদি, বৈমাত্রেয় সংসৃষ্টী ভ্রাতা থাকে এবং অসংসৃষ্টী সহোদর থাকে, তবে ধন গ্রহণে প্রযোজক উক্ত দুই ধর্ম্মই থাকায় কে ধনভাগী হইবে? তাহার উত্তরে মিতাক্ষরাকার বলেন,—এই বচনে একটি 'এব' শব্দ উহ্য করিয়া অন্বয় করিতে হইবে, তাহা হইলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না, যথা—সংসৃষ্টী হইলে কেবল বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই ধনভাগ গ্রহণ করিবে না এবং অসংসৃষ্টী সহোদরও গ্রহণ করিবে এইরূপে উভয়েই মৃত ব্যক্তির ধন গ্রহণে অধিকারী হইবে। কারণ, ধনগ্রহণের প্রযোজক দুইটির অন্যতর ধর্ম্ম এক একটিতে বিদ্যমান।১৪২।

সংসৃষ্টিধনবিভাগ প্রকরণ সমাপ্ত।

অনধিকারি-প্রকরণ।

ক্লীব (যাহার মূত্র প্রস্রাবকালে ফেনিল হয় না, বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায়, মেঢ্র উন্মাদনা ও শুক্রহীন এইরূপ পুরুষ), পতিত (ব্রহ্মহত্যাদি পাপকারী), পাতিত্য অবস্থায় উৎপন্ন পতিতের পুত্র, পঙ্গু (চলনশক্তিরহিত বিকলচরণ), উন্মত্ত (বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক বিকারে বা দুষ্টগ্রহাবেশে জাত উন্মাদ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি), জড় (বিকলান্তঃকরণ অর্থাৎ হিতাহিত অবধারণ করিতে অক্ষম), অন্ধ (দুই চক্ষুতেই দৃষ্টিশক্তিহীন), অচিকিৎস্য রোগী (যক্ষ্মাদি রোগগ্রস্ত) এবং গার্হস্থ্য-আশ্রমত্যাগী, পিতৃদ্বেষী, উপপাতকী, বধির মূক ও অন্য বিকলেন্দ্রিয় ইহারা ঔরস হইলেও পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবে না। কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রভাগী হইবে। উত্তরাধিকারিগণ উঁহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন না দিলে পতিত ও দণ্ডনীয় হইবে। এই বচনে পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকিলেও উহা বিবক্ষিত নহে, অতএব মাতা প্রভৃতিও যদি উক্ত পাতিত্যাদি দোষে দুষ্ট হন, তবে ধনাধিকাররহিত হইবেন। ১৪৩।

কিন্তু উক্ত ক্লীবপ্রভৃতির ক্ষেত্রজ বা ঔরস পুত্রগণ যদি উক্তরূপ দোষে দূষিত না হয়, তবে অংশীদার হইবে। ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্র ও অন্যের ঔরস পুত্রই ধনভাগী হইবে ঔরসসত্বে অন্য পুত্র নহে। ক্লীব প্রভৃতির ঐরূপ ক্ষেত্রজ ঔরস কন্যাগণ পাত্রসাৎ হওয়া পর্য্যন্ত ভরণীয় এবং বিবাহ সংস্কারে সংস্করণীয়। এই ক্লীব প্রভৃতির পুত্রহীনা পত্নীগণকেও ভরণ করিতে হইবে যদি তাহারা সৎপথে থাকে, কিন্তু ব্যভিচারিণী হইলে অভরণীয়া ও গৃহ হইতে নিষ্কাসনীয়া হইবে। তবে মাত্র প্রতিকূলা (অভিভাবকদের অবাধ্যা স্বেচ্ছাচারিণী) হইলে তাহাকে ভরণ করিতে হইবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিতা করা কর্ত্তব্য।১৪৪-৪৫।

অনধিকারিপ্রকরণ সমাপ্ত।

স্ত্রীধনবিভাগ-প্রকরণ।

ইতঃপূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে স্ত্রীও পুরুষের ধনবিভাগ বলিয়া বিস্তৃতভাবে পুরুষস্বামিক ধনবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর স্ত্রীস্বামিক ধনবিভাগ বলিবার জন্য স্ত্রীধনের স্বরূপ বলিতেছেন,—পিতা, মাতা, পতি বা ভ্রাতা যাহা স্নেহ-বশতঃ দিয়াছেন, বিবাহকালে গার্হপত্য অগ্নির সমক্ষে মাতুলাদি আত্মীয়গণের প্রদত্ত ধন যাহা আসিয়াছে, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহকালে পূর্ব্বপত্নীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে সম্পত্তি দান করেন, সেই আধিবেদনিক ধন, বিবাহের পর পিতৃগৃহ হইতে কন্যাকে লইয়া যাইবার সময় যে বস্ত্র ভাজনাদি প্রদত্ত হয়, তাহা অধ্যাবহনিক ধন, শ্বশুরাদি পতিকুলে গুরুজন বধূর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দেন এবং পাদবন্দন কালে আশীর্ব্বাদী ধন

বন্ধুদত্তং তথা শুল্কমন্বাধেয়কমেব বা।
অতীতায়ামপ্রজসি বান্ধবাস্তদবাপ্নুয়ুঃ ॥১৪৭॥

অপ্রজঃ-স্ত্রীধনং ভর্ত্তুর্ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বপি।
দুহিতৄণাং প্রসূতা চেৎ শেষেষু পিতৃগামি তৎ ॥১৪৮॥

যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রীতিদত্ত। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে পিতা মাতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে যাহা লব্ধ এবং বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে যাইয়া স্বামীর নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত, তাহা সৌদায়িক ধন। এইরূপ আরও স্ত্রীধন আছে তাহা ক্রমশঃ বলা হইতেছে। অতএব মনু ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা যে বলিয়াছেন তাহা ন্যূনসংখ্যা বারণের জন্য, অধিক সংখ্যা তাহার দ্বারা নিবারিত হয় নাই। ১৪৬।

বন্ধুদত্ত অর্থাৎ মাতৃবন্ধু (মায়ের মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই ও মামাতো ভাই), পিতৃবন্ধু (পিতার মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাই ও মামাতো ভাই) যাহা দিয়াছেন, যে পণ বরপক্ষের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে সেই শুল্ক-ধন, এবং অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পরে স্বামিকুল হইতে যাহা লব্ধ এবং পিতৃকুল হইতেও পুনঃ-প্রাপ্ত ধন—এগুলিও স্ত্রীধন বলিয়া খ্যাত। এইরূপ স্ত্রীধন নিঃসন্তান অর্থাৎ দুহিতা, দৌহিত্রী, দৌহিত্র, পুত্র ও পৌত্ররহিতাবস্থায় স্ত্রীলোক মারা যাইলে ভর্ত্তা প্রভৃতি আত্মীয়গণ প্রাপ্ত হইবে।১৪৭।

পূর্ব্ববচনে সাধারণভাবে বলা হইল যে, ভর্ত্তা প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্ত্রীধন পাইবে, এক্ষণে বিবাহবিশেষে অধিকারিবিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য-বিবাহে বিবাহিতা নিঃসন্তান নারীর মৃত্যুর পর স্ত্রীধনে প্রথমে স্বামীই অধিকারী হইবেন, স্বামীর অভাবে স্বামীর নিকট সম্বন্ধী সপিণ্ডগণ তাহাতে অধিকারী। কিন্তু অন্য চারিটি আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ-বিবাহে পরিণীতা স্ত্রীর সন্তান না থাকিলে মৃত্যুর পর স্ত্রীধন তাহার মাতা পরে পিতা পাইবে। মাতা-পিতা না থাকিলে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী সম্বন্ধী পাইবে। কিন্তু যদি মৃতা স্ত্রীর কন্যাদের মধ্যে কোন কন্যা সন্তানবতী থাকে, তবে ব্রাহ্মাদি সকল বিবাহেই ঐ কন্যা মাতৃসম্পত্তি পাইবে। এখানে দুহিতা বলিতে দুহিতার দুহিতাকে বুঝিতে হইবে, কারণ মাতার সমস্ত ধনই দুহিতৃগামী—একথা বলায় প্রথমেই সোজাসুজি দুহিতারই প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যেও বিশেষ এই—পরিণীতা ও কুমারী এই উভয় কন্যার মধ্যে প্রথমে কুমারী কন্যা মাতৃধনাধিকারিণী। তাহার অভাবে পরিণীতা কন্যা, তাহাতেও বিশেষ আছে—যদি পরিণীতা কন্যা অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ নিঃসন্তান ও দুর্দশাগ্রস্তা হয়, তবে সে-ই প্রথমে পাইবে, তাহার পর প্রতিষ্ঠিতা কন্যার অধিকার। এই যে কন্যার ধনাধিকার বলা হইল, ইহাও শুল্ক-ধনে নহে, তাহাতে মৃতা রমণীর সহোদরদিগেরই অধিকার। উক্ত সমস্ত কন্যার অভাবে কন্যার কন্যারা ধনাধিকারিণী হইবে, তাহা এই বচনেই বলা হইয়াছে। যখন দেখা যাইবে বিভিন্ন মাতার কন্যারা আছে, তখন নিজ জননী ধরিয়া ভাগের ব্যবস্থা হইবে। কন্যা ও দৌহিত্রী উভয়-বর্ত্তমানে দুহিতাই সব লইবে, কিছু দৌহিত্রীকে দিবে। দৌহিত্রীগণের অভাবে দৌহিত্রগণ ধনাধিকারী হইবে। দৌহিত্রের অভাবে মৃতার পুত্রগণ স্ত্রীধন পাইবে। মনু বলিয়াছেন—স্ত্রীধনে কন্যা ও পুত্রগণ সমান অধিকারী অর্থাৎ সবর্ণা ভগিনীগণ সকলে সমান-ভাবে বিভক্ত করিয়া লইবে এবং সহোদরগণও সমান ভাগ করিয়া লইবে, কিন্তু সহোদর ও ভগিনীগণ পরস্পর মিলিয়া সমান ভাগ করিবে না। নিঃসন্তান অধমবর্ণা স্ত্রীধন ভিন্নোদরা হইলেও উত্তমবর্ণ-গর্ভজাতা সপত্নী-কন্যা পাইবে। তাহার অভাবে তাহার পুত্র তাহাতে অধিকারী। পুত্রের অভাবে পৌত্র পিতামহীর স্ত্রীধনাধি-কারী। পৌত্র পর্য্যন্ত না থাকিলে স্বামী প্রভৃতি আত্মীয়গণ ধনাধিকারী—ইহাই বিজ্ঞানেশ্বরের মত।১৪৮।

প্রসঙ্গক্রমে বাগ্‌দত্তা কন্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন,—কোনও কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করিবার পর যদি পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ সেই কন্যাকে প্রতিশ্রুতির পাত্রকে না দিয়া অপরকে দান করে, তবে তাহার অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা সেই কন্যার অপহর্ত্তাকে দণ্ডিত করিবেন কিন্তু অপহরণের কারণ যদি থাকে, যেমন—

দত্ত্বা কন্যাং হরন্ দণ্ড্যো ব্যয়ং দদ্যাচ্চ সোদয়ম্ ।
মৃতায়াং দত্তমাদদ্যাৎ পরিশোধ্যোভয়ব্যয়ম্ ॥১৪৯॥
দুর্ভিক্ষে ধর্মকার্যে চ ব্যাধৌ সম্প্রতিরোধকে ।
গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন স্ত্রিয়ৈ দাতুমর্হতি ॥১৫০॥
অধিবিন্নস্ত্রিয়ৈ দদ্যাদাধিবেদনিকং সমম্ ।
ন দত্তং স্ত্রীধনং যস্যৈ দত্তে ত্বর্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৫১॥
বিভাগনিহ্নবে জ্ঞাতি-বন্ধু-সাক্ষ্যভিলেখিতৈঃ ।
বিভাগভাবনা জ্ঞেয়া গৃহক্ষেত্রৈশ্চ যৌতকৈঃ ॥১৫২॥
ইতি স্ত্রীধনপ্রকরণং দায়ভাগপ্রকরণঞ্চ ।

অধিক গুণবান্ পাত্রের লাভ, তাহাতে দণ্ডার্হ হইবে না। বাগ্‌দানের পাত্রপক্ষ নিজ বান্ধবদের বা কন্যা-বান্ধবদের আনুকূল্য বিধানার্থ যাহা কিছু ধন ব্যয় করিয়াছে, কন্যাপহর্ত্তা তাহা সুদ-সমেত পাত্রপক্ষকে দিবে। যদি বাগ্‌দানের পর বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা মরিয়া যায়, তবে বর কন্যাকে যে অলঙ্কারাদি দিয়াছে, তাহা বর আদায় করিবে কিন্তু নিজের ও কন্যাদাতার বাগ্‌দান-কার্য্যে যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহা শোধ করিয়া অবশিষ্ট লইবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য,—মাতামহাদি আত্মীয়বর্গ বাগ্‌দান-কালে (পাকা দেখার সময়) যে শিরোভূষণাদি দিয়াছেন বা যাহা কন্যা পূর্ব্বাবধি ব্যবহার করিতেছিল, ঐগুলি কন্যার সহোদরেরা পাইবে। সহোদরের অভাবে কন্যার মাতা, তদভাবে কন্যার পিতা লইবে।১৪৯।

মৃত্যুর পর নিঃসন্তান রমণীর স্ত্রীধন ভর্ত্তৃগামী হইবে—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীর জীবদ্দশায় ও সন্তান-বর্ত্তমানে স্ত্রীধন-গ্রহণে স্বামীর কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অধিকার আছে, তাহা বলিতেছেন,—দুর্ভিক্ষের সময়, পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য পিতৃদায়-মাতৃদায় প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে, ব্যাধির চিকিৎসার্থ এবং কারাবন্ধন বা নিগ্রহে মুক্তি পাইবার জন্য স্বামী যদি স্ত্রীধন লইয়া থাকে, তবে তাহা স্ত্রীকে পরিশোধ করিতে হইবে না; কিন্তু উক্ত কারণ ব্যতিরেকে যদি লইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা প্রত্যর্পণ করিবে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, স্বামী ভিন্ন অন্য কেহ স্ত্রীধন লইতে পারিবে না, লইলে রাজা-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবে।১৫০।

যাহার বিবাহের পর আবার একটি কন্যাকে বিবাহ করা হইয়াছে, সেই পূর্ব্বস্ত্রীকে অধিবিন্না বলে, সেই স্ত্রীকে অধিবেদনের (দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের) জন্য সমভাবে ধন দিবে অর্থাৎ অধিবেদনে যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহার সমান ধন পূর্ব্বস্ত্রীকে দিবে। কিন্তু যদি শ্বশুর বা স্বামী পূর্ব্বস্ত্রীকে স্ত্রীধন কিছুই না দিয়া থাকে, তবেই দাতব্য, নচেৎ (স্ত্রীধন দত্ত হইলে) অধিবেদন-ব্যয়ের অর্দ্ধধন দাতব্য। (মিতা—এখানে অর্দ্ধ-শব্দ সমভাগার্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু যতটা দিলে ঠিক আধিবেদনিক ব্যয়ের সমান হয়, ততটা অর্থ দিবে)।১৫১।

সন্দেহস্থলে বিভাগনির্ণয়ের উপায় বলিতেছেন,—যদি বিভাগ অপলাপ করা হয়, তবে জ্ঞাতিবর্গ, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, মাতুলাদি আত্মবন্ধুগণ যাহা বলিবে, সাক্ষীরা যাহা নির্দ্দেশ করিবে, তদনুসারে এবং লিখিত পত্র (দলিলাদি) দৃষ্টান্তে বিভাগ নির্ণয় করিবে, এবং যৌতক অর্থাৎ পৃথককৃত গৃহ-ক্ষেত্রাদি দেখিয়াও বিভাগ নিঃসন্দেহ করণীয়। (মিতা—পৃথগ্‌ভাবে কৃষ্যাদি ক্রিয়া, পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং জামিন, যথেচ্ছভাবে দান, প্রতিগ্রহ-এগুলি বিভক্ত না হইলে ধর্ম্মসঙ্গত হয় না, অতএব এগুলিও বিভাগের চিহ্ন)। ১৫২।

স্ত্রীধনপ্রকরণ ও দায়ভাগ সমাপ্ত।

অথ সীমাবিবাদ-প্রকরণম্

সীম্নো বিবাদে ক্ষেত্রস্য সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণা যে সর্বে চ বনগোচরাঃ ।১৫৩।
নয়েয়ুরেতৈঃ সীমান্তং স্থলাঙ্গার-তুষ-দ্রুমৈঃ।
সেতু-বল্মীক-নিম্নাস্থি-চৈত্যাদ্যৈরুপলক্ষিতম্ ॥১৫৪॥

সামন্তা বা সমগ্রামাশ্চত্বারোঽষ্টৌ দশাপি বা।
রক্তস্রগ্বসনাঃ সীমাং নয়েয়ুঃ ক্ষিতিধারিণঃ ॥১৫৫॥
অনৃতে চ পৃথগ্‌দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্।
অভাবে জ্ঞাতৃচিহ্নানাং রাজা সীম্নঃ প্রবর্তিতা ॥১৫৬॥

দুই গ্রামের মধ্যস্থিত ক্ষেত্রের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে অথবা একগ্রামের মধ্যেই কোন গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যানাদির সীমা লইয়া বিবাদ ঘটিলে সামন্ত (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামস্থ ব্যক্তি), বৃদ্ধ, মৌল (ক্রমাগত নিবাসী, বর্ত্তমানে অন্যদেশস্থ), উদ্ধৃত (উপশ্রবণ, সম্ভোগ, কার্য্যাখ্যান দ্বারা চিহ্নিত ব্যক্তিগণ), গোচারণকারিগণ, সীমাসন্নিহিত ক্ষেত্রের কর্ষকগণ, বনচারী ব্যাধ প্রভৃতি ইহারা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। সেই সীমার চিহ্ন হইবে—স্থল (উন্নত ভূভাগ), অঙ্গার (কয়লা), তুষ, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, সেতু, জল-প্রবাহের বন্ধন (সাঁকো), বল্মীক (উইঢিবি), নিম্নভূমি (তড়াগাদি), অস্থি (প্রস্তরচূর্ণ), চৈত্য, (পাষাণাদি বন্ধন-স্তূপ), বেণু (বাঁশের ঝোপ) ও বালুকাদি—ইহা দেখিয়া সীমা স্থির করিবে। (মিতা—এই সকল চিহ্ন প্রকট ও অপ্রকট ভেদে দুই প্রকার, তন্মধ্যে উভয় ভূস্বামীর ক্ষেত্রসীমা-সন্ধিস্থলে সুস্পষ্টতার জন্য দেবমন্দির, দীর্ঘিকা, প্রস্রবণ ও শাল্মলী প্রভৃতি দীর্ঘ-কালস্থায়ী বৃক্ষস্থাপন কর্ত্তব্য, এগুলি প্রকাশাত্মক চিহ্ন। প্রস্তরের ক্ষুদ্রাংশ, তুষ, অঙ্গার প্রভৃতি অস্পষ্ট চিহ্ন। এই উভয়বিধ চিহ্ন সামন্তপ্রভৃতি দেখাইয়া দিলে তাহার দ্বারাই সীমা নির্ণয় করিবে) ।১৫৩-৫৪।

চিহ্ন না থাকিলে অথবা চিহ্নসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে একগ্রামবাসী সামন্তগণ অথবা নিকটবর্ত্তী চারি, আট বা দশটি গ্রামের নিবাসী লোকগণ, কিংবা রক্তমাল্যধারী ও রক্তবস্ত্র পরিধায়ী ব্যক্তিগণ মস্তকে ভূখণ্ড আরোপণ করিয়া সীমা নির্ণয় করিয়া দিবেন। যাহাই হউক সকল ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সাক্ষীর কথায়ই নির্ণয় হইবে, তাহার অভাবে চারিজন চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসী যাহা বলিবে, তাহা গ্রাহ্য। তাহারও অভাব হইলে সামন্ত, মৌল, বৃদ্ধ, উদ্ধৃত ব্যক্তিদের কথাই গ্রাহ্য ।১৫৫।

কিন্তু সামন্তপ্রভৃতি যদি পক্ষপাতিত্ব-দোষে অথবা লোভাদিবশতঃ মিথ্যাবাদী হয়, তবে তাহাদিগকে রাজা স্বতন্ত্রভাবে মধ্যম-সাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। এই দণ্ড কেবল সামন্তদের পক্ষে, সাক্ষী প্রভৃতি উক্ত দোষে দুষ্ট হইলে তাহাদের দণ্ড অন্যরূপ বিহিত আছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সীমাভিজ্ঞ সামন্তপ্রভৃতি কেহ নাই এবং সীমাচিহ্নও কিছু লক্ষিত হয় না, তথায় রাজা স্বয়ং সীমাচিহ্ন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত যে ভূমির সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে, সেই ভূমিকে সমভাবে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থানে সীমাচিহ্ন স্থাপন-পূর্ব্বক বাদী প্রতিবাদীকে এক এক ভাগ দিবেন। ১৫৬।

আরাম (ফল-পুষ্পের বৃদ্ধিজনক ভূমিবিশেষ), আয়তন (ধান্য প্রভৃতি শস্যের তুষাদি নিষ্কাসনার্থ ভূখণ্ড, খামার), গ্রাম নগর, নিপান (পানীয় গ্রহণের স্থান, বাপী-কূপ-তড়াগাদি), উদ্যান (ক্রীড়াবন), বাসগৃহ এই সকলের সীমা-বিবাদেও সাক্ষী ও সামন্ত প্রভৃতির বাক্য নির্ণায়ক হইবে। এই প্রকার অত্যধিক বৃষ্টিবশতঃ প্রবহমান জলস্রোতাদি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলেও অর্থাৎ এই দুইটি গৃহের মধ্য দিয়া জল যাইতেছে অথবা এই দুইটি গৃহের মাঝ দিয়া এইরূপে নালা-নর্দ্দমা সম্বন্ধে বিবাদেও ঐরূপ ব্যবস্থা জানিবে ১৫৬।

বহু শস্যক্ষেত্রের পার্থক্য বা বিভাগবোধক ভূভাগের

আরামায়তন-গ্রাম-নিপানোদ্যান-বেশ্মসু।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ো বর্ষাম্বুপ্রবহাদিষু ॥১৫৭॥
মর্য্যাদায়াঃ প্রভেদে তু সীমাতিক্রমণে তথা।
ক্ষেত্রস্য হরণে দণ্ডা অধমোত্তম-মধ্যমাঃ ॥১৫৮॥
ন নিষেধ্যোঽল্পবাধস্তু সেতুঃ কল্যাণকারকঃ।
পরভূমিং হরন্ কূপঃ স্বল্পক্ষেত্রো বহূদকঃ ॥১৫৯॥

স্বামিনে যোঽনিবেদ্যৈব ক্ষেত্রে সেতুং প্রবর্ত্তয়েৎ।
উৎপন্নে স্বামিনো ভোগস্তদভাবে মহীপতেঃ ॥১৬০॥
ফালাহতমপি ক্ষেত্রং যো ন কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
তং প্রদাপ্যঃ কৃষ্টফলং ক্ষেত্রমন্যেন কারয়েৎ ॥১৬১॥

ইতি সীমাবিবাদপ্রকরণম্।

(আইলের) ভঙ্গ করিলে অথবা নিজস্ব জমীর নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়া অপরের জমীতে হলকর্ষণ করিলে কিংবা ভয়াদি দেখাইয়া ভূমি হরণ করিলে যথাক্রমে অধম-সাহস, উত্তম-সাহস ও মধ্যম-সাহস দণ্ড বিধেয়। ক্ষেত্রের মত গৃহাদি-হরণেও পাঁচশত পণ দণ্ড কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রাদি হরণ করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তম-সাহসোক্ত দণ্ডও ধার্য্য হইবে। ১৫৮।

যদি অপরের জমীতে সেতু বা কূপাদি করিবার অনুমতি চাহিয়া বা অর্থাদি দিয়া অনুমতি-প্রাপ্ত ব্যক্তি উহা নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পর ক্ষেত্রস্বামি-কর্ত্তৃক নিবারিত হয়, তবে নিষেধকারী ক্ষেত্রস্বামীই দণ্ডনীয়— এই কথা এই বচনে বলিতেছেন। যদি অল্প ক্ষতিকর কিন্তু লোকের বহু উপকারক কোন সেতু (জল-প্রবাহের নিবারক বাঁধ) এবং অল্পস্থান-ব্যাপিত্ব (অধিকার) নিবন্ধন ক্ষেত্রস্বামীর অল্প ক্ষতিকর কিন্তু সাধারণের প্রয়োজনায় জল-সরবরাহ করায় বহু কল্যাণকর কোন কূপ নির্ম্মাণ করা হয়, তবে রাজা তাহাতে বাধা দিবেন না। এইরূপ পুষ্করিণী দীর্ঘিকাদি সম্বন্ধেও জানিবে। কিন্তু যদি ঐ সেতু বা কূপাদি বহু ক্ষেত্র অধিকার করায় ক্ষেত্রস্বামীর বিশেষ ক্ষতিকর এবং নদী প্রভৃতির নিকটবর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন অল্পোপকারক হয়, তবে ক্ষেত্রস্বামী আপত্তি করিলে রাজা তাহা নিবারণ করিবেন। ইহাও এস্থলে জ্ঞাতব্য—যদি ঐ সেতু অপরের নির্মিত হইবার পর ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে এবং কোন ব্যক্তি নিজ অর্থব্যয়ে উহার সংস্কার করে, তখন পূর্ব্ব স্বামীকে বা তাহার বংশধরকে কিংবা রাজাকে জানাইয়া ঐ কাজ করিবে। ১৫৯।

ক্ষেত্রস্বামীর প্রতি এইরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হইল, অতঃপর সেতুর প্রবর্ত্তকের কর্ত্তব্য বলিতেছেন,—কোন ক্ষেত্রেতে ক্ষেত্রস্বামীকে অথবা রাজাকে না জানাইয়া সেতু নির্মাণ করা হয়, তবে সেই সেতু-নির্মাণের ফলে ক্ষেত্রে সমুৎপন্ন সমধিক শস্য ক্ষেত্রস্বামীই ভোগ করিবে। ক্ষেত্রস্বামীর অবর্ত্তমানে ঐ শস্য রাজার অধিকারে আসিবে। অতএব ক্ষেত্রস্বামীর নিকট প্রার্থনা করিয়া কিংবা অর্থদান করিয়া ক্ষেত্রস্বামীর মত লইবে, ক্ষেত্রস্বামীর অভাবে রাজার অনুমতি লইয়া পরকীয় ভূমিতে সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করিবে, ইহাই এই বচনের তাৎপর্য্য। ১৬০।

কোনও ব্যক্তি যদি ক্ষেত্রস্বামীর নিকট যাইয়া প্রার্থনা করে 'আমি এই ক্ষেত্র কর্ষণ (চাষ) করিব', কিন্তু কিছু কর্ষণকরিয়া পরে ছাড়িয়া দেয়, অথচ অপরকেও কর্ষণ করিতে না দেয়, তবে সেই লাঙ্গলকৃষ্ট ভূমি বীজ-বপনের অযোগ্য অবস্থায় থাকায় সম্পূর্ণ শস্য-প্রসবের অনুপযুক্ত হইলে তাহাতে যে পরিমাণে শস্যোৎপত্তি সামন্তগণ কল্পনা করিবে তাহার মূল্য ঐ কর্ষককে দিয়া রাজা ক্ষেত্রস্বামীকে দেওয়াইবেন এবং ঐ ক্ষেত্র পূর্ব্ব কর্ষকের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্য কর্ষকদ্বারা কর্ষণ করাইবেন। ১৬১।

সীমা-বিবাদ প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ স্বামিপাল-বিবাদপ্রকরণম্।

মাষানষ্টৌ তু মহিষী শস্যঘাতস্য কারিণী।
দণ্ডনীয়া তদর্দ্ধন্তু গৌস্তদর্দ্ধমজাবিকম্ ॥১৬২॥
ভক্ষয়িত্বোপবিষ্টানাং যথোক্তাদ্ দ্বিগুণো দমঃ।
সমমেষাং বিবীতেঽপি খরোষ্ট্রং মহিষীসমম্ ॥১৬৩॥
যাবচ্ছস্যং বিনশ্যেত্তু তাবৎ ক্ষেত্রী ফলম্ লভেৎ (ক)॥
গোপস্তাড্যস্তু গোমী তু পূর্বোক্তং দণ্ডমর্হতি ॥১৬৪॥

পথি গ্রামবিবীতান্তে ক্ষেত্রে দোষো ন বিদ্যতে।
অকামতঃ কামচারে চৌরবদ্দণ্ডমর্হতি ॥১৬৫॥
মহোক্ষোৎসৃষ্টপশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দৈবরাজপরিপ্লুতাঃ ॥১৬৬॥
যথার্পিতান্ পশূন্ গোপঃ সায়ং প্রত্যর্পয়েত্তথা।
প্রমাদমৃত-নষ্টাংশ্চ প্রদাপ্যঃ কৃতবেতনঃ ॥১৬৭॥

(স্বামিপাল-বিবাদপ্রকরণ)।

কোন স্ত্রীমহিষ পালকের অনবধানে ঐ মহিষী পরের ক্ষেত্রে শস্য নাশ করিলে মহিষী-পালকের আট মাষা অর্থাৎ একপণ তাম্রিকের বিংশতিতম ভাগের আটগুণ দণ্ড হইবে, কোন গাভী ঐরূপ করিলে তাহার পালক চারি মাষা দণ্ডার্হ। ছাগল বা ভেড়া ঐ কাজ করিলে অজাদি পালকের দুই মাষা পরিমাণ অর্থ-দণ্ড হইবে। ইহা অজ্ঞানতঃ-স্থলে, কিন্তু পালকের জ্ঞাতসারে মহিষী প্রভৃতি পরের শস্য নাশ করিলে তাম্রিক পণের দুই পাদ গো-পালকের পক্ষে, তাহার দ্বিগুণ মহিষী-পালকের, অজা-মেষী পালকের একপাদ দণ্ড হইবে। ১৬২।

যদি শস্য খাইয়া মহিষী, গো, অজা, মেষী সেই পর-ক্ষেত্রেই উপবিষ্ট থাকে, তবে পালকের উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। আর তাহারা নিজ নিজ বৎসের সহিত যদি উক্ত কার্য্য করে, তবে চতুর্গুণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। পরক্ষেত্রে অন্য পশুরাও ঐ কাজ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বলিতেছেন,— বিবীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে প্রচুর তৃণ-কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, সেই সুরক্ষিত অন্যের অধিকৃত ভূমিতে যদি মহিষী-গোপ্রভৃতি অনিষ্ট করে, তবে তাহার পালকদের উক্ত দণ্ডের মতই দণ্ড হইবে। এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ঐ কাজ করিলে তাহার পালকদের মহিষীর পালকের মত দণ্ড হইবে। ১৬৩।

যে ক্ষেত্রে মহিষী-গবাদি দ্বারা যত পরিমাণ ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য (ধান্যাদি শস্য) বিনষ্ট হইয়াছে, ততটা দ্রব্য 'একটা ক্ষেত্রে এত শস্য হইতে পারে' এইরূপ গ্রামবাসী লোকের নির্দেশ-মত ক্ষেত্রস্বামীকে ঐ গো, মহিষী প্রভৃতির স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিকে দিয়া রাজা দেওয়াইবেন। আর যে গবাদির চারণকারী গোপাল, তাহাকে প্রহার করিবেন। কিন্তু গো-স্বামীর অপরাধে যদি শস্যনাশ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড পাইবার জন্য তাহার পক্ষে প্রহার বিহিত নহে। আর গো-পালকের দোষে শস্যহানি হইলে তাহার তাড়ন ও পূর্ব্বোক্ত ধনদণ্ড কর্ত্তব্য ১৬৪।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম আছে,—গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র পথের ধারে পড়িলে কিংবা গ্রামের বিবীত (তৃণ-কাষ্ঠাদিময় ভূপ্রদেশের) সমীপবর্ত্তী হইলে পালকের বা গো-স্বামীর অনিচ্ছায় গো-মহিষী কর্ত্তৃক শস্য ভক্ষিত হইলে পালক ও গোস্বামী কাহারও দোষ হইবে না, সুতরাং কেহই দণ্ডনীয় নহে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত হইলে চোরের মত তাহারা দণ্ডার্হ। এই দণ্ডাভাব অনাবৃত ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য। আবৃত ক্ষেত্র হইলে পথি-পতিতাদিস্থলেও দোষ হইবে। ১৬৫।

ক্ষেত্রবিশেষের মত পশুবিশেষেও দণ্ড হয় না, যথা—দুর্দান্ত মহাবলীবর্দ্দ, বৃষোৎসর্গাদিনিমিত্তক উৎসৃষ্ট পশু (বৃষ), প্রসবের পর দশ দিন যাহার অতীত হয় নাই এইরূপ অচিরপ্রসূতা গাভী, নিজ যূথ (দল) হইতে ভ্রষ্ট দেশান্তরে আগত পশু এবং এই প্রকার হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি এবং অন্ধ, খঞ্জ পশু যদি পর-শস্য ভক্ষণ করে, তথাপি তাহারা প্রহারযোগ্য নহে কিন্তু মোচনীয়। আর যে সকল পশুর পালক নাই, তাহারা দৈবোপদ্রবে বা রাজোপদ্রবে পড়িয়া যদি শস্য বিনাশ করে, তবে

(ক) তাবৎ স্যাৎ ক্ষেত্রিণঃ ফলম্—পা

পালদোষবিনাশে চ পালে দণ্ডো বিধীয়তে।
অর্দ্ধত্রয়োদশপণঃ স্বামিনো দ্রব্যমেব চ ॥১৬৮॥
গ্রামেচ্ছয়া গোপ্রচারো ভূমিরাজবশেন বা।
দ্বিজস্তৃণৈধ-পুষ্পাণি সর্বতঃ স্ববদাহরেৎ ॥১৬৯॥
ধনুঃশতং পরীণাহো গ্রামক্ষেত্রান্তরং ভবেৎ।
দ্বে শতে খর্বটস্য(ক) স্যান্নগরস্য চতুঃশতম্ ॥১৭০॥

ইতি স্বামিপালবিবাদপ্রকরণম্।

তাহারাও তাড়নীয় নহে কিন্তু পরিত্যাজ্য। কথাটি এই—উৎসৃষ্ট পশু ও আগন্তুক পশু ইহাদের কোন স্বামী নাই সুতরাং দণ্ডযোগ্য কে হইবে? অতএব ইহা দৃষ্টান্তের জন্য ধৃত হইল অর্থাৎ যেমন উৎসৃষ্ট পশু শস্য নাশ করিলে দণ্ডনীয় নহে, এইরূপ মহোক্ষ প্রভৃতির পালকও দণ্ডনীয় নহে। গ্রন্থবিশেষে 'পালো যেষান্তু তে মোচ্যাঃ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ—কিন্তু যাহাদের পালক আছে, সেই সকল পশু দৈব-রাজবশতঃ উৎপীড়িত হইয়া শস্যহানি করিলে মোচনীয়, পালক দণ্ডনীয়। গো-স্বামীর দণ্ডাদির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অতঃপর পালকের কথা বলিতেছেন,—গো-স্বামী প্রাতঃকালে গোপের হাতে গণনাদি করিয়া যেভাবে গো-গুলিকে চারণার্থ দিয়াছেন, সায়ংকালে সেইভাবে গোপ গো-স্বামীকে বুঝাইয়া দিবেন। যদি পালকের অনবধানতায় কোন পশু মরে বা নিরুদ্দেশ হয়, তবে বেতনগ্রাহী পালককে দিয়া রাজা গো-স্বামীকে তাহার মূল্য দেওয়াইবেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক চোরেরা হরণ করিয়া লইলে পালক দণ্ডার্হ হইবে না। কিন্তু যথাসময়ে যথাস্থানে গো-স্বামীকে বৃত্তান্ত জানাইতে হইবে। ১৬৬-৬৭।

আর এক কথা—যদি পালকের দোষেই পশুর বিনাশ হয়, তবে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পণ তাহার দণ্ড বিহিত এবং মধ্যস্থ-কর্ত্তৃক নির্ধারিত নষ্ট পশুর মূল্যও দাপনীয়। গো-প্রচার-ভূমি গ্রামবাসি-লোকের ইচ্ছামত হইবে, ভূমির অল্পতা ও মহত্ত্ব বিবেচনা করিয়াও হইতে পারে অথবা রাজার ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট স্থানও হইবে। ব্রাহ্মণ তৃণ, ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) প্রভৃতির অভাবে গো-জাতির খাদ্যের জন্য তৃণ, অগ্নিতে আহুতির জন্য কাষ্ঠ, দেবতা-পূজার্থ পুষ্প সকল সময় সকল স্থান হইতে অনিবারিত হইয়াই আহরণ করিবে। গো প্রভৃতি পশুর সুখে-স্বচ্ছন্দে স্থিতি ও চলাফেরার জন্য ভূমির পরিমাণ বলিতেছেন,—পরীণাহ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান একশত ধনুর পরিমাণ হইবে, তাহার চারিদিকে কোন শস্য বপন করা থাকিবে না। প্রচুর কণ্টকাকীর্ণ গ্রামের পক্ষে পরীণাহ (বিস্তৃত ভূভাগ) দুইশত ধনুর পরিমিত হইবে। বহুজন-সমাকীর্ণ নগরের পক্ষে চারিশত ধনুঃ-পরিমিত মধ্যবর্ত্তী গোচারণ- স্থান হইবে। ১৬৮-৭০।

স্বামি-পাল-বিবাদপ্রকরণ সমাপ্ত।

(ক) কর্পটস্য—পা.

অথাস্বামি-বিক্রয়প্রকরণম্।

স্বং লভেতান্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোঽপ্রকাশিতে।
হীনাদ্রহো হীনমূল্যে বেলাহীনে চ তস্করঃ ॥১৭১॥
নষ্টাপহৃতমাসাদ্য হর্ত্তারং গ্রাহয়েন্নরম্।
দেশ-কালাতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ ॥১৭২॥
বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্।
ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যস্তস্য বিক্রয়ী ॥১৭৩॥

(অস্বামিকসম্পত্তি-বিক্রয়প্রকরণ)।

নারদ অস্বামিক দ্রব্য-বিক্রয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—যাহা পূর্ব্বে নিক্ষিপ্ত (গচ্ছিত) ছিল, পরে নষ্ট হইয়াছে, তাহা পুনরায় লাভ করিয়া বা অপহরণ করিয়া যদি ধনস্বামীর সমক্ষেই বিক্রয় করে, তবে তাহার নাম অস্বামি-বিক্রয়। ধনস্বামী যদি দেখে যে, তাহার নিজস্ব ধন কোন অস্বামী ব্যক্তি বিক্রয় করিয়াছে, তবে তাহা গ্রহণ করিবে। তথায় গুপ্তভাবে স্থিত ধনের ক্রেতা দোষী হয় অর্থাৎ চোরাই মাল যদি প্রকাশ না থাকে, তবে তাহার ক্রেতা দণ্ডার্হ। যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য পাইবার সর্ব্বথা উপায়হীন, তাহার নিকট হইতে দ্রব্য কিনিলে এবং অতি গোপনে কোন জিনিষ কিনিলে, দ্রব্যের যথার্থ মূল্য হইতে অনেক কম মূল্যে দ্রব্য কিনিলে, রাত্রি প্রভৃতি অসময়ে কিনিলে ক্রেতা তস্কর হইবে অর্থাৎ তস্করের দণ্ডাদি প্রাপ্ত হইবে।

আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোঽন্যথা।
পঞ্চবন্ধো দমস্তত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে ॥১৭৪॥
হৃতং প্রনষ্টং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ।
অনিবেদ্য নৃপে দণ্ড্যঃ স তু ষণ্ণবতিং পণান্ ॥১৭৫।
শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতম্।
অর্বাক্ সংবৎসরাৎ স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ ॥১৭৬॥

ধনস্বামী অভিযোগ আনিলে ক্রেতার কর্ত্তব্য—ক্রেতা নষ্ট (সন্ধানহীন) বা অপহৃত ধন কিনিয়া নিজের শুদ্ধির জন্য ও রাজদণ্ডের অখণ্ডলার্থ বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবেন। যদি বিক্রেতা দেশান্তরে গিয়া থাকে কিংবা পরে মৃত হয়, তবে বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য-গ্রহণের অসম্ভবতা-বশতঃ এবং বিক্রেতাকে দেখাইতে না পারিয়া নিজেই সেই নষ্ট হৃতদ্রব্য ধনস্বামীকে দিবেন। ১৭১-৭২।

হৃত দ্রব্যের ক্রেতাকে রাজা ধরিলে সে যদি বলে যে, 'ইহা আমার নিজস্ব দ্রব্য নহে; আমি ইহা অমুকের নিকট কিনিয়াছি', তবে সেই বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই ক্রেতার নিষ্কৃতি হইবে। তখন ক্রেতা আর অভিযুক্ত হইবে না; বিক্রেতার সহিত ধনস্বামীর বিবাদ চলিবে। এইরূপে স্বামিভিন্ন লোকের দ্বারা বিক্রীত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় হইলে ধনস্বামী সেই দ্রব্য পাইবে, রাজা অপরাধানুরূপ বিক্রেতার উপর দণ্ড ধার্য্য করিবেন এবং সেই দ্রব্যের বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতা মূল্য ফিরিয়া পাইবেন। ১৭৩।

এক্ষণে সেই নষ্টাপহৃত দ্রব্য সম্বন্ধে ধনস্বামীকে প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে, ইহা তাহার দ্রব্য, ইহাই বলিতেছেন,—ধনস্বামী প্রমাণ দেখাইবেন যে, 'এই দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়া অথবা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছি, আমি এতদিন ভোগ করিতেছি, তাহা এক্ষণে হারাইয়া গিয়াছে, কিংবা কেহ হরণ করিয়াছে'। যদি স্বামী উক্ত উপায়ে নিজস্ব বলিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারেন, তবে নষ্ট দ্রব্যের মূল্য পাঁচভাগ করিয়া তাহার এক অংশ রাজাকে দণ্ড-স্বরূপে দিবেন। ১৭৪।

যদি তস্করকে পাইয়াও রাজাকে জানান না হয়, তবে তাহাতেও সেই তস্কর-প্রচ্ছাদক দণ্ডার্হ—যে ধনস্বামী অপহৃত বা নষ্ট (হারাণ) দ্রব্য অপরের হাত হইতে পাইয়া রাজাকে না জানায় অর্থাৎ 'এই ব্যক্তির হাত হইতে আমার হৃত নষ্ট দ্রব্য আমি পাইয়াছি' এইরূপ কথা দর্পাদিবশতঃ রাজাকে না জানাইয়া গ্রহণ করে, সেই ধনস্বামী ষণ্ণবতি (ছিয়ানব্বই) পণ দণ্ডার্হ, যেহেতু সে তস্করকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে। ১৭৫।

যখন শুল্কাধিকারী (ঘাঁটির রক্ষক করগ্রাহী) অথবা দেশ-পালক (কোট্টপাল প্রভৃতি) রাজপুরুষ কর্ত্তৃক নষ্ট বা অপহৃত ধন ধরা পড়ে এবং রাজার নিকট তাহা জমা হয়, তখন এক বৎসরের মধ্যে উহা প্রাপ্ত হইলে হৃতস্ব ধনস্বামী উহা গ্রহণ করিবে। এক বৎসরের পর সন্ধান হইলে রাজা সেই দ্রব্যের অধিকারী। ১৭৬।

পণানেকশফে দদ্যাচ্চতুরঃ পঞ্চ মানুষে।
মহিষোষ্ট্র-গবাং দ্বৌ দ্বৌ পাদং পাদমজাবিকে ॥১৭৭॥
ইত্যস্বামি-বিক্রয়প্রকরণম্ ॥

অথ দত্তাপ্রদানিক-প্রকরণম্।

স্বং কুটুম্বাবিরোধেন দেয়ং দার-সুতাদৃতে।
নান্বয়ে সতি সর্বস্বং যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥১৭৮॥

মনুকথিত রক্ষণাবেক্ষণ-নিমিত্তক রাজার ষষ্ঠভাগ গ্রহণে বিশেষ দেখাইতেছেন,—প্রথমে প্রনষ্ট পরে প্রাপ্ত অশ্ব প্রভৃতি একশফ প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে রাজাকে ধনস্বামী চারিপণ শুল্ক দিবেন, মানুষের পক্ষে পাঁচপণ, মহিষ, উষ্ট্র, গো-জাতির সম্বন্ধে দুই দুই পণ এবং ছাগ ও মেষের রক্ষণে এক পণ দিবে। ১৭৭।

অস্বামি-বিক্রয়প্রকরণ সমাপ্ত।

দত্তাপ্রদানিক-প্রকরণ।

নারদ বলিয়াছেন,—কোন দ্রব্য দান করিয়া বিহিত উপায়ে যদি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতে চায়, তবে সেই দ্রব্য দত্তাপ্রদানিক নামে খ্যাত। আর দত্তান-পকর্ম্ম নামে আর একটি বিবাদ-ক্ষেত্র আছে, যাহাতে পুনরায় গ্রহণ নাই, সেই দত্তানপকর্ম্ম-নামক বিবাদের

প্রতিগ্রহঃ প্রকাশঃ স্যাৎ স্থাবরস্য বিশেষতঃ।
দেয়ং প্রতিশ্রুতঞ্চৈব দত্ত্বা নাপহরেৎ পুনঃ ॥১৭৯॥
ইতি দত্তাপ্রদানিক-প্রকরণম্ ॥

চারিটি প্রকার আছে, যথা—দেয়, অদেয়, দত্ত ও অদত্ত। তন্মধ্যে যাহার দানে কোন নিষেধ নাই, এইরূপ দান-যোগ্য বস্তুর নাম দেয়। যাহা নিজস্ব নহে অথবা যাহার দান শাস্ত্রনিষিদ্ধ এইরূপ দানের অযোগ্য দ্রব্যের নাম অদেয়। যাহা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দত্ত এবং পুন-র্গ্রহণের অযোগ্য তাহাই দত্ত। ফিরাইয়া লইবার যোগ্য দ্রব্য অদত্ত। এই অধ্যায়ে এই সমুদায়ের সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন,—যাহা নিজস্ব সম্পত্তি অথচ পোষ্যবর্গের ভরণের ক্ষতিকর নহে, সেই পোষ্যবর্গের ভরণাবশিষ্ট দ্রব্যই দেয়। (মিতাক্ষরা—এই এক প্রকার দেয-কথন দ্বারাই ফলতঃ অদেয়ের স্বরূপ বলা হইয়াছে এবং উহা পাঁচ প্রকার ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, যথা—অন্বাহিত (আপাততঃ পরের নিকট স্থাপিত), যাচিত (উৎসবে ব্যবহারের জন্য যাহা চাহিয়া আনা হইয়াছে), আধি (বন্ধকী দ্রব্য), সাধারণ (অবিভক্ত সম্পত্তি), নিক্ষেপ (ভয়াদিহেতু পরহস্তে রক্ষার্থ নিক্ষিপ্ত)। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে,—যদি স্বত্ববিশিষ্ট দ্রব্যই দেয় হয়, তবে কি নিজ স্ত্রী-পুত্রও দেয় হইবে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া অন্য দ্রব্য দেয়, এইরূপ পুত্র-পৌত্রাদি বংশের সন্তানবর্গ থাকিতে সর্ব্বস্ব দেয় নহে। আর সুবর্ণাদি-দ্রব্যও যদি অন্যকে দিবার প্রতিশ্রুতির বিষয় হয়, তবে তাহাও অপরকে অদেয়।) প্রসঙ্গক্রমে অদেয়ধন-প্রতিগ্রহকারীর প্রকাশ্যভাবেই গ্রহণ করা উচিত, ইহা বলিতেছেন,—প্রতিগ্রহ লোক-সমক্ষেই কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে পরে সেই দ্রব্য লইয়া বিবাদ আসিতে পারে। অধিকন্তু স্থাবর ভূমি প্রভৃতির দানগ্রহণ বিশেষভাবেই সকলের অজ্ঞাতসারেই করণীয়। যাহা দেয়-দ্রব্য এবং যাহা দানের জন্য প্রতিশ্রুত (প্রতিজ্ঞাত), তাহা প্রতিশ্রুতির পাত্রকে অবশ্যই দিবে। কিন্তু যদি তাহাতে কোন ধর্ম্মহানি ঘটে অর্থাৎ ধর্ম্মলাভের উদ্দেশ্যে অধার্ম্মিককে দানের প্রতিশ্রুত হইয়া থাকে, তবে তাহা দিবে না। এই প্রকার বিধিমত যাহা দান করা হইয়াছে, তাহা আর ফিরাইয়া লইবে না। যদি অন্যায়পূর্ব্বক দত্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা অদত্ত-মধ্যেই গণ্য, ইহা প্রত্যাহরণের যোগ্য। (মিতাক্ষরা—নারদ দত্ত ও অদত্ত দ্রব্য সম্বন্ধে এইভাবে পরিচয় দেখাইয়া বিভাগ দেখাইয়াছেন,—পণ্যের মূল্য, বেতন, তুষ্টিদান, স্নেহবশতঃ পুত্রকন্যাদিকে দান, প্রত্যুপকারার্থ দান, বিবাহার্থ কন্যার জ্ঞাতিগণকে পণদান ও ধর্ম্মার্থক দান এই সাতটি দত্তরূপে গণনীয়। আর অদত্ত বলিতে নিম্নোক্ত ষোড়শ প্রকার ক্ষেত্রে দত্ত বস্তুকে জানিবে, যথা—ভয়ে, ক্রোধে, শোক-বেগে, রোগ-যন্ত্রণায়, উৎকোচে (ঘুষ), পরিহাসে, দানের ব্যতিক্রমে, ছলযোগে, বালকের, লোক-ব্যবহারে অনভিজ্ঞ মূঢ়ের, অস্বামীর, আর্ত্তের, মাদক দ্রব্যপানে মত্তের, উন্মত্তের, প্রতিলাভেচ্ছায়, অপাত্র পাত্র বলিয়া নিজের পরিচয়দায়ী বঞ্চককে যে ধন দেওয়া হয়, তাহা অদত্ত। এগুলি প্রত্যাহরণের যোগ্য।) ১৭৮-৭৯।

দত্তাপ্রদানিক-প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ ক্রীতানুশয়-প্রকরণম্।

দশৈক-পঞ্চ-সপ্তাহ-মাস-ত্র্যহার্দ্ধমাসিকম্।
বীজায়ো-বাহ্য-রত্ন-স্ত্রী-দোহ্য-পুংসাং পরীক্ষণম্ ॥১৮০॥

ক্রীতানুশয় প্রকরণ।

যদি কোনও দ্রব্য কিনিয়া পরে ক্রেতার অসন্তোষ ও অনুতাপ হয়, তবে তাহাকে ক্রীতানুশয় বলে। তাহাতে প্রতীকার নারদ বলিয়াছেন,—যেদিনে কোন পণ্যদ্রব্য কিনিয়া ক্রেতা অযথা-মূল্যে কেনা হইয়াছে মনে করেন, সেইদিনেই বিক্রেতাকে ঐ দ্রব্য অবিকৃতভাবে ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ক্রেতা মূল্যের ত্রিংশাংশ বিক্রেতাকে দিবে, তৃতীয় দিনে দ্বিগুণ মূল্য বিক্রেতা গ্রহণ করিবে, তাহার পরে আর প্রত্যর্পণের যোগ্য নহে। কিন্তু ইহা ধান্যাদি বীজ-ক্রয় ভিন্ন স্থলে জ্ঞাতব্য—ধান্যাদি শস্যবীজ, লৌহ, বলীবর্দ্দাদি বাহন, রত্ন, দাসী-স্ত্রী, গো-মহিষী প্রভৃতি দোহনীয় পশু, ভৃত্য-পুরুষ ইহাদিগকে

অগ্নৌ সুবর্ণমক্ষীণং রজতে দ্বিপলং শতম্।
অষ্টৌ ত্রপুণি সীসে চ তাম্রে পঞ্চ দশায়সি ॥১৮১॥

শতে দশপলা বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাস-সৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূত্রে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা ॥১৮২॥

কার্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগঃ ক্ষয়ো মতঃ।
ন ক্ষয়ো ন চ বৃদ্ধিঃ স্যাৎ কৌশেয়ে বল্কলেষু চ ।১৮৩।

দেশং কালঞ্চ ভোগঞ্চ জ্ঞাত্বা নষ্টে বলাবলম্।
দ্রব্যাণাং কুশলা ক্রয়ুর্যত্তদ্দাপ্যমসংশয়ম্ ॥১৮৪॥

ইতি ক্রীতানুশয়প্রকরণম্।

অথাভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাপ্রকরণম্।

বলাদ্দাসীকৃতশ্চৌরৈর্বিক্রীতশ্চাপি মুচ্যতে।
স্বামিপ্রাণপ্রদো ভক্তত্যাগাত্তন্নিষ্ক্রয়াদপি ॥১৮৫॥

কিনিয়া যথাক্রমে দশ, এক, পাঁচ, সাতদিন, মাস, তিনদিন ও একপক্ষ পরীক্ষা করিতে পারিবে, ইহার মধ্যে যদি উহাদের দোষ লক্ষিত হয়, তবে ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনমধ্যে ক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহার পরে আর ক্রয় অসিদ্ধ হইবে না। ১৮০।

স্বর্ণাদি-পরীক্ষারও কাল বিশেষ প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন,—অগ্নিতে পোড়াইয়া যদি দেখা যায়,—সুবর্ণের কোন ক্ষয় হয় নাই, তবে ক্রেতা স্বর্ণকারের হস্তে অলঙ্কার-নির্মাণার্থ প্রদত্ত ঐ স্বর্ণ সমান পরিমাণে ওজন করিয়া ফিরাইয়া লইবে, কিন্তু যদি ক্রেতা দেখে,—ঐ সুবর্ণালঙ্কারে খাদ বাহির হইয়াছে, তবে যতটা অসারাংশ আগুনে পুড়িয়াছে, তত অংশের মূল্য স্বর্ণকারকে রাজা ধনস্বামীর হস্তে দেওয়াইবেন এবং সেইমত দণ্ড-বিধান করিবেন। রূপাতে একশত পলে দুই পল ক্ষয় হইতে পারে, রাঙে ও সীসায় আট পল, তামায় পাঁচ পল এবং লোহায় শত-পলে দশ পল আগুণে ক্ষয় পাইতে পারে, যদি তাহা হইতে শিল্পী অধিক ক্ষয় করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে দণ্ডনীয় হইবে। ১৮১।

কিন্তু কম্বলাদি-স্থলে ক্ষয়ের পরিবর্ত্তে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্থূল মেষাদি-লোমে নির্মিত বস্ত্রে একশত পলে দশ পল ওজন বাড়িয়া যায়, কার্পাসাদি সূত্র-নির্মিত বস্ত্রেও ঐপ্রকার জানিবে। কিন্তু অনতিসূক্ষ্ম সূত্রে নির্মিত বস্ত্রাদিতে পাঁচপল বাড়ে, অতিসূক্ষ্ম সূত্র-নির্মিত বস্ত্রে তিনপল মাত্র বৃদ্ধি ধর্ত্তব্য। তাহার অধিক হইলেই বস্ত্র-নির্ম্মাতা দোষী সাব্যস্ত হইবে। ১৮২।

নিষ্পন্ন বস্ত্রের উপর চক্র-স্বস্তিকাদি (কল্কা) চিত্র করা হইলে সেই রোমাদি দ্বারা বদ্ধ প্রাবারকে (শালের ওড়নায়) ত্রিশ ভাগ ক্ষয় হইয়া থাকে। কৃমি-কোশজাত (চেলি, গরদ প্রভৃতি) বস্ত্রে ও গাছের ছালের সূতায় নির্মিত (ছালতি কাপড়) বস্ত্রে কোনরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি-হ্রাস থাকে না। তাৎপর্য্য এই—বয়নের জন্য তন্তুবায় বা শালকারকে যাবৎপরিমাণ সূত্র দেওয়া হইয়াছে, উপাদান হিসাবে বৃদ্ধি-ক্ষয় বুঝিয়া তাহাদের নিকট হইতে ঐ সকল বস্ত্রাদি বুঝিয়া লইবে। ১৮৩।

শিল্পী শণসূত্র বা ক্ষৌমসূত্র নষ্ট করিয়া দিলে বা কমাইয়া দিলে বিচক্ষণ পরীক্ষাকারীরা দেশ, কাল, ভোগ বুঝিয়া এবং নষ্ট দ্রব্যের সারবত্তা ও অসারত্ব পরীক্ষা করিয়া শিল্পীকে মূল্য দেওয়াইবেন। ১৮৪।

ক্রীতানুশয়প্রকরণ সমাপ্ত।

অভ্যুপেত্য অশুশ্রূষা প্রকরণ।

সেবা বা পরিচর্য্যা করিতে স্বীকার করিয়া তাহা পালন না করা একটি বিবাদের ক্ষেত্র। নারদ পাঁচপ্রকার সেবক বলিয়াছেন, যথা শিষ্য, ছাত্র, বেতনগ্রাহী ভৃত্য, অধিকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগের কর্ম্মদ্রষ্টা (উপরিতন কর্ম্মচারী, ম্যানেজার প্রভৃতি) ও দাস, ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি কর্ম্মকর সৎ কর্ম্মচারী। দাস অন্যরূপ, ইহারা ঘৃণিত কর্ম্মে নিযুক্ত, ইহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও মুক্তির উপায় বলিতেছেন,—জোর করিয়া যাহাকে দাস করা হইয়াছে, অথবা চোরে হরণ করিয়া যে বালককে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছে এবং আহিত (বন্ধকীকৃত) ও দত্ত দাস—ইহারা প্রভুর কাছে মুক্তি না পাইলেও রাজা তাহাদিগকে মুক্ত করাইবেন। যে ব্যক্তি চৌরাক্রান্ত ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা ভয়ে লুক্কায়িত প্রভুর প্রাণদান করে,

প্রব্রজ্যাবসিতো রাজ্ঞো দাসশ্চামরণান্তিকঃ।
বর্ণানামানুলোম্যেন দাস্যং ন প্রতিলোমতঃ ॥১৮৬॥

কৃতশিল্পোঽপি নিবসেৎ কৃতকালং গুরোর্গৃহে।
অন্তেবাসী গুরুপ্রাপ্তভোজনস্তৎফলপ্রদঃ ॥১৮৭॥

ইত্যাভ্যুপেত্যাশুশ্রূষাপ্রকরণম্

এইরূপ দাসও মুক্তি পাইবার যোগ্য। অতঃপর ভক্ত-দাসাদি প্রত্যেকের মুক্তির উপায় বলিতেছেন,—দুর্ভিক্ষাদিকালে অনির্দ্দিষ্টকাল যাবৎ অবেতন-গ্রাহী দাসও ভক্তদাস (অন্নদাস) ইহারা প্রভুর যত দ্রব্য ভোগ করিয়াছে। তাবৎপরিমাণ ধন দিলে মুক্ত হইবে। আহিত-দাস ও ঋণ-দাস (যাহার বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে) ঋণ-শোধ হইলেই মুক্ত হইবে। ১৮৫।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তি যাবজ্জীবন রাজার দাস থাকিবে, কিন্তু যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে, তবে দাস হইবে না। অতঃপর বর্ণবিশেষে দাসত্বের ব্যবস্থা দেখাইতেছেন,—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ অনুলোমক্রমে দাস হইবেন, প্রতিলোমে নহে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য-শূদ্র ও শূদ্রের শূদ্র দাস হইবে, কিন্তু বিপরীতক্রমে দাসত্ব করিবে না। নারদের মতে—স্বধর্ম্মত্যাগী পরিব্রাজকের নীচবর্ণের দাসত্বে অধিকার আছে। ১৮৬।

অন্তেবাসী (ছাত্র) গুরুগৃহে আয়ুর্বেদাদি শিল্প শিক্ষার জন্য চারি বৎসর বাস করিবে। যদি তাহার পূর্ব্বেই অধ্যেয় শিল্পবিদ্যা-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া যায়, তবে গুরুর নিকট শিক্ষাকালে তাহার নিকট জীবিকাপ্রাপ্ত ছাত্র যাহা অধীত শিল্পের সাহায্যে ফল পাইবে অর্থাৎ বিত্ত অর্জ্জন করিবে, তাহা গুরুকেই দিবে। ১৮৭।

অভ্যুপেত্য-অশুশ্রূষাপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণম্।

রাজা কৃত্বা পুরে স্থানং ব্রাহ্মণান্নস্য তত্র তু।
ত্রৈবিদ্যং বৃত্তিমদ্ ব্রূয়াৎ স্বধর্মঃ পাল্যতামিতি ॥১৮৮॥

নিজধর্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকো ভবেৎ।
সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্মো রাজকৃতশ্চ যঃ ॥১৮৯

গণদ্রব্যং হরেদ্ যস্তু সংবিদং লঙ্ঘয়েচ্চ যঃ।
সর্বস্বহরণং কৃত্বা তং রাষ্ট্রাদ্ বিপ্রবাসয়েৎ ॥১৯০॥

সংবিদ্ব্যতিক্রম প্রকরণ।

পাষণ্ডিবর্গ (বেদোক্ত নীতিবিরুদ্ধ বাণিজ্যাদিকারী), নৈগমিক (বেদের অবিরুদ্ধ পথে বাণিজ্যকারী) এবং ত্রিবেদবিদ্গণের আচরণের রক্ষাকে সময় বলা হয়, সময়ের নামই সংবিদ্, তাহার ব্যতিক্রম একটি বিবাদের ক্ষেত্র, এই প্রকরণে সেই ব্যতিক্রমের নিবারণার্থ রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন,—রাজা নিজ পুরীতে অথবা দুর্গাদি মধ্যে সুধা-ধবলিত গৃহাদি করিয়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণকে স্থাপন করিবেন এবং যাহাতে ব্রাহ্মণগণ ত্রিবেদজ্ঞ ও ভূ-হিরণ্যাদিসম্পন্ন হন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিবেন, 'আপনারা শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত বর্ণাশ্রম পালন করুন'। ১৮৮।

এইরূপে তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা বলা হইতেছে,--ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া সাময়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ গো-প্রচার, জল-বিশুদ্ধতারক্ষা, দেবগৃহরক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও অবসরমত যত্নপূর্ব্বক পালন করিবেন এবং রাজা যে সাময়িক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিবেন (যথা পথিক মাত্রকে ভোজন দেয়, শত্রুরাজ্যে অশ্বাদি প্রেরণীয় নহে ইত্যাদি) যত্ন সহকারে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ১৮৯।

সেই ধর্ম্মের পালন না করিলে যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, তাহা বলিতেছেন,—যে ব্রাহ্মণ গ্রাম বা নগর-বাসীদের উপকারক সর্ব্বসাধারণ বস্তু অপহরণ করে এবং জনসমূহকৃত বা রাজকৃত ব্যবস্থা বা স্থিতির যে ভঙ্গ করে, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া নিজ রাষ্ট্র হইতে তাহাকে নির্বাসিত করিবেন। ১৯০।

কর্তব্যং বচনং সর্বৈঃ সমূহহিতবাদিনাম্ ।
যস্তত্র বিপরীতঃ স্যাৎ স দাপ্যঃ প্রথমং দমম্ ॥১৯১॥
সমূহকার্য্য আয়াতান্ কৃতকার্য্যান্ বিসর্জয়েৎ ।
স দানমানসৎকারৈঃ পূজয়িত্বা মহীপতিঃ ॥১৯২॥
সমূহকার্য্যপ্রহিতো যল্লভেত তদর্পয়েৎ ।
একাদশগুণং দাপ্যো যদ্যসৌ নার্পয়েৎ স্বয়ম্ ॥১৯৩॥
ধর্মজ্ঞাঃ শুচয়োঽলুব্ধা ভবেয়ুঃ কার্য্যচিন্তকাঃ ।
কর্তব্যং বচনং তেষাং সমূহহিতবাদিনাম্ ॥১৯৪॥
শ্রেণি-নৈগম-পাষণ্ডি-গণানামপ্যয়ং বিধিঃ ।
ভেদঞ্চৈষাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ববৃত্তিঞ্চ পালয়েৎ ॥১৯৫॥

ইতি সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণম্ ।

অথ বেতনাদান প্রকরণম্ ।

গৃহীতবেতনঃ কর্ম ত্যজন্ দ্বিগুণমাবহেৎ ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যো ভৃত্যৈ রক্ষ্য উপস্করঃ ॥১৯৬॥
দাপ্যস্তু দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশস্যতঃ ।
অনিশ্চিত্য ভৃতিং যস্তু কারয়েৎ স মহীক্ষিতা ॥১৯৭॥
দেশং কালঞ্চ যোঽতীয়াৎ লাভং কুর্যাচ্চ যোঽন্যথা ।
তত্র স্যাৎ স্বামিনশ্ছন্দোঽধিকং দেয়ং কৃতেঽধিকে ॥১৯৮॥
যো যাবৎ কুরুতে কর্ম তাবত্তস্য তু বেতনম্ ।
উভয়োরপ্যসাধ্যঞ্চেৎ সাধ্যং কুর্য্যাদ্ যথাশ্রুতম্ ॥১৯৯॥

গণতন্ত্রের মধ্যে যাহারা সমূহের হিতবাদী, তাহাদের বাক্য সঙ্ঘান্তর্গত অপর ব্যক্তিরা নিশ্চয় পালন করিবে কিন্তু জনসঙ্ঘের মধ্যে যে সমূহ হিতবাদীদের নির্দ্দেশ মত না চলিবে, রাজা তাহাকে প্রথম সাহসোক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ১৯১।

রাজাও গণতন্ত্রের অধীন হইয়া কার্য্য করিবেন। সাধারণের হিতকর কার্য্যসাধনোদ্দেশ্যে যাহারা রাজার নিকট আসিবে, রাজা তাহাদের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে দান, মান ও অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিবেন। জনসমূহের হিতার্থে ব্রতী প্রধান পুরুষেরা যে ব্যক্তিকে কার্য্য-বিবরণ জ্ঞাপনার্থ রাজার নিকট প্রেরণ করিবেন, রাজা তাহাদিগকে পারিতোষিক হিসাবে যে হিরণ্য-বস্ত্রাদি দিবেন, তাহা ঐ ব্যক্তি মহাজনদিগকে (প্রধান পাণ্ডাদের) দান করিবেন। স্বেচ্ছায় না দিলে রাজা তাহার সেই লব্ধধনের একাদশগুণ দণ্ডের বিধান করিবেন। ১৯২-৯৩।

রাজা রাজকার্য্যের বিচারকরূপে শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্মবিদ্-অর্থলোভশূন্য অর্থাৎ উৎকোচের অগ্রাহী, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচপরায়ণ ব্যক্তিগণকে গণতন্ত্রে নিযুক্ত করিবেন। সমূহের হিতবাদিগণ প্রধান, সেই ব্যক্তিদের কথা সকলেই মানিয়া চলিবে। ১৯৪।

এক প্রকার পণ্যবস্তু লইয়া ও একপ্রকার শিল্প লইয়া যাহারা প্রবৃত্ত সেই শ্রেণীর লোকের যাহারা 'বেদ আপ্ত প্রণীত' (পৌরুষেয়) বলিয়া তাহার প্রামাণ্যবাদী, সেই পাশুপতাদিমতাবলম্বীদের এবং যাহারা বেদের প্রামাণ্যই মানে না—সেই বৌদ্ধ-জৈন-ধর্ম্মাশ্রয়ীদের, আর যাহারা এক অস্ত্র ব্যবহারী সঙ্ঘ এই চারি প্রকার লোকের যে বিভিন্ন ধর্ম্ম ব্যবস্থা আছে, রাজা তাহাদের সেই আশ্রিত মতভেদ রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্ব হইতে অনুসৃত বৃত্তি বজায় রাখিতে যত্ন করিবেন। ১৯৫।

সংবিদ্ব্যতিক্রমপ্রকরণ সমাপ্ত।

বেতনাদানপ্রকরণ।

যে নির্দিষ্ট বেতন লইয়া অঙ্গীকৃত কার্য্য ছাড়িয়া দেয়, সে বেতনের দ্বিগুণ অর্থ প্রভুকে দণ্ডরূপে দিবে। কিন্তু যদি বেতন না লইয়া স্বীকৃত কর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে বেতনানুসারে অর্থ-দণ্ড রাজা তাহাকে দেওয়াইবেন। অথবা জোর করিয়া বেতন লওয়াইয়া স্বীকৃত কার্য্য করাইবেন। ভৃত্যগণ প্রভুর লাঙ্গলাদি কৃষির উপযোগী যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যে গৃহস্বামী, বণিক্, গো-পালক অথবা ক্ষেত্রস্বামী, অনির্দ্ধারিত বেতনে ভৃত্যকে কাজ করায়, রাজা সেই গৃহস্বামী প্রভৃতিকে দিয়া বাণিজ্যাদি লব্ধধনের দশভাগের একভাগ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। কিন্তু যে ভৃত্য পণ্য-বিক্রয়ের যোগ্য স্থান, কাল মানে না

অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাণ্ডং দাপ্যস্তু বাহকঃ।
প্রস্থানবিঘ্নকৃচ্চৈব প্রদাপ্যো দ্বিগুণাং ভৃতিম্ ॥২০০॥
প্রক্রান্তে সপ্তমং ভাগং চতুর্থং পথি সংত্যজন্।
ভৃতিমর্দ্ধপথে সর্বাং প্রদাপ্যস্ত্যাজকোঽপি চ ॥২০১॥
ইতি বেতনাদানপ্রকরণম্।

এবং পণ্য-বিক্রয়ে অবহিত থাকে না, অধিকন্তু সেই দেশে কালে অত্যধিক ব্যয়াদি করিয়া লাভের ব্যতিক্রম (অল্প অসম্পাদন) করে, সে ক্ষেত্রে বেতনদান ধনস্বামীর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বেতন না দিতে পারেন বা অল্প দিতে পারেন, আর যদি ভৃত্য অধিক লাভ দেখায়, তবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বেতনের অধিক বেতন প্রভু ভৃত্যকে দিবেন। ১৯৮-৯৮।

অনেকসাধ্য কর্ম্মে বেতনদানের ব্যবস্থা বলিতেছেন,—যখন একই কার্য নির্দিষ্ট বেতনে উভয়ে সম্পাদন করে, কিংবা ব্যাধি প্রভৃতির জন্য উভয়ের অসাধ্য কর্ম্ম বহু ভৃত্য করে অথবা যদি তাহাদেরও অসাধ্য হয়, তবে যে যতটুকু করিয়াছে, তাবৎপরিমাণ কর্ম্মের বেতন সে পাইবে, সমান বেতন সকলে পাইবে না। এবং অংশ হিসাবে কার্য্যে কোন বেতন নির্ধারিত না থাকায়, বেতন যে একেবারেই পাইবে না তাহা নহে—দুইজনে মিলিয়া সহযোগে কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রভু প্রতিশ্রুত বেতন সমভাগে ভাগ করিয়া দুইজনকে দিবেন, প্রত্যেককে সমগ্র বেতন দিবেন না এবং কর্ম্মানুসারে বিচার করিয়া অল্প বেতন দিবেন না। ১৯৯।

যদি রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রব ব্যতীত বাহক নিজ বুদ্ধিদোষে বাহনীয় দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে রাজা বাহককে দিয়া ঐ নষ্ট দ্রব্যের নাশানুসারে মূল্য ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন। আর বিবাহাদি প্রয়োজনে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দিনে প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রস্থান যোগ্য কার্য্যে যে বিঘ্ন আনে, সেই ভৃত্য বেতনের দ্বিগুণ অর্থ-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। যাত্রা সুরু করিয়া নিজের অঙ্গীকৃত কার্য্য যে ত্যাগ করে, সে ভৃত্য বেতনের সপ্তমাংশ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যদিও পূর্ব্ববাক্যের সহিত এই বাক্যের বিরোধ আপাততঃ দেখা যাইতেছে, তাহা হইলেও যে সময় অন্য ভৃত্য পাইবার অবসর আছে, তখন কার্য্য ত্যাগ করিলে এই সপ্তমাংশ দণ্ডের ব্যবস্থা জানিবে। আর দ্বিগুণ বেতন দণ্ড প্রস্থান লগ্নে কর্ম্মত্যাগীর পক্ষে এজন্য কোন বিরোধ নাই। পথে যাইতে যাইতে কর্ম্মত্যাগী ভৃত্যের চতুর্থভাগ দণ্ড, অর্দ্ধ পথে প্রস্থানত্যাগীর সম্পূর্ণ বেতন দণ্ড কিন্তু ভৃত্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলেও যে স্বামী সেই সুস্থ ভৃত্যকে কর্ম্ম ত্যাগ করায়, সে-ও পূর্ব্বোক্ত সপ্তমাংশাদি দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।২০০-১।

বেতনাদানপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ দ্যূত-সমাহ্বয়প্রকরণম্।

গ্লহে শতিকবৃদ্ধেস্তু সভিকঃ পঞ্চকং শতম্।
গৃহ্ণীয়াদ্ ধূর্ত-কিতবাদিতরাদ্দশকং শতম্ ॥২০২॥
স সম্যক্ পালিতো দদ্যাদ্ রাজ্ঞে ভাগং যথাকৃতম্।
জিতমুদ্গ্রাহয়েজ্জেত্রে দদ্যাৎ সত্যং বচঃ ক্ষমী (ক)।২০

দ্যূত-সমাহ্বয়প্রকরণ।

অচেতন অক্ষ (পাশা) প্রভৃতি দ্বারা পণ রাখিয়া যে ক্রীড়া করা হয়, তাহার নাম 'দ্যূত' এবং চেতন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির সাহায্যে পারাবত, মল্ল, মেষ প্রভৃতির দ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়া 'সমাহ্বয়' নামে অভিহিত। এই দ্যূত, সমাহ্বয় দুইটি বিবাদের ক্ষেত্র। এক্ষণে দ্যূত-সভার অধিকারীদের বৃত্তি বলিতেছেন,—গ্লহ অর্থাৎ পাশা-ক্রীড়ায় ক্রীড়াকারীদের পরস্পর সম্মত কিতব (ধূর্ত্ত খেলোয়াড়) নির্দ্দিষ্ট পণে শত বা তদধিক লাভ হইলে, জয়ী ধূর্ত্ত কিতবের নিকট হইতে সভিক (কিতব নিবাসের সভা-গৃহস্বামী যিনি পাশাক্রীড়ার সমস্ত উপকরণ যোগাড় করিয়া দেন ও তাহাতে লভ্যাংশে জীবিকা নির্বাহ করেন) জীবিকার্থ শতকরা পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবেন। যে কিতব পূর্ণশত বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই দ্যূতকারীদের নিকট হইতে পণের শতকরা দশভাগ

(ক) জিতমুদ্রা সয়েজ্জেতে দদ্যাৎ সত্যবচাঃ ক্ষমী।

প্রাপ্তে নৃপতিনা ভাগে প্রসিদ্ধে ধূর্তমণ্ডলে।
জিতং সসভিকে স্থানে দাপয়েদন্যথা ন তু ॥২০৪॥
দ্রষ্টারো ব্যবহারাণাং সাক্ষিণশ্চ ত এব হি।
রাজ্ঞা সচিহ্নং নির্বাস্যাঃ কূটাক্ষোপধিদেবিনঃ॥২০৫॥
দ্যূতমেকমুখং কার্য্যং তস্করজ্ঞানকারণাৎ।
এষ এব বিধির্জ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে ॥২০৬॥
ইতি দ্যূত-সমাহ্বয়প্রকরণম্।

গ্রহণ করিবেন। এইরূপে বৃত্তিগ্রাহী দ্যূতাধিকারী সভিককে রাজা দ্যূতকার ধূর্ত্ত কিতবদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। সভিকও রাজাকে যথানির্দিষ্ট অংশ দিবেন এবং দ্যূতক্রীড়ায় জেতাকে জিতদ্রব্য পরাজিতের নিকট হইতে পাওয়াইয়া দিবেন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া দ্যূতকারীদের কাছে বিশ্বাসার্থ সত্য বাক্য প্রদান করিবেন। যদি সভিক পরাজিতের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত পণ আদায় করিতে অপারগ হন, তবে রাজা তাহা উদ্ধার করিয়া জেতাকে দেওয়াইবেন। যেখানে রাজা, অধ্যক্ষ, সভিক সকলেই বিরাজমান, সভিকেরও নিকট হইতে যথায় নির্দ্দিষ্ট (রাজপ্রাপ্য) অংশ রাজা পাইয়াছেন সেই প্রকাশ্য ধূর্ত্তসমাজে রাজা ধূর্ত্ত কিতবকে দিয়া জেতাকে জিতপণ দেওয়াইবেন। কিন্তু গুপ্তভাবে প্রবৃত্ত সভিকহীন ও রাজপ্রদেয় অংশদান-রহিত দ্যূতকার্য্যে জিতপণ জেতাকে পাওয়াইয়া দিতে বাধ্য হন। যে দ্যূতক্রীড়ায় জয় পরাজয়ের বিরুদ্ধবাদ উপস্থিত হয়, তথায় নির্ণয়ের জন্য দ্যূতক্রীড়ার দ্রষ্টা কিতবরাই রাজাকর্ত্তৃক সভ্যরূপে নিযুক্ত হইবে এবং তাহারাই সাক্ষীরূপে গৃহীত হইবে। যেখানে কূট-দ্যূত প্রবৃত্ত হইবে, কূট অক্ষ (পাশক্রীড়ার সাধন ঘুঁটি) দ্বারা এবং ছল অবলম্বন করত বুদ্ধিভ্রংশের কারণ মনি-মন্ত্রৌষধাদি প্রয়োগ করিয়া যাহারা পাশক্রীড়া করিবে, তাহাদিগকে রাজা কুক্কুরের পদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া নিজ রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। দ্যূতক্রীড়ায় প্রায়শঃ চোরেরাই কিতব হয়, তাহাদের সেই চৌর্য্যবুদ্ধি ধরিবার জন্য তথায় একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে রাজা অধ্যক্ষরূপে রাখিবেন। সমাহ্বয়নামক প্রাণি-দ্যূতে অর্থাৎ মল্ল মেষ-মহিষাদি দল লইয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায়ও উক্ত দ্যূত ধর্ম্ম সমস্তই জ্ঞাতব্য।২০১-৬।

দ্যূত-সমাহ্বয়প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ বাক্পারুষ্যপ্রকরণম্।

সত্যাসত্যান্যথাস্তোত্রৈর্ন্যূনাঙ্গেন্দ্রিয়রোগিণাম্।
ক্ষেপং করোতি চেদ্দণ্ড্যঃ পণানর্দ্ধত্রয়োদশ (খ)॥২০৭॥
অভিগন্তাঽস্মি ভগিনীং মাতরং বা তবেতি চ।
শপন্তং দাপয়েদ্ রাজা পঞ্চবিংশতিকং দমম্ ॥২০৮॥
অর্দ্ধোঽর্দ্ধমেষ দ্বিগুণঃ পরস্ত্রীষূত্তমেষু চ।
দণ্ডপ্রণয়নং কার্য্যং বর্ণজাত্যুত্তরাধরৈঃ ॥২০৯॥

বাক্পারুষ্য-প্রকরণ।

দেবতা, জাতি, বংশ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যে আক্রোশ (চীৎকার করিয়া গালি গালাজ, নিন্দাবাদ) এবং অপমানসূচক প্রতিকূলার্থক বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বাক্পারুষ্য বলে। তন্মধ্যে দেশাক্রোশে,—যেমন গৌড়দেশীয়রা কলহপ্রিয় হয়, এইরূপে দেশ বিশেষকে আক্রমণ করিয়া নিন্দাবাদ, জাত্যাক্রোশ-—যেমন ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত লোভী হয়, কুলাক্রোশ—বিশ্বামিত্র গোত্রীয়রা ক্রূরপ্রকৃতি হয় ইত্যাদি রূপে নিন্দা এবং বিদ্যা শিল্পাদি ধরিয়া নিন্দা-ভেদে আক্রোশ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে সমান জাতি, বর্ণের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাষণে দণ্ড নির্দ্দেশ করিতেছেন, অন্ধকে অন্ধ বলিয়া আক্রোশ সত্য কিন্তু চক্ষুষ্মানকে যদি অন্ধ বলিয়া নিন্দা করা হয়, তবে তাহা অসত্য, বিকৃতমূর্ত্তিকে 'আহা তুমি বড় সুন্দর' এইরূপ উক্তি অন্যথা স্তুতি; এইরূপে বিকলাঙ্গ, বিকলেন্দ্রিয়, রোগগ্রস্তকে আঘাত দিয়া যে কথা বলে, সেই ব্যক্তিকে রাজা সার্দ্ধ ত্রয়োদশ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। (মিতাক্ষরা—পুত্র প্রভৃতি মাতা, পিতা, সাধ্বী স্ত্রী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, শ্বশুর, গুরুকে গালি দিলে শতপণে দণ্ডিত হইবে। এই মনুবচনেরও বিষয় অপরাধী পিতা প্রভৃতি স্থলে এবং নিরপরাধা স্ত্রী হইলে জ্ঞাতব্য)। অশ্লীল বাক্যে গালি দিলে তাহার দণ্ড অনেক অধিক।

(খ) পণানর্দ্ধত্রয়োদশান্

প্রতিলোম্যাপবাদেষু দ্বিগুণাস্ত্রিগুণা দমাঃ।
বর্ণানামানুলোম্যেন তস্মাদর্দ্ধার্দ্ধহানিতঃ ॥২১০॥
বাহু-গ্রীবা-নেত্র-সক্‌থিবিনাশে বাচিকে দমঃ।
শত্যস্তদর্দ্ধিকঃ পাদ-নাসা-কর্ণ-করাদিষু ॥২১১॥

অশক্তস্তু বদন্নেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ।
তথা শক্তঃ প্রতিভুবং দাপ্য ক্ষেমায় তস্য তু॥২১২॥
পতনীয়ে কৃতে ক্ষেপে দণ্ডো মধ্যমসাহসঃ।
উপপাতকযুক্তে তু দাপ্যঃ প্রথমসাহসম্ ॥২১৩॥

'আমি তোর ভগিনীতে বা মাতাতে কিংবা তোর স্ত্রীতে অভিগমন করিব' ইত্যাদিরূপে যে গালি দেয়, রাজা তাহাকে পঞ্চবিংশতি পণে দণ্ডিত করিবেন।২০৭-৮।

সমান গুণ ও সবর্ণের মধ্যে এই দণ্ডের কথা বলা হইল, অতঃপর বিভিন্ন বর্ণ ও বিষমগুণ ব্যক্তিদের মধ্যে বাক্‌পারুষ্যে দণ্ডের বিধি বলিতেছেন,—নিজ অপেক্ষা অধম ব্যক্তিদের উপর উক্ত প্রকার গালি গালাজ করিলে পঞ্চ বিংশতি পণের অর্দ্ধ সাড়ে বার পণ দণ্ডে উত্তম ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে। পরন্ত্রী যেরূপই হউক তাহাদের প্রতি এবং উত্তম ব্যক্তিদের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিলে পঞ্চবিংশতি পণের দ্বিগুণ অর্থাৎ পঞ্চাশপণ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, মূর্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতি ইহাদের মধ্যে উত্তম-অধমে পরস্পর গালিগালাজ হইলে উচ্চতা নীচতা ধরিয়া দণ্ড-ব্যবস্থা কল্পনীয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি মূর্ধাবসিক্তকে গালি দেয়, তবে সাধারণ ক্ষত্রিয়াপেক্ষা মূর্ধাবসিক্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া ক্ষত্রিয়াক্ষেপে বিহিত পঞ্চাশপণ দণ্ডের অধিক অর্থাৎ পঁচাত্তর পণ দণ্ড-ভাগী হইবে, আবার ক্ষত্রিয় সেই মূর্ধাবসিক্তকে গালি দিলে ব্রাহ্মণাক্রোশে বিহিত শতপণ দণ্ডের কিছু কম অর্থাৎ পঁচাত্তর পণ দণ্ডভাগী হইবে। এইরূপে অন্যত্র গুণ-জাতি তারতম্য দেখিয়া দণ্ড-কল্পনা করণীয়।২০৯।

অতঃপর ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে প্রাতিলোম্যে আক্রোশ হইলে দণ্ডের তারতম্য দেখাইতেছেন,—অধম উত্তম বর্ণে গালিগালাজ (নিন্দাবাদ) হইলে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতি বা বৈশ্যজাতি ব্রাহ্মণকে আক্রোশ করিলে ক্ষত্রিয়ের পঞ্চাশপণের দ্বিগুণ অর্থাৎ একশতপণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যের তথায় তিনগুণ—দেড়শত পণ দণ্ড বিহিত। শূদ্র এইরূপ উচ্চবর্ণকে অধিক্ষেপ করিলে তাহার প্রহার বা জিহ্বা-চ্ছেদন বিহিত। কিন্তু আনুলোম্যে আক্রোশ হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে, বৈশ্য শূদ্রকে অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র তিনবর্ণকেই গালি দিলে উক্ত দণ্ডের অর্ধ অর্ধ ভাগ কল্পনা করিতে হইবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের আক্রোশে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ, বৈশ্যের আক্রোশে তাহার অর্দ্ধ—পঁচিশ পণ, শূদ্রের আক্রোশে সাড়ে বার পণ, এইরূপ অর্দ্ধ অর্দ্ধ হিসাবে ভাগ কল্পনা কর্ত্তব্য।২১০।

'তোর হাত, ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিব, চোখ কাণা করিব, উরু ভাঙ্গিয়া খোঁড়া করিব' এইরূপ বাক্যে আক্রোশ করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। আর পা, নাক, কান, হাত, পাছা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া যদি উহাদের মৌখিক বিনাশ করে তবে শতার্দ্ধ—পঞ্চাশ পণ দণ্ড বিধেয়। মন্তব্য—মিতাক্ষরাকার 'শত্যঃ' পাঠ ধরিয়া ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু অন্যত্র 'শক্তঃ' পাঠ আছে, তাহার অর্থ ঐ কার্য্য করিতে সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা শাসাইলে শতপণ দণ্ড হইবে, কিন্তু এই পাঠও অর্থসঙ্গত মনে হয় না, কারণ, বচনে শতপণের কথা নাই এবং তাহার অর্দ্ধ বলিতে পঞ্চাশপণ ধরা যায় না, বিশেষতঃ ইহার পরবর্ত্তী বচনে শক্ত সম্বন্ধে, দণ্ডবিশেষের যে উল্লেখ আছে, তাহা পুনরুক্ত হইয়া বা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, এজন্য ঐ পাঠ উপেক্ষিত হইল।২১১।

কিন্তু যদি ব্যাধি প্রভৃতির জন্য অসমর্থ হইয়াও এইরূপ বলে, তবে দশ পণ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। আর যে ব্যক্তি বাহু প্রভৃতির ভঙ্গে সমর্থ হইয়া অল্পশক্তি ব্যক্তিকে ঐরূপ আক্রোশ করে, সে উক্ত শতাদি দণ্ড দানের পর সেই অশক্ত ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থ (অর্থাৎ ভয়ে হঠাৎ প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইতে পারে এইজন্য) কোন জামিন রাখিবে।২১২।

তীব্রভাবে আক্রোশে দণ্ডবিশেষ আছে—ব্রহ্মচারী-

ত্রৈবিদ্যনৃপদেবানাং ক্ষেপ উত্তমসাহসঃ।
মধ্যমো জাতিপূগানাং প্রথমো গ্রামদেশয়োঃ ॥২১৪॥
ইতি বাক্‌পারুষ্যপ্রকরণম্।

অথ দণ্ডপারুষ্য-প্রকরণম্।

অসাক্ষিকহতে চিহ্নে যুক্তিভিশ্চাগমেন চ।
দ্রষ্টব্যো ব্যবহারস্তু কূটচিহ্নকৃতাদ্ ভয়াৎ (ক) ॥২১৫॥

ভস্ম-পঙ্ক-রজঃ-স্পর্শে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
অমেধ্যপার্ষ্ণি-নিষ্ঠ্যূত স্পর্শনে দ্বিগুণস্ততঃ ॥২১৬॥

সমেম্বেবং পরস্ত্রীষু দ্বিগুণস্তূত্তমেষু চ
হীনেম্বর্দ্ধদমো মোহ-মদাদিভিরদণ্ডনম্ ॥২১৭॥

বিপ্রপীড়াকরং ছেদ্যমঙ্গমব্রাহ্মণস্য তু।
উদ্‌গূর্ণে প্রথমো দণ্ডঃ সংস্পর্শে তু তদর্দ্ধিকঃ ॥২১৮॥

দিগকে মহাপাতক-জনক ব্রহ্মহত্যাদি পাপের উল্লেখ করিয়া যদি কেহ আক্রোশ করে অর্থাৎ 'ওরে ব্রহ্মচারী তুই মহাপাতক করিয়াছিস্' এইরূপ মিথ্যা গালি দেয় তবে সেই অপমানকারীকে রাজা মধ্যমসাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আর উপপাতক-জনক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া আক্রোশ করিলে অর্থাৎ 'তুই গোহত্যাকারী' এইরূপ বলিলে প্রথমসাহস দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। (মন্তব্য—মিতাক্ষরাকার বর্ণিসম্বন্ধে ঐরূপ আক্রোশে দণ্ড-বিশেষের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু মূল বচনে ব্যক্তিবিশেষ উল্লিখিত না থাকায় নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই ঐ দণ্ড বিহিত মনে হয়) ।২১৩।

ত্রিবেদজ্ঞ ও বৈদিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, রাজা ও দেবতাদের প্রতি কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড বিহিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ মূর্ধাবসিক্ত প্রভৃতি জাতিসমূহকে গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড বিধেয়, বাস্তব্য গ্রাম অথবা দেশের নাম ধরিয়া নিন্দা করিলে প্রথমসাহস দণ্ড কর্ত্তব্য। ২১৪।

বাক্‌পারুষ্য-দণ্ডপ্রকরণ সমাপ্ত।

দণ্ডপারুষ্য-প্রকরণ।

পরের গায়ে যদি কেহ হাত, পা দিয়া অথবা অস্ত্র, পাথর প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে অথবা গায়ে থুথু, ছাই, ধূলা, মলমূত্র প্রভৃতি দেয়, তবে তাহাকে দণ্ডপারুষ্যকারী বলে। তাহার দণ্ডবিধানও দণ্ডপারুষ্যের নির্ণয়াধীন, এজন্য প্রথমতঃ নির্ণয়ের উপায় বলিতেছেন,—যদি কেহ রাজার নিকট যাইয়া জানায় 'অমুক ব্যক্তি আমাকে গোপনে (লোকের অসাক্ষাতে) আঘাত করিয়াছে' তবে রাজা তাহার মুখাদি-বিকার ও গাত্রের ক্ষতাদি দেখিয়া কিংবা তাহার মুখে আঘাতের কারণ প্রয়োজন প্রভৃতি শুনিয়া, জনপ্রবাদ থাকিলে তাহার উপরও নির্ভর করিয়া রাজা ঐ বিবাদ গ্রহণ করিবেন, কারণ, আক্রোশবশতঃ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে দণ্ডিত করিবার জন্যও ঐরূপ অভিযোগ আনীত হইতে পারে, সেই আশঙ্কায় রাজার উক্ত চিহ্নাদির যথার্থতা পরীক্ষণীয়। ২১৫।

উক্তভাবে পরীক্ষার পর রাজা দেখিবেন ঐ দণ্ডপারুষ্য কি জাতীয় হইয়াছে,—যদি অপরাধী কাহারও গাত্রে ভস্ম, কর্দ্দম অথবা ধূলি দিয়া মনোব্যথা জন্মাইয়া থাকে, তবে দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র শ্লেষ্মা, অশ্রু, নাসিকা-মল, কেশ, কর্ণ-মল, নেত্রমল ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট দ্বারা কিংবা পার্ষ্ণি (পায়ের গোড়ালী) সংস্পর্শে ও নিষ্ঠীবন স্পর্শে দূষিত করিলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ কুড়িপণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। কিন্তু পুরীষাদি দিয়া দূষিত করিলে চতুর্গুণ (চল্লিশ পণ) দণ্ড, শরীরের ঊর্দ্ধভাগে উক্ত মল স্পর্শ করাইলে ছয়গুণ এবং মস্তকে মল লাগাইলে আটগুণ দণ্ড বিধেয়। ২১৬।

এই যে পূর্ব্বে দণ্ডের কথা বলা হইল ইহা সমান বর্ণের মধ্যে জানিবে। কিন্তু যে-কোন জাতীয় পরস্ত্রীর প্রতি উক্ত প্রকার অপমান সূচক দণ্ড-পারুষ্য আচরণ করিলে উক্ত দণ্ডগুলির দ্বিগুণ হিসাবে

(ক) কূটচিহ্নকৃতো—পা
যত্র নোক্তো দমঃ সর্বৈঃ প্রমাদেন মহাত্মভিঃ।
তত্র কার্য্যং পরিজ্ঞায় কর্ত্তব্যং দণ্ডধারণম্।

উদ্‌গূর্ণে হস্তপাদে চ দশবিংশতিকৌ দমৌ।
পরস্পরং তু সর্বেষাং শাস্ত্রে মধ্যমসাহসঃ ॥২১৯॥
পাদ-কেশাংশুক-করোল্লুঞ্চনেষু পণান্ দশ।
পীড়াকর্ষ্যং শুকাবেষ্টং পাদাধ্যাসে শতং দমঃ ॥২২০॥
শোণিতেন বিনা দুঃখং কুর্বন্ কাষ্ঠাদিভির্নরঃ।
দ্বাত্রিংশতং পণান্ দাপ্যো দ্বিগুণং দর্শনেঽসৃজঃ ॥২২১॥
কর-পাদ-দতো ভঙ্গে ছেদনে কর্ণ-নাসয়োঃ।
মধ্যো দণ্ডো ব্রণোদ্ভেদে মৃতকল্পহতে তথা ॥২২২॥
চেষ্টা-ভোজন-বাগ্রোধে নেত্রাদিপ্রতিভেদনে।
কন্ধরা-বাহু-সক্‌থ্নাঞ্চ ভঙ্গে মধ্যমসাহসঃ ॥২২৩॥
একং ঘ্নতাং বহূনাঞ্চ যথোক্তাদ্ দ্বিগুণো দমঃ।
কলহাপহৃতং দেয়ং দণ্ডশ্চ দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ ॥২২৪॥

দণ্ড বিধেয়। নিজ অপেক্ষা অধিক গুণশালী ও সমধিক আচারবান্ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপারুষ্য আচরিত হইলে ভস্মাদিস্পর্শে বিহিত দশপণ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড (কুড়িপণ) এবং মলাদিস্পর্শে নির্দিষ্ট বিংশতিপণের দ্বিগুণ অর্থাৎ চল্লিশপণ দণ্ড ধারণীয়। কিন্তু নিজ অপেক্ষা অধম (জাতি, জ্ঞান, ব্যবহারাদিতে ন্যূন) ব্যক্তিকে উত্তম ব্যক্তি দূষিত করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধদণ্ড শাস্ত্রবিহিত। পরন্তু অজ্ঞানবশতঃ অনিচ্ছাকৃত ও মদ্যপানাদি-জনিত চিত্ত-বিকারাবস্থায় ঐরূপ দোষ করিলে কোন দণ্ডই ধার্য্য নহে। বর্ণের মধ্যে প্রতিলোমবর্ণ উত্তম বর্ণের প্রতি উক্ত অসদ্ ব্যবহার করিলে দণ্ডবিশেষ বিহিত আছে—অধমবর্ণ ক্ষত্রিয়াদি উত্তমবর্ণ ব্রাহ্মণজাতির পীড়াজনক কার্য্য করিলে যে অঙ্গ দ্বারা পীড়া সাধিত হইয়াছে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন, এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পীড়াকারী শূদ্রের অঙ্গ ছেদনীয়। ক্ষত্রিয়াপমাননাকারী বৈশ্যের পক্ষেও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা। কিন্তু বধের জন্য দণ্ড বা অস্ত্রাদি উত্তোলন করিলে প্রথমসাহস দণ্ড জানিবে। শূদ্র যদি উত্তমবর্ণের বধের জন্য অস্ত্রাদি উত্তোলন করে, তবে তাহাতেও হস্তচ্ছেদ ব্যবস্থা। আর বাহু, দণ্ড বা অস্ত্র উত্তোলনের জন্য যদি অস্ত্রাদির স্পর্শও হয় বা প্রযত্ন হয়, তবে প্রথম সাহসের অর্দ্ধদণ্ড হইবে।২১৭-১৮।

সজাতীয়ের প্রতি সজাতীয় ব্যক্তি প্রহারার্থ হাত তুলিলে দশপণ এবং পা তুলিলে বিংশতি পণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বধার্থ উভয়েই শস্ত্র তুলিলে সকল বর্ণের মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। চরণ, কেশ, বস্ত্র, হস্ত—ইহাদের যে কোন একটি ধরিয়া হঠাৎ টানিলে আকর্ষণ-কারী দশপণ দণ্ডার্হ। আর যে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া গাঢ়-ভাবে চাপিয়া ধরিয়া গালি দেয় ও পা দিয়া লাথি মারে, রাজা তাহাকে একশত পণে দণ্ডিত করিবেন। ২১৯-২০।

আর যে ব্যক্তি রক্তপাত ব্যতিরেকে কাষ্ঠাদি দ্বারা মৃদুভাবে প্রহার করিয়া দুঃখ দান করে, সে বত্রিশপণ দণ্ডে দণ্ডনীয়। কিন্তু যদি সেই প্রহারে রক্তপাত হয়, তবে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চৌষট্টিপণ দণ্ডার্হ। (মিতা—মনু চামড়া-হাড়-মাংস ভেদস্থলে দণ্ড-বিশেষের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা—চর্ম্মভেদকারী ও রক্ত-দর্শকের শতপণ, মাংসভেদকের ছয় নিষ্ক ও অস্থিভঙ্গকারীর প্রবাস-দণ্ড)। হাত বা পা কিংবা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে এবং কাণ বা নাক কাটিয়া দিলে, পূর্ব্ব হইতে স্থিত ব্রণকে আরও বর্দ্ধিত করিলে অথবা মৃতকল্প করিয়া প্রহার করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড জানিবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, কারণাদিবশতঃ প্রহার-বিশেষে বিষয়ের তারতম্য হইতে পারে এবং বহুবার ঐরূপ করিলে তাহাতে বিষম শিষ্টতারও আপত্তি থাকিবে না। ২২১-২২।

সচ্ছন্দ গমনাদি চেষ্টায় বাধা দিলে, ভোজন রোধ করিলে ও ভাষণের রোধ জন্মাইলে, চক্ষুঃ-জিহ্বার ভেদ করিলে, ঘাড় বাহু ও উরু ভাঙ্গিয়া দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড করণীয়। বহুলোক মিলিয়া একজনের অঙ্গভঙ্গাদি করিলে —যে যে অপরাধে যে যে দণ্ড বিহিত আছে, সেই সেই অপরাধ বহুজন মিলিতভাবে করিলে প্রত্যেকের সেই সেই দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যুক্তি এই—সমূহদ্বারা ঐ অপরাধ সাধিত হইলেও উহাদের অতি ক্রূর স্বভাব-হেতু প্রত্যেকের ঐ দণ্ড বিহিত হইয়াছে। কলহকালে

দুঃখমুৎপাদয়েদ্ যস্তু স সমুত্থানজং ব্যয়ম্ ।
দাপ্যো দণ্ডশ্চ যো যস্মিন্ কলহে সমুদাহৃতঃ ॥২২৫॥
অভিঘাতে তথা ছেদে ভেদে কুড্যাবপাতনে ।
পণান্ দাপ্যঃ পঞ্চ দশ বিংশতিস্তদ্দ্বয়ং তথা ॥২২৬॥
দুঃখোৎপাদি গৃহে দ্রব্যং ক্ষিপন্প্রাণহরন্তথা ।
ষোড়শাদ্যঃ পণান্ দাপ্যো দ্বিতীয়ো মধ্যমং দমম্ ॥২২৭॥
দুঃখে চ শোণিতোৎপাদে শাখাঙ্গচ্ছেদনে তথা ।
দণ্ডঃ ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ দ্বিপণপ্রভৃতিক্রমাৎ ॥২২৮॥
লিঙ্গস্য ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ ।
মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণো দমঃ ॥২২৯॥
প্ররোহিশাখিনাং শাখাস্কন্ধসর্ববিদারণে ।
উপজীব্যদ্রুমাণাঞ্চ বিংশতের্দ্বিগুণো দমঃ ॥২৩০॥
চৈত্য-শ্মশানসীমাসু পুণ্যস্থানে সুরালয়ে ।
জাতদ্রুমাণাং দ্বিগুণো দমো বৃক্ষেঽথ বিশ্রুতে ॥২৩১॥
গুল্ম-গুচ্ছ-ক্ষুপ-লতা-প্রতানৌষধি-বীরুধাম্ ।
পূর্বস্মৃতাদর্দ্ধদণ্ডঃ স্থানেষূক্তেষু কর্ত্তনে ॥২৩২॥

ইতি দণ্ডপারুষ্যপ্রকরণম্ ।

যে যাহার যে দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে, তাহাকে দিয়া সেই দ্রব্য সেই দ্রব্যস্বামীকে রাজা দেওয়াইবেন। অপহৃত দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড চৌর্য্যাপরাধ-হেতু অপরাধীকে দেওয়াইবেন। ২২৩-২৪।

যে যে ব্যক্তিকে প্রহার দ্বারা ক্ষতযুক্ত করে, সে তাহার প্রহার-ক্ষত সারাইবার জন্য ঔষধ ও পথ্য হিসাবে ব্যয়িত অর্থ দিয়া দিবে এবং যেরূপ কলহে যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহাও তাহার দেয়, কেবল ক্ষত-শোধন-ব্যয় নহে। ২২৫।

পরকীয় গৃহের দেয়ালে মুদ্গরাদি আঘাত করিলে কিংবা ভিত্তি বিদীর্ণ করিয়া দিলে, অথবা ভিত্তি ফেলিয়া দিলে যথাক্রমে পাঁচ, দশ ও কুড়ি পণ দণ্ড জানিবে। কিন্তু ভিত্তির নিপাত সাধিত হইলে পূর্ব্বোক্ত তিনটি দণ্ডই সমুচ্চিতভাবে (মিলিত করিয়া) ধার্য্য হইবে এবং ভিত্তি-সংস্কারার্থ ও পুনর্নির্ম্মাণার্থ ধন গৃহস্বামীকে দিতে হইবে। পরের গৃহমধ্যে পীড়াজনক কণ্টক, অস্থি প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে ষোল পণ দণ্ড বিধেয়। আর প্রাণহানিকর বিষ বা সর্প প্রভৃতি নিক্ষেপকারী ব্যক্তি মধ্যম সাহসোক্ত দণ্ডে দণ্ডনীয়। ২২৬-২৭।

গৃহে পাল্যমান ক্ষুদ্র পশুদের অর্থাৎ ছাগ, মেষ, হরিণাদি পশুর আঘাত দ্বারা দুঃখ উৎপাদন করিলে, তাহাদের দেহ হইতে রক্তস্রাব ঘটাইলে, কিংবা শৃঙ্গ বা অন্য অঙ্গবিশেষ ছেদন করিলে দ্বিপণ প্রভৃতি দণ্ড যথাক্রমে কর্ত্তব্য অর্থাৎ আঘাতমাত্রে দুইপণ, রক্তপাতনে চারিপণ, শৃঙ্গভঙ্গে ছয়পণ ও শফর-চরণাদিচ্ছেদনে আটপণ দণ্ডবিধান করিবে। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর লিঙ্গচ্ছেদ করিলে অথবা হত্যাসাধন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে এবং পশু-স্বামীকে পশুমূল্য দিতে হইবে। কিন্তু গো-মহিষাদি বৃহৎ পশুদের তাড়ন, শোণিতপাত প্রভৃতিতে নির্দ্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড জানিবে। ২২৮-২৯।

যে সকল বৃক্ষের শাখা কাটিয়া ফেলিলেও ভূমিতে বপনমাত্র ছিন্ন কাণ্ড হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়, সেই সকল প্ররোহী বৃক্ষের (বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি) শাখা ছেদন করিলে অথবা যেখান হইতে মূল শাখা নির্গত হয়, সেই স্কন্ধের ছেদ সম্পাদন করিলে কিংবা সমূলে বৃক্ষকে কাটিলে যথাক্রমে কুড়ি, চল্লিশ ও আশীপণ দণ্ড কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সকল প্ররোহহীন আম কাঁঠাল প্রভৃতি উপকারী বৃক্ষ আছে, তাহাদেরও শাখাচ্ছেদনাদিতে যথাক্রমে কুড়ি প্রভৃতি পণের দ্বিগুণ পণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। ২৩০।

বৌদ্ধ-বিহার প্রভৃতিতে, শ্মশানে ও গ্রামসীমায় উৎপন্ন কিংবা কোন পবিত্র ক্ষেত্রে, দেবালয়ে (মতান্তরে সুরালয়ে) জাত বৃক্ষের শাখাচ্ছেদাদি করিলে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড করণীয়। বিখ্যাত বৃক্ষের বিষয়েও ঐরূপ ঘটিলে, দ্বিগুণ দণ্ড অবধারণীয়। গুল্ম (অনতিদীর্ঘ নিবিড় লতা), গুচ্ছ (লতাভিন্ন অসরল প্রায় কুরণ্টকাদি), ক্ষুপ (হ্রস্বশাখামূলবিশিষ্ট সরল গাছ, করবীরাদি), লতা (দীর্ঘোত্থান দ্রাক্ষা, মাধবী প্রভৃতি), প্রতান (কাণ্ড-প্ররোহরহিত শিখাময় সারিবাদি); ওষধি (ফল পাকিলেই যাহারা শুকাইয়া যায় এরূপ ধান্য-যবাদি), বীরুধ (ছিন্ন হইলেও যাহারা বিবিধভাবে

অথ সাহস-প্রকরণম্।

সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতম্।
তন্মূল্যাদ্ দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ ॥২৩৩॥
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্ ॥২৩৪॥

অর্ঘ্যাক্রোশাতিক্রমকৃদ্ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাপ্রহারদঃ।
সন্দিষ্টস্যাপ্রদাতা চ সমুদ্রগৃহভেদকৃৎ ॥২৩৫॥
সামন্তকুলিকাদীনামপকারস্য কারকঃ।
পঞ্চাশৎপণিকো দণ্ড এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২৩৬॥
স্বচ্ছন্দং বিধবাগামী বিক্রুষ্টেঽনভিধাবকঃ।
অকারণে চ বিক্রোষ্টা চাণ্ডালশ্চোত্তমান্
স্পৃশন্ (ক) ॥২৩৭॥

প্ররোহ লইয়া জন্মে, গুলঞ্চাদি) ইহাদের পূর্ব্বোক্ত চৈত্যপ্রভৃতি স্থানে ছেদন করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ২৩১-৩২।

দণ্ডপারুষ্য প্রকরণ সমাপ্ত।

সাহস প্রকরণ

যাহা সাধারণের স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ ইচ্ছামত দান বিক্রয়াদির অধিকার যাহাতে নাই অথবা যাহা পরকীয় দ্রব্য তাহার অপহরণের নাম সাহস। যেহেতু তাহাতে বলপূর্ব্বক হরণ আছে। সহসা (বলদ্বারা) কৃতত্ব নিবন্ধন উহাকে সাহস বলা হয়। শুধু ইহাই নহে, রাজপুরুষ ভিন্ন অপর লোকের সমক্ষে রাজদণ্ডেরও লোকাপবাদের ভয় গণনা না করিয়া যাহা কিছু করা যায়; যেমন মারণ, পরস্বহরণ, পরস্ত্রী-ধর্ষণ প্রভৃতি, তাহাও সাহসপদবাচ্য। তন্মধ্যে পরস্বহরণ স্থলে অপহৃত বস্তুর মূল্যানুসারে তাহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। কিন্তু যে পরস্ব হরণ করিয়াও অপলাপ করে, 'আমি ইহা লই নাই', সেই অপহর্ত্তার অপহৃত দ্রব্যের চতুর্গুণ মূল্য অর্থদণ্ড কর্ত্তব্য। (মিতাক্ষরা—পরস্বাপহরণ-স্থলে এইরূপ বিশেষ দণ্ডের-ব্যবস্থা হেতু বুঝিতে হইবে যে, প্রথম সাহসাদি সাধারণ দণ্ড অপহরণস্থলে নহে)। ২৩৩।

পরস্বাপহর্ত্তার মত তাহার প্রবর্ত্তকেরও দণ্ড-বিশেষ আছে,—যে ব্যক্তি অপরকে প্ররোচনা দেয় যে, 'এই সাহসের কাজ কর' এবং তাহাতে সাহায্যও করে, সেই প্ররোচনাকারীর সাহসকারীর দণ্ডাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। আর যে ব্যক্তি, 'আমি তোমাকে এই সাহস-কার্য্যের জন্য ধন দিব, তুমি কর'—এই বলিয়া যেকোন সাহস-কর্ম্ম অপরকে দিয়া করায়, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড বিধেয়। ২৩৪।

সাহসকারি-বিশেষ হিসাবে দণ্ডেরও তারতম্য আছে,—যে অর্চ্চনীয়, পূজনীয় আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি আক্রোশ করে অথবা তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, যে ব্যক্তি ভাইয়ের স্ত্রীকে প্রহার করে, কিম্বা যে প্রতিশ্রুত অর্থ না দেয় অথবা রুদ্ধ গৃহ (তালা দেওয়া ঘর) বলপূর্ব্বক উদ্‌ঘাটন করে বা দরজা ভাঙ্গে, যে নিজ শস্যক্ষেত্রের বা নিজ গৃহের সন্নিহিত ক্ষেত্রস্বামীর ও গৃহস্বামীর অনিষ্ট সাধন করে, এইরূপ যে নিজ বংশীয় লোকের কিংবা নিজ গ্রামবাসীর ও স্বদেশবাসীর অপকারক হয়, তাহাদিগকে পঞ্চাশপণ পরিমিত দণ্ডে দণ্ডিত করিবে, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ২৩৫-৩৬।

যে ব্যক্তি নিয়োগ-ব্যতীত স্বেচ্ছায় বিধবা স্ত্রীতে গমন করে, চৌরাদি-ভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তের চীৎকার শুনিয়া যে সমর্থ হইয়াও চৌরাদির প্রতি ধাবিত না হয়, কারণ-ব্যতীত পরের প্রতি যে আক্রোশ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তম জাতিকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করে, শূদ্র প্রব্রজ্যা-গ্রাহী ও দিগম্বরাদিকে দৈব-পৈত্র্য কর্ম্মে যে ভোজন করায়, যে অবাচ্য ভাষায় শপথ করে, অনধিকারী হইয়া যে সেই কার্য্যের যোগ্য ব্যক্তির কার্য্য (যেমন শূদ্রের বেদাধ্যয়নাদি) করে, বৃষের অথবা অজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুর পুরুষত্বহানি (জননশক্তিরোধ মুষ্ক-মোষণ) যে ঘটায়, সাধারণ সম্পত্তির যে বঞ্চনাকারী, সেবাদাসীর

(ক) স্পৃশেৎ—পা

শূদ্রঃ প্রব্রজিতানাঞ্চ দৈবে পিত্র্যে চ ভোজকঃ।
অযুক্তং শপথং কুর্বন্নযোগ্যোঽযোগ্যকর্মকৃৎ ॥২৩৮॥
বৃষ-ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ পুংস্ত্বস্য প্রতিঘাতকৃৎ।
সাধারণস্যাপলাপী দাসীগর্ভবিনাশকৃৎ ॥২৩৯॥
(ক)পিতৃ-পুত্র-স্বসৃ-ভ্রাতৃ-দম্পত্যাচার্য্য-শিষ্যকাঃ।
এষামপতিতান্যোঽন্যত্যাগী চ শতদণ্ডভাক্ ॥২৪০॥
বসানস্ত্রীন্ পণান্ দণ্ড্যো (খ) নেজকস্তু পরাংশুকম্।
বিক্রয়াবক্রয়াধান-যাচিতেষু পণান্ দশ ॥২৪১॥

গর্ভোৎপাদন করিয়া যে তাহা লোকনিন্দাভয়ে পাত করে, যে পিতা অপতিত পুত্রকে, যে পুত্র অপতিত পিতাকে এইরূপ যে ভ্রাতা ভগিনীকে, যে ভগিনী ভ্রাতাকে, যে স্বামী স্ত্রীকে, যে স্ত্রী স্বামীকে, যে আচার্য্য শিষ্যকে, যে শিষ্য আচার্য্যকে পাতিত্যব্যতিরেকে ত্যাগ করে, ইহারা প্রত্যেকেই শতপণে দণ্ডনীয় হইবে।২৩৭-২৪০।

নেজক (বস্ত্রমল-শোধনকারী, ধোবা) যদি পরের (গৃহস্থের) মল-শোধনার্থ সমর্পিত বস্ত্র নিজে পরিধান করে, তবে সে তিনপণ দণ্ডার্হ হইবে। যে নেজক সেই পরের বস্ত্র বিক্রয় করে কিংবা ভাড়া দেয়, অথবা অপরের কাছে বন্ধক রাখে, সেইরূপ প্রার্থিত হইয়া নিজের বন্ধুদিগকে ব্যবহার করিতে দেয়, তবে উক্ত প্রত্যেক অপরাধে দশপণ করিয়া দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। (মিতা—নেজক পর-প্রদত্ত বস্ত্রগুলি অকঠিন শিমুলগাছের পাটায় আছড়াইবে। যাহাতে বস্ত্রগুলি ত্রুটিত বা ছিন্ন না হয় কিংবা অপরের বস্ত্রের সহিত বদলাইয়া না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং মল শোধন হইবার পরই আর নিজ-গৃহে রাখিবে না, ইহার অন্যথা করিলে দণ্ডনীয় হইবে)।২৪১।

পিতা-পুত্রে কলহ হইলে যে একপক্ষে সাক্ষ্য দিতে অঙ্গীকার করে কিন্তু বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করে না, তাহার তিন পণ দণ্ড হইবে। আর যে-ক্ষেত্রে কোনও অর্থ-বিশেষ লইয়া পিতা-পুত্রে বিবাদ হয়, তথায় সেই

(ক) পিতা পুত্র – পা

পিতাপুত্রবিরোধে তু সাক্ষিণাং ত্রিপণো (গ) দমঃ
অন্তরে চ তয়োর্যঃ স্যাত্তস্যাপ্যষ্ট গুণো(ঘ)দমঃ ॥২৪২॥
তুলাশাসনমানানাং কূটকৃন্নাণকস্য চ।
এভিশ্চ ব্যবহর্তা যঃ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥২৪৩॥
অকূটং কূটকং ব্রূতে কূটং যশ্চাপ্যকূটকম্।
স নাণকপরীক্ষী তু দাপ্য উত্তমসাহসম্ ॥২৪৪॥
ভিষঙ্ মিথ্যাচরন্ দাপ্যস্তির্য্যক্ষু প্রথমং দমম্।
মানুষে মধ্যমং রাজমানুষেষূত্তমং দমম্ ॥২৪৫॥

বিবাদের বিষয় পণ দিতে জামিন যে হইবে এবং যে অন্যতরকে উস্‌কাইয়া কলহ বৃদ্ধি করিয়া দিবে, সেও তিন পণের আটগুণ অর্থাৎ চব্বিশপণ দণ্ডার্হ।২৪২।

তুলাদণ্ড (ওজন করিবার দাঁড়ি-পাল্লা), শাসনপত্র (দলিলাদি), মান—ওজন (পরিমাণ-সূচক প্রস্থ-দ্রোণাদি) এবং মুদ্রা-চিহ্নিত নিষ্কাদি বস্তুর (স্বর্ণ-মুদ্রাদির) জালকারী ব্যক্তি এবং ঐ কৃত্রিম তুলাদণ্ডাদি লইয়া ব্যবহারকারী (ব্যবসায়ী) লোকের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। আর যে উক্ত প্রকার নাণকের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া তাম্রাদি-মিশ্রিত স্বর্ণাদি মুদ্রাকেও বিশুদ্ধ বলিয়া (খাঁটি, নকল নহে) অথবা জাল মুদ্রাকে খাঁটি বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাকে রাজা উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। এইরূপ যে চিকিৎসক আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইয়াই জীবিকার্থ নিজেকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচার করত পশু, পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতির, মানুষের ও রাজপুরুষদিগের চিকিৎসা-কার্য্য করে, সে সে যথাক্রমে প্রথম, মধ্যম ও উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে। ২৪৩-৪৫।

কোনও রাজপুরুষ যদি রাজার হুকুম ব্যতীত নিরপরাধ ব্যক্তিকে বন্ধন করে অথবা অপরাধী বন্ধকে মুক্তি দেয়, কিংবা বিবাদস্থলে ব্যবহারপরিদর্শনার্থ আহূত ব্যক্তিকে বিবাদপরিদর্শনের পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড কর্ত্তব্য। যে বণিক্ মান (জাল বাট্‌খারা) বা নকল তুলাদণ্ড দিয়া ওজন করিতে

(খ) দাপ্যো—পা (গ) দ্বিশতো—পা (ঘ) তস্যাপ্যষ্টশতো—পা

অবন্ধ্যং যশ্চ বধ্নাতি বন্ধ্যং যশ্চ প্রমুঞ্চতি।
অপ্রাপ্তব্যবহারঞ্চ স দাপ্যো দণ্ডমুত্তমম্ ॥২৪৬॥
মানেন তুলয়া বাঽপি যোংঽশমষ্টমকং হরেৎ।
দণ্ডং স দাপ্যো দ্বিশতং বৃদ্ধৌ হানৌ চ কল্পিতম্ ।২৪৭।
ভেষজ-স্নেহ-লবণ-গন্ধ-ধান্য-গুড়াদিষু।
পণ্যেষু প্রক্ষিপন্ হীনং পণান্ দাপ্যস্তু ষোড়শ ॥২৪৮॥
মৃচ্চর্ম-মণি-সূত্রায়ঃ-কাষ্ঠ-বল্কল-বাসসাম্।
অজাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্টগুণো দমঃ ॥২৪৯॥

সমুদ্রপরিবর্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাঽপি নয়তো দণ্ডকল্পনা ॥২৫০॥
ভিন্নে পণে তু পঞ্চাশৎ পণে তু শতমুচ্যতে।
দ্বিপণে দ্বিশতো দণ্ডো মূল্যবৃদ্ধৌ চ বৃদ্ধিমান্ ॥২৫১॥
সম্ভূয় কুর্বতামর্ঘং সাবাধং কারুশিল্পিনাম্।
অর্ঘস্য হ্রাসং বৃদ্ধিং বা জানতা দম উত্তমঃ ॥২৫২॥
সম্ভূয় বণিজাং পণ্যমনর্ঘ্যেণোপরুন্ধতাম্।
বিক্রীণতাং বা বিহিতো দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥২৫৩॥

পণ্য ধান্য, কার্পাস প্রভৃতির অষ্টমাংশ ছলে হরণ করে, উহাকে রাজা দুইশতপণে দণ্ডিত করিবেন। অপহৃত দ্রব্যের অষ্টমাংশ হইতে অধিক অপহৃত হইলে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে এবং ন্যূনতায় দণ্ডের হ্রাস কল্পনীয়। ২৪৬-৪৭।

ঔষধ, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহ-দ্রব্য, লবণ, উশীর, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, ধান্য, গুড়, হিঙ, মরিচ প্রভৃতি মসলার সহিত অসার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ মিশাইলে ষোড়শ পণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যাহাদের মধ্যে বহুমূল্য কোন জাতি নাই, তাহাকে সুজাতি করিলে অর্থাৎ অল্প মূল্য মৃত্তিকাকে মল্লিকার নির্য্যাসে সুরভিত করিয়া সুগন্ধ আমলক বলিয়া বিক্রয় করিলে, এইরূপ বিড়ালচর্ম্মে রঙ্ করত ব্যাঘ্র চর্ম্ম বলিয়া, কাচকে বর্ণবিশেষে রঞ্জিত করিয়া পদ্মরাগরূপে, কার্পাসের সূত্রকে কৃত্রিম উপায়ে পট্টসূত্র করিয়া, লোহাকে রজতাকারে পরিণত করিয়া, বেলকাঠকে চন্দনের আরকে সুবাসিত করিয়া চন্দনরূপে, গাছের ছালে রঙ্ দিয়া ত্বক্ নামক লবঙ্গ নির্ম্মাণ করত, কার্পাস বস্ত্রকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্র করিয়া বহুমূল্যে বিক্রয়ার্থ উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে বিক্রেয় দ্রব্যের আটগুণ মূল্য দণ্ড হইবে। ২৪৮-৪৯।

যাহারা ঢাকনায় ঢাকা কোনও বহুমূল্য মুক্তাদিপূর্ণ পেটিকা (বাক্সো) দেখাইয়া তাহার উপযুক্ত মূল্য লইয়া পরে হাত সাফাই কৌশলে তাহার পরিবর্ত্তে কাচে পূর্ণ পেটিকা দেয়, কিংবা কৃত্রিমভাবে কস্তুরী মৃগমদ প্রভৃতি সারবান্ দ্রব্য তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে, কি বাঁধা দেয়, তাহাদের দণ্ড এইভাবে কল্পনা করিবে,—যথাকৃত্রিম কস্তুরিকাদির এক পণের মূল্যে বিক্রয় করিলে বিক্রেতাকে পঞ্চাশপণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। পণমূল্যে বিক্রয়ে শত পণ দণ্ড কর্ত্তব্য, দুইপণ মূল্যে বিক্রয় স্থলে দুইশত পণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। ২৫০-৫১।

রাজা কোনও দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দিলেও সেই মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধি জানিয়াও বণিক্‌সম্প্রদায় একমত হইয়া যদি রজক (কাপড়ের রঙ্ যাহারা করে) চিত্র-কারাদি শিল্পীদিগের পীড়াজনক অধিক মূল্য (লাভের আশায়) নির্ধারণ করে, তবে রাজা তাহাদের উত্তম সাহস অর্থাৎ হাজার পণ দণ্ড ধার্য্য করিবেন। আর যে সকল বণিক্ জোট বাঁধিয়া (একমত হইয়া) বিদেশ হইতে আগত পণ্যদ্রব্য অল্প মূল্য দিয়া লইতে চায় অথবা বাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতে দেয় না, আটকাইয়া রাখে, কিংবা যাহারা সেইসকল দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদেরও উত্তমসাহস দণ্ড মনুপ্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন।২৫২-৫৩।

তবে কিরূপ মূল্যে কেনা বেচা হইবে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—রাজা নিকটে থাকিতে তাঁহার

রাজনি স্থাপ্যতে যোঽর্ঘঃ প্রত্যহং তেন বিক্রয়ঃ।
ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাদ্ বণিজাং লাভতঃ স্মৃতঃ ॥২৫৪॥
স্বদেশপণ্যে তু শতং বণিগ্ গৃহ্ণীত পঞ্চকম্।
দশকং পারদেশ্যে তু যঃ সদ্যঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥২৫৫॥
পণ্যস্যোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ং পণ্যসমুদ্ভবম্।
অর্ঘোঽনুগ্রহকৃৎ কার্য্যঃ ক্রেতুর্বিক্রেতুরেব চ ॥২৫৬॥

ইতি সাহসপ্রকরণম্।

দ্বারা নির্দ্ধারিত মূল্যেই প্রত্যহ বণিগ্‌গণ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য চালাইবেন, সেই রাজনির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রয়াদি হইতে যে অংশ উদ্ধৃত্ত হইবে, তাহাই বণিক্‌দের লাভ বলিয়া কথিত আছে। কথাটি এই, রাজা বলিয়া দিবেন—তোমরা এই মূল্যে কিনিয়াছ, এই মূল্যে বেচিবে; তাহাতে নিজেরা মূল্য কল্পনা করিবে না, ঐরূপে তাহাদের লাভ হইবে এবং পাঁচ পাঁচদিন এক এক পক্ষ বা এক এক মাস বাদে রাজা মূল্য পরীক্ষা করিবেন, নির্দ্ধারিত মূল্যের অধিক দেখিলেই দণ্ডের বিধান করিবেন। ক্রয় বিক্রয়ের লাভের ব্যবস্থাও এইরূপ হইবে—বণিক্‌গণ স্বদেশে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের বিক্রয়ে প্রতি শতপণ মূল্যে পাঁচ পণ মাত্র লাভ লইবে। বিদেশ-জাত দ্রব্যের বিক্রয়ে শতপণ মূল্যের বস্তুতে দশপণ লভ্য হইবে। কিন্তু যে পণ্য দ্রব্যের ক্রয়দিনেই বিক্রয় হইয়া যায়, তাহাতেই ঐরূপ লাভের ব্যবস্থা, কিন্তু যে জিনিষ কালান্তরে বিক্রীত হয়, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ হিসাবে কষ্টের জন্য লাভেরও বৃদ্ধি কল্পনীয় ।২৫৪-৫৫।

বিদেশ হইতে আনীত পণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে ক্রেতা-বিক্রেতার অনুগ্রহার্থ পণ্যের মূল্যের উপর বিদেশে গমনাগমন, ভাণ্ড (মাল) সংগ্রহ, শুল্কাদি ব্যয় ধরিয়া যাহা উপযুক্ত মূল্য হইবে তাহাই রাজা যথার্থ মূল্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবেন ।২৫৬।

সাহসপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ বিক্রীয়াসংপ্রদানপ্রকরণম্।

গৃহীতমূল্যং যঃ পণ্যং ক্রেতুর্নৈব প্রযচ্ছতি।
সোদয়ং তস্য দাপ্যোঽসৌ দিগ্লাভং বা দিশাং গতে ॥২৫৭॥

বিক্রীতমপি বিক্রেয়ঃ পূর্বক্রেতর্যগৃহ্ণাতি।
হানিশ্চেৎ ক্রেতৃদোষেণ ক্রেতুরেব হি সা ভবেৎ ॥২৫৮॥

বিক্রীয়াসম্প্রদান প্রকরণ।

মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক কোনও পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি ক্রেতাকে তাহা দেওয়া না হয়, তবে তাহা 'বিক্রীয়া-সম্প্রদান' নামক বিবাদস্থল। (নারদ চর অচরভেদে বিক্রেয় দ্রব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পুনশ্চ তাহা ছয় প্রকার বলিয়াছেন, যথা—গণিত, তুলিত, মিত, ক্রিয়োপলক্ষিত, রূপোপলক্ষিত ও দীপ্ত্যুপলক্ষিত। তন্মধ্যে সুপারি নারিকেলাদি ফল—গণিতপণ্য, কস্তুরী সুবর্ণাদি তোলনযোগ্য পণ্য—তুলিতপণ্য, প্রস্থ-দ্রোণাদি পরিমাণে মিত ধান্যাদি শস্য—মিতপণ্য, বাহন দোহন প্রভৃতি ক্রিয়োপাধিক অশ্ব মহিষাদি—ক্রিয়োপলক্ষিত পণ্য, পণ্য স্ত্রী প্রভৃতি রূপোপাধিকপণ্য—রূপোপলক্ষিত-পণ্য, মরকতপদ্মরাগাদিমণি দীপ্ত্যুপাধিক পণ্য—দীপ্ত্যুপলক্ষিত-পণ্য নামে খ্যাত। এই ছয় প্রকার পণ্যই বিক্রয় করিয়া যে তাহা ক্রেতাকে না দেয় তাহার দণ্ড বলিতেছেন—যে ব্যক্তি মূল্য লইয়া পণ্য দ্রব্য ক্রেতাকে না দেয়, সেই বিক্রীত পণ্য ক্রয়কালে বহুমূল্য থাকিলেও সময়ান্তরে অল্পমূল্যলভ্য হয়, তবে মূল্যহ্রাস নিবন্ধন যতটুকু সুদ তাহার ন্যায্য হইবে, তাহার সহিত ঐ বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতাকে বিক্রেতা দ্বারা রাজা দেওয়াইবেন,—ইহা স্বদেশস্থ ক্রেতৃস্থলে, কিন্তু বৈদেশিক ক্রেতার পক্ষে ব্যবস্থা অন্যরূপ, বৈদেশিকক্রেতা পণ্য কিনিয়া অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া যে লাভ পায়, সেই লাভের সহিত বিক্রীত পণ্য ঐ ক্রেতাকে রাজা পাওয়াইয়া দিবেন। কিন্তু যদি ক্রেতা ঠকিয়াছি মনে করিয়া বিক্রীত পণ্য গ্রহণ করিতে না চায়, তাহা হইলে বিক্রেতা ঐ

রাজদৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষমুপাগতে।
হানির্বিক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্যাপ্রযচ্ছতঃ ॥২৫৯॥
অন্যহস্তে চ বিক্রীতং দুষ্টং বাহদুষ্টবদ্ যদি।
বিক্রীণীত দমস্তত্র মূল্যাত্তু দ্বিগুণো ভবেৎ ॥২৬০॥
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ বণিজা পণ্যানাং তু বিজানতা।
ক্রীত্বা নানুশয়ঃ কার্য্যঃ কুর্বন্ ষড়্ভাগদণ্ডভাক্ ॥২৬১॥

ইতি বিক্রীয়াসম্প্রদানপ্রকরণম্।

অথ সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণম্।

সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম কুর্বতাম্।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সংবিদা কৃতৌ ॥২৬২॥
প্রতিষিদ্ধমনাদিষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চ নাশিতম্।
স তদ্দদ্যাদ্ বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতা দশমাংশভাক্ ॥২৬৩॥
অর্ঘ্যপ্রক্ষেপণাদ্ বিংশং ভাগং শুল্কং নৃপো হরেৎ।
ব্যাসিদ্ধং রাজযোগ্যঞ্চ বিক্রীতং রাজগামি তৎ ॥২৬৪॥
মিথ্যা বদন্ পরীমাণং শুল্কস্থানাদপাসরন্।
দাপ্যস্ত্বষ্টগুণং যশ্চ সব্যাজক্রয়-বিক্রয়ী ॥২৬৫॥
তারিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ।
ব্রাহ্মণপ্রাতিবেশ্যানামেতদেবানিমন্ত্রণে ॥২৬৬॥
দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দায়াদবান্ধবাঃ।
জ্ঞাতয়ো বা হরেয়ুস্তদাগতাস্তৈর্বিনা নৃপঃ ॥২৬৭॥

পণ্য অন্যত্র বেচিতে পারেন। তবে বিশেষ এই—বিক্রেতা মূল্য লইয়া বেচিয়া পণ্য দিতেছে অথচ ক্রেতা অনুশয় বশতঃ উহা লইতেছে না সেরূপ ক্ষেত্রে বিক্রীত দ্রব্যটি রাজোপদ্রবে দৈবোপদ্রবে নষ্ট হইলে, ক্রেতারই সেই ক্ষতি হইবে, কেন না তাহাতে ক্রেতারই দোষ সাব্যস্ত হইতেছে। আর যদি মূল্য দিয়া কিনিয়া ক্রেতা ঐ দ্রব্য চাহিলেও বিক্রেতা না দেয়, তবে রাজার বা দৈবের উপদ্রবে উৎপন্ন ক্ষতি বিক্রেতারই হইবে। তখন অদুষ্ট, তাহার সদৃশ অন্য পণ্য ক্রেতাকে বিক্রেতা দিতে বাধ্য। যে বিক্রেতা ক্রেতার অনুশয় ব্যতীতই তাহাকে পণ্য বেচিয়া আবার ঐ দ্রব্য অপরকে বেচে, কিংবা দোষগ্রস্ত পণ্যে দোষ ঢাকিয়া বিক্রয় করে, তবে সেই পণ্য মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য তাহার দণ্ড হইবে।২৫৭-৬০।

ক্রেতা কিনিবার সময় নির্দোষ বা মূল্যাদি পরীক্ষা করিয়া কিনিবার পর যদি বোঝে যে ইহার মূল্য অধিক দেওয়া হইয়াছে, তখন আর তাহার অনুতাপ করা চলিবে না। এইরূপ বিক্রেতারও বিক্রয়ের পর দ্রব্যের মূল্য বুঝিলে অনুতাপ করণীয় নহে। যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা অনুতাপ করে, তবে রাজার নিকট দ্রব্য মূল্যের ষষ্ঠাংশ মূল্য দণ্ডভাগী হইবে।২৬১।

বিক্রেতাসম্প্রদানপ্রকরণ সমাপ্ত।

সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণ।

মিলিতভাবে কোন বাণিজ্য বা ব্যবসা করিতে বসিয়া যদি তাহাদের মধ্যে লাভ ক্ষতি লইয়া বিবাদ ঘটে, তবে কি ব্যবস্থা তাহাই এই প্রকরণে বলিতেছেন,—আমরা সকলে মিলিয়া এই কাজ করিব এইরূপ বন্দোবস্ত যে বণিক্ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আছে, তাহাকে সমবায় বা চলিত কথায় কোম্পানী বলে, তাহাতে যে সকল বণিক্ ভট বা নর্ত্তক প্রভৃতি লাভের আশায় প্রত্যেকেই অর্থ দেয় ও কাজ করে, তাহাদের ঐ ব্যবসায়ে লাভ বা ক্ষতি প্রদত্ত অর্থানুসারে বা স্বীকৃতি অনুসারে জানিবে।২৬২।

ঐ সমবেত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পণ্য এইভাবে বিক্রয়াদি করা চলিবে না, এইরূপ নিষেধ থাকিতেও যদি কেহ তাহা বিক্রয় করিয়া লোকসান করে, অনুমতি ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় বিক্রয়াদি করিয়া কিংবা অসাবধানতায় কোন দ্রব্যের হানি করে, তবে সেই দ্রব্য সেই ব্যক্তি বণিক্দিগকে দিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে রাজ-বিপ্লবাদি হইতে পণ্য রক্ষাকারী রক্ষিতপণ্য মূল্যের লভ্য অর্থের দশমাংশভাগী হইবে।২৬৩।

রাজা মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া তিনি পণ্য-মূল্যের কুড়ি ভাগের একভাগ (মিতাক্ষরামতে লভ্যাংশের বিংশতিতম ভাগ) আয়কর রূপে গ্রহণ করিবেন। ইহা অন্যত্র বিক্রয় করিবে না বলিয়া রাজা কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ পণ্য যেমন মত্তাদি এবং যাহা রাজব্যবহার যোগ্য মণি-মাণিক্যাদি তাহা প্রতিসিদ্ধ না হইলেও যদি লাভের আশায় রাজাকে না জানাইয়া কেহ বিক্রয় করে, তবে মূল্য দান ব্যতিরেকেই সেই সকল পণ্য রাজার প্রাপ্য হইবে। আয়কর বঞ্চনা (ফাঁকি) করিবার জন্য পণ্য দ্রব্যের

জিহ্মং ত্যজেয়ুর্নির্লাভমশক্তোঽন্যেন কারয়েৎ।
অনেন বিধিনাখ্যাতমৃত্বিক্‌কর্ষককর্মিণাম্ ॥২৬৮॥
ইতি সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণম্।

পরিমাণ যে বণিক্ গোপন করে কিংবা আয়কর দিবার স্থান হইতে সরিয়া থাকে অথবা যে ব্যক্তি চোরাই-মাল কিংবা বিবাদিদ্রব্য (ইহা এই লোকের বা অপর লোকের এইরূপ সন্দেহবিষয়ীভূত) ছলে ক্রয় বা বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তিকে পণ্যের আটগুণ মূল্যে রাজা দণ্ডিত করিবেন। কর দুই প্রকার—স্থলজাত ও জলজাত, পূর্ব্বে স্থলজ কর সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা করা হইয়াছে, এক্ষণে জলজ করের বিষয় দেখাইতেছেন—নৌকাতরণে শুল্ক আদায় কার্য্যে নিযুক্ত রাজপুরুষ যদি স্থলজাতকর আদায় করে, তবে দশ-পণ দণ্ডনীয়। এইপ্রকার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণ না করিলে দশপণ দণ্ড বিধেয়। ২৬৪-৬৬।

সম্ভূয়কারীদের মধ্যে কোনও বণিক্ বিদেশে যাইয়া মৃত হইলে তাহার প্রাপ্য অংশ উত্তরাধিকারী পুত্রাদি অভাবে বান্ধবগণ, মাতুলাদি, তাহাদের অভাবে জ্ঞাতিবর্গ, তাহার অবর্ত্তমানে যাহারা মৃত ব্যক্তির সহিত বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে—সেই সম্ভূয়কারীরা প্রত্যাগত হইয়া মৃত সহকর্ম্মীর প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবে। উত্তরাধিকারী প্রভৃতির অভাবে রাজা ঐ অংশ গ্রহণ করিবেন। (মিতা—বচনোক্ত বা শব্দ দ্বারা যদিও বিকল্প বুঝাইতেছে, তাহা হইলেও পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম এস্থলেও জ্ঞাতব্য। আশঙ্কা হইতে পারে যদি উত্তরাধিকারিক্রমে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি যথাযথ প্রাপ্য হয় তবে এ বচনের প্রয়োজন কি? দায়াধিকারিক্রম পূর্ব্বে বলা আছে; উত্তর—সত্য বটে দায়াধিকারীর ক্রম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শিষ্য আচার্য্য সহাধ্যায়ী ইহা-দিগকে দায়াধিকারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, পরন্তু এবচনে বণিকের সম্পত্তিতে তাহাদের অধিকার নাই এবং বণিকের সম্পত্তি বণিক্ পাইবে—একথাও বলা হয় নাই। বণিক্‌দের মধ্যে যে মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়া করিতে সমর্থ বা ঋণ শোধ করিতে উপযুক্ত, সে-ই পাইবে। প্রত্যেকেই সমর্থ হইলে সংসৃষ্টী সকল বণিক্‌ই ভাগ করিয়া লইবে। তাহাদের অভাবে দশবৎসর উত্তরাধিকারীর আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া পরে রাজা লইবেন)।২৬৭।

সম্ভূয়কারী বণিক্‌দের মধ্যে যদি কেহ বঞ্চক প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে লাভবঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিবে। আর যে মালপত্র দেখাশুনা করিতে স্বয়ং অক্ষম হইবে, সে অপরকে দিয়া ঐ কাজ করাইতে পারে। সম্ভূয়কারী বণিক্‌দের ভাগবণ্টনাদি যেরূপ বলা হইল, পুরোহিতদের, কৃষিজীবীদের এবং শিল্পজীবীদেরও সেইরূপ ব্যবস্থা জানিবে। কথাটি এই—জ্যোতিষ্টোম-যাগে একশত গরু দক্ষিণারূপে বিহিত আছে, অথচ ষোল জন পুরোহিত, তন্মধ্যে হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা, চারিজন প্রধান—তাঁহারা গোশত দক্ষিণার অর্দ্ধাংশ পাইবার অধিকারী, কিন্তু ভাগহারে সাড়ে বারটি গরু প্রত্যেকের প্রাপ্য হইলেও সজীব প্রাণীর অর্দ্ধভাগ অসম্ভব, এজন্য আট চল্লিশটি গরু ধরিয়া চারিভাগে বারভাগ নির্ধারিত হয়। প্রস্তোতা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌দের তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ চব্বিশটি ভাগে পড়িবে, আগ্নীধ্র, প্রতিহর্ত্তা প্রভৃতির আটচল্লিশ গরুর তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ষোলটি গরু অংশে আসিবে। যাহারা পোতা, পোতা, সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি তাঁহারা আটচল্লিশের চতুর্থাংশ বারটি পাইবেন। এইরূপে দ্রব্য বিভাগ করা হয়। কর্ষকদের ও শিল্পীদের পক্ষে প্রধান অপ্রধান হিসাবে ভাগ ব্যবস্থা জানিবে। ২৬৮।

সম্ভূয়সমুত্থানপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথ স্তেয়প্রকরণম্।

গ্রাহকৈর্গৃহ্যতে চৌরো লোপ্ত্রেণাথ পদেন বা।
পূর্বকর্মাপরাধী চ তথা চাশুদ্ধবাসকঃ ॥২৬৯॥

স্তেয়প্রকরণ।

ধনস্বামীর অসমক্ষে পরদ্রব্য হরণের নাম স্তেয় বা চৌর্য্য। কখন কখনও ধনস্বামীর সমক্ষে চুরি করিয়াও অপলাপ করাকে স্তেয় বলা হয়, এই উভয়বিধ চৌর্য্যে

অন্যেঽপি শঙ্কয়া গ্রাহ্যা জ্ঞাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ (ক)।
দ্যূত-স্ত্রী-পান-সক্তাশ্চ শুষ্কভিন্নমুখস্বরাঃ ॥২৭০॥
পরদ্রব্যগৃহাণাঞ্চ প্রচ্ছকা গূঢ়চারিণঃ।
নিরায়া ব্যয়বন্তশ্চ বিনষ্টদ্রব্যবিক্রয়াঃ ॥২৭১॥
গৃহীতঃ শঙ্কয়া চৌর্য্যে নাত্মানং চেদ্ বিশোধয়েৎ।
দাপয়িত্বা হৃতং দ্রব্যং চৌরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ॥২৭২॥

দণ্ড বিহিত আছে। চোর ধরিবার উপায় কি? তাহাই বলিতেছেন,—লোকে যাহাকে চোর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে, রক্ষী রাজপুরুষগণ তাহাকে ধরিবেন অথবা অপহৃত দ্রব্য (বা মাল) দেখিয়া জিনিষ হারাইবার দিন হইতে খোঁজ খবর করিতে করিতে চোর ধরা পড়িবে। কিংবা যে পূর্ব্ব হইতে চৌর্য্যাপরাধে চোর বলিয়া খ্যাত আর যে অজ্ঞাত-বসতি (নিখোঁজ) তাহাকে চোর বলিয়া ধরিবে। ২৬৯।

যাহারা জাতি, নাম, বৃত্তি, স্বদেশ, কুল, গ্রাম প্রভৃতি গোপন করিয়া অন্যপ্রকার বলে, চোর সন্দেহে তাহাদিগকেও ধরিতে পারা যায়; এই প্রকার দ্যূত-ক্রীড়ারত, বারাঙ্গনাসক্ত, মদ্যপায়ী এবং রক্ষিপুরুষ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে যাহাদের মুখ শুকাইয়া যায়, বিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর বদলায়। এইরূপ লোককেও রক্ষিপুরুষ চোর সন্দেহে ধরিবেন। ২৭০।

রক্ষিপুরুষ যখন দেখিবেন—ইহারা অকারণে লোকের টাকাকড়ির, বাসস্থানের খবর লইতেছে, কোনও উপার্জ্জনের পথ নাই অথচ প্রচুর ব্যয় করিতেছে, গুপ্ত-ভাবে অন্যবেশ, অন্যরূপকেশ (পরচুলা) লইয়া ঘুরিতেছে, যাহারা ধনস্বামীর উদ্দেশহীন জীর্ণ বস্ত্র, ভগ্ন ভাণ্ড প্রভৃতি বাসন বিক্রয় করিতেছে, তাহাদিগকেও চোর সন্দেহে ধরিতে পারেন। ২৭১।

চোর সন্দেহে ধৃত ব্যক্তি নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবে, তাহার উপায় লৌকিক সাক্ষী প্রভৃতি ও দিব্য পরীক্ষা, নচেৎ রাজা তাহাকে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য দেওয়াইয়া চোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ২৭২।

(ক) জ্ঞাতিনামাদিনিহ্নবৈঃ—পা

চৌরং প্রদাপ্যাপহৃতং ঘাতয়েদ্ বিবিধৈর্বধৈঃ।
সচিহ্নং ব্রাহ্মণং কৃত্বা স্বরাষ্ট্রাদ্ বিপ্রবাসয়েৎ ॥২৭৩॥
ঘাতিতেঽপহৃতে দোষো গ্রামভর্ত্তুরনির্গতে।
বিবীতভর্ত্তুস্তু পথি চৌরোদ্ধর্ত্তুরবীতকে ॥২৭৪॥
স্বসীম্নি দদ্যাদ্ গ্রামস্তু পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃ ক্রোশাদ্দশগ্রাম্যথবা পুনঃ ॥২৭৫॥

চোরের দণ্ড কি?—তাহাই বলিতেছেন,—চোর-নিশ্চয়ের পর রাজা তাহাকে দিয়া অপহৃত দ্রব্য বা তাহার মূল্য ধনস্বামীকে দেওয়াইবেন এবং ঘাতককে দিয়া বিচিত্র বধে হত্যা করিবেন। (মিতাক্ষরা—এই যে বধের বিধান করা হইল—ইহা উত্তমসাহস দণ্ডের যোগ্য অপরাধে জানিবে, কিন্তু ফুল, ফল, কাপড় প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুর হরণে নহে, তথায় সামান্য দণ্ড ব্যবস্থাপিত আছে)। ব্রাহ্মণ চুরি করিলে এবং পরস্ত্রী-ধর্ষণাদি গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে হত্যা করিবেন না কিন্তু তাহার কপালে কুকুরের পায়ের চিহ্ন স্পষ্টভাবে আঁকিয়া দিয়া নিজ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবেন। (মিতা—অঙ্কনীয় চিহ্ন সম্বন্ধে অপরাধানুসারে বিশেষ আছে, যথা—ব্রহ্ম-হত্যা করিলে মস্তকহীন ব্রাহ্মণমূর্ত্তি চিহ্ন হইবে। সুরাপানে সুরাপাত্র, চৌর্য্যে কুক্কুর-পদচিহ্ন, গুরুপত্নী-গমনে যোনি-চিহ্ন—ইহাও দণ্ডের পর যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিতে চায় তবেই জানিবে, নতুবা কৃত প্রায়শ্চিত্তের ঐ সকল চিহ্ন অঙ্কনীয় নহে। কিন্তু উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডনীয়)। ২৭৩।

যদি কোনও গ্রাম-মধ্যে হত্যা বা চুরি ঘটিয়া থাকে, তবে গ্রামপতির ঐ উপেক্ষা-জনিত দোষ হইবে, অতএব তিনি সেই দোষ শোধনের জন্য চেষ্টা করিয়া নিজেই চোরকে ধরিয়া রাজার হাতে সমর্পণ করিবেন। তাহাতে সমর্থ না হইলে অপহৃত ধন ধনস্বামীকে দিবেন কিন্তু চোর গ্রামপতির অধিকৃত গ্রাম হইতে পলাইয়া গিয়াছে—ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে তাহার ধন দেয় নহে, তবে যে দেশে পলাইয়াছে, সেই দেশের পরিচালক চোর ও ধন দিতে বাধ্য। এই

বন্দীগ্রাহাংস্তথা বাজি-কুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।
প্রসহ্য ঘাতিনশ্চৈব শূলমারোপয়েন্নরান্ ॥২৭৬॥
উৎক্ষেপকগ্রন্থিভেদৌ করসন্দংশ-হীনকৌ।
কার্য্যৌ দ্বিতীয়েঽপরাধে করপাদৈকহীনকৌ ॥২৭৭॥

ক্ষুদ্র-মধ্য-মহাদ্রব্যহরণে সারতো দমঃ।
দেশ-কাল-বয়ঃ-শক্তিং সংচিন্ত্য দণ্ডকর্মণি ॥২৭৮॥
ভক্তাবকাশাগ্ন্যুদক-মন্ত্রোপকরণ-ব্যয়ান্।
দত্ত্বা চৌরস্য হন্তুর্বা জানতো দণ্ড উত্তমঃ ॥২৭৯॥

প্রকার বিবীতস্বামী অর্থাৎ প্রচুর তৃণ-কাষ্ঠাদিময় প্রদেশ যিনি জমা লইয়াছেন, তাঁহার অধিকৃত স্থানে চুরি হইলে তিনি চোর ধরিয়া দিতে ও ধন দিতে দায়ী। আর যদি পথে ঐ ঘটনা ঘটিয়া থাকে অথবা বিবীত ভিন্ন অন্যত্র হইয়া থাকে, তবে চৌর-ধারক মার্গ-পালক রক্ষিপুরুষের বা দিক্‌পালকের (জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের) ঐ কার্য্য হইবে। ২৭৪।

যদি গ্রামের বাহিরে গ্রামের সীমাবধি ক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি ঘটনা ঘটে, তবে সেই গ্রামবাসীরাই অপহৃত ধন দিতে বাধ্য এবং চৌরকে ধরিয়া দিবার জন্য দায়ী, কিন্তু সীমার বাহিরে চোরের পদচিহ্ন নির্গত না হইলেই এই ব্যবস্থা, নির্গত হইলে যে গ্রামে বা বিবীতে চোরের পদচিহ্ন পড়িয়াছে, সেই গ্রাম বা বিবীত ঐ ধনদান ও চৌরার্পণ করিবে। আবার যদি অনেক গ্রামের মধ্যে এক ক্রোশের বাহিরে হত্যা বা চৌর্য্য হয় এবং লোকের ভিড়ে চোরের পায়ের চিহ্ন লুপ্ত হয়, তবে পাঁচখানি গ্রাম অথবা দশটি গ্রাম মিলিয়া উহা দিবে। এই বচনে যে 'অথবা' শব্দটি আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে, পাঁচটি গ্রামের নিকটবর্ত্তী ঘটনা হইলে তাহাদের দেয়, নতুবা দশ গ্রাম দিবে। (মিতাক্ষরা—গ্রামবাসী ঐ অর্থ দিতে ও চোর ধরিতে অক্ষম হইলে রাজাই নিজ রাজকোষ হইতে অর্থ দিবেন ও চোর ধরিবার ব্যবস্থা করিবেন। চুরির সন্দেহ হইলে ধনস্বামীই সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা বা দিব্য-পরীক্ষা দ্বারা চৌর্য্য প্রতিপন্ন করিবে)। রাজার কাছে বন্দী বা কারাগারে বন্দী লোককে যাহারা হরণ করে অর্থাৎ কারামুক্ত বা বন্দীভাব হইতে মুক্ত করে, তাহাদিগকে রাজা প্রাণদণ্ডের জন্য শূলে চড়াইবেন। এইরূপ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের অপহর্ত্তা ও বলপূর্ব্বক জনহত্যাকারী লোকদিগকে শূলে আরোপণ করিবেন। ২৭৫-৭৬।

উৎক্ষেপক অর্থাৎ যাহারা চুরির জন্য বস্ত্রাদি উঠায় বা হরণ করে এবং যাহারা কাপড়ের মধ্যে বাঁধা সোনা, টাকা প্রভৃতি খুলিয়া লয়, সেই গ্রন্থিভেদক (গাঁইট-কাটা চোর) তাহাদিগকে যথাক্রমে করহীন (অকর্ম্মণ্যহস্ত) ও সন্দংশহীন (সাঁড়াশীর মত হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীকে অকর্ম্মণ্য) করিবেন। একবার এই অপরাধে এই দণ্ড, দ্বিতীয়বার এই অপরাধ করিলে উৎক্ষেপকের ও গ্রন্থিভেদকের প্রত্যেকের এক পা ও এক হাত ছেদন করিয়া দিবেন। এই দণ্ডও উত্তমসাহস পাইবার যোগ্য দ্রব্যের অপহরণে জানিবে। ২৭৭।

কাঠ, তৃণ, মৃৎপাত্র, তৃণধান্য ও ভাত এই সকল ক্ষুদ্র বস্তু, বস্ত্র (ক্ষৌমভিন্ন অল্পমূল্যের), গোভিন্ন অজ-মেষাদি পশু, সুবর্ণভিন্ন (লোহজাতীয়) দ্রব্য, ব্রীহি-ধান্য-যব প্রভৃতি মধ্যম দ্রব্য, সুবর্ণ, রত্ন, ক্ষৌমবস্ত্র, স্ত্রীলোক, বলীবর্দ্দ, হস্তী, অশ্ব, দেব, ব্রাহ্মণ ও রাজস্বামিক দ্রব্য এই সকল উত্তম দ্রব্য অপহরণকারীর দণ্ড মূল্যানুসারে বিধেয় অর্থাৎ অপহৃত দ্রব্যের মূল্য দেখিয়া অধম, মধ্যম ও উত্তম সাহস দণ্ডনীয় হইবে। এইপ্রকার দণ্ডদানে দেশ, কাল, বয়স, শক্তি বিচার করাও কর্ত্তব্য। ২৭৮।

যাহারা নিজে চোর নহে অথচ চৌর্য্য-কর্ম্মে চোরের সাহায্যকারী, তাহাদের ও দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, যেমন—খাদ্য দিয়া, থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়া, শীত নিবারণের জন্য অগ্নিদানে, তৃষ্ণাতুর চোরকে জলার্পণে, চৌর্য্য করিবার পরামর্শ ও চৌর্য্যের উপকরণ (সিঁদকাঠী, দাত্র, রজ্জু প্রভৃতি) ও দেশান্তরে গমনের উপযোগী খরচ দিয়া চোরের বা হত্যাকারীর যে জ্ঞানতঃ সাহায্য করে, তাহারও উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। চোরকে প্রশ্রয়

শস্ত্রাবপাতে গর্ভস্য পাতনে চোত্তমো দমঃ।
উত্তমো বাঽধমো বাঽপি পুরুষ-স্ত্রীপ্রমাপণে ॥২৮০॥
বিপ্রদুষ্টাং (গ) স্ত্রিয়ঞ্চৈব পুরুষঘ্নীমগর্ভিণীম্।
সেতুভেদকরীঞ্চাপ্সু শিলাং বদ্ধা প্রবেশয়েৎ ॥২৮১॥
বিষাগ্নিদাং পতি-গুরু-নিজাপত্য-প্রমাপিণীম্।
বিকর্ণকরনাসৌষ্ঠীং কৃত্বা গোভিঃ প্রমাপয়েৎ ॥২৮২॥

অবিজ্ঞাতহতস্যাশু কলহং সুতবান্ধবাঃ।
প্রষ্টব্যা যোষিতশ্চাস্য পরপুংসি রতাঃ পৃথক্ ॥২৮৩॥
স্ত্রী-দ্রব্য-বৃত্তিকামো বা কেন বায়ং গতঃ সহ।
মৃত্যুদেশসমাসন্নং পৃচ্ছেদ্ বাপি জনং শনৈঃ ॥২৮৪॥
ক্ষেত্র-বেশ্ম-বন-গ্রাম-বিবীত-খলদাহকাঃ।
রাজপত্ন্যভিগামী চ দগ্ধব্যাস্তু কটাগ্নিনা ॥২৮৫॥
ইতি স্তেয়প্রকরণম্।

দিলেও উক্ত দোষে দূষিত হইবে। অপরের গায়ে শস্ত্রাঘাত করিলে, দাসীর গর্ভ ও ব্রাহ্মণের ঔরসজাত গর্ভ ভিন্ন গর্ভের পাতে উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (দাসীর গর্ভ-পাতনে শতপণ দণ্ড বলা আছে ও ব্রাহ্মণ গর্ভ-বিনাশে ব্রহ্মহত্যা দণ্ড বলা হইবে)। কোনও মনুষ্য পুরুষ-জাতি বা স্ত্রীজাতির বধে কুল, শীল ও কারণাদি বিবেচনা করিয়া উত্তম বা অধম দণ্ড-ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। ২৭৯-৮০।

যে স্ত্রীলোক ভ্রূণহত্যাকারিণী বা স্বগর্ভপাতকারিণী কিংবা পুরুষঘাতিনী অথবা নারীর মর্য্যাদা-ভঙ্গকারিণী এই সকল গর্ভহীনা অর্থাৎ গর্ভধারণের প্রতিপক্ষা রমণীকে গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে, যাহাতে পুনরায় জলমধ্য হইতে উঠিতে না পারে। ২৮১।

যে নারী অপরকে হত্যা করিবার জন্য তাহার খাদ্য-পানের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়, যে পোড়াইবার জন্য গ্রামে আগুন লাগায়, অথবা যে নারী পতি, শ্বশুর ও পুত্র-কন্যাকে হত্যা করে, সেই নারীর কাণ, হাত, নাক ও ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দুর্দান্ত বলীবর্দ্দের দ্বারা বাহিত করত হত্যা করিবে। হত্যাকারীর সন্ধান না পাইলে তাহাকে জানিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন,—কোনও অবিজ্ঞাত লোককর্ত্তৃক হতব্যক্তির পুত্রদিগকে এবং নিকট সম্বন্ধী আত্মীয়গণকে রাজা অচিরে জিজ্ঞাসা করিবেন 'এই হত ব্যক্তির কাহারও সহিত বিবাদ ছিল কি না', আর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণকে ও ব্যভিচারিণী রমণীদিগকে পৃথগ্‌ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন। মিতাক্ষরা মতে এই অংশের এইরূপ অর্থ অভিপ্রেত—হতব্যক্তির আত্মীয় স্ত্রীগণকে ও অন্য ব্যভিচারিণী রমণীগণকেও তাহার চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। অন্য অনুবাদক অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। ২৮২-৮৩।

মৃতের আত্মীয়া ও ব্যভিচারিণী রমণীগণকে কি জিজ্ঞাসা করণীয় তাহা বলিতেছেন,—এই হতব্যক্তি কি পরস্ত্রী-কামুক ছিল? কোন কিছু দ্রব্যে লালসাবান্ ছিল? অথবা জীবিকার জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল কি?—(যাহাতে অপরের যহিত সংঘর্ষ হইতে পারে)। যদি বিদেশে হত হইয়া থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই ব্যক্তি কাহার সহিত বিদেশে গিয়াছে, এবং গোপনে মৃত্যুস্থানের নিকটবাসী লোককেও বিশ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবেন। এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা হত্যাকারীকে নিশ্চয় করিয়া তাহার যোগ্য দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। ২৮৪।

যাহারা পক্কফল ও শস্যসমন্বিত ক্ষেত্রভূমি, গৃহ, ক্রীড়াবন, গ্রাম, প্রচুর তৃণ-কাষ্ঠময় ভূমিভাগ ও খামার পোড়াইয়া দেয় এবং যাহারা রাজপত্নীগামী তাহাদিগকে বীরণ (বেনা ঘাস) নির্ম্মিত কটে (মাদুরে) জড়াইয়া পোড়াইবে। ২৮৫।

স্তেয়প্রকরণ সমাপ্ত।

(গ) বিষপ্রদাং

অথ স্ত্রীসংগ্রহণপ্রকরণম্।

পুমান্ সংগ্রহণে গ্রাহ্যঃ কেশাকেশি পরস্ত্রিয়াঃ।
সদ্যো বা কামজৈশ্চিহ্নৈঃ প্রতিপত্তৌ দ্বয়োস্তথা ॥২৮৬॥

নীবী-স্তনপ্রাবরণ-সক্থি-কেশাভিমর্শনম্।
অদেশকালসম্ভাষাং সহৈকস্থানমেব চ ॥২৮৭॥

স্ত্রীনিষেধে শতং দদ্যাদ্ দ্বিশতন্তু দমং পুমান্।
প্রতিষেধে দ্বয়োর্দ্দণ্ডো যথা সংগ্রহণে তথা ॥২৮৮॥

স্বজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসঃ স্ত্রীণাং নাসাদিকর্ত্তনম্ ।২৮৯।

অলংকৃতাং হরন্ কন্যামুত্তমস্ত্বন্যথাধমম্।
দণ্ডং দদ্যাৎ সবর্ণাসু প্রাতিলোম্যে বধঃ স্মৃতঃ ॥২৯০॥

স্ত্রীসংগ্রহ প্রকরণ।

নির্জনে অস্থানে, অকালে, অকথ্য ভাষায় পরস্ত্রীকে ভুলাইয়া বশীকরণের নাম স্ত্রীসংগ্রহণ। তাহাতে কটাক্ষে দর্শন বা হাসি হইলে প্রথমসাহসনামক স্ত্রীসংগ্রহণ কথিত হয়। গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, বস্ত্রপ্রেরণ হইলে ও উত্তম খাদ্য-পান দ্বারা প্রলোভন হইলে মধ্যমসাহস হয়। নির্জ্জনে একসঙ্গে উপবেশন, পরস্পর গৃহে গমনাগমন, চুল ধরাধরি—ইহার নাম উত্তমসাহস। সর্ব্বথা স্ত্রী পুরুষের মেলামেশাকেই সংগ্রহণ বলা হয়। এইরূপ পরস্ত্রীসংগ্রহণে দণ্ড বিহিত আছে কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নির্ধারণ করা কর্ত্তব্য, এজন্য বলিতেছেন,—পরস্ত্রী-সংগ্রহণে প্রবৃত্ত পুরুষকে কেশাকেশি প্রভৃতি কামজ চিহ্নে নির্ণয় করিবে, পরে তাহাকে ধরিয়া দণ্ড দিবে। কেশাকেশি অর্থাৎ পরস্পর চুল ধরিয়া রঙ্গক্রীড়া এবং তজ্জন্য নখক্ষত দন্তক্ষত প্রভৃতি অনুরাগকৃত কামজ চিহ্ন কিংবা পরস্পরের মুখে স্বীকার দ্বারা বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি পরস্ত্রী-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ২৮৬।

যে পুরুষ অনুরাগ সহকারে পরস্ত্রীর পরিধান-বস্ত্র-গ্রন্থি আকর্ষণ করে, স্তনেরও আবরণ অপসারণ করে জঘন-কেশাদি স্পর্শ করে এবং নির্জ্জন স্থানে, অথবা জনসঙ্কীর্ণ হইলেও অন্ধকারাবৃত স্থানে, অসময়ে, গোপনে পরস্ত্রীর সহিত আলাপ করে কিংবা এক খট্বা বা মঞ্চে রমণেচ্ছাবশবর্ত্তীর মত অবস্থান করে, তাদৃশ পুরুষকেও সংগ্রহণে প্রবৃত্ত বুঝিবে। ইহাও—যে পুরুষকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করা যায়, তাহার পক্ষে, অপরের নহে। ২৮৭।

সাবধান করিয়া দিলে ও বারবার নিষেধ করিলে যে দুইটি স্ত্রীপুরুষ পরস্পর আলাপ হইতে বিরত হয় না, তাহাদের দণ্ডের কথা বলিতেছেন,—পতি, পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ যাহার সহিত আলাপ নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতেই প্রবৃত্তা রমণী শতপণ দণ্ডার্হ। পুরুষ এইরূপ নিষিদ্ধ হইয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে দুইশত পণ দণ্ড পাইবার যোগ্য। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভোগে যে দণ্ড তাহাই তাহাদের হইবে। মনু বলিয়াছেন,—চারণদের স্ত্রীদের বিষয়ে এই নিষেধ ও দণ্ড নাই, কারণ তাহারা নিজেরাই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, সুতরাং তাহাদের পরস্ত্রী সঞ্চয় করিতে হয় এবং গুপ্তভাবে সেই সঞ্চিত রমণীদিগকে পুরুষান্তরে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ২৮৮।

অতঃপর দণ্ডবিধির নিরূপণ করিতেছেন,—ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে সজাতীয় গুপ্তা পরস্ত্রীতে বলপূর্ব্বক গমনে ১০৮০ হাজার আশীপণ দণ্ড হইবে। উত্তমর্ণ পুরুষ হীনবর্ণা অগুপ্তা (অনুরাগিণী) গমন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড (পাঁচশত পণ) বিধেয়। আর অধমবর্ণ উত্তমবর্ণা গুপ্তা স্ত্রীতে বলপূর্ব্বক গমন করিলে পুরুষের বধ দণ্ড, উত্তমবর্ণা নারী যদি কামতঃ হীনবর্ণা পুরুষে রতা হয়, তবে তাহার কর্ণ ও নাসিকাচ্ছেদন ব্যবস্থা, কিন্তু সবর্ণ পুরুষে রতা হইলে দণ্ড কল্পনীয়। বিবাহোদ্যতা অলঙ্কৃতা সবর্ণা কন্যাকে হরণ করিলে উত্তম সাহস দণ্ডার্হ হইবে, তাহা না হইলে হরণকারীর অধম সাহস দণ্ড। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণা কন্যাকে অধমবর্ণ পুরুষ (ক্ষত্রিয়াদি) হরণ করিলে তাহার বধ-দণ্ড ব্যবস্থা। ২৮৯-৯০।

সকামাস্বনুলোমাসু ন দোষস্ত্বন্যথা দমঃ।
দূষণে তু করচ্ছেদ উত্তমায়াং বধস্তথা ॥২৯১॥
শতং স্ত্রীদূষণে দদ্যাদ্ দ্বে তু মিথ্যাভিশংসিতা (ঘ)।
পশূন্ গচ্ছন্ শতং দাপ্যো হীনাং স্ত্রীং গাঞ্চ মধ্যমম্ ॥২৯২॥
অবরুদ্ধাসু দাসীষু ভুজিষ্যাসু তথৈব চ।
গম্যাস্বপি পুমান্ দাপ্যঃ পঞ্চাশৎপণিকং দমম্ ॥২৯৩॥
প্রসহ্য দাস্যভিগমে দণ্ডো দশপণঃ স্মৃতঃ।
বহূনাং যদ্যকামাসৌ চতুর্বিংশতিকঃ পৃথক্ ॥২৯৪॥
গৃহীতবেতনা বেশ্যা নেচ্ছন্তী দ্বিগুণং বহেৎ।
অগৃহীতে সমং দাপ্যঃ পুমানপ্যেবমেব চ ॥২৯৫॥
অযোনৌ গচ্ছতো যোষাং পুরুষং বাঽপি মোহতঃ
চতুর্বিংশতিকো দণ্ডস্তথা প্রব্রজিতাগমে ॥২৯৬॥

যদি উচ্চবর্ণের পুরুষ অধমবর্ণের অনুরাগিণী কন্যাকে হরণ করে, তবে দোষাভাবে কোনও দণ্ডার্হ হইবে না। পরন্তু অনিচ্ছুক কন্যাকে হরণ করিলে প্রথম সাহস দণ্ডার্হ হইবে। এস্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, যদি অনুরাগহীনা কন্যাকে (অবিবাহিতা) বলপূর্ব্বক নখ-ক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করে, তবে ঐ ব্যক্তির হস্তচ্ছেদন কর্ত্তব্য। স্ত্রীযোনিতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলে মনুসম্মত ছয়শতপণ দণ্ড ও অঙ্গুলিচ্ছেদ করণীয়, ইহা আনুলোম্যে অর্থাৎ উত্তমবর্ণ পুরুষের অধমবর্ণের অবিবাহিতা কন্যাতে হইলে জানিবে। উৎকৃষ্টবর্ণা সকামা বা অকামা কন্যাকে নীচবর্ণ পুরুষ গমন করিলে তাহার বধের ব্যবস্থা। ২৯১।

কুমারী কন্যার সম্বন্ধে যদি কেহ প্রকাশ করে,—'এই কন্যাটি অপস্মার (ভির্মিরোগ) রাজযক্ষ্মা রোগ প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী অচিকিৎস্যপ্রায় রোগগ্রস্ত এবং ইহারও অপর পুরুষ-ভোগ হইয়াছে, অতএব এ কুমারী নহে'—এইরূপ বলিয়া তাহাকে জনসমাজে দূষিতা করে, তবে শতপণ দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু ঐ সকল উক্তি মিথ্যা হইলে অবিদ্যমান দোষাবিষ্কার জন্য দুইশত পণ দণ্ডার্হ। গোভিন্ন অজা প্রভৃতি পশুগমনে শত পণ দণ্ড পাইবে। অন্ত্যজজাতীয়া স্ত্রী সকামা বা অকামা যাহাই হউক, তাহাতে এবং গো-পশুতে গমনকারীর মধ্যম সাহস (পাঁচশত পণ) দণ্ড নির্দ্ধারণীয়। ২৯২।

যে সকল চতুর্বর্ণের দাসীকে তাহাদের স্বামীরা দাসী-কার্য্য করিবার নিষেধ করে এবং নিজ গৃহেই থাকিতে বলে, এইরূপে অন্য পুরুষের সেবা হইতে রুদ্ধা রমণীকে অবরুদ্ধা বলে এবং যাহারা অপর পুরুষের সেবাকার্য্যে রক্ষিতা, তাহারা ভুজিষ্যা, এইরূপ বেশ্যা স্বৈরিণী রমণী, ইহারা সকল পুরুষেরই উপভোগ্য হিসাবে গম্যা বটে, তাহা হইলেও তাহারা পররক্ষিতা অতএব পরস্ত্রী, ইহাদিগকে সম্ভোগ করিলে পঞ্চাশপণ দণ্ডার্হ। (মিতাক্ষরা—আপত্তি হইতেছে স্বৈরিণী, ভুজিষ্যা, অবরুদ্ধা বেশ্যা ইহাদিগকে সাধারণী স্ত্রী হিসাবে গম্যা বলা হইয়াছে কিন্তু সেকথা সঙ্গত হয় কিরূপে? শাস্ত্রে বা জাতি হিসাবে কোনও রমণীই সাধারণী নির্দিষ্ট নাই, কারণ স্বৈরিণী বা দাসী ইহারা বর্ণ-স্ত্রীই, চারিবর্ণ হইতে বিভিন্ন বর্ণের নহে, তাহা হইলে পতি জীবিত থাকিতে বা মৃত হইলেও পুরুষান্তরের ভোগ স্ত্রীমাত্রেরই নিষিদ্ধ। যদি কন্যাবস্থায় সাধারণী বলা হয়, তাহাও অযৌক্তিক, যেহেতু পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের কন্যাকে দান করিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে, দাতা কেহ না থাকিলে সে স্বয়ংবরা হইবে—ইহাও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। আর দাসীরাও সাধারণী নহে, কারণ তাহারা পরের কর্ম্মসাধনে মাত্র অধীন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য নহে। বেশ্যাও সর্ব্বসাধারণী হইতে পারে না, যেহেতু তাহারাও অনু-লোমজ ভিন্ন পুরুষমাত্রের গম্যা, প্রতিলোমজ পুরুষের তাহারা তো অগম্যা, আর নিরন্তর পুরুষান্তর-ভোগ-বশতঃ তাহারা পতিতা, পতিতা নারী কিরূপে গম্যা হইবে, অতএব 'গম্যাস্বপি' এই ঋষিবাক্য আপাততঃ অসঙ্গত মনে হয়, তাহা হইলেও ইহার সঙ্গতি এই প্রকার—স্বৈরিণী প্রভৃতির উপভোগে পিতা প্রভৃতি রক্ষকের ও রাজার দণ্ড-ভয় প্রভৃতি ঐহিক ভয় না থাকায়

(ঘ) মিথ্যাভিশংসনে—পা

অন্ত্যাভিগমনে ত্বঙ্ক্যঃ কুবন্ধেন প্রবাসয়েৎ।
শূদ্রস্তথান্ত্য এব স্যাদন্ত্যস্যার্য্যাগমে বধঃ ॥২৯৭॥

ইতি স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণম্।

গম্যতা বলা হইয়াছে, আর অবরুদ্ধা ও দাসীর, ভোগে যে দণ্ডাভাব, তাহা নির্দ্ধারিত পুরুষবিশেষের রক্ষিতা না হইলে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের রক্ষিতা-ভোগে দণ্ড বিহিত থাকায় তদ্ভিন্নার ভোগে সুতরাং দণ্ডাভাব অর্থাপত্তিলভ্য। তবে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান স্বধর্ম্মত্যাগ হেতু। আর বেশ্যা যে চতুর্বর্ণের মধ্যেই এক বর্ণান্তঃপাতিনী অনুমান-প্রমাণ দ্বারা অনুমিত সে অনুমানও ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হওয়ায় অগ্রাহ্য। অতএব বেশ্যা-নাম্নী এক জাতি আছে, যাহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, বেশ্যানারীতে উচ্চবর্ণের পুরুষ ও সমান বর্ণের পুরুষ হইতে উৎপন্না কন্যাও বেশ্যা, পুরুষদের সম্ভোগ-দানই ইহাদের জীবিকা। স্কন্দ-পুরাণে ইহাকে পঞ্চমী জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব তাহারা গম্যা ইহা বুঝাইতেছে। ২৯৩-৯৪।

পূর্ব্ববচনে অবরুদ্ধা, দাসী, স্বৈরিণী প্রভৃতি ভুজিষ্যা-গমনে দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, যদি তাহারা ভুজিষ্যা না হয়, তবে কি তাহাদের সঙ্গমে দণ্ড হইবে না? এই আশঙ্কার অপনোদনার্থ বলিতেছেন,—যাহারা পুরুষ-সম্ভোগ হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে, সেই সকল স্বৈরিণী প্রভৃতি দাসীকে নির্দিষ্ট পণ দান না করিয়া বলপূর্ব্বক ভোগকারী পুরুষের দশপণ দণ্ড হইবে। আর যদি বহু পুরুষকে ভোগদানে অনিচ্ছুক একটি রমণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তবে প্রত্যেকের চব্বিশপণ দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি সেই রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাড়া লইয়া পরে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং বহু পুরুষ বলপূর্ব্বক তাহাতে গমন করে, তবে তাহাদের কোন দোষ হইবে না। কিন্তু সেই নারী ব্যাধিগ্রস্তা হইলে উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা। ২৯৫।

কোনও বেশ্যা যদি ভাটক বা নির্দ্দিষ্ট পণ লইয়া সুস্থ-শরীরে ধনদাতাকে ভোগ করিতে না দেয়, তবে গৃহীত শুল্কের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য। পুরুষ যদি শুল্ক দিয়া সুস্থ থাকিয়াও গমনে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহার শুল্ক বাজেয়াপ্ত হইবে। আর শুল্ক না লইয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শুল্ক-মূল্য দিবে। পুরুষের পক্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক দিয়া যদি ভোগ করিতে না চায়, তবে তাহার শুল্ক নষ্ট হইবে। ২৯৬।

স্ত্রীলোকের যোনিভিন্ন দ্বারে (মুখাদিতে) গমনকারী পুরুষের চব্বিশ পণ দণ্ড হইবে। কোনও পুরুষের অভিমুখে বসিয়া মলত্যাগ করিলে অথবা সন্ন্যাসিনী-গমনে চব্বিশপণ দণ্ড ধার্য্য হইবে। চণ্ডালী-গমনকারী ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তে বিমুখ হইলে রাজা তাহার সহস্র পণ দণ্ড বিধান করিয়া কপালে যোন্যাকার-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলে দণ্ডমাত্র বিহিত। শূদ্র চাণ্ডালী গমন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। চণ্ডালাদি অন্ত্যজজাতি উচ্চবর্ণা রমণীতে গমন করিলে বধার্হ হইবে। ২৯৭

স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণ সমাপ্ত।

প্রকীর্ণকাধ্যায়।

অথ প্রকীর্ণকপ্রকরণম্

ঊনং বাপ্যধিকং বাপি লিখেদ্ যো রাজশাসনম্।
পারদারিকচোরৌ বা মুঞ্চতো দণ্ড উত্তমঃ ॥২৯৮॥

রাজাকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার (মামলা), তাহাই প্রকীর্ণক নামে লক্ষিত। যে রাজপুরুষ রাজদত্ত ভূমির বা বন্ধকীভূত দ্রব্যের যে যথার্থ পরিমাণ তাহা হইতে কম বা বেশী পরিমাণ প্রকাশপূর্ব্বক রাজ-শাসন (ব্রহ্মত্র প্রভৃতি নির্দ্দেশক দলিল) লিখে, অথবা যে রক্ষী-পুরুষ পরস্ত্রী-ধর্ষণকারীকে ও চোরকে ধরিয়াও রাজার নিকট সমর্পণ করে না, প্রত্যুত ছাড়িয়া দেয়, সেই দুই রাজপুরুষই দণ্ডনীয়। ২৯৮।

অভক্ষ্যেণ দ্বিজং দূষ্যন্ দণ্ড্য উত্তমসাহসম্।
ক্ষত্রিয়ং মধ্যমং বৈশ্যং প্রথমং শূদ্রমর্দ্ধকম্ (ক)॥২৯৯॥
কূট-স্বর্ণব্যবহারী বিমাংসস্য চ বিক্রয়ী।
ত্র্যঙ্গহীনস্তু কর্তব্যো দাপ্যশ্চোত্তমসাহসম্ ॥৩০০॥
চতুষ্পাদকৃতো দোষো নাপৈহীতি প্রজল্পতঃ।
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু পাষাণ-বাহুযুগ্যকৃতস্তথা ॥৩০১॥
ছিন্নাস্যেন যানেন তথা ভগ্নযুগাদিনা।
পশ্চাচ্চৈবাপসরতা হিংসনে স্বাম্যদোষভাক্ ॥৩০২॥
শক্তো হ্যমোক্ষয়ন্ স্বামী দংষ্ট্রিণাং শৃঙ্গিণাং তথা।
প্রথমং সাহসং দদ্যাদ্ বিক্রুষ্টে দ্বিগুণং ততঃ ॥৩০৩॥
জারং চৌরেত্যভিবদন্ দাপ্যঃ পঞ্চশতং দমম্।
উপজীব্য ধনং মুঞ্চংস্তদেবাষ্টগুণীকৃতম্ ॥৩০৪॥

প্রসঙ্গক্রমে রাজাশ্রিত ব্যবহার ভিন্ন ব্যবহারে দণ্ডের বিধি নির্দেশ করিতেছেন,—কোনও ব্যক্তি যদি অভক্ষ্য বস্তু দ্বারা বা অভক্ষ্য বস্তুমিশ্রিত অন্ন পানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নষ্ট করে, তবে সে উত্তমসাহস দণ্ডার্হ হইবে। ক্ষত্রিয়কে দূষিত করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড ও বৈশ্য-দূষকের প্রথম সাহস এবং অভক্ষ্যদানে শূদ্র-দূষণকারীর প্রথমসাহসের অর্ধ দণ্ড হইবে। ইহা মল-মূত্রাদি অত্যন্ত অভক্ষ্য মিশ্রণে জ্ঞাতব্য। কিন্তু লশুনাদি অভক্ষ্য খাওয়াইয়া ধর্ম্মহানি করিলে দণ্ডের তারতম্য কল্পনীয়। যে বণিক্ কৃত্রিম স্বর্ণকে অকৃত্রিম স্বর্ণ বলিয়া বিক্রয় করে এবং যে খাদ মিশ্রিত রূপা বা কৃত্রিম রূপা রজত-মূল্যে বিক্রয় করে, যে মাংস-বিক্রয়ী কুক্কুরাদি-মাংস মিশাইয়া অখাদ্য মাংস বিক্রয় করে, তাহাদের প্রত্যেককে নাসিকা কর্ণ ও হস্ত এই তিন অঙ্গহীন করিয়া উত্তমসাহস দণ্ড দেওয়াইবেন। ২৯৯-৩০০।

চালক বা পালক 'সরিয়া যাও' বলিলেও যদি কেহ সরিয়া না যাওয়ায় চতুষ্পাদ প্রাণী গো, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি কর্ত্তৃক হত হয়, তবে গবাদি পশুর স্বামীর বা চালকের কোনও দোষ হইবে না। এই প্রকার কাঠ তোলায়, ঢিল ছোড়ায়, বাণ ফেলায়, পাথর দ্বারা অথবা হাত-চালনের জন্য কিংবা যুগ(জোয়াল) বাহী অশ্বের দ্বারা সাবধান করিয়া দিলেও যদি কোন অনিষ্ট ঘটে কিংবা হত্যাদি হয়, তবে ঐ কাষ্ঠাদি-উৎক্ষেপণ-কারীর কোন দোষ হইবে না। ৩০১।

যে শকটে বলীবর্দ্দের নাককোড়া দড়ি ছিঁড়িয়াছে অথবা যে শকটে যুগ (জোয়াল) বা চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই শকট চালাইবার সময় পিছন হটিলে, পাশে বাঁকাভাবে চলিলে কিংবা উল্টা ঘুরিলে যদি মনুষ্যাদি নিহত হয়, তবে শকট-স্বামী বা চালক দোষী হইবে না। ইহাতেও কিন্তু 'সরিয়া যাও, সরিয়া যাও' শব্দ উচ্চৈস্বরে উচ্চারিত সত্ত্বেও ঐরূপ ঘটনায় দোষাভাব বুঝিতে হইবে। অনভিজ্ঞ বাহক-পরিচালিত হস্তী প্রভৃতি দংষ্ট্রী প্রাণী কিংবা গো-মহিষাদি শৃঙ্গী প্রাণী দ্বারা কেহ নিহত হইতেছে দেখিয়া তাহাকে সেই গজাদির মালিক সামর্থ্যসত্বে গজাদি হইতে যদি মুক্ত না করে, উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, তবে অনুপযুক্ত বাহক নিয়োগ করায় প্রথমসাহস দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আবার গজাদি দ্বারা আহন্যমান ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে 'আমায় মারিয়া ফেলিল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেও গবাদি-স্বামী যদি উপেক্ষা করে, তবে প্রথমসাহসের দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। সুদক্ষ চালক নিযুক্ত হইলে সেই চালকেরই দণ্ড হইবে, প্রভুর নহে। ৩০২-৩।

পরস্ত্রীগামী ঘরে আসিলে এবং জানাজানি হইলে বংশের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য যদি 'চোর, চোর' এইরূপ বলিয়া ধরাইয়া দেয়, তবে তাহার পাঁচশতপণ দণ্ড ধার্য্য করিবে। আর যে ধৃত উপপতির নিকট ঘুষ খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তাহার গৃহীত উৎকোচের (ঘুসের) আটগুণ দণ্ড বিধান করিবেন। ৩০৪।

যদি কেহ রাজার অনভিপ্রেত অপ্রিয় শত্রু-প্রশংসাদি রাজার নিকট বার বার করে, অথবা রাজার নিন্দা করিয়া বেড়ায়, কিংবা রাজার যে মন্ত্রণায় স্বরাষ্ট্রের উন্নতি ও পররাষ্ট্রের হানি ঘটিবে, তাহা যদি শত্রুদের কাণে জল্পনা করে, তবে রাজা সেই সব লোকের জিহ্বা

(ক) শূদ্রমর্দ্ধিকম—পা।

রাজ্ঞোঽনিষ্টপ্রবক্তারং তস্যৈবাক্রোশকারিণম্।
তন্মন্ত্রস্য চ ভেত্তারং জিহ্বাং ছিত্ত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৩০৫॥
মৃতাঙ্গলগ্নবিক্রেতুর্গুরোস্তাড়য়িতুস্তথা।
রাজ-যানাসনারোঢ়ুর্দণ্ড উত্তমসাহসঃ ॥৩০৬॥
দ্বিনেত্রভেদিনো রাজদ্বিষ্টাদেশকৃতস্তথা।
বিপ্রত্বেন চ শূদ্রস্য জীবতোঽষ্টশতো দমঃ ॥৩০৭॥
দুর্দৃষ্টাংস্তু পুনর্দৃষ্ট্বা ব্যবহারান্নৃপেণ তু।
সভ্যাঃ সজয়িনো দণ্ড্যা বিবাদাদ্ দ্বিগুণং দমম্ ॥৩০৮॥

যো মন্যেতাজিতোঽস্মীতি ন্যায়েনাপি পরাজিতঃ।
তমায়ান্তং পুনর্জিত্বা দাপয়েদ্ দ্বিগুণং দমম্ ॥৩০৯॥
রাজ্ঞাঽন্যায়েন যো দণ্ডো গৃহীতো বরুণায় তম্।
নিবেদ্য দদ্যাদ্ বিপ্রেভ্যঃ স্বয়ং ত্রিংশদ্গুণীকৃতম্ ॥৩১০॥

* * *

ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যীয়ে ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহারাদিনামা দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

কর্ত্তন করিয়া দিবেন এবং নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। শব-শরীরে লগ্ন স্বর্ণবস্ত্রাদি বিক্রয়-কারীর, পিতা, আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের প্রহারকারীর, বিনা অনুমতিতে রাজার ব্যবহার্য্য যান-গজ-অশ্বাদি আরোহণকারীর ও রাজসিংহাসনে উপবেশনকারীর উত্তম সাহস দণ্ড বিধেয়। ৩০৫।

যে ব্যক্তি ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া লোকের দুইটি চক্ষুঃই ভেদ করে, যে জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি গুরু প্রভৃতির হিতেচ্ছা ব্যতিরেকে রাজাকে জানায় যে, একবৎসর পরে আপনার রাজ্যচ্যুতি ঘটিবে, যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের বেশ, আচার, ব্যবহার লইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তবে উহাদের আটশতপণ দণ্ড হইবে। যদি রাজা দেখেন, তাঁহার নিযুক্ত প্রাড়্বিবাকাদি রাজপুরুষগণ ক্রোধ বা লোভাদিবশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রনীতি লঙ্ঘন করিয়া ব্যবহারগুলি (মকর্দ্দমাসমূহ) অযথা বিচার করিয়াছে তবে রাজা নিজে সেগুলি পুনর্বিচার করিয়া, তাহারা যাহাকে ব্যবহারে জয়ী করিয়াছে তাহাকেও ব্যবহারদর্শী বিচার সভার সভ্য রাজপুরুষগণকে পরাজিতের উপর ধার্য্য দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ৩০৬ ৮।

যে বিবাদে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন অনুসারে পরাজিত হইয়াও 'আমি পরাজিত নহি' এই অভিমান করে এবং জাল-লেখা উপস্থাপিত করিয়া রাজদ্বারে পুনর্বিচার প্রার্থনা করে, সে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দ্বিতীয়বার পরাজিত হইলে তাহাকে রাজা পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। ৩০৯।

আর যদি রাজা অন্যায়পথে অর্থ দণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ত্রিশগুণ করিয়া 'ইহা বরুণের' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। (মিতাক্ষরা —রাজা যাহার নিকট হইতে অন্যায় দণ্ডরূপে যত পরিমাণ অর্থ লইয়াছেন তৎসমুদয় সেই দণ্ডদাতাকে ফিরাইয়া দিবেন, তাহা না করিলে রাজার চৌর্য্যাপরাধ আসিয়া পড়ে, আর অন্যায় দণ্ড গ্রহণে পূর্ব্বস্বামীর সেই ধনে স্বত্ব লোপ হয় না) ।৩১০।

ব্যবহারাধ্যায়নামক দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অথ প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ঃ।

তত্রাদাবশৌচপ্রকরণম্

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
আ শ্মশানাদনুব্রজ্য ইতরো জ্ঞাতিভির্বৃতঃ ॥১॥

যমসূক্তং যমীং গাথাং জপদ্ভির্লৌকিকাগ্নিনা।
স দগ্ধব্য উপেতশ্চেদাহিতাগ্ন্যাবৃতার্থবৎ ॥২॥

সপ্তমাদ্দশমাদ্ বাপি জ্ঞাতয়োঽভ্যুপয়ন্ত্যপঃ।
অপনঃ শোশুচদঘমনেন পিতৃদিঙ্মুখাঃ ॥৩॥

এবং মাতামহাচার্য্যপ্রেতানামুদকক্রিয়া।
কামোদকং সখি-প্রত্তা-স্বস্রীয়শ্বশুরর্ত্বিজাম্ ॥৪॥

সকৃৎপ্রসিঞ্চন্ত্যুদকং নামগোত্রেণ বাগ্যতাঃ।
ন ব্রহ্মচারিণঃ কুর্য্যুরুদকং পতিতাস্তথা ॥৫॥

পাষণ্ড্যনাশ্রিতাঃ স্তেনা ভর্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ ॥৬॥

কৃতোদকান্ সমুত্তীর্ণান্ মৃদুশাদ্বলসংস্থিতান্।
স্নাতানপবদেয়ুস্তানিতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ ॥৭॥

অশৌচ প্রকরণ।

পূর্ব্বে আচারাধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রমীদের নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অভিষেকাদি গুণযুক্ত গৃহস্থবিশেষেরও গুণ ও ধর্ম্মও বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই সব আচারানুষ্ঠানের অধিকার-সঙ্কোচক অশৌচের প্রতিপাদন করিয়া তাহার স্থলবিশেষে অপবাদও দেখাইতেছেন,—জননাবধি দুইবর্ষ (সাবন-গণনায় ত্রিশ দিন হিসাবে চব্বিশমাস) পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বয়সে মৃত শিশু-শরীর ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখিবে, দগ্ধ করিবে না। উদকদান প্রভৃতি ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মও তাহার কর্ত্তব্য নহে। গ্রামের বাহিরে শ্মশান ভিন্ন অন্যত্র পবিত্র ভূমিমধ্যে গন্ধমাল্যাদি-শোভিত করিয়া শবকে প্রোথিত করিবে। পূর্ণ দ্বিবর্ষবয়স্ক মৃতকে জ্ঞাতিগণ জ্যেষ্ঠকে অগ্রণী করিয়া অনুগমন করিবে এবং 'পরেয়িবাংসম্' ইত্যাদি যম-সূক্ত ও যমগাথা পাঠ করিতে করিতে লৌকিকাগ্নি (সংস্কারহীন) দ্বারা দগ্ধ করিবে, যদি জাত-কর্ম্মকালে স্থাপিত অগ্নি থাকে, তবে তাহার দ্বারাই দহনীয়। লৌকিকাগ্নিও চণ্ডালাগ্নি, অমেধ্য স্থানস্থিত অগ্নি, সূতিকাগ্নি, পতিতাগ্নি ও চিতাগ্নি ভিন্ন গ্রহণীয়। মৃত্যুর সপ্তম বা দশম দিবসের পূর্ব্বে অযুগ্ম দিবসে সগোত্র, সপিণ্ড, সমানোদক জ্ঞাতিবর্গ 'অপনঃ শোশুচদঘম্' এই মন্ত্রে দক্ষিণ দিঙ্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেতের উদ্দেশে জলদান করিবে। ১-৩।

সপিণ্ড সগোত্রাদির উদ্দেশে জলদানের মত মাতামহ ও আচার্য্য মৃত হইলে তাঁহাদের উদ্দেশেও নিত্য জলদান কর্ত্তব্য। মিত্র, পরিণীতা কন্যা, ভগিনী, ভাগিনেয়, শ্বশুর, পুরোহিত ইহাদের উদ্দেশেও ইচ্ছা করিলে তর্পণ-জল দেয়। অতঃপর তর্পণের প্রক্রিয়া বলিতেছেন,—সপিণ্ড, সমানোদক প্রভৃতি মৌনী হইয়া (বাক্যান্তর—উচ্চারণে বিরত থাকিয়া) প্রেতের নাম-গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'অমুকগোত্রঃ প্রেতোঽমুকস্তৃপ্যতু (ইহা ঋগ্বেদীর পক্ষে, যজুর্ব্বেদী সামবেদী তর্পণকারীর মন্ত্র স্বতন্ত্র) এক অঞ্জলি জল দিবেন। মতান্তরে তিনবার তর্পণের বিধি আছে। সমাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মৃত জ্ঞাতি ব্রহ্মচারীর তর্পণ করিবে না, ব্রহ্মচারিগণ সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বকাল অবধি এবং দ্বিজাতি-সংস্কার অধিকারচ্যুত ব্রহ্মহত্যাদি-পাতকিগণ মৃত সপিণ্ডাদির উদ্দেশে তর্পণাদি করিবে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যকালে মৃত সপিণ্ডদের তর্পণ সমাবর্ত্তনের পর কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব বচনে 'তথা' শব্দের উল্লেখ-হেতু ক্লীব, চৌর্য্যবৃত্তি, অন্ধ, ব্রাত্য, বিধর্ম্মী পুরুষের এবং গর্ভঘাতিনী, ভর্ত্তৃদ্রোহিণী, সুরাপায়িনী স্ত্রীলোকেরও তর্পণে অনধিকার প্রতিপাদিত হইতেছে। যাহারা বেদ-বিরুদ্ধ মৃত মনুষ্যের শিরঃকপাল (মড়ার মাথার খুলি) প্রভৃতি ধারণ করে, যাহারা অধিকার-সত্ত্বে অনাশ্রমী, ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী, পতিঘাতিনী ও কুলটা নারী এবং স্বগর্ভঘাতিনী ও ব্রহ্মহত্যাকারিণী, নিষিদ্ধ

মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্‌ ।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্‌বুদসন্নিভে ॥৮॥
পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ ।
কর্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিদেবনা ॥৯॥
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন
যাস্যতি (ক)॥১০॥
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্ম্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোহবশঃ ।
অতো ন রোদিতব্যন্তু ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥১১॥
ইতি সংশ্রুত্য গচ্ছেয়ুর্গৃহং বালপুরঃসরাঃ ।
বিদশ্য নিম্বপত্রাণি নিয়তা দ্বারি বেশ্মনঃ ॥১২॥
আচম্যাগ্ন্যাদিসলিলং গোময়ং গৌরসর্ষপান্‌ ।
প্রবিশেয়ুঃ সমালভ্য দত্ত্বাশ্মনি পদং শনৈঃ ॥১৩॥
প্রবেশনাধিকং কর্ম প্রেতসংস্পর্শিনামপি ।
ইচ্ছতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেষাং স্নানসংযমাৎ ॥১৪॥
আচার্য্য-পিত্রুপাধ্যায়ান্নির্হৃত্যাপি ব্রতী ব্রতী ।
সকটান্নং ন চাশ্নীয়ান্ন চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১৫॥

সুরাপায়িনী ও আত্মঘাতিনী ইহাদের মৃত্যুতে বিহিত ত্রিরাত্র, কি দশরাত্র অশৌচ-সম্বন্ধ হইবে না ও ইহাদের তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করণীয় নহে। এই বচনে যে যে পদে যে যে লিঙ্গ (পুংলিঙ্গাদি) নির্দিষ্ট আছে, তাহা বিবক্ষিত নহে সুতরাং আত্মঘাতী প্রভৃতি পুরুষের ও সুবর্ণাপহারিণী স্ত্রীলোকেরও ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম নিষিদ্ধ জানিবে। ৪-৬।

প্রেত-সৎকারের পর স্নান-তর্পণান্তে জল হইতে উত্থিত পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ কোমল নব নব তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে উপবেশন করিলে কুলবৃদ্ধরা প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শোকাপনোদন প্রসঙ্গে বলিবেন। যে ব্যক্তি কদলীস্তম্ভের মত অন্তঃসারহীন, জলবুদ্বুদের মত নশ্বর প্রাণিভাবে সার অন্বেষণ করে, সে অতি মূঢ়। অতএব সংসার-ভাব বুঝিয়া তোমরা শোক করিও না। ৭-৮।

পূর্ব্বজন্মে জীব-শরীর ধারণ করিয়া যে যে কর্ম্ম ও তাহার সংস্কার সঞ্চয় করিয়াছে, তৎসমুদায়ের ফল-ভোগের জন্য আবার পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করে, সেই দেহ যদি কর্ম্মফল ভোগের পর আবার পঞ্চভূতে মিলায়, তবে দুঃখ করিবার কি আছে। ৯।

দেখ, মরণ কিছু আশ্চর্য্য নহে, এই যে আবহমানকাল হইতে দৃশ্যমান বিশালা পৃথিবী তাহাও লয়প্রাপ্ত হয়, যে সমুদ্রের জরা-মরণ নাই, সেই সমুদ্রচয় এবং অজর অমর দেবতারাও প্রলয়কালে লয়প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যলোক তো ফেনের মত ক্ষণভঙ্গুর, তবে তাহার নাশপ্রাপ্তি-বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? রোরুদ্যমান আত্মীয়গণ রোদন করিতে যে শ্লেষ্মা (ছর্দ্দি) ও অশ্রু ত্যাগ করে, প্রেতকে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পান করিতে হয়, অতএব তোমরা রোদন করিও না, কিন্তু যাহাতে প্রেতের হিত হয়, সেজন্য শ্রাদ্ধাদিঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান কর। এই প্রকার কুলবৃদ্ধদের আশ্বাসবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া শোকত্যাগপূর্ব্বক বালক-দিগকে আগে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিবে এবং গৃহদ্বারে আসিয়া সংযত মনে দাঁত দিয়া নিমপাতা চিবাইবে, পরে আচমন (কুল্লি) করিয়া অগ্নি, জল, গোময়, গৌরসর্ষপ স্পর্শ করিয়া এবং দূর্ব্বা পল্লব ও বৃষকে স্পর্শ করিয়া পাথরের উপর পা চাপাইয়া ধীর পদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে। ১০-১৩।

যে যে ব্যক্তি প্রেতের দহন, বহন ও স্পর্শ করিয়াছে, প্রত্যেকেরই নিম্বপত্রচর্বণাদি গৃহপ্রবেশ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করণীয়। যাহারা প্রেতবহন ও অনুগমন করিয়াছে জ্ঞাতিবর্গ ভিন্ন সেই সকল ব্যক্তির নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের ইচ্ছা থাকিলে স্নানও প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। ইহাতে তখনই শুদ্ধি হইবে। (মিতাক্ষরা—যে ব্যক্তি স্নেহাধীন হইয়া শবানুগমনাদি করে, প্রেতের গৃহে থাকিয়া তদীয় অন্ন ভোজন করে, তাহার পূর্ণাশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি অন্ন না খাইয়া কেবল

(ক) মর্ত্তলোকে ন যাস্যতি—পা

ক্রীতলব্ধাশিনো ভূমৌ স্বপেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্।
পিণ্ডযজ্ঞাবৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ম্ ॥১৬॥
জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরঞ্চ মৃন্ময়ে।
বৈতানোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়াশ্চ শ্রুতিদর্শনাৎ (ক)॥১৭॥

ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা শাবমাশৌচমুচ্যতে।
ঊনদ্বিবর্ষমুভয়োঃ সূতকং মাতুরেব হি ॥১৮॥

পিত্রোস্তু সূতকং মাতুস্তদসৃগ্দর্শনাদ্ ধ্রুবম্।
তদহর্ন প্রদুষ্যেত পূর্বেষাং জন্মকারণাৎ ॥১৯॥

অবস্থান করে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ, কিন্তু যে কেবল শব বহনাদিমাত্র করে, অন্নভোজন বা গৃহে বাস করে না তাহার একদিন মাত্র অশৌচ হইবে,—ইহা স্বজাতীয় মরণে। আচার্য্য (উপনয়নদানান্তে বেদদাতা), পিতা মাতা, উপাধ্যায় (বেদাঙ্গাধ্যাপক) ইহাদের সৎকার করিয়াও ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বিহিত ক্রিয়ায় অনধিকারী হইবে না, কিন্তু উক্ত ভিন্ন ব্যক্তির সৎকার করিলে ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইবে। কিন্তু আচার্য্য প্রভৃতির সৎকার করিলেও অশৌচীর অন্ন ভোজন করিবে না এবং অশৌচিগণের সহিত একত্র বাস করিবে না। ১৪-১৫।

সপিণ্ড অশৌচিগণ ক্রয়লব্ধ বা অযাচিত লব্ধ অন্নভোজন করিবে, পৃথক্ পৃথক্ ভূমিশয্যায় শয়ন করিবে, মৃত্যু-দিনাবধি তিনদিন পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের নিয়মে অর্থাৎ প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখ হইয়া তিনদিন অমন্ত্রক প্রেতের উদ্দেশে মাটীর উপর পিণ্ডদান করিবে,—ইহা অনুপনীতের পক্ষে। উপনীত সকল সপিণ্ডেরও নহে, কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রস্তরের উপর মন্ত্রপাঠ সহকারে পিণ্ড দেয়। ১৬।

অশৌচকাল মধ্যে যে কোনও একদিন শূন্যের উপর শিকায় মৃৎপাত্র ঝুলাইয়া তাহাতে প্রেতের উদ্দেশে নীর ও ক্ষীর (জল ও দুধ) নিম্নোক্ত মন্ত্রে দিবে। 'প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদম্' মতান্তরে মন্ত্র বিশেষ উক্ত আছে। এইরূপ অশৌচমধ্যে অস্থিসঞ্চয়ও করণীয়। যদিও অশৌচে শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মমাত্র নিষিদ্ধ তাহা হইলেও কোন কোনও কর্ম্ম অনুমোদিত আছে,—যথা 'যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ সায়ং প্রাতর্জুহোতি' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অগ্নিহোত্রীদের যাবজ্জীবন সায়ং প্রাতঃ-হোম বিহিত থাকায় এবং তাহার লঙ্ঘনে প্রত্যবায় নির্দিষ্ট থাকায় নিত্য অগ্নিহোত্রহোম ও বৈদিক উপাসনা পরিত্যক্ত হইবে না, তাহা অবশ্য করণীয় হইবে। ১৭।

অতঃপর অশৌচের কাল ও নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছেন,—অশৌচ শব্দের অর্থ বৈদিক স্মার্ত্ত কর্ম্মে অনধিকারপ্রযোজক সংস্কারবিশেষ, সেই অশৌচ শাব ও সূতকভেদে দ্বিবিধ। শব বা মরণনিমিত্তক যে অশৌচ তাহাকে শাবাশৌচ বলে, আর জন্মজন্য যে অশৌচ তাহার নাম সূতিকাশৌচ বা জননাশৌচ। উভয় অশৌচই জ্ঞানসাপেক্ষ অর্থাৎ নিমিত্তমৃত্যু বা জন্ম এবং তাহার কাল জানিবার পর অশৌচভাগীদের অশৌচ জন্মে নতুবা অজ্ঞাতনিমিত্ত স্থলে অশৌচ হয় না। সেই শাবাশৌচ ত্রিরাত্র দশরাত্র ইহা—মনুপ্রভৃতি বলিয়াছেন, —তাহার বিষয়ভেদও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে সপিণ্ড (সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি) মরণে দশরাত্র অশৌচ এবং সকুল্য (দশমাবধি) মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। জননস্থলেও ইহা জ্ঞাতব্য। দুই বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকের মৃত্যুতে মাতাপিতা উভয়ে দশ রাত্র অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ, সপিণ্ডগণের নহে। দৃষ্টান্তরূপে বলিতেছেন – যেমন পুত্র-কন্যাজন্মনিমিত্তক অস্পৃশ্যত্ব-অশৌচ কেবল মাতারই হয়, পিতার বা অন্য কাহারও নহে। ১৮।

অতঃপর জননাশৌচের বিবৃতি করিতেছেন,—জনন নিমিত্তক অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ কেবল পিতামাতারই হইবে, অন্য সপিণ্ডদের অশৌচ মাত্র অস্পৃশ্যত্ব নহে। তন্মধ্যে মাতাপিতার উভয়ের অস্পৃশ্যত্ব সমভাবে হইলেও মাতার অস্পৃশ্যত্ব দশদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী কিন্তু পিতার স্নানের দ্বারাই অস্পৃশ্যত্ব অপনীত হইবে।

(ক) শ্রুতিচোদনাৎ—পা।

অন্তরা জন্ম-মরণে শেষাহোভির্বিশুধ্যতি।
গর্ভস্রাবে মাসতুল্যা নিশাঃ শুদ্ধেস্তু কারণম্ ॥২০
হতানাং নৃপ-গো-বিপ্রৈরন্বক্ষঞ্চাত্মঘাতিনাম্।
প্রোষিতে কালশেষঃ স্যাৎ পূর্ণে দত্ত্বোদকং শুচিঃ ॥২১

ব্রাহ্মণস্য দশাহং তু ভবতি প্রেত-সূতকম্।
ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু ॥
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্তিনঃ ॥২২

কারণ মাতার তাবৎকাল পর্যন্ত রক্তস্রাব থাকে। এ স্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, দশদিনের পর মাতার অস্পৃশ্যত্ব নষ্ট হইলেও লৌকিক ব্যবহারে অধিকারমাত্র, বৈদিক স্মার্ত্ত কর্ম্মে নহে, যেহেতু পৈঠীনসি ব'লয়াছেন,—পুত্রের জননীকে বিংশতিরাত্র অশৌচের পর স্নানান্তে বৈদিকাদি কর্ম্ম করাইবে এবং কন্যাজননীকে মাসান্তে শুদ্ধা মনে করিবে। আর যেদিন পুত্র জন্মিবে সেই দিনটিও পিতার পক্ষে অশুদ্ধ নহে, যেহেতু পূর্ব্বপুরুষগণ পুত্ররূপে জন্মিয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদন পিতার কর্ত্তব্য এবং ঐ দিনে হিরণ্যাদি দান বিহিত। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, ঐ দিন প্রদত্ত হিরণ্যাদি গ্রহণে ব্রাহ্মণের কোনও দোষ হইবে না কিন্তু অশৌচ অন্ন গ্রহণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। ১৯।

পূর্ব্বাশৌচকাল মধ্যে আবার জনন-মরণরূপ অন্য নিমিত্ত ঘটিলেও পূর্ব্বাশৌচভোগ্য কাল শেষ হইলে শুদ্ধি হইবে, এজন্য দ্বিতীয় জনন বা মরণনিমিত্তক-তদ্দিনাবধি অন্য অশৌচ চলিবে না। ইহা সমান অশৌচ কাল স্থলে জ্ঞাতব্য, নতুবা দীর্ঘকালীন গুরুতর অশৌচের নিমিত্ত (জনন বা মরণ) পরে যদি ঘটে, তবে সেই নিমিত্ত দিন হইতেই আবার তজ্জন্য অশৌচ চলিবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য,—জনন ও মরণ উভয়ের মধ্যে মরণ গুরুতর, সুতরাং সপিণ্ড জননের পর সমানকালীন অশৌচজনক যদি সপিণ্ডের মরণ হয়, তবে তখন হইতে দশরাত্র অশৌচ হইবে, পূর্ব্ব অশৌচকালান্তে শুদ্ধি হইবে না। এইরূপে অশৌচের দীর্ঘকালীনত্ব ও নিমিত্তের গুরুত্ব দেখিয়া ব্যবস্থা কল্পনীয়। যেমন পিতা মাতা ও আচার্য্য পুরুষের এই তিন মহাগুরুর মরণে ও স্ত্রীলোকের কেবল স্বামিমরণে 'অঘবৃদ্ধিমৎ' নামক অশৌচ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, সেইরূপ পুত্রকন্যাপ্রসবিনীর বিশ দিন বা মাসকালব্যাপী অশৌচ দীর্ঘকালীনত্বনিবন্ধন গুরুতর, এই দুইটি গুরুতর অশৌচের সঙ্কর ঘটিলে দীর্ঘকালীন অশৌচই গ্রহণীয় হয়, এইজন্য সপিণ্ডমরণের দশম দিনে পুনরায় অপর সপিণ্ড মৃত হইলে পূর্ব্বাশৌচের দুইদিন বৃদ্ধি স্থলে যদি পূর্ব্বাশৌচর একাদশাহে বা দ্বাদশাহে মহাগুরুনিপাত হয়, তথাপি পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে। এইরূপ সপিণ্ডমরণাশৌচের পরার্দ্ধকালে মহাগুরু নিপাত হইলে, গুরুতর অঘবৃদ্ধিমদ্ অশৌচই গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু মিতাক্ষরাকারমতে মাতৃমরণের অশৌচকালমধ্যে পিতার মৃত্যু হইলে পূর্ব্বাশৌচান্তে শুদ্ধি হইবে না, পরন্তু পিতৃমরণের দিন হইতে পূর্ণাশৌচ চলিবে। এইরূপ পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালমধ্যে মাতার মৃত্যু ঘটিলে পূর্ব্বাশৌচান্তে পক্ষিণীরাত্রি (দুই দিন এক মধ্যবর্ত্তিনী রাত্রি) অশৌচকালরূপে গণ্য করিবে। গৌতম বলিয়াছেন—সমানকালীন সমান অশৌচদ্বয়ের সন্নিপাত স্থলে অশৌচান্তিম দিনে অন্য সজাতীয় অশৌচ কারণ ঘটিলে পূর্ব্বাশৌচের দুইদিন বৃদ্ধি হইবে এবং একাদশ দিনের প্রভাতে (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) উহা হইলে তিন দিন অশৌচ বাড়িবে। অতঃপর অসময়ে গর্ভস্রাবের অশৌচ বর্ণিত হইতেছে,—যত মাসের গর্ভ স্রাব হইবে তাবৎ অহোরাত্র গর্ভিণীর অশৌচ হইবে—ইহা ছয় মাস পর্য্যন্ত জানিবে, সপ্তম অষ্টমাদি মাসে গর্ভস্রাব হইলে পূর্ণাশৌচ,—ইহা কেবল গর্ভিণী পক্ষে। জন্মিয়া মরিলে বা মৃতাবস্থায় জন্মিলে সপিণ্ডগণের সদ্যঃশৌচ। গর্ভস্রাবাশৌচ সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ শুদ্ধিতত্ত্বে অনুসন্ধেয়। এক্ষণে মৃত্যু বিশেষাশৌচ বলা হইতেছে—অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়াদি শৃঙ্গী দংষ্ট্রী প্রভৃতি পশু, বিপ্র এবং চণ্ডালাদির দ্বারা হত হইলে এবং আত্মহত্যা করিলে সপিণ্ডগণের দর্শনমাত্রকাল অশৌচ অর্থাৎ সদ্যঃশৌচ জানিবে। বচনোক্ত 'চ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পাষণ্ডী

আ দন্তজন্মনঃ সদ্য আ চূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রমা ব্রতাদেশাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥২৩
অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।
গুর্বন্তেবাস্যনূচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥২৪

অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বন্যগতাসু চ।
নিবাসরাজনি প্রেতে তদহঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥২৫
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যো ন শূদ্রো ন দ্বিজঃ কচিৎ।
অনুগম্যাম্ভসি স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতভুক্ শুচিঃ ॥২৬

অনাশ্রমী পতিতদের মৃত্যুতেও সদ্যঃশৌচ বোধিত হইল। অতঃপর বিদেশস্থাশৌচ,—যে জায়গায় থাকিলে সপিণ্ডগণ সপিণ্ডের জনন বা মরণ প্রথম দিনেই জানিতে পারে না, তাদৃশ স্থানে স্থিত সপিণ্ড শ্রবণ দিন হইতে অবশিষ্ট অশৌচ দিনান্ত পূর্ণ হইলে স্নানের পর তর্পণ জল দিয়া শুদ্ধ হইবে। (মিতাক্ষরা অশৌচকাল অতিক্রান্ত হইবার পর অশৌচকারণ সপিণ্ডের মৃত্যু মাত্র (জনন নহে) শ্রবণ করিলে সপিণ্ডমাত্রের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। পৈঠীনসির মতে পিতামাতার মৃত্যু যেদিনই শুনিবে সেই দিন হইতে পূর্ণাশৌচভাগী হইবে। ক্ষত্রিয়াদিজাতির দশরাত্র অশৌচ স্থলে অন্যবিধ অশৌচ কাল বলিতেছেন- ক্ষত্রিয়ের সপিণ্ড জননে ও মরণে দ্বাদশাহ অশৌচ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ, শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ, কিন্তু যে শূদ্র দ্বিজ শুশ্রূষায় ও পাকযজ্ঞ পরায়ণ তাহার পক্ষে পঞ্চ দিবস অশৌচ গ্রাহ্য। ২০-২২।

(অঙ্গিরা বলেন সকল বর্ণের সপিণ্ডজনন মরণে দশাহ অশৌচ হইবে। এইরূপ অশৌচ বিষয়ে নানামত থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের উপজীব্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতই অনুসরণীয়।)

দন্তোদ্গমের কালে (দন্ত না জন্মিলেও) শিশু মৃত হইলে তাহার জ্ঞাতিবর্গের সদ্যঃ-শৌচ। চূড়াকরণকালের (জননাবধি প্রথমবর্ষ বা তৃতীয়বর্ষের) পূর্ব্বে মরিলে এক অহোরাত্র, দন্তোদ্গম না হইলেও চূড়াকরণের পর (প্রথম বর্ষে) মৃত হইলেও ত্রিরাত্র, দন্তোদ্গম হইলেও চূড়াকরণ না হইলে তৃতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত বালকের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ জানিবে। মিতাক্ষরা মতে—জাতদন্ত বালক প্রথম বর্ষে চূড়াকরণের পূর্ব্বে একাহ, প্রথমবর্ষের পর তৃতীয়বর্ষের মধ্যে চূড়াকরণ হইলে মৃত বালকের তিন রাত্র, চূড়াকরণ না হইলে একাহ অশৌচ জানিবে। তিনবৎসরের পর চূড়াকরণ না হইলেও উপনয়ন-কালের (গর্ভ ধরিয়া অষ্টম বর্ষ বা জন্মাবধি অষ্টমবর্ষের পূর্ব্ব) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, উপনয়নের পর দ্বিজাতি-পুত্রের পূর্ণাশৌচ অর্থাৎ স্ব স্ব নির্দিষ্টকাল অশৌচ হইবে। ২৩।

অদত্তা কন্যার (চূড়াকরণের পর বাক্‌দানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালে) মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ জ্ঞাতব্য। এই অশৌচ ত্রিপুরুষাবধি (অর্থাৎ কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ) সপিণ্ডের পক্ষে, অন্যের সদ্যঃশৌচ। বিবাহের পূর্ব্বে বাক্‌দানের পর কন্যা মৃত হইলে পতি-পক্ষে ও পিতৃপক্ষে ত্রিরাত্র অশৌচ, বিবাহের পর দত্তা কন্যা মরণে পিতৃপক্ষে অশৌচ হয় না, কিন্তু পিতৃগৃহে দত্তা কন্যার প্রসব বা মৃত্যু ঘটিলে জনক জননীর ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। বিষ্ণুমতে প্রসবে এক অহোরাত্র ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ নির্দিষ্ট। অজাতদন্ত বালকের অগ্নি-সংস্কার হইলে সপিণ্ডগণের একাহ অশৌচ গ্রাহ্য। এইরূপ উপাধ্যায়, শিষ্য, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যাতা, মাতুল, আত্মবন্ধু (মাস্‌তুতোভাই, পিস্‌তুতোভাই ও মামাতো-ভাই), বেদের এক শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ মৃত হইলে একাহ অশৌচ হইবে। মনুমতে—আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্র, আচার্য্যপত্নী ও আচার্য্যপুত্র-মরণে একরাত্র অশৌচ অভিহিত আছে। মিতাক্ষরামতে শ্রোত্রিয় প্রতিবেশী হইলে এবং সন্নিহিত মাতুল-মরণে পক্ষিণী রাত্রি অশৌচ। এই প্রকার দৌহিত্র, ভাগিনেয়-মরণে পক্ষিণী অশৌচ কিন্তু মাতুলাদি অশৌচ-সম্বন্ধী ব্যক্তিমাত্রকে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ২৪।

ক্ষেত্রজ, দত্তক প্রভৃতি ঔরসভিন্ন পুত্র (সম্ভবমত) জন্মিলে ও মরিলে অহোরাত্র অশৌচ, এইরূপ নিজস্ত্রী প্রতিলোমভিন্ন (উচ্চবর্ণ, অধমবর্ণ ভিন্ন) পুরুষকে আশ্রয় করিয়া বসবাস করিলে, তাহার মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ হইবে সপিণ্ডত্বনিবন্ধন পূর্ণাশৌচ হইবে না। যদি

মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য নেচ্ছতি ভূমিপঃ ॥২৭
ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞিয়ং কর্ম কুর্বতাম্।
সত্রি-ব্রতি-ব্রহ্মচারি-দাতৃ-ব্রহ্মবিদাং তথা ॥২৮

দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥২৯
উদক্যাশুচিভিঃ স্পৃষ্টঃ (ক) সংস্পৃষ্টৈস্তৈরুপস্পৃশেৎ।
অব্লিঙ্গানি জপেচ্চৈব সাবিত্রীং মনসা সকৃৎ ॥৩০

প্রতিলোম পুরুষগামিনী হয়, তবে অশৌচ হইবে না। কিন্তু স্বৈরিণী প্রভৃতি যে বর্ণকে আশ্রয় করিবে, তাহাদের মৃত্যুতে ঐ বর্ণের পুরুষ ত্রিরাত্র অশৌচ-ভাগী হইবে। ব্রাহ্মণ প্রেমাদি-বশতঃ অন্য কোন মৃত অসপিণ্ড বিপ্রাদির অনুগমন করিবে না এবং শূদ্র-শবের অনুগমন তাহার নিষিদ্ধ। যদি অনুগমন করে, তবে তড়াগাদি জলাশয়ে স্নানের পর অগ্নি স্পর্শ করিয়া ঘৃতপ্রাশনান্তে শুদ্ধ হইবে। ইহাও সজাতীয় বা উৎকৃষ্টজাতীয় শবের অনুগমনে জানিবে, কিন্তু নিকৃষ্টজাতীয় শবের অনুগমনে শূদ্রানুগমনস্থলে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্র, ক্ষত্রিয়ের অনুগমনে অহোরাত্র, বৈশ্যানুগমনে পক্ষিণী অশৌচ গ্রহণীয়। ২৫ ২৬।

ভূমিপালকদের রাজকার্য্যে অশৌচ হইবে না, বৈদ্যুতাগ্নি দ্বারা হত, গো বা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য বিপন্ন (মৃত) ব্যক্তিদের জ্ঞাতিরা অশৌচ গ্রহণ করিবে না। এই প্রকার যদি কোনও ভূস্বামী মন্ত্রাভিচারমাত্র-সাধ্য কার্য্য করাইতে ইচ্ছা করেন, তবে অশৌচী পুরোহিতকে ঐ কাজ করাইতে অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। ২৭।

যজ্ঞে বৃত বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরোহিত এবং যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানগণের যজ্ঞকর্ম্মকালে অশৌচ নিমিত্ত ঘটিলে সদ্যঃশৌচ জানিবে। এই প্রকার অন্নসত্রে দীক্ষিত, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি আরম্ভ করিয়া তদনুষ্ঠান-পরায়ণ, স্নাতক-ব্রত ও আরব্ধ প্রায়শ্চিত্তে রত, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-পরায়ণ, এবং ব্রহ্মচারীর উল্লেখহেতু শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধভোক্তা এবং উপকুর্ব্বাণক (অনিত্য ব্রহ্মচারী) ও নৈষ্ঠিক যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, যিনি কেবল দানই করেন—কখনও প্রতিগ্রহ করেন না—এইরূপ দাতা অর্থাৎ বৈখানস ও যতি (সন্ন্যাসী) ইঁহাদের (এই ত্রিবিধ আশ্রমীর) সপিণ্ডাদি-মরণে কুত্রাপি অশৌচ হয় না। পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্পিত দ্রব্যের দানে, আরব্ধ বিবাহে (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ হইবার পর) এইরূপ চূড়াকরণ-উপনয়নাদি সংস্কার-কর্ম্মে, আরব্ধ দেব-প্রতিষ্ঠা (পুরোহিতাদি-বরণের পর), কূপোৎসর্গাদি উৎসর্গমাত্রে, রাষ্ট্র-বিপ্লবে (তাহার উপশমের জন্য শান্তি-কর্ম্মে), যুদ্ধ উপস্থিতিতে, এইপ্রকার পৈঠীনস্যুক্ত-তীর্থকৃত্যে, কষ্টময় বিপৎকালে অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় পাপক্ষয়ার্থ দানে, বিপন্ন মাতা-পিত্রাদি পোষ্যের ভরণার্থ প্রতিগ্রহে সদ্যঃশৌচ বিহিত অর্থাৎ অশৌচ তত্তৎকার্য্যে প্রতিবন্ধক হইবে না, স্নানের পরই আবার অধিকার আসিবে। ২৮-২৯।

ইতঃপূর্ব্বে কুলব্যাপিনী অশুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে ব্যক্তি-বিশেষের নিমিত্ত-বিশেষে অশৌচ বলিতেছেন,—রজস্বলা রমণী অশুচি (শব, চণ্ডালাদি অন্ত্যজ, পতিত ও সূতিকানারী প্রভৃতি) ও মরণাশৌচ-ভাগী ইহারা স্পর্শ করিলে স্নান কর্ত্তব্য। সেই রজস্বলাদি-অস্পৃশ্যস্পর্শ-কারী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে আমচন করিবে, এবং আমচনের পর 'আপো হি ষ্ঠাঃ' ইত্যাদি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ, অতঃপর একবার মনে মনে গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য। (মিতাক্ষরা—আপত্তি হইতে পারে, বচনে 'উদক্যাশুচিভিঃ' স্পৃষ্টঃ এইবাক্যে স্পৃষ্ট পদে একবচন অথচ 'তৈঃ সংস্পৃষ্টঃ' এই বাক্যে 'তৈঃ' পদে বহুবচন কিরূপে সঙ্গত হয়?—তাহার সমাধান এইরূপে করা যায়—উদক্যাশুচিসংস্পৃষ্টভিন্ন স্নানার্হ বিষয়মাত্রেও আচমন করণীয় ইহা বুঝাইবার জন্য বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই স্নানার্হ বিষয়গুলি পরাশর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—দুঃস্বপ্ন-দর্শন, মৈথুন, বমন, মলত্যাগ, ক্ষৌরকর্ম্ম, চিতাধূম ও শ্মশানাস্থি স্পর্শে স্নান করণীয়। ৩০।

(ক) উদক্যাশৌচিভিঃ স্নায়াৎ—পা

কালোঽগ্নিঃ কর্ম মৃদ্বায়ুমনোজ্ঞানং তপো জলম্।
পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্বেঽমী শুদ্ধিহেতবঃ ॥৩১
অকার্য্যকারিণাং দানং বেগো নদ্যাস্তু শুদ্ধিকৃৎ।
শোধ্যস্য মৃচ্চ তোয়ঞ্চ সন্ন্যাসো বৈ দ্বিজন্মনাম্ ॥৩২
তপোবেদবিদাং ক্ষান্তির্বিদুষাং বর্ষ্মণো জলম্।
জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসঃ সত্যমুচ্যতে ॥৩৩
ভূতাত্মনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধের্জ্ঞানং বিশোধনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্ বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা ॥৩৪

ইতি অশৌচপ্রকরণম্।

অতঃপর শুদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,- দশ-রাত্রাদিকালাবসান, অগ্নি, অবভৃথাদি স্নানক্রিয়া, মৃত্তিকা, বায়ু, মন, অধ্যাত্মজ্ঞান, কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা, জল, অনুতাপ ও উপবাস শুদ্ধির কারণরূপে বর্ণিত আছে। ৩১।

নিষিদ্ধ আচরণকারীর দানই শুদ্ধির কারণ, এইরূপ নদীতীর বা পুলিন অপবিত্র দ্রব্য-স্পর্শে দূষিত হইবার পর বর্ষায় জলস্রোতে উহা শুদ্ধ হয়; কোন দ্রব্য অপবিত্র হইলে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, দ্বিজাতিগণের মনের অপবিত্রতা ঘটিলে সন্ন্যাস পবিত্রতা সম্পাদন করে। বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বেদাধ্যয়ন, বেদার্থবিদ্‌গণের জল অশুচি শরীরের শুদ্ধিকারণ, গুপ্তপাপের নাশক অঘমর্ষণাদি মন্ত্রজপ, মন স্বভাবতঃ সৎ ও অসৎ সঙ্কল্প লইয়া থাকে কিন্তু যখন অসৎসঙ্কল্পপ্রবণ হইবে, তখন সচ্চিন্তা তাহার শোধক, পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মাভিমানীর তপস্যা ও ব্রহ্মজ্ঞান সেই অভিমান নিবৃত্তি করে। বুদ্ধিতে সংশয় বা ভ্রমরূপ দোষ ঘটিলে প্রমাণ-জ্ঞানই তাহার সংশোধক। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার মুক্তি পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হইতে জানিবে। ২২-৩৪।

অশৌচপ্রকরণ সমাপ্ত।

অথাপদ্ধর্মপ্রকরণম্

ক্ষাত্রেণ কর্মণা জীবেদ্ বিশাং বাপ্যাপদি দ্বিজঃ।
নিস্তীর্য্য তামথাত্মানং পাবয়িত্বা ন্যসেৎ পথি ॥৩৫
ফলোপল-ক্ষৌম-সোম-মনুষ্যাপূপ-বীরুধঃ।
তিলৌদন-রস-ক্ষারান্ দধি ক্ষীরং ঘৃতং জলম্ ॥৩৬
শস্ত্রাসব-মধূচ্ছিষ্টং মধু লাক্ষাশ্চ বর্হিষঃ।
মৃচ্চর্ম-পুষ্প-কুতপ-কেশ-তক্র-বিষ-ক্ষিতীঃ ॥৩৭
কৌশেয়-নীলী-লবণ-মাংসৈকশফ-সীসকান্।
শাকাদ্রৌষধি-পিণ্যাক-পশু-গন্ধাংস্তথৈব চ ॥৩৮

(আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ)।

ব্রাহ্মণের সামান্যতঃ অধিক প্রতিগ্রহ ও অধিক যাজন নিষিদ্ধ কিন্তু জীবিকানির্বাহ অসম্ভব হইলে আপৎকালে অন্য বৃত্তিও ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে পারেন, এই প্রসঙ্গে অন্য আপদ্ধর্ম্মও বর্ণনা করিতেছেন,—ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তিতে পোষ্যবর্গের ভরণে অসমর্থ হইলে ক্ষত্রিয়-কর্ম্ম যুদ্ধাদি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন। অথবা তাহাও অসম্ভব হইলে বৈশ্যজাতির কর্ত্তব্য কার্য্য বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, তথাপি শূদ্রবৃত্তি (উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন, পদসেবা প্রভৃতি। তদ্ভিন্ন অফিসে চাকুরী নিষিদ্ধ নহে) করিবে না, এই প্রকার নীচজাতিও উচ্চ জাতির কর্ম্ম কবিবে না। তবে বৈশ্য ক্ষত্রিয়-বৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। শূদ্রও বৈশ্যবৃত্তি বা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। এই প্রকারে স্ববর্ণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বর্ণের বৃত্তি আপৎকালে গ্রহণ করিয়া পরে সেই আপৎ কাটাইয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা নিজেকে পবিত্র করিবে, পরে আবার স্ববৃত্তিতে নিজেকে স্থাপন করিবে। অথবা গর্হিত বৃত্তিতে অর্জ্জিত অর্থ পথে ফেলিয়া দিবে। এই অর্থই মনুসম্মত। বৈশ্যবৃত্তি (বাণিজ্য) অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকল দ্রব্যের বাণিজ্য করিতে পারিবে না। বদরী-ফল, ইঙ্গুদী-ফল ভিন্ন অন্য কদলী প্রভৃতি ফল, মণি-মাণিক্যাদি প্রস্তর, ক্ষৌম ও তান্তব (তন্তু হইতে উৎপন্ন) বস্ত্র, সোমলতা, স্ত্রী পুরুষ বা নপুংসক কোন প্রকার মনুষ্য, পিষ্টকাদি খাদ্যদ্রব্যমাত্র, বেতসলতা বা

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবন্নো বিক্রীণীত কদাচন।
ধর্মার্থং বিক্রয়ং নেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥৩৯

লাক্ষা-লবণ-মাংসানি পতনীয়ানি বিক্রয়ে।
পয়ো দধি চ মদ্যঞ্চ হীনবর্ণকরাণি চ ॥৪০

আপদ্‌গতঃ সম্প্রগৃহ্নন্ ভুঞ্জানো বা যতস্ততঃ।
ন লিপ্যেতৈনসা বিপ্রো জ্বলনার্কসমো হি সঃ ॥৪১

কৃষিঃ শিল্পং ভৃতির্বিদ্যা কুসীদং শকটং গিরিঃ।
সেবাহনূপং (ক)নৃপো ভৈক্ষমাপত্তৌ জীবনানি তু ॥৪২॥

বুভুক্ষিতস্ত্র্যহং স্থিত্বা ধান্যমব্রাহ্মণাদ্ধরেৎ।
প্রতিগৃহ্য তদাখ্যেয়মভিযুক্তেন ধর্মতঃ ॥৪৩॥

তস্য বৃত্তং কুলং শীলং শ্রুতমধ্যয়নং তপঃ।
জ্ঞাত্বা রাজা কুটুম্বঞ্চ ধর্ম্যাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥৪৪॥

ইত্যাপদ্ধর্মপ্রকরণম্ ॥

গুলঞ্চ প্রভৃতি লতা, তিল, ভোজ্যদ্রব্য, গুড়, শর্করা (চিনি) প্রভৃতি রসজাতীয় দ্রব্য, যবক্ষার, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, জল, খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র, মদ্য জাতীয় দ্রব্য, মোম, মধু, জতু (গালা), কুশ, মৃত্তিকা, মৃগচর্ম্ম, পুষ্প, ছাগলোম হইতে নিষ্পন্ন কম্বল, চামর প্রভৃতি লোম, তক্র (ঘোল), বিষ, ভূমি, কৌশেয় (কীটকোষোত্থ বস্ত্র), নীলবড়ি, লবণমাত্র, মাংস, অশ্বাদি এক শফবিশিষ্ট প্রাণী, সীসকাদি লৌহ জাতীয় দ্রব্যমাত্র, সকলপ্রকার শাক, ধান্যাদি কাঁচা ওষধি পক্ক হইলে অবিক্রেয় নহে, খইল, পশু (আরণ্য), চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধ, এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি লইয়াও (আপৎকালেও) বিক্রয় করিবে না। ক্ষত্রিয়াদির ইহাতে দোষ নাই। তবে ব্রাহ্মণ পাকযজ্ঞাদি সম্পাদনের জন্য ধান্য ক্রয়ার্থ তিল বিক্রয় করিতে পারেন। অথবা তৎসদৃশ অর্থাৎ ধান্যপরিমাণে পরিমিত তিলবিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। ৩৫-৩৯।

লাক্ষা (গালা), লবণ ও মাংস-বিক্রয় সদ্যঃপতনের কারণ। আর দুগ্ধ, দধি, মদ্য-বিক্রয় শূদ্রতুল্যতা সম্পাদন করে। ৪০।

যদি কোন ব্রাহ্মণ বিপদে পড়িয়াও (দরিদ্র্যোপহত বা পোষ্যভরণাসমর্থ হইয়াও) ক্ষত্রবৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে না চায় পরন্তু অতি নীচ ব্যক্তির নিকটও প্রতিগ্রহ করে অথবা তাহার অন্ন (কাঁচা তণ্ডুলাদি) ভোজন করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন না কিন্তু সেই জাতির সাম্য প্রাপ্ত হইবেন। কারণ, ব্রাহ্মণ অগ্নি ও সূর্য্যের সদৃশ, অর্থাৎ যেমন অগ্নি ও সূর্য্য অস্পৃশ্য শোধন করিয়াও পবিত্র থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ অসৎপ্রতিগ্রহ করিয়াও বৈদিক কর্ম্মে অনধিকারী হইবেন না। আপৎকালে জীবিকার উপায়--কৃষি, শিল্পকার্য্য, ভৃতি-বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক আজ্ঞাবহত্ব, ভৃতকাধ্যাপনা (নির্দ্দিষ্ট মাহিনা লইয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অধ্যাপনা), কুসীদ গ্রহণ (সুদ-উপজীবিকা), ভাড়া লইয়া শকটযোগে ধান্যাদি বহন, গিরিজাত তৃণ, কাষ্ঠাদি আহরণ, সেবা (লোকের হুকুম খাটিয়া সন্তোষ সম্পাদন) অনূপ—জলা জায়গায় উৎপন্ন তৃণ বৃক্ষাদি বিক্রয়, রাজার কাছে যাচ্ঞা ও ভিক্ষা (স্নাতকের ইহা নিষিদ্ধ হইলেও)। ৪১-৪২।

যদি কৃষি প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা সম্ভব না হয়, তবে খাদ্যাভাবে ব্রাহ্মণ তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া পরে এক দিনের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য শূদ্রের গৃহ হইতে অপহরণ করিবে, তাহা না হইলে বৈশ্যের তাহাও সম্ভব না হইলে কোনও ক্ষত্রিয়-গৃহ হইতে খাদ্য হরণ করিবে। অপহরণের পর রাজপুরুষাদি কর্ত্তৃক ধৃত হইলে সত্য ঘটনা বলিবে। ৪৩।

যদি দুর্দান্ত গৃহস্বামী তথাপি না ছাড়ে, তবে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন,—রাজা ক্ষুধায় অবসন্ন ব্যক্তির আচার, বংশ, স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, এবং পোষ্য সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্মপথে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মিতাক্ষরা মতে—অপহর্ত্তার সম্বন্ধে এই রাজকর্ত্তব্য নির্দিষ্ট নহে কিন্তু বিপন্ন সাধারণ ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ৪৪।

(ক) সেবা রূপং—পা

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আপদ্ধর্ম্ম প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ বানপ্রস্থ-ধর্মপ্রকরণম্।

সুতবিন্যস্তপত্নীকস্তয়া বানুগতো বনম্।
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সাগ্নিঃ সোপাসনো ব্রজেৎ ॥৪৫॥
অফালকৃষ্টেনাগ্নীংশ্চ পিতৄন্ দেবাতিথীংস্তথা।
ভৃত্যাংস্তু তর্পয়েৎ শ্মশ্রু-জটা-লোমভৃদাত্মবান্ ॥৪৬॥
অহ্নোমাসস্য মণ্নাং বা তথা সংবৎসরস্য বা।
অর্থস্য সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ কৃতমাশ্বযুজে ত্যজেৎ ॥৪৭॥

দান্তস্ত্রিষবণস্নায়ী নিবৃত্তশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ দানশীলঃ সর্বসত্ত্বহিতে রতঃ ॥৪৮
দন্তোলূখলিকঃ কালপক্কাশী বাশ্মকুট্টকঃ।
শ্রৌতং স্মার্তং ফলস্নেহৈঃ কর্ম কুর্য্যাৎ ক্রিয়াস্তথা ॥৪৯॥
চান্দ্রায়ণৈর্নয়েৎ কালং কৃচ্ছ্রৈর্বা বর্ত্তয়েৎ সদা।
পক্ষে গতে বাপ্যশ্নীয়ান্মাসে বাহনি বা গতে ॥৫০॥

বানপ্রস্থ ধর্ম্ম-প্রকরণ।

বানপ্রস্থ (যিনি নিয়মত ও একান্তভাবে বনে বাস করেন, তিনি বনপ্রস্থ বা বানপ্রস্থ) ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য মনে মনে স্থির করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছুক হইলে সহধর্ম্মিণীকে পুত্রের হাতে ভরণ-রক্ষণার্থ অর্পণ করিয়া বনে যাইবেন। কিন্তু যদি পত্নী সহগমন করিতে চান, তবে তাঁহাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া বনবাসকালে ঊর্দ্ধরেতাঃ হইবেন। যজ্ঞিয় অগ্নি এবং গার্হপত্য অগ্নি সঙ্গে লইবেন। ৪৫।

অকর্ষণ ক্ষেত্রজাত নীবার ধান্য, শ্যামাক ধান্য বা বেণু ধান্য দ্বারা অগ্নিসাধ্য পাক-যজ্ঞাদি কার্য্য ও ভিক্ষাদান কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা, অতিথি পরিচর্য্যা ও ভূতযজ্ঞ তাহার দ্বারা নির্বাহ করিবেন এবং ভরণীয় ব্যক্তিগণকে ভরণ করিবেন। মনুর মতে—বানপ্রস্থ উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ নির্বাহ করিয়া অবশিষ্ট পবিত্র বন্য খাদ্য খাইবেন, নিজেই ঊষর ক্ষেত্র হইতে লবণ নির্ম্মাণ করিয়া লইবেন। গ্রাম্য সমস্ত খাদ্য পরিহার করিবেন। মুখোৎপন্ন রোম (শ্মশ্রু), জটা ও কক্ষজাত (বগলে উৎপন্ন) লোম ছেদন করিবেন না, নখ রক্ষা করিবেন, ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনায় রত থাকিবেন। ৪৬।

বানপ্রস্থ একদিনের উপযুক্ত ভোজন ও যজন প্রভৃতি ঐহিক বা পারত্রিক কর্ম্মে আবশ্যক দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন, অথবা প্রয়োজন বোধে এক মাসের খাদ্যাদি কিংবা ছয় মাসের বা এক বৎসরের উপযুক্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিবেন (তাহার অধিক নহে)। এইরূপ করিলেও যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়, তবে উহা আশ্বিন মাসে দিয়া দিবেন।

তিনি সর্ব্বদা গর্বহীন হইয়া থাকিবেন। প্রত্যহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্নানাচরণ করিবেন, লোকের কাছে দানগ্রহণ হইতে বিমুখ থাকিয়া এবং যাজনাদি নিবৃত্ত হইয়া বেদাধ্যয়নে রত থাকিবেন, প্রার্থীকে ফলমূলাদি ভিক্ষা দিবেন, সকল প্রাণীর হিত যাহাতে হয়, এমন কার্য্যপরায়ণ হইবেন। ৪৭-৪৮।

দাঁত দ্বারাই উলূখলের কার্য্য (ধান্যাদির তুষ মোচন) সম্পাদন করিবেন। কালেই পক্ক নীবারাদি ধান্য ভক্ষণ করিবেন অথবা অগ্নিপক্ক করিয়াও খাইতে পারেন কিংবা পাথর দিয়া ভাঙ্গিয়া শস্য খাইতে পারেন। যাহা হউক, বৈদিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত কাজগুলি এবং লৌকিক ভোজনাদি ক্রিয়া সমুদয় ফলজাত স্নেহদ্রব্যে (ইঙ্গুদী তৈলাদি দ্বারা) নির্বাহ করিবেন অর্থাৎ পানাদি কার্য্যে ঘৃতাদি ব্যবহার করিবেন না। ৪৯।

সাধারণ গৃহস্থ বিপ্রের যেমন এক অহোরাত্রে দুইবার ভোজন শরীর-পুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়, বানপ্রস্থের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ, তিনি চান্দ্রায়ণ (উপবাস-সাধ্য) ব্রত বা কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) ব্রতাবলম্বন করিয়াই প্রায় দিন অতিবাহিত করিবেন। এক এক পক্ষ (পনর দিন) অন্তর বা একমাস ব্যবধানে অথবা রাত্রিতে মাত্র আহার করিবেন, কিংবা দিবার শেষ চতুর্থভাগে খাদ্য গ্রহণ করিবেন। এই যে ভোজনের বিভিন্ন কাল নির্দ্দেশ করা হইল, ইহা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে জ্ঞাতব্য। ৫০।

আহার, বিহার ও অবসর ভিন্ন কালে রাত্রিতে সংযত চিত্তে ভূমির উপর শয়ন করিবেন। অভিপ্রায় এই—

স্বপ্যাদ্ ভূমৌ শুচী রাত্রৌ দিবা সংপ্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসন-বিহারৈর্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা ॥৫১

গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয়ঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে শক্ত্যা বাঽপি তপশ্চরেৎ ॥৫২॥

যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ ॥৫৩॥

অগ্নীন্ বাপ্যাত্মসাৎ কৃত্বা বৃক্ষাবাসো (ক)মিতাশনঃ।
বানপ্রস্থগৃহেষ্বেব যাত্রার্থং ভৈক্ষমাচরেৎ ॥৫৪॥

গ্রামাদাহৃত্য বা গ্রাসানষ্টৌ ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ।
বায়ুভক্ষঃ প্রাগুদীচীং গচ্ছেদ্ বা বর্ষ্মসংক্ষয়াৎ (খ)॥৫৫

ইতি বানপ্রস্থ-ধর্মপ্রকরণম্।

দিবানিদ্রা ভোগবিশেষ সম্পাদন করে, তাহা বানপ্রস্থের নিষিদ্ধই আছে, তাহার নিবারণের জন্য রাত্রিতে নিদ্রার বিধি নহে কিন্তু রাত্রিতে আর উপবেশন বা বিশ্রামার্থ অবস্থান-নিষেধের জন্য এই বিধি জ্ঞাতব্য। আর ভূমিতে শয়নও শয্যা পাতিয়া বা খট্বার উপর নহে—ইহা বুঝাইবার জন্য। তিনি দিন কাটাইবেন—ভ্রমণ দ্বারা অথবা অবস্থান বা উপবেশনরূপ ইচ্ছাবিহার দ্বারা অর্থাৎ আবশ্যকবোধে কিছুকাল স্থিতি, কিছুকাল উপবেশন, কিছুকাল ভ্রমণ ইত্যাদি বা যোগাভ্যাস দ্বারা দিন অতিবাহিত করিবেন। ৫১।

গ্রীষ্মকালে (চৈত্রাদি আষাঢ়াবধি মাসে) পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া (চতুর্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া ও ঊর্দ্ধে সূর্য্যে দৃষ্টি রাখিয়া) তপস্যা করিবেন, এইরূপ বর্ষাকালে (শ্রাবণাদি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত চারি মাসে) অনাবৃত (বৃষ্টিধারা-নিবারণ-রহিত) ভূমিতে শয়ন করিবেন, হিমকালে (শীতে অগ্রহায়ণাদি চারি মাসে) ভিজা কাপড়ে থাকিয়া তপোঽনুষ্ঠান করিবেন। যদি এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হন, তবে নিজ শক্তি অনুসারে যথাসম্ভব তপস্যা-চরণে রত থাকিবেন। ৫২।

যদি তাঁহাকে কেহ কণ্টকাদি দ্বারা ব্যথা দেয়, তথাপি তাঁহার উপর কুপিত হইবেন না। আবার যদি কেহ তাহার অঙ্গে চন্দন লেপনও করে, তাহাতেও তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন না কিন্তু সেই দুইজনের উপরই সমানবৃত্তি অর্থাৎ উদাসীন থাকিবেন। ৫৩।

যজ্ঞিয় অগ্নিত্রয়কে নিজের আত্মায় লীন করিয়া (যোগপ্রভাবে অন্তর্হিত করিয়া) যে কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া অর্থাৎ কুটীরবাসী না হইয়া, জীবন-ধারণোপযোগী অতি অল্প আহার লইয়া অথবা কন্দ ফল-মূল মাত্র খাইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কাল কাটাই-বেন। এইরূপে ফল-মূলাভাবে শরীরযাত্রানির্বাহ অসম্ভব হইলে যে কোনও অন্য বানপ্রস্থের গৃহে অন্নাদি ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। তাহাও দুর্লভ হইলে গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করিবেন, এবং সেই ভৈক্ষান্নের আটটি গ্রাস মাত্র মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। আট গ্রাসে শরীরধারণ অসম্ভব হইলে বানপ্রস্থ ষোলটি গ্রাসও গ্রহণ করিতে পারেন। যখন বানপ্রস্থ সমস্ত স্বধর্ম্মাচরণে অক্ষম হইবেন, তখন তিনি বায়ু ভক্ষণ করিয়া (বায়ু দ্বারা উদর পূরণ করিয়া) ঈশান কোণাভিমুখে প্রস্থান করিবেন, যাবৎ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরপাত না হয়, অকুটিল গতিতে (গতিভঙ্গ না করিয়া) গমন করিতেই থাকিবেন। গমনে অশক্ত হইলে ভৃগু (পর্ব্বতের উচ্চতট) হইতে পড়িয়া শরীর ত্যাগ করিবেন। ৫৪-৫৫।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বানপ্রস্থ ধর্ম্মপ্রকরণ সমাপ্ত।

(ক) বাসোঽমিতা—পা (খ) গচ্ছেদ্বা বর্ষ্মসংক্ষয়াৎ—পা

অথ যতিধর্ম্মপ্রকরণম্।

বনাদ্ গৃহাদ্ বা কৃত্বেষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণাম্।
প্রাজাপত্যাং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি ॥৫৬॥
অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোহগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্য্যাত্তু নান্যথা ॥৫৭॥
সর্বভূতহিতঃ শান্তস্ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
একারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥৫৮॥

অপ্রমত্তশ্চরেদ্ভৈক্ষং সায়াহ্নে নাভিলক্ষিতঃ।
রহিতে ভিক্ষুকৈর্গ্রামে যাত্রামাত্রমলোলুপঃ ॥৫৯॥
যতিপাত্রাণি মৃদ্বেণু-দার্বলাবুময়ানিচ।
সলিলৈঃ শুদ্ধিরেতেষাং গোবালৈশ্চাবঘর্ষণাৎ (ক)॥৬০।
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং রাগদ্বেষৌ বিহায় চ।
ভয়ং হৃত্বা চ ভূতানামমৃতী ভবতি দ্বিজঃ ॥৬১॥

যতিধর্ম্ম-প্রকরণ।

যতদিন পর্য্যন্ত তীব্র তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়া বিষয়-বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় এবং পুনশ্চ অহঙ্কারাদির উদ্ভবের আশঙ্কা না থাকে, ততদিন বনে বাস করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই মোক্ষ-বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে, ইহাই মোক্ষধর্ম্মগ্রহণের অধিকার-কাল, এই কথাই বলিতেছেন—বানপ্রস্থাশ্রম বা গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, তখন সার্ব্ববেদসী (সর্ব্ববেদোক্ত) দক্ষিণাসমন্বিত প্রজাপতিদেবতাক ইষ্টি (যজ্ঞবিশেষ) সমাপন করিয়া সেই যজ্ঞিয় তিন অগ্নি (দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও গার্হপত্যাগ্নি) শ্রৌত বিধানে নিজ আত্মাতে সমারোপণ করিয়া এবং বচনোক্ত 'চ' শব্দ দ্বারা বোধিত পুরশ্চরণানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ-শরীর হইয়া আটটি বা বারটি শ্রাদ্ধ করিবেন। মোক্ষাধিকারী হইতে হইলে যিনি স্ববেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, যিনি জপপরায়ণ, পুত্রবান্, দীন-দুঃখীকে সম্পদ্ বিতরণকারী, যথাশক্তি অন্নদাতা, তিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান না হইলে আহিতাগ্নি অর্থাৎ জীবনব্যাপী অগ্নিহোত্রানুষ্ঠায়ী হইয়া মোক্ষধর্ম্মে অধিকারী এবং নিত্য-নৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহার পূর্ব্ব কর্ত্তব্য, অন্যথা চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণে অধিকার নাই। এই সন্ন্যাস গ্রহণে মনুমতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ব্রহ্মচর্য্যের পরও মোক্ষধর্ম্মে অধিকার প্রতিপাদিত আছে। ৫৬-৫৭।

প্রিয়কারী বা অপ্রিয়কারী সকল প্রাণীতেই সমবৃত্তি এবং বাহ্যেন্দ্রিয় চক্ষুরাদিরও অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিষয়-সম্পর্ক রহিত হইবেন, তিনটি বৈণব দণ্ড মতান্তরে একদণ্ড দক্ষিণ হস্তে লইয়া বামহস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ করিবেন, অন্য কোন সন্ন্যাসীকেও সঙ্গী করিবেন না, অহংতা ও মমতা (আমি আমার এই অভিমান) ও তজ্জন্য লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহ, এমন কি, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিবেন, ভিক্ষার জন্য মাত্র গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিবেন, সুখে থাকিবার জন্য নহে, কিন্তু বর্ষার দুইমাস লোকালয়ে আশ্রয় লইতে পারেন। ভিক্ষা-চরণকালে বাক্য, চক্ষুঃ প্রভৃতির চাপল্য ত্যাগ করিয়া পঞ্চধা বিভক্ত দিনের পঞ্চম (শেষ) ভাগে (যখন গৃহস্থের বাটীতে অগ্নি নির্বাণ হইবে, সকলে ভুক্ত হইয়া থাকিবে, পাকস্থালী, শরাব প্রভৃতি তোলা হইয়া যাইবে তখন) একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন এবং জ্যোতিষ-বিদ্যা বা অন্য বিদ্যার পরিচয় বা উপদেশাদি দ্বারা নিজেকে জাহির না করিয়া অর্থাৎ অলক্ষিতভাবে থাকিয়া, যেখানে কোন পাষণ্ডী ভিক্ষুক নাই, এমন গ্রামে কেবল জীবন- ধারণোপযোগী ভিক্ষাদ্রব্য লোভশূন্য হইয়া গ্রহণ করিবেন। ৫৮ ৫৯।

তাঁহার ভিক্ষাপাত্র হইবে মৃত্তিকানির্মিত শরাবাদি, অথবা বংশনির্মিত (চুবড়ি প্রভৃতি) কিংবা কাষ্ঠনির্মিত বা অলাবুকৃত। ভিক্ষাচরণে অশুদ্ধ ঐ সকল পাত্রকে জলে ধৌত করিবে অথবা গো-পুচ্ছলোম দ্বারা মাজিবে, কোনও অপবিত্র দ্রব্য-স্পর্শ ঘটিলে যথোক্ত দ্রব্যশুদ্ধি-বিধায়ক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করিতে হয়। যতির অন্য কোন

(ক) গোবালৈশ্চাবঘর্ষণম্,—শ্চাবধর্ষণাৎ—পা।

কর্ত্তব্যাশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেণ বিশেষতঃ।
জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যকরণায় চ ॥৬২
অবেক্ষ্যা গর্ভবাসঞ্চ কর্মজা গতয়স্তথা।
আধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপর্য্যয়াঃ ॥৬৩॥
ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্য্যয়ঃ (ক)।
ধ্যানযোগেন সংপশ্যেৎ সূক্ষ্ম আত্মাত্মনি স্থিতঃ ॥৬৪॥

নাশ্রমঃ কারণং ধর্মে ক্রিয়মাণো ভবেদ্ধি সঃ।
অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরস্য (খ) ন তদাচরেৎ ॥৬৫॥
সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধীর্ধৃতির্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্মঃ সার্ব উদাহৃতঃ ॥৬৬॥

ইতি যতি-ধর্মপ্রকরণম্

নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান নাই, তিনি সর্ব্বদা আত্মোপাসনায় রত থাকিবেন। চক্ষুঃপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়গুলি রূপ-রসাদি গ্রাহ্য বিষয়গুলি হইতে প্রত্যাহার করিয়া প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ (আসক্তি) ও অপ্রিয়বস্তুতে বিদ্বেষ এবং প্রিয়সম্ভাষণ ও ঈর্ষ্যাদি ত্যাগ করিবেন। প্রাণীদের অপকার দ্বারা ভয়োৎপাদনে বিরত থাকিবেন, এইরূপে অন্তঃশুদ্ধিসম্পন্ন যতি অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকেন। ৬০-৬১।

ভিক্ষাশ্রমী যতির বিশেষভাবে অন্তঃকরণশুদ্ধি কর্ত্তব্য। ভোগ্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষ্যবস্তুর উপর দ্বেষ হইতে চিত্ত কলুষিত হয়, প্রাণায়াম দ্বারা সেই চিত্তমল দূর করিতে হইবে। কারণ, চিত্তশুদ্ধিই একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়। সেই চিত্তশুদ্ধি হইলে বিষয়ের উপর আসক্তি ও তজ্জন্য রাগ-দ্বেষাদি ধ্যান-ধারণাদির প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যায় এবং তাহার পর আত্মতত্ত্বে ধ্যান-ধারণা যতির করায়ত্ত হয়। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় রোধ করিবার উপায় বিষয়ের অসারত্ববোধ, অতএব (বিষয়-বৈরাগ্যের জন্য) এই সংসারের স্বরূপ জ্ঞাতব্য—যতি মনে মনে আলোচনা করিবেন—জীবের মাতৃগর্ভবাসের অবস্থা, তথায় মল মূত্রাদিপূর্ণ নানা কষ্টময় সঙ্কীর্ণ চর্ম্মপুটকের মধ্যে বাস, তাহার পর জন্ম ও মৃত্যু। জন্মের পর জীবের নিষিদ্ধ বস্তুর আচরণ হইতে দেহান্তে যে মহারৌরবাদি নরক-ভোগ হয়, ইহাও চিন্তনীয়। জীবদ্দশায় কতপ্রকার মনঃকষ্ট, কত শারীরিক ব্যাধি-যন্ত্রণা, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যুভয়রূপ ক্লেশের তরঙ্গ, আশ্রিতদেহের বলীপলিতাদি অবস্থা-বিপর্যয়, খঞ্জত্ব-কুব্জত্ব-কাণত্বাদিরূপে রূপের বিকৃতি, কর্ম্মানুসারে জীবের গো, মহিষ, কুকুর, শৃগালাদি নানা ক্লেশময় জাতিতে উৎপত্তি, অভীষ্ট বস্তুর অলাভে এবং বিদ্বিষ্ট বিষয়ের আগমে শত শত কষ্টের কথাও ভাবিবেন। এই সকল দেখিয়া যতি ধ্যানযোগে অতি সূক্ষ্ম আত্মার সন্ধানে রত থাকিবেন। সেই আত্মদর্শনের উপায় ধ্যানযোগ—শ্রুতি-প্রতিপাদিত ক্রমিক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে নিদিধ্যাসনকেই ধ্যানযোগ বলা হয়। ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত মূঢ় চিত্তকে অভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য দ্বারা বশীকৃত করিয়া নিরুদ্ধ ও একাগ্রভূমিতে উপনীত করার নাম যোগ, আর আত্মাতেই একাগ্রতা স্থাপনের নাম ধ্যান (তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে আত্মবিষয়ক চিন্তা), এইরূপ ধ্যানযোগ বা নিদিধ্যাসনের বিষয় বা ধ্যেয় হইবে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর হইতে বিভিন্ন, যিনি প্রাণাদি হইতে পৃথক্, তিনি পরব্রহ্মে অভিন্নরূপে অবস্থিত। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত তৎ-পদার্থ (কূটস্থ চিৎস্বরূপ পরমাত্মা) ও ত্বংপদার্থ (চিদংশ দেহোপাধিক জীবাত্মা), এই উভয়ের স্বগত উপাধিত্যাগাধীন উভয়ের ঐক্য চিন্তা করিবেন। ৬২-৬৪।

পূর্ব্ববচনোক্ত আত্মোপাসনায় দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ ও আশ্রম-নির্মাণ কারণ নহে। যেহেতু ইচ্ছামত উহা করিলেই হইল, তজ্জন্য বিশেষ কিছু আয়াস পাইতে হয় না। অতএব যাহা অপ্রিয় কটূক্তি প্রভৃতি নিজের উদ্বেগজনক, তাহা যতি অপরের প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। (মন্তব্য—ঋষি যে আশ্রম-ত্যাগের কথা বলিলেন, ইহার উদ্দেশ্য যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে,

(ক) প্রিয়ঃ প্রিয়বিপর্য্যঃ—পা (খ) পরেষাং—পা

অথাধ্যাত্মপ্রকরণম্।

নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাত্তস্মাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মনঃ প্রভবন্তি হি ॥৬৭॥
তত্রাত্মা হি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম কিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাদ্ধর্ম্মোভয়াত্মকম্ ॥৬৮॥

সেই অন্তঃশুদ্ধির প্রধান কারণ যে রাগদ্বেষ-বর্জ্জন ইহাই প্রধানতঃ বক্তব্য, তাহারই প্রশংসাসূচক এই বাক্য, নতুবা আশ্রম-পরিত্যাগ যতির করণীয় নহে, সত্যপ্রিয় ভাষণ, অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ না করা, অপকারীর উপর ক্রোধপরিহার, জনসমাজে যাহা অকার্য্য বলিয়া নিন্দিত, তাহা হইতে নিবৃত্তি, আহারাদি শুদ্ধি, হিতাহিতচিন্তা, ধৈর্য্য (চিত্তের স্থিরতা স্থাপন), মদত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্তি, আত্মজ্ঞান, ইহারা সকল ধর্ম্মের সার ।৬৫-৬৬।

যতিধর্ম প্রকরণ সমাপ্ত।

অধ্যাত্মপ্রকরণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—যতি যে ধ্যান-যোগে জীবাত্মাতে পরমাত্মদর্শন করিবে বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভব, উভয় তো একই, এক হইলে আধারাধেয়-ভাব বা বিষয়-বিষয়িভাব থাকিতে পারে না, তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—যেমন একটি সন্তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে অনেক অগ্নিকণা ছিটকাইয়া পড়ে, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে চিদংশ জীবাত্মাগুলির উদ্ভব। তাৎপর্য্য এই, যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই পদার্থ, বস্তুতঃ তাহাদের পারস্পরিক ভেদ নাই, তাহা হইলেও উপাধিভেদে ভিন্নসংজ্ঞা, যেমন লৌহপিণ্ড ও স্ফুলিঙ্গ, লৌহপিণ্ড বৃহৎ, স্ফুলিঙ্গ সূক্ষ্ম অথচ উভয়ই অগ্নি, সেইরূপ পরমাত্মা বৃহৎ (অপরিচ্ছিন্ন), জীবাত্মা অবিদ্যাবশতঃ দেহধারণ করিয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব নামে অভিহিত, এইমাত্র প্রভেদ ।৬৭।

পুনশ্চ আশঙ্কা—দেহধারণ না করিলে তো জীবাত্মার ক্রিয়া হয় না, আবার ক্রিয়া না হইলে দেহধারণ হয় না, তবে কিরূপে সৃষ্টির প্রথমে জীবের দেহধারণ সম্ভব? ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন,—আত্মার তখন যদিও পরিস্পন্দনাত্মক দৈহিক ক্রিয়া নাই কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনামক মানস কর্ম্ম আছে, তাহার বলেই সে বিভিন্ন শরীর গ্রহণ করে, এজন্য পরিস্পন্দন-ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, তাহার পর শরীর ধারণ করিয়া নিজেই অর্থাৎ কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়া যেমন এই মাতৃস্তন্যদুগ্ধ পান করিলে আমার তৃপ্তি হইবে, না করিলে কস্ট হইবে এই জ্ঞানকে উপজীব্য না করিয়াই সেই জীব পূর্ব্বজন্মের অনুভূতি-লব্ধ সংস্কারবশে এবং উদ্বোধকসাহায্যে স্তন্যপান করে। আবার কতকগুলি কাজ সে নিরভিসন্ধিভাবেই করিয়া যায়, যেমন পিপীলিকা-ভক্ষণাদি। কিছু জন্মান্তরীণ অভ্যাসবশেও করিয়া থাকে, যেমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম-বৈচিত্র্যই জীবের বিচিত্র জন্মের হেতু ।৬৮।

নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধা ব্রহ্ম গুণী বশী।
অতঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত (ক) ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥৬৯॥
সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীম্।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাংস্তথাদত্তে (খ) ভবন্নপি ॥৭০॥

আক্ষেপ হইতেছে—বেশ, স্বীকার করিলাম—ব্রহ্মেরই জীবসংজ্ঞা, কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য, জীব অনিত্য, বিষ্ণুমিত্র জন্মিয়াছে—এইরূপ ব্যবহার হইতেছে, এই আক্ষেপের উত্তরে বলিতেছেন,—হাঁ, আত্মা জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে আবির্ভূত, কিন্তু অবিদ্যাবশে তাহা সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তকারণ, কার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির স্বরূপ নহে, তাহার কারণ আত্মা অবিনাশী, দেহাদি বিনাশী। বেশ দেহাদি আত্মা না হউক, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহময়) জগতের কারণ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইবে না কেন, কারণের গুণ কার্য্যে সঙ্ক্রমিত হইতে দেখা যায়, আত্মাকে কারণ বলিলে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইহার উত্তরে বলিতেছেন,— না, আত্মাই কর্ত্তা, যেহেতু আত্মা বোদ্ধা, সুখদুঃখের হেতুস্বরূপ অদৃষ্ট, অনুভবকারী। অথবা আত্মা বোদ্ধা অর্থাৎ ঈক্ষণকারী, ঈক্ষণ ইচ্ছাবিশেষ

(ক) অতঃ শরীগ্রহণাৎ সংজাত—পা (খ) স্তথাধত্তে—পা

আহুত্যাপ্যাযতে সূর্যস্তস্মাদ্ বৃষ্টিরথৌষধিঃ (ক)।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমুপগচ্ছতি ॥৭১॥
স্ত্রী-পুংসয়োস্তু সংযোগে বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে।
পঞ্চ ধাতূন্ স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ ॥৭২॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণো জ্ঞানমায়ুঃ সুখং ধৃতিঃ।
ধারণা প্রেরণং দুঃখমিচ্ছাঽহংকার এব চ ॥৭৩॥

প্রযত্ন আকৃতিবর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈতদাত্মজং সর্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ ॥৭৪॥
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতে ধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্বুদং দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়েঽঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ ॥৭৫॥
আকাশাল্লাঘবং সৌক্ষ্মং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকম্।
বায়োস্তু স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষ্যমেব চ ॥৭৬॥

(বেদান্ত মতে), তাহা জড় প্রকৃতির থাকিতে পারে না, ন্যায়মতে—কর্তৃত্ব, ইষ্টসাধনতাজ্ঞানাধীন, সেই জ্ঞান অচেতন প্রকৃতির কিরূপে সম্ভব? অতএব আত্মাই কর্ত্তা। সেই জীবাত্মাই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী কালতঃ দেশতঃ স্বরূপতঃ পরিচ্ছেদরহিত. অন্য সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চপরিচ্ছিন্ন। যদি বল, ব্রহ্ম নির্গুণ জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ হইলে কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব? জীবাত্মা সগুণ তাহাও নহে ত্রিগুণ শক্তি অবিদ্যা তাহার অধীন, অতএব স্বতঃ জীবাত্মা নির্গুণ হইলেও শক্তিমান্ বলিয়া গুণবত্তা তাহাতে আরোপিত। তাই বলিয়া প্রকৃতি কারণ হইবে না, কেন না প্রকৃতি স্বাধীনা নহে, আত্মা স্বাধীন। প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব 'অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ' ইত্যাদি শ্রুতি ঘোষিত হইলেও শক্তি স্বরূপের কারণতা যুক্তিসিদ্ধ নহে, শক্তিমানেরই কর্তৃত্ব শক্তিসাহায্যে ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। সেই আত্মা উৎপত্তি-রহিত হইলেও শরীর-পরিগ্রহ-জন্য জাত বলিয়া পরিচিত হয়। অতঃপর আত্মার শরীর-পরিগ্রহ বিবৃত করিতেছেন,—সৃষ্টি-প্রারম্ভে পরমাত্মা যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ভূমি এই পঞ্চভূতকে উত্তরোত্তর একাধিক গুণ-বিশিষ্ট অর্থাৎ আকাশ—মাত্র শব্দগুণ, বায়ু—শব্দ ও স্পর্শগুণ, অগ্নি—শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণ, জল—শব্দ স্পর্শ, রূপ ও রসগুণক এবং পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণাত্মক, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেইরূপ জীবাত্মাও উৎপত্তির সময় নিজের আশ্রয়ণীয় দেহের উৎপাদক রূপে পঞ্চভূত সৃষ্টি করে। ৬৯-৭০।

পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত কিরূপে দেহ-নির্ম্মাণ করে, তাহা দেখাইতেছেন—যাজ্ঞিকগণ পুরোডাশাদি আহুতি দিয়া সূর্য্যকে সেই রস (তেজঃসংযোগে উত্থিত) দ্বারা আপ্যায়িত করে, কালবশে সেই হবির রসে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে শস্য উৎপন্ন হইয়া জীব-ভক্ষিত হইলে তাহা রসাদিক্রমে শুক্রে বা শোণিতে পরিণত হয়। ঋতুকালে স্ত্রী-পুরুষের সম্মেলন হইতে সেই বিশুদ্ধ শুক্র ও শোণিতে (যাহা-বাত-পিত্ত শ্লেষ্মাদুষ্ট গ্রন্থিযুক্ত এবং পূয় অর্থাৎ পুঁয মিশ্রিত, দুর্ব্বল, মূত্র, বিষ্ঠাগন্ধময় তাদৃশ শুক্র ও শোণিত বিশুদ্ধ নহে) থাকিয়া অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ শুক্র-শোণিতকে আশ্রয় করিয়া আত্মা পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করেন (চিচ্ছক্তিপ্রভাবে) এবং স্বয়ং ষষ্ঠরূপী প্রভু চেতন তাহাতে থাকিয়া নিজের আয়তন করিয়া লন। ৭১-৭২।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), উভয়েন্দ্রিয় মন, পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান. সমান, উদান, ব্যান), বোধ, জীবিতকাল, সুখ, ধৈর্য্য, ধারণা—প্রজ্ঞা ও মেধা, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাদের প্রেরণা, দুঃখ, ইচ্ছা, অহম্-অভিমান, উদ্যম, আকার, বর্ণ (শুভ্রত্বাদি), স্বর (কোমল, উচ্চ, গম্ভীরাদি), বিদ্বেষ, পুত্রাদির দ্বারা অভ্যুদয়, দৈন্য, এইগুলি সেই অনাদি হইয়াও শরীর-ধারণেচ্ছু আত্মার প্রাক্তন কর্ম্মের ফল। ৭৩-৭৪।

অতঃপর গর্ভোৎপত্তি-অবস্থায় শুক্র-শোণিতের ক্রমিক রূপান্তর-প্রাপ্তি বলিতেছেন,—সেই ষষ্ঠ ধাতু চেতন আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চধাতুর সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ জলের মত একীভূত হইয়া গর্ভের প্রথম মাসে তরল পদার্থাকারে

(ক) সূর্য্যাদ্ বৃষ্টিরথৌষধিঃ—পা।

পিত্তাত্তু (অগ্নেস্তু) দর্শনং শক্তিমৌষ্ণং রূপং প্রকাশিতাম্।
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্ ॥৭৭॥
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্তিমেব চ।
আত্মা গৃহ্লাত্যজঃ সর্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ ॥৭৮॥
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভো দোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যং মরণং বাহপি তস্মাৎ কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ॥৭৯
স্থৈর্য্যং চতুর্থে ত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ।
যষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোম্নাঞ্চ সম্ভবঃ ॥৮০॥

অবস্থান করে কিছুই কাঠিন্য-প্রাপ্ত হয় না। দ্বিতীয় মাসে একটি আবের (মাংসপিণ্ডের) আকারে থাকিয়া তৃতীয় মাসে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গসমন্বিত হয়।৭৫।

আত্মা নিত্য হইয়াও পঞ্চ-মহাভূতের মধ্যে আকাশ হইতে লঘুক্রিয়া, সূক্ষ্মদৃষ্টি শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃঢ়তা, অবকাশ এবং নিঃসঙ্গত্ব লাভ করে। বায়ু হইতে স্পর্শনেন্দ্রিয় (ত্বগিন্দ্রিয়), চেষ্টা (শারীরিক), অঙ্গের বিবিধপ্রকার আকুঞ্চন-প্রসারণাদি এবং রুক্ষতা পাইয়া থাকে। অগ্নি হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, ভুক্ত বস্তুর পরিপাক-শক্তি, উত্তাপ, রূপ ও দীপ্তি অধিগত হয়। জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, শীতল স্পর্শ, স্নেহ, ক্লেদ ও মৃদুতা, পৃথিবী হইতে গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গুরুভার ও মূর্ত্তিধারণরূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর চতুর্থ মাসে স্পন্দন করিতে থাকে। ৭৬-৭৮।

দ্বি-হৃদয়া রমণীর (নিজের হৃদয় ও গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয় এই দুই হৃদয়সম্পন্না অর্থাৎ গর্ভিণীর) আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (দোহদ) না প্রদান করিলে গর্ভস্থ সন্তান বিরূপ এমন কি মরণ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য গর্ভকালে তাহার প্রিয়কার্য্য অবশ্য করণীয়। ৭৯।

তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণের যে অঙ্গসংস্থান হয়, চতুর্থ মাসে তাহার স্থিরতা জন্মে। পঞ্চম মাসে শরীরে রক্ত সঞ্চার, যষ্ঠে বল, বর্ণ ও নখ-রোমোদয় হইয়া থাকে ॥৮০।

মনশ্চৈতন্যযুক্তোহসৌ নাড়ী-স্নায়ু-শিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্-মাংস-স্মৃতিমানপি ॥৮১॥
পুনর্দ্ধাত্রীং পুনর্গর্ভমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতো গর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে ॥৮২॥
নবমে দশমে বাহপি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ॥৮৩॥
তস্য বোঢ়া শরীরাণি ষট্ত্বচো ধারয়ন্তি চ।
ষড়ঙ্গানি তথাস্থ্নাঞ্চ সহ যষ্ট্যা শতত্রয়ম্ ॥৮৪॥

তাহার পর সপ্তম মাসে গর্ভস্থ সন্তান মনঃ, চিত্ত ও চেতনাযুক্ত হয় এবং বায়ুবাহিনী ধমনীসমষ্টি অস্থিবন্ধন স্নায়ুশত এবং বাত-পিত্ত-কফ ধাতুবাহিনী শিরায় পূর্ণ হইয়া অষ্টম মাসে ত্বক্ (চর্ম্ম), মাংস ও স্মৃতিশক্তি লাভ করে। ৮১।

অষ্টম মাসে সেই ভ্রূণের ওজোগুণ (বুকের বল) উৎপন্ন হয় বলিয়া সে একবার পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, আবার গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে, এইরূপ চঞ্চলগতি হয়, এইজন্য অষ্টমমাসস্থ ভ্রূণ কোনরূপে প্রসূত হইলে প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৮২।

এইরূপ সম্পূর্ণাঙ্গ গর্ভ নবম ও দশম মাসে, এমন কি, সপ্তম-অষ্টম মাসেও গর্ভিণীর অত্যধিক পরিশ্রমাদি দোষে প্রবল প্রসব বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া নিষ্পীড়িত শরীরে ধনুর্ধারি কর্তৃক ধনুর্যন্ত্রে প্রেরিত বাণের মত নিঃসারিত হয়। ৮৩।

অতঃপর জাতজীবের শরীর-স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন, সেই জীবাত্মার যে জরায়ুজ ও অণ্ডজ দুইটি শরীর আছে, রক্তাদি ছয়টি ধাতুর পরিপাচক অগ্নিস্থানভেদে তাহারা প্রত্যেকে ছয় প্রকার। যেমন অন্নরস জঠরাগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়া রক্তরূপে পরিণত হয়, রক্তও নিজ কোশস্থিত অগ্নি দ্বারা পরিপাক লাভ করিয়া মাংসত্ব লাভ করে, আবার মাংস নিজ কোশস্থিত অনল-সংযোগে পরিণত হইয়া মেদাকার ধারণ করে। মেদও ঐরূপ

স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টির্দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ।
পাণি-পাদ-শলাকাশ্চ তাসাং স্থানচতুষ্টয়ম্ ॥৮৫॥
ষষ্ট্যঙ্গুলীনাং দ্বে পার্ষ্ণ্যোর্গুল্‌ফেষু চ চতুষ্টয়ম্।
চত্বার্য্যরত্নিকাস্থীনি জঙ্ঘয়োস্তাবদেব তু ॥ ৮৬॥
দ্বে দ্বে জানুকপোলোরুফলকাংসসমুদ্ভবে।
অক্ষ-তালূষকে শ্রোণীফলকে চ বিনির্দ্দিশেৎ ॥৮৭
ভগাস্থ্যেকং তথা পৃষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
গ্রীবা পঞ্চদশাস্থিঃ স্যাজ্জত্র্বেকৈকং তথা হনুঃ॥৮৮॥

অনল সম্পর্কে বিকৃত হইয়া অস্থিনামে অভিহিত হয়, অস্থি ঐরূপে মজ্জা হয় এবং মজ্জাও ঐভাবে বিকৃত হইয়া শুক্রাকার প্রাপ্ত হয়, এইভাবে ষট্‌কোশস্থিত বহ্নির পরিপাকে শরীর ষাট্‌কৌশিক নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। সেই ষাট্‌কৌশিক শরীর ছয়টি ত্বক্ ধারণ করে অর্থাৎ রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র এই ছয়টি ধাতু। কদলী বৃক্ষের ত্বক্ যেমন বাহ্য ও আভ্যন্তর হইয়া বৃক্ষকে বাঁচাইতেছে, সেইরূপ শরীরের বহির্দেশে ও অভ্যন্তরে থাকিয়া শরীরের আচ্ছাদক ক্রমিক ছয়টি ত্বক্ ধারণ করিয়া রাখিতেছে। সেই প্রকার দুই হাত, দুই পা, মস্তক ও গাত্র এই ছয় অঙ্গকেও ঐ ষড়্‌বিধ শরীর (রক্তময়াদি) ধারণ করিতেছে। আবার ঐ ছয় শরীর তিন শত ষাইট্ অস্থিকে রক্ষা করিতেছে। ৮৪।

স্থাল অর্থাৎ দন্তমূলস্থিত বত্রিশটি অস্থি ও বত্রিশটি দন্ত, হস্তপদের কুড়িটি নখ, হস্ত-পদস্থিত শলাকাকার চারিটি অস্থি, মণিবন্ধের (অঙ্গুলি-মূলের) কুড়িটি অস্থি। নখও শলাকাস্থির স্থান চারিটি হস্তপাদ। ৮৫।

হস্তপদের কুড়িটি অঙ্গুলি তিন ভাগে বিভক্ত, সুতরাং প্রত্যেকে তিনটি হিসাবে কুড়িটি অঙ্গুলিতে ষাইট্‌টি অস্থি, পায়ের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ গোড়ালীতে দুইটি করিয়া চারিটি, দুই বাহুতে অরত্নি-প্রমাণ চারিটি, জঙ্ঘাতেও সেইরূপ চারিটি, সর্ব্বসমেত চুয়াত্তরটি অস্থি হইতেছে। জানু অর্থাৎ জঙ্ঘা (জানুর নিম্নদেশ) ও ঊরুর সন্ধিস্থল, কপোল (গাল), ঊরুপীঠ, অংস (ভুজমূলভাগ),

তন্মূলে দ্বে ললাটাক্ষি-গণ্ডে নাসা ঘনাস্থিকা।
পার্শ্বকাঃ স্থালকৈঃ সার্দ্ধমর্ব্বুদৈশ্চ দ্বিসপ্ততিঃ ॥৮৯॥
দ্বৌ শঙ্খকৌ কপালানি চত্বারি শিরসস্তথা।
উরঃ-সপ্তদশাস্থীনি পুরুষস্যাস্থিসংগ্রহঃ ॥৯০॥
গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দাশ্চ বিষয়াঃ স্মৃতাঃ।
নাসিকা লোচনে জিহ্বা ত্বক্ শ্রোত্রং চেন্দ্রিয়াণি চ ॥৯১
হস্তৌ পায়ুরুপস্থশ্চ বাক্‌পাদৌ চেতি পঞ্চ বৈ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি জানীয়াম্মনশ্চৈবোভয়াত্মকম্ ॥৯২॥

অক্ষ (কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যবর্ত্তী যাহা মাথার শঙ্খাস্থির অধোভাগস্থিত), তালূষক (ঘাড়), শ্রোণী (নিতম্ব), পীঠ ইহাদের প্রত্যেক স্থানে দুই দুইখানি করিয়া চোদ্দটি অস্থি জানিবে। ৮৬-৮৭।

গুহ্যদেশে একটি, পৃষ্ঠে পঁয়তাল্লিশটি, গ্রীবায় পনরটি, দুইটি জত্রু (বুক ও কাঁধের সন্ধিতে), হনু (চুয়াল)তে একখানি সর্ব্বসমেত চৌষট্টিটি অস্থি। ৮৮।

হনুমূলে দুইখানি, ললাট, চক্ষুঃ ও গণ্ডে (গালের উপরিদেশ এবং অক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থানে) দুই দুইখানি, নাসিকায় ঘননামক একখানি, পার্শ্বক (পাঁজরা), স্থালক (পার্শ্বকের আধার), অর্ব্বুদ (অর্ব্বুদ নামক অস্থিবিশেষ) ইহাদের অস্থি সর্ব্বসমেত দ্বিসপ্ততি। ৮৯।

দুইটি শঙ্খকাস্থি (ভ্রূ ও কর্ণের মধ্যভাগস্থিত), মস্তকের চারিখানি কপালাস্থি (খুলি), বক্ষের সতরটি এইরূপে সমষ্টিতে তিন শত ষাইট্ সংখ্যক অস্থি একটি জরায়ুজ শরীরে বিদ্যমান। ৯০।

গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিষয় (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু), তাহার গ্রাহক নাসিকা, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ত্বক্ ও শ্রোত্র এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৯১।

হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), জিহ্বা, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে। মনঃ উভয় ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হইয়া কার্য্য করে, এজন্য উভয়েন্দ্রিয়। নাভি, ওজঃ (বক্ষের বল), অপান দেশ, শুক্র, রক্ত, দুইটি শঙ্খাস্থি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয় এই দশটি প্রাণবায়ুর আশ্রয়। (মন্তব্য—যদিও সমান বায়ু সমস্ত

নাভিরোজো গুদং শুক্রং শোণিতং শঙ্খকৌ তথা।
মূৰ্দ্ধাংসকণ্ঠহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনানি তু ॥৯৩॥
বপা বসাঽবহননং নাভিঃ ক্লোম যকৃৎ প্লিহা ॥
ক্ষুদ্রান্ত্রং বৃক্ককৌ বস্তিঃ পুরীষাধানমেব চ ॥৯৪॥
আমাশয়োঽথ হৃদয়ং স্থূলান্ত্রং গুদমেব চ।
উদরঞ্চ গুদৌ কোষ্ঠ্যৌ বিস্তারোঽয়মুদাহৃতঃ ॥৯৫॥
কনীনিকে সাক্ষিকূটে শষ্কুলী কর্ণপত্রকৌ।
কর্ণৌ শঙ্খৌ ভ্রুবৌ দন্তাবেষ্টাবোষ্ঠৌ
ককুন্দরে ॥৯৬॥
বঙ্ক্ষণৌ বৃষণৌ বৃক্কৌ শ্লেষ্মসঙ্ঘাতজৌ স্তনৌ।
উপজিহ্বা স্ফিচৌ বাহূ জঙ্ঘোরুষু চ পিণ্ডিকা ॥৯৭॥
তালুদরং বস্তিশীর্ষং চিবুকে গলশুণ্ডিকে।
অবটশ্চৈবমেতানি স্থানান্যত্র শরীরকে ॥৯৮॥
অক্ষি (বর্ত্ম)-কর্ণ-চতুষ্কঞ্চ পদ্ধস্তহৃদয়ানি চ।
নবচ্ছিদ্রাণ তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু ॥৯৯॥
শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ।
ধমনীনাং শতে দ্বে চ পেশী পঞ্চ শতানি চ ॥১০০॥
একোনত্রিংশল্লক্ষাণি তথা নব শতানি চ।
ষট্‌পঞ্চাশচ্চ জানীত শিরাধমনিসংজ্ঞিতাঃ ১০১॥
ত্রয়ো লক্ষাস্তু বিজ্ঞেয়াঃ শ্মশ্রুকেশাঃ শরীরিণাম্।
সপ্তোত্তরং মর্ম্ম শতং দ্বে চ সন্ধিশতে তথা ॥১০২॥

শরীর-সঞ্চারী তথাপি নাভি প্রভৃতি স্থানে তাহার কার্য্যকারিতা অধিক, এজন্য এই উক্তি হইয়াছে।৯২-৯৩।

বপা (হৃদয়ের মেদ), বসা (মাংসের স্নেহ), অবহনন (ফুস্‌ফুস্), নাভি, প্লীহা ক্লোম (উদরের বাম ভাগস্থিত দুইটি মাংসপিণ্ডাকার বস্তু), যকৃৎ ক্লোম (দক্ষিণ কুক্ষিগত কৃষ্ণবর্ণ দুইটি মাংসপিণ্ড), ক্ষুদ্রান্ত্র (হৃদয়স্থিত অন্ত্র), বৃক্কক (হৃদয়ের সমীপবর্ত্তী দুইটি মাংসপিণ্ড), বস্তি (মূত্রাশয় কিড্‌নী), পুরীষাধান (মলভাণ্ড)। আমাশয় (অপক্ক অন্নের স্থান), হৃদয় (বক্ষের অভ্যন্তরস্থিত পদ্মাকার স্থান), স্থূল অন্ত্র, মলদ্বার, উদর, বাহ্য ভগবলয়ের অন্তর্ভগবলয় দুইট যাহারা কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই ভাবে ইহার প্রপঞ্চ কথিত হইল। ৯৪-৯৫।

দুইটি অক্ষিতারা, অক্ষিকূট (চক্ষুঃ ও নাসিকার দুইটি সন্ধি,) কর্ণশষ্কুলী (কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয়), দুইটি কর্ণ, দুইটি শঙ্খাস্থি, ভ্রূদ্বয়, দুইটি পাটী দাঁত, ওষ্ঠাধর, জঘনকূপদ্বয়, বঙ্ক্ষণ (জঘন ও উরুর দুই সন্ধি), বৃষণ (অণ্ডদ্বয়), বৃক্ক (হৃদয়াগ্র মাংসপিণ্ড দুইটি), দুই স্তন যাহা শ্লেষ্ম সঙ্ঘাত হইতে উৎপন্ন, উপজিহ্বা (ঘন্টিকা), স্ফিক্ (পাছা), দুই বাহু, জঙ্ঘা ও উরুগত মাংসপিণ্ড, তালু, উরু, বস্তি (গুহ্যদেশ), মস্তক, চিবুক (থুথনী), গলশুণ্ডিকা (হনু ও গালের দুই সন্ধি), অবট (শরীরে যেকোন অংশে নিম্নতা আছে) এবং কণ্ঠমূল, বগল প্রভৃতি শরীরের এক একটি অংশ। চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, হস্তপাদ, হৃদয়, নাসিকা, ছিদ্রদ্বয়, পায়ু ও উপস্থ এইগুলি ও অন্যান্য ছিদ্র প্রাণবায়ুর আয়তন। ৯৬-৯৯।

নাভির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাবাহিনী চল্লিশটি শিরা আছে, যাহারা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে। নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সাত শত সংখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে। সেইরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধি-বন্ধন নব শত স্নায়ু শরীরে বিদ্যমান। ধমনী অর্থাৎ নাভি হইতে নির্গত শিরাবিশেষ,—যাহারা প্রাণাদি বায়ু বহন করে, ইহারা চত্বারিংশৎসংখ্যক, শাখা ভেদে দুই শত হইয়া থাকে। পেশী (মাংসপিণ্ডাকার উরুপিণ্ডের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধি) এই শরীরে পাঁচ শত আছে। ১০০।

শিরা, উপশিরা, ধমনী, উপধমনী-ইহারা মিলিত হইয়া শাখা-প্রশাখা ভেদে উনত্রিশ লক্ষ নয়শত ছাপ্পান্ন সংখ্যায় সংখ্যাত। হে মুনিগণ—তোমরা ইহা অবগত হও। শরীরধারী পুরুষদেয় শরীরে শ্মশ্রু (দাড়ি) ও কেশ তিন লক্ষ জানিও এবং মরণের হেতুভূত বা কষ্টের কারণস্থান একশত সাত। আর সন্ধিস্থান (সংযোগস্থল) দুইশত ।১০১-২।

রোম্ণাং কোট্যশ্চ পঞ্চাশচ্চতস্রঃ কোট্য এব চ।
সপ্তষষ্টিস্তথা লক্ষাঃ সার্দ্ধাঃ স্বেদায়নৈঃ সহ ॥১০৩॥
বায়বীয়ৈর্বিগণ্যন্তে বিভক্তাঃ পরমাণবঃ।
যদ্যপ্যেকোঽনুবেত্ত্যেষাং (ক)ভাবনাঞ্চৈব সংস্থিতিম্ ॥১০৪॥
রসস্য নব বিজ্ঞেয়া জলস্যাঞ্জলয়ো দশ।
সপ্তৈব তু পুরীষস্য রক্তস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥১০৫॥
ষট্‌শ্লেষ্মা পঞ্চ পিত্তঞ্চ চত্বারো মূত্রমেব চ।
বসা ত্রয়ো দ্বৌ তু মেদো মজ্জৈকোঽর্দ্ধন্তু মস্তকে ॥১০৬॥
শ্লেষ্মৌজসস্তাবদেব রেতসস্তাবদেব তু।
ইত্যেতদস্থিরং বর্ষ্ম যস্য মোক্ষায় কৃত্যসৌ ॥১০৭॥

দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াদভিনিঃসৃতা।
হিতাহিতানামনাড্যস্তাসাং মধ্যে শশিপ্রভম্ ॥১০৮॥
মণ্ডলং তস্য মধ্যস্থ আত্মা দীপ ইবাচলঃ।
স জ্ঞেয়স্তং বিদিত্বেহ পুনরায়তনে ন তু ॥১০৯॥
জ্ঞেয়ং চারণ্যকমহং যদাদিত্যাদবাপ্তবান্।
যোগশাস্ত্রঞ্চ মৎপ্রোক্তং জ্ঞেয়ং যোগমভীপ্সতা ॥১১০॥
অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্।
ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎপ্রভুঃ ॥১১১॥
যথাবিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্ (খ)।
সাবধানস্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥১১২॥

রোম পরমাণু যাহা সূক্ষ্ম অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থিত, স্বেদস্রাবী ছিদ্রের সহিত মিলিয়া ইহাদের সংখ্যা চুয়ান্ন কোটী সাতষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, ইহারা বায়বীয় পরমাণু দ্বারা বিভক্ত হইয়া পৃথগ্‌রূপে গণিত হইতেছে। ইহা শাস্ত্রোক্তি অনুসারে বর্ণিত হইল। এই যে শিরাদি ভাব ও সংস্থান ইহা অতি দুর্বোধ। হে মুনিগণ, যদি আপনাদের মধ্যে একজনও জানিতে পারেন, তবে তিনি মহান্। ১০৩-৪।

অতঃপর শরীরের রসাদি পরিমাণ শ্রবণ করুন—ভুক্ত বস্তুর সম্যক্ পরিপাকের পর যে সার অংশ নির্গত হয়, তাহার নাম রস, তাহার পরিমাণ নয় অঞ্জলি। তাহা হইতে যে জলীয়াংশ বহির্গত হয় তাহাতে পার্থিব অংশের মিশ্রণ হেতু উহা দশ অঞ্জলি পরিমিত। পুরীষাংশ সাত অঞ্জলি, জঠরানলের পরিপাকে রক্তাপন্ন অন্নরসের পরিমাণ আট অঞ্জলি। কফাংশ ছয় অঞ্জলি পরিমিত। পিত্তাংশের পরিমাণ পঞ্চ অঞ্জলি। মূত্রের চারি অঞ্জলি, বসা তিন, মেদ দুই, মজ্জা এক অঞ্জলি। মস্তকে অর্দ্ধাঞ্জলি, শ্লেষ্মাসারে অর্দ্ধাঞ্জলি এবং শুক্রেতে অর্দ্ধাঞ্জলি। এই বিনশ্বর শরীর যে ব্যক্তির মুক্তির সাধন হয়, সে-ই ধন্য, সে-ই সার্থকজন্মা। ১০৫-৭।

মনুষ্যের হৃদয়-প্রদেশ হইতে কদম্ব-কেসরের মত সব দিক হইতে বাহাত্তর হাজার হিতাহিতকারিণী নাড়ী নির্গত হইয়াছে। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামে আরও তিনটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণভাগে বহিয়া হৃদয়ে আসিয়াই বিপরীত স্থিতি লাভ করিয়াছে। নাসিকা-বিবরের মধ্যে দক্ষিণে পিঙ্গলা ও বামে ইড়া বহিয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর আশ্রয় হয়। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে নির্গত। সেই তিনটি নাড়ীর মধ্য নাড়ী সুষুম্নাতে চন্দ্রসমান স্নিগ্ধ জ্যোতির্মণ্ডল বর্ত্তমান। তাহাতেই আত্মা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির দীপ্তিময় বিরাজমান। তাহাকেই জানিতে হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলে আর ইহজগতে আসিতে হইবে না, অমৃতত্ব লাভ হইবে। বিষয়ান্তর পরিহার করিয়া আমি যোগপ্রাপ্তির জন্য ভগবান্ আদিত্যের উপাসনা করি, তাঁহার কৃপায় যে বৃহদারণ্যক পাইয়াছি, তাহা জানিতে হইবে। এবং আমি যে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি যোগ জিজ্ঞাসুর তাহাও জ্ঞেয়।১০৮-১০।

অতঃপর আত্মধ্যানের উপায় বলিতেছেন,—যোগী মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, ইন্দ্রিয়সমুদয়কে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, এক আত্মনিষ্ঠ করিয়া আত্মাকে ধ্যান করিবে,

(ক) যেত্ত্যপ্যেকোঽনুবেত্ত্যেষাং—পা।

(খ) গায়ত্র্যবিধ্যয়ম্—পা।

অপরান্তকমুল্লোপ্যং মদ্রকং প্রকরীস্তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানি চ ॥১১৩॥
ঋগ্‌গাথা-পাণিকা-দক্ষবিহিতা-ব্রহ্মগীতিকাঃ।
জ্ঞেয়মেতত্তদভ্যাসকরণান্মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥১১৪॥
বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥১১৫॥
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে ॥১১৬॥

অনাদিরাত্মা কথিতস্তস্যাদিস্তু শরীরকম্।
আত্মনশ্চ জগৎ সর্ব্বং জগতশ্চাত্মসম্ভবঃ ॥১১৭॥
কথমেতদ্বিমুহ্যামঃ সদেবাসুরমানবম্
জগদুদ্ভূতমাত্মা চ কথং তস্মিন্ বদস্ব নঃ ॥১১৮॥
মোহজালমপাস্যেদং পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।
সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চাঃ সহস্রশঃ ॥১১৯॥
স আত্মা চৈব যজ্ঞশ্চ বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ।
বিরাজঃ সোঽন্নরূপেণ যজ্ঞত্বমুপগচ্ছতি ॥১২০॥

তিনি নিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর নিবাত দীপের মত স্থির দীপ্যমান হৃদয়ে অবস্থিত। যেমন শরাবসংপুটে ঢাকা প্রদীপ-প্রভার প্রতান চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, প্রদীপ নিষ্কম্প থাকে, সেইরূপ বিক্ষোভ-রহিত চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ান্তরের প্রকাশ হইতে নিবৃত্ত করিয়া এক আত্মাতেই নিমগ্ন রাখার নামই ধ্যান। যে যোগীর চিত্তবৃত্তি নিরাকার ধ্যেয় বিষয়কে আশ্রয় করিয়া তাহাতে রত হয় না, তিনি শব্দ-ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। স্বাধ্যায়ে যেমন বিধান আছে, সেই বিধানে অবহিতভাবে অস্খলিত গেয় সাম পাঠ করিতে থাকেন, তিনি তাহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে শব্দাকার শূন্যের উপাসনায় পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। সামগীত সাত প্রকার—অপরান্তক, উল্লোপ্য, মদ্রক, প্রকরী, ঔবেণক, সরোবিন্দু ও উত্তর। চ-শব্দ দ্বারা আরও প্রকার কহিতেছেন—আসারিত, বর্দ্ধমানকাদি এগুলি মহাগীতক। ঋগ্‌গাথা, পাণিকা, দক্ষবিহিতা ও ব্রহ্মগীতিকা এই সকল মোক্ষ-সঙ্গীত গেয়, ইহাদের চর্চা করিতে করিতে একাগ্রতা জন্মে, তাহার ফলে মোক্ষ করায়ত্ত হয়। ১১১-১৪।

যে ব্যক্তি ভরতাদি মুনিপ্রতিপাদিত বীণাবাদন-তত্ত্ব জানে, নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়্‌জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম স্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি এবং আঠার প্রকার জাতি-জ্ঞানে সুনিপুণ, যে ব্যক্তি গীতের তাল বুঝে, সে ব্যক্তি বীণাবাদন অভ্যাস করিতে করিতে মুক্তিপথে উপস্থিত হয়। ১১৫।

উক্তরূপ গীতবিদ্ ব্যক্তি যদি গীতযোগ দ্বারা কোন রকমে মুক্তিপদ লাভ না করে, তবে সে রুদ্রের অনুচর হইয়া রুদ্রের সহিত বাসকরত আনন্দ উপভোগ করে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে আত্মা স্বরূপতঃ অনাদি উৎপত্তিহীন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের প্রথম শরীর-গ্রহণই উদ্ভব বলিয়াছি। পরমাত্মা হইতে পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত ভুবনের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেই উদ্ভূত ভুবন হইতে জীবসমুদায়ের স্থূল শরীর-গ্রাহিরূপে উদ্ভব বলিয়াছি। ১১৬-১৭।

মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন,—এই সকল দেবাসুর মনুষ্যাদি সহিত পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহা পরম ব্রহ্ম হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, এবং সেই জগতের মধ্যে আত্মা পশু-পক্ষী-সরীসৃপাদি শরীর কিরূপে ধারণ করে?—ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। হে মহর্ষি! আপনি সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্য বিস্তৃতভাবে আমাদিগের নিকট ইহা বর্ণনা করুন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে মুনিগণ! এই জগতে আপনারা স্থূল শরীরাদিকে যে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছেন, ইহা মিথ্যা অভিমান, ইহা ত্যাগ করিয়া আত্মার স্বরূপ শুনুন আত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ বস্তু, তিনি পুরুষ নামে অভিহিত, তাঁহার সহস্র হস্ত, চরণ, চক্ষুঃ (স্থূল শরীরাভিমানী আত্মার দুই পা, দুই হাত, দুই চোখ), সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ, সহস্র মস্তক। সেই পুরুষকেই তত্ত্বসাক্ষাৎকারী ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া থাকেন। ১১৮-১৯।

তিনিই জীবাত্মা, তিনিই প্রজাপতি, কারণ বিশ্বময় তিনি বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মক। কিরূপে বিশ্বরূপ?—তাহাও

যো দ্রব্যদেবতাত্যাগসম্ভূতো রস উত্তমঃ।
দেবান্ সন্তর্প্য স রসো যজমানং ফলেন চ ॥১২১॥
সংযোজ্য বায়ুনা সোমং নীয়তে রশ্মিভিস্ততঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামবিহিতং সৌরং ধামোপনীয়তে ॥১২২॥
স্বমণ্ডলাদসৌ সূর্য্যঃ সৃজত্যমৃতমুত্তমম্।
যজ্জন্ম সর্বভূতানামশনানশনাত্মনাম্ ॥১২৩॥
তস্মাদন্নাৎ পুনর্যজ্ঞঃ পুনরন্নং পুনঃ ক্রতুঃ।
এবমেতদনাদ্যন্তং চক্রং সম্পরিবর্ত্ততে ॥১২৪॥
অনাদিরাত্মা সম্ভূতির্বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষকর্ম্মজঃ ॥১২৫॥

সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যুস্তস্য বর্ণা যথাক্রমম্ ॥১২৬॥
পৃথিবী পাদতস্তস্য শিরসো দ্যৌরজায়ত।
নস্তঃ প্রাণা দিশঃ শ্রোত্রাৎ স্পর্শা-
দ্বায়ুর্মুখাচ্ছিখী ॥১২৭॥
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।
জঘনাদন্তরিক্ষঞ্চ জগচ্চ সচরাচরম্ ॥১২৮॥
যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরঃ স কথং ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥১২৯॥

শ্রবণ করুন—যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত পুরোডাশাদি অন্নরূপে তিনি যজ্ঞ, আবার সেই যজ্ঞ হইতে বৃষ্ট্যাদিক্রমে প্রজা-সৃষ্টি, এইরূপে তিনি সমস্তস্বরূপ। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশে চরু-পুরোডাশাদি হবিঃ-প্রদান হইতে অদৃষ্ট-(পুণ্য) নামক উত্তম রস উৎপন্ন হয়, তাহাই দেবতা-দিগকে প্রীত করিয়া যাগকারীকে অভীষ্ট ফল দিয়া প্রীত করে। কিরূপে অভীষ্ট ফল দান করে—তাহাই বলিতেছেন,—যজমান দেহত্যাগের পর বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে নীত হয়। তাহার পর চন্দ্ররশ্মি দ্বারা তথা হইতে ঋক্-যজুঃ-সামময় সূর্য্যকিরণে উপনীত হয়। ১২০-২২।

সূর্য্যদেব নিজ মণ্ডল হইতে এক অমৃতময় রস বৃষ্টিরূপে নিক্ষেপ করেন, যাহা খাদ্যজীবী ও খাদ্য-নিরপেক্ষ চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির হেতু। জীবলোকের উৎপত্তি ঐ বৃষ্টি-সম্পাদিত শস্য হইতে। শস্য হইতেই পুনরায় কর্ম্ম, কর্ম্ম (যজ্ঞ) হইতে আবার বৃষ্ট্যাদি দ্বারা শস্যের উৎপত্তি, আবার যজ্ঞ, এইভাবে অনাদি অনন্তকাল চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ১২৩-২৪।

আত্মার অনাদি অনন্ত সংসার হইলেও মুক্তির অনুপপত্তি নাই—যদিও আত্মা অনাদি, শরীরান্তস্থিত সেই আত্মার জন্ম নাই, তাহা হইলেও শরীরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হয় অর্থাৎ শরীর-রূপ আয়তনে থাকিয়া সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক ভোগ্য উপভোগ করে। এই সম্বন্ধও তাহার স্বাভাবিক নহে। মোহ, ইচ্ছা ও দ্বেষ-জনিত কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কর্ম্মনাশ বা কর্ম্ম-সংস্কার নাশ হইলেই আত্মার শরীরাভিমানরূপ সম্বন্ধনাশাধীন মুক্তি সম্ভব। ১২৫।

এক্ষণে আত্মা হইতে জগতের উদ্ভব কিরূপে তাহা বলিতেছি,—আত্মা বহুরূপী সহস্র সহস্র মূর্ত্তিধারী, তিনিই আদি পুরুষ—একথা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলা হইয়াছে। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র এই চারিবর্ণের যথাক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বিরাট্ পুরুষের পদ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। মস্তক হইতে দেবলোক, নাসিকা হইতে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, কর্ণ হইতে দিঙ্মণ্ডল, ত্বগিন্দ্রিয় হইতে অন্য বাহ্য বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, জঘন (নাভির অধোদেশ) হইতে অন্তরীক্ষ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। ১২৬-২৮।

মুনিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে যোগীশ্বর! যদি ইহাই হয় অর্থাৎ যদি পরমাত্মাই জীব-ভাব গ্রহণ করেন, তবে তিনি পশুপক্ষী প্রভৃতি পাপযোনিতে শরীর পরিগ্রহ করেন কেন? যদি বলেন—প্রাক্তন মোহ, রাগ, দ্বেষাদি দোষে সেই সংস্কারবশতঃ তাঁহার সেই সেই শরীর-ধারণ হইয়া থাকে, তবে আপত্তি হইতেছে—তিনি তো ঈশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার রাগ-দ্বেষাদি দোষ-সম্বন্ধ হইবে

করণৈরন্বিতস্যাপি পূর্বজ্ঞানং কথঞ্চন।
বেত্তি সর্বগতাং কস্মাৎ সর্বগোঽপি ন বেদনাম্ ॥১৩০॥
অন্ত্যপক্ষিস্থাবরতাং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মজৈঃ।
দোষৈঃ প্রযাতি জীবোঽয়ং ভবং যোনি-
শতেষু চ ॥১৩১॥
অনন্তাশ্চ যথা ভাবাঃ শরীরেষু শরীরিণাম্।
রূপাণ্যপি তথৈবেহ সর্বযোনিষু দেহিনাম্ ॥১৩২॥
বিপাকঃ কর্ম্মণাং প্রেত্য কেষাঞ্চিদিহ জায়তে।
ইহ চামুত্র বৈ কেষাং ভাবস্তত্র প্রযোজনম্ ॥১৩৩॥

কেন? আর এক কথা—তিনিও তো মনঃপ্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সম্পন্ন, তবে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয়ের স্মরণ হয় না কেন? তদ্‌ভিন্ন তিনি যদি সর্ব্বগত হন, তবে সকল প্রাণীর মধ্যেও অবস্থিত বলিতেই হইবে, তাহা হইলে অন্যান্য প্রাণীর সুখ-দুঃখাদির অনুভব তিনি করেন না কেন? অতএব আত্মাই ঈশ্বর, তিনিই দেহ ধারণ করেন—ইহা মানিব কিরূপে? ১২৯-৩০।

মহর্ষি প্রথম আক্ষেপের সমাধানার্থ বলিলেন,—যদিও ঈশ্বর স্বভাবতঃ সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ, তাহা হইলেও অবিদ্যাবশতঃ মোহ-রাগ-দ্বেষাদি দোষে অভিভূত হন এবং মানসিক, বাচিক ও শারীরিক ত্রিবিধ কর্ম্মদোষে বিবিধ জন্ম লাভ করেন, তন্মধ্যে মানসিক কর্ম্মদোষে চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জন্ম, বাচিক কর্ম্মদোষে পক্ষিযোনি এবং শারীরিক কর্ম্মদোষে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হন। অধিক কি, সহস্র সহস্র জাতিতে এই আত্মা অবিদ্যাবশে জন্ম লাভ করিয়া পরিভ্রমণ করেন। যেমন প্রাণীদের শরীর মধ্যে সত্ত্ব-রজঃ তমোগুণবশে নানা ভাবের উদয় হয়, সেইরূপ উক্তগুণাধীন কর্ম্মও বহুবিধ হইয়া থাকে, তাহার ফলে অন্ধত্ব, কাণত্বাদি বিকৃতিও বিভিন্ন দেহে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্মাধীন বিচিত্র জন্ম ও শোক, দুঃখ, সুখ, সৌন্দর্য্য কুরূপ প্রভৃতি সেই সেই জন্মেই হয়।১৩১-৩২।

যদি নিন্দিত কর্ম্ম হইতেই কাণত্ব খঞ্জত্বাদি হয়, তবে কর্ম্মের পরই তাহা হয় না কেন? এই আক্ষেপের উত্তরে বলিতেছেন,—জ্যোতিষ্টোম যাগাদি কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহাদের পরিপাক (ফলস্বর্গাদি) পরজন্মে হয়। আবার কারীরী, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি যাগের ফল ইহজন্মেই দেখা যায়, যেমন—কারীরী যাগের পরই বৃষ্টি এবং পুত্রেষ্টি যাগের ফলে ইহজন্মে পুত্রলাভ। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ফল রোগাদিনিবৃত্তি, অভীষ্ট-সিদ্ধি। আবার কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যেমন—চিত্রাযাগ, শ্যেনযাগ, প্রভৃতি ইহাদের ফল ইহজন্মে অথবা পরজন্মে হইবে—ইহার কোনও নিশ্চয় নাই। মোটকথা সত্ত্বাদি গুণের তারতম্যেই বিচিত্র কর্ম্ম এবং বিচিত্র ফল, অতএব সত্ত্বাদিময় ভাবই সমস্ত শুভাশুভ ফলের প্রযোজক।১৩৩।

পরদ্রব্যাণ্যভিধ্যায়ংস্তথানিষ্টানি চিন্তয়ন্।
বিতথাভিনিবেশী চ জায়তেঽন্ত্যাসু যোনিষু ॥১৩৪॥
পুরুষোঽনৃতবাদী চ পিশুনঃ পুরুষস্তথা।
অনিবদ্ধপ্রলাপী চ মৃগপক্ষিষু জায়তে ॥১৩৫॥
অদত্তাদাননিরতঃ পরদারোপসেবকঃ।
হিংসকশ্চাবিধানেন স্থাবরেষ্বভিজায়তে ॥১২৬॥
আত্মজ্ঞঃ শৌচবান্ দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মকৃদ্ বেদবিদ্যাবিৎ সাত্ত্বিকো দেবযোনিষু ॥১৩৭॥

অতঃপর মানসিক কর্ম্ম-বিপাকে যে অন্ত্যজ জন্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই মানসিক কর্ম্মের প্রকার দেখাইতেছেন,—পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার কল্পনা, ব্রহ্মহত্যাদি হিংসাত্মক কর্ম্মের উপায় চিন্তা, অসত্য বস্তুতে (পাপজনক চৌর্য্যাদিকার্য্যে) সঙ্কল্প--এই সকল যে করে, সে কুক্কুর-চণ্ডালাদি ঘৃণিত জন্ম প্রাপ্ত হয়। ১৩৪।

যে কেবল মিথ্যা কথা বলে, যে লোকের কাণ ভাঙ্গায় (খল), যে পরের ব্যথাদায়ক কর্কশভাষী এবং যে অসংলগ্ন (এলেমেলো) প্রলাপ বকে, ইহারা পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌জাতিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অদত্ত-পরধনগ্রহণ-পরায়ণ, পরস্ত্রী-সংসর্গী ও অশাস্ত্রীয় পথে জীবহিংসাকারী ব্যক্তি স্থাবর জন্ম অর্থাৎ পাপের তারতম্য অনুসারে লতা-বৃক্ষ-প্রস্তরাদিরূপে পরিণত হয়। ১৩৫-৩৬।

কিন্তু সত্ত্বগুণের পরিণাম অন্তরূপ। যিনি

অসৎকার্যরতোঽধীর আরম্ভী বিষয়ী চ যঃ।
স রাজসো মনুষ্যেষু মৃতো জন্মাধিচ্ছতি ॥১৩৮॥
নিদ্রালুঃ ক্রূরকৃল্লুব্ধো নাস্তিকো যাচকস্তথা।
প্রমাদবান্ ভিন্নবৃত্তো ভবেত্তির্য্যক্ষু তামসঃ ॥১৩৯॥
রজসা তমসা চৈব সমাবিষ্টো ভ্রমন্নিহ।
ভাবৈরনিষ্টৈঃ সংযুক্তঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥১৪০॥
মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্য ন ক্ষমঃ।
তথাঽবিপক্ককরণ আত্মা জ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ ॥১৪১॥

বিদ্যা-ধন- জনের উপর নিরভিমান, কেবল আত্মস্থ হইয়া থাকেন, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ-পরায়ণ, উপশমান্বিত, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী, ইন্দ্রিয়ভোগ্য রূপ-রসাদি বিষয়ে অনাসক্ত, নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, বেদার্থবিৎ, তিনিই সাত্ত্বিক, তাঁহার গতি সত্ত্বোদ্রেকের তারতম্য অনুসারে উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্টতর দেবযোনিতে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল নৃত্য, গীত বাদ্য প্রভৃতি অসৎকার্য্যে আসক্ত, অস্থিরচিত্ত, সর্ব্বদা কাজ লইয়াই ব্যস্ত, শব্দাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত, সে রাজসিক, রজোগুণের আধিক্য ও ন্যূনতানুযায়ী উৎকৃষ্ট ও হীন মনুষ্যজাতিতে তাহার জন্ম হয়। ১৩৭-৩৮।

যে ব্যক্তি নিদ্রাশীল, প্রাণীর পীড়াদায়ক, লোভী, ধর্ম্ম, ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী, যাচ্ঞাপরায়ণ, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী, সেই তামসপ্রকৃতি ব্যক্তি তমোগুণের তারতম্য অনুসারে হীন-হীনতর জাতি, পশু প্রভৃতির মধ্যে উৎপন্ন হয়। এইরূপে রজোগুণ ও তমোগুণের বশে অভিভূত হইয়া এই সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে এবং নানাবিধ দুঃখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ শরীর ধারণ করে। অতঃপর পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন—'সমস্ত ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মার পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান কেন থাকে না' তাহার উত্তর দিতেছেন,—যেমন ধূলিসংযোগে মলিন দর্পণ প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অবিপক্কেন্দ্রিয় অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি মলাক্রান্তচিত্ত অবিদ্যা বিভ্রান্ত পুরুষ জন্মান্তরের কথা স্মরণ করে না।১৩৯-৪১।

কটুর্বারৌ যথাঽপক্কে মধুরঃ সন্ রসোঽপি ন।
প্রাপ্যতে হ্যাত্মনি তথা নাপক্ককরণে জ্ঞতা ॥১৪২॥
সর্ব্বাশ্রয়াং নিজে দেহে দেহী বিন্দতি বেদনাম্।
যোগী মুক্তশ্চ সর্ব্বাসাং যো ন চাপ্নোতি বেদনাম্ ॥১৪৩
আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ।
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তু জলাধারেম্বিবাংশুমান্ ॥১৪৪
ব্রহ্ম-খানিল-তেজাংসি জলং ভূশ্চেতি ধাতবঃ।
ইমে লোকা এষ চাত্মা তস্মাচ্চ সচরাচরম্ ॥১৪৫

যদি প্রাক্তন জন্মার্জ্জিত জ্ঞানের প্রকাশক আত্মা এবং জ্ঞানও স্বপ্রকাশ, তবে তাহার উৎপত্তির বাধা থাকিতে পারে না, তাহা হইলেও অপক্ক তিক্ত কাঁকুড় ফলের মধ্যে নিহিত মধুর রসের অনুপলব্ধির মত অপক্ক হৃদয়ে অর্থাৎ অবিদ্যা মার্জ্জন দ্বারা শোধিতান্তঃকরণ না হইলে, তাহাতে জ্ঞানশক্তি থাকিলেও জন্মান্তরীণ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান জন্মায় না। আর যে আপত্তি করা হইয়াছে যে, আত্মা যদি সর্ব্বগত তবে পরের হৃদয়গত শোক দুঃখাদি অবগত হয় না কেন,—তাহারও উত্তর দিতেছেন, —যে জীব দেহাভিমানী অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, সে সর্ব্বগত আধ্যাত্মিকাদি বেদনা নিজদেহ মধ্যেই উপলব্ধি করে, দেহান্তরগত বেদনা অনুভব করিতে পারে না, কারণ ভোগায়তনের উৎপাদক অদৃষ্ট বিভিন্ন, যে অদৃষ্টে অপরে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে, সে অদৃষ্ট ইহার নাই। কিন্তু যিনি যোগী—নিজ দেহের উপর অভিমানরহিত হইয়াছেন, সেই মুক্তাত্মা সকল দেহগত সুখ-দুঃখাদি-অনুভূতি লাভ করেন, কেন না, তাহার আত্মা পরিচ্ছন্ন নহে। ১৪২-৪৩।

এক্ষনে 'এক আত্মা হইলে দেব-নর-পশু প্রভৃতির দেহে ভেদজ্ঞান হয় কেন'?—তাহার মীমাংসা করিতেছেন,—যেমন আকাশ এক হইয়াও ঘট-পট-মঠাদিভেদে ভিন্ন রূপে (ঘটাকাশ-পটাকাশাদিরূপে) প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আত্মা বস্তুতঃ এক হইয়াও শরীরাদি উপাধিভেদে নানারূপে প্রতিভাত হয়। আরও দেখ—একই চন্দ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে

মৃদ্-দণ্ড-চক্রসংযোগাৎ কুম্ভকারো যথা ঘটম্।
করোতি তৃণ-মৃৎ-কাষ্ঠৈর্গৃহং বা গৃহকারকঃ ॥১৪৬॥
হেমমাত্রমুপাদয় রূপ্যং বা হেমকারকঃ।
নিজলালাসমাযোগাৎ কোশং বা কোশকারকঃ ॥১৪৭॥
কারণান্যেবমাদায় তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ ॥১৪৮॥

মহাভূতানি সত্যানি যথাত্মাপি তথৈব হি।
কোঽন্যথৈকেন নেত্রেণ দৃষ্টমন্যেন পশ্যতি ॥১৪৯॥
বাচং বা কো বিজানাতি পুনঃ সংশ্রুত্য সংশ্রুতাম্।
অতীতার্থস্মৃতিঃ কস্য কো বা স্বপ্নস্য কারকঃ ॥১৫০
জাতি-রূপ-বয়োবৃত্তি-বিদ্যাদিভিরহঙ্কৃতঃ।
শব্দাদিবিষয়োদ্যোগং কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥১৫১

প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ আত্মার ভেদ অবাস্তব, কিন্তু অন্তঃকরণ-ভেদে চিৎ-প্রতিবিম্ব বিভিন্নরূপে প্রতিফলিত হয় বলিয়া দেব-মনুষ্যাদি অনেক প্রকার ভেদজ্ঞান হয়। ১৪৪।

আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চধাতুকে এককালেই যে গ্রহণ করে, সে-কথার উপসংহার করিতেছেন,—ব্রহ্ম, (আত্মা), আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি এই ছয়টি ধাতুই শরীরব্যাপী হইয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া উহাদের নাম ধাতু, ইহারাই দৃশ্য হয় এজন্য 'লোক' নামে অভিহিত, দৃশ্য বলিয়াই জড়। আর চিৎ ধাতু আত্মা, এই আত্মা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হইতেছে। ১৪৫।

কেমন করিয়া হস্তপদাদিশূন্য নিষ্ক্রিয় আত্মা জগৎ সৃষ্টি করে, তাহা বিবৃত করিতেছেন,—যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, বস্ত্রখণ্ড, জল, সূত্র লইয়া শরাব, ঘট প্রভৃতি নির্মাণ করে, অথবা যেমন বর্দ্ধকি (গৃহ নির্মাণকারী মিস্ত্রী) তৃণ, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠসমবায়ে একটি গৃহ-নির্মাণ করে, কিংবা যেমন স্বর্ণশিল্পী একখণ্ড সুবর্ণ মাত্র লইয়া মুকুট-কুণ্ডলাদি রচনা করে, কোশকারক গুটিপোকা বা মাকড়সা নিজেরই মুখ-নিঃসৃত লালাদ্বারা একপ্রকার জাল নির্মাণ করে, যাহাতে সে নিজেই আবদ্ধ হয়, সেই প্রকার আত্মাও পৃথিবী প্রভৃতি পরস্পর-সাপেক্ষ (ঈশ্বর-সৃষ্ট) উপকরণ লইয়া এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় লইয়া সুর-নর-তির্য্যগাদি নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে ও নিজ প্রাক্তন কর্ম্মবশে তাহাতেই বদ্ধ হয়, অশরীরী হইয়াও শরীরী বলিয়া জগৎ সৃষ্টি করে (ইহার নাম জৈবী সৃষ্টি)। ১৪৬-৪৮।

বিষয়বোধক জ্ঞানেন্দ্রিয়ভিন্ন আত্মা যে একটি পৃথক্ বস্তু আছে, তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন,—যেমন প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের সত্তা সত্য বলিয়া উপলব্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ প্রমাণাবগত বাস্তব পদার্থ। যদি আত্মা—নামে পৃথক্ সত্য বস্তু স্বীকার না করা হয়, তবে এক চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট বস্তুকে অপর ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জানে কিরূপে? এবং 'আমি যাহাকে দেখিয়াছি, তাহাকেই স্পর্শ করিতেছি'—এই প্রত্যভিজ্ঞা কিরূপে সম্ভব? অন্যদৃষ্ট বস্তুকে তো অপরে উপলব্ধি করিতে পারে না। ১৪৯।

ঐ প্রকার কোন লোকের বাক্য পূর্ব্বে শুনিয়া পরে তাহার বাক্য আবার শুনিলে মনে করে কেন যে, এই বাক্য অমুকের। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়াতিরিক্ত স্থায়ী আত্মা যে আছে—ইহা নিঃসন্দেহ। যদি স্থায়ী আত্মা না থাকিত, তবে পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের স্মৃতিও উপপন্ন হইত না, যে অনুভব করিয়াছে, তাহারই অনুভূতজন্য সংস্কার হয় এবং সে-ই স্মরণ করে, অপরের দৃষ্ট পদার্থের স্মৃতি অন্য ব্যক্তির কখনও হয় না। শুধু ইহাই নহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা বা জ্ঞাতা হইলে স্বপ্নদর্শন কে করিবে, নিদ্রাকালে তো সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মুদ্রিত—স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ হইতে বিরত। আরও অনুপপত্তি এই যে, আমি ব্রাহ্মণ, আমি রূপবান্ যুবা বা বৃদ্ধ, সদাচারী, বিদ্বান্, শিল্পী, কর্ম্মী ইত্যাদি অভিমান-মূলক জ্ঞান কাহার হইবে? শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইহাদের হইতে পারে না। আরও দেখ, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ভোগের জন্য তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়গুলির সেই সেই বিষয়াভিমুখে প্রেরণ কে করে, তাহাতে মন, শরীর ও বাগিন্দ্রিয়-সাহায্যের যে

স সন্দিগ্ধমতিঃ কর্ম্মফলমস্তি ন বেত্তি বা।
বিপ্লুতঃ সিদ্ধমাত্মানমসিদ্ধোঽপি হি মন্যতে ॥১৫২
মম দার-সুতামাত্যা অহমেষামিতি স্থিতিঃ।
হিতাহিতেষু ভাবেষু বিপরীতমতিঃ সদা ॥১৫৩
জ্ঞেয়জ্ঞে প্রকৃতৌ চৈব বিকারে বাঽবিশেষবান্।
অনাশকানলাপাত-জলপ্রপতনোদ্যমী ॥১৫৪
এবং বৃত্তোঽবিনীতাত্মা বিতথাভিনিবেশবান্।
কর্ম্মণা দ্বেষ-মোহাভ্যামিচ্ছয়া চৈব বধ্যতে ॥১৫৫
আচার্য্যোপাসনং বেদশাস্ত্রার্থেষু বিবেকিতা।
তৎকর্ম্মণামনুষ্ঠানং সঙ্গঃ সদ্ভির্গিরঃ শুভাঃ ॥১৫৬
স্ত্র্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্বভূতাত্মদর্শনম্।
ত্যাগঃ পরিগ্রহাণাঞ্চ জীর্ণ-কাষায়ধারণম্ ॥১৫৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তন্দ্র্যালস্যবিবর্জনম্।
শরীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিষ্বঘদর্শনম্ ॥১৫৮
নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধির্নিঃস্পৃহতা শমঃ।
এতৈরুপায়ৈঃ সংশুদ্ধঃ সত্ত্বযুক্তোঽমৃতী(ক) ভবেৎ॥১৫৯
তত্ত্বস্মৃতেরুপস্থানাৎ সত্ত্বযোগাৎ পরিক্ষয়াৎ।
কর্ম্মণা সন্নিকর্ষাচ্চ সতাং যোগঃ প্রবর্ত্ততে ॥১৬০
শরীরসংক্ষয়ে যস্য মনঃ সত্ত্বস্থমীশ্বরম্।
অবিপ্লুতমতে (খ) সম্যক্ স জাতিস্মরতামিয়াৎ ॥১৬১

প্রয়োজন হয় তাহার নির্ব্বাহক কে হইবে? যদি মন প্রভৃতিকে আত্মা বলা হয়, তবে প্রের্য্য ও প্রেরক, উপকার্য্য ও উপকারক একই হইয়া পড়ে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এই জন্য আত্মা-নামে একটি পৃথক্ অবিনাশী স্থির পদার্থ আছে বলিতেই হইবে।১৫০-৫১।

এক্ষণে আত্মার উপাসনা বিশেষ সিদ্ধির জন্য সংসারের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—এই যে অভিমানী আত্মার কথা বলিলাম, তাহার সন্দেহ হয় সকল কর্ম্মের ফল আছে কি না? এবং সে বৈষয়িক ভোগে তৃপ্ত হইয়া মনে করে,—আমার জীবন সার্থক, বাস্তবিক সে অসিদ্ধ। ঐ আত্মা আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ভৃত্য, পরিবার, এবং 'আমি ইহাদের' এইরূপ মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হয়। যাহা হিতকর, তাহাকে সে অহিত, যাহা অহিত, তাহাকে হিত বলিয়া সে সর্ব্বদা বিপরীত জ্ঞান করে।১৫২-৫৩।

সে জ্ঞাতব্য বিষয়বিৎ আত্মাতে গুণত্রয়ের (সত্ত্ব রজস্তমোরূপ) সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতিতে ও অহঙ্কারাদি বিকারসমূহে নির্বিশেষ অর্থাৎ বিবেকহীন। সে শোক দুঃখাদির অভিভবে, অনশনে, (উপবাসে) অগ্নিতে বিষে, জল-প্রবেশে ও ভৃগুপতনে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়। ১৫৪।

এইরূপ নানাবিধ অকার্য্যে প্রবৃত্ত, অসংযত আত্মা অসৎকার্য্যে আগ্রহান্বিত হইয়া সেই সেই কর্ম্ম দ্বারা রাগ, দ্বেষ, মোহেরই অধীন হইয়া পড়ে। যদি বল —শরীর ধারণ করিলেই যখন এই সকল অনিষ্টের সম্ভাবনা, তখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—সদ্গুরুর উপাসনা, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অর্থের ও পাতঞ্জলাদি যোগ-শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিচার দ্বারা তত্ত্বাবধারণ, পরে ঐ সকল শাস্ত্র-প্রতিপাদিত কর্ম্মনিচয়ের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, প্রিয়-হিতবাক্যের প্রয়োগ, সুন্দরী ললনার সানুরাগ-দর্শন ও স্পর্শ পরিত্যাগ, সর্ব্বপ্রাণীকে নিজের সহিত অভিন্ন ভাবে দর্শন, পুত্র-কলত্র-পরিজনের প্রতি মমতাত্যাগ, জীর্ণ কষায় বস্ত্রপরিধান, স্রক্-চন্দন-বনিতাদি ভোগ্য বস্তুতে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিনিরোধ, তন্দ্রা (নিদ্রার মত ভাব) ও আলস্য (অনুৎসাহ) পরিবর্জ্জন, শরীরের অস্থিরত্ব-অশুচিত্ব-দুঃখময়ত্বাদি দোষচিন্তা, গমনাদি শারীরিক চেষ্টামাত্রেতেই সূক্ষ্ম প্রাণিবধাদি পাপানুসন্ধান, রজোগুণ ও তমোগুণের হ্রাস-সম্পাদন, প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিসম্পাদন, ভোগে নিঃস্পৃহতা, বাহ্যেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম এই সকল উপায় দ্বারা সম্যক্‌ভাবে শুদ্ধ ও রজস্তমোনির্মুক্ত সত্ত্বপ্রধান হইলে ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাসে মুক্তি লাভ করে। ১৫৫-৫৯।

আত্ম-স্বরূপ-জ্ঞান, নিশ্চলভাবে আত্মার উপাসনা, সত্ত্বশুদ্ধি, কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজের (বাসনার) সমূলে ক্ষয় ও

(ক) সত্ত্বযোগামৃতী—পা (খ) অবিপ্লুতস্মৃতিঃ—পা

যথা হি ভরতো বর্ণৈর্বর্ত্তয়ত্যাত্মনস্তনুম্ ।
নানারূপাণি কুর্ব্বাণস্তথাত্মা কর্ম্মজাস্তনূঃ (গ) ॥১৬২

কালকর্ম্মাত্মবীজানাং দোষৈর্মাতুস্তথৈব চ ।
গর্ভস্য বৈকৃতং দৃষ্টমঙ্গহীনাদি জন্মতঃ ॥১৬৩

অহঙ্কারেণ মনসা গত্যা কর্ম্মফলেন চ ।
শরীরেণ চ নাত্মায়ং মুক্তপূর্ব্বঃ কথঞ্চন ॥১৬৪

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥১৬৫

অনন্তা রশ্ময়স্তস্য দীপবদ্ যঃ স্থিতো হৃদি ।
সিতাসিতাঃ কর্বুনীলাঃ (ঘ) কপিলাঃ
পীতলোহিতাঃ ॥১৬৬

উর্ধ্বমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্ ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥১৬৭

যদস্যান্যদ্‌রশ্মিশতমূর্ধ্বমেব ব্যবস্থিতম্ ।
তেন দেবশরীরাণি সধামানি প্রপদ্যতে ॥১৬৮

সাধুসঙ্গ হইতে আত্ম-সম্বন্ধী যোগের প্রবৃত্তি হয়। যে নিরভিমান যোগীর শরীরত্যাগসময়ে মন সত্ত্বযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রভাবে নিযুক্ত থাকে, তিনি উপাসনার সিদ্ধির অভাবে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ যদি নাও করেন, তবে পরজন্মে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হন।.৬০-৬১।

কিন্তু যিনি পরিপক্ক সংস্কারের অভাবে জাতিস্মরত্ব লাভ না করেন, তাঁহার গতি অন্যরূপ হইয়া থাকে, যেমন —কোন নট রাম-রাবণের রূপ অনুকরণ করিতে নীল-পীত-শ্বেতাদি বর্ণক (রঙ্) দ্বারা নিজের শরীরকে রঞ্জিত করে, সেইরূপ আত্মা নানাবিধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য কর্ম্মাধীন নানাবিধ শরীর (কুব্জ-বামনাদি শরীর) প্রাপ্ত হয়। কেবল জীবের কর্ম্মই কুব্জত্ব বামনত্বাদি প্রাপ্তির কারণ নহে কিন্তু কাল ও কর্ম্মে, পিতৃবীজ (শুক্র) দোষ ও মাতৃদোষ রূপ সহকারী কারণবশে গর্ভস্থ সন্তানের জন্মকালে অঙ্গহীনতাদি বিকার দেখা যায়। ১৬২-৬৩।

যদি বল—প্রাকৃতিক প্রলয়কালে (যখন প্রকৃতিতে সমস্ত লীন হয়) মহত্তত্ত্ব-অহঙ্কারাদি সমস্ত বিকারের নাশ হইলে জীবের কর্ম্মনাশও অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে কর্ম্মাধীন প্রথম শরীরগ্রহণ কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—না, মুক্তির পূর্ব্বে কোন সময়েই আত্মা অহঙ্কার, মন, রাগদ্বেষাদিদোষরাশি (যাহা সংসারের হেতু) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফল, সপ্তদশতত্ত্বময় লিঙ্গশরীর ছাড়িয়া থাকে না। আশঙ্কা হইতে পারে—জীব যখন কর্ম্মের অধীন এবং কাল যখন জন্মমৃত্যুর নিয়ামক, তখন অসময়ে জীবের কেন প্রাণবিয়োগ হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—প্রচুর তৈলাক্তবর্ত্তিকা (সলিতা) যুক্ত নানাশিখাসমন্বিত দীপের স্থিতি হইলেও যেমন প্রবল বায়ুর আঘাতে অসময়ে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেই প্রকার অকালেও জীবের প্রাণনাশ হয়। কথাটি এই যে—অদৃষ্টবশে নির্ধারিত সময়ে প্রাণবিয়োগের কথা, সেই অদৃষ্টের বিরুদ্ধ কার্য্যকারী কোনও লৌকিক হেতু উপস্থিত হইয়া স্ববলে উহার প্রতিবন্ধকতা করিবে। ১৬৪-৬৫।

জীবের আশ্রিত দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়মধ্যে প্রদীপের মত যে চৈতন্য-জ্যোতিঃ বিরাজমান, তাহার অনন্ত রশ্মি (নাড়ী), তাহারাই সুখ-দুঃখের সাধন, উহা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে। তাহারা কেহ শুভ্রবর্ণ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ আবার কেহ মিশ্রিত (কর্বুর) বর্ণ। সেই রশ্মিগুলির মধ্যে একটি রশ্মি উর্দ্ধে স্থিত, যাহা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, জীব সেই রশ্মিসাহায্যে পরা গতি (পুনরাবৃত্তিহীন গতি) লাভ করে। ১৬৬-৬৭।

এই মুক্তিমার্গ ভিন্ন আর যে চৈতন্য-জ্যোতির শত শত রশ্মি উর্দ্ধজ্বাল হইয়া অবস্থিত, তাহাদের সাহায্যে জীব তৈজস দেবশরীর প্রাপ্ত হয়, যাহাদের ভোগ্য সুবর্ণ-রজত রত্নরচিত অমরপুর। ১৬৮।

(গ) কর্ম্মদাস্তনূঃ -পা।
(দাতা সত্যঃ ক্ষমী প্রাজ্ঞঃ শুভকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপস্বী যোগশীলশ্চ ন রোগৈঃ পরিভূয়তে ॥)

(ঘ) কৃষ্ণনীলা—পা।

যেঽনেকরূপাশ্চাধস্তাদ্ রশ্ময়োঽস্য মৃদুপ্রভাঃ।
ইহ কর্ম্মোপভোগায় তৈঃ সংসরতি সোঽবশঃ ॥১৬৯
বেদৈঃ শাস্ত্রৈঃ সবিজ্ঞানৈর্জন্মনা মরণেন চ।
আর্ত্ত্যা গত্যা তথাঽগত্যা সত্যেন হ্যনৃতেন চ ॥১৭০
শ্রেয়সা সুখদুঃখাভ্যাং কর্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ।
নিমিত্তশাকুনজ্ঞানগ্রহসংযোগজৈঃ ফলৈঃ ॥১৭১
তারানক্ষত্রসঞ্চারৈর্জাগরৈঃ স্বপ্নজৈরপি।
আকাশ-পবন-জ্যোতির্জল-ভূ-তিমিরৈস্তথা ॥১৭২
মন্বন্তরৈর্যুগপ্রাপ্ত্যা মন্ত্রৌষধিবলৈরপি।
বিত্তাত্মানং বিদ্যমানং কারণং জগতস্তথা ॥১৭৩॥
অহংকারঃ স্মৃতির্মেধা দ্বেষো বুদ্ধিঃ সুখং ধৃতিঃ।
ইন্দ্রিয়ান্তরসঞ্চার ইচ্ছাধারণ-জীবিতে ॥১৭৪
স্বর্গঃ স্বপ্নশ্চ ভাবানাং প্রেরণং মনসো গতিঃ।
নিমেষশ্চেতনা যত্ন আদানং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥১৭৫
যত এতানি দৃশ্যন্তে লিঙ্গানি পরমাত্মনঃ।
তস্মাদস্তি পরো দেহাদাত্মা সর্বগ ঈশ্বরঃ ॥১৭৬

অতঃপর জীবের সংসারমার্গ বলিতেছেন,—চৈতন্য জ্যোতির যে সকল অধোগামী মৃদু প্রভাসম্পন্ন রশ্মিজাল আছে, তাহারা সমস্তই একবর্ণের, তাহাদের দ্বারা এই সংসারে কর্ম্মফলভোগার্থ জীব গমনাগমন করে, ইহাতে তাহার কোনও স্বাধীনতা নাই, নিজ কর্ম্মই তাহার প্রেরক। ১৬৯।

অতঃপর যাহারা শরীরাত্মবাদী, তাহাদের মত খণ্ডনার্থ বলিতেছেন,—বেদ বলিতেছে, 'স এষ নেতি নেতি আত্মা'—আত্মা শরীর নহে, ইন্দ্রিয় নহে, বুদ্ধি নহে, এ সমুদায় হইতে ভিন্ন, আরও বলিতেছে 'আত্মা স্থূল নহে, অণু-পরিমাণও নহে, খর্ব্বাকার নহে, তাহার হস্ত নাই, চরণ নাই, অথচ গ্রহণ করে, দ্রুত গমন করে। আবার মীমাংসা-তর্কপ্রভৃতি শাস্ত্রও ঘোষণা করিতেছে—সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন। অনুভূতিতেও শরীরাত্মার ভেদ পাইতেছি, আমার এই দেহ। জন্ম-মরণ দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মা অনুমিতও হইতেছে—যথা আত্মা দেহাতিরিক্তঃ জন্মান্তরানুষ্ঠিতধর্ম্মাধর্ম্মাধীন-শরীরপ্রাহিত্বাৎ, তথা আত্মা শরীরাৎ পৃথক্ জন্মান্তর-গতকর্ম্মানুষ্ঠাতৃনিয়তার্ত্তিমত্ত্বাৎ। তথা—আত্মা ভৌতিক-দেহাদ্ভিন্নঃ জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাশ্রয়জন্যগমনাগমনবত্ত্বাৎ। যুক্তিতেও বুঝিতেছি—জড় শরীরের চৈতন্য-জ্ঞানাদি সম্ভব নহে, যেহেতু কারণের গুণ কার্য্যে আসে এই নিয়ম, কিন্তু জড় দেহের কারণ যে পার্থিবাদি পরমাণু-পুঞ্জ তাহাতে চৈতন্য-সম্বন্ধের সম্ভাবনা কোথায়? কই, পরমাণুতে সমবেত স্তম্ভ কুড্যাদিতে চৈতন্যের লেশ উপলব্ধি তো হয় না? যদি চার্ব্বাকমতসিদ্ধ সম্মিলিত কিণ্বাদি হইতে মদশক্তির মত মিশ্রিত পঞ্চভূত হইতে চৈতন্য-শক্তির উদ্ভব বল, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ, শক্তি একটি সাধারণ গুণ, যদি সম্মিলিত পঞ্চভূত হইতে শক্তির উদ্ভব হয়, তবে অন্যদ্রব্যে তাহা হয় না কেন? অতএব ভৌতিক দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের সমবায়ী একটি পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে—যাহাকে আমরা আত্মা বলি। তদ্‌ভিন্ন সত্য, মিথ্যা, হিতপ্রাপ্তি, পারত্রিক সুখ, দুঃখ, শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান, অশুভ কর্ম্মত্যাগ, এই সকল জ্ঞানাধীন কার্য্য দ্বারাও দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুমান করা যায়। যথা—আত্মা দেহাতিরিক্তঃ সুখকারণজ্ঞানা-শ্রয়ত্বাৎ ইত্যাদি। ভূমিকম্পাদি নিমিত্তের, পিঙ্গলাদি পক্ষীর চেষ্টাজ্ঞানের, সূর্য্যাদি গ্রহসংযোগের ফল শরীর ভিন্ন আত্মাতেই যখন ঘটে এবং যেহেতু তারা-নক্ষত্রের সঞ্চার যে শুভাশুভ ফলের সূচনা করে, তাহা শরীরে উপপন্ন হয় না। জাগ্রদবস্থায় ছিদ্রযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন, স্বপ্নাবস্থায় গর্দ্দভ বা শূকরযুক্ত রথে আরোহণাদি জ্ঞান, জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট আকাশ (বেদান্ত মতে আকাশ অনিত্য), বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি, অন্ধকার, মন্বন্তর-প্রাপ্তি, যুগান্তর-প্রাপ্তি, সমীক্ষণ-সিদ্ধ (বিচারপূর্ব্বক অন্বয় ব্যতিরেকসিদ্ধ) মন্ত্র, ওষধির ফল এগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধেও শরীরে ঘটমান হয় না। মুনিগণ ইহা বুঝিয়া জানিবেন আত্মা একটি পৃথক্ বস্তু, যাহা পূর্ব্বোক্ত অনুমানাদি দ্বারা জ্ঞাপ্য এবং তাহাই জগতের উৎপত্তির কারণ।১৭০-১৭৩।

আরও দেখুন—সর্ব্বানুভবসিদ্ধ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি অহংজ্ঞান, অনুভূত বস্তুর স্মৃতি অর্থাৎ সস্তো-

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সার্থানি মনঃ কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পৃথিব্যাদীনি চৈব হি ॥১৭৭
অব্যক্তমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রস্যাস্য নিগদ্যতে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতস্থঃ সন্নসন্ সদসচ্চ যঃ ॥১৭৮
বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাত্ততোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
তন্মত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণানি চ ॥১৭৯

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্‌গুণাঃ।
যো যস্মান্নিঃসৃতশ্চৈষাং স তস্মিন্নেব লীয়তে ॥১৮০
যথাত্মানং সৃজত্যাত্মা তথা বঃ কথিতো ময়া।
বিপাকাত্ত্রিপ্রকারাণাং কর্মণামীশ্বরোঽপি সন্ ॥১৮১
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্তস্যৈব কীর্ত্তিতাঃ।
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টশ্চক্রবদ্ ভ্রাম্যতে হি সঃ ॥১৮২

জাত শিশুর বা অরণ্য-প্রসূত গোবৎসের স্তন্যপান-প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমিত জন্মান্তরীণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের স্মরণ; ধারণাশক্তি, বিদ্বেষ, ইষ্টানিষ্টবিবেক, ঐহিক সুখ, ধৈর্য্য, এক ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের সঞ্চার (যেমন চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টকে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শন-ব্যাপার)। ইচ্ছা, (ইচ্ছা, আভ্যন্তর চেষ্টা ও চৈতন্য এগুলি স্বরূপতঃ আত্মার অনুমাপক, গমনাগমন সত্যবচনাদি কার্য্যরূপে অনুমাপক এজন্য পূর্ব্বোক্তের সহিত পুনরুক্তি-দোষ হইল না), শরীরধারণ, প্রাণধারণ, স্বর্গসুখভোগ, স্বপ্নদর্শন, ইন্দ্রিয়াদির প্রেরণা, মনের গতি, নিমেষ (চক্ষুর্মুদ্রণ যাহা প্রযত্নসাধ্য) চৈতন্য, প্রযত্ন, পাঞ্চভৌতিক দেহপরিগ্রহ এগুলি জড় শরীরে অসম্ভব, অতএব ঐ সকল হেতু সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় আত্মার অনুমাপক, অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন, তিনিই সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন ও ঈশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ১৭৪-৭৬।

শব্দাদি বিষয়ের সহিত শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিচয়, মনঃ বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি (বেদান্তমতে বুদ্ধি স্বতন্ত্র দ্রব্য), পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ও প্রকৃতি এই চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের নাম ক্ষেত্র। আর যে সর্ব্বগত, সৎস্বরূপ, দ্রষ্টা (শব্দভিন্ন প্রমাণান্তরের অগ্রাহ্য) এবং অসৎ (যেহেতু ইন্দ্রিয়াদির অগোচর), সেই সদসদ্রূপী আত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ, ইহা কথিত হইয়া থাকে। ১৭৭-৭৮।

অতঃপর প্রাকৃতিক সৃষ্টির ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছেন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, জীবের কর্ম্ম ও কালবশে যখন ঈশ্বরের ঈক্ষণ (সিসৃক্ষা) হয়, তখন প্রকৃতির স্পন্দন হইতে বিকার হয়, তাহার প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কার কারণের ত্রিগুণ অনুসারে ত্রিবিধ —সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, অথবা মতান্তরে বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি। তন্মধ্যে ভূতাদিনামক তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের (সূক্ষ্মভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের) প্রথমভূত আকাশ হইতে উত্তরোত্তর একাধিক পূর্ব্বগুণের সহিত (যেমন শব্দগুণ আকাশ, স্পর্শ ও শব্দগুণ বায়ু, রূপ স্পর্শ শব্দগুণ অগ্নি, রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দগুণ জল, গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ-গুণক পৃথিবীর) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৭৯।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারা আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের ক্রমিক মহাগুণ। এই যে বুদ্ধি প্রভৃতি বিকারের মধ্যে যে বিকার যে প্রকৃতি হইতে নির্গত হইয়াছে, প্রলয়কালে সে তাহাতেই সূক্ষ্মাকারে লীন হয়। ১৮০।

হে মুনিগণ! আত্মা ঈশ্বরস্বরূপ হইয়াও যে ত্রিবিধ (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) কর্ম্মের বিপাকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করে অর্থাৎ তাদৃশ শরীর পরিগ্রহ করে, তাহার প্রকার আপনাদিগকে বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণও যে অবিদ্যোপাধিক জীবের তাহাও বর্ণনা করিয়াছি। তন্মধ্যে তমোগুণ ও রজোগুণে অভিভূত হইয়া ঐ আত্মা চক্রাকারে নিয়ত ঘুরিতে থাকে। বস্তুতঃ অনাদি (জন্মরহিত) শরীরধারী হইয়া জাত বলিয়া প্রতীয়মান সেই পরমপুরুষ (পরমাত্মা) স্থূলাকারে পরিণত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিকারী

অনাদিরাদিমাংশ্চৈব স এব পুরুষঃ পরঃ।
লিঙ্গেন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপঃ সবিকার উদাহৃতঃ ॥ ১৮৩
পিতৃযানোঽজবীথ্যাশ্চ যদগস্ত্যস্য চান্তরম্।
তেনাগ্নিহোত্রিণো যান্তি স্বর্গকামা দিবং প্রতি ॥১৮৪
যে চ দানপরাঃ সম্যগষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুতাঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ সত্য-ব্রতপরায়ণাঃ ॥১৮৫
তত্রাষ্টাশীতিসাহস্রা মুনয়ো গৃহমেধিনঃ।
পুনরাবর্ত্তিনো বীজভূতা ধর্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥১৮৬
সপ্তর্ষি-নাগ-বীথ্যন্তর্দেবলোকসমাশ্রিতাঃ
তাবন্ত এব মুনয়ঃ সর্বারম্ভবিবর্জিতাঃ ॥১৮৭
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সঙ্গত্যাগেন মেধয়া।
তত্রৈব তাবৎ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১৮৮
যতো বেদাঃ পুরাণঞ্চ বিদ্যোপনিষদস্তথা।
শ্লোকাঃ সূত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্চ কিঞ্চন বাঙ্ময়ম্ ॥১৮৯
বেদানুবচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ।
শ্রাদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥১৯০
স হ্যাশ্রমৈর্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেবমেব তু।
দ্রষ্টব্যস্ত্বথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥১৯১
য এনমেবং বিন্দন্তি যে চারণ্যকমাশ্রিতাঃ।
উপাসতে দ্বিজাঃ সত্যং শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতাঃ ॥১৯২

প্রতিপন্ন হইতেছেন। অতঃপর পিতৃযানের বর্ণনা করিতেছেন,—অজবীথী (দেবমার্গ) ও অগস্ত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম পিতৃযান। নিত্য অগ্নিহোত্রিগণ যাঁহারা স্বর্গফলকামী তাঁহারা সেই পিতৃযান ধরিয়া স্বর্গে গমন করেন। যাঁহারা দান প্রভৃতি স্মার্ত্তকর্ম্মপরায়ণ কিন্তু দম্ভরহিত, এবং যাঁহারা দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, আয়াসকর কর্ম্মত্যাগ, মঙ্গল্য, অকার্পণ্য এবং নিষ্কামতা এই আটটি গুণে বিভূষিত, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, তাঁহারা সেই পিতৃযানেই স্বরলোক প্রাপ্ত হন। ১৮১-৮৫।

প্রশ্ন হইতেছে—নৈমিত্তিক প্রভৃতি প্রলয়কালে সমস্ত অধ্যাপকমণ্ডলীই তো লয় প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহাদের পরবর্ত্তী লোকেরা বেদজ্ঞানের অভাবে কিরূপে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠান করিবেন, আর কিরূপেই বা বৈদিক কর্ম্ম না করিয়া স্বর্গমার্গে আরোহণ করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—নৈমিত্তিকাদি প্রলয়ের সময় সমস্ত মুনিগণের ধ্বংস হয় না, সেই পিতৃযানকে অধিষ্ঠান করিয়া আশী হাজার গার্হস্থ্যাশ্রমী মুনি থাকেন, তাঁহারা সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় দেহ পরিগ্রহ করেন এবং ধর্ম্মতরুর উৎপত্তির বীজরূপে থাকিয়া অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হন, বেদোক্ত ধর্ম্মোপদেশ করেন বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মবৃক্ষের বীজ। ১৮৬।

সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নাগবীথী (ঐরাবত-সঞ্চারপথ) ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী দেবলোকে সেই আশী হাজার মুনি আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই সমস্ত কর্ম্মত্যাগী, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ। তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা ও বিষয়াসক্তি-ত্যাগফলে মেধা-(স্মৃতিশক্তি-) সম্পন্ন হইয়া প্রাকৃত প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সেই দেবলোকে অবস্থান করেন। পরে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে অধ্যাত্মধর্ম্মের উপদেশকরূপে প্রবর্ত্তক হন। ১৮৭-৮৮।

পিতৃযান ও দেবযান উভয়লোকস্থিত দ্বিবিধ মুনি হইতে আবার চারিবেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ, শিক্ষা-কল্পাদি-বেদাঙ্গসমুদয় ও অধ্যাত্মশাস্ত্র এগুলি চিরন্তন ও অবিনাশী থাকিয়া সৃষ্টির পরে অধ্যয়নকারি পরম্পরাক্রমে আবার আসিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে ইতিহাসাত্মক শ্লোকরাশি, শব্দানুশাসন ও পূর্ব্বমীমাংসাদি সূত্রগুলিও তাহাদের ভাষ্যগ্রন্থ এবং যাহা কিছু শব্দশাস্ত্র আয়ুর্বেদাদি এসকলই আবার প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বেদের নিত্যতা-হেতু তাহার প্রামাণ্যবশতঃ বেদোক্তি সমুদয়, বৈদিক যজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, চিত্তপ্রশমন, শ্রদ্ধা, উপবাস ও অন্যনিরপেক্ষতা বা স্বাবলম্বিতা এইগুলি ব্রহ্মবিদ্যার হেতু হইয়া থাকে। ১৮৯-৯০।

যেহেতু বেদ নিত্য এবং আত্মজ্ঞানের প্রমাণ, অতএব সকল আশ্রমীরই উহা উক্তরূপে বিজিজ্ঞাস্য বিচারণীয়। দ্বিজাতিগণ সেই বেদোক্তমার্গে আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্'

ক্রমাত্তে সম্ভবন্ত্যর্চ্চিরহঃ শুক্লং তথোত্তরম্ ।
অয়নং দেবলোকঞ্চ সবিতারং সবৈদ্যুতম্ ॥১৯৩
ততস্তান্ পুরুষোঽভ্যেত্য মানসো ব্রহ্মলৌকিকান্ ।
করোতি পুনরাবৃত্তিস্তেষামিহ ন বিদ্যতে ॥১৯৪
যজ্ঞেন তপসা দানৈর্যে হি স্বর্গজিতো নরাঃ ।
ধূমং নিশাং কৃষ্ণপক্ষং দক্ষিণায়নমেব চ ॥১৯৫
পিতৃলোকং চন্দ্রমসং বায়ুং বৃষ্টিং জলং মহীম্ ।
ক্রমাত্তে সম্ভবন্তীহ পুনরেব ব্রজন্তি চ ॥১৯৬

এতদ্ যো ন বিজানাতি মার্গদ্বিতয়মাত্মবান্ ।
দন্দশূকঃ পতঙ্গো বা ভবেৎ কীটোঽথবা কৃমিঃ ॥১৯৭
ঊরুস্থোত্তানচরণঃ সব্যে ন্যস্যেতরং করম্ ।
উত্তানং কিঞ্চিদুন্নাম্য মুখং বিষ্টভ্য চোরসা ॥১৯৮
নিমীলিতাক্ষঃ সত্ত্বস্থো দন্তৈর্দন্তাননসংস্পৃশন্ ।
তালুস্থাচলজিহ্বশ্চ সংবৃতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ ॥১৯৯
সন্নিরুধ্যেন্দ্রিয়গ্রামং নাতিনীচোচ্ছ্রিতাসনঃ ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাঽপি প্রাণায়ামমুপক্রমেৎ ॥২০০

ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণ দ্বারা আত্মনির্ণয় করিতে হইবে, পরে যুক্তি-তর্কদ্বারা শ্রুততত্ত্বের বিচার করণীয়, পরিশেষে নির্ণীত ও মীমাংসিত আত্মার ধ্যানাত্মক উপাসনা করিতে করিতে প্রত্যক্ষত উপলব্ধি হয়। যে দ্বিজাতিগণ অতিশয় শ্রদ্ধালু হইয়া নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয়-পূর্ব্বক এই সৎস্বরূপ আত্মার উপাসনা করেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।১৯১-৯২।

অতঃপর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায় দেবযানের কথা বলিতেছেন.—আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ দেহত্যাগের পর একে একে অর্চিরভিমানী (অগ্নি) দেবতাস্থানে ক্রমে দিনাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী, উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার স্থানে (মুক্তিমার্গে) বিশ্রাম করিয়া দেবলোকে পরে সূর্যে ও বৈদ্যুত তেজে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের দ্বারা ব্রহ্মপদে প্রেরিত হন। অর্থাৎ ঐ আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট একটি মানস পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তিদের আর ইহসংসারে আগমন হয় না, তাঁহারা প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময় স্বাধিষ্ঠিত লিঙ্গশরীর ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যান। ১৯৩-৯৪।

অতঃপর পিতৃযানে গতির কথা বলিতেছেন,—যাঁহারা অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, পূর্ত্তকর্ম্ম দানাদি করিয়া স্বর্গলোক অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ধূমাভিমানিনী দেবতাস্থানে যাইয়া ক্রমে রাত্র্যভিমানিনী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী, দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতার স্থানে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করেন, পরে পিতৃলোক, তথা হইতে ক্রমে চন্দ্র, বায়ু, বৃষ্টি, জল ও ভূমিতে পতিত হইয়া শস্যাদি অন্নরূপে শুক্রে পরিণত হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বর্ণিত এই দুইটি যানের স্বরূপ যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া না জানে, অর্থাৎ ঐ যান দুইটিতে যাইবার উপায়স্বরূপ ধর্ম্ম (নিষ্কাম ও সকাম) অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি সর্প, পতঙ্গ (ফড়িঙ্ শলভ), কৃমি বা কীটজন্ম লাভ করে। ১৯৫-৯৭।

এক্ষণে আত্মোপাসনার প্রকার বলিতেছেন,—যোগী উরু দুইটির উপর উত্তান (ঊর্দ্ধতল) ভাবে পদদ্বয় রাখিয়া অর্থাৎ পদ্মাসনে বসিয়া ক্রোড়ে স্থাপিত উত্তান বাম হস্ততলের উপর উত্তান দক্ষিণ করতল স্থাপন করিয়া মুখ কিছু উন্নত করিবেন এবং বক্ষঃস্থল দ্বারা স্থির করিয়া রাখিবেন। অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্র ও সত্ত্বস্থ অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদিরহিত হইয়া ঊর্দ্ধ দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা অধোদন্ত-পঙ্‌ক্তি স্পর্শ না করিয়া, তালুতে নিশ্চল জিহ্বা স্থাপন পূর্ব্বক মুখ মুদ্রিত করিবেন। নিশ্চলাঙ্গভাবে অবস্থান, বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়-নিচয়ের প্রত্যাহারে অনতিনীচ অনতিউচ্চ আসনে উপবেশন করত দ্বিগুণ বা শক্তিমত তিনগুণ প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবেন। তাহার পরে হৃৎপদ্মে অবস্থিত দীপের মত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের ধ্যানের অনুশীলন করিতে করিতে তাহাতেই মনের ধারণা অবলম্বন করিবেন। তিনটি প্রাণায়াম নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে

ততো ধ্যেয়ঃ স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ।
ধারয়েত্তত্র চাত্মানং ধারণাং ধারয়ন্ বুধঃ ॥২০১
অন্তর্দ্ধানং স্মৃতিঃ কান্তির্দৃষ্টিঃ শ্রোত্রজ্ঞতা তথা।
নিজং শরীরমুৎসৃজ্য পরকায়প্রবেশনম্ ॥২০২
অর্থানাং ছন্দতঃ সৃষ্টির্যোগসিদ্ধেস্তু লক্ষণম্।
সিদ্ধে যোগে ত্যজন্দেহমমৃতত্বায় কল্পতে ॥২০৩
অথবাঽপ্যভ্যসন্ বেদং ন্যস্তকর্মা বনে বসন্।
অযাচিতাশী মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২০৪
ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি হি মুচ্যতে ॥২০৫

ইতি যতিধর্মপ্রকরণম্।

অনুষ্ঠিত হইলে তবে ধারণা সিদ্ধ হয়। ধারণানামক যোগাঙ্গাভ্যাসের ফলে যোগীর অদৃশ্যত্ব, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের স্মৃতি, দেহের কমনীয়তা, শ্রবণেন্দ্রিয়ে অপ্রবিষ্ট শব্দেরও শ্রবণ, নিজ শরীর ত্যাগপূর্ব্বক পরকায়ে প্রবেশ, ইচ্ছামত অর্থের সৃষ্টি এই সকল যোগের বিভূতি হয়। শুধু ইহাই নহে, যোগসিদ্ধ হইবার পর দেহত্যাগান্তে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিরও যোগ্যতা আসে। ১৯৮-২০৩।

যে যোগী যজ্ঞদানাদি করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির উপায় স্বতন্ত্র। অথবা তিনি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে কোনও একটিকে অভ্যাস করিতে থাকিবেন এবং বনে বাস করিয়া অযাচিত পরিমিত অন্নভোজন দ্বারা চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে মুক্তিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। ২০৪।

যিনি সৎপ্রতিগ্রহপ্রভৃতি ন্যায়পথে অর্থ উপার্জ্জন করেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ ও অতিথি-সেবাব্রতী, নিত্য-নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠায়ী এবং সত্যবাদী, তাদৃশ গৃহস্থও মুক্তিলাভে অধিকারী হন। কেবল ঐহিক সন্ন্যাস গ্রহণই যে মুক্তির সাধন তাহা নহে। ২০৫।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যতিধর্ম প্রকরণ সমাপ্ত।

অথ প্রায়শ্চিত্তধর্মপ্রকরণম্

মহাপাতকজান্ ঘোরান্নরকান প্রাপ্য গর্হিতান্
কর্মক্ষয়াৎ প্রজায়ন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিহ ॥২০৬
মৃগ-শ্ব-শূকরোষ্ট্রাণাং ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।
খর-পুক্কস-বেণানাং সুরাপো নাত্র সংশয়ঃ ॥২০৭
কৃমি-কীট-পতঙ্গত্বং স্বর্ণহারী সমাপ্নুয়াৎ।
তৃণ-গুল্ম-লতাত্বঞ্চ ক্রমশো গুরুতল্পগঃ ॥২০৮
ব্রহ্মহা ক্ষয়রোগী স্যাৎ সুরাপঃ শ্যাবদন্তকঃ।
হেমহারী তু কুনখী দুশ্চর্মা গুরুতল্পগঃ ॥২০৯
যো যেন সংবসত্যেষাং স তল্লিঙ্গোঽভিজায়তে।
অন্নহর্ত্তাময়াবী স্যান্মূকো বাগপহারকঃ ॥২১০

প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, সুবর্ণচৌর, গুরুপত্নীগামী ও ইহাদের সহিত গুরুতর সংসর্গকারী এই পাঁচ প্রকার মহাপাতকী ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকের ফলে মৃত্যুর পর তীব্র বেদনাজনক ভয়ঙ্কর তামিস্র প্রভৃতি নরকে গমন করে, তারপর কেবলই দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, সেই নরক-দুঃখ ভোগ দ্বারা কিছু কর্ম্মক্ষয় হইবার পর অবশিষ্ট কর্ম্মবশে এই পৃথিবীতে আবার কুক্কুর-শৃগালাদি ঘৃণিত দুঃখময় জন্ম লাভ করে। মহাপাতকীদের মত উপ-পাতকীদেরও ঐরূপ নরকভোগ ও ঘৃণিত জন্মলাভ জানিবে। মহাপাতকীদের মধ্যে ব্রহ্মহত্যাকারী হরিণ, কুক্কুর, শূকর ও উষ্ট্রজন্ম লাভ করে। সুরাপায়ী নরক-ভোগের পর কর্ম্ম-শেষের ফলে গর্দ্দভ, পুক্কস (নিষাদ হইতে শূদ্রী-গর্ভজাত) ও বেণ (বৈদেহক হইতে অম্বষ্ঠী-গর্ভজাত) যোনিতে জন্মে। স্বর্ণাপহরণকারী কৃমি-কীট-পতঙ্গ হইয়া জন্মে। গুরুপত্নীগামী ক্রমে তৃণ-গুল্ম-লতারূপ স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত হয়। ২০৬-২০৮।

তির্য্যগাদি জন্মে কর্ম্মভোগের পর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মঘাতী ক্ষয়রোগ (যক্ষ্মা) গ্রস্ত হয়, সুরাপায়ী স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ-দন্ত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহারী কুৎসিত নখবান, গুরুপত্নীগামী স্বভাবতঃ দুশ্চর্ম্মযুক্ত

ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ।
তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ ॥২১১
পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য চ।
অরণ্যে নির্জ্জলে দেশে (ক) ভবতি
ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥২১২
হীনজাতৌ প্রজায়েত পররত্নাপহারকঃ।
পত্রশাকং শিখী হৃত্বা গন্ধাংশ্ছুচ্ছুন্দরিঃ শুভান্ ॥২১৩
মূষিকো ধান্যহারী স্যাদ্ যানমুষ্ট্রং ফলং কপিঃ।
জলং প্লবঃ পয়ঃ কাকো গৃহকারী হ্যুপস্করম্ ॥২১৪

(অপ্রাবৃত উপস্থ), মতান্তরে কুষ্ঠরোগযুক্ত হয়। ব্রহ্মঘাতীদের মধ্যে যে পতিত ব্যক্তির সহিত যে গুরুতর (যাজন, যোনি-সম্বন্ধ প্রভৃতি) সংসর্গ করে, তাহারও ঐ সকল মহাপাতক-চিহ্ন প্রকাশ পায়। ২০৯।

লোকের বৃত্তিনাশক ব্যক্তি অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হয়। বাক্যের অপহর্ত্তা অর্থাৎ যে গুরুর অননুমোদিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বা অপরের পুস্তক অপহরণ করে, সে পরজন্মে মূক (বাক্‌শক্তিহীন, বোবা) হয়। যে ধান্যাদি শস্যের সহিত অন্য শস্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, সে অধিকাঙ্গ (পাঁচ অঙ্গুলি-যুক্তাদি) হয়। যথার্থ পরদোষকে যে প্রখ্যাপন করিয়া বেড়ায়, তাহার নাসিকা হইতে পচা দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তৈল-চৌর তৈলপায়ী (তেলাপোকা নামে একপ্রকার পোকা) হয়। অবিদ্যমান পরদোষ আবিষ্কার করিয়া যে প্রখ্যাপন করে, তাহার মুখ হইতে পচা দুর্গন্ধ বাহির হয় অর্থাৎ মুখ পচিয়া যায়। ২১০-১১।

পরস্ত্রী হরণ করিলে অথবা ব্রাহ্মণ-স্বামিক দ্রব্য হরণ করিলে জলহীন অরণ্যে মতান্তরে মনুষ্য-সমাগমহীন অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়। ২১২।

পরের মূল্যবান্ দ্রব্য রত্নাদি হরণকারী পরজন্মে স্বর্ণকার জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। পত্রময় শাক-হরণকারী ময়ূর, সুগন্ধি দ্রব্যহরণকারী ছুচ্ছুন্দর (ছুঁচো) হইয়া জন্মে। ২১৩।

ধান্যহরণকারী মূষিক, শকটাদি যানাপহর্ত্তা উষ্ট্র, ফলাপহর্ত্তা কপি, জলহর্ত্তা প্লব নামক পক্ষী, দুগ্ধহরণকারী

(ক) অরণ্যে নির্জ্জনে ঘোরে—পা।

মধুদংশঃ পলং গৃধ্রো গাং গোধাগ্নিং বকস্তথা।
শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসন্তু চীরী লবণহারকঃ ॥২১৫
প্রদর্শনার্থমেতত্তু ময়োক্তং স্তেয়কর্ম্মণি।
দ্রব্যপ্রকারা হি যথা তথৈব প্রাণিজাতয়ঃ ॥২১৬
যথাকর্ম ফলং প্রাপ্য তির্য্যক্ত্বং কালপর্য্যয়াৎ।
জায়ন্তে লক্ষণভ্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ ॥২১৭
ততো নিষ্কল্মষীভূতাঃ কুলে মহতি ভোগিনঃ।
জায়ন্তে বিদ্যয়োপেতা ধনধান্যসমন্বিতাঃ ॥২১৮
বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥২১৯

কাক, মুষলাদি গৃহস্থালীর উপকরণ হরণকারী চটকনামক পক্ষী হয়। মধুহরণে ডাঁশ-মাছি, মাংসহরণে গৃধ্র (শকুন পক্ষী), গোহরণে গোধা (গোসাপ), অগ্নিহরণে বকপক্ষী, বস্ত্রহরণে শ্বিত্ররোগগ্রস্ত, ইক্ষু, খর্জ্জুর প্রভৃতির রসহরণে কুক্কুর, লবণহরণে চীরী (চিল) হইয়া জন্মে। ২১৪-১৫।

প্রদর্শনার্থ কিছু বলিয়া প্রতি দ্রব্যহরণে জন্মবিশেষ বলা অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপতঃ বলিতেছেন,—আমি (মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য) চৌর্য্য-কার্য্যে যাহা যাহা বলিলাম, ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। কিন্তু অপহ্রিয়মাণ দ্রব্যের প্রকার যেমন যেমন আছে, তাহাদের অপহর্ত্তারা সেইরূপ প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করে। ফলকথা—যেরূপ দ্রব্যে যে যে উপকার সাধিত হয়, সেই সকল দ্রব্যহরণে অপহর্ত্তারা সেই সেই ফলে বিকলাঙ্গ হইবে। ২১৬।

নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে নরকবিশেষ ভোগান্তে তির্য্যগাদি জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু জন্মান্তে কাল-ক্রমে ভোগে কর্ম্মক্ষয় হইলে মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতেও অধম, দরিদ্র ও ঘৃণিত লক্ষণসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর পাপ নির্ম্মূল হইলে পূর্ব্বজন্মার্জিত সুকৃতির ফলে উচ্চবংশে জন্মিয়া বিদ্যা-ধন-ধান্যাদিসম্পন্ন হয়। ২১৭-২১৮।

অতঃপর পাতিত্য ও দুর্গতির কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন,—শাস্ত্র-বিহিত স্ব স্ব বর্ণোক্ত কার্য্য সন্ধ্যাবন্দনাদি যদি অনুষ্ঠান না করে, যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ মদ্যপান, চৌর্য্যাদিদুষ্কর্ম্ম আচরণ করে এবং যদি ইন্দ্রিয়-দমন না করে, তবে মনুষ্য পতিত হয়। (মিতাক্ষরা—

তস্মাত্তেনেহ কর্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে।
এবমস্যান্তরাত্মা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥২২০
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্ ॥২২১
তামিস্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহানিরয়শাল্মলী।
রৌরবং কুট্মলং পূতিমৃত্তিকং কালসূত্রকম্ ॥২২২
সংঘাতং লোহিতোদঞ্চ সবিষং সম্প্রতাপনম্।
মহানরককাকোলং সংজীবনমহাপথম্ ॥২২৩

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে—'কোনও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়েতেই স্বেচ্ছায় আসক্ত হইবে না' এই কথা দ্বারাই তো ইন্দ্রিয়-উচ্ছৃঙ্খলতার নিষেধ করা হইয়াছে. তবে এই বচনে আবার ইন্দ্রিয়ের অসংযমকে পাতিত্যের কারণ বলিয়া উল্লেখ করা কেন হইল? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পূর্ব্ববচনে যে ইন্দ্রিয়-প্রসক্তির নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা ঐকান্তিকভাবে নিষেধরূপ নহে, কারণ, স্নাতকদের করণীয় ব্রতমধ্যে উহার পাঠ থাকায় উহাও একটি ব্রতস্বরূপ, অতএব ভাব-পদার্থ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রসক্তি-নিষেধ-বিষয়ক সঙ্কল্পস্বরূপ, এইজন্য এই বচনোক্ত ইন্দ্রিয়ানিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র। পুনশ্চ আশঙ্কা হইতেছে—এই বচনোক্ত বিহিতের অকরণ যে প্রত্যবায়ের কারণ, একথা কোথা হইতে পাইলাম, কারণ, শাস্ত্রে যে অগ্নিহোত্রাদি-অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তাহা তাহাতে প্রবৃত্তিবোধক, তাহার অনুষ্ঠান কিরূপে প্রত্যবায়ের হেতুতা ফলতঃ বুঝাইবে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই যে বিহিতের অননুষ্ঠান পাতিত্যের কারণরূপে উল্লিখিত হইল, তাহা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অনধিকাররূপ পাতিত্যের কারণ প্রত্যবায় বুঝাইবার জন্য। যেহেতু নিষিদ্ধাচরণ প্রভৃতি হইতে পাপী হয় অতএব ঐ সব পুরুষ ইহজন্মে পাপক্ষয়ার্থ এবং পরজন্মে সদ্গতি-লাভার্থ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে ঐ পাপী-ব্যক্তির অন্তরাত্মা নির্ম্মল হইবে এবং পরলোকেও সদ্গতি হইবে। ২১৯-২০।

প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দোষ দেখাইতেছেন,—যে

অবীচিমন্ধতামিস্রং কুম্ভীপাকং তথৈব চ।
অসিপত্রবনঞ্চৈব তাপনঞ্চৈকবিংশকম্ ॥২২৪
মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা।
অন্বিতা যান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ ॥২২৫
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥২২৬
ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥২২৭

সকল মনুষ্য পাপকর্ম্মে (শাস্ত্রনিষেধব্যতিক্রমজনিত পাপে) আসক্ত অথচ পাপের যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত না করে এবং পাপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত ও হয় না, তাহারা দুঃখময় ভীষণ নরকসমূহে গমন করে। ২২১।

কিরূপ দুঃখময় দুঃসহ নরকে যায়, তাহার বর্ণনা করিতেছেন,—তামিস্র (অন্ধকারময় স্থান), লোহশঙ্কু (লোহার পেরেক যাহাতে গাঁথা আছে), মহানিরয় (যথা হইতে বাহির হওয়া যায় না), শাল্মলি (কণ্টকময় শিমুল গাছ), রৌরব, কুট্মল, পূতিমৃত্তিক (পচাগন্ধযুক্ত মৃত্তিকাময় স্থান), কালসূত্র, সঙ্ঘাত, লোহিতোদ (রক্ত-জলাশয়), সবিষ (বিষময়), সম্প্রপাতন (ভৃগুদেশ হইতে পাতন), মহানরক, কাকোল (কালকূট), সঞ্জীবন (যাহাতে মৃত্যুকষ্ট থাকিলেও মৃত্যু হয় না), মহাপথ (দুর্গম দুরতিক্রম দীর্ঘ পথ), অবীচি (তরঙ্গহীন মহাসমুদ্র), অন্ধতামিস্র, কুম্ভীপাক, অসিপত্রবন (যে বনের পাতাগুলি খড়্গবৎ তীক্ষ্ণ) এবং তপন (সন্তাপকারক) এই একুশটি নরকে ভীষণ মহাপাতকজনিত পাপে এবং তাদৃশ উপপাতকে লিপ্ত নরাধমরা প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান না করিলে গমন করে। ২২২-২৫।

অজ্ঞানকৃত যে পাপ, তাহা প্রায়শ্চিত্ত-সমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানতঃ বা ইচ্ছানুসারে কৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষয় পায় না, কেবল শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান থাকায় সমাজে ব্যবহার্য্য হয় এইমাত্র। ইহা মিতাক্ষরাকারের মত। এক্ষনে আপত্তি হইতেছে—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ কথা নহে,

গুরূণামধ্যধিক্ষেপো বেদনিন্দা সুহৃদ্‌বধঃ।
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনম্‌ ॥২২৮
নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্ম্যমুৎকর্ষঞ্চ বচোঽনৃতম্‌।
রজস্বলা-মুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু ॥২২৯

অশ্ব-রত্ন-মনুষ্য-স্ত্রী-ভূ-ধেনুহরণং তথা।
নিক্ষেপস্য চ সর্বং হি সুবর্ণস্তেয়সম্মিতম্‌ ॥২৩০
সখি-ভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিস্বন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু সুতস্ত্রীষু গুরুতল্পসমং স্মৃতম্‌ ॥২৩১

কেন না, ফলভোগ দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হইয়া থাকে, অন্যথা নহে, ইহা ভগবদ্ বাক্য। ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন,—যেমন—ব্রহ্মহত্যাদি দ্বারা যে পাপ জন্মে ইহা শাস্ত্রবোধ্য, সেইরূপ তাহার বিনাশও শাস্ত্রবোধ্য, সুতরাং এ বিষয়ে অন্য প্রমাণের কোন প্রবৃত্তি নাই। গৌতমও এইরূপ সমাধান করিয়াছেন। যদি বল,—ইচ্ছাকৃত পাপস্থলে কোনও প্রায়শ্চিত্তেরই নির্দ্দেশ নাই, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান-দ্বারা ব্যবহার্য্যতা ও পাপক্ষয় হইবে? যেহেতু বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, 'অনভিসন্ধিকৃতেঽপরাধে প্রায়শ্চিত্তম্‌'—অনিচ্ছাকৃত পাপেই প্রায়শ্চিত্ত, মনুও বলিয়াছেন,—'কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে'—ইচ্ছাকৃত ব্রাহ্মণবধে প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহাও ঠিক, নহে, কেননা—বচনান্তরে বলা আছে—ভৃগুপতন বা অগ্নিপ্রবেশব্যতিরেকে মহাপাতকীর নিষ্কৃতি নাই; অতএব কামকৃত পাপেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। এবং বসিষ্ঠ-বচনের অভিপ্রায়—অজ্ঞানকৃত পাপের শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত হইতে কিন্তু ইচ্ছাকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা তিনি বলেন নাই। আর মনুবচনের ও তাৎপর্য্য অন্যরূপ—জ্ঞানকৃত পাপে নিষ্কৃতির অভাব, প্রায়শ্চিত্তের অভাব নহে, যেহেতু মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তই তিনি সেই ক্ষেত্রে দেখাইয়াছেন। আপত্তি হইতে পারে—যদি জ্ঞানকৃত পাপে প্রায়শ্চিত্তই থাকে, তবে পাপক্ষয় হইবে না, এ কিরূপ কথা? আবার পাপও রহিল অথচ ব্যবহার্য্য হইল, ইহাই বা সঙ্গত কিরূপে? ইহারও সমাধানার্থ বলিয়াছেন,—উভয় স্থলেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায় ফলতারতম্য কল্পনা করিতে হইবে। আর যে আপত্তি করা হইয়াছে,—'পাপ রহিল অথচ ব্যবহার্য্য হইল, ইহা অসম্ভব', তাহারও মীমাংসা করিয়াছেন,—পাপের দুইটি শক্তি, একটি নরকোৎপাদিকা অপরটি ব্যবহার্য্যতা-বিরোধিনী, অতএব পাপক্ষয় না হইলেও ব্যবহার-নিরোধশক্তি নাশে কি অসঙ্গতি থাকিতে পারে? ২২৬।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপের পরিচয় দিতেছেন,—ব্রহ্মহত্যাকারী (ব্রাহ্মণেরপ্রাণবিয়োগ যাহাতে ঘটে, তাদৃশ ব্যাপার হইতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বা কালান্তরে অন্য কারণ-সাপেক্ষ না হইয়া ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ যে হইয়াছে), নিষিদ্ধ সুরাপায়ী, ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহারী, গুরুপত্নী (বিমাতৃ) গামী ইহারা মহাপাতকী, এবং এই সকল মহাপাতকীর সহিত যে সংবৎসর যাবৎ গুরুতর সংসর্গ করে, সেও মহাপাতকিমধ্যে গণ্য। 'তথা'-শব্দদ্বারা অনুগ্রাহক প্রযোজক ইহারাও মহাপাতকী হইবে বলা হইল। গুরুজনের অত্যধিকভাবে মিথ্যা নিন্দা, নাস্তিক্যাদি দোষে বেদনিন্দা, অব্রাহ্মণ মিত্রের বধ, অধীত বেদের আলস্যে অসৎ শাস্ত্রান্তরে চিত্তবিনোদন দ্বারা লোপসাধন এগুলিও ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ। ২২৭-২৮।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ লশুনাদির ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্ষণ, কৌটিল্য (অভিসন্ধানপূর্ব্বক অপরের নামে রাজদ্বারে অসত্য দোষের অভিযোগ), চতুর্ব্বেদজ্ঞ না হইয়াও 'আমি চতুর্ব্বেদবিৎ' এইরূপ রাজকুলাদিতে মিথ্যাভাষণ, কামবশে রজস্বলা রমণীর অধরচুম্বন এগুলি সুরাপান তুল্য। ২২৯।

অশ্ব, হীরকাদি রত্ন, মনুষ্য, স্ত্রী, ভূমি ও ধেনুহরণ এবং গচ্ছিত দ্রব্যের হরণ এই সকল সুবর্ণ-চৌর্য্য সদৃশ পাপজনক। ২৩০।

মিত্রের ভার্য্যা, উত্তমবর্ণের কুমারী কন্যা, সহোদরা ভগিনী, চণ্ডালকন্যা, সগোত্রা, পুত্রবধূ (অসগোত্রা অবিবাহিতা) এই সকল নারীতে গমন গুরুতল্পগমন তুল্য। আশঙ্কা হইতে পারে—পূর্ব্বোক্ত বেদনিন্দাদি দোষ অতি সামান্য তাহার ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাপের সমান হয় কিরূপে? তাহার সমাধানার্থ বলা হইতেছে,—গুরু

পিতুঃ স্বসারং মাতুশ্চ মাতুলানীং স্নুষামপি।
মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়াং তথা ॥২৩২

আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ।
ছিত্ত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥১৩৩

গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়মৃণানাঞ্চানপক্রিয়া।
অনাহিতাগ্নিতাঽপণ্যবিক্রয়ঃ পরিবেদনম্ ॥ ২৩৪

ভৃতাদধ্যয়নাদানং ভৃতকাধ্যাপনং তথা।
পারদার্য্যং পারিবিত্ত্যং বার্ধুষ্যং লবণক্রিয়া ॥২৩৫

স্ত্রী-শূদ্র-বিট্‌ক্ষত্রবধো নিন্দিতার্থোপজীবনম্।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ সুতানাঞ্চৈব বিক্রয়ঃ ॥২৩৬

ধান্য-কুপ্য-পশুস্তেয়মযাজ্যানাঞ্চ যাজনম্।
পিতৃ-মাতৃ-গুরুত্যাগস্তড়াগারামবিক্রয়ঃ ॥২৩৭

কন্যাসংদূষণঞ্চৈব পরিবেদকযাজনম্।
কন্যাপ্রদানং তস্যৈব কৌটিল্যং ব্রতলোপনম্ ॥২৩৮

আত্মার্থে চ ক্রিয়ারম্ভো মদ্যপ-স্ত্রীনিষেবণম্।
স্বাধ্যায়াগ্নিসুতত্যাগো বান্ধবত্যাগ এব চ ॥২৩৯

প্রায়শ্চিত্তকথন দ্বারা ঐ সকল পাপের গুরুত্ব-বোধনই তাহার তাৎপর্য্য। এইজন্য ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে ঐ সকল পাপে প্রায়শ্চিত্তের ন্যূনতা জানিবে। অন্যান্য গুরুতল্পসমা নারী বলা হইতেছে—পিতৃস্বসা পিতার (সহোদরা ভগিনী, পিসী), মাতৃস্বসা, মাতুল-পত্নী, পুত্রবধূ, মাতার সপত্নী (অসবর্ণা বিমাতা); ভগিনী, আচার্য্য-কন্যা, আচার্য্য-পত্নী, নিজ ঔরস-কন্যা এই সকল রমণীতে গমন করিলে গুরুতল্পগামী হয়। ইহার প্রায়শ্চিত্ত পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদ পূর্ব্বক বধ ও কামাতুরা ঐ সকল রমণীরও ঐরূপ বধ প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড। ২৩১-৩৩।

অতঃপর উপপাতকের পরিগণনা করিতেছেন,—গোহত্যা, ব্রাত্যতা (শাস্ত্রনির্দিষ্টকালে উপনয়ন-সংস্কারের অভাব) ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণভিন্ন দ্রব্যের অপহরণ, ঋণের অপরিশোধ, এইরূপ দৈব, পৈত্র, আর্ষ-ঋণের অপরিশোধ, অধিকার থাকিতে অগ্ন্যাধান না করা, অবিক্রেয় লবণাদি বিক্রয়, পরিবেদন (জ্যেষ্ঠ সহোদর অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ), ভৃতকাধ্যাপক হইতে বিদ্যাগ্রহণ, ভৃতকাধ্যাপনা, গুরুতল্পসম-ব্যতিরিক্ত পরস্ত্রীগমন, প্রতিষিদ্ধ কুসীদগ্রহণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, পরিবিত্তিতা (কনিষ্ঠ বিবাহিত থাকিতে জ্যেষ্ঠের বিবাহের অভাব), ভূমি বা জল হইতে লবণের উৎপাদন, স্ত্রীজাতি-হত্যা, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতির হত্যা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বেদ-নাস্তিত্ব ও ঈশ্বর-পরলোক-নাস্তিত্ববাদপ্রচার, ব্রতলোপ-বিধান, পুত্রকন্যা-বিক্রয়, ধান্য-সুবর্ণ-রজতব্যতিরিক্ত ধন ও গো প্রভৃতি পশুর হরণ, অযাজ্যযাজন, পিতা, মাতা ও পুত্রকে ত্যাগ, তড়াগ-উপবন-বিক্রয়, কুমারীর অঙ্গুলিদ্বারা যোনি বিদারণ, পরিবেদকের (অকৃতবিবাহ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠকে কন্যাদাতার) যাজন ও তাহাকে কন্যাদান, গুরু ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি কৌটিল্য-আচরণ, ব্রতলোপবিধান (আমি হরিচরণ দর্শন না করিয়া তাম্বূলাদি ভক্ষণ করিব না—ইত্যাদিরূপ সঙ্কল্পের ভঙ্গ), কেবল নিজের ভোগের জন্য অন্নাদি বিশিষ্ট খাদ্যপাক, মদ্যপায়িনী নিজস্ত্রীকে সম্ভোগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ, শ্রৌত-স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগ, সংস্কার-যোগ্যকালে পুত্রাদি সংস্কার না করা, পিতৃব্য মাতুল প্রভৃতি বিপন্ন হইয়া আশ্রয় লইলে তাহাদের পরিত্যাগ, পাকাদি লৌকিক কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য বৃক্ষাদিচ্ছেদন, স্ত্রীর দ্বারা, হিংসাবৃত্তি দ্বারা ও ঔষধ বিক্রয় দ্বারা জীবন যাপন, তন্মধ্যে স্ত্রীকে ভোগার্থ অপরের নিকট দিয়া তল্লভ্য অর্থে জীবন ধারণ, প্রাণিবধে জীবনধারণ ও ঔষধাদি দ্বারা বশীকরণ লভ্য অর্থে জীবিকা, জীবহিংসার্থ যন্ত্রনির্ম্মাণ ও প্রয়োগ, কামজ মৃগয়াদিব্যসন, আত্মবিক্রয়, শূদ্রের অধীনে দাসত্ব, হীনজাতির সহিত বন্ধুত্ব, হীনজাতি স্ত্রীসম্ভোগ, আশ্রমহীন অবস্থায় জীবনযাপন, পরান্নে জীবনধারণ, চার্ব্বাকাদিপ্রণীত অসৎ শাস্ত্র-অধ্যয়ন, রাজার আদেশে সুবর্ণাদি আকরে অধিকারগ্রহণ, ভার্য্যার বিক্রয়, অভিচারক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অজ্ঞানতঃ লশুনাদি-ভক্ষণ এই সমস্তই উপপাতক নামে খ্যাত।

ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ স্ত্রীহিংসৌষধজীবনম্।
হিংস্রযন্ত্রবিধানঞ্চ ব্যসনান্যাত্মবিক্রয়ঃ ॥২৪০
শূদ্রপ্রেষ্যং হীনসখ্যং হীনযোনিনিষেবণম্।
তথৈবানাশ্রমে বাসঃ পরান্নপরিপুষ্টতা ॥২৪১
অসচ্ছাস্ত্রাধিগমনমাকরেষ্বধিকারিতা।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকম্ ॥২৪২
শিরঃ কপালী ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি মিতভুক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৪৩
ব্রাহ্মণস্য পরিত্রাণাদ্ গবাং দ্বাদশকস্য বা।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানাদ্ বা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৪৪
দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তং ব্রাহ্মণং গামথাপি বা।
দৃষ্ট্বা পথি নিরাতঙ্কং কৃত্বা বা ব্রহ্মহা শুচিঃ ॥২৪৫
আনীয় বিপ্রসর্বস্বং হৃতং ঘাতিত এব বা।
তন্নিমিত্তং ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥২৪৬
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যেবং হি লোমপ্রভৃতি বৈ তনুম্।
মজ্জান্তাং জুহুয়াদ্ বাপি মন্ত্রৈরেভির্যথাক্রমম্ ॥২৪৭
সংগ্রামে বা হতো লক্ষ্যভূতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
মৃতকল্পঃ প্রহারার্ত্তো জীবন্নপি বিশুধ্যতি ॥২৪৮
অরণ্যে নিয়তো জপ্ত্বা ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাম্।
মুচ্যতে বা মিতাশীত্বা প্রতিস্রোতঃ সরস্বতীম্ ॥২৪৯
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
আদাতুশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থমিষ্টির্বৈশ্বানরী স্মৃতা ॥২৫০
যাগস্থক্ষত্র-বিড্‌ঘাতী চরেদ্ ব্রহ্মহনো ব্রতম্।
গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিষূদকঃ ॥২৫১

অনন্তর ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন,—স্বনিহত ব্রাহ্মণের মাথার খুলি হাতে লইয়া এবং অন্য মস্তকের কপাল একটি দণ্ডের আগায় চড়াইয়া সেই দণ্ড হস্তে লোহিতবর্ণ মৃন্ময় শরাবখণ্ডে ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষান্ন লাভের জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে এবং দ্বিজাতিগৃহে সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নে সায়ংকালে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং 'আমি ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছি' এইরূপ নিজকৃত কর্ম্মের খ্যাপন করিবে। ব্রহ্মহত্যাকারী বার বৎসর এইরূপ পরিমিত ভোজনে ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। ২৩৪-৪৩।

অথবা প্রায়শ্চিত্তান্তর কথিত হইতেছে,—চোর বা ব্যাঘ্র প্রভৃতি দ্বারা কোন ব্রাহ্মণ হত হইতেছে জানিয়া নিজের প্রাণকে বিপন্ন করিয়া যদি ঐ ব্রাহ্মণের প্রাণ-রক্ষা করে, অথবা যদি বিপন্ন বারটি গরুকে প্রাণদান করে, কিংবা অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের পর অবভৃথ স্নান করে, দ্বাদশবর্ষ ব্রতাচরণের পূর্ব্বেই শুদ্ধ হইবে। অথবা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক গলৎকুষ্ঠাদি রোগে পীড়িত ব্রাহ্মণকে অথবা রোগ যন্ত্রণায় অভিভূত কোন গাভীকে পথে দেখিয়া তাহাকে সেবা শুশ্রূষায় রোগমুক্ত করে, তবে তাহাতেও ব্রহ্মঘাতী শুদ্ধ হইবে। ২৪৪-৪৫।

কোন ব্রাহ্মণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া তাহার চৌর কর্ত্তৃক হৃত দ্রব্য সমুদয় উদ্ধার করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে যে রক্ষা করে, কিংবা যদি ঐ অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করিতে চৌরাদি কর্ত্তৃক নিহতও হয়, অথবা যদি ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব আনয়নের জন্য চৌরাদির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চৌরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রে ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া বাঁচিয়াও যায়, তবে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রহ্মহত্যাপাপ-মুক্ত হইবে। ২৪৬।

অথবা নিজ দেহস্থিত লোম প্রভৃতি কাটিয়া 'ওঁ লোমভ্যঃ স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্রে মজ্জা পর্য্যন্ত শরীরকে একে একে অগ্নিতে আহুতি দেয় (মন্ত্রগুলি বশিষ্ঠ সংহিতায় উক্ত আছে), তবে ইহাতেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের অস্ত্রনিক্ষেপের মধ্যস্থলে লক্ষ্য হইয়া যদি অস্ত্রাঘাতে মৃত হয়, তবে তাহাতেও শুদ্ধি লাভ করিবে। অথবা মৃত না হইয়াও যদি গাঢ় অস্ত্রাঘাতের বেদনায় পীড়িত হইয়া মৃতের মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহাতেও শুদ্ধ হয়। ২৪৭-৪৮।

কিংবা যদি নির্জ্জন অরণ্যে আহার সংযম করিয়া মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক সমগ্র বেদসংহিতা তিনবার জপ করে তবে শুদ্ধ হইবে। অথবা পরিমিতভোজী হইয়া

চরেদ্ ব্রতমহত্বাপি ঘাতার্থঞ্চেৎ সমাগতঃ।
দ্বিগুণং সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাদিশেৎ ॥২৫২

ইতি ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ সুরাপানপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

সুরাম্বু-ঘৃত-গোমূত্র-পয়সামগ্নিসন্নিভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২৫৩
বালবাসা জটী বাঽপি ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।
পিণ্যাকং বা কণাং বাঽপি ভক্ষয়েৎ ত্রিসমা নিশি ॥২৫৪

অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতো বিন্মূত্রমেব বা।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥২৫৫
পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেৎ।
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চাভিজায়তে ॥২৫৬

ইতি সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণম্।

অথ সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণম্।

ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুসলমর্পয়েৎ।
স্বকর্ম খ্যাপয়ংস্তেন হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ ॥২৫৭

প্লাক্ষপ্রস্রবণ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত সরস্বতীনদীর প্রত্যেক স্রোতে যায়, তবে পাপমুক্ত হইবে। কিংবা যদি বেদবিদ্যাদিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী কোনও সৎপাত্রকে তাহার যাবজ্জীবন প্রাণ ধারণের উপযুক্ত গোভূমি হিরণ্যাদি দান করে, তবে শুদ্ধি লাভ করিবে। কিন্তু ঐ ব্রহ্মহত্যাকারী ধনগ্রহীতা পাপক্ষয়ার্থ বৈশ্বানরী ইষ্টি সাধন করিবেন। অতঃপর ব্রহ্মহত্যা প্রায়শ্চিত্তের মত ক্ষত্রিয়াদিবধেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিতেছেন,—যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দীক্ষণীয়াদি উদবসানীয়া পর্য্যন্ত সোমযাগে ব্রতী থাকে, তবে তাহাদিগকে হত্যাকারী ব্রহ্মবধোক্ত প্রায়শ্চিত্তের আচরণ করিবে। এবং ভ্রূণহত্যাকারী বর্ণানুসারে বধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই প্রকার আত্রেয়ীর (অত্রিগোত্রজাতা অথবা রজস্বলা বা ঋতুস্নাতা রমণী যিনি গর্ভধারণের যোগ্য তাঁহার) বধেও বর্ণানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করণীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণবধে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহাই ব্রাহ্মণ ভ্রূণের বধে ও ব্রাহ্মণী আত্রেয়ী বধে জানিবে। এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি ভ্রূণ ও আত্রেয়ী বধে কল্পনীয়। ২৪৯-২৫১।

যদি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের অন্যতমকে হত্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া কেহ আসে, অথচ শস্ত্রাদি প্রহার করিলেও কোন ক্রমে ঐ হন্যমান ব্যক্তি বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে ঐ বর্ণবধের প্রায়শ্চিত্ত হত্যাপ্রবৃত্তব্যক্তির কর্ত্তব্য। কিন্তু যজ্ঞে ব্রতী ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে হত্যা ও হত্যার চেষ্টা তো সম্পূর্ণ পৃথক্ তবে সমান প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেন? উত্তর,—হাঁ, সে কথাও সত্য এরূপ স্থলে এক-চতুর্থাংশ ন্যূন প্রায়শ্চিত্ত কল্পনীয়। ২৫২।

ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ সমাপ্ত।

(সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ)।

সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র, দুগ্ধ ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অগ্নিসন্তাপে অগ্নিবর্ণ করিয়া পান করিলে সুরাপায়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। সুরাশব্দে পৈষ্টি সুরাই বোধ্য, তাহারই পান মহাপাতকের কারণ জানিবে। অন্যান্য মদ্য গৌণসুরা জ্ঞাতব্য। ২৫৩।

ইহাতে প্রায়শ্চিত্তান্তর কথিত হইতেছে। অথবা গো বা অজপ্রভৃতির লোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়া জটাধারণপূর্ব্বক, ব্রহ্মহত্যাপ্রায়শ্চিত্তই (দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত) আচরণ করিবে, এই দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত জলবুদ্ধিতে সুরাপান স্থলে বোদ্ধব্য। কিংবা কেবল তিলাদির পিণ্যাক (খইল) মাত্র তিন বৎসর যাবৎ রাত্রিতে ভোজন করিয়া কাটাইবে। অথবা তণ্ডুল কণা সিদ্ধ করিয়া তাহাই মাত্র রাত্রিতে তিন বৎসর ভোজন করিবে। ইহাতেই সুরাপায়ী শুদ্ধ হইবে।২৫৪।

অনন্তর গৌণ সুরা অর্থাৎ মদ্যপানে প্রায়শ্চিত্তবিধি বর্ণিত হইতেছে—জ্ঞানতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ মদ্যপান করে অথবা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ জ্ঞানতঃ শুক্র, বিষ্ঠা বা মূত্র ভোজন করে, তবে দ্বিজাতি ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণই

অনিবেদ্য নৃপে শুধ্যেৎ সুরাপ-ব্রতমাচরন্।
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা দদ্যাদ্ বা বিপ্রতুষ্টিকৃৎ ॥২৫৮

ইতি সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ গুরুতল্পগ-প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

তপ্তেঽয়ঃশয়নে সার্দ্ধমায়স্যা যোষিতা স্বপেৎ।
গৃহীত্বোৎকৃত্য বৃষণৌ নৈর্ঋত্যাং বোৎসৃজেত্তনুম্॥২৫৯

প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং সমাং বা গুরুতল্পগঃ।
চান্দ্রায়ণং বা ত্রীন্মাসানভ্যস্যন্ বেদসংহিতাম্ ॥২৬০

(রজক-ব্যাধ-শৈলুষ-বেণুচর্মোপজীবিনঃ।
ব্রাহ্মণ্যেতান্ যদা গচ্ছেৎ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
শ্বপাকং পুক্কসং ম্লেচ্ছং চণ্ডালং পতিতং তথা।
এতাংস্তু ব্রাহ্মণী গত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥)

ইতি গুরতল্পগপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্

তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ পূর্ব্বক পুনরায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিবেন। বিশেষ—এই মদ্যপানস্থলে ব্রাহ্মণেরই পুনরুপনয়ন, অন্য দ্বিজাতির নহে। এখানে বচনোক্ত সুরা শব্দটি মদ্য অর্থে প্রযুক্ত, এইজন্য অল্প প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অজ্ঞানতঃ মদ্যপানে তিন দিন দুগ্ধ ঘৃত বা জল অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া পান করিবে—ইহা তপ্তকৃচ্ছ্রের স্বরূপ, তাহার পর উপনয়ন সংস্কার। অজ্ঞানতঃ মূত্র পুরীষ শুক্র পানেও এইরূপ কর্ত্তব্য। ২৫৫।

কোনও ব্রাহ্মণভার্য্যা যদি সুরাপান করে, তবে সে মৃত্যুর পর পতিলোকগমনে বঞ্চিত হয়, আবার ইহলোকে গৃধ্রী কুক্কুরী অথবা শূকরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২৫৬।

সুরাপানপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

সুবর্ণস্তেয়প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সুবর্ণ (১ ভরি, ৮০ রতি পরিমিত স্বর্ণের অন্যূন) অপহরণ করে, সে শুদ্ধিকামী হইলে রাজার নিকট যাইয়া বলিবে—'আমি ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরি করিয়াছি', আমাকে দণ্ড দিন—এই বলিয়া একটি মুষল দিবে, রাজা সেই মুসলপ্রহারে তাহাকে হত্যা করিবেন। হত হইলে বা কোন প্রকারে বাঁচিয়া যাইলে সে শুদ্ধ হইবে। ২৫৭।

অথবা রাজার নিকট নিজ দুষ্কর্ম্ম খ্যাপন না করিয়া যদি শুদ্ধি কামনা করে, তবে সুরাপায়ীর প্রায়শ্চিত্তোক্ত ব্রত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। ইহা অজ্ঞানকৃত সুবর্ণ হরণে প্রায়শ্চিত্ত। যদি বল অপহরণ অজ্ঞানতঃ হয় কিরূপে? তাহাও বলিতেছি—বস্ত্রে সুবর্ণ আছে ইহা না জানিয়া যদি বস্ত্রহরণ করে, তবে তাহা অজ্ঞানতঃ সুবর্ণ হরণ হয়। অথবা যদি রজতাদি মনে করিয়া সুবর্ণ চুরি করে, পরে অপরকে উহা দান করিলে অথবা হারাইয়া ফেলিলে কিন্তু ধনস্বামীকে ফিরাইয়া যদি না দেয়, তবে অজ্ঞানতঃ সুবর্ণাপহরণ হইতে পারে। পরন্তু শিল্পীর কলাকৌশলে পারদাদি রসযোগে তাম্রই সুবর্ণের মত দেখিতে হয়, তবে তাহার অপহরণে এই প্রায়শ্চিত্ত নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে অপহরণকারী যদি প্রচুর ধনবান্ হয়, তবে শুদ্ধিকামনায় নিজ শরীরের ওজনে সুবর্ণ দিবে। যদি ধন না থাকে তবে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাচরণ করিবে। তাহাতেও অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণের (যাহার সুবর্ণ হরণ করিয়াছে সেই ব্রাহ্মণের) যাবজ্জীবন পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে উপযুক্ত ধন দিবে। (মিতাক্ষরা—যদি নির্গুণ ব্রাহ্মণের সুবর্ণাপহরণ করে, নববার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠেয়) ।২৫৮।

সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

গুরুতল্পগমনপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

গুরুপত্নীগামী শুদ্ধি-কামনায় অতিসন্তপ্ত (যাহাতে শয়ন মাত্র মৃত্যু হয় এইরূপ) লৌহময় খট্বাদি শয্যায় লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিমূর্ত্তি লইয়া তাহার সহিত শয়ন করিবে, শয়নের পর মৃত্যু হইলেই শুদ্ধ হইবে। শয়নকালে লোককে জানাইবে যে, 'আমি গুরুপত্নী গমন করিয়াছি' এবং কেশ ও লোম মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত লেপন করিয়া শয়ন করিবে। কিংবা প্রায়শ্চিত্তান্তরও আছে—নিজের লিঙ্গ ও মুষ্কদ্বয় নিজে ছেদন করিয়া তাহা হাতে লইয়া নৈর্ঋত কোণে দেহপাতপর্য্যন্ত গমন করিতে থাকিবে, পরে মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে। ২৫৯।

অথবা প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে,—গুরুভার্য্যাগামী শুদ্ধির

অথ মহাপাতকি-সংসর্গিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

এভিস্তু সংবসেদ্ (সংপিবেদ্) যো বৈ বৎসরং সোঽপি তৎসমঃ।
কন্যাং সমুদ্বহেদেষাং সোপবাসামকিঞ্চনাম্ ॥২৬১

ইতি সংসর্গিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকণম্।

অথ প্রতিলোমবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

চান্দ্রায়ণং চরেৎ সর্বানবকৃষ্টান্নিহত্য তু।
শূদ্রোঽধিকারহীনোঽপি কালেনানেন শুধ্যতি ॥২৬২
(মিথ্যাভিশংসিনো দোষো দ্বিগুণোঽনৃতবাদিনঃ।
মিথ্যাভিশস্তপাপঞ্চ সমাদত্তে মৃষা বদন্ ॥)

ইতি প্রতিলোমবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

ইতি মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

জন্য তিন বৎসর যাবৎ কৃচ্ছ্র-প্রাজাপাত্য-ব্রত আচরণ করিবে—ইহা ব্রাহ্মণীগর্ভজাত পুত্রের পিতার শূদ্রাভার্য্যা-গমনে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু যদি সবর্ণা গুরুপত্নী কিন্তু ব্যভিচারিণী, তাহাতে অজ্ঞানতঃ গমন করে, তবে বেদসংহিতা-পাঠ ও তিন মাস তিনটি চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। (মিতাক্ষরা—ক্ষত্রিয়া গুরুভার্য্যাগমন জ্ঞানতঃ হইলে নববার্ষিক ব্রত আচরণীয়। গুরুভার্য্যার প্রেরণায় গমন হইলে ত্রৈমাসিক প্রাজাপত্য ব্রত, উভয়েচ্ছায় প্রবৃত্তিপক্ষে ত্রৈমাসিক অতিকৃচ্ছ্রব্রত, ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীগমনে রেতঃসেকের পূর্ব্বে নিবৃত্তি হইলে চান্দ্রায়ণ, অকামতঃ স্থলে উৎসাহাদি অনুসারে পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র অষ্টরাত্র তপ্তকৃচ্ছ্র। শূদ্রা স্ত্রীতে কামতঃ গমনে কারণ-তারতম্য হিসাবে অতিকৃচ্ছাদি ব্রত করণীয়) ।২৬০।

গুরুতল্প-গমন প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

মহাপাতকি-সংসর্গি প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মঘাতী প্রভৃতি মহাপাতকীদের সহিত যে ব্যক্তি এক বৎসর অত্যন্ত সংসর্গ করে, সেও তত্তুল্য মহাপাতকী হয় এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্তও সংসর্গের অনুযোগী (যাহার সহিত সংসর্গ) ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তসদৃশ হইবে। বচনোক্ত 'তৎসম' কথাটি তত্তুল্য প্রায়শ্চিত্তাতিদেশের জন্য, নতুবা তত্তুল্য পাতকী সে হইবে—ইহার বোধনের জন্য নহে। এবং 'অপি শব্দটিও মহাপাতকীর মত অতিপাতকী, অনুপাতকী, উপপাতকীর সংসর্গীকেও বুঝাইতেছে। আপত্তি হইতেছে—মহাপাতকীদের সংসর্গীদের যেমন মহাপাতকি প্রায়শ্চিত্ত, সেইরূপ মহাপাতকি-সংসর্গি-সংসর্গীদেরও প্রায়শ্চিত্ত ও দ্বিজাতি-কর্ম্মে অনর্হতা হউক, ইহার সমাধানার্থ বলিতেছেন.—হাঁ, এ আপত্তি সঙ্গত হইত, যদি অন্য কোন প্রমাণে তাহাদের মহাপাতকিত্ব হইত, কিন্তু তাহা তো হইতেছে না, বচনস্থ 'এভিঃ' এই পদে ইদম্ শব্দের দ্বারা প্রকৃতের পরামর্শ হওয়ায় কেবল ব্রহ্মঘাতীদেরই বোধ হইবে, তাহাদের সংসর্গীকে আর বুঝাইবে না। এজন্য সংসর্গি-সংসর্গীদের দ্বিজাতি-কর্ম্মে অনধিকার নাই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তার্হতা আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিকের পাদন্যূন জানিবে। এবং সংসর্গও অনেক প্রকার জ্ঞাতব্য। যথা—বৃদ্ধমনুমতে একশয্যায় শয়ন, একাসন, একপংক্তি-ভোজন, পতিত, পাকভাণ্ডে অন্নপাক, পতিত পক্কান্নের মিশ্রণ, যাজন, অধ্যাপনা, যৌন-সম্বন্ধ, সহভোজন এই নয় প্রকার। দেবলের মতে পতিতের সহিত সম্ভাষণ, স্পর্শ, নিশ্বাস, একযানে আরোহণ, একাসন, একান্নভোজন, যাজন, অধ্যাপনা ও যৌন-সংসর্গ। ইহাদের মধ্যে যাজন—পতিতকে যাজন ও পতিত ব্রাহ্মণ দ্বারা নিজের যাজন, অধ্যাপনা—পতিতকে অধ্যাপনা ও পতিতকে দিয়া নিজের অধ্যাপনা, যৌনসংসর্গ—পতিতকে কন্যাদান এবং পতিতের কন্যাগ্রহণ, সহভোজন—একপাত্রে ভোজন বোদ্ধব্য। এই সকল সংসর্গের মধ্যে কি জাতীয় সংসর্গে কতকালে পাতিত্য হইবে এই আশঙ্কার উত্তরে বৃহদ্বিষ্ণু বলিয়াছেন,—পতিতের সহিত একযানারোহণ, একত্র ভোজন, একাসনে উপবেশন ও এক শয্যায় শয়ন এক বৎসর ধরিয়া হইলে পাতিত্য হইবে। আর যাজন, যৌন, অধ্যাপনা ও সহভোজন সংসর্গ একবার

অথোপপাতকপ্রকরণম্।

তত্র গোবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

পঞ্চগব্যং পিবেদ্ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥২৬৩
কৃচ্ছ্রং চৈবাতিকৃচ্ছ্রঞ্চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গাঃ ॥২৬৪

ইতি গোবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

উপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবঞ্চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাঽপি মাসেন পরাকেণাথবা পুনঃ ॥২৬৫

অথ ক্ষত্রিয়াদিবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

ঋষভৈকসহস্রা গা দদ্যাৎ ক্ষত্রবধে পুমান্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং বাঽপি বৎসরত্রিতয়ং চরেৎ ॥২৬৬
বৈশ্যহাঽব্দং চরেদেতদ্ দদ্যাদ্বৈকশতং গবাম্।
ষণ্মাসান্ শূদ্রহা হ্যেতদ্দদ্যাদ্ধেনুর্দশাপি বা ॥২৬৭

ইতি ক্ষত্রিয়াদিবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

দুর্বৃত্তা ব্রহ্ম-বিট্-ক্ষত্র-শূদ্রযোষাঃ প্রমাপ্য তু।
দৃতিং ধনুর্বস্তমবিং ক্রমাদ্দদ্যাদ্ বিশুদ্ধয়ে ॥২৬৮

হইলেই পাতিত্যের জনক। একযানে আরোহণ প্রভৃতি চারিটি সমুচ্চিতভাবে হইলে পাতিত্য ঘটিবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য—পুরুষের মত পতিতার সংসর্গও পাতিত্যজনক। বালক, অশীতিপর বৃদ্ধ আতুরের পক্ষে কামতঃস্থলে প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ, অকামতঃ একপাদ। অনুপনীত বালকের কামতঃ পাপাচরণে একপাদ, অকামতঃ তাহার অর্দ্ধ—এইরূপ ব্যবস্থা বিজ্ঞানেশ্বর-সম্মত অতঃপর প্রতিষিদ্ধ যৌন-সম্বন্ধের স্থলবিশেষে অপবাদ দেখাইতেছেন—পতিতাবস্থায় উৎপাদিত কন্যা যদি পতিত-সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত করে এবং পিতৃধন-অলঙ্কারাদি গ্রহণ না করে, তবে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু পতিতের হস্তে ঐ কন্যাদান লইবে না, নিজেই বিবাহ করিবে। ২৬১।

মহাপাতকি-সংসর্গি-প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ সমাপ্ত।

প্রতিলোমজাতবধপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে নিষিদ্ধ সংসর্গে উৎপন্ন ও প্রতিলোমজাতবধে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে,—অবকৃষ্ট অর্থাৎ সূত, মাগধ প্রভৃতি প্রতিলোমজাতদের মধ্যে যে কোন জাতিকে হত্যা করিলে একটি চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণীয়। আশঙ্কা হইতেছে, যে সকল প্রায়শ্চিত্ত সংহিতা-পাঠাদি-সাধ্য, শূদ্রের পক্ষে তাহাতে তো অধিকার নাই, তবে তাহাদের কি করণীয়, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—যদিও শূদ্র সংহিতাপাঠাদিতে অনধিকারী, তাহা হইলেও তাহারা দ্বাদশবার্ষিকাদিকালসাধ্য ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইবে, এইপ্রকার স্ত্রীলোক ও প্রতিলোমজাতদেরও ব্যবস্থা।

প্রতিলোমজাতবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ

গোবধ প্রায়শ্চিত্ত।

পরিগণিত উপপাতকগুলির মধ্যে গোহত্যাকারী একমাস যাবৎ প্রত্যহ সংযত থাকিয়া কেবল পঞ্চগব্য (গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত) যথাবিধি মিশ্রিত করিয়া পান করিবে এবং রাত্রিকালে গোষ্ঠে (গোশালায়) শয়ন করিবে, গরুর অনুগামী হইয়া গো প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা প্রায়শ্চিত্তান্তর—পূর্ব্ববৎ গোষ্ঠশায়ী গবানুগামী হইয়া কৃচ্ছ্রব্রত একমাস কাল আচরণ করিবে। কিংবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংযত থাকিয়া অতিকৃচ্ছ্র (মাসব্যাপী) ব্রত আচরণীয়। অথবা ত্রিরাত্র উপবাসান্তে একটি বৃষ ও দশটি গরু দান করিবে। গোবধের গো-স্বামিবিশেষ হিসাবে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য জানিবে। ২৬৪।

গোবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

উক্ত গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অথবা একটি চান্দ্রায়ণ দ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হইবে। অথবা মাসব্যাপী পয়োব্রত অথবা পরাক ব্রতাচরণে শুদ্ধ হইবে। দ্রষ্টব্য এই যে, চারিটি কল্প বলা হইল—ইহা অকামতঃ উপপাতক স্থলে জানিবে। কামতঃ উপপাতকে ত্রৈমাসিক ব্রত অনুষ্ঠেয়।

ক্ষত্রিয়াদি বধ প্রায়শ্চিত্ত।

ক্ষত্রিয় বধ করিলে একটি বৃষের সহিত হাজারটি গো দান করিবে। অথবা তিন বৎসর-সাধ্য পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মহত্যা-ব্রত আচরণীয়। বৈশ্যঘাতী এক বৎসর ব্রহ্মহত্যা-ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। অথবা একটি বৃষসহ একশত গোদান

অপ্রদুষ্টাং স্ত্রিয়ং হত্বা শূদ্রহত্যাব্রতঞ্চরেৎ।

ইতি স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ জীবহিংসাপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্।

অস্থিমতাং সহস্রঞ্চ তথাহনস্থিমতামনঃ ॥২৬৯

মার্জ্জার-গোধা-নকুল-মণ্ডূকাংশ্চ পতত্রিণঃ।

হত্বা ত্র্যহং পিবেৎ ক্ষীরং কৃচ্ছ্রং বা পাদিকং চরেৎ॥২৭০

গজে নীলবৃষাঃ পঞ্চ শুকে বৎসো দ্বিহায়নঃ।

খরাজ-মেষেষু বৃষো দেয়ঃ ক্রৌঞ্চে ত্রিহায়ণঃ ॥২৭১

হংস-শ্যেন-কপি-ক্রব্যাজ্জলস্থলশিখণ্ডিনঃ।

ভাসঞ্চ হত্বা দদ্যাদ্ গামক্রব্যাদস্তু বৎসকাম্ ॥২৭২

উরগেঘায়সো দণ্ডঃ পণ্ডকে ত্রপু (মাষকঃ)সীসকম্।

কোলে ঘৃতঘটো দেয় উষ্ট্রে গুঞ্জা হয়েহংশুকম্ ॥২৭৩

তিত্তিরৌ তু তিলদ্রোণং গজাদীনামশক্নুবন্।

দানং দাতুঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ॥২৭৪

ফল-পুষ্পান্ন-রসজসত্ত্বঘাতে ঘৃতাশনম্।

কিঞ্চিৎসাস্থিবধে দেয়ং প্রাণায়ামস্ত্বনস্থিকে ॥২৭৫

করিবে। শূদ্রহত্যাকারী ছয় মাস ব্রহ্মহত্যা-ব্রত পালন করিবে। অথবা অচিরপ্রসূতা সবৎসা দশটি ধেনু দান করিবে। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত-বিধান অকামতঃ আচার হীন জাতিমাত্রের ক্ষত্রিয়াদি-বধে জানিবে। কামতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ষড়্‌বর্ষব্যাপী ব্রহ্মহত্যা- ব্রত, বৈশ্যহত্যায় ত্রৈবার্ষিক ব্রত, শূদ্রহত্যায় একবর্ষব্যাপী ব্রহ্মহত্যা-ব্রত অনুষ্ঠেয়। অন্যান্য মুনিবচনের বিরোধের মীমাংসা নিহত ও নিহন্তার দোষগুণের তারতম্য দেখিয়া ব্যবস্থাপ্য। ২৬৭।

ক্ষত্রিয়াদিবধপ্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত।

স্ত্রীবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

স্বৈরিণী ব্রাহ্মণীবধে শুদ্ধ্যার্থ জলাধার চর্ম্মকোশ দেয়। তাদৃশ ক্ষত্রিয়া-বধে ধনুঃ, বৈশ্যা-বধে ছাগ, শূদ্রা-বধে মেষ-দান কর্ত্তব্য। প্রকৃষ্টরূপে ব্যভিচারিণী না হইলে অর্থাৎ ঈষৎ ব্যভিচারিণী রমণীকে হত্যাকরিলে শূদ্রহত্যায় বিহিত প্রায়শ্চিত্ত (ষাণ্মাসিক ব্রত) আচরণীয়। ইহা অকামতঃ ব্রাহ্মণীবধে, কিন্তু কামতঃ ক্ষত্রিয়াবধেও ইহা অনুষ্ঠেয়। কামতঃ বৈশ্যাবধে দশ ধেনুদান, কামতঃ শূদ্রা-বধে মাসব্যাপী পঞ্চগব্যপান প্রায়শ্চিত্ত। কামতঃ উক্তরূপ ব্রাহ্মণীবধে দ্বাদশ মাসিক ব্রত, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা-রমণীর অকামতঃ বধে যথাক্রমে ত্রৈমাসিক, সার্দ্ধমাসিক ও সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি দিন ব্রত আচরণীয়। ২৬৮-৬৯।

স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত।

জীবহিংসা প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

অস্থিমান্ ক্ষুদ্র প্রাণী (কৃকলাস প্রভৃতি) সহস্র হত্যা করিলে ষাণ্মাসিক ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত (শূদ্রহত্যা-প্রায়শ্চিত্ত) করিবে। এইরূপ অস্থিহীন প্রাণী যেমন ছারপোকা, উকুন, ডাঁশ, মাছি প্রভৃতি—ইহা এক শকট-পরিমাণ হত্যা করিলে শূদ্রহত্যাব্রত অনুষ্ঠেয়। ২৬৯।

বিড়াল, গোধা (গোসাপ), নকুল, মণ্ডূক, চাষকাক-উলূকপ্রভৃতি পক্ষী কামতঃ হত্যা করিলে তিন দিন প্রত্যহ দুগ্ধমাত্র পান করিবে। অথবা কৃচ্ছ্রব্রতের একপাদ অনুষ্ঠান করিবে। ২৭০।

হস্তিবধ করিলে পাঁচটি নীল বৃষ (লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর-মুখ পাণ্ডুর-পুচ্ছ, শ্বেতখুর ও শ্বেতশৃঙ্গ বৃষ) দান করিবে। শুকপক্ষিবধে দুই বৎসর বয়স্ক একটি গোবৎস দেয়। গর্দ্দভ, ছাগ ও মেষবধে একটি বৃষ দেয়। ক্রৌঞ্চবকবধে তিন বৎসরবয়স্ক গোবৎস ব্রাহ্মণকে দাতব্য। ২৭১।

হংস-শ্যেন-কঙ্ক-গৃধ্রাদি পক্ষী, বানর এবং মাংসভোজী ব্যাঘ্র-শৃগালাদি জলচর ও স্থলচর পক্ষী, ময়ূর ও ভাস-নামক পক্ষীকে হত্যা করিলে একটি গো দান করিবে। অমাংসভোজী হরিণাদি পশু হত্যা করিলে একটি বৎসতরী (বোক্‌না বাছুর) দেয়।২৭২।

সরীসৃপঘাতী একটি তীক্ষ্ণাগ্র লৌহদণ্ড দান করিবে। ক্লীব পশু-পক্ষীর বধকারী মাষপরিমাণ রাঙ্ ও সীসা দিবে, শূকরবধে ঘৃতকুম্ভ প্রদান করিবে। উষ্ট্রবধে গুঞ্জা (কুঁচ) মাল্য, অশ্ববধে বস্ত্র দাতব্য। ২৭৩।

তিত্তিরি পক্ষিবধে দ্রোণপরিমিত তিল দেয় (আট মুষ্টিতে এক কুঞ্চি হয়, আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢ়ক, চারি আঢ়কে এক দ্রোণ)। পূর্ব্বোক্ত গজ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তে নির্দ্দিষ্ট পঞ্চ নীলবৃষাদি দানে, অক্ষমের পক্ষে এক একটি বধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কৃচ্ছ্রব্রত অর্থাৎ তপস্যামাত্র (জপাদি) করণীয়। ২৭৪।

ফল (ডুমুর প্রভৃতি) মধ্যে, পুষ্প মধ্যে, পর্য্যুষিত অন্নে ও ছাতুতে, গুড়াদি রসে যে সকল কীটাদি জন্মায়,

বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বীরুচ্ছেদনে জপ্যমৃকশতম্।
স্যাদোষধিবৃথাচ্ছেদে ক্ষারাশী গোঽনুগো দিনম্ ॥২৭৬
পুংশ্চলী-বানর-খরৈর্দষ্টশ্চোষ্ট্রাদিবায়সৈঃ।
প্রাণায়ামং জলে কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৭৭

ইতি জীবহিংসাপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ রেতস্খলনাদিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

'যন্মেঽদ্যরেত' ইত্যাভ্যাং স্কন্নং রেতোঽনুমন্ত্রয়েৎ।
স্তনান্তরং ভ্রুবোর্মধ্যং তেনানামিকয়া স্পৃশেৎ ॥২৭৮
'ময়ি তেজ' ইতি চ্ছায়াং স্বাং দৃষ্ট্বাম্বুগতাং জপেৎ।
সাবত্রীমশুচৌ দৃষ্টে চাপল্যে চানৃতেঽপি চ ॥২৭৯

ইতি রেতঃস্খলনাদিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথাবকির্ণীপ্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণম্।

অবকীর্ণী ভবেদ্ গত্বা ব্রহ্মচারী তু যোষিতম্।
গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈর্ঋত্যং স বিশুধ্যতি ॥২৮০
ভৈক্ষাগ্নিকার্য্যে ত্যক্ত্বা তু সপ্তরাত্রমনাতুরঃ।
'কামাবকীর্ণ' ইত্যাভ্যাং জুহুয়াদাহুতিদ্বয়ম্ ॥২৮১
উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাৎ 'সমাসিঞ্চন্ত্ব'নেন তু।
মধুমাংসাশনে কার্য্যঃ কৃচ্ছ্রঃ শেষব্রতানি চ ॥২৮২
প্রতিকূলং গুরোঃ কৃত্বা প্রসাদ্যৈব বিশুধ্যতি।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুর্য্যান্ ম্রিয়েত প্রহিতো যদি ॥২৮৩

তাহাদের হত্যায় ঘৃতপ্রাশনমাত্র দ্বারা দিনাতিপাত বিধেয়। অস্থিমান্ কৃকলাসাদি ক্ষুদ্রপ্রাণী যদি সহস্রন্যূন হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেকের বধে যাহা কিছু ধান্য-হিরণ্যাদি দান করিবে। এবং অস্থিহীন যূকাদি শকট-পরিমাণের ন্যূনসংখ্যক হইলে তাহাদের বধে যথাবিধি প্রাণায়াম করিলেই শুদ্ধি হইবে। ২৭৫।

যজ্ঞাদি অদৃষ্টার্থক কর্ম্মব্যতীত যদি স্বেচ্ছায় কেহ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও বীরুধ্-ছেদন (ইহাদের অবান্তর প্রভেদ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে) করে, তবে গায়ত্রী প্রভৃতি ঋক্ একশত বার জপ করিবে। গ্রাম্য বা আরণ্য ওষধির বৃথাচ্ছেদনে সারাদিন ধরিয়া গো-পরিচর্য্যায় রত থাকিয়া দিনান্তে দুগ্ধমাত্র পান করিবে। ২৭৬।

কোনও ব্যভিচারিণী রমণী আক্রোশবশতঃ দংশন করিলে অথবা বানরে বা গর্দ্দভে কামড়াইলে অথবা অশ্ব, উষ্ট্রাদি ও কাকাদি প্রাণী দ্বারা দষ্ট হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণায়াম করিবে এবং সেইদিন ঘৃতমাত্র প্রাশন করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৭৭।

জীবহিংসাপ্রকরণ সমাপ্ত।

(রেতঃস্খলনাদিপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ)।

গৃহস্থের স্ত্রীসম্ভোগ-কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ যদি রেতঃস্খলন হয়, তবে সেই স্খলিত শুক্রের উপর 'ওঁ যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কন্', 'পুনর্মামৈত্বিন্দ্রিয়ম্' এই দুইটি মন্ত্র জপ করিবে, পরে তাহা অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা লইয়া বক্ষের উপর ও ভ্রূমধ্যে স্পর্শ করাইবে। ২৭৮।

জলে পতিত নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে 'ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ম্' ইত্যাদি জপনীয়। কোনও অপবিত্র ব্যক্তিকে দেখিয়া গায়ত্রী পাঠ্য। এইরূপ বাক্ চাপল্য, নেত্রচাপল্য বা অন্যকোন প্রকার কায়িক চাপল্য সজ্ঘটিত হইলে অথবা মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হইলে গায়ত্রী পাঠ্য—ইহা ইচ্ছা-কৃতস্থলে। অকামতঃ কৃত হইলে আচমনমাত্র কর্ত্তব্য ।২৭৯।

রেতঃস্খলনাদিপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

(অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্ত)।

নৈষ্ঠিক বা উপকুর্ব্বাণক দ্বিবিধ ব্রহ্মচারীই স্ত্রীসম্ভোগে রত হইয়া শুক্রপাত করিলে অবকীর্ণী সংজ্ঞিত হয়। তাহার ব্রতভঙ্গের শুদ্ধি—নির্ঋতি দেবতার উদ্দেশে একনেত্রহীন গর্দ্দভকে অরণ্যে, চতুষ্পথে অথবা লৌকিক অগ্নিতে ছেদন করিয়া পাকযজ্ঞ-বিধানে যাগ করিলে শুদ্ধ হইবে। ২৮০।

ব্রহ্মচারীর অপর অনুপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত হইতেছে,—কোনও ব্রহ্মচারী সুস্থ থাকিতে সাত দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি ভিক্ষাচরণ ও অগ্নিকার্য্য পরিত্যাগ করে, তবে 'কামাবকীর্ণোঽস্মি অবকীর্ণোঽস্মি কামকামায় স্বাহা', 'কামাবপন্নোঽস্ম্যবপন্নোঽস্মি কামকামায় স্বাহা' 'এই দুই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতিদ্বয় দিবেন, পরে 'সমা সিঞ্চন্তু মরুতঃ সমিন্দ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ। সমায়মগ্নিসিঞ্চন্তাং যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন' এই মন্ত্রে অগ্নির উপাসনা করিবে। এই প্রায়শ্চিত্তও গুরুর পরিচর্য্যায় ব্যগ্রতা-নিবন্ধন ভিক্ষাচরণ ও হোমের অকরণে জানিবে। কিন্তু যদি অব্যগ্র হইয়াই ঐ অপরাধ করে, তবে সপ্তরাত্র অবকীর্ণি-

ঔষধান্ন প্রদানাদ্যৈর্ভিষগ্‌যোগাদ্যুপক্রমৈঃ।
ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিপ্রে ন পাতকম্‌
বিপাকে গোবৃষাণাঞ্চ ভেষজাগ্নিক্রিয়াসু চ ॥২৮৪
মিথ্যাভিশংসিনো দোষো দ্বিঃ সমো ভূতবাদিনঃ।
মিথ্যাভিশস্তদোষঞ্চ সমাদত্তে মৃষা বদন্‌ ॥২৮৫
মহাপাপোপপাপাভ্যাং যোঽভিশংসেন্মৃষা পরম্‌
অব্‌ভক্ষো মাসমাসীত স জাপী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২৮৬
অভিশস্তো মৃষা কৃচ্ছ্রং চরেদাগ্নেয়মেব বা।
নির্বপেচ্চ পুরোডাশং বায়ব্যং পশুমেব বা ॥২৮৭
অনিযুক্তো ভ্রাতৃজায়াং গচ্ছংশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ত্রিরাত্রান্তে ঘৃতং প্রাশ্য গত্বোদক্যাং বিশুধ্যতি ॥২৮৮
ত্রীন্‌ কৃচ্ছ্রানাচরেদ্‌ ব্রাত্যযাজকোঽভিচরন্নপি।
বেদপ্লাবী যবাশ্যব্দং ত্যক্ত্বা চ শরণাগতম্‌ ॥২৮৯
গোষ্ঠে বসন্‌ ব্রহ্মচারী মাসমেকং পয়োব্রতঃ।
গায়ত্রীজাপ্যনিরতো মুচ্যতেঽসৎপ্রতিগ্রহাৎ ॥২৯০

ইত্যুপপাতকপ্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণম্‌।

ব্রতাচরণ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারী যদি অজ্ঞানতঃ মধু বা মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলে, তবে একটি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবে, অতঃপর গৃহীত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত সমাপনীয়। যদি চিকিৎসক বলেন,—এই রোগগ্রস্ত ব্রহ্মচারী একমাত্র মাংসভোজন দ্বারা রোগমুক্ত হইবে, তবে গুরুর অনুমতিতে উহা ভক্ষণীয়। ২৮১-৮২।

ব্রহ্মচারী গুরুর অপ্রিয় কিছু করিলে গুরুকে প্রসন্ন করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। কিন্তু গুরু যদি শিষ্যকে কোনও জীবন-সংশয়ক্ষেত্রে প্রেরণ করেন এবং তাহাতে শিষ্যের মৃত্যু ঘটে, তবে গুরু তিনটি প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিবেন। ২৮৩।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ঔষধ, পথ্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া উপকার সাধিত হইলেও যদি কোন ব্যক্তি দৈববশতঃ মৃত হয়, তবে চিকিৎসকের কোন পাপ হইবে না। এইরূপ বিপন্ন গো বা বৃষের চিকিৎসার্থ ঔষধ-প্রয়োগ, অগ্নিসন্তাপন প্রভৃতি করিতে যদি মৃত্যু ঘটে, তাহাতেও উপকারার্থ প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে না। ২৮৪।

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ।

যে ব্যক্তি অপরের উৎকর্ষে ঈর্ষ্যাবশতঃ 'এই ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে' এইরূপ মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করে তাহার ব্রহ্মহত্যা-পাপের দ্বিগুণ পাপ হয়। আর যে সত্য ঘটনা গুপ্ত থাকিলে তাহা লোকসমক্ষে প্রচার করে, তাহারও সেই মূল পাপীর তুল্য পাপ হয়। কেবল ইহাই নয়, যাহার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে, তাহার অন্য পাপও সেই মিথ্যাভিশংসী গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপের ও গোহত্যাদি উপপাতকের আরোপ করে, সেই পাপক্ষালনার্থ একমাস যাবৎ প্রত্যহ জলমাত্রপায়ী, জপপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে।২৮৫-৮৬।

কিন্তু যে ব্যক্তি মিছামিছি কলঙ্কিত, সে নিজ পাপ ক্ষালনার্থ একটি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবে অথবা পুরোডাশের দ্বারা আগ্নেয় যাগ করিবে। কিংবা বায়ু-দেবতার উদ্দেশে পুরোডাশ আহুতি দিবে বা পশুযাগ করিবে। শক্তিবিশেষানুরোধে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা। ২৮৭।

শাস্ত্রে সন্তান-উৎপাদনের জন্য বিধবা, কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াতে গমন নিয়োগানুসারে বিহিত আছে, কিন্তু যদি কেহ সেই নিয়োগ ব্যতীতই ভ্রাতৃজায়ায় গমন করে, তবে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ইহা একবার অজ্ঞানতঃ গমনস্থলে জানিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক অনিযুক্তভাবে গমনে সংবৎসরসাধ্য ভিক্ষাচরণ-ব্রত আচরণীয়। রজস্বলা নিজস্ত্রীতে যে অজ্ঞানতঃ একবার গমন করে, তাহার ত্রিরাত্র উপবাসান্তে ঘৃতপ্রাশন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। ২৮৮।

যে ব্যক্তি সাবিত্রীপতিত ব্রাত্যের যাজন করে, সে শুদ্ধিনিমিত্ত তিনটি প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই প্রকার বশীকরণ, উচ্চাটন, মারণ প্রভৃতি অভিচার-ক্রিয়ারত যাজকেরও প্রায়শ্চিত্ত। যে বেদবিপ্লব

অথ প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্

প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ।
নগ্নঃ স্নাত্বা চ (সুপ্ত্বা) ভুক্ত্বা চ গত্বা চৈব দিবা স্ত্রিয়ম্ ॥২৯১

গুরুং ত্বং-কৃত্য হুংকৃত্য বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ।
বদ্ধ্বা বা বাসসা ক্ষিপ্রং প্রসাদ্যোপবসেদ্দিনম্ ॥২৯২

বিপ্রদণ্ডোদ্যমে কৃচ্ছ্রস্ত্বতিকৃচ্ছ্রো নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্‌পাতে কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তর-শোণিতে ॥২৯৩

ইতি প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ প্রকাশপাপপ্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্।

দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপং চাবেক্ষ্য যত্নতঃ।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদ্ যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ॥২৯৪

সম্পাদন করে অর্থাৎ চণ্ডালাদি শ্রবণযোগ্য উচ্চারণে ও অনধ্যায় দিবসে (পর্ব্বাদিতে) বেদপাঠ করে অথবা নিজের উৎকর্ম-সাধনের জন্য অধ্যয়নরত ব্যক্তিকে 'কি পড়িতেছ, সর্ব্বনাশ করিলে' এইরূপে বাধা দেয়, যে ব্যক্তি চৌরব্যতীত শরণাগতকে স্বয়ং রক্ষা করিতে সমর্থ থাকিয়াও ত্যাগ করে, সে একবৎসর যাবৎ যবসিদ্ধ ভোজন করিলে পবিত্র হইবে। ২৮৯।

অসৎ-প্রতিগ্রহকারী পাপক্ষয়ার্থ একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গোশালায় বাস করিবে এবং দুগ্ধমাত্র পান করিয়া কাটাইবে। মিতাক্ষরাকার অসৎ-প্রতিগ্রহকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন. এক—দাতার জাতি ও কর্ম্মানুসারে যেমন চণ্ডালাদির ও পতিতের দ্রব্য গ্রহণ, দ্বিতীয়—দেশকালানুসারে যেমন কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থেও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণকালে দান গ্রহণ, তৃতীয়—প্রতিগ্রাহ্য বস্তুর দোষানুসারে যেমন সুরা, মেষী, মৃতাপভুক্ত শয্যা ও অর্দ্ধ প্রসবকালীন গাভীর গ্রহণ। ইহার গুরুত্ব ও লঘুত্ব ধরিয়া সংখ্যাবিশেষান্বিত গায়ত্রী জপ কর্ত্তব্য। তাহাতেই উক্ত অসৎপ্রতিগ্রহ-পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ২৯০।

উপপাতকপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

অভক্ষ্য ভক্ষণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিবিধ ব্যবস্থা মিতাক্ষরা ও অন্যান্য সংহিতা হইতে গ্রহণীয়।

প্রকীর্ণক প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

প্রকীর্ণক-পাপ বলিতে অতিপাতক (মাতৃগমন, দুহিতৃগমন ও পুত্রবধূগমন), মহাপাতক (ব্রহ্মহত্যাদি পাঁচটি পূর্ব্বোক্ত পাপ), অনুপাতক (মহাপাতকসদৃশ পাপ, বিমাতৃগমন, মাতুলানী, মাতৃস্বসা প্রভৃতি মাতৃতুল্যা স্ত্রীগমন ও সখী, শ্যালিকা প্রভৃতি গমন), উপপাতক (গোবধ প্রভৃতি) ও প্রকীর্ণক এই পঞ্চবিধ পাপের মধ্যে অন্যান্য চারি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া প্রকীর্ণক-পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছেন,—গর্দ্দভযানে ও উষ্ট্রযানে গমনকারী ব্যক্তি স্নানান্তে জলমধ্যে থাকিয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবেন। কামতঃ নগ্নদেহে স্নান ও ভোজন করিলে এবং দিবাভাগে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত।২৯১।

পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে হুঙ্কার ও ত্বঙ্কার (হুঁ ও তুই-তুকারী) করিলে অথবা কোন ব্রাহ্মণকে ক্রোধে 'হুঁ, হয়েছে চুপ কর, বেশী আর বলিতে হইবে না' এইরূপ ধমকাইলে, জল্প বা বিতণ্ডাদ্বারা ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে, কোমল বস্ত্রদ্বারাও গলায় বাঁধিলে অবিলম্বে পায়ে পড়িয়া প্রসন্ন করিয়া একাহ উপবাসী থাকিবে।২৯২।

কোনও ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ড উত্তোলন করিলে তাহার শুদ্ধি একটি প্রাজাপত্য দ্বারা হইবে। দণ্ড দ্বারা প্রহার করিলে অতি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণীয়। আঘাতে গাত্র হইতে রক্তপাত করিলে কৃচ্ছ্র সহিত অতিকৃচ্ছ্রব্রত এবং বাহিরে রক্তস্রাব না হইলেও যদি আঘাতস্থানে অভ্যন্তরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে কেবল কৃচ্ছ্রব্রত কর্ত্তব্য। ২৯৩।

অন্যান্য প্রকীর্ণক পাপের প্রায়শ্চিত্ত সংহিতান্তরে দ্রষ্টব্য।

প্রকীর্ণকপ্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত।

দাসীকুম্ভং বহির্গ্রামান্নিনয়েয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
পতিতস্য বহিষ্কুর্য্যুঃ সর্ব্বকার্য্যেষু চৈব তম্ ॥২৯৫
চরিতব্রত আয়াতে নিনয়েরন্নবং ঘটম্।
জুগুপ্সেরন্ন চাপ্যেনং সংবসেয়ুশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২৯৬
পতিতনামেষ এব বিধিঃ স্ত্রীণাং প্রকীর্ত্তিতঃ।
বাসো গৃহান্তিকে দেয়মন্নং বাসঃ সরক্ষণম্ ॥২৯৭
নীচাভিগমনং গর্ভপাতনং ভর্ত্তৃহিংসনম্।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবম্ ॥২৯৮
শরণাগতবাল-স্ত্রীহিংসকান্ সংবসেন্ন তু।
চীর্ণব্রতানপি সদা কৃতঘ্নসহিতানিমান্ ॥২৯৯

প্রকাশ পাপ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ

দেশ, কাল, বয়স, সামর্থ্য ও পাপের লাঘব ও গুরুত্ব যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত কল্পনীয় এবং যে পাপে কোন বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করা হয় নাই, তথায়ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ পাপের নিমিত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবেন। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞানেশ্বর দেখাইয়াছেন—শাস্ত্রে পাপবিশেষে প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট আছে—'দিবাভাগে বায়ুভুক্ হইয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন পূর্ব্বক পরদিন সূর্য্যদর্শনান্তে শুদ্ধ হইবে', কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত হিমালয়ের নিকটবাসীদের পক্ষে নহে। এইরূপ শীতকালে রাত্রিতে জলাবগাহনপূর্ব্বক বাস বিহিত নহে অর্থাৎ প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনাস্থলে অন্য ব্যবস্থা কল্পনীয়। নবতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের পক্ষে অথবা অপূর্ণ দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পক্ষে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের ব্যবস্থা নহে। তথায় পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদাদি কল্পনীয়। এইরূপ শক্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা। এই ত হইল শাস্ত্রবিশ্বাসীর প্রতি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। কিন্তু যে ব্যক্তি ঔদ্ধত্যাদিবশতঃ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনিচ্ছুক, তাহার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—পতিতের জীবদ্দশায় তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ সমবেত হইয়া দাসীর দ্বারা জলকুম্ভ গ্রামের বাহিরে মৃতব্যক্তির তর্পণবৎ তাহার উদ্দেশে দান করাইবেন এবং সমস্ত লৌকিক ব্যবহারেও তাহাকে অব্যবহার্য্য করিবেন। ২৯৪-৯৫।

যদি সেই উদ্ধত শ্রদ্ধাহীন পতিত ব্যক্তি পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জ্ঞাতিবর্গের নিকট আসে, তবে তাঁহারা উঁহাকে সঙ্গে লইয়া নূতন একটি কলস জলপূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা পাপীকে পাপের উল্লেখ করিয়া আর নিন্দা করিবেন না, এবং সর্ব্বোতোভাবে তাহার সহিত সংসর্গ করিবেন। ২৯৬।

ইহা কেবল পতিত পুরুষের পক্ষে নহে, পতিতা স্ত্রীগণের পক্ষেও এই ব্যবস্থা জানিবে। তবে প্রভেদ এই—পতিতা স্ত্রীদিগকেও প্রেতবৎ তর্পণাদি করিয়া পরে প্রধান গৃহসমীপে তৃণ-পর্ণময় (চালাঘর) গৃহ বাসস্থান স্বরূপ দিবে এবং প্রাণধারণমাত্রের উপযোগী অন্ন ও পরিধানের জন্য মলিন বস্ত্র দিবে। যাহাতে অন্য কোন পুরুষের উপভোগ না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিবে। ২৯৭।

অতঃপর কি জাতীয় পাপে স্ত্রীজাতি সমাজে পরিত্যাজ্যা হয়, তাহা বলিতেছেন,—উচ্চবর্ণের রমণী নীচবর্ণের পুরুষের সহিত সহবাস করিলে, লোকভয়ে বা অন্য কোনও কারণে গর্ভপাত করিলে, ব্রাহ্মণী-ভিন্না স্ত্রী ব্রাহ্মণভিন্ন স্বামীকেও হত্যা করিলে বিশেষভাবে পাতিত্য জন্মে। তদ্‌ভিন্ন পুরুষের পক্ষে যে সকল পাতিত্যজনক কর্ম্ম যথা সকৃৎকৃত অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক ও আটচল্লিশ বার অনুষ্ঠিত উপপাতক এইগুলি স্ত্রীলোক আচরণ করিলেও নিশ্চিত পতিতা হইবে। উক্ত বিশেষ পাতকে পতিতা রমণীগণ যদি প্রায়শ্চিত্ত নাও করে, তবে তাহাদিগকে নিজ গৃহ-সমীপে বাসস্থান ও গ্রাসাচ্ছাদন দিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে —কৃতপ্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু স্থলবিশেষে তাহারও নিষেধ আছে—যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে, বালককে ও অদুষ্টা স্ত্রীলোককে হত্যা করে এবং যে কৃতঘ্ন, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহার্য্য নহে। ২৯৮-৯৯।

ঘটেঽপবর্জিতে জ্ঞাতিমধ্যস্থঃ প্রথমং গবাম্।
প্রদদ্যাৎ যবসং গোভিঃ সৎকৃতস্য হি সৎক্রিয়া॥
বিখ্যাতদোষঃ কুর্ব্বীত পর্ষদোঽনুমতং ব্রতম্।৩০০
ইতি প্রকাশপাপপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

অথ রহস্যপ্রায়শ্চিত্তম্।

অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যং ব্রতমাচরেৎ ॥৩০১
ত্রিরাত্রোপোষিতো জপ্‌ত্বা ব্রহ্মহা ত্বঘমর্ষণম্।
অন্তর্জলে বিশুধ্যেত গাং দত্ত্বা চ পয়স্বিনীম্ ॥৩০২
লোমভ্যঃ 'স্বাহে'ত্যথবা দিবসং মারুতাশনঃ।
জলে স্থিত্বাভিজুহুয়াচ্চত্বারিংশদ্ ঘৃতাহুতীঃ ॥৩০৩
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা কুষ্মাণ্ডীভির্ঘৃতং শুচিঃ।
সুরাপঃ স্বর্ণহারী তু রুদ্রজাপো জলে স্থিতঃ ॥৩০৪
সহস্রশীর্ষাদিজাপী তু মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ।
গৌর্দেয়া কর্ম্মণোঽস্যান্তে পৃথগেভিঃ পয়স্বিনী ॥৩০৫
প্রাণায়ামশতং কার্য্যং সর্বপাপানুত্তয়ে।
উপপাতকজাতানামনাদিষ্টস্য চৈব হি ॥৩০৬

পপিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর জ্ঞাতিবর্গের সহিত পবিত্র জলাশয়ে যাইয়া তথা হইতে স্নানান্তে কুম্ভ জলপূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিলে পর জ্ঞাতি-পরিবৃত হইয়া গোগ্রাস প্রদান করিবে, গোগণ যদি হৃষ্টচিত্তে তৃণগ্রাস খাইয়া তাহাকে পূত বলিয়া প্রমাণ করে, তবে জ্ঞাতিদের দ্বারাও তাহার ব্যবহার্য্যতা হইবে।

মহাপাতকাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া এক্ষণে অন্যান্য পাপেও সাধারণ করণীয় কার্য্য বলিতেছেন,—সকলের বিজ্ঞাত দোষী পাপক্ষালনার্থ পর্ষদে গমন করিবে (মনু বলিয়াছেন,—যে সভায় ত্রিবেদবিৎ, মীমাংসাদি-তত্ত্বজ্ঞ, ন্যায়শাস্ত্রকুশল, নিরুক্ত-জ্ঞানী, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ও পূর্ব্বোক্ত তিন আশ্রমী আছে, যাহাতে অন্যূন দশজন সভ্য আছে, তাহার নাম পর্ষৎ)। তাহার পর পর্ষৎ যে ব্রতের বিধান করিবে, তাহার আচরণ করিবে। যদি পাতকী নিজে সকল শাস্ত্রার্থবিচারে নিপুণ হয়, তবুও তাহাদের সহিত বিচার করিয়া পর্ষন্নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালন করিবে। পাপী পর্ষদে মিথ্যা বলিবেন না এবং পাপ নিশ্চয় হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া আর ভোজন করিবেন না। ৩০০।

প্রকাশপাপ-প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত।

গুপ্তপাপ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ।

কর্তা ভিন্ন অপরের নিকট যাহার পাপ অজ্ঞাত, তাদৃশ পাপী রহস্য-প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এজন্য স্ত্রীবিশেষের সংসর্গে জাত পাপ স্ত্রীকর্তৃক জ্ঞাত হইলেও উহা রহস্য পাপ। কর্তা যদি নিজে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ হন, তবে পরের দৃষ্টান্তে অর্থাৎ পরে ঐ পাপ গোপনে করিলে কি প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিয়া নিজের পাপেও আচরণ করিবে। আর যদি নিজে বিধিব্যবস্থা না জানে, তবে খোঁজ করিবে—কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে কিন্তু প্রকাশ নাই, তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত?—এইরূপ প্রশ্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত গোপনে আচরণ করিবে। গোপনে ব্রহ্মহত্যাকারী শুদ্ধিকামনায় তিন অহোরাত্র উপবাসী হইয়া জলমধ্যে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাৎ' ইত্যাদি অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিবে এবং তৎপরে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে—ইহাতেই শুদ্ধ হইবে। অথবা গোপনে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে জলে অবগাহন করিয়া থাকিবে, পরে প্রভাতে জল হইতে উঠিয়া 'লোমভ্যঃ স্বাহা' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত আটটি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রে পাঁচ পাঁচ বার আহুতি দিবে, এইরূপে চল্লিশটি ঘৃতাহুতি সম্পন্ন হইলে শুদ্ধ হইবে। ৩০১-৩।

গোপনে সুরাপায়ী ব্যক্তি তিন অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া কুষ্মাণ্ডীয় মন্ত্রে চল্লিশটি ঘৃতাহুতি দিলে শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্রোপবাস ও কুষ্মাণ্ডীয় হোমে অশক্ত ব্যক্তি এক মাস কাল প্রত্যহ ষোল বার 'অপনঃ শোশুচদঘম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণাপহরণ অপরের কাছে অপ্রকাশ থাকিলে ঐ রহস্যপাপী শুদ্ধির জন্য জলে থাকিয়া

ওঙ্কারাভিষ্টুতং সোমসলিলং পাবনং পিবেৎ।
কৃত্বা তু রেতোবিণ্মূত্রপ্রাশনঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥৩০৭
নিশায়াং বা দিবা বাঽপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণাত্তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি ॥৩০৮
শুক্রিয়া রণ্যকজপো গায়ত্র্যাশ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বপাপহরা হ্যেতে রুদ্রৈকাদশিনী তথা ॥৩০৯

যত্র যত্র চ সংকীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বার্চনন্তথা ॥৩১০
বেদাভ্যাসরতং ক্ষান্তং পঞ্চযজ্ঞক্রিয়ারতম্।
ন স্পৃশন্তীহপাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥৩১১
বায়ুভক্ষো দিবা তিষ্ঠন্ রাত্রিং নীত্বাপ্সু সূর্য্যদৃক্।
জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যাঃ শুধ্যেদ্ ব্রহ্মবধাদৃতে ॥৩১২

ইতি রহস্যপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্।

'নমস্তে রুদ্র মন্যব' ইত্যাদি রুদ্রসূক্ত জপ করিবে। গুরুপত্নীগামী রহস্যপাপে 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি ষোলটি পুরুষসূক্ত জপ করিলে পাপমুক্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত রহস্যপ্রায়শ্চিত্তের অন্তে প্রায়শ্চিত্ত-কর্ত্তারা প্রত্যেকে একটি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। ৩০৪-৩০৫।

গো-বধাদি ছাপান্নটি উপপাতক গোপনে করিলে প্রত্যেক উপপাতকী উক্ত সর্ব্ববিধ পাপধ্বংসের জন্য একশত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবে। এবং যে সকল রহস্য পাপে কোন রহস্য প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট নাই—এইরূপ জাতিভ্রংশকর, মলীকরণাদি পাপের ধ্বংসের জন্য শত প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। (মিতাক্ষরা—মহাপাতকাদি প্রকীর্ণক পর্য্যন্ত সকল পাপেই বিশুদ্ধ্যর্থ নির্দ্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তসহ প্রাণায়াম করণীয়। তন্মধ্যে মহাপাতকে চারিশত, অতিপাতকে তিনশত, অনুপাতকে দুই শত অধিক প্রাণায়াম বিহিত আছে)। ৩০৬।

কিন্তু এই শত প্রাণায়ামেরও অকরণীয়তা স্থলবিশেষে আছে—ব্রাহ্মণ শুক্র, বিষ্ঠা বা মূত্র পান করিলে সোমলতার রস ওঙ্কারমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শুদ্ধির জন্য পান করিবে। ইহাও অনিচ্ছাকৃতস্থলে। কামতঃকৃত বিষ্ঠা ও লশুনাদিভোজনে অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্ত সুমন্তু বিধান করিয়াছেন। ৩০৭।

রজনীতে বা দিবাতে অজ্ঞানতঃ যে কোনও পাপই কৃত হউক না কেন, ত্রিকালে সন্ধ্যানুষ্ঠানে সমস্ত পাপই নাশপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর মহাপাতকাদি সাধারণ পাপে পাঠ্য শুদ্ধিকারণ মন্ত্র বলিতেছেন,—বাজসনেয়ক যাগে পঠিত 'বিশ্বানি দেব সবিতঃ' ইত্যাদি শুক্রিয়নামক মন্ত্র এবং 'ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে বাগোজঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানৌ' এই আরণ্যক মন্ত্রের জপ মহাপাতকাদি সকল পাপের নাশক এবং পাপবিশেষে গায়ত্রীর বিশেষ সংখ্যক জপ (যেমন মহাপাতকে লক্ষ, অতিপাতক ও অনুপাতকে দশ সহস্র, উপপাতকে সহস্র, প্রকীর্ণকে শতসংখ্যক) সকল পাপ নাশ করিয়া থাকে। এই প্রকার— একাদশসংখ্যক রুদ্রানুবাকের জপ সর্ব্বপাপের বিনাশক হয়। বচনোক্ত 'চ' শব্দে অঘমর্ষণাদি মন্ত্রজপও পাপনিবারক জ্ঞাতব্য। তন্মধ্যে আদিপাদে কুষ্মাণ্ডীয় সূক্ত, পাবমানী সূক্ত, দুর্গা (জাতবেদসে সুনবাম ইত্যাদি) সূক্ত, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি সাবিত্রী ঋক্ এবং অন্যান্য সূক্তও পাঠ্যরূপে গৃহীত। ৩০৮-৯।

ব্রাহ্মণ যে যে ব্রহ্মবধাদিপাপে নিজেকে কলুষান্বিত মনে করিবেন, তৎসমুদায়স্থলেই গায়ত্রী মন্ত্রে তিলহোম করিবেন। তন্মধ্যে মহাপাতকে লক্ষাহুতি, অতিপাতকাদিতে পাদ পাদ হ্রাস কল্পনীয়। এবং তিলহোমবৎ তিলদানও কর্ত্তব্য। ৩১০।

পাপের প্রসক্তি সর্ব্বত্র হয় না, ইহাই অতঃপর প্রতিপাদন করিতেছেন,—যে ব্রাহ্মণ পাঁচ প্রকারে বেদাভ্যাস করেন, যথা গুরুর নিকট বেদশ্রবণ, বেদার্থবিচার, বেদাভ্যাস, বেদজপ ও শিষ্যবর্গে বেদদান এইরূপে বেদাভ্যাসনিষ্ঠ, তিতিক্ষাগুণযুক্ত, পঞ্চমহাযজ্ঞের (বেদপাঠ, হোম, অতিথিপূজা, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি) নিয়তভাবে অনুষ্ঠায়ী, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না, এমন কি মহাপাতকেও তিনি লিপ্ত হন না। ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত যে কোনও পাপে দিবাভাগে বায়ুভুক্ (উপবাসী) হইয়া রাত্রিতে জলবাসপূর্ব্বক প্রভাতে সূর্য্যদর্শন

অথ কৃচ্ছ্রাদিসংজ্ঞাপ্রকরণম্।

ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্দানং সত্যমকল্কতা।
অহিংসাস্তেয়-মাধুর্য্য-দমাশ্চেতি যমাঃ স্মৃতাঃ ॥৩১৩

স্নান-মৌনোপবাসেজ্যা-স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহাঃ।
নিয়মা গুরুশুশ্রূষা শৌচাক্রোধাপ্রমাদতাঃ ॥৩১৪

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
জগ্ধ্বা পরেঽহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরন্ ॥৩১৫

পৃথক্ সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনঃ স্মৃতঃ ॥৩১৬

পর্ণোদুম্বর-রাজীব বিল্বপত্র-কুশোদকৈঃ।
প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥৩১৭

তপ্তক্ষীর-ঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥৩১৮

একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন চৈকেন পাদকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩১৯

যথাকথঞ্চিত্ত্রিগুণঃ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে।
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ ॥৩২০

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসামেকবিংশতিম্।
দ্বাদশাহোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৩২১

পিণ্যাকাচাম-তক্রাম্বু-সক্তূনাং প্রতিবাসরম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে ॥৩২২

করিলে ও পরে সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধি হয়। ৩১১ ১২।

রহস্য প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ সমাপ্ত।

কৃচ্ছ্রাদি সংজ্ঞাপ্রকরণ

ব্রহ্মচর্য্য (সকল ইন্দ্রিয়সংযম), দয়া, ক্ষমা, দান, সত্যনিষ্ঠা, অকুটিলতা, অহিংসা, অস্তেয়, সৌম্যভাব ও দম এগুলিকে যম বলা আছে। স্নান, মৌন, উপবাস, যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (স্বকীয় বেদপাঠ), লিঙ্গসংযম, গুরুশুশ্রূষা, বাহ্য ও আভ্যন্তরশুদ্ধি, ক্রোধপরিহার ও অবধান ইহারা নিয়মনামে অভিহিত। এখানে যম-নিয়মের উল্লেখ করিলেন—রহস্যব্রতের অঙ্গভূত আচরণীয় ধর্ম্ম দেখাইবার জন্য। ৩১২-১৩।

প্রথম দিন গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ, গব্যদধি, গব্যঘৃত ও কুশোদক ইহামাত্র পান করিয়া পরদিন উপবাস করাকে কৃচ্ছ্রসান্তপন বলে। এই ব্রতাচারীর এই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত সান্তপনীয় দ্রব্য এক একটি এক এক দিন পান করিয়া সপ্তম দিন উপবাস করিলে মহাসান্তপন নামক কৃচ্ছ্রব্রত কথিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে মিতাক্ষরাকার অতিসান্তপন ব্রতেরও নির্দেশ করিয়াছেন। দুইদিন অন্তর পর পর পঞ্চগব্য ও কুশবারি মধ্যে এক একটি পান করিলে অতিসান্তপন হয়। ৩১৫-১৬।

পলাশ, উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর), পদ্ম ও বিল্ববৃক্ষের পত্র পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল পৃথক্ প্রত্যহ পান করিলে ও পরদিন কুশোদক পান করিলে পঞ্চাহসাধ্য পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত সম্পন্ন হয়। এই পর্ণকৃচ্ছ্র মতভেদে একাদশ প্রকার কথিত আছে। ৩১৭

সন্তপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও জল ইহাদের এক একটি প্রত্যহ পান ও পরদিন উপবাস করাকে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত বলিয়াছেন। ইহাও মতভেদে চারি প্রকার। প্রথম দিন দিবাভাগে মাত্র একবার আহার, পরদিন দিনোপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে একবার অন্নগ্রহণ, তৎপরদিন অযাচিত দ্রব্যদ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি, অন্তিম দিনে উপবাস দ্বারা পাদকৃচ্ছ্রব্রত সম্পন্ন হয় বলা আছে। ৩১৮-১৯।

এই পাদকৃচ্ছ্রব্রত যদি তিনগুণ করা হয়, তবে তাহাকে প্রাজাপত্যব্রত বলা হয়। এই প্রাজাপত্যব্রতে অতিকৃচ্ছ্র হয় যদি নিজহস্তে যতটি অন্ন ধরে তাবৎ পরিমাণ অন্নগ্রহণ করা হয়, এইমাত্র বিশেষ প্রাজাপত্যব্রতে দ্বাবিংশতিগ্রাস অন্নগ্রহণ ইহাতে তাহা নাই। একবিংশতি অহোরাত্র কেবল দুগ্ধপান করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রব্রত হইবে। দ্বাদশ দিন উপবাস করিলে পরাকব্রত অভিহিত হয়। পিণ্যাক (তিলমর্দ্দনের পর নিঃশেষভাবে স্নেহনিঃসৃত হইলে যে অংশ থাকে অর্থাৎ খইল), আচাম (ভাতের নিঃসৃত ফেন), তক্র (ঘোল), জল ও ছাতু এই পাঁচটি দ্রব্যের এক একটি যথাক্রমে পাঁচ দিন ভোজন করিয়া ষষ্ঠ দিনে যদি অহোরাত্র উপবাস করা হয় তবে সৌম্যকৃচ্ছ্রব্রত কথিত হয়। ৩২০-২২।

এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষ ইত্যেষ জ্ঞেয়ঃ পাঞ্চদশাহিকঃ ॥৩২৩

তিথিবৃদ্ধ্যা চরেৎ পিণ্ডান্ শুক্লে শিখ্যণ্ডসম্মিতান্।
একৈকং হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডং চান্দ্রায়ণং চরন্ ॥৩২৪

যথাকথঞ্চিৎ পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ম্।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥৩২৫

কুর্যাত্রিষবণস্নায়ী কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তথা।
পবিত্রাণি জপেৎ পিণ্ডান্ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥৩২৬

অনাদিষ্টেষু পাপেষু শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু
ধর্ম্মার্থং যশ্চরেদেতচ্চন্দ্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥৩২৭

কৃচ্ছ্রকৃদ্ধর্মকামস্তু মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ।
যথা গুরুক্রতুফলং প্রাপ্নোতি চ সমাহিতঃ ॥৩২৮

শ্রুত্বেমানৃষয়ো ধর্মান্ যাজ্ঞবল্ক্যেন ভাষিতান্।
ইদমূচুর্মহাত্মানং যোগীন্দ্রমমিতৌজসম্ ॥৩২৯

য ইদং ধারয়িষ্যন্তি ধর্মশাস্ত্রমতন্দ্রিতাঃ।
ইহ লোকে যশঃ প্রাপ্য তে যাস্যন্তি ত্রিপিষ্টপম্ ॥৩৩০

বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ বিদ্যাং ধনকামো ধনন্তথা।
আয়ুস্কামস্তথৈবায়ুঃ শ্রীকামো মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৩৩১

শ্লোকত্রয়মপি হ্যস্মাদ্ যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়িষ্যতি।
পিতৃণাং তস্য তৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩২

এই সৌম্যকৃচ্ছ্রব্রতোক্ত দ্রব্যগুলি যদি ক্রমে এক একটি ভোজন তিনবার অনুষ্ঠিত হয়, তবে পঞ্চদশদিন-সাধ্য তুলাপুরুষব্রত জানিবে। চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণকারী কুক্কুট-ডিম্বপরিমিত অন্নপিণ্ড-ভোজন শুক্লপক্ষে তিথির বৃদ্ধি অনুসারে বৃদ্ধি করিবে অর্থাৎ শুক্লাপ্রতিপদে একটি অন্ন-পিণ্ড, দ্বিতীয়ায় দুইটি এইরূপে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পনরটি অন্নপিণ্ড খাইয়া আবার কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে এক একটি অন্নপিণ্ড হাস করিবে। ইহার নাম চান্দ্রায়ণ।৩২৩।

অন্য প্রকার চান্দ্রায়ণও আছে। যদি দুই শত চল্লিশটি ঐরূপ অন্নপিণ্ড যে কোনরূপে (অর্থাৎ প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আট গ্রাস অথবা দিনে চারি গ্রাস ও রাত্রিতে চারি গ্রাস কিংবা একদিন চারি গ্রাস অন্য দিন বার গ্রাস, একদিন উপবাস করিয়া পরদিন ষোল গ্রাস, ইত্যাদি ইচ্ছামত) অন্নগ্রাস একমাস করিলেও চান্দ্রায়ণ হয়। ৩২৪।

প্রাজাপত্য ও চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণকারী প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং এই তিন কালে স্নান করিবে, পবিত্র অঘমর্ষণাদি-সূক্ত জপ করিবে, ভোজ্য অন্ন অঙ্গুলির অগ্রে লইয়া গায়ত্রীপূত করিয়া ভোজন করিবে। ৩২৫।

যে সকল পাপের পরিচয় দেওয়া হইল না, সেই সমুদয় পাপের শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ অথবা প্রাজাপত্যাদি দ্বারা অথবা চান্দ্রায়ণসহিত প্রাজাপত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন হইবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মলাভের জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করে, সে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। ৩২৭।

যিনি শ্রেয়স্কামনায় প্রাজাপত্যাদি ব্রতাচরণ করেন, তিনি রাজ্যাদি সম্পদ লাভ করেন। যেমন রাজসূয়াদি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজ্ঞের ফলস্বরূপ স্বর্গরাজ্যাদির আধিপত্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু এই সমস্ত কাম্য কর্ম্মে অবিকলভাবে শাস্ত্রনির্দ্দেশ পালন করিতে হইবে, নতুবা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। ৩২৮।

ঋষিগণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত এই সকল ধর্ম্মকথা শুনিয়া অমিতযোগপ্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা সেই যোগীশ্বরকে এই কথা বলিলেন। ৩২৯।

যাঁহারা আলস্যশূন্য হইয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্রকে পালন করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে যশঃসম্পন্ন হইয়া অন্তে স্বর্গে গমন করিবেন। বিদ্যার্থী ব্যক্তি এই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে বিদ্যালাভ করে, ধনার্থী ধন প্রাপ্ত হয়, দীর্ঘায়ুঃ-প্রার্থী অভীষ্ট আয়ুঃ এবং সম্পৎকামী মহতী শ্রী পায়। ৩৩০-৩১।

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই ধর্ম্মসংহিতার যে কোনও তিনটি শ্লোক অন্ততঃ পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইবে, তাহার পিতৃপুরুষগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধিত হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৩২।

ব্রাহ্মণঃ পাত্রতাং যাতি ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যোঽপি ধান্যধনবানস্য শাস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥৩৩৩

য ইদং শ্রাবয়েদ্ বিপ্রান্ দ্বিজান্ পর্বসু পর্বসু।
অশ্বমেধফলং তস্য তদ্‌ভবাননুমন্যতাম্ ॥৩৩৪

শ্রুত্বৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি প্রীতাত্মা মুনিভাষিতম্।
এবমস্ত্বিতি হোবাচ নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥৩৩৫

ইতি কৃচ্ছ্রাদিসংজ্ঞাপ্রকরণম্।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যীয়ে ধর্মশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিঃ সমাপ্তা।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

এই শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে ব্রাহ্মণ দানের সৎপাত্র হন, ক্ষত্রিয় বিজয়ী হইয়া থাকে, বৈশ্য ধনধান্যে পূর্ণ হয়। পূর্ণিমাদি প্রতিপর্বে যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ করাইবে, তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞফললাভ হইবে। হে মহর্ষি! আপনি ইহা অনুমোদন করুন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই মুনিবাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন। ৩৩৩-৩৫।

মিতাক্ষরা-সারার্থ সহিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি সমাপ্তা।

শ্রীমদোঙ্কারনাথস্য নিদেশেন মহামুনেঃ
পঞ্চতীর্থোপনাম-শ্রীনৃত্যগোপালশর্ম্মণা ॥

যত্নেন মহতা যস্য কৃপয়া নিধিরুদ্ধৃতঃ।
গম্ভীরশাস্ত্রজলধেস্তস্মৈ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা

সূচীপত্র

প্রথম বর্ষ, ১৩৬৯, অগ্রহায়ণ]

[ষষ্ঠ সংখ্যা—দ্বাদশী যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-মায়ায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই পৌষ, ১৩৬৯।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা—১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট.ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা :—

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য-সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬১।১ গান্ধীচক্‌, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

ওঁ

চটক পর্বত
৺পুরীধাম
১৬।৭।৬৯

মাতৃ-জাতি

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জ্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ ॥৯।১৭

উত্তম শয্যা, আসন, ভূষণ, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা এবং কুৎসিতাচার এই সকল স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্টি-সময়ে মনু কল্পিত ক'রেছেন। এই জন্য নারীদিগের ঐ সব স্বভাবগত।১৭।

আগে ব'লেছেন,—কামিনীরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না। বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই। সুরূপ:হউক আর কুরূপই হউক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকে। ৯।১৪।

(আর্য্যশাস্ত্র-প্রেমী সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা গত মাসের আর্য্যশাস্ত্রের 'নিবেদন' শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা আপনাদের নিকট নিবেদন করিয়াছিলাম, সেই বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও আপাতবিরোধী স্থলগুলির সমাধান কল্পে অতঃপর সমন্বয়বিধান-সংবলিত প্রবন্ধনিচয় পর পর প্রকাশ করিয়া যাইব। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে গুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়, ইহাই চিরন্তন নিয়ম। সেইজন্য আমরা আজ তাদৃশ মহতেরই আশ্রয় লইয়াছি, যিনি সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, সমাধিপূতহৃদয়, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ও সমাধি-ভাষা, লৌকিক ভাষা এবং কাব্য-ভাষাভিজ্ঞ। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ লৌকিক এবং কাব্য-ভাষায় সুনিপুণ। সেইজন্য সর্বত্র তাঁহাদের ব্যাখ্যা সমাধির ভাবানুযায়ী হয় না। কিন্তু জগৎ-কল্যাণব্রতী শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ হইলেন পরমযোগী ভগবদ্‌দ্রষ্টা মহাপুরুষ। তিনি স্বয়ং দুরূহ ও আপাতবিরোধী স্থলগুলি প্রকৃষ্টরূপে সমাধান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সমাধানপ্রণালী দেখিলে চিত্ত চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। আর্য্যশাস্ত্র-প্রেমিকগণের নিকট আজ 'মনুসংহিতাদিতে' মাতৃজাতি-সম্বন্ধীয় আপাতবিরোধী স্থলগুলির মীমাংসা-মূলক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হইল)।

পুরুষ-দর্শনমাত্রে উহার সহিত মিলনের ইচ্ছা জন্মে—এইহেতু স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য থাকায় এবং স্নেহশূন্যতাবশতঃ পতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রীজাতি ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। ৯।১৫।

মাতৃজাতির সম্বন্ধে এইরূপ অনেক দোষের কথা আমরা মনুসংহিতা প্রভৃতিতে পাই।

ভগবান্ মনু—শয়ন, আসন, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা প্রভৃতি সৃষ্টি-সময়ে স্ত্রীলোকের জন্য কল্পিত ক'রেছেন।

মাতৃজাতির প্রতি মনু মহারাজের এরূপ বিরুদ্ধভাবের কারণ কি? কেন স্ত্রীজাতিকে দোষের আকরস্বরূপা ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন?

এই প্রশ্নের মীমাংসা ক'রতে গেলে আমাদের সৃষ্টির কথা ভাবতে হবে। শাস্ত্র বলেন,— সৃষ্টি অনাদি। অনাদি কাল থেকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় চ'লছে। প্রলয়ে যার যেমন কর্ম্ম, সেইবীজ নিয়ে জীবসকল প্রকৃতিতে লীন হয়। সৃষ্টি-সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—যেমন পূর্ব্বে ছিল সেইরূপ কল্পনা (সৃষ্টি) করেন।

মাতৃজাতির সম্বন্ধে সংহিতায় ও মহাভারতাদিতে যে দোষশ্রুতি আছে—সেগুলি দুঃশীলাগণের। পূর্ব্বকল্পে যাদের যেরূপ স্বভাব ছিল, পরবর্ত্তী কল্পে সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের সেই দোষ দিয়েই সৃষ্টি করেন, তাতে তাঁর কোন অপরাধ নাই।

সংহিতায় মাতৃজাতির যে দোষ উল্লিখিত হ'য়েছে, সে সমস্ত দুষ্টা স্ত্রীগণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তারা তাদের কর্ম্মানুরূপ স্বভাব লাভ করে ও তদ্রূপ আচরণ ক'রে থাকে। তাদের সম্বন্ধেই ব'লেছেন,—

শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্ম মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই, এজন্য ইহারা মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ—ইহাই শাস্ত্রস্থিতি। ৯।১৮।

এ সমস্ত কথা দুষ্টা স্ত্রীগণের সম্বন্ধে প্রয়োগ ক'রেছেন। আগুন চিরদিন আগুন, সতী চিরদিন সতী, স্ত্রীমাত্রেই এরূপ হ'তে পারে না—একথাও তিনি নিজেই ব'লেছেন,—

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥ ৯।১২ ॥

"যে কামিনী দুঃশীলতাহেতু আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে আপ্ত পুরুষেরা গৃহে অবরুদ্ধ রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিতা হইয়া থাকে।"

তাহ'লে স্ত্রীজাতিমাত্রেই দুঃশীলা নন, আত্মরক্ষায় তৎপরাও আছেন। এঁরা সতী, এঁদের রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা ক'রতে হয় না। যারা জন্মান্তরের কর্ম্মবশে দুঃশীলা, শাস্ত্র তাদের দোষের কথা এবং তাদের সাবধানে রক্ষা ক'রতে হয়—একথা ব'লেছেন।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥২৬॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥ ২৭ ॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধানস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥ ২৮ ॥ মনু ৯ম

সতীর কথা আরও ব'লেছেন,—'অলঙ্কার-স্বরূপা কামিনীগণ গৃহের সন্তানের উৎপাদনার্থ বহু কল্যাণকারিণী এবং বসন-ভূষণ-দান দ্বারা মানার্হ হইয়া থাকেন। এ কারণ, গৃহমধ্যে স্ত্রী ও শ্রী এতদুভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হয় না।'

'অপত্যোৎপাদন, জাতস[illegible]নের পরিপালন এবং লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থ অতিথি সৎকারাদি সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সহায়। অপত্যলাভ, ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত'। এইভাবে সতী স্ত্রীগণের কথা বিবৃত হ'য়েছে।

কায়মনোবাক্যে ব্যভিচারহীনা নারী ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করেন।

ব্যভিচারিণীগণ ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, ক্ষয় ও কুষ্ঠ রোগাদির দ্বারা প্রপীড়িতা হ'য়ে থাকে—একথাও কথিত হ'য়েছে।

অতএব সংহিতাদিতে যে নারীজাতির দোষের উল্লেখ দেখা যায়, সে সব দুষ্টা স্ত্রীগণের। পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতিবশে তাঁরা ঐরূপ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তথাপি তাঁদের উপায় আছে। তাঁরা যদি অনন্যভাবে পতিসেবা করেন এবং ভগবানের আশ্রয় নেন, তাহ'লে তাদের সব দোষ দূর হ'য়ে যাবে।

'ভগবান্ মনুর সময় একমাত্র বৈদিক মন্ত্রই ছিল। প্রকৃতির পরিবর্তনে ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগ এসে উপস্থিত হ'লে জীবের কল্যাণকল্পে ভগবান্ শঙ্কর তান্ত্রিক মন্ত্রের উপদেশ ক'রলেন। তান্ত্রিক মন্ত্রে স্ত্রী, শূদ্র, এমন কি অতি অধমবর্ণেরও অধিকার আছে। সেই মন্ত্র ও 'রাম' নাম, 'কৃষ্ণ' নাম অবলম্বনে অতি বড় মহাপাতকীও পরমগতি লাভ ক'রতে পারেন।'

চটক পর্বত

৺পুরীধাম

১৭।৭।৬৯

জন্মান্তরের কর্ম্মবশে যাঁরা চঞ্চলচিত্তা, কাম-ক্রোধযুক্তা এবং ব্যভিচার-দুষ্টা হ'য়েছেন, তাঁরা ভগবান্‌কে আশ্রয় ক'রলে এ জন্মেই পাপ হ'তে মুক্ত হবেন।

সতীর মহিমা সমস্ত শাস্ত্র শতকণ্ঠে কীর্ত্তন ক'রেছেন। ভারত সতী নারীদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা, ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা, ব্রহ্মবাদিনী অপালা, ব্রহ্মবাদিনী সূর্য্যা, ব্রহ্মবাদিনী রোমশা, ব্রহ্মবাদিনী শশ্বতী, ব্রহ্মবাদিনী মমতা, ব্রহ্মবাদিনী উশিজা, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী এঁরা বেদমন্ত্র সঙ্কলন ক'রেছেন।

বীরমিত্রোদয়ে সংস্কারপ্রকাশে নারীগণের দুই ভেদ উক্ত হ'য়েছে, প্রথমা ব্রহ্মবাদিনী, দ্বিতীয়া সদ্যোদ্বাহা। এঁদের মধ্যে 'ব্রহ্মবাদিনীনামগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভৈক্ষ্যচর্য্যা'। ব্রহ্মবাদিনীগণের অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ। যমস্মৃতিতে দেখা যায়,—পূর্ব্বকালে কুমারীগণের উপনয়ন, বেদারম্ভ ও গায়ত্রী উপদেশ হ'ত। তাঁদের গুরু পিতা, পিতৃব্য অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'তেন, অপর কেহ তাঁদের অধ্যয়ন করাবার অধিকারী ছিলেন না। কলিযুগে তাঁদের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হ'য়েছে।

অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী, অনসূয়া, শাণ্ডিলী, সতীলক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতি সতীগণ এবং সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা, গান্ধারী প্রভৃতি কোটি কোটি সতী-মায়েরা ভারত-নারীর আদর্শ। তাঁরাই সংসার ধ'রে রেখেছেন।

তস্মাৎ সাধ্ব্যঃ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যাঃ সততং দেবনজ্জনৈঃ।
তাসাং রাজ্ঞা প্রসাদেন ধার্য্যতে চ জগত্রয়ম্॥ মৎস্যপুরাণ।

সেইজন্য জনগণের দেবতার ন্যায় সতীগণকে পূজা করা উচিত, তাঁদের প্রসাদেই ত্রিজগৎ ধৃত হ'য়ে আছে।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ৪৩ অঃ—'ইহলোকে সাধ্বী ও অসাধ্বী এই দুই প্রকার স্ত্রী আছে। লোকমাতা সাধ্বী স্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন।

'কুলঘাতিনী পাপনিরতা দুশ্চরিত্রা রমণীগণকে তাহাদের শরীরজ দুষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়'।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা এই তিন প্রকার নারীর কথা আছে।

এদেশে মরণের পরপার থেকে সতী সাবিত্রী, সতী বেহুলা মৃত স্বামীকে ফিরিয়ে এ'নেছেন। পতিব্রতা পতির প্রাণরক্ষার জন্য সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত ক'রেছেন। সতীর কীর্ত্তিকাহিনী ভারত-ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে লেখা আছে।

এই ভারতে সতীগণ স্বামী দেহত্যাগ ক'রলে মৃতস্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ ক'র্‌তেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা ব'লেছেন,—

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ হুতাশনম্।
সারুন্ধতী-সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

—স্বামী দেহত্যাগ ক'রলে যে নারী অগ্নিপ্রবেশ করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গে পূজিতা হন। ভগবান্ বিষ্ণু ব'লেছেন,—

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

—স্বামী দেহত্যাগ ক'রলে সহমরণ অথবা ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'র্‌বে।

সহমরণই উত্তমকল্প, তাতে যাঁরা অসমর্থা, তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রবেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা সদ্‌ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥ ২৯ ॥ পরাশরসংহিতা ৪র্থ অঃ

সাধ্বীর লক্ষণ—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।

কল্পতরুধৃত ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট।

যে নারী স্বামী আর্ত্ত (পীড়িত) হ'লে পীড়িতা, আনন্দে আনন্দিতা, স্বামী বিদেশে গমন ক'রলে মলিনা, কৃশা এবং স্বামী দেহত্যাগ ক'রলে যিনি সহমৃতা হন, সেই সাধ্বী নারী পতিব্রতা জানিবে। সহমরণের বেদমন্ত্র—

ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষা
সংবিশন্তু অনস্বরো অনমীরা সুত্রগ্না আবোহন্তু জলর্য্যোনিমগ্নে ॥

শঃ কঃ ক্রমধৃত ঋগ্বেদ।

পৌরাণিক মন্ত্র—

ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুম্ ॥

এই পতিব্রতা পবিত্রা সুশোভনা স্ত্রী স্বামীর শরীরের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করুন।

ভারতের সাধ্বী রমণীগণ পতির মরণে একচিতায় আরোহণ ক'রে সহমৃতা হ'তেন। দূরে স্বামী মৃত হ'লে তাঁর পাদুকা নিয়ে অনুগমন ক'রতেন।

আমরা রামায়ণে বেদবতী জননীর সহমরণের কথা দে'খতে পাই। মহাভারতে মাদ্রীর ও কৃষ্ণ-মহিষীগণের সহমরণ-কথার বিবরণ পাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে—অষ্ট প্রধানা মহিষী কৃষ্ণের, রেবতী বলরামের দেহ আলিঙ্গন করত সহমৃতা হন। ভারত সতীর দেশ, কোটি কোটি সতী নারী স্বামীর সহিত সহমৃতা অনুমৃতা হ'য়েছেন।

রাজপুত নারীগণ সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন ক'রেছেন। পুরাণ ও ইতিহাস সতীগণের এই আত্মত্যাগের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্‌ছে।

কাজেই ভগবান্ মনু নারী সম্বন্ধে যে কথা ব'লেছেন, তা দুঃশীলা নারীগণের কথা এবং তাদেরই রক্ষা-বিধানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ ক'রেছেন। সতী চিরদিন সতী, তাঁরা কায়মনোবাক্যের দ্বারা স্বপ্নেও কখন স্বামীকে অতিক্রম করেন না। পতিব্রতা নারীতে লক্ষ্মী অবস্থান করেন। জগন্মাতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী ব'লেছেন,—

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু
পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু
সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু ॥ ২১ ॥
সম্মৃষ্ট-বেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু
কলিব্যপেতাসু পথিস্থিতাসু।
ধর্ম্মব্যপেক্ষাসু দয়ান্বিতাসু
স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু ॥ ২২ ॥ বিষ্ণুসংহিতা ৯৯ অঃ

যে সকল নারী সতত উত্তমরূপে বিভূষিতা হ'য়ে থাকে, পতিপরায়ণা, মিষ্টভাষিণী, অমুক্তহস্তা (সঞ্চয়রতা), পুত্রকন্যাবতী, সযত্নে ধনভাণ্ডার গোপনকারিণী এবং দেবপূজায় অনুরাগিণী, উত্তমরূপে গৃহমার্জ্জনকারিণী, সংযতেন্দ্রিয়া, কলহ-বিমুখী, সৎপথে স্থিতা, ধর্ম্মপরায়ণা, দয়াবতী, তাঁরা আমার নিবাসস্থল। কিন্তু মধুসূদনে আমি সর্ব্বদাই অবস্থান করি।

সতী রমণী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার ক'রেছেন। পতিব্রতার পতি সমস্ত পাতক হ'তে মুক্ত হ'য়ে যান। সতীগণের ব্রতের প্রভাবে তাঁহাদের পতিকে কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌তে হয় না। তিনি সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে সতী-পত্নীর সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে আনন্দ ভোগ করেন। পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সতী সাধ্বী স্ত্রীর চরণে সে সকল তীর্থ বর্ত্তমান। সম্পূর্ণ দেবতাবৃন্দের এবং মুনিগণের যে তেজ, সেই সমস্ত তেজ সতী নারীগণে স্বভাবত অবস্থান করে। তপস্বী সমূহের নিখিল তপস্যা, ব্রতকারিগণের ব্রতের সম্পূর্ণ ফল এবং দাতাদিগের দানেরও সম্পূর্ণ ফল মিলিত হ'য়ে যত হয়, সেই সমস্ত পতিব্রতা দেবীগণে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ,

ভগবান্ শিব, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবতাসমূহ এবং মহর্ষিবৃন্দও পতিব্রতাগণকে সতত ভয় করেন। সতীর পদধূলি-স্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হয়। মানব পতিব্রতাকে নমস্কার ক'রে সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত হয়। মহাপুণ্যবতী পতিব্রতা স্বীয় তেজের দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে ত্রিভুবন ভস্মসাৎ ক'র্‌বার শক্তি রাখেন। পতিব্রতার পতি ও পুত্র উভয়ে সদা নির্ভয়ে অবস্থান করেন, তাঁহাদের দেবতা বা যম হ'তে কিছুমাত্র ভয় হয় না। যিনি শত শত জন্ম পুণ্য সঞ্চয় ক'রেছেন, তাঁর গৃহে পতিব্রতা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পতিব্রতার মাতা পরম পবিত্রা, পিতাও জীবন্মুক্ত। সমস্ত লোকের রচনাকারী বিধাতা কোথাও স্ত্রীগণ ব্যতীত এমন রত্ন সৃজন করেন নাই, যাহা দেখ্‌লে, শুন্‌লে, স্পর্শ ক'র্‌লে অথবা স্মরণ ক'র্‌লেও মনুষ্যদিগকে আনন্দ প্রদান করে। তাঁদের জন্য ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহ হয়, পুত্র বিষয়ক সুখ তাঁদের হ'তে লাভ হয়। এই হেতু মান্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উচিত—গৃহস্থিতা অবলাগণকে গৃহলক্ষ্মী বোধে সতত তাঁদের আদর করা।

—বরাহ-মিহিরধৃতবৃহৎসংহিতা।

যথা গঙ্গাবগাহেন শরীরং পাবনং ভবেৎ।
তথা পতিব্রতাং দৃষ্ট্বা সদনং পাবনং ভবেৎ॥

যেমন গঙ্গায় অবগাহন ক'র্‌লে শরীর পবিত্র হয়, ঐরূপ পতিব্রতাকে দর্শন ক'রে সমস্ত গৃহ পবিত্র হ'য়ে থাকে।

সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥

শরণাগত-দীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ওঁ

সতীত্ব

ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ব্রাহ্মণোঽবেদকর্ম্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা ॥১৯১॥ অত্রিসংহিতা

স্ত্রীলোক উপপতিসংসর্গে চিরদিনের জন্য দূষিত হয় না, ব্রাহ্মণ অবৈদিক কর্ম্মের দ্বারা চিরপতিত হয় না, অগ্নি প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা (দাহরোধক মণিযোগে) সাময়িক ভাবে দগ্ধ করে না, অথবা অপবিত্র বস্তু দগ্ধ করিয়াও দাহিকা-শক্তিহীন হয় না।

এ সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতেছেন—

পূর্ব্বং স্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোম-গন্ধর্ব্ব-বহ্নিভিঃ।
ভুঞ্জতে মানবাঃ পশ্চাম্ন তা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥১৯২ ঐ

বেদে আছে—সোমদেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নিদেবতা পূর্ব্বে স্ত্রীজাতিকে ভোগ করিয়াছেন, মনুষ্য পরে তাহাদিগকে ভোগ করে (যথা—'সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্বোঽদদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদ্‌ অগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্' সামবেদীয় বৈবাহিক মন্ত্র।) অতএব অপরের ভোগের দ্বারা বা অপর কোন কারণে তাহারা কখনই অপবিত্র হয় না।

(অবিবাহিতা কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায়—এতাদৃশ বয়ক্রম হইলে ঐ কন্যাকে চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ উপভোগ করেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে বহ্নি উপভোগ করেন। সংবর্ত্ত-সংহিতা—আচার্য্য তর্করত্ন।

লোমোদ্‌গম রজস্বলা ও স্তন উদ্‌গম-হবার আগে যদি বিবাহ হয়, তাহ'লে কেহই ভোগ ক'রতে পারে না।

অত্রিসংহিতার এই বচন দুটির দ্বারা স্ত্রীলোকের ব্যভিচার সমর্থন করা হয় নি। ব্যভিচার স্ত্রীপুরুষ যে ক'রবে, তার জন্য সে অপরাধী হবে এবং তাকে সাজা ভোগ ক'রতে হবে।

সোম, গন্ধর্ব্ব, বহ্নি স্ত্রীগণকে ভোগ করেন সত্য, কিন্তু সে ভোগ স্থূলে নয়, সূক্ষ্মে; সোম ভোগ ক'রে শৌচ, গন্ধর্ব্ব মধুরভাষিতা ও অগ্নি পবিত্রতা দিয়াছেন। তাই মাতৃজাতি সদা শুদ্ধা, মধুরভাষিণী ও পবিত্রা।

স্থূলভোগে স্ত্রীজাতি অপবিত্রা হন, নচেৎ অহল্যা পাষাণী হ'তেন না। পাষাণ হ'য়ে কতকাল তপস্যা ক'রে তবে স্বামী কর্ত্তৃক গৃহীতা হ'য়েছিলেন। এই পরস্ত্রীগমন অপরাধে ঋষিশাপে দেবরাজ ইন্দ্রের মুষ্ক পতিত হয়, তার শরীরে সহস্রযোনি হ'য়েছিল।

যদি স্ত্রীগণের জারের দ্বারা দোষ না হ'ত, তাহ'লে সীতাদেবীকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হ'ত না বা লোকাপবাদে শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বাসন কর্'তেন না।

আরও অগ্নি সপ্তর্ষি-পত্নীগণকে দেখে কামমোহিত হন, তাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হ'য়ে বনে গমন করেন।

তাঁর পত্নী স্বাহা তাঁর মনোভাব জেনে ঋষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করত ক্রমে ক্রমে অগ্নির নিকট গমন করেন। কেবল অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামিসেবানিবন্ধন তদীয় রূপধারণে অসমর্থা হন। স্বাহা শ্বেতপর্ব্বতে কাঞ্চনকুম্ভে ছয়বার অগ্নির তেজ রক্ষা করেন, তা থেকে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হয়।

"বনবাসীরা বলেন,—এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি। এইরূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তানোৎপত্তির সংবাদ শুনে তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ভিন্ন ছয়পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে বলেন—এটি আমারই পুত্র। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নীরূপধারণ অবগত হ'য়ে সপ্তর্ষিদিগকে সম্বোধন ক'রে বলেন,—হে মহর্ষিগণ! আপনাদের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই।"

সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্রমুখে আদ্যোপান্ত এই কথা শুনেও সন্দিগ্ধ মনে নিজ নিজ পত্নীগণকে পরিত্যাগ ক'র্লেন।

মহাভারত বনপর্ব্ব ২২৫ অঃ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার মানস পুত্র সপ্তর্ষি।

যখন 'অত্রিসংহিতা'কার মহর্ষি অত্রিও সন্দেহক্রমে স্বপত্নীকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তখন কি ক'রে বলা যায় যে স্ত্রী জারের দ্বারা দূষিতা হয় না।

মহাভারতে দেখা যায়—পুরুষ ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে উত্তপ্ত লৌহময় শয্যায় শয়ন করাইবেন এবং তাহাতে কাষ্ঠসমূহ প্রদান করিলে পাপকারী মানব দগ্ধ হইবে।

আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব ১৬৫।

'যে নারী নিজপতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পুরুষকে আশ্রয় করত পাপাচার করে, নৃপতি তাহাকে বহু জনাকীর্ণ স্থানে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবেন'।—ঐ

অন্যত্র দেখা যায়—ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারিণী নারী নরকে উত্তপ্ত নারী বা উত্তপ্ত পুরুষ-আলিঙ্গনরূপ-দণ্ড ভোগ ক'রে থাকে।

শ্রীভগবান্ মনু ব'লেছেন,—

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে। ৫।১৬৫।৯।৩০

ব্যভিচারিণী স্ত্রী ইহলোকে নিন্দনীয়া এবং পরজন্মে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠ-ক্ষয় আদি পাপরোগে পীড়িতা হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ ক'রে থাকে।

পতিং যা নাভিচরতি মনো-বাগ্-দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে। ৫।১৬৫—৯।২৯

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে পতিকে অতিক্রম করেন না, ব্যভিচার করেন না, তিনি ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত হন। লোকেরা তাঁকে সাধ্বী ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকেন।

তাহ'লে কি ক'রে বলা যায় যে, 'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ'—স্ত্রী উপপতির দ্বারা দূষিতা হয় না? এর মীমাংসা কি? সতীত্বই নারীর একমাত্র আশ্রয়ণীয়, অসতী নারীর জীবন ব্যর্থ—একথা অতি সত্য কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে পরজন্মের দুষ্ট কর্ম্মফলে যদি কোন নারী ভ্রান্তিবশে স্বেচ্ছায় বা অপরের প্রতারণায় ভুলে কিংবা দস্যু-তস্কর দ্বারা বলপ্রয়োগে একবার উপভুক্তা হয়, তাহ'লে প্রাজাপত্য ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হবে। তাকে ত্যাগ ক'র্তে হবে না। তার জীবন বৃথা নয়।

প্রাজাপত্য ব্রত পর পর তিন দিন দিবাভাগে উপবাসী থেকে রাত্রে বার গ্রাস, পরে তিন দিন দিবাভোজী হয়ে পনেরো গ্রাস, অনন্তর তিন দিন অযাচিত ২৪ গ্রাস ভোজন, অতঃপর তিন দিন উপবাসী থাকবে। ভোজ্য অন্নগ্রাস কুক্কুট ডিম্বের মত—যার মুখে যতটুকু প্রবেশ করে।

অত্রি ব'লেছেন,—'তবে অসবর্ণ জাতির সহিত উপগতা হইবার পর তাহার যোনির মধ্যে যে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহাতে যতক্ষণ সেই গর্ভকে প্রসব সে না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সে অপবিত্রা (বৈদিক-স্মার্ত্ত কর্ম্মে অনর্হা) জানিবে। সেই শেলস্বরূপ গর্ভ উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে এবং পুনরায় রজোদর্শন হইলে তখন সেই নারী শুদ্ধা হইবে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সোনায় খাদ থাকিলে তৎকালে সে উজ্জ্বল থাকে না, পরে বহ্নি-সন্তাপনে খাদ মরিলে আবার সে উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ অপবিত্র গর্ভের সংযোগে নারী অপবিত্রা,—সেই অপবিত্র সম্বন্ধ দূর হইলেই সে আবার শুচি হইবে। ১৯৩-১৯৪। (শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থকৃত অনুবাদ)।

এর দ্বারা আমরা পেলাম—যেমন সোনার খাদ দূর ক'রতে হ'লে বার বার আগুনে পোড়াতে হয়, এ্যাসিডে ফেলতে হয়, তেমনি পূর্ব্ব দুষ্কৃতিবশে কোন নারী একবার পরপুরুষ দ্বারা উপভুক্তা হ'লে তাকে প্রায়শ্চিত্ত-অনলে পুড়িয়ে শুদ্ধ করা যেতে পারে।

'নিজের ইচ্ছায় অথবা অপরের প্রতারণায় ভুলিয়া যে নারী ভ্রষ্টা হইয়াছে, কিম্বা যে নারী অপর কর্ত্তৃক বলপ্রয়োগে অথবা দস্যু-তস্কর দ্বারা উপভুক্তা হইয়াছে, সে দূষিতা বটে কিন্তু পরিত্যাজ্যা নহে, কেবল তাহাকে উপভোগ করিবে না, ইহাতে কামপ্রবৃত্তি নিষিদ্ধ এইমাত্র, তবে তাহার পুনঃ ঋতুকাল প্রতীক্ষা করিবে, ঋতুস্নানে তাহার শুদ্ধি হইবে।' ১৯৫-৯৬। ঐ

'যে নারীকে ম্লেচ্ছজাতি অথবা অন্য কোন পাপী ব্যক্তি একবার ভোগ করিয়াছে, সেই রমণী একটি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা ও ঋতুকালে রজঃস্রাব দ্বারা শুদ্ধ হয়'। ১৯৯। ঐ

'কোন রমণী বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইলে কিম্বা স্বেচ্ছায় অথবা পরের প্রতারণায় ভুলিয়া কোন পুরুষ কর্তৃক একবার উপভুক্তা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘকালীন ব্রতাবলম্বনের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের ঋতু হইলেও তাহাতে কদাচ ব্রতভঙ্গ হয় না'। ২০০-২০১। ঐ

তাহলে 'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ' এ কথার 'স্ত্রীলোক উপপতির দ্বারা দুষ্টা হয় না'—এরূপ অর্থ নয়, দৈবাৎ পরপুরুষ কর্তৃক একবার উপভুক্তা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতের দ্বারা তাকে শুদ্ধ ক'রে গ্রহণ করা চলতে পারে। তার জীবনকে ব্যর্থ করে না দিয়ে,—তাকে বেশ্যাবৃত্তি করবার জন্য পরিত্যাগ না ক'রে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ ক'রে নেওয়া যায়—অত্রিমুনি এই কথাই ব'ললেন।

আমরা অন্যান্য ঋষিগণের মত আলোচনা ক'রবো।

'রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা' ॥ ৯০ ॥ বিষ্ণুসংহিতা ২২ অঃ

মনে মনে পরপুরুষ-অনুরাগিণী নারী ঋতুদ্বারা শুদ্ধ হয়।

'মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনমিত্যতিপাতকানি ॥ ১ ॥
অতিপাতকিনস্ত্বেতে প্রবিশেয়ুর্হুতাশনম্।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতিস্তেষাং বিদ্যতে হি কথঞ্চন' ॥২॥—বিষ্ণুসংহিতা ৩৪ অঃ

মাতৃগমন, কন্যাগমন ও পুত্রবধূগমন এই তিনটি অতিপাতক (সকলপাপের অধিক পাপ)। অতিপাতকিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য অগ্নিপ্রবেশ ক'রবে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। পুত্র, পিতা ও শ্বশুরগামিনী নারীরও অগ্নিপ্রবেশ কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা পাপক্ষয় হ'লে নরক-যন্ত্রণা, পশ্বাদি যোনি লাভ, দুষ্ট রোগগ্রস্ত হ'য়ে জন্মাতে হবে না। যে জাতি ছিল, সেই জাতির সতী নারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রবে।

মহাপাতক-অনুপাতকী পুরুষের মত নারীগণকেও প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে।

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, অবীচি, তাপন, সম্প্রতাপন, সঙ্ঘাতক, কাকোল, কণ্ড্ল, কুট্টান, পূতিমৃত্তিক, লোহশঙ্কু, ঋচীষ, বিষমপন্থান, কন্টক-শাল্মলি, দীপনদী, অসিপত্রবন, লোহচারক এগুলি নরকের নাম। বিষ্ণুসংহিতা ৪৩ অঃ।

'অতিপাতকী যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত না ক'রে ম'রলে প্রলয় পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত নরকে পর্য্যায়ক্রমে পচিতে থাকে। ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকিগণ ঐ অবস্থায় ম'রলে এক মন্বন্তর ঐ সকল নরক একে একে ভোগ করে। অনুপাতকীদেরও সেরূপ অবস্থা'।—ঐ

নরকে যমদূতগণ বিষম যন্ত্রণা দেয়।

'পাতকীগণের দেহ ক্ষুদ্র গৃহপরিমাণ তৈরি হয়, যাতে মৃত্যু না হয় অথচ যাতনা সহিতে পারে তাদৃশ ভাবে গঠিত হয়'। ঐ

সকৃদ্ দুষ্টা স্ত্রী যৎপুরুষস্য পরদারে
তদ্‌ব্রতং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ ঐ ৫৩ অধ্যায়।

একবার ব্যভিচারদোষে দুষ্টা নারী—পরস্ত্রীগমনে পুরুষের যে ব্রত (প্রায়শ্চিত্ত) বিহিত আছে, তাই ক'রবে।

পরস্ত্রীগামী বনমধ্যে পর্ণশালা ক'রে বাস ক'রবে, গ্রামে গিয়ে নিজ পাপের কীর্ত্তন করত ভিক্ষাচরণ ক'রবে, তৃণশয্যায় শয়ন ক'রবে (এর নাম মহাব্রত)—এই ব্রতের বিধি অনুসারে প্রাজাপত্য ব্রত ক'রবে। ৫৩ অঃ।

একবার ব্যভিচারিণীর ঐরূপ ব্রত কর্ত্তব্য হ'লেও বনে থাকা সম্ভব নয় ব'লে, গৃহে থেকেই প্রাজাপত্য ব্রত ক'রবে।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডোমাত্রোপজীবিনীম্।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ ব্যভিচারিণীম্ ॥ ৭০ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অঃ

ব্যভিচারিণী নারীর কাছ থেকে পোষ্য-ভরণের অধিকার ও স্বচ্ছন্দ ব্যয়ের ক্ষমতা কেড়ে নেবে; অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, শুভ্রবস্ত্র ও আভরণশূন্যা ক'রে প্রাণধারণের উপযুক্ত খাদ্য দিবে। ধিক্কারাদির দ্বারা ব্যথিতা ক'রবে, ভূতলে শয়ন করাবে, গৃহেই রাখবে—এরূপ ক'রলে তার পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি হবে না। এ তার প্রায়শ্চিত্ত নয়।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরম্।
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ ॥ ৭১ ॥ ঐ

পরিণয়ের পূর্ব্বে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি স্ত্রীজাতিকে ভোগ ক'রে যথাক্রমে শৌচ, মধুর-ভাষিতা ও পবিত্রতা দিয়াছেন। এই হেতু স্ত্রীগণ পবিত্রা।

সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি মানসে ভোগ করেন, এজন্য মানস ভোগে দুষ্টা হবে না।

ব্যভিচারাদৃতৌ শুদ্ধির্গর্ভে ত্যাগো বিধীয়তে।
গর্ভ-ভর্ত্তৃবধাদৌ চ তথা মহতি পাতকে ॥ ৭২ ॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অঃ

মনে মনে পরপুরুষ-দোষ ঘটিলে ঋতুদ্বারা শুদ্ধি, শূদ্রের দ্বারা গর্ভোৎপাদন হ'লে, ভ্রূণহত্যা, স্বামীহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি পাপে ও শিষ্যের সহিত সংসর্গে পরিত্যাগ শাস্ত্রবিহিত।

সজাতাবুত্তমো দণ্ড আনুলোম্যে তু মধ্যমঃ।
প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসঃ স্ত্রীণাং নাসাদিকর্ত্তনম্ ॥ ২৮৯ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অঃ।

পুরুষ সবর্ণাগমনে উত্তম সাহস, হীনবর্ণায় মধ্যম সাহস, উৎকৃষ্ট স্ত্রীতে গমন ক'রলে বধদণ্ড।

"স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদি কর্ত্তন (হীনবর্ণে রত হইলে বধ) ।'—৺পঞ্চানন তর্করত্ন।

(হীনবর্ণ পুরুষে রত হইলে কর্ণাদিচ্ছেদন এবং অপর স্থলে দণ্ড কল্পনীয়—ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত ব্যাখ্যা)—ঐ পাদটীকা।

আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ।
ছিত্বা লিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥ ২৩৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩য় অঃ

পিসি, মাসী, মামী, পুত্রবধূ, অসবর্ণা বিমাতা, ভগিনী, আচার্য্য-কন্যা, আচার্য্য-পত্নী বা আত্মকন্যাতে গমন ক'রলে তাকেও গুরুতল্পগ বলা যায়।

"লিঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক বধ উহাদের দণ্ড এবং ঐরূপ মৃত্যুই প্রায়শ্চিত্ত। ঐ কার্য্যে অভিলাষবতী ঐ সকল স্ত্রীলোকের বধদণ্ড এবং ঐ প্রকার মরণ প্রায়শ্চিত্ত।"

—আচার্য্য ৺পঞ্চানন তর্করত্ন

রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি। ৪২। অঙ্গিরঃ-সংহিতা

নারী রজোদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যে সকল মানস পাপ হয়, প্রতি রজোদর্শনে তাহা বিদূরিত হইয়া থাকে এবং বাল্যাবস্থায় যে অপবিত্রতা থাকে, প্রথম রজোদর্শনে তাহা বিনষ্ট হয়।' আচার্য্য তর্করত্ন।

ব্রাহ্মণী শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ পাবনং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৬৮। সংবর্ত্তসংহিতা

'ব্রাহ্মণপত্নীর যদি কোন ঘটনাক্রমে শূদ্রজাতি-সংসর্গ ঘটন হয়, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে'।—আচার্য্য তর্করত্ন।

পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎ স্ত্রী কিং ন কিং নরকং ব্রজেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মনুষ্যতাং প্রাপ্য কিং কিং দুঃখং ন বিন্দতি ॥১১

কাত্যায়ন-সংহিতা ১৯ খণ্ড।

'স্ত্রীলোক মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন্ কোন্ নরকে না গমন করে? তাহার পর বহু ক্লেশে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কোন্ দুর্ভোগ না ভোগ করে'?

—আচার্য্য তর্করত্ন।

চাণ্ডালৈঃ সহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গত্বা স্বকং দোষং প্রকাশয়েৎ ॥১৮

-- পরাশরসংহিতা ১০ম অধ্যায়।

'যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে একরাত্র নিরাহার অবস্থায় গোময়-জল ও কর্দ্দম-পরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত

ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখাসমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে, পরে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শেষে একরাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাঁটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে যতদিন পুনর্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবারমাত্র ভোজন করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে। এইমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে—ইহা পরাশর বলিয়াছেন। ১৮-২৩।— আচার্য্য তর্করত্ন।

চাতুর্বর্ণস্য নারীণাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতম্।
যথাভূমিস্তথা নারী তস্মাৎ তাং ন তু দূষয়েৎ ॥২৪ ঐ

চারিবর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ, সুতরাং তাহা একবারে দূষণীয় হয় না। — আচার্য্য তর্করত্ন

এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কথা মনে হয়—মাটী শুদ্ধ হ'লেও যেমন—এক জায়গায় পায়খানা আছে, পায়খানা ভেঙ্গে ফেলার পর রৌদ্র ও বৃষ্টিপাত যথেষ্ট হ'লেও সেস্থানে দেবমন্দির ক'রতে প্রাণ চায় না, সেস্থানে পায়খানা ছিল এ সংস্কার প্রাণ থেকে মুছে ফেলা যায় না, তেমনি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নারী শুদ্ধা হ'লেও তাকে সতী ব'লে প্রাণ গ্রহণ ক'রতে চায় না।

বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্ত্বা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ ভয়াৎ।
কৃত্বা সান্তাপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৫
সকৃদ্ ভুক্তা তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন চ ॥২৬ পরাশর ১০ অধ্যায়

'বন্দী করিয়া লইয়া কিম্বা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা বল প্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন,- কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রতাচারণ করিলেই সে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে' ।২৫

'যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়া আর পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রাজাপত্য ব্রতাচারণ করিলে এবং পুনর্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে ॥২৬

—আচার্য্য তর্করত্ন

যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়। এইরূপে যাহার অর্দ্ধশরীর পতিত হয় এবং এইরূপ যাহার অর্দ্ধশরীর পতিত হইয়াছে, তাহার নরকগমন হইতে নিষ্কৃতি নাই ॥২৭

(এ স্থলে এই শ্লোকের দ্বারা ব্যভিচারিণী রমণীর স্বামীও পতিত হন, তাঁরও প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য মনে হ'চ্ছে।)

কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত-আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। গোময়, গোমূত্র, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া একরাত্র উপবাস করিলেই স্মৃতিমতে কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলে যে নারী উপপতি কর্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে।

তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ॥৩০
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্য গমনং পুনঃ ॥৩১

যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায়, তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোনরূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না।৩১

যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু বা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয় ॥৩২

যদি নারী এইরূপ গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া দশদিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব নারী কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে ॥৩৩

এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে ॥৩৪

যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয় এবং তার জারের যে গৃহ, সেই গৃহই পিতৃ-মাতৃ গৃহ উল্লেখ করিবে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

—আচার্য্য তর্করত্ন

নষ্টা যে গৃহে যায়, সেই গৃহ পঞ্চগব্যাদির দ্বারা শোধন, গৃহের মৃন্ময় পাত্রাদি ত্যাগ, বস্ত্র-কাষ্ঠ সমুদয় শোধন, ফলযুক্ত দ্রব্য-সম্ভার গো-কেশের দ্বারা, তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা, কাংস্যপাত্র সকল ভস্মের দ্বারা দশবার মার্জিত ক'রে শোধন ক'রতে হবে—ইত্যাদি এই নষ্টার সংস্রবেও দুষ্ট হয়—একথা ব'লেছেন।

'মিহীনবর্ণগমনে স্ত্রিয়ং প্রকাশং পুমাংসং খাদয়েৎ'।

'কোন উত্তমবর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে

প্রকাশ্য ভাবে কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে, অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রীদূষণকারী পুরুষকে কুক্কুর দ্বারা ভোজন করাইবে। — আচার্য্য তর্করত্ন।

তস্যা ভর্ত্তুরভিচার উক্তঃ প্রায়শ্চিত্তরহস্যেষু।
মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥

'মনে মনে স্বামীকে অতিক্রম করিলে তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে—এই স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, এই ঋতু স্ত্রীলোকদিগের রহস্য প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে।'

আচার্য্য তর্করত্ন—বশিষ্ঠ সংহিতা ৭২১ অধ্যায়।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে শূদ্রকে বীরণ (তৃণ বিশেষ) দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে।

বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যকে লোহিত কুশের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণী পবিত্রা হইবে জানা আছে।

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীগমন করিলে ক্ষত্রিয়কে শর পত্রের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। আর ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত মাখাইয়া তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া রক্তবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া মহাপথে ছাড়িয়া দিবে।

বৈশ্য ক্ষত্রিয়াগমন করিলে এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা গমন করিলেও ঐ বৈশ্য-শূদ্রের ও ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যার পূর্ব্বমত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

স্ত্রীলোক মনে মনে ভর্ত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষগামিনী হইলে তিন দিন যাবক্-মিশ্রিত দুগ্ধপান ও মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া থাকিবে। অথবা তিন দিন নদী জলে অবগাহন করিয়া সশিরস্ক অষ্টশত গায়ত্রী দ্বারা হোম করাইবে ইহাতেও পবিত্রা হইবে জানা আছে।

আচার্য্য তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

আমরা মুনিসমূহের মত আলোচনা করত অবগত হ'লাম—'ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ' এ কথার অর্থ—পূর্ব্ব দুষ্কৃতিবশে কোন নারীর একবার পরপুরুষ-সংসর্গ হ'লে তাকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ ক'রে গ্রহণ করা যায়। শিষ্য, পিতা বা শ্বশুরগামিনীদের বধদণ্ড, মহাপথে ত্যাগ প্রভৃতির কথা বশিষ্ট প্রভৃতি মুনিগণ ব'লেছেন।

অতএব কি পুরুষ, কি স্ত্রী চরিত্র ভ্রষ্ট হ'লে তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়, জন্মান্তরে পশুযোনি প্রাপ্তির কথা শাস্ত্র ব'লেছেন। মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ ক্ষয় হ'লে আর পশুযোনি প্রাপ্তি ঘটে না, নচেৎ—

পরদারা ন গন্তব্যাঃ সর্ব্ববর্ণেষু কর্হিচিৎ ॥ ২০ ॥
নহীদৃশামনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥ ২১ ॥
যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং গাত্রেষু নির্ম্মিতাঃ।
তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি নরকং পর্য্যুপাসতে ॥ ২২ ॥

—মহাভারত দানধর্ম্ম ১০৪ অঃ।

সকল বর্ণ পুরুষের কখন পরদারগমন কর্ত্তব্য নয়। জগতে পুরুষের পরদারগমনের মত আয়ুক্ষয়কর দ্বিতীয় আর কিছু নাই। স্ত্রীগণের গাত্রে যত রোমকূপ আছে, পরদারী তত সহস্র বৎসর নরকে পচতে থাকে।

অগম্যাগমনাচ্চৈব পরদারনিষেবনাৎ।
মূষিকত্বং ব্রজেন্মর্ত্ত্যো নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ দানধর্ম্ম ১৪৫ অঃ

অগম্যাগমন ও পরদার-সেবায় নরদেহান্তে নরকভোগের পর মূষিক হয়—এতে কোন সংশয় নাই।

পরদারাভিমর্শং তু কৃত্বা জায়তে বৈ বৃকঃ।
শ্বা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যাল-কঙ্ক-বকস্তথা ॥ ৭৫ ॥ ঐ ১১১।

পরদার গমন করত মানব নেকড়ে বাঘ, কুকুর, শৃগাল, শকুনি, সাপ, কোঁচ, বক হয়।

নারীগণকে ঐরূপ ঘৃণ্য যোনিতে জন্মাতে হয়, পশুযোনির পর কোনক্রমে মানব-দেহ লাভ ক'রলেও গলিত কুষ্ঠ, ক্ষয়কাস আদি দুষ্ট রোগের দ্বারা পীড়িতা হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে থাকে।

অতএব কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের সাবধানে চরিত্র রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কল্যাণকামী পুরুষ স্ত্রী হ'তে দূরে এবং আত্ম-মঙ্গলকামিনী নারী পুরুষ হ'তে দূরে থেকে সর্ব্বদা নাম নিয়ে অন্তর্মুখ হ'বার চেষ্টা ক'রবেন। আর্য্যনরনারীর সকলেরই একমাত্র কাম্য শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া, তাঁকে পাবার জন্য ইন্দ্রিয় সংযম্ পূর্ব্বক সতত স্মরণ, সাত্ত্বিক আহার, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, নির্জ্জনে অবস্থান, নাম, জপ, লীলাচিন্তা এভাবে কিছুদিন তাঁকে ডাকলে তাঁর আহ্বান শুনতে পাওয়া যাবে, তিনি অনুক্ষণ বংশীধ্বনি করত ডাকবেন। বাঁশীর রব শুনতে শুনতে একবারে আনন্দ রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করত চিরমিলনে মিলিত হ'বেন—এ মিলনে বিরহ নাই, শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ, শুধু আনন্দ !

উশনঃ-সংহিতা

পণ্ডিত-শ্রীবৈকুণ্ঠনাথকাব্যব্যাকরণস্মৃতিতীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

॥ অথ ব্রহ্মচারিণাং কর্তব্যবর্ণনম্ ॥

শৌনকাদ্যাশ্চ মুনয় ঔশনং ভার্গবং মুনিম্ ।
নত্বা পপ্রচ্ছুরখিলং ধর্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ॥১॥

ঋষীণাং শৃণ্বতাং পূর্বমুশনা ধর্মতত্ত্ববিৎ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পাপনাশনম্ ॥২॥

সুসমাধিহৃদো যূয়ং শৃণুধ্বং গদতো মম ।
ভার্গবং পিতরং নত্বা ঔশনং ধর্মমব্রবীৎ ॥৩॥

কৃতোপনয়নো বেদানধীয়ীত দ্বিজোত্তমঃ ।
গর্ভাষ্টমে (ক) বাষ্টমে বা স্বসূত্রোক্তবিধানতঃ ॥৪॥

দণ্ডে চ মেখলাসূত্রে কৃষ্ণাজিনধরো মুনিঃ ।
ভিক্ষাহারো গুরুহিতে বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥৫॥

কার্পাসমুপবীতং সন্নির্মিতং ব্রহ্মণা পুরা ।
ব্রাহ্মণানাস্ত্রিবৃৎ সূত্রং শাণমাবিকমেব বা ॥৬॥

সদোপবীতী চৈব স্যাৎ সদা বদ্ধশিখো দ্বিজঃ ।
অন্যথা যৎকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্ ।
তদেব পরিধানীয়ং শুক্লমচ্ছিদ্রমুত্তমম্ ॥৭॥*

শৌনকাদি মুনিগণ ভৃগুবংশ-সম্ভূত ঔশন মুনিকে (অর্থাৎ উশনার পুত্র মুনিকে) প্রণামপূর্ব্বক 'সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব সকল কি'?—ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। (ঔশন মুনি বলিলেন) পূর্ব্বকালে ধর্ম্মসকলের যথার্থ জ্ঞানী উশনা শ্রোতা ঋষিগণের নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতু পাপনাশক যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন, আজ সে ধর্ম্মই আমি বলিতেছি।১-২।

(ঋষিগণ!) তোমরা বিশেষ সংযতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। এই বলিয়া স্বীয় পিতা ভার্গব (উশনাকে) নমস্কার করিয়া ঔশন-ধর্ম্ম (অর্থাৎ উশনার উপদিষ্ট ধর্ম্ম) বলিতে লাগিলেন। ৩।

গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে, অথবা জন্ম হইতে অষ্টমবর্ষে বেদভেদে স্বীয় গৃহ্যসূত্রকথিত বিধানমতে) (যেমন সামবেদীয় ব্রাহ্মণের গোভিল-গৃহ্যমতে উপনীত হইয়া সদ্ব্রাহ্মণগণ বেদসকলের অধ্যয়ন করিবেন।৪।

বেদাধ্যয়নের কালে (ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় থাকিয়া) মেখলাসূত্রে কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম যুক্ত করিয়া তাহা দণ্ডে স্থাপন করিবে। সেই দণ্ড স্বয়ং ধারণ করিবে। ভিক্ষার্জ্জিত দ্রব্য ভোজন করিবে, এবং গুরুর মুখের দিকে তাকাইয়া গুরুর ভাব অনুসারে গুরুর হিতকর বা শান্তিজনক কার্য্য করিবে। ৫।

পুরাকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কার্পাস-নির্ম্মিত উপবীতই শ্রেষ্ঠরূপে নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ উপবীত সূত্র ত্রিগুণযুক্ত হইবে, এবং ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্র নির্ম্মিত ও বৈশ্যের মেষলোম-নির্ম্মিত হইবে।৬।

ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা উপবীতযুক্ত হইয়াই থাকিবেন এবং সকল সময়ে শিখা বন্ধন করিয়া রাখিবেন। উপনয়নের পর যে কার্য্য যেরূপে আরম্ভ করা হয়, পরবর্ত্তী কালে সেই ক্রমেই করিতে থাকিবেন।

(ক) "ষষ্ঠমে বা" ইতি পাঠান্তরম্।

*—অন্যথা যৎ কৃতং কর্ম তত্তবত্যা যথাক্রমম্।
বসেদধিকৃতং বাসঃ কার্পাসং বা কষায়কম্॥

উত্তরীয়ং সমাখ্যাতং বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
অভাবে ভব্যমজিনং রৌরবং বা বিধীয়তে ॥৮॥
উপবীতং বামবাহু-সব্যবাহুসমন্বিতম্।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠলম্বনম্ (ক)॥৯॥
সব্যবাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণেন ধৃতং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্র্যে কর্ম্মণি ধারয়েৎ ॥১০॥
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে হোমে জপ্যে তথৈব চ।
স্বাধ্যায়ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ ॥১১॥
উপাসনে গুরূণাঞ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥১২॥
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
মুঞ্জাভাবে(ক) কুশানাহুর্গ্রন্থিনৈকেন বা ত্রিভিঃ ॥১৩॥

ধারয়েদ্ বৈল্ব-পালাশৌ দণ্ডৌ কেশান্তগৌ দ্বিজঃ।
যজ্ঞাখ্যবৃক্ষজং বাথ সৌম্যং ব্রণমেব চ ॥১৪॥
সায়ং প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাৎ কদা ন পতিতো ভবেৎ॥১৫॥
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সায়ং প্রাতঃ প্রসন্নধীঃ।
স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবানৃষীন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥১৬॥
দেবাভ্যর্চাস্ততঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রেণ চাম্বুভিঃ ;
অভিবাদনশীলঃ স্যান্নিত্যং বৃদ্ধেষ্টধর্ম্মতঃ (খ) ॥১৭॥
অসাবহন্তো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
আয়ুরারোগ্যবান্ বিত্তং দ্রব্যাদ্যপরিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥
'আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যে'তি বাচ্যো বিপ্রাভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরস্ততঃ ॥১৯॥

ব্রহ্মচারী কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রই হউক বা কষায় বস্ত্রই হউক, তাহা রাত্রিবাসাদি-দূষিত বা মলযুক্ত ব্যবহার করিবে না। পরন্তু অধ্যয়নাবস্থায়ও কোন ছিদ্রহীন ও পরিষ্কার শুক্ল বস্ত্র ব্যবহার করিবে।৭।

কৃষ্ণসার-চর্ম্ম নির্ম্মিত উত্তরীয়ই সর্ব্বোত্তম জানিবে। তাহার অভাবে রুরুমৃগ-চর্ম্মই উত্তরীয়রূপে ব্যবহার করা বিধেয়। বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুর অধোদিকে যজ্ঞসূত্র লম্বমান থাকিলে "উপবীত" বলে। সর্ব্বদা উপবীতী থাকাই বিহিত। আর গলদেশ হইতে মালার ন্যায় নিম্নদিকে লম্বিত যজ্ঞোপবীত রাখিলে তাহাকে "নিবীত" বলে। ৮-৯।

হে দ্বিজ! বাম বাহু উঠাইয়া তাহার নিম্নদেশ দিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলে তাহাকে "প্রাচীনাবীত" বলিয়া থাকে। কেবল পৈতৃক ক্রিয়াতে তাদৃশ অবস্থাপন্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। ১০।

অগ্নি-গৃহে (অর্থাৎ হোমালয়ে) এবং গাভীর গোষ্ঠে, হোমকালে, জপের সময়, বেদপাঠকালে, ভোজনের সময়, ব্রাহ্মণদের সাক্ষাতে, গুরুজনের উপাসনার সময়ে ও উভয় সন্ধ্যাকালে অবশ্যই উপবীতী হইয়া থাকিবে—ইহা চিরন্তন নিয়ম। ব্রাহ্মণের মেখলা—সমান, মসৃণ ও ত্রিগুণিত মুঞ্জাতৃণ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে (কোনও গুণ ছোট বা কোনও গুণ বড় এরূপ করিবে না)। মুঞ্জার অভাব হইলে কুশ দ্বারাও মেখলা করা যায় বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাহা গ্রন্থিত্রয়যুক্ত বা একগ্রন্থিযুক্ত হইলেও দোষ হইবে না। দ্বিজগণ কেশপর্য্যন্ত উন্নত, সুন্দর এবং পুষ্ট বিল্বশাখার দণ্ড, কিম্বা ঐ প্রকার পলাশশাখার দণ্ড, অথবা তথাবিধ যজ্ঞডুমুর শাখার দণ্ড ধারণ করিবেন।১২-১৪।

ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। কাম, লোভ, ভয় বা ভ্রমবশতঃ কখনও তাহার অন্যথাচরণ করিবে না। ১৫।

সন্ধ্যোপাসনার পরেই সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে প্রসন্নচিত্তে অগ্নিকার্য্যসকল সম্পন্ন করিবেন। তারপর স্নান সমাপন করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।১৬।

তারপর পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা সম্পন্ন

(ক) "কর্ণলম্বনম্" ইতি পাঠান্তরম্।

(ক) "মুঞ্জাভাবে" ইতি পাঠান্তরম্।
(খ) "বৃদ্ধেষু ধর্ম্মতঃ" ইতি পাঠান্তরম্।

যো ন বেত্ত্যভিবাদস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্ ।
নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥২০॥
সব্যেন পাণিনাকার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রেষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ॥২১॥
লৌকিকং বৈদিকং বাঽপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তৎপূর্বমভিবাদয়েৎ ॥২২॥
নোদকং ধারয়েদ্ভৈক্ষ্যং পুষ্পাণি সমিধস্তথা ।
এবংবিধানি চান্যানি ন দেবার্থেষু কিঞ্চন ॥২৩॥
ব্রাহ্মণং কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ঞ্চাপ্যনাময়ম্ ।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥২৪॥
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ ॥২৫॥

মাতুল-শ্বশুর-ভ্রাতৃ-মাতামহ-পিতামহাঃ (হৌ ?) ।
বর্ণকাশ্চ পিতৃব্যশ্চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥২৬॥
মাতা মাতামহী গুর্বী পিতৃ-মাতৃ-স্বসাদয়ঃ ।
শ্বশ্রূঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা জ্ঞাতব্যা গুরবঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২৭॥
ইত্যুক্ত্বা গুরবঃ সর্বে মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ।
অনুবর্ত্তনমেতেষাং মনো-বাক্-কায়কর্মভিঃ ॥২৮॥
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
ন তৈরুপবসেৎ সার্দ্ধং বিবাদেনার্থকারণাৎ(ক) ॥২৯॥
জীবিতার্থমপি দ্বেষং গুরুভির্নৈব ভাষণম্ ।
উদিতোঽপি গুণৈরন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ ॥৩০॥

করিবে এবং নিয়ত ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে "অসাবহং ভো অভিবাদয়ে" অর্থাৎ "অমুক দেবশর্ম্মা আমি আপনাকে অভিবাদন করি"—এভাবে স্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ বা যে কোন পূজনীয় ব্যক্তিকে বিনীতভাবে ধর্ম্মবুদ্ধিতে অভিবাদন (প্রণাম) করিবে। এতাদৃশ কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মচারী দীর্ঘজীবী, রোগহীন ও ধনরত্নাদি নানা সম্পদ্যুক্ত হইবে। ১৭-১৮।

আর ব্রাহ্মণ পূজ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করিলে তিনি অভিবাদনকারীকে বলিবেন, "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য ! শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মন্" ! অর্থাৎ "হে বৎস ! অমুক তুমি দীর্ঘায়ু হও" এইরূপ বলিবেন। ঐ বাক্যের নামের অন্তভাগে অকার রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। তারপর পূর্বোক্ত শব্দপ্রয়োগ করিবে।১৯। .

যে ব্রাহ্মণ অভিবাদনের পরে প্রত্যভিবাদন বা আশীর্ব্বাদাদি করিতে না জানে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাকে আর কখনও প্রণাম করিবে না। কেন না, সে ব্যক্তি শূদ্রের ন্যায় অভিবাদনের অযোগ্য। বাম বা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুজনকে অভিবাদন করিবেনাকিন্তু উভয় হস্ত দ্বারাই পাদ গ্রহণ করিবে। তাহার পদ্ধতি এইরূপ—"বামকর দ্বারা গুরুর বামপাদ স্পর্শ করিবে এবং দক্ষিণ কর দ্বারা গুরুজনের দক্ষিণ পাদ স্পর্শ করিবে। ২০-২১।

বহু গুরুজন উপস্থিত থাকিলে লৌকিক বৈদিক কিম্বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহার নিকট হইয়াছে, তাঁহাকেই অগ্রে প্রণাম করিবে। জল, ভিক্ষাপাত্র ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, পুষ্প সমিৎ কিম্বা ঐ জাতীয় পবিত্র দ্রব্যাদি অথবা দেবতাকে দেওয়া যায় এরূপ কোন দ্রব্য অভিবাদনকারী বা যাহাকে অভিবাদন করিবে সেই ব্যক্তি—এই উভয়েই অভিবাদনকালে স্পর্শ করিয়া থাকিবে না। ২২-২৩।

উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা কিম্বা অন্যান্য মান্য ব্যক্তির ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। ক্ষত্রিয়কে অনাময় অর্থাৎ নীরোগ প্রশ্ন করিবে। তথাবিধ বৈশ্যকে ক্ষেম প্রশ্ন এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। ২৪-২৫।

মাতুল, শ্বশুর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতামহ, পিতামহ, এই পাঁচ এবং বর্ণজ্যেষ্ঠ ও পিতৃব্য এই সাত ব্যক্তি পিতৃস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আর মাতা, মাতামহী, গুরুর (অর্থাৎ আচার্য্যাদির) পত্নী, পিতৃস্বসা ও মাতৃস্বসা ইত্যাদি, এবং শ্বশ্রূ,পিতামহী এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইহারা পূজ্য স্ত্রীলোক। উক্ত পিতৃ-ক্রমে ও মাতৃক্রমে যে যে গুরুজনের উল্লেখ করা হইল, তাহাদের মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সততই সেবা করা বিধেয় জানিবে।২৬-২৮।

গুরুজনকে দেখামাত্র গাত্রোত্থান করিবে। তারপর অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। গুরুজনের একাসনে উপবেশন করিবে না। এবং যে কোন রূপ

(ক) "বিবদেন্নার্থকারণাৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

গুরূণামপি (ক) সর্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ।
তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা ॥৩১
যো হি বাসয়তি দিবা যেন সদ্যোপদিশ্যতে।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চ তে গুরবস্তথা ॥৩২॥
আত্মনঃ সর্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা ॥৩৩॥
যাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নির্বিকারণম্।
তাবৎ সর্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্যাত্তৎপরায়ণঃ।
পিতা মাতা চ সুপ্রীতৌ স্যাতাং পুত্রগুণৈর্যদি ॥৩৪॥
স পুত্রঃ সকলং কর্ম্ম প্রাপ্নুয়াত্তেন কর্ম্মণা।
নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমো গুরুঃ ॥৩৫॥
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি ন হি কশ্চন বিদ্যতে।
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
ন তাভ্যামননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমেকং সমাচরেৎ ॥৩৬॥
বর্জয়িত্বা মুক্তিফলং নিত্যনৈমিত্তিকং তথা।
ধর্ম্মসারঃ সমুদ্দিষ্টঃ প্রেত্যানন্দফলপ্রদঃ ॥৩৭॥
সম্যগাচারবক্তারং বিসৃষ্টস্তদনুজ্ঞয়া।
শিষ্যো বিদ্যাফলং ভুঙ্ক্তে প্রেত্য চাপদ্যতে দিবি ॥৩৮
যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠং মূঢ়োঽবমন্যতে।
তেন দোষেণ সংপ্রেত্য নিরয়ং সম্প্রযচ্ছতি ॥৩৯॥
পুংসাঞ্চাত্মনি বেষেণ পূজ্যো ভর্ত্তা চ সম্মতঃ।
যানি দাতরি লোকেঽস্মিন্নুপকারোঽপি গৌরবম্॥৪০॥

স্বার্থসিদ্ধির জন্য গুরুজনের সহিত বিবাদ করিবে না। নিরুপায় হইয়া জীবনরক্ষার নিমিত্তও গুরুর হিংসা করিবে না বা দ্বেষজনক ভাষা প্রয়োগ বা নিন্দা করিবে না। অসংখ্য উন্নত নানা গুণ থাকিলেও গুরুর দ্বেষকারী মানবের পরিণামে অবশ্যই অধোগতি হয়।২৯-৩০।

গুরুগণের মধ্যে পঞ্চবিধ গুরুই বিশেষ পূজ্য, যথা —মাতা, পিতা, গুরু বা আচার্য্য, উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজনই অধিক পূজনীয়। তন্মধ্যেও আবার মাতা আপেক্ষিক সমধিক পূজনীয়া। ৩১।

১। যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও সাদরে আহারাদি দিয়া নিজগৃহে বাসস্থান দেয়, ২। যাহার নিকট স্বল্প জ্ঞানও লাভ করা যায়, ৩। জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ৪। ভর্ত্তা অর্থাৎ যে ব্যক্তি আহারাদি দিয়া প্রতিপালন করে এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ভর্ত্তা অর্থাৎ স্বামী, এবং ৫। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চব্যক্তি গুরুপদবাচ্য। যে ব্যক্তি নিজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করে, সেই ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিধ গুরুদিগকে অশেষ যত্ন সহকারে, এমন কি প্রয়োজন বোধে নিজের জীবনান্ত করিয়াও তাহাদের পূজা বা সেবা করিবে। পিতা ও মাতা এই দুইজন যতকাল জীবিত থাকিবেন, ততকাল কখনও বিরক্তিবোধ না করিয়া অপর প্রয়োজনীয় সব কাজ পরিত্যাগ করিয়াও পুত্র তাহাদের যথোপযুক্ত সেবায় নিরত থাকিবে। পিতা ও মাতা যদি পুত্রের মনোনীত সেবা দ্বারা বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলে সেই পুত্র পিতৃমাতৃ-সেবারূপ মহৎ কর্ম্ম দ্বারা অনন্ত সৎকর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকে। পিতার সমান দেবতা আর কেহ নাই এবং মাতার সমানও শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহ জগতে নাই। পুত্রের যতই সেবানিষ্ঠা থাকুক না কেন, পিতামাতার উপকারের প্রত্যুপকার কিছুতেই হয় না। অতএব কার্য্যদ্বারা মনের দ্বারা ও বাক্যদ্বারা নিয়তই তাঁহাদের প্রীতিজনক কাজ করিবে। পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে অপর কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মকাজ করিবে না, করিলেও তাহা নিষ্ফল হইবে। মুক্তিজনক কার্য্য এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছাড়া অপর কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম পিতামাতার অনুমতি না নিয়া করিবে না। পিতৃমাতৃ-সেবাই সকল ধর্ম্মের সার জানিবে এবং জন্মান্তরেও তাহা প্রভূত আনন্দলাভরূপ ফলের জনক জানিবে। ৩২-৩৭।

শৌচাচারে জ্ঞানাদি শিক্ষাদাতা আচার্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিষ্য এ জীবনে বিদ্যার প্রকৃত ফল অর্থ-সম্মানাদি লাভ করিয়া জন্মান্তরেও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৮।

যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করে, সে এ জীবনে মহাদুঃখপ্রাপ্ত হয়

(ক) গুণানামপি—পা

যে নরা ভর্তৃপিণ্ডার্থং স্বান্ প্রাণান্ সন্ত্যজন্তি হি।
তেষামেব পরান্ লোকানুবাচ ভগবান্ ভৃগুঃ ॥৪১
মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরান্ ঋত্বিজান্ গুরূন্।
অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ ॥৪২
আচার্য্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ।
ভোঃশব্দপূর্বকং চৈনমভিভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥৪৩
অভিবাদ্যাশ্চ পূর্বন্তু শিরসাবঘশর্ম চ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদ্যৈশ্চ শ্রীকামৈঃ সাদরং সদা ॥৪৪
নাভিবাদ্যাস্তু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াদ্যাঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানকর্ম্মগুণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুশ্রুতাঃ ॥৪৫

ব্রাহ্মণঃ সর্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ।
সবর্ণেহপ্যসবর্ণানাং কার্য্যমেবাভিবাদনম্ ॥৪৬
গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ ॥৪৭
বিদ্যা কর্ম্ম বয়ো বন্ধুর্বিত্তং ভবতি যস্য বৈ।
মান্যস্থানানি পঞ্চাহুঃ পূর্বং পূর্বং গুরূণি চ ॥৪৮
পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভবেত্তু গুণবান্ হি যঃ।
যত্র স্যাৎ সোহত্র মানার্হঃ ক্ষুদ্রোহপি স ভবেদ্ যদি ॥৪৯
পিণ্ডাদেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্ত্রিয়ৈ রাজ্ঞেহস্য চক্ষুষে।
বৃদ্ধায় ভারহীনায় রোগিণে দুর্বলায় চ ॥৫০

পরন্তু মৃত্যুর পরে যমালয়েও অনন্ত নরক ভোগ করিয়া থাকে। ৩৯।

জগতে প্রতিপালক ব্যক্তির উপকারকতার প্রতি কৃতজ্ঞতা অবশ্যই রাখিবে। যেমন কোন লোক দান করিলে তাহার নিকট উপকার পাওয়ায় তাঁহার প্রত্যুপকার করাও নিজের গৌরব বলিয়া লোকে কীর্ত্তন করে, সেরূপ প্রতিপালকেরও শ্রেষ্ঠতা জানিয়া মনোযোগ-পূর্ব্বক তঁহার পূজা করিবে।৪০।

যে ব্যক্তি ভর্ত্তার অর্থাৎ প্রতিপালকের জীবিকার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে, তাহার অতি উন্নত লোকে গতি হয়—ইহা ভগবান্ ভৃগু স্বয়ং বলিয়াছেন। সমুপস্থিত মাতুল, পিতৃব্য, শ্বশুর ও ঋত্বিক্ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও প্রত্যুত্থান করিয়াই তাঁহাদিগকে "অসাবহং" অর্থাৎ "এই আমি" এইরূপ বলিবে।৪১-৪২।

বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি আচার্য্যরূপে যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিও তৎকালে তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিবে না, তাঁহার সম্মানার্থ ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি 'ভোঃ' অর্থাৎ 'হে, আপনি' বা আচারবশতঃ 'মহাশয়'! ইত্যাদিরূপে অভিমুখ করিয়া আবশ্যকায় বাক্য বলিবে।৪৩।

শ্রীকামী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজ যে-কোন (সবর্ণ) জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিজের মস্তক অবনত করিয়া সাদরে সর্ব্বদা অভিবাদন করিবে, তাহাতে পাপনাশ হয় ও সুখশান্তি বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ অপেক্ষায় শাস্ত্রজ্ঞানে কিম্বা সৎক্রিয়ায় কিম্বা বিশিষ্টগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও ক্ষত্রিয়াদি জাতি কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণগণের অভিবাদনের যোগ্য হয় না। ৪৪-৪৫।

সবর্ণ-কনিষ্ঠ কিম্বা অসবর্ণ কেহ অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এবং জ্যেষ্ঠ সবর্ণকে অবশ্যই অভিবাদন করিবে। ইহা শাস্ত্র বিহিত নিয়ম জানিবে। ৪৬।

দ্বিজাতিগণের 'অগ্নি' গুরু, ব্রাহ্মণ সকলবর্ণের গুরু, স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু, এবং অতিথিব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় সকলের গুরু জানিবে। ৪৭।

যাহারা জ্ঞানবলে, কিম্বা সৎকার্য্য দ্বারা, বা বয়সে, অথবা নানারূপ শ্রেষ্ঠ বান্ধবাদি সহায়-বলে, কিম্বা ধনবলে শ্রেষ্ঠ হইবেন, সে সকল লোক হীনবর্ণ হইলেও সকলেরই মাননীয় বটে। ইহার মধ্যেও পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী গুণ অপেক্ষায় ক্রমিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধিক মান্য জানিবে। ৪৮।

ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণের মধ্যে যদি কেহ উক্ত পাঁচটী গুণের মধ্যে অন্ততঃ একটী গুণেও গুণবান্ হয়, তবে সে ব্যক্তি জাত্যাদি কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও যথাযথ সম্মান পাইবার যোগ্য। ৪৯।

ভিক্ষামাহৃত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াদ্ বাগ্‌যতস্তদনুজ্ঞয়া ॥৫১
ভবৎপূর্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্ ॥৫২
মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং তথা।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমং জাতু নৈনং বিমানয়েৎ ॥৫৩
সজাতীয়গৃহেষ্বেবং সার্ববর্ণিকমেব বা।
ভৈক্ষস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিষু বর্জিতম্ ॥৫৪
বেদযজ্ঞাদিহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।

পিণ্ডাদ অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, রাজা, রাজদূত, বৃদ্ধ, গুরুভারনত রোগী ও দুর্বল ব্যক্তিদিগকে সম্মান করিবে বা যথাসম্ভব তাহাদের হিতজনক কাজ করিবে। ৫০।

ব্রহ্মচারী বিশিষ্ট সজ্জনের গৃহ হইতে নিয়ত ভাবশুদ্ধ-চিত্তে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া গুরুর নিকট অর্পণ করিবে। তারপর গুরুর অনুমতি লইয়া মৌনী হইয়া তাহা ভোজন করিবে। ৫১।

উপনীত ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করার সময় প্রথমে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে, যেমন 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' আর স্ত্রীলোকের নিকটে হইলে 'ভবন্' স্থলে 'ভবতি' বলিবে। ক্ষত্রিয় ভিক্ষা করার সময়ে মধ্যে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ 'ভিক্ষাং ভবন্ বা ভবতি দেহি, বলিবে। বৈশ্য ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে অন্তে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ 'ভিক্ষাং দেহি ভবন্ বা ভবতি' এরূপ বলিবে। ৫২।

মাতার নিকট ভগিনীর নিকট বা মাসীর নিকট সর্ব্ব প্রথম ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। তাহাদের পক্ষেও ভিক্ষাপ্রার্থনাকারী ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান করা অনুচিত। ভিক্ষা সজাতীয়গণের নিকট পরন্তু সর্ববর্ণের নিকটেও করা যায় কিন্তু পতিতাদির নিকটে কখনও ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে না। ৫৩-৫৪।

ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নশীল, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম-নিরত,

ব্রহ্মচারী চরেদ্ ভৈক্ষং গৃহস্থঃ প্রজতোঽন্বহম্ ॥৫৫
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতি-কুল-বন্ধুষু।
অভাবেঽপ্যথ গেহানাং পূর্বং পূর্বং বিবর্জয়েৎ ॥৫৬
সর্বং বাপি চরেদ্ গ্রামং পূর্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রযতো বাচং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥৫৭
সমাহৃত্য তু তদ্ভৈক্ষং যাবদর্থমিহাজ্ঞয়া।
ভুঞ্জীত প্রযতো নিত্যং বাগ্‌যতো নান্যমানসঃ ॥৫৮
ভৈক্ষেণ বর্তয়েন্নিত্যং কামনাশীর্ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষেণ বৃত্তিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা ॥ ৫৯

পৈতৃক-দৈবিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানরহিতাচারি-ব্যক্তিগণের গৃহ হইতে প্রসন্নচিত্তে নিরন্তর ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। ৫৫ ।*

ব্রহ্মচারী গুরুবংশীয় ব্যক্তির নিকট কিম্বা জ্ঞাতিবর্গের নিকট কিম্বা মাতুলাদি আত্মীয়বর্গের নিকট ভিক্ষা করিবে না। কিন্তু যেদিন অপর ভিক্ষাস্থান না মিলিবে, সেদিন উক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থান বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ মাতুলাদি আত্মীয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে, সেখানেও না মিলিলে জ্ঞাতিদের নিকট ভিক্ষা করিবে, সেখানে না মিলিলে অগত্যা সেদিন গুরুবংশের নিকটও ভিক্ষা করা চলিবে। পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ ৫৪ শ্লোকোক্ত সজ্জনদিগের অভাব হইলে সেদিন মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক কোনদিকে না তাকাইয়া সমস্ত গ্রামবাসীর নিকট হইতে ভিক্ষাসংগ্রহ করিবে। কিন্তু কোনও মহাপাতকাদি-যুক্ত পতিতের নিকট কখনও ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে না। এইরূপে ভিক্ষা করিয়া যে-পরিমাণ দ্রব্য দ্বারা নিজের জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই পরিমাণ খাদ্য গুরুর অনুমতি লইয়া মৌনী ও অনন্যমনা হইয়া পবিত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিবে। ৫৬-৫৮।

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন সদ্ভাবে অর্জ্জিত ভিক্ষান্ন দ্বারাই জীবন প্রতিপালন করিবে এবং কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলকে ক্রমে জয় করিবে। ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভিক্ষান্ন দ্বারা প্রাণধারণ করা উপবাসেরই সমতুল্য। ৫৯।

* বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকারী না হইয়া যে সকল ব্যক্তি নিজ পৈতৃক দৈব প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত, তাহাদের গৃহ হইতে ব্রহ্মচারী সংযতচিত্তে প্রতিদিন ভিক্ষা করিবেন। এই ব্যাখ্যা মূলানুগামী। কিন্তু মূলে 'বেদযজ্ঞাদিহীনানাং' স্থলে বেদযজ্ঞাত্যহীনানাং পাঠ ও 'গৃহস্থ'স্থলে গৃহেভ্যঃ পাঠ কল্পনা করিয়া উপরি উক্ত ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, এইভাবে ব্যাখ্যা—আচার্য্যসম্মত।

পূজয়েদশনং নিত্যমন্ত্যাদন্নমকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বতঃ ॥৬০
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং কুৎসভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎপরিবর্জয়েৎ ॥৬১
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত দক্ষিণামুখ এব বা।
নাদ্যাদুদঙ্মুখো নিত্যং বিধিপূর্ব্বং সনাতনে ॥৬২
প্রক্ষাল্য পাণি-পাদৌ চ ভুঞ্জানো দ্বিরুপস্পৃশেৎ।
শুচৌ দেশে সমাসীনো ভুক্ত্বান্তে দ্বিরুপস্পৃশেৎ ॥৬৩
মণ্ডলং পূর্বতঃ কৃত্বা তত্র স্থাপ্যাথ ভোজয়েৎ।
স্বপ্রাণাহুতিপর্যন্তং মৌনমেব বিধীয়তে ॥৬৪

* * *

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

খাদ্যদ্রব্য নিয়ত অর্চ্চনা করিবে অর্থাৎ 'এই খাদ্যই আমার জীবনত্রাতা পরমদেবতা এইরূপে চিন্তা করিবে। খাদ্যদ্রব্যকে কখনও নিন্দা করিবে না, বরং প্রভূত গুণশালিরূপে প্রশংসাই করিয়া যাইবে। খাদ্যদর্শন-মাত্রই পরমানন্দ বোধ করিবে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে সুপ্রসন্ন রাখিবে। অন্নকে অভিনন্দন করিবে অর্থাৎ এই খাদ্য সদাই যেন সুলভ হয়—এইভাবে প্রফুল্লচিত্তে স্তুতি করিবে। ৬০।

অতিভোজন করিলে নিম্নলিখিত দোষ সকল হয়। ১। অতিভোজী সর্ব্বদা রুগ্ন থাকে। ২। অতিভোজীর জীবন কাল কমিয়া যায় অর্থাৎ অতিভোজী অল্পায়ুঃ হয়। ৩। অতিভোজন সর্ব্বদা অশান্তিজনক হয় অর্থাৎ অতিভোজনকারী ব্যক্তি কখনও সুখী হয় না। ৪। অতিভোজী ব্যক্তি সর্ব্বদা অপবিত্র থাকে। ৫। এবং অতিভোজী লোক সকলের নিন্দনীয় হয়, এই উক্ত পাঁচটি দোষের হেতু বলিয়া বিবেচক লোক সর্ব্বদা অতিভোজন ত্যাগ করিবে।৬১।

চিরন্তন বিশিষ্ট শিষ্টগণের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখ বা দক্ষিণমুখ হইয়া ভোজন করিবে। কখনও উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিবে না। ভোজন করিবার প্রাক্কালে হাত, পা, ও মুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইবে। তারপর বিশুদ্ধ স্থানে বসিয়া দুইবার আচমন করিয়া ভোজন করিবে। আহারের পরেও দুইবার আচমন করিবে। ৬২-৬৩।

যে স্থানে ভোজন করিবে, সেস্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপরে ভোজন-পাত্র রাখিবে। তারপর পঞ্চপ্রাণাহুতি দিয়া ভোজন আরম্ভ করিয়া 'অমৃতাপিধান' দিয়া ভোজন শেষ করিবে। কিন্তু ভোজনের আরম্ভ ও সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবশ্যই মৌনী থাকিবে—ইহা শাস্ত্রবিহিত নিয়ম জানিবে। ৬৪।

ঔশনসস্মৃতি-গ্রন্থের প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অথ ব্রহ্মচারিপ্রকরণে শৌচাচারবর্ণনম্

ভুক্ত্বা পীত্বা চ স্নাত্বা চ তথা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠাবলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসো বিপরিধায় চ ॥১
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেণান্ত্যভাষণে।
তথা চাধ্যায়নারম্ভে কাসশ্বাসগমে তথা ॥২
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমাগম্য দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তে চাচমেৎ পুনঃ ॥৩
চণ্ডাল-ম্লেচ্ছসম্ভাষে স্ত্রী-শূদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে।
উচ্ছিষ্টং পুরুষং স্পৃষ্ট্বা ভোজ্যং বাপি তথাবিধম্ ॥৪
অশ্রুপাতে তথাচামে অহিতস্য তথৈব চ।
ভোজয়েৎ সন্ধ্যয়োঃ স্নাত্বা পীত্বা মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥৫
আচান্তোঽপ্যাচমেৎ স্পৃষ্ট্বা সকৃৎ সকৃদথান্যতঃ।
অগ্নের্গবামথালম্ভে স্পৃষ্ট্বা প্রযত এব বা ॥৬
নৃণামথাশ্মনঃ স্পর্শে নীবীং বিপরিধায় চ।
উপস্পৃশেজ্জলং শুদ্ধং তৃণং বা ভূমিমেব বা ॥৭
কোশানাং চাত্মনঃ স্পর্শে বাসসাং ক্ষালিতস্য চ।
অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদুষ্টাভিশ্চ সর্বশঃ ॥৮
শৌচে চ সুখমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
শিরঃ প্রাবৃত্য কর্ণং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা ॥৯
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।
সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী বাচমেদ্ বুধঃ ॥১০

ভোজন করিয়া ও পানীয়াদি পান করিয়া, পথভ্রমণ করিয়া, ওষ্ঠ ও অধরের লোমশূন্য স্থান স্পর্শ করিয়া, পরিহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, শুক্র ত্যাগ করিয়া, মূত্র ত্যাগ করিয়া, মলত্যাগ করিয়া, অন্ত্যজ জাতির সহিত কথা বলিয়া, অধ্যয়নারম্ভের প্রাক্‌কালে কাশের উদ্গম হইলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগান্তে, চত্বর বা শ্মশানে গমন করিয়া, প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা কালে, (এ সকল সময়ে) পূর্ব্বে একবার আচমন করিয়া থাকিলেও পুনর্বার আচমন করিবে। ১-৩।

চাণ্ডাল বা ম্লেচ্ছের সহিত কথা বলিলে, উচ্ছিষ্টযুক্ত স্ত্রী বা শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে, এবং উচ্ছিষ্টযুক্ত লোককে স্পর্শ করিলে, উচ্ছিষ্ট ভোজ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে, কিম্বা অশ্রুপাত করিলে, দূষিত বস্তুযুক্ত জলদ্বারা আচমন করিলে, ভোজনের পরে, সায়ং ও প্রাতঃসন্ধ্যার সময়ে, স্নানের পরে, পান করার পরে ও মলমূত্র স্পর্শ করার পরে একবার আচমন করিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। প্রথমোক্ত তিনটী শ্লোকে উক্ত বিষয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ের পুনরুক্তি করার হেতু অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে বীপ্সা অর্থাৎ পুনরুক্তি নিত্যতার জ্ঞাপক। নিত্য অর্থাৎ যাহা না করিলে একান্ত পাপ হয়, তাহাই নিত্য। এজন্য প্রাচীন ঋষিদের ঈদৃশ পুনরুক্তি বহু দেখা যায়। জল ভিন্ন স্পর্শ দ্বারাও যে শুদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছেন—অগ্নি-স্পর্শ, গো-স্পর্শ, পুণ্ডরীকাক্ষ-স্মরণ বা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ দ্বারাও শুদ্ধিলাভ হইতে পারে। মানুষ স্পর্শ করিলে, সামান্য প্রস্তর স্পর্শ করিলে ও পরিহিত বস্ত্রের শিথিল গ্রন্থি পুনর্ব্বার বন্ধনের পরে শুদ্ধ জল বা পবিত্র তৃণ কিম্বা বিশুদ্ধ ভূমি স্পর্শ করিবে। নিজের কেশ স্পর্শ করিলে, কিম্বা ধৌত বস্ত্রের প্রক্ষালিত জল স্পর্শ করিলে শুদ্ধ হওয়ার জন্য অনায়াসে বসিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া শীতল ও ফেনরহিত পবিত্র জল দ্বারা আচমন করিবে। ৪-৮।

নিজ হস্তে মস্তক বা কর্ণ ঢাকিয়া থাকিলে, এবং পাদদ্বয় পরিষ্কাররূপে না ধুইয়া থাকিলে, কিম্বা মুক্তকচ্ছ (অর্থাৎ কাছা ছাড়া) হইলে অথবা শিখা বন্ধনহীন থাকিলে, আচমন করার পরেও অশুচি থাকিবে। সেস্থলে শুদ্ধির নিমিত্ত বহুবার আচমনাদি বিশিষ্ট শৌচের

ন চৈব বর্ষধারাভির্ন তিষ্ঠন্ন স্থুতোদকৈঃ।
নৈকহস্তার্পিতজলৈর্বিনা শূদ্রেণ বা পুনঃ ॥১১
ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা।
ন জল্পন্ন হসন্ প্রেক্ষমাণশ্চ প্রহ্ব এব বা ॥
নাবীক্ষমাণাদ্ভিরুষ্ণাভিরুষ্ণফেনাদথাপি বা ॥১২
শূদ্রাশুচিকরৈর্মুক্তৈর্ন ক্ষারাভিস্তথৈব চ।
ন চৈবাঙ্গুলিভিঃ শব্দমকুর্বন্নান্যমানসঃ ॥১৩

ন বর্ণ-রসদুষ্টাভির্ন চৈব প্রদরোদকৈঃ।
ন প্রাণিজনিতাভির্বা ন বহিঃ কালমেব বা ॥১৪
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ।
প্রাশিতাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রী শূদ্রঃ স্পর্শনৈস্ততঃ ॥১৫
অঙ্গুষ্ঠমূলান্তরতো রেখায়াং ব্রহ্ম উচ্যতে।
অন্তরাঙ্গুষ্ঠদেশিন্যোঃ পিতৃণাং তীর্থমুত্তমম্ ॥১৬
কনিষ্ঠো মূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং তথৈবার্ষং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

আশ্রয় লইবে অথবা অগ্নিস্পর্শ দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জলপ্রক্ষালনাদি দ্বারা পাদদ্বয়ের শৌচ (শুদ্ধি) বিধান না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি থাকিবে, কখনও জুতা পায়ে দিয়া, জলে দাঁড়াইয়া কিম্বা উষ্ণীষ মস্তকে পরিয়া আচমন করিবে না। ধারায় পতিত বৃষ্টির জল দিয়া আচমন করিবে না। কিম্বা দাঁড়াইয়া আচমন করিবে না। ঘৃতযুক্ত জল দ্বারাও আচমন কর্ত্তব্য নহে। অপর হাতের সঙ্গে যোগ না রাখিয়া একহাতে লওয়া জলদ্বারা আচমন করিবে না এবং শূদ্র কর্ত্তৃক আনীত জলদ্বারা আচমন করিবে না। ৯-১১।

খড়ম পায়ে দিয়া বা খড়মে বসিয়া আচমন করিবে না এবং হাটুর বাহিরে হাত রাখিয়া আচমন করিবে না। অপরের সহিত কথা কহিতে কহিতে কিম্বা হাসিতে হাসিতে অথবা অন্যমনস্ক হইয়া অপর দিকে তাকাইয়া বা নিজ শরীরকে নিতান্ত অবনত করিয়া আচমন করিবে না। যে জল দ্বারা আচমন করিবে, তাহাতে কোন দূষিত বস্তু আছে কিনা, ভাল করিয়া না দেখিয়া সে জল দ্বারা আচমন করিবে না কিম্বা উষ্ণ জল বা ফেণযুক্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। ১২।

শূদ্রের হাতে বা অপর কোন ব্যক্তির অপবিত্র হাতে দেওয়া জল দ্বারা কিম্বা ক্ষারযুক্ত জল দ্বারা আচমন করিবে না। হাতের তালুতে জল লইয়াই আচমন করিবে, কখনও জলে অঙ্গুলি ডুবাইয়া ঐ অঙ্গুলির দ্বারা আচমন করিবে না। মুখে আচমন-জল লইয়া কোনরূপ শব্দ করিবে না বা অন্যমনস্ক হইয়া আচমন করিবে না। ১৩।

দূষিত বর্ণ বা দূষিতরসযুক্ত জলের দ্বারা আচমন করিবে না অর্থাৎ জলের স্বাভাবিক বর্ণ সাদা (স্বচ্ছ), তাহার বিপরীত নীল-কৃষ্ণাদি কোন বর্ণ হইলেই তাহাকে দূষিত বর্ণ বলা যায়। আর জলের স্বাভাবিক রস মধুর (বা মিস্ট), অতএব তাহার বিপরীত তিক্ত-কষায়াদি কোন রস হইলেই তাহাকে দূষিত রস বলা যায়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বে সামান্য জল লইয়া জিহ্বায় লাগাইয়া রস নিশ্চয় করিয়া তাহা দ্বারা আচমন করিবে। প্রদর-জল দ্বারা আচমন করিবে না অর্থাৎ গর্ত্তাদি করিয়া জল পাইলে তাহা দ্বারা আচমন করিবে না এবং প্রাণিজনিত জল দ্বারা অর্থাৎ শৃঙ্গীর (গবাদির) শিং দ্বারা বা নখীর (কুক্কুরাদির) নখ দ্বারা উৎখাত জল দ্বারা কিম্বা গোষ্পদ বা হস্তিপদাদি-চিহ্নিত স্থানলব্ধ জল দ্বারা আচমন করিবে না এবং যে যে সময় আচমনের কাল বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তদতিরিক্ত কোনকালে আচমন করিবে না। ১৪।

আচমনের জল ব্রাহ্মণগণ তেমন পরিমাণই লইবে, যে জল হৃদয়স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারে। তাহা দ্বারাই ব্রাহ্মণগণের পবিত্রতা হইবে। তদপেক্ষা কম বা অধিক জল আচমনার্থে হাতে লইবে না। সেরূপ ক্ষত্রিয়গণও কণ্ঠপরিমাণ জল দ্বারা আচমনে পবিত্র হইবে অর্থাৎ গলদেশ পর্য্যন্ত যায় এমন পরিমাণ জল আচমনার্থ লইবে, তাহার ন্যূনাধিক লইবে না। আর বৈশ্যগণও পীতমাত্র অর্থাৎ মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এমন পরিমাণ জল আচমনে ব্যবহার করিবে, তাহার ন্যূনাধিক পরিমাণ জল লইবে না। স্ত্রীলোক ও শূদ্রগণ ওষ্ঠ এবং অধর-

মূলে স্যাদ্দৈবমার্ষং স্যাদাগ্নেয়ং মধ্যতঃ স্মৃতম্ ॥১৭
তদেব সৌমিকং তীর্থমেতজ্জ্ঞাত্বা ন মুহ্যতি।
ব্রাহ্মেণৈব তু তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥
কায়েন বা দৈবতেন ন তু পিত্র্যেণ বা দ্বিজাঃ ॥১৮
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদপঃ পূর্বং ব্রাহ্মণঃ প্রযতঃ স্মৃতঃ।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥১৯
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং তু স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটং ততঃ ॥২০
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ।
সর্বাসামথ যোগেন হৃদয়ন্তু তলেন বা ॥২১
সংস্পৃশেদ্ বৈ শিরস্তদ্বদঙ্গুষ্ঠেনাথবা দ্বয়ম্।
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদেবমেব প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ ॥২২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাশ্চ সম্ভবন্ত্যনুশুশ্রুমঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়তে পরিমার্জনাৎ ॥২৩
প্রসংস্পর্শাল্লোচনয়োঃ প্রীয়েতে শশি-ভাস্করৌ।
নাসত্যৌ চৈব প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে (ক) ॥২৪

প্রান্তমাত্র স্পর্শ করে এমন জলদ্বারা আচমন করিবে। এই বিধির অতিক্রম করিয়া তাহার অধিক বা কম পরিমাণ জল আচমনার্থে লইবে না। এই শ্লোক দ্বারা বর্ণভেদে আচমনর জলের পরিমাণ কথিত হইল। ১৫।

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলস্থানকে "ব্রাহ্মতীর্থ" বলে। এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানকে "পিতৃতার্থ" বলে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশের নাম "প্রাজাপত্য (বা কায়-) তীর্থ" জানিবে। ঋষিগণ অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগকে "দৈবতীর্থ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। অঙ্গুলি সকলের মূলদেশ "আর্ষতীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ জানিবে। ঐ প্রকারে যে আর্ষ ও দৈবতীর্থ বলা হইল, তাহার মধ্যস্থানকে "আগ্নেয় তীর্থ" বলে, আবার তাহা "সৌমিকতীর্থ" নামেও কথিত হয়। এই যে বিভিন্ন তীর্থসকলের পরিচয় দেওয়া হইল, এসকল পরিষ্কার রূপে জানা থাকিলে দৈব-পৈত্রাদি কোন কর্ম্ম করিবার কালে কোন ভ্রম বা আশঙ্কা আর থাকে না। দ্বিজাতিগণ কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মতীর্থ যোগেই আচমন কারবেন। কিম্বা কায়তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারাও করা যায় কিন্তু পিতৃতীর্থ দ্বারা কদাপি আচমন করিবেন না। ১৬-১৮।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে শুচি হইয়া প্রথমতঃ তিনবার জলপান করিবে। মুখ অর্থাৎ ওষ্ঠ ও অধর পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির মূলদেশ দ্বারা (দুইবার) মার্জ্জনা করিবে। তারপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা ক্রমে দুইটি চক্ষু স্পর্শ করিবে। তারপর তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুই অঙ্গুলিযোগে নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী যুক্ত করিয়া কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। তারপর সকল অঙ্গুলিকে যোগ করিয়া কিম্বা হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। সেইরূপে মস্তকও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিবে। (বহু মুনির মতে—তারপর অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে—ব্যবহারেও এরূপ আছে বটে)। তারপর তিনবার জল পান করিবে। উক্তক্রমে অঙ্গস্পর্শাদি করিলে সেই আচমনকারীর প্রতি সকল দেবতাই নিতান্ত সন্তুষ্ট থাকেন। ১৯-২২।

শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঐ সকল মার্জ্জনাদি দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিশেষভাবে প্রীতিলাভ করেন। তন্মধ্যে কোন্ স্থানের মার্জ্জনা দ্বারা কোন্ কোন্ দেবতার পৃথগ্‌ভাবে বিশেষ প্রীতি হয়, তাহা বলিতেছেন,—ওষ্ঠাধর মার্জ্জনা দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা বিশেষ তুষ্টিলাভ করেন। চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্য বিশেষ প্রীত হন। নাসাপুটযুগল স্পর্শ দ্বারা স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয় সম্প্রীতি লাভ করেন। হৃদয়স্পর্শে নিখিল দেবতাই আনন্দিত হন। মস্তকস্পর্শ দ্বারা পরমাত্মার সন্তুষ্টি হয়। অপর একটি কথা এই যে, কোন দৈব-পৈত্রকর্ম্মকারী লোকের মন্ত্রাদি উচ্চারণের সময় যে সকল মুখবিন্দু নির্গত হয়, সে সকল উচ্ছিষ্টরূপে দূষিত বলিয়া গ্রাহ্য নহে জানিবে।

(ক) স্পৃষ্টং নাসাপুটদ্বয়ম্—পা।

কর্ণয়োঃ স্পৃষ্টয়োস্তদ্বৎ প্রীয়েতে চানলানিলৌ।
সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে চাস্যাঃ প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥২৫
মূর্ধ্নি সংস্পর্শনাদেব প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ।
নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যাবিপ্রুষোঽঙ্গং নয়ন্তি যাঃ ॥২৬
অন্তবদন্তসলিলজিহ্বাস্পর্শে শুচির্ভবেৎ।
স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরম্ ॥২৭
ভূমিগৈস্তে সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ।
মধুপর্কে চ সোমে চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণে ॥২৮
ফলমূলেক্ষুদণ্ডে চ ন দোষ উশনাব্রবীৎ (ক)।
প্রচরংশ্চান্নপানেষু যদুচ্ছিষ্টো ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥২৯
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্দ্রব্যমাচম্য প্রোক্ষয়েত্তু যৎ।
তৈজসং বৈ সমাদায় ভবেদুচ্ছেষণাত্ততঃ ॥৩০
অনিধায় চ তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।
বস্ত্রাদীনাং বিকল্পস্থাৎ স্পৃষ্ট্বা চেদেবমেব হি ॥৩১
আরণ্যাম্বুদকে রাত্রৌ চোরো বাপ্যাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্রপুরীষং বা দ্রব্যহস্তে ন দুষ্যতি ॥ ৩২
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অথ কুর্য্যাৎ শকৃন্মূত্রে রাত্রৌ (খ) চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥৩৩
অন্তর্ধায় মহীং কাষ্ঠৈঃ পর্ণৈর্লোষ্ট্র-তৃণেন বা ॥
প্রতিশ্চীনশিরাঃ কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রমূত্রবিসর্জনে ॥৩৪
ছায়া-কূপ-নদী-গোষ্ঠে চৈত্যান্তঃ-পথি ভস্মসু।
অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিণ্মূত্রে ন সমাচরেৎ ॥৩৫
ন গোময়ে ন কুড্যে বা ন গোষ্ঠে নৈব শাদ্বলে।
ন তিষ্ঠন্ বা ন নির্বাসা ন চ পর্বতমস্তকে ॥৩৬

আহারাদি করার সময়ে যদি দন্তদ্বয়ের মধ্যে কোন আহার্য্য-বস্তু আবদ্ধ হইয়া যায়, তখন জিহ্বাগ্র-পরিচালনা দ্বারা যদি তাহা স্খলিত হয়, তবে তাহাতে মুখ অশুচি হইয়াছে মনে করিবে, তজ্জন্য আচমনাদি করিবে, তাহাতেই শুচি হইবে। ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে. যে দ্রব্য জিহ্বাগ্র-প্রেরণে স্খলিত না হয়, তাহা দাঁতে লাগিয়া থাকিলেও অশুদ্ধ মনে করিবে না, সে অনুদ্ধৃত বস্তুকে দন্তের সমানই জ্ঞান করিবে। ভোজনাদির পরে অপর ব্যক্তি আচমনার্থ হাতে জল দিবার কালে যদি বিন্দু বিন্দু জল আচমনকারীর পায়ে পতিত হয়, তবে সে বিন্দু সমূহকে ভূমিস্থিত পবিত্র জলের সমান জ্ঞান করিবে, তাহা দ্বারা অপবিত্রতা জন্মিবে না। মধুপর্ক ও সোমরস হাতে থাকিলে বা তাম্বূল-ভক্ষণাবস্থায় কিম্বা ফল-মূল বা ইক্ষুদণ্ড হাতে থাকিলে কিম্বা ভ্রমণ করার সময়ে (এসকল অবস্থায়) তেমন কোন দোষ হইবে না—ইহা উশনা বলিয়াছেন। সে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ দোষ হয় মাত্র, তাহা সংশোধনের জন্য ইহাই করিতে হইবে যে, যেসকল দ্রব্য সঙ্গে আছে তাহা ভূমিতে রাখিয়া এবং তাম্বূল ভক্ষণে-মুখস্থিত তাম্বুল না ফেলিয়া কেবল আচমন করিবে এবং দ্রব্য সকলকে প্রোক্ষণ করিয়া লইবে, ইহাতেই যথেষ্ট শুদ্ধিলাভ হইবে। তৈজস দ্রব্য সঙ্গে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে তখন উহা ভূমিতে না রাখিয়া কেবল স্বয়ং আচমন করিলেই বিশুদ্ধি লাভ হইবে। বস্ত্রাদি দ্রব্য সঙ্গে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐ একই প্রকারে বিশুদ্ধিতা জন্মিবে অর্থাৎ বস্ত্রাদি না রাখিয়া কেবল আচমন করিলেই পবিত্র হইবে। ২৩-৩১।

পথে রাত্রিকালে চৌর বা হিংস্রজন্তু প্রভৃতির ভয়ের কারণ থাকিলে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া জলশৌচ না করিলেও অশুচি হইবে না এবং তাহার হস্তস্থিত যে কোন দ্রব্যও অশুদ্ধ হইবে না। মলমূত্র ত্যাগ করার সময়ে ডান কাণে যজ্ঞোপবীত সংলগ্ন করিয়া রাখিবে ও উত্তরমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। কিন্তু রাত্রিকালে যদি মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। ৩২-৩৩।

মলমূত্র ত্যাগের সময়ে যে স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে, সেস্থান কাষ্ঠ কিম্বা গাছের পাতা বা মাটির ঢেলা অথবা তৃণাদি দ্বারা ঢাকিয়া সেই স্থানে অবনত-মস্তক হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। ছায়া, কূপ, নদী,

(ক) ন দোষো ভার্গবাহব্রবীৎ—পা

(খ) শকৃন্মূত্রবিসর্জনে ইতি—পা

ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু (ক) গর্ত্তেষু ন চ গচ্ছন্ সমাচরেৎ ॥৩৭
তুষাঙ্গার-কপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ।
ন ক্ষেত্রে ন বিলে চাপি ন তীর্থে চ চতুষ্পথে ॥৩৮
নোদ্যানোপসমীপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ।
ন সোপানৎকপাদশ্চ চ্ছত্রী বর্ণান্তরীক্ষকে ॥৩৯
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরু-ব্রাহ্মণয়োর্গবাম্।
ন দেব-দেবালয়য়োর্নাপামপি কদাচন ॥৪০
নদী-জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা তদ্বাছাভিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনিলং প্রতিসোমং তথৈব চ ॥৪১
আহৃত্য মৃত্তিকাং কুর্য্যাৎ লেপগন্ধাপকর্ষণম্।
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ ॥৪২
নাহরেন্ মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলাং ন চ কর্দমাৎ।
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচশিষ্টাং পরস্য চ ॥৪৩

গো-পালনের স্থান এবং চৈত্য অর্থাৎ যজ্ঞস্থান, জলপথ, ভস্ম-স্তূপ, অগ্নি ও শ্মশানে বিষ্ঠাত্যাগ ও মূত্রত্যাগ কখনও করিবে না। গোময়ে, ভিত্তিতে ও গোপালন-স্থানে কিম্বা তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দাঁড়াইয়া কিম্বা বিবস্ত্র হইয়াও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না এবং পাহাড়ের শিখরদেশেও উহা ত্যাগ করিবে না। ৩৪-৩৬।

জীর্ণ অর্থাৎ পুরাতন দেবালয়ে (দেবতা না থাকিলেও) এবং বল্মীকস্তূপে ও সর্পাদিপ্রাণিযুক্ত গর্ত্তে কিম্বা গমন করিতে করিতে কখনও বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। ৩৭।

তুষে ও কয়লা-স্তূপে কিম্বা নর-কপালে অর্থাৎ মড়ার মাথার খুলিতে কিম্বা রাজপথে অর্থাৎ প্রকাশ্য রাস্তায় অথবা শস্যাদিযুক্ত মাঠে কিম্বা গর্ত্তে অথবা তীর্থস্থানে এবং চতুষ্পথে কিম্বা ফুল বা ফলের বাগানে বা ঐ বাগানের পাশে বা উষর ভূমিতে এবং অপর ব্যক্তি যে স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে সেস্থানে কিম্বা জুতা পায়ে দিয়া অথবা ছাতি মাথায় দিয়া বা আকাশ লক্ষ্য করিয়া কখনও বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে না। স্ত্রীলোকের সামনে বা গুরু, ব্রাহ্মণ ও গাভীর সাক্ষাতে এবং দেবতা ও দেবালয়ের সমীপে, জল বা জলাশয়ের গর্ভে বা সমীপে কদাপি মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। নদী, অগ্নি, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ লক্ষ্য করিয়া বা তাহাদের অভিমুখ হইয়া কিম্বা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু এই সকল লক্ষ্য করিয়া কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। মলমূত্র ত্যাগের পরে আলস্য ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকা দ্বারা লেপ-ঘর্ষণাদি করিয়া যে পর্য্যন্ত না গন্ধ দূর হইবে, সে পর্য্যন্ত লেপ-ঘর্ষণাদি করিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা শুদ্ধি সম্পাদন করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, পুষ্করিণী-কূপাদিতে তাদৃশ শৌচ করিবে না। জলাশয় হইতে পাত্রান্তরে পরিষ্কার জল উঠাইয়া ঐ জল দ্বারাই নিয়ত শৌচ করিবে।৩৮-৪২।

ঐ যে মৃত্তিকা সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ বলা হইতেছে—ব্রাহ্মণ (ইহা প্রথমোপস্থিত রূপে বলা হইল মাত্র, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তিই) বহু ধূলি মিশ্রিত মৃত্তিকা শৌচের জন্য গ্রহণ করিবে না এবং কর্দ্দম (পাঁক)-ও লইবে না। এবং পথের মাটি দ্বারা বা উষর স্থানের মাটি দ্বারা কিম্বা অপর ব্যক্তির শৌচাবশিষ্ট মাটির দ্বারা অথবা কোনও দেবালয় হইতে সংগৃহীত মাটি দ্বারা বা দেওয়াল হইতে আহৃত মাটি দ্বারা কিম্বা গ্রাম হইতে আনীত মৃত্তিকা দ্বারা কদাপি ভ্রমেও মলাদি ত্যাগের পরে মৃত্তিকা-শৌচ করিবে না। তারপর স্মরণ রাখিবে—মৃত্তিকা-শৌচ করিয়াই পূর্ব্ব-কথিত মতে নিত্য আচমন করিতে হইবে। প্রণব,

(ক) ন চ সত্ত্বেষু—পা।

আহৃত্য মৃত্তিকাং লেপগন্ধাপকর্ষণম্ ইতি—পা।

ন দেবায়তনাৎ কুড্যাদ্ গ্রামান্ন তু কদাচন।
উপস্পৃশেত্ততো নিত্যং পূর্বোক্তেন বিধানতঃ ॥৪৪

তারব্যাহৃতিগায়ত্র্যা বর্ণানামেবর্ণৈঃ ক্রমাৎ।
তর্মান্ত্রিতং পিবেদ্ যস্তু মন্ত্রাচমনমীরিতম্ ॥৪৫

(গায়ত্র্যাচমনেনাথ শ্রুত্যাচমনমীরিতম্।)
ইত্যৌশনসস্মৃতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ব্যাহৃতি ও গায়ত্রীর বর্ণসমূহের ক্রমশঃ উচ্চারণপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত যে জলপান করা হয়, তাহাকে মন্ত্রাচমন বলে, পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে মলমূত্রাদি ত্যাগের পরে মন্ত্রাচমন করিলেও বিশেষ প্রকার শুদ্ধিলাভ হয়—ইহাই প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করা হইল। উক্ত মন্ত্রাচমন কথনের দ্বারা শ্রুত্যাচমনও কথিত হইল। অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রাচমন করিলে তাহা দ্বারা শ্রুত্যাচমনও সিদ্ধ হইবে, যেহেতু ঐ গায়ত্রী শ্রুতিরই মূল। অতএব শ্রুত্যাচমন কি ?—এ প্রশ্নের আর অবকাশ থাকিল না। ৪৩-৪৫।

উশনঃ-স্মৃতির দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথ ব্রহ্মচারিপ্রকরণেঽনেকপ্রকরণবর্ণনম্।

এবং দেহাদিভির্যুক্তঃ শৌচাচারসমন্বিতঃ।
আহূত্যাধ্যয়নং কুর্য্যাদ্ বীক্ষমাণো গুরোর্ম্মুখম্ ॥১

নিত্যমুদ্যতপাণিশ্চ সন্ধ্যাচারসমন্বিতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তশ্চ নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥২

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥৩

নীচং শয্যাসনং চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ ॥৪
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবক্রমে বহু বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। এই প্রকারে দেহাদিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, বাক্যকে সংযত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধি ও সদাচারসম্পন্ন হইয় ব্রহ্মচারী অনন্যভাবে কেবল গুরুর মুখে তাকাইয়া গুরুর ভাব অনুসারে প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিবে। ১।

নিত্য সান্ধ্যোপাসনাদি ব্যাপারে কর্ম্মের প্রধান উপাদান হস্ত নিত্যশঃ প্রসারিত রাখিবে। সদাই সন্ধ্যোপাসনা-পরায়ণ ও সদাচার-সম্পন্ন হইবে। যখনই গুরু বলিবেন "আস্যতাম্" অর্থাৎ 'বস', তখনই গুরুর অনুমতিক্রমে গুরুর মুখামুখী (কিছুদূরে) উপবেশন করিবে।২।

গুরুর কোন আদেশশ্রবণ বা গুরুর সহিত কোন আলাপ—শয়নে থাকিয়া কিম্বা কোন আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কিম্বা ভোজনে ব্যাপৃত থাকিয়া, দাঁড়াইয়া থাকিয়া বা পরাঙ্মুখ হইয়া অর্থাৎ গুরুকে পশ্চাতে রাখিয়া কখনও করিবে না অর্থাৎ আসন ছাড়িয়া জানু পাতিয়া অর্দ্ধাসনে হাত জোড় করিয়া শুনিবে বা বলিবে। ৩।

গুরুর সাক্ষাতে ব্রহ্মচারীর শয্যা ও আসন গুরুর শয্যা ও আসন অপেক্ষা অনেকটা নীচু হইবে। এবং গুরুর দৃষ্টিতে পড়িতে পারে এমন স্থানে ব্রহ্মচারী কখনও উচ্চাসনে বা বিশেষ মূল্যবান আসনে উপবেশন করিবে না। গুরু সাক্ষাতে না থাকিলেও ব্রহ্মচারী গুরুর অর্থাৎ উপাধ্যায় বা আচার্য্যের নাম ধরিয়া কথা বলিবে না।

ন চৈবাস্যানুকুর্বীত গতি-ভাষণ-চেষ্টিতম্ ॥৫
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং পরিতোঽন্যতঃ ॥৬
দূরস্থো (খ) নার্চয়েদ্দেবাম্ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
ন চৈবাস্যোত্তরং ব্রূয়ান্ন তেনাসীত সন্নিধৌ ॥৭

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽপ্যাহরেৎ সদা।
মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বৈ সমাচরেৎ ॥৮
নাস্য নির্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং তস্য চ্ছায়ামপি কদাচন ॥৯
দন্তকাষ্ঠাদিকং লব্ধা ন চাস্য বিনিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ন ত্বপ্রিয়হিতে রতঃ ॥১০

পরের নিকট বলিবার প্রয়োজন হইলে, তখনও গুরুর কেবলমাত্র নামটী মুখে আনিবে না, তখন গুরুমহাশয়, আচার্য্যমহাশয়, উপাধ্যায়মহাশয় গুরুপাদ বা আচার্য্যপাদ ইত্যাদি ভাষায় আচার্য্যের পরিচয় দিবে। গুরুর চলাফিরার কিম্বা কথার বা অন্যান্য কার্য্যের অনুকরণ শিষ্য কখনই করিবে না। সেরূপ করিলে গুরুকে ব্যঙ্গ করা হয় বা বিদ্রূপ করা হয়। ইহা শিষ্যের ঘোর পাপের কারণ হয় জানিবে। ৪-৫।

যদি কোন স্থানে অপর কেহ গুরুর কোন অপবাদ অর্থাৎ মিথ্যা রটনা অথবা কোন দোষাদির উল্লেখ করিয়া নিন্দা করে, তখন শিষ্য সেই গুরুর পরকীর্ত্তিত দোষ কর্ণে শুনিলেও অপরাধী হইবে, সেকারণে তখন শিষ্যের কর্ত্তব্য হইল—হয় দুইকাণ অঙ্গুলি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে—যাহাতে গুরুর দোষকীর্ত্তন কর্ণে না প্রবিষ্ট হয়, অথবা গুরুর দোষ শ্রবণ পরিহারের জন্য সেই স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইবে। ৬।

ব্রহ্মচারী অনেক দূরে থাকিয়া গুরুর পূজা করিবে না, তাহা হইলে আদরের আধিক্য সূচনা হয় না। অথবা দূরে অর্থাৎ অসাক্ষাতে থাকিয়া অপরের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিনিধি দ্বারাও পূজা করিবে না, যেহেতু তাহা স্বয়ংই করা কর্ত্তব্য। ক্রোধের সহিতও গুরুপূজা করিবে না। কিম্বা স্ত্রীলোকের সাক্ষাতেও গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। আর গুরুর কথার উপরে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর দিবে না, তাহাতে নিতান্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হয়। কিম্বা গুরুর নিকটে গুরুর সহিত একাসনেও বসিবে না, পরন্তু গুরুর সহিত ভিন্নাসনে হইলেও গুরুর অতি নিকটেও বসিবে না। পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে, গুরু নিকটে আসিলে বসিয়াও থাকিবে না অর্থাৎ দাঁড়াইবে। ৭।

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন আচার্য্যের জন্য জলপূর্ণ কলস, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ অর্থাৎ যজ্ঞ-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবে। নিয়তই গুরুর শরীর মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং গুরুর শরীরে চন্দন ও গন্ধ-দ্রব্যাদি লেপন করিয়া দিবে। ৮।

গুরুকে কেহ পূজা করিলে সেই পূজার অথবা গুরু নিজে পূজা করিলে সেই পূজার নির্ম্মাল্য-পুষ্প, গুরুর শয্যা, গুরুর পাদুকা, জুতা, গুরুর বসিবার আসন ও গুরুর ছায়া এসকল দ্রব্য শিষ্য কখনও পাদাদি দ্বারা স্পর্শ করিবে না কিম্বা সে সকলের কাহাকেও কখনও অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ ডিঙ্গাইয়া যাইবে না। ৯।

দন্তকাষ্ঠাদি লইয়া কোনও মন্ত্রাদি বাক্য দ্বারা উহা নিবেদন করিতে হইবে না, কেবল গুরুর সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেই হইবে। আর কখনও গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অর্থাৎ গুরুর অনুমতি না লইয়া কোথাও যাইবে না। এই দ্রব্য বা এই খাদ্য গুরুর হিতকর—এই বুঝিয়াই গুরুকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু শিষ্য হিতকর মনে করিলেও হয়ত গুরুর নিকট তাহা অপ্রিয়। গুরুর প্রিয় কোন্ দ্রব্য বা কোন্ ভোগ্য তাহা বিশেষ সংযতচিত্তে অনুসন্ধানে বুঝিয়া নিবে, সেই রকম দ্রব্যই গুরুর নিকট উপস্থিত করিবে। ১০।

(খ) দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ন পাদৌ স্থাপয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভিতং হসিতং চৈব ক্ষবকং প্রাবরং তথা ॥১১
বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যং নখস্ফোটনমেব চ।
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসনাদৌ গুরোঃ কূর্চে ফলকে বা সমাহিতঃ ॥১২
আসনে শয়নে যানে (ক) ন চ তিষ্ঠেৎ কথঞ্চন।
ধাবন্তমনুধাবেত গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি ॥১৩
গজোষ্ট্র-যান-প্রাসাদ-প্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলতলেষু চ ॥১৪

ব্রহ্মচারী গুরুর সমীপে কখনও পাদদ্বয় স্থাপন করিবে না এবং জৃম্ভণ অর্থাৎ হাই তোলা, হাস্য বা ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি দেওয়া এবং প্রাবর অর্থাৎ শরীরে পোষাক-আদির আড়ম্বর এসকলও গুরুর সামনে সততই বর্জ্জন করিবে। গুরুর সন্নিধানে নখস্ফোটন অর্থাৎ নখ ফোটানোও একান্ত বর্জ্জনীয়। ১১।

শিষ্য যথাসময়ে সেই পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে, যে পর্য্যন্তগুরু ক্লান্তিবোধ করিয়া অধ্যাপনা হইতে অন্যমনস্ক না হন। গুরুর আসনাদি রক্ষা-বিষয়ে সতত সচেতন থাকিবে।

কদাপিও গুরুর আসনে এবং শয্যায় বা যানে অর্থাৎ গাড়ীতে শিষ্য অবস্থান করিবে না অর্থাৎ এই সকল কোনরূপ ব্যবহার করিবে না। আর গুরু যদি কোন স্থানে দ্রুতগতিতে গমন করেন, তখন শিষ্যও সেইরূপ দ্রুতগতিতে গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিবে। ১২-১৩।

গজযানে ও উষ্ট্রযানে অর্থাৎ হাতীর পিঠে বা উটের পিঠে কিম্বা প্রাসাদে অর্থাৎ দালানে, প্রস্তরে এবং কটে অর্থাৎ পাটীতে ও শিলানির্ম্মিত বৃহদাসনে (এসকল স্থলে) গুরুর সহিত শিষ্য এক সঙ্গে উপবেশন করিতে পারিবে। ১৪

ব্রহ্মচারী চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত রাখিবে এবং আত্মাকে অর্থাৎ মনকেও স্ববশে রাখিবে। কখনও ক্রোধের আশ্রয়

(ক) পানে—পা

জিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ সততং বশ্যাত্মাঽক্রোধনঃ শুচিঃ।
প্রযুঞ্জীত সদা বাচং মধুরাং হিতভাষিণীম্ ॥১৫
গন্ধমাল্যে রসং কন্যাং সূক্ষ্মপ্রাণিবিহিংসনম্।
অভ্যঙ্গঞ্চাঞ্জনোপানচ্ছত্রধারণমেব চ ॥১৬
কামং ক্রোধং ভয়ং নিদ্রাং গীত-বাদিত্র-নর্ত্তনম্।
দ্যূতং জনপরীবাদং স্ত্রীপ্রেক্ষালাপনং তথা ॥১৭
পরোপতাপপৈশুন্যং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
উদকুম্ভং সুমনসো গোশকৃন্মৃত্তিকাং কুশান্ ॥১৮

লইবে না। সকল সময়ে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শৌচ রক্ষা করিবে। কখনও অশুচি থাকিবে না। সকলের নিকটই সকল সময়ে মধুর অর্থাৎ শ্রুতি-সুখকর ও পরের হিতজনক বাক্য ব্যবহার করিবে। ১৫।

ব্রহ্মচারী নিয়তই গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন অর্থাৎ বিলাসকর অগুরু-চন্দনাদি শরীরে মাখানো, মাল্যধারণ এবং রস অর্থাৎ মধুর-রসাদিযুক্ত আপাত মুখরোচক দ্রব্য ভোজন, নারীসম্ভোগ, সূক্ষ্ম প্রাণীর অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীবের (যেমন অস্থিহীন পিপীলিকাদির) হিংসা অর্থাৎ হত্যা, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈল মাখা, চক্ষুরাদিতে অঞ্জনধারণ, জুতা ও ছত্র ব্যবহার করা, কাম, ক্রোধ, ভয়, অবৈধ নিদ্রা ও গীতবাদ্য ও নর্ত্তন পাশা খেলা, যে কোন ব্যক্তির অপবাদ কীর্ত্তন করা, নিন্দা করা, কামভাবাপন্ন হইয়া পর নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা, স্ত্রীজনের সহিত বাক্যালাপ করা অপর কোন ব্যক্তিকে যে কোনরূপ পীড়া দেওয়া, কোন লোকের বা প্রাণীর প্রতি নৃশংসের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ আচরণ করা, এসকল অপকার্য্য মনের ঐকান্তিকতার সহিত বর্জ্জন করিবে। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন জলপূর্ণ কলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ এসকল দ্রব্য গুরু-দেবতাদির অর্চ্চনা ও হোমাদির জন্য সংগ্রহ করিবে। এছাড়াও নিজের নিয়ত প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষা করিবে। কিন্তু লবণ ও যে সকল দ্রব্য বাসী বা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তেমন দ্রব্য ভিক্ষায় গ্রহণ করিবে না। ব্রহ্মচারী সৌন্দর্য্য-দর্শনাদির জন্য বা যে কোন অভিসন্ধিতেই হউক

আহরেদ্ যাবদর্থানি ভৈক্ষ্যঞ্চাহরহশ্চরেৎ।
তথৈব লবণং সর্বং ভক্ষ্যং পর্য্যুষিতং নয়েৎ ॥১৯
অনন্যদর্শী সততং ভবেদ্ গীতাদিনিঃস্পৃহঃ।
নাদর্শঞ্চৈব বীক্ষেত ন চরেদ্দন্তধাবনম্ ॥২০
একান্তমশুচিঃ স্ত্রীভিঃ শূদ্রাদ্যৈরভিভাষণম্।
গুরূচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং ন প্রযুঞ্জীত কামতঃ ॥২১
মলাপকর্ষণং স্নানং নাচরেদ্ বৈ কদাচন।
ন চাতিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥২২
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যবৃত্তিঃ স্বযোনিষু।
প্রতিষেধৎস্থ বা ধর্ম্মং হিতং চোপদিশৎস্বয়ম্ ॥২৩

শ্রেয়ঃ সু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেবং সমাচরেৎ।
গুরুপত্নীষু পুত্রেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥২৪
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মসু।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি ॥২৫
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নানং চোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥২৬
গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥২৭
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রশোধনম্ ॥২৮

অন্যদিকে স্বভাবতঃই বিশেষভাবে তাকাইবে না। সততই গীতাদির প্রতি আসক্তিশূন্য হইবে। আয়না দিয়া কদাপি মুখদর্শনাদি করিবে না। কদাপি দন্তধাবন-কাষ্ঠাদি ব্যবহার করিবে না। স্ত্রীলোক ও শূদ্রাদির সহিত বাক্যালাপ করিলে মানসিক ও দৈহিক বিশেষ অপবিত্রতার উৎপত্তি হয়, অতএব তাদৃশ কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্টকে কখনও ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে না। কেবল ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট নিজের অবশ্য ভক্ষণীয়রূপে ভোজন করিবে। ১৬-২১।

ব্রহ্মচারী যাহাতে শরীরের মল দূরীভূত হয়, তাদৃশ সাবান প্রভৃতি ক্ষারযুক্ত দ্রব্য গায়ে মাখিয়া কখনও স্নান করিবে না। গুরু কর্ত্তৃক প্রেরিত ও আদিষ্ট না হইয়া আপন পিতৃ-পিতৃব্যাদি গুরুজনগণকেও প্রণামাদি করিবে না। ২২।

আচার্য্যাদি বেদবিদ্যাগুরু এবং জ্ঞাতি ও মাতামহাদি গুরুজনের প্রতিও ব্রহ্মচারী গুরু হিসাবে সমান ব্যবহার করিবে। যাহারা নিজকে অধর্ম্মাচরণে লিপ্ত হইতে বাধা দিয়া সৎপথে পরিচালিত করে এবং যাহারা ঐহিক পারত্রিক হিতজনক উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতিও আচার্য্যাদির ন্যায় সম্মান ও অভিবাদনাদি করিবে। ২৩।

বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি, তপশ্চর্য্যাদি সম্পন্ন বিশিষ্ট জনগণের প্রতি, গুরুপত্নীর প্রতি, গুরুর পুত্রের প্রতি ও গুরুর পিতৃ-পিতৃব্যাদি বন্ধুগণের প্রতি গুরুর সমান ব্যবহার করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচারীর গুরুকে দেখিলে যেমন প্রত্যুত্থান-অভিবাদনাদি কর্ত্তব্য তাহাদের প্রতিও যথাসম্ভব ঐরূপ ব্যবহার করিবে এবং যথাসম্ভব তাহাদের হিতকর কার্য্য ও তাহাদের আদেশ-প্রতিপালনাদি যথাশক্তি করিবে। ২৪।

যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ন্যূন বয়সেরই হউক বা সমান বয়সেরই হউক, অথবা নিজের শিষ্যই হউক, সে সব ব্যক্তি এবং গুরুপুত্র যদি স্বয়ং ব্রহ্মচারীকে বেদাধ্যয়ন করান তখন সেই গুরুপুত্র,—ইহাদিগকে ব্রহ্মচারী গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে পূর্ব্বোক্ত বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি হইলেও ঋত্বিক্ হিসাবে এবং গুরু না হইয়া গুরুপুত্র হইলেও বেদোপদেশক উপাধ্যায় হিসাবে গুরুর সমান বিনয়াদিপূর্ণ বিশিষ্ট সম্মানের যোগ্যই বটে। ২৫।

কিন্তু মনে রাখিবে—ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুরুপুত্রের শরীর মাজিয়া ঘসিয়া দেওয়া, স্নান করাইয়া দেওয়া, গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা কিম্বা পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দেওয়া রূপ কার্য্য সকল করা কর্ত্তব্য নহে। ২৬।

গুরুর পত্নী গুরুর অর্দ্ধাঙ্গিনী হিসাবে গুরুস্থানীয়া

গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্ ॥২৯
বিপ্রস্য পাদগ্রহণমন্বহঞ্চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্বীত সদা ধর্মমনুস্মরন্ ॥৩০
মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূশ্চাপি পিতৃষ্বসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥৩১

ভ্রাতৃভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধযোষিতঃ।
পিতুর্ভগিন্যা মাতুশ্চ জায়ায়াঞ্চ স্বসর্য্যপি ॥৩২
মাতৃবদ্ বৃত্তিমাতিষ্ঠেম্মাতা তেভ্যো গরীয়সী।
এবমাচারসম্পন্নমাত্মবন্তং সদা হিতম্ ॥৩৩
বেদং ধর্মং পুরাণঞ্চ তথা তত্ত্বানি নিত্যশঃ
সংবৎসরোষিতে শিষ্যে গুরুর্জ্ঞানং বিনির্দিশেৎ ॥৩৪

বলিয়া ঠিক গুরুর সমানই পূজ্যা, সম্মানার্হা ও অভিবাদন পরিচর্য্যাদির একান্ত যোগ্য বটেন—কিন্তু যদি সেই গুরুপত্নী সবর্ণা হন। যদি অসবর্ণা গুরুপত্নী হন, তবে তিনি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলে কেবল প্রত্যুদ্গমন করিবে অর্থাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং অভিবাদন করিবে। উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও পাদ-প্রক্ষালনাদি করিবে না। সবর্ণা গুরুপত্নী গুরুবৎ মাননীয়া হইলেও গুরুপত্নীর শরীরে তৈল মাখানো, স্নান করাইয়া দেওয়া, শরীর মাজিয়া ঘসিয়া দেওয়া, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য লাগাইয়া দেওয়া ও কেশবিন্যাস করিয়া দেওয়া অর্থাৎ মাথা আঁচড়াইয়া সীমান্ত (সীতী) পরিপাটি করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহার অনুমতি রক্ষা ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি করিতে পারিবে। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তবে ব্রহ্মচারী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে না। কেবল মুখে বলিবে যে "অসাবহং" অর্থাৎ "আমি অমুক", এইরূপ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক "দেবশর্ম্মা" বলিয়া মাটিতে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিবে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, বালক ব্রহ্মচারী হইলে যুবতী গুরুপত্নীরও পাদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিবে। ২৭-২৯।

ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মচারী নিয়ত ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। অবশ্যই বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে পাদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবে না। আর গুরুপত্নীকেও প্রতিদিন পূর্ব্বনিয়মে অভিবাদন করিবে। অর্থাৎ যুবতী গুরুপত্নী হইলে যুবা ব্রহ্মচারী পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না। কিন্তু বালক ব্রহ্মচারী পাদস্পর্শ করিয়াই অভিবাদন করিবে। ৩০।

মাতৃষ্বসা অর্থাৎ মায়ের ভগিনী, মাতুলানী ও শ্বশ্রূ অর্থাৎ শাশুড়ী এবং পিতৃষ্বসা অর্থাৎ পিতার ভগিনী ও গুরুপত্নী ইহারা সকল সময়েই পূজনীয়া ও সম্মানযোগ্যা। অবশ্য গুরুপত্নী যে গুরুর সমান পূজনীয়া ইহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে কিন্তু মাতৃষ্বসা প্রভৃতিকে গুরুপত্নীর সহিত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা গুরুপত্নীরই সমান সম্মানপাত্র ইহা ধারণা রাখিতে হইবে। ৩১।

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ বয়ঃকনিষ্ঠা হইলেও তাহাকে পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে। ভ্রাতৃবধূ, জ্ঞাতির পত্নী ও অপর সম্বন্ধ বিশিষ্টের পত্নী, পিতৃষ্বসা অর্থাৎ পিসী, মাতৃষ্বসা অর্থাৎ মাসী এবং পিতৃপত্নী অর্থাৎ বিমাতা ও নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইহাদিগকে মাতৃতুল্য জানিবে অর্থাৎ ইহাদিগের প্রতি মায়ের মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু মাতা ঐ সকলের অপেক্ষায় সমধিক গৌরবান্বিতা জানিবে। সেই সকল গুরুজনের প্রতি সদা সদাচারসম্পন্ন হইবে। উক্ত প্রকারে সদাচারসম্পন্ন, যথার্থ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনস্বী এবং গুরুর প্রকৃতই হিতকারারূপে সংবৎসর কাল যাবৎ পরীক্ষা দ্বারা শিষ্যকে জানিয়া তাহাকে নিয়তই বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র ও প্রকৃতি-মহদহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বাদিবিষয়ক জ্ঞান দান করিবেন। বেদাধ্যয়নারম্ভের পূর্ব্বে এক বৎসর কাল গুরুগৃহে বাস করিয়া শিষ্য গুরুর সদাচারাদি লক্ষ্য করিবে এবং সৎক্রিয়াদি প্রদর্শনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদির প্রকার অনুভব করিয়া গুরুর সংসর্গগুণে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নাশদ্বারা আদর্শচরিত্র হইতে পারে। গুরুর অমিত আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শিষ্যের পাপনাশ হইতে পারে।

হরতে দুষ্কৃতং তস্য শিষ্যস্য বৎসরে গুরুঃ।
আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্মিকঃ শুচিঃ ॥৩৫
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্মতঃ।
কৃতজ্ঞশ্চ তথাঽদ্রোহী মেধাবী শুভকৃন্নরঃ ॥৩৬

প্রাপ্য বিপ্রোঽপ্যবিধিবৎ ষড়ধ্যাপ্যা দ্বিজোত্তমৈঃ।
এতেষু ব্রাহ্মণো দানমন্যত্র ন যথোদিতম্ ॥৩৭
আচম্য সংযতো নিত্যমধীয়ীত উদঙ্মুখঃ।
উপসংগৃহ্য তৎপাদৌ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥৩৮

আবর্জ্জনা দূর করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে যেমন তাহাতে উপ্ত বীজ অবিলম্বেই অঙ্কুরাদি বিস্তারপূর্ব্বক ফলপ্রসূ হয়, সেইরূপ এক বৎসর কাল গুরুগৃহ-বাসে নির্ম্মলচিত্ত শিষ্যে অর্পিত বেদপাঠ অবিলম্বে সৎজ্ঞানরূপফল প্রসব করিয়া থাকে। এজন্যই এক বৎসর কাল গুরুগৃহে বাসের পরে সকল তত্ত্বোপদেশ গুরু দিবেন ইহা বলা হইয়াছে। সৎপাত্র বিচারেই নিম্নলিখিত ১০টী স্থানে বেদবিদ্যার অধ্যাপনা কর্ত্তব্য, তাহা এই—১। আচার্য্য-পুত্র, অর্থাৎ "সুতঃ পিতৃগুণং ধত্তে" পুত্র পিতার গুণ পায় এই হেতুতে ইহাকে সৎপাত্র বলা যায়, ২। শুশ্রূষু অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়নের জন্য একান্ত সমুৎসুক, ৩। জ্ঞানদ অর্থাৎ নিজে বেদাধ্যয়ন না করিলেও অপরকে অঙ্গীয় শাস্ত্রে যিনি জ্ঞান দান করিয়াছেন অর্থাৎ অধ্যাপনা করিয়াছেন, ৪। ধাম্মিক—যিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ তাহার মনও নির্ম্মল, ৫। শুচি—আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পবিত্রতাসম্পন্ন, ৬। আপ্ত অর্থাৎ যে ভ্রমেও মিথ্যা ব্যবহার করে না এবং নিখিল হিতার্থই যাহারা কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে, ৭। শক্ত অর্থাৎ অধীত বেদের উপযুক্ত ধারণা রাখিতে যে সক্ষম, ৮। অর্থদ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিদ্যাদির উন্নতির জন্য যে অকাতরে ধন দান করিয়া থাকে, তাহার চিত্তও নিতান্ত নির্ম্মল, ৯। সাধু অর্থাৎ উদার-হৃদয়, এতাদৃশ ব্যক্তির হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং ১০। জ্ঞাতি, এই দশবিধ ব্যক্তিকে ধর্ম্মজ্ঞানেই অবশ্য অধ্যয়ন করাইবে। এরূপ সৎপাত্রে জ্ঞানদান না করিলে উপাধ্যায়ের অধর্ম্ম হইবে। তদ্ভিন্নও ব্রহ্মণ যদি ১। কৃতজ্ঞ অর্থাৎ পরের উপকারের যে স্মরণ রাখে বা স্বীকার করে বা প্রত্যুপকার করে, ২। অদ্রোহী অর্থাৎ যে হিংসাপরায়ণ নয় ৩। মেধাবী অর্থাৎ যে অধীত পাঠ দীর্ঘকাল স্মরণ রাখিতে পারে, ৪। শুভকৃন্নর অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং যাহা করে, তাহা নিজের বা পরের সর্ব্বক্ষেত্রেই মঙ্গল-জনক হয়—এই চারি প্রকার গুণের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি একটি গুণেও গুণান্বিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণকে অবশ্য জ্ঞানদান করিবেন, ৫। ক্ষত্রিয় যদি কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী শুভকারী হয়, তাহাকেও বেদাধ্যয়ন করাইবেন। ৬। বৈশ্যও যদি উক্ত কৃতজ্ঞতাদি চার প্রকার গুণসম্পন্ন হয় তবে তাহাকেও আচার্য্য বেদাধ্যয়ন করাইবেন। বিশেষ এই যে, উক্ত ছয় প্রকার শিষ্য যদি পূর্ব্বে অন্যের নিকট উপনীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিধিমতে জ্ঞানদান হইতে পারে না, তথাপি বিশেষ বলা হইল যে, কথঞ্চিৎ বিধির উল্লঙ্ঘন হইলেও এতাদৃশ শিষ্যকে অবশ্যই জ্ঞানদান করিবেন। উক্ত ছয় প্রকার শিষ্য বিষয়ে নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে, ব্রাহ্মণ যদি কেবল কৃতজ্ঞ হয় বা কেবল অদ্রোহী হয় বা কেবল মেধাবী অথবা কেবল শুভকারী হয়, তথাপি সে বেদাধ্যয়নের পাত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উক্ত কৃতজ্ঞতাদি চার প্রকার গুণসম্পন্ন না হইয়া কেবল একপ্রকার গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে জ্ঞান দান করিবেন না। এজন্যই ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃতজ্ঞতাদি একৈক প্রকার ধরিয়া চারি প্রকার হইল, আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ব্যক্তিগত সমষ্টি গুণ বিশিষ্টতার হিসাবে দুই প্রকার ধরিয়া ছয় প্রকার কীর্ত্তন করা হইল। তাহা হইলে বলা হইল যে, উক্ত দশ প্রকার বা উক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তিকেই বৈদিক জ্ঞান দান করিবেন, অন্য শূদ্রাদিকে দান করিবেন না। ৩২-৩৭।

আচমন করিয়া শিষ্য নিতান্ত একাগ্রমনে গুরুর পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া গুরুর মুখের দিকে

অধীষ্ব ভো ! ইতি ব্রূয়াৎ বিরামোঽস্ত্বিতি বাচয়েৎ।
প্রাক্কুশেষু সমাসীনঃ পবিত্রৈরবপাবিতঃ ॥৩৯
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূর্ব্বং তথা চোঙ্কারমর্হতি।
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদন্তে চ বিধিবদ্ দ্বিজঃ ॥৪০
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যং ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতস্থিতিঃ।
সর্ব্বেষামেব ভূতানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনঃ ॥৪১
অধীতে বিধিবন্নিত্যং ব্রাহ্মণ্যাচ্চ্যবতেঽন্যথা।
যোঽধীয়ীত ঋচো নিত্যং ক্ষীরাহুত্যা স দেবতাঃ ॥৪২
প্রীণাতি তর্পয়ন্ত্যেনং কামৈস্তৃপ্তাঃ সদৈব হি।
যজুর্যোঽধীতে সততং দধ্না প্রীণাতি দেবতাঃ ॥৪৩
সামান্যধীতে প্রীণাতি ঘৃতাহুতিভিরন্বহম্।
অথর্বাঙ্গিরসো নিত্যমধ্যাৎ-প্রীণাতি দেবতাঃ ॥৪৪
ধর্ম্মাঙ্গানি পুরাণানি মীমাংসৈস্তৃপ্যতে সুরান্।
অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাশ্রিতঃ ॥৪৫
গায়ত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্ ॥৪৬

দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিবে। সেস্থলে আরও বিশেষ নিয়ম হইল এই যে,—পাঠারম্ভের পূর্ব্বে পূর্ব্বাগ্র কুশে উপবেশন করিবে এবং কুশনির্ম্মিত 'পবিত্র' হাতে রাখিবে। আর গুরু যখন বলিবেন, "অধীষ্ব ভোঃ" অর্থাৎ 'অধ্যয়ন কর', তখনই আরম্ভ করিবে। গুরু যখন বলিবেন, "বিরামোঽস্তু" অর্থাৎ 'এখন পড়ার সমাপ্তি হউক' তখন পাঠ হইতে বিরত হইবে। ৩৮-৩৯।

পড়া আরম্ভের পূর্ব্বে আরও নিয়ম এই যে পড়া আরম্ভের পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া পবিত্র হইয়া প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে এবং পড়া শেষ হইলে পরেও ঐরূপ প্রাণায়াম ও ওঙ্কার উচ্চারণ করিবে। এবং দুই কর যুক্ত করিয়া অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিবে। কেহই বেদাধ্যয়নে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে না যেহেতু চিরন্তন বেদ সকল প্রাণীরই চক্ষুঃ। আমাদের চর্ম্মচক্ষুর্দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ বস্তুরই উপলব্ধি হয়, কিন্তু বেদজ্ঞানরূপ চক্ষুর্দ্বারা পরোক্ষ ত্রিকালোদ্ভূত সকল বিষয়ের করতলামলকবৎ উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ বেদাধ্যয়ন করিতে শুচি, মন্ত্রপূত ও সংযতচিত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, নচেৎ তাদৃশ দুর্লভ জ্ঞানের অর্জ্জন হইতে পারে না। ৪০-৪১।

ব্রহ্মচারী প্রাগুক্তবিধান অনুসারে প্রতিদিন অবশ্য বেদ অধ্যয়ন করিবে—নচেৎ তাহার ব্রাহ্মণত্বই রক্ষা পাইবে না। যে ব্রহ্মচারী নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করে, সে দুগ্ধ আহুতি দ্বারা প্রত্যহ দেবতাদিগের তৃপ্তি বিধান করে। সেই দেবতাগণ তৃপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই সকল সময় ঐ অধ্যয়নকারীর সকল কামনা পূরণ করিয়া তাহাকে পরম তৃপ্তিযুক্ত করিয়া থাকেন। আর যে ব্রহ্মচারী নিয়ত যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, সে দধি দ্বারা হোম করিলে দেবতারা যেরূপ প্রীতিলাভ করেন—দেবতাগণকে তাদৃশ তৃপ্তি দান করিয়া থাকে। আর যে ব্রহ্মচারী বা যে ব্যক্তি নিয়ত সামবেদ অধ্যয়ন করিবে, নিয়ত ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিলে যাদৃশ তৃপ্তি দেবতাগণ পান, ব্রহ্মচারী নিয়ত সামবেদ অধ্যয়নের দ্বারা তাদৃশ তৃপ্তিই দেবতাদিগকে দান করিয়া থাকে। আর অথর্ব্ব বেদ পাঠ করিলেও দেবতাগণ প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র কিম্বা বেদের ছয়টি অঙ্গ যথা—১। শিক্ষা, ২। কল্প, ৩। ব্যাকরণ, ৪। নিরুক্ত, ৫। ছন্দঃ ও ৬। জ্যোতিষ এবং তদ্ভিন্ন পুরাণ ও মীমাংসা এসকলের সমষ্টির বা প্রত্যেকের অধ্যয়নেও দেবতাগণ আনন্দ লাভ করেন। ঐ দেবতাগণের তৃপ্তি দ্বারা অধ্যয়নকারীর সমস্ত মনোবাসনা যে পূর্ণ হয় ইহা বলাই বাহুল্য। ঐরূপ অধ্যয়নে অশক্ত হইলে জলসমীপে কিম্বা বনে যাইয়া একান্ত একাগ্র হৃদয়ে প্রতিদিন অন্ততঃ পক্ষে গায়ত্রী জপও করিবে। হাজার গায়ত্রী জপ করা সর্ব্বোত্তম। শতবার গায়ত্রী জপ করা মধ্য কল্প। আর একান্ত পক্ষে দশবার গায়ত্রী জপ করা নিম্ন কল্প। ৪২-৪৬।

ব্রাহ্মণের মনে রাখিতে হইবে—যে কল্পেই হউক প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করিতেই হইবে। তাহাও

গায়ত্রীং বৈ জপেন্নিত্যং জপশ্চ ত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গায়ত্রীং চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া তুলয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৭
একতশ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীং চ তথৈকতঃ
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্ ॥৪৮
ততোঽধীয়ীত একাগ্রং শ্রিয়া পরময়ান্বিতঃ।
অধ্যাপয়েত্তু:একাগ্রং গায়ত্রীপরয়া ধিয়া ॥৪৯
পুরাকল্পে সমুৎপন্না ভূর্ভুবঃস্বর্গনামতঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্রঃ সর্বাশুভনিবর্হণাঃ ॥৫০

প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে এই ত্রিকালে করিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ না করিলে ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়, অতএব ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য।৪৭।

গায়ত্রীর কত মাহাত্ম্য তাহা নিম্নলিখিত পুরাবৃত্ত দ্বারাই পূর্ণ প্রকাশ পাইবে,—পুরাকালে স্বয়ং ব্রহ্মা তুলাদণ্ডে অর্থাৎ পাল্লা দ্বারা গায়ত্রী ও চার বেদের ন্যূনাধিক পরিমাণের তুলনা করিতে ইচ্ছা করিয়া পাল্লার একদিকে গায়ত্রী ও অপর দিকে চার বেদ দিলেন। তুলাদণ্ডের উভয় প্রান্ত পূর্ব্ববৎ একই উচ্চতায় অবস্থান করিয়া রহিল। অতএব বুঝা গেল যে—গায়ত্রী সমষ্টিকৃত চতুর্ব্বেদ অপেক্ষায় কোনরূপ ন্যূন নহে। অতএব ধারণা করিতে হইবে যে, যেদিন কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ বেদপাঠ না হয়, সেদিন অন্ততঃ গায়ত্রী জপ দ্বারাও সে ত্রুটী মার্জ্জনীয় হইবে ইহা কেহ বলেন। কিন্তু কোনদিন কোনওক্রমে গায়ত্রী পরিত্যাগ করিবে না। গায়ত্রীর ক্রম বলিতেছেন,—প্রথমে ওঁকার পাঠ করিবে, তাহার পরে ব্যাহৃতি অর্থাৎ "ভূ-র্ভুবঃ স্বঃ" পাঠ করিয়া গায়ত্রীর অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবে। অত্যন্ত সংযতচিত্তে গায়ত্রীর ক্রম ও অর্থের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া পাঠ করিবে। তাহাতে জপকারীর পরম সুখ সম্পৎ সৌভাগ্য নিরন্তর অক্ষয় থাকিবে। ৪৮-৪৯।

অতি প্রাচীনকালে জগতের সমস্ত অমঙ্গল নাশের জন্য ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী মহাব্যাহৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ৫০।

প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
সত্যং রজস্তমস্তিস্র কালা ব্যাহৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥৫১
ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী স্যাত্তদক্ষরম্।
এবং যন্ত্রো মহাযোগঃ সাক্ষাৎসার উদাহৃতঃ ॥৫২
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
বিজ্ঞায়ার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৫৩
ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্ বিজ্ঞানমুচ্যতে ॥
শ্রাবণস্য তু মাসস্য পৌর্ণমাস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৫৪

এই তিনটী ব্যাহৃতিই প্রকৃতি, পুরুষ, কাল—এই ত্রিরূপধারী, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মহা-দেবতার তত্ত্বস্বরূপ এবং সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের প্রতিমূর্ত্তি। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের নিখিল তত্ত্ব বহনকারী ও বটে এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের প্রতিকৃতি জানিবে। ৫১।

ওঙ্কার পরব্রহ্মস্বরূপ। গায়ত্রীও অক্ষর ব্রহ্মেরই অবিনাভূত। এই যে গায়ত্রী মন্ত্রটি ইহা মহাযোগের সার জানিবে। মহামহা-যোগিগণ অসম্প্রজ্ঞাত যোগ পর্য্যন্ত সাধন করিয়া যে মহাতত্ত্বের দর্শন লাভ করেন, এই গায়ত্রীই সেই পরমার্থের মূল জানিবে। যে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন প্রকৃত অর্থ ধারণাপূর্ব্বক এই বেদমাতা গায়ত্রীর অধ্যয়ন করেন বা জপ করেন, তিনি চিরকালের জন্য অবিনশ্বর লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫২-৫৩।

সকল জ্ঞানের জননী গায়ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জপ্য জগতে আর সৃষ্ট হয় নাই। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসীতে, আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে, কিংবা ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে বেদোপক্রমণ অর্থাৎ বেদ পাঠারম্ভের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য "উপাকর্ম্ম" নামক ক্রিয়া করণীয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। তারপর ব্রহ্মচারী গ্রাম ও নগর ছাড়িয়াপঞ্চম মাসের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সারে চারিমাস কাল একনিষ্ঠ হইয়া বেদাধ্যয়ন করিবে। তারপর পুষ্যানক্ষত্রে বাহিরে যাইয়া "উৎসর্গ" নামক কর্ম্ম-বিশেষ সম্পন্ন করিবে। অথবা মাঘমাসের

আষাঢ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা বেদোপক্রমণং স্মৃতম্ ।
উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥৫৫
অধীয়ীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্ বহিরুৎসর্জনং দ্বিজাঃ ॥৫৬
মাঘে বা মাসি সংপ্রাপ্তে পূর্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি ।
ছন্দাংস্যূর্দ্ধমধীয়ীত শুক্লপক্ষে তু বৈ দ্বিজাঃ ॥৫৭
বেদাঙ্গানি পুরাণং বা কৃষ্ণপক্ষে তু মানবঃ ।
ইমান্নিত্যমনধ্যায়ানধীয়ানো বিসর্জয়েৎ ॥৫৮
অধ্যাপনঞ্চ কুর্বাণঃ অধ্যেষ্যন্নপি যত্নতঃ ।
কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবা পাংশুসমূহনে ॥৫৯
বিদ্যুৎ-স্তনিত-বর্ষাসু মহোল্কানাঞ্চ পাতনে ।
আকস্মিকমনধ্যায়মেতেষ্বেব প্রজাপতিঃ ॥৬০
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাদ্ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু ।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়মনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥৬১
নির্ঘাতে বাতচলনে জ্যোতিষাং চোপসর্পণে ।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥৬২

শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্নে ঐ উৎসর্গনামক কর্ম্মটি সম্পন্ন করিবে। তারপর কেবল শুক্লপক্ষেই উদাত্তস্বরে বেদাধ্যয়ন করিবে। ৫৪-৫৭।

কিন্তু বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণাদি ছয়টি বেদাঙ্গ এবং পুরাণশাস্ত্র কৃষ্ণপক্ষেও অধ্যয়ন করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত অনধ্যায়সময়ে অর্থাৎ যে সময় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সে সময় বেদ বা বেদাঙ্গ পুরাণ-মীমাংসাদি কখনও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে না। সেই উক্ত অনধ্যায়ের সময়গুলি কীর্ত্তন করিতেছেন—১। রাত্রিকালে কর্ণে বিকট আঘাতজনক প্রবল বায়ু-বহনের শব্দ চলিতে থাকিলে, ২। দিনে প্রবল ঘূর্ণী বাত্যাদি যোগে ভূমির ধূলিসকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ ও ভূতল তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে, ৩। প্রবল বিদ্যুৎ চলিতে থাকিলে এবং একই সঙ্গে মেঘগর্জ্জনের সহিত প্রবল বৃষ্টিপতন হইতে থাকিলে এবং ৪। ঘোর অগ্নির উল্কা পড়িতে থাকিলে। এই সকল সময়ে যে অনধ্যায় ইহাকে আকালিক অনধ্যায় বলে—ইহা প্রজাপতি বলিয়াছেন। এস্থলে কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের নিষেধ কেবল বর্ষাকালেই, পশ্চাদোক্ত দুই প্রকারের অনধ্যায় বর্ষাতিরিক্ত কালে। কিন্তু প্রমাণে সেরূপ বুঝা যাইতেছে না। সকল প্রকারকেই আকালিক নাম দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক কাল-বিশেষকে সীমা করিয়া হয় বলিয়া আকালিক এই সংজ্ঞা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। তত্তদ্দুর্য্যোগ কালে অনধ্যায় সর্ব্ব ঋতুতেই হওয়া স্বাভাবিক। তাৎপর্য্য এই—এস্থলে আকালিক শব্দের প্রকৃত অর্থ অকালে অর্থাৎ অযথাকালে অর্থাৎ বর্ষাকালে দুর্য্যোগ স্বাভাবিক, তদন্য কালই ধরিতে হইবে। এরূপ অর্থ করা সঙ্গত হয় না, কারণ বর্ষাকালেও তাদৃশ দুর্য্যোগের কালে বেদাধ্যয়ন অনুমোদিত হইতে পারে না, ইহা স্বভাবতঃই বোধগম্য। তবে কিনা, যেমন মহাগুরু-নিপাতে তিন দিন উপবাসে অসমর্থ পক্ষে বলিয়াছেন, 'অশক্তবিষয়ে বসিষ্ঠঃ—আকালিক-মভোজনং কুর্ব্বীরন্' অর্থাৎ অসমর্থ হইলে পূর্ব্বদিন যে সময় মৃত্যু হইয়াছে, পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিবে। এখানেও সেইরূপ—যে সময়কে সীমা করিয়া দুর্য্যোগ—সেই সীমা পর্য্যন্তই অনধ্যায় বুঝিতে হইবে। কোনও ঋতুকে অবলম্বন করিয়া অনধ্যায় নির্দ্দেশ করার তাৎপর্য্য নহে। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।৫৮-৬০।

সায়ংকালে, প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন তাহাকে "প্রাদুষ্কৃতাগ্নি" বলে। তাদৃশ সময়ে যদি পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুদাদির সম্ভাবনা হয়, তাহলে তখনও অনধ্যায় জানিবে। এস্থলে তদ্দিনই অনধ্যায় হওয়া উচিত, কেন না, তাৎকালিক অনধ্যায় পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত আকালিক অনধ্যায় বলার দ্বারাই লাভ হয়। যদি এই কল্পনাকে কেহ অস্বরস কল্পনা মনে করেন, তবে বলিতে হইবে ঋষিদের পুনরুক্তি দৃঢ়ার্থ হইয়া থাকে ইহা অনেক স্থলে দেখা যায়। এস্থলেও তাহাই সিদ্ধান্ত। আর ঋতু ভিন্ন সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকাল ভিন্ন ঋতুতে সায়ং প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে যদি মেঘদর্শন হয়, তাহা হইলে অনধ্যায় হইবে। এস্থলে

প্রাদুষ্কৃতেষগ্নিষু চ বিদ্যুৎস্তনিতনিস্বনে।
সদ্যো হি স্যাদনধ্যায়মনৃতৌ মুনিরব্রবীৎ ।৬৩।
নিত্যানধ্যায় এব স্যাদ্ গ্রামেষু নগরেষু চ।
কর্ম নৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ নিত্যশঃ ॥৬৪
অন্ত্যানাং সঙ্গতে (ক)গ্রামে বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ে জনস্য চ ॥৬৫
উদয়ে মধ্যরাত্রৌ চ বিণ্মূত্রে চ বিসর্জয়েৎ।
উচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসা ন বিচিন্তয়েৎ ॥৬৬

মেঘদর্শন শব্দের তাৎপর্য্য বশতঃ মেঘগর্জ্জন ধরিতে হইবে। এখানে আকালিক না ধরিয়া তদ্দিন ধরিতে হইবে অর্থাৎ তদ্দিনই অনধ্যায় বলিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরেও এরূপ আছে,তাহার সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া ঈদৃশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি। ত্রিসন্ধ্যায় মেঘগর্জ্জনে অনধ্যায় বলিয়া ব্যবহারও আছে ।৬১।

বায়ুর সহিত বায়ু আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রমি বা ঘূর্ণনের সৃষ্টি করিয়া যে বায়ু আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হয় এবং ভূমিস্থ দ্রব্যাদিকে উত্তোলিত করিয়া বিপ্লব ঘটায়, তাহাকে "নির্ঘাত বায়ু" বলে। চলিত কথায় যাহাকে "ঘূর্ণীবাত্যা" বলে, তাদৃশ বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি একস্থান হইতে স্থানান্তরে সবেগে ধাবিত হইলে অথবা স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নদিকে পতিত হইলে, বায়ুচালনা ও গ্রহাদি বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনার বিশেষ যোগ্য বর্ষাদি ঋতুতেও ঐ সকল দুর্য্যোগকে "আকালিক অনধ্যায়" বলিয়া জানিবে অর্থাৎ তত্তৎ-সীমাবদ্ধকালে বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিবে না। ৬২।

"প্রাদুষ্কৃতাগ্নি" সময়ে অর্থাৎ সাগ্নিকদের হোমাগ্নি প্রজ্বলন সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে যদি বিদ্যুদযুক্ত মেঘগর্জ্জন হয়, এস্থলে বিদ্যুদযুক্ত কথাটী উপলক্ষণ, কেবল মেঘগর্জ্জনে ও মেঘগর্জ্জনের বিশেষ সম্ভাব্যকাল যে বর্ষাকাল তদ্ব্যতীত অন্য ঋতুতে সদ্য অর্থাৎ তদ্দিন ব্যাপিয়া অনধ্যায় জানিবে। অর্থাৎ উক্ত ত্রিসন্ধ্যার মধ্যে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নে গর্জ্জন হইলে সেই দিন, ও সন্ধ্যায় মেঘগর্জ্জন হইলে সম্পূর্ণ রাত্রিকাল অনধ্যায় অর্থাৎ বেদ-বেদান্তপাঠের নিষিদ্ধকাল জানিবে—ইহা উশনা মুনি স্বয়ং বলিয়াছেন। ৬৩।

যাহারা গ্রামে বা নগরে অর্থাৎ সহরে লোকদিগকে ধর্ম্মকর্ম্মে আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, বা সর্ব্বজনহিতকর ধর্ম্মকার্য্য গ্রাম-নগরাদিতে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিয়তই অনধ্যায় জানিবে। অর্থাৎ ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য সমুৎসুক থাকিয়া ধর্ম্মোন্নতি-জনক কার্য্যই জীবনব্রতরূপে স্বীকার করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মপ্রসারে কর্ম্মপরায়ণ থাকিবে, তাঁহারা বেদাদি অধ্যয়ন না করিলে দোষ হইবে না। কিন্তু যাহারা জ্ঞানোন্নতি-কামী, তাহাদের প্রতিদিন অনধ্যায় নহে, তাহারা নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবেই। যে স্থানে নিয়তই দুর্গন্ধ প্রবাহিত হয়, তাদৃশ দুর্গন্ধময় স্থানেও নিত্য অনধ্যায় জানিবে অর্থাৎ সে সকল স্থানে বেদাদি-পাঠ করিবে না। অন্ত্যজ জাতির বসতিপূর্ণ গ্রামে এবং শূদ্রগণের সাক্ষাতে এবং লোকের মরণে কিম্বা বিশিষ্ট লোকের মরণে বা বিশেষ কোন উৎপাতে ঘর বাড়ী প্রভৃতি নষ্ট হইলে, যে গ্রাম বা যে স্থানে বহু লোকই শোকপ্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছে সেই স্থানে এবং যে গ্রামে বা স্থানে কোনও সাধু-সমাগমে বা বিশিষ্ট স্থান বা সময়-বিশেষের উৎসবে যখন বহু লোক-সমাগম হয়, সেই সময়ে অনধ্যায় জানিবে অর্থাৎ সেই সকল সময়ে বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিবে না অর্থাৎ তত্তৎসময় 'অনধ্যায়'নামে ব্যবহার করিয়া বেদাদিপাঠ বন্ধ রাখিবে। ৬৪-৬৫।

সূর্য্যের যখন উদয় হইবে ঐ সময়ে এবং মধ্যরাত্রিতে অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে, যাহাকে নিশীথকাল বলে ঐ সময়ে এবং যখন মল মূত্র ত্যাগ করিবে ঐ সময়ে এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে এবং শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন করিলে—বেদাধ্যয়ন ত দূরের কথা, মনে মনেও বেদচিন্তা করিবে না। এস্থানে বিশেষ বক্তব্য এই—শ্রাদ্ধান্ন-ভোজীর পক্ষে শাস্ত্রান্তরে আছে—শ্রাদ্ধীয় পাত্রান্ন ভোজন যে সময় করিবে, সে সময় হইতে পরদিন সেই সময়

(ক) অন্তর্গতশবে—পা।

প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বাদেকোদ্দিষ্টস্য কেতনম্।
ত্র্যহং ন কীৰ্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ॥৬৭
যাবদেকানুদিষ্টস্য লেপো গন্ধশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে তাবদ্ ব্রহ্ম ন কীৰ্ত্তয়েৎ ॥৬৮
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা বৈ বাবসক্থিকাম্।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা সূতকান্নাদ্যমেব বা ॥৬৯
নীহারৈর্বাণশব্দৈশ্চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
অমাবাস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যষ্টমীষু চ ॥৭০

পর্য্যন্তই সে ব্যক্তি অশুচি থাকিবে সুতরাং সেই সম্পূর্ণ কালই সে ব্যক্তি বেদচিন্তাও করিতে পারিবে না, করিলে সে ঘোর পাপী হইবে। এই শ্লোকের প্রথমে "উদয়ে" পাঠ স্থলে "উদকে" এরূপ পাঠ কোথাও দেখা যায়, সেস্থলে অনুবাদ এই হইবে—জলে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া কখনও বেদাদির পাঠ বা চিন্তাও করিবে না। ৬৬।

অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক অন্নভোজন করিলে, স্থানীয় রাজার পুত্রাদি জনন-জনিত অশৌচ হইলে কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ হইলে তিন দিন বেদাধ্যয়ন বা বেদাদির আলোচনাও করিবে না। ৬৭।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ভোজনকারী ব্রাহ্মণের শরীরে যে পর্য্যন্ত কোন বস্তু লিপ্ত থাকিবে অর্থাৎ লাগিয়া থাকিবে কিম্বা শরীরে যে পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধীয় কোন বস্তুর গন্ধমাত্রও থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সে ব্রাহ্মণ বেদ-বেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করা ত দূরের কথা বেদের কোন প্রসঙ্গও করিতে পারিবে না, তাবৎকাল তাহার পূর্ণ অনধ্যায় জানিবে।৬৮।

শয্যায় শয়ন করিয়া কিম্বা প্রৌঢ়পাদ হইয়া অর্থাৎ আসনে পদতল রাখিয়া বসিয়া (বাস্তবিক আসনে পদতল রাখিয়া বসিতে নাই, স্বস্তিকাসনাদিযুক্ত হইয়া বসিবে) অথবা অবসক্থিকা করিয়া অর্থাৎ মাথায় পাক বাঁধিয়া বা মৎস্য-মাংসাদি আমিষ দ্রব্য ভোজন করিয়া অথবা জনন ও মরণাশৌচীর অন্ন ভোজন করিয়া বেদ বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে না অর্থাৎ সে সকল সময়কে অনধ্যায় বলিয়া জানিবে। ৬৯।

নীহারপতনে অর্থাৎ আকাশ অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন

উপাকৰ্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্।
অষ্টকাসু চ কুর্বীত ঋত্বন্ত্যাসু চ (ক) রাত্রিষু ॥৭১
মার্গশীর্ষে তথা পৌষে মাঘে মাসে তথৈব চ।
তিস্রোঽষ্টকাঃ সমাখ্যাতাঃ কৃষ্ণে পক্ষে চ সূরিভিঃ ॥৭২
শ্লেষ্মাতকস্য ছায়ায়াঃ শাল্মলের্মধুকস্য চ।
কদাচিদপি নাধ্যেয়ং কোবিদার-কপিত্থয়োঃ ॥৭৩
সমানবিদ্যেঽনুমৃতে তথা সব্রহ্মচারিণি।
আচার্য্যে সংস্থিতে বাপি ত্রিরাত্রং ক্ষপণং স্মৃতম্ ॥৭৪

হইলে কিম্বা বাণের শব্দ হইলে অর্থাৎ নিতান্ত শর-ক্ষেপের শব্দ শুনিলে—যেহেতু শরক্ষেপ শুনিলেই বুঝিতে হইবে যুদ্ধাদি কোন দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে—অতএব তত্তৎকালে ও দুই সন্ধ্যার সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ-সন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে এবং অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী ও অষ্টমীতিথিমাত্রে বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে না। এই সকল কালকেও অনধ্যায় বলিয়া জানিবে। আর উপাকর্ম্ম যাহা বেদারম্ভ করিবার পূর্ব্ববিহিত কর্ত্তব্য-কর্ম্মবিশেষ এবং উৎসর্গ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন শেষ হইলে এতন্নামক কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষ—উক্ত দুইটী ক্রিয়া করার পরে তিন দিন অনধ্যায় জানিবে। সুতরাং সেস্থলে তিনদিন বেদাদির অধ্যয়ন বাদ দিবে—ইহা উশনা মুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ত্রিবিধ অষ্টকাতে অর্থাৎ শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও পূপাষ্টকারূপ ত্রিবিধ অষ্টমী তিথিতে এবং ছয় ঋতুর মধ্যে প্রতি ঋতুর যখন শেষ হইবে সেই শেষ দিবসে—এই দ্বিবিধ সময়ে দিন-রাত্রি অনধ্যায় জানিবে। এই যে অষ্টকা ত্রিবিধ বলা হইল, তাহা কোন্ কোন্ অষ্টমী বুঝিতে হইবে, তাহার নির্ণয় করিতেছেন,—অগ্রহায়ণ মাসের, পৌষ মাসের ও মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিনটী অষ্টমীকে পণ্ডিতগণ অষ্টকা বলিয়াছেন এবং লোকেও তাহাই প্রসিদ্ধ।৭০-৭২।

শ্লেষ্মাতক, শাল্মলি, মধুক, কোবিদার এবং কপিত্থ, (কদ্বেল) এই সকল গাছের ছায়ায় বসিয়া কখন

(ক) মতিমান্ তাসু—পা

ছিদ্রেষ্বেতেষু বিপ্রাণামনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
হিংসন্তি রাক্ষসাস্তে চ তস্মাদেতান্ বিবর্জয়েৎ ॥৭৫

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ঃ সন্ধ্যোপাসন এব চ।
উপাকর্মণি কর্মান্তে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি ॥৭৬

একর্চমথবৈকং বা যজুঃ সমাথবা পুনঃ।
অষ্টকায়াং স্বধীয়ীত মারুতে চাপি বাপদি ॥৭৭

অনধ্যায়স্তদঙ্গেষু (ক) নেতিহাস-পুরাণয়োঃ।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু পর্বণ্যেতানি বর্জয়েৎ ॥৭৮

এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন কীর্ত্তিতো ব্রহ্মচারিণঃ।
ব্রহ্মণাভিহিতঃ পূর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥৭৯

যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজঃ।
স বৈ মূঢ়ো ন সম্ভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥৮০

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টো বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
পাঠমাত্রাবসানস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥৮১

যোঽধীত্য বিধিবদ্ বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ।
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে ॥৮২

ভ্রমেও বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিবে না। সমানবিদ্য ব্যক্তি অর্থাৎ সমান পাঠে যাহার সঙ্গে অধ্যয়ন করা হয় এবং সব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাহার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া মিত্রভাবে একত্র বসবাস করা হইয়াছে,—এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, কিম্বা আচার্য্য-গুরুর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অনধ্যায় জানিবে, অর্থাৎ যথাসম্ভব তিন অহোরাত্র বেদাদির অধ্যয়ন বর্জ্জন করিবে—ইহা মুনি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নের যতগুলি বিবর অর্থাৎ দোষযুক্ত পর্ব্বরূপ অনধ্যায় কীর্ত্তিত হইল—এই সকল অনধ্যায়ে বেদাদি পাঠ করিলে বা পাঠ করাইলে উৎকট উৎকট রাক্ষসগণ তাহাদিগের প্রাণ-বিনাশ করে, অতএব উক্ত অনধ্যায় কালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা একান্ত মনে সতত বর্জ্জন করিবে।৭৩-৭৫।

নিত্য-কর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি কার্য্যে, পূর্ব্বোক্ত উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ কর্ম্মে এবং হোমমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত অনধ্যায় গ্রহণীয় নহে, অর্থাৎ উক্ত কার্য্যে যে বেদমন্ত্র আছে, সে সকল মন্ত্রপাঠ অনধ্যায় সময়েও করিতে পারিবে। ৭৬।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টকায়, প্রবল বাত্যাগমে ও অন্যান্য বিপৎ-সময়েও যে অনধ্যায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে অনধ্যায়েও একটী ঋগ্বেদীয় মন্ত্রের পাঠ, একটী যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র ও একটী সামবেদীয় মন্ত্র—যাহা নিত্য অবশ্যই পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবশ্য পাঠ করিবে, তাহাতে অনধ্যায়-জনিত কোনও দোষের সম্ভাবনা হইবে না।৭৭।

অনধ্যায়ে বেদাঙ্গও পাঠ করিবে না কিন্তু বেদাঙ্গে, ইতিহাসে, পুরাণে ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ও অনধ্যায় গৃহীত হইবে না অর্থাৎ অনধ্যায়-জনিত দোষ ঐ সকল পাঠে ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু পর্ব্ব সকলে অনধ্যায় দোষ উক্ত বেদাঙ্গাদিতেও গ্রহীতব্য অর্থাৎ পর্ব্ব সকলে বেদাঙ্গাদিও অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। এস্থলে একটী বিচার্য্য বিষয় এই যে, কেহ বলেন,—"অনধ্যায়ো বিনাশে চ" স্থলে "অনধ্যায়ো ন চাঙ্গেষু" এই পাঠ হইবে। ইহা দ্বারা বলেন যে, বেদাঙ্গেও অনধ্যায় ধর্ত্তব্য নহে। বাস্তবিক ইহা সঙ্গত কথা বলিয়া বিবেচিত হয় না, কারণ, যদি বেদাঙ্গেও অনধ্যায়-বাদ দিতে হয়, তবে প্রথমই নিষেধ-মুখে 'নানধ্যায়স্তদঙ্গেষু" এরূপ পাঠই করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করায় বুঝিতে হইবে—বেদাঙ্গও পূর্ব্বোক্ত অনধ্যায় মধ্যে গণনীয়। অতএব 'অনধ্যায়স্তদঙ্গেষু' এরূপ পাঠই ধর্ত্তব্য, ব্যবহারও তদ্রূপই। সেজন্য পূর্ব্বে বেদ-বেদাঙ্গাদির উল্লেখ মুনিও স্থলবিশেষে করিয়াছেন। অবশ্য 'অনধ্যায়ো বিনাশে চ' এই পাঠ কোন প্রকারেই ঠিক নহে, যেহেতু 'বিনাশে চ' ইহার কোন অর্থই হয় না। 'অনধ্যায়স্তদঙ্গেষু' ঈদৃশ পাঠই সঙ্গত মনে হয়। ৭৮।

ব্রহ্মচারীর নিয়ত আচরণীয় ধর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিলাম। অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মা স্বয়ং উন্নত-চরিত্র ঋষিগণের নিকট ইহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ৭৯।

যে সকল দ্বিজাতিগণ বেদ-অধ্যয়ন বর্জ্জন করিয়া কেবল শাস্ত্রান্তর অধ্যয়নে আগ্রহশীল হয়, দ্বিজাতিগণ সেই বেদ-পরিত্যাগী মহামূর্খ ব্যক্তির সহিত যে কোন বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিবেন, কারণ বাক্যালাপকারী ব্যক্তিকে সেই মহাপাপীর পাপ স্পর্শ করিবে।

(ক) অনধ্যায়ো বিনাশে চ—পা

যদি বাত্যন্তিকং বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতি বৈ গুরৌ।
যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরবিমোক্ষণাৎ ॥৮৩
গত্বা বনং বা বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসম্।
অধীয়ীত সদা নিত্যং ব্রহ্মবিদ্যাং সমাহিতঃ ॥৮৪
সাবিত্রীং শতরুদ্রীয়ং বেদানাং চ বিশেষতঃ।
অভ্যসেৎ সততং বেদং ভস্ম-স্নানপরায়ণঃ ॥৮৫
বেদং বেদৌ তথা বেদান্ বেদান্ বৈ চতুরো দ্বিজ!
অধীত্য বিধিগম্যার্থং ততঃ স্নায়াদ্ দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৬

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
অকুর্বাণঃ পতত্যাশু নিরয়ানতিভীষণান্ ॥৮৭
অভ্যসেৎ প্রযতো বেদং মহাযজ্ঞাংশ্চ হাপয়েৎ।
কুর্য্যাদ্ গৃহ্যাণি কর্মাণি সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥৮৮
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলঃ স্যান্নিত্যং যজ্ঞোপবীতকঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৮৯
সন্ধ্যা-স্নানরতো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
অনসূয়ো মৃদুর্দান্তো গৃহস্থঃ প্রতিবর্ত্ততে ॥৯০

বিশেষ বক্তব্য হইল এই—যে সকল বেদপাঠ করিবার নিয়মাদি বলা হইল, ইহাতে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, বেদের অধ্যয়নমাত্র করিলেই দ্বিজাতিগণ নিজকে একান্ত কৃতার্থ মনে করিবে না, কারণ পাঠ করার পরে যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা না করিয়া পাঠমাত্র করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে এবং 'আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে' মনে করিলে পঙ্কপতিত পীড়িত বৃষের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয় অর্থাৎ সেই অধ্যয়ন নিষ্ফল হয়। অতএব সেই বেদপাঠকারীর পরে কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি পূর্ব্বে উল্লিখিত নিয়মমতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে বেদান্ত অর্থাৎ বেদের সার-যাহার দ্বারা পরমার্থ লাভ হয়—সেই জ্ঞানকাণ্ড একাগ্র চিত্তে পর্য্যালোচনা না করে, সে ব্যক্তি বেদ পাঠ করিয়াও সবংশে শূদ্রবৎই থাকিয়া যায়, সে কাহারও পাদ্য পাওয়ার যোগ্য হয় না অর্থাৎ যেমন বেদপাঠকারী সকল লোকের পূজ্য হয়, তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার পাদ-প্রক্ষালনের জন্য জল সম্মানার্থ আনিয়া দেয়, সেই মানলাভের যোগ্যতা ঐরূপ বেদপাঠকারীর থাকে না, শূদ্র যেমন কাহারও পূজ্য নয়, সেই ব্রহ্মচারীও তদ্রূপ কাহারও পূজা পাইবার যোগ্য নহে। ৮০-৮২।

যদি ব্রহ্মচারী গুরুর গৃহে আত্যন্তিক বাস করিতে অর্থাৎ আজীবন বাস করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ যাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য বলে তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী—নশ্বর দেহ যে পর্য্যন্ত ধ্বংস না পায়, সেই পর্য্যন্ত গুরুর সাক্ষাতে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করিবে। গুরু জীবিত থাকুন বা না থাকুন, নিজের রুচি অনুসারে বনে যাইয়া সাগ্নিক হইয়া অগ্নিতে নিত্য হোম করিবে এবং নিয়ত অর্থাৎ আমরণকাল নিত্য স্নান ও শরীরে ভস্ম লেপনপূর্ব্বক বেদান্ত-ব্রহ্মবিদ্যা যাহা আত্যন্তিক মুক্তির বীজস্থানীয়, সেই বেদের সারভূত জ্ঞানাংশ একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিবে ও তাহার মননও সতত অনুধ্যান করিবে। গায়ত্রীর অর্থাৎ বেদ-মাতার নিত্য পাঠ বা যথাশক্তি সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবে এবং শতরুদ্রীয় অর্থাৎ রুদ্রাধ্যায় প্রত্যহ পাঠ করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার যাদৃশ শক্তি তাদৃশ যোগ্যতা অনুসারে এক বেদ কিম্বা দুই বেদ বা তিন বেদ অথবা চারি বেদ যথার্থ অর্থবোধপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া শেষকালে যখন ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি একান্ত কামনা করিবে, তখন গুরুর উদ্দেশ্যে গুরু-দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে। ৮৩-৮৬।

বেদ কেবল অধ্যয়ন করিলেই ব্রহ্মচারী কৃতার্থ হইবে না ইহা মনে রাখিতে হইবে—যে, যে বর্ণানুসারে যে যে কর্ম্ম করিবার জন্য বেদ উপদেশ দিয়াছেন, অতি সাবধানে নিয়ত অবশ্যই তত্তৎ কর্ম্ম করিতে হইবে। রোগীর যেমন রোগ প্রশমনের জন্য বিচারপূর্ব্বক ঔষধ স্থির করিলেই কোন ফল হয় না, ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ যে বর্ণের সম্বন্ধে নিত্য যেরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল নিত্য কর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি যথাবিধি না করিলে অতি সত্বর সে ব্রহ্মচারী ঘোর নরকে পতিত হইয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই নিত্য-কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম মধ্যে মোটামুটি কিছু

যঃ স্বয়ং নিয়তো ভূত্বা ধর্মপাঠং পঠেদ্ দ্বিজঃ।
অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েদ্ বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৯১
প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্যাথ বৈশ্বদেবপুরঃসরম্ ॥
মধ্যাহ্নে ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ সম্যগ্ ভূতাত্মভাবনঃ ॥৯২
প্রাঙ্‌মুখস্তানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখ এব বা।
আসীনস্ত্বাসনে শুদ্ধে ভূমৌ পাদৌ নিধাপয়েৎ ॥৯৩
আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে উদঙ্‌মুখঃ।
পশ্চাৎ স ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভূমৌ বা তন্নিধাপয়েৎ ॥৯৪
উপবাসেন তত্তুল্যমিত্যেবমুশনাঽব্রবীৎ।
উপলিপ্য শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ করৌ ॥৯৫

কর্ম্মের নাম করিয়া দেখাইতেছেন.—ব্রহ্মচারী নিয়ত একাগ্রমনে বেদ অভ্যাস করিবে এবং প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে কোনরূপ ত্রুটী করিবে না। স্ব-স্ব-বেদানুসারে স্বগৃহোক্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি যথানিয়মে সততই করিবে। নিয়ত-কর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদি করিবে ও নিত্য স্বাধ্যায়শীল হইবে অর্থৎ যে যে-বেদীয়, তাহার সেই বেদও প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য। আজীবন যজ্ঞোপবীতধারী হইবে অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কখনও থাকিবে না। এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক সত্যনিষ্ঠ হইবে। ক্রোধ-রিপুকে একান্ত ভাবে জয় করিবে,—ভ্রমেও প্রভূত কারণ সত্ত্বেও ক্রোধের আশ্রয় লইবে না। উক্ত নিয়ম সকল ব্রহ্মচারী পালন করিলে অন্তে তাহার অক্ষয় ব্রহ্মত্ব বা পরমামুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৮৭-৮৯।

তারপর গৃহস্থ সম্বন্ধেও এই উপদেশ দিতেছেন,—যে নিত্য সন্ধ্যোপাসনা-পরায়ণ, নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নানকারী ও নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ সম্পাদনকারী বা পরের প্রতি হিংসা-বর্জ্জিত, বিনয়ী, কাম-ক্রোধাদি জয়পূর্ব্বক যে সংযমী, এতাদৃশ গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহাশ্রমী, সে-ও অন্তকালে সকল সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিয়া পরমার্থ লাভ করিতে পারে। যে দ্বিজাতি একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ত অধ্যয়ন বা তাহার অধ্যাপনা করেন কিম্বা উপদেশরূপে বা বক্তৃতাদি দ্বারা বা কথকতাদি দ্বারা অপরকে ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করান, সে ব্যক্তিও পরিণামে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। আরও নিয়ত কর্ত্তব্যের ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছেন যথা—। ৯০-৯১।

প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিবে। তারপর বলি বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম সকল যথাকালে যথাবিধি সমাপনপূর্ব্বক 'ভগবৎসৃষ্ট সকল প্রাণীই আমা হইতে অভিন্ন' এইরূপ জ্ঞান করিয়া নিখিল প্রাণীতে আত্মভাব স্থাপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। প্রধানরূপে ব্রাহ্মণের নাম করা হইল, যথাসম্ভব যথাশক্তি অপরকে ও অতিথিদিগকে ভোজন করাইবে। তারপর স্বয়ং ভোজন করিবে—ইহা অবশ্যই করিতে হইবে। ৯২।

সেই সেই প্রসিদ্ধ খাদ্য সকল পূর্ব্বমুখ হইয়া ভোজন করিবে অথবা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অর্থাৎ সূর্য্য যখন যে দিকে থাকে, তখন সে-মুখী হইয়া নির্ম্মল আসনে বসিয়া খাদ্য সকল খাইবে। আর খাওয়ার সময়ে দুইটি পদতল মাটিতে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া খাইবে। ৯৩।

ব্রহ্মচারী পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া খাইলে জীবনকাল বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আয়ু বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণমুখ হইয়া বসিয়া খাইলে ভোক্তার যশ বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমাভিমুখী হইয়া খাইলে শ্রীলাভ হয় অর্থাৎ নানাপ্রকার ধন-ধান্য-সম্পদাদিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর উত্তরাভিমুখী হইয়া খাইলে—আজীবন সত্য কথা বলিলে বা সত্য ব্যবহার করিলে যে ফল হয়—তাহারও সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায়ে ৬০ শ্লোকে বলা হইয়াছে উত্তরমুখ হইয়া খাইবে না, তাহা পুত্রবান্ গৃহীর পক্ষে বুঝিতে হইবে। ইহা শাস্ত্রান্তরের সঙ্গে একবাক্যতা করিয়া বলা হইতেছে, ব্যবহারও তাহাই। ৯৪।

অতিথি প্রভৃতি যে-কোনও অপর ব্যক্তি অভুক্ত থাকিলে তাহাকে ভোজন করাইয়া ব্রহ্মচারী বা গৃহী স্বয়ং ভোজন করিবে। অতিথি বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি প্রভৃতির কেহ অবশিষ্ট থাকিতে খাইবে না। তারপর ভুক্তাবশিষ্ট অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভূমিতে ফেলিয়া দিবে (ইহা ব্রহ্মচারীর

আচান্তোঽক্রোধনো নক্তং পশ্চাত্তু ভোজনং চরেৎ।
ইহ ব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিধায়োদকেন তু ॥৯৬
পরিষেচনমন্ত্রেণ পরিষিচ্য ততঃ পরম্।
চিত্রগুপ্তবলিং দত্ত্বা তদন্নং পরিষিচ্য চ ॥৯৭
অমৃতোপস্তরণমসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ ॥৯৮
স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ।
অপানায়াহুতিং হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরম্ ॥৯৯
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমম্।
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজঃ ॥১০০
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতম্।
ধ্যাত্বা তন্মানসে দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্ ॥১০১
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ।
আচান্তঃ পুনরাচামেদয়ং গৌরিতি মন্ত্রতঃ ॥১০২
ত্রিপদাং বা ত্রিরাবৃত্য সর্বপাপপ্রণাশনীম্।
প্রাণানাং গ্রন্থিরসীত্যালভেদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥১০৩
আচম্যাঙ্গুষ্ঠমানীয় পাদাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণম্।
নিঃস্রাবয়েদ্ধস্তজলমূর্দ্ধহস্তঃ সমাহিতঃ ॥১০৪

পক্ষেই বিশিষ্ট নিয়ম)। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিয়ম রক্ষাপূর্ব্বক যে ভোজন, তাহা উপবাসের তুল্য জানিবে, অর্থাৎ বৈধ কোনও উপবাস করিলে যে ফল হয়, তত্তৎ নিয়ম প্রতিপালনে তাদৃশ বিশুদ্ধ ফল লাভ হইয়া থাকে —ইহা উশনা স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন।৯৫।

দুই হাত ও দুই পা ভালরূপ ধুইয়া এবং আচমন করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরোক্ত "পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ" এই নিয়মানুসারে দুই হাত, দুই পা ও মুখ এই পঞ্চ স্থান জলার্দ্র করিয়া ক্রোধাদি দুর্ব্বৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ শান্তমনে গোময়াদি লেপন দ্বারা শুচীকৃত স্থানে রাত্রিতে ও অতিথি প্রভৃতি সকলের ভোজনের পরে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভোজন করিবে। এস্থলে অতিরিক্ত বক্তব্য এই- ভোজনের এই নিয়ম পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, কিন্তু ভোজনের সাধারণ নিয়ম রক্ষা করিয়া রাত্রিতেও যে একই নিয়মে ভোজন করিতে পারা যায় ইহাই দেখাইবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। "মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং" ইত্যাদি যে শাস্ত্রান্তরে আছে, তাহার সঙ্গেও ইহার একবাক্যতা রক্ষা পাইল—ইহা লক্ষণীয়।৯৬।

এই অন্নভোজনসময়ে ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক ও খাদ্য দ্রব্যকে জলদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক পরিষেচন-মন্ত্রে পরিষেচন করিয়া চিত্রগুপ্ত উদ্দেশ্যে কিছু বলি প্রদান করিবে ও অন্ন পরিষেচনপূর্ব্বক "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপোশন-কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।৯৭-৯৮।

পরে স্বাহা ও প্রণব যোগে "ওঁ প্রাণায় স্বাহা" এই আকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাণবায়ুতে আহুতি দিবে। তারপর সেই স্বাহা ও প্রণবযুক্ত ক্রমে 'ওঁ অপানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে অপানবায়ুতে আহুতি দিবে। তারপর ঐ ক্রমে 'ওঁ ব্যানায় স্বাহা' মন্ত্রে ব্যান বায়ুতে আহুতি দিবে। তারপর ঐ ক্রমে "ওঁ উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে উদান বায়ুতে আহুতি দিবে। তারপরে ঐ ক্রমে সর্ব্বশেষে 'ওঁ সমানায় স্বাহা' এই মন্ত্রে সমান বায়ুতে পঞ্চম আহুতি দিবে এবং ইহাদের তত্ত্ব ধারণাপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ আত্মাতে আহুতি দিবে।৯৯-১০০।

প্রজাপতি আত্মদেবকে মনে মনে চিন্তা করিয়া অবশিষ্ট অন্ন নানা ব্যঞ্জনের সহিত নিজের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিবে। প্রথমতঃ "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্র পড়িয়া জল পান করিবে। তারপর আচমন করিয়াও পুনর্ব্বার আচমন করিবে অর্থাৎ দুইবার আচমন করিবে। তারপর "অয়ং গৌঃ" এইমাত্র উচ্চারণ করিয়া অথবা তিনবার সর্ব্ব পাপ প্রণাশিনী ত্রিপদা গায়ত্রী পাঠ করিয়া "প্রাণানাং গ্রন্থিরসি" এই মন্ত্র পড়িয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে।১০১-৩।

আচমনের পরে পাদাঙ্গুষ্ঠ হাতের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের সহিত সম্মিলিত করিয়া একাগ্রমনে উর্দ্ধবাহু হইয়া হস্তস্থিত জল ত্যাগ করিবে। হোমের পর "স্বধায়াং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অনুমন্ত্রিত করিয়া "যো জপেদ্ ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নিজেকে প্রোক্ষিত করিবে।১০৪-৫।

হুত্বানুমন্ত্রণং কুর্য্যাৎ স্বধায়ামিতি মন্ত্রতঃ।
অথোক্ষণে স্বমাত্মানং যো জপেদ্ ব্রহ্মণেতি চ ॥১০৫
সর্বেষামেব যাগানামাত্মযাগঃ পরঃ স্মৃতঃ।
অথ শ্রাদ্ধমমাবাস্যাপ্রাপ্তং কার্য্যং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥১০৬
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে।
অপরাহ্নে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ তু ॥১০৭
প্রতিপৎপ্রভৃতির্হ্যন্যাস্তিথয়ঃ কৃষ্ণপক্ষকে।
চতুর্দ্দশীং বর্জয়িত্বা পঞ্চমীং হ্যুত্তরোত্তরাম্ ॥১০৮

অমাবাস্যাষ্টকাস্তিস্রঃ পৌর্ণমাস্যাদিষু ত্রিষু।
তিস্রশ্চাপ্যষ্টকাঃ পুণ্যা মাসি পঞ্চদশী তথা ॥১০৯
ত্রয়োদশী মঘা কৃষ্ণা বর্ষাসু চ বিশেষতঃ।
নৈমিত্তিকং তু কর্তব্যং দিবসে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ॥১১০
বালকানাং চ মরণে নারকী স্যাত্ততোহন্যথা।
কাম্যানি চৈব শ্রাদ্ধানি শস্যন্তে গ্রহণাদিষু ॥১১১
অয়নে বিষুবে চৈব ব্যতীপাতে ত্বনন্তকম্।
সংক্রান্ত্যামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তথা জন্মদিনেষ্বপি ॥১১২

এই যে যাগের কথা বলা হইল, তাহাই আত্মযাগ জানিবে। সকল যাগের মধ্যে আত্মযাগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিবে। তারপর শ্রাদ্ধ বিষয়ে বলা যাইতেছে,—দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অবশ্যই অমাবস্যা-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ করিবে এবং অমাবস্যায় অপরাহ্নে মৎস্য দ্বারা পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করা বিশেষ প্রশস্ত জানিবে। ঐ অমাবস্যায় কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধের নাম "পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ", সাগ্নিকগণ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ নামক ক্রিয়া বিশেষ করিয়া এই পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। এজন্য ইহার নাম "পিণ্ডান্বাহার্য্যক", কিম্বা 'পিণ্ড' শব্দের অর্থ পিতৃলোক, ঐ পিতৃলোকের অন্বাহার্য্যক অর্থাৎ এক মাসের তৃপ্তিজনক, ইহাই তাহার যোগার্থ জানিবে। ১০৬-৭।

কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া যে পনরটী তিথি আছে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশী বর্জ্জন করিয়া পর পর পঞ্চমী তিথি ক্রমিক প্রশস্ত জানিবে। প্রথম পঞ্চমী অর্থাৎ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমী তিথি অপেক্ষা দ্বিতীয়া পঞ্চমী অর্থাৎ ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী তিথি শ্রাদ্ধকার্য্যে অধিক প্রশস্ত এবং তদপেক্ষা তৃতীয়া পঞ্চমী অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী ও অমাবস্যা অধিকতর প্রশস্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণপক্ষে ত্রিধাবিভক্ত এই তিথিগণের মধ্যে অমাবস্যা ও তিনটী অষ্টকা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘের তিনটী কৃষ্ণাষ্টমী সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত জানিবে। পরন্তু পুণ্যজনক তিনটী অষ্টকা, অমাবস্যা ও মঘাযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধে বিশেষ ফলজনক। আর তাহা ছাড়া ঐ সকল তিথিতে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে এবং শিশুদিগের মৃত্যু হইলে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। উক্ত শ্রাদ্ধ সকল যথানিয়মে না করিলে ঘোর নরকগামী হইতে হয়। চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণকালে কাম্য শ্রাদ্ধও বিশেষ প্রশস্ত বটে। ১০৮-১১।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, জলবিষুব ও মহাবিষুব সংক্রান্তি অর্থাৎ শ্রাবণ, মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাস আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে যে যে সংক্রান্তি তাহাতে ও ব্যতীপাত-যোগে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, সে শ্রাদ্ধ অনন্ত ফল দান করে। তাহা ছাড়া অন্যান্য সংক্রান্তিতে ও জন্মতিথিতে শ্রাদ্ধ করিলেও অক্ষয় পদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অপরাপর তিথি ও বার অর্থাৎ যে যে তিথি ও বার নিষিদ্ধ নহে, তাহাতেও বিশেষ বিশেষ ফলের কামনায় কাম্য শ্রাদ্ধ করণীয় বটে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কৃত্তিকাতে শ্রাদ্ধ করিলেও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা উল্লিখিত হইল। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ অপরাপর শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১১২-১৩।

কৃষ্ণসার-মাংসাদি ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণাদি প্রাপ্তি ঘটিলে যেকোন সময়ই শ্রাদ্ধ করা বিধেয়, তখন প্রশস্ত তিথি বারাদির অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। এবং পুত্রজন্ম প্রভৃতি সংস্কার, কর্ম্মের প্রারম্ভে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে। অমাবস্যাদি পর্ব্বকালে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ বলে। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে "নিত্যশ্রাদ্ধ" বলে। আর বিশেষ বিশেষ স্বর্গাদি কামনাপূর্ব্বক যে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে

নক্ষত্র-তিথিবারেষু কার্য্যং কাম্যং বিশেষতঃ
স্বর্গং তু লভতে কৃত্বা কৃত্তিকাসু দ্বিজোত্তমাঃ ॥১১৩
দ্রব্য-ব্রাহ্মণসম্পত্তৌ ন কালং নিয়মং ততঃ।
কর্ম্মারম্ভেষু সর্বেষু কুর্য্যাদভ্যুদয়ং ততঃ ॥১১৪
পুত্রজন্মাদিষু শ্রাদ্ধং পার্বণং পার্বণং স্মৃতম্
অহন্যহনি নিত্যং স্যাৎ কাম্যে নৈমিত্তিকং পুনঃ ॥১১৫
সন্নিকৃষ্টমতিক্রম্য শ্রোত্রিয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
স তেন কর্ম্মণা পাপী দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১১৬
যদি স্যাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাদিভিঃ স্বয়ম্।
তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাপি (ক) সন্নিধিম্ ॥১১৭
অপূপঞ্চ হিরণ্যং চ গামশ্বং পৃথিবীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্নানো ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ॥১১৮

যা সমারোহণং কুর্য্যাদ্ ভর্তৃচিত্যাং পতিব্রতা।
তস্মৃতাহনি সংপ্রাপ্তে পৃথক্ পিণ্ডে নিযোজয়েৎ ॥১১৯
ধর্ম্মপিণ্ডোদকং শ্রাদ্ধং পার্বণং নগ্নসংজ্ঞকম্।
অস্থিসঞ্চয়নং কর্ম্ম দশাহভবনং তথা ॥১২০
ঔর্ধ্বং দশাহমুৎকর্ষে শেষস্য যদি বা ভবেৎ।
পিণ্ডোদকং নবশ্রাদ্ধং পুনঃ কার্য্যং যথাবিধি ॥১২১
যদ্যস্থিসঞ্চয়ং কর্ম্ম দশাহমূর্ধ্বভাগ্ ভবেৎ।
নষ্টে বাপহৃতেঽস্থীনি দাহয়েদ্ যদি বা পুনঃ ॥১২২
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধং প্রমীতপিতৃকো দ্বিজঃ।
সাগ্নিকোঽনগ্নিকো বাপি তীর্থে বেষবিশেষতঃ ॥১২৩
উত্তানং বা বিবর্ত্তং বা পিতৃপাত্রং যদা ভবেৎ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং ক্রুদ্ধৈঃ পিতৃগণৈশ্চ তৈঃ ॥১২৪

কাম্য শ্রাদ্ধ বলে এবং গ্রহণ ও অষ্টকাদিনিমিত্তক যে শ্রাদ্ধ, তাহাকে "নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ" বলে। ১১৪-১৫।

যে ব্যক্তি নিকটে স্থিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ পাত্রান্নভোজী ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে গ্রহণ করে, সে এই নিকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা ঘোর পাপী হইয়া ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃ-পুরুষকে পরিতাপানলে দগ্ধ করে। কিন্তু যদি শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ দূরবর্ত্তী হইয়াও আচার বিনয়-বিদ্যাদি গুণে অধিক গুণবান্ হন, তবে নিকটবর্ত্তী অল্প বিদ্যাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়াও মনের ঐকান্তিকতার সহিত উক্ত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজনার্থ ও দান-গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিবে, তাহাতে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পাপী না হইয়া বরং বিশিষ্ট পুণ্যেরই ভাজন হইবে। ১১৬-১৭।

শাস্ত্রীয় নিয়ম-বহির্ভূত শ্রাদ্ধীয় অন্ন-দানাদি গ্রহণের অপাত্র, অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সৎপাত্ররূপে প্রতারণা করিয়া শ্রাদ্ধীয় অন্ন, পিষ্টক, স্বর্ণ, গো, অশ্ব, ভূমি, তিল ইত্যাদি যদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণ মহাপাপাগ্নিতে কাষ্ঠের মত ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে পতিব্রতা নারী স্বীয় মৃত পতির এক চিতায় আরোহণ করে অর্থাৎ সহমৃতা বা অনুমৃতা হয়, সেই পতিব্রতার মৃত্যুতিথি সমাগত হইলে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড দিবে অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিবে; যেহেতু সে পতিব্রতা অদ্ভুত পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে সকল অমৃতপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থানীয়া। ধর্ম্মতঃ বা শাস্ত্রতঃ মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান ও জলদান পুত্রাদি যথাযথ ভাবে করিবে, এবং যখন যার পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য হয়, তাহাও করিবে—ইহাই নগ্নপার্বণ শ্রাদ্ধনামে কথিত। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রথম বা তৃতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়ননামক কর্ম্ম অবশ্য করিবে, এবং মৃত্যুর দশম দিনে কর্ত্তব্য পিণ্ডদানাদিও যথাযথভাবে করিবে। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর শেষ দিনে অর্থাৎ দশম দিনে বা তদুত্তর প্রভাতে, সজাতীয় পূর্ণাশৌচান্তরজনক সপিণ্ডাদির মৃত্যুতে যদি অশৌচ বৃদ্ধি পায়, তবে দশম দিনে যে কার্য্য সকল হইত তাহা বৃদ্ধীভূত অশৌচান্ত দিনেই হইবে। অস্থি অপহৃত হইলে বা অস্থি কোন কারণে খুঁজিয়া না পাইলে এবং তজ্জন্য অস্থিসঞ্চয়ন যথা সময়ে না হইলে কিম্বা অনবধানতাবশতঃ শ্রাদ্ধাদিতে যদি কোন প্রকার অবিধি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে কুশপুত্তলাদিদাহ হইবে এবং পুনর্ব্বার পিণ্ডোদক নবশ্রাদ্ধাদি হইবে। ১১৮-২২।

যে ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হইয়াছে সে ব্যক্তি সাগ্নিকই হউক বা নিরগ্নিকই হউক, নিত্যই তাহার শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক। যে যে তীর্থস্থানে যে যে বিধি বা উপকরণাদিযোগে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সেই বিধিমতে

(ক) অতিক্রম্যাপি—পা

অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং তু যদ্ভবেৎ।
সর্বমচ্ছিদ্রমিত্যুক্ত্বা ততো যত্নেন ভোজয়েৎ ॥১২৫
একোদ্দিষ্টন্তু বিজ্ঞেয়ং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তু পার্বণম্।
এতৎ পঞ্চবিধং শ্রাদ্ধং ভৃগুপুত্রেণ সূচিতম্ ॥১২৬
যাত্রায়াং ষষ্ঠমাখ্যাতং তৎ প্রযত্নেন পাবনম্।
শুদ্ধয়ে সপ্তমং শ্রাদ্ধং ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১২৭

তত্তদ্ দ্রব্য দ্বারা সেই সেই তীর্থে অবশ্যই শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যে কোন শ্রাদ্ধ করার কালে পিতৃপাত্র যদি একান্ত উঁচুভাবে বা একান্ত নীচুভাবে অথবা বক্রভাবে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই পিতৃগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সেই পাত্রীয় অন্নগ্রহণ করেন না অর্থাৎ পিতৃপাত্র যাহাতে সমভাবে পতিত হয়, সে বিষয়ে শ্রাদ্ধকারী অবশ্য লক্ষ্য রাখিবে। ১২৩-২৪।

শ্রাদ্ধে অন্ন অর্থাৎ ভোগ্য বস্তুতে কোনও দোষ থাকিলে বা সময়োপযোগী কোনও বস্তু উপস্থিত না করিলে এবং ক্রিয়ার অংশে কোনও ত্রুটী হইলে অথবা মন্ত্রের উচ্চারণাদিতে ভুল করিলে বা অশুদ্ধ মন্ত্র পাঠ করিলে সকল দোষের প্রতীকারার্থ—"সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু" অর্থাৎ "তৎসমস্ত নির্দ্দোষ হউক" ইহা বলিয়া শ্রোত্রিয়দিগকে শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করাইবে এবং পিতৃ-লোকের তৃপ্তির কামনা করিবে। ১২৫।

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্টবিধিক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, ও পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ—এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধ ভৃগুর পুত্র উশনা মুনি কর্ত্তৃক প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে জানিবে। ১২৬।

প্রধানতঃ শ্রাদ্ধ পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন। এক্ষণে গোবলীবর্দ্দন্যায়ে অবান্তর শ্রাদ্ধভেদ যে আছে—তাহার কীর্ত্তন করিতেছে,—যথা তীর্থযাত্রাদিকালে যে অপর শ্রাদ্ধ আছে, তাহা ষষ্ঠ শ্রাদ্ধ জানিবে, তাহাও অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা দেহেরও অত্যন্ত পবিত্রতা আনয়ন করে। অপর শ্রাদ্ধ ব্রহ্মা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন যে,—লোক পাপনাশের জন্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে, তাহাকে শুদ্ধ্যর্থ বা শুদ্ধি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ বলে। ইহা সপ্তম প্রকার শ্রাদ্ধ জানিবে। যে কোন

দৈবিকং চাষ্টমং শ্রাদ্ধং যৎ কৃত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।
সন্ধ্যা-রাত্রৌ ন কর্তব্যমহোরাত্রমদর্শনাৎ ॥১২৮
দেশানান্তু বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমনন্তকম্।
গয়ায়ামক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু ॥১২৯
গায়ন্তি গাথাং তে সর্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥১৩০
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।

বিপদের ভয় বা ব্যাঘ্রাদি হইতে ভয় কিম্বা দৈবিক বজ্রাদির ভয় বা দানবাদি হইতে ভয় ইত্যাদি যে কোন ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক প্রকার 'দৈবিক' শ্রাদ্ধ নামক শ্রাদ্ধও অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দৈবিক শ্রাদ্ধকে অষ্টম প্রকারের শ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রান্তরে শ্রাদ্ধের নিষিদ্ধ কাল আছে, যথা—"রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি" অর্থাৎ রাত্রিতে ও দুই সন্ধ্যাতে শ্রাদ্ধ করিবে না। বেদেও নিষেধ আছে এবং ব্যবহারেও ঐ ঐ সময়ে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ দেখা যায়, অতএব দিবারাত্রির মধ্যে রাত্রিতে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে শ্রাদ্ধ কখনও করিবে না, করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে, পরন্তু অনিষ্ট ফল জন্মাইবে জানিবে। আরও বক্তব্য এই যে, শ্লোকে "অহোরাত্রমদর্শনাৎ" এস্থলে "অন্যত্র রাহুদর্শনাৎ" এরূপ পাঠও কোথাও দেখা যায়। তাহা হইলে তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপ এই হইবে যে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ ব্যতীত সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে-অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ যখনই হইবে, তখনই তন্নিমিত্তক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। সূর্য্যগ্রহণ সায়ংসন্ধ্যার পূর্ব্বে পর্য্যুদস্ত শেষ তিন মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেও সম্ভব হইতে পারে, তখনও গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইবে না। ১২৭-২৮।

দেশবিশেষে শ্রাদ্ধ করিলেও অনন্ত পুণ্য হইয়া থাকে। যে কোন তীর্থপ্রাপ্তি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ দ্বারা অশেষ শুভফল লাভ হয়। তাহা ছাড়া অনেক পুণ্যক্ষেত্র আছে, সে সকল স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে অনেক সৎফল লাভ হয়। তন্মধ্যে শ্রাদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অক্ষয় ফল হইল—পিতৃলোকের অবিনাশী পদপ্রাপ্তি ও শ্রাদ্ধ কর্ত্তার আয়ুঃ ও পুত্রধনাদি লাভ। স্থানের মাহাত্ম্যবলে অসীম ফললাভ হইয়া থাকে,—যেমন প্রয়াগে

তেষাং তু সমবেতানাং যদ্যেকোঽপি গয়াং
ব্রজেৎ ॥১৩১
গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩২
বারাহপর্বতে চৈব গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ।
এবমাদিষ্বতীতেষু তুষ্যন্তি পিতরস্তদা ॥১৩৩
ব্রীহিভিশ্চ যবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূল-ফলেন বা।
শ্যামাকৈশ্চ তু বৈ শাকৈর্নীবারৈশ্চ প্রিয়ঙ্গুভিঃ ॥১৩৪
গোধূমৈশ্চ তিলৈর্মুদ্গৈর্মাষৈঃ প্রীণয়তে পিতৄন্।
মৃষ্টান্ ফলরসানিক্ষূন্ মৃদুকান্ সন্দাড়িমান্ ॥১৩৫
বিদার্ঘাশ্চ করণ্ডাশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ।
লাজান্ মধুযুতান্ দদ্যাদ্ দধ্না শর্করয়া সহ ॥১৩৬
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাং গজ-শুকৈর্বৃকান্।
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রিমাসান্ হরিণেন চ ॥১৩৭
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনেহ পঞ্চ তু।
ষণ্মাসাংশ্ছাগমাংসেন রৌরবেণ নবৈব তু ॥ ১৩৮

বা কাশী প্রভৃতিতে মরণেও অনন্ত ফল হয়। এইরূপ প্রসঙ্গ পূর্বেই প্রসিদ্ধ মনীষিগণ বহুবার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ১২৯-৩০।

সচ্চরিত্র অর্থাৎ বিনয়াদিসম্পন্ন বা ধর্ম্মপরায়ণ এবং সদ্গুণযুক্ত অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্য-গুরুসেবা-পরায়ণ বহু পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করা বা ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করা সঙ্গত, যেহেতু তাহাদের একজনও যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, যদি কেহ বা গয়ায় যাইয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করে, তবে সেই শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকও উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত অক্ষয় পদ লাভ করেন। উপরন্তু শ্রাদ্ধকারী স্বয়ংও জীবদ্দশায় নানা সুখভোগ করিয়া পরিণামে পরমধামে গমন করে। ১৩১-৩২।

স্থানবিশেষের বিশেষ মাহাত্ম্য দেখাইতেছেন,—বরাহপর্ব্বতে বিশেষতঃ গয়াতে এবং এতাদৃশ ভূরি ভূরি পুণ্যস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোক বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ১৩৩।

দ্রব্যবিশেষের দ্বারা শ্রাদ্ধের বিশেষ ফল দেখাইতেছেন,—ব্রীহি (ধান্য), যব, মাষ, জল, মূগ, ফল, শ্যামাক, শাক, নীবার, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল, মুদ্গ ও মাষবিশেষ দ্বারা অবশ্যই পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবে। আর মধুর ফলরস, ইক্ষু, কোমল-শস্য দাড়িম, বিদার্য্য ও করণ্ড, এই সকল দ্রব্যও শ্রাদ্ধকালে অবশ্য দিবে। মধু, দধি ও চিনি মিশ্রিত লাজ অর্থাৎ খৈ শ্রাদ্ধে দিলেও পিতৃলোক পরম তৃপ্ত হন। শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধাসহকারে হরিণ, ছাগ প্রভৃতি পশু এবং গজ, শুক ও বৃক প্রদান করিবে। আরও জানিবে—মৎস্যের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে—দুই মাস কাল ব্যাপী কোনও সুখাদ্য খাইলে যেরূপ তৃপ্তি হইতে পারে—পিতৃগণের ঐ একদিনের সেই ভোগ দ্বারাই তাদৃশ তৃপ্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ হরিণের মাংস দ্বারা একবার শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের তিনমাসব্যাপী ভোজনের তৃপ্তি হইয়া থাকে। সেরূপ মেষমাংস দ্বারা একবার শ্রাদ্ধ করিলে চারিমাস সুভোজনের তৃপ্তি বর্ত্তমান থাকে। প্রশস্ত পক্ষিমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পাঁচমাস ব্যাপী ভোজনের তৃপ্তি পিতৃগণের হয়। ছাগমাংস দ্বারা কখনও শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের ছয় মাস কাল ব্যাপী ভোজনজন্য তৃপ্তি সাধিত হয়। রুরু-মৃগের মাংস দ্বারা কোনও শ্রাদ্ধ করিলে নয় মাস কাল ব্যাপী ভোজন-জনিত তৃপ্তি পিতৃগণের হইয়া থাকে। অপিচ বন্য বরাহ কিম্বা মহিষ-মাংস দ্বারা যদি কোনও শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে দশ মাস ব্যাপী ভোজনতুল্য তৃপ্তি পিতৃগণের জন্মিয়া থাকে। শশক কিম্বা বৃকমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের একাদশ মাসের ভোজনসম্ভূত তৃপ্তি সাধিত হয়। গব্যদুগ্ধ দ্বারা এবং গোদুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত পরমান্ন অথবা বার্দ্ধ্রীণসের মাংস দ্বারা যদি কখনও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ দ্বাদশ মাস কাল ব্যাপী এক বৎসরের পরিপূর্ণ ভোজন-জন্য যে তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, তাদৃশ পরিতৃপ্তি ঐ এক শ্রাদ্ধ দ্বারাই সম্পন্ন হয় জানিবে। কালশাক ও মহাশাক (শাক বিশেষ)—

দশ মাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহ-মহিষামিষৈঃ (ক)।
শশর্ণ-বৃকয়োর্মাংসৈর্মাসানেকাদশৈব তু ॥১৩৯

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বার্দ্ধ্রীণসস্য মাংসেন (খ) তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী ॥১৪০

কালশাকং মহাশাকং খগ-লোহামিষং মধু।
অনন্তায়ৈব কল্পন্তে মূলান্যন্যানি সর্বশঃ ॥১৪১

ক্রীত্বা লব্ধ্বা স্বয়ং বাথ মৃতানাহৃত্য বৈ দ্বিজঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নেন দত্তস্যাক্ষয়মুচ্যতে ॥১৪২

কেহ কেহ 'মহাশাক' স্থলে 'মহাশল্ক' পাঠ করিয়া মৎস্য বিশেষ অর্থ করেন। কিম্বা গণ্ডার বা রক্তবর্ণ ছাগমাংস এবং মধু বা মূলক প্রভৃতি অন্যান্য সুস্বাদু বিশিষ্ট মূল—এই সকল দ্রব্য দ্বারা যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা হইলে পিতপুরুষগণ অগণিত কালের ভোজনতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১৩৪-৪১।

ক্রয় করিয়া অথবা প্রতিগ্রহাদি দ্বারা লাভ করিয়া কিম্বা অসমর্থ হইলে পরের নিকট যাচ্ঞা করিয়াই হউক অথবা সদুপার্জ্জিত অর্থ দ্বারাই হউক, অতি পবিত্র ও সুস্বাদু অপরাপর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যদি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন সময় মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে অতুলনীয় 'অবিনশ্বর পরমপদ' সেই মৃতের তৃপ্তি-সম্পাদক ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকে। ১৪২।

(ক) বরাহ-মহিষাবিকৈঃ—পা।

(খ) সদৈব মৎস্য-মাংসেন—পা।

পিপ্পলীক্রমুকং চৈব তথা চৈব মসূরকম্।
কশ্মলালাবুবার্ত্তাকান্ মন্ত্রণং সারসং তথা ॥১৪৩

কূটঞ্চ ভদ্রমূলঞ্চ তণ্ডুলীয়কমেব চ।
রাজমাষাংস্তথা ক্ষীরং মাহিষঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১৪৪

কোদ্রবান্ কোবিদারাংশ্চ স্থলপাক্যামরাস্তথা।
বর্জয়েৎ সর্বযত্নেন শ্রাদ্ধকালে দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৫

ইতৌশনসস্মৃতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

এখন শ্রাদ্ধে কি কি দ্রব্য দিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হয় না এবং দ্রব্যদাতারও প্রত্যবায় হয়, সে সকল দ্রব্যের অর্থাৎ শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছেন,—পিপ্পলী, গুবাক (সুপারি), মসূর, কশ্মল, অলাবু, বার্ত্তাকু, কূট, ভদ্রমূল, তণ্ডুলীয়ক ও রাজমাষ এবং মহিষদুগ্ধ এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। হে দ্বিজাতি-শ্রেষ্ঠগণ! কোদ্রব, কোবিদার, স্থলপাক ও আমরী, এই সকল দ্রব্যও শ্রাদ্ধে বিশেষ দূষণীয় জ্ঞান করিয়া বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক অর্থাৎ সাবধানসহকারে শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। কখনও এই নিষেধ অতিক্রম করিয়া ইহার কোন একটি দ্রব্য শ্রাদ্ধে দিলে পিতৃগণের আশীর্ব্বাদ-লাভ ত দূরের কথা, তাহাদের অভিশাপই দাতার প্রতি পতিত হইবে। ১৪৩-৪৫।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

শ্রাদ্ধপ্রকরণম্

স্নাত্বা যথোক্তং সন্তর্প্য পিতৃদেবান্ ঋষীংস্তথা।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সৌম্যমনাঃ শুচিঃ ॥১
পূর্বমেব নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
তীর্থং তদ্ধব্য-কব্যানাং প্রদানে চাতিথিঃ স্মৃতঃ ॥২
যে সোমপাননিরতা ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥৩
পঞ্চাগ্নিরপ্যধীয়ানো যজুর্বেদবিদোঽপি চ।
বহ্বৃচস্তু স্বুবর্ণাশ্চ ত্রিমধুর্বাথ বা ভবেৎ ॥৪
ত্রিণাচিকেতচ্ছন্দো বৈ জ্যেষ্ঠসামগণোঽপি বা।
অথর্বশিরসোঽধ্যেতা রুদ্রাধ্যায়ী বিশেষতঃ ॥৫
অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বান্ পাপবিচ্চ ষড়ঙ্গবিৎ।
গুরু-দেবাগ্নিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ॥৬
অহিংসোপরতা নিত্যমপ্রতিগ্রাহিণস্তথা।
সত্রিণো দাননিরতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥৭
অসমানপ্রবরগা অসগোত্রাস্তথৈব চ।
অসম্বন্ধশ্চ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পঙ্‌ক্তিপাবনঃ ॥৮

চতুর্থ অধ্যায়

বিধি-অনুসারে স্নানাদি করিয়া ক্রমে দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ সমাপনপূর্ব্বক দৈহিক ও আভ্যন্তরিক সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইয়া প্রশান্তমনে পিণ্ডান্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে। ১।

শ্রাদ্ধ করার পূর্ব্বেই নিখিল বেদে বিশিষ্টজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিবে। যেহেতু বেদবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণই হব্যকব্য প্রদানের যথার্থ পাত্র এবং 'সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ' অর্থাৎ অতিথি যেমন সকলেরই আরাধ্য, তেমন বেদপারগ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অতিথিবৎ বিশেষ আরাধনীয় এবং পিতৃগণের তৃপ্তিদায়ক ও শ্রাদ্ধসিদ্ধির হেতু। ২।

যাঁহারা নিয়ত পবিত্র সোমরস পান করেন এবং প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে যাঁহারা অভিজ্ঞ, যাঁহারা সত্য ভিন্ন মিথ্যা বাক্য ভ্রমেও বলেন না, যাঁহারা ব্রহ্মচারী, যাঁহারা শাস্ত্রীয় নিয়মাচারী ও ঋতুকাল মাত্রে ভার্য্যাগামী, যাঁহারা অগ্নিহোত্রী, যাঁহারা স্ব-স্ব-বেদাধ্যয়ননিরত, যাঁহারা যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ও ঋগ্বেদবেত্তা, যাঁহারা ত্রিসুপর্ণ বা ত্রিমধু, যাঁহারা ত্রিণাচিকেত, যাঁহারা সামবেদে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহারা অথর্ব্ববেদজ্ঞ, যাঁহারা রুদ্রাধ্যায়ী, যাঁহারা অগ্নিহোত্র যাগপরায়ণ, যাঁহারা নানাবিধ জ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহারা পাপ কি তাহা যথার্থ জানেন, যাহারা বেদের ছয়টি অঙ্গে বিশেষরূপে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা নিত্যই গুরুপূজা, দেবপূজা ও অগ্নিপূজায় আসক্ত থাকেন, যাঁহারা জীবনকে জ্ঞানার্জ্জনেই অর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভ্রমেও হিংসাপরায়ণ হন না, যাঁহারা কখনও প্রতিগ্রহ করেন না, যাঁহারা যাযজুক (পুনঃ পুনঃ যাগানুষ্ঠায়ী) ও যাঁহারা পরকে দান করিলেই তৃপ্তি লাভ করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলে। চন্দনবৃক্ষের নিকটে অপর বৃক্ষ থাকিলে তাহারা যেমন চন্দনবৎ সুগন্ধাদি-সম্পন্ন হয়, সেরূপ পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণযুক্ত পবিত্র ব্যক্তিগণের এক পঙ্‌ক্তিতে বা শ্রেণীতে হীন ব্যক্তি থাকিলেও নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে সদ্‌গুণ ও পবিত্রতাসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, এজন্যই তাহাদিগকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলা হইল। পঙ্‌ক্তিপাবন ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। কারণ, তাঁহারা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রকৃত পাত্র। ৩-৭।

উক্ত শ্লোকসমূহে যাঁহাদিগকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলা হইল, তাঁহারা সমান-গোত্র বা সমান-প্রবর বা অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইলেও তাহাদিগকে পঙ্‌ক্তিপাবন

ভোজয়েদ্ যোগিনং পূর্বং তত্ত্বজ্ঞানরতং পরম্।
অলাভে নৈষ্ঠিকং দান্তমুপকুর্বাণকং তু বা ॥৯
তদলাভে গৃহস্থস্তু মুমুক্ষুঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
সর্বালাভসাধকং বা গৃহস্থং বা বিভোজয়েৎ ॥১০
প্রকৃতেগুণতত্ত্বজ্ঞং যোহশ্নাতীহ যতিং ভবে।
ফলং বেদবিদাং তস্য সহস্রাদতিরিচ্যতে ॥১১

তস্মাদ্ যত্নেন যোগীন্দ্রমীশ্বরজ্ঞানতৎপরম্।
ভোজয়েদ্ধব্য-কব্যেষু অলাভাদিহ চ দ্বিজান্ ॥১২
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্য-কব্যয়োঃ।
অনুকল্পস্ত্বয়ং জ্ঞেয়স্তদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতঃ ॥১৩
মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বস্রেয়ং শ্বশুরং গুরুম্।
দৌহিত্রং বিবুধং সর্বমগ্নিকল্পাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥১৪

বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিবে। কথাটীর তাৎপর্য্য হইল এই যে, আপাততঃ মনে হইতে পারে নিজদের পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য 'পঙ্‌ক্তিপাবন' ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে, এস্থলে শ্রাদ্ধকারীর পূর্ব্বোক্ত সগোত্রাদি সম্বন্ধবিশিষ্ট পঙ্‌ক্তিপাবন ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধান্ন ভোজনে নিমন্ত্রিত হইলেই পিতৃগণের বিশেষ তৃপ্তির সম্ভাবনা, নচেৎ অসম্বন্ধী হইলে তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, যেহেতু অজ্ঞাত-কুলশীল অপেক্ষায় শ্রাদ্ধকারীর সম্বন্ধী হইলে পিতৃগণেরও সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণে তৃপ্তি হইবে—এই শঙ্কা নিবারণের জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা। অর্থাৎ তাদৃশ বিশিষ্টগুণসম্পন্ন পঙ্‌ক্তিপাবন সগোত্রাদি সম্বন্ধীই হউক আর অসম্বন্ধীই হউক, তাহারাই শ্রাদ্ধে সমাদরণীয়। অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ শুচিব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইলেই পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিবেন। পিতৃগণ সম্বন্ধবিশিষ্টাদিরই কেবল বিশিষ্টতা গ্রহণ করেন না, অতএব শ্রাদ্ধকারী সম্বন্ধাদি বিচার না করিয়া বেদাভিজ্ঞ প্রভৃতি শুচি পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে সমাদরপূর্ব্বক অবশ্য নিমন্ত্রণ করিবে ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিলেন। ৮।

পঙ্‌ক্তিপাবন ব্যক্তিগণের মধ্যেও যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথমকল্প অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম। তাদৃশ পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ যদি না-ই ঘটে, তাহা হইলে বিশিষ্টতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ যদি ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবে, তাদৃশ ব্যক্তিও পাওয়া না যাইলে পঙ্‌ক্তিপাবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। তথাবিধ ব্রাহ্মণও না মিলিলে পঙ্‌ক্তিপাবন জ্ঞানী সংযমী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধে গ্রহণীয়। তাদৃশ ব্যক্তিও অনুসন্ধানে না পাইলে বিষয়াদিতে আসক্তিশূন্য মুক্তিকামী গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেও শ্রাদ্ধে আহ্বান করিবে। উক্ত উক্ত কোন প্রকার ব্রাহ্মণেরই যদি অপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত গৃহস্থকেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইবে, তাহাতে পিতৃগণের অশেষ তৃপ্তি সাধন হইবে জানিবে। যে যতি মূল প্রকৃতির অর্থাৎ প্রকৃতি-মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের গুণসকল ও প্রকৃততত্ত্ব সকলের অভিজ্ঞ হইবেন, তাদৃশ যতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে পারিলে সেই ভোজনের ফল হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো অপেক্ষায়ও সমধিক হইবে বলিয়া জানিবে। ৯-১১।

অতএব প্রকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ যোগিশ্রেষ্ঠকে মনের ঐকান্তিকতার সহিত পিতৃগণের শ্রাদ্ধীয় হব্য ও কব্য অবশ্যই ভোজন করাইবে। আর যদি তাদৃশ যোগিবরের অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত পর পর উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিপাবনাদি ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে হব্যকব্য ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে হব্যকব্য প্রদানে পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাই প্রথমকল্প জানিবে। আর নিম্নলিখিত অনুকল্প সকলও প্রাগুক্ত বিশিষ্টের অভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সে সকল পাত্রকেও সদ্‌ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই। ১২-১৩।

সেই অনুকল্প স্থানীয় কি কি?—তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন,—মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর ও গুরু, ইহারা যদি সুপণ্ডিত হয় এবং প্রকৃত ব্রহ্মণ্য-তেজ দ্বারা অগ্নির মত দীপ্তিসম্পন্ন হন, তাহা হইলে ইহাদিগকেও শ্রাদ্ধে হব্য ও কব্য গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে এবং ইহাই সঙ্গত। ১৪।

ন শ্রাদ্ধে ভোজয়েন্মিত্রং ধনৈঃ কার্য্যোঽস্য সংগ্রহঃ।
পৈশাচ-দক্ষিণাহীনৈর্বামুত্র ফলসম্পদঃ ॥১৫
কামং শ্রাদ্ধেঽর্চয়েন্মিত্রং নাভিরূপমতিত্বরম্।
দ্বিষতাং হি হবির্ভুক্তং ভবতি প্রেত্য নিষ্ফলম্ ॥১৬
তথা ন চেদ্ধবির্দত্ত্বা (ক) ন দাতা লভতে ফলম্।
যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ হব্য-কব্যেষু মন্ত্রবিৎ ॥১৭
ততো হি গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তান্ স্থূলানধোমুখান্।
অথ বিদ্যানুকূলে হি যুক্তাশ্চ স বৃতাঽথবা ॥১৮
যত্রৈতে ভুঞ্জতে হব্যং তদ্ভবেদাসুরং দ্বিজাঃ!
যশ্চ বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যেত ত্রিপুরুষম্ ॥১৯
স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ শ্রাদ্ধাদৌ ন কদাচন।
শূদ্রপ্রেষ্যোদ্ধতো রাজ্ঞো বৃষলো গ্রামযাজক ॥২০

শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাইবে না কিন্তু মিত্র যদি শ্রাদ্ধে ধনাদির সাহায্য করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধে মিত্রকে বিশেষ সহায়শীলরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আর মিত্র যদি পিশাচোচিত অসৎকর্ম্ম-পরায়ণ না হয় এবং অসৎ প্রতিগ্রহী না হয় অর্থাৎ সদ্গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাদৃশ মিত্রকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পরলোকে সৎফলরূপ সম্পৎই লাভ হয়। (মতান্তরে—পৈশাচ-দক্ষিণাহীন অর্থে নিকৃষ্ট প্রতিগ্রহবর্জিত)।১৫।

অবশ্যই যেস্থলে বলা হইল যে, গুণবান্ মিত্রকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করা যায়, সে স্থলে বক্তব্য এই—সেই গুণবান্ মিত্র যদি দেখিতে তেমন সুপুরুষ অর্থাৎ সুন্দর আকার বিশিষ্ট নাও হয়, তথাপি বরং তাহাকে অতিসত্বর শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবে কিন্তু ইহা অবশ্য স্মরণীয় যে, শত্রু যদি কামদেবের ন্যায় সুপুরুষ ও বিশেষ গুণবান্ও হয়, তথাপি তাহাকে কখনও শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবে না, কারণ শত্রু যদি শ্রাদ্ধে হবিঃগ্রহণ করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে তাহা দ্বারা কোন ফললাভ হয় না, পরন্তু সেই ভোজন নিতান্ত কুফলই প্রসব করে। এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের শেষ ভাগে কেহ "অতিত্বরম্" পাঠ না করিয়া 'অপি ত্বরিম্' পাঠ করিলে, তাহার অর্থ হইবে এই—তু অর্থাৎ কিন্তু অভিরূপম্ অপি অরিং ন অর্থাৎ ন ভোজয়েৎ। অনুবাদ এই-রূপে গুণে সৎপুরুষ হইলেও তাদৃশ শত্রুকে শ্রাদ্ধে গ্রহণ করিবে না, কারণ, ইহার পরে তৃতীয় চরণ সরলার্থ দ্বারা গ্রাহ্য। ১৬।

পূর্ব্বোক্তের বিপরীত অর্থাৎ পঙ্‌ক্তিপাবন ও বেদাভিজ্ঞাদি ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে, ইহার অন্যথা করিয়া নিষিদ্ধ বা অযোগ্য ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে আহ্বান করিয়া হবির্দানাদি প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকারীর কোনও ফল হয় না। মন্ত্রবিৎ অর্থাৎ বেদমন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে হব্য ও কব্য গ্রহণ করিলে পিতৃগণ যতগুলি পিণ্ড গ্রাস করিয়া তৃপ্তি পাইবেন, অযোগ্য ব্যক্তিকে সেই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণাদি করিলে পিতৃগণ ঠিক ততগুলি প্রজ্বলিত অধোমুখ স্থূল পিণ্ড অতি কষ্টে গ্রাস করিবেন —স্থূলান্ স্থলে কেহ শূলান্ পাঠ করেন তাহার অর্থ, শূল গ্রাস করেন। পক্ষান্তরে বেদবিদ্যাদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে বা ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধকারী ইহজন্মে ও জন্মান্তরে অশেষ সুখভোগ করেন। ১৭-১৮।

হে দ্বিজগণ! নিম্নলিখিত অযোগ্য ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া হব্যাদি ভোজন করাইবে না, কারণ তাহা আসুর ভোজন তুল্য অর্থাৎ অসুরকে ভোজন করাইলে যে কুফল হয়, সে স্থলেও তাহাই হয়। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের অনর্হ ব্যক্তি কে কে?—তাহাই দেখাইতেছেন, —১। যে ব্রাহ্মণের তিনপুরুষের মধ্যে কেহ বেদ পাঠ করে নাই, যজ্ঞবেদীতে বসে নাই অর্থাৎ তিন পুরুষ ধরিয়া যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাকে হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। সে কখনও শ্রাদ্ধে হব্য-কব্যাদি গ্রহণের পাত্র নহে, ২। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দাসত্ব করে, ৩। যে ব্রাহ্মণ উদ্ধত অর্থাৎ পিত্রাদি গুরুজনকেও যে অবজ্ঞা করিয়া চলে, ৪। রাজভৃত্য বা অধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, ৫। যে গ্রামে অযাজ্য যাজনাদি করে ৬। যে ব্রাহ্মণ পরকে হত্যা বা লাঞ্ছনা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, এই ষড়্‌বিধ ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলে। উক্ত ষড়্‌বিধ ব্রাহ্মণ শত শত বেদ দান করিলেও

(ক) তথা হ্যু চেদ্ধবির্দত্ত্বা—পা।

বধবন্ধোপজীবী চ ষড়েতে ব্রহ্মবন্ধবঃ।
দত্ত্বা তু বেদানত্যর্থং পতিতান্ মনুরব্রবীৎ ॥২১
বেদবিক্রয়িণশ্চৈতে শ্রাদ্ধাদিষু বিগর্হিতাঃ।
শ্রুতিবিক্রয়িণো যত্র পরপূর্বাঃ সমুদ্রগাঃ ॥২২
অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অসংস্তুতাধ্যাপকা যে ভৃতকান্ পাঠয়ন্তি যে ॥২৩
অধীয়ীত তথা বেদান্ ভৃতকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃদ্ধশ্রাবকনির্গ্রন্থাঃ পঞ্চরাত্রবিদো জনাঃ ॥২৪

কাপালিকাঃ পাশুপতাঃ পাষণ্ডাশ্চৈব তদ্বিধাঃ।
যস্যাশ্নন্তি হবীংষ্যেতে দুরাত্মানস্তু তামসাঃ ॥২৫
ন তস্য সম্ভবেৎ শ্রাদ্ধং প্রেত্যাপি হি ফলপ্রদাঃ।
অনাশ্রমী যো দ্বিজঃ স্যাদাশ্রমী স্যান্নিরর্থকঃ ॥১৬
মিথ্যাশ্রমী চ বিপ্রেন্দ্রা বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ।
দুশ্চর্ম্মা কুনখী কুষ্ঠী শ্বিত্রী চ শ্যাবদন্তকঃ ॥২৭
ক্রূরো বীজনকশ্চৈব স্তেনঃ ক্লীবোঽথ নাস্তিকঃ।
মদ্যপো বৃষলীসক্তো বীরহা দীধিষূপতিঃ ॥২৮

মনু তাদৃশ ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯-২১।

পূর্ব্বোক্ত অযোগ্য ব্রাহ্মণগণ এবং যাহারা শ্রুতি-বিক্রয়ী অর্থাৎ বেদ বিক্রয় করে, এই সকল ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না, করিলে কুফলই লাভ হইয়া থাকে। পুনঃ বলিতেছেন,—যাহারা শ্রুতিবিক্রয়ী, যাহারা পুনর্ভূপতি, যাহারা সমুদ্রগ অর্থাৎ সমুদ্র পথে জলযানাদি দ্বারা ম্লেচ্ছাদিদেশে গমন করে এবং যাহারা হীন ব্যক্তির যাজক, তাহারা নিতান্ত পতিত বলিয়া মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা অপরিচিত অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে পড়াইয়া থাকেন, যে ব্রাহ্মণ বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করেন এবং যে ব্রাহ্মণ বেতন-গ্রাহী অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন (ইহাদিগকে ভৃতক বলে অর্থাৎ তাহারা ভৃত্যশ্রেণীর লোক) যাহারা বুদ্ধমতাবলম্বী শ্রাবক বা নিগ্রূঢ় (বৌদ্ধ বিশেষ), যাহারা পঞ্চরাত্রবিৎ (সম্প্রদায়বিশেষ) এবং কাপালিক ও যাহারা পাশুপত,—এই সকল পাষণ্ড ব্যক্তিগণ যাহার শ্রাদ্ধে হব্যকব্য ভোজন করে, তাহার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে না এবং তাহারা শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে পরকালেও ফল হয় না। সেই ভোজন 'তামস' বলিয়া জানিবে। ২২।

যে ব্রাহ্মণ অনাশ্রমী অর্থাৎ গৃহাশ্রমে ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পুত্র-কলত্রাদিহীন অবস্থায় থাকে এবং যাহারা মিথ্যাশ্রমী অর্থাৎ আশ্রমের অনুকূল কোন ক্রিয়া করে না অথবা যাহারা নিরর্থকাশ্রমী হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণকে 'পঙ্‌ক্তিদূষক" ব্রাহ্মণ বলে অর্থাৎ কেহ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর নিকটে বা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিলে যেরূপ তাহাকে সেই ব্যাধিতে আশ্রয় করে, সেইরূপ উক্ত অনাশ্রমী প্রভৃতি লোকের এক পঙ্‌ক্তিতে কেহ বসিলেও তাহাকে সেই সকল অধর্ম্মপ্রবণ দোষসমূহ আশ্রয় করিবে। এইজন্য ইহাদের নাম পঙ্‌ক্তিদূষকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর দুশ্চর্ম্মা, কুনখী, কুষ্ঠী, শ্বিত্ররোগী, শ্যাবদন্ত, ক্রূর অর্থাৎ গ্রাম্য কূটনৈতিক, বাণিজ্যজীবী ব্রাহ্মণ, চোর অর্থাৎ চৌর্য্য-বৃত্তিসম্পন্ন, যাহারা ক্লীব, নাস্তিক অর্থাৎ বেদ ঈশ্বর ও পরকালাদি যাহারা মানে না, যাহারা মদ্যপায়ী, যাহারা শূদ্রাতে অভিগমন করে, যাহারা বীরঘাতী অর্থাৎ যাহারা পরকে প্রচণ্ডরূপে আঘাত করে, যাহারা দিধিষূপতি (মনুমতে নিয়োগধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিধবা ভ্রাতৃপত্নীতে কামবশতঃ উপগত ব্যক্তি এবং অন্যস্মৃতিমতে পরপূর্বার পতি অথবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনীর পতি) যাহারা গৃহদাহী অর্থাৎ যাহারা পরের ঘরে আগুন দেয়, (তাহাদিগকে একপ্রকার আততায়ী বলে) যাহারা কুণ্ডাশী (জারজপুত্রবিশেষ ও তাহার অন্নভোজন কারী), যাহারা বিশুদ্ধ যজ্ঞীয় সোমরস মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রয় করে, যাহারা পরিবেত্তা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্ব্বে বিবাহকারী, কনিষ্ঠভ্রাতা, পুনর্ভূ-পুত্র—স্বামী-পরিত্যক্তার অথবা মৃতপাত্র বাগদত্তার স্ব-নির্ব্বাচিত দ্বিতীয় পতিকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র,: যাহারা কুসীদজীবী অর্থাৎ যাহারা

অগারদাহী কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়িণো দ্বিজাঃ।
পরিবেত্তা তথা হিংস্রঃ পরিবেত্তিনিরাকৃতিঃ ॥২৯
পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ।
গীতবাদিত্রশীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণ এব চ ॥৩০
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো হ্যবকীর্ণী তথৈব চ।
কন্যাদ্রোহী কুণ্ডগোলী অভিশস্তোঽথ দেবলঃ ॥৩১
মিত্রধ্রুক্ পিশুনশ্চৈব নিত্যং নার্যা নিকৃন্তনঃ।
মাতা-পিতৃ-গুরুত্যাগী দারত্যাগী তথৈব চ ॥৩২
অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকোরগজীবকঃ।
সমুদ্রযায়ী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ ॥৩৩
বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দারতস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্মসু ॥৩৪
কৃতঘ্নঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।
মিত্রঘ্নঃ পারদার্য্যশ্চ মিথ্যাপণ্ডিতদূষকঃ ॥৩৫
বহুনাত্র কিমুক্তেন বিহিতান্যেব কুর্বতে।
নিন্দিতান্যাচরন্ত্যেতে বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ ॥৩৬

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অধমর্ণদত্ত সুদ গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, যাহারা নক্ষত্র দর্শক অর্থাৎ যাহারা জ্যেতিষের ব্যবসা করিয়া অন্যের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যাহারা গীতবাদ্যাদিতে মত্ত থাকে ও তাহা দ্বারা জীবিকা রক্ষা করে, যাহারা নিত্য রোগগ্রস্ত, যাহারা কাণ অর্থাৎ একচক্ষু হীন, যাহারা হীনাঙ্গ আর যাহারা অধিকাঙ্গ, যাহারা অবকীর্ণী অর্থাৎ ব্রতভঙ্গকারী ব্রহ্মচারী, কন্যাভিগামী এবং যাহারা কুণ্ড (অসবর্ণজ শ্রেণীবিশেষ), যাহারা গোলক (শঙ্কর জাতীয় শ্রেণীবিশেষ), যাহারা অভিশপ্ত অর্থাৎ যোগী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অকার্য্য করার দরুণ অভিশাপগ্রস্ত, যাহারা দেবল অর্থাৎ ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী বা যতি, যাহারা মিত্রদ্রোহী, যাহারা পিশুন অর্থাৎ যাহারা হিংসাপরায়ণ, যাহারা বিনা অপরাধে নারীকে বেত্রাঘাতাদিপূর্ব্বক পীড়া দেয়, যাহারা মাতাপিতা ও গুরুকে ত্যাগ করে, এবং যাহারা বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে, যাহাদের কোন সন্তান নাই, যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, যাহারা পাচকতা করিয়া বেতন লইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, যাহারা নিত্য রোগগ্রস্ত, যাহারা সমুদ্রযাত্রা করিয়া ম্লেচ্ছাদি দেশে গমন করে, যাহারা কৃতঘ্ন অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকার করে না পরন্তু অপকার করে, যাহারা রথ্যাভেদক অর্থাৎ সাধারণের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে, যাহারা সময়ভেদক অর্থাৎ যাহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, যাহারা বেদ-নিন্দা করে যাহারা দেবনিন্দা করে, যাহারা নাস্তিক, যাহারা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়াই ভ্রমণ করে, উক্ত তাদৃশ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে একান্তভাবে বর্জ্জন করিবে। তারপর উক্ত দোষীগণের মধ্যে যাহারা বিশেষ দোষী বলিয়া উশনা বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাদের পুনরুল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন যে, ইহারা একান্তই বর্জ্জনীয়— ১। যাহারা কৃতঘ্ন, ২। যাহারা পিশুন অর্থাৎ হিংসাপরায়ণ, ৩। যাহারা ক্রুর অর্থাৎ খল, ৪। যাহারা বেদনিন্দাকারী, ৫। যাহারা মিত্রঘ্ন বা মিত্রদ্রোহী, ৬। যাহারা পরদারাভিগামী ও ৭। যাহারা মিথ্যা পণ্ডিতদূষক অর্থাৎ অযথার্থ মিথ্যা ঘটনা প্রচার করিয়া পণ্ডিতদিগকে যাহারা লোকের নিকট অপমানিত করে। শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহারা বিশেষ নিন্দনীয়, এইজন্যই উক্ত দোষীগণের পুনরুল্লেখ করা হইল। অধিক বলিয়া আর প্রয়োজন কি? স্বল্প কথায় ইহাই বলিতেছি যে, যাহারা শাস্ত্রের আদেশমতে চলে না পরন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করে, তাহাদিগকেই শ্রাদ্ধে হব্যকব্য ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিবে না। ২৩-৩৬।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ
শ্রাদ্ধপ্রকরণম্

গোময়েনোদকৈঃ পূর্বং শোধয়িত্বা সমাহিতঃ।
সন্নিপাত্য দ্বিজান্ সর্বান্ সাধুভিঃ সন্নিমন্ত্রয়েৎ ॥১
শ্বো ভবিষ্যতি মে শ্রাদ্ধং পূর্বেদ্যুরভিবক্ষ্যতি।
অসম্ভবে পরেদ্যুর্বা যথোক্তৈর্লক্ষণৈর্যুতম্ ॥২
তস্য তে পিতরঃ শ্রুত্বা শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে।
অন্যোন্যমনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবাঃ ॥৩
ব্রাহ্মণাস্তে সমায়ান্তি পিতরো হ্যন্তরিক্ষগাঃ।
বায়ুভূতাশ্চ তিষ্ঠন্তি ভুক্ত্বা যান্তি পরাং গতিম্ ॥৪

আমন্ত্রিতাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে।
বসেরন্নিয়তাঃ সর্বে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণাঃ ॥৫
অক্রোধনোঽত্বরো যত্র সত্যবাদী সমাহিতঃ।
ভয়মৈথুনমধ্বানং শ্রাদ্ধভুগ্ বর্জয়েজ্জপম্।
আমন্ত্রিতো ব্রাহ্মণো বৈ যোঽন্যস্মৈ কুরুতে ক্ষণম্ ॥৭
আমন্ত্রয়িত্বা যো মোহাদন্যং বামন্ত্রয়েৎ দ্বিজঃ।
স তস্মাদধিকঃ পাপী বিষ্ঠাকীটো হি জায়তে ॥৭
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তির্য্যগ্ যোনিষু জায়তে ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়
শ্রাদ্ধ প্রকরণ

শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধের স্থান গোময়যুক্ত জলদ্বারা লেপনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং সেদিন স্ত্রীসংসর্গাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সংযম রক্ষা করিয়া যে যে ব্রাহ্মণকে পাত্রান্নদানে নিমন্ত্রণ করার মনে মনে সঙ্কল্প করা হইয়াছে, তাঁহাদের নিকটে স্বয়ং যাইয়া অতিবিনয় সহকারে নম্রতা ও ভক্তিসূচক সাধু ভাষা দ্বারা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। ১।

সেই নিমন্ত্রণে মুখ্যতঃ কি বলিতে হইবে, তাহারও আভাস দিতেছেন,—"আগামী কাল আমি শ্রাদ্ধ করিব" অর্থাৎ 'আগামী কাল আমি শ্রাদ্ধ করিব, আপনি দয়াগুণে স্বয়ং শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধীয় পাত্রাসন গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিবেন" ইত্যাদি মধুর বাক্যে পূর্ব্বরাত্রে শ্রাদ্ধকর্তা প্রতি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। শ্রাদ্ধকর্তার সেই সকল পিতৃপিতামহগণ স্বীয় স্বীয় দৈবশক্তির মহিমায় সেই শ্রাদ্ধের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহারা পরস্পর চিন্তা করিয়া—যে মন নিমেষে কোটি কোটি যোজন দূরেও যাইতে পারে—তাদৃশ মনের বেগে শ্রাদ্ধসময়ে তথায় সমাগত হইয়া থাকেন।২-৩।

ব্রাহ্মণগণ পদযাত্রায় শ্রাদ্ধস্থানে যে সময় আসিয়া উপস্থিত হন, পিতৃগণও সে সময় আকাশপথে বায়ুর আকারে শ্রাদ্ধস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। দৃষ্টতঃ ব্রাহ্মণ যখন পাত্রান্ন ভোজন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন, পিতৃগণও তখন ব্রাহ্মণরূপে বা ব্রাহ্মণমুখে ভোজন করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়া থাকেন। সেই সুপবিত্র হব্য-কব্য ভোজন করিয়া পিতৃগণ পরমগতি লাভ করেন। ৪।

যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন, (পূর্ব্বদিন হইতেই) তাঁহারা সংযমনিষ্ঠ ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। সেই শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ ক্রোধরহিত হইবেন, শান্তভাবে ভোজনাদি সৎকার্য্য করিবেন, সর্ব্বপ্রকারে সত্যনিষ্ঠ হইবেন, চিত্তের একাগ্রতা অবলম্বন করিবেন, যে কোন ভয় ত্যাগ করিয়া সৎসাহসী থাকিবেন, স্ত্রীসংসর্গ ও পথভ্রমণ বর্জ্জন করিবেন এবং সায়ংসন্ধ্যা সেদিন বাদ দিবেন। যে ব্রাহ্মণ এক শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অপর শ্রাদ্ধেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন, সে ব্রাহ্মণ পাপী এবং যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে একাদি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অজ্ঞানবশতঃ অপর ব্রাহ্মণকেও নিমন্ত্রণ করে সে পূর্ব্বোক্ত অবৈধ নিমন্ত্রণগ্রহণকারী অপেক্ষা অধিক পাপী এবং জন্মান্তরে সে বিষ্ঠাক্রিমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।৫-৭।

শ্রাদ্ধে পূর্ব্বদিন নিমন্ত্রিত হইয়া যে ব্রাহ্মণ

নিমন্ত্রিতশ্চ যো বিপ্রো হ্যধ্বানং যাতি দুর্মতিঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ ॥৯
নিমন্ত্রিতশ্চ যঃ শ্রাদ্ধে প্রকুর্য্যাৎ কলহং দ্বিজঃ।
ভবন্তি তস্য তন্মাসং পিতরো মলভোজনাঃ ॥১০
তস্মান্নিমন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে নিয়তাত্মা ভবেদ্ দ্বিজঃ।
অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কর্ত্তা চৈব জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১১
শোভতে দক্ষিণাং গত্বা দিশং দর্ভান্ সমাহিতঃ।
সমূলানাহরেদ্ বারি দক্ষিণাগ্রান্ সুনির্মলান্ ॥১২
দক্ষিণাপ্রবণং স্নিগ্ধং বিভক্তশুভলক্ষণম্।
শুচিদেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ ॥১৩

নদীতীরেষু তীর্থেষু স্বভূমৌ গিরিসানুষু।
বিবিক্তেষু চ তুষ্যন্তি দত্তেন পিতরস্তথা ॥১৪
পরস্য ভূমিভাগে তু পিতৃণাং বৈ ন নির্বপেৎ।
স্বামিস্বাৎ স বিহন্যেত মোহাদ্ যৎক্রিয়তে নরৈঃ ॥১৫
অটব্যঃ পর্বতাঃ পুণ্যাস্তীর্থান্যায়ততানি চ।
সর্বাণ্যস্বামিকান্যাহু র্ন হি তেষু পরিগ্রহঃ ॥১৬
তিলাংশ্চাবকিরেত্তত্র সর্বতো বন্ধয়েদ্ দ্বিজঃ।
অসুরোপহতং সর্বং তিলৈঃ শুধ্যত্যজেন বা ॥১৭
ততোঽন্নং বহুসংস্কারং নৈকব্যঞ্জনমব্যয়ম্।
চূষ্যং পেয়ং সমৃদ্ধং চ যথাশক্ত্যুপকল্পয়েৎ ॥১৮

শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিন কিম্বা শ্রাদ্ধদিনে স্ত্রীসঙ্গম করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী হয়, পরন্তু জন্মান্তরে পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যে কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া পথভ্রমণ করে, তাহার পিতৃপিতামহগণ একমাস কাল ধূলি ভোজন করিলে যেরূপ দুর্গতি হয়, তাদৃশ কষ্ট পাইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধান্ন-ভোজনান্তর অধ্বগমনই তাহার পিতৃপুরুষের তাদৃশ দুঃখের কারণ। সেজন্য সে গুরুতর পাপগ্রস্ত হয়। ৮-৯।

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যে ব্রাহ্মণ পরের সহিত বিবাদ করে, তাহার পিতৃপিতামহকে একমাস কাল মল ভোজন করিতে হয়। অতএব শ্রাদ্ধে যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইবেন এবং যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন, উভয়েই সংযমশীল অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ক্রোধবর্জ্জিত এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শৌচাচারসম্পন্ন হইবেন। যে ব্যক্তি তাহার বিপরীত আচরণ করিবে, সে পাপী হইবে এবং শ্রাদ্ধনাশকরূপে সমধিক পাপী হইয়া অধোগামী হইবে। ১০-১১।

তারপর শ্রাদ্ধস্থানে শোভনীয় কর্ত্তব্য সমূহ বলিতেছেন,—দক্ষিণ দিকে যাইয়া সম্পূর্ণ অগ্রবিশিষ্ট সমূল কুশ আহরণ করিবে এবং পবিত্র জল আনিবে তারপর দক্ষিণ দিক্ নিম্নবিশিষ্ট, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, মঙ্গল লক্ষণযুক্ত, নির্জ্জন ও পবিত্র স্থান স্থির করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিবে। শ্রাদ্ধকার্য্যে উক্ত নিয়মসমূহ অবশ্য রক্ষা করিবে। ১২-১৩।

নদীতীরে, তীর্থে, নিজের স্বত্ববিশিষ্ট স্থানে, পর্ব্বতের প্রত্যন্ত ভূমিতে কিম্বা নির্জ্জন স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। পরের স্বত্ব-বিশিস্টস্থানে কখনও পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে না। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কেহ পর-স্বামিক ভূমিতে শ্রাদ্ধাদি করিলে, শ্রাদ্ধাদি-কারীর সেই স্থানে কোন স্বত্ব না থাকায়, সেস্থলে কৃত সবই বিনষ্ট অর্থাৎ নিষ্ফল হইবে। ১৪-১৫।

সাধারণ কয়েকটী অস্বামিক স্থানের কীর্ত্তন করিতেছেন,—পবিত্র বন ও পর্ব্বত, তীর্থস্থল ও যজ্ঞস্থল এই সকল স্থানগুলি অস্বামিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকরহিত স্থান বলিয়া মুনিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, নিজের বলিয়া সেই সেই স্থান গ্রহণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। ১৬।

যে স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে বলিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিবে, সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট পরিচায়ক কোন চিহ্ন দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া দিবে এবং সেই স্থানব্যাপী কিছু তিল ছিটাইয়া দিবে, কারণ—অসুরাদি দ্বারা অপবিত্রীকৃত স্থান তিল ও যব দ্বারা সংশোধিত হয়। ১৭।

তারপর পরিষ্কার পক্বান্ন ও বিবিধ সুগন্ধি মসলাদি-যুক্ত সুপক্ক নানাবিধ চূষ্য-পেয় ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন

ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তলোম-নখান্ দ্বিজান্।
অভিগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদ্দন্তধাবনম্ ॥১৯
তৈলমভ্যঞ্জনং স্নানং স্নানীয়ং চ পৃথগ্বিধম্।
পাত্রৈরৌতুম্বরৈর্দদ্যাদ্ বৈশ্বদেবং তু পূর্বকম্ ॥২০
তত্র স্নাত্বা নিবৃত্তেভ্যঃ প্রত্যুত্থানকৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যমাচমনীয়ং চ সংপ্রযচ্ছেদ্ যথাক্রমম্ ॥২১
যে চাত্র বিবদেরন্ বৈ বিপ্রাঃ পূর্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং সদর্ভোপহিতানি চ ॥২২
দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভাণি প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ।
তেষূপবেশয়েদেতান্ ব্রাহ্মণান্ দেবকল্পকান্ ॥২৩

আস্যতামিতি সংকল্প্য স্বাসীরংস্তে পৃথক্ পৃথক্।
দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ পিত্র্যে ত্রয়শ্চোদঙ্-
মুখাস্তথা ॥২৪
একৈকং বা ভবেত্তত্র এবং মাতামহেষ্বপি।
সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মান্নেহেত বিস্তরম্ ॥২৫
অথবা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শ্রুতিশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জিতম্ ॥২৬
প্রশস্তপাত্রে চান্নন্তু সর্বস্মাৎ প্রযতাত্মনঃ।
দেবতায়তনে চাস্মৈ ত্রিলোকাৎ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২৭

নিজের শক্তি অনুসারে প্রস্তুত করিবে। স্মরণ রাখিবে যে,—শ্রাদ্ধার্থে কল্পিত অন্নব্যঞ্জন হইতে যেন অপর প্রয়োজনে কিছু ব্যয় করা না হয়, তাহাতে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার প্রত্যবায় হইবে। তারপর মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইলে নখ-শ্মশ্রু-সংস্কৃত শুচি সৌম্যভাব সম্পন্ন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণকে বিশুদ্ধ পথে যাইয়া দন্তধাবন কাষ্ঠ প্রদান করিবে। ১৮-১৯।

সেই আহূত ব্রাহ্মণগণকে ঔড়ুম্বর পাত্রে করিয়া অভ্যঞ্জন তৈল, স্নানার্থ জল ও স্নানের অনুকূল মনোরম নানা প্রকার গন্ধদ্রব্যাদি প্রদান করিবে। কিন্তু স্মর্ত্তব্য এই যে, বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে ঐ সকল উপচারাদি দিয়া পরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে দিবে। এই প্রক্রম ভঙ্গ করাও পাপজনক। সেই ব্রাহ্মণগণ স্নানাদি সমাপন করিলে তাঁহাদিগকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক পাদ্য ও আচমনীয় জল প্রভৃতি ক্রমরক্ষা করিয়া দিবে অর্থাৎ বৈশ্বদেব ব্রাহ্মণকে অগ্রে দিয়া পরে পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে দিবে। শ্রাদ্ধীয় আসন গ্রহণ করার জন্য প্রথমে আহূত দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে নির্ম্মিত আসনে পূর্ব্বমুখ করিয়া বসিতে দিবে এবং একগাছি কুশ সেই আসনে দক্ষিণাগ্র করিয়া দিবে। তিল মিশ্রিত জল দিয়া সেই আসন প্রোক্ষিত করিবে। তারপর ঐ ভাবে বসিবার স্থানে প্রত্যুদগত সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের উভয়বিধ ব্রাহ্মণ-গণকেই প্রত্যেকে "আস্যতাম্" অর্থাৎ 'উপবেশন করুন' এইরূপে বলিয়া পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দৈবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের ক্রম রক্ষা করিয়া আসনে উপবেশন করাইবেন। দেবপক্ষে দুইজন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ উত্তরমুখ হইয়া বসিবেন অথবা দেবপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ থাকিবেন আর পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ থাকিবেন। পিতৃপক্ষে যাহা বলা হইল, মাতামহ-পক্ষেও সেইরূপ জানিবে। ২০-২৪।

শ্রাদ্ধে অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে গেলে পাঁচ প্রকার অনর্থ হইয়া থাকে অর্থাৎ ১। সৎক্রিয়া, ২। দেশ, ৩। অপরাহ্লাদি কাল, ৪। শৌচ, ৫। ব্রাহ্মণ-সম্পদ্—এই পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধাঙ্গে ক্রটি থাকিয়া যায়। নিমন্ত্রিত অধিক ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যাদির দিকেই শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হয়, অন্যথা প্রকৃত ক্রিয়াটী যথার্থরূপে সম্পন্ন হয় না। অনেক ব্রাহ্মণ হইলে বসাইবার উপযুক্ত স্থানাদির অভাব হয় এবং দক্ষিণাদির সামঞ্জস্য রক্ষা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। বহু ব্রাহ্মণের সেবাদি নিমিত্ত শ্রাদ্ধের উপযুক্ত কাল রক্ষা করা যায় না। বহুজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া একজন শ্রাদ্ধকর্ত্তা যথার্থ পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। আরও বক্তব্য এই যে, অধিক ব্রাহ্মণ হইলে প্রকৃত সদ্‌ব্রাহ্মণ দিয়া কার্য্য করা হয় না, কারণ

প্রাস্যেদগ্নৌ তদন্নন্তু দদ্যাচ্চ ব্রহ্মচারিণে।
ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ॥২৮
উপবিষ্টেষু যচ্ছ্রাদ্ধে কামন্তমপি ভোজয়েৎ।
অতিথির্যত্র নাশ্নাতি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রকাশতে ॥২৯
তস্মাৎ প্রযত্নাত্তীর্থেষু পূজ্যা অতিথয়ো দ্বিজৈঃ।
অতীর্থ্য রমতে শ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ॥৩০
কাকযোনিং ব্রজন্ত্যেতে দত্ত্বা চৈব ন সংশয়ঃ।
হীনাঙ্গঃ পতিতঃ কুষ্ঠী বণিক্ পুক্কসনাসিকঃ ॥৩১
কুক্কুটঃ শূকরশ্বানো বর্জ্যাঃ শ্রাদ্ধেষু দূরতঃ।
বীভৎসমশুচিং ম্লেচ্ছং ন স্পৃশেচ্চ রজস্বলাম্ ॥৩২
নীল-কাষায়বসনং পাষণ্ডাংশ্চ বিবর্জয়েৎ।
যৎ তত্র ক্রিয়তে কর্ম পৈতৃকং ব্রাহ্মণান্ প্রতি ॥৩৩
তৎ সর্বমেব কর্ত্তব্যং বৈশ্বদেবস্য পূজনম্।
যথোপবিষ্টান্ সর্বাংস্তানলঙ্কুর্য্যাদ্ বিভূষণৈঃ ॥৩৪
'যা দিব্যা' ইতি মন্ত্রেণ হস্তে ত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
প্রদদ্যাদ্ গন্ধমাল্যানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ ॥৩৫

প্রকৃত সদ্‌ব্রাহ্মণ সংখ্যায় অতি অল্প। অতএব উক্ত পাঁচটী দোষবশতঃ শ্রাদ্ধে অধিক ব্রাহ্মণ-সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাই ভাল। এখন সরল ভাষায়ই সে বিষয়টী পরিষ্কার-রূপে বলিতেছেন,—পূর্ব্বে অনেক ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণের কথা বলিলেও তত্ত্বতঃ বলিতেছি যে, বেদ-বেদাঙ্গে জ্ঞান-শালী নির্ম্মলস্বভাব এবং কোনপ্রকার দেহাদিগত দুর্লক্ষণবর্জ্জিত একটী ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে বা নিমন্ত্রণ করিবে। ২৫-২৬।

তারপর শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে বা ব্রাহ্মণগণকে একাগ্র-মনে অর্থাৎ চিত্ত সংযত করিয়া পবিত্র প্রশস্ত পাত্রে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতেছি—এই জ্ঞান করিয়া অন্ন পরিবেশন করিবে। দেবমানব পরিবৃত ত্রিলোককেই যেন দেওয়া হইল—এই জ্ঞান করিবে। প্রথমে অন্ন অগ্নিতে দিবে, পরে উপস্থিত অপরাপর ব্রহ্মচারীকেও অন্নাদি দিবে। ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যে কেহ অনিমন্ত্রিত হইলেও শ্রাদ্ধদিনে উপস্থিত হইয়া ভোজনার্থ উপবেশন করিলে তাহাদিগকেও পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইবে, কারণ যে শ্রাদ্ধে উপস্থিত অতিথি ভোজন না করিয়া ফিরিয়া যায়, সেই শ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধ বলিয়া প্রকাশ পায় না অর্থাৎ শ্রাদ্ধই নিষ্ফল হয়। অতএব তীর্থস্থানেও ব্রাহ্মণগণ বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে অতিথি-গণকে ভোজনাদি দ্বারা বিশেষ পূজা করিবে। যে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেই অহোরাত্র অতিক্রান্ত না হইতেই অর্থাৎ সেই অহোরাত্র-মধ্যেই নারীগমন করে এবং কাহাকেও কোন দ্রব্য দান করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণগণ জন্মান্তরে কাক-যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। হীনাঙ্গ, পতিত ব্যক্তি, কুষ্ঠরোগী বণিক্, পুক্কস, নাসিক ব্যক্তি (যাহার নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হয়), কুক্কুট, শূকর, কুকুর, বীভৎস অর্থাৎ ঘৃণিত ব্যক্তি, অপবিত্র লোক ও ম্লেচ্ছ এই সকল ব্যক্তিও প্রাণিদিগকে শ্রাদ্ধস্থানে থাকিতে দিবে না, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধ-স্থান হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিবে। ইহারা শ্রাদ্ধ-স্থানে থাকিলে সেই স্থান অপবিত্র হয়,তাহাতে শ্রাদ্ধসিদ্ধি হয় না। শ্রাদ্ধকারী, শ্রাদ্ধভোজী বা শ্রাদ্ধসেবকগণের কেহই রজস্বলাকে স্পর্শ করিবে না, রজস্বলাকে স্পর্শ করিয়া যথাবিহিত শৌচাচার না করিয়া ভোজন করিলে বা করাইলে সকল কর্ম্মই অসিদ্ধ হইবে। ২৭-৩২।

শ্রাদ্ধস্থানে নীলবস্ত্রধারী ও বৃথা কষায়বস্ত্রপরিহিত ব্যক্তি এবং পাষণ্ডগণ থাকিলে তাহাদিগকে অনেক দূরে সরাইয়া দিবে। পিতৃপিতামহাদি-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ সুস্বাদু দ্রব্যাদি দ্বারা ভোজন করাইবে ও পূজাদি করিবে, দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকেও তদনুরূপ সদ্ দ্রব্যাদি দ্বারা ভোজন ও অর্চ্চনাদি করিবে। কাহারও প্রতি ন্যূনাধিক কিছু করিবে না, করিলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে। ভোজনের পরে যথাস্থানে উপবিষ্ট সকল ব্রাহ্মণদিগকে নানা অলঙ্কারাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তারপর "যা দিব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সকল ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য দিবে এবং শক্তি-অনুসারে গন্ধ-মাল্য ও ধূপ-দীপ প্রদান করিবে। ৩৩-৩৫।

অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ।
আবাহনং ততঃ কুর্য্যা'দুশন্তস্ত্বে'ত্যৃচা বুধঃ ॥৩৬
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপে'দায়ান্তু ন'স্ততঃ।
'শন্নো দেব্য'দকং পাত্রে 'তিলোঽসী'তি তিলাংস্তথা॥৩৭
ক্ষিপ্ত্বা চার্ঘ্যং তথা পূর্ব্বং দত্ত্বা হস্তেষু বৈ পুনঃ।
সংস্রবাংশ্চ ততঃ সর্বান্ পাত্রীকুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৩৮
পিতৃভিঃ সমমেতেন হ্যর্ঘ্যপাত্রং নিধায় চ।
'অগ্নৌ করিষ্যে' ত্বাদায় পৃচ্ছেদন্নং ঘৃতপ্লুতম্ ॥৩৯
'কুরুষ্বে'তি হ্যনুজ্ঞাতো জুহুয়াদুপবীতবৎ।
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্ত্তব্যঃ কুশপাণিনা ॥৪০
প্রাচীনাবীতকঃ পিত্র্যং বৈশ্বদেবং তু হোময়েৎ
দক্ষিণং পাতয়েজ্জানুং দেবান্ পরিচরংস্তদা ॥৪১
'সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম' ইতি ব্রুবন্।
'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধে'তি জুহুয়াত্ততঃ ॥৪২

অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্য পাণাবেবোপপাদয়েৎ।
মহাদেবান্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা সুসমাহিতঃ ॥৪৩
ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃত্বা দেবপ্রদক্ষিণম্।
গোময়েনোপলিপ্যোর্ব্যাং কুর্য্যাৎ স্বস্য চ দৈবতম্ ॥৪৪
মণ্ডলং চতুরস্রং বা দক্ষিণং চোন্নতং শুভম্।
ত্রিরুল্লিখেত্তস্য মধ্যং দর্ভেণৈকেন চৈব হি ॥৪৫
ততঃ সংস্তীর্য্য তৎস্থানে দর্ভান্ বৈ দক্ষিণাগ্রকান্।
ত্রীন্ পিণ্ডান্নির্বপেত্তত্র হবিঃ শেষান্ সমাহিতঃ ॥৪৬
দাপ্য পিণ্ডাংস্ততস্তত্র নিমৃজ্যাল্লেপভাগিনাম্।
তেষু দর্ভেষ্বথাচম্য ত্রিরাচম্য শনৈরসূন্ ॥৪৭
উদকং নিনয়েচ্ছেষং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ।
অবক্ষিপ্যাবহন্যাত্তান্ পিণ্ডান্ যথা সমাহিতঃ ॥৪৮

তারপর পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া "উশন্তস্ত্বা" ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা পিতৃদিগের আবাহন করিবেন। আবাহন করিবার পর ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া "আয়ান্তু ন" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রে জল ও "তিলোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাত্রে তিলক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য দিবে। তারপর সংযতচিত্তে অর্ঘ্যযুক্ত জলসকল একটী পাত্রে রাখিবে। ৩৬-৩৮।

ঐ পাত্রসহ প্রথম অর্ঘ্যপাত্রকে পিতৃগণের সহিত রাখিয়া অর্থাৎ পিতৃগণের আবাসস্থলরূপে রাখিয়া ঘৃত-মিশ্রিত অন্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবে, "অগ্নৌ করণমহং করিষ্যে?"—অর্থাৎ "আমি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি"? ব্রাহ্মণ "কুরুষ্ব" অর্থাৎ "কর" এই অনুমতি পাইবার পর উপবীতী হইয়া ও কুশহস্ত হইয়া হোম করিবে। অথবা প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ অপসব্য হইয়া পিতৃপক্ষে ও দেবপক্ষে হোম করিবে। পরে দেবপক্ষে পরিবেশন করিবার সময় দক্ষিণ জানু পাতিয়া রাখিবে। "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা", তারপরে "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" এই বলিয়া হোম করিবে। ৩৯-৪২।

সংযতচিত্ত হইয়া মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে অগ্নির অভাবে ব্রাহ্মণের হাতেই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রদান করিবে। এই শ্লোকে মহাদেব সমীপে বা গোষ্ঠে বলিবার তাৎপর্য্য এই—এই দুই স্থানের যে কোন একটি স্থান এই কার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত। সেইজন্য ইহার মীমাংসা এইরূপ—মনে মনে ঐ দুই স্থানের এক স্থানেই ইহা প্রদান করিতেছি এরূপ চিন্তা করিবে। মনে মনে তদনুরূপ ভাবনা দ্বারা বহু কার্য্য হইবার দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং ইহা শাস্ত্রবহির্ভূত নহে, নচেৎ শ্রাদ্ধস্থানে মহাদেব রাখার বা শ্রাদ্ধ গোষ্ঠস্থানেই হইতে হইবে—এমন নির্দ্দেশও নাই। তারপর ব্রাহ্মণদের অনুমতি লইয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখস্থ স্থান গোময়ের দ্বারা লিপ্ত করিয়া শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ দক্ষিণাংশ উন্নত বিশিষ্ট মঙ্গলসূচক চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। তারপর একটী কুশ দিয়া সেই মণ্ডলের মধ্যস্থান তিনবার আলোড়িত করিবে। অতঃপর সেই স্থানে কতকগুলি দক্ষিণাগ্র কুশ বিছাইয়া একাগ্র মনে তাহাতে হুতাবশিষ্ট দ্রব্য সহযোগে তিনটী পিণ্ডদান করিবে। ৪৩-৪৬।

সেই পিণ্ডত্রয় দেওয়ার পরে লেপভোজীগণের তৃপ্তির জন্য সেই সকল আস্তীর্ণ কুশে হস্তমর্ষণ করিবে।

অথ পিণ্ডাবশিষ্টান্নং বিধিনা ভোজয়েদ্ দ্বিজম্।
ষড়প্যত্র নমস্কুর্য্যাৎ পিতৃন্ দেবাংশ্চ ধর্মবিৎ ॥৪৯
শ্রাদ্ধভোজনকালে তু দীপো যদি বিনশ্যতি।
পুনরন্নং ন ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫০
মাষানপূপান্ বিবিধান্ দদ্যাৎ সরসপায়সম্।
সূপ-শাক-ফলানিষ্টান্ পয়ো দধি ঘৃতং মধু ॥৫১
অন্নঞ্চৈব যথাকামং বিবিধম্ভক্ষ্যপেয়কম্।
যদ্‌যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তত্তৎ সর্বং নিবেদয়েৎ ॥৫২
ধান্যাংস্তিলাংশ্চ বিবিধান্ শর্করা বিবিধাস্তথা।(ক)
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যো দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥৫৩

পিণ্ডের নিকটে ধীরে ধীরে শেষ জলধারা দিবে। তারপর সংযতচিত্তে ঈষৎ আঘাতে পিণ্ডসকলকে কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিবে। তারপর পিণ্ডাবশিস্ট অন্নগুলি বিধিমতে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। তারপর ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে ছয় ঋতু, পিতৃগণ ও দেবগণকে নমস্কার করিবে। ৪৭-৪৯।

শ্রাদ্ধভোজন কালে যদি দীপ নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে আর অন্নভোজন করিবে না, যদি দীপ নির্ব্বাপণের পর কেহ অন্নভোজন করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়, নচেৎ সে পাপের মুক্তি হয় না। ৫০।

মাষ, নানাপ্রকার পিঠা, সুস্বাদু পায়স এবং আকাঙ্ক্ষানুসারে সূপ, শাক, নানা ফল, দধি, ঘৃত, মধু এবং যথা পরিমিত অন্ন ও নানাবিধ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, ভক্ষ্য যথা সম্ভব ব্রাহ্মণদিগকে হৃষ্টমনে ভোজনার্থ দিবে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের যাহা যাহা প্রিয়বস্তু বলিয়া অনুভব করিবে বা জানিয়া লইবে, সেই সকল ভোগ্যই তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য উপস্থিত করিবে ও তাঁহাদের সাক্ষাতে নিবেদন করিবে। ৫১-৫২।

তাহা ছাড়া ধান্য, নানা প্রকার তিল ও শর্করা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণকে দিবে। আর যে শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করেন, তিনি ফল, মূল ও পানীয় দ্রব্য অর্থাৎ চিনিপানা,

(ক) ধান্যাস্তিলাংশ্চ বিবিধাঃ—পা

অন্যত্র ফল-মূলেভ্যঃ পানকেভ্যস্তথৈব চ।
নাশ্রূণি পাতয়েজ্জাতু ন কুপ্যেন্নানৃতং বদেৎ (খ)॥৫৪
ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈনমবধূনয়েৎ।
ক্রোধেনৈব চ যদ্দত্তং যদ্ দত্তং ত্বরয়া পুনঃ ॥৫৫
যাতুধানা বিলুম্পন্তি যচ্চ পাপোপপাদিতম্।
স্বিন্নগাত্রো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ তু দ্বিজম্মনাম্ ॥৫৬
ন চ পশ্যেত কাকাদীন্ পক্ষিণস্তু ন বারয়েৎ।
তদ্রূপাঃ পিতরস্তত্র সমায়ান্তি বুভুৎসবঃ ॥৫৭
ন দদ্যাত্তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষলবণং তথা।
ন চায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাশ্রদ্ধয়া পুনঃ ॥৫৮

পরে তিনবার আচমন করিয়া ও প্রাণায়াম করিয়া মিশ্রীপানা ইত্যাদি দ্রব্য ভিন্ন যথাসম্ভব সকল খাদ্যই উষ্ণ থাকিতে দিবে। ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনের কালে কোনও অন্তরস্থ শোকাদির কারণ থাকিলেও কখনও অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে না, যেহেতু প্রদত্ত অন্নে অশ্রুবিন্দু পতিত হইলে অন্ন দূষিত হইবে। পরিবেশন কালে কোন প্রকার ক্রোধ করিবে না ও মিথ্যা বলিবে না। লক্ষ্য রাখিবে যেন খাদ্যদ্রব্য কখনও পাদস্পৃষ্ট না হয়। খাদ্যদ্রব্যকে কখনও কাঁপাইবে না বা ত্বরা করিয়া ইতস্ততঃ ছিটাইয়া দিবে না। আর ক্রোধপূর্ব্বক যে খাদ্য দেওয়া হয়, যে খাদ্য খুব ত্বরান্বিতভাবে দেওয়া হয় অথবা যে কোনরূপ পাপজনক ভাবে দেওয়া হয়, সেই খাদ্য রাক্ষসগণ গ্রহণ করেন, তাহা এই শ্রাদ্ধীয় সদ্‌ব্রাহ্মণগণের ভোগ্য হয় না। এবং শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণ যখন ভোজন করিবেন, তখন ঘর্ম্মাক্ত শরীরে সেখানে অবস্থান করিবে না, কারণ সেই ঘর্ম্মবিন্দু খাদ্যদ্রব্যে পড়িতে পারে। পরন্তু ভোজনকালে ঘর্ম্মাক্ত লোক দেখিলে ভোজনকারী ব্রাহ্মণদের ঘৃণা জন্মিতে পারে। ৫৩-৫৬।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা পরিবেশনকালে কাকাদি পক্ষীর দিকে তাকাইবে না। কিন্তু কাকাদি পক্ষী নিকটে থাকিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে না, কারণ পিতৃগণ পাখীর রূপ ধরিয়া শ্রাদ্ধ পবিত্রভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিনা

(খ) কুপ্যান্নানৃতং বদেৎ—পা

কাঞ্চনেন তু পাত্রেণ তথা হ্যৌডুম্বরেণ চ।
উত্তমাধিপত্যং যাতি খড়্গেন তু বিশেষতঃ ॥৫৯
পাত্রে তু মৃণ্ময়ে যো বৈ শ্রাদ্ধে ভোজয়তে পিতৄন্।
স যাতি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসঃ ॥৬০
ন পঙ্‌ক্ত্যা বিষমং দদ্যান্ন যাচেত ন বাদয়েৎ।
যাচিতাদপি চাত্মানং নরকং যাতি ভীষণম্ ॥৬১
ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ পৃষ্টো ন ব্রূয়াৎ প্রকৃতান্ গুণান্।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥৬২

এ সকল যথার্থ তত্ত্ব জানিবার জন্য শ্রাদ্ধস্থানে আগমন করেন। অতএব কাকাদিকে তাড়াইলে প্রকারান্তরে পিতৃগণকেই তাড়ানো হয়। ৫৭।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণদিগকে পাত্রাদিব্যতিরেকে কেবল হস্ত দ্বারা কোন দ্রব্য পরিবেশন করিবে না, যেহেতু নখাদি-স্পর্শে খাদ্য দূষিত হয়। অতএব দর্ব্বী (হাতা) প্রভৃতি যোগে দিবে, কিন্তু কোনও বস্তুর সহযোগ ভিন্ন প্রত্যক্ষ লবণ কখনও দিবে না। লোহার কোন দ্রব্যে খাদ্য-দ্রব্য রাখিবে না, পরন্তু লোহার হাতা প্রভৃতি দিয়াও পরিবেশন করিবে না। কখনও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ বিরক্তি সহকারে কোন দ্রব্য ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিবে না। ৫৮।

স্বর্ণপাত্রে কিম্বা ঔডুম্বরপাত্রে অথবা খড়্গপাত্রে অর্থাৎ গণ্ডারের খড়্গনির্ম্মিত পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রাখিলে কিম্বা তাদৃশ পাত্র দ্বারা পরিবেশন করিলে বিশেষ উত্তম হয় এবং তাহা দ্বারা বিশিষ্ট আধিপত্য লাভ হয়। পরন্তু মৃণ্ময়পাত্রে যদি খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করা হয় বা তন্নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পরিবেশন করা হয়, তাহা হইলে সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই "পুরোধা" নামক ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। ৫৯-৬০।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের পংক্তিমধ্যে অমুক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আর অমুক নীচ এরূপ অসমসূচক মানাদি করিবে না। 'আর খাদ্য দিব কিনা' বা 'আমার খাদ্য আরও লাগিবে' ইত্যাদিরূপ দাতা-ভোক্তার মধ্যে যাচ্ঞাদি করিবে না এবং খাদ্য লইয়া পরস্পর কোন কলহও করিবে না। যদি দাতা-ভোক্তার মধ্যে উক্তপ্রকার যাচ্ঞাদি করা হয়, তাহা হইলে সেই যাচ্ঞাদি প্রসঙ্গ হেতু উভয়কেই পরিণামে উৎকট নরকে যাইতে হয়। ৬১।

শ্রাদ্ধে ভোক্তা ব্রাহ্মণ মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। 'খাদ্যদ্রব্য কোন্‌টা কিরূপ হইয়াছে'?—জিজ্ঞাসা করিলেও খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ অর্থাৎ ভাল মন্দ ইঙ্গিতেও জানাইবে না বা প্রকাশ করিবে না। কারণ, যে পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের গুণাদি বলা না হয়, সে পর্য্যন্তই পিতৃগণ শ্রদ্ধার সহিত অন্নগ্রহণ করেন, অর্থাৎ যদি খাদ্যের গুণাগুণ বলা হয়, তবে পিতৃগণ শ্রদ্ধা ত দূরের কথা খাদ্যদ্রব্য মোটেই গ্রহণ করেন না—ইহাই বুঝিতে হইবে। ৬২।

নাগ্রাসনোপবিষ্টস্তু ভুঞ্জীত প্রথমং দ্বিজঃ।
বহূনাং পশ্যতাং সোঽজ্ঞঃ পঙ্‌ক্ত্যা হরতি কিল্বিষম্ ॥৬৩
ন কিঞ্চিদ্বর্জয়েচ্ছ্রাদ্ধে নিযুক্তস্তু দ্বিজোত্তমঃ।
ন মাষং প্রতিষেধেত ন চান্যস্যান্নমীক্ষয়েৎ ॥৬৪
যো নাশ্নাতি দ্বিজো মাষং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ম্মণি।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্ ॥৬৫
স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েদেষাং ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
ইতিহাসপুরাণানি শ্রাদ্ধকল্পান্ সুশোভনান্ ॥৬৬

যে ব্রাহ্মণ ভোজন-পঙ্‌ক্তির প্রথম আসনে বসিবেন, তিনি প্রথম ভোগ্যদ্রব্য পাইয়া পরিবেশনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করিয়া সকলের পূর্ব্বেই ভোজন করিতে আরম্ভ করিবেন না। সেইরূপ করিলে বলিতে হয় যে—তিনি নিতান্ত জ্ঞানহীন, ঐরূপ কার্য্য করিয়া তিনি পঙ্‌ক্তির সকলের পাপরাশি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৬৩।

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত কোন বস্তুই অখাদ্য বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করিবেন না, পরন্তু সবই ভোজননিমিত্ত লইবেন। এমন কি মাষকলাই দিলেও গ্রহণ করিবেন। আর অন্যের ভোজ্য অন্নাদিতেও দৃষ্টিপাত করিবেন না। ৬৪।

পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যে ব্রাহ্মণ আর ভক্ষণ না

ততোঽন্নমুৎসৃজেদ্ ভুক্তেষ্বগ্রতো বিকিরেদ্ ভুবি।
পৃষ্ট্বা 'স্বদিতমি'ত্যেব তৃপ্তানাচাময়েত্ততঃ ॥৬৭
আচান্তাননুজানীয়া'দভি ভো রম্যতা'মিতি।
'স্বধাস্ত্বি'তি চ তং ব্রূয়ুর্ব্রাহ্মণাস্তদনন্তরম্ ॥৬৮
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষন্তু বেদয়েৎ।
যথা ব্রূয়াত্তথা কুর্য্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ ॥৬৯
পিত্র্যে 'স্বদিত'মিত্যেবং বাচ্যং গোষ্ঠেষু সূনৃতম্।
'সম্পন্ন'মিত্যাভ্যুদয়ে দৈবে 'রুচিত'মিত্যপি ॥৭০

বিসৃজ্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ বৈ দেবপূর্ব্বস্তু বাগ্‌যতঃ।
দক্ষিণাং দিশমাকাঙ্ক্ষন্ যাচতেঽদো বরান্ পিতৃন্ ॥৭১
'দাতারো নোঽভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি' ॥৭২
পিণ্ডাংস্তু ভোজ্যং বিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেঽপি বা।
প্রক্ষিপেৎ সৎসু বিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং ন
মার্জয়েৎ ॥৭৩

করে, সে জন্মান্তরে একবিংশতি বার পশুযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণগণ আহার করিতে বসিলে তাঁহাদিগকে স্বাধ্যায়, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতি-শাস্ত্র, ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, কারণ ঐ বেদাদি শাস্ত্রের পাঠও অপর শ্রাদ্ধের তুল্য। ঐ সকল শাস্ত্র না শুনাইলে প্রকারান্তরে শ্রাদ্ধেরই অঙ্গহানি হয়। ৬৫-৬৬।

তারপর সেই ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করিলে পর, তাঁহাকে "স্বদিতম্?" অর্থাৎ 'ভোজনে আপনার তৃপ্তিলাভ হইল ত'?—ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া আচমনের জন্য জল দিবে। সকল ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ করিবে। ৬৭।

যে ব্রাহ্মণের আচমন শেষ হইবে, তাঁহাকে "ভোঃ" এই সম্বোধনপূর্ব্বক "অভিরম্যতাম্" বলিয়া অনুজ্ঞা করিবে। তারপরে ব্রাহ্মণগণ "স্বধাস্তু" এই বলিবেন। তারপর ভুক্ত ব্রাহ্মণগণকে অন্নশেষের অস্তিত্ব জানাইবে। তারপর সেই ব্রাহ্মণগণ যে বিষয়ে যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তাঁহাদের অনুজ্ঞা অনুসারে তাহাই করিবে। ৬৮-৬৯।

একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ ব্রাহ্মণের প্রতি পিতৃ-পক্ষে "স্বদিতম" এই কথা বলিবে আর গোষ্ঠে অর্থাৎ গোষ্ঠীশ্রাদ্ধে (বিশ্বামিত্র-কথিত শ্রাদ্ধ বিশেষে) "সূনৃতম্" এই কথা বলিবে। আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধে "সম্পন্নম্" এই কথা এবং দেবপক্ষে "রুচিতম্" এই কথা বলিবে। ব্রাহ্মণের এই অনুজ্ঞা দ্বারাই শ্রাদ্ধসিদ্ধি হয় আর ব্রাহ্মণগণ 'সম্পন্ন হইয়াছে' না বলিলে শ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ৭০।

তারপর দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণক্রমে সকল ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হইয়া করজোড়ে পিতৃগণের নিকট নিম্নলিখিত বর প্রার্থনা করিবে। 'আমাদের বংশে যেন দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং আমাদের বংশে যেন বেদাদি-জ্ঞানার্জ্জন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী সন্তানের যেন উৎপত্তি হয়। আমাদের বংশে ধর্ম্মকার্য্যে যেন শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। আমাদের বংশে বহু দাতব্য ধনাদি যেন প্রস্তুত থাকে। খাদ্যদ্রব্যও যেন আমাদের বংশে অক্ষয় থাকে এবং সেই খাদ্য বিতরণের জন্য যেন নিত্যই অতিথিলাভ হয়। আমার বংশীয়গণ যেন অন্যের নিকট যাচকতা না করে এবং বংশের সেই দাতাগণ যেন দীর্ঘজীবী হয়। ৭২।

পুত্রকামী ব্যক্তি, সেই সকল পিণ্ড হইতে মধ্যম পিণ্ডটী পত্নীকে দিবে (পত্নীও "আধত্ত পিতরো গর্ভ" ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাহা ভোজন করিবে)। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও আচমন করিয়া শেষে জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইবে। জ্ঞাতিগণ পরিতৃপ্ত হইলে পর, স্বীয় ভৃত্যগণকে ভোজন করাইবে। সর্ব্বশেষে পত্নীগণের সহিত স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ সূর্য্য অস্তমিত না হন, ততক্ষণ সেই উচ্ছিষ্ট দর্শন করিবে না। পতি-পত্নী সেই রজনীতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া থাকিবে।

যে ব্যক্তি, শ্রাদ্ধদান, বা শ্রাদ্ধভোজন করিয়া

মধ্যমং তং ততঃ পিণ্ডং দদ্যাৎ পত্ন্যৈ সুতার্থকঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিশেষেণ ভোজয়েৎ ॥৭৪
জ্ঞাতিষ্বপি চ তুষ্টেষু স্বান্ ভৃত্যান্ ভোজয়েত্ততঃ।
পশ্চাৎ স্বয়ং চ পত্নীভিঃ শেষমন্নং সমাচরেৎ ॥৭৫
নোদ্বাস্যেত তদুচ্ছিষ্টং যাবন্নাস্তং গতো রবিঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং চরেতাস্তু দম্পতী রজনীং তু তাম্ ॥৭৬
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং ততো ভুক্ত্বা সেবতে যস্তু মৈথুনম্।
মহারৌরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥৭৭
শুচিরক্রোধনঃ শান্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ তথা ধ্যানং কর্ত্তা ভোক্তা বিসর্জয়েৎ ॥৭৮

শ্রাদ্ধং দত্ত্বা পরং শ্রাদ্ধং ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
মহাপাতকিনা তুল্যা যান্তি তে নরকান্ বহূন্ ॥৭৯
এষ বোঽভিহিতঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকল্পঃ সনাতনঃ।
আমং নিবর্ত্তয়ন্নিত্যমুদাসীনো ন তত্ত্বতঃ ॥৮০
অনগ্নিরধ্বগো বাপি তথৈব ব্যসনান্বিতঃ।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ বৃষলস্তু সদৈব হি ॥৮১
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ বিধিজ্ঞঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তেনাগ্নৌ করণং কুর্য্যাৎ পিণ্ডাংস্তেরেব নির্বপেৎ ॥৮২
যো হি তদ্ বিধিনা কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং সংযতমানসঃ।
ব্যপেতকল্মষো নিত্যং যাত্যসৌ বৈষ্ণবং পদম্ ॥৮৩

মৈথুনাদি করে, সে মহারৌরব নামক নরক ভোগ করিয়া পরে আবার কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধ-ভোক্তা সেই দিন শুচি, অক্রোধী শান্ত, সত্যবাদী এবং সমাহিত হইয়া থাকিবে, আর স্বাধ্যায় সন্ধ্যোপাসনা দান পরিত্যাগ কবিবে। যে সকল দ্বিজাতি শ্রাদ্ধ করিয়া অপরের শ্রাদ্ধ ভোজন করে, তাহারা মহাপাতকী-তুল্য, সুতরাং তাহারা অশেষ নরক ভোগ করে। এই চির প্রচলিত শ্রাদ্ধকল্প সম্পূর্ণরূপে তোমাদিগকে বলিলাম। উদাসীন ব্যক্তিই নিত্য আমশ্রাদ্ধ করিবে, এইজন্য (গৃহস্থ) তাহা করিবে না। ৭৩-৮০।

নিরগ্নি, পথিক ও ব্যসনী দ্বিজ আমান্ন দ্বারা (পার্ব্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে, শূদ্র আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ সর্ব্বদাই করিবে। শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া (যখন) আমশ্রাদ্ধ করিবেন, (তখন) তদ্দারাই "অগ্নৌকরণ" করিবেন এবং তদ্দারাই পিণ্ডদান করিবেন। যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে যথাযথকালে এই শ্রাদ্ধ করে, সে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব দ্বিজোত্তম অতি যত্নসহকারে সকল শ্রাদ্ধ করিবে। তদ্দারা অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হন। হে দ্বিজগণ! ধনহীন দ্বিজোত্তম স্নানান্তে তিলোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করিয়া ফলমূল দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা জীবিত থাকিতে শ্রাদ্ধ করিবে না (সুতরাং তাহাদিগের হোমাদি কার্য্যই বিহিত অর্থাৎ নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না থাকায় স্নান, সন্ধ্যা ও হোমাদি করিবে) অথবা পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করেন, তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে, ইহা প্রধান পণ্ডিতগণের মত (প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে এবং আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে জীবিত-পিতৃকের অধিকার জ্ঞাপনার্থ শেষ পক্ষ কথিত হইয়াছে)।

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইহাদিগের মধ্যে যাঁহার মৃত্যু হইবে, তাঁহাকে সে পিণ্ড দিবে। অপরকে দিবে না এবং উহাদিগের মধ্যে জীবিতকে ভক্তিসহকারে যথাভিলাষ ভোজন করাইবে। জীবিতকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করা অনুচিত,—এইরূপ শ্রুতিতে আছে। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পুত্র উভয় পিতাকে পিণ্ড দিবে; কারণ সে (দ্ব্যামুষ্যায়ণ) বীজ হইতে উৎপন্ন, এইজন্য জনক-পিতাকে পিণ্ড দিবে। এবং অপত্যহীন ক্ষেত্রী স্বীয় ভার্য্যা দ্বারা নিয়োগধর্ম্মে যে পুত্র উৎপাদন করে সেই দ্ব্যামুষ্যায়ণ ক্ষেত্রী পিতাকেও পিণ্ড দিবে। পুত্র না থাকায় স্বামীর, স্বামী অবিদ্যমানে অন্য কোন গুরুজনের নিয়োগে (নিয়োগ ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায়ের ৬৮।৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে) বাগ্‌দত্তা পত্নী অপুত্র দেবরাদি দ্বারা, "ইহাতে যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এইরূপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক যে পুত্র উৎপাদন করিবে, সে দ্ব্যামুষ্যায়ণ—নিজ জননীর স্বামী, ক্ষেত্রী এবং জনক উভয়েরই পিণ্ডদানে অধিকারী। বিনা নিয়োগে

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক্ সনাতনঃ ॥৮৪
অপি মূল-ফলৈর্বাপি প্রকুর্য্যান্নির্ধনো দ্বিজঃ।
তিলোদকৈস্তর্পয়িত্বা পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৫
ন জীবৎপিতৃকো দদ্যাদ্ধোমান্তং বা বিধীয়তে।
তেষাং চাপি সমাদদ্যাত্তেষাং চৈকে প্রচক্ষতে ॥৮৬
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
যো যস্য ম্রিয়তে তস্মৈ দেয়ং নান্যস্য তেন তু ॥৮৭
ভোজয়েদ্ বাপি জীবন্তং যথাকামং তু ভক্তিতঃ।
ন জীবন্তমতিক্রম্য দদাতি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৮৮
দ্ব্যামুষ্যায়ণকো দদ্যাদ্ বীজহেতুস্তথাহি সঃ।
রিক্তয়া ভার্য্যয়া দদ্যান্নিয়োগোৎপাদিতো যদি ॥৮৯
অনিযুক্তঃ সুতো যস্তু শুক্রতো জায়তে ত্বিহ।
প্রদদ্যাদ্ বীজিনে পিণ্ডং ক্ষেত্রিণে তু তদন্যথা ॥৯০
দ্বৌ পিণ্ডৌ নির্বপেত্তাভ্যাং ক্ষেত্রিণে বীজিনে তথা।
কীর্ত্তয়েদথ বৈকস্মিন্ বীজিনং ক্ষেত্রিণে ততঃ ॥৯১

মৃতেঽহনি তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ।
অশৌচস্বনিরীক্ষ্যাণঃ কাম্যং কাময়তে পুনঃ ॥৯২
পূর্ব্বাহ্নে চৈব কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্থিনা।
দৈবং তৎসর্বমেবং স্যান্ন বৈ কার্য্যা বহিঃ ক্রিয়া ॥৯৩
দর্ভাশ্চ পরিতঃ স্থাপ্যাস্তদা স ভোজয়েদ্ দ্বিজান্।
'নান্দীমুখাশ্চ পিতরঃ প্রীয়ন্তা'মিতি বাচয়েৎ ॥৯৪
মাতৃশ্রাদ্ধং তু পূর্বং স্যাৎ পিতৄণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৯৫
দৈবপূর্বং প্রদদ্যাদ্ বৈ ন কুর্য্যাদপ্রদক্ষিণম্ ॥৯৬
প্রাঙ্মুখো নির্বপেৎ পিণ্ডানুপবীতী সমাহিতঃ।
স্থণ্ডিলেষু বিচিত্রেষু প্রতিমাসু দ্বিজাতিষু ॥৯৭
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্ভূষণৈরপি পূজ্য চ।
পূজয়িত্বা মাতৃগণং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধত্রয়ং বুধঃ ॥৯৮
অকৃত্বা মাতৃযাগঞ্চ যঃ শ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥৯৯
ইত্যৌশনসস্মৃতৌ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

কাহারও বীর্য্য হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই পুত্র উক্ত বীজী পিতাকেই পিণ্ড দিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্মানুসারে এবং "যে পুত্র হইবে, তাহা আমাদিগের উভয়েরই" এরূপ স্বীকার না করিয়া উৎপাদিত পুত্র একমাত্র ক্ষেত্রী পিতাকে পিণ্ডদান করিবে। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে দ্ব্যামুষ্যায়ণ ব্যক্তি ক্ষেত্রী-পিতা ও বীজী-পিতার প্রত্যেককে এক একটী করিয়া দুইটী পিণ্ড দিবে, অথবা এক শ্রাদ্ধে বীজীর নাম কীর্ত্তন অর্থাৎ পিণ্ডদানাদি করিয়া তদনন্তর সেই দিনেই অন্যশ্রাদ্ধে ক্ষেত্রীকে পিণ্ড দিবে। মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট মতে শ্রাদ্ধ করিবে। মৃততিথি শুদ্ধকালেই হউক আর নাই হউক, যখনই হইবে, সেই সময়েই শ্রাদ্ধ।

কিন্তু যে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কাম্যশ্রাদ্ধ করে, সে কালের শৌচাশৌচও বিচার করিবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণে শ্রাদ্ধ করিবে। অর্থাৎ সেই শ্রাদ্ধের সকল কার্য্যই দৈব অর্থাৎ দেবপক্ষীয়বৎ হইবে। চারিদিকে আবশ্যক মত দর্ভ স্থাপন করিবে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহাতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং "নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্" অর্থাৎ নান্দীমুখপিতৃগণ প্রীত হউন, —ইহা বলিবে। প্রথমে মাতৃপক্ষীয় শ্রাদ্ধ, অনন্তর পিতৃপক্ষীয়, তদনন্তর মাতামহপক্ষীয় শ্রাদ্ধ। বৃদ্ধিকার্য্যে এই তিনটি শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। দৈবপূর্ব্বক এই শ্রাদ্ধ দিবে অর্থাৎ এই শ্রাদ্ধত্রয়ের পূর্ব্বে (দেবপক্ষীয় শ্রাদ্ধ) কোন কার্য্যই অপ্রদক্ষিণ অর্থাৎ বামাবর্ত্তে করিবে না। বিচিত্র স্থণ্ডিলে, দেবমূর্ত্তির উপর বা ব্রাহ্মণের উপর, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য ও ভূষণ দ্বারা পূজা করিবে। উপবীতী ও পূর্ব্বমুখ হইয়াই একাগ্রচিত্তে পিণ্ডদান করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয় দৈবপূর্ব্বক করিবে। যে ব্যক্তি মাতৃযাগ না করিয়া শ্রাদ্ধ করে, মাতৃগণ ক্রোধান্বিতা হইয়া তাহার হিংসা করিয়া থাকেন। গৌরী, পদ্মা প্রভৃতি মাতৃগণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে। ৮১-৯৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

দশাহং প্রাহুরাশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ।
মৃতেঽথবাথ জাতেষু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১
নিত্যানি চৈব কর্ম্মাণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ।
ন কুর্য্যাদহিতং কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ং মনসাপি চ ॥২
শুচিরক্রোধনস্ত্বন্যান্ কালেঽগ্নৌ ভোজয়েদ্ দ্বিজান্।
শুষ্কান্নেন ফলৈর্ব্বাপি পিতরং জুহুয়াত্তথা ॥৩
ন স্পৃশেয়ুরিমানন্যে ন ভূতেভ্যঃ সমাচরেৎ।
সূতকে তু সপিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব দুষ্যতি ॥
সূতকে সূতকশ্চৈব বর্জ্জয়িত্বা মৃতো পুনঃ ॥৪
অধীয়ানস্তথা যজ্বা বেদবিচ্চাপি যো ভবেৎ।
চতুর্থে পঞ্চমে বাহ্নি সংস্পর্শঃ কথিতো বুধৈঃ ॥৫
স্পৃশ্যাস্তু সর্ব্ব এবৈতে স্নানান্তু দশমেঽহনি ॥৬
দশাহং নির্গুণং প্রোক্তমাশৌচং দাসনির্গুণে।
এবং দ্বি-ত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুশ্চৈকদিনে শুচিঃ ॥৭
দশাহাত্তু পরং সম্যগধীয়ীত জুহোতি চ।
চতুর্থে তস্য সংস্পর্শো মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৮
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
য এষাং মরণস্যাহুর্মরণান্তমশৌচকম্ ॥৯
ত্রিরাত্রং দশরাত্রং বা ব্রাহ্মণানামশৌচকম্।
প্রাক্‌সংস্কারাত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃপরম্ ॥১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, সপিণ্ডের মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণদিগের দশাহ অশৌচ। ১। 'অহিত' হইবে চিন্তা করিয়া অশৌচে নিত্যকর্ম্ম, বিশেষতঃ কাম্যকর্ম্ম করিবে না, স্বাধ্যায়ের কথা মনেও আনিবে না। ২। সাগ্নিক ব্যক্তি শুচি ও ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া অশৌচরহিত দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে, পিতৃগণের উদ্দেশেও শুষ্কান্ন ও ফল দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। ৩। ইহাদিগকে অর্থাৎ অশৌচযুক্ত ব্যক্তিগণকে অপর ব্যক্তি স্পর্শ করিবে না, অশৌচী ভূতবলি প্রদান করিবে না। কিন্তু জননাশৌচে একমাত্র প্রসূতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য সপিণ্ডের স্পর্শ দোষাবহ নহে। ৪। যে অধ্যয়নপরায়ণ, যে যাগশীল বা যে বেদজ্ঞ, তাহাকে মরণাশৌচে চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে স্পর্শ করিতে পারা যায়, ইহা পণ্ডিতগণের উক্তি। শাস্ত্রান্তরে আছে যে, ব্রাহ্মণগণ চতুর্থ দিনে এবং ক্ষত্রিয়গণ পঞ্চম দিনে স্পর্শযোগ্য হইবেন। ৫। দশমদিনে স্নানান্তে ইহারা সকলেই অর্থাৎ অত্যন্ত নির্গুণ জাতি এবং পুত্র স্পৃশ্য হইবে। দাস এবং নির্গুণ সপিণ্ডের দশাহ নির্গুণ অশৌচ—ইহা উক্ত হইয়াছে। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নি যাহার নাই,—সে নির্গুণ আর একগুণ অর্থাৎ কেবল স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যাসম্পন্ন হইলে চারদিনে শুচি হইবে। দুই গুণ (শ্রৌতাগ্নি বা স্মার্ত্তাগ্নি পরিচর্য্যা ও সম্পূর্ণ স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে তিন দিনে শুচি হইবে ও তিনগুণ (শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয় অগ্নি পরিচর্য্যা এবং সম্পূর্ণরূপে স্বশাখাধ্যয়ন) সম্পন্ন হইলে এক দিনে শুচি হইবে অর্থাৎ দশ দিন, চারি দিন, তিন দিন ও একদিন মাত্র অশৌচ হইবে। মূলে"এবং দ্বি-ত্রিগুণৈর্যুক্তং চতুশ্চৈক-দিনে শুচিঃ" না হইয়া "এক-দ্বি-ত্রিগু ণৈর্যুক্তশ্চতুস্ত্র্যেকদিনে শুচিঃ" হইবে। ৬-৭। উক্ত চতুর্থ প্রভৃতি দিনর পর হোম, অধ্যাপন ও শ্রাদ্ধবিশেষে তাঁহাদিগের অধিকার হয়। কিন্তু পঞ্চযজ্ঞাদিতে অধিকার দশাহাদির পরেই হইয়া থাকে, অতএব পরবচনে কোন গোলযোগ নাই। দশাহের পর অধ্যয়ন এবং হোমাদি কার্য্য সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবে। যাহার দশাহ অশৌচ হইয়া থাকে তাহার চতুর্থ দিনে অঙ্গস্পৃশ্যতা জন্মে, ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। ৮। সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াহীনের, বেদ গ্রহণে অসমর্থ মূর্খের অথবা যাহারা অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মহারোগী, তাহাদিগের মরণান্ত অশৌচ অর্থাৎ তাহাদিগের যাবজ্জীবন অশৌচ। ৯। নির্গুণ ব্রাহ্মণের সপিণ্ডের মৃত্যুতেও ত্রিরাত্র ও দশরাত্র অশৌচ হয়।

জন্ম-দ্বিবর্ষগে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে।
ত্রিরাত্রেণ শুচিস্ত্বন্যো যদিহাত্যন্তনির্গুণঃ ॥১১
অদন্তজাতমরণে মাতা-পিত্রোস্তদিষ্যতে।
জাতদন্তে ত্রিরাত্রং স্যাদ্ দন্তঃ স্যাদ্ যত্র নির্ণয়ঃ ॥১২
আ দন্তজন্মনঃ সদ্য আচৌলাদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমুপনয়নাদ্দশরাত্রমুদাহৃতম্ ॥১৩
জাতমাত্রস্য বা তস্য যদি স্যান্মরণং পিতুঃ।
মাতুশ্চ সূতকং তৎস্যাৎ পিতাঽস্য স্পৃশ্য এব হি ॥১৪
সদ্যঃ শৌচং সপিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং সোদরস্য তু।
ঊর্দ্ধং দশাহাদেকাহং সোদরো যদি নির্গুণঃ ॥১৫
অথোর্দ্ধং দন্তজন্ম স্যাৎ সপিণ্ডানামশৌচকম্।
একরাত্রং নির্গুণানাঞ্চৌলাদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রকম্ ॥১৬
আদন্তজাতমরণং সম্ভবেদ্ যদি সত্তমাঃ।
একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি চাত্যন্তনির্গুণঃ ॥১৭
ব্রতাদেশাৎ সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ পাততঃ।
গর্ভচ্যুতাবহোরাত্রং সপিণ্ডেঽত্যন্তনির্গুণে ॥১৮
যথেষ্টাচরণাদ্ জ্ঞাতৌ ত্রিরাত্রাদিতি নির্ণয়ঃ।
সূতকে যদি সূতিশ্চ মরণে বা গতির্ভবেৎ ॥১৯
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃ শেষে দ্বিরাত্রকম্।
মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণেন সমাপ্যতে ॥২০

হয়। তাহার মধ্যেও সংস্কারের (উপনয়নকাল ৬ বৎসর ৩মাসের) পূর্ব্বে সপিণ্ডমরণে ত্রিরাত্র, অতঃপর দশরাত্র অশৌচ হইবে। অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ৬ বৎসর ২ মাসের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ, পরে মরিলে দশ দিন। ১-১০।

জন্মের পর দুই বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইলে মাতা-পিতার দশরাত্র অশৌচ হইবে—ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। অত্যন্ত নির্গুণ মাতাপিতা ও সপিণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা, যদি সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তবে তাহারও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ১১।

দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে মাতাপিতার ত্রিরাত্র অশৌচ ঋষি-দিগের অভিপ্রেত। দন্ত জন্মিবার পর মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ। 'যে সময়ে দন্তের নির্ণয় হয় অর্থাৎ দন্ত উদ্গত না হইলেও ষষ্ঠমাস বয়ঃক্রম অতীত হইলে এবং ষষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে দন্ত উদ্গত হইলে দন্তের নির্ণয় হয়; সেই সময় হইতেই জাত দন্ত বলা যায়। চূড়াকরণ ও উপনয়নেও এইরূপ প্রতীতি ও কাল উভয়েরই গ্রহণ; অতএব প্রথম বর্ষে চূড়া বা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইলেও তাহার মরণে যথাক্রমে ত্রিরাত্র বা দশরাত্র অশৌচ হইবে। দন্ত জন্মাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সদ্যঃশৌচ; চূড়াকরণ (দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি) পর্য্যন্ত একরাত্র, উপনয়ন (৬ বৎসর ২ মাস) পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র (তৎপরে) দশরাত্র অশৌচ কথিত হইয়াছে।১২-১৩।

বালক জন্মিবামাত্রই অর্থাৎ সপিণ্ডদিগের অশৌচ-কালের মধ্যে মৃত হইলে, পিতা ও মাতার জননাশৌচই থাকিবে, কিন্তু মৃত বালকের পিতা মাতা অস্পৃশ্য হইবে। দশাহের পর মৃত্যু হইলে সপিণ্ডগণের সদ্যঃশৌচ হইবে, যদি সোদর অত্যন্ত নির্গুণ হয়, তাহা হইলে সোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইবে।১৪-১৫।

দন্তজননের ঊর্দ্ধে মৃত্যু হইলে নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র এবং চূড়াকরণের পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। হে সত্তমগণ! যদি দন্তজননের মধ্যে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে নির্গুণ সপিণ্ডদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে।১৬-১৭।

গর্ভস্রাবে সপিণ্ডদিগের ব্রতাদেশ অর্থাৎ সদ্যঃশৌচ হইবে, কিন্তু সপিণ্ড অত্যন্ত নির্গুণ হইলে গর্ভচ্যুতিতে অহোরাত্র অশৌচ হইবে, আর ঐ জ্ঞাতি যথেষ্টাচারী হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য জননাশৌচ হয় অথবা মরণাশৌচের মধ্যে অন্য অন্য গুরুমরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বার্দ্ধপাতী দ্বিতীয়াশৌচ প্রথমাশৌচের অবশিষ্ট দিন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। আর পূর্ব্বাশৌচশেষ-দিনে সজাতীয় পূর্ণ অশৌচ হইলে দুইদিন বৃদ্ধি হইবে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচের পরস্পর সাঙ্কর্য্য হইলে অর্থাৎ একত্র মরণাশৌচ দ্বারা সেই অশৌচের সমাপ্তি হইবে। ১৮-২০।

অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেত্তেন শুধ্যতি।
দেশান্তরগতঃ শ্রুত্বা সূতকং শাবমেব বা॥২১
তাবদপ্রযতোঽস্যৈব যাবচ্ছেষঃ সমাপ্যতে।
অতীতে সূতকে প্রোক্তং সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রকম্॥২২
তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্ ব্রতী।
বেদাংশ্চ যস্ত্বধীয়ানো ন ভবেৎ বৃত্তিকর্শিতঃ॥২৩
সদ্যঃ শৌচং ভবেত্তস্য সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
স্ত্রীণামসংস্কৃতানাস্তু প্রদানাৎ পরতঃ পিতুঃ॥২৪
সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্যাৎ সংস্কারো ভর্ত্তুরেব চ।
অহস্ত্বদত্তকন্যানামশৌচং মরণে স্মৃতম্॥২৫
দ্বিবর্ষ-জন্মমরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতম্।
আ দন্তাৎ সোদরঃ সদ্য আচৌলাদেকরাত্রকম্॥২৬
আব্রতানাং ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশমস্তু ততঃ পরম্।
মাতামহানাং মরণে ত্রিরাত্রং স্যাদশৌচকম্॥২৭
একোদরাণাং বিজ্ঞেয়ং সূতকে চৈতদেব হি।
পক্ষিণী যোনিসম্বন্ধে বান্ধবেষু তথৈব চ॥২৮
একরাত্রং সমুদ্দিষ্টং গুরৌ সব্রহ্মচারিণি।
প্রেতে রাজনি সদ্যস্তু যস্য স্যাদ্বিষয়ে স্থিতঃ॥২৯
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যকাসু ত্র্যহং পিতুঃ।
পরপূর্ব্বাসু ভার্য্যাসু পুত্রেষু কুলজেষু চ॥৩০

পাপবৃদ্ধিজনক অর্থাৎ গুরু অশৌচ যদি সজাতীয় লঘু অশৌচের পরার্দ্ধপাতী হয়, তাহা হইলে শেষ অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হয়। মূলে "অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধঞ্চেৎ তেন শুধ্যতি" এই স্থলে "অর্দ্ধবৃত্তিমদাশৌচমূর্দ্ধমন্যেন শুধ্যতি" এই পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ,—অর্দ্ধবৃত্তিমৎ অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধভাগ অতীত হইয়াছে অশৌচের সেই তৎকালজাত দ্বিতীয় গুরু অশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ দ্বিতীয় অশৌচের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। সপিণ্ডজননাশৌচ অপেক্ষা পুত্রজননাশৌচ গুরু, সপিণ্ড মরণাশৌচ অপেক্ষা মহাগুরুমরণাশৌচ গুরু, মূলস্থ এই বচন কিংবা স্মৃত্যন্তরের এইরূপ বচন ও ব্যবস্থা দেখিয়াই "যদি জননাশৌচের মধ্যে অন্য গুরু জননাশৌচ হয়" ইত্যাদি স্থলে গুরু পদ ব্যবহার করিলাম। দেশান্তরস্থিত ব্যক্তি জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে যে পর্য্যন্ত অশৌচের অবশিষ্ট দিন সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাহার অশৌচ থাকিবে। আর মরণাশৌচ শেষ হইয়া যাইবার পর শুনিলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।২১-২২।

সংবৎসরের পর শ্রবণ করিলে স্নানমাত্রে ঐরূপ শুদ্ধি (ইহা আচার ও ব্যবস্থা সঙ্গত অনুবাদ), যে বেদাধ্যায়ী অর্থাৎ সগুণ নহে—সে, ব্রতী বা কোন জীবিকা নির্ব্বাহ কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তি তাহাদের সকল কালে সকল অবস্থায় তত্তদ্বিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে অর্থাৎ ব্রতীর ব্রতে, কারুর কারুকার্য্যস্থলে সদ্যঃশৌচ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। বাগদত্তা অসংস্কৃতা (অপরিণীতা) কন্যার মৃত্যুতে পিতার ও সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ, বিবাহ সংস্কার হইলে ভর্ত্তারই পূর্ণ অশৌচ হইবে। অদত্তা অর্থাৎ যাহার বাগদান পর্য্যন্ত হয় নাই অথচ দুইবর্ষের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে—এইরূপ কন্যার মৃত্যুতে সপিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে, ইহা কথিত হইয়াছে।২৩-২৫।

তিন পুরুষ—প্রপিতামহ পর্য্যন্ত কন্যা-সপিণ্ড। জন্ম হইতে দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যে মরিলে সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয়। আর সহোদর ভ্রাতা ভগিনী জন্ম হইতে দন্তোদ্গমের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ পালন করিবে। চূড়াকরণ সময়ের মধ্যে মরিলে একরাত্র, আর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে মরিলে ত্রিরাত্র, তৎপরে অর্থাৎ বিবাহের পর মরিলে ভর্তৃকুলে দশাহ অশৌচ হইবে।

মাতামহ-মরণেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। প্রদত্তা সহোদরা ভগিনীর মরণাশৌচ ও এইরূপ; দহনবহনাদি করিলে এইরূপ অশৌচ, নচেৎ পক্ষিণী। যোনি সম্বন্ধে অর্থাৎ একগ্রামস্থ শ্বশ্রূ শ্বশুরাদি মরণে এবং বান্ধব অর্থাৎ মাতুল, মাতুলপুত্র, পিতৃস্বস্রীয় প্রভৃতি মরণে পক্ষিণী অশৌচ, বেদাঙ্গ শিক্ষক ও সব্রহ্মচারীর মরণে এক অহোরাত্র অশৌচ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে রাজার অধিকারে বাস করা যায়, তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ একাহ অশৌচ। বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ। পুনর্ভূ ভার্য্যার পুত্র

ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাচার্য্যে ভার্য্যাস্থ প্রত্যগাস্থ চ।
আচার্য্যপুত্রপত্ন্যোশ্চ অহোরাত্রমুদাহৃতম্ ॥৩১
একরাত্রমুপাধ্যায়ে তথৈব শ্রোত্রিয়েষু চ।
একরাত্রং সপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ ॥৩২
ত্রিরাত্রং শ্বশ্রূমরণে শ্বশুরে চ তথৈব চ।
সদ্যঃশৌচং সমুদ্দিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতি ॥৩৩
শুধ্যেদ্ দ্বিজো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূপতিঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৩৪
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রদায়াদা যে স্যুর্বিপ্রস্য সেবকাঃ।
তেষামশেষং বিপ্রস্য দশাহাৎ শুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৫
রাজন্যবৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাস্থ যোনিষু।
ষড়্রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাহপ্যেকরাত্রং ক্রমেণ হি ॥৩৬

উৎপন্ন হইলে বা ঐ ভার্য্যার মরণে এবং ঔরস ব্যতীত পুত্রের জন্ম-মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। ২৬-৩০।

আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্র অশৌচ। প্রত্যগা অর্থাৎ সজাতীয় বা উৎকৃষ্টজাতীয় পুরুষান্তরাশ্রয়কারিণী ভার্য্যা. আচার্য্যপুত্র এবং আচার্য্যপত্নীর মরণে অহোরাত্র অশৌচ, ইহা বলা হইয়াছে। উপাধ্যায়ের বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপকের মরণে, একগ্রামবাসী শ্রোত্রিয় মরণে একরাত্র অশৌচ আর নিজগৃহে সপিণ্ড মরণে একরাত্র অশৌচ হইবে।৩১-৩২।

নিজের উপস্থিতিতে শ্বশ্রূ-শ্বশুরের মৃত্যু হইলে, তাহার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। চতুর্দ্দশ-পুরুষের পরবর্ত্তী সগোত্রের মরণে সদ্যঃশৌচ হইবে। ব্রাহ্মণ দশাহে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়।৩৩-৩৪।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবংশীয় যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণের একমাত্র সেবক, তাহাদিগের ব্রাহ্মণসেবার হেতু ব্রাহ্মণবৎ দশাহে শুদ্ধি—ইহা শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। হীনবর্ণ জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি (শূদ্র) ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে সেবা করে, তাহারও সেবাকার্য্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৎ অশৌচ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়সেবক হইলে দ্বাদশদিন গত হওয়ার পর তৎ সেবাকার্য্যে শুচি; বৈশ্যসেবক হইলে পঞ্চদশ দিনের পর তৎসেবাকার্য্যের শুচি হইবে। সপিণ্ড-শূদ্রের জন্ম ও মরণে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়

বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-বিপ্রাণাং শূদ্রেশ্চাশৌচমেব তু।
অর্দ্ধমাসোঽথ ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥৩৭
শূদ্র-ক্ষত্রিয়-বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমিষ্যতে।
ষড়্রাত্রং দ্বাদশাহঞ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ ॥৩৮
অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রিয়াণাস্তু ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি ॥৩৯
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
অসপিণ্ডং দ্বিজপ্রেতং বিপ্রো নিঃসৃত্য বন্ধুবৎ ॥৪০
অশিত্বা চ সহোষিত্বা দশরাত্রেণ শুধ্যতি।
যদি নির্দহতি ক্ষিপ্রং প্রলোভাক্রান্তমানসঃ ॥৪১
দশাহেন দ্বিজঃ শুধ্যেদ্ দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
অর্দ্ধমাসেন বৈশ্যস্তু শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৪২

ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র, একরাত্র অশৌচ। অর্থাৎ বৈশ্যের ছয় দিন, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন, ব্রাহ্মণের একরাত্র অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড বৈশ্যের জন্ম-মরণে, শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে অর্দ্ধমাস, ষড়রাত্র ও ত্রিরাত্র অশৌচ অর্থাৎ শূদ্রের ১৫ দিন, ক্ষত্রিয়ের ৬ দিন ও ব্রাহ্মণের ৩ দিন অশৌচ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম-মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্রাত্র ও দ্বাদশাহ অশৌচ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয়দিন, বৈশ্য ও শূদ্রের বারদিন অশৌচ। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে, শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ হইয়াছে তাহা অর্থাৎ দশদিন) অশৌচ হইবে। (যৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখনকার জন্যই এই ব্যবস্থা)। ব্রাহ্মণ অসপিণ্ড অর্থাৎ অসম্বন্ধী মৃত ব্রাহ্মণের সৎকার করিলে তাহার একাহ অশৌচ, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন।৩৫-৩৯।

তৎসপিণ্ডের সহিত অন্নভোজন বা সহবাস করিলে দশাহ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে আর লোভবশতঃ অর্থাৎ কিছু পাইবার প্রত্যাশায় যদি শীঘ্র মৃত ব্রাহ্মণকে দাহ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ দশরাত্রে শুদ্ধ হইবে. ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য অর্দ্ধমাসে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ

ষড়াত্রেণাথবা সপ্ত-ত্রিরাত্রেণাথবা পুনঃ।
অনাথঞ্চৈব নির্বন্ধুং ব্রাহ্মণং ধনবর্জিতম্ ॥
স্নাত্বা সম্প্রাশ্য তু ঘৃতং শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥৪৩
*অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশুচ্যেন শুধ্যতি।
অপরশ্চেৎ পরবর্ণমপরঞ্চ পরো যদি ॥৪৪
একাহাৎ ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধির্বৈশ্যে তু স্যাদ্ দ্ব্যহে সতি।
শূদ্রেষু চ ত্র্যহং প্রোক্তং প্রাণায়ামশতং পুনঃ ॥৪৫
অনস্থিসঞ্চিতে শূদ্রে রৌতি চেদ্ ব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ।
ত্রিরাত্রং স্যাত্তথাহশৌচমেকাহং ক্ষত্র-বৈশ্যয়োঃ ॥৪৬
অন্যথা চৈব সজ্যোতির্ব্রাহ্মণে স্নানমেব চ।
অনস্থিসঞ্চিতে বিপ্রে ব্রাহ্মণো রৌতি চেত্তদা ॥৪৭
স্নানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচৈলেন ন সংশয়ঃ।
যস্তৈঃ সহান্নং কুর্য্যাচ্চ যানাদীনি তু চৈব হি ॥৪৮

হইবে (এক কথায় বলিতে গেলে যে জাতীয় ব্যক্তি দাহ করিবে, তাহার স্বজাতি নির্দ্দিষ্ট অশৌচ হইবে, ইহাই বলা যায়)। অথবা ষড়রাত্র, সপ্তরাত্র, কিবা ত্রিরাত্রে শুদ্ধি লাভ করিবে।৪০-৪২।

অনাথ বন্ধুবান্ধবশূন্য নির্দ্ধন মৃত ব্রাহ্মণের সৎকার হয় না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থ সৎকার করিলে, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি নীচবর্ণ অশৌচকালে স্নেহ বশতঃ উত্তম বর্ণকে, কিংবা উত্তমবর্ণ অধমবর্ণকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তদীয় অশৌচ নিবৃত্তিতে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় শবানুগমনে একাহ অশৌচান্তে শুদ্ধি, বৈশ্যশবানুগমনে দুই দিন অশৌচ পরে শুদ্ধি, শূদ্রশবানুগমনে তিন দিন অশৌচ ভোগ ও শত প্রাণায়ামান্তে শুদ্ধি হইবে।

শূদ্রশবের অস্থি সঞ্চয় না হইতে ব্রাহ্মণ যদি ঐ শূদ্রের বন্ধুবান্ধবের সহিত তাঁহার জন্য রোদন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের তিনদিন অশৌচ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উহা করিলে তাহাদিগের একাহ অশৌচ। অন্যথা অর্থাৎ অস্থিসঞ্চয় হওয়ার পর রোদন করিলে ব্রাহ্মণ এক দিন বা এক রাত্রির পর স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।৪৩-৪৬।

*(ইহা বর্ত্তমানে প্রচলিত নহে।)

ব্রাহ্মণে বাহপরে বাহপি দশাহেন বিশুধ্যতি।
য স্তেষামন্নমশ্নাতি স তু দেবোহপি কামতঃ ॥৪৯
তদাশৌচনিবৃত্তেষু স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি।
যাবত্তদন্নমশ্নাতি দুর্ভিক্ষাভিহতো নরঃ ॥
তাবন্ত্যহান্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ ॥৫০
দাহাদ্যশৌচং কর্ত্তব্যং দ্বিজানামগ্নিহোত্রিণাম্।
সপিণ্ডানাং তু মরণে মরণাদিতরেষু চ ॥৫১
সপিণ্ডতা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
সমানোদকভাবস্তু জন্ম-নাম্নোরবেদনে ॥৫২
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
লেপভাজস্তু যশ্চাত্মা সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষম্ ॥৫৩
ঊর্দ্ধানাঞ্চৈব সাপিণ্ড্যমাহ দেবঃ প্রজাপতিঃ।
যে চৈকজাতা বহবো ভিন্নযোনয় এব চ ॥৫৪

আর ব্রাহ্মণের অস্থি সঞ্চয় হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যদি রোদন করে, তাহা হইলে সচেল অর্থাৎ তৎকাল পরিহিত বস্ত্রসহ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইবে—ইহাতে সংশয় নাই, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে যে ব্যক্তি অশৌচী দিগের সহিত পুনঃপুনঃ অন্নভোজন, একত্র যানাদি ব্যবহার করে, সে দশাহ (অশৌচী ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট অশৌচকাল) অন্তে শুদ্ধিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ তাহাদিগের অন্ন ভোজন করে, দেবতা হইলেও তাহাকে অশৌচীর অবশিষ্ট অশৌচকাল অশৌচ ভোগ করিয়া সেই অশৌচান্ত স্নান করত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাদির পরে শুদ্ধি লাভ করিবে। মনুষ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া অশৌচী ব্যক্তির অন্ন যতদিন ভোজন করিবে, ততদিন তাহাকে অশৌচ ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর স্নানাদি ও প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৪৭-৫০।

সাগ্নিক দ্বিজগণ সপিণ্ডমরণে দাহ হইতে এবং অপর বক্তিরা মরণ হইতে অশৌচ ব্যবহার করিবে। সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতানিবৃত্তি হয়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি হইতে গণনা করা যায়, তাহার ঊর্দ্ধতন ছয় পুরুষ ও অধস্তন ছয় পুরুষ সপিণ্ড, সপ্তম পুরুষ অসপিণ্ড এবং জন্ম ও নামের অজ্ঞানে (আমাদিগের বংশে অমুকনামা একজন হইয়াছিল—এই জ্ঞান না থাকিলে) সমানোদক ভাবের

ভিন্নবর্ণাস্তু সাপিণ্ড্যং ভবেত্তেষাং ত্রিপুরুষম্ ।
কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্য-দাসী-দাসাস্তথৈব চ ॥৫৫
রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
দাতারো নিয়মী চৈব ব্রহ্মবিদ্-ব্রহ্মচারিণৌ ॥৫৬
সত্রিণো ব্রতিনস্তাবৎ সদ্যঃ শৌচমুদাহৃতম্ ।
রাজা চৈবাভিষিক্তশ্চ প্রাণসত্রিণ এব চ ॥৫৭
যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেবযাগে তথৈব চ ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে বাপ্যুপদ্রবে ॥৫৮
বিষাদ্যুপহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণেঽপি চ ॥৫৯
অগ্নিমেরুপ্রপতনে বিষোদ্বাম্নপরাশনে ।
গো-ব্রাহ্মণান্তে সন্ন্যস্তে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥৬০
নৈষ্ঠিকানাং বনস্থানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
নাশৌচং বিদ্যতে সদ্ভিঃ পতিতে চ তথা মৃতে ॥৬১

ইতৌশনসস্মৃতৌ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

নিবৃত্তি হয়। পিতা. পিতামহ, প্রপিতামহ, (ইহারা শ্রাদ্ধভাগী) এবং (প্রপিতামহের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজন) লেপভাগী (এই ছয়) আর আপনি (যাহা হইতে গণনা করা যায়. সেই ব্যক্তি) এই সাপ্তপৌরুষ সাপিণ্ড্য। পিতামহ ঊর্দ্ধ তিন ব্যক্তি-দিগের ও অধস্তন ব্যক্তিদিগের অর্থাৎ প্রপিতামহের প্রপিতামহ এবং প্রপৌত্রের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষের-ইত সাপিণ্ড্য আছে,—ইহা প্রজাপতিদেব বলিয়াছেন। যাহারা এক ব্যক্তির ঔরসজাত, অথচ ভিন্ন যোনি ও ভিন্ন বর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত (যথা ব্রাহ্মণ মূর্দ্ধাবসিক্ত অম্বষ্ঠ ও পরাশর (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ৯১-৯২ শ্লোক) তাহাদিগের পরস্পর সাপিণ্ড্য তিন পুরুষ পর্য্যন্ত। এই অসবর্ণ সপিণ্ডের অশৌচব্যবস্থা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী (গর্ভদাসী), দাস (গর্ভদাস), রাজা ও রাজাজ্ঞাকারী ইহাদিগকে নিজ নিজ অসাধারণ কার্য্যে (যথা কারুর কারুকার্য্যে, শিল্পীর শিল্পকার্য্যে ইত্যাদি) সদ্যঃশৌচ ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। দাতা (নিয়মিত প্রত্যহ দান করে যে), নিয়মী অর্থাৎ এই ব্রতসমাপ্তির পর আমি অবশ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইব—এইরূপ নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে যে, যতি এবং ব্রহ্মচারী ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ, নিয়মীর সদ্যঃশৌচ বিধান থাকায়; শুচি ব্রাহ্মণ তাহার অন্ন ভোজন করিলেও অশৌচ হইবে না। ৫১-৫৬।

সত্রী (দীক্ষিত), ব্রতী (আরব্ধব্রত), অভিষিক্ত রাজা ও প্রাণসত্রী (প্রাণশব্দে অন্ন, নিরন্তর অন্নদানে রত) ইহাদিগের সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে। যজ্ঞে (আরব্ধ বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে), বিবাহকালে, আরব্ধ সংস্কারকার্য্যে আরব্ধ দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে, দুর্ভিক্ষকালে, রাজাদির উপদ্রবে অর্থাৎ তৎকালকর্ত্তব্য শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কার্য্যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে। ৫৭-৫৮।

বৃকাদিহত অর্থাৎ ক্রোধাদি বশতঃ ব্যাঘ্রাদিমুখে যে আত্মহত্যা করিয়াছে. বিদ্যুৎপাত-নিহত, ইহা ও পূর্ব্ববৎ-রাজদণ্ডহত ব্রহ্মশাপাদিনিহত নিজ দোষরোষিত সর্পাদি দংশনে মৃত ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ কথিত হইয়াছে অর্থাৎ আত্মহত্যামরণ রাজদণ্ডমরণ ব্রহ্মশাপাদিজনিত মরণ বা ঐরূপ সর্পদংশনজনিত মরণে সদ্যঃশৌচ। অগ্নিপ্রবেশ, উচ্চস্থান হইতে পতন, বিষপান, জলপ্রবেশ ও অন্নপরাশন (প্রায়োপবেশন)—আত্মহত্যা-সম্পাদনার্থ ব্যবহৃত এই সকল কার্য্যে মরণ, গোব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ মরণ ও সন্ন্যাসিমরণে সদ্যঃশৌচ বিহিত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতিদিগের মরণে অশৌচ হয় না; এবং পতিত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হয় না, ইহা পণ্ডিতদিগের বিদিত। ৫৯-৬১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

পতিতানাং ন দাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতপিণ্ডে চ কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ ॥১
ব্যাপাদয়েত্তথাত্মানং স্বয়ং যোঽগ্নি-বিষাদিভিঃ।
সহিতং তস্য নাশৌচং ন চ স্যাদুদকাদিকম্ ॥২
অথ কশ্চিৎ প্রমাদেন ম্রিয়তেঽগ্নি-বিষাদিভিঃ।
তস্যাশৌচং বিধাতব্যং কার্য্যঞ্চৈবোদকাদিকম্ ॥৩
জাতে কুমারে তদহরামং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
সুবর্ণ-ধান্য-গো-বাস-স্তিলান্ন-গুড়-সর্পিষঃ ॥৪
ফলানীক্ষুঞ্চ শাকঞ্চ লবণং কাষ্ঠমেব চ।
তোয়ং দধি ঘৃতং তৈলমৌষধং ক্ষীরমেব চ ॥৫
আশৌচিনো গৃহাদ্ গ্রাহ্যং শুষ্কান্নঞ্চৈব নিত্যশঃ।
আহিতাগ্নির্যথান্যায়ং দাতব্যং ত্রিভিরগ্নিভিঃ ॥৬
অনাহিতাগ্নির্গৃহ্যেণ লৌকিকে নেতরৈর্দ্বিজৈঃ।
দেহাভাবাৎ পলাশেন কৃত্বা প্রতিকৃতিং পুনঃ ॥৭
দাহঃ কার্য্যো যথান্যায়ং সপিণ্ডৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সকৃৎ প্রসিঞ্চেদুদকং নাম-গোত্রেণ বাগ্‌যতঃ ॥৮
দশাহং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে চৈবার্দ্রবাসসঃ।
পিণ্ডং প্রতিদিনং দদ্যুঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি ॥৯
প্রেতায় চ গৃহদ্বারি চতুরো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্।
দ্বিতীয়েঽহনি কর্ত্তব্যং ক্ষুরকর্ম্ম সবান্ধবৈঃ ॥১০
সর্ব্বৈরস্থ্নাং সঞ্চয়নং জ্ঞাতিরেব ভবেত্তথা।
ত্রিপূর্ব্বং ভোজয়েদ্ বিপ্রানযুগ্মান্ শ্রদ্ধয়া শুচীন্ ॥১১
পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেঽহনি।
অযুগ্মান্ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ নবশ্রাদ্ধন্তু তদ্বিদুঃ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়।

পতিত ব্যক্তিদিগের দাহ নাই, অন্ত্যেষ্টি নাই, অস্থি সঞ্চয় নাই, (তাহার জন্য) অশ্রুপাত বা পিণ্ডদানও অকর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের শ্রাদ্ধ কদাচ করিবে না। যে ব্যক্তি অগ্নিবিষাদি সাহায্যে স্বয়ং আত্মহত্যা করে, তাহার অশৌচ হইবে না, এবং তাহার উদকাদি দানও হইবে না। যদি কেহ অনবধানতা বশতঃ অগ্নি বা বিষাদি দ্বারা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশৌচ গ্রহণ কর্ত্তব্য, উদকাদি দানও কর্ত্তব্য। পুত্র জন্মাইলে দান করা বিধি,—উহাতে কিরূপ দত্তবস্তু গ্রাহ্য তাহা উক্ত হইতেছে—কাহারও পুত্র জন্মিলে সেই দিন উহার নিকট সুবর্ণ, ধান্য, গো, বস্ত্র, তিল, অন্ন, (তণ্ডুল) তৈল, গুড়, ঘৃত এই সকল অপক্ক বস্তু প্রতিগ্রহ করিবে।১—৪।

অশৌচী ব্যক্তির গৃহ হইতে প্রত্যহ ফল, ইক্ষু, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, তোয়, দধি, ঘৃত, তৈল, ঔষধ, দুগ্ধ এবং শুষ্কান্ন গ্রহণ করা যায়। দ্বিজগণ আহিতাগ্নি ব্যক্তিকে যথাবিধি দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। মূলে "দাতব্য" না হইয়া "দগ্ধব্য" হইবে। অনাহিতাগ্নি অর্থাৎ শ্রৌতাগ্নিরহিত ব্যক্তিকে গৃহ্যাগ্নি দ্বারা, উভয়াগ্নি রহিত ব্যক্তিকে লৌকিক অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। মৃতদেহ না পাওয়া যাইলে, পলাশপত্র দ্বারা (ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল, প্রতিমূর্ত্তির উপকরণ পলাশপত্রাদির সংখ্যা বিশেষ শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দেশ আছে) সপিণ্ডগণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহা যথাশাস্ত্র দাহ করিবে। বাক্যসংযম করিয়া নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক একবার মাত্র জলদান করিবে (সামবেদী বিষয়ে তিনবার)। বান্ধবগণের সহিত সকলেই আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া মরণদিন হইতে দশম দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে যথাবিধি মৃতব্যক্তি উদ্দেশে গৃহদ্বারদেশে পিণ্ডদান করিবে। (পিণ্ডদান এক-জনেরই কর্ত্তব্য, তবে পুত্রাদির অসামর্থ্যে যে কোন সবর্ণ দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা জ্ঞাপনের জন্য "সকলে" কথাটি প্রযুক্ত হইয়াছে) চারজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, জ্ঞাতিগণ সকলে দ্বিতীয় দিনে ক্ষৌরকার্য্য করিবে, (অশৌচের মধ্যে যেদিন হয়, সেই দিন ক্ষৌরকর্ম

একাদশেঽহ্নি কুর্ব্বীত প্রেতমুদ্দিশ্য ভাবতঃ।
দ্বাদশে বাথ কর্ত্তব্যমগ্নিদৈস্ত্বথবাঽহনি ॥১৩
একং পবিত্রমেকং বা পিণ্ডমাত্রং তথৈব চ।
এবং মৃতেঽহ্নি কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরম্ ॥১৪
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সংবৎসরে পুনঃ।
কুর্য্যাচ্চত্বারি পাত্রাণি প্রেতাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫
প্রেতার্থং পিতৃপাত্রেষু পাত্রমাসেচয়েত্ততঃ।
'যে সামানা' ইতি দ্বাভ্যাং পিণ্ডানপ্যেবমেব হি ॥১৬

সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং দৈবপূর্ব্বং বিধীয়তে।
পিতৃনাবাহয়েত্তত্র পুনং প্রেতঞ্চ নির্দ্দিশেৎ ॥১৭
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাং স্যাৎ পৃথক্ক্রিয়া।
যস্তু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা ত্বভিজায়তে ॥১৮
মৃতে পিতরি বৈ পুত্রঃ পিণ্ডশব্দং সমাবিশেৎ।
দদ্যাচ্চান্নং সোদকুম্ভং প্রত্যহং প্রেতধর্ম্মতঃ ॥১৯
পার্ব্বণেন বিধানেন সাংবৎসরিকমিষ্যতে।
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥২০

হইবে,—ইহা বুঝাইবার জন্য স্মৃত্যন্তরোক্ত অশৌচান্ত দিন না বলিয়া দ্বিতীয় দিন উক্ত হইল। এই জন্যই স্মৃত্যন্তরেও তৃতীয় পঞ্চমাদি দিনে ক্ষৌরকর্ম্মের বিধান আছে, আমাদিগের দেশে অশৌচান্ত দিনেই ক্ষৌরকর্ম করার ব্যবস্থা ! সকল বান্ধবের সহিত জ্ঞাতিই অস্থি-সঞ্চয় করিবার পাত্র হইবে (জ্ঞাতি শব্দের ভাবার্থ দাহকর্ত্তা), অস্থিসঞ্চয়ন দিনে শ্রদ্ধাসহকারে তিন জনের অন্যূন অযুগ্ম পবিত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পঞ্চম, নবম এবং একাদশ দিনে অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, তাহার এইদিন কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধবিশেষ নবশ্রাদ্ধ বলিয়া বিদিত। ৮-১২।

অগ্নিদ (অর্থাৎ মুখাগ্নি করিবার মুখ্যপাত্র—পুত্রাদি) একাদশ দিনে অথবা দ্বাদশ দিন গত হইলে, (অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে, একাদশ দিনে ব্রাহ্মণের এবং ত্রয়োদশ দিনে ক্ষত্রিয়ের) শ্রদ্ধাসহকারে, প্রেতোদ্দেশে একটী পবিত্র ও একটী মাত্র পিণ্ড (অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ) কর্ত্তব্য। প্রাদেশপরিমিত সাগ্র কুশের নাম পবিত্র। এক বৎসর কাল প্রতিমাসে মৃততিথিতে এইরূপ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডী-করণ উক্ত হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তমগণ। তাহাতে যাহার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে তৎপ্রভৃতি চারজনের পিতার সপিণ্ডীকরণে তাঁহার ও তাঁহার ঊর্দ্ধতন আর তিন পুরুষের এক একটী করিয়া চারিটী পাত্র অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্র করিবে। অনন্তর প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত অর্ঘ্যপাত্র "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত পিতামহ প্রভৃতির তিনটী অর্ঘ্যপাত্রে সিঞ্চন করিবে অর্থাৎ প্রেতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্যজলের চারভাগের এক ভাগ, পিতামহাদির উদ্দেশে উৎসৃষ্ট অর্ঘ্যজলের সহিত মিলিত করিবে। পিণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ অর্থাৎ প্রেত প্রভৃতি চার জনের উদ্দেশে চারিটী পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রেতপিণ্ডের চার ভাগের এক ভাগ ঐ সকল পিণ্ডসহ মিশ্রিত করিবে। ১৩-১৬।

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে প্রথম দৈবপক্ষ শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, তাহাতে পিতৃলোকের আবাহন করিবে এবং প্রেতেরও আবাহন করিবে (যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন মৃতব্যক্তির "প্রেত" সংজ্ঞা তৎপরে "পিতৃ" সংজ্ঞা)। যে সকল মৃতের সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহা-দিগের শ্রাদ্ধ পৃথগ্‌ভাবে করিতে হইবে না। যে ব্যক্তি পৃথক্ পিণ্ড করিবে সে পিতৃঘাতী হইবে। (সপিণ্ডী-করণ একটী একোদ্দিষ্ট ও একটী-পার্ব্বণ লইয়া গঠিত; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধটী প্রেতোদ্দেশে, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধটী পিতৃ উদ্দেশে হইয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণের পর পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে আর তাহার জন্য ঐরূপ স্বতন্ত্র একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে না)। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র "পিণ্ড" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত হইবে এবং এক বৎসর প্রত্যহ প্রেতোচিত বিধি অনুসারে, জলপূর্ণ কুম্ভ ও অন্ন প্রেতোদ্দেশে দান করিবে। (পিতা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরলোকগত হইলে অথবা পিতামাতা অমাবস্যাতে বা পিতৃপক্ষে মৃত হইলে তাহাদিগের) প্রতিসংবৎসর কর্ত্তব্য সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি অনুসারেই কর্ত্তব্য—ইহাই সনাতন নিয়ম। ১৭—২০।

মাতাপিত্রোঃ স্থতৈঃ কার্য্যং পিণ্ডদানাদি কিঞ্চন।
পত্নী কুর্য্যাৎ স্থতাভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ ॥২১
এষ বঃ কথিতঃ সম্যগ্‌ গৃহস্থানাং যথাবিধি।
স্ত্রীণাঞ্চ ভর্তৃশুশ্রূষা ধর্ম্মো নান্য ইহেষ্যতে ॥২২
যঃ স্বধর্ম্মপরো নিত্যমীশ্বরার্পিতমানসঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যদুক্তং বেদসম্মিতম্ ॥২৩

ইত্যৌশনসস্মৃতৌ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

পিণ্ডদান প্রভৃতি পিতামাতার যে কিছু কার্য্য, তাহা পুত্রগণই করিবে। পুত্রাভাবে ঐ সকল কার্য্য পত্নী করিবে, তদভাবে সহোদর করিবে। অর্থাৎ পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং পত্নী শব্দে পত্নী, কন্যা, দৌহিত্র। অতএব পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাভাবে পত্নী এবং পত্নী কন্যা, দৌহিত্রাভাবে সহোদর, পিণ্ডদানে অধিকারী ইহা এই বচনের মর্ম্ম। গৃহস্থগণের এই ধর্ম্ম তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলাম। স্ত্রীলোকদিগের যথাবিধি ভর্তৃশুশ্রূষাই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের পক্ষে অন্য ধর্ম্ম পালনীয় নহে, (তবে স্বামীর অনুমতি লইয়া অন্য ধর্মের আচরণ করিতে পারে)। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পরায়ণ এবং ঈশ্বরার্পিতচিত্ত, সে—যাহা বেদতুল্য (নিত্য ও পবিত্র) বলিয়া কথিত—সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়।২১-২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১
সংবৎসরেণ পততি সংসর্গং কুরুতে তু যঃ।
যো হি শয্যাসনে নিত্যং বসন্ বৈ পতিতো ভবেৎ ॥২
যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যয়নং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেজ্‌ জ্ঞানাৎ সহভোজনমেব চ ॥৩
অবিজ্ঞায়াপি যো মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যয়নং দ্বিজঃ।
সংবৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ ॥৪
ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যং চাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্ ॥৫
ব্রহ্মণাবসথান্ সর্ব্বান্ দেবাগারাণি বর্জ্জয়েৎ।
বিনিন্দ্য চ স্বমাত্মানং ব্রাহ্মণঞ্চ স্বয়ং স্মরেৎ ॥৬

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি রত্তিকার অন্যূন সুবর্ণাপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের সহিত সংসর্গ করে সে,—ইহারা অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী। যে ব্যক্তি প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ মহাপাতকীর সহিত একবৎসর সংসর্গ করে, সে পতিত মহাপাতকী হয়। যে শয্যাসনে সর্ব্বদা উপবেশন করে অর্থাৎ লঘু সংসর্গ করে, সেই ব্যক্তিই এক বৎসরে পতিত হয়।১-২।

দ্বিজ—যাজন, যজন, যোনিসম্বন্ধ ও অধ্যয়ন, (অধ্যাপন) জ্ঞানপূর্ব্বক ইহার অন্যতম কার্য্য করিলে, বা সহ ভোজন অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত একপাত্রে একসময়ে তদীয় অন্নভোজন করিলে সদ্যঃ পতিত হয়, অর্থাৎ মহাপাতকীর সহিত জ্ঞানতঃ ঈদৃশ গুরুতর সংসর্গে সদ্যঃপাতিত্য হয়। যে দ্বিজ প্রকৃততত্ত্ব না জানিয়া ও অনবধানতা বশতঃ মহাপাতকীর নিকট অধ্যয়ন করে, বা মহাপাতকীকে পাঠ দান করে সে এবং যে সহাধ্যয়ন করে সে, এক বৎসরে পতিত হয়। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যোনিসম্বন্ধ এবং সহভোজন লঘু ও গুরুভেদে দ্বিবিধ। জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞাদির যজন, যাজন, উপনয়ন সমেত

অসঙ্করাণি যোগ্যানি সপ্তাগারাণি সংবিশেৎ।
বিধূমে শনকৈর্নিত্যং ব্যাহারে ভুক্তবর্জ্জিতে ॥৭
কুর্য্যাদনশনং বাত্মং ভৃগোঃ পতনমেব চ।
জ্বলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ স্বয়ম ॥৮
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দীর্ঘমাময়িনং বিপ্রং কৃত্বানাময়িনং তথা ॥৯
দত্ত্বা চান্নং স বিদুষে ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
অশ্বমেধাবভৃতকে স্নাত্বা নঃ শুধ্যতি দ্বিজঃ ॥১০
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্দৃষ্ট্বা বা সেতুদর্শনম্ ॥১১
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং পিবেত্তদা।
নির্দগ্ধকায়ঃ স তদা মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১২

বেদাধ্যয়ন, তাদৃশ বেদাধ্যাপন, এবং বিবাহপূর্ব্বক যোনিসম্বন্ধ, পতিতের সহ একপাত্রে পতিত পক্কান্ন ভোজন, এইসকল গুরুতর সংসর্গ। অষ্টকাদি যজ্ঞের যজন, যাজন, কেবল বেদাধ্যয়ন বা বেদাধ্যাপন, বিবাহান্তর পাপচারিণী নিজ পত্নীর সহিত যোনিসম্বন্ধ, পতিতের সহ একপাত্রে অপতিতের পক্কান্ন ভোজন— এই সকল লঘু সংসর্গ। এক্ষণে দেখ—জ্ঞানকৃত গুরুতর সংসর্গ যজন যাজনাদিতেই সদ্যঃ পাতিত্য, অজ্ঞানকৃত হইলে দুই দিনে। অজ্ঞানকৃত পাপ জ্ঞানকৃত পাপের অর্দ্ধ। অতএব অজ্ঞানবশতঃ অধ্যয়ন করিলে এক বৎসরে পতিত হয়, উক্ত হইয়াছে। এ স্থলের অধ্যয়ন পূর্ব্বোক্ত লঘু অধ্যয়ন, ইহা জ্ঞাতব্য। ব্রহ্মহত্যাকারী বনে কুটীর করিয়া আত্মশুদ্ধার্থ শবশিরোধ্বজ অর্থাৎ স্বকরস্থিত ঊর্দ্ধমুখদণ্ডাগ্রে হত ব্রাহ্মণের, তদভাবে অন্য কোন মৃত ব্রাহ্মণের কপাল স্থাপন এবং ভিক্ষা করত তাহাতে দ্বাদশবর্ষ বাস করিবে। ব্রাহ্মণের গৃহে বা দেবালয়ে প্রবেশ করিবে না, আপনিই আপনার নিন্দা করিয়া ভিক্ষা চাহিবে এবং বিনাশিত ব্রাহ্মণকে অনুতাপের সহিত স্মরণ করিবে।৩-৬।

প্রত্যহ যে সময়ে অগ্নি নির্ধূম হইয়া যায়, ভোজন-ঘটিত কথাবার্ত্তা তিরোহিত হয়, সেই সময়ে অর্থাৎ বিশেষ অপরাহ্ণে অসঙ্কীর্ণ জাতির ভিক্ষোপযুক্ত সাতটী মাত্র বাটীতে প্রত্যহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইবে। (একটি বাটীতে ভিক্ষা না মিলিলে বা প্রাণধারণের অনুপযোগী স্বল্প ভিক্ষা মিলিলে আর এক বাটীতে যাইবে। ক্রমে সাত বাটী পর্য্যন্ত এইরূপে ভিক্ষা করিতে পারিবে, তাহাতেও যদ্যপি ভিক্ষা না মেলে, তথাপি অন্যত্র গমন করিবে না, সেদিন উপবাসী থাকিবে)।৭।

অথবা পাপ ক্ষয়ার্থ মরণের জন্য অনশন করিবে, ভৃগুপতন করিবে অর্থাৎ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবে কিংবা জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে, অথবা জলে প্রবেশ করিবে, ইহাই আদ্য অর্থাৎ অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্তের প্রথম কল্প। ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ, কি গাভীর রক্ষার্থ সম্যক্ অর্থাৎ লৌকিক স্বার্থশূন্য চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে-ইহাই জ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ তাহাতে পাপশূন্য হইবে—অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্তের দ্বিতীয় কল্প হইল—দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতরূপে (যাহা ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্তরূপে) কথিত হইয়াছে এবং কাখাগ নং কল্প। যথা—

(ক) অথবা ঐ অবস্থায় দীর্ঘ দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নীরোগ করিলে নিষ্পাপ হইবে। (খ) যে দ্বিজ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে শুদ্ধ হয়—সে, এবং (গ) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে অর্থাৎ ক্ষুধাবসন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অন্নদান দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। অশ্বমেধাবভৃথস্নান বা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রহ্মঘাতী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব দান করিবে, তাহাতেই পাপমুক্ত হইবে ইহা শূলপাণির অভিমত। কিংবা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। সেতুবন্ধ পদব্রজে গন্তব্য। তাহাতে কষ্টভোগ হইবে—তাহাই প্রায়শ্চিত্ত।৮-১১।

অথ সুরাপান প্রায়শ্চিত্ত। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উত্তপ্ত অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিবে, যখন তদ্দারা দগ্ধদেহ হইবে, তখন সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে। (মূলে "স তদা" না হইয়া "তয়া" হইবে)। কিংবা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত গোমূত্র, অগ্নিবর্ণ দ্রবীভূত গোময়, অগ্নিবর্ণ দুগ্ধ, অগ্নিবর্ণ ঘৃত বা অগ্নিবর্ণ জল পান করিয়া গতপ্রাণ

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃদ্দ্রবমেব বা।
পয়ো ঘৃতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাত্ততঃ ॥১৩
জলার্দ্রবাসাঃ প্রযতো ধ্যাত্বা নারায়ণং হরিম্।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চাথ চরেত্তৎ পাপশান্তয়ে ॥১৪
স্বর্ণস্তেয়ী সকৃদ্ বিপ্রো রাজানমধিগম্য তু।
স্বকর্ম্ম খ্যাপয়ন্ ব্রূয়াম্মাং ভবাননুশাস্ত্বিতি ॥১৫
গৃহীত্বা মুষলং রাজা সকৃদ্ধন্যাত্তু তং স্বয়ম্।
স বৈ পাপাত্ততঃ স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথ বা ॥১৬
করেণাদায় মুষলং লগুড়ং বাথ ঘাতিনম্।
সঞ্চিত্যোভয়তস্তীক্ষ্ণমায়সং দণ্ডমেব চ ॥১৭
রাজা ন স্তেনমর্দ্দীত মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণশ্চ তৎপাপমেবং কর্ম্মাণি শাধি মাম্ ॥১৮
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা ততঃ স্তেয়াদ্ বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা চ তং রাজা স্তেয়স্যাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥১৯
তপসা ক্রুতমন্যস্য সুবর্ণস্তেয়জং ফলম্।
চীরবাসা দ্বিজোঽরণ্যে সঞ্চরেদ্ ব্রহ্মণো ব্রতম্ ॥২০
স্নাত্বাশ্বমেধাবভৃতে পূতঃ স্যাদথবা দ্বিজঃ।
প্রদদ্যাচ্চাথ বিপ্রেভ্যঃ স্বাত্মতুল্যং হিরণ্যকম্ ॥২১
চরেদ্ বা বৎসরং কৃৎস্নং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ।
ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী চ তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥২২
গুরুভার্য্যাং সমারুহ্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ।
উপগূহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং কাম্যাং কালায়সীকৃতাম্ ॥২৩
স্বয়ং বা শিশ্ন-বৃষণে উৎকৃত্যাদথবাঞ্জলৌ।
আতিষ্ঠেদ্দক্ষিণামাশামানিপাতমজিহ্মতঃ ॥২৪

হইলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহা হইল জ্ঞানকৃত সুরাপান স্থলে। অথবা আর্দ্রবস্ত্র ও পবিত্র হইয়া নারায়ণরূপী শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া সেই অর্থাৎ সুরাপান জনিত পাপশান্তির জন্য ব্রহ্মহত্যাব্রত (দ্বাদশবার্ষিক ব্রত) আচরণ করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত সুরাপান স্থলে জ্ঞাতব্য। অথ সুবর্ণস্তেয় প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্ণস্তেয়ী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপ সুবর্ণ অপহরণ করিলে, রাজার নিকট গমন করিয়া নিজদোষ কীর্ত্তন করত "আপনি আমাকে শাসন করুন" এই কথা একবার বলিবে। (মূলে "স্বর্ণস্তেয়ী সকৃৎ" স্থলে, পুস্তকবিশেষে "সুবর্ণস্তেয়কৃৎ" পাঠ আছে—তাহা সুসঙ্গত, ইহার অনুবাদ পূর্ব্ববৎ কেবল "একবার" কথাটা উঠিয়া যাইবে।) রাজা স্বয়ং মুষল গ্রহণ করিয়া তাহাকে অর্থাৎ সুবর্ণচোরকে একবার আঘাত করিবেন, তাহাতে সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে—ইহা জ্ঞানকৃত সুবর্ণহরণের প্রায়শ্চিত্ত ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে। অথবা ব্রাহ্মণ বধদণ্ড না থাকায় তপস্যা দ্বারাই পাপমুক্ত হইবে।১২-১৬।

(অথবা ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় তপস্যাই শুদ্ধি-জনক, অথবা-শব্দ থাকায় ক্ষত্রিয়াদিও যথাশাস্ত্র তপস্যা দ্বারা বুঝা যাইতেছে।) (মুষলাঘাতের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইতেছে) বহু অন্বেষণের পর বধোপযোগী মুষল কিংবা লগুড় অথবা উভয়তঃ তীক্ষ্ণ (অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মূল) লৌহময় দণ্ড করদ্বারা গ্রহণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া ধাবমান উন্মুক্তকেশপাশ চৌর নিজকর্ম্ম কীর্ত্তন করত আমাকে শাসন করুন—এইরূপ বলিলে, তৎপরে রাজা চৌর এবং সেই পাপকে আঘাত করিবে অর্থাৎ চৌরকে আঘাত করায় পাপ ও আহত হইয়া থাকে, কেননা সেই আঘাতই পাপ নাশক।১৭-১৮।

মুষলাঘাতে মৃত্যু হউক আর মুক্তিই হউক, সেই স্তেয়জনিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে—ইহা দ্বিজগণের জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। রাজা তাহাকে শাসন না করিলে, রাজাই চৌর্য্য-পাপভাগী হইবেন। অন্য ব্যক্তি অথবা ব্রাহ্মণের স্বর্ণচৌর্য্যজনিত পাপ তপস্যা দ্বারা গলিয়া যায়, সুতরাং তপস্যার্থী দ্বিজ চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মঘাতীর ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে,—ইহা জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণের অজ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে প্রয়োজ্য। অথবা দ্বিজ অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া পূত হইতে পারিবে। শূলপানির মতে এই বিধি জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণের ও অজ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে জানিবে। অথবা ব্রাহ্মণদিগকে আত্মশরীরের সমপরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিবে। শূলপানির মতে ইহা কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষে।১৯-২১।

গুর্ব্বর্থে বহবঃ শুদ্ধ্যৈ চরেদ্ বা ব্রহ্মণো ব্রতম্ ।
শাখাং কর্কটকোপেতাং পরিষ্বজ্যাথ বৎসরে ॥২৫
অধঃ শয়ীত নিরতো মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ।
কৃচ্ছ্রঞ্চাব্দঞ্চরেদ্ বিপ্রশ্চীরবাসাঃ সমাহিতঃ ॥২৬
অশ্বমেধাবভৃতকে স্নাত্বা মুচ্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ ।
কালেঽষ্টমে বা ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী সদাব্রতঃ ॥২৭
স্থানাসনাভ্যং বিচরেদধনোঽপ্যুপযত্নতঃ ।
অধঃশায়ী ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্ততঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥২৮
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাৎ পঞ্চ চত্বারি বা পুনঃ ।২৯
পতিতৈঃ সম্প্রযুক্তানাময়ং গচ্ছতি নিষ্কৃতিম্ ॥
পতিতেন তু সংস্পর্শং লোভেন কুরুতে দ্বিজঃ ॥৩০

সকৃৎ পাপাপনোদার্থং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ ।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্ বাথ সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ॥৩১
ষাণ্মাসিকেঽথ সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমাচরেৎ ।
এভিঃ পূতৈরথো হন্তি মহাপাতকিনো মলম্ ॥৩২
পুণ্যতীর্থাভিগমনাৎ পৃথিব্যামথ নিষ্কৃতিঃ ।
ব্রহ্মহত্যাং সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমম্ ॥৩৩
কৃত্বা চৈবং মহাপাপং ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ ।
কুর্য্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে সমাহিতঃ ॥৩৪
জলে বা প্রবিশেদগ্নৌ ধ্যাত্বা দেবং কপর্দ্দিনম্ ।
ন হ্যন্যা নিষ্কৃতির্দৃষ্টা মুনিভিঃ কর্ম্মবেদিভিঃ ॥৩৫

ইত্যৌশনসম্মৃতৌ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অথবা স্বর্ণহারী ব্রাহ্মণ তৎপাপক্ষয়ার্থ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ হইয়া এক বৎসর ব্রতচর্য্যা করিবে । ২২ ।

অথ বিমাতৃগমনপ্রায়শ্চিত্ত । কামমোহিত ব্রাহ্মণ অভিলষিত গুরুপত্নীগমন করিলে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিমাতৃসংসর্গ করিলে কৃষ্ণায়সনির্ম্মিত উত্তপ্ত (অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান) স্ত্রীমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিবে। ঐ মূর্ত্তি আলিঙ্গনে দগ্ধদেহ হইয়া মরণ হইলে পাপমুক্ত হইবে। অথবা আপনিই শিশ্ন এবং অণ্ডকোষ কর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা অঞ্জলিতে করিয়া যতক্ষণ দেহপাত না হয়, ততক্ষণ অবক্রগতিতে দক্ষিণ পশ্চিমদিকে গমন করিবে (মূলে "উৎকৃত্যেদথবা" স্থলে 'উৎকৃত্যাধায় বা" পাঠ সঙ্গত)। অথবা পিতার জন্য (গুরুর প্রাণরক্ষার্থ বা সর্ব্বস্বরক্ষার্থ) হত হইলে শুদ্ধ হইবে (মূলে "গুর্ব্বর্থে বহবঃ" না হইয়া "গুর্ব্বর্থে বা হতঃ" হইবে)। অথবা ব্রহ্মহত্যার ব্রত (দ্বাদশবার্ষিক ব্রত) করিবে। কর্কটযুক্ত বৃক্ষশাখা আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে এক বর্ষে শুদ্ধ হইবে। বিপ্র নিয়ত অর্থাৎ সংযত হইয়া অধঃশয়ন করিবে এবং এক বৎসর চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রচিত্তে প্রাজাপত্য করিবে; তাহাতেই বিমাতৃগামী পাপমুক্ত হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধযজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। নির্দ্ধন ব্যক্তি (উপযুক্ত দান করিলে ধনীর পাপ ক্ষয় হয়, জানাইবার জন্য "নির্দ্ধন" কথাটীর উল্লেখ হইল) যত্নসহকারে সদাব্রত ব্রহ্মচারী ও অষ্টমকালে ভোজন-নিরত (তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিকালে যে ভোজন করে) হইয়া (সকল সময়েই) দণ্ডায়মান কিংবা উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে, এবং অধঃশায়ী হইবে (এইরূপ) তিন বৎসর পরে সেই পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করিবে। অথবা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে কিংবা চারিটী চান্দ্রায়ণ করিবে তাহাতেই বিশুদ্ধ হইবে। ২৩-২৯।

অথ সংসর্গজ মহাপাতকপ্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ লোভপূর্ব্বক যে পতিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ করিবে, পাপ ক্ষয়ার্থ একবার মাত্র তদীয় ব্রত অর্থাৎ তদীয় ব্রতের পাদ ন্যূন ব্রত করিবে, অথবা নিরালস্য হইয়া একবৎসর তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে। পতিতসংসর্গী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈদৃশ নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ষাণ্মাসিক লঘুসংসর্গ হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। এই সকল পবিত্রতাজনক কার্য্য মহাপাতকীর পাপ বিনষ্ট করে। পৃথিবীস্থিত পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেও নিষ্কৃতি হয়। হে বিপ্রগণ! কামমোহিত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যা, সুবর্ণহরণ এবং বিমাতৃগমন—এই সকল মহাপাতক করিলে পুণ্যতীর্থে একাগ্রচিত্তে অনশন করিবে। অথবা দেবাদিদেব মহাদেবকে ধ্যান করত জলে অথবা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। কর্ম্মাভিজ্ঞ মুনিগণ (ইহাদিগের) অপর কোনরূপ নিষ্কৃতির উপায় জানিতে পারেন নাই।৩০-৩৫।

অষ্টমাধ্যায় সমাপ্ত।

গত্বা দুহিতরং বিপ্রং স্বসারং সা স্নুষামপি।
প্রবিশেজ্ জ্বলনং দীপ্তং মতিপূর্ব্বমিতি স্থিতিঃ ॥১

মাতৃস্বসাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃস্বসাম্।
ভাগিনেয়ীং সমারুহ্য কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাদিপূর্ব্বকম্ ॥২

চান্দ্রায়ণানি চত্বারি পঞ্চ বা সুসমাহিতঃ।
পৈতৃস্বস্রেয়ীং গত্বা তু স্বস্রিয়াং মাতুরেব চ ॥৩

মাতুলস্য সুতাং বাপি গত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
ভার্য্যাসখীং সমারুহ্য গত্বা শ্যালীং তথৈব চ ॥৪

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
উদক্যাগমনে বিপ্রস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥৫

ক্ষত্রীমৈথুনমাসাদ্য চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
পরাকেণাথবা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবানজঃ ॥৬
মণ্ডূকং নকুলং কাকং বিড়্বরাহঞ্চ মূষিকম্।

নবম অধ্যায়।

বিপ্র (বিপ্র,—সকল বর্ণের প্রধান বলিয়া স্থানে স্থানে বিপ্র, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিরূপে কর্ত্তনির্দ্দেশ থাকে, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে, সকল জাতিই তাঁহার লক্ষ্য এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়। বিভাগ করিয়া লইবার ভার পাঠকের উপর থাকিল) জ্ঞানপূর্ব্বক কন্যা, ভগিনী বা পুত্রবধূ গমন করিলে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে—ইহা নিয়ম। মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা ও ভাগিনেয়ী গমন করিলে, পৈতৃস্বস্রেয়ী মাতুঃস্বস্রেয়ী গমন করিলে, মাতুলকন্যা গমন করিলে সুসমাহিতচিত্তে প্রাজাপত্যাদি আচরণপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে (এই সকল পাপ অনুপাতকের মধ্যে গণিত, সুতরাং ইহা জ্ঞানকৃত হইলে ইহারও বিমাতৃ গমনবৎ প্রায়শ্চিত্ত। "প্রাজাপত্যাদি" এস্থলে আদিশব্দ থাকায় প্রয়োজনমত জ্ঞানকৃত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের গুরুলাঘব করা যাইতে পারে। জ্ঞানকৃত, অজ্ঞানকৃত, বলাৎকারকৃত সগুণ-পুরুষকৃত ইত্যাদি ভেদে বিবিধ ব্যবস্থা হইতে পারে ("আদি" শব্দ থাকায় কোন দিকেই ন্যূনতা নাই)। ভার্য্যার সখী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে এবং শ্যালী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে। (এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর প্রদত্ত হইতেছে যথা) মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃস্বসা এবং ভাগিনেয়ী গমন করিলে প্রাজাপত্যাদিপূর্ব্বক চার বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে। পিতৃস্বস্রেয়ী, মাতৃস্বস্রেয়ী গমন করিলে কিংবা মাতুলকন্যা গমন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। ভার্য্যাসখী গমন বা শ্যালী গমন করিলে, অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া "তপ্তকৃচ্ছ্র" করিবে।

এই ব্যাখ্যাতে আর পূর্ব্ব ব্যাখ্যাতে যে কিছু প্রায়শ্চিত্তলাঘব দৃষ্ট হয়, তাহা অজ্ঞান, অসম্পূর্ণ সম্ভোগ এবং ঐ সকল স্ত্রীদিগের ব্যভিচার ইত্যাদিরূপ লাঘবজনক হেতু উদ্ভাবন করিয়া মীমাংসিত করিবে। মূলে "সমারুহ্য" ও "গত্বা" কথার উল্লেখ থাকায় জ্ঞানতঃ এবং অজ্ঞানতঃ আরোহণ মাত্রেরই প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে। "গত্বা" ইহাও আরোহণের সমানার্থক। প্রকৃত সম্ভোগ প্রায়শ্চিত্ত "জ্বলন্ত" অনলে প্রবেশ। ইহা অনুকৃষ্ট করিয়া লইবে, ইহা ক্ষণান্তর। ভবিষ্যতেও প্রায়শ্চিত্তের গুরু লাঘব মীমাংসা—অভ্যাস, অনভ্যাস, জ্ঞান, অজ্ঞানাদি ভেদে করিয়া লইবে। রজস্বলা গমনে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১-৫।

ক্ষত্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, অথবা "পরাক" ব্রত দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে—ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই কথা বলেন। (সকৃদ্ব্যভিচরিত ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ক্ষত্রিয়ের চান্দ্রায়ণ, তথাবিধ ক্ষত্রিয়পত্নী গমনে ব্রাহ্মণের "পরাক" ব্রত। ক্ষত্রিয় জ্ঞানতঃ ক্ষত্রিয়পত্নী গমন করিলে দ্বিবার্ষিক ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ সঙ্কৈকবার্ষিক ব্রত করিবে)। দ্বিজ, মণ্ডূক (ভেক), নকুল, কাক, বিড়্বরাহ, মূষিক, কুক্কুর এবং মার্জ্জার হনন করিলে, "ষোড়শাখ্য" (ষোড়শদিনসাধ্য ব্রত বিশেষ) মহাব্রত করিবে। জ্ঞানকৃত বধে এই

শ্বানং হত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ষোড়শাখ্যমহাব্রতম্।
পয়ঃ পিবেত্ত্রিরাত্রন্তু শ্বানং হত্বা ত্বতন্দ্রিতঃ ॥৭
মার্জারং চাথ নকুলং যোজনং বাহধ্বনো ব্রজেৎ।
কৃচ্ছ্রং দ্বাদশমাত্রন্তু কুর্য্যাদশ্ববধে দ্বিজঃ ॥৮
অথ কৃষ্ণায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বলাকং রঙ্কবঞ্চৈব মূষিকং কৃতলম্ভকম্ ॥৯
বরাহন্তু তিলদ্রোণং তিলাটঞ্চৈব তিত্তিরিম্।
শুকং দ্বিহায়নং বৎসং ক্রৌঞ্চং হত্বা ত্রিহায়ণম্ ॥১০
হত্বা হংসং বলাকঞ্চ বক-টিট্টিভমেব চ।
বানরঞ্চৈব ভাসঞ্চ স্বয়ং বা ব্রাহ্মণায় গাম্ ॥১১
ক্রব্যাদাংস্তু মৃগান্ হত্বা ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অক্রব্যাদং বৎসতরমুষ্ট্রং হত্বা তু কৃষ্ণলম্ ॥১২
জীবিতে চৈব তৃপ্তায় দদ্যাদস্থিমতাং বধে।
অনস্থাঞ্চৈব হিংসায়াং প্রাণায়ামেণ শুধ্যতি ॥১৩

প্রায়শ্চিত্ত। (মূলে "ষোড়শাখ্য" এই স্থলে "শিশুকৃচ্ছ্র" পাঠ পুস্তকবিশেষ সম্মত, শিশুকৃচ্ছ্র পাদকৃচ্ছ্রের সমান) অথবা মার্জ্জার, নকুল এবং কুক্কুর (পূর্ব্বোক্ত মণ্ডূকাদি) বধ করিলে আলস্যশূন্য হইয়া ত্রিরাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে কিম্বা এক যোজন পথ গমন করিবে, অজ্ঞানকৃত বধে এই দুইটী প্রায়শ্চিত্ত। দ্বিজ অশ্ববধ করিলে দ্বাদশ দিনসাধ্য কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ৬-৮।

দ্বিজোত্তম সর্পবধ করিলে লৌহময়ী অভ্রি (খনিত্র বিশেষ) প্রদান করিবে। বলাকা, রঙ্কব (মূষিকবিশেষ), কৃতলম্ভক, বরাহ, তিলদ্রোণ, তিলাট, তিত্তিরি অথবা শুক হত্যা করিলে দ্বিবর্ষ বয়স্ক গো দান করিবে, ক্রৌঞ্চ হনন করিলে ত্রিবর্ষ বয়স্ক গো দান করিবে। ৯-১০।

হংস, বলাকা, বক, টিট্টিভ, বানর এবং ভাসপক্ষী বধ করিলে স্বয়ং ব্রাহ্মণকে গো দান করিবে। শিশুবলাকা-বধে বৎসতরী দান এবং অপর বলাকাবধে গো দান করিবে। মাংসাশী পশু বধ করিলে পয়স্বিনী গাভী, অমাংসাশী পশু বধ করিলে বৎসতরী ও উষ্ট্র বধ করিলে ৫ রতি স্বর্ণ দান করিবে। (সকৃৎ অজ্ঞান বিষয়ক এই বচন)। অস্থিযুক্ত নিকৃষ্ট প্রাণিবধে ব্রাহ্মণকে (প্রাণীর

ফলদানান্তু বৃক্ষাণাং ছেদনাদাহিকং শতম্।
গুল্ম-বল্লী-লতানাঞ্চ বীরুধাং ফলমেব চ ॥১৪
পুষ্পাগমানাঞ্চ তথা ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।
চান্দ্রায়ণং পরাকঞ্চ কুর্য্যাৎ হত্বা প্রমাদতঃ ॥১৫
মতিপূর্ব্বং বধে চাস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
মনুষ্যাণাঞ্চ হরণং স্ত্রীণাং কৃত্বা গ্রহস্য চ ॥১৬
বাপী-কূপজলানাঞ্চ শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণেন তু।
দ্রব্যাণামল্পসারাণাং স্তেয়ং কৃত্বাহন্যবেশ্মনঃ ॥১৭
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরিতাত্মবিশুদ্ধয়ে।
ধান্যাদিধনচৌর্য্যঞ্চ পঞ্চগব্যবিশোধনম্ ॥১৮
তৃণ-কাষ্ঠ-দ্রুমাণাঞ্চ পুষ্পাণাঞ্চ বলস্য চ।
চেল-চর্ম্মামিষাণাঞ্চ ত্রিরাত্রং স্যাদভোজনম্ ॥১৯
মণি-প্রবাল-রত্নানাং সুবর্ণ-রজতস্য চ।
অয়ঃ-কাংস্যোপলানাঞ্চ দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥২০

ক্ষুদ্রত্বাদি অনুসারে) কিঞ্চিৎ দান করিবে (মূলে "জীবিতে চৈব তৃপ্তায়" স্থলে "কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায়" হইবে) অস্থিহীন প্রাণিবধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ হইবে। ১১-১৩।

ফলবান্ বৃক্ষচ্ছেদনে, ফলোপেত গুল্ম, বল্লী ও লতার ছেদনে এবং ফলোপেত বীরুধ ছেদনে ঋক্‌শত (সাবিত্র্যাদি শতমন্ত্র) জপ করিবে। পুষ্পাযুক্ত এই সকল বৃক্ষাদি ছেদনে ঘৃতভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রমাদ-বশতঃ গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা পরাক ব্রত করিবে আর জ্ঞানপূর্ব্বক গোবধ করিলে এবং মনুষ্যহরণ, স্ত্রীহরণ, গৃহহরণ, বাপীকূপাদির জল হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। অপরের গৃহ হইতে অল্পমূল্য দ্রব্য অপহরণ করিলে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিয়া সান্তপন ব্রত করিবে। ধান্যাদি ধন অপহরণ করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। তৃণ, কাষ্ঠ, বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, চেল, চর্ম্ম ও আমিষ হরণ করিলে তিন দিন উপবাস করা বিধেয়। মণি, প্রবাল, রত্ন, সুবর্ণ, রজত, লৌহ, কাংস্য এবং প্রস্তরাদি হরণ করিলে দ্বাদশদিন উপবাস করা বিধি সম্মত। ১৪-২০।

দ্বিশফ অর্থাৎ গবাদি, একশফ অর্থাৎ অশ্বাদি হরণ

এতদেব ব্রতং কুর্য্যাৎ দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিণামোষধীনাঞ্চ হরেচ্চাপি ত্র্যহং পয়ঃ ॥২১
ন মাংসানাং হতানাস্তু দৈবে চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
উপোষ্য দ্বাদশাহস্তু কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥২২
নকুলোলুকমার্জ্জারং জগ্ধ্বা সান্তপনং চরেৎ।
শ্বানং জগ্ধ্বাথ কৃচ্ছ্রেণ শুভর্ক্ষণে চ শুধ্যতি ॥২৩
প্রকুর্য্যাচ্চৈব সংস্কারং পূর্ব্বেণৈব বিধানতঃ।
শললঞ্চ বলাকঞ্চ হংসাকারণ্ডবং তথা ॥২৪
চক্রবাকঞ্চ জগ্ধ্বা চ দ্বাদশাহমভোজনম্।
কপোতং টিট্টিভং ভাসং শুকং সারসমেব চ ॥২৫
জলৌকং জালপাদঞ্চ জগ্ধ্বা হ্যেতদ্ ব্রতঞ্চরেৎ।
শিশুমারং তথা মাষং মৎস্যং মাংসং তথৈব চ ॥২৬
জগ্ধ্বা চৈব বরাহঞ্চ এতদেব ব্রতঞ্চরেৎ।
কোকিলং চৈব মৎস্যাদং মণ্ডূকং ভুজগং তথা ॥২৭
গোমূত্রযাবকাহারৈর্ম্মাসেনৈকেন শুধ্যতি।
জলেচরাংশ্চ জলজান্ যাতুধানবিপাটিতান্ ॥২৮
রক্তপাদাংস্তথা জগ্ধ্বা সপ্তাহং চৈতদাচরেৎ।
মৃতমাংসং বৃথা চৈবমাত্মার্থং বা যথাকৃতম্ ॥২৯
ভুক্ত্বা মাসঞ্চরেদেতত্তৎ পাপস্যাপনুত্তয়ে।
কপোতং কুঞ্জরং শিগ্রুং কুক্কুটং রজকাং তথা ॥৩০
প্রাজাপত্যং চরেজ্জগ্ধ্বা তথা কুম্ভীরমেব চ।
পলাণ্ডুং লশুনঞ্চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩১
বার্ত্তাকুং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি।
অশ্মাতকং তথোপেতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৩২
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাৎশচকুভ্যাং (?) শশভক্ষণে।
অলাবুং গৃঞ্জনং চৈব ভুক্ত্বাহপ্যেতদ্ ব্রতং চরেৎ ॥৩৩
উডুম্বরঞ্চ কামেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি।
বৃথা কৃসরসংযাবং পায়সাহপূপশঙ্কুলীন্ ॥৩৪

করিলে এই ব্রতই অর্থাৎ দ্বাদশ দিন উপবাসী হইবে। পক্ষী ও ওষধি হরণে তিন দিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে। দেবোদ্দেশে হত মাংস ভোজনে দোষ নাই। অপর মাংস ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে, অথবা দ্বাদশাহ উপবাস করিয়া "কুষ্মাণ্ড" মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। এই বিধিদ্বয় এবং নিম্নলিখিত বিধি সকল জ্ঞানাজ্ঞান-অভ্যাস-অনভ্যাসাদি ভেদে মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। নকুল, উলূক বা মার্জ্জারের মাংস ভক্ষণ করিলে সান্তপন করিবে, কুক্কুর মাংস-ভক্ষণে প্রাজাপত্য ব্রত এবং শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। পূর্ব্ববিধান অর্থাৎ কার্পাস উপবীতাদি গ্রহণ বিধি, অথবা পূর্ব্বাচার্য্যকৃত উপায়নবিধি অনুসারে পুনঃসংস্কার করিবে।২১-২৩।

শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব অথবা চক্রবাক ইহাদের মাংস ভক্ষণ করিলে দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্টিভ, ভাস, শুক, সারস, জলৌক বা জালপাদের মাংস-ভক্ষণেও এই ব্রত অর্থাৎ দ্বাদশাহ উপবাস বিধেয়। শিশুমার, মাংস, মাষ, মৎস্য, মাংস অথবা বরাহ-মাংস ভোজন করিলেও এই ব্রত করিবে। কোকিল, মৎস্যাদ, মণ্ডূক বা ভুজঙ্গ ইহাদের মাংস ভোজন করিলে একমাস গোমূত্রে সিদ্ধ যাবক মাত্র আহার করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। জলচর, জলজ, রাক্ষস দ্বারা নিহিত পশ্বাদি, অথবা রক্তপাদ ইহাদের মাংস ভোজন করিলে সপ্তাহকাল ইহাই অর্থাৎ গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিবে, রোগাদি কারণে মৃত পশু প্রভৃতির মাংস বা মাত্র নিজের ভোজনার্থে কৃত বৃথামাংস বা অন্নাদি ভোজন করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ এই ব্রত অর্থাৎ সপ্তাহ গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিবে। কপোত, কুঞ্জর, শিগ্রু, কুক্কুট, রজকা অথবা কুম্ভীর মাংস ভোজন করিলে প্রাজাপাত্য করিবে। পলাণ্ডু বা লশুন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। বার্ত্তাকু (শ্বেত বার্ত্তাকু) এবং তণ্ডুলীয ভোজনে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, অশ্মাতক বা উপেত ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শশভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধিলাভ হয়। অলাবু (বর্ত্তুলাকার) ও গৃঞ্জন ভোজন করিলে এই ব্রত অর্থাৎ প্রাজাপাত্য করিবে।২৪-৩৩।

রাগতঃ উডুম্বর ভোজনে তপ্তকৃচ্ছ্র করিলে শুদ্ধ হইবে। বৃথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে পক্ব কৃসর, সংযাব (মোহনভোগ) পায়স, পিষ্টক শষ্কুলী অর্থাৎ

ভুক্ত্বা চৈবং ব্রতং তত্র ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
পীত্বা ক্ষীরাণ্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী বিশেষতঃ ॥৩৫
গোমূত্রযাবকাহারো মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি।
অনির্দ্দশায়া গোঃ ক্ষীরং মাহিষং বার্ক্ষমেব চ ॥৩৬
গর্ভিণ্যা বা বিবৎসায়াঃ পীত্বা দুগ্ধমিদং চরেৎ।
এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন বা পুনঃ ॥৩৭
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতি।
ভুক্ত্বা চৈবং নবশ্রাদ্ধং সূতকে মৃতকেঽথবা ॥৩৮
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণস্তু সমাহিতঃ।
যস্য যজুয়তে নিত্যং ন যস্যাগ্রং ন হীয়তে ॥৩৯
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্যান্নপ্রাশনে দ্বিজঃ।
অভোজ্যানান্তু সর্ব্বেষাং ভুক্ত্বা চান্নমুপস্কৃতম্ ॥৪০
অন্ত্যস্যাত্যয়িনোঽন্নঞ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রমুদাহৃতম্।
চাণ্ডালান্নং দ্বিজো ভুক্ত্বা সম্যক্ চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাসংস্পর্শমেব চ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥৪২
ক্রব্যাদানাং পক্ষিণাঞ্চ প্রাশ্য মূত্রপুরীষকম্।
মহাসান্তপনং কুর্য্যাত্তেষাং মোহাদ্ দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৩
ভাস-মণ্ডূক-কুক্কুর-বায়সে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণঃ ক্লিষ্টভোজনাৎ ॥৪৪
ক্ষত্রিয়স্তপ্তকৃচ্ছ্রং স্যাদ্ বৈশ্যশ্চৈব ত্রিকৃচ্ছ্রকম্।
সুরাভাণ্ডোদকং বাপি পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪৫
শুনোচ্ছিষ্টং দ্বিজো ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি।
গোমূত্রযাবকাহারঃ পীতশেষঞ্চ বা পয়ঃ ॥৪৬

পিস্টকবিশেষ ভোজনে এই ব্রত অর্থাৎ তপ্তকৃচ্ছ্র এবং তদুপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধি লাভ করিবে। অপেয় দুগ্ধ পান করিলে (সকলেই) বিশেষতঃ ব্রহ্মচারী মাসার্দ্ধ অর্থাৎ একপক্ষ গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজন করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। অনির্দ্দশা অর্থাৎ যাহার প্রসবদিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, অজদুগ্ধ অর্থাৎ অনির্দ্দশা মহিষী দুগ্ধ, অনির্দ্দশা অজাদুগ্ধ, সন্ধিনী (.য বৃষ-সংস্পৃষ্টা), কিংবা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, কিংবা অন্য বৎস দ্বারা স্তন্যপান করাইয়া তাহাকে দোহন করিতে হয়। অথবা বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এই ব্রতই করিবে। এই সকল দুগ্ধজাত দধি প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে সাতদিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক-ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে।

নবশ্রাদ্ধ, জননাশৌচ অথবা মরণাশৌচের অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্তে চান্দ্রায়ণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। পরিণামে মঙ্গলজনক নিত্যকার্য্যগুলি যাহার হয় না, দ্বিজাতিগণ তাদৃশ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে বিশেষরূপে চান্দ্রায়ণ করিবে, এতদ্ভিন্ন সকল অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথম অধ্যায় ১৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অন্ন, উপস্কৃত অন্ন ভোজন, অন্ত্য অর্থাৎ অশুচি জাতির অন্ন, অত্যয়ীর অন্ন অর্থাৎ প্রেতের মাসিকাদিশ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। দ্বিজ সম্যক্ অর্থাৎ জ্ঞানতঃ চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। তিনবর্ণের দ্বিজাতিগণ অজ্ঞানতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা স্পৃষ্ট বস্তু ভোজন করিলে পুনঃসংস্কারভাগী হইবে। ৩৪-৪২।

অজ্ঞানতঃ মাংসাশী পক্ষীর মূত্র কিংবা বিষ্ঠা ভোজনকারী দ্বিজ শুদ্ধ্যর্থ মহাসান্তপন করিবে। ভাস, মণ্ডূক, কুকুর, কিংবা কাক মাংস ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্লিষ্ট প্রাণী-ভক্ষণে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরাভাণ্ডস্থিত জলপানে ক্ষত্রিয় তপ্তকৃচ্ছ্র, বৈশ্য তিন প্রাজাপত্য এবং ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ করিবে। দ্বিজ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট বস্তু-ভোজনে কিংবা কুক্কুরপীতাবশিষ্ট-জলাদি পান করিলে তিনদিন গোমূত্রসিদ্ধ যাবক আহার করিলে বিশুদ্ধ হইবে। যদি মূত্রপুরীষাদিস্পৃষ্ট জল পান করে, তাহা হইলে শরীরশোধক সান্তাপন ব্রত করিবে। যদি অজ্ঞানতঃ চণ্ডালের কূপজল বা ভাণ্ডস্থিত জল পান করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ পাপনাশক সান্তপন ব্রত করিবে। দ্বিজোত্তম চাণ্ডালস্পৃষ্ট জলপান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস ও পঞ্চগব্যপান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ

অপো মূত্রপুরীষাদ্যৈরুপেতাঃ প্রাশয়েদ্ যদি।
তদা সান্তপনং কুর্য্যাদ্ ব্রতং কায়বিশোধনম্ ॥৪৭
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদজ্ঞানং পিবেজ্জলম্।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥৪৮
চাণ্ডালেন চ সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪৯
মহাপাতকসংস্পর্শে ভুক্ত্বা স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বুদ্ধিপূর্ব্বস্তু মূঢ়াত্মা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥৫০
অন্ত্যজাতিবিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ।
তস্য পাতকিসংসর্গাৎ পাতকিত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥৫১
চতুর্ব্বিংশতিকৃচ্ছ্রং স্যাদ্ বিবাহে ত্বন্ত্যকন্যয়া।
সংসর্গস্য তদৰ্দ্ধং স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং সুতে ন হি ॥৫২
দৃষ্ট্বা মহাপাতকিনং চাণ্ডালং বা রজস্বলাম্।
প্রমাদাদ্ভোজনং কৃত্বা ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥৫৩
স্নানার্দ্রো যদি ভুঞ্জীত অহোরাত্রেণ শুধ্যতি।
বুদ্ধিপূর্ব্বং তু কৃচ্ছ্রেণ ভগবানাহ পদ্মজঃ ॥৫৪
শুষ্কং পর্য্যুষিতাদীনি গন্ধাদি প্রতিদূষিতম্।
ভুক্ত্বোপবাসং কুর্ব্বীত চরেদ্ বিপ্রঃ পুনঃ পুনঃ।
অজ্ঞানাদ্ ভুক্তিশুদ্ধ্যর্থমজ্ঞানস্য বিশেষতঃ ॥৫৫
ভৃত্যানাং যজনং কৃত্বা পরেষামন্যকর্ম্মণি।
অভিচারমনর্হঞ্চ ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥৫৬
ব্রাহ্মণাভিহতানাঞ্চ কৃত্বা দাহাদিকং দ্বিজঃ।
গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥৫৭
তৈলাভ্যক্তঃ প্রভাতে চ কুর্য্যান্ মূত্রপুরীষকে।
অহোরাত্রেণ শুধ্যেত শ্মশ্রুকর্ম্মণি মৈথুনে ॥৫৮
একাহেতি বিবাহাগ্নিং পরিভাব্য দ্বিজোত্তমঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত ত্রিরাত্রাৎ ষড়হং পুনঃ ॥৫৯
দশাহং দ্বাদশাহে বা পবিহাস্য প্রমাদতঃ।
কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে ॥৬০
পতিতদ্রব্যমাদায় তদুৎসর্গেণ শুধ্যতি।
চরেচ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রমিত্যাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥৬১
অনাশকনিবৃত্ত্যা তু প্রব্রজ্যোপাসিতা তথা।
আচবেৎ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাগ্নি-ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি চ ॥৬২

হইবে। মূঢ়াত্মা দ্বিজোত্তম জ্ঞানপূর্ব্বক মহাপাতকী স্পর্শ করিয়া বিনা স্নানে ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্ত্যজাতি (শূদ্র) বিবাহ করিলে বিবাহ-কর্ত্তা মহাপাতকী হইবে। পাতকীর সংসর্গকারী ব্যক্তির পাতকিত্ব জন্মে। অন্ত্যজাতি কন্যার সহিত মাত্র বিবাহ হইলে বিবাহকর্ত্তার চতুর্ব্বিংশতি প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত, ইহা সংসর্গ প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ কিন্তু বিবাহপূর্ব্বক সম্ভোগ করিলে অৰ্দ্ধচত্বারিংশৎ প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, আর তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই।৪৩-৫২।

অজ্ঞানতঃ মহাপাতকী, চণ্ডাল বা রজস্বলা স্পর্শ করিয়া ভোজন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। স্নানজলে আর্দ্র থাকিয়া ভোজন করিলে অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবে আর জ্ঞানপূর্ব্বক তাহা করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ভগবান্ স্বয়ম্ভু এই কথা বলেন। শুষ্কমাংসাদি পর্য্যুষিত এবং দূষিত গন্ধযুক্ত বস্তু ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ পুনঃপুনঃ উপবাস করিবে। ব্যভিচার অর্থাৎ মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্য অথবা অযোগ্য কার্য্য করিলে তিনটি প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে, দ্বিজ ব্রাহ্মণাদি বিনাশিত ব্যক্তিগণের অর্থাৎ দাহপ্রতিবন্ধক দোষসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দাহাদি করিলে গোমূত্রসিদ্ধ যাবকাহার করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রভাতে তেল মাখিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ, শ্মশ্রুকর্ম্ম অর্থাৎ ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুন করিলে অহোবাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে।৫৩-৫৮।

দ্বিজোত্তম (সাগ্নিক) এক দিন অগ্নিতে হোম না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ত্রিরাত্র ঐরূপ করিলে ষড়হ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানতঃ দশাহ বা দ্বাদশাহ অগ্নিত্যাগ করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাজাপত্য করিবে, তাহা হইলে শুদ্ধ হইবে। ভগবান্ প্রভু অর্থাৎ ব্রহ্মা এই কথা বলেন। দ্বিজগণ

পুনশ্চ জাতকর্ম্মাদিসংস্কারৈঃ সংস্কৃতা দ্বিজাঃ।
শুদ্ধ্যে যস্তদ্ ব্রতং সম্যক্ চরেয়ুর্ধর্ম্মদর্শিনঃ ॥৬৩
অনুপাসিতসিদ্ধস্তু তং ব্যাপকবশেন চ।
অজস্রং সংযতমনা রাত্রৌ চেদ্রাত্রিমেব হি ॥৬৪
অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥৬৫
উপাসীত ন চেৎ সন্ধ্যাং গৃহস্থোঽপি প্রমাদতঃ।
স্নাতকব্রতলৌল্যন্তু কৃত্বা চোপবসেদ্দিনম্ ॥৬৬
সংবৎসরঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং মনুচ্ছন্দে দ্বিজোত্তমঃ।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ বৃত্ত্যা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥৬৭
নাস্তিক্যাদ্ যদি কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং চরেদ্দ্বিজঃ।
দেবদ্রোহং গুরুদ্রোহং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৬৮
উষ্ট্রযানং সমারুহ্য খরযানঞ্চ কামতঃ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যেত নগ্নো ন প্রবিশেজ্জলম্ ॥৬৯
ষষ্ঠান্নকালমাসং বা সংহিতাজপমেব বা।
হোমাচ্চ শাকলান্নিত্যমপত্যানাং বিশোধনম্ ॥৭০
নীলং রক্তং বসিত্বা তু ব্রাহ্মণো বস্ত্রমেব হি।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭১
বেদধর্ম্মপুরাণাশ্চ চণ্ডালস্য চ ভাষণম্।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন হ্যন্যা তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥৭২
উদ্বন্ধনাদিনিহতং সংস্পৃশ্য ব্রাহ্মণঃ কচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যেন বা পুনঃ ॥৭৩
উচ্ছিষ্টো যদি নাচান্তশ্চণ্ডালাদীন্ স্পৃশেদ্দ্বিজঃ।
উচ্ছিষ্টস্তত্র কুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং বিশুদ্ধয়ে ॥৭৪

মৃত্যুবরণার্থে অনশন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোনরূপে জীবন প্রাপ্ত কিংবা প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে তিনটী প্রাজাপত্য এবং তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে। অনন্তর জাতকর্ম্মাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হইবে,—এই ব্রত ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে করিবে। ৫৯-৬৩।

ব্রহ্মচারী বিশেষ কারণবশতঃ একবার দৈনিক সন্ধ্যোপাসনা করিতে না পারিলে বা ঐরূপ অগ্নিতে সমিধ আহুতি দিতে না পারিলে, একভুক্ত হইয়া এবং যদি রাত্রিতে হয় অর্থাৎ একবার সায়ংসন্ধ্যা বা সায়ংকালে আহুতি প্রদান না হয়, তাহা হইলে নক্তব্রতী হইয়া স্নানান্তে পবিত্রচিত্ত সংযম এবং সমাধান অবলম্বন পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। (মুলে "অনুপাসিতসিদ্ধস্তু তং ব্যাপকবশেন চ। অজস্রং সং" না হইয়া "অনুপাসিতসন্ধ্যস্তু তদ্ব্যাপকবশেন চ। অহশ্চান্নন্" হইবে)। গৃহস্থ যদি প্রমাদবশতঃ সন্ধ্যা না করে, কিংবা স্নাতকব্রতের লৌল্য অর্থাৎ কোন ত্রুটি (যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমাধ্যায় ১৫১ শ্লোক হইতে দ্রষ্টব্য) তাহা হইলে একদিন উপবাস করিবে। দ্বিজোত্তম! স্বেচ্ছায় সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিলে এক বৎসর প্রাজাপত্য করিবে। জীবিকানির্ব্বাহের অনুরোধে ঐরূপ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে, শেষে গোদান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আর দ্বিজ যদি নাস্তিক্যবশতঃ ঐরূপ করে, তাহা হইলে প্রাজাপত্য করিবে। দেবদ্রোহ বা গুরুদ্রোহ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবে। জ্ঞানতঃ উষ্ট্র-যান কিংবা গর্দ্দভযানে আরোহণ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে এবং নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৬৪-৬৯।

একমাসকাল প্রত্যহ ষষ্ঠকালে (অর্থাৎ তৃতীয় দিবসের রাত্রিকালে) আহার, সংহিতা-জপ কিংবা শাকল-হোম দ্বারা পাপীগণের অর্থাৎ পাপবিশেষের অভ্যাস ও পাপবিশেষের সকৃৎকরণে অন্যূন দ্বাদশবার্ষিক পাপিগণের পুত্রকন্যারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নীল এবং রক্তবস্ত্র পরিধান করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হইবে। ৭০ ৭১।

চাণ্ডাল সমীপে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ উদ্বন্ধনাদিনিহত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্টমুখ দ্বিজ আচমন না করিয়া যদি চাণ্ডালাদি অধম জাতি স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ উচ্ছিষ্টমুখ ব্যক্তি শুদ্ধির নিমিত্ত প্রাজাপত্য করিবে

চণ্ডালসূতক-শবাংস্তথা নারীং রজস্বলাম্।
স্পৃষ্ট্বা স্নায়াদ্ বিশুদ্ধ্যর্থং তৎস্পৃষ্টান্ পতিতাংস্তথা ॥৭৫
চণ্ডালসূতক-শবৈঃ সংস্পৃষ্টং স্পর্শয়েদ্ যদি।
প্রমাদাৎ স্নাত আচম্য জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥৭৬
অস্পৃষ্টস্পর্শনং কৃত্বা স্নাত্বা শুধ্যেদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
আচমেত বিশুধ্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥৭৭
ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ স্রবতে গুদম্।
কৃত্বা শৌচং ততঃ স্নাত্বা উপোষ্য জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥৭৮
চণ্ডালস্তু শবং স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা নভঃস্থং নক্ষত্রমহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৭৯
সুরাঃ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ।
পলাণ্ডুং লশুনং চৈব ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৮০

ব্রাহ্মণস্তু শুনা দষ্টস্ত্র্যহং সায়ং পয়ঃ পিবেৎ।
নাভেরূর্দ্ধস্য দষ্টস্য তদেব ত্রিগুণং ভবেৎ ॥৮১
স্যাদেতত্ত্রিগুণং বাহ্বোর্মূর্দ্ধ্নি স্যাত্তু চতুর্গুণম্।
স্নাত্বা জপেত্তু গায়ত্রীং শ্বভির্দষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥৮২
পঞ্চযজ্ঞানকৃত্বা তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রত্যহং গৃহী।
অনাতুরস্য নিধনং কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥৮৩
আহিতাগ্নেরুপস্থানং যঃ কুর্য্যান্ন তু পর্ব্বণি।
ঋতৌ গচ্ছেন্ন ভার্য্যায়াং সোঽপি কৃচ্ছ্রার্দ্ধমাচরেৎ ॥৮৪
বিনাদ্ভিরপ্সু বা কুর্য্যাচ্ছারীরং সন্নিবেশ্য তু।
সচেলো জলমাপ্লুত্য গামালভ্য বিশুধ্যতি ॥৮৫
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু ত্র্যহং চোপবসেদ্ গৃহী।
অনুগচ্ছেচ্চ যঃ শূদ্রং প্রেতভূতং দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৬
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপং কুর্য্যান্নদীষু চ।
অকৃত্বা শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বিধিসংযুতে ॥৮৭

চাণ্ডাল, সূতিকা, শব, রজস্বলা নারী, রজস্বলাস্পৃষ্ট ব্যক্তি এবং পতিতদিগকে স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে। চাণ্ডাল, সূতিকা এবং শব ইহাদিগের সংস্পৃষ্ট বস্তু প্রমাদতঃ স্পর্শ করিলে স্নান আচমনের পর গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজোত্তম! যদি বিশেষ অস্পৃশ্য স্পর্শ করে, তবে স্নান করিয়াও শুদ্ধ হইবে। (সামান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে বিশুদ্ধির জন্য আচমন করিবে ইহা ভগবান্ পিতামহ বলেন)। ভোজন করিতে করিতে যদি কখন ব্রাহ্মণের মল নির্গত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শৌচ করিয়া স্নান, তৎপরে উপবাস, অনন্তর হোম করিবে। দ্বিজোত্তম! চাণ্ডাল-শব স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য করিবে, অনন্তর অহোরাত্র উপবাস ও আকাশস্থ নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ৭১-৭৯।

দ্বিজ সুরাস্পর্শ করিলে তিনবার প্রাণায়াম করিবে, তাহাতে শুদ্ধ হইবে। পলাণ্ডু, লশুন-স্পর্শে ঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নাভির অধোদেশে কুক্কুর-কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে তিনদিন মাত্র রাত্রিকালে দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে, আর নাভির ঊর্দ্ধদেশে দংশন করিলে উক্ত ব্রতের দ্বিগুণ ব্রত হইবে, বাহুতে দংশন করিলে তিনগুণ ব্রত এবং মস্তকে দংশন করিলে চতুর্গুণ ব্রত হইবে,—ইহা সরক্ত দংশন বিষয়ে জানিবে। দ্বিজোত্তম! কুক্কুর দষ্ট হইলে স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন (ইহা সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত)। যে নির্দ্ধন গৃহস্থ সুস্থ অবস্থায় পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া প্রত্যহ ভোজন করে, সে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে, (মূলে "অনাতুরস্য নিধনং" স্থলে "অনাতুরশ্চ নিধনঃ" এই পাঠ হইবে)। যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে আহিত অগ্নির উপাসনা (হোমাদি) না করে, সে এবং যে ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত না হয়, সেও অর্দ্ধ প্রাজাপত্য করিবে। যে গৃহী জল ব্যতীত বা জলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জলমধ্যে মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করে, সে সবস্ত্র স্নান করিয়া ও জলস্পর্শে শুদ্ধ হইবে। মূত্র বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া জলশৌচ না করিলে কিংবা জলে থাকিয়া অথবা জলমধ্যে মূত্র-বিষ্ঠাদি পরিত্যাগ করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত, (ইহা বেগধারণে অসমর্থ হইলে তৎপক্ষে) এবং অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া তিন দিন উপবাস করিবে (ইহা অভ্যাস বিষয়ে)। যে দ্বিজোত্তম শূদ্রশবের অনুগমন করে, সে নদীতে অবগাহন-পূর্ব্বক অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ যাহাতে একজন ব্রাহ্মণবধের সম্ভাবনা এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া মিথ্যা শপথ করিলে, যবান্ন ভোজন করিয়া

মৃষৈব যাবকান্নেন কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
পঙ্ক্তৌ বিষমদানঞ্চ কৃত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥৮৮
ছায়াং শ্বপাকস্যারুহ্য স্নাত্বা সম্প্রাশয়েদ্ ঘৃতম্।
রক্ষেদাদিত্যমশুচির্দৃষ্ট্বাগ্নীন্দ্রজমেব চ ॥৮৯
মানুষাস্থি চ সংস্পৃষ্ট্বা স্নানমেব বিশুধ্যতি।
কৃত্বাপ্যধ্যয়নং বিপ্রশ্চরেদ্ ভিক্ষানুবৎসরম্ ॥৯০
কৃতঘ্নো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চ সংবৎসরং ব্রতী।
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারস্তু গরীয়সঃ ॥৯১
স্নাত্বাচম্য ততঃ শেষং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
তাড়য়িত্বা তৃণেনৈব কর্ণে বদ্ধা চ বাসসা ॥৯২
বিবাদে পরিনির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে ॥৯৩
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত বিপ্রস্যোৎপাদ্য শোণিতম্।
গুরোরাক্রোশনে চৈব কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাদ্ বিশোধনম্ ॥৯৪
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
দৈবর্ষীণামভিমুখং ষ্ঠীবনাক্রোশনাকৃতে ॥৯৫
উলুকাদিজনুর্জ্জিত্বা দাতব্যঞ্চ হিরণ্যকম্।
দেবোদ্যানেন যঃ কুর্য্যান্ মূত্রোচ্চারং শকৃদ্ দ্বিজঃ ॥৯৬
ছিন্দ্যাচ্ছিশ্নস্তু শুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
দেবতায়তনে মূত্রং কৃত্বা মোহাদ্ দ্বিজোত্তমঃ ॥৯৭
শিশ্নস্যোৎকৃন্তনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমথাচরেৎ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ দেবানাঞ্চৈব কুৎসনম্ ॥৯৮
কৃত্বা সম্যক্ প্রকুর্ব্বীত প্রাজাপত্যং দ্বিজোত্তমঃ।
তৈস্তু সম্ভাষণং কৃত্বা স্নাত্বা দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥৯৯

চান্দ্রায়ণ করিবে। (মূলে "অকৃত্বা শপথং" ইত্যাদি দুই চরণের পরিবর্ত্তে "কৃত্বা তু শপথং বিপ্রো বিপ্রস্য বধসংযুতে" হইবে)। একপঙ্‌ক্তিতে ন্যূনাধিক দান করিলে প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে অর্থাৎ একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে কাহাকে অল্প ও কাহাকে অধিক দিলে ঐ প্রায়শ্চিত্ত। শ্বপাকের অর্থাৎ অন্ত্যাবসায়ীর ছায়া স্পর্শ করিলে স্নানান্তে ঘৃত ভোজন করিবে। অশুচি অবস্থায় সূর্য্য দর্শন করিলে, "অগ্নীন্দ্রজ" মন্ত্র জপ করিবে। ৮০-৮৯।

মনুষ্যের অস্থি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াও কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ গুরুর কৃত উপকার স্মরণ না করে, সে পাঁচ বৎসর ব্রতী হইয়া সমস্ত বৎসরই অর্থাৎ প্রতিদিনই ভিক্ষা করিবে, তবে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি অবমানসূচক "হুঙ্কার" করিলে বা গুরুজনের প্রতি 'তুই তুকারী' করিলে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক অবশেষে প্রণায়ামাদি করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিলে কিংবা কণ্ঠে মৃদুভাবে বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলে অথবা বিবাদে পরাজয় করিলে প্রণিপাতাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণের প্রতি প্রহারার্থ দণ্ড উদ্যত করিলে "প্রাজাপত্য" আঘাত করিলে "অতিকৃচ্ছ্র" এবং শোণিতপাত করিলে "কৃচ্ছাতি-কৃচ্ছ" ব্রত করিবে। গুরুর প্রতি তিরস্কার করিলে তৎপাপের শুদ্ধি নিমিত্ত "কৃচ্ছ্র" ব্রত করিবে।৯০-৯৪।

দেবতা বা ঋষির সম্মুখে নিষ্ঠীবন (থুথু) পরিত্যাগ বা কাহাকেও উচ্চস্বরে তিরস্কার করিলে তৎপাপক্ষয়ার্থ (জ্ঞানাজ্ঞানভেদে) একদিন বা দুইদিন উপবাস করিবে। উলূকাদিজনুঃ অর্থাৎ বৈশেষিকাদিশাস্ত্রবিষয়ক বিবাদে ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলে স্বর্ণ দান করিবে। দ্বিজ দেবোদ্যানে বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিলে এবং অচ্ছিন্ন পত্রাদি ছেদন করিলে শুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দ্রোহবুদ্ধিতে দেবতায়তনে মূত্র ত্যাগ করিলে শিশ্নস্থানে অস্ত্রাঘাত করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ দেবনিন্দা, ঋষিনিন্দা কিংবা বেদনিন্দা করিলে সম্যক্ প্রকারে প্রাজাপাত্য করিবে। অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ঐ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে স্নান করিয়া দেবপূজা করিবে। ৯৫-৯৯।

স্ত্রীলোক যদি বাল্যকালে মহাপাতক করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও:পিতার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (বালত্বাপ্রযুক্ত স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া পিতার দ্বারা বলা হইয়াছে, পিতৃপদ—ভ্রাতা প্রভৃতির উপলক্ষণ। মূলে ব্রত না হইয়া "চ তস্যাঃ স্যাৎ" হইবে)। এইরূপে

স্ত্রী যদা বালভাবেন মহাপাপং করোতি হি।
প্রায়শ্চিত্তং ব্রতস্যাস্য পিত্রা তদ্‌ব্রতচারিণীম্ ॥১০০
উদ্বহেদভিরূপাস্তামন্যথা পতিতস্তু সঃ।
অপি রাজন্যকবধে বার্ষিকব্রাহ্মণব্রতম্।
তস্যান্তে বৃষভৈকেন সহস্রং গোদানমাচরেৎ ॥১০১
সর্ব্বং হত্বা মাষমাত্রং দদ্যাৎ সুবর্ণ-রজত-তাম্র-ত্রপু-সীসক-কাংস্যায়সামদ্ভিরেব মৃৎ-স্নায়ুক্তাভিস্তৈজসাঞ্চোচ্ছিষ্টানাং ভস্মনাত্রিঃ প্রক্ষালনং কনক-রজত-মণি-শঙ্খ-শুক্ত্যুপলানাং বজ্রবিদলরজ্জুচর্ম্মণাঞ্চাদ্ভিঃ শৌচমিতি ॥১০২
অপি চণ্ডালশ্বপচস্পৃষ্টে বা বিন্মূত্রএব চ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টঃ ষড়াচরেৎ॥১০৩
পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাথ কস্যচিৎ।
তপোঽগ্নিহোত্রমন্ত্রেষু ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১০৪
অমাবাস্যায়াং যো ব্রহ্মাণং সমুদ্দিশ্য পিতামহম্।
ব্রাহ্মণীং স্ত্রীং সমভ্যর্চ্চ্য মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০৫
অমাবাস্যাং তিথিং প্রাপ্য যমমারাধয়েচ্ছিবম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৬
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবং তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশীম্।
সংপূজ্য ব্রাহ্মণমুখৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১০৭
ত্রয়োদশ্যাং তথা রাত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্।
দৃষ্ট্বৈব প্রথমে যামে মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১০৮
সর্ব্বত্র দানগ্রহণে মুচ্যতে সোমযাগতঃ।
শান্ত্যা চ দক্ষিণাং গৃহ্নন্ হিরণ্যপ্রতিমামপি ॥১০৯
অযুতেনৈব গায়ত্র্যা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥১১০
ইত্যৌশনসস্মৃতৌ নবমোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তা উশনঃ-সংহিতা।

কৃতপ্রায়শ্চিত্তা সেই অভিরূপা কন্যাকে বিবাহ করিবে, অন্যথা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, সে পতিত হইবে। ক্ষত্রিয়বধে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে। তদন্তে একটী বৃষভের সহিত সহস্র গোদান করিবে। সকল প্রাণী (কীটাদি) হত্যা করিলে এক মাষা সুবর্ণ কিংবা রজত (জ্ঞানাজ্ঞানাদি ভেদে) দিবে। তাম্র, রাঙ্, সীসা, কাংস্য এবং লৌহ মৃত্তিকামলিন ও জল দ্বারা ধৌত করিলে শুচি হইবে। সকল তৈজসপাত্রই উচ্ছিষ্ট হইলে ভস্ম ও জল দ্বারা তিনবার প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। আর সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি, শঙ্খ, শুক্তি, চন্দ্রকান্তাদি প্রস্তর, হীরক, বিদল, রজ্জু এবং চর্ম্ম জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগকালে চণ্ডাল-শ্বপচাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তিন দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে, আর তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় দিন উপবাস করিবে। যদি কাহারও পিতা. পিতামহ এবং অগ্রজ তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও অগ্নিহোত্রাদির মন্ত্রচর্চ্চাশূন্য হয়, তাহা হইলে পরিবেদনে দোষ নাই। যে ব্যক্তি অমবস্যাদিনে পিতামহ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণী রমণীকে পূজা করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। অবাবস্যা তিথিতে যম ও শিবের (কিংবা কেবল সর্ব্বসংহারক শিবের) আরাধনা করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণের সহিত মহাদেব পূজা করিয়া সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। ত্রয়োদশী রাত্রিতে প্রথম প্রহরে পূজোপকরণ লইয়া মহাদেব-মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বত্র দান গ্রহণ করিলে দক্ষিণা গ্রহণ অথবা সুবর্ণপ্রতিমা গ্রহণ করিলে, স্বস্তিবাচন ও সোমযাগ দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। দশ সহস্র গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০০-১১০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

।বৈকুণ্ঠনাথকাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা
উশনঃসংহিতা সম্পূর্ণ।

অঙ্গিরঃ-সংহিতা

পণ্ডিত-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

অঙ্গিরঃ-সংহিতা

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

অথাদৌ প্রায়শ্চিত্তবিধিবর্ণনম্।

গৃহাশ্রমেষু ধর্ম্মেষু বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধিং দৃষ্ট্বা অঙ্গিরা মুনিরব্রবীৎ ॥১
অন্ত্যানামপি সিদ্ধান্নং ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রং কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং বিদুঃ ॥২
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥৩
অন্ত্যজানাং গৃহে তোয়ং ভাণ্ডে পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
প্রায়শ্চিত্তং যদা পীতং তদৈব হি সমাচরেৎ ॥৪
চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু ত্বজ্ঞানাৎ পিবতে যদি।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥৫
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রেষু দাপয়েৎ ॥৬
অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণস্ত্বন্ত্যজাতিষু।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
আচান্ত এব শুধ্যেত অঙ্গিরা মুনিরব্রবীৎ ॥৮
ক্ষত্রিয়েণ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নানং জপ্যন্তু কুর্ব্বীত দিনস্যার্দ্ধেন শুধ্যতি ॥৯
বৈশ্যেন তু যদা স্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১০

মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণসকলের গার্হস্থ আশ্রম-ধর্ম বিষয়ের আনুপূর্বিক প্রায়শ্চিত্তবিধি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবলোকন করিয়া তাহা বলিতে লাগিলেন। দ্বিজাতিগণ (উপনয়ন সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ (নীচ) গণেব দ্বারা সিদ্ধান্ন ভোজন করিলে—ব্রাহ্মণের চান্দ্রায়ণ, ক্ষত্রিয়ের কৃচ্ছ্র ও বৈশ্যের কৃচ্ছ্রার্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়—ইহা পণ্ডিতগণ বলেন।১-২।

অন্ত্যজ কাহাদিগকে বলে—মহর্ষি তাহা নিজেই দেখাইতেছেন,—রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ, ভিল্ল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ বলিয়া কথিত হয়। ৩।

এই অন্ত্যজগণের গৃহে যখন তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত পর্য্যুসিত (বাসি) জল পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন,—এই পর্য্যুসিত জল ব্যতীত যখন অন্ত্যজদিগের গৃহে পর্য্যুসিত ফল বা তত্তুল্য যৎকিঞ্চিৎ ভোজ্য তাহাদিগের ভাণ্ডস্থিত জল পান করিবে, তখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে)। চণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করে, তাহা হইলে সেই পানকারীদিগের মধ্যে বর্ণে বর্ণে কিরূপ অর্থাৎ কোন বর্ণের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে ইহার উত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণ সান্তপননামক প্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্যনামক প্রায়শ্চিত্ত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্যরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে এবং শূদ্রদিগের শুদ্ধির জন্য পাদকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিবে। ৪-৬।

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতঃ ঐ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির জলপান করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস থাকিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন। ৭।

ব্রাহ্মণ যদি কখনও উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন, তাহা হইলে আচমন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন—ইহা অঙ্গিরা মুনি বলিয়াছেন। ৮।

ব্রাহ্মণ কোন সময়ে যখন উচ্ছিষ্ট ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক

অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টো স্নানং যেন বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥১১
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবস্ত্রস্য বৈ বিধিম্।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসংযোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি ॥১২
পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্‌বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেদ্ বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি ॥১৩
স্নানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞা নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥১৪
নীলীরক্তং সদা বস্ত্রমজ্ঞানেন তু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৫
নীলীদারু যদা ভিন্দ্যাদ্ ব্রাহ্মণং বৈ প্রমাদতঃ।
শোণিতং দৃশ্যতে যত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥১৬
নীলীবৃক্ষেণ পক্বন্তু অন্নমশ্নাতি চেদ্‌দ্বিজঃ।
আহারবমনং কৃত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৭
ভক্ষন্ প্রমাদতো নীলীং দ্বিজাতিস্ত্বসমাহিতঃ।
ত্রিষু বর্ণেষু সামান্যং চান্দ্রায়ণমিতি স্থিতম্ ॥১৮
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
নোপতিষ্ঠতি দাতারং ভোক্তা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥১৯
নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যৎ পাকে শ্রপিতং ভবেৎ।
তেন ভুক্তেন বিপ্রাণাং দিনমেকমভোজনম্ ॥২০
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রং প্রধারয়েৎ।
ভর্ত্তা তু নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরম্ ॥২১
নীল্যা চোপহতে ক্ষেত্রে শস্যং যত্তু প্ররোহতি।
অভোজ্যং তদ্‌দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২২

স্পৃষ্ট হইবেন, তখন স্নান ও জপ (গায়ত্রী) এবং অর্দ্ধদিবস উপবাস দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন। এইরূপ উচ্ছিষ্ট বৈশ্য দ্বারা, উচ্ছিষ্ট শূদ্র দ্বারা বা কুক্কুর দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হন, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন। যাহাকে অনুচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, সেই ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্পৃষ্ট ব্যক্তি প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে।৯-১১।

অতঃপর নীলবর্ণরঞ্জিতবস্ত্রের বিধি বলিব,—স্ত্রী-সম্ভোগের জন্য শয্যায় শয়ন সময়ে নীলীবস্ত্র পরিধান করিলে দোষ হইবে না। ১২।

নীলী-রক্ষণ, নীলী-বিক্রয় এবং তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন। এই পাতিত্য ক্ষালনের জন্য ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবেন। স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ এই সমস্ত নীলবস্ত্রধারণ পূর্ব্বক করিলে বৃথা হইয়া যায়।১৩-১৪।

অজ্ঞানবশতঃ যদি কেহ নীলীরঙে রঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি অহোরাত্র উপবাসপূর্ব্বক পঞ্চগব্য পানের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ১৫।

অনবধানতঃ ব্রাহ্মণ যদি নীলীবৃক্ষ কর্ত্তৃক ক্ষত হন এবং তখন সেই ক্ষতে যদি শোণিত দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ আচরণ করিবেন।১৬।

দ্বিজ যদি নীলবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই আহার বমন করিয়া পঞ্চগব্য পানের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে।১৭।

দ্বিজাতি প্রমাদবশতঃ অসাবধান হইয়া নীলীভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই তুল্যরূপে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য। নীলীরঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন উপনীত অর্থাৎ প্রদত্ত হয়, দাতা তাহার ফলভাগী হন না এবং সেই অন্ন-ভোক্তাও কেবল পাপ ভোজন করেন। নীলীরঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন পাক করা হয়, সেই অন্নভোজনকারী ব্রাহ্মণগণ একদিন উপবাস করিবেন।১৮-২০।

স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী নীলীবস্ত্র পরিধান করে, তাহার স্বামী নরকে গমন করে এবং মৃত্যুর পরে সেই নারীও নরকে গমন করে। ২১।

নীলী-উৎপাদন দ্বারা দূষিত ক্ষেত্র হইতে যে শস্য উৎপাদিত হয়, সেই শস্য দ্বিজাতিগণের অভোজ্য। দ্বিজাতিগণ তাহা ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। ২২।

*দেবদ্রোণ্যাং বৃষোৎসর্গে যজ্ঞে দানে তথৈব চ।
অত্র স্নানং ন কর্ত্তব্যং দূষিতা চ বসুন্ধরা ॥২৩
বাপিতা যত্র নীলী স্যাত্তাবদ্ ভূম্যশুচির্ভবেৎ।
যাবদ্ দ্বাদশবর্ষাণি অত ঊর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥২৪
ভোজনে চৈব পানে চ তথা চৌষধ-ভেষজৈঃ।
এবং ম্রিয়ন্তে যা গাবঃ পাদমেকং সমাচরেৎ ॥২৫
ঘণ্টাভরণদোষেণ যত্র গৌর্বিনিপীড্যতে।
চরেদর্দ্ধং ব্রতং তেষাং ভূষণার্থং হি তৎ কৃতম্ ॥২৬॥
দমনে দামনে রোধে অবঘাতে চ বৈকৃতে।
গবা প্রভবতা ঘাতৈঃ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥২৭
অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রস্তু বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
সপল্লবশ্চ সাগ্রশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥২৮
দণ্ডাদুক্তাদ্ যদান্যেন পুরুষাঃ প্রহরন্তি গাম্।
দ্বিগুণং গোব্রতং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥২৯
শৃঙ্গভঙ্গে ত্বস্থিভঙ্গে চর্মনির্ম্মোচনে তথা।
দশরাত্রং চরেৎ কৃচ্ছ্রং যাবৎ স্বস্থো ভবেত্তদা ॥৩০
গোমূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকঞ্চোপজায়তে।
এতদেব হিতং কৃচ্ছ্রমিদমাঙ্গিরসং মতম্ ॥৩১
অসমর্থস্য বালস্য পিতা বা যদি বা গুরুঃ।
যমুদ্দিশ্য চরেদ্ধর্মং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ॥৩২
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥৩৩

যেস্থলে নীলী উৎপন্ন হয়, সেই স্থলীয় জলাশয়ে দেবখাত খনন, বৃষোৎসর্গ, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ এবং দান ক্রিয়ায় স্নান করণীয় নহে। কারণ, সেই ভূমি নীলী দূষিত। যে ভূমিতে নীলী বপন করা হইয়াছে, সেই ভূমি তাবৎকাল অশুচি জানিবে, যাবৎকাল না দ্বাদশবর্ষ পূরণ হয়। তাহার পর সেই ভূমি শুদ্ধ হইবে। ২৩-২৪।

অতিরিক্ত ভোজন দ্বারা, অতিরিক্ত পান দ্বারা, অতিরিক্ত ঔষধ ভেষজ প্রভৃতির দ্বারা যে সকল গরু প্রাণত্যাগ করে, উক্তরূপে গোবধ জনিত পাপক্ষয়ের জন্য একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ২৫।

সে স্থলে ঘন্টাদি আভরণ দ্বারা গরু পীড়িত হয়, সেই স্থলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। যেহেতু সেই ঘন্টাদি আভরণ দান গরুর ভূষণের জন্য দান করা হইয়াছিল। (আঘাতাদি-জনিত ব্যথা পাইবার জন্য নহে)। ২৬।

গরুকে বশীভূত করিবার জন্য—দণ্ডাদির দ্বারা দমন, রজ্জুর দ্বারা বন্ধন, গৃহাদি মধ্যে অবরোধ, অবঘাত অর্থাৎ কোনরূপ মৃত্যুদায়ক আঘাত বা যে কোন প্রকারে বৈকৃত অর্থাৎ পাদভঞ্জনাদি নিবন্ধন মৃত্যু ঘটিলে পাপক্ষয়ের জন্য পাদোন ব্রত আচরণ করিবে। ২৭।

অঙ্গুষ্ঠ পর্বের ন্যায় স্থূল এক বাহু (এক বাঁও) প্রমাণ দীর্ঘ পল্লব সমন্বিত অগ্রভাগ-যুক্ত বৃক্ষশাখা দণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। ২৮।

উক্ত দণ্ড হইতে পৃথক্ অন্য কোন মুদ্গরাদির দ্বারা যদি কেহ গরুকে প্রহার করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রহার-কর্ত্তা শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৯।

যে কোন প্রকারে যদি কেহ গরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ, অস্থি ভঙ্গ বা চর্ম্ম কর্ত্তন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দশদিন যাবৎ কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। যদি উক্ত দশদিনের মধ্যে গরু সুস্থ হয়, তবেই ঐ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি হইবে। তাহা না হইলে দশদিন-কৃত বা দশাহ-সাধ্য কৃচ্ছ্র ব্রত হইতে গুরু প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ৩০।

গোমূত্র সংমিশ্রণে যে যাবক অর্থাৎ যবের পালো উৎপন্ন হয়, তাহা নিরুক্ত প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ কালে ভোজন করিবে। ইহাকে হিতজনক কৃচ্ছ্র বলে—ইহা মহর্ষি অঙ্গিরার অভিমত। ৩১।

প্রায়শ্চিত্তকরণে অসমর্থ ব্যক্তির ও বালকের পিতা বা গুরু এতদুভয়ের হইয়া যে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তাহার দ্বারা ঐ অসমর্থ ব্যক্তির এবং বালকের পাপ বিনষ্ট হইবে। অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধের, ষোড়শ বর্ষ হইতেও অল্প বর্ষযুক্ত বালকের, স্ত্রীলোকের ও রোগীর পক্ষে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ৩২-৩৩।

* এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা গ্রন্থান্তরে দেখা যায়। যথা—এইস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে নীলী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে দেবদ্রোণী খনন, বৃষোৎসর্গ, যজ্ঞ বা দানের ব্যবস্থা করিবে না; কারণ ঐ ভূমি দূষিত হইয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছিতে পতিতে চাপি গবি যষ্টিপ্রহারিতে।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্তু প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥৩৪
স্নাত্বা রজস্বলা চৈব চতুর্থেঽহ্নি বিশুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজসি নিবৃত্তেঽনিবৃত্তে ন কথঞ্চন ॥৩৫
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুচ্যস্তা ন তেন স্যুস্তাসাং বৈকারিকং হি তৎ ॥৩৬
সাধ্বাচারা ন তাবৎ স্যাদ্রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহকর্ম্মণি চৈন্দ্রিয়ে ॥৩৭
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥৩৮
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূদ্রেণ চৈব হি।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যে শুধ্যতি ॥৩৯

দ্বাবেতাবশুচী স্যাতাং দম্পতী শয়নঙ্গতৌ।
শয়নাদুত্থিতা নারী শুচিঃ স্যাদশুচিঃ পুমান্ ॥৪০
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কাংস্যভাজনে।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥৪১
রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য ষণ্মাসমত্যন্তোপহতং শুচি ॥৪২
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু।
ভস্মনা দশভিঃ শুধ্যেৎ কাকেনোপহতে তথা ॥৪৩
শৌচং সৌবর্ণরূপ্যাণাং বায়ুনার্কেন্দুরশ্মিভিঃ ॥৪৪
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকঞ্চ ন দুষ্যতি।
অদ্ভির্মৃদা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি ॥৪৫
শুষ্কমন্নমবিপ্রস্য ভুক্ত্বা সপ্তাহমৃচ্ছতি।

যষ্টি প্রহার দ্বারা আহত হইয়া যদি গরু মূর্চ্ছিত বা পতিত হয়, তাহা হইলে আঘাতকারী নিজ শুদ্ধির জন্য (আঘাতকারী দ্বিজ হইলে) অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বিজাতি ভিন্ন অন্যের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করণীয়। ৩৪।

রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। রজোদর্শনের প্রথম দিন হইতে চারিদিন অতিক্রান্ত হইলে প্রায়শ্চিত্তাদি করণীয়, উক্ত রজঃকাল অতিক্রান্ত না হইলে কখনও প্রায়শ্চিত্ত করিবে না। ৩৫।

রোগাক্রান্ত হইয়া রমণীগণের যদি অতিশয় অর্থাৎ রজঃকালের পরেও রজঃক্ষরণ হয়, তদ্দ্বারা তাহারা অশুচি হইবে না, যেহেতু তাহা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক রজঃপ্রবৃত্তি নহে। যাবৎকাল রজঃপ্রবৃত্তি হয় (অর্থাৎ তিনদিন), তাবৎকাল স্ত্রীলোক অপবিত্র থাকে। ৩৬।

স্ত্রীলোকদিগের যতদিন রজঃপ্রবৃত্তি হইবে, ততদিন তাহাদের কোন সদাচারের অধিকার থাকিবে না। রজোনিবৃত্তি হইলে তাহারা গৃহকর্ম্মে ও ইন্দ্রিয়-কার্য্যে ব্যবহার্য্যা হইবে। ৩৭।

রজঃপ্রবৃত্তির প্রথমদিনে রজঃস্বলা নারী চণ্ডালী, দ্বিতীয়দিনে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিনে রজকী বলিয়া উক্ত হয় অর্থাৎ ঐ সকল দিনে চণ্ডালাদির ন্যায় অশুদ্ধ থাকিবে। চতুর্থ দিবসে তাহারা শুদ্ধি লাভ করিবে। রজস্বলা নারী, কুকুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া পরদিবস পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ৩৮-৩৯।

দম্পতী অর্থাৎ পতি-পত্নী যতক্ষণ শয্যায় অবস্থিতি করিবে ততক্ষণ উভয়েই অপবিত্র থাকিবে। পরে নারী শয্যা হইতে উত্থিতা হইলে পবিত্রা হইবে, কিন্তু পুরুষ তথাপি অপবিত্র থাকিবে। ৪০।

কাংস্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা কুলকুচি বা পাদপ্রক্ষালন করিবে না। ভস্ম দ্বারা কাংস্য শুদ্ধ হয়, অম্ল দ্বারা তাম্র শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১।

স্ত্রীলোক রজোদর্শনের দ্বারা পরপুরুষচিন্তনাদিরূপ-মানস পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করে, স্রোত দ্বারা নদী শুদ্ধ হয় অর্থাৎ নদীতে স্রোত আছে বলিয়া বিষ্ঠাদির দ্বারা তাহার জল অপবিত্র হয় না। অত্যন্ত দূষিত প্রস্তরাদি পাত্র ছয়মাস ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়।৪২।

গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত কাংস্যপাত্র, শূদ্রোচ্ছিষ্ট পাত্র, কাকোচ্ছিষ্ট কাংস্যপাত্র দশদিবস যাবৎ ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে শুদ্ধ হয়। ৪৩।

অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্য্যতি ॥৪৬
পয়ো দধি চ মাসেন ষণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
তৈলং সংবৎসরেণৈব কোষ্ঠে জীর্য্যতি বা ন বা ॥৪৭
যো ভুঙ্‌ক্তে হি চ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥৪৮
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্।
শূদ্রাজ্‌জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥৪৯
অপ্রণামে তু শূদ্রেঽপি স্বস্তি যো বদতি দ্বিজঃ।
শূদ্রোঽপি নরকং যাতি ব্রাহ্মণোঽপি তথৈব চ ॥৫০

বায়ুর দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ও চন্দ্র-সূর্যকিরণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে সুবর্ণ এবং রজত শুদ্ধ হয়। ৪৪।

মেষলোমনির্মিত কম্বলাদি শুক্র-স্পৃষ্ট বা শব-স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে না। তবে ঐ কম্বলাদির যে অংশে শুক্রস্পর্শ বা শবস্পর্শ হইবে, সেই অংশ জল ও মৃত্তিকার দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। ৪৫।

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) শুষ্কান্ন চিপিটকাদি ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে। ব্যঞ্জনাদি সংযুক্ত অন্ন অর্দ্ধ মাসে জীর্ণ হয়। ৪৬।

দুগ্ধ ও দধি এক মাসে জীর্ণ হয়, ঘৃত ছয়মাসে জীর্ণ হয়, তৈল এক বৎসরেও উদরে পরিপাক হয় কি না সন্দেহ! অপবিত্র অন্নভোজনে প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে বমন-বিধি আছে। সুতরাং কতদিনের মধ্যে হইলে বমন করা যায়, ইহা জানাইবার জন্য এই স্থলে জীর্ণ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে। ৪৭।

যে দ্বিজ নিরন্তর একমাস যাবৎ শূদ্রান্ন ভোজন করে, সেই দ্বিজ ইহজন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে কুক্কুর-যোনি প্রাপ্ত হয়। ৪৮।

শূদ্রান্ন-ভোজন, শূদ্রের সহিত সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্রে অবস্থান এবং শূদ্রের নিকট হইতে যে কোন জ্ঞানার্জন ব্রহ্মতেজঃ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে। ৪৯।

শূদ্র প্রণাম না করিলেও যে ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নরকে গমন করে। ৫০।

দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
পাক্ষিকং বৈশ্য এবাহ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৫১
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নং চৈব ভোজয়েৎ।
পঞ্চ তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৫২
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন যো দ্বিজো জনয়েৎ সুতান্।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রং প্রবর্ত্ততে ॥৫৩
শূদ্রেণ স্পৃষ্টমুচ্ছিষ্টং প্রমাদাদথ পাণিনা।
তদ্দ্বিজেভ্যো ন দাতব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥৫৪
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্য চ পর্বসু।
বৈশ্যেষ্বাপৎসু ভুঞ্জীত ন শূদ্রোঽপি কদাচন ॥৫৫

সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে শুদ্ধিলাভ করে এবং শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। ৫১।

যে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহার আত্মা, বেদাধ্যয়ন, গার্হপত্য, আহ্বনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নি এই পাঁচটি বস্তু বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাহার বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিকার্য্যে অধিকার থাকে না। যে দ্বিজ শূদ্রান্ন-ভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই উৎপাদিত পুত্রগণ যাহার অন্ন তাহার, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি। আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন যে, অনবধানতাবশতঃ শূদ্র কর্তৃক স্পৃষ্ট জলাদি, উচ্ছিষ্ট বস্তু এবং কোন বস্তু এক হস্ত দ্বারা দ্বিজগণকে দেওয়া উচিত নয়। ৫২-৫৪।

ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদিনে ভোজন করা যায়, ক্ষত্রিয়ের অন্ন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে ভোজন করা যায়, বৈশ্যের অন্ন আপৎকালে ভোজন শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু কখনও শূদ্রান্ন ভোজন করিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিলে দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়. (ব্রাহ্মণের পক্ষে যাচ্ঞা করা বিধি-সম্মত নহে, সেইজন্য যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণান্ন ভোজন করাও উচিত নয়—ইহা জানাইবার জন্য এই কথা বলা হইল।) ক্ষত্রিয়ের অন্ন ভোজন করিলে ভোজনকারী পশুর ন্যায় মূর্খ হয়, বৈশ্যান্ন ভোজন করিলে শূদ্রতা প্রাপ্তি হয় এবং শূদ্রান্ন ভোজন করিলে সুনিশ্চয় নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধ বলিয়া উক্ত হয়, বৈশ্যের অন্ন

ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রত্বং ক্ষত্রিয়ান্নে পশুস্তথা।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রত্বং শূদ্রান্নে নরকং ধ্রুবম্ ॥৫৬

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্ ॥৫৭

দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণামন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥৫৮

সূতকেষু যদা বিপ্রো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাদ্ ভুঙ্‌ক্তে (অন্ন-) ভক্ত-
মথাপি বা ॥৫৯

উত্তীর্য্যাচম্য উদকমবতীর্য্য উপস্পৃশেৎ।
এবং হি সমুদাচারী বরুণেনাভিমন্ত্রিতঃ ॥৬০

অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেব-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
আহারে জপকালে চ পাদুকানাং বিসর্জনম্ ॥৬১

পাদুকাসনমারূঢ়ো গেহাৎ পঞ্চগৃহং ব্রজেৎ।
ছেদয়েত্তস্য পাদৌ তু ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৬২

অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ শ্রোত্রিয়ো বেদপারগঃ।
এতে বৈ পাদুকৈর্যান্তি শেষান্ দণ্ডেন তাড়য়েৎ ॥৬৩

জন্মপ্রভৃতি সংস্কারে চূড়ান্তে ভোজনং নবম্।
অসপিণ্ডেন ভোক্তব্যং চূড়স্যান্তে বিশেষতঃ ॥৬৪

যাচকান্নং নবশ্রাদ্ধমপি সূতকভোজনম্।
নারীপ্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৬৫

অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে।
তস্যাশ্চান্নং ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রগীয়তে ॥৬৬

অন্নমাত্র, শূদ্রের অন্ন নিশ্চয়ই রুধির বলিয়া গণ্য হয়। ইহলোকে মনুষ্যগণের দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ তাহার অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই হেতু যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকে। যদি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ অশৌচী ব্যক্তির জলপান বা অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মচারী ব্যক্তি পীত বা ভুক্ত বস্তু বমনপূর্ব্বক আচমন করিবে এবং জলে অবতরণপূর্ব্বক বারুণ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইলে সদাচারে অধিকারী হইবে। ৫৫-৬০।

যে গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি থাকে—সেই গৃহে, গো সকলের গোষ্ঠে, দেবতা এবং ব্রাহ্মণের নিকট আহার-কালে ও জপের সময় পাদুকা ত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি পাদুকাসন অর্থাৎ খড়ম পায়ে দিয়া অগ্নিগৃহ, গোষ্ঠ, দেব ও ব্রাহ্মণ-গৃহ, আহার-গৃহ এবং জপগৃহ—এই পঞ্চ গৃহে গমন করে, ধার্মিক ভূপতি তাহার পাদদ্বয় ছেদন করাইয়া দিবেন। ৬১-৬২।

অগ্নিহোত্রী, তপস্বী, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ব্যক্তিগণ খড়ম পায়ে দিয়া উক্ত স্থলে যাইতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণকে রাজা দণ্ডদান করিবেন। জাতকর্ম হইতে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে সংস্কৃত হওয়ার পর তাহার নবশ্রাদ্ধে এবং চূড়াকরণ হওয়ার পর অবশ্য করণীয় নবশ্রাদ্ধে অসপিণ্ডগণই পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিবে। (জাতকর্ম্মের পরবর্তী নামকরণ সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়াকরণ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী সংস্কার আছে, তাহার অন্যতম সংস্কারে সংস্কৃত মৃত বালকের পারলৌকিক কল্যাণ-কামনায় তাহার পিতা প্রভৃতি দাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে পারে। এইস্থলে নিম্নলিখিত একটি শ্লোক পুস্তক বিশেষে পাঠান্তর দেখা যায়—'জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে বালস্যান্নস্য ভোজনে। অসপিণ্ডৈর্ন ভোক্তব্যং শ্মশানান্তে বিশেষতঃ'। ইহার অর্থ এই যে, বালকের জাতকর্ম হইতে চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কারে তদঙ্গীভূত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন, বিশেষতঃ শ্মশানান্ত অর্থাৎ নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয় অন্ন অসপিণ্ডগণ ভোজন করিবে না—ইহা যথাশ্রুতার্থ, কিন্তু মূলোক্ত 'অসপিণ্ডেন ভোক্তব্যং' ইহার সহিত 'অসপিণ্ডৈর্ন ভোক্তব্যং' ইত্যাদি বচনের বিরোধ খণ্ডন শিরশ্চালনে নঞ্ দ্বারাই করা যাইতে পারে)। ৬৩-৬৪।

যাচক অর্থাৎ পাত্র-অপাত্র এবং কাল-অকাল বিবেচনা না করিয়া কেবল যাচ্ঞা করা যাহাদের স্বভাব তাহার অন্ন, নবশ্রাদ্ধের পাত্রীয়ান্ন, অশৌচান্ন ও নারীর গর্ভাধানাদির অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে। একের উদ্দেশে দত্তা কন্যার যদি পুনরায় অপরের সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তবে সেই কন্যার অন্ন ভোজন

পূর্বশ্চ স্রাবিতো যশ্চ গর্ভো যশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
দ্বিতীয়ে গর্ভসংস্কারস্তেন শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥৬৭
রাজাদ্যৈর্দশভির্মাসৈর্যাবত্তিষ্ঠতি গুর্বিণী।
তাবদ্রক্ষা বিধাতব্যা পুনরন্যো বিধীয়তে ॥৬৮
ভর্তৃশাসনমুল্লঙ্ঘ্য যা চ স্ত্রী বিপ্রবর্ত্ততে।
তস্যাশ্চৈব ন ভোক্তব্যং বিজ্ঞেয়া কামচারিণী ॥৬৯
অনপত্যা তু যা নারী নাশ্নীয়াত্তদ্‌গৃহেঽপি বৈ।
অথ ভুঙ্‌ক্তে তু যো মোহাৎ পূয়সং নরকং ব্রজেৎ ॥৭০
স্ত্রিয়া ধনন্তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়া যানানি বাসাংসি তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥৭১
রাজান্নং হরতে তেজঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
সূতকেষু চ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্ ॥৭২

ইত্যঙ্গিরসা মহর্ষিণা প্রণীতং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ॥
সমাপ্তা চেয়ং অঙ্গিরঃসংহিতা।

ওঁ তৎসৎ।

করিবে না; কারণ—ঐ কন্যা পুনর্ভূ ইহা বুধগণ বলিয়া থাকেন। পুংসবনাদি সংস্কার হইবার পূর্বেই যদি প্রথম গর্ভস্রাব হইয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয়গর্ভে গর্ভ সংস্কার করিবে, তাহাতেই শুদ্ধ হইবে। ৬৫ ৬৭।

গুরুভারাক্রান্ত গর্ভবতী রমণী যতদিন দশমাসের মধ্যে থাকিবে অর্থাৎ প্রসব না করিবে, ততদিন রাজা প্রভৃতি সকলে তাহাকে রক্ষা করিবেন। পুনরায় অন্য বিধি কথিত হইতেছে। যে স্ত্রী স্বামীর শাসন না মানিয়া প্রতিকূলভাবে অবস্থান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না, এবং ঐ স্ত্রীকে কামচারিণী বলিয়া জানিবে। যে স্ত্রীলোক অপত্যহীন অর্থাৎ বন্ধ্যা তাহার গৃহেও অন্নাদি-ভোজন করিবে না। যে পুরুষ এই শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া ভোজন করে, সেই পুরুষ পূয়সনামক নরকে গমন করে। মোহবশতঃ যে সকল বান্ধব স্ত্রীধন এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য্য যান বা বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল পাপী ব্যক্তির অধোগতি হয় অর্থাৎ নরকভোগ হয়। ৬৮-৭১।

রাজার অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অন্ন তেজ ও শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মতেজ নষ্ট করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অশৌচান্ন ভোজন করে, সে পৃথিবীর সমুদয় মল ভোজন করিয়া থাকে। ৭২।

অখিলভারতমহামন্ত্রসংকীর্ত্তন মহামণ্ডলেশ্বর, 'জয়গুরু-সম্প্রদায়'-জনক, নিখিল তন্ত্র-মন্ত্রসমন্বয়সাধক, বেদাদিশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য-সনাতন-বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষক, নিখিল গুণি-জ্ঞানিসংসেব্য, সকলসাধকপরমহংস-সমারাধ্য, বেদবিদ্‌বিপশ্চিদ্‌বৃন্দবন্দ্য, মুনিগণনুতপদারবিন্দ, যোগীন্দ্র-অনন্তশ্রীসমলঙ্কৃত শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপাদপঙ্কেরুহমধুপ-সেবকাধম-শ্রীরামরঞ্জনকৃত অঙ্গিরঃ-সংহিতা-বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

অথ যম-সংহিতা

শ্রীমুকুন্দমোহন স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

যম-সংহিতা

শ্রীমুকুন্দমোহন স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

অথ প্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্

অথাতো হ্যস্য ধর্ম্মস্য প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে ॥১
জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানশনচ্যুতাঃ।
বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রাঘাতচ্যুতাশ্চ যে ॥২
সর্ব্বে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্ব্বলোকবহিষ্কৃতাঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যন্তি তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েন বা ॥৩
উভয়াবসিতাঃ পাপা যেঽগ্রাম্যবরণাচ্চ্যুতাঃ।
ইন্দুদ্বয়েন শুধ্যন্তি দত্ত্বা ধেনুং তথা বৃষম্ ॥৪
গো-ব্রাহ্মণহনং দগ্ধ্বা মৃতমুদ্বন্ধনেন চ।
পাশং তস্যৈব ছিত্ত্বা তু তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥৫
কৃমিভির্ব্রণসম্ভূতৈর্ম্মক্ষিকাশ্বোপঘাতিতঃ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধং সম্প্রকুর্ব্বীত শক্ত্যা দদ্যাত্তু দক্ষিণাম্ ॥৬
ব্রাহ্মণস্য মলদ্বারে পূয়শোণিতসম্ভবে।
কৃমিভুক্তব্রণে মৌঞ্জীহোমেন স বিশুধ্যতি ॥৭
যঃ ক্ষত্রিয়স্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চাপ্যনুলোমজঃ।
জ্ঞাত্বা ভুঙ্‌ক্তে বিশেষেণ চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥৮
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণস্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথাহারদোষেণ ন স তত্র বিশুধ্যতি ॥৯
একৈকং বর্দ্ধয়েচ্ছুক্লে কৃষ্ণপক্ষে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥১০
সুরান্যমদ্যপানেন গোমাংসভক্ষণে কৃতে।
তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্ বিপ্রস্তৎপাপস্তু প্রণশ্যতি ॥১১
প্রায়শ্চিত্তে হ্যপক্রান্তে কর্ত্তা যদি বিপদ্যতে।
পূতস্তদহরেবাপি ইহলোকে পরত্র চ ॥১২

অনন্তর চতুর্ব্বর্ণের অবলম্বনীয় এই ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রায়শ্চিত্তনামক ধর্ম্মশাস্ত্র আরব্ধ হইতেছে। যাহারা জলপ্রবেশ, অগ্নিপ্রবেশ, উদ্বন্ধন, প্রব্রজ্যা, মহাপ্রস্থান, অনশন-ব্রত, বিষপান, উচ্চস্থান হইতে পতন, প্রায়োপবেশন বা নিজকৃত শস্ত্রাঘাতেও মরণ হয় নাই সেই সকল সর্ব্বলোকপরিত্যক্ত প্রত্যবসিত ব্যক্তিগণ চান্দ্রায়ণ অথবা দুই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইবে। যাহারা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহাদের ইহকাল পরকাল কিছুই নাই। সেই পাপিষ্ঠগণ দুইটী চান্দ্রায়ণ ব্রত এবং ধেনু ও বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। গোবধ বা ব্রহ্মবধকারী এবং উদ্বন্ধন-মৃতকে দগ্ধ করিলে অথবা উদ্বন্ধন মৃতের রজ্জু ছেদন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে।১-৫।

ব্রণ-সম্ভূত কৃমি, দুষ্ট মক্ষিকা বা কুক্কুর কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। ব্রাহ্মণের মলদ্বারে কৃমিদংশন জনিত ব্রণ হইতে পূয-রক্ত নির্গত হইলে সেই ব্রাহ্মণ মৌঞ্জীহোম করিবে তাহা হইলে তদ্দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অনুলোমজ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি জাতি ইহাদের মধ্যে যে নিজ মলদ্বার হইতে প্রকৃত পক্ষে পূযশোণিত নির্গত হইতেছে জানিয়াও আহার করে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটাণ্ডের মত করিবে। ইহা হইতে পরিমাণাধিক্য হইলে আহার দোষে সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইতে পারিবে না। ৬-৯।

শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বাড়াইবে, কৃষ্ণপক্ষে এক গ্রাস কমাইবে এবং অমাবস্যাতে ভোজন করিবে না— ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। সুরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জ্জুর পানসাদি) পানের সহিত গোমাংস ভক্ষণ অর্থাৎ সুরাভিন্ন অপর মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ তপ্তকৃচ্ছ্র করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে। পাপকর্ত্তা যদি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়া মরিয়া যায়, তবে সে সেইদিনেই ইহলোকে পরলোকে বিশুদ্ধ

যাবদেকঃ পৃথগ্‌দ্রব্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ন শুধ্যতি।
অপরাস্তেন চ স্পৃশ্যাস্তেঽপি সর্ব্বে বিগর্হিতাঃ ॥১৩
অভোজ্যাশ্চাপ্রতিগ্রাহ্যা অসম্পাঠ্যা বিবাহিনঃ।
পূয়ন্তেঽনুব্রতে চীর্ণে সর্ব্বে তে রিকৃথভাগিনঃ ॥১৪
ঊনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাৎ পরস্য চ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চরেদ্ ভ্রাতা পিতা বান্যোঽপি বান্ধবঃ ॥১৫
অতো বালতরস্যাপি নাপরাধো ন পাতকম্।
রাজদণ্ডো ন তস্যাস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১৬
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো রোগিণ এব চ ॥১৭
অস্তংগতো যদা সূর্য্যশ্চাণ্ডালরজকস্ত্রিয়ঃ।
সংস্পৃষ্টাস্তু তদা কৈশ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তং কথম্ভবেৎ ॥১৮
জাতরূপং সুবর্ণঞ্চ দিবানীতঞ্চ যজ্জলম্।
তেন স্নাত্বা চ পীত্বা চ সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥১৯

দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসারিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০
অন্নং শূদ্রস্য ভোজ্যং বা যে ভুঞ্জন্ত্যবুধা নরাঃ।
প্রায়শ্চিত্তং তথা প্রাপ্তং চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥২১
প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষে তু যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ॥২২
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥২৩
যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসংভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥২৪
বন্ধ্যা তু বৃষলী জ্ঞেয়া বৃষলী তু মৃতপ্রজাঃ।
শূদ্রী তু বৃষলী জ্ঞেয়া কুমারী তু রজস্বলা ॥২৫
যৎ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনাদ্দ্বিজঃ।
তদ্ভৈক্ষভুগ্‌ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি ॥২৬

হইয়া থাকে। অপালনাদি নিমিত্ত গো-বধাদি পাপে পৃথগন্নবর্ত্তী এক ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তথাপি সেই সমস্ত অপরাপর জ্ঞাতি স্পর্শযোগ্য নহে এবং তাহারা নিন্দিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের অন্ন অভোজ্য, তাহাদিগের নিকট প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য তাহাদিগকে অধ্যাপনা করা নিষিদ্ধ এবং তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিবে না। তবে সেই সকল জ্ঞাতি পরে ব্রতানুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে।১০-১৪।

যাহার বয়স একাদশের কম এবং পাঁচ বৎসরের বেশী, সে কোন পাপ কার্য্য করিলে তাহার পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন বান্ধব তাহার হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ইহা অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ শিশু, তাহার অপরাধ নাই, পাপ নাই, রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত কিছুই নাই। আশীবৎসরের বৃদ্ধ, ষোল বৎসরের ছোট বালক, স্ত্রীলোক বা রোগী ইহারা অর্দ্ধেক প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী। যখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, সেই সময় কোন ব্যক্তি চণ্ডাল-স্ত্রী বা রজক-স্ত্রী স্পর্শ করিলে ঐ সকল ব্যক্তির কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? যে জল দিবাভাগে আনীত, তাহাতে রৌপ্য বা সুবর্ণ দিয়া সেই জলে স্নান ও পান করিলে ঐ সমস্ত ব্যক্তি শুচি হইতে পারিবে—ইহা উক্ত হইয়াছে।১৫-১৯।

দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী (যাহার সহিত আধাআধি ভাগ করিয়া লইয়া একখণ্ড জমিতে চাষ করা যায়) এবং যে আত্মসমর্পণ করে, শূদ্রদের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। যে সকল মূর্খ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা আছে, তাহারা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম দেখিয়াও কন্যাদান করে না, সেই পিতা কন্যার মাসে মাসে রজস্রাবের রক্ত পান করে অর্থাৎ তৎতুল্য পাপী হয়। পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীর রজঃস্বলা অবস্থা দেখিলে তিনজনই নরকে গমন করে। যে ব্রাহ্মণ কামমুগ্ধ হইয়া তাদৃশ কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পঙ্‌ক্তি ভোজন নিষিদ্ধ।২০-২৪।

বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবে, মৃতবৎসাও বৃষলী, শূদ্রভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজঃস্বলা নারীকেও বৃষলী বলিয়া জানিবে। একরাত্র বৃষলী-সংসর্গ দ্বারা

স্ববৃষং যা পরিত্যজ্যান্যবৃষেণ বৃষস্যতি।
বৃষলী সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ ॥২৭
বৃষলীফেনপীতস্য নিশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্নৈব বিদ্যতে ॥২৮
শ্বিত্রী কুষ্ঠী তথা চৈব কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনো মৎসরস্তথা ॥২৯
দুর্ভগো হি তথা ষণ্ডঃ পাষণ্ডী বেদনিন্দকঃ।
হৈতুকঃ শূদ্রযাজী চ অযাজ্যানাঞ্চ যাজকঃ ॥৩০
নিত্যং প্রতিগ্রহে লুব্ধো যাচকো বিষয়াত্মকঃ।
শ্যাবদন্তোঽথ বৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা ॥৩১
এতে শ্রাদ্ধে চ দানে চ বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥৩২
ততো দেবলকশ্চৈব ভৃতকো বেদবিক্রয়ী।
এতে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নেন এতদ্ভাস্বতিরব্রবীৎ ॥৩৩
এতান্নিযোজয়েদ্ যস্তু হব্যে কব্যে চ কর্ম্মণি।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবা মহর্ষিভিঃ ॥৩৪
অগ্রে মাহিষিকং দৃষ্ট্বা মধ্যে তু বৃষলীপতিম্।
অন্তে বার্দ্ধুষিকং দৃষ্ট্বা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৩৫
মহিষীত্যুচ্যতে ভার্য্যা যা চৈব ব্যভিচারিণী।
তান্ দোষান্ ক্ষমতে যস্তু স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ ॥৩৬
সমার্ঘ্যস্তু সমুদ্ধৃত্য মাহার্ঘ্যং যঃ প্রযচ্ছতি।
স বৈ বার্দ্ধুষিকো নাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥৩৭
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদ্ভুঞ্জন্তি বাগ্যতাঃ।
অশ্নন্তি পিতরস্তাবদ্ যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥৩৮
হবির্গুণা ন বক্তব্যাঃ পিতরো যত্র তর্পিতাঃ।
পিতৃভিস্তর্পিতৈঃ পশ্চাদ্ বক্তব্যং শোভনং হবিঃ ॥৩৯

দ্বিজ যে পাতকী হয়, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয়। যে স্ত্রী নিজ পতিকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ-সঙ্গ ইচ্ছা করে, তাহাকেই বৃষলী বলিয়া জানিবে। শূদ্রপত্নী বৃষলী নহে অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ব্রাহ্মণী শূদ্রী অপেক্ষা অপকৃষ্ট—ইহাই এই বচনের তাৎপর্য্য। যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। শ্বিত্রী (শ্বেতীরোগগ্রস্ত), কুষ্ঠী, কুনখী, শ্যাবদন্ত, চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী, দুর্ভগ (অত্যন্ত কুরূপ) ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদনিন্দক, হৈতুক (কুতর্কী), শূদ্রযাজী, পতিতাদি, অযাজ্যযাজী, অনবরত দান-গ্রহণাভিলাষী যাচক, বিষয়-লোলুপ, শ্যাবদন্ত (প্রধান দুইটী দন্তের মধ্যবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দন্ত বা স্বাভাবিক যাহার সকল দন্ত কৃষ্ণবর্ণ), চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং অসদালাপী অর্থাৎ অসম্বদ্ধ প্রলাপী ইত্যাদি—ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দানে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে পাত্রাসনে বসাইবে না এবং দান করিবে না। দেবল ব্রাহ্মণ, বেতনভোগী এবং বেদবিক্রয়ী—ইহাদিগকেও যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে—যম এই কথা বলেন। যে ব্যক্তি হব্য-কব্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করে অর্থাৎ যজ্ঞে ঋত্বিক্ ও শ্রাদ্ধে পাত্রীয় ব্রাহ্মণরূপে নিযুক্ত করে, তাহার পিতৃপুরুষ ও দেবগণ মহর্ষিগণের সহিত নিরাশ হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।২১-৩৪।

অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে বৃষলীপতি ও শেষে বার্দ্ধুষিক দর্শন করিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন। (অতএব শ্রাদ্ধে ইহাদের আসিতে দেওয়া নিষিদ্ধ।) যে ভার্য্যা ব্যভিচারিণী, তাহাকে মহিষী বলা যায়। জানিয়া শুনিয়া যে ঐ পত্নীর দোষ ক্ষমা করে, তাহাকে মাহিষিক বলা হয়। ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া যে ব্যক্তি অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করে, তাহার নাম বার্দ্ধুষিক, সে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট নিন্দার্হ। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকিবে, পাত্রীয় ব্রাহ্মণগণ মৌনী হইয়া ততক্ষণ ভোজন করিবেন এবং যতক্ষণ ভোজ্য দ্রব্যাদির গুণ কথিত না হয়, পিতৃগণ ততক্ষণই ভোজন করিয়া থাকেন। পিতৃগণ যতক্ষণ তৃপ্তি লাভ করিবেন, ততক্ষণ হবির অর্থাৎ ঐ সমস্ত অন্নাদির গুণ কীর্ত্তন করিবে না। পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে পর অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সমাপ্তির পর অন্নাদি উত্তম হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিবে।৩৫-৩৯।

মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ যজ্ঞ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যতগুলি গ্রাস ভোজন করেন, পিতৃপুরুষ সেই ব্রাহ্মণের শরীরস্থ হইয়া ততগুলি পিণ্ড ভোজন করেন। উচ্ছিষ্ট মুখ দ্বিজ—

যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষু মন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ শরীরে ব্রহ্মণঃ পিতা ॥৪০
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪১
অনুচ্ছিষ্টেন সংস্পৃষ্টে স্নানমাত্রং বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৪২
যাবদ্ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে সম্ভোজনহিরণ্যকৈঃ।
তাবচ্চীর্ণব্রতস্যাপি তৎপাপং ন প্রণশ্যতি ॥৪৩
যদ্বেষ্টিতং কাক-বলাক-চিল্লৈ-
রমেধ্যলিপ্তস্তু ভবেচ্ছরীরম্।
গাত্রে মুখে চ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্নানেন লেপোপহতস্য শুদ্ধিঃ ॥৪৪
উর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্ত্বা যদঙ্গমুপহন্যতে।
ঊর্দ্ধং স্নানমধঃশৌচং তন্মাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৪৫

উচ্ছিষ্ট বস্তু, কুক্কুর এবং শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলেই শুদ্ধ হইবে। যতক্ষণ উত্তম ভোজন ও সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত করা না হয়, ততক্ষণ কৃতপ্রায়শ্চিত্তেরও সেই পাপ বিনষ্ট হয় না। যদি উচ্ছিষ্ট দ্বিজ অনুচ্ছিষ্ট কুক্কুর বা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে আর যদি দ্বিজ অনুচ্ছিষ্ট হয়, তবে তাদৃশ স্পর্শে স্নান মাত্র করিতে হয়। যদি শরীর কাক, বলাকা এবং চিল্ল প্রভৃতি কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, অথবা অপবিত্র বস্তু দ্বারা লিপ্ত হয় কিম্বা গাত্রে ও মুখে অববিত্র বস্তু প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐরূপ লেপাদি-দূষিত ব্যক্তির স্নান দ্বারা শুদ্ধি হয়। হস্ত ভিন্ন নাভির ঊর্দ্ধ অঙ্গ যদি অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ কাক-বিষ্ঠাদি সংযোগে দূষিত হয়, তাহা হইলে স্নান করিবে। আর নাভির অধোদেশে ঐরূপ হইলে মৃত্তিকা-জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে।৪০-৪৫।

কেবল তদ্বারাই ঊর্দ্ধ-অধঃ অঙ্গ শুদ্ধ হইবে। রেতঃ, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি অভক্ষ্য, অপেয়, অলেহ্য বস্তুর ভক্ষণে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, অশ্বত্থপত্র এবং পলাশপত্র এই সকল বস্তুর ক্বাথ-জল

অভক্ষ্যাণামপেয়ানামলেহ্যানাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতোমূত্রপুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥৪৬
পদ্মোড়ুম্বরবিল্বাশ্চ কুশাশ্বত্থপলাশকাঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা ষড়্‌রাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৪৭
যঃ প্রত্যবসিতো বিপ্রঃ প্রব্রজ্যাগ্নিনিরাপদি।
অনাহিতাগ্নির্ব্বর্ত্তেত গৃহিত্বঞ্চ চিকীর্ষতি ॥৪৮
আচরেত্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চরেচ্চান্দ্রায়ণানি চ।
জাতকর্ম্মাদিভিঃ প্রোক্তৈঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥৪৯
তূলিকা উপধানানি পুষ্পং রক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বা প্রতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ॥৫০
দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৫১
রথ্যাকর্দ্দমতোয়ানি নাবায়সতৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥৫২

ছয়দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রব্রজ্যা ও অগ্নিতে মৃত্যু না হওয়ায় যে বিপ্র প্রত্যবসিত হইয়া অনাহিতাগ্নি হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মগ্রহণে অভিলাষী হয়, সে তিনটী প্রাজাপত্য, তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে এবং উক্ত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা পুনঃ সংস্কৃত হইবে। তূলিকা, উপাধান (বালিশ), পুষ্প ও রক্তবস্ত্র রৌদ্রে শুকাইয়া জলের ছিটা দিলেই শুদ্ধ হইবে দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য, দ্রব্যের প্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। পথ, কর্দ্দম, জল নৌকা, লৌহময় বস্তু, তৃণ ও ইষ্টক-রচিত গৃহ বায়ু এবং সূর্য্য-রশ্মি সংস্পর্শে শুদ্ধি লাভ করে। পীড়িত ব্যক্তির অশুচি বস্তু-স্পর্শাদি প্রযুক্ত স্নান করা আবশ্যক হইলে সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবার তাহাকে স্পর্শ করিবে, তাহা হইলেই পীড়িত ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।৪৬-৫৩।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্ত জাতি অন্ত্যজ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, ইহাদের স্ত্রীতে উপগত হইলে (আলিঙ্গনাদি সামান্য উপভোগে) তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। রজস্বলা স্ত্রীদিগের পরস্পর

আতুরে স্নানসম্প্রাপ্তে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেৎ তন্তু ততঃ শুধ্যেত আতুরঃ ॥৫৩
রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৪
এষাং গত্বা তু যোষাং বৈ তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥৫৫
স্ত্রীণাং রজস্বলানাস্তু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি যদা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তাসাং বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥৫৬
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং যাস্তু সগোত্রাঞ্চ সভর্ত্তৃকাম্।
কামাদকামতো বাপি স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥৫৭
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা পাদেন শুধ্যতি ॥৫৮
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ক্ষত্রিয়া শূদ্রজা তথা।
পাদহীনং চরেৎ পূর্ব্বা পাদার্দ্ধন্তু তথোত্তরা ॥৫৯
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং বৈশ্যজা শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রপাদং চরেৎ পূর্ব্বা তদর্দ্ধন্তু তথোত্তরা ॥৬০

স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি অর্থাৎ পরস্পর স্পৃষ্ট হইলে তাহাদিগের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে? রজস্বলা স্ত্রী যদি সগোত্রা সভর্ত্তৃকা রজস্বলাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়েই যথাসময়ে স্নান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী তাদৃশী শূদ্রা সংস্পৃষ্টা হইলে ব্রাহ্মণী এক প্রাজাপত্য এবং শূদ্রা পাদ-কৃচ্ছ্রব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। ঐরূপভাবে ক্ষত্রিয়া এবং শূদ্রার সংস্পর্শে ক্ষত্রিয়া পাদোন ও শূদ্রা অর্দ্ধপাদ প্রাজাপত্য করিবে।৫৪-৫৯।

এইরূপ বৈশ্যা শূদ্রার সংস্পর্শে অর্দ্ধপাদ ও তদর্দ্ধ শূদ্র বৈশ্যের সংস্পর্শে (একপাদের এক পাদ) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। রজস্বলা নারী—কুকুর, ছাগল, শৃগাল ও গর্দ্ধভ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে যথাসময়ে স্নানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উপবাস করিবে। চণ্ডালগণ কর্ত্তৃক রজস্বলা নারী স্পৃষ্ট হইলে রজস্বলা নারী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। অরজস্বলা নারীকে তাহারা স্পর্শ করিলে ঐ নারী শতবার প্রাণায়াম দ্বারা পবিত্র হইবে। ব্রাহ্মণ

স্পৃষ্ট্বা রজস্বলা চৈব শ্বাজ-জম্বুক-রাসভৈঃ।
তাবৎ তিষ্ঠেন্নিরাহারা স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥৬১
স্পৃষ্টা রজস্বলা কৈশ্চিচ্চাণ্ডালৈররজস্বলা।
প্রাজাপত্যেন কৃচ্ছ্রেণ প্রাণায়ামশতেন চ ॥৬২
বিপ্রঃ স্পৃষ্টো নিশায়াঞ্চ উদক্যা পতিতেন চ।
দিবানীতেন তোয়েন স্নাপয়েচ্চাগ্নিসন্নিধৌ ॥৬৩
দিবার্করশ্মিসংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্ররশ্মিভিঃ।
সন্ধ্যোভয়োশ্চ সন্ধ্যায়াঃ পবিত্রং সর্ব্বদা জলম্ ॥৬৪
অপঃ করনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা ॥৬৫
খাত-বাপ্যোস্তথা কূপে পাষাণৈঃ শস্ত্রঘাতনৈঃ।
যষ্ট্যা তু ঘাতনে চৈব মৃৎপিণ্ডে গোকুলেন চ ॥৬৬
রোধনে বন্ধনে চৈব স্থাপিতে পুষ্কলে তথা।
কাষ্ঠে বনস্পতৌ রোধসঙ্কটে রজ্জু-বস্ত্রয়োঃ ॥৬৭

রাত্রিকালে রজস্বলা বা পতিত কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ঐ ব্রাহ্মণকে দিবসে আনীত জল দ্বারা অগ্নি সমীপে স্নান করাইবে। দিবসে সূর্য্যকিরণ সম্পর্কে রাত্রিতে নক্ষত্রালোক সংযোগে এবং উভয় সন্ধ্যাতে সুস্নিগ্ধ কিরণে সর্ব্বদাই জল পবিত্র থাকে। যে দ্বিজ আচমন সময়ে করনখস্পৃষ্ট জল পান করে, সে স্পষ্টই সুরাপায়ী বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ সুরাপানের তুল্য পাপভাগী হয়,—ইহা যমের বচন। খাত, বাপী, কূপ, পাষাণপ্রহার শাস্ত্রাঘাত, যষ্ট্যাঘাত, মৃৎপিণ্ডপ্রহার, গোষ্ঠ, রোধন, বন্ধন, স্থাপিত পুষ্কলে (খোয়াড়), কাষ্ঠ, বৃক্ষ, রোধসঙ্কট (অর্থাৎ যেখানে গেলে বাহির হইবার উপায় বা পথ নাই), রজ্জু এবং বস্ত্র—তোমাকে বলিয়াছি যে ইহা গাভীর প্রধান প্রমাদ স্থান অর্থাৎ ইহারা গাভী মরণের প্রধান কারণ, ইহার মধ্যে যেখানে বা যে কারণেই গাভীর মৃত্যু হউক না কেন, প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। কাষ্ঠপ্রহারে মরিলে প্রাজাপত্য, পাষাণাঘাতে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত, খাতে পড়িয়া মরিলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, বৃক্ষপতনে মৃত্যু হইলে পাদকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত হইবে। শাস্ত্রাঘাতে তিনটী

এতত্তে কথিতং সর্ব্বং প্রমাদস্থানমুত্তমম্।
যত্র যত্র মৃতা গাবঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৬৮
দারুণা ঘাতনে কৃচ্ছ্রং পাষাণৈর্দ্বিগুণং ভবেৎ।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রস্তু খাতে স্যাৎ পাদকৃচ্ছ্রস্তু পাদপে ॥৬৯
শস্ত্রঘাতে ত্রিকৃচ্ছ্রাণি যষ্টিঘাতে দ্বয়ং চরেৎ ॥৭০
কৃচ্ছ্রেণ বস্ত্রঘাতেঽপি গোঘ্নশ্চেতি বিশুধ্যতি।
যো বর্ত্তয়তি গোমধ্যে নদী-কান্তারমন্তিকে ॥৭১
রোমাণি প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রু বাপয়েৎ।
তৃতীয়ে তু শিখা ধার্য্যা চতুর্থে সশিখং বপেৎ ॥৭২
ন স্ত্রীণাং বপনং কুর্য্যাৎ ন চ সা গামনুব্রজেৎ।
ন চ রাত্রৌ বসেদ্গোষ্ঠে ন কুর্য্যাদ্ বৈদিকীং শ্রুতিম্ ॥৭৩

সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো বপনং স্মৃতম্ ॥৭৪
মৃতকেন তু জাতেন উভয়োঃ সূতকং ভবেৎ।
পাতকেন তু লিপ্তেন নাস্য সুতকিতা ভবেৎ ॥৭৫
চত্বারি খলু কর্ম্মাণি সন্ধ্যাকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং স্বাধ্যায়ঞ্চ চতুর্থকম্ ॥৭৬
আহারাজ্জায়তে ব্যাধিঃ ক্রূরগর্ভশ্চ মৈথুনে।
নিদ্রা শ্রিয়ো নিবর্ত্তন্তে স্বাধ্যায়ে মরণং ধ্রুবম্ ॥৭৭
অজ্ঞানাত্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং হিতকাম্যয়া।
ময়া প্রোক্তমিদং শাস্ত্রং সাবধানোঽবধারয় ॥৭৮

সমাপ্তমিদং যমপ্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রম্।

প্রাজাপত্য, যষ্টী-প্রহারে দুইটী প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। বস্ত্রবদ্ধ হইয়া মরিলে একটী প্রাজাপত্য, এতাদৃশ গোহত্যাকারী এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিবে যে, নদী বা কান্তারের নিকট গাভীসকলের মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত অবস্থায় কালাতিপাত করিবে। প্রথম পাদে রোম, দ্বিতীয় পাদে রোম ও শ্মশ্রু, তৃতীয় পাদে শিখা ভিন্ন মস্তকের কেশ, রোম ও শ্মশ্রু এবং চতুর্থ পাদে শিখা পর্য্যন্ত বপন করিবে।৫৪-৭২।

কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবে না। স্ত্রীজাতি গবানুগমন করিবে না, রাত্রিকালে গোষ্ঠে বাস করিবে না এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিবে না। সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে দুই অঙ্গুলি কেশ ছেদন করিবে—নারীদিগের কেশমুণ্ডন এইরূপ স্মৃত হইয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু এই উভয় হইতেই অশৌচ হয় কিন্তু পাপ-লিপ্ত ব্যক্তির মরণে অশৌচ হইবে না। সন্ধ্যাকালে চারিটি কার্য্য ত্যাগ করিবে, যথা—আহার, মৈথুন, নিদ্রা এই তিন আর চতুর্থ স্বাধ্যায়। সে-সময়ে আহার করিলে ব্যাধি হয়, মৈথুন করিলে তাহাতে যে গর্ভ হইবে তাহা অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে, নিদ্রা যাইলে লক্ষ্মী থাকে না এবং স্বাধ্যায় করিলে নিশ্চয় মরণ হয়। যম শ্রোতা ঋষিকে বলিতেছেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিরূপে হিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ বর্ণদিগের হিত কামনায় আমি এই শাস্ত্র বলিলাম, সাবধান হইয়া অবধারণ কর।৭৩-৭৮।

শ্রীমুকুন্দমোহনস্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত

যমপ্রোক্ত-যম-সংহিতানামক ধর্মশাস্ত্র সমাপ্ত।

আপস্তম্ব-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

আপস্তম্ব-সংহিতা

শ্রীরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়ম্।
দূষিতানাং হিতার্থায় বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥১
পরেষাং পরিবাদেষু নিবৃত্তমৃষিসত্তমম্।
বিবিক্তদেশ আসীনমাত্মবিদ্যাপরায়ণম্ ॥২
অনন্যমনসং শান্তং সত্ত্বস্থং যোগবিত্তমম্।
আপস্তম্বমৃষিং সর্ব্বে সমেত্য মুনয়োঽব্রুবন্ ॥৩
ভগবন্! মানবাঃ সর্ব্বে অসন্মার্গে স্থিতা যদা (ক)।
চরেয়ুর্দ্ধর্ম্মকার্য্যাণাং তেষাং ব্রূহি বিনিষ্কৃতিম্ ॥৪
যতোঽবশ্যং গৃহস্থেন গবাদিপরিপালনম্।
কৃষিকর্ম্মাদি চাপৎসু দ্বিজামন্ত্রণমেব চ ॥৫
দেয়ঞ্চানাথকেঽবশ্যং বিপ্রাদীনাঞ্চ ভেষজম্।
বালানাং স্তন্যপানাদিকার্য্যঞ্চ পরিপালনম্ ॥৬
এবং কৃতে কথঞ্চিৎ স্যাৎ প্রমাদো যদ্যকামতঃ।
গবাদীনাং ততোঽস্মাকং ভগবন্! ব্রূহি নিষ্কৃতিম্ ॥৭
এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রণিপাতাদধোমুখঃ।
দৃষ্ট্বা ঋষীনুবাচেদমাপস্তম্বঃ সুনিশ্চিতম্ ॥৮
বালানাং স্তনপানাদিকার্য্যে দোষো ন বিদ্যতে।
বিপত্তাবপি বিপ্রাণামামন্ত্রণচিকিৎসনে ॥৯
গবাদীনাং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং রুজাদিষু।
কৈচিদাহুর্ন দোষোঽত্র দেহধারণভেষজে ॥১০

মহর্ষি আপস্তম্ব দূষিত বর্ণসকলের হিতের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, আমি (বোধ হয় মহর্ষি আপস্তম্বের কোন শিষ্য) তাহা আনুপূর্বিক ক্রমে বলিতেছি। ১।

একদা সকল মুনিগণ সমবেত হইয়া অপরের নিন্দাবাদ হইতে নিবৃত্ত, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নির্জন প্রদেশে সমাসীন, আত্মবিদ্যাপরায়ণ, একাগ্রচিত্ত, শান্ত, সত্ত্বাশ্রয়ী, যোগিশ্রেষ্ঠ আপস্তম্ব ঋষিকে বলিলেন,—হে ভগবন্! সকল মনুষ্যগণ যদি ধর্মকার্য্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রমাদাদিবশতঃ অসৎকার্য্য করে বা অসৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিষ্কৃতির উপায় কি? তাহা বলুন। ২-৪।

যেহেতু গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হইল—গো প্রভৃতির পালন, আপৎকালীন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কৃষিকর্ম ও দ্বিজের (এখানে দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ) আমন্ত্রণ। এইরূপ অনাথ ব্যক্তিকে দান, ব্রাহ্মণগণকে ঔষধ সেবন করান ও বালকদিগকে স্তন্যপান করান প্রভৃতি কার্য্যও গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তত্তৎ গবাদি-পালনরূপ-কর্মনিষ্পাদন-কালীন যদি অনিচ্ছায় অসাবধানতাবশতঃ কোন ত্রুটী ঘটে, তাহা হইলে হে ভগবন্! সেই ত্রুটি হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। ৫-৭।

মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ক্ষণকাল ধ্যানপূর্বক প্রণিপাতবশতঃ অধোমুখ হইয়া এবং জিজ্ঞাসু ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া মহর্ষি আপস্তম্ব সুনিশ্চিত বিষয় বলিতে লাগিলেন,—হে মুনিবৃন্দ! আপনারা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বালকদিগকে স্তন্যপানাদি করাইতে ও ব্রাহ্মণগণের আমন্ত্রণে বা চিকিৎসাতে কোন বিপত্তি ঘটিলে দোষ হয় না। ৮-৯।

(ক) ভগবন্! মানবাঃ সর্ব্বেঽসন্মার্গেঽপি স্থিতা যদা—পা

ঔষধং লবণঞ্চৈব স্নেহপুষ্টান্নভোজনম্।
প্রাণিনাং প্রাণবৃত্ত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১
অতিরিক্তং ন দাতব্যং কালে স্বল্পন্তু দাপয়েৎ।
অতিরিক্তে বিপন্নানাং কৃচ্ছ্রমেব বিধীয়তে ॥১২
ত্র্যহং নিরশনাৎ পাদঃ পাদশ্চাযাচিতং ত্র্যহম্।
পাদঃ সায়ং ত্র্যহং পাদঃ প্রাতর্ভোজ্যং তথা ত্র্যহম্।
প্রাতঃ সাযং দিনার্দ্ধঞ্চ পাদোনং সায়বর্জ্জিতম্ ॥১৪
প্রাতঃ পাদং চরেচ্ছূদ্রঃ সায়ং বৈশ্যস্য দাপয়েৎ।
অযাচিতন্তু বাজন্যে ত্রিরাত্রং ব্রাহ্মণস্য চ ॥১৫

পাদমেকং চরেদ্রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ।
যোজনে পাদহীনঞ্চ চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥১৬
ঘণ্টাভরণদোষেণ গৌস্তু যত্র বিপদ্যতে।
চরেদর্দ্ধব্রতং তত্র ভূষণার্থং কৃতং হি তৎ ॥১৭
দমনে বা নিরোধে বা সংঘাতে চৈব যোজনে।
স্তম্ভশৃঙ্খলপাশৈশ্চ মৃতে পাদোনমাচরেৎ ॥ ১৮
পাষাণৈর্ল্গুড়ৈর্ব্বাপি শস্ত্রেণান্যেন বা বলাৎ।
নিপাতয়ন্তি যে গাস্তু তেষাং সর্ব্বং বিধীয়তে ॥১৯
প্রাজাপত্যং চরেদ্বিপ্রঃ পাদোনং ক্ষত্রিয়শ্চরেৎ।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥২০

কিন্তু গবাদির রোগাদি সময়ে (চিকিৎসা করিতে করিতে) যদি কোন বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে, তাহা বলিতেছি। এখানে কেহ কেহ বলেন—যদি রোগেব নিবৃত্তির জন্য দেহধারণক্ষম ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও কোন ফল না হইয়া বিপত্তি ঘটে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না। ১০।

যেহেতু ঔষধ, লবণ, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য বা পুষ্টিকারক দ্রব্য-ভোজন ও অন্নভোজন—ইহা হইল প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার জন্য, স্মতরাং ঔষধাদিদ্বারা প্রাণবিপত্তি ঘটিলেও তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। উক্ত ঔষধাদি অতিরিক্ত দান করা উচিত নয়, কিন্তু যথাসময়ে স্বল্প দানও বিধিসম্মত। অতিরিক্ত ঔষধাদি প্রদানে মৃত হইলে কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিবে। ১১-১২।

তিন দিন উপবাসে একপাদ অর্থাৎ ব্রতের এক চতুর্থাংশ, তিন দিন অযাচিত ভোজনে একপাদ, তিন দিন নক্তভোজনে একপাদ আর তিন দিন দিবাভোজনে একপাদ। এই চারপাদে এক প্রাজাপত্য। (তিন দিন) একভক্ত, (তিন দিন) নক্ত এবং দ্বাদশ দিনের অর্দ্ধ অর্থাৎ তিন দিন অযাচিত ভোজন ও তিন দিন উপবাস এই ছয় দিন,—মোট দ্বাদশ দিনসাধ্য ব্রত নক্তবর্জ্জিত হইলে পাদোন হইয়া থাকে। শূদ্র (পাদ-প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইলে) একভক্তরূপ পাদব্রত করিবে, বৈশ্যের পক্ষে তিন দিন নক্তভোজনরূপ পাদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (তিন দিন) অযাচিত ভোজনরূপ পাদ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে তিন দিন উপবাসরূপ পাদব্রত করিতে ব্যবস্থা দিবে। গাভীর আহার, বিচরণ বা নির্গমের রোধ গুরুতর কষ্টজনক হইলে একপাদ ব্রত করিবে; অযথাবন্ধন বা অকালবন্ধননিমিত্ত গুরুতর কষ্ট হইলে দুই পাদ করিবে; হল-শকটাদি যোজনে অতিশয় বহনাদি নিমিত্ত গুরুতর কষ্ট হইলে পাদোনব্রত এবং নিপাতনে সম্পূর্ণ ব্রত করিবে। ঘন্টাদি আভরণ দোষে যেখানে গরুর প্রাণত্যাগ হয়, সেখানে অর্দ্ধব্রত করিবে; যেহেতু তাহা ভূষণের জন্য কৃত হইয়াছে। (গাভী বনপ্রবিষ্ট হইয়া ঘণ্টাজড়িত লতাদি দোষে মৃত হইলে এই প্রায়শ্চিত্ত)। শক্তি অপেক্ষা না করিয়া দমন, নিরোধ, যূথমধ্যে অবস্থাপন, হলশকটাদি যোজন, স্তম্ভ, শৃঙ্খল এবং রজ্জু এই সকল নিমিত্তে মৃত্যু হইলে পাদোনব্রত করিবে। প্রস্তর মুদ্গর, অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি গোহত্যা করে, তাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্রত সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ প্রাজাপত্য-ব্রত সম্পূর্ণরূপে করিবে। ক্ষত্রিয় একপাদহীন প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রতের অর্দ্ধ করিবে, শূদ্র প্রাজাপত্যের একপাদ করিবে। ১৩-২০।

গাভী প্রসব করিলে পর প্রথম দুই মাস ঐ গাভীর দুগ্ধ বৎসকে পান করাইবে, (দ্বিতীয়) দুই মাস দুইটী

দ্বৌ মাসৌ দাপয়েদ্ বৎসং দ্বৌ মাসৌদ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ
দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথারুচি ॥২১
দমতামর্দ্ধমাসেন গৌস্তু যত্র বিপদ্যতে।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২২
হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং জীবিতার্থিনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ জিঘাংসিনাম্ ॥২৩
অতিবাহাতিদোহাভ্যাং নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসংরোধে মৃতে পাদোনমাচরেৎ ॥২৪
ন নারিকেল-বালাভ্যাং ন মুঞ্জেন ন চর্ম্মণা।
এভির্গাস্তু ন বধ্নীয়াদ্ বদ্ধা পরবশো ভবেৎ ॥২৫
কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্ বৃষভং দক্ষিণামুখম্।
পাদলগ্নাগ্নিদোষেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥২৬

ব্যাপন্নানাং বহূনাস্তু রোধনে বন্ধনেঽপি চ।
ভিষঙ্মিথ্যোপচারে চ দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥২৭
শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ লাঙ্গূলস্য চ কর্ত্তনে।
সপ্তরাত্রং পিবেদ্ দুগ্ধং যাবৎ স্বস্থা পুনর্ভবেৎ ॥২৮
গোমূত্রেণ তু সংমিশ্রং যাবকং ভক্ষয়েদ্ দ্বিজঃ।
এতদ্ বিমিশ্রিতঞ্চৈবমুক্তঞ্চোশনসা স্বয়ম্ ॥২৯
দেবদ্রোণ্যাং বিহারেষু কূপেষ্বায়তনেষু চ।
এষু গোষু বিপন্নেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৩০
একা পাদাত্তু বহুভির্দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা ক্বচিৎ।
পাদং পাদন্তু হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥৩১
যন্ত্রণে গোশ্চিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যত্নে কৃতে বিপত্তিশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৩২

মাত্র স্তন দোহন করিবে, (তৃতীয়) দুই মাস একবেলা দোহন করিবে; তদনন্তর যথারুচি দোহন করিবে। প্রসবের পর অর্দ্ধমাস মধ্যে দমন করিতে যদ্যপি গাভী বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সশিখ মুণ্ডন করিয়া প্রাজাপত্য করিবে। অষ্টবৃষযুক্ত লাঙ্গল ধর্ম্মিষ্ঠ লোকের কর্ত্তব্য, জীবিতার্থিগণের ষড়্বৃষযুক্ত লাঙ্গল কর্ত্তব্য; নৃশংসগণের চতুর্বৃষযুক্ত লাঙ্গল, গোহত্যাকামিদিগের বৃষদ্বয়যুক্ত লাঙ্গল। অত্যন্ত ভার অর্পণ দ্বারা কিংবা অত্যন্ত দোহন দ্বারা ও নাসিকাতে সূত্র প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নাসিকা ছিদ্র করিতে, নদী কিংবা পর্ব্বতে পতিত হইয়া যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহা হইলে একপাদহীন গোহত্যাব্রত করিবে। নারিকেল-রজ্জু, কিংবা কেশ নির্ম্মিত রজ্জু, শরপত্ররচিত রজ্জু এবং চর্ম্ম দ্বারা গোবন্ধন করিবে না, ঐ সকল রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে পরাধীন হয়। ২১-২৫।

কুশ কিংবা কাশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা দক্ষিণমুখ করিয়া বৃষকে বন্ধন করিবে, গোগণের পরিচর্য্যা করিতে তাহাদের পায়ে অগ্নিসংলগ্ন হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। রোধ করিতে কিংবা বন্ধন করিতে আর চিকিৎসকের অনবধানতা জন্য বিপরীত ঔষধ দ্বারা যদি গোসমূহের অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত করিবে। ২৬-২৭।

গরুর শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ, বা লাঙ্গুল ছেদন করিলে সপ্তরাত্র কেবল দুগ্ধ পান করিবে। দ্বিজগণ—যত দিবস ঐ গোরু সুস্থ না হইবে, তাবৎকাল গোমূত্রমিশ্রিত যাবক ভক্ষণ করিবে,—এই প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং উশনা ঋষি কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে। দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত জলাশয়ে বা দেবখাতে কিংবা বিহারকালে কূপে পড়িয়া এবং গৃহে বন্ধনশূন্য হইয়া গোগণের মৃত্যু হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। একটী গোরু যদ্যপি বহুজন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, ঐ সকল ব্যক্তি পৃথগ্‌ভাবে গোহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের এক এক পাদ ব্রত করিবে—ইহা একাঘাতে মৃত্যু হইলে জানিবে। চিকিৎসার নিমিত্ত অঙ্কিত করিতে এবং মৃতগর্ভ মোচন করাইতে যত্ন করিয়াও যদ্যপি গোহত্যা হয়, তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। যে স্থলে প্রায়শ্চিত্তের এক পাদ বিহিত হইবে, সেস্থলে লোমের সহিত নখাদি ছেদন করিবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ বিহিত হইলে শ্মশ্রু নখ ও লোম ছেদন করিবে; প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ বিহিত হইলে নখ, লোম, শ্মশ্রু এবং কেশ ছেদন করিবে—শিখাচ্ছেদন

সরোম প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুকর্ত্তনম্‌।
তৃতীয়ে তু শিখা ধার্য্যা সশিখস্তু নিপাতনে ॥৩৩
সর্ব্বান্‌ কেশান্‌ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্‌।
এবমেব তু নারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্‌।

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

করিবে না। নিপাতন করিলে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত তাহাতে শিখার সহিত নখ, লোম ও কেশ ছেদন করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের—প্রায়শ্চিত্ত স্থলে দুই অঙ্গুল মাত্র কেশ ছেদন করিবে। ২৮-৩৪।

আপস্তম্বে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথ শুদ্ধ্যশুদ্ধিবর্ণনম্‌

কারুহস্তগতং পুণ্যং যচ্চ গ্রামাদ্‌ বিনিঃসৃতম্‌।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধাচরিতং প্রত্যক্ষাদৃষ্টমেব চ ॥১
প্রপাস্বরণ্যেষু জলেঽথ সীরে
দ্রোণ্যাং জলং যচ্চ বিনিঃসৃতং ভবেৎ।
শ্বপাকচাণ্ডালপরিগ্রহেষু
পীত্বা জলং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ ॥২
ন দুষ্যেৎ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩
আত্মশয্যা চ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচিরেতানি পরেষামশুচীনি তু ॥৪
অন্যৈস্তু খানিতাঃ কূপাস্তড়াগানি তথৈব চ।
এষু স্নাত্বা চ পীত্বা চ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৫
উচ্ছিষ্টমশুচিত্বঞ্চ যচ্চ বিষ্ঠানুলেপনম্‌।
সর্ব্বং শুধ্যতি তোয়েন তত্তোয়ং কেন শুধ্যতি ॥৬
সূর্য্যরশ্মিনিপাতেন মারুতস্পর্শনেন চ।
গবাং মূত্র-পুরীষেণ তত্তোয়ং তেন শুধ্যতি ॥৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য ও গ্রাম হইতে বহির্গত দ্রব্য, স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণের কৃত কার্য্যসমূহ, প্রত্যক্ষে যাহার অপবিত্রতা দেখা যায় নাই, তাহা পবিত্র জানিবে। জলসত্রস্থিত, বনমধ্যে স্থিত, লাঙ্গলকর্ষিত ভূমিস্থিত, দ্রোণীস্থ, পুষ্করিণী হইতে বহিষ্কৃত, স্বপাক এবং চণ্ডাল কর্ত্তৃক অধিকৃত যে সকল জল, তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নিরন্তর প্রবাহিনী ধারা, বায়ু দ্বারা আনীত অপবিত্র রেণু, স্ত্রী (সতী), বালক এবং বৃদ্ধগণ—এ সকল কখনই দুষ্ট হইবে না। নিজের শয্যা, বস্ত্র, পত্নী, সন্তান, কমণ্ডলু এ সকল পবিত্র; কিন্তু অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। অন্য কর্ত্তৃক কৃত কূপ, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়ের জলে স্নান এবং তাহা পান করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, অশুচি দ্রব্য এবং বিষ্ঠার লেপ—এ সকল যে জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, সেই জল কাহার দ্বারা শুদ্ধ হইবে? ইহার উত্তর—সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে এবং বায়ুসংযোগে পবিত্র হইবে, কিংবা গোমূত্র এবং গোময় দ্বারা উহা শুচি হইবে। ১-৭।

অস্থি এবং চর্ম্মযুক্ত হওয়ায় যে জল অপবিত্র হইয়; কিংবা গর্দ্দভ, অশ্ব এবং উষ্ট্রকর্ত্তৃক যে জল দূষিত হইবে, সেই সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে, অথবা নিম্নোক্ত শোধন পদ্ধতির দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কূপস্থ জল যদ্যপি মূত্র, বিষ্ঠা এবং নিষ্ঠীবন দ্বারা দূষিত হয়, কিংবা কুকুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং ব্যাঘ্রাদি দ্বারা অপবিত্র হয়, সেই কূপ হইতে সমস্ত জল উদ্ধৃত করিয়া সাতটী মৃত্তিকাপিণ্ড তুলিয়া ফেলিবে এবং তন্মধ্যে পঞ্চ

অস্থিচর্ম্মাদিযুক্তস্তু খরাশ্বোষ্ট্রোপদূষিতম্।
উদ্ধরেদুদকং সর্ব্বং শোধনং পরিমার্জ্জনম্ ॥৮
কূপো মূত্রপুরীষেণ ষ্ঠীবনেনাপি দূষিতঃ।
শ্ব-শৃগাল-খরোষ্ট্রৈশ্চ ক্রব্যাদৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ ॥৯
উদ্ধৃত্যৈব চ তত্তোয়ং সপ্ত পিণ্ডান্ সমুদ্ধরেৎ।
পঞ্চগব্যং মৃদা পূতং কূপে তচ্ছোধনং স্মৃতম্ ॥১০
বাপী-কূপ-তড়াগানাং দূষিতানাঞ্চ শোধনম্।
কুম্ভানাং শতমুদ্ধৃত্য পঞ্চগব্যং ততঃ ক্ষিপেৎ ॥১১

যশ্চ কূপাৎ পিবেত্তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শবদূষিতাৎ।
কথং তত্র বিশুদ্ধিঃ স্যাদিতি মে সংশয়ো ভবেৎ ॥১২
অক্লিন্নেনাপ্যভিন্নেন শবেন পরিদূষিতে।
পীত্বা কূপে হ্যহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৩
ক্লিন্নে ভিন্নে শবে চৈব তত্রস্থং যদি তৎ পিবেৎ।
শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণং তস্য তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা ॥১৪

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

পঞ্চগব্যযুক্ত মৃত্তিকা নিক্ষেপ দ্বারা উহা পবিত্র হইবে—এইরূপ কূপ-শোধন জানিবে। বাপী, কূপ, তড়াগ দূষিত হইলে তাহার শোধন নিমিত্ত একশত কুম্ভ জল তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বাপী প্রভৃতিতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে। ৮-১১।

শবস্পর্শ দ্বারা দূষিত কূপ হইতে জলপান করিয়া ব্রাহ্মণ কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে—ইহা আমার সংশয় হইতেছে (ইহা ঋষিদিগের অন্যতম সংশয়।)। উত্তর—যে শবদেহ ক্লেদযুক্ত নহে এবং যাহার অস্থি কিংবা মাংস বিকৃত হয় নাই, এতাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র কূপের জল পান করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবে। যে শব ক্লেদযুক্ত ও ভিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মাংসাদি পচিয়া পড়িতেছে, তাদৃশ শব দ্বারা অপবিত্র জলাশয়ের জল পান করিলে চান্দ্রায়ণ কিংবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে।১২-১৪।

আপস্তম্বে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অন্ত্যজাতিমবিজ্ঞাতো(ক) নিবসেদ্ যশ্চ বেশ্মনি।
সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্ ॥১
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রস্য শেষং তদনুসারতঃ ॥২

যৈর্ভুক্তং তত্র পক্বান্নং কৃচ্ছ্রং তেষাং প্রদাপয়েৎ।
তেষামপি চ যৈর্ভুক্তং কৃচ্ছ্রপাদং প্রদাপয়েৎ ॥৩
কূপৈকপানৈর্দুষ্টানাং স্পর্শেন শবদূষিণাম্।
তেষামেকোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শোধনম্ ॥৪

তৃতীয় অধ্যায়

অন্ত্যজজাতি না জানিয়া যে তাহার গৃহে বাস করে, তাহা কালান্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইলে, দ্বিজগণ (ব্রাহ্মণগণ) অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্যবস্থাদি দিলে পর, চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাক ব্রত দ্বারা দ্বিজগণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের বিশুদ্ধি হইবে, শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত জানিবে, শেষকার্য্য অর্থাৎ দক্ষিণাদি প্রায়শ্চিত্ত-অনুরূপ কর্ত্তব্য। যে দ্বিজগণ অন্ত্যজ জাতির গৃহে পক্ব অন্ন ভোজন করে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাপ্রদান করিবে (ইহা অজ্ঞানভোজনের প্রায়শ্চিত্ত)। অন্ত্যজজাতিগণের গৃহে যাহারা পক্বান্নভোজন করে, তাহাদের গৃহে যাহারা ভোজন করিবে, তাহাদিগের কৃচ্ছ্রব্রতের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিবে। যে সকল

(ক) অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো—পা

বালো বৃদ্ধস্তথা রোগী গর্ভিণী বাপি পীড়িতা।
তেষাং নক্তং প্রদাতব্যং বালানাং প্রহরদ্বয়ম্ ॥৫
অশীতির্যস্য বর্ষাণি বালো বাপ্যূনষোড়শঃ।
প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমর্হন্তি স্ত্রিয়ো ব্যাধিত এব চ ॥৬
ন্যূনৈকাদশবর্ষস্য পঞ্চবর্ষাধিকস্য চ।
চরেদ্ গুরুঃ সুহৃদ্ বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥৭
অথবা ক্রিয়মাণেষু যেষামার্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে।
শেষসম্পাদনাচ্ছুদ্ধির্বিপত্তির্ন ভবেদ্ যথা ॥৮
ক্ষুধা-ব্যাধিতকায়ানাং প্রাণো যেষাং বিপদ্যতে।
যে ন রক্ষন্তি ভক্তেন তেষাং তৎ কিল্বিষং ভবেৎ ॥৯
পূর্ণেঽপি কালনিয়মে ন শুদ্ধির্ব্রাহ্মণৈর্বিনা।
অপূর্ণেষ্বপি কালেষু শোধয়ন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥১০
সমাপ্তমিতি নো বাচ্যং ত্রিষু বর্ণেষু কর্হিচিৎ।
বিপ্রসম্পাদনং কার্য্যমুৎপন্নে প্রাণসংশয়ে ॥১১
সম্পাদয়ন্তি যদ্ বিপ্রাঃ স্নানতীর্থং ফলঞ্চ তৎ।
সম্যক্ কর্ত্তুরপাপং(ক) স্যাদ্ ব্রতী চ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১২
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কূপ, শবাদিস্পর্শ দ্বারা দূষিত তাহার জল পান করিলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে। বালক, বৃদ্ধ, রোগী এবং গর্ভিণী—তাদৃশ কূপের জল পান করিলে নক্তব্রত করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। বালকগণ দুইপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। যে ব্যক্তির অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং যে বালকের ষোড়শ বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম, তাহারা বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধ করিবে এবং স্ত্রীলোক ও পীড়িত ব্যক্তি অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ১-৬।

যে বালকের বয়স একাদশ বৎসরের ন্যূন এবং যে বালকের পঞ্চম বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে, শুদ্ধি নিমিত্ত তাহাদিগের কর্ত্তব্য-প্রায়শ্চিত্ত গুরু (বা পিতা) কিংবা সুহৃদ্গণ করিবেন। কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাদিগের পীড়া হয়, তাহারা অন্য দ্বারা অবশিষ্ট কার্য্য করাইলে তাহা শুদ্ধ হইবে, যাহাতে কার্য্যের কোন বিপত্তি না হয় —তাহা কর্ত্তব্য। যে সকল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কোন ক্ষুধাজনিতক্লেশে প্রাণ অপগত হইবার উপক্রম হয়, তাহাদিগকে যাহারা অন্ন দ্বারা রক্ষা করে না, তাহারা উহার পাপভাগী হয়। প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত কর্ত্তব্য ব্রতাদির নিয়মিত কাল ক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ হইলেও ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতিরেকে শুদ্ধ হইবে না, নিয়মিত কাল সম্পূর্ণ না হইলেও ব্রাহ্মণগণ যদি বলেন—কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, তবে তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তিগণ শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিনবর্ণ কদাচিৎ 'কার্য্যসম্পন্ন হইয়াছে' বলিবে না। প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে 'সম্পন্ন হইয়াছে' ইহা ব্রাহ্মণকে দিয়া বলাইবে, তাহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। স্নান, কিম্বা তীর্থগমন প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইলে, ব্রতী যজমান সকল পাপ হইতে সম্যক্ মুক্ত হইবে এবং ব্রতের ফললাভ করিবে। ৭-১২।

(ক) সম্যক্ কর্ত্তুরপায়ং—পা।

আপস্তম্বে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যোঽজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তস্য বর্ণে বর্ণে বিধীয়তে ॥১
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যন্তু ভূমিপঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥২
ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেত্তত্র কুর্য্যাদ্ বিশোধনম্ ॥৩
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।
জপংস্ত্রিরাত্রমশ্রুলং (ক) পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪
চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো বিণ্মূত্রে চ কৃতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্যাদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টঃ ষড়াচরেৎ ॥৫
পান-মৈথুনসম্পর্কে তথা মূত্র-পুরীষয়োঃ।
সম্পর্কং যদি গচ্ছেত্তু উদক্যা চান্ত্যজৈস্তথা ॥৬
এতৈরেব যদা স্পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
ভোজনে চ ত্রিরাত্রং স্যাৎ পানে তু ত্র্যহমেব চ ॥৭
মৈথুনে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাত্তথা মূত্র-পুরীষয়োঃ।
দিনমেকং তথা মূত্রে পুরীষে তু দিনত্রয়ম্ ॥৮
একাহং তত্র নির্দ্দিষ্টং দন্তধাবন-ভক্ষণে ॥৯
বৃক্ষারূঢ়ে তু চাণ্ডালে দ্বিজস্তত্রৈব তিষ্ঠতি।
ফলানি ভক্ষয়েত্তস্য কথং শুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥১০
ব্রাহ্মণান্ সমনুজ্ঞাপ্য সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ।
একরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১১
যেন কেনচিদুচ্ছিষ্টঃ অমেধ্যং স্পৃশতি দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১২
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডালের কূপ কিংবা ভাণ্ডে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ জল পান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণের কি প্রকার বিহিত হইয়াছে? ব্রাহ্মণগণ সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে বৈশ্যগণ প্রাজাপত্যের অর্দ্ধেক করিবে, শূদ্রগণ প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ভোজনের পর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদি অজ্ঞানবশতঃ শ্বপচ কিংবা চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহার শোধন নিমিত্ত অষ্টাধিক সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে কিংবা একশতবার 'দ্রুপদা' মন্ত্র জপ করিবে। তিন দিবস সাশ্রুনেত্রে জপ করিলে পর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা এবং মূত্র ত্যাগ করিয়া শৌচের পূর্ব্বে যদি চাণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে। ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় যদি চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে (ইহা মতান্তরে জানিবে)। ১-৫।

যদি ঋতুমতী স্ত্রী বা অন্ত্যজজাতির সহিত পান কিংবা মৈথুনসম্বন্ধ হয়, কিংবা মূত্রপুরীষ সম্বন্ধ হয়, অথবা ইহাদিগের সংস্পর্শ হয়, ইহাতে কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে? উত্তর—ইহাদিগের অন্নভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস কর্ত্তব্য, জলাদিপানেও ত্রিরাত্র উপবাস। মৈথুনসম্পর্ক হইলে পাদকৃচ্ছ ব্রত করিবে। মূত্রসম্পর্ক হইলে একদিন উপবাস কর্ত্তব্য। বিষ্ঠাসংস্পর্শ হইলে দিনত্রয় উপবাস কর্ত্তব্য। চণ্ডাল প্রভৃতি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া দন্তধাবন করিলে এক দিবস উপবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চণ্ডাল যে বৃক্ষে আরূঢ়, ঐ বৃক্ষে আরূঢ় হইয়া দ্বিজগণ যদি ফলভক্ষণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? উত্তর—ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে সবস্ত্র স্নান করিবে এবং একরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিলে পর, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা হইবে। ৬-১২।

(ক) জপংস্ত্রিরাত্রমনশ্নন্—পা।

আপস্তম্বে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

চাণ্ডালেন যদা স্পৃষ্টো দ্বিজবর্ণঃ কদাচন।
অনভ্যুক্ষ্য পিবেত্তোয়ং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১
ব্রাহ্মণস্তু ত্রিরাত্রেণ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়স্তু দ্বিরাত্রেণ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২
চতুর্থস্য তু বর্ণস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বৈ ভবেৎ।
ব্রতং নাস্তি তপো নাস্তি হোমো নৈব চ বিদ্যতে ॥৩
পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্রবিবর্জ্জনাৎ।
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানান্তু শূদ্রো দানেন শুধ্যতি ॥৪
ব্রাহ্মণস্য যদোচ্ছিষ্টমশ্নাত্যজ্ঞানতো দ্বিজঃ।
অহোরাত্রস্তু গায়ত্র্যা জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥৫
উচ্ছিস্টং বৈশ্যজাতীনাং ভুঙ্ক্তেঽজ্ঞানাদ্ দ্বিজো যদি।
শঙ্খপুষ্পীপয়ঃ পীত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৬
ব্রাহ্মণ্যা সহ যোঽশ্নীয়াদুচ্ছিষ্টং বা কদাচন।
ন তত্র দোষং মন্যন্তে নিত্যমেব মনীষিণঃ ॥৭
উচ্ছিষ্টমিতরস্ত্রীণামশ্নীয়াৎ পিবতেঽপি বা।
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধিঃ স্যাদ্ভগবানঙ্গিরাব্রবীৎ ॥৮
অন্ত্যানাং ভুক্তশেষন্তু ভক্ষয়িত্বা দ্বিজাতয়ঃ।
চান্দ্রায়ণং তদর্দ্ধার্দ্ধং ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং বিধিঃ ॥৯
বিণ্মূত্রভক্ষণে বিপ্রস্তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
শ্ব-কাকোচ্ছিষ্টভোগে চ প্রাজাপত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১০
উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে বিপ্রো যদি কশ্চিদকামতঃ।
শুনঃ কুক্কুট-শূদ্রাংশ্চ মদ্যভাণ্ডং তথৈব চ ॥১১
পক্ষিণাধিষ্ঠিতং যচ্চ যদমেধ্যং কদাচন।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১২
বৈশ্যেন চ যদা স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নানং জপঞ্চ ত্রৈকাল্যং দিনস্যান্তে বিশুধ্যতি ॥১৩
বিপ্রো বিপ্রেণ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন।
স্নাত্বাচম্য বিশুদ্ধঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥১৪
ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

চণ্ডাল কর্তৃক স্পৃষ্ট দ্বিজগণ অভ্যুক্ষণ না করিয়া যদি কদাচিৎ জলপান করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ প্রকারে হইবে? উত্তর—ব্রাহ্মণগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুই দিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্রজাতির চণ্ডালাদি সংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত নাই, ব্রত নাই, তপস্যা নাই, হোমও কর্ত্তব্য নহে। পঞ্চগব্য-বিধি দিবে না, যেহেতু শূদ্রের মন্ত্রপাঠ-বিধি নাই। দ্বিজগণের নিকট ঐ কার্য্য প্রকাশ করিয়া দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১-৪।

ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট দ্বিজগণ যদি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাস-পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ যদি বৈশ্যজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শঙ্খপুষ্পী-সিদ্ধ দুগ্ধ ত্রিরাত্র পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি কদাচিৎ ব্রাহ্মণীর (সহধর্ম্মিণীর) সহিত ভোজন বা তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, পণ্ডিতগণ তাহাতে দোষ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণী ভিন্ন অন্য জাতির স্ত্রীগণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কিংবা পান করিয়া প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে—ভগবান্ অঙ্গিরামুনি ইহাই বলিয়াছেন। ৫-৮।

অন্ত্যজের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়গণ চান্দ্রায়ণের অর্দ্ধ করিবে, বৈশ্যগণ চান্দ্রায়ণের একপাদ ব্রত করিবে। বিপ্রগণ বিষ্ঠা কিংবা মূত্র ভক্ষণ করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে; শ্বপাক জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ কিংবা কুকুর, শূদ্র এবং মদ্যপাত্র অথবা অশুচি পক্ষিগণের অধিষ্ঠান দ্বারা যে দ্রব্য অশুচি হইয়াছে—এ সকল স্পর্শ করে, তবে অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বৈশ্য কর্ত্তৃক কদাচিৎ স্পৃষ্ট হইলে ত্রিকালীন স্নান এবং জপ করিয়া একাহ উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। উচ্ছিষ্ট বিপ্রকর্ত্তৃক যদি ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হয়, তবে স্নানানন্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে—আপস্তম্ব মুনি ইহা বলিয়াছেন। ৯-১৪।

আপস্তম্বে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি নীলীবস্ত্রস্য যো বিধিঃ।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসম্ভোগে শয়নীয়ে ন দুষ্যতি ॥১

পালনে বিক্রয়ে চৈব তদ্‌বৃত্তেরুপজীবনে।
পতিতস্তু ভবেদ্ বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥২

স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
পঞ্চযজ্ঞা বৃথা তস্য নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ ॥৩

নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪

রোমকূপৈর্যদা গচ্ছেদ্রসো নীল্যাস্তু কর্হিচিৎ।
পতিতস্তু ভবেদ্ বিপ্রস্ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি ॥৫

নীলীদারু যদা ভিন্দ্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য শরীরকম্।
শোণিতং দৃশ্যতে তত্র দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৬

নীলীমধ্যে যদা গচ্ছেৎ প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭

নীলীরক্তেন বস্ত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
অভোজ্যং তদ্ দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৮

ভক্ষয়েদ্ যশ্চ নীলীন্তু প্রমাদাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥৯

যাবত্যাং বাপিতা নীলী তাবতী চাশুচির্ম্মহী।
প্রমাণং দ্বাদশাব্দানি অত ঊর্দ্ধং শুচির্ভবেৎ ॥১০

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইহার পর নীলীরঞ্জিত বস্ত্র সম্বন্ধে বিধান বলিব—ইহা স্ত্রীলোকদিগের ক্রীড়ানিমিত্ত, সম্ভোগ সময়ে এবং শয্যাতে দুষ্ট হইবে না। নীলীবৃক্ষের পালন, বিক্রয় কিংবা তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে। সেই পতিত ব্রাহ্মণ তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১-২।

নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রধারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন পিতৃতর্পণ ও পঞ্চ যজ্ঞকার্য্য ব্রাহ্মণগণের ব্যর্থ হয়। ব্রাহ্মণ নীলীরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিলে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যদি কদাচিৎ ব্রাহ্মণের রোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে নীলের রস প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ব্রাহ্মণ পতিত হইবে, তখন তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলের কাষ্ঠ দ্বারা যদি ব্রাহ্মণের শরীর ক্ষত হয় এবং রক্তপাত হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদি কদাচিৎ নীলীবৃক্ষশ্রেণী মধ্যে অবধানতাবশতঃ গমন করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নীলরস দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যে অন্ন আনীত হইবে, সেই অন্ন দ্বিজগণের অভক্ষণীয়, তাহা ভোজন করিয়া দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞান-বশতঃ কদাচিৎ নীলরস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ক্ষেত্রের যে ভাগে নীলীবৃক্ষ রোপিত হইবে, সে অংশ অশুচি হইবে, দ্বাদশ বৎসরের পর ঐ ক্ষেত্র শুচি হইবে। ৩-১০।

আপস্তম্বে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

স্নানং রজস্বলায়াস্তু চতুর্থেঽহনি শস্যতে।
বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী নানিবৃত্তে কথঞ্চন ॥১
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামত্যর্থং হি প্রবর্ত্ততে।
অশুদ্ধাস্তু ন তেনেহ তাসাং বৈকারিকং হি তৎ ॥২
সাধ্বাচারা ন সা তাবদ্রজো যাবৎ প্রবর্ত্ততে।
বৃত্তে রজসি সাধ্বী স্যাদ্ গৃহকর্ম্মণি চৈন্দ্রিয়ে ॥৩
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥৪
অন্ত্যজাতিশ্বপাকেন সংস্পৃষ্টা বৈ রজস্বলা।
অহানি তান্যতিক্রম্য প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৫

ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাৎ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্।
নিশাং প্রাপ্য তু তাং যোনিং প্রজাকারঞ্চ কারয়েৎ ॥৬
রজস্বলাং ত্যজেৎ স্পৃষ্টাং শুনা চ শ্বপচেন চ।
ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৭
প্রথমেঽহনি ষড়্‌রাত্রং দ্বিতীয়ে তু ত্র্যহস্তথা।
তৃতীয়ে চোপবাসস্তু চতুর্থে বহ্নিদর্শনাৎ ॥৮
বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ ॥৯
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যামন্যৈর্ব্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনঃ প্রত্যাহুতিং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥১০

সপ্তম অধ্যায়

রজস্বলা স্ত্রীর চতুর্থ দিবসে স্নান করা প্রশস্ত। স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তি হইলে পর, স্বামী উপভোগ করিবে। রজোনিবৃত্তি না হইলে কদাচিৎ গমন করিবে না। স্ত্রীলোকের পীড়া দ্বারা যদি রজোনিবৃত্তি না হয়, সেই রজ দ্বারা স্ত্রীগণ অশুচি হইবে না; স্ত্রীলোকের তাহা বিকার-সম্ভূত জানিবে। যেকাল পর্য্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক শুচি নহে, রজোনিবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ চতুর্থ দিন হইতে গৃহকার্য্য এবং স্বামী-সহবাস বিষয়ে পবিত্র জানিবে। ঋতুদর্শনের প্রথম দিবস স্ত্রীলোক চণ্ডালস্ত্রীর তুল্য অর্থাৎ গৃহকার্য্য এবং স্বামীর নিকট গমনে অপবিত্র, দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনীর তুল্য, তৃতীয় দিবসে রজকস্ত্রীর তুল্য, চতুর্থ দিবসে গৃহকার্য্যে এবং স্বামীর নিকটে পবিত্র হইবে।১-৪।

অন্ত্যজজাতি কিংবা শ্বপাককর্ত্তৃক রজস্বলা স্ত্রী স্পৃষ্ট হইলে চারি দিবস অতিক্রম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অন্ত্যজাদি স্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত—ত্রিরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান, উহা দ্বারা শুদ্ধি হইবে। চতুর্থ দিবসীয় রাত্রি উপস্থিত হইলে সন্তানোৎপাদনের চেষ্টা করিবে। কুকুর কিংবা শ্বপাক জাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট রজস্বলা স্ত্রীলোক পরিত্যাজ্য অর্থাৎ তাহার সহিত কোন সংসর্গ করিবে না। ঐ স্ত্রী ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। প্রথম দিবসে যদি রজস্বলা স্ত্রী কুকুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে ছয় রাত্রি উপবাস করিবে, দ্বিতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে তিন দিবস উপবাস করিবে তৃতীয় দিবসে স্পৃষ্ট হইলে একাহ উপবাস করিবে, চতুর্থ দিবসে স্পৃষ্ট হইলে বহ্নিদর্শন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।৫-৮।

বিবাহ, যজ্ঞ অথবা সংস্কার-ক্রিয়া আরম্ভ হইলে যদি কন্যা ঋতুমতা হয়, তাহা হইলে সকল কর্ম্ম কিভাবে সম্পন্ন হইবে?

উত্তর—ঐ কন্যাকে স্নান করাইয়া অন্য বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বার হোমাদিকার্য্য নির্ব্বাহপূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্য করিবে। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধারম্ভের পর কন্যা-সম্প্রদান-কালের মধ্যে কন্যা ঋতুমতী হইলে স্নান এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া সম্প্রদান ক্রিয়া পর্য্যন্ত করা যায়। কিন্তু সম্প্রদানের পর যজ্ঞের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে ৪ দিন পর যজ্ঞকার্য্য হইবে।৯-১০।

রজস্বলা স্ত্রী যদি প্লব (পক্ষিবিশেষ), কুক্কুট কিংবা কাক কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট

রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা প্লব-কুক্কুট-বায়সৈঃ।
সা ত্রিরাত্রোপবাসেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১১
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টা কদাচিৎ স্ত্রী রজস্বলা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে বিপ্রস্তথা দানেন শুধ্যতি ॥১২
একশাখাসমারূঢ়া চাণ্ডালী বা রজস্বলা।
ব্রাহ্মণেন সমং তত্র সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৩
রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শঃ কথঞ্চিজ্জায়তে শুনা।
রজোদিনান্তু যচ্ছেষস্তদুপোষ্য বিশুধ্যতি ॥১৪
অশক্তা চোপবাসে তু স্নানং পশ্চাৎ সমাচরেৎ।
তত্রাপ্যশক্তা চৈকেন পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ ॥১৫
উচ্ছিষ্টস্তু যদা বিপ্রঃ স্পৃশেন্মদ্যং রজস্বলাম্।
মদ্যং স্পৃষ্ট্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং তদর্দ্ধন্তু রজস্বলাম্ ॥১৬
উদক্যাং সূতিকাং বিপ্র উচ্ছিষ্টঃ স্পৃশতে যদি।
কৃচ্ছ্রার্দ্ধন্তু চরেদ্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥১৭
চাণ্ডালৈঃ শ্বপচৈর্ব্বাপি আত্রেয়ী স্পৃশতে যদি।
শেষাহাৎ কালকৃষ্টেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৮
উদক্যা ব্রাহ্মণী শূদ্রামুদক্যাং স্পৃশতে যদি।
অহোরাত্রোষিতা ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৯
এবঞ্চ ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং ব্রাহ্মণী চেদ্রজস্বলাম্।
সচেলপ্লবনং কৃত্বা দিনস্যান্তে ঘৃতং পিবেৎ ॥২০
সবর্ণেষু তু নারীণাং সদ্যঃ স্নানং বিধীয়তে।
এবমেব বিশুদ্ধিঃ স্যাদাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥২১

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অবস্থাতে যদি রজস্বলা-স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, তবে কৃচ্ছ্রব্রত এবং দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি চণ্ডালী কিংবা রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক আরূঢ় বৃক্ষের এক শাখায় আরোহণ করে, তাহা হইলে সেই বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে। রজস্বলা স্ত্রীর যদি কুকুরের সহিত স্পর্শ হয়, রজোদিবসের অবশিষ্ট যে কয় দিন থাকিবে, সে কয় দিন উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যদি উপবাস করিতে অসমর্থ হয়, পশ্চাৎ স্নান করিবে; স্নান করিতে অসমর্থ হইলে একাহ উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, রজস্বলা স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় রজস্বলা স্ত্রী বা সূতিকা স্ত্রী স্পর্শ করে, তাহা হইলে শুদ্ধিনিমিত্ত কৃচ্ছ্রার্দ্ধ ব্রত করিবে। চণ্ডাল কিংবা শ্বপচ কর্ত্তৃক রজস্বলা যদি স্পৃষ্ট হয়, রজোদর্শন দিবসের অবশিষ্ট কাল কার্পাসনির্মিত বস্ত্রে ছাঁকা পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।১১-১৮।

রজস্বলা ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা শূদ্রস্ত্রীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে এক অহোরাত্র উপবাস পূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ক্ষত্রিয় স্ত্রী কিংবা বৈশ্যস্ত্রীকে স্পর্শ করে, সবস্ত্র স্নান করিয়া একদিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভোজন করিবে সবর্ণা-স্ত্রী সবর্ণা রজস্বলা স্ত্রী-স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে—আপস্তম্ব মুনি এইরূপ কহিয়াছেন। ১৯-২১।

আপস্তম্বে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরা-বিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টং শুধ্যতে তাপলেখনৈঃ ॥১
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি তু।
দশভিঃ ক্ষারৈঃ শুধ্যন্তি শ্ব-কাকোপহতানি চ
শৌচং সুবর্ণনারীণাং বায়ু-সূর্য্যেন্দুরশ্মিভিঃ ॥৩
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকন্তু প্রদুষ্যতি।
অদ্ভির্ম্মৃদা চ তন্মাত্রং প্রক্ষাল্য চ বিশুধ্যতি ॥৪
শুদ্ধমন্নমবিপ্রস্য পঞ্চরাত্রেণ জীর্য্যতি।
অন্নং ব্যঞ্জনসংযুক্তমর্দ্ধমাসেন জীর্য্যতি ॥৫
পয়স্তু দধিমাসেন যণ্মাসেন ঘৃতং তথা।
সংবৎসরেণ তৈলন্তু কোষ্ঠে জীর্য্যতি বা ন বা ॥৬
ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি ॥৭

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥৮
আহিতাগ্নিস্তু যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ত্ততে।
তথা তস্য প্রণশ্যন্তি আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥৯
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ ॥১০
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যো মৃতঃ শ্বা বাথ জায়তে ॥১১
ব্রাহ্মণস্য সদা ভুঙ্‌ক্তে ক্ষত্রিয়স্য তু পর্ব্বণি।
বৈশ্যস্য যজ্ঞদীক্ষায়াং শূদ্রস্য ন কদাচন ॥১২
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়স্য পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্যাপ্যন্নমেবান্নং শূদ্রস্য রুধিরং স্মৃতম্ ॥১৩

অষ্টম অধ্যায়

কাংস্যপাত্র অশুচি হইলে ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে, সুরা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হইবে না। সুরা, বিষ্ঠা এবং মূত্রস্পৃষ্ট কাংস্যপাত্র যে পর্য্যন্ত তাপ সহ্য হয়, এইরূপ তপ্ত করিয়া লেখনদ্বারা শুদ্ধ হইবে। (লেখন কোঁদান)। গো কর্ত্তৃক আঘ্রাত এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট, কুকুর কিংবা কাক কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত কাংস্যপাত্রসকল দশবার ক্ষারদ্রব্যদ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। অশুচি সুবর্ণপাত্র এবং পিত্তলের পাত্র বায়ুসংযোগ, সূর্য্যের উত্তাপ এবং চন্দ্রকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। শুক্র কিংবা শব স্পৃষ্ট কম্বলাদি অশুচি হইলে জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। অব্রাহ্মণের ব্যঞ্জনশূন্য কেবল অন্ন পঞ্চ রাত্রে জীর্ণ হয়, ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন অর্দ্ধমাসে জীর্ণ হয়, দুগ্ধ এবং দধি একমাসে জীর্ণ এবং ঘৃত ছয় মাসে জীর্ণ হয়। তৈল এক বৎসরে উদরের মধ্যে জীর্ণ হইবে, কি না হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই।১-৬।

যে সকল ব্রাহ্মণ এক মাস নিরন্তর শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুক্কুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা—এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোমার্থ অগ্নি স্থাপন করিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি শূদ্রান্নভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হইতে না পারে, তাহার আত্মা, বেদ এবং অগ্নিত্রয় নিষ্ফল হয়। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া ঐ অন্ন উদরস্থ থাকিতেই স্ত্রীসহবাস করিয়া যে পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহার ঐ সকল সন্তান জানিবে, যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।৭-১০।

শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে যে দ্বিজ মৃত হয়, সে দ্বিজ জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর অথবা কুকুর হয়। ব্রাহ্মণের অন্ন সর্ব্বদা ভোজন করিতে পারিবে, পর্ব্ব দিবসে ক্ষত্রিয়ের অন্ন, যজ্ঞকর্ম্মে দীক্ষিত হইলে বৈশ্যের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে, কখনই শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধের তুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্নমাত্র, শূদ্রের অন্ন রুধির

বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চ্চনৈর্জ্জপৈঃ।
অমৃতং তেন বিপ্রান্নমৃগ্-যজুঃ-সামসংস্কৃতম্ ॥১৪
ব্যবহারানুরূপেণ ধর্ম্মেণ চ্ছলবর্জ্জিতম্।
ক্ষত্রিয়স্য পয়স্তেন ভূতানাং যচ্চ পালনম্ ॥১৫
স্বকর্ম্মণা চ বৃষভৈরনুস্মৃত্যাদ্যশক্তিতঃ।
খলযজ্ঞাতিথিত্বেন বৈশ্যান্নং তেন সংস্কৃতম্ ॥১৬
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য মদ্যপানরতস্য চ।
রুধিরং তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্রবিবর্জ্জিতম্ ॥১৭
আমমাংসং মধু ঘৃতং ধানাঃ ক্ষীরং তথৈব চ।
গুড়ং তক্রং সমং গ্রাহ্যং নিবৃত্তেনাপি শূদ্রতঃ ॥১৮
শাকং মাংসং মৃণালানি তুম্বুরুঃ শক্তবস্তিলাঃ।
রসাঃ ফলানি পিণ্যাকং প্রতিগ্রাহ্যা হি সর্ব্বতঃ ॥১৯
আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥২০
দ্রব্যপাণিশ্চ শূদ্রেণ স্পৃষ্টোচ্ছিষ্টেন কর্হিচিৎ।
তদ্দ্বিজেন ন ভোক্তব্যমাপস্তম্বোঽব্রবীন্মুনিঃ ॥২১

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

তুল্য জানিবে। বৈশ্বদেবের উদ্দেশে দান, হোম, দেবগণের পূজা এবং জপ দ্বারা, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত ব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র হয়, এজন্য তাহা অমৃততুল্য জানিবে। ব্যবহারানুরূপ ধর্ম্ম দ্বারা ছলবর্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের অন্নে প্রাণিগণের প্রতিপালন হয়, এ নিমিত্ত তাহা ঘৃতসদৃশ জানিবে। স্বকর্মদ্বারা অথবা সাক্ষাৎসম্বন্ধে যজ্ঞকর্মে অশক্ততা নিবন্ধন বৃষভাদির দ্বারা অনুসৃত, পরম্পরা সম্বন্ধে যজ্ঞ সম্পাদিত হয় এবং অতিথিসেবা হয় বলিয়া বৈশ্যের অন্ন পবিত্র। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ এবং মদ্যপানরত শূদ্রজাতির অন্ন বিধি এবং মন্ত্ররহিত, এ নিমিত্ত তাহা রুধিরতুল্য জানিবে। অপক্ক মাংস, মধু, ঘৃত, ভৃষ্ট যব, দুগ্ধ, ইক্ষু, গুড় এবং তক্র এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহকৃত হইলেও গ্রহণ করা যাইবে। শাক, মাংস, মৃণাল, তুম্বুরু, শক্তু, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির রস, ফল এবং হিঙ্গু এ সকল দ্রব্য সকল-জাতির নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিপন্ন হইয়া যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে অন্ন ভোজন করে,তবে মনস্তাপ দ্বারা কিংবা 'দ্রুপদা'-মন্ত্র শতবার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। কোন দ্রব্য হস্তস্থিত হইয়া যদি উচ্ছিষ্ট শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, সে দ্রব্য দ্বিজগণ ভোজন করিবেন না—ইহা আপস্তম্ব মুনি বলিয়াছেন। ১১-২১।

আপস্তম্বে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমঃ অধ্যায়ঃ

ভুঞ্জানস্য তু বিপ্রস্য কদাচিৎ স্রবতে গুদম্।
উচ্ছিষ্টস্যাশুচেস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১
পূর্ব্বং শৌচন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য ততঃ পশ্চাদুপস্পৃশেৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২
অশিত্বা সর্ব্বমেবান্নমকৃত্বা শৌচমাত্মনঃ।
মোহাদ্ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু যবান্ পীত্বা বিশুধ্যতি ॥৩
প্রসৃতং যবশস্যেন পলমেকন্তু সর্পিষা।
পলানি পঞ্চ গোমূত্রং নাতিরিক্তবদাশয়েৎ ॥৪

যদি ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কদাচিৎ বিষ্ঠা ত্যাগ করে, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় অশুচি সে ব্রাহ্মণের কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে? উত্তর—অগ্রে শৌচকার্য্য করিয়া তদনন্তর আচমন করিবে। ইহার পর এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। আত্মদেহের শৌচ না করিয়া মোহবশতঃ সকল অন্ন ভোজন করিলে ত্রিরাত্র কেবল যব পান দ্বারা শুদ্ধ হইবে, অর্দ্ধাঞ্জলি পরিমিত যবশস্য এবং এক পল

অলেহ্যানামপেয়ানামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে।
রেতো-মূত্র-পুরীষাণাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥৫
পদ্মোডুম্বর-বিল্বাশ্চ কুশাশ্বত্থ-পলাশকাঃ।
এতেষামুদকং পীত্বা ষড়্‌রাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥৬
যে প্রত্যবসিতা বিপ্রাঃ প্রব্রজ্যাগ্নিজলাদিষু।
অনাশকনিবৃত্তাশ্চ গৃহস্থত্বং চিকীর্ষতঃ ॥৭
চরেয়ুস্ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্দ্রায়ণানি বা।
জাতকর্ম্মাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ পুনঃ সংস্কারভাগিণঃ।
তেষাং সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৮
যদ্বেষ্টিতং কাক-বলাক-চিল্লৈ-
রমেধ্যলিপ্তঞ্চ ভবেচ্ছরীরম্।
শ্রোত্রে মুখে চ প্রবিশেচ্চ সম্যক্
স্নানেন লেপোপহতস্য শুদ্ধিঃ ॥৯

ঊর্দ্ধং নাভেঃ করৌ মুক্ত্বা যদঙ্গমুপহন্যতে।
ঊর্দ্ধং স্নানমধঃ শৌচং মার্জ্জনেনৈব শুধ্যতি ॥১০
উপানহাবমেধ্যং বা যস্য সংস্পৃশতে মুখম্।
মৃত্তিকাশোধনং স্নানং পঞ্চগব্যং বিশোধনম্ ॥১১
দশাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো জন্মহানৌ স্বযোনিষু।
ষড়্‌ভিস্ত্রিভিরথৈকেন ক্ষত্র-বিট্‌-শূদ্রযোনিষু ॥১২
উপনীতং যদা ত্বন্নং ভোক্তারং সমুপস্থিতম্।
অপীতবৎ সমুৎসৃষ্টং ন দদ্যান্নৈব হোমেয়েৎ ॥১৩
অন্নে ভোজনসম্পন্নে মক্ষিকা-কেশদূষিতে।
অনন্তরং স্পৃশেদাপস্তচ্চান্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ ॥১৪
শুষ্কমাংসময়ঞ্চান্নং শূদ্রান্নং বাপ্যকামতঃ।
ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং চরেদ্ বিপ্রো জ্ঞানাৎ কৃচ্ছ্রত্রয়ং
চরেৎ ॥১৫

মাত্র ঘৃতের সহিত পঞ্চপল মাত্র গোমূত্র ভোজন করিতে পারিবে, ইহার অতিরিক্ত কিঞ্চিৎও ভোজন করিতে পারিবে না (যবভক্ষণের এইরূপ নিয়ম জানিবে)। অলেহ্য, অপেয় এবং অভক্ষ্য শুক্র, মূত্র এবং পুরীষ ভক্ষণ করিলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? ছয় রাত্রি ব্যাপিয়া পদ্ম, উড়ুম্বর, বিল্ব, কুশ, অশ্বত্থ এবং পলাশ—এ সকল দ্রব্যের জলমাত্র পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় দ্বারা অগ্নি কিংবা জল মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাহাতে দেহ ত্যাগ করিতে না পারায়, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সকল ব্রাহ্মণ তিনটী কৃচ্ছ ব্রত অথবা তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে। তাহাদিগের পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কারকার্য্য করিয়া কৃচ্ছ্র, সান্তপন ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত কর্ত্তব্য। ১-৮।

যাহার শরীর কাক, বলাকা অথবা চিল্লপক্ষী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হয়, তাহাদিগের অপবিত্র বিষ্ঠা দ্বারা শরীর লিপ্ত হয়, কর্ণে কিংবা মুখে অমেধ্য বিষ্ঠা প্রবেশ করে, লেপ সংলগ্ন হইলেও সেই দেহ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নাভির ঊর্দ্ধদেশে অঙ্গ অশুচি-স্পৃষ্ট হইলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কেবল করদ্বয় এবং নাভির অধোভাগের অঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট হইলে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, (ইহা স্বকীয় বিষ্ঠাদি স্পর্শ বিষয়ে জানিবে)। ৯-১০।

যে ব্যক্তির মুখে পাদুকা কিংবা অশুচি দ্রব্য স্পর্শ হয়, সে মৃত্তিকা শৌচ করিয়া স্নানানন্তর পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিপ্রকন্যা-সম্ভূত সপিণ্ডগণের জন্ম এবং মরণে দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মণগণের ক্ষত্রিয়কন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ছয় দিবস অশৌচ, বৈশ্যকন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, শূদ্রকন্যাজাত সপিণ্ডজনন ও মরণে একাহ অশৌচ জানিবে। ১১-১২।

ভোজন নিমিত্ত ভোক্তার নিকটে আনীত অন্ন ভোক্তা যদি ভোজন না করে, তথাপি তাহা দান কিংবা হোম করিবে না। অন্নভোজন সম্পন্ন হইলে পর ঐ অন্ন যদি মক্ষিকা কিংবা কেশদূষিত বলিয়া জানিতে পারা যায়, তবে আচমনানন্তর জল স্পর্শ করিয়া ঐ অন্ন ভস্মমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। শুষ্ক মাংসময় অন্ন এবং শূদ্রের অন্ন অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রত্রয় করিবে। যে ব্যক্তি

অভুক্তে মুঞ্চতে যশ্চ ভুঞ্জন্ যশ্চাপি মুচ্যতে।
ভোক্তা চ ভোজকশ্চৈব পঙ্ক্ত্যা গচ্ছতি দুষ্কৃতম্ ॥১৬
যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে তু ভুক্তং বা দুষ্টং বাপি বিশেষতঃ।
অহোরাত্রোষিতা ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৭
উদকে চোদকস্থস্তু স্থলস্থশ্চ স্থলে শুচিঃ।
পাদৌ স্থাপ্যোভয়ত্রৈব আচম্যোভয়তঃ শুচিঃ ॥১৮
উত্তীর্য্যাচম্য উদকাদবতীর্য্য উপস্পৃশেৎ।
এবন্তু শ্রেয়সা যুক্তো বরুণেনাভিপূজ্যতে ॥১৯
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ।
স্বাধ্যায়ে ভোজনে চৈব পাদুকানাং বিসর্জ্জনম্ ॥২০
জন্মপ্রভৃতিসংস্কারে শ্মশানান্তে চ ভোজনম্।
অসপিণ্ডৈর্ন কর্ত্তব্যং চূড়াকার্য্যে বিশেষতঃ ॥২১
যাজকান্নং নবশ্রাদ্ধং সগ্রহে চৈব ভোজনম্।
স্ত্রীণাং প্রথমগর্ভে চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২২
ব্রহ্মৌদনে চ শ্রাদ্ধে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
অন্নশ্রাদ্ধে মৃতশ্রাদ্ধে ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২৩
অপ্রজা যা তু নারী স্যান্নাশ্নীয়াদেব তদ্‌গৃহে।
অথ ভুঞ্জীত মোহাদ্ যঃ পূয়সং নরকং ব্রজেৎ ॥২৪
অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যঃ।
রৌরবে বহুবর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে ॥২৫
স্ত্রীধনানি চ যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
স্বর্ণং যানানি বস্ত্রাণি তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্ ॥২৬
রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চ্চসম্।
অসংস্কৃতন্তু যো স ভুঙ্‌ক্তে ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্ ॥২৭

ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়াই উঠিয়া যায়, কিংবা ভোজন করিতে করিতে উঠিয়া যায়, সে স্থলে যে ভোজন করে এবং ভোজন করায়—এ দুইজনকেই পংক্তিদূষক বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি দুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছে, কিংবা করিতেছে, সে অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। উদকস্থ হইয়া কার্য্য করিতে হইলে উদকস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, স্থলে কার্য্য করিতে হইলে স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, স্থল এবং জল উভয়সাধ্য—কার্য্য স্থলে এবং জলে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানার্থ জলে অবতরণ করিয়া আচমন করিবে এবং স্নান করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইয়াও আচমন করিবে। এইরূপ নিয়মযুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলযুক্ত হয় এবং বরুণ কর্তৃক পূজিত হয়। হোমগৃহে, গোশালাতে, ব্রাহ্মণগণ সমীপে বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে পাদুকা ত্যাগ করিবে। ১৩-২০।

জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যে, প্রেতকার্য্যসমূহে, বিশেষতঃ চূড়াকরণ সময়ে, অসপিণ্ডব্যক্তির ভোজন কর্ত্তব্য নহে। বহুযাজী কিংবা গ্রামযাজীর অন্ন, আত্ম শ্রাদ্ধের অন্ন, গ্রহণশ্রাদ্ধের অন্ন, স্ত্রীলোকদিগের প্রথম গর্ভাধান সময়ের অন্ন ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মৌদন, নবশ্রাদ্ধে, স্ত্রীলোকদিগের সীমন্তোন্নয়নকালে, অন্নশ্রাদ্ধে, আত্মশ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় নাই তাহার গৃহে ভোজন করিবে না, ঐ স্ত্রীলোকের গৃহে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, সে ব্যক্তি পূয়স নামক নরকে গমন করিবে।

অল্প পরিমিত শুল্ক গ্রহণ করিয়াও যদি কন্যার পিতা কন্যা দান করে, তবে সে ব্যক্তি বহু বৎসর ব্যাপিয়া রৌরব নামক নরকে বাস করত বিষ্ঠা এবং মূত্র ভোজন করে। যে সকল দ্রব্য স্ত্রীধন হইয়াছে, এতাদৃশ স্বর্ণ, যান এবং বস্ত্র দ্বারা যে সকল আত্মীয়গণ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সকল পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয়ের অন্ন তেজ হরণ করে, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মবর্চ্চস হরণ করে, অসংস্কৃত অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পৃথিবীর মল ভোজন করে। মরণাশৌচকালে, জননাশৌচকালে, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণসময়ে এবং গজচ্ছায়া যোগসময়ে, যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে পুরুষ পাপিষ্ঠ জানিবে। দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী, দ্বিরূঢ়া স্ত্রী, পুনরেতা স্ত্রী, রেতোধা স্ত্রী, যথেষ্টাচারিণী স্ত্রী—এ সকল স্ত্রীলোকদিগের অন্ন এবং স্ত্রীলোকের প্রথম গর্ভকালে অন্নভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। মাতৃহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী

মৃতকে সূতকে চৈব গৃহীতে শশি-ভাস্করে।
হস্তিচ্ছায়াসু যো ভুঙ্‌ক্তে পাপঃ স পুরুষো ভবেৎ॥২৮
পুনর্ভূঃ পুনরেতা চ রেতোধা কামচারিণী।
আসাং প্রথমগর্ভেষু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২৯
মাতৃঘ্নশ্চ পিতৃঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
বিশেষাদন্নমেতেষাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩০
রজক-ব্যাধ-শৈলূষ-বেণু-চর্ম্মোপজীবিনাম্ ।
ভুক্ত্বৈষাং ব্রাহ্মণশ্চান্নং শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণেন তু ॥৩১
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টং শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩২
ব্রাহ্মণস্য সদাকালং শূদ্রে প্রেষণকারিণঃ।
ভূমাবন্নং প্রদাতব্যং যথৈব শ্বা তথৈব সঃ ॥৩৩
অনূদকেষ্বরণ্যেষু চৌর-ব্যাঘ্রাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথং শুচিঃ ॥৩৪
ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা শৌচং যথার্হতঃ।
উৎসঙ্গে গৃহ্যপকান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিঃ ॥৩৫
মূত্রোচ্চারং দ্বিজঃ অকৃত্বা শৌচমাত্মনঃ।
মোহাদ্ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু গব্যং পীত্বা বিশুধ্যতি ॥৩৬
উদক্যাং যদি গচ্ছেত্তু ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ ॥৩৭
ভুক্তোচ্ছিষ্টস্ত্বনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাদ্ যদি সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ॥৩৮
স্নাত্বা ত্রিষবণং নিত্যং ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
স ত্রিরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩৯
চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টো যশ্চাপঃ পিবতি দ্বিজঃ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা ত্রিষবণেন শুধ্যতি ॥৪০
সায়ং প্রাতস্ত্বহোরাত্রং পাদং কৃচ্ছ্রস্য তং বিদুঃ।
সায়ং প্রাতস্তথৈবৈকং দিনদ্বয়মযাচিতম্ ॥৪১
দিনদ্বয়ঞ্চ নাশ্নীয়াৎ কৃচ্ছ্রার্দ্ধং তদ্বিধীয়তে।
প্রায়শ্চিত্তং লঘু হ্যেতন্ন্যায়েষু তু যথার্হতঃ ॥৪২
কৃষ্ণাজিনতিলগ্রাহী হস্ত্যশ্বানাঞ্চ বিক্রয়ী।
প্রেতনির্যাতকশ্চৈব ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥৪৩

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ।

এবং বিমাতৃগমনশীল ব্যক্তিদিগের অন্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধি নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ করিবে। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ, বেণু ও চর্ম্ম উপজীবী ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। ২১-৩১।

দ্বিজগণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কুকুর অথবা শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া এক রাত্রি উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সর্ব্বদা শূদ্রের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুকুর যেরূপ অস্পৃশ্য, সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে। উদকশূন্যস্থানে, বনমধ্যে কিংবা চোর বা ব্যাঘ্রাদির ভয়সঙ্কুল পথিমধ্যে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শুচি হইবে ? উক্ত প্রশ্নের উত্তর—করস্থিত অন্ন ভূমিতে অবতারণ করত যথাযোগ্য শৌচ করিয়া ক্রোড়ে পকান্ন গ্রহণ করিয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ মূত্র কিংবা পুরীষ ত্যাগ করিয়া নিজ দেহশুদ্ধি না করিলে, ত্রিরাত্র পঞ্চগব্যমাত্র ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। মদ-মোহিত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ রজস্বলা স্ত্রীগমন করে, চান্দ্রায়ণ ব্রতএবং বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবে। ভোজনানন্তর আচমন না করিয়া উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্বল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানবশতঃ চণ্ডাল কিংবা শ্বপদগণকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নিত্য ত্রিকালীন স্নান এবং ভূমিশয়ন করত ত্রিরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। চণ্ডাল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া যে দ্বিজ জলপান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া ত্রিকালীন স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এক দিবস একভক্ত, এক দিবস রাত্রি-ভোজন এবং এক উপবাস—এইরূপ তিন দিবস ব্রত করিলে কৃচ্ছ্র পাদ ব্রত করা হয়—জানিবে। এক দিবস একভক্ত ও একদিবস নক্তভোজন, তৎপরে দুই দিবস অযাচিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তৎপরে দুই দিবস উপবাস করিয়া কৃচ্ছ্রার্দ্ধব্রত করিবে—এইরূপ বিধি, এই দুইটী লঘু প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞাতব্য। কৃষ্ণাজিন এবং তিল-প্রতিগ্রহকারী, হস্তী এবং অশ্ববিক্রয়কারী, মৃতদেহ অনুসরণকারী ব্যক্তিগণ মরিয়া পুনর্ব্বার পুরুষ হইবে না অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইবে।৩২-৪৩।

আপস্তম্বে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ

আচান্তোঽপ্যশুচিস্তাবদ্ যাবন্নোদ্ধ্রিয়তে জলম্।
উদ্ধৃতেঽপ্যশুচিস্তাবদ্ যাবদ্ ভূমির্ন লিপ্যতে ॥১
ভূমাবপি চ লিপ্তায়াং তাবৎ স্যাদশুচিঃ পুমান্।
আসনাদুত্থিতস্তস্মাদ্ যাবন্নাক্রমতে মহীম্ ॥২
ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে।
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি ॥৩
ন তথাসিস্তথা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা দুরধিষ্ঠিতঃ।
যথা ক্রোধো হি জন্তূনাং শরীরস্থো বিনাশকঃ ॥৪
ক্ষমা গুণো হি জন্তূনামিহামুত্র সুখপ্রদঃ।
(অরির্বা নিত্যসংক্রুদ্ধো যথাত্মাদুরধিষ্ঠিতঃ)।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥৫
ন শক্তি-শাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো, ন চৈব রম্যাবসথপ্রিয়স্য
ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য, একান্তশীলস্য দৃঢ়ব্রতস্য ॥৬
মোক্ষো ভবেৎ প্রীতিনিবর্ত্তকস্য
অধ্যাত্মযোগৈকরতস্য সম্যক্।
মোক্ষো ভবেন্নিত্যমহিংসকস্য
স্বাধ্যায়যোগাগত-মানসস্য ॥৭
ক্রোধযুক্তো যদ্ যজতে যজ্জুহোতি যদর্চ্চতি।
সর্ব্বং হরতি তং তস্য আমকুম্ভ ইবোদকম্ ॥৮
অপমানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তপসঃ ক্ষয়ঃ।
অর্চ্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিব সীদতি ॥৯

দশম অধ্যায়

যে কাল পর্য্যন্ত জল উদ্ধৃত না হয় আচমন করিয়াও তাবৎকাল পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, জল উদ্ধৃত হইলেও যে পর্য্যন্ত ভূমি (গোময়াদি দ্বারা) লেপন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, ভূমিলেপন হইলেও সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে, যে পর্য্যন্ত সেই আসন হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গমন না করে। পণ্ডিতগণ যমরাজকে যম বলেন নাই অর্থাৎ দণ্ডদাতা বলেন নাই, কারণ স্বীয় আত্মাই যম অর্থাৎ দণ্ডবিধান-কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, (আত্মকৃত কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের স্বর্গ কিংবা নরকভোগ হয় জানিবে)। যে ব্যক্তি আত্মার সংযম করিতে পারিয়াছে, যমরাজ তাহার কি করিবেন ? (তাহার দণ্ড বিধানে যমরাজ সমর্থ নহে)। খড়্গ তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে এবং বিরুদ্ধভাবে আক্রান্ত সর্পও তাদৃশ ভয়ানক নহে, যেরূপ প্রাণিগণের দেহস্থিত ক্রোধ অনিষ্টজনক হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। মনুষ্যগণের (অসংযত আত্মা নিত্য অতিক্রুদ্ধ শত্রুর সমান) ক্ষমাগুণই ইহকালে এবং পরকালে সুখদাতা জানিবে, ক্ষমাশীল ব্যক্তির একটী মাত্র দোষ দেখা যায়, দ্বিতীয় দোষ দৃষ্ট হয় না। ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে মূঢ়জনেরা অক্ষম বিবেচনা করে, ইহাই একটি মাত্র দোষ। ক্ষমাগুণ থাকিলে কোন ক্লেশ ভোগ হয় না ; যদ্যপি কেহ শতসহস্র অপরাধ করে, তাহা ক্ষমাগুণ দ্বারা অনায়াসে সহ্য হয়। বলবান্ (বলদৃপ্ত) কিংবা শাস্ত্র (শাস্ত্রার্থমননাদিশূন্য)-পাঠীর মুক্তি হইবে না, রমণীয় গৃহপ্রিয় ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয় না, উত্তম ভোজন এবং উত্তম বস্ত্র পরিধানশীল ব্যক্তিরও মুক্তি লাভ হয় না ; একান্তশীল, ঈশ্বরপরায়ণ, দৃঢ়ব্রত, সকলের প্রীতিসম্পাদক, উত্তমরূপে অধ্যাত্মযোগে আসক্ত, সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, বেদাধ্যয়ন এবং যোগবিষয়ে যাহার চিত্ত আক্রান্ত হইয়াছে—এই সকল গুণবান্ ব্যক্তিই মোক্ষলাভে সমর্থ হইবে। ক্রোধী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, যে হোম করে, যে পূজা করে, অপক্ক কুম্ভ যেরূপ কুম্ভস্থিত জলশোষণ করে, সেইরূপ তাহার ঐ সকল কার্য্য হৃত হয়। ১-৮।

অপমান হইতে তপস্যার বৃদ্ধি হয়, সম্মান হইতে তপস্যার ধ্বংস হয়। দুগ্ধবতী গাভী যেমন প্রতিদিন দুগ্ধ মোচন করিয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পূজিত এবং সম্মানিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয়। যেমন ধেনু জলজাত তৃণ দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, সেইরূপ দ্বিজগণ জপ, হোম এবং পুণ্যকার্য্যসমূহ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মাতার

আপ্যায়তে যথা ধেনুস্তৃণৈরমৃতসম্ভবৈঃ।
এবং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পুণ্যৈরাপ্যায়তে দ্বিজঃ ॥১০
মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১১
রজক-ব্যাধ-শৈলুষ-বেণুচর্ম্মোপজীবিনাম্।
যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্তমেতেষাং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্ ॥১২
অগম্যাগমনং কৃত্বা অভক্ষস্য চ ভক্ষণম্।
শুদ্ধিং চান্দ্রায়ণং কৃত্বা অথবোক্তং তথৈব চ ॥১৩
অগ্নিহোত্রং ত্যজেদ্ যস্তু স নরো বীরহা ভবেৎ।
তস্য শুদ্ধির্বিধাতব্যা নান্যা চান্দ্রায়ণাদৃতে ॥১৪
বিবাহোৎসব-যজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
সদ্যঃ শুদ্ধিং বিজানীয়াৎ পূর্ব্বং সঙ্কল্পিতং চরেৎ ॥১৫
দেবদ্রোণ্যাং বিবাহেষু যজ্ঞেষু প্রততেষু চ।
কল্পিতং সিদ্ধমন্নাদ্যং নাশৌচং মৃত-সূতকে ॥১৬

ইত্যাপস্তম্বীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তশ্চায়মাপস্তম্বসংহিতানামধেয়ো গ্রন্থঃ ॥

তুল্য পরস্ত্রীকে দর্শন করে ও পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের (ঢেলার) তুল্য জ্ঞান করে, সকল প্রাণিগণকে নিজের ন্যায় জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিই জ্ঞানবান্। রজক, ব্যাধ, শৈলূষ, বেণুজীবী এবং চর্ম্মজীবী ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে। অগম্যা স্ত্রী গমন এবং অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অথবা প্রাজাপত্য দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যে মনুষ্য অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে, সে বীরহত্যার পাপে লিপ্ত হয়, সেই পাপের চান্দ্রায়ণ ভিন্ন শুদ্ধিজনক ব্রত নাই,—অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ করিয়াই শুদ্ধ হইবে। বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞকার্য্যের সঙ্কল্প হইলে যদি মরণাশৌচ কিংবা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাতেও শুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ অশৌচনিবন্ধন উক্ত কার্য্যসমূহে ব্যাঘাত ঘটিবে না, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য করিয়া যাইবে এবং উহা সিদ্ধ হইবে। দেবদ্রোণী, বিবাহ, যজ্ঞকার্য্যের সঙ্কল্প করা হইলে যদি অন্তরা জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ সংঘটিত হয়, তাহাতে কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে না, সিদ্ধ মন্ত্র প্রভৃতি গ্রহণকার্য্যেও ঐরূপ দোষ হয় না।৯-১৬।

আপস্তম্বে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০ ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথ-কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা আপস্তম্বসংহিতা সম্পূর্ণ

সংবর্ত্ত-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

সংবৰ্ত্ত-সংহিতা

শ্রীরঘুনাথকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

অথাদৌ ব্রহ্মচর্য্যবর্ণনম্।

সংবর্ত্তমেকমাসীনমাত্মবিদ্যাপরায়ণম্।
ঋষয়স্তু সমাগম্য পপ্রচ্ছুর্ধর্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১
ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামঃ শ্রেয়স্কর্ম দ্বিজোত্তম।
যথাবদ্ধর্মমাচক্ষ্ব শুভাশুভবিবেচনম্ ॥২
বামদেবাদয়ঃ সর্বে তমপৃচ্ছন্ মহৌজসম্।
তানব্রবীন্ মুনীন্ সর্বান্ প্রীতাত্মা শ্রূয়তামিতি ॥৩
স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদা মৃগঃ।
ধর্ম্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্মসাধনম্ ॥৪
উপনীতঃ সদা বিপ্রো গুরোরস্তু হিতমাচরেৎ।
স্রগ্-গন্ধ-মধু-মাংসানি ব্রহ্মচারী বিবর্জয়েৎ ॥৫
সন্ধ্যাং প্রাতঃ সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্দ্ধাস্তমিতভাস্করে ॥৬
তিষ্ঠন্ পূর্বাং জপং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং জপং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥৭
অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্য্যান্মেধাবী তদনন্তরম্।
ততোঽধীয়ীত বেদন্তু বীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্ ॥৮
প্রণবং প্রাক্ প্রযুঞ্জীত ব্যাহৃতিস্তদনন্তরম্।
গায়ত্রীঞ্চানুপূর্বেণ ততো বেদং সমারভেৎ ॥৯
হস্তৌ সুসংযতৌ কার্য্যৌ জানুভ্যামুপরি স্থিতৌ।
গুরোরনুমতং কুর্য্যাৎ পঠন্নান্যমতির্ভবেৎ ॥১০

একাকী উপবিষ্ট আত্মবিদ্যাপরায়ণ সংবর্ত্তমুনির নিকট আসিয়া ধর্ম্ম-শ্রবণে অভিলাষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! শ্রেয়ঃসাধন কর্ম্ম সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে দ্বিজোত্তম! আপনি শুভ এবং অশুভ বিবেচনা করিয়া যথোচিত-ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন। বামদেব প্রভৃতি সমস্ত ঋষিগণ মহাতেজস্বী সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ সংবর্ত্তমুনি হৃষ্টচিত্তে বামদেব প্রভৃতি সকল ঋষিগণের নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ক শাস্ত্র বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা যে দেশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের বেদোক্ত ধর্ম্মসাধনের যোগ্যস্থান। ব্রাহ্মণকুমার উপনীত হইয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার মাল্যধারণ, মধু এবং মাংস ভোজন ত্যাগ করিবে। নক্ষত্রগণ জ্যোতিঃশূন্য না হইতেই যথাশাস্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে এবং সূর্য্যদেবের অর্দ্ধাস্তকাল হইতে সূর্য্যদেব সত্ত্বেই সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিবে। ব্রহ্মচারী একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যাকালীন গায়ত্রী জপ করিবে এবং আলস্য ত্যাগ করত উপবেশনপূর্ব্বক সায়ংকালীন গায়ত্রী জপ করিবে। সন্ধ্যার উপাসনার পর, প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচারী হোমকার্য্য সম্পন্ন করিবে, হোমকার্য্য শেষ হইলে গুরুদেবের মুখ নিরীক্ষণ করত বেদ অধ্যয়ন করিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রণব উচ্চারণ করত তদনন্তর ব্যাহৃতিত্রয়, তদনন্তর আনুপূর্ব্বিক ত্রিপদ গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদ পাঠ আরম্ভ করিবে।১-৯।

জানুদ্বয়ের উপরে হস্তদ্বয় রাখিয়া সুসংযত ভাবে অনন্যমতি হইয়া গুরুদেবের অনুমতি-অনুসারে বেদ পাঠ করিবে। ব্রহ্মচারী নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভিক্ষা করিবে, তদনন্তর ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুদেবকে কিঞ্চিৎ নিবেদন করত পূর্ব্বমুখ হইয়া মৌন গ্রহণ পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ভোজন করিবে। দ্বিজগণের দিবাভাগে এবং রাত্রিকালে এই দুই সময়ে দুই বার মাত্র ভোজন করা বেদে বিহিত হইয়াছে,

সায়ং প্রাতস্তু ভিক্ষেত ব্রহ্মচারী সদা ব্রতী।
নিবেদ্য গুরবেঽশ্নীয়াৎ প্রাঙ্‌মুখো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥১১
সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ ॥১২
আচম্যৈব তু ভুঞ্জীত ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেদ্ দ্বিজঃ।
অনাচান্তস্তু যোঽশ্নীয়াৎ প্রায়শ্চিত্তীয়তে তু সঃ ॥১৩
অনাচান্তঃ পিবেদ্ যস্তু যোঽপি বা ভক্ষয়েদ্ দ্বিজঃ।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্তু জপং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥১৪
অকৃত্বা পাদশৌচন্তু তিষ্ঠন্ মুক্তশিখোঽপি বা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽথ শুচির্দ্বিজঃ ॥১৫
আচামেদ্ ব্রাহ্মতীর্থেন সোপবীতো হ্যুদঙ্‌মুখঃ।
উপবীতী দ্বিজো নিত্যং প্রাঙ্‌মুখো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ ॥১৬

ইহার মধ্যে পুনর্ব্বার ভোজন করিতে নাই, যেমন অগ্নিহোত্রকার্য্য দিবাভাগে একবার এবং রাত্রিকালে একবার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভোজনকার্য্যও দুইবারমাত্র কর্ত্তব্য জানিবে।১০-১২।

দ্বিজগণ ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবে এবং ভোজনান্তেও আচমন করিবে। যে দ্বিজ আচমন না করিয়া ভোজন করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচমন না করিয়া যে দ্বিজ কোন দ্রব্য পান কিংবা ভোজন করে, সে ব্যক্তি একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। পাদপ্রক্ষালন না করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া, শিখা বন্ধন না করিয়া, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে দ্বিজ আচমন করিবে, সে ব্যক্তি কোন কার্য্যে শুচি হইবে না। উত্তরমুখ ও উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে, কিংবা পূর্ব্বমুখে বাক্যসংযম পূর্ব্বক উপবীতধারী দ্বিজ সর্ব্বদা আচমন করিবে। জলে কার্য্য করিতে হইলে জলস্থ হইয়া আচমন করিবে, স্থলে কার্য্য করিতে হইলে স্থলস্থ হইয়া আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, জল এবং স্থল উভয়সাধ্য কার্য্যে জল এবং স্থলস্থ হইয়া আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আচমন করিবার পূর্ব্বে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় এবং

জলে জলস্থ আচামেৎ স্থলাচান্তো বহিঃ শুচিঃ।
বহিরন্তঃস্থ আচান্ত এবং শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭
আমণিবন্ধনাদ্ধস্তৌ পাদাবদ্ভির্বিশোধয়েৎ।
অশব্দাভিরনুষ্ণাভিঃ স্ববর্ণ-রস-গন্ধিভিঃ ॥১৮
হৃদ্গতাভিরফেনাভিস্ত্রিশ্চতুর্বাদ্ভিরাচমেৎ।
পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যন্তু দ্বাদশাঙ্গানি চ স্পৃশেৎ ॥১৯
স্নাত্বা পীত্বা তথা ভুক্ত্বা স্পৃষ্ট্বা চৈব দ্বিজোত্তমাঃ।
অনেন বিধিনা বিপ্র আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥২০
শূদ্রঃ শুধ্যতি হস্তেন বৈশ্যো দন্তেষু বারিভিঃ।
কণ্ঠাগতৈঃ ক্ষত্রিয়স্তু আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥২১
আসনারূঢ়পাদশ্চ কৃতাবসক্থিকস্তথা।
আরূঢ়পাদকো বাপি ন শুধ্যতি কদাচন ॥২২
উপাসীত ন চেৎ সন্ধ্যামগ্নিকার্য্যং ন বা কৃতম্।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রস্তু জপেৎ স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥২৩

পদদ্বয় জলদ্বারা শুদ্ধ করিয়া শব্দশূন্য ও অনুষ্ণ জলের স্বাভাবিক বর্ণ ও রসযুক্ত এবং গন্ধযুক্ত অথচ ফেনরহিত জল দ্বারা তিন কিংবা চারিবার হৃদয়গত জল পান করিয়া আচমন করিবে।১৬-১৯।

দুইবার আস্যদেশ মার্জ্জন করিয়া দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিবে। স্নান করিয়া কিংবা দ্রব্য পান করিয়া অথবা ভোজনাবসানে অশুচিস্পর্শ হইলে, হে দ্বিজগণ! উক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে। শূদ্রজাতির হস্তদ্বারা দ্বাদশ অঙ্গ স্পর্শ করিলে আচমন করা হইবে. বৈশ্য জাতি দন্তস্পর্শ জল দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে এবং ক্ষত্রিয় জাতি কণ্ঠগগামী জল দ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। আসনের উপর পাদতল রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠদেশ, জানুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং এক চরণের উপরে অপর চরণ অর্থাৎ একপা পাতিয়া তদুপরি হাঁটু উত্তোলনপূর্ব্বক অপর পায়ের তলদেশ রাখিয়া আচমন করিলে পর কখনই শুদ্ধ হইবে না। যদি কোন দ্বিজ কোন দিবস সন্ধ্যা-উপাসনা না করে, কিংবা অগ্নিহোত্র-কার্য্য না করে, তবে সে দ্বিজ স্নানান্তে সমাহিত হইয়া অষ্টাধিক সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।২০-২৩।

সূতকান্নং নবশ্রাদ্ধং মাসিকান্নং তথৈব চ।
ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়াৎ ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥২৪
ব্রহ্মচারী তু যো গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং কামপ্রপীড়িতঃ।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রমথবৈকং সুযন্ত্রিতঃ ॥২৫
ব্রহ্মচারী তু যোঽশ্নীয়ান্মধু মাংসং কথঞ্চন।
প্রাজাপত্যস্তু কৃত্বাসৌ মৌঞ্জীহোমেন শুধ্যতি ॥২৬
নির্বপেচ্চ পুরোডাশং ব্রহ্মচারী চ পর্বণি।
মন্ত্রৈঃ শাকলহোমান্তৈরগ্নাবাজ্যঞ্চ হোময়েৎ ॥২৭
ব্রহ্মচারী তু যঃ স্কন্দেৎ কামতঃ শুক্রমাত্মনঃ।
অবকীর্ণি-ব্রতং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা শুধ্যেদকামতঃ ॥২৮
ভিক্ষাটনমতঃ কৃত্বা স্বস্থো হ্যেকাত্মনঃ শ্রুতিঃ।
অস্নাত্বা চৈব যো ভুঙ্‌ক্তে গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥২৯
শূদ্রহস্তেন যোঽশ্নীয়াৎ পানীয়ং বা পিবেৎ ক্বচিৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩০
শুষ্কপর্য্যুষিতোচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বান্নং কেশদূষিতম্।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩১
শূদ্রাণাং ভোজনে ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা বা ভিন্নভাজনে।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৩২
দিবা স্বপিতি যঃ স্বস্থো ব্রহ্মচারী কথঞ্চন।
স্নাত্বা সূর্য্যং সমভ্যর্চ্য গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৩৩
এষ ধর্মঃ সমাখ্যাতঃ প্রথমাশ্রমবাসিনাম্।
এবং সংবর্ত্তমানস্তু প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৩৪
অথ দ্বিজোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ সবর্ণাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
কুলে মহতি সম্ভূতাং লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম্ ॥
ব্রাহ্মেণৈব বিবাহেন শীল-রূপ-গুণান্বিতাম্ ॥৩৫
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ কুর্য্যাদহরহর্দ্বিজঃ।
ন হাপয়েৎ ক্বচিদ্ বিপ্রঃ শ্রেয়স্কামঃ কদাচনঃ ॥৩৬
হানিং তস্য তু কুর্বীত সদা মরণ-জন্মনোঃ ॥৩৭

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জননাশৌচগ্রস্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, বা আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে, কিংবা মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী কামপীড়িত হইয়া স্ত্রীগমন করে, সে নিয়মী হইয়া একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। যে ব্রহ্মচারী কোন কারণ-বশতঃ মধু কিংবা মাংস ভোজন করে, সে ব্রহ্মচারী প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া, মৌঞ্জী কার্য্যে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে উক্ত হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী পর্ব্বদিবসে পুরোডাশ প্রদান করিবে এবং শাকলহোমান্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমধ্যে ঘৃত হোম করিবে। যে ব্রহ্মচারী কামী হইয়া জ্ঞানপূর্ব্বক নিজ রেতঃস্খলন করে, সে ব্রতভঙ্গ-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং যে ব্রহ্মচারী অজ্ঞানপূর্ব্বক রেতঃস্খলন করে, সে কেবল স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। অনন্তর ভিক্ষা নিমিত্ত পর্য্যটন করিয়া সুস্থ হইবে, যেহেতু আত্মতুল্য যে শুক্র তাহার ক্ষরণ হইয়াছে। স্নান না করিয়া যে ব্রহ্মচারী ভোজন করে, সে একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী শূদ্রহস্ত আনীত অন্ন কিংবা পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারী শুষ্ক, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং কেশদুষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। শূদ্রের কাংস্যাদি পাত্রে কিংবা ভগ্ন কাংস্যাদি পাত্রে ভোজন করিয়া ব্রহ্মচারী অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে ব্রহ্মচারী সুস্থশরীরে কদাচিৎ দিবাভাগে নিদ্রা যায়, সে স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া একশত আট বার গায়ত্রী জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রহ্মচারিগণের এইরূপ ধর্ম্ম উক্ত হইল। ব্রহ্মচারী এইরূপ ধর্ম্ম যথাযথভাবে আচরণ করিলে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিবে।২৪-৩৪।

উক্তরূপে ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গুরুদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজগণ সদ্বংশজাত, শুভলক্ষণযুক্ত, সুস্বভাব-সম্পন্ন, সুন্দরী এবং গুণবতী কন্যাকে ব্রাহ্মবিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। দ্বিজগণ প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করিবে, মঙ্গলপ্রার্থী বিপ্র কখনই কোন স্থানে ঐ পঞ্চযজ্ঞ ত্যাগ করিবে না। সপিণ্ড জ্ঞাতির মরণ কিংবা জনন জন্য অশৌচ হইলে পঞ্চযজ্ঞ ত্যাগ করিবে।৩৫-৩৭।

বিপ্রো দশাহমাসীত দানাধ্যয়নবর্জ্জিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশৈব তু॥
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন সংবর্ত্তবচনং যথা॥৩৮
প্রেতস্য তু জলং দেয়ং স্নাত্বা চ গোত্রজৈর্বহিঃ।
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা॥৩৯
চতুর্থে সঞ্চয়ং কুর্য্যাৎ সর্বৈস্তু গোত্রজৈঃ সহ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে॥৪০
চতুর্থেঽহনি বিপ্রস্য ষষ্ঠে বৈ ক্ষত্রিয়স্য চ।
অষ্টমে দশমে চৈব স্পর্শঃ স্যাদ্ বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ॥৪১
জাতস্যাপি বিধির্দৃষ্ট এষ এব মনীষিভিঃ।
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি বৈশ্বদেববিবর্জ্জিতাঃ॥৪২
পুত্রে জাতে পিতুঃ স্নানং সচৈলন্তু বিধীয়তে।
মাতা শুধ্যেদ্দশাহেন স্নাতস্য স্পর্শনং পিতুঃ॥৪৩
হোমস্তত্র তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেন ফলেন চ।
পঞ্চযজ্ঞবিধানন্তু ন কার্য্যং মৃত্যু-জন্মনোঃ॥৪৪
দশাহাত্তু পরং সম্যগ্ বিপ্রোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়মশুভাত্তকরং শুভম্॥৪৫
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা॥৪৬
নানাবিধানি দ্রব্যাণি ধান্যানি সুবহূনি চ।
সমুদ্রজানি রত্নানি নরো বিগতকল্মষঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় মহতে প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্॥৪৭
গন্ধমাভরণং মাল্যং যঃ প্রযচ্ছতি ধর্ম্মবিৎ।
স সুগন্ধঃ সদা হৃষ্টো যত্র তত্রোপজায়তে॥৪৮
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় অর্থিনে চ বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে ভক্ত্যা তদ্ধবেত্তু মহৎফলম্॥৪৯
আহূয় শীলসম্পন্নং শ্রুতেনাভিজনেন চ।
শুচির্বিপ্রং মহাপ্রাজ্ঞো হব্য-কব্যেষু পূজয়েৎ॥৫০
নানাবিধানি দ্রব্যাণি রসবন্তীপ্সিতানি চ।
শ্রেয়স্কামেন দেয়ানি স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা॥৫১

ব্রাহ্মণ জনন কিংবা মরণ জন্য অশৌচ হইলে দশ দিবস অশুচি হইয়া থাকিবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিবস, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস এবং শূদ্র এক মাস অশৌচ ব্যবহারের পর শুদ্ধ হইবে, সংবর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা বাক্য জানিবে। (জ্ঞাতির মরণ হইলে দাহান্তে) স্নানের পর স্বগোত্রজ ব্যক্তিমাত্রেই তর্পণ করিবে, প্রথম দিনে, তৃতীয়, সপ্তম এবং নবম দিবসে তর্পণ করিতে হইবে। চতুর্থ দিবসে সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অস্থি) সঞ্চয় করিবে, সঞ্চয়ের পর ঐ দিবস অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, প্রথম তিন দিবস অঙ্গস্পর্শ নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ দিবসে, বৈশ্যের অষ্টম দিবসে এবং শূদ্রের দশম দিবসে অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, উহার কোন পূর্ব্ব-দিবসে অঙ্গস্পর্শ করিতে নাই। মরণ জন্য অশৌচবিষয়ে যেরূপ দিবস নির্দ্দিষ্ট হইল, জনন-অশৌচবিষয়েও ঐরূপ নিয়ম পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বৈশ্বদেব কার্য্য রহিত হইয়া দশ দিবসের পর শুদ্ধ হইবে। পুত্র জন্মাইলে পিতা বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, দশাহের পর মাতার অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তব্য, পিতার স্নানের পর অঙ্গস্পর্শ বিধেয়—এই বিধিগুলি স্থান-ভেদে জানিবে। সাগ্নিক (ব্রাহ্মণগণ) জনন-অশৌচ মধ্যে শুষ্ক অন্ন এবং ফল দ্বারা হোম করিবে, মরণ অশৌচ এবং জনন অশৌচমধ্যে পঞ্চযজ্ঞ বিহিত কার্য্য করিবে না। দশাহের পর ধর্ম্মবিদ্ ব্রাহ্মণ সম্যগ্রূপে বেদ অধ্যয়ন করিবে, অশৌচমধ্যে যে সকল অশুভ জন্মিয়াছে, তাহার ক্ষয় নিমিত্ত বিধান অনুসারে শুভজনক বস্তু দান করিবে। যে যে দ্রব্য ত্রিলোকে লোকের অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা গৃহস্থলোকের প্রিয়, সেই সকল দ্রব্য অক্ষয়ফল ইচ্ছা করত গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে।৩৮-৪৬।

নানাবিধ দ্রব্যসমূহ, বহু প্রকার বহু পরিমিত ধান্য এবং সমুদ্রজাত রত্নসমূহ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে দান করত পাপশূন্য হইয়া মনুষ্যগণ পরলোকে মহৎ সম্পদ লাভ করে। যে ধর্ম্মজ্ঞ মনুষ্য গন্ধদ্রব্য (চন্দন প্রভৃতি), অলঙ্কার এবং মাল্য প্রদান করে, সে ব্যক্তি যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াও সুগন্ধ দ্রব্য সেবন করত সর্ব্বদা হৃষ্টান্তঃকরণে কালযাপন করে। বেদজ্ঞ, সদ্বংশজাত এবং ধনপ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে যে সকল বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক দান করা হয়, তাহা মহাফলজনক হয়। পবিত্রচিত্ত

বস্ত্রদাতা সুবেশঃ স্যাদ্ রৌপ্যদো রূপমেব হি।
হিরণ্যদো মহচ্চায়ুর্লভেত্তেজশ্চ মানবঃ ॥৫২
ভূতাভয়প্রদানেন সর্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
দীর্ঘমায়ুশ্চ লভতে সুখী চৈব তথা ভবেৎ ॥৫৩
ধান্যোদকপ্রদায়ী চ সর্পির্দ্দঃ সুখমশ্নুতে।
অলঙ্কৃত্য ত্বলঙ্কারং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি তৎফলম্ ॥৫৪
ফল-মূলানি বিপ্রায় শাকানি বিবিধানি চ।
সুরভীণি চ পুষ্পাণি দত্ত্বা প্রাজ্ঞঃ স জায়তে ॥৫৫
তাম্বূলং চৈব যো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিচক্ষণঃ।
মেধাবী সুভগঃ প্রাজ্ঞো দর্শনীয়শ্চ জায়তে ॥৫৬
পাদুকোপানহৌ চ্ছত্রং শয়নান্যাসনানি চ।
বিবিধানি চ যানানি দত্ত্বা দিব্যগতির্ভবেৎ ॥৫৭

মহাপণ্ডিত ব্যক্তিগণ, সচ্চরিত্র অথচ বেদাধ্যয়ননিরত এবং প্রখ্যাতকুলজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় অন্ন), কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দেয় অন্ন) দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন।৪৭-৫১

উত্তম রসযুক্ত, (দর্শন করিলে) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে—এতাদৃশ নানাবিধ দ্রব্য সমস্ত, অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া মঙ্গলপ্রার্থী মনুষ্য দান করিবে। যে ব্যক্তি বস্ত্র দান করে, সে জন্মান্তরে সুবেশ হয়, রৌপ্যদাতা রূপবান্ হয়, সুবর্ণদাতা দীর্ঘ আয়ু এবং অতিশয় তেজ লাভ করে। প্রাণিগণকে অভয়দান করিলে সকল অভীষ্ট লাভ হয়, দীর্ঘায়ু এবং সুখী হয়। ধান্য, জল এবং ঘৃত দান করিলে সুখ ভোগ করে। যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া অলঙ্কার দান করে, তবে সে জন্মান্তরে অলঙ্কার লাভ করে। যে ব্যক্তি ফল, মূল, নানা প্রকার শাক এবং সুগন্ধি পুষ্প দান করে, সে জন্মান্তরে পণ্ডিত হয়। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাম্বুল দান করে, সে মেধাবী, ভাগ্যবান্ পণ্ডিত এবং সুন্দর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কাষ্ঠ-পাদুকা, চর্ম্ম-পাদুকা, ছত্র, শয্যা, আসন এবং নানাবিধ যান দান করিলে পর দিব্য গতি লাভ করে। যে ব্যক্তি শীতকালে যত্নপূর্ব্বক অগ্নি এবং কাষ্ঠরাশি প্রদান করে, সে শরীরে অগ্নির তুল্য

দদ্যাচ্চ শিশিরে ত্বগ্নিং বহুকাষ্ঠং প্রযত্নতঃ।
কায়াগ্নিদীপ্তিং প্রাজ্ঞত্বং রূপ-সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৮
ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণাং রোগশান্তয়ে।
দত্ত্বা স্যাদ্ রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ ॥৫৯
ইন্ধনানি চ যো দদ্যাদ্ বিপ্রেভ্যঃ শিশিরাগমে।
নিত্যং জয়তি সংগ্রামে শ্রিয়া যুক্তস্তু দীপ্যতে ॥৬০
অলঙ্কৃত্য তু যঃ কন্যাং বরায় সদৃশায় বৈ।
ব্রাহ্মীয়েণ বিবাহেন দদ্যাত্তাস্তু সুপূজিতাম্ ॥৬১
স কন্যায়াঃ প্রদানেন শ্রেয়ো বিন্দতি পুষ্কলম্।
সাধুবাদং লভেৎ সদ্ভিঃ কীর্ত্তিং প্রাপ্নোতি পুষ্কলাম্ ॥৬২
জ্যোতিষ্টোমাদিসত্রাণাং শতং শতগুণীকৃতম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো দত্ত্বা হোমমন্ত্রৈস্তু সংস্কৃতাম্ ॥৬৩

দীপ্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং রূপসৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রোগিগণকে রোগশান্তি-নিমিত্ত ঔষধ, তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং পথ্য প্রদান করে, সে কদাচ রোগী হয় না, সুখী এবং দীর্ঘায়ু হয়।৫২-৫৯।

শীতকালে ব্রাহ্মণগণকে যে ব্যক্তি বহুতর কাষ্ঠ প্রদান করে, সে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদিন জয়লাভ করে এবং জন্মান্তরে সম্পত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপযুক্ত বরপাত্রে অলঙ্কৃত করিয়া ব্রাহ্ম বিবাহরীতি অনুসারে অর্চ্চিত কন্যা যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে কন্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা অসাধারণ মঙ্গল, সজ্জনবর্গের সাধুবাদ এবং অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করে। হোমমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পর, মনুষ্য জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি শত শত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং আসন দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করিলে পিতা স্বর্গলাভ করে এবং দেবাদিগণের মধ্যে মান্য হয়।৬০-৬৪।

(যেরূপ বয়সে কন্যার গাত্রে লোম দেখা যায়—সেইরূপ বয়ঃক্রম হইলে, ঐ কন্যাকে চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ উপভোগ করেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে বহ্নি উপভোগ করেন। (এইস্থলে দৈহিক উপভোগের কোন প্রশ্ন নাই, পরন্তু ইঁহারা তৎ তৎ অঙ্গে অধিষ্ঠানরূপ ভোগ করেন।) অষ্টম বৎসরবয়স্কা অবিবাহিতকন্যা গৌরী, নবম বর্ষবয়স্কা

অলঙ্কৃত্য পিতা কন্যাং ভূষণাচ্ছাদনাসনৈঃ।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি পূজিতস্তু সুরাদিষু ॥৬৪
রোমদর্শনসংপ্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তেহথ কন্যকাম্।
রজোদৃষ্ট্বা তু গন্ধর্বঃ কুচৌ দৃষ্ট্বা তু পাবকঃ ॥৬৫
অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥৬৬
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥৬৭
তস্মাদ্ বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্ত্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোহষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে ॥৬৮
তৈলমাস্তরণং প্রাজ্ঞঃ পাদাভ্যঙ্গং দদাতি যঃ।
প্রহৃষ্টমানসো লোকে সুখী চৈব সদা ভবেৎ ॥৬৯
অনড্বাহৌ চ যো দদ্যাৎ কীলসীরেণ সংযুতৌ।
অলঙ্কৃত্য যথাশক্ত্যা ধুর্ব্বহৌ শুভলক্ষণৌ ॥৭০
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সর্বকামসমন্বিতঃ।
বর্ষাণি বসতে স্বর্গে রোমসংখ্যাপ্রমাণতঃ ॥৭১

ধেনুশ্চ যো দ্বিজে দদ্যাদলঙ্কৃত্য পয়স্বিনীম্।
কাংস্য-বস্ত্রাদিভির্যুক্তাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭২
ভূমিং শস্যবতীং শ্রেষ্ঠাং ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
গাং দত্ত্বার্দ্ধপ্রসূতাঞ্চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭৩
অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥৭৪
যাবন্তি শস্যমূল্যানি আরোপ্যাণি চ সর্বশঃ।
নরস্তাবন্তি বর্ষাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭৫
সর্বেষামেব দানানামেকজন্মানুগং ফলম্।
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥৭৬
যো দদাতি স্বর্ণ-রৌপ্যৈর্হেমশৃঙ্গীমরোগিণীম্।
সবৎসাং বাসসা বীতাং সুশীলাঙ্গাং পয়স্বিনীম্ ॥৭৭
তস্যাং যাবন্তি রোমাণি সবৎসায়াং দিবং গতঃ।
তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি স নরো ব্রাহ্মণোহন্তিকে ॥৭৮

রোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। সেইহেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টমবর্ষে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত জানিবে। (মর্দ্দনার্থ) তৈল, বসিবার আসন এবং পাদপ্রক্ষালন করিবার জল যে ব্যক্তি দান করে, সে ইহলোকে হৃষ্টচিত্ত এবং সুখী হইয়া সর্ব্বদা কালযাপন করে। যে ব্যক্তি লাঙ্গলসংযুক্ত করিয়া এবং যথাশক্তি অলঙ্কৃত করিয়া, শকট প্রভৃতি বহন করিতে সমর্থ এবং শুভলক্ষণযুক্ত বৃষদ্বয় দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বৃষের রোমসংখ্যা-পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে।৬৫-৭১।

যে ব্যক্তি কাংস্য ক্রোড় এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দুগ্ধবতী ধেনু (সবৎসা গাভী) দ্বিজগণকে দান করে, সে স্বর্গে সম্মানের সহিত বাস করে। শস্যবতী উর্ব্বরা ভূমি এবং অর্দ্ধপ্রসূতা গাভী—বেদপারগ ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি দান করে, সে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া বাস করে। অগ্নির প্রথম অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং গো সমস্ত সূর্য্যদেবের অপত্য; যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো এবং পৃথিবী দান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল—এই ত্রিলোকদানের ফলভাগী হয়। যতগুলি শস্য এবং মূল দান করে, তাবৎ পরিমিত বৎসর স্বর্গধামে বাস করে। সকল দ্রব্য দানের ফল একজন্মে ভোগ করে, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা এই তিন বস্তু দানের ফল সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত ভোগ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা হেম দ্বারা যাহার শৃঙ্গদ্বয় শোভিত হইয়াছে—এতাদৃশ, রোগশূন্য, বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত, সুন্দরী, সুচরিত্রা বৎসযুক্তা এবং দুগ্ধবতী গাভী দান করে, সেই সবৎসা গাভীর অঙ্গে যত সংখ্যক রোম থাকে, তাবৎ সহস্র বৎসর স্বর্গগত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে বাস করে। যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক বৃষযুক্ত গাভী প্রদান করে, সে কেবল গাভীদানের পুণ্যের দশগুণ

যো দদাতি বলীবর্দ্দমুক্তেন বিধিনা শুভম্ ।
অব্যঙ্গং গোপ্রদানেন ফলাদ্দশগুণং ফলম্ ॥৭৯
জলদস্তৃপ্তিমতুলাং বিতৃষ্ণ সর্ববস্তুষু ।
অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ববস্তুষু ॥ ৮০
সর্বেষামেব দানানামন্নদানং পরং স্মৃতম্ ।
সর্বেষামেব জন্তূনাং যতস্তজ্জীবিতং ফলম্ ॥৮১
যস্মাদন্নাৎ প্রজাঃ সর্বাঃ কল্পে কল্পেহসৃজৎ প্রভুঃ ।
তস্মাদন্নাৎ পরং দানং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥৮২
অন্নদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নহি কিঞ্চন ।
অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥৮৩
মৃত্তিকাং গোশকৃদ্দর্ভানুপবীতং যথোত্তরম্ ।
দত্ত্বা গুণাগ্র্যবিপ্রায় কুলে মহতি জায়তে ॥৮৪
সুখবাসঞ্চ যো দদ্যাদ্দন্তধাবনমেব চ ।
শুচিগন্ধসমাযুক্তো বাক্পটুঃ স সদা ভবেৎ ॥৮৫ ।
পাদশৌচন্তু যো দদ্যাত্তথা চ গুদ-লিঙ্গয়োঃ ।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রায় শুদ্ধবুদ্ধিঃ সদা ভবেৎ ॥৮৬
ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্ ।
যঃ প্রযচ্ছতি রোগিভ্যঃ সর্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥৮৭
গুড়মিক্ষুরসঞ্চৈব লবণং ব্যঞ্জনানি চ ।
সুরভীণি চ পানানি দত্ত্বাত্যন্তসুখী ভবেৎ ॥৮৮
দানৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যক্ পুণ্যমেতদুদাহৃতম্ ।
বিদ্যাদানেন পুণ্যেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৮৯
অন্যোন্যান্নপ্রদা বিপ্রা অন্যোন্যপ্রতিপূজকাঃ ।
অন্যোন্যং প্রতিগৃহ্নন্তি তারয়ন্তি তরন্তি চ ॥৯০
দানান্যেতানি দেয়ানি হ্যন্যানি চ বিশেষতঃ ।
দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥৯১
ব্রহ্মচারি-যতিভ্যশ্চ বপনং যস্তু কারয়েৎ ।
নখকর্ম্মাদিকঞ্চৈব চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥৯২
দেবাগারে দ্বিজাতীনাং দীপং দদ্যাচ্চতুষ্পথে ।
মেধা-বিজ্ঞানসম্পন্নশ্চক্ষুষ্মান্ জায়তে নরঃ ॥৯৩
নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে তিলান্ দত্ত্বা তু শক্তিতঃ ।
প্রজাবান্ পশুমাংশ্চৈব ধনবান্ জায়তে নরঃ ॥৯৪

অধিক ফলপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি জল দান করে, সকল বস্তুতে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া সে অতুল তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি অন্ন দান করে, সে সকল বস্তু ভোগজাত তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় ।৭২-৮০।

সকল দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্নদান করে, সকল প্রাণী হইতে তাহার জীবন সফল হয়। সকল কল্পে ব্রহ্মা যে অন্ন হইতে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠদান হয় নাই, হবেও না। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ন হইতে সমস্ত প্রাণী জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং ঐ অন্ন দ্বারা সকল প্রাণী জীবন ধারণ করিতেছে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। মৃত্তিকা, গোময়, দর্ভ এবং যজ্ঞোপবীত ঐ সকল উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ, ইহা যে ব্যক্তি—গুণবান্ ব্যক্তিকে দান করে, সে মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি মুখের সুগন্ধিজনক দ্রব্য এবং দন্তধাবন দান করে, সে ব্যক্তি গাত্রে সুগন্ধযুক্ত এবং বাক্পটু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পাদশৌচার্থ জল এবং মৃত্তিকা কিম্বা পায়ু ও লিঙ্গশৌচের জল এবং মৃত্তিকা প্রদান করে, তাহার সর্ব্বদা পবিত্র বুদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি রোগিগণকে ঔষধ, পথ্য, খাদ্য দ্রব্য, স্নেহদ্রব্য—ঘৃত, তৈল প্রভৃতি এবং আশ্রয় প্রদান করে, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দনাদি করিয়ে দেয় সে সকল ব্যাধিশূন্য হয়। গুড়, ইক্ষুরস, লবণ, ব্যঞ্জন এবং সুগন্ধপানীয় দ্রব্য দান করিলে অত্যন্ত সুখী হয় ।৮১-৮৮।

নানাপ্রকার বস্তুদানে যে সকল ফল হয়, তাহা উক্ত হইল। বিদ্যাদানজাত পুণ্য দ্বারা ব্রহ্মলোকে বাস হয়। ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরকে অন্নদান করিয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও প্রতিপূজা করিয়া ও প্রতিগ্রহ করিয়া আপনিও উদ্ধার হন এবং পরকেও উদ্ধার করেন। মঙ্গলপ্রার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, দরিদ্র, অন্ধ, ক্ষুদ্র ব্যক্তি প্রভৃতিকে যে সকল বস্তু দাতব্য বলিয়া কথিত হইল, এ সকল দ্রব্য এবং অন্যান্য নানাবিধ বস্তু দান করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী এবং যতিগণের কেশ, নখ, লোম বপন করিয়া দেয়, সে উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে ব্যক্তি দেবমন্দির, দ্বিজগৃহে এবং রাজপথে দীপ প্রদান করে,

যো দদাত্যর্থিতো বিপ্রো যত্তৎ সংপ্রতিপাদিতে।
তৃণকাষ্ঠাদিকঞ্চৈব গোপ্রদানসমং ভবেৎ ॥৯৫
কৃত্বা গার্হ্যাণি কর্মাণি স্বাভর্য্যাপোষণে নরঃ।
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৯৬
উষিত্বৈবং গৃহে বিপ্রো দ্বিতীয়াদাশ্রমাৎ পরম্।
বলীপলিতসংযুক্তস্তৃতীয়স্তু সমাশ্রয়েৎ ॥৯৭
গচ্ছেদেবং বনং প্রাজ্ঞঃ স্বভার্য্যাং সহচারিণীম্।
গৃহীত্বা চাগ্নিহোত্রঞ্চ হোমং তত্র ন হাপয়েৎ ॥৯৮
কুর্য্যাচ্চৈব পুরোডাশং বন্যৈর্মেধ্যৈর্যথাবিধি।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাচ্ছাক-মূল-ফলানি চ ॥৯৯
কুর্য্যাদধ্যয়নং নিত্যমগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।
ইষ্টিং পার্বায়ণীয়াঞ্চ প্রকুর্য্যাৎ প্রতিপর্বসু ॥১০০
উষিত্বৈবং বনে সম্যগ্ বিধিজ্ঞঃ সর্ববস্তুষু।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেদ্ ধুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০১
অগ্নিমাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ।
বেদাভ্যাসরতো নিত্যমাত্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥১০২
অষ্টৌ ভিক্ষাঃ সমাদায় স মুনিঃ সপ্ত পঞ্চ বা।
অদ্ভিঃ প্রক্ষাল্য তৎসর্বং ভুঞ্জীত চ সমাহিতঃ ॥১০৩
অরণ্যে নির্জ্জনে বিপ্রঃ পুনরাসীত ভুক্তবান্।
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং মনো-বাক্-কায়সংযতঃ ॥১০৪

সেই মনুষ্য মেধা ও শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত হয় এবং উত্তম চক্ষুষ্মান্ হয়। যে মনুষ্য নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্যকর্ম্মে যথাশক্তি তিল দান করে, সে পুত্র, পশু ও বললাভ করে। যে ব্যক্তি প্রার্থিত হইয়া বিপ্রগণকে প্রার্থনার অনুরূপ তৃণ, কাষ্ঠপ্রভৃতি দান করে, সে গোদান তুল্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সাধ্বী ভার্য্যা প্রতিপালন-নিমিত্ত নিন্দনীয় কার্য্যসমূহ করিয়াও কেবল ঋতুকালে অভিগমন করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ উক্ত নিয়ম-অনুসারে গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম (গৃহস্থাশ্রমের কার্য্য) নির্ব্বাহ করত স্বশরীরের চর্ম লোল এবং কেশরাশি শ্বেতবর্ণ হইলে বানপ্রস্থ-আশ্রম আশ্রয় করিবে। স্বদেহ জরাযুক্ত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি (বনগমন অভিলাষিণী) নিজ ভার্য্যা এবং অগ্নিহোত্র সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবে,—বনগমন করিয়াও হোম ত্যাগ করিবে না। বনগমন করিয়া পবিত্র বন্য ফলসমূহ দ্বারা যথানিয়মে পুরোডাশ যজ্ঞ করিবে, শাক, মূল এবং বন্য ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষুকগকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। অগ্নিহোত্রী হইয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে এবং প্রতি পর্ব্বদিনে পর্ব্বকর্ত্তব্য যজ্ঞ করিবে। উক্ত নিয়ম অনুসারে বানপ্রস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া সকল বস্তুর নিয়মজ্ঞ হইলে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করত ভিক্ষুক-আশ্রম অবলম্বন করিবে। ৮৯-১০১।

আত্মাতে অগ্নি অর্পণ করিয়া অর্থাৎ নিরগ্নি হইয়া দ্বিজগণ প্রবজ্যা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিদিন বেদপাঠ করত ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিবে। সেই ভিক্ষুকাশ্রমী মুনি অষ্টগ্রাস কিংবা সপ্তগ্রাস অথবা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা গ্রহণ করত ভিক্ষাহৃত দ্রব্য সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিয়া সমাহিত চিত্তে ভোজন করিবে। চতুর্থাশ্রমী বিপ্র ভোজন অবসানে নির্জ্জন অরণ্যে একাকী উপবেশন করিয়া মন, বাক্য এবং কায় সংযত করিয়া পরব্রহ্ম চিন্তা করিবে। ১০১-১০৪।

কোন প্রকারে মৃত্যুও প্রার্থনা করিবে না এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ রাখিবে না, যতদিন আয়ু অবশিষ্ট থাকে—ততদিন কালপ্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। বেদশাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ জাতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া যথাশাস্ত্র নিয়ম অনুসারে চারি আশ্রম সেবা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে সকল আশ্রমের নিয়মাবলী উক্ত হইল। অনন্তর পাপসমূহের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিবে। ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অশীতিরতিপরিমিত সুবর্ণ চৌর্য্যকারী, এবং গুরুতল্প-গমনকারী (বিমাতৃগমনকারী) এই চারিজন মহাপাতকী জানিবে, ইহাদিগের সংসর্গকারী যে মনুষ্য, সেও পঞ্চম মহাপাতকী। ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাতকী বল্কল পরিধান করিয়া মস্তকে জটাধারণ করত কোন বিশেষ চিহ্ন লইয়া বনগমন করিবে এবং সকল বাসনা পরিত্যাগ করত কেবল

মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন।
কালমেব প্রতীক্ষেত যাবদায়ুঃ(ক) সমাপ্যতে ॥১০৫
সংসেব্য চাশ্রমান্ বিপ্রো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বেদশাস্ত্রার্থবিদ্ দ্বিজঃ ॥১০৬
আশ্রমেষু চ সর্বেষু হ্যুক্তঃ প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ।
অথাভিবক্ষ্যে পাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥১০৭
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনস্ত্বেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥১০৮
ব্রহ্মঘ্নস্তু বনং গচ্ছেৎ বল্কবাসা জটী ধ্বজী।
বন্যান্যেব ফলান্যশ্নন্ সর্বকামবিবর্জিতঃ ॥১০৯
ভিক্ষার্থী চ চরেদ্ গ্রামং বন্যৈর্যদি ন জীবতি।
চাতুর্বর্ণ্যং চরেদ্ভৈক্ষ্যং খট্টাঙ্গী সংযতঃ পুমান্ ॥১১০
ভৈক্ষ্যঞ্চৈব সমাদায় বনং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বনবাসী সপাপশ্চ সদাকালমতন্দ্রিতঃ ॥১১১
খ্যাপয়ন্নেব তৎপাপং ব্রহ্মঘ্নঃ পাপকৃন্নরঃ।
অনেন তু বিধানেন দ্বাদশাব্দব্রতঞ্চরেৎ ॥১১২
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রহ্মহত্যাপনোদায় ততো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥১১৩
অতঃপরং সুরাপস্য প্রবক্ষ্যামি বিনিষ্কৃতিম্।
শ্রোতুমিচ্ছত ভো বিপ্রা! বেদশাস্ত্রানুরূপিকাম্ ॥১১৪
গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
যথৈবৈকা তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজৈঃ সদা ॥১১৫
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তাং পিবেত্তৎপাপমোক্ষকঃ।
গোমূত্রমগ্নিবর্ণঞ্চ গোময়ং বা তথাবিধম্ ॥১১৬

বন্য ফলসমূহ ভোজন করিবে। যদি বন্যফল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, ভিক্ষা করিতে গ্রামে গমন করিবে। ঐ পুরুষ একটী খট্টাঙ্গ চিহ্ননিমিত্ত ধারণ করত সংযতভাবে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বনে গমন করিবে এবং সেই পাপিষ্ঠ সকল সময় নিরালস্য হইয়া কালযাপন করিবে। 'আমি ব্রহ্মহত্যা পাপ করিয়াছি'—ইহা সর্ব্বদা লোকের নিকট প্রকাশ করত উক্ত নিয়ম অনুসারে দ্বাদশ বৎসর ব্রত করিবে। ইন্দ্রিয়বর্গ নিগ্রহ করিয়া সকল প্রাণীর হিতচেষ্টা করত ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপক্ষয়নিমিত্ত ব্রত করিলে, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অতঃপর সুরাপায়ীর পাপমোচনের বেদশাস্ত্র নির্দিষ্ট উপায় বলিতেছি, হে ব্রাহ্মণগণ! তাহা শ্রবণ কর। গৌড়ী, পৈষ্টী (তণ্ডুল হইতে জাত), মাধ্বী (মহুলা পুষ্পের রস হইতে উৎপন্ন)—এই তিন প্রকার সুরা জানিবে, গৌড়ী সুরা যেরূপ পাপজনক, সেইরূপ অন্য দুই প্রকার সুরাও জানিবে; অতএব দ্বিজগণ কদাচ এই তিন প্রকার সুরা পান করিবে না। ১০৫-১১।

সুরাপায়ী দ্বিজ সেই পাপ হইতে মুক্তি-ইচ্ছুক হইয়া তপ্ত সুরা পান করিবে, অথবা অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান কিংবা তাদৃশ গোময় ভক্ষণ, অতিশয় তপ্ত ঘৃত এবং দুগ্ধপান করিবে। এক বৎসর ব্যাপিয়া সকল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তণ্ডুল প্রভৃতির কণামাত্র ভোজন করত সুরাপায়ী তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে; উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে সুরাপান জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। সুরাপায়ী ব্যক্তির উক্ত প্রকার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মদ্যভাণ্ডস্থিত জল পান করিলে দ্বিজগণের পুনর্ব্বার সংস্কার করিতে হইবে। সুবর্ণ চুরি করিয়া ঐ চোর যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, রাজাকে জানাইবে (আমি এতৎপরিমিত সুবর্ণ চুরি করিয়াছি), নৃপতি তাহা জ্ঞাত হইয়া মুষল লইয়া সুবর্ণচোরকে আঘাত করিবেন। যদি সেই চোর আহত হইয়া জীবিত থাকে, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে কিংবা বনগমন করিয়া বল্কল পরিধান করত ব্রহ্মহত্যা বিষয়ে উক্ত যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা করিবে। ১১৬-২১।

অথবা লৌহময়ী স্ত্রীলোকের একটী আকৃতি প্রস্তুত করত তাহাকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া সম্যগ্রূপে আলিঙ্গন করিবে, সুবর্ণচোরের এ শকল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে, সংবর্ত্ত মুনির ইহা অভিপ্রায়। গুরুতল্পে শয়ন (অর্থাৎ বিমাতৃগমন) করিয়া দ্বিজগণ লৌহময় একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করিবে, অথবা চারিটী কিংবা তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে

(ক) যাবজ্জীবায়ুঃ—পা

ঘৃতঞ্চৈব সুতপ্তঞ্চ ক্ষীরং বাপি তথাবিধম্।
বৎসরং বা কণানশ্নন্ সর্বকামবিবর্জ্জিতঃ ॥১১৭
চান্দ্রায়ণানি বা ত্রীণি সুরাপী ব্রতমাচরেৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি ॥১১৮
এবং শুদ্ধিঃ সুরাপস্য ভবেদিতি ন সংশয়ঃ।
মদ্যভাণ্ডোদকং পীত্বা পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥১১৯
স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য রাজ্ঞে শংসেত মানবঃ।
ততো মুষলমাদায় স্তেনং হন্যাত্ততো নৃপঃ ॥১২০
যদি জীবতি স স্তেনস্ততঃ স্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে।
অরণ্যে চীরবাসা বা চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥১২১
সমালিঙ্গেৎ স্ত্রিয়ং বাপি দীপ্তাং কৃত্বায়সা কৃতাম্।
এবং শুদ্ধিঃ কৃতা স্তেয়ে সংবর্ত্তবচনং যথা ॥১২২
গুরুতল্পে শয়ানস্তু তল্পে স্বপ্যাদয়োময়ে।
চান্দ্রায়ণানি বা কুর্য্যাচ্চত্বারি ত্রীণি বা দ্বিজঃ ॥
ততো বিমুচ্যতে পাপাৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে সতি ॥১২৩

এভিঃ সম্পর্কমায়াতি যঃ কশ্চিৎ পাপমোহিতঃ।
ষণ্মাসাদধিকং বাপি পূর্বোক্তব্রতমাচরেৎ ॥১২৪
মহাপাতকিসংযোগে ব্রহ্মহত্যাদিভির্নরঃ।
তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং তস্য তস্য ব্রতঞ্চরেৎ ॥১২৫
ক্ষত্রিয়স্য বধং কৃত্বা ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যতি।
কুর্য্যাচ্চৈবানুরূপেণ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি সংযতঃ ॥১২৬
বৈশ্যহত্যাস্তু সংপ্রাপ্তঃ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত স নরো বৈশ্যঘাতকঃ ॥১২৭
কুর্য্যাচ্ছূদ্রবধং প্রাপ্তস্তপ্তকৃচ্ছ্রং যথাবিধি ॥১২৮
গোঘ্নস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি নিষ্কৃতিং তত্ত্বতঃ পুমান্।
গোঘ্নঃ কুর্ব্বীত সংস্থানং গোষ্ঠে গোরূপসংস্থিতে ॥১২৯
তত্রৈব ক্ষিতিশায়ী স্যান্মাসার্দ্ধং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শক্তু-যাবক-পিণ্যাক-পয়ো-দধি সকৃন্নরঃ ॥১৩০
এতানি ক্রমতোঽশ্নীয়াদ্ দ্বিজস্তু পাপমোক্ষকঃ।
শুধ্যতে সার্দ্ধমাসেন নখ-লোমবিবর্জ্জিতঃ ॥১৩১

পর গুরুতল্পগমন জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে কোন পাপমুক্ত ব্যক্তি যদি ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতির সহিত ছয় মাস কিংবা তাহার অধিক কাল যাজন প্রভৃতি সংসর্গ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতি মহাপাতকিগণের সংসর্গ করিলে মনুষ্য সেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইবে, অতএব ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতির সংসর্গজন্য পাপক্ষয় নিমিত্ত ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপবিষয়ে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষত্রিয় বধ করিয়া তিনটী কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, সংযত হইয়া পুনর্ব্বার তিনটি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অজ্ঞান-মুগ্ধ হইয়া যদি কোন প্রকারে বৈশ্যহত্যা করে, তবে সেই বৈশ্যঘাতী মনুষ্য কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। যদি শূদ্র বধ করে, যথানিয়মে তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ১২২-২৮।

গোহত্যা পাপের নিষ্কৃতি বলিতেছি—গোহত্যাকারী পাপী দ্বিজ ইন্দ্রিয়সংযম করত গোসমূহযুক্ত গোষ্ঠে মাসার্দ্ধ ব্যাপিয়া ভূমিশায়ী হইবে, তদনন্তর একমাস শক্তু, যাবক (যাউ), পিণ্যাক (তিলকল্ক), দুগ্ধ, দধি এবং গোময় এসকল দ্রব্য ক্রমান্বয়ে ভোজন করিবে; নখ, লোম এবং কেশ শিখা পর্য্যন্ত বপন করিয়া ব্রত করিলে পর শুদ্ধ হইবে। ১২৯-৩১

ত্রিষবণ স্নান, নিত্য গোসমূহের অনুগমন করত মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া এই ব্রত করিবে এবং যথাশক্তি নিত্য গায়ত্রী জপ কবিতে হইবে ও পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে। উক্ত ব্রত সমাপন হইলে পর, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া একটী গাভী ব্রতের দক্ষিণা প্রদান করিবে। যদি বন্ধন কিংবা রোধ করিয়া বহু গোহত্যা একব্যক্তি করে, তবে গোহত্যা প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। যদি দৈবাধীন বহুজন একটী গোহত্যা করে, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হইয়া গোহত্যা-পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক এক পাদ (চতুর্থভাগ) ব্রত করিবে। অঙ্কিত করা কিংবা গো-চিকিৎসা করিতে অথবা গর্ভস্থ মৃত সন্তান নিঃসৃত হইতেছে না এমত অবস্থায় ঐ গর্ভ মোচন করাইতে যাইয়া যদি গোহত্যা হয়, তবে ঐ সকল কার্য্যকরী ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে না। রাত্রিকালে বন্ধন কিংবা সর্পাঘাত, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষণ, গৃহদাহ এবং অন্য কোন বিঘ্ন দ্বারা গোহত্যা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। আটকাইয়া রাখিবার ফলে গরুর প্রাণহানি

স্নানং ত্রিষবণং চাস্য গবামনুগমস্তথা।
এতৎ সমাহিতঃ কুর্য্যান্নরো বিগতমৎসরঃ ॥১৩২
ততশ্চীর্ণব্রতঃ কুর্য্যাদ্ বিপ্রাণাং ভোজনং পরম্ ॥১৩৩
সাবিত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ।
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু গাঞ্চ দদ্যাৎ সদক্ষিণাম্ ॥১৩৪
ব্যাপাদিতেষু বহুষু বন্ধনে রোধনেঽপি বা।
দ্বিগুণং গোব্রতং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥১৩৫
একা চেদ্ বহুভিঃ কৈশ্চিদ্দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা ক্বচিৎ।
পাদং পাদন্তু হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১৩৬
যন্ত্রণে গোচিকিৎসার্থে মূঢ়গর্ভবিমোচনে।
যদি তত্র বিপত্তিঃ স্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে ॥১৩৭
নিশাবন্ধনিরুদ্ধেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ।
অগ্নিবিদ্যুন্নিপাতেন প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১৩৮
প্রায়শ্চিত্তস্য পাদন্তু রোধেষু ব্রতমাচরেৎ।
দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চৈব পাদোনং কুট্টনে তথা ॥১৩৯
পাষাণৈর্ল্লগুড়ৈর্দ্দণ্ডৈস্তথা শস্ত্রাদিভির্নরঃ।
নিপাতনে চরেৎ সর্ব্বং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥১৪০

গজঞ্চ তুরগং হত্বা মহিষোষ্ট্রকপিস্তথা।
এষু কুর্বীত সর্বেষু সপ্তরাত্রমভোজনম্ ॥১৪১
ব্যাঘ্রং শ্বানং তথা সিংহমৃক্ষং শূকরমেব চ।
এতান্ হত্বা দ্বিজঃ কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥১৪২
সর্বাসামেব জাতীনাং মৃগাণাং বনচারিণাম্।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্ বৈ জাতবেদসম্ ॥১৪৩
হংসং কাকং বলাকাঞ্চ পারাবতমথাপি বা।
সারসঞ্চাষভাসঞ্চ হত্বা ত্রিদিবসং ক্ষিপেৎ ॥১৪৪
চক্রবাকং তথা ক্রৌঞ্চং সারিকাশুকতিত্তিরিম্।
শ্যেন-গৃধ্রাবুলূকঞ্চ কপোতকমথাপি বা ॥১৪৫
টিট্টিভং জালপাদঞ্চ কোকিলং কুক্কুটং তথা।
এবং পক্ষিষু সর্বেষু দিনমেকমভোজনম্ ॥১৪৬
মণ্ডূকঞ্চৈব হত্বা চ সর্প-মার্জ্জার-মূষিকম্।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তিষ্ঠেৎ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥১৪৭
অনস্থীন্ ব্রাহ্মণো হত্বা প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
অস্থিমতো বধে বিপ্রঃ কিঞ্চিদ্দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥১৪৮

হইলে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের একপাদ ব্রত করিবে এবং বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য গোবধ প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ (অর্দ্ধ) ব্রত করিবে, যদি গোশরীরের কোন স্থান ছেদন করে, তাহাতে গোবধ প্রায়শ্চিত্তের ত্রিপাদ ব্রত করিবে। ১৩২-৩৯।

প্রস্তর, মুদ্গর, দণ্ড এবং খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা গোহত্যা করিলে, পূর্ব্বকথিত সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। হস্তী, ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র (উট) এবং বানর, এ সকল জন্তু হত্যা করিলে সপ্তরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্যাঘ্র, কুক্কুর, সিংহ, ভল্লুক এবং শূকর এ সকল জন্তু হত্যা করিলে কৃচ্ছ সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বনচর সকল জাতীয় মৃগ বধ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া জাতবেদসমন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। হংস, কাক, বকশ্রেণী, পারাবত, সারস, চাষ (স্বর্ণচূড় পক্ষিবিশেষ), এবং ভাস—এ সকল পক্ষী হত্যা করিলে তিন দিবস উপবাস দ্বারা যাপন করিবে। ১৪০-৪৪।

চক্রবাক, ক্রৌঞ্চ, সারিকা (সালিক), শুক, তিত্তিরি, শ্যেন (শিকরা), গৃধ্র (গৃধিনী), পেচক, কপোত, টিট্টিভ, জালপাদ, কোকিল, কুক্কুট—এ সকল পক্ষী হত্যা করিলে এক দিবস উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। মণ্ডূক (ভেক), সর্প, বিড়াল এবং মূষিক (ইন্দুর) এ সকল জন্তু হত্যা করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। অস্থিশূন্য কীট (মশক প্রভৃতি) হত্যা করিয়া ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধ হইবে, অস্থিবিশিষ্ট প্রাণী হত্যা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রাণীর তারতম্য অনুসারে কিঞ্চিৎ দান করিবে। ১৪৫-৪৮।

কামপীড়িত হইয়া যে দ্বিজ কোনরূপে চণ্ডালকন্যা গমন করে, সে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র করিবে। ইচ্ছাবশতঃ হউক অথবা ইচ্ছা না থাকুক পুক্কসী গমন করিলে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত ঐ পাপের প্রধান প্রায়শ্চিত্ত। নটী, শৈলূষী (নটী বিশেষ), রজক-স্ত্রী, বেণুজীবিনী (ডোম জাতির কন্যা), চর্ম্মজীবিনীর কন্যা, এ সকল স্ত্রী গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে, (এ প্রায়শ্চিত্ত একবার) অজ্ঞানপূর্ব্বক গমন বিষয়ে

চাণ্ডালীং যো দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্ব্বকৈঃ ॥১৪
পুক্কসীগমনং কৃত্বা কামতোঽকামতোঽপি বা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং তস্য পাবনং পরমং স্মৃতম্ ॥১৫০
নটীং শৈলুষিকীঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনীম্।
গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তথা চর্মোপজীবিনীম্ ॥১৫১
ক্ষত্রিয়ামথ বৈশ্যাং বা গচ্ছেদ্ যঃ কামমোহিতঃ।
তস্য সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ভবেৎ পাপাপনোদকম্ ॥১৫২
শূদ্রীং তু ব্রাহ্মণো গত্বা মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
গোমূত্র-যাবকাহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৫৩
বিপ্রস্তু ব্রাহ্মণীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়ো গত্বা তদেব ব্রতমাচরেৎ ॥১৫৪
নরো গোগমনং কৃত্বা কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥১৫৫
গুরোর্দুহিতরং গত্বা স্বসারং পিতুরেব চ।
তস্যা দুহিতরঞ্চৈব চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥১৫৬
মাতুলানীং সনাভিঞ্চ মাতুলস্যাত্মজাং স্নুষাম্।
এতা গত্বা স্ত্রিয়ো মোহাৎ পরাকেন বিশুধ্যতি ॥১৫৭

পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যান্নান্যা নিষ্কৃতির্ন চ ॥১৫৮
পিতৃদারান্ সমারুহ্য মাতৃবর্জ্জং নরাধমঃ।
ভগিনীং মাতুলসুতাং স্বসারং চান্যমাতৃজাম্ ॥
এতাস্তিস্রঃ স্ত্রিয়ো গত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥১৫৯
মাতরং যোঽধিগচ্ছেচ্চ সুতাং বা পুরুষাধমঃ।
ভগিনীঞ্চ নিজাং গত্বা নিষ্কৃতির্নো বিধীয়তে ॥১৬০
কুমারীগমনে চৈব ব্রতমেতৎ সমাদিশেৎ।
পশু-বেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ॥১৬১
সখিভার্য্যাং কুমারীঞ্চ শ্বশ্রূং বা শ্যালিকাং তথা।
নিয়মস্থাং ব্রতস্থাঞ্চ যোঽভিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং দ্বিজঃ।
স কুর্য্যাৎ প্রাকৃতং কৃচ্ছ্রং ধেনুং দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ॥১৬২
রজস্বলাঞ্চ যো গচ্ছেদ্ গর্ভিণীং পতিতাং তথা।
তস্য পাপবিশুদ্ধ্যর্থমতিকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥১৬৩
বৈশ্যাঞ্চ ব্রাহ্মণো গত্বা কৃচ্ছ্রমেকং সমাচরেৎ।
এবং শুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা সংবর্ত্তস্য বচো যথা ॥১৬৪

জানিবে। ক্ষত্রিয়কন্যা কিংবা বৈশ্যকন্যাতে কামপীড়িত হইয়া যে ব্রাহ্মণ গমন করে, তাহার কৃচ্ছ্রসান্তপন ব্রত পাপনাশক। ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী একমাস কিংবা অর্দ্ধমাস গমন করিয়া, গোমূত্র এবং যাবক (যাউ) অর্দ্ধমাস ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি পরপত্নী (ব্রাহ্মণী) গমন করে, তবে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়-পত্নী গমন করিলে ঐ প্রাজাপত্য করিবে, যে ব্যক্তি গো-গমন করিবে, সে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ১৪৯-৫৫।

গুরুকন্যা, পিতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসার কন্যা গমন করিলে পর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। মাতুলানী, সগোত্রা, মাতুল-কন্যা, পুত্রবধূ এসকল স্ত্রী অজ্ঞানবশতঃ গমন করিলে পরাক ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী গমন করিলে পর গুরুতল্প প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ বিমাতৃ-গমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহার অন্যরূপ পাপমোচনের উপায় নাই। মাতা ভিন্ন পিতৃদার অর্থাৎ বিমাতা, ভগিনী, মাতুলকন্যা এবং বৈমাত্রেয়া-ভগিনী—যে এ সকল স্ত্রীগমন করে, সেই নরাধম তপ্ত কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। যে পুরুষাধম মাতা, নিজ কন্যা এবং নিজ ভগিনী গমন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। কুমারী (অবিবাহিতা কন্যা) গমন করিলে পশুজাতি কিংবা বেশ্যা গমন করিলে প্রাজাপত্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ভার্য্যার সখী, অবিবাহিতা কন্যা, শ্বশ্রূ, ভার্য্যার ভগিনী, নিয়মাবলম্বিনী এবং ব্রতকার্য্যে কৃতসঙ্কল্পা—এ সকল স্ত্রী যে দ্বিজ অভিগমন করে, সে প্রকৃত কৃচ্ছ্রব্রত করিবে এবং দুগ্ধবতী ধেনু (বৎস সহিত গাভী) দান করিবে।১৫৬-৬২

রজস্বলা স্ত্রী তৃতীয় দিবসমধ্যে, গর্ভবতী স্ত্রী এবং পাতিত্যযুক্তা স্ত্রী যে ব্যক্তি গমন করে, তাহার পাপ-বিমোচননিমিত্ত অতিকৃচ্ছ্র ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বেশ্যাগমন করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে, এই ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণের বেশ্যাগমন জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে, সংবর্ত্ত মুনির এইরূপ অনুজ্ঞা জানিবে।১৬৩-৬৪

প্রথম বর্ষ, পৌষ ১৩৬১,]

[সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

ার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০

স্বত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ

জয়গুরু সম্প্রদায়

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত। ১৫ই মাঘ, ১৩৬৯।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০। প্রতি সংখ্যা –১.৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২.০০, বাৎসরিক ২০.০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান– জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬।১।১ গান্ধীচক্, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ

ভারতে আর্য্যজাতির উন্নতির মূল হ'ল—শাস্ত্রবিহিত সংস্কার। কলির প্রভাবে আজ আর্য্যগণ সংস্কারবিহীন।

জগজ্জননী নারীর পুরুষের উপনয়নের মত প্রধান সংস্কার—বিবাহ। তা আর যথাকালে হ'চ্ছে না, এর ফলে মহা অনর্থ সংঘটন হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। ঋতুর পূর্ব্বে যদি নারীর বিবাহ না হয়, তা'হলে তাকে বৃষলী বলে। অধুনা ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহ যাতে না হয় কলিরাজ রাজশক্তি আশ্রয়ে আইন ক'রে সকলের সে পথ বন্ধ ক'রেছেন, অবশ্য অভাববশত যথাকালে পিতা কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌তে পারেন না এও কলিরাজেরই মহিমা।

ওঁ

শ্রীভগবান্ মনু ব'লেছেন—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ —নবম অধ্যায়

"ত্রিংশ বর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। চতুর্বিংশতি বর্ষীয় যুবক অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। বিবাহবিষয়ে বরের বয়ঃক্রমের তিনভাগের একভাগ কন্যার বয়ঃক্রম হওয়া আবশ্যক, ইহার ন্যূনাধিক্যে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়" ॥ ৯৪ ॥

কুলাচার বিষয়ে উৎকৃষ্ট সুপুরুষ এবং সমান জাতীয় বর পাইলে কন্যা বিবাহ বয়স প্রাপ্ত না হইলেও তাহাকে যথাবিধি দান করিবে। ॥ ৮৮ ॥

ঋতুমতী হইয়াও কন্যা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহে বাস করিবেন—ইহাও বরং ভাল, কিন্তু কদাপি তাহাকে গুণহীনের হাতে দান করিবেন না ॥ ৮৯ ॥

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্ বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥৯০॥ —নবম অধ্যায়

কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর গুণবান্ বরের অপেক্ষা করিবে এবং ঐ সময় অতিক্রান্ত হইলে কন্যা নিজ সদৃশ পতি নিজেই মনোনীত করিয়া লইবে। ॥ ৯০ ॥

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি ॥ ৯১ ॥

—মনু, নবম অধ্যায়

পিত্রাদির দ্বারা অদীয়মানা কন্যা যদি স্বয়ংই পতি বরণ করিয়া লয়, তবে তাহাতে তাহার কোন দোষই হইবে না ॥ ৯১ ॥

ঋতু দর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রস্থ করা কর্ত্তব্য নচেৎ কন্যার উপর স্বামীত্ব থাকে না।

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ ॥ ৯৩ ॥

—মনু, নবম অধ্যায়

ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে বলিয়া বরকে কন্যার পিতার কোন শুল্ক দিতে হইবে না, কারণ কন্যার পিতা কন্যার ঋতুরোধে সন্তান রোধ করিয়া নিজ কন্যার স্বামীত্ব নষ্ট করিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

এজন্য ঋতুর পূর্ব্বে কন্যা দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ঋতুত্রয়মুপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ম্বরম্।
ঋতুত্রয়ে ব্যতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা ॥ ৪০ ॥

— বিষ্ণুসংহিতা, ২৪ অধ্যায়

পর পর তিনটি ঋতুদর্শন পর্য্যন্ত অভিভাবকদের অপেক্ষা করিয়া পরে স্বয়ংই কন্যা পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। যেহেতু তিনবার ঋতুকাল অতীত হইলে সর্ব্বদা কন্যার বিবাহে স্বাধীনতা আসে ॥ ৪০ ॥

পিতৃবেশ্মনি যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদুষ্যতি ॥ ৪১ ॥

যে কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া (পিত্রাদির ঔদাসীন্যে) অবিবাহিত অবস্থায় রজোদর্শন করে, সে কন্যা বৃষলী বলিয়া গণ্য, তাহাকে হরণ করিলে দোষভাগী হয় না ॥ ৪১ ॥

প্রাপ্তে দ্বাদশমে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি ॥
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্ ॥ ২২ ॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥ ২৩ ॥ —যম-সংহিতা

যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা সেই কন্যার মাসে মাসে যে রজ হয়—সেই রক্তপান করিয়া থাকে অর্থাৎ তত্তুল্য পাপী হয়। (গর্ভ হইতে গণনা করিলে দশম বর্ষের শেষ মাসে কন্যার বয়ঃক্রম হয় দশ বৎসর দশ মাস, আর দুই মাস অতীত হইলেই গর্ভ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইবে, অন্ততঃ এই সময়ে এই দশম বর্ষের শেষ মাসে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল আর কি বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত—ইহাই বচনের মর্ম্ম)।

—অনুবাদ আচার্য্য তর্করত্ন মহাশয়

মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কন্যা বা ভগিনীকে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রজস্বলা (একাদশ বর্ষবয়স্কা) হইতে দেখিলে তাহারা তিন জনেই নরকে গমন করে।

যে ব্রাহ্মণ মদমোহিত হইয়া সেই রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই বৃষলীপতি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ ও পঙ্‌ক্তিভোজন নিষিদ্ধ। বন্ধ্যাকে বৃষলী বলিয়া জানিবেন, মৃতবৎসাও বৃষলী। আর শূদ্র ভার্য্যা বৃষলী এবং কুমারী অবস্থায় রজস্বলা নারীকে বৃষলী বলিয়া জানিবে। দ্বিজ একমাত্র বৃষলী সেবনে যে পাপকার্য্য করেন, তিন বৎসর প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিয়া তাঁহার সেই পাপ বিনষ্ট করিতে হয়। সেই পাপ বিনষ্ট করিতে প্রত্যহ ভিক্ষান্ন ভোজন ও জপ করিলেও তিন বৎসর লাগে। —আচার্য্য ৺ তর্করত্ন

যে ব্যক্তি বৃষলীর মুখামৃত পান করিয়াছে, বৃষলীর নিশ্বাসে দূষিত হইয়াছে ও তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই ॥ ২৮ ॥—ঐ

সংবর্ত্ত-সংহিতা

রোমদর্শনসম্প্রাপ্তে সোমো ভুঙ্‌ক্তেঽথ কন্যকাম্।
রজো দৃষ্ট্বা তু গন্ধর্ব্বাঃ কুচৌ দৃষ্ট্বা তু পাবকঃ ॥ ৬৫ ॥

(অবিবাহিতা কন্যার) গাত্রে লোম দেখা যায় এতাদৃশ বয়ঃক্রম হইলে ঐ কন্যাকে চন্দ্র উপভোগ করেন, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে গন্ধর্ব্বগণ ভোগ করেন, স্তনদ্বয় উত্থিত হইলে বহ্নি উপভোগ করেন ॥ ৬৫ ॥

অষ্টম বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা গৌরী, নবম বৎসর বয়স্কা রোহিণী ও দশম বর্ষ বয়স্কা কন্যকা নামে খ্যাত। একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। কন্যা রজস্বলা হইলে অর্থাৎ কন্যার একাদশ বর্ষে বিবাহ না হইলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরকে গমন করে। সেই হেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয় তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত।

পরাশর-সংহিতা সপ্তমাধ্যায়

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবম বর্ষীয়াকে রোহিণী এবং দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলা

যায়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার ঋতুশোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে (অবিবাহিত অবস্থায়) রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনজনেই নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞান মুগ্ধ হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি বৃষলীপতি সদৃশ। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ একরাত্রি মাত্র বৃষলী নারীর সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজন পূর্ব্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।

—গৌতম, ১৮ অধ্যায়

(পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে) কুমারী পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন অনিন্দিত পাত্রের সহিত যুক্ত হইবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন—কন্যা নগ্নিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উহাকে প্রদান করিবে। বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্ম্মকার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্যগ্রহণ করিতে পারে।

বশিষ্ঠ-সংহিতা ১৭ অধ্যায়

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিশেৎ।

অথাপ্যুদাহরন্তি

পিতুঃ প্রদানাৎ তু যদা হি পূর্ব্বং
কন্যা বয়ো যঃ সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমপীক্ষমাণা
কালতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব।
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি।
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃসকামামভিযাচ্যমানাম্।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥

অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কন্যা তিনবৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন,—যদি পিতা দান করিবার অগ্রে কন্যাকাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা গুরুর হিতে রত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপতিত করে। পিতা ঋতুকালভয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইলেই

কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে দোষ হয়। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে, কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান না করা হইলে সেই কন্যার যতবার ঋতু হইবে পিতামাতার তাবৎ ভ্রূণহত্যার পাপ হইবে,—ইহা ধর্ম্মকথা।

—অনুবাদ আচার্য্য তর্করত্ন

ওঁ

চটক পর্বত

২৯।৭।৬৯

আর্য্যঋষিগণ ঋতুদর্শনের পূর্বে কন্যাকে দান করবার কথা ব'লেছেন, তা না ক'রলে কন্যার উপর পিতার স্বামিত্ব থাকে না। কন্যা ইচ্ছামত সুপাত্র বরণ ক'রতে পারে। পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত অবস্থায় কন্যার ঋতু হইলে মাসে মাসে কুমারীর সেই ঋতুশোণিত পান করেন এবং নরকে যান।

বিবাহ হ'ল মাতৃজাতির উপনয়ন সংস্কার, দ্বিজাতি কুমারগণের যথাকালে উপনয়ন সংস্কার না হ'লে সাবিত্রী পতিত 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হয় ও আর্য্যদিগের নিকট নিন্দনীয় হ'য়ে থাকে।

অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
নৈতৈরপূতৈর্বিধিবদাপদ্যপি চ কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৪০ ॥

—মনু, ২য় অধ্যায়

"এই তিনবর্ণ উক্ত কালের মধ্যে উপনীত না হইলে সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্য নামে অভিহিত হয় এবং আর্য্যদিগের নিকট নিন্দাভাজন হয় ॥ ৩৯ ॥

এই ব্রাত্যগণ যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূত না হইলে ব্রাহ্মণগণ আপৎকালেও তাহাদের যাজন অধ্যাপনাদি করিবে না অথবা তাহাদের সহিত কন্যাদানাদি যোনিসম্বন্ধ করিবে না" ॥ ৪০ ॥

মাতৃজাতির সংস্কার অমন্ত্রক ক'রতে হয়। শ্রীভগবান্ মনু ব'লেছেন—

অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥ ৬৫ ॥
বৈবাহিকো বিধি স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়াঃ ॥ ৬৬ ॥

—ঐ, ২য় অধ্যায়

স্ত্রীলোকদিগের দেহশুদ্ধির জন্য, জাতকর্ম্মাদি সংস্কারসকল যথাক্রমে অমন্ত্রক করা কর্ত্তব্য। বিবাহসংস্কারই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। পতির সেবাই তাহাদের গুরুকুলে বাস ও গৃহকর্ম্মই সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম স্বরূপ অগ্নিপরিচর্য্যা। আজ মাতৃজাতি কলির প্রভাবে আর্য্যগণের ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সংস্কার ঋতুর পূর্ব্বে বিবাহরূপ উপনয়ন সংস্কারে বঞ্চিতা হ'য়েছেন। তাঁদের বৈদিক কোন কার্য্যে অধিকার নাই। শাস্ত্রমত বিবাহের অধিকারিণী তাঁরা নন, শাস্ত্র-পথসেবী দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ আদির অগ্রহণীয়া।

এই বাল্যবিবাহ রোধ ক'রে যুগরাজ কলি বৈদিক ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছেন। যদি কেহ আপনাকে বৈদিক আর্য্য ব'লে পরিচয় দিতে চান, তাহ'লে তাঁর সর্ব্বাগ্রে মাতৃজাতির উপনয়ন রূপ প্রধান সংস্কার বিবাহ— ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে দিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আর্য্যধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে হ'লে আগে মায়েদের আর্য্যজাতির শিক্ষা এবং ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাল্যবিবাহ—"বিবাহে পুরুষের কর্ত্তব্য সুসন্তান উৎপাদন, স্ত্রীর কর্ত্তব্য কুলস্ত্রীত্ব রক্ষা এবং উভয়ের কর্ত্তব্য স্বধর্ম্ম প্রতিপালন। এই কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সাধনের জন্য কিরূপ ধার্ম্মিক উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজকে উন্নত ও ধার্ম্মিক করিতে হইলে ব্যক্তির জীবন ধার্ম্মিক করিতে হইবে। আর্য্যগণের ষোড়শ সংস্কার ইহারই জন্য প্রতিষ্ঠিত। স্বধর্ম্মের জন্য স্বার্থ ও অহঙ্কার আহুতি দিতে হয়। ইহা একপ্রকার যজ্ঞ। এই যজ্ঞ হইতেই জীবনের সূচনা হয়। এই যজ্ঞের দীক্ষা হয় বৈদিক সংস্কার সকলের দ্বারা। এই সকল সংস্কার দ্বারা সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং রাজস ও তামস প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাহার ফলে অন্তঃকরণে নূতন ভাব উৎপন্ন হয়। এইরূপ ধার্ম্মিক জীবনকে দ্বিতীয় জন্ম বলা যায়। উহাই দ্বিজত্বের সিদ্ধিকারক।

এইরূপ সংস্কারবিহীন পুরুষ অথবা স্ত্রী ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ৮।১০ বৎসর বয়স হইবার পর শ্রেয়ঃ ও প্রেয়—এই উভয় পথ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রেয়ঃ পন্থার দিকে পরিচালিত করিবার উপযুক্ত সংস্কার পুরুষের পক্ষে উপনয়ন 'ও স্ত্রীগণের পক্ষে বিবাহ। পুরুষের বিবাহকাল ইহার অনেক পরবর্ত্তী। পুরুষের বিদ্যোপার্জ্জন আবশ্যক। বিদ্যা, বিনয়, তেজ, আত্মসংযম এবং এই সকল গুণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য উহাকে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। এই সকল গুণ অর্জ্জনে ২১ বৎসর হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের প্রয়োজন। সুতরাং ইহাই উহার বিবাহযোগ্য কাল।

কুলস্ত্রীত্ব ও যাবজ্জীবন একপতিত্ব স্ত্রীলোকের ব্রত। স্ত্রীলোকের ধার্ম্মিক জীবনের এই-সকল অঙ্গ। এই ধার্ম্মিক জীবনের আরম্ভক সংস্কার উহার বিবাহ। বিবাহ সংস্কারই উহার উপনয়নের স্থানবর্ত্তী। গৃহকর্ম্ম শিক্ষাই উহার মুখ্য অধ্যয়ন। গৃহদেবতার উপাসনা ও গৃহকর্ম্ম

করাই উহার অগ্নির উপাসনা। পতি ও গুরুজনের সেবাই স্ত্রীলোকের পক্ষে গুরুসেবা। কন্যার বিবাহরূপ উপনয়নের কাল এবং পুরুষের উপনয়নযোগ্য কাল এক অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে অষ্টম বর্ষ। কামবৃত্তি উৎপন্ন হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রজোদর্শন হওয়ার পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়া উচিত। এই কালই পতি পত্নীর সাত্ত্বিক প্রেম ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের অনুকূল।"

—ভারতীয় সমাজ শাস্ত্র ১৪৭।১৪৮

ভারতে মাতৃজাতির ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই বিবাহ হওয়াই সমীচীন। আপনাদের আর্য্য-সন্তান ব'লে পরিচয় দিতে হ'লে এবং ধর্ম্মপরায়ণ সুসন্তান কামনা ক'র্‌লে মাতৃজাতির যথাকালে বিবাহ দিবার জন্য নরনারী সচেষ্ট হোন।

ইংরাজ-রাজ ধর্ম্ম ইতিহাস কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে আমাদের দেশে ১৪ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ হ'লে তার জন্য দণ্ড প্রণয়ন ক'রে গেছেন। তাঁরা গেছেন, তাঁদের এই সর্ব্বনাশকর আইন পরিবর্ত্তন করবার জন্য হাজার হাজার নরনারী সরকার বাহাদুরের কাছে প্রার্থনা করুন—

ভগবান্ সহায় হবেন, বৈদিক জাতিকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে মাতৃজাতিকে আগে রক্ষা করার প্রয়োজন। তাই বাবাদের মায়েদের ডাক্‌ছি, কলিযজ্ঞে পুত্রকন্যাদের বলিদান না ক'রে তাদের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ডাক্‌তে রাজদণ্ডও সাদরে মাথা পেতে নিয়ে যথাকালে কন্যা ও পুত্রের বিবাহ দিন। কুমারীগণের ঋতুদর্শনের পর বিবাহ মহা অধর্ম্ম। এর প্রতিবিধানের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর প্রাণপণ করা কর্ত্তব্য। ভয় নাই, শ্রীভগবান্ আছেন। তাঁর শ্রীমুখের বাণী—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃচ্ছ্রেণৈকেন শুধ্যতি ॥১৬৫
কথঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ।
গোমূত্র-যাবকাহারী মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥১৬৬
ব্রাহ্মণী শূদ্রসম্পর্কে কথঞ্চিৎ সমুপাগতে।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ পাবনং পরমং স্মৃতম্ ॥১৬৭
চাণ্ডালং পুক্কসঞ্চৈব শ্বপাকং পতিতং তথা।
এতান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রিয়ো গত্বা কুর্য্যশ্চান্দ্রাণত্রয়ম্ ॥১৬৮
অতঃপরঞ্চ দুষ্টানাং নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্হথ।
সন্ন্যস্য দুর্ম্মতিঃ কশ্চিদপত্যার্থং স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ ॥
স কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রমশ্রান্তঃ ষণ্মাসন্তদনন্তরম্ ॥১৬৯
বিষাগ্নিশ্যামশবলাস্তেষামেবং বিনির্দ্দিশেৎ।
স্ত্রীণাঞ্চ তথাচরণে গর্হ্যাভিগমনেষু চ।
পতনেষু তথৈতেষু প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৭০
নৃণাং বিপ্রতিপত্তৌ চ পাবনঃ প্রেতরাড়িহ ॥১৭১
গোভির্বিপ্রহতে চৈব তথাচৈবাত্মঘাতিনি
নাশ্রুপ্রপাতনং কার্য্যং সদ্ভিঃ
শ্রেয়োঽনুকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১৭২
তথোদকক্রিয়াং কৃত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥১৭৩
তচ্ছবং কেবলং স্পৃষ্ট্বা বস্ত্রং বা কেবলং যদি।
পূর্ব্বং কৃচ্ছ্রাপহারী স্যাদেকাহক্ষপণং তথা ॥১৭৪
মহাপাতকিনাঞ্চৈব তথা চৈবাত্মঘাতিনাম্।
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ শ্রাদ্ধং চৈব তু যৎকৃতম্।
নোপতিষ্ঠতি তৎসর্বং রাক্ষসৈর্বিপ্রলুপ্যতে ॥১৭৫
চাণ্ডালৈস্তু হতা যে চ জলদংষ্ট্রিসরীসৃপৈঃ।
শ্রাদ্ধমেষাং ন কর্তব্যং ব্রহ্মদণ্ডহতাশ্চ যে ॥১৭৬
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা ভুক্তোচ্ছিষ্টস্তথা দ্বিজঃ।
শ্বাদিস্পৃষ্টো জপেদ্দেব্যাঃ সহস্রং স্নানপূর্বকম্ ॥১৭৭

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী-গমন করিয়া একটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কোনক্রমে ব্রাহ্মণী গমন করিয়া একমাস গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ-পত্নীর যদি কোনক্রমে শূদ্রজাতিসংসর্গ হয়, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রতই পরম পবিত্রকারক জানিবে। চাণ্ডাল, পুক্কস, শ্বপাক এবং পতিত মনুষ্য—এসকল ব্যক্তির স্ত্রীগমন করিলে চান্দ্রায়ণত্রয় করিবে, ইহা অজ্ঞানকৃত গমনের প্রায়শ্চিত্ত।১৬৫-৬৮।

অতঃপর দুষ্টগণের পাপবিমোচন যাহাতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুত্র কামনায় স্ত্রী গমন করে, সে ষণ্মাস ব্যাপিয়া অবিশ্রান্তভাবে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে। যে সকল ব্যক্তি (সঙ্কল্প করিয়া) বিষপান কিংবা অগ্নিপ্রবেশ করিয়াও মৃত্যু না হওয়াতে শ্যামবর্ণ কিংবা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং যাহারা সাধ্বী স্ত্রীলোকের মিথ্যা কলঙ্করটনা করিয়াছে ও যাহারা নিন্দিত স্ত্রী গমন করিয়াছে, এ সকল পতিত ব্যক্তিরও ছয়মাস ব্যাপিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত বিহিত হইয়াছে এবং যে কোন মনুষ্য হত্যা করিলেও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি জানিবে,—যম ঋষিও এ সকল ব্যক্তির উক্ত প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক হত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, তাহাদিগের নিমিত্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুপুরুষগণ কদাচ চক্ষুর জলও ফেলিবেন না। গোকর্ত্তৃক হত কিংবা আত্মঘাতী এই দ্বিবিধ অপঘাত-মৃতের মধ্যে একটীরও মৃতদেহ যদি কোন ব্যক্তি বহন করে, দাহ করে অথবা তর্পণ করে, তবে সে ব্যক্তি চান্দ্রায়ণব্রত করিবে। ঐ সকল মৃতদেহ দাহ বা বহন না করিয়া কেবল স্পর্শ করিয়া কৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা পাপ দূর করিবে, ঐ শবের বস্ত্র স্পর্শ করিয়া এক দিবস উপবাস করিবে।১৬৯-৭৪

(অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত) মহাপাপী কিংবা আত্মঘাতীর উদ্দেশে তর্পণ, পিণ্ডদান এবং ষোড়শ দানাদি যাহা করিবে, তাহা ঐ মৃতব্যক্তির নিকটে যাইবে না অর্থাৎ তাহা দ্বারা ঐ প্রেতের কোন উপকার হইবে না, ঐ তর্পণাদি কার্য্যসকল রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত হইবে। চাণ্ডাল কর্ত্তৃক আহত, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত কিংবা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের শাপাদি দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, ইহাদিগের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। মূত্র এবং পুরীষ ত্যাগ করিয়া শৌচের পূর্ব্বে কিংবা ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট অবস্থায় দ্বিজগণ যদি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট

চাণ্ডালং পতিতং স্পৃষ্ট্বা শবমন্ত্যজমেব চ।
উদক্যাং সূতিকাং নারীং সবাসাঃ স্নানমাচরেৎ ॥১৭৮
অস্পৃশ্যং সংস্পৃশেদ্ যস্তু স্নানং তেন বিধীয়তে।
ঊর্দ্ধমাচমনং প্রোক্তং দ্রব্যাণাং প্রোক্ষণং তথা ॥১৭৯
চাণ্ডালাদ্যৈস্তু সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টশ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
গোমূত্র-যাবকহারঃ ষড়্রাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥১৮০
শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্টা পুষ্পবত্যান্যয়া তথা।
শেষান্যহন্যুপবসেৎ স্নাতা শুধ্যেদ্ ঘৃতাশনাৎ ॥১৮১
চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্র-যাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণ বিশুধ্যতি ॥১৮২
অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।
শুধ্যতে পঞ্চগব্যেন পীত্বা তোয়মকামতঃ ॥১৮৩
সুরা-ঘট-প্রপাতোয়ং পীত্বাকাশজলং তথা।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যং পিবেদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৪

কূপে বিণ্মূত্রসংস্পৃষ্টে প্রাশ্য চাপো দ্বিজাতয়ঃ।
ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি কুম্ভে শান্তপনং স্মৃতম্ ॥১৮৫
বাপী-কূপ-তড়াগানাং দূষিতানাং বিশোধনম্।
অপাং ঘটশতোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যঞ্চ নিক্ষিপেৎ ॥১৮৬
আবিকৈকশফোষ্ট্রীণাং ক্ষীরং প্রাশ্য দ্বিজোত্তমঃ।
তস্য শুদ্ধিবিধানায় ত্রিরাত্রং যাবকং পিবেৎ ॥১৮৭
স্ত্রীক্ষীরমাজিকং পীত্বা সন্ধিন্যাশ্চৈব গোঃ পয়ঃ।
তস্য শুদ্ধিস্ত্রিরাত্রেণ বিড্ভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণে ॥১৮৮
বিণ্মূত্রভক্ষণে চৈব প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।
শ্ব-কাকোচ্ছিষ্ট-গোচ্ছিষ্টভক্ষণে তু ত্র্যহং দ্বিজঃ ১৮৯॥
বিড়াল-মূষিকোচ্ছিষ্টে পঞ্চগব্যং পিবেদ্ দ্বিজঃ।
শূদ্রোচ্ছিষ্টং তথা ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥১৯০
পলাণ্ডু-লশুনং জগ্ধ্বা তথৈব গ্রামকুক্কুটম্।
ছত্রাকং বিড্বরাহঞ্চ চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজঃ ॥১৯১

হয়, স্নানের পর সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।১৭৫-৭৭

চাণ্ডাল, পতিত, মৃতদেহ, অন্যান্য অন্ত্যজজাতি, রজস্বলাস্ত্রী এবং সূতিকাস্ত্রী (যে সূতিকাস্ত্রীর অশৌচ যায় নাই) ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। (কোন দ্রব্য হস্তে লইয়া) যদি অস্পৃশ্য বিষ্ঠাদি স্পর্শ করে, তাহা হইলে স্নানান্তর আচমন করিবে এবং ঐ দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় চাণ্ডালাদি (অস্পৃশ্য জাতি) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ছয় দিবস গোমূত্র এবং যাবকভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। ঋতুমতী স্ত্রী কুকুর কর্ত্তৃক কিংবা অন্য ঋতুমতী স্ত্রী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে ঋতুর অবশিষ্ট দিন উপবাস করিয়া ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।১৭৮-৮১।

চণ্ডালগণের পাত্রসংস্পৃষ্ট কূপের জল পান করিয়া তিন দিবস গোমূত্র এবং যাবক আহার করিয়া শুদ্ধ হইবে। অন্ত্যজজাতি কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত যে সকল তীর্থ পুষ্করিণী এবং নদী—তাহার জল অজ্ঞানপূর্ব্বক পান করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। সুরাপাত্রের জল, জলছত্রের জল এবং (বৃষ্টির জল শুচি হয় নাই) নূতন বৃষ্টির জল পান করিয়া দ্বিজগণ এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা ও মূত্রাদি সম্পর্কে অশুচি কূপের জল পান করিয়া দ্বিজগণ ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। উক্ত প্রকার বস্তু দ্বারা অশুচি কলসীস্থিত জল পান করিয়া সান্তপন ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। দীর্ঘিকা, কূপ এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে অশুচি হইলে তাহার শুদ্ধি করিবার উপায়,—তাহা হইতে এতশত কলসী জল উঠাইয়া ফেলিবে এবং ঐ সকল জলাশয়ে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিবে।১৮২-৮৬।

মেষ, একশফ উষ্ট্র,—ইহাদিগের দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র যাবক পান করত শুদ্ধ হইবে। ছাগীর দুগ্ধ, গর্ভোৎপাদননিমিত্ত বৃষকর্ত্তৃক আক্রান্তা গাভীর দুগ্ধ এবং বিষ্ঠা ভক্ষণকারী পশুর দুগ্ধ পান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করত শুদ্ধ হইবে। বিষ্ঠা কিংবা মূত্র ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য ব্রত করিবে; কুকুর, কাক এবং গো ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তিন দিন দ্বিজগণ উপবাস করিবে। বিড়াল এবং মূষিক ইহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্য পান করিবে,

বানরঃ শ্ব-খরোষ্ট্রাণাং কপের্গোমায়ু-কঙ্কয়োঃ।
প্রাশ্য মূত্রং পুরীষং বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥১৯২
অন্নং পর্য্যুষিতং ভুক্ত্বা কেশ-কীটৈরুপদ্রুতম্।
পতিতৈঃ প্রেক্ষিতং বাপি পঞ্চগব্যং পিবেদ্ দ্বিজঃ॥১৯৩
অন্ত্যজাভাজনে ভুক্ত্বা হ্যুদক্যা ভাজনেঽপি বা।
গোমূত্র-যাবকাহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৯৪
গোমাংসং মানুষঞ্চৈব শুনো হস্তাৎ সমাহিতম্।
অভক্ষ্যমেতৎ সর্বন্তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯৫
চাণ্ডালস্য করে বিপ্রঃ শ্বপাকে পুক্কসেঽপি বা।
গোমূত্র-যাবকাহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৯৬
পতিতেন সুসম্পর্কে মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
গোমূত্রযাবকহারী মাসার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৯৭

যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র কার্য্যস্তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যাবর্ত্তনং তথা ॥১৯৮
এষ এব ময়া প্রোক্তঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ শুভঃ।
অনাদিষ্টেষু পাপেষু প্রায়শ্চিত্তং তথোচ্যতে ॥১৯৯
দানৈর্হোমৈর্জপৈর্নিত্যং প্রাণায়ামৈর্দ্বিজোত্তমঃ।
পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যেত বেদাভ্যাসান্ন সংশয়ঃ ॥২০০
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি হ্যন্যজন্মকৃতান্যপি ॥২০১
তিল-ধেনুঞ্চ যো দদ্যাৎ সংযতায় দ্বিজন্মনে।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২০২
মাঘমাসে তু সংপ্রাপ্তে পৌর্ণমাস্যামুপোষিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তিলান্ দত্ত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০৩

শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে। দ্বিজগণ পলাণ্ডু, লশুন, গ্রাম্য কুক্কুট, ছত্রাক এবং গ্রাম্যশূকর ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। কুক্কুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বানর, শৃগাল এবং কঙ্ক (পক্ষী বিশেষ) ইহাদিগের বিষ্ঠা কিংবা মূত্র পান করিলে মনুষ্য চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, কেশ কিংবা কীট দ্বারা অশুচি কৃত অন্ন এবং পতিতলোকের দৃষ্ট অন্ন—এ সকল ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।১৮৭-৯৩।

অন্ত্যজ জাতির পাত্রে এবং রজস্বলা স্ত্রীর পাত্রে ভোজন করিয়া পঞ্চদশ দিবস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে। গোমাংস, মনুষ্যের মাংস এবং কুক্কুর দ্বারা আহৃত দ্রব্য—এ সকল অভক্ষণীয়, ইহা ভক্ষণ করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, শ্বপাক এবং পুক্কস—এ সকল জাতির হস্তে ভোজণ করিয়া অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করত শুদ্ধ হইবে। পতিত মনুষ্যের সহিত এক মাস কিংবা অর্দ্ধমাস সংসর্গ করিলে অর্দ্ধমাস গোমূত্র এবং যাবক ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। যে কার্য্যে ব্রাহ্মণ নিজ দেহকে অপবিত্র বিবেচনা করিবে, সে স্থলে তিলসমূহ দ্বারা হোম করিবে এবং গায়ত্রী জপ করিবে। (সংবর্ত্ত মুনি বলিতেছেন) নির্দ্দিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি যাহা, তাহা উক্ত হইল; অনির্দ্দিষ্ট পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত যাহা, তাহা বলিতেছি,—দান, হোম, জপ, প্রাণায়াম এবং বেদপাঠ এ সকল কার্য্য প্রতিদিন করিয়া পাপরাশি হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান—এ সকল দান ইহজন্মকৃত এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপসমূহ শীঘ্র বিনষ্ট করে। সংযত দ্বিজকে যে ব্যক্তি তিলধেনু দান করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি হইতে সে মুক্ত হয়,—ইহাতে সংশয় নাই।১৯৪-২০২।

মাঘ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তিল দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া যে মনুষ্য বস্ত্র, সুবর্ণ এবং অন্নদান করে, সে পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়। অমাবস্যা এবং দ্বাদশী তিথি, সংক্রান্তি এবং রবিবার—এ কয়টী তিথি ও দিন পুণ্যকার্য্যবিষয়ে অতিশয় প্রশস্ত জানিবে। এই সকল দিবসে স্নান, জপ, হোম, ব্রাহ্মণভোজন, উপবাস এবং দান—ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি অনুষ্ঠান করিলে মনুষ্যগণ পবিত্র হয়। স্নান করত শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে ইন্দ্রিয় সমূহ জয় করত সাত্ত্বিক ভাব আশ্রয় করিয়া বিচক্ষণ মনুষ্য দান করিবে।২০৩-৭।

উপবাসী নরো ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাঞ্চ কার্ত্তিকে।
হিরণ্যং বস্ত্রমন্নং বা দত্ত্বা মুচ্যেত দুষ্কৃতৈঃ ॥২০৪
আমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ ॥২০৫
অত্র স্নানং জপো হোমো ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্।
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবয়েন্নরম্ ॥২০৬
স্নাতঃ শুচির্ধৌতবাসাঃ শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সাত্ত্বিকং ভাবমাশ্রিত্য দানং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ২০৭॥
সপ্তব্যাহৃতিভির্হোমো দ্বিজৈঃ কার্য্যো হিতাত্মভিঃ।
উপপাতকসিদ্ধ্যর্থং সহস্রপরিসংখ্যয়া ॥২০৮
মহাপাতকসংযুক্তো লক্ষহোমং সদা দ্বিজঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো গায়ত্র্যাশ্চৈব জাপনাৎ ॥২০৯
অভ্যসেচ্চ মহাপুণ্যাং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
গত্বারণ্যে নদীতীরে সর্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥২১০

স্নাত্বা চ বিধিবত্তত্র প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতো গায়ত্রীস্তু জপেদ্ দ্বিজঃ ॥২১১
অক্লিন্নবাসাঃ স্থলগঃ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
পবিত্রপাণিরাচান্তো গায়ত্র্যা জপমারভেৎ ॥২১২
ঐহিকামুষ্মিকং লোকে পাপং সর্বং বিশেষতঃ।
পঞ্চরাত্রেণ গায়ত্রীং জপমানো ব্যপোহতি ॥২১৩
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি শোধনং পাপকর্মণাম্ ॥২১৪
মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং প্রাণায়ামেন সংযুতাম্।
গায়ত্রীং প্রজপন্ বিপ্রঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২১৫
ব্রহ্মচারী মিতাহারঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
গায়ত্র্যা লক্ষজপ্যেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২১৬
অযাজ্যযাজনং কৃত্বা ভুক্ত্বা চান্নং বিগর্হিতম্।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু জপ্যং কৃত্বা বিমুচ্যতে ॥২১৭

আত্মহিত অভিলাষী দ্বিজগণ উপপাতকক্ষয়-নিমিত্ত সপ্তব্যাহৃতি-মন্ত্র দ্বারা সহস্র সংখ্যক হোম করিবে। মহাপাতকসংযুক্ত দ্বিজ সপ্তব্যাহৃতি-মন্ত্র দ্বারা লক্ষসংখ্যক হোম করিবে। গায়ত্রী-জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অরণ্যে কিংবা নদীতীরে গমন করিয়া সকল পাপক্ষয়নিমিত্ত অত্যন্ত পুণ্যদাত্রী-বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ অরণ্যে কিংবা নদীতীরে যথাবিধি স্নান করিয়া বাক্য সংযমপূর্ব্বক প্রাণবায়ু বশীভূত করিয়া তিনটী প্রাণায়ামের পর গায়ত্রী জপ দ্বারা পবিত্র হইবে। নির্ম্মল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র স্থানে এবং স্থলে বসিয়া পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া গায়ত্রী জপ আরম্ভ করিবে। পাঁচ দিবস নিরন্তর গায়ত্রী জপ করিলে এই লোকে ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পাপ বিনষ্ট হয়। পাপকার্য্যের শুদ্ধিকারক গায়ত্রী হইতে অন্য কিছুই নাই জানিবে। মহাব্যাহৃতির সহিত প্রাণায়ামসংযুক্তা গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য এবং পরিমিত ভোজন করত সকলপ্রাণীর হিত-চেষ্টায় নিরত হইয়া লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ দ্বারা সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অযাজ্যযাজন এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ অষ্ট সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।২০৮-১৭।

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একমাস কাল গায়ত্রী জপ করে, সর্প যেমন খোলশ ত্যাগ করে, সে সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ পবিত্রভাবে সংযত হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করে, সে দিব্য দেহধারণপূর্ব্বক বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র গমনাগমনে ক্ষমতাবান্ হইয়া উৎকৃষ্টস্থানে গমন করে। প্রণবের সহিত সপ্তব্যাহৃতিসংযুক্ত এবং শিরোমন্ত্রযুক্ত গায়ত্রী ব্রাহ্মণ প্রতিদিন মনের দ্বারা চিন্তা করত তিনবার জপ করিবে, (ইহা প্রাণায়াম করিবার সময় জানিবে, যেহেতু সপ্ত ব্যাহৃতির জপ করিবার বিধি হইল) নিজ প্রাণবায়ুকে পূরক, কুম্ভক এবং রেচন দ্বারা নিগ্রহ করিয়া প্রাণায়াম করিতে হইবে, প্রতিদিন সমাহিত হইয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়াম-ত্রয় করিলে মানসিক, বাচনিক, কায়িক পাপ সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ২১৮-২২

অহন্যহনি যোঽধীতে গায়ত্রীং বৈ দ্বিজোত্তমঃ।
মাসেন মুচ্যতে পাপাদুরগঃ কঞ্চুকাদ্ যথা ॥২১৮

গায়ত্রীং য সদা বিপ্রো জপতে নিয়তঃ শুচিঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥২১৯

প্রণবেন তু সংযুক্তা ব্যাহৃতিঃ সপ্ত নিত্যশঃ।
গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং মনসা ত্রিঃ পঠেদ্ দ্বিজঃ ॥২২০

নিগৃহ্য চাত্মনঃ প্রাণান্ প্রাণায়ামো বিধীয়তে।
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্নিত্যমেব সমাহিতঃ ॥২২১

মানসং বাচিকং পাপং কায়েনৈব তু যৎকৃতম্।
তৎসর্বং নশ্যতে তূর্ণং প্রাণায়ামত্রয়ে কৃতে ॥২২২

ঋগ্বেদমভ্যসেদ্ যস্তু যজুঃশাখামথাপি বা।
সামানি সরহস্যানি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২৩

পাবমানী তথা কৌৎসং পৌরুষং সূক্তমেব চ।
জপ্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যেত পিত্র্যঞ্চ মধুচ্ছন্দসাম্ ॥২২৪

মণ্ডলং ব্রাহ্মণং রুদ্রসূক্তোক্তাশ্চ বৃহৎকথাঃ।
বামদেব্যং বৃহৎসাম জপ্ত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২৫

চান্দ্রায়ণস্তু সর্বেষাং পাপানাং পাবনং পরম্।
কৃত্বা শুদ্ধিমবাপ্নোতি পরমং স্থানমেব চ ॥২২৬

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যং সংবর্ত্তেন তু ভাষিতম্।
অধীত্য ব্রাহ্মণো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্ ॥২২৭

ইতি শ্রীসংবর্ত্তেনোক্তং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ তৎসৎ।

ঋগ্বেদ বা যজুর্বেবদ অথবা সরহস্য সামবেদ যে ব্রাহ্মণ পাঠ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাবমানী সূক্ত, সমস্ত পুরুষসূক্ত এবং মধুচ্ছন্দস যে পিতৃ-দৈবত মন্ত্র এ সকল যে ব্রাহ্মণ জপ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণমণ্ডল (বেদের একদেশ) বিশেষ, রুদ্রসূক্ত কথিত বৃহৎ কথা, বামদেব্য মন্ত্র (কয়ানশ্চিত্র ইত্যাদি) এবং বৃহৎ সামমন্ত্র জপ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। চান্দ্রায়ণব্রত সকল পাপে প্রধান শুদ্ধিজনক, (এ নিমিত্ত) চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়। সংবর্ত্ত মুনি কর্ত্তৃক কথিত পুণ্যজনক এই ধর্ম্মশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করে, সে সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করে।

শ্রীরঘুনাথকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা সংবর্ত্তসংহিতা সম্পূর্ণ।

কাত্যায়ন-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

কাত্যায়ন-সংহিতা

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ খণ্ড

অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাঞ্চৈব কর্ম্মণাম্।
অস্পৃষ্টানাং বিধিং সম্যগ্ দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ ॥১

ত্রিবৃদূর্দ্ধবৃতং কার্য্যং তন্তুত্রয়মধোবৃতম্।
ত্রিবৃত্তঞ্চোপবীতং স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে ॥২

পৃষ্ঠবংশে চ নাভ্যাঞ্চ ধৃতং যদ্ বিন্দতে কটিম্।
তদ্ধার্য্যমুপবীতং স্যান্নাতো লম্বং ন চোচ্ছ্রিতম্ ॥৩

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন চ।
বিশিখো ব্যপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎ কৃতম্ ॥৪

ত্রিঃ প্রাশ্যাপো দ্বিরুন্মৃজ্য মুখমেতান্যুপস্পৃশেৎ।
আস্য-নাসাক্ষি-কর্ণাংশ্চ নাভি-বক্ষঃ-শিরোংহসকান্ ॥৫

সংহতাভিস্ত্র্যঙ্গুলিভিরাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণঞ্চৈবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রং পুনঃ পুনঃ ॥৬

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্ বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥৭

যত্রোপদিশ্যতে কর্ম্ম কর্ত্তুরঙ্গং ন তূচ্যতে।
দক্ষিণস্তত্র বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণাং পারগঃ করঃ ॥৮

যত্র দিঙ্নিয়মো ন স্যাজ্জপ-হোমাদিকর্ম্মসু।
তিস্রস্তত্র দিশঃ প্রোক্তা ঐন্দ্রী-সৌম্যাপরাজিতাঃ ॥৯

তিষ্ঠন্নাসীনঃ প্রহ্বো বা নিয়মো যত্র নেদৃশঃ।
তদাসীনেন কর্ত্তব্যং ন প্রহ্বেণ ন তিষ্ঠতা ॥১০

প্রথম খণ্ড

যেমন অন্ধকারস্থিত বস্তুসকল দীপালোক-সাহায্যে উত্তম দেখা যায়, সেইরূপ পিতা গোভিল যে সমস্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন, তাহার অস্পষ্টাংশ এবং অন্য কর্ম্ম-সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিব। এক এক সূত্রের তিন খেয়া ঊর্দ্ধবৃত ও তিন খেয়া অধোবৃত এইরূপ ত্রিগুণিত যজ্ঞোপবীত সূত্রে একটী গ্রন্থি দিবে। যাহা ধারণ করিলে পৃষ্ঠবংশ ও নাভি লম্বিত হইয়া কটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তাদৃশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য—ইহা হইতে লম্বমান বা উচ্ছ্রিত (ঊর্দ্ধগত) উপবীত ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতধারী হইবে ও শিখা বন্ধন করিয়া থাকিবে। দ্বিজ শিখাবন্ধন-শূন্য বা যজ্ঞোপবীত-শূন্য হইয়া যাহা করিবে, তাহা না করার তুল্য হইবে। তিনবার জলপান করিয়া দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে তৎপরে নিম্নলিখিত স্থান সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে ঘ্রাণ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে একবার নেত্রদ্বয় এবং একবার কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি এবং করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। সকল অঙ্গুলিযোগে মস্তক এবং অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুযুগল স্পর্শ করা বিধি। যে স্থানে কর্ত্তার প্রতি কর্ম্মোপদেশ করা হয়, অথচ কোন্ অঙ্গ দ্বারা করিতে হইবে তাহার উল্লেখ করা না হয়, কর্ম্ম-পারগ দক্ষিণ হস্তই সেই স্থলের উপযোগী।১-৮।

যে সমস্ত জপ ও হোম প্রভৃতি কার্য্যে দিক্ নিয়ম নাই, তাহাতে ঐন্দ্রী (পূর্ব্ব), সৌমী (উত্তর) এবং অপরাজিতা এই তিন দিক্ কার্য্যে উপযোগী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যে কার্য্য দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট বা নম্র-পূর্ব্বকায় হইয়া করিবে,

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ ॥১১
ধৃতিঃ পুষ্টিস্তথা তুষ্টিরাত্মদেবতয়া সহ।
গণেশেনাধিকা হ্যেতা বৃদ্ধৌ পূজ্যাশ্চতুর্দ্দশ* ॥১২
কর্ম্মাদিষু তু সর্ব্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ ॥১৩
প্রতিমাসু চ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিষু।
অপি বাক্ষতপুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্ বিধৈঃ ॥১৪

কুড্যলগ্নাং বসোর্দ্ধারাং সপ্তধারাং ঘৃতেন তু।
কারয়েৎ পঞ্চধারাং বা নাতিনীচাং নচোচ্ছ্রিতাম্ ॥১৫
আয়ুষ্যাণি চ শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতঃ।
ষড় ভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনুভক্ত্যা শ্রাদ্ধমুপক্রমেৎ ॥১৬
অনিষ্ট্বা তু পিতৃন্ শ্রাদ্ধে ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম বৈদিকম্।
তত্রাপি মাতরঃ পূর্ব্বং পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥১৭
বসিষ্ঠোক্তো বিধিঃ কৃৎস্নোদ্রষ্টব্যোঽত্র নিরামিষঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যো ভবেৎ ॥১৮

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥১॥

—এইরূপ কিছু বিশেষ নিয়ম নাই সে কার্য্য উপবিষ্ট হইয়া করিবে, নম্র-পূর্ব্বকায় বা দণ্ডায়মান হইয়া করিবে না। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আত্মদেবতা এই কতিপয় মাতৃগণ লোকমাতা। বৃদ্ধিকার্য্যে গণেশ এবং এই চতুর্দ্দশ মাতৃগণের পূজা করা বিধি*। সকল কর্ম্মারম্ভে গণপতি এবং মাতৃগণ যত্নপূর্ব্বক পূজনীয়। তাঁহারা পূজিত হইলে পূজকব্যক্তিকে পূজনীয় করেন। শুভ্রপ্রতিমা, পটাদি বা অক্ষতপুঞ্জে ইঁহাদিগকে চিত্রিত করিয়া পৃথগ্বিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃত দ্বারা দেওয়ালে সাতটী বা পাঁচটী বসুধারা দিবে। ঐ বসুধারাসকল যেন অতি নীচও না হয়, অতি উচ্চও না হয়। সেই কর্ম্মে শান্তির জন্য সমাহিতচিত্তে আয়ুষ্য জপ করিয়া তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক ছয়র্জন পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধারম্ভ করিবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবে না। ঐ সকল কার্য্যে প্রথমে যত্নপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা কর্ত্তব্য। বসিষ্ঠ 'বিনা আমিষে' যে সকল বিধি দিয়াছেন—একার্য্যে তাহাই হইবে। অতঃপর যাহা কিছু প্রভেদ আছে, তাহা বলিতেছি।৯-১৮।

কাত্যায়ন সংহিতায় প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

প্রাতরামন্ত্রিতান্ বিপ্রান্ যুগ্মানুভয়তস্তথা।
উপবেশ্য কুশান্ দদ্যাদৃজুনৈব হি পাণিনা ॥১
হরিতা যজ্ঞিয়া দর্ভাঃ পীতকাঃ পাকযজ্ঞিয়াঃ।
সমূলাঃ পিতৃদৈবত্যাঃ কল্মাষা বৈশ্বদেবিকাঃ ॥২

হরিতা বৈ সপিঞ্জলাঃ শুষ্কাঃ স্নিগ্ধাঃ সমাহিতাঃ।
রত্নিমাত্রাঃ প্রমাণেন পিতৃতীর্থেন সংস্কৃতাঃ ॥৩
পিণ্ডার্থং যে স্তৃতা দর্ভাস্তর্পণার্থং তথৈব চ।
ঘৃতৈঃ কৃতে চ বিণ্মূত্রে ত্যাগস্তেষাং বিধীয়তে ॥৪

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাতঃকালে নিমন্ত্রিত যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণকে উভয় পক্ষেই উপবেশন করাইয়া সরলভাবে প্রসারিতকর দ্বারা কুশ দান করিবে। হরিতবর্ণ কুশসকল যজ্ঞীয়, পীতবর্ণ কুশসকল পাকযজ্ঞীয়, পিতৃকর্ম্মে উপযুক্ত কুশসমুদায় সমূল এবং বৈশ্বদেবোচিত কুশ নানাবর্ণীয় হইবে। অগ্রভাগযুক্ত, নাতিসূক্ষ্ম, অকর্কশ, নির্দ্দোষ মুষ্টম হাত-পরিমাণ কুশ সকল পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবে। পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশ এবং তর্পনার্থ ধৃত কুশ অগ্রাহ্য। পবিত্র কুশও গ্রহণ করিয়া বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।১-৪।

দেবকার্য্য করিবার সময়ে দক্ষিণ জানু পাতিত করিবে। আর পিতৃকার্য্য করিবার সময়ে বামজানু পাতিত করিবে, কিন্তু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে কখনই বামজানু পাতন কর্ত্তব্য নহে। এই শ্রাদ্ধে পিতৃগণকেও সদা দেবগণের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবে। পিতৃগণ উদ্দেশে

* বৃদ্ধিকার্য্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে বর্ত্তমানে 'গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা' —এই গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইয়া থাকে।

দক্ষিণং পাতয়েজ্জানু দেবান্ পরিচরন্ সদা।
পাতয়েদিতরজ্জানু পিতৄন্ পরিচরন্নপি ॥৫
নিপাতো নহি সব্যস্য জানুনো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
সদা পরিচরেদ্ভক্ত্যা পিতৄনপ্যত্র দেববৎ ॥৬
পিতৃভ্য ইতি দত্তেষু উপবেশ্য কুশেষু তান্।
গোত্র-নামভিরামন্ত্র্য পিতৄনর্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥৭
নাত্রাপসব্যকরণং ন পিত্র্যং তীর্থমিষ্যতে।
পাত্রাণাং পূরণাদীনি দৈবেনৈব হি কারয়েৎ ॥৮
জ্যেষ্ঠোত্তরকরান্ যুগ্মান্ করাগ্রাগ্রপবিত্রকান্।
কৃত্বার্ঘ্যং সংপ্রদাতব্যং নৈকৈকস্যাত্র দীয়তে ॥৯

নিম্নলিখিত প্রকারে প্রদত্ত কুশোপরি তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইয়া গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্ব্বক সম্বোধনানন্তর পিতৃগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অপসব্যকরণ নাই, পিতৃতীর্থে প্রদান নাই; পাত্র-পূরণাদি দৈবতীর্থ দ্বারাই করিবে; সকল যুগ্ম ব্রাহ্মণেরাই স্ব স্ব যুগ্মমধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করিবেন এবং তাঁহাদিগের হস্তের অগ্রভাগে পবিত্রের অগ্রভাগ থাকিবে, এই অবস্থাতে তাঁহাদিগের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। প্রত্যেককে আর স্বতন্ত্র অর্ঘ্য দিতে হইবে না।৫-৯

পবিত্র যে কোন কর্ম্মেই হউক না কেন কুশের

অনন্তর্গর্ভিণং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ।
প্রাদেশমাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্র কুত্রচিৎ ॥১০
এতদেব হি পিঞ্জল্যা লক্ষণং সমুদাহৃতম্।
আজ্যস্যোৎপবনার্থং যত্তদপ্যেতাবদেব তু ॥১১
এতৎপ্রমাণামেবৈকে কৌশীমেবার্দ্রমঞ্জরীম্।
শুষ্কাং বা শীর্ণকুসুমাং পিঞ্জলীং পরিচক্ষতে ॥১২
পিত্র্যমন্ত্রানুদ্রবণ আত্মালম্ভেঽধমেক্ষণে।
অধোবায়ুসমুৎসর্গে প্রহাসেঽনৃতভাষণে ॥১৩
মার্জ্জার-মূষকস্পর্শে আক্রুষ্টে ক্রোধসম্ভবে।
নিমিত্তেম্বেষু সর্ব্বত্র কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপঃ স্পৃশেৎ ॥১৪
ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

হইবে। তাহার গর্ভপাত্র থাকিবে না, অগ্র থাকিবে এবং তাহা দ্বিদল ও প্রাদেশ পরিমিত হইবে—ইহা জ্ঞাতব্য। ইহাকেই "পিঞ্জলী" বলে। আজ্যোৎপাবনার্থও এতাবন্মাত্র আবশ্যক। কেহ কেহ বিশুষ্কা শীর্ণ-কুসুমা (পুষ্পহীনা) জলার্দ্র কুশের মঞ্জরীকে পিঞ্জলী বলেন। বৈধ কর্ম্ম করিবার সময় পিত্র্য-মন্ত্রের অসম্যগ্ উচ্চারণ, দেহস্পর্শ, হৃদয়াধোলোকন * অধোবায়ুনিঃসরণ, অত্যন্ত হাস্য, মিথ্যা বলা, মার্জ্জার-স্পর্শ, মূষিক-স্পর্শ, পরুষ-কথন বা ক্রোধোৎপত্তি—এই সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইলে জল স্পর্শ করিবে।১০-১৪।

কাত্যায়ন-সংহিতায় দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

অক্রিয়া ত্রিবিধা প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্মকারিণাম্।
অক্রিয়া চ পরোক্তা চ তৃতীয়া চাযথাক্রিয়া ॥১
স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ঞ্চ যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তত্তস্য চেষ্টিতম্ ॥২

তৃতীয় খণ্ড

পণ্ডিতগণ বলেন,—'কর্ম্ম না করা, অন্য শাখার কর্ম্ম করা এবং অযথা শাস্ত্রকর্ম্ম করা' কর্ম্মিদিগের এই তিন-প্রকার ক্রিয়া 'অক্রিয়া' স্থানীয়। যে মূঢ় নিজ শাখা-কথিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় শাখোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই কার্য্য ফলজনক হয় না। তবে যাহা স্বীয় শাখাতে অনুক্ত ও পর শাখাতে কথিত, বিদ্বান্‌গণ তাহা অনুষ্ঠান করিবেন—যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। আরব্ধ কার্য্য যদি কেহ মোহবশতঃকোনরূপে অযথা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে যে স্থান হইতে সে কার্য্যের

* রঘুনন্দনকৃত পাঠানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল। মূলস্থ পাঠের অর্থ "অধম প্রাণী দর্শন।"

যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ ॥৩

প্রবৃত্তমন্যথা কুর্য্যাদ্ যদি মোহাৎ কথঞ্চন।
যতস্তদন্যথাভূতং তত এব সমাপয়েৎ ॥৪

সমাপ্তে যদি জানীয়াম্ময়ৈতদযথাকৃতম্।
তাবদেব পুনঃ কুর্য্যান্নাবৃত্তিঃ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥৫

প্রধানস্যাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎ ক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্যাক্রিয়ায়াঞ্চ নাবৃত্তির্নৈব তৎক্রিয়া ॥৬

মধু মধ্বিতি'যস্তত্র ত্রির্জপোহশিতুমিচ্ছতাম্।
গায়ত্র্যনন্তরং সোহত্র মধুমন্ত্রবিবর্জ্জিতঃ ॥৭

ন চাশ্নৎসু জপেদত্র কদাচিৎ পিতৃসংহিতাম্।
অন্য এব পঃ কার্য্যঃ সোমসামাদিকঃ শুভঃ ॥৮

যস্তত্র প্রকরোঽন্নস্য তিলবদ্ যববত্তথা।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ সোহত্র তৃপ্তেষু বিপরীতকঃ ॥৯

সম্পন্নমিতি তৃপ্তাঃ স্থ প্রশ্নস্থানে বিধীয়তে।
সুসম্পন্নমিতি প্রোক্তে শেষমন্নং নিবেদয়েৎ ॥১০

প্রাগগ্রেষ্বথ দর্ভেষু আদ্যমামন্ত্র্য পূর্ব্ববৎ।
অপঃ ক্ষিপেন্মূলদেশেঽবনেনিক্ষ্বেতি পাত্রতঃ ॥১১

দ্বিতীয়ঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ মধ্যদেশাগ্রদেশয়োঃ।
মাতামহপ্রভৃতীংস্ত্রীনিতরানেব বামতঃ ॥১২

সর্ব্বস্মাদন্নমুদ্ধৃত্য ব্যঞ্জনৈরুপসিচ্য চ।
সংযোজ্য যব-কর্কন্ধূ-দধিভিঃ প্রাঙ্মুখস্ততঃ ॥১৩

অবনেজনবৎ পিণ্ডান্ দত্ত্বা বিল্বপ্রমাণকান্।
তৎপাত্রক্ষালনেনাথ পুনরপ্যবনেজয়েৎ ॥১৪

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

অযথাভাব ঘটে, তাহা হইতে পুনরায় আরম্ভ করিয়া সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে। কিন্তু কার্য্য সমাপ্তি হইবার পর যদি জানিতে পারে—'আমি ইহা অযথা করিয়াছি', তাহা হইলে যে কার্য্য অযথা কৃত হইবে, পুনরায় সেই অংশমাত্র করিবে, সকল কর্ম্মের পুনরনুষ্ঠান হইবে না। প্রধান কার্য্যের "অক্রিয়া" হইলে সেই কার্য্য অঙ্গের সহিত পুনরায় করিবে। কিন্তু অঙ্গের 'অক্রিয়া' হইলে অঙ্গসহিত প্রধান কার্য্যের পুনরনুষ্ঠানও হইবে না এবং অঙ্গকার্য্যও করিতে হইবে না। (কিন্তু বৈগুণ্য-সমাধানার্থ বিষ্ণু-স্মরণ করিতে হইবে)।১-৬

পার্ব্বণে অন্নদানের পূর্ব্বে গায়ত্রীপাঠের পর "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করা বিধি, কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে তখন "মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। ৭

এই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ভোজনসময়ে কদাচ পিতৃমহত্ত্বপ্রকাশক মন্ত্র জপ করিবে না। কিন্তু সোম-সামাদি অন্য শুভ মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরা তৃপ্ত হইলে তিলযুক্ত অন্ন বিকিরণ কথিত আছে, কিন্তু আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হইবার পূর্ব্বে যবযুক্ত অন্ন বিকিরণ করিতে হইবে। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে যেখানে "তৃপ্তাঃ স্থ" বলিয়া প্রশ্ন করিবে, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সে স্থানে "সম্পন্নং" এই প্রশ্ন বিহিত। "সুসম্পন্নং" এই উত্তর পাইলে "শেষমন্নং ক্ব দেয়ং" জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বাগ্র কুশের মূলদেশে পূর্ব্ববৎ পিতার আবাহন করিয়া এবং মধ্য ও অগ্রভাগে পিতামহ ও প্রপিতামহের আবাহন করিয়া "অবনেনিক্ষ" বলিয়া তিলশূন্য জল প্রদান করিবে। ইহাদিগেরই বামভাগে মাতামহ প্রভৃতি তিনজনকে ঐরূপ আবাহন ও জলদান করিবে। সকল অন্ন হইতে অন্ন লইয়া তাহা ব্যঞ্জনান্বিত এবং যব, বদরীফল ও দধি দ্বারা মিশ্রিত করিবে। তারপর পূর্ব্বমুখে থাকিয়াই বিল্বপ্রমাণ সেই সকল পিণ্ড অবনেজনবৎ (পূর্ব্বোক্ত জলদানবৎ) নিয়মানুসারে দান করিয়া পাত্র-প্রক্ষালন-জল দ্বারা পুনরায় অবনেজন দান করিবে।৮-১৪

কাত্যায়ন সংহিতায় তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

উত্তরোত্তরদানেন পিণ্ডানামুত্তরোত্তরঃ।
ভবেদধশ্চাধরাণামধরশ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥১
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধেষু সর্ব্বেষু বৃদ্ধিমৎস্বিতরেষু চ।
মূল-মধ্যাগ্রদেশেষু ঈষৎসক্তাংশ্চ নির্ব্বপেৎ ॥২
গন্ধাদীন্ নিঃক্ষিপেৎ তূষ্ণীং তত আচাময়েদ্ দ্বিজান্।
অন্যত্রাপ্যেষ এব স্যাদ্ যবাদিরহিতো বিধিঃ ॥৩
দক্ষিণাপ্লবনে দেশে দক্ষিণাভিমুখস্য চ।
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু এযোঽন্যত্র বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৪
অথাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি।
শিবা আপঃ সন্ত্বিতি চ যুগ্মানেবোদকেন চ ॥৫
সৌমনস্যমস্ত্বিতি চ পুষ্পদানমনন্তরম্।
অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত্বিত্যক্ষতান্ প্রতিপাদয়েৎ ॥৬
অক্ষয্যোদকদানন্তু অর্ঘ্যদানবদিষ্যতে।
ষষ্ঠ্যৈব নিত্যং তৎ কুর্য্যান্ন চতুর্থ্যা কদাচন ॥৭
অর্ঘ্যেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজনে।
তন্ত্রস্য তু নিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ ॥৮
প্রার্থনাসু প্রতিপ্রোক্তে সর্ব্বাস্বেব দ্বিজোত্তমৈঃ।
পবিত্রান্তর্হিতান্ পিণ্ডান্ সিঞ্চেদুত্তানপাত্রকৃৎ ॥৯
যুগ্মানেব স্বস্তি বাচ্যমঙ্গুষ্ঠাগ্রগ্রহং সদা।
কৃত্বা ধূর্য্যস্য বিপ্রস্য প্রণম্যানুব্রজেৎ ততঃ ॥১০
এষ শ্রাদ্ধবিধিঃ কৃৎস্ন উক্তঃ সংক্ষেপতো ময়া।
যে বিন্দন্তি ন মুহ্যন্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মসু তে ক্বচিৎ ॥১
ইদং শাস্ত্রঞ্চ গুহ্যঞ্চ পরিসংখ্যানমেব চ।
বসিষ্ঠোক্তঞ্চ যো বেদ স শ্রাদ্ধং বেদ নেতরঃ ॥১২

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্থ খণ্ড

শ্রাদ্ধকার্য্যে কুশমূল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর ক্রমে পিণ্ডদান করিলে দাতার ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হয়, আর অগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অধঃ অধঃ ক্রমে দান করিলে অধোগতি হয়। অতএব আভ্যুদয়িক কি অন্যসকল শ্রাদ্ধে অল্পলগ্ন পিণ্ডাংশসকল কুশের মূল, মধ্য এবং অগ্রভাগে প্রদান করিবে।১-২

বিনা মন্ত্রে মৌনভাবে গন্ধাদি দান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে আচমন করাইবে (লেপঘর্ষণ ও প্রক্ষালনাদি করাইবে), অন্য শ্রাদ্ধেও (পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধেও) এই বিধি; তবে যব প্রদান দেবতীর্থ ইত্যাদি কতিপয় বিধি তাহাতে নাই। অন্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের স্থান দক্ষিণনিম্ন, কর্ত্তা দক্ষিণমুখ এবং কুশ দক্ষিণাগ্র হইবে —ইহা শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণাচমনের পর "সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সিঞ্চন করিবে। আর "শিবা আপঃ সন্তু" বলিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হস্তে জল দিবে।৩-৫

অনন্তর "সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া পুষ্প এবং "অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া যব দান করিবে। "অক্ষয্যোদক দান" অর্ঘ্য দানের মতই হইবে। তাহা ষষ্ঠ্যন্ত প্রয়োগেই কর্ত্তব্য, চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগে কদাচ কর্ত্তব্য নহে। (অর্ঘ্যদান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনে তন্ত্রতা হইবে না।)* "সুসুপ্রোক্ষিতমস্তু" ইত্যাদি সকল প্রার্থনাতেই দ্বিজোত্তমগণ প্রতিবচন দিলে পবিত্রাচ্ছাদিত পিণ্ড সকলকে "ঊর্জ্জং বহন্তীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সিঞ্চন করিবে। তারপর ন্যুব্জীকৃত পাত্র উত্তান করিয়া যুগ্ম ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে। তৎপরে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ গ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূর অনুগমন করিবে। এই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধবিধি আমি সংক্ষেপে বলিলাম। যাহারা ইহা জানে, তাহারা আর কদাচ শ্রাদ্ধকার্য্যে বিমূঢ় হয় না। এই শাস্ত্র, রহস্য, পরিসংখ্যান এবং বসিষ্ঠোক্ত বিধি যে ব্যক্তি জানে, সেই শ্রাদ্ধবিৎ, অপরে নহে।

* ৮ম শ্লোক রঘুনন্দন মতে এই স্থলে হইবে না

কাত্যায়ন-সংহিতায় চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

অসকৃৎ তানি কর্ম্মাণি ক্রিয়েরন্ কর্ম্মকারিভিঃ।
প্রতিপ্রয়োগং নৈতাঃ স্যুর্মাতরঃ শ্রাদ্ধমেব চ ॥১

আধান-হোময়োশ্চৈব বৈশ্বদেবে তথৈব চ।
বলিকর্ম্মণি দর্শে চ পৌর্ণমাসে তথৈব চ ॥২

নবযজ্ঞে চ যজ্ঞজ্ঞা বদন্ত্যেব মনীষিণঃ।
একমেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমেতেষু ন পৃথক্ পৃথক্ ॥৩

নাষ্টকাসু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং ন শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধমিষ্যতে।
ন সোষ্যন্তীজাতকর্ম্ম প্রোষিতাগতকর্ম্মসু ॥৪

বিবাহাদিঃ কর্ম্মগণো য উক্তো
গর্ভাধানং শুশ্রুম যস্য চান্তে।
বিবাহাদাবেকমেবাত্র কুর্য্যাৎ
শ্রাদ্ধং নাদৌ কর্ম্মণঃ কর্ম্মণঃ স্যাৎ ॥৫

প্রদোষে শ্রাদ্ধমেকং স্যাদ্ গোনিষ্ক্রাম-প্রবেশয়োঃ।
ন শ্রাদ্ধং যুজ্যতে কর্ত্তুং প্রথমে পুষ্টিকর্ম্মণি ॥৬

হলাভিযোগাদিষু তু ষট্সু কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্।
প্রতিপ্রয়োগমপ্যেবানাদাবেকন্তু কারয়েৎ ॥৭

বৃহৎপত্র-ক্ষুদ্রপশুস্বস্ত্যর্থং পরিবিন্যতোঃ।
সূর্য্যেন্দ্বোঃ কর্ম্মণী যে তু তয়োঃ শ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে ॥৮

ন দশাগ্রন্থিকে চৈব বিষবদ্দষ্টকর্ম্মণি।
কৃমিদষ্টচিকিৎসায়াং নৈব শেষেষু বিদ্যতে ॥৯

গণশঃ ক্রিয়মাণেষু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ।
সকৃদেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু ॥১০

যত্র যত্র ভবেচ্ছ্রাদ্ধং তত্র তত্র চ মাতরঃ।
প্রাসঙ্গিকমিদং প্রোক্তমতঃ প্রকৃতমুচ্যতে ॥১১

ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চম খণ্ড

কর্ম্মিগণ—যে যে কার্য্য আরম্ভ হইবার পর বারংবার কৃত হয়, তৎসমস্তের প্রতিবারে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে না। যথা অগ্ন্যাধ্যান, সায়ং প্রাতর্হোম, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, দর্শপৌর্ণমাস যাগ এবং নবযজ্ঞ। যজ্ঞজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—এই সমস্ত কার্য্যে একবারই ঐ শ্রাদ্ধ হইবে, পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। অগ্ন্যাধ্যান, সায়ং প্রাতর্হোম ও নবযজ্ঞ ইহার মধ্যে এক কর্ম্ম উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে কর্ম্মান্তরের জন্য শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।১-৩

অষ্টকাহোম, গৃহোক্ত অন্বষ্টকাদি শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ শ্রাদ্ধ, সোষ্যন্তী হোম, জাতকর্ম্ম এবং প্রোষিতাগত কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হইবে না। বিবাহ হইতে গর্ভাধান পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম বিহিত বলিয়া শুনা যায় তন্মধ্যে বিবাহের আদিতেই একবার মাত্র ঐ শ্রাদ্ধ হইবে, প্রতি কর্ম্মের আদিতে আর হইবে না। হলাভিযোগাদি ষট্কর্ম্মে প্রতিবারেই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে। সূর্য্য পরিবেশে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বৃহৎ পশুর এবং চন্দ্র পরিবেশে ছাগ-মেষাদি ক্ষুদ্র পশুর স্বস্ত্যয়নার্থ যে দুই হোম-কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। একদিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি কার্য্য হইলে সর্ব্বাগ্রে একবার মাত্র মাতৃপূজা ও একবার মাত্র বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে, প্রতি কর্ম্মারম্ভে পৃথক্ পৃথক্ হইবে না। যেখানে যেখানে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সেইখানে সেইখানেই মাতৃপূজা হইবে। এখন যাহা বলিলাম, তাহা প্রাসঙ্গিক মাত্র, অতঃপর প্রকৃত কথা বলিতেছি।

কাত্যায়ন সংহিতায় পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ

আধানকালা যে প্রোক্তাস্তথা যশ্চাগ্নিযোনয়ঃ।
তদাশ্রয়োঽগ্নিমাদধ্যাদগ্নিমানগ্রজো যদি ॥১
দারাধিগমনাধানে যঃ কুর্য্যাদগ্রজাগ্রিমঃ।
পরিবেত্তা স. বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥২
পরিবিত্তি-পরিবেত্তারৌ নরকং গচ্ছতো ধ্রুবম্।
অপি চার্ণ-প্রায়শ্চিত্তৌ পাদোনফলভাগিনৌ ॥৩
দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিষক্ত-পতিত-শূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ ॥৪
জড়-মূকান্ধ-বধির-কুব্জ-বামন-কুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ ॥৫
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্ত-চৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দুষ্যতি ॥৬
ধনবার্দ্ধুষিকং রাজসেবকং কর্ষকং তথা।
প্রোষিতঞ্চ প্রতীক্ষেত বর্ষত্রয়মপি ত্বরন্ ॥৭
প্রোষিতং যদ্যশৃণ্বানমব্দাদূর্দ্ধং সমাচরেৎ।
আগতে তু পুনস্তস্মিন্ পাদং তচ্ছুদ্ধয়ে চরেৎ ॥৮
লক্ষণে প্রাগ্‌গতায়াস্তু প্রমাণং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
তন্মূলসক্তা যোদীচী তস্যা এতন্নবোত্তরম্ ॥৯
উদগ্‌গতায়াঃ সংলগ্নাঃ শেষাঃ প্রাদেশমাত্রিকাঃ।
সপ্তসপ্তাঙ্গুলাংস্ত্যক্ত্বা কুশেনৈব সমুল্লিখেৎ ॥১০
মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মানকর্ত্তরি।
মানকৃদ্ যজমানঃ স্যাদ্ বিদুষামেব নিশ্চয়ঃ ॥১১
পুণ্যমেবাদধীতাগ্নিং স হি সর্ব্বৈঃ প্রশস্যতে।
অনর্দ্ধুকত্বং যত্তস্য কাম্যৈস্তন্নীয়তে শমম্ ১২

ষষ্ঠ খণ্ড

যদি জ্যেষ্ঠ সাগ্নিক হন, তাহা হইলেই কনিষ্ঠ অগ্নির কথিত আধান-কাল এবং কথিত উৎপাদকের অধীন হইয়া অগ্ন্যাধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অগ্রেই বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করে, সে "পরিবেত্তা" এবং তাহার ঐ জ্যেষ্ঠ "পরিবিত্তি" বলিয়া জ্ঞেয়। পরিবিত্তি এবং পরিবেত্তা নিশ্চয়ই নরক গমন করে, এমন কি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হইলেও ইহারা পাদোন ফলভাগী হইবে। তবে: জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশান্তরস্থ, ক্লীব, একবৃষণ, অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রধর্ম্মী, মহারোগী, জড়, মুক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুষ্ঠ, অতিবৃদ্ধ, মৃতভার্য্য, কৃষি-কার্য্যাসক্ত, রাজসেবক, ধনবৃদ্ধি-প্রসক্ত, যথেচ্ছাচারী কুলত্যাগী, উন্মত্ত বা চৌর হইলে কিংবা ঐ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহোদর না হইলে অগ্রে বিবাহ বা অগ্ন্যাধান করিলেও দোষ হইবে না। ত্বরান্বিত হইলেও ধনবৃদ্ধি-প্রসক্ত, রাজসেবক, কর্ষক এবং দেশান্তরস্থ জ্যেষ্ঠের জন্য তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে।১-৭

জ্যেষ্ঠ দেশান্তরস্থ হইলে তাঁহার যদি সংবাদ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ এক বৎসরের পরেই বিবাহাদি করিতে পারিবে। কিন্তু দেশান্তরস্থ ভ্রাতা সমাগত হইলে সেই পাপক্ষয়ার্থ পরিবেদনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। লক্ষণকার্য্য (পরিসমূহন হইতে পরিষেকাদি পর্য্যন্ত কর্ম্মের নাম লক্ষণ) পূর্ব্বাগ্র রেখার পরিমাণ বার অঙ্গুল, ঐ রেখার মূললগ্ন উত্তরাগ্র আর একটী রেখার পরিমাণ এক বিংশতি অঙ্গুল, উত্তরাগ্র রেখার সহিত সংলগ্ন অবশিস্ট রেখাত্রয়ের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র। ইহাদের সাত সাত অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া কুশ দ্বারা উল্লেখন করিবে। ৮-১০

মান কর্ম্ম কথিত ও মানকর্ত্তা অনুক্ত হইলে যজমান পরিমাণকর্ত্তা হইবে—পণ্ডিতগণের ইহা সিদ্ধান্ত। পবিত্র অগ্নিই আধান করিবে। সকলেই পবিত্র অগ্নিরই প্রশংসা করেন। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকে কন্যার বাগ্‌দান করে, তাহা হইলে ঐ বাগ্‌দানের বর অন্ত্য সমিধ আধান করিবার জন্য অগ্ন্যাধান করিবে, অন্যথা

যস্য দত্তা ভবেৎ কন্যা বাচা সত্যেন কেনচিৎ।
সোঽন্ত্যাং সমিধ মাধাস্যন্মাদধীতৈব নান্যথা ॥১৩
অনূঢ়ৈব তু সা কন্যা পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
ন তথা ব্রতলোপোঽস্য তেনৈবান্যাং সমুদ্বহেৎ ॥১৪

করিবে না। যদি সেই কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাগ্দানের বরের ব্রতলোপ হয় না; সেই অগ্নিসাহায্যেই অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে

অথ চেন্ন লভেতান্যাং যাচমানোঽপি কন্যকাম্।
তমগ্নিমাত্মসাৎ কৃত্বা ক্ষিপ্রং স্যাদুত্তরাশ্রমী ॥১৫

ইতি ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ ॥ ৬ ॥

পারে। যদি যাচ্ঞা করিয়াও অন্য কন্যা লাভ না হয়, তাহা হইলে অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া শীঘ্র পরবর্ত্তী আশ্রম অবলম্বন করিবে।

কাত্যায়ন সংহিতায় ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ খণ্ডঃ

অশ্বত্থো যঃ শমীগর্ভঃ প্রশস্তোর্ব্বীসমুদ্ভবঃ।
তস্য যা প্রাঙ্মুখী শাখা বোদীচী বোর্দ্ধগাপি বা ॥১
অরণিস্তন্ময়ী প্রোক্তা তন্ময্যেবোত্তরারণিঃ।
সারবদ্দারবং চত্রমোবিলী চ প্রশস্যতে ॥২
সংসক্তমূলো যঃ শম্যাঃ স শমীগর্ভ উচ্যতে।
অলাভে ত্বশমীগর্ভাদুদ্ধরেদবিলম্বিতঃ ॥৩
চতুর্ব্বিংশতিরঙ্গুষ্ঠদৈর্ঘ্যং ষড়পি পার্থিবম্।
চত্বার উচ্ছ্রয়ে মানমরণ্যোঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪
অষ্টাঙ্গুলঃ প্রমন্থঃ স্যাচ্চত্রং স্যাদ্ দ্বাদশাঙ্গুলম্।
ওবিলী দ্বাদশৈব স্যাদেতন্মন্থনযন্ত্রকম্ ॥৫

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলমানন্তু যত্র যত্রোপদিশ্যতে।
তত্র তত্র বৃহৎপর্ব্বগ্রন্থিভির্মিনুয়াৎ সদা ॥৬
গোবালৈঃ শণসংমিশ্রৈস্ত্রিবৃত্তমমলাত্মকম্।
ব্যামপ্রমাণং নেত্রং স্যাৎ প্রমথ্যস্তেন পাবকঃ ॥৭
মূর্দ্ধাক্ষি-কর্ণ-বক্ত্রাণি কন্ধরা চাপি পঞ্চমী।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাণ্যেতানি দ্ব্যঙ্গুষ্ঠং বক্ষ উচ্যতে ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ং ত্র্যঙ্গুষ্ঠমুদরং স্মৃতম্।
একাঙ্গুষ্ঠা কটির্জ্ঞেয়া দ্বৌ বস্তি দ্বৌ চ গুহ্যকম্ ॥৯
ঊরূ জঙ্ঘে চ পাদৌ চ চতুস্ত্র্যেকৈর্যথাক্রমম্।
অরণ্যবয়বা হ্যেতে যাজ্ঞিকৈঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১০

সপ্তম খণ্ড

প্রশস্ত ভূমিভাগে উৎপন্ন শমীগর্ভ অশ্বত্থের যে পূর্ব্বমুখী, উত্তরমুখী বা ঊর্দ্ধগামিনী শাখা, তদ্দ্বারাই অরণি এবং উত্তরারণি নির্ম্মাণ করিবে—ইহা কথিত হইয়াছে। চত্র এবং ওবিলী সারদারুময় হইলেই প্রশস্ত। যাহার মূল শমীর সহিত সংসক্ত, তাহাকে "শমীগর্ভ" বলা যায়। শমীগর্ভ অশ্বত্থের অলাভে অশমীগর্ভ অশ্বত্থ হইতেও সত্বর অগ্ন্যুদ্ধার করিবে। অরণিদ্বয় দৈর্ঘ্যে চব্বিশ অঙ্গুষ্ঠ, ছয় অঙ্গুষ্ঠ চওড়া এবং চার অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ হইবে, অরণিদ্বয়ের এইরূপ পরিমাণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।১-৪

"প্রমন্থ" অষ্টাঙ্গুল, "চত্র" বার অঙ্গুল, ওবিলীও বার অঙ্গুল—ইহাই মন্থন যন্ত্র। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির পরিমাণ উপদিষ্ট হইলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির বৃহৎ পর্ব্বগ্রন্থি দ্বারাই মাপ লইবে। শণমিশ্রিত গোলাঙ্গুল কেশ তেহারা করিয়া তদ্দারা নির্ম্মলস্বরূপ ব্যামপ্রমাণ নেত্র করিবে, তদ্দারা মন্থন করা বিধি। মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও কন্ধরা অরণির এই পঞ্চাবয়ব এক এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে, বক্ষঃস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুষ্ঠ, হৃদয়ের পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, উদরের পরিমাণ তিন অঙ্গুষ্ঠ, কটির পরিমাণ এক অঙ্গুষ্ঠ, মূত্রাশয় এবং গুহ্যের পরিমাণ দুই দুই অঙ্গুষ্ঠ জানিবে। ঊরুদ্বয় চার অঙ্গুষ্ঠ, জঙ্ঘাদ্বয় তিন অঙ্গুষ্ঠ এবং পাদদ্বয় একাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হইবে। অরণির এই সমস্ত অবয়ব যাজ্ঞিকগণের

যত্তদ্‌গুহ্যমিতি প্রোক্তং দেবযোনিস্তু সোচ্যতে।
অস্যাং যো জায়তে বহ্নিঃ স কল্যাণকৃদুচ্যতে ॥১১
অন্যেষু যে তু মথ্নন্তি তে রোগভয়মাপ্নুয়ুঃ।
প্রথমে মন্থনে ত্বেষ নিয়মো নোত্তরেষু চ ॥১২

কথিত। অরণির গুহ্যের নাম "দেবযোনি"। ইহাতে উৎপন্ন বহ্নিই কল্যাণকারী বলিয়া কথিত। যাহারা অন্য স্থানে অগ্নি মন্থন করে, তাহারা রোগভীতি প্রাপ্ত হয়। প্রথম মন্থনেই এইরূপ নিয়ম জানিবে, পর মন্থনে আর

উত্তরারণিনিষ্পন্নঃ প্রমন্থঃ সর্ব্বদা ভবেৎ।
যোনিসঙ্করদোষেণ যুজ্যতে হ্যন্যমন্থকৃৎ ॥১৩
আর্দ্রা সশুষিরা চৈব ঘূর্ণাঙ্গী পাটিতা তথা।
ন হিতা যজমানানামরণিশ্চোত্তরারণিঃ ॥১৪

ইতি সপ্তমঃ খণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

নিয়ম নাই। "প্রমন্থ" সর্ব্বদাই উত্তরারণি নিষ্পন্ন হইবে। যে অন্য প্রমন্থ করিবে, সে যোনিসঙ্কর দোষে দুষ্ট হইবে। অরণি বা উত্তরারণি আর্দ্র, সচ্ছিদ্র, ঘূর্ণাঙ্গ বা পাটিত হইলে যজমানের হিত হয় না।

কাত্যায়ন-সংহিতায় সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত। ৭।

অষ্টমঃ খণ্ডঃ

পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি।
বিভৃয়াৎ প্রাঙ্মুখো যন্ত্রমাবৃতা বক্ষ্যমাণয়া ॥১
চত্রবুধ্নে প্রমন্থাগ্রং গাঢ়ং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
কৃত্বোত্তরাগ্রামরণিং তদ্‌বুধ্নমুপরি ন্যসেৎ ॥২
চত্রাধঃ কীলকাগ্রস্থামোবিলীমুদগগ্রকাম্।
বিষ্টভ্যাদ্ধারয়েদ্ যন্ত্রং নিষ্কম্পং প্রযতঃ শুচিঃ ॥৩
ত্রিরুদ্বেষ্ট্যাথ নেত্রেণ চত্রং পত্ন্যোঽহতাংশুকাঃ।
পূর্ব্বং মথ্নন্ত্যরণ্যাস্তাঃ প্রাচ্যগ্নেঃ স্যাদ্ যথা চ্যুতিঃ ॥৪

নৈকয়াপি বিনা কার্য্যমাধানং ভার্য্যয়া দ্বিজৈঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বান্ বা চারভন্তি যৎ ॥৫
বর্ণজ্যৈষ্ঠ্যেন বহ্বীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ।
কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাধ্বীভির্মথনং পুনঃ ॥৬
নাত্র শূদ্রীং প্রযুঞ্জীত ন দ্রোহদ্বেষকারিণীম্।
ন চৈবাব্রতস্থাং নান্যপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ॥৭
ততঃ শক্ততরা পশ্চাদাসামন্যতরাপি বা।
উপেতানাং বান্যতমা মথ্নেদগ্নিং নিকামতঃ ॥৮

অষ্টম খণ্ড

অহত (অচ্ছিন্ন) বস্ত্র পরিধান ও যথাবিধি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে যন্ত্রধারণ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রমন্থের অগ্রভাগ চত্রবুধ্নে দৃঢ় করিবে; অনন্তর অরণি উত্তরাগ্রে স্থাপন করিয়া তদুপরি ঐ বুধ্ন স্থাপন করিবে। চত্রে অবস্থিত কীলকাগ্রে গ্রথিত ওবিলী উত্তরাগ্র করিয়া অরণির উপর রাখিবে। সংযত ও পূতভাবে বলপূর্ব্বক ঐ যন্ত্র ধারণ করিবে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন যন্ত্র না নড়ে চড়ে। অহতবসনা (অচ্ছিন্নবস্ত্র পরিহিতা) পত্নীগণ "নেত্র" দ্বারা তিন ফের চত্রবেষ্টন করিয়া যাহাতে পূর্ব্বদিকে অগ্নিনিঃসরণ হয়, এই ভাবে প্রথমেই অরণি মন্থন করিবে।১-৪।

যদি একজন পত্নীও না থকে, তাহা হইলে দ্বিজগণ অগ্ন্যাধান করিবে না, করিলেও তাহা না করার তুল্য জানিবে। ঐ অবস্থাতে অন্য যে সমস্ত কার্য্য করিবে, তাহাও না করার তুল্য হইবে। ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নি নিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে। তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন

জাতস্য লক্ষণং কৃত্বা তং প্রণীয় সমিধ্য চ।
আধায় সমিধঞ্চৈব ব্রাহ্মণঞ্চোপবেশয়েৎ ॥৯
ততঃ পূর্ণাহুতিং হুত্বা সর্ব্বমন্ত্রসমন্বিতাম্।
গাং দদ্যাদ্ যজ্ঞবাস্তন্তে ব্রহ্মণে বাসসী তথা ॥১০
হোমপাত্রমনাদেশে দ্রবদ্রব্যে স্রুবঃ স্মৃতঃ।
পাণিরেবেতরস্মিংস্তু স্রুচৈবাত্র তু হূয়তে ॥১১
খাদিরো বাথ পালাশো দ্বিবিতস্তিঃ স্রুবঃ স্মৃতঃ।
স্রুগ্ বাহুমাত্রো বিজ্ঞেয়া বৃত্তস্তু প্রগ্রহস্তয়োঃ ॥১২
স্রুবাগ্রে ঘ্রাণবৎ খাতং দ্ব্যঙ্গুষ্ঠপরিমণ্ডলস্থলম্।
জুহ্বাঃ শরাববৎ খাতং সনির্ব্বাহং ষড়ঙ্গুলং কুর্য্যাৎ ॥১৩
তেষাং প্রাক্‌শঃকুশৈঃ কার্য্যঃ সম্প্রমার্গো জুহূষতা।
প্রতাপনঞ্চ লিপ্তানাং প্রক্ষাল্যোষ্ণেন বারিণা ॥১৪

প্রাক্‌ং প্রাঙ্মুদগগ্নেরুদগগ্রং সমীপতঃ।
তত্তথাসাদয়েদ্ দ্রব্যং যদ্‌যথা বিনিযুজ্যতে ॥১৫
আজ্যং হব্যমনাদেশে জুহোতিষু বিধীয়তে।
মন্ত্রস্য দেবতায়াশ্চ প্রজাপতিরিতি স্থিতিঃ ॥১৬
নাঙ্গুষ্ঠাদধিকা গ্রাহ্যা সমিৎ স্থূলতয়া ক্বচিৎ।
ন বিযুক্তা ত্বচা চৈব ন সকীটা ন পাটিতা ॥১৭
প্রাদেশান্নাধিকা নোনা তথা ন স্যাদ্ দ্বিশাখিকা।
ন সপর্ণা ন নির্ব্বীর্য্যা হোমেষু চ বিজানতা ॥১৮
প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্।
এবংবিধাঃ স্যুরেবেহ সমিধঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥১৯
সমিধোঽষ্টাদশেধ্মস্য প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
দর্শে চ পৌর্ণমাসে চ ক্রিয়াস্বন্যাসু বিংশতিঃ ॥২০

একজন পত্নী মন্থন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি-জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নি মন্থন করিতে পারিবে, শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এ বিষয়ে নিয়োগ করিবে না। অন্য পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী, দ্বেষকারিণী, অব্রতচারিণী বা পরপুরুষ-সংগতা হয়, তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না।৫-৮

উৎপন্ন অগ্নির লক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রেখাদি করিয়া সেই অগ্নি স্থাপন ও প্রজ্বালনপূর্ব্বক সমিদাধান করিবার পর ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ বাস্তুকর্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে গো এবং বস্ত্রযুগল দক্ষিণা দিবে। হোমপাত্রের বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে তরল দ্রব্যের হোমপাত্র স্রুব, স্রুব-পাত্র খদিরকাষ্ঠ বা পলাশ কাষ্ঠের হইবে এবং তাহার পরিমাণ দুই বিতস্তি হওয়া আবশ্যক। স্রুকের পরিমাণ এক বাহু হইবে এবং ঐ স্রুক্ স্রুবের ধরিবার দণ্ড বর্ত্তুল হইবে। স্রুবের অগ্রভাগে নাসারন্ধ্রদ্বয়ের ন্যায় মধ্যে উচ্চ ও দুই পাশে দুই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গর্ত্ত থাকিবে আর জুহুর অর্থাৎ স্রুকের গর্ত্ত একখানি শরার মত হইবে, তাহাতে 'নির্ব্বাহ' নামক প্রণালী থাকিবে, এবং ঐ গর্ত্তের ছয় অঙ্গুল গভীরতা হইবে। হোম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ঐ সকল পাত্রের মার্জ্জন পূর্ব্বাভিমুখে কুশ দ্বারা করিবে। আর উহা ঘৃতাদিলিপ্ত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক অগ্নিতাপিত করিবে।৯-১৪

হোমদ্রব্য অগ্নিসমীপে পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে রাখিবে, পূর্ব্বদিকে রাখিতে হইলে পূর্ব্বাগ্র করিয়া এবং উত্তরদিকে রাখিতে হইলে উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেরূপ দ্রব্য হোমে লাগিতে পারে, তদনুসারে আয়োজন করিবে। হোমদ্রব্যের বিশেষ উপদেশ না থাকিলে ঘৃতই হোমদ্রব্য হইবে। মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে প্রাজাপত্য মন্ত্র (ব্যাহৃতি), আর কোন্ দেবতার হোম করিতে হইবে—ইহার উল্লেখ না থাকিলে প্রজাপতিই সেখানকার দেবতা হইবে, ইহা নিয়ম। জ্ঞানী ব্যক্তি হোমকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্থূল সমিধ্ কদাচ গ্রহণ করিবে না; ত্বক্‌শূন্য, সকীট (কীটদষ্ট), পাটিত, প্রাদেশাধিক, প্রাদেশন্যূন, বিবিধ শাখাযুক্ত, পত্রযুক্ত ও অসার সমিধও গ্রাহ্য নহে। "ইধ্ম" দুই প্রাদেশ পরিমিত হইবে। উক্তরূপ 'ইধ্ম' সমিধই সকল কার্য্যে লাগে।১৫-১৯

পণ্ডিতগণ আঠারটী 'ইধ্ম' সমিধের কথা বলেন, তবে দর্শপৌর্ণমাস যাগ ও অন্য কতিপয় ক্রিয়াতে বিংশতি 'ইধ্ম' গ্রাহ্য। প্রকৃত হোমের পূর্ব্বে ও পরে বিনামন্ত্রে, বিনা দেবোদ্দেশে সমিধ্ প্রক্ষেপ করিতে পারিবে। যেহেতু সেই সমিধ্

সমিদাদিষু হোমেষু মন্ত্র-দৈবতবর্জ্জিতা।
পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চ হীন্ধনার্থং সমিদ্ভবেৎ ॥২১
ইধ্মোঽপ্যেধার্থমাচার্য্যৈর্হবিরাহুতিষু স্মৃতঃ।
যত্র চাস্য নিবৃত্তিঃ স্যাৎ তৎ স্পষ্টীকরবাণ্যহম্ ॥২২
অঙ্গহোমসমিত্তন্ত্রসোষ্যন্ত্যাখ্যেষু কর্ম্মসু।
যেষাঞ্চৈতদুপর্য্যুক্তং তেষু তৎসদৃশেষু চ ॥২৩
অক্ষভঙ্গাদিবিপদি জলহোমাদিকর্ম্মণি।
সোমাহুতিষু সর্ব্বাসু নৈতেষ্বিধ্ম বিধীয়তে ॥২৪

ইতি অষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

কেবল ইন্ধনার্থ হইবে। আচার্য্যগণ হবির্হোমে ইধ্ম প্রক্ষেপও ইন্ধনার্থ বলিয়াছেন। যেখানে "ইধ্ম" প্রক্ষেপ হইবে না, আমি তাহা স্পস্ট করিয়া বলিতেছি। সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্যে বিহিত অঙ্গহোম, সমিধ্ হবিঃসম্পন্ন তন্ত্রহোম, সোষ্যন্তী হোম, ইধ্মপ্রক্ষেপ বিধায়ক সূত্রের পূর্ব্বতন সূত্র-বিহিত বৈশ্বদেবাদি কর্ম্ম, ক্ষিপ্রহোম, গোভিল-কথিত অক্ষভঙ্গাদিবিপন্নিমিত্তক হোম, জলোপরিকৃত হোম এবং সোমরসাহুতি এই সকল কার্য্যে 'ইধ্ম' বিধান নাই।

কাত্যায়ন সংহিতায় অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমঃ খণ্ডঃ

সূর্য্যেঽস্তশৈলমপ্রাপ্তে ষট্‌ত্রিংশদ্ভিঃ সদাঙ্গুলৈঃ।
প্রাদুষ্করণমগ্নীনাং প্রাতর্ভাসাঞ্চ দর্শনাৎ ॥১
হস্তাদূর্দ্ধং রবির্যাবদ্ গিরিং হিত্বা ন গচ্ছতি।
তাবদ্ধোমবিধিঃ পুণ্যো নাত্যেত্যুদিতহোমিনাম্ ॥২
যাবৎ সম্যঙ্ ন ভাব্যন্তে নভস্যৃক্ষাণি সর্ব্বতঃ।
ন চ লৌহিত্যমাপৈতি তাবৎ সায়ঞ্চ হূয়তে ॥৩
রজো-নীহার-ধূমাভ্র-বৃক্ষাগ্রান্তরিতে রবৌ।
সন্ধ্যামুদ্দিশ্য জুহুয়াদ্ধুতমস্য ন লুপ্যতে ॥৪
ন কুর্য্যাৎ ক্ষিপ্রহোমেষু দ্বিজঃ পরিসমূহনম্।
বিরূপাক্ষঞ্চ ন জপেৎ প্রবদঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৫
পর্য্যুক্ষণঞ্চ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যমদিতেঽন্বিতি।
অন্তে চ বামদেব্যস্য গানং কুর্য্যাদৃচস্ত্রিধা ॥৬
অহোমকেষ্বপি ভবেদ্ যথোক্তং চন্দ্রদর্শনম্।
বামদেব্যং গণেষ্বন্তে বল্যন্তে বৈশ্বদেবিকে ॥৭
যান্যধস্তরণান্তানি ন তেষু স্তরণং ভবেৎ।
এককার্য্যার্থসাধ্যত্বাৎ পরিধীনপি বর্জ্জয়েৎ ॥৮

নবম খণ্ড

সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিবার পূর্বে ছত্রিশ অঙ্গুল অবশিষ্ট থাকিতে সায়ংকালে, আর সূর্য্যালোক দর্শন হইলে প্রাতঃকালে অগ্নি বাহির করিতে হয়। সূর্য্য উদয়গিরি হইতে এক হস্তের উপর গমন না করিলে উদিত হোমিদিগের পবিত্র হোমবিধি অতীত হয় না। আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না পায় এবং গগনমণ্ডল হইতে সন্ধ্যারাগ অপসৃত না হয়, ততক্ষণ সায়ংকালীন হোম করা যায়। সূর্য্য—ধূলিমণ্ডল, নীহাররাশি, ধূমপুঞ্জ, জলদজাল বা তরুশিখর দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, যখন সন্ধ্যা হইয়াছে বোধ হইবে, তখনই হোম করিবে—তাহা হইলে ব্রত লোপ হইবে না। দ্বিজ ক্ষিপ্রহোমে পরিসমূহন ও বিরূপাক্ষ জপ করিবে না এবং প্রপদ (তপশ্চ তেজশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ) পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সকল কার্য্যেই "অদিতেঽনুমন্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পর্য্যুক্ষণ এবং অন্তে তিনবার বামদেব্য গান

বর্হিঃপর্য্যুক্ষণঞ্চৈব বামদেব্যজপস্তথা।
ক্রত্বাহুতিষু সর্ব্বাসু ত্রিকমেতন্ন বিদ্যতে ॥৯
হবিষ্যেষু যবা মুখ্যাস্তদনু ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
মাষ-কোদ্রব-গৌরাদি সর্ব্বালাভেঽপি বর্জ্জয়েৎ ॥১০
পাণ্যাহুতির্দ্বাদশপর্ব্বপারিকা
কংসাদিনা চেৎ স্রুবমাত্রপাবকা।
দৈবেন তীর্থেন চ হূয়তে হবিঃ
স্বঙ্গারিণি স্বর্চ্চিষি তচ্চ পাবকে ॥১১
যোঽনর্চ্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে ॥১২
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন।
আরোগ্যমিচ্ছতায়ুশ্চ শ্রিয়মাত্যন্তিকীম্পরাম্ ॥
হোতব্যে চ হুতে চৈব পাণি-সূর্প-স্ফ-দারুভিঃ।
ন কুর্য্যাদগ্নিধমনং কুর্য্যাদ্ বা ব্যজনাদিনা ॥১৪
মুখেনৈকে ধমন্ত্যগ্নিং মখাদ্ধ্যেযোঽধ্যজায়ত।
নাগ্নিং মুখেনেতি চ যল্লৌকিকে যোজয়ন্তি তৎ ॥১৫

ইতি নবমঃ খণ্ডঃ।

করিবে। যথোক্ত চন্দ্র দর্শন হোমশূন্য কার্য্যেও হইবে। বহুকার্য্য একদিনে করিলে সর্ব্বশেষে বামদেব্য গান হইবে। বৈশ্বদেবিক কার্য্য বলিকর্ম্মের পর হইবে। সকল ক্রত্বাহুতিতেই বহিরাস্তরণ, পর্য্যুক্ষণ ও বামদেব্য জপ নাই।১-৯।

হবিষ্যের মধ্যে যবই প্রধান, তাহার পর ব্রীহি; কিন্তু কিছু না পাইলেও মাষ, কোদ্রব এবং গৌর-সর্ষপাদি গ্রহণ করিবে না। হাতে করিয়া আহুতি দিতে হইলে অঙ্গুলির দ্বাদশপর্ব্ব যাহাতে পূর্ণ হয়, এইরূপ আহুতিদ্রব্য লইবে। কংসাদি দ্বারা আহুতি দিলে স্রুবপূর্ণ আহুতি-দ্রব্য লইবে। হবি হবন দৈবতীর্থ দ্বারা কর্ত্তব্য। হবনের সময় অগ্নি উত্তম অঙ্গারযুক্ত ও উত্তম জ্যোতিষ্মান্ হওয়া আবশ্যক। যে মানব জ্যোতিঃশূন্য ভস্মাবশেষ অনলে হোম করে, সে মন্দাগ্নি, আময়াবী এবং দরিদ্র হয়। অতএব আরোগ্য, আয়ু ও আত্যন্তিকী পরমালক্ষ্মী ইচ্ছা করিলে সমিদ্ধ (প্রজ্বলিত) অনলেই হোম করিবে,—অসমিদ্ধ অনলে কদাচ করিবে না। আহুতি দিতে উদ্যোগী হইয়া বা আহুতি দিবার সময়ে হস্ত, শূর্প, বজ্রনামক যজ্ঞীয় উপকরণ বা কাষ্ঠে বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত করিবে না, তবে ব্যজনাদি দ্বারা করিতে পারিবে। কেহ কেহ মুখমারুত যোগে অগ্নি প্রজ্বালন করিতে বলেন, কেননা এই অগ্নি মুখগুণেই অর্থাৎ মুখোচ্চারিত মন্ত্রবলেই উৎপন্ন। তবে যে মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালন নিষিদ্ধ আছে,তাহা তাঁহারা লৌকিকাগ্নি পক্ষে লাগাইয়া থাকেন।১০-১৫

কাত্যায়ন সংহিতায় নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গৃহে চেত্তদমন্ত্রবৎ ॥১
নারদাদ্যুক্তবার্ক্ষং যদষ্টাঙ্গুলমপাটিতম্।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাৎ তদগ্রেণ প্রধাবয়েৎ ॥২
উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনম্ ॥৩
আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশু-বসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে ॥৪
যব্যদ্বয়ং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ।
তাসু স্নানং ন কুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ ॥৫
ধনুঃসহস্রাণ্যষ্টৌ তু গতির্যাসাং ন বিদ্যতে।
ন তা নদীশব্দবহা গর্ত্তাস্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৬
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে প্রেতস্নানে তথৈব চ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব রজোদোষো ন বিদ্যতে ॥৭
বেদাশ্ছন্দাংসি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ দিবৌকসঃ।
জলার্থিনোঽথ পিতরো মরীচ্যাদ্যাস্তথর্ষয়ঃ ॥৮
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে স্নানার্থং ব্রহ্মবাদিনঃ।
যিযাসূননুগচ্ছন্তি সন্তুষ্টাঃ স্বশরীরিণঃ ॥৯
সমাগমস্তু যত্রৈষাং যত্র হত্যাদয়ো মলাঃ।
নূনং সর্ব্বে ক্ষয়ং যান্তি কিমুতৈকং নদীরজঃ ॥১০
ঋষীণাং সিচ্যমানানামন্তরালং সমাশ্রিতঃ।
সংপিবেদ্ যঃ শরীরেণ পর্ষ্যুন্মুক্তজলচ্ছটাঃ ॥১১
বিদ্যাদীন্ ব্রাহ্মণঃ কামান্ বরাদীন্ কন্যকা ধ্রুবম্।
আমুষ্মিকাণ্যপি সুখান্যাপ্নুয়াৎ স ন সংশয়ঃ ॥১২
অশুচ্যশুচিনা দত্তমামমন্তর্জলাদিনা।
অনির্গতদশাহাস্তু প্রেতা রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥১৩
স্বর্ধুন্যম্ভঃসমানি স্যুঃ সর্ব্বাণ্যম্ভাংসি ভূতলে।
কূপস্থান্যপি সোমার্কগ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

ইতি দশমঃ খণ্ডঃ।

দশম খণ্ড

যেমন দিবাস্নান বিহিত হইয়াছে, আতুর না হইলে দন্তধাবনপূর্ব্বক নদী প্রভৃতি জলাশয়ে প্রাতঃস্নানও সেইরূপ নিত্য করিবে। যদি গৃহে স্নান করে, তাহা হইলে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। দন্তধাবন-কাষ্ঠ নারদাদির কথিত হইবে। তাহার অগ্রভাগ ধুইয়া ফেলিবে। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চোখে জল দিয়া শুচি ও সমাহিত ভাবে মন্ত্র পাঠান্তে দাঁতন করিবে। মন্ত্র যথা—"হে বনস্পতি! আমাদিগকে আয়ু, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, বেদজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং মেধা অর্পণ কর।"১-৪

শ্রাবণ, ভাদ্র দুই মাস সকল নদীই রজস্বলা হয়, অতএব সমুদ্রগামিনী নদী ব্যতীত অন্য নদীতে নামিয়া তথায় স্নান করিবে না। যে সকল জলাশয়ের গতি আট ক্রোশের কম, তাহাদিগকে নদী বলা যায় না, তাহারা গর্ত্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। উপাকর্ম্ম, উৎসর্গ, জ্ঞাতিমরণ ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ—এই সকল কারণে স্নানসময়ে এবং অনির্দ্দশাহ প্রেতোদ্দেশে জলদানে রজোদোষ থাকে না। যখন ব্রহ্মবাদিগণ উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গে স্নান করিতে গমন করেন, তখন বেদ, ছন্দঃসকল, ব্রহ্মাদি দেবগণ, পিতৃগণ ও মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সন্তোষ সহকারে সশরীরে তাঁহাদিগের অনুগমন করেন। যে স্থানে ইঁহাদিগের সমাগম হয়, তথায় ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপরাশিও নিশ্চয় বিনষ্ট হয়; সামান্য নদীরজ যে বিনষ্ট হয়, ইহা কি আর বলিতে হইবে? যখন ঋষিগণ স্নান করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তদীয় স্নানজলকণা শরীর দ্বারা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ বিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করে, কুমারী উৎকৃষ্ট বর প্রভৃতি ঈপ্সিত দ্রব্য লাভে নিশ্চয়ই সমর্থা হয়, আর সেই ব্যক্তি পারলৌকিক সুখরাশি লাভ করিয়া থাকে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। অশুচি অবস্থাতে আম (কাঁচা) মৃৎখণ্ডে প্রদত্ত অশুচি বস্তু—রাক্ষসরূপী অনির্দ্দশাহ প্রেত ভোজন করে। (যাহার মৃত্যুর পর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহাকে অনির্দ্দশাহ প্রেত বলে)। ভূতলের যাবতীয় জল এমন কি কূপস্থিত হইলেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ সময়ে গঙ্গাজল সদৃশ হইয়া থাকে—ইহাতে সংশয় নাই।১-১৪।

কর্ম্মপ্রদীপপরিশিষ্টে প্রথম প্রপাঠকে কাত্যায়নে দশম খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশঃ খণ্ডঃ

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনকং বিধিম্।
অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ ॥১
সব্যে পাণৌ কুশান্ কৃত্বা কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
হ্রস্বাঃ প্রচরণীয়াঃ স্যুঃ কুশা দীর্ঘাস্তু বর্হিষঃ ॥২
দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মণি।
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥৩
রক্ষয়েদ্ বারিণাত্মানং পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ।
শিরসো মার্জ্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ ॥৪
প্রণবো ভূর্ভুর্বঃস্বশ্চ সাবিত্রী চ তৃতীয়কা।
অব্দৈবত্যং ত্র্যৃচশ্চৈব চতুর্থমিতি মার্জ্জনম্ ॥৫
ভূমাদ্যাস্তিস্র এবৈতা মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং গায়ত্রী চ শিরস্তথা ॥৬
আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরিতি শিরঃ
প্রতিপ্রতীকং প্রণবমুচ্চারয়েদন্তে চ শিরসঃ ॥৭
এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দ্দশভিঃ সহ।
ত্রির্জ্জপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥৮
করেণোদ্ধৃত্য সলিলং ঘ্রাণমাসজ্য তত্র চ।
জপেদনায়তাসুর্ব্বা ত্রিঃ সকৃদ্ বাঘমর্ষণম্ ॥৯
উত্থায়ার্কং প্রতিপ্রোহেৎত্রিকেণাঞ্জলিনাম্ভসঃ।
উচ্চিত্রমৃগ্দ্বয়েনাথ চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্ ॥১০

একাদশ খণ্ড

অতঃপর সন্ধ্যোপাসনা বিধি বলিতেছি। যেহেতু ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহীন হইলে সকল কার্য্যে অনধিকারী হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। বামপাণিতে কুশনিচয় গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। হ্রস্বকুশ প্রচরণীয়, দীর্ঘ কুশ বর্হি এবং কুশ সকল পবিত্র বলিয়া কথিত। অতএব সন্ধ্যাদি কার্য্যে– বাম হস্ত উপগ্রহযুক্ত এবং দক্ষিণ হস্ত পবিত্রযুক্ত করিবে। চারিদেকে জলক্ষেপ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিবে। কুশগৃহীত জলবিন্দু দ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে। ১-৪।

প্রণব, "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ গায়ত্রী" এবং 'আপো হি ষ্ঠাদি' তিন মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন হইয়া থাকে। এই 'ভূঃ' প্রভৃতি অবিনাশী তিন মহাব্যাহৃতি, 'মহঃ জনঃ, তপঃ, সত্য, গায়ত্রী' এবং 'আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ' এই গায়ত্রী—শির এই নয় মন্ত্রের প্রত্যেকের আদিতে এবং গায়ত্রী শিরোভাগের অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিবে। শ্বাস সংযম করত এই সপ্ত ব্যাহৃতি ও এই গায়ত্রীকে এই গায়ত্রীশির এবং এই দশটী প্রণবের সহিত তিনবার মনে মনে জপ করিবে, ইহার নাম প্রাণায়াম। হাতে জল লইয়া তাহাতে নাসিকা ঠেকাইয়া শ্বাস রোধ করিয়াই হউক আর না করিয়াই হউক তিনবার বা একবার অঘমর্ষণ সূক্ত জপ করিবে।৫-৯।

অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং গায়ত্রী—এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত সূর্য্যাভিমুখে জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে "উদুত্যং' ইত্যাদি ও "চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি দুই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। পণ্ডিতগণ এই সূর্য্যোপস্থান উভয় সন্ধ্যাতেই করিতে বলেন। আর মধ্যাহ্নকালে ইচ্ছা থাকিলে ইহার উপর "বিভ্রাট্"আদি মন্ত্র জপ করিবে। অসংযুক্তপার্ষ্ণি, একপাৎ বা অর্দ্ধপাৎ হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। (মাটীতে গুল্ফ গোড়ালী না থাকিলেই "অসংযুক্তপার্ষ্ণি হয়; মাটীতে এক পা থাকিলে "একপাৎ" আর যে পা মাটীতে থাকিবে তাহার আবার অর্দ্ধভাগ উঁচু করিলে "অর্দ্ধপাৎ" হয়)। সূর্য্যোপ-স্থান করিতে যে যে কল্প উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহাতে যাহাতে অধিক কষ্ট, তাহাতে তাহা হইতেই অধিক ফল—ইহা পণ্ডিতগণ বলেন; কেননা কষ্ট হইতেই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হয়। উদয়কালে পূর্ব্বসন্ধ্যা তৎপরে মধ্যমা সন্ধ্যা এবং অর্দ্ধাস্তের পর নক্ষত্রাভিব্যক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শেষ সন্ধ্যা করিবে। সকল সন্ধ্যাতেই প্রণব ব্যাহৃতিত্রয় এবং

সন্ধ্যাদ্বয়েহপ্যুপস্থানমেতদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মধ্যে ত্বহ্ন উপর্য্যস্য বিভ্রাড়াদীচ্ছয়া জপেৎ ॥১১
তদসংসক্তপার্ষ্ণির্ব্বা একপাদর্দ্ধপাদপি।
কুর্য্যাৎ কৃতাঞ্জলির্ব্বাপি ঊর্দ্ধবাহুরথাপি বা ॥১২
যত্র স্যাৎ কৃচ্ছ্রভূয়স্ত্বং শ্রেয়সোহপি মনীষিণঃ।
ভূয়স্ত্বং ব্রুবতে তত্র কৃচ্ছ্রাচ্ছ্রেয়ো হ্যবাপ্যতে ॥১৩
তিষ্ঠেদুদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ।
আসীতোদ্গমাচ্চান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বত্রিকং জপন্ ॥১৪

এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যত্র তিষ্ঠতি।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥১৫
সন্ধ্যালোপাচ্চ চকিতঃ স্নানশীলশ্চ যঃ সদা।
তং দোষা নোপসর্পন্তি গরুত্মন্তমিবোরগাঃ ॥১৬
বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোহহরহর্জপেৎ।
উপতিষ্ঠেত্ততো রুদ্রং সর্ব্বাদ্ বা বৈদিকাজ্জপাৎ ॥

ইত্যেকাদশঃ খণ্ডঃ।

গায়ত্রী এই তিন মন্ত্র জপ করিবে,—এই সন্ধ্যাত্রয় কীর্ত্তন করিলাম—ব্রাহ্মণ্য ইহাতেই অবস্থিত। যাহার ইহাতে আদর নাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যে দ্বিজ সন্ধ্যালোপের ভয় করে, এবং নিত্যস্নায়ী, সর্পগণ যেমন গরুড় সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারে না—সেইরূপ দোষসকল তাহার সমীপে যাইতে পারে না। প্রতিদিন আদি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাশক্তি বেদমন্ত্র জপ করিবে অথবা সমস্ত বেদ জপ করিতে না পারিলে সন্ধ্যোপাসনান্তে রুদ্রোপস্থান করিবে।১০-১৭।

কাত্যায়ন-সংহিতায় একাদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশঃ খণ্ডঃ

অথাদ্ভিস্তর্পয়েদ্দেবান্ সতিলাভিঃ পিতৃনপি।
নমোহন্তে তর্পয়ামীতি আদাবোমিতি চ ব্রুবন্ ॥১
ব্রাহ্মণং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং বেদান্
দেবাংশ্ছন্দাংস্যৃষীন্ পুরাণানাচার্য্যান্ গন্ধর্ব্বানিতরান্
মাসং সংবৎসরং সাবয়বং দেবীরপ্সরসো দেবানুগান্
নাগান্ সাগরান্ পর্ব্বতান্ সরিতো দিব্যান্ মনুষ্যা-
নিতরান্ মনুষ্যান্ যক্ষান্ রক্ষাংসি সুপর্ণান্ পিশাচান্
পৃথিবীমোষধীঃ পশূন্ বনস্পতীন্ ভূতগ্রামং চতুর্ব্বিধ-
মিত্যুপবীত্যথপ্রাচীনাবীতী যমং যমপুরুষান্ কব্যবাড়নলং
সোমং যমমর্য্যমণমগ্নিষ্বাত্তান্ সোমপীথান্ বর্হিষদোহথ
স্বান্ পিতৄন্ সকৃৎ সকৃন্মাতামহাংশ্চেতি প্রতিপুরুষ-
মভ্যস্যেজ্জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-শ্বশুর-পিতৃব্য-মাতুলাংশ্চ পিতৃবংশ-

দ্বাদশ খণ্ড

অনন্তর প্রথমে ওঙ্কার, শেষে "তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া সতিল জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, বেদসকল, দেবসকল, ছন্দঃসকল, ঋষিগণ, পুরাণ, আচার্য্য সকল, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বেতর, সাবয়ব মাস ও সংবৎসর, দেবীগণ, অপ্সরোবৃন্দ, দেবানুগসকল, নাগগণ, সাগরগণ, পর্ব্বতসকল, নদীসকল, দিব্যমনুষ্যগণ, অন্য মনুষ্যগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ, পিশাচগণ, পৃথিবী, ওষধিসকল, পশুসকল, বনস্পতিসকল এবং চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম উহাদিগকে উপবীতী থাকিয়াই তর্পণ করিবে। আর প্রাচীনাবীতী হইয়া যম, যম-পুরুষগণ, কব্যবাহ অগ্নি, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্ত, সোমপ এবং বর্হিষদ্—এই সকল পিতৃগণকে এক একবার জল দিবে। (মূলে 'কব্যবাড়নলং', হইতেও গন্ধ আছে, কিন্তু

মাতৃবংশৌ যে চান্যে মত্ত উদকমর্হন্তি তাংস্তর্পয়ামীত্যয়মবসানাঞ্জলিরথ শ্লোকাঃ ॥২

ছায়াং যথেচ্ছেচ্ছরদাতপার্ত্তঃ
পরঃ পিপাসুঃ ক্ষুধিতোঽন্নমন্নম্।
বালো জনিত্রীং জননী চ বালং
যোষিৎ পুমাংসং পুরুষশ্চ যোষাম্ ॥৩

তথা সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
বিপ্রাদুদকমিচ্ছন্তি সর্ব্বাভ্যুদয়কৃদ্ধি সঃ ॥৪

তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যমকুর্ব্বন্ মহতৈনসা।
যুজ্যতে ব্রাহ্মণঃ কুর্ব্বন্ বিশ্বমেতদ্ বিভর্ত্তি হি ॥৫

অল্পত্বাদ্ধোমকালস্য বহুত্বাৎ স্নানকর্ম্মণঃ।
প্রাতর্ন তনুয়াৎ স্নানং হোমলোপো হি গর্হিতঃ ॥৬

ইতি দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

রঘুনন্দন "কব্যবাড়নলং সোমং যমমর্য্যমণস্তথা। অগ্নিষ্বাত্তাঃ সোমপাশ্চ বর্হিষদঃ সকৃৎ সকৃৎ" এইরূপ শ্লোক বলিয়া থাকেন ; গদ্য হইতে ইহাতে কিছু কিছু পাঠভেদও আছে, যাহা হউক ইহাই প্রামাণিক। ব্যাখ্যা এতদনুসারে প্রদত্ত হইল)। স্বীয় পিতৃ প্রভৃতি তিন পুরুষ, মাতামহ প্রভৃতি তিন পুরুষেরও প্রত্যেককে অভ্যাসপূর্ব্বক অর্থাৎ তিনবার করিয়া জল দিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর, পিতৃব্য, মাতুল, পিতৃবংশীয়দিগকেও জলাঞ্জলি প্রদান করিবে "যাঁহারা আমার নিকট জল পাইতে ইচ্ছুক এই শেষ অঞ্জলি দ্বারা তাঁহাদিগেরও তর্পণ করি" বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।১-২।

অনন্তর এ বিষয়ের শ্লোক উল্লিখিত হইতেছে। শরৎ কালের রৌদ্র লাগিলে লোকে যেমন ছায়া পাইতে অভিলাষী হয়, পিপাসু ব্যক্তি যেমন জল অভিলাষ করে, অত্যন্ত ক্ষুধিত ব্যক্তি যেমন অন্নের প্রতি লোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে পাইতে উৎসুক হয়, জননী যেমন শিশু পুত্রকে লইতে ইচ্ছা করে, রমণী যেমন পুরুষ-সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং পুরুষ যেমন রমণীর প্রতি অভিলাষী হয়, সেইরূপ স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূতই ব্রাহ্মণের নিকট জল পাইতে ইচ্ছা করে, যেহেতু ব্রাহ্মণই সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব ব্রাহ্মণের নিত্য তর্পণ করা উচিত, না করিলে তাহাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর করিলে তাহার বিশ্ব পালন করা হয়। হোমকাল অল্প, স্নানকর্ম্ম বৃহৎ আড়ম্বরপূর্ণ, সুতরাং হোমের পূর্ব্বে প্রাতঃকালে এইরূপ বিস্তৃতভাবে স্নান করিবে না, কেন না হোমের লোপ করা সর্ব্বথা গর্হিত কার্য্য।৩-৬।

কাত্যায়ন সংহিতায় দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ

পঞ্চানামথ সত্রাণাং মহতামুচ্যতে বিধিঃ।
যৈরিষ্ট্বা সততং বিপ্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ সদ্ম শাশ্বতম্ ॥১
দেব-ভূত-পিতৃ-ব্রহ্ম-মনুষ্যাণামনুক্রমাৎ।
মহাসত্রাণি জানীয়াৎ তত্র বেহ মহামখাঃ ॥২
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥৩
শ্রাদ্ধং বা পিতৃযজ্ঞঃ স্যাৎ পিত্র্যো বলিরথাপি বা।
যশ্চ শ্রুতিজয়ঃ প্রোক্তো ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বোচ্যতে ॥৪
স চার্ব্বাক্ তর্পণাৎ কার্য্যঃ পশ্চাদ্ বা প্রাতরাহুতেঃ।
বৈশ্বদেবাবসানে বা নান্যত্রর্ত্তৌ নিমিত্তকাৎ ॥৫
অপ্যেকমাশয়েদ্ বিপ্রং পিতৃযজ্ঞার্থসিদ্ধয়ে।
অদৈবং নাস্তি চেদন্যো ভোক্তা ভোজ্যমথাপি বা ॥৬
অপ্যুদ্ধৃত্য যথাশক্ত্যা কিঞ্চিদন্নং যথাবিধি।
পিতৃভ্যোঽথ মনুষ্যেভ্যো দদ্যাদহরহর্দ্বিজঃ ॥৭
পিতৃভ্য ইদমিত্যুক্ত্বা স্বধাকারমুদীরয়েৎ।
হন্তকারং মনুষ্যেভ্যস্তদর্দ্ধে নিনয়েদপঃ ॥৮
মুনিভির্দ্বিরশনমুক্তং বিপ্রাণাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যম্।
অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধপ্রথমযামান্তঃ ॥৯
সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্যো বলিকর্ম্ম চ।
অনশ্নতাপি সততমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ ॥১০
অমুষ্মৈ নম ইত্যেবং বলিদানং বিধীয়তে।
বলিদানপ্রদানার্থং নমস্কারঃ কৃতো যতঃ ॥১১
স্বাহাকার-বষট্কার-নমস্কারা দিবৌকসাম্।
স্বধাকারঃ পিতৃণাঞ্চ হন্তকারো নৃণাং কৃতঃ ॥১২

ত্রয়োদশ খণ্ড

ব্রাহ্মণ নিত্য যে সকল যজ্ঞ করিলে শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হন, এখন সেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি কথিত হইতেছে—যথাক্রমে দেব, ভূত, পিতৃ, ব্রহ্ম ও মনুষ্যগণের মহাযজ্ঞ জানিতে হইবে, ইহলোকে এই সকল হইতে আর উৎকৃষ্ট যজ্ঞ নাই। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ—এ কয়টী উহাদিগের সহজ নাম। অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, বলিকর্ম্মের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সৎকারের নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শ্রাদ্ধের কিংবা পিত্র্য-বলির নামও পিতৃযজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত বেদ জপের নামও ব্রহ্মযজ্ঞ। (জপরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ তর্পণের পর করিবে, (অধ্যাপনরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ প্রাতর্হোমের পর কর্ত্তব্য আর (বামদেব্য গানরূপ) ব্রহ্মযজ্ঞ বৈশ্বদেবান্তে করিবে,—এই কালত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে না। যদি অধিক ভোক্তা না থাকে বা অধিক ভোজ্য না থাকে, তাহা হইলে পিতৃযজ্ঞার্থ সিদ্ধির জন্য অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইবে। এই নিত্য শ্রাদ্ধে দৈব পক্ষ নাই।১-৬।

দ্বিজ কিঞ্চিৎ অন্ন উদ্ধৃত করিয়াও প্রতিদিন যথাশক্তি, যথাবিধি পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে প্রদান করিবে। অন্নদানের সময়ে "পিতৃভ্য ইদং" বলিয়া "স্বধা" শব্দ প্রয়োগ করিবে। "মনুষ্যেভ্য ইদং" বলিয়া "হন্ত" শব্দ উচ্চারণ করিবে, তদনুসারে উহাদিগকে জলদান করিবে।৭-৮।

মুনিগণ মর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণদিগের দুইবার ভোজন বিহিত করিয়াছেন, একবার ভোজন দিবসে আর একবার ভোজন দেড়প্রহর রাত্রির মধ্যে। উপবাসী থাকিলেও রাত্রিতে এবং নিত্য দিবাভাগে বলিকর্ম্ম করিবে না, করিলে পাপী হইবে। "অমুষ্মৈ (যাহাকে দান করা যাইবে তাহার নামোল্লেখ) নমঃ" বলিয়া বলিদান করা বিধি। যেহেতু নমস্কারই বলিপ্রদানের মন্ত্র। "স্বাহা" "বষট্" এবং "নমঃ" এই তিনটী মন্ত্র দেবগণের পক্ষে, "স্বধা" মন্ত্র পিতৃগণের পক্ষে এবং "হন্ত" মন্ত্র মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। অতএব পিত্র্য-বলি নিত্যই স্বধাশব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে।

স্বধাকারেণ নিনয়েৎ পিত্র্যং বলিমতঃ সদা।
তদপ্যেকে নমস্কারং কুর্ব্বতে নেতি গৌতমঃ ॥১৩

নাবরার্দ্ধ্যাবলয়ো ভবন্তি মহামার্জ্জারশ্রবণপ্রমাণাৎ।
একত্র চেদবিকৃষ্টা ভবন্তীতরেতরসংসক্তাশ্চ ॥১৪

ইতি ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

কেহ কেহ বলেন 'নমঃ' শব্দ যোগেও দিতে পারিবে। কিন্তু গৌতম বলেন, পারে না। বলিসকল যদি একত্রস্থিত ও পরস্পর সংসক্ত থাকে, তাহা হইলে মহামার্জ্জার স্পর্শেও দূষণীয় হয় না—ইহা লোকশ্রুতি।

কাত্যায়ন-সংহিতায় ত্রয়োদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ খণ্ডঃ

অথ তদ্বিন্যাসো বৃদ্ধিপিণ্ডানিবোত্তরাংশ্চতুরো বলীন্ নিদধ্যাৎ, পৃথিব্যৈ বায়বে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রজাপতয় ইতি সব্যত এতেষামেকৈকমদ্ভ্য ওষধি-বনস্পতিভ্য আকাশায় কামায়েত্যেতেষামপি মন্যব ইন্দ্রায় বাসুকয়েব্রহ্মণ ইত্যেতেষামপি রক্ষোজনেভ্য ইতি সর্ব্বেষাং দক্ষিণতঃ পিতৃভ্য ইতি চতুর্দ্দশ নিত্যা আশস্যপ্রভৃতয়ঃ কাম্যাঃ সর্ব্বেষামুভয়তোঽদ্ভিঃ পরিষেকঃ পিণ্ডবচ্চ পশ্চিমা প্রতিপত্তিঃ ॥১

ন স্যাতাং কাম্যসামান্যে জুহোতি-বলিকর্ম্মণী।
পূর্ব্বং নিত্যবিশেষোক্তং জুহোতি-বলিকর্ম্মণোঃ ॥২

কামমন্তে ভবেয়াতাং ন তু মধ্যে কদাচন।
নৈকস্মিন্ কর্ম্মণি ততে কর্ম্মান্যৎ ত্যায়তে যতঃ ॥৩

অগ্ন্যাদির্গোতমাদ্যুক্তো হোমঃ শাকল এব চ।
অনাহিতাগ্নেরপ্যেম যুজ্যতে বলিভিঃ সহ ॥৪

স্পৃষ্ট্বাপো বীক্ষমাণোঽগ্নিং কৃতাঞ্জলিপুটস্ততঃ।
বামদেব্যজপাৎ পূর্ব্বং প্রার্থয়েদ্ দ্রবিণোদয়ম্ ॥৫

আরোগ্যমায়ুরৈশ্বর্য্যং ধীর্ধৃতিঃ শং বলং যশঃ।
ওজো বর্চ্চঃ পশূন্ বীর্য্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্যমেব চ ॥৬

সৌভাগ্যং কর্ম্মসিদ্ধিঞ্চ কুলজ্যৈষ্ঠ্যং সুকর্ত্তৃতাম্।
সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বসাক্ষিন্ দ্রবিণোদরিরীহিণঃ ॥৭

চতুর্দ্দশ খণ্ড

অনন্তর বলি ও পিণ্ডবিন্যাসের কথা উক্ত হইতেছে —বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পিণ্ডের ন্যায় উত্তরোত্তর উর্দ্ধে পৃথিবী, বায়ু, বিশ্বেদেব এবং প্রজাপতি উদ্দেশে চারিটী বলি-পিণ্ড স্থাপন করিবে। ইহাদিগের বামভাগে জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ এবং কাম উদ্দেশে, ইহাদিগের বামদিকে মন্যু, ইন্দ্র, বাসুকি এবং ব্রহ্মা উদ্দেশে, আর সকলের দক্ষিণভাগে পিতৃগণ উদ্দেশে এক একটী বলিপিণ্ড স্থাপন করিবে। এই চৌদ্দটী বলিপ্রদান করা নিত্য কর্ত্তব্য। আশস্য প্রভৃতি কতিপয় কাম্য বলি-প্রদানও আছে। সকল বলিপিণ্ডেরই উভয় পার্শ্বে জলসেক করিবে। শেষ পরিণাম পিণ্ডবৎ জানিবে (অর্থাৎ পিণ্ড যেরূপ গবাদিকে দান করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ করিবে)।১

হোম আর বলিকর্ম্ম কাম্য-সাধারণ হইতে পারে না। নিত্য হোম আর নিত্য বলিকর্ম্ম পূর্ব্বে হইবে। আর ইচ্ছা করিলে কাম্য হোম ও কাম্য বলিকর্ম্ম শেষে হইতে পারিবে—কদাচ মধ্যে হইবে না। কারণ এককর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কর্ম্ম করা অবিধি। গৌতমাদি কথিত বলিসহিত—অগ্নি ধন্বন্তরি প্রভৃতির হোম এবং বলিকর্ম্ম সহিত শাকল হোম অনাহিতাগ্নির পক্ষেই জানিবে। অনন্তর জলস্পর্শ ও অগ্নি দর্শনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বামদেব্য জপের পূর্ব্বে ধনবৃদ্ধি, আরোগ্য, আয়ু, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, মঙ্গল, বল, যশ, সাহস তেজ, পশু

ন ব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোঽস্তি যজ্ঞো
ন তৎপ্রদানাৎ পরমস্তি দানম্।
সর্ব্বে তদন্তাঃ ক্রতবঃ সদানা
নান্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্য দ্বিকস্য ॥৮
ঋচঃ পঠন্ মধু পয়ঃকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ সুরান্।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভির্যজূংষ্যপি পঠন্ সদা ॥৯
সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহম্।
মেদঃকুল্যাভিরপি চ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্ ॥১৫
মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভিস্তর্পয়েৎ পঠন্।
বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহম্ ॥১১
ঋগাদীনামন্যতমমেতেষাং শক্তিতোঽন্বহম্।
পঠন্ মধ্বাজ্যকুল্যাভিঃ পিতৃনপি চ তর্পয়েৎ ॥১২
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং জীবন্তং প্রেতমেব চ।
কামচারী চ ভবতি সর্ব্বেষু সুরসদ্মসু ॥১৩
গুর্ব্বপ্যেনো ন তং স্পৃশেৎ পঙ্ক্তিঞ্চৈব পুনাতি সঃ।
যং যং ক্রতুঞ্চ পঠতি ফলভাক্ তস্য তস্য চ ॥১৪
বসুপূর্ণা বসুমতী ত্রির্দ্দানফলমাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মযজ্ঞাদপি ব্রহ্ম দানমেবাতিরিচ্যতে ॥১৫

ইতি চতুর্দ্দশঃ খণ্ড।

বীর্য্য, বেদজ্ঞান, ব্রহ্মণ্য, সৌভাগ্য, কর্ম্মসিদ্ধি, কুলজ্যেষ্ঠতা এবং স্বকর্তৃত্ব প্রার্থনা করিবে। হে সর্ব্বসাক্ষিন্! আমাদিগের এই সমস্ত হউক, আমরা যেন ধনহীন না হই বলিবে।২-৭

ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে অধিক ফলপ্রদ যজ্ঞ আর নাই, বেদদান অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট দান নাই, অন্যান্য দান ও যজ্ঞের ফল নশ্বর কিন্তু এই দান ও যজ্ঞের ফল অবিনাশী—কেহ ইহার বিনাশ দেখে নাই। নিত্য ঋগ্বেদ পাঠ করিলে মধুকুল্যা ও দুগ্ধ কুল্যা দ্বারা দেবতাগণকে তর্পিত করা হয়। নিত্য যজুর্ব্বেদ পাঠে ঘৃতকুল্যা ও অমৃতকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন সামবেদ পাঠে সোমরসকুল্যা ঘৃতকুল্যা দ্বারা ও অথর্ব্ববেদ পাঠে মেদঃকুল্যা দ্বারা দেবগণকে তর্পিত করা হয়। প্রতিদিন বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র) পুরাণ এবং ইতিহাস পাঠ করিলে মাংসকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও মধুকুল্যা দ্বারা পিতৃগণকে তর্পিত করা হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি এই সমস্তের মধ্যে প্রত্যহ যথাশক্তি যে কোন শাস্ত্র পাঠ করিলে পিতৃগণকে'ও মধুকুল্যা ও ঘৃতকুল্যা দ্বারা তর্পিত করা হয়। সেই দেবগণ ও পিতৃগণ এইরূপে তৃপ্ত হইয়া তৃপ্তিকারক এবং অধ্যয়নশীলের জীবিতাবস্থাতে এবং মৃতাবস্থাতেও তৃপ্তিসাধন করেন। ঐ পাঠশীলব্যক্তি যাবতীয় অমরসদনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারেন। কোন পাপ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং ইনি পঙক্তিপাবন হইয়া থাকেন। যে যে যজ্ঞের বিবরণ পাঠ করিবেন, পাঠকারী ব্যক্তি সেই সেই যজ্ঞ করিবার ফললাভ করেন। তিনি তিনবার বসুপূর্ণ- বসুমতী দানের ফল লাভ করেন। আবার ব্রহ্ম-যজ্ঞ হইতেও বেদদানে (ব্রহ্মজ্ঞান দানে) অধিক ফল হইয়া থাকে।৮-১৫

কাত্যায়ন সংহিতায় চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত

ব্রহ্মণো দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীৰ্ত্তিতা।
কৰ্ম্মান্তেঽনুচ্যমানাপি পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ ॥১
যাবতা বহুভোক্তুস্তু তৃপ্তিঃ পূর্ণেন বিদ্যতে।
নাবরার্দ্ধ্যমতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ ॥২
বিদধ্যাদ্ধৌত্রমন্যশ্চেদ্দক্ষিণার্দ্ধহরো ভবেৎ।
স্বয়ঞ্চেদুভয়ং কুর্য্যাদন্যস্মৈ প্রতিপাদয়েৎ ॥৩
কুলর্ত্বিজমধীয়ানং সন্নিকৃষ্টং তথা গুরুম্।
নাতিক্রামেৎ সদা দিৎসন্ য ইচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
অহমস্মৈ দদামীতি এবমাভাষ্য দীয়তে।
নৈতাবপৃষ্ট্বা দদতঃ পাত্রেঽপি ফলমস্তি হি ॥৫
দূরস্থাভ্যামপি দ্বাভ্যাং প্রদায় মনসা বরম্।
ইতরেভ্যস্ততো দেয়াদেষ দানবিধিঃ পরঃ ॥৬
সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
যদ্দদাতি তমুল্লঙ্ঘ্য ততঃ স্তেয়েন যুজ্যতে ॥৭
যস্য ত্বেকগৃহে মূর্খো দূরস্থশ্চ গুণান্বিতঃ।
গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥৮
ব্রহ্মণাভিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবৰ্জ্জিতে।
জলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য ন হি ভস্মনি হূয়তে ॥৯
আজ্যস্থালী চ কৰ্ত্তব্যা তৈজসদ্রব্যসম্ভবা।
মহীময়ী বা কৰ্ত্তব্যা সৰ্ব্বাস্বাজ্যাহুতীষু চ ॥১০

পঞ্চদশ খণ্ড

যে কৰ্ম্মে যে দক্ষিণা বিহিত আছে, কৰ্ম্মান্তে ব্রহ্মাকে তাহা প্রদান করিবে। অনুক্ত হইলে পূর্ণপাত্রাদি ব্রহ্মার দক্ষিণা হইবে। যাবদন্ন দ্বারা বহু ভোক্তার তৃপ্তি হয়, তাবদন্নে পূর্ণ পাত্র করিবে—ইহার কম করিবে না, ইহা নিয়ম। যদি অন্য ব্যক্তি হোতার কার্য্য করে, তাহা হইলে হোতার অৰ্দ্ধেক দক্ষিণা ও ব্রহ্মার অৰ্দ্ধেক দক্ষিণা হইবে। কর্ত্তা স্বয়ং যদি ব্রহ্মার কার্য্য ও হোতার কার্য্য করে, তাহা হইলে অন্য কোন ব্যক্তিকে দক্ষিণা দিবে। আপনার হৈতিষী ব্যক্তি, বেদাধ্যায়ী কুল-পুরোহিত এবং নিকটবৰ্ত্তী আচার্য্যকে ত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিবে না। কুলগুরু ও কুলপুরোহিতকে "আমি ইঁহাকে দান করি" এই জিজ্ঞাসা করিয়া দান করা নিয়ম, এইরূপ জিজ্ঞাসা না করিয়া সৎপাত্রে দান করিলেও ফল হয় না। ইঁহারা দূরস্থ হইলে শ্রেষ্ঠ ভাগ মনে মনে ইঁহাদিগকে দিয়া তৎপরে অন্যান্য ব্যক্তিকে দান করিবে, ইহা উৎকৃষ্ট দানবিধি। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে দান করিলে দাতা দানফলের পরিবর্ত্তে চৌর্য্য-পাপে লিপ্ত হয়। সে গৃহপার্শ্ববর্ত্তী মূর্খকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী গুণবান্ পাত্রেই প্রদান করিবে। মূর্খাতিক্রমে দোষ নাই। বেদ-বৰ্জ্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিলে ব্রাহ্মণাতিক্রমে যে দোষ হয়—তাহা হইবে না। জ্বলন্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া কেহই ভস্মে আহুতি দেয় না। সকল আজ্যাহুতিতেই আজ্যস্থালী তৈজস বা মৃন্ময় করিবে। আজ্যস্থালীর প্রমাণ ইচ্ছামত করাইতে পারিবে। সুদৃঢ় ও অচ্ছিদ্র আজ্যস্থালীকেই ঋষিগণ উত্তম বলিয়াছেন। চরুস্থালী বক্রতা ও উচ্চতা বিষয়ে সমিধের অনুরূপ ও সুদৃঢ় হইবে, মুখ অতি বৃহৎ হইবে না, আর তাহা মৃন্ময়ী বা তাম্রময়ী হইবে, এইরূপ চরুস্থালীই প্রশস্ত। ১-১২

নিজ নিজ শাখার উক্তি-অনুসারে চরুপাক হইবে। চরু যেন সুসিদ্ধ, অদগ্ধ, কোমল, শুভ, অনতিশিথিল হয় ও গলিতমণ্ড না হয়। যে জাতীয় সমিধ্ ব্যবহার হইবে "মেক্ষণ"ও সেই জাতীয় হইবে, তাহার পরিমাণ সমিধের অৰ্দ্ধ। তাহা নিটোল অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় স্থূলাগ্র এবং অবদান ক্রিয়াক্ষম—ঘৃতবিন্দু বিশেষ ধারণের উপযুক্ত হইবে—ইহাই "দৰ্ব্বী" হইবে। তবে একটু আধটু যাহা পার্থক্য আছে, আমি তাহা বলিতেছি—দৰ্ব্বীর অগ্রভাগ দুই অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। আর "মেক্ষণ" অপেক্ষা দৰ্ব্বী চতুর্গুণ বড়। "মুষল" এবং "উলূখল"

আজ্যস্থাল্যাঃ প্রমাণং তু যথাকামং তু কারয়েৎ।
সুদৃঢ়ামব্রণাং ভদ্রামাজ্যস্থালীং প্রচক্ষতে ॥১১
তির্য্যগূর্দ্ধং সমিন্মাত্রা দৃঢ়া নাতিবৃহন্মুখী।
মৃন্ময্যৌড়ুম্বরী বাপি চরুস্থালী প্রশস্যতে ॥১২
স্বশাখোক্তঃ প্রস্বিন্নো হ্রদগ্নোঽকঠিনঃ শুভঃ।
ন চাতিশিথিলঃ পাচ্যো ন চরুশ্চারসস্তথা ॥১৩
ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ।
বৃত্তঞ্চাঙ্গুষ্ঠপৃথ্বগ্রমবদানক্রিয়াক্ষমম্ ॥১৪
এষৈব দর্ব্বী যস্তত্র বিশেষস্তমহং ব্রুবে।
দর্ব্বী দ্ব্যঙ্গুলপৃথ্বগ্রা তুরীয়োনন্ত মেক্ষণম্ ॥১৫
মুষলোলুখলে বার্ক্ষে স্বায়তে সুদৃঢ়ে তথা।
ইচ্ছাপ্রমাণে ভবতঃ শূর্পং বৈণবমেব চ ॥১৬

দক্ষিণং বামতো বাহ্যমাত্মাভিমুখমেব চ।
করং করস্য কুর্ব্বীত করণে ন্যঞ্চকর্ম্মণঃ ॥১৭
কৃত্বাগ্ন্যভিমুখৌ পাণী স্বস্থানস্থৌ সুসংযতৌ।
প্রদক্ষিণং তথাসীনঃ কুর্য্যাৎ পরিসমূহনম্ ॥১৮
বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ।
ত্রয়ো ভবন্তি শীর্ণাগ্রা একেষাস্তু চতুর্দ্দিশম্ ॥১৯
প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগ্রমথবাপরম্।
ন্যস্যেৎ পরিধিমন্যঞ্চেদুদগগ্রঃ স পূর্ব্ববতঃ ॥২০
যথোক্তবস্তুসম্পত্তৌ গ্রাহ্যং তদনুকারি যৎ।
যবানামিব গোধূমা ব্রীহীণামিব শালয়ঃ ॥২১

ইতি পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

সমিধ জাতীয় বৃক্ষ নির্ম্মিত, উত্তম আয়ত এবং সুদৃঢ় হইবে, তাহাদিগের পরিমাণ ইচ্ছামত করিবে।

"শূর্প" বেণুনির্ম্মিত হইবে। ন্যঞ্চকর্ম্ম (ভূমিজপ) করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া অধোমুখ বামহস্ত তদুপরি রাখিয়া আপনার দিকে ঐ হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিবে। নিজে আসনে বসিয়া এবং সুসংহত হস্তদ্বয় অগ্নির সম্মুখীন করিয়া প্রদক্ষিণ ভাবে পরিসমূহন (ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত অনলাবয়বের একীকরণ) করিবে। হস্তপ্রমাণ তিন গাছা "পরিধি" হইবে। 'পরিধি' ত্বকযুক্ত, সরল, অক্ষত এবং দলিতাগ্র হইবে। কাহারও কাহারও মতে চারদিকের চারিগাছা "পরিধি" প্রয়োজন। অগ্নির উভয় পার্শ্বে পূর্ব্বাগ্র করিয়া দুই গাছা "পরিধি" স্থাপন করিবে, পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র করিয়া আর একগাছা পরিধি রাখিবে, চার গাছা পরিধি করিলে অপর গাছা পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাগ্র করিয়া স্থাপন করা বিধি। যেমন যবের কার্য্যে গোধূম এবং ব্রীহির কার্য্যে শালিধান্য গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ যথোক্ত বস্তু সংগ্রহ না হইলে তাহার প্রতিরূপ বস্তু গ্রহণ করা বিধেয়।

কাত্যায়ন-সংহিতায় পঞ্চদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শঃ খণ্ডঃ

পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং ক্ষীণে রাজনি শস্যতে।
বাসরস্য তৃতীয়াংশে নাতিসন্ধ্যাসমীপতঃ ॥১
যদা চতুর্দ্দশীযামং তুরীয়মনুপূরয়েৎ।
অমাবস্যা ক্ষীয়মাণা তদৈব শ্রাদ্ধমিষ্যতে ॥২

যদুক্তং যদহস্ত্বেব দর্শনং নৈতি চন্দ্রমাঃ।
অনয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং ক্ষীণে রাজনি চেত্যপি ॥৩
যচ্চোক্তং দৃশ্যমানেঽপি তচ্চতুর্দ্দশ্যপেক্ষয়া।
অমাবাস্যাং প্রতীক্ষেত তদন্তে বাপি নির্ব্বপেৎ ॥৪

ষোড়শ খণ্ড

পিতৃলোকের একমাস তৃপ্তিজনক শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতে চন্দ্রক্ষয়ে প্রশস্ত। ঐ শ্রাদ্ধ ত্রিধাবিভক্তদিনের তৃতীয় ভাগে করিবে, কিন্তু সন্ধ্যার অতি সন্নিহিত মুহূর্ত্তে কদাপি শ্রাদ্ধ করিবে না। (যদি দুই দিন শ্রাদ্ধোপযুক্ত কালে অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে) যেদিন চতুর্দ্দশী তিন প্রহর বা তিন প্রহরের কিছু অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে অথচ অমাবস্যা, পূর্ব্ব দিনের চতুর্দ্দশী অপেক্ষা পরদিনে

অষ্টমেঽংশে চতুর্দ্দশ্যাঃ ক্ষীণো ভবতি চন্দ্রমাঃ।
অমাবস্যাষ্টমাংশে চ পুনঃ কিল ভবেদণুঃ ॥৫
আগ্রহায়ণ্যমাবাস্যা তথা জ্যৈষ্ঠস্য যা ভবেৎ।
বিশেষমাভ্যাং ব্রুবতে চন্দ্রচারবিদো জনাঃ ॥৬
অত্রেন্দুরাদ্যে প্রহরেঽবতিষ্ঠতে
চতুর্থভাগো ন কলাবশিষ্টঃ।
তদন্ত এব ক্ষয়মেতি কৃৎস্ন-
মেবং জ্যোতিশ্চক্রবিদো বদন্তি ॥৭
যস্মিন্নব্দে দ্বাদশৈকশ্চ যব্য-
স্তস্মিংস্তৃতীয়য়া পরিদৃশ্যো নোপজায়তে।
এবং চারং চন্দ্রমসো বিদিত্বা
ক্ষীণে তস্মিন্নপরাহ্নে চ দদ্যাৎ ॥৮

সম্মিশ্রা যা চতুর্দ্দশ্যা অমাবস্যা ভবেৎ ক্বচিৎ।
খর্ব্বিতাং তাং বিদুঃ কেচিদ্গতাধ্বামিতি চাপরে ॥৯
বর্দ্ধমানামমাবাস্যাং লভেচ্চেদপরেঽহনি।
যামাংস্ত্রীনধিকান্ বাপি পিতৃযজ্ঞস্ততো ভবেৎ ॥১০
পক্ষাদাবেব কুর্ব্বীত সদা পক্ষাদিকং চরুম্।
পূর্ব্বাহ্ণ এব কুর্ব্বন্তি বিদ্ধেঽপ্যন্যে মনীষিণঃ ॥১১
স্বপিতুঃ পিতৃকৃত্যেষু হ্যধিকারো ন বিদ্যতে।
ন জীবন্তমতিক্রম্য কিঞ্চিদ্দদ্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥১২
পিতামহে ধ্রিয়তি চ পিতুঃ প্রেতস্য নির্ব্বপেৎ।
পিতুস্তস্য চ বৃত্তস্য জীবেচ্চেৎ প্রপিতামহঃ ॥১৩
পিতুঃ পিতুঃ পিতুশ্চৈব তস্যাপি পিতুরেব চ।
কুর্য্যাৎ পিণ্ডত্রয়ং যস্য সংস্থিতঃ প্রপিতামহঃ ॥১৪

ন্যূনকাল স্থায়িনী হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বদিনেই শ্রাদ্ধ করা বিধি। (কিন্তু অমাবস্যা পূর্ব্বদিন শেষ তিন মুহূর্ত্তমাত্রে ও পরদিনে মুখ্য অপরাহ্নে থাকিলে পরদিনেই শ্রাদ্ধ হইবে)। মহর্ষি গোভিল যে বলিয়াছেন, "যদহস্তেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত তামমাবস্যাং কুর্ব্বীত" অর্থাৎ যে দিন চন্দ্র দর্শন না হইবে, সেই অমাবস্যাতেই শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে বলিয়াছি "ক্ষীণে রাজনি" অর্থাৎ চন্দ্রক্ষয়ে পারিভাষিক চন্দ্রক্ষয়মাত্র অভিপ্রায়েই তৎসমস্ত কথিত হইয়াছে জানিবে। (চতুর্দ্দশীর পরে অমাবস্যা হইলে তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিতে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু চতুর্দ্দশীদিনে চন্দ্র দর্শন হয়, তাহাতে "যদহস্তেব চন্দ্রমা ন দৃশ্যেত" এই গোভিলসূত্র এবং পূর্ব্বকথিত "ক্ষীণে রাজনি" ইহার সহিত বিরোধ হইতেছিল; তাহার পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইয়াছে, চন্দ্রক্ষয় মাত্র অভিপ্রায়ে হইলে বিরোধ নাই, পূর্ব্বদিনে চন্দ্রক্ষয় হইয়া থাকে)। "দৃশ্যমানেঽপ্যেকদা" এই যে গোভিল-সূত্র আছে, তাহা চতুর্দ্দশী অভিপ্রায়ে জানিবে।১-৩

উভয় তিথি প্রাপ্ত হইলে অমাবস্যার প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু দুই দিনেই শ্রাদ্ধযোগ্য কালে অমাবস্যা না থাকিলে চতুর্দ্দশী-শেষেও শ্রাদ্ধ করিবে (ইহা সাগ্নিক-দিগের পক্ষে ব্যবস্থা, নিরগ্নিগণ এমত স্থলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। গোভিলসূত্রের ব্যর্থতা পরিহারার্থ এই শ্লোক লিখিত হইল)। (চন্দ্রক্ষয়ের কথা কথিত হইতেছে) চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্র-কলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়। আবার অমাবস্যার অষ্টম যামে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে থাকে; ইহা শাস্ত্রবার্ত্তা।৪-৫

তবে, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ অগ্রাহায়ণ মাসের এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যাতে কিছু বিশেষ কথা বলেন; এই দুই মাসে অমাবস্যার প্রথম প্রহরে চন্দ্র কলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়, আর অমাবস্যার শেষ যামে সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ইহা বলেন। (এই দুই মাসে পারিভাষিক ক্ষয় উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই) কিন্তু যে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস অর্থাৎ মলমাস হয়, সেই বৎসরে এ দুই মাসেও অমাবস্যা প্রথমযামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ অপেক্ষা অধিক ক্ষয় হয়, অর্থাৎ চতুর্দ্দশীর অষ্টম যামে চন্দ্রকলার চতুর্থাংশের একাংশ ক্ষয় হয়, অমাবস্যার সপ্তমযামে পূর্ণক্ষয় হয় এবং অমাবস্যার শেষ প্রহরে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়। চন্দ্রের এইরূপ গতিবিশেষ জানিয়া চন্দ্রক্ষয়ে অপরাহ্নে শ্রাদ্ধ করিবে।৬-৮

(স্তম্ভিতা অমাবস্যা দুই দিন অপরাহ্নে থাকিলে তৎপক্ষে ব্যবস্থা হইতেছে, যথা) চতুর্দ্দশীমিশ্রিত ঐ অমাবস্যাকে যজুর্ব্বেদিগণ শ্রাদ্ধের

জীবন্তমপি দদ্যাদ্ বা প্রেতায়ান্নোদকে দ্বিজঃ।
পিতুঃ পিতৃভ্যো বা দদ্যাৎ স্বপিতেত্যপরা শ্রুতিঃ॥১৫
পিতামহঃ পিতুঃ পশ্চাৎ পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
পৌত্রেণৈকাদশাহাদি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধষোড়শম্ ॥১৬
নৈতৎ পৌত্রেণ কর্ত্তব্যং পুত্রবাংশ্চেৎ পিতামহঃ।
পিতুঃ সপিণ্ডনং কৃত্বা কুর্য্যান্মাসানুমাসিকম্ ॥১৭
অসংস্কৃতৌ ন সংস্কার্য্যৌ পূর্ব্বৌ পৌত্র-প্রপৌত্রকৈঃ।
পিতরং তত্র সংস্কুর্য্যাদিতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ ॥১৮

পাপিষ্ঠমতি শুদ্ধেন শুদ্ধং পাপীকৃতাপি বা।
পিতামহেন পিতরং সংস্কুর্য্যাদিতি নিশ্চয়ঃ ॥১৯
ব্রাহ্মণাদিহতে তাতে পতিতে সঙ্গবৰ্জ্জিতে।
ব্যুৎক্রমাচ্চ মৃতে দেয়ং যেভ্য এব দদাত্যসৌ ॥২০
মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং পিতামহ্যা সহোদিতম্।
যথোক্তেনৈব কল্পেন পুত্রিকায়া ন চেৎ সুতঃ ॥২১
ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগদদ্যাদবসানদিনাদৃতে।
স্বভর্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃ স্মৃতা ॥২২

অযোগ্য বলেন এবং ঋগ্বেদিগণ তাহাতে শ্রাদ্ধ করা প্রশস্ত বলেন; (সামবেদী ইচ্ছামত যে দিন হয়, সেই দিন করিবে)। যদি পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশী তিন প্রহরের কম থাকে আর পরদিনে অমাবস্যা বাড়িয়া তিন প্রহর বা তাহার অতিরিক্ত সময় থাকে, তাহা হইলে সেই দিনেই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহা বর্দ্ধমানা অমাবস্যার ব্যবস্থা। পক্কাদি কর্ত্তব্য চরু, প্রতিপৎ না হইলে কদাচ করিবে না এবং ঐ চরু পূর্ব্বাহ্লেই কর্ত্তব্য; অন্যান্য পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়া-বিদ্ধ প্রতিপদেও ঐ চরু করিতে বলিয়াছেন। (পূর্ব্বাহ্ণ শব্দে প্রথম দুই প্রহর; এই সময়ের মধ্যে প্রতিপৎ হইলে সেই দিনেই যাগ করিবে। আর তৎপরে প্রতিপৎ হইলে সে দিনে যাগ না করিয়া তৎপর দিনে প্রতিপদে যাগ করিবে। পরদিনের প্রতিপদ দ্বিতীয়াবিদ্ধ)। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পিতার পিতৃকার্য্যে কাহারও অধিকার নাই! শ্রুতি আছে জীবন্ত ব্যক্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছুই দেয় নহে। পিতামহ বর্ত্তমান থাকিতে পিতার মৃত্যু হইলেই তাঁহাকে পিণ্ড দান করিবে, প্রপিতামহ মরিলে এই দুই জনকেই পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য।৯-১৬

আর যাহার প্রপিতামহও পরলোকগত, সে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডত্রয় দান করিবে। (১) অন্য শ্রুতি আছে—দ্বিজ জীবন্তকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মৃতব্যক্তিকে অন্ন-জল দিবে। (২) অথবা তাহার পিতা স্বীয় পিতামহদিগকে শ্রাদ্ধ দান করিবে। (৩) (১) ব্যবস্থা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের পক্ষে; (২) ব্যবস্থা—যাহার পিতা মৃত ও পিতামহ জীবিত ইত্যাদি ব্যক্তি কর্ত্তব্য পর্ব্বাদি শ্রাদ্ধের এবং প্রায়শ্চিত্তাদিস্থলে কর্ত্তব্য পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের পক্ষে জানিবে। (৩) ব্যবস্থা—পিতা জীবিত থাকিতে নিজ কর্ত্তব্য পুত্র সংস্কারের পক্ষে। পিতামহ যদি পিতার পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পৌত্র তাঁহার একাদশাহ প্রভৃতি ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিবে। কিন্তু পিতামহের যদি অন্য পুত্র থাকে, তাহা হইলে পৌত্র আর ইহা করিবে না। পিতার মৃত্যুর পর সেই বর্ষের মধ্যে পিতামহ-প্রপিতামহের মৃত্যু হইলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। পিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া প্রতিমাস বিহিত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ পিতা বৃদ্ধ-পিতামহ এবং অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহের করিবে। পৌত্র-প্রপৌত্রগণ প্রেতত্ব প্রাপ্ত এই দুই পূর্ব্বপুরুষের সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষাদি করিয়া শেষ করিবে না। কেবল তখন পিতার সপিণ্ডী- করণ করিবে, ইহা কাত্যায়ন বলেন।১৭-১৮

প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতাকে প্রেতত্ব-নিস্তীর্ণ বা প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতামহ দ্বারাই শুদ্ধ করিবে ইহা নিশ্চয়। পিতা ব্রাহ্মণাদিহত, পতিত, প্রব্রজিত বা ব্যুৎক্রমে মৃত হইলে, পিতা যাহাদিগের শ্রাদ্ধ দেন, পুত্র কেবল তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে, ঐ পিতার আর শ্রাদ্ধ করিবে না। যদি পুত্রিকা-পুত্র না হয়, তাহা হইলে মাতার সপিণ্ডীকরণ পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারেই পিতামহীর সহিত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃতাহ ব্যতীত অন্য সময়ে আর স্ত্রীলোকদিগকে স্বতন্ত্র পিণ্ড দিতে হইবে

মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়স্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়স্তু পিতুঃ পিতুঃ ॥২৩

ইতি ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

না। যেহেতু নিজ নিজ ভর্ত্তার পিণ্ডভাগেই ইহাঁদিগের তৃপ্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুত্রিকাপুত্র পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে প্রথমতঃ মাতাকে, তৎপরে মাতামহকে ও তৎপরে প্রমাতামহকে পিণ্ড দিবে।১৯-২৩

কাত্যায়ন-সংহিতায় ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ

পুরতো যাত্মনঃ কর্ষূঃ সা পূর্ব্বা পরিকীর্ত্ত্যতে।
মধ্যমা দক্ষিণেনাস্যাস্তদ্দক্ষিণত উত্তমা ॥১
বায়ুগ্নিদিঙ্‌মুখান্তাস্তাঃ কার্য্যাঃ সার্দ্ধাঙ্গুলান্তরাঃ।
তীক্ষ্ণান্তা যবমধ্যাশ্চ মধ্যং নাব ইবোৎকিরেৎ ॥২
শঙ্কুশ্চ খাদিরঃ কার্য্যো রজতেন বিভূষিতঃ।
শঙ্কুশ্চৈবোপবেষশ্চ দ্বাদশাঙ্গুল ইষ্যতে ॥৩
অগ্ন্যাশাগ্রৈঃ কুশৈঃ কার্য্যং কর্ষূণাং স্তরণং ঘনৈঃ।
দক্ষিণান্তং তদগ্রৈস্তু পিতৃযজ্ঞে পরিস্তরেৎ ॥৪
স্রগরং সুরভি জ্ঞেয়ং চন্দনাদিবিলেপনম্।
সৌবীরাঞ্জনমিত্যুক্তং পিঞ্জলীনাং যদঞ্জনম্ ॥৫
স্বস্তরে সর্ব্বমাসাদ্য যথাবদুপযুজ্যতে।
দেবপূর্ব্বং ততঃ শ্রাদ্ধমত্বরঃ শুচিরারভেৎ ॥৬
আসনাদ্যর্দ্ধপর্য্যন্তং বসিষ্ঠেন যথেরিতম্।
কৃত্বা কর্ম্মাথ পাত্রেষু উক্তং দদ্যাত্তিলোদকম্ ॥৭
তুষ্ণীং পৃথগপো দত্বা মন্ত্রেণ তু তিলোদকম্।
গন্ধোদকঞ্চ দাতব্যং সন্নিকর্ষক্রমেণ তু ॥৮
আসুরেণ তু পাত্রেণ যস্তু দদ্যাৎ তিলোদকম্।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশ বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥৯
কুলালচক্রনিষ্পন্নমাসুরং মৃণ্ময়ং স্মৃতম্।
তদেব হস্তঘটিতং স্থাল্যাদি দৈবিকং ভবেৎ ॥১০

সপ্তদশ খণ্ড

আপনার সম্মুখভাগে যে কর্ষূ করিবে, তাহা পূর্ব্বা কর্ষূ। সেই কর্ষূর দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে, তাহা মধ্যমা কর্ষূ আর ইহার দক্ষিণে যে কর্ষূ করিবে, তাহা উত্তমাকর্ষূ। সেই সকল কর্ষূর আরম্ভ বায়ুকোণ হইতে এবং শেষ অগ্নিকোণে হইবে। প্রত্যেকটী দেড় অঙ্গুলি করিয়া অন্তরে হইবে। কর্ষূ সকলের শেষভাগ তীক্ষ্ণ ও মধ্যভাগ যবাকৃতি এবং নৌকার ন্যায় উৎকীর্ণ হইবে। খদিরময় শঙ্কু করিবে, তাহা রজত দ্বারা ভূষিত হইবে। শঙ্কু এবং উপবেষের পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল। অগ্নিকোণাগ্র কুশ দ্বারা নিবিড় করিয়া কর্ষূ আচ্ছাদন করিবে; শ্রাদ্ধে সুরভি টগর পুষ্প, চন্দন প্রভৃতি বিলেপন-দ্রব্য এবং পিঞ্জলি সকলের অঞ্জন সৌবীরাঞ্জন শ্রাদ্ধে প্রশস্ত। যাহা যাহা শ্রাদ্ধে উপযুক্ত, তৎসমস্ত আয়োজন করিয়া ধীরচিত্তে পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। শ্রাদ্ধে পূর্ব্বে দৈবপক্ষের কার্য্য সমাধা করিবে। বশিষ্ঠ কথিত বিধি অনুসারে আসন দান হইতে অর্ঘ্য দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া সকল পাত্রে তিলোদক প্রদান করিবে। পৃথগ্‌রূপে মৌনাবলম্বনে জল দিবে ও মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিলোদক প্রদান করিবে। সন্নিকর্ষ ক্রমে গন্ধোদকও দাতব্য।১-৮

যে ব্যক্তি আসুর পাত্রে করিয়া তিলোদক প্রদান করে, পিতৃগণ তাহার নিকট পঞ্চদশবর্ষ ভোজন করেন না। কুলাল- চক্র নিষ্পন্ন মৃন্ময় পাত্রের নাম আসুর পাত্র। হস্তগঠিত স্থালী প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্রের নাম দৈবিক পাত্র যথাক্রমে গন্ধ ঋতুজাত পুষ্প সকল ও ধূপাদি ব্রাহ্মণকে

গন্ধান্ ব্রাহ্মণসাৎ কৃত্বা পুষ্পাণ্যৃতুভবানি চ।
ধূপঞ্চৈবানুপূর্ব্বেণ হ্যগ্নৌ কুর্য্যাদনন্তরম্ ॥১২
অগ্নৌকরণহোমশ্চ কর্ত্তব্য উপবীতিনা।
প্রাঙ্মুখেনৈব দেবেভ্যো জুহোতীতি শ্রুতিশ্রুতেঃ ॥১২
অপসব্যেন বা কার্য্যো দক্ষিণাভিমুখেন চ।
নিরূপ্য হবিরন্যস্মা অন্যস্মৈ ন হি হূয়তে ॥১৩
স্বাহা কুর্য্যন্ন চাত্রান্তে ন চৈব জুহুয়াদ্ধবিঃ।
স্বাহাকারেণ হুত্বাগ্নৌ পশ্চান্মন্ত্রং সমাপয়েৎ ॥১৪
পিত্র্যে যঃ পঙ্‌ক্তিমূর্দ্ধন্যস্তস্য পাণাবনগ্নিমান্।
হুত্বা মন্ত্রবদন্যেষাং তূষ্ণীং পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ ॥১৫
নোৎকুর্য্যাদ্ধোমমন্ত্রাণাং পৃথগাদিষু কুত্রচিৎ।
অন্যেষাঞ্চাবিকৃষ্টানাং কালেনাচমনাদিনা ॥১৬
সব্যেন পাণিনেত্যেবং যদত্র সমুদীরিতম্।
পরিগ্রহণমাত্রং তৎ সব্যস্যাদিশতি ব্রতম্ ॥১৭
পিঞ্জল্যাদ্যভিসংগৃহ্য দক্ষিণেনেতরাৎ করাৎ।
অন্বারভ্য চ সব্যেন কুর্য্যাদুল্লেখনাদিকম্ ॥১৮
যাবদর্থমুপাদায় হবিষোঽর্ভকমর্ভকম্।
চরুণা সহ সন্নীয় পিণ্ডান্ দাতুমুপক্রমেৎ ॥১৯
পিতুরুত্তরকর্ষ্বংশে মধ্যমে মধ্যমস্য তু।
দক্ষিণে তৎপিতুশ্চৈব পিণ্ডান্ পর্ব্বণি নির্ব্বপেৎ ॥২০
বামমাবর্ত্তনং কেচিদুদগন্তং প্রচক্ষতে।
সর্ব্বং গোতম-শাণ্ডিল্যৌ শাণ্ডিল্যায়ন এব চ ॥২১
আবৃত্য প্রাণমাযম্য পিতৄন্ ধ্যায়ন্ যথার্থতঃ।
জপংস্তেনৈব চাবৃত্য ততঃ প্রাণং প্রমোচয়েৎ ॥২২
শাকঞ্চ ফাল্গুনাষ্টম্যাং স্বয়ং পত্ন্যপি বা পচেৎ।
যস্তু শাকাদিকো হোমঃ কার্য্যোঽপূপাষ্টকাবৃতঃ ॥২৩
আন্বষ্টক্যং মধ্যমায়ামিতি গোভিল-গোতমৌ।
বার্কষণ্ডিশ্চ(ক) সর্ব্বাসু কৌৎসো মেনেঽষ্টকাসু চ॥২৪

প্রদান করিয়া অনন্তর "অগ্নৌকরণ" করিবে। অগ্নৌকরণ হোম প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী ও পূর্ব্বমুখ হইয়া করিবে। কারণ "দেবগণের উদ্দেশে হোম করিবে" এইরূপ শ্রুতি আছে। অথবা বিকৃতোত্তরীয় ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া 'অগ্নৌকরণ' হোম করিবে। কেন না এক জনের উদ্দেশে হবিঃ নিরূপণ করিয়া অন্যকে কেহই দান করে না। (অতএব বলিতে হইবে—ঐ হোম দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষ উভয় উদ্দেশে; সুতরাং উপবীতী বা প্রাচীনাবীতী যাহা ইচ্ছা হইতে পারিবে)। এস্থলে মন্ত্রান্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিবে না, স্বাহাকার ব্যতীত হোমও কর্ত্তব্য নহে, অতএব প্রথম স্বাহাকার উচ্চারণ করত অগ্নিতে হোম করিয়া পশ্চাৎ মন্ত্র সমাপন করিবে। পিতৃপক্ষে যে ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিমূর্দ্ধন্য নিরগ্নি ব্যক্তি মন্ত্রপাঠ করত তদীয় হস্তে হোম করিয়া অপর সকলের পাত্রে তূষ্ণীম্ভাবে হুতশেষ দিবে। ৯-১৫

মহর্ষি গোভিল যে এবিষয়ে "সব্যেন পাণিনা" অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা ইত্যাদি বলিয়াছেন, বামহস্ত দ্বারা কুশগ্রহণ মাত্র উপদেশই তাঁহার উদ্দেশ্য। বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্ত দ্বারা পিঞ্জলী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বামহস্ত সহযোগে দক্ষিণহস্ত গৃহীত ঐ সমস্ত কুশ দ্বারা উল্লেখনাদি করিবে। শ্রাদ্ধের সকল প্রকার অন্নাদি হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া তাহা অগ্নৌকরণ চরুশেষের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা পিণ্ডদান আরম্ভ করিবে। পর্ব্বকালে উত্তর কর্ষূতে পিতার, মধ্যম কর্ষূতে পিতামহের এবং দক্ষিণ কর্ষূতে প্রপিতামহের পিণ্ডদান করিবে। উত্তরদিক পর্য্যন্ত বামাবর্ত্তে গমন হইবে, ইহা কেহ কেহ বলেন। গৌতম ঋষি, শাণ্ডিল্য ঋষি ও শাণ্ডিল্যায়ন ঋষি দক্ষিণাবর্ত্তে দক্ষিণদিক্ পর্য্যন্ত গমন করিতে বলেন। প্রদক্ষিণ করিয়া পিতৃগণকে ধ্যান করত প্রাণায়াম ও মনে মনে "অমীমদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই পথেই ফিরিয়া আসিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। ১৬-২২

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে স্বয়ং বা স্বীয় পত্নী শাক পাক করিবে। পূপাষ্টকানুসারে শাকাদি দ্বারা হোম করিবে। গোভিল, গৌতম ও বার্কষণ্ডি মধ্যম অষ্টকাতে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে বলিয়াছেন এবং কৌৎস

(ক) বার্কৈখণ্ডিশ্চ—পা

স্থালীপাকং পশুস্থানে কুর্য্যাদ্ যদ্যনুকল্পিতম্ শ্রপয়েত্তং সবৎসায়াস্তরুণ্যা গোঃ পয়স্যনু ॥২৫

ইতি সপ্তদশঃ খণ্ডঃ ॥১৭॥

ঋষি সকল অষ্টকাতেই অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ করিতে মত দেন। যদি মাংসাষ্টকাতে পশুস্থানে অনুকল্পিত স্থালীপাক করে, তাহা হইলে ওদনচরু প্রস্তুতের পর তাহা সবৎসা-তরুণী গাভীর দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে।২৩-২৫

সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

সায়মাদি প্রাতরন্তমেকং কর্ম্ম প্রচক্ষতে।
দর্শান্তং পৌর্ণমাসাদ্যমেকমেব মনীষিণঃ ॥১
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতের্দ্দর্শঃ পৌর্ণমাসোঽপি বাগ্রিমঃ।
য আয়াতি স হোতব্যঃ স এবাদিরিতি শ্রুতিঃ ॥২
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতেঃ কুর্য্যাৎ সায়ং হোমাদনন্তরম্।
বৈশ্বদেবাস্তু পাকান্তে বলিকর্ম্মসমন্বিতম্ ॥৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদভিরূপান্ স্বশক্তিতঃ।
যজমানস্ততোঽশ্নীয়াদিতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ ॥৪
বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত সায়ং প্রাতস্ত্বতন্দ্রিতঃ।
চতুর্থীকর্ম্ম কৃত্বৈতদেতচ্ছাট্যায়নের্ম্মতম্ ॥৫
ঊর্দ্ধং পূর্ণাহুতেঃ প্রাতর্হুত্বা তাং সায়মাহুতিম্।
প্রাতর্হোমস্তদৈব স্যাদেষ এবোত্তরো বিধিঃ ॥৬
পৌর্ণমাসাত্যয়ে হব্যং হোতা বা যদহর্ভবেৎ।
তদহর্জ্জুহুয়াদেবমমাবাস্যাত্যয়েঽপি চ ॥৭
অহূয়মানেঽনশ্নংশ্চেন্নয়েৎ কালং সমাহিতঃ।
সম্পন্নে তু যথা তত্র হূয়তে তদিহোচ্যতে ॥৮

অষ্টাদশ খণ্ড

পণ্ডিতগণ সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একবিধ কর্ম্মের কথা বলেন আর পৌর্ণ-মাস হইতে দর্শ পর্য্যন্ত অন্য প্রকার কর্ম্মের কথা উল্লেখ করেন। পূর্ণাহুতির পর দর্শ (অমাবস্যা) ও পৌর্ণমাসীর মধ্যে যাহা প্রথমে পড়িবে, তাহাতেই হোম করা বিধি—তাহাই হোমের আদিকাল ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। পূর্ণাহুতির পর সায়ং হোম করিয়া পাক যজ্ঞাবসানে বলিকর্ম্ম ও বৈশ্বদেব করিবে। ১-৩

পরে শক্তি অনুসারে পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যজমান স্বয়ং ভোজন করিবে—কাত্যায়ন এই কথা বলেন। নিরলস ভাবে বৈবাহিক অনলে সায়ং ও ও প্রাতঃকালে হোম করিবে, এই হোমারম্ভ চতুর্থী হোম করিবার পরে কর্ত্তব্য—ইহা শাট্যায়ন মুনির মত। পূর্ণাহুতির পর প্রাতঃকালে হোম করিয়া সায়ংকালে হোম করিবে। সায়ং হোমের বিধিও এই। অমাবস্যা পৌর্ণমাসীর পরে যে দিন হব্য দ্রব্য বা উত্তম হোতা মিলিবে, সেই দিন হোম করিবে। হোম না হওয়াতে সুসমাহিত ভাবে যদি উপবাসী থাকিয়া কাল অতিবাহিত করে, তাহা হইলে পরে যেরূপ হোম করিবে, তাহা এখানে বলিতেছি। যত আহুতি বাদ পড়িয়াছে, গণনা করিয়া পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি তাবৎ আহুতি অধিক প্রদান করিয়া অপর আহুতিও দিবে। ৪-৯

যেখানে প্রায়শ্চিত্তাত্মক হোম মহাব্যাহৃতি দ্বারা হইবে, রমণীর পাণিগ্রহণ সময়ের ন্যায় তথায় বারটী আহুতি দিবে—ইহা বিজ্ঞেয় অথবা "অজ্ঞাতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিবে। কিংবা প্রাজাপত্য আহুতি প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্তহোমের এই ত্রিবিধ কল্প। যদি আহিত অগ্নি কখন অন্য অগ্নির সহিত মিশ্রিত হয়,

আহুতাঃ পরিসংখ্যায় পাত্রে কৃত্বাহুতীঃ সকৃৎ।
মন্ত্রেণ বিধিবদ্ধুত্বাধিকমেবাপরা অপি ॥৯
যত্র ব্যাহৃতিভির্হোমঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকো ভবেৎ।
চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা ॥১০
অপি বাজ্ঞাতমিত্যেষা প্রাজাপত্যাপি বাহুতিঃ।
হোতব্যা ত্রিবিকল্পোঽয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১১
যদ্যগ্নিরগ্নিনান্যেন সম্ভবেদাহিতঃ ক্বচিৎ।
অগ্নয়ে বিবিচয় ইতি জুহুয়াদ্ বা ঘৃতাহুতিম্ ॥১২
অগ্নয়েঽপ্সুমতে চৈব জুহুয়াদ্ বৈদ্যুতেন চেৎ।
অগ্নয়ে শুচয়ে চৈব জুহুয়াচ্চেদ্দুরগ্নিনা ॥১৩
গৃহদাহাগ্নিনাগ্নিস্তু যষ্টব্যঃ ক্ষামবান্ দ্বিজৈঃ।
দাবাগ্নিনা চ সংসর্গে হৃদয়ং যদি তপ্যতে ॥১৪
দ্বিভূতো যদি সংসৃজ্যেৎ সংসৃষ্টমুপশাময়েৎ।
অসংসৃষ্টং জাগরয়েদ্ গিরিশর্ম্মৈবমুক্তবান্ ॥১৫
ন স্বেঽগ্নাবন্যহোমঃ স্যান্মুক্তৈবকাং সমিদাহুতিম্।
স্বগর্ভ-সৎক্রিয়ার্থাং চ যাবন্মাসৌ প্রজায়তে ॥১৬
অগ্নিস্তু নামধেয়াদৌ হোমে সর্ব্বত্র লৌকিকঃ।
ন হি পিত্রা সমানীতঃ পুত্রস্য ভবতি ক্বচিৎ ॥১৭
যস্যাগ্নাবন্যহোমঃ স্যাৎ স বৈশ্বানরদৈবতম্।
চরুং নিরূপ্য জুহুয়াৎ প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্য তৎ ॥১৮
পরেণাগ্নৌ হুতে স্বার্থং পরস্যাগ্নৌ হুতে স্বয়ম্।
পিতৃযজ্ঞাত্যয়ে চৈব বৈশ্বদেবদ্বয়স্য চ ॥১৯
অনিষ্ট্বা নবযজ্ঞেন নবান্নপ্রাশনে তথা।
ভোজনে পতিতান্নস্য চরুর্বৈশ্বানরো ভবেৎ ॥২০
স্বপিতৃভ্যঃ পিতা দদ্যাৎ সুতসংস্কারকর্ম্মসু।
পিণ্ডানোদ্বহনাত্তেষাং তস্যাভাবে তু তৎক্রমাৎ ॥২১
ভূতপ্রবাচনে পত্নী যদ্যসন্নিহিতা ভবেৎ।
রজোরোগাদিনা তত্র কথং কুর্ব্বন্তি যাজ্ঞিকাঃ ॥২২
মহানসেঽন্নং যা কুর্য্যাৎ সবর্ণাং তাং প্রবাচয়েৎ।
প্রণবাদ্যপি বা কুর্য্যাৎ কাত্যায়নবচো যথা ॥২৩
যজ্ঞ-বাস্তুনি মুষ্ট্যাঞ্চ স্তম্বে দর্ভবটৌ তথা।
দর্ভসংখ্যা ন বিহিতা বিষ্টরাস্তরণেষু চ ॥২৪

ইত্যষ্টাদশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৮ ॥

তাহা হইলে "অগ্নয়ে বিবিচয়ে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। যদি বৈদ্যুত অগ্নির সহ মিলিত হয়, তাহা হইলে "অপ্সুমান্" অগ্নিকে আহুতি দিবে। মন্দ অনলের সহিত মিশ্রিত হইলে "অগ্নয়ে শুচয়ে" বলিয়া হোম করিবে। ১০-১৩

আহিত অগ্নি গৃহদাহানলে সম্মিলিত হইলে দ্বিজগণ "ক্ষামবান্" হোম করিবে। দাবাগ্নি সংসর্গেও এই নিয়ম। দ্বিধাভূত অগ্নির পরস্পর সংসর্গে হৃদয়ে তাপ লাগিতে থাকিলে সংসৃষ্ট অনল নির্ব্বাণ করিবে আর দ্বিধাভূত হইয়া অসংসৃষ্ট হওয়াতে নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে তাহা প্রজ্বালিত করিবে—গিরিশর্ম্মা এই কথা বলেন। ১৪-১৫

স্বীয় অগ্নিতে একমাত্র সমিধ আহুতি ব্যতীত অন্যের জন্য হোম হইবে না। তবে যতদিন পুত্র ভূমিষ্ঠ না হয়, ততদিন গর্ভসংস্কারার্থ আহুতি দিতে পারিবে। সর্ব্বত্র নামকরণাদি হোমেই লৌকিক অগ্নি গ্রাহ্য,—কেননা পিতার সংস্কৃত অগ্নি আর কখন পুত্রের হয় না। যাহার অগ্নিতে অপরের জন্য হোম হইবে, সে বৈশ্বানর-দৈবত চরু পাক করিয়া হোম করিবে, ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অগ্নিতে পরে হোম করিলে, আপনি পরের অগ্নিতে হোম করিলে, পিতৃযজ্ঞ না করিলে, বৈশ্বদেবদ্বয় না করিলে, নবযজ্ঞ না করিয়া নবান্ন ভোজন করিলে বা পতিতান্ন ভোজন করিলে বৈশ্বানর চরু হইবে। ১৬-২০

পিতা পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত সকল সংস্কার কার্য্যে স্বীয় পিতৃপিতামহাদিকে পিণ্ডদান করিবে। পিতা না থাকিলে পিতামহাদিকে পিণ্ডদান করিবে। যদি পত্নী ভূতপ্রবাচন কালে রজোদোষাদি বশতঃ সমীপবর্ত্তিনী না হয়, তাহা হইলে যাজ্ঞিকগণ কিরূপ করিবে? যে রমণী মহানন্দে অন্নপাক করিবে, সেই সবর্ণা রমণী দ্বারা ভূত-প্রবাচন করিবে অথবা প্রণবাদি উচ্চারণ করিয়া করিবে—ইহা কাত্যায়নের বাক্য। যজ্ঞ, বাস্তুক্রিয়া, কুশমুষ্টি, কুশগুচ্ছ, কুশবটু, কুশাসন ও কুশাস্তরণে কুশের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই।২১-২৪।

কাত্যায়ন-সংহিতায় অষ্টাদশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৮

নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।
প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব নচিরং ক্বচিৎ ॥১
মনসা নৈত্যকং কর্ম্ম প্রবসন্নপ্যতন্দ্রিতঃ।
উপবিশ্য শুচিঃ সর্ব্বং যথাকালমনুদ্রবেৎ ॥২
পত্ন্যা চাপ্যবিয়োগিন্যা শুশ্রূষ্যোঽগ্নির্বিনীতয়া।
সৌভাগ্যবিত্তাবৈধব্যকাময়া ভর্তৃভক্তয়া ॥৩
যা বা স্যাদ্ বীরসূরাসামাজ্ঞাসম্পাদিনী প্রিয়া।
দক্ষা প্রিয়ংবদা শুদ্ধা তামত্র বিনিযোজয়েৎ ॥৪
দিনত্রয়েণ বা কর্ম্ম যথাজ্যৈষ্ঠং স্বশক্তিতঃ।
বিভজ্য সহ বা কুর্য্যুর্যথাজ্ঞানঞ্চ শাস্ত্রবৎ ॥৫
স্ত্রীণাং সৌভাগ্যতো জ্যৈষ্ঠং বিদ্যয়ৈব দ্বিজন্মনাম্।
নহি খ্যাত্যা ন তপসা ভর্ত্তা তুষ্যতি যোষিতাম্ ॥৬
ভর্তুরাদেশবর্ত্তিন্যা যথোমা বহুভির্ব্রতৈঃ।
অগ্নিশ্চ তোষিতোঽমুত্র সা স্ত্রী সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৭
বিনয়াবনতাপি স্ত্রী ভর্ত্তুর্যা দুর্ভগা ভবেৎ।
অমুত্রোমাগ্নিভর্তৄণামবজ্ঞাতিঃ কৃতা তয়া ॥৮
শ্রোত্রিয়ং সুভগাং গাঞ্চ অগ্নিমগ্নিচিতিং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেদাপদ্ভ্যঃ স প্রমুচ্যতে ॥৯
পাপিষ্ঠং দুর্ভগামন্ত্যং নগ্নমুৎকৃত্তনাসিকম্।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ স কলেরুপযুজ্যতে ॥১০
পতিমুল্লঙ্ঘ্য মোহাৎ স্ত্রী কিং ন কিং নরকং ব্রজেৎ।
কৃচ্ছ্রান্মনুষ্যতাং প্রাপ্য কিং কিং দুঃখং ন বিন্দতি ॥১১
পতিশুশ্রূষয়ৈব স্ত্রী কান্ ন লোকান্ সমশ্নুতে।
দিবঃ পুনরিহায়াতা সুখানামম্বুধির্ভবেৎ ॥১২

একোনবিংশ খণ্ড

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রয়োজন হইলে স্বীয় পত্নীর নিকট অগ্নিস্থাপন করিয়া ও ঋত্বিক্ স্থির করিয়া প্রবাসে যাইতে পারিবে। বৃথা প্রবাসে যাইবে না এবং কোন স্থানে বহুদিন থাকিবে না। এই ব্রাহ্মণ প্রবাসে থাকিয়া শুচি এবং নিরলস ভাবে উপবেশন করিয়া সমুদয় নিত্য-কর্ম্মের কথা মনে মনে চিন্তা করিবে। পতিভক্তিমতী রমণীও সৌভাগ্য, ধন-সম্পত্তি এবং অবৈধব্য ইচ্ছা করিলে অবিচ্ছেদে বিনীত ভাবে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। ১-৩

যে স্ত্রী বীরপ্রসবিনী, আজ্ঞাকারিণী, প্রিয়া, প্রিয়ভাষিণী, কার্য্যদক্ষা ও শুদ্ধা হইবে, এ কার্য্যে তাহাকেই নিয়োগ করিবে। একের দ্বারা পরিচর্য্যার অসম্ভব হইলে জ্যেষ্ঠতা ও শক্তি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বা একত্র মিলিত হইয়া জ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারে অগ্নি-পরিচর্য্যা করিবে। সৌভাগ্য দ্বারা স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা, বিদ্যা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা। স্বামী খ্যাতি বা তপস্যা দ্বারা স্ত্রীলোকের উপর সন্তুষ্ট হয় না। ৪-৬

ভর্ত্তার আজ্ঞাকারিণী বহুতর ব্রতাচরণ দ্বারা উমার ন্যায় অগ্নির সন্তোষসাধন করিতে পারে, সেই রমণী পরজন্মে সৌভাগ্যশালিনী হয়। বিনয়-নম্রা হইলেও যে স্ত্রী ভর্ত্তার নিকট দুর্ভগা, সে নিশ্চয় জন্মান্তরে উমা, অগ্নি ও ভর্ত্তার অবজ্ঞা করিয়াছিল। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রোত্রিয়, সুভগানারী, গো, অগ্নি এবং অগ্নিচিতি অবলোকন করে, সে সমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। ৭-৯

আর যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, দুর্ভগানারী, অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তিকে অবলোকন করে, সে কলির উপযুক্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ স্বামীকে উল্লঙ্ঘন করিলে কোন্ কোন্ নরকে না গমন করে? তাহার পর বহুক্লেশে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া কোন্ কোন্ দুঃখ ভোগ না করে? স্ত্রীলোক কেবল পতিশুশ্রূষা করিলেই সমস্ত স্বর্গলোক ভোগ করে। স্বর্গ হইতে পুনরায় ইহলোকে আসিয়া সুখের সাগর হইয়া থাকে। ১০-১২

যদি সাগ্নিক ব্যক্তি পত্নীসহে কোন কারণে অন্য

সদারোঽন্যান্ পুনর্দ্দারান্ কথঞ্চিৎ কারণান্তরাৎ।
য ইচ্ছেদগ্নিমান্ কর্ত্তুং ক্ব হোমোঽস্য বিধীয়তে ॥১৩
স্বেঽগ্নাবেব ভবেদ্ধোমো লৌকিকে ন কদাচন।
নহ্যাহিতাগ্নেঃ স্বং কর্ম্ম লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে ॥১৪
ষড়াহুতিকমন্যেন জুহুয়াদ্ ধ্রুবদর্শনাৎ।
ন হ্যাত্মনোঽর্থং স্যাৎ তাবদ্ যাবন্ন পরিণীয়তে ১৫
পুরস্তাৎ ত্রিবিকল্পং যৎ প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্।
তৎ ষড়াহুতিকং শিষ্টৈর্যজ্ঞবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১৬

ইতোকোনবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতে কর্ম্মপ্রদীপে
দ্বিতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥ ২ ॥

বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে ইহার হোম কোন্ অগ্নিতে বিধেয়? স্বীয় অগ্নিতেই হোম হইবে। কদাচ লৌকিক অগ্নিতে হোম হইবে না। কেননা আহিতাগ্নির নিজকর্ম্ম লৌকিকাগ্নিতে হইতে পারে না অন্য দ্বারা ষড়াহুতিকহোম করাইবে। যতদিন না পরিণীত হয়, তত দিন আপনার প্রয়োজন থাকে না। পূর্ব্বে যে ত্রিবিকল্প প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছি, শিষ্ট যজ্ঞবেত্তাগণ তাহাকেই ষড়াহুতিক বলিয়াছেন। ১৩-১৬

কাত্যায়নে একোনবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥ কাত্যায়ন বিরচিত কর্ম্মপ্রদীপে দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত ॥২॥

বিংশঃ খণ্ডঃ

অসমক্ষন্তু দম্পত্যোর্হোতব্যং নর্ত্বিগাদিনা।
দ্বয়োরপ্যসমক্ষং হি ভবেদ্ধুতমনর্থকম্ ॥১
বিহায়াগ্নিং সভার্য্যশ্চেৎ সীমামুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি।
হোমকালাত্যয়ে তস্য পুনরাধানমিষ্যতে ॥২
অরণ্যোঃ ক্ষয়নাশাগ্নিদাহেষ্বগ্নিং সমাহিতঃ।
পালয়েদুপশান্তেঽস্মিন্ পুনরাধানমিষ্যতে ॥৩
জ্যেষ্ঠা চেদ্ বহুভার্য্যস্য অতিচারেণ গচ্ছতি।
পুনরাধানমত্রেক ইচ্ছন্তি ন তু গোতমঃ ॥৪
দাহয়িত্বাগ্নিভির্ভার্য্যাং সদৃশীং পূর্ব্বসংস্থিতাম্।
পাত্রৈশ্চাথাগ্নিমাদধ্যাৎ কৃতদারোঽবিলম্বিতঃ ॥৫
এবং বৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণীম্।
দাহয়িত্বাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞপাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥৬
দ্বিতীয়াঞ্চৈব যঃ পত্নীং দহেদ্ বৈতানিকাগ্নিভিঃ।
জীবন্ত্যাং প্রথমায়ান্তু ব্রহ্মঘ্নেন সমং হি তৎ ॥৭
মৃতায়ান্তু দ্বিতীয়ায়াং যোঽগ্নিহোত্রং সমুৎসৃজেৎ।
ব্রহ্মোজ্ঝং তং বিজানীয়াদ্ যশ্চ কামাৎ সমুৎসৃজেৎ॥৮

বিংশ অধ্যায়

ঋত্বিক্ প্রভৃতি কেহই দম্পতির অসাক্ষাতে হোম করিবে না। দুইজনেরই অসাক্ষাতে যে হোম করিবে, তাহা নিরর্থক হইবে। যদি সাগ্নিক ব্যক্তি সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যার সহিত গমন করে অথচ তাহাতে হোমকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইবে। অরণিকাষ্ঠদ্বয় যদি কোন প্রকারে ক্ষীণ, নষ্ট বা অগ্নিদগ্ধ হয়, তবে সমাহিতচিত্তে পূর্ব্বাগ্নিকে রক্ষা করিবে। কিন্তু সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইবে।১-৩।

যাহার বহুতর ভার্য্যা, তাহার জ্যেষ্ঠ পত্নী যদি অতিক্রম করিয়া গমন করে, তাহা হইলে কেহ কেহ পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে বলেন, কিন্তু মহর্ষি গোতম তাহা ইচ্ছা করেন না।৪।

অনুরূপা পত্নীর অগ্রে মৃত্যু হইলে তাহাকে সপাত্র ঐ অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে। পুনরায় অবিলম্বে বিবাহ করিয়া অগ্ন্যাধান করিবে। সুশীলা ও সবর্ণা পত্নী পূর্ব্বে

মৃতায়ামপি ভার্য্যায়াং বৈদিকাগ্নিং নহি ত্যজেৎ।
উপাধিনাপি তৎ কর্ম্ম যাবজ্জীবং সমাপয়েৎ ॥৯
রামোঽপি কৃত্বা সৌবর্ণীং সীতাং পত্নীং যশস্বিনীম্।
ঈজে যজ্ঞৈর্ব্বহুবিধৈঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥১০
যো দহেদগ্নিহোত্রেণ স্বেন ভার্য্যাং কথঞ্চন।
সা স্ত্রী সম্পদ্যতে তেন ভার্য্যা বাস্য পুমান্ ভবেৎ ॥১১
ভার্য্যা মরণমাপন্না দেশান্তরগতাপি বা।
অধিকারী ভবেৎ পুত্রো মহাপাতকিনি দ্বিজে ॥১২
মান্যা চেন্ ম্রিয়তে পূর্ব্বং ভার্য্যা পতিবিমানিতা।
ত্রীণি জন্মানি সা পুংস্ত্বং পুরুষঃ স্ত্রীত্বমর্হতি ॥১৩
পূর্ব্বৈব যোনিঃ পূর্ব্বাবৃৎ পুনরাধানকর্ম্মণি।
বিশেষোঽত্রাগ্ন্যুপস্থানমাজ্যাহুত্যষ্টকং তথা ॥১৪
কৃত্বা ব্যাহৃতিহোমান্তমুপতিষ্ঠেত পাবকম্।
অধ্যায়ঃ কেবলাগ্নেয়ঃ কস্তেজামিরমানসঃ ॥১৫
অগ্নিমীড়ে অগ্ন আয়াহ্যগ্ন আয়াহি বীতয়ে।
তিস্রোঽগ্নির্জ্যোতিরিত্যগ্নিং দূতমগ্নে মৃড়েতি চ ॥১৬
ইত্যষ্টাবাহতীর্হুত্বা যথাবিধানুপূর্ব্বশঃ।
পূর্ণাহুত্যাদিকং সর্ব্বমন্যৎ পূর্ব্ববদাচরেৎ ॥১৭
অরণ্যোরল্পমপ্যঙ্গং যাবৎ তিষ্ঠতি পূর্ব্বয়োঃ।
ন তাবৎ পুনরাধানমন্যারণ্যোর্বিধীয়তে ॥১৮
বিনষ্টং স্রুক্ স্রুবং ন্যুব্জং প্রত্যক্স্থলমুদর্চ্চিষি।
প্রত্যগগ্রঞ্চ মুষলং প্রহরেজ্জাতবেদসি ॥১৯

ইতি বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২০ ॥

মৃত্যু হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজ ব্যক্তি অগ্নিহোত্রক্রমে যজ্ঞপাত্র সকলের সহিত দাহ করিবে। যে ব্যক্তি প্রথম পত্নী জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় পত্নী মরিলে ঐ বৈতানিক অগ্নি দ্বারা তাহাকে দাহ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতীর তুল্য। দ্বিতীয় পত্নীর মরণে যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র ত্যাগ করে তাহাগিগকে "ব্রহ্মোজ্ঝ" (ব্রহ্মত্যাগী) বলিয়া জানিবে।৫-৮।

ভার্য্যার মৃত্যু হইলেও বৈদিকাগ্নি ত্যাগ করিবে না। যাবজ্জীবন তাহাতে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। অচ্যুত শ্রীরামও যশস্বিনী পত্নী সীতার স্বুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন্। যে ব্যক্তি স্বীয় অগ্নিহোত্র দ্বারা কোনরূপে পত্নীদাহ করে, তাহাতে জন্মান্তরে সেই পুরুষ রমণী হয় এবং ভার্য্যা পুরুষ হইয়া থাকে। দ্বিজ পিতা মহাপাতকী হইলে মাতা যদি মৃত বা দেশান্তর গত হন, তাহা হইলে পুত্র পিতার অগ্নিহোত্র রক্ষা করিতে অধিকারী। যদি নির্দ্দোষ মাননীয়া ভার্য্যা স্বামীকর্ত্তৃক অবমানিতা হইয়া মরে, তাহা হইলে ঐ রমণী তিন জন্ম পুরুষ হইবে এবং ঐ পুরুষ স্ত্রীজাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে।৯-১৩।

পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইলে তাহাও পূর্ব্ববৎ হইবে। প্রভেদের মধ্যে এই যে, পুনরাধান কার্য্যে অগ্ন্যুপস্থান এবং অষ্ট আজ্যাহুতি দিতে হয়। ব্যাহৃতি হোম পর্য্যন্ত করিয়া অগ্নির উপস্থান করিবে। "কস্তেজামি" ইত্যাদি কেবল আগ্নেয় সুক্ত পাঠ করিবে। "অগ্নিমীড়ে" (১) "অগ্ন আয়াহি" (২) "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" (৩) "অগ্নির্জ্যোতি" ইত্যাদি মন্ত্রগুলি (৪—৬) "অগ্নিং দূতং" (৭) এবং "অগ্নে মৃড়" (৮) এই অষ্ট মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি যথাক্রমে অষ্টাহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহুতি প্রভৃতি অন্য অমস্ত কার্য্য পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব অরণিদ্বয়ের অল্পমাত্র অবয়বও যাবৎ বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ অন্য অরণিদ্বয়ের অগ্ন্যাধান করা অশাস্ত্রীয়। স্রুক্ স্রুবাদি বিনষ্ট হইলে তাহা ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।১৪-১৯।

কাত্যায়ন সংহিতায় বিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ খণ্ডঃ

স্বয়ং হোমাসমর্থস্য সমীপমুপসর্পণম্ ।
তত্রাপ্যসক্তস্য সতঃ শয়নাচ্চোপবেশনম্ ॥১
হুতায়াং সায়মাহুত্যাং দুর্ব্বলশ্চেদ্ গৃহী ভবেৎ ।
প্রাতর্হোমস্তদৈব স্যাজ্জীবেচ্চেচ্ছুঃ পুনর্ন বা ॥২
দুর্ব্বলং স্নাপয়িত্বা তু শুদ্ধচৈলাভিসংবৃতম্ ।
দক্ষিণাশিরসং ভূমৌ বর্হিষ্মত্যাং নিবেশয়েৎ ॥৩
ঘৃতেনাভ্যক্তমাপ্লাব্য সবস্ত্রমুপবীতিনম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সুমনোভির্বিভূষিতম্ ॥৪
হিরণ্যশকলান্যস্য ক্ষিপ্ত্বা ছিদ্রেষু সপ্তসু ।
মুখেষ্বথাপিধায়েনং নির্হরেয়ুঃ সুতাদয়ঃ ॥৫

আমপাত্রেঽন্নমাদায় প্রেতমগ্নিপুরঃসরম্ ।
একোঽনুগচ্ছেৎ তস্যার্দ্ধমর্দ্ধং পথ্যুৎসৃজেদ্ভুবি ॥৬
অর্দ্ধমাদহনং প্রাপ্ত আসীনো দক্ষিণামুখঃ ।
সব্যং জান্বাচ্য শনকৈঃ সতিলং পিণ্ডদানবৎ ॥৭
অথ পুত্রাদিরাপ্লুত্য কুর্য্যাদ্দারুচয়ং মহৎ ।
ভূপ্রদেশে শুচৌ দেশে পশ্চাচ্চিত্যাদিলক্ষণে ॥৮
তত্রোত্তানং নিপাত্যৈনং দক্ষিণাশিরসং মুখে ।
আজ্যপূর্ণাং স্রুচং দদ্যাদ্দক্ষিণাগ্রাং নসি স্রুবম্ ॥৯
পাদয়োরধরাং প্রাচীমরণীমুরসীতরাম্ ।
পার্শ্বয়োঃ শূর্পচমসে সব্যদক্ষিণয়োঃ ক্রমাৎ ॥১০

একবিংশ খণ্ড

অসুস্থতার জন্য স্বয়ং হোম করিতে অক্ষম হইলে অগ্নি সমীপে উপসর্পণ করিবে, এবং তাহাতেও অক্ষম হইলে শয়ন হইতে উঠিয়া বসিবে। সায়ং আহুতি দিবার কালে গৃহীকে যদি আসন্নমৃত্যু বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে তখনই প্রাতর্হোম হইবে। ইহার পরেও যদি গৃহী প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা করে ত পুনরায় প্রাতর্হোম করিবে কিংবা করিবে না। গৃহী প্রাণত্যাগ করিলে তাহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইবে। তারপর দক্ষিণ শিরা করিয়া কুশাস্তৃত ভূমিতে শয়ন কয়াইবে।১-৩।

অতঃপর তাহাকে ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া পুনরায় স্নান করাইবে, পরে অন্য যজ্ঞোপবীত পরাইবে এবং কুসুম-ভূষিত করিবে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত করিবে। অনন্তর পুত্রগণ তাহার সপ্তছিদ্রে সুবর্ণখণ্ড দিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ইহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অগ্রে অগ্রে অগ্নিহোত্র পশ্চাতে মৃত অগ্নিহোত্রীকে লইয়া যাইতে যাইতে আমপাত্রে গৃহীত অন্ন অর্দ্ধেক ভাগ পথে ছড়াইবে—অপরার্দ্ধভাগ পিণ্ডের জন্য রাখিবে। অনন্তর দাহকর্ত্তা পুত্রাদি শ্মশানে গিয়া দক্ষিণাস্যে বামজানু পাতিয়া উপবেশন করত পিণ্ডদান রীতি-অনুসারে, সেই অর্দ্ধভাগ অন্ন তিলযোগে দান করিবে। অনন্তর স্নান করিয়া পবিত্র ভূতলে চিতাযোগ্য পঞ্চবিধ ভূসংস্কার করিয়া তাহাতে কাষ্ঠরাশি সাজাইয়া দিবে।৪-৮।

তদুপরি এই সাগ্নিক ব্যক্তিকে উত্তান এবং দক্ষিণ-শিরা করিয়া শয়ন করাইয়া ইঁহার মুখে আজ্যপূর্ণ দক্ষিণাগ্র স্রুক্, নাসিকাতে স্রুব, পাদদ্বয়ে পূর্ব্বা অরণি, বক্ষস্থলে উত্তরা অরণি, বাম পার্শ্বে শূর্প, দক্ষিণ পার্শ্বে চমস, উরুমধ্যদ্বয়ে মুষল ও ম্যাক্ত জত্রুদেশে উদূখল স্থাপন করিবে। নিরগ্নি ব্যক্তিকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিবে। দাহকব্যক্তি সাশ্রুলোচন বা ভীত হইবে না। সংযতবাক্য, দক্ষিণমুখ এবং বিকৃতোত্তরায় হইয়া এই সকল কার্য্য করিয়া বামজানু পাতন পূর্ব্বক দক্ষিণ মুখ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মুখাগ্নি করিবে। "তুমি ইঁহার দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিলে, ইনি আবার তোমার সাহায্যে দেহান্তর লাভ করুন, ইনি স্বর্গলোক গমন করুন" অগ্নিদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। গৃহস্বামী

মুষলেন সহ ন্যুব্জমন্তরূর্ব্বোরুদূখলম্ ।
চক্রৌবিলীকমত্রৈবমনশ্রুনয়নো বিভীঃ ॥১১
অপসব্যেন কৃত্বৈতদ্ বাগ্‌যতঃ পিতৃদিঙ্মুখঃ ।
অথাগ্নিং সব্যজান্বক্তো দদ্যাদ্দক্ষিণতঃ শনৈঃ ॥১২
অস্মাত্ত্বমধিজাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ ।
অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি যজুরীরয়ন্ ॥১৩
এবং গৃহপতির্দ্দগ্ধঃ সর্ব্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ।
যশ্চৈনং দাহয়েৎ সোঽপি প্রজাং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতাম্॥
যথা স্বায়ুধধৃক্ পান্থো হ্যরণ্যান্যপি নির্ভয়ঃ ।
অতিক্রম্যাত্মনোঽভীষ্টং স্থানমিষ্টঞ্চ বিন্দতি ॥১৫
এবমেষোঽগ্নিমান্ যজ্ঞপাত্রায়ুধবিভূষিতঃ ।
লোকানন্যানতিক্রম্য পরং ব্রহ্মৈব বিন্দতি ॥১৬

ইত্যেকবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপে দগ্ধ হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ইঁহাকে দগ্ধ করে, সেও অনিন্দিত সন্তান লাভ করে। যেমন পথিক নিজের অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে নির্ভয়-ভাবে অরণ্যে অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সাগ্নিক ব্যক্তি যজ্ঞপাত্রাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া অন্য লোক সকল অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্মই লাভ করে।৯-১৬।

কাত্যায়ন সংহিতায় একবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ

অথানবেক্ষমেত্যাপঃ সর্ব্ব এব শবস্পৃশঃ ।
স্নাত্বা সচেলমাচম্য দদ্যুরস্যোদকং স্থলে ॥১
গোত্র-নামানুবাদান্তে তর্পয়ামীত্যনন্তরম্ ।
দক্ষিণাগ্রান্ কুশান্ কৃত্বা সতিলন্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥২
এবং কৃতোদকান্ সম্যক্ সর্ব্বান্ শাদ্বলসংস্থিতান্ ।
আপ্লুত্য পুনরাচান্তান্ বদেয়ুস্তেঽনুযায়িনঃ ॥৩
মা শোকং কুরুতানিত্যে সর্ব্বস্মিন্ প্রাণধর্ম্মিণি ।
ধর্ম্মং কুরুত যত্নেন যো বঃ সহ গমিষ্যতি ॥৪
মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণম্ ।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্‌বুদসন্নিভে ॥৫
গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দ্দৈবতানি চ ।
ফেনপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্তলোকো ন যাস্যতি ॥৬

দ্বাবিংশ খণ্ড

অনন্তর শব-স্পর্শীরাই চিতাগ্নির দিকে না চাহিয়া জলে গিয়া সবস্ত্র স্নান করিবে। পরে আচমন পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্র কুশ স্থাপন করত প্রেতোদ্দেশে প্রত্যেকে সতিল জলগণ্ডূষ দান করিবে। গোত্র নাম উল্লেখের পর "তর্পয়ামি" বলিবে, ইহা তর্পণের মন্ত্র। সকলে এইরূপ তর্পণ করিয়া পুনরায় স্নান আচমন করিবার পর শাদ্বল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলে তাহাদিগের অনুগামী লোকেরা তাহাদিগকে বলিবে ;—'সকল প্রাণীই অনিত্য, ইহার জন্য তোমরা শোক করিও না। যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য কর, এই ধর্ম্মই তোমাদিগেরসহগমন করিবে'।১-৪

কদলীস্তম্ভসদৃশ অসার, জলবুদ্‌বুদসদৃশ নশ্বর এই মনুষ্যদেহে যে ব্যক্তি সার অন্বেষণ করে, সে অতিশয় মূঢ়। পৃথিবী বল, দেবতা বল, সকলেরই নাশ আছে; তবে ফেনতুল্য মর্ত্তলোক বিনষ্ট না হইবে কেন? পাঁচ প্রকার জিনিসে গঠিত সেই শরীর যদি শরীর ধারণজনিত কর্ম্মফলে পঞ্চরূপে পরিণত হইয়াই থাকে, তাহাতে আবার শোক কি? সকল সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়, উন্নতির শেষ পতন, সংযোগের শেষ বিয়োগ এবং জীবনের শেষ মরণ। বান্ধবেরা রোদন সময়ে যে শ্লেষ্মা ও নেত্রজল পরিত্যাগ করে, মৃতব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা ভোজন করিতে বাধ্য হয়। অতএব রোদন করা

পঞ্চধা সম্ভৃতঃ কায়ো যদি পঞ্চত্বমাগতঃ।
কর্ম্মভিঃ স্বশরীরোত্থৈস্তত্র কা পরিবেদনা ॥৭
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥৮
শ্লেষ্মাশ্রুবান্ধবৈর্মুক্তং প্রেতো ভুঙ্‌ক্তে যতোঽবশঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥৯
এবমুক্ত্বা ব্রজেয়ুস্তে গৃহাল্লঘুপুরঃসরাঃ।
স্নানাগ্নিস্পর্শনাজ্যাশৈঃ শুধ্যেয়ুরিতরে কৃতৈঃ ॥১০

ইতি দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২২ ॥

অনুচিত, যত্নসহকারে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাই বিধেয়।” এইরূপ কথিত হইয়া তাহারা কনিষ্ঠানুক্রমে গৃহ গমন করিবে। অপরে স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃতভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে।৫-১০

কাত্যায়ন-সংহিতায় দ্বাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥২২॥

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ড

এবমেবাহিতাগ্নেস্তু পাত্রন্যাসাদিকং ভবেৎ।
কৃষ্ণাজিনাদিকশ্চাত্র বিশেষঃ সূত্রচোদিতঃ ॥১
বিদেশমরণেঽস্থীনি হ্যাহৃত্যাভ্যজ্য সর্পিষা।
দাহয়েদূর্ণয়াচ্ছাদ্য পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ ॥২
অস্থ্নামলাভে পর্ণানি সকলান্যুক্তয়াবৃতা।
ভর্জ্জয়েদস্থিসংখ্যানি ততঃ প্রভৃতি সূতকম্ ॥৩
মহাপাতকসংযুক্তো দৈবাৎ স্যাদগ্নিমান্ যদি।
পুত্রাদিঃ পালয়েদগ্নিং যুক্ত আ দোষসংক্ষয়াৎ ॥৪
প্রায়শ্চিত্তং ন কুর্য্যাদ্ যঃ কুর্ব্বন্ বা ম্রিয়তে যদি।
গৃহ্যং নির্ব্বাপয়েচ্ছ্রৌতমপ্স্বস্যেৎ সপরিচ্ছদম্ ॥৫
সাদয়েদুভয়ং বাপ্সু হ্যস্তোঽগ্নিরভবদ্ যতঃ।
পাত্রাণি দদ্যাদ্ বিপ্রায় দহেদপ্স্বেব বা ক্ষিপেৎ ॥৬
অনয়ৈবাবৃতা নারী দগ্ধব্যা বা ব্যবস্থিতা।
অগ্নিপ্রদানমন্ত্রোঽস্যা ন প্রযোজ্য ইতি স্থিতিঃ ॥৭
অগ্নিনৈব দহেদ্ভার্য্যাং স্বতন্ত্রা পতিতা ন চেৎ।
তদুত্তরেণ পাত্রাণি দাহয়েৎ পৃথগন্তিকে ॥৮

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

আহিতাগ্নি ব্যক্তির পাত্রন্যাসাদি এইরূপেই হইবে, এ বিষয়ে কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি লইয়া সূত্র-কথিত বিশেষ বিধি আছে। বিদেশে মরিলে অস্থিসকল আহরণ পূর্ব্বক ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া তাহা ঊর্ণাদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দাহ করিবে, পাত্রন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ হইবে। অস্থি না পাওয়া যাইলে অস্থিসমসংখ্যক পর্ণসকল উক্ত রীতিক্রমে দাহ করিবে, তদবধি অশৌচ হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তি যদি স্বয়ং মহাপাতকযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদীয় পুত্রাদি যে পর্য্যন্ত তাহার পাপ ক্ষয় না হয়, তদবধি অগ্নিরক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিবে বা করিতে করিতে মরিয়া যায়, তাহার গৃহ-অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবে এবং শ্রৌত অগ্নি উপকরণের সহিত জলে ফেলিয়া দিবে। সৎপথস্থিতা রমণীকেও এই রীতিক্রমে দগ্ধ করিবে। তবে ইহার পক্ষে অগ্নিদানের মন্ত্রটী প্রয়োগ করিবে না—ইহাই নিয়ম।১-৭

ভার্য্যা যদি স্বাধীনা পতিতা না হয়, তাহা হইলে ঐ অগ্নি দ্বারাই তাহার শব দাহ করিবে। তৎপরে অগ্নিপাত্র সকলকে তদীয় চিতার সমীপে পৃথগ্ ভাবে দাহ করিবে। পরদিনে বা তৃতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয়ন হইবে। ঋষিগণ

অপরেদ্যুস্তৃতীয়ে বা অস্থ্নাং সঞ্চয়নং ভবেৎ।
যস্তত্র বিধিরাদিষ্ট ঋষিভিঃ সোঽধুনোচ্যতে ॥৯
স্নানান্তং পূর্ব্ববৎ কৃত্বা গব্যেন পয়সা ততঃ।
সিঞ্চেদস্থীনি সর্ব্বাণি প্রাচীনাবীত্যভাষয়ন্ ॥১০
শমী-পলাশশাখাভ্যামুদ্বৃত্যোদ্ধৃত্য ভস্মনঃ।
আজ্যেনাভজ্য গব্যেন সেচয়েদ্ গন্ধবারিণা ॥১১
মৃৎপাত্রসংপুটং কৃত্বা সূত্রেণ পরিবেষ্ট্য চ।
শ্বভ্রং খাত্বা শুচৌ ভূমৌ নিখনেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥১২
পূরয়িত্বাবটং পঙ্কপিণ্ডশৈবালসংযুতম্।
দত্ত্বোপরি সমং শেষং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বাহ্ণকর্ম্মণা ॥১৩
এবমেবাগৃহীতাগ্নেঃ প্রেতস্য বিধিরিষ্যতে।
স্ত্রীণামিবাগ্নিদানং স্যাদথাতোঽনুক্তমুচ্যতে ॥১৪
ইতি ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৩ ॥

এই কার্য্যে যে বিধির আদেশ করিয়াছেন, অধুনা তাহা কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ স্নান পর্য্যন্ত সমাপন করিয়া প্রাচীনাবীতী (ও দক্ষিণমুখ) হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে গব্যদুগ্ধ দ্বারা অস্থিসকল সিক্ত করিবে। শমীশাখা এবং পলাশ-শাখা দ্বারা ভস্ম হইতে অস্থি উদ্ধৃত করিয়া গব্যঘৃতাভ্যক্ত করিবে, তৎপরে গন্ধজল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তাহা সূত্রবেষ্টিত করিবে। পরে পবিত্র ভূমিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া দক্ষিণমুখ হইয়া সেই-খানে তাহা পুঁতিয়া রাখিবে।৮-১২।

পঙ্কপিণ্ড ও শৈবাল দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিবে এবং তাহা উপরে দিয়া অবশিষ্ট পৌর্ব্বাহ্ণিক কার্য্য সমাধা করিবে। নিরগ্নি মৃতব্যক্তিরও দাহবিধি এইরূপ। স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহাদিগকে অগ্নিদান করিবে অনন্তর অনুক্ত কথা কথিত হইতেছে।১৩-১৪।

কাত্যায়ন-সংহিতায় ত্রয়োবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ

সূতকে কর্ম্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যাদীনাং বিধীয়তে।
হোমঃ শ্রৌতে তু কর্ত্তব্যঃ শুষ্কান্নেনাপি বা ফলৈঃ ॥১
অকৃতং হাবয়েৎ স্মার্ত্তে তদভাবে কৃতাকৃতম্।
কৃতং বা হাবয়েদন্নমন্বারম্ভবিধানতঃ ॥২
কৃতমোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্।
ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তমিতি হব্যং ত্রিধা বুধৈঃ ॥৩
সূতকে চ প্রবাসেষু চাশক্তৌ শ্রাদ্ধভোজনে।
এবমাদিনিমিত্তেষু হাবয়েদিতি যোজয়েৎ ॥৪

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

অশৌচ হইলে সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম না করা বিধি। শুষ্কান্ন দ্বারাই হউক আর ফল দ্বারাই হউক, শ্রৌত অগ্নিতে অকৃত অন্ন দ্বারা, তদভাবে কৃতাকৃত অন্ন দ্বারা, তদভাবে অন্বারম্ভ বিধি অনুসারে কৃতান্ন দ্বারা হোম করাইবে। ওদন ও শক্তু প্রভৃতি কৃতান্ন, তণ্ডুল প্রভৃতি কৃতাকৃত অন্ন, এবং ব্রীহি প্রভৃতি অকৃত অন্ন—পণ্ডিতগণ এই ত্রিবিধ হব্যের কথা বলিয়াছেন। অশৌচ, প্রবাস, অশক্তি এবং শ্রাদ্ধান্ন ভোজন ইত্যাদি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে অপর দ্বারা হোম করাইবে।১-৪।

ব্রহ্মচারী অশৌচেও কখন স্বীয় কর্ম্মত্যাগ করিবে না। দীক্ষার পর যজ্ঞ বা কৃচ্ছ্রাদি তপস্যাতেও অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না। পিতৃমরণেও ইহাদিগের কদাচ দোষ হয় না ব্রহ্মচারীর অশৌচ কর্ম্মান্তে হইবে বা তিন দিন হইবে। সাগ্নিক ব্যক্তির শ্রাদ্ধ দাহ হইতে একাদশ দিনে কর্ত্তব্য। তবে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ সকলের পক্ষেই

ন ত্যজেৎ সূতকে কর্ম্ম ব্রহ্মচারী স্বকং ক্বচিৎ।
ন দীক্ষণাৎ পরং যজ্ঞে ন কৃচ্ছ্রাদি তপশ্চরন্ ॥৫
পিতর্য্যপি মৃতে নৈষাং দোষো ভবতি কর্হিচিৎ।
আশৌচং কর্ম্মণোঽন্তে স্যাৎ ত্র্যহং বা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৬
শ্রাদ্ধমগ্নিমতঃ কার্য্যং দাহাদেকাদশেঽহনি।
প্রত্যাব্দিকন্তু কুর্ব্বীত প্রমীতাহনি সর্ব্বদা ॥৭
দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব এতদ্ বৈ শ্রাদ্ধষোড়শম্ ॥৮
একাহেন তু ষণ্মাসা যদা স্যুরপি বা ত্রিভিঃ।
ন্যূনঃ সংবৎসরশ্চৈব স্যাতাং ষাণ্মাসিকে তদা ॥৯
যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণি তু।
একস্মিন্নহ্নি দেয়ানি সপুত্রস্যৈব সর্ব্বদা ॥১০
ন যোষায়াঃ পতির্দদ্যাদপুত্রায়া অপি ক্বচিৎ।
ন পুত্রস্য পিতা দদ্যান্নানুজস্য তথাগ্রজঃ ॥১১
একাদশেঽহ্নি নির্ব্বর্ত্ত্য অর্ব্বাগদর্শাদ্ যথাবিধি।
প্রকুর্ব্বীতাগ্নিমান্ পুত্রো মাতাপিত্রোঃ সপিণ্ডতাম্ ॥১২
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং ন দদ্যাৎ প্রতিমাসিকম্।
একোদ্দিষ্টেন বিধিনা দদ্যাদিত্যাহ গোতমঃ ॥১৩
কর্ষূসমন্বিতং মুক্ত্বা যথাদ্যং শ্রাদ্ধষোড়শম্।
প্রত্যাব্দিকঞ্চ শেষেষু পিণ্ডাঃ স্যুঃ ষড়িতি স্থিতিঃ ॥১৪
অর্ঘ্যেঽক্ষয্যোদকে চৈব পিণ্ডদানেঽবনেজনে।
তন্ত্রস্য তু নিবৃত্তিঃ স্যাৎ স্বধাবাচন এব চ ॥১৫
ব্রহ্মদণ্ডাদিযুক্তানাং যেষাং নাস্ত্যগ্নিসৎক্রিয়া।
শ্রাদ্ধাদিসৎক্রিয়াভাজো ন ভবন্তীহ তে ক্বচিৎ ॥১৬

ইতি চতুর্ব্বিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৪ ॥

...মৃতাহে কর্ত্তব্য। বারটা মাসিক, আদ্য শ্রাদ্ধ, ষাণ্মাসিকদ্বয় এবং সপিণ্ডীকরণ—এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ। এক দিন বা তিন দিন কম ছয় মাসে অর্থাৎ ষষ্ঠ মাসীয় মৃততিথির পূর্ব্ব দিনে বা তিন দিন পূর্ব্বে প্রথম ষণ্মাসিক এবং এক দিন বা তিন দিন কম সংবৎসরে দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক হইবে। (তিন দিন কম ষষ্ঠমাসাদিতে ষাণ্মাসিক করা এদেশে ব্যবহার নাই)। অপুত্রব্যক্তির উদ্দেশে প্রথমোক্ত পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং অন্য শ্রাদ্ধও (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধও) বৎসরের মধ্যে একদিন করিবে। সপুত্রব্যক্তির শ্রাদ্ধ সকল সময়ই হইতে পারে। * অপুত্রা-রমণীর স্বামীও কখন (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। পিতা ও পুত্রের এবং অগ্রজ ও অনুজভ্রাতার (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ) করিবে না। † সাগ্নিকপুত্র একাদশ দিনে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া অমাবস্যায় মাতাপিতার সপিণ্ডীকরণ করিয়া ফেলিবে। সপিণ্ডীকরণের পর আর একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। গোতম বলেন—শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কর্ষূসমন্বিত শ্রাদ্ধ, আদিম ষোড়শ শ্রাদ্ধ এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ ত্যাগ করিয়া অন্য সকল শ্রাদ্ধে ষট্‌পিণ্ড হইবে—ইহা নিয়ম। অর্ঘ্যদান, অক্ষয্যোদক দান, পিণ্ডদান, অবনেজন এবং স্বধাবাচনস্থলে তন্ত্রতা হইবে না। যাহারা ব্রহ্মদণ্ড প্রভৃতিবশে পরলোকগত হওয়ায় অগ্নি সংস্কৃত হয় নাই, তাহাদিগের কখনই শ্রাদ্ধাদি সৎকার হইবে না ।৫-১৬।

* এই ১০ম বচন রঘুনন্দন অন্যরূপে পাঠ ধরিয়াছেন, যথা—
"যানি পঞ্চদশাদ্যানি অপুত্রস্যেতরাণ্যপি।
একস্মৈব তু দাতব্যমপুত্রায়াশ্চ যোষিতঃ ॥"
"অপুত্র পুরুষের এবং অপুত্রা (ও বিধবা) রমণীর কেবল প্রথম পঞ্চদশ শ্রাদ্ধ এবং প্রতিবর্ষ কর্ত্তব্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে (পঞ্চদশ শ্রাদ্ধবিধান শিষ্য পর্য্যন্ত রহিত পুরুষের পক্ষে জানিবে)। এই পাঠ প্রামাণিক।"

† এই বচনের সহজ অর্থ; স্বামী অপুত্রা রমণীর, পিতা পুত্রের এবং অগ্রজ অনুজের উক্ত শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধ করিবে না।

কাত্যায়ন-সংহিতায় চতুর্ব্বিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ

মন্ত্রাম্নায়েঽগ্ন ইত্যেতৎ পঞ্চকং লাঘবার্থিভিঃ।
পঠ্যতে তৎপ্রয়োগে স্যান্মন্ত্রাণামেব বিংশতিঃ ॥১
অগ্নেঃ স্থানে বায়ুচন্দ্র-সূর্য্যাবহুবদূহ্য চ।
সমস্য পঞ্চমীসূত্রে চতুশ্চতুরিতি শ্রুতেঃ ॥২
প্রথমে পঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ।
অপি পঞ্চসু মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ ॥৩
দ্বিতীয়ে তু পতিঘ্নী স্যাদপুত্রেতি তৃতীয়কে।
চতুর্থে ত্বপসব্যেতি ইদমাহুর্তিবিংশকম্ ॥৪
ধৃতিহোমে ন প্রযুঞ্জ্যাদ্ গোনামসু তথাষ্টসু।
চতুর্থ্যামঘ্ন্য ইত্যেতদ্ গোনামসু হি হূয়তে ॥৫
লতাগ্রপল্লবো গূঢ়ঃ শুঙ্গেতি পরিকীর্ত্ত্যতে।
পতিব্রতা ব্রতবতী ব্রহ্মবন্ধুস্তথাঽশ্রুতঃ ॥৬
শলাটু নীলমিত্যুক্তং গ্রন্থঃ স্তবক উচ্যতে।
কপুষ্ণিকাভিতঃ কেশ মূর্দ্ধ্নি পশ্চাৎ কপুচ্ছলম্ ॥৭
শ্বাবিচ্ছলাকা শললী তথা বীরতরঃ শরঃ।
তিল-তণ্ডুলসম্পর্কঃ কৃষরঃ সোঽভিধীয়তে ॥৮
নামধেয়ে মুনিবস্বপিশাচাবহুবৎ সদা।
যক্ষাশ্চ পিতরো দেবা যষ্টব্যাস্তিথিদেবতাঃ ॥৯
আগ্নেয়াদ্যেঽথ সর্পাদ্যে বিশাখাদ্যে তথৈব চ।
আষাঢ়াদ্যে ধনিষ্ঠাদ্যে অশ্বিন্যাদ্যে তথৈব চ ॥১০
দ্বন্দ্বান্যেতানি বহুবদৃক্ষাণাং জুহুয়াৎ সদা।
দ্বন্দ্বদ্বয়ং দ্বিবচ্ছেষমবশিষ্টান্যথৈকবৎ ॥১১
দেবতাস্বপি হূয়ন্তে বহুবৎ সার্ব্বপিত্তয়ঃ।
দেবাশ্চ বসবশ্চৈব দ্বিবদেবাশ্বিনৌ সদা ॥১২

পঞ্চবিংশ খণ্ড

বিবাহের চতুর্থী হোমে লাঘবার্থিগণ মন্ত্রসংহতির মধ্যে "অগ্নে" ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাহার প্রয়োগে বিংশতি মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। অগ্নির স্থানে বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যপদের ঊহ বহুবচনান্ত করিবে এবং পঞ্চম মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমস্ত ঊহ করিয়া প্রত্যেক মন্ত্র চার চার বার পড়িয়া আহুতি দিবে—এইরূপ শ্রুতি আছে। প্রথম পঞ্চকে পাঁচ মন্ত্রেই "পাপী লক্ষ্মীঃ" এই পদ থাকিবে।১-৩।

দ্বিতীয় পঞ্চকে "পতিঘ্নী", তৃতীয় পঞ্চকে "অপুত্রা" এবং চতুর্থ পঞ্চকে "অপসব্যা" পদ থাকিবে,—এই বিংশতি আহুতি। ধৃতি হোমে স্বাহাযোগে চতুর্থী হইবে না, অষ্ট গোনাম হোমেও চতুর্থী হইবে না, গোনাম হোমে চতুর্থী স্থলে "অঘ্ন্য" শব্দ প্রয়োগে হোম করিতে হইবে। (গোভিল-সূত্রে দ্বিতীয় পুংসবনপ্রকরণে বট শুঙ্গাক্রয়ের বিধি আছে, কাত্যায়ন শুঙ্গাশব্দের অর্থ এবং কে ক্রয় করিবে, তাহা আদেশ করিতেছেন)। শাখার গূঢ় অগ্র পল্লবের নাম শুঙ্গা। ব্রতবতী পতিব্রতা নারী, বিদ্যাহীন ব্রহ্মবন্ধু—ঐ শুঙ্গাক্রয় করিবে। (গোভিল সীমন্তোন্নয়ন-প্রকরণে যে সকল অস্পষ্ট শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, এখানে তাহার অর্থ লিখিত হইতেছে)। শলাটুশব্দে নীল, গ্রন্থ শব্দে স্তবক বুঝায়। মস্তকের উভয় পার্শ্বের কেশের নাম কপুষ্ণিকা এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী কেশের নাম কপুচ্ছল। শললী শব্দে শজারু কাঁটা, বীরতর শব্দে শর। তিল ও তণ্ডুল একত্র পক্ক হইলে তাহার নাম কৃসর। নামকরণ-সংস্কারে গোভিলসূত্রে সকলের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ নক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের পূজা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুনি, বসু, পিশাচ, যক্ষ, পিতৃ ও বিশ্বদেবগণের বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া হোম করিবে।৫-৯।

উঁহারা যথাক্রমে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কৃত্তিকা, রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা, বিশাখা, অনুরাধা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও অশ্বিনী ভরণী নক্ষত্রের মধ্যে এই ছয় জোড়ার প্রত্যেকটীর হোমই বহুবচনান্ত উল্লেখ করিয়া করিবে। অবশিষ্ট দুই জোড়ার অর্থাৎ পূর্ব্বফাল্গুনী উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদের দ্বিবচনান্ত উল্লেখে এবং

ব্রহ্মচারী সমাদিষ্টো গুরুণা ব্রতকর্ম্মণি।
বাঢ়মোমিতি বা ব্রুয়াৎ তত্তথৈবানুপালয়েৎ ॥১৩
সশিখং বপনং কার্য্যমা স্নানাদ্ ব্রহ্মচারিণা।
আশরীরবিমোক্ষায় ব্রহ্মচর্য্যং ন চেদ্ ভবেৎ ॥১৪
(বপনং নাস্য কর্তব্যমর্বাগোদানকব্রতাৎ।
ব্রতিনো বৎসরং যাবৎ ষণ্মাসানিতি গৌতমঃ) ॥
ন গাত্রোৎসাদনং কুর্য্যাদনাপদি কদাচন।
জলক্রীড়ামলঙ্কারান্ ব্রতী দণ্ড ইবাপ্লবেৎ ॥১৫
দেবতানাং বিপর্য্যাসে জুহোতিষু কথং ভবেৎ।
সর্ব্বং প্রায়শ্চিত্তং হুত্বা ক্রমেণ জুহুয়াৎ পুনঃ ॥১৬
সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চেৎ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তুপনয়নাদধঃ ॥১৭
অনিষ্ট্বা নবযজ্ঞেন নবান্নং যোঽত্ত্যকামতঃ।
বৈশ্বানরশ্চরুস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥১৮

ইতি পঞ্চবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥

অপর সকল নক্ষত্রের একবচনান্ত উল্লেখে হোম হইবে। নক্ষত্রাধিষ্ঠাতৃদেবগণের মধ্যে সর্প, বায়ু, তোয়, বিশ্বদেব এবং পিতৃগণের হোম বহু বচনান্ত উল্লেখে এবং ব্রধ্ন ও অশ্বিনের হোম দ্বিবচনান্ত উল্লেখে হইবে। উহারা যথাক্রমে অশ্লেষা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, মঘা, উত্তরভাদ্রপদ এবং অশ্বিনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। *

গুরু, ব্রহ্মচারীকে কোন কার্য্যে আদেশ করিলে ব্রহ্মচারী "বাঢ়ং" অথবা "ওঁ"—এই বলিয়া সেই কার্য্য যথাযথভাবে করিবে। যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন স্নান পর্য্যন্ত সশিখ বপন করিবে। ব্রহ্মচারী বিনা আপদে কদাচ গাত্রের মলাপসারণ করিবে না। জলক্রীড়া বা অলঙ্কার ধারণও করিবে না এবং দণ্ডবৎ স্নান করিবে।১০-১৫।

দেবগণের বিপর্য্যাসক্রমে হোম হইলে (তাহার সংশোধন) কি হইবে?—সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া পরে ঠিক অনুক্রমে সেই সকল দেবগণের হোম করিবে। উপনয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সংস্কারের কালাত্যয় হইলে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া তাহা করিবে। নব যজ্ঞ না করিয়া অজ্ঞানতঃ ও নবান্ন ভোজনে 'বৈশ্বানর চরু' নামক প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হয়।১৭-১৮

---

* মূলের ১২ শ্লোক—
"দেবতা অপি হুয়ন্তে বহুবৎ সর্পবসবঃ।
দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব দ্বিবদ্ ব্রধ্নাশ্বিনৌ সদা॥"
রঘুনন্দন এইরূপে পাঠ করেন। তাঁহার পাঠই সঙ্গত প্রামাণিক; তদনুসারে অনুবাদ করা হইল।

কাত্যায়ন-সংহিতায় পঞ্চবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশঃ খণ্ডঃ

চরুঃ সমশনীয়ো যস্তথা গোযজ্ঞকর্ম্মণি।
বৃষভোৎসর্জ্জনে চৈব অশ্বযজ্ঞে তথৈব চ ॥১
শ্রাবণ্যাং বা প্রদোষে যঃ কৃষ্যারম্ভে তথৈব চ।
কথমেতেষু নির্ব্বাপাঃ কথঞ্চৈব জুহোতয়ঃ ॥২
দেবতাসঙ্খ্যয়া গ্রাহ্যা নির্ব্বাপাস্তু পৃথক্ পৃথক্।
তুষ্ণীং দ্বিরেব গৃহ্ণীয়াদ্ধোমশ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ ॥৩
যাবতা হোমনির্ব্বৃত্তির্ভবেদ্ বা যত্র কীর্ত্তিতা।
শেষঞ্চৈব ভবেৎ কিঞ্চিৎ তাবন্তং নির্ব্বপেচ্চরুম্ ॥৪
চরৌ সমশনীয়ে তু পিতৃযজ্ঞে চরৌ তথা।
হোতব্যং মেক্ষণেনান্য উপস্তীর্ণাভিঘারিতম্ ॥৫
কালঃ কাত্যায়নেনোক্তো বিধিশ্চৈব সমাসতঃ।
বৃষোৎসর্গে যতো নোঽত্র গোভিলেন তু ভাষিতঃ ॥৬
পারিভাষিক এব স্যাৎ কালো গো-বাজিযজ্ঞয়োঃ।
অন্যস্মাদুপদেশাত্তু প্রস্তরারোহণস্য চ ॥৭
অথবা মার্গপাল্যেঽহ্নি কালো গোযজ্ঞকর্ম্মণঃ।
নীরাজনেঽহ্নি বাশ্বানামিতি তন্ত্রান্তরে বিধিঃ ॥৮
শরদ্-বসন্তয়োঃ কেচিন্নবযজ্ঞং প্রচক্ষতে।
ধান্যপাকবশাদন্যে শ্যামকো বনিনঃ স্মৃতঃ ॥৯
আশ্বযুজ্যাং তথা কৃষ্যাং বাস্তুকর্ম্মণি যাজ্ঞিকাঃ।
যজ্ঞার্থতত্ত্ববেত্তারো হোমমেবং প্রচক্ষতে ॥১০
দ্বে পঞ্চ দ্বে ক্রমেণৈতা হবিরাহুতয়ঃ স্মৃতাঃ।
শেষা আজ্যেন হোতব্যা ইতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ ॥১১
পয়ো যদাজ্যসংযুক্তং তৎ পৃষাতকমুচ্যতে।
দধ্যেকে তদুপাসাদ্য কর্ত্তব্যঃ পায়সশ্চরুঃ ॥১২

ষড়্‌বিংশ খণ্ড

সমশনীয় চরু এবং গোমেধ যজ্ঞ, বৃষোৎসর্গ, অশ্বমেধ যজ্ঞ ও কৃষ্যারম্ভ—এই সমস্ত কার্য্যের চরু আর শ্রাবণী পূর্ণিমা ও প্রদোষের চরুতে কিরূপ নির্ব্বাপ এবং হোম হইবে? সেই সেই কর্ম্মের দেবতাসংখ্যা অনুসারে দেবতাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাপ গ্রহণ করিবে। নির্ব্বাক হইয়া দুইবার গ্রহণ করিবে। হোমও পৃথক্ পৃথক্ হইবে। যাবৎ চরু দ্বারা সেই সেই কার্য্যে কথিত হোম সমাধা হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিতে পারে, তাবৎ চরু নির্ব্বপণ করিবে। ১-৪

সমশনীয় চরু এবং পিতৃযজ্ঞীয় চরুতে মেক্ষণ দ্বারা হোম করিবে। কেহ কেহ বলেন,—উপস্তীর্ণ ও অভিঘারিত করিয়া হোম করিবে। (স্রুকের দ্বারা স্রুব পাত্রে যে প্রথম হবি গৃহীত হয়, তাহার নাম উপস্তীর্ণ এবং যে হবি গ্রহণ করিয়া অনন্তর আজ্য প্রদত্ত হয়, তাহা অভিঘারিত)। গোভিল বৃষোৎসর্গের বিধি ও কালকীর্ত্তন করেন নাই।৫-৬।

অতএব কাত্যায়ন ইহা সংক্ষেপে বলিলেন। গোযজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং প্রস্তর আরোহণেরও সেই পারিভাষিক কাল অন্য কোন উপদেশ গ্রন্থে কথিত আছে অথবা মার্গপাল্য দিনে গোমেধ যজ্ঞের কাল এবং নীরাজনদিনে অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল—ইহা শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে। শরৎকালে ও বসন্তকালে কেহ কেহ নবযজ্ঞ করিতে বলেন। কেহ কেহ বলেন—ধান্যপাকবশে নবযজ্ঞ হইবে। আর বানপ্রস্থদিগের শ্যামাক ধান্যপাক সময়ে নবযজ্ঞ হইবে বলিয়া কথিত আছে।৭-৯।

অশ্বিনী পূর্ণিমা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কৃষি এবং বাস্তুকর্ম্মে যজ্ঞার্থ তত্ত্ববেত্তা যাজ্ঞিকগণ এইরূপ হোম হইবে বলেন —যথা, যথাক্রমে দুই আহুতি, পাঁচ আহুতি ও দুই আহুতি হবি দ্বারা হইবে। অবশিষ্ট আহুতি সকল আজ্য (ঘৃত) দ্বারা হইবে—কাত্যায়ন ইহা বলেন। আজ্যসংযুক্ত দুগ্ধ, কাহারও কাহারও মতে দধি "পৃষাতক" নামে অভিহিত হয়। তাহা উপাসাদন (আহরণ) করিয়া পায়স চরু করিবে। ব্রীহি, শালি, মুদগ, গোধূম, সর্ষপ, তিল এবং যব এই সপ্ত ওষধি ধারণ করিলে বিপদ নষ্ট হয়। গৌতমাদি ঋষিগণ এই সকল সংস্কার স্মরণ করিয়াছেন। তারপর যথাকালে কথিত অষ্টকাদি সকল কার্য্য করিবে।১০-১৪।

ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গা গোধূমাঃ সর্ষপাস্তিলাঃ।
যবাশ্চৌষধয়ঃ সপ্ত বিপদং ঘ্নন্তি ধারিতাঃ॥১৩
সংস্কারাঃ পুরুষস্যৈতে স্মর্য্যন্তে গোতমাদিভিঃ।
অতোঽষ্টকাদয়ঃ কার্য্যাঃ সর্ব্বে কালক্রমোদিতাঃ॥১৪
সকৃদপ্যষ্টকাদীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণি যো দ্বিজঃ।
স পঙ্‌ক্তি পাবনো ভূত্বা লোকান্ প্রৈতি ঘৃতশ্চ্যুতঃ॥১৫
একাহমপি কর্ম্মস্থো যোঽগ্নিশুশ্রূষকঃ শুচিঃ।
নয়ত্যত্র তদেবাস্য শতাহং দিবি জায়তে॥১৬
যস্ত্বাধায়াগ্নিমাশাস্য দেবাদীন্নৈভিরিষ্টবান্।
নিরাকর্ত্তামরাদীনাং স বিজ্ঞেয়ো নিরাকৃতিঃ॥১৭

ইতি ষড়্‌বিংশঃ খণ্ডঃ॥ ২৬।

যে দ্বিজ একবারও অষ্টকাদি কার্য্য করিবে, সে পঙ্‌ক্তি-পাবন হইয়া ঘৃতস্রাবী লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি কর্ম্মস্থ হইয়া একদিনও শুচিভাবে অগ্নি পরিচর্য্যা করে, সে তৎফলেই একশত দিন স্বর্গভোগ করে। যে ব্যক্তি অগ্নি আধান পূর্ব্বক দেবাদিকে আশান্বিত করিয়া এই সকল কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা না করে, সেই দেব প্রভৃতির নিরাকর্ত্তা ব্যক্তিকে "নিরাকৃতি" বলিয়া জানিবে।

কাত্যায়ন-সংহিতায় ষড়্‌বিংশ খণ্ড সমাপ্ত॥২৬॥

সপ্তবিংশঃ খণ্ডঃ

যচ্ছ্রাদ্ধং কর্ম্মণামাদৌ যা চান্তে দক্ষিণা ভবেৎ।
আমাবাস্যং দ্বিতীয়ং যদন্বাহার্য্যং তদুচ্যতে॥১
একসাধ্যেষ্ববর্হিঃষু ন স্যাৎ পরিসমূহনম্।
নোদগাসাদনঞ্চৈব ক্ষিপ্রহোমা হি তে মতাঃ॥২
অভাবে ব্রীহি-যবয়োর্দধ্না বা পয়সাপি বা।
তদভাবে যবাগ্বা বা জুহুয়াদুদকেন বা॥৩
রৌদ্রন্তু রাক্ষসং পিত্র্যমাসুরঞ্চাভিচারিকম্।
উক্ত্বা মন্ত্রং স্পৃশেদাপ আলভ্যাত্মানমেব চ॥৪
যজনীয়েঽহ্নি সোমশ্চেদ্ বারুণ্যাং দিশি দৃশ্যতে।
তত্র ব্যাহৃতিভির্হুত্বা দণ্ডং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে॥৫
লবণং মধু মাংসঞ্চ ক্ষারাংশো যেন হূয়তে।
উপবাসেন ভুঞ্জীত নোরুরাত্রৌ ন কিঞ্চন॥৬

সপ্তবিংশ খণ্ড

কর্ম্মের আদিতে বিহিত শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ), কর্ম্মশেষে বিহিত দক্ষিণা এবং অমাবস্যা কর্ত্তব্য দ্বিতীয় শ্রাদ্ধের নাম "অন্বাহার্য্য।" মাতৃপূজার অনু অর্থাৎ পরে কর্ত্তব্য বলিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'; কর্ম্ম শেষ কর্ত্তব্য বলিয়া দক্ষিণার নাম 'অন্বাহার্য্য' আর পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের পরে কর্ত্তব্য বলিয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধের নাম 'অন্বাহার্য্য'। একসাধ্য ব্রহ্মশূন্য হোমে বর্হিরাস্তরণ, পরিসমূহন এবং উদগাসাদন নাই, কেননা তাহা 'ক্ষিপ্র হোম' বলিয়া বিদিত।১-২

ব্রীহি ও যবের অভাবে দধি বা দুগ্ধ দ্বারা, তদভাবে যবাগূ এবং তদভাবে জল দ্বারাও হোম করিবে। রৌদ্র, রাক্ষস, পিত্র্য, আসুর বা আভিচারিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলে আত্মদেহ স্পর্শ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। যে ব্যক্তি লবণ, মধু, মাংস বা ক্ষারাংশ আহুতি দেয়, সে উপবাসান্তে ভোজন করিবে। হোতা ও হব্যের অভাবে যথাকালে সায়ং হোম না হইলে, পরদিন প্রাতর্হোমের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সায়ংহোম করিতে পারিবে। তবে কিনা, প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ হোম করিতে হইবে। সায়ং হোমকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাতর্হোমকাল থাকে।

স্বকালে সায়মাহুত্যা অপ্রাপ্তৌ হোতৃ-হব্যয়োঃ।
প্রাক্‌প্রাতরাহুতেঃ কালঃ প্রায়শ্চিত্তে হুতে সতি ॥৭

প্রাক্ সায়মাহুতেঃ প্রাতর্হোমকালানতিক্রমঃ।
প্রাক্ পৌর্ণমাসাদ্দর্শস্য প্রাগদর্শাদিতরস্য তু ॥৮

বৈশ্বদেবে ত্বতিক্রান্তে অহোরাত্রমভোজনম্।
প্রায়শ্চিত্তমথো হুত্বা পুনঃ সন্তনুয়াদ্ ব্রতম্ ॥৯

হোমদ্বয়াত্যয়ে দর্শপৌর্ণমাসাত্যয়ে তথা।
পুনরেবাগ্নিমাদধ্যাদিতি ভার্গবশাসনম্ ॥১০

অনূচো মানবো জ্ঞেয় এণঃ কৃষ্ণমৃগঃ স্মৃতঃ।
রুরুর্গৌরমৃগঃ প্রোক্তস্তম্বলঃ শোণ উচ্যতে ॥১১

কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসংমিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ ॥১২

ঋজবস্তে তু সর্ব্বে স্যুরব্রণাঃ সৌম্যদর্শনাঃ।
অনুদ্বেগকরা নৃণাং সত্বচোঽনগ্নিদূষিতাঃ ॥১৩

গৌর্বিশিষ্টতয়া বিপ্রৈর্বেদেষ্বপি নিগদ্যতে।
ন ততোঽন্যদ্ বরং যস্মাত্তস্মাদ্গৌর্বর উচ্যতে ॥১৪

যেষাং ব্রতানামন্তেষু দক্ষিণা ন বিধীয়তে।
বরস্তত্র ভবেদ্দানমপি বাচ্ছাদয়েদ্ গুরুম্ ॥১৫

অস্থানোচ্ছ্বাসবিচ্ছেদঘোষণাধ্যাপনাদিকম্।
প্রামাদিকং শ্রুতৌ যৎ স্যাদ্ যাতযামত্বকারি তৎ ॥১৬

প্রত্যব্দং যদুপাকর্ম্ম সোৎসর্গং বিধিবদ্ দ্বিজৈঃ।
ক্রিয়তে ছন্দসাং তেন পুনরাপ্যায়নং ভবেৎ ॥১৭

অযাতযামৈশ্ছন্দোভির্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে দ্বিজৈঃ।
ক্রীড়মানৈরপি সদা তত্তেষাং সিদ্ধিকারকম্ ॥১৮

গায়ত্রীঞ্চ সগায়ত্রাং বার্হস্পত্যমিতি ত্রিকম্।
শিষ্যেভ্যোঽনূচ্য বিধিবদুপাকুর্য্যাত্ততঃ শ্রুতিম্ ॥১৯

ছন্দসামেকবিংশানাং সংহিতায়াং যথাক্রমম্।
তচ্ছন্দস্কাভিরেবাভিরাদ্যাভির্হোম ইষ্যতে ॥২০

পর্ব্বভিশ্চৈব গানেষু ব্রাহ্মণেষূত্তরাদিভিঃ।
অঙ্গেষু চর্চ্চামন্ত্রেষু ইতি ষষ্টির্জুহোতয়ঃ ॥২১

ইতি সপ্তবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দর্শযাগের কাল থাকে এবং দর্শের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌর্ণমাস যাগের কাল থাকে। বৈশ্বদেব অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র উপবাস করিবে। তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিয়া ঐ ব্রত আরম্ভ করিবে। ৩-৯

সায়ং হোম এবং প্রাতর্হোম এই দুইবার হোম না হইলে বা দর্শ যাগ ও পৌর্ণমাস যাগ না হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধান করিবে, ইহা ভার্গবের মত। (গোভিলোক্ত কতিপয় শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে)। অনধীত বেদ বালকের "মাণবক" সংজ্ঞা, "এণ" শব্দে কৃষ্ণসার মৃগ বুঝিবে। 'রুরু' শব্দে গৌরবর্ণ মৃগ, আর 'তম্বল'কে শোণ বলে (স্তমর শব্দের অর্থ 'শল'*)।১০-১১।

ব্রাহ্মণের দণ্ড পরিমাণে কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে। সকল জাতির দণ্ডই সরল, অক্ষত ও সৌম্যদর্শন হইবে; প্রাণিগণের উদ্বেগকর হইবে না, ত্বকযুক্ত হইবে আর অগ্নিদূষিত হইবে না। গোরু বড়ই প্রধান, বিশিষ্টতা হেতু গোরুই বর শব্দবাচ্য, ইহা ব্রাহ্মণেরা বলেন; বেদেও ইহা কথিত আছে। গোরু হইতে প্রধান আর কিছু নাই এইজন্য "বর" শব্দে গো। যে সকল ব্রতের অন্তে দক্ষিণাবিধান নাই, তথায় গুরুকে "বর"-দান বা বস্ত্রদান করা কর্ত্তব্য। অস্থানে উচ্ছ্বাস বিচ্ছেদ পূর্ব্বক ঘোষণা ও প্রামাদিক অধ্যাপনাদি দ্বারা শ্রুতির "যাতযামত্ব" হয়। দ্বিজগণ প্রতিবর্ষে উপাকর্ম্ম ও উৎসর্গ করাতে বেদ সকলের পুনরায় তেজোবৃদ্ধি হয়।১২-১৭।

দ্বিজগণ অযাতযাম বেদ সাহায্যে লীলাবশতও যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহাদিগের সদা সিদ্ধিকারক। আচার্য্য - গায়ত্রী, গায়ত্র এবং বার্হস্পত্য এই মন্ত্রত্রয় শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া তৎপরে শ্রুতির উপাকর্ম্ম করিবে। সংহিতাতে যথাক্রমে একবিংশতি প্রকার ছন্দ আছে। সেই সেই ছন্দে গ্রথিত প্রথম প্রথম মন্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত ছন্দের হোম করা বিধি। গান-ভাগ ব্রাহ্মণ-ভাগ অঙ্গ এবং চর্চ্চামন্ত্রে উত্তরাদি পর্ব্ব দ্বারা হোম করিবে। উপাকর্ম্মের এই ষষ্টি হোম করিতে হয়। ১৮-২১।

কাত্যায়ন-সংহিতায় সপ্তবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

---

* ১১ শ্লোকের শেষ ভাগ "স্তমরঃ শল উচ্যতে" রঘুনন্দনের এইরূপ পাঠ।

অষ্টাবিংশঃ খণ্ডঃ

অক্ষতাস্তু যবাঃ প্রোক্তা ভৃষ্টা ধানা ভবন্তি তে।
ভৃষ্টাস্তু ব্রীহয়ো লাজা ঘটাঃ খণ্ডিক উচ্যতে ॥১
নাধীয়ীত রহস্যানি সোত্তরাণি বিচক্ষণঃ।
ন চোপনিষদশ্চৈব ষণ্মাসান্ দক্ষিণায়নান্ ॥২
উপাকৃত্যোদগয়নে ততোঽধীয়ীত ধর্ম্মবিৎ।
উৎসর্গশ্চৈক এবৈষাং তৈষ্যাং প্রোষ্ঠপদেঽপি বা ॥৩
অজাতব্যঞ্জনা লোম্নী ন তয়া সহ সংবিশেৎ।
অযুগূঃ কাকবন্ধ্যায়া জাতা তাং ন বিবাহয়েৎ ॥৪
সংসক্তপদবিন্যাসস্ত্রিপদঃ প্রক্রমঃ স্মৃতঃ।
স্মার্ত্তে কর্ম্মণি সর্ব্বত্র শ্রৌতে ত্বধ্বর্য্যুণোদিতঃ ॥৫
যস্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ তামেবাভিমুখো বলিম্।
শ্রবণাকর্ম্মণি ভবেন্ন্যঞ্চকর্ম্ম ন সর্ব্বদা ॥৬
বলিশেষস্য হবনমগ্নিপ্রণয়নং তথা।
প্রত্যহং ন ভবেয়াতামুল্মুকস্তু ভবেৎ সদা ॥৭
পৃষাতক-প্রেষণয়োর্নবস্য হবিষস্তথা।
শিষ্টস্য প্রাশনে মন্ত্রস্তত্র সর্ব্বেঽধিকারিণঃ ॥৮
ব্রাহ্মণানামসান্নিধ্যে স্বয়মেব পৃষাতকম্।
অবেক্ষেদ্ধবিষঃ শেষং নবযজ্ঞেঽপি ভক্ষয়েৎ ॥৯
সফলা বদরীশাখা ফলবত্যভিধীয়তে।
ঘনা বৈ সিকতাঃ সঙ্ঘাঃ স্মৃতা জাতশিলাস্তু তাঃ ॥১০
সৃষ্টো বিসৃষ্টো মণিকঃ শিলানাশে তথৈব চ।
তদেবাহৃত্য সংস্কার্য্যো ন ক্ষিপেদাগ্রহায়ণীম্ ॥১১
শ্রবণাকর্ম্মলুপ্তঞ্চেৎ কথঞ্চিৎ সূতকাদিনা।
আগ্রহায়ণিকং কুর্য্যাদ্ বলিবর্জ্জমশেষতঃ ॥১২
ঊর্দ্ধং স্বস্তরশায়ী স্যান্মাসমর্দ্ধমথাপি বা।
সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রং বা একাং বা সদ্য এব বা ॥১৩
নোর্দ্ধং মন্ত্রপ্রয়োগঃ স্যান্নাগ্ন্যাগারং নিয়ম্যতে।
নাহতাস্তরণঞ্চৈব ন পার্শ্বঞ্চাপি দক্ষিণম্ ॥১৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

যবের নাম অক্ষত, যব ভর্জ্জিত হইলে তাহাকে ধানা বলা যায়, ভর্জ্জিত ব্রীহির নাম লাজ এবং ঘটের নাম খণ্ডিক। বিচক্ষণ ব্যক্তি দক্ষিণায়ন ছয় মাস উত্তর রহস্য এবং উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে না। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি উপাকর্ম্ম করিয়া উত্তরায়ণে অধ্যয়ন করিবে। ইহাদিগের উৎসর্গ কর্ম্ম পৌষী পূর্ণিমাতে কিংবা ভাদ্র মাসেই হইতে পারিবে। অজাতলক্ষণা লোমশা যে নারী, তাহার সহিত শয়ন করিবে না এবং কাকবন্ধ্যাসম্ভূতা যে নারী তাহাকে 'অযুগূ' বলে, তাদৃশ রমণীকে বিবাহ করিবে না। তিন-পা-সংসক্ত পদক্ষেপের নাম প্রক্রম—ইহা সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মে এবং শ্রৌত কর্ম্মে অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক কথিত আছে। যে দিকে বলি প্রদান করিবে, সেইদিকেই মুখ ফিরাইয়া বলি দেওয়া বিধি। শ্রবণা কর্ম্মে সর্ব্বদা 'ন্যঞ্চ' কর্ম্ম হইবে না। বলিশেষের আহুতি এবং অগ্নি প্রণয়ন প্রত্যহ হইবে না, কিন্তু উল্মুক প্রত্যহ হইবে। পৃষাতক প্রেরণ এবং হুতাবশিষ্ট নবান্ন ভোজনের মন্ত্রোচ্চারণে সকলেই অধিকারী। ব্রাহ্মণগণ সমীপে না থাকিলে স্বয়ংই পৃষাতক দর্শন করিবে। নবযজ্ঞেও হবিঃ ভক্ষণ করিবে। ফলযুক্ত বদরী (কুল) শাখাকে ফলবতী বলা হয়, সিকতাসঙ্ঘ (বালিসমূহ) ঘনীভূত হইয়া জাতশিলা নামে অভিহিত হয়। উক্ত জাতশিলা বিনষ্ট হইলে—উহা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া মণিক সৃষ্ট হয়, তখনই উহা আহরণ করিয়া সংস্কার করিবে। আগ্রহায়ণী অতিক্রম করিবে না।১-১১।

যদি সূতকাদি কোন কারণে শ্রবণা কর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে বলি ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আগ্রহায়ণিক কর্ম্ম করিবে। অতঃপর একমাস, অর্দ্ধমাস, সপ্তরাত্র, ত্রিরাত্র, একদিন অথবা সদ্যঃ প্রস্তরশায়ী হইবে। ইহার পর মন্ত্র প্রয়োগ হইবে না, অগ্নিগৃহের নিয়ম থাকিবে না, আহতাস্তরণ হইবে না এবং দক্ষিণ ও পার্শ্বের কথা থাকিবে না। যদি দৃঢ় হয়ত আগ্রহায়ণীতে কর্ম্মাবৃত্তি হইলেও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় আসিঞ্চন করিবে এবং প্রতি কুম্ভে মন্ত্র পাঠ করিবে।১২-১৫।

দৃঢ়শ্চেদগ্রহায়ণ্যামাবৃত্তাবপি কর্ম্মণঃ।
কুম্ভৌ মন্ত্রবদাসিঞ্চেৎ প্রতিকুম্ভমৃচং পঠেৎ ॥১৫
অল্পানাং যো বিঘাতঃ স্যাৎ স বাধো বহুভিঃ স্মৃতঃ।
প্রাণসম্মিত ইত্যাদি বাসিষ্ঠং বাধিতং যথা ॥১৬
বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাম্।
তুল্যপ্রমাণকত্বে তু ন্যায় এবং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৭
ত্রৈয়ম্বকং করতলমপূপা মণ্ডকাঃ স্মৃতাঃ।
পালাশা গোলকাশ্চৈব লোহচূর্ণঞ্চ চীবরম্ ॥১৮
স্পৃশন্ননামিকাগ্রেণ ক্বচিদালোকয়ন্নপি।
অনুমন্ত্রণীয়ং সর্ব্বত্র সদৈবমনুমন্ত্রয়েৎ ॥১৯

ইত্যষ্টাবিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৮ ॥

অল্প বিঘাত বাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেখানে প্রমাণ সকল বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেখানে যে পক্ষে অধিক মত তাহাই গ্রাহ্য। সমান সমান প্রমাণ থাকিলে যুক্তিই প্রামাণ্যজনক কথিত হইয়াছে। ত্রৈয়ম্বক শব্দে করতল, অপূপশব্দে মস্তক, পালাশশব্দে গোলক এবং চীবরশব্দে লৌহচূর্ণ। কোন স্থলে অনামিকাগ্র দ্বারা স্পর্শ, কোন স্থলে বা দর্শন মাত্র দ্বারাই অনুমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

কাত্যায়ন-সংহিতায় অষ্টাবিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ খণ্ডঃ

ক্ষালনং দর্ভকূর্চ্চেন সর্ব্বত্র স্রোতসাং পশোঃ।
তূষ্ণীমিচ্ছাক্রমেণ স্যাদ্ বপার্থে পার্ণদারুণী ॥১
সপ্ত তাবন্ মূর্দ্ধন্যানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্।
নাভিঃ শ্রোণিরপানঞ্চ গোস্রোতাংসি চতুর্দ্দশ ॥২
ক্ষুরো মাংসাবদানার্থং কৃৎস্না স্বিষ্টকৃদাবৃতা।
বপামাদায় জুহুয়াৎ তত্র মন্ত্রং সমাপয়েৎ ॥৩
হৃজ্জিহ্বা ক্রোড়মস্থীনি যকৃদ্‌বৃক্কৌ গুদং স্তনাঃ।
শ্রোণি-স্কন্ধ-সটা-পার্শ্বং পশ্বঙ্গানি প্রচক্ষতে ॥৪
একাদশানামঙ্গানামবদানানি সঙ্খ্যয়া।
পার্শ্বস্য বৃক্ক-সক্‌থ্নোশ্চ দ্বিত্বাদাহুশ্চতুর্দ্দশ ॥৫
চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যনুকল্পতঃ।
অতোহষ্টর্চ্চেন হোমঃ স্যাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি ॥৬
অবদানানি যাবন্তি ক্রিয়েরন্ প্রস্তরে পশোঃ।
তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পশ্বভাবেহপি কারয়েৎ ॥৭
ঊহনব্যঞ্জনার্থস্তু পশ্বভাবেহপি পায়সম্।
সদ্রবং শ্রপয়েৎ তদ্‌বদন্বষ্টক্যেহপি কর্ম্মণি ॥৮

একোনত্রিংশ খণ্ড

সকল কর্ম্মেই পশুস্রোত ইচ্ছানুসারে তূষ্ণীম্ভাবে দর্ভকূর্চ্চ দ্বারা প্রক্ষালনীয়। পলাশ দারুপাত্রদ্বয় বসা অর্থাৎ মাংসপ্রভব ধাতুবিশেষের সংগ্রহার্থে জানিবে। মস্তকস্থিত সপ্তস্রোত (মুখ, নাসিকারন্ধ্রদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয়), চার স্তন, নাভি, শ্রোণি এবং অপান গোরুর এই চৌদ্দটী স্রোত। ক্ষুরের প্রয়োজন মাংসকর্ত্তন। স্বিষ্টকৃৎ রীতি অনুসারে সমস্ত বসা গ্রহণপূর্ব্বক হোম করিলে তাহাতেই মন্ত্রসমাপ্তি হইবে। হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, অস্থি, যকৃৎ, বৃক্কদ্বয়, মলদ্বার, স্তন, সক্‌থি, স্কন্ধ, জটা অর্থাৎ দীর্ঘলোম এবং পার্শ্ব এই কয়টী পশুদিগের অঙ্গ। এই একাদশ অঙ্গের সংখ্যাক্রমে অবদান হইতে পারে বটে, কিন্তু পার্শ্ব, বৃক্ক এবং সকথি দুই দুই বলিয়া চতুর্দ্দশ অবদান কথিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রুতির চরিতার্থতা যে কোন-রূপে করিতে হইবে অতএব ছাগপক্ষ চরুতেও অষ্ট ঋক্ দ্বারা হোম করিবে। পশু থাকিলে যতগুলি অবদান কৃত হইত, পশু না থাকিলে ততগুলি পায়স পিণ্ড করিবে।১-৭

পশু না থাকিলেও ঊহন ব্যঞ্জনার্থ সদ্রব পায়স চরু করিবে। তাহা অন্বষ্টকা কার্য্যেও জানিবে। কোন কোন পণ্ডিত পিণ্ডদানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন—কেন

প্রাধান্যং পিণ্ডদানস্য কেচিদাহুর্মনীষিণঃ।
গয়াদৌ পিণ্ডমাত্রস্য দীয়মানত্বদর্শনাৎ ॥৯
ভোজনস্য প্রধানত্বং বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণস্য পরীক্ষায়াং মহাযত্নপ্রদর্শনাৎ ॥১০
আমশ্রাদ্ধবিধানস্য বিনা পিণ্ডৈঃ ক্রিয়াবিধিঃ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়বিধানশ্রবণাদপি ॥১১
বিদ্বন্মতমুপাদায় মমাপ্যেতদ্ধৃদি স্থিতম্।
প্রাধান্যমুভয়োর্যস্মাৎ তস্মাদেষ সমুচ্চয়ঃ ॥১২
প্রাচীনাবীতিনা কার্য্যং পিত্র্যেষু প্রোক্ষণং পশোঃ।
দক্ষিণোদ্বাসনান্তঞ্চ চরোর্নির্ব্বপণাদিকম্ ॥১৩
সন্নয়শ্চাবদানানাং প্রধানার্থো ন হীতরঃ।
প্রধানং হবনঞ্চৈব শেষং প্রকৃতিবদ্ভবেৎ ॥১৪
দ্বীপমুন্নতমাখ্যাতং শাদা চৈবেষ্টকা স্মৃতা।
কৌলিনং সজলং প্রোক্তং দূরখাতোদকো মরুঃ ॥১৫
দ্বার-গবাক্ষস্তম্ভৈঃ কর্দ্দমভিত্ত্যন্তকোণবেধৈশ্চ।
নেষ্টং বাস্তুদ্বারং বিদ্ধমনাক্রান্তমার্য্যৈশ্চ ॥১৬
বশঙ্গমাবিতি ব্রীহীন্ শংখশ্চেতি যবাংস্তথা।
অসাবিত্যত্র নামোক্ত্বা জুহুয়াৎ ক্ষিপ্রহোমবৎ ॥১৭
সাক্ষতং সুমনোযুক্তমুদকং দধিসংযুতম্।
অর্ঘ্যং দধি-মধুভ্যাঞ্চ মধুপর্কো বিধীয়তে ॥১৮
কাংস্যে নৈবার্হণীয়স্য নিনয়েদর্ঘ্যমঞ্জলৌ।
কাংস্যাপিধানং কাংস্যস্থং মধুপর্কং সমর্পয়েৎ ॥১৯

ইত্যেকোনত্রিংশঃ খণ্ডঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি কাত্যায়নবিরচিতে কর্ম্মপ্রদীপে
তৃতীয়ঃ প্রপাঠকঃ ॥ ৩ ॥

সমাপ্তেয়ং কাত্যায়ন-সংহিতা।

না দেখা যায়—গয়াদিতে মাত্র পিণ্ডদানই বিহিত আছে। অন্য মহর্ষিগণ পাত্রান্নভোজনের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন—কেন না ব্রাহ্মণপরীক্ষাবিষয়ে মহাযত্ন দেখা গিয়া থাকে। আমশ্রাদ্ধ বিধি-অনুষ্ঠান বিনাপিণ্ডে হইতে পারে। শ্রাদ্ধান্নস্পর্শে ও শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণেও অনধ্যায় হয়। পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ করিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি—উভয় কার্য্যেরই প্রাধান্য আছে বলিয়া- ইহা সমুচ্চয় জানিবে। পিতৃপক্ষে পশু-প্রোক্ষণ, দক্ষিণান্ত এবং চরুনির্ব্বপণাদি কার্য্য প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে। অবদান সন্নয়ই প্রধানার্থ, অন্য কিছু নহে। হবনই প্রধান। অবশিষ্টাংশ প্রকৃতিবৎ হইবে। উন্নত স্থানের নাম দ্বীপ, শাদ্বল স্থান ইষ্টকা। সজল স্থানের নাম কৌলিন এবং যাহার দূরে খাত জল, তাহার নাম মরু। বাস্তুদ্বার—দ্বার, গবাক্ষ, স্তম্ভ, কর্দ্দম, ভিত্তি, শেষ এবং কোণবেধে বিদ্ধ হইবে না এবং আর্য্যগণের আক্রান্ত হইবে না। এই কার্য্যে ব্রীহিকে "বশঙ্গমা" বলিয়া এবং যবকে 'শঙ্খ' নামে এবং অমুক বলিয়া নামোল্লেখ পূর্ব্বক ক্ষিপ্র হোমের ন্যায় হোম করিবে। অক্ষত পুষ্প, জল এবং গন্ধ ইহাদিগের সম্মিলনে অর্ঘ্য এবং দধি-মধুযোগে মধুপর্ক হয়। পূজনীয় ব্যক্তির অঞ্জলিতে কাংস্যপাত্র করিয়া অর্ঘ্য দিবে। আর মধুপর্কও কাংস্যাচ্ছাদিত এবং কাংস্যস্থ করিয়া সমর্পণ করিবে।* ৮-১৯

কাত্যায়নে একোনত্রিংশ খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

তৃতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

---

* "ন ত‍ৎ পূর্ব্বং যতঃ প্রোক্তঃ সপিণ্ডনবিধিঃ ক্রমাৎ
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধস্য লোপঃ স্যাৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি ॥"
আহ্নিকতত্ত্বধৃত।

'উত্তানেন তু হস্তেন হৃঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতম্।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥"
পরাশরভাষ্য ও মদনপারিজাত ধৃত।

এই দুইটী বচন ছান্দোগ্য পরিশিষ্টের অর্থাৎ এই কাত্যায়ন সংহিতায় যে যে গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহা লিখিত আছে। এই বচন দুটি প্রামাণিক; কিন্তু আমাদের সংগৃহীত আদর্শ মধ্যে এই দুইটী বচন নাই।

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা কর্ম্মপ্রদীপ-পরিশিষ্ট-
কাত্যায়নসংহিতা সম্পূর্ণ।

বৃহস্পতি-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

বৃহস্পতি-সংহিতা

পণ্ডিত—শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

ইষ্ট্বা ক্রতুশতং রাজা সমাপ্তবরদক্ষিণম্।
মঘবান্ বাগ্মিদাং শ্রেষ্ঠং পর্য্যপৃচ্ছদ্ বৃহস্পতিম্ ॥১
ভগবন্ কেন দানেন সর্ব্বতঃ সুখমেধতে।
যদ্দত্তং যন্মহার্ঘঞ্চ তন্মে ব্রূহি মহাতপঃ ॥২
এবমিন্দ্রেণ পৃষ্টোঽসৌ দেবদেবপুরোহিতঃ।
বাচস্পতির্ম্মহাপ্রাজ্ঞো বৃহস্পতিরুবাচ হ ॥৩
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানঞ্চ বাসব।
এতৎ প্রযচ্ছমানস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণিরত্নঞ্চ বাসব।
সর্বমেব ভবেদ্দত্তং বসুধাং যঃ প্রযচ্ছতি ॥৫
ফলাকৃষ্টাং মহীং দত্ত্বা সবীজাং শস্যশালিনীম্।
যাবৎ সূর্য্যকরা লোকাস্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥৬
যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্ষিতঃ।
অপি গোচর্ম্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥৭
দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডানি বর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব বিস্তারো গোচর্ম্মৈতন্মহাফলম্ ॥৮
সবৃষং গোসহস্রঞ্চ যত্র তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতম্।
বালবৎসপ্রসূতানাং তদ্গোচর্ম্ম ইতি স্মৃতম্।
বিপ্রায় দদ্যাচ্চ গুণান্বিতায়
তপোবিযুক্তায় জিতেন্দ্রিয়ায়।

দেবরাজ ইন্দ্র 'যাহার বরদক্ষিণা সমাপ্ত হইয়াছে'—এরূপ একশত যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বস্তু দান করিলে সর্ব্বদা সুখবৃদ্ধি হয় এবং কোন্ বস্তু দত্ত হইলে উত্তম ফলজনক হয়? হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন। ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজপুরোহিত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রধান বৃহস্পতি বলিলেন—হে বাসব। সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান—এ সকল বস্তু যে মনুষ্য দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বাসব! যে মনুষ্য ভূমিদান করে, সে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি এবং রত্ন এ সকল বস্তুদানের ফল প্রাপ্ত হয়। লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিতা (চষা) বীজরোপণ-যুক্তা কিংবা শস্যপূর্ণা ভূমি দান করিয়া—যতকাল সূর্য্যকিরণ ত্রিলোকে থাকিবে তত কাল সে ব্যক্তি স্বর্গধামে বাস করিবে। মনুষ্য জীবিকার অল্পতাহেতু ক্লেশ পাইয়া যে কোন পাপ করিয়াও গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। দশ-হস্ত পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড দীর্ঘে এবং তাদৃশ দণ্ডের দশ দণ্ড বিস্তারে যে ভূমি, তাহা গোচর্ম্মনামে কথিত হইয়াছে। ঐ গোচর্ম্ম ভূমিদান মহাফলজনক জানিবে। অথবা বৃষের সহিত সহস্র গাভী বাল বৎস প্রসব করিয়াও অক্লেশে যে স্থানে থাকিতে পারে, এতৎ পরিমিত ভূমিকে গোচর্ম্ম ভূমি বলা যায়। (ইহা আচার্য্যগণের পরিমাণ)। গুণবান্ তপঃপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে এই সসাগরা পৃথিবী যতকাল থাকিবে, দানকারী ব্রাহ্মণ ততকাল দানের অনন্ত ফল ভোগ করিবে। ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত বীজ যেরূপ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভূমি দান দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ জলমধ্যে পতিত তৈলবিন্দু তৎক্ষণাৎ বিস্তৃত হয়, সেইরূপ ভূমিদানজাত পুণ্য বিস্তৃত হয়।১-১২।

অন্নদাতাগণ সর্ব্বদা সুখী হয়, বস্ত্রদাতা রূপবান্ হয়। যে মনুষ্য ভূমিদান করে সে ব্যক্তি শঙ্খ, সিংহাসন ছত্র, স্থাবর, অস্থাবর এবং হস্তী—এসকল বস্তু দানের ফল

যাবন্মহী তিষ্ঠতি সাগরান্তা
তাবৎ ফলং তস্য ভবেদনন্তম্ ॥১০
যথা বীজানি রোহন্তি প্রকীর্ণানি মহীতলে।
এবং কামাঃ প্ররোহন্তি ভূমিদানসমার্জ্জিতাঃ ॥১১
যথাপ্সু পতিতঃ সদ্যস্তৈলবিন্দুঃ প্রসর্পতি।
এবং ভূমিকৃতং দানং শস্যে শস্যে প্ররোহতি ॥১২
অন্নদাঃ সুখিনো নিত্যং বস্ত্রদশ্চৈব রূপবান্
স নরঃ সর্ব্বদো ভূপো যো দদাতি বসুন্ধরাম্ ॥১৩
যথা গৌর্ভরতে বৎসং ক্ষীরমুৎসৃজ্য ক্ষীরিণী।
এবং দত্তা সহস্রাক্ষ ভূমির্ভরতি ভূমিদম্ ॥১৪
শঙ্খং ভদ্রাসনং ছত্রং চরস্থাবরবারণাঃ।
ভূমিদানস্য পুণ্যানি ফলং স্বর্গঃপুরন্দর ॥১৫
আদিত্যো বরুণো বহ্নির্ব্রহ্মা সোমো হুতাশনঃ।
শূলপাণিশ্চ ভগবানভিনন্দতি ভূমিদম্ ॥১৬
আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রহর্ষন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥১৭
ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।
তারয়ন্তি হি দাতারং সর্ব্বাৎ পাপাদসংশয়ম্ ॥১৮
প্রাবৃতা বস্ত্রদা যান্তি নগ্না যান্তি ত্ববস্ত্রদাঃ।
তৃপ্তা যান্ত্যন্নদাতারঃ ক্ষুধিতা যান্ত্যনন্নদাঃ ॥১৯
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নরকাদ্ ভয়ভীরবঃ।
গয়াং যো যাস্যতি পুত্রঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥২০
«এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥২১»

প্রাপ্ত হয়। হে সহস্রলোচন। যেরূপ দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ মোচন দ্বারা বৎসকে প্রতিপালন করে, সেইরূপ ভূমি প্রদত্ত হইলে ভূমিদাতাকে বর্দ্ধিত করেন। হে পুরন্দর। ভূমিদানের ফল বহুতর পুণ্য এবং স্বর্গবাস। সূর্য্য, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, চন্দ্র, অগ্নি এবং ভগবান্ মহাদেব সকল দেবতা ভূমিদাতাকে আনন্দিত করেন।১৩-১৬।

পিতৃগণ গর্ব্ব করেন এবং পিতামহগণ হর্ষান্বিত হইয়া (বলেন) আমাদিগের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে। ঋষিগণ গোদান, ভূমিদান এবং বিদ্যাদান—এই তিন দানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এই তিনটি দান করিলে, দাতাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করে, ইহাতে সংশয় নাই। ১৭-১৮।

বস্ত্রদাতাগণ বস্ত্রাচ্ছাদিতদেহ হইয়া (পরলোক) গমন করে, আর যাহারা বস্ত্রদান করে না, সে সকল মনুষ্য নগ্ন হইয়া গমন করে। অন্নদাতাগণ উত্তম দ্রব্য ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হইয়া গমন করে, আর যাহারা অন্নদান করে না, সে সকল ব্যক্তি ক্ষুধিত হইয়া গমন করে। নরক ভয়ভীত পিতৃগণ সর্ব্বদা অভিলাষ করেন যে, পুত্র গয়াধামে গমন করিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ করিবে।১৯-২০।

«বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদি একজনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কোন পুত্র যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কোন পুত্র বৃষোৎসর্গকালে নীলবৃষ উৎসর্গ করে» (নীলবৃষ কীদৃশ এই আকাঙ্ক্ষার উত্তর)(যে বৃষের লোহিত বর্ণ পুচ্ছাগ্র, পাণ্ডুরবর্ণ খুর এবং শৃঙ্গদ্বয় শ্বেতবর্ণ, (ঋষিগণ) তাদৃশ বৃষকে নীলবৃষ বলিয়াছেন।)নীলবৃষশব্দে কৃষ্ণবর্ণ বৃষ নহে। যদি সেই শ্বেতবর্ণ পুচ্ছ নীলবৃষ উৎসর্গীকৃত হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে উৎসর্গকর্ত্তা পিতৃগণকে ষাট হাজার বৎসর পরিতৃপ্ত করে। কূল হইতে উদ্ধৃত পঙ্ক যদি উৎসৃষ্ট নীল বৃষের শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা উৎসর্গকর্ত্তার পিতৃগণ উত্তম কান্তিযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। পুরাকালে যদু, দিলীপ, নৃগ, নহুষ এবং অন্য রাজগণের অধিকারে এই পৃথিবী ছিলেন, বর্ত্তমানকালে অন্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছেন, ভবিষ্যৎকালেও অপরের অধিকারভুক্ত হইবেন। সগর প্রভৃতি বহু রাজগণ এই পৃথিবী দান করিয়াছেন বটে কিন্তু এ পৃথিবী যখন যাহার অধিকারে থাকিবে, সে ব্যক্তি তখন তাহার ফলভাগী হইবে।২১-২৬

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, স্ত্রীহত্যাকারী, পিতৃমাতৃহত্যাকারী, শত সহস্র গোহত্যাকারী এবং যে ব্যক্তি স্বীয় দত্ত কিংবা পরদত্ত ভূমি হরণ করে,সে কুকুর বিষ্ঠাতে কৃমি

লোহিতো যস্তু বর্ণেন পুচ্ছাগ্রে যস্তু পাণ্ডুরঃ।
শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥২২
নীলঃ পাণ্ডুরলাঙ্গূলস্তৃণমুদ্ধরতে তু যঃ।
ষষ্টিৰ্বৰ্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ ॥২৩
যচ্চ শৃঙ্গগতং পঙ্কং কূলাত্তিষ্ঠতি চোদ্ধৃতম্।
পিতরস্তস্য গচ্ছন্তি সোমলোকং মহাদ্যুতিম্ ॥২৪
পৃথোর্যদোর্দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ।
অন্যেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং পুনরন্যা ভবিষ্যতি ॥২৫
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্ ॥২৬
যস্তু ব্রহ্মঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নো বা যস্তু বৈ পিতৃঘাতকঃ।
গবাং শতসহস্রাণাং হন্তা ভবতি দুষ্কৃতী ॥২৭
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেচ্চ বসুন্ধরাম্।
শ্ববিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥
আক্ষেপ্তা বানুমন্তা চ তমেব নরকং ব্রজেৎ ॥২৯
ভূমিদো ভূমিহর্ত্তা চ নাপরং পুণ্য-পাপয়োঃ।
ঊর্দ্ধাধো বাবতিষ্ঠেত যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৩০
অগ্নেরপত্যং প্রথমং হিরণ্যং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্য্যসুতাশ্চ গাবঃ।
লোকাস্ত্রয়স্তেন ভবন্তি দত্তা
যঃ কাঞ্চনং গাঞ্চ মহীঞ্চ দদ্যাৎ ॥৩১

হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরে। ভূমিদানে যে তিরস্কার করে এবং যে ব্যক্তি ভূমিহরণ করিতে অনুমতি দান করে,—এই উভয় ব্যক্তি সেই বিষ্ঠাপূর্ণ নরকে গমন করে। ভূমিদাতা এবং ভূমিহরণকারী ব্যক্তি যথাক্রমে পুণ্য এবং পাপের প্রধান অধিকারী। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূমিদাতা ঊর্দ্ধদেশে অর্থাৎ স্বর্গে অবস্থিতি করে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ভূমিহরণকর্ত্তা অধোদেশে অর্থাৎ নরকে অবস্থিতি করে। অগ্নির প্রধান সন্তান সুবর্ণ, বিষ্ণুর কন্যা পৃথিবী, সূর্য্যের সন্তান গোসমূহ, যে ব্যক্তি সুবর্ণ কিংবা পৃথিবী অথবা গোদান করে, সে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল এই ত্রিভুবনদানের ফলভাগী হয়।২৭-৩১।

ছিয়াশী হাজার যোজন পরিমিত ভূমির মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র ভূমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিলে ঐ ভূমি সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ করেন। যে ব্যক্তি ভূমি প্রতিগ্রহ করে এবং যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, এই দুই ব্যক্তিই পুণ্যকর্ম্মকারী এবং উভয়েই নিশ্চয় স্বর্গগমন করে। সকল দানকর্ম্মের ফল এক জন্মমাত্র ভোগ হয়, কিন্তু সুবর্ণ, পৃথিবী এবং অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাদানের ফল সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত ভোগ হয়।৩২-৩৪।

যে ব্যক্তি আত্মবোধে চতুর্বিধ ভূতবর্গকে (স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ) হিংসা করেন না, সেই দেহাত্মাভিমানশূন্য ব্যক্তির কখনও ভয় উপস্থিত হয় না। (যাহার এই দেহে "আমিত্ব" জ্ঞান আছে, সে দেহপুষ্টির জন্য হিংসাদি করিয়া থাকে, কিন্তু দেহবিনাশ হইলে তাহাদিগের পরলোকে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহার এই ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহে আত্মত্ব বুদ্ধি নাই, ইহাকে "আমি" বলিয়া ভাবেন না, কিন্তু নিত্য অবিকারী চৈতন্যরূপ আত্মাকেই "আমি" বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা দেহপুষ্টির জন্য হিংসা করিবেন কেন? হিংসা করেন না বলিয়াই পরলোকে অণুমাত্র ভয়ে কাতর হন না, চিরসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন)। যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক ভূমি হরণ করে কিংবা ভূমি হরণ করিতে অনুমতি দেয়—এই হরণকর্ত্তা ও অনুমন্তা উভয়েরই সপ্তকুল বিনষ্ট হয়।৩৫-৩৬।

যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি ভূমি হরণ করে কিংবা তাদৃশ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভূমি হরণ করিতে অনুমতি দান করে, সে বরুণপাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যমলোকে গমন করে, জন্মান্তরে পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। দান অস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের ভূমি হরণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণের অশ্রুবিন্দু দ্বারা কুলের তিন পুরুষ অধঃপতিত হয়। দীর্ঘিকা সহস্র এবং কূপ সহস্র খনন করিলে কিংবা শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে অথবা কোটিসংখ্যক গো প্রদান করিলেও ভূমিহর্ত্তা শুদ্ধ হয় না।৩৭-৩৯।

একটী গো কিংবা একখণ্ড সুবর্ণ অথবা অঙ্গুলীপরিমিত

ষড়শীতিসহস্রাণাং যোজনানাং বসুন্ধরাম্।
স্বতো দত্ত্বা তু সর্ব্বত্র সর্বকামপ্রদায়িনী ॥৩২
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভূমিং যস্য প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিণৌ ॥৩৩
সর্বেষামেব দানানামেকজন্মানুগং ফলম্।
হাটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্ ॥৩৪
যো ন হিংস্যাদহং হ্যাত্মা ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্।
তস্য দেহাদ্ বিযুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কদাচন ॥৩৫
অন্যায়েন হৃতা ভূমির্যৈর্নরৈরপহারিতা।
হরন্তো হারয়ন্তশ্চ হন্যুস্তে সপ্তমং কুলম্ ॥৩৬
হরতে হরয়েদ্ যস্তু মন্দবুদ্ধিস্তমোবৃতঃ।
স বধ্যো বারুণৈঃ পাশৈস্তির্য্যগ্ যোনিষু জায়তে ॥৩৭
অশ্রুভিঃ পতিতৈস্তেষাং দানানামপকীর্ত্তনম্।
ব্রাহ্মণস্য হৃতে ক্ষেত্রে হৃতং ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥৩৮
বাপী-কূপসহস্রেণ অশ্বমেধশতেন চ।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা ন শুধ্যতি ॥ ৩৯
গামেকাং স্বর্ণমেকং বা ভূমেরপ্যর্দ্ধমঙ্গুলম্।
রুন্ধন্নরকমায়াতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৪০
(হুতং দত্তং তপোঽধীতং যৎকিঞ্চিদ্ধর্মসঞ্চিতম্)।
অর্দ্ধাঙ্গুলস্য সীমায়া হরণেন প্রণশ্যতি ॥ ৪১
গোবীথীং গ্রামরথ্যাঞ্চ শ্মশানং গোপিতং তথা।৪১
সম্পীড্য নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৪২
ঊষরে নির্জ্জলে স্থানে প্রস্তং শস্যং বিসর্জ্জয়েৎ।৪২
জলাধারশ্চ কর্ত্তব্যো ব্যাসস্য বচনং যথা ॥৪৩
পঞ্চ কন্যানৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।৪৩

ভূমি যে ব্যক্তি রোধ করে, প্রলয় পর্য্যন্ত সে নরক ভোগ করে। পরকীয় সীমার অর্দ্ধ অঙ্গুলী পরিমাণ যে ব্যক্তি হরণ করে, সে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি গোবীথি, গ্রামের পথ শ্মশানভূমি প্রভৃতি রক্ষণীয় স্থানে উৎপাতের সৃষ্টি করে, সে প্রলয় পর্য্যন্ত নরকভোগ করে। শস্যশূন্য স্থানে শস্য বিতরণ করিবে এবং জলাশয়শূন্য স্থানে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবে—ব্যাসমুনির এইরূপ উপদেশবাক্য আছে। কন্যাসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে পাঁচ পুরুষ নষ্ট হয়, গোসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে দশ পুরুষ নষ্ট হয়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলে একশত পুরুষ নষ্ট হয়, পুরুষ সম্বন্ধে মিথ্যা বলিলে একসহস্র পুরুষ নষ্ট হয়। সুবর্ণের জন্য যে মিথ্যা বলে, তাহার কুলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সে বিনষ্ট করে। ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলিলে সকল বস্তু বিনষ্ট হয়, অতএব ভূমি সম্বন্ধে কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না।৪০-৪৫

প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও ব্রহ্মস্বে অভিলাষ করিবে না, ব্রহ্মস্ব-রূপ বিষের ঔষধ নাই এবং চিকিৎসকও নাই। ঋষিগণ বিষকে বিষ অর্থাৎ প্রাণহারক বলেন নাই, ব্রহ্মস্বকেই বিষ অর্থাৎ অনিষ্টজনক বলিয়াছেন। বিষ ভক্ষণ করিলে সে স্বয়ং বিনষ্ট হয় কিন্তু ব্রহ্মস্ব-রূপ বিষ, পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। লৌহখণ্ড, প্রস্তরচূর্ণ ও বিষ—এ সকল মনুষ্য কদাচিৎ জীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু এ ত্রিভুবনে ব্রহ্মস্ব-বিষ কেহই জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, রাজাদিগের খড়্গাদি হইতেছে অস্ত্র, খড়্গাদি অস্ত্র এক ব্যক্তিকে হত্যা করে কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ সমস্ত কুল নষ্ট করে। ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হইতেছে অস্ত্র, ভগবান্ বিষ্ণুর অস্ত্র চক্র, ঐ চক্র হইতেও ব্রাহ্মণের ক্রোধ অত্যন্ত ভয়ানক, সে নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে কখনও কুপিত করিবে না।৪৬-৫০।

বৃক্ষাদি অগ্নিদগ্ধ হইলে কিংবা সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হইলে অঙ্কুরিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধদগ্ধের উন্নতি হয় না। অগ্নি তেজের দ্বারা দগ্ধ করেন, সূর্য্যদেব কিরণ দ্বারা দগ্ধ করেন, রাজা দণ্ড দ্বারা দগ্ধ করেন, ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্যু দ্বারাই দগ্ধ করেন। ব্রহ্মস্ব দ্বারা যে প্রীতি এবং দেবস্ব দ্বারা যে সন্তোষ, সেই প্রীতিসন্তোষজনক ধন, কুলনাশক এবং আত্মনাশক হইয়া থাকে। ব্রহ্মস্ব-হরণ, ব্রহ্মহত্যা, দরিদ্রের ধন হরণ এবং গুরু ও বন্ধুগণের সুবর্ণ হরণ স্বর্গস্থ ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে। ব্রহ্মস্বহরণে যে দোষ সে দোষ বিলুপ্ত হয় না। যদি কোনরূপে তাহা গোপন করে তথাপি অন্যত্র তাহা প্রকাশ পায়। ব্রহ্মস্ব দ্বারা ক্রীত যে সকল অস্ত্রশস্ত্রাদি এবং ব্রহ্মস্বপালিত যে

শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ।
হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদেৎ ॥৪৪
সর্ব্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ ।
ব্রহ্মস্বে মা রতিং কুর্য্যাঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥৪৫
অনৌষধমভৈষজ্যং বিষমে তদ্ধলাহলম্ ।
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ॥৪৬
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্র-পৌত্রকম্ ।
লোহখণ্ডাশ্মচূর্ণঞ্চ বিষঞ্চ জরয়েন্নরম্ ॥৪৭
ব্রহ্মস্বং ত্রিষু লোকেষু কঃ পুমান্ জরয়িষ্যতি ।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥৪৮
শস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ম্ ।
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ ॥৪৯
চক্রাৎ তীব্রতরো মন্যুস্তস্মাদ্ বিপ্রং ন কোপয়েৎ ।
অগ্নিজগ্ধাঃ প্ররোহন্তি সূর্য্যদগ্ধাস্তথৈব চ ॥৫০
মন্যুদগ্ধস্য বিপ্রাণামঙ্কুরো ন প্ররোহতি ।
অগ্নির্দ্দহতি তেজোভিঃ সূর্য্যো দহতি রশ্মিভিঃ ॥৫১

রাজা দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মন্যুনা ।
ব্রহ্মস্বেন তু যৎ সৌম্যং দেবস্বেন তু যা রতিঃ ॥৫২
তদ্ধনং কুলনাশায় ভবত্যাত্মবিনাশকম্ ।
ব্রহ্মস্বং ব্রহ্মহত্যা চ দরিদ্রস্য চ যদ্ধনম্ ॥৫৩
গুরুমিত্রহিরণ্যে চ স্বর্গস্থমপি পীড়য়েৎ ।
ব্রহ্মস্বেন তু যচ্ছিদ্রং তচ্ছিদ্রং ন প্ররোহতি ॥৫৪
প্রচ্ছাদয়তি তচ্ছিদ্রমন্যত্র তু বিসর্পতি ।
ব্রহ্মস্বেন তু পুষ্টানি সাধনানি বলানি চ ॥৫৫
সংগ্রামে তানি লীয়ন্তে সিকতাসু যথোদকম্ ।
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় দরিদ্রায় চ বাসব ॥৫৬
সন্তুষ্টায় বিনীতায় সর্বভূতহিতায় চ ।
বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ ॥৫৭
ঈদৃশায় সুরশ্রেষ্ঠ যদত্তং হি তদক্ষয়ম্ ।
আমপাত্রে যথা ন্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু ॥৫৮
বিনশ্যেৎ পাত্রদৌর্ব্বল্যাৎ তচ্চ পাত্রং বিনশ্যতি ।
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমন্নং মহীং তিলান্ ॥৫৯

সকল সৈন্য সামন্ত সেই সমস্ত বালুকাময় ভূমিতে জলের মত সংগ্রামকালে বিনষ্ট হয়। হে সুরশ্রেষ্ঠ বাসব! বেদজ্ঞ, সৎকুলোদ্ভব, দরিদ্র, সন্তোষশীল, বিনয়ী, সকল প্রাণীর হিতকারী, বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ যাহারা করিয়া থাকেন, এতাদৃশ ব্যক্তিকে যাহা দান করিবে, তাহা অক্ষয় হইবে। যেরূপ কাঁচামাটির পাত্রে বিন্যস্ত দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং মধু পাত্রের অপরিপক্কতার জন্য বিনষ্ট হয় এবং তৎপাত্রও বিনষ্ট হয়, সেইরূপ গো, হিরণ্য, বস্ত্র, অন্ন, মহী এবং তিল যদি অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে কাষ্ঠের ন্যায় সেই ব্যক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাহার গৃহে মূর্খ বাস করে এবং দূরে বিদ্বান্ বাস করে, এতাদৃশ ব্যক্তিও দূরস্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে তথাপি সমীপস্থ মূর্খকে দেওয়া উচিত নয়। হে বাসব! বিদ্বান্ ব্যক্তি ঊর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত কুলকে তারণ করে।৫১-৬১।

যে ব্যক্তি নূতন পুষ্করিণী খনন করে কিংবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করে, সেব্যক্তি সকল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গ লোকে বাস করে। প্রাচীন দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং উপবন যে ব্যক্তি পুনঃ সংস্কার করে, সে ব্যক্তি মৌলিক ফল অর্থাৎ নির্ম্মাণকর্ত্তার সমফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২-৬৩ ॥

হে বাসব। যাহার নির্ম্মিত জলাশয়ে গ্রীষ্মকালেও জল থাকে, সেব্যক্তি কোন দুঃখজনক দুরবস্থা প্রাপ্ত হয় না। হে রাজসত্তম! এ পৃথিবীতে যাহার জলাশয়ে একাহও জল থাকে, ঐ জল তাহার পূর্ব্বাপর সপ্ত সপ্তকুলকে তারণ করে। দীপালোক দান করিলে পর নর উত্তম শরারী হয়, প্রোক্ষণীয় অর্থাৎ ভোজ্য প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য প্রদান করিলে স্মরণশক্তি ও উত্তম মেধা প্রাপ্ত হয়। বহুতর পাপকর্ম্ম করিয়াও যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, সে ব্যক্তি পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না। কোন ব্যক্তির ভূমি, গো এবং স্ত্রী অন্যে ছলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে দেখিয়াও যে

অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণাতি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ ।।
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি বহুশ্রুতঃ ॥৬০
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ।।
কুলং তারয়তে ধীরঃ সপ্ত সপ্ত চ বাসব ॥৬১
যস্তড়াকং নবং কুর্য্যাৎ পুরাণং বাপি খানয়েৎ ।
স সর্ব্বং কুলমুদ্ধৃত্য স্বর্গে লোকে মহীয়তে ॥৬২
ব্যাপী-কূপ-তড়াগানি উদ্যানোপবনানি চ ।
পুনঃ সংস্কারকর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্ ॥৬৩
নিদাঘকালে পানীয়ং যস্য তিষ্ঠতি বাসব ।
স দুর্গং বিষমং কৃৎস্নং ন কদাচিদবাপ্নুয়াৎ ॥৬৪
একাহন্তু স্থিতং তোয়ং পৃথিব্যাং রাজসত্তম ।
কুলানি তারয়েৎ তস্য সপ্ত সপ্ত পরাণ্যপি ॥৬৫
দীপালোকপ্রদানেন বপুষ্মান্ স ভবেন্নরঃ ।
প্রোক্ষণীয়প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥৬৬
কৃত্বাপি পাপকর্ম্মাণি যো দদ্যাদন্নমর্থিনে ।
ব্রাহ্মণায় বিশেষেণ ন স পাপেন লিপ্যতে ॥৬৭
ভূমির্গাবস্তথা দারাঃ প্রসহ্য হ্রিয়তে যদা ।
ন চাবেদয়তে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৬৮

নিবেদিতস্তু রাজা বৈ ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্যুপীড়িতৈঃ ।
তাং ন তারয়তে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৬৯
উপস্থিতে বিবাহে চ যজ্ঞে দানে চ বাসব ।
মোহাচ্চলতি বিঘ্নং যঃ স মৃতো জায়তে কৃমিঃ ॥৭০
ধনং ফলতি দানেন জীবিতং জীবরক্ষণাৎ ।
রূপমৈশ্বর্য্যমারোগ্যমহিংসাফলমশ্নুতে ॥৭১
ফলমূলাশনাৎ পূজ্যং স্বর্গং স্বঃস্থ্যেন লভ্যতে ।
প্রায়োপবেশনাদ্রাজ্যং সর্ব্বত্র সুখমশ্নুতে ॥৭২
গবাদ্যশক্রদীক্ষায়াঃ স্বর্গগামী তৃণাশনঃ ।
স্ত্রিয়স্ত্রিষবণস্নায়ী বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥৭৩
নিত্যস্নায়ী ভবেদর্কং সন্ধ্যে দ্বে চ জপন্ দ্বিজঃ ।
ন তৎ সাধয়তে রাজ্যং নাকপৃষ্ঠমনাশকে ॥৭৪
অগ্নিপ্রবেশে নিয়তং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
রত্নানাং প্রতিসংহারে পশূন্ পুত্রাংশ্চ বিন্দতি ॥ ৭৫
নাকে চিরং স বসতে উপবাসী চ যো ভবেৎ ।
সততঞ্চৈকশায়ী যঃ স লভেদীপ্সিতাং গতিম্ ॥৭৬
বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাশ্রিতঃ ।
অক্ষয়াস্তস্য লোকাঃ স্যুঃ সর্ব্বকামগমাস্তথা ॥৭৭

ব্যক্তি ঐ সকল বস্তুর মালিককে জানায় না, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতক বলিয়া কথিত হয়। মন্যুপীড়িত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত হইয়াও যে রাজা সেই ব্রাহ্মণগণকে উদ্ধার না করেন, সে রাজাও ব্রহ্মঘাতক বলিয়া অভিহিত হন। হে বাসব! যে ব্যক্তি উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ এবং দানকার্য্যে মোহবশতও বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।৬৪-৭০

দান দ্বারা ধন সফল হয়, জীবগণকে রক্ষা করিলে আয়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি হিংসা না করে, সে ঐশ্বর্য্য এবং আরোগ্যরূপ অহিংসার ফল ভোগ করে। নিয়মী হইয়া ফল-মূল ভোজন করিলে স্বর্গস্থ লোকের সহিত পূজ্য স্বর্গলাভ করে—প্রয়োপবেশন করিলে জন্মান্তরে রাজ্য এবং সর্ব্বত্র সুখভোগ করে। হে শক্র! গবাদি পশুলাভ দীক্ষার ফল, তৃণমাত্রাহারী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করা যাহার নিয়ম তাহার স্ত্রী লাভ হয়। বায়ু মাত্র আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞফল লাভ করে।৭১-৭৩

দ্বিজ নিত্যস্নায়ী হইবে, উভয় সন্ধ্যাতে সূর্য্যোপাসনা করিবে- ইহাতে যে ফল লাভ হয়, রাজ্য দ্বারা সেই ফল লাভ হয় না, অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিয়মপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি প্রত্যর্পণ করে, সে বহুতর পশু ও পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি নিয়ম পূর্ব্বক উপবাস করে, সে বহুকাল স্বর্গবাস করে এবং অনবরত যে ব্যক্তি একশয্যায় শয়ন করে, সে অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হয়। বীরাসন, বীরশয্যা এবং

উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিষেকঞ্চ বাসব।
কৃত্বা দ্বাদশ বর্ষাণি বীরস্থানাদ্ বিশিষ্যতে ॥৭৮
অধীত্য সর্ব্ববেদান্ বৈ সদ্যো দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।
পাবনং চরতে ধর্ম্মং স্বর্গে লোকে মহীয়তে ॥৭৯

বৃহস্পতিমতং পুণ্যং যে পঠন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
চত্বারি তেষাং বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ॥৮০

ইতি বৃহস্পতিপ্রণীতং ধর্ম্মশাস্ত্রং সম্পূর্ণম্।

বীরস্থান যে ব্যক্তি আশ্রয় করে, তাহার অক্ষয় লোকপ্রাপ্তি হয় এবং সকল অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি হয়। হে বাসব! দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া উপবাস, দীক্ষা এবং অভিষেক করিয়া বীরলোক হইতে উত্তম লোকপ্রাপ্তি হয়। সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া তৎক্ষণেই দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র ধর্ম্ম আচরণ করে, সে স্বর্গলোকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণগণ পুণ্যজনক বৃহস্পতি কথিত মত পাঠ করে, তাহাদিগের আয়ু, বিদ্যা, যশঃ এবং বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।৭৪-৮০

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা বৃহস্পতিসংহিতা সম্পূর্ণ।

পরাশর-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

পরাশর-সংহিতা

পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা ॥১
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত ॥২
তচ্ছ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সমিদ্ধাগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদঃ ॥৩
ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ ॥৪
ততস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বার্থকাঙ্ক্ষিণঃ।
ঋষিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গতা বদরিকাশ্রমে ॥৫
নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং ফল-পুষ্পোপশোভিতম্
নদীপ্রস্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীর্থৈরলঙ্কৃতম্ ॥৬
মৃগপক্ষিগণাঢ্যঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্।
যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধৈশ্চ নৃত্যগীতসমাকুলম্ ॥৭
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রং পরাশরম্।
সুখাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্ ॥৮
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু ঋষিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্তুতিভিঃ সমপূজয়ৎ ॥৯
অথ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
আহ সুস্বাগতং ব্রূহীত্যাসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১০
ব্যাসঃ সুস্বাগতং যে চ ঋষয়শ্চ সমন্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসঃ পৃচ্ছত্যতঃপরম্ ॥১১
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্ বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত! অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব ॥১২

প্রথম অধ্যায়

পুরাকালে একদা হিমালয় পর্ব্বতের উপরে দেবদারু-বনময় আশ্রমে ব্যাস একাগ্রচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় কয়েকজন ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সত্যবতীনন্দন! এই কলিযুগে কোন্ ধর্ম্ম, কিরূপ শৌচ এবং আচার মানুষের হিতজনক, তাহা আপনি আমাদিগকে যথানিয়মে বলুন। প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজস্বী, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যাস, ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—আমি ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ নহি, কিরূপে এই ধর্ম্মের কথা বলিব? এ কথা আমার পিতা পরাশরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া ব্যাসকে অগ্রে করিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। ঐ আশ্রম ফলফুলে সুশোভিত, বিবিধ বৃক্ষে পূর্ণ, নদী, প্রস্রবণ এবং পুণ্যতীর্থের দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত, হরিণ এবং পক্ষিগণ দ্বারা সুসমৃদ্ধ, নানাস্থানে দেবালয় আছে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং সিদ্ধগণ চারিদিকে নাচ গান করিতেছে। সেই আশ্রমে শক্তিপুত্র পরাশর প্রধান প্রধান মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ঋষিসভায় সুখে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্যাসদেব ঋষিগণের সহিত উপনীত হইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম এবং স্তব দ্বারা পূজা করিলেন। ১-৯।

অনন্তর মহামুনি পরাশর সন্তুষ্টমনে ঋষিগণকে তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিলেন। ব্যাস ও ঋষিগণ বলিলেন,—আমাদের সকলের কুশল। তৎপরে ব্যাস পরাশরকে বলিলেন,—পিতঃ! আপনার উপর আমার কিরূপ ভক্তি যদি আপিন জানিয়া থাকেন, অথবা আমার উপর যদি আপনার স্নেহ থাকে, তবে হে ভক্তবৎসল পিতঃ! এই অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-উপদেশ দান করুন। আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতা,

শ্রুতা যে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সাংবর্ত্তা দাক্ষা-আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥১৪
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥১৫
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎ প্রোক্তাঃ শ্রৌতার্থাস্তেন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃত-ত্রেতাদিকে যুগে ॥১৬
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥১৭
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥১৮
শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যেঽহং শৃণ্বন্তু ঋষয়স্তথা।
কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তৌ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥১৯
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারা নির্ণেতব্যাশ্চ সর্ব্বদা।
ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে ॥২০

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥২১
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যূচুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে ॥২২
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ-লিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥২৩
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥২৪
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥২৫
কৃতে তু তৎক্ষণাচ্ছাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে মাসমাত্রেণ কলৌ সংবৎসরেণ তু ॥২৬
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥২৭
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥২৮

আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। আপনার কথিত ঐ সমস্ত ধর্ম্মকথা যেমন শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ স্মরণেও রাখিয়াছি। কিন্তু এই মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সত্যযুগে এই ধর্ম্মসমূহ ব্যবস্থাপিত হয় কিন্তু কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মই নষ্ট হইয়া গিয়াছে অতএব আমাকে চারিবর্ণের কলিযুগ-ধর্ম্ম এবং কিছু কিছু সাধারণ ধর্ম্ম বলুন। ব্যাসের কথা শেষ হইলে মুনিপ্রধান পরাশর ধর্ম্মের স্থূল এবং সূক্ষ্মনির্ণয় বিস্তাররূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১০-১৮।

হে পুত্র ব্যাস! হে ঋষিগণ! আমি ধর্ম্মকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক কল্পে প্রলয়শেষে যখন আবার নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার নির্ণীত হয়। কল্পান্তর:হইলে অপর কল্পে বেদকর্ত্তা বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট হন না—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদের স্মরণকর্ত্তাস্বরূপ হন। মনুও অপর কল্পে ধর্ম্মের স্মরণাধিকারী হন। সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে ভিন্ন রকম, দ্বাপরে আর এক প্রকার এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয়। তপস্যাই সত্যযুগে পরম ধর্ম্ম, ত্রেতাতে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে কেবল একমাত্র দানই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সত্যযুগে মনুব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খ-লিখিত-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম। সত্যযুগে পাপীর সংস্রব পরিত্যাগের জন্য দেশত্যাগ, ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ, দ্বাপরে কুলত্যাগ, কলিযুগে পাতকীকেই পরিত্যাগ করিবে। সত্যযুগে পাপীর সহিত আলাপ, ত্রেতাতে দর্শন, দ্বাপরে অন্ন গ্রহণ, কলিতে পাপ কর্ম্ম দ্বারা লোকে পতিত হয়। সত্যযুগে শাপ দিলে তৎক্ষণাৎ, ত্রেতাতে দশ দিন পরে, দ্বাপরে একমাস পরে, কলিতে

কৃতে চাস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসসংস্থিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলাবন্নাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৯
ধর্ম্মো জিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন চ।
জিতা ভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষা জিতাঃ ॥৩০
সীদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥৩১
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ
যুগে যুগে চ সামর্থ্যং শেষং মুনিবিভাষিতম্।
পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং প্রধীয়তে ॥৩৩
অহমদ্যৈব তদ্ধর্ম্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩৪
পারাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণার্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥৩৫
চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ ।৩৬
ষট্‌কর্ম্মাভিরতো নিত্যং দেবতাতিথিপূজকঃ।
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥৩৭
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবাতিথেয়ঞ্চ ষট্ কর্ম্মাণি দিনে দিনে ॥৩৮
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥৩৯
দূরাধ্বানং পথিশ্রান্তং বৈশ্বদেবে উপস্থিতম্।
অতিথিং তং বিজানীয়ান্নাতিথিঃ পূর্ব্বমাগতঃ ॥৪০
ন পৃচ্ছেদ্ গাত্রচরণং ন স্বাধ্যায়ব্রতানি চ।
হৃদয়ং কল্পয়েৎ তস্মিন্ সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ ॥৪১
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গমিকং তথা।
অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥৪২

একবৎসরে ফল হয়। সত্যযুগে গ্রহীতার নিকট যাইয়া দান করে, ত্রেতাতে গ্রহীতাকে ডাকিয়া দান করে, দ্বাপরে প্রার্থী হইলে দান করে, কলিতে সেবা করিলে দান করে। গ্রহীতার কাছে যাইয়া যে দান তাহাই উত্তম দান, গ্রহীতাকে ডাকিয়া যে দান তাহা মধ্যম, যাচিত হইয়া যে দান তাহা অধমও সেবায় যে দান তাহা নিষ্ফল। সত্যযুগে মানুষের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে প্রাণ শোণিতগত ও কলিতে মানুষের অন্ন প্রভৃতিগত প্রাণ। (কলিযুগে) ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক, সত্য মিথ্যা কর্ত্তৃক, রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক এবং পুরুষ স্ত্রী কর্ত্তৃক জিত হয়। কলি যুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয় এবং স্ত্রীগণ কুমারী কালে সন্তান প্রসব করে। ১৯-৩১।

যুগে যুগে যে ধর্ম্ম ব্যবস্থিত এবং যুগে যুগে দ্বিজগণ যে যে আচার করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিন্দা করা অকর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারাই যুগরূপে অবতীর্ণ। মুনিগণ যুগভেদে সামর্থ্যভেদ করিয়াছে, কিন্তু কলিযুগে পরাশরোক্ত প্রায়শ্চিত্তই শ্রেষ্ঠ। আমি অদ্য সেই কলিযুগের ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বলিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনারা কলিকালের চারিবর্ণের আচার শ্রবণ করুন। পরাশরের এই মত—পবিত্র, পুণ্যময় ও পাপনাশী। ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি ইহা চিন্তা করিতেছি। আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্মে নিরত এবং নিত্য দেবতা ও অতিথির পূজাবসানে হুতাবশিষ্ট ভক্ষণ করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। ৩২-৩৭।

প্রতিদিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতা অর্চ্চনা, বিশ্বদেব সম্বন্ধে হোম* এবং অতিথির সেবা এই ছয় প্রকার কর্ম্ম দ্বিজগণ প্রতিদিন করিবে। প্রিয় অথবা দ্বেষ্য হউক, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউক, বৈশ্বদেবের কালে যিনি আসিবেন, তিনিই অতিথি এবং তৎসেবায় স্বর্গলাভ ফল হয়। দূরদেশ হইতে সমীপাগত ও পথশ্রান্ত ব্যক্তি

* পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য অনুষ্ঠেয়, ইহার মধ্যে বিশ্বদেবের উদ্দেশে হোমের বিধান আছে।

অপূর্ব্বঃ সুরতী বিপ্রো অপূর্ব্বো বাতিথিস্তথা।
বেদাভ্যাসরতো নিত্যং ত্রয়োঽপূর্ব্বা দিনে দিনে ॥৪৩
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তে ভিক্ষুকে গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জয়েৎ ॥৪৪
যতী চ ব্রহ্মচারী চ পক্কান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্নমদত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪৫
যতিহস্তে জলং দদ্যাদ্ভৈক্ষং দদ্যাৎ পুনর্জলম্।
তদ্ভৈক্ষং মেরুণাতুল্যং তজ্জলং সাগরোপমম্ ॥৪৬
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাঞ্ছক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
ন হি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥৪৭
অকৃত্বা বৈশ্বদেবন্তু ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ।
সর্ব্বে তে নিষ্ফলা জ্ঞেয়াঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥৪৮
শিরোবেষ্টস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
বামপাদে করং ন্যস্য তদ্ বৈ রক্ষাংসি ভুঞ্জতে ॥৪৯
যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা তাম্বুলং ব্রহ্মচারিণে।
চৌরেভ্যোঽপ্যভয়ং দত্ত্বা দাতাপি নরকং ব্রজেৎ ॥৫০
পাপো বা যদি চাণ্ডালো বিপ্রঘ্নঃ পিতৃঘাতকঃ।
বৈশ্বদেবে তু সংপ্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥৫১
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি দশবর্ষশতানি চ ॥৫২
ন প্রসজ্যাতিগো বিপ্রো হ্যতিথিং বেদপারগম্।
অদদন্নন্নমাত্রন্তু ভুক্ত্বা ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষম্ ॥৫৩
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিরুদকমকণ্টকম্।
বাপয়েৎ সর্ব্ববীজানি সা কৃষিঃ সর্ব্বকামিকা ॥৫৪
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্ বীজং সুপুত্রে দাপয়েদ্ধনম্।
সুক্ষেত্রে চ সুপুত্রে চ যৎক্ষিপ্তং নৈব নশ্যতি ॥৫৫
অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্ রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥৫৬

বৈশ্বদেবের সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিথি বলিয়া জানিবে। যিনি পূর্ব্বে আসেন, তিনি অতিথি নহেন! অতিথির গোত্র, আচরণ, স্বাধ্যায় ব্রত কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাকেই হৃদয়ের সহিত যত্ন করিবে, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবতাময়। সকুটুম্ব বা কার্য্য সাধনার্থ আগত এবং এক গ্রামবাসী বিপ্র, অতিথি নহেন। যেহেতু যিনি নিত্য আসেন না, তিনি অতিথি পদবাচ্য। যিনি পূর্ব্বে আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, এমন অতিথি, ব্রতরত ব্রাহ্মণ এবং নিত্য বেদাভ্যাসে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ—এই তিন জন অপূর্ব্ব অতিথি শব্দে কথিত। যদি বৈশ্বদেব কর্ম নিষ্পাদন সময়ে কোন ভিক্ষুক আসেন, তবে বৈশ্বদেব হইতে উদ্ধৃত করিয়া ভিক্ষা দানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিবে। যতি এবং ব্রহ্মচারী ইহাঁরা উভয়ে পক্কান্নের স্বামী। ইঁহাদের উভয়কে অন্ন না দিয়া ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ আচরণ করিতে হয়। প্রথমতঃ যতিহস্তে জল দিবে তৎপরে ভিক্ষাদ্রব্য দিয়া পুনরায় জল দিবে, এরূপ করিলে সেই ভিক্ষাদ্রব্য মেরুতুল্য ও সেই জল সাগর তুল্য হয়। বৈশ্বদেবে দোষ হইলে ভিক্ষুক তাহা ক্ষালন করিতে পারেন, কিন্তু বৈশ্বদেব ভিক্ষুককৃত দোষ ক্ষালন করিতে পারেন না। দ্বিজগণ বৈশ্বদেবের বলি না দিয়া ভোজন করিলে, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় এবং অন্তে তাঁহারা অশুচি হইয়া নরকগামী হন। ৩৮-৪৮।

যিনি মাথায় পাগড়ী দিয়া ভোজন করেন যিনি দক্ষিণমুখে বসিয়া ভোজন করেন, যিনি বামপদে হস্ত স্থাপনপূর্বক ভোজন করেন, তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী রাক্ষসে খাইয়া থাকে। যিনি যতিকে সোণা দেন, যিনি ব্রহ্মচারীকে পান দেন, যিনি চোরকে অভয় দেন, তিনি দাতা হইলেও নরকে যান। বৈশ্বদেব-সময়ে যে অতিথি আসেন, তিনি পাপী, চণ্ডাল, বিপ্রঘাতী বা পিতৃহন্তা হইলেও স্বর্গপ্রদ হন। অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে ফিরিয়া গেলে পিতৃগণ হাজার বর্ষ অনাহারে থাকেন। যে বিপ্র বেদপারদর্শী অতিথিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপরাশি খাইয়া থাকেন। জলহীন কণ্টকহীন ক্ষেত্রবৎ ব্রাহ্মণের মুখ, সেই মুখে সর্ব্ববীজ বপন করিলে—সেই কৃষি সর্ব্বফলদায়িকা হইবে। ৪৯-৫৪।

ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ ॥৫৭

ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাপি যা।
খড়্গেনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ॥৫৮

পুষ্পং পুষ্পং বিচিনুয়ান্মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবোদ্যানে ন তথাঙ্গারকারকঃ ॥৫৯

লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥৬০

সুক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সুপাত্রকে ধন দিবে; সুক্ষেত্রে এবং সুপাত্রে যাহা ফেলা যায়, তাহা নষ্ট হয় না। যে স্থানে দ্বিজগণ মিথ্যাবাদী এবং পাঠাভ্যাসবিহীন আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করে, রাজা সেই গ্রামবাসিগণকে দণ্ড দিবেন। কারণ, এরূপ গ্রামবাসিগণ চোরকেই পালন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন, শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক প্রচণ্ডভাবে বিপক্ষ সৈন্যকে পরাজয় করিবেন এবং ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিবেন। লক্ষ্মী দৃঢ়রূপে স্থাপিতা হইলেও কখন কুলক্রমানুগতা হন না। তাঁহাকে খড়্গ দ্বারা আক্রমণ করিয়া ভোগ করিতে হয়, বসুন্ধরা বীরপুরুষেরই ভোগ্যা। মালাকর কেবল বাগানের ফুল সকলই তুলিয়া থাকে, গাছ কাটিয়া ফেলে না। যাহাতে প্রজাগণের উৎপীড়ন না হয়, এমন ভাবে খাজনা আদায় করিবে। "অঙ্গারকারে"র মত কদাচন মূলচ্ছেদন করিবে না। লৌহকর্ম্ম, রত্নরক্ষণ, গোপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম,—এই সকল বৈশ্যের ব্যবসা। শূদ্রগণের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা ছাড়া তাহারা যাহা করিবে, তাহা নিষ্ফল হইবে।৫৫-৬১

শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিৎ তদ্ভবেৎ তস্য নিষ্ফলম্ ॥৬১

লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্য বিক্রয়ম্ ॥৬২

অবিক্রেয়ং মদ্যমাংসমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্।
অগম্যাগমনঞ্চৈব শূদ্রোঽপি নরকং ব্রজেৎ ॥৬৩

কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্ ॥৬৪

ইতি পরাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত এবং দুগ্ধ এই সমস্ত বিক্রয়ে শূদ্রের দোষ নাই। মদ্য এবং মাংস শূদ্রের বিক্রেয় নহে, শূদ্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে না, কিংবা অগম্যা গমন করিবে না। এসকল কাজ করিলে শূদ্রও নরকে যাইবে। কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান, ব্রাহ্মণীগমন এবং বেদাক্ষর বিচার—এই কার্য্যে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।৬২-৬৪

পরাশর-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বণ্যাশ্রমাগতম্ ॥১
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহং ভূয়ঃ পরাশর্য্যপ্রচোদিতঃ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥২
হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্‌গবং মধ্যমং স্মৃতম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্ ॥৩
ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ ॥৪
স্থূলাঙ্গং নীরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥৫
জপ্যং দেবার্চ্চনং হোমং স্বাধ্যায়ঞ্চৈবমভ্যসেৎ।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুর্ব্বিপ্রান্ ভোজয়েৎ স্নাতকান্ দ্বিজঃ॥৬
স্বয়ংকৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥৭

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতঃ সমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ ॥৮
সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥৯
পাশকো মৎস্যঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।
অদাতা কর্ষকশ্চৈব পঞ্চৈতে সমভাগিনঃ ॥১০
কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জ্জনী।
পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ত্ততে ॥১১
বৃক্ষাংশ্ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা তু মৃগ-কীটকান্।
কর্ষকঃ খলু যজ্ঞেন সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১২
যো ন দদ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।
স চৌরঃ স চ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ॥১৩
রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্‌ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকম্।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং কৃষিকর্ত্তা ন লিপ্যতে ॥১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশর মতে বলিব। ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম্ম করিতে পারেন। আটটী বলীবর্দ্দ দ্বারা লাঙ্গল চালাইলে ধর্ম্মানুযায়ী কাজ হয়, ছয়টী দ্বারা মধ্যম ধর্ম্ম, চারিটী দ্বারা লাঙ্গল টানাইলে নিষ্ঠুরের কার্য্য এবং দুইটি দ্বারা টানাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। ক্ষুধিত তৃষ্ণাতুর শ্রান্ত বৃষকে লাঙ্গলে যুতিবে না এবং অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, ক্লীব বৃষকে বিপ্রগণ ভারবহনে নিযুক্ত করিবেন না। ষণ্ডভিন্ন স্থূলাঙ্গ রোগবিহীন, বলদর্পিত বৃষভকে দিবসের অর্দ্ধভাগ মাত্র কার্য্য করাইবে; পরে স্নান, জপ, দেবার্চ্চনা, হোম ও স্বাধ্যায় অভ্যাস করিবে এবং এক, দুই, তিন বা চারিটি স্নাতক বিপ্রকে ভোজন করাইবে। স্বয়ং চাষ করিয়া স্বয়ং ধান্য উপার্জ্জন দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ করিবে, এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে।১-৭।

তিল ও রস বিপ্রগণের অবিক্রেয়, তাঁহারা ধান্য অথবা তৎসম দ্রব্য অথবা তৃণকাষ্ঠাদি বিক্রয় করিতে পারেন। বিপ্রগণের এইরূপ ব্যবসা দোষযুক্ত নহে। মৎস্যঘাতী সংবৎসর যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী লৌহমুখ কাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া এক দিবসেই সেই পাপ সঞ্চয় করে। পাশজীবী, মৎস্যঘাতী, ব্যাধ, শাকুনিক, অদাতা এবং কৃষক এই পাচঁজন সমান পাপী। ৯-১০।

উদূখল, শীল, নোড়া, উনুন, জলের কলসী এবং ঝাটা —এই পঞ্চ সূনা গৃহস্থের নিয়ত থাকে; গাছ কাটিয়া, মাটি খুঁড়িয়া, মৃগ-কীটাদি মারিয়া কৃষক যে পাপ সঞ্চয় করে, যজ্ঞ দ্বারা সে পাপ বিনিষ্ট হয়। প্রভূত শস্যাদির অধিকারী হইলেও যে ব্যক্তি দ্বিজাতিগণকে দান না করে, সে চোর, সে পাপিষ্ঠ, সে ব্রহ্মহত্যাকারী। রাজাকে ষষ্ঠভাগ, দেবতাদিগকে একুশ ভাগ এবং বিপ্রদিগকে ত্রিশভাগ দিলে কৃষিকর্ত্তার পাপ হয় না। ১১-১৪।

ক্ষত্রিয়ও কৃষিকর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া দেবগণের

ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান্ দেবাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সদা কুর্য্যাৎ কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পকাম্।
বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজসেবাবিবর্জ্জিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৬

ইতি পরাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

ও দ্বিজগণের পূজা করিবে। বৈশ্য ও শূদ্রগণ সদা কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। শূদ্রগণ যদি দ্বিজ-সেবাবিবর্জ্জিত হইয়া অন্যায় করে, তবে তাহাদের আয়ু অল্প হয় এবং তাহারা নরকে যায়- চারিবর্ণের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ১১-১৬ ॥

পরাশর-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অতঃ শুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা।
দিনত্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ প্রেতসূতকে ॥১
ক্ষত্রিয়া দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈঃ।
শূদ্রঃ শুধ্যতি মাসেন পরাশরবচো যথা ॥২
উপাসনে তু বিপ্রাণামঙ্গশুদ্ধিস্তু জায়তে।
ব্রাহ্মণানাং প্রসূতৌ তু দেহস্পর্শো বিধীয়তে ॥৩
জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৪
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥৫
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্য দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥৬
একপিণ্ডাস্তু দায়াদাঃ পৃথগ্দারনিকেতনাঃ।
জন্মন্যপি বিপত্তৌ চ ভবেৎ তেষাঞ্চ সূতকম্ ॥৭
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে।
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥৮

তৃতীয় অধ্যায়

এক্ষণে জন্মের এবং মরণের অশৌচের কথা বলিতেছি। মরণাশৌচে ব্রাহ্মণের তিন দিন অঙ্গাস্পৃশ্য অশৌচ। পরাশরের মতে এমত স্থলে ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনের দিন, শূদ্রের একমাস অশৌচ। উপাসনা দ্বারা বিপ্রগণের অঙ্গশুদ্ধি হয়। জন্মের অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণগণের অঙ্গস্পর্শ করা যাইতে পারে। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করেন। সাগ্নিক এবং বেদাধ্যায়ী বিপ্রের একদিন অশৌচ। যে ব্রাহ্মণ কেবল বেদাধ্যয়নে নিরত, তাঁহার তিন দিন অশৌচ। যে বিপ্র সাগ্নিক ও বেদাধ্যয়ন এই দুই গুণবর্জ্জিত, তাহার দশদিন অশৌচ। যে বিপ্র জন্ম-কর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট এবং সন্ধ্যোপাসনা বিহীন, যিনি কেবলমাত্র নামধারী বিপ্র তাঁহার দশ দিবস সূতকাশৌচ। সপিণ্ড জ্ঞাতি পৃথক্ স্থানে বাস-পূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে থাকিলেও জন্ম ও মরণে তাহাদের দশ দিন অশৌচ ॥১-৭॥

এই দুই অশৌচে ঐ দশ দিন ঐ কুলের অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময় দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায়, এই চারি কার্য্যও হইবে না। নিজবংশে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ পাইবে। আত্মবংশীয় পঞ্চম পুরুষে দায় বিচ্ছেদ হয়। চতুর্থ পুরুষে দশ রাত্রি, পঞ্চম পুরুষে ছয় রাত্রি, ষষ্ঠ পুরুষে চারি রাত্রি এবং সপ্তম পুরুষে তিন দিন অশৌচ হয়। সগোত্র ব্যক্তি পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারে না। ষষ্ঠ পুরুষ হইতে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারিবে। উচ্চ স্থান হইতে

প্রাপ্নোতি সূতকং গোত্রে চতুর্থপুরুষেণ তু।
দায়াদ্ বিচ্ছেদমাপ্নোতি পঞ্চমো বাত্মবংশজঃ ॥৯
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষন্নিশা পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥১০
পঞ্চভিঃ পুরুষৈর্যুক্তা অশ্রাদ্ধেয়াঃ সগোত্রিণঃ।
ততঃ ষট্ পুরুষাদ্যাশ্চ শ্রাদ্ধে ভোজ্যাঃ সগোত্রিণঃ॥১১
ভৃগ্বগ্নিমরণে চৈব দেশান্তরমৃতে তথা।
বালে প্রেতে চ সন্ন্যাসে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥১২
দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥১৩
দেশান্তরমৃতঃ কশ্চিৎ সগোত্রঃ শ্রূয়তে যদি।
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ॥১৪
আ ত্রিপক্ষাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্ আ ষণ্মাসাচ্চ পক্ষিণী।
অহঃ সংবৎসরাদর্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥১৫
অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্ বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥১৬

পতিত হইয়া মরণ, অগ্নিতে মরণ, দেশান্তরে মরণ, নবপ্রসূত বালকের মরণ ও সন্ন্যাসিমরণে সদ্যঃশৌচ হয়। যদি দশ রাত্রি অতীত হইলে অশৌচের সংবাদ পাওয়া যায়, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। এক বৎসরের পর অশৌচের সংবাদ পাইলে সবস্ত্র স্নানমাত্রে অশৌচান্ত হয়।৮-১৩

কোন সগোত্র দেশান্তরে মৃত হইয়াছেন শুনিলে, স্নানমাত্রে শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ত্রিরাত্র বা অহোরাত্র ইহার অশৌচ নহে। পরন্তু ত্রিপক্ষের মধ্যে মৃত্যুসংবাদ শুনিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, ছয় মাসের মধ্যে শুনিলে সার্দ্ধ দিবস অশৌচ হয়, এক বৎসরের মধ্যে শুনিলে একদিন অশৌচ হয়, এক বৎসর পরে শুনিলে সদ্যঃশৌচ হয়। (দেশান্তর মরণে যে সদ্যঃশৌচ উক্ত হইয়াছে—ইহাই তাহার স্থল)। ১৪-১৫ ॥

বালক গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া মরিলে অথবা দাঁত উঠে নাই এমন বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার, অশৌচ বা উদকক্রিয়া নাই। যদি বালক গর্ভেই মৃত হয়, অথবা যদি গর্ভস্রাব হয়, তাহা হইলে

যদি গর্ভো বিপদ্যেত স্রবতে বাপি যোষিতাম্।
যাবন্মাসং স্থিতো গর্ভো দিনং তাবৎ স সূতকঃ ॥১৭
আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম-ষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥১৮
প্রসূতিকালে সম্প্রাপ্তে প্রসবে যদি যোষিতাম্।
জীবাপত্যে তু গোত্রস্য মৃতে মাতুশ্চ সূতকঃ ॥১৯
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূর্ব্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥২০
দন্তজাতেঽনুজাতে চ কৃতচূড়ে সংস্থিতে।
অগ্নিসংস্কারণং তেষাং ত্রিরাত্রং সূতকং ভবেৎ ॥২১
আ দন্তজননাৎ সদ্য আ চূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
ত্রিরাত্রম্ আ ব্রতাৎ তেষাং দশরাত্রমতঃপরম্ ॥২২
গর্ভে যদি বিপত্তিঃ স্যাদ্দশাহং সূতকং ভবেৎ।
জীবন্ জাতো যদি প্রেতঃ সদ্যএব বিশুধ্যতি ॥২৩
স্ত্রীণাং চূড়ান্ন আদানাৎ সংক্রমাৎ তদধঃক্রমাৎ।
সদ্যঃশৌচমথৈকাহং ত্রিরহঃ পিতৃবন্ধুষু ॥২৪

স্ত্রীলোকের যে কয়মাস গর্ভ, সেই কয়দিন সূতকাশৌচ হয়। চারিমাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব বলা হয়; পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট হইলে গর্ভপাত বলা হয়; ইহার পর গর্ভ নষ্ট হইলে প্রসব বলা হয়, এস্থলে দশ দিবস অশৌচ হয়। স্ত্রীলোকের প্রসবকাল উপস্থিত হইলে যদি সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান বাঁচিলে সমুদায় গোত্রের এবং সেই সন্তান মরিলে, জননীর জননাশৌচ হয়।১৫-১৯

রাত্রে জন্মিলে, মরিলে অথবা রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিন গণনা করিতে হইবে। দাঁত উঠিলে বা চূড়াকরণ হইলে যদি বালক মরে, তবে তাহার অগ্নিসংস্কার হইবে এবং ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। যতদিন বালকের দন্ত না উঠে, ততদিনের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণ পর্য্যন্ত একরাত্রি অশৌচ, উপনয়ন পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। বালক গর্ভে নষ্ট হইলে দশদিন সূতকাশৌচ জীবিত বালক জন্মিয়া পশ্চাৎ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। ২০-২৩

কন্যা জন্মিলে যদি চূড়াকরণ ও অন্নপ্রাশনের মধ্যে

ব্রহ্মচারী গৃহে যেষাং হূয়তে চ হুতাশনে।
সম্পর্কং ন চ কুর্ব্বন্তি ন তেষাং সূতকং ভবেৎ ॥২৫
সম্পর্কাদ্ দুষ্যতে বিপ্রো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে।
সম্পর্কেষু নিবৃত্তস্য ন প্রেতং নৈব সূতকম্ ॥২৬
শিল্পিনঃ কারুকা বৈদ্যা দাসী দাসাশ্চ নাপিতাঃ।
শ্রোত্রিয়াশ্চৈব রাজানঃ সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥২৭
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ ॥২৮
উদ্যতো নিধনে দানে আর্ত্তো বিপ্রো নিমন্ত্রিতঃ।
তদেব ঋষিভির্দৃষ্টং যথাকালেন শুধ্যতি ॥২৯
প্রসবে গৃহমেধী তু ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং যদি।
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা অবগাহ্য পিতা শুচিঃ ॥৩০

সর্ব্বেষাং শাবমাশৌচং মাতাপিত্রোর্দ্দশাহিকম্।
সূতকং মাতুরেব স্যাদুপস্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥৩১
যদি পত্ন্যাং প্রসূতায়াং সম্পর্কং কুরুতে দ্বিজঃ।
সূতকন্তু ভবেৎ তস্য যদি বিপ্রঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥৩২
সম্পর্কাজ্জায়তে দোষো নান্যো দোষোঽস্তি ব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং বর্জ্জয়েদ্ দ্বিজঃ॥৩৩
বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু ত্বন্তরা মৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি ॥৩৪
অন্তরা তু দশাহস্য পুনর্ম্মরণজন্মনি।
তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবৎ তৎ স্যাদনির্দ্দশম্ ॥৩৫
ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং বন্দিগোগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকমাত্রন্তু সূতকম্ ॥৩৬

তাহার মৃত্যু হয়, তবে পিতৃবন্ধুগণের সদ্যঃশৌচ। সম্প্রদানের মধ্যে মরিলে একদিন অশৌচ, তৎপরে তাহাদের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। যাহাদের গৃহে ব্রহ্মচারী অগ্নিতে হোম করেন, আর কোন সম্পর্ক রাখেন না, তাহাদের অশৌচ নাই।২৪-২৫

বিপ্র সম্পর্ক দ্বারা দূষিত হন, অন্য কোন কারণে দূষিত হন না; সম্পর্করহিত হইলে তাঁহার জন্ম এবং মৃত্যুর অশৌচ হয় না। শিল্পকর, কারুকর, বৈদ্য, দাসী, দাস, নাপিত, শ্রোত্রিয় এবং রাজা ইহাঁরা সদ্যঃশৌচ। সহাধ্যায়ী, মন্ত্রপূত, আহিতাগ্নি বিপ্র, রাজা এবং রাজার অভিপ্রেত ব্যক্তির সূতকাশৌচ হয় না।২৬-২৮

বধোদ্যত, দানোদ্যত, নিমন্ত্রিত এবং আর্ত্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে শুদ্ধিলাভ করিবে—ইহা ঋষিগণের ব্যবস্থা। গৃহমেধী ব্রাহ্মণ যদি পত্নীর সূতিকা গৃহে সংস্পর্শে না থাকেন, তবে স্নান করেলেই তিনি শুচি হন (অঙ্গাস্পৃশ্যতা অশৌচ চলিয়া যায়), প্রসূতি দশ দিনে শুদ্ধ হন। পিতা, মাতা এবং অন্যান্য সকলেরই মরণাশৌচ দশ দিন। সূতকাশৌচ কেবল জননীরই হয়, পিতা স্নান মাত্রেই শুচি হন। বিপ্র ষড়ঙ্গবেদবিৎ হইলেও পত্নীর প্রসবান্তে সূতিকাগৃহের সংস্পর্শ ঘটিলে অশুচি হন। সম্পর্ক দ্বারাই ব্রাহ্মণের দোষ জন্মে।২৯-৩২

আর কোনরূপেই ব্রাহ্মণ দূষিত হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রযত্নে সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। বিবাহ বা উৎসব বা যজ্ঞাদিতে কোন দ্রব্য দান করিবার সঙ্কল্প করিবার পর যদি জনন বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই দ্রব্য দান করিতে পারা যায়, তাহাতে অশৌচদোষ ঘটে না। দশাহ অশৌচের মধ্যে যদি আবার জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের দশ দিন পূর্ণ হইলেই ব্রাহ্মণের অশৌচান্ত হয়। ৩৩-৩৫

বিপ্ররক্ষার্থ, বন্দীকৃত গাভীর উদ্ধার জন্য এবং সংগ্রামে মরিলে এক রাত্রি অশৌচ হয়। যোগী, পরিব্রাজক এবং সম্মুখ যুদ্ধে হত—এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। বীরপুরুষ শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যোদ্ধার লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি! সংগ্রামস্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে যিনি তৎকালে তাহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে শক্তি ঋষ্টি মুদ্গর দ্বারা যাঁহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়,

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥৩৭
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়াঁল্লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে ॥৩৮
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুষ্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে ॥৩৯
যস্তু ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা যদা গচ্ছেৎ স চ ক্রতুফলং লভেৎ ॥৪০
যস্য চ্ছেদক্ষতং গাত্রং শর-শক্ত্যৃষ্টি-মুদ্গরৈঃ।
দেবকন্যাস্তু তং বীরং গায়ন্তি রময়ন্তি চ ॥৪১
বরাঙ্গনাসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি ॥৪২
ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে।
তং সোমপানেন হি তস্য তুল্যং
সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্ ॥৪৩
যং যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো বাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ ॥৪৪
অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পদে পদে যজ্ঞফলমানুপূর্ব্বাল্লভন্তি তে ॥৪৫
অসগোত্রমবন্ধুঞ্চ প্রেতীভূতঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
নীত্বা চ দাহয়িত্বা চ প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥৪৬
ন তেষামশুভং কিঞ্চিদ্দ্বিজানাং শুভকর্ম্মণি।
জলাবগাহনাৎ তেষাং শুদ্ধিঃ স্মৃতিরিতীরিতা ॥৪৭
অনুগম্যেচ্ছয়া প্রেতং জ্ঞাতিমজ্ঞাতিমেব বা।
স্নাত্বা চৈব তু স্পৃষ্ট্বাগ্নিং ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৪৮
ক্ষত্রিয়ং মৃতমজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
একাহমশুচির্ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪৯
শবঞ্চ বৈশ্যমজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণো যোঽনুগচ্ছতি।
কৃত্বাশৌচং দ্বিরাত্রঞ্চ প্রাণায়ামান্ ষড়াচরেৎ ॥৫০
প্রেতীভূতন্তু যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নয়ন্তমনুগচ্ছেত ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥৫১

দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান করেন, এবং তাঁহাকে আনন্দদান করিয়া থাকেন। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ হত হইলে বরকামিনী এবং নাগকন্যারা "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাবমান হইতে থাকেন। শত্রুবাণের আঘাত-সন্তপ্ত বীরপুরুষের ললাট-নিঃসৃত রুধির-ধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রামযজ্ঞে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য -ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যা দ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরও সেই লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অনাথ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যে ব্রাহ্মণেরা বহন করেন, তাঁহারা পদে পদে আনুপূর্ব্বিক যজ্ঞফল লাভ করেন। ৩৬-৪৫

যিনি অসগোত্র এবং যিনি বন্ধুও নহেন—এমন ব্রাহ্মণের শবদেহ বহন ও সৎকার করিলে প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়। এই সকল ব্রাহ্মণের শুভকর্ম্মে কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। কথিত আছে যে, জলাবগাহন করিলেই তাঁহারা শুদ্ধ হন। ৪৬-৪৭

জ্ঞাতি বা সজাতীয় অজ্ঞাতির মৃতদেহের ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুগমন করিলে স্নান, অগ্নিস্পর্শ ও ঘৃত পান করিলে শুদ্ধিলাভ হয়। ব্রাহ্মণ অজ্ঞানবশতঃ ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহের অনুগমন করিলে তাঁহার একদিন অশৌচ হয় এবং পঞ্চগব্য ভক্ষণে শুদ্ধিলাভ করেন। বৈশ্যের মৃতদেহের অনুগমন করিলে দিবারাত্র অশুচি হন; এবং ছয়বার প্রাণায়াম করিয়া শুদ্ধিলাভ করেন। আর যে অল্পজ্ঞানী ব্রাহ্মণ শূদ্রের মৃতদেহের অনুগামী হন, তাঁহার ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। ত্রিরাত্র অতীত হইলে সমুদ্রবাহিনী নদীতে গিয়া শতবার প্রাণায়াম ও ঘৃতভোজন করিলে ঈদৃশ ব্রাহ্মণ শুদ্ধিলাভ করিবেন। ৪৮-৫২

ধর্ম্মবিদেরা বলিয়াছেন,—শূদ্রগণ মৃতদেহের সৎকার করিয়া কোন জলাশয়ের অন্ত পর্য্যন্ত যখন প্রতিগমন

ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৫২
বিনির্ব্বর্ত্ত্য যদা শূদ্রা উদকান্তমুপস্থিতাঃ।
দ্বিজৈস্তদানুগন্তব্যা ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥৫৩

করিবে, তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুগমন করিতে পারিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন না, দাহ করিবেন না। শূদের মৃতদেহ চক্ষে

তস্মাদ্ দ্বিজো মৃতং শূদ্রং ন স্পৃশেন্ন চ দাহয়েৎ
দৃষ্টে সূর্য্যাবলোকেন শুদ্ধিরেষা পুরাতনী ॥৫৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

দেখিলে ব্রাহ্মণ সূর্য্যাবলোকন দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবেন-ইহাই চিরাচরিত বিধি।

পরাশর-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্ বা যদি বা ভয়াৎ।
উদ্বধ্নীয়াৎ স্ত্রী পুমান্ গতিরেষা বিধীয়তে ॥১
পূয়শোণিতসম্পূর্ণে অন্ধে তমসি মজ্জতি।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নরকং প্রতিপদ্যতে ॥২
নাশৌচং নোদকং নাগ্নিং নাশ্রুপাতঞ্চ কারয়েৎ।
বোঢ়ারোঽগ্নিপ্রদাতারঃ পাশচ্ছেদকরাস্তথা ॥৩
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তীত্যেবমাহ প্রজাপতিঃ।
গোভির্হতং তথোদ্বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্ ॥৪
সংস্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা বোঢ়ারশ্চাগ্নিদাশ্চ যে।
অন্যেঽপি বানুগন্তারঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে ॥৫
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনড়ুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যুর্বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥৬
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥৭
যো বৈ সমাচরেদ্ বিপ্রঃ পতিতাদিষ্বকামতঃ ॥৮

চতুর্থ অধ্যায়

অতিমান, অতিক্রোধ, স্নেহ বা ভয়প্রযুক্ত স্ত্রী বা পুরুষ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলে তাহাদিগের যে গতি হয়, তাহা বলা হইতেছে। উদ্বন্ধনে মরিলে পূয়শোণিতপূর্ণ অন্ধতমস নামক নরকে নিমগ্ন হয়, ষষ্টিসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া তাহাকে ঐ নরক ভোগ করিতে হয়। উদ্বন্ধনে মরিলে তাহার অগ্নিসৎকার করিবে না, তাহাকে জল প্রদান করিবে না, তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না, তাহার জন্য চক্ষের জলও ফেলিবে না। যাহারা সেই মৃতদেহ বহন করে, যাহারা অগ্নিসৎকার করে, যাহারা উহার রজ্জু (গলার দড়ি) ছেদন করে, তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা তাহাদিগকে শুদ্ধিলাভ করিতে হয়—প্রজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। গো বা ব্রাহ্মণে যাহাকে হত করিয়াছে অথবা উদ্বন্ধনে যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার সেই দেহ যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করেন, যাহারা উহা বহন ও অগ্নিসৎকার করে এবং অন্য যাহারা তাহার অনুগমন করে বা (উদ্বন্ধন মৃতের) পাশ ছেদন করিয়া দেয়, তাহাদের সকলকেই তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। তাহারা বৃষের সহিত গাভী দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকেবে।১-৭

যে ব্রাহ্মণ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পতিতাদির সহিত পাঁচ দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন, অর্দ্ধ মাস, এক মাস বা দুই মাস, অর্দ্ধ বৎসর, এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল আহার-ব্যবহার করিবে, সে ঐ পতিতের

মাসার্দ্ধং মাসমেকং বা মাসদ্বয়মথাপি বা।
অব্দার্দ্ধমব্দমেকং বা তদূর্দ্ধঞ্চৈব তৎসমঃ ॥৯
ত্রিরাত্রং প্রথমে পক্ষে দ্বিতীয়ে কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
তৃতীয়ে চৈব পক্ষে তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥১০
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ পরাকঃ পঞ্চমে মতঃ।
কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ষষ্ঠে সপ্তমে ত্বৈন্দবদ্বয়ম্ ॥১১
শুদ্ধ্যর্থমষ্টমে চৈব ষণ্মাসাৎ কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
পক্ষসংখ্যাপ্রমাণেন সুবর্ণান্যপি দক্ষিণা ॥১২
ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥১৩
ঋতৌ স্নাতাস্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণহত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৫
দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৬
ওঘবাতাহৃতং বীজং যথাক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥১৭
তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ সুতৌ কুণ্ড-গোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্ মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥১৮
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ।
দদ্যান্মাতা পিতা বাপি স পুত্রো দত্তকো ভবেৎ ॥১৯
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥২০

তুল্য হইবে। প্রথম পক্ষে ত্রিরাত্র ও দ্বিতীয় পক্ষে কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। তৃতীয় পক্ষ হইলে কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত, চতুর্থ পক্ষে দশরাত্র ব্রত, পঞ্চম পক্ষে পরাক ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ষষ্ঠ পক্ষ হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রত, সপ্তম পক্ষে দুইটী চন্দ্রায়ণ, অষ্টম পক্ষ হইলে শুদ্ধিলাভার্থ ছয় মাস কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পক্ষের সংখ্যানুসারে অর্থাৎ যত পক্ষ এইরূপ পতিতের সহিত আহার ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই সংখ্যক সুবর্ণ দক্ষিণা স্বরূপ দান করিতে হইবে।৮-১২

ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃপুনঃ (বহু-জন্ম) বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণহত্যা পাতকে সে পতিত হয়—তাহাতে সন্দেহ নাই। অপতিতা এবং অদুষ্টা ভার্য্যাকে যে ব্যক্তি যৌবনকালে পরিত্যাগ করে, সে সাত জন্ম স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও পুনঃপুনঃ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ও মূর্খ স্বামীকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে মরণান্তে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃপুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে। জলপ্রবাহ বা বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া বীজ কোন ক্ষেত্রে পতিত ও অঙ্কুরিত হইলে ক্ষেত্রস্বামী যেমন তাহার অধিকারী হয়—পরপত্নীগর্ভে উৎপাদিত দুই প্রকার পুত্র—কুণ্ড ও গোলক তদ্রূপ অর্থাৎ ক্ষেত্রীর অধিকৃত, বীজী পুরুষের নহে। স্বামী জীবিত থাকিতে পরপুরুষের ঔরসে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম কুণ্ড, আর স্বামীর মরণান্তে এরূপে যে সন্তান উৎপাদিত হয়, তাহার নাম গোলক। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, পরপুরুষ দ্বারা উৎপাদিত সধবা বা বিধবার পুত্র পরপুরুষের উত্তরাধিকারী হইবে না।১৩-১৮

পুত্র চারি প্রকার—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম। মাতা বা পিতা যে পুত্র অপরকে দান করে, তাহার নাম দত্তক। পরবিত্তি, পরিবেত্তা এবং যে কন্যার সহিত পরিবেদন হয়, যে ঐ কন্যা দান করে, যে সেই বিবাহের পৌরোহিত্য করে—এই পাঁচব্যক্তিই নরকগামী হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে ব্যক্তি বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করে, তাহাকে পরিবেত্তা বলে, আর সেই অবিবাহিত অগ্রজকে পরিবিত্তি বলে। পরিবিত্তির দুই কৃচ্ছ্র, সেই কন্যার এক কৃচ্ছ্র, কন্যাদাতার কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং পুরোহিতের চান্দ্রায়ণ ব্রত বিধেয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, বামন, ক্লীব, গদ্গদ, জড়, জন্মান্ধ, বধির ও মূক হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ দূষণীয় নয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি পিতৃব্যপুত্র হয়, বৈমাত্রের হয় বা পিতার ঔরসে পরস্ত্রী গর্ভজাত সন্তান হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠভ্রাতার দার-

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং যঃ কুর্য্যাদগ্রজে সতি।
পরিবেত্তা সবিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ ॥২১
দ্বৌ কৃচ্ছ্রৌ পরিবিত্তেস্তু কন্যায়াঃ কৃচ্ছ্র এব চ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ দাতুশ্চ হোতা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২২
কুব্জ-বামন-ষণ্ঢেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাতান্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥২৩
পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যং পরনারীসুতস্তথা।
দারাগ্নিহোত্রসংযোগে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥২৪
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদি তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥২৫

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥২৬
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৭
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমাণি মানবে।
তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি ॥২৮
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমুদ্ধৃত্য ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে ॥২৯

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পরিগ্রহ ও অগ্নিহোত্র ক্রিয়া দোষাবহ নয়। আর যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমান থাকিয়া স্বয়ং বিবাহ বিষয়ে অনিচ্ছুক থাকেন, তবে তাঁহার অনুমতি লইয়া কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে —শঙ্খের এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চ প্রকার আপদে ঐ কন্যার পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।১৯-২৬

স্বামীর মরণান্তে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করেন। আর স্বামীর মরণে যিনি সহমৃতা হন, সেই স্ত্রী—মানবদেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী সংখ্যক রোম আছে, সেইরূপ পরিমিতকাল স্বর্গ ভোগ করিতে থাকেন। ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্তমধ্য হইতে সর্পকে বলপূর্ব্বক টানিয়া আনে, তেমনি সহমৃতা নারী মৃতপতিকে উদ্ধার করিয়া তৎসহ স্বর্গসুখ ভোগ করেন। ২৭-২৯ *

* মূলে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিত সম্মত। আরও একটী যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে, এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ পরাশর মতেও প্রচলনীয় নহে। "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে—" এ বচনের ইহাই আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু এ বচনের এরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না, কেন না শুধু স্বামীর মরণ নহে, স্বামী নিরুদ্দেশ, সন্ন্যাসী হইলে, পতিত হইলে বা ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে পত্যন্তর গ্রহণ কোনদিনই ভারতীয় সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। এই বচনকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য পরম্পর ভাষ্যে আদি পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা পরাশর ভাষ্যধৃত আদিপুরাণ "দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ দত্তা কন্যা প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ। শূদ্রেষু দাস-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্। ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য···, এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ" অর্থাৎ কলি প্রারম্ভের পর মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিগণের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীরী শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ কোন কোন দেশে কতিপয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্র সম্মত—এই প্রমাণে এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, —তাহা নহে, ঐ সকল কর্ম্ম কলিযুগপ্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয় ইহা ঐ বচন দর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। আরও এককথা, ইতিপূর্বে ১৮।১৯ শ্লোকে পরাশর কুণ্ড ও গোলকের পুত্রত্ব অর্থাৎ

পরাশর-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

শ্ব-বৃকাভ্যাং শৃগালাদ্যৈর্যদি দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
স্নাত্বা জপেত গায়ত্রীং পবিত্রাং বেদমাতরম্ ॥১
গবাং শৃঙ্গোদকে স্নাতো মহানদ্যাস্তু সঙ্গমে।
সমুদ্রদর্শনাদ্ বাপি শুনা দষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥২
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
সহিরণ্যোদকে স্নাত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩
সব্রতস্তু শুনা দষ্টস্ত্রিরাত্রং সমুপোষিতঃ।
ঘৃতং কুশোদকং পীত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥৪
অব্রতঃ সব্রতো বাপি শুনা দষ্টো ভবেদ্ দ্বিজঃ।
প্রণিপত্য ভবেৎ পূতো বিপ্রৈশ্চক্ষুর্নিরীক্ষিতঃ ॥৫
শুনাঘ্রাতাবলীঢ়স্য নখৈর্বিলিখিতস্য চ।
অদ্ভিঃ প্রক্ষালনাচ্ছুদ্ধিরগ্নিনা চোপচুলনম্ ॥৬
শুনা চ ব্রাহ্মণী দষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
উদিতং সোমনক্ষত্রং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ শুচির্ভবেৎ ॥৭
কৃষ্ণপক্ষে যদা সোমো ন দৃশ্যেত কদাচন।
যাং দিশং ব্রজতে সোমস্তাং দিশঞ্চাবলোকয়েৎ ॥৮
অসদ্ব্রাহ্মণকে গ্রামে শুনা দষ্টস্তু ব্রাহ্মণঃ।
বৃষং প্রদক্ষিণীকৃত্য সদ্যঃ স্নানাদ্ বিশুধ্যতি ॥৯
চণ্ডালেন শ্বপাকেন গোভির্বিপ্রৈর্হতো যদি।
আহিতাগ্নির্মৃতো বিপ্রো বিষেণাত্মহতো যদি ॥১০

পঞ্চম অধ্যায়

কুকুর, বৃক ও শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া বেদমাতা পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন। গোশৃঙ্গোদকে এবং মহানদীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া এবং সমুদ্র দর্শন করিয়া কুকুরদষ্ট ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে। বেদবিদ্যা ও ব্রত সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ কুকুরদষ্ট হইলে সুবর্ণ জলে স্নান ও ঘৃত পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ কুকুরদষ্ট হইলে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া ব্রত-শেষাংশ সমাপন করিবেন। ১-৪

ব্রাহ্মণ ব্রতনিষ্ঠ বা ব্রতহীন যাহাই হউন, কুকুর-দষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করিয়া এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ হইবেন। কুকুর যদি দেহ আঘ্রাণ করে, অবলেহন করে (চাটে) বা নখের দ্বারা আঁচড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে জল দ্বারা ধৌত করত সেই স্থানে অগ্নির তাপ-দান করিলেই শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণীকে শৃগাল-কুকুরে দংশন করিলে, তিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রোদয় দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। কৃষ্ণপক্ষে যদি কদাপি চন্দ্র না দেখা যায়, তবে যে দিকে চন্দ্রের গতি, সেই দিক্ নিরীক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়। ৫-৮

যে গ্রামে অপর ব্রাহ্মণ নাই, এমন গ্রামে কোন ব্রাহ্মণকে কুকুরে দংশন করিলে, তিনি স্নান এবং বৃষ প্রদক্ষিণ করিলেই তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হইবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি গো, ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল বা নৃপতি কর্তৃক হত হন, অথবা বিষ ভক্ষণে আত্মহত্যা করেন, তবে ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নিতে (হোমাগ্নিতে নয়) বিনা মন্ত্রে তাঁহার দেহ সৎকার করিবেন। কিন্তু উক্তরূপে হত ঐ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ সপিণ্ড ব্রাহ্মণ সর্ব্বতোভাবে বহন,

বীজী পুরুষের উত্তরাধিকারিত্ব নিরাস করিয়া কেবলমাত্র ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক ও কৃত্রিম এই চতুর্বিধ পুত্রের পুত্রত্ব বা উত্তরাধিকারিত্ব নির্দ্ধারণ করিলেন। বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ পরাশর কর্তৃক সমর্থিত হইলে তিনি কখনই গোলকপুত্রের উত্তরাধিকার নিষেধ করিতেন না এবং এই শ্লোকের পরই 'মৃতে যা নারী' ইত্যাদি বচনের দ্বারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটি মাত্র গতির কথা বলিতেন না। অন্ততঃ তৃতীয়কল্প অর্থাৎ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ যে নিন্দিত বা অপ্রশস্ত, ইহাও উল্লেখ করিতেন। পতি শব্দ যে 'বাগ্‌দত্তা' স্থলেও ব্যবহৃত হয়, তাহা মনুতে দেখা যায়,— যথা 'যস্যা মিয়েত কন্যায়া বাচাসত্যে কৃতে পতিঃ। তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ' ॥ (৯ম অঃ ৬৯ শ্লোক) এখানে পতিশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং পরাশরবচনেও 'অপত্যৌ' অর্থাৎ ঈষৎপতি এরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই। 'পত্যৌ' ইহা আর্ষ প্রয়োগ। এই পরাশর বচনের পূর্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,—পরাশর বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সমর্থন করেন নাই।

পরাশরের মত কলিতে কিছুদিন ক্ষেত্রজ ও কৃত্রিম পুত্র প্রচলিত ছিল; সুতরাং একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরে আদিপুরাণ মতে তাহা রহিত হয়।

দহেৎতং ব্রাহ্মণং বিপ্রো লোকাগ্নৌ মন্ত্রবর্জ্জিতম্।
স্পৃষ্ট্বা চোহ্য চ দগ্ধ্বা চ সপিণ্ডেষু চ সর্ব্বথা ॥১১
প্রাজাপত্যং চরেৎ পশ্চাদ্ বিপ্রাণামনুশাসনাৎ।
দগ্ধাস্থীনি পুনর্গৃহ্য ক্ষীরৈঃ প্রক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১২
পুনর্দ্দহেৎ স্বকাগ্নৌ তন্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
আহিতাগ্নির্দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রবসন্ কালচোদিতঃ ॥১৩
দেহনাশমনুপ্রাপ্তস্তস্যাগ্নির্ব্বর্ত্ততে গৃহে।
শ্রৌতাগ্নিহোত্রসংস্কারঃ শ্রূয়তামৃষিসত্তমাঃ ॥১৪
কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীর্য্য কুশৈশ্চ পুরুষাকৃতিম্।
ষট্শতানি শতঞ্চৈব পলাশানাঞ্চ বৃন্তকম্ ॥১৫
চত্বারিংশচ্ছিরে দদ্যাৎ ষষ্টিং কণ্ঠে বিনির্দ্দিশেৎ।
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাদঙ্গুলীষু দশৈব তু ॥১৬
শতঞ্চোরসি সংদদ্যাৎ ত্রিংশচ্চৈবোদরে ন্যসেৎ।
অষ্টৌ বৃষণয়োর্দ্দদ্যাৎ পঞ্চ মেঢ্রে চ বিন্যসেৎ ॥১৭
একবিংশতিমূরুভ্যাং জানু-জঙ্ঘে চ বিংশতিম্।
পাদাঙ্গুল্যোঃ শতার্দ্ধঞ্চ পত্রাণি চ তথা ন্যসেৎ ॥১৮

শম্যাং শিশ্নে বিনিঃক্ষিপ্য অরণীং বৃষণে তথা।
জুহূং দক্ষিণহস্তেন বামহস্তে তথোপসৎ ॥১৯
কর্ণে চোদূখলং দদ্যাৎ পৃষ্ঠে চ মুষলং ততঃ।
নিক্ষিপ্যোরসি দৃশদং তণ্ডুলাজ্য-তিলান্মুখে ॥২০
শ্রোত্রে চ প্রোক্ষণীং দদ্যাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুষোঃ।
কর্ণে নেত্রে মুখে ঘ্রাণে হিরণ্য-শকলং ক্ষিপেৎ ॥২১
অগ্নিহোত্রোপকরণং গাত্রে শেষং প্রবিন্যসেৎ।
রসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহেতি চ ঘৃতাহুতীঃ ॥২২
দদ্যাৎ পুত্রোঽথবা ভ্রাতা হ্যন্যে বাপি স্বধর্ম্মিণঃ।
যথা দহনসংস্কারস্তথা কার্য্যং বিচক্ষণৈঃ ॥২৩
ঈদৃশন্তু বিধিং কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মলোকে গতির্ধ্রুবম্।
যে দহন্তি দ্বিজাস্তন্তু তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥২৪
অন্যথা কুর্ব্বতে কিঞ্চিদাত্মবুদ্ধিপ্রবোধিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকে ধ্রুবম্ ॥২৫

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥৫॥

সৎকার ও স্পর্শ করিলে তাঁহারা প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবেন এবং পরে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া সেই মৃতদেহের দগ্ধাস্থি পুনর্ব্বার লইয়া দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালন করিবেন। ৯-১২।

তাহার পর সেই অস্থি স্বকীয় অগ্নিতে সমন্ত্র দগ্ধ করিবেন। আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ প্রবাসে গিয়া কালধর্ম্মে মৃত্যুমুখে পতিত অথচ তাঁহার গৃহে অগ্নি বর্ত্তমান। অতঃপর হে ঋষিগণ! এক্ষণে তাঁহার শ্রৌত অগ্নিহোত্র সংস্কার বিধি শ্রবণ কর। কুশাজিন পাতিয়া কুশ দ্বারা পুরুষাকৃতি গঠন করিবে। তদনন্তর সাত শত পলাশবৃন্ত সবৃন্ত পলাশপত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক উহার মস্তকে চল্লিশ, কণ্ঠে ষাট, বাহুদ্বয়ে শত, অঙ্গুলিসমূহে দশ, বক্ষে শত, উদরে ত্রিশ, বৃষণদ্বয়ে আট, মেঢ্রে পাঁচ, উরুদ্বয়ে একুশ, জানু ও জঙ্ঘাতে কুড়ি এবং পদাঙ্গুলীসমূহে পঞ্চাশটী পলাশপত্র স্থাপন করিবে। ১৩-১৮

শিশ্নদেশে এবং বৃষণ প্রদেশে শমীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অরণি নিক্ষেপ করিবে। উহার দক্ষিণ হস্তে জুহূ, বাম হস্তে উপসৎ, কর্ণে উদূখল, পৃষ্ঠে মুষল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর, মুখে তণ্ডুল, ঘৃত ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, চক্ষুর্দ্বয়ে আজ্যস্থালী নিক্ষেপ করিবে। তারপর কর্ণে, নেত্রে, মুখে, নাসিকায় সুবর্ণখণ্ড প্রদান করিয়া সর্ব্বাবয়বে অন্যান্য অগ্নিহোত্রোপকরণ বিন্যাস করিবে। তদনন্তর পুত্র ভ্রাতা অথবা অন্য কেহ স্বধর্ম্মী "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি দহন সংস্কারের বিধানানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ বিহিত কার্য্য করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যে ব্রাহ্মণ উহা দাহ করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা আত্মবুদ্ধিবশে ইহার অন্য আচরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই অল্পায়ু হয় ও নরকে গমন করে। ১৯-২৫

পরাশর-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ অধ্যায়

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণিহত্যাসু নিষ্কৃতিম্।
পরাশরেণ পূর্ব্বোক্তাং মন্বর্থেঽপি চ বিস্মৃতাম্ ॥১
হংস-সারস-ক্রৌঞ্চাংশ্চ চক্রবাকং সকুক্কুটম্।
জালপাদাংশ্চ শরভমহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥২
বলাকা-টিট্টিভানাঞ্চ শুক-পারাবতাদিনাম্।
আটিনাঞ্চ বকানাঞ্চ শুধ্যতে নক্তভোজনাৎ ॥৩
ভাস-কাক-কপোতানাং সারী-তিত্তিরিঘাতকঃ।
অন্তর্জলে উভে সন্ধ্যে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥৪
গৃধ্র-শ্যেন-শিখি-গ্রাহ-চাষোলূকনিপাতনে।
অপক্কাশী দিনং তিষ্ঠেৎ ত্রিকালং মারুতাশনঃ ॥৫
বল্গুণী-চটকানাঞ্চ কোকিলাখঞ্জরীটকান্।
লাবকান্ রক্তপাদাংশ্চ শুধ্যন্তে নক্তভোজনাৎ ॥৬

কারণ্ডব-চকোরাণাং পিঙ্গলাকুররস্য চ।
ভারদ্বাজনিহন্তা চ শুধ্যতে শিবপূজনাৎ ॥৭
ভেরুণ্ড-শ্যেন-ভাসঞ্চ পারাবত-কপিঞ্জলান্।
পক্ষিণামেব সর্ব্বেষামহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৮
হত্বা নকুল-মার্জ্জার-সর্পাজগর-ডুণ্ডুভান্।
কৃশরং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ লৌহদণ্ডঞ্চ দক্ষিণাম্ ॥৯
শল্লকী-শশকা-গোধা-মৎস্য-কূর্ম্মাভিপাতনে।
বৃন্তাকফলভোক্তা চ হ্যহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥১০
বৃক-জম্বুক-ঋক্ষাণাং তরক্ষূণাঞ্চ ঘাতনে।
তিলপ্রস্থং দ্বিজে দদ্যাদ্ বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥১১
গজ-গবয়-তুরঙ্গাণাং মহিষোষ্ট্রনিপাতনে।
শুধ্যতে সপ্তরাত্রেণ বিপ্রাণাং তর্পণেন চ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

তারপর প্রাণিহত্যা পাতক হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করা যায়, তাহার বিবরণ কহিতেছি। পরাশর এই সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন এবং সংহিতাদিতেও সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। হংস, সারস, বক, চক্রবাক, কুক্কুট, জালপাদ (হংসবিশেষ), শরভ—এই সকল প্রাণিহত্যা করিলে একদিন এক রাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। বলাকা, টিট্টিভ, শুক, পারাবত, আটি, বক প্রভৃতি পক্ষী বধ করিলে দিবসে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভাস, কাক, কপোত, শারী ও তিত্তিরী বিনাশ করিলে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জলমধ্যে দাঁড়াইয়া প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গৃধ্র, শ্যেন, ময়ূর, কুম্ভীরাদি গ্রাহ, স্বর্ণচাতক ও উলূক—এ সকল প্রাণিহত্যা করিলে একদিন অপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পরে রাত্রে বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ১-৫।

বল্গুণী, চটক, কোকিল, খঞ্জ, লাবক ও রক্তপাদ এই সকল প্রাণী বধ করিলে দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে আহার করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। কারণ্ডব, চকোর, পিঙ্গল, কুরর ও ভারদ্বাজ পক্ষী বিনাশ করিলে শিবপূজা করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ভেরুণ্ড, শ্যেন, ভাস, পারাবত ও কপিঞ্জল—এই সমুদয় এবং অন্যান্য পক্ষীর প্রাণ নাশ করিলে এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। নকুল, মার্জ্জার, সর্প, অজগর, ডুণ্ডুভ ও কৃশর এই সমস্ত প্রাণী বিনাশ করিলে লৌহদণ্ড দক্ষিণা দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে তিলান্ন ভোজন করাইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৬-৯

শল্লকী, শশক, গোধা, মৎস্য ও কূর্ম্ম—এই সমুদয় প্রাণী হত্যা করিলে এক দিবারাত্র বার্ত্তাকু ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। বৃক, জম্বুক, ভল্লূক ও তরক্ষু (ব্যাঘ্রবিশেষ)—এই সকল জন্তু বিনাশ করিলে তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণকে একপ্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ দীর্ঘ প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত পাত্রের ৬৪ চতুঃষষ্টিতম অংশ পরিমিত এক পাত্র তিল প্রদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। ১০-১১

গজ, গবয়, তুরঙ্গম, মহিষ ও উষ্ট্র এই সমুদয় জীব হত্যা করিলে সপ্ত রাত্রি উপবাস পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। মৃগ,

মৃগং রুরুং বরাহঞ্চ অজ্ঞানাদ্ যস্তু ঘাতয়েৎ।
অকালকৃষ্টমশ্নীয়াদহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥১৩
এবং চতুষ্পদানাঞ্চ সর্ব্বেষাং বনচারিণাম্।
অহোরাত্রোষিতস্তিষ্ঠেজ্জপন্ বৈ জাতবেদসম্ ॥১৪
শিল্পিনং কারুকং শূদ্রং স্ত্রিয়ং বা যস্তু ঘাতয়েৎ।
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্ বৃষৈকাদশদক্ষিণা ॥১৫
বৈশ্যং বা ক্ষত্রিয়ং বাপি নির্দ্দোষমভিঘাতয়ে।
সোঽতিকৃচ্ছ্রদ্বয়ং কুর্য্যাদ্ গোবিংশদক্ষিণাং দদেৎ ॥১৬
বৈশ্যং শূদ্রং ক্রিয়াসক্তং বিকর্ম্মস্থং দ্বিজোত্তমম্।
হত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাদ্ দদ্যাদ্ গোত্রিংশদক্ষিণাম্ ॥১৭
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন শূদ্রেণৈবেতরেণ বা।
চণ্ডালবধসম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥১৮
চৌরঃ শ্বপাক-চাণ্ডালা বিপ্রেণাপি হতা যদি।
অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥১৯

শ্বপাকং বাপি চাণ্ডালং বিপ্রঃ সংভাষতে যদি।
দ্বিজসম্ভাষণং কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বা সকৃজ্জপেৎ ॥২০
চাণ্ডালৈঃ সহ সুপ্তস্তু ত্রিরাত্রমুপবাসয়েৎ।
চাণ্ডালৈকপথং গত্বা গায়ত্রীস্মরণাচ্ছুচিঃ ॥ ২১
চণ্ডালদর্শনেনৈব আদিত্যমবলোকয়েৎ।
চাণ্ডালস্পর্শনে চৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥২২
চাণ্ডালখাতবাপীষু পীত্বা সলিলমগ্রজঃ।
অজ্ঞানাচ্চৈব নক্তেন ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥২৩
চাণ্ডালভাণ্ডসংস্পৃষ্টং পীত্বা কূপগতং জলম্।
গোমূত্রযাবকাহারস্ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
চাণ্ডালোদকভাণ্ডে তু অজ্ঞানাৎ পিবতে জলম্।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২৫
যদি ন ক্ষিপতে তোয়ং শরীরে যস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥২৬

রুরু, বরাহ এই সমুদয় প্রাণীকে যে অজ্ঞানপূর্ব্বক বধ করে, সে এক দিবারাত্র লাঙ্গল দ্বারা অকৃষ্ট শস্য ভক্ষণ করিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ বনচর অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু বধ করিলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া বহ্নিবীজ জপ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ৬-১৪।

যদি কোন ব্যক্তি শিল্পজীবী, কারু, শূদ্র ও স্ত্রীবধ করে, তাহা হইলে সে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং এগারটী বৃষ দক্ষিণা দিবে। বিনাপরাধে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে বিনাশ করিলে, দুইটী অতিকৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান এবং বিংশতিসংখ্যক গো দক্ষিণা দান করিবে। যাগক্রিয়াসক্ত বৈশ্য, শূদ্র ও ক্রিয়াহীন ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে ত্রিশটি গোরু দক্ষিণা দিবে।১৫-১৭

যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন ইতর জাতি চণ্ডালকে বধ করে, তাহা হইলে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চোর, শ্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক দিবারাত্র উপবাস পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল বা শ্বপাকের সহিত সম্ভাষণ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। চণ্ডালের সহিত একত্র শয়ন করিলে তিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিলেই শুদ্ধিলাভ করিবেন। যে ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের সহিত এক পথে গমন করেন, তিনি গায়ত্রী স্মরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিবেন। চাণ্ডাল দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে। চাণ্ডালকে স্পর্শ করিলে জলে সবস্ত্র স্নান করিবে।১৮-২২

ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালখাত পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকাতে জলপান করিলে এক রাত্রি এবং দিবারাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। চাণ্ডালের ভাণ্ডস্পৃষ্ট কূপস্থিত জল পান করিলে তিন রাত্রি গোমূত্র ও যাবক আহার করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ না জানিয়া চাণ্ডালের জলপাত্রে জলপান করেন ও যদি ঐ জল তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সেই জল বমন করিয়া না ফেলিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিলে হইবে না, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে স্থলে ব্রাহ্মণ

চরেৎ সান্তপনং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যস্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রস্য দাপয়েৎ ॥২৭
ভাণ্ডস্থমন্ত্যজানাস্তু জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব প্রমাদতঃ ॥২৮
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন দ্বিজাতীনাস্তু নিষ্কৃতিঃ।
শূদ্রস্য চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ ॥২৯
ব্রাহ্মণো জ্ঞানতো ভুঙ্ক্তে চাণ্ডালান্নং কদাচন।
গোমূত্রযাবকাহারাদ্দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৩০
একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াদ্ গোমূত্রযাবকস্য চ।
দশাহং নিয়মস্থস্য ব্রতং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩১
অবিজ্ঞাতশ্চ চাণ্ডালঃ সন্তিষ্ঠেৎ তস্য বেশ্মনি।
বিজ্ঞাতে তূপসন্ন্যস্য দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্ ॥৩২
ঋষিবক্ত্রাচ্ছ্রুতা ধর্ম্মাস্ত্রায়ন্তে বেদাপাবনাঃ।
পতন্তমুদ্ধরেয়ুস্তে ধর্ম্মজ্ঞাঃ পাপসঙ্কটাৎ ॥৩৩
দধ্না চ সর্পিষা চৈব ক্ষীর-গোমূত্র-যাবকম্।
ভুঞ্জীত সহ সর্ব্বৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্ ॥৩৪

ত্র্যহং ভুঞ্জীত দধ্না ত্র্যহং ভুঞ্জীত সর্পিষা।
ত্র্যহং ক্ষীরেণ ভুঞ্জীত একৈকেন দিনত্রয়ম্ ॥৩৫
ভাবদুষ্টং ন ভুঞ্জীয়ান্নোচ্ছিষ্টং কৃমিদূষিতম্।
ত্রিপলং দধিদুগ্ধস্য পলমেকন্তু সর্পিষঃ ॥৩৬
ভস্মনা তু ভবেচ্ছুদ্ধিরুভয়োস্তাম্র-কাংস্যয়োঃ।
জলশৌচেন বস্ত্রাণাং পরিত্যাগেন মৃণ্ময়ম্ ॥৩৭
কুসুম্ভ-গুড়-কার্পাস-লবণং তৈল-সর্পিষী।
দ্বারে কৃত্বা তু ধান্যানি গৃহে দদ্যাদ্ধুতাশনম্ ॥৩৮
এবং শুদ্ধস্ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
ত্রিংশতং গা বৃষঞ্চৈকং দদ্যাদ্ বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৩৯
পুনর্লেপনয়া তেন হোম-জপ্যেন শুধ্যতি।
আধারেণ চ বিপ্রাণাং ভূমিদোষো ন বিদ্যতে ॥৪০
রজকী চর্ম্মকারী চ লুব্ধকস্য চ পুক্কসী।
চাতুর্ব্বর্ণ্যগৃহে যস্য হ্যজ্ঞানাদধিতিষ্ঠতি ॥৪১
জ্ঞাত্বা তু নিষ্কৃতিং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তস্যার্দ্ধমেব চ।
গৃহদাহং ন কুর্ব্বীতাপ্যন্যৎ সর্ব্বঞ্চ কারয়েৎ ॥৪২

সান্তপন ব্রত করিবেন, সে স্থলে ক্ষত্রিয় প্রজাপত্য ব্রত, বৈশ্য অর্দ্ধ প্রাজাপত্য ও শূদ্র একপাদ প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৩-২৭

যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রমাদবশতঃ অন্ত্যজ জাতির ভাণ্ডস্থিত জল, দধি বা দুগ্ধ পান করে, তাহা হইলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উপবাসপূর্ব্বক ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত ও উপবাস দ্বারা এবং শূদ্র উপবাস ও যথাশক্তি দান দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ কখন অজ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলে দশ রাত্রি গোমুত্র ও যাবক আহার করিয়া থাকিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। ২৮-৩০।

দশ দিবসের প্রতি দিবসে গোমুত্র ও যাবকের এক এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া নিয়মানুসারে ব্রত পূর্ণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে চাণ্ডাল অপরিজ্ঞাতরূপে বাস করে এবং পরে তাহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা বক্ষ্যমাণ উপসংন্যাস করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাকে পাপমুক্ত করিয়া দিবেন। ঋষিমুখে শ্রুত বেদপাবন ধর্ম্ম সকলকে রক্ষা করিতেছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা পতিত ব্যক্তিকে পাপসঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। "উপসংন্যাস" এইরূপ—ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র হইয়া দধি, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত গোমুত্র এবং তিলান্ন আহার করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে। ২৯-৩৪

তিন দিন দুগ্ধের সহিত, তিন দিন ঘৃতের সহিত ও তিন দিন দধির সহিত, এইরূপে এক এক দ্রব্যের সহিত তিন দিন করিয়া গোমুত্রযুক্ত তিলান্ন আহার করিতে হইবে। ভাবদুষ্ট, কৃমিদূষিত বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না। দধি ও দুগ্ধ তিন পল এবং ঘৃত এক পল মাত্র আহার করিবে। ৩৫-৩৬।

(সেই ভবনস্থিত) তাম্রপাত্র ও কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিলে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্র সমুদয় জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর গৃহদ্বারে কুসুম্ভ, গুড়, কার্পাস, লবণ, তৈল, ঘৃত, ধান্য, এই সমুদয় বস্তু রাখিয়া গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া

গৃহস্যাভ্যন্তরে গচ্ছেচ্চাণ্ডালো যস্য কস্যচিৎ।
তস্মাদ্ গৃহাদ্ বিনিঃসৃত্য গৃহভাণ্ডানি বর্জ্জয়েৎ ॥৪৩
রসপূর্ণন্তু যদ্ভাণ্ডং ন ত্যজেচ্চ কদাচন।
গোরসেন তু সংমিশ্রৈর্জলৈঃ প্রোক্ষেৎ সমন্ততঃ ॥৪৪
ব্রাহ্মণস্য ব্রণদ্বারে পূয়-শোণিতসম্ভবে।
কৃমিরুৎপদ্যতে যস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥৪৫
গবাং মূত্রপুরীষেণ দধ্না ক্ষীরেণ সর্পিষা।
ত্র্যহং স্নাত্বা চ পীত্বা চ কৃমিদুষ্টঃ শুচির্ভবেৎ ॥৪৬
ক্ষত্রিয়োঽপি সুবর্ণস্য পঞ্চ মাষান্ প্রদাপয়েৎ।
গোদক্ষিণান্তু বৈশ্যস্যাপ্যুপবাসং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪৭
শূদ্রাণাং নোপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রাহ্মণাংস্তু নমস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৪৮

পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। ত্রিশটী গাভী ও একটী বৃষ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। অনন্তর সেই স্থান পুনর্ব্বার বিলেপন, হোম ও জপ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণগণের আধারার্থ ভূমিতে দোষ ঘটে না। ৩৭-৪০।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের গৃহে অপরিজ্ঞাতরূপে রজকী, চর্ম্মকারী, লুব্ধকী বা পুক্কসী অবস্থান করিলে যখন জানিতে পারিবে, তখন সেই গৃহের শুদ্ধির জন্য পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমুদায়ের অর্দ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। কেবল গৃহ দগ্ধ করিতে হইবে না, তদ্ভিন্ন সমস্ত করিবে। কাহারও গৃহ মধ্যে চাণ্ডাল প্রবেশ করিলে সেই গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া গৃহভাণ্ড সকল ফেলিয়া দিবে। যে ভাণ্ডে তৈল, ঘৃত প্রভৃতি রসদ্রব্য থাকিবে, তাহা কদাচই পরিত্যাগ করিবে না। ঐ সকল ভাণ্ড গোরস-মিশ্রিত জল দ্বারা সর্ব্বাংশে প্রোক্ষিত করিয়া লইবে। ৪১-৪৪।

ব্রাহ্মণের ব্রণ স্থানে পূয-রক্ত মধ্যে যদি কৃমি জন্মায়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? তিন দিবস দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও গাভীর মূত্র-পুরীষে স্নান এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য পান করিলে কৃমিদূষিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ঈদৃশ স্থলে ক্ষত্রিয় উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাঁচ মাষা সুবর্ণ দান করিবে এবং বৈশ্য একটী উপবাস করিয়া গোদক্ষিণা প্রদান করিবে। শূদ্রের উপবাস নাই, শূদ্রেরা এস্থলে পঞ্চগব্য পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া এবং দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে।৪৫-৪৮।

অচ্ছিদ্রমিতি যদ্বাক্যং যজন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।
প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোমফলং হি তৎ ॥৪৯
ব্যাধি-ব্যসনিনিশ্রান্তে দুর্ভিক্ষে ডামরে তথা।
উপবাসো ব্রতে হোমো দ্বিজসম্পাদিতানি বা ॥৫০
অথবা ব্রাহ্মণাস্তুষ্টাঃ স্বয়ং কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্।
সর্ব্বধর্ম্মমবাপ্নোতি দ্বিজৈঃ সংবর্দ্ধিতাপি বা ॥৫১
দুর্ব্বলেঽনুগ্রহঃ কার্য্যস্তথা বৈ বাল-বৃদ্ধয়োঃ।
অতোঽন্যথা ভবেদ্দোষস্তস্মান্নানুগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥৫২
স্নেহাদ্ বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥৫৩
শরীরস্যাত্যয়ে প্রাপ্তে বদন্তি নিয়মন্তু যে।
মহৎকার্য্যোপরোধেন ন স্বস্থস্য কদাচন ॥৫৪

ব্রাহ্মণেরা যে "অচ্ছিদ্রমস্তু" এই বাক্য বলিবেন, তাহা প্রণামপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিতে হইবে, তাহাতেই অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শূদ্রের ব্যাধি, ব্যসন, শ্রান্তি, দুর্ভিক্ষ ও ডামর প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, সে ব্রাহ্মণ দ্বারা উপবাস-ব্রত, হোম প্রভৃতি সম্পাদন করিবে অথবা ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইয়া স্বয়ং অনুগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিলে সকল ধর্ম্ম লাভ হয়। ৪৯-৫১।

দুর্ব্বলের প্রতি, বালকের প্রতি ও বৃদ্ধের প্রতি অনুগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন অপর স্থলে অনুগ্রহ করিলে দোষ হয়, সুতরাং তাদৃশ অনুগ্রহ সফল হইবে না। যে ব্রাহ্মণ স্নেহ, লোভ, ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুপযুক্ত পাত্রে অনুগ্রহ করেন, অনুগৃহীতের পাপ তাঁহার শরীরে সঞ্চারিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শরীর-নাশের সম্ভাবনাস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন, যে সকল ব্রাহ্মণ মহৎ কার্য্যের অনুরোধে সুস্থের প্রতি নিয়ম পালন করিতে নিষেধ করেন, যে সকল মূঢ়

স্বস্থস্য মূঢ়াঃ কুর্ব্বন্তি নিয়মস্তু বদন্তি যে।
তে তস্য বিঘ্নকর্ত্তারঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥৫৫
স এব নিয়মস্ত্যাজ্যো ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
বৃথা তস্যোপবাসঃ স্যান্ন স পুণ্যেন যুজ্যতে ॥৫৬
স এব নিয়মো গ্রাহ্যো যং যং কোঽপি বদেদ্দ্বিজঃ।
কুর্য্যাদ্ বাক্যং দ্বিজানাঞ্চ অকুর্ব্বন্ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥৫৭
উপবাসো ব্রতশ্চৈব স্নানং তীর্থং জপস্তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং যস্য সম্পন্নং তস্য তদ্ভবেৎ ॥৫৮
ব্রতচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্ ॥৫৯
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জনং সর্ব্বকামদম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥৬০
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে ভাষন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥৬১

অন্নাদ্যে কীটসংযুক্তে মক্ষিকাকীটদূষিতে।
অন্তরা সংস্পৃশেচ্চাপস্তদন্নং ভস্মনা স্পৃশেৎ ॥৬২
ভুঞ্জানো হি যদা বিপ্রঃ পাদং হস্তেন সংস্পৃশেৎ।
উচ্ছিষ্টং হি স বৈ ভুঙ্ক্তে যোভুঙ্ক্তে মুক্তভাজনে ॥৬৩
পাদুকাস্থো ন ভুঞ্জীত পর্য্যঙ্কে সংস্থিতোঽপি বা।
শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৪
পক্বান্নঞ্চ নিষিদ্ধং যদন্নশুদ্ধিং তথৈব চ।
যথা পরাশরেণোক্তং তথৈবাহং বদামি বঃ ॥৬৫
মিতং দ্রোণাঢ়কস্যান্নং কাকশ্বানোপঘাতিতম্।
কেনৈতচ্ছুধ্যতে চান্নং ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥৬৬
কাকশ্বানাবলীঢ়ন্তু দ্রোণান্নং ন পরিত্যজেৎ।
বেদবেদাঙ্গবিদ্ বিপ্রৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রানুপালকৈঃ ॥৬৭
প্রস্থো দ্বাত্রিংশতির্দ্রোণঃ স্মৃতো দ্বিপ্রস্থ আঢ়কঃ।
ততো দ্রোণাঢ়কস্যান্নং শ্রুতিস্মৃতিবিদো বিদুঃ ॥৬৮

ব্যক্তি সুস্থশরীর ব্যক্তির জন্য নিয়ম পালন করেন বা নিয়ম পালনে বিধান দেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের বিঘ্নকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহারা অপবিত্র নরকে পতিত হন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করে, সে ব্রতনিয়মের অনধিকারী, তাহার উপবাস বৃথা হয়, তাহার পুণ্য লাভ হয় না। ব্রাহ্মণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিবেন, সেই নিয়ম গ্রাহ্য করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বাক্য পালন না করিবে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে পাতকী হইতে হইবে। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থদর্শন, জপ, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা যিনি সম্পন্ন করেন, তাঁহারই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে ব্রতচ্ছিদ্র, তপশ্ছিদ্র ও যজ্ঞচ্ছিদ্র কিছুই ঘটে না— সমুদায়ই অচ্ছিদ্র হইয়া থাকে। ৫২-৫৯।

ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বকামফলদায়ক জনরহিত জঙ্গম তীর্থ স্বরূপ, তাঁহাদের বাক্যরূপ সলিল দ্বারাই পাপ কলুষিত মলিন ব্যক্তিরা পবিত্র হয়। ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয়, তাহা দেবতার বাক্য, তাঁহারা সর্ব্ব-দেবময়, তাঁহাদের কথা নিষ্ফল হয় না। যদি অন্ন প্রভৃতি কীটসংযুক্ত বা মক্ষিকা ও কীটাদি দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে ভোজন কালে সেই অন্ন জল দ্বারা ধৌত করিয়া ভস্মস্পৃষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিবার সময় চরণে হস্ত রাখিয়া বা ভোজনপাত্রে হস্ত না দিয়া ভোজন করেন, তবে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। চরণে পাদুকা দিয়া বা পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভোজন করিবে না। কুকুর বা চণ্ডাল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে। যে অন্ন শুদ্ধ ও যে অন্ন অশুদ্ধ, তাহা পরাশরের বচনানুসারে তোমাদের নিকট বলিতেছি। ৬০-৬৫।

দ্রোণপরিমিত অন্ন বা আঢ়ক পরিমিত অন্ন যদি কাক দ্বারা বা কুকুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহার বিধান ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। তখন ধর্ম্মশাস্ত্রপালক বেদ-বেদাঙ্গবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বিধি দিবেন যে, কাকোচ্ছিষ্ট দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন পরিত্যাগ করিবে না। বত্রিশ প্রস্থে এক দ্রোণ হয়। দুই প্রস্থে এক আঢ়ক হইয়া থাকে। শ্রুতি-স্মৃতি-বিশারদ পণ্ডিতগণ এই বত্রিশ প্রস্থ পরিমিত অন্নকে দ্রোণান্ন ও দুই প্রস্থ পরিমিত অন্নকে আঢ়কান্ন বলিয়া থাকেন। ৬৬-৬৮

যে অন্নে কাক বা কুকুরে মুখ দিয়াছে, যাহা গো বা

কাক-শ্বানাবলীঢ়ন্তু গবাঘ্রাতং খরেণ বা।
স্বল্পমন্নং ত্যজেদ্ বিপ্রঃ শুদ্ধির্দ্রোণাঢ়কে ভবেৎ ॥৬৯
অন্নস্যোদ্ধৃত্য তন্মাত্রং যচ্চ নোপহতং ভবেৎ।
সুবর্ণোদকমভ্যুক্ষ্য হুতাশেনৈব তাপয়েৎ ॥৭০
হুতাশনেন সংস্পৃষ্টং সুবর্ণসলিলেন চ।
বিপ্রাণাং ব্রহ্মঘোষেণ ভোজ্যং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥৭১

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

গর্দ্দভ কর্ত্তৃক আঘ্রাত হইয়াছে, তাহা যদি অল্প পরিমিত হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ঐ অন্ন দ্রোণান্ন বা আঢ়কান্ন হইলে অশুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য হইবে না। ঐ অন্নের যে স্থানে কাক বা কুকুরে মুখ দিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিয়া যে অংশে মুখ দেয় নাই বা যে অংশ দূষিত হয় নাই, তাহা সুবর্ণস্পৃষ্ট জল দ্বারা ধৌত করিয়া অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লইবে। অগ্নি ও সুবর্ণ-জলস্পৃষ্ট এবং ব্রাহ্মণের বেদঘোষ দ্বারা পবিত্র হইলে, ঐ অন্ন তৎক্ষণাৎ ভোজনযোগ্য হইবে। ৬৬-৭১।

পরাশর-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।৬।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

অথাতো দ্রব্যসংশুদ্ধিঃ পরাশরবচো যথা।
দারবাণান্তু পাত্রাণাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥১
মার্জ্জনাদ্ যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥২
চরূণাঞ্চ স্রুবাণাঞ্চ শুদ্ধিরুষ্ণেন বারিণা।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥৩
রজসা শুধ্যতে নারী বিকলং যা ন গচ্ছতি।
নদী বেগেন শুধ্যেত লেপো যদি ন দৃশ্যতে ॥৪
বাপী-কূপ-তড়াগেষু দূষিতেষু কথঞ্চন।
উদ্ধৃত্য বৈ ঘটশতং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৫
অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত উর্দ্ধং রজস্বলা ॥৬
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্ ॥৭
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্ ॥৮

সপ্তম অধ্যায়

এখন পরাশরের বচন অনুসারে দ্রব্যশুদ্ধির বিধান বলিতেছি,—কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র চাঁচিয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। যজ্ঞকর্ম্মে ব্যবহৃত যজ্ঞপাত্র * হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। গ্রহ ও চমস জলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চরুর সময় স্রুকস্রুব প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রসমুদায় উষ্ণজলে ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা এবং তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা মার্জ্জিত করিলেই পবিত্র হয়। যদি নারী ভ্রষ্টা না হয়, তাহা হইলে রজস্বলা হইলেই শুদ্ধ হয়। মলসংলগ্নতা-দুষ্ট না হইলে নদী বেগ দ্বারাই পরিশুদ্ধ হয়। যদি বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতির জল কোন কারণে দূষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে একশত কলস জল ফেলিয়া দিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী, নবমবর্ষীয়াকে রোহিণী, দশম বর্ষীয়াকে কন্যা বলা হয়। দশম বর্ষের পর কন্যাকে রজস্বলা বলা যায়। কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও যদি কন্যা সম্প্রদত্তা না হয়, তবে তাহার

* সোমপাত্র

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স বিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥৯
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষভুগ্‌ জপন্নিত্যং ত্রিভির্বর্ষৈর্বিশুধ্যতি ॥১০
অস্তং গতে যদা সূর্য্যে চাণ্ডালং পতিতং স্ত্রিয়ম্।
সূতিকাং স্পৃশতশ্চৈব কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥১১
জাতবেদং সুবর্ণঞ্চ সোমমার্গং বিলোক্য চ।
ব্রাহ্মণানুগতশ্চৈব স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি ॥১২
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী তথা।
তাবৎ তিষ্ঠেন্নিরাহারা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥১৩
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া তথা।
অর্দ্ধকৃচ্ছ্রং চরেৎ পূর্ব্বা পাদমেকমনন্তরা ॥১৪
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী বৈশ্যজা তথা।
পাদোনঞ্চৈব পূর্ব্বায়াঃ পরায়াঃ কৃচ্ছ্রপাদকম্ ॥১৫
স্পৃষ্ট্বা রজস্বলান্যোন্যং ব্রাহ্মণী শূদ্রজা তথা।
কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতে পূর্ব্বা শূদ্রা দানেন শুধ্যতি ॥১৬
স্নাতা রজস্বলা যা তু চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি।
কুর্য্যাদ্রজোনিবৃত্তৌ তু দৈবপিত্র্যাদিকর্ম্ম চ ॥১৭
রোগেণ যদ্রজঃ স্ত্রীণামন্বহন্তু প্রবর্ত্ততে।
নাশুচিঃ সা ততস্তেন তৎ স্যাদ্ বৈকারিকং মতম্॥১৮
প্রথমেঽহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকা প্রোক্তা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি ॥১৯
আতুরে স্নান উৎপন্নে দশকৃত্বো হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ ॥২০

পিতৃগণ মাসে মাসে তাহার ঋতুশোণিত পান করিয়া থাকে। কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় রজস্বলা হইতে দেখিলে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিন জনেই নরকগামী হয়। ১-৮।

যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানমুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি বৃষলীপতি। তাহার সহিত কেহ এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন এবং সম্ভাষণও করিবে না। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র বৃষলীর সহবাস করিবে, সে তিন বৎসর ভিক্ষান্ন ভোজনপূর্ব্বক নিত্য জপ করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। সূর্য্যাস্তের পর কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পতিত ব্যক্তি ও সূতিকা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে, কিরূপে শুদ্ধিলাভ করিবে? অগ্নি, সুবর্ণ বা চন্দ্রমার্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের আনুগত্য করিয়া স্নান করিলে তিনি শুদ্ধ হইতে পারেন। দুই জন ব্রাহ্মণকন্যা রজস্বলা হইয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে উভয়ে তিন রাত্রি নিরাহারে থাকিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রতও ক্ষত্রিয়কন্যা চতুর্থাংশ কৃচ্ছ ব্রত করিবে। ৯-১৪

যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা পাদোন কৃচ্ছ্রব্রত ও বৈশ্যতনয়া চতুর্থাংশ কৃচ্ছ্রব্রত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যদি ব্রাহ্মণকন্যা ও শূদ্রকন্যা উভয়ে রজস্বলা হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকন্যা একটী সম্পূর্ণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, শূদ্রকন্যা দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

রজস্বলা রমণী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে বটে, কিন্তু রজোনিবৃত্তি হইলে দৈবকর্ম্ম, পৈত্র্যকর্ম্ম, সমুদায় করিতে পারিবে। যে রমণীর রোগবশতঃ প্রতিদিন রজঃস্রাব হয়, সেই নারী সেই রজোযোগে অশুচি হইবে না, কারণ সেই রজঃপ্রবৃত্তি বিকারজাত। রমণীরা রজস্বলা হইলে প্রথম দিবস চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিবস ব্রহ্মহত্যাপাতকে পাতকিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকী তুল্যা হয়, এবং চতুর্থ দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। ১৫-১৯।

রোগাভিভূতা কামিনীর ঋতু-স্নানের দিন উপস্থিত হইলে কোন সুস্থ ব্যক্তি দশবার স্নান করিয়া প্রতিবারে ঐ আতুরা রমণীকে স্পর্শ করিবে। ঐরূপ দশবার স্পর্শে ঐ পীড়িতা নারী শুচি হইবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টযুক্ত শূদ্র ও কুকুর কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে তিনি এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। উচ্ছিষ্ট-বিরহিত শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ

উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ শুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২১
অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২২
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং সুরয়া যন্ন লিপ্যতে।
সুরামাত্রেণ সংস্পৃষ্টং শুধ্যতেঽগ্ন্যুপলেপনৈঃ ॥২৩
গবাঘ্রাতানি কাংস্যানি শ্ব-কাকোপহতানি চ।
শুধ্যন্তি দশভিঃ ক্ষারৈঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ ॥২৪
গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চ কৃত্বা বৈ কাংস্যভাজনে।
ষণ্মাসান্ ভুবি নিক্ষিপ্য উদ্ধৃত্য পুনরাহরেৎ ॥২৫
আয়সেষ্বপসারেণ সীসস্যাগ্নৌ বিশোধনম্।
দন্তমস্থি তথা শৃঙ্গং রৌপ্যং সৌবর্ণভাজনম্ ॥২৬
মণি-পাষাণ-শঙ্খাশ্চ এতান্ প্রক্ষালয়েজ্জলৈঃ।
পাষাণে তু পুনর্ঘৃষ্টিরেষা শুদ্ধিরুদাহৃতা ॥২৭
মৃদ্ভাণ্ডদহনাচ্ছুদ্ধির্ধান্যানাং মার্জ্জনাদপি ॥২৮
অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেন ত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥২৯
বেণু-বল্কল-চীরাণাং ক্ষৌম-কার্পাসবাসসাম্।
ঔর্ণানাং নেত্রপট্টানাং জলাচ্ছৌচং বিধীয়তে ॥৩০
তুলিকাদ্যুপধানানি পীতরক্তাম্বরাণি চ।
শোষয়িত্বার্কতাপেন প্রোক্ষয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ॥৩১
মুঞ্জোপস্কর-সূর্পাণাং শাণস্য ফলচর্ম্মণাম্।
তৃণকাষ্ঠাদিরজ্জূনামুদকপ্রোক্ষণং মতম্ ॥৩২
মার্জ্জার-মক্ষিকা-কীট-পতঙ্গ-কৃমি-দুর্দ্দুরাঃ।
মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্ত্যেব নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ ॥৩৩
ভূমিং স্পৃষ্ট্বাগতং তোয়ং যশ্চাপ্যন্যোন্যবিপ্রুষঃ।
ভুক্ত্বোচ্ছিষ্টং তথা স্নেহং নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥৩৪

করিলে ব্রাহ্মণের স্নান করা বিহিত। আর শূদ্র উচ্ছিষ্টযুক্ত থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রাজাপত্য আচরণ করিতে হইবে। সুরালিপ্ত না হইলে ভস্ম দ্বারাই কাংস্যপাত্র পবিত্র হইতে পারে। পরন্তু যে কাংস্যপাত্র সুরা-স্পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে হইবে।২০-২৩

কাংস্যপাত্র—গাভী কর্ত্তৃক আঘ্রাত, কাক বা কুকুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট অথবা শূদ্রোচ্ছিষ্ট হইলে দশবার ক্ষার দিয়া মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইতে পারিবে। কাঁসার পাত্রে গণ্ডূষ বা পাদধৌত করিলে, ঐ কাংস্যপাত্র ছয় মাস ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, তাহার পর উহা গ্রহণপূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারিবে। লৌহপাত্র স্থানান্তরিত করিলেই শুদ্ধ হইবে। সীসক অগ্নিস্পর্শে বিশুদ্ধ হইবে। দন্ত, অস্থি, শৃঙ্গ, রৌপ্য ও সুবর্ণের পাত্র, মণিময়পাত্র, পাষাণময়পাত্র ও শঙ্খ জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে। পাষাণময়পাত্র পুনর্ব্বার মাজিয়া লওয়া উচিত। মৃণ্ময় ভাণ্ড পোড়াইয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ধান্য মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেই শুদ্ধ হইবে। বহু ধান্য বা বহু বস্ত্র অপবিত্র হইলে তাহা কিঞ্চিৎ জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। অল্প হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হইবে। বংশ, বল্কল, ছিন্ন বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, লোমজ বস্ত্র ও ক্ষৌমবস্ত্র—এই সমুদয় জল দ্বারা শুদ্ধ হয়।২৪-৩০

খাট, বালিশ প্রভৃতি এবং পীত ও রক্তবস্ত্রকে রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিলে শুদ্ধ হইবে। মুঞ্জ, ঝাঁটা, কুলো, অস্ত্র, শাণাইবার ফলক, চর্ম্ম, তৃণ কাষ্ঠ, প্রভৃতি বাঁধিবার রজ্জু এই সমুদায় দ্রব্য জলদ্বারা প্রোক্ষিত হইলেই শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ, কৃমি, ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র-অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা কোন বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় না—ইহা মনু বলিয়াছেন।৩১-৩৩

যে জল ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, যে জল অন্য জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, সে জল যদি ভুক্তোচ্ছিষ্ট হয়, তথাপি তাহা উচ্ছিষ্ট হইবে না। এইরূপ স্নেহ-দ্রব্যও অপবিত্র হয় না—মনু এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাম্বুল, ইক্ষু, স্নেহদ্রব্য, ফল, অনুলেপন, মধুপর্ক, ও সোমরস—এতৎসমুদায় উচ্ছিষ্ট হয় না—ইহা মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। পথের কর্দ্দম, জল, নৌকাপথ, তৃণ ও পাকা ইষ্টক—এ সমুদয় বায়ু এবং রৌদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

তাম্বূলেক্ষুফলে চৈব ভুক্তস্নেহানুলেপনে।
মধুপর্কে চ সোমে চ নোচ্ছিষ্টং মনুরব্রবীৎ ॥৩৫
রথ্যাকর্দ্দম-তোয়ানি নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মরুতার্কেণ শুধ্যন্তি পক্কেষ্টকচিতানি চ ॥৩৬
অদুষ্টাঃ সন্ততা ধারা বাতোদ্ধূতাশ্চ রেণবঃ।
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ বালাশ্চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩৭
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥৩৮
অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ সোম-সূর্য্যানিলাস্তথা।
এতে সর্ব্বেঽপি বিপ্রাণাং শ্রোত্রে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে ॥৩৯

বায়ু দ্বারা উড্ডীন ধূলিসমূহ এবং সতত প্রবহমান জলধারা দূষিত হয় না। স্ত্রীজাতি—বালিকাই হউক, বৃদ্ধাই হউক, তাহারা কখন অপবিত্র হয় না।৩৪-৩৭।

হাঁচিলে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে, কোন অঙ্গ দন্তোচ্ছিষ্ট হইলে, বাক্য মিথ্যা হইলে এবং পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে। কারণ অগ্নি, জল, বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য ও অনিল—ইঁহারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। মনু বলিয়াছেন যে, প্রভাস প্রভৃতি তীর্থসমুদয় ও গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমুদয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণের সান্নিধ্যে সর্ব্বদা থাকেন।৩৮-৪০।

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সান্নিধ্যং মনুরব্রবীৎ ॥৪০
দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু ব্যসনেষ্বপি।
রক্ষেদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৪১
যেন কেন চ ধর্ম্মেণ মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৪২
আপৎকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ স্বস্থো ধর্ম্মং সমাচরেৎ ॥৪৩

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

দেশবিপ্লব হইলে বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, প্রবাসে গমন করিলে, পীড়াদি হইলে ও বিপদে পড়িলে যে কোনরূপে আগে আপনার দেহাদি রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। আপনি বিপন্ন হইলে মৃদু বা দারুণ যে কোন উপায় দ্বারা দীন আত্মাকে উদ্ধার করিবে। পরে যখন সমর্থ হইবে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। কিন্তু যখন কোন বিপদকাল উপস্থিত হইবে, তখন শৌচাচারের বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, পশ্চাৎ সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিলেই হইবে।৪১-৪৩

পরাশর-সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

গবাং বন্ধনযোক্ত্রে তু ভবেন্মৃত্যুরকামতঃ।
অকামাৎ কৃতপাপস্য প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১
বেদ-বেদাঙ্গবিদুষাং ধর্ম্মশাস্ত্রং বিজানতাম্।
স্বকর্ম্মরতবিপ্রাণাং স্বকং পাপং নিবেদয়েৎ ॥২
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি উপস্থানস্য লক্ষণম্।
উপস্থিতো হি ন্যায়েন ব্রতাদেশনমর্হতি ॥৩
সদ্যো নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপং পর্ষদ্ যত্র ন বিদ্যতে ॥৪
সংশয়ে তু ন ভোক্তব্যং যাবৎ কার্য্যবিনিশ্চয়ঃ।
প্রমাদশ্চ ন কর্ত্তব্যো যথৈবাসংশয়স্তথা ॥৫
কৃত্বা পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
স্বল্পং বাথ প্রভূতং বা ধর্ম্মবিদ্ভ্যো নিবেদয়েৎ ॥৬

তে হি পাপে কৃতে বেদ্যা হন্তারশ্চৈব পাপ্মনাম্।
ব্যাধিতস্য যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ ॥৭
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে হ্রীমান্ সত্যপরায়ণঃ।
মৃদুরার্জবসম্পন্নঃ শুদ্ধিং গচ্ছেত মানবঃ ॥৮
সচেলং বাগ্‌যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসাঃ সমাহিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব্রজেৎ ॥৯
উপস্থায় ততঃ শীঘ্রমার্ত্তিমান্ ধরণীং ব্রজেৎ।
গাত্রৈশ্চ শিরসা চৈব ন চ কিঞ্চিদুদাহরেৎ ॥১০
সাবিত্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ।
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ ॥১১
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥১২

অষ্টম অধ্যায়

যদি বন্ধন ও যোক্ত্রযুক্ত অবস্থায় কোন গোরুর মৃত্যু হয় এবং যদি তাহার মৃত্যুতে কামনা না থাকে, তবে সেই অকামকৃত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে? উত্তর—যাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মশাস্ত্র-পারদর্শী আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত, এরূপ বিপ্রের উল্লিখিত স্থলে কেবল নিজকৃত পাপের বিষয় পরিষদ্ সমীপে নিবেদন করিলেই চলিবে। এইরূপ স্থলে কিরূপ অবস্থায় পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার লক্ষণ বলা যাইতেছে। কারণ, সেস্থলে যথারীতি উপস্থিত হইলে পরিষদ্ তাহাকে ব্রতের উপদেশ দিবেন। যদি 'নিশ্চয় পাপ করিয়াছি',—তৎক্ষণাৎ এইরূপ ধারণা জন্মে, তবে পরিষদ্ সমীপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কখনও আহার করিবে না, এমন কি যেখানে পরিষদ্ পর্য্যন্ত নাই, সেখানেও যদি কেহ এরূপ স্থলে আহার করে, তবে তাহার পাতক দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। আর যদি পাপ করিয়াছি ভাবিয়া মনে একটা সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও যে পর্য্যন্ত 'প্রকৃত পাপ করিয়াছি কি না' নিশ্চয় না হয়, সে পর্য্যন্তও আহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিংবা এরূপ স্থলে 'নিশ্চয় পাপ করি নাই'—এরূপ একটা ভ্রম সিদ্ধান্তও করিতে নাই। পাপ করিয়া কখনও তাহা গোপন করিবে না। কেননা, গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। পাপ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, তাহা ধর্ম্মবেত্তাগণের সম্মুখে নিবেদন করিবে।১-৬।

কারণ তাঁহারা কৃত পাপের কথা জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান্ বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইবে, তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই প্রকারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, সরল-স্বভাব ব্যক্তিগণ সত্বরই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য এইরূপ স্থলে পাপ করিবামাত্র স্নান করিয়া সেই আর্দ্র বসন পরিধানপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে মৌনব্রতধারী হইয়া উক্তরূপ সভা-সমীপে গমন করিবে। ৭-৯

পাপী এইরূপে সভা-সমীপে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শরীর ও মস্তক ভূমিতে বিলুণ্ঠিত করিবে, কোন কথা কহিবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ সাবিত্রী (বেদ) অথবা

যদ্ বদন্তি তমোমূঢ়া মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃরধিগচ্ছতি ॥১৩
অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং দদাতি যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতঃ কিল্বিষং পরিষদ্ ব্রজেৎ ॥১৪
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্ ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরৈস্তু সহস্রশঃ ॥১৫
প্রমাণমার্গং মার্গন্তো যে ধর্ম্মং প্রবদন্তি বৈ।
তেষামুদ্বিজতে পাপং সদ্ভূতগুণবাদিনাম্ ॥১৬
যথাশ্মনি স্থিতং তোয়ং মরুতার্কেণ শুধ্যতি।
এবং পরিষদাদেশান্নাশয়েদেব দুষ্কৃতম্ ॥১৭
নৈব গচ্ছতি কর্ত্তারং নৈব গচ্ছতি পর্ষদম্।
মারুতার্কাদিসংযোগাৎ পাপং নশ্যতি তোয়বৎ ॥১৮
অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
পঞ্চ ত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৯

মুনীনামাত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাম্।
বেদব্রতেষু স্নাতানামেকোঽপি পরিষদ্ভবেৎ ॥২০
পঞ্চ পূর্ব্বং ময়া প্রোক্তাস্তেষাঞ্চৈব ত্বসম্ভবে।
স্ববৃত্তিপরিতুষ্টা যে পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥২১
অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পরিষত্ত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি ॥২২
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥২৩
গ্রামস্থানং যথাশূন্যং যথা কূপস্তু নির্জ্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ অমন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা ॥২৪
যথা ষণ্ঢোঽফলঃ(ক) স্ত্রীষু যথা গৌরূষরাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ ॥২৫
চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥২৬

গায়ত্রী জ্ঞাত নহে, সন্ধ্যা-উপাসনা জানে না ও অগ্নিতে হোমক্রিয়া করে না, অথবা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ। এরূপ ব্রতরহিত এবং মন্ত্র ও জাতি মাত্রোপজীবী সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র হইলেও তাহাকে পরিষদ্ বলা যায় না। অজ্ঞানাভিভূত মূর্খ, ধর্ম্মমত-বিমূঢ় ব্যক্তিগণ যে কথা বলে, তাহাতে কেবল সেই পাপ শতগুণে বিভক্ত হইয়া সেই সকল বক্তাদিগকেই অধিকার করিয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা দেয়, তাহাদের ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্তকারীর পাপ নাশ হয় বটে; কিন্তু ব্যবস্থা-দাতা সভ্যগণ সেই পাপভাগী হন। চারিজন কিংবা শুধু তিন জন মাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে ব্যবস্থা দিবেন, তাহাই যথার্থ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া জানিবে, অন্য সহস্র লোকের কথাও ধর্ম্ম্য বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যাঁহারা প্রমাণের পথ অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সকল কথার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন, সেই সকল বহুগুণবেত্তা পণ্ডিতগণকেই পাপ ভয় করে। ১০-১৬।

যেমন পাথরের উপর জল থাকিলে বায়ু ও সূর্য্যের উত্তাপ দ্বারা তাহা ক্রমে শোষিত হয়, সেইরূপ উক্ত ব্রাহ্মণ-সমিতি বা পরিষদের আদেশে সমস্ত পাতকই বিনষ্ট হয়, তাহা আর পাপকারী কিংবা ব্যবস্থাদাতা পরিষদ্, কাহারও উপর বর্ত্তাইবে না, উত্তাপ ও বায়ু সংযোগে জলশোষণের ন্যায় তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বেদ বেদাঙ্গপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ অথচ আহিতাগ্নি নহেন, তাঁহাদের পাঁচজন বা তিনজন একত্রিত হইলেই তাহাকে পরিষদ্ কহে। কিন্তু যাঁহারা মুনি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজ, যজ্ঞযজনকারী দেবব্রত-পরায়ণ বা স্নাতক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের একজন হইলেও পরিষৎ বলা যায়। পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ একত্র হইলে তবে পরিষৎ হয়; কিন্তু যদি এরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তবে যাঁহারা স্ববৃত্তিপরিতুষ্ট, তাঁহাদের পাইলেও পরিষৎ বলা যাইবে। ১৭-২১

কিন্তু ইহারা ব্যতীত অন্য যে সকল বিপ্র কেবল নাম মাত্র ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সহস্র জন একত্রিত হইলেও পরিষৎ হইবে না। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগমূর্ত্তি যেমন প্রকৃত হস্তী বা প্রকৃত মৃগ নহে, সেইরূপ নামমাত্রসার অধ্যয়নবিহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ

(ক) যথা ষণ্ঢোঽফলং—পা.

প্রায়শ্চিত্তং প্রযচ্ছন্তি যে দ্বিজা নামধারকাঃ।
তে দ্বিজাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সমেতা নরকং যযুঃ ॥২৭
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চ যজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয়রতাশ্রয়াঃ ॥২৮
সম্প্রণীতঃ শ্মশানেষু দীপ্তোঽগ্নিঃ সর্ব্বভক্ষকঃ।
তথৈব জ্ঞানবান্ বিপ্রঃ সর্ব্বভক্ষশ্চ দৈবতম্ ॥২৯
অমেধ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রক্ষিপন্ত্যদকে যথা।
তথৈব কিল্বিষং সর্ব্বং প্রক্ষেপ্তব্যং দ্বিজেঽমলে ॥৩০
গায়ত্রীরহিতো বিপ্রঃ শূদ্রাদপ্যশুচির্ভবেৎ।
গায়ত্রীব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ সংপূজ্যন্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩১
দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কঃ পরিত্যজ্য দুষ্টাং গাং দুহেচ্ছীলবতীং খরীম্ ॥৩২
ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ়া বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্ ক্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥৩৩
চাতুর্ব্বেদ্যোঽবিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ (ক)।
প্রপঞ্চাশ্রমিণো মুখ্যাঃ পরিষৎ স্যুর্দশাবরাঃ ॥৩৪
রাজ্ঞাঞ্চাম্নুমতে চৈব প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো বদেৎ।
স্বয়মেব ন বক্তব্যা প্রায়শ্চিত্তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥৩৫
ব্রাহ্মণাংশ্চ ব্যতিক্রম্য রাজা যৎ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা রাজানমুপগচ্ছতি ॥৩৬
প্রায়শ্চিত্তং সদা দদ্যাদ্দেবতায়তনাগ্রতঃ।
আত্মানং পাবয়েৎ পশ্চাজ্জপন্ বৈ বেদমাতরম্ ॥৩৭
সশিখং বপনং কৃত্বা ত্রিসন্ধ্যমবগাহনম্।
গবাং গোষ্ঠে বসেদ্রাত্রৌ দিবা তাঃ সমনুব্রজেৎ ॥৩৮

নহে। জনশূন্য গ্রাম বা জলশূন্য কূপ কিংবা অগ্নিব্যতীত হোম যেমন কিছুই নহে, মন্ত্রহীন ব্রাহ্মণও সেইরূপ অসার। নপুংসকের স্ত্রীসম্ভোগ যেমন নিষ্ফল, ঊষরভূমি যেমন ফলবতী নহে, অজ্ঞ (ব্রাহ্মণকে) দান যেমন বৃথা, সেইরূপ ঋক্ বা বেদমন্ত্রবিহীন বিপ্রও নিষ্ফল। ২২-২৫

চিত্রকর্ম্মে যেমন চিত্রের নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে চিত্রিত হইয়া পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ বিধিমত সংস্কার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বও পরিস্ফুট হয়। যে সকল বিপ্র কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয়, তবে সেই সকল পাপকর্ম্মকারী দ্বিজগণ নরকে গমন করে। যে সকল দ্বিজ বেদ পাঠ ও নিত্য পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়াসক্ত লোকদের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া এই সমস্ত ত্রিলোককে ধারণ করেন। শ্মশানে প্রদীপ্ত অগ্নি মন্ত্রপূত হওয়ায় যেমন সর্ব্বভুক্ হয় (সমস্ত পাপাদি দহন করে), সেইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া বিপ্রগণ সর্ব্বভক্ষ ও দেবরূপী হন। ২৬-২৯

যেমন সমস্ত অপবিত্র বস্তুই জলে ফেলিয়া দিতে হয়, সেইরূপ সমস্ত পাপই নির্ম্মল ব্রাহ্মণের উপর প্রক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বিপ্রগণ গায়ত্রীবিহীন হইলে তাঁহারা শূদ্র অপেক্ষাও অশুচি হন। আর যাঁহারা গায়ত্রীনিষ্ঠ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই দ্বিজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় হন। তবে দুঃশীল হইলেও দ্বিজ পূজ্যই হইবে, আর শূদ্র সংযতেন্দ্রিয় হইলেও সে পূজনীয় নয়। কোন ব্যক্তি দুষ্ট গাভীকে পরিত্যাগ করিয়া সুশীলবোধে গর্দ্দভী-দোহনে প্রবৃত্ত হয়? যে দ্বিজগণ ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ রথে সদা আরূঢ় হইয়া বেদরূপ খড়্গ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি কখন পরিহাসচ্ছলেও কোন কথা বলেন, তবে তাহাও পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। অতএব যিনি চারি বেদেই পণ্ডিত, নির্ব্বিকল্পহৃদয়, বেদাঙ্গবেত্তা, ধর্ম্মপাঠক তিনি একাই শ্রেষ্ঠ পরিষৎ নতুবা দশজন সংসারাশ্রমী ব্রাহ্মণও মধ্যবিৎ পরিষৎ হয়। দ্বিজগণ রাজার অনুমতি পাইলে তবে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন। প্রায়শ্চিত্ত-বিধি তাঁহারা কখন স্বয়ং বলিবেন না। ৩০-৩৫।

আবার ব্রাহ্মণের কথা না শুনিয়া বা তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া রাজা যদি এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে সেই পাপ শতধা হইয়া রাজাকেই আক্রমণ করিবে। দেবালয়ের সম্মুখে থাকিয়া তবে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি দিবেন। তাহার পর বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিয়া তবে ব্যবস্থা দান করিবেন, যদি নিজের মনে কোন পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিবেন। প্রায়শ্চিত্তকালে শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা

(ক) ধর্ম্মপালকঃ—পা।

উষ্ণে বর্ষতি শীতে বা মারুতে বাতি বা ভৃশম্।
ন কুর্ব্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ ॥৩৯
আত্মনো যদি বান্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেঽথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্ ॥৪০
পিবন্তীষু পিবেৎ তোয়ং সংবিশন্তীষু সংবিশেৎ।
পতিতাং পঙ্কমগ্নাং বা সর্ব্বপ্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ ॥৪১
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যাদ্যৈর্গোপ্তা গো-ব্রাহ্মণস্য চ ॥৪২
গোবধস্যানুরূপেণ প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রাজাপত্যন্তু যৎ কৃচ্ছ্রং বিভজেৎ তচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥৪৩
একাহমেকভক্তাশী একাহং নক্তভোজনঃ।
অযাচিতাশ্যেকমহরেকাহং মারুতাশনঃ ॥৪৪
দিনদ্বয়ঞ্চৈকভক্তো দ্বিদিনং নক্তভোজনঃ।
দিনদ্বয়মযাচী স্যাৎ দ্বিদিনং মারুতাশনঃ ॥৪৫
ত্রিদিনঞ্চৈকভক্তাশী ত্রিদিনং নক্তভোজনঃ।
দিনত্রয়মযাচী স্যাৎ ত্রিদিনং মারুতাশনঃ ॥৪৬
চতুরহন্ত্বেকভক্তাশী চতুরহং নক্তভোজনঃ।
চতুর্দ্দিনমযাচী স্যাচ্চতুরহং মারুতাশনঃ ॥৪৭
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ পবিত্রাণি জপেদ্দ্বিজঃ ॥৪৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু গোঘ্নঃ শুদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥৪৯

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অবগাহন করিবে এবং রাত্রিকালে গোশালায় শয়ন ও দিবাভাগে গোগণের অনুসরণ করিতে হইবে। ৩৬-৩৮

যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয় বা বর্ষা হয় বা ভয়ঙ্কর শীত হয়, কি প্রবল বাতাস বহে, তবে যথাশক্তি গোরক্ষণ ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। যদি আপনার কিংবা অন্যের গৃহে, ক্ষেত্রে কিংবা উদূখলস্থ শস্য গাভীতে ভক্ষণ করে, কিংবা যদি বৎস দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে, তথাপি কোন কথা বলিবে না।৩৯-৪০

গোরু জল পান করিলে তবে নিজে জল পান করিবে,—গোরু শয়ন করিলে পর নিজে শয়ন করিবে, আর যদি গোরু কোনরূপে পঙ্ক মধ্যে পড়িয়া যায়, তবে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ও গোরুর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্রাহ্মণ ও গোরুর রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। গোবধের প্রায়শ্চিত্ত-জন্য প্রাজাপত্য-ব্রতের ব্যবস্থা করিবে, প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্রব্রতকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে।৪১-৪৩

এক দিবস কেবল একবার মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, তারপর একদিন শুধু রাত্রিতে ভোজন করিবে। তারপর একদিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে—তাহাই খাইয়া থাকিবে, আর চতুর্থ দিবস কেবল মাত্র বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে—ইহাই একপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম দুই দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তারপর দুই দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তারপর দুই দিন অযাচিত হইয়া যাহা পাইবে, তাহাই খাইবে—তারপর দুই দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে—ইহাই দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম তিন দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তারপর তিন দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তারপর তিন দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে—তাহাই ভোজন করিবে, শেষ তিন দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে--ইহাই ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত। প্রথম চারি দিন একবার মাত্র ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন কেবল রাত্রিতে ভোজন করিবে, তাহার পর চারি দিন বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাইবে তাহাই ভক্ষণ করিবে, আর শেষ চারি দিন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে—ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে, বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিতে হইবে এবং দ্বিজ পবিত্র মন্ত্র জপ করিবেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হইলে নিশ্চয়ই গোহত্যাকারী শুদ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।৪৪-৪৯।

পরাশর-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমঃ অধ্যায়ঃ

গবাং সংরক্ষণার্থায় ন দুষ্যেদ্ রোধ-বন্ধয়োঃ।
তদ্বধস্তু ন তং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতং তথা ॥১
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ স্থূলো বা বাহুমাত্রঃ প্রমাণতঃ।
আর্দ্রস্তু সপলাশশ্চ দণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥২
দণ্ডাদূর্দ্ধং যদন্যেন প্রহরেদ্ বা নিপাতয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং চরেৎ প্রোক্তং দ্বিগুণং গোব্রতঞ্চরেৎ ॥৩
রোধ-বন্ধন-যোক্ত্রাণি ঘাতনঞ্চ চতুর্বিধম্।
একপাদং চরেদ্ রোধে দ্বিপাদং বন্ধনে চরেৎ ॥৪
যোক্ত্রেষু পাদহীনং স্যাচ্চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে।
গোচরে চ গৃহে বাপি দুর্গেষ্বপি সমেষ্বপি ॥৫
নদীষ্বপি সমুদ্রেষু খাতেঽপ্যথ দরীমুখে।
দগ্ধদেশে স্থিতা গাবঃ স্তম্ভনাদ্রোধ উচ্যতে ॥৬
যোক্ত্র-ডামকডোরৈশ্চ ঘণ্টাভরণভূষণৈঃ।
গৃহে বাপি বনে বাপি বদ্ধা স্যাদ্ গৌর্মৃতা যদি ॥৭
তদেব বন্ধনং বিদ্যাৎ কামাকামকৃতঞ্চ যৎ।
মূল্লেখে শকটে পঙ্‌ক্তৌ ভারে বা পীড়িতো নরৈঃ ॥৮
গোপতির্মৃত্যুমাপ্নোতি যোক্ত্রা ভবতি তদ্বধঃ।
মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তশ্চেতনো বাপ্যচেতনঃ ॥৯
কামাকামকৃতক্রোধো দণ্ডৈর্হন্যাদথোপলৈঃ।
প্রহতা বা মৃতা বাপি তদ্ধি নেতুর্নিপাতনে ॥১০
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো বাপি দণ্ডেনাভিহতঃ স তু।
উত্থিতস্তু যদা গচ্ছেৎ পঞ্চ সপ্ত দশৈব বা ॥১১
গ্রাসং বা যদি গৃহ্ণীয়াৎ তোয়ং বাপি পিবেদ্ যদি।
পূর্ব্বব্যাধ্যুপসৃষ্টশ্চেৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১২

নবম অধ্যায়

যথারীতি রক্ষাহেতু গোরুকে রুদ্ধ বা বন্ধন করায় যদি গোহত্যা হয়, তবে দোষ নাই। এরূপ গোহত্যাকে কামকৃত বা অকামকৃত হত্যা বলিয়া বুঝিবে না। বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল এবং এক হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, রসযুক্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লববেষ্টিত এইরূপ হইলেই তাহাকে দণ্ড বলে। দণ্ড ব্যতীত যদি আর কিছু দ্বারা কেহ গোরুকে প্রহার বা নিপাতন করিয়া হত্যা করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে ও উল্লিখিতরূপে দ্বিগুণ গোব্রত আচরণ করিবে। রোধ, বন্ধন, যোতে জুড়িয়া দেওয়া আর নিপাত করা—এই চারি প্রকারে গোহত্যা হয়। তন্মধ্যে রোধহেতু গোহত্যা হইলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বন্ধনহেতু হত্যা হইলে দ্বিপাদ, যোতে জুড়িয়া দেওয়া জন্য হত্যা হইলে তিনপাদ, আর নিপাতন জন্য হত্যা হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোচারণের মাঠে, গৃহে, দুর্গে, সমতল প্রান্তর ভূমিতে, নদী বা সমুদ্রতীরে, খাত বা পর্ব্বতগুহার নিকটে কিংবা দগ্ধদেশে রুদ্ধ করিয়া রাখায় যদি গোরুর মৃত্যু হয়, তবে তাহাকে রোধ বলে। জোয়াল, জোয়ালস্থিত বন্ধনরজ্জু বা কোনরূপ অন্য রজ্জু দ্বারা কিংবা ঘন্টা, আভরণ ভূষণ দ্বারা যদি গোরুকে গৃহে বা বনেতে বদ্ধ করিয়া রাখায় তাহার মৃত্যু হয়, তবে ইহাকে অবস্থাভেদে কামকৃত বা অকামকৃত বন্ধন বলিয়া জানিবে। যদি লোকের দ্বারা লাঙ্গল বা গাড়ীতে জুড়িয়া দেওয়ায়, দুই চারিটী গোরু সারবন্ধি করিয়া বান্ধিয়া দেওয়ায় কিংবা অত্যন্ত ভারে প্রপীড়িত হওয়ায় কোন গোরুর মৃত্যু হয়, তবে সেই হত্যাকে যোক্তবধ বলে। মত্ত, উন্মত্ত বা প্রমত্ত অবস্থাতেই হউক, বা সজ্ঞান কি অজ্ঞান অবস্থাতেই হউক, আর কামকৃত অকামকৃত ক্রোধ জন্যই হউক, যদি দণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা কেহ গোরুকে আঘাত করায় গোরু আহত বা মৃত হয়, তবে এরূপ আঘাতকে নিপাতনের হেতু বলিয়া জানিবে। ১-১০

তবে যদি সেই গোরু দণ্ডের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় মূর্চ্ছিত ও পতিত থাকিয়াও পরে উঠিয়া গমন

পিণ্ডস্থে পাদমেকন্তু দ্বৌ পাদৌ গর্ভসম্মিতে।
পাদোনং ব্রতমুদ্দিষ্টং হত্বা গর্ভমচেতনম্ ॥১৩
পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রুণোঽপি চ।
ত্রিপাদে তু শিখাবর্জ্জং সশিখস্তু নিপাতনে ॥১৪
পাদে বস্ত্রযুগঞ্চৈব দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্।
পাদোনে গোবৃষং দদ্যাচ্চতুর্থে গোদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥১৫
নিষ্পন্নসর্ব্বগাত্রস্তু দৃশ্যতে বা সচেতনম্।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্নে দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ ॥১৬
পাষাণেনৈব দণ্ডেন গাবো যেনাভিঘাতিতাঃ।
শৃঙ্গভঙ্গে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ তেন যাতনে ॥১৭
লাঙ্গূলে কৃচ্ছ্রপাদস্তু দ্বৌ পাদাবস্থিভঞ্জনে।
ত্রিপাদঞ্চৈব কর্ণে তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥১৮

শৃঙ্গভঙ্গেঽস্থিভঙ্গে চ কটিভঙ্গে তথৈব চ।
যদি জীবতি ষণ্মাসান্ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১৯
ব্রণভঙ্গে চ কর্ত্তব্যঃ স্নেহাভ্যঙ্গস্তু পাণিনা।
যবসশ্চাপহর্ত্তব্যো যাবদ্ দৃঢ়বলো ভবেৎ ॥২০
যাবৎ সম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গস্তাবৎ তং পোষয়েন্নরঃ।
গোরূপং ব্রাহ্মণস্যাগ্রে নমস্কৃত্য বিবর্জ্জয়েৎ ॥২১
যদ্যসম্পূর্ণসর্ব্বাঙ্গো হীনদেহো ভবেৎ তদা।
গোঘাতকস্য তস্যার্দ্ধং প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২২
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রক-পাষাণৈঃ শস্ত্রেণৈবোদ্ধতো বলাৎ।
ব্যাপাদয়তি যো গাস্তু তস্যশুদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৩
চরেৎ সান্তপনং কাষ্ঠে প্রাজাপত্যস্তু লোষ্ট্রকে।
তপ্তকৃচ্ছ্রস্তু পাষাণে শস্ত্রে চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥২৪

করে বা পাঁচ সাত অথবা দশটী গ্রাস গ্রহণ করে কিংবা জল পান করে, তবে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। ১১-১২।

পিণ্ড অবস্থায় গোগর্ভ নষ্ট করিলে একপাদ, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর নষ্ট করিলে দ্বিপাদ আর তৎপরে গর্ভস্থ গোভ্রূণের চেতন সঞ্চারের পূর্ব্বে ঐ গর্ভ নষ্ট করিলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত আচরণ করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অঙ্গ রোম ত্যাগ করিতে হয়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় শ্মশ্রুও ত্যাগ করিতে হয় এবং ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত-সময়ে শিখা ব্যতীত সমস্ত লোম মুণ্ডন করিতে হয়, আর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তকালে শিখা সমেত সমুদয় রোম মুণ্ডন করিতে হয়। একপাদ প্রায়শ্চিত্তে দুখানি কাপড়, দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্তে কাঁসার পাত্র, তিনপাদ প্রায়শ্চিত্তে একটি বৃষ, চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে এক যোড়া বৃষ দান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোভ্রূণের সমুদয় অঙ্গের স্ফুর্ত্তি না হইলেও তাহাকে চেতনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয় অথচ সমুদয় প্রত্যঙ্গের স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে ভ্রূণহত্যা করিলে দ্বিগুণ গো ব্রতের আচরণ করিতে হইবে। ১৩-১৬।

পাষাণ ফেলিয়া কিংবা দণ্ডের দ্বারা যদি কেহ গোরুকে আঘাত করিয়া শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত, আর শৃঙ্গ আমুল উপড়াইয়া দিলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কেহ যদি গোরুর লাঙ্গূল ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে সে একপাদ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, অস্থি ভাঙ্গিয়া দিলে দ্বিপাদ ব্রত করিবে, কর্ণ ভাঙ্গিয়া দিলে তিন পাদ, আর সমুদয় অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলে পূর্ণমাত্রায় কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান কবিবে। ১৭-১৮

শৃঙ্গভঙ্গ, কি অস্থিভঙ্গ অথবা কটিভঙ্গ হইলেও যদি গোরু ছয় মাসকাল জীবিত থাকে। তবে আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। যদি আঘাত হেতু গোরুর গাত্রে ব্রণ বা ক্ষত হয়, তবে আরোগ্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে ব্রণস্থানে তৈলাদি স্নেহদ্রব্য মাখাইবে এবং যে পর্য্যন্ত গোরু দৃঢ় ও বলবান্ না হয়, সে পর্য্যন্ত 'যবস' মাত্র আহার করিয়া থাকিবে। যে পর্য্যন্ত তাহার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে পালন করিবে, তৎপরে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া তাহার সম্মুখে নিজ গোরূপ পরিত্যাগ করিবে। আর যদি গোরুর সর্ব্বাঙ্গ পূর্ব্ববৎ না হয়, যদি দেহের কোন অঙ্গ হীন হয়, তবে তাহার গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক নির্দ্দিষ্ট করিবে। ১৯-২২।

যদি কেহ ঔদ্ধত্যবশতঃ লোষ্ট্র (ঢিল) পাষাণ নিক্ষেপ করিয়া অথবা কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক গোহত্যা

পঞ্চ সান্তপনে গাবঃ প্রাজাপত্যে তথা ত্রয়ঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রে ভবন্ত্যষ্টাবতিকৃচ্ছ্রে ত্রয়োদশ ॥২৫
প্রমাপণে প্রাণভৃতাং দদ্যাৎ তৎপ্রতিরূপকম্।
তস্যানুরূপং মূল্যং বা দদ্যাদিত্যব্রবীন্মনুঃ ॥২৬
অন্যত্রাঙ্কনলক্ষ্মভ্যাং বহনে দোহনে তথা।
সায়ং সংযমনার্থন্তু ন দুষ্যেদ্ রোধ-বন্ধয়োঃ ॥২৭
অতিদাহেঽতিবাহে চ নাসিকাভেদনে তথা।
নদীপর্ব্বতসঞ্চারে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥২৮
অতিদাহে চরেৎ পাদং দ্বৌ পাদৌ বাহনে চরেৎ।
নাসিকে পাদহীনন্তু চরেৎ সর্ব্বং নিপাতনে ॥২৯
দহনাচ্চ বিপদ্যেত অবদ্ধো বাপি যন্ত্রিতঃ।
উক্তং পরাশরেণৈব হ্যেকপাদং যথাবিধি ॥৩০

রোধ-বন্ধন-যোক্ত্রঞ্চ ভারঃ প্রহরণং তথা।
দুর্গপ্রেরণযোক্ত্রঞ্চ নিমিত্তানি বধস্য ষট্ ॥৩১
বন্ধপাশসুগুপ্তাঙ্গো ম্রিয়তে যদি গোপশুঃ।
ভবনে তস্য নাশস্য পাপে কৃচ্ছ্রার্দ্ধমর্হতি ॥৩২
ন নারিকেলৈর্ন চ শাণবালৈ-
র্ন চাপি মৌঞ্জৈর্ন চ বন্ধশৃঙ্খলৈঃ।
এতৈস্তু গাবো ন নিবন্ধনীয়া
বদ্ধাস্তু তিষ্ঠেৎ পরশুং গৃহীত্বা ॥৩৩
কুশৈঃ কাশৈশ্চ বধ্নীয়াদ্ গোপশুং দক্ষিণামুখম্।
পাশলগ্নাগ্নিদগ্ধেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৩৪
যদি তত্র ভবেৎ কাণ্ডং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ।
জপিত্বা পাবনীং দেবীং মুচ্যতে তত্র কিল্বিষাৎ ॥৩৫

করে, তাহার শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্ণয় করা যাইতেছে। কাষ্ঠ দ্বারা গোহত্যা করিলে সান্তপন ব্রত আচরণ করিবে, লোষ্ট্র দ্বারা গোবধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে পাষাণ দ্বারা গোবধ করিলে তপ্তকৃচ্ছ সাধন করিবে, আর শস্ত্রের দ্বারা গোবধ করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে। সান্তপন ব্রতে পাঁচটী গরু, প্রাজাপত্য ব্রতে তিনটী গোরু, তপ্তকৃচ্ছ্রে আটটী গোরু আর অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণে তেরটী গরু দান করিতে হয়। ২৩-২৫

যে প্রকার গোরুর হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ঠিক তাহার অনুরূপ গরু দান করাই কর্ত্তব্য। তবে মহর্ষি মনু বলিয়াছেন, তাহার অনুরূপ মূল্য দিলেও চলিতে পারে। গোরু দাগিবার জন্য বা চিহ্নিত করিবার জন্য রোধ বা বন্ধন করিলে দোষ হয়। কিন্তু তাহা ব্যতীত শকটাদি বহন জন্য অথবা দোহন কালে কিংবা সায়ংকালে একত্র রক্ষা করিবার জন্য রোধ বা বন্ধ করিলে দোষ হয় না। গোরু দাগিবার কালে অতিরিক্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলে, কিংবা অতিরিক্ত ভার বহন করাইলে কিংবা নাক ফুড়িয়া দিলে অথবা দুর্গম নদী পর্ব্বতের উপর দিয়া লইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।২৬-২৮

উক্ত প্রকারে অতিরিক্ত দগ্ধ করিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উক্তরূপে বহন করাইলে দ্বিপাদ, নাক ফুড়িয়া দিলে তিন পাদ, আর এই সমুদায়গুলি পাপ করিলে পূর্ণ মাত্রায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। গোরু বন্ধনযুক্তই থাকুক আর বন্ধনমুক্তই থাকুক, যদি দহনহেতু তাহার মৃত্যু হয়, তবে পরাশর বলিয়াছেন—যথাবিধি একপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। ২৯-৩০

রোধ করা, বন্ধন করা, যোক্ত্র যুক্ত করা, ভার বহন করান, প্রহার করা, যোক্ত্রাদি বন্ধ করিয়া দুর্গম স্থানে প্রেরণ করা, এই ছয়টীই কারণ। যদি কোন গোরুর সুগুপ্তাঙ্গের বন্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে তাহার গৃহে এরূপ গোহত্যা হয়, তাহাকে অর্দ্ধকৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৩১-৩২।

নারিকেলের দড়ি, শণের দড়ি, মুঞ্জযুক্ত দড়ি, কিংবা লৌহাদি কোন শৃঙ্খল দ্বারা গোরুকে বন্ধন করা উচিত নহে। আর যদিও ইহাদের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তৎপার্শ্বে পরশু হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। কুশ কিংবা কাশের দড়ি দ্বারা গোরুকে দক্ষিণমুখ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। আর এই দড়িতে যদি অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি সে স্থলে তৃণরাশি থাকে এবং তাহাতে অগ্নি লাগিয়া গোরু দগ্ধ হয়, তবে কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? সেস্থলে

প্রেরয়ন্ কূপ-বাপীষু বৃক্ষচ্ছেদেষু পাতয়ন্ ।
গবাশনেষু বিক্রীণংস্ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ॥৩৬
আরাধিতস্তু যঃ কশ্চিদ্ভিন্নকক্ষো যদা ভবেৎ ।
শ্রবণং হৃদয়ং ভিন্নং মগ্নো বা কূপসঙ্কটে ॥৩৭
কূপাদুৎক্রমণে চৈব ভগ্নো বা গ্রীবপাদয়োঃ ।
স এব ম্রিয়তে তত্র ত্রীন্ পাদাংস্তু সমাচরেৎ ॥৩৮
কূপখাতে তটীবন্ধে নদীবন্ধে প্রপাসু চ ।
পানীয়েষু বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৩৯
কূপখাতে তটীখাতে দীর্ঘখাতে তথৈব চ ।
অন্যেষু ধর্ম্মখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪০
বেশ্মদ্বারে নিবাসেষু যো নরঃ খাতমিচ্ছতি ।
স্বকার্য্যগৃহখাতেষু প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৪১

নিশি বন্ধনিরুদ্ধেষু সর্পব্যাঘ্রহতেষু চ ।
অগ্নিবিদ্যুদ্বিপন্নানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪২
গ্রামঘাতে শরৌঘেণ বেশ্মবন্ধনিপাতনে ।
অতিবৃষ্টিহতানাঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৩
সংগ্রামে প্রহতানাঞ্চ যে দগ্ধা বেশ্মকেষু চ ।
দাবাগ্নিগ্রামঘাতে বা প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৪
যন্ত্রিতা গৌশ্চিকিৎসার্থং মূঢ়গর্ভবিমোচনে ।
যত্নে কৃতে বিপদ্যেত প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৪৫
ব্যাপন্নানাং বহূনাঞ্চ বন্ধনে রোধনেঽপি বা ।
ভিষঙ্মিথ্যাপ্রচারে চ প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দেশৎ ॥৪৬
গোবৃষাণাং বিপত্তৌ চ যাবন্তঃ প্রেক্ষকা জনাঃ ।
ন বারয়ন্তি তাং তেষাং সর্ব্বেষাং পাতকং ভবেৎ ॥৪৭

পবিত্রকারিণী গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে হয়। কূপ বা বাপীতটে গোরু পাঠাইয়া দিলে কিংবা বৃক্ষ ছেদন করিয়া গোরুর উপর ফেলিয়া দিলে অথবা গো-খাদককে গোরু বিক্রয় করিলে গো-বধের পাপ হয়। যদি এ অবস্থায় সে গোরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলে গোরুর কক্ষ ভাঙ্গিয়া যায়, কি চক্ষু বা কর্ণ ভাঙ্গিয়া যায়, কিংবা যদি কূপ মধ্যে পড়িয়া মগ্ন হইয়া অথবা যদি কূপ হইতে উঠাইতে গিয়াও গোরুর গ্রীবা বা পদ ভাঙ্গিয়া যায়, আর তাহাতেই যদি গোরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৩২-৩৮

কিন্তু জলপানর্থে কুণ্ডে (জলপান করিতে গিয়া) গোরুর মৃত্যু হইলে তাহার জন্য কূপাদি কর্ত্তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। সেইরূপ কূপসন্নিহিত খাতে নদী বা দিঘীর খাতে, অথবা সাধারণ জলপানের জন্য অন্য কোন খাতে উক্ত কারণে পতিত হইয়া গোরুর মৃত্যু হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। ৩৯-৪০।

তবে যদি কেহ নিজ বাটী প্রবেশের দ্বারের সম্মুখে বা বাটীর মধ্যে খাত প্রস্তুত করে অথবা নিজের কোন কাজ বা নিজের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য খাত প্রস্তুত করে, তাহাতে পড়িয়া গোরুর মৃত্যু হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৪১

রাত্রিকালে গোরুকে বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখা কালীন যদি সর্পাঘাত বা ব্যাঘ্রধৃত হওয়ায় অথবা অগ্নি বা বিদ্যুৎ দ্বারা আহত হওয়ায় গোরুর মৃত্যু হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শত্রুবেষ্টিত হওয়ায় যদি কোন গ্রাম শরজাল দ্বারা পীড়িত হইবার কালে, কিংবা গৃহ পড়িয়া যাইবার সময় কিংবা অতিবৃষ্টি হেতু মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গোরু যদি যুদ্ধকালে নিহত হয়, বা গৃহ দগ্ধকালে দগ্ধ হইয়া যায়, অথবা দাবানল দ্বারা কিংবা গ্রাম নষ্ট হইবার কালে মরিয়া যায়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। যদি গোরুর চিকিৎসা করিবার জন্য বা মূঢ় গর্ভ মোচন করিবার জন্য গোরুকে রুদ্ধ করা যায়, এবং অনেক যত্ন করিলেও তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। বহুসংখ্যক পীড়িত গাভীকে একত্র বদ্ধ বা রুদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং অপারদর্শী গোচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইলে যদি গোরুর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৪২-৪৬

গাভী বা বৃষের বিপত্তি কালে যে সমস্ত লোক সেই অপঘাত মৃত্যু দেখিবে অথচ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করে না, তাহাদের সকলেরই গোহত্যার পাতক হইবে। ৪৭।

একো হতো যৈর্বহুভিঃ সমেতৈ-
র্ন জ্ঞায়তে যস্য হতোঽভিধানাৎ।
দিব্যেন তেষামুপলভ্য হন্তা
নিবর্ত্তনীয়ো নৃপসন্নিযুক্তৈঃ ॥৪৮
একা চেদ্ বহুভিঃ কাপি দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা ভবেৎ।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥৪৯
হতেষু রুধিরং দৃশ্যং ব্যাধিগ্রস্তঃ কৃশো ভবেৎ।
নানা ভবতি দৃষ্টেষু এবমন্বেষণং ভবেৎ ॥৫০
মনুনা চৈবমেকেন সর্ব্বশাস্ত্রাণি জানতা।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তেনোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫১
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং গোব্রতং চরেৎ।
দ্বিগুণে ব্রত আদিষ্টে দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥৫২
রাজা বা রাজপুত্রো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তস্য প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৫৩

যদি একত্রিত বহুলোকসমিতির দ্বারা কোন গোহত্যা হয় এবং যাহার দ্বারা গোরু হত হইয়াছে, তাহা না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের প্রত্যেককে শপথ করাইয়া (সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক) প্রকৃত হত্যাকারী নির্ণয় করিবেন। যদি দৈবক্রমে অনেক লোকের দ্বারা একটী গোহত্যা হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই পৃথগ্‌রূপে গোবধের এক পাদ বা চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গোহত্যা হইলে তাহার শোণিত পরীক্ষা করিতে হইবে। কারণ গোরু কোন ব্যাধিগ্রস্ত বা কৃশ ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ গোরুর এরূপ দোষ থাকিলে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পৃথক্ এবং নানাবিধ হইবে, সুতরাং উহা ভালরূপেই অনুসন্ধান করা উচিত। একমাত্র সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু বলিয়াছেন যে, গোবধের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সকল অবস্থাতেই চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত কালে যিনি কেশ রক্ষা করিতে চাহিবেন, তাঁহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এবং দ্বিগুণ ব্রতের আদেশে দক্ষিণা দ্বিগুণ করিতে হইবে। ৪৮-৫০।

রাজা, রাজপুত্র অথবা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাকে

যস্য ন দ্বিগুণং দানং কেশশ্চ পরিরক্ষিতঃ।
তৎপাপং তস্য তিষ্ঠেত বক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥৫৪
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পাপং সর্ব্বং কেশেষু তিষ্ঠতি।
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্ ॥৫৫
এবং নারীকুমারীণাং শিরসো মুণ্ডনং স্মৃতম্।
ন স্ত্রিয়াঃ কেশবপনং ন দূরে শয়নাশনম্ ॥৫৬
ন চ গোষ্ঠে বসেদ্ রাত্রৌ ন দিবা গা অনুব্রজেৎ।
নদীষু সঙ্গমে চৈব অরণ্যেষু বিশেষতঃ ॥৫৭
ন স্ত্রীণামজিনং বাসো ব্রতমেবং সমাচরেৎ।
ত্রিসন্ধ্যং স্নানমিত্যুক্তং সুরাণামর্চ্চনং তথা ॥৫৮
বন্ধুমধ্যে ব্রতং তাসাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্।
গৃহেষু নিয়তং তিষ্ঠেচ্ছুচির্নিয়মমাচরেৎ ॥৫৯
ইহ যো গোবধং কৃত্বা প্রচ্ছাদয়িতুমিচ্ছতি।
স যাতি নরকং ঘোরং কালসূত্রমসংশয়ম্ ॥৬০

কেশ মুণ্ডন না করিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবার ব্যবস্থা দিবে। যে কেশ রক্ষা করিয়াছে, অথচ দ্বিগুণ দানাদি করে নাই, তাহার পাপ পূর্ব্ববৎই থাকে; সে পাপমুক্ত হয় না, আর যিনি এরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তিনি নরকে গমন করেন। অন্ততঃ সমস্ত কেশ ধরিয়া অগ্রভাগের দুই অঙ্গুলিমাত্রও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ৫১-৫৫।

তবে এরূপ ব্যবস্থা, যাহারা কুমারী বা সধবা স্ত্রী, কেবল তাহাদের মস্তকমুণ্ডন স্থলেই দেওয়া যাইতে পারিবে। কারণ স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ কেশমুণ্ডন অথবা দূরে স্বতন্ত্র শয়ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীলোক রাত্রিকালে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশেষ তাহাদের পক্ষে নদীসঙ্গম বা অরণ্য মধ্যে আদৌ যাইতে নাই। আর তাহাদের অজিন পরিতেও নাই। একারণ তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও দেবারাধনা মাত্র করিয়াই এই ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি সমুদয় ব্রতই স্ত্রীলোকদের বন্ধুমধ্যে থাকিয়া আচরণ করিতে হয়। অতএব তাহারা নিয়ত গৃহেই থাকিবে এবং শুচি হইয়া সমস্ত নিয়ম পালন করিবে। ৫৬-৫৯।

বিমুক্তো নরকাৎ তস্মান্মর্ত্তলোকে প্রজায়তে।
ক্লীবো দুঃখী চ কুষ্ঠী চ সপ্ত জন্মানি বৈ নরঃ ॥৬১

তস্মাৎ প্রকাশয়েৎ পাপং স্বধর্ম্মং সততং চরেৎ।
স্ত্রী-বাল-ভৃত্য-গো-বিপ্রেষ্বতিকোপং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

ইহ-সংসারে যে ব্যক্তি গোহত্যা করিয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নামক ঘোর নরকে গমন করিবে। তাহার পর নরক ভোগান্তে পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্যলোকেই জন্মগ্রহণ করিবে এবং পর পর সাত জন্ম পর্য্যন্ত ক্লীব, দুঃখী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইবে। একারণ পাপ করিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না—তাহা প্রকাশ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম পালন করিবে। স্ত্রীজাতি, বালক, গো বা বিপ্রের প্রতি কখন কোপ প্রকাশ করিবে না। ৫৮-৬২।

পরাশর সংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্ব্বত্র হীয়ং প্রোক্তা তু নিষ্কৃতিঃ।
অগম্যাগমনে চৈব শুদ্ধৌ চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১
একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥২
কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদুষ্টস্য ন ধর্ম্মো নৈব শুধ্যতি ॥৩
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দদ্যাদ্ বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৪

চাণ্ডালীঞ্চ শ্বপাকীঞ্চ হ্যভিগচ্ছতি যো দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাদ্ বিপ্রাণামনুশাসনাৎ ॥৫
সশিখং বপনং কুর্য্যাৎ প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ।
ব্রহ্মকূর্চ্চং ততঃ কৃত্বা কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণতর্পণম্ ॥৬
গায়ত্রীঞ্চ জপেন্নিত্যং দদ্যাদ্ গোমিথুনদ্বয়ম্।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৭
ক্ষত্রিয়শ্চাপি বৈশ্যো বা চাণ্ডালীং গচ্ছতো যদি
প্রাজাপত্যদ্বয়ং কুর্য্যাদ্দদ্যাদ্ গোমিথুনং তথা ॥৮

দশম অধ্যায়

চারি বর্ণের সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতির বিধান উক্ত হইল। এক্ষণে অগম্যাগমনের কথা বলা হইতেছে। অগম্যাগমন করিলে শুদ্ধ হইবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হয়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এক এক গ্রাস করিয়া আহার কমাইতে থাকিবে। শুক্লপক্ষে আবার সেইরূপ এক এক গ্রাস করিয়া আহার বাড়াইতে পারিবে। তবে অমাবস্যায় কিছুই আহার করিবে না, ইহাই চান্দ্রায়ণ ব্রতের বিধি। এক এক গ্রাসের পরিমাণ এক কুক্কুটাণ্ড সদৃশ কল্পনা করিয়া লইবে। ইহার অন্যথা হইলে শাস্ত্রের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহাতে ধর্ম্ম বা শুদ্ধিলাভ কিছুই হইবে না। ১-৩।

প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। দুইটী গাভী ও এক জোড়া বস্ত্র বিপ্রগণের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিবে। যে দ্বিজ চাণ্ডালী বা শ্বপচী (চণ্ডালী বিশেষ) গমন করিবেন, তিনি বিপ্রগণের আজ্ঞাক্রমে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিবেন। তৎপরে শিখাসমেত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিয়া ভোজনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করিবেন। তাঁহাকে নিত্য গায়ত্রী জপ

শ্বপাকীমথ চাণ্ডালীং শূদ্রো বৈ যদি গচ্ছতি।
প্রাজাপত্যং চরেৎ কৃচ্ছ্রং দদ্যাদ্ গোমিথুনং তথা ॥৯
মাতরং যদি গচ্ছেত ভগিনীং পুত্রিকাং তথা।
এতাস্তু মোহতো গত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রাংস্তু সমাচরেৎ ॥১০
চান্দ্রায়ণত্রয়ং কুর্য্যাচ্ছিশ্নচ্ছেদেন শুধ্যতি।
মাতৃষ্বসৃগমে চৈব আত্মভেদনিদর্শনম্ ॥১১
অজ্ঞানাৎ তাস্তু যো গচ্ছেৎ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্।
দশগোমিথুনং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১২
পিতৃদারান্ সমারুহ্য মাতুরাপ্তাঞ্চ ভ্রাতৃজাম্।
গুরুপত্নীং স্নুষাঞ্চৈব ভ্রাতৃভার্য্যাং তথৈব চ ॥১৩
মাতুলানীং সগোত্রাঞ্চ প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দত্ত্বা শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

পশু-বেশ্যাদিগমনে মহিষ্যুষ্ট্রী-কপীস্তথা।
খরীঞ্চ শূকরীং গত্বা প্রজাপত্যং সমাচরেৎ ॥১৫
গোগামী চ ত্রিরাত্রেণ গামেকং ব্রাহ্মণে দদৎ।
মহিষ্যুষ্ট্রী-খরীগামী ত্বহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥১৬
ডামরে সমরে বাপি দুর্ভিক্ষে বা জনক্ষয়ে।
বন্দিগ্রাহে ভয়ার্ত্তে বা সদা স্বস্ত্রীং নিরীক্ষয়েৎ ॥১৭
চাণ্ডালৈঃ সহ সম্পর্কং যা নারী কুরুতে ততঃ।
বিপ্রান্ দশবরান্ গত্বা স্বকং দোষং প্রকাশয়েৎ ॥১৮
আকণ্ঠসম্মিতে কূপে গোময়োদককর্দ্দমে।
তত্র স্থিত্বা নিরাহারা ত্বেকরাত্রেণ নিষ্ক্রমেৎ ॥১৯
সশিখং বপনং কৃত্বা ভুঞ্জীয়াদ্ যাবকৌদনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসিত্বা হ্যেকরাত্রং জলে বসেৎ ॥২০

করিতে হইবে। একটী গাভী ও একটী বৃষ বিপ্রগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি শুদ্ধিলাভ করিবেন। যদি কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চাণ্ডালী গমন করে, তবে তাহাকে দুইটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ এবং একটী গাভী ও একটী বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কোন শূদ্র চাণ্ডালী বা শ্বপাকী গমন করে, তবে তাহাকে একটী কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য আচরণ এবং একটী গাভী ও একটী বৃষ দান করিতে হইবে। যদি কেহ মোহ হেতু মাতৃগমন, ভগিনীগমন বা কন্যাগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে তিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিতে হইবে। পরে তিনটী চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত মাতৃষ্বসা গমন করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ৪-১১।

তবে যদি কেহ অজ্ঞানবশে মাতৃষ্বসা গমন করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন,—তাহাকে দুইটি মাত্র চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এবং দশটী গাভী ও দশটী বৃষ দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিমাতা গমন করিবে, মাতার সখী গমন করিবে, ভ্রাতৃকন্যা গমন করিবে, গুরুপত্নী গমন করিবে, পুত্রবধূ গমন করিবে, বা ভ্রাতৃভার্য্যা গমন করিবে, মাতুলানী গমন করিবে, কিংবা কোন স্বগোত্রজ কন্যা গমন করিবে, তাহাকে তিনটী প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে, তৎপরে দুইটী গাভী দক্ষিণা দিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে—সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ১২-১৪

পশু ও বেশ্যা প্রভৃতি গমন করিলে, অথবা মহিষী, উষ্ট্রী, বানরী, গর্দ্দভী ও শূকরী গমন করিলে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। যে গাভী গমন করিবে, সে ত্রিরাত্রিব্রত করিয়া ব্রাহ্মণকে একটী গোরু দান করিবে। মহিষী, উষ্ট্রী বা গর্দ্দভী গমন করিলে এক অহোরাত্রেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। বিপ্লব বা পরস্পর কাটাকাটির সময়, যুদ্ধের সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, জনক্ষয় ভয়ের সময়, বিপক্ষ রাজাকর্ত্তৃক বন্দী হইবার সময় কিংবা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার সময় সর্ব্বদা নিজ পত্নীকে নিরীক্ষণ করিবে। ১৫-১৭

যে নারী চণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, সে দশজন প্রধান বিপ্রের নিকট গিয়া নিজ দোষ প্রকাশ করিবে। সে একরাত্র নিরাহার অবস্থায় গোময় জল ও কর্দ্দমপরিপূর্ণ কূপে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিবে, তৎপরে তাহা হইতে উঠিবে। তৎপরে শিখা সমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া যাবকৌদন মাত্র ভোজন করিবে। পরে ত্রিরাত্র

শঙ্খপুষ্পীলতামূলং পত্রঞ্চ কুসুমং ফলম্।
সুবর্ণং পঞ্চগব্যঞ্চ ক্বাথয়িত্বা পিবেজ্জলম্ ॥২১
একভক্তং চরেৎ পশ্চাদ্ যাবৎ পুষ্পবতী ভবেৎ।
ব্রতং চরতি যদ্ যাবৎ তাবৎ সংবসতে বহিঃ ॥২২
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৩
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য নারীণাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতম্।
যথা ভূমিস্তথা নারী তস্মাৎ তাং ন তু দূষয়েৎ ॥২৪
বন্দিগ্রাহেণ যা ভুক্তা হত্বা বদ্ধা বলাদ্ভয়াৎ।
কৃত্বা সান্তপনং কৃচ্ছ্রং শুধ্যেৎ পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৫
সকৃদ্ভুক্তা যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্ম্মভিঃ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন তু ॥২৬

উপবাস করিয়া শেষে এক রাত্রি জলে বাস করিয়া থাকিবে। ১৮-২০।

তৎপরে শঙ্খপুষ্পী লতার মূল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং সুবর্ণ ও পঞ্চগব্য একত্র বাঁটিয়া তাহার ক্বাথ বাহির করিয়া সেই জল পান করিতে হইবে। তৎপরে যতদিন পুনর্ব্বার ঋতুমতী না হয়, ততদিন একবার মাত্র ভোজন করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, সে পর্য্যন্ত বাহিরে বাস করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে ও দুইটী গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে। ২১-২২

এইমত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি লাভ হইবে, ইহা পরাশর বলিয়াছেন। চারি বর্ণের নারীদেরই এই অবস্থায় কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী ও ভূমি দুই একরূপ; সুতরাং তাহা চিরদিনের জন্য দূষণীয় হয় না। বন্দী করিয়া লইয়া কিংবা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিংবা বলপ্রয়োগ করিয়া অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে। ২৩-২৫

যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে। যাহার পত্নী সুরা সেবন করে, তাহার শরীরের অর্দ্ধাংশ পতিত হয়। এইরূপে যাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হইয়াছে, তাহার নরক গমন হইতে নিষ্কৃতি নাই। কৃচ্ছ্র সান্তপন ব্রত আচরণের সময় গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ২৬-২৮।

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধশরীরস্য নিষ্কৃতীর্ন বিধীয়তে ॥২৭
গায়ত্রীং জপমানস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥২৮
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্র্যুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥২৯
জারেণ জনয়েদ্গর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে পতৌ।
তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীম্ ॥৩০
ব্রাহ্মণী তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা সমন্বিতা।
সা তু নষ্টা বিনির্দ্দিষ্টা ন তস্যা গমনং পুনঃ ॥৩১
কামান্মোহাদ্ যদা গচ্ছেৎ ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুতান্ পতিম্
সা তু নষ্টা পরে লোকে মানুষেষু বিশেষতঃ ॥৩২

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত—এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করিয়া এক রাত্রি উপবাস করিলেই স্মৃতিমতে কৃচ্ছ সান্তপন ব্রত করা হয়। স্বামী বিদেশে যাইলে, স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে যে নারী উপপতি কর্ত্তৃক জারজ গর্ভ উৎপাদন করায়, সেই পতিত পাপকারিণীকে ভিন্ন রাজ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সহিত বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে নষ্টা বলে, তাহাকে আর কোনরূপেই গৃহে পুনর্গ্রহণ করা যায় না। যে নারী কামবশে বা মোহবশে বন্ধু বা পুত্র পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার পরলোক ইহলোক উভয়ই নষ্ট হয়। ২৯-৩২

যদি নারী এইরূপ গৃহবহিষ্কৃত হইয়া দশ দিনের মধ্যে প্রত্যাগমন না:করে, তবে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

দশমে তু দিনে প্রাপ্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
দশাহং ন ত্যজেন্নারী ত্যজেন্নষ্টশ্রুতা তথা ॥৩৩
ভর্ত্তা চৈব চরেৎ কৃচ্ছ্রং কৃচ্ছ্রার্দ্ধঞ্চৈব বান্ধবাঃ।
তেষাং ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৩৪
ব্রাহ্মণস্তু যদা গচ্ছেৎ পরপুংসা বিবর্জ্জিতা।
গত্বা পুংসাং শতং যাতি ত্যজেয়ুস্তাস্তু গোত্রিণঃ ॥৩৫
পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেৎ তদশুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং যচ্চ জারস্যৈব তু তদ্ গৃহম্ ॥৩৬
উল্লিখ্য তদ্‌গৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ত্যজেন্ মৃণ্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ ॥৩৭

অতএব নারী কোন কারণেই দশদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিবে না, থাকিলে তাহাকে নষ্টা মধ্যে পরিগণিত করিতে হইবে। এ অবস্থায় যদি তাহাকে গৃহে লওয়া যায়, তবে স্বামীকে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। বন্ধুগণকে কৃচ্ছ্র অর্দ্ধ চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

আর তাহাদের সহিত যাহারা অন্নগ্রহণ বা জলপান করিয়াছে, তাহারা এক অহোরাত্র উপবাসেই শুদ্ধ হইবে। যদি কোন ব্রাহ্মণী পরপুরুষের সাহায্য ব্যতীত একাকিনী গৃহবহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং বহির্গতা হইয়া একশত পুরুষের সংসর্গ করে, তাহা হইলে তাহার গোত্রীয়গণও তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এরূপ নারী যদি কোন পুরুষের গৃহে গমন করে, তবে তাহার গৃহ অশুদ্ধ হয়, এবং তাহার জারের যে গৃহ—সেই গৃহই তাহার পিতৃ-মাতৃগৃহ—এরূপ উল্লেখ করিবে।৩৩-৩৬

পশ্চাৎ উক্ত গৃহকে পঞ্চগব্যের দ্বারা শোধন করিতে হইবে এবং সেই গৃহের মৃণ্ময়পাত্র সমুদয় ত্যাগ করিয়া তথাকার বস্ত্র ও কাষ্ঠ সমুদয় শোধন করিতে হইবে।

সম্ভারান্ শোধয়েৎ সর্ব্বান্ গোকেশৈশ্চ ফলোদ্ভবান্
তাম্রাণি পঞ্চগব্যেন কাংস্যানি দশভস্মভিঃ ॥৩৮
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্ বিপ্রো ব্রাহ্মণৈরুপপাদিতম্।
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৩৯
ইতরেষামহোরাত্রং পঞ্চগব্যেন শোধনম্।
সপুত্রঃ সহভৃত্যশ্চ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥৪০
আকাশং বায়ুরগ্নিশ্চ মেধ্যং ভূমিগতং জলম্।
ন দুষ্যন্তীহ দর্ভাশ্চ যজ্ঞেষু চমসাস্তথা ॥৪১
উপবাসৈর্ব্রতৈঃ পুণ্যৈঃ স্নান-সন্ধ্যার্চ্চনাদিভিঃ
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ শুধ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ সদা ॥৪২

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

আর ফলযুক্ত সমুদয় দ্রব্যসম্ভারই গো-কেশের দ্বারা শোধন করিতে হইবে। তাম্রপাত্র পঞ্চগব্য দ্বারা এবং কাংস্যপাত্র সকল দশবার ভস্মের দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া শোধন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত নষ্টা নারী যে বিপ্রগৃহে বাস করিয়াছিল, সেই বিপ্র ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া তৎপ্রদত্ত ব্যবস্থা মত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে। দুইটি গোরু দক্ষিণা দিতে হইবে এবং প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিতে হইবে। ৩৭-৩৯

ব্রাহ্মণেতর অন্য সকল জাতির গৃহে সে নারী বাস করিলে, এক দিবারাত্রি উপবাসের পর পঞ্চগব্যের দ্বারা গৃহকর্ত্তা গৃহ শোধন করিবেন। তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, যজ্ঞীয় দ্রব্য ও চমস, ভূমিস্থিত জল, দর্ভ ইহারা কখনই অপবিত্র হয় না। ব্রাহ্মণগণ উপবাস ব্রত, পুণ্যকর্ম্ম, সন্ধ্যা, দেবার্চ্চনা, জপ, হোম ও দান—এই সমস্ত দ্বারা সকল অবস্থাতেই শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ৪০-৪২

পরাশর-সংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

অমেধ্যরেতো গোমাংসং চাণ্ডালান্নমথাপি বা।
যদি ভুক্তস্তু বিপ্রেণ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১
তথৈব ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্তদর্দ্ধন্তু সমাচরেৎ।
শূদ্রোঽপ্যেবং যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রহ্মকূর্চ্চং পিবেদ্দ্বিজঃ।
এক-দ্বি-ত্রি-চতুর্গাশ্চ দদ্যাদ্ বিপ্রাদনুক্রমাৎ ॥৩
শূদ্রান্নং সূতকস্যান্নমভোজ্যস্যান্নমেব চ।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥৪
যদি ভুক্তস্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চন্তু পাবনম্ ॥৫
ব্যালৈর্নকুল-মার্জ্জারৈরন্নমুচ্ছিষ্টিতং যদা।
তিলদর্ভোদকৈঃ প্রোক্ষ্য শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬

শূদ্রোঽপ্যভোজ্যং ভুক্ত্বান্নং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যশ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥৭
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টানাং বিপ্রাণাং সহভোজনে।
যদ্যেকোঽপি ত্যজেৎ পাত্রং শেষমন্নং ন ভোজয়েৎ ॥৮
মোহাদ্ বা লোভতস্তত্র পঙ্‌ক্তাবুচ্ছিষ্টভোজনে।
প্রায়শ্চিত্তং চরেদ্ বিপ্রঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনন্তথা ॥৯
পীযূষ-শ্বেতলশুন-বৃন্তাকফল-গৃঞ্জনম্।
পলাণ্ডুং বৃক্ষনির্য্যাসং দেবস্বং করকাণি চ ॥ ১০
উষ্ট্রীক্ষীরমবিক্ষীরমজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রমুপবাসী স্যাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১১
মণ্ডূকং ভক্ষয়িত্বা চ মূষিকমাংসমেব চ।
জ্ঞাত্বা বিপ্রস্ত্বহোরাত্রং যাবকান্নেন শুধ্যতি ॥১২

একাদশ অধ্যায়

বিপ্র যদি অপবিত্ররেতঃ গোমাংস কিংবা চাণ্ডালান্ন ভোজন করেন, তবে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবেন। সেই অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার অর্দ্ধেক ব্রত আচরণ করিবে। আর শূদ্র যদি উল্লিখিত দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহাকে প্রাজাপাত্য ব্রত আচরণ করিতে হইবে। শূদ্র পঞ্চগব্য ভোজন করিবে, দ্বিজ ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে এবং ব্রাহ্মণ একটি গাভী, ক্ষত্রিয় দুইটী গাভী, বৈশ্য তিনটী গাভী এবং শূদ্র চারিটী গাভী দান করিবে। শূদ্রের অন্ন, অশৌচের অন্ন, অভোজ্যের অন্ন, শঙ্কিতান্ন, নিষিদ্ধ অন্ন, বা পূর্ব্বোচ্ছিষ্ট অন্ন যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ কিংবা বিপদে পড়িয়া ভোজন করেন, তবে যখন তাহা জানিতে পারিবে, তখন কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন এবং ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবেন। ১-৫

যখন অন্ন—সর্প, নকুল বা বিড়াল কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইবে, তখন তিল, কুশ ও জল তাহাতে প্রক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইবে—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যদি শূদ্র অভোজ্য অন্ন ভোজন করে, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্রগণ এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইয়া একত্র ভোজন কালে যদি কোন একজন পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়ে, তবে শেষ অন্ন আর কেহই খাইবে না। ৬-৮

যদি এরূপ অবস্থায় কোন বিপ্র লোভ হেতু, বা মোহ হেতু পঙ্‌ক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তবে সেই বিপ্র কৃচ্ছ সান্তপন ব্রতাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ রসুন, বৃন্তাক ফল (বেগুণ), গৃঞ্জন (গাঁজা), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), বৃক্ষনির্যাস, দেবস্ব (দেব পূজার্থ দ্রব্য), করকা, উষ্ট্রদুগ্ধ ও ছাগী দুগ্ধ—এই সকল যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভোজন করে, তবে তাহাকে ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পরে পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ ভেক অথবা মূষিকমাংস ভক্ষণ করে, পরে সে বিষয় জানিতে পারিলেই অহোরাত্র উপবাসের পর যাবকান্ন ভোজন করিয়া শুদ্ধঃ হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্ বা ধর্ম্ম-কর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্য-কব্যেষু নিত্যশঃ ॥১৩
ঘৃতং তৈলং তথা ক্ষীরং গুড়ং তৈলেন পাচিতম্।
গত্বা নদতটে বিপ্রো ভুঞ্জীয়াচ্ছূদ্রভোজনম্ ॥১৪
আজ্ঞানাদ্ভুঞ্জতে বিপ্রাঃ সূতকে মৃতকেঽপি বা।
প্রায়শ্চিত্তং কথং তেষাং বর্ণে বর্ণে বিনির্দ্দিশেৎ ॥১৫
গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ শুদ্ধঃ স্যাচ্ছূদ্রসূতকে।
বৈশ্যঃ পঞ্চসহস্রেণ ত্রিসহস্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ ॥১৬
ব্রাহ্মণস্য যদা ভুঙ্‌ক্তে প্রাণায়ামেন শুধ্যতি।
অথবা বামদেব্যেন সাম্না চৈকেন শুধ্যতি ॥১৭

হয়, তবে তাহার গৃহে হোম (যজ্ঞ) ও হব্য কব্য কর্ম্মে (পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে) ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবেন। বিপ্রগণ নদীতীরে গমন করিয়া শূদ্রদত্ত ঘৃত, তৈল, ক্ষীর, গুড়, তৈলপক্ক দ্রব্য ভোজন করিতে পারিবে। ৯-১৪।

যদি কোন বিপ্র অজ্ঞানবশতঃ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করেন, তবে কি প্রকারে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা প্রতিবর্ণক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শূদ্রের জাতাশৌচে ভোজন করিলে অষ্ট সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বৈশ্যের জাতাশৌচে ভোজন করিলে পঞ্চ সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, ক্ষত্রিয়ের হইলে তিন সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিলেই শুদ্ধ হইবে। ১৫-১৬

কিন্তু ব্রাহ্মণের অশৌচান্ন গ্রহণ করিলে কেবল প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ হওয়া যায়, অথবা বামদেব্য সামবেদ একবার পাঠ করিলেই শুদ্ধ হয়। যদি শূদ্রের গৃহ হইতে শুষ্ক অন্ন বা চাউল প্রভৃতি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল প্রেরিত হয়, এবং যদি তাহা গৃহেই পাক করা হয়, তবে তাহা পবিত্র বিপ্রেরও ভোজনযোগ্য—ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোনরূপ বিপদকালে বিপ্র শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন অথবা শতবার দ্রুপদা মন্ত্র জপ করিবেন। দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিংবা যে আত্মসমর্পণ

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুরব্রবীৎ ॥১৮
আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ ॥১৯
দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥২০
শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ ॥২১
ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।
স গোপাল ইতি জ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২২

করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। ১৭-২০।

শূদ্রকন্যা হইতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দাস বলা যায়, কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে সে নাপিত হয়। যে পুত্র শূদ্রকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে আর্দ্ধক (অর্দ্ধসীরী) বলিয়া জানিবে। বিপ্র নিঃসংশয়েই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন। যাহার অন্ন গ্রহণ বা জল পান করা যায় না, তাহার ভাণ্ডস্থ জল, দধি, ঘৃত বা দুগ্ধ যদি কেহ অজ্ঞানতঃ ভোজন করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি উক্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা চাহেন, তবে বর্ণানুসারে ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ ভোজন বা উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিতে হইবে। শূদ্রের উপবাস বিহিত নাই, শূদ্র দান করিলেই শুদ্ধি লাভ করে। এক দিবারাত্রি মাত্র ব্রহ্মকূর্চ্চ আহার করিলে শ্বপাক

বৈশ্যকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
আর্দ্ধকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ ॥২৩
ভাণ্ডস্থিতমভোজ্যেষু জলং দধি ঘৃতং পয়ঃ।
অকামতস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥২৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বাপ্যুপসর্পতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চোপবাসেন যথাবর্ণস্য নিষ্কৃতিঃ ॥২৫
শূদ্রাণাং নোপবাসং স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি।
ব্রহ্মকূর্চ্চমহোরাত্রং শ্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥২৬
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
নির্দ্দিষ্টং পঞ্চগব্যন্তু পবিত্রং পাপনশনম্ ॥২৭
গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।
পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥২৮
কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্ব্বং কাপিলমেব বা।
গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদ্দধ্নস্ত্রিপলমুচ্যতে ॥২৯
আজ্যস্যৈকপলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠার্দ্ধন্তু গোময়ম্।
ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥৩০
গায়ত্র্যাগৃহ্য গোমূত্রং 'গন্ধদ্বারে'তি গোময়ম্।
'আপ্যায়স্বে'তি চ ক্ষীরং 'দধিক্রাব্ণে'তি বৈ দধি ॥৩১
'তেজোসি শুক্রমি'ত্যাজ্যং 'দেবস্য ত্বা' কুশোদকম্।
পঞ্চগব্যমৃচা পূতং স্থাপয়েদগ্নিসন্নিধৌ ॥৩২
'আপো হি ষ্ঠে'তি চালোড্য 'মানস্তোকে'তি মন্ত্রয়েৎ
সপ্তাবরাস্তু যে দর্ভা অচ্ছিন্নাগ্রাঃ শুকত্বিষঃ ॥৩৩
এভিরুদ্ধৃত্য হোতব্যং পঞ্চগব্যং যথাবিধি।
'ইরাবতী-ইদং বিষ্ণু-র্মানস্তোকে চ শংবতী'।
এতৈরুদ্ধৃত্য হোতব্যং হুতশেষং স্বয়ং পিবেৎ ॥৩৪
আলোড্য প্রণবেনৈব নির্ম্মথ্য প্রণবেন তু।
উদ্ধৃত্য প্রণবেনৈব পিবেচ্চ প্রণবেন তু ॥৩৫
যত্ত্বগস্থিগতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি দেহিনাম্।
ব্রহ্মকূর্চ্চো দহেৎ সর্ব্বং যথৈবাগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৩৬
পিবতঃ পতিতং তোয়ং ভাজনে মুখনিঃসৃতম্।
অপেয়ং তদ্ বিজানীয়াদ্ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩৭

(চাণ্ডালও) শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশজল—ইহাই ব্রহ্মকূর্চ্চ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্রতাজনক ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর গোমূত্র ও শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণ গাভীর দধি লইতে হইবে। ২১-২৮

কপিলবর্ণ গাভীর ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। গায়ত্রী পাঠ করিষা গোমূত্র লইবে; "গন্ধ দ্বারা" ইতি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোময় লইবে; "আপ্যায়স্ব" এই মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ গ্রহণ করিবে, "দধিক্রাব্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দধি লইবে। ২৯-৩১

'তেজোঽসি শুক্রম্' এই মন্ত্র পড়িয়া ঘৃত গ্রহণ করিবে, 'দেবস্য ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশোদক লইবে, তৎপরে ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য শোধনকরণানন্তর অগ্নির নিকটে স্থাপন করিবে। তৎপরে "আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উক্ত ছয় দ্রব্য আলোড়ন করিয়া মিশ্রণ করিবে এবং "মানস্তোক" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিবে। যে কুশের (অন্ততঃ) সাতটা অল্প নধর পাতা আছে, যাহার অগ্রভাগ ছিন্ন নহে, যাহার বর্ণ শুকপক্ষীর ন্যায়; এরূপ কুশ দ্বারা যথানিয়মে পঞ্চগব্য দ্বারা হোম করিতে হইবে। ৩২-৩৩

"ইরাবতী, ইদং বিষ্ণুঃ, মানস্তোক, শংবতী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। পরে হোমশেষ যাহা থাকিবে, তাহাই পান করিতে হয়। পান করিবার পূর্ব্বে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা আলোড়ন করিবে, এবং প্রণব উচ্চারণ করিয়াই তাহা মন্থন করিবে। তৎপরে প্রণব পাঠ করিয়া উহাকে উঠাইয়া লইয়া প্রণব পাঠ করিয়াই তাহা পান করিবে। ৩৩-৩৫।

যে পাপ দেহিদিগের দেহে একেবারে হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়াছে, সে সমস্তই অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠদাহের ন্যায় এই

কূপে চ পতিতং দৃষ্ট্বা শ্ব-শৃগালৌ চ মর্কটম্ ।
অস্থি-চর্ম্মাদি পতিতং পীত্বা মেধ্যা অপো দ্বিজঃ ॥৩৮
নারস্তু কূপে কাকঞ্চ বিড়্‌বরাহ-খরোষ্ট্রকম্ ।
গাবয়ং সৌপ্রতীকঞ্চ মায়ূরং খাড়্‌গকং তথা ॥৩৯
বৈয়াঘ্রমার্ক্ষং সৈংহং বা কুণপং যদি মজ্জতি ॥৪০
তড়াগস্যাথ দুষ্টস্য পীতং স্যাদুদকং যদি ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ পুংসঃ ক্রমেণৈতেন সর্বশঃ ॥৪১
বিপ্রঃ শুধ্যেত্রিরাত্রেণ ক্ষত্রিয়স্তু দিনদ্বয়াৎ ।
একাহেন তু বৈশ্যস্তু শূদ্রো নক্তেন শুধ্যতি ॥৪২
পরপাকনিবৃত্তস্য পরপাকরতস্য চ ।
অপচস্য চ ভুক্ত্বান্নং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৪৩
অপচস্য চ যদ্দানে দাতুশ্চাস্য কুতঃ ফলম্ ।
দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দ্বৌ তৌ নিরয়গামিণৌ ॥৪৪
গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চ যজ্ঞান্ন বর্ত্তয়েৎ ।
পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪৫
পঞ্চযজ্ঞং স্বয়ং কৃত্বা পরান্নেনোপজীবতি ।
সততং প্রাতরুত্থায় পরপাকরতো হি সঃ ॥৪৬
গৃহস্থধর্ম্মৈর্যো(ক) বিপ্রো দদাতি পরিবর্জ্জিতঃ ।
ঋষিভির্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞৈরপচঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪৭
যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি ব্রাহ্মণাঃ ॥৪৮
হুঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ ।
স্নাত্বা তিষ্ঠন্নহঃশেষমভিবাদ্য প্রসাদয়েৎ ॥৪৯
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি কণ্ঠে বাবদ্ধ্য বাসসা ।
বিবাদেনাপি নির্জ্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥৫০

ব্রহ্মকূর্চ্চ কর্ত্তৃক একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি জলপান করিবার কালে জল মুখনিঃসৃত হইয়া পাত্র মধ্যে পতিত হয়, তবে সে জল অপেয় হইবে। তাহা পুনর্ব্বার পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিতে হয়। কূপ মধ্যে যদি কুকুর, শৃগাল, মর্কট পড়িতে দেখা যায়, কিংবা যদি তাহাতে অস্থি-চর্ম্মাদি পতিত হয়, তবে সেই অপবিত্র জল কোন দ্বিজ পান করিলে তাহাকে নিম্নলিখিত বিধান মতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

যদি কূপমধ্যে নর, কাক, বিড়াল, বরাহ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গোরু, হস্তী, ময়ূর, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও সিংহ ইহাদের মধ্যে কাহারও অস্থি বা কঙ্কাল পতিত হয়, তাহা হইলে সেই কূপের জল দূষিত হইবে। সেই অপবিত্র জল পান করিলে নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী বিধানমত সকল বর্ণের লোকের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বিপ্র তিন রাত্রি উপবাসে শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়কে :দুই রাত্রি উপবাস করিতে হয়, বৈশ্যকে একদিন উপবাস করিতে হয়, আর শূদ্র এক রাত্রি উপবাস করিলেই শুদ্ধ হইবে। ৩৮-২।

যে দ্বিজ পরপাক-নিবৃত্ত, পরপাক-রত, কিংবা কোন অপচ ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তবে তাহাকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। অপচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেও দানের এই ফল হয় যে, দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকে গমন করেন। যে গৃহস্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া অগ্নিস্থাপনানন্তর পঞ্চযজ্ঞ না করে, মুনিগণ তাহাকেই পরপাক-নিবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া স্বয়ং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পরান্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকেই পরপাক রত বলে। যে বিপ্র গৃহধর্ম্মবিহীন হইয়াও দান করে, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ তাহাকেই অপচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রতি যুগে যে যুগধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে সকল দ্বিজ সেই ধর্ম্মেই নিরত থাকেন, তাঁহাদের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা, ব্রাহ্মণগণই যুগরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি হুঙ্কার প্রয়োগ করে, কিংবা মাননীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে "তুমি" বলিয়া সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে স্নান করিয়া সমস্ত দিবস তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ তৃণের দ্বারাও তাড়না করে কিংবা তাহার গলায় বস্ত্র দেয়, অথবা বিবাদে তাঁহাকে হারাইয়া দেয়, তবে প্রণামাদি দ্বারা সেই ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে হইবে। যদি কেহ

(ক) গৃহস্থধর্ম্মৌ যো—পা।

অবগূর্য্য ত্বহোরাত্রং ত্রিরাত্রং ক্ষিতিপাতনে।
অতিকৃচ্ছ্রঞ্চ রুধিরে কৃচ্ছ্রমন্তরশোণিতে ॥৫১
নবাহমতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনম্।
ত্রিরাত্রমুপবাসঃ স্যাদতিকৃচ্ছ্রঃ স উচ্যতে ॥৫২
সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে।
শতসহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী শোধনং পরম্ ॥৫৩

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১॥

ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ডাদি উত্তোলন করে, তবে এক রাত্রি উপবাস করিবে, তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, রক্ত বাহির করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে, আর যদি প্রহারের জন্য ভিতরে রক্ত জমিয়া যায়, তবে শুধু কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাণি পরিমাণ অন্নমাত্র ভোজন করিয়া নয় দিন কাটাইলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করা হয়। আর ত্রিরাত্রি মাত্র উপবাস করিলে তাহাকেই কৃচ্ছ্র বলা যায়। যদি এককালে সর্ব্বপ্রকার পাপকার্য্যের সম্মিলন হয়, তথাপি লক্ষবার গায়ত্রী জপ করিলেই উত্তমরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায়।

পরাশর-সংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

দুঃস্বপ্নং যদি পশ্যেৎ তু বান্তে বা ক্ষুরকর্ম্মণি।
মৈথুনে প্রেতধূমে চ স্নানমেব বিধীয়তে ॥১
অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিণ্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥২
অজিনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারকর্ম্মণি ॥৩
স্ত্রীশূদ্রস্য তু শুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যং বিধীয়তে।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা পীত্বা বিশুধ্যতি ॥৪
জলাগ্নিপতনে চৈব প্রব্রজ্যানাশকেষু চ।
প্রত্যবসিতমেতেষাং কথং শুদ্ধির্বিধীয়তে ॥৫
প্রাজাপত্যদ্বয়েনাপি তীর্থাভিগমনেন চ।
বৃষৈকাদশদানেন বর্ণাঃ শুধ্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥৬
ব্রাহ্মণস্য প্রবক্ষ্যামি বনং গত্বা চতুষ্পথম্।
সশিখং বপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যত্রয়ং চরেৎ ॥৭
গোদ্বয়ং দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুদ্ধিঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতে তেন পাপেন ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥৮

দ্বাদশ অধ্যায়

দুঃস্বপ্ন দেখার পর, বমন করার পর, ক্ষৌরী হওয়ার পর, স্ত্রীসম্ভোগ করার পর কিংবা শ্মশানে চিতাধূম গায়ে লাগিলে পর স্নান করিতে হইবে। যদি দ্বিজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের কেহ অজ্ঞানবশতঃ বিষ্ঠা বা মূত্র কিংবা সুরা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হয়। দ্বিজগণের পুনঃসংস্কারকর্ম্মে অজিন, মেখলা, দণ্ড, ভিক্ষাচর্য্য, ব্রত সমুদয়ই নিবৃত্ত করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য ব্রত বিহিত আছে। তৎপরে স্নানানন্তর পঞ্চগব্য প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিলেই শুদ্ধি লাভ হইবে। যদি নিত্য স্নানক্রিয়ার কোন বাধা পড়ে বা গৃহস্থাপিত অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায় বা অন্য কারণে অগ্নিকার্য্যের কোন বাধা পড়ে কিংবা পরিব্রজ্যার বিঘ্ন (নাশ) হয়, তাহা হইলে এই তিন প্রত্যবায় হইতে যেরূপে শুদ্ধিলাভ করা যায়, তাহার বিধান করা যাইতেছে। এইরূপ স্থলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের লোক দুইটী প্রাজাপত্য আচরণ দ্বারা কিংবা তীর্থপর্য্যটন দ্বারা অথবা একাদশ বৃষ দান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। এক্ষণে ব্রাহ্মণের কথা বলা যাইতেছে। তাঁহারা বনে

স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্ত্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥৯
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য তু বারুণম্।
আপো হি ষ্ঠেতি তদ্ ব্রাহ্মং বায়ব্যং রজসা স্মৃতম্ ॥১০
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানে তু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥১১
স্নানার্থং বিপ্রমায়ান্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।
বায়ুভূতা হি (ক) গচ্ছন্তি তৃষার্ত্তাঃ সলিলার্থিনঃ ॥১২
নিরাশাস্তে নিবর্ত্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্ বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥১৩
বিধুনোতি হি যঃ কেশান্ স্নাতঃ প্রস্রবতো দ্বিজঃ।
আচামেদ্ বা জলস্থোঽপি সবাহ্যঃ পিতৃদৈবতৈঃ ॥১৪
শিরঃ প্রাবর্ত্তকং বদ্ধা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।
বিনা যজ্ঞোপবীতেন আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥১৫
জলে স্থলস্থো নাচামেজ্জলস্থশ্চ বহিঃস্থলে।
উভে স্পৃষ্ট্বা সমাচান্ত উভয়ত্র শুচির্ভবেৎ ॥১৬
স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্তে রথ্যোপসর্পণে।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ বাসো বিপরিধায় চ ॥১৭
ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে চৈব দন্তোচ্ছিষ্টে তথানৃতে।
পতিতানাঞ্চ সম্ভাষে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥১৮
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সোমঃ সূর্য্যোঽনিলস্তথা।
তে সর্ব্বে হ্যপি তিষ্ঠন্তি কর্ণে বিপ্রস্য দক্ষিণে ॥১৯
দিবাকরকরৈঃ পূতং দিবাস্নানং প্রশস্যতে।
অপ্রশস্তং নিশি স্নানং রাহোরন্যত্র দর্শনাৎ ॥২০
মরুতো বসবো রুদ্রা আদিত্যাশ্চাদিদেবতাঃ।
সর্ব্বে সোমে বিলীয়ন্তে তস্মাৎ স্নানন্তু তদ্গ্রহে ॥২১
খলযজ্ঞে বিবাহে চ সংক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
শর্ব্বর্য্যাং দানমেতেষু নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥২২

গমন করিয়া কোন এক চতুষ্পথমধ্যে শিখাসমেত মস্তক মুণ্ডন করিয়া তিনটী প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন এবং একটী গাভী ও একটী বৃষ দক্ষিণা দিবেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ ইহা দ্বারাই শুদ্ধিলাভ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে ও পুনঃ ব্রহ্মত্ব লাভ করিবে। ১-৮

মনীষিগণ পাঁচ প্রকার স্নানের কথা বলিয়াছেন, যথা আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্য। ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন করাকে আগ্নেয় স্নান বলে, অবগাহন করিয়া স্নান করিলে বারুণ স্নান বলে; "আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মানসিক স্নান করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম স্নান বলে, ধূলি দ্বারা মার্জ্জন করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান বলে। রৌদ্র থাকিতে বর্ষার জলে স্নান করিলে তাহাকেই দিব্য স্নান বলে। এই দিব্য স্নানে মানবেরা গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন। যখন বিপ্রগণ স্নানার্থ আগমন করেন, তখন পিতৃগণ ও দেবগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জলপান করিবার জন্য বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকেন।৯-১২।

যখন বিপ্রগণ স্নান করিয়া কাপড় নিংড়ান, তখন তাঁহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, একারণ পিতৃতর্পণ না করিয়া কখন কাপড় নিংড়াইবে না। যে দ্বিজ স্নান শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াই চুল ঝাড়েন, কিংবা জলের উপর আচমন করেন, পিতৃগণ ও দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার দত্ত তর্পণজল পরিত্যক্ত হয়। শিরে পাগড়ি বাঁধিয়া রাখিলে, কাছা খুলিয়া রাখিলে, শিখাবন্ধন করিয়া না রাখিলে, কিংবা যজ্ঞোপবীত না থাকিলে, সে অবস্থায় দ্বিজ আচমন করিলেও অশুচি হইবে। স্থলে থাকিয়া জলের উপর আচমন করিবে না। জল স্থল উভয়কে স্পর্শ করিয়া উভয়ে আচমন করিলেই তবে শুদ্ধ হওয়া যায়।১৩-১৬।

স্নানের পর, পানের পর, হাঁচির পর, শয়নের পর, ভোজনের পর, কিংবা পথে গমনের পর অথবা বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে আচমন করা থাকিলেও পুনর্ব্বার আচমন করিবে। হাঁচি হইলে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে, দন্ত উচ্ছিষ্ট হইলে, মিথ্যা বলিলে, কিংবা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সোম সূর্য্য ও অনিল ইহারা সকলেই

(ক) গন্ধর্ব্বাহি- পা।

পুত্রজন্মনি যজ্ঞে চ তথা চাত্যয়কর্ম্মণি।
রাহোশ্চ দর্শনে দানং প্রশস্তং নান্যথা নিশি ॥২৩
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যস্থপ্রহরদ্বয়ম্।
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ দিনবৎ স্নানমাচরেৎ ॥২৪
চৈত্যবৃক্ষশ্চিতিস্থশ্চ চণ্ডালঃ সোমবিক্রয়ী।
এতাংস্তু ব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥২৫
অস্থিসঞ্চয়নাৎ পূর্ব্বং রুদিত্বা স্নানমাচরেৎ।
অন্তর্দ্দশাহে বিপ্রস্য পূর্ব্বমাচমনং ভবেৎ ॥২৬
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সোমগ্রহে তথৈবোক্তং স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥২৭

কুশপূতন্তু যৎ স্নানং কুশেনোপস্পৃশেদ্ দ্বিজঃ।
কুশেনোদ্ধৃততোয়ং যৎ সোমপানসমং স্মৃতম্ ॥২৮
অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ ॥২৯
অস্মাদ্ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোহপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে ॥৩০
শূদ্রান্নরসপুষ্টস্যাপ্যধীয়ানস্য নিত্যশঃ।
জপতো জুহ্বতো বাপি গতিরূর্দ্ধ্বা ন বিদ্যতে ॥৩১
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ তু সহাসনম্।
শূদ্রাজ্ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ ॥৩২

ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন। দিবাকর-করের দ্বারা পবিত্র হইয়া দিবাভাগেই স্নান করা প্রশস্ত। আর যে সময় রাহুদর্শন হয় (গ্রহণ হয়), সে সময় ব্যতীত অন্য নিশিতে স্নান করা প্রশস্ত নহে। মরুদ্গণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অন্যান্য আদিদেবগণ সকলেই সোম-দেবতার মধ্যে বিলীন থাকেন; একারণ চন্দ্রগ্রহণ সময়ে স্নান করিতে হয়। খলযজ্ঞ, বিবাহ, সংক্রান্তি ও গ্রহণ—এই কয় সময়েই কেবল রাত্রিকালে দান করা কর্ত্তব্য, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান বিহিত নহে। পুত্র জন্মিলে, যজ্ঞকালে বা স্বস্ত্যয়ন সময়ে বা রাহুদর্শনে রাত্রিকালে দান প্রশস্ত, অন্য সময়ে রাত্রিতে দান প্রশস্ত নহে।১৭-২৩।

রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরকে মহানিশা বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে দিনবৎ স্নান করিতে পারা যায়। চিতিস্থিত চৈত্য-বৃক্ষ, চণ্ডাল ও সোম-বিক্রয়কারী ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্রে জলমধ্যে অবগাহন করিবেন। অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বে রোদন করিলে স্নান করিতে হয়। বিপ্রগণের দশ দিবসের মধ্যে রোদন করিলে স্নানের পূর্ব্বে তাহাদের আচমন করিতে হয়। সূর্য্য যখন রাহুগ্রস্ত হয়, তখন সমস্ত জলই গঙ্গার সমান পবিত্র হয়, চন্দ্রগ্রহণ-কালেও ঐরূপ পবিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বত্রই স্নানাদি কর্ম্ম করা যায়। কুশের দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করিয়া, কুশজলে আচমন করিয়া, কুশের দ্বারা জল উঠাইয়া তাহা পান করিলে দ্বিজগণের সোমপান সদৃশ ফল হয়। ২৪-২৮।

যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সন্ধ্যা-উপাসনাবর্জ্জিত হইয়াছে, বেদ অধ্যয়ন করে না, তাহাদের সকলকে বৃষল বলে। অতএব বৃষল হইবার ভয় থাকিলে ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদ পড়িতে না পারুন অন্ততঃ বেদের একাংশও পাঠ করা কর্ত্তব্য। শূদ্রের অন্ন পানীয় দ্বারা পুষ্ট হইয়া যদি বিপ্র নিয়ত বেদপাঠও করেন বা জপ-হোম করেন, তথাপি তাঁহার সদগতি হয় না। শূদ্রের অন্ন ভোজন, শূদ্রের সহিত সংস্রব-রক্ষা, শূদ্রের সহবাস এবং শূদ্র হইতে জ্ঞান লাভ করিলে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত-অন্তর হইলেও অধঃপতিত হয়। যে দ্বিজের শরীর জন্মাশৌচ বা মৃতাশৌচযুক্ত শূদ্রের অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, সে যে কোন্ কোন্ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমিও বিশেষ-রূপে জানি না। ২৯-৩৩।

সে দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র, দশজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কুকুর হইবে—ইহা মনু বলিয়াছেন। যদি কোন বিপ্র দক্ষিণা পাইয়া শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবে, আর শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। যে দ্বিজ মৌনব্রত অবলম্বন করিবেন, তিনি কোন সময়ে উপবিষ্ট হইয়া কথা কহিবেন না। যে ব্রাহ্মণ আহার

মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহং তাং ন বিজানামি কাং কাং যোনিং গমিষ্যতি ॥৩৩
গৃধ্রো দ্বাদশজন্মানি দশজন্মানি শূকরঃ।
শ্বযোনৌ সপ্তজন্ম স্যাদিত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥৩৪
দক্ষিণার্থন্তু নো বিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥৩৫
মৌনব্রতং সমাশ্রিত্য আসীনো ন বদেদ্ দ্বিজঃ।
ভুঞ্জানো হি বদেদ্ যস্তু তদন্নং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৬
অর্দ্ধে ভুক্তে তু যো বিপ্রস্তস্মিন্ পাত্রে জলং পিবেৎ।
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানঞ্চোপঘাতয়েৎ ॥৩৭
ভাজনেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তি কুর্ব্বন্তি যে দ্বিজাঃ।
ন দেবাস্তৃপ্তিমায়ান্তি নিরাশাঃ পিতরস্তথা ॥৩৮
গৃহস্থস্তু যদা যুক্তো ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়েৎ।
পোষ্যধর্ম্মার্থসিদ্ধার্থং ন্যায়বর্ত্তী সুবুদ্ধিমান্ ॥৩৯
ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞানরক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যো জীবেৎ সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥৪০
অগ্নিচিৎ কপিলা সত্রী রাজা ভিক্ষুর্ম্মহোদধিঃ।
দৃষ্টমাত্রং পুনস্ত্যেতেতস্মাৎ পশ্যেত্তু নিত্যশঃ ॥৪১
অরণিং কৃষ্ণমার্জ্জারং চন্দনং সুমণিং ঘৃতম্।
তিলান্ কৃষ্ণাজিনং ছাগং গৃহে চৈতানি রক্ষয়েৎ ॥৪২
গবাং শতং সৈকবৃষং যত্র তিষ্ঠত্যযন্ত্রিতম্।
তৎক্ষেত্রং দশগুণিতং গোচর্ম্ম পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪৩
ব্রহ্মহত্যাদিভির্ম্মর্ত্ত্যো মনোবাক্‌কায়কর্ম্মজৈঃ।
এতদ্গোচর্ম্মদানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥৪৪
কুটুম্বিনে দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়ায় বিশেষতঃ।
যদ্দানং দীয়তে তস্মৈ তদায়ুর্বৃদ্ধিকারকম্ ॥৪৫
আ ষোড়শদিনাদর্ব্বাক্ স্নানমেব রজস্বলা।
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাদুশনা মুনিরব্রবীৎ ॥৪৬

করিবার সময় কথা কহেন, তাঁহাকে সেই অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। যে বিপ্র অর্দ্ধ ভোজন করিয়া সেই পাত্রে জল পান করিবে, তাহার দৈব ও পিতৃকর্ম্ম সমুদয় নষ্ট হইবে এবং সে আত্মাকেও অধঃপাতে লইয়া যাইবে।৩৪-৩৭।

তর্পণ-পাত্র উপস্থিত থাকিতেও যে দ্বিজ তর্পণ না করে, তাহার প্রতি দেবগণ তৃপ্ত হন না এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ন্যায়বান্ এবং সুবুদ্ধিমান্ গৃহস্থ যখন পোষ্যপালন এবং ধর্ম্মার্থসিদ্ধিনিমিত্ত নিরত থাকিবেন, তখনও সদা সর্ব্বদা কেবল ধর্ম্মই অনুধ্যান করিবেন। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান রক্ষা বা জ্ঞানোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ, যে ন্যায়পথে না চলিয়া জীবন যাপন করে, সে সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়। অগ্নিচিৎ ব্রাহ্মণ, কপিলা গাভী, যজ্ঞকারী, রাজা, ভিক্ষুক ও সমুদ্র—এই সকল দেখিবামাত্র পুণ্য লাভ হয়। অতএব ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে চেষ্টা করিবে। অরণি, কৃষ্ণ মার্জ্জার, চন্দন, উৎকৃষ্ট মণি, ঘৃত, তিল, কৃষ্ণাজিন ও ছাগ—এই সমুদয় রাখিবে। এক শত গাভী ও একটী বৃষ যে ক্ষেত্রে মুক্তভাবে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতে পারে, সেই পরিমাণ ক্ষেত্রের দশগুণ ক্ষেত্রকে এক গোচর্ম্ম কহে। কেহ যদি মন, বাক্য বা কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যাদি রূপ মহাপাতক করে, তাহা হইলে এইরূপ এক গোচর্ম্ম দান করিলেই সত্ত্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। বহু কুটুম্ব বা পরিবারযুক্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়কে দান করিলে দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। ৩৮-৪৫

ষোল দিনের মধ্যে যদি কোন নারী পুনর্ব্বার রজস্বলা হয়, তাহা হইলে স্নান করিয়াই সে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ষোল দিনের পরে হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ থাকে, ইহা মুনি উশনা বলিয়াছেন। চাণ্ডালী স্পর্শ করিলে দুই দিন, প্রসূতিকে স্পর্শ করিলে চারি দিন, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলে ছয় দিন এবং পতিতা নারীকে স্পর্শ করিলে আটদিন অশৌচ হয়। অতএব তাহাদের নিকটে যাইলেই স্বতন্ত্র স্নান করিতে হইবে। আর অজ্ঞান-বশতঃ উহাদিগকে স্পর্শ করিলে স্নানের পর সূর্য্য দর্শন

যুগং যুগদ্বয়ঞ্চৈব ত্রিযুগঞ্চ চতুর্যুগম্।
চাণ্ডালসূতিকোদক্যাপতিতানামধঃ ক্রমাৎ ॥৪৭

ততঃ সন্নিধিমাত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ।
স্নাত্বাবলোকয়েৎ সূর্য্যমজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যদি ॥৪৮

বাপী-কূপ-তড়াগেষু ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
তোয়ং পিবতি বক্ত্রেণ শ্বযোনৌ জায়তে ধ্রুবম্ ॥৪৯

যস্তু ক্রুদ্ধঃ পুমান্ ভার্য্যাং প্রতিজ্ঞায়াপ্যগম্যতাম্।
পুনরিচ্ছতি তাং গন্তুং বিপ্রমধ্যে তু শ্রাবয়েৎ ॥৫০

শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধস্তমোভ্রান্ত্যা ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতঃ।
দানং পুণ্যমকৃত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং দিনত্রয়ম্ ॥৫১

উপস্পৃশেৎ ত্রিসবণং মহানদ্যুপসঙ্গমে।
চীর্ণান্তে চৈব গাং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দশ ॥৫২

দুরাচারস্য বিপ্রস্য নিষিদ্ধাচরণস্য চ।
অন্নং ভুক্ত্বা দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্দিনমেকমভোজনম্ ॥৫৩

সদাচারস্য বিপ্রস্য তথা বেদান্তবাদিনঃ।
ভুক্ত্বান্নং মুচ্যতে পাপাদহোরাত্রস্তু বৈ নরঃ ॥৫৪

উর্দ্ধোচ্ছিষ্টমধোচ্ছিষ্টমন্তরীক্ষমৃতৌ তথা।
কৃচ্ছ্রত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত অশৌচমরণে তথা ॥৫৫

কৃচ্ছ্রে দেব্যযুতঞ্চৈব প্রাণায়ামশতত্রয়ম্।
পুণ্যতীর্থেনার্দ্রশিরঃ স্নানং দ্বাদশসংখ্যয়া।
দ্বিযোজনং তীর্থযাত্রা কৃচ্ছ্রমেবং প্রকল্পিতম্ ॥৫৬

গৃহস্থঃ কামতঃ কুর্য্যাদ্ রেতসঃ সেচনং ভুবি।
সহস্রন্তু জপেদ্দেব্যাঃ প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ সহ ॥৫৭

চাতুর্ব্বেদ্যোপপন্নস্তু বিধিবদ্ ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমনে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৫৮

সেতুবন্ধপথে ভিক্ষাং চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ সমাচরেৎ।
বর্জ্জয়িত্বা বিকর্ম্মস্থাংশ্ছত্রোপানদ্ বিবর্জ্জিতঃ ॥৫৯

অহং দুষ্কৃতকর্ম্মা বৈ মহাপাতককারকঃ।
গৃহদ্বারেষু তিষ্ঠামি ভিক্ষার্থী ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৬০

সেই কথা বিপ্রগণকে শ্রবণ করাইতে হইবে। যদি শ্রান্তিজন্য, ক্রোধজন্য, তমোভাবের আধিক্যহেতু কিংবা ভ্রমবশতঃ অথবা ক্ষুধা পিপাসা বা ভয়ে অতিশয় কাতর থাকায় দানাদি পুণ্যকর্ম্ম না করে, তবে তাহাকে তিন দিন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহাকে মহানদীর সঙ্গমস্থলে প্রতিদিন তিনবার স্নান করিতে হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া গো দক্ষিণা দিতে হইবে। দুরাচারী, নিষিদ্ধাচারী বিপ্রের অন্ন যদি কোন দ্বিজ ভোজন করে, তাহা হইলে এক দিন অভুক্ত থাকিতে হইবে। যে বিপ্র সদাচারী ও বেদান্তবাদী, তাহার অন্ন এক দিবা রাত্রি মাত্র ভোজন করিলে নরগণ পাপ হইতে মুক্ত হয়। যদি কেহ উর্দ্ধোচ্ছিষ্ট অবস্থায় মরে, অথবা অধোচ্ছিষ্ট হইয়া মরে, অথবা অন্তরীক্ষে বা শূন্যপথে মৃত্তিকাস্পৃষ্ট না থাকিয়া মরে, তাহা হইলে তাহার মরণাশৌচেতিনটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। কৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইলে দশ হাজার করিলেই হইবে। যদি কোন জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ বাপী, কূপ বা তড়াগে মুখ দিয়া জল পান করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পরজন্মে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন পুরুষ ভার্য্যার প্রতি ক্রোধবশতঃ "সে ভার্য্যাতে গমন করিব না, সে অগম্যা" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেই ভার্য্যা গমন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে বার গায়ত্রী জপ ও তিন শত প্রাণায়াম করিতে হইবে এবং পুণ্যতীর্থে দ্বাদশবার আর্দ্রশির অবস্থায় স্নান করিতে হইবে। পরে দ্বিযোজন তীর্থযাত্রা করিতে হইবে—ইহাই কৃচ্ছ্রব্রত। ৪৬-৫৬।

যদি কোন গৃহস্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক কামবশে ভূমিতে রেতঃ নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সহস্রবার গায়ত্রী জপ ও তিন বার প্রাণায়াম করিতে হইবে। কোন ব্রহ্মহত্যাকারী যদি প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থার জন্য চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের নিকট গমন করে, তবে তিনি তাহাকে সেতুবন্ধ তীর্থে গমন করিবার ব্যবস্থা দিবেন। সে এই সেতুবন্ধপথে চারিবর্ণের নিকটই ভিক্ষা করিতে পারিবে। কেবল কুকর্ম্মে নিরত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা ত্যাগ করিবে। সে সময়ে ছত্র ও পাদুকা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাকে ভিক্ষার সময় বলিতে হইবে যে, 'আমি অতি দুষ্কর্ম

গোকুলেষু বসেচ্চৈব গ্রামেষু নগরেষু চ।
তথা বনেষু তীর্থেষু নদীপ্রস্রবণেষু চ ॥৬১

এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥৬২

রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়মঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥৬৩

যজেত বাশ্বমেধেন রাজা তু পৃথিবীপতিঃ।
পুনঃ প্রত্যাগতো বেশ্ম বাসার্থমুপসর্পতি ॥৬৪

সপুত্রঃ সহ ভৃত্যৈশ্চ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গাশ্চৈবৈকশতং দদ্যাচ্চাতুর্ব্বেদ্যেষু দক্ষিণাম্ ॥৬৫

ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ব্রহ্মহা তু বিমুচ্যতে।
সবনস্থাং স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ ॥৬৬

মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্ ॥৬৭

অনডুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্ বিপ্রেষু দক্ষিণাম্ ॥৬৮

অপহৃত্য সুবর্ণস্তু ব্রাহ্মণস্য ততঃ স্বয়ম্।
গচ্ছেন্মুষলমাদায় রাজাভ্যাসং বধায় তু ॥৬৯

ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্ঞাসৌ মুক্ত এব চ।
কামকারকৃতং যৎ স্যান্নান্যথা বধমর্হতি ॥৭০

আসনাদয়নাদ্ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥৭১

চান্দ্রায়ণং যাবকঞ্চ তুলাপুরুষ এব চ।
গবাঞ্চৈবানুগমনং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥৭২

করিয়াছি, আমি মহাপাপকারী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি। এক্ষণে ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছি।' ইহাকে এই সময়ে গোকুলে, গ্রামে, নগরে, বনে, তীর্থে, নদী ও প্রস্রবণ ধারে সর্ব্বত্রই বাস করিতে হইবে এবং এই সমস্ত স্থানে নিজ পাপ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

তৎপরে পবিত্র সাগর সমীপে গমন করিয়া দশ যোজন প্রশস্ত ও শত যোজন দীর্ঘ—রামচন্দ্রের আদেশে বানর নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রস্তুত—সেই সমুদ্রের সেতু দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। পৃথিবীপতি রাজা যদি ব্রহ্মহত্যাকারী হন, তবে তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইবে। তৎপরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেতুবন্ধ হইতে, আর রাজা যজ্ঞের অশ্ব সহিত ভ্রমণানন্তর পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া বাসার্থ নিজ গৃহে গমন করিবেন।

তৎপরে পুত্র ও ভৃত্য সহিত মিলিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে এবং চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে একশত গোরু দক্ষিণা দিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণগণের প্রসাদ পাইলেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যজ্ঞ বা ব্রতকারিণী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলেও এই ব্রহ্মহত্যা-প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম পালন করিতে হইবে।

যে দ্বিজ মদ্যপায়ী, তাহাকে সমুদ্রগামী নদীতে গমন করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হইবে। ব্রত সাঙ্গ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে এবং বৃষ সহিত গাভী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান করিতে হইবে। ৫৭-৬৮।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বয়ং মুষল হস্তে করিয়া আপন বধ-দণ্ডের নিমিত্ত রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। রাজা তাহাকে মুক্তি দিলেই সে পাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া কামতঃ চুরি করিয়াছে, রাজা তাহাকে বধ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

যেমন জলের উপর তৈলবিন্দু ফেলিলে তাহা সমুদয় জলের উপরিভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ একত্র বসিলে, একত্র শয়ন করিলে, একত্র গমন করিলে, একত্র আলাপ করিলে, বা একত্র ভোজন করিলে একজনের পাপ অপরের শরীর সংক্রামিত হয়। চান্দ্রায়ণ, যাবকভোজন, তুলাপুরুষ-ব্রত ও গাভীর অনুগমন ইহা দ্বারা সমুদয় পাপক্ষয় হইয়া থাকে। এই পঞ্চশত

এতৎ পারাশরং শাস্ত্রং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্ ।
দ্বিনবত্যা সমাযুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥৭৩

যথাধ্যয়নকর্ম্মাণি ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং তথা ।
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন নিয়তং স্বর্গগামিণা ॥৭৪

ইতি পারাশরে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২॥

নিরানব্বই শ্লোকযুক্ত পরাশর শাস্ত্রে ধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহাত হইয়াছে। যাঁহারা স্বর্গগমনে অভিলাষী, তাঁহাদের বেদাধ্যয়ন কার্য্য যেরূপ, এই ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ যত্নের সহিত নিয়ত অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ।৬৯-৭৪

পরাশর-সংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা পরাশরসংহিতা সম্পূর্ণ ।

প্রথম বর্ষ, মাঘ ১৩৬৯,]

[অষ্টম সংখ্যা—শাল্যোদনী যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
জয়গুরু সম্প্রদায়

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭৷৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৯।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা—১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহক-গণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬১১ গান্ধীচক্, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

ব্যাস-সংহিতা

পণ্ডিত—শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

বারাণস্যাং সুখাসীনং বেদব্যাসং তপোনিধিম্।
পপ্রচ্ছুর্মুনয়োঽভ্যেত্য ধর্ম্মান্ বর্ণব্যবস্থিতান্ ॥১
স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্মৃত্বা স্মৃতিং বেদার্থগর্ভিতাম্।
উবাচাথ প্রসন্নাত্মা মুনয়ঃ শ্রূয়তামিতি ॥২
<যত্র তত্র স্বভাবেন কৃষ্ণসারো মৃগঃ সদা।
চরতে তত্র বেদোক্তো ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি ॥৩>
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা ॥৪
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণোক্তধর্ম্মযোগ্যাস্তু নেতরে (ক) ॥৫
<শূদ্রো বর্ণশ্চতুর্থোঽপি বর্ণত্বাদ্ধর্ম্মমর্হতি।
বেদমন্ত্র-স্বধা-স্বাহা-বষট্কারাদিভির্বিনা ॥৬>
বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥৭
বৈশ্যাসু বিপ্র-ক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
অধমাদুত্তমায়ান্তু জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥৮
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চণ্ডালো ধর্ম্মবর্জিতঃ।
কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ ॥৯
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

বারাণসীক্ষেত্রে তপোধন বেদব্যাস সুখে আসীন রহিয়াছেন, এমন সময় অন্যান্য মুনিগণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মসমূহ জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মৃতিশালী সেই বেদব্যাস মুনি অন্য মুনিগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বেদার্থসম্পূর্ণ স্মৃতিসমূহ স্মরণ করত হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—হে মুনিগণ!. আপনারা শ্রবণ করুন। <যে যে স্থলে কৃষ্ণসার মৃগ সর্ব্বদা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সেই সেই স্থানেই বেদোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহার করা উচিত অর্থাৎ সে স্থলীয় লোকেরাই কেবল ধর্ম্ম ব্যবহার করিবে, ম্লেচ্ছাদি দেশে ব্যবহার্য্য নহে।১-৩>

যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যেস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজশব্দ-প্রতিপাদ্য, এই তিন বর্ণ ই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্ম্মের অধিকারী, অপর জাতি (শূদ্রাদি) অধিকারী নহে। শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জন্যই ধর্ম্মের অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বষট্কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে।৪-৬

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা, তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে, ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্র-কন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির

(ক) তে নরাঃ—পা

বণিক্-কিরাত-কায়স্থ-মালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ ॥ ১১
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়ানিষ্ক্রমণেঽন্নাশনং বপনক্রিয়া ॥ ১৩
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ ॥ ১৪
ত্রেতাগ্নিসংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ১৫
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ।
গর্ভাধানং প্রথমতস্তৃতীয়ে মাসি পুংসবঃ ॥১৬
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসি জাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ।
একাদশেঽহ্নি নামার্কস্যেক্ষা মাসি চতুর্থকে ॥ ১৭
ষষ্ঠে মাস্যন্নমশ্নীয়চ্চূড়াকর্ম্ম কুলোচিতম্।
কৃতচূড়ে চ বালে চ কর্ণবেধো বিধীয়তে ॥ ১৮
বিপ্রো গর্ভাষ্টমে বর্ষে ক্ষত্র একাদশে তথা।
দ্বাদশে বৈশ্যজাতিস্তু ব্রতোপনয়মর্হতি ॥ ১৯
তস্য প্রাপ্তব্রতস্যায়ং কালঃ স্যাদ্দ্বিগুণাধিকঃ।
বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্যঃ স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি ॥ ২০
দ্বে জন্মনী দ্বিজাতীনাং মাতুঃ স্যাৎ প্রথমং তয়োঃ।
দ্বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদ্ বিধিবদ্ গুরোঃ ॥ ২১
এবং দ্বিজাতিমাপন্নো বিমুক্তো বাত্যদোষতঃ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং ভবেদধ্যয়নক্ষমঃ ॥২২

মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান, শূদ্র অপেক্ষা অধম। ৭-৮

ব্রাহ্মণকন্যাতে শূদ্রজনিত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয় এবং কোন ধর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। চণ্ডাল তিন প্রকার,—(১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান, (২য়) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত. (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত। বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট্, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, শ্বপচ, কোলজাতি আর যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজজাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্যদর্শন করিতে হয়।৯-১২।

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, কেশচ্ছেদন, স্নান, বিবাহ, বিবাহাগ্নি-পরিগ্রহ (বিবাহকালে হোমার্থ যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতিরা আজীবন সে অগ্নি রাখিয়া থাকেন) এবং ত্রেতাগ্নিসংগ্রহ, (দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি এই তিন প্রকার অগ্নি আছে। সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা ঐ অগ্নিত্রয় গ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা করেন), এই ষোড়শটী ব্রাহ্মণের সংস্কার—স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই ষোলটী সংস্কার সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের কেবলমাত্র দশটী কর্ত্তব্য। জাতকর্ম্ম হইতে কর্ণবেধ পর্য্যন্ত যে নয়টি সংস্কার, তাহাতে স্ত্রীলোকের মন্ত্রপাঠ নাই এবং শূদ্রজাতির বিবাহ পর্য্যন্ত দশটি সংস্কারেই মন্ত্রপাঠ নাই; উপনয়নাদি ছয়টি সংস্কার স্ত্রীজাতি এবং শূদ্রজাতির নাই। গর্ভাধান-সংস্কার পত্নীর আদ্য ঋতুদর্শনেই কর্ত্তব্য। পত্নীর প্রথম গর্ভ প্রকাশ পাইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন কর্ত্তব্য, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন কর্ত্তব্য, পুত্র জন্মাইলে ষষ্ঠ দিবসে জাতকর্ম্ম, একাদশ দিবসে নামকরণ। অর্কদর্শন (নিষ্ক্রামণ) সংস্কার চতুর্থ মাসে কর্ত্তব্য। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন। চূড়াকরণ কুলপ্রথানুসারে তিন বর্ষ হইতে কর্ণবেধ-সংস্কারের প্রাক্কালে কর্ত্তব্য। চূড়াকরণের পর কর্ণবেধ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুমারের গর্ভাষ্টম বৎসরে, ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভৈকাদশবৎসরে এবং বৈশ্য বালকের গর্ভদ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতির যে গর্ভাষ্টমাদি বৎসর উপনয়ন-সংস্কার নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বর্ষ ২ মাস, ক্ষত্রিয়ের ২১ বর্ষ

উপনীতো গুরুকুলে বসেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
বিভৃয়াদ্দণ্ড-কৌপীনোপবীতাজিন-মেখলাঃ ॥ ২৩
পুণ্যেহহ্নি গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ কৃতমন্ত্রাহুতিক্রিয়ঃ।
স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীমারভেদ্ বেদমাদিতঃ ॥ ২৪
শৌচাচারবিচারার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রমপি দ্বিজঃ।
পঠেত গুরুতঃ সম্যক্ কর্ম্ম তদিষ্টমাচরেৎ ॥ ২৫
ততোহভিবাদ্য স্থবিরান্ গুরুঞ্চৈব সমাশ্রয়েৎ।
স্বাধ্যায়ার্থং তদা যত্নং সর্ব্বদা হিতমাচরেৎ ॥২৬
নাপক্ষিপ্তোহপি ভাষেত ন ব্রজেৎ তাড়িতোহপি বা।
বিদ্বেষমথ পৈশুন্যং হিংসনঞ্চার্কবীক্ষণম্ ॥২৭
তৌর্য্যত্রিকানৃতোম্মাদপরিবাদানলঙ্ক্রিয়াম্।
অঞ্জনোদ্বর্ত্তনাদর্শস্রগ্বিলেপনযোষিতঃ ॥ ২৮

বৃথাটনমসন্তোষং ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ।
ঈষচ্চলিতমধ্যাহ্নেহনুজ্ঞাতো গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ২৯
অলোলুপশ্চরেদ্ভৈক্ষং ব্রতিষূত্তমবৃত্তিষু।
সদ্যোভিক্ষান্নমাদায় বিত্তবত্তদুপস্পৃশেৎ ॥ ৩০
কৃতমাধ্যাহ্নিকোহশ্নীয়াদনুজ্ঞাতো যথাবিধি।
নাদ্যাদেকান্নমুচ্ছিষ্টং ভুক্ত্বা চাচামিতামিয়াৎ ॥ ৩১
নান্যদ্ভিক্ষিতমাদদ্যাদাপন্নো দ্রবিণাদিকম্।
অনিন্দ্যামন্ত্রিতঃ শ্রাদ্ধে পৈত্র্যেহদ্যাদ্ গুরুচোদিতঃ ॥৩২
একান্নমপ্যবিরোধে ব্রতানাং প্রথমাশ্রমী।
ভুক্ত্বা গুরুমুপাসীত কৃত্বা সন্ধুক্ষণাদিকম্ ॥ ৩৩
সমিধোহগ্নাবাদধীত ততঃ পরিচরেদ্গুরুম্।
শয়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রহ্বশ্চ (ক) প্রথমং গুরোঃ ॥ ৩৪

২মাস, বৈশ্যজাতির ত্রয়োবিংশ বৎসর ২মাস অতীত হইলে ঐ সকল বালক বেদ-পাঠ ও উপনয়ন সংস্কার-রহিত হয় এবং উহাদিগকে ব্রাত্য কহে। ঐ ব্যক্তি ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হয়। ১৩-২০।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতির দুই জন্ম। প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভ হইতে, দ্বিতীয় জন্ম গুরুর নিকট যথাবিধি বেদমাতা গায়ত্রী গ্রহণ হইতে। এইরূপে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত, অন্যদোষবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতি বেদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নের যোগ্য হয়। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমাহিত-চিত্তে প্রতিদিন গুরুগৃহে বাস করিবে এবং দণ্ড, কৌপীন, যজ্ঞোপবীত, মৃগচর্ম্ম ও মেখলা নিত্য ধারণ করিবে। পুণ্যদিবসে গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মন্ত্র দ্বারা আহুতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমে "ওঁকার" এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করত-বেদপাঠ আরম্ভ করিবে। শৌচ ও আচার জানিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে এবং গুরুর নিকট উত্তমরূপে পাঠ অভ্যাস করিবে আর গুরুর হিতজনক কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবে না। তারপর বৃদ্ধগণকে অভি-বাদন করিয়া গুরুর আশ্রয় লইবে, অধ্যয়নের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন এবং গুরুর হিতচেষ্টা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলেও কোন উত্তর করিবেনা, তাড়িত হইলেও স্থানান্তরে গমন করিবে না। বিদ্বেষ, পৈশুন্য (খলতা), হিংসা, (অকারণ) সূর্য্যদর্শন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, উন্মত্ততা, পরনিন্দা, শারীরিক শোভাসম্পাদন, চক্ষে কজ্জলধারণ, গন্ধদ্রব্যাদির অনুলেপন, আদর্শে দেহাবলোকন, মাল্যধারণ, চন্দনলেপন, স্ত্রীসহবাস, বৃথাপর্য্যটন, অসন্তোষপ্রকাশ,—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে এ সকল ত্যাগ করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকাল কিঞ্চিৎ অতিবাহিত হইলে গুরুর আজ্ঞা লইয়া অলোলুপচিত্তে সদ্‌বৃত্তি ও নিয়মিদিগের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ধনতুল্য জ্ঞানে গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পন্ন করিয়া গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে ভিক্ষাদ্রব্য যথা-নিয়মে ভোজন করিবে, কেবল অন্ন (ব্যঞ্জনাদি রহিত) কিংবা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে আচমন করিবে। আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও ভিক্ষাদ্রব্য ব্যতীত ধনাদি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং অনিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী ব্রতে অনিষিদ্ধ যে একান্ন, তাহা ভোজন করিয়া গুরুর সেবা করিবে। অগ্রে যজ্ঞীয়াগ্নিতে সমিধ্ আধান করিবে, পরে গুরুর পরিচর্য্যা করিবে।

(ক) প্রবুদ্ধঃ—পা।

এবমহরহমভ্যাসী ব্রহ্মচারী ব্রতং চরেৎ ।
হিতোপবাদঃ প্রিয়বাক্ সম্যগ্ গুর্ব্বর্থসাধকঃ ॥ ৩৫
নিত্যমারাধয়েদেনমা সমাপ্তেঃ শ্রুতিগ্রহাৎ ।
অনেন বিধিনাধীতবেদমন্ত্রো দ্বিজো নয়েৎ ॥ ৩৬
শাপানুগ্রহসামর্থ্যমৃষীণাঞ্চ সলোকতাম্ ।
পয়োঽমৃতাভ্যাং মধুভিঃ সাজ্যৈঃ প্রীণন্তি দেবতাঃ ॥৩৭
তস্মাদহরহর্ব্বেদমনধ্যায়মৃতে পঠেৎ ।
যদঙ্গং তদনধ্যায়ে গুরোর্ব্বচনমাচরন্ ॥ ৩৮

(রাত্রিকালে) গুরুর অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরুর পরে অবনত শরীরে শয়ন করিবে ।২১-৩৪

ব্রহ্মচারী প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিয়া ব্রতাচরণ করিবে। বেদাধ্যয়ন সমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুর হিতকারী, প্রিয়বক্তা সম্যগ্‌রূপে গুরুর অর্থসাধক হইয়া প্রত্যহ গুরুর আরাধনা করিবে। এই সকল নিয়ম অবলম্বন করিয়া বেদ এবং মন্ত্র অধ্যয়ন করিলে পর ঐ (ব্রহ্মচারী) দ্বিজ শাপ প্রদানে ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হন এবং ঋষিগণের সলোকতা অর্থাৎ স্বর্গাদি পাইতে পারেন। দুগ্ধ, সুধা, মধু এবং ঘৃত দ্বারা দেবগণ প্রীত হন। সেই হেতু অনধ্যায় তিথি-ব্যতিরেকে প্রতিদিন বেদপাঠ করিবে। গুরুবাক্য অবলম্বন করিয়া অনধ্যায় দিবসে বেদের যে সকল অঙ্গ, তাহা পাঠ করিবে।

ব্যতিক্রমাদসম্পূর্ণমনহঙ্কৃতিরাচরেৎ ।
পরব্রেহ চ তদ্ব্রহ্ম অনধীতমপি দ্বিজম্ ।
যস্তূপনয়নাদেতদা মৃত্যোর্ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩৯
স নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ।
উপকুর্ব্বাণকো যস্তু দ্বিজঃ ষড়্‌বিংশবার্ষিকঃ ॥ ৪০
কেশান্তকর্ম্মণা তত্র যথোক্তচরিতব্রতঃ ।
সমাপ্য বেদান্ বেদৌ বা বেদং বা প্রসভং দ্বিজঃ ।
স্নায়ীত গুর্ব্বনুজ্ঞাতঃ প্রবৃত্তোদিতদক্ষিণঃ ॥ ৪১
ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১॥

গুরুবচন লঙ্ঘনে বেদাধ্যয়ন ফলজনক হয় না। অতএব নিরহঙ্কার হইয়া গুরুবচনানুসারে কার্য্য করিবে। সেই বেদ অল্পাধ্যয়ন-সম্পন্ন দ্বিজেরও ইহ-পরলোকে উপকারী যে দ্বিজ উপনয়নের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই ব্রত অবলম্বন করে, সেই নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। যে দ্বিজ ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ এই ব্রত করে, সে 'উপকুর্ব্বাণক' ব্রতাচরণ করিয়া কেশান্ত কর্ম্ম করিবে, এইরূপে বেদসকল বা বেদসমাপ্তি করিয়া গুরুর আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণা দিয়া স্নান করিবে। ৩৫-৪১।

ব্যাস-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়

এবং স্নাতকতাং প্রাপ্তো দ্বিতীয়াশ্রমকাঙ্ক্ষয়া।
প্রতীক্ষেত বিবাহার্থমনিন্দ্যান্বয়সম্ভবাম্ ॥ ১
অরোগাদুষ্টবংশোত্থামশুল্কদানদূষিতাম্।
সবর্ণামসমানার্ষামমাতৃ-পিতৃগোত্রজাম্ ॥ ২
অনন্যপূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণসংযুতাম।
ধৃতাধোবসনাং গৌরীং বিখ্যাতদশপূরুষাম্ ॥ ৩
খ্যাতনাম্নঃ পুত্রবতঃ সদাচারবতঃ সতঃ।
দাতুমিচ্ছোর্দুহিতরং প্রাপ্য ধর্ম্মেণ চোদ্বহেৎ ॥ ৪
ব্রহ্মোদ্বাহবিধানেন তদভাবে পরো বিধিঃ।
দাতব্যৈষা সদৃক্ষায় বয়োবিদ্যান্বয়াদিভিঃ ॥ ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

এইরূপে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী দ্বিজ অনিন্দনীয়-বংশজাতকন্যা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। যে বংশে (সংক্রামক) রোগ অথবা কোন দোষ নাই—তাদৃশ বংশজাতা, পণগ্রহণদোষে অদূষিতা সবর্ণা, অসমানপ্রবরা, মাতৃ-সপিণ্ডভিন্না এবং পিতৃ-সপিণ্ডভিন্না, অনন্য-পূর্ব্বা, ক্ষীণাঙ্গী, মঙ্গলদায়িকা, লক্ষণসংযুক্তা, ক্ষৌমাদি বস্ত্রাবৃতা, গৌরী (সুন্দরী অন্যথা অষ্ট বর্ষীয়া,) যে কন্যার পিতৃপিতামহাদি দশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিখ্যাতনামা ছিলেন, তাদৃশ বংশসম্ভূতা এবং খ্যাতনামা অর্থাৎ কীর্ত্তিযুক্ত, পুত্রবান্, সদাচারবিশিষ্ট, পণ্ডিত এবং কন্যাদানে অভিলাষী যে পুরুষ, তাঁহার কন্যা উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে।১-৪

ব্রাহ্মবিবাহবিধি-অনুসারে, তদভাবে অন্য বিধি অবলম্বন করিয়া বয়োবিদ্যা বংশাদিতে তুল্য এমন যে পাত্র তাহাকে কন্যা প্রদান করিবে। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি এবং মাতা কন্যাদানে অধিকারী। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দাতৃবর্গের অভাব হইলে পর পর উক্ত দাতৃবর্গ মধ্যে যে থাকিবে, সেই কন্যা প্রদান করিবে। এ

পিতৃ-তৎপিতৃ-ভ্রাতৃষু পিতৃব্য-জ্ঞাতি-মাতৃষু।
পূর্ব্বাভাবে পরো দদ্যাৎ সর্ব্বাভাবে স্বয়ং ব্রজেৎ ॥ ৬
যদি সা দাতৃবৈকল্যাদ্ রজঃ পশ্যেৎ কুমারিকা।
ভ্রূণহত্যাশ্চ যাবত্যঃ পতিতঃ স্যাৎ তদপ্রদঃ ॥ ৭
তুভ্যং দাস্যাম্যহমিতি গ্রহীষ্যামীতি যস্তয়োঃ।
কৃত্বা সময়মন্যোন্যং ভজতে ন স দণ্ডভাক্ ॥ ৮
ত্যজন্নদুষ্টাং দণ্ড্যঃ স্যাদ্দূষয়ংশ্চাপ্যদূষিতাম্ ॥ ৯
ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০

সকল ব্যক্তির অভাব হইলে কন্যা স্বয়ংই বিবাহ করিতে পারে। যদ্যপি কন্যা দাতার অনবধানতাবশতঃ অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়। ঋতুকালের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কন্যা দান না করে, সে পতিত হয়। 'তোমাকে আমি এই কন্যা দিলাম' এইরূপ দাতা এবং 'আমি এ কন্যা গ্রহণ করিলাম' গ্রহীতাও এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দান ও গ্রহণ করিলে দাতা ও গ্রহীতা এই উভয়ের কেহই দণ্ডার্হ হয় না।৫-৮।

দোষরহিত কন্যাকে ত্যাগ করিলে এবং দোষশূন্যা কন্যাকে দূষিতা করিলে পর দণ্ডার্হ হইতে হয়। সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলেও পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য-কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু নীচবর্ণ উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। সকল বর্ণা ভার্য্যা থাকিলেও সবর্ণা ভার্য্যা সহধর্ম্মচারিণী হইবে, সজাতীয়ার মধ্যে যে

উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্ ।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ব্ববর্ণজাম্ ॥ ১১
নানাবর্ণাসু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী ।
ধর্ম্ম্যা ধর্ম্মেষু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্য স্বজাতিষু ॥১২
পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা ।
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যোঽভূবন্নিতি শ্রুতিঃ ॥১৩
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্ ।
নার্দ্ধং প্রজায়তে সর্ব্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥১৪
গুর্ব্বী সা ভূস্ত্রিবর্গস্য বোঢ়ুং নান্যেন শক্যতে ।
যতস্ততোঽন্বহং ভূত্বা স্ববশো বিভৃয়াচ্চ তাম্ ॥১৫

কৃতদারোঽগ্নিপত্নীভ্যাং কৃতবেশ্মা গৃহং বসেৎ ।
স্বকৃত্যং বিত্তমাসাদ্য বৈতানাগ্নিং ন হাপয়েৎ ॥১৬
স্মার্ত্তং বৈবাহিকে বহ্নৌ শ্রৌতং বৈতানিকাগ্নিষু ।
কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রতিদিনং বিধিবৎ প্রীতিপূর্ব্বতঃ ॥ ১৭
সম্যগ্ধর্ম্মার্থকামেষু দম্পতিভ্যামহর্নিশম্ ।
একচিত্ততয়া ভাব্যং সমানব্রতবৃত্তিতঃ ॥ ১৮
ন পৃথগ্বিদ্যতে স্ত্রীণাং ত্রিবর্গবিধিসাধনম্ ।
ভাবতো হ্যতিদেশাদ্বা ইতি শাস্ত্রবিধিঃ পরঃ ॥ ১৯
পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায় চ ।
উত্থাপ্য শয়নাদ্যানি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্ ॥ ২০

পত্নী ধর্ম্মত্যাগ করে না, ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগবতী, সেই তাহার জ্যেষ্ঠা । ৯-১২ ।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা এক দেহ দুই ভাগ করেন ;—পূর্ব্বার্দ্ধভাগ দ্বারা পতিগণ হয়, অপরার্দ্ধভাগ দ্বারা পত্নীগণ হয়, ইহার প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। পুরুষ যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ করিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত পুরুষ অর্দ্ধ অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে। কৃতদার হইয়া পুরুষ গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অগ্নি এবং পত্নীর সহিত গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে ধন লাভ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য ও বৈতানাগ্নি ত্যাগ করিবে না। বৈবাহিক যে অগ্নি, তাহাতে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মসমূহ, যজ্ঞকালীনাগ্নিতে শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মসমূহ প্রতিদিন প্রীতিপূর্ব্বক বিধানুসারে করিবে ।১৩-১৭

ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামবিষয়ে দিবারাত্রকাল স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণভাবে একচিত্ত হইবে এবং সমানব্রত ও জীবিকা বিষয়ে একচিত্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের পৃথক্ ত্রিবর্গ বিধি-সাধন (ধর্ম্ম, অর্থ, কামপ্রদায়ক অনুষ্ঠান) নাই ; রাগতঃ (অনুরাগাধীন বা অতিদেশ বশতঃ) এইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধি আছে। পত্নী পতির পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিয়া দেহশুদ্ধি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও রৌদ্র-মুহূর্ত্ত-বিহিত নিয়মানুসারে বিণ্মূত্র-ত্যাগাদি সমাপনান্তে শয্যাদি উঠাইয়া শয়নগৃহ পরিষ্কার করিবে। তদনন্তর সেই পতিব্রতা স্ত্রী হোমগৃহে গমন করিয়া মার্জ্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ করিবে, তদনন্তর স্বীয় অঙ্গন সংস্কার করিবে। তদনন্তর অগ্নিকার্য্যোপযুক্ত সস্নেহ পাত্র সকল উষ্ণ বারি দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে ।১৮-২১

যুগ্মপাত্র সকল কদাচিৎ বিযুক্ত করিবে না। শিলা-পুত্রের সহিত শিলাপট্টকে একত্র করিয়া রাখিবে (সমুদ্গক-পাত্র (কৌটা) পিধান পাত্র (ঢাকনী) দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, পাদুকাদ্বয় এক স্থানে রাখিবে ইত্যাদি), তণ্ডুলাদি পাত্র শোধন করিয়া তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, রন্ধনগৃহের আবশ্যকীয় ভোজনপাত্রাদি, যে যে পাত্রের ব্যবহার করা হইয়াছে এবং লবণাদি রসদ্রব্য ও তৈল ঘৃতাদি দ্রবদ্রব্য স্মরণে রাখিয়া সমস্ত বহির্গত করিয়া প্রক্ষালন দ্বারা শোধন কবিবে। মৃত্তিকা দ্বারা চুল্লী শোধন করিয়া সেই চুল্লীতে অগ্নি সংযুক্ত করিবে ।২২-২৪

এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণ-কার্য্য সমাপনান্তে গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিবে। পরে শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভর্ত্তা, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং বান্ধবগণ-প্রদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে। বিশুদ্ধ-স্বভাব স্ত্রী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইবে। সচ্চরিত্রা সখীর ন্যায় স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিবে। স্বামী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে দাসীর ন্যায় সেই আদেশ পালন করিবে। ২৫-২৭

মার্জ্জনৈর্লেপনৈঃ প্রাপ্য সাগ্নিশালং স্বমঙ্গনম্।
শোধয়েদগ্নিকার্য্যাণি স্নিগ্ধান্যুষ্ণেন বারিণা ॥ ২১
প্রোক্ষণ্যৈরিতি তান্যেব যথাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
দ্বন্দ্বপাত্রাণি সর্ব্বাণি ন কদাচিদ্ বিযোজয়েৎ ॥২২
শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বা তু ধারয়েৎ।
মহানসস্থ পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বথা ॥ ২৩
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েচ্চুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেত্ততঃ।
স্মৃত্বা নিয়োগপাত্রাণি রসাংশ্চ দ্রবণানি (ক) চ ॥২৪
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যা চ স্বগুরূনভিবাদয়েৎ।
তাভ্যাং ভর্ত্তৃপিতৃভ্যাং বা ভ্রাতৃমাতুলবান্ধবৈঃ ॥ ২৫
বস্ত্রালঙ্কাররত্নানি প্রদত্তান্যেব ধারয়েৎ।
মনো-বাক্-কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী ॥ ২৬
ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৭
ততোঽন্নসাধনং কৃত্বা পতয়ে বিনিবেদ্য তৎ।
বৈশ্বদেবকৃতৈরন্নৈর্ভোজনীয়াংশ্চ ভোজয়েৎ ॥২৮
পতিঞ্চৈতদনুজ্ঞাতঃ শিষ্টমন্নাদ্যমাত্মনা।
ভুক্ত্বা নয়েদহঃশেষমায়ব্যয়বিচিন্তয়া ॥ ২৯
পুনঃ সায়ং পুনঃ প্রাতর্গৃহশুদ্ধিং বিধায় চ।
কৃতান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্ ॥ ৩০
নাতিতৃপ্ত্যা স্বয়ং ভুক্ত্বা গৃহনীতিং বিধায় চ।
আস্তীর্য্য সাধুশয়নং ততঃ পরিচরেৎ পতিম্ ॥ ৩১
সুপ্তে পতৌ তদভ্যাসে স্বপেত্তদ্গতমানসা।
অনগ্না চাপ্রমত্তা চ নিষ্কামা চ জিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩২
নোচ্চৈর্ব্বদেন্ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী ॥ ৩৩
ন চাতিব্যয়শীলা স্যান্ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥ ৩৪
পৈশুন্য-হিংসা-বিদ্বেষ-মহাহঙ্কার-ধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্য-সাহস-স্তেয়-দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৫
এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥ ৩৬

পরে অন্নাদি পাক করিয়া (পাক সমাপন হইয়াছে) ইহা পতিকে জ্ঞাত করিবে। (পতি) বৈশ্যদেবাদি কার্য্য সমাপন করিলে পর সেই অন্ন দ্বারা ভোজনীয়গণকে (বালক-বালিকা প্রভৃতিকে) ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইবে। স্বামী অনুজ্ঞা করিলে পর অবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা স্বয়ং ভোজন করিয়া আয় এবং ব্যয়ের চিন্তা দ্বারা দিবার শেষভাগ যাপন করিবে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে প্রাতঃকালের ন্যায় গৃহাদি-শোধন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া সমস্ত কার্য্য সমাপনান্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সাধ্বী স্ত্রী পতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে এবং নিজেও অনতিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া গৃহনীতি (সায়ং-কর্ত্তব্য দীপালোক-প্রদান, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি গৃহস্থ-কর্ত্তব্যনীতি) সম্পন্ন করিয়া উত্তম শয্যা প্রস্তুত করণান্তে স্বামিশুশ্রূষা করিবে। পতি নিদ্রিত হইলে পতিগতচিত্ত হইয়া পতির নিকটে নিদ্রিতা হইবে। নিদ্রাকালে উলঙ্গিনী হইবে না, সাবধানে থাকিবে, অন্য কামনা বর্জন করিবে এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকিবে। ২৮-৩২।

উচ্চ করিয়া কথা কহিবে না, কটূক্তি করিবে না, অতিরিক্ত কথা কহিবে না ও পতির অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না এবং অপলাপ ও বিলাপ ত্যাগ করিবে। অত্যন্ত ব্যয়শীলা হইবে না এবং ধর্ম্ম অর্থ-বিরোধিনী হইবে না। পতি ধর্ম্মকার্য্য কি অর্থসাধন করিতে উদ্যত হইলে তাহাতে প্রতিকূলাচরণ করিবে না। প্রমাদ (অনবধানতা), উন্মাদ (চিত্ত-চাঞ্চল্য), রোষ (ক্রোধ), ঈর্ষা (পরগুণে দোষাবিষ্কার), বঞ্চন (লোককে ঠকান), অতিমানিতা (অত্যন্ত অভিমান). পৈশুন্য (খলতা), হিংসা (প্রাণিবধ), বিদ্বেষ (সপত্ন্যাদির প্রতি বিদ্বেষভাব), অত্যন্ত অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, সাহস (নির্ভীকতা), চৌর, (অসন্তোষ) এবং দম্ভ (কপটতা)

(ক) 'দ্রবিণানি' পাঠান্তর আছে, ইহার অর্থ সুবর্ণাদিপাত্র।

যোষিতো নিত্যকর্ম্মোক্তং নৈমিত্তিকমথোচ্যতে।
রজোদর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ ॥৩৭
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তর্গৃহে বসেৎ।
একাম্বরাবৃতা দীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ৩৮
মৌনিন্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপদ্ভিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃণ্ময়ভাজনে ॥৩৯
স্বপেদ্ভুমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ম্।
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচৈলমুদিতে রবৌ ॥ ৪০
বিলোক্য ভর্ত্তুর্ব্বদনং শুদ্ধা ভবতি ধর্ম্মতঃ।
কৃতশৌচা পুনঃ কর্ম্ম পূর্ব্ববচ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪১

এই পঞ্চদশ প্রকার দোষজনক কার্য্য সাধ্বী স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী এইরূপে পরম দেবতা পতির সেবা করিলে ইহলোকে কীর্ত্তি ও মঙ্গল এবং মৃত্যুর পর পতিলোক প্রাপ্ত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ নিত্য কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে এই সকল কার্য্য ত্যাগ করিবে। হঠাৎ কেহ দেখিতে না পায়—লজ্জাবতী হইয়া এইরূপ নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে, এক বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান এবং অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনার ন্যায় বাক্যালাপশূন্য হইয়া চক্ষু, হস্ত এবং চরণের চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া অবস্থিতি করিবে। রাত্রিকালে কেবলমাত্র অন্ন মৃণ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে।৩৩-৩৯

অপ্রমত্তা হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে এবং এইরূপে দিন কাটাইবে পরে ঐরূপে ত্রিরাত্র যাপনান্তে চতুর্থ দিবসে সূর্য্যোদয়ের পর বস্ত্রাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ভর্ত্তার বদন দর্শনান্তে ধর্ম্মতঃ শুদ্ধ হইবে। শৌচজনক সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। রজোদর্শনদিবস হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল। ঐ সকল দিন মধ্যে শুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত যে পুংবীজ তাহা অঙ্কুরিত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দিন মধ্যে নিক্ষিপ্ত বীজ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি হয়। যেরূপ পর্ব্ব-দিবসে, অশ্লেষা, মঘা ও রেবতী নক্ষত্রে স্ত্রী গমন করা নিষিদ্ধ, সেইরূপ প্রথম চারি রাত্রি গমন করিবে না,

রজোদর্শনতো যাঃ স্যু রাত্রয়ঃ ষোড়শর্ত্তবঃ।
ততঃ পুংবীজমক্লিষ্টং শুদ্ধে ক্ষেত্রে প্ররোহতি ॥ ৪২
চতস্রশ্চাদিমা রাত্রীঃ পর্ব্ববচ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গচ্ছেদ্ যুগ্মাসু রাত্রীষু পৌষ্ণপিত্রর্ক্ষরাক্ষসান্ ॥ ৪৩
প্রচ্ছাদিতাদিত্যপথে পুমান্ গচ্ছেৎ স্বযোষিতঃ।
ক্ষোমালঙ্কৃদবাপ্নোতি পুত্রংক্ষৌপূজিতলক্ষণম্ ॥ ৪৪
ঋতুকালেঽভিগম্যৈবং ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ।
গচ্ছন্নপি যথাকামং ন দুষ্টঃ স্যাদনন্যকৃৎ ॥ ৪৫
ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি ঋতৌ ভার্য্যাপরাঙ্মুখঃ।
সা ত্ববাপ্যাঽন্যতো গর্ভং ত্যাজ্যা ভবতি পাপিনী ॥৪৬

যুগ্মরাত্রিতেই গমন করিবে। রাত্রিকালে ক্ষৌমবস্ত্র ভূষিত পুরুষ স্বীয় পত্নীগমন করিলে শুভ লক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে স্ব স্ত্রীতে অভিগত হইলে তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে না, অনন্যকার্য্য হইয়া ঋতুকালে স্ব-পত্নীতে যথাভিলষিত গমন করিয়াও কোন দোষভাগী হইবে না। ঋতুকালে যদি পুরুষ স্বপত্নীগমন-পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হইবেন। কোন ঋতুমতী স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করায় তবে সেই পাপীয়সী পতির ত্যাজ্যা হইবে। যদি কোন স্ত্রী পতিকৃত গর্ভ বিনষ্ট করে, সে মহাপাতক পাপে লিপ্তা হইবে। যদি কোন পুরুষ বিনা দোষে সচ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করে, তবে সে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পতি মহাপাতকাদি পাপযুক্ত হইলেও সাধ্বী স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। ব্যভিচারিণী পত্নীদিগের মুখদর্শন ত্যাগ করিয়া ধিক্কার পূর্ব্বক সেই নিন্দনীয়াকে স্থানান্তরিত করিয়া রাখিবে। পুনরায় ঋতুস্নান করিলে গ্রহণীয়া হইবে। ধূর্ত্তা, ধর্ম্ম এবং কামঘ্নী, অপুত্রা, দীর্ঘরোগিণী, দোষযুক্তা, ব্যসনাসক্ত এইরূপ অহিতকারিণী পত্নীকে স্থানান্তরে বাস করাইবে। অধিবিন্না স্ত্রীকেও ঐ সকল স্ত্রীর তুল্য বলিয়া জানিবে। ৪০-৫১

পতিব্রতা স্ত্রী স্বামী প্রবাসে গেলে অঙ্গরাগ ও দেহসংস্কার বর্জ্জন এবং আহার সংযমপূর্ব্বক দীনভাবে

মহাপাতকদুষ্টা চ পতিগর্ভবিনাশিনী।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৭
মহাপাতকদুষ্টোঽপি নাপ্রতীক্ষ্যস্তয়া পতিঃ।
অশুদ্ধেঃ ক্ষয়মাদূরং স্থিতায়ামনুচিন্তয়া ॥ ৪৮
ব্যভিচারেণ দুষ্টানাং পত্নীনাং দর্শনাদৃতে।
ধিক্ কৃতায়ামবাচ্যায়ামন্যত্র বাসয়েৎ পতিঃ ॥ ৪৯
পুনস্তামার্ত্তবস্নাতাং পূর্ব্ববদ্ব্যবহারয়েৎ।
ধূর্ত্তাঞ্চ ধর্ম্মকামঘ্নীমপুত্রাং দীর্ঘরোগিণীম্ ॥ ৫০
সুদুষ্টাং ব্যসনাসক্তামহিতামধিবাসয়েৎ।
অধিবিন্নামপি বিভুঃ স্ত্রীণাস্তু সমতামিয়াৎ ॥ ৫১
বিবর্ণা দীনবদনা দেহসংস্কারবর্জ্জিতা।
পতিব্রতা নিরাহারা শোচ্যতে প্রোষিতে পতৌ ॥ ৫২
মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ।
জীবন্তী চেত্ত্যক্তকেশা তপসা শোধয়েদ্ বপুঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বাবস্থাসু নারীণাং ন যুক্তং স্যাদরক্ষণম্।
তদেবানুক্রমাৎ কার্য্যং পিতৃ-ভর্ত্তৃ-সুতাদিভিঃ ॥ ৫৪
জাতাঃ সুরক্ষিতা যা যে পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রকাঃ।
যে যজন্তি পিতৃন্ যজ্ঞৈর্মোক্ষপ্রাপ্তিমহোদয়ৈঃ ॥৫৫
মৃতানামগ্নিহোত্রেণ দাহয়েদ্ বিধিপূর্ব্বকম্।
দাহয়েদবিলম্বেন ভার্য্যাঞ্চাত্র ব্রজেত সা ॥ ৫৬
ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

পতির বিরহচিন্তা করত অবস্থান করিবে। মৃত ভর্ত্তার সহিত অগ্নিপ্রবেশ করিবে অথবা কেশচ্ছেদন করত আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন ও তপস্যা করিবে। নারীগণ কোনসময়েই অরক্ষিতা থাকিবে না। পিত্রাদি ক্রমে তাহার রক্ষা করিবে। ঐরূপ ভার্য্যাকে দাহ করাইবে, ভার্য্যা যাযজুক স্বামীর সালোক্য লাভ করিবে। অগ্নিহোত্র হোমাগ্নির দ্বারা সাগ্নিক মৃত ব্যক্তিগণের বিধিমত দাহ করাইবে। যদি পত্নীর সহমরণে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও অবিলম্বে উক্ত অগ্নিতে দাহ করিবে।৫২-৫৬।

ব্যাস-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যমিতি কর্ম্ম ত্রিধা মতম্।
ত্রিবিধং তচ্চ বক্ষ্যামি গৃহস্থস্যাবধার্য্যতাম্ ॥ ১
যামিন্যাঃ পশ্চিমে যামে ত্যক্তনিদ্রো হরিং স্মরেৎ।
আলোক্য মঙ্গলদ্রব্যং কর্মাবশ্যকমাচরেৎ ॥২
কৃতশৌচো নিষেব্যাগ্নিং দন্তান্ প্রক্ষাল্য বারিণা।
স্নাত্বোপাস্য দ্বিজঃ সন্ধ্যাং দেবাদীংশ্চৈব তর্পয়েৎ ॥৩
বেদ-বেদাঙ্গশাস্ত্রাণি ইতিহাসানি চাভ্যসেৎ।
অধ্যাপয়েচ্চ সচ্ছিষ্যান্ সদ্বিপ্রাংশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪
অলব্ধং প্রাপয়েল্লব্ধা ক্ষণমাত্রে সমাপয়েৎ।
সমর্থো হি সমর্থেন নাবিজ্ঞাতঃ কচিদ্ বসেৎ ॥ ৫
সরিৎ-সরসি বাপীষু গর্ত্ত-প্রস্রবণাদিষু।
স্নায়ীত যাবদুদ্ধৃত্য পঞ্চ পিণ্ডানি বারিণা ॥ ৬
তীর্থাভাবেঽপ্যশক্ত্যা বা স্নায়াৎ তোয়ৈঃ সমাহৃতৈঃ।
গৃহাঙ্গনগতস্তত্র যাবদম্বরপীড়নম্ ॥ ৭
স্নানমব্দৈবতৈঃ কুর্য্যাৎ পাবনৈশ্চাপি মার্জ্জনম্।
মন্ত্রৈঃ প্রাণাংস্ত্রিরায়ম্য সৌরৈশ্চার্কং বিলোকয়েৎ ॥৮
তিষ্ঠন্ স্থিত্বা তু গায়ত্রীং ততঃ স্বাধ্যায়মারভেৎ।
ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নামথর্ব্বাঙ্গিরসামপি ॥ ৯
ইতিহাস-পুরাণানাং বেদোপনিষদাং দ্বিজঃ।
শক্ত্যা সম্যক্ পঠেন্নিত্যমল্পমপ্যাসমাপনাৎ ॥ ১০
স যজ্ঞ-দান-তপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদহরহর্ব্বেদং দ্বিজোঽধীয়ীত বাগ্‌যতঃ ॥ ১১
ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসাদি সর্ব্বেষাং শক্তিতঃ পঠেৎ।
কৃতস্বাধ্যায়ঃ প্রথমং তর্পয়েচ্চাথ দেবতাঃ ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই তিন প্রকার কর্ম্ম জানিবে। সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিতেছি, হে ঋষিগণ! আপনারা অবধারণ করুন। যামিনীর শেষ প্রহরে নিদ্রাত্যাগ করিয়া হরিকে স্মরণ করিবে। তদনন্তর মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিয়া আবশ্যক কার্য্য করিবে। তৎপরে শৌচক্রিয়া অগ্নিসেবন করিবে। তদনন্তর জলাদি দ্বারা দন্তধাবন করিয়া দ্বিজগণ স্নান সমাপনান্তে সন্ধ্যাবন্দন, তদন্তে দৈবাদিক্রমে তর্পণ করিয়া বেদ, বেদাঙ্গ এবং ইতিহাস শাস্ত্র অভ্যাস করিবে। তদনন্তর বিপ্র-বংশোদ্ভূত সৎশিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। ১-৪

অলব্ধ (দুর্লভ) বস্তু লাভ করিয়া পাত্রে তাহা বিনিয়োগ করিবে। কোন অভীষ্ট কার্য্য ক্ষণমাত্রে সমাপ্ত করিবে। শক্তিশালী ব্যক্তি সমর্থ অন্যব্যক্তির অবিজ্ঞাতভাবে কোন স্থানে বাস করিবে না, অথবা অপহারিত বস্তু অন্বেষণ করিয়া না পাইলে তাহা যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই বস্তু তৎস্বামীকে দিয়া দিবে, ইহাতে ক্ষণকালও বিলম্ব করিবে না। সমর্থ ব্যক্তি অন্য সমর্থ ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভাবে কুত্রাপি বাস করিবে না। নদী-সরোবর-দীর্ঘিকা-ক্ষুদ্রগর্ত্ত-প্রস্রবণাদি জলে (পরকীয় কৃত্রিম জলাশয়ে) পঞ্চপিণ্ড উদ্ধার করিয়া (অবগাহনপূর্ব্বক) স্নান করিবে। তীর্থের অপ্রাপ্তি কিংবা অবগাহনে অক্ষম হইলে উদ্ধৃত জল দ্বারা গৃহের অঙ্গনে বসিয়া যে পর্য্যন্ত না বস্ত্র সম্পূর্ণ আর্দ্র হয়, সেই পর্য্যন্ত স্নান করিবে। তদনন্তর অব্দৈবত অর্থাৎ "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি তিন, "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি পর্য্যন্ত পবিত্রকারক মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জন, স্নান সমাপনান্তে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সূর্য্যোপস্থানবিহিত মন্ত্র দ্বারা অর্কদর্শন করিবে। তদনন্তর দ্বিজগণ গায়ত্রী উপাসনা অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করিয়া স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) আরম্ভ করিবে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া ইতিহাস, পুরাণ, বেদের উপনিষদ্- সমূহ—সমর্থ হইলে সম্যক্‌রূপে, অসমর্থ হইলে অল্প অর্থাৎ কিয়দংশ গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন পাঠ করিবে। যে দ্বিজ এই সমস্ত নিয়মিত কার্য্য নিত্য করে, সে যজ্ঞদান এবং তপস্যার সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত দ্বিজগণ বাগ্‌যত হইয়া প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে। সমর্থ হইলে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসও নিত্য পাঠ করিবে। বেদধ্যয়ন করিয়া অগ্রে দেবতর্পণ করিবে।৫-১২।

তদ্বিষয়ে নিয়ম এইরূপ—পূর্ব্বমুখ হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া পূর্ব্বাগ্রদর্ভ লইয়া যবযুক্ত তিল দ্বারা স্বাভাবিকরূপে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দেবগণকে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এক এক অঞ্জলি জল দান করিবে। ১৩

সমজানুদ্বয় হইয়া অর্থাৎ জানুদ্বয় পাতিত করিয়া হারবৎ যজ্ঞোপবীতধারী ও উত্তরমুখ হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে

জান্বা চ দক্ষিণং দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ সযবৈস্তিলৈঃ।
একৈকাঞ্জলিদানেন প্রকৃতিস্থোপবীতকঃ ॥ ১৩
সমজানুদ্বয়ো ব্রহ্মসূত্রহার উদঙ্মুখঃ।
তির্য্যগদর্ভৈশ্চ বামাগ্রৈর্যবৈস্তিলবিমিশ্রিতৈঃ ॥ ১৪
অম্ভোভিরুত্তরক্ষিপ্তৈঃ কনিষ্ঠামূলনির্গতৈঃ।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামঞ্জলিভ্যাং মনুষ্যাংস্তর্পয়েত্ততঃ ॥ ১৫
দক্ষিণাভিমুখঃ সব্যং জান্বা চ দ্বিগুণৈঃ কুশৈঃ।
তিলৈর্জলৈশ্চ দেশিন্যা মূলদর্ভাদ্ বিনিঃসৃতৈঃ ॥ ১৬
দক্ষিণাং সোপবীতঃ স্যাৎ ক্রমেণাঞ্জলিভিস্ত্রিভিঃ।
সন্তর্পয়েদ্দিব্যপিতৃংস্তৎপরাংশ্চ পিতৄন্ স্বকান্ ॥১৭
মাতৃ-মাতামহাংস্তদ্বৎ ত্রীনেবং হি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
মতামহাশ্চ যেঽপ্যন্যে গোত্রিণো দাহবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৮
তানেকাঞ্জলিদানেন তর্পয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্।
অসংস্কৃতপ্রমীতা যে প্রেতসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯
বস্ত্রনিষ্পীড়নাম্ভোভিস্তেষামাপ্যায়নং ভবেৎ।
অতর্পিতেষু পিতৃষু বস্ত্রং নিষ্পীড়য়েচ্চ যঃ ॥ ২০
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি সুর-মানুষৈঃ।
পয়ো-দর্ভ-স্বধাকার-গোত্র-নাম-তিলৈর্ভবেৎ ॥২১
সুদত্তং তৎপুনস্তেষামেকেনাপি বৃথা বিনা।
অন্যচিত্তেন যদ্দত্তং যদ্দত্তং বিধিবর্জ্জিতম্ ॥২২
অনাসনস্থিতেনাপি তজ্জলং রুধিরায়তে।
এবং সন্তর্পিতাঃ কামৈস্তর্পকাংস্তর্পয়ন্তি চ ॥২৩
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিত্য-মিত্রা-বরুণনামভিঃ।
পূজয়েল্লক্ষিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্জলমন্ত্রোক্তদেবতাঃ ॥২৪
উপস্থায় রবেঃ কাষ্ঠং পূজয়িত্বা চ দেবতাঃ।
ব্রহ্মাগ্নীন্দ্রৌষধী-জীব-বিষ্ণুনামহতাংহসাম্ ॥২৫
অপাং যত্তেতি সৎকায়ং নমস্কারৈঃ স্বনামভিঃ।
কৃত্বা মুখং সমালভ্য স্নানমেবং সমাচরেৎ ॥২৬
ততঃ প্রবিশ্য ভবনমাবসথ্যে হুতাশনে।
পাকযজ্ঞাংশ্চ চতুরো বিদধ্যাদ্ বিধিবদ্ দ্বিজঃ ॥২৭
অনাহিতাবসথ্যাগ্নিরাদায়ান্নং ঘৃতপ্লুতম্।
শাকলেন বিধানেন জুহুয়াল্লৌকিকেঽনলে ॥২৮

ধৃত দর্ভ দ্বারা তিল ও যব-মিশ্রিত কনিষ্ঠাঙ্গুলীমূল হইতে উত্তরভাগে প্রক্ষিপ্ত জল লইয়া মনুষ্যগণকে দুই দুই অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া বামজানু পাতিত করিয়া দ্বিগুণ কুশ দ্বারা কেবল তিলমিশ্রিত তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশ হইতে নিঃসৃত জল লইয়া দক্ষিণ স্কন্ধোপরি উপবীত ধারণপূর্ব্বক দিব্য পিতৃগণকে তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করত ক্রমে ক্রমে আপনার স্বর্গীয় পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের তর্পণ করিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদিগকেও পূর্ব্ববৎ তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী-বংশীয় হউন কিংবা স্বগোত্রজ হউন, যাহারা দাহবর্জ্জিত হইয়াছেন, উঁহাদিগকে এক এক অঞ্জলি জল-প্রদান দ্বারা তর্পণ করিবে। যাহারা অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে ও যাহাদিগের দাহাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হয় নাই, ঐ সকল ব্যক্তিগণের তৃপ্তির নিমিত্ত মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রনিপীড়িত জল প্রদান করিবে। পিত্রাদি তর্পণ না করিয়া যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, দেবতা ও সনকাদি মানুষগণের সহিত তাহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যায়। জল, দর্ভ (কুশ), স্বধা-মন্ত্র, গোত্রোল্লেখ, নামোল্লেখ এবং তিল দ্বারা তর্পণ করিলে পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক হইবে, সকলের মধ্যে একটীরও অসদ্ভাব হইলে তর্পণ করা বৃথা হইবে। অন্যমনস্ক হইয়া কিংবা শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অথবা আসনশূন্য স্থানে বসিয়া তর্পণ করিলে ঐ জল রুধির স্বরূপ হইবে। উক্ত নিয়মানুসারে পিতৃগণ তর্পিত হইলে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিয়া তর্পণকর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করেন। ১৪-২৩।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, আদিত্য ও মিত্রাবরুণ নামঘটিত মন্ত্র দ্বারা জলমন্ত্রে কথিত দেবতা সকলকে পূজা করিবে। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যোপস্থান করিয়া ও দেবগণকে পূজা করিয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ওষধি, বৃহস্পতি ও বিষ্ণু নামে জল সকলের অপবিত্রতা দূরীকরণ পূর্ব্বক "যত্তে" ইত্যাদি মন্ত্র নমঃ শব্দোচ্চারণ ও নামোচ্চারণ করিবে; অনন্তর মুখ মার্জ্জন করিবে, এইরূপে স্নান করা উচিত।২৭-২৬।

ব্যস্তাভির্ব্যাহৃতীভিশ্চ সমস্তাভিস্ততঃ পরম্ ।
ষড়্ভির্দ্দেবকৃতস্যেতি মন্ত্রবদ্ভির্যথাক্রমম্ ॥২৯
প্রাজাপত্যং স্বিষ্টকৃতং হুত্বৈবং দ্বাদশাহুতীঃ ।
ওঙ্কারপূর্ব্বঃ স্বাহান্তস্ত্যাগঃ স্বিষ্টবিধানতঃ ॥৩০
ভুবি দর্ভান্ সমাস্তীর্য্য বলিকর্ম্ম সমাচরেৎ ।
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য ইতি সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্য এব চ ॥৩১
ভূতানাং পতয়ে চেতি নমস্কারেণ শাস্ত্রবিৎ ।
দদ্যাদ্ বলিত্রয়ঞ্চাগ্রে পিতৃভ্যশ্চ স্বধা নমঃ ॥৩২
পাত্রনির্ণেজনং বারি বায়ব্যাং দিশি নিক্ষিপেৎ ।
উদ্ধৃত্য ষোড়শগ্রাসমাত্রমন্নং ঘৃতোক্ষিতম্ ॥৩৩
ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্তেত্যুক্ত্বা সমুৎসৃজেৎ ।
গোত্র-নাম-স্বধাকারৈঃ পিতৃভ্যশ্চাপি শক্তিতঃ ॥৩৪
ষড়্ভ্যোঽন্নমন্বহং দদ্যাৎ পিতৃযজ্ঞবিধানতঃ ।
বেদাদীনাং পঠেৎ কিঞ্চিদল্পং ব্রহ্মমথাপ্তয়ে ॥৩৫

দ্বিজ গৃহপ্রবেশ করিয়া আবসথ্য অনলে যথাবিধি চতুর্ব্বিধ পাকযজ্ঞ করিবে। যাহার আবসথ্য অগ্নি আহিত নাই, সেই দ্বিজ ঘৃতাক্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক শাকল বিধি অনুসারে লৌকিক অগ্নিতে হোম করিবে। মিলিত ও পৃথককৃত ব্যস্ত ও ব্যস্ত-সমস্ত ব্যাহৃতি দ্বারা এবং "দেবকৃতস্য" ইত্যাদি ষট্‌মন্ত্রে যথাক্রমে আহুতি দিবে। অনন্তর প্রাজাপত্য "স্বিষ্টকৃত" হোম। ইহার দ্বাদশবার আহুতি দিবে। 'স্বিষ্ট' বিধি অনুসারে প্রথমে ওঙ্কার ও অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে। ভূতলে কুশ বিছাইয়া তদুপরি বলিকর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ", "সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ" এবং "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র দ্বারা অগ্রে বলিত্রয় প্রদান করিবে, পরে "পিতৃভ্যঃ স্বধানমঃ" বলিয়া দিবে। পাত্রপ্রক্ষালনজল বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ষোড়শ গ্রাস মাত্র ঘৃতোক্ষিত অন্ন লইয়া "ইদমন্নং মনুষ্যেভ্যো হন্ত" বলিয়া দান করিবে। যথাশক্তি পিণ্ড পিতৃযজ্ঞানুসারে পিতৃ প্রভৃতি ছয়জনকে (তিন জন পিত্রাদি ও তিন জন মাতামহাদি) প্রত্যহ নাম, গোত্র ও স্বধা উচ্চারণ পূর্ব্বক অন্নদান করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞসিদ্ধির জন্য বেদাদির মধ্যে অল্প স্বল্প কিছু পাঠ করিবে। অনন্তর অন্য অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহবহির্ভাগে নির্গত হইয়া শ্বপচ ও কাকাদির জন্য গ্রাস নিক্ষেপ করিবে। পরে গৃহস্থ গৃহদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া শুদ্ধভাবে অতিথির প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি করিবে। বুভুক্ষু শান্ত অকিঞ্চন অতিথি দূর হইতে আসিতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয় পূজনে তাঁহাকে সম্মানিত করিবে। অতিথিকে পাদপ্রক্ষালন, সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যঞ্জনাদি দ্বারা পূজা করিলে সদ্য স্বর্গ লাভে অধিকারী হয়। অতিথি—যজ্ঞ হইতেও অধিক ।২৭-৩৯

ততোঽন্যদন্নমাদায় নির্গত্য ভবনাদ্ বহিঃ ।
কাকেভ্যঃ স্বপচেভ্যশ্চ প্রক্ষিপেদ্ গ্রাসমেব চ ॥৩৬
উপবিশ্য গৃহদ্বারি তিষ্ঠেদ্ যাবন্মুহূর্ত্তকম্ ।
অপ্রমুক্তোঽতিথিং লিপ্সুর্ভাবশুদ্ধঃ প্রতীক্ষকঃ ॥৩৭
আগতং দূরতঃ শান্তং ভক্তুকামমকিঞ্চনম্ ।
দৃষ্ট্বা সম্মুখমভ্যেত্য সৎকৃত্য প্রশ্রয়ার্চ্চনৈঃ ॥৩৮
পাদধাবন-সম্মানাভ্যঞ্জনাদিভিরর্চ্চিতঃ ।
ত্রিদিবং প্রাপয়েৎ সদ্যো যজ্ঞস্যাভ্যধিকোঽতিথিঃ ॥৩৯
কালাগতোঽতিথির্দৃষ্টবেদপারো গৃহাগতঃ ।
দ্বাবেতৌ পূজিতৌ স্বর্গং নয়তোঽধস্ত্বপূজিতৌ ॥৪০
বিবাহ্যস্নাতক-ক্ষমাভৃদাচার্য্য-সুহৃদৃত্বিজঃ ।
অর্ঘ্যা ভবন্তি ধর্ম্মেণ প্রতিবর্ষং গৃহাগতাঃ ॥৪১
গৃহাগতায় সৎকৃত্য শ্রোত্রিয়ায় যথাবিধি ।
ভক্ত্যোপকল্পয়েদেকং মহাভাগং বিসর্জ্জয়েৎ ॥৪২

বৈশ্বদেবকালে সমাগত অতিথি এবং গৃহাগত বেদপারদর্শী ব্যক্তি—ইঁহারা উভয়ে উত্তম পূজিত হইলে কর্ত্তাকে স্বর্গ ও অপূজিত হইলে নরকগামী করেন। জামাতা প্রভৃতি বিবাহ-সম্পর্কীয় স্নাতক, রাজা, আচার্য্য, সুহৃৎ এবং ঋত্বিক্ ইঁহারা বৎসর বৎসর গৃহাগত হইলেও ধর্ম্মতঃ পূজনীয় হইবেন। গৃহাগত শ্রোত্রিয়কে যথাবিধি পূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক একটী গো নিবেদন করিবে, পরে বিদায় দিবে। শ্রোত্রিয় অতিথিগণ সুতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বিদায় দিবে। মিত্র,

বিসর্জ্জয়েদনুব্রজ্য সুতৃপ্তশ্রোত্রিয়াতিথীন্।
মিত্র-মাতুল-সম্বন্ধি-বান্ধবান্ সমুপাগতান্ ॥৪৩
ভোজয়েদ্ গৃহিণো ভিক্ষাং সৎকৃতাং ভিক্ষুকোঽর্হতি।
স্বাদ্বন্নমশ্নন্নস্বাদু দদদ্গচ্ছত্যধোগতিম্ ॥৪৪
গর্ভিণ্যাতুরভৃত্যেষু বালবৃদ্ধাতুরাদিষু।
বুভুক্ষিতেষু ভুঞ্জানো গৃহস্থোঽশ্নাতি কিল্বিষম্ ॥৪৫
নাদ্যাদ্ গৃধ্যেন্ন পাকাদ্যং কদাচিদনিমন্ত্রিতঃ।
নিমন্ত্রিতোঽপি নিন্দ্যেন প্রত্যাখ্যানং দ্বিজোঽর্হতি॥৪৬
শূদ্রাভিশস্ত-বার্দ্ধুষ্য-বাগ্দুষ্ট-ক্রূর-তস্করাঃ।
ক্রুদ্ধাপবিদ্ধ-বদ্ধোগ্র-বধবন্ধনজীবিনঃ ॥৪৭
শৈলূষ-শৌণ্ডিকোন্নদ্ধোন্মত্ত-ব্রাত্য-ব্রতচ্যুতাঃ।
নগ্ন-নাস্তিক-নির্লজ্জ-পিশুন-ব্যসনান্বিতাঃ ॥৪৮
কদর্য্য-স্ত্রীজিতানার্য্য-পরবাদকৃতা নরাঃ।
অনীশাঃ কীর্ত্তিমন্তোঽপি রাজ-দেবস্বহারকাঃ ॥৪৯
শয়নাসনসংসর্গ-বৃত্ত-কর্ম্মাদিদূষিতাঃ।
অশ্রদ্দধানাঃ পতিতা ভ্রষ্টাচারাদয়শ্চ যে ॥৫০
অভোজ্যান্নাঃ স্যুরন্নাদো যস্য যঃ স্যাৎ স তৎসমঃ।
নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ ॥৫১
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্ত্বান্নং নৈব দুষ্যতি।
ধর্ম্মেণান্যোন্যভোজ্যান্না দ্বিজাস্তু বিদিতান্বয়াঃ ॥৫২
স্ববৃত্ত্যোপার্জ্জিতং মেধ্যমাকরস্থমমাক্ষিকম্।
অশ্বলীঢ়মগোঘ্রাতমস্পৃষ্টং শূদ্র-বায়সৈঃ ॥৫৩
অনুচ্ছিষ্টমসংদুষ্টমপর্য্যুষিতমেব চ
অম্লানবাহ্যমন্নাদ্যমাদ্যং নিত্যং সুসংস্কৃতম্ ॥৫৪
কৃশরাপূপ-সংযাব-পায়সং শষ্কুলীতি চ।
নাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংসমনিযুক্তঃ কথঞ্চন ॥৫৫
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ।
মৃগয়োপার্জ্জিতং মাংসমভ্যর্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ ॥৫৬

মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও ভোজন করাইবে। যতি গৃহস্থের সসম্মানে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বাদু অন্ন ভোজন করে, সে যদি অস্বাদু অন্ন দান করে, তাহা হইলে অধোগতি হয়। ৪০-৪৪।

গর্ভিণী, আতুর, ভৃত্য, বালক ও জরাজীর্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ক্ষুধার্ত্ত থাকিতে গৃহস্থ ভোজন করিলে তাহার পাপ সংগ্রহ করা হয়। অনিমন্ত্রিত হইয়া কখন পাকাদি ভোজন বা ভোজন করিতে অভিলাষ করিবে না। আর দ্বিজ নিন্দিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াও প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে। শূদ্র, অভিশপ্ত, বার্দ্ধুষিক, বাগ্দুষ্ট, ক্রূর, তস্কর, ক্রুদ্ধ, অপবিদ্ধ, বদ্ধ, উগ্র, বধবন্ধনজীবী, শৈলূষ, শৌণ্ডিক, উদ্ধত, উন্মত্ত, ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত, নগ্ন, নাস্তিক, নির্লজ্জ, পিশুন, দ্যূতাদি-আসক্ত, কৃপণ (খল), কদর্য্য, স্ত্রৈণ, অনার্য্য, পরনিন্দা-পরায়ণ মনুষ্য, যশস্বী হইলেও পরাধীন মনুষ্য, রাজস্ব ও দেবস্বাপহারী, শয়ন-আসন প্রভৃতি সংসর্গ দোষ বা চরিত্র ও কর্ম্মাদিদোষে দূষিত, অশ্রদ্ধাশীল, পতিত এবং আচারভ্রষ্টাদির অন্ন অভোজ্য। যে যাহার অন্ন ভোজন করিবে, সে তাহার তুল্য পাপী। নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস এবং গোপালক—শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না। পরিচিত বংশ দ্বিজগণ পরস্পরে ধর্ম্মতঃ পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারিবে। নিজ বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত এবং সুরা ভিন্ন সকল আকরস্থিত খাদ্য পবিত্র। কুকুরে যাহা লেহন করে নাই, গোরুতে যাহার আঘ্রাণ লয় নাই, শূদ্র বা কাকে যাহা স্পর্শ করে নাই, যাহা উচ্ছিষ্ট, দুষ্ট, পর্য্যুষিত, ম্লান বা বহির্দ্দেশে আনীত নহে, সেই সুসংস্কৃত অন্নাদি প্রতিদিন ভোজন করিবে। কৃশর, অপূপ, সংযাব, পায়স এবং শষ্কুলীও ভোজ্য। নিযুক্ত না হইয়া ব্রাহ্মণ কোনরূপেই মাংস ভোজন করিবে না। কিন্তু যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভোজন না করে, তাহা হইলে সে পতিত হয়। ক্ষত্রিয় মৃগয়োপার্জ্জিত মাংস দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিতে পারিবে। বৈশ্য ধর্ম্মতঃ ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করিয়া তাহা ভোজন করিবে। দ্বিজ বৃথামাংস ভোজন বা অবিধিপূর্ব্বক

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশোনং তৎ ক্রীত্বা বৈশ্যোঽপি ধর্ম্মতঃ।
দ্বিজো জগ্ধ্বা বৃথা মাংসং হত্বাপ্যবিধিনা পশূন্ ॥৫৭
নিরয়েষ্বক্ষয়ং বাসমাপ্নোত্যাচন্দ্রতারকম্।
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসাদ্য ফলমশ্বমখস্য চ ॥৫৮
মুনিসাম্যমবাপ্নোতি গৃহস্থোঽপি দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বিজভোজ্যানি গব্যানি মাহিষ্যাণি পয়াংসি চ ॥৫৯
নির্দ্দশাসন্ধিসম্বন্ধি বৎসবন্তি পয়াংসি চ।
পলাণ্ডু-শ্বেতবৃন্তাক-রক্তমূলকমেব চ ॥৬০
গৃঞ্জনারুণবৃক্ষাসৃগ্ জতুগর্ভফলানি চ।
অকালকুসুমাদীনি দ্বিজো জগ্ধ্বৈন্দবং চরেৎ ॥৬১
বাগ্ দূষিতমবিজ্ঞাতমন্যপীড়িতকার্য্যপি।
ধৃতেভ্যোঽন্নমদত্ত্বা চ তদন্নং গৃহিণো দহেৎ ॥৬২
হৈম-রাজত-কাংস্যেষু পাত্রেষ্বদ্যাৎ সদা গৃহী।
তদভাবে সাধুগন্ধলোধ্রদ্রুম-লতাসু চ ॥৬৩
পলাশ-পদ্মপত্রেষু গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি।
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব শ্রেয়ো যস্তোক্তুমর্হতি ॥৬৪
অভুক্ষ্যান্নং নমস্কারৈর্ভুবি দদ্যাদ্ বলিত্রয়ম্।
ভূপতয়ে ভুবঃ পতয়ে ভূতানাং পতয়ে তথা ॥৬৫
অপঃ প্রাশ্য ততঃ পশ্চাৎ পঞ্চপ্রাণাহুতিক্রমাৎ।
স্বাহাকারেণ জুহুয়াচ্ছেষমদ্যাদ্ যথাসুখম্ ॥৬৬
অনন্যচিত্তো ভুঞ্জীত বাগ্ যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
আতৃপ্তেরন্নমশ্নীয়াদক্ষুণ্ণং পাত্রমুৎসৃজেৎ ॥৬৭
উচ্ছিষ্টমন্নমুদ্ধৃত্য গ্রাসমেকং ভুবি ক্ষিপেৎ।
আচান্তঃ সাধুসঙ্গেন সদ্বিদ্যাপঠনেন চ ॥৬৮
বৃত্ত-বৃদ্ধকথাভিশ্চ শেষাহমতিবাহয়েৎ।
সায়ং সন্ধ্যামুপাসীত হুতাগ্নিং ভৃত্যসংযুতঃ ॥৬৯
আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বমশ্নীয়াদন্বহং দ্বিজঃ।
সায়মপ্যতিথিঃ পূজ্যো হোমকালাগতোঽনিশম্ ॥৭০

পশুহত্যা করিলে অনন্তকাল—চন্দ্র-তারকা স্থিতি পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। দ্বিজোত্তম মাংস ত্যাগ করিলে তাহার সর্ব্বকামনা সিদ্ধি, অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ ও গৃহস্থ হইলেও মুনিতুল্যতা প্রাপ্তি হয়। গব্য ও মাহিষ-দুগ্ধ দ্বিজগণের ভোজ্য। কিন্তু উহা নির্দ্দশাহা, অসন্ধিনী ও সবৎসার দুগ্ধ হওয়া উচিৎ। পলাণ্ডু, শ্বেত বার্তাকু, রক্তমূলক, গৃঞ্জন, রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, জতুগর্ভ ফল ও অকাল কুসুমাদি ভোজন করিলে দ্বিজ চান্দ্রায়ণ করিবে। ৪৫-৬১

যে অন্ন বাক্যদূষিত, অবিজ্ঞাত, অন্যপীড়াকারী এবং যাহা প্রাণিগণ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা ভুক্ত হইলে গৃহিগণকে দগ্ধ করে। গৃহী সর্ব্বদা স্বর্ণময়, রজতময় বা কাংস্যময় পাত্রে ভোজন করিবে। তদভাবে সুগন্ধযুক্ত লোধ্র বৃক্ষলতা, পলাশপত্র বা পদ্মপত্রে গৃহস্থ ভোজন করিতে পারিবে। ব্রহ্মচারী ও যতি যাহাতে উচিত তাহাতে ভোজন করিবেন। অন্ন অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক, অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া "ভূপতয়ে", "ভুবঃ পতয়ে", "ভূতানাং পতয়ে" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূতলে বলিত্রয় প্রদান করিবে। তৎপশ্চাৎ গণ্ডূষ করিয়া পঞ্চ প্রাণাহুতি ক্রমে স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করত হোম করিবে, অবশিষ্ট অন্ন যথাসুখে ভোজন করিবে। নিন্দা না করিয়া অনন্যমনে তুষ্ণীম্ভাবে অন্ন ভোজন করিবে। যতক্ষণ তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ অক্ষুণ্ণভাবে অন্ন ভোজন করিবে। পরে পাত্র পরিত্যাগ করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া এক গ্রাস ভূতলে নিক্ষেপ করিবে। পরে আঁচাইয়া সাধুসঙ্গ, সদ্গ্রন্থাদি অধ্যয়ন, ইতিহাস ও প্রাচীনকথা পর্য্যালোচনায় দিবাশেষ অতিবাহিত করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিতে আহুতি দিবে। ৬২-৬৯

দ্বিজ প্রত্যহ গণ্ডূষ করিয়া পোষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে। সায়ংহোমকালে আগত অতিথিও যথাশক্তি শ্রদ্ধানুসারে অবশ্য পূজ্য। পূজা না করিলে সেই অতিথি তাহার পুণ্য হরণ করেন। অতিতৃপ্ত না হইয়াই আঁচাইবে, চরণ প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে, পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুভ শয্যাতে শয়ন

শ্রদ্ধয়া শক্তিতো নিত্যং শ্রুতং হন্যাদপূজিতঃ।
নাতিতৃপ্ত উপস্পৃশ্য প্রক্ষাল্য চরণৌ শুচিঃ ॥৭১
অপ্রত্যগুত্তরশিরাঃ শয়ীত শয়নে শুভে।
শক্তিমানুদিতে কালে স্নানং সন্ধ্যাং ন হাপয়েৎ ॥৭২
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্ধিতমাত্মনঃ।
শক্তিমান্ মতিমান্ নিত্যং বৃত্তমেতৎ সমাচরেৎ ॥৭৩

ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

করিবে। শক্তিসত্বে যথাসময়ে স্নান-সন্ধ্যা ত্যাগ করিবে না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া নিজহিত চিন্তা করিবে। সমর্থ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিত্য এইরূপ কার্য্য করিবে। ৭০-৭৩

ব্যাস-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

ইতি ব্যাসকৃতং শাস্ত্রং ধর্ম্মসারসমুচ্চয়ম্।
আশ্রমে যানি পুণ্যানি মোক্ষধর্ম্মাশ্রিতানি চ ॥১
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তস্য যথোক্তং যস্তু পালয়েৎ ॥২
গুরুভক্তো ভৃত্যপোষী দয়াবাননসূয়কঃ।
নিত্যজাপী চ হোমী চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩
স্বদারে যস্য সন্তোষঃ পরদারনিবর্ত্তনম্।
অপবাদোঽপি নো যস্য তস্য তীর্থফলং গৃহে ॥৪
পরদারান্ পরদ্রব্যং হরতে যো দিনে দিনে।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকেণ পাপং তস্য ন নশ্যতি ॥৫
গৃহেষু সবনীয়েষু সর্ব্বতীর্থফলং ততঃ।
অন্নদস্য ত্রয়ো ভাগাঃ কর্ত্তা ভাগেন লিপ্যতে ॥৬
প্রতিশ্রয়ং পাদশৌচং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণম্।
ন পাপং সংস্পৃশেত্তস্য বলিভিক্ষাং দদাতি যঃ ॥৭
পাদোদকং পাদঘৃতং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
যো দদাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নোপসর্পতি তং যমঃ ॥৮

চতুর্থ অধ্যায়

এই ব্যাসকৃত শাস্ত্র ধর্ম্মের সারসমূহ-যুক্ত, চারি আশ্রমে, মোক্ষ এবং ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া সমস্ত পুণ্য কার্য্য রহিয়াছে। গৃহস্থাশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, ইহা পুনঃ পুনঃ ব্যাসদেব বলিয়াছেন। যে গৃহস্থ যথাশাস্ত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তাহার সকল তীর্থগমনের ফল হয়। যে গৃহস্থ গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্, ভৃত্য-বর্গের প্রতিপালক, দয়ালু, অসূয়াশূন্য, নিত্যজপশীল, নিত্য-হোমী, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, নিজ দারাতেই সন্তুষ্ট, পরদারগমনবিরত এবং যাহার কোন অপবাদ নাই, সেই গৃহস্থের গৃহে বসিয়াই তীর্থ ফল লাভ হয়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন পরদার এবং পরদ্রব্য হরণ করে, সে সকল তীর্থ স্নান করিলেও তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় দান, পাদপ্রক্ষালন, তাঁহাদিগের তৃপ্তিজনক কার্য্য, বৈশ্ববলি এবং ভিক্ষা প্রদান করে, তাহার পাপস্পর্শ হয় না। যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণকে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল, পাদধৃত পাদুকা, দীপ প্রদান, অন্ন দান ও আশ্রয় দান করে, যমরাজ তাহার নিকট আসিতে পারেন না। ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন-জল দ্বারা ভূমি যতকাল আর্দ্র হইয়া থাকিবে, পিতৃলোক তাবৎ কাল পুষ্কর পাত্রে অমৃত পান করিবেন। হে ঋষি-সত্তমগণ! কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কপিলা গাভী প্রদান

বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরোঽমৃতম্ ॥৯
যৎ ফলং কপিলাদানে কার্ত্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
তৎফলম্ ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচনে ॥১০
স্বাগতেনাগ্নয়ঃ প্রীতা আসনেন শতক্রতুঃ।
পিতরঃ পাদশৌচেন অন্নাদ্যেন প্রজাপতিঃ ॥১১
মাতাপিত্রোঃ পরং তীর্থং গঙ্গা গাবো বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১২
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য গৃহ এব বসেন্নরঃ।
তত্র তস্য কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি চ ॥১৩
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেদারং সন্নিহত্য তথৈব চ।
এতানি সর্ব্বতীর্থানি কৃত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৪
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ চাতুর্ব্বর্ণস্য ভো দ্বিজাঃ।
দানধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি যথা ব্যাসেন ভাষিতম্ ॥১৫
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যচ্চাশ্নাতি দিনে দিনে।
তচ্চ বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাভিরক্ষতি ॥১৬

যদ্দদাতি যদশ্নাতি তদেব ধনিনো ধনম্।
অন্যে মৃতস্য ক্রীড়ন্তি দারৈরপি ধনৈরপি ॥১৭
কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনোঽপি গতায়ুষঃ।
যদ্বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছন্তস্তচ্ছরীরমশাশ্বতম্ ॥১৮
অশাশ্বতানি গাত্রাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৯
যদি নাম ন ধর্ম্মায় ন কামায় ন কীর্ত্তয়ে।
যৎ পরিত্যজ্য গন্তব্যং তদ্ধনং কিং ন দীয়তে ॥২০
জীবন্তি জীবিতে যস্য বিপ্রা মিত্রাণি বান্ধবাঃ।
জীবিতং সফলং তস্য আত্মার্থে কো ন জীবতি ॥২১
পশবোঽপি হি জীবন্তি কেবলাত্মোদরম্ভরাঃ।
কিং কায়েন সুগুপ্তেন বলিনা চিরজীবিনঃ ॥২২
গ্রাসাদর্দ্ধমপি গ্রাসমর্থিভ্যঃ কিং ন দীয়তে।
ইচ্ছানুরূপো বিভবঃ কদা কস্য ভবিষ্যতি ॥২৩
অদাতা পুরুষস্ত্যাগী ধনং সন্ত্যজ্য গচ্ছতি।
দাতারং কৃপণং মন্যে মৃতোঽপ্যর্থং ন মুঞ্চতি ॥২৪

করিলে যে ফল হয়, ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিলে সেই ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে অগ্নিদেব প্রীত হন, আসন দান করিলে ইন্দ্র প্রীত হন, পাদপ্রক্ষালন করাইলে পিতৃগণ প্রীত হন, অন্নাদি দান করিলে প্রজাপতি প্রীত হন। মাতা এবং পিতা হইতে প্রধান তীর্থ গঙ্গা, বিশেষতঃ গো সকল বটে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ হয় নাই এবং হইবেও না। ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে যে মানুষ বাস করে, তাহার সেই গৃহে বসিয়াই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, গঙ্গা এবং কেদারনাথ প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ সন্নিহিত হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। ১-১৪

হে দ্বিজগণ! ব্যাস মুনি যে প্রকার বলিয়াছেন, তদনুসারে চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের দানধর্ম্ম বলিতেছি। যে ধন প্রতিদিন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে দেওয়া হয় এবং যে ধন নিজে ভোগ করে, সে ধনকেই ধন বলিয়া আমি মানি। যাহা দান কি ভোগ করা হয় না, তাহা—যক্ষ যেমন কোন ব্যক্তির ধন রক্ষা করিয়া যায় অথচ আপনি ভোগ করিতে পারে না—তদ্রূপ জানিবে। যে ধন দাতব্য হয় ও দারাদি ভোগ্য বস্তু ভোগ করে, ধনী ব্যক্তির সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য, অদাতাও অভোক্তা হইয়া মৃত ব্যক্তির ধন এবং পত্নী দ্বারা অন্য লোকে স্বকার্য্য সাধন করে। ধন রাখিয়া যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তাহার ধন দ্বারা আত্মার কি উপকার করিবে? ধন ভোগ করিয়া যে শরীর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে শরীরই অস্থায়ী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অনিত্য এবং ধন-সম্পত্তিও অস্থায়ী। সর্ব্বদা মৃত্যু নিকট-বর্ত্তী জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন (প্রতিদিন) কর্ত্তব্য। ১৫-১৯

যদি ধনসম্পত্তি ধর্ম্মের নিমিত্ত কিংবা অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্ত না হয়, যে ধন ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিতে হইবে, সে ধন কেন দান করিবে না? যে ব্যক্তি বাঁচিয়া

প্রাণনাশস্তু কর্ত্তব্যো যঃ কৃতার্থো ন সোঽমৃতঃ।
অকৃতার্থস্তু যো মৃত্যুং প্রাপ্তঃ খরসমো হি সঃ ॥২৫
অনাহূতেষু যদ্দত্তং যচ্চ দত্তমযাচিতম্।
ভবিষ্যতি যুগস্যান্তস্তস্যান্তো ন ভবিষ্যতি ॥২৬
মৃতবৎসা যথা গৌশ্চ কৃষ্ণা লোভেন দুহ্যতে।
পরস্পরস্য দানানি লোকযাত্রা ন ধর্ম্মতঃ ॥২৭
অদৃষ্টে চাশুভে দানং ভোক্তা চৈব ন দৃশ্যতে।
পুনরাগমনং নাস্তি তত্র দানমনন্তকম্ ॥২৮
মাতাপিতৃষু যদ্দদ্যাদ্ ভ্রাতৃষু শ্বশুরেষু চ।
জায়াপত্যেষু যদ্দদ্যাদ্ সোঽনন্তঃ স্বর্গসংক্রমঃ ॥২৯
পিতুঃ শতগুণং দানং সহস্রং মাতুরুচ্যতে।
ভগিন্যাং শতসাহস্রং সোদরে দত্তমক্ষয়ম্ ॥৩০

থাকিলে বিপ্রগণ, বন্ধু এবং বান্ধবগণ জীবিত থাকেন অর্থাৎ যাহার ধনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদিগণ প্রতিপালিত হন—তাহার জীবন সার্থক, আত্মোদর পোষণ সকলেই করিয়া থাকে। পশু-পক্ষীরাও কেবল আপনার উদর পূরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (যে ব্যক্তি ধনদানাদি-সৎকার্য্য না করে) তাহার উত্তমরূপে শরীর রক্ষা করিয়া কিংবা বলবান্ হইয়াই বা কি ফল? চিরজীবী হইয়াই বা কি ফল? অর্থাৎ তাহার জীবন ধারণ ব্যর্থ।

নিজ খাদ্য বস্তু হইতে অর্দ্ধগ্রাসও অর্থিগণকে দিবে, ইচ্ছার অনুরূপ ধনসম্পত্তি কাহার কোন্ কালে হইয়া থাকে? অদাতা যে পুরুষ—সেই ত্যাগশীল, যেহেতু সে ধন ভোগ বা দান না করিয়া মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করিয়া যায়। যে ব্যক্তি ধন দান করে, সেই কৃপণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু মরিয়াও সে ধন ত্যাগ করে না (ধনের যে ফল তাহা লাভ করে)—স্বর্গাদি ফল পাইয়া থাকে, দাতার পক্ষে ধন একেবারে ত্যক্ত হয় না। একদিন না একদিন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অনাহূত ব্যক্তিকে যে দান করা, অপ্রার্থিত হইয়া যে দান করা, সে দানই মুখ্য দান। দেখ যুগচতুষ্টয়েরও বিপর্য্যয় হয়, কিন্তু অপ্রার্থিত হইয়া অনাহূত ব্যক্তিকে দান করিলে তাহার ফল কোনকালেও ক্ষয় হয় না। ১৫-২৬

অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণেষু মুনীশ্বরাঃ।
আগমিষ্যতি যৎপাত্রং তৎপাত্রং তারয়িষ্যতি ॥৩১
কিঞ্চিদ্ বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামুত্তমং পাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে ॥৩২
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চাপি গুণান্বিতঃ।
গুণান্বিতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥৩৩
দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রহ্মস্বহরণেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥৩৪
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি ভস্মনি হূয়তে ॥৩৫
সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ হন্যাৎ ত্রিপুরুষং কুলম্ ॥৩৬

মৃতবৎসা কৃষ্ণা গাভী যেমন লোভেতে দোহন করিলে পর তাহার দুগ্ধাদি দ্বারা দৈবাদি কার্য্য হয় না, (পরস্পর বিনিময় পূর্ব্বক) পরস্পরকে দানে কোন ফল হয় না—কেবল লোকাচার রক্ষা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুণ্য হয় না। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, পত্নী এবং সন্তানগণকে দান করিলে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পিতাকে দান করিলে শতগুণ ফল, মাতাকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল হয়, ভগিনীকে দান করিলে লক্ষগুণ, সহোদরকে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। হে মুনীশ্বরগণ! প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, দানগ্রহণার্থ যে পাত্র উপস্থিত হইবে, সেই পাত্রই তারণ করিবে। বেদজ্ঞ বা তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পাত্রের মধ্যে পরিগণিত, তবে যাহার উদরে শূদ্রান্ন স্থান পায় না, তিনিই উত্তম পাত্র। যাহার গৃহসমীপে মূর্খ ব্যক্তি বাস করে, গুণবান্ ব্যক্তি দূরে বাস করে, সেই ব্যক্তি দূরস্থ গুণবান্ ব্যক্তিকেই দান করিবে। এইস্থলে মূর্খ ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলে কোন দোষ হইবে না। ২৭-৩৩

দেবতার কোন বস্তু বিনষ্ট করিলে, ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে—বংশ নষ্ট হয়। তবে বেদ-

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥৩৭
গ্রামস্থানং যথা শূন্যং যথা কূপশ্চ নির্জ্জলঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥৩৮
ব্রাহ্মণেষু চ যদ্দত্তং যচ্চ বৈশ্বানরে হুতম্।
তদ্ধনং ধনমাখ্যাতং ধনং শেষং নিরর্থকম্ ॥৩৯
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে হ্যনন্তং বেদপারগে ॥৪০
ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেদ্ ব্রহ্মণঃ সমঃ ॥৪১
গর্ভাধানাদিভির্মন্ত্রৈর্বেদোপনয়নেন চ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥৪২
অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥৪৩
ইষ্টিভিঃ পশুবন্ধৈশ্চ চাতুর্ম্মাস্যৈস্তথৈব চ।
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্যেন চেষ্টং স ইষ্টবান্ ॥৪৪
মীমাংসতে চ যো বেদান্ ষড়্ভিরঙ্গৈঃসবিস্তারৈঃ।
ইতিহাসপুরাণানি স ভবেদ্ বেদপারগঃ ॥৪৫
ব্রাহ্মণা যেন জীবন্তি নান্যো বর্ণঃ কথঞ্চন।
ঈদৃক্পথমুপস্থায় কোঽন্যস্তং ত্যক্তুমুৎসহেৎ ॥৪৬

বিবর্জিত ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দানাদি করিলে কোন দোষ হয় না। কারণ, কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত বহ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে ঘৃত আহুতি দেয়? ৩৪-৩৫

নিকটে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেছে—এতাদৃশ বিপ্র ত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে ও দান করিলে, তিনকুল নষ্ট করা হয়। যেরূপ কাষ্ঠময় হস্তী বহনাদি কার্য্যে অক্ষম, কেবল মাত্র নামে হস্তী বলা হয় এবং চর্ম্মময় মৃগ যেমন তৃণাদি ভক্ষণে অসমর্থ, কেবল নামে মাত্র মৃগ, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে বিরত, সেই যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে মাত্র। ৩৬-৩৭।

প্রাণিশূন্য গ্রাম এবং জলশূন্য কূপ যেমন নিষ্ফল, মাত্র নামধারী সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন করে না, সে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাদিগকে দান করিলে যথোক্ত ফল হয় না। সংস্কৃত অগ্নিতে হুত ঘৃত যেরূপ সার্থক হয়, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে ধন দত্ত হয়, সেই ধনই সার্থক ধন জানিবে, তদ্ভিন্ন যে ধন তাহা নিরর্থক জানিবে। সম ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, ব্রুব-ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়। আচার্য্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে সহস্র গুণ ফল, বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দানে অনন্ত ফল হয়। ব্রাহ্মণ শুক্র দ্বারা উৎপন্ন হইয়াও গায়ত্র্যাদি জপ করে না অথচ ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া উদর পোষণ করে, সেই ব্রাহ্মণকে সমব্রাহ্মণ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণসন্তানের যথাশাস্ত্র গর্ভধানাদি সংস্কার হইয়াছে, উপনয়ন ও বেদারম্ভ যথারীতি হইয়াছে, কিন্তু নিজে বেদাধ্যয়ন বা তাহার অধ্যাপনা করে না, সেই ব্রাহ্মণকে ব্রুব ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য হোম করে ও তপঃপরায়ণ এবং সঙ্কল্প ও সরহস্য বেদশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকে, সেই ব্রাহ্মণকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে। যিনি যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ও অগ্নি সোমাদি যজ্ঞ করিয়া থাকেন, বিস্তৃত ষড়ঙ্গ শাস্ত্র এবং চতুর্বেদ, বিবাদ উপস্থিত হইলে মীমাংসা করিয়া তাহার যথার্থ অভিপ্রায় স্থির করিতে পারেন, ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র নিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই ব্রাহ্মণই বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইবেন।৩৮-৪৫

যে বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণগণ জীবিত থাকেন, সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া অন্য কোন বর্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং এতাদৃশ বেদমার্গের উপাসনাকারী অন্য কে ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন? নিত্য বেদাধ্যয়নাদি রত সেই ব্রাহ্মণকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। তিনি হইলেন—দেবতাগণের ও লোক সকলের প্রত্যক্ষ দেবতা। যেহেতু তিনি ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন।৪৬-৪৭

ব্রাহ্মণঃ স ভবেচ্চৈব দেবানামপি দৈবতম্ ।
প্রত্যক্ষশ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মতেজো হি কারণম্ ॥৪৭
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রং নিষ্কর্করমকণ্টকম্ ।
বাপয়েত্তত্র বীজানি সা কৃষিঃ সার্ব্বকামিকী ॥৪৮
সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্ বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনম্ ।
সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিদুষ্যতি ॥৪৯
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গৃহমাগতে ।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বা যাস্যামঃ পরমাং গতিম্ ॥৫০
নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে ।
দীয়মানং রুদত্যন্নং ভয়াদ্ বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৫১
বেদপূর্ণমুখং বিপ্রং সুভুক্তমপি ভোজয়েৎ ।
ন চ মূর্খং নিরাহারং ষড়্‌রাত্রমুপবাসিনম্ ॥৫২
যানি যস্য পবিত্রাণি কুক্ষৌ তিষ্ঠন্তি ভো দ্বিজাঃ ।
তানি তস্য প্রযোজ্যানি ন শরীরাণি দেহিনাম্ ॥৫৩
যস্য দেহে সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ ॥৫৪
যদ্ ভুঙ্‌ক্তে বেদবিদ্ বিপ্রঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ।
দাতুঃ ফলমসঙ্খ্যাতং প্রতিজন্ম তদক্ষয়ম্ ॥৫৫
হস্ত্যশ্বরথযানানি কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ ।
অহং নেচ্ছামি মুনয়ঃ কস্যৈতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥৫৬
বেদলাঙ্গলকৃষ্টেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠেষু সৎসু চ ।
যৎ পুরা পাতিতং বীজং তস্যৈতাঃ শস্যসম্পদঃ ॥৫৭
শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ ।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা ॥৫৮

কাঁকর এবং কণ্টকবিহীন ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যেমন বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া যথাকালে ফলবান্ হয়, সেইরূপ পবিত্র ব্রাহ্মণ-মুখরূপ ক্ষেত্রে ভোজ্যাদি প্রদানে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবে এবং সৎপাত্রে ধন দান করিবে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত যে বীজ এবং সৎপাত্রে দত্ত যে ধন এই দুইটি কখনই নিষ্ফল হয় না। বিদ্যা এবং বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি (ভিক্ষা করিতে গৃহস্থের) গৃহে আগমন করে, তাহা হইলে সমস্ত ওষধীগণ ক্রীড়া করেন অর্থাৎ হর্ষান্বিত হন 'অদ্য আমরা পরম গতি পাইব'।৪৮-৫০

শৌচাচার-রহিত, ব্রতভ্রষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতাদি বেদসম্পর্ক-বিবর্জ্জিত এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে দত্ত অন্নাদি ভীত হইয়া রোদন করে এবং বিবেচনা করে,—'আমরা কি পাপ করিয়াছিলাম'। বেদাদি শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যাহার মুখ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, এতাদৃশ ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ না করে, তবে তাহাকে যত্ন করিয়াও ভোজনাদি করাইবে। বেদাধ্যয়নাদিশূন্য ব্রাহ্মণ যদি ভোজন করিতে না পায়, ছয় রাত্রি উপবাসী থাকে, তথাপি এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। হে দ্বিজগণ! যাহার যে যে পবিত্র দ্রব্যে রুচি হয়, সেই সেই দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা তাহাকে ভোজন করাইবে, প্রাণীহিংসার দ্বারা নহে। দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হব্য ও কব্য ব্রাহ্মণমুখেই ভুক্ত হয় অর্থাৎ উত্তম ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইলে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। অতএব সেই ব্রাহ্মণে অপেক্ষা উত্তম পাত্র আর কি হইতে পারে। স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানযুক্ত অতএব পবিত্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে দ্রব্যাদি ভোজন বা গ্রহণ করিবেন, সেই দানাদির ফলের ইয়ত্তা নাই এবং তাহা বহুজন্মস্থায়ী, তাহার ক্ষয় হয় না। হে মুনিগণ! হস্তী, অশ্ব, রথ এবং যান প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কোন ব্রাহ্মণ আবার তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, বলেন,—এই শস্য সম্পত্তি কাহার? উক্ত-বেদরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে এতাদৃশ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিদ্যমানে পুরাকালে যাঁহার দ্বারা প্রথম বীজ পাতিত হইয়াছে, তাঁহারই এই শস্যসম্পদ। শতলোকের মধ্যে একজন বলবান্ হয় এবং সহস্রলোকের মধ্যে একজন পণ্ডিত হয়, লক্ষলোকের মধ্যে একজন বক্তা হয়, কিন্তু দাতা ব্যক্তি জন্মায় কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ। রণজয়ী হইলে বলবান্ হয় না, অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না, বহুতর কথা কহিতে পারিলেও

ন রণে বিজয়াচ্ছূরোঽধ্যয়নান্ন চ পণ্ডিতঃ।
ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ ॥৫৯
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ।
হিতপ্রিয়োক্তিভির্ব্বক্তা দাতা সম্মানদানতঃ ॥৬০
যদ্যেকপঙ্‌ক্ত্যাং বিসমং দদাতি
স্নেহাদ্ভয়াদ্ বা যদি বার্থহেতোঃ।
বেদেষু দৃষ্টং ঋষিভিশ্চ গীতং
তদ্‌ব্রহ্মহত্যাং মুনয়ো বদন্তি ॥৬১
ঊষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্।
হুতং ভস্মনি হব্যঞ্চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্ ॥৬২
মৃতসূতকপুষ্টাঙ্গো দ্বিজঃ শূদ্রান্নভোজনে।
অহমেবং ন জানামি কাং যোনিং স গমিষ্যতি ॥৬৩

শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি কশ্চিন্ম্রিয়েত যঃ।
স ভবেৎ শূকরো নূনং তস্য বা জায়তে কুলম্ ॥৬৪

গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্ত জন্মানি শূকরঃ।
শ্বানশ্চ সপ্ত জন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥৬৫

অমৃতং ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রান্নং শূদ্রান্নান্নরকং ব্রজেৎ ॥৬৬

যশ্চ ভুঙ্‌ক্তেঽথ শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে ॥৬৭

যস্য শূদ্রা পচেন্নিত্যং শূদ্রা বা গৃহমেধিনী।
বর্জ্জিতঃ পিতৃদেবৈস্তু রৌরবং যাতি স দ্বিজঃ ॥৬৮

বক্তা হয় না, কেবল অর্থদান করিলেই দাতা হয় না। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলেই শূর অর্থাৎ বলবান্ হয়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করে, সেই পণ্ডিত; যে ব্যক্তি হিত ও প্রিয়বাক্য বলে, সে ব্যক্তিই বক্তা এবং যে ব্যক্তি সম্মান পূর্ব্বক দান করে, সেই ব্যক্তি দাতা। ৫১-৬০।

যদি স্নেহপ্রযুক্ত বা ভয়প্রযুক্ত, অথবা অর্থলাভ নিমিত্ত এক পঙ্‌ক্তিতে বিষম দান করে অর্থাৎ কাহাকে অল্প ও কাহাকেও বা অধিক দান করে, তাহাতে ব্রহ্মহত্যাপাতক হয়, ইহা মুনিগণ বলিাছেন এবং বেদেও দেখা যায় এবং ঋষিগণও এই কথা বলিয়াছেন। অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপিত বীজ, ভগ্নপাত্রে স্থাপিত দুগ্ধ এবং ভস্মাহুত ঘৃত যেরূপ নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ মূর্খ ব্যক্তিকে (অজ্ঞানী ব্যক্তিকে) দান করিলে সে দান নিষ্ফল হয়। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্নাদি দ্বারা যে দ্বিজ শরীর বর্দ্ধিত করে এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করে, সে দ্বিজ যে পরলোকে কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—'তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না।' শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া যদি কোন দ্বিজ মৃত্যু লাভ করে, সে পরলোকে শূকরযোনি প্রাপ্ত হইবে এবং সে ব্যক্তি হইতে জাত যে কুল তাহাদিগেরও উক্ত যোনি প্রাপ্তি হইবে।

দ্বাদশ জন্ম গৃধ্র হইবে, সপ্তজন্ম শূকর ও কুকুর হইবে—মনু এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে অমৃতত্ব লাভ হইবে, ক্ষত্রিয়-অন্ন উদরস্থ অবস্থায় মরিলে দরিদ্র হইবে, বৈশ্যের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে, শূদ্রের অন্ন উদরস্থ করিয়া মরিলে নরক প্রাপ্ত হইবে। যে দ্বিজ একমাস ব্যাপিয়া, অনবরত কেবল শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, মরিয়া কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। যে দ্বিজের শূদ্রা পাচিকা এবং শূদ্রা ধর্ম্মপত্নী, সে দ্বিজকে পিতৃগণ এবং দেবগণ পরিত্যাগ করেন এবং মরিয়া রৌরব নামক নরকে গমন করে।৬১-৬৮

যে সকল মনুষ্য, যে কোন জাতির সংস্পৃষ্ট পাত্রে অন্নাদি পাক করিয়া ভোজন করে ও যে সকল সংস্রব করিলে পতিত হইতে হয়, ঐ সকল সঙ্করজনক কার্য্য অনায়াসে করে, এবং যে স্ত্রী গমন করিলে সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়, ঐ সকল পত্নীতে সন্তানোৎপাদনাদি করে, সে সকল মনুষ্য নরক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পঙ্‌ক্তি ভেদ করে, বৃথা (কেবল আত্মোদর পূরণার্থ) অন্নাদি

ভাণ্ডসঙ্করসঙ্কীর্ণা নানাসঙ্করসঙ্করাঃ।
যোনিসঙ্করসঙ্কীর্ণা নিরয়ং যান্তি মানবাঃ ॥৬৯
পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ ॥৭০
ইদং ব্যাসকৃতং নিত্যমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ।
এতদুক্তাচারবতঃ পতনং নৈব বিদ্যতে ॥৭১
ইতি শ্রীবেদব্যাসীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥
সমাপ্তেয়ং ব্যাসসংহিতা।

পাক করে, সতত ব্রাহ্মণ-নিন্দা করে, গণক-বৃত্তি অবলম্বন করে ও বেদ বিক্রয় করে—এই পঞ্চ প্রকার কার্য্যকারী ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। এই ব্যাসদেব-বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র-সংগ্রহ নরগণের প্রতিদিন অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই ব্যাস-বিরচিত-শাস্ত্রোক্ত আচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পতন হয় না। ৬৯-৭১

ব্যাস-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পণ্ডিতশ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা
ব্যাসসংহিতা সম্পূর্ণ।

শঙ্খ-সংহিতা

পূজ্যপাদপঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

গ্রন্থ-পরিচয়

শঙ্খ-সংহিতা

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে।
চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥১
যজনং যাজনং দানং তথৈবাধ্যাপনক্রিয়াম্।
প্রতিগ্রহঞ্চাধ্যয়নং বিপ্রঃ কর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥২
দানমধ্যয়নঞ্চৈব যজনঞ্চ যথাবিধি।
ক্ষত্রিয়স্য তু বৈশ্যস্য কর্ম্মেদং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ প্রজানাং পরিপালনম্।
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা সর্ব্বশিল্পানি চাপ্যথ।
ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং সর্ব্বেষামবিশেষতঃ ॥৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্তু বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥৬
আচার্য্যস্তু পিতা প্রোক্তঃ সাবিত্রী জননী তথা।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাঞ্চৈব মৌঞ্জিবন্ধনজন্মনি ॥৭
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্ বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্ বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্ ॥৮

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টি ও সংহারকারী স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া চতুর্ব্বর্ণের হিতনিমিত্ত শঙ্খঋষি (ধর্ম্ম) শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। যজন, যাজন, দান, অধ্যাপনা, প্রতিগ্রহ এবং অধ্যয়ন— বিপ্রগণ প্রতিদিন এই ছয়টী কার্য্য করিবে, এতদতিরিক্ত কোন কার্য্য করিবে না। দান, অধ্যয়ন এবং যথাশাস্ত্রমত যজন এই তিনটী কার্য্য ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতির বিশেষ কর্ত্তব্য প্রজাবর্গের প্রতিপালন এবং বৈশ্যজাতির বিশেষ কর্ত্তব্য কৃষি, গো-প্রতিপালন এবং বাণিজ্য; শূদ্রজাতির কর্ত্তব্য দ্বিজগণের সেবা এবং সকল প্রকার শিল্পকার্য্য জানিবে। ক্ষমা, সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয়দমন এবং শৌচ এই চারিটী কার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি— ইহাদিগের সকলের সমান অধিকার আছে, এই চারিটী কার্য্যে কাহারও ইতর বিশেষ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণ দ্বিজশব্দ-প্রতিপাদ্য অর্থাৎ এই তিন বর্ণের কেবল উপনয়ন-সংস্কার হয়। এই তিন বর্ণের মৌঞ্জীবন্ধন (উপনয়ন সংস্কার) দ্বিতীয় জন্ম জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মৌঞ্জীবন্ধন-কার্য্যে উপনয়ন-সংস্কার কর্ম্মে যিনি আচার্য্য (যিনি উপনয়ন সংস্কার গায়ত্রী উপদেশ করেন)—তিনিই পিতা এবং সাবিত্রী জননী—ইহা জানিবে। যে পর্য্যন্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য জানিবে, বেদপাঠ আরম্ভ হইলে দ্বিজ বলিয়া জানিবে। ১-৮

শঙ্খ-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

গর্ভস্য স্ফুটতাজ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততস্তু স্পন্দনাৎ কার্য্যং সবনন্তু বিচক্ষণৈঃ ॥১
অশৌচে তু ব্যতিক্রান্তে নামকর্ম্ম বিধীয়তে।
নামধেয়ঞ্চ কর্ত্তব্যং বর্ণানাঞ্চ সমাক্ষরম্ ॥২
মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥৩
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ ॥৪
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যমাদিত্যস্য প্রদর্শনম্।
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলম্ ॥৫
গর্ভাষ্টমেঽব্দে কর্ত্তব্যং ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥৬
যোড়শাব্দস্তু বিপ্রস্য দ্বাবিংশঃ ক্ষত্রিয়স্য তু।
বিংশতিঃ সচতুষ্কা চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতা।
নাভিভাষেত সাবিত্রীমত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্তয়েৎ ॥৭
বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৮
মৌঞ্জীবন্ধো দ্বিজানাস্তু ক্রমান্মৌঞ্জী প্রকীর্ত্তিতা।
মার্গ-বৈয়াঘ্র-বাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

গর্ভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলে পর নিষেক-সংস্কার কর্ত্তব্য। গর্ভস্থ সন্তানের স্পন্দন আরম্ভ হইলে পুংসবন-সংস্কার করিবে। জনন-অশৌচ অতীত হইলে পর নামকরণ-সংস্কার করিবে। চতুর্ব্বর্ণের যুগ্মাক্ষর-সংযুক্ত নামরক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণজাতির মাঙ্গল্যশব্দযুক্ত নাম, ক্ষত্রিয়জাতির বলসংযুক্ত নাম, বৈশ্যজাতির ধনসংযুক্ত নাম এবং শূদ্রজাতির জুগুপ্সিত-শব্দযুক্ত নাম কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের অমুক শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের অমুক বর্ম্মা, বৈশ্য জাতির অমুক ধন এবং শূদ্রজাতির অমুক দাস—এই প্রকার নাম জানিবে। চতুর্থ মাসে অর্কদর্শন (নিষ্ক্রামণসংস্কার কর্ত্তব্য), ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন-সংস্কার কর্ত্তব্য এবং চূড়া-সংস্কার যে বংশের যে বৎসরে হইয়া থাকে, তাহাদিগের সেই বৎসরে কর্ত্তব্য। গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়সন্তানের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে উপনয়ন এবং বৈশ্যসন্তানের গর্ভ হইতে দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন-সংস্কার কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের গর্ভ হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল এবং বৈশ্যের গর্ভ হইতে চতুর্ব্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত গৌণকাল জানিবে। যে সকল গৌণকাল উক্ত হইল, ইহার পর গায়ত্রী উপদেশ করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-সন্তানগণ যথাকালে উপনয়ন-সংস্কার না হইলে সাবিত্রী-পতিত ও ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন এবং সর্ব্ব-ধর্ম্মকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত জানিবে। ব্রাহ্মণের পঞ্চদশ বৎসর ছয় মাস, ক্ষত্রিয়ের একবিংশতি বর্ষ ছয় মাস, বৈশ্যের ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছয় মাস:উপনয়ন-সংস্কারের গৌণকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে বর্ণের যে যে বৎসর উক্ত হইল, উক্ত কালমধ্যে উপনয়ন দিলে গায়ত্রী উপদেশের কাল অতীত হয় না, ঐ কাল অতীত হইলে গায়ত্রী উপদেশ করিবে না—গায়ত্রী উপদেশ নিবৃত্ত রাখিবে। ১-৭

যথোক্ত কালে সংস্কার না হইলে পূর্ব্বোক্ত তিন বর্ণ সাবিত্রী-পতিত, ব্রাত্যনামধারী হইবে। তাহাদের ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য গায়ত্রী-জপাদি কার্য্যে মাত্র অধিকার থাকিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই:তিন বর্ণের উপনয়ন-সংস্কার কালে মৌঞ্জীবন্ধন করিতে হয়। কোন্ বর্ণের কোন্ দ্রব্য দ্বারা মৌঞ্জী করিতে হইবে, ক্রমে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর মৃগচর্ম্ম,

পর্ণ-পিপ্পল-বিল্বানাং ক্রমাদ্দণ্ডাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ণ-কেশ-ললাটৈস্তু তুল্যাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ তু ॥১০
অবক্রাঃ সত্বচঃ সর্ব্বে নাগ্নিদগ্ধাস্তথৈব চ।
যজ্ঞোপবীতং কার্পাস-ক্ষৌমোর্ণানাং যথাক্রমম্ ॥১১
আদি-মধ্যাবসানেষু ভবচ্ছব্দোপলক্ষিতম্।
ভৈক্ষস্য চরণং প্রোক্তং বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥১২

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

ক্ষত্রিয়-ব্রহ্মচারীর ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং বৈশ্য-ব্রহ্মচারীর ছাগচর্ম্ম উত্তরীয়বস্ত্র; ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশ-নির্ম্মিত দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের পিপ্পল-নির্ম্মিত দণ্ড এবং বৈশ্যের বিল্ব-নির্ম্মিত দণ্ড। ব্রাহ্মণের কেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, ক্ষত্রিয়জাতির ললাট-পরিমিত দীর্ঘ, বৈশ্যজাতির কর্ণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দণ্ড কর্ত্তব্য; দণ্ডগুলি অবক্র (সোজা) ও ত্বক্‌যুক্ত হইবে কিন্তু যেন অগ্নিদগ্ধ না হয়। যজ্ঞোপবীত—ব্রাহ্মণের কার্পাস-সূত্রনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌমসূত্র-নির্ম্মিত, বৈশ্যজাতির ঊর্ণা-সূত্রনির্ম্মিত হইবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবে—প্রথমে ভবৎশব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক, যথা—'ভবন্! ভিক্ষাং দেহি' এবং ভিক্ষাদাতা স্ত্রীলোক হইলে 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি'। ক্ষত্রিয় জাতি 'ভিক্ষাং ভবন্! দেহি'—এইরূপ মধ্যভাগে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিবে। বৈশ্যজাতি 'ভিক্ষাং দেহি ভবন্!'—এইরূপ অন্তে ভবৎশব্দ প্রয়োগ করিবে ॥৮-১২

শঙ্খ-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি।
ভৃতকাধ্যাপকো যস্তু উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥১
প্রযতঃ কল্যমুত্থায় স্নাতো হুতহুতাশনঃ।
কুর্ব্বীত প্রযতো ভূত্বা গুরূণামভিবাদনম্ ॥২
অনুজ্ঞাতশ্চ গুরুণা ততোঽধ্যয়নমাচরেৎ।
কৃত্বা ব্রহ্মাঞ্জলিং পশ্যন্ গুরোর্ব্বদনমানতঃ ॥৩
ব্রহ্মাবসানে প্রারম্ভে প্রণবঞ্চ প্রকীর্ত্তয়েৎ।
অনধ্যায়েষ্বধ্যয়নং বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নতঃ ॥৪
চতুর্দ্দশীং পঞ্চদশীমষ্টমীং রাহুসূতকম্।
উল্কাপাতং মহীকম্পমশৌচং গ্রামবিপ্লবম্ ॥৫
ইন্দ্রপ্রয়াগং স্বরতং ঘনসংঘাতনিস্বনম্।
বাদ্যকোলাহলং যুদ্ধমনধ্যায়ং বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬

তৃতীয় অধ্যায়

আচার্য্য মাণবককে উপনয়ন প্রদানানন্তর বেদপাঠে দীক্ষিত করিবেন। যে গুরু বেতন লইয়া বেদ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে উপাধ্যায় কহা যায়। ব্রহ্মচারী মাণবক প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচ আদি কার্য্য সমাপনানন্তর পবিত্র হইয়া স্নানান্তে পূর্ব্ব স্থাপিত অগ্নিতে হোম করিবে, তদনন্তর হোমাদি-করণজন্য উৎপন্ন স্বেদাদি অপনোদনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া গুরুপাদপদ্মে অভিবাদন করিবে। তদনন্তর গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া বিনীতভাবে গুরুদেবের মুখপদ্ম দর্শন করত ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, (বেদপাঠ কালে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক যে অঞ্জলি বন্ধন করিতে হয়, তাহাকে ঋষিগণ ব্রহ্মাঞ্জলি কহিয়াছেন)। বেদপাঠ আরম্ভ এবং সমাপনকালে প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। অনধ্যায়দিবসে যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন ত্যাগ করিবে। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী (এ কয়টী তিথি), সূর্য্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ,

নাধীয়ীতাভিযুক্তোঽপি প্রযত্নান্ন চ বেগতঃ।
দেবায়তন-বল্মীক-শ্মশান-শিবসন্নিধৌ ॥৭

ভৈক্ষচর্য্যান্তথা কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণেষু যথাবিধি।
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রাশ্নীয়াৎ প্রাঙ্মুখঃ শুচিঃ ॥৮

হিতং প্রিয়ং গুরোঃ কুর্য্যাদহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ ॥৯

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পূজয়িত্বা হুতাশনম্।
অভিবাদ্য গুরুং পশ্চাদ্ গুরোর্ব্বচনকৃদ্ভবেৎ ॥১০

গুরোঃ পূর্ব্বং সমুত্তিষ্ঠেচ্ছয়ীত চরমং তথা ॥১১

মধুমাংসাঞ্জনং শ্রাদ্ধং গীতং নৃত্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
হিংসাপবাদবাদাংশ্চ স্ত্রীলীলাশ্চ বিশেষতঃ ॥১২

মেখলামজিনং দণ্ডং ধারয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
অধঃশায়ী ভবেন্নিত্যং ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১৩

এবং কৃত্যন্তু কুর্ব্বীত বেদস্বীকরণং বুধঃ।
গুরবে চ ধনং দত্ত্বা স্নায়াচ্চ তদনন্তরম্ ॥১৪

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

উল্কাপাত, ভূমিকম্প, সপিণ্ড-জনন-মরণ-জন্য অশৌচ, গ্রামবিপ্লব, অগ্নিদাহ প্রভৃতি গ্রামের অনিষ্টজনক দুর্ঘটনা উপস্থিতি, ইন্দ্রপ্রয়াণ, সুরত, মেঘগর্জ্জন, বাদ্যকোলাহল এবং রাজদ্বয়ের পরস্পর বিগ্রহ—এই কয়টী অনধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের প্রতিবন্ধক এই সকল ঘটনা হইলে এবং পূর্ব্বকথিত তিথি-চতুষ্টয়ে অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি অভিযোগ অর্থাৎ তিরস্কার করিলেও অতি বেগ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিবে না। দেবমন্দির, বল্মীক, শ্মশান, শিবমন্দির এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট যথাবিধি ভিক্ষা করিবে, পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক গুরু-দেবের আজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। অহঙ্কার-শূন্য হইয়া গুরুদেবের হিতজনক এবং প্রিয়কার্য্য করিবে। সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে সায়ংকালীন হোম করিয়া গুরু-দেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক গুরুবাক্য-প্রতিপালন অর্থাৎ পাদসেবাদি করিবে। মধু, মাংস, অঞ্জন, শ্রাদ্ধ, গান, নৃত্য, হিংসা, প্রাণিহত্যা, লোকনিন্দা এবং স্ত্রীসংসর্গ যত্নসহকারে ত্যাগ করিবে। মেখলা, কৃষ্ণসার-চর্ম্ম এবং বিল্বাদি-দণ্ড যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবে, ব্রহ্মচারী সাবধান হইয়া প্রত্যহ ভূমিতে শয়ন করিবে। বেদবিদ্যালাভে যোগ্য ব্যক্তি এই সকল নিয়মিত কার্য্যসমূহ করিবে। গুরুদেবকে ধনাদি দক্ষিণা প্রদান করিয়া অবভৃথ-স্নান করিবে। ১-১৪।

শঙ্খ-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

বিন্দেত বিধিবদ্ভার্য্যামসমানার্ষগোত্রজাম্।
মাতৃতঃ পঞ্চমীঞ্চাপি পিতৃতস্তথ সপ্তমীম্ ॥১
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥২
এতে ধর্ম্মাস্তু চত্বারঃ পূর্ব্বং বিপ্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্যতে ॥৩
অপ্রার্থিতঃ প্রযত্নেন ব্রাহ্মস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
যজ্ঞেষু ঋত্বিজে দৈব আদায়ার্ষস্তু গোদ্বয়ম্ ॥৪
প্রার্থিতাপপ্রদানেন প্রাজাপত্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
আসুরো দ্রবিণাদানাদগান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ ॥৫
রাক্ষসো যুদ্ধহরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ।
তিস্রস্তু ভার্য্যা বিপ্রস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু ॥৬

একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য তথা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭
ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।
বৈশ্যৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীর্ত্তিতা ॥৮
আপদ্যপি ন কর্ত্তব্যা শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজন্মনা।
অস্যাং তস্য প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৯
তপস্বী যজ্ঞশীলশ্চ সর্ব্বধর্ম্মভৃতাম্বরঃ।
ধ্রুবং শূদ্রত্বমাপ্নোতি শূদ্রশ্রাদ্ধে ত্রয়োদশে ॥১০
নীয়তে তু সপিণ্ডত্বং যেষাং শ্রাদ্ধং কুলোদ্গতম্।
সর্ব্বে শূদ্রত্বমায়ান্তি যদি স্বর্গজিতাস্তু তে ॥১১
সপিণ্ডীকরণং কার্য্যং কুলজস্য তথা ধ্রুবম্।
শ্রাদ্ধং দ্বাদশকং কৃত্বা শ্রাদ্ধে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে ॥১২

চতুর্থ অধ্যায়

অনন্তর অসমানপ্রবরা এবং ভিন্নগোত্রজাতা কন্যাকে যথাবিধি লাভ করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে। মাতৃপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত এবং পিতৃপক্ষের সপ্তমী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং অধম পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। ব্রাহ্মণগণের প্রথম চারি প্রকার বিবাহ-বিধি প্রশস্ত, ক্ষত্রিয়গণের গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রশস্ত। অপ্রার্থিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক যে কন্যাদান, তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। যজ্ঞকার্য্যে দক্ষিণাস্বরূপ পুরোহিতকে কন্যাদানের নাম দৈববিবাহ। গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান—তাহার নাম আর্ষবিবাহ। প্রার্থিত হইয়া যে কন্যাদান—তাহার নাম প্রাজাপত্যবিবাহ, ধন গ্রহণ করিয়া যে কন্যাদান—তাহার নাম আসুরবিবাহ, বর কন্যা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে বিবাহ—তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ কহে, যুদ্ধক্ষেত্রে হৃতকন্যার পাণিগ্রহণ—রাক্ষসবিবাহ, কোন ছল করিয়া কন্যার পাণিগ্রহণ—পৈশাচবিবাহ বিবাহমধ্যে ইহাকে নিকৃষ্ট জানিবে। ব্রাহ্মণের তিনজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতীয়া কন্যা ও বৈশ্যের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে। শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা হইবে। ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা—এই তিনজাতীয়া কন্যা ভার্য্যা বলিয়া জানিবে।১-৭।

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা এই দুই জাতীয়া, বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যামাত্র এবং শূদ্রগণের শূদ্রকন্যামাত্র ভার্য্যা হইবে। বিপদাপন্ন হইলেও দ্বিজগণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না, কারণ, সেই শূদ্রকন্যা-প্রসূত যে সন্তান, তাহার নিষ্কৃতি নাই। তপস্বী ও যজ্ঞশীল ধার্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও শূদ্র-পুত্র ত্রয়োদশ শ্রাদ্ধ করিলে তিনি নিশ্চয়ই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। শূদ্র সপিণ্ড হইয়া ঊর্দ্ধতন পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গজয় করিয়া ঊর্দ্ধস্তরে অবস্থিত পিতৃগণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধঃপতিত হন। দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ শ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হইলে সপিণ্ডী-করণ-শ্রাদ্ধ কুলজের অবশ্য কর্ত্তব্য। শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র সপিণ্ডীকরণের অধিকারী নহে। অতএব সকল প্রকার

সপিণ্ডীকরণং নাৰ্হং ন চ শূদ্রস্তথার্হতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শূদ্রাভার্য্যাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৩
পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাসু গৃহ্নীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।
বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাদ্ বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ ॥১৪

সা ভার্য্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী ॥১৫
লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ।
লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা ॥১৬
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রযত্ন সহকারে ব্রাহ্মণ শূদ্রাভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণগণ সবর্ণাস্ত্রীর বিবাহকালে পাণিগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহকালে শরগ্রহণ করিবে, বৈশ্যকন্যার বিবাহকালে প্রতোদন গ্রহণ করিবে (প্রতোদন হইল—পাঁচনবাড়ী ও গোতাড়ন-দণ্ড)। যে স্ত্রী অগ্নি বহন করে সে-ই ভার্য্যা, যে স্ত্রী পতিপ্রাণা—সে-ই ভার্য্যা এবং যে পুত্রবতী সে-ই ভার্য্যা। এই সকল গুণসম্পন্না ভার্য্যা যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালনীয়া এবং সর্ব্বদা তাড়নীয়া (অসৎ-পথগামিনীর) পক্ষে। যে ভার্য্যা লালিতা ও শাসিতা, সেই ভার্য্যা লক্ষ্মী-স্বরূপা—ইহার অন্যথা নাই।১-১৬।

শঙ্খ-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ তস্য পাপস্য শান্তয়ে ॥১
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ গৃহী নিত্যং ন হাপয়েৎ।
পঞ্চযজ্ঞবিধানেন তৎপাপং তস্য নশ্যতি ॥২
দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩

হোমো দৈবো বলির্ভৌতঃ পিত্র্যঃ পিণ্ডক্রিয়া স্মৃতঃ।
স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥৪
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ।
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধি ॥৫
গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
দাতা চৈব গৃহস্থঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥৬

পঞ্চম অধ্যায়

গৃহস্থের পাঁচটী সূনা (জীবহিংসা-স্থান)। চুল্লী, পেষণী, উপস্কর (সম্মার্জ্জনী এবং গৃহোপকরণ কুণ্ড প্রভৃতি), কণ্ডনী (উদূখল, মুষল আদি), উদকুম্ভ (জলাধার-কুম্ভ) এই সকল গৃহোপকরণ বস্তুতে গৃহস্থের জীবহিংসা অনিবার্য্য। ঐ জীবহিংসা-সম্ভূত পাপের শান্তিনিমিত্ত গৃহস্থ কখনও পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য ত্যাগ করিবে না, পঞ্চযজ্ঞ কার্য্য করিলে গৃহস্থের পঞ্চসূনা-সম্ভূত পাপ বিনষ্ট হয়। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং মনুষ্যযজ্ঞ এই পাঁচটি কার্য্য পঞ্চযজ্ঞ নামে উক্ত হইয়াছে। নিত্য হোম দেবযজ্ঞ, বলিকার্য্য ভূতযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ পিতৃযজ্ঞ, বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অতিথিসেবা মনুষ্যযজ্ঞ। বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, যতিগণ এবং দ্বিজগণ গৃহস্থের কল্যাণে যথোচিতরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। গৃহস্থই যাগ-যজ্ঞ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দাতা হয়, সেই হেতু গৃহস্থাশ্রমীই সকল আশ্রমীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।১-৬

যেমন স্বামীই স্ত্রীলোকের প্রভু, যেমন চতুর্ব্বর্ণের প্রভু ব্রাহ্মণ, সেইরূপ এই গৃহস্থের অতিথিগণ প্রভু জানিবে। ব্রতসমূহ দ্বারা কিংবা উপবাস দ্বারা এবং অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম দ্বারা স্ত্রীলোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না—যেমন স্বামিসেবা দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচারিগণ অহরহ স্নান, নিত্যহোম এবং অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য দ্বারা স্বর্গগমন করেন না, কেবল গুরুসেবা দ্বারাই স্বর্গগমন

যথা ভর্ত্তা প্রভুঃ স্ত্রীণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
অতিথিস্তদ্বদেবাস্য গৃহস্থস্য প্রভুঃ স্মৃতঃ ॥৭
ন ব্রতৈর্নোপবাসেন ধর্ম্মেণ বিবিধেন চ।
নারী স্বর্গমবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পতিপূজনাৎ ॥৮
ন স্নানেন ন হোমেন নৈবাগ্নিপরিতর্পণাৎ।
ব্রহ্মচারী দিবং যাতি স যাতি গুরুপূজনাৎ ॥৯
নাগ্নিশুশ্রূষয়া ক্ষান্ত্যা স্নানেন বিবিধেন চ।
বানপ্রস্থো দিবং যাতি যথা ভোজনবর্জ্জনাৎ ॥১০
ন ভৈক্ষৈর্ন চ মৌনেন শূন্যাগারাশ্রয়েণ চ।
যোগী সিদ্ধিমবাপ্নোতি যথা মৈথুনবর্জ্জনাৎ ॥১১
ন যজ্ঞৈর্দ্দক্ষিণাভিশ্চ বহ্নিশুশ্রূষয়া ন চ।
গৃহী স্বর্গমবাপ্নোতি যথা চাতিথিপূজনাৎ ॥১২

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গৃহস্থোঽতিথিমাগতম্।
আহারশয়নার্থেন বিধিবৎ পরিপূজয়েৎ ॥১৩
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ জুহুয়াচ্চ তথাবিধি ॥১৪
যজ্ঞৈর্ব্বা পশুবন্ধৈশ্চ চাতুর্ম্মাস্যৈস্তথৈব চ।
ত্রৈবার্ষিকাবিকান্নেন পিবেৎ সোমমতন্দ্রিতঃ ॥১৫
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কুর্য্যাত্তথা চাল্পধনো দ্বিজঃ।
ন ভিক্ষেত ধনং শূদ্রাৎ সর্ব্বং দদ্যাদভীপ্সিতম্ ॥১৬
বৃত্তিস্তু ন ত্যজেদ্ বিদ্বানৃত্বিজং পূর্ব্বমেব তু।
কর্ম্মণা জন্মনা শুদ্ধং বিদ্যাৎ পাত্রং বলীততম্ ॥১৭
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তং ধর্ম্মার্জ্জিতধনং তথা।
যাজয়েত্তু সদা বিপ্রো গ্রাহ্যস্তস্মাৎ প্রতিগ্রহঃ ॥১৮
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ।

করেন। বাণপ্রস্থগণ অগ্নিশুশ্রূষা দ্বারা কিংবা ক্ষমা দ্বারা এবং নানা তীর্থস্নান দ্বারা সেরূপ স্বর্গে গমন করে না, যেরূপ ভোজন ত্যাগ দ্বারা স্বর্গে গমন করে।৭-১০

ভিক্ষা দ্বারা কিংবা মৌনব্রত দ্বারা অথবা নির্জ্জনগৃহে বসিয়া যোগ অবলম্বন দ্বারা যোগিগণ সেইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ যোগিগণ মৈথুন পরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা কিংবা বহু দক্ষিণা দ্বারা অথবা বহ্নিশুশ্রূষা দ্বারা গৃহিগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হয় না, যেরূপ অতিথিসেবা দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। (অতএব স্ত্রীলোকের স্বামিসেবা, ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষা, বানপ্রস্থগণের ভোজন পরিত্যাগ, যোগিগণের স্ত্রী পরিত্যাগ এবং গৃহস্থগণের অতিথিসেবা প্রধানধর্ম্ম জানিবে)। (গৃহস্থের অতিথি-সেবা হইল মুখ্যধর্ম্ম) সেই হেতু সর্ব্বযত্নসহকারে গৃহস্থগণ গৃহে আগত অতিথিগণকে আহারদান, শয্যাদান এবং ধনদান দ্বারা সৎকার করিবে। (সাগ্নিক ব্রাহ্মণ) শাস্ত্রনিয়ম অনুসারে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র হোম করিবে এবং যথানিয়মে দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করিবে। যজ্ঞ দ্বারা, পশুবন্ধন দ্বারা, চাতুর্মাস্যব্রত দ্বারা এবং ত্রৈবার্ষিক বা বার্ষিক অন্ন থাকিলে আলস্যশূন্য হইয়া সোমরস পান করিবে। অল্পধন যে দ্বিজ, সে বৈশ্বানরী নামক ইষ্টি করিবে, অল্পধন হইলেও শূদ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করিবে না এবং অভীপ্সিত বস্তু সকল দান করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিবে না এবং পৈতৃক পুরোহিতও ত্যাগ করিবে না। কার্য্য দ্বারা এবং জন্ম দ্বারা বিশুদ্ধ এবং শ্লথচর্ম্ম অর্থাৎ প্রাচীন, এতাদৃশ ব্যক্তিই (যাজনকার্য্যের যোগ্য) পাত্র জানিবে। যে ব্যক্তি এ সকল গুণযুক্ত এবং যে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া ধন উপার্জ্জন করে, ব্রাহ্মণ তাহাকেই সর্ব্বদা যাজন করাইবে, তাদৃশ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ করিবে।১১-১৮।

শঙ্খ-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদরণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥১
পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য তয়া বানুগতো বনে।
অগ্নীনুপচরেন্নিত্যং বন্যমাহারমাহরেৎ ॥২
যদাহারো ভবেৎ তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
তেনৈব পূজয়েন্নিত্যমতিথিং সমুপাগতম্ ॥৩
গ্রামাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ঞ্চ সদা কুর্য্যাজ্জটাশ্চ বিভৃয়াত্তথা ॥৪
তপসা শোষয়েন্নিত্যং স্বকঞ্চৈব কলেবরম্।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তথা ॥৫
প্রাবৃষ্যাকাশশায়ী স্যান্নক্তাশী চ সদা ভবেৎ।
চতুর্থকালিকো বা স্যাৎ স্যাচ্চ ষষ্ঠক এব চ ॥৬
কৃচ্ছ্রৈর্বাপি নয়েৎ কালং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ পালয়েৎ।
এবং নীত্বা বনে কালং দ্বিজো ব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ ॥৭

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৃহস্থ ব্যক্তি যখন দেখিবে,—দেহ চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে, বার্দ্ধক্য দ্বারা সমস্ত কেশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে, এবং পৌত্র জন্মিয়াছে, তৎকালেই বানপ্রস্থ আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবার নিমিত্ত বনগমন করিবে। (যদি পত্নী বনগমনে সম্মতা না হয়) তাহাকে গৃহে রাখিয়া, (বনগমনে সম্মতা হইলে) তাহাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করত প্রত্যহ অগ্নির তৃপ্তিজনক কার্য্য করিবে এবং বন্য ফল-মূল প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য আহরণ করিবে।১-২

বনবাসকালে যে যে দ্রব্য আহার করিবে, তাহা দ্বারাই পিতৃলোকের এবং দেবগণের পূজা করিবে, এবং উহা দ্বারাই কুটীরে আগত অতিথিগণের সেবা করিবে। সমাহিতচিত্ত হইয়া গ্রাম হইতে অষ্ট গ্রাস আহরণ করিয়া ভোজন করিবে, প্রত্যহই বেদ অধ্যয়ন করিবে, এবং মস্তকে জটা বন্ধন করিবে, অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। প্রত্যহই তপস্যা দ্বারা নিজ দেহ শুষ্ক করিবে, শীতকালে আর্দ্রবস্ত্র হইয়া থাকিবে, গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করিবে, বর্ষাকালে আচ্ছাদনশূন্য স্থানে বাস করিবে, প্রতিদিনই নক্তভোজন করিবে অথবা দিবার চতুর্থভাগ কিংবা ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। কষ্ট স্বীকার করিয়া বনে কালহরণ করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিবে, এইরূপে বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করিয়া বনে কালযাপন করত দ্বিজগণ ব্রহ্মাশ্রমী (চতুর্থাশ্রমী) হইবে।৩-৭।

শঙ্খ-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

কৃত্বেষ্টিং বিধিবৎ পশ্চাৎ সর্ব্ববেদসদক্ষিণম্‌ ।
আত্মন্যগ্নীন্‌ সমারোপ্য দ্বিজো ব্রহ্মাশ্রমী ভবেৎ ॥১
বিধুমে ন্যস্তমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে ।
অতীতে পাদসম্পাতে নিত্যং ভিক্ষাং যতিশ্চরেৎ ॥২
ন ব্যথেত তথালাভে যথালব্ধেন বর্ত্তয়েৎ ।
ন পাচয়েত্তথৈবান্নং নাশ্নীয়াৎ কস্যচিদ্‌ গৃহে ॥৩
মৃণ্ময়ালাবুপাত্রাণি যতীনাস্তু বিনির্দ্দিশেৎ ।
তেষাং সম্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিরদ্ভিশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতা ॥৪
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসো বিভৃয়াদসখশ্চরন্‌ ।
শূন্যাগারনিকেতঃ স্যাদ্‌ যত্র সায়ং গৃহো মুনিঃ ॥৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদঃ বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ ।
সত্যপূতং বদেদ্‌ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥৬
চন্দনৈর্লিপ্যতেঽঙ্গং বা ভস্মচূর্ণৈর্বিগর্হিতৈঃ ।
কল্যাণমপ্যকল্যাণং তয়োরেব ন সংশ্রয়েৎ ॥৭
সর্ব্বভূতহিতো মৈত্রঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।
ধ্যানযোগরতো নিত্যং ভিক্ষুর্যায়াৎ পরাং গতিম্‌ ॥৮
জন্মনা যস্তু নির্ব্বিণ্ণো মন্যতে চ তথৈব চ ।
আধিভির্ব্যাধিভিশ্চৈব তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥৯
অশুচিত্বং শরীরস্য প্রিয়স্য চ বিপর্য্যয়ঃ ।
গর্ভাবাসে চ বসতিস্তস্মান্মুচ্যেত নান্যথা ॥১০
জগদেতন্নিরাক্রন্দং ন তু সারমনর্থকম্‌ ।
ভোক্তব্যমিতি নির্ব্বিণ্ণো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১
প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্‌ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্‌ ।
প্রত্যাহারৈরসৎসঙ্গান্‌ ধ্যানেনানীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিজগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করত বিধিবোধিতরূপে যজ্ঞ করিয়া (ভস্মপান দ্বারা) নিজ আত্মার মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি সমারোপণ পূর্ব্বক অর্থাৎ নিরগ্নি হইয়া ব্রহ্মাশ্রমী হইবে। যে সময়ে গৃহস্থগণের গৃহ পাকক্রিয়া-সমাপনে ধূমশূন্য হইবে ও তণ্ডুলাদি নিষ্পন্ন হওয়ায় উদুখল মুষল স্বকর্ম্ম শূন্য হইবে, গ্রাম-মধ্যে অগ্নি কি অঙ্গার পর্য্যন্ত থাকিবে না, জনপদবাসিগণের ভোজন-কার্য্য সম্পন্ন হইলে এবং জনগণের পাদসঞ্চার রহিত হইলে যতিগণ প্রতিদিন ভিক্ষা করিতে গমন করিবে। ১-২

যতিগণ কিছু প্রাপ্ত না হইলেও ক্ষুন্নচিত্ত হইবে না; যাহা পাইবে, তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। স্বয়ং পাক করিবে না এবং কাহারও দ্বারা পাক করাইবে না, কাহারও গৃহে বসিয়া ভোজন করিবে না। যতিগণ সম্বন্ধে মৃত্তিকার পাত্র এবং অলাবু-পাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল পাত্র জল দ্বারা মার্জ্জন করিলেই শুদ্ধ হইবে। যতিগণ সুহৃৎ-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিবে ও কৌপীন-বস্ত্রমাত্র পরিধান করিবে, জনপ্রাণিশূন্য স্থানে বাস করিবে এবং যেস্থানেই সায়ংকাল উপস্থিত হইবে সেস্থানে রাত্রি যাপন করিবে।৩-৫

উত্তমরূপে চতুর্দ্দিক দেখিয়া পাদনিক্ষেপ করিবে, বস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া জলপান করিবে, সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য প্রয়োগ করিবে অর্থাৎ মিথ্যা সম্পর্ক রাখিবে না এবং যাহা নিজচিত্তে পবিত্র বোধ হইবে—এইরূপ আচরণ করিবে। চন্দন প্রভৃতি গন্ধ দ্বারা কিংবা গর্হিত ভস্ম দ্বারা কেহ যদি অঙ্গলেপন করিয়া দেয়, তাহাতে সুখ বা দুঃখ বোধ করিবে না, মঙ্গলকার্য্যই হউক কিংবা অমঙ্গল কার্য্যই হউক তাহার সংস্পর্শে যাইবে না। সকল প্রাণীর হিতচেষ্টা করিবে, লোষ্ট্র প্রস্তর কিংবা সুবর্ণ-রাশি এই সকল বস্তুতে তুল্যজ্ঞান করিবে,। ধ্যান এবং যোগপরায়ণ ভিক্ষুক মুক্তিলাভ করিবে।৬-৮।

যিনি জন্মসম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আধি ও ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইলেই দেহের অশুচিতা, প্রিয়-বিয়োগ-জনিত দুঃখ এবং পুনর্জ্জন্ম রোধ হয়। অন্য প্রকারে নহে। অসার এই সংসারে সাময়িক সুখ দুঃখে

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥১৩
মনসঃ সংযমস্তজ্‌জ্ঞৈর্দ্ধারণেতি নিগদ্যতে।
সংহারশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৪
হৃদয়স্থস্য যোগেন দেবদেবস্য দর্শনম্।
ধ্যানং প্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বস্মাদ্ যোগতঃ শুভম্ ॥১৫
হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি জ্যোতীংষি ভূয়শ্চ হৃদি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৬
স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাস্তু বিষ্ণুং পশ্যেদ্ধৃদি স্থিতম্ ॥১৭
হৃদ্যর্কশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যঃ সোমো মধ্যে হুতাশনঃ।
তেজোমধ্যে স্থিতং তত্ত্বং তত্ত্বমধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ ॥১৮

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তেজোময়ং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥১৯
বাসুদেবস্তমোহন্ধানাং প্রত্যক্ষো নৈব জায়তে।
অজ্ঞানপটসংবীতৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েপ্সুভিঃ ॥২০
এষ বৈ পুরুষো বিষ্ণুর্ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ।
এষ ধাতা বিধাতা চ পুরাণো নিষ্কলঃ শিবঃ ॥২১
বিদেহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
মন্ত্রৈর্বিদিত্বা ন বিভেতি মৃত্যো-
র্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥২২

মোহিত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করত ব্রহ্মপরায়ণ হইলে মুক্তিলাভ হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৯-১১

প্রাণায়ামের দ্বারা দেহদোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহারের দ্বারা অসৎসঙ্গ এবং ধ্যানের দ্বারা মনোবিকার নাশ হয় (অর্থাৎ এ সকলের দ্বারা কাম ক্রোধাদি নষ্ট হয়)। ব্যাহৃতি প্রণব ও শিরঃসহ গায়ত্রী তিনবার আয়ত প্রাণে পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয়। যোগিগণ চিত্তের সংযমকে ধারণা বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের সংহার অর্থাৎ বিষয় হইতে নিবৃত্তি করা, ইহা প্রত্যাহার নামে কথিত হইয়াছে। যোগাভ্যাস দ্বারা হৃদয়স্থ দেবদেব পরমাত্মার যে দর্শন—ইহাকেই যোগিগণ ধ্যান নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধ্যান, সকল যোগ হইতেই মঙ্গলদায়ক—ইহা শঙ্খঋষি আপনি কহিয়াছেন।১২-১৫

হৃদয়ে সকল দেবতার অধিষ্ঠান আছে, হৃদয়ে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করিতেছেন; হৃদয়ে সূর্য্য-চন্দ্রাদি-জ্যোতিঃপদার্থসমূহ রহিয়াছেন, হৃদয়ে সকল বস্তুই রহিয়াছে। নিজ দেহকে অরণি ও ওঙ্কারকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যান ও নির্ম্মন্থন এই উভয় কার্য্য দ্বারা স্বহৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে সূর্য্য প্রভৃতি হৃদয়ে এবং মধ্যে হুতাশন অবস্থিতি করিতেছেন, ঐ তেজের মধ্যে মহদাদি তত্ত্বপদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, ঐ তত্ত্বমধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করিতেছেন।

যতগুলি সূক্ষ্ম বস্তু আছে, সকল বস্তু হইতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাস্বরূপ এবং যতগুলি স্থূল পদার্থ আছে, তাহা হইতেও স্থূল অর্থাৎ বিরাট্ মূর্ত্তি। বীতশোকগণ তেজোময় রূপ দেখিতে পান। বাসুদেব মূঢ় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গোচর হন না। কেননা তাহাদের ইন্দ্রিয় অজ্ঞান-বসনে আবৃত ও বিষয়াসক্ত। এই ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ বিষ্ণু, ধাতা এবং বিধাতা। ইনিই পুরাতন সম্পূর্ণ মঙ্গলরূপী। এই অশরীরী তমঃপারে অবস্থিত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষকে মন্ত্রবলে জানিতে পারিলে মৃত্যু হইতে ভয় থাকে না,—ইহা ভিন্ন সদ্গতির অন্য উপায় নাই। ১৯-২২।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ বস্তুকে পণ্ডিত ব্যক্তি মহাভূত বলিয়া জানিবেন। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, রসনা ও নাসিকা শরীরের মধ্যে এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; শব্দ, রূপ, স্পর্শ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী বুদ্ধির বিষয়। হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু শরীরের মধ্যে এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি,

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চেমানি বিজানীয়াম্মহাভূতানি পণ্ডিতঃ ॥২৩
চক্ষুঃ-শ্রোত্রে স্পর্শনঞ্চ রসনা ঘ্রাণমেব চ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি জানীয়াৎ পঞ্চেমানি শরীরকে ॥২৪
শব্দো রূপং তথা স্পর্শো রসো গন্ধস্তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়স্থান্ বিজানীয়াৎ পঞ্চৈব বিষয়ান্ বুধঃ ॥২৫
হস্তৌ পাদাবুপস্থঞ্চ জিহ্বা পায়ুস্তথৈব চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব নিত্যং সতি শরীরকে ॥২৬
মনোবুদ্ধিস্তথৈবাত্মা ব্যক্তাব্যক্তং তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাণীহ চত্বারি প্রবরাণি চ ॥২৭
তথাত্মানং তদ্ব্যতীতং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্।
তন্তু জ্ঞাত্বা বিমুচ্যন্তে যে জনাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ ॥২৮

ইদন্তু পরমং শুদ্ধমেতদক্ষরমুত্তমম্।
অশব্দমরসম্পর্শমরূপং গন্ধবর্জ্জিতম্।
নির্দুঃখমসুখং শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥২৯
বিজ্ঞানসারথির্যস্ত মনঃপ্রগ্রহবন্ধনঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩০
বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতস্ত সহস্রধা।
তস্যাপি শতশো ভাগাজ্জীবঃ সূক্ষ্ম উদাহৃতঃ ॥৩১
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষং পরম্।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥৩৩
এষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যবিরলঃ সদা।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥৩৩
ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অহঙ্কার এবং প্রকৃতি এই চারিটী পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষা পূর্ববর্ত্তী এবং শ্রেষ্ঠ; এবং আত্মা এই সকল পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, এই আত্মা পুরুষ, ইহাই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। সাধু ব্যক্তিগণ ইঁহাকে অবগত হইয়া মুক্ত হন। ২৩-২৮

ইনি পরমশুদ্ধ, ইনি অবিনাশী এবং উত্তম। ইঁহার শব্দ, রস, স্পর্শ, রূপ বা গন্ধ নাই, দুঃখ নাই, সুখ নাই। ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান—সারথি, মন—লাগাম, তিনিই পথপারে বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিতে পারেন। কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে সহস্রভাগের একভাগ করিলে তাহারও শত ভাগের এক ভাগের মত জীব সূক্ষ্ম। মহত্তত্ত্বের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ, পুরুষের পর কিছুই নাই। পুরুষই পরমগতি, পুরুষই পরা কাষ্ঠা। এই পুরুষ সর্ব্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সূক্ষ্মদর্শিগণ সূক্ষ্ম এবং প্রধান বুদ্ধিবলে ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।২৯-৩৩।

শঙ্খ-সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ [ক্রিয়াস্নান]

ক্রিয়াস্নানং প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ বিধিপূর্ব্বকং।
মৃদ্ভিরদ্ভিশ্চ কর্ত্তব্যং শৌচমাদৌ যথাবিধি ॥১
জলে নিমজ্জ্য উন্মজ্জ্য উপস্পৃশ্য যথাবিধি।
তীর্থস্যাবাহনং কুর্য্যাৎ তৎপ্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২
প্রপদ্য বরুণং দেবমম্ভসাং পতিমর্চ্চিতম্।
যাচেত দেহি মে তীর্থং সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥৩
তীর্থমাবাহয়িষ্যামি সর্ব্বাঘবিনিসূদনম্।
সান্নিধ্যমস্মিংস্তোয়ে চ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহাৎ ॥৪
রুদ্রান্ প্রপদ্য বরদান্ সর্ব্বানপ্সু সদস্তথা।
সর্ব্বানপ্সু সদশ্চৈব প্রপদ্যে প্রযতঃ স্থিতঃ ॥৫
দেবমংশুসদং বহ্নিং প্রপদ্যাঘনিসূদনম্।
আপঃ পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ প্রপদ্যে শরণং তথা ॥৬
রুদ্রশ্চাগ্নিশ্চ সর্পশ্চ বরুণস্ত্বাপ এব চ।
শময়ন্ত্বাশু মে পাপং মাঞ্চ রক্ষন্তু সর্ব্বশঃ ॥৭
হিরণ্যবর্ণেতি তিসৃভির্জ্জগতীতি চতসৃভিঃ।
শন্নো দেবীতি চ তথা শন্ন আপস্তথৈব চ ॥৮
ইদমাপঃ প্রবহতে দ্যুতঞ্চ সমুদীরয়েৎ ॥৯
এবং সম্মার্জ্জনং কৃত্বা ছন্দ আর্যঞ্চ দেবতাঃ।
অঘমর্ষণসূক্তঞ্চ প্রপঠেৎ প্রযতঃ সদা ॥১০
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ চ তস্যৈব ঋষিশ্চৈবাঘমর্ষণঃ।
দেবতা ভাবরৃত্তশ্চ পাপক্ষয়ে প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১১
ততোঽম্ভসি নিমগ্নঃ স্যাৎ ত্রিঃ পঠেদঘমর্ষণম্।
প্রপদ্যান্মূর্দ্ধনি তথা মহাব্যাহৃতিভির্জলম্ ॥১২
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ সর্ব্বপাপাপনোদনঃ।
তথাঘমর্ষণং সূক্তং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥১৩
অনেন বিধিনা স্নাত্বা স্নাতবান্ ধৌতবাসসা।
পরিবর্জ্জিতবাসাস্তু তীর্থনামানি সংজপেৎ ॥১৪
উদকস্যাপ্রদানাত্তু স্নানশাটীং ন পীড়য়েৎ!
অনেন বিধিনা স্নাতস্তীর্থস্য ফলমশ্নুতে ॥১৫

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টম অধ্যায়

যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক যে ক্রিয়াস্নান তাহা বলিতেছি। প্রথমে মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যথাবিধি শৌচ করিবেন। জলে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া যথাবিধি আচমন করিয়া তীর্থের আবাহন করিবেন—ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। জলপতি বরুণদেবের শরণাগত হইয়া সর্ব্বপাপক্ষয়ের নিমিত্ত তীর্থস্নান করিতে যাচ্ঞা করিবেন। আমি সর্ব্বপাপবিনাশী তীর্থকে আবাহন করি। আমার প্রতি অনুগ্রহ করত সেই তীর্থ এই জলে সন্নিহিত হউক। রুদ্র এবং জলবাসী সমস্ত বরদগণকে প্রণাম করিয়া পবিত্রভাবে বলিবে,—'সকল জলবাসিদিগের শরণাগত হই'। সর্ব্বপাপ-বিনাশী অংশুমালী দেব হুতাশনের শরণাগত হইয়া বলিবে,—'জল সকল পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, আমি তাহার শরণাগত হই'। রুদ্র, অগ্নি, সর্প, বরুণ, জল আমার পাপরাশি বিনাশ করুন এবং সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি তিন মন্ত্র, "জগতী" ইত্যাদি চারি মন্ত্র, "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র, "শন্ন আপঃ" এই মন্ত্র এবং "ইদমাপঃ প্রবহতে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।১-৯।

এই সম্মার্জ্জন করিয়া ইহাতে ছন্দ, ঋষি ও দেবতা কীর্ত্তন এবং পবিত্রভাবে প্রত্যহ অঘমর্ষণ-সূক্ত পাঠ করিবে। উহার ছন্দ অনুষ্টুপ, ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ভাবরৃত্ত এবং পাপক্ষয় ইহার উদ্দেশ্য। জলে নিমগ্ন হইয়া এইরূপে তিনবার অঘমর্ষণ পাঠ করিবে। মহাব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জল দিবে। যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সর্ব্বপাপবিনাশক সেইরূপ অঘমর্ষণ-সূক্ত সমস্ত পাপ বিনাশ করে। এই বিধি অনুসারে স্নান করিয়া সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে অনন্তর তীর্থনাম সকল কীর্ত্তন করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্ত্রনিষ্পীড়ন জল প্রদান করা না হয়, তাবৎ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। এই বিধি অনুসারে স্নান করিলে মনুষ্য তীর্থফল লাভ করে।১০-১৫।

শঙ্খ-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি শুভামাচমনক্রিয়াম্।
কায়ং কনিষ্ঠিকামূলে তীর্থমুক্তং করস্য তু ॥১
অঙ্গুষ্ঠমূলে চ তথা প্রাজাপত্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
অঙ্গুল্যগ্রে স্মৃতং দৈবং পিত্র্যং তর্জ্জনিমূলকম্ ॥২
প্রাজাপত্যেন তীর্থেন ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াজ্জলং দ্বিজঃ।
দ্বিঃ প্রমৃজ্য মুখং পশ্চাদদ্ভিঃ খং সমুপস্পৃশেৎ ॥৩
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ।
তালুগাভিস্তথা বৈশ্যঃ শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ ॥৪
অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশে প্রাঙ্মুখঃ সুসমাহিতঃ।
উদঙ্মুখোঽপি প্রয়তো দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥৫
অদ্ভিঃ সমুদ্ধৃতাভিস্তু হীনাভিঃ ফেনবুদ্বুদৈঃ।
বহ্নিনা চাপ্যদগ্ধাভিরঙ্গুলীভিরুপস্পৃশেৎ ॥৬
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নেত্রদ্বয়ং ততঃ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু শ্রবণৌ সমুপস্পৃশেৎ ॥৭
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযোগেন স্পৃশেৎ স্কন্ধদ্বয়ং ততঃ।
সর্ব্বাসামেব যোগেন নাভিঞ্চ হৃদয়ং ততঃ ॥৮
সংস্পৃশেৎ তু তথা মূর্দ্ধ্না তথা চাচমনে বিধিঃ ॥৯
ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্ যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুমঃ ॥১০
গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ।
নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ॥১১
স্পৃষ্টে লোচনযুগ্মে চ প্রীয়েতে শশি-ভাস্করৌ।
কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়েতে অনিলানলৌ ॥১২

নবম অধ্যায়

আচমন বিধি

ইহার পর শুভ আচমন-ক্রিয়া বলিতেছি,—(দক্ষিণ) হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলস্থানে কায়তীর্থ উক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলস্থানে প্রাজাপত্য তীর্থ কথিত হইয়াছে, (সকল) অঙ্গুলীর অগ্রভাগে দৈব তীর্থ, এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলীর মূলদেশে পিত্র্য তীর্থ উক্ত হইয়াছে। প্রাজাপত্য তীর্থ দ্বারা দ্বিজগণ তিনবার জল পান করিবে। তদনন্তর কিঞ্চিৎ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূল দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া জলসংযুক্ত (যথাযথ অঙ্গুলী দ্বারা) চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ছিদ্রসকল স্পর্শ করিবে।১-৩

ব্রাহ্মণগণ—হৃদয় পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় এতাদৃশ পরিমিত জলপান পূর্ব্বক আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে, কণ্ঠগত জলপান দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ শুদ্ধ হইবে, তালুগত জল দ্বারা বৈশ্যগণ আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্রজাতি (এবং স্ত্রীলোকগণ) দন্ত এবং ওষ্ঠ স্পর্শ হয় এতাদৃশ জলদ্বারা আচমন করিয়া শুদ্ধ হইবে। শুচিস্থানে (উপবেশন পূর্ব্বক) সমাহিতচিত্তে পূর্ব্বমুখ হইয়া জানুমধ্যস্থানে হস্তদ্বয় করত কিংবা উত্তরমুখ হইয়া পবিত্রভাবে কোনদিক্ দর্শন না করত ফেনা এবং বুদ্বুদ রহিত অনুষ্ণ জলসমূহ পান করত অঙ্গুলীসমূহ দ্বারা আচমন করিবে। তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে, মতান্তরে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে। আচমনকালে যে তিন বার জল পান করা হয়, তাহা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।৪-১০

মুখমার্জ্জন দ্বারা গঙ্গা এবং যমুনা প্রীত হন, নাসা-পুটদ্বয় স্পর্শ করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীত হন। চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিলে চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রসন্ন হন, কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিলে বায়ু এবং অগ্নি প্রীত হন। স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিলে সকল দেবতা প্রীত হন, মস্তক স্পর্শ করিলে আত্মা প্রীত হন। যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া শিখাবন্ধন ত্যাগ করত পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। জানুদ্বয়ের বাহিরে হস্ত রাখিয়া ও হস্তার্পিত

স্কন্ধয়োঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।
মূর্দ্ধ্নস্তু স্পর্শনাদস্য প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ ॥১৩

বিনা যাজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোঽপি বা।
অপ্রক্ষালিতপাদস্তু আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ ॥১৪

বহির্জানুরুপস্পৃশ্য একহস্তার্পিতৈর্জলৈঃ।
সমলাভিস্তথাগ্নিশ্চ নৈব শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫

আচম্য চ পুরা প্রোক্তং তীর্থসম্মার্জ্জনং ততঃ।
উপস্পৃশ্য ততঃ পশ্চান্মন্ত্রেণানেন ধর্ম্মতঃ ॥১৬

"অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতো মুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কার আপো জ্যোতীরসোঽমৃতম্" ॥১৭

আচম্য চ ততঃ পশ্চাদাদিত্যাভিমুখো জলম্।
উদুত্যং জাতবেদসং মন্ত্রেণ প্রক্ষিপেৎ ততঃ ॥১৮

এষ এব বিধিঃ প্রোক্তঃ সন্ধ্যায়াঞ্চ দ্বিজাতিষু।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেদাসীনঃ পশ্চিমাং তথা ॥১৯

ততো জপেৎ পবিত্রাণি পবিত্রান্ বাথ শক্তিতঃ।
ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ ॥২০

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

জল দ্বারা এবং মলযুক্ত জল দ্বারা আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে না। আচমনানন্তর তীর্থ সম্মার্জ্জন করিবে, তদনন্তর "অন্তশ্চরসি" এই মন্ত্র দ্বারা আচমন করত সূর্য্যাভিমুখ হইয়া গায়ত্রী দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করত "উদুত্যং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে—এই নিয়ম দ্বিজগণের সন্ধ্যা উপাসনা বিষয়ে জানিবে। প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংসন্ধ্যা সময়ে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে। তদনন্তর পবিত্র মন্ত্রসমূহ যথাশক্তি জপ করিবে, ঋষিগণ দীর্ঘসন্ধ্যা করিতেন, এই নিমিত্ত দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১-২০।

শঙ্খ-সংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ

সর্ব্ববেদপবিত্রাণি সংপ্রবক্ষ্যাম্যতঃপরম্ ।
যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পূয়ন্তে মানবাঃ সদা ॥১
অঘমর্ষণং দেবব্রতং শুদ্ধবত্যস্তু যৎ সদা ।
কুষ্মাণ্ড্যঃ পাবমান্যশ্চ সর্ব্বসাবিত্র্য এব চ ॥২
অভীষ্টরূপদা চৈব স্তোমানি ব্যাহৃতিস্তথা ।
ভারুণ্ডানি চ সামানি গায়ত্র্যা বৈ ধ্বতং তথা ॥৩
পুরুষব্রতঞ্চ ভাষঞ্চ তথা সোমব্রতানি চ ।
অবিজ্ঞং বার্হস্পত্যঞ্চ বাক্‌সূক্তমনৃতং তথা ॥৪
শতরুদ্রীমথর্ব্বশিরাস্ত্রিসূপর্ণাং মহাব্রতম্ ।
গোসূক্তমশ্বসূক্তঞ্চ ইন্দ্রসূক্তঞ্চ সামনী ॥৫
ত্রীণি পুষ্পাঙ্গদেহানিরথন্ত-
রঞ্চাগ্নিব্রতং বামদেব্যঞ্চ ।
এতানি গীতানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেৎ ॥৬

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

দশম অধ্যায়

ইহার পর সর্ব্ববেদ হইতে পবিত্র মন্ত্রসমূহ বলিতেছি। এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম দ্বারা মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পবিত্র হয়। অঘমর্ষণসূক্ত, দেবব্রতসূক্ত, শুদ্ধবতী-সূক্ত সমূহ, কুষ্মাণ্ডীসূক্তসমূহ, পাবমানী সূক্তসমূহ, অভীষ্ট-রূপদা প্রণবাদি সশিরস্ক সাবিত্রীসূক্ত, স্তোমসূক্ত, সপ্ত-ব্যাহৃতি, ভারুণ্ড, সামমন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা গ্রথিত মন্ত্র, পুরুষব্রত, ভাষমন্ত্র, সোমব্রত, অবিজ্ঞেয়, বার্হস্পত্যমন্ত্র, বাক্‌সূক্ত, অনৃতমন্ত্র, শতরুদ্রী মন্ত্র, অথর্ব্বশিরা মন্ত্র, ত্রিসুপর্ণা, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, সামদ্বয় ; এই তিনটি পুষ্পাঙ্গদেহ, রথন্তর অগ্নিব্রত এবং বামদেব্য মন্ত্র—এই সকল মন্ত্র গান করিলে পর জীবসমূহ পবিত্র হয় এবং যদি ইচ্ছা করে, তবে জাতিস্মরত্ব পাইতে পারে ॥১-৭॥

শঙ্খ-সংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

ইতি বেদপবিত্রাণ্যভিহিতানি
এভ্যঃ সাবিত্রী বিশিষ্যতে ।
নাস্ত্যঘমর্ষণাৎ পরমং তজ্জলেন
ব্যাহৃতিভিঃ পরং হোমঃ ॥ ১
ন সাবিত্র্যাঃ পরং জপ্যম্ । কুশবৃষ্যামাসীনঃ
কুশোত্তরীয়ঃ কুশপাণিঃ প্রাঙ্মুখঃ সূর্য্যাভিমুখো বাক্ষমালামাদায় দেবতাধ্যায়ী তজ্জপং কুর্য্যাৎ ।
সুবর্ণ-মণি-মুক্তা-স্ফাটিক-পদ্মপত্র-বীজাক্ষাণামন্যতমেনাক্ষ-মালাং কুর্য্যাৎ । ধ্যায়ন্ বামহস্তোপরি বা গণয়েৎ ।

একাদশ অধ্যায়

বেদ হইতে পবিত্র মন্ত্র সমস্ত অভিহিত হইল। এ সমস্ত মন্ত্র হইতে সাবিত্রী প্রধান। অঘমর্ষণ মন্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই ; অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল দ্বারা এবং ব্যাহৃতি সমস্ত দ্বারা প্রধান হোম করিবে ।১

সাবিত্রী হইতে উৎকৃষ্ট জপ্য মন্ত্র নাই, কুশাসনে আসীন হইয়া কুশময় উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখ কিংবা সূর্য্যাভিমুখ হইয়া অক্ষমালা গ্রহণ করত দেবতার ধ্যানরত হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে।

সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, স্ফটিক, পদ্মপুষ্পের দল, পদ্মের বীজ এবং রুদ্রাক্ষ এ সকল দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা অক্ষমালা

আদৌ দেবতামার্ষং ছন্দশ্চ স্মরেৎ। ততঃ সপ্রণব-
ব্যাহৃতিকামাদাবন্তে চ শিরসা গায়ত্রীমাবর্ত্তয়েৎ।
তথাস্যাঃ সবিতা ঋষির্বিশ্বামিত্রো গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
প্রণবাদ্যা ভূর্ভুর্বঃ স্বর্ম্মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিতি ব্যাহৃতয়ঃ।
আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্ ॥২

সব্যাহৃতিকাং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩
দশজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।
শতং জপ্তা তথা সা তু সর্ব্বকল্মষনাশিনী।
সহস্রং জপ্তা সা নৃণাং পাতকেভ্যঃ সমুদ্ধরেৎ ॥৪
স্বর্ণস্তেয়ী কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
সুরাপশ্চ বিশুদ্ধ্যেত লক্ষজপেন সর্ব্বদা ॥৫
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা স্নানকালে সমাহিতঃ।
অহোরাত্রকৃতাৎ পাপাৎ তৎক্ষণাদেব শুধ্যতি ॥৬
সব্যাহৃতিকাঃ সপ্রণবাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনরহরহঃ কৃতাঃ ॥৭
হুতা দেবী বিশেষেণ সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
সর্ব্বপাপক্ষয়করী বনস্থভক্তবৎসলা ॥৮
শান্তিকামস্তু জুহুয়াদ্ গায়ত্রীমযুতৈঃ শুচিঃ।
হর্ত্তুকামোঽপমৃত্যুঞ্চ ঘৃতেন জুহুয়াৎ তথা ॥৯
শ্রীকামস্তু তথা পদ্মৈর্বিল্বৈঃ কাঞ্চনকামতঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু জুহুয়াৎ পূর্ব্ববৎ তথা ॥১০
ঘৃতযুক্তৈস্তিলৈর্ব্বহ্নৌ হুত্বা তু সুসমাহিতঃ।
গায়ত্র্যাযুতহোমাৎ তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১

প্রস্তুত করিবে, অথবা ধ্যান করিতে করিতে বাম হস্তোপরি জপের মালা রাখিয়া গণনা করিবে। জপের আদিতে দেবতা, ঋষি এবং ছন্দ স্মরণ করিবে। তদনন্তর আদিতে প্রণব এবং ব্যাহৃতির সহিত অন্তে শিরোমন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। (ইহা প্রাণায়ামস্থলে গায়ত্রী জপ বিষয়ে জানিবে)। এই গায়ত্রীর সবিতা দেবতা, বিশ্বামিত্র ঋষি গায়ত্রী ছন্দ এবং প্রণবাদি ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত ব্যাহৃতি 'আপোজ্যোতিঃ' প্রভৃতি শিরোমন্ত্র জানিবে। প্রণব, ব্যাহৃতি এবং শিরোমন্ত্রের সহিত যে ব্যক্তিগণ গায়ত্রী জপ করে, তাহাদিগের ইহকালে কি পরকালে কোন ভয় থাকে না।২-৩

গায়ত্রী দশবার জপ করিলে একদিনকৃত পাপ বিনিষ্ট হয়, শতবার জপ করিলে পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সহস্রবার জপ করিলে গায়ত্রী মনুষ্যগণকে অজ্ঞানকৃত সকল পাপ হইতে উদ্ধার করেন। সুবর্ণস্তেয়ী, কৃতঘ্ন ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং মদ্যপায়ী এসকল ব্যক্তিগণ সকল সময়েই লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। স্নানকালে সমাহিত হইয়া প্রাণায়ামত্রয় করিলে পর দিবারাত্রিকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়, একমাস ব্যাপিয়া প্রণব এবং ব্যাহৃতি-যুক্ত গায়ত্রী প্রাণায়াম প্রতিদিন ষোড়শ বার করিলে ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। গায়ত্রী দ্বারা বিশেষরূপে হোম করিলে সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। বানপ্রস্থবনবাসী ভক্তপ্রিয়া গায়ত্রীদেবী সকল পাপক্ষয় করেন।৪-৮

শান্তি-অভিলাষী ব্যক্তি পবিত্র হইয়া গায়ত্রী দ্বারা অযুত-সংখ্যক হোম করিবে। অপমৃত্যু-ভয়হরণইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা ঘৃত-হোম করিবে। সম্পত্তি-ইচ্ছুক ব্যক্তি গায়ত্রী দ্বারা পদ্ম-পুষ্প-হোম করিবে, কাঞ্চন-ইচ্ছুক হইলে গায়ত্রী দ্বারা বিল্বহোম করিবে। ব্রহ্মবর্চ্চস প্রাপ্তি-ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুসমাহিত হইয়া ঘৃতযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিবে। গায়ত্রী দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। পাপাত্মা ব্যক্তি এক লক্ষ গায়ত্রী দ্বারা হোম করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় অথবা তাহার সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী জননীস্বরূপা এবং পাপ বিনাশকারিণী। গায়ত্রী হইতে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে সকল লোকে উৎকৃষ্ট পবিত্রকারক মন্ত্র আর নাই।৯-১৩

নরকার্ণবে পতিত লোকদিগকে গায়ত্রীদেবী হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সেই হেতু ব্রাহ্মণগণ নিয়মী এবং পবিত্র হইয়া প্রতিদিন গায়ত্রীর উপাসনা করিবে। দৈবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্য বিষয়ে গায়ত্রী-জপশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবে। যেরূপ সূর্য্যদেবের নিকট

পাপাত্মা লক্ষহোমেন পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যতে।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি আপ্নুয়াৎ কামমীপ্সিতম্ ॥১২
গায়ত্রী চৈব জননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি দিবি চেহ চ পাবনম্ ॥১৩
হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।
তস্মাত্তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুচিঃ ॥১৪
গায়ত্রীজপ্যনিরতো হব্য-কব্যেষু ভোজয়েৎ।
তস্মিন্ ন তিষ্ঠতে পাপমবিন্দুরিব ভাস্করে ॥১৫
জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥১৬
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।
নোচ্চৈর্জপ্যং বুধঃ কুর্য্যাৎ সাবিত্র্যাস্তু বিশেষতঃ॥১৭
সাবিত্রীজপ্যনিরতঃ স্বর্গমাপ্নোতি মানবঃ।
সাবিত্রীজপ্যনিরতো মোক্ষোপায়ঞ্চ বিন্দতি ॥১৮
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন স্নাতঃ প্রযতমানসঃ।
গায়ত্রীঞ্চ জপেদ্ ভক্ত্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥১৯

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

জলরাশি শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ গায়ত্রী জপশীল ব্যক্তির নিকট পাপ থাকে না। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ দ্বারাই সিদ্ধ হয়—এ কথায় সংশয় নাই. গায়ত্রী-জপশীল ব্রাহ্মণ অন্য কার্য্য করুন বা নাই করুন, 'মৈত্রব্রাহ্মণ' শব্দ প্রতিপাদ্য হইবেন জানিবে। উপাংশু জপ শতগুণ ফলদাতা এবং মানসজপ সহস্রগুণ ফলদাতা, বিশেষতঃ সাবিত্রী জপ উচ্চ করিয়া করিবে না। সাবিত্রী-জপশীল মনুষ্য স্বর্গলাভ করে এবং সাবিত্রী-জপশীল ব্যক্তি মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায় জানিতে পারে। গায়ত্রীজপের ফলের ইয়ত্তা নাই, এ নিমিত্ত সকলে যত্নসহকারে স্নান এবং পবিত্রচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সকল পাপবিনাশকারিণী গায়ত্রী জপ করিবে। ১৪-১৯।

শঙ্খ-সংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

স্নাতঃ কৃতজপস্তদনু প্রাঙ্মুখো দিব্যেন তীর্থেন দেবানুদকেন তর্পয়েৎ। প্রত্যহং পুরুষসূক্তেনোদকাঞ্জলীন্ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলীন্ ভক্ত্যা। অথ কৃতাপসব্যো দক্ষিণামুখোঽন্তর্জ্জানুঃ পিত্র্যেণ পিতৃণাং শ্রাদ্ধপ্রকারমুদকং দদ্যাৎ। পিত্রে পিতামহায় পিতামহ্যৈ সপ্তমাৎ পুরুষাৎ পিতৃপক্ষে যাবতাং নাম জানীয়াৎ। পিতৃপক্ষীয়াণাং ত্রয়াণাং দত্ত্বা মাতৃপক্ষীয়াণাং গুরূণাং সম্বন্ধিবান্ধবানাঞ্চ কৃত্বা সুহৃদাং কুর্য্যাৎ।১

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ।

বিনা রৌপ্য-সুবর্ণেন বিনা তাম্র-তিলেন চ।
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে ॥২
সৌবর্ণ-রাজতাভ্যাঞ্চ খড়্গেনোড়ুম্বরেণ বা।
দত্তমক্ষয়তাং যাতি পিতৃণান্তু তিলোদকম্ ॥৩
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃণাং প্রীতিমাবহন্ ॥৪
স্নাতস্তু তর্পণং কৃত্বা পিতৃণান্তু তিলাম্ভসা।
পিতৃযজ্ঞমবাপ্নোতি প্রীণন্তি পিতরস্তথা ॥৫

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

স্নানানন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া দিব্যতীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করত দেবগণের তর্পণ করিবে। প্রত্যহ পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে জলাঞ্জলি এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর অপসব্য-যজ্ঞসূত্র হইয়া দক্ষিণমুখে উপবেশপূর্ব্বক জানুদ্বয়ের মধ্যস্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা শ্রাদ্ধীয় রীত্যানুসারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি তিনপুরুষ এবং মাতা-প্রভৃতি তিন জনকে তিন তিন অঞ্জলি জল দান করিয়া মাতামহী প্রভৃতি তিনজনকে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। তদনন্তর পিতৃপক্ষে এবং মাতৃপক্ষে যাহাদিগের নাম জানিবে, তাঁহাদিগের ও গুরুগণ, সম্বন্ধী, বান্ধব এবং সুহৃদ্‌গণের তর্পণ করিবে। এই বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক আছে,—রৌপ্যপাত্র, সুবর্ণপাত্র, তাম্রপাত্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে তর্পণ করিলে পিতৃগণের তৃপ্তিজনক হয় না। সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, খড়্গপাত্র কিংবা উডুম্বরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃলোক উদ্দেশে তিলযুক্ত জল প্রদান করিলে তাহা অক্ষয় ফলজনক হয়। অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য কিংবা জল, দুগ্ধ, মূল এবং ফল দ্বারা প্রতিদিন পিতৃগণের প্রীতি উৎপাদন করত শ্রাদ্ধ করিবে। স্নানানন্তর তিলযুক্ত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে পিতৃযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং তর্পণ দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হন। ১-৫

শঙ্খ-সংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণান্ন পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্মণি ধর্ম্মবিৎ।
পিত্র্যে কর্ম্মণি সম্প্রাপ্তে সূক্ষ্মমার্গৈঃ পরীক্ষণম্ ॥১
ব্রাহ্মণা যে বিকর্ম্মাণো বৈড়ালব্রতিকাঃ শঠাঃ।
হীনাঙ্গা অতিরিক্তাঙ্গা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ॥২
গুরূণাং প্রতিকূলাশ্চ তথাগ্ন্যুৎপাতিনশ্চ যে।
গুরূণাং ত্যাগিনশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ॥৩
অনধ্যায়েষ্বধীয়ানাঃ শৌচাচারবিবর্জ্জিতাঃ।
শূদ্রান্নরসসংপুষ্টা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিদূষকাঃ ॥৪
ষড়ঙ্গবেদবেত্তারো বহ্বৃচশ্চৈব সামগাঃ।
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নির্ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥৫

ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানা ব্রহ্মদেয়াপ্রদায়কাঃ।
ব্রহ্মদেয়া পতির্যশ্চ ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥৬
ঋগ্‌যজুঃপারগো যশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসোঽধ্যেতা ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥৭
নিত্যং যোগরতো বিদ্বান্ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
ধ্যানশীলো যতির্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥৮
দ্বৌ দৈবে প্রাঙ্মুখৌ ত্রীংশ্চ পিত্র্যে চোদঙ্মুখাংস্তথা।
ভোজয়েদ্ বিবিধান্ বিপ্রানৈকৈকমুত যত্র বা ॥৯
ভোজয়েদথবাপ্যেকং ব্রাহ্মণং পঙ্‌ক্তিপাবনম্।
দেশে কৃত্বা তু নৈবেদ্যং পশ্চাদ্ বহ্নৌ তু তৎ ক্ষিপেৎ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবকার্য্য বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিবে না, পিতৃকার্য্য উপস্থিত হইলে সূক্ষ্মমার্গ দ্বারা পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ ইনি মন্ত্র জানেন কি না ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্মশীল এবং যে ব্রাহ্মণ বিড়ালব্রতী অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকিয়া হিংসার চেষ্টা করে এবং যে ব্রাহ্মণ শঠ, হীনাঙ্গ কিংবা অতিরিক্তাঙ্গ, সে সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ গুরুর প্রতিকূলাচরণ করে, যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির উৎপাত করে এবং যাহারা গুরুত্যাগকারী, তাহারা পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল ও যাহারা শৌচাচারশূন্য এবং যাহারা শূদ্রের দত্ত অন্নরস দ্বারা বর্দ্ধিত, সে সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক জানিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন ও যাঁহারা ঋগ্বেদবেত্তা, যাঁহারা সামবেদবেত্তা ও যাঁহারা ত্রিণাচিকেত অর্থাৎ যজুর্ব্বেদধ্যায়ী এবং যাঁহারা পঞ্চাগ্নিযুক্ত, সে সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপবিত্রকারক জানিবে। ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিতা পত্নীর সন্তান, ঐ বিবাহে কন্যাদাতা ও ঐ কন্যার পতি ইঁহারা পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের সীমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহারা অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা পঙ্‌ক্তিপাবক। যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন যোগাভ্যাস করেন, লোষ্ট্র (মাটীর ঢেলা), অশ্ম (প্রস্তর) এবং কাঞ্চনে সমজ্ঞানী, ধ্যানপরায়ণ, পণ্ডিত, নিয়মী ও জ্ঞানী, সেই সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিপাবক। ১-৮

বিধিবোধিতরূপে দৈবপক্ষে পূর্ব্বমুখ দুইটী ব্রাহ্মণ এবং পিতৃপক্ষে উত্তরাস্য তিনটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অশক্ত হইলে দৈবপক্ষ এবং পিতৃপক্ষ উভয় পক্ষেই এক একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। নিতান্ত অশক্তপক্ষে উভয়পক্ষেই একটী মাত্র পঙ্‌ক্তিপাবন ভোজন করাইবে। যথাবিহিত দেশে অন্নাদি নিবেদন করিয়া সে সমস্ত দ্রব্য পশ্চাৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উচ্ছিষ্ট পাত্রান্নসমীপে পিণ্ডদান করিবে, ত্বরা এবং ক্রোধশূন্য হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে, উষ্ণ অন্ন দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে। ব্রাহ্মণকে গন্ধ, মাল্য এবং অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা বিধিবোধিতরূপে সৎকার করিয়া ভোজন করাইবে। পিণ্ডমূলে নিবেদন না করিয়া কোন কিছু ভোজন করিবে না। পঙ্‌ক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজ গৃহে উগ্রগন্ধ ও নির্গন্ধ চৈত্যবৃক্ষজাত পুষ্পসমূহ এবং পর্ব্বতজাত পুষ্পসমূহ শ্রাদ্ধে

উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপণং বুধৈঃ।
অভাবে চ তথা কার্য্যমগ্নিকার্য্যং যথাবিধি ॥১১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যত্নেন তয়া ক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
উষ্ণমন্নং দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রদ্ধয়া বিনিবেদয়েৎ ॥১২
ভোজয়েদ্ বিবিধান্ বিপ্রান্ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
পঙ্‌ক্তিবিদাত্মনো গেহে ভোজ্যং বা ভক্ষ্যমেব বা
অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং পিণ্ডমূলে কথঞ্চন ॥১৩
উগ্রগন্ধান্যগন্ধানি চৈত্যবৃক্ষভবানি চ।
পুষ্পাণি বর্জ্জনীয়ানি তথা পর্ব্বতজানি চ ॥১৪
তোয়োদ্ভূতানি দেয়ানি রক্তান্যপি বিশেষতঃ।
ঊর্ণাসূত্রং প্রদাতব্যং কার্পাসমথবা নবম্ ॥১৫
দশা বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো যদ্যনাহতবস্ত্রজাঃ।
ঘৃতেন দীপো দাতব্যস্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥১৬
ধূপার্থং গুগ্‌গুলং দদ্যাদ্ ঘৃতযুক্তং মধূৎকটম্।
চন্দনঞ্চ তথা দদ্যাদিষ্টং যৎ কুঙ্কুমং শুভম্ ॥১৭
ছত্রাকং শরশিম্বঞ্চ পলঞ্চ সুপকং তথা।
কুষ্মাণ্ডালাবু-বার্ত্তাকু-কোবিদারাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥১৮
পিপ্পলীং মরিচঞ্চৈব তথাবৈ পিণ্ডমূলকম্।
কৃতঞ্চ লবণঞ্চৈব বংশাগস্তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৯
রাজমাসান্ মসূরাংশ্চ প্রবালকোরদূষকান্।
লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি বর্জ্জয়েৎ ॥২০
আম্রাত-লবলীমূল-মূলকান্ দধি-দাড়িমান্।
সকোবিদার্য্যসৎকন্দরাজেন মধুনা সদা ॥২১
শক্তূন্ কর্করয়া সার্দ্ধং দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ।
পায়সাদিভিরুষ্ণৈশ্চ ভোজয়িত্বা তথা দ্বিজান্ ॥২২
ভক্ত্যা প্রণম্য আচান্তান্ তথা বৈ দত্তদক্ষিণান্।
অভিবাদ্য প্রসন্নাত্মা অনুব্রজ্য বিসর্জ্জয়েৎ ॥২৩
নিমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ দত্ত্বা চ যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা ॥২৪
কালশাকং মহাশল্কং মাংসং বা শকুনস্য চ।
খড়্গমাংসং তথানন্ত্যং যমঃ প্রোবাচ ধর্ম্মবিৎ ॥২৫

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

পরিত্যাগ করিবে। জলসম্ভূত রক্তপুষ্প দান করিবে। নূতন মেষলোমের সূত্র কিংবা কার্পাসসূত্র প্রদান করিবে। ৯-১৫

অনাহত বস্ত্রসম্ভূত দশা বিদ্বান্ ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে, ঘৃত দ্বারা অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দান করিবে, ধূপের নিমিত্ত ঘৃত ও মধুযুক্ত গুগ্‌গুলু দান করিবে, কুঙ্কুমযুক্ত চন্দন প্রদান করিবে। ছত্রাক, মাংস, সূপ, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু এবং কোবিদার দান করিবে না। পিপ্পলী, মরীচ, গোলাকার মূল-দ্রব্য, কৃত্রিম লবণ এবং বসা পরিত্যাগ করিবে। রাজমাষ, মসূর, কোরদূষক ও খদির প্রভৃতি বৃক্ষনির্যাস শ্রাদ্ধকার্য্যে ত্যাগ করিবে। ১৬-২০

আম্রাতক, লবলীমূল, মূলক, দধি, দাড়িম্ব, কোবিদারের সহিত স্বাদু কন্দরাজ, মধু, শক্তু এবং শর্করা—এ সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধকার্য্যে যত্নসহকারে প্রদান করিবে। উষ্ণ পায়সাদি দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া আচমনান্তে দক্ষিণা দান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম এবং অভিবাদন করত হৃষ্টচিত্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করত শ্রাদ্ধ করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করে, সেই ব্রাহ্মণ মহাপাপ দ্বারা লিপ্ত হইবে। কালশাক, মহাশল্ক মৎস্য, পক্ষিবিশেষের মাংস ও খড়্গ-মাংস—এ সকল শ্রাদ্ধে দত্ত হইলে অনন্ত ফলজনক হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ যম কহিয়াছেন।২১-২৫

শঙ্খ-সংহিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করেঽপি চ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥১
গঙ্গা-যমুনয়োস্তীরে তীর্থে বামরকণ্টকে।
নর্ম্মাদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥২
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুতুঙ্গে মহালয়ে।
সপ্তারণ্যেঽসিকূপে চ যৎ তদক্ষয়মুচ্যতে ॥৩
ম্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ বিশেষতঃ।
ন শ্রাদ্ধমাচরেৎ প্রাজ্ঞো ম্লেচ্ছদেশে ন চ ব্রজেৎ ॥৪

হস্তিচ্ছায়াসূর্য্যমিতচন্দ্রার্দ্ধে রাহুদর্শনে।
বিষুবত্যয়নে চৈব সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে ॥৫

প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধস্তু কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ ॥৬

প্রজাং পুষ্টিং তথা স্বর্গমারোগ্যঞ্চ ধনং তথা।
নৃণাং প্রাপ্য সদা প্রীতিং প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥৭

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গয়াক্ষেত্রে, প্রভাসতীর্থে, পুষ্করে, প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, গঙ্গাতীরে, যমুনাতীরে, অমরকণ্টকতীর্থে, নর্ম্মদাতীর্থে, গয়াতীরে বারাণসীধামে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুতুঙ্গে, মহাপথে, সপ্তারণ্যে এবং অসিকূপে যাহা দান করিবে, তাহা অনন্ত ফলজনক হইবে। ম্লেচ্ছদেশে, রাত্রিকালে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না। গজচ্ছায়াযোগে সূর্য্য এবং চন্দ্রগ্রহণকালে, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং জলবিষুব সংক্রান্তি দিবসে, দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে যে কার্য্য করিবে, তাহা অনন্ত ফলজনক হইবে। ভাদ্রী পূর্ণিমা অতীত হইলে যে মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশী তিথি, তাহাতে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মধু এবং পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃগণ পুত্রকৃত শ্রাদ্ধ পাইয়া মনুষ্যগণকে সন্তান, সমৃদ্ধি, স্বর্গ, আরোগ্য এবং সর্ব্বদা প্রীতি প্রদান করেন।১-৭

শঙ্খ-সংহিতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

জননে মরণে চৈব সপিণ্ডানাং দ্বিজোত্তমাঃ।
ত্র্যহাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নোতি যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ ॥১
সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।
জননে মরণে বিপ্রো দশাহেন বিশুধ্যতি ॥২

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পক্ষেণ শুধ্যতি।
মাসেন তু তথা শূদ্রঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি নান্তরা ॥৩
রাত্রিভির্ম্মাসতুল্যাভির্গর্ভস্রাবে বিশুধ্যতি।
অজাতদন্তবালে তু সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

যে ব্রাহ্মণ সাগ্নিক এবং বেদাধ্যয়ননিরত, তাহারা সপিণ্ড জ্ঞাতির জনন এবং মরণ-অশৌচ হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিবর্গের পরস্পরের সপিণ্ডতা থাকে; সপিণ্ড জ্ঞাতির জননে অথবা মরণে ব্রাহ্মণ দশাহ অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহ, বৈশ্য পঞ্চদশ দিবস ও শূদ্র একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হয়। যে জাতির যে অশৌচকাল উক্ত হইল, তাহার মধ্যে শুদ্ধ হইবে না। গর্ভস্রাব হইলে যে মাসে গর্ভস্রাব হইবে, মাসপরিমিত

অহোরাত্রাত্তথা শুদ্ধির্ব্বালে ত্বকৃতচূড়কে।
তথৈবানুপনীতে তু ত্র্যহাচ্ছুধ্যন্তি মানবাঃ ॥৫
মৃতানাং কন্যকানাস্তু তথৈব শূদ্রজন্মনঃ।
অনূঢ়ভার্য্যঃ শূদ্রস্তু ষোড়শাদ্ বৎসরাৎ পরম্ ॥৬
মৃত্যুং সমবগচ্ছেত্তু মাসং তস্যাপি বান্ধবাঃ।
শুদ্ধিং সমবগচ্ছন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৭
পিতৃবেশ্মনি কন্যা যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
তস্যাং মৃতায়াং নাশৌচং কদাচিদপি শাম্যতি ॥৮
হীনবর্ণাদ্ যদা নারী প্রমাদাৎ প্রসবং ব্রজেৎ।
প্রসবে মরণে তজ্জমশৌচং নোপশাম্যতি ॥৯
সমানং খল্বশৌচন্তু প্রথমে তু সমাপয়েৎ।
অসমানং দ্বিতীয়েন ধর্ম্মরাজবচো যথা ॥১০

দেশান্তরগতং শ্রুত্বা সন্তানাং মরণোদ্ভবৌ।
যচ্ছেষং দশরাত্রস্য তাবদেবাশুচির্ভবেৎ ॥১১
অতীতে দশরাত্রে তু তাবদেব শুচির্ভবেৎ।
তথা সংবৎসরেঽতীতে স্নান এব বিশুধ্যতি ॥১২
অনৌরসেষু পুত্রেষু ভার্য্যাস্বনাগতাসু চ।
পরপূর্ব্বাসু চ স্ত্রীষু ত্র্যহাচ্ছুদ্ধিরিহেষ্যতে ॥১৩
মাতামহে ব্যতীতে তু আচার্য্যে চ তথা মৃতে।
গৃহে মৃতাসু দত্তাসু কন্যাসু চ ত্র্যহং তথা ॥১৪
বিনষ্টে রাজনি তথা জাতে দৌহিত্রকে গৃহে।
আচার্য্যপত্নীপুত্রেষু দিবসেন চ মাতুলে ॥১৫
মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্বান্ধবেষু চ।
সব্রহ্মচারিণি তথা অনূচানে তথা মৃতে ॥১৬

দিবসে সূতিকা-অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, গর্ভস্রাবে জ্ঞাতিবর্গে অশৌচ হয় না; অজাতদন্ত বালকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ জানিবে অর্থাৎ স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে।১-৪

অকৃতচূড় অর্থাৎ দুই বৎসরে বালকের মৃত্যু হইলে একাহ অশৌচ জানিবে। অনুপনীত বালকের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ ছয় বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। অবিবাহিতা কন্যার মৃত্যু হইলে পিতৃকুলের পিতৃসপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং অসংস্কৃত শূদ্রের মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, ষোড়শ বৎসরের পর বিবাহ না হইলেও শূদ্র জাতির মৃত্যু হইলে সপিণ্ডবর্গের একমাস অশৌচ হইবে, এবিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পিতার গৃহে ঋতুমতী হয়, তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মরণাশৌচ কোন কালেও শান্তি হইবে না অর্থাৎ অবিবাহিতা কন্যার রজোদর্শন অত্যন্ত নিষিদ্ধ জানিবে। যদি কোন উত্তমবর্ণা স্ত্রী হীনবর্ণ দ্বারা গর্ভোৎপাদন করাইয়া সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ সন্তানের প্রসব জন্য এবং ঐ সন্তানের মৃত্যুজন্য অশৌচ নারীর কোন কালেই নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ হীনবর্ণ দ্বারা উত্তমবর্ণার সন্তানোৎপাদন অত্যন্ত নিষিদ্ধ। দুইটী সমান অশৌচ হইলে প্রথম যে অশৌচ হইবে, তাহা দ্বারা দ্বিতীয় অশৌচ নিবৃত্ত হইবে। অসমান দুইটী অশৌচ হইলে প্রথমজাত লঘু অশৌচ দ্বিতীয়জাত গুরু অশৌচ প্রবল হইয়া লঘু অশৌচ বৃদ্ধি পাইবে—যম ঋষির এইরূপ বাক্য জানিবে। বিদেশ গমন করিয়া জ্ঞাতির মরণ কিংবা জনন-অশৌচ হইলে শ্রবণের পর দশ দিনের যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকিবে, সে কয়দিন মাত্র অশৌচ ভোগ করিবে। দশরাত্র অতীত হইলে পর শ্রবণ করিয়া তিন দিবস মাত্র অশুচি হইবে, সংবৎসর অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর কেবল স্নান করিলেই শুচি হইবে—ইহা মরণ-অশৌচ বিষয় জানিবে, (জননাশৌচ দশরাত্র অতীত হইয়া শ্রবণ করিলে পর পুনর্ব্বার অশৌচ হয় না)। ৫-১২

নিজ ঔরসজাত ভিন্ন যে পুত্র, অন্য-সংসর্গিণী যে ভার্য্যা এবং পরের পূর্ব্ববিবাহিতা যে ভার্য্যা, ইহাদিগের মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। মাতামহ মরণে, আচার্য্য মরণে এবং দত্তকন্যা যদি পিতৃগৃহে মরে, তাহা হইলে দৌহিত্র শিষ্য এবং পিতামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। রাজার মরণে নিজ গৃহে দৌহিত্র জন্মাইলে, আচার্য্যের পত্নী কিংবা পুত্র মরণে একরাত্র অশৌচ। মাতুল মরণে পক্ষিণী অশৌচ হইবে। শিষ্য, পুরোহিত, বান্ধব, ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বেদশাস্ত্রের সহাধ্যায়ী এবং সাঙ্গবেদ-অধ্যায়ী ছাত্র

একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা ষড়্‌রাত্রং মাসমেব চ।
শূদ্রাঃ সপিণ্ডবর্ণানামশৌচং ক্রমতঃ স্মৃতম্ ॥১৭

সপিণ্ডে ক্ষত্রিয়ে শুদ্ধিঃ ষড়্‌রাত্রং ব্রাহ্মণস্য চ।
বর্ণানাং পরিশিষ্টানাং দ্বাদশেহহ্নি বিনির্দ্দিশেৎ ॥১৮

সপিণ্ডে ব্রাহ্মণা বর্ণাঃ সর্ব্ব এবাবিশেষতঃ।
দশরাত্রেণ শুধ্যেয়ুরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥১৯

ভৃগ্বগ্নিপতনাম্ভোভির্মৃতানামাত্মঘাতিনাম্।
পতিতানামশৌচঞ্চ শস্ত্রবিদ্যুদ্ধতাশ্চ যে ॥২০

যতী ব্রতী ব্রহ্মচারী সূপকারশ্চ দীক্ষিতঃ।
নাশৌচভাজঃ কথিতা রাজাজ্ঞাকারিণশ্চ যে ॥২১

যস্তু ভুঙ্‌ক্তে পরাশৌচে বর্ণী সোহপ্যশুচির্ভবেৎ।
অমুষ্য শুদ্ধৌ শুদ্ধিশ্চ তস্যাপ্যুক্তা মনীষিভিঃ ॥২২

পরাশৌচে নরো ভুক্ত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
ভুক্তান্নং ম্রিয়তে যস্য তস্য জাতৌ প্রজায়তে ॥২৩

দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বধ্যায়ঃ পিতৃকর্ম্ম চ।
প্রেতপিণ্ডক্রিয়াবর্জ্জমশৌচং বিনিবর্ত্ততে ॥২৪

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ইহাদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে। শূদ্র প্রভৃতি সপিণ্ড চতুর্ব্বর্ণের জনন-মরণে ব্রাহ্মণের যথাক্রমে এক দিন, তিন দিন, ছয় দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ দিন অশৌচ কথিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সপিণ্ড হইলে ব্রাহ্মণের ছয় দিনে শুদ্ধি, অন্য বর্ণের দ্বাদশ দিনে শুদ্ধি। সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জনন-মরণে সকল বর্ণের দশরাত্রেই শুদ্ধি হইবে—ভগবান্ যম এই কথা বলেন। উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নিপ্রবেশ বা জলপ্রবেশ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত অথবা ইচ্ছা-পূর্ব্বক শস্ত্রাঘাতে বা বিদ্যুৎপাতে নিহত, আত্মঘাতী ও পতিতগণের মরণে অশৌচ হইবে না। যতি, ব্রতী, ব্রহ্মচারী, সূপকার, দীক্ষিত এবং রাজার আজ্ঞাকারী ব্যক্তিগণের অশৌচ হইবে না। যে ব্রহ্মচারী পরাশৌচে ভোজন করে, সেও অশুচি হইবে; যথার্থ অশুচি ব্যক্তির শুদ্ধি হইলে তাহারও শুদ্ধি হইবে—ইহা পণ্ডিতগণের মত। ১৩-২২

মনুষ্য পরাশৌচে ভোজন করিলে কৃমিযোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া মরণ হয়, তাহার যে জাতি, পরজন্মে সেই জাতি লাভ হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম, স্বাধ্যায় এবং প্রেতের পিণ্ডদান ব্যতীত পিতৃলোকের কার্য্য অশৌচে নিষিদ্ধ। ২৩-২৪ ॥

শঙ্খ-সংহিতায় পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

মৃণ্ময়ং ভাজনং সর্ব্বং পুনঃ পাকেন শুধ্যতি।
মলৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্বা ষ্ঠীবনৈঃ পূয়-শোণিতৈঃ ॥১
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ম্।
এতৈরেব যদি স্পৃষ্টং তাম্র-সৌবর্ণ-রাজতম্ ॥২
শুধ্যত্যাবর্ত্তিতং পশ্চাদন্যথা কেবলাম্ভসা।
অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুষস্তথা ॥৩
ক্ষারেণ শুদ্ধিঃ কাংস্যস্য লৌহস্যাপি বিনির্দ্দিশেৎ।
মুক্তা-মণি-প্রবালানাং শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥৪
অব্জানাঞ্চৈব ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
শাক-মূল-ফলানাঞ্চ বিদলানাং তথৈব চ ॥৫
মার্জ্জনাদ্ যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
উষ্ণাম্ভসা তথা শুদ্ধিঃ সকেশানাং বিনির্দ্দিশেৎ ॥৬
শয্যাসনাপণানাস্তু সূর্য্যস্য কিরণৈস্তথা।
শুদ্ধিস্তু প্রোক্ষণাদ্ যজ্ঞে করকেন্ধনয়োস্তথা ॥৭
মার্জ্জনাদ্ বেশ্মনাং শুদ্ধিঃ ক্ষিতেঃ শোধস্তু তৎক্ষণাৎ।
সম্মার্জ্জনেন তোয়েন বাসসাং শুদ্ধিরিষ্যতে ॥৮
বহূনাং প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধির্ধান্যাদীনাং বিনির্দ্দিশেৎ।
প্রোক্ষণাৎ সংহতানাঞ্চ কাষ্ঠানাঞ্চৈব তক্ষণাৎ ॥৯
সিদ্ধার্থকানাং কম্পেন শৃঙ্গদন্তময়স্য চ।
গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং শৃঙ্গবতাং তথা ॥১০
নির্য্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ।
কুসুম্ভ-কুসুমানাঞ্চ ঊর্ণা-কার্পাসয়োস্তথা ॥১১
প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ।
ভূমিষ্ঠমুদকং শুদ্ধং তথা শুচি শিলাগতম্ ॥১২

ষোড়শ অধ্যায়

সকল মৃণ্ময়পাত্র অশুচি হইলে পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মল, মূত্র, বিষ্ঠা, ষ্ঠীবন (থুথু), পূয এবং রক্ত—এ সকল দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার পাক দ্বারা শুদ্ধ হইবে না, মৃণ্ময়পাত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। মলমূত্রাদি দ্বারা যদি তাম্রপাত্র, সুবর্ণপাত্র ও রৌপ্যময় পাত্র স্পৃষ্ট হয়, পুনর্ব্বার গঠিত করিলে পর শুদ্ধ হইবে। মলমূত্রাদি ভিন্ন অন্যরূপ অস্পৃশ্য সম্পর্ক হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হইবে। তাম্রপাত্র, সীসক নির্ম্মিত পাত্র এবং রাং নির্ম্মিত পাত্র অশুচি-স্পর্শ হইলে অম্লরস-সংযুক্ত জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। কাংস্যপাত্র এবং লৌহপাত্র অশুচি হইলে ক্ষারযোগ করিলে শুদ্ধ হইবে। মুক্তা, মণি এবং প্রবাল অশুচি হইলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে। শঙ্খের পাত্র এবং প্রস্তরের পাত্র, শাক, মূল, ফল এবং বিদল সমূহ অশুচি হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে। যজ্ঞীয় পাত্রসমূহ অশুচি হইলে যজ্ঞকার্য্য সময়ে মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। কেশ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উষ্ণ জল দ্বারা মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হইবে। শয্যা, আসন এবং হট্টগৃহ—এ সকল অশুচি হইলে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, যজ্ঞকাষ্ঠ প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে। মার্জ্জন দ্বারা গৃহ শুদ্ধ হইবে, সম্যকরূপ মার্জ্জন দ্বারা ক্ষিতির শুদ্ধি হইবে। তোয় দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি হইবে, প্রোক্ষণদ্বারা রাশীকৃত ধান্যাদির শুদ্ধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং একত্র রাশীকৃত দ্রব্যসমূহের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। তক্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ শুদ্ধ হইবে। শ্বেতসর্ষপসমূহের কম্পন (ঝাড়া) দ্বারা শুদ্ধি হইবে, শৃঙ্গময় এবং দন্তময় দ্রব্য গোপুচ্ছ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, ফল দ্বারা নির্ম্মিত পাত্র, শৃঙ্গ-বিশিষ্ট জন্তুগণের অস্থি, খদির প্রভৃতি নির্য্যাসসমূহ, ইক্ষুগুড়, লবণ, কুসুম্ভপুষ্প, মেষাদির লোম এবং কার্পাসতুলা এ সকল বস্তু প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে—ইহা যম ঋষি কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। জল অশুচি হইলে পৃথিবীস্থ করিলে কিংবা প্রস্তরপাত্রস্থ করিলে শুদ্ধ হইবে।১-১২

বর্ণ-গন্ধ-রসৈর্দুষ্টৈর্বর্জ্জিতানাং তথা ভবেৎ।
শুদ্ধং নদীগতং তোয়ং সর্ব্বদৈব সুখাকরম্ ॥১৩
শুদ্ধং প্রসারিতং পণ্যং শুদ্ধাশ্চাশ্বাদয়ো মুখে।
মুখবর্জ্জন্তু গৌঃ শুদ্ধা মার্জ্জারশ্চাশ্রমে শুচিঃ ॥১৪
শয্যা ভার্য্যা শিশুর্ব্বস্ত্রমুপবীতং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ কথিতং শুদ্ধং ন তচ্ছুদ্ধং পরস্য চ ॥১৫
নারীণাঞ্চৈব বৎসানাং শকুনীনাং শুনাং মুখম্।
রাত্রৌ প্রসরণে বৃক্ষে মৃগয়ায়াং সদা শুচিঃ ॥১৬
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি স্নাতা নারী রজস্বলা।
দৈবে কর্ম্মণি পিত্র্যে চ পঞ্চমেঽহনি শুধ্যতি ॥১৭
রথ্যা-কর্দ্দমতোয়েন ষ্ঠীবনাদ্যেন বাপ্যথ।
নাভেরূর্দ্ধং নরঃ স্পৃষ্টঃ সদ্যঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥১৮
কৃত্বা মূত্র-পুরীষঞ্চ লেপগন্ধাপহং তথা।
উদ্ধৃতেনাম্ভসা স্নানং মৃদা চৈব সমাচরেৎ ॥১৯

মেহনে মৃত্তিকাঃ সপ্ত লিঙ্গে দ্বে চ প্রকীর্ত্তিতে।
একস্মিন্ বিংশতির্হস্তে দ্বয়োর্দেয়াশ্চতুর্দ্দশ ॥২০

তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনম্।
তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শৌচকামস্য সর্ব্বদা ॥২১

শৌচমেতদ্ গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
দ্বিগুণঞ্চ বনস্থানাং যতীনাং দ্বিগুণং তথা ॥২২

মৃত্তিকা চ বিনির্দ্দিষ্টা ত্রিপর্ব্ব পূর্য্যতে যয়া ॥২৩

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

দুষ্টবর্ণ, দুষ্টগন্ধ এবং দুষ্টরস-বর্জ্জিত যে জল, তাহা শুদ্ধ জানিবে। নদীস্থিত জল সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সর্ব্বদা তৃপ্তিজনক জানিবে। বিক্রয়ার্থ বহিষ্কৃত সজ্জীকৃত দ্রব্য মাত্র শুদ্ধ জানিবে, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণের মুখ শুদ্ধ, গো-দিগের মুখ ভিন্ন সকল অঙ্গ শুদ্ধ, আশ্রমে বিড়াল শুচি জানিবে। শয্যা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত এবং কমণ্ডলু—এ সকল স্বকীয় শুচি, অন্যের হইলে অশুচি জানিবে। ভার্য্যার মুখ রাত্রিকালে শুচি, গোবৎসের মুখ দোহনকালে শুচি, পক্ষিগণের মুখ বৃক্ষের উপরি শুচি এবং মৃগয়াতে কুকুরের মুখ শুচি জানিবে। রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে স্নানানন্তর স্বামীর নিকট শুচি, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে পঞ্চম দিবসে শুচি জানিবে। রাজপথের কর্দ্দমের জল এবং নিষ্ঠীবনাদি দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগে স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। প্রস্রাব এবং পুরীষত্যাগ করিয়া লেপ এবং গন্ধ ক্ষয় হয়—এরূপ ভাবে মৃত্তিকা ও উদ্ধৃত জল দ্বারা গুহ্য, হস্ত এবং পদ ধৌত করিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিলে পর লিঙ্গস্থানে দুইবার (হস্তদ্বয়ে) সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। (পুরীষ ত্যাগ করিলে পর) বামহস্তে বিংশতি বার উভয় হস্তে চতুর্দ্দশ বার মৃত্তিকা দিবে। নখ শোধন করিয়া (হস্তদ্বয়ে) তিনবার মৃত্তিকা দিবে, শৌচকামী ব্যক্তি সর্ব্বদা পাদদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা দিবে। কথিত এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে জানিবে, ইহার দ্বিগুণ শৌচ ব্রহ্মচারীর জানিবে, তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ বানপ্রস্থগণের জানিবে, তাহার দ্বিগুণ যতিগণের পক্ষে জানিবে। যাহা দ্বারা ত্রিপর্ব্ব পূর্ণ হয়, এতৎপরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ কার্য্য করিবে॥ ১৩-২৩॥

শঙ্খ-সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

নিত্যং ত্রিষবণস্নায়ী কৃত্বা পর্ণকুটীং বনে।
অধঃশায়ী জটাধারী পর্ণমূলফলাশনঃ ॥১
গ্রামং বিশেত ভিক্ষার্থং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্।
এবং কালং সমাস্থায় বর্ষে চ দ্বাদশে গতে ॥২
রুক্মস্তেয়ী সুরাপায়ী ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
ব্রতেনৈতেন শুধ্যন্তি মহাপাতকিনশ্চ যে ॥৩
যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং হত্বা বৈশ্যং হত্বা তু যাজকম্।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাদাশ্রমং বিনিদূষকঃ ॥৪
কূটসাক্ষ্যং তথৈবোক্ত্বা নিক্ষেপঞ্চ প্রহৃত্য চ।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা চ শরণাগতম্ ॥৫
আহিতাগ্নিঃ স্ত্রিয়ং হত্বা মিত্রং হত্বা তথৈব চ।
হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতং চরেৎ ॥৬
ব্রতস্থঞ্চ দ্বিজং হত্বা পার্থিবঞ্চাকৃতাশ্রমম্।
এতদেব ব্রতং কুর্য্যাদ্দ্বিগুণঞ্চ বিশুদ্ধয়ে ॥৭
ক্ষত্রিয়স্য তু পাদোনং তদর্দ্ধং বৈশ্যঘাতনে।
অর্দ্ধমেব সদা কুর্য্যাৎ স্ত্রীবধে পুরুষস্তথা ॥৮
পাদস্তু শূদ্রহত্যায়ামুদক্যাগমনে তথা।
গোবধে চ তথা কুর্য্যাৎ পরদারগতস্তথা ॥৯
পশূন্ হত্বা তথা গ্রাম্যান্ মাসং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
আরণ্যানাং বধে চৈব তদর্দ্ধস্তু বিধীয়তে ॥১০
হত্বা দ্বিজং তথা সর্পং জলেশয়-বিলেশয়ৌ।
সপ্তরাত্রং তথা কুর্য্যাদ্ ব্রতন্তু ব্রাহ্মণস্তথা ॥১১
অনস্থ্নাস্তু শতং হত্বা সাস্থ্নাং দশশতং তথা।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্য্যাৎ পূর্ণং সংবৎসরং তথা ॥১২

সপ্তদশ অধ্যায়

বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারণপূর্ব্বক ত্রিকালীন স্নান করত পত্র, মূল এবং ফল ভোজন করিয়া অধঃশয়ন করিবে এবং স্বীয় দুষ্কর্ম্ম লোকের নিকট প্রকাশ করত ভিক্ষা-নিমিত্ত গ্রামে প্রবেশ করিবে, এইরূপ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করত দ্বাদশ বর্ষ গত হইলে সুবর্ণস্তেয়ী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বিমাতৃগমনশীল এবং অন্যান্য মহাপাতককারিগণ এই ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে। ১-৩

যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় এবং যাজক বৈশ্য হত্যা করিলে আর আশ্রম দূষিত করিলে এইরূপে উক্ত ব্রত করিবে। কূটসাক্ষ্য প্রদান করিলে গচ্ছিত দ্রব্য হরণ করিলে এবং শরণাগত ব্যক্তিকে হরণ করিলে, এই ব্রতই করিবে। আহিতাগ্নি হইয়া স্ত্রীহত্যা করিলে, মিত্রহত্যা করিলে ও অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিলে এই ব্রতই করিবে। ব্রতকারী দ্বিজকে হত্যা করিলে উক্ত ব্রত দ্বিগুণ করিয়া করিলে পর শুদ্ধ হইবে। স্বধর্ম্মহীন ক্ষত্রিয়হত্যা করিলে একপাদহীন উক্ত ব্রত করিবে, স্বধর্ম্মবিহীন বৈশ্যহত্যা করিলে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধভাগ করিবে এবং স্ত্রীবধ করিলে পুরুষ উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ করিবে। শূদ্রহত্যা করিলে এবং ঋতুমতী স্ত্রীগমন করিলে উক্ত ব্রতের একপাদব্রত করিবে। গোবধ করিলে এবং পরদার গমন করিলে উক্ত ব্রতের একপাদ করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাম্য পশুসমূহ হত্যা করিলে এক মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে, অরণ্যচর পশু হত্যা করিলে পঞ্চদশ দিবসসাধ্য পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ পক্ষী, জলচর এবং বিলেশয় (সর্পাদি) হত্যা করিলে সপ্তরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। শত অস্থিশূন্য জন্তু হত্যা করিলে, এক সহস্র অস্থিযুক্ত জীব হত্যা করিলে এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রহ্মহত্যা-ব্রত করিতে হইবে। যে যে বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদ করিবে, সেই সেই বর্ণহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কোন বর্ণের ভূমিহরণ করিলে, ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গো, ছাগল এবং অশ্ব যে ব্যক্তি হরণ করে, সীমা কিংবা রজত হরণ করে অথবা জল অপহরণ করে, সে এক বৎসর ব্যাপিয়া ব্রত করিবে।

যস্য যস্য চ বর্ণস্য বৃত্তিচ্ছেদং সমাচরেৎ।
তস্য তস্য বধপ্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥১৩
অপহৃত্য তু বর্ণানাং ভুবমেব প্রমাদতঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথ প্রোক্তং ব্রাহ্মণানুমতং চরেৎ ॥১৪
গোহজাশ্বস্যাপহরণে সীসানাং রজতস্য চ।
জলাপহরণে চৈব কুর্য্যাৎ সংবৎসরং ব্রতম্ ॥১৫
তিলানাং ধান্য-বস্ত্রাণাং শস্ত্রাণামামিষস্য চ।
সংবৎসরার্দ্ধং কুর্ব্বীত ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ ॥১৬
তৃণকাষ্ঠে চ তক্রাণাং রসানামপহারকঃ।
মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাদ্দন্তানাং সপিষাং তথা ॥১৭
লবণানাং গুড়ানাঞ্চ মূলানাং কুসুমস্য চ।
মাসার্দ্ধন্তু ব্রতং কুর্য্যাদেতদেব সমাহিতঃ ॥১৮
লৌহানাং বৈদলানাঞ্চ সূত্রাণাং চর্ম্মণাং তথা।
একরাত্রং ব্রতং কুর্য্যাত্তদ্বদেব সমাহিতঃ ॥১৯
ভুক্ত্বা পলাণ্ডুং লশুনং মদ্যঞ্চ কবকানি চ।
নারং মলং তথা মাংসং বিড়্বরাহং খরং তথা ॥২০
গৌধেরকুঞ্জরোষ্ট্রঞ্চ সর্ব্বং পঞ্চনখং তথা।
ক্রব্যাদং কুক্কুটং গ্রাম্যং কুর্য্যাৎ সংবৎসরং ব্রতম্ ॥২১
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাস্ত্বেতে গোধা-কচ্ছপ-শল্লকাঃ।
সঙ্গশ্চ শশকশ্চৈব তান্ হত্বা তু চরেদ্ ব্রতম্ ॥২২
হংসং মদ্গুরকং কাকং কাকোলং খঞ্জরীটকম্।
মৎস্যাদাংশ্চ তথা মৎস্যান্ বলাকা-শুক-সারিকাঃ ॥২৩
চক্রবাকং প্লবং কোকং মণ্ডূকং ভুজগং তথা।
মাসমেতদ্ ব্রতং কুর্য্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৪

তিল, ধান্য, বস্ত্র, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র এবং মৎস্য প্রভৃতি আমিষ হরণ করিলে সমাহিতচিত্তে ছয়মাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। তৃণ, কাষ্ঠ, দধি-দুগ্ধ প্রভৃতি রস, গজাদির দন্ত এবং ঘৃত অপহরণ করিলে একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। ৪-১৭

লবণ, গুড়, মূলদ্রব্য এবং পুষ্প হরণ করিলে সমাহিত হইয়া অর্দ্ধমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। লৌহ, পিত্তল, কার্পাসাদি সূত্র এবং চর্ম্ম অপহরণ করিলে সমাহিতচিত্তে একরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। পলাণ্ডু, লশুন, মদ্য, কবক, মনুষ্যের বিষ্ঠা প্রভৃতি মল, মনুষ্যের মাংস, গ্রাম্যশূকর, গর্দ্দভ, গোধিকা, হস্তী, উষ্ট্র, কুকুর প্রভৃতি সকল পঞ্চনখ জন্তু, মাংসভুক্ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু এবং গ্রামচর কুক্কুট—এ সকল ভক্ষণ করিলে এক বৎসর ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। ১৮-২১

স্বর্ণগোধিকা, কচ্ছপ, শল্লকী, খড়্গী এবং শশক—এই পঞ্চপ্রকার পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু এ সকল জন্তু হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। হংস, মদ্গুরক, কাক, কাকোল, খঞ্জন, মৎস্যভুক, মৎস্য, বলাকা (বকশ্রেণী), শুক, সারিকা, চক্রবাক, প্লব এবং কোক—এ সকল পক্ষী, ভেক এবং সর্প ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে—এ বিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রাজীব, সিংহতুণ্ড এবং শকুনি—এ সকল হত্যা করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রত করিবে। মৎস্যসমূহের মধ্যে পাঠীন মৎস্য এবং রোহিত মৎস্য এই দুই জাতীয় মৎস্য ভক্ষণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জলচর কিংবা জলজাত মুখপাদ, সুবিক্ষির, রক্তপাদ এবং জালপাদ ইহাদিগের হত্যা করিয়া সপ্তদিবস ব্রত করিবে। তিত্তিরি, ময়ূর, লাবক, কপিঞ্জর, বার্দ্ধীণস এবং বর্ত্তক এ কয়টী পক্ষী ভক্ষণীয়—ইহা যম ঋষি বলিয়াছেন। উভয়দন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া একমাস ব্রত করিবে, একশফ কিংবা একদন্ত জন্তু ভক্ষণ করিয়া অর্দ্ধমাস ব্রত করিবে। স্বয়ং মৃত্যুপ্রাপ্ত কিংবা বৃথামাংস, মহিষ-মাংস, ঘোটকের মাংস ভক্ষণ ও মৃতবৎসা গাভীর ও মহিষীর দুগ্ধ, সন্ধিনী গাভীর অপবিত্র দুগ্ধপান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। যে সকল জন্তুর দুগ্ধ অভক্ষণীয়, সেই ক্ষীর দ্বারা নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য, তাহা ভক্ষণ করিয়া সপ্তরাত্র ব্রত করিবে। লোহিতবর্ণ বৃক্ষের রস, ব্রণের কারণীভূত যে দ্রব্য, কেবল অন্ন, পর্য্যুষিতান্ন, গুড়পক্ব দ্রব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রতী হইবে। ২২-৩২

দধি ব্যতীত শুক্ত বস্তু, দারুসম্ভূত রস, গুড়যুক্ত

রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ শকুলাংশ্চ তথৈব চ।
পাঠীন-রোহিতৌ ভক্ষ্যৌ মৎস্যেষু পরিকীর্ত্তিতৌ ॥২৫
জলেচরাংশ্চ জলজান্ মুখপাদান্ সুবিষ্কিরান্।
রক্তপাদান্ জালপাদান্ সপ্তাহং ব্রতমাচরেৎ ॥২৬
তিত্তিরিঞ্চ ময়ূরঞ্চ লাবকঞ্চ কপিঞ্জরম্।
বার্দ্ধ্রীণসং বর্ত্তকঞ্চ ভক্ষ্যানাহ যমঃ সদা ॥২৭
ভুক্ত্বা চৈবোভয়তং তথৈকশফদংষ্ট্রিণঃ।
তথা ভুক্ত্বা তু মাসং বৈ মাসার্দ্ধং ব্রতমাচরেৎ ॥২৮
স্বয়ং মৃতং বৃথা মাংসং মাহিষং বাজমেব চ।
গোশ্চ ক্ষীরং বিবৎসায়া মহিষ্যাশ্চ তথা পয়ঃ ॥২৯
সন্ধিন্যমেধ্যং ভক্ষিত্বা পক্ষন্তু ব্রতমাচরেৎ।
ক্ষীরাণি যান্যভক্ষ্যাণি তদ্বিকারাশনে বুধঃ ॥৩০
সপ্তরাত্রং ব্রতং কুর্য্যাদ্ যদেতং পরিকীর্ত্তিতম্।
লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ব্রণানাং প্রভবাংস্তদা ॥৩১
কেবলানি তথান্নানি তথা পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
গুড়পকং তথা ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রন্তু ব্রতী ভবেৎ ॥৩২
দধি ভক্তঞ্চ শুক্তেষু যচ্চান্নন্দারুসম্ভবম্।
গুড়যুক্তং ভক্ষয়িত্বা তক্রং নিন্দ্যমিতি শ্রুতিঃ ॥৩৩
যব-গোধূমজং সক্তং বিকারাঃ পয়সাঞ্চ যে।
রাজবাহঞ্চ কুল্যঞ্চ ভৈক্ষ্যং পর্য্যুষিতং ভবেৎ ॥৩৪
সজীব-পক্কমাংসঞ্চ সর্ব্বং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
সংবৎসরং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রাশ্যৈতান্ জ্ঞানতস্তথা ॥৩৫
শূদ্রান্নঃ ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।
বদ্ধস্য চৈব চৌরস্যাবীরায়াশ্চ তথা স্ত্রিয়ঃ ॥৩৬
কর্ম্মকারস্য বেণস্য কীরস্য পতিতস্য চ।
রুক্মকারস্য তক্ষ্ণশ্চ তথা বার্দ্ধুষিকস্য চ ॥৩৭
কদর্য্যস্য নৃশংসস্য বেশ্যায়াঃ কিবতস্য চ।
গণান্নং ভূমিপালান্নমন্নঞ্চৈবাস্ত্রজীবিনঃ ॥৩৮

নিন্দনীয় তক্র, যব, গোধূমজ বস্তু, পয়োবিকার, রাজবাহ, কুল্য ও ভৈক্ষ্য ব্যতীত সকল পর্য্যুষিত দ্রব্য, পক্ক ও সজীব মাংস—এতৎ সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাজ্য—জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে সংবৎসর ব্রত করিবে। শূদ্রের অন্ন, রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ নটের অন্ন, কারাগারে আবদ্ধ চৌরের অন্ন, আবীরা স্ত্রীর অন্ন, কর্ম্মকারের অন্ন, বেণজাতির অন্ন, কীর জাতির অন্ন, পতিতের অন্ন, স্বর্ণকারের অন্ন, সূত্রধারের অন্ন, বার্দ্ধুষিকের অন্ন, কৃপণের অন্ন, নৃশংসের অন্ন, বেশ্যার অন্ন, ধূর্ত্তের অন্ন, দলবদ্ধের অন্ন, ভূমিপালের অন্ন, অস্ত্রজীবীর অন্ন, সৌনপের অন্ন এবং সুতিকার অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ একমাস ব্রত করিবে। নিরন্তর শূদ্রজাতির অন্ন ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণ ছয়মাস ব্রত করিবে। ৩৩-৩৯

বৈশ্য ও অপরিচিত স্ত্রীগণের অন্ন ভোজন করিলে একমাস ব্রত (ত্রৈমাসিক ব্রততুল্য ব্রত) করিবে, ক্ষত্রিয়ান্ন ভোজনে দুই মাস ও অপরিচিত ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে এক মাস ব্রত করিবে। মদ্যের পাত্রস্থিত জল পান করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একমাস ব্রত করিবে, বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া একপক্ষ ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া সপ্ত দিন ব্রত করিবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক দিন ব্রত করিবে। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক দত্ত অন্ন ভোজন করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি একমাস ব্রত করিবে। পরিবেত্তা ও পরিবিত্তি, যে কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরিবেত্তা হইতে হয়, ঐ কন্যা, পরিবেত্তাকে যে ব্যক্তি কন্যা দান করে এবং পরিবেত্তাকে কন্যাদান-কার্য্যে মন্ত্রবক্তা পুরোহিত এই পঞ্চজনেই এক বৎসর ব্রত করিবে। কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এক মাস ব্রত করিবে। ৪০-৪৪।

কেশ এবং কীটাদি দ্বারা দূষিত অন্ন কিংবা মুষিক, নকুল, মক্ষিকা এবং মশক দ্বারা দূষিত অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র ব্রত করিবে, বৃথা কৃশর অর্থাৎ আত্মোদর-পূরণার্থ পক্ক লড্ডুক সংযাব (যাউ), পায়স, পিষ্টক এবং শষ্কুলী ভোজন করিয়া সমাহিতচিত্তে ত্রিরাত্র ব্যাপিয়া উক্ত ব্রত করিবে। নীলবৃক্ষ দ্বারা ক্ষতপ্রাপ্ত, কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত বা অসতী স্ত্রীকৃত দংশন দ্বারা জাতক্ষত বিপ্র ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। ৪৫-৪৬

অগ্নিতে চরণ প্রতপ্ত করিলে ও মন্দবস্তু নিক্ষিপ্ত

সৌনপান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতং চরেৎ।
শূদ্রস্য সততং ভুক্ত্বা ষণ্মাসান্ ব্রতমাচরেৎ ॥৩৯
বৈশ্যস্য চ তথা স্ত্রীণাং মাসমেকং ব্রতঞ্চরেৎ।
ক্ষত্রিয়স্য তথা ভুক্ত্বা দ্বৌ মাসৌ চ ব্রতঞ্চরেৎ ॥৪০
ব্রাহ্মণস্য তথা ভুক্ত্বা মাসমেকং সমাচরেৎ।
অপঃ সুরাভাজনস্থাঃ পীত্বা পক্ষং ব্রতী ভবেৎ ॥৪১
শূদ্রোচ্ছিষ্টাশনে মাসং পক্ষমেকং তথা বিশঃ।
ক্ষত্রিয়স্য তু সপ্তাহং ব্রাহ্মণস্য তথা দিনম্ ॥৪২
অথাশ্রদ্ধাশনে বিদ্বান্ মাসমেকং ব্রতী ভবেৎ।
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যয়া চ পরিবিদ্যতে ॥৪৩
ব্রতং সংবৎসরং কুর্য্যাদ্দাতৃযাজকপঞ্চমঃ।
শুনোচ্ছিষ্টং তথা ভুক্ত্বা মাসমেকং ব্রতী ভবেৎ ॥৪৪
দূষিতং কেশকীটৈশ্চ মূষিকানকুলেন চ।
মক্ষিকা-মশকেনাপি ত্রিরাত্রন্তু ব্রতী ভবেৎ ॥৪৫
বৃথা কৃশর-সংযাব-পায়সাপূপ-শষ্কুলীঃ।
ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রং কুর্ব্বীত ব্রতমেতৎ সমাহিতঃ ॥৪৬
নীল্যা চৈব ক্ষতো বিপ্রঃ শুনা দষ্টস্তথৈব চ।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং কুর্য্যাৎ পুংশ্চলীদর্শনক্ষতঃ ॥৪৭

পাদপ্রতাপনং বহ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা বহ্নৌ তথাপ্যধঃ।
কুশৈঃ প্রমৃজ্য পাদৌ চ দিনমেকং ব্রতঞ্চরেৎ ৪৮
ক্ষত্রিয়স্তু রণে হত্বা পৃষ্ঠং প্রাণপরায়ণম্।
সংবৎসরব্রতং কুর্য্যাচ্ছিত্বা পিপ্পলপাদপম্ ॥৪৯
দিবা চ মৈথুনং কৃত্বা স্নাত্বা দুষ্টজলে তথা।
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা দিনমেকং ব্রতী ভবেৎ ॥৫০
ক্ষিপ্ত্বগ্নাবশুচি-দ্রব্যং তদ্বদম্ভসি মানবঃ।
মাসমেকং ব্রতং কুর্য্যাদপক্রুধ্য তথা গুরুম্ ॥৫১
তথা বিশেষজং পীত্বা পানীয়ং ব্রাহ্মণস্তথা।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং কুর্য্যাদ্ বামহস্তেন বা পুনঃ ॥৫২
একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টেষু বিষমং যঃ প্রযচ্ছতি।
স চ তাবদসৌ পক্ষং প্রকুর্য্যাদ্ ব্রহ্মণো ব্রতম্ ॥৫৩
ধারয়িত্বা তুলাঞ্চৈব বিষমং বণিজস্তথা।
সুরা-লবণপাত্রেষু ভুক্ত্বা ক্ষীরং ব্রতং চরেৎ ॥৫৪
বিক্রীয় পাণিনা সদ্যস্তিলানি চ তথাচরেৎ ॥৫৫
ত্বঙ্কারং ব্রাহ্মণস্যোক্ত্বা ত্বঙ্কারঞ্চ গরীয়সঃ।
দিনমেকং ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রযতঃ সুসমাহিতঃ ॥৫৬

করিলে কুশ দ্বারা চরণ মার্জ্জন করিয়া একদিবস ব্রত করিবে। পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী প্রাণরক্ষার্থ পরাঙ্মুখ শত্রু হনন করিয়া ক্ষত্রিয় এক বৎসর ব্রত করিবে। অশ্বত্থবৃক্ষ ছেদন করিলে পর একবৎসর ব্রত করিবে। দিবাভাগে মৈথুন করিয়া, দুষ্ট জলে স্নান করিয়া এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দর্শন করিয়া একদিন ব্রত করিবে। অগ্নিতে কিংবা জলে অশুচি দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে বা গুরুজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে একমাস ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে অবিদিত হইয়া জলপান করিলে কিংবা বাম হস্ত দ্বারা জল পান করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। এক পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যে ব্যক্তি ন্যূনাধিকভাবে পরিবেশন করে, সে এক পক্ষ ব্রহ্মহত্যার ব্রত করিবে। বণিক্‌গণ ওজনদাঁড়ি ন্যূনাধিক ভাবে ধারণ করিলে অথবা যে কোন ব্যক্তি সুরাপাত্রে বা লবণপাত্রে দুগ্ধপান করিলে যথোক্ত ব্রত আচরণ করিবে। হস্তে করিয়া জলপান করিলে বা তিল বিক্রয় করিলেও যথোক্ত ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণকে অপমানসূচক হুঙ্কার করিলে কিংবা গুরু ব্যক্তির প্রতি "তুমি" শব্দ প্রয়োগ করিলে পবিত্র ও সুসমাহিত ভাবে একদিন ব্রত করিবে। মৃত ব্যক্তির পিণ্ডদান করিলে পর উত্তরাধিকারী তাহার ধনে অধিকারী হইবে। যে বর্ণের যে ব্রত কথিত আছে, পবিত্র ভাবে তাহার পক্ষে সেই ব্রতই কর্ত্তব্য। পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না গোপন করিলে পাপের বৃদ্ধি হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি পাপ করিয়া সভার অনুমত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ শ্বাপদ-সঙ্কুল বহুতর কিরাত-মৃগ-পরিপূর্ণ বনে অবস্থান করিয়া অথবা অন্য কোন প্রাণ-সংশয় স্থানে থাকিয়া ব্রত করিবে না। বাঁচিয়া থাকিলে কষ্টজনক ব্রত এবং দান দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়। শরীর ধর্ম্মের মূল, তাহা

প্রেতস্য প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা বৈ ধনহারকঃ।
বর্ণানাং যদ্ ব্রতং প্রোক্তং তদ্ ব্রতং প্রয়তশ্চরেৎ॥৫৭
কৃত্বা পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং হি বর্দ্ধতে।
কৃত্বা পাপং বুধঃ কুর্য্যাৎ পর্ষদানুমতং ব্রতম্ ॥৫৮
স্থিত্বা চ শ্বপদাকীর্ণে বহুব্যাধমৃগে বনে।
ন ব্রাহ্মণো ব্রতং কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়াৎ সদা ॥৫৯
সতো হি জীবতো জীবং সর্ব্বপাপমপোহতি।
ব্রতৈঃ কৃচ্ছ্রৈস্তথা দানৈরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥৬০
শরীরং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শরীরাচ্চ্যবতে ধর্ম্মঃ পর্ব্বতাৎ সলিলং যথা ॥৬১
আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি সমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজো দদ্যাৎ স্বেচ্ছয়া ন কদাচন ॥৬২

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

...ক রক্ষা করিবে। পর্ব্বত হইতে জলের ন্যায় শরীরপাতে ধর্ম্ম পতিত হয়। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐকমত্যে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিবেন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কদাচ তাহা দিবেন না।৪৫-৬২

শঙ্খ-সংহিতায় সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

ত্র্যহং ত্রিষবণস্নানে প্রকুর্য্যাদঘমর্ষণম্।
নিমজ্জ্য নক্তং সরিতি ন ভুঞ্জীত দিনত্রয়ম্ ॥১
বীরাসনং সদা তিষ্ঠেদ্ গাঞ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।
অঘমর্ষণমিত্যেতৎ কৃতং সর্ব্বাঘনাশনম্ ॥২
ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
পরং ত্র্যহঞ্চ নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ ব্রতম্ ॥৩
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পীত্বা বায়ুভক্ষী দিনত্রয়ম্ ॥৪
তপ্তকৃচ্ছ্রং বিজানীয়াদেতদুক্তং সদা ব্রতম্।
দ্বাদশেনোপবাসেন পরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৫
বিধিনোদকসিদ্ধানি সমশ্নীয়াৎ প্রযত্নতঃ।
শক্তূন্ হি সোদকান্ মাসং কৃচ্ছ্রং বারুণমুচ্যতে ॥৬
বিল্বৈরামলকৈর্ব্বাপি কপিত্থৈরথবা শুভৈঃ।
মাসেন লোকেঽতিকৃচ্ছ্রঃ কথ্যতে দ্বিজসত্তমৈঃ ॥৭
গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসস্তু কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া অঘমর্ষণ করিবে। সায়ংকালে নদীতে অবগাহন করিবে। তিনবার ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা বীরাসনে থাকিবে, পয়স্বিনী গোদান করিবে—ইহার নাম অঘমর্ষণ, এতদ্দ্বারা সকল পাপ নষ্ট হয়। প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইলে তিন দিন নক্ত ভোজন, তিন দিন এক ভক্ত, তিন দিন অযাচিত ভোজন এবং তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। তিন দিন উষ্ণ জলপান, তিন দিন উষ্ণ ঘৃতপান, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান ও তিন দিন বায়ু ভক্ষণ—এই ব্রতের নাম তপ্তকৃচ্ছ্র। দ্বাদশ দিন উপবাসে পরাক ব্রত। বিধিপূর্ব্বক জল-সিদ্ধ সজল শক্তু এক মাস যত্নসহকারে ভোজন করিবে—ইহার নাম বারুণকৃচ্ছ্র। একমাস বিল্ব, আমলক এবং শুষ্ক কপিত্থ-ভোজন জগতে অতিকৃচ্ছ্র নামে বিদিত। গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, গব্যঘৃত ও কুশজল পান করিয়া থাকিয়া তৎপর দিন উপবাস—ইহার নাম সান্তপন ব্রত। এই সকল কার্য্য প্রত্যেকটী তিন বার করিয়া করিলে মহাসান্তপনব্রত করা হয়। একপক্ষকাল একদিন উপবাস ও একদিন শক্তু ভোজনের নাম তুলাপুরুষব্রত। প্রত্যহ

এতৈস্তু ত্র্যহমধ্যস্তৈর্মহাসান্তপনং স্মৃতম্ ।
পাদত্রয়ং তথা ত্যক্ত্বা শক্তূনাং পরিবাসনাৎ ।
উপবাসান্তরাভ্যাসাৎ তুলাপুরুষ উচ্যতে ॥৯
গোপুরীষাশনো ভূত্বা মাসং নিত্যং সমাহিতঃ ।
ব্রতন্তু বার্দ্ধিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ॥১০
গ্রাসং চন্দ্রকলাবৃদ্ধ্যা প্রাশ্নীয়াদ্ বর্দ্ধয়ন্ সদা ।
হ্রাসয়ংস্তু কলাহানৌ ব্রতং চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥১১

গোময়াহারী হইয়া সমাহিতভাবে এক মাস বার্দ্ধিক ব্রত করিবে, তাহাতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। চন্দ্রকলা-বৃদ্ধি অনুসারে গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ও চন্দ্রকলার হ্রাসানুসারে গ্রাস কমাইয়া আহার করিবে—এই ব্রতের নাম চান্দ্রায়ণ। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যথাশক্তি জপ ও হোম করিবে।

মন্ত্রং বিদ্বান্ জপেন্তক্ত্যা জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ।
অয়ং বিধিস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সুধীভির্ব্বিমলাত্মভিঃ ।
পাপাত্মনস্তু পাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১২
শঙ্খপ্রোক্তমিদং শাস্ত্রং যোঽধীতে প্রযতঃ সুধীঃ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৩

ইতি শঙ্খীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সমাপ্তেয়ং শঙ্খসংহিতা ॥

পাপাত্মগণের পাপ হইতে নিস্তারের এই উপায় বিমলাত্মা সুধীগণ কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয়। পবিত্র ও সুবুদ্ধি যে ব্যক্তি শঙ্খকথিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে আদৃত হয়। ১-১৬

শঙ্খ-সংহিতায় অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৮॥

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা শঙ্খসংহিতা সম্পূর্ণ।

লিখিত-সংহিতা

পূজ্যপাদপঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

পণ্ডিত-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

লিখিত-সংহিতা

পণ্ডিত—শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

ইষ্টাপূর্ত্তে তু কর্ত্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥১
একাহমপি কর্ত্তব্যং ভূমিষ্ঠমুদকং শুভম্।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষা ভবেৎ ॥২
ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াম্মর্ত্ত্যঃ পাদপানাংপ্ররোপণে ॥৩
বাপী-কূপ-তড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে ॥৪
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥৫
ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে ॥৬

ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট-কর্ম্ম এবং পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকর্ম করিবে। অগ্নিহোত্রাদি ইষ্ট-কর্ম দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় এবং পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকর্ম করিলে মুক্তি লাভ হয়। এক দিবসও পৃথিবীতে জল থাকে—এইরূপ জলাশয়ও যত্নসহকারে খনন করাইবে। যে জলাশয়ের জলপান করিয়া গো সকল তৃষ্ণাশূন্য হয়, ঐ জলাশয়-খননকর্ত্তার সপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভূমি দান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয় এবং গোদান করিলে যে লোক প্রাপ্ত হয়, কথিত হইয়াছে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়া মনুষ্যগণ সেই সেই লোক পাইয়া থাকে।১-৩

দীর্ঘিকা, কূপ, পুষ্করিণী এবং দেবমন্দিরসমূহ বিনষ্ট হইলে যে ব্যক্তি পুনরুদ্ধার করে, সে ব্যক্তি আদি নির্ম্মাণ কর্ত্তার ফলভাগী হয়। নিত্য হোম, তপস্যা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, বেদোক্ত বিধিপালন, অতিথিসেবা এবং বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কার্য্যের নাম ইষ্ট অর্থাৎ ঋষিগণ ইষ্ট শব্দে এই সকল কার্য্য অভিহিত করেন। অগ্নিহোত্রাদি যে সকল

যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়েষু তিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৭
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ জলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্।
অসংস্কৃত-মৃতানাঞ্চ স্থলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥৮
একাদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ।
মুচ্যতে প্রেতলোকাত্তু পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥১০
বারাণস্যাং প্রবিষ্টস্তু কদাচিন্নিষ্ক্রমেদ্ যদি।
হসন্তি তস্য ভূতানি অন্যোন্যং করতাড়নৈঃ ॥১১
গয়াশিরে তু যৎকিঞ্চিন্নাম্না পিণ্ডস্তু নির্ব্বপেৎ।
নরকস্থো দিবং যাতি স্বর্গস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥১২

কার্য্য ইষ্ট শব্দে অভিহিত হইয়াছে এবং পুষ্করিণী-খাতাদি যে সকল কার্য্য পূর্ত্তশব্দে অভিহিত হইয়াছে, এই উভয় কার্য্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সমান অধিকার আছে। শূদ্রগণ পূর্ত্ত অর্থাৎ পুষ্করিণী-খাতাদি কার্য্যে অধিকারী হইবে। কিন্তু শূদ্রগণ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি ইষ্ট নামক কার্য্যে অধিকারী হইবে না। মনুষ্যের অস্থি যাবৎ কাল পর্য্যন্ত গঙ্গাজল মধ্যে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ সহস্র বৎসর সেই মনুষ্য স্বর্গলোকে পূজিত হইবে।৪-৭

দেবগণের এবং পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে অর্থাৎ দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ নিমিত্ত জল জলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। যে সকল বালক সংস্কৃত না হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের উদ্দেশে জলাঞ্জলি স্থলভাগে নিক্ষেপ করিবে। মরণ দিবস হইতে একাদশ দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রেতের উদ্দেশে পুত্র প্রভৃতি অধিকারিগণ যদি বৃষ উৎসর্গ করে,

আত্মনো বা পরস্যাপি গয়াক্ষেত্রে যতস্ততঃ।
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥১৩
লোহিতো যস্তু বর্ণেন শঙ্খবর্ণখুরস্তথা।
লাঙ্গুল-শিরসোশ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ ॥১৪
নবশ্রাদ্ধং ত্রিপক্ষে চ দ্বাদশস্বেব মাসিকম্।
ষণ্মাসৌ চাব্দিকঞ্চৈব শ্রাদ্ধান্যেতানি ষোড়শ ॥১৫
যস্যৈতানি ন কুর্ব্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥১৬
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং প্রতিসংবৎসরং দ্বিজঃ।
মাতাপিত্রোঃ পৃথক্ কুর্য্যাদেকোদ্দিষ্টং মৃতেঽহনি ॥১৭
বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মাতাপিত্রোস্তু সন্ততম্।
অদৈবং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধং পিণ্ডমেকন্তু নির্ব্বপেৎ ॥১৮
সংক্রান্তাবুপরাগে চ পর্ব্বণ্যপি মহালয়ে।
নির্ব্বাপ্যাস্তু ত্রয়ঃ পিণ্ডা একতস্তু ক্ষয়েঽহনি ॥১৯
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্ব্বণং কুরুতে দ্বিজঃ।
অকৃতং তদ্ বিজানীয়াৎ স নাম পিতৃঘাতকঃ॥২০
অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য ব্রতপক্ষেঽথবা যদি।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণো বিধিঃ ॥২১
ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পার্ব্বণস্তু বিধীয়তে ॥২২
যস্য সংবৎরাদর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং স্মৃতম্।
প্রত্যহং তৎ সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজঃ ॥২৩
পত্যা চৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।
পিতামহ্যাপি তত্তস্মিন্ সত্যেবন্তু ক্ষয়েঽহনি ॥২৪

তাহা হইলে ঐ প্রেত প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া পিতৃলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ বহু পুত্রের কামনা করিবে, যদি বহু পুত্রের মধ্যে একজনও গয়াধামে গমন করে, কিংবা কেহ যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, অথবা কেহ যদি নীল বৃষ উৎসর্গ করে। কোন মনুষ্য যদি কাশী-ধামে বাস করিয়া উহা ত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে নিষ্ক্রান্ত হয় অর্থাৎ স্থানান্তরে বাস করে, ভূতগণ পরস্পরে করতালি দিয়া তাহার প্রতি উপহাস করে।৮-১১

গয়াশিরে যে সকল ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ড দান করা হয়, ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যে ব্যক্তি নরকস্থ থাকে, সে স্বর্গে গমন করে এবং যে ব্যক্তি স্বর্গস্থ থাকে, সে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আত্মীয় ব্যক্তি হউক, কিংবা পর হউক, যাহার নামোল্লেখ করিয়া গয়াধামে যেখানে-সেখানে পিণ্ড দান করা হয়, সে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যে বৃষ রক্তবর্ণ, যাহার খুর শ্বেতবর্ণ এবং যাহার লাঙ্গুল ও শৃঙ্গও শ্বেতবর্ণ, এতাদৃশ বৃষকে নীল বৃষ বলিয়া জানিবে। অশৌচান্ত দিবস প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর্ত্তব্য আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও দ্বাদশ মাসে কর্ত্তব্য দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ—এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ প্রেতগণের হিত নিমিত্ত কর্ত্তব্য। প্রেতের উদ্দেশে আদ্যশ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সকল একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিলে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ শত সহস্র করিলেও তাহার প্রেতত্ব নষ্ট হয় না। সপিণ্ডীকরণের পর, বৎসর বৎসর দ্বিজগণ মাতা এবং পিতার মৃত্যু তিথিতে এবং ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। বর্ষে বর্ষে মাতা এবং পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত, বিস্তৃতরূপে দেবপক্ষ-বিহীন একোদ্দিষ্ট বিধানে শ্রাদ্ধ করিবে, ঐ শ্রাদ্ধে একটী মাত্র পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। সংক্রান্তিদিবসে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণে চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বতিথিসমূহে, মহালয়া অমাবস্যাতে তিন পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে এবং মৃত তিথিতে একমাত্র পিণ্ড দিবে। যে ব্যক্তি পিতা এবং মাতার (সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধদিবসে) একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করে, তাহার পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করা বিফল হয় এবং সে ব্যক্তি পিতৃহত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তির অমাবস্যাতে অথবা পিতৃপক্ষেতে মৃত্যু হয়, সে ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ত্রৈপৌরুষিক পার্ব্বণ-বিধানে করিতে হইবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষের তিনটীমাত্র পিণ্ড দিবে। ইহাতে মাতামহ পক্ষ নাই। ত্রিদণ্ড

তস্যাং সত্যাং প্রকর্ত্তব্যং তস্যাঃ শ্বশ্রে্িতি
নিশ্চিতম্ ॥২৫
বিবাহে চৈব নির্ব্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে ॥২৬
স্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্যতে নারী উদ্বাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥২৭
দ্বিমাতুঃ পিণ্ডদানন্তু পিণ্ডে পিণ্ডে দ্বিনামতঃ।
ষণ্ণাং দেয়াস্ত্রয়ঃ পিণ্ডা এবং দাতা ন মুহ্যতি ॥২৮
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্ যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষণৈঃ।
অদোষং তং যমঃ প্রাহ পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ ॥২৯
অগ্নৌকরণশেষন্তু পিতৃপাত্রে প্রদাপয়েৎ।
প্রতিপাদ্য পিতৃণাঞ্চ ন দদ্যাদ্ বৈশ্বদেবিকে ॥৩০

অনগ্নিকো যদা বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং করোতি পার্ব্বণম্।
তত্র মাতামহানাঞ্চ কর্ত্তব্যমুভয়ং সদা ॥৩১
অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ পুরুষা বা স্ত্রিয়োঽপি বা।
তেভ্য এব প্রদাতব্যমেকোদ্দিষ্টং ন পার্ব্বণম্ ॥৩২
যস্মিন্ রাশিগতে সূর্য্যে বিপত্তিঃ স্যাদ্ দ্বিজন্মনঃ।
তস্মিন্নহনি কর্ত্তব্যং দানং পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥৩৩
বর্ষবৃদ্ধ্যভিষেকাদি কর্ত্তব্যমধিকে ন তু।
অধিমাসে তু পূর্ব্বং স্যাচ্ছ্রাদ্ধং সংবৎসরাদপি ॥৩৪
স এব হেয়োদ্দিষ্টস্য যেন কেন তু কর্ম্মণা।
অভিধানান্তরং কার্য্যং তত্রৈবাহঃকৃতং ভবেৎ ॥৩৫
শালাগ্নৌ পচতে অন্নং লৌকিকেনাপি নিত্যশঃ।
যস্মিন্নেব পচেদন্নং তস্মিন্ হোমো বিধীয়তে ॥৩৬

গ্রহণ করিয়া যাহার মৃত্যু হয়, তাহার প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয় না। তাহার পুত্রাদির কর্ত্তব্য একাদশাদি দিবস শ্রাদ্ধ পার্ব্বণবিধি দ্বারা করা।১২-২২

যে ব্যক্তির সংবৎসর পূর্ণ না হইলেও (বৃদ্ধাদি উপলক্ষ করিয়া অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ করা হয়), দ্বিজগণ তাহার সংবৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ উদক-কুম্ভ দান করিবে, (ইহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য, নিরগ্নির পক্ষে নহে)। ২৩।

স্ত্রীলোকের মৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ড-মিশ্রীকরণ একমাত্র পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, যদ্যপি স্ত্রীলোকের স্বামী বর্ত্তমান থাকে, ঐরূপ পিতামহী-পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে, পিতামহী বর্ত্তমান থাকিলে তাহার শ্বশ্রূ অর্থাৎ প্রপিতামহীর পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে। বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে চতুর্থ হোমানন্তর চতুর্থ দিবসীয় রাত্রিতে স্ত্রীলোক স্বামীর গোত্র, পিণ্ড এবং জনন-মরণাশৌচ বিষয়ে একত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক বিবাহাঙ্গ সপ্তপদী গমনের পর পিতৃগোত্র ত্যাগ করিয়া স্বামিগোত্রভাগিনী হয়। স্বামিগোত্রভাগিনী হইয়া মৃতা স্ত্রীলোকের স্বর্গকামনায় দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য স্বামিগোত্র উল্লেখপূর্ব্বক করিতে হইবে। দ্বিমাতৃকের দুই দুই জন মাতার নাম উল্লেখে ছয়জন মাতার উদ্দেশ্যে এক একটি করিয়া তিনটি পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে পিণ্ডদান করিলে দাতা মোহগ্রস্ত হন না। (এ স্থলে দ্বিমাতৃক-শব্দে যাঁহার দুই জন মাতা অর্থাৎ মাতা ও বিমাতা, দুইজন পিতামহী এবং দুই জন প্রপিতামহী, তাহাকে বুঝিতে হইবে।) মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি শরীরজ পঙ্‌ক্তি-দূষণ-দোষ দ্বারা যুক্ত হন, তথাপি যম তাহাকে দোষশূন্য বলেন এবং তাহাকে পঙ্‌ক্তিপবিত্র-কারকও বলেন। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অগ্নৌকরণাবশিষ্ট অন্ন পিত্রাদি ষট্‌পাত্রে বিভাগ করিয়া দিবে, কিন্তু তাহা দৈবপাত্রে দিবে না।২৪-৩০

অনগ্নিক ব্রাহ্মণও যখন পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃপক্ষ এবং মাতামহপক্ষ এই উভয়পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে।৩১

অপুত্রক হইয়া মৃত পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের একোদ্দিষ্ট-বিধিক শ্রাদ্ধ হইবে, পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধ হইবে না, কিন্তু পুরুষের সপিণ্ডীকরণ-দিবসে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। যে মাসের যে তিথিতে দ্বিজগণের মৃত্যু হইবে, সেই মাসের সেই তিথিতে দান, শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিতে হইবে। (মলমাস উপস্থিত হইলে চান্দ্রমাস দুইটী হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটী মল, দ্বিতীয়টী শুদ্ধমাস; ঐ মাসদ্বয়ে যাহার জন্মতিথিকৃত্য পড়িবে, তাহার জন্ম-

বৈদিকে লৌকিকে বাপি নিত্যং হুত্বা হ্যতন্দ্রিতঃ।
বৈদিকে স্বর্গমাপ্নোতি লৌকিকে হন্তি কিল্বিষম্ ॥৩৭
অগ্নৌ ব্যাহৃতিভিঃ পূর্ব্বং হুত্বা মন্ত্রৈস্তু শাকলৈঃ।
সংবিভাগন্তু ভূতেভ্যস্ততোঽশ্নীয়াদনগ্নিমান্ ॥৩৮
উচ্ছেষণন্তু নোত্তিষ্ঠেদ্ যাবদ্ বিপ্রবিসর্জ্জনম্।
ততো গৃহবলিং কুর্য্যাদিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥৩৯
দর্ভাঃ কৃষ্ণাজিনং মন্ত্রা ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
নৈতে নির্ম্মাল্যতাং যান্তি যোক্তব্যাস্তে পুনঃ পুনঃ ॥৪০
পানমাচমনং কুর্য্যাৎ কুশপাণিঃ সদা দ্বিজঃ।
ভুক্ত্বা নোচ্ছিষ্টতাং যাতি এষ এব বিধিঃ সদা ॥৪১
পান আচমনে চৈব তর্পণে দৈবিকে সদা।
কুশহস্তো ন দুষ্যেত যথা পাণিস্তথা কুশঃ ॥৪২

বামপাণৌ কুশান্ কৃত্বা দক্ষিণেন উপস্পৃশেৎ।
বিনাচমন্তি যে মূঢ়া রুধিরেণাচমন্তি তে ॥৪৩
নীবীমধ্যেষু যে দর্ভা ব্রহ্মসূত্রেষু যে কৃতাঃ।
পবিত্রাংস্তান্ বিজানীয়াদ্ যথা কায়স্তথা কুশাঃ ॥৪৪
পিণ্ডে কৃতাস্তু যে দর্ভা যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণম্।
মূত্রোচ্ছিষ্টপুরীষঞ্চ তেষাং ত্যাগো বিধীয়তে ॥৪৫
দৈবপূর্ব্বন্তু যচ্ছ্রাদ্ধমদৈবঞ্চাপি যদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মচারী ভবেৎ তত্র কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধন্তু পৈতৃকম্ ॥৪৬
মাতুঃ শ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৪৭
ক্রতুর্দ্দক্ষো বসুঃ সত্যঃ কাল-কামৌ ধুরি-লোচনৌ।
পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ বিশ্বে দেবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৪৮

তিথিকৃত্য এবং অভিষেকাদি কাৰ্য্য অধিমাসে অর্থাৎ মলমাসে কর্ত্তব্য নহে। সংবৎসরের পূর্ব্বকর্ত্তব্য আদ্য শ্রাদ্ধাদি মলমাসেই কর্ত্তব্য, ইহা ভিন্ন মলমাস সকল কার্য্যেই পরিত্যাজ্য। অন্য যে কোন বিধিবিহিত কার্য্য সম্বন্ধে মলমাস পরিত্যাজ্য, যদি বিশেষ বচন থাকে মলমাসে যে তিথি তাহাতেই তদ্দিন কর্ত্তব্য কার্য্য হইবে। নিত্য শালাগ্নি অথবা লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করিবে। যাহাতে অন্ন পাক করিবে, তাহাতেই হোম করা বিধি। নিত্য নিরলসভাবে লৌকিক বা বৈদিক অগ্নিতে হোম করিবে। বৈদিক অগ্নিতে হোম করিলে স্বর্গলাভ হয়, লৌকিক অগ্নিতে হোম করিলে পাপনাশ হয়। নিরগ্নি ব্যক্তি ব্যাহৃতিপূর্ব্বক শাকল মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া ভূতগণকে অন্নভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। যাবৎ ব্রাহ্মণ-বিদায় না হয়, ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট করিবে না; অনন্তর গৃহবলি করিবে—ইহা ব্যবস্থিত ধর্ম্ম।৩২-৩৯

(কুশ প্রভৃতি ছয় প্রকার) দর্ভ, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, মন্ত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মণগণ এ সকল অপবিত্র হয় না, এই নিমিত্ত এক কার্য্যে নিয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার কার্য্যান্তরে নিয়োগ করিতে পারিবে। কুশহস্ত হইয়া দ্বিজগণ সর্ব্বদা জল আদি পান এবং আচমন করিবে, ভোজন করিলে ঐ কুশ উচ্ছিষ্ট হইবে না—ইহা শাস্ত্রের বিধি জানিবে। জল আদি পান, আচমন, পিতৃতর্পণ এবং দেবপূজা আদি বৈদিক কার্য্য কুশহস্ত হইয়া করিতে হইবে; কিন্তু ঐ কুশ-উচ্ছিষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয় না, যেরূপ হস্ত প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুশও ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে।৪০-৪২

বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচমন করিবে। যে মূঢ়গণ বামহস্তে কুশ ধারণ না করিয়া আচমন করে, তাহাদিগের রুধির দ্বারা ঐ আচমন করা হয়। নীবীমধ্যে (বস্ত্রের বন্ধন "নীবী") অবস্থিত দর্ভসকল এবং যজ্ঞোপবীতমধ্যে অবস্থিত দর্ভসকল অপবিত্র হয় না, যেরূপ শরীর অপবিত্র হয় না, প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ কুশপ্রভৃতি দর্ভ শুদ্ধ (ত্যাজ্য নহে)। যে সকল দর্ভে পিণ্ড-সংসর্গ হইয়াছে ও যাহা দ্বারা পিতৃতর্পণ করা হইয়াছে এবং যে সকল দর্ভে প্রস্রাব, পুরীষ এবং উচ্ছিষ্ট-সম্পর্ক হইয়াছে, সে সমস্ত দর্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। দৈবপূর্ব্ব শ্রাদ্ধ (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ), অদৈবশ্রাদ্ধ অর্থাৎ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, পিতৃলোকের তৃপ্তি-নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইবে।৪৩-৪৬

বৃদ্ধি কার্য্যের নিমিত্ত যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, প্রথমে মাতৃপক্ষ, দ্বিতীয় পিতৃপক্ষ এবং তৃতীয় মাতামহপক্ষ—এই তিন পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধি

আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ।
যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে ॥৪৯
ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দ্দক্ষো বসুঃ সত্যশ্চ দৈবিকে।
কালঃ কামোঽগ্নিকার্য্যেষু অম্বরে ধুরি-লোচনৌ।
পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ পার্ব্বণেষু নিযোজয়েৎ ॥৫০
যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাকর্ম্মশঙ্কয়া ॥৫১
অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৫২
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্ব্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ।
দ্বিতীয়ন্তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তৎপিতুঃ পিতুঃ ॥৫৩
মৃণ্ময়েষু চ পাত্রেষু শ্রাদ্ধে যো ভোজয়েৎ পিতৄন্।
অন্নদাতা পুরোধাশ্চ ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥৫৪
অলাভে মৃণ্ময়ং দদ্যাদনুজ্ঞাতস্তু তৈর্দ্বিজৈঃ।
ঘৃতেন প্রোক্ষণং কার্য্যং মৃদঃ পাত্রং পবিত্রকম্ ॥৫৫
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্তু ভুঞ্জীত বিহ্বলঃ।
পতন্তি পিতরস্তস্য লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৫৬
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ অধ্বানং যোঽধিগচ্ছতি।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং পাংশুভোজনাঃ ॥৫৭
পুনর্ভোজনমধ্বানং ভারাধ্যয়নমৈথুনম্।
দানং প্রতিগ্রহং হোমং শ্রাদ্ধং কৃত্বাষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥৫৮
অধ্বগামী ভবেদশ্বঃ পুনর্ভোক্তা চ বায়সঃ।
কর্ম্মকৃজ্জায়তে দাসঃ স্ত্রীগমনে চ শূকরঃ ॥৫৯
দশকৃত্বঃ পিবেদাপঃ সাবিত্র্যা চাভিমন্ত্রিতাঃ।
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত শুধ্যেত তদনন্তরম্ ॥৬০

শ্রাদ্ধ করিবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে সামবেদী ব্রাহ্মণের মাতৃপক্ষ নাই। ক্রতু এবং দক্ষ এই দুইটী, বসু এবং সত্য এই দুইটী, কাল এবং কাম এই দুইটী, ধুরি এবং লোচন এই দুইটী, পুরূরবা এবং মাদ্রবস এই দুইটী—ইঁহারা যুগ্ম যুগ্ম হইয়া এক এক কার্য্যে বিশ্বদেব নামে উক্ত হইয়াছেন।৪৭-৪৮

অত্যন্ত বলবান্ এবং মহাভাগ্যযুক্ত বিশ্বদেবগণ আগমন করুন, যে শ্রাদ্ধে যাঁহারা বিহিত হইয়াছেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে সাবধান হউন অর্থাৎ তাঁহারা তত্তৎ কার্য্যে অভীষ্ট প্রদান করুন। ইষ্টি শ্রাদ্ধে ক্রতু এবং দক্ষনামক বিশ্বদেব, দেবগণোদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহাতে বসু এবং সত্য নামক বিশ্বদেব (এবং বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধেও বসু এবং সত্যনামক বিশ্বদেব), কাল এবং কাম-নামক বিশ্বদেব অগ্নিকার্য্য-বিষয়ে, অম্বর-কার্য্যে ধুরি এবং লোচননামক বিশ্বদেব, পুরূরবা এবং মাদ্রবস নামক বিশ্বদেব পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে। যে কন্যার সহোদর কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাই এবং যে কন্যার পিতা কোন্ ব্যক্তি ছিল, ইহা জ্ঞাত নহে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না। কারণ, ঐ কন্যার পিতা উহাকে পুত্রিকা করিয়াছে কিনা—সেখানে যদি এই আশঙ্কা থাকে। ভ্রাতৃশূন্যা এই কন্যাটী অলঙ্কারযুক্ত করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, ঐ পুত্রটী আমারই হইবে—এতাদৃশ কন্যার নাম পুত্রিকা কন্যা।৪৯-৫২

পুত্রিকাকন্যাগর্ভজ পুত্র প্রথমে মাতার পিণ্ডদান করিবে, দ্বিতীয় পিণ্ড মাতার পিতাকে অর্থাৎ মাতামহকে দিবে, এবং তৃতীয় পিণ্ড তাহার পিতার পিতাকে অর্থাৎ প্রমাতামহকে দিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকার পাত্রে পিতৃলোককে ভোজন করায়, সেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা, পুরোহিত এবং শ্রাদ্ধে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ইহারা সকলেই নরকগমন করেন। সেই ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা করিলে, অন্য পাত্রের অপ্রাপ্তি হইলে মৃন্ময়পাত্র দিতে পারিবে—ঘৃত দ্বারা প্রোক্ষণ করিলে মৃত্তিকার পাত্র পবিত্র হয়।৫৩-৫৫

স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া অন্যের শ্রাদ্ধে যে ঔদরিক ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ লুপ্তপিণ্ড এয়ং লুপ্তোদকক্রিয় হইয়া পতিত হন। যে ব্যক্তি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া, কিংবা পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া একক্রোশের অধিক পথ গমন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস ব্যাপিয়া পাংশুভোজন করে। শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্ভোজন, অধ্বগমন, ভার, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ এবং হোম—এই আটটী

আর্দ্রবাসাস্তু যৎ কুর্য্যাদ্ বহির্জানু চ যৎকৃতম্ ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং কুর্য্যাজ্জপ-হোম-প্রতিগ্রহম্ ॥৬১
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে তথা ।
পক্ষত্রয়ে তু কৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্রমেব চ ॥৬২
ঊনাব্দিকে ত্রিরাত্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে ।
শাবে মাসস্তু মুক্ত্বা বা পাদকৃচ্ছ্রং বিধীয়তে ॥৬৩
সর্পবিপ্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গি-দংষ্ট্রি-সরীসৃপৈঃ ।
আত্মনস্ত্যাগিনাঞ্চৈব শ্রাদ্ধমেষাং ন কারয়েৎ ॥৬৪
গোভির্হতং তথোদ্বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্ ।
তং স্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা গোঽজাশ্বাশ্চ ভবন্তি তে ॥৬৫
অগ্নিদাতা তথা চাগ্নেঃ পাশচ্ছেদকরাশ্চ যে ।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৬৬
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥৬৭
গো-ভূ-হিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্রগৃহস্য চ ।
যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৬৮
উদ্যতাঃ সহ ধাবন্তে যদ্যেকো ধর্ম্মঘাতকঃ ।
সর্ব্বে তে শুদ্ধিমৃচ্ছন্তি স একো ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৬৯
পতিতান্নং যদা ভুঙ্‌ক্তে ভুঙ্‌ক্তে চাণ্ডালবেশ্মনি ।
স মাসার্দ্ধং চরেদ্ বারি মাসং কামকৃতেন তু ॥৭০
যোগেন পতিতেনৈব স্পর্শে স্নানং বিধীয়তে ।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৭১
ব্রহ্মহা চ সুরাপায়ী স্তেয়ী চ গুরুতল্পগঃ ।
মহান্তি পতাকান্যাহুস্তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥৭২
স্নেহাদ্ বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা ।
কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহং যে চ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥৭৩
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণস্তু কদাচন ।
তৎক্ষণাৎ কুরুতে স্নানমাচমেন শুচির্ভবেৎ ॥৭৪

কার্য্য ত্যাগ করিবে। (শ্রাদ্ধ করিয়া) যে ব্যক্তি অশ্বগমন করে, (জন্মান্তরে) সে ব্যক্তি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি পুনর্ভোজন করে, সে ব্যক্তি কাকযোনি প্রাপ্ত হয়, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সে দাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি স্ত্রী গমন করে, সে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। অগ্রে দশবার সাবিত্রী পাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিবে, তদনন্তর সন্ধ্যা-উপাসনা করিলে শ্রাদ্ধানন্তর নিষিদ্ধ কার্য্যসমূহকরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। আর্দ্রবাসা হইয়া কিংবা বস্ত্র দ্বারা জানুদ্বয় আচ্ছাদিত না করিয়া জপ, হোম এবং প্রতিগ্রহ করিলে সে সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়। ঐভাবে আদ্য-শ্রাদ্ধ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়, মাসিক শ্রাদ্ধ করিলে পরাকব্রত, ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধে তপ্তকৃচ্ছ্র, মাসিক শ্রাদ্ধেও তপ্তকৃচ্ছ্র, ঊনাব্দিক শ্রাদ্ধে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ) ত্রিরাত্র উপবাস এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একাহ উপবাস কর্ত্তব্য, শবদাহাদি কার্য্য করিলে একমাস পাদকৃচ্ছ্র করিতে হয়। সর্পবিষ দ্বারা হত, কিংবা শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী এবং সরীসৃপগণ (সর্প, বৃশ্চিক প্রভৃতি) কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে এবং আত্মঘাতী হইয়া যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য নহে।৫৬-৬৪

যে ব্যক্তি গোকর্ত্তৃক আহত হইয়া মরিয়াছে, উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিংবা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, ঐ সকল শব যে ব্রাহ্মণ স্পর্শ করে, সে ব্রাহ্মণ জন্মান্তরে গো, ছাগী এবং অশ্বযোনি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, যে দড়ি কাটিয়া দেয়, সে ব্যক্তি তপ্তকৃচ্ছ ব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবে—এই বিধি প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন। তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণজল মাত্র পান করিবে, দ্বিতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, তৃতীয় তিন দিবস কিঞ্চিৎ উষ্ণ ঘৃত পান করিবে, চতুর্থ তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে—ইহার নাম তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত। যাহার গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী ও ক্ষেত্র গৃহ হৃত হয়, সে তজ্জন্য যাহাকে (হরণকারীকে) উদ্দেশ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিবে, ঋষিগণ তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক বলিয়াছেন। ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া যে ব্যক্তি সঙ্গে যায়, তাহারা সকলেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একা ধর্ম্ম নষ্ট করে, সে ব্যক্তি একাই ব্রহ্মহত্যার পাপী হয়।৬৫-৬৯

কুব্জ-বামন-ষণ্ঢেষু গদ্গদেষু জড়েষু চ।
জাত্যন্ধে বধিরে মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৫
ক্লীবে দেশান্তরস্থে চ পতিতে ব্রজিতেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥৭৬
পূরণে কূপ-বাপীনাং বৃক্ষচ্ছেদন-পাতনে।
বিক্রীণীত গজঞ্চাশ্বং গোবধং তস্য নির্দ্দিশেৎ ॥৭৭
পাদেঽঙ্গরোমবপনং দ্বিপাদে শ্মশ্রু কেবলম্।
তৃতীয়ে তু শিখাবর্জ্জং চতুর্থে তু শিখাবপঃ ॥৭৮
চাণ্ডালোদকসংস্পর্শে স্নানং যেন বিধীয়তে।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৭৯
চাণ্ডালঘটভাণ্ডস্থং যত্তোয়ং পিবতে দ্বিজঃ।
তৎক্ষণাৎ ক্ষিপতে যস্তু প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৮০
যদি নোৎক্ষিপ্যতে তোয়ং শরীরে তস্য জীর্য্যতি।
প্রাজাপত্যং ন দাতব্যং কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ ॥৮১
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রং প্রাজাপত্যন্তু ক্ষত্রিয়ঃ।
তদর্দ্ধন্তু চরেদ্ বৈশ্যঃ পাদং শূদ্রে তু দাপয়েৎ ॥৮২
রজস্বলা যদা স্পৃষ্টা শুনা শূকর-বায়সৈঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥৮৩
অজ্ঞানতঃ স্নাতমাত্রমা নাভেস্তু বিশেষতঃ।
অত ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রং স্যাত্তদীয়স্পর্শনে মতম্ ॥৮৪
বালশ্চৈব দশাহে তু পঞ্চত্বং যদি গচ্ছতি।
সদ্য এব বিশুধ্যেত নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥৮৫
শাব-সূতক উৎপন্নে সূতকন্তু সদা ভবেৎ।
শাবেন শুধ্যতে সূতির্ন সূতিঃ শাবশোধিনী ॥৮৬

পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে কিংবা চণ্ডাল-গৃহে অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে অর্দ্ধমাস, জ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে এক মাস জলপান করিবে। যোগ দ্বারা পতিতের সহিত স্পর্শদোষ হইলে স্নানমাত্র কর্ত্তব্য এবং পতিতেব সহিত উচ্ছিষ্ট-স্পর্শ হইলে প্রাজাপত্য ব্রত করিতে হইবে। ৭০-৭১

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান আশী রতির অধিক সুবর্ণ চুরি ও বিমাতৃগমন—এই চারিটি মহাপাতকনামক পাপ। এই মহাপাতকীর সংসর্গী ব্যক্তি পঞ্চম পাতকী, স্নেহবশতঃ হউক কিংবা অর্থলোভে হউক অথবা অজ্ঞানবশতঃ হউক, যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ে অনুগ্রহ করিবে, ঐ অনুগ্রহকর্ত্তা ঐ পাপে লিপ্ত হইবে। যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ কদাচিৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া আচমন করিলে পর শুদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি কুব্জ, বামন, ক্লীব, অস্ফুটবাক্, জড় অর্থাৎ গমনাগমন বিষয়ে অশক্ত, জন্ম হইতে অন্ধ, বধির এবং বাক্‌শক্তি-রহিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিবাহ না হইলেও কনিষ্ঠভ্রাতা যদি বিবাহ করে—তাহাতে কোন দোষ হইবে না। ক্লীব, দেশান্তরস্থ অর্থাৎ যে দেশে গমনে পাতিত্য হয়, পতিত, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যোগশাস্ত্র অভ্যাস করিতে থাকে (অর্থাৎ বিবাহকার্য্যেচ্ছারহিত)—এতাদৃশ জ্যেষ্ঠসম্বন্ধে কনিষ্ঠের বিবাহে কোন দোষ হইবে না। ৭২-৭৬

যে ব্যক্তি কূপ কিংবা দীর্ঘিকা মৃত্তিকাদির দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেয়, বৃক্ষ ছেদন কিংবা পাতিত করে, গজ কিংবা অশ্ব বিক্রয় করে তাহাকে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যে স্থলে একপাদ-প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইবে, সে স্থলে শারীরিক রোম সমস্ত ছেদন করিতে হইবে। যে স্থলে দ্বিপাদ প্রায়শ্চিত্ত, সে স্থলে কেবল শ্মশ্রু ছেদন করিবে। ত্রিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শিখাভিন্ন কেশ বপন—চারিপাদ প্রায়শ্চিত্তে শিখার সহিত সমস্ত কেশাদি ছেদন করিতে হইবে। ৭৭-৭৮

চাণ্ডালের জল স্পর্শ হইলে যাহার স্নান করা উচিত, সে ব্যক্তি যদি উচ্ছিষ্ট ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, ঐ উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করিয়াই তৎক্ষণাৎ উদ্গার করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ঐ দ্বিজের প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। যদি কোন দ্বিজ চণ্ডালের পাত্রস্থ জল পান করত উদ্গার না করিয়া শরীরে জীর্ণ করে, তাহা হইলে সেই দ্বিজ প্রাজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে না, তাহাকে কৃচ্ছ্র-সান্তপন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ কৃচ্ছ্র-সান্তপন ব্রত করিবে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য করিবে, বৈশ্য

ষষ্ঠেন শুদ্ধ্যেতৈকাহং পঞ্চমে দ্ব্যহমেব(ক) তু।
চতুর্থে সপ্তরাত্রং স্যাৎ ত্রিপুরুষে দশমেঽহনি ॥৮৭
মরণারব্ধমাশৌচং সংযোগো যস্য নাগ্নিভিঃ।
আদাহাত্তস্য বিজ্ঞেয়ং যস্য বৈতানিকো বিধিঃ ॥৮৮
আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্যভাণ্ডস্থিতা হ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৮৯
মার্জ্জনীরজসাসক্তে স্নানবস্ত্রঘটোদকে।
নবাম্ভসি তথা চৈব হন্তি পুণ্যং দিবাকৃতম্ ॥৯০
দিবা কপিত্থচ্ছায়ায়াং রাত্রৌ দধিষু শক্তুষু।
ধাত্রীফলেষু সর্ব্বত্র অলক্ষ্মীর্ব্বসতে সদা ॥৯১
যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণমাত্মানং মন্যতে দ্বিজঃ।
তত্র তত্র তিলৈর্হোমং গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ ॥৯২

সমাপ্তমিদং শ্রীমন্মহর্ষিলিখিতপ্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রম্

প্রাজাপত্যের অর্দ্ধ করিবে এবং শূদ্রজাতি প্রাজাপত্যের একপাদ ব্রত করিবে। ৭৯-৮২

যদি রজস্বলা স্ত্রী, কুকুর, শূকর কিংবা কাককর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এক রাত্রি উপবাসের পর পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা স্ত্রী যদি অজ্ঞানবশতঃ কাহারও নাভিদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে তাহা হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে, নাভির উর্দ্ধদেশে স্পৃষ্ট হইলে ত্রিরাত্র উপবাস করিতে হইবে। বালক যদি জন্মদিন হইতে দশদিবস-মধ্যে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যই সপিণ্ডবর্গ শুদ্ধ হইবে, অশৌচ হইবে না এবং তাহার তর্পণাদি কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মৃতাশৌচ মধ্যে যদি জনন অশৌচ হয়, তবে ঐ মরণ-অশৌচান্ত দিবসেই জনন-অশৌচ নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু যদি জননাশৌচ মধ্যে মরণাশৌচ হয়, তবে ঐ জনন-অশৌচ দ্বারা মরণ-অশৌচ নিবৃত্ত না হইয়া, মরণাশৌচ প্রবল হইবে। জ্ঞাতিমরণে ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত এক দিন, পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দুই দিন, চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত সাত দিন তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত দশ দিন অশৌচ হইবে। (এই মতটি এদেশে অপ্রচলিত)। যাহাদিগের অগ্নিসংযোগ নাই অর্থাৎ যাহারা নিরগ্নি ব্রাহ্মণ, তাহাদের মরণক্ষণ হইতে অশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহারা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের দাহক্ষণ হইতে অশৌচ গ্রাহ্য। কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু ও ফল হইতে উৎপন্ন সেই দ্রব্য অর্থাৎ বাদামের তৈল প্রভৃতি পাত্রান্তরিত হইলে শুদ্ধ হইবে জানিবে। মার্জ্জনীমুখ হইতে নির্গত ধূলি যদি স্নানের বস্ত্র কিংবা কলসীর জলে অথবা নূতন জলমধ্যে সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তদ্দিবসীয় পুণ্য বিনষ্ট হয়। দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়াতে, রাত্রিকালে দধি শক্তুমধ্যে এবং সর্ব্বদা আমলকীফলসমূহ মধ্যে অলক্ষ্মী বাস করে। যে যে কার্য্যে আপনাকে অমঙ্গলযুক্ত বিবেচনা হইবে, সেই সেই কার্য্যে তিল হোম এবং এক শত আট বার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ৮৩-৯২।

(ক) ত্র্যহমেব—পা।

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা
লিখিত-সংহিতা সম্পূর্ণ ॥

দক্ষ-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

দক্ষ-সংহিতা

পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

সর্ব্বধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ।
পারগঃ সর্ব্ববিদ্যানাং দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥১
উৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চৈব স্থিতিঃ সংহার এব চ।
আত্মা চাত্মনি তিষ্ঠেত আত্মা ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ ॥২
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতেষান্তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥৩
জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবদ্ যাবদষ্টৌ সমা বয়ঃ।
স হি গর্ভসমো জ্ঞেয়ো ব্যক্তিমাত্রপ্রদর্শিতঃ ॥৪
ভক্ষ্যাভক্ষ্যে তথা পেয়ে বাচ্যাবাচ্যে তথানৃতে।
তস্মিন্ কালে ন দোষোঽস্তি স যাবন্নোপনীয়তে ॥৫
উপনীতস্য দোষোঽস্তি ক্রিয়মাণৈর্বিগর্হিতৈঃ।
অপ্রাপ্তব্যবহারোঽসৌ যাবৎ ষোড়শবার্ষিকঃ ॥৬
স্বীকরোতি যদা বেদং চরেদ্ বেদব্রতানি চ।
ব্রহ্মচারী ভবেৎ তাবদূর্দ্ধং স্নাতো ভবেদ্ গৃহী ॥৭
দ্বিবিধো ব্রহ্মচারী তু স্মৃতঃ শাস্ত্রে মনীষিভিঃ।
উপকুর্ব্বাণকস্ত্বাদ্যো দ্বিতীয়ো নৈষ্ঠিকঃ স্মৃতঃ ॥৮
যো গৃহাশ্রমমাস্থায় ব্রহ্মচারী ভবেৎ পুনঃ।
ন যতির্ন বনস্থশ্চ সর্ব্বাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ ॥৯
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ ॥১০
জপে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে চরতস্তু যঃ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপ্যাশ্রমাচ্চ্যুতঃ।
ত্রয়াণামানুলোম্যং হি প্রাতিলোম্যং ন বিদ্যতে ॥১১

প্রথম অধ্যায়

সকল ধর্ম্ম এবং অর্থের যথার্থবেত্তা, সকল বেদজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং সকল বিদ্যার পারস্থিত, দক্ষনামক এক প্রজাপতি ছিলেন। উৎপত্তি প্রলয় রক্ষা এবং সংহার আপনাতে আপনি হইয়া থাকে, আত্মা ব্রহ্মে অবস্থান করেন। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষাশ্রমিগণের হিত নিমিত্ত দক্ষনামক প্রজাপতি শাস্ত্র কল্পনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত বালকের অষ্টম বৎসর বয়স না হয়, সে পর্য্যন্ত বালককে সদ্যঃজাত শিশুর তুল্য জানিবে, সে গর্ভস্থ বালকের তুল্য এবং ব্যক্তিমাত্র প্রভেদ আছে। এই দ্রব্য ভক্ষ্য কিংবা অভক্ষ্য, ইহা পেয় কিংবা অপেয়, ইহা বক্তব্য কিংবা অবক্তব্য এবং ইহা মিথ্যা—যে পর্য্যন্ত উপনয়ন-সংস্কার না হয়, সে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে তাহার কোন দোষ হইবে না। ১-৫

উপনীত হইয়া যে নিষিদ্ধ কার্য্য করে, সে পাপী হইবে। যে পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যবহার কার্য্যে অধিকারী হইবে না। যে কাল পর্য্যন্ত বেদ অধ্যয়ন করে এবং যে কাল পর্য্যন্ত বেদোক্ত ব্রতসমূহ করে, সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বলা যায়, তাহার পর সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হয়। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে অনেক প্রকার ব্রহ্মচারী বলিয়াছেন—প্রথম উপকুর্ব্বাণক, দ্বিতীয় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম অগ্রে করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মচারী হয়, সে যতিও নয় এবং বানপ্রস্থও নয়, সে সকল আশ্রমভ্রষ্ট। অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিবে না। দ্বিজগণ আশ্রমশূন্য থাকিলে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র হইবে। ৬-১০

আশ্রমচ্যুত হইয়া জপ, হোম, দান এবং বেদাধ্যয়নাদি যাহা করিবে, তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য

প্রাতিলোম্যেন যো যাতি ন তস্মাৎ পাপকৃত্তমঃ।
মেখলাজিনদণ্ডেন ব্রহ্মচারী তু লক্ষ্যতে ॥১২
গৃহস্থো দেবযজ্ঞাদ্যৈর্নখলোম্না বনাশ্রিতঃ।
ত্রিদণ্ডেন যতিশ্চৈব লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥১৩
যস্যৈতল্লক্ষণং নাস্তি প্রায়শ্চিত্তী ন চাশ্রমী।
উক্তকর্ম্মক্রমেণোক্তো ন কালো মুনিভিঃ স্মৃতঃ ॥১৪
দ্বিজানাস্তু হিতার্থায় দক্ষস্তু স্বয়মব্রবীৎ ॥১৫
ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

গার্হস্থ্যাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম—এই তিন আশ্রমের যথাক্রম কর্ত্তব্যতা আছে, বিপরীতক্রমে কর্ত্তব্যতা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি বিপরীতক্রমে ঐ তিন আশ্রম করে, অর্থাৎ অগ্রে গৃহস্থ ধর্ম্ম করিয়া পরে ব্রহ্মচর্য্য করে, তাহা হইতে আর পাপিষ্ঠ নাই। মেখলা, কৃষ্ণসারচর্ম্ম এবং দণ্ড দেখিলে, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানা যায়। দেবপূজা, যাগযজ্ঞ, দান এবং অতিথিসেবা দ্বারা গৃহস্থ বলিয়া জানা যায়। নখ, লোম ও শ্মশ্রু প্রভৃতি দেখিলে বানপ্রস্থাশ্রমী বলিয়া জানা যায় এবং ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ভিক্ষাশ্রমী বলিয়া জানা যায়—এই চারি আশ্রমের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন। যে ব্যক্তির কোন আশ্রমের চিহ্ন নাই, সে কোন আশ্রমী নহে এবং সে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যপাত্র। মুনিগণ কর্ত্তৃক এই সকল আশ্রমের কার্য্যক্রম কথিত হয় নাই এবং সময়ও স্মৃত হয় নাই। এই সকল কার্য্য দ্বিজগণের হিত নিমিত্ত দক্ষমুনি স্বয়ং বলিয়াছেন।১১-১৫।

দক্ষ-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রাতরুত্থায় কর্ত্তব্যং যদ্দ্বিজেন দিনে দিনে।
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি দ্বিজানামুপকারকম্ ॥১
উদয়াস্তময়ং যাবন্ন বিপ্রঃ ক্ষণিকো ভবেৎ।
নিত্য-নৈমিত্তিকৈর্ম্মুক্তঃ কাম্যৈশ্চান্যৈরগর্হিতৈঃ ॥২
যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য যদন্যৎ কুরুতে দ্বিজঃ।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ স তেন পতিতো ভবেৎ ॥৩
দিবসস্যাদ্যভাগে তু কৃত্যং তস্যোপদিশ্যতে।
দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ চতুর্থে পঞ্চমে তথা ॥৪
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব অষ্টমে চ পৃথক্ পৃথক্।
বিভাগেষ্বেষু যৎ কর্ম্ম তৎ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥৫
উষঃকালে তু সম্প্রাপ্তে শৌচং কৃত্বা যথার্থবৎ।
ততঃ স্নানং প্রকুর্ব্বীত দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বিজগণ যে কর্ম্ম করিবে, দ্বিজগণের উপকারক সেই সকল বলিতেছি, (এই কথা দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন)। ব্রাহ্মণ সূর্য্যদেবের উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত নিত্য কার্য্য, নৈমিত্তিক কার্য্য এবং অন্য প্রকার কাম্য কার্য্য সমস্ত ত্যাগ করত ক্ষণকালও কাটাইবে না। যে দ্বিজগণ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অন্য বর্ণের কার্য্যে রত থাকে (ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি ত্যাগ করিয়া রাজকার্য্য কিংবা বাণিজ্য অথবা শিল্পকার্য্য করে, ক্ষত্রিয় রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করে এবং বৈশ্য কৃষি-বাণিজ্য আদি ত্যাগ করিয়া রাজ্যপালন কিংবা দাসত্ব করে, তাহা জানিয়া শুনিয়া করুক, কিংবা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম না জানিয়াই করুক, তাহারা পাপভাগী হইবে।) দিবসের প্রথম প্রহরে যে কার্য্য কর্ত্তব্য—তাহা বলিতেছি, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম প্রহরে কর্ত্তব্য কার্য্য সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জানিবে। দিবসের এই অষ্ট ভাগে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি (শ্রবণ কর)। ১-৫

প্রত্যূষ-কাল উপস্থিত হইলে শাস্ত্রীয় বিধিপূর্ব্বক মল

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্ ॥৭
ক্লিদ্যন্তি হি প্রসুপ্তস্য ইন্দ্রিয়াণি স্রবন্তি চ।
অঙ্গানি সমতাং যান্তি উত্তমান্যধমৈঃ সহ ॥৮
নানাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥৯
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী ভবেৎ সদা।
সমস্তজন্মজং পাপং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্ব্যপোহতি ॥১০
উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥১১
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকম্ ॥১২

স্নানাদনন্তরং তাবদুপস্পর্শনমুচ্যতে।
অনেন তু বিধানেন আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥১৩
প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্ ॥১৪
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
ততঃ পাদৌ সমভ্যুক্ষ্য অঙ্গানি সমুপস্পৃশেৎ ॥১৫
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ-শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥১৬
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়া নাভিং হৃদয়ঞ্চ তলেন বৈ।
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্ বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥১৭
সন্ধ্যায়াঞ্চ প্রভাতে চ মধ্যাহ্নে চ ততঃ পুনঃ।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ।
স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতঃ শ্বা চৈব জায়তে ॥১৮

ও মূত্র ত্যাগ করিয়া দন্তধাবন-সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করিবে। নয়টী ছিদ্রবিশিষ্ট এবং অতিশয় মলাযুক্ত যে শরীর, দিন ও রাত্রিতে মল এবং মূত্রাদি ক্ষরণ করিতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে পর ঐ শরীর পরিস্কৃত হয়। (অতএব নিত্য প্রাতঃস্নান কর্ত্তব্য)।৬-৭।

সুপ্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গণ ক্লেদযুক্ত থাকে এবং অনবরত ক্লেদ ক্ষরণ করে, ক্লেদযুক্ত থাকায় উৎকৃষ্ট অঙ্গসকল অপকৃষ্ট অঙ্গের তুল্য হইয়া যায়। শয্যা হইতে উঠিবার পর শরীর অনেক প্রকার মলযুক্ত হইয়া থাকে, এজন্য মনুষ্য স্নান না করিয়া জপ এবং হোম প্রভৃতি কোন কার্য্য করিবে না। বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিবে, তাহা তিন বৎসর করিলে সমস্তজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়। প্রতিদিন উষাকালে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সূর্য্যদেব উদয়গিরি আরূঢ় হইলে যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করিবে, প্রাজাপত্য ব্রত যেরূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাহার প্রাতঃস্নানও তদ্রূপ মহাপাতক বিনষ্ট করিবে। ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের প্রশংসা করিয়াছেন, যেহেতু প্রাতঃ-স্নান দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফল দান করিয়া থাকে, (প্রাতঃস্নান করিলে আরোগ্য প্রভৃতি দৃষ্ট ফল জন্মে এবং মহা-পাতকাদি-বিনাশরূপ অদৃষ্ট ফল জন্মে)। প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্রদেহ মনুষ্য সকল কার্য্যে অধিকারী হয়। স্নানের পর আচমন করিতে হইবে, বক্ষ্যমাণ নিয়ম অনুসারে আচমন করিলে পর মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অগ্রে দুই হস্ত এবং দুই চরণ প্রক্ষালন করত উত্তমরূপে দেখিয়া তিন বার জল পান করিবে। তদনন্তর কিঞ্চিদ্ বক্র বৃদ্ধাঙ্গুলীমূল দ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে। ৮-১৫

তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয় একত্র করিয়া প্রথমে মুখ মার্জনা করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয় সম্যগ্রূপে অভ্যুক্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গসমূহ স্পর্শ করিবে। তাহার পর তর্জ্জনীসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা নাসিকাদ্বয়, এবং অনামিকাসংযুক্ত বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্র দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় ও কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভি, দক্ষিণহস্ততল দ্বারা হৃদয়, সকল অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীসমূহের অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিলে আচমন সিদ্ধ হয়। ১৬-১৭

যে ব্রাহ্মণ সায়ংসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্নকালে উত্তমরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করে না, সে ব্রাহ্মণ জীবতাবস্থায় শূদ্রতুল্য, সে দেহ-অবসানে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যাহীন যে ব্রাহ্মণ, সে নিত্য অশুচি এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যে অনধিকারী, সে পূজা জপ-আদি যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে

সন্ধ্যাহোমোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলমশ্নুতে ॥১৯
সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে তু স্বয়ং হোমো বিধীয়তে।
স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে ॥২০
ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥২১
দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরুমঙ্গলবীক্ষণম্।
দেবকার্য্যাণি পূর্ব্বাহ্লে মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে ॥২২
পিতৃণামপরাহ্লে চ কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ ॥২৩
পৌর্ব্বাহ্লিকস্তু যৎ কর্ম্ম যদি তৎ সায়মাচরেৎ।
ন তস্য ফলমাপ্নোতি বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা ॥২৪
দিবসস্যাদ্যভাগে তু সর্ব্বমেতদ্ বিধীয়তে।
দ্বিতীয়ে চ তথাভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে ॥২৫
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে।
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতস্তু সঃ ॥২৬
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ।
ততো দানঞ্চ শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা ॥২৭
সমিৎ-পুষ্প-কুশাদীনাং স কালঃ সমুদাহৃতঃ।
তৃতীয়ে চৈব ভাগে তু পোষ্যবর্গার্থসাধনম্ ॥২৮
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চান্যঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥২৯
জ্ঞাতির্বন্ধুজনঃ ক্ষীণস্তথানাথঃ সমাশ্রিতঃ।
অন্যেঽপ্যধনযুক্তাশ্চ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ ॥৩০
ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ ॥৩১
সার্ব্বভৌতিকমন্নাদ্যং কর্ত্তব্যন্তু বিশেষতঃ।
জ্ঞানবিদ্ভ্যঃ প্রদাতব্যমন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥৩২
স জীবতি য এবৈকো বহুভিশ্চোপজীব্যতে।
জীবন্তো মৃতকাশ্চান্যে য আত্মম্ভরয়ো নরাঃ।

না। সন্ধ্যা-উপাসনার পর নিজেই হোমাদি কার্য্য করিবে। নিজে হোমাদি কার্য্য করিলে যে ফল হয়, অন্য দ্বারা করাইলে তাদৃশ ফল হয় না। পুরোহিত, পুত্র, মন্ত্রদাতা গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং জামাতা—এ সকল ব্যক্তি দ্বারা কার্য্য করাইলে স্বয়ংকৃত কার্য্যের তুল্য ফল হইবে।১৮-২১

সন্ধ্যা-উপাসনার পর হোম করিয়া, দেবপূজা প্রভৃতি করিয়া, গুরুপূজা এবং মঙ্গল দ্রব্য দর্শন করিবে। নিরগ্নি ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা-উপাসনার পরেই দেবপূজাদি করিবে। পূর্ব্বাহ্লে দৈবকার্য্য সমস্ত, মধ্যাহ্নে মনুষ্যকৃত্য (অতিথি-সেবাদি), অপরাহ্লে পিতৃকার্য্য (পার্ব্বণ শ্রাদ্ধাদি)—এই সকল কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। পূর্ব্বাহ্ন-কর্ত্তব্য কার্য্য যদি সায়ংকালে করে, তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, যেমন বন্ধ্যা-পত্নী-সহবাসে পুত্রাদি জন্মে না। দিবসের প্রথম-ভাগে সন্ধ্যা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বিতীয়ভাগে বেদ অভ্যাস করিবে, ব্রাহ্মণগণের বেদ-অভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষড়ঙ্গের সহিত বেদশাস্ত্রের অভ্যাস পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অগ্রে গুরুর নিকটে শিক্ষা, তদনন্তর বেদবিচার, তদনন্তর অভ্যাস, তদনন্তর জপ, তদনন্তর শিষ্যবর্গকে দান—এইরূপে বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার। সমিধ পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতির আহরণ দিবসের ঐ দ্বিতীয়ভাগে কর্ত্তব্য। দিবসের তৃতীয়ভাগে পোষ্যবর্গ এবং অর্থের চিন্তা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, সন্তানগণ, দীনগণ, আশ্রিতবর্গ অভ্যাগত এবং অন্য অতিথিগণ—ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাতিবর্গ, আত্মীয় ব্যক্তি, রোগাদি দ্বারা ক্ষীণ, প্রতিপালকশূন্য ব্যক্তিগণ, আশ্রিতগণ, নির্দ্ধন ব্যক্তিগণ পোষ্যবর্গমধ্যে গণ্য; পোষ্যবর্গের প্রতিপালন প্রশস্ত কার্য্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। পোষ্যবর্গের পীড়ন করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়, সেই নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক পোষ্য-বর্গের প্রতিপালন করিবে।২২-৩১।

অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত—সকল প্রাণীর হিত-নিমিত্ত বিশেষরূপে দান করিবে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিবে, অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে বৈধ দান করিলে নরকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি বহুজনের জীবিকার পাত্র হয়, সে ব্যক্তিরই জীবন সার্থক। যে মনুষ্যগণ কেবল

বহ্বর্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুম্বার্থে তথা পরৈঃ।
আত্মার্থেঽন্যো ন শক্নোতি স্বোদরেণাপি দুঃখিতঃ ॥৩৩
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ॥৩৪
যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যজ্জুহোতি দিনে দিনে।
তত্তু বিত্তমহং মন্যে শেষং কস্যাপি রক্ষতি ॥৩৫
চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ।
তিল-পুষ্প-কুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে ॥৩৬
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমুচ্যতে।
তেষাং মধ্যে তু যন্নিত্যং তৎ পুনর্ভিদ্যতে ত্রিধা ॥৩৭
মলাপহরণং পশ্চান্মন্ত্রবত্তু জলে স্মৃতম্।
সন্ধ্যাস্নানমুভাভ্যাঞ্চ স্নানভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৩৮
মার্জ্জনং জলমধ্যে তু প্রাণায়ামো যতস্ততঃ।
উপস্থানং ততঃ পশ্চাৎ সাবিত্র্যা জপ উচ্যতে ॥৩৯
সবিতা দেবতা যস্যা মুখমগ্নিস্ত্রিধা স্থিতঃ।
বিশ্বামিত্র ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী সা বিশিষ্যতে ॥৪০
পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হতঃ ॥৪১
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণ্যাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
দেবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে ॥৪২
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাজ্‌জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী।
ত্রয়াণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থো যোনিরুচ্যতে ॥৪৩

আত্মম্ভরি অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনিই উত্তম আহার বিহার করে, তাহাদিগের জীবিত থাকা মৃতের তুল্য। কোন কোন ব্যক্তি বহুজনের প্রতিপালন-নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রগণের প্রতিপালন-নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা আত্মদেহপ্রতিপালন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে এবং কেহ বা আত্মোদর প্রতিপালনের নিমিত্ত ও দুঃখ পাইতে থাকে,—তাহাতেও সমর্থ হয় না। দরিদ্র, অনাথ এবং বিদ্বান্‌দিগকে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করিয়া দান করিবে অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তিকে দান করিলে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়। যাহারা কোন দাতব্যশ্রেষ্ঠকে দান না করে, তাহারা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যাহা দান করা হয় এবং যাহা প্রতিদিন হোমে ব্যয়িত হয়, সেই ধনই ধন বলিয়া গ্রাহ্য। যাহা দান অথবা হোমকার্য্যে না লাগে, সে ধন নিজের নয়, পরের গচ্ছিত ধন, সে ব্যক্তি ধন-রক্ষকমাত্র। ৩২-৩৫।

দিবসের চতুর্থভাগে স্নানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। তিল, পুষ্প এবং কুশ প্রভৃতি দ্রব্যজাত ঐ চতুর্থভাগে আহরণ করিবে এবং নদী প্রভৃতির জলে (মধ্যাহ্ন) স্নান করিবে। স্নান তিন প্রকার বলিয়াছেন, নিত্য—যাহা প্রতিদিন করা হয়, নৈমিত্তিক—যাহা সূর্য্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতির নিমিত্ত কর্ত্তব্য, কাম্য—স্বর্গাদি কামনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য। নিত্যাদি তিন প্রকার স্নানের মধ্যে নিত্য-স্নান আবার তিন প্রকার—যে স্নান দ্বারা শারীরিক মলসমূহ ধৌত হয়, উহার নাম মলাপহরণ-স্নান, তাহার পর জলে সঙ্কল্প করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে স্নান, উহা দ্বিতীয়, উভয় সন্ধ্যা দ্বারা যে মার্জ্জন-স্নান তাহা তৃতীয়। জলমধ্যে মার্জ্জন করিবে, প্রাণায়াম জলে কিংবা স্থলে করিবে। তদনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে—এই জপ সন্ধ্যার উপাসনা জানিবে। গায়ত্রীর সবিতা (সূর্য্য) দেবতা, তিন প্রকার অগ্নি হইতেছেন মুখস্বরূপ, বিশ্বামিত্র ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ, এ নিমিত্ত উহার নাম সাবিত্রী বলিয়া ঋষিগণ বিশেষণ দিয়া থাকেন।৩৬-৪০।

দিবসের পঞ্চমভাগে যথাযোগ্য বিভাগ করিবে। পিতৃগণের, দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং কীট-পতঙ্গগণের বিভাগ করিয়া দিবে—ইহা দক্ষ ঋষি উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং কীট-পতঙ্গগণ প্রতিদিন গৃহস্থ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, এ নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, এবং ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষাশ্রমের উৎপত্তিস্থান গৃহস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রম নষ্ট হইলে অন্য তিন আশ্রম এ স্থানেই নষ্ট হয়; যেমন বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্ধ জন্মায়, স্কন্ধ হইতে শাখা জন্মায়, শাখা হইতে পল্লব জন্মায়, সে বৃক্ষের যদি মূল নষ্ট হয়, তাহাতে স্কন্ধ, শাখা এবং

তেনৈব সীদমানেন সীদন্তীহেতরে ত্রয়ঃ।
মূলপ্রাণো ভবেৎ স্কন্ধঃ স্কন্ধাচ্ছাখাঃ সপল্লবাঃ ॥৪৪
মূলেনৈব বিনষ্টেন সর্ব্বমেতদ্ বিনশ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন রক্ষিতব্যো গৃহাশ্রমী ॥৪৫
রাজ্ঞা চান্যৈস্ত্রিভিঃ পূজ্যো মাননীয়শ্চ সর্ব্বদা।
গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী ॥৪৬
ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম্মপরিবর্জ্জিতঃ।
অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চাজপ্ত্বা দত্ত্বা চ মানবঃ।
দেবাদীনামৃণী ভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে ॥৪৭
এক এব হি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নমপরোঽন্নেন ভুজ্যতে।
ন ভুজ্যতে স এবৈকো যো ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং সসাক্ষিণা॥৪৮
বিভাগশীলো যো নিত্যং ক্ষমাযুক্তো দয়াপরঃ।
দেবতাতিথিভক্তশ্চ গৃহস্থঃ স তু ধার্ম্মিকঃ ॥৪৯
দয়া লজ্জা ক্ষমা শ্রদ্ধা প্রজ্ঞা যোগঃ কৃতজ্ঞতা।
এতে যস্য গুণাঃ সন্তি স গৃহী মুখ্য উচ্যতে ॥৫০
সংবিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥৫১
ভুক্ত্বা তু সুখমাস্থায় তদন্নং পরিণাময়েৎ।
ইতিহাস-পুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ ॥৫২
অষ্টমে লোকযাত্রা তু বহিঃসন্ধ্যা ততঃ পুনঃ।
হোমো ভোজনকঞ্চৈব যচ্চান্যদ্ গৃহকৃত্যকম্ ॥৫৩
কৃত্বা চৈবং ততঃ পশ্চাৎ স্বাধ্যায়ং কিঞ্চিদাহরেৎ।
প্রদোষপশ্চিমৌ যামৌ বেদাভ্যাসেন তৌ নয়েৎ।
যামদ্বয়ং শয়ানো হি ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৪
নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা।

পল্লব সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেই নিমিত্ত নিখিল যত্ন দ্বারা গৃহস্থাশ্রমীকে রক্ষা করিতে হইবে। ৪১-৪৫।

রাজা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র কর্ত্তৃক গৃহস্থাশ্রমী সর্ব্বদা পূজনীয় ও মাননীয়। আতিথ্য প্রভৃতি কর্ম্মযুক্ত যে গৃহস্থ, সে-ই গৃহস্থ-পদবাচ্য, নতুবা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আতিথ্যাদিশূন্য হইয়া কেবল পুত্র দারাদি প্রতিপালন করিলেই গৃহস্থ বলিয়া মান্য হয় না। স্নান, হোম, গায়ত্রী-জপ এবং অন্নদান—এ সকল কার্য্য না করিলে গৃহী দেব, পিতৃ, মনুষ্য এবং ভূতগণের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া নরকস্থ হয়। যে একাকীই অন্ন ভোজন করে, আর যে অপর পাঁচজনকে সঙ্গে করিয়া খায়, এতদুভয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি কেবল গলাধঃকরণ করে, অন্য ব্যক্তিকে অন্ন স্বয়ং আহার করায়। ৪৬-৪৮

যে গৃহস্থ নিত্য অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিতে ভালবাসে, ক্ষমাশীল, দয়ালু এবং দেবতা ও অতিথিগণের ভক্ত, সে ব্যক্তিই ধার্ম্মিক গৃহস্থ। দয়া, লজ্জা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, যোগাভ্যাস এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যাহার আছে, সে ব্যক্তিই প্রধান গৃহস্থ। সেই নিমিত্ত অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া ভুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সমস্ত পরিপাক করিবে, তদনন্তর ইতিহাস এবং পুরাণ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগ এবং সপ্তম ভাগ যাপন করিবে।৪৯-৫২

দিবসের অষ্টম ভাগে লৌকিক কার্য্য করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার সায়ং সন্ধ্যা করিবে। তদনন্তর সাগ্নিক গৃহস্থ সায়ংকালীন হোম করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের মধ্যে ভোজন করত অন্য গৃহকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া পরে কিঞ্চিৎ বেদ অধ্যয়ন করিবে। প্রদোষের পর দুই প্রহর কাল বেদ অধ্যয়ন করিয়া যাপন করিবে। তাহার শেষকালে যে ব্যক্তি নিদ্রা যায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব পাইবার যোগ্য পাত্র। নৈমিত্তিক কিংবা কাম্য কর্ম্ম যখন যেরূপ উপস্থিত হইবে, তখনই সেইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ করিবে, সুস্থকাল প্রতীক্ষা করিবে না। এই কালেই মরিতে হইবে (শরীর ক্ষণভঙ্গুর) অতএব কর্ম্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণের উচিত কর্ম্ম করিয়া মনুষ্যদেহের সার্থকতা সম্পাদন করা, তদ্বিষয়ে আলস্য কর্ত্তব্য নহে। সেই হেতু মনুষ্য সুখ ইচ্ছা করিয়া সর্ব্ব কার্য্য বিষয়ে

তথা তথৈব কার্য্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে ॥৫৫
অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব তু লীয়তে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং সুখমিচ্ছতা ॥৫৬
সর্ব্বত্র মধ্যমৌ যামৌ হুতশেষং হবিশ্চ যৎ ॥
ভুঞ্জানশ্চ শয়ানশ্চ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥৫৭
ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

যত্নবান্ হইবে। সকল কার্য্য বিষয়ে মধ্যম প্রহরদ্বয় প্রশস্ত, হোমাবশিষ্ট যে ঘৃত, তাহাই ভোজন করিবে। যথাকালে ভোজন কিংবা শয়ন করিলে ব্রাহ্মণ অবসন্ন হন না। ৫৩-৫৭।

দক্ষ-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

সুধা নব গৃহস্থস্য শব্দয়ামি নবৈব তু।
তথৈব নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা নব ॥১
প্রচ্ছন্নানি নবান্যানি প্রকাশ্যানি তথা নব।
সফলানি নবান্যানি নিষ্ফলানি নবৈব তু ॥২
অদেয়ানি নবান্যানি বস্তুজাতানি সর্ব্বদা।
নবকা নব নির্দ্দিষ্টা গৃহস্থোন্নতিকারকাঃ ॥৩
সুধাবস্তূনি বক্ষ্যামি বিশিষ্টে গৃহমাগতে।
মনশ্চক্ষুর্ম্মুখং বাক্যং সৌম্যং দদ্যাচ্চতুষ্টয়ম্ ॥৪
অভ্যুত্থানমিহাগচ্ছ পৃচ্ছালাপপ্রিয়ান্বিতঃ।
উপাসনমনুব্রজ্যা কার্য্যাণ্যেতানি যত্নতঃ ॥৫
ঈষদ্দানানি চান্যানি ভূমিরাপস্তৃণানি চ।
পাদশৌচং তথাভ্যঙ্গমাশ্রয়ঃ শয়নং তথা ॥৬
কিঞ্চিচ্চান্নং যথাশক্তি নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ।
মৃজ্জলঞ্চার্থিনে দেয়মেতান্যপি সদা গৃহে ॥৭
সন্ধ্যা স্নানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতার্চ্চনম্।
বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যমুদ্ধৃতঞ্চাপি শক্তিতঃ ॥৮

তৃতীয় অধ্যায়

গৃহস্থের নয়টী অমৃত, ঐ নয়টী সুধা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতেছি। গৃহস্থের নয়টী কর্ম্ম ও নয়টী বিকর্ম্ম; গুপ্তকার্য্য নয়টী, প্রকাশ্য কার্য্য নয়টী, সফল কার্য্য নয়টি, নিষ্ফল কার্য্যও নয়টী। এবং নয়টী বস্তু অন্যবিধ সর্ব্বদা অদেয়। নয়টী নয়টী করিয়া যে নয়টী নির্দ্দিষ্ট হইল, ঐ নয়টী গৃহী ব্যক্তিগণের উন্নতিকারক জানিবে। যে নয়টী সুধা বস্তু, তাহা বলিতেছি (শ্রবণ কর) ১-৪। বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহস্থের গৃহে আগমন করিলে পর মন, চক্ষু, মুখ এবং বাক্য— এই চারিটী সুন্দররূপে দিবে। তদনন্তর প্রত্যুত্থান করা, 'এই স্থানে আগমন করুন' বলা, স্বাগত জিজ্ঞাসা করা, মিষ্টালাপ করিয়া ভোজনাদি দ্বারা সেবা করা, গমন কালে অনুগমন করা,—এই নয়টী কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিবে। অন্যবিধ অল্প দান বলিতেছি,—বসিবার স্থান, পাদপ্রক্ষালনের জল, বসিবার নিমিত্ত কুশাসন, পাদ প্রক্ষালন করা, অভ্যঙ্গনিমিত্ত তৈল দান, গৃহে স্থান দান, শয়ন নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, যথাশক্তি খাদ্যবস্তু প্রদান, অতিথি ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহস্থ স্বয়ং ভোজন করিবে না, অতিথির ভোজন হইলে আচমননিমিত্ত মৃত্তিকা এবং জল প্রদান করিবে, এই নয়টী কার্য্য গৃহস্থ সর্ব্বদা করিবে। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপূজা, বলিবৈশ্ব, অতিথিসেবা এবং শক্তিমত নিজ উদ্বৃত্ত অর্থ পিতৃগণ দেবগণ, মনুষ্যগণ, দরিদ্র ব্যক্তি, অনাথ ব্যক্তি, তপস্বিগণ, মাতা, পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দেওয়া, এই নয়টী গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহা যে গৃহস্থ করিয়া

পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণাং দীনানাথতপস্বিনাম্।
মাতা-পিতৃ-গুরূণাঞ্চ সংবিভাগো যথার্হতঃ ॥৯
এতানি নব কর্ম্মাণি বিকর্ম্মাণি তথা পুনঃ।
অনৃতং পারদার্য্যঞ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥১০
অগম্যাগমনাপেয়পানং স্তেয়ঞ্চ হিংসনম্।
অশ্রৌতকর্ম্মাচরণং মিত্রধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ॥১১
নবৈতানি বিকর্ম্মাণি তানি সর্ব্বাণি বর্জ্জয়েৎ।
আয়ুর্ব্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্র-মৈথুন-ভেষজম্ ॥১২
তপো দানাবমানৌ চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ।
প্রাযোগ্যমৃণশুদ্ধিশ্চ দানাধ্যয়নবিক্রিয়াঃ ॥১৩
কন্যাদানং বৃষোৎসর্গো রহঃপাপমকুৎসনম্।
প্রকাশ্যানি নবৈতানি গৃহস্থাশ্রমিণস্তথা ॥১৪
মাতাপিত্রোর্গুরৌ মিত্রে বিনীতে চোপকারিণি।
দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দত্তস্তু সফলং ভবেৎ ॥১৫

থাকে, তাহার ইহকালে কীর্ত্তিলাভ এবং ধর্ম্মলাভ হয়। এই নয়টী কর্ম্ম, বিকর্ম্ম যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। (বিকর্ম্ম যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে) মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগ, পরস্ত্রীগমন, অভক্ষ্য বস্তু (গোমাংস প্রভৃতি) ভক্ষণ, অগম্যা (চণ্ডালী প্রভৃতি) গমন, অপেয় (মদ্য প্রভৃতি) পান, চৌর্য্য, জীবহত্যা, অশাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান, বন্ধুজন কর্ত্তব্য কার্য্য না করা—এই নয়টী কার্য্য বিকর্ম্ম। ইহা সর্ব্বতোভাবে তাগ করিবে। মনুষ্যের পরমায়ু ধন, গৃহচ্ছিদ্র (সংসারমধ্যে কোন দুর্ঘটনা হওয়া), পরস্পরের মন্ত্রণা, মৈথুন, ঔষধ, তপস্যা, দান ও (লোকের নিকট) সম্মানপ্রাপ্তি—এই নয়টী গৃহস্থের গোপনীয় কার্য্য এই নয়টী যত্নসহকারে গোপন করিবে। আরোগ্য, ঋণশোধ, দান, অধ্যয়ন, নিজ বস্তুবিক্রয়, কন্যাদান, বৃষোৎসর্গ, বহু লোকের অজ্ঞাত যে পাপ এবং লোকের নিকট নিন্দনীয় না হওয়া, গৃহস্থগণের এই নয়টী কার্য্য প্রকাশ্য কর্ম্ম। মাতা, পিতা, অন্যান্য গুরুজন, বন্ধুগণ, বিনীত ব্যক্তি, উপকারী ব্যক্তি, দরিদ্র মনুষ্য, অনাথ ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যে দান করা, তাহা সফল জানিবে। ১-১৫।

ধূর্ত্তে বন্দিনি মন্দে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে।
চাটু-চারণ-চৌরেভ্যো দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥১৬
সামান্যং যাজিতং ন্যাস আধির্দ্দারাশ্চ তদ্ধনম্।
ক্রমায়াতঞ্চ নিক্ষেপঃ সর্ব্বস্বঞ্চান্বয়ে সতি ॥১৭
আপৎস্বপি ন দেয়ানি নব বস্তূনি সর্ব্বদা।
যো দদাতি স মূঢ়াত্মা প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ ॥১৮
নবনবকবেত্তারমনুষ্ঠানপরং নরম্।
ইহ লোকে পরে চ শ্রীঃ স্বর্গস্থঞ্চ ন মুঞ্চতি ॥১৯
যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ সুখমিচ্ছতা।
সুখ-দুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥২০
সুখং বা যদি বা দুঃখং যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পরে।
ততস্তত্তু পুনঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমাত্মনি জায়তে ॥২১
ন ক্লেশেন বিনা দ্রব্যং দ্রব্যহীনে কুতঃ ক্রিয়া।
ক্রিয়াহীনে ন ধর্ম্মঃ স্যাদ্ধর্ম্মহীনে কুতঃ সুখম্ ॥২২

ধূর্ত্ত, স্তুতিবাদক, মূর্খ, অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, কিতব, বঞ্চক, চাটুকার, চারণ এবং চৌরগণ—ইহাদিগকে দান করিলে ফল হয় না, ঐ দান বিফল। যাজ্ঞালব্ধ, গচ্ছিত, বন্ধকী, স্ত্রী, স্ত্রীধন, নিক্ষেপ, উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহে আগত, ধন সর্ব্বস্ব এবং সাধারণ সম্পত্তি বংশ থাকিলে—এই নয় বস্তু আপৎকালেও দান করিবে না। যে মূঢ়াত্মা মনুষ্য দান করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। নব-নবকবেত্তা অনুষ্ঠানপরায়ণ মনুষকে লক্ষ্মী ইহলোকে এবং পরলোকেও ত্যাগ করেন না।১৬-১৯

সুখাভিলাষী ব্যক্তি পরকেও আপনার মত দেখিবে। কেননা সুখ এবং দুঃখ আপন এবং পর উভয়েরই তুল্য। পরের সুখ বা দুঃখ যাহা কিছু করিবে, পশ্চাৎ সেই সমস্তই আপনাকে ভোগ করিতে হয়। ক্লেশ ব্যতীত দ্রব্য-লাভ হয় না, দ্রব্য না থাকিলে কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব, কর্ম্ম না করিলে ধর্ম্ম হয় না, ধর্ম্মহীন ব্যক্তির সুখলাভ সুদূরপরাহত। সকলেই সুখ অভিলাষ করে, অথচ সুখ ধর্ম্মের ফল; অতএব সর্ব্বদা সকল বর্ণ যত্নসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। বিধি অনুসারে বিশেষ

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বে হি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ ॥২৩
ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকম্।
দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং কালে পাত্রে গুণান্বিতে ॥২৪
সম-দ্বিগুণ-সাহস্রমানন্ত্যঞ্চ যথাক্রমম্।
দানে ফলবিশেষং স্যাদ্ধিংসায়াং তাবদেব তু ॥২৫
সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
সহস্রগুণমাচার্য্যে ত্বনন্তং বেদপারগে ॥২৬
বিধিহীনে তথা পাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং তদ্ বিনশ্যেচ্ছেষমপ্যস্য নশ্যতি ॥২৭
ব্যসনপ্রতিকারায় কুটুম্বার্থঞ্চ যাচতে।
এবমন্বিষ্য দাতব্যমন্যথা ন ফলং ভবেৎ ॥২৮
মাতাপিতৃবিহীনন্তু সংস্কারোদ্বহনাদিভিঃ।
যঃ স্থাপয়তি তস্যেহ পুণ্যসংখ্যা ন বিদ্যতে ॥২৯
ন তচ্ছ্রেয়োঽগ্নিহোত্রেণ নাগ্নিষ্টোমেন লভ্যতে।
যচ্ছ্রেয়ঃ প্রাপ্যতে পুংসা বিপ্রেণ স্থাপিতেন তু ॥৩০
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি দয়িতং গৃহে।
তত্তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥৩১

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

কালে এবং পুণ্যবান্ পাত্রে দান করা উচিত। দান করিলে যথাক্রমে সম, দ্বিগুণ, সহস্র এবং অনন্ত ফল হইয়া থাকে। হিংসা করিলেও তদ্রূপ ফল হইয়া থাকে।২০-২৫

অব্রাহ্মণকে দান করিলে সমফল হয়, ব্রুব ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়, আচার্য্য ব্রাহ্মণে সহস্র এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্তগুণ ফললাভ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাতেও ঐরূপ ফল হয়। যে ব্যক্তি বিধি-বর্জ্জিত পাত্রে ধনাদি দান করে, তাহার সেই প্রদত্ত বস্তুই যে বিনষ্ট হয়, তাহা নহে অধিকন্তু অবশিষ্ট পুণ্যও নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বিপদুদ্ধারের জন্য কিংবা পরিবার-প্রতিপালনার্থ যাচ্ঞা করে, অন্বেষণ করিয়া তাহাকেই দান করিবে, অন্যথা ফল হইবে না। যে ব্যক্তি পিতৃমাতৃহীন লোকের উপনয়নাদি-সংস্কার ও বিবাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, ইহলোকে তাহার অসংখ্য পুণ্য হয়। পুরুষ-ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে ফললাভ হয়, তাহা অগ্নিহোত্র বা অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে লাভ হয় না। জগতে যে যে বস্তু অত্যন্ত বাঞ্ছিত এবং যে বস্তু গৃহের প্রিয়, সেই সেই বস্তু গুণবান্ পাত্রে দান করিবে; তাহাতে ঐ ব্যক্তির 'এই সকল বস্তু অক্ষয় হউক' এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়।২৬-৩১।

দক্ষ-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

পত্নীমূলং গৃহঃ পুংসাং যদি চ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা ॥১
তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা ॥২
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাদ্ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ।
অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ংবদা ॥৩
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী ॥৪
অনুকূলকলত্রো যস্তস্য স্বর্গ ইহৈব হি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥৫
স্বর্গেঽপি দুর্ল ভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরম্।
রক্ত একো বিরক্তোঽন্যস্তস্মাৎ কষ্টতরং নু কিম্ ॥৬

গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী ॥৭
দুঃখা হ্যন্যা সদা খিন্না চিত্তভেদঃ পরস্পরম্।
প্রতিকূলকলত্রস্য দ্বিদারস্য বিশেষতঃ ॥৮
যোষিৎ সর্ব্বা জলোকেব ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
সুভৃত্যাপি কৃতা নিত্যং পুরুষং হ্যপকর্ষতি ॥৯
জলোকা রক্তমাদত্তে কেবলং সা তপস্বিনী।
ইতরা তু ধনং বিত্তং মাংসং বীর্য্যং বলং সুখম্ ॥১০
সশঙ্কা বালভাবে তু যৌবনে বিমুখী ভবেৎ।
ভৃত্যবন্মন্যতে পশ্চাদ্ বৃদ্ধভাবে স্বকং পতিম্ ॥১১

চতুর্থ অধ্যায়

পুরুষদিগের ভার্য্যা গৃহস্থাশ্রমের মূল। যদি পুরুষের ঐ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গৃহাশ্রমের তুলনা নাই। যদি পত্নী বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পুরুষ পত্নীর সহিত ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম—এই ত্রিবর্গের ফল ভোগ করে। যদি পুরুষের স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী হয়, কিন্তু (অত্যন্ত স্ত্রৈণতাহেতু) তাহাকে স্নেহবশতঃ নিবারণ করা না হয়,—যেমন ব্যাধি প্রথমে উপেক্ষিত হইলে পর পশ্চাৎ বিশেষ ক্লেশদায়ক হয়, সেইরূপ পশ্চাৎ সেই স্ত্রী অবশ হইয়া উঠে। যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূলতাচরণ করে ও বাক্য-দোষরহিত, কার্য্যদক্ষ, সতী, মিষ্টভাষিণী, আপনা-আপনিই ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং পতিভক্তিমতী, সে স্ত্রী মনুষ্য নয়, দেবতাসদৃশী।১-৪

যে পুরুষের পত্নী বশবর্ত্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয় এবং যে পুরুষের পত্নী অবশ, তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হয়—এ কথায় সংশয় নাই। স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ স্বর্গেও দুর্ল্লভ। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্ত্রী কিংবা পুরুষ একজন হয়ত অনুরাগযুক্ত ও আর একজন হয়ত বিরক্তিযুক্ত, ইহা অপেক্ষা কষ্টজনক ব্যাপার কি আছে? গৃহস্থাশ্রমে বাস করা কেবল সুখের নিমিত্ত, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল। যে স্ত্রী বিনয়যুক্তা, মনোগত ভাব বুঝিতে পারে এবং বশবর্তিনী, সেই স্ত্রী যথার্থ পত্নী শব্দবাচ্য। ইহার অন্যভাব হইলে, স্ত্রীলোক কেবল দুঃখ ভোগ করে, সর্ব্বদা খেদযুক্ত হয়। পুরুষের স্ত্রী যদি প্রতিকূলকারিণী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য হইতে থাকে। বিশেষতঃ যদি পুরুষের দুই পত্নী হয়, তাহাতে পরস্পর চিত্তের অনৈক্য সর্ব্বদাই হয়। স্ত্রীগণ জলোকার তুল্য, অলঙ্কার, বস্ত্র এবং অন্ন প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। ক্ষুদ্র জলোকা মনুষ্যের কেবল রক্তই শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলোকা পুরুষের রক্ত, ধন, (শরীরের) মাংস, বীর্য্য, বল এবং সুখ সকলি শোষণ করে। যখন পরস্পরের অল্প বয়স থাকে, তখন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, যখন পরস্পরের যৌবনকাল উপস্থিত হয়, তখন স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হয় না অর্থাৎ স্বামীর ইচ্ছামত চলে না। যখন স্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে ভৃত্যের ন্যায় তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে। ৫-১১।

যে স্ত্রী পতির বশবর্তিনী, বাক্যদোষশূন্য, কর্ম্মদক্ষ,

অনুকূলা ন বাগ্দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা।
এভিরেব গুণৈর্যুক্তা শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ ॥১২

যা হৃষ্টমনসা নিত্যং স্থানমানবিচক্ষণা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী নিত্যং সা ভার্য্যা হীতরা জরা ॥১৩

শিষ্যো ভার্য্যা শিশুর্ভ্রাতা পুত্রো দাসঃ সমাশ্রিতঃ।
যস্যৈতানি বিনীতানি তস্য লোকে হি গৌরবম্ ॥১৪

প্রথমা ধর্ম্মপত্নী চ দ্বিতীয়া রতিবর্দ্ধিনী।
দৃষ্টমেব ফলং তত্র নাদৃষ্টমুপজায়তে ॥১৫

ধর্ম্মপত্নী সমাখ্যাতা নির্দোষা যদি সা ভবেৎ।
দোষে সতি ন দোষঃ স্যাদন্যা ভার্য্যা গুণান্বিতা ॥১৬

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
স জীবনান্তে স্ত্রীত্বঞ্চ বন্ধ্যত্বঞ্চ সমাপ্নুয়াৎ ॥১৭

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
শুনী গৃধ্রী চ মকরী জায়তে সা পুনঃ পুনঃ ॥১৮

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সা ভবেত্তু শুভাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৯

ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বিলাৎ।
তথা সা পতিমুদ্ধৃত্য তেনৈব সহ মোদতে ॥২০

চাণ্ডাল-প্রত্যবসিত-পরিব্রাজক-তাপসাঃ।
তেষাং জাতান্যপত্যানি চাণ্ডালৈঃ সহ বাসয়েৎ ॥২১

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

সতী এবং পতিব্রতা, এই সকল গুণ যে স্ত্রীলোকের আছে, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই লক্ষ্মী-স্বরূপ - ইহাতে কোন সংশয় নাই। যে স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্য-সমূহের অবস্থান এবং পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনবরত স্বামীর প্রীতিকর কার্য্য করে, সে স্ত্রী-ই স্ত্রীপদবাচ্য। এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীর-ক্ষয়কারিণী জরা-স্বরূপ। যে গৃহস্থের শিষ্য, পত্নী, বালক সন্তান, ভ্রাতা, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, ভৃত্য এবং আশ্রিতগণ নিয়মযুক্ত হয়, তাহার ইহলোকে গৌরব থাকে।১২-১৪

পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী, সেই ধর্ম্মপত্নী, দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কেবল সম্ভোগ-নিমিত্ত হয়। দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নীতে কেবল দৃষ্ট-ফল জন্মে, অদৃষ্ট-ফল (ধর্ম্ম) প্রভৃতি কিছুই হয় না। প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী যদি দোষশূন্য হয়, তাহাকেই ধর্ম্মপত্নী বলা যায়। যদি তাহার দোষ থাকে, দ্বিতীয় বিবাহিতা পত্নী যদি গুণবতী হয়, দ্বিতীয় বিবাহ করাতে কোন দোষ হইবে না। কোন পুরুষ যদি দোষশূন্যা পতিতা নহে এতাদৃশ পত্নীকে যৌবনাবস্থায় ত্যাগ করে, সে পুরুষ জীবন-অবসানে স্ত্রীলোক হইবে এবং বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে। দরিদ্র কিংবা রোগী পতিকে যে স্ত্রী অবজ্ঞা করে, সে কুক্কুরী, গৃধ্রী এবং মকরী হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে, সেই স্ত্রী সদাচার-সম্পন্না হইবে এবং স্বর্গে দেবগণের পূজ্যা হইবে। ব্যালগ্রাহী (সাপুড়িয়া) যেমন গর্ত্ত হইতে মন্ত্রবলে সর্পগণকে উদ্ধার করে, সেইরূপ পতিসহগামিনী স্ত্রীর পতি যদি নরকস্থ থাকে, তাহাকেও নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া পতির সহিত (স্বর্গলোকে) সহর্ষে কালযাপন করে। চাণ্ডাল, প্রত্যবসিত পরিব্রাজক এবং তাপসের সন্তান জাত হইলে তাহারা চাণ্ডালের সমতুল্য হইবে।১৫-২১

দক্ষ-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

উক্তং শৌচমশৌচঞ্চ কার্য্যং ত্যাজ্যং মনীষিভিঃ।
বিশেষার্থং তয়োঃ কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১
শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২
শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥৩
অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরম্।
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ ॥৪

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে তথা।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদস্তিস্রস্তু পাদয়োঃ ॥৫
গৃহস্থশৌচমাখ্যাতং ত্রিষ্বন্যেষু যথাক্রমম্।
দ্বিগুণং ত্রিগুণঞ্চৈব চতুর্থস্য চতুর্গুণম্ ॥৬
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রস্তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা ॥৭
লিঙ্গেঽপ্যত্র সমাখ্যাতা ত্রিপর্ব্বী পূর্য্যতে যয়া।
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়

যে কার্য্য শৌচ এবং যে কার্য্য অশৌচ, তাহা উক্ত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ যাহা শৌচ, তাহা করিবে এবং যাহা অশৌচ, তাহা পরিত্যাগ করিবে। (দক্ষঋষি কহিতেছেন) আমি হিতেচ্ছু হইয়া শৌচ এবং অশৌচ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। শৌচ বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন কর্ত্তব্য, দ্বিজগণের পক্ষে শৌচই সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল, শৌচাচার-রহিত দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়, অর্থাৎ শৌচাচার-বিহীন হইয়া যে কিছু ধর্ম্ম কার্য্য করিবে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না। শৌচ দুই প্রকার, বাহ্যিক এবং আন্তরিক। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা বাহ্যিক শৌচ হয়। ভাবশুদ্ধি আন্তরিক শৌচ।১-৩

অশৌচ হইতে বাহ্যিক শৌচ শ্রেষ্ঠ, বাহ্যিক শৌচ হইতে আন্তরিক শৌচ শ্রেষ্ঠ। বাহ্য এবং আন্তরিক শৌচ যাহার আছে, সে ব্যক্তিই শুচি; কিন্তু যাহার আন্তরিক শৌচ নাই, অথচ বাহ্যিকশৌচ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত অশুদ্ধ। বাহ্য শৌচ-কার্য্যের নিয়মাবলী বলিতেছি। প্রথমতঃ মলত্যাগ-বিষয়ে যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ কর। একবার লিঙ্গদেশে, পায়ুদেশে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার, দুই চরণে তিনবার তিনবার মৃত্তিকা দিবে। এই উক্ত শৌচ গৃহস্থগণের পক্ষে জানিবে, অন্য তিন আশ্রমীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যথাক্রমে (বলিতেছি);—ব্রহ্মচারিগণের উক্ত শৌচের দ্বিগুণ, বানপ্রস্থগণের উহার ত্রিগুণ, যতিগণের উহার চতুর্গুণ জানিবে।৪-৬

পায়ুদেশে যে তিনবার মৃত্তিকাদানের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমবারে মৃত্তিকা অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমিত, দ্বিতীয় তৃতীয়বারে মৃত্তিকা তাহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে পরিমিত মৃত্তিকাদ্বারা অঙ্গুলীর তিনপর্ব্ব পূর্ণ হয়, তাবৎপরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গদেশ শুদ্ধ করিবে—উক্ত পরিমাণ গৃহস্থের পক্ষে; ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে। ইহার ত্রিগুণ পরিমাণ বানপ্রস্থগণের এবং ইহার চতুর্গুণ পরিমাণ যতিগণের পক্ষে জানিবে। যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা-লেপ ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধি হয়, ইহাতে অন্য কোন ক্লেশ নাই অর্থব্যয়ও নাই (অতএব শৌচ বিষয়ে যত্ন করা উচিত)। যাহার শৌচ বিষয়ে মনোযোগ নাই, তাহার চিত্তবৃত্তি পরীক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, ইহা বোধগম্য হয়। ৭-১০

যে শৌচ উক্ত হইল, ইহা দিবাভাগে কর্ত্তব্য; রাত্রিকালে তাহা অন্য প্রকারে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণের আপৎকালে একরূপ এবং সুস্থকালে অন্য একরূপ শৌচ। দিবাভাগে যে শৌচ উক্ত হইল, তাহার অর্দ্ধ শৌচ

ত্রিগুণন্তু বনস্থানাং যতীনাঞ্চ চতুর্গুণম্।
দাতব্যমুদকং তাবন্মৃদভাবো যথা ভবেৎ ॥৯
মৃদা জলেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন ক্লেশো ন ধনব্যয়ঃ।
যস্য শৌচেঽপি শৈথিল্যং চিত্তং তস্য পরীক্ষিতম্ ॥১০
অন্যদেব দিবা শৌচং রাত্রাবন্যদ্ বিধীয়তে।
অন্যদাপৎসু বিপ্রাণামন্যদেব হ্যনাপদি ॥১১
দিবোদিতস্য শৌচস্য রাত্রাবর্দ্ধং বিধীয়তে।
তদর্দ্ধমাতুরস্যাহুস্ত্বরায়ামর্দ্ধমধ্বনি ॥১২
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচে শুদ্ধিমভীপ্সতা।
প্রায়শ্চিত্তেন যুজ্যেত বিহিতাতিক্রমে কৃতে ॥১৩

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

রাত্রিকালে করিলে শুদ্ধ হইবে। রোগী ব্যক্তির পক্ষে রাত্রি-বিহিত শৌচের অর্দ্ধ অর্থাৎ দিবাশৌচের একপাদ করিলেই শুদ্ধি হইবে, বিদেশ-গমন-কালে, পথিমধ্যে আতুরের একপাদ শৌচ, অর্থাৎ তাহার অর্দ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। যে সময়ে এবং স্থানে যে পরিমাণে শৌচ উক্ত হইল, ইহার অল্প কিংবা অধিক করিতে নাই, ন্যূন কিংবা অধিক শৌচ করিলে শুদ্ধ হয় না। যদি বিধি লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য হইতে হয়।১-১৩।

দক্ষ-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫॥

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

সূতকন্তু প্রবক্ষ্যামি জন্ম-মৃত্যুসমুদ্ভবম্।
যাবজ্জীবং তৃতীয়ন্তু যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥১
সদ্যঃ শৌচং তথৈকাহো দ্বি-ত্রি-চতুরহস্তথা।
দশাহো দ্বাদশাহশ্চ পক্ষো মাসস্তথৈব চ ॥২
মরণান্তং তথা চান্যদ্দশপক্ষন্তু সূতকে।
উপন্যস্তক্রমেণৈব বক্ষ্যাম্যহমশেষতঃ ॥৩
গ্রন্থার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাংশ্চেন্ন সূতকী ॥৪
রাজর্ত্বিগ্ দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিণাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥৫
একাহস্তু সমাখ্যাতো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বি-ত্রি-চতুরহস্তথা ॥৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

(সপিণ্ড জ্ঞাতি প্রভৃতির) জন্ম এবং মরণ জন্য যে অশৌচ হয়, তাহা এবং যাবজ্জীবন অশৌচের কথা যথাবিধি আনুপূর্ব্বীক্রমে বলিতেছি। সদ্যঃ (এক দিবস), দুই দিবস, তিন দিবস, চারি দিবস, দশ দিবস, দ্বাদশ দিবস, পঞ্চদশ দিবস, এক মাস এবং মরণান্ত অশৌচের এই দশবিধ কাল; যথাক্রমে ইহা সম্পূর্ণরূপে বলিব। ষড়ঙ্গযুক্ত সকল্প এবং সরহস্য বেদশাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যার সহিত যে ব্যক্তি অবগত এবং যে ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড করিয়া থাকে, তাহার অশৌচ হয় না। নৃপতি, পুরোহিত, শিষ্য ও বালকগণের সদ্যঃ শৌচ, দেশান্তর-মরণে এক বৎসর গতে সদ্যঃশৌচ, ব্রতী এবং সত্রীদিগেরও সদ্যঃশৌচ বিহিত। যে ব্যক্তি অগ্নি ও স্বাধ্যায়-সম্পন্ন তাহার এক দিন অশৌচ; আর তদপেক্ষা অপকৃষ্ট, অপকৃষ্টতর এবং অপকৃষ্টতম ব্যক্তিগণের যথাক্রমে দুই দিন, তিন দিন এবং চারি দিন অশৌচ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ, তাহার দশাহে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহে, ঐরূপ বৈশ্যের পঞ্চদশাহে এবং শূদ্রের এক মাসে শুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহারা স্নান, হোম এবং দান না করিয়া ভোজন

জাতিবিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥৭
অস্নাত্বা চাপ্যহুত্বা চ ভুঙ্‌ক্তেঽদত্ত্বা চ যঃ পুনঃ।
এবং বিধস্য সর্ব্বস্য সূতকং সমুদাহৃতম্ ॥৮
ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥৯
ব্যসনাসক্তচিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগবিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥১০
ন সূতকং কদাচিৎ স্যাদ্ যাবজ্জীবন্তু সূতকম্।
এবং গুণবিশেষণ সূতকং সমুদাহৃতম্ ॥১১
সূতকে মৃতকে চৈব তথা চ মৃত-সূতকে।
এতৎসংহতশৌচানাং মৃতশৌচেন শুধ্যতি ॥১২
দানং প্রতিগ্রহো হোমঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে।
দশাহাত্তু পরং শৌচং বিপ্রোঽর্হতি চ ধর্ম্মবিৎ ॥১৩
দানঞ্চ বিধিনা দেয়ং অশুভাত্তারকং হি তৎ।
মৃতকান্তে মৃতো যস্তু সূতকান্তে চ সূতকম্ ॥১৪
এতৎসংহতশৌচানাং পূর্ব্বাশৌচেন শুধ্যতি।
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুজ্যতে ॥১৫
চতুর্থেঽহনি কর্ত্তব্যমস্থিসঞ্চয়নং দ্বিজৈঃ।
ততঃ সঞ্চয়নাদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শো বিধীয়তে ॥১৬
বর্ণানামানুলোম্যেন স্ত্রীণামেকো যদা পতিঃ।
দশ-ষট্-ত্র্যহমেকাহঃ প্রসবে সূতকং ভবেৎ ॥১৭
যজ্ঞকালে বিবাহে চ দেশভঙ্গে তথৈব চ।
হূয়মানে তথাগ্নৌ চ নাশৌচং মৃত-সূতকে ॥১৮
সুস্থকালে ত্বিদং সর্ব্বমশৌচং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্গতস্য সর্ব্বস্য সূতকে ন তু সূতকম্ ॥১৯

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

করে—এইরূপ ব্যক্তিদিগের চিরদিন অশৌচ থাকে। রোগী, কৃপণ, ঋণগ্রস্ত, ক্রিয়াহীন, মূখ, স্ত্রৈণ, ব্যসনাসক্তচিত্ত, সর্ব্বদা পরাধীন এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান না করে, তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ।১-১০।

তাহাদিগের কদাচিৎ অশৌচ নাই—এইরূপ গুণানুসারে অশৌচ নির্দ্দেশ করা হইল। জননাশৌচ-মরণাশৌচ বা মরণাশৌচ-জননাশৌচ, এই অশৌচ একত্র হইলে মরণাশৌচের দ্বারা শুদ্ধি হয়। দান, প্রতিগ্রহ, হোম এবং বেদপাঠ অশৌচে নিষিদ্ধ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দশ দিনের পর শুদ্ধি লাভ করে। তখন বিধিপূর্ব্বক দান করা উচিত। কেননা দানই লোককে অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ করে। মরণাশৌচের মধ্যে মরণাশৌচ হইলে বা জননাশৌচের মধ্যে জননাশৌচ হইলে এই সঙ্কীর্ণ অশৌচের পূর্বাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি জানিবে। উভয় অশৌচেই অশৌচ-কালে অশৌচী বংশের অন্ন অন্যে ভোজন করিবে না। দ্বিজগণ চতুর্থ দিনে অস্থি-সঞ্চয়ন করিবে। তাহার পর তাহাদিগের অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব-অশৌচ দূর হইবে। যদি এক পতির অনুলোমক্রমে চারি ভার্য্যা হয়, তাহা হইলে সেই পতির ঐ সকল স্ত্রীর সন্তান উৎপত্তিতে দশ দিন, ছয় দিন, তিন দিন এবং এক দিন অশৌচ হইবে। ১১-১৭

যজ্ঞকালে, আরব্ধ বিবাহে, দেশবিপ্লবে এবং হোমারম্ভ করিলে জনন-মরণে অশৌচ হইবে না। এই সকল অশৌচ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই কীর্ত্তিত হইল। আপদ্গত ব্যক্তির আর অশৌচ নাই।১৮-১৯।

দক্ষ-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

লোকো বশীকৃতো যেন যেন চাত্মা বশীকৃতঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থো জিতো যেন তং যোগং প্রব্রবীম্যহম্ ॥১
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারস্তু ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে ॥২
নারণ্যসেবনাদ্ যোগো নানেকগ্রন্থচিন্তনাৎ।
ব্রতৈর্যজ্ঞৈস্তপোভিশ্চ ন যোগঃ কস্যচিদ্ ভবেৎ ॥৩
ন চ পথ্যাশনাদ্ যোগো ন নাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।
ন চ শাস্ত্রাতিরিক্তেন শৌচেন স ভবেৎ ক্বচিৎ ॥৪
ন মৌন-মন্ত্র-কুহকৈরনেকৈঃ সুকৃতৈস্তথা।
লোকযাত্রাবিযুক্তস্য যোগো ভবতি কস্যচিৎ ॥৫
অভিযোগাত্তথাভ্যাসাত্তস্মিন্নেব তু নিশ্চয়াৎ।
পুনঃ পুনশ্চ নির্ব্বেদাদ্ যোগঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥৬

আত্মচিন্তাবিনোদেন শৌচক্রীড়নকেন চ।
সর্ব্বভূতসমত্বেন যোগঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥৭
যশ্চাত্মনি রতো নিত্যমাত্মক্রীড়স্তথৈব চ।
আত্মনিষ্ঠশ্চ সততমাত্মন্যেব স্বভাবতঃ ॥৮
রতশ্চৈব স্বয়ং তুষ্টঃ সন্তুষ্টো নান্যমানসঃ।
আত্মন্যেব সুতৃপ্তোঽসৌ যোগস্তস্য প্রসিধ্যতি ॥৯
সুপ্তোঽপি যোগযুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রচ্চাপি বিশেষতঃ।
ঈদৃক্ চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো গরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১০
য আত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি।
ব্রহ্মীভূয় স এবং হি দক্ষপক্ষ উদাহৃতঃ ॥১১
বিষয়াসক্তচিত্তো হি যতির্মোক্ষং ন বিন্দতি।
যত্নেন বিষয়াসক্তিং তস্মাদ্ যোগী বিবর্জ্জয়েৎ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

যাহা দ্বারা জগৎ বশ করা যায়, যাহা দ্বারা আত্মা বশীভূত হয়, যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়-জয় হয়—সেই যোগের কথা বলিতেছি,—প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, তর্ক এবং সমাধি, যোগের এই ছয়টি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অরণ্য-সেবনে, অনেক গ্রন্থচিন্তনে, ব্রত, যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না; অর্থাৎ ভোজনে বা নাসাগ্রদর্শনেও যোগসিদ্ধি হয় না। ফল কথা—শাস্ত্রাতিরিক্ত অশৌচে কখনই যোগ হইতে পারে না। মৌন, মন্ত্র ও নানাবিধ কুহকের দ্বারাও যোগসিদ্ধি হয় না। তবে যাহারা লোক যাত্রা হইতে বিযুক্ত, যোগাভ্যাসে দৃঢ় সাধক, যোগে কৃতনিশ্চয়, তাহাদিগেরই বহু পুণ্যফলে ভূয়োভূয়ঃ সংসার নির্ব্বেদে যোগসিদ্ধি হয়; অন্য কোন রূপে হয় না। ১-৬

আত্মচিন্তা-রূপ আমোদ-প্রমোদে শাস্ত্রোক্ত শৌচের ক্রীড়নকে এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সমজ্ঞানে যোগসিদ্ধি হয়, অন্য কোনরূপে হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মরত, আত্মক্রিয়া-পরায়ণ, আত্মনিষ্ঠ, স্বভাবত সর্ব্বদা আত্মধ্যান-পরায়ণ, স্বয়ংতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত এবং অনন্যচিত্ত, তাহারই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থাতেও যোগযুক্ত থাকিবে, জাগ্রৎ অবস্থাতে ত থাকিবেই। যাহার চেষ্টা এইরূপ, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে গরীয়ান্। যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায় না, সে ব্রহ্মস্বরূপ—ইহা দক্ষের মত। যে যতির চিত্ত বিষয়াসক্ত, সে মোক্ষলাভ করিতে পারে না। অতএব যোগী যত্নপূর্ব্বক বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ বলে,—বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নামই যোগ, এই সকল অপণ্ডিত ব্যক্তি অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭-১৩

অপরে বলে—আত্মা এবং মনের সংযোগের নামই যোগ। ইহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূর্খ এবং কেবল যোগবঞ্চিত। মনকে বৃত্তিহীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিলে মুক্তিলাভ করিবে—ইহাই প্রধান যোগ। অনুরাগ, মোহ, বিক্ষেপ, লজ্জা এবং আশঙ্কাদি চিত্তের ব্যাপার বলিয়া কথিত। ইহাদিগকে জয় করিয়া বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগং কেচিদ্ যোগং বদন্তি হি।
অধর্ম্মো ধর্ম্মরূপেণ গৃহীতস্তৈরপণ্ডিতৈঃ ॥১৩
মনসশ্চাত্মনশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপরে।
উক্তানামধিকা হ্যেতে কেবলং যোগবঞ্চিতাঃ ॥১৪
বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥১৫
কষায়-মোহ-বিক্ষেপ-লজ্জা-শঙ্কাদিচেতসঃ।
ব্যাপারাস্তু সমাখ্যাতাস্তান্ জিত্বা বশমানয়েৎ ॥১৬
কুটুম্বৈঃ পঞ্চভির্গ্রাম্যৈঃ ষষ্ঠস্তত্র মহত্তরঃ।
দেবাসুর-মনুষ্যৈস্তু স জেতুং নৈব শক্যতে ॥১৭
বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নন্ শূরস্তু নোচ্যতে।
জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥১৮
বহির্মুখানি সর্ব্বাণি কৃত্বা চাভিমুখানি বৈ।
সর্ব্বঞ্চৈবেন্দ্রিয়গ্রামং মনশ্চাত্মনি যোজয়েৎ ॥১৯
সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ।
এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যুর্গ্রন্থবিস্তরাঃ ॥২০
ত্যক্ত্বা বিষয়ভোগাংশ্চ মনো নিশ্চলতাং গতম্।
আত্মশক্তিস্বরূপেণ সমাধিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২১
চতুর্ণাং সন্নিকর্ষেণ পদং যত্তদশাশ্বতম্।
দ্বয়োস্তু সন্নিকর্ষেণ শাশ্বতং ধ্রুবমক্ষয়ম্ ॥২২
যন্নাস্তি সর্ব্বলোকস্য তদস্তীতি বিরুধ্যতে।
কথ্যমানং তথান্যস্য হৃদয়ে নাবতিষ্ঠতে ॥২৩
স্বসংবেদ্যং হি তদ্ ব্রহ্ম কুমারীমৈথুনং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি জাতান্ধো হি যথা ঘটম্ ॥২৪
নিত্যাভ্যসনশীলস্য সুসংবেদ্যং হি তদ্ভবেৎ।
তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দ্দেশ্যং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥২৫
বুধস্ত্বাভরণং ভাবং মনসালোচনং যথা।
মন্যতে স্ত্রী চ মূর্খশ্চ তদেব বহু মন্যতে ॥২৬

পঞ্চ গ্রাম্য কুটুম্বের সহিত প্রধানতর ষষ্ঠ ব্যক্তিকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন যাহার বশীভূত, সে ব্যক্তি সুরাসুর মনুষ্যগণের অজেয়।১৪-১৭।

বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছে—সে-ই পণ্ডিতগণের নিকট বীর বলিয়া পরিচিত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া মনে এবং মনকে জীবাত্মাতে নিয়োজিত করিবে। সর্বাবস্থা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবে—ইহাই ধ্যান, ইহাই যোগ; অবশিষ্ট যা কিছু তৎসমস্ত গ্রন্থবাহুল্য মাত্র। বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-শক্তিরূপে মনের স্থিরতার নামই সমাধি। স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদলাভ হয়—তাহা অনিত্য; কিন্তু কেবল জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগে যে পদ লাভ করা যায়, তাহা অক্ষয় এবং চিরস্থায়ী। যাহা কাহারও নাই, তাহা আছে বলিলে বিরোধ হয়। অতএব অন্যের হৃদয়ে তাহা থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম কুমারী-মৈথুনের ন্যায় মাত্র নিজেরই বিজ্ঞেয়। যে ব্যক্তি যোগী নহে, সে জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘটাদি ন্যায় ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। নিত্য-যোগাভ্যাসী ব্যক্তি ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারে। সেই সনাতন পরম ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দ্দেশ্য। পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তের আলোচনার ন্যায় ব্রহ্মকে এক ভাবে অবগত হন। স্ত্রীলোক এবং মূর্খ লোক তাঁহাকে নানারূপে ভাবিয়া থাকে। ১৮-২৬

অতিশয় সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দেবগণও বিষয়ের বশীভূত। প্রমত্ত অল্প-সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্যের কথা বলা বাহুল্য মাত্র; অতএব মনোমালিন্য ত্যাগ করিয়া দণ্ডধারণ করিবে। অন্যথা তাহা করিতে সমর্থ হয় না, কেবল বিষয়াভিভূত হয়। যেমন বায়ুজনিত জল তরঙ্গাঘাতে ক্ষণকালও স্থির থাকে না, চিত্তও তদ্রূপ; অতএব কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত।১৮-২৯।

অনেক মনুষ্যই ত্রিদণ্ড-ধারণচ্ছলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে ত্রিদণ্ড-ধারণের উপযুক্ত অধিকারী হয় না। সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে। মৈথুন অষ্টবিধ;—স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গোপনে কথোপকথন, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও

সত্ত্বোৎকটাঃ সুরাশ্চাপি বিষয়েণ বশীকৃতাঃ।
প্রমাদিভিঃ ক্ষুদ্রসত্ত্বৈর্মানুষৈরত্র কা কথা ॥২৭
তস্মাৎ ত্যক্তকষায়েণ কর্ত্তব্যং দণ্ডধারণম্।
ইতরস্তু ন শক্নোতি বিষয়ৈরভিভূয়তে ॥২৮
ন স্থিরং ক্ষণমপ্যেকমুদকং হি যথোর্ম্মিভিঃ।
বাতাহতং তথা চিত্তং তস্মাৎ তস্য ন বিশ্বসেৎ ॥২৯
ত্রিদণ্ডব্যপদেশেন জীবন্তি বহবো নরাঃ।
যো হি ব্রহ্ম ন জানাতি ন ত্রিদণ্ডার্হ এব সঃ ॥৩০
ব্রহ্মচর্য্যং সদা রক্ষেদষ্টধা মৈথুনং পৃথক্।
স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ॥৩১
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৩২
ন ধ্যাতব্যং ন বক্তব্যং ন কর্তব্যং ন কদাচন।
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ সুসম্পন্নো যতির্ভবতি নেতরঃ ॥৩৩
পারিব্রজ্যং গৃহীত্বা চ যো ধর্ম্মে নাবতিষ্ঠতি।
শ্বপদেনাঙ্কয়িত্বা তং রাজা শীঘ্রং প্রবাসয়েৎ ॥৩৪

একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামস্তথা খ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে ॥৩৫
নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্ত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ॥৩৬
রাজবার্ত্তাদি তেষাস্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্।
স্নেহ-পৈশুন্য-মাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাদসংশয়ম্ ॥৩৭
লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃ কুতপস্বিনাম্ ॥৩৮
ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥৩৯
তপোজপৈঃ কৃশীভূতো ব্যাধিতোঽবসথাবহঃ।
বৃদ্ধো গ্রহগৃহীতশ্চ যশ্চান্যো বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥৪০
নীরুজশ্চ যুবা চৈব ভিক্ষুর্নাবসথাবহঃ।
স দূষয়তি তৎ স্থানং বুধান্ পীড়য়তীতি চ ॥৪১
নীরুজশ্চ যুবা চৈব ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বিনশ্যতি।
ব্রহ্মচর্য্যাবিনষ্টস্তু কুলঞ্চৈব তু নাশয়েৎ ॥৪২

কার্য্যসমাপ্তি। পণ্ডিতগণ বলেন—মৈথুনের এই অষ্টাঙ্গ। ইহার চিন্তা করিবে না, ইহা বলিবে না এবং কখনই করিবে না। এইরূপে সুসম্পন্ন ব্যক্তি যতি হইতে পারে, অপরে পারে না। যে ব্যক্তি পরিব্রাজক হইয়া ধর্ম্মপালন না করে, রাজা তাহাকে শ্ব (কুক্কুর)-পদচিহ্নে চিহ্নিত করিয়া শীঘ্র নির্ব্বাসিত করিবেন। এইরূপ এক ব্যক্তি ভিক্ষুক, দুইজন হইলে মিথুন, তিন জন হইলে গ্রাম, ইহার ঊর্দ্ধ হইলে নগর বলিয়া জানিবে। যতি নগর, গ্রাম বা মিথুন করিবে না। এই তিনটী কার্য্য করিলে যতি স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হয়; কেননা দুই জন প্রভৃতি একত্র থাকিলে নিশ্চয়ই ভিক্ষাবার্ত্তা, রাজবার্ত্তা, স্নেহ, পৈশুন্য ও মাৎসর্য্য হইয়া থাকে। লাভ ও সম্মানের নিমিত্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা, শিষ্য-সংগ্রহ ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বর কু-তপস্বিগণের মধ্যে প্রচলিত। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনবাস, ভিক্ষুর এই চারিটী কর্ত্তব্য কার্য্য, পঞ্চম কার্য্য নাই। তপস্যা এবং জপের দ্বারা কৃশ, রোগী, বৃদ্ধ, গ্রহগ্রস্ত এবং বিকালে নিদ্রায় ভিক্ষু কোন গৃহস্থের গৃহ আশ্রয় করিতে পারে। কিন্তু অরোগী যুবা ভিক্ষু গৃহে থাকিতে পারে না; যদি কখন থাকে, তাহা হইলে সে সেই স্থানকে দূষিত এবং পণ্ডিতগণকে পীড়িত করে। ৩০-৪১

অরোগী যুবা ভিক্ষুক এইরূপ করিলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিচ্যুত হয়, ব্রহ্মচর্য্য-বিচ্যুত হইলে নিজ বংশকে অধঃপাতিত করে। ভিক্ষু আবসথে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রগৃহে বাস করিবার সময় যদি মৈথুনসেবা করে, তাহা হইলে সেই আবসথস্বামীর মূল বিচ্ছিন্ন হয়। যতি যাহার আশ্রমে মুহূর্ত্তকালও বিশ্রাম করে, তাহার অন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন কি? সে তাহাতে কৃতার্থ হয়। গৃহস্থ মরণকাল পর্য্যন্ত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, যতি তাহার গৃহে এক রাত্রি বাস করিলেই তৎসমস্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। যে ব্যক্তি যোগাশ্রমে পরিশ্রান্ত যতিকে ভোজন করায়, সচরাচর ত্রৈলোক্যবাসীকে ভোজন করাইলে যে ফল, তাহার সেই ফল হয়। ৪২-৪৬

যে দেশে ধ্যানযোগ-বিচক্ষণ যোগী বাস করে, সে

বসন্নাবসথে ভিক্ষুর্মৈথুনং যদি সেবতে।
তস্যাবসথনাথস্য মূলান্যপি নিকৃন্ততি ॥৪৩
আশ্রমে তু যতির্যস্য মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
কিং তস্যান্যেন ধর্ম্মেণ কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥৪৪
সঞ্চিতং যদ্ গৃহস্থেন পাপমামরণান্তিকম্।
স নির্দ্দহতি তৎ সর্ব্বমেকরাত্রোষিতো যতিঃ ॥৪৫
যোগাশ্রমপরিশ্রান্তং যস্তু ভোজয়তে যতিম্।
নিখিলং ভোজিতং তেন ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥৪৬
যস্মিন্ দেশে বসেদ্ যোগী ধ্যানযোগবিচক্ষণঃ।
সোঽপি দেশো ভবেৎ পূতঃ কিং পুনস্তস্য বান্ধবাঃ॥৪৭
দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পরমার্থিকম্ ॥৪৮
নাহং নৈবান্যসম্বন্ধো ব্রহ্মভাবেণ ভাবিতঃ।
ঈদৃশায়ামবস্থায়ামবাপ্যং পরমং পদম্ ॥৪৯
দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে অদ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথা ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ ॥৫০
তত্রাত্মাব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশ্যতি।
ততঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থসঞ্চয়াঃ ॥৫১
দক্ষশাস্ত্রং যথা প্রোক্তমশেষাশ্রমমুত্তমম্।
অধীয়ন্তে তু যে বিপ্রাস্তে যান্ত্যমরলোকতাম্ ॥৫২
ইদন্তু যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা শৃণুয়াদধমোঽপি বা।
স পুত্র-পৌত্র-পশুমান্ কীর্ত্তিঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ ॥৫৩
শ্রাবয়িত্বা ত্বিদং শাস্ত্রং শ্রাদ্ধকালেঽপি বা দ্বিজঃ।
অক্ষয়ং ভবতি শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চোপজায়তে ॥৫৪

ইতি দাক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

সমাপ্তেয়ং-দক্ষসংহিতা

দেশও পবিত্র হয়, যতির বান্ধবগণ যে পবিত্র হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈতভাব এবং অদ্বৈতভাব—এই চিন্তাই পারমার্থিক। ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অহংজ্ঞান বা অন্য সম্বন্ধজ্ঞান করিবে না। ঈদৃশ অবস্থা হইলে পরমপদ লাভ হয়। যাহারা দ্বৈতপক্ষে আস্থাসম্পন্ন এবং যাহারা অদ্বৈতবাদী, তাহাদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদীদিগের সুনিশ্চিত ধর্ম্ম বলিতেছি। যদি আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু দেখিতে পায়, তবেই শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং গ্রন্থরাশি শ্রবণ করিবে। এই যথাকথিত সকল আশ্রমের উত্তম ধর্ম্মঘটিত দক্ষশাস্ত্র যে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করে, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি অধম ব্যক্তিও এই শাস্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পুত্র, পৌত্র ও পশুধন-সম্পন্ন হইয়া যশস্বী হয়। দ্বিজ শ্রাদ্ধকালে এই শাস্ত্র শ্রবণ করাইলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয়- ফলজনক হয় এবং পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।৪৭-৫৪।

দক্ষ-সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা
দক্ষ-সংহিতা সম্পূর্ণ

গৌতম-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

গৌতম-সংহিতা

প্রথমঃ [illegible]য়ঃ

বেদো ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলে। দৃষ্টো ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ মহতাম্। ন তু দৃষ্টোঽর্থো পরদৌর্বল্যাৎ। তুল্যবলবিধে বিকল্পঃ।

উপনয়নং ব্রাহ্মণস্যাষ্টমে নবমে পঞ্চমে বা কাম্যং গর্ভাদিঃ সঙ্খ্যা বর্ষাণাং তদ্দ্বিতীয়ং জন্ম।

তদ্‌যস্মাৎ স আচার্য্যো বেদানুবচনাচ্চ।

একাদশ-দ্বাদশয়োঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ।

আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাপতিতা সাবিত্রী দ্বাবিংশতে রাজন্যস্য দ্ব্যধিকায়া বৈশ্যস্য।

মৌঞ্জী-জ্যা-মৌর্ব্বী-সৌত্র্যো মেখলাঃ, ক্রমেণ কৃষ্ণ-রুরু-বস্তাজিনানি বাসাংসি, শাণ-ক্ষৌম-চীরকুতপাঃ, সর্ব্বেষাং কার্পাসঞ্চাবিকৃতম্।

কাষায়মপ্যেকে।

বার্ক্ষং ব্রাহ্মণস্য, মাঞ্জিষ্ঠহারিদ্রে ইতরয়োঃ, বৈল্ব-পালাশৌ ব্রাহ্মণস্য দণ্ডাবশ্বত্থ-পৈলবৌ শেষে যজ্ঞিয়া বা সর্ব্বেষামপীরিতা যূপচক্রাঃ সবল্কলা, (সশল্কা) মূর্দ্ধললাটনাসাগ্রপ্রমাণাঃ।

মুণ্ডজটিলশিখাজটাশ্চ।

দ্রব্যহস্ত উচ্ছিষ্টোঽনিধায়াচামেৎ। দ্রব্যশুদ্ধিঃ পরিমার্জ্জন-প্রদাহ-তক্ষণ-নির্ণেজনানি তৈজস-মার্ত্তিক-দারব-তান্তবানাং, তৈজসবদুপল-মণি-শঙ্খ-শুক্তীনাং, দারুবদস্থিভূমেরাবপনঞ্চ ভূমেশ্চেলবদ্রজ্জুবিদলচর্ম্ম-ণামুৎসর্গো বাত্যন্তোপহতানাম্।

প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা শৌচমারভেৎ।

প্রথম অধ্যায়

বেদ এবং বেদজ্ঞগণের স্মৃতি ও আচার এই তিনটি ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মের ব্যতিক্রম এবং মহৎদিগের অবিচারিত কর্ম্ম ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পরবর্ত্তি মতের দুর্ব্বলতা-হেতু পূর্ব্বমতের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দুইটী বিরুদ্ধ মত সমান বলবান হইলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একতরের আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণের অষ্টম বা নবম বর্ষে উপনয়ন দিবে, ব্রহ্মবর্চ্চস ইচ্ছা করিলে পঞ্চম বর্ষেও দিতে পার। গর্ভ হইতে বর্ষের গণনা করিবে। এই উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম। যাঁহা দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হয়, তাঁহার নাম আচার্য্য; কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করান। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন দিবার বিধি। (গর্ভ ধরিয়া) ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের সাবিত্রী অপতিত থাকে এবং ক্ষত্রিয়ের বাইশ বৎসর আর বৈশ্যের চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী পতিত হয় না। উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের যথাক্রমে মৌঞ্জী, ধনুকের জ্যা (ছিলা) এবং সূত্রনির্ম্মিত মেখলা বিহিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে ঐ তিন জাতির পক্ষে উপনয়নের সময় কৃষ্ণসার, রুরু ও ছাগের চর্ম্ম আর শণ, ক্ষৌম এবং চীরকুতপ-বস্ত্রের ধারণ বিহিত হইয়াছে। পরন্তু সকলের পক্ষে কার্পাস-বস্ত্র অনিষিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন,—ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষত্বচ্-নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যের বস্ত্র এবং কাষায় বস্ত্র পক্ষে যথাক্রমে ঐ জাতীয় মাঞ্জিষ্ঠ এবং হারিদ্র বস্ত্র বিহিত। ব্রাহ্মণের বিল্ব বা পলাশ কাষ্ঠের দণ্ড, আর অবশিষ্ট দুই জাতির যথাক্রমে অশ্বত্থ এবং পীলুনির্ম্মিত দণ্ড বিহিত। অথবা অবশিষ্ট সকল জাতিই কোনরূপ যজ্ঞীয় বৃক্ষের সবল্কল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিতে পারে। দণ্ডের পরিমাণ তিন জাতির যথাক্রমে মস্তক, ললাট এবং নাসার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হইবে। ব্রাহ্মণ সর্ব্বমুণ্ডন করিবে, ক্ষত্রিয় মস্তকে জটা রাখিবে এবং বৈশ্য শিখা ও জটা রাখিবে।

শুচৌ দেশ আসীনো দক্ষিণং বাহুং জান্বন্তরা কৃত্বা যজ্ঞোপবীত্যা মণিবন্ধনাৎ পাণী প্রক্ষাল্য বাগ্‌যতো হৃদয়স্পৃশস্ত্রিশ্চতুর্ব্বাপ আচামেদ্, দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ, পাদৌ চাভ্যুক্ষেৎ, খানি চোপস্পৃশেচ্ছীর্ষণ্যানি মূর্দ্ধনি চ দদ্যাৎ।

সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা ক্ষুত্বা চ পুনঃ।

দন্তশ্লিষ্টেষু দন্তবদন্যত্র জিহ্বাভিমর্ষণাৎ।

প্রাক্‌চ্যুতেরিত্যেকে।

চ্যুতেষ্বাস্রাববদ্ বিদ্যান্নিগিরন্নেব তচ্ছুচিঃ।

ন মুখ্যাবিপ্রুষ উচ্ছিষ্টং কুর্ব্বন্তি তাশ্চেদঙ্গে নিপতন্তি।

লেপগন্ধাপকর্ষণে শৌচমমেধ্যস্য।

তদদ্ভিঃ পূর্ব্বং মৃদা চ মূত্র-পুরীষ-রেতো-বিস্রংসনাভ্য-বহারসংযোগেষু চ যত্র চাম্নায়ো বিদধ্যাৎ।

পাণিনা সব্যমুপসংগৃহ্যাঙ্গুষ্ঠমধীহি ভো ইত্যামন্ত্রয়েত গুরুঃ।

তত্র চক্ষু-র্ম্মনঃ-প্রাণোপস্পর্শনং দর্ভৈঃ, প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ পঞ্চদশমাত্রাঃ, প্রাক্‌কূলেষ্বাসনঞ্চ ওঁপূর্ব্বা ব্যাহৃতয়ঃ পঞ্চসপ্তান্তাঃ।

গুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং প্রাতর্ব্রহ্মানুবচনে চাদ্য-ন্তয়োরনুজ্ঞাত উপবিশেৎ।

কোন দ্রব্য হস্তে করিয়া যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য মাটিতে না রাখিয়া আচমন করিবে, তাহাতেই ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। তৈজস, মৃণ্ময়, কাষ্ঠ এবং তন্তু-নির্ম্মিত বস্তু অশুদ্ধ হইলে যথাক্রমে মার্জ্জন, দাহন, ছেদন এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ করিবে। প্রস্তর, মণি, শঙ্খ এবং শুক্তি-নির্ম্মিত দ্রব্য সকলের তৈজস বস্তুর ন্যায় শুদ্ধ করিবে; কাষ্ঠের মত অস্থি ও মৃণ্ময় বস্তুর শুদ্ধি করিবে এবং ভূমিকে হল-মুখ দ্বারা খনন করিয়া শুদ্ধ করিবে। দড়ি, বংশ-নির্ম্মিত পাত্র এবং চর্ম্মের নির্ম্মিত দ্রব্য বস্ত্রের মত শুদ্ধ করিবে। কোন বস্তু অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া স্বীয় শুদ্ধি করিবে। পবিত্র স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় জানুর মধ্যে দক্ষিণ বাহু রাখিয়া যথানিয়মে যজ্ঞোপবীত ধারণ-পূর্ব্বক মণিবন্ধ (কনুই) অবধি হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া নিঃশব্দে তিন বার বা চারি বার সেই পরিমাণে আচমন করিবে, যাহাতে আচান্ত জল হৃদয় অবধি স্পর্শ করিতে পারে।

তদনন্তর দুই বার ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে। পাদদ্বয় অভ্যুক্ষণ করিবে। উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয় সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। নিদ্রা গিয়া, ভোজন করিয়া এবং হাঁচিয়া পুনরায় উক্তরূপে আচমন করিবে। দাঁতের পাশে যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা যদি জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহা দাঁতের মধ্যেই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বলেন,—যে পর্য্যন্ত উহা চ্যুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা দন্তের মধ্যেই গণ্য। ঐ বস্তু দন্ত হইতে চ্যুত হইলে নিষ্ঠীবনাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিলেই শুদ্ধি। উহা গিলিয়া ফেলিলেই শুদ্ধি। মুখ হইতে যে সকল বিন্দু শরীরে পতিত হয়, উহা দ্বারা শরীর উচ্ছিষ্ট হয় না। শরীর হইতে অমেধ্য বস্তুর লেপ এবং গন্ধ দূরীভূত করিলেই উহা শুদ্ধ হয়। মূত্রত্যাগ, পুরীষত্যাগ, রেতঃস্খলন এবং আহারীয় দ্রব্যের সংযোগে শাস্ত্রে যেখানে যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তদনুরূপ জল এবং মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ করিবে। গুরু হস্ত দ্বারা শিষ্যের সব্য অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া "ওহে অধ্যয়ন কর" এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন।

তাহার পর শিষ্যের দর্ভ দ্বারা চক্ষুঃ, মনঃ ও প্রাণের স্থান এবং ঘ্রাণ স্পর্শ করিবে; প্রত্যেক স্থলে পঞ্চদশ মাত্রারূপে তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পূর্ব্ববিস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া ওঙ্কার পূর্ব্বক পঞ্চ বা সপ্ত ব্যাহৃতি পাঠ করিবে। প্রাতঃকালে শিষ্য বেদাধ্যয়নের আরম্ভে এবং অন্তে গুরুর পাদগ্রহণ করিবে এবং গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উপবেশন করিবে। শিষ্য বেদ অধ্যয়নের সময় গুরুর দক্ষিণে পূর্ব্ব বা উত্তর-মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া

প্রাঙ্মুখো দক্ষিণতঃ শিষ্য উদঙ্মুখো বা সাবিত্রীঞ্চানুবচন-মাদিতো ব্রহ্মণ আদানে ওঁকারস্যাহন্যত্রাপি। অন্তরাগমনে পুনরুপসদনং, শ্ব-নকুল-সর্প-মণ্ডূক-মার্জ্জারাণাং ত্র্যহমুপবাসো বিপ্রবাসশ্চ প্রাণায়ামা ঘৃত-প্রাশনঞ্চেতরেষাম্। শ্মশানাধ্যয়নে চৈবম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ১।

প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে, অন্তে ওঙ্কারের উচ্চারণ করিবে। পড়িবার সময় কেহ মধ্য দিয়া গমন করিলে পুনরায় পাঠ আরম্ভ করিবে। যদি কুকুর, বেজি, সর্প, মণ্ডূক বা বিড়াল গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তিন দিন উপবাস করিবে এবং গুরু হইতে পৃথক্ থাকিবে। অপর কোন জন্তু মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রাণায়াম এবং ঘৃত ভোজন করিবে। শ্মশানস্থানে অধ্যয়ন করিলেও এই নিয়ম।

গৌতম-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রাগুপনয়নাৎ কামচারবাদ-ভক্ষোঽহুতোঽব্রহ্মচারী, যথোপপাদমূত্রপুরীষো ভবতি, নাস্যাচমনকল্পো বিদ্য-তেঽন্যত্রাপমার্জ্জন-প্রধাবনাবোক্ষণেভ্যো, ন তদুপ-স্পর্শনাশৌচং, ন ত্বেবৈনমগ্নিহবন-বলিহরণয়োর্নিযুঞ্জ্যাৎ, ন ব্রহ্মাভিব্যাহারয়েৎ—অন্যত্র স্বধানিনয়নাৎ। উপনয়নাদি-নিয়মঃ। উক্তং ব্রহ্মচর্য্যমগ্নীন্ধনভৈক্ষ-চরণে সত্যবচনমপামুপস্পর্শনম্। একে গোদানাদি। বহিঃ সন্ধ্যার্থঞ্চাতিষ্ঠেৎ পূর্ব্বমাসীতোত্তরাং সজ্যোতিষ্যা জ্যোতিষো দর্শনাদ্ বাগ্ যতঃ। নাদিত্যমীক্ষেত, বর্জ্জয়েন্মধু-মাংস-গন্ধ-মাল্য-দিবাস্বপ্না-ঞ্জনাভ্যঞ্জন-যানোপানচ্ছত্র-কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-বাদ্যবাদন-স্নান-দন্তধাবন-হর্ষ-নৃত্য-গীত-পরিবাদভয়ানিগুরুদর্শনে কর্ণপ্রাবৃতাবসকৃথিকায়াশ্রয়ণ-পাদপ্রসারণানি নিষ্ঠীবিত-হসিত-বিজৃম্ভিতাস্ফোট-নানি স্ত্রী-প্রেক্ষণালম্ভনে মৈথুনশঙ্কায়াং দ্যূতং হীনবর্ণসেবা-মদত্তাদানং হিংসাম্ আচার্য্য-তৎপুত্র-স্ত্রী-দীক্ষিত-নামানি শুক্কাং বাচং মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। অধঃশয্যাশায়ী পূর্ব্বোত্থায়ী জঘন্যসংবেশী বাগ্বাহূ-

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনয়নের পূর্ব্বে যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছ সম্ভাষণ এবং যথেচ্ছ ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। তখন হবন বা ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার হয় না। অনুপনীত ব্যক্তির মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিবার কোন নিয়ম নাই, তাহার গাত্রমার্জ্জন, প্রক্ষালন এবং উপরে জল ছিটান ভিন্ন শুদ্ধির নিমিত্ত আচমনাদির বিধান নাই। স্পর্শ জন্য তাহার অশৌচ নাই, তাহাকে অগ্নি-হবন বা পঞ্চ মহাযজ্ঞে নিযুক্ত করিবে না এবং পিতৃকার্য্য ব্যতীত তাহাকে বেদমন্ত্রেরও পাঠ করাইবে না।

উপনয়ন হইতে সমস্ত নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে। উপনয়নের পর বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য বেদাধ্যয়ন, অগ্নিচয়ন, ভিক্ষা, সত্যসম্ভাষণ এবং জল দ্বারা আচমনের অনুষ্ঠান করিবে। কেহ কেহ বলেন,—গোদানাদি কার্য্যও করিবে। গৃহের বাহিরে সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ-পদার্থের যে পর্য্যন্ত দর্শন না হয়,

দরসংযতঃ। নাম-গোত্রে গুরোঃ সমানতো নির্দ্দিশেৎ। অর্চ্চিতে শ্রেয়সি চৈবম্। শয্যাসন-স্থানানি বিহায় প্রতিশ্রবণমভিক্রমণং বচনা-দৃষ্টেনাধঃস্থানাসনস্তির্য্যগ্‌বা তৎসেবায়াম্।
গুরুদর্শনে চোত্তিষ্ঠেদ্ গচ্ছন্তমনুব্রজেৎ কর্ম্ম বিজ্ঞাপ্যাখ্যায়াহূতাধ্যায়ী যুক্তঃ প্রিয়-হিতয়োস্তদ্ভার্য্যা-পুত্রেষু চৈবম্। নোচ্ছিষ্টাশন-স্নপন-প্রসাধন-পাদ-প্রক্ষালনোন্মর্দ্দনোপসংগ্রহণানি। বিপ্রোষ্যোপসং-গ্রহণং গুরুভার্য্যাণাং তৎপুত্রস্য চ।
নৈকে যুবতীনাম্। ব্যবহারপ্রাপ্তেন সার্ব্ববর্ণিকং ভৈক্ষচরণমভিশস্তপতিতবর্জ্জম্। আদি-মধ্যান্তেষু ভবচ্ছব্দঃ প্রযোজ্যো বর্ণানুপূর্ব্বেণ। আচার্য্য-জ্ঞাতি-গুরু-স্বেষ্বলাভেঽন্যত্র। তেষাং পূর্ব্বং পরিহরন্ নিবেদ্য গুরবেঽনুজ্ঞাতো ভুঞ্জীত। অসন্নিধৌ

সেই পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। (উদয়-কালীন) সূর্য্য দর্শন করিবে না, ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, গন্ধ-মাল্য, দিবানিদ্রা, অঞ্জন (কাজল), অভ্যঞ্জন (তৈলমর্দ্দন), যানারোহণ, উপানহধারণ, ছত্রধারণ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বাদ্যযন্ত্রের বাদন, স্নান, দন্তধাবন, হর্ষ, নৃত্য, গীত, নিন্দা এবং গুরুর সম্মুখে কর্ণ-আচ্ছাদন, অবসক্থিকরণ (বেড় দিয়া বসা), অবয়ব-বিশেষ আশ্রয় (গালে হাত দিয়া বসা ইত্যাদি), পাদপ্রসারণ, নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), উচ্চ হাস্য, বিজৃম্ভণ (হাইতোলা), অঙ্গস্ফোটন (আড়ামোড়া), মৈথুনেচ্ছায় পরস্ত্রীদর্শন বা তাহার সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া, নীচসেবা, কেহ না দিলে তাহার গ্রহণ, হিংসা, আচার্য্য, আচার্য্যের পুত্র ও স্ত্রী এবং দীক্ষিত ব্যক্তির নাম গ্রহণ, নিরর্থক বাক্য ও মদ্যপান—এই সকল কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে।

গুরু অপেক্ষা অধঃশয্যায় শয়ন করিবে, তাঁহার পূর্ব্বে জাগরণ করিয়া উঠিবে, তদপেক্ষা হীন শয্যায় শয়ন করিবে। বাক্য, বাহু, উদরের সংযম করিবে। মান অর্থাৎ সমাদরের সহিত গুরুর নাম ও গোত্র নির্দ্দেশ করিবে। সমুদয় পূজ্য এবং উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর শয্যা, আসন এবং স্থান পরিত্যাগ করিবে। নম্রভাবে অবস্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ গুরুর প্রত্যক্ষে থাকিয়া গুরুর নিম্ন আসনে অবস্থান বা বক্রভাবে অবস্থানেই গুরু সেবা। গুরুকে দেখিলেই উঠিয়া দাঁড়াইবে, তিনি গমন করিলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, জানাইয়া কর্ম্ম করিবে। তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিবে।

তিনি যখন অধ্যয়ন করিতে বলিবেন, তখনই অধ্যয়ন করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় এবং হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। তাঁহার ভার্য্যা-পুত্রেরও সহিতও এইরূপ ব্যবহার করিবে। গুরুর ভার্য্যা বা পুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না, তাহাদিগকে স্নান বা অলঙ্কৃত করাইবে না এবং তাহাদের পাদপ্রক্ষালন, পাদোন্মর্দ্দন (পা টিপে দেওয়া) এবং পাদগ্রহণ করিবে না। তবে কোন বিদেশ হইতে আগমন করিয়া গুরুভার্য্যার ও তৎপুত্রের পাদগ্রহণ মাত্র করিবে। কেহ কেহ বলেন,—গুরুপত্নী যুবতী হইলে তাহাও করিবে না। আবশ্যক হইলে পতিত এবং অভিশাপগ্রস্ত-ভিন্ন সকল বর্ণের গৃহেই ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভিক্ষার সময় বর্ণক্রমে প্রথম, মধ্য এবং অন্তে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষার সময় প্রথমে ভবৎশব্দের প্রয়োগ করিবে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে।

আচার্য্যকুল, জ্ঞাতি, গুরু এবং অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট ভিক্ষা না পাইলে অন্যত্র করিবে, ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বোল্লিখিতকে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবে, তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভোজন করিবে। গুরু নিকটে না থাকিলে তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং স্বীয় সহাধ্যায়ী শিষ্যের মধ্যে যথাক্রমে যে উপস্থিত থাকিবে, তাহাকেই প্রথমে ভিক্ষান্ন সমর্পণ করিবে।

নীরব হইয়া যে পর্য্যন্ত তৃপ্তি না হয়, ভোজন করিবে; লুব্ধ না হইয়া অন্নের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আচমন করিবে। শিষ্যকে বধযোগ্য গুরুতর আঘাত না করিয়া শাসন করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য

তদ্ভার্য্যা-পুত্র-সব্রহ্মচারিসদ্ভ্যঃ। বাগ্‌যতস্তৃপ্যন্নলোলুপ্যমানঃ সন্নিধায়োদকং স্পৃশেৎ।
শিষ্যশিষ্টিরবধেনাশক্তো রজ্জু-বেণুবিদলাভ্যাং তনুভ্যামন্যেন ঘ্নন্ রাজ্ঞা শাস্যঃ। দ্বাদশবর্ষাণ্যেকৈকবেদে ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, প্রতিদ্বাদশবর্ষেষু গ্রহণান্তং বা। বিদ্যান্তে গুরুরর্থেন নিমন্ত্র্যঃ। ততঃ কৃতানুজ্ঞানস্য স্নানম্।
আচার্য্যঃ শ্রেষ্ঠো গুরূণাং মাতেত্যেকে মাতেত্যেকে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

বংশখণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে। অন্য বস্তু দ্বারা শিষ্যকে আঘাত করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন। এক একটী বেদ-অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে এবং প্রতি বার-বৎসরই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে অথবা যে পর্য্যন্ত সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্তি হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে; অনন্তর গুরুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্নান করিবে। সকল প্রকার গুরুর মধ্যে আচার্য্যই শ্রেষ্ঠ; কেহ বলেন,—মাতাই সমুদয় গুরু অপেক্ষা গরীয়সী, মাতাই গরীয়সী।

গৌতম-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানস ইতি তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্।
তত্রোক্তং ব্রহ্মচারিণ আচার্য্যাধীনত্বমাত্রং গুরোঃ কর্ম্মশেষেণ জপেৎ গুর্ব্বভাবে তদপত্যবৃত্তিস্তদভাবে বৃদ্ধে সব্রহ্মচারিণ্যগ্নৌ বা। এবংবৃত্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরেষাঞ্চৈতদবিরোধী অনিচয়ো ভিক্ষুরূর্দ্ধরেতা ধ্রুবশীলো বর্ষাসু ভিক্ষার্থী গ্রামমিয়াৎ।
জঘন্যমনিবৃত্তং চরেৎ। নিবৃত্তাশীর্ব্বাক্-চক্ষুঃ-কর্ম্ম সংযতঃ।
কৌপীনাচ্ছাদনার্থং বাসো বিভৃয়াৎ।
প্রহীণমেকে নির্ণেজনাবিপ্রযুক্তম্।
ওষধি-বনস্পতীনামঙ্গমুপাদদীত।

তৃতীয় অধ্যায়

কেহ কেহ বলেন,—অধ্যয়ন-সমাপ্তির পর মনুষ্য আপন ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারী, গৃহী, ভিক্ষু এবং বৈখানস—এই চার আশ্রমের মধ্যে যে কোন আশ্রম অবলম্বন করিতে পারে। ঐ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই যোনি (মূলকারণ); কেননা অন্য সকল আশ্রম প্রজাশূন্য। ঐ চার প্রকার আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্ব্বদা আচার্য্যের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা উক্ত হইয়াছে। গুরুর কর্ম্ম সমাপন করিয়া জপ করিবে, গুরু না থাকিলে তাঁহার সন্তানে গুরুবদ্ ব্যবহার করিবে, গুরুর কোন সন্তান না থাকিলে গুরুর বৃদ্ধ শিষ্য সহাধ্যায়িতে বা ব্যবস্থাপিত অগ্নিতে সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঐরূপ ব্যবহার করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। ব্রহ্মচর্য্য অপর আশ্রমের বিরোধী নয়। ভিক্ষু সাধারণতঃ সঞ্চয়শূন্য, উর্দ্ধরেতা এবং স্থিরস্বভাব হইয়া বর্ষাকালে ভিক্ষার্থ গ্রামে ভ্রমণ করিবে।

অনিষিদ্ধ শূদ্রজাতির নিকটও ভিক্ষা করিতে পারে। ভিক্ষুক কাহাকে আশীর্ব্বাদ দিবে না এবং বাক্যকথন, দর্শন ও শ্রবণ বিষয়ে সংযত হইবে। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদনের উপযোগী বাস ধারণ করিবে। কেহ কেহ

ন দ্বিতীয়ামুপহর্ত্তুং রাত্রিং গ্রামে বসেৎ। মুণ্ডঃ শিখী বা বর্জ্জয়েজ্জীববধম্।
সমো ভূতেষু হিংসানুগ্রহয়োরনারম্ভী।
বৈখানসো বনে মূল-ফলাশী তপঃশীলঃ শ্রাবণকেনাগ্নি-মাধায়াগ্রাম্যভোজী দেব-পিতৃ-মনুষ্য-ভূতর্ষিপূজকঃ।
সর্ব্বাতিথিঃ প্রতিষিদ্ধবর্জ্জং ভৈক্ষমপ্যুপযুঞ্জীত ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্ঠেদ্ গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেজ্জটিলশ্চীরা-জিনবাসা নাতিশয়ং ভুঞ্জীত।
একাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাদ্গার্হস্থ্যস্য গার্হস্থ্যস্য।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

বলেন, ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং কখনও উহার মল শোধন করিবে না। ওষধি এবং বৃক্ষ হইতে ফলাদি গ্রহণ করিবে। ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিবে না। একবারে সর্ব্বমুণ্ডন করিবে অথবা শিখা রাখিবে। প্রাণিবধ করিবে না। সকল প্রাণীতে সমদর্শী হইবে এবং কাহার উপর হিংসা বা অনুগ্রহ করিবে না।

বৈখানস ফল মূল ভোজন করত বনে বাস করিবে। তপস্যাচরণ করিবে। শ্রাবণকের দ্বারা অগ্নি স্থাপন করিবে, গ্রাম্য অর্থাৎ গ্রামবাসীদের দেওয়া হীন দ্রব্য ভোজন করিবে না। দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত এবং ঋষিদিগের যথোচিত পূজা করিবে, নিষিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন সকলের গৃহেই অতিথি হইতে পারিবে। নিষিদ্ধ ব্যতীত ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। লাঙ্গল দ্বারা কৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিবে না। কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। মস্তকে জটা রাখিবে, চীর বা চর্ম্ম পরিধান করিবে। অধিক ভোজন করিবে না। আচার্য্যেরা বলেন,—গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, ইহার ফল প্রত্যক্ষ।

গৌতম-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেতানন্যপূর্ব্বাং যবীয়সীম্। অসমানপ্রবরৈর্ব্বিবাহ ঊর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃ-বন্ধুভ্যো বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ পঞ্চমাৎ।

ব্রহ্মো বিদ্যা-চারিত্র-বন্ধু-শীলসম্পন্নায় দদ্যাদাচ্ছাদ্যা-লঙ্কৃতাম্ (১)। সংযোগমন্ত্রঃ প্রাজাপত্যে সহধর্ম্মং চরতামিতি (২)।

আর্ষে গোমিথুনং কন্যাবতে দদ্যাৎ (৩)। অন্তর্ব্বেদ্যৃত্বিজে দানং দৈবঃ (৪)। অলঙ্কৃত্যেচ্ছন্ত্যা স্বয়ং সংযোগো গান্ধর্ব্বঃ (৫)। বিত্তেনানতিস্ত্রীমতা-মাসুরঃ (৬)। প্রসহ্যাদানাদ্রাক্ষসঃ (৭)।

অসংবিজ্ঞানোপসঙ্গমনাৎ পৈশাচঃ (৮)। চত্বারো ধর্ম্ম্যাঃ প্রথমাঃ ষড়িত্যেকে।

অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্র-নিষাদ-দৌষ্মন্ত-পারশবাঃ।

প্রতিলোমাসু সূত-মাগধায়োগব-ক্ষত্তৃ-বৈদেহক-চাণ্ডালাঃ।

ব্রাহ্মণ্যজীজনৎ পুত্রান্ বর্ণেভ্য আনুপূর্ব্ব্যাদ্ ব্রাহ্মণ-সূত-মাগধ-চাণ্ডালান্ তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মূর্দ্ধাবসিক্ত-ক্ষত্রিয়-ধীবর-পুকশান্ তেভ্য এব বৈশ্যা ভৃজ্জকণ্ঠক-

চতুর্থ অধ্যায়

বেদাধ্যয়নের পর গৃহী হইয়া আপনার অনুরূপ অনন্যপূর্ব্বা (পূর্ব্বে অপরের সহিত অবিবাহিতা) এবং নিজের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা যুবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রবরের ঐক্য হইবে, তাহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে না। পিতৃবন্ধু এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের এবং মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চম পুরুষের পরে বিবাহ-সম্বন্ধ হইবে। সর্ব্বত্র বীজি হইতে গণনা হইবে কন্যাকে অলঙ্কৃত এবং উত্তম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, সহায় এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকে কন্যাদানের নাম ব্রাহ্ম-বিবাহ। 'তোমরা দুজনে একত্র হইয়া ধর্ম্ম-আচরণ কর' এই বলিয়া যে বিবাহে বর এবং কন্যার সংযোগ করা হয়, তাহার নাম প্রাজাপত্য। আর্ষবিবাহস্থলে কন্যার আত্মীয়কে এক-যোড়া গোরু দান করিবে। বেদীর মধ্যে যজ্ঞে ব্রতী পুরোহিতকে কন্যাদানের নাম দৈব-বিবাহ। অলঙ্কৃত ও অভিলাষিণী কন্যার সহিত পুরুষের পরস্পরের ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযোগের নাম গান্ধর্ব্ব-বিবাহ।

ধনদান-পূর্ব্বক কন্যাকে যে কোন ভাবে স্ত্রীরূপে গ্রহণের নাম আসুর। বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণের নাম রাক্ষস এবং কন্যার অজ্ঞানাবস্থায় তাহাতে উপগত হইয়া কন্যাকে গ্রহণ করার নাম পৈশাচবিবাহ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চারিটী ধর্ম্মানুগত। কেহ কেহ বলেন,—প্রথম ছয়টীই ধর্ম্মানুগত। অনুলোম-বিবাহে (নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহ অনুলোম এবং উচ্চ বর্ণের বিবাহ প্রতিলোম) অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর (পরবর্ত্তি জাতীয় স্ত্রী—অনন্তর, একটী বাদ দিয়া তারপরবর্ত্তি জাতীয় স্ত্রী—একান্তর, দুই জাতিবাদ দিয়া তৎপরবর্ত্তি জাতীয়া স্ত্রীত্র্যন্তর) জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌষ্মন্ত এবং পারশব। ঐরূপ প্রতিলোম-সংযোগক্রমে অনন্তর, একান্তর এবং দ্ব্যন্তর জাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রেরা যথাক্রমে সূত, মাগধ, আয়োগব, ক্ষত্তৃ, বৈদেহ এবং চাণ্ডাল বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন,—ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ আদি চারবর্ণ পুরুষযোগে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ এবং চাণ্ডাল—এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। ক্ষত্রিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের যোগে যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়, ধীবর এবং পুক্কস—এই চার প্রকার পুত্র উৎপন্ন করে।

এইরূপ বৈশ্য ঐ চার বর্ণের পুরুষ-সংযোগে ভৃজ্জকণ্ঠ, মাহিষ্য, বৈশ্য এবং বৈদেহ—এই চার প্রকার পুত্রের

মাহিষ্য-বৈশ্য-বৈদেহান্ শূদ্রা তেভ্য এব পারশব-যবন-করণ-শূদ্রান্ পাঠশূদ্রেত্যেকে।

বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং সপ্তমেন পঞ্চমেন চাচার্য্যাঃ। সৃষ্ট্যন্তর-জাতানাঞ্চ প্রতিলোমাস্তু ধর্ম্মহীনাঃ শূদ্রায়াঞ্চ অসমানায়াঞ্চ শূদ্রাৎ পতিত-বৃত্তিরন্ত্যঃ পাপিষ্ঠঃ।

পুনন্তি সাধবঃ পুত্রাস্ত্রিপৌরুষানার্ষাদ্দশ দৈবাদ্দশৈব প্রাজাপত্যাদ্দশপূর্ব্বান্ দশাবরানাত্মানঞ্চ ব্রাহ্মীপুত্রো ব্রাহ্মীপুত্রাঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

উৎপাদন করে এবং শূদ্রা ঐ চারবর্ণের পুরুষ-যোগে যথাক্রমে পারশব, যবন, করণ এবং শূদ্র—এই চার প্রকার পুত্র উৎপাদন করে। আচার্য্যেরা বলেন,—বর্ণান্তর উৎপন্ন সন্তানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথাক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষে হইয়া থাকে। (কন্যার বর্ণান্তরে সপ্তম, পুরুষের বর্ণান্তর সংযোগ পঞ্চম) বর্ণান্তর সংযোগে জাতিপুত্রদের এইরূপ উৎকর্ম ও অপকর্ম হইয়া থাকে। প্রতিলোম-পুত্রেরা ধর্ম্মকর্ম্মের অযোগ্য হয়। অসমান জাতীয়া শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে-শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-পতিত-বৃত্তি অন্ত্য এবং পাপিষ্ঠ হয়। আর্ষ-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র তিন পুরুষকে পবিত্র করে, দৈব-বিবাহোৎপন্ন সচ্চরিত্র পুত্র দশ পুরুষকে পবিত্র করে, প্রাজাপত্য হইতে উৎপন্ন পুত্রও দশ পুরুষকে পবিত্র করে, কেবল ব্রাহ্ম-বিবাহোৎপন্ন পুত্রই ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ এবং অধস্তন দশ পুরুষকে ও নিজেকে উদ্ধার করে।

গৌতম-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

ঋতাবুপেয়াৎ সর্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধবর্জ্জম্।

দেব-পিতৃ-মনুষ্য-ভূতর্ষিপূজকো নিত্যস্বাধ্যায়ঃ।

পিতৃভ্যশ্চোদকদানং যথোৎসাহমন্যদ্ভার্য্যাদিরগ্নির্দায়াদির্ব্বা। তস্মিন্ গৃহ্যাণি দেব-পিতৃ-মনুষ্যযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়শ্চ।

বলিকর্ম্মাগ্নাবগ্নির্ধন্বন্তরির্বিশ্বেদেবাঃ প্রজাপতিঃ স্বিষ্টিকৃদিতি হোমঃ। দিগ্দেবতাভ্যশ্চ যথাস্বং দ্বারেষু মরুদ্ভ্যো গৃহদেবতাভ্যঃ প্রবিশ্য ব্রহ্মণে মধ্যে অদ্ভ্য উদকুম্ভে আকাশায়েত্যন্তরিক্ষে নক্তঞ্চরেভ্যশ্চ সায়ম্।

স্বস্তিবাচ্য ভিক্ষাদানপ্রশ্নপূর্ব্বন্তু দদাতিষু চৈবং ধর্ম্মেষু।

সম-দ্বিগুণ-সাহস্রানন্ত্যানি ফলান্যব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ-শ্রোত্রিয়-বেদপারগেভ্যঃ। গুর্ব্বর্থনিবেশৌষধার্থবৃত্তি-ক্ষীণযক্ষ্যমাণাধ্যয়নাধ্বসংযোগবৈশ্বজিতেষু দ্রব্যসং-

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিষিদ্ধ দিন-বর্জ্জিত প্রতি ঋতুতেই স্ত্রীগমন করিবে। প্রত্যহ দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত ও ঋষিদিগের পূজা করিবে এবংবেদ-পাঠ বা জপ করিবে। পিতৃলোককে উদক দান করিবে এবং উৎসাহ-অনুসারে অন্যসকল কার্য্যাদি অর্থাৎ গৃহকার্য্য, অগ্নিকার্য্য এবং দায়াদি (উপার্জ্জনাদি) কার্য্যকরিবে। গৃহ কর্ম্ম বা গৃহোক্ত কর্ম্ম, বলিতে দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিকেই বুঝিতে হইবে। অগ্নিতে বলিকর্ম্ম করিবে। অগ্নি, ধন্বন্তরি, বিশ্বদেব, প্রজাপতি এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাঁদের উদ্দেশে হবন করিবে। যে দিকের যিনি অধিপতি, সেইদিকে তাঁহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে, দ্বারদেশে মরুৎ এবং গৃহদেবতাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং জলের কলসেতে জলের পূজা করিবে। অন্তরীক্ষে "আকাশায়" এই কথা বলিয়া বলি প্রদান করিবে এবং সায়ংকালে নিশাচরদিগকে বলি দান করিবে। স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ভিক্ষাদান প্রশ্নপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রার্থিত হইয়া) করিবে। অথবা কোন-ধর্ম্ম বিষয়ে দান করিবে। দানকারী অব্রাহ্মণ,ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় এবং বেদপারগ ইহাদিগকে দান

বিভাগো বহির্ব্বেদি ভিক্ষমাণেষু কৃতান্নমিতরেষু। প্রতিশ্রুত্যাপ্যধর্ম্মসংযুক্তায় ন দদ্যাৎ।
ক্রুদ্ধ-হৃষ্ট-ভীতার্ত্ত-লুব্ধ-বাল-স্থবির-মূঢ়-মত্তোন্মত্তবাক্যান্যনৃতান্যপাতকানি। ভোজয়েৎ পূর্ব্বমতিথি-কুমার-ব্যাধিত-গর্ভিণী-সুবাসিনীস্থবিরান্ জঘন্যাংশ্চ। আচার্য্যপিতৃসখীনান্ত নিবেদ্য বচনক্রিয়া ঋত্বিগাচার্য্য-শ্বশুর-পিতৃব্য-মাতুলানামুপস্থানে মধুপর্কঃ সংবৎসরে পুনঃ পূজিতা যজ্ঞ-বিবাহয়োরর্ব্বাক্ রাজ্ঞশ্চ শ্রোত্রিয়স্য।
অশ্রোত্রিয়স্যাসমোদকে। শ্রোত্রিয়স্য তু পাদ্যমর্ঘ্যমন্নবিশেষাংশ্চ প্রকারয়েন্নিত্যং বা সংস্কারবিশিষ্টং মধ্যতোঽন্নদানমবৈদ্যসাধুবৃত্তে, বিপরীতে তু তৃণোদক-ভূমিঃ, স্বাগতমন্ততঃ, পূজ্যানত্যাশশ্চ শয্যাসনাবসথানুব্রজ্যোপাসনানি সদৃক্শ্রেয়সোঃ সমান্যল্পশোঽপি হীনে অসমানগ্রামোঽতিথিরেকরাত্রিকোঽধিবৃক্ষসূর্য্যোপস্থায়ী কুশলানাময়ারোগ্যাণামনুপ্রশ্নোঽথং শূদ্রস্যাব্রাহ্মণস্যানতিথিরব্রাহ্মণো যজ্ঞে সংবৃতশ্চেদ্ ভোজনন্তু ক্ষত্রিয়স্যোর্দ্ধং ব্রাহ্মণেভ্যোঽন্যান্ ভৃত্যৈঃ সহানৃশংসার্থমানৃশংসার্থম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

করিয়া যথাক্রমে সমান, দ্বিগুণ, সহস্রগুণ এবং অনন্তগুণ ফল লাভ করে। গুরুর নিমিত্ত ও ঔষধার্থ ভিক্ষাকারী দরিদ্র, যজ্ঞ করিতে উদ্যত, বিদ্যার্থী, নিঃসম্বল পথিক এবং বিশ্বজিৎ যজ্ঞকারী—ইহাদিগকে অর্থ বিভাগ করিয়া দিবে। বেদীর বহির্ভাগে অপরে ভিক্ষা করিলে তাহাকে অন্নদান করিবে। কোন ব্যক্তিকে কিছু অঙ্গীকার করিয়া যদি তাহাকে অধর্ম্মযুক্ত বলিয়া জানিতে পার, তাহা হইলে তাহাকে আর অঙ্গীকৃত বস্তু দিবে না। ক্রুদ্ধ, হৃষ্ট, ভীত, আর্ত্ত, লুব্ধ, বালক, স্থবির, মূঢ়, মত্ত এবং উন্মত্ত ইহাদিগের মিথ্যা কথা পাপকর নহে। অতিথি, কুমার (বালক), পীড়িত, গর্ভিণী, সুবাসিনী, স্থবির এবং অবোধদিগকে প্রথমে ভোজন করাইবে। আচার্য্য এবং পিতার বন্ধুদিগকে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের বচনানুসারে কার্য্য করিবে. ঋত্বিক্, আচার্য্য, শ্বশুর, পিতৃব্য, রাজা এবং শ্রোত্রিয় ইহাঁরা বৎসরান্তে অথবা যজ্ঞ এবং বিবাহের পরে এক বৎসরের মধ্যেও আগমন করিলে মধুপর্কদ্বারা পূজা করিবে। অশ্রোত্রিয় আগমন করিলে আসন এবং উদক দান করিবে; শ্রোত্রিয় যখনই আগমন করিবেন, তখনই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং অন্নবিশেষ কল্পিত করিবে। বৈদ্য-ব্যবসায়ী নয় এরূপ সাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে বিশেষ সংস্কৃত অন্নদান করিবে; কিন্তু অসাধুবৃত্ত ব্যক্তিকে কেবল তৃণ (কুশাসন), উদক এবং ভূমিদান করিবে।

এ সকল না হয়, অন্ততঃ স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পূজ্যদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবে। সমান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয্যা, আসন, বাসগৃহ কল্পন, অনুগমন ও উপাসনা করিবে। হীন ব্যক্তির জন্য ঐরূপ সদাচার সামান্যরূপে এবং অল্প পরিমাণেও করিবে। নিরাশ্রয় ভিন্নগ্রামের লোক একদিনের জন্যই অতিথি হয়। ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণের সমাগমে যথাক্রমে কুশল, অনাময়, ক্ষেম এবং আরোগ্য প্রশ্ন করিবে। শূদ্র এবং অব্রাহ্মণের অতিথি নাই। অব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের পর ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতিকে দয়াপরবশ হইয়া ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।

গৌতম-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

পাদোপসংগ্রহণং গুরুসমবায়েহন্বহম্। অভিগম্য তু বিপ্রোষ্য মাতৃ-পিতৃ-তদ্বন্ধূনাং পূর্ব্বজানাং বিদ্যাগুরূণাং তত্তদ্-গুরূণাঞ্চ সন্নিপাতে পরস্য। নাম প্রোচ্যাহমযমিত্যভিবাদে। অজ্ঞসমবায়ে স্ত্রী-পুংযোগেহভিবাদতোহনিয়মমেকে। নাবিপ্রোষ্য স্ত্রীণামমাতৃ-পিতৃব্য-ভার্য্যা-ভগিনীনাং নোপসংগ্রহণং ভ্রাতৃভার্য্যাণাং শ্বশ্রূাশ্চ। ঋত্বিক্-শ্বশুর-পিতৃব্য-মাতুলানাস্তু যবীয়সাং প্রত্যুত্থানমনভিবাদ্যাস্তথান্যঃ পূর্ব্বঃ পৌরোহশীতিকাবরঃ শূদ্রোহপ্যপত্যসমেনাবরোহপ্যার্য্যঃ শূদ্রেণ। নাম চাস্য বর্জ্জয়েদ্রাজ্ঞশ্চাজপঃ প্রেষ্যো ভো ভবন্নিতি। বয়স্যঃ সমানেহহনি জাতো দশবর্ষবৃদ্ধঃ পৌরঃ পঞ্চভিঃ কলাভরঃ শ্রোত্রিয়শ্চারণস্ত্রিভিঃ রাজন্যো বৈশ্যঃ কর্ম্মবিদ্যাহীনো দীক্ষিতস্য প্রাক্ ক্রয়াৎ। বিত্ত-বন্ধু-কর্ম্ম-জাতি-বিদ্যা-বয়াংসি মান্যানি পর-বলীয়াংসি শ্রুতন্তু সর্ব্বেভ্যো গরীয়স্তন্মূলত্বাদ্ধর্ম্মস্য শ্রুতেশ্চ। চক্রি-দশমীস্থানুগ্রাহ্য-বধূ-স্নাতক-রাজভ্যঃ পথো দানং রাজ্ঞা তু শ্রোত্রিয়ায় শ্রোত্রিয়ায়।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যহ গুরু সমাগম হইলে পাদ গ্রহণ করিবে। বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়া যদি মাতা, পিতা, মাতৃবন্ধু, পিতৃবন্ধু, পূর্ব্বজ (বয়োজ্যেষ্ঠ), বিদ্যাগুরু এবং তাঁহাদের গুরুজন সকল একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যিনি সকলের গুরু, অগ্রে তাঁহারই পাদ গ্রহণ করিবে। আপনার নাম 'এই আমি' বলিয়া অভিবাদন করিবে। কেহ কেহ বলেন.—মূর্খ ব্যক্তিদের সভায় অথবা স্ত্রী-পুরুষের মেলন-স্থানে নমস্কারের কোন নিয়ম নাই। বিদেশে না যাইলে মাতা, পিতৃব্যের ভার্য্যা ও ভগিনী ভিন্ন অপর স্ত্রীলোকের পাদ গ্রহণ করিবে না। ভ্রাতৃপত্নী এবং শ্বশ্রূর পাদ গ্রহণ করিবে না।

ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সমীপে প্রত্যুত্থান করিবে, অভিবাদন করিবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বয়োজ্যেষ্ঠ পুরবাসীকেও অভিবাদন করিবে না। অশীতি বর্ষের ন্যূনবয়স্ক শূদ্রকে আর্য্যসন্তান (ব্রাহ্মণ) অভিবাদন করিবে না। পুত্রতুল্য আর্য্যসন্তান শ্রেষ্ঠগুণ-সম্পন্ন না হইলেও, শূদ্র তাঁহাকে অভিবাদন করিবে।

শূদ্র শ্রেষ্ঠজাতির নাম গ্রহণ করিবে না, রাজারও নাম কেহ গ্রহণ করিবে না। যে সকল ভৃত্যের নাম করিতে পারা যায় না, তাহাকে ভো বলিয়া ডাকিবে এবং অসম দিনে জাতি সম-বয়স্য। দশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুরবাসী চারণ, পঞ্চবৎসরের জ্যেষ্ঠ কলাভর শ্রোত্রিয়, বৈশ্য কর্ম্মচারী, বিদ্যাহীন রাজন্য ইহাদিগকেও ভো ভবন্ বলিয়া আহ্বান করিবে, দীক্ষিতের নাম গ্রহণ করিবে না। বিত্ত, বন্ধু, কর্ম্ম, জাতি, বিদ্যা (জ্ঞান) এবং বয়ঃ এই সকল সম্মানের কারণ। ইহাদের পর পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা, কিন্তু জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, কারণ উহা ধর্ম্ম ও বেদের মূল। চক্রী অর্থাৎ আয়ুধধারী, বৃদ্ধ, অনুগ্রাহ্য, বধূ, স্নাতক ও রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিবে এবং রাজা শ্রোত্রিয়কে পথ ছাড়িয়া দিবেন।

গৌতম-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

আপৎকল্পো ব্রাহ্মণস্যাব্রাহ্মণাদ্ বিদ্যোপযোগোঽনুগমনং শুশ্রূষাসমাপ্তেব্রর্হ্মণো গুরুর্যাজনাধ্যাপনপ্রতিগ্রহাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গুরুস্তদলাভে ক্ষত্রবৃত্তিস্তদলাভে বৈশ্যবৃত্তিঃ।

তস্যাপণ্যং গন্ধ-রস-কৃতান্ন-তিল-শাণ-ক্ষৌমাজিনানি রক্তনির্ণিক্তে বাসসী ক্ষীরঞ্চ সবিকারং মূল-ফল-পুষ্পৌষধ-মধু-মাংস-তৃণোদকাপথ্যানি পশবশ্চ হিংসাঽসংযোগে পুরুষ-বশা-কুমারী-হেতয়শ্চ নিত্যং ভূমি-ব্রীহি-যবাজাব্যশ্চ ঋষভ-ধেন্বনডুহশ্চৈকে।

বিনিময়স্তু রসানাং রসৈঃ পশূনাঞ্চ ন লবণাকৃতান্নয়োস্তিলানাঞ্চ সমেনামেন তু পক্বস্য সংপ্রত্যর্থে সর্ব্বথাতুবৃত্তিরশক্তাবশূদ্রেণ তদপ্যেকে প্রাণসংশয়ে তদ্বর্ণসঙ্করোঽভক্ষ্যনিয়মস্তু প্রাণসংশয়ে ব্রাহ্মণোঽপি শস্ত্রমাদদীত রাজন্যো বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যকর্ম্ম।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তম অধ্যায়

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অন্য জাতির নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং যে পর্য্যন্ত শিক্ষা-সমাপ্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের শুশ্রূষা এবং অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু এবং সকলের যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য। তবে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠতা; তাহাদের অলাভ হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। বৈশ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও গন্ধ, রস, কৃতান্ন (ভাত), তিল, শাণ, ক্ষৌম, অজিন, রঞ্জিত ও ধৌত বস্ত্র, দুগ্ধ এবং তাহার বিকৃতি হইতে উৎপন্ন ছানা প্রভৃতি দ্রব্য, মূল, ফল, পুষ্প এবং ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ, উদক ও অপথ্য এই সকল বস্তু বিক্রয় করিবে না। যাহাদের দ্বারা হিংসার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের কাছে পশু বিক্রয় করিবে না এবং পুরুষ, বসা, কুমারী, নানাবিধ অস্ত্র, ভূমি, ব্রীহি (ধান্য), যব, ছাগী, মেষ ইহাদের বিক্রয় করিবে না।

কেহ কেহ বলেন,—বৃষভ, গরু এবং বলদ ইহারাও অবিক্রেয় পণ্য। এক প্রকার রসের সহিত অন্য প্রকার রসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। পশুর সহিত পশুদিগের বিনিময় হইবে। লবণ, কৃতান্ন (ভাত) এবং তিলের তত্তুল্য পরিমিত বা অধিক পরিমিত সজাতীয় বস্তুর সহিত বিনিময় করিবে না। পক্কবস্তুর অপক্কবস্তুর সহিত বিনিময় করিবে, সম্ভব হইলে সকল প্রকার ধাতুর ব্যবসায় করিতে পার, স্ববৃত্তিতে অসমর্থ শূদ্র ভিন্ন তিন জাতিই বাণিজ্য করিবে। কেহ কেহ বলেন,—প্রাণের সংশয় উপস্থিত হইলেই তিন জাতির-বাণিজ্যগ্রহণ বিধি। কিন্তু বর্ণসঙ্করে যে অভক্ষ্যের নিয়ম, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। প্রাণসংশয় অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিবে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যকর্ম্ম করিবে।

গৌতম-সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতস্তয়োশ্চতুর্ব্বিধস্য মনুষ্যজাতস্যান্তঃসংজ্ঞানাং চলন-পতন-সর্পণানামায়ত্তং জীবনং প্রসূতিরক্ষণমসঙ্করো ধর্ম্মঃ। স এষ বহুশ্রুতো ভবতি লোকবেদবেদাঙ্গবিদ্ বাকোবাক্যেতিহাস-পুরাণকুশলস্তদপেক্ষস্তদ্বৃত্তিশ্চত্বারিংশতা সংস্কারৈঃ সংস্কৃতস্ত্রিষু কর্ম্মস্বভিরতঃ ষট্সু বাসাময়চারিকেষ্বভিবিনীতঃ ষড়্ভিঃ পরিহার্য্যো রাজ্ঞা বধ্যশ্চাবধ্যশ্চাদণ্ড্যশ্চাবহিষ্কার্য্যশ্চাপরিহার্য্যশ্চেতি। গর্ভাধান-পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্ন-প্রাশন-চৌড়োপনয়নং চত্বারি বেদব্রতানি স্নানং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ পঞ্চানাং যজ্ঞানামনুষ্ঠানং দেব-পিতৃ-মনুষ্য-ভূত-ব্রহ্মণামেতেষাঞ্চাষ্টকাপার্ব্বণশ্রাদ্ধ-শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণীচৈত্র্যাশ্বযুজীতি সপ্ত পাকযজ্ঞসংস্থা অগ্ন্যাধেয়মগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাসাবগ্রয়ণং চাতুর্ম্মাস্য-নিরূঢ়পশুবন্ধসৌত্রামণীতি সপ্ত হবির্যজ্ঞসংস্থা অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শি বাজপেয়োঽতি রাত্রোঽপ্তোর্যাম্ ইতি সপ্ত সোমসংস্থা ইত্যেতে চত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ।

অথাষ্টাবাত্মগুণাঃ দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসোমঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি যস্যৈতে ন চত্বারিংশৎ সংস্কারা নবাষ্টাবাত্মগুণা ন স ব্রাহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যঞ্চ গচ্ছতি।

যস্য তু খলু সংস্কারাণামেকদেশোঽপ্যষ্টাবাত্মগুণঃ অথ স ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সালোক্যঞ্চ গচ্ছতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অষ্টম অধ্যায়

ইহলোকে রাজা এবং ব্রাহ্মণ,—ইঁহারা দুই জনই ব্রতধারী, তাহাদের মধ্যে বহুশ্রুতই শ্রেষ্ঠ। চার প্রকার মনুষ্যজাতিরই জীবন জ্ঞানের অধীন, তাহাদের জীবন চলন, পতন এবং উৎসর্পণের অধীন, প্রসূতি-রক্ষাই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম। সেই ব্যক্তিকেই বহুশ্রুত বলা যায়, যে লোকতত্ত্ব, বেদ-বেদাঙ্গে অভিজ্ঞ, বাকোবাক্য (উপকথা), ইতিহাস এবং পুরাণ শাস্ত্রে কুশল এবং ইহাই জীবিকা। সর্বদা বেদাদি-শাস্ত্রের অপেক্ষাকারী (তাহার অনুসরণকারী), চল্লিশ প্রকারসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক তিন প্রকার কর্ম্মে অভিরত, ছয় প্রকার বাস ও আময়চারিকে অতিবিনীত, ষড়্রিপুর জয়কারী হয়। এই বহুশ্রুত ব্যক্তি কোনরূপ দুষ্কার্য্য করিলেও অবধ্য। কখনও রাজা কর্ত্তৃক বধ্য, দণ্ডনীয়, বহিষ্কার্য্য, বিগর্হণীয় এবং পরিহার্য্য হয় না। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, উপনয়ন, চারবেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, স্নান, বিবাহ ; দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভূত, ব্রহ্ম এই পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, চৈত্র এবং আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ এবং তিন অষ্টকা এই সাত প্রকার পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যথাবিধি অগ্নিগ্রহণ কর্ম্ম, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রহয়ণ চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ এবং সৌত্রামণী এই সাত প্রকার হবির্যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শি, বাজপেয়, অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম এই সাত প্রকার সোমযজ্ঞ বিশেষ, এই সকল মিলিত হইয়া চল্লিশ প্রকার সংস্কার। আট প্রকার আত্মগুণ—প্রাণিমাত্রেই দয়া, সর্ব্বপ্রাণিকে ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গলবিধান, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা। যাহার উক্ত চল্লিশ প্রকার সংস্কার বা আট প্রকার গুণ নাই, সে কখন ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয় না। যাহাতে ঐ চল্লিশ প্রকার সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছুও বর্ত্তমান থাকে এবং আট প্রকার গুণ থাকে, সে ব্রহ্মের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

গৌতম-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

স বিধিপূর্ব্বং স্নাত্বা ভার্য্যামভিগম্য যথোক্তান্ গৃহস্থ-ধর্ম্মান্ প্রযুঞ্জান ইমানি ব্রতান্যনুকর্ষেৎ স্নাতকো নিত্যং শুচিঃ সুগন্ধঃ স্নানশীলঃ সতি বিভবে ন জীর্ণ-মলদ্বাসাঃ স্যান্ন রক্তমলবদন্যবৃতং বা বাসো বিভৃয়ান্ন স্রগুপানহৌ নির্ণিক্তমশক্তৌ ন রূঢ়শ্মশ্রুরকস্মান্নাগ্নি-মপশ্চ যুগপদ্ধারয়েন্নাঞ্জলিনা পিবেন্ন তিষ্ঠন্নুদ্ধৃতো-দকেনাচামেন্ন শূদ্রাশুচ্যেকপাণ্যাবর্জ্জিতেন ন বায়্বগ্নি-বিপ্রাদিত্যাপো দেবতা গাশ্চ প্রতিপশ্যন্ বা মূত্র-পুরীষামেধ্যান্যুদস্যেন্নৈব দেবতাঃ প্রতিপাদৌ প্রসারয়েন্ন পর্ণ-লোষ্ট্রাশ্মভির্মূত্র-পুরীষাপকর্ষণং কুর্য্যান্ন ভস্ম-কেশ-তুষ-কপালান্যধিতিষ্ঠেন্ন ম্লেচ্ছাশুচ্যধার্ম্মিকৈঃ সহ সম্ভাষেত সম্ভাষ্য পুণ্যকৃতো মনসা ধ্যায়েদ্ ব্রাহ্মণেন বা সহ সম্ভাষেত।

অধেনুং ধেনুভব্যেতি ব্রূয়াদভদ্রং ভদ্রমিতি কপালং ভগালমিতি মণিধনুরিতীন্দ্রধনুঃ।

গাং ধয়ন্তীং পরস্মৈ নাচক্ষীত নচৈনাং বারয়েন্ন মিথুনী-ভূত্বা শৌচং প্রতি বিলম্বেত ন চ তস্মিন্ শয়নে স্বাধ্যায়মধীয়ীত ন চাপররাত্রমধীত্য পুনঃ প্রতিসং-বিশেন্নাকল্পাং নারীমভিরময়েন্ন রজস্বলাং ন চৈনাং শ্লিষ্যেন্ন কন্যামগ্নিমুখোপধমন-বিগৃহ্যবাদ-বহির্গন্ধমাল্য-ধারণ-পাপীয়সাবলোকন-ভার্য্যাসহভোজনাঞ্জন্ত্যবেক্ষণ-কুদ্বারপ্রবেশন-পাদধাবন-সন্দিগ্ধস্থভোজন-নদীবাহু-তরণ-বৃক্ষবিষমারোহণাবরোহণ-প্রাণব্যবস্থানানি চ বর্জ্জয়েন্ন সন্দিগ্ধাং নাবমধিরোহেৎ সর্ব্বত এবাত্মানং গোপায়েন্ন প্রাবৃত্য শিরোঽহনি পর্য্যটেৎ প্রাবৃত্য তু রাত্রৌ মূত্রোচ্চারে চ ন ভূমাবনন্তর্দ্ধায় নারাচ্চা-

নবম অধ্যায়

বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া বিবাহ করিবে। তাহার পর গৃহস্থ-ধর্ম্ম সকল শাস্ত্রোক্ত, নিয়মানুসারে অনুষ্ঠান করত বক্ষ্যমাণ ব্রতসমুহের অনুষ্ঠান করিবে, স্নাতক হইয়া সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। উত্তম উত্তম গন্ধ-দ্রব্য সেবন করিবে এবং প্রত্যহ স্নান করিবে। ধন থাকিলে পুরাতন এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিবে না, মলিন রঞ্জিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, অন্য কর্ত্তৃক পরিহিত বস্ত্রও ধারণ করিবে না, শোধন করিবার অযোগ্য মালা বা উপানহ ধারণ করিবে না, কোন কারণ ব্যতীত দাড়ি রাখিবে না, এককালীন অগ্নি ও জল ধারণ করিবে না, অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিবে না, দাঁড়াইয়া উদ্ধৃত জল দ্বারা আচমন করিবে না, শূদ্র অশুচি বা এক হস্ত দ্বারা আবর্জ্জিত (ঢালা) জলে আচমন করিবে না। বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিত্য (সূর্য্য), জল, দেবতা এবং গোরুর সম্মুখে মূত্র, পুরীষ বা অন্য কোনরূপ অপবিত্র বস্তু পরিত্যাগ করিবে না। দেবতার দিকে চরণ প্রসারণ করিবে না। পত্র, লোষ্ট্র (ঢেলা) এবং প্রস্তর দ্বারা মূত্র বা পুরীষের অপকর্ষণ করিবে না,। ভস্ম, কেশ, তুষ এবং হাড়ের উপর বসিবে না।

ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ এবং অধার্ম্মিকের সহিত সম্ভাষণ করিবে না ; যদি সম্ভাষণ কর, তাহা হইলে মনে মনে পুণ্যবান্দিগের নাম স্মরণ করিবে কিংবা কোন ব্রাহ্মণের সহিত সম্ভাষণ করিবে। যাহার ধেনু নাই, তাহাকে ধেনুভব্য বলিবে, অভদ্রকে ভদ্র, কপালকে ভগাল এবং ইন্দ্রধনুকে মণিধনু বলিবে। বাছুরে গোরুর দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া কাহারও নিকট বলিবে না এবং উহাকে বারণও করিবে না। স্ত্রীসংসর্গের পর শৌচ করিতে বিলম্ব করিবে না এবং সেই শয্যায় শয়ন বা উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিবে না।

শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করত আবার শয়ন করিবে না। অনলঙ্কৃত স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না। রজস্বলা স্ত্রীর সহিত রমণ করিবে না, তাহাকে আলিঙ্গনও করিবে

বসথাম্ন ভস্ম-করীষকৃষ্টচ্ছায়াপথিকাম্যেষু উভে মূত্রপুরীষে দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ সন্ধ্যয়োশ্চ রাত্রৌ তু দক্ষিণামুখঃ পালাশমাসনং পাদুকে দন্তধাবনমিতি বর্জ্জয়েৎ। সোপানৎকশ্চাশনাশন-শয়নাভিবাদন-নমস্কারান্ বর্জ্জয়েৎ।

ন পূর্ব্বাহ্ণমধ্যন্দিনাপরাহ্ণানফলান্ কুর্য্যাদ্ যথাশক্তি ধর্ম্মার্থকামেভ্যস্তেষু চ ধর্ম্মোত্তরঃ স্যাৎ ন নগ্নাং পর-যোষিতমীক্ষেত, ন পদাসনমাকর্ষেন্ন শিশ্নোদর পাণি-পাদ-বাক্‌চক্ষুশ্চাপলানি কুর্য্যাচ্ছেদন-ভেদন-বিলিখন-বিমর্দ্দনাবস্ফোটনানি নাকস্মাৎ কুর্য্যান্নোপরি বৎস-তন্ত্রীং গচ্ছেন্ন কুলঙ্কুলঃ স্যান্ন যজ্ঞমবৃতো গচ্ছে-দ্দর্শনায় তু কামং ন ভক্ষ্যানুৎসঙ্গে ভক্ষয়েৎ ন। রাত্রৌ প্রেষ্যাহৃতমুদ্ধৃত-স্নেহবিলপনপিণ্যাকমথিতপ্রভৃতীনি চাতুবীর্য্যাণি নাশ্নীয়াৎ। সায়ং প্রাতস্ত্বন্নমভিপূজিতম-নিন্দন্ ভুঞ্জীত, ন কদাচিদ্রাত্রৌ। নগ্নঃ স্বপেৎ স্নায়াদ্বা যচ্চাত্মবন্তো বৃদ্ধাঃ সম্যগ্বিনীতা দম্ভ-লোভ-মোহবিযুক্তা বেদবিদ আচক্ষতে তৎ সমাচরেদ্ যোগক্ষেমার্থমীশ্বর-মধিগচ্ছেন্নান্যমন্যত্র দেবগুরুধার্ম্মিকেভ্যঃ। প্রভূতৈধো-দক-যবস-কুশোমাল্যোপনিক্রমণমার্য্যজনভূয়িষ্ঠমনল-সমৃদ্ধং ধার্ম্মিকাধিষ্ঠিতং নিকেতনমাবসিতুঃ যতেত প্রশস্ত-মঙ্গল্য-দেবতায়তনচতুষ্পথাদীন্ প্রদক্ষিণ-মাবর্ত্তেত।

না এবং কুমারীকে আলিঙ্গন করিবে না; ফুৎকার দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, কলহ করিয়া গর্হিত বাক্য বলিবে না, বাহিরে গন্ধ বা মাল্য ধারণ করিবে না। পাপিষ্ঠকে অবলোকন করিবে না। ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না। স্ত্রী যখন অঙ্গরাগ করিবে, তখন তাহাকে দেখিবে না। কুৎসিত দ্বার দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিবে না, অন্য দ্বারা পাদধৌত করাইবে না এবং সন্দিগ্ধ স্থানে ভোজন, হস্ত দ্বারা নদী-সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, বিষমারোহণ বা উন্নত স্থান হইতে অবরোহণ বা যাহাতে প্রাণের আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য করিবে না। সন্দিগ্ধ নৌকায় আরোহণ করিবে না। সর্ব্ব প্রকারেই আপনাকে গোপন করিবে। দিনের বেলা মস্তক আবৃত করিয়া ভ্রমণ করিবে না, রাত্রিকালে উহা আবৃত করিয়া ভ্রমণ করিবে। ভূমি আচ্ছাদন না করিয়া মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করিবে না; বাটীর নিকটেও মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না, ভস্ম, শুষ্ক গোময়, ছায়া বা পথে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। দিবা এবং প্রাতঃ ও সায়ংকালে উত্তরমুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। পলাশ-বৃক্ষ-নির্ম্মিত আসন, পাদুকা এবং দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগ করিবে।

জুতা পায় দিয়া ভোজন, উপবেশন, শয়ন, অভিবাদন এবং নমস্কার করিবে না। যথাশক্তি ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম হইতে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণকে বিফল করিবে না এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনেতেই ধর্ম্মকে মূল করিবে। পরস্ত্রীকে নগ্ন দেখিবে না। চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবেৰে না, শিশ্ন, উদর, হস্ত, পাদ এবং চক্ষুর চাপল্য করিবে না, অনিমিত্ত ছেদন, ভেদন, লিখন (আঁক কাটা), বিমর্দ্দন এবং অধস্ফোটন (আড়ামোড়া) করিবে না। পশুবন্ধন-রজ্জু লঙ্ঘন করিবে না এবং কুলঙ্কুল হইবে না। বৃত না হইয়া যজ্ঞে গমন করিবে না, তবে ইচ্ছানুসারে কেবল দর্শন করিতে যাইতে পার।

উৎসঙ্গে (কোঁচড়ে) খাদ্য বস্তু রাখিয়া ভোজন করিবে না। রাত্রিতে দাসী কর্ত্তৃক আহৃত মাখন তোলা দুধ পিঠা মথিত দুধ প্রভৃতি চাতুর্বীর্য্য খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে না। সায়ং এবং প্রাতঃকালে অন্নকে সমাদর করিয়া এবং কোনরূপ নিন্দা না করিয়া ভক্ষণ করিবে। রাত্রে কখনই নগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইবে না এবং স্নানও করিবে না। আত্মতত্ত্বদর্শী, দম্ভ, লোভ ও মোহশূন্য, সম্যক্‌বিনীত বেদবিৎ বয়োবৃদ্ধেরা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেইরূপ আচরণ করিবে। যোগক্ষেম-লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে, অন্যত্র গমন করিবে না। দেবতা, গুরু এবং ধার্ম্মিক ইঁহারা ভিন্ন। যে স্থানে জল, অন্ন কুশ ও মাল্য লাভ হয়, বহুসংখ্যক আর্য্যজন বাস করেন, যে স্থান অনলে সমৃদ্ধ,

মনসা বা তৎসমগ্রমাচারমনুপালয়েদাপৎকল্পঃ। সত্যধর্ম্মা আর্য্যবৃত্তঃ শিষ্টাধ্যাপক-শৌচবিশিষ্টঃ শ্রুতিনিরতঃ স্যান্নিত্যমহিংস্রো মৃদুঃ দৃঢ়কারী দম-দানশীল এবমাচারো মাতাপিতরৌ পূর্ব্বাপরান্ সম্বন্ধান্ দুরিতেভ্যো মোক্ষয়িষ্যন্। স্নাতকঃ শশ্বদ্ ব্রহ্মলোকান্ন চ্যবতে ন চ্যবতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ অধিক সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং ধার্ম্মিক জন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এরূপ স্থানে বাস করিবার জন্য গৃহনির্ম্মাণ করিবে। প্রশস্ত মঙ্গল্যদেবায়তন এবং চতুষ্পথাদির প্রদক্ষিণ করিবে। পীড়াদি-আপৎগ্রস্ত হইলে মনে মনে এ সকল আচার প্রতিপালন করিবে। সর্ব্বদা সত্যধর্ম্মপর, আর্য্যবৃত্তি, শিষ্টাধ্যাপক; শৌচ-বিশিষ্ট এবং বেদ নিরত হইবে। অহিংস্র, কোমল-হৃদয়, দৃঢ়ব্রত, দান্ত, দানশীল জনেরা মাতা পিতা এবং ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন সম্বন্ধিবর্গকে পাপ হইতে মোচন করে। স্নাতক ব্রতাবলম্বী অক্ষয়-ব্রহ্মলোক হইতে কখন চ্যুত হয় না।

গৌতম-সংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ

দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচন-যাজন-প্রতিগ্রহাঃ পূর্ব্বেষু। নিয়মস্ত্বাচার্য্য-জ্ঞাতি-প্রিয়-গুরু-ধনবিদ্যাবিনিময়েষু ব্রহ্মণঃ সম্প্রদানমন্যত্র যথোক্তাৎ কৃষিবাণিজ্যে চাস্বয়ংকৃতে কুসীদঞ্চ। রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণম্। সর্ব্বভূতানাং ন্যায্যদণ্ডত্বং বিভৃয়াদ্। ব্রাহ্মণান্ শ্রোত্রিয়ান্ নিরুৎসাহাংশ্চা-ব্রাহ্মণানকরাংশ্চোপকুর্ব্বাণাংশ্চ যোগশ্চ বিজয়ে ভয়ে বিশেষেণ চর্য্যা চ রথ-ধনুর্ভ্যাং সংগ্রামে সংস্থানমনি-বৃত্তিশ্চ ন দোষো হিংসায়ামাহবেঽন্যত্র ব্যশ্ব-সারথ্যায়ুধ-কৃতাঞ্জলিপ্রকীর্ণকেশপরাঙ্মুখোপবিষ্টস্থলবৃক্ষারূঢ়দূত-গোব্রাহ্মণবাদিভ্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চেদন্যস্তমুপজীবেৎ তদ্-বৃত্তিঃ স্যাৎ জেতা লভেত সাংগ্রামিকং বিত্তং বাহনন্তু রাজ্ঞ উদ্ধারশ্চপৃথগ্‌জয়েঽন্যৎ তু যথার্হং ভাজয়েদ্ রাজা রাজ্ঞে বলিদানং কর্ষকৈর্দশমমষ্টমং ষষ্ঠং বা

দশম অধ্যায়

দ্বিজমাত্রেরই অধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং দান এই তিনটী কার্য্যে অধিকার আছে। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ এবং তিনটী অধিক। প্রথম নিয়মস্থিত আচার্য্য, জ্ঞাতি, গুরু বা মিত্রদিগকে ধন বা বিদ্যার বিনিময়ে বেদদান করিবে, তাহাতে না চলিলে অন্য দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য বা কুশীদ-ব্যবসায় করিবে। রাজার পূর্ব্বোক্ত দ্বিজাতি সাধারণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপেক্ষা কয়টী অতিরিক্ত কর্ম্ম এই যে (১) সকল প্রাণীর রক্ষা, (২) দুষ্ট ব্যক্তির দমনার্থ যথাশাস্ত্র দণ্ডবিধান, (৩) শ্রোত্রিয়, উৎসাহহীন, নিষ্কর এবং উপকুর্ব্বাণ ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিপালন, (৪) বিজয়ে উদ্যোগ, (৫) আপৎকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন, (৬) যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহণ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থান, এবং যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ না হওয়া।

যুদ্ধকালে প্রাণিহিংসা-জন্য পাপ নাই, কিন্তু হতাশ্ব, হতসারথি, ছিন্নায়ুধ, কৃতাঞ্জলি, আলুলায়িতকেশে পরাঙ্মুখ হইয়া উপবিষ্ট এবং বৃক্ষাদিরূঢ় শত্রু ও দূত, গো, ব্রাহ্মণ এবং বন্দী—ইহাদিগকে বধ করিলে রাজা পাপী হন। যদি কোন ক্ষত্রিয় অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজার

পশু-হিরণ্যয়োরপ্যেকে পঞ্চাশদ্ভাগং বিংশতিভাগঃ শুল্কঃ পণ্যে মূল-ফল-পুষ্পৌষধ-মধু-মাংস-তৃণেন্ধনানাং ষষ্ঠং তদ্রক্ষণধর্ম্মিত্বাৎ তেষু তু নিত্যযুক্তঃ স্যাদধিকেন বৃত্তিঃ শিল্পিনো মাসি মাস্যেকৈকং কর্ম্ম কুর্য্যুরেতেনাত্মোপজীবিনো ব্যাখ্যাতা নৌচক্রীবন্তশ্চ ভক্তং তেভ্যো দদ্যাৎ পণ্যং বণিগ্‌ভিরর্ঘাপচয়ে ন দেয়ং প্রনষ্টমস্বামিকমধিগম্য রাজ্ঞে প্রব্রূয়ুর্বিখ্যাপ্য সংবৎসরং রাজ্ঞো রক্ষ্যমূর্দ্ধমধিগন্তুশ্চতুর্থং রাজ্ঞঃ শেষঃ স্বামী ঋকৃথক্রয়সংবিভাগপরিগ্রহাধিগমেষু ব্রাহ্মণস্যাধিকং লব্ধং ক্ষত্রিয়স্য বিজিতং নির্ব্বিষ্টং বৈশ্যশূদ্রয়োর্নিধ্যধিগমো রাজধনং ন ব্রাহ্মণস্যাভিরূপস্যাব্রাহ্মণো ব্যাখ্যাতঃ ষষ্ঠং লভেতেত্যেকে চৌরহৃতমুপজিত্য যথাস্থানং গময়েৎ কোশাদ্বা দদ্যাদ্রক্ষ্যং বালধনমাব্যবহারপ্রাপণাৎ সমাবৃত্তের্ব্বা।

বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যকুসীদম্।

শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিস্তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যা চোত্তরেষাং তেভ্যো বৃত্তিং লিপ্সেত জীর্ণান্যুপানচ্ছত্রবাসঃকূর্চ্চান্যুচ্ছিষ্টাশনং শিল্পবৃত্তিশ্চ যঞ্চায়মাশ্রিতো ভর্ত্তব্যস্তেন

ভৃত্যভাবে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেও রাজার বিহিত কার্য্য সকল করিতে সক্ষম হইবে। সংগ্রামলব্ধ ধনে বিজয়ীরই অধিকার। বাহন এবং উদ্ধৃত ধনে রাজা অধিকারী, এতদতিরিক্ত সম্পত্তি রাজা আপন ইচ্ছায় স্বীয় অধীনস্থ লোকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রাপ্য, তাহাকে তদনুসারে বিভক্ত করিয়া দিবেন। প্রজামাত্রেই রাজাকে কর দান করিতে বাধ্য। কৃষকেরা আপনার আয়ের দশম, অষ্টম বা ষষ্ঠ অংশ করস্বরূপ দান করিবে।

কেহ কেহ বলেন—পশু এবং সুবর্ণের পঞ্চাশ ভাগ কর দিবে। সামান্যতঃ বাণিজ্যলব্ধ ধনের বিংশতি ভাগ, কিন্তু ফল, মূল, পুষ্প, ঔষধ, মধু, মাংস, তৃণ এবং কাষ্ঠের ষষ্ঠভাগ মাত্র কর দিতে হইবে, কারণ রাজা হইতে ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষা হয়, রাজাও সর্ব্বদা ঐ সকল দ্রব্যের রক্ষায় তৎপর হইবেন। যথানিয়মে প্রজাপালন করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, রাজা তাহা দ্বারাই আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিল্পিগণ পালা করিয়া এক এক প্রকারের শিল্পী প্রতিমাসে রাজার এক এক প্রকার কার্য্য করিয়া দিবে।

স্বাধীন ব্যবসায়ী মাত্রেই এই নিয়ম পালন করিবে। নৌকার মাঝী এবং চক্র-ব্যবসায়ীরাও এইরূপ ব্যবহার করিবে। উহারা যখন রাজার কর্ম্ম করিবে, তখন রাজসরকার হইতে আহার পাইবে মাত্র। দ্রব্যের খরিদ অপেক্ষা বাজার-দর নরম হইলে বণিকেরা রাজকর দিবে না। কোন প্রকার অস্বামিক ধন লাভমাত্রই রাজাকে সংবাদ দিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে (বিশেষ বিবরণের সহিত) ঐ ধনের বিষয় ঘোষণা করিয়া দিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত উহা আপনার নিকট রাখিবেন। (ইহার মধ্যে যদি ধনস্বামী স্থির না হয় তবে) ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ঐ ধন পাইয়া ছিল, তাহাকে চতুর্থাংশ মাত্র দান করিয়া সমুদয় রাজকোষভুক্ত করিবেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সকল সরিকের সমান অধিকার।

অধিকলব্ধ অর্থাৎ প্রতিগ্রহাদি দ্বারা লব্ধ বস্তুতে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, বিজয় দ্বারা অধিকৃত বস্তুতে কেবল ক্ষত্রিয়েরই অধিকার; এইরূপ বাণিজ্য এবং দাস্যবৃত্তি হইতে লব্ধ বস্তুতে যথাক্রমে বৈশ্য ও শূদ্রের একমাত্র অধিকার হইবে। নিধি অর্থাৎ ভূমিগর্ভে সঞ্চিত ধন যদি ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে উহাতে রাজার অধিকার হইবে না, অব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে যেরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,—প্রাপ্ত নিধির ষষ্ঠভাগ অব্রাহ্মণের অংশ। কাহারও ধন অপহৃত হইলে রাজা চোরের নিকট হইতে সেই অপহৃত ধন আদায় করিয়া যাহার ধন তাহাকে দিবেন, অথবা কোষ হইতে অপহৃত ধন দান করিবেন।

ক্ষীণোঽপি তেন চোত্তরস্তদর্থোঽস্য নিচয়ঃ স্যাদনুজ্ঞাতোঽস্য নমস্কারো মন্ত্রঃ পাকযজ্ঞৈঃ স্বয়ং যজেতেত্যেকে। সর্ব্বে চোত্তরোত্তরং পরিচরেয়ুরার্য্যানার্য্যয়োর্ব্ব্যতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

বালক যে পর্য্যন্ত নাবালক থাকিবে অর্থাৎ ব্যবহারোপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইবে, অথবা যে পর্য্যন্ত সাবালক না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার ধন রাজা রক্ষা করিবেন। অধ্যয়ন যজন এবং দান এই সাধারণ কার্য্য ভিন্ন বৈশ্যের চাষ, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুশীদ অর্থাৎ তেজারতি এই কয়টী কার্য্য অধিক। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ এক জাতি; তাহারও সত্য, অক্রোধ, শৌচ এবং কেহ কেহ বলেন,—আচমনার্থ হস্ত-পদ-প্রক্ষালন কেবল এই কয়টী কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধকর্ম্মে শূদ্রের অধিকার আছে, শূদ্র নিজ ভৃত্যদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে এবং নিজে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধতন বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে। তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পুরাতন জুতা, ছাতি, বস্ত্র এবং কূর্চ্চ (জামা) ব্যবহার করিবে, তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে অথবা ইচ্ছামত যে-কোন শিল্প দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে।

শূদ্র সেবার্থ যাহাকে আশ্রয় করিবে, বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্মে অক্ষম হইলে সেই ব্যক্তি ঐ শূদ্রকে প্রতিপালন করিবে। শূদ্রও আপনার প্রভুর হীনাবস্থা হইলে তাহাকে ভরণ করিবে, তাহার অর্থে প্রভুর অধিকার হইবে, প্রভু কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সে অন্যান্য কর্ম্মও করিতে পারিবে, একমাত্র নমস্কারই তাহার মন্ত্র। কেহ কেহ বলেন,—শূদ্র স্বয়ং পাকযজ্ঞ করিতে পারে। বর্ণগণ আপনার আপনার ঊর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে। কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্ব্বতোভাবে সাম্য হয়।

গৌতম-সংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

রাজা সর্ব্বস্যেষ্টে ব্রাহ্মণবর্জ্জং সাধুকারী স্যাৎ সাধুবাদী ত্রয্যামান্বীক্ষিক্যাঞ্চাভিবিনীতঃ শুচির্জিতেন্দ্রিয়ো গুণবৎসহায়োঽপায়সম্পন্নঃ সমঃ প্রজাসু স্যাদ্ধিতঞ্চাসাং কুর্ব্বীত তমুপর্য্যাসীনমধস্থা উপাসীরন্নন্যে ব্রাহ্মণেভ্যস্তেঽপ্যেনং মন্যেরন্ বর্ণানাশ্রমাংশ্চ ন্যায়তোঽভিরক্ষেচ্চলতশ্চৈনান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েদ্ধর্ম্মস্যো হ্যংশভাগ্ ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ব্রাহ্মণঞ্চ পুরোদধীত বিদ্যাভিজন-বাগ্-রূপ-বয়ঃ-শীলসম্পন্নং ন্যায়বৃত্তং তপস্বিনং তৎপ্রসূতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ব্রহ্মপ্রসূতং হি ক্ষত্রমৃধ্যতে ন ব্যথত ইতি চ বিজ্ঞায়তে যানি চ দৈবোৎপাতচিন্তকাঃ প্রব্রুয়ুস্তান্যাদ্রিয়েত তদধীনমপি হ্যেকে যোগক্ষেমং প্রতিজানতে শান্তি-পুণ্যাহ-স্বস্ত্যয়নায়ুষ্য-মঙ্গলসংযুক্তান্যাভ্যুদয়িকানি বিদ্বেষিণাং সম্বলনমভিচারদ্বিষদ্ব্যাধি-সংযুক্তানি চ শালাগ্নৌ কুর্য্যাদ্ যথোক্তমৃত্বিজোঽন্যানি তস্য ব্যবহারো বেদো ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যঙ্গান্যুপবেদাঃ পুরাণং দেশ-জাতি-কুলধর্ম্মাশ্চাম্নায়ৈরবিরুদ্ধাঃ প্রমাণং কৃষি-বণিক্-পাশুপাল্য-কুসীদ-কারবঃ স্বে স্বে বর্গে তেভ্যো যথাধিকারমর্থান্ প্রত্যবহৃত্য ধর্ম্মব্যবস্থা ন্যায়াধিগমে তর্কোঽভ্যুপায়স্তেনাভ্যূহ্য যথাস্থানং গময়েদ্

একাদশ অধ্যায়

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা সকলের প্রভু। তিনি সর্ব্বদা লোকের হিত করিবেন, সর্ব্বদা মিষ্টবাক্য বলিবেন, বেদে এবং আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ তর্কশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষিত হইবেন। পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও গুণবানের সহায় এবং অপায়জ্ঞ হইয়া সকল প্রজাতে সমদর্শী হইবেন, তাহাদের হিত করিবেন। সকলের উচ্চাসনে উপবিষ্ট রাজকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরা অধঃস্থিত হইয়া উপাসনা করিবে, ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাকে মান্য করিবে।

রাজা ন্যায়-পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমচারীদিগের রক্ষা করিবেন এবং আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিত বর্ণাশ্রমীদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মেরও অংশভাগী বলিয়া বিদিত। বিদ্বান্, কুলীন, বাগ্মী, রূপবান্, বয়ঃস্থ, সুশীল, সর্ব্বদা ন্যায়-পথাবলম্বী এবং তপস্বী ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন, তাঁহার অনুমোদিত কর্ম্ম সকল করিবেন। ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজ দ্বারা অনুগত হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কখনও ক্ষোভিত হয় না। ইহাও লোকে প্রসিদ্ধ—দৈবোৎপাত-চিন্তকেরা যে সকল কথা বলিবে, তাহা আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন।

কেহ কেহ বলেন, রাজার যোগক্ষেম ইহাঁদেরই অধীন। ঋত্বিকেরা অগ্নিশালায় রাজার শান্তি, পুণ্যাহ, স্বস্ত্যয়ন, আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর এবং মঙ্গলপ্রদ কার্য্য এবং শত্রুদিগের পরাভব বিনাশ এবং পীড়াজনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা প্রজাদিগের বিবাদস্থলে বিচার করিয়া নির্ণয় করিবেন। বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, উপবেদ, পুরাণ, শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম তাহার প্রমাণ। কৃষি, বাণিজ্য, পাশুপাল্য, তেজারতি এবং শিল্প-ব্যবসায়ীদিগের স্ব স্ব শ্রেণীতে চিরপ্রসিদ্ধ প্রথাও প্রমাণ. তাহাদের নিকট হইতে অধিকার অনুসারে সংবাদ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের ব্যবস্থা, ন্যায় প্রাপ্তির নিমিত্ত উপায় স্থির করিবেন এবং তদনুসারে বিচার করিয়া যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিবেন। যদি বিচারে কোনরূপ সন্দেহাদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বেদবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণগণের মত জানিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

এইরূপ করিলে রাজার মঙ্গল লাভ হয়। ব্রহ্মবীর্য্য ক্ষত্রিয়-তেজের সহিত মিলিত হইয়া দেবলোক, পিতৃলোক এবং মনুষ্যদিগকে যে ধারণ করিতেছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। দমনের নিমিত্তই দণ্ডের সৃষ্টি,

বিপ্রতিপত্তৌ ত্রয়ীবিদ্যাবৃদ্ধেভ্যঃ প্রত্যবহৃত্য নিষ্ঠাং গময়েদথাহাস্য নিঃশ্রেয়সং ভবতি ব্রহ্মক্ষত্রেণ সম্প্রবৃত্তং দেব-পিতৃ-মনুষ্যান্ ধারয়তীতি বিজ্ঞায়তে দণ্ডো দমনাদিত্যাহুস্তেনাদান্তান্ দময়েদ্ বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্ট-দেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ-শ্রুতবৃত্ত-বিত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিষ্বাঞ্চ বিপরীতা নশ্যন্তি তানাচার্য্যোপদেশো দণ্ডশ্চ পালয়তে তস্মাদ্রাজাচার্য্যাবনিন্দ্যাবনিন্দ্যৌ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

অতএব সর্ব্বদা দুষ্টদিগের দমন করিবেন। স্বধর্ম্মে নিরত বর্ণাশ্রমিগণ জীবনান্তে আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অনন্তর ভুক্তাবশিষ্ট ফল দ্বারা বিশিষ্ট দেশে, বিশিষ্ট জাতিতে, সৎকুলে, প্রশস্তরূপ, দীর্ঘ-আয়ুঃ, বিদ্যা, সচ্চরিত্র, ধন, সুখ, এবং মেধা-সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম্মবিরুদ্ধাচারীরা বিনষ্ট হয়। তাহাদিগের রক্ষার্থ পণ্ডিতগণের উপদেশ এবং দণ্ড বিহিত হইয়াছে; অতএব রাজা এবং পণ্ডিত ইঁহারা উভয়েই কদাপি নিন্দনীয় নহেন।

গৌতম-সংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসন্ধায়াভিহত্য চ বাগদণ্ড-পারুষ্যাভ্যামঙ্গং মোচ্যো যেনোপহন্যাদার্য্যস্ত্র্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্ বধোঽধিকোঽথাহাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়ন-বাক্‌পথিষু সমপ্রেপ্সুর্দণ্ড্যঃ শতম্। ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাক্রোশে দণ্ডপারুষ্যে দ্বিগুণমধ্যর্দ্ধং বৈশ্যো ব্রাহ্মণস্তু ক্ষত্রিয়ে পঞ্চাশত্তদর্দ্ধং বৈশ্যে ন শূদ্রে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণরাজন্যবৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাবষ্টাপাদ্যং স্তেয়কিল্বিষং শূদ্রস্য দ্বিগুণোত্তরাণীতরেষাং প্রতিবর্ণং বিদুষোঽতিক্রমে দণ্ডভূয়স্ত্বং ফলহরিতধান্যশাকাদানে পঞ্চকৃষ্ণলমল্পে পশুপীড়িতে স্বামিদোষঃ পালসংযুক্তে

দ্বাদশ অধ্যায়

শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন। দ্বিজাতির স্ত্রীসংসর্গে তাহার লিঙ্গচ্ছেদের বিধান করিবেন। শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে রাজা সিসা এবং জৌ গলাইয়া তাহা কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গের ভেদ করিবেন।

আসন, শয়ন, বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড বিধান করিবে। ক্ষত্রিয় যদি কোন ব্রাহ্মণের উপর আক্রোশ করে, তাহা হইলেও তাহার শতপণ দণ্ড হইবে এবং ক্রুর ব্যবহার করিলে উহা অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য বাহ্মণের উপর কোনরূপ ক্রূর ব্যবহার করিলে আড়াইশত পণ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উপর তাদৃশ ব্যবহার করিলে

তু তস্মিন্ পথি ক্ষেত্রেঽনাবৃতে পালক্ষেত্রিকয়োঃ পঞ্চ মাষা গবি ষড়ুষ্ট্রে খরেঽশ্ব-মহিষ্যোর্দশাজাবিষু দ্বৌ দ্বৌ সর্ব্ববিনাশে শতং শিষ্টাকরণে প্রতিষিদ্ধসেবায়াঞ্চ নিত্যং চেলপিণ্ডাদূর্দ্ধং স্বহরণঞ্চ গোঽগ্ন্যর্থে তৃণমেধান্ বীরুদ্বনস্পতীনাঞ্চ পুষ্পাণি স্ববদাদদীত ফলানি চাপরিবৃতানাম্।

কুসীদবৃদ্ধির্ধর্ম্ম্যা বিংশতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতি-সাংবৎসরীমেকে চিরস্থানে দ্বৈগুণ্যং প্রয়োগস্য মুক্তাধির্ন বর্দ্ধতে দিৎসতোঽবরুদ্ধস্য চ চক্রকালবৃদ্ধিঃ-কারিতাকায়িকাশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং পশূপজ-লোমক্ষেত্রশতবাহেষু নাতিপঞ্চগুণমজড়াপোগণ্ডধনং দশবর্ষভুক্তং পরৈঃ সন্নিধৌ ভোক্তুরশ্রোত্রিয়প্রব্র-

পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে এবং বৈশ্যের উপর ঐরূপ ব্যবহার করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্রোশাদি করিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড হয়; শূদ্রের উপর আক্রোশাদি করিলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেইরূপ দণ্ড হইবে। শূদ্রের সুবর্ণ চৌর্য্য জন্য যে পাপ হয়, অপর বর্ণের ক্রমে ক্রমে তাহা দ্বিগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়।

পণ্ডিত ব্যক্তির অবমাননা করিলে সকল বর্ণের মনুষ্যেরই বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত। অল্পপরিমিত ফল, হরিদ্রা, ধান্য এবং শাক অজ্ঞাতে গ্রহণ করিলে পঞ্চ-কৃষ্ণলপরিমিত অর্থদণ্ড হইবে। পশু দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে স্বামীর দোষ হয়, যদি ঐ পশু কাহাকে পালন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পালকের দোষ ঘটে। পথে বা অনাবৃত ক্ষেত্রে পশু দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে যথাক্রমে স্বামী এবং ক্ষেত্রিকের দোষ হয়। গোরু কোন অনিষ্ট করিলে তাহার স্বামী পাঁচ মাষা দণ্ড দিবে, উষ্ট্র অনিষ্ট করিলে ছয় মাষা, গাধা অনিষ্ট করিলেও স্বামীর ছয় মাষা দণ্ড। অশ্ব এবং মহিষী দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে দশ মাষা দণ্ড দিবে, ছাগল এবং ভেড়া দ্বারা অনিষ্ট ঘটিলে প্রত্যেকের জন্য দুই দুই মাষা দণ্ড দিবে।

সর্ব্ববিনাশ ঘটিলে শত মাষা দণ্ড দিবে। বিহিত কর্ম্ম না করিলে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও ঐরূপ দণ্ড দিবে, এবং ঐরূপ কার্য্যকারীর নিজের আবশ্যক বস্ত্র ও ভোজনের অতিরিক্ত ধনও গ্রহণ করিবে। গোরুর জন্য তৃণ, অগ্নির জন্য কাষ্ঠ এবং লতা ও বৃক্ষ হইতে পুষ্প এ সকল পরের হইলেও আপনার মত গ্রহণ করিবে। অনাবৃত স্থানের বৃক্ষ বা লতা হইতে ফলও গ্রহণ করিতে পারিবে। সুদ ন্যায্য মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কেহ কেহ বলেন—যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্য না হয়, তবে প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে।

অধিক দিনের নিমিত্ত ঋণ হইলে সুদ আসলের দ্বিগুণ হইবে। আসল পরিশোধ করিয়া বন্ধকী বস্তু ছাড়াইলে আর সুদ বাড়িবে না, কিংবা পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও তাহার সুদ বাড়িবে না।

কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে, ঋণকর্ত্তার শারীরিক পরিশ্রম বা বন্ধকী বস্তুর ভোগও সুদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান্ প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র এবং শতবাহ্য বস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক সুদ হইবে না। জড় এবং পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অন্যের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার হইবে।

এইরূপে শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহাতেও ভোক্তার অধিকার হইবে না। পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতি স্ত্রীর অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না। উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে। কিন্তু পিতার জামিনী জন্য যদি কাহার নিকট ঋণ থাকে অথবা পিতার বাণিজ্যের জন্য যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, পিতার যদি মদের দোকানে বা দ্যূতকারদিগের নিকট কিছু দেনা থাকে এবং পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয়

জিত-রাজন্য-ধর্ম্মপুরুষৈঃ পশু-ভূমি-স্ত্রীণামনতিভোগ ঋক্‌থভাজি ঋণং প্রতিকুর্য্যুঃ প্রাতিভাব্যবণিক্‌শুল্ক-মদ্যদ্যূতদণ্ডান্ পুত্রানধ্যাভবেয়ুর্নিধ্যন্নাদিযাচিতাবক্রীতা-ধেয়া নষ্টাঃ সর্ব্বা ন নিন্দিতা ন পুরুষাপরাধেন স্তেনঃ প্রকীর্ণকেশো মুষলী রাজানমিয়াৎ কর্ম্মাচক্ষাণঃ পূতো বধমোক্ষাভ্যামঘ্নন্নেনস্বী রাজা ন শারীরো ব্রাহ্মণদণ্ডঃ কর্ম্মবিয়োগ-বিখ্যাপন-বিবাসনাঙ্ককরণান্যপ্রবৃত্তৌ প্রায়শ্চিত্তী স চৌরসমঃ সচিবো মতিপূর্ব্বে প্রতিগ্রহীতাপ্য-ধর্ম্মসংযুক্তে পুরুষশক্ত্যপরাধানুবন্ধবিজ্ঞান্নাদ্দণ্ডনিয়োগোহনুজ্ঞানং বা বেদবিৎসমবায়বচনাদ্ বেদবিৎ-সমবায়বচনাৎ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

থাকে, তাহা হইলে পুত্র তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে।

নিধি, অন্নাদি যাচিত বস্তু, অবক্রীত এবং আধেয় এই সকল বস্তু বিনষ্ট হইলে কোন অনিন্দিত পুরুষই তাহা দিতে বাধ্য নহে। তবে ঐ পুরুষের অপরাধে যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে। যে ব্যক্তি আশীরতির অন্যূন সুবর্ণ চুরি করিয়াছে, সে নিজ দুষ্কর্ম্ম কীর্ত্তন করত আলুলায়িতকেশে মুষল গ্রহণ করিয়া রাজার নিকট গমন করিবে; রাজা তাহাকে সেই মুষল দ্বারা আঘাত করিলে তাহার বিনাশ হোক বা নাই হোক, সে নিষ্পাপ হইবে। রাজা আঘাত না করিলে পাপী হইবেন। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই। ব্রাহ্মণ কোন পাপ করিলে রাজা তাহার অধিকার-চ্যুতি, দোষের ঘোষণা, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন এবং শরীর তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্নিত করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যরূপ দণ্ডে প্রবৃত্ত হইলে রাজার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চৌর্য্য কার্য্যে যে সহায়তা করিবে এবং যে জ্ঞানপূর্ব্বক সেই অন্যায়গৃহীত বস্তু গ্রহণ করিবে, সে ব্যক্তি চৌরতুল্য হইবে। পুরুষের শক্তি এবং অপরাধের ন্যূনাধিক্য-অনুসারে দণ্ডবিধান করিবে অথবা বেদজ্ঞেরা যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন, সেইরূপ দণ্ডবিধান করিবে।

গৌতম-সংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২॥

বিপ্রতিপত্তৌ সাক্ষিণি মিথ্যাসত্যব্যবস্থা বহবঃ স্যু-রনিন্দিতাঃ স্বকর্ম্মসু প্রাত্যয়িকা রাজ্ঞাঞ্চ নিষ্প্রীত্যন-ভিতাপাশ্চান্যতরস্মিন্নপি শূদ্রা ব্রাহ্মণস্ত্বব্রাহ্মণবচনাদ-নুরোধ্যোঽনিবন্ধাশ্চেন্নাসমবেতাঃ পৃষ্টাঃ প্রব্রূয়ুরবচনে চ দোষিণঃ স্যুঃ স্বর্গঃ সত্যবচনে বিপর্য্যয়ে নরকঃ।

অনিবন্ধৈরপি বক্তব্যং পীড়াকৃতে নিবন্ধঃ প্রমত্তোক্তে চ সাক্ষিসভ্যরাজকর্ত্তৃষু দোষো ধর্ম্মতন্ত্রপীড়ায়াং শপথৈর্নেকে সত্যকর্ম্মণা তদ্দেবরাজব্রাহ্মণসংসদি স্যাদব্রাহ্মণানাং ক্ষুদ্রপশ্বনৃতে সাক্ষী দশ হন্তি গোঽশ্ব পুরুষ-ভূমিষু দশগুণোত্তরান্ সর্ব্বং বা ভূমৌ হরণে নরকো ভূমিবদপ্সু মৈথুনসংযোগে চ পশুবন্মধুসর্পি-র্যোগোবদ্বস্ত্র-হিরণ্য-ধান্য-ব্রহ্মসু যানেষ্বশ্ববন্মিথ্যাবচনে যাপ্যো দণ্ড্যশ্চ সাক্ষী নানৃতবচনে দোষো জীবনঞ্চেত্ত-দধীনং ন তু পাপীয়সো জীবনং রাজা প্রাড়্বিবাকো ব্রাহ্মণো বা শাস্ত্রবিৎ প্রাড়্বিবাকো মধ্যো ভবেৎ সংবৎসরং প্রতীক্ষেত প্রতিভায়াং ধেন্বনডুহস্ত্রীপ্রজন-সংযুক্তেষু শীঘ্রমাত্যয়িকে চ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো গরীয়ঃ প্রাড়্বিবাকে সত্যবচনং সত্যবচনম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবাদস্থলে সাক্ষী দ্বারা কোন্‌টা মিথ্যা এবং কোন্‌টা সত্য, রাজা তাহা স্থির করিবেন। উভয় পক্ষেই নিজ কর্ম্মে অনিন্দিত, রাজার বিশ্বাস্য পক্ষপাত এবং দ্বেষশূন্য শূদ্র জাতীয়ও সাক্ষী হইতে পারে; কিন্তু সাক্ষীর সংখ্যা অনেক হওয়া আবশ্যক। অব্রাহ্মণের বাক্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণের কথায় আদর করিবে। সাক্ষীরা যদি সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ঐরূপ সাক্ষী যদি রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়, তাহা হইলে সত্য কথা বলিবে, কারণ, সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ (প্রাপ্তি) এবং মিথ্যা কথায় নরক (প্রাপ্তি) হয়। কাহারও কোন-রূপ পীড়া উপস্থিত হইলে অননুরুদ্ধ ব্যক্তিরাও সাক্ষী দিতে পারে। প্রমত্ত ব্যক্তিও আপনার নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আবদ্ধ করিতে পারে। ধর্ম্মতন্ত্রের পীড়া অর্থাৎ উলঙ্ঘন হইলে সাক্ষী, সভ্য, রাজা ও কর্ত্তার পাপ হয়। অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দান করিবে, কেহ কেহ বা সত্যের উল্লেখ করিয়া সাক্ষ্য দিবে, দেবতার সমীপে অথবা রাজা বা ব্রাহ্মণের সভায় উহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

সাক্ষী যদি ক্ষুদ্র পশুর জন্য মিথ্যা বলে, তাহা হইলে তাহার দশ পুরুষ নরকগামী হয়। গো, অশ্ব, পুরুষ এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে যথাক্রমে শত, সহস্র, অযুত এবং লক্ষ পুরুষকে নরকগামী করা হয়, অথবা ভূমির জন্য মিথ্যা কথা বলিলে সকল প্রাণীর বধজন্য যে পাপ হয়, তাহাই হইবে এবং ভূমি-হরণ করিলে নরক হইবে। জলের জন্য মিথ্যা বলিলে ভূমির মত পাপ হয়, মৈথুনসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় ঐরূপ পাপ হয়, মধু এবং ঘৃতের জন্য মিথ্যা বলিলে পশুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ—তাহা ঘটে, বস্ত্র, হিরণ্য, ধান্য এবং বেদ বিষয়ে মিথ্যা কথায়, গোরুর জন্য মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহাই ঘটে, যান-বিষয়ে মিথ্যা কথায়, অশ্বসম্বন্ধে মিথ্যা কথায় যে পাপ, তাহা হয়। সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে রাজা তাহার অর্থদণ্ড বা কায়িক দণ্ড করিবেন।

যদি মিথ্যা কথা বলিলে কাহারও জীবন রক্ষা হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা কথায় কোন দোষ হইবে না; কিন্তু পাপিষ্ঠের জীবন রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিবে না। রাজা স্বয়ং অথবা প্রাড়্বিবাক অর্থাৎ শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণেরা বিচার-কার্য্য করিবেন। প্রাড়্বিবাক মধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য হইবে। ধেনু, অনডুহ, স্ত্রী এবং গর্ভ-ঘটিত অভিযোগে জামিন লইয়া একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে। যাহা শীঘ্র না করিলে হানি হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ বিচার কার্য্য শীঘ্র করিবে। প্রাড়্বিবাকের নিকট সত্য কথা বলা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

গৌতম-সংহিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ

শাবমাশৌচং দশরাত্রমনৃত্বিগ্‌দীক্ষিতব্রহ্মচারিণাং সপিণ্ডানামেকাদশরাত্রং ক্ষত্রিয়স্য দ্বাদশরাত্রং বৈশ্যস্যার্দ্ধমাসমেকং মাসং শূদ্রস্য তচ্চেদন্তঃপুনরাপতেৎ তচ্ছেষেণ শুধ্যেরন্‌ রাত্রিশেষে দ্বাভ্যাং প্রভাতে তিসৃভির্গোব্রাহ্মণহতানামন্বক্ষং রাজক্রোধাচ্চ যুদ্ধে প্রায়োনাশক-শস্ত্রাগ্নি-বিষোদকোদ্‌বন্ধন-প্রপতনৈশ্চেচ্ছতাং পিণ্ডনিবৃত্তিঃ সপ্তমে পঞ্চমে বা জননেঽপ্যেবং মাতাপিত্রোস্তন্মাতুর্ব্বা গর্ভমাসসমা রাত্রিঃ স্রংসনে গর্ভস্য ত্র্যহং বা শ্রুত্বা চোর্দ্ধং দশম্যাঃ পক্ষিণ্যসপিণ্ডযোনিসম্বন্ধে সহাধ্যায়িনি চ সব্রহ্মচারিণ্যেকাহং শ্রোত্রিয়ে চোপসম্পন্নে প্রেতোপস্পর্শনে দশরাত্রমাশৌচমভিসন্ধায় চেদুক্তং বৈশ্যশূদ্রয়োরার্ত্তবীর্ব্বা পূর্ব্বয়োশ্চ ত্র্যহং বাচার্য্য-তৎপুত্র-স্ত্রী-যাজ্য-শিষ্যেষু চৈবমবরশ্চেদ্বর্ণঃ পূর্ব্বং বর্ণমুপস্পৃশেৎ পূর্ব্বো বাবরং তত্র শাবোক্তমাশৌচং পতিত-চণ্ডাল-সূতিকোদক্যা-শবস্পৃষ্টিতৎস্পৃষ্ট্যুপস্পর্শনে সচেলোদকোপস্পর্শনাচ্ছুধ্যেচ্ছবানুগমে চ শুনশ্চ যদুপহন্যাদিত্যেকে উদকদানং সপিণ্ডৈঃ কৃতচূড়স্য তৎস্ত্রীণাঞ্চানতিভোগ একেঽপ্রদত্তানামধঃশয্যাসনিনো ব্রহ্মচারিণঃ সর্ব্বে ন মার্জ্জয়েরন্ন মাসং ভক্ষয়েয়ুরাপ্রদানাৎ প্রথম-তৃতীয়-

—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ঋত্বিক্‌, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারীদিগের দশরাত্র আর সপিণ্ডদিগের একাদশরাত্র শাব অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশরাত্র, বৈশ্যদিগের অর্দ্ধমাস এবং শূদ্রের এক মাস শাব অশৌচ হয়।

এক শাব অশৌচের মধ্যে যদি অন্য এক শাব অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচের সঙ্গে সঙ্গে উহার শেষ হয়। পূর্ব্ব অশৌচ যে দিন শেষ হইবে, তাহার ঐ রাত্রি-শেষে যদি আর একটী ঐ অশৌচ হয়, তবে দুই দিন বৃদ্ধি হয় আর যদি প্রভাতকালে হয়, তাহা হইলে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়। গো বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। রাজার ক্রোধে, যুদ্ধে, প্রায়োপবেশনে, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, জলমজ্জন, উদ্বন্ধন বা পতন দ্বারা বিনষ্ট ব্যক্তির অশৌচ নাই। সপ্তম অথবা পঞ্চমপুরুষের পিণ্ডনিবৃত্তি হয়, জননাশৌচেরও এইরূপ ব্যবস্থা। গর্ভস্রাব হইলে যত মাস গর্ভ, তত রাত্রি অশৌচ, মাতা-পিতার বা কেবল মাতার হয়। দশ দিনের পর অশৌচ শ্রবণ করিলে তিন দিন অশৌচ হয়। অসপিণ্ডদিগের পাক্ষিক অশৌচ এবং শিষ্য মরণে গুরুর পক্ষিণী। শ্রোত্রিয়ের মৃত্যুতেও একাহ অশৌচ হয়। শবস্পর্শ করিলেও একরাত্র অশৌচ হয়। ইচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচান্ন ভোজনে শূদ্র ও বৈশ্যের দশরাত্র অশৌচ হইবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর্ত্ত অবস্থায় অশৌচান্ন ভোজন করিলে দশরাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্য, আচার্য্য-পুত্র, আচার্য্য-পত্নী, যজমান এবং শিষ্যের মরণে তিন রাত্রি অশৌচ। যদি হীনবর্ণ

পঞ্চম-সপ্তম-নবমেষূদকক্রিয়া বাসসাঞ্চ ত্যাগঃ অন্ত্যে-ত্বন্ত্যানাং দন্তজন্মাদি মাতাপিতৃভ্যাং তূষ্ণীং মাতা বালদেশান্তরিতপ্রব্রজিতাসপিণ্ডানাং সদ্যঃশৌচং রাজ্ঞাঞ্চ কার্য্যবিরোধাদ্‌ব্রাহ্মণস্য চ স্বাধ্যায়ানিবৃত্ত্যর্থং স্বাধ্যায়ানিবৃত্ত্যর্থম্ ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রেষ্ঠবর্ণের শব স্পর্শ করে অথবা শ্রেষ্ঠবর্ণ হীনবর্ণের শব স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে বর্ণের শবস্পর্শ করিবে, তাহার সেই বর্ণের বিহিত শাব-অশৌচ হইবে। পতিত, চণ্ডাল, সূতিকা, ঋতুমতী ও শবের স্পর্শে বা ঐ সকল স্পর্শকারীদিগের স্পর্শে সবস্ত্র জলমগ্ন হইলেই শুদ্ধি লাভ হয়। শবের অনুগমনেও ঐরূপ সবস্ত্র জলমগ্নে শুদ্ধ হইবে। কুক্কুরোচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলেও ঐরূপে শুদ্ধি হয়, ইহা কেহ কেহ বলেন।

গৌতম-সংহিতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

প্রথম বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৬৯]

[নবম সংখ্যা—দোল যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত—

আর্য্যশাস্ত্র

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
জয়গুরু সম্প্রদায়

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত।
৫ই চৈত্র, ১৩৬৯।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫'০০। প্রতি সংখ্যা –১'৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২'০০, বাৎসরিক ২০'০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিবেন।

ঠিকানা ঃ—

সঞ্চালক—**আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়**

৩৩, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা–৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দী ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—পরমানন্দ কার্য্যালয়, ১৬।১।১ গান্ধীচক্, কানপুর।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**--

অশুদ্ধি-সংশোধন

অত্রিসংহিতা

১৫১ শ্লোকের অনুবাদে আছে—

'কারণ, অপাত্রেও যাহা দান করা যায়, তাহা ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পাপ নাশ করে।" এই স্থলে হইবে—

'কিন্তু অপাত্রে যাহা দান করা যায়, তাহা ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করে।"

২৫৩-৫৪ শ্লোকের অনুবাদে আছে—

'কণ্ডনী (গাত্র-কণ্ডূয়ন)'—এই স্থলে হইবে—

'কণ্ডনী (উদূখল-মুষল)'

বিষ্ণুসংহিতা

৯৬ তম অধ্যায় (সন্ন্যাসাশ্রম-বিবরণম্), ২ শ্লোকের অনুবাদে আছে—'অগ্নিহোত্র অগ্নিত্রয় নিজের দেহে আরোপিত করিয়া অর্থাৎ অগ্নি সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে।'

এই স্থলে হইবে—

'অগ্নিহোত্র অগ্নিত্রয় আত্মায় আরোপিত করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিবে।'

হারীত

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪ শ্লোকের অনুবাদে আছে—

অতঃপর পুনরায় অগ্নি দেহে লইয়া জপ-পরায়ণ মুনি পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে প্রস্থান করিবেন'। এই স্থলে হইবে—

'অতঃপর পুনরায় অগ্নি আত্মায় আরোপিত করিয়া জপ-পরায়ণ মুনি পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে প্রস্থান করিবেন'।

যাজ্ঞবল্ক্য

প্রথমাধ্যায় (গৃহস্থাচার প্রকরণ), ১২৮ শ্লোকের অনুবাদে উঞ্ছবৃত্তির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে—

'ক্ষেত্রে পতিত বা পরিত্যক্ত এক একটি শস্যকণা গ্রহণের নাম উঞ্ছ'। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন—

'বাজার-শেষে আপণাদিতে পতিত বা পরিত্যক্ত শস্য-সংগ্রহের নাম উঞ্ছবৃত্তি।'

নিবেদন

অচিন্ত্য-শক্তিশালী পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের মহতী অনুকম্পায় নির্বিঘ্নে মনু প্রভৃতি বিংশতি সংহিতা এই নবম সংখ্যায় শেষ হইল। প্রকাশিত এই গ্রন্থগুলিতে মুদ্রাকর ও আমাদের প্রমাদাদি-বশতঃ স্থলে স্থলে কিছু কিছু ভ্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই ভ্রমের মধ্যে কয়েকটি স্থল পৃথগ্‌ভাবে 'অশুদ্ধি-সংশোধন' রূপে প্রকাশ করা হইল। তাহার পরও যে সব ভ্রম সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ লক্ষ্য করিবেন, কৃপা-পূর্ব্বক সেই সব স্থলে তাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত যথাযথ শুদ্ধি-পাঠ কল্পনা করিয়া লইবেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন। ভবিষ্যতে আমরা উহার যথাসম্ভব শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

অতঃপর আরও কয়েকটি সংহিতা গ্রন্থ প্রকাশানন্তর "শ্রীরামায়ণ গ্রন্থ" যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে। আমরা 'শ্রীরামায়ণ' প্রকাশের জন্য বহু লোকের নিকট হইতে অনুরুদ্ধ হইতেছি। শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

প্রকাশন-কার্য্যের যাঁহারা প্রধান সহায়ক, সেই স্বনামধন্য পণ্ডিত-কুলতিলক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় ও প্রখ্যাত সংস্কৃত-কবি ভট্টপল্লী-নিবাসী বিদগ্ধ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্রীজীবন্যায়তীর্থ মহাশয় হইলেন সর্ব্বাগ্রগণ্য। শাস্ত্রৈকপ্রাণ এই পণ্ডিতদ্বয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'আর্য্যশাস্ত্রে'র কাজ সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইয়া নিয়মিত রূপে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীশ্রীভগবান্ তাঁহাদের অনাময় কর্ম্মণ্য দেহ দান করুন। তাঁহাদের পাদপদ্মে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রণবনারায়ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় যম-সংহিতা হইতে বসিষ্ঠ-সংহিতা পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ-সমূহ পুনর্দর্শন করিয়া আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 'আর্য্যশাস্ত্র' প্রকাশের মূলে যিনি, যিনি আমাদের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাঁহারই কর্ম্মে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সাক্ষী-স্বরূপ অথচ সর্ব্বকর্ম্মকুশলী, যিনি নিরাকার অথচ রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিগ্রহবান্, যিনি সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী অথচ বিজিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর শরণাগত, যিনি নিখিল তত্ত্বের সার অথচ তত্ত্বান্বেষী, যিনি অক্ষর এবং অব্যক্ত অথচ সৃষ্ট্যাদি নানা লীলা-চিকীর্ষু, যিনি ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্ঞেয়, যিনি যোগিগণের দুর্লভ, যিনি ভক্ত-পরবশ, যিনি সর্ব্বগর্ব্বখর্ব্বকারী পরমেশ্বর, যিনি নানা কালে সংক্ষীয়মাণ ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হন, যিনি একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, যিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত, যিনি সর্ব্বজন-কাঙ্ক্ষিত ও

যিনি সকলের, সেই পরম দয়ালু শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম সকলের বিঘ্ন দূর করুন, আমাদিগকে অমৃতের অধিকারী করুন। আমাদের সকল কর্ম্মের মধ্যে তাঁর অবস্থিতি সূচিত হউক। তিনি আমাদের সকলকে তাঁর স্বগণে পরিণত করুন।

যানি যানি চ বস্তূনি পশ্যামীহ মুহুর্মুহুঃ।
তানি তানি চ সর্ব্বাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
ইতি জ্ঞানং সদাস্মাসু নিশ্চলং রাজতাং সদা।
ভগবন্ কৃপয়াস্মভ্যং তদেব দেহি কেবলম্॥
নমঃ শ্রীপুরুষোত্তমরূপিণে পাপহারিণে।
করুণাপূর্ণনেত্রায় ওঙ্কারায় নমো নমঃ॥

ইতি প্রকাশক
শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

অথ শ্রাদ্ধমমাবস্যায়াং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। পঞ্চমী-প্রভৃতি বাপরপক্ষস্য, যথাশ্রাদ্ধং সর্ব্বস্মিন্ বা দ্রব্য-দেশব্রাহ্মণসন্নিধানে বা কালনিয়মঃ শক্তিতঃ প্রকর্ষেদ্ গুণসংস্কারবিধিরন্নস্য। নবাবরান্ ভোজয়েদরুজো যথোৎসাহং বা ব্রাহ্মণান্ শ্রোত্রিয়ান্ বাগ্ রূপবয়ঃশীল-সম্পন্নান্। যুবভ্যো দানং প্রথমমেকে। পিতৃবন্ন চ তেন মিত্রকর্ম্ম কুর্য্যাৎ। পুত্রাভাবে সপিণ্ডা মাতৃ-সপিণ্ডাঃ শিষ্যাশ্চ দদ্যুস্তদভাবে ঋত্বিগাচার্য্যৌ। তিল-মাষ-ব্রীহি-যবোদক-দানৈর্ম্মাসং পিতরঃ প্রীণন্তি। মৎস্য-হরিণ-রুরু-শশ-কূর্ম্ম-বরাহ-মেষমাংসৈঃ সংবৎসরাণি,গব্য-পয়ঃ-পায়সৈর্দ্বাদশ বর্ষাণি, বাদ্ধ্রীণসেন মাংসেন কাল-শাক-চ্ছাগ-লৌহ-খড়্গ-মাংসৈর্মধুমিশ্রৈশ্চানন্ত্যম্। ন ভোজয়েৎ স্তেন-ক্লীব-পতিত-নাস্তিক-তদ্বৃত্তি-বীরহাগ্রে-দিধিষু-দিধিষুপতি-স্ত্রী-গ্রাম-যাজকাজপালোৎসৃষ্টাগ্নি-মদ্যপকুচর-কূটসাক্ষি-প্রতিহারিকানুপপত্তির্যস্য চ, কুণ্ডাশী সোমবিক্রয্যগারদাহী গরদাবকীর্ণি-গণপ্রেষ্যাগম্যাগামি-হিংস্র-পরিবিত্তি-পরিবেত্তৃপর্য্যাহিত-পর্য্যাধাতৃ-ত্যক্তাত্ম দুর্ব্বলাঃ কুনখি-শ্যাবদন্তঃ শ্বিত্রি-পৌনর্ভব-কিতবাজ-প্রেষ্য প্রাতিরূপক শূদ্রাপতি-নিরাকৃতি-কিলাসী কুসীদী বণিক্-শিল্পোপজীবি-জ্যা-বাদিত্র-তালনৃত্য-গীতশীলান্,

পঞ্চদশ অধ্যায়

এক্ষণে শ্রাদ্ধের বিষয় বলা যাইতেছে। অমাবস্যায় পিতৃ-উদ্দেশে দান করিবে। অপর পক্ষের পঞ্চমী প্রভৃতিতেও পিতৃ-উদ্দেশে দান করিবে। শ্রাদ্ধ-বিহিত সর্বকালে বা দ্রব্য, দেশ এবং ব্রাহ্মণের সমাগমেও শ্রাদ্ধ করিবে; শ্রাদ্ধের যে কাল উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রাদ্ধ করিবে। শক্তি অনুসারে অন্নের গুণ এবং সংস্কার করিবে। আপনার উৎসাহ অনুসারে নয়ের ন্যূন বেযোড় সংখ্যক শ্রোত্রিয়, বাক্য রূপ ব্যয় এবং শীলসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, যুবাদিগকে দান করিবে; ঐ সকল ব্রাহ্মণকে পিতার মত বিবেচনা করিবে; তাঁহাদিগের সহিত মিত্র কার্য্য করিবে না। পুত্র না থাকিলে, সপিণ্ড, মাতৃসপিণ্ড বা শিষ্যেরা শ্রাদ্ধ করিবে; শিষ্য না থাকিলে ঋত্বিক্ বা আচার্য্য শ্রাদ্ধ করিবে। তিল, মাস, ব্রীহি, যব এবং উদক দানে পিতৃলোকের এক মাসকাল তৃপ্তি হয়।

মৎস্য, হরিণ, রুরু, শশ, কূর্ম্ম, বরাহ এবং মেষমাংস দ্বারা সংবৎসর তৃপ্তি হয়। গব্যদুগ্ধ এবং পায়স দ্বারা দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি হয়। ব্রাদ্ধ্রীণস-মাংস, কালশাক, কৃষ্ণ ছাগল এবং গাণ্ডারের মাংস মধু মিশ্রিত করিয়া দান করিলে অনন্তকাল তৃপ্তি হয়। চোর, ক্লীব, পতিত, নাস্তিক, নাস্তিকবৃত্তি, বীরহা, অগ্রেদিধিষুপতি, দিধিষুপতি, স্ত্রীযাজক, গ্রামযাজক, অজপালক, উৎকৃষ্টভোজী, অগ্নিভোজী, মদ্যপায়ী, কুচর, কূটসাক্ষী, প্রতিহারী এবং যাহার কোন উপপত্তি নাই, এরূপ লোককে ভোজন করাইবে না।

কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রয়ী, গৃহদাহী, বিষদায়ী, অবকীর্ণী, গণিকাদাসী এবং অগম্যাগামী, হিংস্রক, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, পর্য্যাহৃত, পর্য্যাধাতৃ, পরিত্যক্ত, আত্মদুর্ব্বল, কুনখী, শ্যাবদন্তী, শ্বিত্রী, পৌনর্ভব, কিতব, আজপ্রেষ্য, প্রাতিরূপক, শূদ্রাপতি, নিরাকৃতি, কিলাসী, কুসীদব্যবসায়ী, বণিক্, শিল্পোপজীবী, ধনুর্ব্ব্যবসায়ী এবং বাদিত্র তাল ও নৃত্য-গীত ব্যবসায়ীদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না।

অনিচ্ছাপূর্ব্বক পিতা যাহাকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না। কেহ কেহ বলেন,—সগোত্র এবং শিষ্যকেও ভোজন করাইবে না। সদ্যঃশ্রাদ্ধকারী তিনের অধিক গুণবান্‌কে ভোজন করাইবে। শূদ্রার শয্যাগামী হইয়া শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস বিষ্ঠায় পতিত হন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধের দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; শ্রাদ্ধান্ন চণ্ডাল,

পিত্রা চাকামেন বিভক্তান্। শিষ্যাংশ্চৈকে সগোত্রাংশ্চ।
ভোজয়েদূর্দ্ধং ত্রিভ্যো গুণবন্তম্।
সদ্যঃশ্রাদ্ধী শূদ্রাতল্পগস্তৎপুরীষে মাসং নয়তি পিতৄং-স্তস্মাৎ তদহর্ব্রহ্মচারী স্যাৎ। শ্ব-চণ্ডাল-পতিতাবেক্ষণে দুষ্টং তস্মাৎ পরিশ্রুতে দদ্যাৎ, তিলৈর্ব্বা কিরেৎ। পংক্তিপাবনো বা শময়েৎ। পংক্তিপাবনাঃ ষড়ঙ্গ-বিজ্জ্যেষ্ঠসামিকত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ পঞ্চাগ্নিঃ স্নাতকো মন্ত্রব্রাহ্মণবিদ্ধর্ম্মজ্ঞো ব্রহ্মদেয়ানুসন্দান ইতি। হবিঃষু চৈবং দুর্ব্বলাদীন্। শ্রাদ্ধ এবৈকে শ্রাদ্ধ এবৈকে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ককুর বা পতিত ব্যক্তি দর্শন করিলে দুষ্ট হয়, এই নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধান্ন দান করিবে অথবা তিল দ্বারা বিকীর্ণ করিবে।

পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণেরা উহার দোষ শান্তি করে। যে ষড়ঙ্গ জানে, বয়োজ্যেষ্ঠ, সামবেদবিদ্, ত্রিণাচিকেত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ জ্ঞাত হয়, পঞ্চাগ্নিরক্ষক, স্নাতক, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবিৎ, ধর্ম্মজ্ঞ ও বেদ অধ্যাপন করে, তাহাকে পংক্তিপাবন বলে। হবনাদিকার্য্যেও এইরূপ দুর্ব্বলাদির পরিহার করিবে। কেহ কেহ বলেন,—কেবল শ্রাদ্ধেই এই নিয়ম।

গৌতম-সংহিতায় পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৫॥

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

শ্রবণাদি বার্ষিকং প্রোষ্ঠপদীং বোপাকৃত্যাধীয়ীত চ্ছন্দাংস্যর্দ্ধপঞ্চমমাসান্ পঞ্চদক্ষিণায়নং বা ব্রহ্মচার্য্যুৎ-সৃষ্টলোমা। ন মাংসং ভুঞ্জীত। দ্বৈমাস্যো বা নিয়মী। নাধীয়ীত বায়ৌ দিবা পাংশুহরে কর্ণশ্রাবিণি নক্তং বাণ-ভেরী-মৃদঙ্গ-গর্জ্জার্ত্তশব্দেষু চ শ্ব-শৃগাল-গর্দ্দভসংহ্রাদে লোহিতেন্দ্রধনুর্নীহারেষ্বভ্রদর্শনে চাপর্ত্তৌ। মূত্রিত-উচ্চরিতে। নিশাসন্ধ্যোদকেষু বর্ষতি চৈকে। বল্মীক-সন্তানমাচার্য্যপরিবেষণে জ্যোতিষোশ্চ। ভীতো যানস্থঃ শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদঃ। শ্মশান-গ্রামান্ত-মহাপথাশৌচেষু। পূতিগন্ধান্তঃশব-দিবাকীর্ত্তি-শূদ্রসন্নিধানে। সূতকে চোদ্গারে। ঋগ্‌যজুষঞ্চ সামশব্দে। যাবদাকালিকা নির্ঘাত-ভূমিকম্প-রাহুদর্শনোল্কা-স্তনয়িত্নু-বর্ষবিদ্যুতঃ

ষোড়শ অধ্যায়

বর্ষাকালে শ্রাবণাদি মাসে বা ভাদ্রমাসে বা দক্ষিণায়নের পাঁচ মাস, নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া লোমত্যাগ করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। মাংস ভোজন করিবে না। দুই মাস বা ঐরূপ নিয়ম করিবে। দিবাকালে যদি বায়ু শব্দ করিয়া ধূলি হরণ করে এবং রাত্রিকালে বাণ, ভেরী, মৃদঙ্গের শব্দ হয়, মেঘগর্জ্জন করে, আর্ত্তনাদ শুনা যায়, কুকুর, শৃগাল ও গর্দ্দভ শব্দ করিলে, অকালে লোহিত-বর্ণ ইন্দ্রধনু ও অকালে কুজ্‌ঝটিকার দর্শন হইলে এবং আপৎ কালে অধ্যয়ন করিবে না।

মূত্র এবং মলত্যাগের সময় অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন,—সায়ংসন্ধ্যার সময় উদক বর্ষণ হইলেও অধ্যয়ন করিবে না। বল্মীক-সন্তানে, চন্দ্র এবং সূর্য্যের পরিধি দৃষ্ট হইলে অধ্যয়ন করিবে না। কোন কারণে ভীত হইয়া, যানারূঢ় হইয়া, শয়ন করিয়া বা পা উঁচু করিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শ্মশান, গ্রামের অন্ত, মহাপথ এবং অশৌচে অধ্যয়ন করিবে না।

প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু। অনৃতৌ বিদ্যুতি।
নক্তঞ্চাপররাত্রাৎ ত্রিভাগাদিপ্রবৃত্তৌ সর্ব্বম্।
উল্কা বিদ্যুৎসমেত্যেকেষাং।
স্তনয়িত্নুরপরাহ্নেঽপি প্রদোষে। সর্ব্বং নক্তমর্দ্ধরাত্রা-
দহশ্চেৎ সজ্যোতির্ব্বিষয়স্থে চ। রাজ্ঞি প্রেতে। বিপ্রোষ্য
চান্যোন্যেন সহ। সঙ্কুলোপাহিতবেদসমাপ্তি-চ্ছর্দ্দি-
শ্রাদ্ধমনুষ্যযজ্ঞ-ভোজনেষু। অহোরাত্রমমাবাস্যায়াঞ্চ
দ্ব্যহং বা। কার্ত্তিকী ফাল্গুন্যাষাঢ়ী পৌর্ণমাসী।
তিস্রোঽষ্টকাস্ত্রিরাত্রমন্ত্যামেকে। অভিতো বার্ষিকং
সর্ব্বে বর্ষবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুসন্নিপাতে। প্রস্যন্দিন্যূর্দ্ধম্।
ভোজনাদুৎসবে প্রাধীতস্য চ নিশায়াং চতুর্ম্মুহূর্ত্তং
নিত্যমেকে নগরে মানসমপ্যশুচি শ্রাদ্ধিনামাকালি-
কমকৃতান্নশ্রাদ্ধিকসংযোগে চ প্রতিবিদ্যঞ্চ যাবৎ
স্মরন্তি প্রতিবিদ্যঞ্চ যাবৎ স্মরন্তি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

পূতিগন্ধযুক্ত স্থানে, শবযুক্ত স্থানে, দিবাকীর্ত্ত এবং শূদ্র-সন্নিধানে অধ্যয়ন করিবে না। সূতকে এবং উদ্গারেও অধ্যয়ন করিবে না। সামবেদ শুনিতে পাইলে ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদও অধ্যয়ন করিবে না। অকালে নির্ঘাত, ভূমিকম্প, রাহুদর্শন, উল্কাপাত, মেঘবর্ষণ এবং বিদ্যুৎপাতে অধ্যয়ন করিবে না। অগ্নির প্রাদুর্ভাবেও অধ্যয়ন করিবে না। অযথা ঋতুতে বিদ্যুৎপাত হইলেও অধ্যয়ন করিবে না।

শেষরাত্রের পর ত্রিভাগের আদিতে পূর্ব্বোক্ত নির্ঘাতাদি উপস্থিত হইলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন,—উষাকালে বিদ্যুৎপাত হইলে অধ্যয়ন করিবে না। অপরাহ্নে ও প্রদোষে মেঘগর্জ্জন করিলে কিছুই অধ্যয়ন করিবে না। রাত্রে অর্দ্ধরাত্রের পর মেঘ-গর্জ্জন হইলে অধ্যয়ন করিবে না এবং দিবার সূর্য্যোদয়ে মেঘগর্জ্জনে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। যে রাজার অধিকারে বাস, তাহার মৃত্যুতেও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, বিদেশ হইতে আসিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাতেও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। প্রারব্ধ বেদের সমাপ্তি হইলে সে দিবস আর অধ্যয়ন করিবে না। সর্দ্দি, শ্রাদ্ধ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ভোজনাদিতেও অধ্যয়ন করিবে না। অমাবস্যায় অহোরাত্র বা দিনদ্বয় অধ্যয়ন করিবে না। কার্ত্তিকী, ফাল্গুনী এবং আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে অধ্যয়ন করিবে না। অষ্টকাত্রয়ে তিন রাত্রি অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন,—শেষ অষ্টকামাত্র অধ্যয়ন করিবে না। বর্ষাকালে মেঘবর্ষণ, উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত এক সঙ্গে হইলে সেই বর্ষাকালব্যাপী অনধ্যয়ন বলিয়া জানিবে। বারিবর্ষণের পর পর্য্যন্ত ও অধ্যয়ন নিষেধ। ভোজনাদি উৎসবে অধ্যয়ন করিবে না। যাহা একবার অধীত হইয়াছে, পুনরায় তাহার অধ্যয়ন করিবে না। কেহ কেহ বলেন,—রাত্রিকালে চার মুহূর্ত্ত একেবারেই অধ্যয়ন করিবে না। নগরে অধ্যয়ন করিবে না। অকৃতান্ন শ্রাদ্ধীর সংযোগে এবং যে পর্য্যন্ত অধীত বিদ্যার স্মরণ হয়, সে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে ন।

গৌতম-সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৬॥

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণো ভুঞ্জীত। প্রতিগৃহ্ণীয়াচ্চৈধোদক-যবস-মূল-ফল-মধ্বভয়াভ্যুদ্যত-শয্যাসন-যান-পয়ো-দধি-ধানা-শফরি-প্রিয়ঙ্গু-স্রগ্মার্গ-শাকান্যপ্রণোদ্যানি সর্ব্বেষাং পিতৃ-দেব-গুরু-ভৃত্য-ভরণে চ। অন্যবৃত্তিশ্চেন্নান্তরেণ শূদ্রাৎ। পশুপাল-ক্ষেত্রকর্ষক-কুলসঙ্গতকার-পিতৃপরিচারকা ভোজ্যান্নাঃ। বণিক্ চাশিল্পী। নিত্যমভোজ্যং কেশকীটাবপন্নম্। রজস্বলাকৃষ্ট-শকুনিপদোপহতং ভ্রূণঘ্নপ্রেক্ষিতং গবোপঘ্রাতং ভাবদুষ্টং শুক্তং কেবলমদধি পুনঃসিদ্ধং পর্য্যুষিতম্। অশাকভক্ষ্যস্নেহ-মাংস-মধূন্যুৎসৃষ্ট-পুংশ্চল্যভিশস্তানপদেশ্য-দণ্ডিক-তক্ষ-কদর্য্য-বন্ধনিক-চিকিৎসক-মৃগয়ু-কারুচ্ছিষ্ট-ভোজিগণবিদ্বিনাণামপাঙ্‌ক্ত্যানাম্। প্রাগ্ দুর্ব্বলাদ্। বৃথান্নাচমনোত্থানব্যপেতানি। সমাসমাভ্যাং বিষমসমে। পূজান্তরানর্চিতঞ্চ। গোশ্চ ক্ষীরমনির্দ্দশায়াঃ। সূতকে চাজা-মহিষ্যোশ্চ। নিত্যমাবিকমপেয়ম্। ঔষ্ট্রমৈকশফঞ্চ। স্যন্দিনী যমসূসন্ধিনীনাঞ্চ যাশ্চ ব্যপেতবৎসাঃ। পঞ্চনখা-

সপ্তদশ অধ্যায়

নিজ কর্ম্মে প্রশস্ত দ্বিজাতীয়দিগের গৃহে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিবে। পিতৃ, দেব এবং গুরুর কার্য্য ও ভৃত্যের ভরণের নিমিত্ত সকলের নিকট হইতেই অনিন্দনীয় উদক, যবস, মূল, ফল, মধু, অভয় এবং অযাচিত হইয়া উপস্থিত অন্ন, শয্যা, আসন, যান, দুগ্ধ, দধি, ধান্য, মৎস্য, প্রিয়ঙ্গু, পুষ্প, দর্ভ এবং শাক গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ যদি নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করেন, তবে শূদ্র ব্যতীত অন্য কোন জাতির নিকট হইতে ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিবে। শূদ্র জাতির মধ্যে নিজের পশুপালক ও ক্ষেত্র-কর্ষক এবং কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন ও পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে। কেশ এবং কীট-সংস্পৃষ্ট অন্ন কখন ভোজন করিবে না। রজস্বলা-স্পৃষ্ট, পক্ষীর চরণ দ্বারা খণ্ডিত, ভ্রূণঘ্ন কর্ত্তৃক অবলোকিত, গোরু দ্বারা আঘ্রাত, ভাব-দুষ্ট (অর্থাৎ যাহা দেখিলে মনের ভিতর একটা জঘন্য ভাবের উদয় হয় অথবা কোন কোন ঘৃণিত বস্তুর সহিত উপমিত), শুক্ত, ব্যঞ্জন বা উপকরণশূন্য, দধি-বর্জ্জিত, পুনর্ব্বার সিদ্ধ এবং পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন ভোজন করিবে না। শাকহীন এবং অভক্ষ্য স্নেহ, মাংস ও মধু ভোজন করিবে না। উৎসৃষ্ট অর্থাৎ পরিত্যক্ত (পাত-কুড়ান) অন্ন, পুংশ্চলী (বেশ্যা), অভিশস্ত (পাপকার্য্যহেতুক সমাজে ঘৃণিত), অনপদেশ্য (অকুলীন), রাজদণ্ডে দণ্ডিত, তক্ষ (ছুতর), কদর্য্য (কৃপণ), বন্ধ, চিকিৎসক, ব্যাধ, কারু অর্থাৎ শিল্পী, উচ্ছিষ্টভোজিগণ, সম্প্রদায়শত্রু এবং অপাঙ্‌ক্তেয় (যাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন নিষিদ্ধ) ইহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। দুর্ব্বলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না।

বৃথা অর্থাৎ অনিবেদিত এবং আচমন ও উত্থানহীন অন্ন ভোজন করিবে না। সম অর্থাৎ পবিত্র এবং বিষম অর্থাৎ অপবিত্র· এই উভয়বিধ অন্ন একত্র করিবে না।* পূজা অর্থাৎ সংস্কারবিশেষ দ্বারা অনর্চ্চিত অন্নও ভোজন

* এসম্বন্ধে মনুতে এইরূপ লেখা আছে,—কোন কালে দেবগণ কৃপণ শ্রোত্রিয় এবং বদান্য বার্দ্ধুষিক এই উভয়ের অন্ন সমান বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিতে দেখিয়া প্রজাপতি বলেন,—'তোমরা বিষম বস্তুকে সম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিও না। উভয়বিধ অন্ন পরস্পর সম নহে, কারণ বদান্য নিজে অপবিত্র হইলেও তাহার অন্ন অন্তরীণ শ্রদ্ধা দ্বারা পূত হয় এবং শ্রোত্রিয় নিজে পবিত্র হইলেও শ্রদ্ধা না থাকায়, তাহার অন্ন অতি অপবিত্র'। বোধ হয় গৌতমও সেইরূপ কোন একটা কথা বলিয়াছেন।

শ্চাশল্যক-শশ-শ্বাবিদ্-গোধা-খড়্গ-কচ্ছপাঃ। উভয়তো-দৎ-কেশ-লোমৈকশফ-কলবিঙ্ক-প্লব-চক্রবাক-হংসাঃ, কাক-কঙ্ক গৃধ্র-শ্যেনা, জলজা রক্তপাদতুণ্ডা, গ্রাম্যকুক্কুট-শূকরৌ, ধেম্বনডুহৌ চাপন্নদাবসন্নবৃথা-মাংসানি। কিসলয়-ক্যাকু-লশুন-নির্যাস-লোহিত-ব্রশ্চনাশ্বনিচিদারু-বকলাব-টিট্টিভ-মান্ধাতৃ-নক্তঞ্চরা অভক্ষ্যাঃ।

ভক্ষ্যাঃ প্রতুদা বিষ্কিরা জালপাদা মৎস্যাশ্চাবিকৃতা বধ্যাশ্চ ধর্ম্মার্থে ব্যালহতা দৃষ্টদোষ-বাক্‌প্রশস্তান্যভ্যু-ক্ষ্যোপযুঞ্জীতোপযুঞ্জীত।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

করিবে না। প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে গোরুর দুগ্ধ পান করিবে না। অজা এবং মহিষীরও প্রসবের পর দশ দিন অতীত না হইলে দুগ্ধ পান করিবে না। মেষের দুগ্ধ কখনই পান করিবে না। উষ্ট্র এবং একশফ (অর্থাৎ যাহাদের খুরের মধ্যস্থলে চেরা নাই) এইরূপ জন্তুরও দুগ্ধ পান করিবে না।

সন্ধিনী অর্থাৎ গর্ভধারণ করিতে উৎসুক গোরুর দুগ্ধ পান করিবে না। বৎসহীন গোরুর দুগ্ধও পান করিবে না। শল্যক (সাজারু), শশ (খরগোশ), শ্বাবিধ (জন্তুবিশেষ), গোধা (গোসাপ), খড়্গ (গাণ্ডার) এবং কচ্ছপ, এতদ্ভিন্ন যে সকল জীবের পাঁচটী করিয়া নখ আছে, তাহারা অভক্ষ্য (পঞ্চনখের মধ্যে কেবল উপরি উক্ত পাঁচটী ভক্ষ্য)। যে সকল জন্তুর দুপাটি দাঁত আছে, যাহাদের কেশ ও লোম উভয়ই আছে, যাহাদের খুরের মধ্যে চেরা নয়, কলবিঙ্ক, প্লব, চক্রবাক, হংস, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, শ্যেন, যাহাদের মাথা এবং পা লাল এরূপ জলচর পক্ষী, গ্রাম্য কুক্কুট, গ্রাম্য-বরাহ, গোরু, অনডুহ (ষাঁড়) এ সকলের মাংস ভক্ষণ করিবে না।

অনিবেদিত দেবান্ন এবং বৃথা মাংসও ভক্ষণ করিবে না। কিসলয়, ক্যাকু (?), লশুন, বৃক্ষের আটা এবং বৃক্ষ ছেদন করিলে যে লোহিতবর্ণ রস নির্গত হয়, তাহাও ভক্ষণ করিবে না। কাঠ্‌ঠোক্‌রা, বক, টিট্টিভ, মান্ধাতৃ এবং রাত্রিচর পক্ষীসকল (পেচক প্রভৃতি) অভক্ষ্য। প্রতুদ, বিষ্কির, জালপাদ, অবিকৃত মৎস্য ঐ সকল পশু ধর্ম্মার্থ যাহাদের বধ বিহিত হইয়াছে, হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নিহিত মৃগাদি এবং যাহাদের কোনরূপ অপকারিতা দেখা যায় না অথবা যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, এইরূপ জীবের মাংস যথাবিধি দেব এবং পিতৃ উদ্দেশে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে।

গৌতম-সংহিতায় সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

অস্বতন্ত্রা ধর্ম্মে স্ত্রী, নাতিচরেদ্ভর্ত্তারম্। বাক্-চক্ষুঃ-কর্ম্ম-সংযতা পতিরপত্যলিপ্সুর্দ্দেবরাদ্ গুরুপ্রসূতা নর্ত্তুমতীয়াৎ। পিণ্ড-গোত্র-ঋষিসম্বন্ধিভ্যো যোনিমাত্রাদ্বা। নাদেবরাদিত্যেকে। নাতিদ্বিতীয়ম্। জনয়িতুরপত্যং সময়াদন্যত্র, জীবতশ্চ ক্ষেত্রে পরস্মাৎ, তস্য দ্বয়োর্ব্বা। রক্ষণাত্তু ভর্ত্তুরেব। নষ্টে ভর্ত্তরি ষাড়্বার্ষিকং ক্ষপণম্। শ্রূয়মাণেঽভিগমনং, প্রব্রজিতে তু নিবৃত্তিঃ প্রসঙ্গাৎ। তস্য দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রাহ্মণস্য বিদ্যাসম্বন্ধে ভ্রাতরি চৈবং জ্যায়সি যবীয়ান্ কন্যাগ্ন্যুপযমেষু। ষড়িত্যেকে। ত্রীন্ কুমার্য্যৃতূনতীত্য স্বয়ং যুজ্যেতানিন্দিতেনোৎসৃজ্য পিত্র্যানলঙ্কারান্। প্রদানং প্রাগৃতোঃ অপ্রযচ্ছন্ দোষী। প্রাগ্বাসসঃ প্রতিপত্তেরিত্যেকে। দ্রব্যাদানং বিবাহসিদ্ধ্যর্থং ধর্ম্মতন্ত্রসংযোগে চ শূদ্রাৎ। অন্যত্রাপি শূদ্রাদ্বহুপশোর্হীনকর্ম্মণঃ শতগোরনাহিতাগ্নেঃ সহস্রগোশ্চ সোমপাৎ। সপ্তমীঞ্চাভুক্ত্বা নিচয়ায়াপ্যহীনকর্ম্মভ্য আচক্ষীত। রাজ্ঞা পৃষ্টঃ। তেন হি ভর্ত্তব্যঃ শ্রুতশীলসম্পন্নশ্চেদ্ধর্ম্মতন্ত্রপীড়ায়াং তস্যাকরণে দোষো দোষঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্ত্রী ধর্ম্মকার্য্যেও স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনা হইবে না, কখনও স্বামীকে অতিক্রম করিবে না অর্থাৎ তাহার অমতে কার্য্য করিবে না। স্বামীর (মৃত্যু হইলে) ঋতুকালে বাক্, চক্ষুঃ এবং কর্ম্মে সংযম করিয়া স্বামীর সহোদর দেবর হইতে সন্তান লাভ করিতে অভিলাষিণী হইবে। সেরূপ দেবর না থাকিলে যাহার সহিত পিণ্ড-গোত্র অথবা ঋষি-সম্বন্ধ আছে কিংবা কেবল যোনিমাত্র সম্বন্ধ আছে, এরূপ দেবর হইতে অপত্য উৎপাদন করিবে। যে সম্বন্ধে দেবর নয়, এরূপ লোক হইতে সন্তানোৎপাদন করিবে না এবং দেবর হইতেও দুইটীর অধিক সন্তান উৎপাদন করিবে না।

যদি কোনরূপ সত্ত্ব না থাকে, তাহা হইলে ঐ সন্তান উৎপাদয়িতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে। জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অপরে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র, তাহারই হয়, অথবা ক্ষেত্রস্বামী ও উৎপাদয়িতা এই উভয়েরই সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে; (বস্তুতঃ) যে ঐ সন্তানকে প্রতিপালন করিবে, তাহারই সন্তান হইবে। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে ছয় বৎসরকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সংবাদ পাইলে তাহার নিকট গমন করিবে। স্বামী যদি প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রসঙ্গ হইতে নিবৃত্তও হইবে। ব্রাহ্মণের বিদ্যাসম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও যদি ঐরূপ নিরুদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার কন্যাদান, অগ্নিরক্ষা এবং বিবাহ বিষয়ে বার বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিবে। কেহ বলেন,—ছয় বৎসর মাত্র প্রতীক্ষা করিবে।

(পিতা প্রভৃতি আত্মীয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলে) কুমারী তিনটী ঋতু অতিক্রম করিয়া পিতৃদত্ত অলঙ্কার গুলি পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কোন অনিন্দিত পাত্রের সহিত যুক্ত হইবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যাদান করিবে। ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন,—কন্যা নগ্নিকা অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উহাকে প্রদান করিবে। বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অথবা কোন ধর্মকার্য্য নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত শূদ্র হইতেও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে। অপর অপর কার্য্যের জন্যও বহু পশুসম্পন্ন শূদ্র, হীনকর্মা শত গোর অধিপতি অনাহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ এবং সহস্র গোর স্বামী সোমপ হইতে ধনাদি গ্রহণ করিবে। সপ্তম বেলা অবধি ভোজন না হইলে অহীনকর্মা ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ভোজন গ্রহণ করিবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে সত্যকথা বলিবে। ধর্ম্মাচরণের বাধা হইলে রাজা বেদবিদ্ এবং সুশীল ব্রাহ্মণদিগের ভরণ-পোষণ করিবেন, তাহা না করিলে তিনি পাপী হইবেন।

গৌতম-সংহিতায় অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮

একোনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

উক্তো বর্ণধর্ম্মশ্চাশ্রমধর্ম্মশ্চ। অথ খল্বয়ং পুরুষো যেন কর্ম্মণা লিপ্যতেহথৈতদযাজ্যযাজনমভক্ষ্যভক্ষণমবদ্য-বদনং শিষ্টস্যাক্রিয়া প্রতিষিদ্ধসেবনমিতি চ। তত্র প্রায়শ্চিত্তং কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি মীমাংসন্তে। ন কুর্য্যাদিত্যাহুর্নহি কর্ম্ম ক্ষীয়ত ইতি কুর্য্যাদিত্যপরে। পুনঃ স্তোমেনেষ্ট্বা পুনঃ সবনমায়াতীতি বিজ্ঞায়তে। ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানম্, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতেঽগ্নিষ্টুতাভিশস্যমানং যাজয়েদিতি চ।

তস্য নিষ্ক্রয়ণানি জপস্তপো হোম উপবাসো দানমুপনিষদো বেদান্তাঃ সর্ব্বচ্ছন্দঃসু সংহিতা মধূন্যঘমর্ষণমথর্ব্বশিরো রুদ্রাঃ পুরুষসূক্তং রাজন-রৌহিণে সামনী বৃহদ্রথন্তরে পুরুষগতির্মহানাম্ন্যো মহাবৈরাজং মহাদিবাকীর্ত্ত্যং জ্যেষ্ঠসাম্নামন্যতমদ্ বহিষ্পবমানং কুষ্মাণ্ডানি পাবমান্যঃ সাবিত্রী চেতি পাবনানি।

পয়োব্রততা শাকভক্ষতা ফলভক্ষতা প্রসৃতযাবকো হিরণ্যপ্রাশনং ঘৃতপ্রাশনং সোমপানমিতি চ মেধ্যানি।

সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ সর্ব্বাঃ স্রবন্ত্যঃ পুণ্যা হ্রদাস্তীর্থানি ঋষিনিবাস-গোষ্ঠ-পরিস্কন্দা ইতি দেশাঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং সত্যবচনং সবনেষূদকোপস্পর্শনমার্দ্রবস্ত্রতাধঃ-শায়িতানাশক ইতি তপাংসি।

ঊনবিংশ অধ্যায়

বর্ণ-ধর্ম এবং আশ্রম-ধর্ম উক্ত হইল। এক্ষণে যে কর্ম করিলে পুরুষ পাপে লিপ্ত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। অযাজ্য-যাজন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ অকথ্য-কথন, বিহিত কার্য্যের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধ বস্তুর সেবন—এই সকল পাপকার্য্য। এই কার্য্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কি না, তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। কেহ কেহ বলেন,— প্রায়শ্চিত্ত করিবে না, কারণ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কেহ কেহ বলেন,—প্রায়শ্চিত্ত করিবে। পুনর্ব্বার অগ্নিস্টোম যজ্ঞ করিলে পুনর্ব্বার সবন প্রাপ্ত হয়, এই বেদবাক্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করণীয় বলিয়া জানা যাইতেছে। ব্রাত্য ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়া সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নিষ্টুতের দ্বারা অতিশস্যমানকে যজ্ঞ করাইবে, এই সকল বেদবাক্য প্রমাণ।

জপ, তপশ্চরণ, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্, বেদান্ত, বেদসমূহের সংহিতাভাগ, মধুবাতাদি মন্ত্র, অঘমর্ষণমন্ত্র, অথর্ব্বশির, উপনিষৎ, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত, রাজনরৌহিণ নামক সামগান, রথন্তরে পুরুষাগতি, মহানাম্নী, মহাবৈরাজ, মহাদিবাকীর্ত্ত্য জ্যেষ্ঠ সামদিগের অন্যতম, বহিষ্পবমান, কুষ্মাণ্ড, পাবমানী ও সাবিত্রী—এই সকলের অধ্যয়ন পাপীর পাপমোচনার্থ কর্ত্তব্য। পয়োমাত্র ভোজন, শাকমাত্র ভক্ষণ, ফলমাত্র ভক্ষণ, যবভোজন, হিরণ্যপ্রাশন, ঘৃতভোজন ও সোমপান— এই সকল কার্য্য দ্বারাও পাপ নাশ হয়। সমুদয় পর্ব্বত, সমুদয় স্রোতস্বতী, পুণ্যহ্রদ, তীর্থস্থান, ঋষিদিগের নিবাস, গোষ্ঠ এবং পরিস্কন্দ—এই সকল পবিত্র দেশে গমন করিলেও পাপ নাশ হয়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবচন, ত্রিসবনে উদকস্পর্শ, আর্দ্রবস্ত্রে ভূমিতে শয়ন এবং অনশন—এই সকল কার্য্যের নাম তপশ্চর্য্যা। সুবর্ণ, গোরু, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি, তিল, ঘৃত এবং অন্ন—এই সকল বস্তু দান করিবে। সংবৎসর, ছয়মাস, চারমাস, তিন মাস, দুই মাস, বা

হিরণ্যং গৌর্ব্বাসোঽশ্বো ভূমিস্তিলা ঘৃতমন্নমিতি দেয়ানি।
সংবৎসরঃ ষণ্মাসাশ্চত্বারস্ত্রয়ো দ্বাবেকশ্চতুর্ব্বিংশত্যহো দ্বাদশাহঃ ষড়হস্ত্র্যহোঽহোরাত্র ইতি কালাঃ।
এতান্যেবানাদেশে বিকল্পেন ক্রিয়েরন্।
এনঃসু গুরুষু গুরূণি লঘুষু লঘূনি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমিতি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তম্।
ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

এক মাস, অথবা চব্বিশ দিন, বারদিন, ছয়দিন, তিন দিন বা সমস্ত দিনরাত্র—এই সকল প্রায়শ্চিত্তের কাল। দেশভেদে উপরি-উক্ত কার্য্যের মধ্যে যে কোন একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। গুরুপাপে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপে লঘুপ্রায়শ্চিত্ত করিবে। কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র এবং চান্দ্রায়ণ এ সকল প্রায়শ্চিত্ত।

গৌতম-সংহিতায় একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৯

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথ চতুঃষষ্টিষু যাতনাস্থানেষু দুঃখান্যনুভূয় তত্রেমানি লক্ষণানি ভবন্তি। ব্রহ্মহার্দ্রকুষ্ঠী, সুরাপঃ শ্যাবদন্তো, গুরুতল্পগঃ পঙ্গ্বন্ধঃ, স্বর্ণহারী কুনখী, শ্বিত্রী বস্ত্রাপহারী, হিরণ্যহারী দর্দ্দুরী, তেজোঽপহারী মণ্ডলী, স্নেহাপহারী ক্ষয়ী, তথাজীর্ণবানন্নাপহারী, জ্ঞানাপহারী মূকঃ, প্রতিহন্তা গুরোরপস্মারী, গোঘ্নো জাত্যন্ধঃ, পিশুনঃ পূতিনাসঃ, পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ, শূদ্রোপাধ্যায়ঃ শ্বপাকঃ, ত্রপু-সীস-চামরবিক্রয়ী মদ্যপঃ, একশফবিক্রয়ী মৃগব্যাধঃ, কুণ্ডাশী ভৃতকশ্চৈলিকো বা, নক্ষত্রী চার্ব্বুদী নাস্তিকো রঙ্গোপজীব্যভক্ষ্যভক্ষী গণ্ডরী ব্রহ্ম-পুরুষ-তস্করাণাং দেশিকঃ পিণ্ডিতঃ ষণ্ঢো মহাপথিকো গণ্ডিকঃ, চণ্ডালী পুক্কসী গোব্রবকীর্ণী মধুমেহী, ধর্ম্ম-পত্নীষু স্যান্মৈথুনপ্রবর্ত্তকঃ, খল্বাট-সগোত্র-সময়স্ত্র্যভি-গামী, পিতৃ-মাতৃ-ভগিনী-স্ত্র্যভিগাম্যাবীজিতস্তেষাং কুব্জ-

বিংশ অধ্যায়

পাপী সকল চৌষট্টি যাতনা স্থানে দুঃখ অনুভব করিয়া পরে বক্ষ্যমাণ লক্ষণান্বিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ব্রহ্মবধকারী গলৎকুষ্ঠ রোগযুক্ত হয়, মদ্যপায়ী শ্যাবদন্ত-বিশিষ্ট হয়, গুরুতল্পগামী পঙ্গু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সুবর্ণাপহারী কুনখী হয়, বস্ত্রাপহারী ধবল রোগযুক্ত হয়, হিরণ্যহারী দদ্রুরোগাক্রান্ত হয়, তৈজস বস্তু অপহারীর সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডল হয়, স্নেহ বস্তু অপহারী ক্ষয়রোগগ্রস্ত হয়, ভোজ্যদ্রব্য-অপহারী অজীর্ণ রোগযুক্ত হয়, জ্ঞানাপহারী মূক হয়, গুরুঘাতী অপস্মার রোগগ্রস্ত হয়, গোঘাতক জন্মান্ধ এবং পিশুন অর্থাৎ দোঠোকা ব্যক্তি নাক্‌পচা হয়। সূচক অর্থাৎ কানভাঙ্গানের মুখে সর্ব্বদা পচাগন্ধ নির্গত হয়। শূদ্রাধ্যাপক শ্বপাকজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ত্রপু সীস এবং চামরবিক্রয়ী মদ্যপায়ী হয়. এক অভিন্ন খুর-বিশিষ্ট জীববিক্রয়কারী মৃগব্যাধকূলে জন্মধারণ করে কুণ্ডের অন্নভোজী ভৃত্য বা খানসামার বংশে জন্মে, নক্ষত্রজীবী, অর্ব্বুদী, নাস্তিক, রঙ্গোপজীবী, অভক্ষ্যভক্ষী, গণ্ডরী এবং বেদ, মনুষ্য ও তস্করের পথপ্রদর্শক ইহারা সকলে ষণ্ড (ক্লীব) হয় অথবা মৃতজীবী হয় কিংবা গণ্ডিক (নাগ রোগযুক্ত) হয়, চণ্ডালী পুক্কসী অথবা গোরুর সহিত মৈথুনকারী ব্যক্তি মধুমেহ রোগগ্রস্ত হয়।

অথবা যে ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে, যে খল্বাট, সগোত্র এবং পণ্যস্ত্রীতে গমন করে, যে পিতা মাতা, ভগিনীতে গমন করে, তাহারা গর্ভাবস্থা হইতেই

কুণ্ঠ-মত্ত-ব্যাধিত-ব্যঙ্গ-দরিদ্রাল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধয়শ্চণ্ড-পণ্ড-শৈলূষ-তস্কর-পরপুরুষপ্রেষ্য-পরকর্ম্মকরাঃ খল্বাট-চক্রাঙ্গসঙ্কীর্ণাঃ ক্রূরকর্ম্মাণঃ ক্রমশশ্চান্ত্যাশ্চোপপদ্যন্তে। তস্মাৎ কর্ত্তব্যমেবেহ প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধৈর্লক্ষণৈর্জায়ন্তে ধর্ম্মস্য ধারণাদিতি ধর্ম্মস্য ধারণাদিতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

কুব্জ, কুণ্ঠ, মত্ত, ব্যাধিযুক্ত, অঙ্গহীন, দরিদ্র, অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি, চণ্ড, পণ্ড, শৈলূষ, তস্কর, পরপুরুষের প্রেষ্য, পরকর্ম্মকারী, খল্বাট, চক্রসঙ্কীর্ণাঙ্গ, ক্রূরকর্ম্মা হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজ জাতিতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় এবং উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

গৌতম-সংহিতায় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

ত্যজেৎ পিতরং রাজঘাতকং শূদ্রযাজকং বেদবিপ্লাবকং ভ্রূণহনম্। যশ্চান্ত্যাবসায়িভিঃ সহ সংবসেদন্ত্যাবসায়িন্যা বা তস্য বিদ্যাগুরূন্ যোনিসম্বন্ধাংশ্চ সন্নিপাত্য সর্ব্বাণ্যুদকাদীনি প্রেতকর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ। পাত্রঞ্চাস্য বিপর্য্যস্যেয়ুঃ।

দাসঃ কর্ম্মকরো বাবকরাদমেধ্যপাত্রমানীয় দাসী ঘটান্ পূরয়িত্বা দক্ষিণামুখঃ পদা বিপর্য্যস্যেদমনুদকং করোমীতি নামগ্রাহস্তং সর্ব্বেঽন্বালভেরন্।

প্রাচীনাবীতিনো মুক্তশিখা বিদ্যাগুরবো যোনিসম্বন্ধাশ্চ বীক্ষেরন্নপ উপস্পৃশ্য গ্রামং প্রবিশন্তি।

অত ঊর্দ্ধং তেন সম্ভাষ্য তিষ্ঠেদেকরাত্রং জপন্ সাবিত্রীমজ্ঞানপূর্ব্বং জ্ঞানপূর্ব্বঞ্চেৎ ত্রিরাত্রম্।

যস্তু প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যেৎ, তস্মিন্ শুদ্ধে শাতকুম্ভময়ং পাত্রং পুণ্যতমাদ্ধ্রদাৎ পূরয়িত্বা স্রবন্তীভ্যো বা ত এনমপ উপস্পর্শয়ুঃ।

অথাস্মৈ তৎপাত্রং দদ্যুস্তৎ সম্প্রতিগৃহ্য জপেচ্ছান্তা

একবিংশ অধ্যায়

রাজঘাতক, শূদ্রযাজক, বেদবিপ্লাবক এবং ভ্রূণহত্যাকারী পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি অন্ত্যাবসায়ী (নীচজাতীয় শূদ্রবিশেষ) দিগের সহিত অথবা অন্ত্যাবসায়িনীর সহিত অত্যন্ত সঙ্গ করিবে, তাহার প্রেতকার্য্যে বিদ্যাগুরু এবং যোনিসম্বন্ধে সম্বন্ধিগণ একত্র হইয়া তাহার জলবন্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিবে এবং তাহার মৃত্যু হইলে প্রেতকার্য্য করিবে না। তাহার পাত্রেরও বিপর্য্যয় হইবে। দাস অথবা ভৃত্য নগর হইতে অপবিত্র পাত্র আনিবে এবং দাসী দ্বারা ঘটপূর্ণ করাইয়া দক্ষিণ-মুখ হইয়া ঐ ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত পদ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর 'আমরা অমুককে অনুদক করি' এই বলিয়া তাহার নাম গ্রহণপূর্ব্বক সকলে অন্বালভন করিবে।

বিদ্যাগুরু এবং যোনি সম্বন্ধে সম্বন্ধী ব্যক্তিগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবে।

এইরূপ জলবন্ধ করিবার পর যদি কেহ অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত আলাপ করে, তবে সে একরাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে এবং যদি কেহ জ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত সম্ভাষণ করে, তাহা হইলে তিন রাত্র দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রীজপ করিবে। ঐরূপ ব্যক্তি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হয়, তবে একটী সুবর্ণময় পাত্র পুণ্যতম হ্রদ বা নদী হইতে পূর্ণ করিয়া আনিয়া সেই জল তাহাকে স্পর্শ করাইবে। অনন্তর তাহার হাতে সেই পাত্র দিয়া আবার উহা গ্রহণ করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত "শান্তা দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী" ইত্যাদি

দ্যৌঃ শান্তা পৃথিবী শান্তং শিবমন্তরীক্ষং যো রোচনস্তমিহ গৃহ্লামীত্যেতৈর্যজুর্ভিঃ পাবমানীভিস্তরৎ-সমন্দীভিঃ কুষ্মাণ্ডৈশ্চাজ্যং জুহুয়াদ্ধিরণ্যং ব্রাহ্মণায় বা দদ্যাদ্ গামাচার্য্যায়। যস্য তু প্রাণান্তিকং প্রায়শ্চিত্তং স মৃতঃ শুধ্যেৎ তস্য সর্ব্বাণ্যুদকাদীনি প্রেতকর্ম্মাণি কুর্য্যুরেতদেব শান্ত্যুদকং সর্ব্বেষূপপাতকেষু সর্ব্বেষূপপাতকেষু।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর 'পাবমানী' 'তরৎসমন্দী' এবং 'কুষ্মাণ্ডী' মন্ত্র পাঠ করত ঘৃত দ্বারা হবন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিবে এবং আচার্য্যকে গো দান করিবে। যাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, সে সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করত প্রাণত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে, তাহার মরণের পর সমুদয় প্রেতকৃত্য যথানিয়মে করিবে। সকল প্রকার উপপাতকে এইরূপ শান্ত্যুদক বিহিত জানিবে।

গৌতম-সংহিতায় একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মহ-সুরাপ-গুরুতল্পগ-মাতৃ-পিতৃযোনিসম্বন্ধগ-স্তেন-নাস্তিক-নিন্দিতকর্ম্মাভ্যাসি-পতিতাত্যাগ্যপতিত-ত্যাগিনঃ পতিতাঃ। পাতকসংযোজকাশ্চ তৈশ্চাব্দং সমাচরন্। দ্বিজাতিকর্ম্মভ্যো হানিঃ পতনং পরত্র চাসিদ্ধিস্তামেকে নরকং ত্রীণি প্রথমান্যনির্দ্দেশ্যানি মনুর্ন স্ত্রীষ্বগুরুতল্পগঃ পততীত্যেকে ভ্রূণহনি। হীনবর্ণসেবায়াঞ্চ স্ত্রী পততি। কৌটসাক্ষ্যং রাজগামি-পৈশুনং গুরোরনৃতাভিশংসনং মহাপাতকসমানি। অপাঙ্‌ক্ত্যানাং প্রাগ্ দুর্ব্বলাদ্‌গোহন্তৃ-ব্রহ্মোজ্ঝ্য-তন্মন্ত্রকৃদবকীর্ণি-পতিতসাবিত্রীকেষূপপাতকং যাজনা-ধ্যাপনাদৃত্বিগাচার্য্যৌ পতনীয়সেবায়াঞ্চ হেয়োবন্যত্র হানাৎ পততি তস্য চ প্রতিগ্রহীতেত্যেকে। ন

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী (গুরুপত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী), মাতা বা পিতৃপক্ষীয় যোনিসম্বন্ধে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ব্যাভিচারকারী, নাস্তিক, নিন্দিত-কর্ম্মচারী, পতিত-সংসর্গী এবং অপতিত-ত্যাগী, ইহারা সকলেই পতিত। ইহাদের সহিত যাহারা একবৎসর কাল সংসর্গ করে, তাহারাও পাতকী হয়। পতন শব্দের অর্থ দ্বিজাতির অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অনধিকার এবং পরলোকে অগতি; কেহ কেহ বলেন,—নরকের নামই পতন।

উক্ত পাপকর কার্য্যের মধ্যে মনু প্রথম তিনটী স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দেশ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গুরুতল্পগ না হইয়াও যদি কেহ ভ্রূণহত্যা করে, তবে সেও পতিত হয়। আপনা অপেক্ষা হীন বর্ণ সেবা করিলে স্ত্রী পতিত হয়। মিথ্যাসাক্ষ্য, রাজার খলতা এবং গুরুর নিকট মিথ্যা-কথন এই সকল কার্য্য মহাপাতক তুল্য। অপাংক্তেয়দিগের মধ্যে গোঘাতক, বেদত্যাগী, বেদমন্ত্র-ব্যবহার-রহিত, অবকীর্ণ এবং পতিত-সাবিত্রী ইহারা উপপাতকী; যে ঋত্বিক্ এবং আচার্য্য ঐ সকল ব্যক্তির পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপনা করিবেন এবং কোনরূপ পতনকারী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা সমাজে হেয় হইবেন এবং কার্য্যবিশেষে তাঁহারা হেয় না হইয়া

কর্হিচিন্মাতাপিত্রোরবৃত্তির্দায়স্তু ন ভজেরন্। ব্রাহ্মণাভিশংসনে দোষস্তাবান্ দ্বিরনেনসি দুর্ব্বল-হিংসায়ামপি মোচনে শক্তশ্চেৎ।
অভিক্রুধ্যাবগোরণং ব্রাহ্মণস্য বর্ষশতমস্বর্গ্যং নির্ঘাতে সহস্রং লোহিতদর্শনে যাবতস্তৎপ্রস্কন্দ্য পাংশূন্ সংগৃহ্ণীয়াৎ সংগৃহ্ণীয়াৎ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২॥

পতিত হইবেন। কেহ কেহ বলেন,—উক্তরূপ পাপীর দান গ্রহণকারীও পতিত হয়।

কোন স্থলেই মাতাপিতার দোষ হয় না, তবে পাপী কখন মাতা বা পিতার দ্বারা আগত সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না। কোন ব্রাহ্মণকে অভিশস্ত (সমাজে কলঙ্কিত) করিলেও উক্তরূপ পাপ হয়। বিশেষ সম্পূর্ণরূপে পাপশূন্য ব্রাহ্মণকে সমাজে কলঙ্কিত করিলে উহার দ্বিগুণ পাপ হয়। কোন বলবান্‌কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের পীড়া দেখিয়া যদি প্রতিকার-সমর্থ ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও ঐরূপ গুরুতর পাপ হয়। বলপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করিয়া অপমান করিলে একশত বৎসর নরকভোগ হয়, পীড়া দিলে সহস্র বৎসর এবং রক্তপাত করিলে সেই রক্ত নিবারণ করিতে ব্রাহ্মণ যতগুলি ধূলি লইয়া ক্ষত স্থানে অর্পণ করিবেন, তত বৎসর নরক-বাস হইবে।

গৌতম-সংহিতায় দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২২॥

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

প্রায়শ্চিত্তমগ্নৌ সক্তির্ব্রহ্মঘ্নস্ত্রিরবচ্ছাদিতস্য লক্ষ্যং বা স্যাজ্জন্যে শস্ত্রভৃতাম্।
খট্বাঙ্গ-কপালপাণির্ব্বা দ্বাদশ সংবৎসরান্ ব্রহ্মচারী ভৈক্ষায় গ্রামং প্রবিশেৎ স্বকর্ম্মাচক্ষাণঃ। পথোপক্রামেৎ সন্দর্শনাদার্য্যস্য। স্নানাসনাভ্যাং বিহরন্ সবনেষূদকোপস্পর্শী শুধ্যেৎ। প্রাণলাভে বা তন্নিমিত্তে ব্রাহ্মণস্য দ্রব্যাপচয়ে বা। ত্র্যবরং প্রতি রাজ্ঞোঽশ্বমেধাবভৃথে বান্যযজ্ঞেঽপ্যগ্নিষ্টুদন্তশ্চোৎসৃষ্টশ্চেদ্ ব্রাহ্মণবধে।
হত্বাপি আত্রেয্যাশ্চৈবং গর্ভে চাবিজ্ঞাতে বা।
ব্রাহ্মণস্য রাজন্যবধে ষড়্‌বার্ষিকং প্রাকৃতং ব্রহ্মচর্য্যং ঋষভৈকসহস্রাশ্চ গা দদ্যাৎ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মঘাতক নিজের শরীর কোনরূপে আচ্ছাদিত না করিয়া তিনবার অগ্নিতে প্রবেশ করিবে অথবা যুদ্ধস্থলে আপনাকে শস্ত্রধারী পুরুষের লক্ষ্য করিবে অথবা খট্টাঙ্গ এবং মানুষের মাথার খুলি হাতে করিয়া ব্রহ্মচারিবেশে আপনার পাপকর্ম্মের ঘোষণা করত দ্বাদশ বৎসর ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে। আর্য্যব্যক্তির দর্শনপথ হইতে অপসৃত হইবে।

ব্রহ্মঘাতক যথারীতি স্নান আসন করত প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন কাল উদক স্পর্শ করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা কোন ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইলে যদি সেই অপহৃত ধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত তিনবার অপহর্ত্তার সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে অপহৃত ধন প্রত্যাহৃত হউক বা না হউক ব্রহ্মহত্যাকারী পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা সেই ধনের শোকে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যদি তৎপরিমিত ধন দান করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপের নিবৃত্তি হয়।

রাজা যদি ব্রহ্মবধ করেন, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবভৃথ-স্নান দ্বারা শুদ্ধি লাভ

বৈশ্যে ত্রৈবার্ষিকং ঋষভৈকশতাশ্চ গা দদ্যাৎ।
শূদ্রে সংবৎসরমৃষভৈকদশাশ্চ গা দদ্যাদনাত্রেয্যাশ্চৈবং গাঞ্চ।
বৈশ্যবন্মণ্ডুক-নকুল-কাক-বিবদহর-মূষিকাশ্চ।
হিংসাসু চাস্থিমতাং সহস্রং হত্বানস্থিমতামনড়ুহ্যারে চ।
অপি বাস্থিমতামেকৈকস্মিন্ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ।
ষণ্ডে চ পলালভারঃ সীসমাষশ্চ, বরাহে ঘৃতঘটঃ, সর্পে লৌহদণ্ডো, ব্রহ্মবন্ধাঞ্চ ললনায়াং জীবো বৈশিকে ন।
কিঞ্চিত্তল্পান্নধনলাভবধেষু পৃথগ্বর্ষাণি দ্বে, পরদারে ত্রীণি, শ্রোত্রিয়স্য দ্রব্যলাভে চোৎসর্গো যথাস্থানং বা গময়েৎ। প্রতিষিদ্ধমন্ত্রসংযোগে সহস্রবাক্ চেদগ্ন্যুৎসাদি-নিরাকৃত্যুপপাতকেষু চৈবম্। স্ত্রী চাতিচারিণী গুপ্তা পিণ্ডস্তু লভেত। অমানুষীষু গোবর্জ্জং স্ত্রীকৃতে কুষ্মাণ্ডৈর্ঘৃতহোমো ঘৃতহোমঃ।
ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩॥

করিবেন অথবা অপর কোন কোন যজ্ঞে অগ্নিষ্টুৎ কার্য্য অবধির অনুষ্ঠান করিবেন। ঋতুমতী ও অবিজ্ঞাতগর্ভ অর্থাৎ যে গর্ভে স্ত্রী বা পুরুষ আছে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, এরূপ গর্ভবিনাশ করিলেও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বধ করিলে ছয় বৎসর রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং একটী বৃষভের সহিত এক সহস্র ধেনু দান করিবে। বৈশ্য বধ করিলে তিন বৎসর উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য এবং বৃষভের সহিত একশত ধেনু দান করিবে, আর শূদ্র বধ করিলে একবৎসর ব্রহ্মচর্য্য এবং একটী বৃষভের সহিত দশটী ধেনু প্রদান করিবে। অনৃতুমতী এবং গোরু বধ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ব্রাহ্মণ—মণ্ডুক, নকুল, কাক বিবদহর (বিল ও দহর (?)) এবং মূষিকা (স্ত্রী ইন্দুর) বধ করিয়া বৈশ্যবধের মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সহস্রসংখ্যক অস্থিযুক্ত প্রাণী কৃকলাসাদি বধ করিয়া এক গাড়ীপূর্ণ অস্থি-শূন্য প্রাণী ছারপোকা, উকুন প্রভৃতি বিনাশ করিয়া বৈশ্যবধের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

অথবা এক একটী অস্থিমান্ জীবের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু দান করিবে। ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসক বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে পলালভার, সীসা এবং মাষকলাই দান করিবে। বরাহ বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে এক কলসী ঘৃত দান করিবে, সর্প বধ করিয়া ব্রাহ্মণকে লৌহযষ্টি দান করিবে। ব্রহ্মবন্ধু স্ত্রী বধ করিয়া একটী জীব দান করিবে, বেণজীবীকে বধ করিলে কিছুই করিতে হইবে না।

শয্যা, অন্ন এবং ধনলাভের নিমিত্ত হত্যা করিলে উহাদের এক একটীর জন্য দুই দুই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে, কোন পরদারাসক্ত ব্যক্তিকে বধ করিলে তিন বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিবে। শ্রোত্রিয়ের দ্রব্য কুড়িয়া পাইলে উহা পরিত্যাগ করিবে বা যাহার বস্তু তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। প্রতিষিদ্ধ মন্ত্রের সংযোগে যদি সহস্র কথা উচ্চারিত হয়, তবে অগ্ন্যুৎসাদী ও নিরাকৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সকল উপপাতককেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া ভোজনমাত্র দান করিবে। অমানুষীর মধ্যে গোভিন্ন অপর পশুর স্ত্রীঘটিত কোনরূপ পাপ হইলে কুষ্মাণ্ড মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হবন করিবে।

গৌতম-সংহিতায় ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্স্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে, মৃতঃ শুধ্যেৎ। অমত্যা পানে পয়োঘৃতমুদকং বায়ুং প্রতি ত্র্যহং তপ্তানি সকৃচ্ছ্রঃ, ততোঽস্য সংস্কারঃ।

মূত্র-পুরীষ-রেতসাঞ্চ প্রাশনে শ্বাপদোষ্ট্র-খরাণাঞ্চাঙ্গস্য গ্রাম্যকুক্কুট-শূকরয়োশ্চ গন্ধাঘ্রাণে সুরাপস্য প্রাণায়ামো ঘৃতপ্রাশনঞ্চ। পূর্ব্বৈশ্চ দষ্টস্য (দৃষ্টস্য)। তপ্তে লোহশয়নে গুরুতল্পগঃ শয়ীত। সূর্ম্মীং বা জ্বলন্তীং শ্লিষ্যেৎ, লিঙ্গং বা সবৃষণমুৎকৃত্যাঞ্জলাবাধায় দক্ষিণাপ্রতীচীং ব্রজেদজিহ্মম্, আশরীরনিপাতান্মৃতঃ শুধ্যেত

সখী-সযোনি-সগোত্রাশিষ্যভার্য্যাসু স্নুষায়াং গবি চ তল্পসমোঽবকর ইত্যেকে। শ্বভিরাদয়েদ্ রাজা নিহীনবর্ণ গমনে স্ত্রিয়ং প্রকাশং পুমাংসং খাদয়েদ্। যথোক্তং বা গর্দ্দভেনাবকীর্ণী নির্ঋতিং চতুষ্পথে যজতে, তস্যাজিন-মূর্দ্ধবালং পরিধায় লোহিতপাত্রঃ সপ্ত গৃহান্ ভৈক্ষং চরেৎ। কর্ম্মাচক্ষাণঃ সংবৎসরেণ শুধ্যেৎ।

রেতস্কন্দনে ভয়ে রোগে স্বপ্নেঽগ্নীন্ধনভৈক্ষচরণানি সপ্তরাত্রং কৃত্বাজ্যহোমঃ, সাভিসন্ধের্ব্বা রেতস্যাভ্যাং সূর্য্যাভ্যুদিতে ব্রহ্মচারী তিষ্ঠেদহরহর্ভুঞ্জানোঽভ্য-স্তমিতে চ রাত্রিং জপন্ সাবিত্রীম্। অশুচিং দৃষ্ট্বাদিত্য-

চতুর্স্ত্রিংশ অধ্যায়

মদ্যপ ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে উহার পাপক্ষয় হয়। যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক মদ্য পান করে, তাহা হইলে তিন দিন করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত, উদক এবং বায়ু ভোজন করিয়া তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অনন্তর পুনর্ব্বার যথাশাস্ত্র উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইবে। মূত্র, পুরীষ এবং রেতঃ ভক্ষণ করিয়া, শ্বাপদ, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভ, গ্রাম্য কুক্কুট এবং গ্রাম্য শূকরের মাংসাদি ভোজন করিয়া এবং মদ্যপায়ীর মুখের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃত ভোজন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে।

পূর্ব্বোক্ত শ্বাপদগণ দ্বারা দষ্ট বস্তুর ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। গুরুতল্পগামী উত্তপ্ত লৌহশয্যায় শয়ন করিবে। অথবা জ্বলন্ত সূর্ম্মির (লৌহ-প্রতিমা) আলিঙ্গন করিবে অথবা বৃষণের সহিত লিঙ্গ উৎপাটন করিয়া অঞ্জলির মধ্যে উহা রাখিয়া যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয়, সে পর্য্যন্ত নৈঋত কোণে বরাবর সোজা যাইবে। এইরূপে মৃত্যু হইলে তাহার পাপ নিবৃত্তি হইবে। বন্ধু, এক-বংশসম্ভূত, সগোত্র এবং শিষ্যের ভার্য্যা, পুত্রবধূ ও ধেনুতে গমন করিয়া গুরুতল্প-গমনের সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কেহ কেহ বলেন,—অবকীর্ণীর মত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কোন উত্তম বর্ণের স্ত্রী অধমবর্ণের পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে প্রকাশ্যভাবে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে অথবা তাদৃশ উত্তম বর্ণের স্ত্রীদূষণকারী পুরুষকে কুকুর দ্বারা ভোজন করাইবে। অবকীর্ণী অর্থাৎ স্খলিতব্রত গর্দ্দভ-বলি দ্বারা চতুষ্পথে নির্ঋতির পূজা করিবে। পরে ঐ গর্দ্দভের চর্ম্ম এবং ঊর্দ্ধাঙ্গের লোম পরিধান করিয়া একটী রক্তবর্ণ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আপনার কর্ম্ম ব্যক্ত করত প্রত্যহ সাত জনের বাটীতে ভিক্ষা করিবে। একবৎসর এইরূপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।

ভয়, রোগ এবং সুপ্তাবস্থায় রেতঃপাত হইলে সপ্তরাত্র অগ্নীন্ধন ভিক্ষাচরণ করিয়া পরে ঘৃত দ্বারা হোম করিয়া শুদ্ধ হইবে অথবা যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃস্খলন করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ দুই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রহ্মচারী সূর্য্য উদিত হইলে দণ্ডায়মান হইবে এবং প্রত্যহ একবার করিয়া ভোজন করিবে আর সূর্য্যাস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি গায়ত্রী জপ করিবে।

অশুচি বস্তু দেখিয়া প্রাণায়াম করিয়া আদিত্য দর্শন করিবে। অভোজ্য ভোজন বা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ

মীক্ষেত প্রাণায়ামং কৃত্বা। অভোজ্যভোজনেঽমেধ্য-প্রাশনে বা নিষ্পুরীষীভাবস্ত্রিরাত্রাবরমভোজনম্, সপ্ত-রাত্রং বা। স্বয়ং শীর্ণান্যুপযুঞ্জানঃ ফলান্যনতিক্রামন্ প্রাক্ পঞ্চনখেভ্যঃ। ছর্দ্দিনো ঘৃতপ্রাশনঞ্চ। আক্রোশানৃত-হিংসাসু ত্রিরাত্রং পরমন্তপঃ। অসত্যবাক্যে চেদ্ বারুণী-পাবমানীভির্হোমঃ, বিবাহ-মৈথুন-নির্ম্মাতৃ-সংযোগেষ্বদোষমেকে। অনৃতং ন তু খলু গুর্ব্বর্থেষু, যতঃ সপ্ত পুরুষানিতশ্চ পরতশ্চ হন্তি মনসাপি গুরোরনৃতং বদন্নল্পেষ্বপ্যর্থেষু। অন্ত্যাবসায়িনীগমনে কৃচ্ছ্রাব্দোঽমত্যা দ্বাদশরাত্রমুদক্যাগমনে ত্রিরাত্রং ত্রিরাত্রম্।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪॥

করিয়া উদর হইতে সমুদয় পুরীষ নির্গত করিয়া তিনরাত্রি ভোজন করিবে না, যারা সমুদয় পুরীষ নির্গতরূপ বিধি প্রতিপালনে অক্ষম, তারা সপ্তরাত্র ভোজন করিবে না। অথবা চেষ্টাশূন্য হইয়া স্বয়ংপতিত ফল অপর কোন পঞ্চনখ জীবের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কুড়াইয়া ভোজন করিবে, আর তাহাদের গ্রহণ করিবার পর ভোজন করিলে, বমন করিয়া শুদ্ধির জন্য ঘৃত ভোজন করিবে। কাহারও প্রতি আক্রোশ, মিথ্যা-ব্যবহার বা হিংসা করিয়া তিন দিন কঠোর তপস্যা করিবে এবং অসত্য বাক্য বলিয়া 'বারুণী' 'পাবমানী' মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। বিবাহ-যোজন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে মিথ্যা বলায় দোষ নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু গুরুর কার্য্যে কখনই মিথ্যা কথা বলিবে না। কারণ গুরুর সম্মুখে সামান্য বিষয়েও মিথ্যা কথা বলিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাতপুরুষকে এবং পরবর্ত্তী সাতপুরুষকে নরকগামী করা হয়। অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রী গমন করিয়া একবৎসর কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; যদি অজ্ঞান পূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে দ্বাদশ রাত্রি ঐরূপ ব্রত করিবে। ঋতুমতী গমন করিয়া ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।

গৌতম-সংহিতায় চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

রহস্যং প্রায়শ্চিত্তমবিখ্যাতদোষস্য। চতুর্ঋচং 'তরৎ-সমন্দী'ত্যপ্সু জপেদপ্রতিগ্রাহ্যং প্রতিজিঘৃক্ষন্ প্রতিগৃহ্য বা। অভোজ্যং বুভুক্ষমাণঃ পৃথিবীমাবপেৎ, ঋত্বন্তরারমণ-উদকোপস্পর্শনাচ্ছুদ্ধিম্, একে স্ত্রীষু পয়োব্রতো বা দশরাত্রং, ঘৃতেন দ্বিতীয়ম্, অদ্ভিস্তৃতীয়ম্, দিবাদিষ্বেকভক্তকো জলক্লিন্নবাসা লোমানি নখানি ত্বচং মাংসং শোণিতং স্নায়্বস্থিমজ্জানমিতি হোম আত্মনো মুখে মৃত্যোরাস্যে জুহোমীত্যন্ততঃ। সর্ব্বেষামেতৎ প্রায়শ্চিত্তং ভ্রূণহত্যায়াঃ। অথান্য উক্তো নিয়মোঽগ্নে ত্বং পারয়েতি মহাব্যাহৃতিভির্জ্জুহুয়াৎ, কুষ্মাণ্ডৈশ্চাজ্যং তদ্‌ব্রত এব বা ব্রহ্মহত্যা-সুরাপান-স্তেয়-গুরুতল্পেষু প্রাণায়ামৈঃ স্নাতোঽঘমর্ষণং জপেৎ, সমমশ্বমেধাবভৃথেন সাবিত্রীং বা সহস্রকৃত্ব আবর্ত্তয়ন্ পুনীতেহৈবাত্মানমন্তর্জ্জলে বাঘমর্ষণং ত্রিরাবর্ত্তয়ন্ পাপেভ্যো মুচ্যতে মুচ্যতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

লোকে যাহার পাপের প্রসিদ্ধি নাই, সে অতি গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে বস্তুর প্রতিগ্রহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সেইরূপ বস্তুর প্রতিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া অথবা প্রতিগ্রহ করিয়া জলে অবস্থান পূর্ব্বক "তরৎ-সমন্দী" এই চারিটি ঋক্ পাঠ করিবে। অভোজ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে ভূমিদান করিবে, ঋতুর মধ্যে স্ত্রী গমন করিলে জলস্পর্শ (স্নান) করিলেই শুদ্ধি হয়; কেহ কেহ বলেন,—দশরাত্র পরে পয়োব্রত অর্থাৎ দুগ্ধমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে, অথবা দুই রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে, কিংবা তিন রাত্রি জলমাত্র ভোজন করিবে।

দিবার আদিতে একভক্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া লোম, নখ, ত্বক্, মাংস, শোণিত, স্নায়ু, অস্থি এবং আপনার মুখে এবং মৃত্যুর আস্যে হোম করি, এই বলিয়া হোম করিবে। সকল ভ্রূণহত্যাকারীরই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। অন্যেরা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং গুরুতল্পগমনে 'অগ্নে ত্বং পারয়' এই মন্ত্র বলিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবে অথবা কুষ্মাণ্ড মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃত দ্বারা হোম করিবে অথবা পূর্ব্বোক্ত ব্রত ধারণ করিবে অথবা বহুবার প্রাণায়াম করত স্নান করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্রের জপ করিবে। উহা অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথের সমান শুদ্ধিকারক। অথবা সহস্র বার আবৃত্তি করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। জলের মধ্যে অথবা ত্রিরাবৃত্তি করিয়া অঘমর্ষণ জপ দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিবে, ইহাতেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

গৌতম-সংহিতায় পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

তদাহুঃ কতিধাবকীর্ণী প্রবিশতীতি মরুতঃ প্রাণেনেন্দ্রং বলেন বৃহস্পতিং ব্রহ্মবর্চ্চসেনাগ্নিমেবেতরেণ সর্ব্বেণেতি, সোহমাবাস্যায়াং নিশ্যগ্নিমুপসমাধায় প্রায়শ্চিত্তাজ্যাহুতীর্জুহোতি। 'কামাবকীর্ণোঽস্ম্যবকীর্ণোঽস্মি কামকামায় স্বাহা', 'কামাভিদ্রুগ্ধোঽস্ম্যভিদ্রুগ্ধোঽস্মি কামকামায় স্বাহে'তি সমিধমাধায়ানুপর্য্যুক্ষ্য যজ্ঞবাস্তু কৃত্বোপস্থায়। 'সম্মাসিঞ্চন্তি'ত্যেতয়া ত্রিরুপতিষ্ঠেত, ত্রয় ইমে লোকা এষাং লোকানামভিজিত্যা অভিক্রান্ত্যা ইত্যেতদেবৈকেষাং কর্ম্মাধিকৃত্যয়োঃ পূত ইব স্যাৎ, স ইত্থং জুহুয়াদিত্থমনুমন্ত্রয়েদ্ বরো দক্ষিণেতি। প্রায়শ্চিত্তমবিশেষাদনার্জ্জব-পৈশুন-প্রতিষিদ্ধাচারানাদ্যপ্রাশনেষু। শূদ্রায়াঞ্চ রেতঃ সিক্ত্বা যোনৌ চ দোষবতি কর্ম্মণ্যভিসন্ধিপূর্ব্বেঽপ্যব্লিঙ্গাভিরপ উপস্পৃশেদ্ বারুণীভিরন্যৈর্ব্বা পবিত্রৈঃ। প্রতিষিদ্ধবাঙ্মনসয়োরপচারে ব্যাহৃতয়ঃ সংখ্যাতাঃ পঞ্চ 'সর্ব্বাস্বপো বাচা মেদহশ্চ আদিত্যশ্চ পুনাতু স্বাহে'তি 'প্রাতঃ রাত্রিশ্চ মা বরুণশ্চ পুনাত্বি'তি সায়মষ্টৌ বা সমিধমাদধ্যাদ্ 'দেবকৃতস্যে'তি হুত্বৈবং সর্ব্বস্মাদেনসো মুচ্যতে মুচ্যতে।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্বিংশোঽধ্যায় ॥ ২৬ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়

অবকীর্ণীর ব্রত স্খলিত হইলে কোন্ অংশ কোথায় প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—তাহার প্রাণ মরুতে প্রবেশ করে, বল ইন্দ্রে প্রবেশ করে, ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজ) বৃহস্পতিতে প্রবেশ করে এবং অপর সকল অংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে; এই নিমিত্ত সে অমাবস্যার রাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবে। 'কামবশতঃ আমি অবকীর্ণী হইয়াছি, অবকীর্ণী হইয়াছি কামকামায় স্বাহা। আমি কামাভিমুগ্ধ হইয়াছি, অভিমুগ্ধ হইয়াছি কামকামায় স্বাহা',—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমিধ্ রাখিয়া তাহার উপর অভ্যুক্ষণ করিয়া যজ্ঞস্থান নির্ম্মাণ করত তাহার সমীপে গমন করিবে। তাহার পর 'সম্মাসিঞ্চন্তু' এই ঋক্ তিন বার পাঠ করিবে; 'ত্রয় ইমে লোকা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেক লোকের কর্ম্ম এবং অধিকারে পবিত্র হইবে, এইরূপ হোম করিবে, এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে একটী গোরু দক্ষিণা দিবে। অনার্জ্জব এবং পৈশুন ব্যবহার এবং প্রতিষিদ্ধ আচার এবং অভোজ্য ভোজন করিয়া এইরূপই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বুদ্ধি পূর্ব্বক শূদ্রার যোনিতে রেতঃপাত করিয়া অথবা অন্য কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বারুণী মন্ত্র দ্বারা অথবা অন্য কোন পবিত্র মন্ত্র দ্বারা জল স্পর্শ করিবে। বাক্য এবং মনের কোনরূপ প্রতিষিদ্ধ অপচার হইলে পঞ্চ মহাব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক প্রাতঃকালে 'সর্ব্বাস্বপোবাচা মেদহশ্চ আদিত্যাশ্চ পুনাতু স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং সায়ংকালে 'রাত্রিশ্চ মা বরুণশ্চ পুনাতু স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা 'দেবকৃতস্য' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আটটী সমিধ্ দ্বারা হবন করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

গৌতম-সংহিতায় ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথাতঃ কৃচ্ছ্রান্ ব্যাখ্যাস্যামো হবিষ্যান্ প্রাতরাশান্ ভুক্ত্বা তিস্রো রাত্রীর্নাশ্নীয়াৎ, অথাপরং ত্র্যহং নক্তং ভুঞ্জীত, অথাপরং ত্র্যহং ন কঞ্চন যাচেৎ, অথাপরং ত্র্যহমুপবসেৎ, তিষ্ঠেদহনি, রাত্রাবাসীত, ক্ষিপ্রকামঃ, সত্যং বদেদনার্য্যৈর্ন সম্ভাষেত, রৌরব-যৌধাজিনে নিত্যং প্রযুঞ্জীতানুসবনমুদকোপস্পর্শনমাপো হি ষ্ঠেতি তিসৃভিঃ পবিত্রবতীভির্ম্মার্জ্জয়েৎ, হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকা ইত্যষ্টাভিঃ।

অথোদকতর্পণং। ওঁ নমো হমায় মোহমায় সংহমায় ধুন্বতে তাপসায় পুনর্ব্বসবে নমো নমঃ, মৌঞ্জ্যায়োর্ম্ম্যায় বসুবিন্দায় সর্ব্ববিন্দায় নমো নমঃ। পারায় সুপারায় মহাপারায় পারয়িষ্ণবে নমো নমঃ। রুদ্রায় পশুপতয়ে মহতে দেবায় ত্র্যম্বকায়ৈকচরাধিপতয়ে হরায় শর্ব্বায়েশানায়োগ্রায় বজ্রিণে ঘৃণিনে কপর্দ্দিনে নমো নমঃ। সূর্য্যায়াদিত্যায় নমো নমো। নীলগ্রীবায় শিতিকণ্ঠায় নমো নমঃ। কৃষ্ণায় পিঙ্গলায় নমো নমঃ। জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বৃদ্ধায়েন্দ্রায় হরিকেশায়োর্দ্ধরেতসে নমো নমঃ। সত্যায় পাবকায় পাবকবর্ণায় কামায় কামরূপিণে নমো নমঃ। দীপ্তায় দীপ্তরূপিণে নমো নমঃ। তীক্ষ্ণরূপিণে নমো নমঃ। সৌম্যায় সুপুরুষায় মহাপুরুষায় মধ্যম-পুরুষায়োত্তমপুরুষায় ব্রহ্মচারিণে নমো নমঃ। চন্দ্রললাটায় কৃত্তিবাসসে পিনাকহস্তায় নমো নম ইতি। এতদেবাদিত্যোপস্থানমেতা এবাজ্যাহুতয়ো দ্বাদশরাত্রস্যান্তে চরুং শ্রপয়িত্বৈতাভ্যো দেবতাভ্যো জুহুয়াৎ। অগ্নয়ে স্বাহা সোমায় স্বাহাগ্নীষোমাভ্যামিন্দ্রাগ্নিভ্যামিন্দ্রায় বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মণে প্রজাপতয়ে অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃত ইতি। ততো ব্রাহ্মণতর্পণম্।

এতেনৈবাতিকৃচ্ছ্রো ব্যাখ্যাতো যাবৎ সকৃদাদদীত তাবদশ্নীয়াদব্ভক্ষস্তৃতীয়ঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

এক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রতসমূহ বিষয়ে বলিতেছি, প্রাতঃকালে হবিষ্যান্নমাত্র ভোজন করিয়া তিন রাত্রি আর কিছুই ভোজন করিবে না, পরে তিন দিন নক্তব্রত করিবে, তাহার পর তিন দিন অযাচিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ কাহারও নিকট কিছুই যাচ্ঞা করিবে না; অনন্তর তিন দিন উপবাস করিবে। দিনের বেলা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে এবং রাত্রিকালে উপবেশন করিবে।

অতি অল্পের মধ্যেই কামনা পূর্ণ করিবে এবং সত্য কথা বলিবে, অনার্য্যদিগের সহিত আলাপ করিবে না, নিত্য রুরু বা যৌধ চর্ম্ম ব্যবহার করিবে, প্রত্যেক সবনে 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি তিনটি পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া উদক স্পর্শ করিয়া মার্জন করিবে। তাহার পর 'হমায়, মোহমায়' ইত্যাদি এবং 'পিনাকহস্তায় নমো নম' ইত্যন্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করিবে। ইহাই সূর্য্যোপস্থান এবং ইহারাই ঘৃতাহুতির মন্ত্র। দ্বাদশ রাত্রের অন্তে চরুপাক করিয়া উহা দ্বারা নিম্নলিখিত দেবতাদিগের হোম করিবে। হোমের মন্ত্র 'অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা ইত্যাদি 'স্বিষ্টিকৃতে' এই পর্য্যন্ত।

তাহার পর ব্রাহ্মণ তর্পণ করিবে, ইহা দ্বারা অতি কৃচ্ছ্রের বিষয়ও বলা হইল।

প্রথমং চরিত্বা শুচিঃ পূতঃ কর্ম্মণ্যো ভবতি। দ্বিতীয়ং চরিত্বা যৎকিঞ্চিদন্যন্মহাপাতকেভ্যঃ পাপং কুরুতে তস্মাৎ প্রমুচ্যতে। তৃতীয়ং চরিত্বা সর্ব্বস্মাদেনসো মুচ্যতে। অথৈতাংস্ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ চরিত্বা সর্ব্বেষু বেদেষু স্নাতো ভবতি। সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি যশ্চৈবং বেদ যশ্চৈবং বেদ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭॥

একবার প্রযত্ন দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহাই ভোজন করিবে; তৃতীয় কৃচ্ছ্র—জল-ভক্ষণ, উহা কৃচ্ছ্রাতি-কৃচ্ছ্র। প্রথমোক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শুচি পবিত্র ও কর্ম্মের যোগ্য হয়, দ্বিতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মহাপাতক ব্যতিরিক্ত অপর সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, তৃতীয় প্রকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়, এই তিন প্রকার কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সকল বেদ অধ্যয়নের পর স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, সেইরূপ পুণ্য হয় এবং যে ইহা জানে, সে সমুদয় দেবকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়।

গৌতম-সংহিতায় সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথাতশ্চান্দ্রায়ণম্। তস্যোক্তো বিধিঃ কৃচ্ছ্রে বপনং ব্রতং চরেৎ, শ্বোভূতাং পৌর্ণমাসীমুপবসেৎ 'আপ্যায়স্ব সন্তে পয়াংসি নবো নব' ইতি চৈতাভিস্তর্পণমাজ্য-হোমো হবিষশ্চানুমন্ত্রণমুপস্থানং চন্দ্রমসঃ। যদ্দেবা দেবহেলনমি'তি চতসৃভিরাজ্যং জুহুয়াৎ। 'দেবকৃতস্যে'তি চান্তে সমিদ্ভিঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং গিরৌজস্তেজঃ পুরুষো ধর্ম্মঃ শিবঃ শিব ইত্যেতৈ-র্গ্রাসানুমন্ত্রণম্, প্রতিমন্ত্রং 'মনসা নমঃ' স্বাহেতি বা সর্ব্বগ্রাসপ্রমাণমাস্যা-বিকারেণ। চরু-ভৈক্ষ্য-শক্তু-কণ-যাবক-শাক-পয়ো-দধি-ঘৃত-মূল-ফলোদকানি হবীংষ্যুত্তরোত্তরং প্রশস্তানি। পৌর্ণমাস্যাং পঞ্চদশ গ্রাসান্ ভুক্ত্বৈকাপ-চয়েন পরপক্ষমশ্নীয়াদমাবাস্যায়ামুপোষ্যৈকোপচয়েন পূর্ব্বপক্ষং বিপরীতমেকেষাম্।

এষ চান্দ্রায়ণো মাসো মাসমেতমাপ্ত্বা বিপাপো বিপাপ্মা সর্ব্বমেনো হন্তি দ্বিতীয়মাপ্ত্বা দশ পূর্ব্বান্ দশাবরানাত্মানঞ্চৈকবিংশং পঙ্ক্তীশ্চ পুনাতি সংবৎসরঞ্চাপ্ত্বা চন্দ্রমসঃ সলোকতামাপ্নোতি সলোকতামাপ্নোতি।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

এক্ষণে চান্দ্রায়ণের বিষয় বলা হইতেছে। চান্দ্রায়ণের নিয়ম উক্ত হইয়াছে, কৃচ্ছ্রে মস্তকমুণ্ডনরূপ ব্রত করিবে এবং পূর্ণিমার পূর্ব্বদিবস উপবাস করিবে। 'আপ্যায়স্ব সন্তে পয়াংসি নবো নব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তর্পণ, আজ্যহোম, ঘৃতের অনুমন্ত্রণ এবং চন্দ্রের উপস্থান করিবে, 'যদ্দেবা দেবহেলনং' ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। তাহার পর 'দেবকৃতস্য' এই মন্ত্র দ্বারা, অন্তে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বস্তপঃ সত্যং যশঃ শ্রীরূপং গিরৌজস্তেজঃ পুরুষো ধর্ম্মঃ শিবঃ শিবঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রাসকে সংস্কৃত করিবে। তাহার পর মনে মনে 'নমঃ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

গ্রাসের প্রমাণ এইরূপ করিবে, যেন অনায়াসে মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। চরু, ভৈক্ষ্য, শক্তু-কণ, যাবক, শাক, দুগ্ধ, ঘৃত, মূল, ফল, জল এবং হবিঃ- এই সকল দ্রব্য দ্বারা গ্রাস প্রস্তুত করিবে, ইহাদের পরে পরে উল্লিখিত বস্তুই প্রশস্ত। পূর্ণিমাতে ঐরূপ পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিয়া তাহার পর এক পক্ষ এক একটী করিয়া কমাইয়া ভোজন করিবে এবং অমাবস্যাতে উপবাস করিয়া এক পক্ষ এক একটী গ্রাস বাড়াইয়া ভোজন করিবে। কেহ কেহ ইহাও বলেন,—এক মাসে এই চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পূর্ণ হয়। এক মাস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পাপশূন্য হয়, সকল পাপ নষ্ট হয়। দুই মাস চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী দশজন, পরবর্ত্তী দশজন ও আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পবিত্র করিবে এবং পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করিবে; এক বৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে চন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

গৌতম-সংহিতায় অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

ঊর্দ্ধং পিতুঃ পুত্রা ঋকৃথং ভজেরন্। অবৃত্তে রজসি মাতুর্জীবতি চেচ্ছতি, সর্ব্বং বা পূর্ব্বজস্যেতরান্ বিভৃয়াৎ।

পূর্ব্ববদ্বিভাগে তু ধর্ম্মবৃদ্ধিঃ। বিংশতিভাগো জ্যেষ্ঠস্য মিথুনমুভয়তো দদ্যুক্তো রথো গোবৃষঃ কাণ-খোর-কূট-বণ্ডা মধ্যমস্যানেকশ্চেদবির্ধান্যায়সী গৃহমনোযুক্তং চতুষ্পদাঞ্চৈকৈকং যবীয়সঃ সমঞ্চেতরৎ সর্ব্বং দ্ব্যংশী বা পূর্ব্বজঃ স্যাদেকৈকমিতরেষামেকৈকং বা ধনরূপং কাম্যং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লভেত দশতঃ পশূনাং নৈকশফঃ নৈকশফানাং বৃষভোঽধিকো জ্যেষ্ঠস্য। বৃষভষোড়শা জ্যৈষ্ঠিনেয়স্য সমং বা জ্যৈষ্ঠিনেয়েন যবীয়সাং প্রতিমাতৃ বা স্ববর্গে ভাগবিশেষঃ।

পিতোৎসৃজেৎ পুত্রিকামনপত্যোঽগ্নিং প্রজাপতিঞ্চেষ্ট্বাস্মদর্থমপত্যমিতি সংবাদ্যাভিসন্ধিমাত্রাৎ পুত্রিকেত্যেকেষাম্, তৎসংশয়ান্নোপযচ্ছেদভ্রাতৃকাম্।

পিণ্ড-গোত্র-ঋষিসম্বন্ধা ঋক্‌থং ভজেরন্, স্ত্রী চানপত্যস্য। বীজং বা লিপ্সেত, দেবরবত্যন্যতো জাতমভাগম্।

স্ত্রীধনং দুহিতৃণামপ্রদত্তানামপ্রতিষ্ঠিতানাঞ্চ।

ভগিনীশুল্কং সোদর্য্যাণামূর্দ্ধং মাতুঃ পূর্ব্বঞ্চৈকে।

সংসৃষ্টবিভাগঃ প্রেতানাং জ্যেষ্ঠস্য সংসৃষ্টিনি প্রেতে অসংসৃষ্টী ঋকৃথভাক্ বিভক্তজঃ পিত্র্যমেব।

স্বমর্জ্জিতং বৈদ্যোঽবৈদ্যেভ্যঃ কামং ভজেরন্। পুত্রা ঔরস-ক্ষেত্রজ-দত্ত-কৃত্রিম-গূঢ়োৎপন্নাপবিদ্ধা ঋকৃথ ভাজঃ। কানীন-সহোঢ়-পৌনর্ভব-পুত্রিকাপুত্র-স্বয়ন্দত্ত-

একোনত্রিংশ অধ্যায়

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া লইবে। পিতার জীবিত অবস্থায় যদি মাতার রজোনিবৃত্তি হয় এবং পিতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও পুত্রেরা পৈতৃক ধনের বিভাগ করিতে পারে। পিতা ইচ্ছা করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকল ধন দান করিয়া অপর পুত্রদিগকে কেবল ভরণপোষণের উপযোগী ধন দান করিতে পারেন। পূর্ব্বমত বিভাগ করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়।

জ্যেষ্ঠের বিংশভাগ, দাস-দাসী, দুপাটি দাঁতযুক্ত পশু, রথ এবং গোবৃষ হইবে; কাণ, খোর, কূট এবং ষণ্ড পশু মধ্যমের হইবে; যদি অনেক মেষ থাকে, তাহা হইলে কনিষ্ঠের অংশে একটী মেষ, ধান্য, লৌহ, শকট, গৃহ এবং একটী করিয়া চতুষ্পদ জীব মিলিবে আর সমুদয় ধন সমান অংশে বিভক্ত হইবে, কিংবা জ্যেষ্ঠকে উহাদের দুই অংশ দিবে আর সকলে এক এক অংশ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠানুক্রমে এক একটী অংশ অধিক পাইবে, জ্যেষ্ঠ পশুর দশভাগ, একটী অনেক-শফ এবং একটী বৃষ অধিক পাইবে।

জ্যেষ্ঠের পুত্র বৃষের ষোড়শ ভাগ পাইবে অথবা জ্যেষ্ঠের পুত্রের সহিত কনিষ্ঠ পুত্রের সমান অংশ হইবে। অথবা মাতৃভেদে ভ্রাতাদিগের বিশেষ বিশেষ অংশ হইবে। অপুত্র পিতা অগ্নি এবং প্রজাপতির যজ্ঞ করিয়া 'ইহার পুত্র আমার পুত্র হইবে' এই বলিয়া পুত্রিকা দান করিবে। কেহ কেহ বলেন, ঐরূপ অভিসন্ধি মাত্র থাকিলেও পুত্রিকা দান হইতে পারে। এই কন্যা পুত্রিকা কিনা এইরূপ সংশয় থাকায় অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

যাহাদের সহিত পিণ্ড, গোত্র এবং ঋষিসম্বন্ধ থাকিবে, তাহারাও ধনভাগী হইবে, অনপত্যের ধন স্ত্রীর হইবে। অথবা দেবরবতী স্ত্রী অনপত্যের পুত্র কামনা করিবে; দেবর ভিন্ন অন্য হইতে উৎপন্ন অপত্য ধনভাগী হইবে না। অবিবাহিত এবং অপ্রতিষ্ঠিত কন্যারা মাতার স্ত্রীধনে অধিকারিণী হইবে। ভগিনীবিবাহে শুল্কলব্ধ ধন মাতার মৃত্যুর পর সহোদরদিগের হইবে; কেহ কেহ বলেন, মাতার জীবিতাবস্থাতেই অধিকারী হইবে। মৃত ব্যক্তির ধন প্রথমে সংসৃষ্ট অর্থাৎ একান্ন-ভুক্তদিগের মধ্যে বিভক্ত

ক্রীতা গোত্রভাজশ্চতুর্থাংশভাগিনশ্চৌরসাদ্যভাবে। ব্রাহ্মণস্য রাজন্যাপুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্নস্তুল্যাংশ-ভাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্যৎ। রাজন্যাবৈশ্যাপুত্রসমবায়ে স যথা ব্রাহ্মণীপুত্রেণ ক্ষত্রিয়াচ্চেৎ শূদ্রাপুত্রোঽপ্যন-পত্যস্য শুশ্রূষুশ্চেল্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসবিধিনা। সবর্ণাপুত্রোঽপ্যন্যায়বৃত্তো ন লভেতৈকেষাং শ্রোত্রিয়া ব্রাহ্মণস্যানপত্যস্য ঋক্থং ভজেরন্, রাজেতরেষাম্ জড়-ক্লীবৌ ভর্ত্তব্যাবপত্যং জড়স্য ভাগার্হং শূদ্রাপুত্র-বৎ। প্রতিলোমাসূদকযোগক্ষেমকৃতান্নেম্ববিভাগঃ স্ত্রীষু চ সংযুক্তাস্বনাজ্ঞাতে দশাবরৈঃ শিষ্টৈরূহবদ্ভি-রলুব্ধৈঃ প্রশস্তং কার্য্যম্। চত্বারশ্চতুর্ণাং পারগা বেদানাং প্রাগুত্তমাস্ত্রয় আশ্রমিণঃ পৃথগ্ধর্ম্মবিদস্ত্রয় এতান্ দশবরান্ পরিষদি-ত্যাচক্ষতে। অসম্ভবে ত্বেতেষামশ্রোত্রিয়ো বেদ-বিচ্ছিষ্টো বিপ্রতিপত্তৌ যদাহ যতোঽয়মপ্রভবো ভূতানাং হিংসানুগ্রহযোগেষু ধর্ম্মিণাং বিশেষেণ স্বর্গং লোকং ধর্ম্মবিদাপ্নোতি জ্ঞানাভিনিবেশাভ্যামিতি ধর্ম্মো ধর্ম্মঃ।

ইতি গৌতমীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

সমাপ্তেয়ং গৌতমসংহিতা।

হইবে। সংসৃষ্টী ভ্রাতার মৃত্যু হইলে অসংসৃষ্টী জ্যেষ্ঠের ধনভাগী হইবে ; বিভাগের পর যে ভ্রাতা উৎপন্ন হইবে, সে কেবল পৈতৃকধনের অংশ লাভ করিবে।

সংসৃষ্ট ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন বৈদ্য হয় এবং অপরে অবৈদ্য হয়, বৈদ্য নিজের উপার্জ্জিত সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ এই সকল প্রকার পুত্রই পৈত্রিক ধনে অধিকারী হইবে। কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব, পুত্রিকাপুত্র, স্বয়ংদত্ত এবং ক্রীত পুত্রেরা কেবল পিতার গোত্রভাগী হয়, তবে ঔরসাদি পুত্র না থাকিলে পৈতৃক ধনের চতুর্থাংশভাগী হয়। ব্রাহ্মণের যদি রাজন্যা-গর্ভজাত পুত্র জ্যেষ্ঠ এবং গুণবান্ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী পুত্রের সহিত তুল্যাংশভাগী হইবে, অন্যরূপ হইলে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবে না।

কোন ব্রাহ্মণ ধনীর যদি একটী রাজন্যা-গর্ভজাত এবং আর একটী বৈশ্যা-গর্ভজাত পুত্র থাকে, তাহা হইলে রাজন্য-গর্ভজাত পুত্রের সেইরূপ অংশ হইবে—যেমন ব্রাহ্মণীপুত্র এবং রাজন্যাপুত্র থাকিলে ব্রাহ্মণীপুত্রের হইত। যদি কোন ক্ষত্রিয়ের শূদ্রাগর্ভজাত পুত্র থাকে এবং অন্য কোন প্রকার পুত্র না থাকে, তাহা হইলে ঐ পুত্র যদি পিতার শুশ্রূষা করে, তাহা হইলে শিষ্যের নিয়মে ধনভাগী হইবে।

কোন ধনীর সবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত পুত্র যদি অন্যায়বৃত্ত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলেন, সে পৈতৃক ধনে অংশভাগী হইবে না। অনপত্য ব্রাহ্মণের ধনে শ্রোত্রিয়ের অধিকার হইবে, অনপত্য অন্য বর্ণের ধনে রাজা অধিকারী। রাজার জড় এবং ক্লীবদিগের ভরণপোষণ করিবে। জড়ের পুত্রের অংশ শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রের মত হইবে। উদক, যোগক্ষেম এবং কৃতান্ন ইহাতে বিভাগ নাই এবং দাসীরও বিভাগ নাই। কোন অজ্ঞাত বিষয়ে বক্ষ্যমাণ লোভশূন্য যুক্তিমান অন্যূন দশজন শিষ্ট দ্বারা মীমাংসা করাইবে—চার বেদজ্ঞ চার জন (৪), ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বানপ্রস্থ এই তিন প্রকার আশ্রমীর মধ্যে এক একজন সচ্চরিত্র (৩) এবং পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞ তিনজন (৩); (৪+৩+৩=১০) এই দশ জনের নাম পরিষদ্ বলে। ঐরূপ পরিষদের অভাব হইলে বেদজ্ঞ শিষ্ট শ্রোত্রিয় বিবাদবিষয়ে যেরূপ মীমাংসা করিবেন, সেইরূপ করিবে ; কারণ সেরূপ ব্যক্তি হইতে কোন প্রাণীর অযথা হিংসা বা অনুগ্রহের সম্ভব নাই। ধর্ম্মবিশেষে ধর্ম্মবিৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; জ্ঞান ও অভিনিবেশ দ্বারাই ধর্ম্ম হয়।

গৌতম-সংহিতায় একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা গৌতমসংহিতা সম্পূর্ণ।

শাতাতপ-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

শাতাতপ-সংহিতা।

পণ্ডিত-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রায়শ্চিত্তবিহীনানাং মহাপাতকিনাং নৃণাম্।
নরকান্তে ভবেজ্জন্ম চিহ্নাঙ্কিতশরীরিণাম্ ॥১
প্রতিজন্ম ভবেত্তেষাং চিহ্নং তৎপাদসূচিতম্।
প্রায়শ্চিত্তে কৃতে যাতি পশ্চাত্তাপবতাং পুনঃ ॥২
মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মনি জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্ ॥৩
দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চোপক্রমৈঃ শমম্।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ ॥৪
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধ্যতে ব্যাধিরূপেণ তস্য জপ্যাদিভিঃ শমঃ ॥৫
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহা গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী-কাসা অতীসার-ভগন্দরৌ ॥৬
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনম্।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ ॥৭
জলোদরং যকৃৎ প্লীহা শূলরোগ-ব্রণানি চ।
শ্বাসাজীর্ণ-জ্বর-চ্ছর্দ্দি-ভ্রম-মোহ-গলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদ-বিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ ॥৮
দণ্ডাপতানকশ্চিত্র-বপুঃকম্প-বিচর্চ্চিকাঃ ॥৯
বল্মীক-পুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ।
অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাদ্ভবন্তি হি ॥১০
অন্যে চ বহবো রোগা জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।
উচ্যন্তে চ নিদানানি প্রায়শ্চিত্তানি বৈ ক্রমাৎ ॥১১

প্রথম অধ্যায়

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী মনুষ্যগণের নরকভোগ অবসানে জন্মান্তরে সেই সেই পাপসূচক চিহ্নযুক্ত শরীর হয়। যতদিবস প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, সেই পাপ-সূচিত চিহ্ন প্রতিজন্মে প্রকাশ পাইবে; প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর এবং পাপকারী যদি অনুতাপ করে, তাহা হইলে ঐ চিহ্ন সমস্ত পুনর্জ্জন্মান্তরে প্রকাশ পায় না। মহাপাতক পাপের চিহ্ন সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, উপপাতক পাপজ চিহ্ন পঞ্চজন্ম পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, অনুপাতক পাপজ চিহ্ন তিন জন্ম পর্য্যন্ত প্রকাপ পায়। মনুষ্যগণের দুষ্কর্ম্মজাত রোগ সমস্ত প্রতীকার-বিধান দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়। জপ, দেবপূজা, হোম এবং দান—এই সকল কার্য্য দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হয়।১-৪

পূর্ব্বজন্মের যে পাপ নরকভোগান্তে ব্যাধিরূপে পাপিগণকে পীড়িত করে, তাহার প্রতীকারের উপায় জপ প্রভৃতি কার্য্য জানিবে। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, অতিসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত এবং অক্ষিদ্বয়ের বিনাশ ইত্যাদি রোগ মহাপাতকজ জানিবে। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, ব্রণ, ক্ষুদ্রশ্বাস, বহুদিন স্থায়ী অজীর্ণ, জ্বর, সর্দ্দি, চিত্তভ্রান্তি, মোহপ্রাপ্তি, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ এবং বিসর্প প্রভৃতি রোগসমূহ উপপাতক পাপ হইতে জাত হয়।৫-৮

দণ্ডাপতানক, গাত্রে চক্রাকার চিত্র-বিচিত্র চিহ্ন, শারীরিক কম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্মীক এবং পুণ্ডরীক রোগ সমস্ত অনুপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন; অর্শ, বহু অঙ্গব্যাপি-শ্বিত্র গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ অতিপাতক পাপ হইতে উৎপন্ন। ৯-১০।

অন্য প্রকার বহুরোগ পাপসঙ্কর হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পাপের নিদান এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ উক্ত

মহাপাপেষু সর্ব্বং স্যাৎ তদর্দ্ধমুপপাতকে।
দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং কল্প্যং ব্যাধিবলাবলম্ ॥১২
অথ সাধারণং তেষু গোদানাদিষু কথ্যতে।
গোদানে বৎসযুক্তা গৌঃ সুশীলা চ পয়স্বিনী ॥১৩
বৃষদানে শুভোঽনড্বান্ শুক্লাম্বরসকাঞ্চনঃ।
নিবর্ত্তনানি ভূদানে দশ দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥১৪
দশহস্তেন দণ্ডেন ত্রিংশদ্দণ্ডং নিবর্ত্তনম্।
দশ তান্যেব গোচর্ম্ম দত্ত্বা স্বর্গে মহীয়তে ॥১৫
সুবর্ণশতনিষ্কস্তু তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণতঃ।
অশ্বদানে মৃদু শ্লক্ষমশ্বং সোপস্করং দিশেৎ ॥১৬
মহিষীং মাহিষে দানে দদ্যাৎ স্বর্ণায়ুধান্বিতাম্।
দদ্যাদ্ গজং মহাদানে স্বুবর্ণফলসংযুতম্ ॥১৭
লক্ষসংখ্যার্হণং পুষ্পং প্রদদ্যাদ্দেবতার্চ্চনে।
দদ্যাদ্ দ্বিজসহস্রায় মিষ্টান্নং দ্বিজভোজনে ॥১৮

রুদ্রং জপেল্লক্ষপুষ্পৈঃ পূজয়িত্বা চ ত্র্যম্বকম্।
একাদশ জপেদ্ রুদ্রান্ দশাংশং গুগ্‌গুলৈর্ঘৃতৈঃ॥১৯
হুত্বাভিষেচনং কুর্য্যান্মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ।
শান্তিকে গণশান্তিশ্চ গ্রহশান্তিকপূর্ব্বকম্ ॥২০
ধান্যদানে শুভং ধান্যং খারী-ষষ্টিমিতং স্মৃতম্।
বস্ত্রদানে পট্টবস্ত্রদ্বয়ং কর্পূরসংযুতম্ ॥২১
দশ-পঞ্চাষ্টচতুর উপবেশ্য দ্বিজান্ শুভান্।
বিধায় বৈষ্ণবীং পূজাং সঙ্কল্প্য নিজকাম্যয়া ॥২২
ধেনুং দদ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্যো দক্ষিণাঞ্চাপি শক্তিতঃ।
অলঙ্কৃত্য যথাশক্তি বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্বিজান্ ॥২৩
যাচেদ্দণ্ডপ্রমাণেন প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্।
তেষামনুজ্ঞয়া কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥২৪
পুনস্তান্ পরিপূর্ণার্থানর্চ্চয়েদ্ বিধিবদ্ দ্বিজান্।
সন্তুষ্টা ব্রাহ্মণা দদ্যুরনুজ্ঞাং ব্রতকারিণে ॥২৫

হইতেছে। সেই সকল মহাপাতকাদি পাপ-বিষয়ে বিহিত গোদান প্রভৃতি কার্য্যসমূহে সাধারণ নিয়ম যাহা, তাহা উক্ত হইতেছে। যে স্থলে গোদান বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। যে স্থলে বৃষদান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে সুলক্ষণযুক্ত শুক্ল বস্ত্র এবং কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিয়া বৃষভ দান করিবে; যে স্থলে ভূমিদান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে দ্বিজগণকে দশ নিবর্ত্তন-পরিমিত ভূমি দান করিবে। দশ হস্ত পরিমিত দণ্ডের ত্রিশ দণ্ড পরিমাণের নিবর্ত্তন সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিনশত হস্ত পরিমিত ভূমি নিবর্ত্তন জানিবে)। দশ নিবর্ত্তন-পরিমিত ভূমির গোচর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়াছে, (তিন সহস্র হস্ত পরিমিত ভূমি গোচর্ম্ম)। গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমি দান করিয়া স্বর্গে বাস করে। যে স্থলে শত নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে শতনিষ্কের অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে. অথবা শত নিষ্কের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। যে স্থলে অশ্ব দান বিহিত হইয়াছে, সে স্থলে অচঞ্চল মধুর-মূর্ত্তি সসজ্জ আভরণাদির সহিত অশ্ব দান করিবে। যে স্থলে মহিষ দান উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে সুবর্ণের অস্ত্রশস্ত্র সংযুক্ত করিয়া মহিষী দান করিবে, মহাদান স্থলে সুবর্ণফলক-সংযুক্ত হস্তী দান করিবে। দেবতা-পূজা বিহিত হইলে লক্ষসংখ্যক উত্তম পুষ্প প্রদান করিবে। দ্বিজ-ভোজন বিহিত হইলে সহস্রসংখ্যক দ্বিজগণকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে। ত্র্যম্বক মহাদেব তাঁহার লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া রুদ্র মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ রুদ্র জপ করিবে. তদনন্তর গুড়, গুগ্‌গুল এবং ঘৃত দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া বরুণদৈবত মন্ত্র দ্বারা হোমের দশাংশ অভিষেক করিবে। শান্তিকার্য্য বিহিত হইলে প্রথম নবগ্রহ শান্তি করিয়া পশ্চাৎ প্রমথগণ শান্তি করিবে। ধান্য দান বিহিত হইলে, খারী অথবা ষষ্টি পরিমিত উত্তম ধান্য দান করিবে। বস্ত্র দান উক্ত হইলে কর্পূর সংযুক্ত পট্টবস্ত্রযুগল দান করিবে। ১১-২১

দশ, পঞ্চ, কিংবা অষ্ট অথবা চারিটী উত্তম ব্রাহ্মণকে নিকটে উপবেশন করাইয়া নিজ কামনানুসারে সঙ্কল্প

জপচ্ছিদ্রং তপশ্ছিদ্রং যচ্ছিদ্রং যজ্ঞকর্ম্মণি।
সর্ব্বং ভবতি নিশ্ছিদ্রং যস্য চেচ্ছন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥২৬
ব্রাহ্মণা যানি ভাষন্তে মন্যন্তে তানি দেবতাঃ।
সর্ব্বদেবময়া বিপ্রা ন তদ্বচনমন্যথা ॥২৭
উপবাসো ব্রতঞ্চৈব স্নানং তীর্থফলং তপঃ।
বিপ্রৈঃ সম্পাদিতং সর্ব্বং সম্পন্নং তস্য তৎফলম্ ॥২৮
সম্পন্নমিতি যদ্বাক্যং বদন্তি ক্ষিতিদেবতাঃ।

পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিয়া সাধ্যানুসারে দ্বিজগণকে ধেনু-দক্ষিণা প্রদান করিবে, যথাশক্তি বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া রাজদণ্ডানুরূপ স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা প্রার্থনা করিবে, ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞানুসারে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল পরিপূর্ণার্থ দ্বিজগণকে বিধিবোধিতরূপে পূজা করিবে, ব্রাহ্মণগণ (পূজা দ্বারা) সন্তুষ্ট হইয়া (প্রায়শ্চিত্ত-নিমিত্ত) ব্রতকারী ব্যক্তিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিবে অর্থাৎ 'প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ মোচন হইয়াছে, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে অধিকারী হইয়াছ' এইরূপ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইলেই পাপিগণের পাপমোচন হয়। জপকার্য্যে যদ্যপি কিঞ্চিৎ ছিদ্র থাকে অর্থাৎ অঙ্গহানি হয় কিংবা তপস্যাকরণে ছিদ্র হয় অথবা যজ্ঞকার্য্যে অঙ্গহানি হয়, সে সমস্ত কার্য্য ছিদ্ররহিত হয়—যদি ব্রাহ্মণগণ বলেন, 'তোমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে'। ২২-২৬

প্রণম্য শিরসা ধার্য্যমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২৯
ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জ্জলং সার্ব্বকামিকম্।
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥৩০
তেভ্যোঽনুজ্ঞামভিপ্রাপ্য প্রগৃহ্য চ তথাশিষঃ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ শক্ত্যা ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥৩১

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে সাধারণবিধিঃ
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণগণ যে কথা বলেন, তাহা দেবগণও মান্য করেন, বিপ্রগণ হইতেছেন দেবতাস্বরূপ, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বাক্য অন্যথা হয় না। উপবাস, ব্রত, স্নান, তীর্থগমন-জাত ফল এবং তপস্যা—এ সকল ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হইলে সে সকল কার্য্যের ফল সম্পন্ন হয় জানিবে। (তোমার কার্য্য) সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা বিপ্রগণ বলিলে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহা অবধারণ করিলে পর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। ২৭-২৯

বিপ্রগণ গমনাগমনশীল তীর্থ, সে তীর্থস্থানে জল না থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের বাক্যরূপ উদক দ্বারা মলিনগণ অর্থাৎ পাপিগণ পবিত্র হয়। সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ পুত্রপৌত্রাদির সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। ৩০-৩১।

শাতাতপ-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মহা নরকস্যান্তে পাণ্ডুকুষ্ঠী প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং প্রকুর্ব্বীত স তৎপাতকশান্তয়ে ॥১
চত্বারঃ কলসাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চরত্নসমন্বিতাঃ।
পঞ্চপল্লবসংযুক্তাঃ সিতবস্ত্রেণ সংযুতাঃ ॥২
অশ্বস্থানাদিমৃদ্‌যুক্তাস্তীর্থোদকসুপূরিতাঃ।
কষায়পঞ্চকোপেতা নানাবিধফলান্বিতাঃ ॥৩
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাঃ স্থাপ্যাঃ প্রতিদিশং দ্বিজৈঃ।
রৌপ্যমষ্টদলং পদ্মং মধ্যকুম্ভোপরি ন্যসেৎ ॥৪
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ চতুর্ম্মুখম্।
পলার্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণেন সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্ ॥৫
অর্চ্চেৎ পুরুষসূক্তেন ত্রিকালং প্রতিবাসরম্।
যজমানঃ শুভৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্যথাবিধি ॥৬

পূর্ব্বাদিকুম্ভেষু ততো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ।
পঠেয়ুঃ স্বস্ববেদাংস্তে ঋগ্বেদপ্রভৃতীন্ শনৈঃ ॥৭
দশাংশেন ততো হোমো গ্রহশান্তিপুরঃসরম্।
মধ্যকুম্ভে বিধাতব্যো ঘৃতাক্তৈস্তিল-হেমভিঃ ॥৮
দ্বাদশাহমিদং কর্ম্ম সমাপ্য দ্বিজপুঙ্গবঃ।
তত্র পীঠে যজমানমভিষিঞ্চেদ্ যথাবিধি ॥৯
ততো দদ্যাদ্ যথাশক্তি গো-ভূ-হেম-তিলাদিকম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দেয়মাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥১০
'আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বে দেবা মরুদ্গণাঃ।
প্রীতাঃ সর্ব্বে ব্যপোহন্তু মম পাপং সুদারুণম্' ॥১১
ইত্যুদীর্য্য মুহুর্ভক্ত্যা তমাচার্য্যং ক্ষমাপয়েৎ।
এবং বিধানে বিহিতে শ্বেতকুষ্ঠী বিশুধ্যতি ॥১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাপী নরকভোগ করিয়া জন্মান্তরে শ্বেতকুষ্ঠরোগী হইয়া জন্মায়, সেই পাতকশান্তি-নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। চারিটী কলসী করিবে, পঞ্চরত্ন ঐ কলসীমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, কলসমুখে পঞ্চ পল্লব প্রদান করিয়া শুক্ল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অশ্বশালাদি সপ্তস্থানের মৃত্তিকা ঐ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থজল দ্বারা পূরিত করিবে। পঞ্চকষায়-যুক্ত নানা প্রকার ফলযুক্ত করিবে। সর্ব্বৌষধি সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিবে, মধ্যস্থিত কুম্ভের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম নিক্ষেপ করিবে। ১-৪

মধ্যে একটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। অর্দ্ধপল-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত ঐ মধ্যকুম্ভোপরি স্থাপন করিয়া ঐ যজমান উত্তম গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপাদি দ্বারা যথানিয়মে প্রতিদিন পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা ত্রিকালীন পূজা করিবে। ৫-৬।

ঋগ্বেদী প্রভৃতি চারিজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্‌স্থিত কুম্ভ-সমীপে ঋগেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদ ত্বরাশূন্য হইয়া পাঠ করিবে। তদনন্তর গ্রহশান্তি করিয়া মধ্যকুম্ভোপরি ঘৃত সংযোগ করত তিল এবং সুবর্ণ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উক্ত পীঠোপরি যজমানকে বসাইয়া যথানিয়মে অভিষেক করিবে। ৭-৯

তদনন্তর গো, ভূমি, সুবর্ণ এবং তিল শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিবে, ঐ দেবমূর্ত্তি আচার্য্যকে সম্প্রদান করিবে। 'আদিত্য' ইত্যাদি মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারংবার পাঠ করিয়া সেই আচার্য্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পর শ্বেতকুষ্ঠরোগী বিশুদ্ধ হইবে। গোহত্যাকারী নরক ভোগ করিয়া কুষ্ঠরোগী হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি (শ্রবণ কর)। পূর্ব্বোক্তদ্রব্যান্বিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া ঐ ঘটের সকল অবয়ব রক্তচন্দন দ্বারা লিপ্ত করত তদুপরি রক্তপুষ্প প্রদান করিয়া রক্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এইরূপে ঐ ঘটকে রক্তকুম্ভে পরিণত করিয়া দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে। তিলচূর্ণ

কুষ্ঠী গোবধকারী স্যান্নরকান্তেঽস্য নিষ্কৃতিঃ।
স্থাপয়েদ্ ঘটমেকন্তু পূর্ব্বোক্তদ্রব্যসংযুতম্ ॥১৩
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গং রক্তপুষ্পাম্বরান্বিতম্।
রক্তকুম্ভস্তু তং কৃত্বা স্থাপয়েদ্দক্ষিণাং দিশম্ ॥১৪
তাম্রপাত্রং ন্যসেৎ তত্র তিলচুর্ণেন পূরিতম্।
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং হেমনিষ্কময়ং যমম্ ॥১৫
যজেৎ পুরুষসূক্তেন পাপং মে শাম্যতামিতি।
সামপারায়ণং কুর্য্যাৎ কলসে তত্র সামবিৎ ॥১৬
দশাংশং সর্ষপৈর্হুত্বা পাবমান্যভিষেচনে।
বিহিতে ধর্ম্মরাজানমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ ॥১৭
যমোঽপি মহিষারূঢ়ো দণ্ডপাণির্ভয়াবহঃ।
দক্ষিণাশাপতির্দ্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু ॥১৮
ইত্যুচ্চার্য্য বিসৃজ্যৈনং মাসং সদ্ভক্তিমাচরেৎ।
ব্রহ্মগোবধয়োরেষা প্রায়শ্চিত্তেন নিষ্কৃতিঃ ॥১৯

দ্বারা পূরিত একখানি তাম্রপাত্র ঐ ঘটোপরি স্থাপিত করিয়া ঐ তাম্রপাত্রোপরি নিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যমরাজ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে। 'আমার পাপ শান্ত হউক' ইহা কামনা করত পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা যমরাজের পূজা করিবে। সেই কলস-সমীপে সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ সামবেদপারায়ণ করিবে। ১০-১৬।

সর্ষপ দ্বারা দশাংশ হোম করিয়া পাবমানীসূক্ত দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক যমরাজ-প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। 'যমোঽপি মহিষারূঢ়' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিসর্জ্জন করিবে এবং একমাস ভক্তিযুক্ত থাকিবে। তদনন্তর যমপ্রতিমা এবং দক্ষিণা আচার্য্যকে প্রদান করত ব্রাহ্মণস্বামিক গোবধ-পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। ১৭-১৯।

পিতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে চেতনা-হীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতৃহত্যাকারী নরকভোগান্তে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, উক্ত পাপদ্বয়-শান্তিনিমিত্ত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (ব্রাহ্মণের) বিধানানুসারে ত্রিংশৎ প্রাজাপত্য ব্রত করিবে, ব্রতাবসানে একপল পরিমিত সুবর্ণময় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবে। তদনন্তর রৌপ্য-

পিতৃহা চেতনাহীনো মাতৃহান্ধঃ প্রজায়তে।
নরকান্তে প্রকুর্ব্বীত প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥২০
প্রাজাপত্যানি কুর্ব্বীত ত্রিংশচ্চৈব বিধানতঃ।
ব্রতান্তে কারয়েন্নাবং সৌবর্ণপলসম্মিতাম্ ॥২১
কুম্ভং রৌপ্যময়ঞ্চৈব তাম্রপাত্রাণি পূর্ব্ববৎ।
নিষ্কহেম্না তু কর্ত্তব্যো দেবঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ॥২২
পট্টবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য পূজয়েৎ তং বিধানতঃ।
নাবং দ্বিজায় তাং দদ্যাৎ সর্ব্বোপস্করসংযুতাম্ ॥২৩
বাসুদেব! জগন্নাথ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিত।
পাতকার্ণবমগ্নং মাং তারয় প্রণতার্ত্তিহৃৎ ॥২৪
ইত্যুদীর্য্য প্রণম্যাথ ব্রাহ্মণায় বিসর্জ্জয়েৎ।
অন্যেভ্যোঽপি যথাশক্তি বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদেৎ॥২৫
স্বসৃঘাতী তু বধিরো নরকান্তে প্রজায়তে।
মূকো ভ্রাতৃবধে চৈব তস্যেয়ং নিষ্কৃতিঃ স্মৃতা ॥২৬

নির্ম্মিত কুম্ভ পূর্ব্ব-উক্ত রীত্যনুসারে স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্র প্রভৃতি স্থাপন করিবে, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেব-শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পট্টবস্ত্র দ্বারা ঐ মূর্ত্তি বেষ্টিত করত উক্ত দেবের পূজাবিধি-অনুসারে পূজা করিবে। তদনন্তর সেই নৌকা সকল সজ্জা দ্বারা সজ্জিত করিয়া দ্বিজকে দান করিবে। 'বাসুদেব' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অন্য বিপ্রগণকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে। ২০-২৫।

ভগিনীহত্যাকারী নরক-ভোগান্তে বধির হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভ্রাতৃবধ করিলে মূক (বাক্‌শক্তিরহিত) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভ্রাতৃহত্যা পাপের নিষ্কৃতি উক্ত হইতেছে,—ভ্রাতৃঘাতী ভ্রাতৃহত্যা-পাপশান্তি-নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। ব্রতান্তে সুবর্ণ ফল সংযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে; 'সরস্বতি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণীদেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। বালকহত্যাকারী মনুষ্য মৃতবৎস হয়, বালহত্যার পাপের ক্ষয়-নিমিত্ত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে, তারপর যথানিয়মে হরিবংশ শ্রবণ করিবে। ২৬-৩০

সোঽপি পাপবিশুদ্ধ্যর্থং চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ।
ব্রতান্তে পুস্তকং দদ্যাৎ স্বুবর্ণফলসংযুতম্ ॥২৭
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ব্রহ্মাণীং তাং বিসর্জ্জয়েৎ ।
সরস্বতি জগন্মাতঃ শব্দব্রহ্মাধিদেবতে ॥২৮
দুষ্কর্ম্মকরণাৎ পাপং পাহি মাং পরমেশ্বরি ।
বালঘাতী চ পুরুষো মৃতবৎসঃ প্রজায়তে ॥২৯
ব্রাহ্মণোদ্বাহনঞ্চৈব কর্ত্তব্যং তেন শুদ্ধয়ে ।
শ্রবণং হরিবংশস্য কর্ত্তব্যঞ্চ যথাবিধি ॥৩০
মহারুদ্রজপঞ্চৈব কারয়েচ্চ যথাবিধি ।
ষড়ঙ্গৈকাদশৈ রুদ্রৈ রুদ্রঃ সমভিধীয়তে ॥৩১
রুদ্রৈস্তথৈকাদশভির্ম্মহারুদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
একাদশভিরেতৈস্তু অতিরুদ্রশ্চ কথ্যতে ॥৩২
জুহুয়াচ্চ দশাংশেন দূর্ব্বয়াযুতসংখ্যয়া ।
একাদশ স্বর্ণনিষ্কাঃ প্রদাতব্যাঃ সদক্ষিণাঃ ॥৩৩
পলান্যেকাদশ তথা দদ্যাদ্ দ্বিজানুসারতঃ ।
অন্যেভ্যোঽপি যথাশক্তি দ্বিজেভ্যো দক্ষিণা দিশেৎ॥৩৪

স্নাপয়েদ্ দম্পতী পশ্চান্মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ ।
আচার্য্যায় প্রদেয়ানি বস্ত্রালঙ্করণানি চ ॥৩৫
গোত্রহা পুরুষঃ কুষ্ঠী নির্ব্বংশশ্চোপজায়তে ।
স চ পাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যশতঞ্চরেৎ ॥৩৬
ব্রতান্তে মেদিনীং দত্ত্বা শৃণুয়াদথ ভারতম্ ।
স্ত্রীহন্তা চাতিসারী স্যাদশ্বত্থান্ রোপয়েদ্দশ ॥৩৭
দদ্যাচ্চ শর্করাধেনুং ভোজয়েচ্চ শতং দ্বিজান্ ।
রাজহা ক্ষয়রোগী স্যাদেষা তস্য চ নিষ্কৃতিঃ ॥৩৮
গো-ভূ-হিরণ্য-মিষ্টান্ন-জল-বস্ত্রপ্রদানতঃ ।
ঘৃত-ধেনুপ্রদানেন তিলধেনুপ্রদানতঃ ॥৩৯
ইত্যাদিনা ক্রমেণৈব ক্ষয়রোগঃ প্রশাম্যতি ।
রক্তার্ব্বুদী বৈশ্যহন্তা জায়তে স চ মানবঃ ॥৪০
প্রাজাপত্যানি চত্বারি সপ্ত ধান্যানি চোৎসৃজেৎ ।
দণ্ডাপতানকযুতঃ শূদ্রহন্তা ভবেন্নরঃ ॥৪১
প্রাজাপত্যং সকৃচ্চৈবং দদ্যাদ্ধেনুং সদক্ষিণাম্ ।
কারুণাঞ্চ বধে চৈব রূক্ষভাবঃ প্রজায়তে ॥৪২

অনন্তর যথাবিধি 'মহারুদ্র' জপ করাইবে। ষড়ঙ্গের সহিত একাদশ রুদ্রকে রুদ্র বলে এবং সেইরূপ একাদশ রুদ্রকে 'মহারুদ্র' বলে এবং এইরূপ একাদশ মহারুদ্রকে 'অতিরুদ্র' বলে। উক্ত মহারুদ্র মন্ত্রের দ্বারা দূর্ব্বাকরণক অযুত হোম করিয়া একাদশ সংখ্যক নিষ্কপরিমিত স্বর্ণপুত্রিকা দক্ষিণা প্রদান করিবে; কিন্তু একাদশ সংখ্যা যাহা কহিতেছেন, তাহা বিত্তানুসারে জানিবে। অশক্ত হইলে ন্যূন স্বর্ণ প্রদান করিবে। আর অন্য ব্রাহ্মণে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বরুণ-মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী-পুরুষকে স্নান করাইবে। তদনন্তর আচার্য্যকে যথাশক্তি বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে। ৩১-৩৫।

গোত্রক্ষয়কারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন কুষ্ঠবিশেষ রোগ-প্রাপ্তি হয় ও নির্বংশ হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন। কুষ্ঠী ব্যক্তির পাপক্ষয়-নিমিত্ত শত প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করত ভূমি-দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর মহাভারত শ্রবণ করত পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় স্ত্রীবধকারী ব্যক্তি নরকভোগানন্তর তৎপাপ-সূচিত মূত্রাতিসার-রোগ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রায়শ্চিত্ত প্রথমতঃ দশসংখ্যক অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিবে। ৩৬-৩৭

তদনন্তর শর্করাধেনু-প্রদান এবং শত সংখ্যক ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া তৎপাপ হইতে শুদ্ধ হইবে। জন্মান্তরীয় রাজবধকারী ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপ-চিহ্ন ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রথমতঃ গো, ভূমি, হিরণ্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য, জল, বস্ত্র এবং ঘৃতধেনু ও তিলধেনু প্রদান করত ক্ষয়রোগ হইতে মুক্ত হইবে। বৈশ্যবধজন্য পাপসূচিত জন্মান্তরে রক্তস্রাব-রোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ চতুষ্টয় প্রাজাপত্য ব্রত করণানন্তর সপ্তধারী-পরিমিত ধান্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে শূদ্রঘাতক ব্যক্তির নরকভোগানন্তর তৎপাপচিহ্ন দণ্ডাপতানক রোগবিশেষ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রাজাপত্য ব্রতানন্তর দক্ষিণার সহিত ধেনু প্রদান করিবে। কারু অর্থাৎ শিল্পকারক-ঘাতকের জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন সর্ব্বদা

তেন তৎপাপশুদ্ধ্যর্থং দাতব্যো বৃষভঃ সিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যেম্বসিদ্ধার্থো গজঘাতী ভবেন্নরঃ ॥৪৩
প্রাসাদং কারয়িত্বা তু গণেশপ্রতিমাং ন্যসেৎ।
গণনাথস্য মন্ত্রস্তু মন্ত্রী লক্ষমিতং জপেৎ ॥৪৪
কুলথশাকৈঃ পূপৈশ্চ গণশান্তিপুরঃসরম্।
উষ্ট্রে বিনিহতে চৈব জায়তে বিকৃতস্বরঃ ॥৪৫
স তৎপাপবিশুদ্ধ্যর্থং দদ্যাৎ কর্পূরকং ফলম্।
অশ্বে বিনিহতে চৈব বক্রতুণ্ডঃ প্রজায়তে ॥৪৬
শতং পলানি দদ্যাচ্চ চন্দনান্যঘনুত্তয়ে।
মহিষীঘাতনে চৈব কৃষ্ণগুল্মঃ প্রজায়তে ॥৪৭
খরে বিনিহতে চৈব খররোমা প্রজায়তে।
নিষ্কত্রয়স্য প্রকৃতিং সম্প্রদদ্যাদ্ধিরণ্ময়ীম্ ॥৪৮
তরক্ষৌ নিহতে চৈব জায়তে কেকরেক্ষণঃ।
দদ্যাদ্ রত্নময়ীং ধেনুং স তৎপাতকশান্তয়ে ॥৪৯
শূকরে নিহতে চৈব দন্তুরো জায়তে নরঃ।
স দদ্যাত্তু বিশুদ্ধ্যর্থং ঘৃতকুম্ভং সদক্ষিণম্ ॥৫০
হরিণে নিহতে খঞ্জঃ শৃগালে তু বিপাদকঃ।
অশ্বস্তেন প্রদাতব্যঃ সৌবর্ণপলনির্ম্মিতঃ ॥৫১
অজাভিঘাতনে চৈব অধিকাঙ্গঃ প্রজায়তে।
অজা তেন প্রদাতব্যা বিচিত্রবস্ত্রসংযুতা ॥৫২
উরভ্রে নিহতে চৈব পাণ্ডুরোগঃ প্রজায়তে।
কস্তূরিকাপলং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় বিশুদ্ধয়ে ॥৫৩
মার্জ্জারে নিহতে চৈব পীতপাণিঃ প্রজায়তে।
পারাবতং সসৌবর্ণং প্রদদ্যান্নিষ্কমাত্রকম্ ॥৫৪
শুক-সারিকয়োর্ঘাতে নরঃ স্খলিতবাগ্ ভবেৎ।
সচ্ছাস্ত্রপুস্তকং দদ্যাৎ স বিপ্রায় সদক্ষিণম্ ॥৫৫

রুক্ষভাষী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করিলে শুদ্ধ হইবে। গজহননকর্ত্তার জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন সর্ব্ববিষয়-কার্য্যে অক্ষম হয় অর্থাৎ জড় হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে গণেশ-প্রতিমা স্থাপন করিবে। অথবা লক্ষ-সংখ্যক গণেশ-মন্ত্র জপ, তদ্দশাংশ কুলথ শাক এবং পূপ দ্বারা হোম করিয়া গণেশমন্ত্র দ্বারা শান্তি করিবে। উষ্ট্রহননজন্য জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বিকৃত স্বর প্রাপ্ত হয়। তৎপাপক্ষয়ার্থ এক পল পরিমিত কর্পূর প্রদান করিবে। অশ্বঘাতক ব্যক্তির জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন বক্রতুণ্ড হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক শত পল পরিমিত চন্দনকাষ্ঠ দান করত শুদ্ধ হইবে। মহিষী বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত কৃষ্ণগুল্ম রোগগ্রস্ত হয় এবং গর্দ্দভবধে জন্মান্তরে খররোমময় হয়, উভয় প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রতিমা প্রদান করত নিষ্কৃতি হইবে। তরক্ষু অর্থাৎ মৃগবিশেষ বধকারকের জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন কাকের ন্যায় দৃষ্টি হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ স্বর্ণময় ধেনু প্রদান করিবে। ৩৬-৪৯

শূকরবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে দন্তুর হয়, তৎপাপ-ক্ষয়ার্থ দক্ষিণার সহিত ঘৃতকুম্ভ প্রদান করিবে। হরিণ-হননকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপ-সূচিত খঞ্জ হয়, শৃগালবধে বিগতপদ হয়। উভয় পাপক্ষয়ার্থ একপল স্বর্ণের সহিত অশ্ব প্রদান করিবে। অবৈধ ছাগবধে জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন অধিকাঙ্গ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত—বিচিত্র বসনান্বিত ছাগ প্রদান করিবে। উরভ্র অর্থাৎ মেষ বধে জন্মান্তরে তৎপাপচিহ্ন পাণ্ডুরোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একপল পরিমিত মৃগনাভি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। জন্মান্তরে মার্জ্জারবধজন্য তৎপাপসূচিত পিঙ্গললোচন চিহ্ন হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ নিষ্কপরিমিত স্বর্ণসহিত পারাবত প্রদান করিবে। ৫০-৫৪

(শশক বধকারকের জন্মান্তরে পাপচিহ্ন কুব্জকর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উপাধানের সহিত সতুলিকা শয্যা প্রদান করিবে। সর্পবধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে তৎপাপসূচিত অতিশয় নিদ্রাতুর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দক্ষিণার বহিত লৌহনির্ম্মিত সর্প প্রদান করিবে। বৃক অর্থাৎ আততায়ী ভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র বধকারক ব্যক্তি জন্মান্তরে পাপাচিহ্ন কুব্জ হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ কাঞ্চনের সহিত সপ্তখারী পরিমিত ধান্য প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় ময়ূরবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলাকৃতি রোগগ্রস্ত শরীর হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত

বকঘাতী দীর্ঘনসো দদ্যাদ্ গাং ধবলপ্রভাম্ ।
কাকঘাতী কর্ণহীনো দদ্যাদ্ গামসিতপ্রভাম্ ॥৫৬
হিংসায়াং নিষ্কৃতিরিয়ং ব্রাহ্মণে সমুদাহৃতা ।
তদৰ্দ্ধার্দ্ধপ্রমাণেন ক্ষত্রিয়াদিষনুক্রমাৎ ॥৫৭
ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে হিংসাপ্রায়শ্চিত্তবিধি-
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

স্বর্ণনির্ম্মিত ময়ূর প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হংসবধ জন্য তৎপাপচিহ্ন জাতুমণ্ডল রোগগ্রস্ত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তিনপল পরিমিত রৌপ্যময় হংস প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কুক্কুটঘাতকের তৎপাপচিহ্ন বক্রনাস হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কত্রয় পরিমিত স্বর্ণময় কুক্কুট প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় পারাবতবধকারকের তৎপাপ-সূচিত পীতবর্ণ হস্তে চিহ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ-পারাবত প্রদান করিবে)।

জন্মান্তরীয় শুকসারী-বধকারক ব্যক্তি তৎপাপচিহ্ন স্খলিতবাক্য হয় অর্থাৎ তোৎলা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দক্ষিণার সহিত সৎশাস্ত্র পুস্তক প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় কাক-বধকারকের পাপচিহ্ন কর্ণহীন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ গো প্রদান করিবে। জন্মান্তরীয় হিংসার নিষ্কৃতি যেরূপ কথিত হইল, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে জানিবে। ক্ষত্রিয়াদি জাতির তৎ অর্দ্ধার্দ্ধ প্রমাণে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। (হীনবর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্তের হীন হইবে; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মৃগয়াতে কিংবা যুদ্ধে বধ করিলে দোষ হইবে না। যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞাতিরিক্ত যুদ্ধস্থলে গজাদি চতুর্দ্দশ বধ করে, তত্রাপি উত্তরোত্তর সপ্ত সপ্ত বধে কথিত চিহ্ন হইবে এবং ময়ূরাদি সপ্ত বধে উত্তরোত্তর চতুর্দ্দশ বধে চিহ্ন হইবে)। ৫৭-৫৭

শাতাতপ-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

সুরাপঃ শ্যাবদন্তঃ স্যাৎ প্রাজাপত্যান্তরং তথা ।
শর্করায়াস্তুলাঃ সপ্ত দদ্যাৎ পাপবিশুদ্ধয়ে ॥১
জপিত্বা তু মহারুদ্রং দশাংশং জুহুয়াত্তিলৈঃ ।
ততোঽভিষেকঃ কর্ত্তব্যো মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ ॥২
মদ্যপো রক্তপিত্তী স্যাৎ স দদ্যাৎ সর্পিষো ঘটম্ ।
মধুনোঽর্দ্ধঘটঞ্চৈব সহিরণ্যং বিশুদ্ধয়ে ॥৩
অভক্ষ্যভক্ষণে চৈব জায়তে কৃমিকোদরঃ ।
যথাবত্তেন শুদ্ধ্যর্থমুপোষ্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥৪
উদক্যাবীক্ষিতং ভুক্ত্বা জায়তে কৃমিলোদরঃ ।
গোমূত্র-যাবকাহারস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৫
ভুক্ত্বা চাস্পৃশ্যসংস্পৃষ্টং জায়তে কৃমিলোদরঃ ।
ত্রিরাত্রং সমুপোষ্যাথ স তৎপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৬

তৃতীয় অধ্যায়

সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয়, প্রাজাপত্য করিয়া সেই পাপশান্তি-নিমিত্ত শর্করা দ্বারা সাতটী তুলা পুরুষ দান করিবে। মহারুদ্রমন্ত্র জপ করিয়া তিল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে এবং বরুণদৈবত মন্ত্র দ্বারা হোমদশাংশ অভিষেক করিবে। মদ্যপায়ী রক্তপিত্ত রোগী হয়, রক্তপিত্তরোগী মনুষ্য একঘট ঘৃত দান করিবে এবং অর্দ্ধঘট মধু হিরণ্যযুক্ত করিয়া দান করত সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অভক্ষণীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কৃমিলোদর হয়, সেই পাপশুদ্ধিনিমিত্ত ভীষ্মপঞ্চকে উপবাস করিবে। রজস্বলা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র গোমূত্র এবং যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ১-৫।

অস্পৃষ্ট বস্তু-সংস্পৃষ্ট (অন্ন) ভোজন করিয়া কৃমিলোদর হয়, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। পরের অন্নভোজনে বিঘ্নকারী অজীর্ণরোগী হয়, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যথাবিধি লক্ষ হোম করিবে। উত্তম দ্রব্য সত্ত্বে যে ব্যক্তি কুৎসিত অন্ন দান

পরান্নবিঘ্নকরণাদজীর্ণমভিজায়তে।
লক্ষহোমং স কুর্ব্বীত প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি ॥৭

মন্দোদরাগ্নির্ভবতি সতি দ্রব্যে কদন্নদঃ।
প্রাজাপত্যত্রয়ং কুর্য্যাদ্ভোজয়েচ্চ শতং দ্বিজান্ ॥৮

বিষদঃ স্যাচ্ছর্দ্দিরোগী দদ্যাদ্দশপয়স্বিনীঃ।
মার্গহা পাদরোগী স্যাৎ সোঽশ্বদানং সমাচরেৎ ॥৯

পিশুনো নরকস্যান্তে জায়তে শ্বাস-কাসবান্।
ঘৃতং তেন প্রদাতব্যং সহস্রপলসম্মিতম্ ॥১০

ধূর্ত্তোঽপস্মাররোগী স্যাৎ স তৎপাপবিশুদ্ধয়ে।
ব্রহ্মকূর্চ্চময়ীং ধেনুং দদ্যাদ্ গাঞ্চ সদক্ষিণাম্ ॥১১

শূলী পরোপতাপেন জায়তে তৎপ্রমোচনে।
সোঽন্নদানং প্রকুর্ব্বীত তথা রুদ্রং জপেন্নরঃ ॥১২

দাবাগ্নিদায়কশ্চৈব রক্তাতিসারবান্ ভবেৎ।
তেনোদপানং কর্ত্তব্যং রোপণীয়স্তথা বটঃ ॥১৩

সুরালয়ে জলে বাপি শকৃন্মূত্রং করোতি যঃ।
গুদরোগো ভবেৎ তস্য পাপরূপঃ সুদারুণঃ ॥১৪

মাসং সুরার্চ্চনেনৈব গোদানদ্বিতয়েন তু।
প্রাজাপত্যেন চৈকেন শাম্যন্তি গুদজা রুজঃ ॥১৫

গর্ভপাতনজা রোগা যকৃৎ-প্লীহ-জলোদরাঃ।
তেষাং প্রশমনার্থায় প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥১৬

এতেষু দদ্যাদ্ বিপ্রায় জলধেনুং বিধানতঃ।
সুবর্ণ-রূপ্য-তাম্রাণাং পলত্রয়সমন্বিতাম্ ॥১৭

প্রতিমাভঙ্গকারী চ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রজায়তে।
সংবৎসরত্রয়ং সিঞ্চেদশ্বত্থং প্রতিবাসরম্ ॥১৮

উদ্বাহয়েৎ তমশ্বত্থং স্বগৃহোক্তবিধানতঃ।
তত্র সংস্থাপয়েদ্দেবং বিঘ্নরাজং সুপূজিতম্ ॥১৯

দুষ্টবাদী খণ্ডিতঃ স্যাৎ স বৈ দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
রূপ্যং পলদ্বয়ং দুগ্ধং ঘটদ্বয়সমন্বিতম্ ॥২০

করে, তাহার জঠরাগ্নি মন্দ হয়, (তৎপাপ-ক্ষয়ার্থ) প্রাজাপত্যত্রয় করিয়া একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বিষদাতা সর্দ্দিরোগযুক্ত হয়, সেই পাপশান্তি-নিমিত্ত দশটী দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। পথরোধকর্ত্তা চরণরোগযুক্ত হয়, সেই রোগের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত চরণরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অশ্বদান করিবে। ৬-৯

খল মনুষ্য নরক ভোগ করিয়া শ্বাস ও কাসরোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপক্ষয়-নিমিত্ত সহস্র পলপরিমিত ঘৃত প্রদান করিবে। ধূর্ত্ত ব্যক্তি অপস্মাররোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপক্ষয়-নিমিত্ত ব্রহ্মকূর্চ্চ করিবার পর ধেনু প্রদান করিয়া একটী গাভী দক্ষিণা দিবে। পরের উপতাপ দান করিলে শূলরোগী হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপমোচন-নিমিত্ত অন্ন দান করিবে এবং রুদ্র জপ করিবে। বনে যে ব্যক্তি অগ্নিদান করে, সে ব্যক্তি রক্তাতিসাররোগী হয়, সে পাপক্ষয় নিমিত্ত জলাশয়, অন্নদান এবং বটবৃক্ষ রোপণ করিবে। ১০-১৩

দেবমন্দিরে এবং জলে যেব্যক্তি বিষ্ঠা কিংবা মূত্রত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি তৎপাপ-তুল্য ভয়ানক অর্শ কিংবা ভগন্দরাদি রোগযুক্ত হয়, একমাস দেবপূজা, দুইটী গোদান এবং একটী প্রাজাপত্য ব্রত দ্বারা ঐ অপান-দেশের রোগ শান্ত হইবে। গর্ভপাত হইতে যকৃৎ, প্লীহা এবং জলোদর—এই তিনটী রোগ জন্মায়, সেই সকল শান্তি-নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বিধিবোধিত রূপে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা তাম্র—এই অন্যতম দ্রব্যের তিন পলের সহিত জলধেনু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিমাভঙ্গ করে, সে প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত এক বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিদিন অশ্বত্থবৃক্ষে জলসেক করিবে এবং নিজগৃহ্য-কথিত বিধি অনুসারে অশ্বত্থবৃক্ষের বিবাহ দিবে, তদনন্তর ঐ বৃক্ষ সমীপে সুপূজিত করিয়া গণেশ-প্রতিমা স্থাপন করিবে। কটুভাষী ব্যক্তি খণ্ডিত হয়, সে দ্বিজগণকে দুই পলপরিমিত রূপা এবং দুগ্ধযুক্ত দুইটী গাভী প্রদান করিবে। পরনিন্দাকারী খল্লীট হয়, সে ব্যক্তি ঐ পাপের শান্তির নিমিত্ত কাঞ্চন যুক্ত করিয়া ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি পরকে উপহাস

খল্লীটঃ পরনিন্দাবান্ ধেনুং দদ্যাৎ সকাঞ্চনাম্ ।
পরোপহাসকৃৎ কাণঃ স গাং দদ্যাৎ সমৌক্তিকাম্ ॥২১
সভায়াং পক্ষপাতী চ জায়তে পক্ষঘাতবান্ ।
নিষ্কত্রয়মিতং হেম স দদ্যাৎ সত্যবর্ত্তিনাম্ ॥২২

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে প্রকীর্ণপ্রায়শ্চিত্তং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

করে, সে ব্যক্তি কাণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মুক্তার সহিত গাভী দান করিবে। সভাস্থলে পক্ষপাতকারী ব্যক্তি পক্ষাঘাতরোগী হয়, সে ব্যক্তি উক্ত পাপক্ষয়ের জন্য নিষ্কত্রয় পরিমিত সুবর্ণ সত্যপথবর্ত্তী ব্যক্তিকে দান করিবে ।১৪-২২

শাতাতপ-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

কুলঘ্নো নরকস্যান্তে জায়তে বিপ্রহেমহৃৎ ।
স তু স্বর্ণশতং দদ্যাৎ কৃত্বা চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥১
ঔড়ুম্বরী তাম্রচৌরো নরকান্তে প্রজায়তে ।
প্রাজাপত্যং স কৃত্বাত্র তাম্রং পলশতং দিশেৎ ॥২
কাংস্যহারী চ ভবতি পুণ্ডরীকসমন্বিতঃ ।
কাংস্যং পলশতং দদ্যাদলঙ্কৃত্য দ্বিজাতয়ে ॥৩
রীতিহৃৎ পিঙ্গলাক্ষঃ স্যাদুপোষ্য হরিবাসরম্ ।
রীতিং পলশতং দদ্যাদলঙ্কৃত্য দ্বিজং শুভম্ ॥৪
মুক্তাহারী চ পুরুষো জায়তে পিঙ্গমূর্দ্ধজঃ ।
মুক্তাফলশতং দদ্যাদুপোষ্য স বিধানতঃ ॥৫
ত্রপুহারী চ পুরুষো জায়তে শীর্ষরোগবান্ ।
উপোষ্য দিবসং দদ্যাদ্ ঘৃতধেনুং বিধানতঃ ॥৭
দুগ্ধহারী চ পুরুষো জায়তে বহুমূত্রকঃ ।
স দদ্যাদ্ দুগ্ধধেনুঞ্চ ব্রাহ্মণায় যথাবিধি ॥৮
দধিচৌর্য্যেণ পুরুষো জায়তে মদবান্ যতঃ ।
দধিধেনুঃ প্রদাতব্যা তেন বিপ্রায় শুদ্ধয়ে ॥৯

চতুর্থ অধ্যায়

ব্রাহ্মণের সুবর্ণ যে ব্যক্তি চুরি করে, সে ব্যক্তি কুলঘ্ন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ চান্দ্রায়ণত্রয় করিয়া একশত তোলক পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। যে ব্যক্তি তাম্র চুরি করে, নরকভোগান্তে সে উড়ুম্বরী (গোদের উপর ডুম্বুর) হয়, ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একটী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া একশত পলপরিমিত তাম্র দান করিবে। কাংস্যহরণকর্ত্তা পুণ্ডরীক-রোগী হয়, সে দ্বিজগণকে অলঙ্কৃত করিয়া একশত পল কাংস্য দান করিবে। পিত্তল হরণ-কর্ত্তা পিঙ্গলাক্ষ (বিড়াল-চক্ষু) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একশতপল পিত্তল উত্তম-দ্বিজকে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিবে ।১-৪

মুক্তাহরণকর্ত্তা পিঙ্গলবর্ণ কেশযুক্ত (কটা-চুল) হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যথানিয়মে উপবাস করিয়া একশত মুক্তাফল দান করিবে। ত্রপু (রাঙ) হরণকর্ত্তা মনুষ্য চক্ষুঃপীড়াযুক্ত হয়, সে ব্যক্তিও এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল ত্রপু দান করিবে। সীসহারী মনুষ্য মস্তকের রোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি একদিন উপবাস করিয়া যথানিয়মে ঘৃতধেনু দান করিবে। দুগ্ধ হরণকর্ত্তা মনুষ্য বহুমূত্ররোগী হয়, সে ব্যক্তি যথানিয়মে ব্রাহ্মণকে দুগ্ধধেনু প্রদান করিবে। পুরুষ দধিচৌর্য্য দ্বারা মদবিশিষ্ট হয়, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শুদ্ধিনিমিত্ত দধিধেনু দান করিবে। মধুচৌর্য্যকারী মনুষ্য চক্ষুঃপীড়াযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া দ্বিজাতিকে মধুধেনু দান করিবে। যে ব্যক্তি ইক্ষুগুড় কিংবা ইক্ষুচিনি চুরি করে, সেই ব্যক্তি গুল্মরোগী হয়, সেই পাপশান্তি-নিমিত্ত গুড়ধেনু প্রদান করিবে। লৌহ-হরণকর্ত্তা মনুষ্য কর্পূর-বর্ণ অবয়বযুক্ত হয়, সে

মধুচৌরস্তু পুরুষো জায়তে নেত্ররোগবান্।
স দদ্যান্মধুধেনুঞ্চ সমুপোষ্য দ্বিজাতয়ে ॥১০
ইক্ষোর্ব্বিকারহারী চ ভবেদুদরগুল্মবান্।
গুড়ধেনুঃ প্রদাতব্যা তেন তদ্দোষশান্তয়ে ॥১১
লোহহারী চ পুরুষঃ কর্ব্বুরাঙ্গঃ প্রজায়তে।
লোহং পলশতং দদ্যাদুপোষ্য স তু বাসবম্ ॥১২
তৈলচৌরস্তু পুরুষো ভবেৎ কণ্ড্বাদিপীড়িতঃ।
উপোষ্য স তু বিপ্রায় দদ্যাৎ তৈলঘটদ্বয়ম্ ॥
আমান্নহরণাচ্চৈব দন্তহীনঃ প্রজায়তে।
স দদ্যাদশ্বিনৌ হেম-নিষ্কদ্বয়বিনির্ম্মিতৌ ॥১৪
পক্বান্নহরণাচ্চৈব জিহ্বারোগঃ প্রজায়তে।
গায়ত্র্যাঃ স জপেল্লক্ষং দশাংশং জুহুয়াৎ তিলৈঃ ॥১৫
ফলহারী চ পুরুষো জায়তে ব্রণিতাঙ্গুলিঃ।
নানাফলানামযুতং স দদ্যাচ্চ দ্বিজন্মনে ॥১৬
তাম্বূলহরণাচ্চৈব শ্বেতৌষ্ঠঃ সম্প্রজায়তে।
সদক্ষিণং প্রদদ্যাচ্চ বিদ্রুমস্য দ্বয়ং বরম্ ॥১৭
শাকহারী চ পুরুষো জায়তে নীললোচনঃ।
ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাদ্ বৈ মহানীলমণিদ্বয়ম্ ॥১৮
কন্দমূলস্য হরণাদ্ধ্রস্বপাণিঃ প্রজায়তে।
দেবতায়তনং কার্য্যমুদ্যানং তেন শক্তিতঃ ॥১৯
সৌগন্ধিকস্য হরণাদ্ দুর্গন্ধাঙ্গঃ প্রজায়তে।
স লক্ষমেকং পদ্মানাং জুহুয়াজ্জাতবেদসি ॥২০
দারুহারী চ পুরুষঃ স্বিন্নপাণিঃ প্রজায়তে।
স দদ্যাদ্ বিদুষে শুদ্ধৌ কাশ্মীরজপলদ্বয়ম্ ॥২১
বিদ্যাপুস্তকহারী চ কিল মূকঃ প্রজায়তে।
ন্যায়েতিহাসং দদ্যাৎ স ব্রাহ্মণায় সদক্ষিণম্ ॥২২
বস্ত্রহারী ভবেৎ কুষ্ঠী সম্প্রদদ্যাৎ প্রজাপতিম্।
হেমনিষ্কমিতঞ্চৈব বস্ত্রযুগ্মং দ্বিজাতয়ে ॥২৩
ঊর্ণাহারী লোমশঃ স্যাৎ স দদ্যাৎ কম্বলান্বিতম্।
স্বর্ণনিষ্কমিতং হেমবহ্নিং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥২৪
পট্টসূত্রস্য হরণান্নির্লোমা জায়তে নরঃ।
তেন ধেনুঃ প্রদাতব্যা বিশুদ্ধ্যর্থং দ্বিজন্মনে ॥২৫

ব্যক্তি এক দিবস উপবাস করিয়া একশত পল লৌহ প্রদান করিবে। ৫-১২।

তৈলহারী ব্যক্তি কণ্ডূরোগযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি উপবাস করিয়া বিপ্রকে দুই কলসী তৈল দান করিবে। তণ্ডুল-হরণ-হেতু দন্তহীন হয়, তৎপাপক্ষয়ার্থ দুই নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রতিমা দান করিবে। সিদ্ধান্ন-হরণ-হেতু জিহ্বারোগ জন্মায়, সে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়া তাহার দশাংশ তিলযুক্ত (ঘৃত) দ্বারা হোম করিবে। ফলহরণকারী মনুষ্য ক্ষতযুক্ত অঙ্গুলীবিশিষ্ট হইবে, সেই পাপশান্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অযুতসংখ্যক নানাবিধ ফল দান করিবে। তাম্বুল হরণ করিলে ওষ্ঠ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দক্ষিণার সহিত দুইটী উৎকৃষ্ট বিদ্রুম (জাতি-পলা) প্রদান করিবে। শাকহরণকারী মনুষ্য নীললোচন হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ উৎকৃষ্ট দুইটি নীলমণি প্রদান করিবে। কন্দ এবং মূলদ্রব্য-হরণ-হেতু হ্রস্বপাণি হয়, সে ব্যক্তি তাহার প্রায়শ্চিত্ত হেতু শক্তি অনুসারে দেবমন্দির কিংবা উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে। সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে দুর্গন্ধাঙ্গ হয়, সেই পাপশান্তি-নিমিত্ত অগ্নিতে লক্ষ পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। ১৩-২০।

কাষ্ঠহরণকর্ত্তা মনুষ্য ঘর্ম্মযুক্ত করতল-বিশিষ্ট হয়, তাহার শুদ্ধি-নিমিত্ত দুই পলপরিমিত কুসুম্ভ পুষ্প বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দান করিবে। বিদ্যা এবং পুস্তক হরণ করিলে মূক (বাক্‌শক্তিরহিত) হয়, সে ব্যক্তি ন্যায় এবং ইতিহাস পুস্তক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বস্ত্রহরণকারী মনুষ্য কুষ্ঠরোগী হয়, নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত-প্রজাপতি মূর্ত্তি এবং বস্ত্রযুগল দ্বিজকে দান করিবে। মেষলোমহারী মনুষ্য অত্যন্ত লোমযুক্ত হয়, সে ব্যক্তি নিষ্কপরিমিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত অগ্নির মূর্ত্তি কম্বলের সহিত দ্বিজকে প্রদান করিবে। পট্টসূত্র-হরণ-হেতু মনুষ্য লোমশূন্য হয়, সে পাপশান্তি-নিমিত্ত দ্বিজকে ধেনুদান করিবে। ঔষধ

ঔষধস্যাপহরণে সূর্য্যাবর্ত্তঃ প্রজায়তে।
সূর্য্যায়ার্ঘঃ প্রদাতব্যো মাসং দেয়ঞ্চ কাঞ্চনম্ ॥২৬
রক্তবস্ত্রপ্রবালাদিহারী স্যাদ্ রক্তবাতবান্।
সবস্ত্রাং মহিষীং দদ্যান্মণিরাগসমন্বিতাম্ ॥২৭
বিপ্ররত্নাপহারী চাপ্যনপত্যঃ প্রজায়তে।
তেন কার্য্যং বিশুদ্ধ্যর্থং মহারুদ্রজপাদিকম্ ॥২৮
মৃতবৎসোদিতঃ সর্ব্বো বিধিরত্র বিধীয়তে।
দশাংশহোমঃ কর্তব্যঃ পলাশেন যথাবিধি ॥২৯

দেবস্বহরণাচ্চৈব জায়তে বিবিধো জ্বরঃ।
জ্বরো মহাজ্বরশ্চৈব রৌদ্রো বৈষ্ণব এব চ ॥৩০
জ্বরে রৌদ্রং জপেৎ কর্ণে মহারুদ্রং মহাজ্বরে।
অতিরৌদ্রং জপেদ্ রৌদ্রে বৈষ্ণবে তদ্দ্বয়ং জপেৎ
নানাবিধদ্রব্যচৌরো জায়তে গ্রহণীযুতঃ।
তেনান্নোদকবস্ত্রাণি হেমদেয়ঞ্চ শক্তিতঃ ॥৩২

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকে স্তেয়প্রায়শ্চিত্তং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অপহরণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগী হয়, তাহাতে এক মাস ব্যাপিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবে এবং কাঞ্চন দান করিবে।২১-২৬

রক্তবস্ত্র কিংবা প্রবালাদি যে ব্যক্তি হরণ করে, সে রক্তবাতরোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ মণিরাগযুক্ত করিয়া সবস্ত্র মহিষী দান করিবে। ব্রাহ্মণের রত্নহারী মনুষ্য নিঃসন্তান হয়, সে ব্যক্তি শুদ্ধি-নিমিত্ত মহারুদ্র জপাদি করিবে। মৃতবৎস কর্ত্তব্য সকল নিয়ম করিয়া যথাবিধি পলাশ সমিধ্ দ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

দেবদ্রব্য হরণ করিলে নানাপ্রকার জ্বর উৎপন্ন হয়। (জ্বর কি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন) জ্বর, মহাজ্বর, রৌদ্রজ্বর এবং বিষ্ণুজ্বর (এই চারি প্রকার জ্বর জানিবে)। জ্বর হইলে কর্ণে রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, মহাজ্বর হইলে মহারুদ্র মন্ত্র জপ করিবে, রৌদ্রজ্বর হইলে অতিরৌদ্র জপ করিবে, বিষ্ণুজ্বর হইলে মহারুদ্র মন্ত্র এবং অতিরৌদ্র মন্ত্র জপ করিবে। নানাবিধ দ্রব্য হরণ করিলে গ্রহণীরোগী হয়, সে ব্যক্তি অন্ন, জল, বস্ত্র এবং যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে। ২৭-৩২।

শাতাতপ-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

মাতৃগামী ভবেদ্ যস্তু লিঙ্গং তস্য বিনশ্যতি।
চাণ্ডালীগমনে চৈব হীনকোষঃ প্রজায়তে ॥১
তস্য প্রতিক্রিয়াং কর্ত্তুং কুম্ভমুত্তরতো ন্যসেৎ।
কৃষ্ণবস্ত্রসমাচ্ছন্নং কৃষ্ণমাল্যবিভূষিতম্ ॥২
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং কাংস্যপাত্রে ধনেশ্বরম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্‌কেন নির্ম্মিতং নরবাহনম্ ॥৩
যজেৎ পুরুষসূক্তেন ধনদং বিশ্বরূপিণম্।
অথর্ব্ববেদবিদ্ বিপ্রো হ্যাথর্ব্বণং সমাচরেৎ ॥৪
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা নিষ্কবিংশতিসঙ্খ্যয়া।
দাদ্যাদ্ বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥৫
নিধীনামধিপো দেবঃ শঙ্করস্য প্রিয়ঃ সখা।
সৌম্যাশাধিপতিঃ শ্রীমান্ মম পাপং ব্যপোহতু ॥৬
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদেবং হীনকোষে লিঙ্গনাশে বিশুদ্ধয়ে ॥৭
গুরুজায়াভিগমনান্মূত্রকৃচ্ছ্রঃ প্রজায়তে।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥৮
স্থাপয়েৎ কুম্ভমেকন্তু পশ্চিমায়াং শুভে দিনে।
নীলবস্ত্রসমাচ্ছন্নং নীলমাল্যবিভূষিতম্ ॥৯
তস্যোপরি ন্যসেদ্দেবং তাম্রপাত্রে প্রচেতসম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্‌কেন নির্ম্মিতং যাদসাম্পতিম্ ॥১০
যজেৎ পুরুষসূক্তেন বরুণং বিশ্বরূপিণম্।
সামবিদ্ ব্রাহ্মণস্তত্র সামবেদং সমাচরেৎ ॥১১
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা নিষ্কবিংশতিসঙ্খ্যয়া।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

মাতৃগমনকারী ব্যক্তি লিঙ্গহীন হয়, চাণ্ডালস্ত্রীগমন করিলে কোষহীন হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত-নিমিত্ত উত্তরদিকে কৃষ্ণবর্ণ মাল্য দ্বারা ভূষিত এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী ঘট স্থাপন করিবে, তদুপরি কাংস্য পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয়নিষ্ক দ্বারা নির্ম্মিত নরবাহন কুবেরের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া বিশ্বরূপী ধনদাতা কুবেরকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে, অথর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অথর্ব্ব বেদ পাঠ করাইবে।১-৪

বিংশতি নিষ্ক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত একটী সুবর্ণপুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা পূর্ব্বক তাহা প্রদান করিবে। তদনন্তর 'নিধীনামধিপো দেব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হীনকোষ ব্যক্তি এবং লিঙ্গহীনব্যক্তি পাপক্ষয়-নিমিত্ত ঐ কুবের-প্রতিমা আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বিমাতৃগমন-কারী মনুষ্য মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগী হয়। সে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য দ্বারা সে-পাপের নিষ্কৃতি করিবে। শুভদিনে পশ্চিম-দিগ্বিভাগে নীলবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং নীলবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্র পাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয়নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত যাদঃপতি বরুণকে স্থাপিত করিবে, তদনন্তর পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা বিশ্বরূপী বরুণদেবকে পূজা করিয়া সামবেদবেত্তা ব্রাহ্মণ দ্বারা সামবেদ পাঠ করাইবে।৫-১১

বিংশতি নিষ্ক-নির্ম্মিত সুবর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া "আমি নিষ্পাপ হইয়াছি" এই কথা ব্যক্ত করত ব্রাহ্মণকে পূজা পূর্ব্বক তাহা প্রদান করিবে। "যাদসামধিপো দেব", ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত আচার্য্যকে অলঙ্কৃত করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ-শান্তিনিমিত্ত নিয়মানুসারে ঐ প্রতিমা প্রদান করিবে। ১২-১৪।

স্বীয় কন্যা গমন করিলে রক্তকুষ্ঠ রোগ হয়। ভগিনী গমন করিলে পীতকুষ্ঠ রোগ হয়। তাহার প্রতিকার-নিমিত্ত পূর্ব্বদিগ্বিভাগে পীতবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং পীতবর্ণ মালা দ্বারা ভূষিত একটী ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণপাত্র রাখিয়া তাহাতে ছয় নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত দেবরাজ-প্রতিমা স্থাপন করিয়া বিশ্বরূপী ইন্দ্রদেবকে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। যজুঃ, সাম

যাদসামধিপো দেবো বিশ্বেষামপি পাবনম্।
সংসারাব্ধৌ কর্ণধারো বরুণঃ পাবনোঽস্তু মে॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদ্দেবমলঙ্কৃত্য মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে॥১৪
স্বসুতাগমনে চৈব রক্তকুষ্ঠং প্রজায়তে।
ভগিনীগমনে চৈব পীতকুষ্ঠং প্রজায়তে॥১৫
তস্য প্রতিক্রিয়াং কর্ত্তুং পূর্ব্ববতঃ কলসং ন্যসেৎ।
পীতবস্ত্রসমাচ্ছন্নং পীতমাল্যবিভূষিতম্॥১৬
তস্যোপরি ন্যসেৎ স্বর্ণপাত্রে দেবং সুরেশ্বরম্।
সুবর্ণনিষ্কষট্‌কেন নির্ম্মিতং বজ্রধারিণম্॥১৭
যজেৎ পুরুষসূক্তেন বাসনং বিশ্বরূপিণম্।
যজুর্ব্বেদং তত্র সাম ঋগ্বেদঞ্চ সমাচরেৎ॥১৮
সুবর্ণপুত্রিকাং কৃত্বা সুবর্ণদশকেন তু।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় সম্পূজ্য নিষ্পাপোঽহমিতি ব্রুবন্॥১৯
দেবানামধিপো দেবো বজ্রী বিষ্ণুনিকেতনঃ।
শতযজ্ঞঃ সহস্রাক্ষঃ পাপং মম নিকৃন্ততু॥২০
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য আচার্য্যায় যথাবিধি।
দদ্যাদ্দেবং সহস্রাক্ষং স পাপস্যাপনুত্তয়ে॥২১

ভ্রাতৃভার্য্যাভিগমনাদ্ গলৎ কুষ্ঠং প্রজায়তে।
স্ববধূগমনে চৈব কৃষ্ণকুষ্ঠং প্রজায়তে॥২২
তেন কার্য্যং বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাগুক্তস্যার্দ্ধমেব হি।
দশাংশহোমঃ সর্ব্বত্র ঘৃতাক্তৈঃ ক্রিয়তে তিলৈঃ॥২৩
যদগম্যাভিগমনাজ্জায়তে ধ্রুবমণ্ডলম্।
কৃত্বা লোহময়ীং ধেনুং তিলষষ্টিপ্রমাণতঃ॥২৪
কার্পাসভারসংযুক্তাং কাংস্যদোহাং সবৎসিকাম্।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় বিধিবদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
'সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু' ॥২৫
তপস্বিনীসঙ্গমনে জায়তে চাশ্মরীগদঃ॥
স তু পাপবিশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥২৬
দদ্যাদ্ বিপ্রায় বিদুষে মধুধেনুং যথোদিতম্।
তিলদ্রোণশতঞ্চৈব হিরণ্যেন সমন্বিতম্॥২৭
পিতৃষ্বস্রভিগমনাদ্দক্ষিণাংশব্রণী ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা অজাদানেন শক্তিতঃ॥২৮
মাতুলান্যাস্তু গমনে পৃষ্ঠকুব্জঃ প্রজায়তে।
কৃষ্ণাজিনপ্রদানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ॥২৯
মাতৃষ্বস্রভিগমনে বামাঙ্গে ব্রণবান্ ভবেৎ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা সম্যগ্‌দানপ্রদানতঃ॥৩০

এবং ঋগেদ পাঠ করিবে। দশসংখ্যক সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণ-পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া 'আমি পাপশূন্য হইয়াছি' এই বাক্য প্রয়োগ করত পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। "দেবানামধিপো দেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত সে পাপশান্তি-নিমিত্ত আচার্য্যকে যথানিয়ম সহস্রাক্ষ দেবপ্রতিমা দান করিবে।১৫-২১

ভ্রাতৃপত্নী গমন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ জন্মে, স্বীয় পুত্রবধূ গমন করিলে কৃষ্ণবর্ণ কুষ্ঠরোগ হয়, উক্ত পাপকারী ব্যক্তিদ্বয় পূর্ব্বে উক্ত ব্রতের অর্দ্ধ ব্রত করিবে। যে সকল প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল, ঘৃতাক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। অগম্যা স্ত্রী গমন করিলে ধ্রুবমণ্ডল (কুষ্ঠবিশেষ) রোগ জন্মে। ষষ্টি তিল প্রমাণ কার্পাস ভারযুক্ত কাংস্যস্তনী এবং সবৎসা (লোহময়ী) ধেনু 'সুরভী বৈষ্ণবী মাতা' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বিধিবোধিতরূপে বিপ্রকে দান করিবে, এই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্ত পাপদ্বয় শান্ত হইবে। ২২-২৫

তপস্বিনী নিয়মস্থা স্ত্রীসঙ্গ করিলে পাথুরী রোগ হয়, সেই পাপশান্তি-নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে, বিদ্বান্ বিপ্রকে বিধিবোধিতরূপে মধুধেনু প্রদান করিবে, অথবা একশত দ্রোণ-পরিমিত তিল সুবর্ণের সহিত দান করিবে। আর পিতার ভগিনী গমন করিলে দক্ষিণ স্কন্ধে ব্রণ হয়, যথাশক্তি ছাগী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাতুলানী গমন করিলে পৃষ্ঠদেশে কুব্জ রোগ হয়, কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম দান করিলে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মাতৃষ্বসৃ গমন করিলে বাম অঙ্গে ব্রণ হয়, সম্যগ্‌রূপে দান দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। মৃত পত্নীতে উপগত হইলে মৃতপত্নীক হয়, সে পাপশুদ্ধি-নিমিত্ত একটী ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়া দিবে। ২৬-৩১

মৃতভার্য্যাভিগমনে মৃতভার্য্যঃ প্রজায়তে
তৎপাতকবিশুদ্ধ্যর্থং দ্বিজমেকং বিবাহয়েৎ ॥৩১
সগোত্রস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগন্দরঃ।
তেনাপি নিষ্কৃতিঃ কার্য্যা মহিষীদানযত্নতঃ ॥৩২
তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহী জায়তে নরঃ।
মাসং রুদ্রজপঃ কার্য্যো দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ কাঞ্চনম্ ॥৩৩
দীক্ষিতস্ত্রীপ্রসঙ্গেন জায়তে দুষ্টরক্তদৃক্।
স পাতকবিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥৩৪
স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে হৃদয়ব্রণী।
তৎপাপস্য বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥৩৫

পশুযোনৌ চ গমনে মূত্রাঘাতঃ প্রজায়তে।
তিলপাত্রদ্বয়ঞ্চৈব দদ্যাদাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥৩৬
অশ্বযোনৌ চ গমনাদ্ গুদস্তম্ভঃ প্রজায়তে।
সহস্রকমলস্নানং মাসং কুর্য্যাৎ শিবস্য চ ॥৩৭
এতে দোষা নারাণাং স্যুর্নরকান্তে ন সংশয়ঃ।
স্ত্রীণামপি ভবন্ত্যেতে তত্তৎপুরুষসঙ্গমাৎ ॥৩৮

ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকেঽগম্যাগমন-
প্রায়শ্চিত্তং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

জ্ঞাতির স্ত্রী গমন করিলে ভগন্দর রোগ হয়, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহিষী দান দ্বারা হইবে। তপস্বিনী গমন করিয়া মনুষ্য প্রমেহরোগী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত একমাস ব্যাপিয়া রুদ্র জপ করিয়া যথাশক্তি কাঞ্চন দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নিজ দীক্ষিত স্ত্রী গমন করিলে চক্ষুর রক্ত দুষ্ট হয়, সে পাপক্ষয় নিমিত্ত দুইটী প্রাজাপত্য করিবে। নিজ জাতির পত্নীসঙ্গ করিলে হৃদয়স্থলে ব্রণ হয়, সে পাপশুদ্ধি নিমিত্ত দুইটী প্রাজাপত্য করিবে।৩২-৩৫

পশুযোনিতে গমন করিলে মূত্রাঘাত রোগ হয়, আত্মশুদ্ধি-নিমিত্ত তিলপূর্ণ পাত্র দুই খানি দান করিবে। অশ্বযোনি গমন করিলে গুদস্তম্ভ রোগ হয়, একমাস ব্যাপিয়া মহাদেবের সহস্র-সংখ্য পদ্মদ্বারা স্নান করাইবে। এই সকল পাপ করিলে নরক ভোগ করিয়া জন্মান্তরে এ সকল রোগ হয়, পুরুষগণের যে-জাতি-স্ত্রীগমনে রোগ হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকে সে-জাতি-পুরুষগমনে সেই সকল রোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৩৬-৩৮।

শাতাতপ-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫॥

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

অশ্ব-শূকর-শৃঙ্গাদ্রি-দ্রুমাদি-শকটেন চ।
ভূম্বগ্নি-দারু-শস্ত্রাশ্ম-বিষোদ্বন্ধনজৈর্মৃতাঃ ॥১
ব্যাঘ্রাহি-গজ-ভূপাল-চৌর-বৈরি-বৃকহতাঃ।
কাষ্ঠ-শল্যমৃতা যে চ শৌচসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ॥২

বিসূচিকান্নকবল-দবাতীসারতো মৃতাঃ।
সাকিন্যাদিগ্রহৈর্গ্রস্তা বিদ্যুৎপাতহতাশ্চ যে ॥৩
অস্পৃশ্যা অপবিত্রাশ্চ পতিতাঃ পুত্রবর্জ্জিতাঃ।
পঞ্চত্রিংশৎ প্রকারৈশ্চ নাপ্নুবন্তি গতিং মৃতাঃ ॥৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

অশ্ব, শূকর, শৃঙ্গ, পর্ব্বত, বৃক্ষ প্রভৃতি, শকট, উচ্চস্থান, অগ্নি, কাষ্ঠ, শস্ত্র, প্রস্তর, বিষ এবং উদ্বন্ধন দ্বারা যে মরিয়াছে, ব্যাঘ্র, সর্প, হস্তী, রাজদণ্ড, চোর, শত্রু এবং ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আহত হইয়া যাহারা মরিয়াছে, কাষ্ঠ এবং শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যাহারা মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত এবং দাহাদি-সংস্কার-বর্জ্জিত যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, বিসূচিকা রোগে, অন্নগ্রাস (গলদেশ বদ্ধ হওয়াতে), দাবানল এবং অতিসার রোগ দ্বারা যাহারা মরিয়াছে, সাকিনী প্রভৃতি উৎপাত পীড়িত হইয়া যাহারা মরিয়াছে, বিদ্যুৎসংযোগে যাহারা মরিয়াছে, অস্পৃশ্য হইয়া কিংবা অপবিত্র হইয়া পাতিত্যজনক পাপযুক্ত

পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাজঃ স্যুস্ত্রয়ো লেপভুজস্তথা।
ততো নন্দীমুখাঃ প্রোক্তাস্ত্রয়োঽপ্যশ্রুমুখাস্ত্রয়ঃ ॥৫
দ্বাদশৈতে পিতৃগণাস্তর্পিতাঃ সন্ততিপ্রদাঃ।
গতিহীনাঃ সুতাদীনাং সন্ততিং নাশয়ন্তি তে ॥৬
দশ ব্যাঘ্রাদিনিহতা গর্ভং বিঘ্নন্ত্যমী ক্রমাৎ।
দ্বাদশাস্ত্রাদিনিহতা আকর্ষন্তি চ বালকম্ ॥৭
বিষাদিনিহতা ঘ্নন্তি দশস্তু দ্বাদশর্ষাপি।
বর্ষৈকবালকং কুর্য্যাদনপত্যোঽনপত্যতাম্ ॥৮
ব্যাঘ্রেণ হন্যতে জন্তুঃ কুমারীগমনেন চ।
বিষদশ্চৈব সর্পেণ গজেন নৃপদুষ্টকৃৎ ॥৯
রাজ্ঞা রাজকুমারঘ্নশ্চৌরেণ পশুহিংসকঃ।
বৈরিণা মিত্রভেদী চ বকবৃত্তির্বৃকেণ তু ॥১০
গুরুঘাতী চ শয্যায়াং মৎসরী শৌচবর্জ্জিতঃ।
দ্রোহী সংস্কাররহিতঃ শুনা নিক্ষেপহারকঃ ॥১১
নরো বিহন্যতেঽরণ্যে শূকরেণ চ পাশিকঃ।
ক্রিমিভিঃ কৃত্তবাসাশ্চ কৃমিণা চ নিকৃন্তনঃ ॥১২
শৃঙ্গিণা শঙ্করদ্রোহী শকটেন চ সূচকঃ।
ভৃগুণা মেদিনীচৌরো বহ্নিনা যজ্ঞহানিকৃৎ ॥১৩
দবেন দক্ষিণাচৌরঃ শস্ত্রেণ শ্রুতিনিন্দকঃ।
অশ্মনা দ্বিজনিন্দাকৃদ্ বিষেণ কুমতিপ্রদঃ ॥১৪
উদ্বন্ধনেন হিংস্রঃ স্যাৎ সেতুভেদো জলেন তু।
দ্রুমেণ রাজদন্তিহৃদতীসারেণ লৌহহৃৎ ॥১৫
সাকিন্যাদ্যৈশ্চ ম্রিয়তে সদর্পকার্য্যকারকঃ।
অনধ্যায়েঽপ্যধীয়ানো ম্রিয়তে বিদ্যুতা তথা ॥১৬

হইয়া অথবা সন্তানশূন্য হইয়া যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছে, উক্ত পঞ্চত্রিংশৎ প্রকার অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি মরে, তাহারা সদ্গতি প্রাপ্ত হয় না।১-৪

পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী অর্থাৎ এই তিন পুরুষের কেবল পিণ্ডদান দ্বার তৃপ্তি হয়। বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষ শ্রাদ্ধে পিণ্ডের লেপমাত্র দ্বাবা তৃপ্ত হয়, তদুত্তর তিন পুরুষ নান্দীমুখ, তদুত্তর তিন পুরুষ অশ্রুমুখ। উক্ত দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হইলে সন্তান প্রদান করেন। যদি তাঁহারা গতিহীন হন, তাহা হইলে সন্তানগণের বংশ নাশ করেন। ৫-৬।

ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক দশপ্রকার অপঘাত-মৃত্যু-প্রাপ্ত পিতৃগণ গর্ভ নষ্ট করেন, অস্ত্রাদি দ্বারা অপঘাত মৃত্যুপ্রাপ্ত দ্বাদশজন (গর্ভস্থ) বালক নষ্ট করেন। বিষাদি দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত দশ কিংবা দ্বাদশ পুরুষ এক বৎসরের বালককে নষ্ট করেন। অনপত্য পিতৃলোক অপত্য নাশ করেন। যে ব্যক্তি কুমারী গমন করে, সে বাঘ কর্ত্তৃক হত হয়, যে ব্যক্তি কাহাকে বিষদান করে, সে সর্পাঘাতে হত হয়। রাজার দোষের আবিষ্কর্ত্তা গজ কর্ত্তৃক নিহত হয়।৭-৯

রাজপুত্র-হত্যাকারী ব্যক্তি রাজদণ্ডে মরে, পশু-হিংসাকারী চৌর কর্ত্তৃক হত হয়, বন্ধুবিচ্ছেদকারী শত্রু কর্ত্তৃক হত হয়, বকের তুল্য চরিত্রশালী ব্যক্তি বৃক কর্ত্তৃক হত হয়। গুরুহত্যাকারী শয্যাতে মরে, মাৎসর্য্য-যুক্ত ব্যক্তি শৌচবর্জ্জিত হইয়া মরে, অপরের অপকারকারী ব্যক্তি দাহাদি সংস্কারহীন হইয়া মরে, গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণকারী কুকুর দংশনে মরে। পাশ দ্বারা বনমধ্যে বধ করিলে শূকর কর্ত্তৃক হত হয়, কৃমিবধ করিয়া বস্ত্র করিলে অর্থাৎ গুটিকার কাপড় করিলে কৃমি অর্থাৎ ভৃঙ্গাদি কর্ত্তৃক হত হয়, মহাদেবের দ্রোহকারী ব্যক্তি শৃঙ্গী কর্ত্তৃক আহত হয়, খল মনুষ্য শকট দ্বারা নিহত হয়, পৃথিবী হরণকারী উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরে, যজ্ঞ- ধ্বংসকারী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া মরে। দক্ষিণা অপহরণকারী মনুষ্য দাবানল দ্বারা দগ্ধ হয়, বেদনিন্দাকারী মনুষ্য শস্ত্র দ্বারা নিহত হয়, দ্বিজনিন্দাকারী মনুষ্য প্রস্তর-আঘাতে নিহত হয়, কুবুদ্ধি-দাতা বিষপানে নিহত হয়। হিংস্রব্যক্তিগণ উদ্বন্ধনের দ্বারা নিহত হয়, সেতুভঙ্গকারী মনুষ্য জলমগ্ন হইয়া মরে, লৌহ-হরণকারী অতিসাররোগ হইয়া মরে। অভিমানের সহিত কার্য্যকারী মনুষ্য সাকিনী প্রভৃতি উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মরে, অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়নশীল মনুষ্য বিদ্যুৎ-সংযোগে মরে। শস্ত্র-হরণকর্ত্তা মনুষ্য অস্পৃশ্য-বস্তুযুক্ত হইয়া মরে, মদ্য-বিক্রয়-কর্ত্তা পাতিত্যযুক্ত হইয়া মরে, গতিহীন দ্বিজগণের বস্ত্র-হরণ কর্ত্তা সন্তানরহিত হইয়া মরে।১০-১৭

অস্পৃশ্যস্পর্শসঙ্গী চ বান্তমাশ্রিত্য শাস্ত্রহৃৎ।
পতিতো মদবিক্রেতাঽনপত্যো দ্বিজবস্ত্রহৃৎ ॥১৭
অথ তেষাং ক্রমেণৈব প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
কারয়েন্নিষ্কমাত্রস্তু পুরুষং প্রেতরূপিণম্ ॥১৮
চতুর্ভুজং দণ্ডহস্তং মহিষাসনসংস্থিতম্।
পিষ্টৈঃ কৃষ্ণতিলৈঃ কুর্য্যাৎ পিণ্ডং প্রস্থপ্রমাণতঃ ॥১৯
মধ্বাজ্য-শর্করাযুক্তং স্বর্ণকুণ্ডলসংযুতম্।
অকালমূলং কলসং পঞ্চপল্লবসংযুতম্ ॥২০
কৃষ্ণবস্ত্রসমাচ্ছন্নং সর্ব্বৌষধিসমন্বিতম্।
তস্যোপরি ন্যসেদেবং পাত্রং ধান্যফলৈর্যুতম্ ॥২১
সপ্তধান্যন্তু সফলং তত্র তৎ সফলং ন্যসেৎ।
কুম্ভোপরি চ বিন্যস্য পূজয়েৎ প্রেতরূপিণম্ ॥২২
কুর্য্যাৎ পুরুষসূক্তেন প্রত্যহং দুগ্ধতর্পণম্।
ষড়ঙ্গঞ্চ জপেদ্ রুদ্রং কলসে তত্র বেদবিৎ ॥২৩
যমসূক্তেন কুর্ব্বীত যমপূজাদিকং তথা।
গায়ত্র্যাশ্চৈব কর্ত্তব্যো জপঃ স্বাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥২৪
গ্রহশান্তিকপূর্ব্বঞ্চ দশাংশং জুহুয়াৎ তিলৈঃ।
অজ্ঞাতনামগোত্রায় প্রেতায় সতিলোদকম্ ॥২৫
প্রদদ্যাৎ পিতৃতীর্থেন পিণ্ডং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধু-সর্পিঃসমন্বিতম্ ॥২৬
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম।
সজলান্ কৃষ্ণকলসাংস্তিলপাত্রসমন্বিতান্ ॥২৭
দ্বাদশ প্রেতমুদ্দিশ্য দদ্যাদেকঞ্চ বিষ্ণবে।
ততোঽভিষিঞ্চেদাচার্য্যো দম্পতী কলসোদকৈঃ ॥২৮

সে সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত ক্রমশঃ কথিত হইতেছে,—নিষ্কপরিমিত চতুর্হস্ত হস্তে দণ্ডধারী মহিষ পৃষ্ঠস্থিত আসনোপরি উপবিষ্ট প্রেততুল্য শরীরী একটী পুরুষ প্রস্তুত করিবে এবং পিষ্ট (পিটুলি) ও কৃষ্ণতিল দ্বারা এক প্রস্থ প্রমাণে একটি পিণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, মধু, ঘৃত এবং শর্করা সংযুক্ত করিয়া সুবর্ণের কুণ্ডলের সহিত মূলদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে এতাদৃশ একটী কুম্ভ, কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত করত সর্ব্বৌষধি যুক্ত করিয়া (স্থাপন করিয়া) তদুপরি ধান্য এবং ফলসংযুক্ত একখানি পাত্র নিক্ষিপ্ত করিবে; সেই পাত্রোপরি সপ্ত প্রকার ধান্য এবং ফল অর্পণ করিবে; অনন্তর কুম্ভোপরি প্রেতরূপী দেবমূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করিবে, সে কলস সমীপে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ষড়ঙ্গ মন্ত্রের সহিত রুদ্র জপ করিবে। ১৮-২৩

যমসূক্ত দ্বারা যমপূজাদি করিবে এবং আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত গায়ত্রী জপ করিবে। গ্রহশান্তি অগ্রে করিয়া তিল দ্বারা দশাংশ হোম করিবে। তদনন্তর (পূর্ব্ব নির্ম্মিত) পিণ্ড তিল এবং জলের সহিত "দদামি তস্মৈ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত পিতৃতীর্থ দ্বারা অজ্ঞাত-নাম-গোত্র যে যমরাজ তাঁহাকে প্রদান করিবে। জলপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দ্বাদশটী কুম্ভ তিলযুক্ত পাত্রের সহিত প্রেতের উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে দান করিবে। তদনন্তর সে কুম্ভস্থ জল দ্বারা আচার্য্য স্ত্রী এবং পুরুষকে 'শুচির্ব্বরায়ুধ-ধর' ইত্যাদি বরুণদৈবত মন্ত্র দ্বারা অভিষেক করাইবে। যজমান অভিষেকানন্তর আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর শাস্ত্রনিয়মানুসারে নারায়ণ বলি প্রদান করিবে, অগতি প্রাপ্ত হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইল। ২৪-৩০।

ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশেষরূপে প্রায়শ্চিত্ত-বিধি উক্ত হইতেছে,—ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় অপর কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়া দিবে। সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির উদ্ধার কামনায় নাগবলি দিবে, সকল বিষয়েই কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে। হস্তীকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে চারি নিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ-গজ দান করিবে। রাজদণ্ডে নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরুষাকৃতি প্রদান করিবে, চৌর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ধেনু প্রদান করিবে, বৈরী কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষ দান করিবে। ৩১-৩৩

ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে যথাশক্তি সুবর্ণ দান করিবে। শয্যাস্থ হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্ক-পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত তুলসীপত্র সংযুক্ত একখানি শয্যা প্রদান করিবে।

শুচির্ব্বরায়ুধধরো মন্ত্রৈর্ব্বরুণদৈবতৈঃ।
যজমানস্ততো দদ্যাদাচার্য্যায় সদক্ষিণাম্ ॥২৯
ততো নারায়ণবলিঃ কর্ত্তব্যঃ শাস্ত্রনিশ্চয়াৎ।
এষ সাধারণবিধিরগতীনামুদাহৃতঃ ॥৩০
বিশেষস্তু পুনর্জ্ঞেয়ো ব্যাঘ্রাদিনিহতেষ্বপি।
ব্যাঘ্রেণ নিহতে প্রেতে পরকন্যাং বিবাহয়েৎ ॥৩১
সর্পদংশে নাগবলির্দ্দেয়ঃ সর্ব্বেষু কাঞ্চনম্।
চতুর্নিষ্কমিতং হেমগজং দদ্যাদ্ গজৈর্হতে ॥৩২
রাজ্ঞা বিনিহতে দদ্যাৎ পুরুষস্তু হিরণ্ময়ম্।
চৌরেণ নিহতে ধেনুং বৈরিণা নিহতে বৃষম্ ॥৩৩
বৃকেণ নিহতে দদ্যাদ্ যথাশক্তি চ কাঞ্চনম্।
শয্যামৃতে প্রদাতব্যা শয্যা তুলীসমন্বিতা ॥৩৪
নিষ্কমাত্রসুবর্ণস্য বিষ্ণুনা সমধিষ্ঠিতা।
শৌচহীনে মৃতে চৈব দ্বিনিষ্কস্বর্ণজং হরিম্ ॥৩৫
সংস্কারহীনে চ মৃতে কুমারঞ্চ বিবাহয়েৎ।
শুনা হতে চ নিক্ষেপং স্থাপয়েন্নিজশক্তিতঃ ॥৩৬
শূকরেণ হতে দদ্যান্মহিষং দক্ষিণান্বিতম্।
কৃমিভিশ্চ মৃতে দদ্যাদ্ গোধূমান্নং দ্বিজাতয়ে ॥৩৭
শৃঙ্গিণা চ হতে দদ্যাদ্ বৃষভং বস্ত্রসংযুতম্।
শকটেন মৃতে দদ্যাদশ্বং সোপস্করান্বিতম্ ॥৩৮
ভৃগুপাতে মৃতে চৈব প্রদদ্যাদ্ধান্যপর্ব্বতম্।
অগ্নিনা নিহতে দদ্যাদুপানহং স্বশক্তিতঃ ॥৩৯
দবেন নিহতে চৈব কর্ত্তব্যা সদনে সভা।
শস্ত্রেণ নিহতে দদ্যান্মহিষীং দক্ষিণান্বিতাম্ ॥৪০
অশ্মনা নিহতে দদ্যাৎ সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্।
বিষেণ চ মৃতে দদ্যান্মেদিনীং ক্ষেত্রসংযুতাম্ ॥৪১
উদ্বন্ধনমৃতে চাপি প্রদদ্যাদ্ গাং পয়স্বিনীম্।
মৃতে জলেন বরুণং হৈমং দদ্যাৎ ত্রিনিষ্ককম্ ॥৪২
বৃক্ষং বৃক্ষহতে দদ্যাৎ সৌবর্ণং স্বর্ণসংযুতম্।
অতীসারমৃতে লক্ষং সাবিত্র্যাঃ সংযতো জপেৎ ॥৪৩
সাকিন্যাদিমৃতে চৈবং জপেদ্ রুদ্রং যথোচিতম্।
বিদ্যুৎপাতেন নিহতে বিদ্যাদানং সমাচরেৎ ॥৪৪

শৌচহীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিষ্ক-দ্বয়পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা প্রদান করিবে। সংস্কারহীন হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অবিবাহিত কুমারের বিবাহ দিবে। কুকুর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে নিজশক্তি অনুসারে কিছু ধন মৃত্তিকাতলে নিহিত করিবে।৩৪-৩৬

শূকর কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণা সহিত মহিষ দান করিবে। কৃমি কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান করিবে। শৃঙ্গবিশিষ্ট নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে বস্ত্র-সংযুক্ত বৃষভ দান করিবে। শকট দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে সজ্জাসহিত ঘোটক দান করিবে। উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ধান্যপর্ব্বত প্রদান করিবে। অগ্নি দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে স্বীয় শক্তির অনুরূপ পাদুকাযুগল দান করিবে। দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশে গৃহে সভা করিবে। শস্ত্র দ্বারা নিহত ব্যক্তির উদ্দেশে দক্ষিণার সহিত মহিষী প্রদান করিবে। প্রস্তরাঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে বৎসের সহিত দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিবে। বিষপানে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে শস্যোৎপত্তির যোগ্য ভূমি দান করিবে। উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। জলমগ্ন হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে ত্রিনিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত বরুণ প্রতিমা দান করিবে। বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে সুবর্ণ দক্ষিণাযুক্ত সুবর্ণবৃক্ষ দান করিবে। অতিসাররোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে সংযত হইয়া লক্ষসংখ্যক সাবিত্রী জপ করিবে। ৩৭-৪৩

সাকিনী উৎপাতগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে যথাবিধি রুদ্রজপ করিবে, বিদ্যুৎপতন দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে বিদ্যাদান করিবে। অস্পৃষ্টসংযুক্ত হইয়া মৃত-ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে বেদপরায়ণ করিবে, বাস্তদ্রব্য—(বমিকৃত দ্রব্য) সংযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে সৎশাস্ত্রের পুস্তক দান করিবে। পাতিত্যযুক্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে ষোলটী প্রাজাপত্য করিবে, সন্তান-রহিত মৃত

অস্পর্শে চ মৃতে কার্য্যং বেদপারায়ণং তথা।
সচ্ছাস্ত্রপুস্তকং দদ্যাদ্ বাস্তমাশ্রিত্য সংস্থিতে ॥৪৫
পাতিত্যেন মৃতে কুর্য্যাৎ প্রজাপত্যানি ষোড়শ।
মৃতে চাপত্যরহিতে কৃচ্ছ্রাণাং নবতিঞ্চরেৎ ॥৪৬
নিষ্কত্রয়মিতস্বর্ণং দদ্যাদশ্বং হয়াহতে।
কপিনা নিহতে দদ্যাৎ কপিং কনকনির্ম্মিতম্ ॥৪৭
বিসূচিকামৃতে স্বাদু ভোজয়েচ্ছ শতং দ্বিজান্।
তিলধেনুঃ প্রদাতব্যা কণ্ঠেঽন্নকবলে মৃতে ॥৪৮

কেশরোগমৃতে চাপি অষ্টৌ কৃচ্ছ্রান্ সমাচরেৎ
এবং কৃতে বিধানেন বিদধ্যাদৌর্দ্ধদৈহিকম্ ॥৪৯
ততঃ প্রেতত্বনির্ম্মুক্তাঃ পিতরস্তপিতাস্তথা।
দদ্যুঃ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ আয়ুরারোগ্যসম্পদঃ ॥৫০
ইতি শাতাতপপ্রোক্তো বিপাকঃ কর্ম্মণাময়ম্।
শিষ্যায় শরভঙ্গায় বিনয়াৎ পরিপৃচ্ছতে ॥৫১
ইতি শাতাতপীয়ে কর্ম্মবিপাকেঽগতিপ্রায়শ্চিত্তং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

সমাপ্তা চেয়ং শাতাতপ-সংহিতা।

ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে নব্বইটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অশ্ব কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে নিষ্কত্রয়-পরিমিত সুবর্ণ দান করিবে। বানরকর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে সুবর্ণ-নির্ম্মিত বানরমূর্ত্তি দান করিবে। বিসূচিকারোগে মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত একশত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে, গলদেশে অন্নগ্রাস বদ্ধ হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তে তিলধেনু দান করিবে, কেশরোগগ্রস্ত হইয়া মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত আটটী কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্তে করিয়া দাহাদি করিবে। তদনন্তর পিতৃগণ প্রেতত্ববিমুক্ত হইয়া পুত্রাদি কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে পুত্র, পৌত্র, আয়ু, আরোগ্য এবং সম্পত্তি দান করেন। শরভঙ্গ নামক শিষ্য বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার নিকট শাতাতপ ঋষি কর্ত্তৃক কথিত কর্ম্মের ফল সমাপ্ত হইল।৪৪-৫১

শাতাতপ-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সহিতা শাতাতপসংহিতা সম্পূর্ণ।

বসিষ্ঠ-সংহিতা

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

বসিষ্ঠ-সংহিতা

পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ।১

জ্ঞাত্বা চানুতিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকঃ প্রশস্যতমো ভবতি ।২

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ (ক) ।৩

তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ ।৪

দক্ষিণেন হিমবত উত্তরেণ বিন্ধ্যস্য যে ধর্ম্মা যে চাচারাস্তে সর্ব্বে প্রত্যেতব্যাঃ, নত্বন্যে প্রতিলোমকল্প-ধর্ম্মাঃ ।৫

এতদার্য্যাবর্ত্তমিত্যাচক্ষতে ।৬

গঙ্গা-যমুনয়োরন্তরাপ্যেকে ।৭

যাবদ্ বা কৃষ্ণমৃগো বিচরতি, তাবদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসমিতি ।৮

অথাপি ভাল্লবিনো নিদানে গাথামুদাহরন্তি । ৯

পশ্চাৎ সিন্ধুর্বিহরিণী সূর্য্যস্যোদয়নং পুরা ।

যাবৎ কৃষ্ণোঽভিধাবতি তাবদ্ বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ।১০

ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধা যং ব্রূয়ুর্দ্ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো জনাঃ ।

পবনে পাবনে চৈব স ধর্ম্মো নাত্র সংশয়ঃ ॥১১

ইতি দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মান্

শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ ।১২

সূর্য্যাভ্যুদিতঃ সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্তঃ কুনখী শ্যাবদন্তঃ

প্রথম অধ্যায়

এখন পুরুষগণের মুক্তির জন্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা হইতেছে। ধর্ম্ম জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ধার্ম্মিক বলিয়া অত্যন্ত প্রশংসা হয়। বেদবিধি-বিহিত কার্য্যই ধর্ম্ম, বেদবিধি না পাওয়া যাইলে শিষ্টাচারকেই ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণ করিবে। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরভাগে যে সকল ধর্ম্ম ও যেসকল আচার প্রচলিত, তৎসমস্তকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিবে। অন্য আচারাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে না; কেননা, তাহা অতিশয় গর্হিত ধর্ম্ম ।১-৫

উক্ত স্থানের নাম আর্য্যাবর্ত্ত ইহা কথিত আছে। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানকে কেহ কেহ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। ফলতঃ যেখানে যেখানে স্বভাবতঃ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎ-তৎ সমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। এ বিষয়ে ভাল্লব পণ্ডিতগণও মূল প্রাচীন গাথা কীর্ত্তন করেন, "পশ্চিমসমুদ্র ও সূর্য্যের উদয়াচলের মধ্যে যে যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, তৎসমস্ত দেশেই ব্রহ্মতেজ অব্যাহত। ত্রৈবিদ্য বৃদ্ধ ধর্ম্মবেত্তা জনগণ শুদ্ধি ও শোধন বিষয়ে যে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম এবিষয়ে সংশয় নাই।"৬-১২

বেদে স্পষ্ট না থাকায় মনু জাতিধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন। সূর্য্যাভ্যুদিত সূর্য্যাভি-নির্ম্মুক্ত, কুনখী, শ্যাবদন্ত, পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, অগ্রে-দিধিষু দিধিষুপতি, বীজঘাতী এবং ব্রহ্মঘাতী ইহারা সকলে পাপিষ্ঠ। নিম্নলিখিত পঞ্চপ্রকার পাপ মহাপাতক বলিয়া কীর্ত্তিত; যথা—বিমাতৃগমন, সুরাপান, ব্রহ্মহত্যা, অশীতিরত্তির অন্যূন ব্রাহ্মণ স্বামিক স্বর্ণ-চৌর্য্য এবং এই সকল পতিত ব্যক্তিগণের সহিত ব্রাহ্ম অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা যজন, যাজন এবং যৌন-সম্বন্ধ ।১৩১৪

এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন,—পতিত ব্যক্তির সহিত যাজন, অধ্যাপন, বিবাহাদি যৌন-সম্বন্ধ, অন্ন-ভোজন, পানীয় পান এবং একাসনে অবস্থানাদি করিলে এক বৎসরে পতিত হয়। আরও বলেন—বিদ্যা বিনষ্ট

(ক) প্রেত্য চ স্বর্গং লোকং সমগ্ন তে—পা।

পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা অগ্রেদিধিষু-দিধিষুপতির্বীজহা ব্রহ্মঘ্ন ইত্যেত এনস্বিনঃ ।১৩

পঞ্চ মহাপাতকান্যাচক্ষতে গুরুতল্পং সুরাপং ভ্রূণহত্যাং ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণং পতিতসংপ্রয়োগঞ্চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা ।১৪

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্ ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাদন্নপানাসনাদপি ॥১৫

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

বিদ্যাবিনাশে পুনরভ্যুপৈতি
জাতিপ্রণাশে ত্বিহ সর্ব্বনাশঃ ।

কুলাপদেশেন হয়োঽপি পূজ্য-
স্তস্মাৎ কুলীনাং স্ত্রিয়মুদ্বহন্তি ॥১৬ ইতি ।

ত্রয়ো বর্ণা ব্রাহ্মণস্য বশে বর্ত্তেরন্ ।১৭

তেষাং ব্রাহ্মণো ধর্ম্মং যদ্ ব্রূয়াৎ তদ্ রাজা চানুতিষ্ঠেৎ ।১৮

রাজা তু ধর্ম্মেণানুশাসন্ ষষ্ঠং ষষ্ঠং ধনস্য হরেদন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ ।১৯

ইষ্টাপূর্ত্তস্য তু ষষ্ঠমংশং ভজতি ।২০

ইতিহ ব্রাহ্মণো বেদমাঢ্যং করোতি, ব্রাহ্মণ আপদ উদ্ধরতি, তস্মাদ্ ব্রাহ্মণোঽনাদ্যঃ সোমোঽস্য রাজা ভবতীতীহ প্রেত্য চাভ্যুদয়িকমিতিহ বিজ্ঞায়তে ॥২১

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

হইলেও পুনরায় পাওয়া যায় কিন্তু জাতিবিনাশ হইলে সর্ব্বনাশ। বংশমর্য্যাদাবলে অশ্বও সম্মানীয় হয় অতএব সদ্বংশীয় রমণীকে বিবাহ করিবে। তিন বর্ণ ই ব্রাহ্মণের বশে থাকিবে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগের যে ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন, রাজা তাহা প্রচলিত করিবেন। রাজা ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করিলে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য প্রজা সকলের নিকট ধনের ষষ্ঠ-ষষ্ঠ অংশ কর গ্রহণ করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের ইষ্টাপূর্ত্ত ধর্ম্মকার্য্যের ষষ্ঠাংশের একাংশফল লাভ করিবেন। প্রসিদ্ধি আছে, ব্রাহ্মণই বেদের আদি প্রকাশক, ব্রাহ্মণই সকলকে আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, অতএব ব্রাহ্মণ অনাদি ও কর গ্রহণের অযোগ্য, চন্দ্র ব্রাহ্মণের রাজা। ইহাই ইহ-পরলোকের মাঙ্গলিক বলিয়া বিদিত ।১৫-২১

বসিষ্ঠ-সংহিতায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ ।১

ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাঃ ।২

তেষাং মাতুরগ্রেঽধিজননং, দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে ।৩

তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে ।৪

বেদপ্রদানাৎ পিতেত্যাচার্য্যমাচক্ষতে ।৫

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

দ্বয়মিহ বৈ পুরুষস্য রেতো ব্রাহ্মণস্যোর্দ্ধং
নাভেরর্ব্বাচীনং মন্যেত ।৬

তদ্ যদূর্দ্ধং নাভেস্তেনাস্যৌরসী প্রজা জায়তে ।৭

যদুপনয়তি যৎ সাধু করোতি ।৮

অথ যদর্ব্বাচীনং নাভেস্তেনাস্যৌরসী প্রজা জায়তে ।৯

জন্যন্যাং জনয়তি তস্মাচ্ছ্রোত্রিয়মনূচানমপূজ্যোঽসীতি
ন বদন্তীতি হারীতাঃ ।১০

অথাপ্যুদাহরন্তি

নহ্যস্য বিদ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদ্ আ মৌঞ্জিবন্ধনাৎ ।
বৃত্ত্যা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো যাবদ্ বেদে ন
জায়তে ॥ ইতি ।১১

অন্যত্রোদকর্ম্মস্বধাপিতৃসংযুক্তেভ্যঃ ।১২

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মাং শেবধিস্তেঽহমস্মি ।
অসূয়কায়ানৃজবেঽব্রতায়
ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥১৩

য আবৃণোত্যবিতথেন কর্ম্মণা
বহুদুঃখং কুর্ব্বংস্ত্বমৃতং বা সংপ্রযচ্ছন্ ।
তম্মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহেৎ কতমচ্চ নাহম্ ॥১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। ইহাদিগের প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে। এই দ্বিতীয় জন্মে সাবিত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা বলিয়া অভিহিত। বেদশিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া আচার্য্যকেই পিতা বলা যায়। ইহাতেও হারীত পণ্ডিতেরা বলেন—ইহলোকে ব্রাহ্মণপুরুষের নাভির ঊর্দ্ধস্থিত ও নাভির অধঃস্থিত—এই দুই প্রকার বীর্য্য ।১-৬

তন্মধ্যে ঊর্দ্ধস্থিত বীর্য্য দ্বারা অনৌরস সন্তান উৎপন্ন হয়, এই সন্তানোৎপত্তিকে উপনীত করা বা সাধু করা বলে। আর যাহা নাভির অধস্তন বীর্য্য, তদ্দ্বারা ঔরস সন্তান উৎপন্ন হয়; সন্তানের জননী ইহার উৎপাদন ক্ষেত্র। অতএব বেদাধ্যাপক শ্রোত্রিয়কে 'তুমি অপূজ্য' এই কথা বলিবে না'। অনন্তর কথিত আছে—"যতদিন উপনয়ন না হয়, ততদিন দ্বিজ কুমারেরও কোন দ্বিজোচিত কার্য্য নাই। যতদিন দ্বিতীয় বেদজন্ম না হয়, ততদিন ইহার শূদ্রবৎ ব্যবহার জানিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে বেদোচ্চারণ করিতে পারিবে।"৭-১২

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিল, "আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার গুপ্তধন। অসূয়া-সম্পন্ন কুটিল এবং ব্রতহীন ব্যক্তির নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও না, তাহা হইলেই আমি বীর্য্যবতী থাকিব। যে ব্যক্তি বহুপরিশ্রমে সকল কার্য্য দ্বারা আবরণ করে ও নিরতিশয় সুখসম্পাদন করে, তাহাকে—সেই গুরুকে পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবে। 'আমি ত কাহারও নিকট উপকৃত নই' বলিয়া তাঁহার দ্রোহ করিবে না। (এই শ্লোক বিষ্ণু-সংহিতাতে অন্য প্রকারে পঠিত হইয়াছে) যে সকল ব্রাহ্মণ অধ্যাপিত হইয়া বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা গুরুর প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন করে, তাহারা যেমন গুরুর উপকারে লাগে না, সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞানও তাহাদিগকে স্পর্শ করে না।১৩-১৫

অধ্যাপিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে
বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা।
যথৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়া-
স্তথৈব তান্ ন যুনক্তি শ্রুতং তৎ ॥১৫
যমেব বিদ্যাচ্ছুচিমপ্রমত্তং
মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নম্।
যস্তেতদ্ দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চ নাহং
তস্মৈ মাং ব্রুয়ান্নিধিপায় ব্রহ্মন্ ॥১৬ ইতি।
দহত্যগ্নির্যথা কক্ষং ব্রহ্ম স্বব্দমনাদৃতম্।
ন ব্রহ্ম তস্মৈ প্রব্রূয়াচ্ছক্যমানমকুন্তত ॥১৭ ইতি।
ষট্ কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যায়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি।১৮
ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং যজনং দানং শাস্ত্রেণ চ
প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ।১৯

যাহাকে আপনি শুচি, অপ্রমাদী, মেধাবী ও ব্রহ্মচর্য্য-যুক্ত বলিয়া বুঝিবেন এবং যে ব্যক্তি, 'আমি কাহারও নিকট উপদেশ পাই নাই' বলিয়া গুরুদ্রোহ না করিবে, হে ব্রহ্মন্! সেই নিধিরক্ষকের নিকট আমাকে ব্যক্ত করিও।" অগ্নি যেরূপ প্রকোষ্ঠ দাহ করে, তদ্রূপ এক বৎসর বেদানুশীলন ত্যাগ করিলে তাহাও ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট করে; সেই ব্যক্তিকে পুনরায় বেদশিক্ষা দিবে না। যে অবিচ্ছেদে বেদচর্চ্চা করে, তাহার শক্তি অনুসারে তাহাকে বেদশিক্ষা দিবে।১৬-১৭

ব্রাহ্মণের ছয়টী কার্য্য—যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের তিনটী কার্য্য—অধ্যয়ন, যাজন এবং দান। শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালনও তাহার স্বধর্ম্ম; তদ্দারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। অধ্যয়নাদি পূর্ব্বোক্ত তিন কার্য্য, কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ-গ্রহণ এবং পশুপালন—বৈশ্যজাতির বৃত্তি। এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাই শূদ্রজাতির কার্য্য। এই সমস্ত শূদ্রজাতির বৃত্তির নিয়ম নাই, কেশ-রক্ষায় নিয়ম নাই এবং বেশের নিয়ম নাই, তবে কেবল মুক্তশিখ হইয়া থাকিবে না।১৮-২২

স্বধর্ম্মে জীবিকা-নির্ব্বাহ না হইলে যাহাতে পাপ না হয়, এইরূপ অপর বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু যাহাতে

এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষি-বাণিজ্য-
পাশুপাল্য-কুসীদঞ্চ।২০
এতেষাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য।২১
অনিয়তা বৃত্তিরনিয়তকেশবেশাঃ সর্ব্বেষাং
মুক্তশিখাবর্জ্জম্।২২
অজীবতঃ স্বধর্ম্মেণান্যতরামপাপীয়সীং
বৃত্তিমাতিষ্ঠেরন্।২৩
ন তু কদাচিৎ পাপীয়সীম্।২৪
বৈশ্যজীবিকামাস্থায় পণ্যেন জীবতোঽশ্ম লবণমপণ্যং পাষাণ-কৌপ-ক্ষৌমাজিনানি চ তান্তবঞ্চ রক্তং সর্ব্বঞ্চ কৃতান্নং পুষ্প-মূল-ফলানি চ গন্ধরসা উদকঞ্চৌষধীনাং রসঃ সোমশ্চ শস্ত্রং বিষং মাংসঞ্চ ক্ষীরং সবিকারং অপস্ত্রপু জতু সীসঞ্চ ।২৫

পাপ হয়, এইরূপ বৃত্তি কদাচ আশ্রয় করিবে না। বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইলেও নিম্নলিখিত কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিবে না—যথা মণিমুক্তা প্রভৃতি, লবণ, পাষাণ, কৌপ, ক্ষৌমবস্ত্র, চর্ম্ম, তন্তুনির্ম্মিত রক্তবর্ণ বস্ত্র, সকল প্রকার কৃতান্ন, পুষ্প, মূল, ফল, গুড়াদি, গন্ধ, জল, রস, ওষধি-রস, সোমলতা, শস্ত্র, বিষ, মাংস, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকার, মিশ্রিত জল, রাঙ্, গালা এবং সাসা। এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন,—"ব্রাহ্মণ মাংস, গালা বা লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হয়, আর দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়।"২৩-২৬

গ্রাম্যপশুদিগের মধ্যে যাহাদিগের যোড়াখুর সেই একশফ অশ্ব প্রভৃতি কেশ-সম্পন্ন পশু, সর্ব্বপ্রকার আরণ্য পশু, পক্ষী, দংষ্ট্রী জন্তু এবং ধান্যজাতির মধ্যে তিল অবিক্রেয় বলিয়া কথিত। এ বিষয়েও বলেন,—"ভোজন, অভ্যঞ্জন এবং দান ব্যতীত তিল দ্বারা আর যাহা কিছু করিবে, তাহাতেই তাহাকে কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত বিষ্ঠামধ্যে নিমগ্ন হইতে হইবে।" ধান্য-বিক্রয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহ না হইলে স্বয়ংকৃত কৃষিকার্য্যে তিল উৎপাদন করিয়া তাহা বিক্রয় করিতেও পারে। রসের সহিত

অথাপ্যুদাহরন্তি।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।

ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥২৬

গ্রাম্যপশূনামেকশফাঃ কেশিনশ্চ সর্ব্বে চারণ্যাঃ

পশবে বয়াংসি দংষ্ট্রিণশ্চ।২৭ ধান্যানাং তিলানাহুঃ।২৮

অথাপ্যুদাহরন্তি।

ভোজনাভ্যঞ্জনাদ্দানাদ্ যদন্যৎ কুরুতে তিলৈঃ।

কৃমিভূতঃ স বিষ্ঠায়াং পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি।২৯

কামং বা স্বয়ং কৃষ্যোৎপাদ্য তিলান্ বিক্রীণীরন্

অন্যত্র ধান্যবিক্রয়াৎ।৩০

রসারসৈঃ সমতো হানতো বা বিনিমাতব্যা, নত্বেব লবণং রসৈঃ।৩১

তিল-তণ্ডুল-পক্কান্নং বিদ্যান্মনুষ্যাশ্চ বিহিতাঃ।৩২

পরিবর্ত্তকেন ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বার্দ্ধুষান্নং নাদ্যাতাম্ ॥৩৩

অথাপ্যুদাহরন্তি।

সমর্ঘং ধান্যমুদ্ধৃত্য মহার্ঘং যং প্রযচ্ছতি।

স বৈ বার্দ্ধুষিকো নাম ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতঃ ॥৩৪

বৃদ্ধিঞ্চ ভ্রূণহত্যাঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।

অতিষ্ঠদ্ ভ্রূণহা কোট্যাং বার্দ্ধুষিঃ সমকম্পত॥ ইতি৩৫

কামং বা পরিলুপ্তকৃত্যায় পাপীয়সে দদ্যাদ্।৩৬ দ্বিগুণং হিরণ্যং ত্রিগুণং ধান্যম্।৩৭ ধান্যেনৈব রসা ব্যাখ্যাতাঃ, পুষ্প-মূল-ফলানি চ।৩৮ তুলাধৃতমষ্টগুণম্।৩৯

অথাপ্যুদাহরন্তি।

রাজানুমতভাবেন দ্রব্যবৃদ্ধিং বিনাশয়েৎ।

পুনা রাজাভিষেকেণ দ্রব্যবৃদ্ধিঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥৪০

দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং স্মৃতম্।

মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্ণীয়াদ্ বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥৪১

বসিষ্ঠবচনপ্রোক্তাং বৃদ্ধিং বার্দ্ধুষিকে শৃণু।

পঞ্চমাষাংস্তু বিংশত্যা এবং ধর্ম্মো ন হীয়তে ॥৪২ ইতি

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

সমভাবে বা ন্যূনভাবে রসের বিনিময় হইতে পারে, কিন্তু রসের সহিত লবণের বিনিময় হয় না।১৭-৩১

তিল, তণ্ডুল বা পক্কান্নেরও বিনিময় হইতে পারে জানিবে, মনুষ্যেরও বিনিময় বিহিত আছে। বিনিময় করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বার্দ্ধুষিকের অন্ন ভোজন করিবে না। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—"যে ব্যক্তি সমমূল্যে ধান্য লইয়া মহার্ঘ করিয়া বিক্রয় করে, তাহার 'বার্দ্ধুষিক' সংজ্ঞা; সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে নিন্দিত। যদি বৃদ্ধি এবং ভ্রূণহত্যাকে তুল্যদণ্ডে কর৷ হয়, তাহাতে ভ্রূণঘাতী ঊর্দ্ধ থাকে এবং বার্দ্ধুষিক তোলন নিম্নগামী হয়"।৩২-৩৫

যাহা হউক, ক্রিয়াশূন্য পাপিষ্ঠ বার্দ্ধুষিক ব্যক্তিকে সুবর্ণের চরমবৃদ্ধি দ্বিগুণ ও ধান্যের তিনগুণ প্রদান করিবে। ধান্যানুসারে রস, পুষ্প, মূল এবং ফলের বৃদ্ধি বুঝিয়া লইবে। যাহা ওজন করিয়া দিতে হয়, এইরূপ বস্তুর আটগুণ বৃদ্ধি। এবিষয়েও বলেন,—রাজার অভিপ্রায় অনুসারে দ্রব্যের সুদ নিবৃত্তি হইবে, এবং নূতন রাজার অভিষেক হইলেও আর সুদ চলিবে না। যথাক্রমে চার বর্ণের নিকট মাসে মাসে প্রতি শতে দুই, তিন, চার এবং পাঁচ অংশ বৃদ্ধি লইবে। বসিষ্ঠ যেরূপ বার্দ্ধুষিককে লইতে বলিয়াছেন, তাহা শুন,—প্রতি বিংশতিতে পাঁচমাষা বৃদ্ধি লইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মভ্রংশ হইবে না।৩৬-৪২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অশ্রোত্রিয়ানুবাকা অনগ্নয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি ।১
নানৃগ্‌ব্রাহ্মণো ভবতি ।২ মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি ।৩
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্ ।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥৪
ন বণিক্, ন কুসীদজীবী, যে চ শূদ্রপ্রেষণং কুর্ব্বন্তি, ন স্তেনো, ন চিকিৎসকঃ ।৫
অব্রতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্ রাজা চৌরভক্তপ্রদো হি সঃ ॥৬
চত্বারোঽপি ত্রয়ো বাপি যং ব্রূয়ুর্ব্বেদপারগাঃ ।
স ধর্ম্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরেষাং সহস্রশঃ ॥৭
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।
সহস্রশঃ সমেতানাং পর্ষত্ত্বং নৈব বিদ্যতে ॥৮
যদ্ বদন্ত্যন্যথা ভূত্বা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্‌বিদঃ ।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্‌বক্তৃন্‌নুগচ্ছতি ॥৯
শ্রোত্রিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্য-কব্যানি নিত্যশঃ ।
অশ্রোত্রিয়ায় দত্তানি তৃপ্তিং নায়ান্তি দেবতাঃ ।১০
যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চৈব বহুশ্রুতঃ ।
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ ॥১১
ব্রাহ্মণাতিক্রমো নাস্তি বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে ।
জ্বলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি ভস্মনি হূয়তে ॥১২
যশ্চ কাষ্ঠময়ো হস্তী যশ্চ চর্ম্মময়ো মৃগঃ ।

তৃতীয় অধ্যায়

অশ্রোত্রিয়, অনুবাকশূন্য, নিরগ্নি দ্বিজাতি শূদ্র-তুল্য। বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ হয় না। এবিষয়ে মনু শ্লোক উল্লেখ করেন—"যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করে, সে ইহজন্মেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" বণিক, কুসীদজীবী, শূদ্র-শ্রেষ্ঠ, চৌর এবং চিকিৎসক ব্রাহ্মণ হয় না। যে গ্রামে ব্রত ও অধ্যয়ন-বর্জ্জিত দ্বিজাতি ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে, রাজা সেই গ্রামবাসীদিগকে দণ্ড দিবেন; যেহেতু ঐ সকল গ্রামবাসী চোরকে আহার দিতেছে। চারজন বা তিনজন, বেদপারগ ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্ম বলিবেন তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অন্য সহস্র ব্যক্তিরও উপদিষ্ট ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে। ১-৭

ব্রতমন্ত্রবর্জ্জিত জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র উপস্থিত হইলেও সেই মণ্ডলী "পর্ষৎ" হইতে পারে না। মূর্খগণ ধর্ম্ম না জানিয়া যে ধর্ম্মগর্হিত কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করে, সেই পাপ শতধা বিভক্ত হইয়া বক্তৃমণ্ডলীর প্রতি গমন করে। হব্য ও কব্য প্রত্যহ শ্রোত্রিয় ব্যক্তিকেই দান করিবে। অশ্রোত্রিয় ব্যক্তিকে দান করিলে দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন না। ৮-১০

গৃহসমীপে মূর্খ আর দূরে সুপণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেই হব্য কব্য দান করিবে। মূর্খে ব্যতিক্রম নাই। বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ হইলে তাহার অতিক্রমে ব্রাহ্মণাতিক্রম হয় না। কোন ব্যক্তিই জ্বলন্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদান করে না। কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ এবং অধ্যয়ন-পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণ—ইহারা তিনজন কেবল নামধারী মাত্র। রাজ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তির ভোজ্য অন্ন মূর্খে ভোজন করিলে সেই অন্ন নিরর্থক হয় এবং সেই রাজ্যে মহাভয় উপস্থিত হয়। যদি কেহ অপরের অবিদিত নিধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই লাভকারী ব্যক্তিকে ছয় ভাগের একভাগ অর্পণ করিয়া স্বয়ং সমুদয় গ্রহণ করিবেন; আর যদি ষট্‌কর্ম্ম-নিরত ব্রাহ্মণ ঐ ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন না। আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে বধ করিলে এ বিষয়ে কিছু মাত্র পাপ নাই—ইহা কথিত আছে। ১১-১৭

যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥১৩
বিদ্বদ্ভোজ্যানি চান্নানি মূর্খা রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে (ক)।
তদন্নং নাশমায়াতি মহদ্ বা জায়তে ভয়ম্ ॥১৪
অপ্রজ্ঞায়মানবৃত্তং যোঽধিগচ্ছেদ্ রাজা তদ্ধরেৎ অধিগন্তে্র ষষ্ঠমংশং প্রদায়।১৫ ব্রাহ্মণশ্চেদধিগচ্ছেৎ ষট্কর্ম্মসু বর্ত্তমানো ন রাজা হরেৎ।১৬ আততায়িনং হত্বা নাত্র ত্রাণমিচ্ছোঃ (খ) কিঞ্চিৎ কিল্বিষমাহুঃ।১৭ ষড়্বিধাস্ত্বাততায়িনঃ।১৮

অথাপ্যুদাহরন্তি।
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র-দারহরশ্চৈব ষড়েত আততায়িনঃ ॥১৯
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।২০
স্বাধ্যায়িনং কুলে জাতং যো হন্যাদাততায়িনম্।
ন তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥২১
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণবান্ চতুর্ম্মেধা বাজসনেয়ী ষড়ঙ্গবিদ্ ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানশ্ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগো মন্ত্রব্রাহ্মণবিদ্ যশ্চ ধর্ম্মানধীতে যস্য চ পুরুষমাতৃপিতৃবংশঃ শ্রোত্রিয়ো বিজ্ঞায়তে বিদ্বাংসঃ স্নাতকাশ্চেতি পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।২২
চাতুর্বিদ্যো বিকল্পী চ অঙ্গবিদ্ধর্ম্মপাঠকঃ।
আশ্রমস্থাস্ত্রয়ো মুখ্যা পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা ॥২৩
উপনীয় তু যঃ কৃৎস্নং বেদমধ্যাপয়েৎ স আচার্য্যো যস্ত্বেকদেশং স উপাধ্যায়ো যশ্চ বেদাঙ্গানি।২৪

আততায়ী ষড়্বিধ। এবিষয়েও উক্ত হইয়াছে—অগ্নিদ, বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী এই ছয় প্রকার আততায়ী। বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হইয়া আসে, তাহা হইলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবে না; কেননা, আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্ত্তিত করে। ত্রিণাচিকেত, পঞ্চাগ্নি, ত্রিসুপর্ণবান্, চতুর্ম্মেধা, বাজসনেয়ী, ষড়ঙ্গবিৎ, ব্রাহ্মাবিবাহে বিবাহিতা নারীর বংশ, ছন্দোগ, জ্যেষ্ঠসামগ, মন্ত্রব্রাহ্মণাভিজ্ঞ ও ধর্ম্মাধ্যাপক ইহারা এবং যাহার মাতৃপিতৃবংশ শ্রোত্রিয় বলিয়া বিদিত, সেই ব্যক্তি আর বিদ্বান্ স্নাতক ব্যক্তিগণ পঙ্‌ক্তিপাবন। ক্রমিক চতুর্বিদ্যা-বিশারদ, চারজন তার্কিক, অঙ্গ-শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্ম-শাস্ত্রাধ্যাপক, তিন আশ্রমের তিন জন প্রধান ব্যক্তি—এই দশজনের অন্যূন থাকিলে "পরিষৎ" হইবে।১৮-২৩

যে ব্যক্তি উপনীত করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যাপন করেন, তিনি আচার্য্য; যিনি একদেশ অধ্যাপন করেন, তিনি গুরু, যিনি বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন, তিনিও গুরু। আত্ম-রক্ষার্থ ও বর্ণসঙ্গের পরিহারার্থ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য জাতিও শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষত্রিয় নিত্যই শস্ত্র গ্রহণ করিবে; কেননা, ক্ষত্রিয় রক্ষণকার্য্যে অধিকারী।২৪-২৬

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া বসিয়া পাদপ্রক্ষালন ও মণিবন্ধ হইতে করযুগল প্রক্ষালন করিবে। অঙ্গুষ্ঠমূলের উত্তর রেখার নাম ব্রাহ্মতীর্থ; তথায় জল লইয়া নিঃশব্দে তিনবার আচমন করিবে। দুইবার মুখ সম্মার্জ্জন করিবে; উত্তমাঙ্গস্থিত ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। মস্তকে জল দিবে; বাম হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে না। যাইতে যাইতে আচমন করিবে না। দণ্ডায়মান, শয়ান বা প্রণত হইয়াও আচমন করিবে না। আচমন-জলে ফেন বা বুদ্‌বুদ্ থাকিবে না। ঐ জল হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইবে; কণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় শুচি হয়। বৈশ্য তালুস্পর্শী জলে পবিত্র হয়; আর স্ত্রী ও শূদ্র ওষ্ঠস্পর্শী জলে পবিত্র হইয়া থাকে। যাগ-তর্পণ পুত্র দ্বারাও হইতে পারিবে। যে জল বর্ণদুষ্ট, গন্ধদুষ্ট, রসদুষ্ট, বা কুৎসিত স্থান হইতে

(ক) বিদ্বদ্ভোজ্যান্যবিদ্বাংসো যেষু রাষ্ট্রেষু ভুঞ্জতে।
তান্যনাবৃষ্টিমিচ্ছন্তি মহদ্ বা জায়তে ভয়ম্—পা
(খ) প্রাণচ্ছেত্তুঃ—পা

আত্মত্রাণে বর্ণসংস্কারে বা ব্রাহ্মণ-বৈশ্যৌ শস্ত্রমাদদীয়াতাম্ ।২৫
ক্ষত্রিয়স্য তু তন্নিত্যমেব রক্ষণাধিকারাৎ ।২৬
প্রাগ্বোদগ্বাসীনঃ (প্রাগ্ বা উদগ্ বা আসীনঃ) প্রক্ষাল্য পাদৌ পাণী চা মণিবন্ধনাৎ ।২৭ অঙ্গুষ্ঠমূলস্যোত্তরতো রেখা ব্রাহ্মং তীর্থং তেন ত্রিরাচামেদশব্দবৎ ।২৮
দ্বিঃ পরিমৃজ্যাৎ খান্যদ্ভিঃ সংস্পৃশেৎ মূর্দ্ধন্যপো নিনয়েৎ ।২৯
সব্যে চ পাণৌ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ শয়ানঃ প্রণতো বা নাচামেৎ ।৩০
হৃদয়ঙ্গমাভিরদ্ভিরবুদ্বুদাভিরফেনাভির্ব্রাহ্মণঃ, কণ্ঠগাভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ শুচিঃ ।৩১
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু, স্ত্রী-শূদ্রৌ স্পৃষ্টাভিরেব চ।৩২
পুত্রদ্বারাপি যাগাস্তর্পণানি স্যুঃ ।৩৩
ন বর্ণ-গন্ধ-রসদুষ্টাভিঃ ।৩৪
যাশ্চ স্যুরশুভাগমাঃ ।৩৫
ন মুখ্যা বিপ্রুষ উচ্ছিষ্টং কুর্ব্বন্ত্যনঙ্গশ্লিষ্টাঃ ।৩৬
সুপ্ত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা স্নাত্বা বাচান্তঃ পুনরাচামেৎ ।৩৭
বাসশ্চ পরিধায় চোষ্ঠৌ সংস্পৃশ্য যাবলোমকৌ ।৩৮
ন শ্মশ্রুগতালেপঃ দন্তবদ্দন্তসক্তেষু যচ্চান্তর্ম্মুখে ভবেদাচান্তস্যাবশিষ্টং স্যান্নিগিরন্নেব তচ্ছুচিঃ ।৩৯
পরানথাচাময়তঃ পাদৌ যা বিপ্রুষো গতাঃ ।
ভূম্যা তাস্তু সমাঃ প্রোক্তাস্তাভির্নোচ্ছিষ্টভাগ্ ভবেৎ ॥৪০
প্রচরন্নভ্যবহার্য্যেস্তু উচ্ছিষ্টং যদি সংস্পৃশেৎ ।
ভূমৌ নিক্ষিপ্য তদ্ দ্রব্যমাচান্তঃ প্রচরেৎ পুনঃ ॥৪১
যদ্ যন্মীমাংস্যং স্যাৎ তত্তদদ্ভিস্তু সংস্পৃশেৎ ।
শ্বহতাশ্চ মৃগা বন্যা ঘাতিতঞ্চ খগৈঃ পলম্ ॥৪২
বালৈরনুপরিবিদ্ধান্তঃ স্ত্রীভিরাচরিতঞ্চ যৎ ।

আগত, তদ্দ্বারা আচমন করিবে না। মুখনিঃসৃত বিন্দু অঙ্গে পড়িলেও সেই স্থান উচ্ছিষ্ট হইবে না ।২৭-৩৬

নিদ্রা, ভোজন, স্নান বা পানের পর আচান্ত হইয়াও পুনরাচমন করিবে। বস্ত্রপরিধান বা ওষ্ঠাধরের নির্লোম স্থান স্পর্শ করিলেও পুনরাচমন করা বিধি। শ্মশ্রুতে যদি উচ্ছিষ্টাদির লেশ না থাকে, তাহা হইলে মুখ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অপবিত্র হইবে না। অপরিহার্য্য দন্তলগ্ন বস্তু দন্তের সামিল। যথাবিধি আচমনের পর মুখমধ্যে কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিলেই শুচি হইবে ।৩৭-৩৯

পরকে আচমন করাইতে যে সকল জলবিন্দু স্বীয় পদদ্বয়ে লাগিয়া থাকে, তাহারা ভূমিতুল্য বলিয়া কথিত ; তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্টভাগী হইবে না। আহার-স্থানে বেড়াইতে বেড়াইতে যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে হস্তস্থিত দ্রব্য মৃত্তিকাতে রাখিয়া আচমন করিবে ; পশ্চাৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচরণ করিবে। যাহাতে যাহাতে অপবিত্রতা-শঙ্কা হইবে, তাহাতে তাহাতে জলছিটা দিবে। কুক্কুর-হত বন্য পশু, পক্ষি-পতিত ফল বা মাংসাশী পক্ষীর বিনাশিত মাংস এবং বালক ও স্ত্রীলোকদিগের অলক্ষিত আচরণ—প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এই সকলকে পবিত্র বলিয়াছেন। প্রসারিত পণ্যদ্রব্য এবং স্ত্রীলোকের মুখ নির্দ্দোষ। মশক বা মক্ষিকা যাহাতে বসিবে, তাহাও অপবিত্র হইবে না। ভূতলস্থিত জল এবং গাভী-প্রীতিকর জল—প্রজাপতি বিবেচনা করিয়া এতৎ সমস্তকে শুচি বলিয়াছেন ।৪০-৪৫

অপবিত্র-লিপ্ত বস্তুর জল ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ ও গন্ধ যাইলেই শৌচ হইবে। তৈজস, মৃন্ময়, দারুময় এবং বস্ত্র যথাক্রমে ভস্ম দ্বারা মার্জ্জন, দাহন, তক্ষণ ও প্রক্ষালন দ্বারা পবিত্র হইবে। প্রস্তর ও মণির শৌচ তৈজসবৎ, শঙ্খ ও শুক্তির শৌচ মণিবৎ, অস্থির শৌচ দারুময় পাত্রের ন্যায় ; রজ্জু, বিদল (সূর্প প্রভৃতি) ও চর্ম্মের শৌচ বস্ত্রের ন্যায় জানিবে। গো-লাঙ্গুল-কেশ দ্বারা ফল ও চমসের শুদ্ধি। গৌরসর্ষপ-কল্ক দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্রের শুদ্ধি। ভূমির অপবিত্রতা অনুসারে কোন স্থলে সম্মার্জ্জন, কোন স্থলে প্রোক্ষণ, কোন স্থলে উপলেপন, কোন স্থলে বা উল্লেখন দ্বারা শুদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা

পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বান্ শুচীনাহ প্রজাপতিঃ ॥৪৩
প্রসারিতঞ্চ যৎ পণ্যং যে দোষাঃ স্ত্রীমুখেষু চ।
মশকৈর্ম্মক্ষিকাভিশ্চ বিলীনো নোপহন্যতে ॥৪৪
ক্ষিতিস্থাশ্চৈব যা আপো গবাং প্রীতিকরাশ্রয়াঃ।
পরিসংখ্যায় তান্ সর্ব্বান্ শুচীনাহ প্রজাপতিরিতি ॥৪৫
লেপগন্ধাপকর্ষণং শৌচমমেধ্য লিপ্তস্যাদ্ভির্ম্মৃদা চ।৪৬
তৈজস-মৃণ্ময়-দারব-তান্তবানাং ভস্মপরিমার্জ্জন-প্রদাহ-তক্ষণ-নির্ণেজনানি।৪৭
তৈজসবদুপল-মণীনাং, মণিবচ্ছঙ্খশুক্তীনাং, দারুবদস্থ্নাং, রজ্জু-বিদল-চর্ম্মণাং চৈলবচ্ছৌচম্।৪৮
গোবালৈঃ ফলচমসানাং, গৌরসর্ষপকল্কেন ক্ষৌমজানাম্।৪৯
ভূম্যাস্তু সম্মার্জ্জন-প্রোক্ষণোপলেপনোল্লেখনৈর্যথাস্থানে দোষবিশেষাৎ প্রাজাপত্যমুপেতি।৫০

অথাপ্যুদাহরন্তি।
খননাদ্দহনাদ্ বর্ষাদ্ গোভিরাক্রমণাদপি।
চতুর্ভিঃ শুধ্যতে ভূমিঃ পঞ্চমাচ্চোপলেপনাৎ ॥৫১
রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতি।
ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥৫২
মদ্যৈর্মূত্রৈঃ পুরীষৈর্ব্বা শ্লেষ্মা-পূয়াশ্রু-শোণিতৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ম্।৫৩
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা-তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি।৫৪
অদ্ভিরেব কাঞ্চনং পূয়েৎ, তথা রজতম্।৫৫
অঙ্গুলি-কনিষ্ঠিকামূলে দৈবং তীর্থম্।৫৬
অঙ্গুল্যগ্রে মানুষম্।৫৭ পাণিমধ্য আগ্নেয়ম্।৫৮
প্রদেশিন্যঙ্গুষ্ঠয়োরন্তরা পিত্র্যম্।৫৯
রোচন্ত ইতি সায়ং প্রাতরশনান্যভিপূজয়েৎ।৬০
স্বদিতমিতি পিত্র্যেষু।৬১ সম্পন্নমিত্যাভ্যুদয়িকেষু।৬২

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বলিয়াও থাকেন,—ভূমি খনন, দহন, বর্ষণ, গো-পরিক্রমণ এবং উপলেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রজঃ দ্বারা নারীশুদ্ধি, বেগ দ্বারা নদীশুদ্ধি, ভস্ম দ্বারা কাংস্যশুদ্ধি ও অম্ল দ্বারা তাম্রশুদ্ধি হয়। মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, পূয, অশ্রু বা শোণিত-স্পৃষ্ট মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক ব্যতীত শুদ্ধ হয় না। জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি হয়। সত্য দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা ভূতাত্মার শুদ্ধি এবং জ্ঞানযোগে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য জল দ্বারাই পূত হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলে কায়তীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৈবতীর্থ, অঙ্গুলিমূলে মানুষতীর্থ, করমধ্যে আগ্নেয়তীর্থ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিতৃতীর্থ। রাত্রিতে ও দিবসে "রোচন্তাং" বলিয়া অন্নের অভিনন্দন করিবে, পিতৃকার্য্যে "স্বদিত". ও আভ্যুদয়িককার্য্যে "সম্পন্ন" বলিবে।৪৬-৬২।

বসিষ্ঠ-সংহিতায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

প্রকৃতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং সংস্কারবিশেষাচ্চ ।১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।২
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তেতি ।৩
গায়ত্র্যা ছন্দসা ব্রাহ্মণমসৃজৎ, ত্রিষ্টুভা রাজন্যং, জগত্যা বৈশ্যং, ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কার্য্যো বিজ্ঞায়তে ।৪
ত্রিষ্বেব নিবাসঃ স্যাৎ, সর্ব্বেষাং সত্যমক্রোধো দানমহিংসা প্রজননঞ্চ ।৫
পিতৃ-দেবতাতিথিপূজায়াং পশুং হিংস্যাৎ ।৬
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃ-দৈবতকর্ম্মণি ।
অত্রৈব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥৭
নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মাদ্ যাগে বধোঽবধঃ ॥৮
অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা মহোক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্ব্বন্তীতি ।৯
উদকক্রিয়ামশৌচঞ্চ দ্বিবর্ষাৎ প্রভৃতি মৃত উভয়ং কুর্য্যাৎ ।১০
দন্তজননাদিত্যেকে ।১১
শরীরমগ্নিনা সংযোজ্যানবেক্ষমাণা অপোঽভ্যবযন্তি ।১২
ততস্তত্রস্থা এব সব্যোত্তরাভ্যাং পাণিভ্যামুদকক্রিয়াং কুর্ব্বন্তি ।১৩
অযুগ্মা দক্ষিণামুখাঃ ।১৪
পিতৃণাং বা এষা দিগ্ যা দক্ষিণা ।১৫

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকৃতি ও সংস্কার ভেদে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ। ইঁহার (বিরাটপুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য এবং শূদ্র চরণযুগল হইতে উৎপন্ন—এই শ্রুতিই প্রমাণ। গায়ত্রীচ্ছন্দোযোগে ব্রাহ্মণসৃষ্টি, ত্রিষ্টুভ্ছন্দোযোগে ক্ষত্রিয়সৃষ্টি ও জগতীচ্ছন্দোযোগে বৈশ্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু শূদ্রকে কোন ছন্দোযোগেই সৃষ্টি করেন নাই; ইহার দ্বারাই শূদ্রের সংস্কারহীনতা বুঝা যাইতেছে। প্রথম তিন বর্ণই শূদ্রের আশ্রয় হইবে। সকল বর্ণই সত্যবাদী, অক্রোধ, দাতা ও হিংসাবিমুখ হইবে এবং সকলেই সন্তানোৎপাদন করিবে। পিতৃকার্য্য, দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করিতে পারিবে। মনু বলিয়াছেন—"মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্য—ইহাতেই পশুহিংসা করিবে, অন্যথা পশুহিংসা করিবে না।" প্রাণিহিংসা না করিলে কদাচ মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণিহিংসাও স্বর্গজনক নহে; অতএব যাগযজ্ঞে যে প্রাণিহিংসা হয়, তাহা হিংসাই নহে; হিংসা হইলে তাহাতে স্বর্গ হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অভ্যাগত হইলে তাহার জন্য মহাবৃষভ বা মহাছাগ পাক করিবে; এইরূপে ইহার আতিথ্য করা নিয়ম।১-৯

দুইবর্ষ বয়সের পর মরিলে উদককার্য্য ও অশৌচ গ্রহণ উভয়ই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন,—দন্ত উদ্গমের পর মরিলেই উহা কর্ত্তব্য। মৃতদেহে অগ্নি লাগাইয়া সেদিকে না চাহিয়া জলে আসিবে। অনন্তর তথায় থাকিয়া বাম দক্ষিণ উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক দক্ষিণমুখ হইয়া উদককার্য্য করিবে। উদককার্য্যকারী জ্ঞাতিগণ সংখ্যাতে অযুগ্ম থাকিবে। এই দক্ষিণদিকই পিতৃগণের দিক্।১০-১৫

গৃহে গমন করিয়া তিন দিন অনাহারে কটশয্যাতে থাকিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে ক্রীতবস্তু দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। সপিণ্ডে দশদিন মৃতাশৌচ বিহিত আছে। মরণ সময় হইতে অশৌচের দিনগণনা। সপিণ্ডভাব সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত বিদিত। অপ্রদত্তা স্ত্রীদিগের তিন-পুরুষ সপিণ্ডতা; ঐ স্ত্রীলোকের মরণে তাহাদিগের তিন

গৃহান্ ব্রজিত্বা ত্র্যহমনশ্নন্ত আসীরন্ ।১৫
অশক্তৌ ক্রীতোৎপন্নেন বর্ত্তেরন্ ।১৬
দশাহং মরণাশৌচং সপিণ্ডেষু বিধীয়তে ।১৭
মরণাৎ প্রভৃতি দিবসগণনা ।১৮
সপিণ্ডতা সপ্তপুরুষং বিজ্ঞায়তে ।১৯
অপ্রত্তানাং স্ত্রীণাং ত্রিপুরুষং ত্রিদিনং বিজ্ঞায়তে ।২০
প্রত্তানামিতরে কুর্ব্বীরন্ ।২১
তাংশ্চ তেষাং জননেঽপ্যেবমেব, নিপুণাং শুদ্ধি-মিচ্ছতাং মাতাপিত্রোর্বীজনিমিত্তত্বাৎ ।২২
অথাপ্যুদাহরন্তি ।
নাশৌচং সূতকে পুংসঃ সংসর্গঞ্চেন্ন গচ্ছতি ।
রজস্তত্রাশুচি জ্ঞেয়ং তচ্চ পুংসি ন বিদ্যতে ॥২৩
ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশ রাত্রেণ ভূমিপঃ ।
বিংশতিরাত্রেণ বৈশ্যঃ শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥২৪

অশৌচে যস্তু শূদ্রস্য সূতকে বাপি ভুক্তবান্ ।
স গচ্ছন্নরকং ঘোরং তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥২৫
অনির্দ্দশাহে পক্বান্নং নিয়োগাদ্ যস্তু ভুক্তবান্ ।
কৃমির্ভূত্বা স দেহান্তে তদ্বিষ্ঠামুপজীবতি ॥ ২৬
দ্বাদশ মাসান্ বা অনশ্নন্ সংহিতামধীয়ানঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।২৭
ঊনদ্বিবর্ষে প্রেতে গর্ভপতনে বা সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্র-মাশৌচম্ ।২৮ সদ্যঃশৌচমিতি গৌতমঃ ।২৯
দেশান্তরস্থে প্রেতে ঊর্দ্ধং দশাহাচ্চৈকরাত্রমাশৌচম্ । ৩০
আহিতাগ্নিশ্চেৎ প্রবসন্ ম্রিয়তে পুনঃসংস্কারং কৃত্বা শববচ্ছৌচমিতি গৌতমঃ ।৩১
যূপ-যতি-শ্মশান-রজস্বলা-সূতিকাশুচাননুপস্পৃশ্য সশিরা অভ্যুপেয়াদপঃ ।৩২
ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

দিন অশৌচ বিজ্ঞাত। প্রদত্তা-নারীর অশৌচ গ্রহণ ভর্ত্তৃকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ করিবে। তাহারাও (প্রদত্তা নারীরাও) তাহাদিগের (ভর্ত্তৃবংশীয়দিগের) অশৌচ লইবে। উত্তম-শুদ্ধি ইচ্ছুক হইলে মাতা-পিতার বীজ-নিমিত্তক বলিয়া জননেও অশৌচ জানিবে। এ বিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন,—"সূতকে যদি সূতিকাকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে পুরুষের অঙ্গাস্পৃশ্যতাজনক অশৌচ নাই ; কেননা, তাহাতে রজই অশুচি ; পুরুষের ত আর রজ নাই।" ব্রাহ্মণ দশরাত্রে, ক্ষত্রিয় পঞ্চদশ-রাত্রে, বৈশ্য বিংশতি রাত্রে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি শূদ্রের মরণাশৌচে বা জননাশৌচে ভোজন করে, সে ঘোর নরক ভোগ করিয়া তির্য্যক্‌যোনিতে উৎপন্ন হয়। যে ব্যক্তি নিয়োগক্রমেও অশৌচশেষ না হইতে তাহার পক্বান্ন ভোজন করে, সে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং সেই শরীরের অন্তে তদীয় বৃত্ত্যুপ-জীবী হয়। (জ্ঞানে) দ্বাদশ মাস, অজ্ঞানে দ্বাদশ অর্দ্ধমাস অনাহারে থাকিয়া বেদসংহিতা অধ্যয়ন করিলে পূত হয়, ইহা বিদিত ।১০-২৭

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক মরিলে বা গর্ভপাত হইলে তিন দিন অশৌচ। গৌতম বলেন সদ্যঃশৌচ। দেশান্তরে থাকিয়া মরণ দশদিনের পর শুনিলে একরাত্র অশৌচ। আহিতাগ্নি ব্যক্তি প্রবাসে মরিলে পুনরায় তাহার সংকার করিতে হইবে ও যথাযথ মরণাশৌচ হইবে, ইহা গৌতম বলেন। যূপ, যতি, শ্মশান, রজস্বলা, সূতিকা বা অশুচিসম্বন্ধ হইলে আচমনপূর্ব্বক শিরঃস্নান করিবে ।২৮-৩২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

অস্বতন্ত্রা স্ত্রী পুরুষপ্রধানা অনগ্নিরুদক্যা চ অনৃতমিতি বিজ্ঞায়তে ।১

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥২

তস্যা ভর্ত্তুরভিচার উক্তঃ প্রায়শ্চিত্তরহস্যেষু ।৩

মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥৪

ত্রিরাত্রং রজস্বলাঽশুচির্ভবতি, সা নাঞ্জ্যাৎ, নাপ্সু স্নায়াৎ, অধঃ শয়ীত, দিবা ন স্বপ্যাৎ, নাগ্নিং স্পৃশেৎ, ন রজ্জুং প্রমৃজেৎ, ন দন্তান্ ধাবয়েৎ, ন মাংসমশ্নীয়াৎ, ন গ্রহান্ নিরীক্ষেত, ন হসেৎ, ন কিঞ্চিদাচরেৎ, নাঞ্জলিনা জলং পিবেৎ, ন খর্বেণ, ন লোহিতায়সেন বা ।৫

বিজ্ঞায়তে হীন্দ্রস্ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রং হত্বা পপ্মানা গৃহীতো মন্যত ইতি ।৬

তং সর্ব্বাণি ভূতান্যভ্যাক্রোশন্ ভ্রূণহন্ ভ্রূণহন্ ভ্রূণহন্নিতি ।৭ স স্ত্রিয় উপাধাবৎ ।৮

অস্যৈ মে ব্রহ্মহত্যায়ৈ তৃতীয়ং ভাগং গৃহ্নীতেতি গত্বৈবমুবাচ ।৯

তা অব্রুবন্ কিং নোঽভূদিতি ।১০

সোঽব্রবীদ্ বরং বৃণীধ্বমিতি। ১১

তা অব্রুবন্নৃতৌ প্রজাং বিন্দামহ ইতি কামং মা বিজানীমোঽলম্ভবাম ইতি যথেচ্ছয়া আ প্রসবকালাৎ পুরুষেণ সহ মৈথুনভাবেন সম্ভবাম ইতি চৈষোঽস্মাকং বরস্তথেন্দ্রেণোক্তাস্তাঃ প্রতিজগৃহুস্তৃতীয়ং ভ্রূণহত্যায়াঃ ।১২

পঞ্চম অধ্যায়

অস্বতন্ত্রা পুরুষপ্রধান রমণীরও যে অগ্নিসংকার এবং উদককার্য্য হইবে না, ইহা অলীক বলিয়া জানা যাইতেছে। এ বিষয়ে কথিত আছে,—"বাল্যাবস্থাতে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনাবস্থাতে স্বামী রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্র রক্ষক হয়। স্ত্রীলোক কদাচ স্বাধীন হইতে পারে না।" মনে মনে স্বামীকে অতিক্রম করিলে তৎপক্ষে কথিত হইয়াছে—"এই স্ত্রীলোকদিগের মাসে মাসে যে ঋতু হয়, তদ্দারা পাপবিনষ্ট হয়"; এই ঋতু স্ত্রীলোকদিগের রহস্য-প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে। রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকে। রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবে না, জলে অবগাহন করিবে না, ভূতলে শয়ন করিবে, দিবসে নিদ্রা যাইবে না, অগ্নিস্পর্শ করিবে না, রজ্জু মার্জ্জন করিবে না, দন্ত ধাবন করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না; গ্রহনক্ষত্র দর্শন করিবে না, হাস্য করিবে না, কোন কাজ করিবে না, অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না; কাংস্য, তাম্র বা লৌহময় পাত্রে জলপান করিবে না।১-৫

শুনা আছে,—ইন্দ্র, ত্বষ্টৃ-পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করিলে তিনি পাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হন। তখন সর্ববভূত ইন্দ্রকে 'ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী! ব্রহ্মঘাতী!' বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল। ইন্দ্র স্ত্রীলোকদিগের নিকট গমন করেন এবং গিয়া বলেন,—"তোমরা আমার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ কর।" স্ত্রীলোকেরা ইন্দ্রকে বলে,—"তাহা হইলে আমাদিগের উপকার কি হইবে?" ইন্দ্র বলেন,—"যথেচ্ছ বর লও।" তাহারা বলে,—"আমরা ঋতুকালে সন্তান-উৎপাদনে সমর্থ হইব। কাম ব্যাঘাত করিব না; প্রত্যুত সাকল্যে সমর্থ হইব। প্রসবকাল পর্য্যন্ত ইচ্ছামত পুরুষের সহিত মৈথুনভাবে থাকিতে পারিব, এই আমাদিগের বর"। ইন্দ্র সেই বর দিলে তাহারা ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করে।৬-১২

সৈষা ভ্রূণহত্যা মাসিমাস্যাবির্ভবতি ।১৩

তস্মাদ্রজস্বলান্নং নাশ্নীয়াৎ ।১৪

অতশ্চ ভ্রূণহত্যায়া এবৈতদ্ রূপং প্রতিমাস্যান্তে কঞ্চুকমিব ।১৫

তদাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ।১৬

অঞ্জনাভ্যঞ্জনমেবাস্যা ন প্রতিগ্রাহ্যং, তদ্ধি স্ত্রিয়োঽন্নমিতি তস্মাৎ তস্যাস্তত্র ন চ মন্যন্তে আচারা যাশ্চ যোষিত ইতি ।১৭

সেয়মুপযাতি ।১৮

উদক্যাস্ত্বাসতে তেষাং যে চ কেচিদনগ্নয়ঃ ।
গৃহস্থাঃ শ্রোত্রিয়াঃ পাপাঃ সর্ব্বে তে শূদ্রধর্ম্মিণঃ ॥১৯

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫॥

সেই ব্রহ্মহত্যা মাসে মাসে আবির্ভূত হয়। অতএব রজস্বলার অন্ন ভোজন করিবে না। ইহা প্রতি মাসান্তে ব্রহ্মহত্যারই কঞ্চুকবৎ। ব্রহ্মবাদীরা বলেন,—রজস্বলা স্ত্রী অঞ্জন পরিবে না বা অভ্যঙ্গ করিবে না; কেননা, তাহা স্ত্রীলোকদিগের অন্ন; অতএব তখন তাহার এবং অবীরা নারীর ঐ কার্য্য ব্রহ্মবাদীদিগের সম্মত নহে। একটী প্রসিদ্ধ পরম্পরাগত শ্লোক আছে। সেটী এই,—"যাহারা রজস্বলার সহিত সঙ্গত এবং যাহারা নিরগ্নি, বেদাধ্যায়ী হইলেও সেই সকল গৃহস্থ পাপিষ্ঠ এবং শূদ্র-তুল্য।"১৩-১৯

বসিষ্ঠ-সংহিতায় পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫ ॥

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি ॥১

নৈনং তপাংসি ন ব্রহ্ম নাগ্নিহোত্রং ন দক্ষিণা ।
হীনাচারাশ্রিতং ভ্রষ্টং তারয়ন্তি কথঞ্চন ॥২

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥৩

আচারহীনস্য তু ব্রাহ্মণস্য
বেদাঃ ষড়ঙ্গা অখিলাঃ সপক্ষাঃ ।
কাং প্রীতিমুৎপাদয়িতুং সমর্থা
অন্ধস্য দারা ইব দর্শনীয়াঃ ॥৪

নৈনং ছন্দাংসি বৃজিনাৎ তারয়ন্তি
মায়াবিনং মায়য়া বর্ত্তমানম্ ।
তত্রাক্ষরে সম্যগধীয়মানে
পুনাতি তদ্‌ব্রহ্ম যথাবদিষ্টম্ ॥৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

আচারই সকলের পরম ধর্ম্ম, ইহা নিশ্চয়। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহ-পরলোকে বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি আচারবর্জ্জিত ও ভ্রষ্ট, তাহাকে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র এবং দক্ষিণা ইহারা কোনরূপে নিস্তার করিতে পারে না। বেদ ছয় অঙ্গের সহিত অধীত হইলেও তাহা আচারহীন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। জাতপক্ষ পক্ষিশাবকগণ যেরূপ কুলায় ত্যাগ করে, তদ্রূপ ছন্দোগণ আচারবিহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে পরিত্যাগ করে। মনোহর দার সকল যেরূপ অন্ধের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ ষড়ঙ্গ-সমন্বিত সরহস্য নিখিল বেদ আচার-হীন ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে অসমর্থ। এই মায়াবী কপটাচারীকে বেদগণ পাপ হইতে নিস্তার করেন না। কিন্তু বেদের অক্ষর মাত্র যথাবিধি

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥৬
আচারাৎ ফলতে ধর্ম্মমাচারাৎ ফলতে ধনম্।
আচারাচ্ছ্রিয়মাপ্নোতি আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥৭
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥৮
আহার-নির্হার-বিহারযোগাঃ
সুসংবৃতা ধর্ম্মবিদা তু কার্য্যাঃ।
বাগ্‌বুদ্ধিবীর্য্যাণি তপস্তথৈব
ধনায়ুষী গুপ্ততমে চ কার্য্যে ॥৯
উভে মূত্রপুরীষে তু দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
রাত্রৌ কুর্য্যাদ্দক্ষিণাস্য এবং হ্যায়ুর্ন রিচ্যতে ॥১০

প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যঞ্চ প্রতি গাং প্রতি চ দ্বিজম্।
প্রতি সোমোদকং সন্ধ্যাং প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ ॥১১
ন নদ্যাং মেহনং কার্য্যং ন পথি ন চ ভস্মনি।
ন গোময়ে ন বা কৃষ্টে নোপ্তে ক্ষেত্রে ন শাদ্বলে ॥১৩
ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধভয়েষু চ ॥১৪
উদ্ধৃতাভিরদ্ভিঃ কার্য্যং কুর্য্যান্ন স্নানমনুদ্ধৃতাভিরপি।
আহরেন্ মৃত্তিকাং বিপ্রঃ কূলাৎ সসিকতাং তথা ॥১৫
অন্তর্জ্জলে দেবগৃহে বল্মীকে মূষিকস্থলে।
কৃতশৌচাবশিষ্টে চ ন গ্রাহ্যাঃ পঞ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১৬
একা লিঙ্গে করে তিস্র উভাভ্যাং দ্বে তু মৃত্তিকে।
পঞ্চাপানে দশৈকস্মিন্নুভয়োঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ ॥১৭

অধীত হইলে সেই অক্ষরাত্মক অভিলষিত বেদ তাহাকে যথোচিত পবিত্র করেন।১-৫

দুরাচার পুরুষ লোকসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ু হয়। আচারের ফল ধর্ম্ম, আচারের ফল ধন, আচার হইতে সম্পত্তি লাভ করা যায়, আচার দুর্লক্ষণ বিনাশ করে। যে মানব সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিত হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধালু এবং অসূয়ারহিত, সে শত বর্ষ জীবিত থাকে। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আহার, নির্হার (বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ), বিহার এবং যোগ গোপনে সম্পন্ন করিবে। বাক্যপ্রয়োগ, বুদ্ধিচালনা ও বীর্য্যপ্রকাশ সাবধানে করিবে; ধন ও আয়ু গোপন করিবে। প্রস্রাব ও বিষ্ঠাত্যাগ এই উভয় কার্য্য দিবসে উত্তরমুখ হইয়া করিবে এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে; ইহা হইলে আয়ুঃক্ষয় হইবে না। অগ্নি, সূর্য্য, গো, ব্রাহ্মণ বা চন্দ্রের দিকে ফিরিয়া বা ভর-সন্ধ্যা সময়ে প্রস্রাবাদি করিলে তাহার প্রজ্ঞা বিনষ্ট হয়। নদী, পথ, ভস্ম, গোময়, লাঙ্গল, কৃষ্টক্ষেত্র, উপ্তবীজক্ষেত্র এবং শাদ্বলক্ষেত্রে প্রস্রাবাদি করিবে না। রাত্রিতেই হউক আর দিবসেই হউক, ছায়া বা অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রম হইলে এবং প্রাণভয়ে যে দিকে মুখ করিয়া বসিলে সুবিধা হয়, সেই দিকে মুখ করিয়া বসিবে।৬-১৪

উদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচকার্য্য করিবে, স্নান করিবে না। অনুদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচ করিবে না, স্নান করিবে। ব্রাহ্মণ কূল হইতে সিকতাযুক্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে। জলমধ্যের, দেবালয়ের, বল্মীকের ও ইন্দুরের মৃত্তিকা এবং শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা এই পঞ্চবিধ মৃত্তিকা অগ্রাহ্য। মূত্রশৌচে লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার ও দুই হস্তে একবার মৃত্তিকা দিবে। বিষ্ঠাশৌচে মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার এবং দুই হস্তে সাতবার মৃত্তিকা দিবে। গৃহস্থের এইরূপ শৌচ কর্ত্তব্য। ইহার দ্বিগুণ ব্রহ্মচারীর, ত্রিগুণ বানপ্রস্থের এবং চতুর্গুণ যতির কর্ত্তব্য। আটগ্রাস যতির ভোজ্য, ষোলগ্রাস বানপ্রস্থের ভোজ্য, বত্রিশগ্রাস গৃহস্থের ভোজ্য, ব্রহ্মচারীর ভোজ্যগ্রাসের পরিমাণ নাই। বৃষভ, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক—এই তিনজন ভোজন করতই কার্য্যসিদ্ধি লাভ করে, অভুক্ত থাকিলে ইহাদিগের সিদ্ধি হয় না।১৫-২০

তপস্যা, দান, উপহার, ব্রত, নিয়ম, যাগ, অধ্যয়ন ও ধর্ম্মে যাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, সেই নিষ্ক্রিয়। যোগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিকতা—এই কয়টী ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যাহারা সর্ব্বতোভাবে দান্ত, যাহাদিগের কর্ণ শাস্ত্রকথায় পরিপূর্ণ, যাহারা জিতেন্দ্রিয়, প্রাণি-হিংসা-পরাঙ্মুখ ও

এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্য দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণঃ।
বানপ্রস্থস্য ত্রিগুণং যতীনান্তু চতুর্গুণম্ ॥১৮
অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্তং বানপ্রস্থস্য ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশৎ তু গৃহস্থস্য অমিতং ব্রহ্মচারিণঃ ॥১৯
অনড্বান্ ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিশ্চ তে ত্রয়ঃ।
ভুঞ্জানা এব সিধ্যন্তি নৈষাং সিদ্ধিরনশ্নতাম্ ॥২০
তপোদানোপহারেষু ব্রতেষু নিয়মেষু চ।
ইজ্যাধ্যয়নধর্ম্মেষু যো নাসক্তঃ স নিষ্ক্রিয়ঃ ॥২১
যোগস্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥২২
সর্ব্বত্র দান্তাঃ শ্রুতপূর্ণকর্ণা
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তাঃ।
প্রতিগ্রহে শঙ্কুচিতাগ্রহস্তা-
স্তে ব্রাহ্মণাস্তারয়িতুং সমর্থাঃ ॥২৩
অসূয়কঃ পিশুনশ্চৈব কৃতঘ্নো দীর্ঘরোষকঃ।
চত্বারঃ কর্ম্মচাণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চম ॥২৪
দীর্ঘবৈরমসূয়াঞ্চ অসত্যং ব্রহ্মদূষণম্।
পৈশুন্যং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ জানীয়াচ্ছূদ্রলক্ষণম্ ॥২৫

কিঞ্চিদ্ বেদময়ং পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্।
পাত্রাণামপি তৎপাত্রং শূদ্রান্নং যস্য নোদরে ॥২৬
শূদ্রান্নরসপুষ্টাঙ্গো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ।
জুহ্বিত্বাপি যজিত্বাপি গতিমূর্দ্ধাং ন বিন্দতি ॥২৭
শূদ্রান্নেনোদরস্থেন য কশ্চিন্ ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেচ্ছূকরো গ্রাম্যস্তস্য বা জায়তে কুলে ॥২৮
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা ন চ স্বর্গার্হকো ভবেৎ ॥২৯
স্বাধ্যায়াঢ্যং যোনিমিত্রং প্রশান্তং
চৈতন্যস্থং পাপভীরুং বহুজ্ঞম্
স্ত্রীযুক্তান্নং ধার্ম্মিকং গোশরণ্যং
ব্রতৈঃ ক্ষান্তং তাদৃশং পাত্রমাহুঃ ॥৩০
আমপাত্রে যথা ন্যস্তং ক্ষীরং দধি ঘৃতং মধু।
বিনশ্যেৎ পাত্রদৌর্ব্বল্যাত্তচ্চ পাত্রং রসাশ্চ তে ॥৩১
এবং গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ বস্ত্রমশ্বং মহীং তিলান্।
অবিদ্বান্ প্রতিগৃহ্লানো ভস্মীভবতি দারুবৎ ॥৩২
নাঙ্গং নখঞ্চ বাদিত্রং কুর্য্যাৎ ।৩৩
ন বাপোঽঞ্জলিনা পিবেৎ ।৩৪

প্রতিগ্রহ-সঙ্কুচিত,—সেই সকল ব্রাহ্মণ নিস্তার করিতে সমর্থ। অসূয়া-পরবশ, খল, কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ এই চারিজন কর্ম্মচাণ্ডাল; এতদ্ভিন্ন জাতি-চণ্ডাল আছে। এই সর্ব্ব-সমেত চণ্ডাল পাঁচ প্রকার। দীর্ঘবৈর, অসূয়া, অনৃতভাষণ, খলতা এবং নির্দ্দয়তা—এই কয়েকটীকে শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।২১-২৫

বেদজ্ঞ ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র, তপস্বী ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পাত্র, আর যাহার উদরে শূদ্রের অন্ন নাই, তাহা সকল পাত্রের উৎকৃষ্ট পাত্র। যাহার অঙ্গ শূদ্রান্নরসে পুষ্ট, সে নিত্য অধ্যয়নশীল হইলেও, নিত্য হোমযাগ করিলেও ঊর্দ্ধগতি লাভ করে না। যে কোন দ্বিজ শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরিবে, সে গ্রাম্য শূকর হইবে অথবা সেই শূদ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিবে। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে, সেই মৈথুনোৎপন্ন পুত্র,—যাহার অন্ন তাহারই; সুতরাং তদ্দারা ঐ ব্যক্তির স্বর্গ-সাধন হইবে না। যে ব্যক্তি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যৌন সম্বন্ধে বন্ধু, প্রশান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাপভীরু, বহুজ্ঞ, অন্নদোষবর্জ্জিত, ধার্ম্মিক, গোরক্ষক এবং ব্রতচর্য্যাবলে ক্ষমাশীল, তিনিই পাত্র বলিয়া কথিত। যেমন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত বা মধু আমপাত্রে স্থাপিত হইলে পাত্রের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সেই পাত্র গলিয়া যায় ও সেই সকল রস বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তি গো, সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, ভূমি এবং তিলাদি প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠবৎ ভস্মীভূত হয়। অঙ্গ বা নখ বাজাইবে না। অঞ্জলি করিয়া জল খাইবে না। হস্ত বা পদ দ্বারা জলের উপর আঘাত করিবে না। এবং জল দ্বারা জল তাড়না করিবে না। ইট মারিয়া ফল পাড়িবে না। ফল ছুড়িয়া ফল পাড়িবে না। অঞ্জলি করিয়া তৈল লইবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না এবং কথিত

ন পাদেন পাণিনা বা জলমভিহন্যাৎ, ন জলেন জলম্ ।৩৫

নেষ্টকাভিঃ ফলানি পাতয়েৎ, ন ফলেন ফলম্ ।
ন কল্কপুটকো ভবেৎ ।৩৬

ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত ।৩৭

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলো ভবেৎ ।
ন চাঙ্গচপলো বিপ্র ইতি শিষ্টস্য গোচরঃ ॥৩৮
পারম্পর্য্যাগতো যেষাং বেদঃ সপরিবৃংহণঃ ।
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণা জ্ঞেয়াঃ শ্রুতিপ্রত্যক্ষহেতবঃ ॥৩৯
যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্ ।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥৪০ ইতি।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আছে,—ব্রাহ্মণ চপল-হস্ত ও চপল-চরণ হইবে না। অঙ্গচাপল্য করিবে না ;. ইহা শিষ্টাচার। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্পন্ন বেদ যাঁহাদিগের বংশ-পরম্পরাগত, শ্রুতি প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া তাঁহারা শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া বিজ্ঞেয়। কোন ব্যক্তিই যাঁহাকে সৎ কি অসৎ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন কি বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুশীল কি দুঃশীল বলিয়া জানিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-পরিব্রাজকাঃ।১

তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বা বেদান্ বা অবিশীর্ণ-ব্রহ্মচর্য্যোঽপনিক্ষেপ্তুমাবসেৎ ।২

ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যং পরিচরেদ্ আশরীরবিমোক্ষাৎ ।৩

আচার্য্যে প্রমীতেঽগ্নিং পরিচরেৎ ।৪

বিজ্ঞায়তে হি চাঽবাগ্নিরাচার্য্য ইতি ।৫

সংযতবাক্ চতুর্থ-ষষ্ঠাষ্টমকালভোজী ভৈক্ষমাচরেৎ ।৬

গুর্ব্বধীনো জটিলঃ শিখাজটো বা গুরুং গচ্ছন্তমনুগচ্ছেদাসীনঞ্চানুতিষ্ঠেৎ শয়ানঞ্চাসীন উপবসেৎ ।৭

আহূতাধ্যায়ী সর্ব্বভৈক্ষং নিবেদ্য তদনুজ্ঞয়া ভুঞ্জীত ।৮

খট্বাশয়ন-দন্তপ্রক্ষালনাভ্যঞ্জনবর্জ্জী তিষ্ঠেদহনি রাত্রাবাসীত ।৯

ত্রিঃকৃত্বাঽভ্যুপেয়াদপঃ ।১০

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তম অধ্যায়

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক—এই চারি আশ্রম। তন্মধ্যে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যে এক বেদ, দুই বেদ, তিন বা চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্তানোৎপাদনার্থ গৃহস্থ হইবে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যাবৎ দেহপাত না হয়, তাবৎ আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিবে। আচার্য্য পরলোকগত হইলে অগ্নি-পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবে। আচার্য্য আহবনীয়াগ্নি ইহা বিদিত আছে। বাক্যসংযম-পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবে ও দিবসের চতুর্থ কাল, ষষ্ঠকাল বা অষ্টম কালে ভোজন করিবে; গুরুর অধীন থাকিবে; জটিল হইবে বা মাত্র শিখা রাখিবে। গুরু গমন করিলে তাঁহার অনুগমন করিবে, বসিয়া থাকিলে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান থাকিবে, শয়ন করিয়া থাকিলে তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিবে। গুরু অধ্যয়ন করিতে আহ্বান করিলে অধ্যয়ন করিবে। ভিক্ষালব্ধ সকল অন্ন গুরুকে দেখাইয়া তাঁহার অনুমতি-ক্রমে ভোজন করিবে। খট্বাতে শয়ন, দন্তধাবন এবং তৈলাভ্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে; অধ্যয়নাদি সময় ব্যতীত দিবসে দণ্ডায়মান থাকিবে, রাত্রিতে বসিয়া থাকিবে। প্রত্যহ তিনবার করিয়া স্নান করিবে। ১-১০

বসিষ্ঠ-সংহিতায় সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

গৃহস্থো বিনীতক্রোধহর্ষো গুরুণানুজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষামস্পৃষ্টমৈথুনাং যবীয়সীং সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেৎ ।১

পঞ্চমীং মাতৃবন্ধুভ্যঃ, সপ্তমীং পিতৃবন্ধুভ্যঃ ।২

বৈবাহ্যমগ্নিমিন্ধ্যাৎ ।৩

সায়মাগতমতিথিং নাবরুন্ধ্যাৎ ।৪

নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ ।৫

যস্য নাশ্নাতি বাসার্থী ব্রাহ্মণো গৃহমাগতঃ।
সুকৃতং তস্য যৎ কিঞ্চিৎ সর্ব্বমাদায় গচ্ছতি ॥৬

একরাত্রস্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥৭

নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
কালে প্রাপ্তে অকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ ॥৮

শ্রদ্ধাশীলোঽস্পৃহয়ালুঃ অলমগ্ন্যাধেয়ায় নানাহিতাগ্নিঃ স্যাৎ ।৯ অলঞ্চ সোমপানায় নাসোমযাজী স্যাৎ ।১০

উক্তঃ স্বাধ্যায়ে প্রজননে যজ্ঞে চ ।১১ গৃহেষভ্যাগতং প্রত্যুত্থানাসন-শয়ন-বাক্-সূনৃতাভির্ম্মানয়েৎ ।১২

যথাশক্তি চান্নেন সর্ব্বভূতানি ।১৩

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে ॥১৪

যথা নদী-নদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্।
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ ॥১৫

নিত্যোদকী নিত্যযজ্ঞোপবীতী নিত্যস্বাধ্যায়ী পতিতান্নবর্জ্জী ।১৬

ঋতৌ গচ্ছন্ বিধিবচ্চ জুহ্বন্ন ব্রাহ্মণশ্চ্যবতে ব্রহ্মলোকাৎ ॥ ১৭ ইতি ॥

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮॥

অষ্টম অধ্যায়

গৃহস্থ হইতে হইলে ক্রোধ ও হর্ষ সংযম করা আবশ্যক। গুরুর অনুমতি ক্রমে সমাবর্ত্তন-স্নান করিয়া অসমান-গোত্রা, অসমান-প্রবরা, অস্পৃষ্ট-মৈথুনা, বয়ঃকনিষ্ঠা, অনুরূপ ভার্য্যা লাভ করিবে। মাতৃপক্ষ ও মাতৃবন্ধু হইতে পঞ্চমা এবং পিতৃপক্ষ ও পিতৃবন্ধু হইতে সপ্তমী কন্যা পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। বৈবাহিক অনলে হোম করিবে। সায়ংকালে সমাগত অতিথিকে অন্যত্র যাইতে দিবে না।১-৪

অতিথিরও অনাহারে তাহার গৃহে থাকা নিষিদ্ধ। থাকিবার জন্য ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে আসিয়া অনাহারে থাকে, তাহার যে কিছু পুণ্য তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া গমন করে। যে ব্রাহ্মণ এক রাত্রিমাত্র থাকে, তাহাকেই অতিথি বলা যায়। অল্পকালস্থায়ী বলিয়াই অতিথির "অতিথি" নাম হইয়াছে। এক গ্রামবাসী বিপ্র বা সাঙ্গতিক বিপ্র অতিথি-পদবাচ্য নহে। (আলাপ-পরিচয় করিয়া যে জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার নাম সাঙ্গতিক)। ফলতঃ অতিথি, কালেই উপস্থিত হউক আর অকালেই উপস্থিত হউক, তাঁহাকে অনাহারে গৃহে রাখিবে না। গৃহস্থ শ্রদ্ধালু ও অলোলুপ হইবে। অগ্নি-আধানে সমর্থ হইলে অনাহিতাগ্নি হইবে না।৫-৯

সোমপানে সমর্থ হইলে সোমযাগশূন্য হইবে না। স্বাধ্যায়, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহে অভ্যাগত ব্যক্তিতে প্রত্যুত্থান করিয়া, বসিতে দিয়া ও মিষ্ট কথা বলিয়া সম্মানিত করিবে। শক্তি-অনুসারে সর্ব্বভূতকে অন্ন দান করিবে। গৃহস্থই যজ্ঞ করেন, গৃহস্থই তপস্যা করেন, অতএব চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থই প্রধান। যেমন সমস্ত নদনদীকে সমুদ্রে মিলিত হইতে হয়, সেইরূপ সকল আশ্রমীদিগেরই গৃহস্থের সহিত সঙ্গত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন সকল প্রাণিগণ জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষোপজীবী সকল আশ্রমাবলম্বীরাই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে। নিত্যস্নায়ী, সতত যজ্ঞোপবীতযুক্ত ও নিত্যস্বাধ্যায়সম্পন্ন যে গৃহী ব্রাহ্মণ পতিতান্ন ভোজন করেন না, ঋতুকালে স্ত্রী গমন করেন এবং যথাবিধি হোম করেন, তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হন না।১০-১৭

বসিষ্ঠ-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮॥

নবমঃ অধ্যায়ঃ

বানপ্রস্থো জটিলশ্চীরাজিনবাসা গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ ।১

ন ফালকৃষ্টমধিতিষ্ঠেৎ ।২

অকৃষ্টং মূলফলং সঞ্চিন্বীত । ৩

ঊর্দ্ধরেতাঃ ক্ষমাশয়ঃ । ৪

মূলফলভৈক্ষেণাশ্রমাগতমতিথিমর্চ্চয়েৎ ।৫

দদ্যাদেব ন প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ।৬

ত্রিষবণমুদকমুপস্পৃশেৎ ।৭

শ্রাবণকেনাগ্নিমাধায়াহিতাগ্নিঃ স্যাদ্, বৃক্ষমূলিকঃ ।৮

ঊর্দ্ধং ষড়্ভ্যো মাসেভ্যোঽনগ্নিরনিকেতঃ ।৯

দদ্যাদ্দেবপিতৃমনুষ্যেভ্যঃ ।১০

স গচ্ছেৎ স্বর্গমানন্ত্যম্ ।১১

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯॥

নবম অধ্যায়

বানপ্রস্থ জটিল হইবে, চীরবস্ত্র বা অজিন পরিধান করিবে, গ্রামে প্রবেশ করিবে না। ফালকৃষ্ট স্থানে থাকিবে না। অকৃষিজাত (স্বভাবজাত) ফলমূল সংগ্রহ করিবে। ঊর্দ্ধরেতা ও ক্ষমাশীল হইবে। আশ্রমাগত অতিথিকে ফলমূল ভিক্ষা দিয়া সংকৃত করিবে। দানই করিবে, প্রতিগ্রহ করিবে না। তিন বার স্নান করিবে। শ্রাবণক দ্বারা অগ্ন্যাধান করিয়া আহিতাগ্নি হইবে, বৃক্ষমূলবাসী হইবে। ছয় মাসের পর অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে দান করিবে। এই ধর্ম্মাবলম্বী বানপ্রস্থ অক্ষয়-স্বর্গে গমন করে।১-১১

বসিষ্ঠ-সংহিতায় নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

দশমঃ অধ্যায়ঃ

পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রতিষ্ঠেৎ ।১

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা চরতি যো দ্বিজঃ ।
তস্যাপি সর্ব্বভূতেভ্যো ন ভয়ং জাতু বিদ্যতে ॥২
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা যদ্ভুবি বর্ত্ততে ।
হন্তি জাতানজাতাংশ্চ প্রতিগৃহ্লাতি যস্য চ ॥৩
সন্ন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যসেৎ ।
বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাদ্ বেদং ন সন্ন্যসেৎ ॥৪
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ ।
উপবাসাৎ পরং ভৈক্ষং দয়া দানাদ্ বিশিষ্যতে ॥৫

মুণ্ডোঽমমত্ব-পরিগ্রহঃ সপ্তাগারাণ্যসঙ্কল্পিতানি চরেদ্ভৈক্ষম্ ।৬ বিধূমে সন্নমুষলে একশাটীপরিবৃতোঽজিনেন বা ।৭ গোপ্রলুনৈস্তৃণৈর্ব্বেষ্টিতশরীরঃ স্থণ্ডিলশায্যনিত্যাং বসতিং বসেৎ—গ্রামান্তে দেবগৃহে শূন্যাগারে বৃক্ষমূলে বা মনসা জ্ঞানমধীয়ানঃ ।৮ অরণ্যনিত্যো, ন গ্রাম্যপশূনাং সন্দর্শনে বিহরেৎ ।৯

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

অরণ্যনিত্যস্য জিতেন্দ্রিয়স্য সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্ত্তকস্য ।
অধ্যাত্মচিন্তাগতমানসস্য ধ্রুবা হ্যনাবৃত্তিরুপেক্ষকস্য॥১০
অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারোঽনুন্মত্ত উন্মত্তবেশঃ ।১১

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

ন শব্দশাস্ত্রাভিরতস্য মোক্ষো
ন চাপি লোকে গ্রহণে রতস্য ।
ন ভোজনাচ্ছাদনতৎপরস্য
ন চাপি রম্যাবসথপ্রিয়স্য ॥১২
ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া ।
অনুশাসন-বাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ ॥১৩
অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ ।
প্রাণমাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্ বিনির্গতঃ ॥১৪
ন কুট্যাং নোদকে সঙ্গে ন চৈলে ন ত্রিপুষ্করে ।
নাগারে নাসনে নান্নে যস্য বৈ মোক্ষবিত্তমঃ ॥১৫

দশম অধ্যায়

পরিব্রাজক সর্ব্বভূতকে অভয় দক্ষিণা দিয়া প্রস্থান করিবে। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন,—"যে দ্বিজ সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহারও কদাচ কোন প্রাণী হইতে ভয় হয় না। দান করিয়া যে ভূতলে অবস্থান করে তাহার কোন প্রাণীর নিকটে ভয় থাকে না। আর যে প্রতিগ্রহ করে, সে জাত ও অজাত প্রাণীর হত্যাপাপে লিপ্ত হয়।" সর্ব্বকর্ম্মের ত্যাগ করিবে, একমাত্র বেদত্যাগ করিবে না। বেদ ত্যাগ করিলে শূদ্র হয়, সেইজন্য বেদত্যাগ করিবে না। একাক্ষরই (ওঁ) শ্রেষ্ঠ বেদ; প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, উপবাস হইতে ভিক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; দান অপেক্ষা দয়া প্রধান। মুণ্ডিত এবং মমতা ও পরিগ্রহ-শূন্য হইবে। "আজ অমুক অমুক বাড়ী যাইব" এইরূপ সর্ব্বদা মনে মনে স্থির না করিয়া সাত ঘর ভিক্ষা করিবে। ধূম দেখা দূর হইলে ও মুষলের কার্য্য শেষ হইলে একবস্ত্র বা চর্ম্মপরিধানে ভিক্ষা করিতে বাহির হইবে। গো-দশনচ্ছিন্ন তৃণ দ্বারা শরীর বেষ্টন করিয়া স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। অনেক দিন একস্থানে থাকিবে না, মনে মনে জ্ঞানাভ্যাস করত গ্রামের প্রান্তভাগ, দেবালয়, শূন্যাগার বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিবে। নিয়ত অরণ্যচারী হইবে; যে স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম্যপশু দেখা যায়, তথায় বিচরণ করিবে না। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন,—নিয়ত অরণ্যবাসী, জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্ম-চিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জ্জন্ম-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। পরিব্রাজক-চিহ্ন অব্যক্ত ও আচার অব্যক্ত থাকিবে; উন্মত্তবেশে উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিবে। জগতে শব্দশাস্ত্র-পরায়ণ হইলেই মোক্ষ হয় না; প্রতিগ্রহ-নিরতের মুক্তি

ব্রাহ্মণকুলে বা যল্লভেৎ তদ্ভুঞ্জীত সায়ং মধু-মাংস-সর্পির্ব্বর্জ্জম্ ।১৬

যতীন্ সাধুন্ বা গৃহস্থান্ সায়ং প্রাতশ্চ তৃপ্যেৎ ।১৭

গ্রামে বা বসেদজিহ্মোঽশরণোঽসঙ্কসূকঃ ।১৮

ন চেন্দ্রিয়সংযোগং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ।১৯ উপেক্ষকঃ সর্ব্বভূতানাং হিংসানুগ্রহপরিহারেণ ।২০

পৈশুন্য-মৎসরাভিমানাহঙ্কারাশ্রদ্ধানার্জ্জবাত্মস্তব-পর-গর্হা-দম্ভ-লোভ-মোহ-ক্রোধাসূয়াবিবর্জ্জনম্ ।২১

সর্ব্বাশ্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠো যজ্ঞোপবীত্যুদকমণ্ডলুহস্তঃ শুচির্ব্রাহ্মণো, বৃষলান্নপানবর্জ্জী ন হীয়তে ব্রহ্মলোকাদ্ ব্রহ্মলোকাৎ ॥২২

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

হয় না, ভোজন ও পরিধানে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তির বা রম্যগৃহে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিরও মুক্তি হয় না। উৎপাত কথন, সুনিমিত্ত কথন, জ্যোতির্বিবদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্মোপদেশ বা বাদবিতণ্ডাদি দ্বারা কদাচ ভিক্ষালাভে প্রয়াসী হইবে না। ভিক্ষালাভ না করিলে বিষাদগ্রস্ত হইবে না ও ভিক্ষালাভ করিলে হৃষ্ট হইবে না। বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যাহাতে মাত্র প্রাণধারণ হয়, তাবন্মাত্র আহার করিবে। যে ব্যক্তি কুটীর জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদিতে নিঃসঙ্গ, সেই সর্ব্বোত্তম মুক্তি মার্গবেত্তা। ব্রাহ্মণকুলে যাহা পাইবে, সন্ধ্যাসময়েও তাহাই ভোজন করিবে। কেবল মধু, মাংস, ঘৃত ভোজন করিবে না।১-১৬

নিয়ম আছে, সায়ংকাল ও দিবাভাগ যথাক্রমে যতি ও সাধু গৃহস্থদিগের ভোজন প্রীতির কাল। অথবা গ্রামেই থাকিবে, কৌটিল্য করিবে না; অশরণ ও অসঙ্কসুক অর্থাৎ স্থিরমতি বা অসঞ্চরী হইবে। কাহারও সহিত ইন্দ্রিয়সংসর্গ করিবে না। হিংসা ও অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি উপেক্ষাশীল হইবে। সকল আশ্রমীরাই খলতা, মৎসরতা, অভিমান, অহঙ্কার, অশ্রদ্ধা, কৌটিল্য, আত্ম-প্রশংসা, পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, মোহ, ক্রোধ এবং অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ শুচি ব্রাহ্মণ সদা যজ্ঞোপবীতধারী ও জলপূর্ণ কমণ্ডলুধারী হইবে। শূদ্রের অন্নপান ত্যাগ করিবে, ইহাতেই ব্রহ্মলোক হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।১৭-২২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০॥

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

ষট্‌কর্ম্মা গৃহদেবতাভ্যো বলিং হরেৎ ।১
শ্রোত্রিয়ায়ান্নং দত্ত্বা ব্রহ্মচারিণে বানন্তরং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ ।২ ততোহতিথিং ভোজয়েৎ ।৩ স্বেষ্টায়াসমানুপূর্ব্ব্যেণ স্বগৃহ্যাণাং কুমার-বাল-বৃদ্ধ-তরুণপ্রভৃতীংস্ততোহপরান্ গৃহ্যান্ ।৪ শ্ব-চাণ্ডাল-পতিত-বায়সেভ্যো ভূমৌ নির্ব্বপেৎ ।৫ শূদ্রেভ্য উচ্ছিষ্টং বা দদ্যাচ্ছেষং যতী ভুঞ্জীত ।৬ সর্ব্বোপযোগেন পুনঃপাকো যদি নিরুক্তে বৈশ্বদেবেহতিথিরাগচ্ছেদ্ বিশেষণাস্মা অন্নং কারয়েদ্ বিজায়তেহহি বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহম্ ।৭
তস্মাদপযানমন্যত্র বর্ষাভ্যস্তাং হি শান্তিজনাবিদুরিতি তং ভোজয়িত্বোপাসীতাসীমান্তাদনুব্রজেদনুজ্ঞাতা বা ।৮
পরপক্ষ ঊর্দ্ধং চতুর্থ্যাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ ।৯
পূর্ব্বেদ্যু-র্ব্রাহ্মণান্ সন্নিপাত্য যতীন্ গৃহস্থান্ সাধূন্ বা পরিণতবয়সোহবিকর্ম্মস্থান্ শ্রোত্রিয়ান্ শিষ্যানন্তেবাসিনঃ শিষ্যানপি গুণবতো ভোজয়েদ্—বিলগ্ন-শুক্ল-বিগৃধি-শ্যাবদন্ত-কুষ্ঠি-কুনখিবর্জ্জম্ ।১০

অথাপ্যুদাহরন্তি ।
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্ যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষণৈঃ ।
অদূষ্যন্তং যমঃ প্রাহ পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ ॥১১
শ্রাদ্ধেনোদ্বাসনীয়ানি উচ্ছিষ্টান্যা দিনক্ষয়াৎ ।
খে পতন্তি হি যা ধারাস্তাঃ পিবন্ত্যকৃতোদকাঃ ॥১২
উচ্ছিষ্টেন প্রপুষ্টান্তে যাবন্নাস্তমিতো রবিঃ ।
ক্ষীরধারাস্ততো যান্ত্যক্ষয়াঃ সঞ্চরভাগিণঃ ॥১৩
প্রাক্‌সংস্কারপ্রমীতানাং প্রবেশনমিতি শ্রুতিঃ ।
ভাগধেয়ং মনুঃ প্রাহ উচ্ছিষ্টোচ্ছেষণে উভে ॥১৪
উচ্ছেষণং ভূমিগতং বিকিরেল্লেপসোদকম্ ।
অনুপ্রেতেষু বিসৃজেদপ্রজানামনায়ুষাম্ ॥১৫
উভয়োঃ শাখয়োর্ম্মুক্তং পিতৃভ্যোহন্নং নিবেদিতম্ ।
তদন্তরং প্রতীক্ষন্তে হ্যসুরা দুষ্টচেতসঃ ॥১৬
তস্মাদশূন্যহস্তেন কুর্য্যাদন্নমুপাগতম্ ।
ভোজনং বা সমালভ্য তিষ্ঠতোচ্ছেষণে উভে ॥১৭
দ্বৌ দৈবে পিতৃকৃত্যে ত্রীনেকৈকমুভয়ত্র বা ।
ভোজয়েৎ সুসমৃদ্ধোহপি ন প্রসজ্যেত বিস্তরে ॥১৮

একাদশ অধ্যায়ঃ

ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ গৃহদেবতাগণকে বলি প্রদান করিবে। শ্রোত্রিয় বা ব্রহ্মচারীকে অন্নদান করিয়া পিতৃলোককে অন্ন দিবে। অনন্তর অতিথিকে ভোজন করাইবে, পরে বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইবে। তবে পরিবারস্থ ব্যক্তির মধ্যেও কুমার, বালক, বৃদ্ধ ও তরুণী প্রভৃতিকে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও আহার দিবে। অনন্তর অন্যান্য পরতন্ত্র প্রাণী—কুক্কুর, চণ্ডাল, পতিত ও কাকদিগের উদ্দেশে ভূমিতে অন্ন দিবে। শূদ্রগণকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারিবে, সংযমী গৃহস্থ শেষ ভোজন করিবে ।১-৬

যদি বৈশ্বদেব কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর অতিথি আগমন করে, তাহা হইলে সর্ব্বোপকরণ সহিত পুনঃ পাক হইবে। ইঁহার জন্য বিশেষ করিয়া অন্নপাক করা উচিত। কথিত আছে, অগ্নি ব্রাহ্মণ- অতিথিরূপে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। অতএব ইহাকে ভোজন করাইয়া সেবা শুশ্রূষা করিবে, সীমান্ত পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে অথবা অনুজ্ঞা পাইলে কিয়দ্দূর গিয়াই ফিরিয়া আসিবে ।৭-৮

কৃষ্ণপক্ষে অষ্টধা বিভক্ত দিনের চতুর্থবেলা অতিক্রান্ত হইলে, পিতৃগণকে অন্ন দিবে। পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়া পরদিন যতি, সাধু, গৃহস্থ, পরিণতবয়া, দুষ্কর্ম্মবর্জ্জিত, শ্রোত্রিয়, শিষ্য এবং গুণবান্ শিষ্যদিগকেও ভোজন করাইবে। কিন্তু বিলগ্ন, শুক্র রোগী, বিগৃধি, শ্যাবদন্ত, কুষ্ঠী ও কুনখীদিগকে শ্রাদ্ধপাত্রে ভোজন করাইবে না। তবে এবিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন,—"যদি

সৎক্রিয়াং দেশকালৌ চ শৌচং ব্রাহ্মণ-সম্পদঃ।
পঞ্চৈতান্ বিস্তরো হন্তি তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥১৯
অপি বা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
শুভশীলোপসম্পন্নং সর্ব্বলক্ষণবর্জ্জিতম্ ॥২০
যদ্যেকং ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে দৈবং তত্র কথং ভবেৎ।
অন্নং পাত্রে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বস্য প্রকৃতস্য তু ॥২১
দেবতায়তনে কৃত্বা ততঃ শ্রাদ্ধং প্রবর্ত্ততে।
প্রাস্যেদগ্নৌ তদন্নন্তু দদ্যাদ্ বা ব্রহ্মচারিণে॥২২
যাবদুষ্ণং ভবত্যন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ।
তাবদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥২৩
হবির্গুণা ন বক্তব্যাঃ পিতরো ভাবতর্পিতাঃ।
পিতৃভিস্তর্পিতৈঃ পশ্চাদ্ বক্তব্যং শোভনঃ হবিঃ ॥২৪

নিযুক্তস্তু যদা শ্রাদ্ধে দৈবে তস্তু সমুৎসৃজেৎ।
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবন্নরকমৃচ্ছতি ॥২৫
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
ত্রীণি চান্নং প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥২৬
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দীভবতি ভাস্করঃ।
স কালঃ কুতপো নাম পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥২৭
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ মৈথুনং যোঽধিগচ্ছতি।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং রেতসো ভুজঃ ॥২৮
যতস্ততো জায়তে চ দত্ত্বা ভুক্ত্বা চ পৈতৃকম্।
ন স বিদ্যামবাপ্নোতি ক্ষীণায়ুশ্চৈব জায়তে ॥২৯
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
উপাসতে সুতং জাতং শকুন্তা ইব পিপ্পলম্ ॥৩০

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিদূষক শারীরিক রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলেও তিনি অদূষ্য এবং পঙ্‌ক্তিপাবন,—যম এই কথা বলেন"।৯-১১

শ্রাদ্ধের উচ্ছিষ্ট দিনান্ত পর্য্যন্ত অন্তরিত করিবে না। যাহাদিগের উদককার্য্য হয় নাই,—তাহারা যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হয়, তাবৎ আকাশ-পতিত ধারা পান করে; উচ্ছিষ্টরসেই পরিপুষ্ট, সূর্য্যাস্তের পর উচ্ছিষ্ট রসধারা অক্ষয় ক্ষীরধারারূপে জঙ্গমভাবে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। কথিত আছে, ইহা সংস্কারের পূর্ব্বে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের "প্রবেশন"। উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছেষণ উভয়ই ইহাদিগের প্রাপ্যভাগ,—মনু ইহা বলেন। লেপজলের সহিত বিকীর্ণ ভূমিগত অন্ন "উচ্ছেষণ"। অসংস্কৃত নিঃসন্তান অল্পায়ুদিগের জন্য তাহা প্রদান করিবে। উভয় শাখাযুক্ত অন্ন পিতৃগণকে নিবেদন করিবে। দুষ্টচিত্ত অসুরগণ অন্ন-পরিবেশন সময়ে ছিদ্র অন্বেষণ করে; অতএব কুশযুক্ত হস্তে অথবা পাত্র স্পর্শ করিয়া অন্ন-পরিবেশন করিবে। তাহাতে উচ্ছেষণদ্বয় বর্ত্তমান থাকে। সুসমৃদ্ধ হইলেও দৈবপক্ষে দুই জন এবং পিতৃপক্ষে তিন জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা উভয়পক্ষেই এক এক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ-বাহুল্যের আড়ম্বর করিবে না।১২-১৮

ব্রাহ্মণ-বাহুল্য,—সৎক্রিয়া, দেশ, কাল, শৌচ ও ব্রাহ্মণোৎকর্ষ—এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ হানি করে। অথবা বেদপারগ, সুশীল, সর্ব্বকুলক্ষণ-বর্জ্জিত একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যদি একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, তাহা হইলে দৈবপক্ষ নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?—বলিতেছি; প্রকৃত সকল অন্নের কিঞ্চিৎ অন্ন উদ্ধৃত করিয়া দেবপক্ষে রাখিয়া অনন্তর পিতৃশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিবে। কিঞ্চিৎ অন্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে বা ব্রহ্মচারীকে দিবে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ব্রাহ্মণগণ যতক্ষণ মৌনী হইয়া ভোজন করেন, যতক্ষণ অন্নের গুণ কথিত না হয়, ততক্ষণ পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। অন্নগুণ বক্তব্য নহে, পিতৃগণ উত্তমভাবেই অর্পিত হন। পিতৃগণের তৃপ্তি হইবার পর অন্নের প্রশংসা করিবে।১৯-২৪

শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি মাংস পরিত্যাগ করে, সে হত পশুতে যতগুলি রোম ছিল, তাবৎকাল নরক ভোগ করে। দৌহিত্র, কুতপ এবং তিল—এই তিন বস্তু শ্রাদ্ধে পবিত্র। শৌচ, অক্রোধ এবং অত্বরা—এই তিন সামগ্রী শ্রাদ্ধীয় অন্নকে প্রশস্ত করে। দিবসের অষ্টম ভাগে সূর্য্যের অবস্থান্তর হয়, সেই সময়ের নাম "কুতপ"। সেই সময়ে পিতৃগণকে যাহা দান করা যায়, তাহা

মধু মাংসৈশ্চ শাকৈশ্চ পয়সা পায়সেন বা।
অধনো দাস্যতি শ্রাদ্ধং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥৩১
সন্তানবৰ্দ্ধনং পুত্রং তৃপ্যন্তং পিতৃকৰ্ম্মণি।
দেব-ব্রাহ্মণসম্পন্নমভিনন্দন্তি পূৰ্ব্বজাঃ ॥৩২
নন্দন্তি পিতরস্তস্য সুবৃষ্টৈরিব কর্ষকাঃ।
যদ্গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ ॥৩৩
শ্রাবণ্যাগ্রহায়ণ্যোশ্চান্বষ্টকায়াঞ্চ পিতৃভ্যো দদ্যাদ্ ।৩৪
দ্রব্যদেশব্রাহ্মণসন্নিধানে বা কালনিয়মোঽবশ্যম্ ।৩৫
যো ব্রাহ্মণোঽগ্নিমাদধীত, দর্শ-পূর্ণমাসাগ্রয়ণেষ্টি-চাতুর্ম্মাস্য-পশু-সোমৈশ্চ যজতে ।৩৬
নৈয়মিকং হ্যেতদৃণং সংস্তুতঞ্চ বিজ্ঞায়তে হি ত্রিভি-র্ঋ´ণৈর্ঋণবান্ ব্রাহ্মণো জায়তে,—যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ ।৩৭
ইত্যেষ বা অনৃণো যজ্বা যঃ পুত্রী ব্রহ্মচর্য্যবানিতি ।৩৮
গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, গর্ভৈকাদশেষু রাজন্যং, গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যম্ ।৩৯
পালাশো দণ্ডো বৈল্বো বা ব্রাহ্মণস্য, নৈয়গ্রোধঃ ক্ষত্রিয়স্য বা, ঔড়ুম্বরো বা বৈশ্যস্য ।৪০
কৃষ্ণাজিনমুত্তরীয়ং ব্রাহ্মণস্য, রৌরবং ক্ষত্রিয়স্য, গব্যং বস্তাজিনং বৈশ্যস্য ।৪১
শুক্লমাহতং বাসো ব্রাহ্মণস্য, মাঞ্জিষ্ঠং ক্ষত্রিয়স্য, হারিদ্রং কৌশেয়ং বৈশ্যস্য, সর্ব্বেষাং বা তান্তবমরক্তম্ ।৪২
ভবৎপূর্ব্বাং ব্রাহ্মণো ভিক্ষাং যাচেত, ভবন্মধ্যাং রাজন্যো ভবদন্ত্যাং বৈশ্যশ্চ ।৪৩

অক্ষয় হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া মৈথুন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেত ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ করিয়া বা শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিলে, যে কোন যোনিতে উৎপন্ন হইবে, সে জন্ম তাহার বিদ্যালাভ হয় না এবং অল্পায়ু হয় ।২৫-২৯

যেমন পক্ষিগণ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলে আশাযুক্ত হয়, সেইরূপ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ উৎপন্ন পুত্রের উপর আশান্বিত হন। দরিদ্র ব্যক্তি বর্ষাকালে মঘা-ত্রয়োদশীতে ও অন্যান্য উপযুক্ত সময়ে মধু, মাংস, শাক, দুগ্ধ ও পায়স দ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবে। যে পুত্র সন্তান-বৰ্দ্ধন পিতৃকার্য্যে তৃপ্তিকারক এবং দেবতুল্য ব্রাহ্মণ-সম্পত্তি-যুক্ত, পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার অভিনন্দন করেন। যেমন কর্ষকগণ উত্তম বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ পিতৃগণ তাহার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন। যে পুত্র গয়াতে গিয়া শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তদ্দ্বারাই পুত্রবান্ হন। শ্রাবণী পূর্ণিমা, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা এবং অন্বষ্টকাত্রয় —ইহাতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। উত্তম দ্রব্য, পুণ্যদেশ ও প্রশস্ত ব্রাহ্মণ-সন্নিধানও শ্রাদ্ধ করিবার নিয়মিত কাল ।৩০-৩৫

যে ব্রাহ্মণ আহিতাগ্নি, তিনি দর্শ-পূর্ণমাস যাগ, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ ও সোমযাগ করিবে। নিয়মিত ও বিস্তৃত—এই ঋণের বিষয় বিদিত আছে, দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ঋণ, পিতৃগণের নিকট সন্তানঋণ এবং ঋষিগণের নিকট ব্রহ্মচর্য্য-ঋণ,—ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ইনি যাগশীল, পুত্রবান্ এবং কৃত-ব্রহ্মচর্য্য হইলেই ঋণমুক্ত হন। গর্ভাষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের, গর্ভ-একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয়ের এবং গর্ভ-দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া বিধি। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ বা বিল্ববৃক্ষসম্ভূত, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড বটবৃক্ষসম্ভূত এবং বৈশ্যের দণ্ড উড়ুম্বর-বৃক্ষসম্ভূত হইবে। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের উত্তরীয় রুরুমৃগের চর্ম্ম, গো কিংবা ছাগের চর্ম্ম বৈশ্যের উত্তরীয়। শুক্লবর্ণ আহত বস্ত্র ব্রাহ্মণের পরিধেয়, মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের পরিধেয় এবং হরিদ্রাবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বৈশ্যের পরিধেয় অথবা অলোহিত কার্পাস বস্ত্র সকলেরই পরিধেয় ।৩৬-৪২

ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে 'ভবৎ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া, ক্ষত্রিয় মধ্যে 'ভবৎ' শব্দ দিয়া এবং বৈশ্য অন্তে 'ভবৎ' শব্দ যোগ করিয়া ভিক্ষা চাহিবে। গর্ভ-ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, গর্ভ-দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের এবং

আ ষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালঃ, আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আ চতুর্বিংশাদ্‌বৈশ্যস্যাত ঊর্দ্ধং পতিত-সাবিত্রীকা ভবন্তি ।৪৪

নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্ন যাজয়েন্নৈভির্বিবাহয়েয়ু ।৪৫

পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ ।৪৬

দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েন্মাসং মাক্ষিকেণাষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্‌রাত্রমযাচিতং ত্রিরাত্রমব্ভক্ষোঽহোরাত্র-মেবোপবসেৎ ।৪৭

অশ্বমেধাবভৃথং গচ্ছেদ্ ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেৎ ।৪৮

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

গর্ভ-চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়নের কাল থাকে। ইহার পর অনুপনীত থাকিলে পতিত-সাবিত্রীক অর্থাৎ গায়ত্রীতে অনধিকারী হয়। তাহাদিগকে আর উপনয়ন দিবে না, অধ্যয়ন করাইবে না, যাজন করাইবে না, তাহাদিগের সহিত বিবাহ দিবে না। "পতিত সাবিত্রীক" ব্যক্তি উদ্দালক ব্রত করিবে। দুই মাস যাবক পান করিয়া, এক মাস মাক্ষিক মধুপান করিয়া, আট দিন ঘৃত পান করিয়া, ছয় দিন অযাচিত আহারে এবং তিন দিন জল পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে ও এক অহোরাত্র উপবাসী থাকিবে, ইহার নাম উদ্দালক ব্রত। কিংবা কাহারও অশ্বমেধ যজ্ঞে অবভৃথ স্নান করিবে, অথবা ব্রাত্যস্তোম যাগ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তের পর উপনীত হইবে) ।৪৩-৪৮

বসিষ্ঠ-সংহিতায় একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

অথাতঃ স্নাতকব্রতানি ।১

স ন কঞ্চিদ্ যাচেতান্যত্র রাজান্তেবাসিভ্যঃ ।২ ক্ষুধা পরীতস্তু কিঞ্চিদেব যাচেত, কৃতমকৃতং বা ক্ষেত্রং গামজাবিকং সন্ততং হিরণ্যং ধান্যমন্নং বা, ন তু স্নাতকঃ ক্ষুধাবসীদেৎ ।৩ ইত্যুপদেশো ন নদ্যাং স সহসা সংবিশেন্ন রজস্বলায়ামযোগ্যায়াম্ ।৪

ন কুলং কুলং স্যাৎ, বৎসতন্ত্রীং বিততাং নাতিক্রমেৎ, নোদ্যন্তমাদিত্যং পশ্যেৎ, নাদিত্যং তপন্তং নাস্তম্, নাপ্সু মূত্র-পুরীষে কুর্য্যাৎ, ন নিষ্ঠীবেৎ ।৫

পরিবেষ্টিতশিরা ভূমিমযজ্ঞিয়ৈস্তৃণৈরন্তর্দ্ধায় মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ ।৬

উদঙ্মুখশ্চাহনি, নক্তং দক্ষিণামুখঃ, সন্ধ্যামাসীতোত্ত-রামুদাহরন্তি ।৭

স্নাতকানান্তু নিত্যং স্যাদন্তর্বাসস্তথোত্তরম্ ।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনন্তর স্নাতকব্রত উক্ত হইতেছে। স্নাতক ব্রাহ্মণ গচ্ছিত ভিন্ন কাহারও নিকট অন্য কিছু যাচ্ঞা করিবে না। তবে ক্ষুধার্ত্ত হইলে রাজা বা শিষ্যবর্গের নিকট সিদ্ধান্ন, আমান্ন, ক্ষেত্র, গ্রাম, সবৎস ছাগ, মেষ, সুবর্ণ, ধান্য অথবা অন্য কোন খাদ্য যাহা হউক কিছু যাচ্ঞা করিবে। এই উপদেশ আছে যে, স্নাতক ব্যক্তি যেন ক্ষুধার আতিশয্যে অবসন্ন না হন। নদীতে সহসা অবগাহন, রজোদুষ্টা বা অযোগ্যা নদীতে একবারেই অবগাহন করিবে না। কুলঙ্কুল হইবে না, বিস্তৃত বৎস-রজ্জু অতিক্রম করিবে না। উদয়কালে, অস্তকালে ও যে সময়ে সূর্য্য আকাশমধ্যগত হইয়া তাপ দেন, তখন সূর্য্যদর্শন করিবে না। জলে প্রস্রাব, বিষ্ঠা ও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না ।১-৫

মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময়ে মস্তক বস্ত্রবেষ্টিত করিবে। অযজ্ঞিয় তৃণ দ্বারা ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া

যজ্ঞোপবীতে দ্বে যষ্টিঃ সোদকশ্চ কমণ্ডলুঃ ॥৮
অপ্সু পাণৌ চ কাষ্ঠে চ কথিতং পাবকং শুচি।
তস্মাদুদকপাণিভ্যাং পরিমৃজ্যাৎ কমণ্ডলুম্ ॥৯
পর্য্যগ্নিকরণং হ্যেতন্মনুরাহ প্রজাপতিঃ।
কৃত্বা চাবশ্যকার্য্যাণি আচামেচ্ছৌচবিত্ততঃ॥ ইতি।১০
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত।১১ তূষ্ণীং সাঙ্গুষ্ঠং কৃশগ্রাসং গ্রসেত।১২ ন চ মুখশব্দং কুর্য্যাৎ।১৩
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ।১৪ পর্ব্ববর্জ্জং স্বদারে বা।১৫
তীর্থমুপেয়াৎ।১৬

অথাপ্যুদাহরন্তি।

যস্তু পাণিগৃহীতায়া আস্যে কুর্ব্বীত মৈথুনম্।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তন্মাসং রেতসো ভুজঃ।
যা স্যাদনতিচারেণ রতিসাধর্ম্ম্যসংশ্রিতা॥১৭
অপি চ পাবকোঽপি জ্ঞায়তে।১৮

অদ্য শ্বো বা বিজনিষ্যমাণাঃ পতিভিঃ সহ শয়ন্ত ইতি স্ত্রীণামিন্দ্রদত্তো বরঃ।১৯
ন বৃক্ষমারোহেৎ।২০ ন কূপমবরোহেৎ।২১
নাগ্নিং মুখেনোপধমেৎ।২২
নাগ্নিং ব্রাহ্মণঞ্চান্তরেণ ব্যপেয়াৎ।২৩
নাগ্ন্যোর্ব্রাহ্মণয়োরনুজ্ঞাপ্য বা।২৪
ভার্য্যয়া সহ নাশ্নীয়াৎ, অবীর্য্যবদপত্যং ভবতীতি বাজসনেয়কে বিজ্ঞায়তে।২৫
নেন্দ্রধনুর্নাম্না নির্দ্দিশেন্মণিধনুরিতি ব্রূয়াৎ।২৬
পালাশমাসনপাদুকে দন্তধাবনমিতি বর্জ্জয়েৎ।২৭
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েৎ।২৮ অণ্ড্যো ন ভুঞ্জীত।২৯
বৈণবং দণ্ডং ধারয়েৎ।৩০ রুক্মকুণ্ডলে চ।৩১
ন বহির্ম্মালাং ধারয়েদন্যত্র রুক্মময্যাঃ।৩২
সভাসমবায়াংশ্চ বর্জ্জয়েৎ।৩৩

তদুপরি প্রস্রাব ও মলত্যাগ করিবে। দিবসে উত্তরমুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া ঐ কার্য্য করিবে, সন্ধ্যাকালে হইলেও উত্তরমুখ হইয়া বসিবে। কথিত আছে—অন্তর্ব্বাস, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীতদ্বয়, যষ্টি এবং জলপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণ,—স্নাতকগণের নিত্যকার্য্য। জল, হস্ত ও কাষ্ঠ শুচি এবং পবিত্রতাজনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হস্ত ও জল দ্বারা কমণ্ডলুমার্জ্জন করিবে। প্রজাপতি মনু ইহাকে "পর্য্যাগ্নিকরণ" বলিয়াছেন। নিত্যকার্য্য নকল করিয়া শৌচজ্ঞ স্নাতক পশ্চাৎ আচমন করিবে।৬-১০

পূর্ব্বমুখ হইয়া অন্ন ভোজন করিবে। তূষ্ণীম্ভাবে ক্ষুদ্রগ্রাস লইয়া অঙ্গুষ্ঠসমেত মুখে দিবে। মুখে শব্দ করিবে না। ঋতুকালে নিজ পত্নীতে উপগত হইবে, অন্য সময়েও গমন করিতে পারিবে। পর্ব্বে কখনও স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না। তীর্থগমন করিবে। পণ্ডিতেরা বলেন;—যে ব্যক্তি অব্যভিচারে রতি-ধর্ম্মপালন-তৎপরা পরিণীতা ভার্য্যার মুখে মৈথুনক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহার পিতৃগণ সেই মাস রেত পান করিয়া থাকেন। আরও ইহাদের পাবনের বিষয় জানাইতেছি,—যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসব আজ কাল হইবে, তাহারাও স্বামি-সহবাস করিতে পারিবে, জানা যায়—ইন্দ্র স্ত্রীলোকের প্রতি এই পাবন বর প্রদান করিয়াছেন। উন্নতবৃক্ষে আরোহণ করিবে না, কূপে নামিবে না, অগ্নিতে ফুৎকার দিবে না। একদিকে অগ্নি ও অন্যদিকে ব্রাহ্মণ—মধ্যস্থল দিয়া গমন করিবে না। দুই দিকে অগ্নি বা দুই দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলেও মধ্যস্থল দিয়া যাইবে না, তবে অনুমতি পাইলে যাইতেও পারে। ভার্য্যার সহ একত্র ভোজন করিবে না, করিলে নির্বীর্য্য সন্তান উৎপন্ন হয়,—ইহা বাজসনেয় সংহিতাতে জানা যায়। ইন্দ্রধনুর "ইন্দ্রধনু" এই নাম কীর্ত্তন করিবে না; "মণিধনুঃ" বলিবে। পলাশ কাষ্ঠের আসন, পাদুকা ও দন্তধাবন গ্রাহ্য করিবে না। কোলে রাখিয়া ভোজন করিবে না। অধঃস্থাপিত পাত্রে ভোজন করিবে না। বেণুদণ্ড ও স্বর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবে।১১-৩১

স্বর্ণময় মাল্য ব্যতীত অন্য মাল্য প্রকাশ্যে ধারণ করিবে না। সভাসমিতিতে সংসৃষ্ট হইবে না। পণ্ডিতেরা

অথাপ্যুদাহরন্তি।

অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানামার্ষাণাঞ্চৈব দর্শনম্।

অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥ ইতি ৩৪

নানাহূতো যজ্ঞং গচ্ছেৎ।৩৫

যদি ব্রজেদধিবৃক্ষসূর্য্যমধ্বানং ন প্রতিপদ্যেত।৩৬

নাবঞ্চ সাংশয়িকীং নাধিরোহেত।৩৭

বাহুভ্যাং ন নদীন্তরেৎ।৩৮

উত্থায়াপররাত্রমধীত্য ন পুনঃ প্রতিসংবিশেৎ।৩৯

প্রাজাপত্যে মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণঃ স্বনিয়মাননুতিষ্ঠেদিতি।৪০

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

বলেন;—"বেদসকলকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না করা, সর্ব্বত্র ঋষিগণের অব্যবস্থা বিবেচনা এবং নিজকৃত প্রত্যক্ষযুক্তি, ইহাতে আত্মা অধঃপতিত হয়।" অনাহূত হইয়া যজ্ঞে যাইবে না। যখন গমন করিবে, তখন বহুবৃক্ষ-সঙ্কুল বা সম্মুখ-সূর্য্য পথ আশ্রয় করিবে না। সংশয়যুক্ত নৌকায় আরোহণ করিবে না। বাহুদ্বারা নদীতে সাঁতার দিবে না। শেষ রাত্রে উঠিয়া অধ্যয়ন করিবে আর শয়ন করিবে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজ নিয়ম পালন করিবে।৩২-৪০

বসিষ্ঠ-সংহিতায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

অথাতঃ স্বাধ্যায়শ্চোপাকর্ম্ম শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বাগ্নিমুপসমাধায় কৃতাধানো জুহোতি দেবেভ্য ঋষিভ্যশ্ছন্দোভ্যশ্চেতি।১

ব্রাহ্মণান্ স্বস্তিবাচ্য দধি প্রাশ্য তত

উপাংশু কুর্ব্বীত অর্দ্ধপঞ্চমমাসানর্দ্ধষষ্ঠান্।২

অত ঊর্দ্ধং শুক্লপক্ষেষধীয়ীত।৩

কামন্তু বেদাঙ্গানি।৪

তস্যানধ্যায়াঃ সন্ধ্যাস্তমিতে স্যুস্তত্র শবে দিবাকীর্ত্ত্যে নগরেষু কামং গোময়পর্য্যুষিতে পরিলিখিতে বা শ্মশানান্তে শয়ানস্য শ্রাদ্ধিকস্য।৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর স্বাধ্যায় এবং উপাকর্ম্মের কথা বলা যাইতেছে;—শ্রাবণী-পূর্ণিমা অথবা ভাদ্রী পূর্ণিমাতে অগ্ন্যাধান করিয়া দেবতা, ঋষি ও বেদ উদ্দেশে হোম করিবে। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া দধি-ভোজনান্তর সাড়ে পাঁচ মাস বা সাড়ে ছয় মাসের পর নির্জ্জনে—অরণ্যে উৎসর্গাখ্য কর্ম করিবে। তৎপরে শুক্লপক্ষে বেদাধ্যয়ন করিবে, ইচ্ছামত বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃকাল বা সায়ংকালে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, চণ্ডাল বা নীচ গ্রামমধ্যে থাকিলে বেদাধ্যয়ন করিবে না; ধর্ম্মবৃদ্ধি ইচ্ছা করিলে নগরেও বেদাধ্যয়ন অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শুষ্ক-গোময়পূর্ণ স্থানে, আল্লোড়িত স্থানে বা শ্মশান-সমীপে শয়ন করে তাহার ও যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা তাহার পক্ষেও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এবিষয়ে পণ্ডিতেরা একটী মনুশ্লোক কীর্ত্তন করেন,—ফল, জল, তিল বা অন্য কিছু শ্রাদ্ধে প্রদত্ত ভক্ষ্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায় হইবে, ব্রাহ্মণদিগের হস্তই মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত"। দৌড়িতে দৌড়িতে অধ্যয়ন করিবে না, পূতিগন্ধ বহিতে থাকিলেও অধ্যয়ন করিবে না, বৃক্ষারোহণ, নৌকারোহণ ও সৈন্যমধ্যে অবস্থিতিকালে ও ভোজনান্তে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। শরশব্দ হইলেও অনধ্যায়। চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, অষ্টমী ও অষ্টকাত্রয়ে অধ্যয়ন করিবে না। চরণাদি প্রসারণ করিয়া অধ্যয়ন করা অকর্ত্তব্য। যখন গুরু সমীপে বিনীতভাবে বসিয়া থাকিবে, তখনও অধ্যয়ন করিবে না। মিথুন-পরিত্যক্ত শয্যাতে বা মিথুন-পরিত্যক্ত

মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি ।৬

ফলান্যাপস্তিলান্ ভক্ষ্যমথান্যচ্ছ্রাদ্ধিকং ভবেৎ ।

প্রতিগৃহ্যাপ্যনধ্যায়ঃ পাণ্যাস্যা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ।৭ইতি।

ধাবতঃ পূতিগন্ধিপ্রসৃতেরিতবৃক্ষমারূঢ়স্য নাবি সোনায়াঞ্চ ভুক্ত্বা চার্দ্রঘ্রাণে বাণশব্দে চতুর্দ্দশ্যামমাবাস্যায়ামষ্টম্যামষ্টকাসু প্রসারিতপাদোপস্থস্যোপাশ্রিতস্য গুরুসমীপে মিথুন-ব্যপেতায়াং বাসসা মিথুনব্যপেতেনানির্ম্মুক্তে ।৮

ন গ্রামান্তে চ্ছর্দ্দিতস্য মূত্রিতস্যোচ্চরিতস্য যজুষাঞ্চ সামশব্দে বাজীর্ণে নির্ঘাতভূমৌ চ ।৯

ন চন্দ্র-সূর্য্যোপরাগেষু দিঙ্নাদ-পর্ব্বতনাদ-কম্প-প্রঘাতেষূপল-রুধির-পাংশুবর্ষেষ্বাকালিকম্ ।১০

উল্কাবিদ্যুৎসজ্যোতিসমপর্ত্বাকালিকং বা ।১১

আচার্য্যে চ প্রেতে ত্রিরাত্রমাচার্য্য-পুত্র-শিষ্যভার্য্যাস্বহোরাত্রম্ ।১২

ঋত্বিগ্‌যোনিসম্বন্ধেষু চ ।১৩

গুরোঃ পদোপসংগ্রহণং কার্য্যম্ ।১৪

ঋত্বিক্-শ্বশুর-পিতৃব্য-মাতুলানবরবয়সঃ

প্রত্যুত্থায়াভিবদেদ্ ।১৫

যে চৈব পাদগ্রাহ্যাস্তেষাং ভার্য্যা গুরোশ্চ মাতা-পিতরৌ, যো বিদ্যাদভিবন্দিতুমহময়ন্তো ইতি-ব্রুয়াদ্ ; যশ্চ ন বিদ্যাৎ প্রত্যভিবাদং নাভিবদেৎ ।১৬

পতিতঃ পিতা পরিত্যাজ্যো মাতা তু পুত্রে

ন পততি ।১৭

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা ।

পিতুর্দ্দশশতং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥১৮

ভার্য্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ সংস্পৃষ্টাঃ পাপকর্ম্মভিঃ ।

পরিভাষ্য পরিত্যাজ্যাঃ পতিতো যোঽন্যথা

ভবেৎ ॥১৯

বস্ত্রধারণ করিয়া থাকিলে অধ্যয়ন করা নিষেধ। গ্রামান্তে অধ্যয়ন করিবে না। বমি হইলেও অনধ্যায়। প্রস্রাব বা বিষ্ঠাত্যাগ করিলেও অধ্যয়ন করিবে না। সামগান সময়ে ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদ পাঠ করিবে না। অজীর্ণ, নির্ঘাত শব্দ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, দিক্‌শব্দ, পর্ব্বতশব্দ, ভূমিকম্প, মেঘধ্বনি, করকাবর্ষণ, রুধিরবর্ষণ এবং পাংশুবর্ষণেও আকালিক অনধ্যায় হইবে। উল্কাপাত ও বিদ্যুৎপাত দিবসে হইলে দিন মাত্র, রাত্রিতে হইলে রাত্রি মাত্র অনধ্যায়। বর্ষাভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে আকালিক অনধ্যায়। আচার্য্য মরিলে তিন দিন আর আচার্য্য-পুত্র, আচার্য্য-শিষ্য, আচার্য্য-পত্নী, ঋত্বিক্ এবং যৌনসম্বন্ধে সম্বন্ধী ব্যক্তি মরিলে অহোরাত্র অনধ্যায়। গুরুর পাদগ্রহণ করিবে, ঋত্বিক্, শ্বশুর, পিতৃব্য এবং মাতুল—বয়ঃকনিষ্ঠ হইলে তাহাদিগের পক্ষে প্রত্যুত্থান স্বরূপ অভিবাদন করিবে। যাহাদিগের পাদগ্রহণ করা যায়, তাহাদিগের পত্নীর এবং গুরুর, পিতামাতার পাদগ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যভিবাদন করিতে জানে, তাহাকে "আমি অমুক, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি" বলিয়া অভিবাদন করিবে, আর যে প্রত্যভিবাদন জানে না, তাহাকে অভিবাদন করিবে না।১-১৬

পিতা পতিত হইলে পুত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু জননী পুত্রের পক্ষে পতিতই হয় না। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন ;—"আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ, পিতা আচার্য্য অপেক্ষা শতগুণ, আর মাতা পিতা অপেক্ষাও সহস্রগুণ গুরু। ভার্য্যা, পুত্র এবং শিষ্য—ইহারা পাপী হইলে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, না করিলে পতিত হইবে। যজমানের পাতিত্য না হইলেও ঋত্বিক্ যদি তাহার যাজন ত্যাগ করেন এবং ছাত্রের পাতিত্য না হইলেও আচার্য্য যদি তাহার অধ্যাপন ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিত্যাজ্য। যে ব্যক্তি বাস্তবিক পতিত না হইলেও অন্য কোন কারণে পতিতবৎ হইয়া আছে, তাহার স্ত্রী কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিতে

ঋত্বিগাচার্য্যাবযাজকানধ্যাপকৌ হেয়াবন্যত্র হানাৎ পতিতো নান্যত্র পতিতো ভবতীত্যাহুরন্যত্র স্ত্রিয়াঃ সা হি পরগমিতা তদ্ভিন্নামক্ষুণ্ণামুপেয়াৎ ।২০

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্ বৃত্তিরিষ্যতে।
গুরুবদ্ গুরুপুত্রস্য বর্ত্তিতব্যমিতি শ্রুতিঃ ॥২১

শাস্ত্রং বস্ত্রং তথান্নানি প্রতিগ্রাহ্যাণি ব্রাহ্মণস্য ।২২

বিদ্যা বিত্তং বয়ঃ সম্বন্ধঃ কর্ম্ম চ মান্যং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্ ।২৩

স্থবির-বালাতুর-ভারিক-চক্রবতাং পন্থাঃ সমাগমে পরস্মৈ দেয়ো রাজ-স্নাতকয়োঃ সমাগমে রাজ্ঞা স্নাতকায় দেয়ঃ, সর্ব্বৈরেব বা উচ্চতমায় ।২৪

তৃণ-ভূম্যগ্ন্যুদক-বাক্-সুনৃতানসূয়াঃ সপ্ত গৃহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচনেতি ।২৫

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বাধ্য। অথবা অন্যত্র পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক, স্ত্রী তাহার নিন্দাদি করিবে না। স্ত্রীলোক পরপুরুষ-সংসর্গিণী হইলেই পতিত হয়। অতএব স্বামী পুরুষান্তরের অনুপভুক্ত অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে। গুরুর গুরু সন্নিহিত হইলে তাহার প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করিবে। গুরুপুত্রের প্রতিও গুরুবৎ ব্যবহার করা উচিত,—ইহা কথিত আছে। বিদ্যা, বস্ত্র এবং অন্ন ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রাহ্য। বিদ্যা, ধন, বয়স, সহায়সম্পন্নতা এবং কর্ম্ম এই কয়টী সম্মানের কারণ। ইহার মধ্যে আবার যাহা যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত, তাহা তাহাই অধিক সম্মানের কারণ।১৭-২৩

বৃদ্ধ, বালক, আতুর, ভারী ও চক্রচালক ব্যক্তি একত্র উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি পর পরকে পথ ছাড়িয়া দিবে। রাজা ও স্নাতক উপস্থিত হইলে রাজা স্নাতককে পথ ছাড়িয়া দিবেন এবং সকলের একত্র সমাগমে উচ্চতম-ব্যক্তিকেই অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। তৃণাসন, ভূমি, অগ্নি, জল, সুনৃত বাক্য ও অনসূয়া—সাধুগণের গৃহে কদাচ ইহাদিগের অভাব হয় না।২৪-২৫

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশঃ অধ্যায়ঃ

অথাতো ভোজ্যাভোজ্যঞ্চ বর্ণয়িষ্যামঃ ।১

চিকিৎসক-মৃগয়ু-পুংশ্চলী-দণ্ডিক-স্তেনাভিশস্ত-ষণ্ঢ-পতিতানামভোজ্যম্ ।২

কদর্য্যেক্ষিত-বদ্ধাতুর-সোমবিক্রয়ি-তক্ষক-রজক-শৌণ্ডিক-সূচক-বার্দ্ধুষিক-চর্ম্মাবকৃন্তানাং, শূদ্রস্য চাযজ্ঞস্যোপযজ্ঞে যশ্চোপপতিং মন্যতে, যশ্চ গৃহীতত্তদ্ধেতুর্যশ্চ বধার্হং নোপহন্যাৎ, কৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ইতি চাভিক্রুশ্যেৎ, গণান্নং গণিকান্নমথা-প্যুদাহরন্তি ।৩

নাশ্নন্তি শ্বপতের্দ্দেবা নাশ্নন্তি বৃষলীপতেঃ।
ভার্য্যাজিতস্য নাশ্নন্তি যস্য চোপপতির্গৃহে ॥ ইতি ।৪

এধোদক-যবস-কুশলাভ্যুদ্যত-পানাবসথ-শফরি-প্রিয়ঙ্গু-স্তরজ-মধু-মাংসানি নৈতেষাং প্রতিগৃহ্ণীয়াদ-থাপ্যুদাহরন্তি ।৫

গুর্ব্বর্থদারমুজ্জিহীর্ষন্নর্চ্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়ান্ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ॥ ইতি ।৬

ন মৃগয়োরিষুচারিণঃ পরিবর্জ্জমন্নম্ ।৭

বিজ্ঞায়তে হ্যগস্ত্যো বর্ষসাহস্রিকে সত্রে মৃগয়াং চকার, তস্যাসংস্তু রসময়াঃ পুরোডাশা মৃগপক্ষিণাং প্রশস্তানামপি হ্যন্নং প্রাজাপত্যানুশ্লোকানু-দাহরন্তি ।৮

উদ্যতামাহৃতাং ভিক্ষাং পুরস্তাদপ্রচোদিতাম্।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অনন্তর ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় কীর্ত্তন করিব। চিকিৎসক, ব্যাধ, পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর, অভিশস্ত, ক্লীব, পতিত, কৃপণ, অগ্নীষোমীয়, পূর্ব্বে যাগান্তরে দীক্ষিত, নিগড়াদিবদ্ধ, আতুর, সোমবিক্রয়ী, তক্ষক, রজক, শৌণ্ডিক, পিশুন, বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মকার এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। পঞ্চযজ্ঞবিহীন ব্যক্তির উপযজ্ঞে অন্ন ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি বাটীতে উপপতির গমনাগমন সহ্য করে, যে ব্যক্তি তাহা সহ্য করিবার জন্য অর্থ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি বধার্হ ব্যক্তিকে বধ করে না ও যে ব্যক্তি বন্ধই বা কি আর মুক্তিই বা কি বলিয়া চীৎকার করে, তাহাদিগের অন্ন ভোজন করিবে না। গণান্ন এবং গণিকান্নও অভোজ্য,—এবিষয়েও পণ্ডিতেরা বলেন ;—"দেবগণ শ্বপতির অন্ন ভোজন করেন না, বৃষলীপতির অন্ন ভোজন করেন না। স্ত্রীজিত ব্যক্তির এবং যাহার গৃহে উপপতি আছে, তাহার অন্ন ভোজন করেন না" ।১-৪

ইহাদিগের নিকট কাষ্ঠ, জল, ফল, পুষ্প এবং সবিনয়ে আনীত দুগ্ধাদি পানীয়, গৃহ সফরী প্রিয়ঙ্গু, তরজ, মধু এবং মাংস প্রতিগ্রহ করিবে না ; তবে এ বিষয়ে কথিত আছে ;—"গুরুর জন্য, কুটুম্বভরণের জন্য এবং অতিথি ও দেবগণের সৎকারার্থ সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে ; কিন্তু সেই প্রতিগৃহীত দ্রব্য দ্বারা স্বয়ংতৃপ্ত হইবে না।" শরপ্রহারে পশুহিংসকের অন্ন পরিত্যাজ্য নহে—জানা আছে, অগস্ত্য সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রযাগে প্রশস্ত মৃগপক্ষিগণের মৃগয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সুরসপূর্ণ পুরোডাশ এবং অন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা প্রজাপতির কতিপয় প্রাচীন শ্লোক বলেন ;—"স্বয়ং দানার্থ আনীত অযাচিত ভিক্ষা দুষ্কার্য্যকারীর নিকট হইতেও ভোজ্য বলিয়া প্রজাপতি বিবেচনা করেন ।৫-৯

তবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি চৌরের অন্ন কদাচ ভোজন করিবে না, কেননা যাবৎ অপহরণপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না হয়, তাবৎ চৌরের কিছুই বহুতর নহে অর্থাৎ অপহরণই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি ঐ অযাচিত ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করে, তাহার পিতৃগণ পঞ্চদশ বৎসর তদ্দত্ত অন্ন ভোজন করেন না, অগ্নিও তাহার প্রদত্ত হব্য বহন করেন না। চিকিৎসক, শল্যধারী বা পাশধারী, পশু-

ভোজ্যাং প্রজাপতির্মেনে অপি দুষ্কৃতকারিণঃ ॥৯
শ্রদ্দধানৈর্ন ভোক্তব্যং চৌরস্যাপি বিশেষতঃ।
নত্বেব বহুধা তস্য যাবানপহৃতা ভবেৎ ॥১০
ন তস্য পিতরোঽশ্নন্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
ন চ হব্যং বহত্যগ্নির্যস্তামভ্যবমন্যতে ॥১১
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ শল্যহস্তস্য পাশিনঃ।
ষণ্ঢস্য কুলটায়াশ্চ উদ্যতাপি ন গৃহ্যতে ॥ ইতি ।১২
উচ্ছিষ্টমগুরোরভোজ্যং স্বমুচ্ছিষ্টমুচ্ছিষ্টোপহতঞ্চ ।১৩
যদশনং কেশকীটোপহতঞ্চ ।১৪
কামস্তু কেশকীটানুদ্ধৃত্যাদ্ভিঃ প্রোক্ষ্য ভস্মনাবকীর্য্য
বাচা চ প্রশস্তমুপযুঞ্জীতাপি হ্যন্নম্ ।১৫
প্রাজাপত্যান্ শ্লোকানুদাহরন্তি ।১৬
ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥১৭
দেবদ্রোণ্যাং বিবাহেষু যজ্ঞেষু প্রকৃতেষু চ।
কাকৈঃ শ্বভিশ্চ সংস্পৃষ্টমন্নং তন্ন বিসর্জ্জয়েৎ ॥১৮
তস্মাৎ তদন্নমুদ্ধৃত্য শেষং সংস্কারমর্হতি।
দ্রবাণাং প্লাবনেনৈব ঘনানাং ক্ষরণেন তু।
পাকেন সুখসংস্পৃষ্টং শুচিরেব হি তদ্ভবেৎ ॥১৯
অন্নং পর্য্যুষিতং ভাবদুষ্টং হৃল্লেখং পুনঃসিদ্ধমামমৃ-
জীশপক্বঞ্চ কামস্তু দধ্যাদ্ ঘৃতেন চাভিঘারিতমুপযুঞ্জী-
তাপি হ্যন্নম্ ।২০
প্রাজাপত্যান্ শ্লোকানুদাহরন্তি।
হস্তদত্তাস্তু যে স্নেহা লবণং ব্যঞ্জনানি চ।
দাতারং নোপতিষ্ঠন্তে ভোক্তা ভুঙ্‌ক্তে চ
কিল্বিষমিতি ॥২১
লশুন-পলাণ্ডু-কেমুক-গৃঞ্জন-শ্লেষ্মাত-বৃক্ষনির্যাস-
লোহিতাব্রশ্চনাশ্ব-শ্ব-কাকাবলীঢ়-শূদ্রোচ্ছিষ্টভোজনেষু

ঘাতক, ক্লীব এবং কুলটার স্বয়ং দানার্থ উদ্যত ভিক্ষাও অগ্রাহ্য। গুরুভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট, নিজের উচ্ছিষ্ট ও উচ্ছিষ্টদূষিত অন্ন ভোজন করিবে না। কেশকীট-দূষিত অন্নও অভোজ্য, তবে ভোজন করিতে নিতান্ত ইচ্ছাযুক্ত হইলে, কেশ বা কীট যাহা থাকিবে, তাহা দূর করিয়া সেই অন্নে জলছিটা দিবে, ভস্ম বিকিরণ করিবে, তৎপরে বাক্‌প্রশস্ত করিয়া তাহা ভোজন করিতে পারিবে। এখানে পণ্ডিতগণ প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তন করেন,—শৌচাশৌচ বিষয়ে অপ্রত্যক্ষীকৃত, জলপ্রক্ষালিত, এবং বাক্‌প্রশস্ত—দেবগণ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই তিনটীকেই পবিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেবদ্রোণী, বিবাহ এবং আরব্ধ যজ্ঞে কাক বা কুক্কুরের স্পৃষ্ট অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। সেই অন্ন হইতে মাত্র সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট অন্ন উদ্ধৃত করিবে ও অবশিষ্টান্নের সংস্কার করিয়া লইবে। দ্রববস্তুর প্লাবন, ঘনবস্তুর ক্ষরণ এবং কোন কোন বস্তুর পাক দ্বারা পবিত্রতা হইবে ও স্পর্শদোষ থাকিবে না। পর্য্যুষিত, ভাবদুষ্ট, হৃল্লেখ, পুনঃসিদ্ধ, ঈষৎ পক্ব এবং ঋজীষপক্ব অন্ন অভোজ্য; তবে ইচ্ছা করিলে ঘৃতপক্ব অন্ন (পিষ্টকাদি) পর্য্যুষিত হইলেও তাহা ভোজন করিতে পারিবে। একটী প্রাজাপত্য শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়া থাকে;—"হাতে করিয়া প্রদত্ত স্নেহ, লবণ ও ব্যঞ্জন দাতার ফলজনক হয় না এবং যে তাহা ভোজন করে, তাহার পাপ ভোজন করা হয়" ।১৬-২১

লশুন, পলাণ্ডু, কেমুক, গৃঞ্জন, শ্লেষ্মাত, লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস, ছেদজাত নির্য্যাস, অশ্বের, কুক্কুরের এবং কাকের উচ্ছিষ্ট এবং শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। অন্যপ্রকার মধু, মাংস ও ফলবিশেষ ভোজনে এই ব্রত করিতে অপরে উপদেশ দিয়াছেন। মহিষী ভিন্ন আরণ্য পশুর দুগ্ধ অপেয়; সন্ধিনী, বিবৎসা, অজাতরোমা বা অনির্দ্দশাহা গৌ ও মহিষীর দুগ্ধও অপেয়। মেষদুগ্ধও ভোজন করা অবিধি। আত্মার্থ প্রস্তুত অপূপাদি, অন্যান্য নানাবিধ ক্ষীরপিষ্ট ও যবপিষ্ট ছাতু, চরক, তৈল, পায়স, শাক ও ঘোল এবং শুক্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। শ্বাবিৎ, শল্লক, শশ, কচ্ছপ এবং গোধা এই কয়টি পঞ্চনখ জীব ভক্ষ্য; উষ্ট্র ভিন্ন অন্যতোদন্ত পশুগণ ভক্ষণীয়। মৎস্যজাতীয়দিগের মধ্যে বেহ, গবয়, শিশুমার, নক্র, কুলীর এবং বিকৃতরূপ সর্প-শীর্ষ মৎস্যগণ অভক্ষ্য। গো, গবয় এবং

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ইতরেহপ্যন্যত্র মধু-মাংস-ফল-বিকর্ষেষ্বগ্রাম্যপশ্বিষয়ঃ ।২২

সন্ধিনীক্ষীরমবৎসাক্ষীরং গো-মহিষ্যজাতরোমা-নির্দ্দশাহানামনামন্ত্র্যং নাব্যুদকমপূপ-ধাতাকরম্ভ-শক্তু-চরক-তৈল-পায়স-শাকানিলশুক্তানি বর্জ্জয়েদন্যাংশ্চ ক্ষীর-যব-পিষ্টবীরান্ ।২৩

শ্বাবিচ্ছল্লক-শশ-কচ্ছপ-গোধাঃ পঞ্চনখা নাভক্ষ্যাঃ।২৪

অনুষ্ট্রাঃ পশূনামন্যতোদতশ্চ মৎস্যানাং বা বেহ-গবয়-শিশুমার-নক্র-কুলীরা বিকৃতরূপাঃ সর্পশীর্ষাশ্চ গৌর্গবয়-শলভাশ্চানুদ্দিষ্টাস্তথা ধেন্বনডাহৌ মেধ্যৌ বাজসনেয়নে ।২৫

খড়্গে তু বিবদন্ত্যগ্রাম্যশূকরে চ শকুনানাঞ্চ বিশু-বিবিষ্কির-জালপাদাঃ কলবিঙ্ক-প্লব-হংস-চক্রবাক-ভাস-মদ্গু-টিট্টিভাটবান্ধ-নক্তঞ্চরা দার্ব্বাঘাটাশ্চটক-চৈলাতক-হারিত-খঞ্জরীট-গ্রাম্যকুক্কুট-শুক-সারিকা-কোকিল-ক্রব্যাদা-গ্রামাচারিণশ্চ ।২৬

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

শরভ ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই; ধেনু এবং বৃষ বাজসনেয় মতে পবিত্র। বন্যশূকর এবং গণ্ডার ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য এই বলিয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়া থাকেন। পক্ষিগণের মধ্যে বিশু, বিবিষ্কির, জালপাদ, চটক, প্লব, হংস, চক্রবাক, ভাস, মদ্গু, টিট্টিভ, অটবান্ধ, নিশাচর পক্ষী, দার্ব্বাঘাট (চটকবিশেষ), চৈলাতক, হারীত, খঞ্জন, গ্রাম্যকুক্কুট, শুক, সারিকা, কোকিল, মাংসাশী পক্ষী এবং গ্রাম্যপক্ষী সকল অভোজ্য ।২২-২৬

বসিষ্ঠ-সংহিতায় চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৪॥

শোণিতশুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ ।১
তস্য প্রদানবিক্রয়ত্যাগেষু মাতাপিতরৌ প্রভবতঃ ।২
নত্বেকং পুত্রং দদ্যাৎ ।৩
প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ বা স হি সন্তানায় পূর্ব্বেষাম্ ।৪
ন স্ত্রী দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ বান্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ ।৫
পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি চাবেদ্য নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতীর্হুত্বা দূরেবান্ধবমসন্নিকৃষ্টমেব ।৬
সন্দেহে চোৎপন্নে দূরেবান্ধবং শূদ্রামব স্থাপয়েৎ ।৭
বিজ্ঞায়তে হ্যেকেন বহূ জায়ত ইতি ।৮
তস্মিংশ্চেৎ প্রতিগৃহীতে ঔরসঃ পুত্র উৎপদ্যতে ।৯
চতুর্থভাগভাগী স্যাৎ ।১০
যদি নাভ্যুদয়িকে যুক্তঃ স্যাদ্ বেদবিপ্লবিনঃ সব্যেন পাদেন প্রবৃত্তাগ্রান্ দর্ভান্ লোহিতান্ বোপস্তার্য্য পূর্ণং পাত্রমস্মৈ নিনয়েৎ ।১১
নিনেতারশ্চাস্য প্রকীর্য্য কেশান্ জ্ঞাতয়োঽন্বারভেরন্ ।১২
অপসব্যং কৃত্বা গৃহেষু স্বৈরমাপাদ্যেরন্ ।১৩
অত উর্দ্ধং তেন সহ ধর্ম্মমীয়ুঃ ।১৪ তদ্ধর্ম্মাপন্নাঃ ।১৫
পতিতানাস্তু চরিতব্রতানাং প্রত্যুদ্ধারঃ ।১৬

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

অগ্ন্যভ্যুদ্ধরতাং গচ্ছেৎ ক্রীড়ন্তি চ হসন্তি চ ।১৭
যশ্চোৎপাতয়তাং গচ্ছেচ্ছোচন্নিত্যাচার্য্য-মাতৃ-পিতৃহন্তারস্তৎপ্রসাদাদ্ভয়াদ্ বা এষা প্রত্যাপত্তিঃ পূর্ণাব্দাৎ প্রবৃত্তাদ্ বা কাঞ্চনং পাত্রং মাহেয়ং বা পূরয়িত্বাপো হি ষ্ঠাভিরেব ষড়্ভির্ঋগ্ভিঃ সর্ব্বত্র বাতিরিক্তস্য প্রত্যুদ্ধারপুত্রজন্মনা ব্যাখ্যাতঃ ।১৮

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবের উপাদান-কারণ শুক্র-শোণিত ; নিমিত্ত-কারণ পিতামাতা। অতএব তাহাকে দান বা পরিত্যাগ করিতে মাতা-পিতাই সমর্থ। এক পুত্র-স্থলে তাহাকে দান করিবে না, তাহাকে প্রতিগ্রহও করিবে না ; যেহেতু, ঐ পুত্র পূর্ব্বপুরুষগণের ধারারক্ষক। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীলোক দান বা প্রতিগ্রহ করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করিতে হইলে বন্ধুসকলকে আহ্বান করিয়া এবং রাজসকাশে নিবেদন করিয়া বন্ধুগণসমীপে গৃহ-মধ্যে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহণ করিবে। অসন্নিকৃষ্ট পুত্র-গ্রহণ স্থলে ইহা বিশেষতঃ কর্ত্তব্য। কোন সন্দেহ উৎপন্ন হইলে সম্বন্ধপ্রাপ্ত এইরূপ বালককেও বন্ধুগণ শূদ্রের মত দূরে রাখিতে পারে। জানা-ই আছে,—এক হইতে অনেকের জন্ম হয় ; সুতরাং এইরূপ পুত্র গ্রহণের পর যদি গ্রহীতার ঔরস-পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহীতা পিতার ধনের চারিভাগের একভাগ পাইবে। যদি জনক-কুলে আভ্যুদয়িক না হয়, তবেই তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে। কোন ব্যক্তি বেদ-বিরুদ্ধকারী পতিত হইলে তদুদ্দেশে বাম পাদ দ্বারা লোহিত-বর্ণ সাগ্র কুশ বিছাইয়া তদুপরি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে। যে এই কার্য্য করিবে জ্ঞাতিগণ মুক্তশিখ ও বিকৃত-যজ্ঞোপবীত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে, পরে শনৈঃ শনৈঃ গৃহে আসিবে। ইহার পর আর ঐ বেদ-বিপ্লাবকের সহিত কোন সংস্রব করিবে না, করিলে তদ্ধর্ম্ম প্রাপ্ত ও তৎসদৃশ হইবে। তবে পতিতগণ ব্রতাচরণ করিলে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রহণ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরাও বলেন—কেহ কেহ অগ্নি প্রবেশ করিয়া উদ্ধার পাইবে, এবং যে অনুতাপ করত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাতকশূন্য হইবে, তাহার সহিত সকলে ক্রীড়া-হাস্যাদি সকল প্রকার সংসর্গ করিবে ; যাহারা আচার্য্যহন্তা, মাতৃহন্তা ও পিতৃহন্তা, মহাপ্রমাদে ভীত হইয়াও কেহই আর তাহাদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে না। যে কৃতপ্রায়শ্চিত্ত পাপী সমাজে মিশিবে, তাহার পক্ষে এই নিয়ম আছে যে, পূর্ণ কালে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্পন্ন হইলে কাঞ্চন বা মৃণ্ময় পাত্র 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি ছয় মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক পূর্ণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকল পাপী সম্বন্ধেই এই নিয়ম। পুত্রজন্মকথন-প্রস্তাবে সমাজে পুনর্গ্রহণের কথা কথিত হইল ।১-১৮

বসিষ্ঠ-সংহিতায় পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

অথ ব্যবহারাঃ ।১ রাজমন্ত্রী সদঃকার্য্যাণি কুর্য্যাৎ ।২

দ্বয়োর্বিবদমানয়োরত্র পক্ষান্তরং গচ্ছেৎ ।৩

যথাসনমপরাধো হ্যন্তে নাপরাধঃ ।৪

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু যথাসনমপরাধো হ্যান্যবর্ণয়োবিধানতঃ সম্পন্নতামাচরেৎ ।৫

রাজা বালানামপ্রাপ্তব্যবহারাণাং প্রাপ্তকালে তু তদ্বৎ ।৬

লিখিতং সাক্ষিণো ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্।

ধনস্বীকরণং পূর্ব্বং ধনী ধনমবাপ্নুয়াদিতি ॥৭

মার্গক্ষেত্রয়োর্বিসর্গে তথা পরিবর্ত্তনেন ঋণগ্রহেঽর্থান্তরেষু ত্রিপাদমাত্রম্ ।৮

গৃহক্ষেত্রবিরোধে সামন্তপ্রত্যয়ঃ, সামন্তবিরোধেঽপি লেখ্যপ্রত্যয়ঃ, প্রত্যভিলেখ্যবিরোধে গ্রাম-নগররদ্ধশ্রেণিপ্রত্যয়ঃ ।৯

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

য একং ক্রীতমাধেয়মন্বাধেয়ং প্রতিগ্রহম্।

যজ্ঞাদুপগমো বোণৈস্তথা ধূমশিখা হ্যমী । ইতি ॥১০

তত্র ভুক্তে দশবর্ষমেবোদাহরন্তি ।১১

আধিঃ সীমাধিকঞ্চৈব নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ ।১২

রাজস্বং শ্রোত্রিয়দ্রব্যং ন রাজা দাতুমর্হতীতি তচ্চ সম্ভোগেন গ্রহীতব্যম্ ।১৩

গৃহিণাং দ্রব্যাণি রাজগামীনি ভবন্তি তথা রাজা মন্ত্রিভিঃ সহ নাগরৈশ্চ কার্য্যাণি কুর্য্যাৎ ।১৪

ষোড়শ অধ্যায়

ব্যবহারের কথা কথিত হইতেছে। রাজমন্ত্রী সভার কার্য্য করিবে। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষপাত করিলে এই অন্যকৃত অপরাধও রাজার অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। রাজার কোনরূপ অপরাধ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের বিধান অনুসারে তাহার সংশোধন করিবে। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকগণের বিচার রাজা করিবেন। প্রাপ্ত-ব্যবহার হইলে পূর্ব্ববৎ নিয়ম জানিবে। দলিল, সাক্ষী ও ভোগ এই তিন প্রকার প্রমাণ। ইহা দেখাইতে পারিলে,ধনী ধন লাভ করিবে। পথ, ক্ষেত্র লইয়া, দান লইয়া, সবন্ধক ঋণ লইয়া, অথবা অর্থান্তর লইয়া ব্যবহার ত্রিপাদ মাত্র ।১-৮

গৃহ বা ক্ষেত্রঘটিত বিরোধে সামন্তদিগের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে। সামন্তদিগের কথার বিরোধে দলিল বিশ্বাস করিতে হইবে, দলিলের বিরোধে সেই গ্রাম ও নগরবাসী বৃদ্ধশ্রেণীদিগের কথাতে বিশ্বাস করিবে। পণ্ডিতেরাও বলেন—"ক্রীত, আধেয়, অন্বাধেয়, প্রতিগ্রহ এবং যজ্ঞ হইতে লাভ—এইরূপ ন্যায্য ধন অনল-তুল্য জানিবে।" দশ বৎসর ভোগ হইলেই ভোগ-প্রমাণ। কথিত আছে, "আধি, সীমাস্থান, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী, অন্য রাজস্ব এবং শ্রোত্রিয়দ্রব্য রাজা অপরকে দিতে পারিবেন না।" অতএব ভোগ প্রমাণবলে তাহা গ্রাহ্য নহে। গৃহস্থগণের দ্রব্য রাজারই অধীন। রাজা মন্ত্রী ও নাগরিক লোকদিগের সহিত কার্য্য করিবেন। যে রাজা বহুপরিজন, তিনি শ্রেষ্ঠ, না—যে রাজা গৃধ্র তুল্য পরিজন প্রতিপালন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ? যাহার পরিজন গৃধ্রতুল্য নহে, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব রাজা স্বয়ং গৃধতুল্য হইবেন না, গৃধ্রপরিজনও হইবেন না ।৯-১৭

কেননা, চৌর্য্য, দস্যুতা ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সকল অনেক সময়েই রাজপুরুষের দোষে হইয়া থাকে, অতএব প্রথমেই ঐ সকল দোষের কথা উপস্থিত হইলে নিজ পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষীর বিষয় বলা যাইতেছে—ভিন্ন তপস্বী, শ্রোত্রিয় রূপবান্, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। অথবা দস্যুতাদি স্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। স্ত্রীলোকের কার্য্যে স্ত্রীলোককেই সাক্ষী করিবে। দ্বিজ-

অসৌ বা রাজা শ্রেয়ান্ বহুপরিবারঃ স্যাৎ ।১৫
অগৃধ্রং পরিবারং বা রাজা শ্রেয়ানগৃধ্রপরিবারঃ স্যাৎ ।১৬ গৃধ্রো গৃধ্রপরিবারঃ স্যাৎ ।১৭
ন পরিবারাদ্দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি স্তেয়হারবিনাশনং তস্মাৎ পূর্ব্বমেব পরিবারং পৃচ্ছেৎ ।১৮

অথ সাক্ষিণঃ ।

শ্রোত্রিয়ো রূপবান্ শীলবান্ পুণ্যবান্ সত্যবান্, সাক্ষিণঃ সর্ব্ব এব বা ।১৯
স্ত্রীণান্তু সাক্ষিণঃ স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ ।
শূদ্রাণাং সন্তঃ শূদ্রাশ্চ অন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ।২০

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ ।
দণ্ড-শুল্কাবশিষ্টঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতীতি ॥২১
ব্রূহি সাক্ষিন্ যথাতত্ত্বং লম্বন্তে পিতরস্তব ।
তব বাক্যমুদীর্য্যন্তমুৎপতন্তি পতন্তি চ ॥২২
নগ্নো মুণ্ডঃ কপালী চ ভিক্ষার্থং ক্ষুৎপিপাসিতঃ ।
অন্ধঃ শত্রুকুলে গচ্ছেদ্ যস্তু সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ ॥২৩
পঞ্চ কন্যানৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে ।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥২৪
ব্যবহারে মৃতে দারে প্রায়শ্চিত্তে কুলস্ত্রিয়ঃ ।
তেষাং পূর্ব্বপরিচ্ছেদাচ্ছেদ্যন্তে বাযবাদিভিঃ ॥২৫
উদ্বাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে ।
বিপ্রস্য চার্থে অনৃতং বদেয়ুঃ
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥২৬
স্বজনস্য অর্থে যদি বার্থহেতোঃ
পক্ষাশ্রয়েণৈব বদন্তি কার্য্যম্ ।
বৈশব্দবাদং স্বকুলানপূর্ব্বান্
স্বর্গস্থিতাংস্তানপি পাতয়ন্তি ॥২৭

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

গণের কার্য্যে অনুরূপ দ্বিজ, শূদ্রগণের কার্য্যে শিষ্ট শূদ্র এবং অন্ত্যজ জাতীয়দিগের কার্য্যে অন্ত্যজ জাতীয়গণ সাক্ষী হইবে।১৮-২০

পণ্ডিতেরা বলেন—"পিতার প্রাতিভাব্য অর্থাৎ দর্শন ও প্রত্যয়-প্রতিভূর দেয় অর্থ, বৃথা দান, দ্যূত ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুল্কের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে।" হে সাক্ষিন্! সত্য কথা বল, তোমার পিতৃগণ লম্বমান রহিয়াছেন; তোমার বাক্য নির্গত হইলে হয় ঊর্দ্ধে উঠিবেন না হয় অধঃপতিত হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে, সে নগ্ন, মুণ্ডিত-মুণ্ড, অন্ধ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর হইয়া কপাল লইয়া শত্রুর বাটীতে ভিক্ষার জন্য গমন করে। কন্যা-সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিলে পাঁচ পুরুষ নরকগামী হয়, গোরুর জন্য মিথ্যা বলিলে দশ পুরুষ নরকগামী হয়, অশ্বের জন্য মিথ্যা বলিলে একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে সহস্র পুরুষ নরকগামী হয়। ব্যবহারে, স্ত্রীর মৃত্যুকালে, কুলস্ত্রীগণের প্রায়শ্চিত্ত সময়ে বায়বাদির দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বপরিচ্ছদ সকল ছেদিত হয়। বিবাহ-সময়, রতিকার্য্য, প্রাণনাশ-সম্ভাবনা, সর্ব্বস্ব-চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ—এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা বলা পাপজনক নহে। স্বজনতা-প্রযুক্ত বা অর্থলোভ-বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গর্হিত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা স্বর্গস্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে নরকে পাতিত করে।২১-২৭

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চ জীবতো মুখম্ ॥১
অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে।২ প্রজাঃ সন্ত্বপুত্রিণ ইত্যপি শাপঃ।৩
প্রজাভিরগ্নেস্ত্বমৃতত্বমস্যামিত্যপি নিয়মো ভবতি।৪
পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রধ্নস্যাপ্নোতি পিষ্টপমিতি ॥৫
ক্ষেত্রিণঃ পুত্রো জনয়িতুঃ পুত্র ইতি বিবদন্তে।৬
তত্রোভয়থাপ্যুদাহরন্তি।
যদ্যন্যো গোষু বৃষভো বৎসান্ জনয়তে সুতান্।
গোমিনামেব তে বৎসা মোঘং স্যন্দনমোক্ষণমিতি।৭
অপ্রমত্তা রক্ষস্ত বৈনং মা চ ক্ষেত্রে পরে বীজানি
বাসৌ জনয়িতুঃ পুত্রো ভবতি।৮
সম্পরায়ো মোঘং রেতোঽকুরুত তন্তুমেতমিতি।৯
বহূনামেকজাতানামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ নরঃ।
সর্ব্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রবন্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥১০
বহ্বীনাং দ্বাদশ হ্যেব পুত্রাঃ পুরাণদৃষ্টাঃ।১১ স্বয়মুৎপাদিতঃ স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং প্রথমঃ।১২ তদলাভে নিযুক্তায়াং ক্ষেত্রজো দ্বিতীয়ঃ।১৩ তৃতীয়ঃ পুত্রিকা বিজ্ঞায়তে।১৪ অভ্রাতৃকা পুংসঃ পিতৃনভ্যেতি প্রতিচীনং গচ্ছতি পুত্রত্বম্।১৫ শ্লোকঃ।
অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।

সপ্তদশ অধ্যায়

জীবন্ত-জাত পুত্রের মুখ সন্দর্শনে পিতা পিতৃ-ঋণভার দূর করেন ও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। পুত্রবান্‌দিগের অনন্ত-লোক এবং শ্রুতি আছে—অপুত্রের লোকাধিকার নাই। "প্রজাগণ অপুত্র হউক" এইরূপ অভিসম্পাতও আছে, "ইহাতে প্রজা উৎপাদন করিয়া অগ্নির অমৃতত্ব।" এইরূপ নিয়মও আছে—পুত্র দ্বারা লোকাধিকার-সামর্থ্য হয়, পৌত্র দ্বারা ঐ লোক সকলের অনন্ততা হয় এবং পুত্রের পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক-প্রাপ্তি হয়। ক্ষেত্রজ-পুত্রে বিবাদ আছে; কেহ বলেন,—ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র, কেহ বলেন—জনয়িতার পুত্র।১-৬

উভয় পক্ষেই কীর্ত্তিত আছে; যদি অন্য কোন বৃষভ গাভীতে বৎস-সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই সকল বৎস যাহার গাভী—তাহারই; বীর্য্যের স্যন্দন ও মোক্ষণ—উক্ত বিষয়ের সাফল্য-সম্পাদক নহে। "ইহাকে সাবধানে রক্ষা করুন, যেন পরক্ষেত্রে উপগত না হন; যদি বা বীর্য্যত্যাগ করেন, তাহা হইলে সেই গর্ভোৎপন্ন পুত্র জনয়িতারই হইবে। প্রাচীন প্রবাদই আছে, অমোঘবীর্য্য এই তন্তুস্থাপন করিল।" একের সন্তান বহু ব্যক্তির মধ্যে একজনের যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই সেই পুত্র দ্বারা পুত্রবান্ হন এইরূপ শ্রুতি আছে। বহুপত্নী মধ্যে এক সপত্নী পুত্রবতী হইলে সেই পুত্র দ্বারা সকলেই পুত্রবতী হয়। প্রাচীনগণ দ্বাদশবিধ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিণীতা নিজ ভার্য্যার গর্ভে নিজের উৎপাদিত পুত্র প্রথম। তাহা না হইলে, নিযুক্ত স্বীয়পত্নীর গর্ভজাত ক্ষেত্রজপুত্র দ্বিতীয়। পুত্রিকা-পুত্র তৃতীয়।৭-১৪

জানা আছে—অভিসন্ধি-পূর্ব্বক পাত্রে প্রদত্ত ভ্রাতৃশূন্য কন্যা পিতারই পুত্ররূপে প্রাপ্য, তাহা হইতে উৎপন্ন পুত্র মাতামহের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। শ্লোক আছে—"আমি তোমাকে ভ্রাতৃশূন্যা অলঙ্কৃতা কন্যাদান করিতেছি, ইহার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার পুত্রকার্য্য করিবে।" পৌনর্ভব পুত্র চতুর্থ। যে নারী বাগ্‌দানের স্বামী ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সহবাস করত তদীয় পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, সে পুনর্ভূ এবং যে নারী ক্লীব, পতিত বা উন্মত্ত ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী বরণ করে অথবা এক স্বামীর মরণে অন্য স্বামী আশ্রয় করে, সেও পুনর্ভূ। কানীন পুত্র পঞ্চম।

অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ॥১৬
পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ ।১৭ পুনর্ভূঃ কৌমারং ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যৈঃ সহ চরিত্বা তস্যৈব কুটুম্বমাশ্রয়তি সা পুনর্ভূর্ভবতি ।১৮
যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্যান্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি ।১৯
কানীনঃ পঞ্চমঃ, যা পিতৃগৃহেঽসংস্কৃতা কামাদুৎপাদয়েন্মাতামহস্য পুত্রো ভবতীত্যাহুঃ ।২১

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

অপ্রত্তা দুহিতা যস্য পুত্রং বিন্দতি তুল্যতঃ ।
পুত্রী মাতামহস্তেন দদ্যাৎ পিণ্ডং হরেদ্ধনমিতি ।২২

গূঢ়ে চ গূঢ়োৎপন্নঃ ষষ্ঠঃ ।২৩ ইত্যেতে দায়াদা বান্ধবাস্ত্রাতারো মহতো ভয়াদিত্যাহুঃ ।২৪
অথাদায়াদাস্তত্র সহোঢ় এব প্রথমো যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে তস্যাং জাতঃ সহোঢ়ঃ পুত্রো ভবতি ।২৫
দত্তকো দ্বিতীয়ো যং মাতাপিতরৌ দদ্যাতাম্ ।২৬
ক্রীতস্তৃতীয়স্তচ্ছুনঃশেফেন ব্যাখাতম্ ।২৭
হরিশ্চন্দ্রো হ বৈ রাজা সোঽজীগর্ত্তস্য সোপবংসৈঃ পুত্রং বিক্রায্য স্বয়ং ক্রীতবান্ ।২৮
স্বয়মুপাগতশ্চতুর্থস্তচ্ছুনঃশেফেন ব্যাখ্যাতং, শুনঃশেফো হ বৈ যূপে নিযুক্তো দেবতাস্তুষ্টাব, তস্যেহ দেবতাঃ পাশং বিমুমুচুস্তমৃত্বিজ উচুর্মমৈবায়ং

অপরিণীত অবস্থায় পিতৃগৃহে কাম-বশতঃ উৎপাদিত পুত্র কানীন ; পণ্ডিতেরা বলেন,—ঐ পুত্র মাতামহের পুত্রস্থানীয়। কথিত আছে,—অদত্তা কন্যা অনুরূপ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ করিলে মাতামহ সেই পুত্রে পুত্রবান্ হয়, অতএব ঐ পুত্র মাতামহের পিণ্ড দিবে ও ধনাধিকারী হইবে। গোপনে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন—ষষ্ঠ পুত্র। দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে এই ছয় প্রকার পুত্র উত্তরাধিকারী বান্ধব, পিতাকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। ধনে অনধিকারী ছয় প্রকার পুত্রের কথা বলা যাইতেছে। প্রথম সহোঢ় পুত্র, গর্ভাবস্থাতে পরিণীতা রমণীর সেই গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম "সহোঢ়"। দ্বিতীয় দত্তক পুত্র, জনক-জননীর প্রদত্ত পুত্রের নাম "দত্তক"। তৃতীয় ক্রীতপুত্র, শুনঃশেফ বিবরণে এই পুত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। পুরাকালে রাজা হরিশ্চন্দ্র অজীগর্ত্তকে তাঁহার পুত্র বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন এবং পশুবৎস ও ধনাদি দ্বারা স্বয়ং সেই পুত্র ক্রয় করেন ।১৫-২৮

চতুর্থ স্বয়মুপাগত পুত্র, ইহা শুনঃশেফ বিবরণে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বকালে শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া দেবগণকে স্তব করেন। দেবগণ তাঁহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেন, তখন ঋত্বিক্‌গণ সকলেই বলিল,—"এই বালক "আমার পুত্র হউক"। একজন ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন,—আপনারা সকলেই ইহাঁকে পুত্র হইতে বলিতেছেন ; এক জনের বহুব্যক্তির পুত্র হওয়া অসম্ভব।" তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন,—"এই বালক যাঁহার পুত্র হইতে ইচ্ছা করিবে, সে তাঁহারই পুত্র হইবে। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন, শুনঃশেফ তাঁহার পুত্র হইলেন। পঞ্চম অপবিদ্ধ পুত্র, মাতা-পিতার পরিত্যক্ত পুত্র অপরের গৃহীত হইলে তাহার "অপবিদ্ধ" সংজ্ঞা হয়। ষষ্ঠ শূদ্রাপুত্র, ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল বান্ধব ধনাধিকারী নহে। যদি পূর্ব্ববর্ণের কোন উত্তরাধিকারা পুত্র না থাকে, তাহা হইলে এই সকল পুত্রেরা তাহার ধনাধিকারী হইবে ।২৯-৩২

ভ্রাতৃগণের দায়ভাগের কথা বলা যাইতেছে। জ্যেষ্ঠ দুই অংশ লইবে, প্রধান গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ এবং গৃহ জ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য ; কাষ্ঠ, গো, যবস কনিষ্ঠের এবং গৃহোপকরণ বস্তু মধ্যমের প্রাপ্য (ধনভাগ অংশাংশ মত করিবে)। মাতার বিবাহলব্ধ ধন কন্যাগণ ভাগ করিয়া লইবে। যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যা এই তিন জাতিতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী-পুত্র তিন অংশ; ক্ষত্রিয়া-পুত্র দুই অংশ এবং অপর সকলে সমান অংশ করিয়া লইবে। ইহাদিগের ক্ষেত্রে বিনা নিয়োগে অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র সেই উৎপাদয়িতার দুই অংশ অধিকার করিবে। অন্য-আশ্রম-গত, ক্লীব, উন্মত্ত

পুত্রোঽস্ত্বিতি তানাহ, ন সম্পেদে ; তে সম্পাদয়ামাসুরেষ এব যং কাময়েত তস্য পুত্রোঽস্ত্বিতি তস্যেহ বিশ্বামিত্রো হোতাসীৎ তস্য পুত্রত্বমিয়ায় ।২৯

অপবিদ্ধঃ পঞ্চমো যং মাতাপিতৃভ্যামপাস্তং প্রতিগৃহ্লীয়াৎ ।৩০

শূদ্রাপুত্র এব ষষ্ঠো ভবতীত্যাহুরিত্যেতেঽদায়াদা বান্ধবাঃ ।৩১

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

যস্য পূর্ব্বেষাং বর্ণানাং ন কশ্চিদ্দায়াদঃ স্যাদেতে তস্যাপহরন্তি ।৩২

অথ ভ্রাতৃণাং দায়বিভাগঃ ।৩৩

দ্ব্যংশং জ্যেষ্ঠো হরেৎ, বাশ্বস্য চানুসদৃশমজাবয়ো গৃহঞ্চ ।৩৪

কনিষ্ঠস্য কাষ্ঠং গাং যবসম্ ।৩৫

গৃহোপকরণানি চ মধ্যমস্য ।৩৬

মাতুঃ পারিণেয়ং স্ত্রিয়ো বিভজেরন্ ।৩৭

যদি ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণী-ক্ষত্রিয়া-বৈশ্যাসু পুত্রাঃ স্যুস্ত্র্যংশং ব্রাহ্মণ্যাঃ পুত্রো হরেদ, দ্ব্যংশং রাজন্যায়াঃ পুত্রঃ, সমমিতরে বিভজেরন্ ।৩৮

অন্যেন চৈষাং স্বয়মুৎপাদিতঃ স্যাদ্ দ্ব্যংশমেব হরেৎ ।৩৯

অন্যেষাস্বাশ্রমান্তরগতাঃ ক্লীবোন্মত্ত-পতিতাশ্চ ভরণম্ ।৪০

ক্লীবোন্মত্তানাং প্রেতপত্নী ষণ্মাসং ব্রতচারিণ্যক্ষার-লবণং ভুঞ্জানা শয়ীতোর্দ্ধং ষড়্ভ্যো মাসেভ্যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ পত্যে দত্ত্বা বিদ্যা-কর্ম্মগুরু-যোনিসম্বন্ধান্ সন্নিপাত্য পিতা ভ্রাতা বা নিয়োগং কারয়েৎ ।৪১

তপসে বা ।৪২

নোন্মত্তামবশাং ব্যাধিতাং বা নিযুঞ্জ্যাৎ ।৪৩

জ্যায়সীমপি যোড়শবর্ষাং, ন চেদাময়াবিনী স্যাৎ ।৪৪

প্রাজাপত্যে মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণবদুপচরেৎ ।৪৫

অন্যত্র সংস্থাপ্য বাক্‌পারুষ্যাদ্দণ্ডপারুষ্যাচ্চ ।৪৬

এবং পতিতগণ কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে অধিকারী। ক্লীব ও উন্মত্তের বিধবা পত্নী বৈধব্যের পর ছয়মাস অক্ষার-লবণ ভোজন করত ব্রতচারিণী হইয়া থাকিবে। সে ছয় মাসের পর স্নান করিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবে। পরে বিদ্যাগুরু, কর্ম্মগুরু, যৌনসম্বন্ধীদিগকে আহ্বান করিয়া পিতা বা ভ্রাতা তাহাকে পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিবে। অথবা তপস্যা করিতে নিযুক্ত করিবে। উন্মত্তা, অবশবর্ত্তিনী এবং ব্যাধিতাকে নিয়োগ করিবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে নিয়োগ করাও নিষিদ্ধ। যোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ তরুণী অনাময়াবিনী রমণীকে নিয়োগ করা বিধি। প্রাজাপত্য মুহূর্ত্তে পাণিগ্রহণের মত উপচার স্থাপন করিবে। যেখানে বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যের সম্ভাবনা নাই, সেইখানেই এ সমস্ত আয়োজন করিবে। নিযুজ্যমানা রমণী গ্রাসাচ্ছাদন ও স্নান এবং অনুলেপন বিষয়ে নিয়ম অবলম্বন করিবে। অনিযুক্তা রমণীতে উৎপাদিত পুত্র উৎপাদয়িতার হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলেন। নিয়োগধর্ম্মিণী রমণী পূর্ব্বে যে পুরুষের সলোভ দৃষ্টিপথের পথবর্ত্তিনী হয়, সেই পুরুষের প্রতি ঐ রমণীকে নিয়োগ করিবে না।৩৩-৪৯

কেহ কেহ বলেন,—ঐরূপ স্থলে নিয়োগ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অবিবাহিতাবস্থাতে রজস্বলা হইলে ঐ ঋতুমতী কুমারী তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অনুরূপ স্বামী লাভ করিবে। এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি পিতার দান করিবার অগ্রে কন্যাকাল অতীত হয় এবং তৎপরে কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা, গুরুর হিতরত উত্তম পাত্রে প্রদত্ত হইলেও দৃষ্টিপাতে দাতাকে অধঃপাতিত করে। পিতা ঋতুকাল-ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র ঋতু না হইলেই কন্যাদান করিয়া থাকেন। অবিবাহিত অবস্থাতে ঋতুমতী হইয়া থাকিলে পিতা দোষী হন। অনুরূপ বর প্রার্থী আছে, কন্যাও বিবাহ করিতে অভিলাষবতী, এমত অবস্থায় দান করা না হইলে সেই কন্যার যতবার ঋতু হইবে, পিতা-মাতার তাবৎ ভ্রূণহত্যার পাপ হইবে—ইহা ধর্ম্মকথা। কেবল জলছিটা দিয়া বা বাক্যমাত্রে কন্যাদান হইয়াছে, কিন্তু

গ্রাসাচ্ছাদন-স্নান-লেপনেষু প্রাগ্‌যামিনী স্যাৎ ।৪৭
অনিযুক্তায়ামুৎপন্ন উৎপাদয়িতুঃ পুত্রো
ভবতীত্যাহুঃ ।৪৮
স্যাচ্চেন্নিয়োগিনো দৃষ্ট্যা লোভান্নাস্তি নিয়োগঃ ।৪৯
প্রায়শ্চিত্তং বাপ্যুপনিযুঞ্জ্যাদিত্যেকে ।৫০
কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যম্ ।৫১
অথাপ্যুদাহরন্তি ।
পিতুঃ প্রদানাৎ তু যদা হি পূর্ব্বং
কন্যা বয়ো যঃ সমতীত্য দীয়তে ।
সা হন্তি দাতারমপীক্ষমাণা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণে চ ॥৫২
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাম্ ঋতুকালভয়াৎ পিতা ।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি ॥৫৩
যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাম্ ।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ॥৫৪
অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি ।
ন চ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা ॥৫৫
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা ।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা ॥৫৬
পাণিগ্রহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা ।
সা চ ত্বক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতীতি ॥৫৭
প্রোষিতপত্নী পঞ্চবর্ষা প্রবসেৎ ।৫৮
যদ্যকামা যথা প্রেতস্য এবঞ্চ বর্ত্তিতব্যং স্যাৎ ।৫৯
এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণী প্রজাতা, চত্বারি রাজন্যা প্রজাতা, ত্রীণি বৈশ্যা প্রজাতা, দ্বে শূদ্রা প্রজাতা ।৬০
অত ঊর্দ্ধং সমানোদকপিণ্ড-জন্মর্ষিগোত্রাণাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো গরীয়ান্ ।৬১
ন খলু কুলীনে বিদ্যমানে পরগামিণী স্যাৎ ।৬২
যস্য পূর্ব্বেষাং ষণ্ণাং ন কশ্চিদ্দায়াদঃ স্যাৎ, সপিণ্ডাঃ পুত্রস্থানীয়া বা তস্য ধনং বিভজেরন্ ।৬৩
তেষামলাভে আচার্য্যান্তেবাসিনৌ হরেয়াতাম্ ।৬৪
তয়োরলাভে রাজা হরেৎ ।৬৫
ন তু ব্রাহ্মণস্য রাজা হরেৎ, ব্রহ্মস্বং তু বিষং ঘোরম্ ।৬৬
ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে ।
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্র-পৌত্রকমিতি ॥৬৭
ত্রৈবিদ্যসাধুভ্যঃ সংপ্রযচ্ছেদিতি ।৬৮

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কোন মন্ত্র পাঠ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, এমত অবস্থাতে বরের মৃত্যু হইলে ঐ কুমারী কন্যা পিতারই হইবে। বাগ্‌দত্তা কন্যা মন্ত্রসংস্কৃতা না হইলে তাহাকে অপর পাত্রে দেওয়া যায়, বাগ্‌দত্তা কন্যা অবাগ্‌দত্তা-কন্যা সদৃশী জানিবে ।৫০-৫৬

বালিকা কেবলমাত্র মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়াছে, অথচ অক্ষতযোনি আছে, এমন সময়ে পাণিগ্রাহকের মৃত্যু হইলে, তাহার পুনঃসংস্কার হইতে পারিবে। যাহার স্বামী বিদেশে, সেই অজাততনয়া রমণী অকামা হইলে পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিবে। বিধবা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, সেই ভাবে কালযাপন করিবে। আর জাত-সন্তানা ব্রাহ্মণী পাঁচ বৎসর, জাতসন্তানা ক্ষত্রিয়া চারি বৎসর, জাতসন্তানা বৈশ্যা তিন বৎসর এবং জাতসন্তানা শূদ্রা দুই বৎসর অপেক্ষা করিবে। তৎপরে সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র ও সমানপ্রবর পুরুষগণের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষের অভাবে পর পর পুরুষকে আশ্রয় করিবে। পর পর অপেক্ষা পূর্ব্ব পূর্ব্বই শ্রেষ্ঠ। বংশের পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে অপর পুরুষ আশ্রয় করিবে না। যাহার পূর্ব্বোল্লিখিত ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে ধনাধিকারী কোন পুত্রই নাই, তাহার ধন সপিণ্ড ও পুত্র স্থানীয়গণ বিভাগ করিয়া লইবে। তদভাবে আচার্য্য বা ছাত্র, তদভাবে রাজা তদীয় ধন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের ধন রাজা লইবেন না। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ঘোরতর হলাহল, পণ্ডিতেরা বিষকে বিষ বলেন না, ব্রাহ্মণকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ কেবল এক ব্যক্তিকেই বধ করে, আর ব্রহ্মস্ব পুত্রপৌত্র পর্য্যন্ত বিনাশ করে, অতএব রাজা ব্রাহ্মণের ধন ত্রৈবিদ্য-সাধুগণকে দান করিবেন ।৫৭-৬৮

বসিষ্ঠ-সংহিতায় সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৭॥

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

শূদ্রেণ ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নশ্চাণ্ডালো ভবতীত্যাহুঃ, রাজন্যায়াং বৈশ্যায়ামন্ত্যাবসায়ী ।১

বৈশ্যেন ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নো রামকো ভবতি ইত্যাহুঃ, রাজন্যায়াং পুক্কশঃ ।২

রাজন্যেন ব্রাহ্মণ্যামুৎপন্নঃ সূতো ভবতীত্যাহুঃ ।৩

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

ছিন্নোৎপন্নাস্তু যে কেচিৎ প্রাতিলোম্যগুণাশ্রিতাঃ ।
গুণাচারপরিভ্রংশাৎ কর্ম্মভিস্তান্ বিজানীয়ুরিতি ।৪

একান্তর-দ্ব্যন্তর-ত্র্যন্তরানুজাতা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যৈরবচ্ছিন্না নিষাদা ভবন্তি ।৫

শূদ্রায়াং পারশবঃ পারয়ন্নেব জীবন্নেব শবো ভবতীত্যাহুঃ, শব ইতি মৃতাখ্যা ।৬

এতচ্ছ্রাবং যচ্ছূদ্রস্তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে তু নাধ্যেতব্যম্ ।৭

অথাপি যমগীতান্ শ্লোকানুদাহরন্তি

শ্মশানমেতৎ প্রত্যক্ষং যে শূদ্রাঃ পাপচারিণঃ ।
তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে চ নাধ্যেতব্যং কদাচন ॥৮

ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্ ।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ॥৯

যশ্চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং যশ্চাস্য ব্রতমাদিশেৎ ।
সোঽসংবৃতং তমোঘোরং সহ তেন প্রপদ্যত ইতি ॥১০

ব্রণদ্বারে কৃমির্যস্য সম্ভবেত কদাচন ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত হিরণ্যং গৌর্ব্বাসো-দক্ষিণেতি ॥১১

নাগ্নিচিৎ পরামুপেয়াৎ কৃষ্ণবর্ণায়াঃ সরমায়া ইব ন ধর্ম্মায়েতি ।

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন সন্তানকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে উৎপন্ন সন্তানকে অন্ত্যাবসায়ী, বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে রামক, বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে পুক্কশ এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে সূত বলেন। পণ্ডিতেরা বলেন,—ইহারা গোপনে উৎপাদিত হইলেও নীচজাতির সমগুণাবলম্বী হইবেই। সুতরাং গুণহীন, ভ্রষ্টাচার এবং হীনকর্ম্মা বলিয়াই ইহাদিগকে চিনিয়া লইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঔরসে যথাক্রমে ত্র্যন্তর, দ্ব্যন্তর এবং একান্তর বর্ণ শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত মনুষ্যগণ "নিষাদ" বলিয়া অভিহিত ।১-৫

শূদ্রা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তিন বর্ণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা দুইবর্ণ এবং বৈশ্য অপেক্ষা একবর্ণ অন্তর। ঐ "নিষাদ" জাতির নামান্তর "পারশব।" বাঁচিয়া থাকিলেও শবতুল্য, এইজন্যই ইহার নাম "পারশব" বলিয়া কথিত হইয়াছে। মৃতের নাম শব। শূদ্রত্বই শবত্ব। অতএব শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন করিবে না। এ বিষয়ে যমগীত শ্লোকও উদাহৃত হইয়া থাকে, পাপাচারী শূদ্রগণই প্রত্যক্ষ শ্মশান। অতএব কদাপি শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না। শূদ্রকে লৌকিক কার্য্য উপদেশ করিবে না, উচ্ছিষ্ট দিবে না, হুতাবশিষ্ট দ্রব্য দিবে না, ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে না বা ব্রত উপদেশ করিবে না ।৬-৯

যে ব্যক্তি ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ বা ব্রতোপদেশ করিবে, উক্ত উপদিষ্ট শূদ্রের সহিত সেই উপদেশকও ঘোরতর অসংবৃত অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। যাহার ব্রণদ্বারে কখন কৃমি হইবে, সে প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং সুবর্ণ, গোরু ও বস্ত্র দক্ষিণা দিবে। সাগ্নিক ব্যক্তি শূদ্রাকে কৃষ্ণা কুক্কুরীর ন্যায় মনে করিয়া তাহাতে উপগত হইবে না। শূদ্রা গমন ধর্ম্মজনক নহে ।১০-১১

বসিষ্ঠ-সংহিতায় অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৮॥

একোনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

ধৰ্ম্মো রাজ্ঞঃ পালনং ভূতানাং তস্যানুষ্ঠানাৎ সিদ্ধিঃ ।১

ভয়কারণং হ্যপালনং বৈ এতৎ সূত্রমাহুর্বিদ্বাংসস্তস্মাদ্গার্হস্থ্যনৈয়মিকেষু ।২

পুরোহিতে দদ্যাদ্ বিজ্ঞায়তে ব্রাহ্মণঃ পুরোহিতো রাষ্ট্রং দধাতীতি ।৩

তস্য ভয়মপালনাদসামর্থ্যাচ্চ ।৪

দেশধর্ম্ম-জাতিধর্ম্ম-কুলধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ বৈতাননুপ্রবিশ্য রাজা চতুরো বর্ণান্ স্বধর্ম্মে স্থাপয়েৎ ।৫

তেষ্বধর্ম্মপরেষু দণ্ডস্তু দেশ-কাল-ধর্ম্মাধর্ম্ম-বয়ো-বিদ্যা-স্থান-বিশেষৈর্দিশেৎ ।৬

আগমাদৃষ্টাভাবাৎ পুষ্পফলোপগান্যদেয়ানি হিংস্যাৎ ।৭

কর্ষণকরণার্থঞ্চোপহত্যা গার্হস্থ্যং গাঞ্চ মানোন্মানে রক্ষিতে স্যাতাম্ ।৮

অধিষ্ঠানান্নো নীহারসার্থানামস্মান্ন মূল্যমাত্রং নৈহারিকং স্যাৎ ।৯ মহামহস্থঃ স্যাৎ ।১০

সংমানয়েদবাহ্যবাহনীয়দ্বিগুণকারিণী স্যাৎ ।১১

প্রত্যেকং প্রয়াস্যঃ পুমান্ ।১২

শতং বা রাদ্ধ্যং বা তদেতদপ্যর্থাঃ স্ত্রিয়ঃ করাষ্টৌ মানাধারমধ্যমাঃ পাদঃ কার্ষাপণস্য নিরুক্তোঽন্তরো মানাকরঃ শ্রোত্রিয়ো রাজপুমানথ প্রব্রজিত-বাল-বৃদ্ধ-তরুণপ্রদাতা প্রাগামিকাঃ কুমার্য্যো মৃতাপত্যাশ্চ, বাহুভ্যামুত্তরং শতগুণং দদ্যাৎ ।১৩

নদী-কক্ষ-বন-শৈলোপমাঙ্গা নিষ্করাঃ স্যুস্তদুপজীবিনো বা দদ্যুঃ ।১৪

একোনবিংশ অধ্যায়

প্রজাপালনই রাজার ধর্ম্ম। অনুষ্ঠান করিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। পালন না করাই ভয়ের কারণ,—পণ্ডিতগণ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। জানা যায়, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতই রাজ্য রক্ষা করেন, অতএব গৃহস্থাপিত নিয়মমত কার্য্যে রাজা পুরোহিতকে দান করিবেন। অপালন ও অসামর্থ্যও হইতেই রাজার ভয়। দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম এবং কুলধর্ম্ম—এই সমস্ত বজায় রাখিয়া রাজা চারি বর্ণকে আশ্রমে স্থাপন করিবেন। ইহারা অধর্ম্ম-পরায়ণ হইলে রাজা দেশ, কাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বয়স, বিদ্যা ও স্থানবিশেষ অনুসারে ইহাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন। শ্রুতি-নিষিদ্ধ নহে বলিয়া কৃষিকর্ম্মের জন্য দানের অনুপযুক্ত কুফল ও কুপুষ্প-সম্পন্ন বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া ফেলিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও গরুকে রক্ষা করিবেন। আয়-ব্যয়ের পরিমাণ সমান করিয়া রাখিবেন ।১-৮

বরফের কর মালিকের নিকট হইতে মূল্যমাত্রও লইবেন না, কেননা, ইহা অস্থায়ী। মহামহোৎসব করিবেন। রাজা পিতৃব্য মাতুলাদিকে ভরণ-পোষণ দ্বারা সম্মান করিবেন।

ভারবহনের অযোগ্য অশ্বদিগকে ভার বহনে নিযুক্ত করিলে দ্বিগুণ কর গ্রহণ করিবেন। বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষই ভরণপোষণ যোগ্য। শত অর্থের মালিক নারীগণ কিম্বা পূজ্য স্ত্রীগণ অষ্টমাংশ কর দিবে। মধ্যম সম্মান পাত্র নারীগণ, কার্ষাপণের এক চতুর্থাংশ কর দিবে। বিশিষ্ট সম্মানী, সৎ কুলসম্ভূত, সদ্ ব্রাহ্মণ, রাজপুরুষ, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ অল্পবয়স্ক দাতা, অতিথি, কুমারী ও মৃতবৎসাগণ নিষ্কর। বাহু দ্বারা নদী পার হইলে শতগুণ কর দিবে। নদী, রাজান্তঃপুর বন, পর্ব্বত ও তদঙ্গভূমি নিষ্কর। অথবা তদুপজীবীগণ কিছু কর দিবে ।৯-১৪

প্রতি মাসে বিবাহ কর দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিবে। রাজা মৃত হইলে অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট কর দিবে। প্রসঙ্গক্রমে মাতৃগণের জীবিকা ব্যাখ্যাত হইতেছে। হইতেছে। রাজমহিষীগণকে ও পিতৃব্য, মাতুল এবং অংশভাগী-পিতৃব্যগণকে রাজা ভরণ পোষণ করিবেন

প্রতিমাসমুদ্বাহকরৈস্ত্যাগময়েদ্রাজনি চ প্রেতে দদ্যাৎ ।১৫

প্রাসঙ্গিকং তেন মাতৃবৃত্তির্ব্যাখ্যাতা, রাজমহিষ্যাঃ পিতৃব্যমাতুলাংশজাপিতৃব্যান্ রাজা বিভৃয়াৎ, তদ্গামিত্বাদংশস্য স্যুঃ ।১৬

তদ্বন্ধুংশ্চান্যাংশ্চ রাজপত্ন্যো গ্রাসাচ্ছাদনং লভেরন্ ।১৭

অনিচ্ছন্তো বা প্রব্রজেরন্ ক্লীবোন্মত্তাংশং বাপি ।১৮

মানবং শ্লোকমুদাহরন্তি ।

ন রিক্তকার্ষাপণমস্তি শুল্কং
ন শিল্পবৃত্তৌ ন শিশৌ ন ধর্ম্মে ।
ন ভৈক্ষবৃত্তৌ ন হৃতাবশেষে
ন শ্রোত্রিয়ে প্রব্রজিতে ন যজ্ঞে ॥ ইতি ।১৯

স্তেনাভিশস্ত-দুষ্ট-শস্ত্রধারি-সহোঢ়-ব্রণসম্পন্ন-ব্যপবিষ্টেষ্বেকেষাং দণ্ডোৎসর্গে রাজৈকরাত্রমুপবসেৎ ।২০

ত্রিরাত্রং পুরোহিতঃ ।২১

কৃচ্ছ্রমদণ্ড্যদণ্ডনে পুরোহিতস্ত্রিরাত্রং বা ।২২

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী ।
গুরৌ শিষ্যস্তু যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষম্ ॥২৩
রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥২৪
এনো রাজানমৃচ্ছত্যপ্যুৎসৃজন্তং সকিল্বিষম্ ।
তচ্চেন্ন ঘাতয়েদ্ রাজা রাজধর্ম্মেণ দুষ্যতীতি ॥২৫
রাজ্ঞামন্যেষু কার্য্যেষু সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ।
তথা তান্যপি নিত্যানি কাল এবাত্রকারণমিতি ॥২৬
যমগীতঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি ।
নাত্র দোষোঽস্তি রাজ্ঞাং বৈ ব্রতিনাং ন চ মন্ত্রিণাম্ ।
ঐন্দ্রস্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হি তে সদেতি ॥২৭

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

কারণ, রাজা মৃত হইলে তাঁহার সম্পত্তির অংশভাগী তাঁহার হইয়া থাকেন। রাজার বন্ধুগণ ও অন্যান্য রাজপত্নীগণ গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইবেন। ইচ্ছা করিয়া হউক অথবা অনিচ্ছা করিয়াই হউক যাহারা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন কিংবা ক্লীব বা উন্মত্ত তাহারা অংশ পাইবেন না, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন। এ বিষয়ে মনুর বাক্য উদাহৃত হইতেছে,—কার্ষাপণের ন্যূন শুল্ক নাই। শিল্পবৃত্তিতে শুল্ক নাই, শিশুর শুল্ক নাই, ধর্ম্মকার্য্যে শুল্ক নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে শুল্ক নাই, হৃতাবশিষ্ট বাণিজ্যদ্রব্যে শুল্ক নাই, শ্রোত্রিয় ও প্রব্রজিত ব্যক্তিকে শুল্ক দিতে হয় না, যজ্ঞেরও শুল্ক নাই। কেহ কেহ বলেন,—চোর, অভিশপ্ত, দুষ্ট, শস্ত্রধারী, সহোঢ়, পাপসূচক ব্রণসম্পন্ন এবং ব্যপবিষ্ট—রাজা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান না করিলে একদিন উপবাস করিবেন, পুরোহিত তিনদিন ।১৫-২১

অদণ্ড্যব্যক্তিকে রাজা দণ্ডদান করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং পুরোহিত তিনদিন উপবাস করিবেন। পণ্ডিতেরা বলেন,—যে ব্যক্তি ভ্রূণঘাতীর অন্ন ভোজন করে, তাহাতে ভ্রূণহত্যা-পাপ সংক্রমিত হয়। ব্যভিচারিণী ভার্য্যা স্বামীতে পাপভার চাপাইয়া থাকে। যজমান এবং শিষ্য, ঋত্বিক্ এবং গুরুকে নিজের পাপভাগী করে, আর চৌরপাপে রাজা আক্রান্ত হন। পাপী মনুষ্যগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে নির্ম্মল হইয়া পুণ্যবান্ সাধুগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করে। পাপী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে সেই পাপীর পাপ-তুল্য পাপ রাজাতে উৎপন্ন হয়। রাজা যদি তাহাকে আঘাত না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজধর্ম্ম অনুসারে দোষী হন। রাজার রাজকার্য্যে সদ্যঃশৌচ বিহিত। সেই সকল কার্য্যও নিত্য, ফলকথা শৌচাশৌচে কালই কারণ। যমকীর্ত্তিত শ্লোকও এ বিষয়ে উদাহৃত হইয়া থাকে,—রাজা, ব্রতী ও মন্ত্রীদিগের এ বিষয়ে দোষ নাই, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মস্থানে আসীন বলিয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ স্বরূপ ।২২-২৭

বসিষ্ঠ-সংহিতায় একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশঃ অধ্যায়ঃ (প্রায়শ্চিত্ত বিধি)

অনভিসন্ধিকৃতে প্রায়শ্চিত্তমপরাধে সবিকৃতে-
হপ্যেকে ।১

গুরুরাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুরাত্মনাম্।
ইহ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যম ইতি ।২

তত্র চ সূর্য্যাভ্যুদয়িকঃ সন্নহস্তিষ্ঠেৎ, সাবিত্রীঞ্চ জপেদেবং সূর্য্যাভিনির্ম্মুক্তো রাত্রাবাসীত ।৩

কুনখী শ্যাবদন্তস্তু কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা পুনর্নিবিশেৎ ।৪

অথ দিধিষুপতিঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা নির্বিশেৎ ।৫

চরণমহরহস্তদ্বক্ষ্যামো ব্রহ্মঘ্নঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা পুনরুপনীতো বেদমাচার্য্যাৎ ।৬

গুরুতল্পগঃ সবৃষণং শিশ্নমুৎকৃত্যাঞ্জলাবাধায় দক্ষিণামুখো গচ্ছেদ্ যত্রৈব প্রতিহন্যাৎ তত্র তিষ্ঠেদাপ্রলয়াম্নিষ্কালকো বা ঘৃতাক্তস্তপ্তাং সূর্ম্মিং পরিষ্বজেন্মরণান্মুক্তো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।৭

আচার্য্য-পুত্র-শিষ্যভার্য্যাসু চৈবং যোনিষু চ ।৮

গুর্ব্বীং সখীং গুরুসখীঞ্চ গত্বা কৃচ্ছ্রাব্দং চরেৎ ।৯

এতদেব চাণ্ডালপতিতান্নভোজনেষু ।১০

ততঃ পুনরুপনয়নং বপনাদীনান্তু নিবৃত্তিঃ ।১১

মানবঞ্চাত্র শ্লোকমুদাহরন্তি।
বপনং মেখলা দণ্ডো ভৈক্ষচর্য্যা ব্রতানি চ।
নিবর্ত্তন্তে দ্বিজাতীনাং পুনঃসংস্কারকর্ম্মণীতি ॥১২

মদ্যপানে ক্লীবব্যবহারেষু চৈবম্ ।১৩

বিংশ অধ্যায়

অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এবং জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ কেহ স্বীকার করেন। গুরু মনস্বাদিগের শাসনকর্ত্তা; রাজা দুরাত্মগণের শাসক, ইহলোকে যাহারা পাপ করে, বৈবস্বত যম তাহাদিগের শাস্তা। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে সূর্য্যোদয় হইতে সমস্ত দিন গায়ত্রী জপ করত দণ্ডায়মান থাকিবে, আর সূর্য্যাস্ত হইতে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিবে। কুনখী এবং শ্যাবদন্ত দ্বাদশদিন-সাধ্য ব্রত করিয়া গৃহস্থ হইবে। অগ্রেদিধিষুপতি দ্বাদশদিন-সাধ্য ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে এবং পোষণ করিতে অনুমতি লইবার জন্য ঐ পত্নীকে জ্যেষ্ঠার স্বামীর নিকট পাঠাইবে। আর দিধিষুপতি * কৃচ্ছ্র ও অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া অন্য বিবাহ করিবে ।১-৫

প্রায়শ্চিত্তাচরণের নিত্যতা আমরা বলিয়া থাকি। ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি দ্বাদশদিন-সাধ্য ব্রত আচরণ করিয়া আচার্য্যের নিকট পুনরুপনীত হইয়া বেদ গ্রহণ করিবে। গুরুপত্নীগামী পুরুষ অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গ ছেদনপূর্ব্বক অঞ্জলিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া যাইবে। যেখানে গতিরোধ হইবে, শরীরপাত পর্য্যন্ত সেই খানেই থাকিবে। অনাহারে থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া উত্তপ্ত লৌহপ্রতিমা আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে মৃত্যু হইলে পাপমুক্ত হয়, ইহা জানা যায়? আচার্য্যপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী, শিষ্য-ভগিনী প্রভৃতি সযোনি-গমনেও এই প্রয়শ্চিত্ত। অন্য গুরুজনের পত্নী, সখী এবং গুরুসখীতে উপগত হইলে একবৎসরব্যাপী ব্রত করিবে। চাণ্ডালান্ন ভোজন এবং পতিতান্ন ভোজনেও ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরুপনয়ন দিতে হইবে। পুনরুপনয়ন কালে কেশ-বপনাদি করিতে হইবে না। এ বিষয়ে মনুর শ্লোক উদাহৃত হইয়া থাকে,—বপন, মেখলাধারণ, দণ্ডধারণ, ভিক্ষাচরণ এবং ব্রহ্মচর্য্য এ সকল দ্বিজাতি-গণের পুনঃসংস্কার করিতে হইলে আর করিতে হয় না। মদ্যপান এবং ক্লীবের সহিত ব্যবহার করিলেও এইরূপ জানিবে ।৬-১৩

---

* জ্যেষ্ঠা ভগিনী বর্ত্তমান থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম অগ্রেদিধিষু, ঐ জ্যেষ্ঠের নাম দিধিষু।

মদ্যভাণ্ডে স্থিতা আপো যদি কশ্চিদ্ দ্বিজোঽর্থবিৎ।১৩ পদ্মোড়ুম্বর-বিল্ব-পলাশানামুদকং পীত্বা ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি।১৪

অভ্যাসে সুরায়া অগ্নিবর্ণাং তাং দ্বিজঃ পিবেৎ।১৫ ভ্রূণহনঞ্চ বক্ষ্যামো ব্রাহ্মণং হত্বা ভ্রূণহা ভবত্যবিজ্ঞাতঞ্চ গর্ভম্।১৬

অবিজ্ঞাতা হি গর্ভাঃ পুমাংসো ভবন্তি তস্মাৎ পুংস্কৃত্য জুহুয়াৎ।১৭ 'লোমানি মৃত্যোর্জুহোমি' 'লোমভির্মৃত্যুং বাসয়' ইতি প্রথমাম্।১৮

'ত্বচং মৃত্যোর্জুহোমি' 'ত্বচা মৃত্যুং বাসয়' ইতি দ্বিতীয়াম্।১৯ 'লোহিতং মৃত্যোর্জুহোমি' 'লোহিতেন মৃত্যুং বাসয়' ইতি তৃতীয়াম্।২০

'মাংসানি মৃত্যোর্জুহোমি' 'মাংসৈর্মৃত্যুংবাসয় ইতি চতুর্থীম্।২১ 'স্নাবানি মৃত্যোর্জুহোমি' 'স্নাবভির্মৃত্যুংবাসয়' ইতি পঞ্চমীম্।২২ 'মেদো মৃত্যোর্জুহোমি' মেদসা মৃত্যুং বাসয়' ইতি ষষ্ঠীম্।২৩ 'অস্থীনি মৃত্যোর্জুহোমি' 'অস্থিভির্মৃত্যুং বাসয়' ইতি সপ্তমীম্।২৪ 'মজ্জানং মৃত্যোর্জুহোমি' 'মজ্জভির্মৃত্যুং বাসয়' ইতি অষ্টমীম্।২৫ রাজার্থে ব্রাহ্মণার্থে বা গ্রামেঽভিমুখমাত্মানং ঘাতয়েৎ ত্রিরজিতো বাপরাদ্ধঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে।২৬

দ্বিরুক্তং কৃতঃ কনীয়ো ভবতীতি।২৭

তদপ্যুদাহরন্তি।

পতিতং পতিতং ত্যক্ত্বা চৌরং চৌরেতি বা পুনঃ।
বচসা তুল্যদোষঃ স্যান্মিথ্যাদিদোষতাং ব্রজেদিতি ॥২৮

এবং রাজন্যং হত্বাষ্টৌ বর্ষাণি চরেৎ।২৯

ষড়্ বৈশ্যং, ত্রীণি শূদ্রম্।৩০ ব্রাহ্মণীঞ্চাত্রেয়ীং হত্বা যজ্ঞ দীক্ষিতৌ চ রাজন্যবৈশ্যৌ।৩১ আত্রেয়ীং বক্ষ্যামো রজস্বলামৃতুস্নাতামাত্রেয়ীমাহুঃ।৩২

যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ মদ্যভাণ্ডস্থ জল পান করে, তাহা হইলে সে পদ্মপত্র, উড়ুম্বরপত্র ও বিল্বপত্রের ক্বাথজল পান করিয়া শুদ্ধ হইবে। বারংবার মদ্যপান করিলে দ্বিজ অগ্নিবৎ জ্বলন্ত সেই মদ্য পান করিবে। (তদ্দারা দগ্ধকণ্ঠ হইয়া মরণ হইলে তাহার শুদ্ধি)। ভ্রূণঘাতী কাহাকে বলে, বলিতেছি। ব্রাহ্মণহত্যা বা অবিজ্ঞাত গর্ভহত্যা করিলে তাহাকে ভ্রূণঘাতী বলা যায়। যে গর্ভে স্ত্রী আছে বা পুরুষ আছে জানা যায় না, তাহার নাম অবিজ্ঞাত গর্ভ। অবিজ্ঞাত-গর্ভবধে পুরুষ-বধের পাপ হয়, অতএব "পুংস্কৃতি" অনুসারে হোম করিবে। "লোমানি মৃত্যোর্জ্জুহোমি" ইত্যাদি অষ্ট মন্ত্রে অষ্ট আহুতি দিবে।১৩-২৫

রাজার জন্য বা ব্রাহ্মণের জন্য সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইবে; তাহাতে প্রাণত্যাগ হউক আর নাই হউক, পবিত্র হইবেই, ইহা জানা আছে। যথার্থ দোষের পুনরুল্লেখ করিলেও দোষী হয়। তাহাও কথিত আছে, —পতিতকে পতিত বলিলে বা চোরকে চোর বলিলে, অপতিতকে মিথ্যা করিয়া পতিতাদি বলিলে যে দোষ হয়, তাহারও সেই দোষ হইবে। আর ক্ষত্রিয়বধ করিয়া আট বৎসর ব্রত করিবে। বৈশ্যবধ করিলে ছয় বৎসর এবং শূদ্রবধ করিলে তিন বৎসর ব্রত করিবে। আত্রেয়ী ব্রাহ্মণী ও যজ্ঞদীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বধ করিলে দ্বাদশ-বার্ষিক ব্রত করিবে।২৬-৩১

আত্রেয়ী কাহাকে বলে, বলিতেছি,—ঋতুস্নাতা রজস্বলাকে পণ্ডিতেরা "আত্রেয়ী" বলেন। অত্রিগোত্র-প্রসূতা ব্রাহ্মণীও আত্রেয়ী। ক্ষত্রিয়বধ, বৈশ্যবধ এবং শূদ্রবধে এক বৎসর ব্রত করিবে। এই যে প্রায়শ্চিত্তের অল্পতা কীর্ত্তন হইল, ইহা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ে অজ্ঞানকৃত বধস্থলে জানিবে। আশী রতির অন্যূন ব্রাহ্মণের সুবর্ণ চুরি করিলে আলুলায়িতকেশে রাজসমীপে যাইবে এবং বলিবে, "হে মহারাজ! আমি চোর, আমাকে আপনি শাসন করুন"। রাজা তাহাকে উড়ুম্বর দণ্ড প্রদান করিবেন। চোর তদ্দারা আত্মবধ করিবে, মরণ হইলে পবিত্র হইবে। অথবা উপবাসী থাকিয়া ঘৃতাক্ত হইয়া শুষ্ক-গোময়ানলে পা হইতে সমস্ত

অত্রেত্যেষামপত্যং ভবতীতি চাত্রেয়ী ।৩৩

রাজন্যহিংসায়াং বৈশ্যহিংসায়াং শূদ্রং হত্বা সংবৎসরম্ ।৩৪

ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণাৎ প্রকীর্য্য কেশান্ রাজানমভিধাবেৎ স্তেনোঽস্মি ভোঃ শাস্ত ভবানিতি, তস্মৈ রাজৌডুম্বরং শস্ত্রং দদ্যাৎ, তেনাত্মানং প্রমাপয়েন্মরণাৎ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।৩৫

নিষ্কালকো বা ঘৃতাক্তো গোময়াগ্নিনা পাদপ্রভৃত্যাত্মানমভিদাহয়েন্মরণাৎ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।৩৬

অথাপ্যুদাহরন্তি ।

পুরাকালাৎ প্রমীতানামানাকবিধিকর্ম্মণাম্ ।
পুনরাপন্নদেহানামঙ্গং ভবতি তচ্ছৃণু ॥৩৭

স্তেনঃ কুনখী ভবতি শ্বিত্রী ভবতি ব্রহ্মহা ।
সুরাপঃ শ্যাবদন্তস্তু দুশ্চর্ম্মা গুরুতল্পগঃ ॥ ইতি ।৩৮

পতিতৈঃ সম্প্রয়োগে চ ব্রাহ্মেণ বা যৌনেন বা তেভ্যঃ সকাশান্মাত্রা উপলব্ধাস্তাসাং পরিত্যাগস্তৈশ্চ ন সংবসেদুদীচীং দিশং গত্বানশ্নন্ সংহিতাধ্যয়নমধীয়ানঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ।৩৯

অথাপ্যুদাহরন্তি ॥

শরীরপরিতাপেন তপসাঽধ্যয়নেন চ ।
মুচ্যতে পাপকৃৎ পাপাদ্দানাচ্চাপি প্রমুচ্যতে ।
ইতি বিজ্ঞায়তে ॥৪০

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

দেহ পোড়াইয়া ফেলিবে। এইরূপে মরণ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহাও বিদিত আছে।৩২-৩৬

পণ্ডিতেরা বলেন,—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে বহু জন্ম পরে পুনরায় গৃহীত-শরীরের যেরূপ অঙ্গ হয়, তাহা শুন। চোর কুনখী হয়, ব্রহ্মঘাতী শ্বিত্ররোগী হয়, সুরাপায়ী শ্যাবদন্ত হয় এবং বিমাতৃগামী অনাবৃত-লিঙ্গ হয়। যদি কেহ পতিত ব্যক্তির গৃহীত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মসম্বন্ধ বা যৌনসম্বন্ধ করে বা তাহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করে, তাহা হইলে গৃহীত ধন পরিত্যাগ করিবে। অনাহারে উত্তর দিকে গিয়া সংহিতা-পাঠ দ্বারা পবিত্র হইবে, ইহা বিজ্ঞাত আছে। পণ্ডিতেরা বলেন,—পাপকারী শরীর-পাতন, তপস্যা, অধ্যয়ন এবং দান দ্বারা পাপমুক্ত হয়—ইহা জানা যায়।৩৭-৪০

বসিষ্ঠ-সংহিতায় বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২০॥

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণীগমনে শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়াণাং প্রায়শ্চিত্ত-বর্ণনম্।

শূদ্রশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেদ্ বীরণৈর্বেষ্টয়িত্বা শূদ্রমগ্নৌ প্রাস্যেৎ ॥১

ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বপনং কারয়িত্বা সর্পিষা সমভ্যজ্য নগ্নাং কৃষ্ণং খরমারোপ্য মহাপথমনুসংব্রাজয়েৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥২

বৈশ্যশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমধিগচ্ছেল্লোহিতদর্ভৈর্বেষ্টয়িত্বা বৈশ্যমগ্নৌপ্রাস্যেৎ ॥৩

ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বপনং কারয়িত্বা সর্পিষাভ্যজ্য নগ্নাং গোরথমারোপ্য মহাপথমনুসংব্রাজয়েৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥৪

রাজন্যশ্চেদ্ ব্রাহ্মণীমভিগচ্ছেচ্ছরপত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা রাজন্যমগ্নৌ প্রাস্যেৎ, ব্রাহ্মণ্যাঃ শিরসি বপনং কারয়িত্বা সর্পিষা সমভ্যজ্য নগ্নাং শ্বেতং খরমারোপ্য মহাপথমনুসংব্রাজয়েৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥৫

এবং বৈশ্যো রাজন্যায়াং শূদ্রশ্চ রাজন্যা-বৈশ্যয়োঃ ॥৬

মনসা ভর্তুরতিচারে ত্রিরাত্রং যাবকং ক্ষীরোদনং বা ভুঞ্জানাঽধঃ শয়ীতোর্দ্ধং ত্রিরাত্রাদপ্সু নিমগ্নায়াঃ সাবিত্র্যষ্টশতেন শিরোভির্জুহুয়াৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে * ॥৭

বাকসংবন্ধ এতদেব মাসং চরিত্বোর্ধ্বং মাসাদপ্সু নিমগ্নায়াঃ সাবিত্র্যাশ্চতুর্ভিরষ্টশতৈঃ শিরোভির্জুহুয়াৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥৮

ব্যবায়ে তু সংবৎসরং ঘৃতপটং ধারয়েৎ ॥৯

গোময়গর্তে কুশপ্রস্তরে বা শয়ীতোর্ধ্বং সংবৎসরাদপ্সু নিমগ্নায়াঃ সাবিত্র্যষ্টশতেন শিরোভির্জুহুয়াৎ পূতা ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥১০

ব্যবায়ে তীর্থগমনে ধর্মেভ্যস্তু নিবর্ততে।
চতস্রস্তু পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যগা গুরুগা চ যা ॥১১
পতিঘ্নী চ বিশেষেণ জুঙ্গিতোপগতা চ যা ॥১২

একবিংশ অধ্যায়

শূদ্র ব্রাহ্মণী অভিগমন করিলে বীরণ পত্রের দ্বারা শূদ্রকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন এবং বিবস্ত্রা ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ঘৃত মাখাইয়া ও গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মহাপথ-পরিক্রমা করাইবেন। এইরূপে ব্রাহ্মণী যে পবিত্র হন ইহা বিদিত।১-২

বৈশ্য ব্রাহ্মণী অভিগমন করিলে রক্তবর্ণ কুশের দ্বারা বৈশ্যকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন, এবং বিবস্ত্রা ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ঘৃত মাখাইয়া ও গো-রথে আরোহণ করাইয়া মহাপথ-পরিক্রমা করাইবেন। এইরূপ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণী যে পবিত্র হন ইহা বিদিত।৩-৪

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণী অভিগমন করিলে শরপত্রের দ্বারা ক্ষত্রিয়কে বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবেন, এবং বিবস্ত্রা ব্রাহ্মণীর মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ঘৃত মাখাইয়া ও রক্তবর্ণ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া মহাপথ-পরিক্রমা করাইবেন। বৈশ্য ক্ষত্রিয়া, এবং শূদ্র ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা অভিগমন করিলে ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।৫-৬

ক্ষত্রিয়া কিংবা বৈশ্যা মনের দ্বারা (মনে মনে) পতিভিন্ন অন্যকে কামনা করিলে ত্রিরাত্র যাবক ও ক্ষীর- পান, অধঃ-শয্যায় শয়ন, ত্রিরাত্র নদীজলে অবগাহন এবং সাবিত্রী অথবা শিরঃমন্ত্রের দ্বারা ১০৮ বার হোম করিবেন, (হোম প্রাতনিধি দ্বারা করাইতে হইবে) এইরূপে যে পবিত্র হন ইহা বিদিত।৭

শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

* বঙ্গদেশে প্রচলিত সংহিতা গ্রন্থমধ্যে (যাহা বঙ্গবাসী কর্তৃক প্রকাশিত) 'বসিষ্ঠ-সংহিতার' একবিংশ অধ্যায়ের এই স্থান (৭ নং) পর্য্যন্ত দিয়া বসিষ্ঠ-সংহিতা শেষ হইয়াছে—দেখা যায়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আমরা অন্যান্য স্থান হইতে সংহিতা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ত্রিংশ অধ্যায়ে 'বসিষ্ঠ-সংহিতা' সম্পূর্ণ—ইহা পাই। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিও সমীচীন বোধে যোজনা করিয়া দিলাম। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলির অনুবাদ ক'রেছেন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র পঞ্চতীর্থ মহোদয়।—সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র।

যা ব্রাহ্মণী সুরাপী ন তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি।১২
ইহৈব সা চরতি ক্ষীণপুণ্যাহপ্সু লুগ্ ভবতি
শুক্তিকা বা ॥১৩
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং স্ত্রিয়ঃ শূদ্রেণ সংগতাঃ।
অপ্রজাতা বিশুধ্যন্তি প্রায়শ্চিত্তেন নেতরাঃ।
প্রতিলোমং চরেয়ুস্তাঃ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণোত্তরম্ ॥১৪
পতিব্রতানাং গৃহমেধিনীনাং
সত্যব্রতানাং চ শুচিব্রতানাম্।
তাসাং তু লোকাঃ পতিভিঃ সমানা
গোমায়ুলোকা ব্যভিচারিণীনাম্ ॥১৫
পতত্যর্ধং শরীরস্য যস্য ভার্যা সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্ধশরীরস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥১৬

ব্রাহ্মণশ্চেদপ্রেক্ষাপূর্বং ব্রাহ্মণদারাদভিগচ্ছেদ-নিবৃত্ত-ধর্মকর্মণঃ কৃচ্ছ্রো নিবৃত্ত ধর্মকণোঽতিকৃচ্ছ্রঃ ॥১৭
এবং রাজন্য-বৈশ্যয়োঃ ॥১৮
গাং চেদ্ধন্যাত্তস্যাশ্চর্মণার্দ্রেণ পরিবেষ্টিতঃ ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রং তপ্তকৃচ্ছ্রং বা তিষ্ঠেৎ ॥১৯
তয়োর্বিধিঃ ॥২০
ত্র্যহং দিবা ভুঙ্‌ক্তে নক্তমশ্নাতি বৈ ত্র্যহম্।
ত্র্যহমযাচিতব্রতস্ত্র্যহং ন ভুঙ্‌ক্ত ইতি কৃচ্ছ্রঃ ॥২১
ত্র্যহমুষ্ণং পিবেদাপস্ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং ঘৃতং পীত্বা বায়ুভক্ষঃ পরং ত্র্যহম্ ॥২২
ইতি তপ্তকৃচ্ছ্রঃ ॥২৩
ঋষভবেহতৌ চ দদ্যাৎ ॥২৪

স্ত্রী কোন পুরুষের সহিত মৈথুনাত্মক অসৎ সম্বন্ধীয় আলাপ করিলে একমাস ব্যাপী পূর্ব্বোক্ত ব্রত আচরণ করিয়া একমাসের পর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অস্টাধিক চতুঃশত গায়ত্রী জপ করিবে এবং গায়ত্রী-শিরের দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে (এই বিধি ব্রহ্মবাদিণীগণের)।৮

উপপতির সঙ্গে শরীর-সম্বন্ধ হইলে একবস্ত্রে সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রত আচরণ করিবে এবং গোময়-মধ্যে অথবা কুশময় প্রস্তরে শয়ন করিবে। সংবৎসরের পর জলে নিমগ্ন হইয়া অষ্টশত সাবিত্রী জপ করিবে এবং গায়ত্রী-শিরের দ্বারা হোম করিলে পবিত্র হইবে।৯-১০

সংসর্গ হইলে তীর্থ-গমন করিয়া ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে এবং শিষ্যগামিনী, গুরুগামিনী, পতিঘ্নী এবং পতিতগামিনী এই চারিপ্রকারের স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্যা।১১

সুরাপানকারিণী ব্রাহ্মণীকে দেবগণ পতিলোকে স্থান দেন না, ইহলোকেই সেই ক্ষীণপুণ্যা নারী জলে বিলীন হয় অথবা শুক্তিকাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে। ১২-১৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীগণ শূদ্রের সহিত সঙ্গত হইলে যদি সন্তান না হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। প্রতিলোম-সঙ্গমে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ অনুষ্ঠানের পর শুদ্ধ হইবে। ১৪

গৃহমেধিনীদিগের, পতিব্রতাদিগের ও সত্যপরায়ণা স্ত্রীদিগের পতির সহিত তুল্যলোকে জন্ম হইয়া থাকে আর ব্যভিচারিণীদিগের শৃগাল-যোনিতে জন্ম হয়।১৫

যাহার ভার্য্যা সুরাপান করে, অর্দ্ধশরীর হেতু সে পতিত হইবে। অর্দ্ধশরারের পাতিত্য-নিবন্ধন তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা না করিয়া বা না জানিয়া অন্য ব্রাহ্মণের স্ত্রীতে উপগত হইয়া যদি ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত না হয়, তবে কৃচ্ছ্র-ব্রত করিবে, আর যদি ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সম্বন্ধেও উক্ত বিধি।১৬-১৮

যদি গো-হত্যা করে, তবে ঐ নিহত গরুর আর্দ্র চর্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত কৃচ্ছ্র ও তপ্ত-কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সম্বন্ধেও এই বিধি। কৃচ্ছ্রব্রতের বিধি যথা—তিন দিন পর্য্যন্ত দিনে যথোক্ত-গ্রাস ভোজন করিবে, তিন দিন পর্য্যন্ত রাত্রিতে যথোক্ত-পরিমিত ভোজন করিবে এবং পরবর্ত্তী তিন দিন অনাহারে থাকিবে, ইহাই কৃচ্ছ্র ব্রত।১৯-২১

তপ্তকৃচ্ছ্রের নিয়ম যথা—তিন দিন পর্য্যন্ত উষ্ণ জল পান করিবে, তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত পান করিবে, পরবর্ত্তী তিনদিন বায়ু ভক্ষণ

অথাপ্যুদাহরন্তি ॥২৫

ত্রয় এব পুরা রোগা ঈর্ষ্যা অনশনং জরা।

পৃষদ্ধস্তনয়ং হত্বা অষ্টানবতিমাহরেৎ ॥২৬

ইতি শ্ব-মার্জার-নকুল-সর্প-দর্দুর-মূষিকান্ হত্বা কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরেৎ কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ ॥২৭

অনস্থিমতাং তু সত্ত্বানাং গোমাত্রং রাশিং হত্বা কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরেৎ কিঞ্চিদ্দদ্যাৎ ॥২৮

অস্থিমতাং ত্বেকৈকম্ ॥২৯

যোঽগ্নীনপবিধ্যেৎ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা পুনরাধানং কারয়েৎ ॥৩০

গুরোশ্চালীকনির্বন্ধং সচৈলং স্নাতো গুরুং প্রসাদয়েৎ প্রসাদাৎ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥৩১

নাস্তিকঃ কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা বিরমেন্নাস্তিক্যাৎ ॥৩২

নাস্তিকবৃত্তিস্ত্বতিকৃচ্ছ্রম্ ॥৩৩

এতেন সোমবিক্রয়ী ব্যাখ্যাতঃ ॥৩৪

বানপ্রস্থো দীক্ষাভেদে কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ ॥৩৫

ভিক্ষুকৈর্বা ন প্রস্থবল্লোভবৃদ্ধিবর্জং স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চেতি ॥৩৬

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

করিবে—ইহাই তপ্তকৃচ্ছ ব্রত। বৃষ ও গো দান করিবে। ২২-২৪

এ বিষয়ে শাস্ত্রকাররা বলেন, পূর্ব্বে রোগ ছিল তিনটি—ঈর্ষা, অনশন এবং জরা। অন্যায়পূর্ব্বক হরিণীকে বধ করিলে অষ্টানব্বইটি দান করিবে। ২৫-২৬

কুকুর, বিড়াল,নকুল, সর্প, ভেক ও মূষিক ইহাদিগকে বধ করিলে দ্বাদশ-রাত্র-ব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিবে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিবে।২৭

যাহাদের শরীরে অস্থি নাই এমন প্রাণীকে প্রচুর পরিমাণে হত্যা করিলে দ্বাদশ-রাত্রব্যাপী অতিকৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ দান করিবে আর তাহাদের অস্থি থাকিলে এক একটির জন্য এক একটি ব্রত করিবে।২৮-২৯ .

যে ব্যক্তি বৈধ ও যাজ্ঞিক অগ্নিকে অপবিত্র করিবে, তাহাকে দ্বাদশ-রাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া পুনরায় অগ্ন্যাধান করিতে হইবে।৩০

গুরুর সম্বন্ধে মিথ্যা বলিলে সবস্ত্র স্নান-পূর্ব্বক গুরুর সন্তোষকর কার্য্য করিবে; তিনি যদি প্রসন্ন হন, তবেই পবিত্র হইবে। ৩১

সেই মিথ্যাবাদী লোক যদি নাস্তিক হয়, তবে দ্বাদশ-রাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিয়া নাস্তিক্য হইতে বিরত হইবে। নাস্তিকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। ৩২-৩৩

সোমরস-বিক্রয়ী ব্যক্তিদেরও উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল। বানপ্রস্থী মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিলে দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত করিয়া জপসংখ্যা বর্দ্ধিত করিবে। সন্ন্যাসীগণ লোভবৃদ্ধি শূন্য হইয়া বানপ্রস্থের ন্যায় স্বশাস্ত্র কথিত নিজের সংস্কার করিবে।৩৪-৩৬

বসিষ্ঠ-সংহিতায় একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২১॥

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

(অথাযাজ্যযাজনাদিপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্)

অথ খল্বয়ং পুরুষো মিথ্যা ব্যাকরোত্যযাজ্যং বা যাজয়তি, অপ্রতিগ্রাহ্যং বা প্রতিগৃহ্ণাতি, অনন্নং বাশ্নাতি, অনাচরণীয়মেবাচরতি, তত্র প্রায়শ্চিত্তং কুর্যান্ন কুর্যাদিতি মীমাংসন্তে ন কুর্যাদিত্যাহুর্ন হি কর্মক্ষীয়ত ইতি, কুর্যাদিত্যেব তস্মাচ্ছ্রুতিনিদর্শনা-ত্তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং, তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্ব-মেধেন যজত ইতি ॥১

বাচাঽভিশস্তো গোসবেনাগ্নিষ্টুতা যজেত ॥২

তস্য নিষ্ক্রয়ণানি জপস্তপো হোম উপবাসো দানমুপ-নিষদো বেদাদয়ো বেদান্তাঃ সর্ব্বচ্ছন্দঃসংহিতা মধূন্যঘমর্ষণমথর্বশিরো রুদ্রাঃ পুরুষসূক্তং রাজনি রৌহিণে সামনী কুষ্মাণ্ডানি পাবমান্যঃ সাবিত্রী চেতি পাবনানি ॥৩

অথাপ্যুদাহরন্তি ॥৪

বৈশ্বানরীং ব্রাতপতীং পবিত্রেষ্টিং তথৈব চ।
সকৃদৃতৌ প্রযুঞ্জানঃ পুনাতি দশপুরুষম্ ইতি ॥৫

উপবাসন্যায়েন পয়োব্রততা ফলভক্ষতা প্রসৃত-যাবকো হিরণ্যপ্রাশনং সোমপানমিতি মেধ্যানি ॥৬

সর্ব্বে শিলোচ্চয়াঃ সর্ব্বাঃ স্রবন্তঃ পুণ্যা হ্রদাস্তীর্থা-ন্যৃষিনিবাস-গোষ্ঠপরিষ্কন্ধা ইতি দেশাঃ ॥৭

সংবৎসরো মাসশ্চতুর্বিংশত্যহো দ্বাদশাহঃ ষড়্‌হ-স্ত্র্যহোঽহোরাত্র ইতি কালাঃ ॥৮

এতান্যেবানাদেশে বিকল্পেন ক্রিয়েরন্, এনঃসু গুরুষু গুরূণি লঘুষু লঘূনি ॥৯

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রৌ চান্দ্রায়ণমিতি সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তিঃ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তিরিতি ॥১০

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

(অযাজ্য-যাজনাদি প্রায়শ্চিত্ত)

যে পুরুষ মিথ্যা বলিবে, অযাজ্য-যাজন করিবে এবং অপ্রতিগ্রাহ্য স্থান হইতে বস্তু গ্রহণ করিবে, অভোজ্যান্নের অন্ন ভোজন করিবে, ব্যবহারের অযোগ্য ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে কি না এই বিচারে কেহ কেহ বলেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করিবে না', কারণ তাহারা বলেন, 'ভোগ-ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় হয় না'। কেহ বলেন, 'করিতে হইবে'। সুতরাং শ্রুতির নির্দ্দেশ হেতু যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় ও সে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়। বাক্যের দ্বারা অভিশাপ দিলে গোসব এবং অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ করিবে।১-২

পূর্ব্বোক্ত পাপের শুদ্ধির জন্য জপ, তপস্যা, হোম, উপবাস, দান, উপনিষদ্-পাঠ, বেদাদি ও বেদান্তাদি পাঠ, সমস্ত ছন্দঃ পাঠ, সংহিতা, মধুমন্ত্র, অঘমর্ষণ, অথর্ব্ব-শির, রুদ্রাধ্যায়, পুরুষ-সূক্ত, পাবমানী-সূক্ত, সাম-সূক্ত ও গায়ত্রী-জপ অনুষ্ঠান করিবে। এ বিষয়ে ঋষিরা বলেন, 'বৈশ্বানর-ইষ্টি, ব্রাতপতি-ইষ্টি, পবিত্র-ইষ্টি ঋতু-সময়ে একবার মাত্র প্রয়োগ করিলে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। উপবাসের নিয়মে পয়োব্রত, ফলভক্ষণ, যাবক-পান, হিরণ্য-প্রাশন ও সোমপান পবিত্রকর।৩-৬

সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, পবিত্র হ্রদ, তীর্থগুলি, আশ্রম, ও গোষ্ঠ স্থান পবিত্র। সংবৎসর, মাস, চতুর্বিংশ দিবস দ্বাদশাহ, ষড়হ, ত্র্যহ এগুলিই প্রায়শ্চিত্ত কাল।৭-৮

বিশেষ কিছু বলা না থাকিলে যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। পাপ গুরুতর হইলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপ লঘু হইলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সমস্ত পাপেই কৃচ্ছ্র এবং অতিকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণই প্রায়শ্চিত্ত।৯-১০

ইতি বসিষ্ঠ-কথিত ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

(অথ ব্রহ্মচারিণঃ স্ত্রীগমনে প্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্) ।

ব্রহ্মচারী চেৎ স্ত্রিয়মুপেয়াদরণ্যে চতুষ্পথে লৌকিকেঽগ্নৌ রক্ষো-দৈবতং গর্দভং পশুমালভেত, নৈঋর্তং বা চরুং নির্বপেৎ, তস্য জুহুয়াৎ-কামায় স্বাহা, কামকামায় স্বাহা, নিঋর্ত্যৈ স্বাহা, রক্ষোদেবতাভ্যঃ স্বাহেতি ॥১

এতদেব রেতসঃ প্রযত্নোৎসর্গে দিবা স্বপ্নে ব্রতান্তরেষু বা সমাবর্ত্তনাৎ তির্যগ্‌যোনিব্যবায়ে ॥২

শুক্লমৃষভং দদ্যাৎ ॥৩

গাং গত্বা শূদ্রাবধেন দোষো ব্যাখ্যাতঃ ॥৪

ব্রহ্মচারিণঃ শবকর্ম্মণো ব্রতান্নিবৃত্তিরন্যত্র মাতাপিত্রোঃ ॥৫

স চেদ্ ব্যাধীয়ীত কামং গুরোরুচ্ছিষ্টং ভেষজার্থং সর্ব্বং প্রাশ্নীয়াৎ ॥৬

গুরুপ্রযুক্তশ্চেন্ ম্রিয়েত, ত্রীন্ কৃচ্ছ্রাংশ্চরেদ্ গুরুঃ ॥৭

ব্রহ্মচারী চেন্মাংসমশ্নীয়াদুচ্ছিষ্টভোজনীয়ং কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরিত্বা ব্রতশেষং সমাপয়েৎ ॥৮

শ্রাদ্ধ-সূতকভোজনেষু চৈবম্ ॥৯

অকামতোপনতং মধু বাজসনেয়কে ন দুষ্যতীতি বিজ্ঞায়তে ॥১০

স আত্মত্যাগ্যভিশস্তো ভবতি, সপিণ্ডানাং প্রেতকর্ম্মচ্ছেদঃ ॥১১

কাষ্ঠ-জল-লোষ্ট্র-পাষাণ-শস্ত্র-বিষ-রজ্জুভির্য আত্মানমবসাদয়তি, স আত্মহা ভবতি ॥১২ অথাপ্যুদাহরন্তি ॥১৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্মচারীর স্ত্রীগমনের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে। ব্রহ্মচারী যদি অরণ্য বা চতুষ্পথে বা লৌকিক অগ্নিগৃহে স্ত্রীগমন করে কিংবা অস্বামিক গর্দ্দভকে হত্যা করে এবং রাক্ষস চরু দ্বারাতে হোম করে, সে কতকগুলি হোম করিলেই শুদ্ধ হইবে, যথা 'কামায় স্বাহা, কাম-কামায় স্বাহা, নৈঋর্ত্যৈ স্বাহা, রক্ষো-দেবতাভ্যঃ স্বাহা' ।১

ইচ্ছাপূর্ব্বক রেতঃ পরিত্যাগ করিলে কিংবা দিবাস্বপ্নে অথবা সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ব্রতান্তর গ্রহণ করিলে কিংবা তির্য্যগ্‌-যোনি-সঙ্গমে পূর্ব্বোক্ত হোম করিয়া শুক্ল বৃষ দান করিবে ।২-৩

ধেনুতে সঙ্গত হইলে শূদ্র-স্ত্রীবধের পাপ হইবে। ব্রহ্মচারী মৃতের দাহন-বাহনাদি শব-কর্ম্ম করিলে ব্রত হইতে নিবৃত্ত হইবে, কেবল মাতাপিতার শব-কর্ম্ম করিতে পারে ।৪-৫

ব্রহ্মচারী যদি ব্যাধিযুক্ত হয়, ইচ্ছা করিলে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে পারে, ঔষধের জন্য সমস্তই ভক্ষণ করিতে পারে ।৬

গুরু কর্ত্তৃক প্রযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে গুরু তিনবার কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবেন ।৭

ব্রহ্মচারী যদি মাংস ভোজন করে কিংবা উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, তাহা হইলে দ্বাদশ-রাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ব্রত সমাপন করিবে ।৮

ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধান্ন-ভোজনে ও অশৌচান্ন-ভোজনেও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত। অনিচ্ছাকৃত অযাচিতভাবে বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী ব্রহ্মচারীর নিকট মধু উপস্থিত হইলে দোষণীয় নয়। যে আত্মহত্যাকারী বা অভিশস্ত হয়, তাহার সপিণ্ডের ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্ম নিষিদ্ধ। কাষ্ঠ, জল, লোষ্ট্র, পাষাণ, শস্ত্র, বিষ ও রজ্জু-দ্বারা যে ব্যক্তি নিজেকে বিনষ্ট করে, সেই আত্ম-হত্যাকারী ।৮-১২

য আত্মত্যাগিনঃ কুর্য্যাৎ স্নেহাৎ প্রেতক্রিয়াং দ্বিজঃ।
স তপ্তকৃচ্ছ্রসহিতং চরেচ্চান্দ্রায়নব্রতম্ ইতি ॥১৪

চান্দ্রায়ণং পরস্তাদ্‌বক্ষ্যামঃ ॥১৫

আত্মহননাধ্যবসায়ে ত্রিরাত্রম্ ॥১৬

জীবন্নাত্মত্যাগী কৃচ্ছ্রং দ্বাদশরাত্রং চরেৎ, ত্রিরাত্রং হ্যুপবসেন্নিত্যং স্নিগ্ধেন বাসসা প্রাণানাত্মনি চাযম্য ত্রিঃ পঠেদঘমর্ষণমিতি ॥১৭

অপি বৈতেন কল্পেন গায়ত্রীং পরিবর্ত্তয়েৎ।
অপি বাগ্নিমুপাধায় কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥১৮

যচ্চান্যন্মহাপাতকেভ্যঃ সর্ব্বমেতেন পূয়ত ইত্যথাপ্যাচামেৎ ॥১৯

অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চেতি প্রাতর্ম্মনসা পাপং ধ্যাত্বাত্তম্-পূর্ব্বাঃ সত্যান্তা ব্যাহৃতীর্জপেদঘমর্ষণং বা পঠেৎ ॥২০

মানুষাস্থি স্নিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রমাশৌচমস্নিগ্ধে ত্বহোরাত্রম্ ॥২১

শবানুগমনে চৈবম্ ॥২২

অধীয়ানানামন্তরাগমনে ত্বহোরাত্রমভোজনম্, ত্রিরাত্র মমভোজনম্, ত্রিরাত্রমভিষেকো বিবাসশ্চা-ন্যোন্যেন ॥২৩

শ্ব-মার্জার-নকুল-শীঘ্রগাণামহোরাত্রম্ ॥২৪

শ্ব-কুক্কুট-গ্রাম্যশূকর-কঙ্ক-গৃধ্র-ভাস-পারাবত-মানুষ-কাকোলুক—মাংসাদনে সপ্তরাত্রমুপবাসো নিষ্পুরীষভাবো ঘৃতপ্রাশঃ পুনঃ সংস্কারশ্চ ॥২৫

এবিষয়ে শাস্ত্রকারগণ বলেন, যে ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির প্রেতক্রিয়া সম্পাদন করে, সে তপ্তকৃচ্ছ্রের সহিত চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠান করিবে। চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম পরে বলিব।১৩-১৫

আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিবে। চেষ্টা করিয়াও যদি জীবিত থাকে, সেই আত্মত্যাগেচ্ছু ব্যক্তি দ্বাদশরাত্রব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিবে। তিন দিন উপবাস করিবে এবং প্রত্যহ আর্দ্রবস্ত্রে প্রাণায়াম পূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিবে।১৬-১৭

অধিকন্তু এই নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে এবং যথাবিধি অগ্নি-সংস্থাপন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ড সহযোগে হোম করিবে। আরও এই নিয়মে অনুষ্ঠান করিলে মহাপাতক হইতেও পবিত্র হওয়া যায়।১৮-১৯

'অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাপ-স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে পাঠ করিবে এবং 'ওঁ' আদি সত্যান্ত ব্যাহৃতিত্রয় জপ করিবে অথবা অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ করিবে। রক্তময় মানুষের অস্থি স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ, শুষ্ক হইলে অহোরাত্র।২০-২১

ব্রহ্মচারীর শবানুগমনে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত।২২

বেদাধ্যায়ীদিগের স্ত্রীগমনে অহোরাত্র বা ত্রিরাত্র উপবাস, তিনদিন ত্রিসবন স্নান ও পরস্পর আবাস পরিত্যাগ করিয়া থাকিবে। কুকুর, বিড়াল, নকুল এবং শীঘ্রগামী জীবের বধে অহোরাত্র উপবাস।২৩-২৪

কুকুর, কুক্কুট, গ্রাম্য শূকর, কঙ্ক, গৃধ্র, ভাস, পারাবত, মানুষ, কাক, পেঁচা ইহাদিগের মাংসভোজনে সপ্তরাত্র উপবাস, ঘৃত-প্রাশন এবং পুনঃ-সংস্কার প্রায়শ্চিত্ত।২৫

কুকুর ব্রাহ্মণকে দংশন করিলে সেই ব্রাহ্মণ সমুদ্র-গামিনী নদীতে গিয়া স্নানপূর্ব্বক শত প্রাণায়াম করিয়া ঘৃতপ্রাশনে শুদ্ধ হইবে। কাল, অগ্নি, মনঃশুদ্ধি, জল, সূর্য্যদর্শন এবং অজ্ঞান এই ষড়্‌বিধই শুদ্ধিকারণ।২৬-২৭

কুকুর, চণ্ডাল ও পতিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পতিত ও চাণ্ডালের শববাহনে ত্রিরাত্র বাগ্‌যত হইয়া গোবাস করিবে ও সহস্র সংখ্যক জপ করিয়া পবিত্র হইবে।২৮২৯

ইহার দ্বারা বেতনভোগী নিন্দিত অধ্যাপক ও নিন্দিত যাজকেরা যে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ, তাহা বলা হইল। তাহারা গৃহীত দক্ষিণা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হইবেন। অভিশাপগ্রস্ত ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।৩০-৩১

ভ্রূণহত্যা করিলে দ্বাদশরাত্র জলপান করিয়া দ্বাদশ-রাত্র উপবাসী থাকিবে।৩২

ব্রাহ্মণস্তু শুনা দষ্টো নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য ততঃ শুচিঃ।
ইতি ॥২৬

কালোঽগ্নির্মনসঃ শুদ্ধিরুদকার্কাবলোকনম্।
অবিজ্ঞানং চ ভূতানাং ষড়্‌বিধা শুদ্ধিরিষ্যতে।
ইতি ॥২৭

শ্ব-চাণ্ডাল-পতিতোপস্পর্শনে সচৈলং স্নাতঃ সদ্যঃ পূতো ভবতীতি বিজ্ঞায়তে ॥২৮

পতিত-চাণ্ডালশববহনে ত্রিরাত্রং বাগত্যা অনশনন্ত আসীরন্, সহস্র পরমং বা তদভ্যসন্তঃ, পূতা ভবন্তীতি বিজ্ঞায়তে ॥২৯

এতেনৈব গর্হিতাধ্যাপক-যাজকা ব্যাখ্যাতাঃ, দক্ষিণা-ত্যাগাচ্চ পূতা ভবন্তীতি বিজ্ঞায়তে ॥৩০

এতেনৈবাভিশপ্তো ব্যাখ্যাতঃ ॥৩১

অথাপরং ভ্রূণহত্যায়াং দ্বাদশরাত্রমব্‌ভক্ষো-দ্বাদশরাত্রমুপবসেৎ ॥৩২

ব্রাহ্মণমনৃতেনাভিশংস্য পতনীয়েনোপপতনীয়েন বা মাসমব্‌ভক্ষঃ শুদ্ধবতীরাবর্ত্তয়েৎ ॥৩৩

অশ্বমেধাবভৃথে বা গচ্ছেৎ ॥৩৪

এতেনৈব চাণ্ডালীব্যবায়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥৩৫

অথাপরঃ কৃচ্ছ্র্‌বিধিঃ সাধারণো ব্যূঢ়ঃ ॥৩৬

অহঃ প্রাতরহর্নক্তমহরেকমযাচিতম্।
অহঃ পরাকং তত্রৈকমেবং চতুরহৌ পরৌ ॥৩৭

অনুগ্রহার্থং বিপ্রাণাং মনুর্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বাল-বৃদ্ধাতুরেষ্বেবং শিশুকৃচ্ছ্র্‌মুবাচ হ ॥৩৮

অথ চান্দ্রায়ণবিধিঃ ॥৩৯

মাসস্য কৃষ্ণপক্ষাদৌ গ্রাসানদ্যাচ্চতুর্দ্দশ।
গ্রাসাপচয়ভোজী স্যাৎ পক্ষশেষং সমাপয়েৎ ॥৪০

এবং হি শুক্লপক্ষাদৌ গ্রাসমেকং তু ভক্ষয়েৎ।
গ্রাসোপচয়ভোজী স্যাৎ পক্ষশেষং সমাপয়েৎ ॥৪১

অত্রৈব গায়েত সামানি অপি বা ব্যাহৃতৈর্জপেৎ।
এষ চান্দ্রায়ণো মাসঃ পবিত্রমৃষিসংস্তুতঃ ॥৪২

অনাদিষ্টেষু সর্ব্বেষু প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ইতি ॥৪৩

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মিথ্যাভাবে ব্রাহ্মণকে অভিশাপ দিলে পাপের-যোগ্যই হউক আর অযোগ্যই হউক একমাসব্যাপী জলপান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইবে। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্তে অবভৃথ-স্নান করিবেন। চাণ্ডালী-সংসর্গ করিলেও পূর্ব্বোক্ত পাপ ও তৎ-প্রায়শ্চিত্ত।৩৩-৩৫

এখন সাধারণ কৃচ্ছ্র্‌ প্রায়শ্চিত্তের বিধি বলিতেছি, যথা—একদিন নির্দ্দিষ্ট গ্রাস প্রাতঃকালে, দ্বিতীয় দিন নির্দ্দিষ্ট গ্রাস সন্ধ্যাবেলায়, তার পরের দিন নির্দ্দিষ্ট গ্রাস অযাচিতভাবে, তার পরবর্ত্তী দিন উপবাস এইরূপে চতুর্দিন-সাধ্য ব্রতই পরাক-ব্রত।৩৬-৩৭

এখন ব্রাহ্মণদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ধর্ম্মজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ মনু বালক, বৃদ্ধ এবং রোগীদিগের জন্য শিশুকৃচ্ছ্র্‌-ব্রত বলিতেছেন।৩৮

এখন প্রথমে চান্দ্রায়ণের বিধি বলা হইতেছে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ-তিথিতে চতুর্দ্দশগ্রাস ভোজন করিবে। এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া অমাবস্যাতে সম্পূর্ণ উপবাস করিবে। পরে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ-তিথিতে চন্দ্রের গতি অনুসারে একগ্রাস মাত্র ভক্ষণ করিবে। চন্দ্রকলার বৃদ্ধি অনুসারে দ্বিতীয়াদি দিন হইতে এক একগ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে। এই সময়ে সামবেদ পাঠ করিবে এবং ব্যাহৃতি-যুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে। এইরূপ মাসব্যাপী চন্দ্রায়ণ অতি পবিত্র এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত।৩৯-৪২

যে সমস্ত পাপের কথা বলা হয় নাই, তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে।৪৩

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৩॥

চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

(অথ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বিধিঃ)

অথাতিকৃচ্ছ্রঃ ॥১

ত্র্যহং প্রাতস্তথা সায়মযাচিতং পরাক ইতি কৃচ্ছ্রঃ ॥২

যাবৎ সকৃদাদদীত তাবদশ্নীয়াৎ পূর্ব্ববৎসোঽতিকৃচ্ছ্রঃ॥৩

অব্‌ভক্ষঃ স কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ ॥৪

কৃচ্ছ্রাণাং ব্রতরূপাণি ॥৫

শ্মশ্রু-কেশান্ বাপয়েদ্ ভ্রুবোঽক্ষিলোমশিখাবর্জ্জং নখান্নিকৃত্যৈকবাসা অনিন্দিতভোজী সকৃদ্ভৈক্ষম-নিন্দিতং ত্রিষবণমুদকোপস্পর্শী দণ্ডী কমণ্ডলুঃ স্ত্রী-শূদ্রসংভাষণবর্জী স্থানাসনশীলোঽহস্তিষ্ঠেদ্ রাত্রাবা-সীতেত্যাহ ভগবান্ বসিষ্ঠঃ ॥৬

স তদ্‌যদেতদ্ধর্ম্মশাস্ত্রং নাপুত্রায় নাশিষ্যায় নাসংবৎস-রোষিতায় দদ্যাৎ ॥৭

সহস্রং দক্ষিণা ঋষভৈকাদশ গুরোঃ প্রসাদো বা গুরোঃ প্রসাদো বেতি ॥৮

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

(কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র বিধি)

প্রথম অতিকৃচ্ছ্র। তিন দিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ দিবসে, তিনদিন রাত্রিতে, তিনদিন অযাচিত ভাবে ভোজন—এই পরাকব্রতই কৃচ্ছ্র। একবারে যতটা গ্রহণ করিতে পারা যায়, ততটা অন্নই একবারে পূর্ব্ববৎ বিধি অনুসারে ভোজন করিবে—ইহাই অতিকৃচ্ছ্র।১-৩

জলমাত্র পান করিয়া ঐ ব্রত করিলে তাহা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ ।৪

কৃচ্ছ্রব্রতের স্বরূপ বলিতেছেন,—ঐ ব্রতে শ্মশ্রু-কেশ ফেলিয়া দিবে, কিন্তু ভ্রূ বা চক্ষুর লোম ফেলিবে না, শিখা পরিত্যাগ করিবে না, নখ কাটিবে, একবস্ত্রে থাকিবে, অনিন্দিত ভোজী হইবে, একবার মাত্র ভিক্ষা করিবে, তিনবেলায় যথাবিধি স্নান করিবে, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিবে, স্ত্রী বা শূদ্রের সহিত সম্ভাষণ পরিত্যাগ করিবে, স্থির হইয়া আসনে উপবেশন করিবে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে, রাত্রিতে শয়ন করিবে—ভগবান্ বসিষ্ঠ এই কথা বলেন। এই ধর্ম্মশাস্ত্র পুত্রভিন্ন অন্যকে বলিবে না, শিষ্যভিন্ন অন্যকে বলিবে না ও সংবৎসর যে গুরু-সমীপে বাস করে নাই, তাহাকে বলিবে না। সহস্র দক্ষিণা, একাদশ সংখ্যক বৃষই গুরুর অনুগ্রহজনক অর্থাৎ উক্ত দক্ষিণা দান করিলে গুরুর অনুগ্রহ লাভ হয় ।৫-৮

বসিষ্ঠ-সংহিতায় চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ

(রহস্যপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্)

অবিখ্যাপিতদোষাণাং পাপানাং মহতাং তথা।
সর্বেষাং চোপপাপানাং শুদ্ধিং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥১
অহিতাগ্নের্বিনীতস্য বৃদ্ধস্য বিদুষোঽপি বা।
রহস্যোক্তং প্রায়শ্চিত্তং পূর্বোক্তমিতরে জনাঃ ॥২
প্রাণায়ামৈঃ পবিত্রৈশ্চ দানৈর্হোমৈর্জপৈস্তথা।
নিত্যযুক্তাঃ প্রমুচন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ ॥৩
প্রণায়ামান্ পবিত্রাণি ব্যাহৃতীঃ প্রণবং তথা।
পবিপ্রপাণিরাসীনো ব্রহ্ম নৈত্যকমভ্যসেৎ ॥৪
আবর্তয়েৎ সদা যুক্তঃ প্রাণায়ামান্ পুনঃ পুনঃ।
আ লোমাগ্রান্নখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যতু উত্তমম্ ॥৫
নিরোধাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরগ্নির্হি জায়তে।
তাপেনাপোঽথ জায়ন্তে ততোঽন্তঃ শুধ্যতে ত্রিভিঃ ॥৬
ন তাং তীব্রেণ তপসা ন স্বাধ্যায়ৈর্ন চেজ্যয়া।
গতিং গন্তুং দ্বিজাঃ শক্তা যোগাৎ সংপ্রাপ্নুবন্তি যাম্॥৭
যোগাৎ সংপ্রাপ্যতে জ্ঞানং যোগো ধর্মস্য লক্ষণম্।
যোগঃ পরং তপো নিত্যং তস্মাদ্ যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥৮
প্রণবে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্ ব্যাহৃতীষু চ সপ্তসু।
ত্রিপদায়াং চ গায়ত্র্যাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৯
প্রণবাদ্যাস্তথা বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
বাঙ্ময়ং প্রণবঃ সর্বং তস্মাৎ প্রণবমভ্যস্যেৎ ॥১০
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম পাবনং পরমং স্মৃতম্।
সর্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে ॥১১
অভ্যাসো দশসাহসঃ সাবিত্র্যাঃ শোধনং মহৎ ॥১২
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রণায়ামঃ স উচ্যতে ইতি ॥১৩

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

(রহস্যপ্রায়শ্চিত্ত কথন)

যে সমস্ত পাপ ও মহাপাপের কথা প্রখ্যাপন করা হয় নাই, সেই সমস্ত পাতক ও উপপাতকদিগের শুদ্ধির কথা বলিতেছি। আহিতাগ্নি, বিনীত এবং বৃদ্ধ বিদ্বান্‌দিগের রহস্য (গোপনীয়) পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্ববৎ।১-২

ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামের দ্বারা, পবিত্র দানের দ্বারা, হোম ও জপের দ্বারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন।৩

প্রাণায়াম, ব্রাহ্মণ পবিত্র হস্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যহ পবিত্র ব্যাহৃতি সমূহ ও প্রণবের অভ্যাস করিবে।৪

অতএব সর্ব্বদা ভগবানে যুক্ত হইয়া প্রাণায়াম করিবে। কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত উত্তম তপস্যা-ক্লেশে অতিবাহিত করিবে।৫

নিরোধের দ্বারা বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়। এই বায়ু ও অগ্নি দ্বারা অন্তরশুদ্ধি হইয়া থাকে।৬

তীব্র তপস্যাদ্বারা, স্বাধ্যায়ের দ্বারা এবং যাগের দ্বারা তাদৃশ গতি লাভ হয় না, যে গতি ব্রাহ্মণগণ যোগের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। যোগের দ্বারা জ্ঞান জন্মে, যোগই ধর্ম্মের লক্ষণ, যোগই পরম তপস্যা, এজন্য প্রত্যহ যোগযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রণবে নিত্যযুক্ত হইয়া থাকিবে, সপ্তব্যাহৃতিতে ও ত্রিপদা গায়ত্রীতে নিত্যযুক্ত হইবে, তাহা হইলে কোন ভয় থাকিবে না। সমস্ত বেদের আদিতে প্রণব। প্রণবেই সমস্ত বেদ অবস্থিত। সমস্ত বাঙ্ময় জগতই প্রণব। অতএব প্রণবকেই অভ্যাস করিবে।৭-১০

এই একাক্ষর পরম-পাবন ব্রহ্মস্বরূপ। সমস্ত পাপের সঙ্কর উপস্থিত হইলে দশ সহস্র সাবিত্রী জপের অভ্যাস করিবে, তাহাতেই শুদ্ধি হইবে। ব্যাহৃতি ও প্রণবযুক্ত গায়ত্রী শিরের সহিত সংযতচিত্তে প্রাণরুদ্ধ করিয়া তিনবার পাঠ করিবে--ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম।১১-১২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

(অথ সাধারণপাপক্ষয়োপায়াভিধানম্)

প্রাণায়ামান্ ধারয়েৎ ত্রীন্ যো যথাবিধ্যতন্দ্রিতঃ।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১

কর্মণা মনসা বাচা যদহ্না কৃতমৈনসম্।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি ॥২

কর্মণা মনসা বাচা যদ্ রাত্র্যা কৃতমৈনসম্।
উত্তিষ্ঠন্ পূর্বসন্ধ্যাং তু প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি ॥৩

প্রাণায়ামৈর্য আত্মানং সংযম্যাস্তে পুনঃ পুনঃ।
সংদধ্যাচ্চাধিকৈর্বাঽপি দ্বিগুণৈর্বাপরং তু যঃ ॥৪

সব্যাহৃতিকাঃ সপ্রণবাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ ॥৫

জপ্ত্বা কৌৎসমপেত্যেতদ্ বাসিষ্ঠং চেত্যৃচং প্রতি।
সাবিত্রং শুদ্ধবত্যশ্চ সুরোপোঽপি বিশুধ্যতি ॥৬

সকৃজ্জপ্ত্বাঽস্য বামীয়ং শিবসংকল্পমেব চ।
সুবর্ণমপহৃত্যাপি ক্ষণাদ্ভবতি নির্মলঃ ॥৭

হবিষ্যন্তীয়মভ্যস্য নতমংহ ইতীতি চ।
সূক্তং চ পৌরুষং জপ্ত্বা মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥৮

অপি বাঽপ্সু নিমজ্জানস্ত্রির্জপেদঘমর্ষণম্।
যথাশ্বমেধাবভৃথস্তাদৃশং মনুরব্রবীৎ ॥৯

আরম্ভযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥১০

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১১

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥১২

ষড়বিংশ অধ্যায়

(সাধারণের পাপক্ষয়ের উপায় কথন)

যে ব্যক্তি অনলস হইয়া যথাবিধি তিনবার প্রাণায়াম করে, তাহার তৎক্ষণাৎ অহোরাত্র-কৃত পাপ নষ্ট হয়। কর্ম্মের দ্বারা, মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা দিনে যে পাপ করা যায়, প্রাণায়ামের সহিত সায়ংসন্ধ্যা করিলে সেই পাপ বিদূরিত হয়। ১-২

বাক্য, মন ও কর্ম্মের দ্বারা রাত্রিতে যে পাপাচরণ করা যায়, প্রাণায়ামের সহিত প্রাতঃসন্ধ্যায় তাহা বিনষ্ট হয়। যিনি প্রাণায়ামের দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া ধ্যান করেন, যথোক্ত নিয়মের দ্বিগুণ বা অধিক স-ব্যাহৃতি ও স-প্রণব প্রাণায়াম ষোলবার করেন, এইরূপে একমাস প্রত্যহ করিলে তাহার ভ্রূণহত্যা পাপ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। ৩-৫

জপ করিয়া কৌৎস-ঋষি এবং বাসিষ্ট-ঋষি-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিলে, বিশুদ্ধ ভাবে গায়ত্রী জপ করিলে সুরাপান-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৬

যে ব্যক্তি একবার শিবের 'বামীয়' মন্ত্র ও 'শিবসঙ্কল্প' মন্ত্র জপ করে, সুবর্ণ হরণ করিলেও সে তৎক্ষণাৎ নির্ম্মল হয়। 'হবিষ্যন্তি' এই মন্ত্র অভ্যাস করিয়া পুরুষ-সূক্ত জপ করিলে গুরুতল্প-গমন-জনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জলে নিমগ্ন হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ জপ করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের অবসানে অবভৃথ-স্নানের ন্যায় তাহা পাপনাশক হয়—এই কথা মনু বলিয়াছেন।৭-৯

যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে জপযজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। বাচিক জপ অপেক্ষা উপাংশু জপ শতগুণ ফলপ্রদ। মানস জপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ। ১০

যে চতুর্বিধ পাকযজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে এবং বিধি-বিহিত যে সমস্ত যজ্ঞের নির্দ্দেশ আছে, সে সমস্ত যজ্ঞ জপযজ্ঞের ষোলভাগের একভাগও ফলপ্রদ নহে। ১১

মাত্র জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অন্য কোন তপস্যা-উপাসনাদি করুন আর না করুন, (যিনি জপপরায়ণ) তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ১২

জাপিনাং হোমিনাং চৈব ধ্যায়িনাং তীর্থবাসিনাম্।
ন পরিবসন্তি পাপানি যে চ স্নাতাঃ শিরোব্রতৈঃ॥১৩

তথা অগ্নির্বায়ুনা ধূতো হবিষা চৈব দীপ্যতে।
এবং জপ্যপরো নিত্যং ব্রাহ্মণঃ সংগ্রহীষ্যতে॥১৪

স্বাধ্যায়াধ্যায়িনাং নিত্যং নিত্যং চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাং চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে॥১৫

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
শুদ্ধিকামঃ প্রযুঞ্জীত সর্ব্বপাপেষ্বপি স্থিতঃ॥১৬

যাহারা জপ করে, যাহারা হোম করে, যাহারা ধ্যান করে, যাহারা তীর্থে বাস করে এবং শিরোব্রতের অন্তে যাহারা স্নান করে, তাহাদের কোন পাপই থাকে না। যেমন বায়ু দ্বারা এবং ঘৃতের দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ জপ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ নিত্যই পবিত্র হইয়া প্রদীপ্ত হন। ১৩-১৪।

স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, নিত্য বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ, সংযত-চিত্ত, জপকারী এবং হোমকারী ব্যক্তিগণের বিনিপাত হয় না। সহস্র গায়ত্রী-জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শতসংখ্যা মধ্যম এবং দশসংখ্যা নিকৃষ্ট। ইহা জানিয়া সমস্ত শুদ্ধিকামী ব্রাহ্মণ গায়ত্রী প্রয়োগ করিবেন অর্থাৎ জপ করিবেন। ১৫-১৬।

ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।
ধনেন বৈশ্য-শূদ্রৌ তু জপৈর্হোমৈর্দ্বিজোত্তমঃ॥১৭

যথাহশ্বা রথহীনাঃ স্যু রথী বাশ্বৈর্ব্বিনা যথা।
এবং তপস্ত্ববিদ্যস্য বিদ্যা বাপ্যতপস্বিনঃ॥১৮

যথাহন্নং মধুসংযুক্তং মধু বান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ॥১৯

বিদ্যা-তপোভ্যাং সংযুক্তং ব্রাহ্মণং জপনৈত্যকম্।
সদাপি পাপকর্ম্মাণমেনো ন প্রতিযুজ্যতে॥২০

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ॥

ক্ষত্রিয় নিজের বাহু-বীর্য্যের দ্বারা বিপদ হইতে মুক্ত হ'ন, বৈশ্য ও শূদ্র ধনের দ্বারা বিপন্মুক্ত হ'ন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জপ ও হোমের দ্বারা সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হ'ন। ১৭।

যেমন রথহীন অশ্ব বা অশ্বহীন রথ নিষ্ফল, তদ্রূপ বিদ্যাশূন্য তপস্যা বা তপস্যাশূন্য বিদ্যা উভয়ই নিষ্ফল। ১৮

যেমন মধু-সংযুক্ত অন্ন কিংবা অন্নসংযুক্ত মধু ভেষজ স্বরূপ, তদ্রূপ তপস্যা ও বিদ্যা মিলিত হইলে মহা ভেষজ-স্বরূপ হইয়া থাকে। ১৯।

বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত নিত্য জপ-পরায়ণ ব্রাহ্মণকে পাপকর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ২০।

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬

সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথ বেদাধ্যয়নপ্রশংসা

যদ্যকার্য্যশতং সাগ্রং কৃতং বেদশ্চ ধার্য্যতে।
সর্ব্বং তত্তস্য বেদাগ্নির্দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥১

যথা বাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদাগ্নিঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ ॥২

হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
ঋগ্বেদং ধারয়ন্ বিপ্রো নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন ॥৩

ন বেদবলমাশ্রিত্য পাপকর্ম্মরতির্ভবেৎ।
অজ্ঞানাচ্চ প্রমাদাচ্চ দহ্যতে কর্ম্ম নেতরৎ ॥৪

তপস্তপ্যতি যোঽরণ্যে মুনির্মূল-ফলাশনঃ।
ঋচমেকাং চ যোঽধীতে তচ্চ তানি চ তৎসমম্ ॥৫

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥৬

বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়াক্রমঃ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥৭

বেদাভ্যাসোঽন্বহং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়াক্রমঃ।
নাশয়ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥৭

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্ত্যা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥৮

যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাত্তথৈবাসৎপ্রতিগ্রহাৎ।
বিপ্রেষু ন ভবেদ্দোষো জ্বলনার্কসমো হি সঃ ॥৯

শঙ্কাস্থানে সমুৎপন্নে অভোজ্যাভোজ্যসঞ্জ্ঞকে।
আহারশুদ্ধিং বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১০

অক্ষারলবণাং রুক্ষাং পিবেদ্ ব্রাহ্মীং সুবর্চলাম্।
ত্রিরাত্রং শঙ্খপুষ্পং চ ব্রাহ্মণঃ পয়সা সহ ॥১১

পালাশ-বিল্বপত্রাণি কুশান্ পদ্মানুদুম্বরান্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেদাপস্ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥১২

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।
একরাত্রোপবাসশ্চ স্বপাকমপি শোধয়েৎ ॥১৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়

(বেদাধ্যয়নের প্রশংসা বর্ণন)

যদি শত অকার্য্য করিয়াও বেদাধ্যয়ন করা হয়, তাহা হইলে অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ বেদাগ্নি ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন। ১

যেমন বায়ু দ্বারা বলবান্ বহ্নি আর্দ্র বৃক্ষকেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ বেদাগ্নি নিজের সমস্ত কর্ম্মজনিত পাপকে দগ্ধ করিয়া থাকে। ২

বহু লোককে হত্যা করিয়াও, যেখানে সেখানে আহার করিয়াও ব্রাহ্মণ যদি ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তাহা হইলে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ৩

বেদ-পাঠের দ্বারা বলবান্ হইলে পাপ-কর্ম্মে অনুরাগ আসে না। যদিও অজ্ঞানতাবশতঃ এবং অনবধানতা-বশতঃও পাপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অন্য কোন প্রকারে সে-পাপ নষ্ট হয় না। ৪

যে ব্যক্তি বনে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ফল-মূল আহার করিয়া তপস্যা করেন, তিনিও একটি বেদাধ্যয়নকারীর তুল্য নহেন। ৫

ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদকে বর্দ্ধিত ও বলবান্ করিবে। অল্প শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি হইতে বেদ ভীত হ'ন। বেদ মনে করেন, এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অন্যার্থ করিবে। ৬

মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ক্রমানুসারে প্রত্যহ যথাশক্তি বেদাভ্যাস করিবে, তাহা হইলে মহাপাতক ও অন্যান্য সমস্ত পাপ শীঘ্র নষ্ট হইবে। ৭

বেদবিহিত নিজ নিত্য কর্ম্মগুলি অনলসভাবে প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলে পরম গতি লাভ করিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৮

অসৎ-যাজন, নিন্দিত অধ্যাপনা, নিন্দিত যৌন-

গোমূত্রং গোময়ং চৈব ক্ষীরং দধি ঘৃতং তথা।
পঞ্চরাত্রং তদাহারঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৪

যবান্ বিধিনোপযুঞ্জানঃ প্রত্যক্ষেণৈব শুধ্যতি।
বিশুদ্ধভাবে শুদ্ধাঃ স্যুরশুদ্ধে তু সরাগিণঃ ॥১৫

হবিষ্যান্ প্রাতরাশাংস্ত্রীন্ সায়মাশাংস্তথৈব চ।
অযাচিতং তথৈব স্যাদুপবাসত্রয়ং ভবেৎ ॥১৬

অথ চেত্ত্বরতে কর্তুং দিবসং মারুতাশনঃ।
রাত্রৌ জলাশয়ে ব্যুষ্টঃ প্রজাপত্যেন তৎসমম্ ॥১৭

সাবিত্র্যষ্টসহস্রং তু জপং কৃত্বোত্থিতে রবৌ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈর্যদি নো ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥১৮

যো বৈ স্তেনঃ সুরাপো বা ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
ধর্মশাস্ত্রমধীত্যৈব মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥১৯

দুরিতানাং দুরিষ্টানাং পাপানাং মহতা তথা।
কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চৈব সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥২০

একৈকং বর্ধয়েৎ পিণ্ডং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ।
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এবং চান্দ্রায়ণো বিধিঃ ॥২১

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সম্বন্ধ এবং অসৎ-প্রতিগ্রহ দ্বারা দীপ্যমান সূর্য্য-সদৃশ সেই ব্রাহ্মণের কোন পাপ হইবে না।৯

অভোজ্য-ভোজনজনিত শঙ্কা উপস্থিত হইলে কিরূপে আহারশুদ্ধি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

ব্রাহ্মণ অক্ষার-লবণা রুক্ষা ব্রাহ্মী এবং তিনদিন দুগ্ধের সহিত শঙ্খপুষ্পের রস পান করিবেন। ১১

ব্রাহ্মণ পলাশপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, পদ্মপত্র এবং যজ্ঞডুমুর ইহাদের ক্বাথ ত্রিরাত্র পান করিলেই শুদ্ধ হইবেন। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক পান এবং একদিন উপবাস ইহা দ্বারা চণ্ডালও শুদ্ধ হইয়া থাকে।১২-১৩

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত—এই পঞ্চগব্য দ্বারা পঞ্চরাত্র আহার করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায়। যথাবিধি যাবক ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষতই শুদ্ধি লাভ হয়। তিনদিন প্রাতঃকালে হবিষ্যান্ন ভোজন এবং তিন দিন সায়ংকালে হবিষ্যান্ন ভোজন, তিন দিন অযাচিত এবং তিন দিন উপবাস করিবে—ইহা দ্বারা সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইবে। কিংবা যদি অতি শীঘ্র পাপ-মোচন অভিপ্রেত হয়, তবে দিনে বায়ুভক্ষণ, রাত্রে জলাশয়ে বাস প্রাজাপত্যের তুল্য। সূর্য্য উদিত হইলে অষ্ট সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ভিন্ন অন্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ১৪-১৮

যে স্বর্ণ-চৌর, মদ্যপায়ী বা ভ্রূণহত্যাকারী বা গুরুতল্প-গামী, তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মহাপাপ, দুরভিলাষযুক্ত দুরিত মহাপাপের ক্ষয়ের জন্য কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রত করিতে হইবে, তাহাই সর্ব্বপাপনাশন বলিয়া জানিবে। ১৯-২০

চান্দ্রায়ণের নিয়ম যথা—শুক্লপক্ষে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস করিবে এবং অমাবস্যাতে আদৌ ভোজন করিবে না—ইহাই চান্দ্রায়ণের বিধি। ২১

বসিষ্ঠ-সংহিতায় সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৭॥

অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

স্বয়ং বিপ্রতিপন্নাদীনাং দুষিতস্ত্রীণাং ত্যাগাভাবকথনম্।

ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রোঽবেদকর্মণা।
নাপো মূত্রপুরীষেণ নাগ্নির্দহনকর্মণা ॥১
স্বয়ং বিপ্রতিপন্না বা যদি বা বিপ্রবাসিতা।
বলাৎকারোপভুক্তা বা চোরহস্তগতাপি বা ॥২
ন ত্যাজ্যা দুষিতা নারী নাস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
পুষ্পকালমুপাসীত ঋতুকালেন শুধ্যতি ॥৩
স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি ॥৪
পূর্বস্ত্রিয়ঃ সুরৈর্ভুক্তাঃ সোম-গন্ধর্ব-বহ্নিভিঃ।
গচ্ছন্তি মানুষান্ পশ্চান্নৈতা দুষ্যন্তি ধর্মতঃ ॥৫
তাসাং সোমোঽদদচ্ছৌচং গন্ধর্বঃ শিক্ষিতাং গিরম্।
অগ্নিশ্চ সর্বভক্ষত্বং তস্মান্নিষ্কল্মাষাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬

ত্রীণি স্ত্রিয়ঃ পাতকানি লোকে ধর্মবিদো বিদুঃ।
ভর্তুর্বধো ভ্রূণহত্যা স্বস্য গর্ভস্য পাতনম্ ॥৭
বৎসঃ প্রস্রবণে মেধ্যঃ শকুনিঃ ফলপাতনে।
স্ত্রিয়শ্চ রতিসংসর্গে শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ॥৮
অজাশ্বা মুখতো মেধ্যা গাবো মেধ্যাস্তু পৃষ্ঠতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পাদতো মেধ্যাঃ স্ত্রিয়ো মেধ্যাস্তু সর্বতঃ ॥৯
সর্ববেদপবিত্রাণি বক্ষ্যাম্যহমতঃ পরম্।
যেষাং জপৈশ্চ হোমৈশ্চ পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
অঘমর্ষণং দেবকৃতং শুদ্ধবত্যস্তরৎসমাঃ।
কুষ্মাণ্ডানি পাবমান্যো দুর্গা সাবিত্রিরেব চ (?) ॥১১
অভীষাঙ্গাঃ পদস্তোমাঃ সামাণি ব্যাহৃতিস্তথা।
ভারুণ্ডানি চ সামানি গায়ত্রং রৈবতং তথা ॥১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

(স্বয়ং বিপন্ন হইলে দূষিত স্ত্রীদিগের ত্যাগাভাব নিরূপণ)

স্ত্রীলোক উপপতি দ্বারা (অনিচ্ছাসত্বে) দূষিত হইলে দুষ্ট হইবে না। বেদোক্ত কর্ম্মশূন্য হইলেও ব্রাহ্মণ দুষ্ট হইবে না। মূত্র-পুরীষের দ্বারা স্রোতের জল দূষিত হইবে না। অদাহ্য-দাহনের দ্বারা অগ্নি দূষিত হয় না। ১

নিজেই যদি স্বেচ্ছায় অন্যের দ্বারা একবার গৃহীতা হয় কিংবা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্বারা স্থানান্তর-বাসিনী হয়, বলপূর্ব্বক উপভুক্তা হয়, কিংবা চৌর দস্যু প্রভৃতির হস্তগতা হয়, তবে সেই স্ত্রী দূষিতা হইলেও পরিত্যাজ্যা নহে, ইহার ত্যাগ শাস্ত্রবিহিত নহে। ২

ঋতুকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ঋতুদর্শনেই সে শুদ্ধা হইবে। স্ত্রীলোকের পবিত্রতা অতুলনীয়া। উপভোগাদি-দোষের দ্বারা স্ত্রীলোক কখনও দুষ্টা হয় না। ৩

প্রতিমাসীয় রজঃ ইহাদের পাপ দূরীভূত করে। পূর্ব্বে স্পৃষ্ট স্ত্রীগণকে সোম, গন্ধর্ব্ব, বহ্নি প্রভৃতি দেবগণ উপভোগ করেন, পরে তারা মানুষের উপভোগ্যা হয়। সুতরাং ইহারা ধর্ম্মানুসারে দোষযুক্ত নহে। ৪-৫

চন্দ্রই তাহাদের শুচিতা দান করেন, গন্ধর্ব্ব মধুর স্বর দান করেন এবং অগ্নি তাহাদিগকে সর্ব্বভক্ষত্ব দান করেন। অতএব নারীগণ কখনও পাপযুক্ত নহে।৬

ধর্ম্মবেত্তা মহর্ষিগণ বলেন, তিনটি মাত্র স্ত্রীলোকের পাপ—স্বামীহত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং স্বীয় গর্ভের পাতন। ৭

শিল এবং নোড়া অথবা ফল জলদ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়, ফলপাতনের দ্বারা পক্ষী শুদ্ধ হয়, স্ত্রীগণ রতি-সংসর্গে শুদ্ধ হয় এবং কুকুর শিকার-গ্রহণে শুদ্ধ হয়। ৮

অজ এবং অশ্বের মুখ সর্ব্বদা শুদ্ধ, গরুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদা শুদ্ধ, ব্রাহ্মণের পাদদ্বয় সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং নারীগণ সর্ব্বপ্রকারেই সর্ব্বাঙ্গে শুদ্ধ। ৯

এক্ষণে সমস্ত বেদোক্ত পবিত্রকর বিষয় বলিতেছি,

পুরুষব্রতং ন্যাসং চ তথা দেবব্রতানি চ।
অব্লিঙ্গং বার্হস্পত্যং চ বাক্‌সূক্তং মধ্বৃচস্তথা ॥১৩
শতরুদ্রিয়মথর্বশিরস্ত্রিসুপর্ণং মহাব্রতম্।
গোসূক্তং চাশ্বসূক্তং চ শুদ্ধঃ শুদ্ধেতি সামনী ॥১৪
স্ত্রীণ্যাজ্যদোহানি রথন্তরং চ
অগ্নের্ব্রতং বামদেব্যং বৃহচ্চ।
এতানি জপ্তানি পুনন্তি জন্তূন্
জাতিস্মরত্বং লভতে যদীচ্ছেৎ ॥১৫
অগ্নেরপত্যং প্রথমং সুবর্ণং
ভূর্বৈষ্ণবী সূর্যসুতাশ্চ গাবঃ।
তাসামনন্তং ফলমশ্নুবীত
যঃ কাঞ্চনং গাং চ মহীং চ দদ্যাৎ ॥১৬

উপরুন্ধন্তি দাতারং গৌরশ্বঃ কনকং ক্ষিতিঃ।
অশ্রোত্রিয়স্য বিপ্রস্য হস্তং দৃষ্ট্বা নিরাকৃতেঃ ॥১৭
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যাং চ ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা।
তিলান্ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তান্ কৃষ্ণান্ বা যদি বেতরান্॥১৮
প্রীয়তাং ধর্মরাজেতি যদ্ বা মনসি বর্ততে।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥১৯
সুবর্ণনাভং কৃত্বা তু সখুরং কৃষ্ণমাগণম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য যো দদ্যাত্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥২০
সসুবর্ণগুহা তেন সশৈলবনকাননা।
চতুর্বক্ত্রা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥২১
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃত্বা হিরণ্যং মধু-সর্পিষী।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্বং তরতি দুষ্কৃতমিতি ॥২২
ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

যাহা জপের দ্বারা এবং হোমের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। অঘমর্ষণ এবং দেবকৃত পবিত্রকর 'তরৎসম' প্রভৃতি মন্ত্রগুলি, কুষ্মাণ্ড মন্ত্র, পাবমানী সূক্ত, দুর্গামন্ত্র এবং গায়ত্রী, অভিষঙ্গ, পদস্তোম, সামগীতি এবং ব্যাহৃতিগণ, ভারগুমন্ত্র, সামমন্ত্র, গায়ত্রী, রৈবত, পুরুষব্রত, ন্যাস, দেবব্রত, অব্লিঙ্গ, বৃহস্পতি-মন্ত্র, বাক্‌সূত্র, মধুমন্ত্র, শতরুদ্রীয়, অথর্ব্বশির, ত্রিসুপর্ণমন্ত্র, মহাব্রত, গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত, রথন্তর সামমন্ত্র, অগ্নিব্রত, ও বামদেব্য গান—এইগুলি জপ করিলে সমস্ত মনুষ্যই পবিত্র হয় এবং ইচ্ছা করিলে ক্রমে জাতিস্মরত্ব লাভ করিতে পারে। ১০-১৫

প্রথমে সুবর্ণ, ভূ এবং বৈষ্ণবই অগ্নির পুত্র, ধেনুগণ সূর্য্যের পুত্র। এজন্য যে ব্যক্তি কাঞ্চন, ধেনু এবং ভূমি দান করে, সে অনন্ত ফলভোগ করে। ১৬

অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য গো, অশ্ব, সুবর্ণ এবং ক্ষিতি দাতাকে দানের নিমিত্ত উপরোধ করিবে।১৭

'হে ধর্ম্মরাজ তুমি প্রীত হও' ইহা মনে রাখিয়া বৈশাখী পৌর্ণমাসীতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে মধু সংযুক্ত করিয়া সপ্ত বা পঞ্চপ্রস্থ কৃষ্ণতিল দান করে, সে যাবজ্জীবন-কৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৮-১৯

যে ব্যক্তি সুবর্ণ-নাভি, সুবর্ণ-খুর কৃষ্ণধেনুকে তিলের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ করুন। ২০

যে ব্যক্তি সুবর্ণ গুহাযুক্ত সশৈল বন কানন দান করে, তাহার চতুর্বক্তা পৃথিবী দান করা হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১

যে ব্যক্তি কৃষ্ণসার-চর্ম্মে তিল পূর্ণ করিয়া স্বর্ণ, মধু এবং ঘৃত ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথ দানাদীনাং ফলনিরূপণম্।

দানেন সর্ব কামানবাপ্নোতি ॥১

চিরজীবিত্বং ব্রহ্মচারী রূপবান্ ॥২

অহিংস্যুপপদ্যতে স্বর্গম্ ॥৩

অগ্নিপ্রবেশাদ্ ব্রহ্মলোকঃ ॥৪ মৌনাৎ সৌভাগ্যম্ ॥৫

নাগাধিপতিরুদকবাসাৎ ॥৬

নীরুজঃ ক্ষীণকোশঃ ॥৭

তোয়দঃ সর্বকামসমৃদ্ধঃ ॥৮ অন্নপ্রদাতা সুচক্ষুঃ ॥৯

স্মৃতমান্ মেধাবী সর্বতোহভয়দাতা ॥১০

গোপ্রযুক্তে সর্বতীর্থোপস্পর্শনম্ ॥১১

শয্যাসনদানাদন্তঃপুরাধিপত্যম্ ॥১২

ছত্রদানাদ্ গৃহলাভঃ ॥১৩

গৃহপ্রদো নগরমাপ্নোতি ॥১৪

উপানৎপ্রদাতা যানমাসাদয়তি ॥১৫

অথাপ্যুদাহরন্তি ॥১৬

যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্ষিতঃ।

অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥১৭

বিপ্রায়াচমনার্থং তু দদ্যাৎ পূর্ণং কমণ্ডলুম্।

প্রেত্য তৃপ্তিং পরাং প্রাপ্য সোমপো জায়তে পুনঃ ॥১৮

অনডুহাং সহস্রাণাং দানানাং ধুর্য্যবাহিনাম্।

সুপাত্রে বিধিদত্তানাং কন্যাদানেন তৎসমম্ ॥১৯

ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।

আদিদানং হিরণ্যানাং বিদ্যাদানং ততোহধিকম্ ॥২০

আত্যন্তিকফলপ্রদং মোক্ষ-সংসারমোচনম্।

যোগিনাং সংমতং বিদ্বানাচারমনুবর্ততে ॥২১

শ্রদ্দধানঃ শুচির্দান্তো ধারয়েচ্ছৃণুয়াদপি।

বিহায় সর্বপাপানি নাকপৃষ্টে মহীয়ত ইতি ॥২২

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়

(দানাদি ফল নিরূপণ)

দানের দ্বারাই সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দানের দ্বারাই চিরজীবী হওয়া যায়, ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, রূপবান্ হওয়া যায়।১-২

অহিংসা-সম্পন্ন ব্যক্তির স্বর্গলাভ হয়। অগ্নিপ্রবেশ করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। মৌনের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয়। জলে বাস করিলে নাগের অধিপতি হওয়া যায়। দানের দ্বারা ধনাগার ক্ষয় করিলে নীরোগ হওয়া যায়। ৩-৭

জলদানকারীর সর্বাভিলাষ পূর্ণ হয়। অন্নদাতার সুন্দর চক্ষু হয়। সকলের অভয়দাতা স্মৃতিশক্তিশালী ও মেধাবী হয়। ৮-১০

গোদান করিলে সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হয়। শয্যা ও আসন দানে অন্তঃপুরের আধিপত্য লাভ হয়। ছত্রদানে গৃহ লাভ হয়। গৃহ প্রদানে নগর প্রাপ্তি হয়। পাদুকা প্রদানে যান লাভ হয়। এবিষয়ে ঋষিরা বলেন, কৃষি-জীবিকায় পুরুষ যাহা কিছু পাপ করে, গোচর্ম্ম-পরিমিত ভূমিদানের দ্বারাতে তৎসমস্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। যে আচমনের জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু ব্রাহ্মণকে দান করে, সে মৃত্যুর পর অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া সোমপায়ীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। যানবাহী সহস্র বৃষদানের যে ফল, তাহা সৎপাত্রে যথাবিধি কন্যাদানের ফলতুল্য। তিনটি অতিশয় শ্রেষ্ঠদান অতিদান। ধেনু, পৃথিবী এবং বাক্য। সুবর্ণ-দান শ্রেষ্ঠ, বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠতর।১১-২০

সংসার-মোচক মোক্ষদান আত্যন্তিক ফলপ্রদ। ইহা যোগিগণ সম্মত। ইহা জানিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি সদাচার অনুবর্তন করেন। শ্রদ্ধাশীল পবিত্র দমগুণান্বিত ব্যক্তি মোক্ষমন্ত্র ধারণা করিবে এবং শুনিবে, তবে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে পূজনীয় হইবে।২১-২২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯॥

ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

অথ প্রাণাগ্নিহোত্রবিধিবর্ণনম্ ॥

ধর্মং চরত মাঽধর্মং সত্যং বদত নানৃতম্।
দীর্ঘং পশ্যত মা হ্রস্বং পরং পশ্যত মাঽপরম্ ॥১

ব্রাহ্মণো ভবত্যগ্নিরগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ ॥২

তচ্চ কথম্ ॥৩

তত্র সদো ব্রাহ্মণস্য শরীরং, বেদিঃ সংকল্পো, যাজ্ঞঃ পশুরাত্মা, রশনা বুদ্ধিঃ, সদো মুখমাহবনীয়ং, নাভ্যামুদরোঽগ্নির্গার্হপত্যঃ প্রাণোঽধ্বর্য্যুরপানো, হোতা ব্যানো, ব্রহ্মা সমান, উদ্গাতাত্মেন্দ্রিয়াণি যজ্ঞ পাত্রাণি, য এবং বিদ্বানিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থং জুহোতীতি ॥৪

অপি চ কাঠকে বিজ্ঞায়তে ॥৫

অথাপ্যুদাহরন্তি ॥৬

পাতি ত্রাতি চ দাতারমাত্মানং চৈব কিল্বিষাৎ।
বেদেন্ধনসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু ॥৭

ন স্কন্দতে ন ব্যথতে নৈনমধ্যাপতেচ্চ যৎ।
বরিষ্ঠমগ্নিহোত্রাত্ত্, ব্রাহ্মণস্য মুখে হুতম্ ॥৮

ধ্যানাগ্নিঃ সত্যোপচয়নং ক্ষান্ত্যা পুষ্টিশ্রবং ত্রিঃ পুরোডাশমহিংসা চ সন্তোষো যূপঃ কৃচ্ছ্রং ভূতেভ্যোঽভয়দাক্ষিণ্যং স্মৃতিং কৃত্বা ক্রতুং মানসং যাতি ক্ষয়ং বুধঃ ॥৯

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
জীবনাশা ধনাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥১০

ত্রিংশ অধ্যায়

(প্রাণাগ্নি-হোত্র বিধি বর্ণন)

ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না। সত্য বলিবে। মিথ্যা বলিবে না। দীর্ঘ (ফল) দেখিবে। ক্ষুদ্র ফল দেখিবে না। পরব্রহ্মকেই দেখিবে। অপর ব্রহ্মকে দেখিবে না।১

ব্রাহ্মণই অগ্নিতুল্য। 'অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইহা শ্রুতি বাক্য। তাহা কিরূপে হয়—তাহাই বলিতেছেন। ব্রাহ্মণের শরীরই যজ্ঞভূমি, সঙ্কল্প বেদী, আত্মা যজ্ঞীয় পশু, বুদ্ধি রজ্জু, মুখ যজ্ঞাগার, নাভী আহবনীয়, উদর অগ্নি, প্রাণ গার্হপত্যাগ্নি, অপান অধ্বর্য্যু, ব্যান হোতা, সমান ব্রহ্মা, আত্মা উদ্গাতা, ও ইন্দ্রিয়গুলি যজ্ঞপাত্র,—যে এইরূপ তত্ত্ব জানিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের হোম করে, সেই তত্ত্বজ্ঞ।২-৪

কঠোপনিষদে আছে।৫

এবিষয়ে ঋষিরা বলেন—বেদরূপ ইন্ধন দ্বারাতে প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণের মুখাগ্নিতে আহুত দ্রব্য দাতাকে ও নিজেকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করে। ব্রাহ্মণের মুখে আহুত দ্রব্য কখনও নষ্ট হয় না বা ব্যথাদায়ক হয় না বা কখনও পতিত হয় না। অগ্নিহোত্র অপেক্ষাও তাহা শ্রেষ্ঠ।৬-৮

মানস যজ্ঞের বিধি। মানস যজ্ঞে ধ্যানই অগ্নি, ক্ষমা ও সত্য প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণ, পুষ্টি হবনের শ্রুব, অহিংসা, সন্তোষ ও যূপকাষ্ঠ তিনটিই পুরোডাশ সমস্ত প্রাণীকে অভয়দানই কৃচ্ছ্রতা। এই মানস যজ্ঞবিধি স্মরণ করিয়া পণ্ডিতগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন।৯

জীর্ণ দেহের কেশগুলি জীর্ণ হয়, জীর্ণ দেহের দন্তগুলিও জীর্ণ হয়, কিন্তু দেহ জীর্ণ হইলেও জীবনের আশা ও ধনের আশা কখনও জীর্ণ হয় না।১০

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যাঽসৌ প্রাণান্তিকো ব্যাধিস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখমিতি ॥১১

নমোঽস্তু মিত্রাবরুণয়োরুর্বশ্যাত্মজায় শতয়াতবে
বসিষ্ঠায় বসিষ্ঠায়েতি ॥১২

ইতি বাসিষ্ঠে ধর্মশাস্ত্রে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সমাপ্তাচেয়ং বসিষ্ঠ-সংহিতা। ওঁ তত্সৎ।

যাহাকে দুর্ব্বুদ্ধি-লোকেরা অতি ক্লেশেও পরিত্যাগ করিতে পারে না, দেহ জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণনাশক ব্যাধিস্বরূপ বাসনাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই জীব সুখী হয়। উর্ব্বশীপুত্র মিত্রাবরুণ বসিষ্ঠকে প্রণাম করি।১১-১২

বসিষ্ঠ-সংহিতায় ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩০॥

শ্রীমাধবচন্দ্র পঞ্চতীর্থ কৃত-বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত